নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, { ১৫ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৬, ১৫ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ৩১শে আগষ্ট ইং ১৯৩২ বুধবার } ১৫১তম সংখ্যা

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ও শ্রীনন্দোৎসব

শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে

শ্রীমায়াপুর-ধামস্থ আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা মঠ উড়িষ্যা দেশস্থ কটক নগরীতে অবস্থিত শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী মহামহোৎসব এবং শ্রীনন্দোৎসব বিগত ২৪শে এবং ২৫শে আগষ্ট তারিখে বিপুল সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছেন।' শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের ভক্তগণ এই দিবসদ্বয় ব্যাপী মহামহোৎসব উপলক্ষে নগরবাসী সজ্জনবৃন্দকে শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন শ্রবণাদিভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান পূর্ব্বক শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মানের নিমিত্ত সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্রদেব প্রচুর বারিবর্ষণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণজন্মতিথির সম্মার্জন করিয়া সজ্জনগণের সেবাবৃত্তির সম্যক্ উন্মেষ সাধন করিয়াছিলেন। অজস্র বারিপ্লাবন-সত্বেও বহু নগরবাসী শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের মহোৎসবে যোগদান করিয় উহা সম্পূর্ণরূপে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন।

শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী মহামহোৎসব ও শ্রীনন্দোৎসব উপলক্ষে যে সমুদয় শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গ কীর্ত্তিত হইয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীমথুরার কংস-কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা আবিষ্কার এবং শ্রীগোকুলে শ্রীনন্দালয়ে শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম জন্য আনন্দোৎসব শ্রীমদ্ভাগবতপ্রমুখ সাত্বত শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহে বর্ণিত আছে। অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীমন্মহাপ্রভুর অমন্দোদয়-দয়া-বিতরণকারী শ্রীরূপানুগ আচার্য্যগণের কৃপায় শ্রীকৃষ্ণ লীলার রসাস্বাদন এই সুধন্য কলিযুগে জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে কেবলমাত্র শ্রদ্ধামূল্যে আবালবৃদ্ধবনিতার অত্যন্ত সুলভ হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যলীলা-অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণলীলার বিচার দ্বারা জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতেছে। উহাই সজ্জনগণের আদরণীয় যাবতীয় সচ্ছাস্ত্রসম্মত বর্ত্তমানযুগের একমাত্র শ্রেয়ঃ-পথ সন্দেহ নাই।

প্রভু শ্রীচৈতন্যের ঐকান্তিক সেবকবৃন্দের সম্পূর্ণ আনুগত্যে সনাতন-শ্রৌতপন্থাবলম্বনে নিত্যসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণলীলা বিশুদ্ধ সত্বোজ্জ্বল জীবহৃদয়ে স্বতঃই স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া থাকেন।

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যম্-
ইন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ
স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

"অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি।"

শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মাশ্রিত শ্রীরূপানুগ আচার্য্যবর্য্যগণের আশ্রিত জনের শ্রীমুখোচ্চারিত শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা জীবের সেবোন্মুখ কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা সুসেবিত হইলে তদ্দ্বারা ক্রমশঃ যাবতীয় অনর্থের অপগমে জায়মান জীবের শুদ্ধ-অন্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণলীলা স্বয়ং উদিত হয়েন।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা শুদ্ধ হৃদয়ে উদিত হইলে শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত শ্রীমথুরামণ্ডল ও শ্রীগোকুলাখ্য শ্রীকৃষ্ণধামের এবং তত্তৎ-ধামস্থ যাবতীয় লীলার যুগপৎ স্ফূর্ত্তি হয়। তখন শ্রীবসুদেব-দেবকী এবং শ্রীনন্দ-যশোদার দর্শন লাভ হয় এবং তাঁহাদের সেবকসূত্রে শ্রীনন্দনন্দনের বাৎসল্য-সেবার অতুলনীয় মাধুর্য্য আমাদের আস্বাদ্য হয়। অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ বাৎসল্যরসের উদয়ে হেয় প্রাকৃত জড় বাৎসল্য রসের কবল হইতে আমরা মুক্ত হইতে পারি। তখন শ্রীনন্দনন্দনই আমাদের প্রকৃত বাৎসল্য-রসের একমাত্র উপাস্যরূপে শ্রীকৃষ্ণের পিতৃত্ব এবং মাতৃত্ব অভিমানের উদয় করাইয়া আমাদের স্বরূপগত বাৎসল্য-রসের স্পৃহা প্রকৃতই পূর্ণরূপে অনুশীলনের সুযোগ প্রদান করেন।

শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠে

গত জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীগুরু-বন্দনা, গুর্ব্বষ্টক ও পঞ্চতত্ত্ব কীর্ত্তন, ঊষা কীর্ত্তন এবং বেলা ১২টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও শ্রীসনাতন-শিক্ষা পাঠ হইয়াছিল। অতঃপর অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা হইতে ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত (শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্ব্বে) পৃথ্বীর ব্রহ্মাসমীপে গমন, দেবগণসহ ব্রহ্মা ও শিবের ক্ষীরোদসাগরে গমনপূর্ব্বক শ্রীহরির স্তুতি, শ্রীহরির আকাশবাণীতে ব্রহ্মার নিকট নিজ প্রকটাভিলাষ জ্ঞাপন, ভগবানের জন্মরহস্য ও দেবগণের গর্ভস্তুতি প্রভৃতি ব্যাখ্যা হয়। অতঃপর নিশীথ রজনীতে শ্রীহরির আবির্ভাব-সম্বন্ধীয় কথা পাঠ ও কীর্ত্তনান্তে শ্রীভগবানের পূজা ও আরাত্রিক হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব বিষয়ী প্রদর্শনী সাহায্যে বিচিত্ররূপে সাজাইয়া শ্রীমন্দিরে রক্ষা করা হইয়াছিল, তাহাতে সকলেই বিশেষ প্রীত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা তিন দিবস যাবৎ উক্ত প্রদর্শনী দর্শন করিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

শ্রীনন্দোৎসবের দিন অপরাহ্ণে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকৃদেব শ্রৌতী মহারাজ নন্দোৎসব উপলক্ষে একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। (সম্ভব হইলে তাহা পরবর্ত্তী কোন সংখ্যায় প্রকাশিত হইতে পারিবে।) বক্তৃতান্তে শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু "শুনহে রসিকজন কৃষ্ণগুণ অগণন" গীতিটী কীর্ত্তন করিয়া সকলের চিত্তাকর্ষণ করেন।

তৎপরে সমাগত সকলকেই শ্রীভগবৎ-প্রসাদ বিতরণ করা হয়। প্রায় পাঁচ শত ব্যক্তি মহাপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া নন্দ মহারাজের জয় ঘোষণা করিয়াছিলেন।

উৎসব উপলক্ষে শ্রীপাদ নবদ্বীপ ব্রহ্মচারী প্রভুর [illegible] উৎসাহের সহিত সেবাচেষ্টা আদর্শস্থানীয়।

তাহারে সে বলি ধর্ম কর্ম সদাচার। ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ হৃষীকেশ ভৃত অনিরুদ্ধ ৪৪৭

ভক্তি

বেদের তৃতীয় শাখা, ভক্তি। উহা উপদেশ ও নিত্য সেবাময় এবং ভোগ ও ত্যাগের প্রাতযোগী শাখাবিশেষ। বেদের কর্ম্ম ও জ্ঞান শাখাদ্বয় অবলম্বনে কর্ম্ম-জ্ঞান প্রাধান্য সংস্থাপক বহু শাস্ত্রাদির দ্বারা জগতে কৈতব বহুলরূপে প্রচারিত হইয়া নিত্যধর্ম্ম সম্বন্ধে গ্লানি উপস্থিত করিলে, শ্রীভগবান্ বেদের তৃতীয় শাখার নির্য্যাস-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতরূপে অবতীর্ণ হইয়া নিত্যধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় নিখিল গ্লানি দূরীভূত করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতই নিগম কল্প-তরুর পক্ক ফল। এই গ্রন্থে বেদের অপক্ক ফলের কথা আলোচিত হয় নাই। ইহা বেদের পুষ্পও নহে, মুকুলও নহে, কলিকাও নহে, কর্ম্ম ও জ্ঞান-শাখা বেদবৃক্ষের ফল নহে। শ্রীমদ্ভাগবত কর্ম্ম ও জ্ঞানাবরণ-রহিত উত্তমা ভক্তির অনুকূল-ভাবে কৃষ্ণানুশীলনপর অন্যাভিলাষিতাশূন্য আশ্রয়। শ্রীমদ্ভাগবত জ্ঞান-প্রদীপ। ইনি পুরাণার্ক; ইনি রসময় ফল। এই শ্রীমদ্ভাগবত-তত্ত্ব ভগবান্ আদি-কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে পুরাকালে বিস্তার করিয়াছেন। ইহাই ভক্তির কথা।

আমরা বদ্ধ জীব, ব্যবহারিক জ্ঞান-বিচার লইয়া আমাদিগের বাস্তবীয় গবেষণা এবং ইহাও প্রত্যক্ষবাদময়। এই প্রত্যক্ষ-বাদময় সাধারণ বিচারে আমরা এত বড় ভক্তিরাজ্যের বাস্তব কথা কি প্রকারে গ্রহণ করিব? ইহা একটা বিশেষ জটিল কথা। সেইজন্য ভক্তিজ্ঞান লাভার্থে আমাদিগের সর্ব্বদা প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবামুখী হইয়া বৈষ্ণবগণের শ্রীপাদ-পদ্মে উপস্থিত হওয়া এবং তাঁহাদিগের শ্রীমুখবিগলিত বৈকুণ্ঠরাজ্যের চেতনবাণী—শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রীমদ্ভাগবতের অকৃত্রিম সত্যবাণীকে নিরস্ত-কুহক পরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করাই একমাত্র পন্থোপায়। যে পর্য্যন্ত আমরা শ্রীগুরু-পাদপদ্ম ব্যতীত অন্যত্র ভক্তি-বিজ্ঞানের কথা নাই বলিয়া হৃদয়ের সহিত সুদৃঢ় বিশ্বাস গ্রহণ করিতে না পারিব, সেই পর্য্যন্ত ভক্তি-বস্তুকে আমরা নানাপ্রকারে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের কৃপালাভে বঞ্চিতই থাকিব।

ভক্তি কি? উহা কি কোন কষ্ট-কল্পনার কথা, না শুধু ভাবরাজ্যের ভাবুকতা? উহা কি কোন কল্পনারাজ্যের কল্পিত ভাবপ্রসূত কোন মূর্ত্তিবিশেষ, না কতিপয় স্বার্থপর ব্যক্তির সাম্প্রদায়িকতা? এই কথাগুলি যদি আমরা একটু স্থির মস্তিষ্কে নিরপেক্ষভাবে দাঁড়াইয়া গুরুগণের শ্রীচরণাম্বুজে আলোচনা করি, তাহা হইলে আমরা আধ্যক্ষিক বিচারের হেয়তা এবং তুরীয় বা অতীন্দ্রিয় বিচারের উপাদেয়তা উপলব্ধি করিয়া অভূতপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিবার অধিকারী হই। অবশ্য ব্যক্তিগত হিসাবে আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর নেওয়ার ন্যায় অনধিকার চর্চ্চা হইলে ঐ রাজ্যের ভাবধারায় নিষ্ণাত হইবার আশা, প্রত্যেক আত্মকল্যাণকামী অধিকার অনুসারে পোষণ করিতে নিশ্চিন্ত থাকেন না।

"ভক্তি"—ভজ্ ধাতুর অর্থ "সেবা।" প্রত্যেক চেতন বা জীবই সেবক। চেতনের স্বাভাবিক ধর্ম্মই সেবা। চেতন প্রাণীমাত্রেই ক্রিয়াশীল। আমরা প্রত্যেকেই একটা কিছু করি। যাহা করি তাহাই কর্ম্ম; আমাদিগের প্রত্যেক কর্ম্মেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিজের ও অপরের সেবাচেষ্টা রহিয়াছে, কর্ম্ম ছাড়া কেহই এক নিমেষকাল থাকিতে না। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, রাজকার্য্য পরিচালনা ও অন্যান্য কার্য্য সবই এক প্রকার সেবা বলিয়া আমরা মনে করি। মাতা-পিতৃসেবা, কন্যাপুত্রাদি সেবা, দেশসেবা, সমাজসেবা, দেবসেবা, নিজেন্দ্রিয়সেবা, কত প্রকার সেবা লইয়া আমরা প্রত্যেকটী চেতনই ব্যস্ত আছি। ইহার প্রধান কারণ উক্ত কর্ম্মকেই আমরা নিজ নিজ বিচারে চরম বলিয়া মনে করিতেছি এবং তাহার ফলও পরমোপাদেয় বলিয়া সেবা নামে গ্রহণ করিতেছি। ইহাই দৈবী গুণময়ী মায়ার বিমুখমোহিনী ক্রীড়ার বৈচিত্র্যকে ভগবানের চিল্লীলা বলিয়া ভ্রমে পতিত হওয়া।

প্রাগুক্ত কর্ম্মনিচয়কে সেবা আখ্যায় আখ্যাত করিলেও উহা শ্রীহরির উদ্দেশ্যে কৃত নহে বলিয়া মদসংযুক্ত ক্রিয়া ও কর্ম্ম-মাত্র। উহা অনিত্য বস্তুতে উদ্দিষ্ট থাকায় ফলও অনিত্য—ক্ষণভঙ্গুর—হেয়। যেখানে সেব্যবস্তুর নিত্যতাভাব তথায় সেবা ও সেবাফল নিত্য নহে সুতরাং উহা হেয় কর্ম্ম। একের অভাবেই সেবা শুষ্ক হইয়া যায়। সেইজন্য আমাদিগের ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব দোষ-চতুষ্টয় বিনাশ করে। শ্রীভগবান্ নিত্য পরম সত্য বস্তু ভাগবতশাস্ত্ররূপ শব্দব্রহ্ম এবং ভক্তিরসপাত্র ভক্ত ভাগবতের স্বরূপশক্তিকে আকর্ষণ করিয়া তাহাদিগের রক্ষিত সংস্কার করিয়া দেন। সেব্য-বস্তুর বাস্তব সন্ধান না জানায় আমাদের বাহ্যিক সেবাচেষ্টাই অসৎ কর্ম্ম পর্য্যায়ে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। সেই জন্যই জগদ্‌গুরু ভগবদ্বেত্তা শ্রীশ্রীআচার্য্যানুগতো সেবাধর্ম্ম শিক্ষা একান্ত কর্ত্তব্য।

নিত্য সেব্য বস্তু, বাস্তব নিরস্ত-কুহক পরম সত্য বস্তু। উহাতে কোন প্রকার হেয়তা, অবরতা না থাকায়—নিত্য পরমোপাদেয় নিত্য সেবানন্দ লাভ ঘটিয়া থাকে। নিত্য চেতন বস্তু চিন্ময় ভগবানের সেবা, নিত্য চিদংশ আত্মারই সম্ভব। জড় বা অচেতন বস্তুর দ্বারা চিন্ময় বস্তুর সেবা অসম্ভব। মায়াবরণ-রহিত জীবাত্মাই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নিত্য-সেবক। এখন যদি বলা যায়,—আমরা যখন বদ্ধাভিবদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ সেবার অধিকার নাই! তবে আর শ্রীভাগবত শ্রবণ, শ্রীবিগ্রহ সেবা ও শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনাদির প্রয়োজন কি? তদুত্তর "আমাদিগেরই ইহা অত্যন্ত প্রয়োজন।" এই মায়ানিগড় ছিন্ন করিবার মত বল কোন কালেই আমাদিগের নাই, আর হইবেও না। তাই শ্রীবলদেবাভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব ও তৎসেবকগণের সঙ্গে ভাগবতাদি শ্রবণ ও শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন এবং শ্রদ্ধা করিয়া শ্রীকৃষ্ণাদি শ্রীমূর্ত্তির সেবন দ্বারা ক্রমশঃ যোগ্যতা আসিলে শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সেবার যোগ্যতা প্রদান করিতে পারেন। কোন অচেতন বস্তু, যেমন এই ব্যঞ্জন থালা, মানুষের দ্বারা চালিত হইয়া প্রাণ না থাকিলেও মনুষ্যের সেবা করিতেছে; সেই প্রকার আমরা যে প্রকারেই থাকি না কেন, শ্রীগুরুদেবের কৃপা-কটাক্ষে পতিত হইলে তিনি নিশ্চয়ই নিজগুণদ্বারা আকর্ষণ করিয়া সেবাধিকার প্রদান করিবেন। সুতরাং শ্রীগুরুপাদ-পদ্মই একমাত্র নিত্য-সেবা বা ভক্তি-প্রদাতা। "আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ।"

শ্রীশ্রীবলদেব

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৫০ সংখ্যার পর)

এই বলদেবপ্রভু বেদে বস্তু হ'ন; কৃষ্ণ স্বরূপ, এবং তিনি স্বয়ংরূপেরই স্বয়ংপ্রকাশ বা দ্বিতীয় দেহ। বদ্ধ বিষ্ণুবস্তু আছেন সকলের মূল উপাস্য বস্তু হ'চ্ছে শ্রীবলদেব প্রভু। তিনি মূল-সঙ্কর্ষণ, তিনি নিখিল চিত্তের মূল-কারণ, তাঁহার অংশ বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ, মহাসঙ্কর্ষণ হইতে প্রথম পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী, কারণা-র্ণবশায়ী হইতে সমষ্টি বিষ্ণু দ্বিতীয় পুরুষাব-তার গর্ভোদশায়ী, সেই গর্ভোদশায়ী হইতে অন্তর্যামী ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু, মৎস্য, কূর্ম্ম বরাহ, রাম, নৃসিংহ, হয়শীর্ষ, পরশুরাম, প্রলম্বারি, বলরাম, কল্কি প্রভৃতি লীলা-বতার কল্পাদিতার সমূহ আবির্ভূত হইয়া-ছেন। শ্রীমৎস্যদেব স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরে হয়গ্রীব নামক বলশালী দৈত্যকে বিনাশ করিয়া বেদ আহরণ করেন। শ্রীকূর্ম্মদেব অনায়াসে পৃষ্ঠদেশে মন্দরাচল ধারণপূর্ব্বক স্বীয় মহাবলের পরিচয় প্রদর্শন করেন। শ্রীবরাহদেব রসাতলগামিনী পৃথিবীকে উদ্ধার এবং আদিদৈত্য হিরণ্যাক্ষকে দন্তদ্বারা বিদারিত করেন। রামাবতারে দেবব্রহ্মঘ্নী প্রবলপরাক্রান্ত দশাননকে বধ করেন। নৃসিংহাবতারে হিরণ্যকশিপুকে বধ এবং পঞ্চম বর্ষীয় বালক প্রহ্লাদকে হিরণ্যকশিপুর বহুবিধ অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া হিরণ্যকশিপুর দৈহিক পাশবিক বল হইতে বলদেব-অংশাংশের কৃপাপাত্র শিশুরূপী প্রহ্লাদের উপাদেয় চিৎবলের অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠতা প্রচার করেন। হয়শীর্ষাবতারে মধুকৈটভ নামক প্রচুর বলশালী দৈত্য-দ্বয়কে বিনাশ করিয়া বেদ উদ্ধার করেন। পরশুরামাবতারে ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী ক্ষত্রিয়-গণকে বিনাশ করেন। প্রলম্বারি বল-রামরূপে তিনি আসুরবণিক প্রাকৃত সহজিয়ার আদর্শ প্রলম্বাসুরকে বধ করেন এবং কল্কি অবতারে দস্যু-প্রকৃতি পাশব-বলদৃপ্ত নৃপতিগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন। সুতরাং যে বলদেবের কলা-বিকলাদ্বারা এইরূপ মহাবলের আদর্শ জগতে প্রচারিত, সেই বলদেব প্রভুর বিষয় বর্ণনার অতীত —গুরু-কৃপাপ্রাপ্ত মুক্তজীব ব্যতীত বদ্ধ-জীবের অনধিগম্য। মহাসঙ্কর্ষণের অংশ কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু, মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করিয়া অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়া প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে গর্ভোদশায়ীরূপে প্রকাশ থাকেন এবং ক্ষীরোদশায়ীরূপে প্রত্যেক জীব-হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ অবস্থান করেন। (ক্রমশঃ)

সবার জীবন কৃষ্ণ জনক সবার। হেন কৃষ্ণ যে না ভজে সর্ব্ব ব্যর্থ তার॥

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! ... সুযোগ

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্রী

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। হরিপ্রথাস্কিত যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এন্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' প্রভৃতি-ব্যাখ্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, গ্রন্থ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে সুস্পষ্ট টাইপে বড় অক্ষরে সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

শ্রীইংরাজী ভাষায় বিরচিত গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এন্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা
প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত ভিক্ষা সাধারণের পক্ষে ২১৷৵০; গৌড়ীয়ের গ্রাহকের পক্ষে ১৫৷৵০।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তীটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা ১০৲; গৌড়ীয় ও নদীয়া প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৮৲ টাকা।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

জগদ্গুরুবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অভক্তের প্রতি উপদেশ', 'ঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও প্রাকৃত-রুদ্রের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'অসৎসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মার স্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্যাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সজ্জনধর্ম্ম ও প্রাকৃত সজ্জনধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মহত্ত্বের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীদয় স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব প্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুকৃচিবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বঞ্চিত্ব ধূর্ত্ততা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়ের প্রচার তাৎপর্য্য এবং সপ্ত কোটিজন্মণি প্রভৃতি সিদ্ধান্তরত্ন। ভিক্ষা মাত্র ৵০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২।০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজবি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্তন লাহোর, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামকীর্ত্তন, শ্রীমহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড় গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ৷৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত আকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত "রসিক-রঞ্জন" নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বৃহৎ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-বর্ণন

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী [illegible] লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, অবাঁধা ১৷৵০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তশিক্ষার্থিগণের পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-খানি পাঠ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুই অজ্ঞাত বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে ·· প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভ

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের [illegible] দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় [illegible] বিশেষার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ দশ আনা মাত্র।

কৃষ্ণনগরে হিন্দুসভা

গত ৬ই ভাদ্র (১৩৩৯) কৃষ্ণনগর অনাথেশ্বর শিবমন্দিরে সন্ধ্যা বেলায় অবনত জাতিদের একটি সভা হইয়াছিল। উহাতে বাগদী, কেওড়া, মেথর প্রভৃতি সকলেই বিশেষ আগ্রহের সহিত যোগদান করিয়াছিল। অনাথেশ্বর পাঠশালার সম্পাদক শ্রীযুত প্রসাদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ অধ্যাপক মহাশয়, কৃষ্ণনগরের জমিদার শ্রীযুত বদ্রিনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া প্রভৃতি কতিপয় মহানুভব ব্যক্তি এবং প্রাপ্তবয়স্ক গোপগণ যোগদান করিয়াছিলেন। প্রাদেশিক হিন্দু সভার সহকারী সভাপতি শ্রীযুত দিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাদের কর্ত্তব্য, হিন্দু সমাজের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, পতিতপাবন শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্ম, সদাচার প্রবর্ত্তন' প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করেন। পরদিন ৭ই ভাদ্র কৃষ্ণনগর টাউন হলে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় হিন্দু সভার এক সভার অধিবেশন হয়। উহাতে সহরের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অনেকে এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের বহুলোক সাগ্রহে যোগদান করিয়াছিলেন। স্থানীয় হিন্দু সভার সভাপতি শ্রীযুত ইন্দুভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল চক্রবর্ত্তী, হিন্দুসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ বাবু ও দিগেন্দ্র বাবু প্রাণস্পর্শী ভাষায় বর্ত্তমান জাতি ভেদের অনিষ্টকারিতা অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, বিধবা বিবাহ, শুদ্ধি হিন্দুক্ষয় ও তন্নিবারণের উপায় এবং হিন্দু সংগঠন সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা-শ্রবণে সকলেই পরিতোষ লাভ করেন।

স্বামী-পরিত্যক্তা হিন্দু-বালিকা

হাওড়া আর্য্য সমাজ ও সুসার সেবা সমিতির আবেদন অনুযায়ী হাওড়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এম, বি, দত্ত রাজবতী কুর্মীন (১৬) নাম্নী একটি হিন্দু-বালিকাকে গত শুক্রবারে অবলা আশ্রমে প্রেরণ করিয়াছেন। এরূপ প্রকাশ যে, উক্ত বালিকাকে তাহার স্বামী সম্প্রতি হাওড়ায় ফেলিয়া চলিয়া যায়। উক্ত বালিকার বাড়ী নেপালের সীমান্তবর্ত্তী কোন জিলায়। হাওড়ার জনৈক মুসলমান বাড়ীওয়ালার বাড়ীতে সে বাস করিতে থাকে। একটী তল্লাসী পরোয়ানার বলে পুলিশ তাহাকে আদালতে হাজির করায়। উক্ত বালিকাকে বাড়ীওয়ালার হেপাজতে রাখিবার প্রার্থনা জানাইয়া বাড়ীওয়ালার পক্ষ হইতে একখানি আবেদন পেশ করা হয়। আর্য্যসমাজের পক্ষ হইতে শ্রীযুত পান্নালাল সিংহ এবং হিন্দুসভার পক্ষ হইতে শ্রীযুত মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য উক্ত আবেদনের প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, হেপাজতে রাখিবার প্রশ্ন নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত উক্ত বালিকাকে অবলা আশ্রমে প্রেরণ করা যাইতে পারে। সেখ সে কেহই যাইতে পারিবে না। বাড়ীওয়ালাকেও গেপ্তার করা হইয়াছিল।

পোষ্ট আফিসের ১৪ হাজার টাকা উধাও

পাটনা হইতে প্রকাশ, পোষ্টাল ডিপার্টমেণ্ট হইতে ১৫০০০ টাকা ষড়যন্ত্র পূর্ব্বক ফাঁকী দেওয়া সম্পর্কে যে পুলিশ তদন্ত চালাইতেছিল, তাহা শেষ হইয়াছে। দণ্ডবিধির ১২ খ, ৪৬৭, ৪৭১, ৪২০ এবং ১০৯ ধারানুসারে ৮ জনের বিরুদ্ধে সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট চার্জ্জসিট দাখিল করা হইয়াছে। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, ঐ ৮ জন লোক পোষ্টাল ডিপার্টমেণ্টকে প্রতারণা করার জন্য ষড়যন্ত্র করে এবং সাধারণ জিলার মায় হাওড়া পোষ্ট আফিসের মোহরযুক্ত কতকগুলি ষ্ট্যাম্প করা মনিঅর্ডার ফর্ম্ম বাঁকীপুরে কয়েকজনের ঠিকানায় পাঠাইয়া দেয়। ফলে ঐ সকল ব্যক্তি ঐ ফর্ম্ম দেখাইয়া বাঁকিপুর পোষ্ট আফিস হইতে তাহারা সকলে মোট ১৪১০৯ টাকা উঠাইয়া লয়। গত ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯৩২) এই ঘটনাটি ঘটে। এই ঘটনা সম্পর্কিত মামলায় আসামী ৮ই সেপ্টেম্বর ৯৪ জনকে জেরা করা হইবে। বাঁকীপুরের লণ্ডন স্পোর্টস ডিপোর ম্যানেজার মিঃ আর, এন গুপ্ত, হাওড়া পোষ্ট আফিসের সব পোষ্টমাষ্টার পাণ্ডে কপিলদেও নারায়ণ এবং অপর দুইজন ব্যক্তিকে নিরপরাধ বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

মাড়োয়ারী যুবকের অনশন

সেকেন্দ্রাবাদ হইতে প্রকাশ, জালনাতে জনৈক মাড়োয়ারী যুবক সামাজিক কুসংস্কার দূর করিবার জন্য অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ গত ২৭শে আগষ্ট মঙ্গলবার স্থানীয় কোনও এক ফার্ম্মের গদীয়ান শিবনারায়ণ মারা যায়। তাহার পৌত্র গোলাব চাঁদ তাহার পিতাকে এতন্নিমিত্ত "ওসর" উৎসব করিতে বারণ করে। এই উৎসব সাধারণতঃ গোঁড়া সম্প্রদায়ের স্বার্থ জন্যই উহা করা হয়। কিন্তু তাহার পিতা এবং পঞ্চায়েত উহাতে কর্ণপাত না করিয়া উক্ত উৎসব সম্পন্ন করায় গোলাবচাঁদ অনশন ব্রত অবলম্বন করে।

নাগপুর শ্রমিক সত্যাগ্রহ

নাগপুর হইতে প্রকাশ, দুইজন পদচ্যুত শ্রমিককে পুনর্নিয়োগ করিতে অস্বীকার করায় গত ২৭শে প্রাতঃকাল হইতে মডেল মিলের শ্রমিকগণ সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়াছে। মিল এজেণ্টগণ এক বিজ্ঞাপন জারি করিয়াছেন যে, বিনাসর্ত্তে যতক্ষণ শ্রমিকগণ কার্য্যে যোগদান না করে, ততক্ষণ মিলের দরজা বন্ধ থাকিবে। তাঁহারা আরও জানাইয়াছেন, যে সকল শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং গণ্ডগোল বাধায়, তাহাদিগকে বরখাস্ত করা হইবে।

মিঃ টমাস ও বলডুইনের বাণী

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, গত ২৬শে আগষ্ট প্রাতে যখন সাউদাম্পটনে "এম্প্রেস অব ব্রিটেন" পৌঁছে, তখন প্রতিনিধিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ সমস্বরে সঙ্গীত হইতে থাকে। কর্পোরেশনের মেয়র জাহাজের উপর নাগরিকদের পক্ষ হইতে মিঃ বলডুইন ও অপর প্রতিনিধিদিগকে অভ্যর্থনা করেন। জাহাজ হইতে অবতরণ করিবার সময় মিঃ বলডুইন বলেন যে তাঁহার বিশ্বাস তাঁহারা কিছু প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

মিঃ জে এইচ টমাস বলেন অটোয়া সম্মেলন সকল দিক হইতেই সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, প্রত্যেক অবসর সময়ে তাঁহারা আইরিশ সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। তিনি মনে করেন, ঐ আলোচনা ফলপ্রদ হইবে এবং ইঙ্গ-আইরিশ মীমাংসার জন্য তিনি সকল প্রকার চেষ্টা করিবেন।

বিধবা বিবাহ

খুলনা জেলার কপিলমুনি গ্রামের শ্রীযুক্ত কালীচরণ নাথের বিধবা কন্যা শ্রীমতী চপলা দেবীর (বয়স ১৯) দামুরদো নিবাসী শ্রীযুক্ত দুলালচন্দ্র দেবনাথের সহিত বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

যুবক মার্কিণ বৈমানিক

হাবরার প্রেস হইতে প্রকাশ, যুবক মার্কিণ বৈমানিক ক্লাউড এবং জন বুচকেন, আটলাণ্টিক সাগর পার হইয়া আয়ারল্যাণ্ডে পৌঁছিবে। বৈমানিকদ্বয় আলোক পথে হাবরার প্রেসের অনতিদূরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

কাঠগড়ার মধ্যে ধস্তাধস্তি

আলিপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বি সি দাসগুপ্তের এজলাসে যে ডাকাতির মামলা চলিতেছে, তাহার দুইজন বিচারাধীন আসামীর মধ্যে শনিবার আবার কাঠগড়ার মধ্যে সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে।

আসামী ওয়াটান সিং ও বিশু মধ্যে বচসার পর ওয়াটান সিং বিশুকে মেজের উপর ফেলিয়া দিয়া তাহার টুটি চাপিয়া ধরে। ফলে বিশুর মুখ হইতে রক্ত বাহির হইয়া যায়। এক জন জমাদার ও দুইজন কনেষ্টবল ছুটিয়া কাঠগড়ার মধ্যে প্রবেশ করে এবং তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়।

পরে ওয়াটান সিং মারপিটের অভিযোগে আলিপুরের দ্বিতীয় পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

পুলিশ যখন ওয়াটান সিং ও বিশুকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেছিল, তখন সদাগর সিং নামে আর একজন আসামী এক কনেষ্টবলের হাত হইতে লাঠী ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করে। কনেষ্টবলকে কর্ত্তব্য পালনে বাধা দিবার অভিযোগে তাহাকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। এই মামলার শুনানী মুলতুবী আছে।

চুঁচুড়া একব্যক্তির কারাদণ্ড

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, আরামবাগের মহকুমা হাকিম, শ্রীযুত সতীশচন্দ্র ঘোষ-কে সংশোধিত ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৭ (১) ধারানুসারে ৪ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। বিশেষ ক্ষমতা বিষয়ক অর্ডিন্যান্স অনুসারেও শ্রীযুত ঘোষ অনুরূপ দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তবে দণ্ডভোগ একত্রে চলিবে।

বে আইনী বলিয়া ঘোষিত আরামবাগ সমর পরিষদের সদস্য বলিয়া কথিত শ্রীযুত কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার কর্ত্তৃক অধিকৃত সাগর কুটীরের প্রাঙ্গণে কংগ্রেস পতাকা সহ অনধিকার প্রবেশ করার এবং বন্দেমাতরম ধ্বনি করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

লোহার কড়ি বরগা
করগেট টীন, জানালার গরাদে
দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম
বেড়াঘেরা কাঁটাতার
সুলভে বিক্রয় করি
কান্তিচন্দ্র

দৈনিক

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ সংখ্যা ৵৹

নদীয়া প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

সারস্বত মণ্ডলের বহুল প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড | সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৫২তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৬ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার ১৩৩৯, ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩২

রেঙ্গুণে ভীষণ ডাকাতি

বালকের শোচনীয় মৃত্যু

ভীষণ নৌকা দুর্ঘটনা

ছাত্রহত্যার আসামীর মুক্তিলাভ

চীন ও জাপানে সংঘর্ষ

সশস্ত্র ডাকাতির জের

আবগারী দারোগা আহত

ব্যাঙ্কের তহবিল তছরূপ

রেলগাড়ী ও লরীতে সংঘর্ষ

বাসের মধ্যে দাঙ্গা

পণ্ডিত মালব্যজীর বক্তৃতা

নানা কথা

রেঙ্গুণে ভীষণ ডাকাতি

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, ১০ জন ডাকাত বন্দুক, দা এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া হেনথাদা জিলার অন্তর্গত থিবাইউর গ্রামে প্রবেশ করিয়া গ্রামের মোড়ল মং থা পিয়র বাটী আক্রমণ করে বাটীর সম্মুখভাগের দরজা ভাঙ্গিয়া ৩ জন ডাকাত গৃহে প্রবেশ করে এবং বৈদ্যুতিক মশাল ধরিয়া গৃহের লোকদিগকে নীরব থাকিতে বলে। তৎপর তাহারা সকলকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করে। তাহারা একটা বন্দুকের গুলী ছুড়িয়া মোড়লকে তাহার শয়ন গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিতে আদেশ প্রদান করে। মোড়ল অস্বীকৃত হইলে ডাকাতরা তাহার প্রকোষ্ঠের দ্বার ভঙ্গ করে। এই সময়ে বাহির হইতে আরও ৬ জন ডাকাত গৃহে প্রবেশ করে। অতঃপর তাহারা বাক্স আলমারী ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে এবং মোড়লকে গুলী করিয়া নিষ্ঠুর ভাবে নিহত করে। দস্যুগণ মোড়লের টাকার সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া প্রস্থান করে।

ভীষণ নৌকা দুর্ঘটনা

কালিকট হইতে প্রকাশ, বিগত বুধবার [illegible] ত্রিবাঙ্কুরে এক ভীষণ নৌকাডুবি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই নৌকায় করিয়া প্রায় [illegible] ত্রিবাঙ্কুরে মন্দিরে গমন করিতেছিল। নৌকাটী গমনকালীন উল্টাইয়া যায়। এই নৌকাতে মাত্র ২০ জন লোক বহন করিবার অনুমতি দেওয়া ছিল।

এই নৌকাডুবির পর ছয় জন লোকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হইয়াছে। আরও অনেকের মৃতদেহ পাওয়া যাইতেছে না।

আবগারী দারোগা আহত

করাচী হইতে প্রকাশ, বৃটিশ সৈন্য হাসপাতালের সংলগ্ন এক বাটীতে আবগারী কর্মচারীরা হানা দিলে, কতিপয় বে-আইনী মদ্য প্রস্তুতকারী বে-পরোয়াভাবে তাহাদের উপর প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করে এবং লাঠী চালায়। আবগারী কর্মচারিগণ বে-আইনী মদ্য প্রস্তুতকারীদের সংখ্যার অনুপাতে অত্যন্ত অল্প ছিল। কাজেই আক্রমণকারিগণ কর্তৃক তাহারা পরাভূত হন। কিন্তু হাসপাতালের শ্বেতাঙ্গ সৈনিকগণ আসিয়া তাহাদের উদ্ধার সাধন করে। প্রকাশ, আবগারী কর্মচারিগণের দুইজন লোক আহত হইয়াছেন এবং আবগারী ইন্‌স্পেক্টরের মোটর গাড়ীখানি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছে।

চীন ও জাপানে সংঘর্ষ

মুকডেন হইতে প্রকাশ, গত ২৮শে আগষ্ট প্রত্যূষে একদল পরাক্রান্ত চীনা জাপানী বিমানবাহিনীর অস্ত্রাগার ও বেতার ষ্টেশন আক্রমণ করে। তাহার পরে সহরের মধ্যে এবং সহরের বাহিরে প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। উপরোক্ত দুইটী স্থানে চীনারা অগ্নি সংযোগ করিয়াছে।

জাপানী সৈন্যবাহিনীর সমস্ত ট্যাঙ্ক এবং পুলিস আনয়ন করা হইয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	নৈমিষারণ্য	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১ শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর.	কলিকাতা
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	নৈনিতাল	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভজনাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেব্যবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতি, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃত দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীভক্তবন্ধুচিত্ত দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীবংশীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীফণিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালি দাসাধিকারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার রুক্মপতি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল্, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ সাউথ মালাকা প্রয়াগ ষ্টেট, পি

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাহ্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্রলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রাণ জিউ

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন.

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক শ্রীপাদ পরমেশ্বরী প্রসাদ দাসাধিকারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভূস্বরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনমোহন।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ৪৬ জন শ্রীগৌরাঙ্গের সেব বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ.

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) বালগোপাল মঠ

কাঠালপাড়া, চাকদহ, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর [illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম - মায়াপুর - নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, { ১৬ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৬, ১৬ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১লা সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩২ বৃহস্পতিবার } ১৫২তম সংখ্যা।

জয়ন্তী উদ্‌যাপন

শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠে

বিগত ৮ই ভাদ্র বুধবার দিবস পূত-সলিলা গোদাবরী তীরস্থ গোষ্পদতীর্থে অবস্থিত, শ্রীধাম-মায়াপুরস্থিত আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম শাখা-মঠ শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয় মঠে "জন্মাষ্টমী মহোৎসব" মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে উক্ত দিবস শ্রীমঠে উষাকালে গুর্ব্বষ্টক পঞ্চতত্ত্ব, উষাকীর্ত্তন, গুরুপরম্পরা প্রভৃতি কীর্ত্তন হয়। পরে সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত হইয়াছিল।

তৎপরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সন্ধ্যারাত্রিকের পর মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী প্রায় রাত্রি ১২॥টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর জন্মলীলা বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। স্থানীয় বহু গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ভদ্র মহিলাগণ শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসবে যোগদান করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন। পাঠ কীর্ত্তনাদি ও ভোগারাত্রিকের পর আগন্তুকগণের মধ্যে বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। আগন্তুকগণ এইপ্রকার নূতন ও সুব্যবস্থিত মহোৎসবাদি কার্য্য দেখিয়া পরম আনন্দ প্রকাশ করেন।

পর দিবস শ্রীনন্দোৎসব ও যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

শ্রীরূপ-গৌড়ীয় মঠে

গত ৮ই ভাদ্র শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠে মঙ্গলারতি, উষাকীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ হয়। সন্ধ্যা-আরাত্রিকের পর ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ শিবানন্দজী শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক জন্মবৃত্তান্ত প্রায় ২ ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করেন। তাঁহার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন। তৎপরে শ্রীপাদ গোবিন্দসুন্দর ভক্তিভূষণ প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-কালে পূজা আরতি ভোগরাগ ইত্যাদি সুসম্পন্ন হয়। শ্রীশ্রীবিনোদ কিশোরজীউ এর অপূর্ব্ব শৃঙ্গার-বেশ দর্শন করিয়া দর্শকবৃন্দ বিশেষ আনন্দিত হন।

পর দিবস শ্রীনন্দোৎসব উপলক্ষে মহোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। স্থানীয় গণ্যমান্য বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

কর্ণেলগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দে মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে নন্দোৎসবটী সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছিল। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দেব এবং শ্রীযুক্ত রামশরণ ঘোষ মহাশয়দ্বয়ের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয় মঠে

গত ৮ই ভাদ্র বুধবার ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ভক্তিগ্রন্থ পাঠ এবং কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মধ্যরাত্রে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকালে শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনান্তে সমাগত বহু ভক্তবৃন্দকে শ্রীমহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছিল।

শ্রীব্যাস-গৌড়ীয় মঠে

গত ৮ই ভাদ্র ২৪শে আগষ্ট বুধবার দিবস কুরুক্ষেত্রস্থ শ্রীব্যাস-গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী মহোৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে বহু লোক শ্রীমঠে সমাগত হইয়াছিলেন। মঠাধ্যক্ষ প্রভু তাঁহাদের নিকট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মলীলা পাঠ করেন এবং হিন্দি ভাষায় সকলকে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন। উৎসব-শেষে উপস্থিত সকলকে প্রচুর পরিমাণে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছিল।

ভক্ত শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ তীর্থ মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে উৎসবটী বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

শ্রীগোপালজীউ মঠে ঝুলনোৎসব

ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে পাঁচদিন ধরিয়া শ্রীশ্রীগোপালজীউ মনোরম বেশে সুসজ্জিত হইয়া দোলোপরি হিন্দোলক্রীড়ায় রত ছিলেন, প্রত্যহ বহু সজ্জন ভক্ত শ্রীশ্রীগোপালদেবের হিন্দোল লীলা দর্শনার্থী হইয়া শ্রীমঠে শুভাগমন করেন এবং প্রত্যহ মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মহিমা প্রচার করিয়াছেন। মঠরক্ষক শ্রীপাদ দয়ালদাস ব্রজবাসী প্রভুর অকৃত্রিমতা ও সজ্জনপ্রিয়তা আদর্শস্থানীয়। তাঁহার এইরূপ মধুর ব্যবহার, সরলতা ও অকৃত্রিমতা সত্য সত্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের আচারময়ী বাণী প্রচারে সুফল প্রসব করিবে। শ্রীপাদ কৃষ্ণকিশোর দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দে, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র চাকলাদার, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার মহোদয়গণ এই উৎসবকার্য্যে বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশের জন্য ধন্যবাদার্হ।

বৈষ্ণব-স্মৃতি-বিধানে শ্রাদ্ধ

বিগত ১৯শে শ্রাবণ (১৩৩৯) বৃহস্পতিবার দিবস গণেশ্বরপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ দাসাধিকারী চিরুলিয়া (মেদিনীপুর) ভাগবতজনানন্দ মঠে বৈষ্ণব-স্মৃতিরাজ শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসোক্ত বিধানানুসারে শ্রীপাদ ভগবানদাস ব্রজবাসী; ভক্তিব্রত ঠাকুর গোদোহনতো বিষ্ণুবৈষ্ণব-দ্বারা একাদশাহে তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ সঙ্কীর্ত্তন, বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ ভোজন ও সাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

উক্ত শ্রাদ্ধকার্য্যে স্থানীয় ভক্ত শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দাস অধিকারীর সেবাকার্য্য বিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৬ হৃষীকেশ আদি কারণোদশায়ী ৪৪৬

পুণ্ডরীকের স্বপ্নদর্শন

এক সময় শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বরূপ-দামোদর, শ্রীঈশ্বরপুরী, গদাধর প্রমুখ প্রভৃতি ভক্তগণসহ শ্রীশ্রীনীলাচলে অবস্থান করিতেছেন, সেই সময় প্রভু তাঁহার প্রিয় ভক্ত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে দেখিবার ইচ্ছা হইলে তাঁহাকে স্মরণ করিলেন, বিদ্যানিধিও প্রভুর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া অনতিবিলম্বে প্রভুর শ্রীচরণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভক্তগণসহ শ্রীমন্মহাপ্রভু বিদ্যানিধির দর্শন পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন এবং কখনও হাস্য কখনও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

বিদ্যানিধি দেখি প্রভু হাসিতে লাগিলা।
বাপ আইলা বাপ আইলা বলিতে লাগিলা॥

* * *

শ্রীভক্তবৎসল গৌরচন্দ্র নারায়ণ।
প্রেমানিধি বক্ষে করি করেন ক্রন্দন॥
সকল বৈষ্ণববৃন্দ কান্দে চারিভিতে।
বৈকুণ্ঠস্বরূপ সুখ মিলিলা সাক্ষাতে॥

ভক্তগণ সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই প্রকার আনন্দোৎসবের মধ্যে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের "ওড়নষষ্ঠি যাত্রা" সমুপস্থিত হইল। এই দিবসে শ্রীশ্রীনীলাচলনাথ ভক্তগণপ্রদত্ত অধৌত নূতন বস্ত্র পরিধান করেন। শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তগণ-সঙ্গে লইয়া যাত্রা দেখিতে আসিলেন। বহুমূল্য মণিমুক্তাখচিত দিব্য বস্ত্রাভরণ ভক্তগণ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে পরিধান করাইলেন। বস্ত্রাভরণ পরিধান সমাপ্ত হইলে, ভক্তগণ পুষ্পাভরণ পরিধান করাইতে লাগিলেন। পুষ্পের কঙ্কণ পুষ্পের কিরীট, পুষ্পহার প্রভৃতি বহু প্রকারের পুষ্পালঙ্কারে অতি মনোরমভাবে শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলদেব এবং সুভদ্রাদেবীকে সজ্জিত করা হইল। জগন্নাথদেবের নববস্ত্রালঙ্কার পরিধানশোভা দর্শন করিয়া ভক্তগণসহ প্রভুর আনন্দসমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিল; ক্রমে জগন্নাথদেবের ষোড়শোপচারে পূজা ও অসংখ্য প্রকারের ভোজ্যসামগ্রীর দ্বারা ভোগ সমাপ্ত হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণসঙ্গে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের এই মহোৎসব যাত্রা মহোল্লাসভরে দর্শন করিলেন এবং দর্শন সমাপ্ত হইলে আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে গোষ্ঠীসহ বাসায় প্রত্যাবর্তন করিলেন।

জগন্নাথদেবের মাণ্ডুয়া বস্ত্র পরিধান দর্শন করিয়া পুণ্ডরীকের হৃদয়ে সন্দেহের উদয় হইল। তিনি স্বরূপ দামোদর প্রভুর নিকট এই সন্দেহের সমাধান প্রার্থনা করিলেন।

মাণ্ডুয়া বসন যে ধরিলা জগন্নাথে।
সন্দেহ জন্মিল বিদ্যানিধির ইহাতে॥
জিজ্ঞাসিলা দামোদর-স্বরূপের স্থানে।
মাণ্ডুয়া বসন ঈশ্বরেরে দেন কেনে॥
এদেশে ত শ্রুতিস্মৃতি সকল প্রচুর।
তবে কেনে বিনা ধৌত মণ্ডয়া পরে॥

এই কথা শুনিয়া স্বরূপ-দামোদর প্রভু কহিলেন, "এইটী এস্থানের দেশাচার, সর্বকালই এই যাত্রা-উৎসবে এইরূপ প্রথা চলিয়া আসিতেছে; ইহাতে জগন্নাথদেবের ইচ্ছা, তাহা না হইলে তিনি রাজাকে নিষেধ করিয়া দিতে পারেন।" এ'কথা শুনিয়া বিদ্যানিধি বলিলেন "আচ্ছা বেশ' ঈশ্বর এই প্রকার আচরণ করিতে পারেন, যেহেতু তিনি স্বতন্ত্র ইচ্ছাময়, কিন্তু রাজা পড়িছা যাহারা তাহারা এই প্রকার অপবিত্র বস্ত্র কেনে স্পর্শ করে? জগন্নাথের আচরণ কি সকলে গ্রহণ করিবে?" স্বরূপ দামোদর কহিলেন—"আমি এরূপ বুঝি যে "ওড়ন-যাত্রায়" কোন দোষ নাই; কারণ পরব্রহ্ম শ্রীভগবানই স্বয়ং জগন্নাথরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি বিধি বা নিষেধের অতীত; সুতরাং তাঁহার পক্ষে এই প্রকার বিধি-নিষেধ কি প্রকারে প্রযোজ্য হইতে পারে?" এই কথায় ঈষৎ সহাস্যবদনে শ্রীবিদ্যানিধি বলিলেন,—"এ'কথা অবশ্যই সত্য এবং অনুমোদনীয় যে, জগন্নাথদেবের পক্ষে কোন বিধি বা নিষেধ নাই; কিন্তু "এ' গুলাও" কি নীলাচলে থাকিয়া পরব্রহ্ম হইল নাকি?" এই প্রকারে "রঙ্গ" "ঢঙ্গ" করিতে করিতে প্রিয় সখাদ্বয় কৃষ্ণকথা নিমিত্তার্থে স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ভোজনান্তে পুনরায় তাঁহারা প্রভুর নিকটে আসিয়া শয়ন করিলেন।

ভক্তের ভগবদ্প্রীতি এবং ভগবানের ভক্তবাৎসল্য কি প্রকার প্রগাঢ় এবং উহা পরস্পরের কতদূর আনন্দপ্রদ তাহা স্বল্পপ্রজ্ঞ বদ্ধজীবের উপলব্ধির বিষয় নহে। ভগবান্ ভক্তের সহিত কখন কি প্রকার লীলার অভিনয় করিয়া আনন্দ লাভ করেন এবং কি প্রকারে ভক্তের মহিমা বৃদ্ধি করেন তাহাও সেই লীলাময় স্বয়ংই জানেন।

বিদ্যানিধি শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং স্বরূপ-দামোদর প্রভৃতি ভক্তগণসঙ্গে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের "ওড়ন-যাত্রা" দর্শনান্তে শ্রীভগবানের অধৌতবস্ত্র গ্রহণরূপ আচরণের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। সেই রাত্রিতে বিদ্যানিধি দেখিলেন যে, জগন্নাথ এবং বলাই মহাক্রোধভরে আরক্তনেত্রে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দুই ভাইয়ে পুনঃ পুনঃ বিদ্যানিধির উভয় গালে সজোরে চপেটাঘাত করিতে লাগিলেন। চড় খাইয়া বিদ্যানিধির গাল ফুলিয়া গেল। তিনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া দুই ভাইয়ের পদতলে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন এবং কোন্ অপরাধে তাঁহাকে মারিতেছেন তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভু সক্রোধে বলিলেন —"তোর অপরাধের অন্ত নাই॥

মোর জাতি মোর সেবকের জাতি নাই।
সকল জানিলা তুমি রহ এক ঠাঞি॥
তবে কেনে রহিয়াছ জাতিনাশা স্থানে।
জাতি রাখি চল তুমি আপন ভবনে॥"
আমি যে করিয়া আছি যাত্রার নির্বন্ধ।
তাহাতে তোর, অনাচারের সম্বন্ধ॥" এই

প্রকার স্বপ্ন দেখিয়া বিদ্যানিধি মনে মনে অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং জগন্নাথ-বলরামের শ্রীচরণে মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া ত্রুটি স্বীকার করিতে লাগিলেন। বিদ্যানিধি বলিলেন, —"প্রভু যে মুখে আমি তোমার এবং তোমার ভক্তের নিন্দা করিয়াছি সে মুখের উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে। আমার আজ বড় সুপ্রভাত; কেন না আমার অঙ্গ আজ তোমার শ্রীহস্তের স্পর্শ পাইয়া ধন্য হইয়াছে।" এই প্রকারে জগন্নাথদেব বিদ্যানিধির প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া স্বপ্নে তাঁহাকে দর্শন দান এবং প্রেমদৃষ্টিপাত দ্বারা তাঁহাকে দন্তাদিদগ্ধ করিয়া স্ব মন্দিরে প্রস্থান করিলেন। স্বপ্ন অন্তে প্রত্যূষে বিদ্যানিধি জাগ্রত হইলেন এবং গালে চড়ের ও অঙ্গুলি দাগ দেখিয়া আনন্দে হাস্য করিতে করিতে সখাগণসমীপে স্বপ্নের বিষয় বিবৃত করিলেন।

শ্রীবলদেব

(পূর্বপ্রকাশিত ১৫১ সংখ্যার পর)

এই বলদেব প্রভুই আবার শেষরূপে ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, আরাম, আবাস যজ্ঞসূত্র ও সিংহাসন প্রভৃতি দশপ্রকারে শ্রীভগবানের সেবা করিয়া থাকেন এবং সর্ষপের ন্যায় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে মস্তকে ধারণ করেন। অতএব বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় না করলে মঙ্গল হবে না। যে বলদেব প্রভু কায়-মনোবাক্যে কৃষ্ণসেবা করেন, তাঁ'র অনুগ্রহ পেলেই আমাদের মঙ্গল হয়। যখন আমরা আনুগত্য ছেড়ে দি'য়ে শ্রীগুরুদেবের কৃত্রিম অনুকরণ ক'রে নেবো, তাঁ'র অনুসরণ করবো না এই বুদ্ধিবিশিষ্ট হই, তখন আমাদের শ্রৌতপথের পরিবর্তে অশ্রৌতপথ বা তর্কপথ আদৃত হ'য়ে পড়ে। এই সকল দুর্বুদ্ধি ছেড়ে দি'য়ে তাঁ'র চরণে যখন আত্মসমর্পণ করি, তখনই শ্রৌতপথাবলম্বনে আমাদের মঙ্গল হয়। যদি আমরা বলদেবপ্রভুর বল সঞ্চয় ক'রতে পারি, তবেই আমাদের মঙ্গল হবে—তবেই আমাদের প্রকৃত প্রস্তাবে বর্ণাশ্রম ও পারমহংস্য ধর্মের সার্থকতা হবে। তখন আমাদের নিষ্কিঞ্চন-দশা এসে পড়বে—বাহ্য জগতের কোন মর্য্যাদা বা কোনও কথার মধ্যে আমরা সংশ্লিষ্ট নাই এইরূপ বুদ্ধির উদয় হবে। যাঁ'রা সর্বক্ষণ ভগবানের সেবা করেন, সেই সকল সাধুর প্রসঙ্গ হ'তেই আমরা ভগবানের শক্তিসমূহ অবগত হ'তে পারি। কায়মনোবাক্যে বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ করতে করতে আমাদের আত্মার ক্রমশঃ শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির আবির্ভাব হয় ও বাহ্যজগতের বিক্রমসমূহ আমাদিগকে পরাভূত করতে পারে না। সেইজন্য শাস্ত্রে আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ের কথাই উল্লিখিত আছে।

যিনি সর্বদা পরদুঃখে কাতর ও দয়ার সাগর, আমি অনিচ্ছুক হ'লেও যিনি যত্নসহকারে অজ্ঞানান্ধ আমাকে বৈরাগ্য যুক্ত ভক্তিরস পান করাইয়াছেন ও করাইতেছেন সেই সম্বন্ধ-জ্ঞান-প্রদাতা শ্রীসনাতন প্রভুর আত্মাভিন্ন জগদ্গুরু মদীয় আচার্য্যদেবের চরণ-কমলে—সেই অভিন্ন নিত্যানন্দের পাদপদ্মে গুরুর নিত্যদাস আমি বারংবার প্রণত হই।

হে আমার সহৃদয় শ্রোতৃবৃন্দ! আপনারা সকলে মিলে আমায় কৃপা করুন যাহাতে আমি পরমদয়াল অবতার জগদ্গুরু নিত্যানন্দ প্রভুর জয়গান ক'রে এই দুর্লভ মনুষ্যজন্মের সার্থকতা সম্পাদন ক'রতে পারি এবং যাঁ'রা সেই নিত্যানন্দ প্রভুর অভিন্ন আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা সর্বান্তঃকরণে করছেন, সেই বৈষ্ণবগণের গুণগানে, অবশিষ্টামৃত পানে, সেবনে আমার সর্বেন্দ্রিয় সর্বতোভাবে নিযুক্ত করতে পারি আপনাদের নিকটে আমার ইহাই কাতর প্রার্থনা।

সুবর্ণ সুযোগ!!

ভক্তিসিদ্ধান্তের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুবর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-মহাদাবাগ্নি নির্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন। ইহা হইতে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

শাস্ত্রীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গ্রথিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মঞ্জরী। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পরমানন্দের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সম্বলিত প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, উদ্ধৃত পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছেন। ভিক্ষা গৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-লিখিত অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি নিবদ্ধ। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত ভিক্ষা সাধারণের পক্ষে ২১৷৶০; গৌড়ীয়ের গ্রাহকের পক্ষে ১৮৷৶০।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা ১২৲; গৌড়ীয় ও নদীয়া প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৮৲ টাকা।

পারমার্থিক জগতে অভিনব প্রতিভা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অচ্চকের প্রতি উপদেশ', 'ঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও প্রাকৃত-ক্রোধের পার্থক্য', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘনকারীগণের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'অসৎসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ আনন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীধামজ্ঞানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সত্তধর্ম্ম ও প্রাকৃত সত্তধর্ম্ম প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরনামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যত্ব—এই নয়টী প্রদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—'অধোক্ষজতত্ত্ব প্রবর্তকবেদ্য,' বর্ণাশ্রম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুরতিবৃদ্ধি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রীতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কৃষ্ণচিন্তা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এবং সপ্ত কোমলমনি প্রদত্ত সিদ্ধান্তসার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা

বিশেষদ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

পণ্ডিত মালব্যজীর বক্তৃতা

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বক্তৃতা করিতে দণ্ডায়মান হইলে সহস্র কণ্ঠ হইতে 'বন্দেমাতরম' এবং 'মালব্যজী কি জয়' ধ্বনি উত্থিত হইয়া চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠে। এইরূপে সম্বর্দ্ধিত হইয়া তিনি তাঁহার সুচিন্তিত বক্তৃতা আরম্ভ করেন। ১৭৫ বৎসর বৃটিশ শাসনের ফলে দেশের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তিনি প্রথমে তাহা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন আমরা রাজনৈতিক দিকটার প্রতি সবিশেষ মনোযোগ দিয়াছি। কিন্তু আর্থিক অবস্থার কথা আদৌ ভাবি না। অবশেষে তিনি দাদাভাই নৌরজী, রমেশ দত্ত, ডিগবি ও অন্যান্য অনেকের লেখার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, এই সমস্ত প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ ভারত শাসন যে ব্যয়বহুল তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের অর্থকৃচ্ছতার কথাও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

একমাত্র আমাদের অমনোযোগিতায় আমাদের যে প্রভাব ও যে শক্তি তাহা হারাইয়াছি। আমরা আজ অতিশয় দৈন্যদশায় উপনীত, দুর্ভাগ্যের চরমতা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদের যুবকগণ একটি ভাল চাকুরীর জন্য হাহুতাশ করিয়া মরিতেছে, কিন্তু কোথাও তাহা পাইতেছে না। ফলে নিজেদের ও পরিবারবর্গের অনাহার। এই আমাদের দুরবস্থা দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আমরা যদি ভারতের পূর্ব্ব গৌরব কাহিনী স্মরণ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই আমাদের দেশে এখন অনেক জিনিষ ছিল যাহা তাহারা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারিত না।

বালকের শোচনীয় মৃত্যু

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে খুলনা মাড়োয়ারী মন্দিরে আলোক সজ্জা করিবার সময় হঠাৎ গ্যাস জ্বলিয়া উঠায় একজন বালক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। সেজন্য জন্মাষ্টমী উপলক্ষে এবার কোন উৎসবেরই আয়োজন হয় নাই।

রেলগাড়ী ও লরীতে সংঘর্ষ

বারুইপুর ও মল্লিকপুর রেল ষ্টেশনদ্বয়ের মধ্যে রেলপথ পার হইবার স্থানে গত ১২ই জুন প্রাতে অসাবধানতা সহকারে মোটর লরী চালাইয়া উক্ত লরীর আরোহী সুরেন্দ্রনাথ দাসকে নিহত করিবার অভিযোগে উক্ত লরীর চালক বালু পাণ্ডে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৪ (ক) ও ৩৩৮ ধারা অনুসারে শিয়ালদহের দ্বিতীয় পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কে, পি, দাসের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে। গত সোমবারে উক্ত মামলার একদফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর বিরুদ্ধে চার্জ্জ গঠন করিয়াছেন। মামলা মুলতুবী আছে।

বাণিজ্যে বৃটেনের সুবিধা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, গত ২৮শে আগষ্ট রাত্রিতে মিঃ বলডুইন বেতারে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "অটোয়া সম্মেলন ব্যর্থ হইলে সাম্রাজ্যের ভিতরে অবাধ বাণিজ্যের জন্য আন্দোলনের অবসান সূচিত হইত। তাহা হইলে আগামী বিশ্বসম্মেলনে আমাদের প্রতিপত্তি প্রায় বিলুপ্ত হইবে এবং সম্মেলনের সাফল্যের পথে বিশেষ বিঘ্ন ঘটবে।

স্বায়ত্তশাসিত বিভিন্ন রাজ্য ও উপনিবেশের মধ্যে চুক্তির ফলে উপনিবেশ সমূহের বিশেষ উপকার এবং উহাদের সহিত আমাদের বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইবে। উক্ত সম্মেলনে আমাদের আশাতিরিক্ত ফল লাভ হইয়াছে।

আমাদের মনে দর কষাকষির কথা উদয় হয় নাই। উপনিবেশসমূহে সংরক্ষণ শুল্ক সম্পর্কে পরিবর্ত্তনের ফলে ঐ সমস্ত স্থানে বৃটিশপণ্যের বাজার আরও বিস্তৃত হইবে। সম্মেলনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য— কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়া কর্তৃক তাহাদের আমদানী শুল্কের হার হ্রাস করণের এবং বৃটিশ পণ্য প্রস্তুতকারীদিগকে বাজারে বৈধ প্রতিযোগিতা করিতে দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করা।"

প্রকাশ যে, বৈঠকে অটোয়া নীতি ভারতবর্ষের কথাও আলোচিত হইয়াছে। আরও প্রকাশ যে, সভায় আয়র্ল্যাণ্ড সম্পর্কেও বহু বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে।

সশস্ত্র ডাকাতির জের

আগরতলা হইতে প্রকাশ, গত এপ্রিল মাসে ডাঃ অমর ভট্টাচার্য্যের বাটীতে সশস্ত্র ডাকাতি সম্পর্কে ধৃত পবিত্র পাল, শচীন দত্ত ও কৃষ্ণপদ চক্রবর্ত্তীর বিচারের জন্য মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর ত্রিপুরারাজ্যের সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে একটী স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল গঠনের হুকুম দিয়াছেন। তাঁহার এই হুকুম রাজ্যের সরকারী গেজেটের বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। আসামীদের বিরুদ্ধে ডাকাতি, বিনা লাইসেন্সে আগ্নেয়াস্ত্র রাখা ও ব্যবহারের অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত বিচারকগণকে লইয়া ট্রাইবুন্যাল গঠিত হইয়াছে—শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রমোহন বসু, ত্রিপুরা রাজ্যের প্রধান বিচারপতি (সভাপতি), রায়বাহাদুর মহেন্দ্রনাথ দাস, বৃটিশ আদালতের অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ এবং শ্রীযুক্ত রমণীমোহন গোস্বামী, ত্রিপুরা রাজ্যের দায়রা জজ।

ব্যাঙ্কের তহবিল তছরূপ

কান্দী হইতে প্রকাশ, দুর্গাপুর মহাদিঘা রুরাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী রাম জন চক্রবর্ত্তী প্রায় ৭ শত টাকা আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ হইয়াছে। ব্যাঙ্কের খাতাপত্রও নাকি অপহৃত, ভস্মীভূত কিম্বা অপর কোনও উপায়ে নষ্ট হইয়াছে। আসামীকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত করা হইয়াছে।

ডায়মণ্ডহারবার দাঙ্গার মামলা

ডায়মণ্ডহারবার হইতে প্রকাশ, ডায়মণ্ডহারবারের মহকুমা হাকিম গত ২৫শে আগষ্ট ডায়মণ্ডহারবার দাঙ্গার মামলার রায় দিয়াছেন। ৫ জন দোকানদার এবং গ্রামবাসীর সহিত। জীবনকৃষ্ণ হালদার, শিশুপাল হালদার, এবং হরিসাধন সাড়ুখাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৪৭ এবং ৩৫৩ ধারা অনুযায়ী চার্জ্জ গঠন করা হয়। জীবন বাবু এবং শিশুপাল বাবুর প্রতি ৩ মাস ও নন্দী বাজারের জনৈক জোতদারের পুত্র রবীন্দ্রনাথ নস্করের প্রতি ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ হইয়াছে। অজয়কৃষ্ণ হালদার ধীরেন্দ্রনাথ পারকাইত কৃষ্ণনাগ নাঞ্জার প্রতি ৫০৲ অর্থদণ্ডাদেশ অনাদায়ে ১ মাস সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ হইয়াছে। হরিসাধন বাবু এবং অন্য এক জন মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

ভারতীয় বণিক সঙ্ঘ

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, ভারতীয় বণিক সঙ্ঘ ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট এই মর্ম্মে আবেদন করিয়াছেন যে, অটোয়ার ইঙ্গ-ভারত চুক্তিতে ভারতের বাণিজ্যের ও শ্রমশিল্পের কি সুবিধা হইতে পারে, এবং কি কি সর্ত্তে সেই চুক্তিপত্র করা হইল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ স্পষ্টভাবে জানান হউক।

গত ২৭শে আগষ্ট এই সঙ্ঘের কার্য্যকরী সমিতির এক অধিবেশন হয়। গবর্ণমেণ্টের উত্তর প্রতীক্ষায় আলোচনা স্থগিত থাকে।

সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সাবকমিটির নিকট রিপোর্ট চাহিয়া পাঠান হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহারা গত ২৭শে আগষ্ট সে রিপোর্ট দাখিল করিবেন। মনে হয় ভারতীয় এবং ইউরোপীয়দের মধ্যে সদস্যপদ বণ্টন সম্পর্কে এই কমিটী অসন্তোষই প্রকাশ করিয়াছেন।

ছাত্র হত্যার আসামীর মুক্তিলাভ

নেত্রকোণা হইতে প্রকাশ, স্থানীয় গিয়াসুদ্দীন নামক ছাত্রহত্যার আসামী ভাজীত মুন্সী ও উপেন্দ্র পত্রনবীশ বিগত ১৯শে আগষ্ট মৈমনসিংহের দায়রা জজ সাহেব বাহাদুরের সুবিচারে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

সমস্ত জুরীগণ উপেন্দ্রকে, এবং একজন জুরী ব্যতীত অন্য সমস্ত জুরীগণ ভাজীতকে নির্দ্দোষ বলিয়াছেন। আসামী পক্ষে মৈমনসিংহের স্বনামখ্যাত উকীল রায় বাহাদুর শশধর ঘোষ ও বাবু অশ্বিনীচরণ দাস মহাশয় মোকদ্দমা পরিচালনা করিয়াছেন।

আদালতের মধ্যে হাতাহাতি

আলীপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে একটী ডাকাতি মামলার শুনানী চলিবার সময় ঐ মামলার দুইজন বিচারাধীন কয়েদীর মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ বাধে, প্রকাশ যে, কথা কাটাকাটি চলিতে চলিতে আসামী ওয়াট্রেন সিং বিজয়কে মেজের উপর ফেলিয়া দিয়া গলা চাপিয়া ধরে। এত জোরে গলা চাপিয়া ধরিয়াছিল যে, মুখ দিয়া রক্ত বাহির হইয়া আসে। একজন সুবেদার ও দুইজন কনেষ্টবল তখনই কাঠগোড়ার মধ্যে ছুটিয়া যাইয়া দুইজনকে ছাড়াইয়া দেয়। ওয়াট্রেন এজন্য মারপিটের অভিযোগে তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। ঐ মামলার অপর একজন আসামী সদাগর সিং কনেষ্টবলের হাত হইতে লাঠি কাড়িয়া লওয়ার অভিযুক্ত হইয়াছে।

বাসের মধ্যে দাঙ্গা

মাদুরা হইতে প্রকাশ, স্থানীয় মোটরবাসের মালিকদিগের মধ্যে সম্প্রতি যে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে তাহাতে এক ব্যক্তি আহত হইয়াছিল। স্থানীয় সেন্ট্রাল ষ্টেশন পুলিস এই সম্পর্কে ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এই সম্পর্কে আরও তদন্ত চলিতেছে।

SUNDARANANDA VIDYABINOD DACCA Malakartola

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
মাসিক হারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৯৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥
সিকি কলম ২৲
চুক্তিনামায় স্বতন্ত্র।

মূল্য অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৬০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীজতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৫৩তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৪৬ শ্রীধাম মায়াপুর—১৭ই ভাদ্র শুক্রবার ১৩৩৯, ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৩২

আমেদাবাদে ভীষণ ডাকাতি

বিচারের সময় আসামীর পলায়ন

ম্যাজিষ্ট্রেটের গৃহে চুরি

গাঁজার দোকানে পিকেটীং

সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে গুলী

নাগপুর কলে ধর্ম্মঘট

ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা

হল্যাণ্ডে বিঠলভাই প্যাটেল

রাজপথে রাহাজানি

পুত্রের জরিমানা না দেওয়াতে পিতার বিপত্তি

শ্রীযুত সুভাষ বাবুর স্বাস্থ্য

নানা কথা

আমেদাবাদে ভীষণ ডাকাতি

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, আমেদাবাদের নিকটে এক গ্রামের প্রায় ১৫ জন পাঠান গত ২৯শে আগষ্ট রাত্রিতে ডাকাতি করে। উহারা কতিপয় গৃহ লুণ্ঠন করে এবং ২ হাজার টাকার সম্পত্তি লইয়া চম্পট দেয়। সংবাদ পাইবামাত্র পুলিস ঘটনাস্থলে গমন করে এবং খানাতল্লাস করিয়া একটি তাজা কার্তুজ ও আর একটা ব্যবহৃত কার্তুজ প্রাপ্ত হয়। সহর ও সহরতলীর প্রায় ৫ শত পাঠানকে গত ৩০শে আগষ্ট পুলিস হেড কোয়ার্টারে আহ্বান করে এবং ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত করে।

ম্যাজিষ্ট্রেটের গৃহে চুরি

দাগী চোর হরি পাণ্ডে গত মঙ্গলবার আলিপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টি, আমেদ কর্ত্তৃক নয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। মুক্তির পরে তাহাকে আরও তিন বৎসর কাল পুলিসের নজর বন্দী থাকিতে হইবে।

প্রকাশ, আসামী আলিপুরের অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর কে এল, মুখোপাধ্যায়ের গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহার পরিবারবর্গের বাস কক্ষ হইতে একটি সুটকেশ লইয়া সরিয়া পড়িবার কালে ম্যাজিষ্ট্রেটের পাচক কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছিল।

ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা

অপার চিৎপুর রোডে মদনমহলের সন্নিকটে, ট্যাক্সী চাপা দিয়া মন্মথনাথ রায়কে নিহত এবং অপর দুই ব্যক্তিকে আহত করিবার অভিযোগে ট্যাক্সী চালক রামনারায়ণ সিংয়ের বিরুদ্ধে মামলা চলিতেছে। জোড়াবাগানের তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়াজিদ আলীর এজলাসে গত মঙ্গলবার এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। কতিপয় সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণের পর মামলা স্থগিত রাখা হইয়াছে।

প্রকাশ, নিহত মন্মথনাথ রায় সাইকেল চালাইয়া অগ্রসর হইতেছিল, এই সময় আসামী অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে তাহার ট্যাক্সী চালাইয়া অগ্রসর মন্মথ রায়কে চাপা দেয়। ট্যাক্সীর গতি এত বেশী ছিল যে, ট্যাক্সীখানি ফুটপাতের উপর উঠিয়া একখানি দোকানের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া দেয় এবং আরও দুইজন লোককে চাপা দিয়া আহত করে। প্রকাশ, আহত ব্যক্তিগণকে ট্যাক্সীর তলদেশ হইতে টানিয়া বাহির করিলে মন্মথ রায়কে নিহত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল।

সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে গুলী

লাহোর হইতে প্রকাশ, জেলের লরীতে করিয়া কয়জন বন্দীকে ফিরোজপুর লইয়া যাওয়া হইতেছিল। ঐ সময় তাহারা পলাইয়া যাইবার চেষ্টা করে। গত শুক্রবার ২০ জন বিচারাধীন আসামী লইয়া জেলের একখানা লরী জেলের ফটকে আসিয়া দাঁড়ায়। আসামীরা লরী হইতে অবতরণ করিবার সময় ২টা নামজাদা ডাকাত—পালু ও প্রতাপ আর ৩ জনের সহিত প্রহরীদের আক্রমণ করে। তাহারা ডাণ্ডাবেড়ী দিয়া তাহাদের ভারপ্রাপ্ত হেড কনষ্টেবলকে আক্রমণ করিয়া পর্য্যুদস্ত করে এবং তাহার নিকট হইতে রাইফেল কাড়িয়া লয়। হেড কনষ্টেবল তাহাদের সহিত প্রাণপণে যুঝে, কিন্তু আক্রমণকারীরা তাহার তলপেটে সঙ্গীনের খোঁচা মারে। অতঃপর তাহারা ডেপুটী সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তলের গুলী চালায়, কিন্তু গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	নৈমিষারণ্য	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১ শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	কলিকাতা
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	নৈনিতাল	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিকেবল সাগর	কলিকাতা		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক লোকগণের সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে জন্মোৎসবাদি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক সেবাবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গোরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি. বি. ৫১১৫

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতি, শ্রীপাদ জগজ্জীবন দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিৎ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালি দাসাধিকারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযত্নবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮৫ সাউথ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭ শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চকালয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান।

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীফেনপানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সমুদ্রতীর, পুরী, উড়িষ্যা।

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন।

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক শ্রীপাদ পরমেশ্বরীপ্রসাদ দাসাধিকারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা, কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণশহরে শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধাকান্ত

(৩১) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন।

সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ,

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কভূর, জেলা গোদাবরী,

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) বাদলগোপাল পাট

কাঠালপুল, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, { ১৭ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৬, ১৭ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২রা সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩২ শুক্রবার } ১৫৩তম সংখ্যা।

কলিকাতায় বিরাট সংকীর্ত্তন

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসরই কলিকাতা মহানগরীতে তিনটী বিরাট সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয়—এ সংবাদ পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন। এ বৎসরের প্রথম সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার বিবরণ ইতঃপূর্ব্বে নদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় শোভাযাত্রাটী বাহির হইয়াছিল গত ২৭শে আগষ্ট, শনিবার। এই শোভাযাত্রায় সেনানীগণ সঙ্কীর্ত্তন-সেনাপতি আচার্য্যবর্য্যের আনুগত্যে শ্রীমঠ হইতে জয়-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-বিনোদানন্দ জিউর জয়ধ্বনিসহ মৃদঙ্গ-করতাল শঙ্খ-ঘণ্টার সুমঙ্গল-মধ্যে সঙ্কীর্ত্তন-তরঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে বহির্গত হইয়া কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, চিৎপুর রোড, শোভাবাজার ষ্ট্রীট, ষ্ট্রাণ্ডরোড, দাশ্বাহাটা ষ্ট্রীট, ক্লাইভষ্ট্রীট, হ্যারিসন রোড, বারাণসী ঘোষের-ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট পরিভ্রমণান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। চিৎপুর রোড দিয়া যাইবার সময় শোভাযাত্রা বাগবাজারের সুপ্রসিদ্ধ শ্রীমদনমোহনের শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করেন এবং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট অতিক্রম করিবার সময় সুপ্রসিদ্ধ জমিদার পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে গমন করিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে থাকেন। ভক্তবর নরেন বাবু তদীয় গৃহে শোভাযাত্রার শুভবিজয় বার্ত্তা পূর্ব্ব হইতেই অবগত হইয়া শুদ্ধভাগবতগণের সম্বর্দ্ধনার্থ স্বীয় ভবন হইতে রাজপথ পর্য্যন্ত সরণি সমূহ বস্ত্র-বিমণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার সেবা-চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

গত ২৮শে আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥ টার সময় কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে "আপেক্ষিক জগৎ" (Relative world) সম্বন্ধে একটী বক্তৃতার বিজ্ঞাপন কয়েক দিবস পূর্ব্বেই ঘোষিত হইয়াছিল। ঐ বক্তৃতার বক্তা ছিলেন বর্ত্তমান যুগাচার্য্য গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ। বক্তৃতাটী ইংরাজী ভাষাতে হইয়াছিল। বক্তৃতা আরম্ভ হইবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই সুবিস্তৃত নাট্যমন্দিরটী জাতি ও ধর্ম্মসম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত হিন্দু, পারসী, খৃষ্টান প্রভৃতি সজ্জন ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বক্তৃতা আরম্ভ হইবার সময় আর নাট্যমন্দিরে বসিবার স্থান না থাকায় অনেককেই অতি কষ্টে দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা শুনিবার সুযোগ করিয়া লইতে হইয়াছিল।

সভার প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ, বি-এল্-মহোদয় "মন তব কেন এ সংশয়!" এই মহাজন পদাবলীটী মৃদঙ্গ করতালের সহিত কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে পর পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ সভামহোদয়গণকে সাদরে আহ্বান করত বলেন,—"অদ্যকার সভায় বক্তৃতাটী ইংরাজী ভাষায় হইবার সম্বন্ধে একটা কৈফিয়ৎ প্রদান করা আবশ্যক মনে করি। কারণ, অনেকেই হয়ত মনে করিতে পারেন যে, শ্রীগৌড়ীয় মঠের সভায় এইরূপ ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতার ব্যবস্থা কেন? ইহার উত্তরে আমি বলি যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠ যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের চেতনবাণী প্রচার করিতেছেন, তাহা কেবলমাত্র বঙ্গদেশে সীমাবদ্ধ নহে। শ্রীচৈতন্যদেব জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সমস্ত অচৈতন্য বিশ্বকে চেতনবাণীদ্বারা উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য। তাঁহার সেই চেতনবাণী আজ তাঁহারই নিজজন ও প্রকাশবিগ্রহ বর্ত্তমান যুগাচার্য্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সমগ্র বিশ্বে প্রচার করিয়া তাঁহারই মনোহভীষ্ট সম্পাদন করিতেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী ছিল "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥" শ্রীশ্রীগৌরকরুণাশক্তি শ্রীল প্রভুপাদ আজ তাঁহার সেই মনোহভীষ্ট পূরণার্থে দেশ, জাতি, বর্ণ ও সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সমস্ত জীবের দ্বারে দ্বারে সেই চেতনবাণীর পসরা লইয়া অযাচিতভাবে নিখিল জীবের কল্যাণের নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছেন। ভারতবর্ষের অনেক সম্প্রদায় বঙ্গভাষা না জানিলেও ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ। ইংরাজী ভাষার দ্বারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এই চেতনবাণী প্রচারিত হইতে পারে, এইরূপ আশায় অদ্যকার বক্তৃতাটী ইংরাজী ভাষায় হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার কোন সম্প্রদায়-বিশেষে আবদ্ধ নহে, অধিকন্তু ইহা সার্ব্বজনীন এবং ইহা সমস্ত সম্প্রদায়কে ক্রোড়ীকৃত করিবার সামর্থ্য রাখেন।"

শ্রীপাদ বন মহারাজের কৈফিয়ৎ-প্রদানমূলে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতাটি সমাপ্ত হইবার পর আচার্য্যপ্রবর শ্রীল প্রভুপাদ ইংরাজী ভাষায় প্রায় এক ঘণ্টাকাল তাঁহার বক্তৃতাটী প্রদান করেন। এত সুবৃহৎ ও জনাকীর্ণ সভাতেও বক্তৃতাকালে সকলেই নিশ্চল, নিস্পন্দ ও তন্ময় হইয়া প্রভুপাদের চেতনময়ী বক্তৃতা শ্রবণ করিতে থাকেন। প্রায় দেড়ঘণ্টা কাল সভাস্থলে বিন্দুমাত্র গোলমাল শুনা যায় নাই। শ্রীল প্রভুপাদ যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা পুস্তিকাকারে ছাপান হইতেছে। শ্রীল প্রভুপাদ যে বক্তৃতা করেন, তাহা গভীর সুদার্শনিক তত্ত্বের গবেষণাপূর্ণ। নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতগণের পাদপদ্মে প্রাণপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির অভাববশতঃ মাদৃশ ঈশবিমুখ ব্যক্তির তাহা উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য হয় নাই। কেননা আরোহপন্থায় নিজ নিজ বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতার দ্বারা শ্রৌতবাণী বুঝিবার কাহারও যোগ্যতা নাই। শাস্ত্র বলেন, "বস্তু বেদে

পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

যাঁহার শ্রীভগবানে পরা ভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে, তেমন শ্রীগুরুদেবেও শুদ্ধাভক্তি আছে, তাঁহার নিকট শ্রুতির মর্ম্মার্থ প্রকাশ পাইয়া থাকেন।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা শেষ হইবার পর পূজ্যপাদ বন মহারাজ সভ্যগণকে শ্রীগৌড়ীয় মঠের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদানমুখে শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার সারাংশের কিঞ্চিৎ সভ্যগণকে প্রদান পূর্ব্বক বলেন—"এই জগতে কেহ কর্ম্মকাণ্ডী হইয়া বিভিন্ন দেবতার পূজা করিয়া বিভিন্ন লোকে গমন করেন এবং নিজে ভোক্তা হইয়া জগৎ ভোগ করিতে চেষ্টা করেন; তাঁহারা আরোহ-পথের পথিক। তাঁহারা কর্ম্মজগতে বিচরণ পূর্ব্বক মায়াপ্রদত্ত ত্রিতাপ ভোগ করত এই সংসার-নাগরদোলায় ঘুরিতে থাকেন, ইঁহারাই কর্ম্মী বা elevationist. আবার একদল আছেন, যাঁহারা জ্ঞানকাণ্ডী বা salvationist নামে পরিচিত। ইঁহারা এজগতের সমস্তই অসৎ বিবেচনায় 'নেতি নেতি' বিচারে নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানপর হইয়া পরিশেষে আত্মহত্যার পথই বরণ করিয়া থাকেন। ইঁহারা কেহই সেই মাধুর্য্য ও ঔদার্য্যময় গোলোক-বৈকুণ্ঠের সংবাদ রাখিবার প্রয়াসী নহেন। এজগতে জীবসকল প্রত্যেকেই ভোক্তার আসন গ্রহণ করিতে চেষ্টান্বিত হওয়ায় এবং জগতের সমুদয় বস্তুকে তাহাদের নিজ নিজ ভোগোপকরণে নিযুক্ত করিবার জন্য চেষ্টাবিশিষ্ট হওয়ায় এখানে ভোক্তা অনেক। এজগতে ভোক্তার বহুত্ব থাকায় তাহাদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ, বিরোধ, মারামারি, কাটাকাটি প্রভৃতি নানা প্রকার অশান্তি ও প্রীতির অভাব; প্রাকৃত জগতে এইরূপ অসুবিধা বর্ত্তমান। কিন্তু অপ্রাকৃত জগতে একমাত্র ভোক্তা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, আর যত কিছু সমস্তই তাঁহার ভোগোপকরণ বা সেবোপকরণ। সকলেই সমস্ত উপায়ন লইয়া সেই স্বরাট্, একমাত্র অসমোর্দ্ধ-বস্তু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ইন্দ্রিয়-তোষণের জন্য ব্যস্ত। সে কারণ, এই অপ্রাকৃত জগতে কোন বিরোধ বা অশান্তির সম্ভাবনা নাই। কর্ম্মকাণ্ডিগণ যেমন আত্মেন্দ্রিয়তোষণে ব্যস্ত, জ্ঞানকাণ্ডিগণও সেই প্রকার ত্রিতাপ হইতে মুক্ত হইবার আশায় প্রচ্ছন্ন ভোগের জন্য লালায়িত। অতএব উভয়েই ভোগী; কাহারও পক্ষে স্থূল ভোগ। আর কাহার পক্ষে বা সূক্ষ্ম ভোগ এই মাত্র তফাৎ। কিন্তু ভক্তিপথের পথিকগণ অথবা বৈকুণ্ঠপথের যাত্রিগণ ঐরূপ কোন আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি বাঞ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া কোন প্রকার ভোগবাঞ্ছা করেন না। তাঁহারা চান্, কিসে সেই একমাত্র ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি হইবে। কৃষ্ণের প্রীতিতেই তাঁহাদের তৃপ্তি। ভক্তিমার্গের পথিকমাত্রেই বৈষ্ণব, ইহাতে কোন সাম্প্রদায়িকতা নাই, ইহাই একমাত্র সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম, ইহাই মহাপ্রভুর প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম্ম। শ্রীগৌড়ীয় মঠের চৈতন্যচরণচারণগণ গোলোক-বৈকুণ্ঠের সার্ব্বজনীন সেই প্রেমধর্ম্মের বার্ত্তা প্রচার করিয়া জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলকে আহ্বান করিতেছেন। এই প্রাকৃত জগৎ অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ জগতের বিকৃত প্রতিফলন হইলেও বৈকুণ্ঠজগতের নির্ম্মলতা এখানে নাই। এখানে প্রাকৃত জগতের হেয়তা বা অবরতা বর্ত্তমান। এখানেই আপেক্ষিক জগতের পার্থক্য এবং অপ্রাকৃত জগতের বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমদ্ বন মহারাজ এবম্বিধ বহু গবেষণাপূর্ণ উপদেশমুখে বিমুগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীকে ধন্যবাদ প্রদান করিলে পর পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ গৌরবিহিত কীর্ত্তনমুখে সভাভঙ্গের আদেশ প্রদান করিলে সভামহোদয়গণ অতীব আনন্দের সহিত সভাস্থল পরিত্যাগ করেন।

বেদান্ত-বিচার

(৩)

রাধাকৃষ্ণে নাহি রতি, অন্যজনে বলে পতি,
প্রেমভক্তি কিছু নাহি জানে।
নাহি ভক্তির সন্ধান ভরমে করয়ে ধ্যান,
বৃথা তার সে ছার ভাবনে॥
জ্ঞান কর্ম্ম করে লোক, নাহি জানে ভক্তিযোগ
নানা মতে হইয়া অজ্ঞান।
তার কথা নাহি শুনি, পরমার্থতত্ত্ব জানি,
প্রেমভক্তি ভক্তগণপ্রাণ॥

এখন মহাজনের সিদ্ধান্তবাক্যে এই স্থির হইল যে—রাধাকৃষ্ণে রতি বা প্রেমভক্তিই সর্ব্বজীবের অভীষ্ট, বাকী সব অনভীষ্ট বা তুচ্ছ। শ্রীমদ্ভাগবতও ঐ কথাই বলিয়াছেন—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি॥

অর্থাৎ যাহা হইতে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত শ্রীকৃষ্ণে শ্রবণাদিলক্ষণা ফলাভিসন্ধান-রহিতা ঐকান্তিকী স্বাভাবিকী নিরপেক্ষা ভক্তি হয় তাহাই মানবগণের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। সেই ভক্তিবলে অনর্থ উপশান্ত হইয়া আত্মা সম্যক্ প্রসন্নতা লাভ করে।

অতএব শ্রীমদ্ভাগবতও বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তি বা প্রেমভক্তিই মানবগণের অভীষ্ট।

এখন প্রেমভক্তিরূপ অভীষ্ট লাভের উপায় ও তাহার বিঘ্ন বিনাশের উপায় কি, তাহা আলোচনা করিতে হইবে।

শ্রীল কবিরাজগোস্বামী বিঘ্নবিনাশ ও অভীষ্ট-সিদ্ধির উপায় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মঙ্গলাচরণে বর্ণন করিয়াছেন—

* * *

গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ তিনের স্মরণ॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন বিনাশন।
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ॥

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ও বলিয়াছেন—

"আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ।"

নিরন্তর শ্রীনামগ্রহণ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৪৫ সংখ্যার পর)

রস রসাভাস যার নাহিক বিচার।
ভক্তিসিদ্ধান্ত সিন্ধু নাহি পায় পার॥

অন্তর শব্দের অর্থ ব্যবধান সুতরাং নিরন্তর শব্দের মুখ্যার্থ বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ব্যবধান-রহিত। শ্রীহরিনাম গ্রহণকালে যে কার্য্যগুলি নামগ্রহণকারীকে বাধা প্রদান করে তাহাকে হরিনামের প্রতিবন্ধক বা ব্যবধান বলে।

সাধুগুরুনিন্দাদি দশটী নামাপরাধকে আমরা সকলেই শ্রীহরিনামের প্রধান প্রতিবন্ধক বা ব্যবধান বলিয়া তাহা পরিত্যাগের চেষ্টা করিয়া থাকি। কিন্তু শুধু তাহাই মাত্র নহে, তাহা ছাড়াও আরও বহুপ্রকার শ্রীহরিনামের অন্তরায় আছে, তাহা আমরা অনেকেই বিচার ও আলোচনা করি না। আমাদের পাষণ্ডতাই যে একপ্রকার শ্রীহরিনামের প্রধান অন্তর বা ব্যবধান। সেই পাষণ্ডতা কি?

শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চা মূর্ত্তিকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন না জানিয়া তাহাকে কাষ্ঠ, পাথর মাটি বা অন্য কোন ধাতু প্রভৃতি জ্ঞান, শ্রীগুরুদেবকে শ্রীভগবানেরই প্রকাশবিগ্রহ না জানিয়া তাহাকে সাধারণ মরণশীল মানব বুদ্ধি, যাঁহারা শ্রীভগবানের প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে একমাত্র জীবনে মরণে একান্তভাবে অবলম্বন করিয়া তাঁহার আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিতেছেন এবম্প্রকার বৈষ্ণবগণকে বৈষ্ণব বলিয়া না জানিয়া তাঁহাকে কোন বর্ণ বা কোন জাতির অন্তর্গত বিচার করা যে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের পাদোদক পানের দ্বারা কলিমল পাপ, পাপ-বীজ ও পাপ-বাসনা সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, এবম্প্রকার পাদতীর্থকে তীর্থবুদ্ধি না করিয়া তাঁহাতে সাধারণ জলবুদ্ধি করা, যে শ্রীহরিনাম মহামন্ত্রের দ্বারা সমস্ত অবিদ্যা অর্থাৎ পাপ, পাপবীজ ও পাপবাসনা সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবম্প্রকার শ্রীহরিনাম মহামন্ত্রকে যাহারা অপ্রাকৃত সাক্ষাৎ শ্রীহরি না জানিয়া নামকে শ্রীহরি হইতে পৃথক্ বুদ্ধি ও প্রাকৃত শব্দসামান্য বুদ্ধি করে, আর যাহারা অন্যান্য জড়াদিতর দেবতাগণকে শ্রীভগবানের সহিত সমান জ্ঞান করে, তাহারাই প্রধান পাষণ্ডী বা ঘোর নারকী।

বায়ু পিত্ত ও কফাত্মক দেহ ও দেহ-সম্পর্কীয় স্ত্রী, পুত্র ও আত্মীয়-স্বজনাদিকে আত্মজ্ঞান, ধনাদিতে অত্যন্ত আসক্তি, অধিক সঞ্চয়াকাঙ্ক্ষা ও শ্রীগুরুবৈষ্ণবকে অনাত্মীয় জ্ঞান করা শ্রীনাম-গ্রহণের অন্তরায়। শারীরিক কোন ব্যাধি উপস্থিত হইলে, তাহা শ্রীভগবানের অনুগ্রহ বা কৃপা বলিয়া না জানিয়া তাহাতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া মানসিক অশান্তি আনয়ন করিয়া অত্যন্ত শোকের বশবর্ত্তী হওয়া উচিত নহে। যুক্ত-বৈরাগ্য অর্থাৎ শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবের সেবার আনুকূল্যে দেহরক্ষার্থে যাহা গ্রহণ করা আবশ্যক তাহাই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ভাল আহার ভাল বিহার ও ভাল বসন ভূষণের স্পৃহা, জিহ্বার লাম্পট্য উদরের লাম্পট্য ও উপস্থের লাম্পট্য ও ষড়রিপুর বশবর্ত্তীতা শ্রীকৃষ্ণনাম-গ্রহণে অন্তরায়।

অন্যাভিলাষ জ্ঞান, কর্ম্ম ও শ্রীহরি-ভজনের অনুকূল প্রতিকূল বিচার না করা, অপ্রাকৃত শ্রীভগবদ্ধামকে অপ্রাকৃত ধামবুদ্ধি না করা ও শ্রীধামবাসী বৈষ্ণবগণকে বৈষ্ণব-জ্ঞান না করিয়া তাহাদের প্রতি বিদ্বেষ বা অবজ্ঞা করা, ভগবন্নৈবেদ্য মহাপ্রসাদে সাধারণ ভাত ডাল বুদ্ধি ও অপবিত্র বিচার ইত্যাদি প্রকার অসংখ্য শ্রীহরিনামের অন্তর বা ব্যবধান দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা শ্রীহরিনামের অন্তর বা ব্যবধান পরিত্যাগ না করিয়া বা ত্যাগ করিবার চেষ্টা না করিয়া যদি কেবল সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিবার অভিনয় করি তাহা হইলে আমাদের শুদ্ধ হরিনাম না হইয়া কেবল হরিনামাক্ষর মাত্র উচ্চারিত হইবে।

"অসাধু সঙ্গেতে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে নাম কভু নয়॥
যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহর॥
নাম নামী একতত্ত্ব অপ্রাকৃত ধর্ম্ম।
এ'জড় জগতে তার নাহি আছে মর্ম্ম॥
নিজ শুদ্ধ সাধন আর সাধুগুরু বল।
দুয়ের সংযোগে মিলে এ'কৃষ্ণ মঙ্গল

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা।   সুবর্ণ সুযোগ।।

ভক্তিগ্রন্থরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মঞ্জরী। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

চৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূল্যাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲।

ইংরাজী ভাষায় [illegible] গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মান্দ্রাজ।

(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির

১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন

বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রারম্ভে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত ভিক্ষা সাধারণের পক্ষে ২১।৵০; গৌড়ীয়ের গ্রাহকের পক্ষে ১৫।৵০।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা ১২৲; গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৮৲ টাকা।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে-ছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'ঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রাতিকূল্য'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৷৹০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৷৹০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৹০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রৌতৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুরতিবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৷৹০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২।০ টাকা মাত্র।

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের, অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্লোক ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের বৃহৎ বিবরণ-গ্রন্থ। রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্তন লেক্চারার, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব চিত্র ও মানচিত্রসমন্বিত, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ২৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরু-প্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য। বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বঙ্কিম-উৎকৃষ্ট বাঁধাই সুন্দর সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

সূক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সারর ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম—আশ্রম-ধর্ম—গুরুশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

"শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ পড়িলে জ্ঞান লাভ করিতে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৷৷০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ভাষা, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ড খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন [illegible] বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। [illegible] ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵ দশ আনা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

স্কুলটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড) হইয়াছে।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্ক নগ্রহ ঔষধালয়

১১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

রক্তহারী পাচন

[illegible]

রক্তদোষের প্রতিকার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমাপ ... ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।। আনা, পাইট ।।৵০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালি আবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদিও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

সোনাইমুড়ী

কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

পোঃ সোনাইমুড়ী

(জিং নোয়াখালী—বেঙ্গল)

কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। নিম্নলিখিত হারে স্থায়ী টাকা জমা রাখা হয়।

২ বৎসর	ম্যাদী স্থির আমানত শতকরা বার্ষিক	৯।৶
		৮।।০
১		৮৲
৬ মাস		৭।।০
৩		৬।০
সেভিংস ব্যাঙ্ক অর্থাৎ ৭ সাত দিনের নোটিশে	,, ,,	৪।।৶০
চলতি হিসাবে (Current account) শতকরা বার্ষিক	,,	৩৶০

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—প্রতি ছয় মাস অন্তর ডিপজিটরগণকে সুদ দেওয়া হয়। যে কোন খ্যাতনামা ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া আমাদের নিকট ড্রেফ্ট পাঠাইলেই চলিবে। ডিপজিটরের আদেশ-অনুযায়ী কলিকাতা ব্যাঙ্কে ড্রেফ্ট দিয়া আমরা আমানতকারীর সুবিধা অনুযায়ী টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া থাকি। আমানতকারী ইচ্ছা করিলে মাসিক সুদও গ্রহণ করিতে পারেন। পত্রদ্বারা সবিশেষ অবগত হউন।

শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত চৌধুরী বি, এ

সেক্রেটারী।

কখনও ভেবেছিলেন কি?

মাত্র ৮০৲ টাকায় একটী টিউবওয়েল (নলকূপ) হ'তে পারে? আমরা বাঙ্গালার যে কোন পল্লীতে গ্যারান্টি দিয়া চিরস্থায়ী টিউবওয়েল বসাইয়া থাকি। বহুদিনের অকর্ম্মণ্য টিউবওয়েল কম খরচায় মেরামত করি।

বি, এন, বোস; এ, কে, সিংহ এণ্ড কোং

৬২।১ বি, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন বড়বাজার ১৬৩৬

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রপঞ্চক

১। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বঙ্গে ... একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২।০, নগদ প্রতি সংখ্যা /৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। গৌড়ীয়—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা /০।

৩। দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা।০।

৪। ভাগবত—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।।০ দেড় টাকা।

৫। পরমার্থী—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

রাজপথে রাহাজানি

জোড়াবাগান অঞ্চলের নামজাদা মাতাল রাজনাথ গোয়ালা রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রীটে সুরযপ্রসাদ ভকতের নিকট হইতে টাকার থলে ছিনাইয়া লইবার অভিযোগে গত মঙ্গলবার জোড়াবাগানের অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খান বাহাদুর এম, ফজলুল করিম কর্ত্তৃক চার মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

প্রকাশ, গত ১লা জুলাই রাত্রিকালে সুরয প্রসাদ যখন বাড়ী ফিরিতেছিল সেই সময় আসামী এবং অপর দুজন লোক মাতাল অবস্থায় আসিয়া তাহার নিকটে নেশা করিবার টাকা দাবী করে। সুরয প্রসাদ অসম্মত হইলে আসামী এবং তাহার সঙ্গীদ্বয় সুরযপ্রসাদকে চাপিয়া ধরিয়া তাহার পকেট হইতে টাকার থলে ছিনাইয়া লইয়া পলায়ন করে।

সুরযপ্রসাদ রাজনাথকে পূর্ব্ব হইতে চিনিত। সে অবিলম্বে স্থানীয় থানায় যাইয়া আসামীর বিরুদ্ধে ডায়েরী করিলে পুলিস আসামীকে গ্রেপ্তার করে।

কতিপয় সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের পর ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর উপরোক্তরূপ দণ্ড-বিধান করিয়াছেন।

গাঁজার দোকানে পিকেটিং

খানাকুলের শ্রীযুত নিতাইচন্দ্র হাজরা আরামবাগের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে গাঁজা ও আফিমের দোকানে পিকেটিং করার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হইয়া তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। আরামবাগের "সাগর কুটীরের" প্রাঙ্গণে কংগ্রেস পতাকাসহ বে-আইনীভাবে প্রবেশ করার অভিযোগে ও তথায় জয়ধ্বনি করার অভিযোগে আরামবাগ "সমর পরিষদের" সদস্য শ্রীযুত বনবিহারী দে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। আরামবাগের "সাগর কুটীর" এক্ষণে সরকারের অধিকার ভুক্ত এবং আরামবাগের "সমর পরিষদ" এক্ষণে বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত।

শ্রীযুত সুভাষ বাবুর স্বাস্থ্য

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, গত ২৮শে আগষ্ট প্রাতে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় রাজবন্দী শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর স্বাস্থ্য পরীক্ষান্তে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। এসোসিয়েটেড প্রেসের নিকট তিনি বলিয়াছেন, 'সুভাষবাবু পীড়িত বটে, তবে তাঁহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন নহে।

ডাঃ রায় বলেন, "আমি প্রকৃতপক্ষে যাহা বলিয়াছি তাহা এই যে, সুভাষবাবু যদিও এখন অসুস্থ, তথাপি তাঁহার জীবনের আশঙ্কা আসন্ন নহে।"

লেপ্টেন্যাণ্ট-কর্ণেল স্থানীয় জেনারল হাসপাতালে সুভাষবাবুকে পরীক্ষা করিবার এবং রোগের সূচনা হইতে পরবর্ত্তী সম্পূর্ণ ইতিহাস লক্ষ্য করিবার পূর্ণ সুযোগ ডাঃ নীলরতন সরকার ও তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। সেজন্য ডাঃ রায় তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। রোগীকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদিগকে জেনারল হাসপাতালে যাইবার যাইতে হইয়াছিল।

বিচারের সময় আসামীর পলায়ন

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, আসামী লক্ষ্মীকান্তম যে কোথায় আছে, সে সম্পর্কে কোন সন্ধান এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। প্রায় দশ দিন পূর্ব্বে মাদ্রাজ হাইকোর্টের সেসনের বিচারের শেষ সময়ে লক্ষ্মীকান্তম রহস্যজনক ভাবে পলায়ন করিয়াছে। তাহার এইরূপ পলায়নে সহরে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল।

প্রধান বিচারপতি স্যার ওয়েন বিলেনীর সভাপতিত্বে গত ২৯শে আগষ্ট প্রাতে পুনরায় আদালত বসিলে সরকার পক্ষের উকীল বলেন যে, আসামী পলায়ন করিবার পূর্ব্বে কিছু অর্থসংগ্রহ করিয়াছিল। যে পর্য্যন্ত সেই অর্থ খরচ না হয় সে পর্য্যন্ত আসামীর কোন সন্ধান পাওয়া যাইবে না। জজ জুরী ভাঙ্গিয়া সেসনের কার্য্য শেষ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, এই মামলা অত্যন্ত বিরক্তিকর ও ইহাতে অনেক সময় লাগিয়াছিল।

পুত্রের জরিমানা না দেওয়ায় পিতার বিপত্তি

ইন্দাস হইতে প্রকাশ, চন্দগ্রাম পল্লীর শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষের পুত্র শ্রীমান্ শশধর ঘোষ বাঁকুড়া পুলিস কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছেন ও দুইটী অপরাধের জন্য যথাক্রমে ১০০ টাকা ও ৫০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। পুত্রের জরিমানা আদায়ের জন্য শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রবাবুর বাটীর জিনিষপত্র স্থানীয় পুলিস ক্রোক করিয়াছে। জরিমানার অবশিষ্ট প্রদান করিবার জন্য মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট পুনরায় শ্রীযুত ঘোষকে আদেশ দিয়াছেন। জ্ঞানেন্দ্র বাবু উক্ত আদেশ অনুসারে কার্য্য করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে তিনি জামিনে খালাস আছেন।

বাঙ্গালী ফেরারীর খোঁজ

ঝরিয়া হইতে প্রকাশ, গত ২৭শে আগষ্ট বেলা ২টার সময় স্থানীয় পুলিশ চারিটি বিভিন্ন স্থানে খানাতল্লাস করিয়াছে। ঝরিয়া বাজারে একটি দর্জ্জির দোকানে খানাতল্লাস হইয়াছে। টাটা খনিসমূহের শ্রমিক সঙ্ঘের মিঃ এস-বি সেনের একটী বাটী তালাবদ্ধ ছিল। প্রকাশ, তালা ভাঙ্গিয়া সেখানেও তল্লাস করিয়াছে। অপর দুইটী বাটী—লোদনা খনির দুইজন কর্ম্মচারীর বাসস্থান বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ, পুলিশ কয়েকজন বাঙ্গালী ফেরারী আসামীর খোঁজে আসিয়াছিল। দুই ঘণ্টা সন্ধান করিয়াও আপত্তিজনক কিছু পাওয়া যায় নাই। দর্জ্জির দোকানের শ্রীযুক্ত এস, এন, ভট্টাচার্য্য ও অশ্বিনী দাস এবং লোদনা খনির কর্ম্মচারী শ্রীযুত যোগেন্দ্র নাথ সেন ও শচীন্দ্র কাঞ্জিলালকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আরামবাগে গ্রেপ্তার

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, আরামবাগ সমর-পরিষদের শ্রীযুত কে, সি, বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় পতাকা হস্তে পুলিস কর্ত্তৃক অধিকৃত 'সাগরকুটিরে' যাইয়া "বন্দেমাতরম" ধ্বনি করিবার জন্য গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

আরামবাগের শ্রীযুত এস, মোদক বিশেষক্ষমতা অর্ডিনান্সের ৬৭ ও সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ (১) ধারা অনুসারে ৪ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

ব্যাঙ্কের অর্থ তছরুপ

কান্দি হইতে প্রকাশ, দুর্গাপুর মহাদিয়া রুরাল কো অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সম্পাদক শ্রীযুত রামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় জনসাধারণের প্রায় ৭০০ টাকা তছরূপ করার জন্য অভিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ব্যাঙ্কের হিসাবপত্রও অপহৃত হইয়াছে অথবা অন্য কোন প্রকারে নষ্ট করা হইয়াছে। আসামী ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪০৯ ধারা মতে অভিযুক্ত হইয়াছেন।

হল্যাণ্ডে বিঠলভাই প্যাটেল

আমষ্টারডাম হইতে প্রকাশ, গত ২৭শে আগষ্ট এখানে একটি বিরাট বৈঠক বসিয়াছিল। বৈঠকের নাম কংগ্রেস, আন্তর্জ্জাতিক সমর-বিরোধী। বিস্তর লোক জয়ধ্বনি করিয়া বৈঠকে যোগদান করিয়াছিল। বিশ্বের সমগ্র জাতির প্রতিনিধির সমাবেশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন যুরোপ হইতে আগত প্রতিনিধিরা। এই প্রতিনিধিদের মধ্যে কেহ শ্রমিক দলভুক্ত, কতকগুলি সাম্যবাদদলের এবং কেহ বা 'আর যুদ্ধ চাহি না' দলের। ফ্রান্স হইতে যে সকল প্রতিনিধি আসিয়াছেন, তাহার মধ্যে বিখ্যাত নাট্যকার হেনরি বারবুসী আছেন। নাট্যকার হেনরি এইচ রোমা রোলাণ্ডের অনুপস্থিতে সম্মেলনের উদ্বোধন করিয়াছিলেন। পাঁচ-শত জার্ম্মাণ এবং ত্রিশজন আমেরিকাবাসী এই বৈঠকে যোগদান করিয়াছিলেন রুসিয়ার প্রতিনিধি কেহই আসেন নাই। হল্যাণ্ডে রুসিয়ার আগমন নিষিদ্ধ।

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট মিঃ বিঠলভাই প্যাটেল সভার একজন প্রতিনিধি। বিঠলভাইএর ফটোগ্রাফ লইবার জন্য কর্ম্মীরা বড়ই ব্যস্ত তাঁহাকে দেখিবার জন্য লোকেরও খুব ভিড় হইয়াছিল।

এম বারবুসী তাঁহার উদ্বোধন বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—পুনরায় যুদ্ধ হইলে দেশ ছারখার হইয়া যাইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্যারিসে একটি আন্তর্জ্জাতিক বোর্ড খোলা হইবে।

রেলগাড়ী হইতে পতন

দিল্লী হইতে প্রকাশ, জনৈক আরোহী আলীগড় হইতে বিনা টিকিটে রেলপথে ভ্রমণ করিতেছিল। টিকিট পরীক্ষকের ভয়ে সে রেল গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়ে। তাহার ২খানি পা কাটিয়া গিয়াছে। তাহাকে রেলপথের হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

নাগপুর কলে ধর্ম্মঘট

নাগপুর হইতে প্রকাশ, মডেল মিলের ম্যানেজিং এজেণ্টগণ য়ুনিয়নের সেক্রেটারী মিঃ জাগানের এবং য়ুনিয়নের অপর ১২ জন প্রধান কর্ম্মীর উপর বরখাস্তের নোটীশ জারি করিয়াছেন। মিলের কর্ত্তৃপক্ষের এবং শ্রমিকগণের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করিবার কারণ উক্ত নোটীশে নাকি উল্লিখিত হইয়াছে।

রাজবন্দীর-পুত্রশোক

বেরিলী হইতে প্রকাশ, আলমোড়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব সভ্য পণ্ডিত বদ্রী দত্ত পাঁড়েকে সর্ত্তাধীন অবস্থায় মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার পুত্র তারকনাথ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এস সি শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন।

"শ্রীধাম"
"নবদ্বীপ"

দৈনিক

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৸
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাধারণের জন্য অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸
মাসিক ১
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৫৪তম সংখ্যা।

চৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর—১৮ই ভাদ্র শনিবার ১৩৩৯, ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৩২

স্বামী কর্ত্তৃক পত্নী হত্যা

বড়লাটের সহিত আলোচনা

হিন্দু মিশনে মালব্যজী

ডাঃ অমূল্যপ্রসাদ মৈত্রের মুক্তিলাভ

দাঙ্গা-হাঙ্গামায় বালক হত্যা

টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

বড়লাট ও সাপ্রুর কথাবার্ত্তা

অন্তরীণ নিয়মভঙ্গে দণ্ডিত

কনষ্টেবলের জরিমানা

হত্যার অভিযোগে ৩ জন মুসলমান

নরহত্যার চেষ্টা

নানা কথা

স্বামী কর্ত্তৃক পত্নী হত্যা

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশ, পাণ্ডুয়া থানার অধীন মাধবপুর হইতে একজন স্ত্রীলোকের হত্যা সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, তাহার স্বামীই তাহার মৃত্যুর কারণ।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, পাণ্ডুয়া থানার চৌকিদার কোনরূপ সংবাদ পাইয়া ঘটনাস্থলে যাইয়া দেখে যে, একটী স্ত্রীলোক মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সে জানিতে পারে যে, তাহাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কলহ হওয়ায় তাহার স্বামী তাহার মস্তকের উপর লাঠীর দ্বারা প্রহার করে এবং ঐ লাঠীর আঘাতেই স্ত্রীলোকটীর মৃত্যু হইয়াছে। প্রকাশ, স্ত্রীলোকটীর স্বামী পলাতক।

হিন্দু মিশনে মালব্যজী

গত বুধবার প্রাতে সাড়ে ৮ ঘটিকায় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য হিন্দু মিশন পরিদর্শন করেন। মিশনের কর্ম্মিগণ তাঁহাকে সাদর সম্বর্দ্ধনা করেন এবং তাঁহাদের পক্ষ হইতে পণ্ডিতজীকে অভিনন্দন জ্ঞাপন জ্ঞাপন করা হয়। মিশন হইতে প্রকাশিত কতকগুলি পুস্তক ও পার্থসারথির ত্রিবর্ণ রঞ্জিত চিত্র পণ্ডিতজীকে উপহার দেওয়া হয়।

দাঙ্গা-হাঙ্গামায় বালক হত্যা

লাহোর হইতে প্রকাশ, বিগত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় সময় নুরমহম্মদ নামে একজন মুসলমান বালক নিহত হয়। সেই সম্পর্কে মিউনিসিপ্যাল কমিশনার লালা বেলিরাম ও অপর কয়েকজন দায়রা সোপর্দ্দ হন। লালা বেলিরাম আদালতে বিবৃতি প্রদান কালে বলেন যে, তিনি হিন্দুসভার একজন নেতা বলিয়া তাঁহার নামে মিথ্যা অভিযোগ উঠিয়াছে। বাস্তবিকই তিনি হত্যার সম্পর্কে কিছুই জানেন না।

বড়লাট ও সাপ্রুর কথাবার্ত্তা

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রু গত ২৯শে আগষ্ট রাজপ্রতিনিধির সহিত এক ঘণ্টাকাল কথাবার্ত্তা বলেন।

এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধি স্যার তেজ বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি কোনরূপ বিবৃতি প্রদান করিতে সম্মত হন নাই।

তবে জানা গিয়াছে, গোল টেবিল বৈঠকের কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে সরকার ও মডারেটদের মধ্যে যাহাতে সন্তোষজনক আপোষ হয়, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ সম্পর্কে কথাবার্ত্তা প্রধানতঃ চলিয়াছিল।

কনষ্টেবলের জরিমানা

আলিপুরের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি, এন সামন্তের এজলাসে কনষ্টেবল সুকদেও গোসালা ভবানীপুরের সুন্দরী তেলিনীকে প্রহার করার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া ৩০ টাকা জরিমানায় আদিষ্ট হইয়াছে।

অভিযোগের বিবরণ এই যে, বাদিনীর পুত্র অভিযুক্তের গৃহের দরজার সম্মুখে এক পাত্র মসলা রৌদ্রে শুকাইতে দেয়। কনষ্টেবলের স্ত্রী ইহাতে আপত্তি করে এবং উভয় স্ত্রীলোকের মধ্যে বচসা হয়। অভিযুক্ত বাড়ী আসিলে তাহার স্ত্রী তাহাকে সকল কথা বলে। স্ত্রীর কথা শুনিবার পর সে বাদিনীর গৃহে প্রবেশ করে এবং তাহাকে টানিয়া বাহির করিয়া প্রহার করে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিশ্রাম আশ্রম	নৈমিষারণ্য	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১ শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	কলিকাতা
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	নৈনিতাল	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেবাবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী কাব্য্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৫১১৫

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ-ভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতি, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রমেয় দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছেদ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোদণ্ড, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালি দাসাধিকারী। শ্রীপাবন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার শ্রীভক্তকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী,

১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮৫সাউথ মালাকা ষ্ট্রীট, পি

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্গুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীসেবানন্দদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীফেনপানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন।

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক শ্রীপাদ পরমেশ্বরীপ্রসাদ দাসাধিকারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমন জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনামসংকীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিশ্রাম আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনানন্দ।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বহু পুরাতন শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ,

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) বাসুদেবগোপাল পাট

কাঠালপুল, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, | ১৮ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৬, ১৮ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ৩রা সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩২ শনিবার | ১৫৪তম সংখ্যা

শ্রীপুরুষোত্তম মঠে

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের শাখামঠ শ্রীপুরুষোত্তমধামস্থ শ্রীপুরুষোত্তম মঠে গত ৮ই ভাদ্র বুধবার ও ৯ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব উপলক্ষে একটি মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীদিবস শ্রীমঠে অরুণোদয়ের পূর্ব্বে প্রায় ৪ ঘটিকার সময় শ্রীপাদ নদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারীজী গুর্ব্বষ্টক ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পরও গুর্ব্বষ্টক, গুরুপরম্পরা, শ্রীল জয়দেব গোস্বামীকৃত দশাবতার ও মহাজনের পদাবলী কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ পরেশানুভব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের প্রথম অধ্যায় হইতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সম্বন্ধে পাঠ করেন ও পরে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশত নাম কীর্ত্তন করেন। অতঃপর ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ হয়।

পর দিবস নন্দোৎসব উপলক্ষে প্রায় দেড়শত লোক সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীগৌরবিনোদমাধবজিউর আরাত্রিকের পর সমাগত ব্যক্তিগণকে বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

উক্ত উৎসবে স্থানীয় এসিষ্টেণ্ট সিভিল সার্জ্জেন শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত, অডিটার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘটক, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সর্ব্বাধিকারী, কম্পাউণ্ডার শ্রীযুক্ত কানাই লাল মিত্র ও শ্রীযুক্ত লম্বোদর জানা প্রভৃতি বহু ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত কানাই লাল মিত্র মহোদয় উক্ত উৎসবের আনুকূল্য বিধান করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

দিল্লী গৌড়ীয়মঠে

গত ৮ই ভাদ্র বুধবার তারিখে নিউ দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসব বিশেষ সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর মঙ্গলারাত্রিক, উষাকীর্ত্তন ঠাকুরের ভোগরাগ ও ভোগারাত্রিক প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গসমূহ যথাবিধি সম্পন্ন হইয়াছিল।

পূর্ব্বাহ্ণ বেলা ৭॥ ঘটিকা হইতে ৮॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীপাদ ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিবিবেক প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা ১ম পরিচ্ছেদ এবং ১৩শ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মলীলাদি পাঠ করেন।

অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের শ্রীবিগ্রহ, শ্রীমন্দির ও শ্রীমঠগৃহ বিচিত্র লতা গুল্ম এবং বিবিধ সুগন্ধি পুষ্পমাল্যে বিভূষিত হইলে শ্রীপাদ ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিবিবেক প্রভু মাননীয় সজ্জনবর ডাক্তার জে কে, সেন, শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার বি-এ, এবং এ, জি, এল্‌ আর অফিসের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট শ্রীযুত বাবু হরিদাস দেব প্রমুখ সজ্জনমণ্ডলীর নিকট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত জন্মলীলাদির কথা বহুক্ষণ কীর্ত্তন করেন। ব্রহ্মচারীজীর মুখে শ্রৌত সিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া সকলেই বিশেষ আনন্দ লাভ করেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে দিল্লীনগরীর বিভিন্ন স্থান হইতে আভিজাত্যসম্পন্ন উচ্চশিক্ষিত বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণ মঠে উপস্থিত হইয়া উৎসবে যোগদান করেন। অনন্তর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সন্ধ্যারাত্রিকের কালে মঠগৃহ বিচিত্র বৈদ্যুতিক আলোকমালায় পরিশোভিত করা হয়। দর্শকবৃন্দ প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল অনিমেষনেত্রে শ্রীভগবানের আরাত্রিকাদি দর্শন করেন।

রাত্রি ১২টার সময় ঠাকুরের অর্চ্চন-কার্য্য, ভোগরাগ, ভোগারাত্রিক, শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ হইতে ভগবানের জন্মলীলাদি পাঠ ব্যাখ্যা প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ সমূহ যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পরিশেষে সমাগত প্রায় আড়াই শত লোককে বহু প্রকার বিচিত্রতাপূর্ণ প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ ভুবনেশ্বরজীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও ঐকান্তিক যত্নে উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠে

গত ৮ই ভাদ্র শ্রীশ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব তিথির আরাধনা ও পরদিন শ্রীনন্দোৎসবটী সুসম্পন্ন করিবার জন্য শ্রীধামবৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠে শ্রীকীর্ত্তনযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

শ্রীপরমহংসমঠের প্রচারক ও সুকণ্ঠ-গায়ক পণ্ডিত শ্রীপাদ ধীরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী এবং কুরুক্ষেত্রস্থ শ্রীব্যাস গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারীজী অধিবাস দিবসে আগমন করিয়া অধিবাস-কীর্ত্তনে যোগদান করেন।

শ্রীজন্মাষ্টমী দিবস অরুণোদয়কালে ভক্তগণ উল্লাসিতচিত্তে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর জয় গান করিয়া শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা, শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টক, শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্বনাম ও শ্রীমহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। পরে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ আরম্ভ হয়।

উভয় দিবসই বিচিত্রবর্ণের সুগন্ধি-পুষ্প আহরণপূর্ব্বক মালিকা রচনা করিয়া আসনস্থ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর শ্রীমূর্ত্তির গলদেশে অর্পণ করা হইয়াছিল।

আবির্ভাব-তিথিতে মধ্যরাত্রে বিচিত্র নৈবেদ্য ভোগ দিয়া ভোগারাত্রিক ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিলে পর পুনরায় শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ হইতে থাকে। পরদিন অপরাহ্ণ পাঁচঘটিকার সময় পারায়ণ পাঠ শেষ হয়।

শ্রীনন্দোৎসব দিবস মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রকে বিবিধ উপকরণ নিবেদন করা হইয়াছিল। সায়াহ্নকালে ভোগারতি কীর্ত্তনান্তে মঠ-সেবকগণ সমাগত ভক্তগণকে প্রসাদ বিতরণান্তে পারণ করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৮ হৃষীকেশ অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী ৪৪৬

জীবের স্বরূপ বিচার

যেমন অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ সকল বহির্গত হয় সেইরূপ পরমাত্মা হইতে জীবাত্মা সমুদয় উদ্গত হইয়াছে। শাস্ত্রে উক্ত আছে ; যথা—

"যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেব-
মেবাস্মাদাত্মনঃ।
সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ
সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি ॥
(বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ২।১।২০)

পরমাত্মা হইতে উদ্গত জীবাত্মা সকল অস্ত্র বা মৃত্যু রহিত অর্থাৎ অনন্ত এবং একটী কেশের অগ্রভাগকে শত-ভাগে ভাগ করিয়া এক এক ভাগকে পুনর্ব্বার শতভাগে বিভক্ত করিলে পর যে অতি সূক্ষ্ম অংশ সমুদয় লক্ষিত হয়, জীবাত্মার স্বরূপ সেই প্রকার অতি সূক্ষ্ম অর্থাৎ জীবাত্মাকে অণুচৈতন্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রোক্তি যথা,—

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥
(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ৫।৯)

দীপাদি আলোক যেরূপ গৃহের কোন এক স্থানে থাকিয়া সমস্ত গৃহকে আলোকিত করে, অণুচৈতন্যস্বরূপ জীবাত্মাও সেই প্রকার পরিদৃশ্যমান সাড়ে তিনহস্ত পরিমিত নশ্বর বাহ্য দেহের কোন এক স্থানে অবস্থান করত স্বীয় চেতন শক্তির দ্বারা সমগ্র দেহটীকে ব্যাপিয়া থাকেন অর্থাৎ দেহের সমগ্র স্থানকে চেতনগুণ-বিশিষ্ট রূপে প্রকাশ করেন। যথা,—

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং
লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি
ভারত ॥
(গীতা ১৩।৩৪)

এবম্প্রকার অণুচৈতন্যস্বরূপ জীবাত্মার অবলোকনযোগ্য দুইটী স্থান আছে, যথা— ইহলোক ও পরলোক ; জাগ্রৎ ও সুষুপ্তির সন্ধিস্থানরূপ স্বপ্নস্থান তৃতীয়। জীবাত্মা সন্ধিরূপ তৃতীয় স্থানে থাকিয়া জাগ্রদ্রূপ পরলোক ও সুষুপ্তিরূপ ইহলোক, এই উভয় স্থানই অবলোকন করিতে সমর্থ। শাস্ত্রপ্রমাণ যথা, —

তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পরলোক স্থানঞ্চ, সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং। তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতীদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ।
(বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৪।৩।৯)

ভগবানের মায়ানাম্নী বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা জীবের শুদ্ধ অণুচৈতন্যরূপ আত্ম-স্বরূপের জ্ঞান আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইলে জীব সত্ত্ব, রজ ও তম রূপ ত্রিগুণের অতীত বস্তু হইয়াও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের অন্তর্গত প্রাকৃত বস্তু বলিয়া অভিমান করেন অর্থাৎ আপনাকে ও অপরাপর জীবকে নশ্বর স্থূল দেহ-বিশিষ্টরূপে বুঝেন বা দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট হন। শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকং।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১।৭।৫)

মায়াগ্রস্ত দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট জীব, সাধুসঙ্গ প্রভাবে যখন শুদ্ধ-ভক্তিযোগদ্বারা নিজ শুদ্ধ অণুচৈতন্য স্বরূপ সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হন, তখন তিনি আত্মস্থ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে কান্ত, অংশ ও স্বরূপশক্তি-সমন্বিত বিভুচৈতন্য-বস্তু রূপে ও তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে গর্হিতভাবে অবস্থিত মায়া ও মায়ারচিত জগৎকে দর্শন করেন। শাস্ত্র প্রমাণ যথা,—

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্ ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১।৭।৪)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই নিত্য অণুচৈতন্য জীব সমূহের পরম নিত্য ও পরম সত্য আশ্রয় বস্তু ও চেতন জীব সমূহের মুখ্য চেতন-তত্ত্ব। তিনি এক হইয়াও যুগপৎ সকল জীবের কামনা পূরণ করেন। যে সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই আত্মস্থ ভগবান্‌কে ভক্তিযোগ দ্বারা দর্শন করিতে সমর্থ হন, তাঁহারাই যে নিত্য শান্তি লাভ করেন, অন্যে নহে, ইহা তাঁহারা স্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারেন এবং পরাশান্তি লাভ করিয়া ধন্য হন। যথাহি শাস্ত্রে,—

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥
(কঠ উপনিষদ্ ২।২।১৩)

নশ্বর সাড়ে তিন হস্ত পরিমিত দেহে আত্মবুদ্ধি স্থাপনকালে জীব দেহারামী হইয়া ইন্দ্রিয়দ্বারে বাহ্য বস্তু সংগ্রহে যত্নশীল হন ও ভোগমুখে সুখান্বেষী হইয়া পড়েন। ভোগপথে ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধ হইতে হয়, এতদ্রূপ বিচার পূর্ব্বক যখন কোন শুদ্ধ অণুচৈতন্য স্বরূপজ্ঞানে অপ্রতিষ্ঠিত জীব ত্যাগ-দ্বারে সুখান্বেষণে তৎপর হন, তখন তিনি, আপনাকে সাড়ে তিন হস্ত পরিমিত বাহ্য নশ্বর দেহের অতীত বৃহৎ ব্রহ্ম বস্তু বলিয়া ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা পোষণ করিতে বাধ্য হন। "ব্রহ্মাহং" ধারণাবিশিষ্ট, ত্যাগ-দ্বারে সুখান্বেষণে তৎপর ভ্রান্ত ত্যাগী বা জ্ঞানীব্রুবগণ যে তাহাদের কল্পিত শাশ্বত শান্তি লাভে সমর্থ হন না, তাহা বেদান্তদর্শনের অকৃত্রিম ভাষ্যরূপ শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১০।২।৩২ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। যথা,—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥

ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সারূপ দোষচতুষ্টয়যুক্ত কলুষিত বা অসংস্কৃত বুদ্ধির অর্থাৎ অদিব্য-জ্ঞাননেত্রের দ্বারা নিজ স্বরূপের পরিচয় লাভ করিতে গেলে জীব আপনাকে অণুচৈতন্য বা অণুচিদ্ বস্তু বলিয়া বুঝিতে অক্ষম হন এবং তদ্ধেতু রজ্জুতে সর্পবুদ্ধির ন্যায় আপনাকে কখন নশ্বর সাড়ে তিন হস্ত পরিমাণ বাহ্য স্থূল-দেহরূপী বলিয়া স্থির করেন এবং কখনও বা নশ্বর সাড়ে তিন হস্ত পরিমিত স্থূলদেহের অতীত বৃহৎ ব্রহ্ম বস্তু বলিয়া ঘোষণা করিতে বাধ্য হন। কোন নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতের নিকট শরণাগত হইয়া শ্রৌতপন্থা অবলম্বন করত শাস্ত্রের গূঢ় রহস্য সুসংস্কৃত বুদ্ধি বা দিব্য-জ্ঞানদ্বারা অবগত হইতে পারিলে, জীব আর আপনাকে সাড়ে তিন হস্ত পরিমিত স্থূল-দেহবিশিষ্ট বা বৃহৎ ব্রহ্ম বস্তু বলিয়া ঘোষণা করিতে রুচিবিশিষ্ট হন না ; তখন কথিত প্রকার ভ্রান্তিপূর্ণ উভয়বিধ ধারণার পরিবর্ত্তে নিজ শুদ্ধ অণুচৈতন্য বা চিৎকণ স্বরূপের জ্ঞান লাভ করেন ও সেই শুদ্ধ-স্বরূপজ্ঞাননিষ্ঠ ভগবদ্দাস্যে চির-নিযুক্ত থাকিয়া বিমল সেবানন্দরস নিত্যকাল আস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন।

মনঃশিক্ষা

(শ্রীপাদ ভুবনমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিবিবেক)

মায়াতীত গুণাতীত বিষ্ণুপরমেশ।
শ্রীগুরুদেব হন তাঁর প্রকাশ-বিশেষ ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে শুনি সদা এই উপদেশ।
ভজ সেই পদ মন, যতনে অশেষ ॥

আসমুদ্র হিমাচল যাঁহার কৃপায়।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ নাম সবে গায় ॥
কেহ কভু দেখে নাই হেন দয়াময়।
ওরে মূঢ় মন! কর সে পদ আশ্রয় ॥

নগর গ্রাম যত আছে পৃথিবীতে।
নামপ্রেমে পূর্ণ হৈল যাঁহার কৃপাতে ॥
শ্রীচৈতন্য-ভবিষ্যবাণী পূর্ণ যাঁহা হ'তে।
সেব মন! তাঁ'র পদ অকপট চিতে ॥

কলিযুগের ধর্ম্ম হয় নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা তাহা নহে প্রবর্ত্তন ॥
অবতীর্ণ সেই শক্তি দেখে ভক্তগণ।
ভজ সেই পাদপদ্ম ওরে মূঢ় মন ॥

শাস্ত্র সিন্ধু যে প্রভু করিয়া মন্থন।
কৃষ্ণভক্তি সর্ব্বোপরি করিলা স্থাপন।
কর্ম্মী, জ্ঞানী, তপস্বী আদি লইলা শরণ।
হেন প্রভু পাদপদ্ম সেব তুমি মন ॥

শব্দ-ব্রহ্মে পরব্রহ্মে যে প্রভু নিষ্ণাত।
শাস্ত্রের নিগূঢ় অর্থ যে কৈল ব্যক্ত ॥
গুরুর লক্ষণ যাহা বেদের সম্মত।
ওরে মূঢ় মন ভজ সে-পদ সতত ॥

জীবের নিস্তার লাগি যেই মহাজন।
দেশে দেশে মঠ-মন্দির করিলা স্থাপন ॥
যাঁহার হুঙ্কারে পলায় পাষণ্ডীর গণ।
ভজ সেই পাদপদ্ম দৃঢ় করি মন ॥

কৃষ্ণভক্তিশূন্য দেখি সকল সংসার।
অশ্রুগঙ্গা বহে যার হৈয়া শত-ধার ॥
মহা দয়াময় প্রভো, করুণা অপার।
না ভজিলে হেন প্রভু ওরে দুরাচার ॥

আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা উপধর্ম্ম যত।
যাঁহার প্রভাবে সব হইল বিগত ॥
যে নাশিল শাস্ত্রযুক্তে পাষণ্ড কুমত।
ভজ মন সেই পদ হঞা অনুগত ॥

যাঁর কৃপা হ'লে কৃপা করেন শ্রীহরি।
যাঁর কৃপা বিনা দৈবী মায়া নাহি তরি ॥
নিরন্তর যশোগান কর পদে ধরি।
রাখহ বচন মোর ছাড়হ চাতুরী ॥

যাঁহার নিকট দীক্ষার অভিনয় করি।
রহি সদা ভোগে মত্ত সেবা পরিহরি ॥
অদোষদরশী প্রভু উরু কৃপা করি।
নাহি করে পরিত্যাগ রাখে কেশে ধরি ॥
হেন প্রভু পাদপদ্ম না ভজিলি মন।
তোমা সম ভাগ্যহীন নাহি অন্য জন ॥

দেশে দেশে নিজ জন করিয়া প্রেরণ।
শুদ্ধভক্তি প্রচারিল যেই মহাজন ॥
মায়াবাদ দূর করি তারিল ভুবন।
স্মর সেই পাদপদ্ম ওরে মূঢ় মন ॥

হরিসেবা বিনা জীবের নাহি আর কৃত্য।
আচার প্রচারিল যে, হেন মহাসত্য ॥
যাঁহার কৃপায় জীব জানে আত্মতত্ত্ব।
সেই প্রভু পদে মন, হও চিরভৃত্য ॥
(ক্রমশঃ)

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

ভক্তিসিদ্ধান্তের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মঙ্কার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণে

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্ত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত ভিক্ষা সাধারণের পক্ষে ২১।৵০; গৌড়ীয়ের গ্রাহকের পক্ষে ১৫।৵০।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা ১২৲; গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৮৲ টাকা।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'ঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও ভ্রান্ত-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন, অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রাতিকূল্য'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাঞ্চানন্দদায়িনী শ্রীবস্তু-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মাধুর্য্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মাহাত্ম্য, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী দার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুদর্শনচিন্তাবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', নাস্তিক্যবাদ ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২।০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের নৃচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগের ভূতপূর্ব সহকারী ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রত্নতত্ত্ববিদ, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন নগরের, অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (৫২৫) বরজো বাঁধাই মূল্য ১৷৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ৷৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা.

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ। ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বস্তুর-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসনস্থ দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয়, ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী; ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সারার্থ ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৷৷০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্ত কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে রোজ বু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

[illegible]য় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্ম উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷৵০ দশ আনা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুরে
"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা লাগে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

স্কুলটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড) হইয়াছে।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "স্বাস্থ্য-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

কল্যাণের পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, পাইট ৷৷৶০ আনা, বোতল ১৷৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালি আবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের
অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদিও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

সোনাইমুড়ী

আর্ব্বান কো-অপারেটীভ ব্যাঙ্ক
লিমিটেড

পোঃ সোনাইমুড়ী
জেঃ নোয়াখালী—(বেঙ্গল)

কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে টাকা রাখার সময় নিম্নলিখিত হারে সুদ দেওয়া হয়।

১ বৎসর মেয়াদী	স্থায়ী আমানত	বার্ষিক	৯৷৶
			৮৷৷০
১			৮৲
৬ মাস			৭৷৷০
৩			৬৷০
সেভিংস ব্যাঙ্ক অর্থাৎ ৭ সাত দিনের নোটীশে		,,	৪৷৷৶০
চলতি হিসাবে (Current account) শতকরা বার্ষিক		,,	৩৶০

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—প্রতি ছয় মাস অন্তর ডিপজিটরগণকে সুদ দেওয়া হয়। যে কোন খ্যাতনামা ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া আমাদের নিকট ড্রেক্ট পাঠাইলেই চলিবে। ডিপজিটরের আদেশ-অনুযায়ী কলিকাতা ব্যাঙ্কে ড্রেক্ট দিয়া আমরা আমানতকারীর সুবিধা অনুযায়ী টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া থাকি। আমানতকারী ইচ্ছা করিলে মাসিক সুদও গ্রহণ করিতে পারেন। পত্রদ্বারা সবিশেষ অবগত হউন।

শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত চৌধুরী বি, এ
সেক্রেটারী

কখনও ভেবেছিলেন কি?

মাত্র ৮০৲ টাকায় একটী টিউবওয়েল (নলকূপ) হইতে পারে? আমরা বাঙ্গালার যে কোন স্থানে গ্যারাণ্টি দিয়া চিরস্থায়ী টিউবওয়েল বসাইয়া থাকি। এতদিনের অকর্মণ্য টিউবওয়েল কম খরচায় মেরামত করি।

বি, এন, বোস; এ, কে, সিংহ এণ্ড কোং
৬২।১ বি, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন বড়বাজার ১৮৩৯

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রপঞ্চক

১। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বঙ্গে যাহা একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৵৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। গৌড়ীয়—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৵০।

৩। দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী ঠাকুর শ্রীলভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ও ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা।০।

৪। ভাগবত—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা।

৫। পরমার্থী—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, { ২০ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৬, ২০ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ৫ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩২ সোমবার } ১৫৫তম সংখ্যা।

জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব উপলক্ষে মহামহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। ভক্তগণ রাত্রি দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমঠে উপস্থিত থাকিয়া জন্মাষ্টমী বাসরে বহুবিধ ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। গুর্ব্বষ্টক, মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন, ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং বক্তৃতা সন্ধ্যা আরাত্রিকের পর হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত সমভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীমঠের ভক্তগণ বক্তৃতামুখে জীবের জন্ম-মরণ ও ভগবানের সম্পর্কে আবির্ভাব ও তিরোভাব সম্বন্ধে এবং অজ ভগবানের জন্মলীলা আবিষ্কার সম্বন্ধে সুন্দররূপে আলোচনা করিয়া সমাগত সজ্জনমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

পরদিন নন্দোৎসব উপলক্ষে সন্ধ্যা হইতে বক্তৃতা আরম্ভ হয়। স্থানীয় প্রবীণ উকীল শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু প্রমুখ বহু সংখ্যক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য মহোদয় বক্তৃতামুখে সরল ভাষায় মায়িক জগতের পঞ্চ জড়রস ও চিন্ময় জগতের পঞ্চ চিদ্রস, তাহাদের আকৃতিগত সাম্য ও প্রকৃতিগত বৈষম্য সম্বন্ধে বহু বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া নন্দ মহারাজের বাৎসল্য সেবার প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশিত করেন। বক্তৃতা-শ্রবণে সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। পরিশেষে সকলে মহাপ্রসাদের সম্মান করেন।

গত ৩১শে শ্রাবণ মঙ্গলবার পূর্ণিমা দিবস শ্রীশ্রীবলদেব-আবির্ভাব উপলক্ষে মেদিনীপুর শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী সেবক সম্মিলনীর সেবকগণ কর্ত্তৃক বিশেষ সভা, কুলাশেনী গ্রামনিবাসী শ্রীপাদ দ্বারকানাথ দাসাধিকারী মহাশয়ের বাড়ীতে আহূত হয়। তদুপলক্ষে অপরাহ্ণ চার ঘটিকা হইতে শ্রীশ্রীহরিগুরু বৈষ্ণবের বন্দনা গীতের পর বাংলা গুর্ব্বষ্টক গান, পঞ্চতত্ত্ব ও গুরুদেব! কৃপাবিন্দু দিয়া গীতটি গান হইবার পর "শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী বিভিন্ন পাঠকগণ কর্ত্তৃক পারায়ণ হয় ও সন্ধ্যা ৮টার সময় একটি সভার অধিবেশন হয়। অধিবেশনের প্রারম্ভে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের বন্দনামুখে,—'নিতাই পদ কমল' গানটি গীত হইলে পর জনৈক সেবকের রচিত "শ্রীশ্রীবলদেব আবির্ভাব" কবিতাটী পাঠ করা হয়। তৎপরে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে "বলদেব তত্ত্ব" বর্ণন করা হয়।

বলদেব প্রভু কৃষ্ণের আদ্য কায়-ব্যূহ, কৃষ্ণ-বিলাস-বিগ্রহ, কৃষ্ণই নিজ সেবা-সৌন্দর্য্য বিধানার্থ বলদেব প্রভু রূপে নিত্য প্রকটিত, সেই বলদেব প্রভুই সমগ্র বিষ্ণু ও বৈষ্ণব-তত্ত্বের মূল বা আদি, বলদেব প্রভু কৃষ্ণের ন্যায় শক্তিমত্তত্ত্ব। কেবল শক্তি-তত্ত্ব নহেন।

কৃষ্ণের রাসাদি লীলার ন্যায় বলদেব প্রভুর গোপীগণ সঙ্গে রাসাদি লীলাও নিত্য। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন, নিত্যানন্দ তত্ত্ব বর্ণন করিবার সময় বলদেবই যে অভিন্ন নিত্যানন্দ ও তাঁহার রাসাদি লীলার নিত্যতা সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের প্রারম্ভে শ্রীমদ্ভাগবতীয় দৃষ্টান্ত মূলা যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। আজ শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা মহামহোৎসব ও শ্রীশ্রীবলদেব আবির্ভাব তিথি, দুইটী মানব জীবনের ভক্তের জননী; বলদেব-তত্ত্ব হৃদয়ে স্ফুরিত না হইলে কৃষ্ণ-তত্ত্বে প্রবেশাধিকার যোগ্যতা ঘটে না। বদ্ধ জীবকুল মায়ার ত্রিগুণ-শৃঙ্খলে বদ্ধতা-প্রযুক্ত সতত ভ্রমণ, তাহাদের ত্রিগুণীভূত মায়িক শৃঙ্খল ছেদন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-ভজন-সাধন বল প্রদানের জন্যই শ্রীবলদেব প্রভুর সৌভাগ্যবান জীব-হৃদয়ে নিত্য আবির্ভাব। যেদিন আমরা শ্রীবলদেব প্রভুর পূজা করিতে শিখিব সেই দিনই কৃষ্ণভজন-বল প্রাপ্ত ঘটিবে 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য" এই শ্রুত্যুক্তি বলই বলদেবের বল। পশু-স্বভাবাপন্ন জীবের দৈহিক বা মানসিক বল নহে। দৈহিক বা মানসিক বল প্রয়োগের দ্বারা কৃষ্ণ-প্রাপ্তির চেষ্টা অবৈধ, অশ্রৌত, ও আরোহ মূলা। বলদেব স্বরূপটি শ্রীকৃষ্ণের আত্মদান-লীলা বিস্তৃতি। গৌরাবতারে নিত্যানন্দ প্রভুই শ্রীবলদেব। তিনি জগদ্গুরু। "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" এই ভাগবতীয় নিরস্ত-কুহক বেদবাণী হইতে আমরা জানিতে পারি—গুরুপাদপদ্মই অভিন্ন নিত্যানন্দ বলদেব-স্বরূপের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ বিলাস-বিগ্রহ। আজ জগজ্জীবের সৌভাগ্যাকাশে নিত্যানন্দবলদেবাভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ আবির্ভূত হইয়া অযাচিত ভাবে কৃষ্ণ বিতরণ করিতেছেন। বিশ্বের সমস্ত কত আধ্যাত্মিক কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগীর চপলতা চূরমার করিয়া যে শ্রীহরিভজনৈক-সম্বল চিদ্বল প্রদান করিতেছেন, তাহা মাদৃশ নরপশুগণের অক্ষজ চক্ষুর দর্শনীয় বিষয় না হইলেও তাঁহার দাসানুদাসগণের কৃপানদী এতটা নিম্নগা যে, আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সেই গুরু-বলে বলীয়ান্ করিতে তাঁহারা বদ্ধপরিকর।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ

কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ,

পতিতানাং পাবনেভ্যো

বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

অতঃপর 'গুরুদেব! কবে মোর সেই দিন হবে' গীতটি গীত হইয়া মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। তৎপরে উৎসব উপলক্ষে সমাগত বহু ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ হৃষীকেশ সঙ্কর্ষণ ৪৪৭

মাধবী তিথি

(২)

শ্রীভগবান্ যেরূপ সর্ব্বারাধ্য তদ্রূপ তাঁহার আবির্ভাব-তিথিও সকলের সেব্য; তাই ব্রহ্মাদি দেবগণও এই ভক্তিস্বরূপিণী পরমপবিত্রা তিথির আরাধনা করিয়া থাকেন।

এই তিথির যথাযথ সেবা বাদ দিয়া যাঁহারা ভগবদ্-পূজার অভিনয় করেন কিম্বা অন্যাভিলাষের সহিত তিথি সম্মানের কঠোরতা দেখান তাঁহাদের সেই প্রকার লৌকিক পূজা ব্রহ্মাণ্ডেই আবদ্ধ থাকে, তাহা বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণ-কমলে পৌঁছায় না, কিন্তু ভক্তিহীন অবিদ্যাগ্রস্ত ব্যক্তিও যদি অন্যা-ভিলাষ শূন্যচিত্তে যত্নপূর্ব্বক মাধবী তিথির আরাধনা করেন তাহা হইলে তাহার ফলে তিনি অবিদ্যাবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া কৃষ্ণ-ভক্তি লাভ করিতে পারেন। তাই শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিয়াছেন—

যতেকে এ দুই তিথি করিলে সেবন।
কৃষ্ণভক্তি হয়, খণ্ডে অবিদ্যা-বন্ধন॥

এমন কি মাধবী তিথি পালন না করিলে শুদ্ধভক্তি কোন প্রকারেই লাভ হইতে পারে না; সেইজন্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—

মাধবী তিথি, ভক্তি-জননী,
যতনে পালন করি।

শ্রীভগবানের আবির্ভাব-তিথির ন্যায় ভগবদ্ভক্তের আবির্ভাব এবং তিরোভাব তিথিও আরাধ্য, তাহাও মাধব-তিথি।

ঈশ্বরের জন্ম-তিথি যে হেন পবিত্র।
বৈষ্ণবেরও সেইমত তিথির চরিত্র॥

আবার শ্রীএকাদশী, মহাদ্বাদশী, উর্জ্জাব্রত, চাতুর্ম্মাস্য প্রভৃতিও মাধব-তিথি। সুতরাং এই সকলও যথাশাস্ত্র পালন করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

মাধব-তিথির সেবা করিতে হইলে কতকগুলি শাস্ত্রীয় বিধি পালন করা আবশ্যক, কিন্তু নিয়মাগ্রহের বশবর্ত্তী হইয়া কেবল বিধি-পালনের বাহ্য ঠাটবাট লইয়া ব্যস্ত থাকিলে চলিবে না, কীর্ত্তন-যজ্ঞের দ্বারা মাধবের ইন্দ্রিয়তর্পণ না করিলে সব ব্যর্থ হয়। আবার অক্ষজপক্ষ হইয়া রাগানুগগণের অনুকরণ পূর্ব্বক যথেচ্ছা-

নামবলে পাপাচরণ

(ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী)

কলিযুগে জীবের কৃষ্ণনাম ব্যতীত গত্যন্তর নাই। মুক্তগণ শ্রীবৈকুণ্ঠাদি ধামে এই শ্রীহরিনাম অনুক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সুতরাং মুক্ত ও বদ্ধ উভয়বিধ অবস্থাতেই জীবগণকে শ্রীনাম-প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু নাম যেরূপ সর্ব্বপাপবিনাশক ও সর্ব্বোত্তম তত্ত্ব, নাম অপরাধ সেইরূপ জীবকৃত সর্ব্বপ্রকার কঠিন অপরাধ ও পাপ অপেক্ষা কঠিনতম। অন্যান্য সকল প্রকার অপরাধ শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ দ্বারা স্খলিত হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু শ্রীনামপ্রভুর চরণে অপরাধ করিলে উহা তত শীঘ্র স্খলিত হয় না।

নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥
—পদ্মপুরাণ

ভূমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনং।
ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং প্রভো॥

অনুক্ষণ নাম কীর্ত্তন করিলে নামাপরাধ-যুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নামই হরণ করেন। সংসারী বদ্ধজীব সকল যখন জীবের গতি সুষ্ঠুরূপে বিচার করিতে সমর্থ হন, তখন শ্রীহরিনামকেই একান্তভাবে আশ্রয় করেন। কিন্তু অপরাধশূন্যনাম গ্রহণ করিতে না পারিলে নামের একান্ত আশ্রয় হয় না।

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং
শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং
তারয়ত্যেব সত্যম্।
তচ্চেদ্দেহ-দ্রবিণ-জনতা-লোভ-পাষাণ মধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্নফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥

হে বিপ্র! এই হরিনাম যদি কাহারও জিহ্বার একটী বারও উদিত হন, বা স্মরণ-পথগত হন, বা শ্রবণ-পথগত হন, তিনি অবশ্য তাঁহাকে উদ্ধার করিবেন। নামের বর্ণ শুদ্ধতা বা অশুদ্ধতা বা নিয়মমত ছেদাদি-রাহিত্য এস্থলে কোন কার্য্য করেনা; কিন্তু বিচার্য্য এই যে, সেই সর্ব্ব-শক্তিসম্পন্ন নাম দেহ, গেহ, অর্থ, জনতা, লোভ প্রভৃতি পাষাণমধ্যে পতিত হইলে শীঘ্র ফলজনক হন না। এই প্রতিবন্ধক

চারকে বরণ করিলে এবং গ্রামোফনের ন্যায় প্রাকৃত জিহ্বার দ্বারা নামাক্ষর উচ্চারণের সহিত জপমালিকার বাহ্য-সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্য যত্ন বিশিষ্ট হইলেই তাহাকে শ্রীনাম-যজ্ঞ বলে না ও তদ্দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ হন না।

দুইপ্রকার—সামান্য ও বৃহৎ। সামান্য প্রতিবন্ধক থাকিলে উচ্চারিত নাম 'নামা-ভাস' হন, কিন্তু কিছু বিলম্বে ফল দান করেন; বৃহৎ প্রতিবন্ধক থাকিলে উচ্চারিত নাম নামাপরাধ হয়, তাহা অবিশ্রান্ত নামোচ্চারণ ব্যতীত বিগত হয় না।

একান্তভাবে হরিনামাশ্রিত ব্যক্তির পাপপ্রবৃত্তি থাকে না অর্থাৎ পাপের যে বীজ তাহাও শ্রীহরিনামগ্রহণকারীর হৃদয় হইতে সমূলে উৎপাটিত হইয়া যায়, সুতরাং পাপের প্রবৃত্তির বীজাভাবে অঙ্কুরিত হইবার আর সম্ভাবনা থাকে না; কেবল পাপক্রিয়া কিয়ৎপরিমাণে থাকিতে পারে, তাহাও অল্পদিন অর্থাৎ দিন দিন হীনবল হইয়া খর্ব্ব হয়। জগাই মাধাইয়ের চরিত্রে আমরা দেখি যে, ভক্তিলাভের পর উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের পাপপ্রবৃত্তি লেশমাত্রও ছিল না।

অনেক ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির ফলে ভাগ্যবান্ জীবগণ শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হন। এখন জীবগণের বিবেচ্য বিষয় এই যে, নামের বলে পাপে প্রবৃত্তি না জন্মে। নামাশ্রয় করিবার পর পূর্ব্ব পাপ-সম্বন্ধের অবশেষ কিছু কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত থাকিতে পারে এবং ঘটনাক্রমে কোন পাপকার্য্য হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া নূতন পাপ সংগ্রহের প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না। যদি পাপকার্য্যে আসক্তি থাকে তবে কৃষ্ণনামে রুচি হইবে না, কৃষ্ণনামে রুচি হইলে প্রাক্তন পাপ কার্য্যের ফল সকল ক্রমশঃ ক্ষীণপ্রভ হইয়া নির্ম্মূল হয় এবং পরিশেষে কৃষ্ণনামেই পর্য্যবসিত হয়। জীবের আসক্তি—হয় কৃষ্ণসেবায় ক্রমবিকাশ লাভ করিবে, নতুবা কৃষ্ণেতর অসদ্বিষয়ে ধাবিত হইবে। কৃষ্ণে যাঁহাদের নিষ্কপট শ্রদ্ধা, তাঁহাদের নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি শ্রীকৃষ্ণে অনন্যরূপে অবশ্য হইবে। তখন অন্য কোন পুণ্য বা পাপবিষয়ে তাহার প্রবৃত্তি হইবে না।

যাঁহাদের পাপে প্রবৃত্তি আছে, তাঁহারা অনন্যভাবে নামের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। অনন্যনামাশ্রয়ী ব্যক্তির পাপ-পুণ্যের কথা দূরে থাকুক, মোক্ষেও রুচি থাকে না। যদি তিনি অন্য সকল লক্ষণ দেখান, তথাপি তাঁহার অনন্য নামাশ্রয়-প্রবৃত্তি স্বীকার করা যাইবে না। যে ব্যক্তির সত্য সত্যই পাপ প্রবৃত্তি আছে, তিনি কৃষ্ণনাম করিবার ভান করিয়া পুলকাশ্রুপাত করিলেও কপট বৈষ্ণব বলিয়া গণিত হইবেন। কেন না তিনি নামাপরাধী। নামাপরাধী কখনই শুদ্ধ

বৈষ্ণব হইতে পারে না। এই জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে "শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে, মাত্র বৈষ্ণবের প্রায়"—এই বাক্য দ্বারা পৃথক্ করিয়াছেন।

এইরূপ বৈষ্ণবপ্রায় ব্যক্তি বলিতে পারেন—"এক কৃষ্ণনামে কোটী জন্মার্জ্জিত পাপ ক্ষয় হয় এবং পাপী তত পাপ করিতে পারে না যত পাপ এক কৃষ্ণনাম হরণ করেন, সুতরাং যখন আমার নিকট সেই হরিনাম আছে তখন পাপ করিতে আর ভয় কি? হরিনামও করিব, আর পাপও করিব; আর কিছু বেশী পরিমাণ নাম করিলেই জমাখরচে পাপের অবশেষ আর কিছুই থাকিবে না।" এইরূপ কুসিদ্ধান্তের বশবর্ত্তী হইয়া যদি কোনও ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক নূতন পাপ করেন তাঁহাকে কপটী ও নামাপরাধী বলা যায়।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, কোন গৃহস্থব্যক্তি জীবহিংসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নামাশ্রয় করিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ অসৎ সঙ্গে মিশিয়া মৎস্যাদি অমেধ্য ভক্ষণ করিলেন এবং পরস্ত্রী প্রভৃতির প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িলেন, আর মনে মনে স্থির করিলেন যে, অত্র দশ সহস্র নাম অতিরিক্ত গ্রহণ করিলেই উক্ত প্রকার পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে পারিব। নিরন্তর নামগ্রহণকারী সাধু আমি উক্ত স্ত্রীলোকটীকে মন্ত্রশিষ্য করিয়া লইতে পারিলেই আমারও বৈষ্ণবসঙ্গ হইবে, কারণ বৈষ্ণবসঙ্গইত জগতে দুর্ল্লভ। স্ত্রীলোকসঙ্গ অথবা তাহার সেবা গ্রহণজনিত যদি কিছু পাপ বৈষ্ণবীর দেহে বর্ত্তায় তাহা হইলে দুইজনে নিরন্তর নাম কীর্ত্তন করিলেই সব পাপ ক্ষয় হইয়া যাইবে। এই সকল জঘন্য চিন্তাবৃত্তি দ্বারা যদি ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসীগণ কখনও এই সকল কুকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন এবং পরে নিরন্তর নাম (?) গ্রহণ দ্বারা ও গঙ্গাস্নানাদি দ্বারা ঐ সকল স্বেচ্ছাকৃত পাপ বিধৌত করিতে সঙ্কল্প করেন, তবে তাঁহারা বঞ্চিত হইবেন, কপটী, নামাপরাধী বৈষ্ণবব্রুব বলিয়া আখ্যাত হইবেন এবং পরিশেষে নরকই তাঁহাদের চরম প্রাপ্য স্থান বলিয়া নির্দ্ধারিত হইবে। ইহা নামবলে পাপাচরণরূপ নামাপরাধ; এই অপরাধ সর্ব্বথা সকলের বর্জ্জনীয়। সুতরাং কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহস্থ, কি সন্ন্যাসী বা ভেকধারী—প্রত্যেক আশ্রমধারী ব্যক্তিরই উক্ত প্রকার নামাপরাধ হইতে সতর্ক থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা। সুবর্ণ সুযোগ।।

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মঞ্জরী। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ২০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲ ..

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্চকে। ভিক্ষা ৷৷০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।

(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ৷৷০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত ভিক্ষা সাধারণের পক্ষে ২১৷৷/০; গৌড়ীয়ের গ্রাহকের পক্ষে ১৭৷৷/০।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা ১২৲; গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৮৲ টাকা।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সজ্জন-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'ঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী-মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মগণের-বোধিনী কৃষ্ণ-কামানন্দদায়িনী কৌবন্ধ-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীনামভজনবিধি, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুকৃতিবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', নতিস্মৃততা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তভমণি প্রাণস্থ সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৷০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওনাথের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ., প্রাক্তন প্রোফেসার, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন সনের অপূর্ব চিত্র ও মানচিত্র-সম্বলিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং, এন্টিক) বাঁধাই মূল্য ১৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালাজের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পর্বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিনয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসংহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিবিধবিষয়-সংবলিত-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গ্রথিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ধাম—জীব অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় মর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র মহোদধি-মন্থনকালে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা॥

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড) হইয়াছে।

বিস্তারিত সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সম্পাদক, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিম্ন ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "স্বাস্থ্য-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আত্মজ্ঞান-গ্রহ ঔষধালয়
২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

[illegible]

[illegible] অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible] শিশিতে বটিকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের সমাপ [illegible] কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ১॥০ আনা, পাইট ৸৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার,
কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালি আবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদিও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

সোনাইমুড়ী

আর্ব্বন কোঅপারেটীভ ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

পোঃ সোনাইমুড়ী
জিং নোয়াখালী—(বেঙ্গল)

কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখাই সব চেয়ে নিরাপদ। নিম্নলিখিত হারে সুদ দিয়া টাকা জমা রাখা হয়।

৩	বৎসর	ম্যাদী	স্থির	আমানত	শতকরা	বার্ষিক	৯।৵
২	,,	,,	,,	,,	,,	,,	৮॥০
১	,,	,,	,,	,,	,,	,,	৮৲
৬	মাস	,,	,,	,,	,,	,,	৭॥০
৩	,,	,,	,,	,,	,,	,,	৬।০

সেভিংস ব্যাঙ্ক অর্থাৎ ৭ সাত দিনের নোটিশে ,, ,, ৪॥৴০

চলতি হিসাবে (Current account) শতকরা বার্ষিক ,, ৩৴০

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—প্রতি ছয় মাস অন্তর ডিপজিটরগণকে সুদ দেওয়া হয়। যে কোন খ্যাতনামা ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া আমাদের নিকট ড্রেফ্ট পাঠাইলেই চলিবে। ডিপজিটরের আদেশ-অনুযায়ী কলিকাতা ব্যাঙ্কে ড্রেফ্ট দিয়া আমরা আমানতকারীর সুবিধা অনুযায়ী টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া থাকি। আমানতকারী ইচ্ছা করিলে মাসিক সুদও গ্রহণ করিতে পারেন। পত্রদ্বারা সবিশেষ অবগত হউন।

শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত চৌধুরী বি, এ
সেক্রেটারী

কখনও ভেবেছিলেন কি?

মাত্র ৮০৲ টাকায় একটী টিউবওয়েল (নলকূপ) হ'তে পারে? আমরা বাঙ্গালার যে কোন পল্লীতে গ্যারাণ্টি দিয়া চিরস্থায়ী "টিউবওয়েল" বসাইয়া থাকি। বহুদিনের অকর্ম্মণ্য টিউবওয়েল কম খরচায় মেরামত করি।

বি, এন, বোস ; এ, কে, সিংহ এণ্ড কোং
৬২।১ বি, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন্ বড়বাজার ১৬৩৬

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রপঞ্চক

১। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বঙ্গে [illegible] একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। গৌড়ীয়—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। জগতের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা /০।

৩। দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। ভাগবত—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। পরমার্থী—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ব্রহ্মে নৌকা ডুবি

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ, রেঙ্গুণ টাইমস এর এক সংবাদে প্রকাশ, অমরপুরার তীর্থদিগের "নট" উৎসবের সময় নৌকা-যোগে কয়েকজন অফিসার নদী দিয়া গমন করিতেছিলেন। কিন্তু ঐ সমস্ত লোকজন-সহ নৌকাটি হঠাৎ জলমগ্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু অফিসারগণ সকলেই রক্ষা পাইয়াছে। ঐ নৌকাটি তাহাদিগকে লইয়া তীরভূমি ত্যাগ করার পরই একদিকে কাৎ হইয়া পড়িতে আরম্ভ করে। কিন্তু যাত্রিগণ নৌকার অপরদিকে সমবেত হইলে নৌকাটি সেই দিকে কাৎ হইয়া পড়ে ও ডুবিতে আরম্ভ করে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সকল যাত্রীই রক্ষা পাইয়াছে।

ঐ সমস্ত যাত্রীর মধ্যে বিচারপতি ওটার, কমিশনার ও মিসেস ক্রু মেজর হুইট, ডেপুটী কমিশনার, কর্ণেল ও মিসেস হুইটাপ ও কর্ণেল, মিসেস ও মিস ব্রিকম্যান ছিলেন।

লণ্ডনের ডাকাতের উপদ্রব

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, লণ্ডনে খুব ডাকাতি হইতেছে। দস্যুদিগের অনুসন্ধানের জন্য লণ্ডন সহরে আজ প্রাতঃকালে বিরাট ব্যাপার উপস্থিত। কিছু কম এক হাজার পুলিস কর্ম্মচারী তিন ঘণ্টা ধরিয়া সহর তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছে। লণ্ডন এ অপূর্ব্ব দৃশ্য পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই।

পুলিস কমিশনার লর্ড ট্রেনচার্ড স্বয়ং অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সঙ্গে বিস্তর পুলিস কর্ম্মচারী, কনেষ্টবল, সার্জ্জন প্রহরী ইত্যাদি। সহরের রাস্তায় মোটরকার দেখিলেই তাহা থামাইয়া পরীক্ষা করা হইতেছে। কোথাও বা গমন নিষেধ জারি হইয়াছে। পুল, সেতু, বাঁধের মুখ আটক করা হইয়াছে। প্রত্যেক মুখে, প্রত্যেক মোহনায় কড়া প্রহরী, বাটী লোকেরও গমনাগমন নিষেধ। সড়ক রাস্তা বন্ধ, দুই ধারে রশি ধরিয়া প্রহরী দণ্ডায়মান, রাশি ভেদ করিয়া আসে যায় কাহার সাধ্য।

ডাকাতির অভিযোগ হইতে অব্যাহতি

হাওড়া সরকারী দায়রা জজ শ্রীযুত অতুল চন্দ্র গাঙ্গুলী জুরীর সহিত একমত হইয়া কোচিয়ানকে ডাকাতির অভিযোগ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন।

সরকার পক্ষের অভিযোগ এই যে, গত ৫ই এপ্রিল অভিযুক্ত অপরাপর কতিপয় লোকের সহিত হাওড়া জিলার অন্তর্গত রূপনারায়ণ নদের তীরবর্ত্তী সালাতি হাট ঘাটের এক নৌকায় ডাকাতি করিয়া ৫ শত টাকা লইয়া চম্পট দেয়। অভিযুক্ত পরে এক বিবৃতিতে অপরাধ স্বীকার করে। ফলে উলুবেড়িয়া নিম্ন আদালত কর্ত্তৃক অভিযুক্ত দায়রা সোপর্দ্দ হয়। অপরাপর আসামীরা মুক্তি লাভ করে।

বিচারে অভিযুক্ত পক্ষ হইতে বলা হয়, অভিযুক্তকে প্রকৃতভাবে সনাক্ত করা হয় নাই। তাহার স্বীকারোক্তিরও কোন মূল্য নাই যেহেতু উহা পরে প্রত্যাহৃত হয়।

কানপুরে সশস্ত্র ডাকাতি

কানপুর হইতে প্রকাশ, মহারাজপুর থানার অন্তর্গত এক গ্রাম হইতে একটী সশস্ত্র ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ডাকাতির ফলে ১ জন লোক নিহত ও অনেক লোক আহত হইয়াছে। কিব-বিগোয়ান এবং আউৎ ষ্টেশনের মধ্যস্থ টেলিগ্রাফের তার কর্ত্তিত হওয়ায় ট্রেন বিলম্বে পৌঁছিতেছে।

শ্রীযুত প্রফুল্ল ঘোষ দণ্ডিত

মেদিনীপুর হইতে প্রকাশ, অভয় আশ্রমের বিশিষ্ট কর্ম্মী ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ গত ৩০শে আগষ্ট মহকুমা হাকিম শ্রীযুত গিরিজাভূষণ ঘোষাল কর্ত্তৃক কারা আইনের ৪২ ধারানুসারে ৩ মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, তিনি কারা নিয়মানুযায়ী অবশ্যকরণীয় কার্য্য করিতে সম্মত হন নাই। শ্রীযুত ঘোষকে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীরূপে গণ্য করা হইয়াছে।

আবার মুকডেন আক্রমণ

টোকিয়ো হইতে প্রকাশ, গত ১লা সেপ্টেম্বর প্রত্যুষে নূতন করিয়া মুকডেন আক্রমণ করা হইয়াছে এবং আবার প্রবল যুদ্ধ চলিতেছে। সংবাদপত্রগুলির বিবরণ হইতে জানা যায়, আক্রমণকারীদের সংখ্যা পাঁচ হাজার। তাহাদের সহিত কলের কামান ও বোমা নিক্ষেপের যন্ত্রও আছে। তাহাদের লক্ষ্য প্রধানতঃ অস্ত্রাগার, বিমানপোতাশ্রয় ও বেতার ষ্টেশনের উপর।

ক্লাইভ ষ্ট্রীটে শোভাযাত্রা

ইতঃপূর্ব্বে ক্লাইভ ষ্ট্রীটে যে শোভাযাত্রা বাহির করা হইয়াছিল, সেই সম্পর্কে ধীরেন্দ্র সরকার, যজ্ঞেশ্বর মণ্ডল, গোপেশ্বর প্রামাণিক, জিতেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় নায়ক ৪ জন যুবক ও সাবিত্রীবালা দেবী, লাবণ্যপ্রভা প্রমুখ ছয় জন স্বেচ্ছাসেবিকাকে চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। গত ১লা সেপ্টেম্বর এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদিগের প্রত্যেকের প্রতি ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের এক প্রশ্নের উত্তরে তাঁহারা সকলে বলেন তাঁহাদিগকে অব্যাহতি প্রদান করিলে তাঁহারা আবার এই রকম কাজ করিবেন।

আদালতে পতাকা উত্তোলন

বালেশ্বর হইতে প্রকাশ, গত ২৯শে তারিখে কাছারী বাটীতে একজন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হয়। সে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতের উপর জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিয়া নামিয়া আসিতেছিল।

গত ২৮শে আগষ্ট তারিখে পতাকা দিবস পালিত হয়। ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ১ জন অননুমোদিত প্রচারপত্র বিলি করার জন্য, ৫ জন বিদেশী বস্ত্রের বহ্নি-উৎসবের নিমিত্ত, ছোট ছোট শোভাযাত্রা ও সহরের প্রধান প্রধান রাজপথগুলতে ঘুরিয়া বেড়ায়। শোভাযাত্রীদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

তমলুকে নোটিশ ও গ্রেপ্তার

তমলুক হইতে প্রকাশ, সঙ্কটশক্তি অর্ডিনান্স অনুসারে অতিরিক্ত পুলিশ কর্ম্মচারী হিসাবে কার্য্য করিবার জন্য তমলুক থানায় নিম্নলিখিত অধিবাসীদিগকে নোটিশ দেওয়া হইয়াছে :—ডুমরার শ্রীবাসচন্দ্র মাইতী, সাইরার দ্বারকানাথ সামন্ত, আলনানের মহেন্দ্রলাল হাজরা, সিউরীর নবকুমার মান্না, মুক্তাপুরের সুধন্য সামন্ত ও গোপালচন্দ্র জানা ও পোলাসের যোগেন্দ্রনাথ রক্ষিত।

চৌকিদারী ট্যাক্স প্রদান না করার জন্য তমলুক থানার চক সিমুলিয়ায় হেমন্ত হাজরা, ভুবন কর ও রাখাল রায়ের বাটী হইতে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করা হইয়াছে। কাঁথির ভগবানপুর থানায় তিনজন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক কংগ্রেস বুলেটিন সহ সহরে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে অবিলম্বে থানায় লইয়া যাওয়া হয় ও আটক করিয়া রাখা হয়।

মেকী মুদ্রার মামলা

মেকী মুদ্রা তৈয়ারী করিবার অভিযোগে সলেমান মীরজা এজেকল, চলিল, অজুর আলির ও ইয়সার হোসেন চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। গত ১লা সেপ্টেম্বর এই মামলায় একদফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদিগকে সেসনে সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

বিদ্যালয় গৃহে বজ্রপাত

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, গালিমপুর মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে এক দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ছাত্রেরা ক্লাসে অধ্যয়ন করিতেছিল, এমন সময় বিদ্যালয়গৃহে এক বাজ পড়ে। প্রথমে ছাত্র ও শিক্ষকগণ হতভম্ব হইয়া যায়। শেষে বিদ্যালয় হইতে আর্ত্তধ্বনি উত্থিত হয়। গ্রামবাসীরা ছুটিয়া আসিয়া দেখে কয়েক জন ছাত্র প্রায় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে, ঘরে আগুন লাগিয়াছে। ৪ জন ছাত্র বিশেষরূপে পুড়িয়া গিয়াছিল। শিক্ষকগণ যথাসম্ভব প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়া ছাত্রগণকে স্থানীয় দাতব্য ডাক্তারখানায় পাঠাইয়া দেন। কাহারও মৃত্যুসংবাদ শুনা যায় নাই।

সারদা আইনে দণ্ড

অমৃতসর হইতে প্রকাশ, খাসপুর গ্রামের বুটা নামক জনৈক লোকের প্রতি সম্প্রতি দুই সপ্তাহ বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকার জরিমানার [illegible] তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, তাঁ[illegible] ১২ বৎসর বয়স্কা কন্যার বিবাহ দিয়াছে।

ঢাকা ট্রেণ ডাকাতীর মামলা

ঢাকা হইতে প্রকাশ, ঢাকার বিখ্যাত সশস্ত্র ট্রেণ ডাকাতী মামলায় ১৬ জন যুবক আসামী-শ্রেণীভুক্ত আছেন। ঢাকার সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এস এন, চট্টোপাধ্যায়ের এজলাসে তাহাদের মামলা উঠে। আসামীদিগকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সময়ের জন্য হাজতে পাঠান হইয়াছে।

নয়াপোষ্টাফিসের কর্ম্মচারী শ্রীযুত প্রাণবল্লভ বসাক আসামীদের মধ্যে অন্যতম। পাঠক জানেন, শ্রীযুত নরেন্দ্র মালিক, এই ডাকাতিতে যাঁহারা লুণ্ঠিত হইয়াছে), উক্ত নরেন্দ্র [illegible] দোকানে সোণা বিক্রয় করিয়া টাকা লইয়া দেশে ফিরিতেছিলেন।

মামলার আর ২ জন আসামী শ্রীযুত কৃষ্ণপদ চক্রবর্ত্তী ও শচীন্দ্র সরকার উক্ত কারবারের সোণা চুরির অভিযোগে অন্য মামলায় অভিযুক্ত হইয়াছিল ; পরে মামলা হইতে মুক্তি পায়।

টেলি— শ্রীধাম মায়াপুর   দৈ নি ক   Reg No C1544

নদীয়া-প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র

সাধারণের জন্য
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ,
সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৫৬তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২১শে ভাদ্র মঙ্গলবার ১৩৩৯, ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৩২

নানা কথা

গান্ধীজীর বেশে খনি-শ্রমিক

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, গান্ধীজী গোল টেবিল বৈঠক সম্পর্কে বিলাতে অবস্থান করিবার সময় যে সব খনি প্রধান অঞ্চল পরিদর্শন করেন, সেখানে এখনও তাঁহার স্মৃতি পূর্ণ ভাবে বিরাজ করিতেছে।

লর্ড আরউইন গত রবিবার বোল্টন-অনডার্ণে নামক স্থানে গমন করিলে একজন খনিশ্রমিক গান্ধীজীর পোষাকে যাইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থিত করেন। স্থানীয় খনি শ্রমিকদের কার্ণিভাল উপলক্ষে লর্ড আরউইন এই স্থান পরিদর্শন করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন।

লর্ড আরউইন বিশেষ বিস্মিত হইয়া বলেন, তাঁহার মনে হইতেছে, তিনি যেন আবার ভারতবর্ষে ফিরিয়া গিয়াছেন। শ্রমিকের এই পোষাক ভারতের সেই বিখ্যাত দেশকর্মীর সহিত তাঁহার প্রথম দর্শনের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

বেজাসলায় ভীষণ ডাকাতি

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশ, শ্রীরামপুর মহকুমায় চণ্ডীতলা থানার এলাকায় বেজাসলার শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ ঘোষের বাড়ীতে এক দুঃসাহসিক ডাকাতী হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, একদিন রাত্র দেড়টার সময়, প্রায় ২০ জন সশস্ত্র লোক ঢেঁকির সাহায্যে দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলে। ঘরে প্রবেশ করিয়া, তাহারা মহিলাগণকে নির্দ্দয়ভাবে নির্য্যাতিত করে এবং গায়ের গহনা খুলিয়া লয়। পরে তাহারা বাক্স সিন্দুক প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া, নগদ টাকা, মূল্যের অলঙ্কারাদি ও নগদ অর্থ লইয়া পলায়ন করে।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-
সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ
স্বয়ং

আগামী ২৬শে ভাদ্র (১১ই সেপ্টেম্বর রবিবার দিবস অপরাহ্ণ ৫৷৷৹ ঘটিকার সময় বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে '**বেদান্তবিচার**' সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তিমূলক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিবেন।

সর্ব্বসাধারণে যোগদান প্রার্থনীয়

গান্ধীজীর বেশে খনি-শ্রমিক

দুইদল জাঠের মধ্যে দাঙ্গা

বেজাসলায় ভীষণ ডাকাতি

ফরাসী মন্ত্রিসভায় আলোচনা

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

মহীশূর খনি দুর্ঘটনা

টাঙ্গাইলে নরহত্যা

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

হায়দ্রাবাদ (সিন্ধু) হইতে প্রকাশ, হায়দ্রাবাদ দাঙ্গার ফলে শেঠ ক্ষেমচাঁদ নামক যে ব্যক্তিকে হত্যা করা হয় তৎসম্পর্কে অভিযুক্ত পীরশাহ ও অপর যে ১৫ জন অভিযুক্ত হইয়াছিল। দায়রা জজ উক্ত মামলার রায় প্রকাশ করিয়াছেন। দণ্ডবিধির ৩০২ (হত্যা) ধারায় অভিযোগে পীর শাহের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এবং অবশিষ্টদের প্রতি ৬ হইতে ২৪ মাস পর্য্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। অভিযুক্ত ৯জন ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

টাঙ্গাইলে নরহত্যা

টাঙ্গাইলের নিকটবর্ত্তী এক গ্রাম হইতে (কান্দালিয়া) এক ভীষণ হত্যা কাণ্ডের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ সমীর মিস্ত্রী নামক একব্যক্তি করটীয়া হাট হইতে ফিরিতেছিল। ঐ সময় দউলির মেনা দাসের বাড়ীর নিকট কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি উহাকে হত্যা করে। একটী খাল হইতে তাহার দেহচ্যুত মস্তকটি মাত্র পাওয়া গিয়াছে। সেইটি সম্পর্কে ঐ অঞ্চলের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে। —

গুলী করিয়া হত্যা

হোসিয়ারপুর হইতে প্রকাশ, রবিবার বেলা ১০টার সময় চক রাজু গ্রামের নিকটে দুই জন লোক বন্দুকের গুলীতে দুইজন গ্রামবাসীকে নিহত করে। হত্যা করিয়া আততায়ীরা পলায়ন করে এবং এপর্য্যন্ত ধরা পড়ে নাই।

হত্যার উদ্দেশ্য জানা যায় নাই।

শ্রীবিশ্ব বৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	নৈমিষারণ্য	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১ শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	কলিকাতা
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	নৈমিষারণ্য
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	কলিকাতা	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজ প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি শুভকার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক- সেবাবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি. বি. ৫১১৫

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ. শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতি, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ. ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃত দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিৎ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোদণ্ড, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালি দাসাধিকারী। শ্রীপাদ দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

(৭) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযতিবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮।১ সাউথ মালাকা প্রয়াগ ষ্টেট, পি

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাম্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্কালয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন.

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক - শ্রীপাদ পরমেশ্বরীপ্রসাদ দাসাধিকারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক- ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনামসংকীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাম্, চাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

সহকারী---ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ.

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) বালগোপাল পাট

কাঠালপুল, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, { ২১ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৬, ১১ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ৬ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩২ মঙ্গলবার } ১৫৬তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১লা সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীপঞ্চতত্ত্ব পাঠমুখে ব্যাখ্যা করেন।

স্বামিজী মহারাজ বলেন,—

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি
ভক্তশক্তিকম্॥

কৃষ্ণের ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্তাবতার, ভক্ত, ভক্তশক্তি—এই পঞ্চতত্ত্বের আত্মস্বরূপ শক্তিমত্তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বিভিন্ন প্রকার লীলা পরিচয়ে পঞ্চতত্ত্বে প্রকাশিত,—বস্তুতঃ দ্বৈতাভাবহেতু এক হইলেও পঞ্চবৈচিত্র্যময়।

শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর ও শ্রীবাসাদি পঞ্চতত্ত্বে বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই, পরন্তু রসাস্বাদনোদ্দেশে বিচিত্রলীলাময়-তত্ত্বই এই পঞ্চপ্রকারে বিবিধ ভেদ-বিশিষ্ট। এই পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে শ্রীগৌর স্বয়ং, শ্রীনিত্যানন্দ প্রকাশ ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু অংশরূপে প্রভু বিষ্ণুতত্ত্ব।

পঞ্চতত্ত্বের স্বরূপবর্ণনে আমরা শ্রীমন্ মহাপ্রভুকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরতত্ত্ব এবং শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈতপ্রভুদ্বয়কে তদধীন ঈশ্বরতত্ত্ব বলিয়া জানিতে পারি।

পরমেশ্বর ও ঈশ্বরপ্রকাশদ্বয়—সকলেই পরতত্ত্ব হইলেও ইঁহারা অপর সকল তত্ত্বের আরাধ্য বস্তু। চতুর্থ শুদ্ধভক্ততত্ত্ব শ্রীবাসাদি ও পঞ্চম অন্তরঙ্গ ভক্ততত্ত্ব গদাধর-রায়রামানন্দাদি এই উভয়েই 'আরাধক' তত্ত্ব। আরাধ্য সেবকরূপীতত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু 'আরাধক'-তত্ত্ব শুদ্ধভক্ত ও অন্তরঙ্গ ভক্তগণের পূজ্য হইলেও সেবা শ্রীগৌরাঙ্গের সেবানুবৃত্তিতে নিত্যকাল অবস্থিত।

অন্তরঙ্গ ও শুদ্ধভক্তের তত্ত্ব মধ্যে বিশেষত্ব এই যে, মধুররসে নিত্যাশ্রিত শ্রীগদাধর-স্বরূপদামোদরাদি ভক্তগণই শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ প্রিয় সেবক। আর শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ বাৎসল্য, সখ্য ও দাস্যাদি-রসে অবস্থিত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা করিয়া থাকেন। এই শুদ্ধভক্তগণ যখন শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি অত্যন্ত প্রীতি বিশিষ্ট হন, তৎকালেই তাঁহারা অন্তরঙ্গ ভক্তের আশ্রয়ে মধুর-রসাশ্রিত হন।

পঞ্চতত্ত্বের দুইটী তত্ত্ব শক্তি, তিনটী শক্তিমান্। শুদ্ধভক্ত ও অন্তরঙ্গভক্ত ইঁহারাই দ্বিবিধ শক্তি। যাঁহারা অন্যাভিলাষশূন্য হইয়া স্বীয় শুদ্ধা কৃষ্ণানুশীলন বৃত্তিকে কর্ম্ম বা জ্ঞানের আবরণে আবৃত করেন না, তাঁহারা শুদ্ধভক্ত। আর কেবল মধুর রসাশ্রিত ঐকান্তিক ভক্তগণই অন্তরঙ্গভক্ত।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রকাশ, তাঁহার প্রথম পুরুষাবতার শ্রীকারণার্ণবশায়ী বিষ্ণুর অবতার এবং অন্তরঙ্গ ভক্ত ও শুদ্ধভক্তগণকে লইয়া জগতে সংকীর্ত্তনধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন।

সেই জন্য মহাজনগণ এই পঞ্চতত্ত্বের সেবাতেই শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা সুষ্ঠুভাবে হয় এবং পাঁচটীর একটী বাদ দিলে গৌরকৃপা লাভ হয় না, এই কথাই তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীচৈতন্যের সেবাই বদ্ধ জীবের অত্যন্ত প্রয়োজন। তবে এই তত্ত্বটী গুরুকৃপা ব্যতিরেকে উপলব্ধির বিষয় নহে। এই পঞ্চতত্ত্ব-জ্ঞানের নামই বিজ্ঞান বা দিব্যজ্ঞান।

জন্মাষ্টমী

গত ৮ই ভাদ্র ইং ২৪শে আগষ্ট বুধবার খুলনা আর্য্যধর্ম্ম-সভামণ্ডপে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মীবর ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ অজ ভগবানের জন্মরহস্য শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সহরের বহু গণ্যমান্য বিদ্বান সজ্জন সভায় উপস্থিত ছিলেন। সকলেই ব্যাখ্যা ও পাঠ শুনিয়া সন্তুষ্ট হন।

পর দিবস গোকুলে শ্রীনন্দমহারাজের গৃহে উৎসব উপলক্ষে স্বামীজী দেহধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম এবং চেতন-ধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশদভাবে শ্রোতৃমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন। প্রকৃত চেতনধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্মকে দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম হইতে পৃথক করিতে না পারিয়া জগদ্বাসী কি প্রকার অসুবিধার ভিতর দিনপাত করিতেছে স্বামীজী শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা সকলকে তাহা জ্ঞাত করান। ভক্তমণ্ডলী স্বামীজীকে পুনরায় আর একদিবস বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করায় স্বামীজী ভবিষ্যতে সুযোগ হইলে এ সম্বন্ধে আরও জানাইবেন, আশা প্রদান করিয়া বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ গত ১০ই ভাদ্র শুক্রবার প্রাতে বরিশাল এক্সপ্রেসে শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে শ্রীবলদেব আবির্ভাবোৎসব

বিগত ১৬ই আগষ্ট মঙ্গলবার কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে শ্রীশ্রীবলদেবের আবির্ভাব-বাসরে বিপুল সমারোহের সহিত মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উৎসব উপলক্ষে শ্রীবিগ্রহ অতীব সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়াছিলেন। সান্ধ্য আরাত্রিকের পর গুর্ব্বষ্টক ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করা হয়, ও পরে মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ গদাধর ব্রহ্মচারীজী সুললিত ভাষায় শ্রীবলদেব-তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। মঠে বহুসংখ্যক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে সমবেত সকলেই মহাপ্রসাদের সম্মান করেন।

তাহারে সে বলি ধর্ম্ম কর্ম্ম সদাচার। ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ হৃষীকেশ শুক্ল প্রত্যয় ৪৪৮

মাধবী তিথি

শ্রীনিবাস, শ্রবণপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত শ্রীগুরু-বৈষ্ণব পাদপদ্মে অভিগমন পূর্ব্বক তাঁহাদের অনুমোদিত স্ব-স্ব অধিকারোপযোগী বিধি-পালন এবং তাঁহাদের শ্রীমুখবিগলিত বাণী আদৌ শ্রবণ করিয়া সেবোন্মুখ জিহ্বায় তাহার অনুকীর্ত্তন করিলেই কীর্ত্তন যজ্ঞ সুষ্ঠুভাবে সাধিত হয় ও তাহাতেই মাধবের ও মাধবী তিথির আরাধনা হয়।

শ্রবণ ও কীর্ত্তন-পিপাসার সহিত শ্রীগুরু বৈষ্ণবের নিজন সেবাকার্য্যে রুচি বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক। যদি কাহারও শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আদিষ্ট সেবাকার্য্যে ছাড়া এবং শ্রবণ (?) কীর্ত্তনে (?) উৎসাহ দেখা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাহার সে উৎসাহ কপটতামাত্র কারণ সুষ্ঠুরূপে শ্রবণ হইলে সম্বন্ধ জ্ঞানোদয়ে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ-সেবা করিবার জন্য তিনি লালায়িত হইতেন। অনবধানরূপ ছিপি দ্বারা কর্ণবিবরদ্বয় দৃঢ়রূপে আবদ্ধ থাকিলেই এই প্রকার দুর্দ্দৈব উপস্থিত হয়।

অতএব নিয়মাগ্রহ ও যথেচ্ছাচারিতা বর্জ্জন পূর্ব্বক যথাযোগ্য বিধিপালন এবং কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণ সেবা ও শ্রীনামপ্রভুর সেবা (সেবোন্মুখতার সহিত নিরন্তর শ্রবণ ও কীর্ত্তন) করিলেই মাধবী তিথির আরাধনা সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয়। তখনই সেই ভক্তি-জননীর কৃপায় হৃদয়ে ভক্তিদেবী আবির্ভূতা হন।

কুকর্ম্মিগণ অমেধ্য দ্রব্য ভোজন করিয়া পাপ অর্জ্জন করে। অল্পপুণ্যবান্ কর্ম্মীগণ অমেধ্য ভোজন না করিলেও পাপের হাত হইতে পরিত্রাণ পান না, কারণ তাঁহাদের রন্ধনাদি ও যাবতীয় কার্য্য হরিসেবনোদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত না হওয়ায় জ্ঞাত বা অজ্ঞাত ভাবে জীবহিংসা হইয়া থাকে; কেবল শুদ্ধ ভক্তগণ কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা করেন বলিয়া তাঁহারা পাপপুণ্যের অতীত। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও কুকর্ম্মিগণের ভোজ্য অন্নাদি ন্যূনাধিক পরিমাণে পাপসংযুক্ত; বিশেষতঃ হরিবাসর দিবসে সমস্ত পাপই পূর্ণমাত্রায় তাঁহাদের খাদ্য দ্রব্যকে আশ্রয় করে। সেইজন্য আহারাদি বর্জ্জনপূর্ব্বক মাধবী তিথির আরাধনা করা উঁহাদেরও কর্ত্তব্য। তাহাতে সর্ব্বপাপ ও পাপপ্রবৃত্তি এবং পাপবীজ অবিদ্যামুক্ত হইয়া বিষ্ণুভক্তি লাভের সুযোগ ঘটে।

ভক্তগণের সেব্য শ্রীমহাপ্রসাদ ব্রহ্মের ন্যায় নির্ব্বিকার ও বিষ্ণুসদৃশ, সুতরাং তাহা নিত্য কালই পরম পবিত্র, কোন দিনই তাহাতে পাপ আসিতে পারে না; তথাপি ভক্তগণ হরিবাসর দিনে অন্নব্যঞ্জনাদি আহার বর্জ্জনপূর্ব্বক সর্ব্বব্রতশিরোমণি মাধবী তিথির আরাধনা করেন। তবে তাঁহারা শ্রীমহাপ্রসাদের অবজ্ঞাও করেন না; পুনঃ পুনঃ মহাপ্রসাদের বন্দনা করিয়া দিবারাত্র অতিবাহিত করিয়া পরদিন পারণের কালে সেই প্রসাদ সেবা করেন।

কোন কোন ভক্তাভিমানী মহাজনের আদর্শ অনুসন্ধান না করিয়া কয়েকজন স্মার্ত্তগণের মনোধর্ম্মের বিচারে চালিত হইয়া শ্রীএকাদশী দিবসেও শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথের প্রসাদ ভোজন করেন। কেহ কেহ অন্যত্র অবস্থান করিলেও ভোগবর্জ্জনে অসমর্থ হইয়া টিকেট কাটিয়া তথায় গমনপূর্ব্বক প্রসাদ সম্মানের ছলনা করেন।

যাহাতে নবানুরাগিভক্তগণ নিষ্ঠাভক্তগণের স্থায় বঞ্চিত না হন তজ্জন্য শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী তাঁহার রচিত প্রেমবিবর্ত্ত গ্রন্থে এতৎসম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণ ও উপদেশের কথা নিম্নলিখিতরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

একদিন গৌরহরি, শ্রীগুণ্ডিচা পরিহরি,
জগন্নাথ-বল্লভে বাসনা।
শুদ্ধ একাদশীদিনে, কৃষ্ণনাম সুকীর্ত্তনে,
দিবস-রজনী কাটাইলা॥
সঙ্গে স্বরূপ-দামোদর, রামানন্দ, বক্রেশ্বর,
আর যত ক্ষেত্রবাসিগণ।
প্রভু বলে একমনে, কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনে,
নিদ্রাহার করিয়ে বর্জ্জন॥
কেহ কর সংখ্যানাম, কেহ দণ্ড পরণাম,
কেহ বল রাম-কৃষ্ণ-কথা।
প্রভু আজ্ঞা পাই সবে, গোবিন্দ গোবিন্দ রবে,
মহানন্দে প্রমত্ত সর্ব্বথা॥
হেন কালে গোপীনাথ, লইয়া সার্ব্বভৌম সাথ
গুণ্ডিচা প্রসাদ লইয়া আইল।
অন্নব্যঞ্জন, পিঠা, পানা, পরমান্ন, দধি, ছানা,
মহাপ্রভু অগ্রেতে ধরিল॥
প্রভুর আজ্ঞায় সবে, দণ্ডবৎ পড়ি তবে,
মহাপ্রসাদ বন্দিয়া বন্দিয়া।
ত্রিযামা রজনী সবে, মহাপ্রেমে মগ্নভাবে,
অকৈতবে নামে কাটাইয়া॥
প্রভু-আজ্ঞা শিরে ধরি, প্রাতঃস্নান সবে করি
মহাপ্রসাদ সেবায় পারণ।
করি হৃষ্টচিত্ত সবে, প্রভুর চরণে তবে,
করযোড়ে করে নিবেদন॥

তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও ভাবিভক্তগণের মঙ্গলের জন্য প্রশ্ন করিলেন,—"হে প্রভো! সর্ব্বব্রতশিরোমণি শ্রীহরিবাসরদিনে আহার-নিদ্রা বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য ইহা ঠিক, কিন্তু শ্রীজগন্নাথের প্রসাদান্ন ও প্রাপ্তিমাত্রেই ভক্ষণ করিবার বিধি আছে; সুতরাং এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া আমরা বড় ভীত হইয়াছি তাই এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য তাহা স্পষ্টরূপে জানিবার জন্য আপনার শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাইতেছি। আপনার আজ্ঞা সর্ব্ববেদের নির্য্যাসস্বরূপ, তাই ব্রহ্মা, শিবাদিও অবনত মস্তকে আপনার আজ্ঞা পালন করেন। হে প্রভো! আপনার শ্রীমুখবিগলিত সিদ্ধান্তামৃত বর্ষণ করিয়া আমাদের সন্দেহ-যাতনা নিবারণ করুন।

তদুত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচার—

প্রভু বলে ভক্ত-অঙ্গে, একাদশী-মান-ভঙ্গে,
সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়।
প্রসাদ পূজন করি, পরদিনে পাইলে তরি,
তাতে পরাধীন নাহি রয়॥
শ্রীহরিবাসর দিনে, কৃষ্ণনাম-রস পানে,
তৃপ্ত হয় বৈষ্ণব সুজন।
অন্য রস নাহি লয়, অন্য কথা নাহি কয়,
সর্ব্ব ভোগ করয়ে বর্জ্জন॥
প্রসাদ ভোজন নিত্য, শুদ্ধ বৈষ্ণবের কৃত্য,
অপ্রসাদ না করে ভক্ষণ।
শুদ্ধা একাদশী যবে, নিরাহার থাকে তবে,
পারণেতে প্রসাদ ভোজন॥
অনুকল্প স্থান মাত্র, নির্ম্ম প্রসাদ পাত্র,
বৈষ্ণবকে জানিহ নিশ্চিত।
অবৈষ্ণব জন যারা, প্রসাদ ছলেতে তারা,
ভোগে হয় দিবানিশি রত।
পাপ-পুরুষের সঙ্গে, অন্নাহার করে রঙ্গে,
নাহি মানে হরিবাসর-ব্রত॥
ভক্ত-অঙ্গ সদাচার, ভক্তির সম্মান কর,
ভক্তিদেবীর কৃপা লাভ হবে।
অবৈষ্ণব সঙ্গ ছাড়, একাদশীব্রত ধর,
নামব্রতে একাদশী তবে॥

শ্রীনাম ও মন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

শ্রীনাম শ্রীভগবান্ হইতে অভিন্ন। এই শ্রীনামই জীবের সর্ব্বার্থসিদ্ধি অর্থাৎ কৃষ্ণ পাদপদ্মলাভের শ্রেষ্ঠতম উপায়। তবে শ্রীনাম দীক্ষাদিরোপেক্ষা নহে, তাঁহা মুক্তকুলের নিত্য উপাস্য বস্তু। কৃষ্ণমন্ত্রপ্রভাবে মায়াভিমান বা জড়াহঙ্কাররূপ ভোগপ্রবৃত্তি না হইলে নাম-সেবা বা কৃষ্ণসেবালাভের যোগ্যতা জীবের আসে না। তাই শাস্ত্র বলেছেন,—

"কৃষ্ণমন্ত্র হইতে হ'বে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হইতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥"

ভগবন্মন্ত্রসমূহ—ভগবন্নামাত্মক, অর্থাৎ ভগবন্মন্ত্রসমূহে ভগবন্নাম অবস্থিত, তবে মন্ত্রের বিশেষত্ব এই যে মন্ত্র ভগবন্নামের সহিত নমঃ শব্দাদি ভূষিত অর্থাৎ আত্মাহুগত্য বা আত্মনিবেদনাত্মক ভাবযুক্ত। মন্ত্রসমূহে ভগবদিচ্ছাক্রমে মহাভাগবত শ্রীনারদঋষিগণ কর্ত্তৃক বিশেষ শক্তি নিহিত রহিয়াছে। মন্ত্রসমূহ শ্রীভগবানের সহিত মন্ত্রগ্রহণকারীর নিজের নিত্য সম্বন্ধবিশেষ প্রতিপন্ন করে, অর্থাৎ মন্ত্রগ্রহণফলে জীব ভোগের বা ত্যাগের হস্ত হইতে মুক্তি-লাভ করিয়া জীবের নিত্যবৃত্তি যে কৃষ্ণদাস্য ও প্রকৃত সম্বন্ধ যে, 'জীব নিত্য কৃষ্ণদাস' ইহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়।

মন্ত্রের ন্যায় 'নমঃ' শব্দ প্রভৃতি বিভিন্ন সংযোগ ব্যতিরেকে অর্থাৎ যাবতীয় মন্ত্র বা নমঃশব্দাদি, কাহারও অপেক্ষা না করিয়া একমাত্র ভগবন্নামই পরমপুরুষার্থ ভগবৎ-প্রেমা পর্য্যন্ত প্রদান করিতে সমর্থ; সুতরাং বাদ বলা যায় যে, শ্রীনামেই যখন অধিক সামর্থ্য দেখিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ শ্রীনামই অধিক সামর্থ্য-বিশিষ্ট বলিয়া শ্রীনাম হইতেই যখন প্রেমা পর্য্যন্ত লাভ ঘটে, তখন অধিক সামর্থ্যবিশিষ্ট শ্রীনামে থাকিতে অল্পসামর্থ্য-বিশিষ্ট মন্ত্র মুখে দীক্ষা গ্রহণাদির প্রয়োজন কি?

তদুত্তর এই যে,—যদিও নামদ্বারা প্রেমা পর্য্যন্ত লাভ ঘটে বলিয়া স্বরূপতঃ অর্থাৎ বস্তুতঃ মন্ত্রাদি দীক্ষার কোন আবশ্যকতা নাই, তথাপি স্বভাবতঃ ভোগপর দেহাদি সংসর্গবশতঃ কদর্য্যস্বভাব ও বিক্ষিপ্তচিত্ত বদ্ধজীবগণের সেই সেই কুস্বভাব ও চিত্তচাঞ্চল্য সঙ্কোচ করিবার জন্যই শ্রীনারদ প্রভৃতি মহাজনগণ অর্চ্চনমার্গে কোন কোন স্থানে বিশেষ মর্য্যাদা (বিধি ও নিয়ম) স্থাপন করিয়াছেন, সুতরাং উহা উল্লঙ্ঘিত হইলে তৎসঙ্গে শাস্ত্র তাহার প্রায়শ্চিত্ত-বিধিও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

বদ্ধ জীবের জড়াহঙ্কারাদি ভোগ-নিবৃত্তির জন্য মন্ত্রাদির আবশ্যকতা। মন্ত্র জপ-কালে যদি হৃদয়ে বৈক্লব্য বা ইতর চিন্তা উপস্থিত হয় তাহা হইলেই জপাদি দুষ্ট হইতেছে জানা যায়। সাধকজীবমাত্রেরই এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা আবশ্যক। নমঃ শব্দের 'ম' কারের অর্থ অহঙ্কার, 'ন' কারের অর্থ—তন্নিবৃত্তি অর্থাৎ নমঃশব্দ-যুক্ত মন্ত্রসিদ্ধিফলেই জীবের অপ্রাকৃত অনুভূতি বা নাম-সেবা-যোগ্যতা লাভ হয়। অতএব মহামন্ত্র শ্রীনামদীক্ষা ও মন্ত্রদীক্ষা উভয় অনুষ্ঠানই সঙ্গত এবং জীবমাত্রেরই অবলম্বনীয়।

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিসাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহাঁর একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়াকস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এন্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

চৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' প্রভৃতি-স্বতন্ত্র বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত, বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত! ডবলক্রাউন উত্তম এন্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা
প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত ভিক্ষা সাধারণের পক্ষে ২১৷৵০; গৌড়ীয়ের গ্রাহকের পক্ষে ১৫৷৵০।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য বিবৃতি সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা ১২৲; গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৮৲ টাকা।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাযজ্ঞ

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'ঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'বর্ণব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকারি-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মকুমুদোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাম্য-আনন্দদায়িনী শ্রীবস্তু-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসভারতী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মঙ্গলের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরনামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসুভদ্রাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী দার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজ-তত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অস্ত্রাশ্রম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিদ্ধবৈভব-বৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বাক্যস্মৃতি ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কোস্তুভমণি প্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজবিদ্যাসাগরের কন্যার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্তন লেক্‌চারার, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (কং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালাদের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বান, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তথ্যবিষয়-সহ বঙ্গে-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

মুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমধ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবাবিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্মোদন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, অবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈব ধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে স্বতন্ত্র বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর।

স্কুলটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড) হইয়াছে।
বিস্তারিত সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন নিয়ম পালন করা কর্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিজ ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

[illegible] অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের সমাপ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালি আবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের ঢোকা শিশি বাদাম তৈল আদিও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

সোনাইমুড়ী

আর্ব্বানকোঅপারেটীভব্যাঙ্ক

লিমিটেড

পোঃ সোনাইমুড়ী
জিং নোয়াখালী—(বেঙ্গল)

কো-অপারেটিভব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখাই সব চেয়ে নিরাপদ। নিম্নলিখিত হারে সুদ দিয়া টাকা জমা রাখা হয়।

১	বৎসর	ম্যাদী	স্থায়ী	আমানত	শতকরা	বার্ষিক	৯।৵
২	,,	,,	,,	,,	,,	,,	৮॥০
১	,,	,,	,,	,,	,,	,,	৮৲
৬	মাস	,,	,,	,,	,,	,,	৭॥০
৩				,,	,,	,,	৬।০
সেভিংস ব্যাঙ্ক অর্থাৎ ৭ সাত দিনের নোটীশে					,,	,,	৪॥৵০
চলতি হিসাবে (Current account) শতকরা বার্ষিক						,,	৩৵০

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—প্রতি ছয় মাস অন্তর ডিপজিটরগণকে সুদ দেওয়া হয়। যে কোন খ্যাতনামা ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া আমাদের নিকট ড্রেক্ট পাঠাইলেই চলিবে। ডিপজিটরের আদেশ-অনুযায়ী কলিকাতা ব্যাঙ্কে ড্রেক্ট দিয়া আমরা আমানতকারীর সুবিধা অনুযায়ী টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া থাকি। আমানতকারী ইচ্ছা করিলে মাসিক সুদও গ্রহণ করিতে পারেন। পত্রদ্বারা সবিশেষ অবগত হউন।

শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত চৌধুরী বি, এ
সেক্রেটারী।

কখনও ভেবেছিলেন কি?

মাত্র ৮০৲ টাকায় একটী টিউবওয়েল (নলকূপ) হ'তে পারে? আমরা বাঙ্গালার যে কোন পল্লীতে গ্যারাণ্টি দিয়া চিরস্থায়ী টিউবওয়েল" বসাইয়া থাকি। বহুদিনের অকর্ম্মণ্য টিউবওয়েল কম খরচায় মেরামত করি।

বি, এন, বোস; এ, কে, সিংহ এণ্ড কোং
৬২।১ বি, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন্ বড়বাজার ১৬৩৬।

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রপঞ্চক

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বঙ্গে [illegible] একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ,৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে [illegible] ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা [illegible]।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৭ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা [illegible]।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দুইদল জাঠের মধ্যে দাঙ্গা

দিল্লী হইতে প্রকাশ, দিল্লীর নিকটবর্ত্তী আলীপুর ও ঘেরা গ্রামের দুই দল জাঠের মধ্যে ভীষণ দাঙ্গার রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে। ফলে একজন মারা গিয়াছে, তিনজন গুরুতর আহত হইয়াছে এবং অপর ১২ জন সামান্য আঘাত পাইয়াছে।

প্রকাশ যে, এক মেলায় কুস্তি প্রতিযোগিতা হইতেছিল। এই সময়ই বিরোধের সূত্রপাত হয়। অবশ্য উহা থামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু লোকজন চলিয়া গেলে মাঠে আবার দাঙ্গা আরম্ভ করে।

মহীশূর খনি দুর্ঘটনা

উরগাঁ হইতে প্রকাশ, বিগত ১০ই আগষ্ট তারিখে মহীশূর খনিতে যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, মহীশূর খনি অঞ্চলের চীফ ইন্সপেক্টর সে সম্পর্কে তদন্ত করিয়াছেন। ঐ তারিখে দুইজন ভারতীয় শ্রমিককে খাঁচা হইতে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহাতে তাহাদের মৃত্যু হইয়াছিল। ঐ তদন্তে প্রকাশ, খাঁচা উত্তোলনকারী ড্রাইভারের এ বিষয়ে কোন দোষ ছিল না। এই ব্যাপারের জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন অথবা মহীশূর খনি অঞ্চলের আইনানুসারে তাহার বিরুদ্ধে কোন মামলা আনয়ন করা যাইতে পারে না। কিন্তু চাকুরী হইতে তাহাকে জবাব দেওয়া হইতেছে এবং তাহাকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করা হইয়াছে।

ফরাসী মন্ত্রিসভায় আলোচনা

প্যারিস হইতে প্রকাশ, বার্লিনের ফরাসী দূত জার্ম্মাণ রাষ্ট্রের যুদ্ধ সরঞ্জাম সম্পর্কে একটি সংবাদ দিয়াছেন। দূতের পত্রে কি ভাবে জার্ম্মাণী সৈন্য সরঞ্জাম করিবেন, তাহার একটা আজমৌজা খবর আছে। ফরাসী দূতের পত্র কুইভরসিতে পাওয়া গিয়াছে। পড়িবার পর তৎক্ষণাৎ চারবুর্গে এম হেরিয়টের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। বৈদেশিক অফিস হইতে পত্রের মন্তব্য জানিতে পারা যায় নাই। তবে যাহা জানা গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, জার্ম্মাণী সকল জাতির সহিত সমান যুদ্ধ সরঞ্জাম দাবী করে।

বৃটেনকে একথা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। এম হেরিয়ট গত ৩১শে আগষ্ট প্যারিসে প্রত্যাগমন করিয়া এই বিষয় আলোচনা করিবার নিমিত্ত ক্যাবিনেটের সভা আহ্বান করিবেন। জার্ম্মাণীর মতলব প্রকাশ হইয়া পড়িবার দরুণ জার্ম্মাণীর রাজসরকারের উদ্দেশ্য চিহ্ন প্রকাশ পাইয়াছে। ফরাসী প্রধান মন্ত্রীকে জানাইবার পূর্ব্বে কথাটা প্রকাশ হওয়া জার্ম্মাণীর অভিপ্রেত ছিল না।

জার্ম্মাণীর যুদ্ধসরঞ্জাম সম্পর্কে আলোচনা হইবার পর ফ্রান্সের ঋণ পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইবে। ঋণ পরিবর্ত্তনে ফ্রান্সের অনেক টাকা বাঁচিয়া যাইবে। বোধ হয় গত ৩১শে অক্টোবর মাস হইতে ঋণ পরিবর্ত্তন সুরু হইবে। প্রয়োজন হইলে মীমাংসার জন্য পার্লামেণ্টের একটা বিশিষ্ট অধিবেশন হইবে।

ভারত সচিবের প্রতি নোটিশ

দিল্লী হইতে প্রকাশ, উকীল মিঃ রাধিকানারায়ণ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের মারফৎ ভারত সচিবের উপর দুইটি নোটীশ জারী করিয়াছেন ঐ দুইটি নোটীশে ভারত সচিবকে উক্ত উকীলের মক্কেল দিল্লীর অটোমোবাইল এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী আবদুল সত্তরকে ১২ হাজার ৫ শত টাকা প্রদান করিবার জন্য বলা হইয়াছে। উকীল বলিয়াছেন যে, তাঁহার মক্কেল এক হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পরে আবদুল সত্তরকে ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের ১০৭ ধারা মতে অভিযুক্ত করা হয়। তিন বৎসর ধরিয়া মামলা চালাইবার পর পুলিস মামলা প্রত্যাহার করে। এই ব্যাপারে উক্ত উকীলের মক্কেলের বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছে ও তাঁহাকে অনেক মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে। যে পুলিস কর্ম্মচারী আবদুল সত্তরকে দুইবার গ্রেপ্তার করিয়াছিল তাহার বিরুদ্ধেও বহু অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় নোটীশে আবদুল সত্তরকে আটক রাখা ও দিল্লী রেল ষ্টেশনে তাঁহার শরীর খানাতল্লাসের উল্লেখ করা হইয়াছে।

উকীল দণ্ডিত

কয়েকজন নাবালকের পক্ষ হইতে হরিশচন্দ্র বাবু ই, বি, রেলওয়ে কোম্পানীর বিরুদ্ধে ৬ হাজার টাকার দাবীতে একটি মামলা উপস্থিত করেন। ঐ মামলায় খরচ সমেত ২ হাজার ৫ শত টাকার ডিক্রী হয়। প্রকাশ, শ্রীযুত আশুতোষ গুহ ঐ মামলায় বাদী পক্ষের উকীল ছিলেন। তিনি উক্ত টাকা তুলিয়া লন কিন্তু হরিশচন্দ্র বাবুকে তাহা জানান নাই। হরিশ বাবু পরে ঐ বিষয় জানিতে পারিয়া ঐ টাকা দাবী করেন। কিন্তু আশু বাবু তাঁহাকে ঐ টাকা প্রদান করেন নাই। তাঁহার বিরুদ্ধে মামলা উপস্থিত করা হইবার পরে কয়েক কিস্তিতে তিনি ২ হাজার ৩ শত টাকা প্রদান করেন। দিনাজপুরের জিলা জজ শ্রীযুত কে, সি, দাসগুপ্ত উক্ত উকীলের কার্য্য সাময়িক ভাবে স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করিয়া মামলার কাগজপত্র হাইকোর্টে প্রেরণ করেন। হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি শ্রীযুত মিত্র গত বৃহস্পতিবারে উক্ত মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন। তাঁহারা উক্ত উকীলের কার্য্য ৩ মাসের জন্য স্থগিত রাখিবার আদেশ দিয়াছেন। অবশিষ্ট ২ শত টাকাও তাঁহাকে প্রদান করিতে হইবে।

ম্যাজিষ্ট্রেটের দণ্ডাদেশ বহাল

কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে যোগেন্দ্রমোহন গুহ অস্ত্র আইনের ২০ ধারায় ৬ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা হয়। বিচারপতি মল্লিক ও বিচারপতি পেটারসন এই আপীলের বিচার শেষ করিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণ এই যে, কোন এক সংবাদ পাইয়া স্পেশাল ব্রাঞ্চের জনৈক সাব-ইনস্পেক্টর বিগত ১৬ই মার্চ্চ তারিখে অভিযুক্তকে কৈলাস বসু ষ্ট্রীটে গ্রেপ্তার করে এবং পরে তাহাকে ২নং কালু ঘোষ লেনে লইয়া যাওয়া হয়। ঐ স্থানে অভিযুক্ত বাস করিতেছিল। কতিপয় সাক্ষীর সম্মুখে ঐ বাটীতে খানাতল্লাস করা হয়। খানাতল্লাসে একটা গুলী ভরা ছয় ঘরা রিভলভার একটা টিনের ট্রাঙ্কের মধ্যে পাওয়া যায়। এই ট্রাঙ্কের চাবী যোগেন্দ্রর ড্রয়ারের মধ্যে পাওয়া যায়। রিভলভার ব্যতীত একটা নোটবুকও খানাতল্লাসে পাওয়া যায়। ঐ নোটবুকে বোমা প্রস্তুত করার প্রণালী ও যন্ত্রাদির নাম এবং রাজদ্রোহমূলক কবিতা লিপিবদ্ধ ছিল। যোগেন্দ্রর প্রকোষ্ঠে হরিপদ গুহ বাস করিত; তাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয়। উভয়কে বিচারার্থে প্রেরণ করা হয়। হরিপদ অভিযোগ হইতে অব্যাহতি লাভ করে। যোগেন্দ্র প্রথমতঃ দোষ স্বীকার করে, কিন্তু পরে সে তাহার কাউন্সেল দ্বারা এই মর্ম্মে এক লিখিত বিবৃতি প্রদান করে যে, সে কেবল মাত্র রিভলভারটি রাখার দোষ স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু অস্ত্র আইনের ২০ ধারার অভিযোগ স্বীকার করে নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট অভিযুক্তকে ৬ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

বিচারপতিদ্বয় ম্যাজিষ্ট্রেটের দণ্ডাদেশ বহাল রাখিয়া আপীল খারিজ করিয়াছেন।

অগ্নিকাণ্ডে অল্প টাকা ক্ষতি

অমৃতসর হইতে প্রকাশ, গত ২৯শে আগষ্ট রাত্রিতে অমৃতসর ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের হেড ক্লার্ক সরদার বসন্ত সিংহের বাড়ীতে এক অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। বাড়ীর লোকজন কেহই বাড়ীতে ছিল না। কাজেই প্রতিবাসীরা অগ্নি নির্ব্বাণে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিল। তাহা ছাড়া সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর ও সেবা সমিতির দমকল আসিয়া পড়ায় ব্যাপারটা আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। একটা ঘরের ছাদ নষ্ট হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বাহ্নেই ঘর হইতে জিনিষপত্র সরাইয়া দেওয়ায় তেমন বিশেষ কোন ক্ষতি হইতে পারে নাই।

ভার্শেলিস সন্ধি ও জার্ম্মেণী

প্যারিস হইতে প্রকাশ, ভার্শেলিস সন্ধির দ্বারা জার্ম্মাণীর সামরিক সেনা বাহিনীর সম্বন্ধে যে কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তাহা হইতে মুক্তি লাভের জন্য জার্ম্মেণী আর এক দফা চেষ্টা করিতেছে।

ফরাসী সরকারের বৈদেশিক বিভাগ যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ, গত ৩১শে আগষ্ট সন্ধ্যায় জার্ম্মেণীর পররাষ্ট্র সচিব ব্যারণ ভন নিউরাথ বার্লিনে ফরাসী রাজদূত ফ্রাঁসোয়া পন্সেটের সহিত দীর্ঘকাল ধরিয়া কথোপকথন করেন। জার্ম্মাণ সেনা বাহিনীর পুনর্গঠন বিষয়েই আলোচনা হয়।

বিবৃতিতে আরও প্রকাশ, আলোচনার পর জার্ম্মেণীর পররাষ্ট্র সচিব এই বিষয়ে একখানি বিবরণী ফরাসী দূতের হস্তে প্রদান করিয়াছেন এবং উহা গত ৩১শে আগষ্ট প্যারিসে প্রেরিত হইয়াছে।

ইতঃপূর্ব্বে এই ব্যাপার উত্থাপন করিবার অনেক কয়েকটি সুযোগ জার্ম্মেণী পাইয়াছিল কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হয় নাই শেষতম দৃষ্টান্তস্বরূপ লুসান বৈঠকের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

রাজবন্দীর কারামুক্তি

আরামবাগ হইতে প্রকাশ, রায়থার জমীদার শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ দে ও রতনপুরের কর্ম্মী ফণীভূষণ রায় পূর্ণ কারাভোগের পর দমদম দ্বিতীয় আতিরিক্ত স্পেশাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈনিক

Reg No C1544

THE NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

ডাকমাশুল সহ অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র।

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৫৭তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—২২শে ভাদ্র বুধবার ১৩৩৯, ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩২

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ স্বয়ং

আগামী ২৬শে ভাদ্র (১১ই সেপ্টেম্বর রবিবার দিবস অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকার সময় বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে 'বেদান্তবিচার' সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তিমূলক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিবেন।

সর্ব্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়

ফকিরের অদ্ভুত কাণ্ড
ডাকাতির চেষ্টা ব্যর্থ
অদ্ভুত শিশু প্রসব
পুলিস সাহেবকে পত্র প্রেরণ
মিঃ বসুর অবস্থা গুরুতর

নানা কথা

ফকিরের অদ্ভুত কাণ্ড

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া থানার এলাকাধীন মাধ্যপুর নিবাসী সেখ আবদুল হামিদের বয়স অনুমান ৩৫ বৎসর। মুসলমানী প্রথায় ঝাড়া ফাড়া করে বলিয়া লোকে তাঁহাকে ফকির বলিয়া থাকে। তাঁহার চাল চলন অত্যন্ত সরল ও নিরহঙ্কার, এজন্য গ্রামের হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে। কিছুদিন হইল ফকির সাহেব এক অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সকলকে স্তম্ভিত করিয়াছেন। তিনি নিজ গৃহে এক কবর খনন করিয়া প্রতিবেশীদিগকে বলেন যে তিনি ২১ দিন কবরে বাস করিবেন, তিনি কবরস্থ হইলে তাঁহারা যেন তাঁহাকে মাটী দিয়া ঢাকিয়া ফেলেন এবং ঠিক ২১ দিন পূর্ণ হইলে মাটী খুঁড়িয়া তাঁহাকে বাহির করিয়া লন। কবরের ভিতর হইতে বাহির পর্য্যন্ত একটী নল এমন ভাবে সংযোগ করিয়া দেন যে তাহাতে মুখ দিয়া কথা বলিলে তিনি শুনিতে পাইবেন। তিনি বলিয়া দেন যে নমাজের সময় হইলে যেন এই নলদ্বারা তাঁহাকে ডাকিয়া বলিয়া দেওয়া হয়। তাঁহার কথামত তাঁহাকে মাটী চাপা দেওয়া হয় এবং ২১ দিন পূর্ণ হইলে মাটী সরাইয়া তাঁহাকে বাহির করা হইয়াছে। গ্রামের বহু শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমান এই অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছে। ২১ দিন কবর বাসের ফলে ফকির সাহেবের শরীরের রং ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছিল অন্য কোনও বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই।

অদ্ভুত শিশু প্রসব

নোয়াখালী—নরোত্তমপুর গ্রামের কবিরাজ ৺গুরুচরণ দাসের কন্যা শ্রীমতী অন্নদা সুন্দরী সংপ্রতি এক পুত্র প্রসব করেন, উহার পাশাপাশি দুই মাথা, চারি চক্ষু, দুই মুখ, দুই নাক, চারি হাত, চারি পা, দুইটী পুংচিহ্ন একটি মলদ্বার ও একটি নাভি। দুই মুখের যে কোনটি দিয়া ছেলেটি মাই খায়। শিশুটি আট ঘণ্টার কিছু অধিক সময় জীবিত ছিল।

মিঃ বসুর অবস্থা গুরুতর

"এডভান্স" পত্রিকায় প্রকাশ যে, শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর অবস্থা এপর্য্যন্ত যেরূপ গুরুতর বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল প্রকৃত অবস্থা তদপেক্ষা ঢের বেশী গুরুতর তাঁহার দুইটী ফুস্ফুসই ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়াছে।

তাঁহার দেহের ওজন সম ভাবেই হ্রাস পাইতেছে। ইহার কারণ—পাকস্থলীর গোলমালের জন্য তিনি অতি সামান্য খাদ্য খাইতে পারেন।

ডাক্তারগণ তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া সকলেই একমত হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট সুপারিশ করিয়াছেন যে, তাঁহাকে ভারতের বাহিরে যাইয়া ইউরোপের কোন স্বাস্থ্যনিবাসে থাকিবার অনুমতি দেওয়া উচিত। এখানকার চিকিৎসায় তাঁহার বিশেষ কোন উপকার হইবে না। কেননা যে পরিমাণ খাদ্য তাঁহার পক্ষে আবশ্যকীয় তাহা তিনি গ্রহণ করিতে পারেন না।

বর্ত্তমান কারারুদ্ধ অবস্থায় তাঁহার আরোগ্যলাভের কথা কল্পনা করা যায় না।

ধনী মহাজন খুন

শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশ, বালাগঞ্জের ধনী মহাজন হরিচরণ দাসকে খুন করা সম্পর্কে পুলিস সন্দেহক্রমে ১১ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ধৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রীহট্টের বিশিষ্ট ভদ্রলোক মীর মহম্মদ মোস্তাফা চৌধুরী আছেন। তাহাদিগকে হাজতে প্রেরণ করা হইয়াছে। জেলা জজের নিকট জামিনের আন্দোলন করা হইয়াছিল। উহা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	নৈমিষারণ্য
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
১১ শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	কলিকাতা
১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	নৈমিষারণ্য
১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি অকাল অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেবাবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী

(২) গৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি. বি. ৩১১৫

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রামধিকারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতি, শ্রীপাদ জগচ্চন্দ্রণ দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃত দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিদ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোদণ্ড, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালি দাসাধিকারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রকাতকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ সাউথ মালাকা, প্রয়াগ ইউ. পি

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—মনগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্গুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন।

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুবুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বহু কৃষ্ণমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ,

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) রাজগোপাল পাট

কাঠালপাড়া, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রহ্মচারী.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম - মায়াপুর - নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, | ২১ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৬, ১২ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৯. ৭ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩২ বুধবার | ১৫৭তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

পাঠকগণ বিগত ১৭ই ভাদ্র তারিখের শ্রীনদীয়া-প্রকাশে বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে গত ২৮শে আগষ্ট রবিবার "Relative worlds" সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় প্রদত্ত বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার্থ সেই বক্তৃতার মর্ম্মানুবাদ শ্রীপত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে বাসনা আছে। কৌতূহলী পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত উক্ত বক্তৃতা-শ্রবণে দশ সহস্র সহস্র সজ্জনের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট শ্রোতার নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি অনারেবল স্যর বি, বি, ঘোষ কে-টি ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ল' কলেজের ভাইস্ প্রিন্সিপ্যাল মিঃ বিরাজমোহন মজুমদার এম্-এ, বি-এল ; ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম্-এ, পি-আর-এস্ ; রাজা ক্ষিতীন্দ্রনাথ দেব রায় মহাশয় ; ক্যাপ্টেন ডাঃ জে, এম্, বানার্জ্জি এম্ বি, (গোল্ড মেডালিষ্ট) ; মিঃ কিরণচন্দ্র দত্ত ম্-আর-এ-এস ; মিঃ নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্-এ, পি-এইচ-ডি ; লৌহজঙ্গের জমিদার বাবু হরিবিনোদ পালচৌধুরী ; কুমার শরৎকুমার রায়চৌধুরী এম্-এল-সি ; বঙ্গীয় কায়স্থ সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মাখনলাল বিশ্বাস ; বাবু নৃপেন্দ্রনাথ মিত্র অ্যাডভোকেট ; সেণ্ট জেভিয়ার কলেজের অধ্যাপক রেভারেণ্ড ফাদার এফ জোহান্স ; ডাঃ ডি, মেক্ গ্রেগরী ; মিঃ এফ, জি, ওয়ারেনহাম্ ; মিঃ এল, সি, মর্ডি ; মিঃ জি, বেরণ ; মিঃ ই, জেকব ; মিঃ ই, জে, জেকব বি-এ ; শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র উদ্ভট-সাগর ; রায় বাহাদুর অমরেন্দ্রনাথ পাল-চৌধুরী ; রায় সাহেব বেণীমাধব মিত্র ; নদীয়া জেলার সদর সাবডিভিসনের সিনিয়র ডেপুটীকালেক্টর মিঃ তারানাথ গুপ্ত এম্-এ ; কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার মিঃ নরেন্দ্রনাথ দালাল ; শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র মিত্র ; মিঃ কান্তিচন্দ্র সেন ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ; মাদ্রাজবাসী প্রবীন ডাক্তার সি, কে, মধুসূদন রাও ; ইলোর-নিবাসী সব-রেজিষ্টার ওয়াই জগন্নাথম্ বি-এ।

গত ৩রা সেপ্টেম্বর শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠকালে ব্যাখ্যামুখে বলেন,—

আমরা অণুচেতন জীব, আমাদের এবং জগতে যত চেতন আছে সমস্ত চেতনাচেতনের আকর বা পূর্ণচেতন শ্রীগৌরসুন্দর।

পরমাত্মা ও জীবাত্মা—পরস্পর সৌহার্দ্দ-ধর্ম্মে অবস্থিত, তাঁহাদের মধ্যে সেই ভাব বিগত হইলেই মায়া জড়জগতে কলত্র-পুত্রাদি রূপে অনিত্য সম্বন্ধ স্থাপন করেন। নিজ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারফলে আমাদের ভোগ-প্রবৃত্তি জন্মিলে মায়াদেবী আবরণাত্মিকা বৃত্তির দ্বারা আমাদের স্বরূপ-জ্ঞান আবৃত করিয়া কৃষ্ণ-বিস্মৃতি ঘটান এবং বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তির দ্বারা জীবের কর্ম্মেতর জড়জ্ঞানের উদয় করাইয়া জীবকে ত্রিগুণ-নিগড়ে আবদ্ধ করত ত্রিতাপ ভোগ করায়।

যে সময়ে জীবাত্মা প্রাপঞ্চিক জগতে আবদ্ধ আছেন, তৎকালে গুণমায়াবশে পুত্র-কলত্র ও বিবিধ বস্তুবিধায়ক ধারণা তাঁহার অদ্বয়-জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন-সেবা হইতে পৃথক্ বুদ্ধি উৎপাদন করায়। এই প্রকার বিপর্য্যবুদ্ধি হইতেই কৃষ্ণ-বিস্মৃতিক্রমে পুত্র-কলত্রাদির প্রতি জীবের ভোগবুদ্ধি ও জড় রূপ-রসাদির প্রতি ভোক্তৃত্বাভিমান জন্মে। উহা জীবাত্মার ধর্ম্ম নহে, কিন্তু মনোধর্ম্ম মাত্র। কৃষ্ণানুশীলনই জীবাত্মার নিত্য বৃত্তি। দেহে আত্মবুদ্ধি ও স্ত্রী-পুত্রাদিতে মমত্ববুদ্ধি থাকাকালে বদ্ধজীব নিজের নিত্য কৃত্য কৃষ্ণসেবার বিষয় উপলব্ধি করিতে না পারিয়া এই জড় জগতেই আবদ্ধ থাকিতে চায়। আবদ্ধ থাকাকালে অজ্ঞাতসারে হরিগুরু বৈষ্ণবসেবা করিলে জীবের সুকৃতির উদয় হয়। সেই সুকৃতিফলে সে কৃষ্ণ-কৃপায় গুরুবৈষ্ণবের দুর্লভ সঙ্গ লাভ করে এবং তাঁহাদের সেবা করিতে করিতে তাঁহাদের কৃপায় যেকালে দেহ হইতে দেহী উৎক্রান্ত হন, তৎকালেই তিনি বুঝিতে পারেন যে,—'আমি দেহ নহি ; আমি যদি 'দেহ' হইতাম তাহা হইলে আমার আত্মজ আমাকে ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়াকালে পঞ্চ-ভূতকে সেই সেই ভূত পুনঃ প্রদান করিবার যত্ন করিবে কেন? আমি জড়-দেহ ভাণ্ড হইতে স্বতন্ত্রতত্ত্ব বলিয়াই আমার দেহ-সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত আত্মীয়গণ আমার দেহকে দেহত্যাগের পর অপ্রিয় জ্ঞানে গৃহনিবাস হইতে বাহির করিয়া দেয়।'

কৃষ্ণই সকল আত্মার আত্মা, সর্ব্বজীব সেব্য ও আনন্দময় বস্তু হইলেও—সকলেই তাঁহার দাস বা সেবক হইলেও অনাদি অপ্রারব্ধ অপরাধ বশতঃ অস্বরূপ-স্বভাব-বিশিষ্ট শুদ্ধ জীবের কৃষ্ণের প্রতি বিশ্বাস বা প্রীতি হয় না। কংসাদি অসুরগণের ন্যায় নিত্যানিত্য প্রভুর প্রতি প্রীতি-বিশিষ্ট না হওয়া ভীষণ অপরাধ বা দুর্ভাগ্যের পরিচয় ব্যতীত আর কিছুই নহে।

যেরূপ মধুর মিশ্রি পিত্তাদি-দুষ্ট জিহ্বায় তিক্ত বলিয়া আস্বাদিত হয়, সেইরূপ মধুরাদপি মধুর নিত্য-নব-নবায়মান চিদানন্দাত্মক শ্রীকৃষ্ণসেবায় জীবের পূর্ণানন্দ, নিত্য আনন্দ নিত্যকাল বর্ত্তমান থাকিলেও ভবরোগগ্রস্ত ভোগী বদ্ধ জীবকুলের নিকট উহা তিক্ত বলিয়া বোধ হয় এবং ভগবান্, গুরু এবং বৈষ্ণবগণকে আমাদেরই ন্যায় কোন মায়াগ্রস্ত জীব-বিশেষ বলিয়া ভ্রম উৎপন্ন হয়। সেব্য-বস্তুর উপলব্ধির অভাবেই জীবের আত্মগত সেবা-প্রবৃত্তি সুপ্ত থাকে এবং উজ্জ্বল ভক্তি ব্যতীত ইতর কর্ম্ম-জ্ঞানাদি পথে জীবের রুচি পরিদৃষ্ট হয়। এইজন্য ভগবদ্ভক্তের সেবা সেবা-পথ চিহ্ন ব্যতীত সেবোন্মুখীনের লভ্য নহে।

তাহারে সে বলি ধর্ম্ম কর্ম্ম সদাচার। ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২ হৃষীকেশ ভৃঃ অনিরুদ্ধ ৪৪৬

কপোতের নিকট শিক্ষা

শ্রীমদ্ভাগবত আমাদের মঙ্গলের জন্য কৃষ্ণেতর বিষয়ে আসক্তিশূন্য হইবার জন্য বহু সদুপদেশ প্রদান করিয়াছেন। আমরা যদি তাহা না শুনিয়া কোন স্থানে বা কাহারও সহিত অতিশয় প্রীতিযুক্ত বা লালনাদি নিবন্ধন আসক্ত হই তাহা হইলে আমাদের অবস্থাও নিম্নে বর্ণিত দীনধী কপোতের ন্যায় হইবে অর্থাৎ আমরা উক্ত কপোতের ন্যায় সন্তাপ ভোগ করিতে বাধ্য হইব।

কোন এক কপোত অরণ্য মধ্যে বৃক্ষোপরি নীড় নির্ম্মাণ করিয়া স্বীয় ভার্য্যা কপোতীর সহিত কতিপয় বৎসর বাস করিয়াছিল। সেই গৃহব্রতধর্ম্মী কপোতদ্বয় অত্যধিক স্নেহপ্রযুক্ত সর্ব্বদাই দৃষ্টিতে দৃষ্টিতে, অঙ্গেতে অঙ্গেতে, সর্ব্বান্তঃকরণে একসঙ্গে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকিত। তাহারা নির্ভয়ে অশন, শয়ন, গমন, উপবেশন, কথোপকথন ও ক্রীড়াদি বিষয়ে এক শরীরের ন্যায় বনরাজিতে বিচরণ করিয়া বেড়াইত।

সেই কপোতী পতিকর্ত্তৃক অনুকম্পিতা ও তুষ্টচিত্তা হইয়া যখন যাহা বাঞ্ছা করিত অজিতেন্দ্রিয় দীন কপোত প্রাণপণে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়াও তখনই তাহা আনিয়া দিয়া কপোতীর সন্তোষ বিধান করিত। অনন্তর কপোতী যথাকালে প্রথম গর্ভ ধারণ করিল এবং স্বীয় পতির সমক্ষে নীড় মধ্যে অণ্ডসকল প্রসব করিল। ভগবৎকৃপায় সেইসকল অণ্ড হইতে কয়েকটী শাবক উৎপন্ন হইলে পুত্রবৎসল কপোতদম্পতি প্রীতমনে তাহাদিগকে পোষণ করিতে লাগিল এবং তাহাদের কলভাষিত কূজন শ্রবণ করত আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিল।

বিষ্ণুমায়ায় বিমোহিত দীনবুদ্ধি ও স্নেহানুবদ্ধ-হৃদয় কপোতদম্পতি প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম শাবকগণের আহার অন্বেষণার্থ কাননে গমন করিলে জনৈক ব্যাধ নীড়-সমীপে চরমাণ কপোতশাবকগণকে অবলোকন করিয়া জাল বিস্তার পূর্ব্বক তাহাদিগকে তন্মধ্যে আবদ্ধ করিল।

অনন্তর কপোত-কপোতী ভক্ষদ্রব্য মুখে গ্রহণ করত বাসায় প্রত্যাগমন করিল এবং পুত্র কন্যাগণকে মৃত্যুরূপী ব্যাধের কবলে পতিত দেখিয়া সন্তানগণের ক্রন্দন শ্রবণে অস্থিরচিত্তা কপোতী স্নেহবশীভূত হৃদয়ে বিলাপ করিতে করিতে তাহাদিগের নিকট গমন করত নিজেও জালে আবদ্ধ হইল।

তখন কপোত আত্মশরীর হইতেও অধিক প্রিয়তর সন্তানগণকে ও আত্মসদৃশ ভার্য্যাকে জালে আবদ্ধ দেখিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিল,—"আমি অতি পুণ্যহীন ও দুর্ব্বুদ্ধি, আমার দুর্গতির আর সীমা নাই। গৃহস্থাশ্রমে তৃপ্ত ও কৃতার্থ না হইতেই আমার ত্রিবর্গ-সাধন স্থান গৃহস্থাশ্রম নষ্ট হইল। আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম যে আমার স্ত্রী-পুত্রগণ তাহারা আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। আমি এই শূন্যগৃহে ভার্য্যাপুত্রবিহীন দীনভাবে কি নিমিত্ত বাস করিব এবং এই দুঃখে কি প্রকারেই বা জীবিত থাকিব?

কপোত এইরূপে বহু বিলাপের পর পুত্রগণকে ও ভার্য্যাকে জালাবৃত মৃত্যুগ্রস্ত ও নিশ্চেষ্ট দেখিয়া মোহে জ্ঞানশূন্য হইয়া এবং নিজেও জালে পতিত হইয়া তাহাদের সহিত ব্যাধের কবলগ্রস্ত হইল।

গৃহমেধীর এই দুর্নিবার পরিণাম সকল শাস্ত্রই বর্ণন করিয়াছেন। আমরা যদি মুক্তিসাধনের উদ্ঘাটিত দ্বারস্বরূপ দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া এই মনুষ্যেতর কপোত-কপোতীর ন্যায় গৃহমেধী হইয়া স্ত্রীপুত্র-পরিবারাদিতে অত্যন্ত আসক্ত হই তাহা হইলে আমরাও কপোতের ন্যায় নরকের দ্বারস্বরূপ গৃহকে অবলম্বন করিয়া আমাদের দেহসম্পর্কীয় আত্মীয় স্বজনগণের সেবা করিতে করিতে মায়ার করালকবলে পতিত হইয়া অনন্তকাল ত্রিতাপজ্বালা বা নরক যন্ত্রণা ভোগ করিব।

ভগবান্ সকলের 'রক্ষাকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা' এই অমূল্য উপদেশটি বিস্মৃত হইয়া নিজে রক্ষক অভিমানে আত্মীয়স্বজনকে পালন করিতে গিয়া নিজ কৃত্য ভগবৎসেবা পরিত্যাগ করিলেই আমাদের অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

সেই জন্য বুদ্ধিমান জনগণ গৃহাদিতে আসক্ত না হইয়া 'সমস্তই কৃষ্ণের' এই বুদ্ধিতে সব দিয়ে কৃষ্ণসেবা করিয়া এই ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া পরমানন্দ লাভ করেন।

সহিষ্ণুতা

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ)

আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত ও প্রচারিত যুগ ধর্ম্মের বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া দেখিতে পাই যে, তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত আটটি শ্লোকের ভিতর তৃতীয় শ্লোকে এই সহিষ্ণুতা-শব্দ রহিয়াছে। যাবতীয় ন্যাসিকুলের শিরোমণি বা যাবতীয় চেতন, অচেতন সমস্তের একমাত্র অধীশ্বর গৌরসুন্দর সন্ন্যাস-লীলায় অভিনয় পূর্ব্বক জীবদুঃখ নিবারণ-হেতু এই "তৃণাদপি" শ্লোকের অবতারণা করিয়াছিলেন,

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শ্লোক অবতারণা করিবার সার্থকতা কোথায়?

স্বয়ং প্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু পঞ্চরূপ ধারণ করিয়া যাঁহার সেবা করিয়া থাকেন, মহাবিষ্ণু অবতার অদ্বৈত প্রভু যাঁহার দাস বলিয়া অভিমান করেন, সেই শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস-লীলার অভিনয় পূর্ব্বক অনন্তকোটি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যত প্রাণী আছে সমস্ত প্রাণীকে এই সহিষ্ণুতা-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য এই শ্লোকের অবতারণা করিয়াছিলেন। তিনি এই সহিষ্ণুতা শিক্ষা দিবার জন্য কি কারণে এই প্রকার আচরণ করিয়াছিলেন, সেইটী আমাদের আলোচ্য বিষয়।

বর্ত্তমান জগতে যে প্রকার সহিষ্ণুতা দেখিতে পাইতেছি, শ্রীমন্মহাপ্রভু কি সেই প্রকার সহিষ্ণুতার কথা কহিয়াছেন? জগতের প্রাকৃত অনুভূতিবিশিষ্ট ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা-কামনামূলে উপাধিগত অনুভূতিবিশিষ্ট জীব-কুলকে যে প্রলোভন দেখাইতেছেন এ প্রচেষ্টা সেই প্রকার কি? প্রাকৃত সম্ভোগ-চিন্তাস্রোতে ভাসমান জীবকুল যে সহিষ্ণুতাকে আদর্শ করিয়াছেন সেই সহিষ্ণুতার মূলে উদ্দেশ্য করিয়াছে কাহাকে? নিজেন্দ্রিয়-তোষণকারী বদ্ধ জীব কি করিয়া সহিষ্ণু হইতে পারে, এটা কি আমাদের বিচার্য্য বিষয় নহে? শ্রীচৈতন্যদেব যাবতীয় জীব-কুলের একমাত্র প্রাণারাম। তাই জীবদুঃখে দুঃখিত হইয়া যাবতীয় জীবের একমাত্র প্রয়োজন যে কৃষ্ণপ্রেমা সেই কৃষ্ণপ্রেমা দান করিবার জন্য এই তৃণাদপি শ্লোকের অবতারণা। যাহারা বহিঃপ্রজ্ঞা দ্বারা চালিত হইয়া জীব-দর্শনে ভুল করিয়াছেন, তাঁহারা কি করিয়া জীবদুঃখ নিবারণে সমর্থ? এইটী আমাদের আলোচ্য বিষয়। লোচনবিহীন ব্যক্তি যদি নিজেকে নিজে চক্ষুষ্মান্ বলিয়া মনে করেন, তাহা তাহার মত চক্ষুবিহীন ব্যক্তি অনুমোদন করিতে পারেন কিন্তু যাঁহারা চক্ষুষ্মান্ বা আত্মজ্ঞ তাঁহারা এই প্রকার অন্ধ ব্যক্তির কথায় কর্ণপাত না করিয়া যাবতীয় জীবের স্বভাবগত অনুভূতি দান করিবার জন্য সহিষ্ণুতা শিক্ষা দান করেন। আমরা অন্ধ জগতের নিকট সহিষ্ণুতা-শব্দের মর্ম্মার্থ না বুঝিয়া সহিষ্ণুতার আদর্শ দেখাইতে পারি, কিন্তু কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া এই প্রকার সহিষ্ণুতা এবং অনশন ব্রতে দীক্ষিত হইয়া কোন্ বস্তুকে লাভ করিবার জন্য চেষ্টিত হইতেছি, সেই বিষয়টি আমরা একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া আলোচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাই যে, তাহারা সকলেই বিরূপগত অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যে স্বাধীনতার জন্য প্রাণ ত্যাগ করিতেছেন সেইটী তাঁহাদের স্বরূপগত স্বাধীনতা নহে। যদি স্বরূপগত স্বাধীনতাই হইত তাহা হইলে ত নিত্যকালই তাঁহাদের স্বভাবে সেইটী প্রতিষ্ঠিত থাকিত। কিন্তু সেটি যখন তাঁহাদের স্বভাবগত নয় তখন অনন্ত কোটী জীবন ধরিয়া চীৎকার করিলেও স্বাধীনতা পাইবেন না, বরং স্বাধীনতার অপব্যবহার হইবে।

ন্যাসিকুলশিরোমণি চিৎসম্রাট শ্রীগৌরসুন্দর যেখানে যত অণুচিৎ-ধর্ম্মবিশিষ্ট প্রাণী আছে তাহাদের স্বরূপগত বৃত্তিতে যে স্বাধীনতা নিহিত রহিয়াছে সেই স্বাধীনতাই দান করিবার জন্য সহিষ্ণুতা-শিক্ষা দান করিয়াছেন; সেইটী জড় প্রতিষ্ঠামূলে নয়। কনক, কামিনী ভোগমূলা প্রবৃত্তি থাকাকালে সহিষ্ণু হওয়া যায় না। ভোক্তার ধর্ম্মে কখনও সহিষ্ণুতা থাকিতে পারে না; যদি কেহ বদ্ধ জীবকুলকে বঞ্চনা করিবার জন্য সহিষ্ণুতা দেখান, সেটী কপটতারই প্রকারভেদ মাত্র। আমরা সোজাসুজি যদি অসৎ হই, কিম্বা আসুরিক বৃত্তিসম্পন্ন হই, তাহা হইলে জগতের মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু ভিতরে রাবণের বৃত্তি বাহিরে যোগীর বেশ এটি বড়ই মারাত্মক। ইহা জগতের বদ্ধ জীব ধরিতে না পারিলেও শ্রীভগবান্ জীবের দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া আচার্য্যরূপে প্রকাশিত হয়ে জীবহৃদয়ের যাবতীয় কল্মষরাশি দূর করিয়া দেন; তখনই জীব যুগাচার্য্য শ্রীগুরুদেবের কৃপায় স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বা স্ব-স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হইয়া যোগীর বেশে সীতাহরণকারী রাবণের কপটতা ধরিয়া ফেলিতে পারেন। যাহাদের জীবের বিষয় অভিজ্ঞতা নাই তাহারা কি প্রকারে জীবের দুঃখে দুঃখিত হইতে পারেন। (ক্রমশঃ)

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধনভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷৹, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মভার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসম্বলিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲।

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৷৷৹ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কবর্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকা-চার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ৷৷৹ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল্ ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত ভিক্ষা সাধারণের পক্ষে ২১৷৵৹; গৌড়ীয়ের গ্রাহকের পক্ষে ১৫৷৵৹।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা ১২৲; গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৮৲ টাকা।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে-ছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'ঊর্দ্ধ্বত্রয়ের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও প্রাকৃত-কৃতোর স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কৃষ্ণক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?', 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমদ্ধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মাহাত্ম্য, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণদণ্ডচিবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রাতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৹ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অনুসন্ধান, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। বাকবিহারবাসী কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাক্তন অধ্যাপক বৈদ্যপুরুষের কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন রঙের অপূর্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সম্বাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট-হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকা সহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তথ্যবিবর-সহ বক্সড-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এক খণ্ড সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ান্তর্গত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন হইয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্ধোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, নামের ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যশিক্ষাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রোজ্ব কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-খানির জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুমাত্র অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্যান্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনকলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভ

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, তাৎপর্য্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামকীর্ত্তন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের উপদেশাবলী দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ শব্দের অর্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ দশ আনা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

অভিজ্ঞ ও সচ্চরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যপ্রদ।

স্কুলটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড) হইয়াছে।

অবিলম্বে সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—চৌদ্দ লক্ষ ব্যক্তি উপকৃত—

হইয়াছে গ্রন্থখানি পাঠে। স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে কোন্ ২ নিয়মে চলিতে হয়, ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় কি, শক্তিশালী হইতে হইলে কোন্ নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি উপদেশ সম্বলিত বই খানির জন্য আবেদন করুন। নিম্ন ঠিকানা সহ কার্ড লিখিলেই পাইবেন। পুস্তক খানির নাম "সুখ-পথ প্রদর্শক"।

প্রাপ্তিস্থান :—আত্মজ্ঞানগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহলার পাঁচন

সর্ব্ব বিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, পাইন্ট ৷৵০ আনা, বোতল ১৷০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালি আবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদিও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজন পরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

সোনাইমুড়ী

আর্ব্বানকোঅপারেটীভব্যাঙ্ক

লিমিটেড

পোঃ সোনাইমুড়ী

জিং নোয়াখালী—(বেঙ্গল)

কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখাই সব চেয়ে নিরাপদ। নিম্নলিখিত হারে সুদ দিয়া টাকা জমা রাখা হয়।

৩	বৎসর	ম্যাদী	স্থির	আমা	শতকরা	বার্ষিক	৯৷৴
২	,,	,,	,,	,,	,,	,,	৮৷০
১	,,	,,	,,	,,	,,	,,	৮৲
৬	মাস	,,	,,	,,	,,	,,	৭৷০
৩	,,	,,	,,	,,	,,	,,	৬৷০

সেভিংস ব্যাঙ্ক অর্থাৎ ৭ সাত দিনের নোটীশে ,, ,, ৪৷৶০

চলতি হিসাবে (Current account) শতকরা বার্ষিক ,, ৩৶০

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—প্রতি ছয় মাস অন্তর ডিপজিটরগণকে সুদ দেওয়া হয়। যে কোন খ্যাতনামা ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া আমাদের নিকট ড্রেফ্ট পাঠাইলেই চলিবে। ডিপজিটরের আদেশ-অনুযায়ী কলিকাতা ব্যাঙ্কে ড্রেফ্ট দিয়া আমরা আমানতকারীর সুবিধা অনুযায়ী টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া থাকি। আমানতকারী ইচ্ছা করিলে মাসিক সুদও গ্রহণ করিতে পারেন। পত্রদ্বারা সবিশেষ অবগত হউন।

শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত চৌধুরী বি, এ

সেক্রেটারী।

কখনও ভেবেছিলেন কি?

মাত্র ৮০৲ টাকার একটী টিউবওয়েল (নলকূপ) হ'তে পারে? আমরা বাঙ্গালার যে কোন পল্লীতে গ্যারাণ্টি দিয়া চিরস্থায়ী টিউবওয়েল" বসাইয়া থাকি। বহুদিনের অকর্ম্মণ্য টিউবওয়েল কম খরচায় মেরামত করি।

বি, এন, বোস; এ, কে, সিংহ এণ্ড কোং

৬২।১ বি, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফোন্ বড়বাজার ১৬৩৬

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রপঞ্চক

১। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বঙ্গে যাহার একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৷০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। গৌড়ীয়—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষা একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴০।

৩। দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। ভাগবত—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা।

৫। পরমার্থী—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত এক-মাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জাপানের সহিত মঞ্চুর সন্ধি

টোকিও হইতে প্রকাশ, জাপান এবং মঞ্চুরাজ্যের মধ্যে একটী সন্ধি সংস্থাপিত হইবে। সন্ধিপত্র গত ১৫ই সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে স্বাক্ষরিত হইয়া তদনুসারে কার্য্য চলিতে থাকিবে। এই সন্ধিসর্ত্তে জাপান মাঞ্চুরিয়ার চতুর্দ্দিকে সৈন্য স্থাপন করিবার আবশ্যকীয় অধিকার প্রাপ্ত হইবে। আরও কথা এই যে উভয়কেই পরস্পরের রাজশক্তির স্বতন্ত্রতা স্বীকার করিতে হইবে। মঞ্চু রাজ্যের ঘরে বাহিরে শত্রুর হাত হইতে পরিত্রাণ কার্য্য জাপানকেই করিতে হইবে।

বৈদেশিক আফিসের একজন প্রতিনিধি এই সন্ধি সম্বন্ধে বলিতেছেন, প্রতিনিধি দ্বারা রাজ্য শাসনের প্রয়োজন নাই। মঞ্চুকো বৈদেশিক এবং আর্থিক ব্যাপারে নিজের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বজায় রাখিতে পারিবে। প্রতিনিধি আরও বলিয়াছেন পরে বোধ হয় সামরিক চুক্তিও করিতে হইবে। জাপ-মঞ্চু সন্ধিতে গোপনীয় সর্ত্ত কিছুই নাই; স্বাক্ষরিত হইবার পূর্ব্বে সন্ধির নকল সকল রাজ্যে প্রেরিত হইবে।

জাপ-মঞ্চু সন্ধি জেনেভায় সহি হইবে কি না, এ সম্বন্ধে জাপান এখনও নিশ্চিত নহেন। জাপানের পক্ষে বলিবার কথা এই যে, মাঞ্চুরিয়ার চতুর্দ্দিকে সৈন্য স্থাপন ব্যতিরেকে জাপান অন্য কোনও অধিকার চান নাই। এ সন্ধি নূতন সন্ধি নহে, পূর্ব্বে যে সকল চুক্তি হইয়াছিল তাহারই সমর্থন দলিল মাত্র।

ডাকাতির চেষ্টা ব্যর্থ

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, আবগারী পুলিসের তৎপরতায় ডাকাতদলের তিন জন লোক গ্রেপ্তার হওয়ায় কেমন করিয়া একটী ডাকাতির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় তাহার এক বিবরণ সবেমাত্র এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, সংবাদ পাইয়া আবগারী বিভাগের শ্রীযুত নিখিল রায় ও হেম বন্দ্যোপাধ্যায় ৮ জন মুসলমান যুবকের উপর লক্ষ্য রাখেন। যুবকগণ আসাম মেলে যাইতেছিল। একজন যুবককে টিকিট ঘর হইতে একটি আবৃত মৃৎপাত্র লইয়া আসিতে দেখিয়া আবগারী পুলিস তাহাকে গ্রেপ্তার করে। তখন উভয় পক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তি আরম্ভ হয়। সেই সময় উক্ত মৃৎপাত্রটি মাটির উপর ফেলিয়া দেওয়া হয়। ফলে ভীষণ বিদারণের শব্দ হয় ও অনেকটা স্থান ধূমে আচ্ছন্ন হয়। প্রকাশ, উক্ত পাত্রটিতে পটকা ছিল। বিদারণের ফলে যখন তথায় একটা হট্টগোলের সৃষ্টি হয়, সেই সময় উক্ত যুবকগণ পলায়নের চেষ্টা করে। কিন্তু কনষ্টেবলগণের সহায়তায় শ্রীযুত নিখিল রায় উহাদের তিনজনকে গ্রেপ্তার করেন।

তৈলবিক্রেতার রহস্যজনক মৃত্যু

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ, সম্প্রতি মেমায়ো হইতে এক হিন্দুস্থানী কেরোসীন বিক্রেতার রহস্যজনক মৃত্যু সংবাদ আসিয়াছে। ঐ হিন্দুস্থানীর নাম রামপালি। প্রকাশ, একদিন সে পাশের গ্রাম সমূহে তৈল বিক্রয় করিতে গিয়াছিল, কিন্তু রাত হইয়া গেলেও ফিরিয়া আসে না। পরদিন প্রাতে তাহাকে মেমায়োর বন্দী সমানিক্ষেত্রের পাশে এক রাস্তায় অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। তৎক্ষণাৎ তাহাকে হাসপাতালে পাঠান হয়, কিন্তু হাসপাতালেই তাহার মৃত্যু হয়। তাহার দেহে আঘাতের চিহ্ন ছিল। চিকিৎসকের পরীক্ষায় জানা যায়, কোন গরুরগাড়ী তাহার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছিল, সেজন্য পিঠে চাকার দাগ ছিল।

নিউইয়র্কের মেয়রের পদত্যাগ

নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশ, মেয়র ওয়াকারের বিরুদ্ধে যে অসাধুতার অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে, গবর্ণর রুজভেল্ট উহার শুনানী শেষ করিবার পূর্ব্বে মেয়র নাটকীয় ভাবে পদত্যাগ করিয়াছেন। ফলে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন কালে "রিপাব্লিকান"-দিগের মধ্যে মত দেখা দিবার ও গবর্ণর রুজভেল্টের অতিক্ষয় সম্ভাবনা।

মিঃ ওয়াকার নিউইয়র্কের মেয়র পদের জন্য পুনরায় নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইবেন, ইহা একপ্রকার নিশ্চিত। এই নির্ব্বাচন সম্পর্কে মিঃ ওয়াকারের "রিপাব্লিকান" সমর্থনকারীরা সম্ভবতঃ গবর্ণর রুজভেল্টকে আক্রমণ করিবে এবং প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন বিষয়েও উহার একটা কুফল ফলিতে পারে।

পুলিস সাহেবকে পত্র প্রেরণ

বাগেরহাট হইতে প্রকাশ, রামপাল থানার মাদারতলার জনৈক অজ্ঞাত নামা ব্যক্তি কর্ত্তৃক তাঁহার নিকট লিখিত একখানি পত্র সম্বন্ধে তদন্ত করিতে খুলনার পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উহা বাগেরহাটের পুলিস ইনস্পেক্টরের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। উক্ত পত্রের সার মর্ম্ম এইরূপ বলিয়া প্রকাশ যে, লেখক এক ডাকাতদলের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। সে গুরুতর অপরাধ করিয়াছে। বাগেরহাট মহকুমার কাড়াপাড়া গ্রামে এবং বেমোরতায় ও নোটাপাড়ায় যে ডাকাতি হইয়াছে, তাহা সে এবং তাহার ডাকাতদলই করে। কৃতকার্য্যের জন্য সে এখন অনুতপ্ত। যদি বিনা সর্ত্তে তাহাকে ক্ষমা করা হয় তবে সে যে সকল কার্য্য করিয়াছে তাহা পুলিসের নিকট প্রকাশ করিতে প্রস্তুত আছে। ঐ ব্যক্তি উক্ত পত্রে ইহাও জানাইয়াছে যে, সদরুদ্দি নামে ঐ দলেরই এক ব্যক্তি বর্ত্তমানে দলের নেতৃত্ব করিতেছে। সে (সদরুদ্দি) বাগেরহাটের বাসাবাটীর নাগবাবুদের গৃহে ও নিকটবর্ত্তী আরও কয়েক স্থানে ডাকাতি করিবে বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছে। ইনস্পেক্টর যথারীতি পত্র সম্বন্ধে তদন্ত করিতেছে এবং নাগবাবুগণকে সতর্ক করিয়াছেন।

উকিলের বাটীতে খানাতল্লাস

বগুড়া হইতে প্রকাশ, গত ২রা সেপ্টেম্বর প্রাতে উকিল শ্রীযুত রুক্মিণীকান্ত সাহার বাটীতে খানাতল্লাস হইয়া গিয়াছে। খানাতল্লাসের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রফুল্লকে থানায় লইয়া যাওয়া হইয়াছিল এবং এই খানাতল্লাস সম্পর্কে পুলিস তাহাকে নানারূপ জেরা করিয়াছিল।

পাঠকবর্গের বোধ হয় স্মরণ আছে যে কয়েক মাস পূর্ব্বেও রুক্মিণী বাবুর বাটীতে আর একবার খানাতল্লাস হইয়াছিল ও তাঁহার দুই পুত্রের জবানবন্দী লওয়া হইয়াছিল।

ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা

পার্লামেণ্টের রক্ষণশীল দলীয় সদস্য মিঃ এইচ, কে, হেলস্ সোমবার প্রাতে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। ইনি সম্প্রতি মাদ্রাজে জনৈক সংবাদপত্র প্রতিনিধির নিকট আপনাকে "অস্থায়ীকর্ম্মী" বলিয়া উল্লেখ করেন। শনিবার অপরাহ্নে বিরলা পার্কে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়া আলোচনা করেন।

প্রকাশ, ভারতীয় রাজনৈতিক অবস্থায় বর্ত্তমানে যে দুরতিক্রম্য অন্তরায় দেখা দিয়াছে সেই সম্বন্ধেই আলোচনা হয়। উহা দূরীকরণের সম্বন্ধেও আলোচনা হয়।

ডাঃ কিচলুর প্রতিবাদ

লাহোর হইতে প্রকাশ, ডাঃ কিচলুর কয়েকজন বন্ধু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে না দেওয়ায় তিনি কর্ত্তৃপক্ষের এই কাজের প্রতিবাদে তাঁহার পত্নী ও পুত্রকন্যার সহিতও সাক্ষাৎ করেন নাই। তাঁহার জন্য বাড়ী হইতে খাদ্য প্রেরণ করা হইত কিন্তু এই ব্যাপারের পর তিনি জেল কর্ত্তৃপক্ষের কোনও রকম অনুগ্রহ গ্রহণ করিতে সম্মত নহেন, তাই তিনি এখন হইতে জেলের খাদ্যই গ্রহণ করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন। তাঁহাকে জেলে সিভিল ও মিলিটারী গেজেট ও ইনকুইলাব নামক সংবাদপত্র পড়িতে দেওয়া হয়। প্রকাশ, এসিষ্ট্যাণ্ট জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অনুরোধেই নাকি তাঁহাকে শেষোক্ত কাগজখানি পড়িবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। তাই তিনি সরকারী কর্ম্মচারীদিগের সহিত এই বলিয়া হাসি তামাসা করেন "ইনকুইলাব জিন্দাবাদ"।

জুয়ার আড্ডায় পুলিস

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, পুলিস জুয়া আইন অনুযায়ী এক বাড়ী হইতে ৪১ জন হিন্দু ও মুসলমানকে গ্রেপ্তার করিয়াছে এবং সেখান হইতে ২০০ টাকা ও অনেক জোড়া তাস লইয়া গিয়াছে।

নীলাম ইস্তাহার

প্রথম মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৩২

১০০৩ মনিজারী ৩২ দাবী ২১১।৶০

ডিঃ ঠাকুর দাস সেন সাং মাটিয়ারী

দেঃ হরিপদ মণ্ডল সাং ঐ পোঃ ঐ

কালীগঞ্জ থানার মাটিয়ারী গ্রামে রামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় অধীন ৯৮৮ খতিয়ানের -৮শঃ জমি ১।৶১০ জমা মায় খড়ুয়া ঘর সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি সহ মূল্য ৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৯৮৯ খতিয়ানের -৬শঃ জমি ১৮১১ জমা মায় ঘর দরজা ইত্যাদি মূল্য ১৫০৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৯৯৪ খতিয়ানের ১-০৫ শঃ জমি প্রতি বিঘা ১৸৴৬ নিরিখে জমা মূল্য ৩০৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৯৯৫ খতিয়ানের ১৮৩ শঃ জমি বিঘা প্রতি ১৲ নিরিখে জমা মূল্য ২০৲

লোহার ... বরগা ... কড়ি
করগেট টীন, ... নালার গরাদে
দালানের ... রেলিং ও থাম
বেড়াঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি
... লভে বিক্রয় করি
কান্তিচন্দ্র মুখার্জি এণ্ড ...
২৭।৩ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট ফোন ...

রাধাষ্টমী সংখ্যা

দৈনিক-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
শ্রীধাম - মায়াপুর - নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, ১৫৮তম সংখ্যা | ২৩ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৬, ১৩ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ ৮ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩২ বৃহস্পতিবার | ভিক্ষা ৵০

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

"কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ। কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥" শ্রীমদ্ভাগবতের এই সনাতন-বাণীর সার্থকতা সম্পাদন করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ এই কলিযুগে সাঙ্গোপাঙ্গে শ্রীনবদ্বীপ-ধামে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া যুগধর্ম্ম শ্রীনাম-প্রেম বিতরণপূর্ব্বক কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

শেষ লীলায় নাম ধরে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।"
শ্রীকৃষ্ণ জানাইয়া সব বিশ্ব কৈলা ধন্য॥

জীবের দুর্দ্দৈব বশতঃ কালস্রোতে সেই প্রেমবন্যা প্রশমিত ও ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী বিলুপ্ত হইতে থাকায়, সেই শ্রীচৈতন্যদেবেরই ইচ্ছায় তাঁহারই অভিন্ন-প্রকাশবিগ্রহ গৌরশক্তি শ্রীল প্রভুপাদ অবতীর্ণ হইয়া আবার সেই শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর পুনঃ প্রচার-পূর্ব্বক নানাভাবে জীবের নিত্যমঙ্গলের জন্য নিরন্তর চেষ্টা করিতেছেন। এতন্নিমিত্ত তিনি কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব উপলক্ষে গত ২রা সেপ্টেম্বর শনিবার অপরাহ্ন ৬টার সময় শ্রীমঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে "পুরুষার্থ-বিনির্ণয়" সম্বন্ধে সুগম্ভীর গবেষণাময়ী একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। পরমহংস গোস্বামী মহারাজের শ্রীমুখ-বিগলিত বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণে সমবেত সহস্র সহস্র সজ্জনমণ্ডলী সুকৃতি অর্জ্জন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম্-এ, পি, আর এস; রাজর্ষি কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্-এ, প্রাজ্ঞ; শ্রীযুত কিরণচন্দ্র দত্ত এম, আর, এ, এস্; শ্রীযুত নলিনীপ্রকাশ গাঙ্গুলী; শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ (জমীদার); শ্রীযুত বিজলীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (জমীদার); শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গৌরকারুণ্য-কটাক্ষ-বৈভব; প্রফেসার নিশিকান্ত সান্যাল, এম্-এ, ভক্তি-সুধাকর, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য; এন্, কে, দত্ত এডভোকেট; ডাঃ এস্, কে, দত্ত এম-বি; কবিরাজ শ্রীযুত বিহারীলাল মজুমদার; জে, এন্, সরকার এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী, রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্ট, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট প্রমুখ মহোদয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত অনেক ব্যারিষ্টার, এটর্ণি, উকীল, প্রফেসার উপস্থিত ছিলেন।

বক্তৃতার উপক্রমণিকায় শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের রচিত "আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং ...তন্নাদরো নঃ পরঃ॥" শ্লোকটী আবৃত্তিপূর্ব্বক বলেন যে, অদ্য "পুরুষার্থ বিনির্ণয়" আমাদের আলোচ্য বিষয়। শ্রীভগবানের দাস্য ব্যতীত আমাদের অন্য কোন কৃত্য নাই— শ্রীনন্দনন্দনের প্রেমা ব্যতীত অন্য কোন প্রয়োজন নাই। জগতে নানাপ্রকার পুরুষার্থের কথা আছে, কিন্তু সর্ব্বাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর ব'লেছেন যে, ধর্ম্মার্থকাম প্রভৃতি আমাদের প্রয়োজনীয় নহে, কৃষ্ণপ্রেমাই একমাত্র পুরুষার্থ। কৃষ্ণের প্রীতি সংগ্রহ করতে পারলেই সব সুবিধা হ'য়ে যাবে— সর্ব্বার্থসিদ্ধি হ'বে। সেই নন্দনন্দনই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্।

"পুরুষার্থ-বিনির্ণয়" কথাটীকে শ্রীল প্রভুপাদ 'পুরুষ-পর্য্যায়', 'অর্থ-পর্য্যায়', নির্ণয়-পর্য্যায়', এবং সঙ্গতি-পর্য্যায়'— এই পর্য্যায়-চতুষ্টয়ে বিশ্লেষণ পূর্ব্বক তৎসম্বন্ধে প্রচুর গবেষণাময়ী সুদার্শনিক সিদ্ধান্তপূর্ণ একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন।

পুরুষার্থ-বিনির্ণয়

পুরুষ-পর্য্যায়

পুরুষ-পর্য্যায়ে শ্রীল প্রভুপাদ বলেন—"অধিষ্ঠান-নির্ণয়ে ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানগ্রাহ্য ও অপ্রাকৃত—এই দ্বিবিধ সত্তায় বস্তুত্ব লক্ষিত হয়। এতদুভয়ের মধ্যে বৈশিষ্ট্য ও বৈষম্য-বিচারে আমরা কালগত, স্থানগত ও পাত্রগত ভেদদর্শন করি।

ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানগ্রাহ্য বস্তু খণ্ডকালাধীনে উৎপত্তি লাভ করে, স্থিতি-বিশিষ্ট হয় ও বিলুপ্ত হইয়া যায়। সুতরাং এই শ্রেণীর বস্তুই কালক্ষোভ্য নামে পরিচিত। স্থূলবস্তুসমূহ বা স্থূলবস্তু হইতে আকৃষ্ট সূক্ষ্মবস্তু-পুঞ্জ অভাবের অন্তরালে স্থান লাভ করে; সুতরাং বস্তুর সহিত স্থানগত-সম্বন্ধ-জনিত খণ্ডিতাখ্যা প্রাপ্ত হয়। বস্তুর পাত্রগত-বিচারে স্বতঃকর্তৃত্ব ধর্ম্ম গুণসম্বন্ধাধীন সম্বন্ধ লক্ষিত হয়। তাহাতে লিঙ্গভেদে পাত্রের চেতনতা ও অচেতনতার বিভাগদ্বয় দেখা যায়।

অপ্রাকৃত বস্তুতে কালক্ষোভ্য ধর্ম্মের অভাব বশতঃ নিত্য-কালত্বই তাহার প্রধান পরিচয়। অভাব-নামক ইতর ব্যোমের পরিবর্ত্তে পরব্যোমই তাহার স্বভাব। সেই নিত্য স্বভাবেই অপ্রাকৃত বস্তুর অবস্থিতি। পাত্রগত অস্বচ্ছতা, কীর্ত্তনাভাব, গন্ধাভাব, স্বাদাভাব অনস্তুভনীয়তা প্রভৃতি বাধাসমূহ অপ্রাকৃত রাজ্যে, অপ্রাকৃতকালে পাত্র-বিচারে নশ্বর কালক্ষোভ্য অধিষ্ঠানে বা পরিবর্ত্তন যোগ্যতার অবরতা উৎপাদন করিতে পারে না।

প্রাকৃত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় ও অপ্রাকৃত বিষয়ের অন্তরালে দেশ-কাল-পাত্রের বৈশিষ্ট্যের বিলোপ-সাধনোদ্দেশে ভেদ-বিচারের অভাবে বস্তুর যে একত্ব আত্ম-বিকাশ করে, উহাকেই প্রাকৃত বস্তুর ধর্ম্মাভাবমাত্র বিচারে স্থির করিতে গেলে অপ্রাকৃত বস্তুর অদ্বয় পরিচয় সুষ্ঠুভাবে প্রদত্ত হয় না। প্রাকৃত ব্যতিরেকের সাহায্যে যে অধিষ্ঠানের উল্লেখ করা হয়, তদ্দ্বারা অপ্রাকৃত অদ্বয় প্রকৃতপ্রস্তাবে আত্মপরিচয় দিতে সমর্থ হয় না।

প্রাকৃত ও প্রাকৃতেন্দ্রিয়জ-জ্ঞানগ্রাহ্যাতীত, উভয় রাজ্যেই অধিষ্ঠানগত সত্তায় তৎপুরুষতা আছে। এই তৎপুরুষই 'কারক' বলিয়া অভিহিত হয়। কারকের সংখ্যাগত বিচারে একত্ব, দ্বিত্ব ও বহুত্ব সংশ্লিষ্ট কারকগুলি বিভিন্ন ভাবের ব্যঞ্জক। প্রাকৃতরাজ্যে পুরুষ-বিচার অহঙ্কার-বিমূঢ়তা-মূলক বলিয়া আত্মবিদ্‌গণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। গুণজাত বিচার যখন আত্মাকে আশ্রয় করে, তখনই ঔপাধিক দেহদ্বয় তাহাদের নিজ নিজ সত্তায় আত্মাভিমান করিয়া থাকে, কিন্তু আত্মা ব্যতীত প্রকৃতির ত্রিবিধগুণ কর্ম্মসমূহের উৎপত্তি করায়। স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ ঐ গুণগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া পুরুষত্বের পরিচয় দিয়া থাকে। জগতের বিভিন্ন অবস্থায় অবস্থিত, হইয়া জীবকুল তৎকালিক পরিচয় জ্ঞাপন করে। স্বতঃকর্তৃত্ব ধর্ম্মই 'পুরুষকার' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। অনেকস্থলে এতাদৃশ পুরুষকার অপরিচিত শক্তি প্রকাশ

করিয়া পুরুষকারের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। দৈব ও পুরুষকারের মধ্যে সেইকালে বিষম দ্বন্দ্ব প্রতিভাত হয়। পুরুষ-চেষ্টা প্রবল হইয়া দৈবকে করতলগত করিতে চেষ্টা করে, কাহারও বিচারে দৈব পরাক্রম প্রবল হওয়ায় পুরুষকার দুর্ব্বলতায় পশ্চাৎপদ হইয়া পড়ে। যখন চেতনাশক্তি ক্রিয়াবতী হইয়া চেতনহীনের উপর আধিপত্য করে, তখন আমরা প্রবল-শক্তির অধিষ্ঠানকে 'পুরুষ' এবং নির্জ্জিত শক্তিরূপে পরিচিত বস্তুকে শক্তি পরিচালনে অক্ষম 'ক্লীব' বলিয়া থাকি। কারক-তায় নিমিত্ত ও উপাদান ভেদে চেতন-শক্তির অধিষ্ঠানে 'পুরুষ' ও 'প্রকৃতি' শব্দদ্বয়ের আবাহন হইয়া থাকে। অনেকস্থলে প্রকৃতি পুরুষের পরস্পর ভেদ বিলুপ্ত হইয়া 'পুরুষ'-শব্দে প্রকৃতির অন্তর্ভুক্তি জ্ঞাপিত হয়।

ভোগবিচারে অভিমানের ভোক্তৃত্বই পুরুষের প্রকৃষ্ট সংজ্ঞা প্রকৃতি পুরুষ হইতে বৈষম্য স্থাপন করে। পুরুষ-সত্তায় শক্তি কোন কোন স্থলে পুরুষের অনুকূলা, কোথাও বা প্রতিকূলা। যেখানে প্রকৃতি প্রতিকূলা, সেইখানেই পুরুষের দুর্ব্বলতা। এই বিচার প্রবল হওয়ায় একদিন ফরাসীদেশের প্রসিদ্ধ মনীষী অগস্ত্য কমতি, ভোগ্যা প্রকৃতির বিচারকে বহুমানন পূর্ব্বক পুরুষের একমাত্র কৃত্য প্রকৃতিপূজার উপদেশ-ঝঙ্কারে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত ক[illegible]লেন। তাঁহার বাস্তববাদ-বিচার অনেকের নিকট অ[illegible]ায় নারীপূজাই সভ্যতার অনুমোদিত প্রকৃষ্ট সোপান [illegible] গৃহীত হয়। ইহা যে কেবল ফরাসীদেশেই উৎপত্তি লাভ করিয়াছে তাহা নহে, ভারতেও শাক্তেয় মতবাদের বিচারে, বৌদ্ধসাহিত্য এবং তামস তান্ত্রিক সাহিত্যের মধ্যে ঐ মতের অভাব দেখা যায় না।

সাত্বত-তন্ত্রসমূহ এই শাক্তেয় বিচারের দুষ্টতা গ্রহণ করিয়া প্রকৃতির অতীত রাজ্যের নিত্যা প্রকৃতিকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ প্রকৃতি বলিয়া নিরূপিত করিয়াছেন। যাঁহাদের সচ্চিদানন্দানুভূতি কালক্ষোভ্য গুণত্রয়ের দ্বারা অপ্রতিহত রহিয়াছে, তাঁহারা প্রকৃতিপতির ত্রিশক্তির কথা বলিয়া থাকেন। ভগবানের অন্তরঙ্গা-শক্তি বিচিত্রশক্তিসমূহের নিত্য পরিণতি প্রকাশ করিয়া শুদ্ধচেতনধর্ম্মে মলিনতা বা নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় কালপ্রগতিতে বহির্বিপত্তি আনয়ন করেন না। ভগবানের বহিরঙ্গাশক্তির প্রভাবে নিত্য অন্তরঙ্গা-শক্তির প্রকাশিত জগতের বিকৃত ভাবের ছায়া কালধর্ম্মের নশ্বরতা উপলব্ধি করাইবার অবসর পাইয়াছে। বৈচিত্র্যদর্শনে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিতে যে অসংখ্য বস্তুর স্বতন্ত্রতা দেখা দিয়াছে, ঐগুলি দর্শকের প্রকৃত স্বাস্থ্যের পরিচয় না হইলেও তাহাতে তাৎকালিক প্রতীতিগত সত্তার কোন ব্যাঘাতই দেখা যায় না। যিনি এই প্রকার দর্শকসূত্রে বস্তুবৈচিত্র্য দর্শন করিতে গিয়া অদ্বয়জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধানুসন্ধানে অসমর্থ, তাঁহারই সেবা-বৈমুখ্য-ধর্ম্মে ভোগময়ের বৃত্তি আসিয়া নিত্যবৃত্তিকে তাৎকালিক আচ্ছাদনে আবৃত করে। এতাদৃশ দর্শকের স্থান বাস্তব বস্তুর নিত্য ও অনিত্যশক্তির অন্তরালে অবস্থিত। নিত্যের আলোচনায় -অদ্বয়জ্ঞানের অনুশীলনে—চিদানন্দের অপ্রাকৃত গতিশীলতায় দর্শকের সংযোগিতা উপস্থিত হইলেই তাঁহার আর অনিত্য অজ্ঞান মিশ্র আনন্দের প্রতি বদ্ধকতার সহিত মিত্রতা করিবার রুচি থাকে না।

বহিরঙ্গা-শক্তিপরিণত জগদ্বৈচিত্র্যের ভোগ যাঁহাকে গ্রাস করে, তিনি গুণত্রয়ের দ্বারা অভিভূত হইয়া জ্ঞানহীন অনিত্য জগৎকর্তৃত্বকেই বহুমানন করিতে করিতে তাৎকালিক সুখেচ্ছায় চালিত হন। সুতরাং পুরুষার্থ-নিরূপণে তাঁহার যে-রুচি দেখা যায়, উহা বিভিন্ন অপ্রাকৃত রুচি হইতে ভিন্ন হইয়া পড়ে। যাঁহাদের প্রাকৃত গুণসংগ্রহই ঐহিক ও আমুষ্মিক পুরস্কার বলিয়া ধারণা এবং তাঁহাদের সহিত একমত না হইয়া অনিত্য ভোগের পরিণাম বিষময় বলিয়া যাঁহারা ধারণা করেন, তাঁহাদের বিচার পৃথক্ হইয়া পড়ে। পরিণাম-শীল জগতের ভোক্তৃসূত্রে স্বতঃকর্তৃত্বধর্ম্মবিশিষ্ট জীবগণ তদধীন-সহযোগী-সংগ্রহে ব্যস্ত থাকেন; তাদৃশ অনুগতজনগণ ন্যূনাধিক প্রকৃতিগত গুণসাম্যে যে-সেবা করিয়া থাকেন, উহাও গোবিদ্-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। গোবিদ্ ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইলেও সেবকের বৃত্তির পরিবর্ত্তে অনুক্ষণ সেব্যাভিমান ফুটিয়া পড়ে। তখন অনুগত যোদ্ধা নায়কের আনুগত্য বাহিরে স্বীকার করিলেও ভোক্তৃত্বাভিমানেই দিনপাত করে। ইহাও পুরুষ-পর্য্যায়ের অন্তর্গত। অপ্রাকৃত দেশে অপ্রাকৃত শক্তির অভিব্যক্তিতে এই প্রাকৃত পুরুষাকার বিভিন্ন অধিষ্ঠানে লক্ষিত হয়। যে কালে পুরুষকার একমাত্র পুরুষোত্তমকে সেব্যজ্ঞান না করে, সেইকাল পর্য্যন্ত তাহার ভোগচেষ্টা প্রবলা থাকে। পুরুষকারের সর্ব্বোত্তমা চেষ্টা এক পুরুষোত্তমের সেবায় আত্ম-নিয়োগ; সেখানে পুরুষকার ভোগ্য-যোষা-সংগ্রহে ব্যস্ত নহে। যেখানে কেবলা ভক্তির অভাব, তাদৃশ পুরুষকারই জগতের সুখ ও দুঃখ ভোগ করে এবং যেখানে পুরুষকার সেবোন্মুখ, তথায় সেব্যকে সেবক বলিয়া ধারণা করিতে হয় না। এরূপ না হইলেই চেতনের বৃত্তি ভোগোন্মুখ হইয়া জড়ের ভোক্তৃত্বকে নিজের শ্রেয়স্কর কৃত্য বলিয়া মনে করে। অদ্বয়জ্ঞান সেবা-বিমুখজনগণ নিজ নিজ ইন্দ্রিয়ের আস্বাদ্য-বস্তুর বহুত্বের আনু-গত্যে বিমুগ্ধ হইয়া পুরুষার্থ নিরূপণে ভ্রমে পতিত হয়।

আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় সেব্যের ভাবগ্রহণকারী জড়জগৎ-সেবক ও জড়জগতে সমাগত চেতনমিশ্রজড়-শরীরধারী জীব উভয়ও সেবক। উভয়ের সহিত সর্ব্বতোভাবে স্বীয় প্রয়োজন নিরূপণ করিয়া যখনই জীব ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের অবস্থানের অন্যতম কোন একটিকে নিজ প্রাপ্য বলিয়া নির্ণয় করেন, তখনই তিনি 'ভোগী' সংজ্ঞার প্রতিষ্ঠানকে পরম প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ করেন। ইন্দ্রিয়সমূহের তর্পণমূলে যে সুখোদয় ঘটে, সেই ইন্দ্রিয়গুলি কালক্ষোভ্য, অপটু, প্রতারিত হইবার যোগ্য ও আসক্তিজন্য প্রমত্ত হওয়ায় তাহাদের প্রেয়োহভিলাষে ক্লেশ সমূহ আসিয়া উপস্থিত হয়। উহাই এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের বৈশিষ্ট্য

অর্থ-পর্য্যায়

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নশ্বর বিষয় গ্রহণ করিতে করিতে নানা-প্রকার রুচি দেখা দেয়। সেই রুচিবশে চালিত হইয়া জীব আপনার ভোক্তৃত্ব বিচার প্রবল করে এবং ভোগের সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টান্বিত হয়। সুখান্বেষণই আত্মার নিজধর্ম্ম, কিন্তু কাম ক্রোধাদির বশীভূত বিপরীত বিচার সম্পন্ন ব্যক্তিগণ যে-সুখস্বপ্নের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইবার জন্য অর্থাদিলাভকে প্রয়োজন মনে করেন, উহার স্থায়িত্ব অধিক নহে, সুখ-ভোক্তার স্থায়িত্ব, সুখের ক্ষণভঙ্গুরতা এবং সুখাধারের অসম্পূর্ণতা ও ধ্বংসশীলতা কখনও চেতনময়ের ধর্ম্মে আদৃত হয় না।

প্রয়োজন-সংগ্রহের বহুবিধ প্রকারভেদ আছে। উহা বরণীয় কিনা,—এই বিচার যিনি করিবেন, তাঁহার নিজ অযোগ্যতা-বশতঃ অর্থনিরূপণে অনেক সময় ব্যাঘাত ঘটে। কেহ কেহ মনে করেন যে, এই সমস্যাভার জনমতের অনুক্রম করিলে মীমাংসিত হয়। কেহ কেহ বলেন—তত্ত্বদর্শিজ্ঞ পারদর্শিজনগণের পরামর্শ গ্রহণে অধিক ফল-লাভ ঘটে আমি যখন নির্ব্বাচনকারী, তখন আমি আমারই রুচির অনুকূ পরামর্শদাতা স্থির করিব, আমারই মত যিনি একজন রুচি সম্পন্ন অথচ আমার মত-পোষণ-বিচারে অধিক নিপুণ এব আমার প্রতি অনুকূল, তিনিই আমাকে দয়া করিতে সমর্থ তাঁহার প্রয়োজন ও আমার প্রয়োজন যখন একই, তখ সেইরূপ জীবিকোপজীবী বিচারদক্ষ জনগণকেই আদর্শ করিয়া তদনুগমনই শ্রেষ্ঠ, ইহা আমার প্রেয়ো-রুচি আমাকে পরাম দেয়

প্রেয়ঃপথ ব্যতীত মঙ্গলের পথ যদি কিছু স্বতন্ত্র থাকে তাহারও আলোচনা হওয়া যে বিশেষ প্রয়োজন—একথা আমাদের হৃদয়দেশ অধিকার করে। আমরা সুখের বাসনা চালিত হইয়া নানাকার্য্যের আবাহন করি, এবং সেই সেই কার্য্যে নিপুণব্যক্তিগণকে বহুমানন করিয়াও প্রার্থিত ফল লাভ করি না। তখন মনে হয় যে, এই পথে না আসিয়া পন্থান্তর গ্রহ করা আমাদের পক্ষে ভাল ছিল। দুর্গম কষ্টসাধ্য ও আপাত ফলপ্রদ মনে করিয়া আমাদের শ্রেয়ঃপথ ত্যাগ করা কর্ত্তব নহে। সেইকালে আমরা সাধারণ ভোগিশ্রেণীর মানবগণের চিত্তবৃত্তির অনুগমন না করিয়া আরও কোন পথ আছে কিনা বিচার করি। কর্ম্মফলবাদিগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া নৈষ্কর্ম্ম্য-বাদিগণের বিচারে দুই শ্রেণীর কথা আমাদের আলোচ্য বিষয় হয়। আমরা জগতের বৈচিত্র্যধ্বংসকারী, আমাদের নিজত্বের বিলোপ সাধনকারী নির্ব্বিশেষ জ্ঞানিগণের চিত্তবৃত্তি অনুসরণ করিব কি না, ভাবিতে থাকি। এই সমস্যার মীমাংসাকালে প্রবল ঝটিকায় যখন আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির তরণী দুলিতে থাকে, যখন ফলপ্রার্থনা ও ফলত্যাগের তরঙ্গমালার ঘাত-প্রতিঘাতে বুদ্ধিপ্লব বিঘূর্ণিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও নানাবিধ ক্লেশ উপস্থিত হয়, তখন আমাদের সেই মানস-তরণী আত্মরক্ষার জন্য যোগ্য কর্ণধারের সাহায্য প্রার্থনা করে। আমাদের নিজচেষ্টা বিফল হইলে আমাদের নিত্য পরতন্ত্রতা কি অবস্থায় নিত্যসিদ্ধ, তাহার আলোচনা আসিয়া উপস্থিত হয়। যাঁহারা পরমাশ্রয় বস্তুর অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎকার হইবার ব্যাঘাত ঘটে না। এইখানে আমাদের অভিজ্ঞতায় একটা সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয়, যদি পরমাশ্রয় বা শেষ আশ্রয় অচেতন পদার্থ হন, তাহা হইলে আমাদের এই চরবস্থার কথা কে বিবেচনা করিবেন? তখনই আমরা বুঝিতে পারি যে, যে-সূত্রে আমরা বহু হইতে একে সমাশ্লিষ্ট, সেই এক হইতে বহুরূপে আমাদের বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠান এবং আমাদের প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই চেতনধর্ম্মের বৃদ্ধিমত্তা অবস্থিত। সুতরাং আশ্রয়িতব্য বস্তুর বিচারশক্তির অভাব থাকিবে—এই ধারণা প্রবল হইলে আমরা পূর্ব্বোক্ত প্রাকৃত রাজ্যেরই অনভিজ্ঞতার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া নিজ কর্তৃত্বের বা পুরুষকারের অপব্যবহার প্রদর্শন করিতেছি মাত্র—এই বিচার আমাদিগকে পুনরায় শ্রেয়ঃপন্থী করিয়া তুলিবে। এই অমঙ্গলের মুহূর্ত্তে আমাদিগকে নির্ব্বিশিষ্ট বিচার গ্রাস না করে—এই জন্য চেতনময় রক্ষাকর্ত্তা স্বীয় 'অনুগ্রহ' নামক বৃত্তিটি আমাদের উপর নির্দ্ধারিত করেন—ইহাই ভগবানের অহৈতুকী দয়া, আর আমাদের তদ্গ্রহণেচ্ছাই অহৈতুকী ভক্তি। সেই বৃত্তিতে অবস্থিত হইতে পারিলেই আমাদের

নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধি লাভ ঘটিবে, নতুবা নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধির নামে মায়াবাদ আসিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিবে। যাহাতে আমরা পরমাশ্রয়ের কৃপা-বঞ্চিত না হই, তজ্জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের উদাহৃত শ্লোকত্রয় আমাদের আলোচ্য বিষয়রূপে উপস্থিত হন—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥
(ভাঃ ১০।২।৩২)

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি
তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥
(ভাঃ ১০।১৪।৩)

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥
(ভাঃ ১০।১৪।৪)

শ্রীমদ্ভাগবতের—

ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গ্যস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ॥
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ॥

—এই শ্লোক যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন,—অভক্ত ভোগিগণ মনে করেন যে, ধর্ম্মের অর্থই ফল, অর্থের কামই ফল, কামের ইন্দ্রিয়-প্রীতিই ফল, ইন্দ্রিয় প্রীতির পুনরায় ধর্ম্মই ফল অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকাম-পরম্পরাই প্রয়োজনীয় ত্রিবর্গ। বস্তুতঃ এরূপ কখনও হইতে পারে না। অব্যভিচারী অর্থের কাম বা বিষয়ভোগ ফল নহে, কাম বা বিষয়ভোগের ফল ইন্দ্রিয়প্রীতি নহে। যেকাল পর্য্যন্ত জীব বাঁচিয়া থাকে, তৎকালাবধিই ইন্দ্রিয়-প্রীতি লাভ করে। জীবের কর্ম্মানুষ্ঠানে যে প্রসিদ্ধ স্বর্গাদি লাভ কথিত হয়, তাহা কখনও উদ্দেশ্য নহে, তত্ত্বজিজ্ঞাসাই তাঁহার মুখ্য লাভ।

তত্ত্বজিজ্ঞাসায় 'প্রেমই' পরমার্থ বা পঞ্চমপুরুষার্থ বলিয়া নিনীত হয়।

নির্ণয়-পর্য্যায়

বিচিত্রতাপূর্ণ জগতে দর্শনকারিগণের মধ্যেও বহুবিধ ভেদ দৃষ্ট হয়, রুচির প্রভাবে নানাপ্রকার বিচার উদ্ভাবিত হইয়া সত্যের স্থানে বহুক্ষেত্রে নানাপ্রকার রূপান্তর লক্ষিত হয়। মানবের তিনপ্রকার চেষ্টার মধ্যে ইচ্ছা, জ্ঞান ও প্ররোচিত ক্রিয়া—এই বৃত্তিত্রয় দেখা যায়। অপূর্ণবস্তু লাভাশায় ইচ্ছায় বহুত্ব—একেচ্ছা অপরেচ্ছার বিরোধী, কোথাও পোষক; পূর্ণ বস্তু লাভেচ্ছায় জীবের রুচিভেদেও একমাত্র পূর্ণবস্তুই বিবিধ হৃদয়ে প্রতিভাত হন, পূর্ণতার অভাব হইলেই অপূর্ণতায় সংখ্যাগত বৈচিত্র্য প্রকাশিত হয়। যেখানে পূর্ণতার বিভিন্ন মূর্ত্তি, সেখানে বস্তুবিষয়ে পৃথক্ না হইলেও অপূর্ণ দর্শকের বিভিন্ন কল্পনা বস্তুর অপূর্ণ প্রকাশ ভেদ দেখিয়া থাকে। সেইরূপ চিত্তবৃত্তির দ্বারা সেই শ্রেণীর অপূর্ণ-দর্শককে আত্মলাভ পুরুষার্থের বিচারে স্বীয় অপূর্ণতার বা অভাবের পরিপূরণ আশা করে। যেখানে অপরের অভাব বৃদ্ধির জন্য সূচনা হয়, সেস্থলে সদসতের বিচার জগতের অমঙ্গল শুদ্ধ করিবার যত্ন করে। সেস্থলে ইচ্ছা কিরূপে সংযত হওয়া আবশ্যক, ঐ চিত্তবৃত্তি তাহার তারতম্যের বিচার করে। কর্ম্মের প্রবৃত্তি স্থানভেদে অপরের অমঙ্গল এবং কোথায়ও বা পরের মঙ্গল করায়; আবার কোথায়ও বা পরের মঙ্গলের ছলনায় ফলরূপে নিজ মঙ্গলের সহিত পরের অমঙ্গলও সংশ্লিষ্ট করায়। ঐহিক সুখ-বাসনা ও আমুষ্মিক স্বকেন্দ্রিয়-তৃপ্তি একের সুবিধা করিয়া দিলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের দুঃখের কারণ হয়। ইহলোকে চিত্রকরের পরিশ্রমলব্ধ ফল অনেকের নিকট সুখকর হইলেও চিত্রের অঙ্কনজন্য পরিশ্রমরূপ দুঃখভোগ চিত্রকরের ভাগ্যে অপরিহার্য্য, যেহেতু পার্থিব রাজ্যে সুখ ও সুখাভাব অর্থাৎ 'দুঃখ' বলিয়া প্রতীতি থাকায় একে অপরের দুঃখের কারণ হন। বিশেষতঃ ঐহিক ও আমুষ্মিক রাজ্য ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া প্রবৃত্তিমূলে প্রতিযোগিতার মধ্যে প্রধানের অংশে প্রাধান্য অপরের দুঃখের কারণ হয়। কামক্রোধাদি-রিপুসমাশ্রিত মৎসরতা একমাত্র প্রভুর সেবার অভাবে বিশৃঙ্খলতা উৎপাদন করে। বদ্ধজীবগণ স্ব স্ব ইন্দ্রিয়-তর্পণমূলে অপরের অংশ দেখিতে পান না। অন্যের প্রাপ্যাংশ নিজায়ত্ত করিবার প্রচেষ্টাই কর্ম্মবীরের ইচ্ছা। শ্রেয়ঃপথে কিঞ্চিৎ আলোক যদিও কর্ম্মাগ্রহিগণের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়, তথাপি নিজেচ্ছা ফলবতী করিবার অভিপ্রায় মৎসরতা-মূলে অপরকে তাহার প্রাপ্যাংশ হইতে বঞ্চিত করে।

জ্ঞানের আবরণ যেকালে কর্ম্মাগ্রহিতার বিনাশ বাসনা করে, তখনই পূর্ণতার দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হয়। অপূর্ণ-জগত হইতে উন্মুক্ত হইবার বাসনা তাঁহার বুভুক্ষুবের পরিত্যাগ করাইয়া মুমুক্ষুতায় স্থাপন করে। তখন তিনি অপূর্ণ-পরিহার-বাসনায় যাবতীয় অপূর্ণের সমষ্টিকেই পূর্ণ বলিয়া মনে করিতে থাকেন। এই কার্য্য সম্পাদনের জন্য তাঁহার দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন-ভেদের বিলোপসাধন করিতে হয়। অপূর্ণ সত্তার পূর্ণতা সাধনোদ্দেশে তাঁহার যে চেষ্টা, সেখানেও নিষ্ফললাভরূপ আংশিক-দর্শন ক্রিয়া-বিশিষ্ট হয়। কখনও বা কর্ম্ম-জ্ঞান-মিশ্রা ধারণা আসিয়া তাঁহার কেবল-জ্ঞানের ব্যাঘাত করাইয়া যোগাদিপথের উদ্ভাবনা করায়। স্বাধ্যায় প্রভৃতি, শমাদি সাধনষট্‌ক এবং কৃত্রিম বৈরাগ্য মানবের ইচ্ছাকে রূপান্তরিত করে। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মাবৃত, জ্ঞানাবৃত ও মিশ্রভাবাশ্রিত নানাবিধ অভিলাষবিশিষ্ট জনগণের যে কোন সমস্যার মীমাংসায় প্রবৃত্তি নানাপ্রকারে তাহাদের নিজ নিজ অপস্বার্থে নিযুক্ত করে। এইসকল চেষ্টা অপূর্ণ বস্তুর সহযোগে অনুষ্ঠিত হওয়ায় জড় ভাবোন্মত্ততা জীবকে সঙ্কীর্ণতার গহ্বরে আবদ্ধ করে। প্রবৃত্ত-জনগণের প্রয়োজন নির্ণয়ে নানাবিধ ভাব আসিয়া, নির্ণয়ের পরস্পর বৈষম্য উৎপাদন করে। সেইকালে পরস্পরের মধ্যে বিবদমান প্রবৃত্তি এরূপ প্রবলা হয় যে, তাহারা নিজ নিজ অবলম্বনীয় মতগুলিকে প্রকৃত নির্ণায়ক বলিয়া মনে করিতে থাকেন। অদ্বয়-জ্ঞানের মধ্যে অবস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত নির্ণয়কারীর অবস্থিতি প্রতিবাদ-যোগ্য নহে—এরূপ বলা যায় না। ভ্রমপ্রমাদাদি দোষচতুষ্টয় আমাদের প্রকৃত নির্ণয়কার্য্যে নানাপ্রকার বাধা উপস্থিত করে। যেখানে বাদ-প্রতিবাদ বা ভেদনাত্মর প্রাবল্যের সম্ভাবনা থাকে, উহাই প্রাকৃত জগৎ। এই জগতে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম প্রয়োজনরূপে নিনীত হইয়া থাকে; আবার এই জগৎ হইতে কৃত্রিম বিরাম লাভ করিবার জন্য যাঁহাদের শ্মশান বৈরাগ্যের উদয় হয়, তাঁহারাও বুভুক্ষা ত্যাগ করিয়া মুমুক্ষাকে আলিঙ্গন করেন। আমাদের আংশিক বস্তুর পারিপার্শ্বিকতার বিচার সকল দেশ-কাল-পাত্রের-খণ্ডাবিচারসমূহের সর্ব্বতোভাবে অমঙ্গল সাধন করে। অখণ্ড দেশ কাল-পাত্রের ধারণা একটি কাল্পনিক বিষয় হইয়া পড়ে। তজ্জন্য পুরুষার্থ-নির্ণয় সম্যগ্‌ভাবে বিপন্ন হয়। ত্রৈবর্গিক ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম বা চতুর্থ অপবর্গাখ্য বিচার পার্থিব আপেক্ষিক ধর্ম্মে অবস্থিত বলিয়া নিত্য নহে—অবিকৃত জ্ঞানময় নহে—অথবা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দকর নহে। অদ্বয়জ্ঞানের অনুকূলতায় যেসকল চেষ্টা বিহিত হয়, সেই চেষ্টাতে কোন প্রমাদ দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। যেখানে প্রাতিকূল্য চেষ্টা, সেইস্থানেই বস্তুস্বরূপ কল্পনায় অদ্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাত আসিয়া উপস্থিত হয়। তজ্জন্যই প্রাকৃত রাজ্যে সম ও বিষম ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে বৈষম্য অবস্থিত। যতই কেন না বৈষম্য-নিরাকরণের যত্ন করা হউক, কাল্পনিক সহযোগিতা কোনদিনই প্রাকৃত রাজ্যে বহুনায়কের মনস্তুষ্টি করিতে সমর্থ হইবে না। যেখানে প্রতিকূল নায়কের অবস্থিতি সম্ভবপর, সেখানে অনুকূল নায়কের অনুগত জনগণ যে পুরুষার্থের মীমাংসা করিবেন, তাহা বহুল দোষদুষ্ট হইবেই হইবে। সুতরাং পক্ষ বা পক্ষান্তর গ্রহণমূলে যাবতীয় বাক্যের পুনঃ পুনঃ ভেদাভেদের চিন্তাস্রোত নিরাকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত কোন প্রকার সুমীমাংসার সম্ভাবনা হইতে পারে না।

কিরূপ অবস্থায় অবস্থিত হইয়া বহুত্বের অন্তরালে আমরা যে পরস্পরের কেবল ভেদের বিচারে প্রতিষ্ঠিত হই এবং আপনাদের অনুকূলতার পোষণ করি, তাহাতে অদ্বয়জ্ঞানের আনুগত্যাভাবে যে দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়, তাহা প্রত্যহই ন্যূনাধিক সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। এই বৈষম্য নিরাকৃত হইবার একমাত্র উপায়ই—একমাত্র ভগবানের আশ্রয়-গ্রহণ। আশ্রয়-গ্রহণনীতি আমাদিগকে আমাদের কেবল জ্ঞান অবলম্বন করাইয়া যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-জ্ঞান অদ্বয়-জ্ঞানের নিঃশক্তিকত্ব বিচার করায়, উহা-দ্বারা জ্ঞানাবরণক্রমে মুক্তির পঞ্চবিধ প্রকার-ভেদ কখনও পুরুষার্থ-নামে পরিচিত হইতে পারে না। তজ্জন্যই ভগবদ্ভক্তগণ সালোক্যাদি মুক্তিমালাকে পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করেন না। ঐসকল মুক্তিভেদ যাঁহাদের হৃদয়কে প্রলুব্ধ করিয়াছে, তাঁহাদের তৃষ্ণাপিপাসা বুভুক্ষা বা মুমুক্ষায় পরিণত হয়। যদবধি ভগবানের করুণা-কটাক্ষ বা ভগবৎ-করুণা-কটাক্ষলব্ধ ভগবৎ-পার্ষদের স্নিগ্ধমুখ ভাষিত বৈকুণ্ঠধ্বনি আমাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট না হয়, তৎকালাবধি আমাদের পাপ-প্রবৃত্তি ও পাপোত্থ বিচারের বহুনানত্বপর্য্যন্ত ধ্বংস হয় না। প্রাচীন পাশ্চাত্ত্যদার্শনিকগণের নিকট পুণ্যসংগ্রহ ও অপরাধগণের স্বস্থ-সংগ্রহই অভীষ্ট বস্তু ছিল এবং এখনও অর্ব্বাচীন সম্প্রদায়ের নিকট উহাই প্রতিষ্ঠিত থাকায় জ্ঞান-প্রাধান্যে মুক্তি-লাভেচ্ছার আগ্রহই দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়। এই কারণেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব স্বীয় মহাবদান্যতা প্রচার পূর্ব্বক মলিন-হৃদয় জীবগণের নিকট কৃষ্ণপ্রেম প্রদানের কথাই বলিয়াছেন। যাঁহারা ধর্ম্মানুশীলনে চাপল্য প্রদর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সমীচীন বাচ্য-বাচক নিরূপণে সমুৎসাহ প্রদর্শন করেন নাই, উহারাই ভুক্তি-মুক্তিকে পুরুষার্থ জ্ঞান করেন। পরমপুরুষের অভিজ্ঞানের অভাবে সংখ্য পুরুষসমূহ স্ব-স্ব চেষ্টার প্রকৃতি-দাস্যে নিযুক্ত হইয়া আপনাদিগকে প্রাকৃত অভিমান করেন। কিন্তু যেকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের হৃদয়ে ভুক্তি ও মুক্তির ইচ্ছা প্রবল থাকে, সেইকালে তাঁহাদের চিদানন্দেচ্ছা, সুপ্ত বলিতে হইবে।

পূর্ণ পুরুষের পুরুষোত্তমতায় যে ইচ্ছা-শক্তি, যে জ্ঞান-শক্তি ও যে ক্রিয়া-শক্তি অবস্থিত, তদনুকূলে বদ্ধজীবের অভিযানই পরম-মঙ্গলের প্রধান পথ। ঐ পথটিকেই 'ভক্তিপথ' বলিয়া অভক্তি পথগুলিকে অন্যান্য অভক্তিপথ বলা হইয়াছে। দেহের ধর্ম্ম মনের ধর্ম, দেহের অর্থ, মনের অর্থ, দৈহিক কাম ও মানসিক কাম—এই সকল প্রকৃত পুরুষার্থ নির্ণয়ের ব্যাঘাত কারক বলিয়া পুরুষের ভোক্তৃ অভিমান এবং প্রত্যক্ষযোগ্য প্রতীতির দ্বারা অনুমান পুরুষার্থ নির্ণয়ের প্রতিবন্ধক উপস্থিত করায়। অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা যেরূপ দৃশ্য বস্তুগুলি অধিকতর স্পষ্টভাবে পরিদৃষ্ট হয়, সেইরূপ ভগবদ্ভক্ত দর্শনে জীবের অপরাধ পরিত্যাগে যে পুরুষার্থ নির্দিষ্ট হইয়াছে, পূর্বের শক্তিসমূহ সেই নির্দ্দেশ বিপর্য্যস্ত করিয়া পুরুষার্থ বিনির্ণয়ের জন্য যত্ন করাইবে। সম্রাট্ কুলশেখরের মুকুন্দমালা স্তোত্রে আমরা চতুর্ব্বিধ ভোগবাসনার দোষসমূহ লক্ষ্য করি। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব উহাই স্পষ্টভাবে বর্ণনপূর্ব্বক আনন্দরসামৃতমূর্ত্তি অদ্বয়-জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সকল কথা আমাদের পুরুষার্থের চরমসীমা বলিয়া জানাইয়াছেন। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনবিষয়িণী শিক্ষিত কথার শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, ত্রিবর্গবাদের যত্নে মানব ধর্ম্মবিষয়ে দিশাহারা হইয়াছেন এবং চতুর্থ বর্গের জন্য লালায়িত মানব আরও অধিকতর বিপথগামী হইয়াছেন। পরন্তু ভগবদ্-আশ্রিত জন কেবলজ্ঞানগম্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের জ্ঞানবাহিত নহেন, আংশিক পরমাত্ম-বস্তুর ভূমাহীনবোধে বিচারবাহিত হইয়া তাঁহার সান্নিধ্য ও সাযুজ্য প্রার্থী মাত্র নহেন। পরন্তু নিত্য নিত্যানন্দে অবস্থিত হইয়া পূর্ণজ্ঞানের সেবা করিতে গিয়া নির্ব্বিশিষ্ট ভাব বা জড়াজড় প্রতীতির অন্তর্ভুক্ত পরমাত্ম-সান্নিধ্য মাত্রে স্বীয় নিত্য চেষ্টা আবদ্ধ করেন নাই। পরন্তু জীব অণুসচ্চিদানন্দ স্বরূপের দ্বারা নিত্যকাল পূর্ণচিদানন্দ-রসাস্বাদনের প্রয়োজনীয়তাকেই পুরুষার্থ বলিয়া বিনির্ণয় করিয়াছেন। ইহা দৈহিক বা মানসিক কল্পনাপ্রসূত অনিত্য অনুভূতি নহে।

ভগবদনুশীলনক্রমেই জীবের নিত্য স্বরূপের ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া নিত্যানুভূতির বিষয় হয়। তখন আর পুরুষার্থনিরূপণে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রভৃতির তাৎকালিকী চিন্তা অবাঞ্ছিত রাজ্যে লইয়া যায় না। তখন আর জীব অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী বা জ্ঞানীর সজ্জায় অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনের কোন প্রকার প্রতিকূল আচরণ করিয়া কর্ম্ম-জ্ঞানাদির বহুমানন করিতে করিতে নিত্যা ভক্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া পুনঃ পুনঃ দেহ মনের বশে পুরুষার্থ-নির্ণয়ে বিপথগামী হন না। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শ্রীমদ্ভাগবত ও তদনুগ প্রকরণগ্রন্থে প্রস্ফুটিত আছে। শ্রীমদ্ভাগবতগণের সৎসঙ্গে উহা লব্ধ হয়; উহাই সর্ব্বোত্তম পুরুষার্থ, আত্মধর্ম্ম বা ভগবৎ প্রেম।

সঙ্গতি পর্য্যায়

ভোক্তার ভোগ্যজগতে ইন্দ্রিয় পরিচালন করিতে গিয়া যে সুখোদয় হয়, তাহা 'বিলাস' নামে পরিচিত। সুখান্বেষণ বা প্রীতি সংগ্রহই আত্মার একমাত্র বৃত্তি। সেই প্রীতির অভাব হইলে ইন্দ্রিয় পরিচালনা করিতে উৎসাহ থাকে না, পরন্তু সঙ্কোচ করিবার বিচারই দেখা যায়; ইহাকেই 'বৈরাগ্য' বলে। জাগতিক অভিজ্ঞতা অনেকস্থলে পরিণাম বিচার করিতে গিয়া বৈরাগ্যকেই পরম উপাদেয় জ্ঞান করে। সুখের উপলব্ধি যাঁহাতে আছে, তিনিই সুখের অধিকারী বা সুখ দাতাকে আদর করেন না। সুখের উপলব্ধি যে-বৃত্তির সাহায্যে লব্ধ হয় উহা জ্ঞানবৃত্তি নামে কথিত; সুখের উপলব্ধিকারকের নাম 'জ্ঞাতা'। জ্ঞেয়বস্তুর সুখ ক্ষীণ হইলে বা তাহার অভাব থাকিলে জ্ঞানের পরিমাণ ন্যূন বা অভাবগ্রস্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞাতার যে অভাবগ্রস্তের সেবা করিতে হয়, উহা 'অজ্ঞান' নামে পরিচিত। এই অজ্ঞানই দুঃখের কারণ বলিয়া জ্ঞাতৃবর্গ জ্ঞানের সাহায্যেই বিচার করিয়া থাকেন। জ্ঞাতার বস্তুজ্ঞানের বিবিদিষা ও জ্ঞেয়ের অল্পত্ব, ক্ষুদ্রত্ব বা অভাব বিলাসের ব্যাঘাত উৎপন্ন করিলে, যে জড়তা প্রকাশিত হয়, উহারই অপর পরিচয় সাধনজন্য বিরাগ; তাহাই তৎকালে প্রয়োজনের স্থান অধিকার করে। বস্তুলাভে বিতৃষ্ণা আমাদের জ্ঞান-প্রবৃত্তিকে খর্ব্ব করাইয়া মানসী বৃত্তি ও তদধীন ইন্দ্রিয় পরিচালনা হইতে অবসর গ্রহণ করায়। প্রবৃত্তপুরুষ ইন্দ্রিয়-পরিচালনা হইতে বিমুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে কতিপয় কৃত্রিমপন্থা আবিষ্কার করেন। বহির্জগৎ হইতে চিত্তের বৃত্তি সংযত করিবার বাসনা প্রবল হওয়ায় বিরাগসাধন দ্বারা অতীন্দ্রিয় অভিলাষ করেন কিন্তু জড়জগতে সাপেক্ষধর্ম্মের বশবর্ত্তী হওয়ায় তাহার অভিলাষ পূরিত হইবার পূর্ব্বেই বাহির হইতে বাধা আসিয়া উপস্থিত হয়।

সঙ্কল্প-বিকল্পের সংহার-বাসনায় যে সকল মনোনিগ্রহাত্মক চিন্তা বা স্থূল-শরীর-নিগ্রহ-বিবেক অনুসৃত হয়, তাহারও অনেক সময় বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে কার্য্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা অল্প হইয়া পড়ে। এজন্যই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা খণ্ড অভিজ্ঞান সংগ্রহের চেষ্টা বাস্তবজ্ঞান বা আনন্দ সংগ্রহে কার্য্যকরী হয় না

খণ্ডজ্ঞান, খণ্ড বস্তুর ধারণা বা খণ্ডিত জ্ঞাতা যে ভূমিকায় অবস্থিত, তাহার সাহায্যে, তাহার নানা প্রকার উদ্ভাবন-শক্তিকে কার্য্যে পরিণত করিবার নানা ব্যাঘাত দেখা যায়। একারণ খণ্ডিত জ্ঞাতা আপনাকে অখণ্ড জ্ঞাতা করাইবার জন্য যে সকল কাল্পনিক সাধনের অন্তরে প্রবেশ করেন, উহা অনেক স্থলেই ফলবৎ হয় না বলিয়াই জ্ঞানলাভের পন্থাকে এবং জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সম্যক্ আলোচনকে অনেকে 'পুরুষার্থ' বলিয়া ধারণা করিতে পারেন না।

ভগবদিতর ধারণা যে জ্ঞেয়-ব্যাপারে অবস্থিত, তাহা আরুরুক্ষু-ভূমের পীড়নের ন্যায় কথিত হইয়াছে। মুক্তির সাযুজ্য বিচারে জ্ঞাতৃত্ব, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সমাধির কথাও আমরা শুনিয়া থাকি। জাগতিক সাধনা দ্বারা অবলম্বন করিয়া জড়াবকাশ রহিত করিতে পারিলে বস্তুধর্ম মিলিয়া যায়, ইহা অভিজ্ঞানের পরিচয় বটে, কিন্তু এই জ্ঞানটী জড়াতীত বৈকুণ্ঠরাজ্যে প্রযোজ্য কি না সে বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে আমাদিগকে খণ্ডজ্ঞানরাজ্য হইতে সংগৃহীত জ্ঞানাবলম্বনে অখণ্ড রাজ্যের গতি নিরূপণ করার ন্যায় নিষ্ফল বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হয়।

বৈকুণ্ঠরাজ্যে জড়াবকাশ না থাকায় সেখানে কোন জড় বস্তু বা জড় জ্ঞান স্থান পাইতে পারে না। স্থান লাভের দুরাকাঙ্ক্ষা থাকিলে উহা ভূতাকাশেরই অন্তর্ভুক্ত স্থানবিশেষে পরিণত হয়। বৈকুণ্ঠ চিরদিনই বাস্তব বস্তুর প্রেমাকর্ষণে এরূপ ঘন-সমাশ্লিষ্ট যে, তথায় ইতর বস্তুর প্রবেশের স্থান থাকিতে পারে না।

আমাদের অভিজ্ঞতা ইন্দ্রিয়দ্বারা ভোগবিলাসে আবদ্ধ এবং আমাদের ভক্তি-বঞ্চিত ত্যাগ-বিরাগ—ভোগতার অনিত্য-ধারণা-মাত্র। ভোগ-ত্যাগের রাজ্য হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য মুকুন্দদেবের আশ্রয় লাভ করিতে হয়। আমাদের স্থূল সূক্ষ্ম উপাধি হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিলে মুকুন্দের সেবোপযোগি-স্বপ্ন-অস্মিতার নিদ্রা ভঙ্গ হয়। তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, আমাদের প্রিয়তম বিষয়ের সহিত প্রেমরজ্জুতে আবদ্ধ আশ্রয়জাতীয় আমরা অনেক; সেই প্রেমরজ্জু জড়রজ্জুর ন্যায় ভূতাকাশের অপেক্ষা করে না, পরন্তু অবিমিশ্র কেবলচিদাকাশে ভজনীয় বস্তু ও ভক্তের মধ্যে অবস্থিত। কেবল-চিদাকাশে যে-সকল বাস্তবশক্তিপরিণত অধিষ্ঠান নিত্যাবস্থিত, তাহাতে জড়জগতের কোন প্রকার অবরণ নাই—জড়কালাধীনতা নাই; অখণ্ডকাল, অখণ্ড অবকাশ ও অখণ্ড চিন্ময় বাস্তববস্তু তাঁহার অনুচিদ্-বস্তুকে ক্রোড়ে ধারণ করায় কোন বিক্ষোভের কারণ হয় না। তথায় 'প্রেম' নামক আকর্ষণী বৃত্তি, যাহা কৃষ্ণের নিত্যাশ্রিত বস্তু, উহারই ক্রিয়াকলাপ অনুসচ্চিদানন্দ শক্তিকে জড়াকাশ ও জড়কালের দ্বারা বিদূরিত বা বিক্ষিপ্ত করে না। সেখানে বস্তুর অদ্বয় জ্ঞান প্রবল থাকায় জাগতিক ভেদের অপকৃষ্টাংশ স্থান পায় না। সুখ-দুঃখ-ভেদের পরিমাণ, আলোক অন্ধকারের ভেদ-পরিমাণ, ক্ষুদ্রত্ব-বৃহত্ত্ব-পরিমিতিগত ভেদ-বিষয়ক অবরতা বা দুঃখ চিৎসুখের ব্যাঘাত করিয়া আমাদের বর্ত্তমান প্রতীতিতে অচিদ্রাজ্যে অনুরাগের প্রতিকূল 'বিরাগ' আবাহন করে না। সেই 'প্রেমই' আকর্ষক রসের আরম্ভের প্রতি অনুরাগ এবং আকৃষ্ট আশ্রয়ের রসের প্রতি অনুরাগ। সেইকালে রসেতর বৈরাগ্য প্রবল হওয়ায় উহাই তথাকার প্রকৃতি বা নিত্য স্বভাব। সেই প্রেমা পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া সংখ্যাগত অধিষ্ঠানসমূহে একতাৎপর্য্যপর আকর্ষকের সহিত প্রেমময় সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক নিত্য অবস্থিত। তথাকার পাত্রযোগ্যতা আকর্ষণ-শক্তির উত্তরোত্তর বর্দ্ধনকারিণী। উহার হ্রাস পাইবার যোগ্যতা নাই। প্রেমের বিচিত্র বিলাস জীব-দৃষ্টিতে জগতে আলোচিত হইলেও যে সাহিত্য এবং সৌন্দর্য্য এখানে উপলব্ধির বিষয় হয়, উহা নিত্য ধামের বিকারবিশেষের প্রতিফলন-মাত্র—বিকৃত প্রতিফলনে বাস্তবসত্য নাই বলিয়া উহা হেয়তা ও নশ্বরতাপূর্ণ।

রসের প্রেমবিবর্ত্তের যে পরিচয় এতদ্দেশে আনীত হয়, উহা আসুর-বুদ্ধির বিমোহনের জন্য। প্রেমবিবর্ত্তের মধ্যে যে বিপ্রলম্ভের বা অভাবের বর্ণন আছে, উহা নিত্য-সম্ভোগের উৎকর্ষের জন্যই জানিতে হইবে। যেরূপ ইহ জগতে আমরা অতি লোভনীয় বস্তুকে দস্যুকর্ত্তৃক অপহৃত হইবার বিরুদ্ধে সযত্নে গোপন করিয়া থাকি, নিজ সৌভাগ্যের কথা হিংসকের কর্ণে যাহাতে প্রবিষ্ট না হয় তজ্জন্য উহাকে আবরণে আবৃত করি,

সেইরূপ হরিলীলাসমূহ পুণ্য-পাপ-স্রোতে নিমগ্ন দুষ্কর্ম্মনিরত জনগণের বোধ্য নহে বলিয়া ভোগপরায়ণ জনগণের জন্য কর্ম্ম-কাণ্ডের প্রশস্তি বেদমন্ত্রে গীত হইয়া থাকে। আবার বেদের শিরোভাগ উপনিষদ্ প্রভৃতির মধ্যেও মূঢ়মোহনের জন্য জড়-নিরস্ত একায়ন বিচারে জগন্মিথ্যাত্ববাদ, রসরাহিত্যবাদ, বিচিত্র-বিলাস-রাহিত্য বিচার, জীবব্রহ্মৈক্যরূপ বিবর্ত্তবাদ প্রভৃতি নানা প্রকার অজ্ঞজন-মোহিনী বার্ত্তা বিঘোষিত আছে। যেরূপ সংসারে অন-ভিজ্ঞ শিশুর নিকট দাম্পত্যের কথা অনালোচ্য, সেই প্রকার অস্ফুটচিত্ত ভগবদ্-বিমুখ কৈতবপূর্ণ ব্যক্তির নিকট চতুর্ব্বর্গ আলোচনা ব্যতীত পঞ্চম পুরুষার্থের আলো-চনা প্রয়োজনীয় নহে, তজ্জন্যই কতিপয় প্রসিদ্ধ শাস্ত্রাদিতে আত্মার একমাত্র বৃত্তি প্রেমার কথা উদ্ঘাটিত হয় নাই। পুরুষার্থ নিরূপণে কৃষ্ণ-প্রেমার সর্ব্বোত্তমতা প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে পাওয়া যায় না, এরূপ সিদ্ধান্ত অর্ব্বাচীনতার সুমেরুশিখরে অবস্থিত। মূঢ় শিশুকে যেরূপ চাক্‌চিক্যযুক্ত দ্রব্য প্রদানে তাহার তাৎকালিক দুঃখ অপসারিত করা হয়, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাদৃশ চাক্‌চিক্যের মূল্য অত্যল্প, আবার উহা যেমন সেই সময় শিশুকে বুঝাইয়া দেওয়া হয় না, তদ্রূপ। প্রেমমাহাত্ম্য পুরুষার্থ-নিরূপণে কোন্ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছে সে-সকল কথার সাধারণতঃ বিচার প্রদর্শিত হয় না।

প্রেমের অন্তরালে 'বিপ্রলম্ভের' অবস্থিতি জানিয়া ভগবৎপ্রেমে জড়ত্ব-কল্পনাকারীর ঘরপোড়া গরুর সিঁদুরে মেঘ দেখিয়া ভয় পাইবার ন্যায় আশঙ্কা অবশ্যম্ভাবী।

আশ্রয়ের বহুত্ব জড়জগতে অনেক স্থলে অমঙ্গল উৎপন্ন করিয়াছে বলিয়া আশ্রয়ের অবৈধ ভোগাবিচারে এক বিষয়ের বহু আশ্রয়ত্ব বিচারকে দোষাবহ জ্ঞানে যে ভ্রান্তিময়ী ধারণা এখানে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, সচ্চিদানন্দ-রাজ্যে অধিষ্ঠান সত্ত্বেও উহাকে গুণান্তর্গত বলিতে যাওয়া শিশুগণের কলভাষণ মাত্র, সুতরাং জাগতিক পঞ্চবিধ বিষয়াশ্রয়গত সম্বন্ধে যে আলম্বন, উদ্দীপন এবং তাঁহাদের সমষ্টিতে যে বিভাব ও জাগতিক বিংশতি প্রকার অনুভাব, আটপ্রকার সাত্ত্বিক ও তেত্রিশ প্রকার আগন্তুক অপ্রার্থিত পর্য্যায় জড়রসের অস্থায়িভাবের সহিত সংযুক্ত হয়, উহার হেয়তা, অসম্পূর্ণতা ও বিবেকহীনতা কৃষ্ণপ্রেম তাৎপর্য্যপরতার সহিত সমজ্ঞান করিতে গেলে অজ্ঞান-জনিত অপরাধ আমাদিগকে ঢাকিয়া ফেলিয়া কৃষ্ণপ্রীতির অভাবকেই প্রেম-সংজ্ঞার অনুভবকারী বলিয়া দাঁড় করাইবে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব গোপীজনবল্লভের প্রতি প্রেমনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা গোপীর প্রেম জগতে সুলভ করিয়া দেখাইয়াছেন। চিন্ময়-জ্ঞানে সম্পূর্ণ অপরিচিত অযোগ্য শিশু ধর্ম্মরাজ্যে অগ্রসর হইয়া জড়ার্থ-কাম ও জড়রহিত মোক্ষ প্রভৃতি কুধারণায় যে প্রেমের জড়বিকার কামকে 'প্রেম' বলিয়া আখ্যা প্রদান করেন, উহার দ্বারাই তাঁহার বিলাস গণ্ডিতে নানাপ্রকার কুসংস্কার আসিয়া প্রেমকে কামসদৃশ জ্ঞান করায়। তথাপি তিনি জানিতে পারেন যে, কামই এই জগতে প্রধান আরাধ্য বিষয়—কামচরিতার্থতাই পুরুষার্থ। ধর্ম্মের সাহায্যে—প্রয়োজন জ্ঞানের সাহায্যে কামচরিতার্থতাই পরম প্রয়োজনীয় বিষয়। ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ভগবত্তায় যে ঐশ্বর্য্য ও তদ্বিরাগ, বীর্য্য ও তদ্বিরাগ, যশঃ ও তদ্বিরাগ, শ্রী ও তদ্বিরাগ, জ্ঞান ও তদ্বিরাগ প্রভৃতি যুগপৎ বিপরীত-ধর্ম্ম একাধারে অবস্থিত, সেইগুলির অপূর্ব্ব সমাবেশ যে জ্ঞাতার সুখস্বরূপ জ্ঞেয় ব্যাপার, সেই চিন্মাত্র জ্ঞান সদানন্দযোগে 'ভক্তি' নামে কথিত হয়। আত্মবৃত্তির সহিত জড়ের দেহ-মনোরূপ মিশ্র-প্রতীতি পরি-ত্যক্ত হইলে কেবল চেতনধর্ম্মের অভ্যু-দয়ে ভাব ও প্রেমা আত্মায় প্রকাশিত হয়, সেইকালে জড়জগতের আপেক্ষিক হেয়তা সঙ্গে লইয়া যদি কোন যাত্রী প্রেম-রাজ্যে অভিসরণে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি জড়জগতেই আবদ্ধ থাকিয়া ক্লেশ পাইবেন—পুরুষার্থসন্ধানে নিত্যবিমুখ হইয়া আত্মার নিত্য কৃষ্ণসেবোন্মুখতা-সরণীর পথিক হইতে পারিবেন না—চিরদিনই তাঁহার বোধ হইবে যে, কৃষ্ণপ্রেম ব্যতীত আর সকলগুলিই তাঁহার আদরণীয়

শ্রীনৃসিংহদেবের লীলাকথা যাঁহারা শ্রবণ করেন নাই, তাঁহাদের এইপ্রকার ভ্রান্তি কদাচ অবসর গ্রহণ করিবে না। চিন্ময় জগতের অনুশীলনে বেদোদ্ধারক মৎস্য বিষ্ণুর উপাসনা, জগদ্ধারক কূর্ম্ম-বিষ্ণুর উপাসনা, ভূগোলোদ্ধারক বরাহ-বিষ্ণুর উপাসনা, শ্রীদাশরথী রাম-সীতার উপা-সনাদি অতিক্রম করিয়া যে-কালে শ্রীবার্ষ-ভানবী ও তদীয় দয়িতের উপাসনার কথা এবং তাঁহাদের পরস্পর প্রেম-সেবার কথা চিত্তবৃত্তিতে সর্ব্বোত্তম পরম-চমৎ-কারিতা উৎপন্ন না করিবে, তৎকালা-বধি প্রেমার সৌন্দর্য্য দর্শনে আমরা চির-বিমুখ থাকিব। সালোক্যাদি মুক্তির অস্ফুটতা ও অপ্রয়োজনীয়তা দেখিবার জন্য ভগবদ্-ভক্তের কৃপাই বরণীয়।

ভগবদ্ভক্তের সেবা ভগবান্ করিয়া থাকেন। ভগবদ্ভক্তগণ ভগবানের নিত্য সেবা করিয়া থাকেন। অভক্তগণ পঞ্চোপাসনার কোনও একটী উপাসনার প্রভাবে নির্ব্বিশিষ্ট ব্রহ্মে সাযুজ্যলাভ অথবা পতঞ্জলী-কথিত সেশ্বর সাংখ্যবাদে পর্য্যবসিত হইবার বাসনাবিমূঢ় হন। যেকাল পর্য্যন্ত কর্ম্মাবরণ, জ্ঞানাবরণ, যোগাবরণ, আন্বিক্ষিকী ত্রয়ী-বিদ্যাবরণ জাগতিক-ভোগ-প্রবৃত্তি-বিমূঢ়তা এবং স্বকপোলকল্পিত চেষ্টা দ্বারা তাঁহার ত্যাগের ইচ্ছা জীবকে আপাত জ্ঞানবিমূঢ় করিয়া শ্রীভগবদ্ভক্তের পাদপদ্মের অসীম সেবা সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে সমর্থ না করাইবে, তৎকালাবধি শ্রীরূপকথিত শ্রীবৈকুণ্ঠনামাশ্রয়ের সম্ভাবনা না থাকায় মুক্ত অবস্থায় স্বীয় চিন্ময় নাম, স্বীয় চিন্ময় রূপ, স্বীয় চিন্ময় গুণ, স্বীয় চিন্ময় সুহৃৎ সমাজ ও তদাধার বৈকুণ্ঠ-ক্ষিত্যপ্-তেজো-মরুদ্ব্যোমে কৃষ্ণসেবনোপযোগী প্রেম-বিচিত্রধারালোক চিন্ময় ইন্দ্রিয়গুলিকে চিন্ময় হৃষীকেশের সার্ব্বকালিকী সেবায় অবস্থিত না করায়, জীবের পঞ্চবিধ কৃষ্ণ-প্রেমাকে তাঁহার পুরুষার্থ বলিয়া উপলব্ধির বিষয় হইবে না।

জড়জ্ঞান-প্রতারিত প্রতীতি কখনও আত্মশব্দবাচ্য হইতে পারে না—কৈতব-হীন ভজনীয় পদবাচ্য হইতে পারে না। চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থের ধারণারহিত অকৈতব চরম প্রাপ্যকেই প্রেমা কহে। জীবের মিশ্রবিচার কৃষ্ণসেবাবৈমুখ্য যে-কালে প্রবল থাকে, তৎকালে 'কৃষ্ণপ্রেমা যে নিত্যপুরুষার্থ' ইহা বুঝিতে না পারিয়াই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের চরণে অপরাধপুঞ্জ সংগ্রহ ও তৎফল পুরুষার্থ-নির্ণয়ে বিবর্ত্ত উপস্থিত হয়।

ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ পুরুষার্থ নির্ণয়ে ভ্রান্ত-জনগণের বোধসৌকর্য্যার্থ যে শ্লোকটী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা আলোচ্য বিষয় হইলেই জীবের পরম মঙ্গল হইবে,—

কৈবল্যং নরকায়তে
ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী
প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ
কীটায়তে
যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং
তং গৌরমেব স্তুমঃ॥

উপসংহার

উপসংহারে শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত শ্লোকটী ব্যাখ্যামুখে বলেন,—"শ্রীশ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দের ভাষায় 'কৈবল্য'-লাভ নরক-সদৃশ; স্বর্গলাভ, দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়-সংযম প্রভৃতি কৃষ্ণপ্রেমার নিকট অতি তুচ্ছ। মানবগণ যেকাল পর্য্যন্ত না কৃষ্ণ-পাদপদ্ম আশ্রয় করে, সেকাল পর্য্যন্ত তাহার মঙ্গল হ'বে না। ভগবান্ পরিপূর্ণ বস্তু। তাঁ'র সেবা পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য কিছুর উপাসনা-দ্বারা আমাদের সুবিধা হবে না। কতকগুলি জিনিষ নিজেদের জন্য রেখে দিয়ে বাকী গুলো ভগবানের জন্যে রেখে দিলাম, এরূপ বিচারদ্বারা কোন সুবিধা হ'বে না। কৃষ্ণকে আশ্রয় করতে হ'বে সর্ব্বতোভাবে তাঁ'কে আশ্রয় করতে হবে; তবে আমাদের মঙ্গল হবে।

কৃষ্ণ অধোক্ষজ-বস্তু; তিনি ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বারা অধিগম্য বস্তু নহেন। যে জিনিস ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অধীন, তাহা আমাদের ভোগের বস্তু। কৃষ্ণ আমাদের ভোগের বস্তু নহেন। তিনি হৃষীকেশ—আমাদের সমস্ত হৃষীক বা ইন্দ্রিয়ের সেব্য বস্তু। তিনি অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি, পরিপূর্ণ রস তাঁহাতে বর্ত্তমান। সেই পূর্ণ পঞ্চ রসে তাঁহার সেবা করা কর্ত্তব্য। ভোগ বা ত্যাগের দ্বারা তাঁহার সেবা হয় না। আত্মবিনাশ (যাহা সর্ব্বাপেক্ষা বড় ত্যাগ বলে আমাদের মনে হয়) মঙ্গলের পথ নয়। ভোগ ও ত্যাগ দুইটাই দোষের কথা। ভোগের দ্বারা ক্লেশ হয়, ত্যাগের দ্বারাও ক্লেশ উপস্থিত হয়। এই ক্লেশ হ'তে আমাদের মুক্ত হওয়া আবশ্যক।"

এই প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ 'অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণ-সম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥ প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥" এই শ্লোকদ্বয়ের আলোচনা করিয়া বলেন,—"আসক্তিই হচ্ছে মূল বন্ধন 'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥' ভোগের দ্বারা সুখটা আমি পাব, কিম্বা ভোগ রাহিত্যের দ্বারা শান্তিটা আমি পাব—এতদুভয়েই একটা আসক্তি আমাদের র'য়েছে এই আসক্তি বর্জ্জিত হ'তে হ'বে

স্বর্গলাভের আশাতেই বা আমাদের কি সুবিধা হবে? সে অবস্থাটা ত চির-স্থায়ী নয়। কিছুদিন পরে হয়ত আর একজন প্রতিদ্বন্দ্বী এ'সে সেখান থেকে আমাকে তাড়িয়ে দেবে। ইন্দ্রিয় দমন ক'রেই বা কি হ'বে? হাড়মাসের থলে নিয়ে সচ্চিদানন্দ বস্তুর নিকট যাবার কোন উপায় নেই। যদি ইন্দ্রিয়গুলোর দ্বারা কোন উপকার বা সুখ না হয়' তবে

(অতঃপর ৬৫ পৃষ্ঠার ৪র্থ কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ হৃষীকেশ আদি কারণোদশায়ী ৪৪১

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী

আবির্ভাব-তিথির সহিত বার্ষভানবীর বন্দনা

"যস্যাঃ কদাপি বসনাঞ্চলখেলনোত্থ
ধন্যাতিধন্য-পবনেন কৃতার্থমানী।
যোগীন্দ্রদুর্গমগতির্মধুসূদনোঽপি
তস্যা নমোঽস্তু বৃষভানুভুবো দিশেঽপি॥"

আজ পূততমা ভাদ্র-শুক্লাষ্টমী—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শুভদা হৃষীকেশ-গৌরাষ্টমী—অধোক্ষজ সেবকবৃন্দের পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী। গোবর্দ্ধনানন্দিনী গোবিন্দমোহিনী গোবিন্দ-সর্ব্বস্ব সর্ব্বকান্তাশিরোমণি রাধাঠাকুরাণীর আবির্ভাব-তিথি বর্ষপর্য্যায়ে আজ মাদৃশ দুর্জ্জনকেও একমাত্র সেব্যের সেবায় নিয়োগোদ্দেশ্যে এহেন পতিতের চিন্তদর্পণেও সেব্যের আশ্রয়-বিগ্রহ, সেব্যের হ্লাদিনী শক্তি, সেব্য-সেবাগতপ্রাণার অনুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষা জন্মাইবার নিমিত্ত করুণাপরবশ হইয়া স্বেচ্ছায় সমাগতা। তাই যিনি গৌরাঙ্গলীলায় ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী-নামে পরিচিত হইয়া 'রাধারস-সুধানিধি'-প্রমুখ গ্রন্থগিরিমালায় উন্নতোজ্জ্বল-রসের প্রস্রবণ প্রবাহিত করিয়াছেন, কৃষ্ণলীলায় সেই কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তি-রূপার আদেশ-পূর্ত্তিকারিণী যূথেশ্বরী 'তুঙ্গবিদ্যার গীতিতে প্রবন্ধারম্ভে বৃষভানুনন্দিনীর শ্রীচরণে প্রণতি জ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে তদীয় আবির্ভাব তিথিরাজেরও শ্রীচরণ-বন্দনা করিতেছি।

প্রকট-রহস্য

তত আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিমান্।
হরের্নিবাসাত্মগুণৈ রমাক্রীড়মভূন্নৃপ॥

—এই ভাগবতীয় শ্লোকে নন্দ-নন্দনের ন্যায় ব্রজরামাশিরোমণি শ্রীমতী বৃষভানু-রাজনন্দিনীর প্রাকট্য-মাত্র—জন্ম সূচিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে নিত্য অবস্থান করেন। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যবিহারস্থান বলিয়া ব্রজভূমি সর্ব্বদা সর্ব্বসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ। কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব আরম্ভ করিয়া এই নন্দ ব্রজ সর্ব্বলক্ষ্মীগণের অংশিনী ব্রজকিশোরিকা-শিরোরত্ন বৃষভানুনন্দিনীর ক্রীড়াভূমি হইয়াছিল। "ব্রজভূমি শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-কাল হইতে শ্রীমতী রাধিকাপ্রমুখা ব্রজরামাগণের বিহারাস্পদ হইয়াছিল"—এই বাক্য পাঠে কেহ যেন মনে না করেন যে, কেবল তখনই শ্রীমতী রাধারাণী প্রমুখা ব্রজদেবী-গণ তথায় বিহার করিতেছিলেন, অন্য সময়ে বিহার করেন না। শ্রীহরির নিবাসভূমি শ্রীনন্দগোকুলে শ্রীনন্দ-নন্দন যাবৎ নিগূঢ়ভাবে বিহার করেন, তাবৎ শ্রীমতী রাধিকা-প্রমুখা ব্রজরামাগণও নিগূঢ়ভাবে বিহার করিয়া থাকেন। আর শ্রীনন্দকুমার যখন প্রকটরূপে বিহার করেন, তখন ব্রজরামাশিরোমণি বৃন্দাবনেশ্বরীও তাঁহার কায়ব্যূহস্বরূপ গোপীগণের সহিত প্রকট-রূপে বিহার করিয়া থাকেন। 'তোষণী' ও 'সন্দর্ভ' ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

জন্ম-ভূমি—'বরসানু'-অধিত্যকা

নিত্যমুক্তগণের বিহারস্থলী ব্রজমণ্ডলের 'নন্দীশ্বর'-নগের দক্ষিণে 'বরসানু' নামে একটী বিচিত্রশোভ গিরিরাজ বিরাজিত। 'বৃষভানু'-নামে এক গোপরাজ সহধর্ম্মিণী কীর্ত্তিদাদেবীর সহিত উক্ত ভূধরবরের সুরম্য অধিত্যকায় বাস করিয়া শ্রীহরির আরাধনা করিতেছিলেন। ভাদ্র মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে বিশাখা-নক্ষত্রে মধ্যাহ্ন-সময়ে বৃষভানুরাজ গৃহে এক কন্যারত্নের আবির্ভাব হয়। কন্যারত্নের অঙ্গজ্যোতিঃতে দশদিক এক অপূর্ব্ব অপার্থিব স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোকে আলোকিত ও কৃষ্ণাবির্ভাব সময়ের ন্যায় সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে সজ্জন-বৃন্দের হৃদয়ে আনন্দ-গঙ্গোত্রী প্রবাহিত হইল—বৃষভানুপুরের সর্ব্বত্র আনন্দ-তরঙ্গ নৃত্য করিতে লাগিল। বৃষভানুরাজ রত্নভানু ও সুভানু ভ্রাতৃদ্বয় সহ আনন্দাতীত আনন্দ রসে নিমগ্ন হইলেন। এই কন্যা রত্নই প্রেমানন্দ-মহাবারিধির অধিশ্বরী গোবিন্দমোহিনী মহাভাবময়ী বৃষভানুনন্দিনী শ্রীশ্রীরাধাঠাকুরাণী।

পরতমতত্ত্বের সন্ধান

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের পূর্ব্বে লীলা-শুক বিল্বমঙ্গলপাদের গ্রন্থে রাধা-গোবিন্দের উপাসনা পদ্ধতি লিপিবদ্ধ থাকিলেও তাহাতে শ্রীমতীর মহিমা প্রপঞ্চে তত সমৃদ্ধভাবে প্রকাশিত হয় নাই। দ্বৈতাদ্বৈতবাদের আচার্য্য নিম্বার্কপাদের উপদেশে কালিন্দীতনয়াতটে, রাধা-গোবিন্দের নৈশলীলার কথা আছে বটে, কিন্তু তাহাতে শ্রীরাধারাণীর মাধ্যাহ্নিক সেবা-সৌষ্ঠবের কথা কিছুই প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার বিচারে 'পারকীয়'-ভাবের পরিবর্ত্তে 'স্বকীয়'বাদের কথা উল্লেখ থাকায় বস্তুতঃ তাহা রুক্মিণীবল্লভের উপা-সনা-তাৎপর্য্যেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। গৌরসুন্দরের পূর্ব্বে কোন আচার্য্যই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিচারাশ্রিত গোলোকের নিভৃত স্তরের কথা—রাধাকুণ্ডতট-কুঞ্জের নিকটবর্ত্তী চিন্ময় কল্পতরুতলে রাধা-গোবিন্দের নবনবায়মান অপূর্ব্ব বিহারের কথা সুষ্ঠুরূপে বর্ণন করিতে সমর্থ হন নাই। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়তম শ্রীরূপপাদ বৃন্দাবনেশ্বরী বার্ষভানবীদেবীর প্রিয়তমা সখী রূপ-মঞ্জরী। তাই তাঁহার 'দোলারণ্যাম্বু-বংশীহৃতিরতি•মধুপানার্ক-পূজাদি-লীলো'বাক সমুচ্চেই রাধাগোবিন্দের লীলা-পরাকাষ্ঠা সুষ্ঠুরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীরূপপাদ ও তদনুগ আচার্য্যগণই সর্ব্বো-ত্তম ভজনমার্গের সর্ব্বোত্তমতার বিষয় কীর্ত্তন করিতে সমর্থ, অপরে নহে। অতএব রাধাঠাকুরাণীর তত্ত্ব অবগত হইতে হইলে রূপানুগবর্য্য আচার্য্যবরের শ্রীচরণাশ্রয় করিতে হইবে, তদ্ব্যতীত গত্যন্তর নাই। রূপানুগত্য বাদ দিয়া যাঁহারা অতি বড় হইতে চাহেন, তাঁহারা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের অসমোর্দ্ধ ভজন-প্রণালীর মাধুর্য্য-দর্শনে চির-বঞ্চিত থাকিবেন।

বার্ষভানবী-তত্ত্ব

স্বরাট্ পরতমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র লীলা-বিলাসার্থ এক অখণ্ড অদ্বয়-তত্ত্ব হইয়াও দুই অপ্রাকৃত দেহ পরিগ্রহ করেন। নন্দ-নন্দন—বিষয়জাতীয় কৃষ্ণবস্তু; আর বৃষভানু-নন্দিনী—আশ্রয় জাতীয় কৃষ্ণবস্তু। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রাঞ্জল ভাষায় অতি সুন্দররূপে এই বিষয় ও আশ্রয় জাতীয় বিগ্রহদ্বয়ের পরস্পর সম্বন্ধ বর্ণন করিয়াছেন—

রাধা-পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ—পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি, শাস্ত্র-পরমাণ॥
মৃগমদ, তার গন্ধ,—যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি, জ্বালাতে, যৈছে কভু নাহি ভেদ॥
রাধা-কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥

শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ যাবতীয় অবতারের অবতারী, সেই প্রকার শ্রীমতী রাধারাণী সমস্ত কান্তাগণের অংশিনী। শ্রীমতী রাধিকার অংশ হইতেই বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণ, দ্বারকার মহিষীগণ এবং ব্রজের ব্রজাঙ্গনাগণ বিস্তৃত হইয়াছেন। সেই সকল কান্তাগণ তাঁহার অঙ্গবিভূতিরূপে বৈভবগণমধ্যে পরিগণিত। লক্ষ্মীগণ রাধারাণীর বৈভব বিলাসাংশ এবং মহিষীগণ তাঁহার প্রাভব-প্রকাশ-স্বরূপ; আর ব্রজদেবীগণ বার্ষভানবীর সাক্ষাৎ সেবা সহায়ার্থ আকার ও স্বরূপ-ভেদে কায়ব্যূহ। রসের বর্দ্ধন ও চমৎকারিতার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির বহু• প্রকাশ। তন্মধ্যে ব্রজবিলাসই কৃষ্ণ প্রীতির শ্রেষ্ঠ চমৎকারিতা এবং শ্রীমতী রাধিকা মূর্ত্তিমতী কৃষ্ণপ্রীতিপরাকাষ্ঠা। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"হ্লাদিনীর সার 'প্রেম', প্রেমসার 'ভাব'।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম 'মহাভাব'॥
মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি॥"

বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্র বলেন,—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥

পরদেবতা রাধারাণী 'দেবী', 'সাক্ষাৎ কৃষ্ণময়ী', 'সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী', 'সর্ব্বকান্তি', 'কৃষ্ণ সম্মোহিনী' ও 'পরাশক্তি' বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

পুরুষার্থ-বিনির্ণয়

উপসংহার

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

সেই ইন্দ্রিয়গুলোকে নিগ্রহ ক'রে বা এরূপ কৃত্রিমতা ক'রে বা কি হবে?—যা' থেকে ভগবানেরও কোন সুখ হ'লো না বা আমাদের নিজেদের ও কোন সুখ হ'লো না। ভগবানের সেবা করলেই মন আপনা হ'তেই নিগৃহীত হবে, তখন বিশ্ব পূর্ণ-সুখের আগার হবে ("বিশ্বং পূর্ণ-সুখায়তে")। নিত্য পূর্ণ বস্তুর আনন্দ বিধান করতে পারলেই, এই কার্য্য সাধিত হ'বে, অন্য প্রকারে নহে—নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়।

ভগবান্ কোন ঐতিহাসিক বস্তু নহেন; কিন্তু ইতিহাসে ভগবানের যে সব কথা আছে, সেগুলিই আমাদের আলোচ্য-বিষয়। প্রাকৃত বস্তুর উপাসনায় ভগবানের উপাসনা হবে না, বা আমাদের কোন মঙ্গল হবে না। মহাজনের পথ অনুসরণ করতে হবে—তবে মঙ্গল হবে। কৃষ্ণদাসের সেবাতেই আমাদের মঙ্গল নিহিত। মানবজাতি পুরুষার্থ-নির্ণয়ের যেসমস্ত আলোচনা ক'রেছেন, সে-সব ছেড়ে দিয়ে মহাজনের পথ গ্রহণ করতে হবে; দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে কৃষ্ণানু-শীলনকারী সৎসঙ্গের জন্য চেষ্টা ক'রতে হবে। কৃষ্ণকথা কৃষ্ণের নিজ-জনগণের নিকট থেকে শুনতে হবে, তাহাতেই মনের কু-আসক্তিগুলি ছিন্ন হয়ে যাবে। কৃষ্ণনাম বা কৃষ্ণকথা কৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। শ্রীমদ্-ভাগবতের "সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ", "ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্" প্রভৃতি শ্লোকগুলির বিশেষ আলোচনা হওয়া আবশ্যক। ইহাই পুরুষার্থ নির্ণয়ে প্রকৃষ্ট-পন্থা।

(ক্রমশঃ)

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চন্দ্র-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা **শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে** অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায় সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মন্দার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র

চৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৮৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতশ্রেষ্ঠ শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত উত্তরের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতি অল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রারম্ভে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সুশৃঙ্খলিত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা সাধারণের পক্ষে ২১৷৵০; গৌড়ীয়ের গ্রাহকের পক্ষে ১৭৷৵০।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা ১২৲; গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৮৲ টাকা।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে-ছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উচ্চারণের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শান্ত্রাদি-ক্রোধ স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ নিনন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—গুরু ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীমদ্ মাধবপাদ, মায়াবাদ, শ্রীগৌর নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরমাধুর্য্য-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও চারবেদের নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রাত-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়ের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২॥০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।**

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৩। গীতমাল্য ৴১০
৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) ৵০
৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
৯। শরণাগতি ৴০
০। গীতাবলী ৴০
১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
২। সাধনকণ ৴০
৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪। নবদ্বীপশতক [illegible]

৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাধ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম ।০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
৬২। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোশন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ কল্পতরু ৴০
৭২। গীতাবলী ২৲
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (ন

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৵৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা, বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের পাঠকের জন্য ৮ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমাপ বস্ত্র ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে গুণের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

টেলি- "শ্রীধাম নবদ্বীপ"

দৈনিক

Reg No C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৷৹
নগদ
সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার— নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৫৯তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৫শে ভাদ্র শনিবার ১৩৩৯, ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৩২

লোকান্তরে শ্যামসুন্দর

প্রসিদ্ধ জননায়ক পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী গত ২২শে ভাদ্র বুধবার রাত্রি ৯-৩০ মিনিটের সময় তাঁহার কলিকাতার বাসভবনে ৬৫ বৎসর বয়সে রক্তদুষ্টিতে পরলোকগমন করিয়াছেন।

শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে পাবনা জেলার অন্তর্গত বারেঙ্গ গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণপাণ্ডিত-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া ১৫৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তৎপরে তিনি এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বি-এ, অধ্যয়ন-কালে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া তিনি শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী হ'ন। কিছুকাল পাবনা-স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া তিনি কলিকাতায় এ্যাংলো বৈদিক স্কুলের শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। তিনি "প্রতি-বেশী" নামে একখানি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচার করিয়াছিলেন। পরে "পিপল এণ্ড প্রতিবেশী" নাম দিয়া ইংরাজি ও বাংলায় দৈনিক-পত্রিকা প্রচার করেন। কিছুদিন পরে ঐ পত্রিকা বন্ধ হইয়া যায়। ঐ সময়ে তিনি 'বন্দেমাতরম্' কার্য্যালয়ে যোগদান করেন।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় শ্যামসুন্দর ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে গ্রেপ্তার ও নির্ব্বাসিত হইয়া ব্রহ্মদেশের মায়েটমিয়ো সেন্ট্রাল জেলে আবদ্ধ ছিলেন। তৎকালে তাঁহার সাংসারিক ব্যয়নির্ব্বাহার্থ সরকার মাসিক এক-শত টাকা করিয়া প্রদান করিতেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি কলিকাতায় আগমন করেন। অতঃপর তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বেঙ্গলী" পত্রিকায় সহকারী সম্পাদকের কার্য্য করেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি সরকার কর্ত্তৃক কালিম্পংএ অন্তরীণ হন।

শ্যামবাবু আটক অবস্থা হইতে মুক্তি পাইয়া কালিম্পং হইতে কলিকাতায় ফিরেন। অতঃপর তিনি জাতীয় দলের তদানীন্তন মুখপত্র 'সার্ভেণ্ট' পত্র প্রকাশিত করিয়া বিশেষ যোগ্যতার সহিত তাহার সম্পাদকতা করিতে থাকেন। 'সার্ভেণ্ট' সম্পাদকরূপেও তিনি ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন।" "সার্ভেণ্টের-পর শ্যামবাবু ইংরেজী বসুমতীর সম্পাদকতা গ্রহণ করেন।

গৌড়ীয়মঠ-সংসর্গে শ্যামসুন্দর

স্বনামধন্য শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয় কয়েকবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করিয়া অস্মদীয় আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীমুখ হইতে হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন। ইংরেজী বসুমতী সম্পাদনকালে তিনি একবার শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের আবির্ভাব স্থলী শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীধামের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীবাসঅঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ, কাজির সমাধি মন্দির, বল্লালসেনের ঢিবি, বল্লাল-দীঘি প্রভৃতি দর্শন করিয়া এবং মঠের বৈষ্ণববৃন্দের সুমধুর ব্যবহারে ও হরিকথা-শ্রবণে অতিশয় প্রীত হন। মহেশগঞ্জ-ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া মহিষ-যানে শ্রীধামে আসিবার সময় শ্রীচৈতন্যমঠের অনেক সেবকের সহিত তাঁহার অনেকক্ষণ আলাপ হয়, সেই সময় জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি তাঁহার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি ব্যক্ত করেন; অবশেষে বলেন —'আমি স্বাধীনতার জন্য সমস্ত জীবন পাত করিলাম, কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতার সন্ধান কিছুই পাই নাই। গৌড়ীয় মঠের আচার্য্যমহোদয়ের নিকট হরিকথা শ্রবণে এইটী আমি বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছি। আপনারা ধন্য যে এহেন মহা-মহাপুরুষের শ্রীচরণে আসিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

বিগত ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট রবিবার কলিকাতা মহানগরীর সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে বিরাট-জনসভায় গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় 'শ্রীচৈতন্যের দান' সম্বন্ধে তৃতীয় বক্তৃতা প্রদান করেন। সেই সভার সভা-পতিরূপে শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয় বক্তার বক্তৃতার পরে যে বক্তৃতাটী প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতে শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকের সহিত আলাপ প্রসঙ্গে গৌড়ীয়-মঠ সম্বন্ধে তাঁহার যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, উহা আরও সুন্দররূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাহাতে তিনি আরও অনেক প্রয়োজনীয় কথা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার সেই বক্তৃতা ৭ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা গৌড়ীয়ে, ৩ বর্ষ ১৫৩ সংখ্যা নদীয়া-প্রকাশে এবং দৈনিক বসু-মতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। অনেকের উপকার হইবে মনে করিয়া তাহার একাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"দেশে আজকাল স্বরাজ ও স্বাধীন-তার হাওয়া বইছে। লোকে তার জন্য ক্ষেপে উঠেছে—কেন ক্ষেপেছে জানি না, তবে ক্ষেপেছে উহা ঠিক। এখন স্বরাজ বল্‌তে লোকে যা' বুঝে, আজ তার আলোচনা হ'লে, এর দশগুণ লোক জমত। এই স্বরাজ এবং স্বাধীনতা দেশের সকল শিক্ষিত লোকই সমর্থন ক'রেছেন। কিন্তু মহাপ্রভু যে সত্যিকার স্বরাজ ও স্বাধীনতার কথা বলেছেন, আমি ৫০ বৎসর কর্ম্মক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার জোরে Challenge কচ্ছি সেই সব লোকে প্রতিবাদ করুক। স্বাধীনতা কা'কে বলে? স্ব-স্বাধীনতা, সামান্য বালক বুদ্ধিতেও ইহা বুঝ্‌তে পারা যায় যে, 'স্ব' মানে আপনার। সে স্বাধী-নতার নেশা আজকাল মানুষের মনের উপর ভয়ানকভাবে আক্রমণ করেছে, তারা কি জানে 'স্ব' কাহাকে বলে? 'স্ব' মানে কি ইন্দ্রিয়, না প্রকৃতি, না বাসনা, না স্বার্থ, না সৃষ্টির প্রাক্কাল থেকে বড় বড় মুনিঋষিগণ যা খুঁজে পান নাই, তাই? তারা বহিঃক্ষেত্রে স্বাধীনতা পাবার জন্য, যুদ্ধ করে হউক, যেমন করে হউক উড়ে লেগেছে, মহাপ্রভু তা'দিগের বস্তুত

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠা শেষ কলম শেষাংশ)

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	নৈমিষারণ্য	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১ শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	কলিকাতা
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	নৈমিষারণ্য
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	কলিকাতা	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেব্যবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, অধ্যাপক শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ বাসাবকারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতি, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিদ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোদণ্ড, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালি দাসাধিকারী। শ্রীগগন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার ভক্তকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ সাউথ মালাকা প্রয়াগ ষ্ট্রীট, পি

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিময়ূখ, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, চাঁদখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীফেনপানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন,

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, প্রেমবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগুণনন্দী।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু, কালনা

এখানে মত্ত ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-শাখালয়

৪৭ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধানাথ

(৩০) মান্দ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নব গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মান্দ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ।

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিপ্রিয় ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৫ হৃষীকেশ আদি ক্ষীরোদশায়ী ৪৪৬

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী

পুনরালোচনা

আমরা গত ১৫৮ সংখ্যা নদীয়া প্রকাশে 'বার্ষভানবীদেবীর সহিত তদীয় আবির্ভাব' তিথি-বন্দনায় তিথিবরায় কৃপাময়তা, 'প্রকট-রহস্যে রাধারাণীর নিত্য প্রাকট্য এবং ব্রজে কৃষ্ণের সহিত নিত্যবিলাস, 'জন্মভূমি বরসানু-অধিত্যকা-শীর্ষে বরসানুর সৌন্দর্য্য ও সৌভাগ্য এবং আনন্দ-মন্দাকিনী প্রবাহিত করিয়া হ্লাদিনী শক্তির আবির্ভাব, 'পরতমতত্ত্বের সন্ধান'-প্রসঙ্গে একমাত্র শ্রীরূপানুগবর্য্যের কৃপায়ই যে উহা লভ্য তদ্বিষয় এবং 'বার্ষভানবী তত্ত্বে' রাধারাণীর তত্ত্ব ও গুণ প্রভৃতি কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। নিম্নে আরও কিছু কীর্ত্তন করিয়া আত্মশোধনের প্রয়াস পাইতেছি। গুরু-বৈষ্ণবগণ শক্তি প্রদান করুন।

রাধা, কৃষ্ণ এবং গৌরের প্রাকট্য-সম্বন্ধ

রাধারাণীর আবির্ভাব শুক্লাষ্টমীতে—যখন চন্দ্রের অর্দ্ধাংশ জগতে আলোক প্রদান করেন। কৃষ্ণের আবির্ভাব কৃষ্ণাষ্টমীতে-যখন ধরিত্রী চন্দ্রের অপর অর্দ্ধাংশের আলোক প্রাপ্ত হন, আর গৌরসুন্দরের আবির্ভাব পূর্ণিমায়—যখন বসুন্ধরা সমস্ত রাত্রি পূর্ণচন্দ্রের আলোক প্রাপ্ত হইয়া স্নিগ্ধোজ্জ্বল রজত-বস্ত্রে অঙ্গ আচ্ছাদিত করেন। এই আবির্ভাব-রহস্য আমাদিগকে জানাইয়া দিতেছেন যে, লীলা-বিস্তারার্থ রাধা ও কৃষ্ণ দুই দেহ ধারণ করিলেও উঁহারা উভয়ে এক অখণ্ড অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব। পূর্ণশক্তি রাধাকে বাদ দিয়া পূর্ণশক্তিমান্ কৃষ্ণের অস্তিত্ব অসম্ভব এবং পূর্ণশক্তিমান্ কৃষ্ণকে বাদ দিয়া পূর্ণশক্তি রাধারাণীর অবস্থিতি অসম্ভব। রাধা ও কৃষ্ণ যে একই তত্ত্ব, তাহা রাধাকৃষ্ণমিলিত-তনু রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ গৌরসুন্দরের আবির্ভাব পূর্ণিমা-তিথি—পূর্ণচন্দ্রের পূর্ণোদয়-তিথি পূর্ণভাবে জ্ঞাপন করিতেছেন।

কৃষ্ণাবির্ভাবে শিক্ষা

কৃষ্ণের আবির্ভাব আকাশের ঘনঘটা অবস্থায় মথুরার কংস কারাগারে—যেস্থানে তদীয় বাৎসল্যরসের ভক্ত দেবকী ও বসুদেব মৎসর কংস কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইতেছিলেন. চন্দ্র উদয়াচলে আসিয়া বসিতেছেন এমন সময়ে। এই অবস্থায় এই সময় প্রাকট্যের উদ্দেশ্য কৃষ্ণচন্দ্র ইঙ্গিতে জানাইয়া দিতেছেন,—তিনি সর্ব্বাবস্থায়ই শরণাগতপালক ও ভক্তৈকরক্ষক। যখনই তদীয় ঐকান্তিক ভক্তগণ দুর্জ্জয়লাঞ্ছনা-ঘনঘটায় পতিত হন, তখনই তিনি আবির্ভূত হইয়া দুষ্টদমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে এই অবস্থা হইতে রক্ষা করেন। প্রহ্লাদের উদাহরণে আমরা ভগবানের এই কারুণ্য বিশেষরূপে লক্ষ্য করি। এই স্থানে আর একটী বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, জগতে একমাত্র নির্ম্মৎসর বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে যখন আমরা মৎসর জগদ্বাসীর মধ্যে থাকিয়া এবং তাহাদের নিকট হইতে নানাবিধ বিঘ্ন, লাঞ্ছনা প্রভৃতি পাইয়াও শ্রীমদ্ভাগবতের 'তত্তেঽনুকম্পাং' শ্লোকের শিক্ষানুযায়ী ঐ সকলে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সর্ব্ব অবস্থায় সর্ব্ব সময় নিরন্তর ভজন করি এবং ভজন-প্রভাবে আমাদের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয়, তখনই সেই বিশুদ্ধান্তঃকরণে বাসুদেবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। বসুদেব ও দেবকী আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন—দন্তগুলি সময় সময় জিহ্বার রক্তপাত করিলেও যে প্রকার তাহাদের মধ্যে থাকিয়াই রসনাকে কার্য্য করিতে হয়, তাহা না করিয়া উহার গত্যন্তর নাই, সেই প্রকার মৎসর-ধর্ম্মপ্রবণ দেবীধামে অবস্থানকালে সর্ব্বদা মৎসর ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত ও তাহাদের দ্বারা লাঞ্ছিত হইতে হইলেও আমাদিগকে গত্যন্তরাভাবে তাহাদের মধ্যে থাকিয়াই জিহ্বার ন্যায় সুচতুর হইয়া নিরন্তর কৃষ্ণভজন করিতে হইবে। সর্ব্বাবস্থায় কৃষ্ণভজন ব্যতীত আত্মমঙ্গল-প্রার্থীর গত্যন্তর নাই। ঘনঘটায় চন্দ্রের দর্শন লাভ সাধারণের সম্ভবপর না হইলেও চন্দ্র যেমন নির্দ্দিষ্ট সময় উদয়াচলে উদিত হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন, সেই প্রকার দৈবমায়া ঘনঘটার আবরণে সাধারণ জনগণ কৃষ্ণচন্দ্রের স্বরূপ দর্শনে অসমর্থ হইলেও তিনি লীলা-বিলাস ও ভক্তানন্দদানার্থ যথা সময়ে প্রপঞ্চে উদিত হইয়া থাকেন। ইহাই ঘনাবরণাভ্যন্তরে চন্দ্রের উদয়কালে কৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাবের রহস্য। কৃষ্ণ অবতারী হইয়াও স্বয়ং-রূপেই অবতীর্ণ হইতেছেন—এইটী জ্ঞাপনার্থই তাঁহার কৃষ্ণপক্ষে আবির্ভাব।

বাসুদেব ভক্তের বিশুদ্ধ-সত্ত্বে আবির্ভূত হন, কিন্তু তিনি নির্ব্বিশেষবাদীর বিচার-রাজ্যে অবস্থান করেন না। এইটী প্রদর্শন-কল্পেই শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভাবের পরেই লাঞ্ছনা-প্রাপ্তি-ভয়ের ছলনায় নির্ব্বিশেষবাদী কংসের রাজ্যে পদার্পণ না করিয়া উহা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

অপ্রাকৃত ব্রজধাম চমৎকারময় অপ্রাকৃত পারকীয়-ভাবে ভজনের স্থান। এস্থানের রসপঞ্চক পারকীয়ভাবের; ব্রজব্যতীত অন্যত্র ইহার অধিষ্ঠান নাই। অপ্রাকৃত পারকীয়-রসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; এই চমৎকারময় ভজনেই আকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ ভক্তকর্ত্তৃক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আকৃষ্ট। এইটী প্রদর্শন-কল্পেই তিনি বাসুদেবালয় হইতে আবির্ভাবের পরেই তাঁহাকর্ত্তৃক নীত হইয়া বিশুদ্ধ-সত্ত্বের অধিকতর সান্দ্র-স্নেহ যাহাতে আছে, পারকীয় বাৎসল্যরসের উপাসক সেই নন্দের আলয়ে আগমন করিলেন।

'নন্দ' শব্দের অর্থ আনন্দ; বস্তুতঃ পক্ষে পারকীয়-রসে কৃষ্ণসেবা-পরায়ণ ব্যক্তিরই নিরবচ্ছিন্ন অমিশ্র ঘন আনন্দ লাভ হয়, অপরের হয় না। সুতরাং 'নন্দ' বলিতে বিশুদ্ধরুচিবৃত্তিতে উক্ত-রসে সেবাময় ঐকান্তিক কৃষ্ণ-ভক্তকেই বুঝায়। শ্রীকৃষ্ণের নিরঙ্কুশ ইচ্ছায় তাঁহার উক্ত ভাবাশ্রিত ভক্তের হৃদয়ে প্রেমানন্দের উদয় হয়; তাই শ্রীকৃষ্ণ নন্দনন্দন।

একমাত্র নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী ব্যক্তিই-অপরকে 'কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান' জানিয়া যশঃ বা মান প্রদান করিতে পারেন, অপরে ঐ সম্বন্ধ-জ্ঞানের অভাবে তাহা পারেন না। সুতরাং পারকীয় বাৎসল্যরসাশ্রিত যে ভাগ্যবতী নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন তিনিই যশোদা। কৃষ্ণ তাঁহাকে আনন্দ প্রদান করেন বলিয়া যশোদা নন্দন, আর নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তনকারিণীর আনন্দ বৃদ্ধি বা বিস্তার করেন বলিয়া যশোদা-তনয়।

রাধাবির্ভাবে শিক্ষা

রাধারাণী শুক্লপক্ষে প্রসন্ন দিবালোকে অলিগুঞ্জরিত বিহগ-কূজিত বর্ষা-বারি-সমৃদ্ধ শ্যামলতৃণ-গুল্ম পাদপাদি-বেষ্টিত নানাবিধ সুগন্ধিপুষ্প-লঙ্কারত ব্রজভূমির স্নিগ্ধ-প্রস্রবণ-শোভিত সুরম্য অধিত্যকা প্রদেশে গোপগৃহে আবির্ভূত হন। শুক্লপক্ষে চন্দ্রকলার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রম-বর্দ্ধমান জ্যোৎস্নালোকে যে প্রকার শোকসন্তপ্ত ব্যতীত সকলেরই হৃদয়ে ক্রমশই আনন্দ-রসের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সেই প্রকার চন্দ্রদর্শনে শোকসন্তপ্তের শোকানলের বৃদ্ধির ন্যায় কৃষ্ণভক্তের সৌভাগ্যদর্শনে মৎসরগণের মাৎসর্য্যানল বৃদ্ধি হইলেও কৃষ্ণসেবকের অন্তঃকরণে কৃষ্ণ সেবাফলে ক্রমশই অমল-প্রেমানন্দের অধিকতর প্রসার লাভ হইতে থাকে—এই রহস্য প্রদর্শনোদ্দেশ্যেই কৃষ্ণ-সুখতাৎপর্য্যপরা কৃষ্ণৈকগতিপ্রাণা কৃষ্ণময়ীর শুক্লপক্ষে আবির্ভাব। প্রসন্ন দিবালোকে আবির্ভাবের উদ্দেশ্য—কৃষ্ণসেবায় চিত্ত সর্ব্বদাই প্রসন্ন থাকে, কখনও অপ্রসন্ন হয় না। মহাভাগবতের বিপ্রলম্ভ-সেবাতে অজ্ঞ জনগণ অপ্রসন্নতা লক্ষ্য করিলেও উহা বাস্তবিক পক্ষে অপ্রসন্নতা নহে, সুপ্রসন্নতা—পরিপূর্ণ প্রসন্নতা। কারণ ঐ সেবায় কৃষ্ণচন্দ্রের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসন্নতা সম্পাদিত হয়; সুতরাং কৃষ্ণসেবকেরও তাহাতে অপ্রসন্নতার পরিবর্ত্তে পরিপূর্ণ প্রসন্নতাই লাভ হইয়া থাকে। সমস্ত সুরম্য দ্রব্যের মধ্যে আবির্ভাবের উদ্দেশ্য জগতের যাবতীয় উত্তম জিনিষদ্বারা কৃষ্ণের সেবা করিতে হইবে। যাবতীয় সুদৃশ্য, সুরম্য, সুগন্ধি দ্রব্য কৃষ্ণসেবোপকরণ, তাই গোবিন্দানন্দিনী কৃষ্ণসেবাদর্শ প্রদর্শনকল্পে যাবতীয় সেবোপকরণসহ প্রকট হইয়াছেন। কৃষ্ণ গোপগৃহে আবির্ভূত হইয়াছেন; গোপীদের প্রস্তুত দধি, দুগ্ধ, ছানা-মাখনাদি খাইতে ভালবাসেন; তাই কৃষ্ণকে সকলপ্রকার দ্রব্যদ্বারা সেবা করিবার নিমিত্ত রাধারাণীও গোপগৃহে আবির্ভূত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত 'নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ' এই বাক্যের মূল-শিক্ষার ইঙ্গিতও ইহাতে রহিয়াছে। অপ্রাকৃত-ইন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণসেবা হয় না। কৃষ্ণ অধোক্ষজ বস্তু; তাঁহার সেবা করিতে হইলে অক্ষজ-জ্ঞান ছাড়িয়া দিয়া অধোক্ষজ গুরুপাদপদ্মের নিকট স্বীয় অধোক্ষজ স্বরূপের পরিচয় ও অধোক্ষজ ইন্দ্রিয়ের সন্ধান লাভ করিতে হইবে।

গৌরাবির্ভাবের শিক্ষা

গৌরসুন্দর পূর্ণিমাতিথিতে সন্ধ্যাকালে, চন্দ্রগ্রহণ-সময়ে সকলকে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করাইয়া ব্রাহ্মণগৃহে আবির্ভূত হ'ন। পূর্ণিমায় আবির্ভাবের কারণ—তিনি নিজে পূর্ণতম বস্তু হইয়া জগৎকে পূর্ণতম বস্তু প্রদান করিতে আসিয়াছেন। সন্ধ্যাকালে আবির্ভাবের দ্বারা জগৎকে এই শিক্ষা দিতেছেন যে, যাবতীয় সন্ধ্যাবন্দনাদির সেব্য একমাত্র তিনি স্বয়ং, অপর কেহ নহে। চন্দ্রগ্রহণকালে প্রকটলীলার শিক্ষা—তিনি স্বয়ং অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র, তাঁহার উদয়ে সকলঙ্ক শশাঙ্কের আর প্রয়োজন নাই।

পূর্ণতম কৃষ্ণবস্তুর নামে ও স্বরূপে ভেদ নাই; তিনি নামরূপেই বিদ্যমান; নিরপরাধে নাম গ্রহণ করিলে নামই নামরূপে দর্শন দান করেন। সুতরাং জগতে সকলেরই একান্তভাবে নাম আশ্রয় করা কর্ত্তব্য; তিনি স্বয়ং গোলোকের এই গোপন-ধন পূর্ণতম বস্তু শ্রীনামকে প্রদান করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন। তজ্জ্য

সকলকে প্রকৃত-ছলে শ্রীনাম গ্রহণ করাইয়া আপ্লুত করিবেন। ইহাও গ্রহণ সময়ে আবির্ভাবের একটী উদ্দেশ্য।

মুক্তবৎসার গর্ভে আবির্ভাবের শিক্ষা—বৃষন জগদ্বাসিগণ পুত্রকন্যাগণে পোষ্য-পোষক জ্ঞান নির্মুক্ত হইয়া মমতা-বিসর্জনপূর্ব্বক উঁহাদের বিরহেও শোক পরিত্যাগ করেন এবং দিব্যজ্ঞান লাভ পূর্ব্বক কৃষ্ণকে পুত্ররূপে লাভ করিয়া উঁহার সেবা করিতে বাঞ্ছা করেন, বাঞ্ছা-কল্পতরু ভগবান্ তখন তাঁহাদের বাসনা পূর্ণ করেন। গৌরসুন্দর স্বয়ং ব্রাহ্মণের উপাস্য বিগ্রহ ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণ; বিপ্রবর ও ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ সেবার ঐকান্তিকতায় তাঁহার সেবাগ্রহণোদ্দেশ্যে সেবারূপে আসিয়াছেন—একটী ইঙ্গিতে শিক্ষাপ্রদানের নিমিত্ত তিনি ব্রাহ্মণ গৃহে আবির্ভূত হইয়াছেন। এতদ্-ব্যতীত বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরও বর্ণধর্ম্মের গণ্ডীতে আবদ্ধ না থাকিয়া কৃষ্ণভজনোদ্দেশ্যে 'গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ' এই স্বরূপনিষ্ঠ পরিচয়লাভে যত্ন করা কর্ত্তব্য স্বীয় আচরণদ্বারা এইটী জগতে শিক্ষাপ্রদানের নিমিত্তই তিনি ব্রাহ্মণ-গৃহে প্রকট হইয়াছেন।

রাম ভাবনীর গুণ

শ্রীমদ্ভাগবত (৫।১৮।১২) বলেন—"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা, সর্ব্বৈ-র্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।" শ্রীকৃষ্ণে যাঁহার অকিঞ্চনা ভক্তি আছে, সমস্ত গুণের সহিত দেবতাগণ তাঁহাতে নিত্য-বাস স্থাপন করেন। এই অকিঞ্চনা বা কেবলা ভক্তি যাঁহার পাদপদ্ম হইতে নিঃসৃতা, সেই গোবিন্দাকর্ষিণী গোবিন্দ-সর্ব্বস্বা বৃন্দাবনেশ্বরীর গুণ-মহাবারিধির একবিন্দু স্পর্শ করিবার যোগ্যতাও আমার নাই। তথাপি মাসবী তিথির কৃপায় স্রোত-পথে যৎকিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করিতেছি মাত্র।

রাধারাণী—পতিব্রতাশিরোমণি

স্বামীর সন্তোষ-বিধানই পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। অভাব নির্মুক্ত হইয়া স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে দেখা যায়—কৃষ্ণচন্দ্রই চিদাচিদ্ উভয় জগতের একমাত্র স্বামী। জীবগণ বিরূপ-ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া আপনা-দিগকে ভোক্তা অভিমান করিলেও বস্তুতঃ পক্ষে তাঁহারা কৃষ্ণভোগ্য; কৃষ্ণের নিত্য সেবাবিধান করাই তাঁহাদের কৃত্য। কৃষ্ণ-সেবা না করিয়া যদি তাঁহারা একে অন্যকে ভোগ করিতে প্রধাবিত হন, তাহা হইলে তাঁহারা ব্যভিচারগ্রস্ত হইয়াছে জানিতে হইবে। সকল-বন্ধন ছেদন করিয়া কি প্রকারে সর্ব্বস্বামী কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ বিধানদ্বারা পাতিব্রত্যধর্ম্ম রক্ষা করা যায়, তাহা পারকীয়-রসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা নায়িকা বৃষভানুনন্দিনী প্রাকৃত অভিমন্যুর সহিত প্রাজাপত্য-বন্ধ ছেদনপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চনা করিয়া সর্ব্বক্ষণ ব্রজনন্দনের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া সুষ্ঠুরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রাকৃত বিচারাবদ্ধ সহজিয়াগণ কল্পনা করিতে পারেন যে, শ্রীমতী রাধিকা পতিব্রতা ছিলেন না। কিন্তু অরুন্ধতী অপেক্ষাও বৃষভানুসুতার পাতিব্রত্য অধিক। তাই তিনি অরুন্ধতীর পাতিব্রত্য-আকাঙ্ক্ষণী। পাতিব্রত্যশিরোমণি বৃষভানু-নন্দিনী হইতেই সমগ্র পাতিব্রত্য ধর্ম্ম-উদ্ভূত হইয়াছে। যাবতীয় সুনীতির মূলবস্তু শ্রীমতী রাধারাণীর পাদপদ্মেই আবদ্ধ।

রাধারাণী—'দেবী'

রাধারাণীর কৃষ্ণনয়নানন্দ-দ্যুতিবিশিষ্টা পরমা সুন্দরী বলিয়া 'দেবী' নামে অভি-হিতা। তাঁহার এই অভিধান লাভের অপর কারণ—তিনি কৃষ্ণপূজারূপা ক্রীড়ার বসতি-স্থল।

রাধারাণী—'কৃষ্ণময়ী'

বৃষভানুসুতার সর্ব্বত্র—বাহিরে, ভিতরে, যেদিকে দৃষ্টি পতিত হয় সেই দিকেই কৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি হয়; কৃষ্ণ-দর্শন ব্যতীত তাঁহার অপর দর্শন নাই। তিনি কৃষ্ণেই তন্ময়। তাই তিনি কৃষ্ণময়ী। তাঁহার এই ভূষণে ভূষিত হইবার দ্বিতীয় কারণ—কৃষ্ণের সর্ব্ব প্রেমরসময়, তাঁহার পরাশক্তি রাধারাণী তাঁহার সহিত একই তত্ত্ব।

রাধিকা নামের কারণ

বৃষভানুসুতার আরাধনা—কৃষ্ণের তুষ্টি; তাই তিনি 'রাধিকা' নামে অভি-হিতা। শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩০।২৪) বলেন—"অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরি-রীশ্বরঃ। যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥" এই শ্লোকের গূঢ়ার্থ—বার্ষভানবী দেবী আরাধনায় কৃষ্ণকান্তাগণের শিরোমণি বলিয়া তাঁহার নাম রাধিকা হইয়াছে।

রাধারাণী—পরদেবতা

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে দেখা যায়, রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আরাধনা করেন। তাই তিনি সমস্ত ভক্ত ও ভক্তির পোষিকা ও মূল আকর-স্বরূপিণী, সুতরাং তিনি সর্ব্বপূজ্যা পরদেবতা। তিনি পূর্ণতম শক্তিমত্তত্ত্বের পূর্ণতমা শক্তি বলিয়া পরা ঠাকুরাণী।

রাধারাণী—সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী

বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণ রাধারাণীর বৈভব-বিলাসাংশ। সুতরাং তিনি তাঁহাদের সকলের আশ্রয়স্বরূপা। তাই তিনি সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী। সর্ব্বলক্ষ্মী-শব্দে কৃষ্ণের ষড়্-বিধ ঐশ্বর্য্য, আর সর্ব্বশক্তিবর্গ্য; রাধারাণী কৃষ্ণের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি; এই কারণেও তিনি সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী।

রাধারাণী—'সর্ব্বকান্তি'

রাধারাণী হইতেই সর্ব্বলক্ষ্মীগণের শোভা নিষ্কৃত হইয়াছে। সর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-কান্তি রাধিকাতেই স্থিতা; সুতরাং তিনি সর্ব্বকান্তি। 'সর্ব্বকান্তি'-ভূষণে ভূষিত হইবার দ্বিতীয় কারণ—কান্তিশব্দের এক অর্থ কৃষ্ণের সকল ইচ্ছা, কৃষ্ণের যাবতীয় ইচ্ছা রাধিকাতেই রহিয়াছে এবং তিনি কৃষ্ণের সকল ইচ্ছা পূর্ণ করেন বলিয়া 'সর্ব্বকান্তি'।

রাধারাণী—ভুবনমোহনমোহিনী

কামদেব কৃষ্ণের রূপে সকল ভুবন মোহিত হয়। সেই ভুবনমোহন শ্রীকৃষ্ণকে রাধারাণী মোহিত করেন বলিয়া তিনি 'ভুবনমোহন-মনোমোহিনী' বা 'সম্মোহিনী' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। এই নিমিত্ত তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।

ভজনের তুলনা-মূলক বিচার

মদ্রপ্রদেশে পূতসলিলা গোদাবরীর তীরে 'কভূর'-নামক সুপবিত্র তীর্থক্ষেত্রে জনৈক ব্রাহ্মণগৃহে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের সহিত ব্রজের বিশাখা রায় রামা-নন্দের সাধ্য-নির্ণয়প্রসঙ্গে যে ভজন রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল, তাহা মহান্ত-গুরুর আনুগত্যে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়,—জগতে জীবের মধুপুষ্পিত বাক্যে মুগ্ধ ধর্ম্মার্থকামকামী জনগণের নিকট বর্ণাশ্রমাচার শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া প্রতিভাত হইলেও উহা পরমার্থ পথ হইতে অনন্ত কোটী যোজন দূরে অবস্থিত। শুধু সদাচারের এই প্রাথমিক স্তর নহে, ইহার পরবর্ত্তী কৃষ্ণকর্ম্মার্পণ, কৃষ্ণার্থ স্বধর্ম্মত্যাগ, এমন কি জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকেও মহাপ্রভু 'বাহ্য' বিচার করিয়াছেন। ইহা হইতে সহজেই অনুমিত হয় যে, শুষ্ক জ্ঞানীর আত্মঘাতী নির্ব্বিশেষ বিচারের কোনও স্থান পরমার্থ রাজ্যে নাই। তিনি জ্ঞান-শূন্যা কেবলা ভক্তিকেই পরমার্থ-রাজ্যের যাত্রিগণের প্রারম্ভিক পন্থা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কেবলা ভক্তির আশ্রয়ে পরমার্থ পথিক ক্রমশঃ প্রেমভক্তির সন্ধান প্রাপ্ত হ'ন। তখন তিনি দাস্য-প্রেম, সখ্য-প্রেম, বাৎসল্য প্রেম ও মধুর-প্রেমের ক্রমপর্য্যায়ে অধিকতর উৎকর্ষ আলোচনার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া জানিতে পারেন, কৃষ্ণপ্রাপ্তির বহুবিধ উপায় থাকিলেও এবং যিনি যে-রসের উপাসক সেই রস তাঁহার নিকট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গৃহীত হইলেও তটস্থ হইয়া বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—যেমন পঞ্চভূতের (১) আকাশে শব্দ বলিয়া একটী গুণ, (২) বায়ুতে আকাশের শব্দ গুণ ও তদতি-রিক্ত স্পর্শ গুণ, (৩) অগ্নিতে বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ গুণ এবং তদতিরিক্ত রূপ গুণ, (৪) জলে অগ্নির শব্দ, স্পর্শ ও রূপ গুণ এবং তদতিরিক্ত রস গুণ ও (৫) মৃত্তিকায় জলের শব্দ স্পর্শ রূপ ও রস গুণ এবং তদতিরিক্ত গন্ধ গুণ আছে, সেই প্রকার যথাক্রমে শান্তের শান্ত রস ও তদতিরিক্ত দাস্যরস, সখ্যে দাস্যের শান্ত ও দাস্য এবং তদতিরিক্ত সখ্যরস, বাৎসল্যে সখ্যের শান্ত, দাস্য ও সখ্য রস এবং তদতিরিক্ত বাৎসল্য রস এবং শৃঙ্গারপ্রেমে বাৎসল্যের শান্ত দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য রস ত' আছেই তদ-তিরিক্ত চরম উপাদেয় মধুর রসও বিদ্য-মান। সুতরাং দেখা যাইতেছে মর্য্যাদা-মার্গে শান্ত, দাস্য ও গৌরবসখ্যে বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসনা অপেক্ষা রাগ-মার্গে পঞ্চরসের পূর্ণতম উপাস্য বৃন্দাবন-চন্দ্রের উপাসনা শ্রেষ্ঠা এবং রতির মধ্যে শৃঙ্গার-রতিতে উপাসনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা উপাসনার অধীশ্বরী বৃন্দাবনেশ্বরী বৃষভানুসুতা। তিনি সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণের সেবা করিয়াও তৃপ্ত হ'ন না, অনুক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সেবা করিয়াও মনে করেন—বুঝি কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ সুষ্ঠুরূপে হইল না। তাই আরও সুষ্ঠুরূপে সেবা সম্পাদনার্থ স্বীয় কায়ব্যূহ গোপীগণের সাহায্য গ্রহণ করেন, কিন্তু তাহাতেও তৃপ্ত হ'ন না—যতই সেবা করেন, ততই অধিকতর সেবা-সৌষ্ঠবের অভাব বোধ করেন। এই অভাব-বোধই বিপ্রলম্ভ সেবা নামে অভিহিত এবং এই বিপ্রলম্ভ-সেবা-বৈশিষ্ট্যেই রাধারাণী তাঁহার সমগুণবিশিষ্টা চন্দ্রাবলী অপেক্ষাও মাধবের অধিকপ্রিয়া। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া এই বিপ্রলম্ভ-সেবার চরমোৎকর্ষ জগতে প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীরাধার এবম্বিধ সেবার নিমিত্তই তিনি নিজেকে পর্য্যন্ত সর্ব্বদা রাধারাণীর নিকট ঋণী জ্ঞান করেন এবং সেই ঋণপরিশোধার্থই রাধাভাবে গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হন। অন্যের সঙ্গে তুলনায় প্রয়োজন কি, রাধা-রাণী যে সমস্ত ব্রজরামাগণের মধ্যেও সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠা তাহা শ্রীকৃষ্ণ রাসের সময় অন্যান্য ব্রজললনাগণকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনেশ্বরীকে বক্ষঃস্থলে স্থাপনপূর্ব্বক রাস-স্থলী হইতে অন্তর্হিত হইয়া স্বয়ং প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অন্যান্য গোপীগণকে চতু-র্ভুজ বিগ্রহ প্রদর্শন করাইলেও তিনি রাধারাণীর মহাভাবময় দর্শনের নিকট উহা সংরক্ষণ করিতে পারেন নাই তাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণকে দ্বিভুজমুরলীধররূপেই উপস্থিত হইতে হইয়াছে। শ্রীল রূপ-গোস্বামী পাদ কর্ম্মী জ্ঞানী ও ভক্তের বিচার-প্রণালী আলোচনা করিয়া উপদেশা-মৃতের দশম-শ্লোকে দশমের সারাংশ বর্ণন-পূর্ব্বক শ্রীমতী রাধিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন—

কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া
ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিনঃ।

তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ
প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি
সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়সরসী তাং
নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী॥

রাধাভজন ব্যতীত কৃষ্ণের ভজন অসম্ভব

"অনারাধ্য রাধা-পদাম্ভোজরেণু-
মনাশ্রিত্য বৃন্দাটবীং তৎপদাঙ্কম্।
অসম্ভাষ্য তদ্ভাবগম্ভীরচিত্তান্
কুতঃ শ্যামসিন্ধোরসস্যাবগাহঃ॥"
"রাধাপদাম্ভোজরেণু নাহি আরাধিলে।
তাঁহার পদাঙ্ক-পূত [illegible] না ভজিলে॥
না সেবিলে রাধিকা গম্ভীর-ভাবভক্ত।
শ্যামসিন্ধুরসে কিসে হ'বে অনুরক্ত॥"
—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

রাধাভজন ব্যতীত কৃষ্ণভজন সম্ভবপর নহে। রাধারহিত মাধব বলিয়া কোন বস্তু থাকিতে পারে না। স্বরূপশক্তি ব্যতীত শক্তিমান্ অদ্বয়-তত্ত্বের অবস্থান নাই। তাই পূজ্যপাদ শ্রীল দাস-গোস্বামী প্রভু বিলাপ-কুসুমাঞ্জলিতে গাহিয়াছেন ——

"আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ
কালোময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।
ত্বঞ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং মে
প্রাণৈর্ব্রজেন চ বরোরু বকারিণাপি॥"

হে বরোরু! এখন আমি অমৃত-সাগররূপ আশাতিশয় কদম্বে অতি কষ্টে কালাতিপাত করিলাম; তুমি যদি আমাকে কৃপা না কর তবে এ-প্রাণ, ব্রজবাস, এমন কি শ্রীকৃষ্ণেও আমার প্রয়োজন নাই।

উপসংহার

শ্রীকৃষ্ণের শক্তিত্রয়ের জ্ঞান ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ের জ্ঞান সম্ভবপর নহে। শক্তিত্রয়ের সহিত শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞান লব্ধ হইলে কৃষ্ণবস্তু-বিষয়ে আর অজ্ঞান থাকে না। সম্যক্ কৃষ্ণ জ্ঞান প্রদানার্থই কৃষ্ণশক্তি মহান্তগুরুদেবের জগতে প্রকট-লীলা। তাঁহার আনুগত্য ব্যতীত কৃষ্ণ-বস্তুর জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। তাঁহার সন্ধান না পাইয়া বা সন্ধান পাইয়াও তাঁহার আনুগত্য না করিয়া অক্ষজ-জ্ঞানে অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণবস্তুবিষয়ে আলোচনা করিতে যাইয়া কতকগুলি লোক অজীর্ণ উদ্গার পূর্ব্বক জগতে বিষম জঞ্জাল উৎপাদন করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে নিজদিগকে বৈষ্ণব-পরিচয়প্রদানকারী একশ্রেণীর লোক রাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত লীলাকে প্রাকৃত জগতের নায়ক-নায়িকার কামের সহিত এক পর্য্যায়ভুক্ত মনে করিয়া নিজেরা কৃষ্ণের আসন গ্রহণপূর্ব্বক কাম-চরিতার্থ করিতে ব্যস্ত। তাহারাই মহাত্মা তোতা কথিত আউল-বাউলাদি ত্রয়োদশ অপসম্প্রদায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তি বৈষ্ণব-দর্শনে প্রবেশ অসমর্থতানিবন্ধন দূর হইতে এই অপসম্প্রদায় সমূহের কার্য্যকলাপ দেখিয়া রাধাগোবিন্দের উপাসনাকে হেয় মনে করেন। ভাণ্ডারকারের ন্যায় বুদ্ধিমান্ (!) ব্যক্তিও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিতে পারা যায় না। তৃতীয় শ্রেণীর ব্যক্তি দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তির ন্যায় প্রাকৃত নৈতিক বিচারে আবদ্ধ হইয়া রাধাতত্ত্ব-জ্ঞানের অভাবনিবন্ধন রাধার অস্তিত্ব অস্বীকার পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে ভদ্রলোক সাজাইয়া তাঁহার প্রতি উৎকৃষ্ট ভক্তি প্রদর্শন করেন। পরলোকগত অনেক খ্যাতনামা উপন্যাসকার এই শ্রেণীর অন্তর্গত। চতুর্থ শ্রেণীর ব্যক্তির জিজ্ঞাস্য, শ্রীরাধারাণীর মাহাত্ম্য যদি এইরূপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে বৈষ্ণবগণের প্রধান গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহার নাম নাই কেন? তাঁহাদের যদি 'মর্কটের হস্তে হীরার হার প্রদান করিলে সে উহার মূল্য বুঝিতে অসমর্থ হইয়া উহা ছিন্ন করিয়া ফেলে' এই সাধারণ জ্ঞানটুকু থাকিত তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন, সাধারণের পক্ষে রাধাতত্ত্ব বোধগম্য নহে বলিয়াই স্পষ্টভাবে শ্রীরাধার নাম শ্রীমদ্ভাগবতে দেওয়া হয় নাই। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এই প্রশ্নের উত্তর শ্রীমদ্ভাগবত-রচয়িতার উক্তিতে নিম্নলিখিত বাক্যসমূহে ব্যক্ত করিয়াছেন ——

"অতএব কহি কিছু করিয়া নিগূঢ়।
বুঝিবে রসিক ভক্ত, না বুঝিবে মূঢ়॥
অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ-বিশেষ॥
যে-লাগি' কহিতে ভয়, সে যদি না জানে।
ইহা বহি কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে॥

চক্ষুতে ছানি পড়িলে দিবাভাগও অন্ধকার বলিয়া প্রতিভাত হইলেও বস্তুতঃপক্ষে উহা যে অন্ধকারাচ্ছন্ন নহে, ছানি অপগত হইলেই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। সদ্গুরুর জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় অজ্ঞান-ছানি নিরস্ত হইলে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথমশ্লোকেই আমরা শ্রীরাধারাণীর সন্ধান পাইব—তাঁহার অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও সেবা-সৌষ্ঠব আমাদের লক্ষ্যের বিষয় হইবে।

পঞ্চম শ্রেণীর ব্যক্তি স্কন্দ ও মৎস্য পুরাণদ্বয়ে—যাহার বঙ্গানুবাদ "বারাণসীতে বিশালাক্ষী পুরুষোত্তমে বিমলা, দ্বারাবতীতে রুক্মিণী এবং বৃন্দাবনে রাধিকা" সেই শ্লোকটী অবলম্বন করিয়া 'জগা-খিচুরী' প্রস্তুতপূর্ব্বক বলিয়া থাকেন—বিশালাক্ষী বিমলা, রুক্মিণী এবং রাধিকা সবই এক। তাঁহাদের ভ্রম নিরসনপূর্ব্বক শ্রীল জীবপাদ এই সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন—উপরি-উক্ত শ্লোকে দেবী-ধামেশ্বরী শ্রীদুর্গাদেবী বা মায়াশক্তির সহিত যে শ্রীলক্ষ্মী, সীতা, রুক্মিণী ও শ্রীরাধার একত্র উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহাদ্বারা সকলের সমস্ত বিচার করা উচিত নহে। দেবীধামেশ্বরী মহামায়া দুর্গাদেবী কৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির বহিরঙ্গা প্রকাশ-রূপিণী বিরূপ-শক্তি। শক্তিত্বমাত্র-সাধারণহেতু অর্থাৎ কি অন্তরঙ্গা, কি বহিরঙ্গা, কি স্বরূপাশ্রিতা, কি অপাশ্রিতা —সকলেই শক্তিতত্ত্ব বলিয়া অন্তরঙ্গা-শক্তি শ্রীলক্ষ্মী, সীতা, রুক্মিণী ও শ্রীরাধা প্রভৃতিকেও দুর্গাদেবীর সহিত গণনা করা হইয়াছে। দেবী হইতে লক্ষ্মীর বৈশিষ্ট্যের ন্যায় সীতা প্রভৃতিরও বৈশিষ্ট্য জানিতে হইবে। দেবীর সহিত লক্ষ্মী প্রভৃতির ঐক্য স্থাপিত হইতে পারে না। কারণ শ্রীরামতাপনীতে শ্রীসীতাদেবীর এবং শ্রীগোপালতাপনী প্রভৃতিতে শ্রীরুক্মিণী ও শ্রীরাধার স্বরূপতত্ত্ব উক্ত হইয়াছে। শ্রীযামলে উক্ত হইয়াছে—"শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ-বিশিষ্ট; তিনি কখনও চতুর্ভুজ নহেন; তিনি একটী গোপীর সহিত মিলিত হইয়াই অনুক্ষণ ক্রীড়া করেন।" এস্থানে 'দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে একটী গোপীর সহিতই সর্ব্বদা ক্রীড়া করেন'—এই বাক্য হইতে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার পরস্পরের অব্যভিচার-হেতু স্বরূপ-শক্তিত্ব নিশ্চিত হইয়াছে। অন্য বহু গোপী বিদ্যমান থাকিলেও একটী গোপীর সহিত ক্রীড়া করেন—এইরূপ বিশেষ প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব শ্রীরাধার স্বরূপশক্তিত্বনিবন্ধন বৃহদ্ গৌতমীয়-তন্ত্রে প্রসিদ্ধ বাক্য—শ্রীরাধা 'সর্ব্ব-লক্ষ্মীময়ী', 'সর্ব্বকান্তি', 'ভুবনমোহন-মোহিনী,' 'পরাশক্তি'—সর্ব্বতোভাবে সার্থকতা লাভ করিয়াছে। এই সকল প্রমাণ হইতেই জানা যায়,—মূলাশ্রয়া রাধিকা হইতেই আশ্রয়-বৈভব ব্রজললনাসমূহ, রেবতী প্রমুখা প্রকাশাশ্রয়বৃন্দ, দ্বারকাদিতে মহিষীবৃন্দ, পরব্যোমে লক্ষ্মীগণ, নৈমিত্তিক অবতারাদিতে সীতা প্রভৃতি তত্তদ্বিষ্ণু অবতারের স্বরূপ-শক্তিগণ প্রকাশিত হইয়াছেন এবং নিত্যবদ্ধ-জীবগণের কারা বা দুর্গ-রক্ষয়িত্রী মায়াদেবী কারারক্ষয়িত্রী অন্তরঙ্গ-স্বরূপশক্তির ছায়াস্বরূপা বহিরঙ্গ-বিরূপ-শক্তিরূপে দেবীধামে নিত্যকাল কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ প্রাকৃতজনকর্ত্তৃক পূজিতা হইয়া প্রকাশিতা আছেন।

শক্তিতত্ত্ব বিচারে আমরা দেখিতে পাই—শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে বহিরঙ্গা মায়া-শক্তি, তটস্থা জীব-শক্তি এবং অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তিই প্রধান। অন্তরঙ্গা শক্তির সম্বিৎ, সন্ধিনী ও হ্লাদিনী ভেদে ত্রিবিধ প্রভাব।

আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে-জ্ঞান করি' মানি॥

পূর্ণতত্ত্ব শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বস্তু। তাঁহার একই চিচ্ছক্তি প্রথমে সদংশে সন্ধিনী অর্থাৎ সত্তাবিস্তারিণী চিদংশে পূর্ণজ্ঞানরূপ সম্বিত্তত্ত্ব অর্থাৎ কৃষ্ণের স্বরূপ-তত্ত্ব এবং আনন্দাংশে হ্লাদিনী অর্থাৎ সেই স্বরূপতত্ত্বের আহ্লাদদায়িনী।

রাধা—শক্তি, কৃষ্ণ-শক্তিমান্। "শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ"—এই বেদান্ত-বিচারে শক্তি ও শক্তিমত্তত্ত্বে কোন ভেদ না থাকিলেও অবিচিন্ত্য শক্তিক্রমে রাধাকৃষ্ণ পরস্পর বিলাস-রস আস্বাদন করিতে করিতে নিত্য পৃথক, অথচ যুগপৎ এক। রাধা প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী, শ্রীকৃষ্ণকে পরমানন্দে নিমগ্ন রাখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার ঐ নাম। আবার শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণের চিদ্বিভিন্নাংশ-রূপ জীবের স্বরূপগত প্রেমপুষ্টি-ক্রিয়া দ্বারা লক্ষিতা। সুতরাং জীবের রাধার আনুগত্যে কৃষ্ণ-সেবা-ব্যতীত প্রেমানন্দ লাভের গত্যন্তর নাই। শক্তিমত্তত্ত্ব বলদেব প্রভুও 'সঙ্কর্ষণ' 'কারণোদকশায়ী' 'গর্ভোদকশায়ী,' 'ক্ষীরোদ-শায়ী' ও 'শেষ' এই পঞ্চরূপে, আবার 'শেষ' ভাবে দশদেহে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াও তৃপ্ত না হইয়া অনঙ্গমঞ্জরীরূপে রাধারাণীর কনিষ্ঠা ভগ্নী হইয়া তাঁহার আনুগত্যে শৃঙ্গার-রতিতে কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা।' মেতে আছে। আমি বাল্যকাল থেকে এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত, একটা মিথ্যা স্বাধীনতার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি। আর পণ্ডশ্রমে মিছে যন্ত্রণায় বিদ্বেষ হিংসায় আক্রান্ত হ'য়ে সময় অতিপাত করবার ইচ্ছা নাই। তাই এদের শরণাগত হয়েছি। (প্রভুপাদের প্রতি) আপনারা বাংলার প্রকৃত স্বাধীনতা চেনেন। বাংলার যিনি ভাগ্য-বিধাতা বাংলার যিনি চেতন, সেই চৈতন্যমহাপ্রভুর কথা আজ আপনারা হাটে বাজারে ক্লাবে মিটিংএ, বৈঠকে শিক্ষিত সমাজে ছড়িয়ে দিয়ে আবার বাংলাকে স্বাধীন করুন—বাংলাকে কৃতার্থ করুন।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য—শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় শ্রীনদীয়া-প্রকাশ গত ২৯ সেপ্টেম্বর শুক্রবার দিবস প্রকাশিত হয় নাই।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রায়বাহাদুর কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রোফেসার বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (বিং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ২॥০, ভিঃ পিঃ তে ৩৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, মহাপ্রভুর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড় গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরু-প্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠস্থিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বক্সক-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ।—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবার্চ্চাগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, অন্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যোক্ত বিশুদ্ধ শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—আচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেম ভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৵০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গ্রথিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ধাম—জীব—আচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে বোম্বাই কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ।০ আনা।

জৈবধর্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে　　প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৷৵০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজি বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় উল্লিখিত স্থানের পরিচয়ার্থ গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ দশ আনা মাত্র।

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

ভক্তভক্তিরাজ্যের-একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' প্রভৃতি-সমৃদ্ধ বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধব গৌড়ীয় পর সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত ভিক্ষা সাধারণের পক্ষে ২১৸৶০; গৌড়ীয়ের গ্রাহকের পক্ষে ১৫৸৶০।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা ১২৲; গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৮৲ টাকা।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়' 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উজ্জ্বলত্বের নিগ্রহ ও নিরমাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ, ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শাস্ত্র-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের প্রণালী', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত' 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ' 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ' 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার লঙ্ঘনে অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'কড়ায়ুক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি বিশেষ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই আবদ্ধ্য-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপ-বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মানন্দ ও মনোনন্দ, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীল রায় রামানন্দ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগ-ভজন পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গোলকবাস ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকাতিরেক্য ও সুতাত্ত্বিকতা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবী আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যত্ব—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য" অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠা শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রাণ-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার প্রণালী এ সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৸০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১।	ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত	৫৲
২।	শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র	৪০৲
	ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ)	২১৷৵০
	ঐ (দশম স্কন্ধ)	১২৲
৩।	ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲
৪।	ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১৲
৫।	গৌড়ীয়-গৌরব	।৵০
৬।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	।৵০
৭।	ভজনরহস্য	॥০
৮।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
৯।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	
	ঐ (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১০।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)	
	ঐ (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১১।	গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥০
১২।	মুক্তা-চরিত্র শ্রীগৌরকৃষ্ণ সানুবাদ (মাধব)	২৲
১৩।	বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)	॥০
১৪।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১৫।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৬।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১৭।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	॥৵০
	ঐ (বাঁধা)	৸০
১৮।	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৵০
১৯।	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	।৵০
২০।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	॥০
	ঐ (আবাঁধা)	।৵০
২১।	নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা	৸০
২২।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৵০
২৩।	গীতমালা	⁄১০
২৪।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
২৫।	ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶০
২৬।	নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ)	৵০
২৭।	শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ	।০
২৮।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।০
২৯।	শরণাগতি	⁄০
৩০।	গীতাবলী	⁄০
৩১।	চিন্তে নবদ্বীপ	১॥০
৩২।	সাধনপথ	⁄০
৩৩।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	⁄০
৩৪।	নবদ্বীপশতক	⁄০
৩৫।	অর্গলস্তব	⁄০
৩৬।	সদাচারস্মৃতিঃ	⁄০
৩৭।	কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)	⁄১০
৩৮।	অঞ্জনকণ	⁄১০
৩৯।	সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)	॥০
	ঐ (অবাঁধা)	।⁄০
৪০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	১৲
৪১।	ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৪২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
৪৩।	মণিমঞ্জরী সানুবাদ	।০
৪৪।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৪৫।	পুরুষার্থ বিনির্ণয়	।০
৪৬।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৪৭।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
৪৮।	গৌড়ীয়মঠ কি করেন?	⁄০
৪৯।	ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃত্ত ও অনুবাদসহ)	।০
৫০।	শ্রীভুবনেশ্বর	৶০
৫১।	সিদ্ধান্ত-দর্পণ	৵০
৫২।	সাধ্যবাণী	⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ	॥০
৫৪।	সটীক-শিক্ষাদশমূলম্	।০
৫৫।	তত্ত্ব সূত্রম্	।০
৫৬।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৵০
৫৭।	গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	⁄০
৫৮।	সাম্প্রদায়িকবর্ণনম্	৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯।	রায় রামানন্দ	॥০
৬০।	নামভজন	।০
৬১।	রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্	।৵০
৬২।	লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।০
৬৩।	বৈষ্ণবীজম্	।০
৬৪।	হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং	⁄০
৬৫।	দি ভাগবত	।০
৬৬।	ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন	।০
৬৭।	ব্রহ্ম-সংহিতা	১॥০
৬৮।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	॥
৭০।	সাধন পথ	।০
৭১।	কল্যাণ কল্পতরু	⁄০
৭২।	গীতাবলী	১৲
৭৩।	শরণাগতি	⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪।	কল্যাণ কল্পতরু	⁄০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, ...

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভায় মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষার একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ⁄০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

ছেলেদের পাচন

সন্তানদিগের সর্ব্বরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের প্রাহকগণের জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, পাইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৷০ আনা।

আফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

টেল- শ্রীধাম নবদ্বীপ । দৈনিক Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া প্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলা প্রভাতী—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৫০তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৭শে ভাদ্র সোমবার ১৩৩৯, ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৩২

ফরিদপুর সশস্ত্র ডাকাতি
আবার জেলে বন্দীর মৃত্যু
লাটভবনে পরামর্শ
প্রকাশ্য আদালতে সুভাষচন্দ্র
চলন্ত ট্রেণ হইতে পলায়ন
শিখ স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার
আরামবাগে ডাকাতি
লণ্ডন বৈঠকে কংগ্রেসনেতা
ভারত গভর্ণমেণ্ট
ডাক্তার মুঞ্জের পদত্যাগ
উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা

নানা কথা

ফরিদপুর সশস্ত্র ডাকাতি

ফরিদপুর হইতে প্রকাশ, সহর হইতে প্রায় ৭ মাইল দূরবর্ত্তী কোতয়ালী থানার অধীন গোয়ালেরটিলা গ্রামে মহাজন ইব্রাহিম বেপারীর বাড়ীতে গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর নিশীথ রাত্রিতে সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ডাকাতরা সংখ্যায় প্রায় ১২ জন ছিল। তাহারা দ্বার ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। বাড়ীর লোকজন বাধা দিবার চেষ্টা করিলে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র দেখাইয়া ডাকাতরা তাহাদিগকে থামাইয়া দেয়। ডাকাতদের নিকট ছোরা রাম দা, লাঠী ও টর্চ্চ আলো ছিল। তাহারা নগদে, গহনায় ও বাসনপত্রে প্রায় ৪ শত টাকা লইয়া পলাইয়াছে।

লাট ভবনে পরামর্শ

গত শুক্রবার সন্ধ্যার সময় বাঙ্গালার গবর্ণর সার জন এণ্ডারসনের আহ্বানে কলিকাতার জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহের প্রতিনিধিগণ লাট-প্রসাদে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তথায় বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। গবর্ণর ও বাঙ্গালা সরকারের অন্যতম মন্ত্রী নবাব ফারোকি সাহেব উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিকগণের মধ্যে মৌলবী মুজিবর রহমন (মুসলমান) শ্রীযুত তুষারকান্তি ঘোষ (অমৃতবাজার পত্রিকা) শ্রীযুত সত্যেন্দ্রকুমার বসু (বসুমতী), শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (আনন্দবাজার পত্রিকা) শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র গুপ্ত (এডভান্স) এবং শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার (লিবার্টি) উপস্থিত ছিলেন।

ইতঃপূর্ব্বে মৌলবী মুজিবর রহমান, শ্রীযুত সত্যেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুত তুষারকান্তি ঘোষ ও শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকারের সহিত গবর্ণরের এ সম্বন্ধে পৃথক ভাবে আলোচনা হইয়াছিল।

চলন্ত-ট্রেণ হইতে পলায়ন

চাঁদপুর হইতে প্রকাশ, নোয়াখালির কয়েকটি হত্যাকাণ্ডের সহিত জড়িত বাখরগঞ্জের আজরআলি এবং আবদুল রোহবকে বরিশালে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। প্রকাশ, গত ৯ই সেপ্টেম্বর রাত্রিতে দুই জন পুলিস চাঁদপুর হইয়া আসাম মেলে তাহাদের নোয়াখালি লইয়া যাইতেছিল। বালাখল এবং হাজীগঞ্জ ষ্টেশনের মধ্যে ট্রেণ যখন পূর্ণবেগে চলিতেছিল সেই সময় তাহারা উভয়ে ধাবমান ট্রেণ হইতে লাফাইয়া পড়ে এবং পালাইয়া যায়। উভয়ের হাতে হাতকড়ি ছিল।

পুলিস তখনই বিপদজ্ঞাপক শিকল টানিয়া দেয় এবং ট্রেণ তখনই থামিয়া যায়। অতঃপর তাহারা হাজীগঞ্জ থানায় গিয়া সংবাদ প্রদান করে।

আজরআলিকে গত ৯ই সেপ্টেম্বর প্রাতে পালগাঁওয়ে গ্রেপ্তার করিয়া চাঁদপুরে প্রেরণ করা হইয়াছে। অপর ব্যক্তির এখনও কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

আরামবাগে ডাকাতি

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, আরামবাগ মহকুমার অধীন শ্যামপুর হইতে এরাদ আলির বাড়ীতে ডাকাতি হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ডাকাতেরা এরাদ আলি ও তাহার স্ত্রীকে প্রহার করে ও বাক্স তোরঙ্গ ভাঙ্গিয়া টাকা কড়ি প্রভৃতি লইয়া পলাইয়াছে।

শ্রীবিশ্ব বৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	নৈমিষারণ্য	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১ শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	কলিকাতা
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	নৈমিষারণ্য
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	কলিকাতা	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমাণুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে শ্রীগৌরাবির্ভাব মহোৎসবাদি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেবাবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুক্তবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতি, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীভবরঞ্জন দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালি দাসাধিকারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী, এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ সাউথ মালাকা প্রয়াগ ইউ. পি

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবিনোদ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্কণিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন।

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া

এখানে বহু প্রাচীন শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-ঝাব্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩১) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ,

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) বাদলগোপাল পাট

কাঠালপাল, চাকদহ, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর বাবাজী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, | ২৭ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৬, ২৭শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১২ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩২ সোমবার | ১৬০তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠে

শ্রীশ্রীরাধাবির্ভাবোৎসব

গত ৮ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী মহামহোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ভক্তগণ শ্রীশ্রী-বিনোদপ্রাণজীউর মঙ্গলারাত্রিকের পূর্ব্বে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিসহকারে মঠপ্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়া গুরু-বৈষ্ণব-বন্দনানন্তর উচ্চৈঃস্বরে শ্রীনাম মন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে মঙ্গলারাত্রিক সমাপন করেন।

অতঃপর পুনরায় গুরু-বন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, শ্রীনাম-মহামন্ত্র ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে গৌরজন্মলীলা ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী হইতে সকল আশ্রিত-তত্ত্বের অংশীস্বরূপা, মহাভাবস্বরূপিণী, সর্ব্বজীব সেব্যা, এমন কি শ্রীশ্রীবলদেব প্রভুরও পূজ্যা কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি শ্রীশ্রীবৃষভানুনন্দিনীর মহিমার কথা পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হয়।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এই তিথিবরা ও গোবিন্দমোহিনী শ্রীরাধারাণীর মহিমা কীর্ত্তনমুখে বলেন,—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র—অখিলরসের ও শোভা-সৌন্দর্য্যাদি সকল গুণের মূল সমাশ্রয়। তিনি সমস্ত ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও জ্ঞানের মূল আশ্রয়তত্ত্ব। আর সেই পূর্ণতম ভগবান্ যাঁহার 'আশ্রয় ও বিষয়' সেই স্বরূপটী যে কত বড় তাহা মানব-জ্ঞানের, এমনকি অনেক মুক্তপুরুষগণেরও ধারণার অতীত। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যে ও মাধুর্য্যে সমস্ত জগৎ লালায়িত ও মোহিত, যিনি নিজের মাধুর্য্যে নিজেই মোহিত, সেই ভুবন-মোহন কৃষ্ণও যাঁহাদ্বারা মোহিত হন, তিনি যে কত বড় বস্তু তাহা আমাদের অক্ষজ-জ্ঞানের ধারণার অতীত। যদিও কৃষ্ণ বিষয়-বস্তু, তথাপি তিনি আশ্রয়েরই বিষয়। জড়জগতে যে প্রকার স্ত্রীপুরুষের মধ্যে পার্থক্য ও জড় সম্বন্ধ রহিয়াছে, পরস্পর ভেদ রহিয়াছে, শ্রীমতী রাধিকার ও কৃষ্ণের মধ্যে, সেই প্রকার ভেদ ও সম্বন্ধ নাই। কৃষ্ণাপেক্ষা শ্রীবৃষভানু-নন্দিনী অশ্রেষ্ঠা নহেন।

শ্রীকৃষ্ণই লীলারস আস্বাদনার্থ 'আস্বাদক ও আস্বাদিত' রূপে রাধা ও কৃষ্ণ এই দুইটী দেহ ধারণ করিয়া আছেন। এই রাধাতত্ত্বটী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই আমাদের জানাইতে সমর্থ; আর একজন এ তত্ত্ব আমাদের উপলব্ধির বিষয় করাইতে পারেন—যিনি বৃষভানু-নন্দিনী ও কৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবা করেন অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন শ্রীগুরুদেব বা গৌরশক্তিগণ।

শ্রীকৃষ্ণ যেমন সব অবতারের অংশী, শ্রীমতী রাধারাণীও সেইরূপ সমস্ত শক্তিতত্ত্বের অংশিনী। শ্রীবার্ষভানবী—জগন্মাতা, তিনি যাবতীয় শক্তিজাতীয় বস্তুসমূহের জননী। শক্তিমত্তত্ত্ব বলিতে যাহা বুঝায়, শক্তি বলিতেও তাহাই বুঝায়। শ্রীমতী বলদেবাদিরও পূজ্যা। শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী পর্য্যন্ত শ্রীমতী রাধিকার সেবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। বার্ষভানবীর আশ্রিত জনগণই পরম ধন্য। সেই বার্ষভানবীর আশ্রিত জনগণের সুমহান আশ্রয় যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলেই জীবের পরম মঙ্গল হইবে। শ্রীরাধা-রাণীর দাসানুদাসগণের দাস্য করা ব্যতীত জীবের মঙ্গলের আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

এতদ্ব্যতীত স্বামীজী মহারাজ এই নিত্য-পূজ্যা তিথিবরার মহিমা ও আরও অন্যান্য অনেক বিষয় গুরু-গম্ভীরস্বরে প্রায় ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করেন। ভোগারতি কীর্ত্তনান্তে সমাগত ভক্তবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অনন্তর বেলা ৪ ঘটিকার সময় ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ এবং মঠবাসী ভক্তগণ মিলিত হইয়া সমস্বরে সন্ধ্যারাত্রিকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করেন। কীর্ত্তনান্তে সন্ধ্যারাত্রিক সমাপ্ত হইলে স্বামীজী মহারাজ পুনরায় রাত্রি ৭ ঘটিকা হইতে ৯॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীনন্দমহারাজের মাহাত্ম্য, পঞ্চরসে কৃষ্ণের সেবা-মাহাত্ম্য ও তারতম্য এবং শ্রীল প্রভুপাদের পুরুষার্থ-বিনির্ণয় নামক সুগভীর দার্শনিক সিদ্ধান্তপূর্ণ বক্তৃতাটী শ্রোতৃমণ্ডলীকে সুস্পষ্টভাবে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন। পাঠান্তে কীর্ত্তনমুখে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীশ্রীরাধারাণীর আবির্ভাবোপলক্ষে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণজীউর অপূর্ব্ব শৃঙ্গারবেশ এরূপ নয়নাভিরাম হইয়াছিল যে, শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া দর্শকগণ পরমানন্দ অনুভব করিতেছিলেন।

শ্রীশ্রীবামনদেবাবির্ভাবোৎসব

গত কল্য ২৭শে ভাদ্র রবিবার দিবস পার্শ্বৈকাদশী, শ্রবণা দ্বাদশী এবং বামন দ্বাদশী এই মাধবী তিথিত্রয়ের একত্র সমাবেশ হইয়াছিল। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুদেবপ্রাণ শ্রীচৈতন্য-মঠের সেবকগণ পরম আদরে সমস্ত দিবসব্যাপী ভক্ত্যঙ্গাদি দ্বারা এই তিথির সম্যক্ বন্দনা করিয়াছেন। ইহার বিস্তৃত বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

সাত্বত বিধানে শ্রাদ্ধ

গত ১লা সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার পরমভাগবত শ্রীপাদ অধোক্ষজ সেবাকোবিদ প্রভু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পিতা শিষ্যা নিজ পরলোকগতা জননীর শ্রাদ্ধকৃত্য একাদশাহে শ্রীভগবৎ-প্রসাদ দ্বারা নিমসার পরমহংস মঠে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। নামকীর্ত্তন, বৈষ্ণব-ভোজন প্রভৃতি শ্রাদ্ধের মুখ্য অঙ্গ ছিল।

তাহা রে সে বলি ধর্ম্ম কর্ম্ম সদাচার। ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার॥

"শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-আগমনী-গীতি"

(১)

(নমঃ) বৈষ্ণবগণের আচার্য্য-ঠাকুর
ভকতিবিনোদ গৌর-প্রাণারাম।
(আজি) তব আবির্ভাবে ভক্তগণ সবে
কে জানে কি ভাবে সঁপিয়াছে প্রাণ॥

(২)

যে ভাব অভাবে দীন মর্ত্ত্যবাসী
অভাবের ভাব ভাবে দিবানিশি।
হাহুতাশে মায়াজালে পশি
(সেই) অনাবিল ভাবে দিয়েছ সন্ধান॥

(৩)

সন্ধান দিয়েছ তুমি সেই ধন
অনাবিল ধন গোলোক-রতন।
(তার) যদি এক কণ ভাগ্যবান্ জন
লভি দেখে পূর্ণ সুখময় স্থান॥

(৪)

মোক্ষসুখ মানে নরকের সম
স্বর্গ-সিংহাসন আকাশ কুসুম।
(তার) ভোগেন্দ্রিয় অতি বিষদন্ত হীন
তুচ্ছ-কীটসম পারমেষ্ঠ্য ধাম॥

(৫)

গৌর-স্থাপন অস্থিরিত করে
"জয় গোর", "ঠাকুর", "পরমানন্দ" নিজে।
গৌর মনোভীষ্ট প্রচারি চলিলে
(নানা) ধর্ম্মধ্বজীদের হৈল অন্তর্দ্ধান॥

(৬)

এ হেন সময়ে গৌড়ীয় আকাশে
অমানিশাচ্ছন্ন ভুইশত বর্ষে।
নদীয়া নগরে প্রভুর আদেশে
মঙ্গল উষায় কৈলে উদ্বোধন॥

(৭)

"কলিযুগধর্ম্ম নাম-সংকীর্ত্তন
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে প্রবর্ত্তন"।
করিয়া এ বাণী বিশেষ ধারণ
(হেন) তব অবতার ভূমিকা প্রধান॥

(৮)

শতশত গ্রন্থ, ভাষ্য টীকা-দ্বারে
পত্রিকাতে আর কীর্ত্তন-প্রচারে।
(বিশ্ব) লুটিয়া খাইয়া যতই উজাড়ে
আশ্চর্য্য ভাণ্ডার (আরো) বাড়ে কোটীগুণ

(৯)

"সজ্জনতোষণী" অনন্ত অশনি
উঠিল শাসে নাশে ধর্ম্মগ্লানি।
পাশ্চাত্যনিবাসী স্বপনে ভাবেনি
বিতরিছে ওই তব মহাদান॥

(১০)

"শরণাগতি", "শ্রীকৃষ্ণসংহিতা"
"কল্যাণকল্পতরু"-গীতি, "মনঃশিক্ষা"।
"রসিক-রঞ্জন" ভাষ্য "বিদ্বৎ-রঞ্জন"
"ভজনরহস্যে" সাধে কৃষ্ণ-কাম॥

(১১)

শ্রীব্রহ্মসংহিতা ব্যাখ্যা "প্রকাশিনী"
উপদেশামৃতে "পীযূষ-বর্ষিণী।"
"বৈষ্ণবধর্ম্ম"-দ্বারে শাস্ত্রসিন্ধু ছানি'
দিয়াছ জীবেরে স্বরূপ সন্ধান॥

(১২)

"মহাপ্রভুশিক্ষা", "শ্রীআম্নায়-সূত্র"
"হরিনামচিন্তামণি", "তত্ত্বসূত্র"।
চৈতন্যচরিত "অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য"
বিরচি করিলা পূর্ণ গৌরকাম॥

(১৩)

কৃষ্ণশক্ত্যাবিষ্ট পুরুষমহান্
দৈববর্ণাশ্রম করিবে স্থাপন।
তব "শিক্ষামৃত" দিয়া সে সঙ্কেত
গাহিল "বাণী"র আগমনী-গান॥

(১৪)

"প্রেমপ্রদীপ" আর "গীতাবলী" গান
"শ্রীধাম-মাহাত্ম্য", "শোক-শাতন"।
(যত) বেদগোপ্যধন করি বিতরণ
জানালে স্বরূপে স্থিতি ব্রজধাম॥

(১৫)

গৌর ব্রজধনে ভেদ কভু নয়
তত্ত্বের বিলাস-ভেদে ধামদ্বয়।
"মায়াপুর" গৌরজন্মস্থলী হয়
জানাইলে বিশ্বে তুমি হে ধীমান্॥

(১৬)

তব শুণ বর্ণি সে মোর আশ
আত্মপবিত্রিতে কেবল প্রয়াস।
উহা রূপাদানে পুরাও মম আশ
দিও শ্রীচরণ অন্তিমেতে দান॥

(১৭)

(ওহে) গৌরশক্তি! তব আবির্ভাব দিন
কি আছে পূজিতে আমিতো সুদীন।
(হউন) তব "বাণী" পদ আমার সম্পদ
তাঁর কৃপাশীষ মোর উপায়ন॥

(১৮)

ললিতা-গোবিন্দ মিলিত বিগ্রহ
স্বরূপদামোদর প্রভুর অভিন্নদেহ।
(ভক্তি) বিনোদ সর্ব্বশ্রী ভক্তিরথ চিত্ত
ভূয়োভূয়ঃ তাঁর চরণে প্রণাম॥

— শ্রীপুলিনবিহারী দাসাধিকারী

রাধাষ্টমী-বাসরে

তিথিবন্দনাগীতি

(১)

বন্দি তোমারে অষ্টমী-তিথি সকল তিথির সেরা।
আনন্দ-নিলয় প্রশান্ত হৃদয় সর্ব্ব পুণ্য দিয়ে ঘেরা॥
(তব) শুভ আগমনে মানব-চিত্তের যত গ্লানি আবর্জ্জনা।
কলুষ-ঝঙ্কার চূর্ণ অহঙ্কার দূরে গেল সব কামনা॥
পীড়িতের ব্যথা হ'ল অবসান মরুবুকে এল ভক্তি-প্রস্রবণ।
(জীব) ত্যজিলা অনিত্য সুখ-ভোগৈশ্বর্য্য
তিথিবন্দনায় হইল মগন॥
আজকে তোমাতে শুভ প্রকটিতা বৃষভানুরাজনন্দিনী।
কৃষ্ণকান্তাগণ-শিরোমণি তিনি শ্রীরাধা ত্রিলোকবন্দিনী॥

(২)

বৈষ্ণবের পদরেণু শিরে ধরি বন্দি তোমারে মোরা দীন জন।
(তব) শুভবিজয়েতে আনন্দ সায়রে নিমগন হল জীব অগনন॥
কঠিন পাষাণ আনন্দে গলিয়া পরিণত হল ঝরনায়।
উঠিল ঝঙ্কারি (তব) বন্দনা গীতি কোটী কোটী জীব-রসনায়॥
ছিন্ন করি সংসারের অফুরন্ত অনন্ত বাসনা-নিগড়।
হৃদয় শোধিয়া উথলি উঠিল শান্ত, স্নিগ্ধ, শুদ্ধ ভকতি-পাথার॥
আজকে তোমাতে শুভ প্রকটিতা বৃষভানুরাজ-নন্দিনী।
কৃষ্ণকান্তগণ-শিরোমণি তিনি শ্রীরাধা ত্রিলোকবন্দিনী॥

(৩)

রবি, শশী, গ্রহ, তারকানিচয় তব শুভাগমে হইল শান্ত।
নির্ম্মল ভেল আকাশমণ্ডল বিঘ্নকারিগণ হইল ক্ষান্ত॥
ভ্রমরকুলের মধুর ঝঙ্কারে প্রপূরিত হল কুসুমকানন।
পুণ্য-গন্ধবাহী বিশুদ্ধ পবন কুসুম সুবাস করিয়া হরণ॥
সুখস্পর্শে দিক করি আমোদিত পশু-পাখী চিত্ত করি আকর্ষণ।
করিছে নিয়োগ তোমারে পূজিতে, তুমি জগতের
আরাধনা-ধন॥
আজিকে তোমাতে শুভ প্রকটিতা বৃষভানুরাজ নন্দিনী।
কৃষ্ণকান্তাগণ-শিরোমণি তিনি শ্রীরাধা ত্রিলোক বন্দিনী॥

(৪)

দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ, কিন্নর, অপ্সরা, বিদ্যাধরীগণ।
হরষে নৃত্য করিছে সকলে হেরিয়া তোমার শুভ আগমন॥
নন্দনবন মন্দারকুসুম বরষিছে সুর কুমারীগণ।
ব্রহ্মা হইতে জীব-কোটীগণ গাহিছে তোমার মহিমা-গান॥
(তব) পুণ্য প্রভায় দীপ্ত ললাটে শোভিত শুভ্র গরিমা স্থান।
শঙ্খ-নিনাদে পূরিল ধরণী (নাদিল) তব আগমনী বিজয় তূর্য্য।
আজিকে তোমাতে শুভ প্রকটিতা বৃষভানুরাজ-নন্দিনী।
কৃষ্ণকান্তগণ-শিরোমণি তিনি শ্রীরাধা ত্রিলোক-বন্দিনী॥

(৫)

বিশ্ববৈষ্ণবরাজ-রাজেশ্বর অর্ঘ্যের থালি লইয়া হস্তে।
বিবিধ বাসিত রাশি রাশি কত কুসুম চয়ন করিয়া ত্রস্তে॥
(নিজ) ভক্তগণসহ করিয়া বরণ হে তিথি তোমারে পূজিতে ব্যগ্র।
তাঁহার চরণ-কল্পতরুমূলে আশ্রয় লভি জন সমগ্র॥
পূজিছে তোমারে পরম আনন্দে দিয়ে যার যাহা ভক্তি রতি।
আজ পূজ্য তুমি ত্রিভুবনমাঝে তোমারে করি যে কোটী প্রণতি॥
আজকে তোমাতে শুভ প্রকটিতা বৃষভানুরাজ-নন্দিনী।
কৃষ্ণকান্তাগণ-শিরোমণি তিনি শ্রীরাধা ত্রিলোকবন্দিনী॥

(৬)

আজকে তোমারে পূজিব আমরা সেবকবৃন্দ পুলকভরে।
জগতের গুরু প্রভুপাদপদ্মে মতি যেন থাকে তোমার বরে॥
মোরা অতি দীন ভক্তি-গন্ধহীন কি জানি তোমার মহিমা।
(তব) মহিমা-সাগর অতুল, অনন্ত, অপার তাহার নাহিক সীমা।
জয় জয় জয় অষ্টমী-তিথি নিখিল-বিশ্ব-বন্দনীয়।
তুমি যে মোদের অনর্থনাশন, তুমি যে মোদের পূজনীয়॥
আজকে তোমাতে শুভ প্রকটিত বৃষভানুরাজ-নন্দিনী।
কৃষ্ণকান্তাগণ-শিরোমণি তিনি শ্রীরাধা ত্রিলোকবন্দিনী॥

—ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীসেবকসম্মিলনীর জনৈক সেবক

সবার জীবন কৃষ্ণ জনক সবার। হেন কৃষ্ণ যে না ভজে সর্ব্ব ব্যর্থ তার॥

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা। স্বর্ণ সুযোগ।।

ভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায় সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার সম্ভার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৷৷০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজক-চার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ৷৷০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত ভিক্ষা সাধারণের পক্ষে ২১৷৴০; গৌড়ীয়ের গ্রাহকের পক্ষে ১৫৷৷৴০।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা ১২৲; গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৮৲ টাকা।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে-ছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অচ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত-সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের ভাবনা', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গোড়ায়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রাতিকূল'—প্রভৃতি বিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৷৴০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৷৴০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৴০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষয়রতিবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৷৴০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৷০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথা, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রায়সাহেবের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাক্তন প্রোফেসার, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্যান, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মাহাত্ম্য, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য। বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরস্বতী বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসংবলিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তত্ত্ববিষয়-সহ বক্সড-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী পদসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, ধর্ম্মাধর্ম্মাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাঁধা ১৷০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'-ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-দ্বারা জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ'পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার টীকাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নি-বেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৷৷০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্.—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১৸৹
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵৹
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵৹
৭। ভজনরহস্য ॥৹
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১১। গীতার কেবল মাধব-ভাষ্য ॥৹
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥৹
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵৹
ঐ (বাঁধা) ৸৹
১৮। দ্বীপ-দিগ্ দর্শন ৶৹
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵৹
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥৹
ঐ (আবাঁধা) ।৵৹
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶৹
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶৹
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৩ গৌরাব্দ) ৶৹
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।৹
২৯। শরণাগতি ⁄৹
৩০। গীতাবলী ⁄৹
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥৹
৩২। সাধনকণ ⁄৹
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄৹
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄৹
৩৫। অর্থপঞ্চক ⁄৹
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄৹
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥৹
ঐ (আবাঁধা) ।⁄৹
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥৹
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।৹
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।৹
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄৹
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।৹
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶৹
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
৫২। সাধ্যবাণী ⁄৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥৹
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।৹
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ ।৹
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶৹
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄৹
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥৹
৬০। নামভজন ।৹
৬১। রিলেটীভ্ ওয়াল্ড স্ ।৵৹
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄৹
৬৫। দি ভাগবত ।৹
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।৹
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥৹
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥৹
৭০। সাধন পথ ।৹
৭১। কল্যাণ কল্পতরু ⁄৹
৭২। গীতাবলী ১৲
৭৩। শরণাগতি ⁄৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু ⁄৹

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸৹, নগদ প্রতি সংখ্যা ⁄৹। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ⁄৹।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।৹।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥৹ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় কোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৹ আনা, পাঁইট ॥৵৹ আনা, বোতল ১৵৹ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আর্দি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভারত গভর্ণমেণ্ট

ব্যবস্থাপরিষদ্ বিভাগ

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপিটি ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ব্যবস্থাপরিষদে উপস্থাপিত হইয়াছিল :—

ব্যবস্থাপরিষদের ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ১৩ নং আইনের পাণ্ডুলিপি

হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্য জাতিদিগের অক্ষমতা দূরীকরণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি

যেহেতু হিন্দুসমাজে প্রচলিত আচার-ব্যবহার ও প্রথানুযায়ী হিন্দুদিগের কোন কোন জাতিকে অস্পৃশ্য বলিয়া এবং মেলামেশার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় ;

এবং যেহেতু এইরূপ আরোপিত অপবিত্রতা এই সকল জাতিকে বিশেষরূপে অক্ষম করিয়া রাখে, তাহাদের আত্মসম্মানের ও সাধারণ মঙ্গলের ক্ষতি করে, এবং তাহাদিগকে সর্বসাধারণের ব্যবহারের নিমিত্ত উৎসর্গীকৃত বা স্থাপিত প্রতিষ্ঠানসমূহের, বৃত্তি বা সত্রাদির, সুখসুবিধাবিধায়ক কূপাদি এবং যানবাহনাদির ব্যবস্থা হইতে উপকার লাভে বঞ্চিত করে।

এবং যেহেতু অনেক হিন্দুই বিশ্বাস করেন যে, এরূপ আরোপিত অপবিত্রতা হিন্দুশাস্ত্রের নীতির প্রকৃত ব্যাখ্যা অনুযায়ী নহে এবং ইচ্ছা করেন যে, উক্ত অক্ষমতা দূরীভূত হওয়া কর্তব্য ;

এবং যেহেতু জনসাধারণের মঙ্গল ও হিন্দুসমাজের সংহতি বিধান করিবার নিমিত্ত এই সকল জাতিকে উক্ত অক্ষমতা হইতে মুক্ত করা ন্যায় ও সঙ্গত।

অতএব নিম্নলিখিতমত বিধান করা হইল :—

১। (১) এই আইনটিকে হিন্দু অস্পৃশ্য জাতিবিষয়ক (অক্ষমতা দূরীকরণার্থ) ১৯৩ খৃষ্টাব্দের আইন বলা যাইতে পারিবে।

(২) ইহা ব্রিটিশ ভারতের সর্বত্র প্রচলিত হইবে।

( ) ইহা ১৯৩ খৃষ্টাব্দের ১লা হইতে বলবৎ হইবে।

২। সামাজিক প্রথা বা আইনের ব্যাখ্যা বিরুদ্ধরূপ হইলেও, হিন্দুসমাজভুক্ত কোন ব্যক্তি তাহার জাতির দরুণ, হিন্দুধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদিগের সাধারণ উপকারার্থে গঠিত কোন ধর্মবিষয়ক বা দাতব্যবিষয়ক ন্যাসের ফলভোগ অথবা সর্বসাধারণের ব্যবহারের নিমিত্ত উৎসর্গীকৃত বা সংরক্ষিত বা লাইসেন্সপ্রাপ্ত বৃত্তি বা সত্রাদির, সুখসুবিধাবিধায়ক কূপাদির এবং যানবাহনাদির ব্যবস্থা হইতে উপকার লাভে অসমর্থ বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

উদ্দেশ্য ও তাহার প্রতিকার

১। হিন্দুসমাজে "অস্পৃশ্য" বলিয়া পরিচিত জাতিগুলি যে সকল বহুবিধ অক্ষমতা ভোগ করে, যাহার বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভবপর নহে—সেই সকল অক্ষমতা দূর করিবার উদ্দেশ্যে এই পাণ্ডুলিপিটি প্রস্তুত করা হইয়াছে। অধিকাংশ স্থলে সামাজিক প্রথা হইতে এই সকল অক্ষমতার উদ্ভব হয়। যে সকল কারণে এইরূপ বিধান করা আবশ্যক হইয়াছে তাহা এই পাণ্ডুলিপির হেতুবাদে বলা হইয়াছে। এই সকল কারণ ব্যতীত আরও এই বিশেষ উল্লেখযোগ্য অবস্থার কথা বলা যাইতে পারে যে, ব্রিটিশ ভারতের বিচার-মীমাংসায় সর্বদা হিন্দুদের প্রথার প্রতি শ্রদ্ধাবান বলিয়া এমন সমস্ত আচারাদি মানিয়া লইয়াছে যাহার ফলে অস্পৃশ্য জাতিসমূহ স্থায়ী বৃত্তিদানের উপকারিতা লাভে বঞ্চিত হইয়াছে ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাই স্থায়ী যে, হিন্দুসমাজের লোক হিসাবে তাহারাও যেন ঐ সকল দানের ফল ভোগ করিতে পারে।

ভারতীয় আপীল পুস্তকের ৩৫ সংখ্যার ১৭৬ পৃষ্ঠায় লিখিত সঙ্করলিঙ্গ নদন ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ (আপীলকারিগণ) বনাম রাজা রাজেশ্বর ডোরাই এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ (প্রতিবাদিগণ)—এই মোকদ্দমায় প্রিভি কাউন্সিল উহার এবং যে সকল বিজ্ঞ বিচারকগণ ঐ উপলক্ষে বিচারাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন তাঁহাদের সমস্ত কর্তৃত্বসহ এই নিয়মই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, হিন্দু ধর্মবিষয়ক সম্পত্তির ন্যাসধারী ব্যক্তিগণের কর্তব্য পুরাতন প্রথা মানিয়া চলা ; উহা যতই অযৌক্তিক বা প্রাচীন হউক না কেন তাহারা উহার কোনরূপ ব্যতিক্রম করিতে পারিবে না। যদি তাহারা উহা পরিবর্তন করিতে চেষ্টা করে তাহা হইলে তাহারা ন্যাসের সর্ত্তভঙ্গ করার অপরাধে দোষী হইবে।

সুতরাং আদালতের এই সকল নির্দ্ধারণের ফলে দাঁড়াইয়াছে এই যে, যে সকল প্রথা অস্পৃশ্য জাতিদের ক্ষতিসাধন করে, তাহাদের আত্মসম্মানে আঘাত করে এবং হিন্দুসমাজের অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদের সঙ্গে মিশিবার সুবিধা হইতে বঞ্চিত করে, বিচার-মীমাংসার মধ্য দিয়া সেই সকল প্রথার পরিবর্তন সাধন করা দুরূহ হইয়াছে, ফলে হিন্দুসমাজ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়াছে, ক্রমে ঐ ভাব বৃদ্ধি পাইতেছে ও বিরক্তি ও শত্রুতার কারণ হইতেছে। কাজেই আইন প্রণয়ন করিয়া তাহার সাহায্যে এই প্রকার সমস্ত আপত্তিজনক প্রথা, পাণ্ডুলিপিতে যতদূর বলা হইয়াছে ততদূর, দূর করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হইতেছে। যে সকল স্থলে সামাজিক প্রথার দরুণ অস্পৃশ্য জাতিদিগের অক্ষমতার উদ্ভব হয় এবং দানাদির ব্যবস্থা জনসাধারণের জন্য উদ্দিষ্ট, এই পাণ্ডুলিপিটি কেবলমাত্র সেই সকল স্থলেই খাটিবে। ব্যক্তিগত দানের সম্পত্তির বেলা, অথবা যে স্থলে দানের দলীলের মধ্যে ইহা স্পষ্টভাবে লিখা থাকে যে হিন্দুসমাজের বা জনসাধারণের কোন বিশেষ সম্প্রদায়ই কেবল উহার উপকার প্রাপ্ত হইবে, সে স্থলে এই পাণ্ডুলিপিটি খাটিবে না।

৩। সুখসুবিধাবিধায়ক ব্যবস্থা, যথা—জনসাধারণের জন্য প্রদত্ত কূপ অথবা সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত বা লাইসেন্স প্রদত্ত যানবাহনাদি, যথা—ট্রাম গাড়ী, বাস্ ইত্যাদি ব্যবহার করিতে অস্পৃশ্য জাতিগণ যে অক্ষমতা ভোগ করে তাহা দূর করিবার ব্যবস্থাও এই পাণ্ডুলিপিতে করা হইয়াছে

আর, কে, সানমুখ ম্ চেট্টি

কোয়েম্বাটোর,

১৭ই জুলাই ১৯৩২ সাল।

প্রকাশ্য আদালতে সুভাষচন্দ্র

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, কম্যুনিষ্ট দলের হইয়া কাজের জন্য শ্রীযুত শঙ্করের বিরুদ্ধে যে মামলা চলিতেছে, তৎসম্পর্কে গত ৮ই সেপ্টেম্বর শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর সাক্ষ্য গ্রহণের কথা ছিল, কিন্তু তাঁহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় নাই। কারণ সংশোধনাগারে আদালত বসিলে আসামী এক আবেদনপত্রের সাহায্যে শ্রীযুত বসুর প্রকাশ্য আদালতে সাক্ষ্য দান সম্বন্ধে আপত্তি করার প্রতিবাদ করেন। তাহার মতে ইহার এমন কোন বৈশিষ্ট্য নাই, যার জন্য ইহাকে প্রকাশ্য বিচার বলা যায় ; সুতরাং তিনি শ্রীযুত বসুর সাক্ষ্যের সাহায্য গ্রহণ করিবেন না।

ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন যে, ইহা প্রকাশ্য বিচার। কারণ, তিন জন ব্যবহারাজীবকে স্থান দেওয়া হইয়াছে। সরকার পক্ষ হইতে বলা হয় যে, শ্রীযুত বসু আদালতের সাক্ষী হিসাবে সাক্ষ্য দিবেন। আসামী পক্ষ ইহাতে আপত্তি করায়, আদালত এই কার্য্য ব্যবস্থা সমর্থন করিতে অসম্মত হইয়াছেন।

আবার জেলে

ত্রিচিনাপল্লী হইতে প্রকাশ, কুম্ভকোনম বেলান্দিমনের অধিবাসী পাভা-গাচারি নটরাজ আয়ারের বয়স ৩৫ বৎসর হইয়াছিল। তিনি রাজনৈতিক মামলায় ২ বৎসর ৩ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া ত্রিচির সেন্ট্রাল জেলে দণ্ডভোগ করিতেছিলেন। গত ৫ই সেপ্টেম্বর তাঁহাকে জেল হাসপাতাল হইতে জিলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। তাঁহার ডবল নিউমোনিয়া হইয়াছিল। পরদিনই রোগ প্রবল আকার ধারণ করে, ফলে রোগী মারা গিয়াছেন। তাঁহার ৮ বৎসর বয়স্ক শিশু পুত্র ও বিধবা স্ত্রী বর্ত্তমান।

শিখ স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার

লাহোর হইতে প্রকাশ, শোভাযাত্রা পরিচালনা করার জন্য ৬ জন শিখ স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হয়। ৩ জন ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। অপর ৩ জন ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ২৫ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

লণ্ডন বৈঠকে কংগ্রেস নেতা

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, লণ্ডনে ছোট গোল টেবিল বৈঠক বসাইবার ঘোষণা এক পক্ষকালের মধ্যে হওয়া সম্ভব। এই সম্পর্কে গান্ধীজী ও শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুকে মুক্তি দেওয়ার আশা করা যাইতেছে। বৈঠকে যোগদানের জন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, গান্ধীজী ও শ্রীযুক্তা নাইডুকে নিমন্ত্রণ করা হইবে। শেষোক্ত ২ জন যদি বৈঠকে যাইতে সম্মত হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে সর্ত্তাধীনে মুক্তি দেওয়া হইবে।

ডাক্তার মুঞ্জের পদত্যাগ

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, ডাঃ বি, এস মুঞ্জে এক সপ্তাহ হইল পরামর্শ সমিতির সদস্যপদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ভিক্টোরিয়া জাহাজ হইতেই তাঁহার পদত্যাগ তারযোগে জানান। মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড ও স্যার স্যামুয়েল হোরের নিকট রেজেষ্টারী করিয়া পদত্যাগ পত্র পাঠাইয়াছেন।

উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা

রাণাঘাট হইতে প্রকাশ, মনোমোহন মল্লিকের কোনও আয়ের পন্থা না থাকায় তাঁহার পরিবারবর্গকে ৩ দিন যাবৎ অনশনে থাকিতে হয়। প্রকাশ, তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন। রাণাঘাট সহরের ১ মাইল দূরে একটি গাছের ডালে তাঁহার দেহ ঝুলিতে দেখা যায়।

দৈনিক

Reg No C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

মূল্য অগ্রিম দেয়
বাৎসরিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৬১তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৮শে ভাদ্র মঙ্গলবার ১৩৩৯, ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৩২

ঢাকায় সশস্ত্র ডাকাতি

মিঃ এলিসনের ঋণ

পত্নীহত্যায় ফাঁসী

নরহত্যার অভিযোগ

ঢাকায় সশস্ত্র ট্রেণ ডাকাতি

জনৈক ব্যবসায়ীর কারাদণ্ড

মিঃ গ্র্যাসবীকে হত্যার চেষ্টা

বীভৎস হত্যাকাণ্ড

ভারত গভর্ণমেণ্ট

কলহে ছোরার আঘাত

নেপালার প্রাণদণ্ড.

নানা কথা

ঢাকায় সশস্ত্র ডাকাতি

গত ৭ই সেপ্টেম্বর প্রাতে ঢাকা ষ্টেশন রোডে শ্রীযুক্ত [illegible] চৌধুরীর অর্থ লুণ্ঠিত হয়। সেই সম্পর্কে যে ৩ জন বালক গ্রেপ্তার হইয়াছে, তাহাদের নাম—ভুপেশ বন্দোপাধ্যায় (বনগ্রাম রোডের শ্রীযুত ভেরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র ; সে জুবিলী স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র। দ্বিতীয় বালক বক্সীর বাজারে অধীর নাগ ; সে অন্যটি ফোড়াপুলের শ্রীযুত অক্ষয় সেনগুপ্তের পুত্র প্রশান্ত সেনগুপ্ত ; সে জুবিলী স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র।

প্রশান্ত সেনগুপ্তকে পরদিন আদালতে উপস্থিত করা হয়। তাহাকে ২২শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সময়ের জন্য হাজতে পাঠান হইয়াছে। অপর ২ জনকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

রিভলভারটি হাতিয়ার মুন্সেফ শ্রীযুত সতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। গত মার্চ্চ মাসে ওয়ারিস্থিত তাঁহার বাটি হইতে উহা চুরি যায়।

মিঃ গ্র্যাসবীকে হত্যার চেষ্টা

ঢাকা হইতে প্রকাশ, মিঃ গ্র্যাসবীকে হত্যা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল বলিয়া যাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, বুধবার তাহাদিগের বিচার আরম্ভ হইবার কথা ছিল। এই দিন জেলের মধ্যে আসামীদিগকে সনাক্ত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল ; তাই এই দিন আর তাহাদিগকে আদালতে হাজির করা সম্ভব হয় নাই।

ঢাকায় সশস্ত্র ট্রেণ ডাকাতি

ঢাকা হইতে প্রকাশ, গত বুধবার ঢাকার প্রথম সশস্ত্র ট্রেণ ডাকাতির আসামী শ্রীযুত সুধীর আচার্য্য, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র রায় ও শ্রীযুত জ্যোতির্ম্ময় সেনকে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এস, এন, চট্টোপাধ্যায়ের এজলাসে হাজির করা হইয়াছিল। গত ৯ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত মামলা মুলতুবী রহিয়াছে। প্রকাশ আসামী সুধীর ইতঃপূর্ব্বে যে স্বীকারোক্তি করিয়াছিল, সে লিখিতভাবে সেই স্বীকারোক্ত প্রত্যাহার করিয়াছে। ব্যারিষ্টার শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল আসামী সমর্থন করিবেন।

পত্নীহত্যায় ফাঁসী

ফরিদপুরের জেলা ও দায়রা জজ মিঃ আর, সি, সেন, আই, সি, এস, অধিসংখ্যক জুরীর মতের সহিত এক মত হইয়া কেদার শাহ কুলুকে তাহার পত্নীকে হত্যা করার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন ও তাহাকে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০২ ধারা মতে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

ঘটনার দিবস অলঙ্কার বন্ধকের ব্যাপার লইয়া কেদার ও তাহার পত্নীর মধ্যে বিবাদ হয়। কয়েকজন লোক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পায় যে, কেদারের স্ত্রী রক্তাক্ত কলেবরে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছে। তাহার স্ত্রীর মাথায় আঘাতের চিহ্ন ছিল। তাহার অল্পক্ষণ পরেই তাহার মৃত্যু হয়। ইতোমধ্যে এক চীৎকার ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। প্রতিবেশী ও আত্মীয়বর্গ কেদারকে ধরিয়া ফেলে। তাহাদের সম্মুখে কেদার স্বীকারোক্তি করিয়াছে যে, সে একটি কুঠারের দ্বারা তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছে। কারণ তাহার স্ত্রী তাহার জন্য রান্না করে নাই।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	নৈমিষারণ্য	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১ শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	কলিকাতা
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	নৈমিষারণ্য
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	কলিকাতা	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

মাকড় মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেবাবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৩১১৫

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ-ভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ বাসাবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতি, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধারণ দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিদ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোদণ্ড, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালি দাসাধিকারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ সাউথ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন,

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ,

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) বাদলগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, ২৮ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৬, ২৮শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৩ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩২ মঙ্গলবার ১৬১তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১১ই সেপ্টেম্বর রবিবার শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীবামনদেবের আবির্ভাব উৎসব কীর্ত্তনমুখে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে শ্রীপাদ ঈশানদাস অধিকারী ভক্তিবিগ্রহ প্রভু শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মঙ্গলারাত্রিকের পূর্ব্ব হইতে ভক্তগণ সমভিব্যাহারে গুরুবন্দনাদি সমাপন পূর্ব্বক উষাকীর্ত্তন করিয়া চতুর্দ্দিক মুখরিত করেন।

অতঃপর বেলা ৬ ঘটিকার সময় ভক্তগণসহ উচ্চকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীবাসঅঙ্গন ও শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন। পরিক্রমা শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণ তীর্থ মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীবামনদেবের আবির্ভাব সম্বন্ধে পাঠ ও ব্যাখ্যাকালে বলেন,— শ্রীশ্রীবামনদেব খর্ব্বাকৃতি ব্রাহ্মণবটুরূপী বিষ্ণু-লীলাবতার। গোলোকে বর্ত্তমান নিত্যপ্রিয় বসুদেব-দেবকী; তাঁহাদের প্রতিরূপ দেবসমাজে কশ্যপ-অদিতি। শ্রীবামনদেব বা উপেন্দ্র দৈত্যগণের কবল হইতে দেবগণকে রক্ষা করিবার জন্য কশ্যপের ঔরসে দেবমাতা অদিতির গর্ভে আবির্ভূত হন। প্রহ্লাদ মহারাজের পৌত্র ও বিরোচনের পুত্র দৈত্যরাজ বলি অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন শুনিয়া তৎসমীপে গমন পূর্ব্বক 'মায়া-মানবক'-বটু শ্রীউপেন্দ্র স্বীয় পদের পাদত্রয় পরিমিত ভূমি প্রতিগ্রহ করিবার অভিলাষ করেন।

দৈত্যরাজ বলি তাহা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য, বিষ্ণুর ত্রিপাদ ভূমি গ্রহণের ছলে সর্ব্বস্ব গ্রহণের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া বিষ্ণ্বতার বামনদেবকে ত্রিপাদভূমি প্রদান করিতে নিষেধ করেন, কিন্তু বলি ভগবৎ সেবায় বাধাপ্রদানকারী ও ভোগের ইন্ধন সরবরাহকারী দৈহিক-সর্ব্বস্ববাদী গুরুব্রুব শুক্রাচার্য্যের আদেশ অবহেলা করিলেন। সাধুগণ যেমন স্বজনাখ্য দস্যুবোধে সেবা-সম্পদহরণকারী স্ত্রী-পুত্রাদির সঙ্গ এবং মোহকারণ ধনসম্পত্তি, এমন কি অনিত্য জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া ভগবানেরই একান্ত শরণাপন্ন হন, বলিও সেইরূপ মহাজনের পদাঙ্কানুসরণে বিষ্ণুকে সর্ব্বস্ব প্রদানপূর্ব্বক কৃতার্থ হইলেন।

ভগবান্ ও ভক্তব্যতীত অন্যের পক্ষে ঐশ্বর্য্য যাবতীয় অনর্থের মূল অর্থাৎ ভোগৈশ্বর্য্য ভোগী বদ্ধজীবকে নরকের পথে চালিত করে সেইজন্যই শ্রীবামনদেব বলির প্রতি ছল পূর্ব্বক ঐশ্বর্য্যগ্রহণরূপ পরম অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন।

ত্রিপাদভূমি গ্রহণকালে শ্রীবামনদেব কিরীট, পীতবাস, অঙ্গে কুণ্ডল, শ্রীবৎস, কৌস্তভ ও বনমালা দ্বারা বিভূষিত হইয়া একপদে সমগ্র ভূমি, শরীর দ্বারা আকাশ, ভুজদ্বারা দিকসমূহ এবং দ্বিতীয়পদে স্বর্গ আচ্ছাদিত করিলে, তৃতীয় পদবিন্যাসের জন্য বলির অণুমাত্র স্থান না থাকায় বলি অবিচলিতচিত্তে তৃতীয় পাদবিন্যাসের জন্য স্বীয় মস্তক প্রদান করিয়াছিলেন—বিষ্ণুপাদপদ্মে সর্ব্বাত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।

দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম বলিমহারাজ ভগবান্ বিষ্ণুকেই সর্ব্বস্ব প্রদান করা অর্থাৎ তাঁহার পাদপদ্মে আত্মনিবেদনই জীবমাত্রের মঙ্গলের একমাত্র উপায় ইহা নিজে আচরণ করিয়া আমাদের ন্যায় ভোগীকুলকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

শরণাগত হইয়াই আনুকূল্যের সহিত ভগবান্ বিষ্ণুর অনুশীলন কর্ত্তব্য; বহির্জ্জগতে বিষ্ণুর উপলব্ধি হয় না। বিশুদ্ধ সত্ত্বেই 'বাসুদেব' অবস্থিত। ভগবান্ শ্রীবামনদেব নিবেদিত বলি বা উপহার অর্থাৎ নৈবেদ্যই স্বীকার করেন, ইহাই শ্রীবামনাবতারের শিক্ষা।

'ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর মহিমা-শ্রবণ-কীর্ত্তনই জীবের মঙ্গলদায়ক' এ বিষয়টি কীর্ত্তন করিয়া পাঠকজী পাঠ সমাপ্ত করিলে শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ প্রভু সুললিতকণ্ঠে বৈষ্ণবকবি জয়দেব প্রভুর রচিত গীতগোবিন্দোক্ত দ্বাদশ অবতার স্তোত্র, মহাজন-পদাবলী, পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া ভক্তানন্দ বর্দ্ধন করেন।

অনন্তর অপরাহ্ণে ও সায়ংকালে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমহাপ্রভুর উপনয়ন-সংস্কার-লীলায় বামনভাবে বিভাবিত হইয়া ভিক্ষা গ্রহণাদি পাঠ ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করা হয়।

বিগত ৮ই ভাদ্র শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীসেবক-সমিতিতে সন্ধ্যারাত্রিকের পর বন্দনা ও গুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তনান্তে জনৈক সেবক শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ পাঠকালে বলেন,— যোগমায়া শ্রীযশোদার হৃদয়ে এবং স্বয়ং শ্রীদেবকীর হৃদয়ে সমকালে আবির্ভূত হইলেন, ভোগী কামকামী জীবগণ (মহামায়া সকল) চিৎশক্তি যোগমায়াকে—দুর্গা, চণ্ডী, অম্বিকা, ভদ্রকালী প্রভৃতি নাম কল্পনা করিয়া কামফলপ্রদাত্রীরূপে মায়িক পূজায় নিযুক্ত হইলেন। আর সম্বন্ধজ্ঞ ভক্তসকল শ্রীকৃষ্ণারাধনাই করিলেন ইহার আভাস স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যোগমায়াকে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞাপন করেন এবং স্বয়ং অজ হইয়াও শ্রীদেবকীর অষ্টম গর্ভে চতুর্ভুজরূপে আবির্ভূত হইলে বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে নন্দালয়ে রাখিয়া যোগমায়াকে লইয়া পুনরায় মথুরায় উপস্থিত হন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৮ হৃষীকেশ শ্রীমু প্রত্যুম্ন ৪৪৬

কৃষ্ণনাম ও গৌরনামের বৈশিষ্ট্য

কৃষ্ণনাম ও গৌরনাম,—উভয়ই নামীর সহিত অভিন্ন। মাধুর্য্যরস-বিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণচন্দ্রই কলিযুগে নাম-প্রেম-প্রচারার্থ ঔদার্য্যরস-বিগ্রহ গৌরসুন্দররূপে শচীগর্ভসিন্ধুতে অবতীর্ণ; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মুক্তকুলের উপাস্য কিন্তু গৌরসুন্দর অনর্থযুক্ত জীবেরও নিষ্কপট সেবা গ্রহণ করেন।

জীব কৃষ্ণসেবাবিমুখ। জড়েন্দ্রিয়ের তৃপ্তি বা নশ্বর স্বার্থের সিদ্ধির জন্য জড় জগতের শব্দের ন্যায় বাচক ও বাচ্যরূপ কৃষ্ণনাম ও নামীরূপের মধ্যে ভেদবুদ্ধি স্থাপন পূর্ব্বক আপনাকে শ্রীনামপ্রভুর দাস না জানিয়া অসংখ্যবার অপরাধযুক্ত নামাদির উচ্চারণ করিলেও সাধনভক্তি-লভ্য কৃষ্ণপ্রেমা লাভ করিতে পারা যায় না। সেইজন্য শাস্ত্র বলেছেন,—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেৎ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥
কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥
চৈতন্যনিত্যানন্দে নাহি এ সব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার॥

অপরাধ বা অনর্থমুক্ত না হইলে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনের যোগ্যতা আসে না। কৃষ্ণনামে অপরাধের বিচার আছে। কিন্তু অপরাধী হউক বা নিরপরাধই হউক, 'হে গৌরাঙ্গ! হে কৃষ্ণচৈতন্য!' বলিয়া শরণাগত হইয়া যে তাঁহাকে আহ্বান করে, কৃষ্ণপ্রেমের পুলকাশ্রুতে সে বিহ্বল হইয়া পড়ে।

কৃষ্ণনাম অপরাধের বিচার করেন, কিন্তু গৌরনিত্যানন্দের নামে অপরাধের বিচার নাই। অপরাধী কোটী জন্ম কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিলেও কখনই নাম-ফল (কৃষ্ণপ্রেম) লাভ করেন না, কিন্তু গৌরনিত্যানন্দের নাম-গ্রহণকারী অপরাধী থাকাকালে নাম করিতে করিতে অপরাধমোচনান্তে নাম-ফল লাভ করেন। ইহার বিচার এই যে, গৌরনিত্যানন্দের নিকট কৃষ্ণবিমুখ সাধক কৃষ্ণোন্মুখ হইবার জন্য গমন করেন; আর সাধনসিদ্ধ, অনর্থমুক্ত কৃষ্ণোন্মুখের উচ্চার্য্য কৃষ্ণনাম অনর্থযুক্ত অবস্থায় গ্রহণ করিলে ফল (কৃষ্ণপ্রেমা) প্রদান করেন না। গৌরনিত্যানন্দ অনর্থযুক্ত জীবেরও সেব্য বস্তু হওয়ায় তাঁহাদের সেবা ভাগ্যহীন জীবের কৃষ্ণসেবা অপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয়। সাধক যদি এই বৈশিষ্ট্য বা শিক্ষা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া সিদ্ধাভিমানে অর্থাৎ নিজেকে অনর্থমুক্ত মনে করিয়া কৃষ্ণনামাদির সেবা করিতে উদ্যত হন তাহা হইলে তাঁহার অনর্থই আসিয়া উপস্থিত হয় কিন্তু নিতাই-গৌরের ভজনে সিদ্ধাভিমানের ছলনা না করিয়া নিজেকে বদ্ধ জেনে অনর্থযুক্ত অবস্থায়ও জগদ্‌গুরু শিক্ষকদ্বয়ের নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহারা তাঁহাদিগকে অনর্থমুক্ত করাইয়া তাঁহাদিগের স্বরূপ ও স্বাংশ-প্রকাশের স্বরূপ উপলব্ধি করান, তাহাতে জীবের স্বরূপ-জ্ঞানের উদয় হয়।

কৃষ্ণনাম ও গৌরনামে কোন ভেদ নাই কিন্তু আমাদের যদি কৃষ্ণকে গৌর অপেক্ষা লঘু বা সঙ্কীর্ণ বলিয়া জানিবার বুদ্ধি জাগে তাহা হইলে উহাকে অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া জানিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে জীবের প্রয়োজন বিচারে শ্রীগৌরনিত্যানন্দের নাম গ্রহণের উপযোগিতা অধিকতর। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ উদার এবং ঔদার্য্যের অভ্যন্তরে মধুর। কৃষ্ণের উদারতা কেবল মুক্ত, সিদ্ধ ও আশ্রিত জনগণের উপর; কিন্তু গৌরনিত্যানন্দের ঔদার্য্য-স্রোতে অনর্থযুক্ত অপরাধী জীব ভোগময় অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়া গৌরকৃষ্ণের পাদপদ্ম লাভ করেন। অতএব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীব অনর্থযুক্তাবস্থায় স্বাধীনভাবে কৃষ্ণভজন করিতে না গিয়া কৃষ্ণলীলাদি আলোচনায় তৎপর না হইয়া গৌরজন শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে গৌরকৃষ্ণের ভজন করিবেন ও গুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় গৌর ও কৃষ্ণের ঔদার্য্য ও মাধুর্য্যের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিয়া পরমানন্দ সাগরে নিমগ্ন হইবার যোগ্যতা বিশিষ্ট হইবেন, ইহাই মহাজন বা শাস্ত্রবাণী।

"বৃন্দাবন বাস"

(শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী)

ভক্তবৎসল শ্রীভগবান ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিমহারাজকে আজ্ঞা করিতেছেন—'শতজন তত্ত্বজ্ঞানাভিজ্ঞ মূর্খাহ স্বর্গলোকে বাস অথবা পঞ্চজন আত্মতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত সহ হরিবিমুখ অবরলোক রসাতলে বাস' এই দুয়ের কোনটী মঙ্গলজনক সেইটী গ্রহণ কর'। শ্রীভগবানে সমার্পিতাত্ম ভক্তরাজ বলি মহারাজকে উপলক্ষ করিয়া শ্রীভগবান্ মাদৃশ পতিত জীবের মঙ্গলের জন্য আমাদের নিত্য বসতিস্থল নির্ব্বাচিত করিয়া দিয়াছেন। ভক্ত বলি মহারাজ "কীট জন্ম হউ যথা তুয়া দাস। বহির্ম্মুখ ব্রহ্মজন্মে নাহি মোর আশ॥", এই শ্রৌত-ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী পথের অনুসরণ করিলেন। তিনি ভোগময় স্বর্গ ত দূরের কথা, এমন কি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত মহঃ,জন,তপ-সত্যলোক পর্য্যন্তও হরিবিমুখজ্ঞানে বর্জ্জন করিয়া নিরন্তর হরিকথা-কীর্ত্তনরসে মগ্ন সাধুসঙ্গে ঘৃণ্য, হেয়, অবরলোকই একমাত্র শ্রেয়ঃ বলিয়া বরণ করিলেন।

যে বলি মহারাজ শ্রীভগবানের তৃপ্তি সাধনোদ্দেশ্যে রাজ্য ঐশ্বর্য্য আত্মীয় স্বজন, এমন কি নিজেকে পর্য্যন্ত ভগবচ্চরণে সমর্পণ করিতে পারেন, যিনি গুরুব্রুব-কুলাচার্য্য শুক্রাচার্য্যের গণকে অসৎসঙ্গ বিষ্ণুবিদ্বেষী জ্ঞানে বর্জ্জনে বজ্রাদপি কঠোর, যিনি সর্ব্বস্ব সর্ব্বাধিপতি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণুচরণে সমর্পণ করিয়া দীন কাঙ্গালবেশে একমাত্র ভগবচ্চরণকে জীবনের চরম লক্ষ্য করিতে পারেন, তিনি যে 'যাঁদের হৃদয়ে সদা গোবিন্দের বিশ্রাম' সেই গোবিন্দ-প্রাণ, গোবিন্দের নিত্য বসতিক্ষেত্র বৈষ্ণব-সঙ্গে নিত্য বসতি কামনা করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি?

এবম্প্রকারে যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে যথা-সর্ব্বস্ব বিষ্ণুবৈষ্ণবে সমর্পণ করতঃ সামাজিক দেহ, গেহ, ও মনোধর্ম্মে পদাঘাত করিয়া নিষ্কপটে হরি গুরু-বৈষ্ণবের চরণ-কমলে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি লইয়া শরণাপন্ন হইতে পারেন, তাঁহাদেরই নিকটে অজিত ভগবান্ বিক্রীত হইয়া তাঁহাদের হৃদয়ে আসন গ্রহণ করেন—অনলে, গরলে, শৈলে, সাগরে, কাননে, কান্তারে সর্ব্বত্র সর্ব্ব বিপদ হইতে রক্ষা করেন।

সেই স্বতন্ত্র ইচ্ছাময় স্বরাট্ পুরুষ তাঁহাদের প্রেমে আবদ্ধ হইয়া ক্রীতদাসের ন্যায় কখন অশ্বরজ্জু ধারণ, কখন পাদুকা বহন, কখন বন্ধন গ্রহণ, কখন দ্বাররক্ষী, কখন পাদসম্বাহনে নিযুক্ত, এমন কি তাঁহাদের চরণচিহ্ন পর্য্যন্ত বক্ষমধ্যে ধারণ করিয়াছেন। হায়রে দুর্দ্দৈব! এমন কৃপাপরবশ কৃষ্ণকার্ষ্ণ-সেবা পরিত্যাগ করিয়া কাহার সেবায় দুর্লভ জন্ম নষ্ট করিতেছি!

শ্রীভগবান্ বৈষ্ণব-চূড়ামণি শ্রীল নারদ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশ করিয়াছেন যে—

'নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং
হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্ত যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদঃ॥"

বৈকুণ্ঠে আমার বাস নয়, যোগীদের হৃদয়ে আমার বাস নয়, যেখানে আমার ভক্তগণ আমার নাম, রূপ, গুণ, লীলাদি কীর্ত্তন করিতেছেন সেইখানেই আমার নিত্য-বসতি।

সেই ভক্ত ও ভগবানের লীলাক্ষেত্রই তীর্থ। ভক্তগণই তীর্থধাম প্রকাশ করেন। ভক্তের চরণযুগলই তীর্থের মূল উপাদান। ভক্তচরণ প্রকটিত হইলে নরকও মহাতীর্থে পরিণত হয়। অতএব ভক্তচরণ দর্শনই তীর্থ-দর্শন, ভক্তচরণ সেবাই তীর্থ-সেবা, ভক্তচরণ-সঙ্গই তীর্থফল, ভক্তসঙ্গে ভ্রমণই তীর্থভ্রমণ, ভক্তসঙ্গে বাসই তীর্থবাস। ভক্তসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া তীর্থদর্শন, তীর্থবাস সবই কপটতা-পূর্ণ, আত্মবঞ্চনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভক্ত-সঙ্গই অপ্রাকৃত চিন্ময় তীর্থধাম দর্শন করাইতে সমর্থ। এই সৎশাস্ত্রের সিদ্ধান্তবাণীর দুন্দুভি বিজয় কলি-কোলাহল-ময় কলিকাতা মহানগরীস্থ বাগবাজারে গম্ভীরে সর্ব্বক্ষণ নির্ঘোষিত হইতেছে।

সেই ভক্ত-চরণ-সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছু আমি মনের খেয়ালে তীর্থ-পর্য্যটন, তীর্থবাসের অভিনয় করিতেছি। বর্ত্তমানে কলি চতুর্দ্দিকে তাহার ছলনার জাল বিস্তার করিয়াছে, বিশেষতঃ তীর্থস্থানসমূহে কলির প্রচণ্ড তাণ্ডব লীলা চলিতেছে। যে মুহূর্ত্তে আমি কৃষ্ণকার্ষ্ণ-সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছি, তন্মুহূর্ত্তেই অসৎ কলি আমাকে কবলিত করিবার জন্য দীর্ঘবাহু বিস্তার করিয়াছে।

আমি নিজের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার পূর্ব্বক প্রকৃত হরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবা অতল জলধিতলে বিসর্জ্জন দিয়া নানাপ্রকারে ধর্ম্মের ভাণ দেখাইতেছি। কখন পাঞ্জাব মেলে চল্‌ছি হরিদ্বার, স্বর্গাশ্রম বদরিকাশ্রমে, কখন ডেরাডুন এক্সপ্রেসে চল্‌ছি কাশী, অযোধ্যা, নৈমিষারণ্যে, কখন নাসিক, উজ্জয়িনী, কখন সেতুবন্ধ রামেশ্বরে। এই প্রকারে নানাস্থানে তীর্থ-ভ্রমণের অভিনয় করিতেছি। দশ পাঁচ দিবস করিয়া এখানে ওখানে ভ্রমণ করিলাম কিন্তু কোথাও মন স্থির হইতেছে না। শুনিলাম—শ্রীবৃন্দাবন-ধাম তীর্থশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বপ্রকারে সেখানে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সুবিধা আছে তাই অমনি মনোরথে বেগবান্ উদ্দাম-প্রবৃত্তি অশ্ব জুতিয়া দিলাম, একেবারে সার্দ্ধ-নবগণ্ড রজত মুদ্রার টিকিট ক্রয় করিয়া তুফান মেলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আগরাকোর্ট, তাজমহল দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইলাম।

(ক্রমশঃ)

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মঞ্জুহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৷৷০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।

(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ৷৷০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানাঃ—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত ভিক্ষা সাধারণের পক্ষে ২১৷৵০; গৌড়ীয়ের গ্রাহকের পক্ষে ১৩৷৵০।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য বিবৃতি সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা ১২৲; গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৮৲ টাকা।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও প্রচারকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'নিত্যসক্তি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাম্বুজমোদিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৷০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাণাঘাটের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাচ্য বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪০ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (কৈং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য। বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত পুস্তকাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বস্ত্র-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসনস্থ দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক্‌, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত ভজনোপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যোপদিষ্ট শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নামমাত্র ভিক্ষা ৷০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ পাঠ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুরই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ'পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর, যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিন ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ দশ আনা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিবৃতি শ্রীচৈতন্য ভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্.—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সঙ্গীতা ।৵০
৭। ভজনরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্ দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণা ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)
ঐ (অবাঁধা)
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)
৪১। ব্রহ্মসংহিতা
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১
ঐ (আবাঁধা)
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয়
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাত্বতবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩ সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪ সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫ তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬ সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭ গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮ সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্ স্ ।৵০
৬২। লাইফ্ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ এ্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ কল্পতরু ৴০
৭২। গীতাবলী ১৲
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

হেলার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমাপ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, পাইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের
অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভারত গভর্ণমেণ্ট

ব্যবস্থাপরিষদ্ বিভাগ

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপিটি ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ব্যবস্থাপরিষদে উপস্থাপিত হইয়াছিল :—

ব্যবস্থাপরিষদের ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ১৬ নং আইনের পাণ্ডুলিপি

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের শিশুবিবাহ নিবারণার্থ আইনটি সংশোধন করিবার নিমিত্ত আইনের পাণ্ডুলিপি

যেহেতু যে সকল স্থলে পিতামাতা বা অভিভাবকগণ তাঁহাদিগের ধর্ম্মবুদ্ধি অথবা অনন্যসাধারণ বিশেষ পারিবারিক অবস্থার জন্য, তাঁহাদের সন্তান বা ওয়ার্ডগণের, পুরুষ হইলে ১৮ বৎসর ও স্ত্রীলোক হইলে ১৪ বৎসর বয়স না হইতেই, বিবাহ দিতে বাধ্য হন সেই সকল স্থলের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা উচিত ; অতএব এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিতমত বিধান করা হইল :—

১। (১) এই আইনটিকে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের শিশুবিবাহ নিবারণার্থ আইনের (সংশোধনার্থ) ১৯৩ খৃষ্টাব্দের আইন বলা যাইতে পারিবে।

(২) ইহা বৃটীশ বেলুচিস্থান ও সাঁওতাল পরগণা সমেত সমগ্র বৃটিশ ভারতবর্ষে প্রচলিত হইবে।

(৩) ইহা ১৯৩ খৃষ্টাব্দের ১লা তারিখ হইতে বলবৎ হইবে।

২। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের শিশুবিবাহ নিবারণার্থ আইনের ৬ ধারার পর নিম্নলিখিত নূতন ধারাটি বসাইতে হইবে, যথা :-

"৬ক (১) বিবাহের চুক্তিকারী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যে কোন পক্ষের পিতামাতা বা অভিভাবক হন এমন কোন ব্যক্তি, যে স্থানে উক্ত পিতামাতা বা অভিভাবক অথবা বিবাহের চুক্তিকারী পক্ষদ্বয়ের যে কোন পক্ষ বাস করেন সেই স্থানের প্রাথমিক এলাকাযুক্ত প্রধান আদালতের নিকট হইতে, পক্ষদ্বয়ের মধ্যে একজন বা উভয়েই তৎকালে নাবালক আছে এমন ব্যক্তির বা ব্যক্তিগণের বিবাহ সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত অনুমতি প্রাপ্ত হইলে, তিনি তাঁহাদের অথবা তাঁহাদিগের তাহার বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবেন, কিন্তু যদি নির্দ্ধারিত বয়সের পূর্ব্বে সহবাস করিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে পিতামাতা অথবা অভিভাবক যিনি ঐরূপ অনুমতি গ্রহণ করেন তাঁহাকে আইনের নির্দ্দেশমত দণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

(২) বিবাহের চুক্তিকারী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যে কোন পক্ষের পিতামাতা বা অভিভাবক (১) প্রকরণে বর্ণিত অনুমতি মত কোন বিবাহকার্য্য সম্পাদন করাইলে, যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবেন।"

উদ্দেশ্য ও হেতুর বিবরণ

যে সকল স্থলে ধর্ম্মবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া কোন শিশুর পিতামাতা বা অভিভাবক সেই শিশুবালক বা বালিকার নির্দ্ধারিত বয়সে পৌঁছাইবার পূর্ব্বেই বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিতে আগ্রহান্বিত হন সেই সকল স্থলের জন্য ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের শিশুবিবাহ নিবারণার্থ আইনে কোনরূপ ব্যবস্থা নাই। কিম্বা কোন বিশেষ অস্বাভাবিক অথবা অনন্যসাধারণ পারিবারিক অবস্থার জন্য যে সকল শিশুবিবাহ সম্পাদন করার আবশ্যক হইতে পারে সেই সকলের জন্যও এই আইনে কোনরূপ ব্যবস্থা নাই। অতএব দেশের সকল বিবাহবন্ধন সম্পর্কিত এইরূপ প্রয়োজনীয় আইনে, ঐসকল বিষয়ের একটি ব্যবস্থা করা, ব্যবস্থাপক সভার পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। সম্পূর্ণ ধর্ম্মবুদ্ধিদ্বারা প্রণোদিত হইয়া অথবা অস্বাভাবিক বা অনন্যসাধারণ পারিবারিক অবস্থার ফলে যে সকল ঘটনা, সেইগুলিকে সাধারণ পর্য্যায়ভুক্ত করাই এই পাণ্ডুলিপির উদ্দেশ্য।

ভূপেন্দ্র সিং, এস্. সি, গুপ্ত,
ভারত গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী

বীভৎস হত্যাকাণ্ড

ডবলিউ, এইচ, রেবেরিক নামক এক জন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানকে খুনের অভিযোগে চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। গত ৯ই সেপ্টেম্বর এই মামলার এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। আগামী ১২ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত মামলা মুলতুবী রহিয়াছে। এই সম্পর্কে এইচ, এডওয়ার্ডকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। তাহাকে ১০০ টাকার জামীনে অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে। প্রকাশ, আসামী ৩ নং গঙ্গারাম পণ্ডিত লেনে ল্যাম্বার্ট ম্যাকগুয়ার নামক এক জন ৩০ বৎসর বয়স্ক যুবককে ক্ষুরের সাহায্যে খুন করিয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে আর এক অভিযোগ, মিসেস ভরিনিয়ানকেও এমন ভাবে আহত করিয়াছে যে তাহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করিতে হইয়াছে। যে লোকটিকে খুন করা হইয়াছে তাহার বাড়ী ৩ নং ওয়েলেসলী ষ্ট্রীটে।

নেপালীর প্রাণদণ্ড

রংপুর হইতে প্রকাশ, কেশব ঠাকুর নামে একজন নেপালী লালমণির হাটে অবস্থান করিত। রামচন্দ্র ঠাকুর নামে অপর একজন নেপালী কেশব ঠাকুরকে হত্যা করার জন্য রংপুরের প্রথম অতিরিক্ত দায়রা জজ কর্ত্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, আসামী একদিন রাত্রিতে কেশব ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া তাহার কুগ্রহ দূর করিবার উদ্দেশ্যে পূজা করিবার জন্য এক নিভৃত স্থানে গমন করে। কেশব ঠাকুর যখন পূজার জন্য প্রণত করিয়াছিল সেই সময় আসামী ছোরা লইয়া তাহার গলায় আঘাত করে। তাহাতে তাহার গলা কাটিয়া যায় ও সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহার পর আসামী মৃতদেহ ঐ স্থানে পুঁতিয়া রাখে।

সরকার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিলে বুধু নামে অপর এক আসামীকে ক্ষমা করা হয়।

অধিকাংশ জুরী আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করেন। তাঁহাদের সহিত একমত হইয়া জজ উপরোক্তরূপ দণ্ডাদেশ প্রদান করিয়াছেন।

জনৈক ব্যবসায়ীর কারাদণ্ড

কাঁথি হইতে প্রকাশ, গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর "নিখিল ভারত বন্দীদিবস" উপলক্ষে এখানে হরতাল প্রতিপালিত হয়। এই উপলক্ষে এখানে শোভাযাত্রা বাহির এবং জনসভার আয়োজন করা হয়। কাঁথি খাদি ভাণ্ডারের শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মাহাত হরতাল প্রতিপালনের অভিযোগে গত ৭ই সেপ্টেম্বর গ্রেপ্তার হন। ৭ই সেপ্টেম্বর সংশোধিত ফৌজদারী দণ্ড বিধির ১৭ (ক) ধারানুসারে তাঁহার প্রতি ৫০ টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। জরিমানার টাকা না দিলে দণ্ডিতকে ৬ সপ্তাহকাল সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

সতীশ জরিমানা দিতে অস্বীকার করিয়া কারাবরণ করিয়াছেন।

নরহত্যার অভিযোগ

পাটনা হইতে প্রকাশ, নরসিংপ্রসাদ ভবানী, কাশিম আলী ও মুস্তে আলী নরহত্যার অভিযোগে সিংহভূমের জিলা ও দায়রা জজের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। জজ আসামীদিগের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন। উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আসামীগণ হাইকোর্টে আবেদন করে। হাইকোর্টের বিচারপতি মিষ্টার ম্যাকফারসন ও বিচারপতি মিষ্টার জেমসের আদালতে গত ৮ই সেপ্টেম্বর উক্ত মামলার এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। মামলা মুলতুবী আছে।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, জামসেদপুরে এল, রোডে মৃত নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও আপীলকারক ভবানী বাস করিত। প্রকাশ, আসামীগণ একখানি মোটরগাড়ী যোগে গমন করিয়া নগেন্দ্রকে নিহত করে।

মিষ্টার এলিসনের ঋণ

বাঁকুড়া হইতে প্রকাশ, রাজগ্রামের ধনী কুসীদজীবী শ্রীযুত রামবিষ্ণু কুণ্ডুর পক্ষ হইতে বাঙ্গালা সরকারের চীফ সেক্রেটারীকে একখানি ও পুলিসের ইনস্পেক্টর জেনারেলকে একখানি পত্র লিখিত হইয়াছে। পরলোকগত মিষ্টার এলিসনের নিকট প্রাপ্য টাকা প্রদান জন্য ঐ ২ খানি পত্রে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

প্রকাশ, পরলোকগত মিষ্টার এলিসন যখন বাঁকুড়ার পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন, সেই সময়ে তিনি একখানি হ্যাণ্ডনোট প্রদান করিয়া, উক্ত শ্রীযুত রামবিষ্ণু কুণ্ডুর নিকট হইতে ৯শত ৯৯ টাকা গ্রহণ করেন। মিষ্টার এলিসনের জীবদ্দশায় রামবিষ্ণু বাবু উক্ত টাকার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে একটি দেওয়ানী মামলা উপস্থিত করেন। স্থানীয় প্রথম মুনসেফের আদালতে উক্ত মামলা চলিতেছে।

প্রকাশ, সরকারের চীফ সেক্রেটারী পুলিসের ইনস্পেক্টর জেনারেল উক্ত পত্রে প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছেন।

কলহে ছোরার আঘাত

পুনা হইতে প্রকাশ, লোনাবালায় দমকলের জনৈক কর্ম্মচারী ছোরার আঘাতে আহত হইয়াছে। ঘটনার বিস্তৃত বিবরণের অভাব। প্রকাশ, এই ব্যক্তি যখন তাহার স্ত্রীকে লইয়া জি, আই, পি, রেলওয়ে ইনষ্টিটিউট হইতে ফিরিতেছিলেন সেই সময় কয়েকজন রেল কর্ম্মচারী তাঁহাদের ব্যঙ্গ করে। ইহাতে উভয় দলে কলহ ও মারামারি হয়। প্রকাশ, এই হাঙ্গামার মধ্যে লোকটিকে ছোরার সাহায্যে আঘাত করা হয়।

বোম্বায়ে পিকেটীং

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, চাউলের গুদামে পিকেটিং করায় চারজন স্বেচ্ছাসেবক চার মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

একজন লোক বিলাতী বস্ত্র ক্রয় করিলে তাহার অগ্রগমনে জনৈক স্বেচ্ছাসেবক বাধা দান করিবার অভিযোগে ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

দৈনিক

শ্রীধাম নবদ্বীপ

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার — প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲ প্রতি কলম ৬৲ অর্দ্ধ কলম ৩৷৷ সিকি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

মূল্য—ডাকমাশুল সহ অগ্রিম দেয় বার্ষিক ৯৲ ষাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸৹ মাসিক ১৲ নগদ সংখ্যা ।৹

নদীয়া প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৬ তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৯শে ভাদ্র বুধবার ১৩৩৯, ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৩২

গান্ধীজীর পত্র

চব্বিশ ঘণ্টা ব্যাপী যুদ্ধ

চরমুগুরিয়ায় ডাকাতি

মিঃ বসু ও সেনগুপ্তের স্বাস্থ্য

ব্রহ্মে নিদারুণ ক্ষতি

লাঙ্কাশায়ারে বিরোধ

ভারত গবর্ণমেণ্ট

নানা কথা

গান্ধীজীর পত্র

গান্ধীজী যারবেদা জেল হইতে অভয় আশ্রমের ডাঃ সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জ্জিকে লিখিয়াছেন।

"প্রিয় সুরেশ আমি তোমার দ্বিতীয় পত্র পাইয়াছি, তোমার আশা পূর্ণ হউক। তোমার অপূর্ব্ব চেষ্টা তোমাকে রোগমুক্ত করুক। তুমি সময়ে সময়ে তোমার স্বাস্থ্যোন্নতি সম্বন্ধে আমাকে পত্র দিও। মহাত্মাজীর মত আমিও তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করি ও আশীর্ব্বাদ করিতে চাই।

তোমার ডাক্তারেরা কি যথার্থ রোগ নির্ণয়ে সক্ষম হইয়াছেন? তোমার সুস্থ সবল দেহ যখন আমার মনে পড়ে তখন কেমন করিয়া তোমার এই দুরারোগ্য ব্যাধি হইল, আমি ভাবিয়া পাই না। অথবা চিকিৎসা শাস্ত্র এখনও যথার্থ রোগ নির্ণয়ের পক্ষে যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারে নাই মনে হয়। আমাদের ভালবাসা জানিও।"

মিঃ বসু ও সেনগুপ্তের স্বাস্থ্য

শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত জে, এম, সেনগুপ্তের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য বৃহস্পতিবার ১৫ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় এলবার্ট হলে কলিকাতার নাগরিকগণের এক সভা হইবে। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। কলিকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি বক্তৃতা করিবেন।

চরমুগুরিয়া ডাকাতি

ফরিদপুর হইতে প্রকাশ, চরমুগুরিয়ায় সম্প্রতি যে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে সেই সম্পর্কে ভূপেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জি নামক এক ব্যক্তিকে কলিকাতায় গ্রেপ্তার করা হয়। গত ৯ই সেপ্টেম্বর তাহাকে ফরিদপুরে আনয়ন করা হইয়াছে।

ব্রহ্মে নিদারুণ ক্ষতি

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, বিচ্ছেদ-বিরোধী নেতা মিঃ মৌং মংজী গত ১১ই সেপ্টেম্বর প্রাতে বোম্বাই হইতে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। তিনি রেঙ্গুনগামী ডাক জাহাজ ধরিতে না পারায় মঙ্গলবার রেঙ্গুন যাত্রা করিবেন।

এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলেন,—শীঘ্রই নিখিল ব্রহ্ম বিচ্ছেদ বিরোধী সভা হইবে।

চব্বিশ ঘণ্টা ব্যাপী যুদ্ধ

বুয়েনস আয়ার্স হইতে প্রকাশ, লাপাজ আয়াসান কালর সংবাদে প্রকাশ যে, গ্যাসচাকো বলে বোকারোবণ দুর্গের চতুর্দ্দিকে বোলিভিয়া এবং প্যারাগুয়ের সৈন্যদের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ হইয়াছে। যুদ্ধ পুরা একদিন চলিয়াছিল। যুদ্ধকালে গোলন্দাজ এবং বিমানপোত বিভাগও যোগদান করিয়াছিল। যুদ্ধে বহুলোক হতাহত হইয়াছে। প্যারাগুয়ের সংবাদে প্রকাশ যে তাহারা বোকোয়াবন দুর্গ অধিকার করিয়াছে।

লাঙ্কাশায়ার বিরোধ

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, শ্রমিক বিভাগের সচিব সার হেনরী বেটারটন লাঙ্কাশায়ার বিরোধে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। কাটুনি ও উৎপন্নকারী সমিতির এবং শ্রমিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিনিধিগণ গত ১০ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবারে যাহাতে মাঞ্চেষ্টারে সাক্ষাৎ করেন সেজন্য তিনি ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের নিকট পত্র লিখিয়াছেন। উভয় বিরুদ্ধদলই নীরব। বাহিরের কাহারও মধ্যস্থতায় তাঁহারা সম্মত নন।

ভারত গভর্ণমেণ্ট

ব্যবস্থাপরিষদ্ বিভাগ

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপিটি ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ব্যবস্থাপরিষদে উপস্থাপিত হইয়াছিল:—

ব্যবস্থাপরিষদের ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ১৭ নং আইনের পাণ্ডুলিপি

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের শিশুবিবাহ নিবারণার্থ আইনটি রহিত করিবার নিমিত্ত আইনের পাণ্ডুলিপি

যেহেতু ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের শিশুবিবাহ নিবারণার্থ আইনটি রহিত করা বিহিত; অতএব এতদ্বারা নিম্নলিখিতমত বিধান করা হইল:—

১। (১) এই আইনটিকে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের শিশুবিবাহ নিবারণার্থ আইন (রহিত করণার্থ) ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের আইন বলা যাইতে পারিবে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	নৈমিষারণ্য	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১ শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	কলিকাতা
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	নৈমিষারণ্য
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	কলিকাতা	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিকেশব সাগর	কলিকাতা		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রভৃতি মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেবাবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ-ভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ নামাবতারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতি, শ্রীপাদ জগদ্ধারণ দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃত দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিদ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালি দাসাধিকারী। শ্রীগানন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীগদাধর কুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ সাউথ মালাকা প্রয়াগ চউ, পি

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১১) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

রক্ষক- শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভৃ শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

২০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেনপানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

গর্গাবাড়, পুরী, উড়িষ্যা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন,

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরীপ্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

চাঁদনীবাজার, কটক।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীরাসোৎসবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর,

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদধাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শন।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ,

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী- শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) বাদনগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, { ২৯ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৬, ২৯শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৪ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩২ বুধবার } ১৬২তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠে

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রকটোৎসব

গত ১২ই সেপ্টেম্বর শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে, জগদ্গুরু গৌরজন আচার্য্যবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-মহোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত ভক্তগণ ভোর ৪॥ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন ও গৌরশক্তি কৃপানুগবর শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের অতিমর্ত্ত্য জীবনী, মহিমা ও অমন্দোদয় দয়ার কথা পাঠ ও বক্তৃতামুখে আলোচনা করেন।

ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যমঠস্থ অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দিরে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আলেখ্য নানাবিধ বিচিত্র সুগন্ধি পুষ্পাদি দ্বারা বিভূষিত করিয়া গৌরজনবরের পাদপদ্ম অর্চ্চন করেন এবং সমস্ত দিবসব্যাপী কীর্ত্তনরোলে মঠপ্রাঙ্গণ মুখরিত হইতে থাকে। শ্রীবিগ্রহও অতি সুন্দর ভাবে সুসজ্জিত করা হয়। দর্শকবৃন্দ শ্রীবিগ্রহের অপূর্ব্ব শৃঙ্গারবেশ ও জগদ্গুরুবরের আলেখ্যসজ্জার সুন্দর পারিপাট্য দর্শনে আকৃষ্ট হওয়া পরমানন্দ অনুভব করেন।

বেলা ১২ঘটিকার পর শ্রীহরিনামচিন্তামণি পারায়ণ আরম্ভ হয়; অতঃপর বেলা ৪ ঘটিকার সময় অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দিরে একটী মহতী সভার অধিবেশনে শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহোদয় অতি সহজ ও সরলভাষায় শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অতি-মর্ত্ত্য চরিত্র ও মহিমা-বিষয়ক একটী নাতি-দীর্ঘ উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

ব্রহ্মচারীজী বলেন,—যে গৌরশক্তির কৃপায় জগতে শুদ্ধাভক্তি প্রচারিত হয়েছে, যাঁর কৃপায় আমরা গৌরসুন্দরের প্রচারিত সুবিমল সনাতনধর্ম্ম—জীবের নিত্যমঙ্গল-বিধায়ক বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিবার বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অমন্দোদয়-দয়া বা মহাদানের বিষয় উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য লাভ করেছি, যিনি ভক্তি-ভগীরথ ও গৌরের অত্যন্ত প্রিয়তম এবং যাঁর কৃপায় আমরা তাঁরই অভিন্নবিগ্রহ, গৌরবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ, জগতে দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের একমাত্র প্রবর্ত্তক, বলদেবাভিন্ন অসীমশক্তিশালী মদীয় আচার্য্যদেবের পাদপদ্ম দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করছি; আজ সেই অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথি। এই তিথিবরা ভগবানের আবির্ভাব-তিথির ন্যায় জীবমাত্রেরই পূজ্যা। তাই আমরা সকলে গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে এই তিথি-বরা এবং জগদ্গুরুবরের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র ও মহিমা শ্রৌতপন্থায় কীর্ত্তন করবার জন্য সমবেত হয়েছি।

আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

আচার, প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু তুমি জগতের আর্য্য॥

—শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর এই অমূল্য উপদেশটী দেখ্তে পাই। আচার-প্রচারপরায়ণ প্রচারকই জগদ্গুরু। সাধু-গণের আচরণের অনুবর্ত্তন করার নামই—আচার, সাধুগণের আচারের কথা জগতে কীর্ত্তন করার নামই—প্রচার। যাঁ'রা কেবল আচারপরায়ণ, তাঁহারা বিবিক্তানন্দী বৈষ্ণব, আর যাঁ'রা নিজে আচরণপূর্ব্বক জগজ্জীবের মঙ্গলের জন্য তাহা জগতে প্রচার করেন, তাঁ'রা গোষ্ঠানন্দী বৈষ্ণব। তাঁ'রা শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ' বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহরূপে জগতে বদ্ধজীবের সৌভাগ্যাকাশে উদিত।

আমরা বর্ত্তমান শুদ্ধা-ভক্তি প্রচারের মূলপুরুষ ঠাকুর ভক্তিবিনোদে এই জগদ্-গুরুত্ব পরিপূর্ণরূপে দেখ্তে পাই। তিনি নিরন্তর আচার ও প্রচারপরায়ণ ছিলেন। তিনি গৌরকৃষ্ণের অমন্দোদয়-কৃপাশক্তির অবতার। ভক্তির পূর্ণবিনোদন যাঁহাতে অর্থাৎ যিনি জীবাত্মা-স্বরূপকে তাহার স্বভাবে প্রেরণ করেন, সেই জীবের নিত্যমঙ্গলা-কাঙ্ক্ষী পরদুঃখদুঃখী মহাপুরুষই হচ্ছেন ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ। জীবের স্বভাবটী কি, তৎসম্বন্ধে তাঁহার ভাষায় এরূপ দেখ্তে পাওয়া যায়—'জীবের পক্ষে কৃষ্ণের বিচ্ছেদ-গত ভাবই স্বাভাবিক ভজন।'

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নদীয়া জেলার অন্তর্গত উলা নামক একটী সমৃদ্ধিশালী জনপদে বঙ্গাব্দ ১২৪৫ সালে ১৮ই ভাদ্র, রবিবার শুক্লা ত্রয়োদশীতে কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হন; তিনি বাল্যকাল হইতেই নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণসেবোন্মুখতার পরিচয় প্রদান ক'রেছিলেন। ঐ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অতি অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি-মত্তা ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় প্রদান করেন। তাঁহার ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, উর্দ্দু, পারস্য প্রভৃতি বিবিধ ভাষায় লিখিত বৈষ্ণবগ্রন্থসমূহ অদ্যাবধি তাঁহার অপ্রাকৃত সুপাণ্ডিত্য গৌরব ঘোষণা করিতেছে। তিনি জড়বিদ্যাকে বাল্যকাল হইতে আদর না করিয়া পরাবিদ্যারই আদর করেছেন। তিনি কোন দিন অপধর্ম্ম বা মিছাভক্তিকে প্রশ্রয় দেন নাই, দৃঢ়তার সহিত নির্ভীক-চিত্তে শ্রীগৌরসুন্দরের বাস্তবসত্য কথা—শুদ্ধাভক্তির কথা প্রচার ক'রেছিলেন। জগজ্জীবের দয়ায় নন্দের উদয় করায়; কিন্তু তাঁর দয়া অনন্দের উদয় করায় অর্থাৎ মঙ্গল আনয়ন করিয়া থাকে। তাঁকে সামান্য মানব মনে করা আত্মার পক্ষে ভীষণ অপরাধ ও প্রতিকূলক ব্যাপার। তাঁর গুণানুকীর্ত্তন ও শ্রবণ করাই আমা-দের গৌরকৃপা লাভের একমাত্র উপায়।

এতদ্ব্যতীত পণ্ডিতজী ঠাকুর মহাশয়ের প্রচারিত দার্শনিক তত্ত্বের কথা আবেগ-ভরে কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন। এই অতিমর্ত্ত্য মহা-পুরুষের মহাদানের কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই আনন্দিত হন।

অতঃপর সন্ধ্যারাত্রিকের পর পুনরায় শ্রীগৌড়ীয় হইতে ঠাকুরমহাশয়ের গুণাবলী পাঠান্তে তাঁহার রচিত গীতাবলী সুললিত-কণ্ঠে কীর্ত্তন করা হয় এবং সমাগত ভক্ত-গণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৯ হৃষীকেশ শুক্র অনিরুদ্ধ ৪৪৬

সমুদ্রের নিকট শিক্ষা

এজগতেও আমাদের শিক্ষা করিবার বস্তু অনেক আছে। যদি শিক্ষা-গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়া আমরা অন্বয়ভাবে শিক্ষার বিষয়টী আলোচনা করি তাহা হইলে শিক্ষাটী আমাদের হৃদয়ঙ্গমের বিষয় বা ফলদায়ক হয়। কিন্তু অন্বয়ভাবে তস্করের চৌর্য্যবৃত্তির কুপরিণাম লক্ষ্য না করিয়া যদি আমরা চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বনে ধন-লালসার দিকটা গ্রহণপূর্ব্বক ব্যতিরেক শিক্ষালাভ করি তাহা হইলে আমাদের মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গলই আসিয়া উপস্থিত হয়। বৃক্ষ, সর্প, সমুদ্র, পক্ষী প্রভৃতিকে গুরুত্বে বরণ করিলে আমরা অনেক সদুপদেশ লাভ করিয়া কি ব্যবহারিক কি পারমার্থিক উভয় পথেই অগ্রসর হইতে পারি। আমরা দেখিতে পাই সমুদ্র সর্ব্বাবস্থায় গম্ভীর-ভাবাপন্ন ও প্রশান্ত। বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাতে বা নদীর জল সমুদ্রে পতিত হইলেও সমুদ্রের কলেবর বৃদ্ধি হয় না বা গ্রীষ্মকালে জল শুষ্ক হইয়া গেলেও সমুদ্রে কোনই অভাব লক্ষিত হয় না। ব্যবহারিক দুঃখ বা নিন্দা কিম্বা সুখ বা প্রশংসার আগমনে ভগবৎ সেবোন্মুখ জীবগণ অজ্ঞের ন্যায় বিষয়-কার্য্যে নিযুক্ত বা সর্ব্বক্ষণ বিকলচিত্ত না হইয়া সমভাবে অবস্থান পূর্ব্বক সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর হইবেন। ইহাই সমুদ্রের নিকট একটী শিক্ষা।

আমরা অনেক সময় গুরু-বৈষ্ণবগণের বাক্য, চরিত্র বা ভাবাবলী নিজের পাণ্ডিত্য বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা বুঝিয়া লইবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন পূর্ব্বক বৃথা সময় নষ্ট করিয়া থাকি। বৈষ্ণবগণ যে সমুদ্রের ন্যায় গভীর ও প্রশান্ত-ভাব-পরিপূর্ণ এই বিষয়টী আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারি না।

সমুদ্রের অতলস্পর্শী গভীরতা ও প্রসার এত অধিক যে আমরা উহার সীমা অবধারণ বা শেষ সীমায় পৌঁছিতে পারি না। বৈষ্ণবের চরিত্র, ভাবাদিও সেইরূপ মনুষ্যের ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান-গম্যাতীত বস্তু অর্থাৎ আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি আদি বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা হৃদয়ঙ্গম করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ।

আমরা যদি সমুদ্রের নিকট এই দুইটী অমূল্য শিক্ষা গ্রহণ করি তাহা হইলে আমাদের মঙ্গল যে অনিবার্য্য এ কথা বোধ হয় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রেই অল্প বিস্তর অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতে পারিবেন। অতএব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীব সমুদ্রের ন্যায় সুখে দুঃখে সর্ব্বাবস্থায় সমভাব অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিবেন এবং বৈষ্ণবকে নিজের বিদ্যায় চিনিয়া লইতে না গিয়া তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকারপূর্ব্বক ভজনপথে অগ্রসর হইবেন, ইহা শাস্ত্রবাণী ও মহাজনোপদেশ।

ভবরোগের মহৌষধ

(শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায়)

মুমুক্ষুগণের সর্ব্বদুঃখনিবর্ত্তকত্বহেতু ভগবদ্-গুণানুকীর্ত্তন ভবরোগের ঔষধস্বরূপ। শব্দের দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয়ের এবং শব্দার্থের দ্বারা চিত্তের সর্ব্বতোভাবে আনন্দ বিধান করেন বলিয়া ভগবদ্-গুণানুকীর্ত্তন শ্রবণ ও মনের তৃপ্তিকর। ভগবদ্গুণানুবাদ ভক্তবৃন্দের নিকট শ্রবণ ও মনের তৃপ্তিকররূপে প্রতীত হয় এবং সর্ব্বদুঃখ-নিবর্ত্তকত্বরূপের প্রতীতি বর্ণনাতীত হইয়া থাকে। অতএব ভগবদ্গুণানুবাদের সাধ্যত্ব, সাধনত্ব তথা সর্ব্বসেব্যত্ব কথিত হইল।

ইহলোকে মুক্ত, মুমুক্ষু ও বিষয়ী এই তিন প্রকার লোক দেখা যায়। তন্মধ্যে মুক্তগণও ভগবদ্গুণানুকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ঐ গুণানুকীর্ত্তনই ভবরোগের ঔষধ স্বরূপ; ইহা মুমুক্ষুগণের মুক্তি প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। শ্রীহরির গুণানুবাদ, শ্রবণ ও মনের তৃপ্তি সাধন করে, সুতরাং ইহা বিষয়িগণেরও পরম বিষয়স্বরূপ। ভগবদ্গুণানুকীর্ত্তন ভগবদ্ভক্তি-যোগরূপ পরম পুরুষার্থ প্রদান করে বলিয়া মুক্তগণের, সংসার-দুঃখ নাশ ও আত্মানন্দলাভের পরম উপায় বলিয়া মুমুক্ষুগণের এবং ইন্দ্রিয়সুখ প্রদান করে বলিয়া বিষয়িগণের সর্ব্বদা সেব্য, তজ্জন্য কাহারও তাহাতে বিরক্তি জন্মে না। যদিও বস্তুর স্বভাববশতঃ তাহা মুক্ত ও মুমুক্ষু উভয়েরই শ্রবণ ও মনের সুখকর হয়, তথাপি মুক্তগণের বিশেষত্ব এই যে, তাঁহারা, শ্রীনারদাদির এবং শ্বেতদ্বীপবাসী ভক্তগণের ন্যায় প্রায়ই কীর্ত্তনপর; সুতরাং কীর্ত্তনপ্রভাবে তাঁহাদের বাহ্যাভ্যন্তর আনন্দ রসে নিমগ্ন থাকে। অকিঞ্চন অথবা ভগবচ্চরণাগত ঐকান্তিক ভক্তগণ আনন্দ-সমুদ্রে মগ্ন হইয়া ভগবানের মঙ্গলময় অতি অদ্ভুত চরিত্র কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

মুমুক্ষুগণ কেবল মুক্তি কামনা করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাদের বাহ্য কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বা মনের আনন্দ লাভের অপেক্ষা নাই। বিষয়ীদের ইন্দ্রিয়তর্পণের অপেক্ষা আছে; শ্রবণের দ্বারাই তাহাদের সেই ইন্দ্রিয়-সুখ লাভ হয়—বিষয়াসক্তি ও লজ্জাদি বশতঃ তাহারা কীর্ত্তন করিতে পারে না। অথবা সম্যক্ কীর্ত্তন দ্বারা মুক্তগণের আপনা হইতেই শ্রবণ ও মনের তৃপ্তি সাধিত হয়। ভবরোগের একমাত্র ঔষধ-স্বরূপ বলিয়া মুমুক্ষুগণ ভগবানের কথা কীর্ত্তন, শ্রবণ ও স্মরণ করেন। তাহাতেই তাঁহাদের বাগিন্দ্রিয় শ্রোত্রেন্দ্রিয় ও চিত্তেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি লাভ হয়। যদ্যপি তাঁহারাও কখন কীর্ত্তন দ্বারা বাগিন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করেন, তথাপি পরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রবণ-প্রভাবেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি এস্থলে শ্রবণেরই গুণ-কীর্ত্তন করিয়াছেন; এক্ষণে ভগবদ্গুণানুকীর্ত্তনের সাধ্যত্ব ও সাধনত্ব প্রদর্শিত হইল; অতএব উহা সর্ব্বদা সর্ব্বজীবের সেব্য।

কে উহা হইতে বিরত হইবে? দেহাত্মবুদ্ধিজনিত শোক যাহা হইতে অপগত হইয়াছে, সেই আত্মাকে যে হনন করে, সেই আত্মঘাতী অথবা পশুঘ্ন অর্থাৎ পশুঘাতী ব্যাধ ভিন্ন কেহ বা ভগবদ্গুণকীর্ত্তনে বিরত হইবে? পশুঘ্ন ব্যাধ ও বিষয়ী, পশুহননের জন্য নিরন্তর বনে গমন করে। তাহারা ইহলোকে ও পরলোকে কেবল মহাদুঃখই ভোগ করিয়া থাকে, সুতরাং ইহারা ইহলোকে ও পরলোকে সুখভোগেচ্ছু সৎকর্ম্মী বিষয়ী নহে।

অতএব হে ভবরোগগ্রস্ত আত্মঘাতী ও বিষয়ী জীবগণ! সত্যই যদি তোমাদের ভবব্যাধি হইতে মুক্ত হইবার বাসনা থাকে, তবে জগদাচার্য্য শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের পাদকল্পতরুমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট ভগবদ্গুণানুকীর্ত্তনরূপ মহৌষধ পান কর তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমরা ভবব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করিয়া অচিরে গুরুপাদপদ্ম সেবার সুযোগ লাভ করিবে।

বৃন্দাবন বাস

(২)

আমি যে কয়দিবস কাল গুরুগৃহে অন্তর্জ্জ্বালার সুবিধার জন্য বাস করিবার অভিনয় করিয়াছিলাম, সেই কয় দিবসেই শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ কৌশলে নানা প্রকারে আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্রীবৃন্দাবনের কথা যেন কিছু কিছু কর্ণে প্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন।

সেই কোটী কোটী সূর্য্যসমুদ্ভাসিত পরমানন্দময় সুগন্ধি মৃদু-মলয়ানিল-সেবিত বিহঙ্গকুলের কৃষ্ণ-গুণগান নিনাদিত, মধুরমুরলী তানে মুখরিত শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-লীলাক্ষেত্র অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবনধাম কি এই? কিন্তু আমার সেই ধাম দর্শন হচ্ছে কই? হায়! আমি এমনি মূর্খ, বুঝতে পারছি না যে, সেই অপ্রাকৃত ধাম দর্শন করাইবেন কে? গুরু বৈষ্ণবের সেবা না হইলে যে বৃন্দাবন ধাম দর্শন হ'বে না। পুণ্যতীর্থ বারাণসীধামে বিষয় ও আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করিয়া 'কৌপীন সদা-হরি'র মূর্ত্তবিগ্রহ বিশ্বেশ্বর জগদ্গুরুর চরণে হরিনাম মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শ্রীসনাতন-শিক্ষায় শিক্ষিত না হইলে যে মদনমোহনের অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে প্রবেশাধিকার নাই। প্রয়াগ দশাশ্বমেধ ঘাটে মানব-জীবনের পঞ্চম পুরুষার্থের অনুসন্ধান মগ্ন শ্রীরূপ-শিক্ষায় শিক্ষিত না হইলে যে, কল্পদ্রুম শ্রীমদ্রত্নাগার-সিংহাসনস্থিত শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের নিত্যসেবাক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবনধাম যে দর্শন হয় না, তাহা আমি বুঝিয়াও বুঝিলাম না।

কেবল একটী অস্থি-মাংসের পাঞ্চভৌতিক দেহের অজ্ঞ জ্ঞান সম্বল করিয়া অধোক্ষজ বস্তু গ্রহণ করিতে ছুটিয়াছি। এ আমার দর্শনের অসীম স্বর্গে সসীম সিঁড়ি অনাশ্রয়ে উত্তোলনের ন্যায় অথবা বামন হইয়া নভোমণ্ডলস্থিত চন্দ্রমা ধারণের আকাঙ্ক্ষার ন্যায় মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সাত্বত বিধানে অন্নপ্রাশন

পরমার্থি হিন্দু পাক্ষিক পত্র "ভাগবতের" সুযোগ্য পরিচালক আদর্শ গৃহস্থ বৈষ্ণব শ্রীপাদ অধোক্ষজ সেবাকোবিদ প্রভু তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীভাগবতানন্দের অন্নপ্রাশন মহোৎসব শ্রীভগবৎ-প্রসাদ দ্বারা ভাগবত-ক্ষেত্র শ্রীনৈমিষারণ্য পরমহংসমঠে গত ২রা সেপ্টেম্বর শুক্রবার দিবস সুসম্পন্ন করিয়াছেন। আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন করিতে হইলে লৌকিক বৈদিক সমস্ত কর্ম্মই ভগবৎসেবানুকূলে করা কর্ত্তব্য—শ্রীপাদ অধোক্ষজ প্রভু ইহার জলন্ত আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন। পরমার্থ-প্রয়াসী মাত্রেরই শ্রীপাদ সেবাকোবিদ প্রভুর আদর্শ অনুসরণীয়।

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা ! সুবর্ণ সুযোগ !!

ভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা **শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে** অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন, তজ্জন্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৹, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মগাথা। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা ; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য সহিত সমস্ত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৷৷৹ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মান্দ্রাজ।

(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ৷৷৹ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা ; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত ভিক্ষা সাধারণের পক্ষে ২১৷৵০ ; গৌড়ীয়ের গ্রাহকের পক্ষে ১৫৷৷৵০।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য বিবৃতি সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা ১২৲ ; গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৮৲ টাকা।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি ?' 'অসৎসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী, জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুকৃতির ব্রীড়া শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৷৹ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেবের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাক্তন (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন নগরের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ। ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাত্রকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তত্ত্বব্যাখ্যাসহ বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিবরণাদি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাবে, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, নামের ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রমধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

ভজনরহস্য

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-ভুক্ত জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় মর্ম্মবিবরক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষা, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা॥

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১৷৶০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶০
৭। ভজনরহস্য ৷৷০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷৷০
১২। মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্তত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷৷০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৷৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বাদশদর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৶০
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ⅟০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ⅟০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷৷০
৩২। সাধনকণা ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷৷০
ঐ (অবাঁধা) ৷৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ৷০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ৷০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ⅟০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সমুদ্রবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷৷০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ৷০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ৷০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ⅟০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷৷
৬০। নামভজন ৷
৬১। রিলেটীভ ওয়ার্ল্ড স ৷৶০
৬২। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৬৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ হজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ৷০
৬৬। হরোটিক্ স্পিরিচুয়াল য়্যাণ্ড আনেল্ ষাইডিকেশন ৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১৷৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷৷০
৭০। সাধন পথ ৷০
৭১। কল্যাণ কল্পতরু ⅟০
৭২। গীতাবলী ১৲
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণকল্পতরু ⅟০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ⁄৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ⁄০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ৷০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

মকঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমাপ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, পাইট ৷৷৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

আফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের
অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামরুদ্র লেন, বাগবাজার

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল খাঁটি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্ক্স্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

(২) ইহা বৃটিশ বেলুচিস্থান ও সাঁওতাল পরগণা সমেত সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচলিত হইবে।

২। এতদ্দ্বারা ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের শিশু-বিবাহ নিবারণার্থ আইনটী রহিত করা হইল।

উদ্দেশ্য ও হেতুর বিবরণ

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের শিশুবিবাহ নিবারণার্থ আইনটী প্রথমে ১২ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক হিন্দু বালিকাদিগের বিবাহ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য ব্যবস্থাপরিষদে পাণ্ডুলিপি রূপে উপস্থাপিত হইয়াছিল। ইহার উদ্দেশ্য ও হেতু হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ইহার কার্য্যাবলী হিন্দুদিগের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা ও তথাকথিত উপকারিতা হিন্দুদিগকে প্রদান করা এবং ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, যে সকল বিবাহ প্রস্তাবিত বিধানসমূহের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া সম্পন্ন হয় তাহা অসিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করাই অভিপ্রেত ছিল। যাহা হউক, যখন ইহা দেখা গেল যে যে বিবাহ একবার সম্পন্ন হইয়াছে তাহাতে হস্তক্ষেপ করা ধর্ম্মসঙ্গত ও আইনসঙ্গত উভয় কারণেই আপত্তিজনক হইবে, তখন এই সকল বিবাহ হওয়া অপরাধজনক ঘোষণা করিয়া যাহারা উহাতে যোগদান করিবেন তাঁহাদিগকে দণ্ডনীয় করিয়া ও পাণ্ডুলিপিটিকে "শিশু-বিবাহ নিবারণার্থ আইনের 'পাণ্ডুলিপি'" এই নামে অভিহিত করিয়া সিলেক্ট কমিটীতে উহার মূল উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছিল। যে বিধানটিকে কেবল একটী সামাজিক ব্যবস্থা রূপে প্রণয়ন করা প্রথমে অভিপ্রেত ছিল এবং যাহা পরিষদে ঐরূপেই গৃহীত হইয়াছিল তাহাকে কেবলমাত্র একটী সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে দণ্ডবিধায়ক ব্যবস্থারূপে পরিবর্ত্তিত করা অন্যায়ভাবে প্রভেদাত্মক বিবেচিত হওয়ায়, সিলেক্ট কমিটি উহার প্রসার সাধারণভাবে বৃদ্ধি করিয়া এবং উহাকে বৃটিশ ভারতের সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের উপরে প্রযোজ্য করিয়া, পরিষদ যে নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে আরও ব্যতিক্রম করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু উহা করিবার সময় কমিটী, পরিষদে পাণ্ডুলিপিটির যে নীতি অনুমোদিত হইয়াছিল তাহা মূলতঃ সংশোধন করা এবং উহার পরিবর্ত্তে সিলেক্ট কমিটিতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের একটি নূতন পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করারূপ অস্বাভাবিক ও পার্লামেন্টের রীতি ও কার্য্যপ্রণালীর সম্পূর্ণ বিরোধী উপায় পদ্ধতি অবলম্বন করিবার বৈধতা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা অবশেষে যে কারণে তাঁহাদের কার্য্যের সমর্থন করিয়াছিলেন তাহা, ঐ পাণ্ডুলিপির পরবর্ত্তী অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহারা নিজেরা যাহা প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহার কতকটা বিরোধী ছিল। এখানে তাহার বিবৃতি নিষ্প্রয়োজন। মুসলমান সম্প্রদায়ের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া ঐরূপ শেষ অবস্থায় তাঁহাদিগকে অযাচিতভাবে এই বিধানের আমলে আনয়ন করায় বিশেষ জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং সিলেক্ট কমিটির মুসলমান সদস্যগণের আপত্তি দূর করিবার নিমিত্ত বালিকাদিগের বিবাহের সর্ব্বনিম্ন বয়স ১২ বৎসর (এবং কোন কোন স্থলে এমন কি ১১ বৎসর) যাহা পাণ্ডুলিপিতে প্রথমে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল তাহা হইতে ১৪ বৎসরে বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

উপরোক্ত পরিবর্ত্তনের ফলে প্রথমে যে উদ্দেশ্য লইয়া পাণ্ডুলিপিটি উপস্থাপিত করা হইয়াছিল, অর্থাৎ হিন্দুসমাজে যে সকল তথাকথিত বহু দুর্নীতি আছে তাহা হইতে উহাকে রক্ষা করা, তাহাও একেবারে উপেক্ষিত হইয়াছিল। অত্যন্ত রক্ষণশীল হিন্দুদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস এই যে কোন বালিকারই যৌবনাগমের পর অবিবাহিত থাকা সঙ্গত নয়। পাণ্ডুলিপি প্রণয়নকর্ত্তা এই শ্রেণীর হিন্দুদিগকে স্বীয় মতের অনুকূল করিবার জন্য এ বিষয়ে সাবধানে অগ্রসর হইতেছিলেন। হিন্দুদিগের ভিতর যৌবনাগমের পূর্ব্বে কোন বিবাহ হইলে দণ্ডনীয় হইবে, এইরূপ ব্যবস্থাদ্বারা পরিশেষে ঐ সাবধানতা বর্জ্জন করা হইয়াছিল। মুসলমান ও অন্যান্য প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের প্রত্যেকে এই পাণ্ডুলিপির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেশের সর্ব্বজনসম্মত আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া ইহা আইনে পরিণত করা হইয়াছিল।

হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জনসাধারণের অনেকেই এখনও তাঁহাদের প্রাচীন শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কারে আস্থাবান এই আইনটি বিধিবদ্ধ হওয়ায় এক্ষণে ইহা স্বীকার করা হয় যে তাঁহাদের মনে বিশেষ বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে এবং রাজনৈতিকের দিক দিয়াও ইহা বিষম ভুলের কাজ হইয়াছে। ইহা সকলেই জানেন যে, এই আইনটি বলবৎ হইবার পরও হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েই ঐ আইনের বিধান ভঙ্গ করিয়া বহু বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন এবং গভর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত বুদ্ধিমানের ন্যায় এ বিষয়ে কঠোরতা অবলম্বন করেন নাই। কিন্তু লক্ষণ দেখা যাইতেছে যে গভর্ণমেণ্ট এই আইনের বিধানগুলি, বিশেষতঃ মোকদ্দমা রুজু করা বিষয়ে দৃঢ়তার সহিত কার্য্যে পরিণত করিতে বাধ্য হইতে পারেন। ফলে যাঁহারা অন্য সকল রকমে শান্তিপ্রিয় ও আইনের অনুগত এরূপ জনসাধারণের বহু লোকের ধর্ম্মভাব ও সংস্কার বিশেষভাবে বিক্ষুব্ধ হইবে এবং দেশ ও গভর্ণমেণ্টের উপর উহার প্রতিক্রিয়া বশতঃ রাজনৈতিক দিক দিয়া একটি বিপদের কারণ হইবে।—এইরূপ অবস্থা নিবারণ করা একান্ত প্রয়োজন।

বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে ধর্ম্মবিষয়ে নিরপেক্ষতারূপ মূলনীতি তাঁহাদের "প্রধান প্রতিশ্রুতিগুলির" মধ্যে অন্যতম। এই আইনটি কেবল যে উপরোক্ত উক্তির বিরোধী তাহা নহে, পরন্তু ইহা পরিষদের ক্ষমতারও বহির্ভূত, যেহেতু ইহা ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোং আইনের (২১ জর্জ্জ ২, সি ৭০) ১৮ ধারার ও ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোং আইনের (৩৭ জর্জ্জ ৩, সি ১৪২) ১২ ধারার বিরোধী।

অধিকন্তু যদি এইরূপ কোন বিধানে বড়লাট বাহাদুরের মঞ্জুরী বৈধও হয় তথাপি বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ঐ মঞ্জুরী অবৈধ। যেহেতু উহা কেবল হিন্দুদিগেরই উপর খাটিবে এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থা-বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপির জন্য দেওয়া হইয়াছিল। সিলেক্ট কমিটিও স্বীকার করিয়াছেন যে বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপিটি সম্পূর্ণ নূতন ও ভিন্ন প্রকারের। সুতরাং উহা ঐরূপ মঞ্জুরীর মধ্যে পড়িতে পারে না।

পাণ্ডুলিপির সম্পর্কে শেষ আলোচনার সময়ে ও পরবর্ত্তীকালে, উভয় সময়েই, মুসলমানদিগের বিবাহ হিন্দুদিগের বিবাহের ন্যায় ধর্ম্মসংস্কারমূলক নহে, পরন্তু মাত্র দেওয়ানী চুক্তিমূলক এই হেতুমূলে উহার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে বিশেষ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল। মুসলমানদিগের বিবাহের ভিত্তি যে ধর্ম্মের উপর স্থাপিত তাহা বরাবরই আমার মত, কিন্তু এ সম্বন্ধে যেরূপর বাক্‌বিতণ্ডা চলিতেছিল তদ্দৃষ্টে আমি মনে করিয়াছিলাম যে এই দুইটি প্রশ্নকে মিশাইয়া ফেলা যুক্তিযুক্ত হইবে না, সেইজন্য মুসলমানদিকে এই আইনের আমল হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য, গত বৎসর আমি এই আইনটি সংশোধনার্থ একটি প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছিলাম। তাহার পর ডাঃ গৌরের পাণ্ডুলিপির আলোচনা কালে মাননীয় আইন সচিব মহোদয় ঐ সম্বন্ধে সকল সন্দেহই দূর করেন। তিনি এই কথা স্বীকার করেন, এবং আমি সসম্ভ্রমে বলিতেছি যে তিনি প্রকৃত কথাই স্বীকার করেন যে, ধর্ম্মের বিধানই মুসলমান বিবাহের মূলভিত্তি এবং উহা তাঁহাদের ধর্ম্মের সহিত জড়িত ও উহাকে মাত্র দেওয়ানী চুক্তি বলিয়া ধরিয়া লওয়া ভ্রমাত্মক।

এই কারণে এবং সভ্যাস-সম্মতি কমিটীর রিপোর্টে ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য বন্ধুবর মৌলভী মহম্মদ ইয়াকুব তাঁহার মতভেদজ্ঞাপক মন্তব্য, মুসলমান বিবাহের মূল প্রকৃতি কি তাহা যেরূপ সুনিপুণভাবে দেখাইয়াছেন তদ্দৃষ্টে কি করিতে হইবে সে সম্বন্ধে আমার কোনই সন্দেহ নাই। সুতরাং আমি এই পাণ্ডুলিপিটি প্রণয়ন করিয়াছি এবং ইহার দ্বারা আমি ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের শিশুবিবাহ নিবারণার্থ আইনটিকে একবারে রহিত করিবার প্রস্তাব করি।

আমি কেবলমাত্র এই কথা বলিতে চাই যে প্রকৃত হিন্দুর আইন, বেদ স্মৃতি ও অপরাপর ধর্ম্মগ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত ও অপৌরুষেয় বলিয়া প্রতীত। প্রকৃত মুসলমানদেরও বিশ্বাস যে তাঁহাদের ধর্ম্মপুস্তকগুলিতেই তাঁহাদের সমগ্র আইনের ধারাগুলি বিধিবদ্ধ রহিয়াছে। সমাজ, ও ধর্ম্মসংক্রান্ত আইনও উহার অন্তর্গত। এরূপ অবস্থায় প্রকৃত হিন্দু ও মুসলমানের পক্ষে ইহা স্বীকার করা অসম্ভব যে দেশের আইন পরিষদে এবং মানুষের ভোটে ঐ আইন পরিবর্ত্তন করা যায়। এই সকল মানুষের মধ্যে অনেকেরই ধর্ম্ম ও সামাজিক ব্যবস্থাদির উপর কোন প্রকৃত বিশ্বাস নাই এবং সে কারণে খাঁটি হিন্দু বা মুসলমানের দৃষ্টিতে তাঁহারা উচিত বিচার করিতে অক্ষম অথবা তাঁহাদের ঐ উদ্দেশ্যে যথোচিত সহানুভূতি, বিশেষ জ্ঞান বা মানসিক যোগ্যতার অভাব। ধর্ম্মপুস্তকে যে সকল প্রত্যাদেশ লিখিত আছে তাহারই উপর ধর্ম্ম ও সমাজের ভিত্তি স্থাপিত বলিয়া যাহারা বিশ্বাস করেন, এরূপ হিন্দু মুসলমান অথবা অন্য কোন সম্প্রদায়ের সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন করা আধুনিক অর্থে ধরিলেও গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য নহে।

ওয়াজিহ উদ্দিন ; এস সি, গুপ্ত,
ভারত গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী

লোহার কড়ি বরগা
করগেট টীন, জানালার গরাদে
দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম
বেড়াঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি
লেভে বিক্রয় করি
কান্তি চন্দ্র মুখার্জ্জি এণ্ড সন্স
২৭।৩ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট। ফোন ৪৪৭
স্থাপিত ইং ১৮৭৬ সাল, কলিকাতা।

টেলি — শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈ নি ক

Reg No C 1544

নদীয়া-প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার — প্রতিবারে — প্রতি ইঞ্চি ১৲ — প্রতি কলম ৬৲ — অর্দ্ধ কলম ৩৷৷ — সিকি কলম ২৲ — চুক্তির হার পত্রে।

সাধারণের হার — অগ্রিম দেয় — বার্ষিক ৯৲ — ষাণ্মাসিক ৫৲ — ত্রৈমাসিক ২৸ — মাসিক ১ — নগদ — সংখ্যা ৴৫

আমাদের সর্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড — সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি — [১৬৩তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৩০শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার ১৩৩৯, ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৩২

গান্ধীজীর দ্বিতীয় পত্র

হোয়াইটওয়েয়ের দোকানে চুরি

স্বাস্থ্যপরীক্ষায় মিঃ সেন

ভারত সচিবের বিরুদ্ধে মামলা

লাহোরে বিষম লরী দুর্ঘটনা

চাউল ব্যবসায়ীর বিপদ

ক্যাসিয়ারের কারাদণ্ড

বে-আইনী শোভাযাত্রা

বয়লা ফাটিয়া বিপদ

৭০ বৎসরের বৃদ্ধ গ্রেপ্তার

বিবাহ আইন সংশোধন

নানা কথা

গান্ধীজীর দ্বিতীয় পত্র

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, গান্ধীজী যারবেদা জেল হইতে অভয় আশ্রমের ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট দ্বিতীয়বার পত্র লিখিয়াছেন।

প্রিয় সুরেশ!

তোমার দ্বিতীয় চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। তোমার আশা সফল হউক। তোমার অপূর্ব্ব চেষ্টার জন্য তুমি রোগমুক্ত হও। মাঝে মাঝে তোমার স্বাস্থ্যের সংবাদ দিও। মালব্যজীর মত তোমাকে দেখিতে ও আশীর্ব্বাদ করিতে আমারও ইচ্ছা করে।

ডাক্তারেরা কি তোমার রোগের কারণ আবিষ্কার করিয়াছেন? তোমাকে কমন স্বাস্থ্যবান দেখিয়াছিলাম! এরূপ ভীষণ রোগের জীবাণু কেমন করিয়া তোমার দেহে প্রবেশ করিল জানি না। অথবা চিকিৎসাবিদ্যা প্রকৃত রোগনির্ণয়ের পক্ষে যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারে নাই বলিয়া মনে হয়। আমাদের ভালবাসা জানিও।

স্বাস্থ্যপরীক্ষায় মিঃ সেনগুপ্ত

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, ডাঃ এস, দ, সেনগুপ্ত শ্রীযুত জে, এম, সেনগুপ্তের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য জলপাইগুড়ি গমন করিয়াছিলেন। তিনি ১১ই সেপ্টেম্বর রাত্রে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন যে, তিনি ও জলপাইগুড়ির সিভিল-সার্জ্জন একযোগে শ্রীযুত সেনগুপ্তের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এক রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন। রিপোর্ট সম্পূর্ণ গোপনীয়, সুতরাং তাঁহার স্বাস্থ্যের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলিতে অক্ষম। কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস, তাঁহার পরিদর্শন স্বাস্থ্যের পক্ষে কতকটা মঙ্গলকর হইবে।

লাহোরে বিষম লরী দুর্ঘটনা

লাহোর হইতে প্রকাশ যে, সালিমার গার্ডেনের নিকটবর্ত্তী এক স্থানে এক লরী দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। একটি লরী ও একটি সাইকেলের মধ্যে ধাক্কা লাগে, ফলে সাইকেলওয়ালার মৃত্যু হইয়াছে। প্রকাশ, একটি লরী অমৃতসর হইতে আসিতেছিল। সেই সময় তাহা একটি সাইকেলের সহিত ধাক্কা লাগে ও সাইকেলটী চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। সাইকেলওয়ালার শরীরের উপর দিয়া ও লরীটী চলিয়া যায়। ইহার ফলে, সাইকেল ওয়ালার মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া যায় ও তাহার মৃত্যু হয়। লরীর চালককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ক্যাসিয়ারের কারাদণ্ড

জোড়াবাগান কোর্টের তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়াজেদ আলি সুন্দর রঞ্জন ঘোষের প্রতি গত ৯ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার দেড় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। তাহার বিরুদ্ধে হিসাবের গরমিল করিয়া মনিবের টাকা আত্মসাৎ করিবার অভিযোগ হইয়াছিল।

ঘটনার বিবরণ রায় বি-বি মিত্র ৬২নং বলরাম দে ষ্ট্রীটে তাঁহার আফিসে সুন্দরকে ক্যাসিয়ার নিযুক্ত করেন। সে হিসাবের গোলমাল করিয়া অনেক টাকা আত্মসাৎ করে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	নৈমিষারণ্য	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১ শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	কলিকাতা
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	নৈমিষারণ্য
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	কলিকাতা	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে শ্রীগৌরজন্মোৎসবাদি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেবাবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৩১১৫

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ দাসাধিকারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতি, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃত দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিৎ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোদণ্ড, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালি দাসাধিকারী। শ্রীপাবন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

(৭) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কুঞ্জকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়াদ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ সাউথ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাননগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবিহারী ব্রজবাসী।

(১১) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীঅনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭: শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্কালিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীফেনপানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সাতাসন, পুরী, উড়িষ্যা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন।

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুয়রকুণ্ড, চিরকুণ্ড, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড়, কাবড়া

এখানে বড় কূর্ম্মমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ,

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) বালগোপাল মঠ

[illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, { ১ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৬, ৩০শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৫ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩২ বৃহস্পতিবার } ১৬৩তম সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ৭ই সেপ্টেম্বর শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ পাঠমুখে বলেন,—ঔপাধিক জ্ঞানপ্রমত্ত কর্ম্মকাণ্ড মূঢ় আমরা স্ত্রী পুত্রাদির সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধান-চেষ্টাতেই সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত ও প্রমত্ত হইয়া পড়িতেছি। আবার কখনও বা কর্ম্মজড় অর্থাৎ সৎকর্ম্মনিপুণ হইয়া চিকিৎসাগার, অপরাবিদ্যার পাঠশালা প্রভৃতি কার্য্যে দয়ার ছলনায় দেহ ও মনকে নিযুক্ত করিয়া পরকালে অনিত্য ইন্দ্রিয়-সুখ কামনায় ধাবিত হইতেছি। ঔপাধিক স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া নৈষ্কর্ম্মরূপ নিষ্কাম কৃষ্ণচেষ্টায় বিমুখতা প্রদর্শন করাই কীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত জগতের যেন স্বভাব হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীহরিসেবাই যে সর্ব্ব জীবের সর্ব্বসময়ে একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃত্য, গুরুবৈষ্ণবের আদেশ পালন ব্যতীত আমাদের যে অন্য কোন মঙ্গলজনক কৃত্য নাই, এই পরম সত্যের বিস্মৃতিফলেই আমাদের নানাপ্রকার জড়সেবা-প্রবৃত্তিমূলা বিষয়ভোগ স্পৃহা জন্মিয়াছে ও জন্মিতেছে।

———

এমন দেবদুর্লভ নরদেহ লাভ করিয়াও আমরা হরিভজন করিতেছি না। গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্য স্বীকার না করিয়া দেহ-মনোধর্ম্মে চালিত হইতেছি, ইহা অপেক্ষা জীবের দুর্দ্দৈবের বিষয় আর কি হইতে পারে? একমাত্র নরদেহই হরিভজনের সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল। মনুষ্যজন্ম ব্যতীত অন্য কোন জন্মে—এমন কি দেবজন্মেও হরি-ভজনের এমন সুবর্ণসুযোগ পাওয়া যায় না। সেইজন্য শাস্ত্র ব'লেছেন,—

> নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভম্
> প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
> ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
> পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

এই মনুষ্যজন্ম যে দেবগণের প্রার্থনীয়, তদ্বিষয়ে দেবগণের উক্তি আমরা শ্রীমদ্-ভাগবতে এইরূপ দেখিতে পাই;—এই ভারতবর্ষে উদ্ভূত মানবগণ কি উত্তম তপস্যাই না করিয়াছেন! অথবা, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরি কোন প্রকার সাধন ব্যতীতই ইঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। ভারতে যে মনুষ্যজন্ম লাভের জন্য আমরা স্পৃহা করি, ইঁহারা ভারতাঙ্গনে মুকুন্দ-সেবোপযোগী সেই মানব-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের দুষ্কর যজ্ঞ, তপস্যা, ব্রত ও দানাদির ফলে তুচ্ছ স্বর্গপ্রাপ্তিদ্বারাই বা কি ফল লাভ হইবে? বিশেষতঃ এস্থানে (দেবলোকে) নারায়ণের পাদপদ্ম-স্মৃতি ত' নাইই বরং অতিশয় ইন্দ্রিয়তর্পণাতিশয্য নিবন্ধন তাহাও বিলুপ্ত হইয়া যায়। আয়ুষ্মান্ হইয়া পুনরাবর্ত্তনময় ব্রহ্ম-লোক লাভ অপেক্ষা অল্পায়ুঃ হইয়া ভারতভূমিতে নরজন্মলাভও শ্রেয়ঃ। যেহেতু এই নরজন্মে মনস্বিমানবগণ মর্ত্ত্যদেহ দ্বারা অল্পকালমধ্যে তাঁহাদের কৃতকর্ম্মসমূহ শ্রীহরিতে সমর্পণ করিয়া তদীয় অভয়পদ শ্রীবৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া থাকেন।

যেস্থানে হরিকথা-সুধানদী প্রবাহিতা নাই, যেস্থানে তদাশ্রিত বৈষ্ণবসাধুগণের অধিষ্ঠান নাই, যে স্থানে শ্রীহরির কীর্ত্তন বহুল যজ্ঞ ও গীতনৃত্যবাদ্যাদি মহোৎসব নাই সেস্থান ব্রহ্মলোক হইলেও—সুখের আবাসভূমি হইলেও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহা আশ্রয় করেন না।

———

এই ভারতবর্ষে চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় ও ক্ষিত্যাদি দ্রব্যনিচয়-পূর্ণ নরজন্ম প্রাপ্ত হইয়াও যে সকল প্রাণী স্বরূপাবাপ্তি বা বিষ্ণুপাদপদ্মলাভের জন্য যত্ন না করিয়া অনিত্য দেহ, গেহ, পুত্র ও কলত্রাদিতে আসক্ত হয়, তাহারা বনচর পশুর ন্যায় পুনরায় বন্ধনদশাই প্রাপ্ত হয়। যাহারা সম্বন্ধজ্ঞানাভাববশতঃ শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবসেবার্থে অর্থলাভচেষ্টা-পরায়ণ না হইয়া নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্যই যাবতীয় কর্ম্ম করে, শ্রেয়ঃপন্থা কৃষ্ণসেবা ছাড়িয়া প্রেয়ঃপন্থা গ্রহণ করে, তাহারা অমৃত বা বৈকুণ্ঠ-পথের পথিক না হইয়া মৃত্যু অর্থাৎ সংসাররূপ নরকপথের পথিক হয় এবং নানা যোনি ভ্রমণ করত ক্লেশ ভোগ করে। কিন্তু হরি গুরু বৈষ্ণবার্থে যে সকল ভগবৎকর্ম্মানুষ্ঠান তাহাই সকল জীবের এক-মাত্র কর্ত্তব্য। উহা আচরণ করিলেই মরণ-ধর্ম্মশীল মানব অতি দুর্জ্জয় মৃত্যুকেও জয় করিতে সমর্থ হয়, অন্যথা মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়।

পতিতপাবনাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবভূমি শ্রীধামমায়াপুর শ্রীযোগপীঠ শ্রীচৈতন্যমঠের জনৈক ব্রহ্মচারী বিগত ৯ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলা হইতে নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের চরিত্র বর্ণনকালে বলেন,—শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের দ্বারায় হরি-নামের মহিমা জগতে অধিক পরিমাণে প্রচার করিয়াছেন। একসময়ে ঠাকুর হরি-দাস চাঁদপুরনিবাসী হিরণ্য গোবর্দ্ধনের সভায় শ্রীনাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনকালে বলেন, যে, এই কলিযুগে একমাত্র কৃষ্ণনাম হইতে পরমপুরুষার্থ যে কৃষ্ণপ্রেম তাহা জীব অনা-য়াসে লাভ করিতে পারিবে, অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে হইবে না। এই কৃষ্ণনামের আনুষঙ্গ ফলরূপে জীবের পাপ সকল বিনষ্ট হইয়া যায় ও নামাভাসে জীব মুক্তিলাভ করে। শুদ্ধনামের ফল কৃষ্ণপ্রেমা।

———

হরিদাস ঠাকুরের এই প্রকার উক্তি শ্রবণ করিয়া পরিহাসচ্ছলে নামাপরাধী বৈষ্ণবদ্বেষী গোপাল চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া হরিদাস ঠাকুরের উক্তিকে ভাবুকের ভাবুকতা বলিয়া "উপেক্ষা" করিল এবং নিন্দা করিয়া তাঁহার নাসা ছেদন করিতে চাহিল। পরমভাগবত বৈষ্ণবচূড়া-মণি হরিদাস ঠাকুরের চরণে এই প্রকার অপরাধের ফলে তিন দিবসের মধ্যেই সেই পাষণ্ড ব্রাহ্মণকুমারের কুষ্ঠব্যাধি হইয়া নাসা খসিয়া পড়িল। গুরুবৈষ্ণবচরণে অপরাধের ফল সর্ব্বকালই এই প্রকার এবং এতদপেক্ষাও তীব্রতর হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১লা পদ্মনাভ আদি কারণোদশায়ী ৪৪৬

জন্ম ও জন্মলীলার বৈশিষ্ট্য

হরিবিমুখ বদ্ধজীব প্রারব্ধ কর্ম্মবশে পুরুষের ইচ্ছায় কীট-কীটাণু, বিষ্ঠামূত্র দুর্গন্ধভাণ্ড সদৃশ ও নরকের দ্বারস্বরূপ পুঁজগন্ধময় জননী-জঠরে প্রবেশ করে ও অশেষবিধ জ্বালা ভোগ করিবার জন্য পিতামাতার নিকট হইতে শুক্র-শোণিতজ একটা অনিত্য দেহ লাভ করত এই কারাগার সদৃশ সংসারে আগমন করে। কৃষ্ণ-বিস্মৃত হইয়া কর্ম্মফলানুসারে নানাযোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে ভোগের ফলস্বরূপ কেবল নিরন্তর দুঃখই ভোগ করিয়া থাকে। মায়ার ত্রিগুণশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া কখনও স্বর্গে, কখনও নরকে গমন করে এবং পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু মায়াতীত, নির্গুণ, অজ ভগবানের জন্মাদি লীলা জন্মমরণশীল মানবগণের ন্যায় নহে। তিনি প্রাকৃত ধাতুযোগ অর্থাৎ শুক্র-শোণিতসঙ্গম ব্যতিরেকে পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যোদয়ের ন্যায় জীবের ভাগ্যাকাশে বিশুদ্ধসত্ত্বে উদিত হন এবং স্বেচ্ছায় সূর্য্যাস্তের ন্যায় লোকলোচনে নিজেকে অপ্রকাশিত রাখেন। বাৎসল্যরসের রসিকশ্রেষ্ঠ নন্দযশোদা বা তদভিন্ন শ্রীশচী-জগন্নাথ প্রভৃতির নিকট সেবা গ্রহণ পূর্ব্বক ভক্তানন্দবর্দ্ধন, নিজ ভক্তমাহাত্ম্য ও সেবামাধুর্য্য প্রচারার্থ এবং জগজ্জীবগণের উদ্ধারের জন্য তাঁহার এই বিচিত্র জন্মলীলাদি বা প্রকট লীলা।

শ্রীভগবানের শ্রীঅঙ্গ ও তাঁহার ভক্তগণের শ্রীঅঙ্গ আমাদের ন্যায় অনিত্য, হেয় নয়। তাঁহাদের দেহ-দেহীতে ভেদ নাই, উহা চিন্ময়, নিত্য ও শুদ্ধসত্ত্বময়।

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের পিতৃমাতৃ অভিমানী শ্রীজগন্নাথ পুরন্দর ও জননী শ্রীশচীদেবী নিত্যসিদ্ধ হেতু তাঁহাদের হৃদয় ও দেহ শুদ্ধসত্ত্বময়,—কখনই সাধারণ প্রাকৃত জীবের ন্যায় নহে। বিশুদ্ধসত্ত্বের নাম 'বসুদেব', বসুদেবে চিদ্‌লীলা বাসুদেব প্রকটিত। জড়েন্দ্রিয়তর্পণময় প্রাকৃত রক্তমাংসময়দেহ স্ত্রীপুরুষের কামক্রীড়া ও ভোগের ন্যায় শ্রীজগন্নাথ ও শচীদেবীর মিলন ও শচীদেবীর গর্ভসঞ্চার হয় নাই; সুতরাং তাহা মনে মনে চিন্তা করাও অপরাধ। ভগবৎসেবোন্মুখচিত্তে বিচার করিলে শুদ্ধ-সত্ত্বময়ী শ্রীশচীদেবীর অপ্রাকৃত গর্ভমাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। ভোগোন্মুখতা থাকাকালে এই সব লীলা জীবের উপলব্ধির বিষয় হয় না। গুরুকৃপাবলে জীবের ও'সব অপ্রাকৃত বিষয়ের অনুভূতি লাভের যোগ্যতা আসে। কৃষ্ণ প্রথমে বিশুদ্ধসত্ত্ব বাসুদেবের হৃদয়ে প্রকট হন, তৎপরে বাসুদেবের হৃদয় হইতে দেবকীর হৃদয়ে আবির্ভূত হন। দেবকীর বাৎসল্যরূপ প্রেমানন্দাম্বুধিতে লাল্য-মান হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই দেবকীর হৃদয়ে চতুর্ভুজ স্বীয় রূপ প্রদর্শন করেন। অনন্তর দেবকীর হৃদয় হইতে তিরোহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কংসকারাগারস্থ সূতিকাগৃহে দেবকীর শয্যায় আবির্ভূত হন। এইরূপে কৃষ্ণ নিত্যকাল নিত্য যশোদার দ্বিভুজরূপে বিরাজমান থাকিয়া অনন্ত অপ্রকট-লীলাতেও তাদৃশ বিলাস করিয়াছেন। প্রিয়তম ভক্তজনের আনন্দদায়ক ও নিজেরও চমৎকারকারক তাদৃশী লীলার উল্লাস দ্বারা শ্রীলীলাপুরুষোত্তম কৃষ্ণ নিত্য-কাল ব্রজে বিলাস করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বদিক্ যেমন চন্দ্রের উদয় ব্যক্ত করে তদ্রূপ শুদ্ধসত্ত্বময়ী দেবকী বসুদেব কর্ত্তৃক মন্ত্রদীক্ষাদি প্রাপ্তিক্রমে জগন্মঙ্গল-স্বরূপ সর্ব্বাত্মা শ্রীঅচ্যুতকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন। এই ভাগবত বাক্য হইতে জানা যায় যে বসুদেবের হৃদয় হইতে স্বয়ং ভগবান্ দেবকীর হৃদয়ে প্রকট হইলেন। নিত্য 'গোবিন্দচরণ-সেবা' নিমগ্ন হৃদয়েই কৃষ্ণ প্রকট হন ইহাই শাস্ত্রবাণী।

শ্রীভগবান্ যেমন অবতীর্ণ হন শ্রীগুরু-পাদপদ্মও সেইরূপ গোলোক হইতে ইহ-জগতে অবতরণ করেন। যেরূপ ভগবানের প্রকটলীলা ও অপ্রকটলীলা সেইরূপ পরি-কর বৈশিষ্ট্যের প্রকট ও অপ্রকট লীলা। যাহা ছিল না পরে হইয়াছে ইহার নাম জন্ম বা উৎপত্তি কিন্তু ভগবান্ নিত্যবস্তু অতএব অজ ভগবানের জন্ম মৃত্যু নাই, তবে তিনি কৃপাপূর্ব্বক নিজেকে প্রকট করেন সেইজন্য ভগবান বা ভক্তের আবির্ভাব জন্মলীলা বা প্রকট লীলা নামে পরিজ্ঞাত।

বৃন্দাবন বাস

(৩)

দুর্ব্বার ইন্দ্রিয়-গ্রামের উদ্দাম প্রবৃত্তিতে আমি শুদ্ধ বৈষ্ণবসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বেশ ইন্দ্রিয়ের রুচি-অনুযায়ী কল্পিত বৈষ্ণব (?) সঙ্গ করিলাম। কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের 'অহং হি সর্ব্ব-যজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ' এই বাণীর তাৎপর্য্য ভুলিয়া গিয়া নিজেই বৃন্দাবনে ভোক্তা কৃষ্ণ সাজিয়া গেলাম। আমার মনের কল্পিত বৈষ্ণবগণের (?) অনুকরণে যুগলমন্ত্রের উপাসনা জন্য যুগল সাজিতে ব্যস্ত হইয়া গেলাম। আবার স্বকীয় রসে কৃষ্ণসেবায় (?) উৎকর্ষ লাভ করিয়া পারকীয় রসে কৃষ্ণ-সেবা (?) করিবার জন্য কল্পিত পরম-হংসবেশী মহাত্মগণের (?) অনুসরণে দুই চারিটী সখীদাসী, শ্যামদাসী, রাধাদাসী গ্রহণের জন্য ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম। যেখানে হাজার দুই হাজার সখী বৈষ্ণবী-গণ (?) রাধাশ্যাম (?) কীর্ত্তন করিতেছেন, কীর্ত্তন শ্রবণে কৃষ্ণপ্রেমে অশ্রুধারে ভাসিতে ভাসিতে উঁকঝুঁকি মারিয়া কৃষ্ণসেবিকা (?) মনোনীত করিতে লাগিলাম। আবার কখন কখন ভক্ত সাজিয়া একেবারে সাট-পাট হইয়া তৃণাদপি সুনীচতা দেখাইতে লাগিলাম। কখন কখন গদগদ রুদ্ধকণ্ঠ দর্শন করিয়া খানিকটা রজ ললাটে ঘষিয়া লইয়া মানবজীবনের সার্থকতা করিতে লাগিলাম। আবার জ্যোৎস্না-নিশিতে সখী (?) সাজিয়া বস্ত্রহরণ, রাসলীলা দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম। সহৃদয় পাঠকবৃন্দ! হতভাগ্যের পরিণতি কোথায় বিচার করুন। আমার বৃন্দাবন-বাস না অনন্ত নরক-বাস নির্ব্বাচন করুন।

আমার এই মহাপতন হইলেও অহৈতুক কৃপাময় শ্রীগুরুদেব তাঁহার নিজজনকে প্রেরণ করিয়া কতভাবে উদ্ধারের উপায় বিধান করিতেছেন। ভারতের প্রতি তীর্থক্ষেত্রে সেবামন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া কত ভাবে সৎসঙ্গে তীর্থবাসের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু সেখানে আমার ভোগের কথা নাই বলিয়া সেদিকে যাইতে ইচ্ছা হয় না। যদিও ঠাকুরজীর খাতিরে যাই, সে কেবল সরল গুরুসেবকগণের নিকট সেবাগ্রহণ করিবার জন্য; অথচ আমি ইন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছু আমি কপটতা করিয়া তীর্থভ্রমণের, তীর্থ বাসের ছলনা দেখাইতেছি। তাই আমার এই দুর্দ্দশা।

কোথায় তীর্থ আর কোথায় বৃন্দাবন — সেই মধুর ভক্তিবিনোদ গীতি একদিন গৌরবনে ঝঙ্কৃত হইয়াছিল। আজও সেই শ্রৌত ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীর অনুচরগণ বিশ্বের প্রতি দ্বারে দ্বারে কীর্ত্তন করিতেছেন,—

যে দেশে বৈষ্ণব নাই, সেই দেশে নাহি যাই
কি কাজ হাঁটিয়া দূরদেশ।

যৎকিঞ্চিৎ

(১)

মনোধর্ম্মী বদ্ধজীব আমি, আমার মনের মধ্যে সমুদ্রোত্থিত তরঙ্গের ন্যায় অনুক্ষণ যে কত রকম ধরণের আজগুবী খেয়াল বা বাসনা জেগে উঠ্‌ছে তা' ব'লে শেষ করা যায় না। মনের দাসত্ব ও অন্যান্য কাম-ক্রোধাদি শত্রুবর্গের ফরমাস্ সংগ্রহ করতে করতেই এই সাধের জীবনটা কেটে গেল দেখ্‌ছি। মুখে বল্‌ছি যে আর মনের দাসত্ব কর্‌বো না, মনের মোসাহেব সাজবো না, কিন্তু [illegible] মাতালের মত আমি ভোগ-নেশায় এত মত্ত হয়ে পড়েছি যে, শৌণ্ডিকালয়বাসীরূপ ভোগীমনের সঙ্গ আর ছাড়্‌তে পাচ্ছি না। ভোগীমনরূপ মনিব চাক্‌রীর বিজ্ঞাপন প্রচার ক'রবামাত্র ভোগ-নেশায় প্রমত্ত আমি সেই চাকরী লাভের জন্য তদ্বাহুল্যেই দরখাস্ত পেস্ কর্‌ছি। চঞ্চল মন আমাকে ফুটবলের মত সর্ব্বক্ষণ লাথি মেরে তার দাসত্ব করাচ্ছে। ক্রীতদাসের মত বর্ত্তমানে আমার অবস্থা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

পিশাচীগ্রস্ত জীবের ন্যায় ভোগরূপ পিশাচীর কবলে পড়ে আমি যা' তা' বল্‌তে বসেছি। নিজের আত্মপরিচয় না দিয়ে অন্য রকমের অনিত্য পরিচয় প্রদান কর্‌ছি। পিশাচীগ্রস্ত ব্যক্তির প্রশ্নোত্তর প্রদানের ন্যায় আমি নিজেকে কখন ব্রাহ্মণ, কখনও চণ্ডাল, কখনও পণ্ডিত, কখনও মূর্খ, কখনও পুরুষ কখনও স্ত্রী প্রভৃতি ব'লে অভিমান কর্‌ছি।' আমি যে কৃষ্ণের এই সত্য কথাটী একেবারে বিস্মৃত হ'য়ে অনেক সময় মনে কর্‌ছি-শ্রীগুরুদেব সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন—কৃষ্ণধনে ধনী, গৌরের অত্যন্ত প্রিয়তম আশ্রয়-জাতীয় ভগবান্ হ'য়ে অর্থের জন্য তাঁর অনুগত-জনগণকে জীবের দ্বারে দ্বারে পাঠান কেন? সমস্ত ধনের মালিক শ্রীনারায়ণের প্রিয়তম যিনি তাঁর আবার অভাবের অভিনয় কেন? এইরূপ কতরকম ধরণের সর্ব্বনেশে বুদ্ধি যে আমার মস্তকে গজিয়ে উঠ্‌ছে তা' আর বল্‌বার নয়।

ভক্তিদেবী যেইখানে, মুক্তিদাসী সেইস্থানে
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ॥
যেথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন
সলিল তথায় মন্দাকিনী।
ভূমি তথা বৃন্দাবন, গিরি তথা গোবর্দ্ধন,
আবির্ভূতা আপনি হ্লাদিনী॥

সবার জীবন কৃষ্ণ জনক সবার। হেন কৃষ্ণ যে না ভজে সর্ব্ব ব্যর্থ তার॥

…র ব্যবস্থা!   সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

…রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

…ক্তিরসামৃতসিন্ধু

…বা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-…নির্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও …দের ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে …তারা **শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে** অবগাহন করুন। …চলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির …বং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া …য করিতে পারিবেন। …দারব্রত্যক্তি যাহাতে এই …গ্রন্থ লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে …ন্যাসিক প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী …মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-…সহ ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার …অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-…প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। …ক্ষা ।।০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

…ক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

…প্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী …গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মস্মভার। …টি কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। …পাঠক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-…নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম …কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক …টাকা।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

…প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য …সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত …। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-…সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত …

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

…শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও …শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত …ভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া …প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, …পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। …অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, …পদ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের …জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের …বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা …মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এন্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ।।০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা
প্রেরণ ব্যয় ।।০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত ভিক্ষা সাধারণের পক্ষে ২১।৵০; গৌড়ীয়ের গ্রাহকের পক্ষে ১৫।৵০।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য বিবৃতি সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা ১২৲; গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৮৲ টাকা।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগজনগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী শ্রী অঙ্গকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিরম্বুপ্রতবিচার', 'দিগদর্শি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের কোপ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?', 'অসৎসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৮০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই আবদ্ধ-বিদ্ধংসিনী জীবাত্মবরপোধিনী কৃষ্ণ-কাম নন্দদায়িনী শ্রীবক্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৮০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টি সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৮০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিধদরুচিবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বঙ্কিম ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২।।০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শোভা ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের নাটক বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি বঙ্গলাটের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ., শাস্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র সম্বলিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) ময়রো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড় গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য। বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিনয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসম্বলিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তত্ত্বাবিষয়-সহ বক্তচ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিবরণগুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৮০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—গুরুশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

তত্ত্বসূত্র

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র সূত্র জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কি অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় সম্বন্ধবিষয় রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনকালে এই উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিবা সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হই

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্র

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হই যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলি উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবা বেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না ত অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক অনুশীলনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বা ভাষা, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্র হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন ও বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা॥

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদান বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় ম কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও ন প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বি গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ দ্বি দশ আনা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌ[illegible] ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়)
১৪। জৈবধর্ম্ম
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
(চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৫৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর
(নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা /১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা
(৪৪৬ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি /০
৩০। গীতাবলী /০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ /০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩৪। নবদ্বীপশতক /০
৩৫। অর্থপঞ্চক /০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।/০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? /০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাধ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৵০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল য়্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোশন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ কল্পতরু /০
৭২। গীতাবলী ১৲
৭৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু /০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা /০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

হরগৌরী পাচন

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ভোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

আফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের
অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্ক্স্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ [illegible]

বিবাহ আইন সংশোধন

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপিটি ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে ব্যবস্থাপরিষদে উপস্থাপিত হইয়াছিল :—

ব্যবস্থাপরিষদের ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ২০ নং আইনের পাণ্ডুলিপি

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের শিশুবিবাহ নিবারণার্থ আইনটি কোন কোন উদ্দেশ্যে সংশোধনকরণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি

যেহেতু কোন কোন উদ্দেশ্যে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের শিশুবিবাহ নিবারণার্থ আইনটি সংশোধন করা বিহিত ; অতএব এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিতমত বিধান করা হইল :—

১। (১) এই আইনটিকে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের শিশুবিবাহ নিবারণার্থ আইনের (সংশোধনার্থ) ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের আইন বলা যাইতে পারিবে।

(২) ইহা বৃটিশ বেলুচিস্তান ও সাওতাল পরগণা সমেত সমগ্র বৃটিশ ভারতবর্ষে প্রচলিত হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে বলবৎ হইবে।

২। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের শিশুবিবাহ নিবারণার্থ আইনের ১ ধারার (৩) প্রকরণে নিম্নলিখিত ব্যতিক্রমটি যোগ করিতে হইবে, যথা :—

"ব্যতিক্রম—এই আইনের বিধানগুলি বৃটিশ ভারতের কোন প্রদেশের মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের উপর খাটিবে না।"

উদ্দেশ্য ও হেতুর বিবরণ।

১। বৃটিশ ভারতের সকল প্রদেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের বহু লোকেই শিশুবিবাহ নিবারণার্থ আইনটি (১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ১৯ আইন) মুসলমান ধর্ম্মের রীতিনীতির বিরোধী বলিয়া মনে করেন। কার্য্যতঃ যেরূপ প্রমাণিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, দেশের প্রচলিত সামাজিক অবস্থাগতিকেও মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর এই আইনটীর প্রয়োগ অনর্থক বিরক্তির ও ক্রোধের কারণস্বরূপ হইয়াছে ও লোকের মনে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া পরিশেষে সন্দেহ উৎপাদন করিয়াছে এবং মুসলমানদিগের বহু লোকের মনেই এই আইনের বিধানের বিরুদ্ধে বিশেষ অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে এবং সে কারণে ঐ অসন্তোষ দূর করা বিধেয়।

২। মুসলমানদিগের আপন উত্তরাধিকারবিষয়ক আইন আছে ও শরিয়ৎ অনুসারে তাহাদিগের বিবাহকার্য্য সম্পাদন হয় এবং যে মূল নীতি অনুসারে বিবাহ সম্পন্ন হইবে তাহা শরিয়তে নির্দ্ধারণ করা আছে।

৩। গভর্ণমেণ্ট প্রজাগণের ধর্ম্মের রক্ষক এবং বৃটিশদিগের আগমনের পর হইতে অদ্যাবধি গভর্ণমেণ্ট এ দেশের জনসাধারণের ধর্ম্ম ও ব্যক্তিগত আইন সম্বন্ধে নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন।

৪। সমাজ কর্ত্তৃকই সামাজিক সংস্কার সাধিত হওয়া উচিত এবং আইনের সাহায্যে সংস্কার সাধন করা অবাঞ্ছনীয়। শিক্ষার প্রসার হইলে সমাজের দোষগুলি দূর হইয়া যাইবে। এই সকল কারণে এই আইনটির সংশোধন করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে।

ওয়াজিহউদ্দীন, এম, সি, এস্,
ভারত গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী

বয়লা ফাটিয়া বিপদ

নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশ, 'অবজারভেসন' নামক জাহাজের বয়লার ফাটিয়া মহা অনর্থ ঘটিয়াছে। বিশজন কুলী মারা পড়িয়াছে এবং সাট জনের খোঁজ নাই। জাহাজখানি রাইকার দ্বীপে কুলী লইয়া যাতায়াত করিত। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটী জাহাজখানিকে ভাড়া করিয়াছে।

এবার জানা গেল 'অবজারভেসন' পোতখানা বড় জাহাজ নহে, উহা একখানি খেয়া ষ্টিমার। বয়লার ফাটিয়া বিশজন লোকের প্রাণনাশের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তী সংবাদে জানা গেল, মৃত্যু তালিকা উহাপেক্ষা অনেক বেশী। রাইকার দ্বীপে একটি নূতন কারাগার নির্ম্মিত হইতেছে। ঐ কারাগার নির্ম্মাণের দরুণ দুইশত কুলী উক্ত ষ্টিমারে প্রেরিত হইতেছিল।

দুইজন কংগ্রেসকর্ম্মী গ্রেপ্তার

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গোয়েন্দা বিভাগের বিশেষ শাখার কর্ম্মচারিগণ গত ১২ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণে ৪ হাজার কংগ্রেস বুলেটিন সহ কংগ্রেসের দুইজন কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এইরূপ সংবাদ পাওয়া যায় যে বুলেটিনগুলি লইয়া একটী মোটর গাড়ী সান্তাক্রুজ হইতে বোম্বাই অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। ফলে বোম্বাই পুলিস মোটরটির উপর দৃষ্টি রাখে এবং মোটরটি চৌপাটিতে উইলসন কলেজের হোষ্টেলের নিকট পৌঁছিলে উহার দুইজন আরোহীকে বুলেটিনগুলি সহ গ্রেপ্তার করে।

হোয়াইটওয়ের দোকানে চুরি

মেসার্স হোয়াইট এওয়ে লেডল এণ্ড কোং হইতে চার জোড়া সিল্কের মোজা চুরী করার অপরাধে বিভূতিভূষণ ঠাকুর নামে পুরাতন এক দাগী চোরের প্রতি চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। সে পূর্ব্বে দশবার জেল খাটিয়াছে। মোজাগুলির মূল্য ২৩৲ টাকা। দোকান হইতে পলাইবার সময় তাহাকে দরওয়ান ধরিয়া ফেলে।

৭০ বৎসরের বৃদ্ধ গ্রেপ্তার

শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশ, অধুনা বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত শ্রীহট্ট জিলা কংগ্রেস কমিটির ডিরেক্টর রোফ আলি চৌধুরীকে তাঁহার নিজের বাড়ীতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সম্প্রতি তাঁহাকে শ্রীহট্টে আনা হইয়াছে। তাঁহার বয়স এক্ষণে প্রায় ৭০ বৎসর হইবে।

বোকারণ দুর্গ অধিকার

বুয়েনস্ আয়ার্স হইতে প্রকাশ, বোলিভিয়া এবং প্যারাগুয়ের মধ্যে গত ৯ই সেপ্টেম্বর যে যুদ্ধ হইয়াছে তদুপলক্ষে উভয় পক্ষই বিজয়োৎসব সম্পন্ন করিয়াছে। প্যারাগুয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, প্যারাগুয়ের সৈনিকগণ বোকোরণ দুর্গ পুনরাধিকার করিয়াছে এবং বোলিভিয়ার চতুর্থ সৈনিকদলকে বিতাড়িত করিয়াছে। সমর সচিব এই যুদ্ধে সংবাদোল্লাসিত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

বে-আইনী শোভাযাত্রা

বারাণসী হইতে প্রকাশ, প্রাদেশিক কংগ্রেসের ডিক্টেটর বাবু বর্ণিত ডাঃ মদন লাল সিংহকে বিগত ৪ঠা সেপ্টেম্বর এক বে-আইনী শোভাযাত্রা পরিচালন সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। ১০ই সেপ্টেম্বর তাঁহার প্রতি এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১৫০৲ টাকা অর্থ দণ্ডের আদেশ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও দুইজন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবককে ছয় মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

পুলিশ ৮ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করে।

চাউল ব্যবসায়ীর বিপদ

বাবু কালীপ্রসন্ন পাল নামে জনৈক চাউল ব্যবসায়ী বিনয় কুমার ভট্টাচার্য্য এবং অপর দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে জোড়াবাগানে তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে এক প্রতারণার মামলা রুজু করেন। গত ১০ই সেপ্টেম্বর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, ওয়াজেদ আলি উক্ত মামলাটির নিষ্পত্তি করিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণ এই যে, আসামীরা দুইশত থলিয়া চাউল বাদীর নিকট মেদিনীপুরের অন্তর্গত মাদপুরে খরিদ করে এবং মাল প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই টাকা পরিশোধ করিবে বলে। গত ২৪শে এপ্রিল দুইটী মালগাড়ী বোঝাই করিয়া নির্দ্দেশ মত চাউল সিরাজগঞ্জে পাঠান হয়। ২৭শে এপ্রিল রেলওয়ে রসিদ লইয়া আসামীদের নিকট টাকা আদায় করিতে আসিলে তিনি দুইখানি চেক পান। একটি ৪০০৲ টাকার এবং অপরটি ৩০০৲ টাকার। শেষোক্ত চেকটী ভবিষ্যতের একটী তারিখযুক্ত ছিল এবং তাহা ব্যাঙ্ক হইতে ফেরৎ আসে। সুতরাং প্রতারণার জন্য মামলাটী রুজু করা হয়। আসামী পক্ষের উকীল বলেন, নগদ টাকা দিবার কোন কথাই ছিল না। সিরাজগঞ্জে চাউল পাঠান হইয়াছে এবং সেখানে আড়তে মাল মজুত আছে। বাজার পড়িয়া যাওয়ায় চাল বিক্রয় হয় নাই। মাল বিক্রয় হইলেই দাম দেওয়া হইবে। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদের মুক্তি দিয়াছেন।

অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ

কান্দী হইতে প্রকাশ, যদুনাথ অধিকারী নামে জনৈক ডাক্তার পূর্ব্বে মালিহাটী কান্দরা ইউনিয়ন বোর্ডের কিছু টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে বোর্ডের নূতন প্রেসিডেণ্ট ডাঃ মহম্মদ হোসেনের আবেদনক্রমে তাঁহাকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। কান্দীর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করিয়াছেন।

ভারতসচিবের বিরুদ্ধে মামলা

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, সরকারী শিক্ষা বিভাগের শিক্ষক ভোগীলাল কেশবলাল পাটুয়ার পুত্র চিমুভাই ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের স্থানীয় শাখায় পিকেটিং করিবার অভিযোগে ১০০৲ টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল ; ঐ টাকা তাঁহার নিকট হইতে আদায় করা হইয়াছিল। সম্প্রতি তিনি ঐ টাকা পুনঃ প্রাপ্তির জন্য ভারত সচিবের বিরুদ্ধে এক দেওয়ানী মামলা রুজু করিয়াছেন। তিনি মামলার আরজীতে জানাইয়াছেন যে, তিনি ও তাঁহার পুত্র পৃথকভাবে বাস করেন ; ঐ বিষয়ে একটী দলিল সম্পাদন করা হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও পুলিশ তাঁহার সম্পত্তি হইতে তাঁহার পুত্রের জরিমানা আদায় করিয়াছে।

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার — প্রতিবারের — প্রতি ইঞ্চি ১৲ — প্রতি কলম ৬৲ — অর্দ্ধ কলম ৩৷৷ — সিকি কলম ২৲ — চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

অগ্রিম দেয় — বার্ষিক ৬৲ — ষাণ্মাসিক ৩৲ — ত্রৈমাসিক ২৷৷০ — মাসিক ১৲ — নগদ সংখ্যা ।১৫

৭ম খণ্ড । সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৬৪তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪ শ্রীধাম মায়াপুর—৩১শে ভাদ্র শুক্রবার ১৩৩৯, ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৩২

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

সারস্বত নাট্যমন্দিরে

গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্যপ্রবর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ গত ২৬শে ভাদ্র ১১ই সেপ্টেম্বর রবিবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সুবৃহৎ সারস্বত-নাট্যমন্দিরে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য-বিদ্বন্মণ্ডলীপরিবেষ্টিত মহতী সভায় সর্ব্বসাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইংরেজী ভাষায় বেদান্ত-সম্বন্ধে একটী অতীব সারগ্রাহী, চিত্তাকর্ষক ও সুগভীর-গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। নাটমন্দির, জগমোহন, অলিন্দ প্রভৃতি স্থান সংখ্য সংখ্য শ্রোতায় সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণ থাকা-সত্ত্বেও প্রত্যেকেই এরূপ অভিনিবেশ-মনোযোগ-সহকারে বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন যে, বিন্দুমাত্রও শব্দ নাই। [illegible]বর্ত্তী শ্রোতৃবর্গের এবং যাঁহারা স্থানাভাব বশতঃ শ্রীমন্দিরের দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছিলেন তাঁহাদেরও শ্রবণ সুযোগ-প্রদানার্থ লাউড স্পীকারের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। আগামী সংখ্যায় বক্তৃতার বিস্তৃত বিবরণ ও মর্ম্ম প্রকাশিত হইবে।

—

রাজর্ষি-সমীপে

গত ২৮শে ভাদ্র ১২ই সেপ্টেম্বর শ্রীল তীর্থ্যাশ্রমাচার্য্য সভায় সুযোগ্য [illegible] রাজর্ষি কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম-এ, প্রাজ্ঞ, বেদান্তভূষণ, চাঁদর অপরাহ্ণে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রভুপাদের পাদপদ্মে উপস্থিত হইয়া জড়-সমন্বয়-প্রয়াসী স্মার্ত্তপদলেহী জনৈক ভাগবতব্যবসায়ীর কয়েকটী অপ-সিদ্ধান্তের নিরসনপর-বিচারপ্রার্থী হন। শ্রীল প্রভুপাদ শাস্ত্র বাক্য উদ্ধারপূর্ব্বক তাহার সদুত্তর প্রদান করেন। তিনি রাজর্ষি মহোদয়কে আরও বলেন,—"আমি আপনার যাবতীয় প্রশ্ন ও সন্দেহ নদীয়া-প্রকাশের সুযোগ্য সম্পাদক বেদান্ত-বাচস্পতি মহাশয়কে লিখিবেন। তিনি ঐসকল প্রশ্নের সুষ্ঠু উত্তর প্রদান করিয়া আপনার এবং সর্ব্বসাধারণের সন্দেহ নিবারণপূর্ব্বক প্রভূত উপকার করিতে পারিবেন।" বক্তৃতা-প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ সুযুক্তিমূলে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্‌ মহাভারত, রামায়ণ, গীতা প্রভৃতি গ্রন্থ পারমার্থিক শিক্ষাগারের প্রাথমিক পাঠ্য-পুস্তক, শ্রীমদ্ভাগবত উন্নত শ্রেণীর এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্গ-বিরচিত গ্রন্থাবলী সর্ব্বোচ্চ-শ্রেণীর পাঠ্য।

জেল হইতে গান্ধীজীর পত্র

নৌকা দুর্ঘটনায় ১৩ জনের মৃত্যু

বর্দ্ধমানে সশস্ত্র ডাকাতি

লায়ালপুরে শিখ সভা

সৈন্যের সহিত সংঘর্ষ

৮১ কোটী ২৭ লক্ষ টাকার স্বর্ণ রপ্তানী

বীভৎস হত্যাকাণ্ড

নানা কথা

জেল হইতে গান্ধীজীর পত্র

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, ডাঃ বরদা-রাজলু নাইডুর প্রথমা কন্যার বিবাহ উপলক্ষে গান্ধীজী এই পত্রখানি লিখিয়াছেন :—

"তোমার পুত্রকন্যাদের আমার অবশ্যই মনে আছে। তবে শিশুদের অপরাধ বয়স বাড়িলে তাহাদের চেনা যায় না; এই জন্য তোমার কন্যাদের সহিত গত ১২ সেপ্টেম্বর দেখা হইলে আমি হয় ত বুঝিতেই পারিব না যে, সালেমে গিয়া আমি যখন তোমার বাড়ীতে ছিলাম, তখন ইহারাই আমাকে ঘিরিয়া থাকিত। তাহাদের এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ স্বামীদের জন্য আমার শুভেচ্ছা জানাইতেছি, এবং আশা করিতেছি যে, নিজ নিজ মত ও দক্ষতা অনুসারে তাহারা দেশের সেবা করিবে।

ডাক্তার বিভিন্ন দেশের লোকদের লইয়া এক বিরাট ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন।

— —

বর্দ্ধমানে সশস্ত্র ডাকাতি

বর্দ্ধমান হইতে প্রকাশ, গত শনিবার মেমারী থানার এলাকাধীন বগুটি গ্রামের বিধবা অম্বালিকা দেবীর গৃহে এক সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে।

এই ডাকাতি সম্পর্কে বঙ্গবাসী কলেজের আই, এস-সি ক্লাসের ছাত্র মেমারীর-করেন্দ্রকৃষ্ণ কোঙার ধৃত হইয়াছে এবং দলের অন্য চারি ব্যক্তি নগদ ও অলঙ্কারে ২ হাজার টাকা লইয়া অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। উক্ত গ্রামের শ্রীপতি বাগ্দী ডাকাতদলের গুলীর আঘাতে তলপেটে ও বাম হাতের কব্জীতে আহত হইয়াছে। গত ১১ই সেপ্টেম্বর তাহাকে ফ্রেজার হাসপাতালে আনা হয় এবং সিভিল সার্জ্জন ক্যাপ্টেন কে, এম, বসু তাহার তলপেটে অস্ত্রোপচার করেন, কিন্তু গুলীর কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	নৈমিষারণ্য	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১ শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	কলিকাতা
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	নৈমিষারণ্য
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	কলিকাতা	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আঃ মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেব্যবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী,

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৩১১৫

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ-ভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতি, শ্রীপাদ জগতারণ দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পদ্মবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅবধজ্ঞান দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীভক্তবন্ধুজিৎ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালি দাসাধিকারী। শ্রীমাধব দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার রুক্মাঙ্গদ ব্রহ্মচারী আয়ুর্ব্বেদ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযাদবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়াদ্রনাথ ব্রহ্মচারী.

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ সাউথ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাহ্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

২০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীপদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্কণিধা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন,

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরীপ্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভূমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুন্দরানন্দ।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাল্লু, ঢাকা।

এখানে বড় ভুবনমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগোপালমাধব

(৩১) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ,

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) বাসুদেবগোপাল পাট

কাঠানপাড়া, ঢাকা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর বাবাজী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, { ২ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৬, ৩১শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৬ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩২ শুক্রবার } ১৬৪তম সংখ্যা

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ
প্রকটোৎসবে শ্রীগৌড়ীয়মঠ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশস্থ তদীয় শাখামঠসমূহ প্রাপঞ্চিক বস্তু নহেন। তাঁহারা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় অচৈতন্যবিশ্বে শ্রীচৈতন্য প্রেম-প্রদানার্থ তদীয় সন্ধিনীশক্তি কর্তৃক প্রপঞ্চে প্রকটিত। এই মঠসমূহের প্রত্যেকটীর একমাত্র উদ্দেশ্য ও একমাত্র কার্য্য শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা শুদ্ধভক্তি প্রচার করা। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে কোনও ভেদ নাই। তাঁহারা সকলেই ভগবচ্ছক্তিতত্ত্ব। বস্তু-বিচারে ভেদ না থাকিলেও তাঁহাদের প্রত্যেকেরই সেবা-বৈচিত্র্যে বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এই বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন মঠসমূহের বার্ষিকোৎসবসময়ে বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। আকর মঠরাজ ও তদীয় অপরাপর শাখামঠসমূহে ঠাকুর শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ প্রভুর আবির্ভাবোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলেও কলিকাতা মহানগরীর শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রতি বৎসরই এই মহামহোৎসবানুষ্ঠানে অহর্নিশ সংকীর্ত্তন, বক্তৃতা, পাঠ ও সমাগত নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণদ্বারা স্বীয় বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করেন।

গত ২৭শে ভাদ্র সোমবার শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের মাসাধিককালব্যাপী মহামহোৎসব উপলক্ষে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব-মহোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি ১২টা পর্যন্ত শ্রীনাম-কীর্ত্তন মুখে সহস্র সহস্র নরনারীকে বিচিত্রতা-পূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। এবারের এই মহামহোৎসব দিবস সর্ব্বসাধারণ একটী আশ্চর্য্যজনক নৈসর্গিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াছেন। আকাশ ঘোর ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন ও কলিকাতা মহানগরীর অনেক স্থলে অতিশয় বারিপাত হইলেও শ্রীগৌড়ীয় মঠে একবিন্দুও বৃষ্টি হয় নাই। পক্ষান্তরে আকাশ নিবিড় মেঘজালে আবৃত থাকায় সুশীতল সমীরণে সকলেই পরমানন্দে ও পরম হর্ষে মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর সারস্বত নাট্যমন্দিরে বহু বহু সজ্জন ও ভক্তবর্গসমন্বিত একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন, শ্রীমদ্ভক্তি-রক্ষক শ্রীধর, শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য প্রভৃতি মহারাজগণ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভুর আবির্ভাবের কারণ ও তাঁহার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে দীর্ঘকাল কীর্ত্তন করেন এবং ভবরোগগ্রস্ত বদ্ধজীবের নিত্যমঙ্গলের উপায়স্বরূপ ঔষধ শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ও পথ্য মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য বর্ণন করেন।

বক্তৃতার মর্ম্ম

শাস্ত্র বলেন, "আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্। তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥" অর্থাৎ সমস্ত আরাধনের মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ; আবার শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা হইতে তদীয় অর্থাৎ ভক্তগণের আরাধনা আরও শ্রেষ্ঠ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলেন—

"ভক্তপদ-ধূলি, আর ভক্তপদজল।
ভক্তভুক্ত-শেষ এই তিন সাধনের বল॥
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণ প্রেম হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥"

এই জগৎ যখন ভগবদবিমুখতায় ভরপূর হইয়া অন্ধতামিস্র নরকের পথে ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবিত হইতেছিল, তখন গীতার স্বমুখবাণী 'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥' রক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌররূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম গ্রহণপূর্ব্বক অচেতন জীবকুলকে চৈতন্যবাণী দ্বারা উদ্বুদ্ধ করিয়া নিজভজন নিজে আচরণ পূর্ব্বক শিক্ষা দিবার উদ্দেশে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গীতায় শ্রীভগবান্ জীবগণকে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" এই যে উপদেশ দিয়াছিলেন, জীবগণ তাহাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই বাণী উপলব্ধি করিতে পারিল না। তাই শ্রীচৈতন্যরূপে তিনিই আবার পরম করুণাপরবশ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-চরণে শরণাগতির পরাকাষ্ঠা নিজ ও নিজ ভক্তগণের আচরণের দ্বারা প্রকাশিত করিয়া সমস্ত অচেতন জগৎকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর জীবের ভাগ্যে আবার সেই অন্ধযুগ আসিয়া পরম পুরুষার্থ যে কৃষ্ণপ্রেম লাভের পথ-বন্ধ হইয়া যায় ও শুদ্ধ-ভক্তি মন্দাকিনীর স্রোত স্তব্ধ হইয়া যায়। কয়েক শতাব্দি পরে আবার সেই মহাপ্রভুর ইচ্ছাতেই তাঁহারই অভিন্ন প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জগতের ভাগ্যে শুদ্ধভক্তিমন্দাকিনীর স্রোত পুনরায় আনয়ন করিবার জন্য এই পৃথিবীতে আজিকার তিথিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। জগতে ভোগ ও ত্যাগরূপ দুইটী জিনিষ চলিতেছে। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ নিরপেক্ষ বিচার করিলে দেখিতে পাইবেন যে, এই দুইটীর কোনটীতেই নিরবচ্ছিন্ন ও নিত্য আনন্দ নাই। ভোগ ও ত্যাগ জীবের সহজ ধর্ম্ম নয়। একমাত্র ভগবদ্ভক্তিই জীবের সহজ ধর্ম্ম এবং এই ভক্তি লাভেই জীবের নিত্যানন্দ বর্ত্তমান। কেহ মানে কেহ না মানে সবে তাঁর দাস। সেই ভক্তিতে যাঁহার আনন্দ তিনিই ভক্তিবিনোদ। সেই ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আজ আবির্ভাব তিথি। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শুদ্ধ-ভক্তিপথের সন্ধান দিয়া আমাদিগের চরম কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। সেই ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে জগতের মানবগণ জানিতে পারিত না, যদি বর্ত্তমান যুগাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ আজ তাঁহাকে আমাদিগের নিকট জানাইয়া না দিতেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল প্রভুপাদকে

জগতের সমক্ষে প্রকট করিয়াছেন এবং শ্রীল প্রভুপাদ আবার ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে জগতের জীবের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীরূপানুগবর এবং গৌরকারুণ্যশক্তি।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যেমন প্রকটকালে লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন, গোস্বামীবর্গের দ্বারা-শাস্ত্র গ্রন্থ প্রচার এবং শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠারূপ চারিটী কার্য্য নিখিল জীবের কল্যাণের নিমিত্ত করিয়াছিলেন; শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও সেইরূপ চারিটী কার্য্য অর্থাৎ শ্রীনবদ্বীপধাম যাহা মানবগণের চক্ষে লুপ্ত হইয়াছিল, সেই লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, বহু গ্রন্থ প্রচার, শ্রীনামহট্টের প্রবর্ত্তন ও শ্রীধাম মায়াপুর প্রভৃতি তীর্থসমূহে শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া বদ্ধ জীবগণকে বৈকুণ্ঠপথের যাত্রী করিবার জন্য অশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট স্থাপন করিবার উদ্দেশেই গৌরশক্তি আচার্য্যরূপে অন্ধকার জগতে এই প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইয়া ছিলেন।

— —

আজিকার তিথি একটী মাধবীতিথি, এই তিথির সেবনে জীবের চরম মঙ্গল লাভ হয়। অনেকেই হয়ত আজিকার উৎসবের বিষয় অবগত নহেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জগতে যে চেতনময়ী চৈতন্যবাণীর ধারা বিতরণ করিয়া গিয়াছেন তাহাই প্রেমসঙ্গরূপে সকলকে বিতরণ করিবার জন্যই বর্ত্তমান যুগাচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদের এই মহামহোৎসবের আয়োজন। নতুবা অন্যান্য অন্যাভিলাষিতাযুক্ত জ্ঞান-কর্ম্মাদি দ্বারা আবৃত চিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের ন্যায় আহূত সভাসমিতির মত শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব নহে। শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসবে কোন প্রকার স্বেন্দ্রিয়তৃপ্তির অবকাশ নাই। বিষ্ণুবৈষ্ণবের ইন্দ্রিয়তর্পণই শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবের বৈশিষ্ট্য। শ্রীগৌড়ীয়মঠ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাব উৎসবের আয়োজন করিয়া জীবকে কৃষ্ণশিক্ষা ও দীক্ষায় দীক্ষিত করিবার জন্য অশেষ ভাবে চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারে 'ন যত্র বৈকুণ্ঠকথা সুধাপগা ন সাধবো' ইত্যাদি শ্লোকের বিচার অনুসরণ পূর্ব্বক ভগবৎভক্তগণ যেখানে শ্রীভগবান্ ও ভক্তগণের গুণকীর্ত্তন প্রভৃতি হয় না, সেইরূপ স্থান স্বর্গ তুল্য হইলেও তাঁহারা চান না। আজ সেই ভগবানের নিজজনের গুণকীর্ত্তনপূর্ব্বক আমরা আত্মশোধন করিবার সুযোগ পাইয়াছি।

আহার, নিদ্রা, ভয়, ইন্দ্রিয়তর্পণ প্রভৃতি কার্য্যগুলি সমস্ত জন্মেই জীবের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে; কিন্তু এই মনুষ্যজন্মেও যদি জীব সেই সমস্ত কার্য্যেই ব্যস্ত থাকিয়া যায়, তাহা হইলে তাহার মনুষ্যজন্ম ব্যর্থ হইয়া গেল। এই নরজন্ম ভগবদ্ভজনেরই মূল; এই জন্ম ব্যতীত অন্যান্য কোন জন্মেই জীবের ভাগ্যে হরিভজন সম্ভব হয় না। যুগে যুগে আচার্য্যগণ অবতীর্ণ হইয়া বদ্ধ ঈশবিমুখ জীবগণকে হরিভজনে প্রবৃত্ত করিবার জন্য চেষ্টা করেন, কারণ শ্রীমদ্ভাগবত বলেন "নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্। ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥' যাহারা এই মনুষ্যজন্মে ভগবদ্ভজন করিল না তাহাদের অপেক্ষা আত্মঘাতী আর কেহ নাই।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন—"বহু জন্ম করে যদি নাম সংকীর্ত্তন। তবু ত না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন" * * * "নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেমধন॥" নামাপরাধ বর্জ্জনপূর্ব্বক শ্রীনাম-ভজনের কথা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার হরিনামচিন্তামণি গ্রন্থে যেরূপভাবে বিশ্লেষণ পূর্ব্বক জানাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে বর্ত্তমান যুগে জীবের পক্ষে শ্রীনাম ভজনের পথ অনেক সুগম হইয়াছে। "মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা" এই যে ভগবদ্বাণী ইহার সার্থকতা তখনই হইবে যখন আমরা ভগবদ্ভক্তের পূজায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিব। আমরা এই চেতনময় গৌড়ীয়মঠে একমাস ধরিয়া আসা যাওয়া করিতেছি বটে, তাহাতে আমাদের বিশেষ কিছু সুবিধা হইতেছে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমরা দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎসঙ্গে সাধুগুরুর শ্রীচরণে প্রপন্ন হইতে পারিব এবং আচার্য্যের শ্রীমুখ-বাণীর অনুসরণ করিতে পারিব ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের কোন নিত্যমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব আসুন, আমরা সকলে গৌরশক্তি আচার্য্যবর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীচরণে শরণাগত হইয়া প্রার্থনা করি যেন আমরা তাঁহার কৃপায় শ্রীকৃষ্ণভজনের যোগ্যতা লাভ করিতে পারি।

"নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ নামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২রা পদ্মনাভ নিধি গর্ভোদশায়ী ৪৪৬

শ্রীবলদেব-তত্ত্ব

ভাগবত শুনি' যার রামে নাহি প্রীত।
বিষ্ণু-বৈষ্ণবের পথে সে জন বঞ্চিত॥
(চৈঃ ভাঃ ১।১।৩৮).

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ লীলাবিলাসী। শ্রীবলদেব তাঁহার স্বয়ং প্রকাশ-তত্ত্ব শ্রীবলদেবেরও শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় লীলাবিলাসাদি বর্ত্তমান; তথাপি তাঁহাতে আশ্রয়জাতীয়ের আদর্শ বর্ত্তমান। তিনি অনন্তলীলায়, অনন্তভাবে, অনন্ত মূর্ত্তিতে স্বয়ংরূপতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। তাঁহার কৃপা ব্যতীত কেহ শ্রীকৃষ্ণ-সেবা লাভ করিতে' পারেন না। শ্রীঅনন্ত সংহিতায় শ্রীযামুনাচার্য্যকৃত 'স্তোত্ররত্নে' ৪০ শ্লোকে বলিতেছেন :—

নিবাসশয্যাসনপাদুকাংশুকোপধান-
বর্ষাতপবারণাদিভিঃ।
শরীরভেদৈস্তব শেষতাং গতৈর্যথোচিতং
শেষ ইতীরিতে জনৈঃ॥

দেহ-ভেদে শ্রীকৃষ্ণই শ্রীবলদেবরূপে নিজে নিজের সেবা করেন। শ্রীবলদেবের স্বাংশবিলাস শ্রীঅনন্তদেব—ঐশ্বর্য্যবিগ্রহে শ্রীবলদেবপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের নাম রূপ-গুণ-লীলা-মহিমা অনন্তমুখে অনন্তকাল কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিতেছেন,—

সহস্র-বদনে কৃষ্ণযশ নিরন্তর।
গাইতে আছেন আদিদেব মহীধর॥
গায়েন অনন্ত, শ্রীযশের নাহি অন্ত।
জয়ভঙ্গ নাহি কারু, দোঁহে-বলবন্ত॥
অদ্যাপিহ শেষ দেব সহস্র শ্রীমুখে।
গায়েন চৈতন্য-যশ অন্ত নাহি দেখে॥
কি আরে, রাম গোপালে বাদ লাগিয়াছে।
ব্রহ্মা, রুদ্র, সুর, সিদ্ধ মুনীশ্বর,
আনন্দে দেখিছে॥
লাগ বলি' চলি'যায় সিন্ধু তরিবারে।
যশের সিন্ধু না দেয় কূল,
অধিক অধিক বাড়ে॥
(চৈঃ ভাঃ ১।১ ৬৭—৭১)

আবার শ্রীমদ্ভাগবতে, শ্রীব্যাসদেব গোস্বামী বলিতেছেন :—

নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে
মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোঽপরে যে।
গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্॥
(ভাঃ ২।৭।৪১)

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলদেব প্রভুতে সকল ঐশ্বর্য্য ব্যক্ত করিয়া নিজে তাহা হইতে পৃথকাবস্থান করত লীলাসহরূপে বিলাসবান্। সমগ্র-চিৎ-সত্তা এবং সমগ্র অচিৎ-সত্তা শ্রীবলদেব প্রভু এবং শ্রীবলদেবপ্রভুর স্বাংশবিলাসতত্ত্ব শ্রীকারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু হইতে প্রকটিত। শ্রীমদ্ভাগবতের ৫।২৫।৯-১৩ শ্লোক উদ্ধার করিয়া শ্রীবৃন্দাবনদাস-ঠাকুর তাহার অর্থে বলিতেছেন,—

সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, সত্ত্বাদি যত গুণ।
যার দৃষ্টিপাতে হয়, যায়, পুনঃ পুনঃ॥
অদ্বিতীয়-রূপ, সত্য, অনাদি মহত্ত্ব।
তথাপি 'অনন্ত' হয়, কে বুঝে সে তত্ত্ব?
শুদ্ধসত্ত্ব-মূর্ত্তি প্রভু ধরেন করুণায়।
যে বিগ্রহে সবার প্রকাশ সুলীলায়॥
যাঁহার তরঙ্গ শিখি' সিংহ মহাবলী।
নিজজন-মনো রঞ্জে হঞা কুতূহলী॥
যে অনন্ত-নামের শ্রবণ-সঙ্কীর্ত্তনে।
যে-তে মতে কেনে নাহি
বোলে যে-তে জনে॥
অশেষ-জন্মের বন্ধ ছিণ্ডে সেই ক্ষণে।
অতএব বৈষ্ণব না ছাড়ে কভু তানে॥
'শেষ' বই সংসারের গতি নাহি আর।
অনন্তের নামে সর্ব্ব জীবের উদ্ধার॥
অনন্ত পৃথিবী গিরি-সমুদ্র সহিতে।
যে প্রভু ধরেন শিরে পালন করিতে॥
সহস্র ফণার এক ফণে 'বিন্দু' যেন।
অনন্ত বিক্রম, না জানেন,—
'আছে' হেন॥
(চৈঃ ভাঃ ১।১।৫৮—৬৬)

শ্রীবলদেবপ্রভু হইতেছেন সন্ধিনী শক্তিমদ্বিগ্রহ। তিনি সর্ব্ব বৈষ্ণবের সেব্য বস্তু। শ্রীকৃষ্ণসেবার সন্ধান তাঁহার নিকট হইতে ছাড়া পাওয়া সম্ভব নহে। তাঁহাকে শ্রীগুরু না জানিলে বৈষ্ণবকৃপাও পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর দশমূল শিক্ষায় আমরা সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন-ভেদে যে ত্রিতত্ত্ব পাই তাহা একমাত্র শ্রীবলদেবপ্রভুর কৃপাতেই জানিতে পারি। কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি, কৃষ্ণের জীব, জীবের শুদ্ধাবস্থা, জীবের বদ্ধাবস্থা, মায়া এবং অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বগুলি বিশেষ করিয়া আলোচনা না করিলে আমাদের মায়া পার হইয়া পর জগতে অবস্থিতি লাভ সম্ভব নহে। এই সকল তত্ত্বগুলি আমরা শ্রীবলদেবতত্ত্বের আলোচনায় পাই।

বলদেবাভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপায়ই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌরলীলায় অনর্পিতচরী শ্রীকৃষ্ণপ্রেম আচণ্ডালে লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন :—

'ধন মোর নিত্যানন্দ প্রাণ মোর গৌরচন্দ্র' সুতরাং সেই নিত্যানন্দ বলদেবকে ধন করিতে পারিলেই আমাদের প্রাকৃত ধনাভিলাষ দূরে চলিয়া যাইবে। শ্রীনিত্যানন্দ বলদেবপাদপদ্মছায়ায় আশ্রয় লাভ করিতে পারিলেই আমাদের চরম প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে।

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

ভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, যাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দারিদ্র্যব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মঞ্জরী। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এন্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এন্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা
প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়
ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসংগ্রহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত ভিক্ষা সাধারণের পক্ষে ২১।৵০; গৌড়ীয়ের গ্রাহকের পক্ষে ১৫৷৷৵০।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য বিবৃতি সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা ১২৲; গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৮৲ টাকা।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে-ছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের কোপ ও প্রাপ্ত-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'দম্ভব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত থাকিয়া মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মাহাত্ম্য, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব প্রবেশৈকবেদ্য," অক্রোধ্য আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুভক্তিবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তভমণি গ্রথিত সদ্বাক্যহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থান, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওবাহাদুর কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাণ্ড (লেক্চারার), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন রঙের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সম্বলিত ; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ঐ) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবস্মরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য। বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসংবলিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তত্ত্বব্যবিষয়-সহ রেক্সিন-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রাতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সরল ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যোক্তিতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, অবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্ত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এতদ্রূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শ্রদ্ধা—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বাক্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় শাস্ত্রবিষয়ক এতদ্রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিত্য-গোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা ; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১।	ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্য ভাগবত	৫৲
২।	শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র	৪০৲
	ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ)	২১৸০
	ঐ (দশম স্কন্ধ)	১২৲
৩।	ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲
৪।	ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১৲
৫।	গৌড়ীয়-গৌরব	৷৶০
৬।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	৷৶০
৭।	ভজনরহস্য	৷৷০
৮।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
৯।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	
	ঐ (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১০।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)	
	ঐ (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১১।	গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	৷৷০
১২।	যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব)	২৲
১৩।	বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)	৷৷০
১৪।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১৫।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৬।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১৭।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	৷৷৶০
	ঐ (বাঁধা)	৸০
১৮।	দৈন্য-দিগ্‌দর্শন	৶০
১৯।	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	৷৶০
২০।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	৷৷০
	ঐ (আবাঁধা)	৷৶০
২১।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
২২।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৶০
২৩।	গীতমালা	⁄১০
২৪।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৵০
২৫।	ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৵০
২৬।	নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ)	৶০
২৭।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	৷০
২৮।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	৷০
২৯।	শরণাগতি	⁄০
৩০।	গীতাবলী	⁄০
৩১।	চিত্রে নবদ্বীপ	১৷৷০
৩২।	সাধনকণ	⁄০
৩৩।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	⁄০
৩৪।	নবদ্বীপশতক	⁄০
৩৫।	অর্থপঞ্চক	⁄০
৩৬।	সদাচারস্মৃতিঃ	⁄০
৩৭।	কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)	⁄১০
৩৮।	অর্চ্চনকণ	৵১০
৩৯।	সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)	৷৷০
	ঐ (অবাঁধা)	৷⁄০
৪০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	
৪১।	ব্রহ্মসংহিতা	৷৷০
৪২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
৪৩।	মণিমঞ্জরী সানুবাদ	৷০
৪৪।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৪৫।	পুরুষার্থ বিনির্ণয়	৷০
৪৬।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	৷০
৪৭।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
৪৮।	গৌড়ীয়মঠ কি করেন ?	⁄০
৪৯।	ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)	৷০
৫০।	শ্রীভুবনেশ্বর	৵০
৫১।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৶০
৫২।	সাংখ্যবাণী	⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ	৷৷০
৫৪।	সটীক-শিক্ষাদশমূলম্	৷০
৫৫।	তত্ত্ব-সূত্রম্	৷০
৫৬।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৶০
৫৭।	গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	⁄০
৫৮।	সারাংশবর্ণনম্	৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯।	রায় রামানন্দ	৷৷০
৬০।	নামভজন	৷০
৬১।	রিলেটিভ্ ওয়ার্লড্স্	৷৶০
৬২।	লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	৷০
৬৩।	বৈষ্ণবীজম্	৷০
৬৪।	হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং	⁄০
৬৫।	দি ভাগবত	৷০
৬৬।	ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোশন	৷০
৬৭।	ব্রহ্ম-সংহিতা	১৷৷০
৬৮।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	৷৷০
৭০।	সাধন পথ	৷০
৭১।	কল্যাণ কল্পতরু	⁄০
৭২।	গীতাবলী	১৲
৭৩।	শরণাগতি	⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪।	কল্যাণ কল্পতরু	⁄০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। নিখিল বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৵৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ২ ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ⁄০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ৷০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

হেলোর পাচন

অথবা ধন্বন্তরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, পাইট ৷৷৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

আফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল খাঁটি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নীহংস হত্যাকাণ্ড

পাটনা হইতে প্রকাশ, ডাকাতি ও হত্যা করিবার অভিযোগে ৮ জন লোক [illegible] অতিরিক্ত সেসন জজ [illegible] মুখোপাধ্যায়ের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। গত ১১ই সেপ্টেম্বর এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। জজ জুরীদিগের সহিত এক মত হইয়া আসামীগণকে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন। প্রকাশ, শনিচর নামক এক জন লোক পাশের গ্রাম হইতে যখন ফিরিতেছিল সেই সময় কয়েকজন লোক তাহাকে আক্রমণ করিয়া খুন করে। এই সম্পর্কে আসামীদিগকে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল।

লায়ালপুরে শিখ সভা

লায়লপুর হইতে প্রকাশ, গুরুবার সিং সর্দারের উদ্যোগে লায়ালপুরে শিখ দেওয়ানের অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভায় হিন্দু ও শিখগণ সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের নিন্দা করিয়া বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়াছে।

সর্দার খান সিং বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, প্রধান মন্ত্রীর এই সিদ্ধান্ত কেবল যে শিখদিগের পক্ষে ক্ষতিকর তাহা নহে, ভারতের স্বাধীনতার পক্ষেও ইহা অত্যন্ত ক্ষতিকর। প্রধান মন্ত্রীর মারফৎ টোরী দল এই দেশের জাতীয় উচ্চাশা ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিতেছেন। অপর কোন সম্প্রদায় কর্তৃক শাসিত হওয়া শিখগণ সহ্য করিতে পারিবেনা।

আকালী কাউদের সম্পাদক সর্দার মুঙ্গা সিং বলেন যে, সরকারের পক্ষপাতপূর্ণ সিদ্ধান্তে ভারতের স্বাধীনতার পথ পরিষ্কার হইয়েছে। শিখগণ শপথ গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের দেশ অপর কোন সম্প্রদায় কর্তৃক শাসিত হইতে দিবেন না। এখন শিখদিগের শক্তি পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

সৈন্যের সহিত সংঘর্ষ

ওয়াসিংটন হইতে প্রকাশ, কিছুদিন পূর্ব্বে বহুসংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক বোনাসের দাবী করিয়া ওয়াসিংটনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা শিবির স্থাপন করিয়া স্ত্রী পুত্র পরিবারসহ ওয়াসিংটনের উপকণ্ঠে বাস করিতেছিল। হঠাৎ একদিন পুলিসের সহিত সংঘর্ষ হয় ও সরকারী সৈন্যের সাহায্যে তাহাদিগকে রাজধানী হইতে বাহির করিয়া দিতে হইয়াছিল।

গান্ধীজীর উপদেশ

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, গান্ধীজী যারবেদা জেল হইতে শ্রীযুত কৃষ্ণদাসজীর নিকট একখানি পত্র লিখিয়াছেন।

আমি তোমার পত্রের অপেক্ষায় ছিলাম। গত ২২শে সেপ্টেম্বর সেই পত্র পাইলাম। বাড়ীর কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার পিছনে যাহারা পড়িয়া থাকেন তাঁহাদিগের মনের ভাব আমি বুঝিতে পারি কিন্তু তাঁহারা যাহাতে মৃত্যুকে ভয় না করিয়া মৃত্যুকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিতে পারে তোমার কর্তব্য তাঁহাদিগের মধ্যে সেই ভাব প্রবেশ করাইয়া দেওয়া। আমাদের কর্ত্তব্য মৃত্যু সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার হওয়া। কিন্তু যে কোন কারণেই হউক অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের অপেক্ষা আমরাই মৃত্যুকে অধিকতর ভয় করি। মুসলমানরা মৃত্যুকে সর্ব্বাপেক্ষা কম ভয় করে। তার পর খৃষ্টানরা ইহাকে কম ভয় করে। আমার বিশ্বাস মৃত্যু যে প্রকার জীবনের একটা প্রাত্যহিক ব্যাপার, চীনবাসীরা তাহাকে সেই ভাবেই দেখে। আমরা কিন্তু কোন বিশেষ লোকের মৃত্যু হইলে সর্ব্বকাল যাবৎ তাহার জন্য ক্রন্দন করি [illegible] এবং কখনও তাহার শোক সম্পূর্ণ ভাবে ভুলিতে পারি না। তোমরা সকলে আমার ভালবাসা জানিবে। শ্রীযুত বল্লভভাই ও মহাদেব সমাদরে তোমাদের কুশল কামনা করেন।

৮১ কোটি ৭২ লক্ষ টাকার স্বর্ণ রপ্তানী

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গত সপ্তাহে বোম্বাই হইতে ১ কোটি ৬১ লক্ষ টাকার সোনা রপ্তানী হইয়াছে। তাহার পূর্ব্ব সপ্তাহে রপ্তানী হইয়াছিল ৮৪ লক্ষ টাকার সোনা। এ সপ্তাহে রপ্তানী বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত সপ্তাহে নিউ ইয়র্কে ৮৫ লক্ষ টাকার সোনা গিয়াছে, আমষ্টার্ডামে ১১ লক্ষ টাকার এবং অবশিষ্ট লণ্ডনে।

বৃটেন স্বর্ণমান হইতে বিচ্যুত হওয়ার পর হইতে এ পর্য্যন্ত বোম্বাই হইতে মোট ৮১ কোটি ৭২ লক্ষেরও অধিক টাকার স্বর্ণ রপ্তানী হইয়াছে।

বিমানপোত সম্বন্ধে আশঙ্কা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, নিউইয়র্ক হইতে মিঃ হাচিন্সন তাঁহার পত্নী, ২টি শিশু, একজন আলোকচিত্রকর ও অপর দুইজন ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া ২৩শে আগষ্ট বিমানপোতে স্কটলাণ্ড যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি গ্রীনল্যাণ্ড ও স্কটলাণ্ড যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেলেন।

গত ১১ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় কোপেনহেগেন হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, যে বিমানপোতে তাঁহারা যাত্রা করিয়াছিলেন উহা গ্রীনল্যাণ্ডের পর সমুদ্রের মধ্যে অবতরণ করিতে বাধ্য হয়। গত ১০ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত বিমানপোত হইতে বেতারে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল তাহার পর গত ১১ই সেপ্টেম্বর সকাল পর্য্যন্ত আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই এবং উহার সন্ধানের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

এই সকল কারণে বিমানপোতটি সম্বন্ধে আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। তবে বিমানপোতটী উভচর, কয়েকদিন জলের উপর ভাসিয়া থাকিতে পারে, ইহাই আশার কথা। হয় ত বিমানপোতের বেতার যন্ত্র খারাপ হইয়া যাওয়ার জন্য সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না।

ছাপাখানার মালিক গ্রেপ্তার

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, হ্যামিল্টন রোড পুলিস গত ১১ই সেপ্টেম্বর রাত্রিতে একটি ছোট ছাপাখানায় হানা দিয়া ছাপাখানার মালিক ও প্রেসের কর্ম্মচারীকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। ছাপাখানায় খানাতল্লাস করিয়া ইংরেজ ও দেশীয় ভাষায় মুদ্রিত বিস্তর কংগ্রেস বুলেটিন পাওয়া যায়। মালিকের বাড়ীতেও খানাতল্লাস করা হয়। সেখানে কিছু পুরাতন বুলেটিন ও দেশীয় ভাষার পুস্তক পাওয়া গিয়াছে।

উক্ত থানার পুলিস আজ মধ্যাহ্নে একটা ঘরে হানা দেয়। কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষ সভা করিয়া থাকেন বলিয়া সন্দেহ করা হয়।

তথায় ৩ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। কিছু পুস্তক এবং কাগজপত্রও তথা হইতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। ঐ বাড়ীর বাহিরে একজনকে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়াছে। লোকটি বাহিরে পাহারা দিত বলিয়া সন্দেহ করা হইয়াছে।

রাণাঘাটে ইণ্ডিয়া লিগের প্রতিনিধি

রাণাঘাট হইতে প্রকাশ, ইণ্ডিয়া লিগের চারিজন প্রতিনিধি নদীয়া জিলার অভ্যন্তর প্রদেশে পরিভ্রমণ করিবার জন্য গিয়াছিলেন। তাঁহারা কিছু সময়ের জন্য রাণাঘাটে অবতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য ষ্টেশনে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। তাঁহারা ষ্টেশন হইতে বরাবর বাজারে চলিয়া যান। সেখানে কয়েকজন দোকানদারের সহিত তাঁহাদিগের কথাবার্ত্তা হয়। তারপর তাঁহারা আপ চট্টগ্রাম মেলে সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন।

নৌকা দুর্ঘটনায় ১৩ জনের মৃত্যু

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, গত ১১ই সেপ্টেম্বর প্রাতে একটি নৌকা যমুনা নদীর প্রবল ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া ডুবিয়া যায়। ফলে ১৩ জন লোক প্রাণ হারাইয়াছে।

বিবরণে প্রকাশ, গোয়ালিয়রের অন্তর্গত লস্কর হইতে একদল তীর্থযাত্রী একটি নৌকা করিয়া এলাহাবাদ ফোর্টের নিকটস্থ সঙ্গমস্থলে যাইতেছিল। এমন সময় নৌকাটি একটা ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া হঠাৎ ডুবিয়া যায়। মাত্র ৩ জন বাঁচিয়াছে এবং যাত্রীদের অবশিষ্ট সকলে ও একজন মাঝি ডুবিয়া গিয়াছে। এ পর্য্যন্ত নৌকার বা নিমজ্জিত ব্যক্তির কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড

বেনারস হইতে প্রকাশ, প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিনায়ক, বলিয়া বর্ণিত ডাঃ মঙ্গল সিং বে-আইনী শোভাযাত্রা পরিচালনার জন্য গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর গ্রেপ্তার হন। গত ১০ই সেপ্টেম্বর তিনি এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ১৫০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

আর ২ জন কংগ্রেসকর্ম্মী ৬ মাস হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। পুলিস ৮ জন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে ও স্থানীয় কংগ্রেসের বুলেটিন দখল করিয়া লইয়াছে।

হারবিনে ভীষণ ট্রেণ দুর্ঘটনা

চংচন হইতে প্রকাশ, হারবিনের ৪০ মাইল দক্ষিণে পূর্ব্ব চীন রেলপথে দস্যুদলের চেষ্টায় একটি ট্রেণ লাইনচ্যুত হইয়াছে। ফলে একশ লোক হত ও আহত হইয়াছে। ছয়টী কামরা বাঁধের নীচে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায়। দস্যুদল সেখানে নামিয়া গিয়া ট্রেণ লুঠ করে এবং কয়েকজন যাত্রীকে উঠাইয়া লইয়া যায়। ইহাদের মধ্যে পাঁচজন জাপানী।

প্রেস আইনে দণ্ডিত

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, বিগত ৬ই সেপ্টেম্বর একটি ট্যাক্সিতে দুইজন স্বেচ্ছাসেবককে কংগ্রেস বুলেটিন সহ গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। গত ১০ই সেপ্টেম্বর প্রেস আইনানুযায়ী তাহাদের প্রতি ছয়মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০৲ টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—বিশ্বকর্ম্মা পূজা উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় আগামী কল্য ১৭ই সেপ্টেম্বর শনিবার নদীয়া প্রকাশ প্রকাশিত হইবেনা।

দৈনিক

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারের
প্রতি ইঞ্চি ৩,
প্রতি কলম ৯,
অর্দ্ধ কলম ৬,
সিকি কলম ২,
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৩,
ষাণ্মাসিক ৫
ত্রৈমাসিক ২৮০
মাসিক ১,
নগদ
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৬৫তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর—৩রা আশ্বিন সোমবার, ১৩৩৯, ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৩২

ব্রজে চল

গৌরজনের সঙ্গে ব্রজে চল—গৌরজনের মুখে ব্রজজনের কথা ব্রজের উদার মধুর কথা শুনিতে শুনিতে ব্রজে চল, গৌরজনের দেওয়া পরচক্ষু দিয়া ব্রজমাধুরী দর্শন করিতে করিতে ব্রজ-বনে ভ্রমণ কর এবং পরিক্রমা কর।

তোমাদের কাছে এক মহা শুভ সংবাদ দিই। শুনিয়াছ কি এবার শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান শ্রীধামমায়াপুর-নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্যমঠের মূল মহাজন পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও তাঁহার অনুগত শুদ্ধভক্তগণ ব্রজবনের যে যে স্থানে সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণচিহ্ন পড়িয়াছিল, সেই সকল স্থান সকলকে দেখাইবেন ? সকলের নিকট প্রাচীন লীলা শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা, কীর্ত্তন, বক্তৃতা আলোচনা প্রশ্নোত্তর দ্বারা ঐ সকল স্থানের সকল কথা বুঝাইয়া দিবেন।

সঙ্গে থাকিবে শ্রীনাম হইতে লীলা কীর্ত্তনের এক সম্প্রদায়, আর পরিক্রমা হবে একটী বিরাট্ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা স্ত্রী-পুরুষ সকলের যোগদানের অধিকার থাকিবে। সকলপ্রকার সুবন্দোবস্ত থাকিবে। উপযুক্ত রক্ষক, খাদ্য, যানবাহন সকলই মিলিবে। শ্রীমথুরাকে প্রথম কেন্দ্র করিয়া পরিক্রমা আরম্ভ হইবে।

ব্রজই আমাদের নিত্য স্বদেশ। "স্বরূপে সবার হয় গোলোকেই স্থিতি।"

আমরা আজ সেই স্বদেশ হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি! কত লক্ষ লক্ষ জন্ম বিদেশে ভ্রমণ করিতেছি, এই লক্ষ লক্ষ জন্মে কত কোটি কোটি বৎসর যাবৎ স্বদেশের খবর কিছুই রাখি না—নির্ব্বাসনের স্থানকেই দেশ মনে করিতেছি! আর কত কাল বিদেশে বেড়াইব! আর কতদিন মৃত্যুর অন্ধকূপ পরিক্রমা করিব। আপন দেশের কথা—আপনার সুমধুর বাড়ীর কথা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য—আবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য নিতাই'র ডাক আসিয়াছে। চল, সকলে দেশের ডাকে সাড়া দিই।

যে-সকল স্থানে স্বয়ং ভগবান্ গৌরহরি ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গিগণ সকলে ভ্রমণ করিয়াছেন, কত কত মহাত্মা, মহাজন ভ্রমণ করিয়াছেন, যে সকল স্থান ভগবান্ ও প্রেমভক্তজনের লীলা ও স্মৃতিতে নিত্য সজীব হইয়া রহিয়াছে, অধিক কি, আমাদের সকলের সুপ্রাচীন পিতামহ ব্রহ্মা যে স্থানে তৃণ-লতা-বৃক্ষজন্ম লাভ করিবার ইচ্ছা করেন, সেই সকল স্থান যদি মানবজন্ম থাকিতে থাকিতে গৌরজনের সঙ্গে শুনিতে ও দেখিতে না পারি, তবে আমরা জগতে আসিয়া কি লইয়া গেলাম ?

পূর্ব্বে গোস্বামিগণ ও অনেক ভজনানন্দি-মহাত্মা এই ব্রজবন পরিক্রমা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে সর্ব্বসাধারণের যোগদানের সুযোগ হয় নাই। আর বর্ত্তমানে যে ব্রজপরিক্রমার প্রথা প্রচলিত আছে, তাহাতেও অনুক্ষণ একান্ত শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের মুখে সর্ব্বক্ষণ হরিকথা শুনিতে শুনিতে কর্ণ ও চক্ষু নিশ্চয় করিয়া সকলের ব্রজের চিন্ময় শোভা দর্শনের সুযোগ হয় না। সেই সুদুর্ল্লভ সুযোগ সুলভ করিবার জন্যই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা এইবার বিশ্ববাসী শ্রদ্ধালু সকলকে ডাকিতেছেন। এ'সুযোগ আর দ্বিতীয়বার হইবে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই সময়ে শ্রীক্ষেত্র রওনা হইয়া কাশী ও প্রয়াগে আসিয়া পরে বৃন্দাবনের বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

পরিক্রমা শারদীয় পূজার অব্যবহিত পরেই অনুষ্ঠিত হইবে। যাঁহারা পরিক্রমায় যোগদান করিতে ইচ্ছা করেন বা যাঁহারা এসম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহেন, তাঁহারা শীঘ্রই নিম্নের ঠিকানায় পত্র লিখিয়া সকল কথা জানুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর,
নদীয়া

শ্রীধামে শ্রীল প্রভুপাদ

আজ ৩১শে ভাদ্র শুক্রবার। মরীচিমালী মেঘনির্ম্মুক্ত সুনীল শারদ-গগনে অন্যান্য দিবস অপেক্ষা অধিক ঔজ্জ্বল্যের সহিত উদিত হইয়া সু-উজ্জ্বল হেম-রশ্মিমালায় শ্রীধামের হাস্যময়ী সৌন্দর্য্যরাশিকে সুশোভিত করিয়া অতিমর্ত্ত্য আচার্য্যপ্রবরের শ্রীধামে শুভবিজয়-বার্ত্তা জ্ঞাপনপূর্ব্বক স্বীয় প্রভুর আজ্ঞা-পালনার্থ অস্তাচলে গমন করিয়াছেন। তাদ্রের ভরা ভাগীরথী অধিকতর ভরপুর হইয়া কুল-কুল-নাদে গৌর-গুণ-গাথা গাহিতে গাহিতে জগদ্গুরুবরের সম্বর্দ্ধনার্থ অবিরাম গতিতে ছুটিয়াছেন। পদ্মনাভের কৃষ্ণা দ্বিতীয়া উদ্বিগ্নচিত্তে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। পিককুল আনন্দে কুহুস্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন। বর্ষাবারিস্নিগ্ধ পাদপবৃন্দ উজ্জ্বল-শ্যামল বস্ত্রে অঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া শ্রীধামের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যের চমৎকারিতা বৃদ্ধি করিতেছেন। শেফালিকা, গন্ধরাজ, জাতি, যুঁথি গোলাপ প্রভৃতি নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া স্ব-স্ব রূপ-লাবণ্যে ও সৌগন্ধে শ্রীধামেশ্বরের সেবা করিতেছেন। সর্ব্বত্রই আনন্দ কোলাহল। এই প্রকার আনন্দ-তরঙ্গের মধ্যে অপ্রাকৃত জগতের বার্ত্তাবহ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিয়া মহাসৌভাগ্যশালী বৈদ্যুতিক যান মহেশগঞ্জ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে শ্রীচৈতন্যমঠের কতিপয় সেবক শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিসহ পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। মহেশগঞ্জ ষ্টেশনের সুযোগ্য মাষ্টার মহাশয় এবং আরও অনেকে তাঁহাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করিলেন। তৎপর ট্রেণখানা নবদ্বীপ ঘাট ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ মহোদয়ের আনুগত্যে অসংখ্য বৈষ্ণব আচার্য্যপ্রবরের বিজয় ঘোষণা করিয়া জয়ধ্বনি করিলেন এবং তদীয় পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন।

(অতঃপর ৮ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	চাইবাসা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	নৈমিষারণ্য	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১ শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	শ্রীধাম মায়াপুর
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	এলাহাবাদ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	নৈমিষারণ্য
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	এলাহাবাদ	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

মূল মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে শ্রীগৌরজন্মোৎসবাদি ভজনোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেবাবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতি, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রকাশ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিদ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীমধুসূদনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোদণ্ড, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালি দাসাধিকারী। শ্রীমাধব দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রাণকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ সাউথ মালাকা এভেনিউ ইষ্ট, পি

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ পানাগড় বর্দ্ধমান।

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীফেনপানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন।

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

চাঁদিনাবাজার, কটক।

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

কুমারকুণ্ড, চিরকুণ্ড, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনমোহন।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড়ু, কাঁথি।

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ।

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ,

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) বালকগোপাল পাট

কাঠালপোল, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, { ৫ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৬, ৩রা আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৯শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩২ সোমবার } ১৬৮তম সংখ্যা

‘বেদান্ত-পরিচয়’

[কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ **ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী** মহারাজ প্রদত্ত বক্তৃতার মর্ম্ম]

গত ১১ই সেপ্টেম্বর রবিবার ‘বেদান্ত’-সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা হইবার সংবাদ ইতঃপূর্ব্বে প্রচারিত হওয়ায় অপরাহ্ণে নির্দ্দিষ্ট ৫॥ টার বহু পূর্ব্ব হইতেই মঠের সারস্বত নাট্যমন্দির বহু কলিকাতাবাসী এবং বহুদূর-দেশবাসী শিক্ষিত সজ্জন ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সকলেই উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতেছিলেন।

মাদৃশ বদ্ধজীবসকল জড় বিজ্ঞানের উন্নতির ফল স্ব স্ব ভোগে লাগাইয়া স্বেন্দ্রিয়তর্পণে উন্মত্ত হইয়া নরকের পথে উর্দ্ধশ্বাসে ধাবিত হইতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগাচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদ সেই সমস্ত জড় বিজ্ঞানোন্নতির ফলকে কৃষ্ণ সম্বন্ধে নিবদ্ধ করিয়া সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র স্বরাট্-পুরুষোত্তমের সেবায় কিরূপে লাগাইতে পারা যায়, তাহার আদর্শ দেখাইতেছেন। বর্ত্তমান ‘বেদান্ত’ সম্বন্ধে বক্তৃতার দিন নাট্যমন্দিরের কীর্ত্তন ও বক্তৃতা বাহিরে শুনিতে পাইবার জন্য শ্রীমন্দিরের পশ্চাৎ ভাগে এবং শ্রীমঠের প্রবেশ দ্বারের পথের সম্মুখে Radio এর একটী Loud speaker রাখিয়াছিলেন। অত্যন্ত জনতার জন্য যাঁহারা নাট্যমন্দিরে স্থান পাইতে পারেন নাই, তাঁহারা শ্রীমন্দিরের পশ্চাৎভাগে অবস্থিত হইয়াও উক্ত স্থানে নাট্যমন্দিরের কীর্ত্তন ও শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

যথাসময়ে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার বক্তৃতা (যাহা ইংরাজীতে হইয়াছিল) আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে “যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র-রুদ্র-মরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈঃ……………… যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥” বন্দনামূলে এই শ্লোকটী আবৃত্তি পূর্ব্বক উপক্রমণিকায় কিঞ্চিৎ বক্তব্য প্রকাশ করিয়া বলেন,—“বেদান্ত-সূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের লেখক শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবই তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবতের শেষভাগে উপরিউক্তরূপে বন্দনা করিয়া ভগবত্তত্ত্বের কথা জানাইয়াছেন। এই শ্রীমদ্ভাগবতই বেদান্ত-সূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য; অতএব মুক্তজীবকুলের সেই শ্রীল ব্যাসদেবের পদতলে শিষ্য-পারম্পর্য্যে আশ্রয় লওয়া ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই। যে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবানের ব্যক্তিত্ব ও লীলা পূর্ণভাবে প্রকটিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুও সমস্ত জীবকুলকে সেই শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা অনুসরণ ও অনুশীলন করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন।”

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের “সর্ব্ব-বেদান্তসারং যদ্ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-লক্ষণম্। বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্॥” শ্লোকটী ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে শ্রীমদ্ভাগবতই সমস্ত মনোধর্ম্মী (Speculative) এবং আত্মধর্ম্মী (non-speculative) বৈদান্তিক চিন্তাস্রোতের সারভূত অদ্বয়জ্ঞান অসমোর্দ্ধ-তত্ত্ব শ্রীভগবানের সহিত ব্রহ্ম ও পরমাত্মার একত্ব সম্বন্ধে বর্ণন করিয়াছেন। ব্রহ্ম শ্রীভগবানের অসম্যক্ এবং পরমাত্মা তাঁহারই আংশিক প্রতীতি মাত্র।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জীবনচরিতে দেখিতে পাওয়া যে, মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায়ের নির্ব্বিশেষবাদপরায়ণ বেদান্ত ব্যাখ্যা শুনিতে তিনি তাঁহার গুরু কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুও তাঁহার অনুসরণকারী ভক্তগণকে বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতকেই উহার একমাত্র ভাষ্যরূপে গ্রহণ করিবার জন্য উপদেশ করিয়াছেন এবং মনোধর্ম্মিগণের বেদান্ত-ব্যাখ্যা শুনিতে নিষেধ করিয়াছেন। তৎপর শ্রীল প্রভুপাদ দৈন্যমুখে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর একজন ক্ষুদ্র দাসানুদাস বলিয়া নিজকে উল্লেখ পূর্ব্বক ইংরাজী ভাষায় সুগভীর দার্শনিক সিদ্ধান্তপূর্ণ দেড় ঘণ্টা ব্যাপী বক্তৃতা করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় নিঃশব্দে সেই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন॥

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাটী পুস্তিকাকারে বাহির করা হইয়াছে। তথাপি কৌতূহলী পাঠকগণের কৌতূহল তৃপ্তির জন্য সেই বক্তৃতার দিগ্‌দর্শনমাত্র নিম্নে সন্নিবেশিত হইল।

বক্তৃতার প্রারম্ভে শ্রীল প্রভুপাদ ‘বেদান্ত’ শব্দের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে বলেন যে, বেদশাস্ত্র আমাদিগকে অপ্রাকৃত জগতের অপ্রাকৃত জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন। সেই বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোন মানবের কৃত নহে; উহা শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী। প্রাকৃত জগতের অতীত যে জ্ঞান, তাহা এই বেদেতেই পাওয়া যায়। তাহার পর শ্রীল ব্যাসদেব এই বেদের সিদ্ধান্ত-সমূহ সূত্রাকারে রচনা করিয়া তাহাকে ‘বেদান্ত’-নামে অভিহিত করিয়াছেন। সূক্ষ্ম-দৃষ্টি-পরায়ণ জনগণের বিচারে বেদান্ত-সূত্র বেদ-চতুষ্টয়ের বিভিন্ন স্থানে উক্ত নানাপ্রকার বাহ্য বিরোধের সামঞ্জস্য করিবার জন্য উদ্দিষ্ট। ভিন্ন ভিন্ন মনোধর্ম্মী সম্প্রদায় তাঁহাদের আধ্যক্ষিক জ্ঞানে বেদ পাঠে যে বাহ্যবিরোধ লক্ষ্য করিয়া বেদ পাঠের উদ্দেশ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকেন তাঁহাদিগকে সেই বঞ্চনার হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ও বেদবাক্যের সামঞ্জস্য দেখাইবার জন্য বেদান্ত-সূত্রের রচনা। এই বেদই জীবের একমাত্র প্রাথমিক জ্ঞানের পরিচয় দেন।

এই বেদান্তের বৈশিষ্ট্য এই যে উহা প্রাকৃত জগতের কোন প্রাকৃত যুক্তির অনুসরণকারী নহেন—যে প্রাকৃত যুক্তি বা জ্ঞান প্রাকৃত জগৎ হইতে মানবগণ লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা প্রাকৃত জগতে সুখের নেশায় মগ্ন, তাঁহারা তাঁহাদের জড়-সুখের বিঘ্ন ঘটিবার ভয়ে এই বেদান্ত-দর্শনে ভীত হন। আবার আর অন্য সম্প্রদায়ও আছেন, যাঁহারা এই প্রাকৃত জগতের তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া বেদান্তের চিন্তাস্রোতকে আদর করিয়া থাকেন। এইরূপ সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা ভোগের বিপরীত ত্যাগের পথ আশ্রয় করিয়া নির্ব্বিশেষবাদ আশ্রয়ে পঞ্চবিধ মুক্তির জন্য লালায়িত হন, তাঁহারা অচ্যুত-পাদপদ্মকে অনাদর করায় অধঃপতিত হইলেন; কোন কালে তাঁহাদের আর চরমমঙ্গল লাভ ঘটিল না।

বেদান্তের—কৃষ্ণ অপ্রাকৃত প্রেম, কৃষ্ণানুসন্ধানময় নিষ্কপট ভাব, ইহার উদ্দেশ্য—উপনিষদের স্তোবসমূহের বাহ্য বিরোধের সামঞ্জস্যকরণ এবং মায়ার প্রলোভনের শক্তি হইতে রক্ষা করিবার জন্য মানবগণকে উপদেশ প্রদান।

উপনিষদ্‌সকলই বেদান্তের ভূমিকা। আর পুরাণ ও পঞ্চরাত্র বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন। আদিগুরু ও সৃষ্টির মূল জনক শ্রীব্রহ্মা হইতে শ্রীনারদ ও শ্রীনারদ হইতে শ্রীল ব্যাসদেব শিষ্যধারার ন্যায় অবস্থিত হইয়া বেদান্তসূত্রের রচয়িতা।

জগতের বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক চিন্তাস্রোত সকলের মূলে এই প্রাকৃত জগতেরই বিশ্লেষণ ও তদনুশীলন প্রভৃতি দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু বেদান্ত-দর্শন প্রাকৃত সমস্ত চিন্তা-স্রোতকে তিরস্কার পূর্ব্বক অপ্রাকৃত জগতের সন্ধান প্রদান করেন।

'বেদান্তের বিষয়' সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ বলেন যে, কোন বস্তু বিচারে পাঁচটী পর্য্যায় অতিক্রম করিতে হয়। সেই পাঁচটী পর্য্যায় যথাক্রমে (১) বিষয় (২) সংশয় (৩) পূর্ব্বপক্ষ (৪) সিদ্ধান্ত (৫) সঙ্গতি। যে বিচার এই পাঁচটী পর্য্যায়ের মধ্য দিয়া বিশ্লেষিত হয় না, তাহাকে নির্ব্বিবাদে বিশ্বস্তসূত্রে গ্রহণ করা বিপজ্জনক।

'বেদান্তসূত্র' (১) সমন্বয় (২) অবিরোধ (৩) সাধন ও (৪) ফল—এই চারিটী মূল অধ্যায়ে বিভক্ত। এই সমস্ত মূল অধ্যায়ের প্রত্যেকটীর অন্তর্ভুক্ত আবার চারিটী ক্ষুদ্র অধ্যায়। ইহাদিগকে পাদ বলে। প্রত্যেকটী পাদ বিভিন্ন বিষয়ের বিচার করিয়াছেন। মূল প্রথম অধ্যায় ও তাহার অন্তর্গত পাদচতুষ্টয়ে প্রাকৃত জগতের মূল কারণ, সেই মূল কারণ শ্রীপুরুষোত্তমতত্ত্বই যে জীবের অনুসন্ধানের বিষয়, বাহ্যতঃ বিরোধী বাক্যের সামঞ্জস্যকরণ এবং সাংখ্য দর্শনের বিরোধী চিন্তাস্রোত প্রভৃতি বিচার করিয়াছেন। মূল দ্বিতীয় অধ্যায় সাংখ্যকারগণের উপদেশ সকলের প্রতিবাদ ও তাহাদের হেয়ত্ব প্রদর্শন, আত্মার প্রকৃত পরিচয়, প্রাকৃত জগতের উৎপত্তি, নৈমিত্তিক অবতার সম্বন্ধে বিরোধী মতবাদের খণ্ডন, আত্মা সম্বন্ধে বিরোধী মতবাদের খণ্ডন প্রভৃতি বিচার করিয়াছেন। মূল তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ও বিভিন্ন বিষয়-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

ধর্ম্মজগতে বিভিন্ন চিন্তাস্রোতের ফলে বেদান্তসূত্রের বিভিন্ন ভাষ্যের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। এইরূপে মূল সূত্রের বিষয়গুলি গৌণ অর্থে বিপন্ন হইতে থাকায় বেদান্তসূত্রের রচয়িতা স্বয়ং বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য রচনা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করেন। পুরাণ সকল বেদের উপদেশ সমূহের পরিপূরক, "পূরণাৎ ইতি পুরাণম্।" সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির বিভিন্ন রুচির উপযোগী করিয়া সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক পুরাণ সমূহ রচিত হইয়াছে। কিন্তু রাজসিক ও তামসিক ব্যক্তিগণ সূত্রাকারের অন্তর্হিত গুহ্য উদ্দেশ্য ধরিতে না পারিয়া বঞ্চিত হইয়াছেন। 'প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলাঃ।' এই উপদেশ ধরিতে না পারিয়া ঐ দুই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ নিবৃত্তিমার্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রবৃত্তিমার্গেই নিজ নিজ অমঙ্গল বরণ করিয়াছেন।

বর্ত্তমানে বেদান্তের দ্বাদশ জন ভাষ্যকারের নাম দেখা যায়। এমত অবস্থায় বেদান্ত দর্শনের প্রকৃত অকৃত্রিম ভাষ্য খুঁজিয়া বাহির করা বড়ই শক্ত। এই সমস্ত ভাষ্যকারগণের অধিকাংশই ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব, বিপ্রলিপ্সা দোষ-চতুষ্টয়ে দুষ্ট; তজ্জন্য তাঁহাদের বিচার সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। প্রকৃত সাধুগণ কিন্তু এই দোষ চতুষ্টয়ের বশীভূত নহেন। অতএব যে সমস্ত নিষ্কপট সাধুগণ শ্রীভগবানের পাদপদ্মসেবা ব্যতীত অন্য কিছু জানেন না, তাঁহাদেরই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। ভ্রান্ত গুরুগণদ্বারা চালিত ত্রিগুণ-বদ্ধ ভাষ্যকারগণের নিকট হইতে আমরা বাস্তব সত্য (Positive Truth) আশা করিতে পারি না। আমাদের দুর্দ্দৈব লক্ষ্য করিয়া জীব-কল্যাণের নিমিত্ত ব্রহ্মসূত্রের রচয়িতা স্বয়ং তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবতরূপ অকৃত্রিম ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। শ্রীধরস্বামিপাদ ও শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুদ্বয় এই শ্রীমদ্ভাগবতের সঠিক ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। নির্ব্বিশেষবাদী বা অদ্বৈতবাদিগণ শ্রীধরস্বামিপাদকে তাঁহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া দাবী করিলেও তিনি ভক্তিরাজ্যের বিঘ্নবিনাশক ও ভক্তিরক্ষক বলিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছেন। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু তাঁহার "ক্রমসন্দর্ভে" ভাগবত-রচয়িতার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীধরস্বামীকে কেবলাদ্বৈতবাদী বলিয়া মনে করা উচিত নয়। সাত্বত পঞ্চরাত্রিকগণও ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য বলিয়া গণ্য।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি আচার্য্যগণের লিখিত শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। আরোহ-পন্থায় চলিতে চলিতে মানবগণ প্রাকৃতজগৎ হইতে পরিশেষে নির্ব্বিশেষবাদে গিয়া উপস্থিত হন। প্রাকৃত বস্তু সকল আমাদের অপ্রাকৃতদর্শনের বাধা প্রদান করে। নির্ব্বিশেষবাদী সম্প্রদায় বেদান্তের শক্তিপরিণামবাদ পরিত্যাগ করিয়া বিবর্ত্তবাদ আশ্রয় করিয়া ক্রমে পতিত হইয়াছেন।

বৈদান্তিক চিন্তাস্রোতের পরিণাম প্রসঙ্গে শ্রীলপ্রভুপাদ পঞ্চোপাসনার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, পঞ্চোপাসনায় ঈশ্বর সকল যেন আমাদের অভাব অভিযোগ দূরীকরণ জন্যই তাঁহাদের অস্তিত্ব সংরক্ষণ করেন। কিন্তু প্রকৃত আস্তিকতা অর্থাৎ সেব্য বস্তুর সেবা, অণুচিৎ দ্বারা বিভুচিৎ এর সেবা পঞ্চোপাসনা হইতে বহুদূরে অবস্থিত। বেদান্তই এইরূপ আস্তিকতা সম্পাদন করিবার প্রয়াসী। নাস্তিক, সংশয়বাদী, সহজিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায় যে বেদান্তের কিরূপ অপব্যবহার করিয়াছেন তাহা তাঁহাদিগের কথিত "দরিদ্র-নারায়ণ" কথাটী হইতেই বিশেষ প্রমাণিত হইবে। ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ নারায়ণের দারিদ্র্য বা মায়াবশ জীবকে মায়াধীশ ঈশ্বরের সহিত সমত্বে বর্ণন যে কিরূপ পাষণ্ডতা তাহা সুধীমণ্ডলীর বিচার্য্য বিষয়।

উপসংহারে শ্রীল প্রভুপাদ বেদান্ত সম্বন্ধে আরও অনেক সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করেন, প্রবন্ধ বিস্তার-ভয়ে তাহার উল্লেখ না করিয়া কেবলমাত্র দিগ্‌দর্শন পূর্ব্বক তাঁহার বক্তৃতার যৎকিঞ্চিৎ পাঠকগণের আস্বাদনের নিমিত্ত প্রসাদরূপে প্রদত্ত হইল। শুশ্রূষু পাঠকগণ বেদান্ত পুস্তিকা সংগ্রহ করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিবেন ইহাই প্রার্থনা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১০ই সেপ্টেম্বর শনিবার শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠকালে বলেন,—কৃষ্ণানুশীলন দুই প্রকারে সাধিত হয়। একটী প্রতিকূলভাবে, অপরটী অনুকূলভাবে। অঘ-বকাদির অনুশীলন—প্রতিকূলানুশীলন—কৃষ্ণ-প্রেমের পরিপন্থী; এইজন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব একমাত্র অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনকেই উত্তমা ভক্তি বলিয়াছেন।

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

জীবস্বরূপ অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনের আদর্শ দেখাইতে গিয়াও কখনই আপনাকে মূল আশ্রয় অর্থাৎ শ্রীমতী, নন্দ-যশোদা, সুদাম-শ্রীদাম, রক্তক-পত্রকাদিরূপে বিচার করিবেন না। তাহা হইলে অহংগ্রহোপাসনার আবাহনরূপ অনর্থ বা প্রচ্ছন্ন প্রতিকূলানুশীলন জীবস্বরূপকে শ্রীকৃষ্ণভজন হইতে চিরতরে পাতিত করিবে। জীবস্বরূপের আশ্রয়-ভেদাংশ-বিচার অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণোপাসকগণের অনুগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণোপাসনাই শ্রীকৃষ্ণানুশীলন।

শ্রীকৃষ্ণের দেহ-দেহীতে ভেদ নাই, গুণ-গুণীতে ভেদ নাই, রূপ-রূপীতে ভেদ নাই, নাম-নামীতে ভেদ নাই। লীলা ও লীলাপুরুষোত্তমে কোন ভেদ নাই। শ্রীকৃষ্ণের যে কোন একটী অঙ্গ—পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের পাদনখাগ্র—পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম কর্ণের ন্যায় শ্রবণ করিতে পারেন, কর্ণও পাদের ন্যায় গমন করিতে পারেন, হস্ত দর্শন করিতে পারেন, চক্ষু স্পর্শ করিতে পারেন, কোন ইন্দ্রিয়ে কোন প্রকার অভাব নাই।

শ্রীকৃষ্ণের এই সব বৈচিত্র্য এ-জগতে নাই। এ জগতে দেহ-দেহী, নাম-নামী প্রভৃতি পরস্পরে ভেদ নিত্য বর্ত্তমান। জড়জগতের বিচারে আবদ্ধ আমরা কৃষ্ণের চিন্ময়ত্ব বা সর্ব্বশক্তিমত্তত্ত্ব ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আবার এই শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বটী যেমন অতি গূঢ় ও বদ্ধ-জীবগম্য, তাঁহার অভিন্ন পরিকর-বৈশিষ্ট্যাদিও সেইরূপ অক্ষজজ্ঞানের অতীত বস্তু।

আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কৃষ্ণকে জানিতে গিয়া বিপরীত বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া অপরাধের আবাহন করিতেছি। করুণা-সাগর হরি বদ্ধজীবের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া অর্চ্চারূপে ভবে আসিয়া আমাদিগকে কৃপা করিতেছেন। করুণাসিন্ধু, অনাথজনের বন্ধু শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণসেবা শিক্ষা দিবার জন্য এ মরজগতে আসিয়াছেন; কিন্তু আমরা দুর্দ্দৈববশতঃ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃতরূপ শ্রীবিগ্রহকে শিলাবুদ্ধি ও কৃষ্ণপ্রেষ্ঠজন গুরু-দেবকে সামান্য মানব-জ্ঞান করিয়া অনাদর করিতেছি।

এই সকল অপরাধের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্যই মানুষের রূপে আমাদের ঘরের দুয়ারে আসিয়াছিলেন—সকল বিষ্ণুর বিষ্ণু, সর্ব্বাবতারী ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব।

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা!! সুবর্ণ সুযোগ!!

উজ্জ্বল-ভক্তিরসরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন. ইহাতে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য ওঁ বিষ্ণুপাদ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার সম্ভার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

—

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসংগ্রহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত ভিক্ষা সাধারণের পক্ষে ২১।৵০; গৌড়ীয়ের গ্রাহকের পক্ষে ১৫॥৵০।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা ১২৲; গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৮৲ টাকা।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে-ছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি চরিত্রভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবামজাহ্নবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸৶০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিশ্রম্ভচিত্তবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহিস্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৸০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টি দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি বাহাদুরের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, পোদ্দারমহোদয়, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন নগরের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

শ্রীগুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবপ্রণাম, দয়ালের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রভুর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ৷৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত "রসিক-রঞ্জন" নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বস্তুত-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমধ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবাবগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সম্বন্ধ ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—গুণত্রয়—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য' -ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ পাঠে জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় সম্বন্ধবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মতোদধি-মন্থনকলে ইহা গ্রথিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভ

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী গ্রন্থাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৸৵০ দশ আনা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১৸৹
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵৹
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵৹
৭। ভজনরহস্য ৷৹
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৷৹
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷৹
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷৹
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷৹
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷৹
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷৹
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵৹
ঐ (বাঁধা) ৷৷৹
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵৹
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵৹
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৹
ঐ (আবাঁধা) ।৵৹
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷৹
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵৹
২৩। গীতমালা /১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) ৵৹
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।৹
২৯। শরণাগতি /৹
৩০। গীতাবলী /৹
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷৹
৩২। সাধনকণ /৹
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /৹
৩৪। নবদ্বীপশতক /৹
৩৫। অর্থপঞ্চক /৹
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ /৹
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৩৮। আত্মনিবেদন [illegible]
৩৯। সুকণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷৹
ঐ (আবাঁধা) ।/৹
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷৹
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৷৹
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।৹
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷৹
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।৹
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷৹
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? /৹
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।৹
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶৹
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵৹
৫২। সাংখ্যবাণী /৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷৹
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।৹
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।৹
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵৹
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /৹
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷৹
৬০। নামভজন ।৹
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵৹
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /৹
৬৫। দি ভাগবত ।৹
৬৬। থিয়োটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ য়্যাণ্ড আনেলায়েড্ ডিভোসন ।৹
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১৷৹
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷৹
৭০। সাধন পথ ।৹
৭১। কল্যাণ কল্পতরু /৹
৭২। গীতাবলী ১৲
৭৩। শরণাগতি /৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু /৹

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরাবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৷৷৹, নগদ প্রতি সংখ্যা ৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৹।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।৹।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহানার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের সমাপ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৹ আনা, পাইট ৷৵৹ আনা, বোতল ১৵৹ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীধামে শ্রীল প্রভুপাদ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

এদিকে শ্রীধাম-মায়াপুরের অধ্যাপক সেবকবৃন্দ ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সহাত্র শিক্ষকগণ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের অধিনায়কত্বে সঙ্কীর্ত্তনসহ শ্রীধামের প্রাচীন গঙ্গা-ঘাটে অবস্থানপূর্ব্বক সু-উচ্চে একটী সু-উজ্জ্বল আলোক (ডে-লাইট) স্থাপন করিয়া আচার্য্যদেবের নৌকার গন্তব্য স্থান নির্দ্দেশ করেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বহু আলোকও প্রজ্জ্বলিত ছিল। শ্রীল প্রভুপাদ স্বীয় পার্ষদ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম ট্রাষ্টি পাণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর, শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, প্রবীণ ডাক্তার শ্রীযুক্ত মধুসূদন রাও প্রমুখ বহু ভক্ত সহ ট্রেন হইতে অবতরণ করিয়া নৌকায় আরোহণ করিলেন পূর্ব্বাকাশ রঞ্জিত করিয়া রক্তিমকান্তি-শশধর উদয়াচলে সমুদিত হইলেন। তখন জাহ্নবী জীবনে অসংখ্য সুধাকর প্রকাশিত হইয়া অপূর্ব্ব আনন্দ-সুধার সৃষ্টি করিলেন। শশাঙ্কের [illegible] ধামেশ্বরী লীলা-শক্তিকে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিয়া [illegible] ভঙ্গিমায় নৃত্য করিতে লাগিলেন। আশ্রয়জাতীয়া মূর্ত্তিমতী সেবার আগমনে আজ যাবতীয় সেবোপকরণ পূর্ণভাবে পূর্ণ ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সেবা করিতেছেন। এতদ্দর্শনে ভক্তবৃন্দের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। নৌকা জাহ্নবী অতিক্রম করিয়া প্রাচীন গঙ্গায় উপস্থিত হইলে দেখা গেল—যেন একটী চন্দ্রের আলোকে সন্তুষ্ট না হইয়া শ্রীচৈতন্যমঠের বৈদ্যুতিক আলোকমালা আরও কয়েকটী চন্দ্রের সৃষ্টি দ্বারা শ্রীধামেশ্বরের নয়নানন্দ বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন। এইরূপ অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া নৌকাখানি অনুকূলবায়ুভরে ক্রমে ক্রমে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিল; আর শঙ্খ, ঘণ্টা প্রভৃতি মাঙ্গলিক বাদ্যের সুমধুর ধ্বনির সহিত ভক্তবৃন্দ আচার্য্যদেবের জয়প্রদানপূর্ব্বক শ্রীপাদ ঈশানদাস অধিকারী ভক্তিবিগ্রহ প্রভুর অনুগত্যে উচ্চৈঃস্বরে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সঙ্কীর্ত্তন সেনাপতি শ্রীল প্রভুপাদ নৌকা হইতে অবতরণপূর্ব্বক সঙ্কীর্ত্তনের অগ্রণী হইয়া শ্রীচৈতন্যমঠে উপস্থিত হইলেন। পথিমধ্যে দেখা গেল, বিবিধবর্ণের বিচিত্র বৈদ্যুতিক আলোকমালা প্রকৃতিরাণীকে কৌস্তুভাদির মহামূল্য মালিকা পরাইয়া দিয়াছেন। পরে অপর নৌকায় অবস্থিত অন্যান্য ভক্তগণ সঙ্কীর্ত্তনের অনুগমন করিয়া শ্রীযোগপীঠে উপস্থিত হইলেন।

নানা কথা

ডাকাত কর্ত্তৃক দারোগা খুন

সিমলা হইতে প্রকাশ, সম্প্রতি এটার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট এক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, গত ১০ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার সময় কয়েকজন নামজাদা ডাকাতের সহিত পুলিশের এক ভীষণ সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। গত ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে কয়েকজন কয়েদী জেল ভাঙ্গিয়া সরিয়া পড়িয়াছিল। এই ডাকাতদলের সহিত তাহাদিগের কয়েকজনকে দেখা গিয়াছে। প্রকাশ, কোন এক গ্রামে এক দল ডাকাত ঢুকিয়াছে এই সংবাদ পাইয়া জনৈক সাব-ইন্সপেক্টর কয়েকজন পুলিসসহ সেই গ্রাম ঘেরাও করে। তারপর তাহাদিগের সহিত পুলিসের রীতিমত সংঘর্ষ হয়। এই কাণ্ডাইতে একজন ডাকাত বন্দুকের গুলীতে খুন হইলে ডাকাতদল পুলিসকে বিশেষ ভাবে আক্রমণ করে। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই সাবইন্সপেক্টর ও একজন কনষ্টেবল ডাকাতের গুলীতে খুন [illegible] দুইজন পুলিস কর্ম্মচারী আহত হয়। [illegible] ডাকাত [illegible] পুলিসের [illegible]

বাগেরহাটে সশস্ত্র ডাকাতি

বাগেরহাট হইতে প্রকাশ, বিগত ৯ই সেপ্টেম্বর রাত্রিতে বাগেরহাট মহকুমার মদনগরের কবিরাজ ভারতচন্দ্র গুহের বাটীতে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে।

৬ সংখ্যক লোক মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ও মুখে রং মাখিয়া কবিরাজের বাটীতে হানা দেয় ও কবিরাজকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া তাহার উপর অত্যাচার করে ও তাহাকে টাকা দিতে বলে। লুক্কায়িত অর্থের অনুসন্ধানে কয়েকজন বাটির মেঝে খুঁড়িয়া ফেলে, কিন্তু মেঝের নীচে অর্থাদি পাওয়া যায় নাই। অবশেষে একজন ডাকাত একখণ্ড বস্ত্র কেরোসিনে ভিজাইয়া কবিরাজের শরীরের উপর রাখে। আগুন জ্বালাইবার উদ্দেশে সে যখন দেশলাইএর সন্ধানে গমন করে, সেই সময় কবিরাজ দৌড়াইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হয়। প্রকাশ, ডাকাতদিগের কয়েকজন একটি শিশুকে ধরিয়া বলে যদি টাকাকড়ি না পাওয়া যায় তবে তাহারা শিশুটিকে হত্যা করিবে। ইহাতে শিশুর মাতা ভীত হইয়া কিছু টাকাকড়ি সংগ্রহ করে ও তাহা ডাকাতদিগের হস্তে প্রদান করিয়া শিশুটিকে ছাড়িয়া দিতে বলে।

বৈদ্যুতিক আঘাতে মৃত্যু

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, গত ১৩ই সেপ্টেম্বর শ্রীযুত নরেন্দ্র চন্দ্র দত্তের এক চাকর ৫ টাকা বাজি রাখিয়া ইলেক্‌ট্রিক থাম বাহিয়া উপরে ওঠে এবং তার স্পর্শ করিবামাত্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সে অপর একটি চাকরের সহিত বাজী রাখিয়াছিল। মৃতদেহটি শবব্যবচ্ছেদাগারে পাঠানো হইয়াছে। ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানী ঢাক পিটিয়া সহরের লোকদিগকে জানাইয়াছে যে, এইরূপ করা বিপজ্জনক।

গান্ধীজীর নিকট পত্র

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, স্থানীয় অনুন্নত সমাজের ৪ জন নেতা—শ্রীযুত ভিউসিদাস ও আর ৩ জন ডাঃ আম্বেদকরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গত ১৪ই সেপ্টেম্বর রাত্রিতে বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন। গান্ধীজী যাহাতে অনশনে প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন, ডাঃ আম্বেদকরকে তাঁহার আদর্শ সেইভাবে পরিবর্ত্তন করিতে তাঁহারা অনুরোধ করিবেন।

ভারত সেবক, সমিতির সদস্য শ্রীযুত এ, ভি, ঠক্কর ঐ উদ্দেশ্যেই ডাঃ আম্বেদকরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গত ১৪ই সেপ্টেম্বর রাত্রিতে গোধরা হইতে যাত্রা করিয়াছেন।

অনুন্নত সম্প্রদায়ের আর এক জন স্থানীয় নেতা শ্রীযুত কিকাভাই যারবেদা জেলে গান্ধীজীর নিকট এই মর্ম্মে পত্র পাঠাইয়াছেন, যে, অনুন্নতদের স্বার্থরক্ষার্থই তিনি যেন তাঁহার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন।

গান্ধীজীর সিদ্ধান্তের জন্য যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য গত ১৫ই সেপ্টেম্বর অনুন্নত সমাজের এক জনসভা বসিবে।

বোম্বায়ে আবার সংঘর্ষ

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গত ১৪ই সেপ্টেম্বর রাত্রিতে চিকবন্দর রোডে দুই দল মুসলমানদের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ বাধিয়া যায়। একজন জখম হইয়াছে এবং পুলিস ৩ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। উভয় পক্ষ ইটপাটকেল ও সোডার বোতল নিক্ষেপ করিয়াছিল এবং অন্যান্য অস্ত্র ব্যবহার করিয়াছিল।

এই ঘটনায় তথায় ত্রাসের সঞ্চার হয়! ফলে দোকানপাট বন্ধ হইয়া যায়। হাঙ্গামার স্থানে পুলিস পাহারা দিতেছে।

প্রতারণার অভিযোগ

শ্রীযুত বিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য ও আর দুইজন লোক জোড়াবাগানের তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ [illegible] আদালতে এজলাসে এই মর্ম্মে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা শ্রীযুত [illegible] পালকে ৩০০ টাকায় একখানি চেক্ দ্বারা প্রতারক করিয়াছেন। গত ১০ই সেপ্টেম্বর এই মামলা বিচার [illegible] গিয়াছে। এই মামলা দেওয়ানী আদালতে বিচার্য্য, এই বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন। এডভোকেট শ্রীযুত [illegible] ভট্টাচার্য্য আসামীর পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন।

বেরিলী জেলে ২০ জন বন্দীর প্রায়োপবেশন

বেরিলী হইতে প্রকাশ, জিলা জেলের 'সি' শ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দী মদন সিং প্রহৃত হন। ফলে তাঁহার মলদ্বার দিয়া রক্ত পড়িতে থাকে। ইহার প্রতিবাদকল্পে ঐ জেলের ২০ জন 'সি' শ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দী ৫ই সেপ্টেম্বর হইতে অনশন ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন।

গান্ধীজীকে মুক্তি দাও

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, "বম্বে ক্রনিকেল" পত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে বলা হইয়াছে—"গান্ধীজীকে মুক্তি দাও।"

এই পত্র আরও বলিতেছেন :—

"অনশনের পরিণাম যে কিরূপ, তাহা কল্পনা করাও মর্ম্মান্তিক। গান্ধীজী যাহাতে অনশন আরম্ভ না করেন, বা তাঁহার স্বাস্থ্য ও জীবন বিপন্ন হইবার পূর্ব্বে যাহাতে তিনি এই ব্রত ভঙ্গ করেন তজ্জন্য ব্যবস্থা করা দেশবাসীর প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য।"

উপসংহারে এই পত্র বলেন :—

সমগ্র দেশের উচিত—সমস্বরে গান্ধীজীর সত্বর মুক্তি দাবী করা। এ বিষয়ে সামান্য বিলম্ব ঘটিলে তাঁহার ও দেশের বিষম বিপদ ঘটিবে।

গুলীর আঘাতে মৃত্যু

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ, ইরাবোয়াধিবাসী বর্ম্মা রেলের জিলা ইঞ্জিনীয়ার মিঃ পি, সিমন্‌স্‌কে গত ১৬ই সেপ্টেম্বর তাঁহার বাংলায় মৃত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার মস্তকে টোটার আঘাত-জনিত ক্ষত চিহ্ন দেখা যায়। তাঁহার স্ত্রী বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে আছেন।

দৈনিক
Reg.No.C1544

নদীয়া-প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ ৹
সংখ্যা ৫

খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৬৬তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৪ঠা আশ্বিন মঙ্গলবার ১৩৭৯, ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৭২

[illegible] কথা

[illegible] সংঘর্ষ

[illegible] হইতে [illegible], কিষণগঞ্জের [illegible] হইতে এই [illegible] যে, প্রায় [illegible] বেআইনীভাবে রক্ষিত 'চরস' [illegible] মধ্য রাত্রিতে জনেক [illegible] কনষ্টেবলের সহিত একটি পাঠানের [illegible] হয়। পাঠানটি কিষণগঞ্জে [illegible] অবতরণ করিলে তাহার [illegible] ইত্যাদি পুলিস দেখিতে চায়। তাতে সে বিছানা ফেলিয়া দৌড়াইয়া [illegible] চেষ্টা করে। একজন কনষ্টে- [illegible] তাহার অনুসরণ করিলে পাঠানটি [illegible] বৃহৎ ছোরা বাহির করে। [illegible] কনষ্টেবলটিও তাহার লাঠি চালাইয়া [illegible] ব্যক্তির সহায়তায় তাহাকে গ্রেপ্তার [illegible]।

গান্ধীজীর তার

গান্ধীজীর নিকট হইতে ১৭ই সেপ্টেম্বর [illegible] শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত নিম্ন [illegible] পাইয়াছেন:—আপনার তার [illegible] আপনি আমার অন্তরের [illegible] সঠিক ভাবে অবগত হইয়াছেন। [illegible] স্বাস্থ্য কেমন জানাইবেন। [illegible] ও অরুণের জন্যও চিন্তিত [illegible] অনেক দিন তাহার কোন পত্র [illegible] নাই। আমি কয়েকখানি পত্র লিখি- [illegible]। আমার ভালবাসা গ্রহণ করিবেন।

পুলিসে পাঠানে সংঘর্ষ

গান্ধীজীর সঙ্গে অনশন

গান্ধীজার ত র

গান্ধীজীর মঙ্গল কামনা

চলন্ত ট্রেণে ডাকাতি

গান্ধীজী সম্বন্ধে ডাঃ আম্বেদকর

শ্রীযুত দেবাদাস গান্ধীর বাণী

প্রধান সচিবের নিকট তার

যাবজ্জ।বন দ্বীপা ্তর

পণ্ডিত কৃষ্ণকান্ত মালব্য

দস্যু ও গ্রামবাসীতে লড়াই

শ্রীযুত দেবীদাস গান্ধীর বাণী

শ্রীযুত দেবীদাস গান্ধী সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, গান্ধীজীর অনশনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর পত্রে যে ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তাহাতে আমি তীব্র আপত্তি করিতেছি। তাহার ন্যায় উচ্চপদস্থ ব্যক্তির পক্ষে উহা অনুপযুক্ত। লণ্ডনেও গান্ধীজীর সরল বিশ্বাসে তিনি আস্থা স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন নাই।

শ্রীযুত দেবীদাস গান্ধী আরও [illegible] [illegible] তিনি [illegible] [illegible]:—

যে কারণে গান্ধীজী তাহার জীবনদান করিতে প্রস্তুত তাহাতে তিনি গভীর আস্থা প্রকাশ করিয়াছেন। উদ্দেশ্যটি আত্ম-ত্যাগের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে তিনি উহা সম্পন্ন করিবেন। গান্ধীজী জীবিত থাকুন অথবা না-ই থাকুন অস্পৃশ্যতা দূর করা উচিত।

চলন্ত ট্রেণে ডাকাতি

লাহোর হইতে প্রকাশ, লাহোর রেলওয়ে ষ্টেশনে একটি দুঃসাহসিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে।

বিবরণে প্রকাশ, লাহোর হইতে অমৃতসর অভিমুখে সকাল ১০টার যে ট্রেণখানি ছাড়ে, সেই ট্রেণের মেয়ে কামরায় ১২ বছরের একটি ছেলেকে বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। দূরবর্ত্তী স্থানে ট্রেণটী পৌঁছিয়াছে কি না পৌঁছি-য়াছে, এমন সময় বালকটি এক নারীযাত্রীর কর্ণাভরণ ছিনাইয়া লইয়া ট্রেণ হইতে লাফাইয়া পড়ে এবং ট্রেণটি থামিবার সঙ্গে সঙ্গেই কোথায় যেন উধাও হইয়া যায়।

বালকটি এখনও পালাইয়া বেড়াইতেছে এ পর্য্যন্ত তার কোন হদিস্ মেলে নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, { ৬ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৬, ৪ঠা আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২০শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩২ মঙ্গলবার } ১৬৬তম সংখ্যা

শ্রীধাম মায়াপুরে পরমগুরুদেবের সমাধি

আমাদের পরমগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ বাংলা ১৩২২, ইংরাজী ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করিলে তদীয় একমাত্র প্রিয়তম শিষ্য অস্মদীয় আচার্য্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ গঙ্গার পশ্চিম তটে নবদ্বীপান্তর্গত শ্রীকোলদ্বীপে স্বহস্তে তাঁহার অপ্রাকৃত কলেবর সমাহিত করেন। কালক্রমে গঙ্গাদেবী ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া সমাধির পাদসেবন কার্য্যে নিযুক্ত হইলে বাবাজী মহারাজেরই ইচ্ছায় শ্রীল প্রভুপাদ তদীয় সমাধি কোলদ্বীপ হইতে শ্রীধাম-মায়াপুর ব্রজপত্তনস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে আনয়ন করিয়া গত ২রা আশ্বিন (১৩৩৯) রবিবার তারিখে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডতীরে বিপুল সঙ্কীর্ত্তনমুখে সংরক্ষণ করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে একটী মহোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। শ্রীধামবাসী এবং শ্রীধামাগত প্রায় চারিশত বৈষ্ণববৃন্দকে বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে।

গৃহপ্রবেশে সুমহতী সেবা

পরমা ভক্তিমতী ভূম্যধিকারিণী শ্রীযুক্তা যামিনীসুন্দরী দেবী তাঁহার শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ সুরম্য অট্টালিকার প্রবেশোৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের সমাধি-মহোৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সেবা-সম্পাদনই যে গৃহপ্রবেশের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহা সুষ্ঠুরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা

"ভ্রমিব দ্বাদশ বনে রসকেলি যে যে স্থানে
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিয়া।
শুধাইব জনে জনে ব্রজবাসিগণ স্থানে
নিবেদিব চরণে ধরিয়া॥"
—ঠাকুর শ্রীনরোত্তম

ব্রজ-ভজনের অনেক প্রতিবন্ধক ও বিঘ্ন আছে। অঘ, বক, পূতনা, শকট—এই সকল এক একটী বিঘ্নের আদর্শ। বলদেবের কৃপায় সেই সকল বিঘ্ন অতিক্রান্ত না হইলে ব্রজের পথের যাত্রী হওয়া যায় না। গত বর্ষে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার প্রস্তাব হইলেও তাহা ঘটিয়া উঠিতে পারে নাই। এ-বৎসর পরিক্রমা হইবে—উর্জ্জাব্রত দামোদর মাসে।

মহাবদান্য শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপচন্দ্র গৌরহরি শরৎকালে শ্রীক্ষেত্র হইতে যাত্রা করিয়া কাশী ও প্রয়াগ হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে আগমন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীবৃন্দাবনের দ্বাদশবন ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই ভুবনমঙ্গল আদর্শের অনুসরণে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থান শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্টপূরক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮-শ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ঐরূপ সময়ে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার জন্য শ্রদ্ধালু ও সজ্জন বিশ্ববাসিমাত্রকেই আহ্বান করিতেছেন।

আমরা চৌরাশিলক্ষ জন্ম ধরিয়া বিশ্ব-পরিক্রমা করিতেছি। বিশ্বে যত ঘুরপাক খাইতেছি, ততই বাসনার মধুচক্র সমস্যার ও সংঘর্ষের জাল অধিক বিস্তার করিতেছে, ততই আমরা স্বদেশের কেন্দ্র হইতে অধিক দূরে সরিয়া পড়িতেছি। তাই আমাদিগকে নিত্য স্বদেশের পথে পুনরায় ফিরাইয়া লইবার জন্য আহ্বান আসিয়াছে।

'মামেকং শরণং ব্রজ'—ব্রজের পথে চল, জগতের পথে - উল্টাপথে আর চলিও না—গীতার এই বাণী আমরা ধরিতে পারি নাই বলিয়া আবার কৃষ্ণ উদারতম গৌররূপে তাঁহার আদর্শ ও বাণী লইয়া জগতে অবতীর্ণ। সকল সংঘর্ষ, সকল বিভীষিকা, হাহাকার, কর্ত্তব্যের অফুরন্ত স্রোত, সহস্রমুখী বিবদমান সমস্যা একমাত্র শ্রীচৈতন্যের পদাঙ্করেণুর অনুসরণ করিলে মীমাংসিত ও পূর্ণ হইবে, ইহা বিশ্বে আগত বৈকুণ্ঠের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দূতগণ মহাপুরুষগণ সমস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন—

'গৌর আমার যে সব স্থানে
করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে সব স্থান হেরিব আমি
প্রণয়ি ভকত সঙ্গে॥'

শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগোস্বামিপাদগণের অপ্রকটলীলার পর শ্রীনিবাসাচার্য্য ও ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভুর আজ্ঞা লইয়া শ্রীগৌরহরির পদাঙ্কিত ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহারা সকলেই কেহ বা একাকী, কেহ বা মাত্র দুই একজন প্রণয়িভক্ত সঙ্গে লইয়া বন ভ্রমণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে যে প্রচলিত ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার ব্যবস্থা আছে, তাহাতে সর্ব্বসাধারণের যোগদানের সুযোগ থাকিলেও গোষ্ঠানন্দী মহাভাগবত গৌরজনের নিয়মকত্বে ও নেতৃত্বে অনুক্ষণ অনাবিল হরিকথা প্রসঙ্গ, কীর্ত্তন, পাঠ, ব্যাখ্যা, বক্তৃতা, ভাষণ, আলোচনা, বিচার, ইষ্টগোষ্ঠী ও সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীবৃন্দাবনের গৌরকৃষ্ণের লীলাস্থানসমূহের কথা শ্রবণ ও দর্শন করিবার সুযোগ সর্ব্বসাধারণের এই প্রথম। যাহাতে আমরা সেই প্রস্থানে ধাবমান হইতে পারি, সত্য সত্য ব্রজের পথে চলিতে পারি, এজন্য শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণবগণ আমাদের পরিক্রমা চালনা করিবেন।

এরূপ সৌভাগ্য জগদ্বাসীর কখনও হয় নাই; আর হইবে কিনা কেহ বলিতে পারেন না; কারণ এ সকল সুযোগ জগতে সাধারণতঃ দুইবার অতিথি হয় না।

শ্রীমথুরাকে প্রথম কেন্দ্র করিয়া পূজার অব্যবহিত পরেই পরিক্রমা আরম্ভ হইবে। পরিক্রমা বিভিন্ন সংবাদপত্রে পূর্ব্বেই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। এ বিষয়ের সকল সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন—

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
চৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর শনিবার শ্রীল প্রভুপাদের অত্যন্ত প্রিয়তম, গুরুসেবার মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু, শ্রীপাদ সনাতন ভক্তিবিজয়, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ মদীয় পরমগুরুদেব শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের স্মৃতি মন্দির নির্ম্মাণ উৎসবটী ক সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য শ্রীধাম-মায়াপুরে শুভাগমন করিয়াছিলেন।

তাহারে সে বলি ধর্ম্ম কর্ম্ম সদাচার। ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৬ পদ্মনাভ শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৩

শ্রীচৈতন্যের প্রেম

[কলিকাতা মহানগরীর সুপ্রসিদ্ধ এলবার্ট-হলে গত ৫ই ভাদ্র অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার মর্ম্ম]

(১)

মূকং করোতি বাচালং
পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥
নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

মাননীয় সভাপতি মহোদয় এবং সমবেত সজ্জনমণ্ডলি! ১৩৩৫ সালে প্রায় এই সময় এই এলবার্টহলে 'শ্রীচৈতন্যের দান' সম্বন্ধে আমাদের ক্রমিকভাবে ৩ দিন হরি-কীর্ত্তন করিবার অবসর হ'য়েছিল। আজকার বিষয় হ'চ্ছে—"শ্রীচৈতন্যের প্রেম।" অগ্রকার জনপ্রিয় বহুবরেণ্য সর্ব্বগুণবিভূষিত সভাপতি মহাশয়ের যোগ্যতার কথা আপনারা ইতঃপূর্ব্বে অনেক শুনলেন; কিন্তু বক্তার দিক্ থেকে সেরূপ কোন যোগ্যতাই নাই, তবে তা'র এই মাত্র ভরসা—তা'র নিজের কোন কথা বল্‌বার নেই। সাধারণতঃ লোকে বক্তার পাণ্ডিত্য-প্রতিভা দেখে বিষয় বিচার ক'রে থাকে, আজকের বিষয় সেরূপে বিচার্য্য নহে। বক্তার কিছুমাত্র যোগ্যতা নাই থাকুক, সে কেবল পত্রবাহকের মত মহাজনের কথা কীর্ত্তন ক'রবে মাত্র। যেমন গঙ্গাজল যে আধারেই থাকুন, সে আধারের দিকে দৃষ্টি না ক'রে যেমন আধেয়ের পবিত্রতার দিকে দৃষ্টি ক'রতে হয়, সেইরূপ আপনারাও বক্তার যোগ্যতার দিকে না তাকিয়ে একটু সহিষ্ণুতা দান ক'রে তা'র বক্তব্য প্রেমবিষয়টীর প্রতি লক্ষ্য রেখে শ্রবণ ক'রবেন এইটা আশা করি।

"শ্রীচৈতন্যের প্রেম" আজকার বিষয়। "শ্রীচৈতন্যের প্রেম" কথাটা বল্‌বার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের হৃদয়ে একটা প্রতিযোগি-কথা এসে উপস্থিত হয়,—শ্রীচৈতন্যের প্রেমের বিপরীত "অচেতন্যের প্রেম।" কিন্তু 'অচৈতন্যের প্রেম' কথাটা আমরা কিছুতেই ব'লতে পারি না, কেন না, অচৈতন্য—শ্রীযুক্ত নহে, 'শ্রী' বা শোভা-শূন্য; পরন্তু চৈতন্য শ্রীযুক্ত সকল শোভা-সম্পন্ন। তাই যেখানে 'শ্রী'যুক্ত সেইখানেই প্রেম, শ্রী বা শোভাহীনে 'প্রেম' শব্দ প্রযুক্ত হ'তে পারে না। অখণ্ড—পূর্ণ-চৈতন্যকে আশ্রয় ক'রেই প্রেম, এই যে অচৈতন্য জড়দ্রব্যের থ'লে—রক্তমাংসের দেহ, এই যে 'মন', যা দিয়ে আমরা বিষয় গ্রহণাগ্রহণের সঙ্কল্প-বিকল্প ক'রে থাকি, সে গুলোর সম্পর্কে প্রেমের কোন কথা থাক্‌তে পারে না—সবই কামের কথা, অচৈতন্যের কথা; চেতনের কোন কথা তা'তে নেই। মন,—পূর্ণ অবিমিশ্র অখণ্ড চেতনবস্তুর তটস্থশক্তিপরিণত অণুচিৎকণ জীবচৈতন্যের আভাসমাত্র, আর দেহের কথা ত' আপনারা প্রত্যক্ষই ক'রতে পারেন। যিনি পূর্ণচেতনবস্তু, তিনি কি দান ক'রেছিলেন, তা'ই আমাদের অদ্যকার আলোচনার বিষয়। শ্রীচৈতন্য ব'লেছেন—

"প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি' বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥"

জীবের জীবন দরিদ্রতাময়, যদি তিনি প্রেমসম্পত্তি লাভ ক'রতে না পারেন। তাই মহাপ্রভু আমাদের শিক্ষার জন্য ব'লেছেন—হে পূর্ণচৈতন্য বস্তু, আমাকে তোমার দাস ক'রে বেতন স্বরূপে প্রেমধন দাও, আর কিছুর আকাঙ্ক্ষা আমার নেই। কেবল প্রেম—তোমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি—পূর্ণ-চেতনের পূর্ণ সুখ; যেখানে আমার সুখের কথা, সেখানেই 'কাম'। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু একটী সুন্দর পয়ারে কাম ও প্রেমের পার্থক্য দেখিয়েছেন—

'কাম' 'প্রেম' দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥

লোহা আর সোণা যেমন স্বরূপে তফাৎ, কাম আর প্রেম তেমনি স্বরূপেই তফাৎ। তাই আরও স্পষ্ট ক'রে বলেছেন—

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা তা'রে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম॥
কামের তাৎপর্য্য - নিজ-সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য —'প্রেম'ত' প্রবল॥

দেখুন, কৃষ্ণসুখই যা'র একমাত্র তাৎপর্য্য হ'য়েছে, সেই সত্য সত্য প্রেমিক। সেই প্রেমিকের স্বভাব কি রকম হয় তা' পরে ব'লছেন—

লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখমর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ, নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥
সর্ব্বত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ-হেতু করে প্রেম-সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌতবস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ॥
অতএব কাম-প্রেম—বহুত অন্তর।
কাম—অন্ধতমঃ, প্রেম—নির্ম্মল-ভাস্কর॥

অনেকের ধারণা—'প্রেম' জিনিষটা অন্ধ, তা'তে কোন প্রকার বিচার নাই, দার্শনিকতা নাই! কিন্তু তা' নয়,—'প্রেম' জিনিষটী বড় বিচারপূর্ণ - বড় দার্শনিকতায় পরিপূর্ণ;—এত মস্‌গুলিকৃত—এক তরলীকৃত ক'রে সব বিচারকে নিজের অন্তর্ভূত ক'রে নিয়েছে যে, শ্রীরূপগোস্বামিপাদ ব'লছেন—

সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ৪।১)

যে জিনিষটী সম্যক্ মসৃণ, অতিশয় মমতা লক্ষণের দ্বারা চিহ্নিত, খুব মমতা লাভ করেছে—যেটী স্বরূপ লক্ষণ পণ্ডিতগণ তাকেই প্রেম অভিহিত ক'রেছেন। সেই প্রেমের কথা শ্রীচৈতন্যদেব জগতে প্রচার ক'রেছেন।

প্রেমের স্বভাব বড় সুন্দর; প্রেম নিজের কিছুই চায়না। প্রেম চায় কেবল তার সেব্যের সুখবিধান। দেখুন শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচলে মহাভাবের বার্ত্তায় ব'লেছেন,—

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম যেন জাম্বুনদ-হেম,
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ, না হয় তবে বিয়োগ,
বিরহ হৈলে কেহ না জীয়য়॥

প্রেম জিনিষটি নরলোকে—যেখানে জাগতিক কথা আছে সেখানে প্রেম ব'লে কোন জিনিষ হ'তে পারে না। আবার আশ্বাস-বাণী—'নুমাত্রাস্যাধিকারিতা' নৃলোকে হয় না, আবার নরমাত্রেরই ইহাতে অধিকার আছে। প্রেম এমন একটী জিনিষ। সত্যযুগে আবার শুনতে পাওয়া যায় নবধাভক্তির কথা প্রচার। কিন্তু নবধাভক্তি প্রেম ব্যতীত সুখদান করতে পারে না। লবণ ব্যতীত ঘৃত এবং মসলাদিযুক্ত ব্যঞ্জন যেরূপ স্বাদু হয় না, ক্ষুধা ব্যতীত উত্তম ভোজ্য যেমন রুচিকর হয় না, অর্থবোধ ব্যতীত যেমন গ্রন্থপাঠ নিরর্থক এবং ফল পুষ্পবিহীন সুশোভিত উদ্যান যেমন শ্রীহীন সেইপ্রকার প্রেমা না থাকিলে নবধা ভক্তিও অবিধেয় যাজন করিতে অসমর্থ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

অরুণবিদ্ধা বলিয়া ইন্দিরা একাদশীর উপবাস আগামী ১০ই আশ্বিন ২৭শে সেপ্টেম্বর না হইয়া, পরদিবস ১১ই আশ্বিন ২৮শে সেপ্টেম্বর হইবে।

যৎকিঞ্চিৎ

(২)

আমার এই মন-চাকলা জানতে পেরে এগণ বলছেন,—তুমি মানুষ ব'লে পরিচয় দিচ্ছ, তোমার বিবেকবুদ্ধি রয়েছে, তুমি এটুকু জিনিষ বুঝতে পারছো না। শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র কি নিমেষে রাবণ বধ করতে পারতেন না? কিন্তু তথাপি সর্ব্ব-তন্ত্রস্বতন্ত্র ইচ্ছাময় শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং ভগবান্ হয়েও কতকগুলি বানর ও কাঠবিড়ালকে উদ্ধার করবার জন্য সেতুবন্ধন করেছিলেন। জগতের লোককে একধারে দুষ্টদমন ও শিষ্টের পালন প্রদর্শনার্থই তাঁর এই লীলা, একথা বোধ হয় আমরা সকলেই অনুভব করতে পারি।

শ্রীগুরুদেবেরও সেই লীলা। স্ব-স্বভাবে সর্ব্বক্ষণ প্রতিষ্ঠিত থাকায় শ্রীগুরুদেবের কোনও অভাব নাই; তবে তিনি আমাদের ন্যায় কতকগুলি ভোগী মর্কটের উদ্ধারের জন্যই অভাবের অভিনয় প্রদর্শন পূর্ব্বক ভিক্ষার্থ বৈষ্ণবগণকে জীবের দ্বারে দ্বারে প্রেরণ করছেন।

আমরা জানিনা অমৃতের নাম করে আমরা বিষয়-বিষ কেন সতত পান করছি। কিন্তু অন্তর্য্যামী শ্রীগুরুদেব আমাদের বিষপানের ফল অবগত হ'য়ে আমাদের রক্ষার্থ এই লীলা প্রদর্শন করছেন।

আমরা জানি—সমুদ্রের লবণাক্ত জল পান করিলে উদরাময় হয়, কিন্তু সেই জল যখন সূর্য্যদেব আকর্ষণ ক'রে পুনরায় আমাদিগকে নির্ম্মল জল প্রদান করেন, তখন তাহা আমাদের জীবন দান ক'রে থাকে।

আমরা বর্ত্তমানে যে বিষয় ভোগ করছি তাতে আমাদের হরিবিমুখতাই বৃদ্ধি হচ্ছে—বন্ধন বেড়ে যাচ্ছে এবং বড়িশবিদ্ধ মৎস্যের ন্যায় ত্রিতাপজ্বালায় জর্জ্জরিত হ'য়ে নরকের পথেই ধাবিত হচ্ছি। আমাদের দুঃখ দেখে পরদুঃখদুঃখী শ্রীগুরুদেব আমাদের বিষয়কে—আমাদের ভোগের বস্তুগুলিকে ভোগের জনক শ্রীকৃষ্ণের সেবায় লাগাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন এবং আমাদের কষ্টার্জ্জিত অর্থাদি আমাদের নিকট হইতে গ্রহণ ক'রে ভগবানের সেবায় নিয়োগ ক'রে আমাদিগকে অমৃতস্বরূপ শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ পূর্ব্বক আমাদের প্রাণ দান করছেন। তিনি এত বড় দয়াল—এত বড় মহাবদান্য।

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

· শুদ্ধভক্তিসাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট ·

শ্রীল-রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় মগ্ন ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥৹, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার। প্রত্যেকটী কবিতা আনন্দরচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা গৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥৹ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা
প্রেরণ ব্যয় ॥৹ পৃথক্ দেয়
ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত ভিক্ষা সাধারণের পক্ষে ২১৷৵৹; গৌড়ীয়ের গ্রাহকের পক্ষে ১৫৷৵৹।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য বিবৃতি সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা ১২৲; গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৮৲ টাকা।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

প্রভুপাদের

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও প্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষয়রুচিবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২।৹ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, কথা, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজসাহি কাশীমপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নারায়ণ রায় এম. এ. প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন রঙের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সম্বলিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) বয়েল বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামকণ্ঠ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসম্বলিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তত্ত্বব্যাখ্যা-সহ বক্সচ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবাবিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন টীকা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সরল ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ সঙ্কলিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শ্রদ্ধাশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে বোল্ড রু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

তত্ত্বসূত্র

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-দ্বয় জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বাক্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় সম্বন্ধবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ'পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিষ্কিঞ্চনগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনকালে এই গ্রন্থরত্ন উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত টীকা, ব্যাখ্যা ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ১৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ২॥০ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৸০ দশ আনা মাত্র।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

পাটনা হইতে প্রকাশ, বন্দুকের সাহায্যে নিজের ভ্রাতাকে হত্যা করার জন্য লালবাবু নামক সাহাবাদের একজন জমিদার ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০২ ধারা মতে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে মুক্তিপ্রদানের বিরুদ্ধে সরকার হাইকোর্টে আপীল করিলে হাইকোর্ট হইতে গত ১৬ই সেপ্টেম্বর তাহার রায় প্রকাশিত হইয়াছে।

সাহাবাদের দায়রা জজ, লালবাবুর মামলার বিচার করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে আত্মরক্ষার জন্যই তিনি তাঁহার বন্দুক ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং এইজন্য তিনি তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে সরকার হাইকোর্টে আপীল করেন। বিচারপতি মিঃ [illegible] ও বিচারপতি মিঃ জেমস আসামী পক্ষের কৌশুলি ও সরকার পক্ষের এ্যাডভোকেটের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, লালবাবু নিজের হাতে আইন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ইহাকে ঠিক হত্যা বলা যাইতে পারে না। সুতরাং বিচারপতিগণ লালবাবুকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

ব্যারিষ্টার স্যার আলী ইমাম ও ব্যারিষ্টার মিঃ সফদার ইমাম লালবাবুর পক্ষসমর্থন করিয়াছিলেন এবং সরকারী এ্যাডভোকেট সরকার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন।

ডাকাত ও গ্রামবাসীতে লড়াই

আলিপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি, বি, দাশগুপ্তের এজলাসে প্রেমসিং ও অপর ৪৮ জন পাঞ্জাবীর বিরুদ্ধে ডাকাতির অভিযোগে মামলা চলিতেছে। গত শুক্রবার এই মামলার আর এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে আসামীরা দল বাঁধিয়া আসানসোল মহকুমার এলাকাধীন পলাশপুরে জনৈক গৃহস্থের বাড়ীতে যাইয়া হানা দেয়। অতঃপর তাহারা বুঝিতে পারে যে, ভ্রমক্রমে তাহারা পলাশপুরের ধনী কৃষ্ণলাল সিংহের বাড়ীতে না যাইয়া তাহার প্রতিবেশীর বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছে। ইহার পর তাহারা যাইয়া কৃষ্ণলাল সিংহের বাড়ীতে যায়। যাইবার কালে আসামীরা প্রথমোক্ত বাড়ীর একজনকে বন্দুকের গুলীতে নিহত করে। কৃষ্ণ সিংহের বাড়ীতে গেলে বাড়ীর লোকজন তাহাদিগকে হটাইয়া দিতে সমর্থ হয় এবং গ্রেপ্তারের জন্য তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। আসামীরা এক বন্দুকের গুলীতে বাড়ীর একজনকে নিহত করে এবং বাড়ীর কর্ত্তা কৃষ্ণলালের স্কন্ধদেশে তলোয়ারের আঘাত বসাইয়া দেয়।

পণ্ডিত কৃষ্ণকান্ত মালব্য

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের ভ্রাতুষ্পুত্র পণ্ডিত কৃষ্ণকান্ত মালব্য বস্তীজেলে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছিলেন। প্রকাশ, তাঁহাকে সর্ত্তাধীন অবস্থায় মাত্র ১ সপ্তাহের জন্য মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

প্রধান সচিবের নিকট তার

হায়দ্রাবাদ হইতে প্রকাশ, প্রধান সচিবের সিদ্ধান্তের দরুণ গান্ধীজীর প্রায়োপবেশনের ফলে যে বিপদ ঘনাইয়া আসিয়াছে, তাহা নিবারণ করিতে অনুরোধ করিয়া, হায়দ্রাবাদ মিউনিসিপ্যালিটী বৃটিশ প্রধান সচিব রাজপ্রতিনিধি ও বোম্বাই সরকারের নিকট তার প্রেরণ করিয়াছেন।

গান্ধীজীর মঙ্গল কামনা

বেনারস হইতে প্রকাশ, গান্ধীজী ২০শে সেপ্টেম্বর হইতে অনশন করিবার সঙ্কল্প করায় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য নিম্নলিখিত আবেদন বাহির করিয়াছেন—

আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, দেশের সর্ব্বত্র ১৮ই সেপ্টেম্বর রবিবার উপাসনা, উপবাস ও প্রায়শ্চিত্তের দিনরূপে পালিত করা হউক। যতদূর সম্ভব লোকে ঐ দিন স্বেচ্ছায় সম্পূর্ণভাবে কাজকর্ম্ম বন্ধ রাখিবেন।

প্রাতে সকল হিন্দু, অনুন্নত সম্প্রদায় ও উচ্চ শ্রেণীর লোকজন নদীতে বা কোন পুষ্করিণীতে স্নান করিবেন এবং তাহার পর একযোগে গান্ধীজীর স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবেন।

অপরাহ্নে সভা বসিবে। তাহাতে সকল সম্প্রদায়ের হিন্দু ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া সমস্যার সমাধানের জন্য যথাযোগ্য প্রস্তাব স্থির করিবার বিষয়ে সাহায্য করিবার প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করিবেন।

গান্ধীজীর সঙ্গে অনশন

জব্বলপুর হইতে প্রকাশ, গত ১৫ই সেপ্টেম্বর রাত্রিতে একটা বড় জনসভা বসিয়াছিল। তাহাতে অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকেরাই অধিক পরিমাণে যোগদান করিয়াছিল। অনুন্নত সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচিত হইবার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। গান্ধীজীর অনশন সঙ্কল্পের সঙ্কল্প সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়।

"তিলকে"র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত আর, পি, অগ্নিহোত্রী সংপ্রতি কারামুক্ত হইয়াছেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, তিনিও গান্ধীজীর সঙ্গে ২০শে তারিখ হইতে অনশন আরম্ভ করিবেন।

গান্ধীজী সম্বন্ধে ডাঃ আম্বেদকর

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, "সংখ্যাল্প দলের প্যাক্টের ফলে আমার কোন অসুবিধা হইবার কথা নয়। আরও কথাবার্ত্তা চালাইবার পক্ষে ইহাতে কোন অন্তরায় সৃষ্টি হয় নাই।

সংখ্যাল্প দলের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিবার পূর্ব্বে আমি যেরূপ স্বাধীন ছিলাম, আজও আমি সেইরূপ স্বাধীন আছি। আমার একমাত্র বিবেচনার বিষয় আমার সম্প্রদায়ের স্বার্থ এবং আমার বিশ্বাস যদি কেহ পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারেন তাহার জন্য আমি প্রস্তুত আছি।"

ফ্রী প্রেসের জনৈক প্রতিনিধি গত ১৬ই সেপ্টেম্বর ডাক্তার আম্বেদকরকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, সংখ্যাল্প দলের চুক্তির ফলে অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি প্রেরণ বিষয়ে বিবেচনা করিতে তাঁহার কোন অসুবিধা আছে কি না। ডাক্তার আম্বেদকর তদুত্তরে উপরোক্ত কথা গুলি বলিয়াছেন।

বিলাতে ভারতীয় দৃশ্য

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, বার্কেনহেডের রাস্তায় গত ১৫ই সেপ্টেম্বর ভারতের অনুরূপ একটি দৃশ্য দেখা গিয়াছিল। লম্বা ভারতীয় লাঠীর পরিবর্ত্তে পুলিস সেই সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাটন চালাইয়া আন্দোলনকারীদের বিরাট জনতা বিতাড়িত করে।

দুইদিন ধরিয়া বেকার শ্রমিকগণ এখানে আন্দোলন করিতেছে। পুলিস গত ১৫ই সেপ্টেম্বর ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া কয়েকবার আক্রমণ করে। বহু ব্যক্তি আহত হয়। তাহাদের হাসপাতালে লইয়া যাইতে হইয়াছে।

উপবাস ও প্রার্থনা দিবস

গত ১৫ই জুলাই রাত্রিতে আমেদাবাদের নিকটবর্ত্তী আসলালী গ্রামে অনুন্নত সম্প্রদায়ের একটা জনসভা হইয়া গিয়াছে। সেই সভায় এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, গান্ধীজী যখন ২০শে সেপ্টেম্বর হইতে মৃত্যু পণ করিয়া প্রায়োপবেশন [illegible] অনশনের প্রথম এই দিন উপবাস ও [illegible] দিবস বলিয়া প্রতিপালন করা সমীচীন। ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী দেওয়ান বাহাদুর হীরালাল দেশাই ও অন্যান্য বিশিষ্ট নাগরিকও এই মর্ম্মে জনসাধারণের নিকট আবেদন পত্র বাহির করিয়াছেন।

শ্রদ্ধানন্দজীর পুত্রবধূ দণ্ডিত

দিল্লী হইতে প্রকাশ, স্বামী শ্রদ্ধানন্দের পুত্রবধূ শ্রীমতী চন্দ্রাবতী প্রমুখ ৬ জন মহিলা 'গান্ধী দিবসের' শোভাযাত্রায় যোগদানের জন্য ৫ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

দিল্লী পরিত্যাগের আদেশ অমান্যের জন্য মৌলানা সাদিক আমেদ ৯ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

মান্‌কিনে জাপানী সৈন্য

সাংহাই হইতে প্রকাশ, জাপানের যুদ্ধজাহাজ হইতে নানকিনে জাপানী সৈন্য অবতরণ করিয়াছে, জাপান প্রতিনিধিগণ এ সংবাদ অলীক বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। প্রতিনিধিগণ বলিয়াছেন, ইহা গুজব ছাড়া আর কিছুই নহে। জাপানের জাহাজ-ঘাটের কতকগুলি নাবিকের দ্বারা এ গুজোব প্রচারিত হইয়াছে।

কলিকাতা কালীঘাটের মন্দির

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, কালীঘাট মন্দিরের সেবাইতগণ ১৬ই সেপ্টেম্বর (শুক্রবার) সন্ধ্যায় এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া মন্দিরের দ্বার সকল শ্রেণীর হিন্দুর জন্য উন্মুক্ত করিয়াছেন। গান্ধীজীর দীর্ঘজীবন এবং তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্যের সফলতার জন্য আগামী ১৯শে সেপ্টেম্বর সোমবার সকল শ্রেণীর হিন্দুদিগকে কালীঘাট মন্দিরে পূজোপাসনা করিতে আমন্ত্রণ করা হইয়াছে।

গান্ধীজীর নিকট শ্রীযুক্ত সেরা

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, আমেদাবাদের বিখ্যাত কলের মালিক শ্রীযুক্ত অম্বালাল সেরাভাইয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা সরলা দেবী জেলে গান্ধীজীর নিকট এক তার প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে আমেদাবাদে আসিয়া তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিতে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। গান্ধীজীর অবস্থানের জন্য তিনি তাঁহার বাসভবন প্রদান করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। গান্ধীজী গুজরাট বিদ্যাপীঠে অবস্থান করিবেন। কিন্তু সরকার উহা শীলমোহর করিয়া বসিয়াছেন।

দৈনিক — দৈনিক — Reg No. [illegible]

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৲
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়া প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

মাশুলের হার অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ ৹
সংখ্যা ৵৫

ভারতের [illegible] বাঙ্গলা প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৬৭তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৫ই আশ্বিন বুধবার ১৩৩৯, ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৩২

গান্ধীজীর মুক্তি

জার্ম্মাণীর সরঞ্জাম দাবী

গান্ধীজীর অনশন সঙ্কল্প

ল্যাঙ্কাশায়ারের ধর্ম্মঘট

লণ্ডনে মিঃ ডি'ভ্যালেরা

গুলিতে আহত মিঃ গ্রাসবী

গান্ধীজীর উত্তর

মেহেরপুরে মহিলা গ্রেপ্তার

আচারিয়ার প্রতি গান্ধীজী

য়ুরোপীয়ান ক্লাবে প্রবেশের চেষ্টা

সিংঙ্গায় সশস্ত্র ডাকাতি

নানা কথা

গান্ধীজীর মুক্তি

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, "ইভেনিং নিউজ অব ইণ্ডিয়া" নামক সংবাদপত্রের পুণাস্থ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন, গান্ধীজীর মুক্তির ব্যবস্থা সম্পর্কে নাটকীয় অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহার মুক্তির সময়ে বহু লোক সমাগম হয় ইহা সরকারের অভিপ্রেত নহে বলিয়া গত ১৬ই সেপ্টেম্বর গান্ধীজীকে যারবেদা জেল হইতে সবরমতী জেলে স্থানান্তরিত করিবার বন্দোবস্ত হয়; কিন্তু হঠাৎ ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এক জরুরী সাঙ্কেতিক টেলিগ্রাম আসে, উহাতে স্থানান্তরিত করিবার আদেশ নাকচ করিবার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আদেশ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী মহলে ঠিক হইতেছে। এই মর্ম্মে এক জনরব রটিয়াছে যে, গান্ধীজীকে পুণা হইতে স্থানান্তরিত করা নাও হইতে পারে। তাঁহাকে মঙ্গলবারে মুক্তি প্রদান করা হইবে। তিনি পুনার উপকণ্ঠে তাঁহার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্না কোনও খ্যাত-নাম্নী মহিলার অতিথিরূপে অবস্থান করিবেন। কিন্তু উক্ত মহিলা এবিষয়ে কিছু জানেন না।

আচারিয়ার প্রতি গান্ধীজী

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, শ্রীযুক্ত সি, রাজাগোপালাচারিয়ার গান্ধীজীকে অনশন গ্রহণের সঙ্কল্প অন্ততঃ স্থগিত রাখিবার জন্য যে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন, তাহার উত্তরে গান্ধীজী লিখিয়াছেন :—

দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই; পক্ষান্তরে আপনার একজন সহযোগী নিপীড়িতদের স্বার্থরক্ষার্থ সত্যাগ্রহের শেষ উপায় গ্রহণ করিবার পক্ষে ভগবৎ প্রদত্ত এই সুযোগ পাইয়াছেন বলিয়া আনন্দিত হইবেন বলিয়াই আশা করি। অনশন আরম্ভের দিন সম্বন্ধে পুনর্ব্বিবেচনা সম্ভব নয়। যদি অনুমতি পান, দেখা করিতে পারেন।

লণ্ডনে মিঃ ডি' ভ্যালেরা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, ভূমিকর সম্পর্কে মিঃ ডি' ভ্যালেরার শেষ চিঠির উত্তর বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট গত ১৬ই সেপ্টেম্বর রাত্রিতে প্রেরণ করিয়াছেন। জেনেভায় যাইবার পথে মিঃ ডি' ভ্যালেরা সোমবারে আগমন করিবেন। ডাউনিং ষ্ট্রীটের সংবাদে প্রকাশ যে, মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের সহিত তাঁহার সাক্ষাতের কোন বন্দোবস্ত করা হয় নাই।

গান্ধীজীর উত্তর

"আপনার প্রেরিত তারের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ভগবানের নামে আমি যে সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহা পরিবর্ত্তন করিতে আপনি অনুরোধ করিবেন না বা উহা পরিবর্ত্তন করিব এরূপ আশাও করিবেন না। আপনি এবং অন্যান্য যে বন্ধুবর্গ বাহিরে আছেন, তাঁহারা মিটমাট করিতে পারেন। আর ভগবানের কৃপায় উক্ত মিটমাটের পক্ষে পর্য্যাপ্ত সময়ের জন্য এই জীবন ধারণা করিতে সক্ষম হইব।

শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক

দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, | ৭ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৬, ৫ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২১শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩২ বুধবার | ১৬১তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর শনিবার পতিতপাবন জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ মদীয় পরম গুরুদেবের চিন্ময় কলেবর শ্রীধাম-মায়াপুরে সমাহিত করিয়া শুভোৎসব সমাপন ও শ্রীধামবাসিগণের নিকট সর্ব্বক্ষণ নিত্যমঙ্গলদায়িনী শ্রীচৈতন্য-বাণী কীর্ত্তন করিয়া কলিকাতা মহানগরীস্থ বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভাগমন করিয়াছেন। শ্রীধাম হইতে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করিয়াছেন—গৌড়ীয়-মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সখীচরণ ভক্তিবিজয় প্রমুখ ভক্তবৃন্দ।

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর রবিবার শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ পাঠমুখে বলেন,—সেবকের ধর্ম্ম—সেবা করা। যিনি সেবা করেন তিনিই সেবক পদবাচ্য। জীব মাত্রেই স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস হইলেও যিনি সেবা (ভগবৎ-সেবা) করেন না, তাঁহাকে সেবক বলা যায় না, তিনি অভক্ত বলিয়াই অভিহিত হন। ক্রিয়াশীল চেতন জীব সেবা না করিয়া থাকিতে পারে না। হয় সে নিজ প্রভু ভগবানের সেবা করিবে অথবা কৃষ্ণেতর বিষয়ের সেবা করিবার জন্য প্রধাবিত হইবে। যদি আমরা নিত্যমঙ্গলপ্রদ হরিসেবা ত্যাগ করি তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই স্ত্রীর সেবক হইয়া স্ত্রৈণ, ঘোড়ার সেবা করিতে গিয়া সহিস প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যাত হইব এবং কৃষ্ণসেবায় যে পূর্ণানন্দ তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া অনিত্য বস্তুর সেবায় এই অমূল্য জীবন অতিবাহিত করিব। সেবার এই উন্মুখ ও বিমুখ বৃত্তিদ্বয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করাই আলোচ্য বিষয়।

কেহ মানে কেহ না মানে সবে কৃষ্ণদাস।
যে না মানে তার হয় সেই পাপে নাশ॥

আমরা যে একমাত্র ভগবানেরই সেবক আর কাহারও সেবক নহি বা সেবা নহি এই কথা শাস্ত্র ও মহাজনগণ সর্ব্বক্ষণ আমাদের নিকট কীর্ত্তন করিতেছেন। সেবক সেবা করিবেন—ভগবানের, কিন্তু সেবকের সেবা গ্রহণ করা, না করা, সেব্যের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যিনি পূজা করেন তিনি ভক্ত আর যিনি পূজকের বা ভক্তের সেবা গ্রহণ করেন তিনিই ভক্তের একমাত্র সেব্য ভগবান্। ভগবান্‌কে যাঁহারা সেবা করেন সেই সেবকগণও ভগবানেরই ন্যায় পূজ্য। পূজা দুই প্রকার—সেব্য ভগবান্ ও সেবক-ভগবানের পূজা। সেব্য ভগবানের পূজা অনেক সময় সেব্যের নিকট না পৌঁছিতে পারে; কিন্তু সেবক-ভগবানের পূজার দ্বারে যে সেবা ভগবানের পূজা, সেই পূজা অব্যর্থ—তাহা ভগবানের নিকট না পৌঁছে থাকিতে পারে না। কারণ সেখানে সমস্ত ভার ভগবানের নিত্য সেবক গ্রহণ করেন—তাঁহার নিত্য সেব্যের নিকট পৌঁছাইয়া দেন। ভক্তগণ কেবল ভগবানের সেবা করেন না; যাঁহারা ভগবানের নিত্যসেবা করেন, ভগবদ্ভক্ত তাঁহাদেরও সেবা করেন। বৈষ্ণবের সেবা—গুরুসেবকগণের সেবা না করিলে তৃণাদপি সুনীচ হওয়া যায় না। ভক্তগণ ভগবান্ হইতে পৃথক্ পদার্থ নহেন। ভগবদ্ভক্তগণ—কৃষ্ণপরতন্ত্র, আর কৃষ্ণ ভক্তপরতন্ত্র, তাঁহারা পরস্পর আশ্রিত—অঙ্গাঙ্গীভাবযুক্ত অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। তজ্জন্যই ভক্ত পূজা বাদ দিলে ভগবানের পূজা বলিয়া কোন ব্যাপারই হইতে পারে না। উহা সেবার নামে ভোগ বা দাম্ভিকতা। এ'সব বিষয় আমরা জানি না বলিয়া পরমকারুণিক শ্রীচৈতন্যদেব যুগে যুগে তাঁহারই অভিন্ন পার্ষদ-সেবক গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে সেবা শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন—আমাদের নিত্যবৃত্তির উন্মেষ করেন। ভগবান্ একজন, কিন্তু ভগবৎ-পরিকর বা ভাগবত অসংখ্য। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণই সেবাধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আমরা যদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এক মুহূর্ত্ত অন্য কার্য্য বা ইতর কার্য্যে ব্যস্ত থাকি কিংবা অন্যের নিকট সেবা প্রার্থনা করি, তাহা হইলে সেবকের ধর্ম্ম বাধাপ্রাপ্ত হয়। আমরা নিত্যসেবক, যে মুহূর্ত্তে একথা ভুলিয়া যাই, তখনই অপর জগৎ ভোগ্যরূপে আমাদের সম্মুখে দাঁড়ায়। কিন্তু এ'সব বিপদ বা অসুবিধা হইতে রক্ষা করিতে পারেন একমাত্র সেবক-ভগবান শ্রীগুরুদেব ও তদভিন্ন গুরুর নিত্য সেবকগণ।

গুরুপাদপদ্ম উপায় মাত্র, উপেয় নহে এরূপ বিচার ভ্রমাত্মক। শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ হরি, কিন্তু ভগবানের চিদ্বিলাসের আশ্রয়। চিদ্বিলাসের বিষয় ভগবান্, আর চিদ্বিলাসের আশ্রয়ের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠতম তিনি গুরুপাদপদ্ম। জগতে ভগবানের প্রিয়তম আর কেহ নাই—একমাত্র গুরুপাদপদ্ম মুকুন্দপ্রেষ্ঠ ব্যতীত। গুরু এক, গুরু দশটী পাঁচটী নন। নিত্য বদ্ধ আমাদিগকে শত সহস্র অসুবিধা, অপরাধ, অযোগ্যতা, তুচ্ছতার কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ভগবৎ পরিকর বৈশিষ্ট্য—গুরুবৈষ্ণবগণ অবতীর্ণ হন।—মন্ত্রদাতা—দিব্যজ্ঞানদাতা গুরুদেব অনেক হইতে পারেন না। দীক্ষাগুরু একজন শিক্ষাগুরু অনেক হইতে পারেন। তাঁহারা আমাদের লঘুতা অপসারিত করিয়া অদ্বয়-জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবার জন্য নানাভাবে প্রেরণা ও উদ্দীপনা প্রদান করেন। কিন্তু অধোক্ষজ কৃষ্ণের দাতা—অদ্বয়-জ্ঞানের দাতা এক। শিক্ষা বা যাহা আমরা যাঁহাদের নিকট হইতে পাই তাঁহারা শিক্ষাগুরু। ইঁহারাও দীক্ষাগুরুর ন্যায়ই পূজ্য। শ্রীগুরুদেব ও তৎপার্ষদগণ এই জগতে অবতরণ করেন। কৃষ্ণপ্রদাতা গুরুপাদপদ্ম গোলোক বৃন্দাবনে নিত্য অবস্থিত। সপার্ষদে তিনি কালের পূর্ব্বে আছেন এবং পরেও চিরদিন থাকিবেন। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীব যদি গুরু-বৈষ্ণবের সেবা দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত করেন তাহা হইলে তাঁহার মঙ্গল যে অবশ্যম্ভাবী ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। বুদ্ধিমান জীবগণ সাধুগুরুবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক হরিভজনের প্রধান অন্তরায় সাম্প্রদায়িকতা (বিপ্রলিপ্সা) পরিত্যাগে যত্নবান্ ও সেবাধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কৃষ্ণদাস জ্ঞানের অর্থাৎ সেবকের ধর্ম্ম যে সেবা এই বাস্তবসত্যবাণীর সার্থকতা সম্পাদন পূর্ব্বক জীবন সফল করিবেন।

তাহারে সে বলি ধর্ম্ম কর্ম্ম সদাচার। ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৭ পদ্মনাভ ভৃত অনিরুদ্ধ ৪৪৬

শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর

(১)

পূর্ব্বাভাস

অস্মদীয় পরমগুরুদেব পরমহংস অবধূতকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীগৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের নাম আজ কি ব্রজমণ্ডলে কি ক্ষেত্রমণ্ডলে, কি নবদ্বীপমণ্ডলে—সর্বত্রই শুদ্ধবৈষ্ণবসমাজে সুবিদিত। ইনি বিবর্জ্জনব্দী শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর ন্যায় শিষ্য্যাদি সংগ্রহে একান্ত উদাসীন ছিলেন। শুধু উদাসীন নহেন, লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর ন্যায় তাঁহারও প্রতিজ্ঞা ছিল যে, তিনি কাহাকেও শিষ্যত্বে অঙ্গীকার করিবেন না। শ্রীশ্রীমদ্ নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের অকপট বিশ্রম্ভসেবার নিকট যে প্রকার লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়াছিল, ঠিক সেই প্রকার শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজেরও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়াছে এক অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের ঐকান্তিকী নিষ্কপট-সেবাপ্রাণতার নিকট। এই মহাপুরুষই বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ এবং গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ। সুধীগণ অবগত আছেন যে, লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর অনুকম্পিত শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের কীর্ত্তনে যে প্রকার এক সময় গৌড়মণ্ডল কৃষ্ণপ্রেম-মহাবন্যায় প্লাবিত হইয়াছিল সেই প্রকার শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাসবাবাজী মহারাজের একমাত্র শিষ্য অস্মদীয় গুরুদেব শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজও বৈষ্ণবজগতে প্রবিষ্ট যাবতীয় কালিমা বিদূরিত করিয়া জগৎসমক্ষে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর প্রচারিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের সমুজ্জ্বলরশ্মি বিশ্বের সর্বত্র বিকীরণ করিতেছেন।

পরা প্রতিষ্ঠার স্বভাব

জগতে প্রতিষ্ঠাকামিগণ প্রতিষ্ঠার আশায় নানাবিধ কার্য্যাদি করিয়াও অধিকাংশ সময় মনে হয় যে প্রতিষ্ঠালাভে বঞ্চিত হন। তাঁহাদের ভাগ্যে কখনও প্রকৃত প্রতিষ্ঠা উদিত হয় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৪র্থ পরিচ্ছেদে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর চরিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীল পুরীপাদ, 'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ তাঁহার নিমিত্ত ক্ষীর চুরি করিয়াছেন' এই সংবাদ রাষ্ট্র হইলে জগতের যাবতীয় লোক তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা দিবেন, এই ভয়ে নির্জ্জন রজনীতেই রেমুণা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী না হইলেও গোপীনাথের ইচ্ছায় প্রতিষ্ঠা তাঁহার সেবা না করিয়া থাকিতে পারে নাই। তাই শ্রীল কবিরাজগোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

'প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে তাঁর হয় বিধাতা নির্ম্মিত॥
প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী রহে পলাইয়া।
কৃষ্ণপ্রেমে প্রতিষ্ঠা চলে সঙ্গে গড়াইয়া॥'

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের ন্যায় শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজও সর্ব্বদা আত্মগোপন করিয়া ভজনে নিযুক্ত থাকিতেন। কিন্তু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় ও অস্মদীয় গুরুদেবের প্রচারে তাঁহার মঙ্গলময় নাম ও সেবাদর্শ আজ বিশ্বের সর্ব্বত্র সুবিদিত। তাঁহার প্রকটকালেও তিনি মহাভাগবত বলিয়া পরিচিত ছিলেন, কিন্তু তথাপি মাদৃশ দুর্ভাগাগণ তাঁহার সেবা লাভে বঞ্চিত ছিল।

কপটগণের প্রাপ্য

প্রতিষ্ঠালাভাশায় যেসকল ব্যক্তি সেবার ছলনায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত, অন্তর্য্যামী বাবাজী মহারাজ সুচতুরতার সহিত তাহাদিগের যথোপযুক্ত প্রাপ্য বঞ্চনাদ্বারাই তাহাদিগকে কৃপা করিতেন। একদা জনৈক ভাগবতব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠাশায় তাঁহার নিকট ভাগবত অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলেন। পাঠক মহাশয় পাঠ সমাপ্ত করিয়া চলিয়া গেলে বাবাজী মহারাজ পাঠকের বসিবার স্থানটী গোময়দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করাইলেন। কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রত্যুত্তরে বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—"উঁহারা ত' আর ভাগবত পড়ে না, উঁহারা 'টাকা' 'টাকা' পড়ে। ঐ পাঠে কাহারও মঙ্গল ত' হইবেই না, পক্ষান্তরে ঐ পাঠকের সহিত শ্রোতাও নিরয়গামী হইবে। প্রতিষ্ঠা ও অর্থাশা উঁহাদের মস্তিষ্কে এরূপ ভাবে প্রবেশ করিয়াছে যে হিতবাণী বলিলেও উঁহারা তাহা প্রতিপালন না করিয়া আমারই ভজনে বিঘ্ন উৎপাদন করিবে। তাহাতে উঁহাদের আরও অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। তাই উঁহাদিগকে প্রতিষ্ঠার দ্বারা বিদায় করাই প্রকৃতপক্ষে উঁহাদের প্রতি কৃপা। ইহার অধিক কৃপা পাইবার যোগ্যতা বর্ত্তমানে উঁহাদের নাই।

আবির্ভাব রহস্য

নিত্যমুক্ত মহাভাগবতগণের প্রপঞ্চে প্রকট লীলার উদ্দেশ্য প্রকটকালেই অনেক সময় স্থান-কাল-পাত্র অস্ফুটস্বরে ব্যক্ত করিয়া থাকেন। যাঁহাদের তাহা লক্ষ্য করিবার সৌভাগ্য হয়, তাঁহারা নিজের ও জগদ্বাসিগণের ভাগ্যের প্রশংসা করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। আমাদের বাবাজী মহারাজ আবির্ভূত হইয়াছিলেন ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত টেপাখোলার নিকটবর্ত্তী 'বাগ্‌জান' নামক জনপদে, খৃষ্ট ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। 'বাগ্‌জান' শব্দের অর্থ 'বাক্যের জীবন'। বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তিতে কৃষ্ণকীর্ত্তনই 'বাক্যের জীবন'। যেস্থানে কৃষ্ণকীর্ত্তন নাই, সেস্থানে বাক্যের জীবন নাই—আছে মাত্র জড় বাক্যসমষ্টি। 'কৃষ্ণকীর্ত্তনই বস্তুতঃপক্ষে বাক্যের জীবন'—এইটী স্বয়ং সর্ব্বদা কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়া জগদ্বাসীকে প্রদর্শন করিবেন, এই ইঙ্গিত প্রদর্শনকল্পে পরমহংস শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ 'বাগ্‌জান' নামক স্থানে প্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়াছেন। 'বাক্' শব্দের অর্থ পরা বাণী—পরা সরস্বতী। ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীই পরা সরস্বতী। বাবাজী মহারাজের জীবন ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী; তিনি জগতের উপকারার্থ তাঁহার জীবনের জীবন ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীকে মূর্ত্তবিগ্রহরূপে প্রদান করিবেন, এই ইঙ্গিতও তাঁহার আবির্ভাবস্থলী স্পষ্টরূপে জ্ঞাপন করিতেছেন। কেহ কেহ 'জ' স্থানে 'য' স্থাপন করিয়া 'বাগ্‌জান' স্থানে 'বাগ্‌যান' লিখিয়া থাকেন। যদি এই বর্ণবিন্যাস ধরা হয় তাহা হইলেও দেখা যায়, যেমন যান দর্শনমাত্রেই আরোহীর পরিচয় পাওয়া যায়, সেই প্রকার বাবাজী মহারাজ তাঁহার একমাত্র বাক্ অর্থাৎ 'ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী'-রূপ যানেই প্রকাশিত হইবেন, ইহাই জ্ঞাপন করিয়া শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ বাগ্‌জানে প্রকটিত হন।

মধ্যাহ্নের সূর্য্য যে-প্রকার প্রখরতম তেজে যাবতীয় অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত করে, সেই প্রকার বাবাজী মহারাজের ভক্তিসিদ্ধান্তসূর্য্যের প্রখরালোকে আউল, বাউল, সহজিয়া প্রভৃতি ত্রয়োদশ প্রকার অপসম্প্রদায়ের অপসিদ্ধান্তধ্বান্ত সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইবে, ফলে শুদ্ধভক্তিবাণীর সুস্নিগ্ধ চন্দ্রিমা জগতে প্রকাশিত হইয়া জগদ্বাসীকে শান্তি-সুধা-সাগরে নিমজ্জিত করিবেন, এইটী প্রদর্শনকল্পেই বাবাজী মহারাজের (বঙ্গ) ত্রয়োদশ-শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভাব-লীলা।

গৌরসুন্দরের প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণে পরাঙ্মুখতানিবন্ধন যখন কামুকগণ পূর্ব্বোক্ত ত্রয়োদশ প্রকার অপ-সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া ব্রাহ্মণেতর জাতিতে উৎপন্ন ব্যক্তিগণকে নিজেদের স্বার্থে নিযুক্ত করিয়া হরিভজন হইতে বিচ্যুত করিয়াছিল, সেই সময় 'প্রত্যেকেরই, এমন কি অবর কুলে উৎপন্ন ব্যক্তিও যে হরিভজনে অধিকারী, হরিভজনকারী যে-কোনও কুলে উৎপন্ন হইলেও যে তিনি সকলের পূজ্য এবং গুরুর আসন গ্রহণে প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তি' এইটী প্রদর্শন করেই বাবাজী মহারাজ জাগতিক বিচারে ব্রাহ্মণেতর কুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বাবাজী মহারাজের আবির্ভাবে উক্ত কুল ত' পবিত্র হইয়াছেই, অধিকন্তু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের—

"নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে, সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি কুলাদি-বিচার॥
* * *
কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়॥"

এই পরমোদার শিক্ষার আদর্শ জলন্তরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

অপূর্ব্ব সুযোগ! আশাতীত সুবিধা!!
আয়োজন!!!

চৌরাশি ক্রোশ

ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরসুন্দর যে শরৎঋতু অবসান সময়ে শ্রীব্রজমণ্ডলের সকল স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া লুপ্ততীর্থসমূহের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, ঠিক সেই শাস্ত্রানুমোদিত সময়ে বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্যপ্রবর পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আনুগত্যে আগামী ২৫শে আশ্বিন ১১ই অক্টোবর শ্রীহরিবাসর দিবস হইতে চৌরাশি ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা আরম্ভ হইবে। বহু কীর্ত্তন-সম্প্রদায় খোল-করতাল সহ এই পরিক্রমার সঙ্গে থাকিবেন এবং যাত্রিগণ যাহাতে অধিকাংশ সময়ে কীর্ত্তন, পাঠ ও বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন তদ্রূপ ব্যবস্থা করা হইবে।

অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থলী-দর্শন-সৌভাগ্য সকলের ভাগ্যে হয় না। বিশেষতঃ শুদ্ধভক্ত-সঙ্গে স্থান দর্শন না করিলে সেই সকল স্থানের মাহাত্ম্য সম্যক্ উপলব্ধি হয় না। অতএব শ্রীধাম-পরিক্রমার এই সুযোগ কাহারও পরিত্যাগ করা উচিত নহে। ভ্রমণকালে, যাত্রিগণের থাকিবার স্থান ও প্রসাদাদির সকল ব্যবস্থা শ্রীগৌড়ীয় মঠের শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ করিবেন।

সবার জীবন কৃষ্ণ জনক সবার। হেন কৃষ্ণ যে না ভজে সর্ব্ব ব্যর্থ তার॥

এই চৌরাশিক্রোশ শ্রীধাম-ব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় প্রায় মাসাধিক কাল সময় লাগিবে। পরিক্রমার্থী যাত্রিগণের জনপ্রতি আনুমানিক কলিকাতা হইতে যাতায়াতের ব্যয় সহ অসমর্থ পক্ষে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা এবং সমর্থ পক্ষে ১০০৲ একশত টাকা ব্যয় লাগিবে। এই পরিমাণ অর্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীপরিক্রমার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট জমা দিলে মঠ হইতে সকল ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইবে।

যাঁহারা নিজ নিজ কার্য্যানুরোধে এই শ্রীবৃন্দাবন ধাম পরিক্রমায় যোগদান করিতে পারিবেন না; তাঁহারা সাধু বৈষ্ণবদিগকে এই লীলা-স্থান ভ্রমণের জন্য সাধ্যানুসারে একজন, দুইজন বা ততোধিক বৈষ্ণবের ভ্রমণকার্য্যের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া অর্থসাহায্য করিলে তাঁহারা ধাম ভ্রমণ ও দর্শন সুকৃতির অংশ গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিবেন।

বিস্তারিত জানিতে হইলে নিম্নঠিকানায় ৴০ আনার ষ্ট্যাম্প সহ অথবা রিপ্লাই কার্ডে আবেদন করুন—

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, গ্রন্থ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৷৷০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা
প্রেরণ ব্যয় ৷৷০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী; বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত ভিক্ষা সাধারণের পক্ষে ২১৷৵০; গৌড়ীয়ের গ্রাহকের পক্ষে ১৫৷৷৵০।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা ১২৲; গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৮৲ টাকা।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘনে অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৷৷০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীপার্থসারথি, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৷৷০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবায় নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৷০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষয়প্রতিবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা, ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৷০ টাকা মাত্র।

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত 'নবদ্বীপের মহিমা' বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সংকলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রত্নবিজ্ঞানবিৎ রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (টিং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৹, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামহট্ট; শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য। বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৴৹, বাঁধাই ॥৹ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৴৹ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তথ্যবিষয়-সহ বঙ্কচ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৹ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপারিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবাবিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।৹ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৴৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৮৹ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমষ্টি অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—গুরুপ্রাপ্তি—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। দাম মাত্র ভিক্ষা ॥৹ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸৹।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৹ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ।৴৹ আনা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্য ভাগবত ৫৲
। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
গীতায় কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
...তত্ত্বসার সানুবাদ
...ানুজীয়) ॥০
...দর্প ২৲
...হরিনামচিন্তামণি
...র্থ সংস্করণ) ৸০
...গৌর-কণ্ঠহার ২৲
...বিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
। (বাঁধা) ৸০
...-দিগ্‌দর্শন ৵০
...নপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
...বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
(আবাঁধা) ।৵০
...পধান-গ্রন্থমালা ৸০
...রত্নাকর
...দ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
...মালা ⁄১০
...পধাম মাহাত্ম্য ৶০
ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
...ীপ পঞ্জিকা
...৪৪৬ গৌরাব্দ) ৵০
...বদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
...গৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
...গতি ⁄০
...বলী ৶০
নবদ্বীপ ১॥০
...কণ ⁄০
...ভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
...শতক ⁄০

৩৫। অর্থপঞ্চক ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।⁄০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬ তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী
৪৭ শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩ সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪ সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫ তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬ সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭ গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮ সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্‌ ওয়ার্ল্ড্‌স্ ।৵০
৬২। লাইফ্‌ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্‌ অব্‌ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্‌ গৌড়ীয়মঠ ইজ্‌ ডুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্‌ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ কল্পতরু ⁄০
৭২। গীতাবলী ৲
৭৩। শরণাগতি ⁄

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু ⁄

...শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ⁄০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গল পাচন

... অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও বাঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের সমাপ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৫০ আনা, পাঁইট ৸৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টা ডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের অভিনব আবিষ্কার

ফাউণ্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

...মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

গান্ধীজীর অনশন সঙ্কল্প

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুত রাজাগোপালচারি দেশবাসীর নিকট অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, ১৯শে সেপ্টেম্বর গান্ধীজীর দীর্ঘজীবন কামনা করার জন্য ও যাহাতে তাঁহাকে প্রায়োপবেশন না করিতে হয়, সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করার নিমিত্ত, ভারতের সর্ব্বত্র সভা-সমিতি করা হউক। আমরাও মনে করি যে, এইরূপ জনসভার অনুষ্ঠান করা সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। তজ্জন্য গত ১৯শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের সন্নিকটে এক জনসভা হইয়াছিল। কলিকাতাবাসী দলে দলে উপস্থিত হইয়া এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল 'কলিকাতা অধিবাসীবৃন্দের এই সভা ভারতের অন্যান্য স্থানের অধিবাসীবৃন্দের সহিত গান্ধীজীর সুদৃঢ় সঙ্কল্পের কথা অবগত হইয়া গভীর দুঃখ ও উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে এবং আশা করিতেছে যে, এখনও গবর্ণমেণ্টের নীতি পরিবর্ত্তনের দ্বারা এই মহা অনর্থ নিবারিত হইতে পারে।'

"এই সভা আশা করে যে, গান্ধীজী যদি উপবাস আরম্ভ করেন, তাহা হইলে দেশময় এমন প্রবল জনমত গঠিত হইবে, যাহার ফলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট, উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু হইতে অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দুকে বিচ্ছিন্ন করিবার নীতি পরিহার করিতে বাধ্য হইবেন এবং এই উপায়ে গান্ধীজী অনশন-ব্রতের আশু অবসান ঘটিবে।"

"এই সভা ভগবানের নিকট আকুল প্রার্থনা জানাইতেছে যে, আসন্ন ভীষণ দুর্দ্দৈব হইতে তিনি দেশকে রক্ষা করুন।"

সিংড়ায় সশস্ত্র ডাকাতি

বরিশাল হইতে প্রকাশ, সিংড়া সশস্ত্র ডাকাতি সম্পর্কে রামেশ্বর সেন ওরফে নোনা, অতুল গুপ্ত, সুরেন্দ্র সেন, এবং গোপাল কাঞ্জিলালকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, জেলে আসামীদের সনাক্ত করণ প্যারেড হইবে।

ল্যাঙ্কাশায়ারের ধর্ম্মঘট

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, কমিটির চেষ্টা নিতান্ত পণ্ড হয় নাই। উহার সুফলই ফলিয়াছে। ম্যাঞ্চেষ্টারের সভায় উভয় পক্ষ হইতে কতকগুলি সর্ত্তে সন্ধি হইয়াছে। গত ১৬ই সেপ্টেম্বর যে সকল সর্ত্ত সাব্যস্ত হইয়াছিল তাহাই উভয়ে একরূপ মানিয়া লইয়াছে। এখন একটী যুগ্ম কমিটী গঠিত হইবে সাব্যস্ত হইয়াছে। এই কমিটীতে নূতন বস্ত্রের মূল্য নিরূপিত হইবে এবং যখন নূতন বস্ত্রের মূল্য এবং শ্রমিকদিগের মজুরী সম্বন্ধে কথা উঠিবে তখন তাহা সমাধান করিবে। এই যুক্তি যাহাতে বজায় থাকে তৎসম্পর্কেও একটা লেখাপড়া হইয়াছে।

গান্ধীজী অবস্থায় মিঃ রাজাগোপাল আচারিয়ার

পুণা হইতে প্রকাশ, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি মিঃ সি, রাজাগোপাল আচারিয়া অনুন্নত সম্প্রদায়ের সদস্যবর্গের নিকট নিম্নলিখিতরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন:—

১। আপনারা যে সমস্ত অসুবিধা ভোগ করিতেছেন তৎসমুদয় সাধারণের গোচরের জন্য গান্ধীজী এ পর্য্যন্ত অপরাপর ব্যক্তিগণ অপেক্ষা যে অধিক কার্য্য করিয়াছেন তাহা কি আপনারা বিশ্বাস করেন?

২। অপরাপর ব্যক্তিগণ অপেক্ষা গান্ধীজীই যে অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য অধিক চেষ্টা করিয়াছেন ও গান্ধীজীই যে চিরদিনই আপনাদের সম্প্রদায়ের বন্ধু ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাহা কি আপনারা বিশ্বাস করেন?

৩। আপনাদের সম্প্রদায়ের জন্য যে এখনও অনেক কিছু করিতে বাকী এবং এই সমস্ত কার্য্যের জন্য গান্ধীজীর সাহায্য অপরাপর ব্যক্তিগণের সাহায্য অপেক্ষা যে অধিক প্রয়োজন তাহা কি আপনারা বিশ্বাস করেন?

৪। গান্ধীজী যে নির্ব্বাচন প্রথায় বাধা প্রদান করিতেছেন ও অপরাপর ব্যক্তিগণ যাহা সমর্থন করিতেছেন তাহা অপেক্ষা কি গান্ধীজীর জীবন ও তাঁহার কার্য্যাবলী আপনাদের সম্প্রদায়ের জন্য অধিক প্রয়োজনীয় নহে?

৫। যদি তাহা হয় তবে আপনাদের সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্য অপরাপর ব্যক্তিদিগের ইচ্ছা অপেক্ষা গান্ধীজীর ইচ্ছানুরূপ নির্ব্বাচন প্রথা কি আপনারা গ্রহণ করিতে পারেন না এবং এইরূপে কি আপনারা তাঁহার জীবন রক্ষা করিতে পারেন না?

উপসংহারে মিঃ রাজাগোপাল আচারিয়ার বলেন যে সুপরিচিত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বন্ধু বহু বিষয়ে শ্রেয়ঃ। আপনাদের মঙ্গলের জন্য জীবন দান অপেক্ষা অধিক আর কি আন্তরিকতার পরিচয় হইতে পারে?

মেহেরপুরে মহিলা গ্রেপ্তার

মেহেরপুর হইতে প্রকাশ, বিগত ১৪ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় মেহেরপুরে (নদীয়া) ইণ্ডিয়া লীগের সদস্যদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য যে সভা হইয়াছিল তাহাতে যোগদান করায় নদীয়া জেলা কংগ্রেস কমিটির ত্রয়োদশ অধিনায়িকা বলিয়া কথিতা শ্রীযুক্তা নির্ম্মলনলিনী ঘোষ পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাঁহাকে ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখ কৃষ্ণনগরে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। তথায় তাঁহাকে জেল হাজতে রাখিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

মঞ্চুকোর সহিত চীনের সম্পর্ক

মঞ্চুকো রাজ্যের বৈদেশিক সচিব ঘোষণা করিয়াছেন—বাণিজ্য আমদানী শুল্ক, নৌ-বাণিজ্য প্রভৃতি সম্পর্কে চীনের সহিত মঞ্চুকোর কোন সম্পর্ক নাই। বাণিজ্য তো বটেই, কোনরূপ ব্যবসা, আদান প্রদানেও কোন সম্পর্ক দেখা যায় না। কিন্তু এখন হইতে তাহার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিবে। আগামী ২৯শে সেপ্টেম্বর হইতে মঞ্চুকো রাজ্য হইতে চীনে যে সকল সামগ্রী ব্যবসা স্বরূপ প্রেরিত হইবে, তাহার উপর বর্ত্তমান হারে রপ্তানী শুল্ক আদায় করা হইবে। অপর পক্ষে চীন হইতে যে সকল দ্রব্য মঞ্চুকো রাজ্যে প্রেরিত হইবে, তাহার উপর ন্যায্য হারে আমদানী শুল্ক আদায় করা হইবে। ন্যায্য শুল্ক আদায়ের জন্য মঞ্চুকো রাজ্যের নানাস্থানে শুল্ক আদায়ের ঘাঁটী প্রতিষ্ঠিত হইবে।

রংপুরে রিভলভার চুরির মামলা

রংপুর হইতে প্রকাশ, উকীল শ্রীযুত বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের বন্দুক চুরি সম্পর্কে যে ১১ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণের অভাবে সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট গত ১৬ই সেপ্টেম্বর তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

জমিদার ও অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় চৌধুরীর রিভলভার চুরি সম্পর্কে যাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রমাণের অভাবে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদের সকলকেই ছাড়িয়া দিয়াছেন।

জমিদার শ্রীযুত কৃষ্ণপ্রসন্ন লাহিড়ীর ৯টি দো নলা বন্দুক চুরির সম্পর্কে যে ৪৪ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল তন্মধ্যে ১০ জনকে পূর্ব্বেই জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। অবশিষ্ট ২৬ জনের মধ্যে ১০ জনকে কয়েকদিন পূর্ব্বে জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে ও ১৬ জনকে এখনও হাজতে রাখা হইয়াছে। শেষ আদেশের জন্য গত ১৭ই সেপ্টেম্বর তাহাদের মামলার শুনানী হইবে।

জার্ম্মাণীর সরঞ্জাম দাবী

জেনিভা হইতে প্রকাশ, হার ভন নিউরাথ অস্ত্রসঙ্কোচ কমিশনের প্রেসিডেণ্টের নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা আমূল প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রে লিখিত হইয়াছে, জার্ম্মাণীর যুদ্ধ সরঞ্জামের সমান অধিকার দাবী যতদিন পূরণ না হইবে, ততদিন জার্ম্মাণী সঙ্কোচ সম্মেলনে যোগদান করিবেন না। জার্ম্মাণ সরকার অবশ্য সম্মেলনের কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিবেন এবং সম্মেলনের যেরূপ ব্যবস্থা হয়, তদনুসারে নিজের ব্যবস্থা ঠিক করিবেন।

য়ুরোপীয়ান ক্লাবে প্রবেশের চেষ্টা

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, ৪ জন কংগ্রেসকর্ম্মী জাতীয় পতাকাসহ জাতীয় ধ্বনি করিতে করিতে গত ১৬ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যাকালে ষ্ট্যানলি রোড অবস্থিত এলাহাবাদ য়ুরোপীয়ান ক্লাবে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করেন। পুলিস তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

১২৫৲ টাকা তছরূপ

পাটনা হইতে প্রকাশ, দিনাপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট আফিসের রক্ষিত অর্থ হইতে ১ শত ১৫ টাকা তছরূপ করার জন্য ঐ আফিসের হেডক্লার্ক মিয়াজুদ্দিন আমেদ দিনাপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কেম্প আই, সি, এস কর্ত্তৃক ১৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও চারিশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। আসামী সম্ভ্রান্ত বংশীয় ও তাহার বয়স ১৮ বৎসর।

গুলীতে আহত মিঃ গ্র্যাসবী

ঢাকা হইতে প্রকাশ, মিঃ গ্র্যাসবি গত ২২শে আগষ্ট আততায়ী কর্ত্তৃক রিভলভারের গুলীতে হাতে আঘাত পাইয়াছিলেন। তিনি স্বাস্থ্য লাভার্থ গত ১৪ই সেপ্টেম্বর দার্জ্জিলিং যাত্রা করিয়াছেন।

লোহার কড়ি বরগা
করগেট টীন, জানালার গরাদে
দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম
বেড়ার কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি
কান্তিচন্দ্র মুখার্জ্জি এণ্ড সন্স
২৭ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, ফোন ৪৪৮
স্থাপিত ... কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, | ৮ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৬, ৬ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২২শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩২ বৃহস্পতিবার | ১৬৮-তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর রবিবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরে জনৈক ব্যক্তির সহিত 'জীবতত্ত্ব' আলোচনা মুখে শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর প্রভু বলেন, —'জীব নিত্য কৃষ্ণদাস'। ইহাই জীবের স্বরূপ। জীব পুরুষ বা স্ত্রী নহে। জীবের স্থূল শরীরই স্ত্রী-পুরুষ ও নপুংসক লক্ষণে লক্ষিত হয়; বস্তুতঃ জীব আত্মগত বস্তু। এই জীব দুই প্রকার—নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্ত। জীব চিৎ ও জড়ের সন্ধিস্থলে তটস্থাশক্তি কর্তৃক প্রকটিত।

মহামৎস্য যেমন একটী নদীতে থাকিয়া কখন পূর্ব্ব ও কখন পর এই দুই তটে সঞ্চরণ করে, সেইরূপ জীবপুরুষ জড় ও চিদ্বিশ্বের মধ্যে কারণবারিতে সঞ্চরণ করিবার উপযোগী হইয়া সেই স্থান হইতে চিজ্জগৎ ও মায়িক জগৎ উভয় স্থান দেখিতে লাগিলেন। একটু ভগবজ্জ্ঞানাকৃষ্ট হইয়া যাঁহারা সেই জ্ঞান-সংসর্গ-প্রসঙ্গে চিদাকাঙ্ক্ষী হইলেন এবং নিত্য-ভগবদুন্মুখতা প্রযুক্ত চিচ্ছক্তিবিলাসগত-হ্লাদিনীবল প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণপার্ষদরূপে চিজ্জগতে নীত হইলেন তাঁহারাই নিত্যমুক্ত এবং নিত্য সেবাসুখ ভোগের অধিকারী।

চিজ্জগৎ ও জড়-জগৎ দেখিতে দেখিতে জড়েচ্ছার উদয় হইলেই জীব চিৎসূর্য্য-স্বরূপ কৃষ্ণ হইতে বহির্ম্মুখ হয় এবং নিকটস্থিত মায়াদ্বারা ভোগায়তন গ্রহণ করিতে আহূত হইয়া অনিত্য জগতে আকৃষ্ট হয়। কৃষ্ণবিস্মৃতি বশতঃ এই জীবগণই নিত্যবদ্ধ এবং নরকাদি দুঃখভোগের দায়ভাগী; স্বীয় স্বতন্ত্র অপচয়-অপরাধেই তাহাদের এই দুর্দ্দশা।

———

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠকালে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ বলেন,—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। তাঁহার স্বরূপবিগ্রহ নিত্য হইলেও পাছে আমরা আধ্যক্ষিক-জ্ঞানে নাম-নামীতে, দেহ দেহীতে ভেদ-জ্ঞান করি তজ্জন্য শাস্ত্র আমাদের মঙ্গলের জন্য ভগবদ্দেহ নিত্য, চিন্ময় ও 'অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু' শ্লোকের অবতারণা করিয়া আমাদিগকে সাবধান করিয়াছেন।

———

বদ্ধজীবের অন্তরে তাহার সূক্ষ্মশরীর এবং স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীরের অন্তরে মুক্ত-জীবাত্মার নিত্যসেবা ও আকর-স্বরূপে শ্রীনিত্যানন্দ এবং শ্রীনিত্যানন্দের দশবিধ-ভাবে সেবিত বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দ-মোহিনী ও তাঁহার সেবা শ্রীগোবিন্দ শুদ্ধভক্তির পঞ্চবিধ বিভিন্ন স্তরে দৃষ্ট হন। অতএব মায়াবশ জীবের ন্যায় মায়াধীশ ভগবানের দেহ-দেহী দর্শনে আংশিক অপূর্ণতাদর্শন—নিতান্ত নিষিদ্ধ।

—

স্বর্গবাসী দেব, গন্ধর্ব্ব ও আব্রহ্মস্তম্ব সকল জীব, সমস্ত বিষ্ণ্বতারের, এমনকি বলদেবাদিরও পূজা, পরতত্ত্ব সেব্যবিগ্রহ শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দর। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই ভজনীয় বস্তু। সেই ভগবান্ বিষয় ও আশ্রয়, দ্বিবিধরূপেই তদাশ্রিত জনের ভজনীয় বস্তু। বিষয় বিগ্রহ—'শ্রীশ' অর্থাৎ রাধানাথ কৃষ্ণ ও আশ্রয়বিগ্রহ 'শ্রী' অর্থাৎ শ্রীমতী রাধারাণী। উভয়েই তদাশ্রিত ভক্তগণের সেব্য বিষয়। ভজনীয় বস্তুর উদ্দেশ্যে ভক্তের অনুশীলন মাত্রই ভক্তিশব্দে কথিত। এই বিষয় ও আশ্রয়ের সেবা করেন যাঁহারা তাঁহারাই ভক্তনামে প্রসিদ্ধ। তাঁহারা অনেক। বিশেষতঃ শক্তিমানের শক্তির আশ্রিত যাবতীয় ভক্তই নানাপ্রকারে ভজনীয় বস্তুর প্রীতি সম্পাদন করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের সেবায় জীবের চেতনময়ী বৃত্তি সর্ব্বোৎকৃষ্টভাবে নিযুক্ত থাকিলে আর কোনও অসুবিধা থাকে না। ভগবদিতর বিষয়ে লোভ উপস্থিত হইলে চঞ্চল মনের নানারূপ বিশৃঙ্খলা আসিয়া জীবের বহু দুর্দ্দশা বর্দ্ধন করে। এজন্য ভগবদাকর্ষণে আকৃষ্ট হইবার বাসনায় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বশক্তিস্বরূপ বৈষ্ণব-গুরুদেবের আদেশ কায়মনোবাক্যে পালন করিতে করিতে ভজনপথে অগ্রসর হইয়া থাকেন।

———

গত ২৩শে ভাদ্র ৮ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার তারিখে নিউদিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী মহোৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে সেবকগণ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর মঙ্গলারাত্রিক সমাপন করিয়া গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন।

—

দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অর্চ্চন, ভোগরাগ, ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গসমূহ যথাবিধি সম্পন্ন হইয়াছিল। তদনন্তর ভক্তগণ গুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি-সহকারে মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

—

অপরাহ্ণে বিবিধ বর্ণের সুগন্ধি পুষ্পমাল্যের দ্বারা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর শ্রীবিগ্রহ বিভূষিত করা হয়। তৎপরে সন্ধ্যারাত্রিকের কালে স্থানীয় বহু শিক্ষিত সজ্জনবৃন্দ উৎসবে যোগদান করিয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অপরূপ মাধুরী ও আরাত্রিকাদি অতৃপ্তনয়নে দর্শন করেন।

———

আরতি সমাপনান্তে সুকণ্ঠ গায়ক শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী "ভজহু রে মন শ্রীনন্দনন্দন" গানটী কীর্ত্তন করিয়া সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্ত আকৃষ্ট করেন। কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিবিবেক প্রভু টেলিগ্রাফ আফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, গভর্ণমেণ্ট প্রেসের সুদক্ষ কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু রাধাগোবিন্দ মিত্র, এ, জি, সি, আর আফিসের এসিস্ট্যাণ্ট শ্রীযুত বাবু হরিদাস দে প্রমুখ সজ্জনবৃন্দের নিকট বহুক্ষণ যাবৎ রাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে কীর্ত্তন করেন। সকলেই আন্তরিক মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। পরে সমাগত ব্যক্তিগণকে বিচিত্রতাপূর্ণ প্রসাদ দেওয়া হয়।

তাহারে সে বলি ধর্ম্ম কর্ম্ম সদাচার। ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ পদ্মনাভ আদি কারণোদশায়ী ৪৪৬

শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর

(২)

'দীক্ষালাভে কর্ম্মাবস্থান' শিক্ষা

বিকৃত-প্রতিফলিত-রাজ্য প্রপঞ্চের 'আব্‌হাওয়া' বিষ্ণুবিরোধময়। তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলে দেখা যায়—এই স্থানের কর্ম্মকুশলতা ও দক্ষতামূলেও বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ, এই স্থানের নীতি, শিক্ষা, দীক্ষা, আচার, ব্যবহার, লৌকিকতা, বৈদিকতা—সকলের মূলেই বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সহিত অসহযোগিতা, এমন কি এই স্থানের ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের ধারণাও বিষ্ণু-বৈষ্ণববিরোধের এক একটী সোপান। যে-পর্য্যন্ত মানবগণ অমৃতনিস্যন্দিনী ভগবন্নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য-লীলা-কথার সন্ধান প্রাপ্ত না হয়, তাবৎকাল এই প্রকার বিষ্ণু-বৈষ্ণববিরোধময় কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। একবার শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপাদি অমৃত-প্রবাহিনী বার্ত্তার সন্ধান পাইলে সুকৃতিশালী মানব তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া কর্ম্ম-বন্ধন ছেদন করেন এবং সর্ব্বদা সেবানন্দে মগ্ন থাকেন। তখন বিষ্ণুমায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয় তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করে এবং তিনি এই বিশ্বের যাবতীয় রেণুপরমাণুতে অন্তর্য্যামীর স্বরূপদর্শনে যোগ্যতা লাভ করিয়া সর্ব্বত্রই ব্রজমণ্ডল ও কৃষ্ণলীলাদর্শনের সৌভাগ্য-প্রাপ্ত হ'ন। ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর গয়ায় গমন করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধান্তে শ্রীল ঈশ্বরপুরী-পাদের নিকট দীক্ষাগ্রহণ-লীলাভিনয়ান্তে সর্ব্বদা আশ্রয়ের ভাবে কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়া এই আদর্শটী সুষ্ঠুরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। গৌরগতপ্রাণ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজও গৌরপদাঙ্কানুসরণ করিয়া কিছুদিবস তাঁহার আবির্ভাবস্থলী 'বাগ্‌যান' নামক স্থানে বৈষয়িক কার্য্যাদিতে ব্যস্ত থাকিয়া তৎপর অদ্বৈতবংশের জনৈক গোস্বামীর নিকট হইতে পঞ্চরাত্রমতে দীক্ষা গ্রহণের পর সর্ব্বদা কৃষ্ণকীর্ত্তনে নিমগ্ন থাকিয়া ঐ উদাহরণটীর জলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন।

ব্রজে অবস্থান

পৃথিবীর শিরোমণি গৌরভক্তগণ শ্রীভগবানের নিরঙ্কুশ ইচ্ছায় প্রপঞ্চের কল্যাণার্থ জগতে উদিত হন। তাঁহারা যে-কোন আশ্রমে যে-কোন বর্ণে অবস্থিত থাকিয়াই নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে পারেন; কোন অবস্থাই তাঁহাদের ভজনে বাধা প্রদান করিতে পারে না। তথাপি তাঁহারা 'সংসারাসক্তি থাকা কালে প্রকৃতপ্রস্তাবে কৃষ্ণভজন সম্ভবপর নহে' এই আদর্শটী প্রদর্শনকল্পে এবং স্বীয় স্বীয় ভজন-বৈচিত্র্যের আদর্শদ্বারা জগদ্বাসীর কল্যাণার্থ গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া থাকেন। আমাদের পরমহংস বাবাজী মহারাজও এইটী শিক্ষাপ্রদানার্থ গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া তদানীন্তন গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসমাজের একচ্ছত্র সার্ব্বভৌম সম্রাট্ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের ভেকাশ্রিত শিষ্য শ্রীপাদ ভাগবত দাস বাবাজীর নিকট কৌপীন গ্রহণ করেন এবং ত্রিশ বৎসর কাল শ্রীব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন গ্রামে বাস করিয়া অনুক্ষণ ভজনানন্দে মগ্ন থাকেন। যাহারা বাবাজী মহারাজের গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিতিকালে তাঁহার তত্ত্ব অবগত হইতে না পারিয়া তাঁহার চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিত, করুণাময় বাবাজী মহারাজের এই বেষ-গ্রহণলীলায় তাহারা ঐপ্রকার অপরাধের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বাবাজী মহা-রাজের সেবা সৌভাগ্যলাভের সুযোগপ্রাপ্ত হইল।

নবদ্বীপ মণ্ডলে বাস

বাঙ্গলা ১৩০০ সালে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস গোস্বামী মহারাজ বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহরের পরপারস্থ গঙ্গার পূর্ব্বতটে শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান নিরূপণ করিয়া ব্রজমণ্ডলের সকল মহাত্মাকে অভিন্নব্রজ শ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমনের নিমিত্ত অনুরোধ জানান। সেই সময় শ্রীল গৌরকিশোর শ্রীল জগন্নাথের আদেশে শ্রীব্রজমণ্ডল হইতে শ্রীগৌড়মণ্ডলে আগমন করেন এবং তদবধি মহাপ্রস্থান-কালপর্য্যন্ত শ্রীধাম-নবদ্বীপের বিভিন্ন স্থানে ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা ভজনে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি অধিকাংশ সময়ই তাঁহার অভিন্ন-সুহৃদ্ ও সঙ্গী ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিকট শ্রীগোদ্রুমে, শ্রীমায়াপুরে ও শ্রীকোলদ্বীপে বাস করিতেন।

নিত্যলীলা-প্রবেশ

বাবাজী মহারাজ গৌরসুন্দরের ইচ্ছায় বঙ্গাব্দ ১৩২২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী ১৯১৫ সালে চাতুর্ম্মাস্যের অন্তে দশমী-দিবস নিত্য-লীলায় প্রবেশ করেন। অস্মদীয় আচার্য্য-প্রবর শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ উত্থান একাদশী-তিথিতে তাঁহার চিদানন্দকলেবর শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামি-পাদের সংস্কার-দীপিকার বিচারানুসারে শ্রীগোপীনাথের পদ্ধতি অনুসরণে কোলদ্বীপে সমাধিস্থ করেন।

আউল-বাউলাদির চরিত্র

বাবাজী মহারাজের অপ্রকট লীলার সময় অনেক বেষধারী কপটব্যক্তি তাঁহার সেবার ছলে আত্মপোষণ-চেষ্টায় তাঁহার সমাধিগ্রহণের নিমিত্ত যত্নপর হইয়া অস্মদীয় গুরুবরকে সমাধিপ্রদানকার্য্য হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করেন। শুধু অনুরোধ নহে, যাহাতে তিনি সমাধি প্রদান করিতে না পারেন তন্নিমিত্ত প্রাণ-পণে বাধা প্রদান করিতে থাকেন; কিন্তু কেহ কি কখনও গৌরপ্রেষ্ঠের কার্য্যে বিঘ্নোৎপাদনদ্বারা উহা হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইতে পারে? গৌরসিংহের শ্রেষ্ঠ সেবকের হুঙ্কারে কপট শৃগালগণ দূরে থাকিতে বাধ্য। সয়তানের সয়তান, চতুরের উপর চতুর বৈষ্ণব ঠাকুরের নিকট কপটগণের যাবতীয় অভিসন্ধি অচিরেই ধরা পড়িয়া যায় এবং তাহারা সমাজের নিকট তখন নিতান্ত ঘৃণিত বলিয়া গণ্য হয়। আমাদের শ্রীগুরুদেব যখন ঐপ্রকার ব্যবসাদার বেষধারিগণকে নিরস্ত হইতে বলিলেন তখন প্রথমে তাহারা কিছুতেই নিবৃত্ত না হইয়া উত্তরোত্তর অধিকতর উত্তেজিত হইতে লাগিল। তাহার পর পুরুষসিংহ যখন গুরুগম্ভীরনাদে তাহাদিগকে বলিলেন যে, যে-ব্যক্তি এক মাসের মধ্যে স্ত্রীসঙ্গ করিয়াছে সে ব্যক্তি বাবাজী মহারাজের অপ্রাকৃত কলেবর স্পর্শমাত্রই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, তখন ঐ প্রকার কপটবেষধারিগণের একজনও সম্মুখে আসিতে সাহসী হইল না। এক মাসের কথা কেন, যখন শ্রীল প্রভুপাদ ক্রমে ক্রমে পনর দিন, সাত দিন এমন কি তৎপূর্ব্ব রাত্রি নির্দ্দেশ করিয়াও পূর্ব্বোক্ত ভাবণটী ব্যক্ত করিলেন, তখনও কেহই আর সম্মুখে আসিল না—সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্ব্বক স্ব-স্বস্থানে গমন করিল। এই ঘটনাটী নবদ্বীপের তদানীন্তন দারোগা রায়সাহেব শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। উক্ত রায়-সাহেব বর্ত্তমানে কলিকাতা পুলিস কোর্টের সুযোগ্য কর্ম্মচারী।

প্রয়াণ-প্রাক্কালে আদেশ

শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ তাঁহার অপ্রকটলীলার দুই তিন মাস পূর্ব্বে একদিন শ্রীহীরালাল গোস্বামী নামক জনৈক ব্যক্তিদ্বারা অস্মদীয় গুরু-দেবকে ডাকাইয়া আনিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে অথবা শ্রীগোদ্রুমে তদীয় সমাধি স্থাপনের আদেশ প্রদান করেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, যদি গোদ্রুমে তাঁহার সমাধি দেওয়া হয় তাহা হইলে উহা যেন শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ-ভক্তিবিনোদ-ঠাকুরের সমাধির প্রাচীরের বাহিরে হয়, ভিতরে যেন হয় না; আর যদি শ্রীধাম মায়াপুরে বা গোদ্রুমের কোথাও সমাধি দেওয়া সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে যেন কুলিয়া সহর নবদ্বীপের মিউনিসিপ্যাল মেথর বেত্র-দ্বারা তাঁহার দেহ সমস্ত সহরে টানিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দেয়। মহাভাগবত শিরোমণির এই দৈন্যোক্তিতে শ্রীমায়াপুরে ও শ্রীগোদ্রুমদ্বীপে তাঁহার ঐকান্তিকী নিষ্ঠা এবং ঐ দ্বীপদ্বয়ে দুষ্কর্ম্মরত কপট বেষধারি-দের অত্যাচার না থাকায় ঐ দ্বীপদ্বয় সক-লেরই যে নিরুদ্বেগে ভজনের শ্রেষ্ঠ স্থান তাহা সুষ্ঠুরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, মহাভাগবত হইয়াও শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ঠাকুরের সমাধি-কুঞ্জে তাঁহার প্রবেশ অধিকার নাই'—বাবাজী মহারাজের এই দৈন্যোক্তিটী তাঁহার অভিন্ন-সুহৃদ্ শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর যে বিশ্বের সকলেরই নমস্য ও শ্রদ্ধার পাত্র এবং তাঁহার আসন যে অতি উচ্চে—গোলোক-বৈকুণ্ঠে, তাহাই প্রতিপাদন করিতেছে। অজ্ঞের দল পরমহংস বাবাজী মহারাজের এই সকল দৈন্যোক্তির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইয়া বাবাজী মহারাজের আদেশ পালনের ভান-কেলি দেখাইয়া অসুবিধা বরণ করে। এই সকল অজ্ঞ বঞ্চকগণ বলিয়া থাকেন, যেহেতু বাবাজী মহারাজ তাঁহার প্রকটকালে অনেক সময় বিপ্রলম্ভ-ভাবে দৈন্যের সহিত তণ্ডুল-গঙ্গামৃত্তিকাদি ভক্ষণ করিতেন এবং যেহেতু তিনি বেত্রদ্বারা তাঁহার দেহকে টানাইবার আদেশ করিয়া গিয়াছেন সুতরাং শুষ্কতণ্ডুল-কাদামৃত্তিকাদি তাঁহার নিকট ভোগ দিতে হইবে এবং তাঁহার অপ্রাকৃত কলেবরকে মেথরের সাহায্যে বেত্রদ্বারা টানাইতে হইবে। কিন্তু তদীয় সুযোগ্য প্রিয় জগদ্‌গুরু কৃষ্ণতত্ত্ব-বিত্তম শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ তাহাদিগের ঐসকল উক্তির অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়া বিশ্বের যাবতীয় উত্তম দ্রব্যের দ্বারা যে মহাভাগবত-বরের সেবা করিতে হইবে তাহা স্বীয় সেবাকার্য্য ও উপদেশদ্বারা নিরন্তর প্রদর্শন করিয়াছেন ও করিতেছেন।

গৌরপ্রেষ্ঠের বাঞ্ছাপূর্ত্তি

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বদাই তাঁহার ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। তাই যদিও নানাবিধ বিঘ্নবিপত্তিতে বাবাজী মহারাজের অপ্রকটের সময়ই তাঁহার চিদানন্দ কলেবর শ্রীমায়াপুরে সমাধিস্থ হইতে পারেন নাই, তথাপি আজ প্রায় দেড় যুগ পরে বাবাজী মহারাজের সমাধি শ্রীধাম মায়াপুরে স্থানান্তরিত হইয়া তদীয় একমাত্র শিষ্য অস্মদীয় গুরুবরের অতি প্রিয়স্থান ব্রজ-মণ্ডল শ্রীচৈতন্যমঠে রাধাকুণ্ডের তীরে সংস্থাপিত হইয়াছেন। 'গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন' এই উক্তিটির সার্থকতা প্রদর্শন করিয়া, বাবাজী মহারাজের সমাধির কিয়দংশ গঙ্গাগর্ভগত হইয়াছে। ইহাতে বাবাজী মহারাজের গঙ্গাকে কৃপা করিবার অভিপ্রায়ও সিদ্ধ হইয়াছে।

সবার জীবন কৃষ্ণ জনক সবার। হেন কৃষ্ণ যে না ভজে সর্ব্ব ব্যর্থ তার॥

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা ! সুবর্ণ সুযোগ !!

ভক্তিসাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া তর্ক-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নার স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। শক্তিশালী ও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থের লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ২৲, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-সঙ্কলিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মভার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এন্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা ; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উজ্জ্বল কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মুদ্রাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এন্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ॥৹ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥৹ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধবগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা ; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত ভিক্ষা সাধারণের পক্ষে ২১৸৹ : গৌড়ীয়ের গ্রাহকের পক্ষে ১৫৸৹।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা ১২৲ ; গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৮৲ টাকা।

পারমার্থিক জগতে অভিনব অবদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'প্রচ্ছন্ন-ভজনকারী ও প্রচারকের প্রতি উপদেশ', 'ব্রহ্মচারিতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'ভুক্তিমুক্তি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্লেশ ও প্রাকৃত ক্লেশের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মবোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীদয় স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুদ্রবিবুদ্ধি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৸৹ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রায়সাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত ; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ২॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ। ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বস্ত্র-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

সূক্তিমল্লিকা (তত্ত্বসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদসমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপারিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রভৃতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৷০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমগ্র অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিবৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

[illegible]

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্ন জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। সিদ্ধিগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনকালে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, শব্দার্থ ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ১৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা ; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

[illegible]

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুগবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও [illegible]-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের [illegible] দেখিতে পাইবেন। [illegible] গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ, ভিক্ষা [illegible] দশ আনা মাত্র।

শুদ্ধভক্ত-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যদর্শ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪৬৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১৸৹
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶৹
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶৹
৭। ভজনরহস্য ॥৹
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥৹
২। [illegible] সানুবাদ
(মাধ্ব) ১৲
৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়)
৪। চৈতন্যন্দ্র ১৲
৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
(চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶৹
ঐ (বাঁধা) ৸৹
৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶৹
৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶৹
০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥৹
ঐ (আবাঁধা) ।৶৹
১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
২। ভক্তিরত্নাকর
(নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶৹
৩। গীতমালা ।১৹
৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা
(৪৪৬ গৌরাব্দ) ৶৹
৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
৮। শ্রীগোদ্রুমমণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।৹
। শরণাগতি ৴৹
গীতাবলী ৴৹
চিত্রে নবদ্বীপ ১॥৹
সাধনকণ ৴৹
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
নবদ্বীপশতক ৴৹
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴৹
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৶৹
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১৹
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১৹
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥৹
ঐ (আবাঁধা) ।৴৹
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥৹
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।৹
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।৹
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴৹
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।৹
৫০। [illegible] ৶৹
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
৫২। সাধ্যবাণী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥৹
৫৪। সটীক-শিক্ষাষ্টকমূলম্ ।৹
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।৹
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶৹
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴৹
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥৹
৬০। রামভজন ।৹
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স্ ।৶৹
৬২। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴৹
৬৫। দি ভাগবত ।৹
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ অ্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোশন ।৹
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥৹
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥৹
৭০। সাধন পথ ।৹
৭১। কল্যাণ কল্পতরু ৴৹
৭২। গীতাবলী ১৲
৭৩। শরণাগতি ৴৹

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু ৴৹

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষার একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸৹, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীসচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।৹।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥৹ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥৹ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বৈহারা পাচন

ম্যালেরিয়া ও জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৹ আনা, পাইট ॥৶৹ আনা, বোতল ১৶৹ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

জে, বি, দত্তের ছোকা শিশি বাদাম তৈল আদি শুদ্ধ অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্ক্‌স্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এস, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

চুরিতে নরহত্যা

চট্টগ্রাম বাঁশখালী থানার [illegible] গ্রামের বদন্যা [illegible] প্রতিবেশী যখন আলীর বাটী হইতে কিছু [illegible] ও টাকা চুরি করে, তাহাকে মিনাদ মরিকে দোষ স্বীকারের জন্য লইয়া যাওয়া হয়। সে তাহাতে অস্বীকৃত হয়। তৎপর তাহাকে আসামীরা কোন অজ্ঞাত স্থানে লইয়া যায় এবং তৎপরদিন সকাল বেলা জোলিয়াঘাটা নামক স্থানে তাহার মৃতদেহ পাওয়া যায়। এত সম্পর্কে রহম আলী ও অপর ৫ জন আসামীর বিরুদ্ধে ৩০৪ ধারা মতে অভিযোগ করা হইলে আসামীগণকে দায়রায় সোপর্দ করা হয়। সেখানে ৩৭৪ ধারানুযায়ী তাহাদের বিচার হয়। জুরিগণ একমত হইয়া তাহাদের নির্দোষ সাব্যস্ত করিলে জজবাহাদুর ঐ অভিমত গ্রহণ করিয়া আসামিগণকে মুক্তিদান করিয়াছেন।

গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাতের অনুমতি

পুণা হইতে প্রকাশ, বোম্বাইয়ের হিন্দু অধিবাসিগণ গত শুক্রবার এক সভায় যে, ডেপুটেশন নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাঁহাকে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি প্রদান করা হইবে। [illegible] [illegible] সোমবার [illegible] সাক্ষাৎকার [illegible] অন্ততঃ সোমবার সকালের পূর্ব্বে গান্ধীজীর মুক্তির সম্ভাবনা নাই।

গান্ধীজীর সাফল্য ও দীর্ঘজীবন কামনা

কালীঘাট মন্দিরের সেবায়েৎগণ তথাকথিত অনুন্নত ও অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের জন্য মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া যথেষ্ট উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। অন্যপক্ষে কালীঘাট ছাত্রসমিতি (স্টুডেন্টস্ ক্লাব) গান্ধীজীর সাফল্য এবং দীর্ঘজীবন কামনা করিবার জন্য নাটমন্দিরে একটি হোমের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সোমবার বেলা নয় ঘটিকায় সময় হোম আরম্ভ হইবে। জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সমস্ত হিন্দুদিগকে উক্ত পবিত্র অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আহ্বান করা যাইতেছে। যাহারা মন্দিরে প্রবেশ দক্ষিণা দিতে অক্ষম ছাত্র সমিতি তাঁহাদের দক্ষিণা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সাব-ইন্সপেক্টর অভিযুক্ত

খুলনা হইতে প্রকাশ, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১ এবং ৫০৪ ধারানুযায়ী শ্রীযুত সুধীর রঞ্জন সেন এবং জ্ঞানেন্দ্র নাথ ভৌমককে যথাক্রমে ২০০ টাকা অর্থদণ্ড অন্যথায় ২ মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০ টাকা অর্থদণ্ড অন্যথায় একমাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে [illegible] জজের এজলাসে আপীল করা হয়। আপীলের রায় প্রদান করা হইয়াছে। বিচারপতি নিম্ন আদালতের রায় নাকচ করিয়া আসামীদ্বয়কে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, বিগত ৪ঠা জুলাই 'নিখিল ভারত বন্দীদিবস' সম্পর্কে হরতাল পালন করা হয়। উক্ত দিবস খুলনায় এসিষ্টাণ্ট সাব-ইন্সপেক্টর শ্রীযুত হরিপদ গাঙ্গুলী বাজারে মৎস্য ক্রয় করিতে গমন করিলে সুধীর বাবু এবং জ্ঞান বাবু তাঁহাকে মৎস্য ক্রয় হইতে বিরত থাকিতে অনুরোধ করেন। ইহাতে সাবইন্সপেক্টর আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করেন।

শ্রীযুত সুধীর রঞ্জন সেন সাব-ইন্সপেক্টরের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫২, ৫০০, এবং ৫০৪ ধারানুযায়ী পাল্টা যে মামলা দায়ের করিয়াছেন তাহার রায় মূলতুবী রহিয়াছে। প্রকাশ, সুধীরবাবু সাব-ইন্সপেক্টরকে অনুরোধ করার সময় সাব-ইন্সপেক্টর তাঁহাকে লাথি মারিয়াছিল।

হিন্দু প্রতিনিধিদের বিবৃতি

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করার হিন্দু প্রতিনিধিগণ তাঁহাদের বিবৃতিপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন :—

"আমরা গান্ধীজীর সহিত বহু প্রকার ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। প্রায়োপবেশনের সর্ত্ত স্পষ্ট করিয়া জানিতে পারিয়া আমরা সন্তোষলাভ করিয়াছি। তিনি আমাদের জোরের সহিত প্রচার করিতে বলিয়াছেন যে, তাঁহার প্রায়োপবেশনের ভয় দেখাইয়া ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাহাকেও মত পরিবর্ত্তন করিতে যেন বাধ্য করা না হয়। তিনি আরও বলেন যে, তাঁহার মতামত স্পষ্ট করিয়া চার দিন পূর্ব্বে তিনি বোম্বাই সরকারকে এক পূর্ণ বিবৃতি প্রেরণ করিয়াছেন। শ্রীযুত রাজভোজের নিকট হইতে তিনি কোন সংবাদ পান নাই। কিন্তু আমরা যখন কথাবার্ত্তা বলিতেছিলাম সেই সময় তিনি শ্রীযুত রাজভোজের নিকট হইতে একটি পত্র পাইয়াছেন। তিনি যথাসম্ভব শীঘ্র উহার উত্তর প্রদান করিবেন বলিয়াছেন।"

আম্বেদকারের দোসর

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিনিধি মিঃ আর, শ্রীনিবাসন নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন—গান্ধীজীর প্রস্তাব গ্রহণ করিবার জন্য অনুন্নত শ্রেণীর উপর যে দাবী করা হইতেছে, তাহাতে আমার অভিমত এই যে, পৃথক নির্ব্বাচনেই অনুন্নত শ্রেণীরা সন্তুষ্ট আছে এবং ইহাতেই তাহারা শিক্ষার সকলপ্রকার সুবিধা পাইত এবং অস্পৃশ্যতা ও অন্যান্য অসুবিধা দূর করিতে পারিত। তাহারা মনে করে যে, পৃথক নির্ব্বাচনে প্রত্যেকটি পদই তাহাদের লাভ এবং উহার মূল্য অনেক। সাময়িক ভাবে তাহাদিগকে অল্প সংখ্যক সদস্যপদ দেওয়া হইয়াছে সত্য, কিন্তু ভবিষ্যতে আরও দেওয়া হইবে বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। যদি তাহারা একান্তই সম্মত হয়, তাহা হইলে নিম্নের কয়টি সর্ত্তে পৃথক নির্ব্বাচনের সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিতে পারে (১) যদি সর্ব্বসাধারণকে বাধ্যবাধকতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা দেওয়া (২) যদি অস্পৃশ্যতা বিধিবদ্ধ অপরাধের মধ্যে গণ্য হয় এবং (৩) অনুন্নতদের সংখ্যা হিসাবে ব্যবস্থা পরিষদে সদস্যপদ দেওয়া হয়।

প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্ত

বার্লিন হইতে প্রকাশ, এ বৎসর জার্ম্মেণীতে পুনরায় সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে। ইহা পঞ্চম নির্ব্বাচন। গত ১৩ই সেপ্টেম্বর ঘোষণা করা হইয়াছে যে, গত ১৮ই সেপ্টেম্বর ৬ই নভেম্বর রীচষ্ট্যাগের নির্ব্বাচনের জন্য ভোট গ্রহণের তারিখ ধার্য্য হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার ফলে রীচষ্ট্যাগ ভঙ্গ হইলে হের পাপেনের মন্ত্রিসভা ক্ষমতা স্বহস্তে রাখিবার এবং ব্যয় সঙ্কোচ করিবার সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়াছিলেন। প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবার্গ হের পাপেনকে সমর্থন করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছিল। কিন্তু তিনি নূতন নির্ব্বাচনের আদেশ প্রদান করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তিনি এখনও তাঁহাদের ব্যবস্থা সমর্থন করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প।

স্ত্রী হত্যার অপরাধে কারাদণ্ড

ঝিনাইদহ মহকুমার [illegible] গ্রামের খোদা বিশ্বাস তাহার স্ত্রীর চরিত্রে সন্দিহান হইয়া আক্রোশে তাহার গলা কাটিয়া হত্যা করার অপরাধে স্থানীয় দায়রা বিচারে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় জজ তাহার প্রতি দশ বৎসর সশ্রম কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন।

শ্রীযুত কুইকরের দণ্ড হ্রাস

[illegible] হইতে প্রকাশ, [illegible] অপরাধে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত কুইকরকে [illegible] কারাদণ্ডে দণ্ডিত [illegible] সেশনে এবং সরকারী কৌঁসুলী আপীল করিয়াছিলেন শ্রীযুত [illegible] বিচারে [illegible] কারাদণ্ড ১ বৎসর হ্রাস হইয়াছে।

নাগপুরে পুনরায় জনসভা

নাগপুর হইতে প্রকাশ, গত ১৭ই সেপ্টেম্বর রাত্রে ডাঃ খারের সভাপতিত্বে আর একটা বিরাট জনসভা হইয়া গিয়াছে। অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি খোব্রাগড়ে, খাণ্ডেকর ও গদঘাটে রাজা মুঞ্জে চুক্তির সমর্থন করিয়া বক্তৃতা দেন। আম্বেদকরের দল বার্লি, নগরেয়ার্ট এবং অপর চৌকান তাহার প্রতিবাদ করেন এবং রাজা মুঞ্জে চুক্তির মত একটা নূতন গান্ধী আম্বেদকর চুক্তির প্রস্তাব করেন।

[illegible] অস্পৃশ্য বাবু কালে কানেটকর গেডাইয়ের বক্তৃতার সমর্থন করেন। সভার শেষে এক প্রস্তাবে গান্ধীজীর উপর আস্থা জ্ঞাপন করা হয়। অনেক রাত্রে সভার কার্য্য শেষ হয়।

জাতির হিন্দু সম্মেলন

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যজীর আহূত জাতীয় হিন্দু সম্মেলনের অধিবেশন গত ১৮ই সেপ্টেম্বর দ্বিপ্রহর বার ঘটিকার সময় ভারতীয় বণিক সমিতির গৃহে হইবে।

ইণ্ডিয়া আফিসের বিজ্ঞপ্তি

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, ইণ্ডিয়া আফিস জানাইতেছেন যে, গান্ধীজী প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিলে তাঁহাকে যারবেদা জেল হইতে স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা স্যার স্যামুয়েল হোর কর্ত্তৃক বাতিল করা হইয়াছে—পুণার এক তারে এই মর্ম্মে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে উহার মূলে কোনও সত্যতা নাই। গান্ধীজীকে পুণার জেল হইতে স্থানান্তরিত করা সম্পর্কিত ব্যবস্থার ভার ভারত সরকারের উপর ন্যস্ত।

গান্ধীজীর পত্র

গান্ধীজী গত ১৯শে সেপ্টেম্বর আশ্রমের নর-নারীদের এক পত্র লিখিয়াছেন। তাহাতে গান্ধীজী তাঁহার প্রায়োপবেশন সম্বন্ধে জন্য তাঁহাদের চিন্তিত [illegible] এবং তাঁহার সহিত প্রায়োপবেশন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন তোমরা আমার উপবাসকে উৎসব বলিয়া মনে করিবে [illegible]

দৈনিক

Reg No C1544

নদীয়া প্রকাশ

THE
NADIA- RAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের অন্যতম বাঙ্গলা প্রচারক—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৬৯তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর—৭ই আশ্বিন শুক্রবার ১৩৩৯, ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৩২

গান্ধীজীর অনশন আরম্ভ

গান্ধীজীর প্রাইভেট সেক্রেটারী

গান্ধীজীর পত্র

গান্ধীজীর পুত্রের দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে যাত্রা

গান্ধীজীর বাণী

চার্চ্চহিলের স্বাস্থ্য

নদীবক্ষে ডাকাতি

প্রধান মন্ত্রীর নিকট পার্শীদের তার

ভারত গভর্ণমেন্ট

নানা কথা

গান্ধীজীর অনশন আরম্ভ

পুণা হইতে টেলিফোনযোগে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, প্রধান মন্ত্রীর নিকট পত্রে গান্ধীজী যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন তদনুসারে তিনি অনশন-ব্রত আরম্ভ করিয়াছেন।

গান্ধীজীর পত্র

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, গান্ধীজীর আশ্রমবাসিগণ গত ১৯শে সেপ্টেম্বর গান্ধীজীর নিকট হইতে একখানি চিঠি পাইয়াছেন। তাহাতে তিনি প্রস্তাবিত উপবাসের জন্য তাঁহাদিগকে উদ্বিগ্ন হইতে নিষেধ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, তাঁহারা যেন তাঁহার সহিত উপবাস না করেন।

তিনি আরও লিখিয়াছেন, "আমার উপবাসকে তোমরা একটা উৎসব বলিয়া মনে রাখিতে পার।"

গান্ধীজীর বাণী

আমি মোক্ষলাভ করিতে চাই—আবার জন্ম পরিগ্রহ করিতে চাহি না। কিন্তু যদি আমার জন্মগ্রহণ করি তাহা হইলে একজন অস্পৃশ্য হইয়া জন্মিব যাহাতে তাহাদের দুঃখ কষ্ট এবং অপমানের অংশভাগী হইয়া তাহাদিগকে এবং নিজেকে এই শোচনীয় অবস্থা হইতে মুক্ত করিতে পারি সুতরাং ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি—যদি পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় তাহা হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র হইয়া যেন জন্ম না লই—একজন অতিশূদ্র হইয়া যেন জন্মিতে পারি।

প্রধান মন্ত্রীর নিকট পার্শীদের তার

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, পার্শী সম্প্রদায় বিলাতের প্রধান মন্ত্রীর নিকট নিম্নলিখিত তার পাঠাইয়াছেন :—

"গান্ধীর পার্শী বন্ধু ও অনুচরগণ গান্ধীজীকে বিনাসর্ত্তে মুক্তি প্রদানের জন্য আপনাকে ও মন্ত্রিসভাকে অনুরোধ করিতেছেন। তাঁহারা আশঙ্কা করেন যে, স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন ব্যবস্থায় দলাদলি ও অসন্তোষ বর্দ্ধিত হইবে; সুতরাং আপনার সিদ্ধান্ত সংশোধন করুন।"

গান্ধীজীর প্রাইভেট সেক্রেটারী

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, উপবাসের সময়ে গান্ধীজীর নিকটে থাকিয়া তাঁহাকে শুশ্রূষা করিবার জন্য গান্ধীজীর প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত পিয়ারীলাল গত ২০শে সেপ্টেম্বর পুণা যাত্রা করিয়াছে।

নদীবক্ষে ডাকাতি

মাদারীপুর হইতে প্রকাশ, সহর হইতে প্রায় ২ মাইল দূরে নদীবক্ষে একটি ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ছয়খালী খালের মুখে আড়িয়াল খাঁ নদীতে একখানি নৌকা নোঙ্গর ফেলিয়া অবস্থিতি করিতেছিল। প্রায় মধ্যরাত্রিতে ৬ জন দস্যু পুলিসের কর্ম্মচারীরূপে আপনাদের পরিচয় দিয়া উক্ত নৌকার আরোহীদিগকে প্রশ্ন করে। ঐ প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইলে দস্যুগণ ঐ নৌকা আক্রমণ করিয়া আরোহীদিগকে প্রহার করে এবং ১ শত ৭ টাকা লইয়া প্রস্থান করে। প্রকাশ, দস্যুগণের নিকট বর্শা, রামদা ও অন্যান্য অস্ত্র ছিল।

গান্ধীজীর পুত্রের আফ্রিকা হইতে যাত্রা

দাক্ষাণ হইতে প্রকাশ, গান্ধীজীর পুত্র শ্রীযুক্ত এম এম গান্ধী ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার পিতার প্রস্তাবিত "উপবাসে মৃত্যু পর্য্যন্ত" তিনি গান্ধীজীর সহিত অবস্থান করিবেন।

চার্চ্চহিলের স্বাস্থ্য

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, মিঃ উইনষ্টন চার্চ্চহিল সাল্‌স্‌বার্গে রোগশয্যায় ছিলেন। তিনি এখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন। তিনি নিজেই বলিতেছেন আগামী ৬ই অক্টোবর ভারতীয় শাসন নীতির প্রস্তাব সমর্থন করিবার নিমিত্ত ব্ল্যাকপুলে রক্ষণশীল দলের যে বিরাট সম্মেলন বসিবে তাহাতে তিনি যোগদান করিতে সমর্থ হইবেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	চাইবাসা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	নৈমিষারণ্য	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১ শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	শ্রীধাম মায়াপুর
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	এলাহাবাদ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	নৈমিষারণ্য
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	এলাহাবাদ	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেবাবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ বাসুদেব ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতি, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিৎ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালি দাসাধিকারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী.

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ সাউথ মালাকা প্রয়াগ ইউ. পি

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাম্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাসখালী, নদীয়া

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া পল্লাশ্রম

পোঃ রাজবাঁধ বৰ্দ্ধমান।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সাগরতীর, পুরী, উড়িষ্যা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন।

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-ম[illegible]

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া

এখানে বহু পুরাতন শ্রীগৌরাঙ্গের সে[illegible] বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবা[illegible]

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কাত্যায়ন[illegible]

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দি[illegible]

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচা[illegible] ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্র[illegible]

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নব গোপালপুরম, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রা[illegible]

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় ব[illegible]

সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ.

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কবর, র, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) বাসুদেবগোপাল পাট

কাঠালপাড়া, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর বনবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, | ৯ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৬, ৭ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২৩শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩২ শুক্রবার | ১৬৯তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর সোমবার শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ পাঠমুখে বলেন,—শ্রীনারায়ণ—সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন এবং অনন্ত ঐশ্বর্য্যের একমাত্র অধিকারী। শ্রীনারায়ণের সেবক নিজ প্রভুর সম্পত্তিতে অধিকারী হইয়া প্রপঞ্চে কি প্রকারে অভাবক্লিষ্ট থাকেন, শ্রীগৌরসুন্দর নিজ ভৃত্য নিত্য পার্ষদ দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীধরকে পরীক্ষার ছলে আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন।

বদ্ধজীবগণ অভাব মোচন বা নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ ও স্বার্থসিদ্ধির জন্যই শ্রীনারায়ণের সেবা করিয়া প্রাকৃত ভোগৈশ্বর্য্য বা জড় প্রতিষ্ঠাদি লাভ করে বটে, কিন্তু তাহারা জীবের পরম শ্রেয়ঃ যে হরিভক্তি তাহা লাভ করিতে পারে না—তাহারা অধনে—অনিত্য লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা বা অর্থাদির জন্য যত্নবান্ হইয়া মূর্খতাপ্রযুক্ত নিত্য ধনে বা পরমার্থ সেবাধনে বঞ্চিত হয়। আমরা যাহাকে ধন বলি তাহা অধন বা ঋণ এবং অপরাধীর দণ্ডস্বরূপ। পরন্তু নারায়ণপদাশ্রিত নিষ্কাম দাসগণ ঐকান্তিক সেবাবুদ্ধিতে ঐহিক ও পারত্রিক কোন প্রকার সেবার বিনিময় গ্রহণ করেন না। তাঁহারা ঋণী না হইয়া প্রকৃত প্রেম-ধনে ধনী। এইরূপ আদর্শ প্রদর্শনার্থই বৈকুণ্ঠাগত ভগবৎ-পার্ষদগণ নানাবিধ অভাবের লীলা প্রদর্শন করেন। তাহাতে তাহাদের কোন ক্লেশের অনুভূতি হয় না। 'তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, সেও ত পরম সুখ'—এই বিচারই তাহাদের চিত্তে প্রবল। ভগবানের নিকট তাঁহারা নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না। কিন্তু মূঢ়গণ প্রাপঞ্চিক দৃষ্টিতে বৈষ্ণবগণকে নানাপ্রকার অভাবগ্রস্ত বলিয়া মনে করে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু 'লক্ষ্মীকান্তে সেবন করিয়া কেনে তুমি। অন্নবস্ত্রে দুঃখ পাও কহ দেখি শুনি?' এইরূপ প্রশ্ন করিলে শ্রীধর বলিলেন,—অন্নাভাবে আমার কোনও ক্লেশ নাই। আমি একেবারে উপবাস করিয়া থাকি না, কিছু না কিছু আহার করি। উৎকৃষ্ট ও নূতন বসন না পাইলেও আমি জীর্ণ বসনাদি দ্বারা কোন ক্রমে লজ্জা নিবারণ করি। বিষ্ণুপাসক ব্যতীত অন্য দেবের উপাসকগণ তারতম্যবিচারে শ্রেষ্ঠ হইলেও বৈষ্ণব এবং অবৈষ্ণব উভয়েই একই ভাবে কাল যাপন করিয়া থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবে অবৈষ্ণব হরিসেবায় উদাসীন হইয়া জাগতিক উন্নতির দ্বারা ঐহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানে ব্যস্ত, আর বৈষ্ণব জড়োন্নতির প্রতি উদাসীন হইয়া সর্ব্বদা ভগবৎসেবাতৎপর। মহারাজাধিরাজ নানাবিধ মূল্যবান্ ভোজ্য দ্রব্য গ্রহণ ও প্রাসাদে বাস করিয়া কালযাপন করে, আর পশুপক্ষিগণ পরিশ্রম-সহকারে খাদ্যাদি সংগ্রহ ও বৃক্ষে নীড় নির্ম্মাণ করতঃ দিন কাটায়। সকলেই একই ভাবে কাল অতিবাহিত করিতেছে এবং নিজ নিজ কর্ম্মফলে সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া প্রপঞ্চে বাস করিতেছে।

বদ্ধজীব স্ব স্ব বাসনাফলে কর্ম্মফল ভোগের আবাহন করে বলিয়া সকল জীবেরই দিন বা কাল সমভাবেই অতিবাহিত হয়। তবে যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত, তাঁহারা সেবাসুখ লাভ করিয়া জাগতিক দুঃখকেও সুখজ্ঞানে পরমানন্দে কাল যাপন করেন; আর যাহারা কৃষ্ণেতর জড়ভোগে ব্যস্ত তাহারা নশ্বর মিশ্র সুখদুঃখে দিন কাটায়।

কৃষ্ণ-ধনে ধনী শ্রীধরের কোন অভাব ছিল না। তিনি—পরিপূর্ণ ভগবানের সেবায় রত তাঁহার কোন প্রকার চঞ্চলতা বা অভাব থাকা অসম্ভব। তবে 'কৃষ্ণ যাঁহাকে কৃপা প্রদর্শন করেন, তাঁহাকে অনিত্য বিষয়াদি না দিয়া কৃষ্ণপ্রেম-ধনে ধনী করেন এবং কৃষ্ণভক্তগণ সর্ব্বাবস্থাতেই সেবাতৎপর থাকেন। জাগতিক কোন অভাব অসুবিধা তাঁহাদিগকে সেবা হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না।' এই সমস্ত শিক্ষা প্রদানার্থই শ্রীধরের এই দারিদ্র-লীলার অভিনয়।

ভগবানের প্রত্যেক লীলাই জীবমঙ্গলকর ও শিক্ষাপ্রদ। ভগবান্ গৌরসুন্দর তাঁহার পার্ষদভক্তগণের সহিত এইরূপ লীলা করিয়া জগজ্জীবকে 'বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠতা, বৈষ্ণব সর্ব্বোত্তম এবং সর্ব্বৈশ্বর্য্যের অধিকারী ও সকল বস্তুর মালিক যে কৃষ্ণ, সেই কৃষ্ণধনেরও মালিক' এ সব মঙ্গলময়ী কথা আমাদিগকে অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

গত ১২ই সেপ্টেম্বর শ্রীশ্রীগৌরগদাধর-মঠে জগদ্‌গুরু গৌরকিশোর আচার্য্যবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে সন্ধ্যারাত্রিকের পর মহামন্ত্র ও পঞ্চতত্ত্বাদি কীর্ত্তন করা হয়। পরে গৌরশক্তি শ্রীরূপানুগবর শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের অতিমর্ত্ত্য জীবনী, মহিমা ও তাঁহার অমন্দোদয় দয়ার কথা পাঠ ও বক্তৃতামুখে শ্রীপাদ নৃসিংহপ্রসাদ প্রাচ্যবিদ্যাধিকারী মহোদয় অতি সহজ ও সরল ভাষায় শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট ব্যক্ত করেন। এই অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের মহাদানের কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই আনন্দিত হন।

অতঃপর বক্তৃতান্তে নদীয়া-প্রকাশ হইতে শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'আগমনী গীতি'—সুললিত কণ্ঠে কীর্ত্তন করা হইলে সমাগত ভক্তগণকে বৈচিত্র্যপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বিগত তিন চারি দিবস হইতে শ্রীধাম-মায়াপুর এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে বারিপাত হইতেছে এবং আকাশ মধ্যে মধ্যে মেঘাচ্ছন্ন হওয়া সূর্য্যের প্রখরতাকে কিছু হ্রাস করিয়া দিতেছে। ভাগীরথীও কয়েক-দিবস হইতে কলেবর বৃদ্ধি করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের পাদসংবাহনোদ্দেশ্যে আবির্ভাব-স্থলীর দিকে অগ্রসর হইতেছেন। ইহাতে যাত্রীদেরও নৌকাযোগে শ্রীধামে যাতায়াতের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

তাহারে সে বলি ধর্ম্ম কর্ম্ম সদাচার। ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৯ পদ্মনাভ নিধি গর্ভদোশাব্দী ৪৪৬

দিগ দর্শন

বার্ষভানবীদয়িত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকর্তৃক প্রদত্ত 'পুরুষার্থ-বিনির্ণয়' শীর্ষক বক্তৃতাটী বৃষভানু-নন্দিনীর আবির্ভাব তিথিতে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী সংখ্যা নদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠকগণের অনেকেই ঐ বক্তৃতাটী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহার কারণ অনুসন্ধানে দুইটী বিষয় লক্ষ্য করা যায়—একটা দার্শনিক পরিভাষার অজ্ঞতা, অপরটী প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির অভাব। দার্শনিক পরিভাষা জানিতে পারিলে অর্থ কিঞ্চিৎ বোধগম্য হয় বটে, কিন্তু তাহাতে হৃদয়ে তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হয় না। তত্ত্বস্ফূর্ত্তির নিমিত্ত চাই প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা। সেবাবৃত্তিফলে ধনী-দরিদ্র, উচ্চ নীচ, কুলীন-কুলহীন প্রভৃতি উপাধিগুলি আপনা হইতেই হৃদয় হইতে পলায়ন করিবে; তখন নিরুপাধিক নির্ম্মল-হৃদয়ে আত্মবৃত্তি প্রস্ফুটিত হইবে; তাহাতে আত্মধর্ম্মের যাবতীয় তত্ত্ব, উপাধিগ্রস্ত অবস্থায় উহা যতই কঠিন বলিয়া প্রতিভাত হউক না কেন হৃদয়ে স্বতঃই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবে। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—"সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।" আমরা আমাদের সুধী পাঠকগণকে শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত তত্ত্বের বিষয়গুলি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি সহকারে পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়া সর্ব্ব-সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত নিম্নে উক্ত বক্তৃতার 'পুরুষ-পর্য্যায়', 'অর্থ-পর্য্যায়', 'নির্ণয়-পর্য্যায়' ও 'সঙ্গতি-পর্য্যায়'-ভুক্ত তত্ত্ব সমূহের দিগ্‌দর্শনমাত্র করিতেছি।

'পুরুষ'-পর্য্যায়

'পুরুষ' পর্য্যায়ে শ্রীল প্রভুপাদ বলেন—প্রাকৃত রাজ্যে পুরুষ-বিচার অহঙ্কার-বিমূঢ়তা-মূলক বলিয়া আত্মাবিদ্‌গণ কাঞ্চন করিয়া থাকেন। গুণজাত-বিচার যখন আত্মাকে আশ্রয় করে, তখনই ঔপাধিক দেহদ্বয় তাহাদের নিজ নিজ আত্মাভিমান করিয়া থাকে। কিন্তু আত্মা ব্যতীত প্রকৃতির ত্রিবিধগুণ কর্ম্মসমূহের উৎপত্তি করায়। স্থূল সূক্ষ্ম দেহ ঐ গুণগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া পুরুষত্বের পরিচয় দিয়া থাকে। জগতের বিভিন্ন অবস্থায় অবস্থিত হইয়া জীবকুল তাৎকালিক পরিচয় জ্ঞাপন করে। অতঃকর্তৃত্ব-ধর্ম্মই পুরুষকার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু পুরুষকারের সর্ব্বোত্তমা চেষ্টা এক পুরুষোত্তমের সেবায় আত্মনিয়োগ; সেখানে পুরুষকার ভোগ্য-বস্তু সংগ্রহে ব্যস্ত নহে। যেখানে কেবলা ভক্তির অভাব সেখানেই পুরুষ জগতের সুখ-দুঃখ ভোগ করে। যেখানে একমাত্র সেবা বাস্তব বস্তুর সেবার অভাব সেখানেই পুরুষার্থ নিরূপণে মানবের ভ্রম উপস্থিত হয়।

যখনই জীব ধর্ম্মার্থকামের কোন একটীকে নিজ প্রাপ্য বলিয়া নির্ণয় করেন তখনই তিনি ভোগী আখ্যা লাভ করিয়া নিজেন্দ্রিয়-তর্পণকেই প্রয়োজন বলিয়া ধারণা করেন। কিন্তু ইন্দ্রিয়-তর্পণমূলে যে সুখোদয় তাহাতে ইন্দ্রিয়গুলি কালক্ষোভ্য, অপটু, প্রতারিত হইবার যোগ্য ও আসক্তি জন্য প্রমত্ত হওয়ায় তাহাদের প্রেয়োভিলাষে ক্লেশসমূহ আসিয়া উপস্থিত হয়।

'নির্ণয়'-পর্য্যায়

'অর্থ পর্য্যায়ে' শ্রীল প্রভুপাদ বলেন যে, সুখান্বেষণই আত্মার নিত্যধর্ম্ম, কিন্তু কামক্রোধাদির বশীভূত ব্যক্তিগণ যে সুখ-স্বপ্নের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইবার জন্য স্বর্গাদি লাভকে প্রয়োজন মনে করেন উহার স্থায়িত্ব অধিক নহে। ঐরূপ সুখে ভোক্তার অস্থায়িত্ব, সুখের ক্ষণভঙ্গুরত্ব এবং সুখাধারের অসম্পূর্ণতা ও ধ্বংস-শীলতা থাকায় উহা চেতনময়ের ধর্ম্মে আদৃত হয় না। যাহাতে আমরা প্রকৃত শ্রেয়ঃ বা নিত্যমঙ্গলের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া প্রেয়ঃ বা অমঙ্গলের পথে অনুগমনপূর্ব্বক বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুগণের বিচারে প্রবৃষ্ট না হই, তজ্জন্য শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের "যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ" "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব" "শ্রেয়ঃ-সৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো" প্রভৃতি শ্লোক ব্যাখ্যা ও আলোচনামুখে বলেন যে, একমাত্র অভক্ত ভোগিগণই মনে করেন যে ধর্ম্মের অর্থই ফল, অর্থের কামই ফল, কামের ইন্দ্রিয়প্রীতিই ফল, ইন্দ্রিয়প্রীতির পুনরায় ধর্ম্মই ফল অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকাম পরম্পরায় প্রয়োজনীয় ত্রিবর্গ। কিন্তু ঐসকল জীবের কখনও পুরুষার্থ নহে। তত্ত্বজিজ্ঞাসায় প্রেমই পরমার্থ বা পঞ্চম পুরুষার্থ বলিয়া নির্ণীত হয়।

'অর্থ'-পর্য্যায়

'নির্ণয়' পর্য্যায়ে শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, জীবে ঐহিকসুখ-বাসনা ও আমুষ্মিক সুক্ষেন্দ্রিয়তৃপ্তি এক জনের সুবিধা করিয়া দিলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের দুঃখের কারণ হয়। ইহলোকে চিত্রকরের পরিশ্রম-লব্ধ ফল অনেকের নিকট সুখকর হইলেও চিত্রের অঙ্কন জন্য পরিশ্রমরূপ দুঃখভোগ চিত্রকরের ভাগ্যে অপরিহার্য্য, যেহেতু পার্থিব রাজ্যে সুখ ও সুখাভাব অর্থাৎ দুঃখ বলিয়া প্রতীতি থাকায় একে অপরের দুঃখের কারণ হয়। ইহ জগতে অন্যের প্রাপ্যাংশ নিজায়ত্ত করিবার প্রচেষ্টাই কর্ম্মীবের ইচ্ছা। শ্রেয়ঃ বা ভক্তিপথে কিন্তু ঐরূপ মৎসর ধর্ম্মের অবকাশ নাই। এখানে একের লাভে অন্যকে বঞ্চিত হইতে হয় না।

জ্ঞানালোক প্রাপ্তিতে, কর্ম্মাগ্রহিতার বিনাশপ্রাপ্তিতে অপূর্ণ জগৎ হইতে উন্মুক্ত হইবার বাসনা জীবকে তাঁহার বুভুক্ষুদেহ পরিত্যাগ করাইয়া মুমুক্ষুতায় স্থাপন করে। এই কার্য্য সম্পাদন জন্য তাঁহাকে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন-ভেদের বিলোপ সাধন করিতে হয়। ধর্ম্মার্থকাম-ভোগে তৃপ্ত না হইয়া এই জগৎ হইতে কৃত্রিম বিশ্রাম লাভের জন্য জীবের যখন শ্মশান বৈরাগ্যের উদয় হয়, তখন তিনি বুভুক্ষা ত্যাগ করিয়া মুমুক্ষাকে আলিঙ্গন করেন, তখন ত্রিপুটী বিনাশপূর্ব্বক আত্মহত্যাই প্রয়োজন বলিয়া বিচার উপস্থিত হয়। ত্রৈবর্গিক ধর্ম্মার্থকাম বা চতুর্থ অপবর্গাখ্য বিচার পার্থিব আপেক্ষিক ধর্ম্মে অবস্থিত বলিয়া নিত্য নহে, অবিকৃত জ্ঞানময় নহে অথবা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দকর নহে।

অদ্বয়-জ্ঞানের অনুকূলতায় যেসকল চেষ্টা বিহিত হয়, সেই ইচ্ছাতে কোন ভ্রমাদি দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। যেখানে প্রাতিকূল্য চেষ্টা সেখানেই বস্তুস্তর কল্পনা ও অদ্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাত আসিয়া উপস্থিত হয়। তজ্জন্যই প্রাকৃত রাজ্যে সম ও বিষম ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে বৈশম্য অবস্থিত। এতদ্রূপ বৈষম্য কোনদিনই প্রাকৃত রাজ্যে বহুনায়কের মনস্তুষ্টি করিতে সমর্থ হইবে না। সেজন্য প্রতিকূল ও অনুকূল নায়কগণ যে পুরুষার্থের মীমাংসা করিবেন, তাহা বহুল দোষদুষ্ট হইবেই হইবে। এই বৈষম্য নিরাকৃত হইবার একমাত্র উপায়ই—একমাত্র শ্রীভগবানের আশ্রয়-গ্রহণ। ঐরূপ আশ্রয় গ্রহণই অর্থাৎ ভক্তিপথগ্রহণই জীবকে ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষরূপ দেহ-মনোধর্ম্ম হইতে ছুটী দিয়া তাহাকে পরম-পুরুষার্থের সন্ধান প্রদান করে। ভগবদনুশীলন ক্রমেই জীবের নিত্যমঙ্গল উদিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতগণের সৎসঙ্গে উহা লব্ধ হয়; উহাই সর্ব্বোত্তম পুরুষার্থ, আত্ম-সাফল্য বা ভগবৎ প্রেম।

সঙ্গতি পর্য্যায়

'সঙ্গতি-পর্য্যায়ে' শ্রীল প্রভুপাদ অনেক গবেষণাময়ী আলোচনার পর বলেন যে, যেরূপ সংসারে অনভিজ্ঞ শিশুর নিকট দাম্পত্যের কথা অনালোচ্য, সেই প্রকার অস্ফুটচিত্ত ভগবদ্‌-বিমুখ কৈতবপূর্ণ ব্যক্তির নিকট চতুর্ব্বর্গ আলোচনা ব্যতীত পঞ্চম-পুরুষার্থের আলোচনা প্রয়োজনীয় নহে। তজ্জন্যই কতিপয় প্রসিদ্ধ শাস্ত্রাদিতে আত্মার একমাত্র বৃত্তি প্রেমার কথা উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থের ধারণা-রহিত অকৈতব চরম প্রাপ্যকেই প্রেমা কহে। সেই প্রেমাই জীবের পরম-পুরুষার্থ।

ব্রজ পরিক্রমায় আহ্বান

আচার্য্যপ্রবর পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আনুগত্যে আগামী ২৫শে আশ্বিন ১১ই অক্টোবর শ্রীহরিবাসর দিবস হইতে চৌরাশি ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা আরম্ভ হইবে। বহু কীর্ত্তন-সম্প্রদায়, খোল-করতাল সহ এই পরিক্রমার সঙ্গে থাকিবেন এবং যাত্রিগণ যাহাতে অধিকাংশ সময়ে কীর্ত্তন, পাঠ ও বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন তদ্রূপ ব্যবস্থা করা হইবে।

অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থলী-দর্শন-সৌভাগ্য সকলের ভাগ্যে হয় না। বিশেষতঃ শুদ্ধভক্ত-সঙ্গে স্থান দর্শন না করিলে সেই সকল স্থানের মাহাত্ম্য সম্যক্ উপলব্ধ হয় না। অতএব শ্রীধাম-পরিক্রমার এই সুযোগ কাহারও পরিত্যাগ করা উচিত নহে। ভ্রমণকালে যাত্রিগণের থাকিবার স্থান ও প্রসাদাদির সকল ব্যবস্থা শ্রীগৌড়ীয় মঠের শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ করিবেন।

এই চৌরাশিক্রোশ শ্রীধাম-ব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় প্রায় মাসাধিক কাল সময় লাগিবে। পরিক্রমার্থী যাত্রিগণের জন-প্রতি অনুমানিক কলিকাতা হইতে যাতায়াতের ব্যয় সহ অসমর্থ পক্ষে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা এবং সমর্থ পক্ষে ১০০৲ এক-শত টাকা ব্যয় লাগিবে। এই পরিমাণ অর্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীপরিক্রমার ভার-প্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট জমা দিলে মঠ হইতে সকল ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইবে।

বিস্তারিত জানিতে হইলে নিম্নঠিকানায় ✓০ আনার ষ্ট্যাম্প সহ অথবা রিপ্লাই-কার্ডে আবেদন করুন—

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সবার জীবন কৃষ্ণ জনক সবার। হেন কৃষ্ণ যে না ভজে সর্ব্ব ব্যর্থ তার॥

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা!! সুবর্ণ সুযোগ!!

ভুক্তক্রমভক্তের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থ লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়াকস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এন্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা ; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এন্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মান্দ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা ; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত ভিক্ষা সাধারণের পক্ষে ২১৷৵০ ; গৌড়ীয়ের গ্রাহকের পক্ষে ১৫॥৵০।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা ১২৲ ; গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৮৲ টাকা।

পারমার্থিক জগতে অভিনব-অবদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের-নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে-ছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উচ্চারণের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপ-বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীনাথভাগবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ. মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্যের দীক্ষা ও বিষ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২॥০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থান, সীমা, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টি দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজসি রায়বাহাদুর কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. প্রাক্তন লেক্চারার, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) রয়েল্ বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দশমূলের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অপরাধের নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণাম, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসংবলিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বহুত-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসনে দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবাবিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সদ্যোদন বাণী, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সম্বন্ধ ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের নীচে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, অবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—গুরুশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রোজ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধামপরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-দ্বারা জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বাক্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলশাস্ত্রমর্ম্মজ্ঞ শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনকালে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতে ছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজি বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের মীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥০ দশ আনা মাত্র।

শুদ্ধভক্ত-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালা অক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১৸৴০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
৩। ভাষ্যবরসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১৪। কৈবল্য ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৩ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৶০
৬২। লাইফ্ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। থিয়োটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ এ্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ কল্পতরু ৴০
৭২। গীতাবলী ১৲
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। নিখিল বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, যাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমাপ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।১০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা, দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্ক্‌স্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারত গভর্ণমেণ্ট

ব্যবস্থা বিভাগ

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপিটি ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থাপিত হইয়াছিল :—

ব্যবস্থাপরিষদের ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ১৯ নং আইনের পাণ্ডুলিপি।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের শিশুবিবাহ নিবারণার্থ (আইন সংশোধনার্থ) আইনের পাণ্ডুলিপি

যেহেতু ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের শিশুবিবাহ-নিবারণার্থ আইন সংশোধন করা বিহিত; অতএব এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিতমত বিধান করা হইল :—

১। (১) এই আইনটি ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের শিশুবিবাহনিবারণার্থ (আইন সংশোধনার্থ) ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের আইন নামে অভিহিত হইতে পারিবে।

(২) ইহা ব্রিটিশ বেলুচিস্থান ও সাঁওতাল পরগণাসহ সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে প্রচলিত হইবে।

২। এই আইনে "বিবাহ-সংস্কার" বলিতে এমন কোন ক্রিয়াকাণ্ড যাহা বিবাহ ব্যাপারের সহিত সম্পর্কিত এবং যাহা ব্রিটিশ ভারতে যে কোন সম্প্রদায় বা উপসম্প্রদায়কর্ত্তৃক তাহাদের ধর্ম্মের অথবা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আচার, অনুষ্ঠান বা প্রথার প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলিয়া গণ্য হয় এবং যাহা ঐ সম্প্রদায় বা উপসম্প্রদায়কর্ত্তৃক পবিত্র এবং অবশ্য পালনীয় বলিয়া পরিগণিত ক্রিয়াপদ্ধতি অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা বুঝিতে হইবে।

৩। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, সৌরাষ্ট্র এবং অন্যান্য সম্প্রদায়, যাহাদের ভিতর যৌবনাগমের পর বিবাহ তাহাদের ধর্ম্মানুমোদিত প্রথা বা আচার অথবা প্রথা ও আচার উভয় মতেই নিষিদ্ধ তাহাদের ধর্ম্ম অথবা ধর্ম্মানুমোদিত রীতি অথবা প্রথানুসারে অনুষ্ঠিত বা সম্পাদিত বিবাহ-সংস্কার অথবা বিবাহের প্রতি ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের শিশু বিবাহনিবারণার্থ আইনের অন্তর্ভুক্ত কোন কিছুই প্রযোজ্য বলিয়া ধরা হইবে না।

উদ্দেশ্য ও হেতুর বিবরণ।

এই আইনের উদ্দেশ্য এই যে, ব্রাহ্মণ, সৌরাষ্ট্র এবং অন্যান্য সম্প্রদায় যাহাদের ভিতর যৌবনাগমের পর বিবাহ দেওয়া তাহাদের ধর্ম্মানুমোদিত আচার অথবা প্রথানুসারে অথবা আচার ও প্রথা উভয় মতেই নিষিদ্ধ তাহাদিগকে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের শিশু বিবাহনিবারণার্থ আইনের ক্রিয়া হইতে অব্যাহতি দেওয়া এবং তদ্দ্বারা ঐ আইনের বিধানসমূহের জন্য দেশের ভিতরে প্রকৃতই যে গভীর উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা কথঞ্চিৎ উপশম করণ। এই সকল সম্প্রদায়ের ভিতর যাহা সাধারণতঃ বিবাহ বলিয়া গণ্য হয় তাহা অপরিবর্ত্তনীয় বাগ্দান-ক্রিয়া, যাহার সমুদয় ফল আইনসিদ্ধ বিবাহের অনুরূপ। গর্ভাধান অথবা বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের সহবাসবিষয়ক অনুষ্ঠান যখন বালক এবং বালিকা স্বামী-স্ত্রীরূপে বাস করিতে আরম্ভ করে তখন সম্পাদিত হয় এবং উহা একটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন সংস্কার, এবং উহা বালিকার যৌবনাগমের পর সম্পাদিত হয়,—তাহার পূর্ব্বে কখনও সম্পাদিত হয় না। তথাও স্মৃতিশাস্ত্রে এবং গৃহ্যসূত্রে এই অনুষ্ঠান সম্পাদনের জন্য এবং কোন্ কোন্ দিবস সহবাস করা যাইতে পারে ইত্যাদি সম্বন্ধে কঠোর বিধান আছে। বিবাহবিষয়ক শাস্ত্রে দ্বিজাতির পক্ষে যৌবনাগমের পর বিবাহ (বাগ্দান) একেবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহার ব্যতিক্রমে এরূপ কঠোরদণ্ডের বিধান আছে যাহা হইতে কোনরূপ প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান দ্বারা মুক্ত পাইবার উপায় নাই। এই সকল শাস্ত্রে আরও বিধান আছে যে, এইরূপ বিবাহ কন্যার বেলায় তাহার অষ্টম হইতে দশম বর্ষের ভিতর এবং যখনই হউক তাহার রজোদর্শনের পূর্ব্বেই সম্পাদন করা আবশ্যক। ইহা সকলেই জানেন এবং স্বীকার করেন যে, দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ বর্ষের ভিতরই এইদেশে বালিকাগণের রজোদর্শন হইয়া থাকে, এবং মাদ্রাজে এবং বঙ্গদেশে উহা প্রায়ই এক বৎসর পূর্ব্বেই ঘটিয়া থাকে। সুতরাং ঐ আইনের বিধানে গর্ভাধানের অনুষ্ঠান হউক বা না হউক, চতুর্দ্দশ বর্ষের নিম্নে বিবাহ দণ্ডনীয় হওয়ায় হিন্দুদিগের মধ্যে রজোদর্শনের পর বিবাহের অনুষ্ঠান করা বাধ্যতামূলক হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ হওয়ায় (এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে), ঐ আইন হিন্দুদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপর প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করিতেছে এবং শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ না করিবার যে পবিত্র প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহা স্পষ্টরূপে ভঙ্গ করিতেছে। ইহাদ্বারা বাস্তবিকই ব্যবস্থাপকদের এবং সরকারের তরফ হইতে স্পষ্টই ব্যক্ত করা হইতেছে যে, হিন্দু সম্প্রদায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়া এবং তাহাদিগের সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত হওয়া রূপ বিপদের সম্মুখীন না হইয়া তাহাদিগের ধর্ম্মের নির্দ্দেশ অনুসারে স্বাধীনভাবে চলিতে পারিবে না। ব্যবস্থা পরিষদ নানা ধর্ম্মসম্প্রদায় এবং মতাবলম্বী সভ্যগণকর্ত্তৃক সংগঠিত হয় এবং কেবলমাত্র বৈষয়িক কর্ম্মের জন্য সম্মিলিত হওয়ায় যেস্থলে কোনও একটি ধর্ম্মসম্প্রদায় তাহাদিগের ধর্ম্মানুমোদিত মতে এবং নির্দ্দেশানুসারে নিয়ন্ত্রিত হয় সে স্থলে তাহাদিগের ব্যক্তিগত আচরণবিষয়ক আইনের উপর হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার ইহার নাই। বাস্তবিক সহবাস সম্মতি বিষয়ক বয়স নির্দ্ধারণের জন্য গঠিত কমিটি, দ্বিধার সহিত হইলেও ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে, এই প্রকারের আইন প্রণয়ন করিতে হইলে ব্যবস্থাপরিষদে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের যেরূপ সংখ্যক প্রতিনিধি থাকা প্রয়োজন তাহা নাই, কিন্তু এরূপ কার্য্যের জন্য উপযুক্ত অন্য কোনও প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমান নাই এই যুক্তিবলে এইরূপ আইন প্রণয়ন করিতে নিজের অধিকার সমর্থন করা উচিত মনে করেন। এস্থলে ইহা বলা প্রয়োজন যে, আইনের পাণ্ডুলিপিতে হিন্দু সম্প্রদায়ের দৈহিক ও নৈতিক অবনতি প্রতিরোধ করা আবশ্যক বলিয়া পাণ্ডুলিপির যে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হইয়াছে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই আইনে চৌদ্দ বৎসরের সীমা নির্দ্দেশ করা হয় নাই এবং প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, একাদশ বৎসর পর্য্যন্ত সীমা নির্দ্দেশ করিলেই যেরূপ কম বয়সকে ঐ উদ্দেশ্যের পক্ষে যথেষ্ট ন্যূনতম সীমা বলিয়া মনে করা হয় তাহার ব্যবস্থা হইত; কিন্তু কেবল মাত্র মুসলমানদিগকে এই আইনের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য তাহাদের সম্মতির মূল্যস্বরূপ চৌদ্দ বৎসরের সীমা নির্দ্দেশ করা হয়।

সম্রাজ্ঞী ভারত সরকারের ভার গ্রহণ করিবার পর হইতে হিন্দুদিগের বিবাহবিষয়ক আইন ও আচারের উপর হস্তক্ষেপের যে বিবিধ চেষ্টা হইয়াছে সরকারপক্ষের বক্তাগণ প্রধানতঃ এই বলিয়া তাহার প্রবল বিরোধিতা করিয়াছেন যে, হিন্দু বিবাহ ব্যাপারে হিন্দু ধর্ম্ম ব্যক্তিগত আচরণবিষয়ক আইনরূপে স্বীকৃত হইয়াছে; সুতরাং তাহার উপর হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। বস্তুতঃ, ইঁহাদের ভিতর একজন,—সম্ভবতঃ ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি—মন্ত্রীসভায় বলিয়াছিলেন যে, হিন্দুদিগের নিকট "বিবাহ এবং ধর্ম্ম দুইটি শব্দই একার্থবোধক।" এইরূপ বিরোধিতার ফলে হয় এরূপ প্রচেষ্টা সর্ব্বদাই বিরল হইয়াছে অথবা উহা কেবল ভিন্নমতাবলম্বী সম্প্রদায়গুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। এমন কি সহবাস সম্মতি বিষয়ক বয়স নির্দ্ধারণের জন্য গঠিত কমিটিও ইহা স্বীকার করেন যে, বৈবাহিক ব্যাপারাদির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা এবং ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপারের সহিত সংস্রব না রাখাই ভারতীয় ব্যবস্থাপকদিগের রীতি, এবং যে [illegible] আচার ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট এইরূপ বলা হইত সে স্থলে ধর্ম্মসংক্রান্ত জাতীয় অনুষ্ঠান পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপরিষদ উহাতে কখনও হাত দেন নাই এবং ধর্ম্মসংক্রান্ত আচার অনুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে এড়াইয়া চলিয়াছেন। তাঁহারা আরও স্বীকার করেন যে ব্যবস্থাপরিষদ কয়েকবার আইনের উপর অধিকার হস্তক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়াই আইনও আচারের উপর আরও উপদ্রব করিবেন তাহার কোন যুক্তিযুক্ত হেতু নাই। অধিকন্তু, কোনও বিবাহবিষয়ক আইনের উপর হস্তক্ষেপ করিবার জন্য যখনই চেষ্টা করা হইয়াছে তখনই সরকার বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই সর্ত্তে সরকার উক্ত বিধান মানিয়া লইতে পারেন যে, যে সম্প্রদায়ের উক্ত আইনের দ্বারা ক্ষতিবৃদ্ধি হয় সেই সম্প্রদায় উহা চাহে তাহা প্রমাণ করিবার জন্য সঙ্গত পরিমাণ সাক্ষ্য থাকিবে। (পূর্ব্বকালে তাঁহারা এই উদ্দেশ্যে অত্যধিক সংখ্যক লোকের সম্মতির প্রমাণ দাবী করিতেন।) এ সম্বন্ধে স্যার ব্রজেন্দ্র মিত্রের ঘোষণার পরে আর কোন ঘোষণা করা হয় নাই। তিনি বর্ত্তমান বর্ষের প্রারম্ভে বলেন যে, এই বিধানের দ্বারা যে সম্প্রদায়ের ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে সেই সম্প্রদায় মোটামুটি ইহার অনুকূল হইলে সরকার ইহা আইনে পরিণত হইবার পক্ষে বাধা প্রদান করিবেন না।" ব্যবস্থাপরিষদের সম্মুখে এমন কোন সাক্ষ্যই উপস্থিত করা হয় নাই যদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যে সম্প্রদায়ের এই বিধানের ফলে ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে সেই সম্প্রদায় ইহার পক্ষপাতী। ইহা নিশ্চয় যে হয়ত ধৈর্য্যহীন সমাজসংস্কারকগণ এবং যে সকল রাজনৈতিকগণের মন পাণ্ডুলিপিটী উৎসাহ সহকারে সমর্থিত না হইলে পাশ্চাত্য সভ্য জগতের শুভেচ্ছা এবং ভারতবর্ষের স্বায়ত্ত শাসন লাভের সুযোগ হারাইবার ভয়ে আকুল তাঁহারা ব্যতীত অন্য কেহই এই আইন প্রণয়নের জন্য দাবী করেন নাই। সরকারও ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানগুলির অধ্যক্ষ, মঠাধিপতি অথবা এমন কি তাঁহাদের মহামহোপাধ্যায়দিগের সহিত পরামর্শ করেন নাই, যদিও তাঁহারা প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা, আইন ব্যবসায়ীদিগের সভা, বিরুদ্ধ মতাবলম্বী সমাজসংস্কারকদিগের এবং ঐ জাতীয় সকলেরই মতামত গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং মতবাদের দিক দিয়াই হউক বা নীতির দিক দিয়াই হউক, কোন দিক হইতেই সরকারকর্ত্তৃক এই ব্যবস্থার সমর্থনের হেতু ছিল না।

দৈনিক Reg No C 1544
বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সংবাদের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৭০তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৮ই আশ্বিন শনিবার ১৩৩৯, ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৩২

নানা কথা

গান্ধীজীর সঙ্গে উপবাস

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, রমেশ নামক একজন যুবক তাঁহার এইরূপ ইচ্ছার কথা ঘোষণা করিয়াছেন যে, বিদেশী বস্ত্রের ব্যবসা পরিত্যাগ না করা পর্য্যন্ত তিনি উপবাস করিবেন।

শান্তিলাল নামে আর এক যুবক ঘোষণা করিয়াছেন, মহাত্মাজী যতদিন উপবাস করিবেন, তিনিও ততদিন অনশন থাকিবেন।

গান্ধীজীকে স্থানান্তরিত করণ

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, ভারত আফিসের সংবাদে প্রকাশ, মিঃ গান্ধী প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিবামাত্র তাঁহাকে যারবেদা জেল হইতে স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা ভারত সচিব সার সামুয়েল হোর বাতিল করিয়াছেন—এই মর্ম্মে পুণা হইতে যে বেতারের সংবাদ বাহির হইয়াছে তাহা অমূলক। মিঃ গান্ধীকে পুণার কারাগার হইতে স্থানান্তরিত করিবার যে কোন ব্যবস্থা ভারত সরকারের হস্তেই নিহিত রহিয়াছে।

অনশন সম্পর্কে গান্ধীজীর উক্তি

পুণা হইতে প্রকাশ, গত ২০শে সেপ্টেম্বর সকালে যারবেদা জেলে মহাত্মার প্রায় ১ ঘণ্টাকাল আলাপ হয়—ঐ সময় মহাত্মা তাঁহার প্রায়োপবেশন আরম্ভের এক মনোজ্ঞ বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন,—অবাধ ভাবে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একটী স্তোত্র

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী প্রভুপাদের আদেশে
কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্যোগে
আগামী ২৩শে আশ্বিন [illegible] হইতে
মাসাধিকব্যাপী চৌরাশি-ক্রোশ
বিরাট্ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
মথুরাকে কেন্দ্র করিয়া আরম্ভ হইতেছে
যাত্রিগণের জন্য স্থান ও প্রসাদের বন্দোবস্ত থাকিবে
কলিকাতা হইতে যাতায়াতের ভাড়াসমেত ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার ব্যয় বাবদ যাত্রিগণের জন প্রতি সমর্থপক্ষে ১০০৲ টাকা এবং অসমর্থ পক্ষে ৫০৲ টাকা লাগিবে। ২০শে আশ্বিনের মধ্যে কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হউন।
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

পাঠান্তে আমি আমার প্রায়োপবেশন আরম্ভ করি। ঐ স্তোত্রের মর্ম্ম এইরূপ :—

"পথিক! নিদ্রা ত্যাগ কর; প্রভাত হইয়াছে, আর রাত্রি নাই, এখনও ঘুমাইতেছ কেন? জাগরণের সময় আসিলেও যে ঘুমায় তাহার কাঁদিবার যথেষ্ট কারণ থাকে, হয় ত কাঁদিতেও হয়। যে নিদ্রা বর্জ্জন করিয়া জাগিয়া উঠে তাহার অন্তরে বাসনা পূর্ণ হয়।"

যখন প্রভাত হইল তখন আমিও আমার কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হই নাই আমিও অনশনব্রত অবলম্বন করিলাম। অশ্রুপাতের কোন আশঙ্কা আর আমার নাই; কেননা অন্ধকার আমাকে প্রতারিত করিতে পারে নাই। এই দুর্গম ভ্রমণপথে এই সান্ত্বনাই আমাকে শক্তি দিবে।

ডাক্তার আম্বেদকর

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গান্ধীজীর আহ্বানে ডাক্তার আম্বেদকর গত ২০শে রাত্রিতে পুনা যাত্রা করিতেছেন।

ডাক্তার আম্বেদকর নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন :—

"আমি পুনা হইতে এই মর্ম্মে এক তার পাইয়াছি যে, আমি গত ২০শে রাত্রিতে যে প্রস্তাব দাখিল করিয়াছি, সেই প্রস্তাব সম্পর্কে মিঃ গান্ধী আমার সহিত এবং মিঃ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক। আমি এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছি। আমি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছি যে, মিঃ রাজা এবং তাঁহার দলের সহিত আমার কোন সম্পর্কই নাই। মিঃ গান্ধী যদি তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে চাহেন, তবে পৃথকভাবে করিতে পারেন। আমার এরূপ বলার কারণ এই যে, একদিকে আমি ও আমার দল এবং অন্যদিকে গান্ধীজী, এই দুইয়ের মধ্যে কলহ। অধিকন্তু কংগ্রেস ও হিন্দু-মহাসভা নিজেদের স্বার্থ সাধনোদ্দেশ্যে নিজেদের প্রচারকার্য্য দ্বারা অনুন্নতদের উপর যে ভূয়া নেতা চাপাইয়া দিতেছেন, আমি তাহার তীব্র নিন্দা করি। আমার এই মন্তব্য ব্যক্তিগতভাবে মিঃ রাজার বিরুদ্ধে প্রযোজ্য নহে।

শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার সুযোগ

গঙ্গায় জল অধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্ত্তমানে নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন ও কুলিয়া সহর নবদ্বীপ হইতে নৌকাযোগে শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের জন্মভিটা শ্রীযোগপীঠের দ্বারদেশে উপস্থিত হওয়া যায়। যাত্রিগণের শ্রীধামদর্শনের একটী সুবর্ণ-সুযোগ।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	চাইবাসা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	নৈমিষারণ্য	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১ শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	শ্রীধাম মায়াপুর
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	এলাহাবাদ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	নৈমিষারণ্য
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	এলাহাবাদ	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে জন্মোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেবাবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৩১১৫

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ দাসাধিকারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতি, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃত [illegible] দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিদ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকপিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোদণ্ড, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালি দাসাধিকারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

(৭) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযজ্ঞেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী.

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ সাউথ মালাকা প্রয়াগ ষ্টট, পি

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, ...

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্কলিধা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ ,রাজবাঁধ বর্দ্ধমান।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেনপানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন.

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরীপ্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরূপবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণদাভিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুঁচুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ,

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) [illegible]

[illegible]

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, { ১০ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৬, ৮ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২ শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩২ শনিবার } ১৭০তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

তারের সংবাদ

নৈনিতাল হইতে গত ২১শে সেপ্টেম্বরের এক তারের সংবাদে প্রকাশ, শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম শুদ্ধভক্তিপ্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ যুক্তপ্রদেশের লাটবাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারীর সহিত গত ১৯শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। প্রাইভেট সেক্রেটারী মহোদয় স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের কথা শুনিয়া পরমানন্দিত হইয়াছেন।

স্বামীজী মহারাজ ঐ প্রদেশের পুলিশ গীর ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেলের সহিতও সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তিনি স্বামীজী মহারাজের নিকট শ্রীচৈতন্যমঠের কর্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক এই বৎসর শ্রীধাম-বৃন্দাবন পরিক্রমার বিষয় শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন এবং আবশ্যক-মত পুলিস দ্বারা সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তজ্জন্য তিনি বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

গত ২০শে সেপ্টেম্বর শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠকালে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ বলেন,—জগতে ঐশ্বর্য্য ও শ্রী বড়ই স্পৃহার বিষয় এবং পাণ্ডিত্যও তাহাই। কিন্তু কি ধনবান্, কি রূপবান্, কি পণ্ডিতগণ কেহই যদি কৃষ্ণভজন—হরিগুরুবৈষ্ণবঃ সেবা না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের তাদৃশ ধন, তাদৃশ রূপ বা পাণ্ডিত্যাদি দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে তাঁহারা বা জগৎ কেহই যথার্থভাবে উপকৃত হন না।

———

কৃষ্ণভক্তি লাভই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা ও সকল বিদ্যার বা পাণ্ডিত্যের চরম সীমা। এই পরম শ্রেয়ঃ কৃষ্ণভক্তি লাভই যদি না হয়, তাহা হইলে ধন বা পাণ্ডিত্যাদির অর্জ্জনচেষ্টা বৃথা হইয়া পড়ে। যে বিদ্যায় কৃষ্ণভক্তির উদয় না করায় বা যে-ধনের দ্বারা মাধবের সেবা না হয়, তদ্দ্বারা কেবলমাত্র জড়মোহই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাই মহাজনগণ গাহিয়াছেন,—

জড় বিদ্যা যত মায়ার বৈভব
তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে
জীবকে করয়ে গাধা॥
তোমার কনক ভোগের জনক
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম নহে তব ধাম
তাহার মালিক কেবল যাদব॥

জগতে পাণ্ডিত্য-প্রতিভা ও ধনগৌরবাদি মনুষ্যকে উচ্চ পদবীতে উন্নীত করায় বা অসাধারণ সম্মানে সম্মানিত করায় বটে, কিন্তু তাদৃশ পাণ্ডিত্যাদির সহিত যদি ভগবদ্ভক্তি কোন মহাত্মায় প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে উহা সোণায় সোহাগা জানিতে হইবে।

———

এসব বিষয়ের সদ্ব্যবহার কিরূপ করিতে হয়, তাহা জানিবার জন্য কোমলশ্রদ্ধ শাস্ত্রানভিজ্ঞ ভজনকারিগণ পণ্ডিত ভক্তের নিকট সর্ব্বদা শাস্ত্র শ্রবণ করিবেন। শাস্ত্রশ্রবণে তাঁহাদের ভজনের সুষ্ঠুতা লাভ ঘটিয়া থাকে। শাস্ত্রালোচনা বা শাস্ত্র শ্রবণ একেবারে বাদ দিলে আমরা, 'চিত্তে দৃঢ়তা বৃদ্ধির একমাত্র উপায় যে সিদ্ধান্ত' সে-বিষয়ে অজ্ঞতাপ্রযুক্ত নানা অসুবিধায়—অস্থির সিদ্ধান্তে পতিত হইব। জীব যদি ভক্তিশাস্ত্র বা পরাবিদ্যা আলোচনাকে সাধারণ জড়বিদ্যার সহিত সমজ্ঞান করিয়া উহা হইতে বিরত হয়, তাহা হইলে জীবের ভক্তি বৃদ্ধি হয় না।

———

ভক্তভাগবতের মুখে বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ ও গ্রন্থভাগবতের আলোচনা বা সঙ্গই বদ্ধজীবের ভগবদ্ভজনের একমাত্র সাহায্যকারী, নতুবা ভজনের প্রবৃত্তি দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে প্রাকৃত সহজিয়াধর্ম্ম আক্রমণ করিয়া আমাদের ভজনচ্যুতি ঘটায়। আমরা যদি ভজনের পথে অগ্রসর হইবার একমাত্র পন্থা শ্রবণ কীর্ত্তন পরিত্যাগ করি—আলোচনা না করি তাহা হইলে মনোধর্ম্মে চালিত হইয়া সাধু-গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে আস্থা নষ্ট করিয়া ফেলিব এবং তখন নিজের মনগড়া সেবা-নির্ব্বাচনে আমাদের প্রবৃত্তি জাগিবে ও গুরু বৈষ্ণবের মঙ্গলময়ী বাণী তিক্ত বোধ হইবে। অতএব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীব সতত গুরু-বৈষ্ণব-সেবা ও শ্রবণ-কীর্ত্তনে উৎকণ্ঠিত হইয়া ভজনপথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইবেন।

শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর

সমাধি বিবরণ

কপটবেষধারী ও সহজিয়াগণের কুচেষ্টা ও অপসিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে পদদলিত করিয়া প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ ১৩২২ বঙ্গাব্দের উত্থান একাদশী-তিথিতে কোলদ্বীপের একাংশে শ্রীশ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের সমাধি প্রদানপূর্ব্বক সমাধিকুঞ্জের যথোচিত সেবার বন্দোবস্ত করেন সেই সময় হইতে প্রতি বৎসরই বাবাজী মহারাজের অপ্রকট তিথিতে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগোষ্ঠী-সহ সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সংকীর্ত্তন মহোৎসব করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে তদীয় অনুকম্পিত শ্রীললিতাপ্রিয় দাস বাবাজী, শ্রীরাধামাধব দাস বাবাজী, শ্রীবৈষ্ণব দাস বাবাজী, শ্রীবিপিনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীমুকুন্দপ্রেষ্ঠ দাস বাবাজী, শ্রীরাধারমণচরণ-শরণ-ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সেবকগণ সমাধির সেবা করিতে থাকেন; পরে পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণকে সহজিয়াগণের কবল হইতে উদ্ধার মানসে দয়ার্দ্রচিত্ত প্রভুপাদ যখন পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকানগরীতে মাধ্বগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠিত করিয়া উক্ত মঠের উৎসবে হরিকথা প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন, তখন কয়েক বৎসর শ্রীল বাবাজী মহারাজের বিরহ-মহোৎসবে সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তখন হইতে ঢাকা মাধ্ব-গৌড়ীয় মঠে এই বিরহমহোৎসব বিপুল আয়োজনে সম্পাদিত

হইতেছে। ইহার পূর্ব্বে সমাধি-ক্ষেত্রেই উৎসব হইত। এই অবসরকালে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ঘোষ ভক্ত্যাশ্রম, শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ শ্রীযুক্ত বনমালী পোদ্দারের সহিত একযোগে প্রভুপাদের নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সমাধির সেবা-সৌষ্ঠব-বিধান করিবার ভার গ্রহণ করেন। তখন প্রভুপাদের অনুগত শ্রীযুক্ত বিপিন-বিহারী ব্রহ্মচারী প্রভৃতি প্রায় সাত বৎসর-কাল সমাধি মঠের কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকেন। ইহার কিছুকাল পরে শ্রীযুক্ত বনমালী পোদ্দার সম্পূর্ণ সেবাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় পোদ্দার মহাশয়ের বৈষ্ণব-বিরোধী ভ্রাতা অনন্ত পোদ্দার সহজিয়াগণের সংযোগে সমাধি-ক্ষেত্রে নানাপ্রকার দম্ভ ও শিষ্টাচারবিরুদ্ধ-ক্রিয়াদ্বারা সমাধিক্ষেত্রে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করে। কিন্তু বৈষ্ণবগণকে তাঁহাদের হৃদয়ের ধনের সেবা হইতে বিচ্যুত করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। অবৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবগণের সহিত পাল্লা দিতে যাইয়া যে অবিবেচনার কার্য্য করে, তাহাতে তাহাদের স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এই প্রকার অবৈধ পাল্লা দেওয়া কার্য্যে তাহারা বৈষ্ণবচরণে অপরাধ সঞ্চয় করিয়া যে কি ভীষণ দুর্দ্দশায় পতিত হয়, তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ অনন্ত পোদ্দার। অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ বলিয়া আমরা উহার সম্বন্ধে আলোচনা হইতে বিরত হইলাম।

অনন্ত পোদ্দারের অত্যাচারে যখন সমাধি-সেবার অনুষ্ঠানে বিঘ্ন উপস্থিত হইতে লাগিল, তখন শুদ্ধ ভক্তগণ অত্যন্ত ব্যথিতহৃদয়ে কৃষ্ণকে ডাকিতে থাকেন। অনন্তের অনন্ত-অনাচারফলে তাঁহাদের সমৃদ্ধ সংসার সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ও শান্তি একেবারে বিনষ্ট হয় এবং তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি দেনার দায়ে নিলামে উঠে। এই এত সময় ১৯৩১ সনের ২রা অক্টোবর তারিখে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভক্ত্যাশ্রমের অনুগত শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর রায় ওরফে শ্রীনিত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী মহাশয় ঐ সম্পত্তি হইতে সমাধির স্থানটী নিলামে ক্রয় করেন। এদিকে যেন অনন্ত পোদ্দারের ও বাবাজী মহারাজ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত ও বহিষ্কৃত অনবরুদ্ধেন্দ্রিয় পদ্মনাভদাস ওরফে কৃষ্ণচৈতন্য দাস নামক অংশের অনন্ত অপরাধের ফলে বেশোপজীবী সঙ্গীর অত্যাচার হইতে শ্রীল বাবাজী মহারাজের সমাধি উদ্ধার মানসে শ্রীভাগীরথী দেবী ডাকিতে ডাকিতে ক্রমশঃ বাবাজী মহারাজের সমাধির পাদদেশে উপস্থিত হইলেন। সমাধিটী গঙ্গাগর্ভে বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইলে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভক্ত্যাশ্রম শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর রায়, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ বাবাজী মহারাজের সমাধিকে গোদ্রুমে স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে আনয়নের চেষ্টা করেন। তাহাতে পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণচৈতন্য দাস সহর নবদ্বীপের শুদ্ধভক্তি বিরোধী কতিপয় ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণ করিয়া নকুলেশ্বর রায় প্রভৃতিকে অন্যায় পূর্ব্বক বাধা প্রদান ও তাঁহাদের বিরুদ্ধে অবৈধ মোকদ্দমা আরম্ভ করে। এই সময় কতিপয় কপট ব্যক্তি ধৃষ্টতা করিয়া কতিপয় গ্রাম্য বাঙ্গালাতে নানাপ্রকার গ্রাম্য প্রলাপ প্রকাশ করে। নিম্ন আদালত ঐসকল কপট ব্যক্তির কাপট্য-ব্যূহ ভেদ করিতে অসমর্থ হইলেও উচ্চ আদালতে উহা ধরা পড়িয়া গিয়াছে এবং শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর প্রভৃতি যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের গত ১৫ই আগষ্ট শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর রায় শ্রীল বাবাজী মহারাজের সমাধিটী বাবাজী মহারাজেরই একমাত্র মনোহভীষ্ট-পরিপূরক শিষ্যবর ও সর্ব্বতোভাবে উত্তরাধিকারী ১০৮ শ্রীপ্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের নামে রেজেষ্টারী-দানপত্র করিয়া দেন। পূর্ব্বেও শ্রীল প্রভুপাদই এই সমাধির সেবক, রক্ষক ও উত্তরাধিকারী ছিলেন। এখনও সম্পাদিত দলিলের দ্বারা তিনিই ইহার সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী হইলেন।

যাহাতে অবৈধ দুরাচারী ব্যক্তিগণের দ্বারা কোন প্রকার গোলযোগ না ঘটে তজ্জন্য নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন পূর্ব্বক সরকারের নিয়োজিত ব্যক্তিগণের সম্মুখে শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ গত ২রা ভাদ্র বৃহস্পতিবার হইতে ক্রমাগত চারি দিবস অহোরাত্র পরিশ্রমের পর কূপ খননাদির দ্বারা সমাধি উত্তোলন পূর্ব্বক গত ৫ই ভাদ্র (২১শে আগষ্ট) কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে বৈষ্ণব-বিধানানুসারে সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে আনয়ন করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বাবাজী মহারাজেরই প্রকাশ-বিগ্রহ—এইটী বিশেষরূপে প্রতিপাদন কল্পেই পূর্ব্বে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথি কৃষ্ণা পঞ্চমীতে সমাধিরাজ উত্তোলিত হইয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন করেন।

এখন আমাদের পরমানন্দের বিষয় এই যে, আউল-বাউল-সহজিয়া প্রভৃতি ত্রয়োদশ প্রকার অপসম্প্রদায় প্রাকৃত বৈষয়িক-সম্পত্তি জ্ঞানে বাবাজী মহারাজের সমাধির উপর আর অনাচার ও অত্যাচার করিতে পারিবে না। পাঠকগণ অবগত আছেন, শ্রীল প্রভুপাদ গত ২রা আশ্বিন ১৮ই সেপ্টেম্বর রবিবার বিপুল সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীচৈতন্যমঠে রাধাকুণ্ড তীরে উক্ত সমাধি সংস্থাপন করিয়াছেন। আমরা আশা করি শীঘ্রই এইস্থানে বাবাজী মহারাজের সুবৃহৎ স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মিত হইবেন।

ঈশ্বর-বিচারে ভ্রান্তি

(শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী)

জাগতিক চিন্তাস্রোতযুক্ত মনুষ্যকুলের মধ্যে সাধারণতঃ দুই প্রকার মনোবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। একপ্রকার সাধারণ স্তরের লোক, আর অবশিষ্ট বিশেষ স্তরের লোক। সাধারণ স্তরের লোক স্বভাবতঃ একটু ধর্ম্মভীরু কিন্তু সেশ্বর নৈতিক নহে। কারণ তাহারা বহু দেব-দেবতাকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর-জ্ঞানে আরাধনা করিয়া থাকে। তাহাদের বিশেষত্ব এই যে, কোন লোক ধর্ম্মের দোহাই দিয়া কোন কথা বলিলেই উহারা অন্ধ বিশ্বাসের সহিত উহা গ্রহণ করিয়া থাকে এবং বৃক্ষ, প্রস্তর প্রভৃতি সকল বস্তুকেই ঈশ্বর বুদ্ধিতে পূজা করিয়া থাকে। মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, বিকশিত জ্ঞানের অভাবেই ঐসকল লোক কোন্‌টী ঈশ্বর আর কোন্‌টী অনীশ্বর বিচারপূর্ব্বক পার্থক্য নিরূপণে অসমর্থ; সুতরাং তাহাদের ঈশ্বরবিশ্বাস কিয়ৎ পরিমাণে জনমতের উপরই নির্ভর করে। এই প্রকার ঈশ্বরবিশ্বাস শাস্ত্রানুমোদিত নহে। এই প্রকার লোকের চিত্তবৃত্তি অল্পায়াসে পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে কিন্তু মহৎকৃপা-সাপেক্ষ।

বিশেষ স্তরের লোক স্বভাবতঃ স্বীয় বিদ্যার বাহাদুরী, জ্ঞানের পূর্ণবিকাশ ও বুদ্ধির প্রখরতা জগতে জাহির করিতে সর্ব্বদা গৌরবান্বিত। এবম্প্রকার চিন্তাযুক্ত ব্যক্তিগণ অন্ধবিশ্বাসকে মৌখিক ঘৃণা করে বটে, কিন্তু 'ধরাকে সরা জ্ঞান' করিতেও কুণ্ঠিত নয়। তাৎপর্য্য এই যে বেদাদি শ্রৌত শাস্ত্র যাহা সাক্ষাৎ ভগবদ্‌বাণী আপ্ত পরমহংস ও ঋষিকুলবন্দ্য সেই সাত্বত গ্রন্থসমূহের শ্রৌতবাণীকেও তাহারা অন্ধবিশ্বাসের গাঞ্জার সহিত সমপর্য্যায়ে স্থাপন করে এবং কেহ কেহ ঐসকল শ্রৌতবাণীকে ঐতিহাসিক বা রূপক (allegorical) বলিয়া উড়াইয়া দিবার স্পর্দ্ধা হৃদয়ে পোষণ করে। ইহারা নিজের প্রতি সর্ব্বদা দৃঢ়বিশ্বাসযুক্ত সুতরাং অপর লোকের সদ্যুক্তিদ্বারা শুভফল প্রসব করিবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা থাকিলেও তাহাতে কর্ণপাত করেন না। নিজের তৌলদণ্ড বা মানদণ্ড দ্বারা সকল বস্তুর গুণাগুণ মাপিয়া বিচারপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে ইহাই তাহাদের সঙ্কল্প। এমন কি, তাহাদের প্রাকৃত তৌলদণ্ডে অধোক্ষজ, অতীন্দ্রিয় ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্তগণের যোগ্যতা মুহূর্ত্ত মধ্যে ওজন করিয়া ফেলিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নহে। এবম্বিধ মূঢ় নির্ব্বোধ ব্যক্তি নিজে ঠকিলেও কখন স্বীয় অজ্ঞতা স্বীকার করে না।

ইহাদের শাস্ত্রযুক্তির প্রতি আদৌ শ্রদ্ধা নাই, মুখে শাস্ত্র মানিলেও অন্তরে বিষকুম্ভপয়োমুখ। যদি কেহ অণিমা, লঘিমা, Hypnotism Mesmarism প্রভৃতি অসামান্য অলৌকিক কোন প্রকার বুজরুকী দেখাইতে পারে তবে উহাকেই মুগ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকেই গুরুপদে অভিষিক্ত করিয়া থাকে। কতকাল ইহার স্থায়িত্ব বা ইহাদ্বারা চরম প্রাপ্য কি, তাহারা জানে না বা জানিবার আকাঙ্ক্ষা তাও মনে করে না। এই তথাকথিত বুদ্ধিমান্ লোক ভগবদ্ভক্তির অনাবিল বিশুদ্ধ পন্থাকে কণ্টকাবৃত করিয়া বহু যোজন দূরে নিক্ষিপ্ত হয় এবং জন্মজন্মান্তর বিভিন্ন ইতর যোনি ভ্রমণ করতঃ অঘটনঘটন-পটীয়সী দৈবীমায়াদ্বারা নিষ্পেষিত ও লাঞ্ছিত হইয়া থাকে।

ইহারা অর্চ্চাবিগ্রহে সাধারণ শিলা বুদ্ধি, বৈষ্ণবগুরুতে মরণশীল মানববুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতি বুদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণবপাদোদকে জলবুদ্ধি, প্রসাদে ভাত ডাল বুদ্ধি, সকল কল্মষবিনাশী বিষ্ণুনাম মন্ত্রে শব্দ সামান্যবুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুকে অপর দেবতার সহিত সমান বুদ্ধি করে সুতরাং চিজ্জড় সমন্বয়বাদ ও অনন্য-পরায়ণতার যূপকাষ্ঠে নিজদিগকে বলিদান করে ও অপর আপামর সাধারণকে নরকের পথ প্রদর্শন করে। এই সকল chronie ভবব্যাধি-গ্রস্ত উৎকট রোগী নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সদ্বৈদ্যগণের বিধান ও ঔষধ উপেক্ষা করিয়া বিষয়ের তীব্র বিষাক্ত বাণে জর্জ্জরিত হইয়া ছট্‌ফট্ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করে।

আধ্যক্ষিক-জ্ঞানাতীত অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দানুভূতিই ঈশ্বরবিচারের যথার্থ উদ্দেশ্য নিরূপণ করে। তাহা কি প্রকারে লভ্য; যাঁহারা সত্য সত্য মঙ্গল-পিপাসু তাঁহারা এই দুই শ্রেণীর অতীত তৃতীয় শ্রেণীতে অবস্থিত, উদিতবিবেক, নিষ্কাম, শান্ত ও ভগবদ্ভক্ত সুতরাং তাঁহারাই চিদ্বিলাসসংযুক্ত নিত্যপূর্ণ বস্তু পরমেশ্বরের সুষ্ঠু জ্ঞান প্রদান করিতে পারেন। শরণাগত ও সর্ব্বতোভাবে আশ্রিত হইয়া ইহাদের নিকট সকল কল্মষবিনাশী একমাত্র ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণীতে দৃঢ় শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইতে পারিলেই ঈশ্বর-বিচারবৈষম্য হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া মনুষ্যজীবনের সার্থকতা উপলব্ধি করা যায় ও ঈশ্বরবিচারের পরিপূর্ণতা সিদ্ধ হয়।

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্তঃ এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

সবার জীবন কৃষ্ণ জনক সবার। হেন কৃষ্ণ যে না ভজে সর্ব্ব ব্যর্থ তার॥

পূর্ব্ব ব্যবস্থা! স্বুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-[...] নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নার প্রান্ত ও [...]নন্দের ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালার ভাসমান হইতে [...], তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন। [...] চতুর্দ্দশ সাধনভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির [...]র এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া [...]ন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই [...]ল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে [...]ন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী [...]মী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-[...]সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ছইয়[...] অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-[...]শ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। [...] মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী রাজ-প্রণীত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মঞ্জরী। [...]টী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। [...] শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পদ্য-[...]ের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম [...] কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক [...] মাত্র।

চৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য [...] সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত [...]ছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-[...] বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত [...]তেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও [শ্রী]মদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত '[অনুভা]ষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া [প্রকা]শিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, [প্রত্যে]ক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। [প্রত্যে]ক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, [পয়া]র, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের [...] জীবনীসম্বলিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে [...]পি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের [...]ও বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা [...] গৌড়ীয়মঠের সুহৃদবর্গে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এন্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত ভিক্ষা সাধারণের পক্ষে ২১॥৶০; গৌড়ীয়ের গ্রাহকের পক্ষে ১৩॥৶০।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা ১২৲; গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৮৲ টাকা।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অক্তকের প্রতি উপদেশ', 'উচ্ছাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও প্রাকৃ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাষ্ঠা নন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম ও মনোধর্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজনপথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রাবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষদন্তচিরক্তি, শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', নিষ্কপটতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, স্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. পোক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন রঙের অপূর্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্যান, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্ গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরু-প্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৴০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৴০ মাত্র.

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ এবং শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তত্ত্ব্যবিষয়-সহ বস্তুত-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

মুক্তিমল্লিকা (অপৌরুষ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন দ্বারা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৴০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যোক্ত শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-খানি পাঠ করিলে পারমার্থিক বাক্যে কিছুমাত্র অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, তাৎপর্য্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজি বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। মঠ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা॥

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় ছন্দের তাৎপর্য্য ত্রিদণ্ডি গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সঙ্কলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ।৴০ দশ আনা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্য ভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
 ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১৸৹
 ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵৹
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵৹
৭। ভজনরহস্য ॥৹
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
 ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
 ঐ (বাঁধা) ২৲
 ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
 ঐ (বাঁধা) ২৲
 ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥৹
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥৹
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵৹
 ঐ (বাঁধা) ৸৹
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶৹
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵৹
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥৹
 ঐ (আবাঁধা) ।৵৹
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶৹
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷৹
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৷৹
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) ৶৹
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।৹
২৯। শরণাগতি ৴৹
৩০। গীতাবলী ৴৹
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥৹
৩২। প্রার্থনাকণ ৴৹
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴৹
৩৫। অর্চ্চনপঞ্চক ৵৹
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴৹
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ১৹
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥৹
 ঐ (আবাঁধা) ।৴৹
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥৹
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
 ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।৹
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।৹
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
 ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴৹
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।৹
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৷৹
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
৫২। সাংখ্যবাণী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥৹
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।৹
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।৹
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶৹
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴৹
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৷৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥৹
৬০। নামভজন ।৹
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৵৹
৬২। ল্যাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴৹
৬৫। দি ভাগবত ।৹
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।৹
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥৹
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥৹
৭০। সাধন পথ ।৹
৭১। কল্যাণ কল্পতরু ৴৹
৭২। গীতাবলী ১৲
৭৩। শরণাগতি ৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু ৴৹

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষার একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸৹, নগদ প্রতি সংখ্যা ৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষার একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৵৹।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীসচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।৹।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥৹ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥৹ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

[illegible] অ[illegible]র্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।৹ আনা, পাইট ॥৵৹ আনা, বোতল ১৵৹ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল খাঁটি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

ভারত গভর্ণমেণ্ট

হিন্দু বিবাহ-আইন

(২)

ইহা একজন নির্ব্বাচিত সভ্যকর্ত্তৃক উপস্থাপিত বে-সরকারী বিধান বলিয়া উহার জন্য সরকার কোন ক্রমেই দায়ী নহেন, এরূপ যুক্তি অত্যন্ত ভ্রমাত্মক, কারণ সরকারের মঞ্জুরী ব্যতীত এরূপ কোন বিধানই উপস্থাপিত হইতে পারে না ; এবং যে বিপুল জনসমাজ তাঁহাদের প্রাচীন ধর্ম্মানুসরণ করিয়া থাকে এবং স্যর রেজিনাল্ড ক্র্যাডক-এর উক্তি অনুসারে সরকার যাঁহাদের শাস্ত্ররক্ষক সেই জনসমাজ, সেই ধর্ম্মের বিধান এবং নির্দ্দেশগুলির উপর কেহ বেপরোয়া হস্তক্ষেপ করিলে তাহা হইতে রক্ষা পাইবার অধিকারী। স্যর উইলিয়ম ভিনসেণ্টও বাস্তবিক ইহাই স্বীকার করেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ধরণে গঠিত শাসনতন্ত্র থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত সরকারের এই বিষয়ের দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করা বৃথা।

তারপর এই আইনের মূল পাণ্ডুলিপি আবার দেওয়ানী আইন ধরণের ছিল, সিলেক্ট কমিটি কর্ত্তৃক দণ্ডমূলক আইনে পরিণত করিবার পরেও ব্যবস্থাপরিষদ হইতে উঠাইয়া লইয়া পুনরায় তথায় উপস্থিত না করিয়া উহা মূল পাণ্ডুলিপিরূপে বিবেচনা করা উচিত হয় নাই। এই কার্য্য পার্লামেণ্ট মহাসভার সকল নজীরের বিরোধী। এইরূপ ধরণের আইনের পাণ্ডুলিপিতে গবর্ণর-জেনারেল বাহাদুর হইতে পূর্ব্বে মঞ্জুরী লওয়ার ব্যবস্থার ফলে নিরাপদ হওয়া যাইত বলিয়া যে ধারণা ছিল এই ব্যাপার ঘটনাক্রমে সেই ধারণার অলীকতা প্রমাণ করিতেছে। তারপর এই আইনটি ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আইনের ১৮ ধারার (২১ জর্জ্জ, ৩ সি,৭০) এবং ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আইনের ১২ ধারার (৩৭ জর্জ্জ, ২ সি, ১৪২) বিধানগুলির বিরোধী ভাবের। উক্ত দুইটি আইনের উক্ত ধারা দুইটি ভারতবর্ষের গভর্ণমেণ্ট বিষয়ক আইনের ১৩০ ধারা দ্বারা বজায় রাখা হইয়াছে এবং কোনরূপে পরিবর্ত্তিত না হইয়া বলবৎ রহিয়াছে। অতএব, অন্যান্য বিষয়ের কথা না ধরিলেও আইনটির প্রণয়নে ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদের কোনও বৈধ ক্ষমতা নাই বলিয়া উহা বাতিল।

এত দীর্ঘকাল ধরিয়া যে বিবাহপ্রথা এদেশে প্রচলিত আছে—মানুষের স্মৃতি যতদূর প্রসারিত হইতে পারে ততদূর পর্য্যন্ত ইহার কোনও বৈষম্য লক্ষিত হয় না—সেই প্রথাকে অন্যায় করিয়া "শিশু-বিবাহ" বলিয়া অভিহিত করা এবং তজ্জন্য নিন্দা করা হয়। সাধারণতঃ ইহার ফলে স্বাস্থ্য এবং বুদ্ধিসম্পন্ন জাতিরই সৃষ্টি হইয়াছে, এমন কি এই জাতির প্রতি অন্যান্য জাতিগণেরও ঈর্ষার উদ্রেক হইয়াছে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের হাল সিদ্ধান্ত এই যে, যৌবন গমের পূর্ব্বে বাগ্দান এবং যৌবনাগমের অল্প পরেই সহবাস সম্পন্ন করা জীবনবিজ্ঞান এবং সমাজ বিজ্ঞান উভয় বিজ্ঞান মতেই সকল দেশের বিবাহ-প্রথা নিয়ন্ত্রণের পক্ষে উৎকৃষ্ট নিয়ম। অধ্যাপক আইনষ্টাইনের মত এই যে, সুপ্রজনন বিদ্যাবিদগণ (Eugenicists) এবং বিহেভীয়রিষ্ট (Behaviorists) নামে পরিচিত মনোবিজ্ঞানবিদগণ কোন বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা দ্বারা মানুষের স্বভাব নিয়ন্ত্রিত করা যায় বলিয়া যে বিশ্বাস করেন তাহা যথার্থ নহে। সহবাস সম্মতির বয়স বিষয়ক কমিটি দেখিতে পাইয়াছেন যে, যে ব্রহ্মদেশে ১৫ বৎসরের পূর্ব্বে কদাচিৎ বালিকাগণের বিবাহ হইয়া থাকে, সেখানে যত শিশু জন্মায় তন্মধ্যে হাজারকরা ২০০ শতের অধিক শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং সেখানে মৃত্যুহার ভারতবর্ষের মধ্যে যে প্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শিশু বিবাহ হয় সেই বিহার এবং উড়িষ্যা প্রদেশের মৃত্যুর হার অপেক্ষা অনেকগুণ বেশী। তাঁহারা আরও দেখিয়াছেন যে, কতকগুলি প্রদেশে শিশুবিবাহ এবং মাতা ও শিশুর মৃত্যুর ভিতর কার্য্যকারণের পারম্পর্য্য দেখা যায় না। যে সকল ব্যক্তি এই কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্য প্রদান করে তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন যে ব্রাহ্মণগণের মধ্যেই শিশুবিবাহ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত থাকিলেও তাঁহাদের মধ্যে শিশু মৃত্যুহার সর্ব্বাপেক্ষা কম এবং খ্রীষ্টান এবং অন্যান্য শ্রেণী যাহাদের ভিতর শিশু-বিবাহ প্রথা আদৌ নাই তাহাদের ভিতর শিশুমৃত্যুহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। যাহা হউক, ইতিমধ্যেই সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে অধিকাংশ লোকেই যৌবনাগমের পর বিবাহ প্রচলন করিয়াছেন এবং আইনের দ্বারা তাঁহাদের ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না বিশেষ উদ্যম সহকারে এইরূপ যুক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে ; সেইজন্য এই আইনের পাণ্ডুলিপিতে যে সকল সম্প্রদায় যৌবনাগমের পর বিবাহ দেওয়া তাহাদের ধর্ম্মবিধি এবং লোকাচারে নিষিদ্ধ বলিয়া মনে করে কেবল তাহাদিগকেই অব্যাহতি দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

জি, কৃষ্ণমাচারিয়ার,
এস, সি গুপ্ত
ভারত গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী

মিঃ দেবীদাস গান্ধীর উক্তি

নয়াদিল্লী হইতে প্রকাশ, বোম্বাই হিন্দু সম্মিলনের আয়োজনাদি সম্পর্কে কাশী হইতে দেবীদাস গান্ধীজী এখানে আসিয়াছেন। তাঁহার পিতার অনশন-ব্রত সম্পর্কে জনৈক প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, জাতির যাহা কর্ত্তব্য তাহা অবিলম্বেই করা উচিত। বাপুজীর শরীরের অবস্থা আমি যতদূর জানি, তাহাতে মনে হয়, অল্পদিনেই তিনি দুর্ব্বল হইয়া পড়িবেন। উপবাসের প্রথম কয়েকদিন পর সামান্য ব্যক্তিগত কথাবার্ত্তাও তাঁহার পক্ষে অনিষ্টকর বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। তাঁহার স্বাস্থ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট রোগ দেখা যাইতেছে না বটে, কিন্তু তাঁহার পরিপাক-শক্তি কিছুদিন হইতে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। আর একটি কথা আমি বলিয়া রাখিতেছি যে, তিনি জেলেই থাকুন আর আংশিক স্বাধীনতাসহ মুক্তই থাকুন দেশের কোথাও কোন অঘটন ঘটিলে তাঁহার মনে গুরুতর আঘাত লাগিবে। মনের শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা যদি না থাকে তাহা হইলে তিনি উপবাসের শারীরিক ক্লেশ অনায়াসে সহিতে পারিবেন। উপবাসের ফলে যাহাই হউক না কেন, আত্মত্যাগ ও প্রেমের পথেই জয়লাভ সম্ভব। যাহা হউক, অনর্থক সময় নষ্ট করা উচিত নয়। অস্পৃশ্যতার বিলোপসাধন অনিবার্য্য।

যারবেদা জেল দ্বারে ব্যাকুল জনতা

পুণা হইতে প্রকাশ, গত ২০শে সেপ্টেম্বর দ্বিপ্রহরের সময় ফ্রী প্রেসের জনৈক প্রতিনিধি যারবেদা জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করেন। গান্ধীজী উপবাস আরম্ভ করিয়াছেন কিনা সে সম্বন্ধে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কোন কথা বলিতে অসম্মত হন।

জানা গিয়াছে যে, প্রাতঃ ৯টা হইতেই গান্ধীজী খাদ্য গ্রহণ হইতে বিরত রহিয়াছেন।

গত ২০শে সেপ্টেম্বর প্রাতঃ হইতেই একদল লোক যারবেদা কারাগারে ব্যাকুল ভাবে প্রতীক্ষা করিতেছিল; কিন্তু কাহাকেও কারাগারের পিছন দিকে যাইতে দেওয়া হয় নাই।

আন্দামানে নারী বন্দিনী

সিমলা হইতে প্রকাশ, মিঃ মিত্র এবং মিঃ নিয়োগীর প্রশ্নের উত্তরে মিঃ হেগ বলেন যে, বাঙ্গলা দেশের কয়েকজন দণ্ডিত বিপ্লবীকে আন্দামানে পাঠান হইয়াছে। কয়েদের মেয়াদ লইয়া এই বিষয়ে বিবেচনা করা হয় নাই। যে সমস্ত দণ্ডিতা নারীকে আন্দামানে পাঠান হইয়াছে, তাহাদিগকে পোর্ট ব্লেয়ারের জেলের আলাদা কোনে রাখা হইয়াছে। জেলের অন্যান্য বন্দীদের নিকট হইতে উহা সম্পূর্ণ আলাদা, তাহাদের জন্য আলাদা নারী কর্ম্মচারীরও বন্দোবস্ত আছে।

সানটুঙ্গে ঘরোয়া যুদ্ধ

সাংহাই হইতে প্রকাশ, সানটুং অঞ্চলে অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়াছে ১লক্ষ ১০হাজার সৈন্য। এক দিকে সানটুংএর গভর্ণর জেনারল হানফুচু, অপর দিকে স্বাধীন সমর সচিব কমাণ্ডার লিউচিনিয়েন। কমাণ্ডার লিউচিনিয়েন গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া চিফু অঞ্চলের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা হইয়া রহিয়াছেন। কে বড় কে ছোট ইহাই লইয়া উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইত। এ অন্তর্বিপ্লব তাহারই ফলে উপস্থিত হইয়াছে। কথায় যখন আর বিবাদ ভঞ্জন হইল না! লেখায় পড়ায় প্রকাণ্ড ব্যাপারে যখন তাহার সম্যক সমাধান হইল না, তখন অস্ত্রের প্রয়োজন হইল। সৈন্যসামন্ত প্রস্তুত হইল, এখন ভেরী বাজিতেই বাকী।

গান্ধী সমাগমে প্রতিনিধিদল

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, মালব্যজী ও অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে ঘরোয়া আলোচনার পর গত ২০শে সেপ্টেম্বর রাত্রি দ্বিপ্রহরের গাড়ীতে নেতাদের আর একটি প্রতিনিধিদল গান্ধীজীর সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য পুণা যাত্রা করিয়াছেন। এই প্রতিনিধিদলে পণ্ডিত মালব্য, শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারি, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, শ্রীযুক্ত জি ডি বিড়লা, স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু ও শ্রীযুক্ত জয়াকর আছেন।

প্রকাশ যে প্রতিনিধিদল একটি সুনির্দ্দিষ্ট কার্য্যপন্থা গান্ধীজীর নিকট পেশ করিবেন। এই কার্য্যপন্থা নাকি বিশিষ্ট নেতাদের নিকট খুব সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

গত ২০শে সেপ্টেম্বর হিন্দু জাতীয় সম্মেলনে যে সব প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহার ফলেই এই প্রতিনিধিদল প্রেরণের কথা স্থির হয়। এই প্রতিনিধিদলের সদস্য নির্ব্বাচনের ভার পড়িয়াছিল পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের উপর।

প্রকাশ যে, বৈকালের আলোচনার সময়ে যখন প্রতিনিধিদল প্রেরণের প্রস্তাব স্থিরীকৃত হয়, তখন এই সম্মেলনে ডাঃ আম্বেদকরও উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক

শ্রীধাম নবদ্বীপ

Reg No C1544

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার · নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে

প্রতি ইঞ্চি ১৲

প্রতি কলম ৬৲

অর্দ্ধ কলম ৩৷৹

সিকি কলম ২৲

চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার

অগ্রিম দেয়

বার্ষিক ৯৲

ষাণ্মাসিক ৫৲

ত্রৈমাসিক ২৸৹

মাসিক ১৲

নগদ

সংখ্যা ৴৫

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৭১তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১০ই আশ্বিন সোমবার ১৩৩৯, ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৩২

নানা কথা

দিল্লীতে বালিকার আত্মহত্যা

দিল্লী হইতে প্রকাশ, পুলিশের হেফাজতে থাকিবার সময় নাকি পুলিশ কর্ত্তৃক অপমানকর অত্যাচারের জন্য একটি বালিকা আত্মহত্যা করে। হীরাজহরত চুরি সম্পর্কে বালিকাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। পুলিশের বিরুদ্ধে মৃতা বালিকার উক্ত অভিযোগ সম্বন্ধে গত ২২শে সেপ্টেম্বর প্রাতে তদন্ত আরম্ভ হয়। কাজী হাউস থানায় ম্যাজিষ্ট্রেট চৌধুরী বলদেব সিং তদন্ত আরম্ভ করিয়াছেন। কাজী হাউসেই বালক টি আটক ছিল।

মালব্যজীর বিবৃতি

পুণা হইতে প্রকাশ, গত ২৩ সেপ্টেম্বর সকাল বেলায় গান্ধীজী সঙ্গে দেখা করিবার পর পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য জানাইয়াছেন যে, গত ২৩শে সেপ্টেম্বর একটা মিটমাট হইয়া যাইবে বলিয়া তিনি আশা করেন।

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর রাত্রে গান্ধীজীর সুনিদ্রা হইয়াছিল।

ছয় জনের ফাঁসী

পাটনা হইতে প্রকাশ, পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি জেমস্ ছজন লোককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং একজনকে মুক্তি দেন। উক্ত মজঃফরপুরের দায়রা জজ হত্যার অভিযোগে সাতজনের বিচার করিয়া সকলকেই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। হাইকোর্টে আপীল করিলে বিচারপতিদ্বয় ছয়জনের দণ্ড বৃদ্ধি করেন এবং একজন আপীলকারীকে মুক্তি দেন। অভিযোগের বিবরণ এই যে, আপীলকারীরা শত্রুতাবশে দুইব্যক্তিকে পথের মধ্যে আক্রমণ করিয়া নৃশংসভাবে হত্যা করে।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী প্রভুপাদের আদেশে

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্যোগে

আগামী ২৩শে আশ্বিন বিজয়া দশমী হইতে

মাসাধিকব্যাপী চৌরাশি-ক্রোশ

বিরাট্ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা

মথুরাকে কেন্দ্র করিয়া আরম্ভ হইতেছে

যাত্রিগণের জন্য স্থান ও প্রসাদের বন্দোবস্ত থাকিবে

কলিকাতা হইতে যাতায়াতের ভাড়াসমেত ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার ব্যয় বাবদ যাত্রিগণের জন প্রতি সমর্থপক্ষে ১০০৲ (যাতায়াত ২৫৲ + পরিক্রমার বাবদ ৭৫৲) টাকা এবং অসমর্থ পক্ষে ৫০৲ (যাতায়াত ২৫৲ + পরিক্রমার জন্য ২৫৲) টাকা লাগিবে। ২০শে আশ্বিনের মধ্যে কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হউন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

জেলে গান্ধীজী

পুণা হইতে প্রকাশ, গান্ধীজী বর্ত্তমান অবস্থায় যতটা সম্ভব আরামেই রাত্রিযাপন করেন, গত ২৩শে সেপ্টেম্বর সকালবেলা তাঁহাকে বেশ প্রফুল্ল দেখাইতেছিল। গান্ধীজীকে গত ২৩শে সেপ্টেম্বর যাহারা দেখিয়াছেন, তাহারা তাঁহার সহিষ্ণুতা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছেন।

জনৈক মার্কিণ বন্ধুর তারের উত্তরে গান্ধীজী নিম্নলিখিত তার প্রেরণ করিয়াছেন:—আমেরিকা, আমার পরিচিত এবং অপরিচিত বন্ধুদের মারফতে আমার দুঃখকষ্টে আমার প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছে, সে এখন এই ত্যাগের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। আমি আশা করি, সে এই ত্যাগের অনুকূলে জগতের জনমতকে জাগ্রত করিবে।

শ্রীনগরে দাঙ্গা হাঙ্গামা

শ্রীনগর হইতে প্রকাশ, গত ২৩শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্নকালে সহরে একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে। স্বাস্থ্য সপ্তাহ সম্পর্কে কলেজের ছাত্রদের একটি মিছিলের ব্যাপারে এই দাঙ্গা হয়। উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় ৫০ জন লোক জখম হয়; তন্মধ্যে ২০ জন হাসপাতালে গিয়াছিল। এই ২০ জনের মধ্যে মাত্র ২ জনকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করিতে হয়। কেহ নিহত হয় নাই। সহরে সান্ধ্যবাত্তর আইন জারী হইয়াছে। এখন আর কোন গোলযোগ নাই।

দীর্ঘ উপবাসের জন্য অবসাদ

পুণা হইতে প্রকাশ, এইমাত্র এই খবর পাওয়া গিয়াছে যে দীর্ঘকাল উপবাসের জন্য গান্ধীর কতকগুলি অস্বস্তিজনক লক্ষণ দেখা যাইতেছে, কিন্তু সেগুলি আতঙ্কর নহে। মাঝে মাঝে তাঁহার বমি বমির ভাব দেখা যাইতেছে। চক্ষু খুলিয়া রাখিতে তাঁহার কষ্ট হইতেছে এবং তাঁহার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইয়াছে। দিনের বেলা মাঝে মাঝে তাঁহার নিদ্রার ভাব হইয়াছে। রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় নেতাদের বৈঠক শেষ হয় এবং নেতারা তৎক্ষণাৎ যারবেদা জেলে যাত্রা করেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	চাটগাঁ	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	নৈমিষারণ্য	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মথুরা
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	এলাহাবাদ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	নৈমিষারণ্য
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	এলাহাবাদ	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা		

শুদ্ধভক্তমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ভাবনয় শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেবাবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিকোবিদ, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিদ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোদণ্ড, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালি দাসাধিকারী। শ্রীসনাতন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর-সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযজ্ঞেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউদ্ধারণ দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ সাউথ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীমদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সাগরতীর, পুরী, উড়িষ্যা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন।

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরীপ্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রী[illegible] মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড়ু, চ'বড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নব গোপালপুরম, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ,

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) বাজনগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, { ১২ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৬, ১০ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২৬শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩২ সোমবার } ১৭১তম সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২১শে সেপ্টেম্বর বুধবার শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে ভক্তগণসমক্ষে শ্রীচৈতন্যভাগবত আলোচনামুখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থমহারাজ বলেন,—জগজ্জীবগণ স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠা সংরক্ষণ, স্ব-স্ব সম্পত্তি বর্দ্ধন ও পরস্পর পরস্পরকে পাণ্ডিত্যাদিদ্বারা বা আর যে কোনও উপায়ে পরাভব করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকে। এই যে জগতে শান্তির নামে অশান্তির সৃষ্টি হইতেছে—জিগীষাবৃত্তি উত্তরোত্তর মানব-হৃদয়ে জাগরূক হইয়া উঠিতেছে, ইহার মূলে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণস্পৃহা বা স্বস্বরূপ-বিস্মৃতি। মদোন্মত্ত ব্যক্তি যেমন মত্ততা-প্রযুক্ত জ্ঞানশূন্য হইয়া তাহার প্রিয়তম আত্মীয়স্বজনের মধ্যেও গোলযোগ আনয়ন করে, আমরাও সেইরূপ ভোগনেশায় প্রমত্ততাহেতু স্বস্বরূপের নিত্যবৃত্তি কৃষ্ণসেবা-বিস্মৃত হইয়া—কৃষ্ণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে উদাসীন হইয়া নিজসুখবিধানার্থ নানারূপ বিশৃঙ্খলার আবাহন করিতেছি।

অবিদ্যাজনিত অহঙ্কারের নিমিত্তই এসব দুষ্প্রবৃত্তি হৃদয়ে প্রকাশ পায়, তাই শাস্ত্র অজ্ঞান দূরীকরণের অদ্বিতীয় পন্থা বিষ্ণুর, উত্তমসেবারূপ পরবিদ্যাশ্রয়গ্রহণার্থই আমা-দিগকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। ধন, দৈহিক বল, স্বাস্থ্য, পাণ্ডিত্য প্রভৃতি বাহ্য সম্পৎসমূহ মৃত্যুকালে জীবের অনুগমন করে না। এসব কৃষ্ণকৃপা-দেত্ত আগন্তুক অনিত্য বিষয়গুলি ভোগবর্দ্ধনার্থ আমরা নিয়োগ করি কিন্তু এগুলির অকিঞ্চিৎকরতা, নশ্বরতা আমরা সকলেই জীবদ্দশাতেই প্রত্যক্ষ করিতে পারি।

এ সব তত্ত্ব বিচার করিয়াই উদারচিত্ত সাধুগণ প্রাপঞ্চিক সমস্ত সম্পত্তির আশা ভরসা পরিত্যাগ করিয়া জীবন থাকিতে থাকিতেই তীব্র ভক্তিযোগে ভগবানের ভজনা করিয়া থাকেন। এইজন্য জড়-জগতের উন্নতির আকাঙ্ক্ষা পরিহার পূর্ব্বক কাল বিলম্ব না করিয়া বৈষ্ণবের আনুগত্যে হরিভজনই মহাজন বা শাস্ত্রবাণী।

'হরিসেবা করাই জীবের কৃত্য' যতদিন এই পরম বাস্তবসত্যবাণীটী জীবের হৃদয়ে প্রকৃষ্টভাবে উদিত না হয়, ততদিন প্রপঞ্চের লোভনীয় বস্তুগুলি আমাদের প্রয়োজন, এইরূপ বিপরীতবুদ্ধি হৃদয়ে জাগরূক থাকে। কিন্তু নিজস্বরূপ উদ্বুদ্ধ হইলে অর্থাৎ 'জীব গৌরকৃষ্ণের সেবক' ইহা হৃদয়ঙ্গমের বিষয় হইলেই জীবগণ ইন্দ্রিয়সুখপ্রদ জড়-বস্তুসমূহকে অকিঞ্চিৎকর জানিয়া জগতের উন্নতি বা অভ্যুদয়ে উদাসীন থাকেন। দেহ ও মন ভগবদ্বৈমুখ্যকেই একান্ত উপাদেয়জ্ঞানে ভোগের অন্বেষণ করে। স্বরূপবিস্মৃতিফলে ভগবৎসেবনরূপ নিত্যধর্ম্ম আচ্ছাদিত হইলে জড়ভোগই বদ্ধজীবের আকাঙ্ক্ষণীয় হইয়া পড়ে, কিন্তু গুরু-বৈষ্ণব-কৃপায় সেবাবৃত্তি উন্মেষিত হইলে ভোগের ব্যাপারগুলি—লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা বা ধনাদি অর্জ্জনের চেষ্টাদিকে নশ্বর, অনুপাদেয় ও অপ্রয়োজন বলিয়া বোধ হয়। যে-পর্য্যন্ত জীব ভগবানের অভয়পাদপদ্ম প্রকৃষ্টরূপে বরণ না করে, তৎকালাবধি তাহার অর্থ দেহ, গেহ, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবর্গ বিদ্যমান থাকা-কালেও উহাদের নিমিত্ত ভয় ও উহাদের বিনাশে শোক, পুনরায় উহাদের প্রাপ্তি-স্পৃহা, তদনন্তর পরাজয় বা তিরস্কার লাভ, তৎসত্ত্বেও পুনরায় তজ্জন্য তীব্র তৃষ্ণা ও সমস্ত শোক-দুঃখাদির কারণভূত 'আমি' 'আমার'রূপ জড়াগ্রহ বর্ত্তমান থাকে।

এই জড়াগ্রহ বা জড়ভোগসকল ত্যাজ্য বিষ্ঠাজাতীয়। কৃষ্ণসেবাই জীবের পরম উপাদেয় গ্রহণীয় বস্তু। ইন্দ্রিয়সেবা ঘৃণিত ও বিসর্জ্জনীয়, সুতরাং বিষ্ঠার ন্যায় পরি-ত্যাজ্য। ভুক্ত বিষ্ঠায় যেমন কৃমিকীটের অধিকার, তদ্রূপ জীবের আত্মবিস্মৃতিক্রমে কৃমিকীটের ন্যায় বিষয়বিষ্ঠায় অবস্থিতিকে শ্রেয়ঃ জ্ঞান করা—নিজের অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়। এরূপ স্পৃহা শ্রৌতপন্থা ত্যাগ করিয়া কৃমিকীট-প্রদর্শিত পথের অনুগমন মাত্র।

অনর্থযুক্ত জীবের অজ্ঞাননিবন্ধন ভগবৎ-সেবা ব্যতীত অন্য চেষ্টা প্রবল থাকে। গর্ত্তে পতিত প্রাণী যেরূপ স্বেচ্ছাক্রমে উঠিতে পারে না বিষয়ী বদ্ধজীবগণও তাদৃশ কৃষ্ণোন্মুখ হইবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও নিজ-বলে বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্তরূপ জড়ভোগ রাজ্য অতিক্রম করিয়া উঠিতে সমর্থ হয় না। ভগবৎকৃপাই জীবের উদ্ধারের একমাত্র উপায়। যেহেতু ভগবানের অনুগ্রহেই জীবের স্বরূপোপলব্ধি ঘটে। তৎফলে তিনি সাধুগুরুর আনুগত্যে ঈশ্বরসেবাকে তাঁহার কৃত্য জানিয়া সৎগুরুচরণাশ্রয়ের জন্য তৎপর হন এবং গুরুকৃপায় "যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" শ্লোকের মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়া সেবা সুখে মগ্ন হ'ন।

বিগত ২৬ই ভাদ্র শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-সেবক-সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা ও গীতির পর শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোক আবৃত্তি করিয়া পাঠক মহোদয় বলেন,—শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন বিগ্রহ শ্রীমদ্ভাগবত কৃপা-পরবশ হইয়া আমাদিগকে স্বয়ংই আদেশ করিতেছেন,—বেদের প্রকৃষ্ট পক্ক ফল শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ-কীর্ত্তনই জীবের পরম শ্রেয়োলাভের পরমোপায়।

এখন যদি তর্কস্থলে বলা হয়,—আমরা অন্যান্য শাস্ত্রে অভিনিবিষ্ট না হইয়া একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতের শরণাগত হইব কেন? উহাতে এমন কি বড় কথা থাকিতে পারে অন্য শাস্ত্রে যাহা অসম্ভব? তদুত্তরে,—"শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনি-কৃতে" বাক্যই সমুজ্জ্বল প্রমাণ। শ্রীনারায়ণ-কথিত শ্রীমদ্ভাগবত-কথা। সুতরাং যাঁহার বক্তা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহার বাণীও পরমোৎকৃষ্ট, পরম-শ্রেয়স্কর, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মনুষ্যজাতি যেরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী, সেই প্রকার যাঁহারা সর্ব্বভূতে দয়াশীল, নির্ম্মৎসর সাধুগণের পরমধর্ম্ম, কৈতব ধর্ম্ম উন্মূলনকারী বাস্তব বস্তুর বিজ্ঞান-প্রদাতা, শিবদ (পরানন্দপ্রদ), আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক তাপত্রয় বিনাশকারী এবং যাঁহা শ্রবণ-কীর্ত্তন মাত্রে ভক্তিসম্পন্ন ও শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিগণ শ্রীহরিকে হৃদয়ে আবদ্ধ করিতে সমর্থ এবং যাঁহার শ্রবণ কীর্ত্তনে শুশ্রূষু ও শ্রদ্ধার উদয় হয়, সেই পরম প্রয়োজন-প্রদাতা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ কীর্ত্তনই মনুষ্য জাতির একমাত্র কৃত্য। কীর্ত্তনান্তে মহা-প্রসাদ বিতরণ করিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

তাহারে সে বলি ধর্ম্ম কর্ম্ম সদাচার। ঈশ্বরে যে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার॥

গ্রাম্যবার্ত্তাবহে মাৎসর্য্য

ভোগীদিগের বিষয়বার্ত্তাবহ একখানি সাময়িক পত্রের ১৩৩৮ সালের ২০শে ফাল্গুনের সংখ্যার অপরাধময়ী লেখনীতে জানা যায় যে, লোককে ভোগা দেওয়াই ঐ মৎসর লেখকের দলের ধর্ম্ম। বিষয়বিমূঢ় ইন্দ্রিয়তর্পণরত লেখকের সমশীল জনগণের ভোগ-পিপাসা এতদূর বৃদ্ধি পায় যে, তাহাদের কাপট্য জাল বিস্তার করিতে গিয়া তাহারা ভগবদ্ভক্তগণকে আক্রমণ করিয়া বসে। ইহাই দুর্জ্জন খল লোকের স্বভাব।

শ্রীনবদ্বীপ চিন্ময় ধাম; তাঁহার পরিক্রমা নবধা-ভক্তি-লাভেচ্ছু জনগণেরই কৃত্য। দুশ্চরিত্রতাকে যাহারা ধর্ম্ম বলে, তাদৃশ হরিসেবা-বিমুখ কুভোগিগণের চিত্তবৃত্তিতে সত্যে অসত্য বলিয়া ভ্রান্তি উপস্থিত হয় এবং মিথ্যা, অসত্য বা কপটতাই সত্য বলিয়া প্রচারিত হয়। দম্ভ ইহাদের প্রকৃতি!

ইহারা জানে না যে, শুদ্ধবৈষ্ণবগণের শ্রীচরণকমলে অপরাধী হইলে জীবের কোন মঙ্গল লাভ হয় না; যেহেতু শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং
মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব-
সংজ্ঞিতম্॥"

অতএব বৈষ্ণবাপরাধী গ্রাম্যবার্ত্তাবহের দুর্ভাষণ আকর্ণিত করিবার পরিবর্ত্তে প্রত্যেক সুধী ব্যক্তিই মলমূত্রের ন্যায় উহাকে বিসর্জ্জন করেন। আমরা জানি, উষ্ট্র ও ইঁদুর খলতা দেখায়; আর বৈষ্ণব-বিদ্বেষী উহাদিগকেই গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া তাদৃশ নীচবৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। শুদ্ধভক্তগণ ইহাদের হাব-ভাব-ভাষা হইতে নিত্যকাল শতযোজন দূরে বাস করেন বলিয়া ঐসকল গ্রাম্যবার্ত্তাবহদিগের হৃদয় ক্ষুব্ধ হয় এবং তাহারা বৈষ্ণবাপরাধ করিতে করিতে সংসারে আবদ্ধ হইয়া পড়ে।

অঘ, বক ও পূতনাদি বিষ্ণুসান্নিধ্য লাভ করিয়াছে মনে করে; রাবণ সীতা হরণ করিতে পারিয়াছি মনে করে; বা পাপাচারগণ ভক্তবিদ্বেষ করিতে পারিয়াছি মনে করিয়া যে অপরাধ করে, উহাতে উহাদের দুঃশীলতাই ফুটিয়া পড়ে। সুতরাং আত্মঘাতিগণের দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে সুধী-ব্যক্তির পরিহার্য্য। নদীয়া-প্রকাশে বিকৃত গ্রাম্যবার্ত্তাবহের ন্যায় সত্যের অপলাপ স্থান পায় না, তজ্জন্য নদীয়া-প্রকাশই সকল শিষ্টের পাঠ্য।

ব্রজে যাব কেন

আ-ব্রহ্ম-স্তম্ব যাবতীয় জীব আনন্দের প্রয়াসী ঐ যে যোগী যোগ-বিভূতির নিমিত্ত কঠোর তপস্যা করিতেছেন, তাহার মূলে আনন্দ-সন্ধান, ঐ যে জ্ঞানী প্রাকৃত জ্ঞানের পশরা লইয়া শাস্ত্র-দ্বারে উপস্থিত হইতেছেন এবং শাস্ত্রের গূঢ়ার্থকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া আত্মহত্যার প্রয়াস পাইতেছেন, তাহার মূলেও আনন্দাশা, আর ঐ যে কর্ম্মী লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতেছেন তাঁহারও আশা আনন্দের দিকে লোলুপ দৃষ্টি করিতেছে। ঐ যে পশুপক্ষী বনে ইতস্তত ছুটাছুটি করিতেছে তাহাদের হৃদয়েও আনন্দাকাঙ্ক্ষার লহরী নৃত্য করিতেছে আর ঐ যে পিপীলিকা শ্রেণী নিরন্তর কঠোর পরিশ্রম করিয়া কর্ম্মীকে কার্য্যপটুতা শিক্ষা দিতেছে তাহাদের অন্তঃকরণও সর্ব্বদা আনন্দাশায় ভরপুর। ঐ যে বৈষ্ণবকুলের কলঙ্ক ত্রয়োদশ প্রকার ভাক্ত-সম্প্রদায় প্রেমের নাম করিয়া প্রাকৃত হেয় কামকে আলিঙ্গন করিতেছেন তাঁহাদের হৃদয়ও আনন্দের নিমিত্ত অতিমাত্রায় চঞ্চল হইয়াছে। এই প্রকারেই ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, সম্ভ্রান্ত অসম্ভ্রান্ত, ব্রাহ্মণ-শূদ্র-অন্ত্যজ, পশু-পক্ষী কীট পতঙ্গ, জলচর-স্থলচর-খেচর, ব্রহ্ম-লোক বাসী, স্বর্গবাসী, মর্ত্ত্যবাসী, নরক-বাসী—সকলের আকাঙ্ক্ষাই আনন্দের দিকে—সকলেই ধাবিত হইতেছে আনন্দের দিকে—সকলের হৃদয়েই আনন্দাশার ফোয়ারা ছুটিয়াছে কিন্তু কেহই অবিমিশ্র পরানন্দ লাভে সমর্থ হইতেছে না; যাহা আনন্দ বলিয়া আকড়াইয়া ধরিতেছে তাহাও দুঃখের ক্ষণিক নিবৃত্তি মাত্র; তাহা দুঃখেরই চর, এই চর আসিয়া বলিয়া দিতেছে,—"দুঃখরাজ আসিতেছেন, সত্বর প্রস্তুত হও।" তাহা হইলে কি আনন্দ বলিয়া কোন জিনিস নাই। তাহা হইলে জীবন কি শুধু দুঃখেরই নিমিত্ত? বেদ-বেদান্ত-উপনিষদের সার শ্রীমদ্ভাগবত এই প্রশ্নদ্বয়ের উত্তরে 'মাভৈঃ' রবে আমাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছেন,—"বৎসগণ ভীত হইও না, আনন্দ নিশ্চয়ই আছে। তোমাদের জীবন আনন্দের নিমিত্তই, দুঃখের নিমিত্ত নহে। আনন্দের সন্ধান কর, যাঁহারা পরানন্দ লাভ করিয়াছেন, সেই শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণের নিকট অনুসন্ধান কর, উহা নিশ্চয়ই পাইবে। অন্ধের মত—প্রাকৃত-জ্ঞান-ঠুলি দিয়া চক্ষু আবৃত করিয়া চক্ষুর্বাধা বলদের মত আশায়ে ঘুরিয়া বেড়াইলে উহা মিলিবে না। শান্তিময়ের পরানন্দের একচেটে বন্দোবস্ত পাইয়াছেন শুদ্ধবৈষ্ণব-ঠাকুরগণ; তাঁহাদের নিকট ব্যতীত অপর কাহারও নিকট উহা লাভের সম্ভাবনা নাই। তবে উহারা একচেটে বন্দোবস্ত পাইলেও মূল্য অধিক লইবেন না। উহারা একটী মাত্র কপর্দ্দকে ঐ শক্তি দিয়া থাকেন এবং সেই কপর্দ্দকটীও নিজে গ্রহণ করেন না। উহা শান্তিময়ের চরণেই পৌছাইয়া দেন। সেই কপর্দ্দকটী শরণাগতি। শরণাগত হইয়া উঁহাদের নিকট উপস্থিত হও, দেখিবে উহারা আনন্দের আগারকেই তোমাদিগকে দান করিবেন, এত কৃপাময় উঁহারা। ঐ আনন্দের আগারের এমনই অচিন্ত্য শক্তি যে, তিনি এক বস্তু হইয়াও পূর্ণ-ভাবেই অনেকের নিকট যাইতে পারেন এবং যিনি দান করেন তাঁহার নিকটও তিনি সমস্ত সময় পূর্ণভাবে অবস্থান করেন। এই আনন্দাগারের দানে আনন্দ, গ্রহণে আনন্দ, নামে আনন্দ, রূপে আনন্দ, গুণে আনন্দ, পরিকর-বৈশিষ্ট্যে আনন্দ, লীলায় আনন্দ। তিনি আনন্দ-লীলাময়-বিগ্রহ।

পরাৎপর আনন্দ-লীলাময় বিগ্রহই সম্ভোগলীলায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আর বিপ্রলম্ভ-লীলায় শ্রীগৌরসুন্দর। সম্ভোগলীলাময় বিগ্রহের বিপ্রলম্ভময়ী সেবাই আনন্দ-নির্য্যাস বর্ষণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণম্ ব্রজ' এই উক্তি শ্রবণ করিয়াও বঞ্চিত আমরা যখন আনন্দ-নিঃসৃত চরণকে দাম্ভিকজ্ঞানে পরিত্যাগ করিলাম, তখন তিনি শ্রীগৌরসুন্দররূপে আসিয়া তাঁহার ভজনেই যে একমাত্র আনন্দ আছে, অপর কিছুতেই যে নাই তাহা স্বয়ং ভজন করিয়া হাতে-কলমে শিক্ষা দিলেন। তাই গৌরসুন্দরের লীলা ঔদার্য্যময় লীলা। এই ঔদার্য্যলীলাময়-বিগ্রহ জীবজগতে আনন্দ-সন্ধান প্রদানের নিমিত্তই লুপ্ত ব্রজমণ্ডলকে লোকলোচনের [illegible]ত করিয়াছেন এবং স্বগণসহ পরিক্রমা করিয়া ব্রজমণ্ডলের প্রত্যেকটী স্থানের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন। গৌর-প্রেষ্ঠের আনুগত্য ব্যতীত ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা হয় না। তদানুগত্য ব্যতীত পরিক্রমার নামে যাহা হয় তাহা প্রাকৃত-নয়নের চরিতার্থতা মাত্র তাহাতে পরানন্দ, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ হইতে পারে না। গৌরপ্রেষ্ঠ ব্যতীত শ্রীধামের স্বরূপ ও শ্রীধামেশ্বরের লীলায় উদ্দীপনা কে করাইতে পারেন? শ্রীধামের স্বরূপ ও শ্রীধামেশ্বরের লীলাই যদি হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত না করিল তাহা হইলে প্রকৃত পক্ষে পরিক্রমা হইল কৈ? সুতরাং তাহাতে আনন্দের জীবন কি প্রকারে থাকিতে পারে তাই মহাজন গাহিয়াছেন—

গৌড়মণ্ডলভূমি যে বা জানে চিন্তামণি
তা'র হয় ব্রজভূমে বাস।
গৌরাঙ্গের ভক্তগণে নিত্যসিদ্ধ করি মানে
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত পাশ॥

করুণাময়-বিগ্রহ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ নিখিল জগৎকে পরানন্দের সন্ধান-প্রদানের নিমিত্তই চিন্তামণি নবদ্বীপমণ্ডলের পরিক্রমার ব্যবস্থা-দ্বারা এই সকল তত্ত্ব স্ফূর্ত্তি করাইয়া বর্ত্তমানে ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার আয়োজন করিয়াছেন। পরিক্রমার সঙ্গে অনুক্ষণ থাকিবেন—ব্রজেন্দ্রনন্দনের আনন্দময়-লীলা-উদ্দীপনাপর পাঠ, ভাষণ, বক্তৃতা, নাম-কীর্ত্তন, রূপ কীর্ত্তন, গুণ-কীর্ত্তন ও লীলা-কীর্ত্তন প্রভৃতি। আর গৌরপ্রেষ্ঠ গৌরাঙ্গদেবের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া পরিক্রমা আরম্ভ করিতেছেন মনোরম শরৎ ঋতুতে, যে সময় ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিয়াছিলেন। যে-সময়ে যমুনার সুমধুর কল্লোলে মৃদু-মন্দ-মলয়হিল্লোলে অলিগুঞ্জরিত পুষ্পিত-লতিকা-বেষ্টিত প্রফুল্ল কমল-কাননে মৃগ-নয়না কমলাননাগণের সহিত অপ্রাকৃত-কামদেব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মুক্তকুল-বন্দিত-রাসলীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শুধু পরিক্রমার আয়োজন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, যাহাতে যাত্রিগণের অবস্থানের ও মহাপ্রসাদ প্রাপ্তির নিমিত্ত কোনও প্রকার অসুবিধা না পাইতে হয় তাহারও অতি সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন। যে কোন দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, চুরাশিক্রোশ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার এই প্রকার সুবন্দোবস্ত পূর্ব্বে কখনও হয় নাই, আর কখনও হইবে কি না তাহাও ভবিষ্যতের অন্ধকার-প্রকোষ্ঠে লুক্কায়িত। না হইবার সম্ভাবনাই অধিক, কারণ এই প্রকার অপূর্ব্ব-সুযোগ সাধারণত জগতে দুইবার অতিথি হয় না। অতএব আত্মকল্যাণার্থী আমরা, আনন্দের কাঙ্গাল আমরা কিছুতেই এহেন সুবর্ণ-সুযোগ হেলায় হারাইব না। হেলায় হারাইলে আর পাইব না। হে আমাদের বিশ্ববান্ধবগণ, আসুন, সকলে মিলিয়া আসুন, আমরা সকলে একত্রিত হইয়া অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের আনুগত্যে আনন্দময়ের আনন্দ-মাখা লীলাভূমি পরিক্রমা করিয়া পরানন্দ-দায়িনী লীলার উদ্দীপনাদ্বারা পরানন্দ-সুধায় সঞ্জীবিত হই।

সবার জীবন কৃষ্ণ জনক সবার। হেন কৃষ্ণ যে না ভজে সর্ব্ব ব্যর্থ তার॥

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা   সুবর্ণ সুযোগ!!

ভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মগাথা। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা গৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভি— গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৷৷০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মান্দ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা
প্রেরণ ব্যয় ৷৷০ পৃথক্ দেয়
ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত ভিক্ষা সাধারণের পক্ষে ২১।৵০; গৌড়ীয়ের গ্রাহকের পক্ষে ১৫৷৷৵০।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা ১২৲; গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৮৲ টাকা।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মর্য্যাদায়

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে-ছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'ঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথা ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষদরচিবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৷০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রায়সাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন স্থানের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অদ্বৈতপ্রভুর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাবানুবাদসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তত্ত্ববিষয়-সহ বস্ত্র-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপারিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধর ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, অবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে রোল্ড ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিবৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। ন্যূন মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ দ্বারা জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বাক্যে কিছুরই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী গ্রন্থাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৸৵০ দশ আনা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। তত্ত্বসূত্রম্ ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা)
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য
২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব)
৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)
৪। কৈবল্যম্
৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৷৷০
৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷০
২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৩। গীতমালা ⁄১০
৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৴০
৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৴০
৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) ৵০
১। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
১। শরণাগতি ⁄০
১। গীতাবলী ⁄০
১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
১। সাধনকণ ⁄০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
১। নবদ্বীপশতক ⁄০

৩৫। অর্থপঞ্চক ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।⁄০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৲
৪১ ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৷০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৴০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩ সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪ সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬ সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৴০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৵০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ কল্পতরু ⁄০
৭২। গীতাবলী ১৲
৭৩। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু ⁄০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৷৷০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ⁄০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৮ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অনশনের উদ্দেশ্য কি ?

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, লণ্ডনের" ডেলি হেরাল্ডের" নিকট শ্রীযুত রাজা গোপালাচারী নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটা বিশেষ বিবৃতি দিয়াছেন :—

"আমি যতদূর গান্ধীকে জানি, তাহাতে মনে হয় ভারতের রাষ্ট্রনীতিক স্বাধীনতা পাইবার জন্য তিনি এই অনশনব্রত অবলম্বন করিতে পারেন না এবং ছোট বড় রাজনীতির কোন কথাও এখন উঠিতে পারে না। অস্পৃশ্যতা দূর করিবার বিপক্ষে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যেরূপ মারাত্মকভাবে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহারই প্রতিবাদকল্পে গান্ধী এই অনশনব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তথাকথিত অস্পৃশ্য শ্রেণীর সামাজিক প্রতিবন্ধকগুলি দূর করিবার জন্য যে কার্য্য করা হইতেছে, তাহার পরিপন্থী যে নীতি গান্ধী তাহারই প্রতিবাদ করিতে চাহেন। উন্নত শ্রেণীর হিন্দুগণ যাহাতে এই সব শ্রেণীর লোকগণকে তাহাদের নিজেদের বলিয়া ভাবিতে পারে, তাহাই গান্ধীর জীবনের অন্যান্য সঙ্কল্পের মধ্যে একটি বিশেষ সঙ্কল্প। এই অনুন্নত শ্রেণীর জন্য যে পৃথক নির্ব্বাচনের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে উহাদের বর্ত্তমানের অবস্থা একভাবে চিরকাল ধরিয়া অব্যাহত থাকিবে। বিশেষ সুযোগ ও সুবিধার ছলে অবজ্ঞাত শ্রেণীর এক মহা অনিষ্ট সাধন করা হইতেছে। গান্ধী তাঁহার প্রাণ দিয়া এই অনিষ্টের প্রতিরোধ করিতে চান।

আম্র বৃক্ষতলে গান্ধী

পুণা হইতে প্রকাশ, জেলের ভিতর একটি আম্র বৃক্ষতলে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় গত ২২শে সেপ্টেম্বর সকাল বেলা গান্ধীজী শ্রীযুত সি, রাজা এবং শ্রীযুত বালুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

গান্ধীজীর খাটের পাশে একটি টেপায়ার উপর এক বোতল জল ছিল। তিনি ঐ বোতল হইতে সামান্য পরিমাণ জল একটি বাটিতে ঢালিয়া এক চিমটি সোডা তাহার ভিতর চামচ দিয়া তাহা নাড়িয়া তাহা ধীরে ধীরে পান করিতেছিলেন। গত ২২শে সেপ্টেম্বর সকাল বেলা দুই ঘণ্টা কাল তিনি দেখা-সাক্ষাৎ করিতে অতিবাহিত করেন। এই দুই ঘণ্টার মধ্যে তিনি একবার মাত্র জল পান করেন। কিন্তু বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে গরম বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

গান্ধীজীর অবসাদ

পুণা হইতে প্রকাশ, গত ২২শে সেপ্টেম্বর সায়াহ্নকালে জেলের ভিতরকার আলোচনায় যাহারা যোগদান করিয়াছিলেন, আলোচনার ফল যতই সন্তোষজনক হউক না কেন, গান্ধীজীর স্বাস্থ্যের অবসাদ অবস্থায় তাহার ফল যে নিশ্চয়ই খারাপ হইবে, তাহারা এজন্য আতঙ্ক প্রকাশ করেন।

গত ২২শে সেপ্টেম্বরের আলোচনার প্রাথমিক এবং চূড়ান্ত নির্ব্বাচন সম্পর্কে স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুর নির্ব্বাচনপ্রণালীর অংশটি সম্বন্ধে মীমাংসায় পৌঁছা সম্ভব হইয়াছে, এখন চাকুরী এবং মিউনিসিপ্যালিটি জেলাবোর্ড প্রভৃতির প্রতিনিধিত্বের সম্বন্ধে মীমাংসা বাকী আছে।

শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাঈ গান্ধী দিবসের অধিকাংশ সময় গান্ধীর সহিত ছিলেন, সন্ধ্যার পর তাঁহাকে স্ত্রীলোকদের ওয়ার্ডে লইয়া যাওয়া হয়।

গবর্ণরকে গুলীর মামলার আসামী

লাহোর হইতে প্রকাশ, "মিলাপ" পত্রিকার স্বত্বাধিকারী শ্রীযুত কুশলচাঁদের পুত্র শ্রীযুত রণবীর সিং বীরকে গত ২১শে সেপ্টেম্বর মধ্যাহ্নে বিশেষ ক্ষমতা অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। স্মরণ থাকিতে পারে যে, যে তিনজন যুবক গবর্ণ গুলীর মামলায় প্রথমে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয় এবং পরে হাইকোর্টের বিচারে মুক্তিলাভ করে; রণবীর সিং তাঁহাদেরই অন্যতম। মুক্তির পর রণবীর সিং পুনরায় আইন পড়িতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু ভাইস্-চ্যান্সেলার কোন কারণ না দেখাইয়াই তাঁহাকে ভর্ত্তি করিতে অস্বীকার করেন। বর্ত্তমানে তাঁহার পিতা সিমলা গমন করায় তিনিই "মিলাপ" পরিচালনা করিতেছিলেন। ইতোমধ্যেই তিনি ভাল উর্দ্দু লেখক বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

পণ্ডিত মালব্যের আবেদন

পুণা হইতে প্রকাশ, হিন্দু নেতাদের সম্মেলনের সভাপতি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য নিম্নলিখিত বিবৃতি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন :—

অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ ও অন্যান্যের সঙ্গে মিটমাটের জন্য সম্মেলনে যথাসাধ্য চেষ্টা চলিতেছে বটে, তথাপি গান্ধীজীর জীবনাশঙ্কা করিয়া সমগ্র দেশে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে। দুইদিন হইল তাঁহার উপবাস আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার শরীরে অবসাদের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। তাঁহার বয়স ও দুর্ব্বল স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করিয়া আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, পূর্ব্বের বারের ন্যায় এবার তেমন ভাল ভাবে এবং ততদিন পর্য্যন্ত তিনি উপবাস সহ্য করিতে পারিবেন না। কাজেই দেশের সর্ব্বত্র তাঁহার জীবন রক্ষার জন্য যে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিজ নিজ নির্দ্ধারণ অনুযায়ী অবিলম্বে ব্যক্ত হওয়া আবশ্যক। এজন্য আমি অনুরোধ করিতেছি—যে সব ব্যক্তি ও যে সব প্রতিষ্ঠান এই বিষয়টী তীব্রভাবে অনুভব করিতেছেন, তাঁহারা সম্প্রদায়, জাতি ও ধর্ম্মমত নির্ব্বিশেষে কালবিলম্ব না করিয়া এবং এই বৈঠকের ফলাফলের প্রতীক্ষা না করিয়া তাঁহাদের মনোভাব প্রধান মন্ত্রীর নিকট ব্যক্ত করিবেন এবং ভারতবর্ষের বর্ত্তমানে যে গুরুতর সর্ব্বনাশ হইতে চলিয়াছে তাহা বন্ধ করিবার জন্য জাতির পক্ষ হইতে যে চেষ্টা চলিতেছে তাহাতে যোগদান করিবেন।

মীরাট জেলে উপবাস পালন

মীরাট হইতে প্রকাশ, মীরাট জেলের রাজনৈতিক বন্দিগণ ২০শে তারিখে উপবাস পালন করেন। প্রকাশ যে, জন বার বন্দী গান্ধীজির প্রায়োপবেশন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অনশন চালাইতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। তাঁহাদের জেল-বিধি ভঙ্গের জন্য শাস্তি দেওয়া হইয়াছে।

গত ২২শে সেপ্টেম্বর মুক্তিপ্রাপ্ত একজন রাজনৈতিক বন্দী বলেন যে, মীরাট ডাকাতি মামলার বিচারাধীন বন্দী শ্রীযুত সেনগুপ্ত এবং রামচন্দ্রকে জেলবিধি ভঙ্গের জন্য শাস্তি স্বরূপ ডাণ্ডাবেড়ি পরাইবার সময় কয়েদীকর্ম্মচারীরা তাঁহাদিগকে প্রহার করে।

বোম্বাইয়ের মহিলাদের প্রতি গান্ধীজীর বাণী

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, বোম্বায়ের মহিলারা গান্ধীজীর প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস জ্ঞাপন ও তাঁহার ব্রতের সাফল্য কামনা করিয়া যে সংবাদ দিয়াছিলেন, গান্ধীজী তাহার নিম্নরূপ সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়াছেন :—

এই সঙ্কটে বহু ভগিনী আমার সহিত আছেন—এই চিন্তা আমাকে উৎসাহিত করিতেছে।"

কবির নিকট গান্ধীজীর বার্ত্তা

শান্তিনিকেতন হইতে প্রকাশ, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গান্ধীজীর গুরুতর অনশন সম্বন্ধে তাঁহার নিকট তারযোগে যে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তদুত্তরে গান্ধীজীর রবীন্দ্রনাথের নিকট নিম্নোক্ত তার প্রেরণ করিয়াছেন :—

["গুরুদেব, শান্তিনিকেতন"]

'ঈশ্বরের করুণা সতত উপলব্ধি করিতেছি। গত ২১শে সেপ্টেম্বর খুব ভোরে আমি আপনার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া আপনি আমার কার্য্য সমর্থন করিতেছেন কিনা তাহা জানিতে চাহিয়া আপনার নিকট চিঠি লিখিয়াছিলাম। দেখুন, আপনার প্রেরিত বার্ত্তায় আমি ঐ আশীর্ব্বাদ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাইলাম। আপনাকে ধন্যবাদ।

ভীষণ লরী-দুর্ঘটনা

দিল্লী হইতে প্রকাশ, রোটাক রোড হইতে একটা ভীষণ লরী দুর্ঘটনার সংবাদ আসিয়াছে। এরূপ প্রকাশ যে, একখানি লরী পূর্ণ বেগে অগ্রসর হইবার কালে একটি গাছের সহিত ধাক্কা লাগিয়া উল্টাইয়া যায়। ফলে চারজন আরোহী তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং ১৮ জন গুরুতররূপে আহত হয়। আহতদের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

শ্রীযুক্ত রাজভোজের নিকট গান্ধীজীর উত্তর

পুণা হইতে প্রকাশ, নিখিল ভারত অবনত সম্প্রদায় সমিতির বোম্বাই শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজভোজের পত্রের উত্তরে গান্ধী নিম্নরূপ উত্তর দিয়াছেন :—

"উপাসনা স্থান, কূপ, বিদ্যালয় প্রভৃতিতে প্রবেশে অবনত সম্প্রদায়কে যাহারা বাধা দিতেছে, তাহারা ঐ সমস্ত স্থানে যেরূপ সুবিধা পাইতেছে, সেইরূপ ভাবে অবনত সম্প্রদায়কে প্রবেশ করিতে দেওয়ার জন্য আইনানুসারে ঘোষণা করার জন্য আমি জোর দিতেছি। মোটমুটি ইহাই আমার মনোভাব। যদি অবনত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ আমার মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য না করেন, তবে তাঁহারা ইচ্ছা করিলে আইন করিয়া আসন সংরক্ষণও চাহিতে পারেন। ইহার জন্য আমার উপবাস করা উচিত নহে। কিন্তু অনুরূপ স্কীমকে আমি আশীর্ব্বাদ করিব, এরূপ আশা করিবেন না। উহা গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করাতেও আমার অভিমতের প্রয়োজন নাই। যদি আমি সুযোগ পাই, তবে অবনত সম্প্রদায়ের সম্পর্কে আইনানুসারে সংরক্ষিত যে কোন বিষয়ের জন্যই প্রবল জনমত সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিব।"

টেলি — শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈনিক

Reg No C1544

নদীয়া-প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
বর্ত্তমান
সংখ্যা ৴০

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৭২তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১১ই আশ্বিন মঙ্গলবার ১৩৩৯, ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৩২

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী প্রভুপাদের আদেশে
কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্যোগে
আগামী ২৩শে আশ্বিন বিজয়া দশমী হইতে
মাসাধিকব্যাপী চৌরাশি-ক্রোশ

বিরাট্ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা

মথুরাকে কেন্দ্র করিয়া আরম্ভ হইতেছে

যাত্রিগণের জন্য স্থান ও প্রসাদের বন্দোবস্ত থাকিবে

কলিকাতা হইতে যাতায়াতের ভাড়াসমেত ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার ব্যয় বাবদ যাত্রিগণের জন প্রতি সমর্থপক্ষে ১০০৲ (যাতায়াত ২৫৲ + পরিক্রমার বাবদ ৭৫৲) টাকা এবং অসমর্থ পক্ষে ৫০৲ (যাতায়াত ২৫৲ + পরিক্রমার জন্য ২৫৲) টাকা লাগিবে। ২০শে আশ্বিনের মধ্যে কলিকাত বাগবাজারস্থ গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হউন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

নানা কথা

গান্ধীজীর স্বাস্থ্যের অবস্থা

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, ডাঃ জি, ডি গিলডার এম. ডি (লণ্ডন) গান্ধীজীকে পরীক্ষা করিয়া নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন :—

'আমি গত ২৪শে সেপ্টেম্বর প্রাতে জেলের চিকিৎসকের সাক্ষাতে গান্ধীজীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়াছি, তিনি বেশ ভাল-ভাবেই রাত্রিটি অতিবাহিত করিয়াছেন, এবং প্রফুল্লও আছেন। হৃদযন্ত্রের কাজ বেশ ভাল চলিতেছে, তাঁহার রক্তের চাপ ১৮০ এম এম, ও ২০০ এম, এমএর মধ্যে রহিয়াছে। তাঁহার সাধারণ স্বাস্থ্য ক্রমেই অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। যদি অনাবশ্যক দেখা সাক্ষাৎ বা আলাপ আলোচনার অবসাদ করিয়া না দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমার মনে হয়, তাঁহাকে নিরাপদ মনে করিবার মত অবস্থার গণ্ডী শীঘ্রই অতিক্রান্ত হইবে।

যদি নিরাপদ মনে করিবার মত অবস্থার গণ্ডী একবার অতিক্রান্ত হয়, তাহা হইলে উপবাস পরিত্যক্ত হইলেও গান্ধীজীর জীবনের আশঙ্কা থাকিয়া যাইবে।

জল গ্রহণেও এখন গান্ধীজীর অনিচ্ছা

পুণা হইতে প্রকাশ, গত ২৪শে সেপ্টেম্বর প্রাতে গান্ধীজীর শারীরিক অবস্থার কোন উন্নতি হয় নাই। গত ২৩শে সেপ্টেম্বর রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হইয়াছিল, কিন্তু প্রাতঃকাল হইতে আবার বমির ভাব দেখা দিয়াছে। তাঁহার যে সব বন্ধু গত ২৪শে সেপ্টেম্বর প্রাতে তাঁহাকে দেখিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, তিনি এখন জল পর্য্যন্ত খাইতে অনিচ্ছা দেখাইতেছেন। তিনি জলের গ্লাস তুলিতে চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া নিকটবর্ত্তী বন্ধুগণ এই কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করেন। কিন্তু জল মুখে দিয়াই তিনি উহা গ্রহণ করিতে বিরত হন। উহাতে বুঝা যাইতেছে যে, জল খাইতে আর তাঁহার ইচ্ছা হইবে না।

সোমবার কি মঙ্গলবার উপবাস ভঙ্গ

পুণা হইতে প্রকাশ, এখানে সমবেত নেতৃবৃন্দের কেহ কেহ প্রকাশ করেন যে, গান্ধীজীকে বড় জোর সোমবার কি মঙ্গল-বার পর্য্যন্ত হয়ত উপবাসী থাকিতে হইবে, তাহা হইলেই গান্ধীজীকে ৭ দিন অনশনব্রত পালন করিতে হইবে বলা যায়। প্রকাশ যে, আপোষ নিষ্পত্তি সাধিত হইলেই উহার সর্ত্তগুলি বোম্বাই সম্মেলনের পক্ষ হইতে লোকাল গবর্ণমেণ্ট-সমূহকে জানান হইবে, তারপর লোকাল গবর্ণমেণ্টগুলির মারফৎ ভারত সরকারের নিকট, তারপর ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রধান মন্ত্রীর নিকট প্রেরিত হইবে—অনেকে মনে করিতে পারেন যে এই ব্যবস্থায় অনেক বিলম্ব ঘটিবে কিন্তু মধ্যে যদিও রবিবার পড়িয়াছে তথাপি বিশেষ দেরী হইবে বলিয়া মনে হয় না। প্রধান মন্ত্রীর নিকট সরকারী ভাবে এই সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করা ছাড়াও মিঃ জয়াকর ও স্যার তেজ-বাহাদুর সপ্রু প্রমুখ বড় হিন্দু নেতাগণ ব্যক্তিগতভাবে প্রধান মন্ত্রীকে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিবেন। গান্ধীর রাত্রি বেশ ভাল ভাবেই কাটিয়াছে, সকালবেলা তাঁহাকে বেশ প্রফুল্ল দেখা যায়, বমি বমির ভাবটা তাঁহার এখনও আছে, ঐ জন্যই তিনি সকালবেলা জলপান করিতে পারেন না। পরিকল্পনার খসড়া-খানি নিখুঁত করিবার জন্য ডাঃ আম্বেদ-করের সহিত হিন্দু নেতাদের সকালবেলা এক বৈঠক হয়, মাদ্রাজের রাও বাহাদুর শ্রীনবাস ঐ বৈঠকে যোগদান করিয়া-ছিলেন।

ডাঃ মজুমদারের অনশন

নাটোর হইতে প্রকাশ, নাটোরের জনপ্রিয় কংগ্রেস নেতা এবং ৬৫ বৎসরের বৃদ্ধ ডাঃ কেদারনাথ মজুমদার গত ২০শে সেপ্টেম্বর হইতে গান্ধীর উপবাসের সঙ্গে সঙ্গে অনশন ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। গান্ধীজী যে পর্য্যন্ত উপবাস ভঙ্গ না করেন সেই পর্য্যন্ত তিনি উপবাস করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	চাইবাসা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	নৈমিষারণ্য	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১ শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মথুরা
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	এলাহাবাদ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	নৈমিষারণ্য
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	এলাহাবাদ	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে হোমমহোৎসবাদি ভজনাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেবাবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৫১১৫

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ বাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতিঃ, শ্রীপাদ জগচ্চন্দ্রারণ দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিদ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোদণ্ড, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালি দাসাধিকারী। শ্রীসানন্দ দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ সাউথ মালাকা প্রয়াগ ইউ. পি

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্গুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ বাজবাঁধ বর্দ্ধমান।

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেনপানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সাগরপাড়, পুরী, উড়িষ্যা।

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন,

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক - শ্রীপাদ পরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

চাঁউরাবাজার, কটক।

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনারায়ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া

এখানে ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ,

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদহ, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক

দৈনিক পত্র

শ্রীধাম - মায়াপুর - নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, | ১৩ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৬, ১১ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২৭শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩২ মঙ্গলবার | ১৭২তম সংখ্যা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

ইন্‌ষ্টিটিউট-বোর্ডিংএ হরিকথা

বর্ত্তমান সময়ে শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্'' একটী আদর্শ বিদ্যাপীঠ। জাগতিক বিদ্যার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণকে পারমার্থিক বিজ্ঞানের—নিত্যমঙ্গল-লাভের দিগ্‌দর্শন প্রদান একমাত্র এই বিদ্যালয়েই হইতেছে। বিবিধ ধর্ম্মাজযাজনের মধ্যে প্রতি একাদশী এবং পঞ্চমী তিথিতে অপরাহ্ণে কিছু সময় পারমার্থিক আলোচনায় যোগদান করা এই বিদ্যালয়ের ছাত্রাদগের একটী বিশেষ কৃত্য।

গত ৪ঠা আশ্বিন ২০শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে অপরাহ্ণে শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম সেবক ডাঃ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী, ভক্তিকুসুম, ভক্তিশাস্ত্রী, এল-এম-এফ মহোদয় ছাত্রগণকে বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য এবং পরমার্থ জগতে প্রবেশোপযোগী কয়েকটী বিষয় উপদেশ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ ব্রহ্মচারীজী ছাত্রগণের পারমার্থিক আলোচনায় যোগদানের উৎসাহ দর্শন করিয়া তাহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদানান্তর বলেন,—''বর্ত্তমান সময়ে অন্যান্য স্কুল হইতে এই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের যে বৈশিষ্ট্য, বিশেষত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব তাহা তোমরা সকলেই বোধ হয় বেশ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছ। শাস্ত্র বলেন, ''ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ''—অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমানে আমাদের দেশের ছাত্রদের তপস্যা অধ্যয়ন না হ'য়ে অর্থার্জ্জনে পর্য্যবসিত হ'য়েছে। অর্থা[illegible]-চিন্তা ছাত্রজীবনেই তাহাদের সুকোমল চিত্তে প্রবেশ করিয়া 'অধ্যয়ন' জিনিষটা যে কি, তাহাও তাহাদিগকে জানিতে দিতেছে না। 'অধি' উপপদে 'অয়ন্' বা 'ই' ধাতু অন্ প্রত্যয় ক'রে অধ্যয়ন শব্দটী নিষ্পন্ন হ'য়েছে। 'অয়ন্' বা 'ই' ধাতুর অর্থ গমন করা। যাহার সাহায্যে আমরা এই দুঃখময় জগতের চিন্তাস্রোত অতিক্রম ক'রে আনন্দময়ের আনন্দময় গোলকধামে গমনের যোগ্যতা লাভ ক'রতে পারি, তাহাই 'অধ্যয়ন' শব্দবাচ্য। এই জন্যই পণ্ডিতগণ 'অধ্যয়ন' শব্দের অর্থ বেদ-পাঠ ব'লেছেন। যাহাতে পরাৎপর পরমেশ্বর তত্ত্ব জানা যায় তাহাই 'বেদ'। আমাদের দেশে পূর্ব্বে ঐপ্রকার অধ্যয়নই ছিল। যখন জগতে অন্যান্য জাতি অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল, সেই সময়ে পুণ্যভূমি ভারত আর্য্য-ঋষিগণের বেদ-মন্ত্রের সুমধুর ঝঙ্কারে মুখরিত ছিল; সেই সময়ে ভগবদুপাসনাই ছিল অধ্যয়নের উদ্দেশ্য। সেই সময়ের কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতির উদ্দেশ্যও ছিল ভগবদুপাসনা। সেই সময়ের সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতিও নিয়োজিত হইত ভগবদ্-উপাসকগণকে উপাসনা করবার নিমিত্ত। তাই সেই সময় দেশে অভাব-অভিযোগ হিংসা-দ্বেষ, কাম-ক্রোধ, লোভ-মোহ, মদ-মাৎসর্য্য প্রভৃতি স্থান পায় নাই, দেশের সর্ব্বত্রই আনন্দময়ের আনন্দগাথা প্রবাহিত হ'ত। আজ তোমাদিগকে দেশে সেই আনন্দধারা ফিরাইয়া আন্‌তে হ'বে, তোমাদিগকে জগতের সমক্ষে পরানন্দের চিন্তাস্রোত দেখা'তে হ'বে। তোমাদিগকে এই কার্য্যে উপযুক্ত কর্‌বার নিমিত্তই অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষ ''ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট'' স্থাপন ক'রেছেন। তোমরা ভগবানের নিকট কৃপাভিক্ষা ক'রে এই কার্য্যে ব্রতী হও। দেখিবে, তিনি তোমাদিগকে এই কার্য্যে প্রচুর সাহায্য কর্‌বেন। তোমরা জগতে মহাপুরুষ ব'লে পরিচিত হ'তে পার্‌বে। দেখ তোমাদের দেশের রত্নের একটু আভাস পেয়ে আজ অপরাপর দেশ 'বৈজ্ঞানিক', 'দার্শনিক' প্রভৃতি সৃষ্টি ক'রেছে। কিন্তু তোমাদের দেশে এখনও যে রত্ন-ভাণ্ডার লুক্কায়িত আছে, তাঁহার নিকট ঐসকল বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের চিন্তাস্রোত খদ্যোত ব্যতীত আর কিছুই নহে। বড়ই দুঃখের বিষয়, ভারতসন্তান আজ সেদিকে দৃষ্টিপাত না ক'রে পাশ্চাত্য জড়চিন্তাস্রোতকে বহু মানন ক'রে তাহা গ্রহণে বড়ই যত্নশীল হ'য়েছেন। আজ ভারত-সন্তান জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশে যেয়ে ভারত-রত্নের কোন কথা বল্‌তে না পেরে হাস্যাস্পদ হ'চ্ছেন। আর জার্ম্মাণী সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা ক'রে ভারতীয় দর্শনাদিতে সমৃদ্ধ হ'চ্ছেন। অবশ্য, জগতে যতই ভারতের প্রকৃত রত্নের আলো বিস্তারিত হ'বে তখন জগতের মঙ্গল। কিন্তু ভারতবাসী সেদিকে মোটেই দৃষ্টিপাত কর্‌ছেন না ইহাই দুঃখের বিষয়। কাম্যমাজ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও অভীষ্টলাভে বঞ্চিত। আর ভগবৎসেবকগণ উহা চাহেন, না—তথাপি উঁহারা তাঁহাদের সেবা না করিয়া পারে না। তোমরা ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পা'বে, শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের অমল চরিত্র আলোচনা কর্‌লে।'' এতৎ প্রসঙ্গে ব্রহ্মচারীজী মাধবেন্দ্র পুরীপাদের পূত জীবনী আলোচনা করিয়া উপসংহারে বলিলেন,—

''শাস্ত্র অনন্ত। জগতের লোক সেই অগাধ শাস্ত্র-সমুদ্র হইতে শ্রেয়স্কর রত্নরাজি সংগ্রহ করিতে অসমর্থ ব'লে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর এই স্থানে অবিভূর্ত হ'য়ে শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম নিজে আচরণ ক'রে জীবের গোচর ক'রেছেন। পরে শ্রীগৌরসুন্দরেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ অপার শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করিয়া তাহার নির্য্যাস স্বরূপ শতাধিক অমূল্য গ্রন্থ রচনা করিয়া আমাদিগকে শাস্ত্রালোচনার অপূর্ব্ব সুযোগ প্রদান ক'রেছেন। বর্ত্তমানে মদীয় আচার্য্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মনোভীষ্ট প্রচারোদ্দেশ্যেই এই 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট' এর দ্বারোদ্‌ঘাটন ক'রে তোমাদের ন্যায় কোমলমতি ছাত্রবৃন্দকে আহ্বান ক'রেছেন, তোমাদিগকে প্রকৃত মঙ্গলের পথের সন্ধান প্রদান কর্‌বার জন্য। তোমরা বড়ই সৌভাগ্যবান্, তাই এই বিদ্যালয়ের সন্ধান পেয়েছ। আমি আশা করি তোমরা প্রত্যেকেই এই স্কুলের মহদুদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে তদনুসরণে কার্য্য কর্‌তে প্রাণপণে যত্ন কর্‌বে। তা' হ'লে দেখ্‌বে, ব্রহ্মচর্য্য ঠিক রেখে, ভগবদুপাসনা কর্‌লে কত আনন্দ কত শান্তি পাওয়া যায়, আর লেখাপড়া কত অল্প সময়ে সুন্দররূপে শেখা যায়।''

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ পদ্মনাভ [illegible] ৪৪৬

চৈতন্যের প্রেম

(২)

প্রেমলাভের উপায়

প্রেম জগতে নিরূপিত হ'তে পারে না। প্রেম জিনিষটা কাহারও নিকট ব্যাখ্যা করা যায় না। যার হ'য়েছে তিনিই উপলব্ধি করতে পারেন। তবে একটা উপায় আছে—যদি কখনও কোন পরম প্রেমিক পুরুষ জগতে অবতীর্ণ হ'ন, তবে দর্শন পেতে পারি।

মূর্ত্তিমতী-কৃষ্ণসেবা শ্রীবার্ষভানবী—যাঁর আনখ-কেশাগ্র প্রেম। যদি কখনও সেই প্রেমস্বরূপী বার্ষভানবীর বা নিজ প্রয়োজন-বিতরণকারীর আবির্ভাব হয়, তবেই প্রেম আমাদের গ্রহণের সুযোগ হয়। একবার প্রেম মূর্ত্তিমান্ হ'য়ে এসেছিলেন শ্রীচৈতন্য-দেবরূপে। তাঁহারা যখন আসেন, তখন আবার যদি কোন প্রেমিক পুরুষের সঙ্গফলে তাঁ'দিগকে দেখ্‌তে সমর্থ হই, তবেই প্রেম আস্বাদন করতে পারি।

প্রেমের স্বভাব

শ্রীচৈতন্যদেব বল্‌ছেন—

না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখ আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিয়ে দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য ॥

—আমাকে দুঃখ দিয়ে যদি তাঁর সুখ হয়, তবে তাই হোক।

জগতের লোক কাম হইতে মোক্ষ পর্য্যন্ত চিন্তা করতে পারে; কিন্তু মোক্ষ সেখানে নিকৃত। আমরা জমার ঘরে কাম, মোক্ষ প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত কিন্তু প্রেম কিছুই চাই না।

আমার অনন্ত নরক হ'য়েও যদি তোমার সুখ হয় তবে সেই অনন্ত দুঃখ-প্রদ নরকই আমার কাম্য—প্রেমের স্বভাব এই প্রকার; যেমন পতিব্রতা রমণী। একপতিব্রতা রমণীর স্বামী কুষ্ঠ-রোগগ্রস্ত হ'য়ে পঙ্গুপ্রায় হয়ে পড়েছিলেন; কিন্তু সেই পতিব্রতা রমণী সেই রুগ্ন স্বামীর সেবাতেই—স্বামী সুখের জন্যেই স্বীয় কায়মনোবাক্যকে নিযুক্ত ক'রেছিলেন। এমন কি স্বামীর সুখের জন্য সেই রমণী বারবনিতার সেবাকেও সাদরে বরণ ক'রেছিলেন। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা শ্রীচৈতন্য-দেব দেখিয়েছেন, পতিব্রতার স্বামীর সুখের জন্য স্বামিসেবা—কৃষ্ণের সুখের জন্য কৃষ্ণ-সেবা, নিজের সুখের জন্য নহে।

বর্ত্তমানে বিশ্বপ্রেম, জীবপ্রেম, প্রভৃতি অনেক কিছুতেই প্রেমের কথা শুনা যাচ্ছে, কিন্তু প্রেম কথাটী একমাত্র কৃষ্ণের প্রতিই হ'তে পারে, তা' ছাড়া আর কারও প্রতি হ'তে পারে না; এমন কি 'নারায়ণে প্রেম' কথাটীও হ'তে পারে না। কি জন্য আমরা নারায়ণের পূজা করছি—ঐশ্বর্য্য আছে ব'লে, ঐশ্বর্য্য পৃথক্ করে দিলে আর পূজা করি না। ধনীর ধন পৃথক্ করলে আর তার পূজা করতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণের স্বরূপের পূজা, কৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের পূজা করেন। কৃষ্ণ ভক্তের মত এত বড় গৃহস্থ আর কোথায়ও নাই। গোপীরা যে প্রকার গৃহস্থালী জানেন, সেপ্রকার আর কেহ জানেন না। তাই গোপীগণ বলেছেন,—

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥
—ভা ১০।৮২।৪৮

হে কমলনাভ, সংসারকূপে পতিত-জনের উত্তরণের একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ তোমার পাদপদ্ম, যাহা অগাধবোধ যোগেশ্বরাদিগের হৃদয়েহ সর্ব্বদা চিন্তনীয় তাহা গৃহসেবী আমাদিগের মনে উদিত হউক।

হে কৃষ্ণ! ধ্যান শিখাচ্ছ কা'কে, আমরা কি যোগী? যারা দূরে থেকে তোমার ধ্যান করছে তাদের শিখাও; তুমি যাদের নিজস্ব তারা আর কিছুই চায় না,—চায় তোমার স্বরূপকে—তোমার ব্যক্তিত্বকে।

প্রেমের স্বভাব নিজের দুঃখ গণনা করে না। আমরা আচার্য্য রামানুজের কথা শুন্‌তে পাই। তিনি সর্ব্বজনমান্য একজন দিক্‌পাল। একদিন তিনি তাঁহারই কোন মিত্র বান্ধব গুরুস্থানীয় শৈলপূর্ণ-নামক মহাপুরুষের গৃহে উপস্থিত। শৈল-পূর্ণের সেবক গোবিন্দ। একদিন গোবিন্দ শৈলপূর্ণের শয়নের শয্যা প্রস্তুত ক'রে সেই শয্যায় নিজে শুয়েছেন, এমন সময় রামানুজ সেই পথ দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি গোবিন্দের ব্যবহার দেখে খুব রুষ্ট হ'য়ে সে কথা শৈলপূর্ণের কাছে গিয়ে বল্লেন। শৈলপূর্ণ গোবিন্দের সব রকম ব্যবহারের কথাই জান্‌তেন, কিন্তু রামানুজকে সেটী জানাবার জন্য তখনই রামানুজের সামনে গোবিন্দকে ডাকাইলেন এবং জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—"গোবিন্দ, তুমি আমার শয্যায় শুয়েছিলে? গোবিন্দ—হাঁ প্রভু। শৈল-পূর্ণ—তুমি জান গুরুশয্যাশায়ীর কি প্রায়শ্চিত্ত? গোবিন্দ—আজ্ঞা হাঁ, নরক গতি। শৈলপূর্ণ—তা'হ'লে তুমি নরক জেনেও কেন শয্যায় শুয়েছ? গোবিন্দ—প্রভো, হয় হো'ক নরক, আপনার সুখস্পর্শ হ'বে কিনা, আপনার সুনিদ্রায় কোন ব্যাঘাত হ'বে কিনা তাই পরীক্ষা করবার জন্যই আমি শুয়েছিলাম এ'তে যদি আমার নরক-ভোগ হয় সেও আমার বাঞ্ছনীয়।" রামানুজ স্তম্ভিত, একেই বলে গুরুসেবা।

শ্রীচৈতন্যের প্রেম-বৈশিষ্ট্য

বিশ্রম্ভসেবকের চরিত্র, গোপীদের দেখে লোকে মনে করে অন্য রকম। তাঁদের সমস্ত চেষ্টা একমাত্র কৃষ্ণসুখজন্য। এখানে রামানুজ বা গোবিন্দের দৃষ্টান্ত—ঐশ্বর্য্যভাব—গুরুতে ঈশ্বরতা দেখে সেবা। গোপীদের সেবা, শ্রীচৈতন্যের প্রেম সেরূপ নহে; তাঁদের সেবা সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে সেবা। রামানুজ নাভির উপরিভাগ পবিত্র অঙ্গদ্বারা ভগবৎ-সেবার আদর্শ দেখিয়েছেন; কিন্তু গোপী-গণ দেখিয়েছেন সেবাকে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে সেবা করা যায়। কৃষ্ণকে ষোল আনা দিয়ে, সর্ব্ব চেতনময় অঙ্গ দিয়ে সেবা কর। পূর্ণবস্তুকে সব দিয়ে সেবা কর, কেবল ঐশ্বর্য্যভাবে সেবা—তা'নয়; একথা সকলে বুঝে উঠ্‌তে পারেন না।

ভোগময় পরিপার্শ্বিকতায় আবদ্ধ যারা, তারা বুঝে উঠ্‌তে পারে না যে, জীবপ্রেম বিশ্বপ্রেম প্রভৃতির প্রকৃত প্রেমের সঙ্গে তুলনাই হতে পারে না। মহাপ্রভু বল্‌ছেন,—আমি যদি জিহ্বার সেবা করি, পেট বল্‌বেন তোমার সেবার জন্য আমি কেন খাট্‌তে যাব; কিন্তু অখণ্ড বস্তুর ইন্দ্রিয়তর্পণে যত কিছু বিরুদ্ধ ভাব সবেরই সমন্বয় হ'য়ে থাকে। সেখানের বৈশিষ্ট্যই এই—যত কিছু বিরুদ্ধভাব সমস্তই সমন্বিত হ'য়ে প্রেমকে নবনবায়মান ভাবে সমৃদ্ধ করে।

অনেকে মনে করেন, জীবপ্রেম বা বিশ্বপ্রেমের ধারণার অন্তর্গত একটী বস্তু চৈতন্যের প্রেম। প্রথমতঃ এজগতে আমরা দেখতে পাই, এক বস্তুতে প্রীতি করলে তাতে অন্যের সম্যক্ প্রীতি হ'তে পারে না। যেমন একটী কুষ্ঠ-রোগী রাস্তায় পড়ে আছে, একজন কর্ম্মবীর যাচ্ছেন সেই রাস্তা দিয়ে; তিনি কুষ্ঠরোগীকে হাস-পাতালে বা নিজের গৃহে নিয়ে গিয়ে অনেক সেবাশুশ্রূষা করলেন, হয় ত তাতে রোগী ভাল হ'ল আর নয় ত মারা গেল। ভাল হ'লে হয় ত আর একটী অসুবিধা এসে উপস্থিত হল; এমনি করে অসুবিধার পর অসুবিধা এসে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুল্‌ল। [illegible] একজন কুষ্ঠরোগীকে দেখে তাড়াতাড়ি [illegible] কুষ্ঠ-রোগগ্রস্ত হ'তে পারে এই ভেবে বোধি-বৃক্ষতলে বা হিমালয়-গহ্বরে গিয়ে ধ্যানস্থ হলেন, (অর্থাৎ কর্ম্মী ও জ্ঞানীর দৃষ্টান্ত) কিন্তু চৈতন্যভক্ত করেন কি? যেমন কোন সুবিজ্ঞ চিকিৎসক রোগীর অবস্থা বা রোগীর আত্মীয় স্বজনের ক্রন্দনাদিতে বিন্দুমাত্র ধৈর্য্য হারান না, তিনি ধীর স্থিরভাবে রোগের কারণ অনুসন্ধান করে তদনুযায়ী ঔষধ এবং পথ্যের ব্যবস্থা করেন, চৈতন্যের ভক্তগণও ঠিক সেই প্রকারই ব্যবস্থা করেন। শ্রীচৈতন্য-ভক্তের চরিত্র দেখুন, যেমন শ্রীবাসের চরণে অপরাধী কুষ্ঠী বিপ্র মহাপ্রভুর কৃপায় জানিয়াছিলেন যে, শ্রীবাসের চরণে অপরাধ হয়েছে, তিনিই অপরাধ ক্ষমা করলে তার রোগমুক্ত হয়ে প্রকৃত মঙ্গল হতে পারে। চৈতন্যের ভক্তগণ বলেন,—আগে ভগবানের ভজন কর, নতুবা যদি ভোগের ইন্ধন দিতে যাই তা' হ'লে তোমার অপকার হ'বে. সাময়িক-ভাবে কুষ্ঠ-রোগাদি ভাল হ'তে পারলেও আবার তোমার অন্য নানা প্রকার অসুবিধা এসে জুটবে। কিন্তু ভক্ত তখন ভাবেন—কুষ্ঠরোগ থাকে থাকুক; তিনি "তত্তেঽনু-কম্পাম্" শ্লোকানুসারে তা'কে ভগবানের কৃপা বলে গ্রহণ করতে পারেন। ভক্ত বলেন না, ভগবান্ আমার পুত্রকে বাঁচাতে পারেন না। ভক্ত বলেন না, ভগবান্ আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণ করতে পারেন না। তিনি ভাবেন,—

"না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ"
তাঁর সুখ আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিয়া দুঃখ তাঁর হৈল মহাসুখ
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য ॥"

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥

'অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন যে ভাবে রাখুন সেই ভাবেই থাকব', ভক্তগণের এই প্রকার ইচ্ছা—তারা নিজের সুখ চায় না।

সংবাদ

শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার নিমিত্ত ক্রমশই অধিক সংখ্যক যাত্রী আবেদন জানাইতেছেন। ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়। এই প্রকার অপূর্ব্ব সুযোগ আর হইবে না। সুতরাং আত্মকল্যাণেচ্ছু মাত্রেরই যোগদান করা একান্ত কর্ত্তব্য। [illegible] আশ্বিন হইতে পরিক্রমা আরম্ভ হইবে।

সবার জীবন কৃষ্ণ জনক সবার। হেন কৃষ্ণ যে না ভজে সর্ব্ব ব্যর্থ তার ॥

অপূর্ব্ব ব ব্বস্থা ! সুবর্ণ সুযোগ ! !

ভক্তিশাস্ত্রের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-ব্যাধি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মন্দার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পরজগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কোথাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা গৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৬৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৷০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মান্দ্রাজ।
৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ৷৷০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধবগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত ভিক্ষা সাধারণের পক্ষে ২১।৵০; গৌড়ীয়ের গ্রাহকের পক্ষে ১৫৷৷৵০।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা ১২৲; গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৮৲ টাকা।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও প্রাভু-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুদরুচিবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৵০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৷০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওরাজের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দয়ালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, মহাপ্রভুর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্ গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাবানুবাদসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বক্সে-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, নামের ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গ্রন্থিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রোজ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ।০ আনা।

ঠাকুর হরিদাস

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই গ্রন্থরাজ প্র... দ্বারা জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় সম্বন্ধবিষয়ক এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থ উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথা ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ১৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্র...

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এখন তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌ... মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-... (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনু... স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রা... কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফ... প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সং... আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ ... বেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহা... অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বি... অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎ... উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কু... প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানু... ভাষা, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে ... হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আট... বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। ... ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহা... কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুষ্ঠু... দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদ... গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ... ৷০ আনা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্.—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৶০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৶১০
৩৯। সাবককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (অবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৵০
৬২। লাইফ্ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। হরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য্যাণ্ড আপ্লায়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ কল্পতরু ৴০
৭২। গীতাবলী ১৲
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোট বোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, প্যাকেট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

আফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে,বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নীলাম ইস্তাহার

মোকাম কৃষ্ণনগর

প্রথম মুন্সেফ আদালত

নিলামের দিন ১লা নভেম্বর (১৯৩২)

(১)

৫৫৬ মনিজারি ৩২ দাবি ৯৩৶০

ডিঃ কুসুমকামিনী দেবী সাং বেলপুকুর

দেঃ চুনিলাল ভট্টাচার্য্য দিং সাং ঐ পোঃ ঐ

কৃষ্ণনগর থানায় বেলপুকুর গ্রামে ২৯০।২৯৩-২৯৬ খতিয়ানের নিষ্কর লাখরাজ জমি দেঃ ॥৶০ অংশ মূল্য ৫০৲

(২)

১৪৬৮ দেঃ জারি ৩২ দাবি ৭৮৩৶০

ডিঃ সতীশচন্দ্র নন্দী সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ তারাপদ দাস দিং সাং ঐ পোঃ ঐ

কোতয়ালি থানায় কৃষ্ণনগর হাট-খোলাপাড়া মধ্যে নদীয়া মহারাজাধীন ৬২১ খতিয়ানের ৮০শঃ জমি ২৲ জ-১ মায় আম, লিচু, আগাছা ইত্যাদি সহ মূল্য ৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৮০ কাঠা জমি মায় দক্ষিণদারি ঘর পাক. কোট সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি সহ এবং ঐ মৌজায় ৩২৫ খতিয়ানের ৴১৮৶০ জমি দুই খতিয়ানের মোট ২॥৶০ জমা সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সেরেস্তায় দিতে হয় মূল্য ১০০৲

৩। ঐ থানায় ঐ মৌজায় চৈতন্যদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অধীন ১১২১ খতিয়ানের ১৩শঃ জমি ১৲ জমা মায় বৃক্ষাদি সহ মূল্য ২৫৲

৪। ঐ থানায় ঐ মৌজায় রাধিকা-প্রসাদ পাল অধীন ৮৮০ খতিয়ানের-১৫শঃ জমি মূল্য ২৫৲

(৩)

৮৪২ খাংজারি ৩২ দাবি ২৩৶৩

ডিঃ ম্যানেজার কাশিম বাজার রাজ-ওয়ার্ড ষ্টেট

দেঃ ফনিভূষণ ঘোষ সাং নবদ্বীপ পোঃ ঐ

নবদ্বীপ থানায় চরকাষ্ঠশালী গ্রামে মোং বিবাদি অধিন ৪৩৭ খতিয়ানের-০৭শঃ জমি ১।০ জমা মূল্য ৫৲

(৪)

৯২১ খাংজারি ৩২ দাবি ৩৮৶০

ডিঃ শরৎচন্দ্র সাহা দিং সাং কালীগঞ্জ

দেঃ গুরুদাস মুচি দিং সাং কমলা-বাড়ী পোঃ মৌগ্রাম জেলা বর্দ্ধমান

কালীগঞ্জ থানায় রাখালগাছি গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৫৫ ৩৫৬ খতিয়ানের ১-৭৬শঃ জমি ৫৲৭॥ জমা মূল্য ৩০৲

(৫)

৯৯০ খাংজারি ৩২ দাবি ২১॥৶৬

ডিঃ বদরী নারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া মোং গোয়াড়ী

দেঃ দ্বিজপদ বাগচি দিং সাং কৃষ্ণনগর পোঃ ঐ

কৃষ্ণনগর থানায় কৃষ্ণনগর মৌজায় ডিক্রীদার অধীন ১৯২৪ খতিয়ানের ৪৯শঃ জমি ৩৮০ জমা মূল্য ১০৲

(৬)

১১২৩ খাংজারী ৩২ দাবী ৯৭৮৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ বাবু-সেখ বাঙ্গাল সাং বাহাদুরপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় পারসম্ভুনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৮৩ খং ২-১০শঃ জমি উটবান্দি জোত মূল্য ২৫৲

(৭)

১১২৪ খাংজারী ৩২ দাবি ১২৮৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ আকুল ঘোষ সাং মায়াকোল পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় পারমেদিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৩ খতিয়ানের ৬-৩১শঃ জমি ১১৲ জমা মূল্য ২৫৲

(৮)

১১৫৫ খাংজারী ৩২ দাবী ২৭৮৶৬

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ ফড়িংসেখ ঘরামী সাং সাহেব নগর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় মায়াকোল গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২১৬ খতিয়ানের ১-৫০শঃ জমি উটবান্দ জমা মূল্য ১০৲

(৯)

১২৫৩ খাংজারি ৩২ দাবি ৩২॥৬

ডিঃ নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ মিসেস গ্রেস মেরিসিন ক্রিয়ার সাং ঐ পোঃ ঐ

কোতয়ালি থানায় কৃষ্ণনগর মধ্যে ১৪৪৮ খতিয়ানের -৩২শঃ জমি ডিক্রীদার অধীন ৫৲ জমা মূল্য ২০৲

(১০)

১২৮৯ খাংজারী ৩২ দাবি ৩৪৮৶৩

ডিঃ সুরথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং কালী ধাম রামাপুরা

দেঃ মতলেব সেক দিং সাং ঝিটকী পোতা পোঃ মহৎপুর

কোতয়ালি থানায় দোগাছিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৬৩ খতিয়ানের ২-২৩শঃ জমি ৫।৶১৫ জমা মূল্য ২০৲

(১১)

১৩৪৯ খাংজারি ৩২ দাবি ২৬।৩

ডিঃ শিবেন্দ্র নাথ সিংহ রায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ মতি দাসী দিং সাং বৈরমপুর পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় বৈরমপুর মধ্যে ডিঃ অধীন ৯৩খং ১—৩৬ শঃ জমি ১৶৬ দিরিখে জমা মূল্য ১০৲

(১২)

১৩৫ খাংজারি ৩২ দাবি ৬৫৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

কালীগঞ্জ থানায় বৈরমপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৯১।৯২ খতিয়ানের ৫ ৫০ শঃ জমি ৮॥৶৬ জমা মূল্য ২৫৲

(১৩)

১৩৬১ খাংজারী ৩২ দাবি ২৫।৶৬

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া মোং গোয়াড়ী

দেঃ মন্দাবুনানী দিং সাং গোয়ালবাড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় হরনগর গ্রামে ডিঃ অধীন ৫৩ খতিয়ানের -৯৬শঃ জমি ৩৮৶১০ জমা মূল্য ১০৲

(১৪)

১৩৬৩ খাংজারি ৩২ দাবি ৪৪৮৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ যতীন্দ্রনাথ তরফদার সাং গাদি-গাছা পোঃ স্বরূপগঞ্জ

নবদ্বীপ থানায় গাদিগাছা গ্রামে ডিঃ অধীন ১৮৩ খতিয়ানের ১০-৩৯শঃ জমি ১২৶১০ জমা মূল্য ২৫৲

(১৫)

১৪৪৬ খাংজারী ৩২ দাবী ২৬৪৮৶০

ডিঃ রাজকুমারী প্রফুল্লনলিনী দাসী সাং বেলপুকুর

দেঃ হেজ্জৎ মণ্ডল দিং সাং মায়াপুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

নবদ্বীপ থানায় রুদ্রপাড়া মৌজায় ডিঃ অধীন ২৮ খতিয়ানের ১৬-৫৩শঃ জমি ৭০।৶০ জমা মূল্য ১০০৲

(১৬)

১৪৪৭ খাংজারী ৩২ দাবী ২৩৪॥৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ মালী মণ্ডল দিং সাং মায়াপুর পোঃ ঐ

নবদ্বীপ থানায় বামুনপুকুর মৌজায় ডিঃ অধীন ১৯।২১ খতিয়ানের ৪৫৴২কাঠা জমি ৬৩।৶৯ জমা মূল্য ১০০৲

(১৭)

১৪৮৬ খাংজারী ৩২ দাবী ৫৮৯

ডিঃ সুরথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং কালীধাম

দেঃ ফেলেহাদ বিবি সাং দুর্গাপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় দোগাছিয়া মৌজায় ডিক্রীদার অধীন ১-১৭ শতক নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি ৴২॥ সেস্ মূল্য ৫৲

(১৮)

১৪৮৭ খাংজারী ৩২ দাবি ২৬৯।৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ইনসান বিশ্বাস দিং সাং কয়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় সেনপুর মৌজায় ডিক্রীদার অধীন ৭৭৮—৭৭৮ খতিয়ানের ১০-৭১ শঃ জমি ৩১॥৶ জমা মূল্য ৫০৲

(১৯)

১৪৮৮ খাংজারি ৩২ দাবি ১৮৪॥৶৬

ডিঃ অনুকুল চন্দ্র প্রামাণিক দিং সাং ঘুর্ণী

দেঃ ব্রজদাসী দিং সাং দ্বীপচন্দ্রপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় দ্বীপচন্দ্রপুর গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৬৮।৭০।৭১।৭৩। ৭৪—৭৬খং ২৩ ৮৬ শঃ জমি ২৯॥৶ জমা মূল্য ১০০৲

(২০)

১৫১১ খাংজারী ৩২ দাবী ২৩॥৶৬

ডিঃ সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দিং সাং বেল-পুকুর

দেঃ বিলাত মণ্ডল দিং সাং সোনডাঙ্গা পোঃ বেলপুকুর

কোতয়ালি থানায় সোনডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৭৩ খতিয়ানের ১ ২০ শঃ জমি ৩৲ জমা মূল্য ১০৲

(২১)

১৫১৯ খাংজারি ৩২ দাবি ২৬॥৶

ডিঃ শ্রীপদ ভট্টাচার্য্য সাং নবদ্বীপ

দেঃ ক্ষেত্রনাথ গোস্বামী সাং ভালুকা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় যোয়ানিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৫১ খতিয়ানের ২-৫৬ শঃ জমি ৩৲ জমা মূল্য ২০৲

(২২)

১৫৩৭ খাংজারি ৩২ দাবী ১০।৶৩

ডিঃ কান্তচন্দ্র ঘোষ সাং তাতলা

দেঃ বিভূতিভূষণ দাস সাং ঘাটীশ্বর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় খাজুরী গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৫২ খতিয়ানের ১ ১১ শঃ জমি ১॥০ জমা মূল্য ৫৲

(২৩)

৯৮২ দেঃ জারি ৩২ দাবি ৭৭৫॥৶

ডিঃ কুমারখালি ব্যাঙ্কিং করপোরেশন লিমিটেড

দেঃ অনিল কুমার চৌধুরী দিং সাং কৃষ্ণনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় নিজ কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্গত কুরচিপোতা নামক পাড়ায় বিপ্রদাস পালচৌধুরী অধীন ।৪॥ জমি ৪৮০ জমা মায় পাকা কোটাঘর পায়খানা, ইন্দারা সমেত দরজা জানালা কড়ি বরগা ইত্যাদির মূল্য ৫০০৲

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	বৃন্দাবন
শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	চাইবাসা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	নৈমিষারণ্য	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১ শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মথুরা
শ্রীভক্তিহৃদয় বন	এলাহাবাদ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	নৈমিষারণ্য
শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	এলাহাবাদ	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
শ্রীভক্তিবৈভব সাগর			

ভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠানে ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে ভক্তমহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেবাবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—তত্ত্বালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ২১১৫

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ-ভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতি, শ্রীপাদ জগচ্চন্দ্রন দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পদ্মবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রমেয়জ্ঞান দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীভবরত্নাকর দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীনন্দগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোদণ্ড, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালি দাসাধিকারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীননাথ ব্রহ্মচারী,

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ সাউথ মালাকা প্রয়াগ রোড, সি

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীমধুমঙ্গল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী

(১৪) শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীবনমালী দাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রাণ জিউ

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেবলানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন।

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরীপ্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধিকাদাসী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীনন্দপণ্ডিত ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুমুরকুণ্ড, চিরকুণ্ড, মানভূম

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড়ু, ঢাকা

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩১) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ,

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) রাজগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদহ, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিবিনোদ বসুঠাকুর

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ব্রজে চল

• গৌর-জনের সঙ্গে ব্রজে চল—গৌরজনের মুখে ব্রজ-জনের কথা—ব্রজের উদার-মধুর কথা শুনিতে শুনিতে ব্রজে চল, গৌরজনের দেওয়া পরচক্ষু দিয়া ব্রজ-শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে ব্রজ বনে ভ্রমণ কর—ব্রজপরিক্রমা কর।

তোমাদের কাছে এক মহাশুভসংবাদ দেই। শুনিয়াছ কি, এবার শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্যমঠের মূল মহাজন পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও তাঁহার অনুগত শুদ্ধভক্তগণ ব্রজবনের যে যে স্থানে সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণচিহ্ন পড়িয়াছিল, সেই সকল স্থান সকলকে দেখাইবেন? সকলের নিকট প্রাচীন লীলা-শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, আলোচনা প্রভৃতি দ্বারা ঐসকল স্থানের সকল কথা বুঝাইয়া দিবেন?

সঙ্গে থাকিবে শ্রীনাম হইতে লীলা কীর্ত্তনের বহু সম্প্রদায়, আর পরিক্রমাটি হইবে একটি বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা। স্ত্রী-পুরুষ সকলের যোগদানের অধিকার থাকিবে। সকল প্রকার সুবন্দোবস্ত থাকিবে। উপযুক্ত রক্ষক, খাদ্য, যান-বাহন সকলই মিলিবে। শ্রীমথুরাকে প্রধান কেন্দ্র করিয়া পরিক্রমা আরম্ভ হইবে।

ব্রজই আমাদের নিত্য স্বদেশ। "স্বরূপে সবার হয় গোলোকেই স্থিতি।" আমরা আজ সেই স্বদেশ হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি! কত লক্ষ লক্ষ জন্ম বিদেশে ভ্রমণ করিতেছি, এই লক্ষ লক্ষ জন্মে কত কোটি কোটি বৎসর যাবৎ স্বদেশের খবর কিছুই রাখি না—নির্ব্বাসনের স্থানকেই দেশ মনে করিতেছি! আর কত কাল বিদেশে বেড়াইব! আর কতদিন মৃত্যুর অন্ধকূপ পরিক্রমা করিব! আপন দেশের কথা—আপনার সুমধুর বাড়ীর কথা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য—আমার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য নিতাই'র ডাক আসিয়াছে। চল, সকলে স্বদেশের ডাকে সাড়া দেই।

যে-সকল স্থানে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরহরি ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গিগণ সকলে ভ্রমণ করিয়াছেন, কত কত মহাত্মা, মহাজন ভ্রমণ করিয়াছেন, যে-সকল স্থান ভগবান্ ও প্রণয়ি-ভক্তজনের লীলা ও স্মৃতিতে নিত্য সজীব হইয়া রহিয়াছে; অধিক কি, আমাদের সকলের সুপ্রাচীন পিতামহ ব্রহ্মা যে-স্থানে তৃণ-লতা-বৃক্ষ-জন্ম-লাভ করিবার ইচ্ছা করেন, সেই সকল স্থান যদি মানবজন্ম থাকিতে থাকিতে গৌরজনের সঙ্গে শুনিতে ও দেখিতে না পারি, তবে আমরা জগতে আসিয়া কি লইয়া গেলাম?

পূর্ব্বে গোস্বামিগণ ও অনেক ভজনানন্দী মহাত্মা এই ব্রজবন পরিক্রমা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে সর্ব্বসাধারণের যোগদানের সুযোগ হয় নাই। আর বর্ত্তমানে যে ব্রজ পরিক্রমার প্রথা প্রচলিত আছে, তাহাতেও একান্ত শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের মুখে সর্ব্বক্ষণ হরিকথা শুনিতে শুনিতে কর্ণ ও চক্ষু নির্ম্মল করিয়া সকলের ব্রজের চিন্ময়-শোভা-দর্শনের সুযোগ হয় না। সেই সুদুর্লভ সুযোগ সুলভ করিবার জন্যই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা এইবার বিশ্ববাসী শ্রদ্ধালু সকলকে ডাকিতেছেন। এসুযোগ আর দ্বিতীয়বার হইবে না। শ্রীমন মহাপ্রভু এই সময়ে শ্রীক্ষেত্র হইতে রওয়ানা হইয়া কাশী, প্রয়াগে আসিয়া পরে বৃন্দাবনের বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

পরিক্রমা শারদীয় পূজার অব্যবহিত পরেই অনুষ্ঠিত হইবে। যাঁহারা পরিক্রমায় যোগদান করিতে ইচ্ছা করেন বা যাঁহারা এসম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহেন, তাঁহারা শীঘ্রই নিম্নের ঠিকানায় পত্র লিখিয়া সকল কথা জানুন।

প্রত্যেক স্ত্রী বা পুরুষ যাত্রীর গৃহ হইতে মথুরায় ও তথা হইতে গৃহে যাতায়াতের রেলভাড়া ব্যতীত অসমর্থ পক্ষে ২৫৲ পঁচিশ টাকা এবং সমর্থপক্ষে ৭৫৲ পঁচাত্তর টাকা দায় পড়িবে। ইহাতে স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই অধিকার। যান, স্থান, ভোজনের ব্যবস্থা থাকিবে।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ { ১৪ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৬, ১২ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২৮শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩২ বুধবার } ১৭৩তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২৫শে সেপ্টেম্বর রবিবার শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠে সমবেত ভক্ত-মণ্ডলী সমক্ষে গুরুসেবৈকব্রত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীনাম-প্রভুর মহিমা ও নামপ্রভুর কৃপালাভের একমাত্র আশ্রয় গুরু-বৈষ্ণবের মহিমা আবেগময়ী ভাষায় অনেকক্ষণ যাবৎ কীর্তন করিয়া ভক্তগণের নিত্যানন্দ বর্দ্ধন করেন। তাঁহার মুখনিঃসৃত চেতনময়ী বাণী আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয় তাহা প্রকাশ করিবার জন্য কথঞ্চিৎ প্রয়াস করিতেছি মাত্র।

স্বামীজী মহারাজ বলেন,—সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞানুষ্ঠান, দ্বাপরে পরিচর্য্যার দ্বারা যে কৃষ্ণপ্রেম ফল লাভ হয়, কলিযুগে একমাত্র হরিনাম-সংকীর্ত্তনেই অনায়াসে সেই দেবদুর্লভ, শিব-বিরিঞ্চির বাঞ্ছিত অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইয়া থাকে।

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্ব মন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥
কৃষ্ণমন্ত্র হইতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥

সূর্য্য যেরূপ উদিত হইয়া অন্ধকার নাশ করে, শ্রীনাম-সূর্য্যও তদ্রূপ বিশুদ্ধসত্ত্বে কৃপাপূর্ব্বক উদিত হইয়া লোকের সমস্ত পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যাদি চিরতরে ধ্বংস করিয়া দেন।

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম-নামিনোঃ।

কৃষ্ণনাম চিন্তামণি স্বরূপ, স্বয়ং কৃষ্ণ, চৈতন্যরস-বিগ্রহ, পূর্ণ, মায়াতীত ও নিত্য মুক্ত। কেননা নাম ও নামীতে কোন ভেদ নাই। সচ্চিদানন্দরসময়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ এক অদ্বয়বস্তু; সেই অদ্বয়তত্ত্ব শ্রীবিগ্রহ, শ্রীনাম, শাস্ত্র ও গুরুবৈষ্ণবরূপে এ জগতে কৃপাপূর্ব্বক আবির্ভূত। অর্চ্চন বা ধ্যানাদির নিয়ম ও কালাকাল বিচার আছে কিন্তু শ্রীবিষ্ণুর নামকীর্ত্তনে কোন দেশ বা কালাকাল বিচার নাই।

স্বামীজী মহারাজ 'চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণম্' শ্লোকোচ্চারণ-মুখে বলেন,—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন করিলেই প্রাণকারীর শ্রেয়োলাভ ঘটিয়া থাকে। কীর্ত্তনপ্রভাবে জীবের ঈশবৈমুখ্যজনিত অন্যাভিলাষ, ফলভোগ, ফলত্যাগ ও জড়াভিমানাদি যাহা জীবের চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে সেই সমস্ত আবর্জ্জনা বা অনর্থ চিরদিনের তরে বিদূরিত হয়। সাধুগুরুর আনুগত্যে কৃষ্ণকীর্ত্তন সম্যক্‌রূপে করিতে করিতেই জীব স্বীয় চিত্তমুকুরে নিজ কৃষ্ণকৈঙ্কর্য্য বা স্ব-স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া থাকে।

এই সংসার আপাতমধুর হইলেও ইহা নিবিড় অরণ্যাভ্যন্তরে দাবাগ্নি সদৃশ। দাবাগ্নির দ্বারা কাননস্থিত বৃক্ষরাজি মধ্যে মধ্যে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু দেহসম্পর্কীয় স্ত্রীপুত্রাদিতে আসক্ত, কৃষ্ণবিমুখ জনগণ সংসারের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ত্রিতাপজ্বালা দাবাগ্নির তাপের ন্যায় নিরন্তর সহ্য করেন। কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন হইলেই এই সংসারে থাকিয়াও কৃষ্ণোন্মুখতাহেতু জীব ত্রিতাপজ্বালা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। চন্দ্রোদয়ে যেরূপ কুমুদ শুভ্রত্ব লাভ করে, শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে সেরূপ অখিল কল্যাণ—সর্ব্বজীবের একমাত্র আশ্রয় কোটী-চন্দ্র সুশীতল কৃষ্ণপাদ-পদ্ম লাভরূপ জীবের পরম মঙ্গলের উদয় হয় এবং জীব বিশ্বাবদ্যজান শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনফলে অনাদি অবিদ্যারূপ অন্ধকার হইতে পরিমুক্ত হইয়া কৃষ্ণসম্বন্ধ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে।

আনন্দের ভিখারী আমরা—সেবা-ভিখারী আমরা প্রকৃত নিরবচ্ছিন্ন অবিমিশ্র চিদানন্দলাভের যোগ্যতাবিশিষ্ট তখনই হইতে পারিব যখন আমরা অভিন্ন নিত্যানন্দ শ্রীগুরুদেবের বলে বলবান্ হইয়া তদানুগত্যে শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইব। গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত, তাঁহাদের নিষ্কপট সেবা ব্যতীত এমন পরম করুণাময় শ্রীনাম-প্রভুর কৃপালাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব।

শ্রীভগবান কৃপাপূর্ব্বক শ্রীনামে সমস্ত শক্তি অর্পণ করিয়াছেন, শ্রীনাম গ্রহণের কোন কালাকাল বিচার রাখেন নাই, কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে সর্ব্বাবস্থায় শ্রীনাম গ্রহণ করিবার সময় নির্দ্ধারিত করিয়াছেন কিন্তু আমাদের এমনই দুর্দ্দৈব যে, এমন জগন্মঙ্গলকর হরিনামে আমাদের অনুরাগ হইল না—শ্রীনামপ্রভুর সেবা করিবার প্রবৃত্তি আমাদের জাগিল না। গৌরপ্রেষ্ঠ এমন কি শ্রীল প্রভুপাদ কৃপা-পূর্ব্বক আমাদিগকে শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থান-পূর্ব্বক নিষ্কিঞ্চন সাধুজনের সঙ্গে হরিভজনের—সর্ব্বক্ষণ শ্রীনাম-কীর্ত্তনের শ্রবণ সুযোগ প্রদান করিলেও দুর্ভাগা আমাদের দেহাত্ম-বুদ্ধি, স্ত্রীপুরুষ অভিমান বা ভোগবুদ্ধি এ মলিন চিত্ত হইতে দূরীভূত হইল না—নামে রুচি হইল না, এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে?

সাধুসঙ্গে শ্রবণ কীর্ত্তন না করিলে আমাদের মঙ্গল কোন প্রকারেই হইতে পারে না বা হইবে না। যাঁহারা মঙ্গল কামনা করেন তাঁহারা কায়মনোবাক্যে নিষ্কপটে শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গফলে শ্রবণাদি শুনিবেন এবং নিজ জীবনে আচরণ করিতে করিতে শ্রীনামপ্রভুর নিকট কৃপা প্রার্থনা করিবেন ইহাই শাস্ত্র ও মহাজনোপদেশ।

ব্রজের পথে শ্রীগৌরাঙ্গ

(চতুর্থ পৃষ্ঠার শেষ কলমের পর)

কৃপাবতার গৌরপ্রেষ্ঠ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ আমাদের উদ্ধারার্থই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের উন্নতোজ্জ্বল প্রেম-রসের সন্ধান প্রদানের নিমিত্ত আজ ব্রজবন পরিক্রমার সুমহৎ আয়োজন করিয়া আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন; আসুন, আমরা সকলে কায়-মন-বাক্য ডালিতে সরলতা পুষ্প ও ভক্তি-চন্দন সুসজ্জিত করিয়া গৌরপ্রেষ্ঠ আচার্য্যপ্রবরের পাদপদ্ম বন্দনা করি বন্দনা করিয়া তাঁহার আনুগত্যে ব্রজবন ভ্রমণ করি, তাহা হইলে গৌরসুন্দরের মহাপ্রেম-প্রদানলীলা ও ব্রজেন্দ্রনন্দনের লীলাস্থলী আমাদিগকে কৃপা করিয়া তাঁহাদের স্বরূপ প্রদর্শন করাইবেন, এবং আমরা সেবানন্দে মগ্ন হইয়া প্রেমানন্দে ভাসমান হইব।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৪ পদ্মনাভ ভৃত্ অনিরুদ্ধ ৪৪৬

ব্রজের পথে শ্রীগৌরাঙ্গ

শারদ সুষমা প্রকৃতি সুহৃজ্জনের স্মৃতি হৃদয়ে সংস্রগুণে বর্দ্ধিত করিয়া মানবকে উন্মত্তপ্রায় করে। এইটী ব্রজের বিকৃত-প্রতিফলিত প্রাকৃত রাজ্যের স্বভাব। অপ্রাকৃত সুন্দরতমের বিলাসাগার রঙ্গভূমিতে প্রাকৃত জগতের হেয়তা নাই, অভাবের অস্তিত্ব নাই, অনিত্য বস্তুর স্থান নাই, অনিত্য ভঙ্গপ্রবণ দ্রব্যের প্রতি মমতা নাই, তাহার অভাবে দুঃখ নাই, জন্মমৃত্যু নাই সুতরাং শোক বলিয়া কোন জিনিষও নাই। সেই সুন্দরতমের সুন্দর রাজ্যে সকলই সুন্দর। সেই সুন্দর রাজ্যের অদ্বিতীয় কান্ত সুন্দরতম শ্রীকৃষ্ণ সুন্দর-শিরোমণি, জয়শ্রী বৃষভানুসুতা সুন্দরী-অংশিনী, তাঁহার অনুচরী শ্রীগণ সুন্দরী, নন্দ-নন্দনের জনক নন্দমহারাজ সুন্দর, নন্দ-মহিষী সুন্দরী যশোমতীর স্নেহ সুন্দর, সুবলাদি সখাগণ সুন্দর, বৃক্ষ—কল্পতরুগণ সুন্দর, কথা—সঙ্গীত সুন্দর, জল—অমৃত সুন্দর, গমন—নাট্য সুন্দর, দূতী সরলা, বংশী সুন্দরী, কদম্ব-কুসুম-কিসলয় কালিন্দীকূল সুন্দর, ময়ূরের কেকা-রব সুন্দর, কোকিলের কাকলী-ধ্বনি সুন্দরী, গোপ-গোপী-গোধন সুন্দর, ব্যাঘ্র-মৃগের পরস্পর আলিঙ্গন সুন্দর, পরস্পর বিরুদ্ধ-গুণের সমাবেশ সুন্দর; এহেন সুন্দর-রাজ্যে সম্ভোগের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিকারী ও পরিপোষ্টা 'বিপ্রলম্ভ' বলিয়া একটী অতি চমৎকার জিনিষ আছে। জগদ্বাসীকে এই অপূর্ব্ব জিনিষটির সন্ধান দিয়াছেন ঔদার্য্যলীলাময়-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর নীলাম্বুধিতটে শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে এবং ব্রজপরিক্রমার সময় বিশেষরূপে। জগদীশ-ক্ষেত্রে সুন্দরাচল ব্রজের বৃন্দাবন। পুনর্যাত্রা তিথিতে ব্রজেন্দ্রনন্দন সুন্দরাচল হইতে নীলাচলে গমন করিয়াছেন। সুন্দরাচলে সুন্দরতমের দর্শন-সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া গৌড়ীয়গণের প্রাণ শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর এই চমৎকারপ্রদ 'বিপ্রলম্ভ' ভাবে বিভাবিত হইলেন। অপ্রাকৃত শারদ-রাত্রি তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইয়া ঐ বিপ্রলম্ভকে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, অনন্তগুণ বর্দ্ধিত করিলেন। পাঠক, এই বিপ্রলম্ভকে প্রাকৃত-জ্ঞান-চশমায় দেখিতে প্রয়াসান্বিত হইবেন না, যদি হন, তাহা হইলে বঞ্চিত হইয়া নীরককে কাচ-জ্ঞানে ভ্রান্ত হইবেন; এই বিপ্রলম্ভের সন্ধান পাইতে হইলে মুক্ত-কুলের অপ্রাকৃত ভূমিকায় যাইতে হইবে; নতুবা 'শোক' আপনাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। সুতরাং সাবধানে অপ্রাকৃত রাজ্যে গমন করুন। গমন করিয়া দেখুন, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ঐ অতি উপাদেয় বিপ্রলম্ভকে সঙ্গী করিয়া ব্রজের পথে চলিয়াছেন। শ্রীরায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদর প্রভুদ্বয় মহাপ্রভুর সেবার্থ বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও তৎসঙ্গী জনৈক ব্রাহ্মণকে দিয়াছেন। মহাপ্রভু এই সঙ্গীত্রয়সহ কটক দক্ষিণে রাখিয়া ব্যাঘ্র মৃগ, হস্তী প্রভৃতি বন্য-পশু ও পক্ষিগণকে প্রেমের তরঙ্গে তালে তালে নাচাইতে নাচাইতে ঝারিখণ্ডের বনপথে ব্রজাভিমুখে ছুটিয়াছেন। আজ জগদ্বাসীর আনন্দের সীমা নাই, আজ প্রেমময়-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর স্বপ্রেম-মাধুরী প্রদর্শনার্থ বিপ্রলম্ভের ভাবাবেগে ছুটিয়াছেন—অবিরাম গতিতে ছুটিয়াছেন। বন্যপথের কণ্টকাদির প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই; হিংস্র বন্যজন্তুর প্রতি দৃষ্টি নাই। যাহাকে সম্মুখে দেখিতেছেন তাহাকেই কৃষ্ণনামপ্রেমে প্রমত্ত করিয়া চলিয়াছেন। পথে ব্যাঘ্র শয়ন করিয়া আছে, তাহাকে ভাবাবেশে পদস্পর্শ প্রদান করিয়া 'কৃষ্ণ' বলিতে আদেশ করিলেন, আর অমনি ব্যাঘ্র নৃত্য করিতে করিতে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন আরম্ভ করিল। মহাপ্রভু নদীতে স্নান করিতেছেন, সেই সময় একদল বন্যহস্তী জলপান করিতে আসিল। মহাপ্রভু 'কৃষ্ণ কহ' এই আদেশ প্রদানপূর্ব্বক এক গণ্ডুষ জল তাহাদের দিকে নিক্ষেপ করিলেন, আর অমনি প্রসাদজল-প্রাপ্ত হস্তিগণ উচ্চৈঃস্বরে 'কৃষ্ণ' কহিতে কহিতে প্রেমে নৃত্য আরম্ভ করিল। তখন তাহাদের 'কেহ ভূমে পড়ে, কেহ করয়ে চীৎকার'। মহাপ্রভু কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে দ্রুতবেগে গমন করিতেছেন, আর অমনি তাঁহার সুমধুর কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে তাঁহার দক্ষিণ ও বাম উভয় পার্শ্বে মৃগীগণ ছুটিয়া চলিতেছে। মহাভাবময় বিগ্রহের—

"বন দেখি' ভ্রম হয় এই 'বৃন্দাবন'।
শৈল দেখি' মনে হয় এই 'গোবর্দ্ধন'॥
যাঁহা নদী দেখে, তাঁহা মানয়ে কালিন্দী।"

তখন—

"মহাপ্রেমাবেশে নাচে প্রভু পড়ে কান্দি'॥"

মৃগীগণকে সঙ্গে আসিতে দেখিয়াই সস্নেহে তাহাদের অঙ্গস্পর্শ করতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।২১।১১) নিম্নলিখিত শ্লোকটী পড়িতে লাগিলেন—

ধন্যাঃ স্ম মূঢ়মতয়োঽপি হরিণ্য এতা
যা নন্দনন্দনমুপাত্তবিচিত্রবেশম্।
আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহ-কৃষ্ণসারাঃ
পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ॥

—এই মূঢ়মতি হরিণীসকলই ধন্য, যেহেতু উহারা বিচিত্রবেশ নন্দনন্দনকে পাইয়া এবং তাঁহার বেণুনাদ শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণসারদিগের সহিত প্রণয়াবলোকন দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন।

এই ভাবে মহাভাবে বিভাবিত হইয়া সর্ব্বজীবকে কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করিতে করিতে মহাপ্রভু চলিয়াছেন। বাহ্য-জ্ঞান মোটেই নাই। কখনও হাসিতেছেন, কখনও কাঁদিতেছেন, কখনও নৃত্য করিতেছেন, কখনও বা 'হা কৃষ্ণ প্রাণনাথ' বলিতে বলিতে অজ্ঞান হইয়া ভূমিতে পড়িতেছেন। সঙ্গিত্রয়ের দুইজন—বলভদ্র ও তৎসঙ্গী অপর বিপ্র তৃতীয় সঙ্গী বিপ্রলম্ভের সেবা দেখিয়া অবাক্, কখনও বা ভয়ে অস্থির। সখা বিপ্রলম্ভের সহিত চতুরতা করিতে করিতে চলিতেছেন। ইহার পরের ভ্রমণ-মাধুরী এই দুর্ব্বলা লেখনী বর্ণনে অসমর্থ। জোর করিয়া বর্ণন করিতে গেলে সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইবে; তাহাতে পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতির সম্ভাবনা। তাই অপ্রাকৃত লেখক রসিক-কুলচূড়ামণি শ্রীল কবিরাজগোস্বামীর ভাষায় তাঁহার কথঞ্চিৎ প্রকাশ করিতেছি মাত্র—

"ব্যাঘ্র-মৃগী মিলি' চলে মহাপ্রভুর সাথ॥
দেখি' মহাপ্রভুর বৃন্দাবনস্মৃতি হৈল।
বৃন্দাবন গুণ বর্ণন শ্লোক পড়িল॥
যত্র নৈসর্গদুর্ব্বৈরাঃ সহাসন্ নৃ-মৃগাদয়ঃ।
মিত্রাণীবাজিতাবাস-দ্রুত-রুট্-তর্ষণাদিকম্॥"

(ব্রহ্মা দেখিতে পাইলেন,—অপ্রাকৃত বৃন্দাবনধামে নরব্যাঘ্রাদি নিসর্গবশতঃ পরস্পর বিরুদ্ধচেষ্ট হইয়াও একত্র বাস করিতেছে এবং কৃষ্ণের নিত্য বিহার-স্থান বলিয়া ক্রোধতৃষ্ণাদি এই ধামকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে।)

"'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহ, বলি প্রভু যবে বলিল।
'কৃষ্ণ' কহি ব্যাঘ্র-মৃগ নাচিতে লাগিল॥
নাচে, কান্দে, ব্যাঘ্রগণ মৃগীগণ-সঙ্গে।
বলভদ্র-ভট্টাচার্য্য দেখে অপূর্ব্ব-রঙ্গে॥
ব্যাঘ্র-মৃগ অন্যোন্যে করে আলিঙ্গন।
মুখে মুখ দিয়া করে অন্যোন্যে চুম্বন॥
কৌতুক দেখিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলা।
তা-সবাকে ছাড়ি' আগে চলি গেলা॥
ময়ূরাদি পক্ষিগণ প্রভুরে দেখিয়া।
সঙ্গে চলে, 'কৃষ্ণ' বলি নাচে মত্ত হঞা॥
'হরিবোল' বলি' প্রভু করে উচ্চধ্বনি।
বৃক্ষলতা প্রফুল্লিত সেই ধ্বনি শুনি'॥
'ঝারিখণ্ডে' স্থাবর জঙ্গম আছে যত।
'কৃষ্ণ' নাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত॥"

তারপর মনুষ্যসমাজে প্রচার কথা শুনুন—

"যেই গ্রাম দিয়া যান, যাহা করেন স্থিতি।
সে-সব গ্রামের লোকের হয় প্রেমভক্তি॥
কেহ যদি তাঁর মুখে শুনে কৃষ্ণনাম।
তাঁর মুখে আন শুনে, তাঁর মুখে আন॥
সবে 'কৃষ্ণ' 'হরি' বলি নাচে কান্দে হাসে।
পরম্পরায় 'বৈষ্ণব' হৈল সর্ব্বদেশে॥"

এখন ঝাড়িখণ্ডের পথে আগমনের কারণ শ্রবণ করুন—

"গৌড়, বঙ্গ, উৎকল, দক্ষিণ দেশ গিয়া।
লোকের নিস্তার কৈল আপনে ভ্রমিয়া॥
মথুরা যাইবার ছলে আসেন ঝারিখণ্ড।
ভিল্ল প্রায় লোক তাঁহা পরম পাষণ্ড॥
নাম-প্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার।
চৈতন্যের গূঢ়লীলা বুঝিতে শক্তি কার॥"

অপ্রাকৃত প্রেমের নিকট পাষণ্ডের পাষণ্ডতা বিনষ্ট হয়, খলের খলতা ধ্বংস হয়, হিংস্র-স্বভাব জীব জন্তু হিংসা পরিত্যাগ করে। প্রবল-প্রতাপান্বিত সম্রাট্ কঠোর শাসনে বন্দুক কামানের ভয় দেখাইয়া যাহা না করিতে পারে, অপ্রাকৃত প্রেমের এক-বিন্দু তাহা অপেক্ষা অনন্তগুণ কার্য্য নিমেষে সমাধা করিতে সমর্থ—প্রেমময়ের অফুরন্ত প্রেমভাণ্ডারের আর কথা কি? সুতরাং যে পরম পাষণ্ড ঝারিখণ্ডবাসিগণের নিকট ভয়ে কেহই যাইতে সাহস করিত না, যে হিংস্র জন্তুগণের নাম শুনিলেই ভয়ে শরীরের রক্ত শুষ্ক হইতে উদ্যত হয়, সেই পার্ব্বতী ঝাড়িখণ্ডবাসিগণ ও হিংস্র জন্তুসকল যে প্রেমময় শ্রীচৈতন্যের প্রেমমহাবারিধির নিকট মস্তক অবনত করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? শুধু মস্তক অবনত নহে, মহাপ্রভুর শ্রীচরণকৃপালাভে তাহারাও মুহূর্ত্তমধ্যে সর্ব্বজনবন্দ্য মহাভাগবত হইবেন তাহাতেও বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। পাঠক, আসুন আমরা প্রাবৃটের প্রবল-বেগ গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী-ত্রিধারা সম্মিলিত সরিদ্বরের আবেগময় সাগর-সঙ্গমের ন্যায় আমাদের জীবন-নদের কায়-মনোবাক্য-ধারাত্রয়কে ইতর সেবায় নিযুক্ত না করিয়া একত্র সম্মিলন পূর্ব্বক ত্রিনয়ন-নয়ন, ব্রহ্মবন্দিতচরণ ব্রজরামাজীবন ব্রজেন্দ্রনন্দনের মহাভাবময় বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের পাদপদ্ম-সেবাবারিধির দিকে প্রধাবিত করি। তাহা হইলে তাঁহার এই মহাবদান্য প্রেমপ্রদানলীলা আমরা এখনও দেখিতে পাইব, আমাদের হৃদয় হইতে নাস্তিকতা দূর হইবে, আমাদের জীবন সার্থক হইবে। মহাপ্রভুর লীলা নিত্য ইহা নিত্যকালই আছে। তাই মহাজন গাহিয়াছেন—

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥

পাঠক, গৌরপ্রেষ্ঠের আনুগত্য ব্যতীত গৌরসুন্দরের লীলা-মাধুরী উপলব্ধ হয় না।

(অতঃপর তৃতীয় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা ! সুবর্ণ সুযোগ !!

ভক্ত-সাহিত্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রমবর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহাঁর একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা ; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা গৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ২০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা
প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধবগৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা ; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪১শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৵০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে-ছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন-অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীমদ্ স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুরতিবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৷০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, লৌকিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত 'নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাজসাহেবের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাচ্যবিদ্যার্থী, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন স্থানের অপূর্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব প্রাচ্য বিদ্যা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ২৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবস্মরণ, লালসের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনবদ্বীপ-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তত্ত্ব্যবিষয়-সহ বস্ত্র-উপরে বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশাবলী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে প্রবোধকারী সন্দর্ভ, ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, তাৎপর্য্যসহিত প্রমাণ, সাধন সাধ্য ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এতদ্রূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর - নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—গুরুপ্রাপ্তি—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে বোল্ড রু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ পাঠ করিলে পারমার্থিক বিষয়ে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এতদ্রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। বিভিন্ন গোস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি মন্থন করিয়া এই গ্রন্থামৃত উদ্ধৃত হইয়াছে। আদ্যন্ত সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

।	অন্বয়সহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত	৫৲
।	শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র	৪০৲
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত	২৮৲
	একাদশ স্কন্ধ হ'তে প্রতিখণ্ড	।৶০
।	অনুভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	
	(৪র্থ সংস্করণ)	৫৲
।	ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১৲
।	গৌড়ীয়-গৌরব	।৶০
।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	।৶০
।	গুরুরহস্য	॥০
।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও	
	শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	
	ঐ (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)	
	ঐ (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
।	গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥০
।	মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ	
	(মাধ্ব)	২৲
।	বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ	
	(রামানুজীয়)	॥০
।	জৈবধর্ম্ম	২৲
।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	
	(চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	॥৶০
	ঐ (বাঁধা)	৸০
।	দীপ-দিগ্দর্শন	৶০
।	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	।৶০
।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	॥০
	ঐ (আবাঁধা)	।৶০
।	নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা	৸০
।	ভক্তিরত্নাকর	
	(নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৶০
।	গীতমালা	৴১০
।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
	ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶০
।	নবদ্বীপ পঞ্জিকা	
	(৪৪৩ গৌরাব্দ)	৶০
।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।০
।	শরণাগতি	৴০
।	গীতাবলী	৴০
।	চিত্রে নবদ্বীপ	১॥০
।	সজ্জনতোষণী	৴০
।	প্রেমবিবর্ত্তচন্দ্রিকা	
।	[illegible]	৴০
৩৫।	অর্থপঞ্চক	৶০
৩৬।	সদাচারস্মৃতিঃ	।৶০
৩৭।	কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)	৴১০
৩৮।	অর্চ্চনকথা	৴১০
৩৯।	সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)	৷০
	ঐ (আবাঁধা)	।৶০
৪০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি	
	(প্রথম চারিখণ্ড)	১৲
৪১।	ব্রহ্মসংহিতা	১॥০
৪২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
৪৩।	মণিমঞ্জরী সানুবাদ	।০
৪৪।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৪৫।	পুরুষার্থ বিনির্ণয়	।০
৪৬।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৪৭।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
৪৮।	গৌড়ীয়মঠ কি করেন ?	৴০
৪৯।	ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)	।০
৫০।	শ্রীভুবনেশ্বর	৶০
৫১।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৶০
৫২।	সাংখ্যবাণী	৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ	॥০
৫৪।	সটীক-শিক্ষাদশমূলম্	।০
৫৫।	তত্ত্ব-সূত্রম্	।০
৫৬।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৶০
৫৭।	গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	৴০
৫৮।	সারসংগ্রহণম্	৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯।	রায় রামানন্দ	॥০
৬০।	নামভজন	।০
৬১।	রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্স্	।৶০
৬২।	লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।০
৬৩।	বৈষ্ণবীজম্	।০
৬৪।	হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং	৴০
৬৫।	দি ভাগবত	।০
৬৬।	থিয়োটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলায়ড্ ডিভোশন	।০
৬৭।	ব্রহ্ম-সংহিতা	১॥০
৬৮।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	॥০
৭০।	সাধন পথ	।০
৭১।	কল্যাণ কল্পতরু	৴০
৭২।	গীতাবলী	১৲
৭৩।	শরণাগতি	৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪।	কল্যাণ কল্পতরু	৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴০।

৩। **দি হার্মনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহারের পাচন

[illegible]

ম্যালেরিয়ার সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, পাঁচটা ৷৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—১নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

জে, বি, দত্তের চোকা শিশি বাদাম তৈল শুদ্ধ ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্ক্স্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কৃষ্ণনগরে বিধবা বিবাহ

নবদ্বীপ বিধবা বিবাহ সহায়ক সভার প্রচেষ্টায় গত ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে কৃষ্ণনগর [illegible] শিবমন্দিরে মাহিষ্য সম্প্রদায়ের রুইপুকুর পাড়ানিবাসী শ্রীপশুরাম মণ্ডলের সহিত রাজসাহী জেলার সরদহ গ্রামনিবাসী মৃত কৃষ্ণচন্দ্র সরকারের বিধবা কন্যা শ্রীমতী হেমন্ত কুমারীর বিবাহ হইয়াছে। পাত্রী কায়স্থ কন্যা। বিবাহ সভায় কৃষ্ণনগরের মহকুমা হাকিম শ্রীযুত বি-কে মুখার্জ্জি, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রসাদ দাস ব্যানার্জ্জী, জমিদার শ্রীযুত ব্রজনারায়ণ চৌধুরী, অন্যতম ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আবেদীন আই-সি এস, শ্রীযুত নিত্য গোপাল চক্রবর্ত্তী শিক্ষক, শ্রীযুত শচীন্দ্র কুমার বসু প্রচারক ও শ্রীযুত বঙ্কিম চন্দ্র চক্রবর্ত্তী শিক্ষক ও অন্যান্য বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতা বিধবা বিবাহ সহায়ক সভার পণ্ডিত দীননাথ সিদ্ধান্ত রত্ন, পৌরহিত্য করিয়াছেন।

আপোষ নিষ্পত্তির সর্ত্ত

(১) সাধারণ নির্ব্বাচক মণ্ডলী হইতে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য কতকগুলি আসন সংরক্ষিত থাকিবে। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা সমূহ নিম্নোক্তরূপে আসন বণ্টন করা হইবে:—মাদ্রাজ—৩০; বোম্বাই (সিন্ধুসমেত)—১৫; পাঞ্জাব ৮; বিহারউড়িষ্যা ১৮; মধ্যপ্রদেশ ২০; আসাম ৭; বাঙ্গলা—৩০ এবং সংযুক্তপ্রদেশ ২২ মোট-১৪৮।

প্রধান মন্ত্রীর সিদ্ধান্ত দ্বারা যেরূপ ঘোষণা করা হইয়াছে, তদনুযায়ী প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহের সর্ব্বমোট সংখ্যানুপাতের উপর ভিত্তি করিয়া এই সব সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে।

(২) যৌথ নির্ব্বাচন দ্বারা এই সব সভাকে নিম্নোক্ত ব্যবস্থানুযায়ী প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা হইবে:—যে কোন সাধারণ নির্ব্বাচক মণ্ডলীর তালিকাভুক্ত অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেরা "একটী নির্ব্বাচক মণ্ডলী" গঠন করিয়া চারজন প্রত্যেকে একটী ভোট দ্বারা প্রত্যেক সংরক্ষিত আসনের জন্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের চারজন নির্ব্বাচন-প্রার্থীর একটী প্যানেল নির্ব্বাচন করিবেন এবং এরূপ প্রাথমিক নির্ব্বাচনে যে চারজন লোক সর্ব্বোচ্চ সংখ্যক ভোট পাইবেন তাঁহারা সাধারণ নির্ব্বাচক মণ্ডলী দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবার জন্য নির্ব্বাচন প্রার্থী হইবেন।

(৩) কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ও অনুরূপ ভাবে যৌথ নির্ব্বাচন প্রথা দ্বারা অনুন্নত সম্প্রদায় হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা হইবে, কিন্তু প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহে তাঁহাদের প্রতিনিধি প্রেরণ সম্বন্ধে ২নং সর্ত্তে যে প্রাথমিক নির্ব্বাচন ব্যবস্থার উল্লেখ করা হইয়াছে, সেরূপ ব্যবস্থা দ্বারা আসন সংরক্ষিত থাকিবে।

(৪) কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপরিষদে বৃটিশ ভারতের মোট আসনের শতকরা ১৮টি হারে আসন অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে।

(৫) সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভার প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে প্যানেল নির্ব্বাচন সম্পর্কে যে প্রাথমিক নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হইবে, ১০ বৎসরে উহার অবসান হইবে; সম্মত হইলে তৎপূর্ব্বেও চুক্তির নিম্নোক্ত ৩ ধারানুসারে ঐ ব্যবস্থা রহিত করা হইবে।

(৬) চুক্তির ১ এবং ৪ ধারানুসারে অনুন্নত সম্প্রদায়ের সংরক্ষিত আসনে নির্ব্বাচন ব্যবস্থা এই চুক্তির স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের মধ্যে আপোষ-নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত বহাল থাকিবে।

(৭) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভার প্রতিনিধি নির্ব্বাচন ব্যাপারে অনুন্নত সম্প্রদায়ের ভোটাধিকার লোথিয়ান কমিটির নির্দ্দেশানুরূপ হইবে। লোকাল গবর্ণমেণ্ট সকলের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহে নির্ব্বাচন ব্যাপারে বা সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ ব্যাপারে অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া কাহারও কোনরূপ অক্ষমতা বা প্রতিবন্ধকতা থাকিবে না। শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক হইতে বিবেচনা করিয়া অনুন্নতগণকে ঐ সকল ব্যাপারে যথাযোগ্য অধিকার দানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইবে।

পুণা হইতে প্রকাশ, সংবাদে প্রকাশ অনুন্নত সম্প্রদায় হইতে ব্যবস্থাপক সভা সমূহে প্রতিনিধি প্রেরণ সম্বন্ধে এবং তাহাদের উন্নত বিধায়ক অন্যান্য কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে অনুন্নত সম্প্রদায় এবং অবশিষ্ট হিন্দু সমাজের নেতৃবৃন্দের মধ্যে নিম্ন লিখিতরূপ আপোষ মীমাংসা হইয়াছে:—

(৯) প্রত্যেক প্রদেশে অনুন্নত সম্প্রদায়ের শিক্ষার সুবিধা দানের জন্য সরকারী শিক্ষা ব্যয় হইতে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ পৃথক করিয়া দেওয়া হইবে।

স্বাক্ষরকারীগণ:—

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, ডাঃ বি, আর, আম্বেদকর শ্রীযুক্ত সি, রাজগোপালাচারী, স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু, মিঃ এম, আর জয়াকর, মিঃ জি, ডি, বিরলা, রাও বাহাদুর এম, সি, রাজা, মিঃ এস, পিলাই, স্যার চুণীলাল মেটা, মিঃ গাভাই, মিঃ দেওধর, মিঃ পি বালু, মিঃ কলাদ্রিকাত্তি, রাজভোজ, মিঃ এ, ভি থাক্কার, মিঃ বাখেল, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও অপর কয়েকজন।

নেতাবৃন্দ স্বাক্ষর করিয়া সভাস্থ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া মন্তব্য করেন, "আমরা গান্ধীজীকে বাঁচাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। এখন প্রধান মন্ত্রীকে তাঁহার সাম্প্রদায়িক ভাগবাটোয়ারার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে" স্বাক্ষর করিয়া আসিয়াই পণ্ডিত মালব্য, স্যার তেজ বাহাদুর ও চুণিলাল মেটা গভর্ণমেণ্ট হাউসে চলিয়া যান ও চুক্তিপত্রখানা দিয়া আসেন। পণ্ডিত মালব্য, ডাঃ সপ্রু জয়াকর ও ডাঃ আম্বেদকর বড়লাটের নিকট এক তার করিয়া জানাইতেছেন যে আপোষ নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে এবং গান্ধী তাহা অনুমোদন করিয়াছেন। গান্ধীজী যাহাতে শীঘ্র উপবাস ভঙ্গ করিতে পারেন, তারে তজ্জন্য অনুরোধ জানান হইয়াছে।

গান্ধী সন্দর্শনে রবীন্দ্রনাথ

শান্তিনিকেতন হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গত ২৪শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় গান্ধীর সন্দর্শনার্থে পুণা যাত্রা করিয়াছেন।

গান্ধীজীর উপবাসের দিনে আত্মহত্যা

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গান্ধীজীর প্রায়োপবেশন আরম্ভের দিনে বোম্বাইতে এক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। শঙ্কর গণপৎ নামক জনৈক ধনী কনট্রাক্টরের সাধুনা ২০শে তারিখে উপবাসের পর আফিম খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। সে একখণ্ড কাগজে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে:—"পৃথিবীর মানবজাতির উপর যে দুঃখযন্ত্রণা ঘনাইয়া আসিয়াছে, তাহা সহ্য করিতে আমি অক্ষম। বাঁচা হইতে মরাই ভাল।"

সিমলার রাজনৈতিক আলোচনা

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যদিগকে সম্বর্দ্ধিত করিবার জন্য বড়লাটের প্রাসাদে একটী প্রীতি-সম্মিলনীর অনুষ্ঠান হইতেছিল, ঠিক সেই সময় পুণায় নেতৃবর্গের মীমাংসার খবর পৌঁছে। এই সংবাদে সকলের মধ্যেই সন্তোষের ভাব দেখা দেয়। কিন্তু রাজনীতিক মহলের লোকেরা বলিতেছেন যে, পুণাতে সমবেত নেতৃবর্গ যেরূপ মনে করিতেছেন [illegible] [illegible] সিদ্ধান্ত করা হয়ত ঘটিয়া উঠিবে না। এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের অভিমত জানাইবার জন্য এবং এই মীমাংসায় সংশ্লিষ্ট হিন্দুরা উহা তাঁহাদের পক্ষে স্বার্থরক্ষার পক্ষে উপযুক্ত হইয়াছে কিনা, ইহা জানিবার নিমিত্ত অবিলম্বে ঐ মীমাংসা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের নিকট প্রেরণ করিবেন। তাঁহাদের মত সিমলাতে জানান হইলে, ভারত গবর্ণমেণ্ট তখন ঐ সম্বন্ধে লণ্ডনে সুপারিশ করিবেন। এইভাবে কার্য্যক্রম শেষ হইতে অন্ততঃ ৩ দিন সময় লাগিবে। একথাও বলা হইতেছে, বাঙ্গলা এবং পাঞ্জাবের সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত হয়, তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। কারণ তথাকার হিন্দুরা বলিতেছে যে, তথায় অনুন্নত সম্প্রদায় নাই।

বুলেটিন প্রকাশে দণ্ড

জলপাইগুড়ি হইতে প্রকাশ, গত ২০শে তারিখ প্রেস আইনের ১৮ ক ধারা অনুসারে শ্রীযুক্ত ফণী সান্যালের বিচার হয়। শ্রীযুক্ত নীরদ সান্যাল মুক্তি পান। কিন্তু শ্রীযুক্ত ফণী সান্যালের প্রতি ৬ মাসের কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। উঁহাদের কাছে কংগ্রেস বুলেটিন ও কতকগুলিই তাহার পাওয়া গিয়াছিল।

বীণা প্রেসে খানাতল্লাস

কলিকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ গত ২৩শে সেপ্টেম্বর দুর্গাচরণ মুখার্জ্জী ষ্ট্রীটে বীণা প্রেসে খানাতল্লাস করিয়া রাজদ্রোহজনক পুস্তিকার কতকগুলি ব্লক অধিকার করিয়াছে। ছাপাখানার ম্যানেজার ও প্রিণ্টারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

গত শুক্রবার যে ১১ জনকে গ্রেপ্তার করিয়া হলিসিরাম রোডে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বিমল চাটুজ্জ্যে ও অন্যান্য ছয়জনকে আটক রাখিয়া অবশিষ্ট ৪ জনকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

লোহার বরগা [illegible]
করগেট টীন জানালার গরাদে
দালানের ফু[illegible] রেলিং ও থাম
[illegible]
সুলভে বিক্রয় করি
কান্তিচন্দ্র [illegible]

দৈনি

শ্রীধাম
নবদ্বীপ

দৈনিক

Reg No C1544

নদীয়া-প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
স্থায়ি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার।
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৭৪তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৩ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার ১৩৩৯, ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৩২

নানা-কথা

গান্ধীজীর অনশন ভঙ্গ

পুণা হইতে প্রকাশ, গত ২৬শে ...প্টেম্বর অপরাহ্ণ অনুমান ৫-১৫ মিনিটের ...র গান্ধীর নিকট প্রধান মন্ত্রী ...র উত্তরের প্রতিলিপি অর্পণ করা ...। তিনি খাটে শুইয়া উহা পাঠ করেন ...ং কিছুকাল উহার সম্বন্ধে চিন্তা করেন। ...ঃপর গান্ধীজী নীরবে উহা তাঁহার বন্ধু-...দের হস্তে অর্পণ করেন। তাঁহারা উহা ...ঠ করিয়া নিজেদের মধ্যে ঐ সম্বন্ধে ...লোচনা করিতে থাকেন। গান্ধীজী এই ...লোচনায় অতি সামান্য অংশ গ্রহণ ...রিয়াছিলেন। অতঃপর গান্ধীজী উক্ত ...ক্তির অর্থ ব্যাখ্যা করিবার জন্য তাঁহা-...দিগকে অনুরোধ করেন। তাঁহারা সকলে ...একবাক্যে এই মত প্রকাশ করেন যে, উক্ত ...চুক্তি সর্ব্বতোভাবে সন্তোষজনক হইয়াছে ...ং অনশন ব্রত চালাইবার আর কোন ...রণ থাকিতে পারে না। গান্ধীজী ...তাঁদের কথা শুনিয়া অনশন ব্রত ভঙ্গের ...য়োজনীয় উদ্যোগ করিতে বলেন।

শ্রীমতী কমলা নেহেরু একটী গ্লাসে ...দুইটি মিষ্টি নেবু নিংড়াইয়া রস বাহির ...রেন। শ্রীযুক্তা কস্তুরী বাঈ গান্ধী উক্ত ...টি ঈষৎ কম্পিত করে গান্ধীকে দেন। ...গান্ধীজী খাটে বসিয়া ধীরে ধীরে উহা পান ...রেন। সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও ...দেব দেশাই তাঁহাকে ধরিয়াছিলেন। ...অনশনব্রত আরম্ভ করার সময় দুইজন মাত্র ...ী গান্ধীজীর নিকট ছিলেন কিন্তু এখন ...রিবার পরিজন বন্ধু আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবর্গ পরিণত অবস্থায় তিনি তাঁহার অনশনব্রত ভঙ্গ করিলেন।

গান্ধীজীর নিকট শ্রীযুত নাগের পত্র

চাঁদপুর হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত হরদয়াল নাগ গান্ধীজীর নিকট নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়াছেন ;—

আমি ১৫ই তারিখে আপনার নিকটে যে পত্র লিখিয়াছিলাম এখনও তাহার উত্তর পাইলাম না। সম্ভবতঃ আপনি উহা পান নাই। অনশনে আপনার শরীরে অবসাদ আসিয়াছে শুনিয়া আমরা অত্যন্ত শঙ্কান্বিত হইয়াছি। মানবতার জন্য আপনার অভূতপূর্ব্ব আত্মোৎসর্গের এই অবস্থায় এক ঈশ্বর ছাড়া কেহই আপনাকে সাহায্য করিতে পারেন না। আমাদের সকলের জন্য আপনার প্রাণরক্ষা করিতে আমি ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করিতেছি।"

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী প্রভুপাদের আদেশে
কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্যোগে
আগামী ২৩শে আশ্বিন বিজয়া দশমী হইতে
মাসাধিকব্যাপী চৌরাশি ক্রোশ

বিরাট্ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা

মথুরাকে কেন্দ্র করিয়া আরম্ভ হইতেছে

যাত্রিগণের জন্য স্থান ও প্রসাদের বন্দোবস্ত থাকিবে

কলিকাতা হইতে যাতায়াতের ভাড়াসমেত ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার ব্যয় বাবদ যাত্রিগণের জন প্রতি সমর্থপক্ষে ১০০৲ (যাতায়াত ২৫৲ + পরিক্রমার বাবদ ৭৫৲) টাকা এবং অসমর্থ পক্ষে ৫০৲ (যাতায়াত ২৫৲ + পরিক্রমার জন্য ২৫৲) টাকা লাগিবে। ২০শে আশ্বিনের মধ্যে কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হউন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

কুমিল্লায় সেনা-সন্নিবেশ

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, সৈন্যদলের জন্য বাসস্থান নির্ম্মিত হইতেছে। শত শত লোক খাটিতেছে। কর্ম্মচারীদের জন্য কতকগুলি বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছে। গুলীবারুদ রাখার জন্য পাকা বাড়ী হইতেছে। সহরের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ পুলিস সহ কয়েকটি ঘাঁটি খোলা হইয়াছে।

ভীষণ ডাকাতি

রাঁচী হইতে প্রকাশ যে, ৪০জন ডাকাত ইয়ারপুর গ্রামে বজরঙ্গ সিংএর বাড়ীতে হানা দেয় এবং বাড়ীর সকলকে মারপিট করিয়া টাকা ও অলঙ্কারপত্র সহ একটি বাক্স লইয়া উধাও হইয়া যায়।

থানার সম্মুখে বিস্ফোরণ

গত শনিবার মধ্যরাত্রিতে শ্যামপুকুর থানার সম্মুখস্থিত রাস্তার উপর অকস্মাৎ প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়। ইহাতে উত্তর কলিকাতায় একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছিল। ঘটনাস্থলে গিয়া পুলিশ কর্ম্মচারিগণ বারুদের গন্ধ প্রাপ্ত হন। তাঁহারা কয়েকখানি টুকরা কুড়াইয়া লইয়া বিস্ফোরক পরীক্ষকের নিকট পাঠাইয়াছেন। কাহারও কোন ক্ষতি হয় নাই। তবে পুলিশ কর্ম্মচারীরা বোমা বিস্ফোরণ বলিয়া সন্দেহ করেন। জোর তদন্ত চলিতেছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, { ১৫ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৬, ১৩ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২৯শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩২ বৃহস্পতিবার } ১৭৪তম সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর সোমবার শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীধাম-পরিক্রমা-পিপাসু বহু ভক্তজন সমক্ষে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীধাম-পরিক্রমা-প্রসঙ্গ আলোচনামুখে বলেন—আমরা প্রত্যেকেই কোন না কোন বস্তু বা স্থান পরিক্রমা করিতেছি। আমরা অনেকেই অনিত্য গৃহাদি পরিক্রমা করিয়া এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম বৃথা নষ্ট করত অনিত্য গৃহ ও গৃহ-সম্পর্কীয় বস্তুতেই দিন দিন আসক্তি হইয়া পড়িতেছি। যে গৃহে হরি আরাধনা না হয় সেই গৃহের চতুর্দ্দিকে ঘুরিলে অনিত্য বস্তুতে আসক্তি হয় আবার ভগদ্ধামের চারিদিকে ঘুরিলে তাহাতেই আসক্তি হইয়া থাকে। তজ্জন্যই ভক্তগণ—মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ শ্রীভগবানের মন্দির, শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ, ভগবানের প্রিয় তুলসীমঞ্চ, ভগবানের লীলাক্ষেত্র ও শ্রীধাম প্রভৃতি পরিক্রমা করিয়া থাকেন।

যে ব্যক্তি বিষ্ণুকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে যতবার আবর্ত্তন করিয়া থাকে তাহার সেই আবর্ত্তনের জন্য পুনরায় কৃষ্ণবিমুখ হইয়া সংসারে পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না। বিষ্ণুকে চারিবার পরিক্রমা করিলে চরাচর জগৎ পরিক্রমা করা হয় এবং গঙ্গাদি তীর্থরাজি গমন অপেক্ষাও অধিকতর নিত্য মঙ্গল লাভ হয়।

যাঁহারা দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়াও পদদ্বয় দ্বারা শ্রীহরির লীলা-স্থানসমূহ পরিক্রমা না করেন, তাঁহাদের পদদ্বয় বৃক্ষ-মূলতুল্য অর্থাৎ সেই সকল লোক বিকচিত-চেতন মনুষ্যজন্ম পাইলেও প্রকৃত পক্ষে তাহারা আচ্ছাদিত-চেতন বৃক্ষের ন্যায়। সুতরাং এই পদদ্বারা যদি আমরা ভগবান্ ও ভক্তের স্থানসমূহ ভগবদ্ভক্তের আনুগত্যে তাঁহাদের সঙ্গে দর্শন করি তাহা হইলেই আমাদের মনুষ্য-দেহ ধারণের সার্থকতা; নতুবা আমাদিগের মধ্যে আর পশুপক্ষি-বৃক্ষাদিতে কোনই ভেদ নাই।

আমরা অনর্থযুক্ত বদ্ধ জীব। অনর্থযুক্ত হওয়ার নামই নির্জ্জনতা। অনর্থথাকাকালে নিজেকে অনর্থমুক্ত মনে করিয়া নির্জ্জনভজনে প্রয়াসী হইলে নানাপ্রকার উৎপাত ও কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠার আশা হৃদয় অধিকার করে। আমাদের যখন বাহ্যমুখ চেষ্টা প্রবল, তখন ইহাকে দমন করিতে হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয় ভগবানের সেবানুকূল কার্য্যে নিযুক্ত করা ব্যতীত আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

বৈষ্ণবসঙ্গে শ্রবণমুখে আনুগত্য সঙ্গ ব্যতীত যে তীর্থভ্রমণ তাহা ব্যর্থ পরিশ্রম মাত্র। তাই মহাজনগণ বলিয়াছেন—

তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম,
সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দচরণ।

যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই,
সে-তীর্থেতে নাহি যাই,
কি লাভ হাঁটিয়া দুরদেশ।
যথায় বৈষ্ণবগণ সেই স্থান বৃন্দাবন,
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ॥

শুদ্ধভক্তের আনুগত্য ব্যতীত নিজে নিজে ব্রজমণ্ডল দর্শনের চেষ্টা ব্রজধামের সেবা নহে—কৃষ্ণে ও কৃষ্ণের ভোগসামগ্রীতে ভোগবুদ্ধি মাত্র। সেবায় আনুগত্য সর্ব্বদা বর্ত্তমান। ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়া যেমন, গৌরনিজজনের আনুগত্য ব্যতীত শ্রীধাম-দর্শনের চেষ্টাও তদ্রূপ। উহা জড় ঐতিহাসিকের বা পর্য্যটকের ভোগপর ও কৌতূহলনিবারক চেষ্টা; সেইরূপ চেষ্টা দ্বারা শ্রীধামের স্বরূপ দর্শন হয় না—কাঠ, পাথর, মাটী, বৃক্ষ, লতা—জড় বস্তু বা জড় দেশ দেখা হয়। তাহাতে কেবল মাত্র পরিশ্রমই সার হয়।

বিষ্ণুর সেবা তো অনেকেই করেন, কিন্তু তদীয়গণের সেবা যাঁহাদের সেবা করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ও ব্যস্ত, সেই জগৎপূজ্য বৈষ্ণবের সেবা করিবার জন্য আমাদের বুদ্ধি হয় না। অনেকে ভগবানের সেবার কথা বলিয়া থাকেন কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তের সেবার সর্ব্বোত্তমতা বলিয়াছেন। তাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্যই হইতেছে বৈষ্ণবের সেবা। আমরা যদি গৌরানুগত্য মুখে স্বীকার করত আমাদের একমাত্র মঙ্গলোপায় বৈষ্ণবের সেবা ত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে পরিক্রমা করিতে যাই তাহাহইলে মঙ্গল তো হইবেই না উপরন্তু আদেশ-লঙ্ঘন-রূপ গুর্ব্বপরাধে অপরাধী হই। সদ্বৈদ্য রোগীর অবস্থা দর্শনান্তর ব্যবস্থা করিয়া থাকেন এই কথাটীর উপরে রোগীর আস্থা না থাকিলে তাহার যেমন অবস্থা হয়—আমাদেরও সেইরূপ অবস্থাই হইবে যদি আমরা গুরু-বৈষ্ণবের উপদেশ না শুনিয়া বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় মনোমত সেবার ব্যবস্থা আবিষ্কার করিতে যাই। তাই ঠাকুর মহাশয় আমাদের মঙ্গলের জন্য গাহিয়াছেন,—

গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্য সিদ্ধকরি মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত-পাশ।
শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমি যেবা জানে চিন্তামণি
তাঁর হয় ব্রজভূমে বাস॥

শ্রীধামের স্বরূপ অনর্থযুক্তাবস্থায় ভোগচক্ষে দেখা যায় না। যিনি সেবাতে উন্মুখ হইয়াছেন একমাত্র তিনিই সদ্গুরু ও নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণের অনুগত হইয়া তাঁহাদের কৃপাবলে প্রেমাঞ্জন বিভাবিত নেত্রে তাহা দেখিতে পান। ভোগীর চক্ষে তাহা প্রপঞ্চের অন্যান্য সাধারণ স্থানের ন্যায়ই বোধ হয়।

যাঁহাদের গৌরপার্ষদগণের প্রতি আত্মজ্ঞ-ব্রজপরিকর বুদ্ধি হইয়াছে তাঁহারাই নন্দনন্দনের সেবা লাভ করিতে পারেন। সেই সকল সৌভাগ্যবান্ পুরুষেরাই ব্রজমণ্ডলভূমিকে সেব্যরূপে দর্শন করেন।

বদ্ধজীব আমরা আমাদের সেবা-যোগ্যতা—শ্রীধামদর্শনের যোগ্যতা নাই একথা সম্পূর্ণ-সত্য; কিন্তু সেবার অধিকারী যাঁহারা—আমাদিগকে সেবা প্রদানার্থ পরজগৎ হইতে এ জগতে আসিয়াছেন যে গুরুবৈষ্ণবগণ তাঁহাদের আনুগত্য যদি আমরা করি, তাঁহাদের পরিক্রমা-আজ্ঞা মাথা পাতিয়া লইয়া যদি তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীধাম-পরিক্রমা করি—তাঁহাদের শ্রীধাম-প্রচারের কোটাংশের একাংশও যদি প্রাণ, অর্থ,

(অতঃপর চতুর্থ পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ পদ্মনাভ আদি কারণোদশায়ী ৪৪৭

পরিক্রমা আগমনে আনন্দ

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-মুকুটমৌলি ষড়-গোস্বামি-বর্গের পরম-প্রিয় শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ সভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের আচার্য্যবর্য্যের শুভেচ্ছায় অনুষ্ঠিয়মান ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার আরম্ভ হইতেছে আগামী বিজয়া দশমী তিথিতে। এই তিথি যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছে, ভক্তগণের হৃদয়ে আনন্দ-তরঙ্গ ততই অধিকতর রূপে বর্দ্ধিত হইতেছে। মহামায়ার উপাসকগণ পূজার স্থানে ধন-জন প্রভৃতি প্রার্থনা করিয়া এই তিথিতে তাঁহাদের আরাধ্যা দেবীকে বিসর্জ্জন প্রদান পূর্ব্বক শূন্য হ'ন, আর মাধ্ব-গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের আচার্য্য শ্রীমন্-মধ্বমুনির প্রকট-তিথি এই দিবস আমাদিগকে বিসর্জ্জনযোগ্যা মহামায়ার শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া যোগমায়া বৃন্দারাণীর নিত্যানন্দভূমি ব্রজে প্রবেশের উপদেশ প্রদান করেন। মহামায়ার শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়াই অপ্রাকৃত ব্রজধামে প্রবেশ করিতে হয়, এইটী শিক্ষাপ্রদান কল্পেই অস্মদীয় আচার্য্যপ্রবর মহামায়ার বিসর্জ্জন-দিনে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা আরম্ভ করিতেছেন।

পরিক্রমার আগমন-উৎকণ্ঠায় পরিক্রমার্থীর আনন্দ, আর মহামায়ার প্রতীক্ষায় তৎপূজারীর আনন্দ এক নহে। প্রথমটীর তুলনায় দ্বিতীয়টী আভাসমাত্র। প্রথমটীতে সেবকের নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণপর কোন প্রার্থনা নাই, আছে কেবল সেব্য ব্রজেন্দ্রনন্দনের সন্তুষ্টি-বিধান-চেষ্টা; "সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ।" আত্মার একমাত্র সেব্য নন্দনন্দনের ইন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টায় যে আনন্দ তাহা অফুরন্ত অমল আনন্দ। অন্য খণ্ড আনন্দের কথা কি, ব্রহ্মানন্দও তাঁর কাছে খাতোদকসম।

'ধনং দেহি', 'জনং দেহি', 'যশো দেহি', 'দ্বিষো জহি' প্রভৃতি প্রার্থনায় যে পূজা, তাহা বস্তুত পক্ষে পূজা নহে, আরাধ্য দেবকে 'থানাবাড়ীর প্রেজা'-পদে স্থাপন করা। তিনি যদি আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন, তবে তাঁহার উপাসনা করিব, নতুবা করিব না। তাই দেখা যায়, ভোগী মানব তৎসমক্ষে ভোগের ইন্ধন পূর্ণমাত্রায় না পাইয়া 'দুর্গাকে' দুর্গতিনাশিনী না জানিয়া দুর্গতি বৃদ্ধিকারিণীরূপে দর্শন করত দুর্গাপূজা ছাড়িয়া দিতেছেন। তাহাদের মুখপত্র সাময়িক পত্রগুলি পর্য্যন্ত এখন আনন্দময়ীর আগমনে আর আনন্দ প্রকাশ না করিয়া আক্ষেপেই পৃষ্ঠাসমূহ বিলেপিত করেন। যাঁহারা পূজা করেন, তাঁহারাও যেন কোন ভাবে কার্য্য শেষ করিতে পারিলেই বাঁচিয়া যান। আর যাঁহারা অতিশয় মনোযোগের সহিতও পূজা করেন, তাঁহাদের পূজারও পরিণতি পূজ্যার বিসর্জ্জন! ইহাই আনন্দময়ীর পূজা! যে স্থানে আনন্দময়ীর বিসর্জ্জন, সেস্থানে তাঁহার সেবকগণের আনন্দ কোথায়? তাই বলিতেছিলাম, স্বীয় ভোগের নিমিত্ত যে পূজা, সেই পূজায় আনন্দ নাই, আছে কেবল মানসিক চাঞ্চল্য। সুতরাং এহেন পূজার প্রতীক্ষায় যে আনন্দ তাহা ব্রহ্মানন্দ-ধিক্কারী, নিত্য ব্রজেন্দ্রনন্দন সেবানন্দের সহিত কি প্রকারে তুলনীয় হইতে পারে? হে বুদ্ধিমান্ মানব, যদি প্রকৃত পূজারী হইতে চাও, তাহা হইলে ভোগবাসনা পরিত্যাগ কর, বিসর্জ্জনযোগ্য বস্তু পরিত্যাগ করিয়া নিত্য পূজ্যবিগ্রহের শ্রীচরণে শরণ গ্রহণ কর, তাহা হইলে মায়াদেবী তোমার নিকট মহামায়ারূপে উপস্থিত না হইয়া তোমাকে আবরণাত্মক ও বিক্ষেপাত্মক জাল হইতে মুক্ত করিবেন এবং যোগমায়ারূপে কৃপা করিয়া স্বীয় নিত্যসেবা ভূমিকায় গ্রহণ করিবেন। সেই নিত্য ভূমিকায় স্থান লাভ করিতে পারিলেই ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার যোগ্য হওয়া যায়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব

কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও ঝুলনপূর্ণিমায় আরম্ভ হইয়া বিশ্বরূপ-মহোৎসব সমাপনান্তে সুচারুরূপে শেষ হইয়াছে। এবারের উৎসবে বিশ্ববাসী অস্মদীয় আচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের নিকট হইতে 'Relative worlds' 'পুরুষার্থবিনির্ণয়' ও 'Vedanta' নামক তিনটী অমূল্য রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই রত্নত্রয়ে জগতের যাবতীয় দর্শনতত্ত্বের আলোচনা, তাহাদের তুলনামূলক বিচার ও বেদোদ্দিষ্ট সম্বন্ধ-অভিধেয় প্রয়োজনতত্ত্ব সংরক্ষিত হইয়াছে। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় হইলেও বিশ্ববাসীর হিতার্থে ঐ রত্নত্রয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছেন। এবারের উৎসবের বৈশিষ্ট্য এই যে, এবার অন্যান্য বৎসরের ন্যায় প্রসাদ-বৈচিত্র্য বিশেষরূপে প্রদর্শন না করিয়া সর্ব্বসাধারণকে পাঠ, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী ও সঙ্কীর্ত্তনমুখে অনুক্ষণ শ্রীচৈতন্যের চেতনবাণী শ্রবণের সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে।

সাধক-জীবনে কর্ত্তব্য

(১)

স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার বশতঃ কৃষ্ণ-বিস্মৃতিক্রমে অনর্থযুক্ত বদ্ধ জীব আমরা সাধনা দ্বারা—গুরুবৈষ্ণবের সেবাদ্বারা আমাদের নিত্যসেব্য, সকল আত্মার আত্মা ও অত্যন্ত প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম লাভের জন্য যত্ন করিতেছি। সাধক জীব অতিশয় দুর্ব্বল, বলদেবের চিদ্বলের অভাবেই জীবের দুর্ব্বলতা—সেবায় চিত্ত-বিক্ষিপ্ততা বা কৃষ্ণেতর বিষয়-স্পৃহারূপ নানাবিধ অনর্থাগমে জীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছা। মনের বশীভূত আমরা—ইন্দ্রিয়ের দাস আমরা—বিষয় বিষ্ঠাগর্ত্তে পতিত আমরা প্রাণপণ চেষ্টাসত্ত্বেও নিজ বলের দ্বারা এই চঞ্চল মনকে বশে আনয়ন করিতে বা বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্ত হইতে উঠিতে পারিব না। আরোহবাদাবলম্বনে আমরা সেবানন্দলাভের জন্য যতই প্রয়াস করি না কেন আমাদের সমস্ত পরিশ্রম, সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইবে।

সাধক জীব আমরা চিত্তের চঞ্চলতা হেতু প্রতিমুহূর্ত্তে অস্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া নানারূপ মনগড়া পথে ধাবিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছি—মহাজন-পথে আস্থা স্থাপনের প্রবৃত্তি দিন দিন হারাইয়া ফেলিতেছি।

'আপাবদ্ধ, সমুৎকণ্ঠা', কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা ও শ্রীনামকীর্ত্তনের দ্বারাই জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল হয়— এ সব মঙ্গলময়ী বাণীর আলোচনা বা শ্রবণ-কীর্ত্তনাভাবেই আমাদের যত অসুবিধা আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। এমতাবস্থায় 'উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ' শ্লোকাবলম্বনে মহাজনোপদেশাদি কায়মনোবাক্যে গ্রহণ পূর্ব্বক সর্ব্বদা রক্ষার্থে অখিলচেষ্টাবিশিষ্ট অর্থাৎ গুরু-বৈষ্ণব-সেবা-তৎপর হইয়া শ্রবণ-কীর্ত্তন, মহাজন গ্রন্থ, গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশাদি পাঠ করা, উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন ও সর্ব্বদা ভগবানকে নামাদি উচ্চারণ করিয়া ডাকা সাধক জীবনে একান্ত প্রয়োজন। ইহাতে অনর্থ ও জাড্যাদি স্বতঃই নিবৃত্ত হয়।

সাধকাবস্থায় জীবের প্রথমমুখে শাস্ত্রীয় সাধুসঙ্গই প্রয়োজন ও ভজনপথে একমাত্র সাহায্যকারী। পরে ভজন-শিক্ষার জন্য সাধুসঙ্গ স্বতন্ত্র।

কলিকোলাহলময় জগতে গ্রাম্যকথা লোকমুখে হইতেই থাকিবে। সাধক জীব সে বিষয়ে অন্যমনস্ক থাকিয়া নিজ ভজনোন্নতি-লাভের জন্য যত্নবান হইবেন। জগতের লোক, আত্মীয়-স্বজন, দেহ-মন, কাম-ক্রোধাদি রিপুগণ, এমন কি দেবতারা পর্য্যন্ত, আমাদের ভজনে বাধা প্রদান করে এবং সুবিধা বা অসুবিধা, সুখ বা দুঃখ, অনুকূল বা প্রতিকূল সবই কৃষ্ণেচ্ছায় আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। এমতাবস্থায় বুদ্ধিমান্ জীব 'তত্তেঽনুকম্পাং' শ্লোকানুসরণে প্রতিকূল বিষয়গুলিকে অনুকূলের পূর্ব্বাবস্থা জানিয়া দয়াময়ের দয়া মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিবার যোগ্যতালাভার্থ সাধুগুরুর আনুগত্যে নিজের কর্ত্তব্যপথে অর্থাৎ গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করিলে কোন বাধা-বিপত্তি তাহাদের কিছুই করিতে পারে না ইহাই মহাজন-বাণী।

গুরুকৃপায় আমরা যে দেবদুর্ল্লভ সাধু-সঙ্গ লাভ বা শ্রীধামে বাস করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, সেই ধামবাসী নিষ্কিঞ্চন ও গুরুগৌরগত-প্রাণ সাধুগণের সহিত পরস্পর শ্রীহরিকথা আলাপ ও 'দদাতি প্রতিগৃহ্নাতি' শ্লোকানুসারে যদি তাঁহাদের সম্যক সঙ্গ করি তাহা হইলে আমরা সাধুসঙ্গের-ফলস্বরূপ ভজনের উন্নতির সহিত নিজ দৈন্য ও হীনতা উপলব্ধি করিতে পারিব এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে "ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু, প্রেম-মৈত্রী কৃপোপেক্ষা" শ্লোক নিজ জীবনে পালন করিলে—জীবগণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া গুরুমুখশ্রুত বাণী তাহাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিলেই আমাদের ভজন বৃদ্ধি হইবে।

কি সাধক, কি সিদ্ধ সকলের 'কৃষ্ণ-কীর্ত্তনই নিত্য কৃত্য' এই কথাই শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং গৌরপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবও নিজে আচরণ করিয়া এই গৌরবাণী আমাদের নিকট ভূয়োভূয়ঃ কীর্ত্তন করিতেছেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

(তৃতীয় পৃষ্ঠার শেষ কলমের পর)

বুদ্ধি ও বাক্যাদির দ্বারা সেবা করিতে যত্নবান হই তাহা হইলে আমাদের মঙ্গল যে অবশ্যম্ভাবী তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। কারণ ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের প্রত্যেক কার্য্যানুষ্ঠানই আমাদের ন্যায় জীবকুলের পরম মঙ্গল আনয়নের জন্য—আমাদিগকে কৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য। অনর্থযুক্ত জীব আমাদের ইহাই একমাত্র ভরসা। সেইজন্যই শুদ্ধভক্তি প্রচারের মূলপুরুষ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভুও বলিয়াছেন,—

গৌর আমার যে সব স্থানে
করল ভ্রমণরঙ্গে।
সে সব স্থান হেরিব আমি প্রণয়ি-
ভকত সঙ্গে॥

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা ! সুবর্ণ সুযোগ !!

ভক্তিশাস্ত্রের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা **শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে** অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এন্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কোথাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা গৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষার অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এন্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।

(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ !

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকা-চার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসংগ্রহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৵০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে-ছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'ঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৷৷০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবাসভাবনী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৷৷০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৷০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষয়কাঁটরবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৷০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওলাতের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাক মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, মহাপ্রভুর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বস্ত্র-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে আত্মাধরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্মোদন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধ্বর ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৷০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলি বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রোজ বু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ পড়িলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২।০ টাকা। সজ্জন ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলালিঙ্গ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের কথা দেখিতে পাইবেন। সারটীকার উল্লেখ করিলে বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার-পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৩৮০ দশ আনা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য
২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ৲
৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)
৪। জৈবধর্ম্ম ৲
৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
৮। দ্বীপ-দেশ দর্শন ৵০
৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৩। গীতমালা ৴১০
৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) ৵০
৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
৯। শরণাগতি ৴০
০। গীতাবলী ৴০
১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
২। সাধনকণ ৴০
৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৯৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশোদ্ধারনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ডস্ ।৶০
৬২। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। হরোটিক্ প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড অ্যানেলায়েড ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ কল্পতরু ৴০
৭২। গীতাবলী ১৲
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু ৴

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ-পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৫০। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

[illegible]

...বিধ জ্বরের অব্যর্থ ...

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ভোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ॥৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল খাঁটি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্ক্স হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

গান্ধীজীর প্রস্তাব ও আপোষ

পুনা হইতে প্রকাশ, গত ৫শে সেপ্টেম্বর আলোচনায় গান্ধীজীর এত একটা শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং তাহার ফলেই আপোষ সম্ভব হইয়াছে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর অনুন্নতদের মতামত লইবার প্রস্তাব সম্পর্কে গত ২৩শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণে ডাক্তার আম্বেদকর যখন গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন তখনই অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। ডাক্তার আম্বেদকার অনুন্নতদের পক্ষের প্রবল যোদ্ধা কিন্তু গান্ধীজী প্রবলতর যোদ্ধা, তিনি অদ্ভুত অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া ডাক্তার আম্বেদকারকে পরাভূত করেন। গান্ধীজী ডাক্তার আম্বেদকারকে সম্বোধন করিয়া বলেন—"আমি আপনার জন্য গর্ব্বিত। আমি সর্ব্বদাই আপনার বক্তৃতা প্রশংসমানচিত্তে শ্রবণ করিয়াছি।"

যারবেদা জেল হইতে ফিরিবার ডাঃ আম্বেদকার মতামত লওয়ার প্রশ্নটি স্থগিত রাখেন। এই প্রশ্ন লইয়াই আপোষ মাটী হইতে বসিয়াছিল। সুতরাং এই প্রশ্ন বাদ দেওয়ায় সমস্যা তৎক্ষণাৎ সমাধান হইয়া যায়। একটা প্রীতিপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে সমস্ত ঠিক হয় এবং তখনকার সময় আপোষনামায় স্বাক্ষর করা হয়। প্রথমে স্বাক্ষর করেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য। তারপর স্বাক্ষর করেন ডাক্তার আম্বেদকার। তিনি শ্রীযুত রাজাগোপালাচারির কলমটী লইয়া স্বাক্ষর করেন এবং কলমটি স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ নিজের কাছে রাখিয়া দেন। ঐ কলমের পরিবর্ত্তে তিনি রাজাগোপালকে নিজের কলমটি প্রদান করেন এবং তাহা দ্বারা রাজাগোপালাচারি নিজ নাম স্বাক্ষর করেন।

সংবাদপত্র প্রতিনিধির নিকট গান্ধীজী

পুনা হইতে প্রকাশ, গত ২৫শে সেপ্টেম্বর গান্ধীজী সংবাদপত্র প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন :—"প্রধান মন্ত্রী যদি আপোষনামাটি সবই মানিয়া লন তাহা হইলে আমি উপবাস ভঙ্গ করিতে বাধ্য হইব। বৃটিশ মন্ত্রিসভার নির্দ্ধারণ শাসন সংস্কারের পথে যে বিশাল অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছিল—আপোষের রাজনৈতিক দিক দিয়া দেখিতে গেলে তাহাই দূর হইয়াছে মাত্র। আপোষের প্রকৃত কাজ যাহা তাহা এখন আরম্ভ হইবে; প্রধান মন্ত্রীর নিকট আপোষের যে মর্ম্ম তারযোগে প্রেরণ করা হইয়াছে তাহা যদি তিনি হুবহু মানিয়া লন তাহা হইলে আমার অনশন অবশ্যই শেষ হইবে এবং অতঃপর আমার যথার্থ সংগ্রাম আরম্ভ হইবে। বস্তুতঃ মন্ত্রিসভা যদি চিঠীপত্রগুলি সময় মত প্রকাশ করিতেন তাহা হইলে আমি তথাকথিত উচ্চবর্ণ হিন্দুগণের কর্ত্তব্য যথাযথ পালনের নিমিত্ত পীড়াপীড়ি করিতে স্বভাবতঃ বাধ্য হইতাম। আমি যদি তাহা না করিতাম তাহা হইলে আমি বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অপরাধী হইতাম। কিন্তু তাঁহারা (উচ্চবর্ণ হিন্দুগণ) আমার অনশনের সঙ্কল্প ভাবিয়া দেখিবার সময় পান নাই; কাজেই আমি আশা করিতে পারি না যে তাঁহারা অকস্মাৎ হিন্দুর চিন্তাজগতে বিপ্লব সৃষ্টি করিতে পারিবেন। সুতরাং তাঁহাদের কাজ করিবার উপযোগী কিছু সময় চাই। তাই আমি আমার সহকর্ম্মিদের বলিয়াছি যে, মন্ত্রিসভার সন্তোষজনক উত্তরের ফলে আমার এই অনশন যদি ভঙ্গ করিতে হয় তাহা হইলে ইহা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখিতে হইবে; আগামী কয়েক মাস মধ্যে উচ্চবর্ণ হিন্দুগণ যদি তাঁহাদের কর্ত্তব্য যথাযথভাবে পালন না করেন তাহা হইলে অনশন পুনরায় আরম্ভ হইবে। এই পাঁচ দিনের মধ্যে দেশে যে বিপুল জাগরণ দেখা দিয়াছে তাহাতে আমার মন এই আশায় ভরিয়া উঠিয়াছে যে, গোঁড়ামি বিলুপ্ত হইবে এবং হিন্দুধর্ম্ম অস্পৃশ্যতা দোষ হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে। অস্পৃশ্যতাই গত ২৫শে সেপ্টেম্বর হিন্দুধর্ম্মকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিতেছে।" ভবিষ্যৎ কার্য্যপন্থা সম্বন্ধে গান্ধীজীকে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন, "আমার মনে হয় ভবিষ্যৎ কর্ম্মধারা গবর্ণমেণ্টের হাতে।"

মেথর কর্ত্তৃক অন্ন পরিবেশন

গত শনিবার ২৪শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার সময় কলিকাতা ব্রাহ্ম বালক বিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক এবং তাহাদের বন্ধুগণ একটী সার্ব্বজনীন ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন। বহু কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, তথাকথিত অস্পৃশ্য এবং ব্রাহ্ম ইহাতে যোগদান করেন। মেথরগণ অন্ন পরিবেশন করিয়াছিল। প্রধান শিক্ষক মহাশয় বর্ত্তমান বিপদ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবানের নিকট আকুল প্রার্থনা করেন এবং যুবকদিগকে অস্পৃশ্যতা পরিহার করিতে অনুরোধ করেন।

বনরক্ষককে খুন

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ, পাইনমানা হইতে দশ মাইল দূরবর্ত্তী নির্জ্জন বন মধ্যস্থিত বাংলাতে ৫ জন লোক অতিরিক্ত সহকারী বনরক্ষক জোসেফ ওয়ারাকে একযোগে আক্রমণ করিয়া বর্ব্বরের ন্যায় দা'এর আঘাতে হত্যা করিয়াছে। মৃতদেহে ২৮টি ক্ষতচিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে।

প্রকাশ, জোসেফ ওয়ারা রাত্রির আহার শেষে তাহার বাংলার বারান্দায় বসিয়া একটি মানচিত্র নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। এই সময়ে অতর্কিতে পাঁচ জন লোক তথায় যাইয়া নৃশংসভাবে তাহাকে উপর্য্যুপরি দায়ের আঘাত করিতে থাকে। একটি আঘাত এতদূর ভীষণ যে, তাহার হাত কাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল। পাইনমানা হাসপাতালে যাইবার পথে তাহার মৃত্যু হয়। চৌর্য্যবৃত্তি এই হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য নহে,—খুব সম্ভব বন্দুক চুরি করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। কয়েক মাসের মধ্যেই নিহত ব্যক্তির অবসর গ্রহণের কথা ছিল।

দিল্লীতে প্রবল বারিপাত

নয়া দিল্লী হইতে প্রকাশ, অনবরত বারিবর্ষণের ফলে গত ২৪শে সেপ্টেম্বর রাত্রিতে কেরলবাগে অবস্থিত এলাহাবাদ বিল্ডিংয়ের কতক অংশ ধ্বসিয়া পড়ে। ফলে একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা নিহত হয়। এতদ্ব্যতীত আরও দুইজন মহিলাও আহত হয়। আহতদিগকে অবিলম্বে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর হইতেই এখানে প্রবল বারিপাত হইতেছে। আকাশ এখনও মেঘাচ্ছন্ন। আরও বৃষ্টি হইবে বলিয়া আশা করা যায়। তদন্ত করিয়া জানা গিয়াছে যে, বর্ত্তমানে দিল্লীতে কোনপ্রকার বন্যা হইবার আশঙ্কা নাই। পাহাড়ে অঞ্চলে অধিক পরিমাণে বৃষ্টি না হইলে নিম্নভূমি সমূহও জলমগ্ন হইবার কোন আশঙ্কা নাই।

প্রবল বৃষ্টিতে গৃহপতন

দিল্লী হইতে প্রকাশ, কেরলবাগে এক গৃহ পতনের ফলে দুইজন স্ত্রীলোকসহ ৫ জন মারা গিয়াছে। এলাহাবাদ বিল্ডিং নামক এক প্রকাণ্ড বাড়ীর কতকগুলি ঘর গত ২৩শে সেপ্টেম্বর প্রবল বৃষ্টির ফলে ধ্বসিয়া পড়ে এবং ৫ জন লোকের জীবন্ত সমাধি হয়। কুইন্স্ গার্ডেন ও অপরাপর পার্ক এবং বড় বড় রাস্তাগুলি জলে জলময় হইয়াছিল।

অনশনে বিনয়কৃষ্ণ

জৌগ্রাম হইতে প্রকাশ, গত ২০শে সেপ্টেম্বর হইতে বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিয়াছেন। গান্ধীজীর আদেশমত মৃন্ময় দেবমন্দিরে হিন্দু মাত্রেরই সমান অধিকার দানই তাঁহার এই ব্রতের প্রধান উদ্দেশ্য। অনেকে চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে সক্ষম হন নাই।

গ্রাম্য দেবতা ৺জলেশ্বরের মন্দিরে সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুদিগকে প্রবেশ ও পূজার অধিকার দিলেই তিনি ব্রত ভঙ্গ করিবেন বলিয়াছেন। অন্যথা এইভাবে তাঁহার জীবনত্যাগই উদ্দেশ্য।

গান্ধীজীর পত্র

শ্রীযুক্তা সরলা দেবী, গান্ধীজীর নিকট এক তার প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহার উত্তরে ২১শে সেপ্টেম্বর (উপবাসের দ্বিতীয় দিবসে) গান্ধীজীর স্বহস্তে লিখিত এক পত্র তিনি গত ২৩শে সেপ্টেম্বর প্রাপ্ত হইয়াছেন। গান্ধীজী লিখিয়াছেন,—"প্রিয় সরলা, তোমার প্রেরিত প্রাণস্পর্শী তারের জন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমি আশা করি, তুমি এবং দীপক উভয়েই ভাল আছ।"

আমেরিকায় মিঃ প্যাটেল

নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশ, প্রচার কার্য্য উপলক্ষে মিঃ বিঠলভাই প্যাটেল এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। এই উপলক্ষে তিনি গণতন্ত্রদলের প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থী মিঃ ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট এবং অন্যান্য খ্যাতনামা ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

প্রধান মন্ত্রী ও ভারত সচিবের নিকট তার

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, কলওয়ালা সমিতি হইতে প্রধান মন্ত্রী ও ভারত-সচিবের নিকট নিম্নরূপ তার করিয়াছেন :—

"স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন প্রত্যাহার করার জন্য সর্ব্বশ্রেণীর লোকেরই দৃঢ় অভিমত প্রকাশ হওয়ায় এই সমিতি সাম্প্রদায়িক ভাগ বাঁটোয়ারা অবিলম্বে পরিবর্ত্তন করার জন্য অনুরোধ করিতেছে। আমাদের সদস্যগণ ও শ্রমিকগণ গান্ধীর স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ চিন্তিত। গান্ধীর উপবাস ভঙ্গের জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা করিলেই এই সঙ্কট হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

স্ত্রী-হত্যায় দশবৎসর কারাদণ্ড

রাজসাহী হইতে প্রকাশ, রাজসাহীর সহকারী দায়রা জজ স্পেশ্যাল জুরীদের সঙ্গে একমত হইয়া নাটোর থানার অন্তর্গত গোচনগড় গ্রামের কৃষ্ণবন্ধু দাসকে দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন; জুন মাসে সে তাহার স্ত্রীর গলা কাটিয়া ফেলিয়াছিল।

দৈনিক — শ্রীধাম নবদ্বীপ — দৈ নি ক — Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ১৲
চাক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৭৫তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৪ই আশ্বিন শুক্রবার ১৩৩৯, ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৩২

নানা কথা

কৃষ্ণনগরে সভা

২৫শে সেপ্টেম্বর কৃষ্ণনগর নিবাসী শ্রীযুত সতীনাথ দুবে মহাশয়ের বাটীতে কৃষ্ণনগর হিন্দু সমাজের একটি সভা হয়। ঐ সভায় অস্পৃশ্যতা ও ছুৎমার্গ পরিত্যাগ করার সঙ্কল্প স্থির হইয়াছে। সহরের প্রধান নাগরিকগণ ও অনেক ভদ্র মহোদয়গণ উক্ত সভায় অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তথাকথিত অনুন্নত ও অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের স্পৃষ্ট জল গ্রহণান্তর সভা ভঙ্গ হয়। ঐ সভা গান্ধীজীর দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া গান্ধীজীর নিকট তার প্রেরণ করিয়াছেন।

দুইজন কেরাণীর আত্মহত্যা

সিমলা হইতে প্রকাশ, তারাদেবীর নিকটে দুইটি মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। নিকটে কয়েকটি শৃগাল ও শকুনীর মৃতদেহও পাওয়া গিয়াছে। বিষাক্ত মাংস খাইয়া এই পশু পক্ষীর প্রাণ গিয়াছে। লায়ান ও মিশ্র নামক দুইজন কেরাণীর মৃতদেহ বলিয়া উপরোক্ত মৃতদেহগুলিকে সনাক্ত করা হইয়াছে। ইহারা ভারত গবর্ণমেণ্টের অধীনে কাজ করিত। কিছুদিন যাবৎ তাহাদের খুজিয়া পাওয়া যাইতেছিল না। অর্থাভাবে জর্জ্জরিত হইয়া বোধ হয় ইহারা বিষপানে আত্মহত্যা করিয়াছে।

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী প্রভুপাদের আদেশে
কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্যোগে
আগামী ২৩শে আশ্বিন বিজয়া দশমী হইতে
মাসাধিকব্যাপী চৌরাশি-ক্রোশ

বিরাট্ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা

মথুরাকে কেন্দ্র করিয়া আরম্ভ হইতেছে
যাত্রিগণের জন্য স্থান ও প্রসাদের বন্দোবস্ত থাকিবে

কলিকাতা হইতে যাতায়াতের ভাড়াসমেত ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার ব্যয় বাবদ যাত্রিগণের জন প্রতি সমর্থপক্ষে ১০০৲ (যাতায়াত ২৫৲ + পরিক্রমার বাবদ ৭৫৲) টাকা এবং অসমর্থ পক্ষে ৫০৲ (যাতায়াত ২৫৲ + পরিক্রমার জন্য ২৫৲) টাকা লাগিবে। ২০শে আশ্বিনের মধ্যে কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হউন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

গান্ধীজীর নিকট তার

অধ্যাপক আব্দার রহিম. যারবেদা জেলের ঠিকানায় গান্ধীর নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক তার প্রেরণ করিয়াছেন :—

"আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। আমি এখনও উপবাস করিতেছি। আশা করিতেছি যে, মুসলমানের স্বার্থপরতায় শুধু একটু মরম হইবে এবং হিন্দুদের মধ্যে ন্যায় বিচার করিবার আগ্রহ তাড়াতাড়ি জাগ্রত হইবে। অগোণে হিন্দু মুসলমান ও শিখ সাম্প্রদায়ের সমস্যা লইয়া আলোচনা করা হউক, এই বলিয়া মৌলানা আবুল কালাম আজাদ উপযুক্ত প্রস্তাবই করিয়াছেন। এসময়ে সর্ব্বদল সম্মিলনের বিশেষ প্রয়োজন।"

---

৮৪ কোটী টাকার স্বর্ণ রপ্তানি

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গত ২৪শে সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, উহাতে মোট ১কোটী ৯২ লক্ষ ৩৩ হাজার ৭২১ টাকার মূল্যের স্বর্ণ ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে ১ কোটী ১৭ লক্ষ ৭০ হাজার ৫৪৬ টাকার স্বর্ণ রপ্তানি হইয়াছিল। এই সপ্তাহে গত সপ্তাহ অপেক্ষা ৭৪ লক্ষ ৬৩ হাজার ২২৩ টাকার বেশী স্বর্ণ রপ্তানী হইয়াছে।

ইংলণ্ড স্বর্ণমান পরিত্যাগ করার পর হইতে এই পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে মোট ৮৪ কোটী ৮২ লক্ষ ৯৬ হাজার ৭২২ টাকার স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানি হইল।

তেঘরিয়া ডাকাতির মামলা

ঢাকা হইতে প্রকাশ, স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সাদেক খান তেঘরিয়া ডাকাতির একমাত্র অবশিষ্ট আসামী কানাইলাল রুদ্রকে গত ২৩শে সেপ্টেম্বর মুক্তিদান করিয়াছেন। ঘটনার বিবরণ এই যে, গত ১৪ই মার্চ্চ সন্ধ্যার সময় অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় সাহেব উপেন্দ্রকুমার বসুর গৃহে একদল ডাকাত হানা দেয়। কিন্তু রায় সাহেব এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজেন্দ্র বাবু সাহসের সহিত ডাকাত দলকে বাধা প্রদান করেন। মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে কানাইলাল রুদ্রকে পুনরায় ফৌঃ আইনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ডাকঘরে ডাকাতি

মাদারীপুর হইতে প্রকাশ যে, গত ২৫শে সেপ্টেম্বর রাত্রিতে লোনসিং ডাকঘরে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতরা ১০১৫৲ টাকা লইয়া চম্পট দিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, { ১৬ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৬, ১৪ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ৩০শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩২ শুক্রবার } ১৭৫তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ-সেবক জনৈক ব্রহ্মচারী বলেন,—আমরা গুরুগৃহে অবস্থান বা গুরুবৈষ্ণব সেবার অভিনয় করিয়া আমাদের শ্রীগুরু-পাদপদ্মের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম যাঁহারা, আমার প্রভুর সেবা করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন যাঁহারা, প্রভুর সেই সেবকগণ আমার নিত্য পূজ্য ও সম্মাননীয়—এই মঙ্গলময়ী এবং আমাদের ভক্তিভজনের অতীব অনুকূল ও প্রয়োজনীয় উপদেশটী সাধু, শাস্ত্র ও গুরুমুখে পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিতেছি, বাহিক এই বাণীর অনুগমন করিতেছি অর্থাৎ বিষয়টী সম্যক্ উপলব্ধি করিতে না পারিলেও গুরুবর্গের অনুসরণে বৈষ্ণবগণকে দণ্ডবৎ প্রণাম ও তাঁহাদের আদেশ পালন করিতেছি বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এই হরিভজনানুকূল উপদেশটী হৃদয়ঙ্গমে অসমর্থতাপ্রযুক্ত অনেক সময় আমার গুরুবর্গকে আমাপেক্ষা হীন বা আমারই ন্যায় কোন অস্থিরচিত্ত মনোধর্ম্মী জীব-বিশেষ মনে করিয়া অপরাধের আবাহন করিতেছি।

'গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার'। গুরু-সেবকগণ বৈষ্ণব এবং তাঁহারা আমাদের মস্তকের ভূষণ-স্বরূপ, এই বিষয়টী বদ্ধজীব আমরা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া এক ভীষণ সঙ্কটে পতিত হইয়াছি। নীল চস্মা-পরিহিত ব্যক্তি যেমন জগতের সকল বস্তুকেই নীলবর্ণ দেখিয়া থাকে, বদ্ধজীব আমরা ভোগ চক্ষুতে সেইরূপ সেবাপরায়ণ গুরু-সেবকগণের সেবাবৃত্তি দর্শনে বঞ্চিত হইয়া তাঁহাদিগকেও আমাদের ন্যায় ভোগী আমাদের ন্যায় মৎসর, কপট ও গৃহমেধী বলিয়া ধারণা করিতেছি। গুরুর সেবক বৈষ্ণবগণ যে-কোন কুলে, যে-কোন আশ্রমে যে-কোন অবস্থায় থাকিয়া সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণসেবায় রত থাকেন, একথা বদ্ধজীব আমাদের হৃদয়ঙ্গম করিবার যোগ্যতা ততদিন আসিবে না যতদিন আমরা সেবোন্মুখ না হইব—যতদিন নিজের স্বরূপটী উপলব্ধি করিতে না পারিব।

গুরুর সেবকগণকে নিজাপেক্ষা লঘু মনে করা তাঁহাদিগকে আমাপেক্ষা অল্পবয়স্ক-জ্ঞানে অবমাননা ও নিজেকে বৈষ্ণব বলিয়া অভিমান করা বদ্ধ-জীবের স্বভাব জানিয়া শাস্ত্র 'অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥' শ্লোকের অবতারণা করিয়া ভজনাভিজ্ঞ আমাদিগকে সতর্ক করিয়াছেন। অজ্ঞ-জ্ঞানে বৈষ্ণবকে নিজ বিদ্যাবুদ্ধি বা প্রাকৃত বিচার দ্বারা মাপিয়া লইতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। আমরা যদি বৈষ্ণবের বাহ্যবেশ বা বাহ্যাচরণ প্রভৃতি দেখিয়া তাঁহাকে বিচার করিতে যাই তাহা হইলে তাঁহার চরণে আমাদের অপরাধ অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের অক্ষজ-ইন্দ্রিয়ে অনন্যভজন-পরায়ণ পুরুষ সুদুরাচারী বলিয়া লক্ষিত হইলেও তাঁহাকে সাধু বলিয়াই জানিতে হইবে, তাঁহার যে চেষ্টা তাহা ঠিক আছে, তাহাতে কোন প্রকার অসুবিধা নাই। আমার ভোগচক্ষু তাঁহার সেবাময়ী চেষ্টা দর্শন করিতে অসমর্থ। এমতাবস্থায় বৈষ্ণবকে বিচার করিতে গেলেই যত অসুবিধা, অপরাধ বা অনর্থ আসিয়া আমাদের ভজনে বাধা প্রদান করে। তাই কোন বৈষ্ণবের বাহ্যদর্শনে সুদুরাচারত্ব সত্ত্বেও তাঁহাকে অনন্যভাক্ বলিয়া জানিতে পারিলে, যে কোন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি তাঁহার ঐ সুদুরাচারত্ব দর্শন না করিয়া কেবল অনন্যভজনত্ব দর্শন করিবেন; তাহা হইলে তাঁহার শীঘ্রই ভজনে উন্নতি হইবে। অনন্যভাক্ বা নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তি একান্ত শরণাগত, সুতরাং তিনি বৈষ্ণব। তাঁহার সদাচার বা কৃষ্ণভজন চেষ্টা দেখিবার চক্ষু থাকিলেই জীব সাধু হইতে পারেন এবং ধর্ম্মাত্মা হইয়া শীঘ্র পরাশান্তির পথে অগ্রসর হইয়া ধন্য হইতে পারেন।

আমরা যদি সাধু-গুরুর বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক গুরুসেবকগণকে পূজ্য-বুদ্ধি করত তাঁহাদের বাহ্য আচারাদির বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া তাঁহাদের সেবা-প্রবৃত্তির দিকে দৃক্‌পাত করি অথবা এ বিষয় বুঝিতে অক্ষম হইয়াও 'আমি সেবা করিতে আসিয়াছি' এইরূপ সুবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া ছিদ্রানুসন্ধিৎসা-বৃত্তি পরিহার পূর্ব্বক যদি আমরা সতত সেবায় রত থাকি তাহা হইলে গুরুবৈষ্ণব কৃপায় আমাদিগের এ সব অস্থির সিদ্ধান্ত বা সমস্যা হইতে অব্যাহতি লাভ যে নিশ্চয়ই হইবে তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই।

সাধক জীবনে কর্ত্তব্য

(চতুর্থ পৃষ্ঠার শেষ কলমের পর)

দুঃখ তাহাই আমার বরণীয়' এরূপ উপদেশাদির কথাও আমরা শাস্ত্রাদিতে দেখিতে পাই।

আমাদের যাবতীয় অনর্থ কৃষ্ণসেবায় উন্মুক্ত হইলে উহাই অর্থ বা প্রয়োজনরূপে স্থায়ী মঙ্গলের কারণ হয়। ঠাকুর বিল্বমঙ্গল ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের চরিত্রেই ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং বিগত অনর্থের জন্য চিন্তা না করিয়া, শ্রবণ-কীর্ত্তন প্রবল করিলেই বর্ত্তমান অনর্থ বৃদ্ধি হইবে না জানিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনে যোগদান করা জীবমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। আমরা যখন সুস্থ আছি মনে করি তখনই আমরা কৃষ্ণবিমুখ হইয়া পড়ি ও তৎকালে আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভক্তগণকে নিকৃষ্ট মনে করি, বদ্ধজীব আমাদের স্বভাবই এইরূপ। সেই জন্য কৃষ্ণ আমাদের অবস্থা বিচার করিয়া আমাদিগকে নানাপ্রকার দুঃখ, কষ্ট, অস্বাস্থ্য বা অসুবিধায় রাখেন। সাধুগণ এই সব অসুবিধা কৃষ্ণকৃপাজ্ঞানে 'তত্তেঽনুকম্পাং' শ্লোকের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন এবং আমাদের জীবন অল্পদিন স্থায়ী জানিয়া মৃত্যুর পূর্ব পর্য্যন্ত হরিসেবার জন্য—গুরু-বৈষ্ণবের প্রীতির জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়া গুরু-বৈষ্ণব-দাসাভিমানে—স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। সাধনাবস্থায় জীবের অন্যাপেক্ষা অত্যন্ত বেশী, তজ্জন্য সৎ জনের অনুসরণ—গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্য স্বীকারই সাধক জীব আমাদের একমাত্র মঙ্গলের সেতু।

তাহারে যে বলি ধর্ম্ম কর্ম্ম সদাচার। ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৬ পদ্মনাভ আদি গর্ভোদশায়ী ৪৪৬

শ্রীচৈতন্যের প্রেম

(৩)

শ্রীচৈতন্যের প্রেম সার্ব্বজনীন। এ প্রেম সকলকে বিতরণ করা যেতে পারে -- সকলেই এ প্রেমের অধিকারী হ'তে পারেন। এই প্রেমবলে শ্রীচৈতন্যদেব শিবানন্দের স্ত্রীর গর্ভস্থ শিশুকে বেদান্ত পাঠ করিয়েছিলেন। অতিশিশু বালক কি বেদ-পাঠ ক'রতে পারে? কিন্তু চৈতন্যের প্রেমে সবই হ'তে পারে। শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণী চৈতন্যদেবের কৃপায় এই প্রেম আস্বাদন ক'রতে পেয়েছিলেন। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীধর, রাজা প্রতাপরুদ্র সকলেই শ্রীচৈতন্যের কৃপায় এই প্রেমে প্রেমিক হ'য়েছিলেন। রাধাগোবিন্দের এই প্রেম ভক্তের বাণী শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরায়রামানন্দের মুখে এইরূপ বলেছেন,—

'সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্
সম্পত্তি গণি?'
'রাধাকৃষ্ণে প্রেম যাঁর, সেই বড় ধনী ॥'

মুক্ত সম্বন্ধে ব'লেছেন,—

'মুক্ত-মধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি মানি?'
'কৃষ্ণপ্রেম যাঁর সেই মুক্ত শিরোমণি ॥'

যত আচার্য্য বলুন, পরোক্ষে হউক, প্রত্যক্ষে হউক তাঁ'রা শ্রীচৈতন্যের প্রেম প্রচারেরই সাহায্য ক'রেছেন। শাক্যসিংহ প্রচার করেছেন—'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ'। অহিংসা-ধর্ম্ম—প্রেমের মধ্যে অনুস্যূত। একটা টাকার ভেতরে একটা পাই যেমন, চৈতন্যের প্রেমের মধ্যেও অহিংসা-ধর্ম্ম প্রভৃতি পরোক্ষ-ভাবে বা ব্যতিরেকভাবে তেমনি অনুস্যূত র'য়েছে।

আপনারা ভক্ত-ব্যাধের কথা বোধ হয় অনেকেই শুনে থাকবেন। তিনি কি ভাবে কৃপা পেয়েছিলেন? একদিন নারদ ঋষি নারায়ণ দর্শন ক'রে ত্রিবেণীতে স্নান করবার জন্য প্রয়াগে যাচ্ছেন, বনপথে দেখলেন এক মৃগ বাণবিদ্ধ হ'য়ে ভগ্নপদ অবস্থায় ছটফট করছে; আরও কতদূর গিয়ে দেখলেন একটা শূকরও ঠিক সেই রকম বাণবিদ্ধ হ'য়ে ছটফট করছে; আরও খানিকটা গিয়ে এক শশককেও ঠিক ঐ রকম একই অবস্থায় দেখতে পেলেন। জীবের এই প্রকার দুঃখ দেখে নারদ মনে মনে ব্যথিত হ'লেন এবং আরও কিছু দূর গিয়ে এক কৃষ্ণবর্ণ রক্তচক্ষু ভীষণকায় ব্যাধ বৃক্ষের আড়ালে ধনুকে তীর যোজনা করে একটী মৃগের প্রতি লক্ষ্য ক'রছে দেখতে পেলেন। তা'কে দেখতে পেয়ে নারদ তা'র নিকটে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। ইত্যবসরে মৃগগুলি সব নারদকে দেখতে পেয়ে দূরে পালিয়ে গেল। ব্যাধ তখন মহাক্রুদ্ধ হ'য়ে নারদকে জিজ্ঞাসা ক'রলে, "গোসাঞি তুমি 'প্রয়াণ-পথ' দিয়ে কেন এ'লে? তোমাকে দেখতে পেয়ে আমার শিকারের মৃগগুলি সব পালিয়ে গিয়েছে?" নারদ বল্লেন, "আমি পথ ভুলে তোমার নিকট পথের সন্ধান জানতে এসেছি; আরও আমার মনে এক সংশয় হচ্ছে, পথে আসতে এই যে শূকর, মৃগ সব দেখে এলাম পথের পাশে পড়ে ছটফট করছে এ'সব কি তোমার?" ব্যাধ বল্লে, "হাঁ আমারই।" নারদ—"তুমি যদি পশুগণকে বাণে বিদ্ধ কর তবে তা'দিগকে একেবারে মেরে না ফেলে আধমরা ক'রে কষ্ট দাও কেন?" ব্যাধ বল্লে,—'শুন গোসাঞি, আমার নাম মৃগারি; আমার পিতার নিকট থেকে আমি এই প্রকার শিক্ষা পেয়েছি। অর্দ্ধমরা হ'য়ে জীব-সব যতই ধড়ফড় ক'রে ততই আমার আনন্দ বৃদ্ধি হয়।" নারদ তখন বল্লেন, "হে মৃগারি আমি তোমার নিকট একটা জিনিষ চাই, দেবে কি?" ব্যাধ সে কথা শুনে বল্লে, "কি চাই গোসাঞি মৃগ, মৃগের ছাল অথবা বাঘের ছাল? যা' চাহিবে তাই তোমাকে দিচ্ছি।" নারদ বল্লেন,—"এসব আমি কিছুই চাই না, আমি চাই—কা'ল থেকে তুমি যে মৃগাদি মারবে তা'দিগকে অর্দ্ধমৃত না ক'রে একেবারে মেরে ফেলবে।" ব্যাধ বল্লে—"গোসাঁই এ কি বর চাইলেন? অর্দ্ধমৃত করলে কি হয় তা' আমাকে বলুন।" নারদ বল্লেন,—"অর্দ্ধমৃত করলে জীব তাতে খুব বেশী কষ্ট পায়। তুমি ব্যাধ, জীব মারলে তোমার অল্প অপরাধ হ'বে, কিন্তু যদি তুমি জীবকে ব্যথা দিয়ে মার তবে তোমার অপরাধ বেশী হবে। তুমি যত জীবকে এইপ্রকার কষ্ট দিয়ে মেরেছো জন্মজন্মান্তরে তারা তোমাকে ঠিক এমনি করে কষ্ট দিয়ে মারবে।" এ'কথা শুনে ব্যাধের খুব ভয়ের সঞ্চার হ'ল। সে তখন নারদ ঋষির পায়ে ধ'রে কি ক'রে এই পাপ থেকে উদ্ধার হওয়া যায় তা জানতে চাইলে, নারদ বল্লেন যে, আগে তোমার ধনুক ভেঙ্গে ফেল তবে তোমাকে পরে সে কথা বলছি। ব্যাধ জিজ্ঞাসা করলে, ধনুক ভাঙ্গলে কি খেয়ে জীবন ধারণ করব? নারদ বল্লেন—"আমি তোমাকে খাবার দিব।" নারদের কথায় ব্যাধ তার ধনুক ভেঙ্গে ফেলে দিয়ে নারদ ঋষির চরণে লুটিয়ে প'ড়ল। নারদ তখন তাকে তুলে ধরে বল্লেন, "তোমার ঘরে যত ধন আছে সব ব্রাহ্মণদিগকে দান করে দাও, শুধু একবস্ত্র হ'য়ে গঙ্গাতীরে এক কুটীর বেঁধে সেখানে থাক আর তুলসীর মঞ্চ করে প্রত্যহ তুলসীর সেবা কর। তোমার প্রতিদিন যে আহার্য্যের প্রয়োজন হ'বে তা সব আমি পাঠিয়ে দেব।" নারদের কথামত ব্যাধ ঠিক সেরূপ ব্যবস্থা ক'রল। ব্যাধের বৈরাগ্য দেখে গ্রামের সমস্ত লোক তাকে বৈষ্ণব ব'লে তার কাছে প্রত্যহ বহু খাদ্যদ্রব্য নিয়ে যেতে লাগল, এত খাবার দুইজনে খেতে না পেরে সকলকে বিলিয়ে দিতে লাগল।

একদিন নারদ পর্ব্বত ঋষিকে বল্লেন, "হে পর্ব্বত ঋষি শুনুন, গঙ্গাতীরে আমার এক শিষ্য আছে চলুন তাকে গিয়ে একবার দেখে আসি।" তাঁর কথমত দুই ঋষি গঙ্গাতীরে যাচ্ছেন, দূর থেকে সেই ব্যাধ নিজ গুরুদেব নারদ ঋষিকে দেখতে পেয়ে রাস্তার উপরটা কাপড় দিয়ে আস্তে আস্তে ঝেড়ে নিয়ে তবে দণ্ডবৎ করছেন। নারদ জিজ্ঞাসা করলেন, কি হে তোমার ওরূপ করবার কারণ কি?" ব্যাধ বল্লে, "রাস্তার উপরে যদি পিপীলিকাদি প্রাণী থাকে, তাকে সরিয়ে দিয়ে তবে দণ্ডবৎ করছিলাম।' হরি-ভক্তের এই প্রকারই অহিংসাপূর্ণভাব হ'য়ে থাকে এ'তে কিছু আশ্চর্য্য নাই।

— —

সাধক-জীবনে কর্ত্তব্য

(২)

'হরিকীর্ত্তনই জীবের কৃত্য' এই বাণীর গূঢ় তাৎপর্য্য আমরা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, অপরাধ-নির্ম্মুক্ত, মন-নিগ্রহ ও নামপ্রভুর কৃপা-লাভের একমাত্র অদ্বিতীয় পন্থা যে গুরু-বৈষ্ণব-সেবা তাহা পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হই বা বাহ্যিক উহা প্রদর্শন না করিলেও অন্তরে অন্তরে এই ভীষণতম অপরাধ-রোগকে প্রশ্রয় দেই। গুরু-বৈষ্ণবসেবা না করিলে—তৎকৃপাফলে মুক্ত না হইতে পারিলে হরি-কীর্ত্তন হইতে পারে না, এ বিষয়টী বিস্মৃত হইয়া আমরা কখনও নামে শৈথিল্য প্রদর্শন পূর্ব্বক গুরু বৈষ্ণব-সেবায় উন্মত্ততা দেখাই আবার কখনও বা হরিনামভজনের ছলনা করিয়া গুরুবৈষ্ণবসেবায় শৈথিল্য প্রদর্শন করি। ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সাদোষে দুষ্ট আমাদের এরূপ অসুবিধা আসা স্বাভাবিক জানিয়া আমাদের মঙ্গলের জন্য মদীয় আচার্য্যদেব জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—শরীরসংরক্ষণে যেরূপ সকল ইন্দ্রিয়ই ক্রিয়াপর হয় কিন্তু কোন এক অঙ্গ যদি তাহাতে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া শরীর রক্ষণকার্য্যে বিমুখতা প্রদর্শন করে, তাহা হইলে শরীর বা সমাজ ন্যূনাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ইহা জানিলে সকল মঙ্গলার্থীরই বৈষ্ণবসেবা, জীবে দয়া ও কৃষ্ণনামভজনই যুগপৎ কৃত্য হইয়া পড়ে।

কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা ও শ্রীনাম-কীর্ত্তন—তিনটি পৃথক্ অনুষ্ঠান হইলেও তিনটী এক তাৎপর্য্যপর। নামসংকীর্ত্তনের দ্বারা কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ সেবা হয়। বৈষ্ণবের সেবা করিলে কৃষ্ণকীর্ত্তন ও কৃষ্ণসেবা হয় এবং কৃষ্ণসেবা করিলেই নাম-কীর্ত্তন ও বৈষ্ণবসেব হয়। 'সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতম্', এই শাস্ত্রযুক্তিই উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

প্রতিষ্ঠা সাধক জীবমাত্রেরই অন্তরের অন্তরতম স্থলে বিরাজ করে। বৈষ্ণবের কৃপাই প্রতিষ্ঠার কবল হ'তে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায়। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায় পরিলক্ষিত হয় না। গুরুবৈষ্ণব-কৃপায় 'সমগ্র পরিদৃশ্যমান জগতের সকল বস্তুই কৃষ্ণসেবার উপাদান', এটি বুঝিতে পারিলে এবং জগতে কৃষ্ণসম্বন্ধ দেখিতে পাইলেই প্রতিষ্ঠার বিষময় ফল আমাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না।

জগতের জীবকুল হরিগুরুবৈষ্ণবের দাসসূত্রে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণের সেবা করিবে—তাঁহাদের নাম ও গুণমহিমা কীর্ত্তন করিবে। হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা ব্যতীত জীবগণের দ্বিতীয় কৃত্য কিছুই নাই, সেই-হেতু তাঁহারা কোনদিনই আমাদের ন্যায় বদ্ধ জীবের সেবা বা গুণমহিমা কীর্ত্তনে বা প্রতিষ্ঠাদানে ব্রতী হইতে পারেন না, এরূপ আশা করাটাই আমার দুর্দ্দৈব ও অমঙ্গল-জনক, এ বিষয়টী হৃদয়ঙ্গমের চেষ্টা অন্তরে উদিত হইলেই—গুরুকৃপায় উহা উপলব্ধি করিতে পারিলেই ভোগের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া যায় বা প্রতিষ্ঠাদি লাভের জন্য ঔৎসুক্য আর হৃদয়ে স্থান পায় না।

'তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, সেও ত পরম সুখ', এই উপলব্ধি বৈষ্ণবের—তাহা অনুসরণ করিবার যত্ন করা জীবমাত্রের কর্ত্তব্য। নিজের মনোমত পন্থা, মনগড়া সেবা ও ভালমন্দ বিচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাহাতে কৃষ্ণের আনন্দ—গুরু-বৈষ্ণবের আনন্দ হয় সেই গুরুবৈষ্ণবানুমোদিত কার্য্যাবলী, আদেশাবলী সন্তুষ্টচিত্তে পালন করিবার জন্য প্রাণপণে সচেষ্ট থাকা ও গুরু-বৈষ্ণবের আদেশ পালনার্থ দুঃখবরণকেই আমাদের নিত্য সুখের আকর জানিয়া সাধুগণ উৎসাহের সহিত হরিভজন করিয়া থাকেন। 'কৃষ্ণ যদি আমাকে বিমুখ রাখিয়া সুখ বোধ করেন তাহা হইলে আমার যে

(অতঃপর তৃতীয় পৃষ্ঠায় শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা। স্বর্ণ সুযোগ।।

ভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়াকস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গ্রথিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার। প্রত্যেকটী কবিতা আনন্দোচ্ছ্বাসনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, শ্লোক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা গৌড়ীয়মঠে র্ উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৸।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৵০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'ঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত'; 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাঙ্ক্ষানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীপার্থভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—তথ্য ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষয়ভুক্তবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২।০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রায়বাহাদুরের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. গৌড় (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ২॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামকল্প, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, মহাপ্রভুর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধাম, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড় গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

শ্রৌতীক্ত-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিনয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসংযুক্তা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তত্ত্ববিষয়-সহ বহুচিত্র-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শপর্য্যন্ত দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবাবিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিজনক নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৷০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমগ্রহ অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—গুরুশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রোজ রু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ "এই উদ্যম করিয়াছেন।" ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

তত্ত্বসূত্র

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই তত্ত্বজ্ঞানের গ্রন্থ-খানি পাঠ করিলে পারমার্থিক বাক্যে কিছুমাত্র অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উদ্ধৃত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ১৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মা প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৷৷০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজি বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ অংশের বিশদার্থ গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা। ৷৵০ আনা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্য ভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হ'তে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্‌ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্‌ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৫৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৴০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৴০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। অর্থপঞ্চক ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥
ঐ (আবাঁধা) ।⁄
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৴০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাধ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্‌ ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্‌ ।০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্‌ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্‌ ৴০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ ওয়ার্ল্ডস্‌ ।৶০
৬২। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্‌ ।০
৬৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনেলয়েড ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ কল্পতরু ⁄০
৭২। গীতাবলী ১৲
৭৩। শরণাগতি ৶০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫।. পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

কেশোরী পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৩ আনা, পাঁইট ॥৶০ আনা, বোতল ১৸০ আনা।

অফিস—১১নং উলটাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কালিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বালিকা বধূর শোচনীয় মৃত্যু

বেলিয়াঘাটার অন্তর্গত তালপুকুর রোডের মেথের বাগান নিবাবকে এক জলন্ত প্রদীপের উপর ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া তাহার পুত্রবধূর মৃত্যু ঘটাইবার অভিযোগে গত ২৫শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ, এন, দত্ত দায়রায় সোপর্দ্দ করিয়াছেন। প্রকাশ যে, আসামীর পুত্রের সহিত আক্রান্তা বিবির বিবাহের পর অবধি বাড়ীর লোকেরা ও তাহার স্বামী তাহাকে মারপিট ও গালিগালাজ করিত। গত ৬ই আগষ্ট সন্ধ্যার সময় আসামীর সহিত মতানৈক্য হওয়ায় আসামী তাহাকে মারপিট করে এবং তাহার স্বামীর নিকট তাহার পুত্রবধূর বিরুদ্ধে নানা কথা বলে ও তাহাকে জুতা দ্বারা মারিবার জন্য তাহার স্বামীকে বলে। তদনুযায়ী আক্রান্তা বিবির শ্বশুর তাহাকে চটিজুতা দ্বারা প্রহার করে। রাত্রে আসামী তাহাকে একটি কেরোসিন তৈলের প্রদীপের উপর ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেয়। ফলে তাহার কাপড়চোপড়ে আগুন ধরিয়া যায় এবং পরদিন ক্যাম্বেল হাসপাতালে তাহার মৃত্যু হয়।

বাঙ্গলার লাটের তার

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, পাহাড়তলীর ব্যাপার সম্পর্কে আসামবেঙ্গল রেলপথের এজেণ্ট বাঙ্গলার লাটের নিকট হইতে নিম্নলিখিত তার পাইয়াছেন রেলওয়ে ইনষ্টিটিউটের ঘৃণিত ব্যাপারের সংবাদ এইমাত্র পাইলাম। আহতদের অবস্থা কিরূপ আছে, তাহা জানিবার জন্য ব্যগ্র আছি। অনুগ্রহপূর্ব্বক উপদ্রুত ব্যক্তিদিগকে আমার আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিবেন। এই ব্যাপার অত্যন্ত পাশবিক। অসহায় স্ত্রীলোকদিগকে হত্যা করা অথবা আহত করিবার উদ্দেশ্যেই ইহা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বাঙ্গলা, ভারতবর্ষ এবং জগতের সর্ব্বত্র বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেরই অন্তরে এই ব্যাপারে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইবে। যে সব অপরাধী এখনও নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে স্বাধীন আছে, তাহারা যাহাতে সত্বর ধরা পড়ে, সেজন্য গবর্ণমেণ্ট লোকের সহযোগিতার আশা করিতেছেন।

উপবাস ভঙ্গের পর গান্ধীজীর বিবৃতি

পুণা হইতে প্রকাশ, "হরিজনদের ('অনুন্নত সম্প্রদায়') সম্পর্কিত চুক্তি আমার জীবনের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। তাহারাই আমার জীবনের অবলম্বনস্বরূপ। আমরা স্বেচ্ছায় কোন প্রকার আপোষ মীমাংসায় উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমি উহা সম্পন্ন করিবার জন্য উপবাস করিয়াছিলাম।" গান্ধী এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট উপরোক্ত মর্ম্মে এক বিবৃতি প্রদান করেন। তিনি গবর্ণমেণ্টকে জেলের কর্ম্মচারীদিগকে এবং তাঁহার সেবা-শুশ্রূষার জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত চিকিৎসকবর্গকে তাঁহারা যেরূপ অপরিসীম যত্ন ও শুশ্রূষা করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

কোন বিষয়েই ত্রুটী হয় নাই। স্বরায় সিদ্ধান্ত দেওয়ায় গান্ধীজী বৃটীশ মন্ত্রী সভাকেও ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলেন, "তাঁহাদের জোড়াতালি সংশোধন করিতে অগ্রসর হইবার সময় আমার মনে সন্দেহ ছিল না এমন নহে। আমার এই বিশ্বাস ছিল যে, সমস্ত চুক্তি মানিয়া লওয়ার পক্ষে তাঁহাদের শাসনতন্ত্রগত বাধা আছে।

শ্রীযুক্ত রাজগোপালের বিবৃতি

বোম্বাই, হইতে প্রকাশ, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারী এবং শ্রীযুক্ত জয়াকর প্রমুখ নেতৃবৃন্দ গত ২৫শে সেপ্টেম্বর প্রাতে পুণা হইতে বোম্বাইয়ে পৌঁছিয়াছেন।

"ফ্রী প্রেসের" প্রতিনিধির নিকট শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারী বলেন,—"আমি এইমাত্র পুণা হইতে আসিলাম। গত ২৫শে সেপ্টেম্বর সকালে গান্ধীর সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছে। উপবাসের পঞ্চম দিবসে যতটা আশা করা যাইতে পারে গান্ধী সেইরূপ অবস্থায়ই আছেন। সে যাহাই হউক, এ সময়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। খুব বিচক্ষণ ভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার। সময়ক্ষেপ করিলে তাঁহার জীবন বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে তবে আমরা যখন সকল দলের সম্মতিক্রমে একটি সন্তোষজনক মীমাংসা করিতে সমর্থ হইয়াছি, তখন ইহাই আশা করিতেছি যে, জাতির ভাগ্যে আর মহা দুর্দ্দৈব ঘটিবে না।

বিষপানে নারী বিপ্লবীর মৃত্যু

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ যে, পাহাড়তলীর ব্যাপারে ১৪ জন হতাহত হইয়াছে। মিসেস সালিভ্যান নিহত হইয়াছেন এবং অন্যান্য ১৩ জন আহত হইয়াছেন। ইহার মধ্যে ৫ জন মহিলা এবং ইনস্পেক্টর ম্যাকডোনাল্ড, সার্জ্জন উইলিস ও বন্দরের একখানি জাহাজের জনৈক কর্ম্মচারী মিঃ চ্যাপম্যান আহত হইয়াছেন। আহতদের আর্দ্দালী [illegible]। তাঁহাদিগকে রেলের হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। তাঁহাদের সকলের অবস্থা আশাপ্রদ বলিয়া প্রকাশ। আক্রমণকারিগণের মধ্যে শ্রীমতী প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দার ছিলেন বলিয়া জানা যায়। তাঁহাকে গুরুতর দেশে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, ধলঘাট মামলা সম্পর্কে এই মেয়েটীকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল। স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে এই মামলার শুনানী চলিতেছে। যে বাড়ীতে ফেরারী আসামীর খোঁজ পাওয়া গিয়াছিল, সেই বাড়ীতে শ্রীমতী প্রীতিলতার একখানি ফটো পাওয়া যায়। প্রীতিলতার বিষপানে আত্মহত্যা করিয়াছে।

ধলঘাট গুলীর মামলা

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, গত ২৫শে সেপ্টেম্বর ধলঘাট গুলীর মামলার বিচারক ৮ জন আসামীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ড বিধির ১২০ বি ধারা ২১৬ ধারা এবং ইমার্জ্জেন্সী পাওয়ার আইনের ৪ ও ২৯ ধারা অনুসারে চার্জ্জ গঠন করিয়াছেন। এই ৮ জন আসামীর মধ্যে শ্রীযুক্তা সাবিত্রী দেবী একজন। সমস্ত আসামীই নিজদিগকে নির্দ্দোষ বলিয়াছেন।

গত ২৪শে সেপ্টেম্বর আরও তিন জনের জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং সরকার পক্ষে সাধারণ সাক্ষীদের জেরা প্রায় শেষ করা হয়। শ্রীযুক্তা সাবিত্রী দেবী এবং শ্রীরামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতি দিয়াছিলেন। তাঁহারা এই প্রার্থনা করেন যে, সাক্ষীদের জেরা করাইবার জন্য তাঁহারা উকীল নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন।

বিশেষ প্রয়োজনীয় সাক্ষীদের জেরা সোমবার পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা হইয়াছে।

যারবেদা জেলে চুক্তি-স্বীকৃতির বার্ত্তা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, পুণা-চুক্তির যে অংশ প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহা প্রধান মন্ত্রী স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

গত ২৫শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬॥ টা হইতে ৭টার মধ্যে ফ্রী প্রেস ও এসোসিয়েটেড প্রেসের বোম্বাই হইতে উঁহাদের কলিকাতা অফিসে টেলিফোনযোগে খবর আসে যে, গত ২৫শে সেপ্টেম্বর সোমবার বেলা [illegible] গান্ধীজী কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁহার বহু আত্মীয় ও বন্ধুগণের সাক্ষাতে কিয়ৎকাল প্রার্থনার পর শ্রীযুক্তা কমলা নেহেরুর হাত হইতে লেবুর রস গ্রহণ করিয়া অনশনব্রত ভঙ্গ করেন। অনশন ব্রত ভঙ্গের অব্যবহিত পূর্ব্বে গান্ধীজীর অনুরোধে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিজ রচিত একটি সঙ্গীত গান করেন। কারা-বিভাগের ইনস্পেক্টার জেনারেল বেলা ৪টার সময় যারবেদা জেলে গমন করিয়া গান্ধীজীর হাতে প্রধান মন্ত্রীকর্ত্তৃক পুণা-চুক্তি গ্রহণের খবর সম্বলিত যে খাস গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রেরিত একখানা দলিল অর্পণ করেন।

গান্ধীজীর পত্র

গত ২১শে সেপ্টেম্বর অর্থাৎ উপবাস আরম্ভের পর দিন গান্ধীজী স্বহস্তে সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠানের কর্ত্রী হেমপ্রভা দেবীর নিকট নিম্নলিখিত চিঠি লিখিয়াছেন :—

চিরজীবী হেমপ্রভা—তুমি আমার চিঠি পাও নাই সে কি কথা! তোমার চিঠি পাওয়ার পর আমাকে তার করিবে যে, তুমি এই উপবাসের অর্থ বুঝিয়াছ এবং যদি বুঝিতে পারিয়া থাক, তবে কাঁদিবে না গান করিবে। নিজ কার্য্যে রত থাকাই তোমার কর্ত্তব্য। তোমরা সকলেই ঈশ্বরের হাতে, তিনি যেরূপ ইচ্ছা করিবেন এবং তাহা ভালই হইবে অরুণকে লিখিতে বলিবে।

খেতুরের সমস্ত মন্দিরদ্বার সকল হিন্দুর নিকট উন্মুক্ত

রাজসাহী হইতে প্রকাশ, খেতুরের মন্দির সমূহের ম্যানেজিং কমিটী অস্পৃশ্য জাতির নিকট সমস্ত মন্দির দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিতে মনস্থ করিয়াছেন। ২০শে তারিখ স্থানীয় বরদা কালি মন্দিরদ্বার সর্ব্বজাতির নিকট উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

প্রধান মন্ত্রীর নিকট তার

পুণা হইতে প্রকাশ, ডাক্তার আম্বেদকর এবং শ্রীযুত শ্রীনিবাসন প্রধান মন্ত্রী ভারত সচিব এবং বড়লাটের নিকট নিম্নলিখিত তার করিয়াছেন :—

"আমরা আনন্দের সহিত আপনাকে জানাইতেছি যে, সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অনুন্নত সম্প্রদায়িক এবং হিন্দুদের মধ্যে একটা মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। ঐ মীমাংসার মর্ম্ম ইতিপূর্ব্বেই আপনার নিকট তার করা হইয়াছে। মাদ্রাজ প্রভৃতি সমস্ত স্থানের সকল সম্প্রদায়ের অনুন্নত সম্প্রদায় এই মীমাংসা সমর্থন করিয়াছেন। গান্ধীজী যাহাতে উপবাস ভঙ্গ করিতে পারেন, সেইজন্য অবিলম্বে এই মীমাংসা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য অমণা আপনাকে অনুরোধ

টেলি দৈনিক ... নবদ্বীপ

Reg No C1544

নদীয়া-প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার · নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৭৬তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৫ই আশ্বিন শনিবার ১৩৩৯, ১লা অক্টোবর ১৯৩২

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৫

নানা কথা

নবদ্বীপ থানা হেলথ কমিটি

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৩২ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন ৯ ঘটিকার সময় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-ইনষ্টিটিউটের সুযোগ্য সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃত্যতত্ত্ব মহাশয়ের সভাপতিত্বে স্বরূপগঞ্জ ...অফিসে নবদ্বীপ থানা স্বাস্থ্য সমিতির একটি সাধারণ সভা হইয়াছে। সভায় নটিজন মেম্বর এবং সার্কল অফিসার ও নবদ্বীপ থানার স্যানিটারী ইন্সপেক্টর মহাশয় উপস্থিত ছিলেন পল্লীবাসিগণের স্বাস্থ্যোন্নতির সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

বড়লাটের বক্তৃতা

আগামী নভেম্বর মাসের মধ্যভাগে একটী ক্ষুদ্র গোলটেবিল বসিবে। পরামর্শ সভাও আর বসিবে না। আইন অমান্য আন্দোলন থাকা কালীন কংগ্রেসের সহিত কোন আপোষ মীমাংসা হইবে না।

যতদিন গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান এই নীতি অনুসরণ করিবেন ততদিন কংগ্রেসের বর্ত্তমান নীতি কার্য্যকরী হইবে না। অর্ডিন্যান্সের কার্য্য কাল শেষ হইলে সাধারণ আইন গুলিকে অর্ডিন্যান্সের ধারা সংযুক্ত করিয়া শক্তিশালী করা হইবে। এইরূপ করিলেই ভবিষ্যতে আইন অমান্য আন্দোলন আর জাগিয়া উঠিতে পারিবে না। জাতীয়তা লাভের জন্য সর্ব্বশেষে তিনি অবিশ্বাস ও সাম্প্রদায়িকতার তিক্তবিষ দূরীভূত করার জন্য ভারতের সকল সম্প্রদায়ের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছেন।

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী প্রভুপাদের আদেশে

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্যোগে

আগামী ২৩শে আশ্বিন বিজয়া দশমী হইতে

মাসাধিকব্যাপী চৌরাশি-ক্রোশ

বিরাট্ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা

মথুরাকে কেন্দ্র করিয়া আরম্ভ হইতেছে

যাত্রিগণের জন্য স্থান ও প্রসাদের বন্দোবস্ত থাকিবে

কলিকাতা হইতে যাতায়াতের ভাড়াসমেত ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার ব্যয় বাবদ যাত্রিগণের জন প্রতি সমর্থপক্ষে ১০০৲ (যাতায়াত ২৫৲ + পরিক্রমার বাবদ ৭৫৲) টাকা এবং অসমর্থ পক্ষে ৫০৲ (যাতায়াত ২৫৲ + পরিক্রমার জন্য ২৫৲) টাকা লাগিবে। ২০শে আশ্বিনের মধ্যে কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হউন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

গান্ধী আরউইন চুক্তি

কোয়েম বেটারে করনেশন পার্কের খোলা জায়গায় সম্মুখে গান্ধী আরউইন মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। লর্ড আরউইন যখন ভারতের বড় লাট ছিলেন তখন উভয়ের মধ্যে যে চুক্তি লিখিত হইয়াছিল তাহা স্মরণীয় করার জন্যই এই যুগ্ম মূর্ত্তি স্থাপন করা হইয়াছে। মাদ্রাজ মাইলাপুরের বিখ্যাত শিল্পী মিঃ কে, পি মান্নাপা এই মূর্ত্তিদান করিয়াছেন। কোয়েমবেটরের রেলওয়ে ও জেনারেল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী মূর্ত্তিদ্বয়ের উপরের পাকা চন্দ্রাতপ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। সেই সরল হৃদয় লর্ড আরউইন ও পবিত্রভাব প্রতিমূর্ত্তি গান্ধীজী যে মহা লক্ষ্য লইয়া চুক্তিপত্র রচনা করিয়াছিলেন তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করা সমীচীনই হইয়াছে।

প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত প্রদ্যোৎকুমার

মেদিনীপুর হইতে প্রকাশ, পাঠকবর্গ অবগত আছেন ডগলাস হত্যাকাণ্ডের মামলায় প্রদ্যোৎকুমার ভট্টাচার্য্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। তাহার পক্ষ হইতে প্রাণদণ্ড বিধান স্থগিত রাখিবার জন্য বাঙ্গলা সরকারের বিচার বিভাগীয় সেক্রেটারীর নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছিল, তিনি ঐ চিঠির উত্তরে গত ২২শে সেপ্টেম্বর দার্জ্জিলিং হইতে লিখিয়াছেন যে, প্রদ্যোতের ফাঁসী ২৮শে অক্টোবর পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা হইবে। ঐ তারিখের মধ্যে প্রিভি কাউন্সিলের অফিসে প্রিভি কাউন্সিলের আপীলের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া নিশ্চয়ই দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে।

ইতঃপূর্ব্বেই প্রদ্যোতের পক্ষ হইতে প্রিভি-কাউন্সিলে আপীল করার জন্য আবশ্যকীয় কাগজপত্র এবং টাকাকড়ি তাহার পক্ষ সমর্থনে নিযুক্ত লণ্ডনস্থ সলিসিটরদের নিকট পাঠান হইয়াছে।

ময়মনসিংহে সৈন্য বাসের ব্যবস্থা

প্রায় নয় শত সৈন্যের বাসের জন্য মুক্তাগাছা রোডের উত্তরদিকস্থ ময়দানে পাকা ভিত্তি ও শাল কাঠের খুঁটিযুক্ত কতকগুলি চালাঘর নির্ম্মিত হইবে। অক্টোবর মাসের শেষ ভাগ নাগাদ নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইবে। প্রকাশ, ইহার জন্য আনুমানিক এক লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	চাটরাশা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	নৈমিষারণ্য	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১ শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মথুরা
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	এলাহাবাদ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	নৈমিষারণ্য
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	এলাহাবাদ	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে হরিনামোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেবাবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ-ভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ বাসাধিকারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতি, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিদ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোদণ্ড, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালি দাসাধিকারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী সাঙ্খ্যকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ সাউথ মালাকা প্রয়াগ ষ্টট, পি

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাননগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নাগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্কাপথা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেনপানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সাতাসন, পুরী, উড়িষ্যা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন।

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরীপ্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

ছাউনীবাজার, কটক।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্র

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড়ু, কাবড়

এখানে বড় ভুবনমোহন শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নব গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ,

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) বামনগোপাল পাট

কাঠালপুল, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, { ১৭ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৬. ১৫ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৩৯. ১লা অক্টোবর ইং ১৯৩২ শনিবার } ১৭৬তম সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২৮ শে সেপ্টেম্বর বুধবার শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ মুক্তির মুখ্য ও গৌণার্থ আলোচনামুখে বলেন, —জীবের নিত্য স্বরূপ কৃষ্ণসেবানন্দ-লাভ বা স্ব-স্বরূপে অবস্থিতির নামই মুক্তির মুখ্যার্থ। মুক্তির বিবৎরূঢ়িবৃত্তিতে অব-স্থিত যাঁহারা,—গুরুকৃপায় মায়াশৃঙ্খলোন্মুক্ত হইয়া সর্ব্বক্ষণ সেবকাভিমানে প্রমত্ত যাঁহারা, তাঁহারাই প্রকৃত মুক্ত বা ভক্ত-পদবাচ্য। এই মুক্তিই—কৃষ্ণপাদপদ্মে অহৈতুকী রতিই জীবমাত্রেরই কাম্য। কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তিগণ মুক্তির মুখ্যার্থ বোধে অসমর্থ হইয়া স্থূল ভোগকে ঘৃণা, জগৎকে মিথ্যা ও দুঃখের আকর বিবেচনা করত এই জীব-কারাগার-সদৃশ ত্রিতাপময় সংসারের দুঃখ-কষ্ট হইতে যে নিষ্কৃতি, তাহাকেই 'মুক্তি' আখ্যা দিয়া থাকে।

স্বামীজী মহারাজ আরও বলেন,—আমরা প্রায় শতকরা শত জনই দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করত বিমলানন্দ লাভের জন্য ইতস্তত পরিভ্রমণ করি বটে—'মুক্তি' 'মুক্তি' করিয়া উচ্চনাদে আকাশপাতাল আলোড়িত করিতে করিতে এই দুর্লভ মানবজন্মের অপব্যবহার করিতেছি বটে, কিন্তু প্রকৃত মুক্তি বা প্রকৃত আনন্দের উৎস যে হরিগুরু-বৈষ্ণব-পাদ-পদ্মে সেই অভয়-অশোক শ্রীচরণকমল-সেবায় উদাসীন থাকার জন্য আমাদের যাবতীয় প্রয়াস ভস্মে ঘৃতাহুতি প্রদানের ন্যায় পণ্ডশ্রম হইয়া যাইতেছে মাত্র। আমরা যে মুক্তির বিষয় অবগত আছি তাহা মুক্তির নামে নিত্যকালের জন্য অমুক্তি বা জীবের দণ্ডস্বরূপ বন্ধন, এ কথা দেহাত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট অজ্ঞ আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব না বলিয়া আমাদের নিত্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পর-দুঃখদুঃখী অভিধেয়াচার্য্য শ্রীলরূপগোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

> ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী
> হৃদি বর্ত্ততে।
> তাবদ্ভক্তি সুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

—যতদিন পর্য্যন্ত জীবের হৃদয়ে ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহারূপ পিশাচীদ্বয়—হরিসেবার প্রধানতম অন্তরায় এই রিপুদ্বয় বাস করে ততদিন পর্য্যন্ত ভক্তিসুখোদয়ের আশা সুদূরপরাহত। ভুক্তিকামী ভোগীকুল ভোগ-পিশাচীর কবলে পতিত হইয়া স্বর্গ-নরকে গমনাগমন করত অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে। ভোগের ফল—দুঃখদায়ক সুখোৎপত্তি বা দুঃখের পর দুঃখেরই পুনরাগমন; আর মুক্তি ভোগেরই নামান্তর সূক্ষ্ম-ভোগমাত্র। মুক্তিকামিগণ—নির্ব্বিশেষ-বাদিগণ প্রথমে উপাসনা, ভক্তি বা ভগবানকে মুখে স্বীকার করিলেও চরমে সাযুজ্য-মুক্তি-পিশাচীর কোলে অর্থাৎ ভগবানের সহিত একীভূত হইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হয়। ইহারা জাগতিক দুঃখের হস্ত হইতে উদ্ধার লাভান্তর আনন্দাশায় বহু কষ্টসাধ্য কৃচ্ছ্র সাধন-পূর্ব্বক অবশেষে আচ্ছাদিতচেতন পর্ব্বতাদির ন্যায় জীবের বহির্ম্মুখতার চরম দণ্ড স্থাবর দেহাদি লাভ করিয়া থাকে।

> মুক্তি ভুক্তি বাঞ্ছে যেঁহো কাঁহা দুঁহার গতি।
> স্থাবর দেহ দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি॥

এই মুক্তি জীবের সেবাপ্রবৃত্তিকে ধ্বংস করিয়া নিজ সুখলাভেচ্ছানুসন্ধানে তাহাকে আত্মঘাতী করে। অতএব ভগবানের সেবায় বাধা আনয়ন করে যাহা, ভক্তগণ সেই সেবাবিরোধিনী মুক্তি বা নিজেন্দ্রিয়-তর্পণকামনা করেন না। এই তুচ্ছ মুক্তি তো দূরের কথা, ভক্তগণ সালোক্য (বৈকুণ্ঠবাস), সামীপ্য (নৈকট্যলাভ) সারূপ্য (চতুর্ভুজাকার) সার্ষ্টি (ঐশ্বর্য্য) প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ মুক্তিও প্রার্থনা না করিয়া কেবল পূর্ণানন্দের আকরস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-কার্ষ্ণসেবাই কায়মনোবাক্যে আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। যে সেবানন্দের কথা অনন্তদেবও অনন্ত মুখে বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারেন না, এমন কি যে সেবারস আস্বাদনের নিমিত্ত সর্ব্বেশ্বর সকলের একমাত্র সেব্য স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রও ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া এ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন সেই গর্ব্বানর্থবিনাশিনী, পরম-মঙ্গলময়ী সেবা যাহাদ্বারা শুদ্ধ হয়—যাহা দ্বারা 'প্রভু ও দাস' সম্বন্ধ নির্লিপ্ত হয়—বুদ্ধিমান জীব সেই মুক্তিপিশাচীকে দুঃসঙ্গ জ্ঞানে পরিহার পূর্ব্বক ভগবৎ সেবায় আত্মার নিত্যাবৃত্তি জানিয়া তাহাতে রত হইবেন, ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও তদনুগ জনগণের শিক্ষায় আমরা দেখিতে পাই।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবগণ যদি মহাজনানু-সরণে মুক্তির মুখ্যার্থ গ্রহণে ব্রতী হন তাহা হইলেই তাঁহাদের মঙ্গল—অন্যথায় প্রত্যবায় অবশ্যম্ভাবী।

আশীর্ব্বাদ পত্র

(৪র্থ পৃষ্ঠার শেষ কলমের পর)

প্রতিষ্ঠাশা-সংগ্রহের ধৃষ্টতাকেও আর স্তব্ধ করিতে চাই না।

> "মোর নাম যেই লয়, তার পাপ হয়।
> মোর নাম যেই করে তা'র পুণ্য ক্ষয়॥"—

এই শিক্ষা-প্রণালী আমার পূর্ব্ব-গুরুবর্গের নিকট লাভ করিয়াছি। কিন্তু আপনারা কৃপা করুন—যাহাতে আমার মঙ্গল হয়। বিশেষতঃ আপনি দয়াময়, আসামিয়া ভাষায় পাঠকগণের শুদ্ধহরিকথা শুনিবার মহা-সুযোগ প্রদান করিয়া আপনি মহাবদান্যের —প্রকৃত সেবকের মহিমা বিস্তার করিতে-ছেন। তাহাতে আমাদের আনন্দের সীমা নাই।

শ্রীরামানুজাচার্য্য একদিন গোষ্ঠীপূর্ণের চরণে আপাত অপরাধের লীলা প্রদর্শন করিয়া জগতে প্রেম বিতরণ করিয়াছিলেন। শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার বর্ত্তমান প্রচারে যদিও সেরূপ বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে, তথাপি আমরা তরুর ন্যায় সহগুণসম্পন্ন হইয়া উহা স্বীকার করিব।

শ্রীহরিজন-সেবক

শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাস।

তাহারে সে বলি ধর্ম্ম কর্ম্ম সদাচার। ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ পদ্মনাভ অবায় ক্ষীরোদশায়ী ৪৪৬

'কীর্ত্তন'

কীর্ত্তন আসামী ভাষায় প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-রাজ্যের মুখপত্র। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রকট লীলার পর আসাম প্রদেশে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মে যে সকল অপসিদ্ধান্ত প্রবেশ লাভ করিয়াছে, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্কীর্ত্তনদ্বারা তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া শুদ্ধভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিবার নিমিত্তই গত ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী-বাসরে 'কীর্ত্তন' প্রকটিত হইয়াছেন। এই মাসিক পত্র আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে আশ্রমরক্ষক শ্রীপাদ রাধামোহন ব্রহ্মচারী মহোদয় কর্ত্তৃক ডিমাই ৮ পেজি ফর্ম্মার ৩ ফর্ম্মায় উত্তম কাগজে প্রকাশিত। শ্রীপত্রের মুদ্রণ অতি সুন্দর, আর প্রবন্ধাবলী সুগভীর গবেষণা ও সুসিদ্ধান্তপূর্ণ এবং অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বেই শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত আলেখ্য উত্তম আর্ট কাগজে সংস্থাপন করিয়া পূজ্যপাদ সম্পাদক শ্রীপাদ নিমানন্দ দাস অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় গুরুভক্তির নিদর্শন প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে জানাইয়া দিতেছেন যে, উক্ত আচার্য্যপ্রবরের শ্রীচরণে শরণাগত হইলেই সৌভাগ্যশালী মানবের 'কীর্ত্তনের' কীর্ত্তনে যোগদানের যোগ্যতা লাভ হয়। এই সংখ্যায় মঙ্গলাচরণ, নিবেদন, শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম তত্ত্ব, শ্রীশ্রীচৈতন্য-তত্ত্ব, প্রচার-প্রসঙ্গ প্রভৃতি রত্নরাজি সন্নিবেশিত হইয়াছে। মঙ্গলাচরণে কীর্ত্তন-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের প্রণামমুখে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির মুখ্যতা এবং সম্পাদকীয় স্তম্ভ 'নিবেদনে' বর্ত্তমান জগতে কীর্ত্তন-সংযোগে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের আবশ্যকতা ও সার্থকতা প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীনবদ্বীপধাম-তত্ত্ব-শীর্ষে শ্রীধামের সেবা, শ্রীবৈকুণ্ঠতত্ত্ব এবং শ্রীনবদ্বীপধামের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব শীর্ষক প্রবন্ধে অপ্রাকৃত বস্তুর জ্ঞান যে তদ্রূপাসাপেক্ষ, শ্রীচৈতন্যই যে পরতত্ত্ব, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত ও মহাপ্রভুর বিভিন্ন নাম প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। প্রচার-প্রসঙ্গে প্রকৃত সাধনপথের পথিকগণের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি বিবৃত হইয়াছে। প্রবীণ ও সুযোগ্য সম্পাদকের শ্রৌত লেখনী হইতে আসামদেশীয় ব্যক্তিগণ যে প্রকৃত লাভবান্ হইবেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আসাম প্রদেশের গৃহে গৃহে এই 'কীর্ত্তন' নিত্যকীর্ত্তনের বিষয় হইলে তথা হইতে অশুদ্ধ ও অনর্থরূপ হিংস্র বৃত্তিগুলি নিশ্চয়ই পলায়ন করিবে এবং তথায় নিত্যশান্তি বিরাজিত থাকিবে, ইহা আমরা নিরপেক্ষ ভাবে দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার নিমিত্ত কীর্ত্তনের বার্ষিক ভিক্ষা ১।০, ষাণ্মাসিক ৮/০ এবং প্রতিসংখ্যা ৵১০ পয়সা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কীর্ত্তন সম্বন্ধে আমাদের আর অধিক কিছুই বলিবার নাই। কীর্ত্তনের সুযোগ্য সম্পাদক মহোদয় ইতঃপূর্ব্বে 'বৈষ্ণব ও বিষ্ণুপূজক' গ্রন্থ লিখিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রীতি উৎপাদন দ্বারা শুদ্ধভক্তগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে সমাদৃত হইয়াছেন। Harmonist পত্রিকায় তাঁহার সুচিন্তিত প্রবন্ধগুলি মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হয়। এইবার কীর্ত্তনের প্রথম সংখ্যা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে উপস্থিত হইলে তিনি কীর্ত্তনের সম্পাদক মহোদয়কে যে আশীর্ব্বাদ পত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে কীর্ত্তনের সম্পাদক মহোদয় যে শ্রীশ্রীগৌরাবির্হিত সঙ্কীর্ত্তনের সুযোগ্যতা নিবন্ধন আসাম-প্রদেশে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের প্রধান স্তম্ভ তাহাও স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে; অধিকন্তু ঐ পত্রে যে সিদ্ধান্তধ্বনি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা পাঠে আমরা নিত্যকল্যাণের সুগম পন্থার সন্ধান পাইব, তাই নিম্নে 'আশীর্ব্বাদ-পত্র' শীর্ষে উহা প্রকাশিত হইল।

আশীর্ব্বাদ পত্র

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা
শ্রীজন্মাষ্টমী, ৪৪৬ গৌরাব্দ।

স্নেহবিগ্রহেষু—

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে আসামপ্রদেশে শুদ্ধভক্তির কথা প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু উহার পরবর্ত্তী সময়ের মলিনতার চিত্র বর্ত্তমানকালেও দেখা যায়।

মহাবদান্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অনুকূল ইচ্ছাক্রমে আসামদেশে সেই শুদ্ধভক্তির কথা ও চিন্ময় ভাবের কথার তপনরশ্মি আপনার সাহায্যেই আপনার উদ্যোগেই কিছুদিন হইতে বিকীর্ণ হইতেছে। আজ শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীতে সাময়িকপত্র "কীর্ত্তনে"র ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া সেই কৃষ্ণকথার সুমধুর প্রতিধ্বনিতে আমার কর্ণ ও হৃদয় পরিতৃপ্ত হইল। মহাবদান্য সঙ্কীর্ত্তনপিতা মানবকে যেরূপ উন্নতহৃদয় করিবার সঙ্কল্প করিয়া দয়া করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকীর্ত্তনের প্রবৃত্তি আপনাতে দেদীপ্যমান। ... কীর্ত্তনধ্বনি আসামের প্রত্যেক প্রান্তে, নগরে, প্রত্যেক গ্রামে এবং তদ্দেশবাসিগণের নিষ্কপট পূতহৃদয়ে প্রেমের প্লাবন দেখাইবে।

চারিশত বৎসরের পর এখন শ্রীচৈতন্যদেবের কথা অবিমিশ্র হরিকথা, আসাম প্রদেশের ঘরে ঘরে প্রচারিত হইবে জানিয়া হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতেছে। কীর্ত্তনধ্বনি সত্য সত্যই অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করাইবে। শ্রীগোপীজনবল্লভ গোপীদিগের ঋণে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার শ্রীগৌরলীলা প্রকাশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জগৎকে অতি অল্পই স্বীয় লীলা-কথা জানিতে দিয়াছেন। কিন্তু করুণাবতার শ্রীচৈতন্যদেব পরম দয়াপরবশ হইয়া শুদ্ধ হরিকথার দুর্ভিক্ষে পীড়িত জগতে মহাদানের পসরা খুলিয়া দিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজনগণের আর অন্য কোন কৃত্য নাই, কেবল মহাবদান্যের কৃষ্ণপ্রেম প্রদানের পসরা লইয়া দ্বারে দ্বারে বিতরণ; ইহাই তাঁহাদের প্রেমময় জীবনের জীবিকানির্ব্বাহের উপায়। বহির্জ্জগতের দ্রব্যসমূহ যাঁহারা স্বীয় ভোক্তা জ্ঞানে গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মল মূত্র বিসর্জ্জন করাই ফলস্বরূপে দৃষ্ট হয়, তাহাতে তাঁহাদের বহির্ম্মুখ শরীর ধারণমাত্র হইয়া থাকে। তাই বলিয়া বঙ্গদেশের অনভিজ্ঞ পাঠকগণ 'গৌড়ীয়'কে সাময়িক পত্র বিবেচনা করিয়া যে জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত করিয়াছেন, আসামের অধিবাসিগণ যেন তদ্রূপ অবিবেচনায় পতিত না হন।

গোলোকের চিন্ময় সন্দেশ বড়ই সুমধুর।—তিনি দেহমনের ভোগ্য বা আস্বাদ্য নহেন; তিনি—রস; তিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তির রস; সুতরাং সেই রসের আস্বাদনে ইহ জগতের ন্যায় বিসর্জ্জনীয় কোন বস্তু নাই। 'কীর্ত্তনে'র ভাণ্ডারের ধ্বনিতে যে নাম, যে চিন্ময়রূপ, যে চিন্ময় গুণ, যে চিন্ময় পরিকর-বৈশিষ্ট্য, যে চিন্ময়ী লীলা বর্ত্তমান আছে, তাহা জড় বৈষ্ণবাভিমানী ব্যক্তিদিগের প্রাপ্য না হইলেও সৌভাগ্যবন্তদিগের আয়ত্ত। কীর্ত্তনরস জড় কর্ণের আস্বাদ্য নহেন—জড় জিহ্বার আস্বাদ্য নহেন—জড় মনের চিন্তনীয় বিষয় নহেন; পরন্তু চিৎ কর্ণের—চিজ্জিহ্বার—চিন্মনের আস্বাদ্য। কীর্ত্তনরস বর্ণনে আমাদের অভীষ্টদেব শ্রীরূপ প্রভু ও [illegible] তদনুগ-গণ তাঁহারই কীর্ত্তন শুনিতে দিয়া কণ্ঠস্থ করিয়াছেন,—

"ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম [illegible] যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥"

সুতরাং জড় ভোগী বৈষ্ণবক্রবের কোন কথাই "কীর্ত্তনে" ধ্বনিত হইবে না, ইহাই আশা করি।

ইতঃপূর্ব্বে শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্মের প্রসারকল্পে সাময়িক পত্রিকা 'শ্রীসজ্জনতোষণী' ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে লোকলোচনে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অজ্ঞোপাসকসম্প্রদায়ের নানাপ্রকার বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া কএক বৎসর যাবৎ লোক-সমাজে আগমন করিতে না পারিলেও বর্ত্তমান ত্র্যধিক অর্দ্ধশতাব্দী পরেও পুনরায় ইংরাজী ভাষায় সেই 'শ্রীসজ্জনতোষণী' প্রচারিত হইয়াছেন, সম্প্রতি তাঁহার ত্রিংশ খণ্ড প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে "গৌড়ীয়"-নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রচারিত হইয়া গৌড় দেশের ভাষাভিজ্ঞ বহু মনীষীর নিকট শুদ্ধভক্তির কথাকে পরমাদরের বস্তু করিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার একাদশ বর্ষ চলিতেছে। শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে ছয় বৎসর পূর্ব্বে 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' প্রচারিত হইয়া প্রত্যক্ষ ভগবৎসেবা-বিমুখ মলিনহৃদয় বঙ্গবাসিগণের নির্ম্মলতা এবং সেবোন্মুখ বঙ্গভাষাবিদ্গণের হৃদয়ে আনন্দোৎসব বিধান করিতেছেন। বর্ত্তমানে তাঁহার সপ্তমবর্ষ চলিতেছে। বিগত বর্ষে শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় অধিবেশনক্ষেত্র নৈমিষারণ্য হইতে সাময়িক পত্র "ভাগবত" প্রকাশিত হইয়া হিন্দিভাষাভিজ্ঞ-জনগণের প্রতি পক্ষেই আনন্দবিধান করিতেছেন।

উৎকল দেশেও "পরমার্থী" ওড়ভাষাভিজ্ঞজনগণের হৃদয়ে শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের মনোহভীষ্টের সহায়তা করিতেছেন।

এক্ষণে আসামিয়া ভাষাভিজ্ঞ জনগণের শুদ্ধভক্তির কথা শুনিবার সুযোগ দিতে গিয়া আপনি "কীর্ত্তন" আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে মাদৃশ নগণ্যের কথা ও চিত্র-প্রদর্শন করিয়া দুইপ্রকার ফল সাধন করিতেছেন।

লজ্জাহীন আমি প্রতিষ্ঠাশার বশে আপনাদের নিকট সৌখ্য-সম্বর্দ্ধন লাভ করিয়া আত্মশ্লাঘান্বিত হইতেছি। কিন্তু যখনই বিশুদ্ধ হরিকথা "কীর্ত্তনে" ধ্বনিত হইতেছে ও হইবে মনে করিতেছি, তখনই আমার

(অতঃপর তৃতীয় পৃষ্ঠার শেষ স্তম্ভে দ্রষ্টব্য।)

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা ! স্মুবর্ণ সুযোগ ! !

ভক্তিরাজ্যে একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

সাধ্বীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-রচিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মোচ্ছ্বাস। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্চকে ছাপা ; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

গীত পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শ্লোকসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসম্বলিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে সুলাক্ষে মুদ্রিত হইয়াছেন। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ !

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির

১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন

বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয়টীকা ; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল-অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৷৵০

পারমার্থিক জগতে অভিনব অবদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি ?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কামানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মঠযোগ্য শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজস্তু শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিবদকৃচিবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২।০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাজনাথের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রোফেসর (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, মহাপ্রভুর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্যান, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য। বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বস্ত্র-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবাবিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, নামের ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-খানি পাঠ করিলে পারমার্থিক কোন বিষয়েই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনকলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নি-বেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৸৵০ দশ আনা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
৩। ভাষ্যত্রয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (নব সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
। গীতমালা ৴১০
। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) ৵০
। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
। শরণাগতি ৴০
। গীতাবলী ৴০
। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
। সাধনকণ ৴০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ কল্পতরু ৴০
৭২। গীতাবলী ১৲
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

আফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান

জে, বি, দত্তের চোকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অনশনে মাসাধিক কাল

পাটনা হইতে প্রকাশ, মছুয়ারী ও মৌনমিয়া ডাকাতির মামলার আসামীগণ যোগেন্দ্র, বালান সিং, রামপরীক্ষণ সিং এবং মহেন্দ্রপ্রসাদ প্রায় মাসাধিক কাল হইতে অনশন করিতেছেন। প্রকাশ, ভাগলপুর সেন্ট্রাল জেলে থাকার সময়ে খাদ্য, পরিধেয়, বাসের স্থান ও অন্যান্য বিষয়ে যে কুব্যবহার হইয়াছিল, তাহার প্রতিবাদকল্পে তাহারা অনশন আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রকাশ যে, তাহাদের প্রতি ডাক্তারেরীর ব্যবস্থা হইয়াছিল। অনশনের ষোল দিন পর এবং তাহাদের অভিযোগের প্রতীকার হইবার পূর্বেই তাহাদিগকে বাঁকিপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। হাজারিবাগ সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত যোগেন্দ্র শুকুল চিকিৎসকের ব্যবস্থানুযায়ী ডাক্তারেরী হইতে মুক্ত হইয়াছেন। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তাহার অন্যান্য অভিযোগের সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে জানাইবেন এই প্রতিশ্রুতি দিলে শুকুল ব্রত ভঙ্গ করেন। কিন্তু অপর অনশন ব্রতীরা এখনও ব্রত ভঙ্গ করে নাই বলিয়া জানা গিয়াছে। যোগেন্দ্র শুকুল সশ্রমসমেত ২২ বৎসরের জন্য কারাদণ্ডিত হইয়াছেন। গ্রেপ্তারের পর হইতেই তাহাকে ডাণ্ডাবেড়ী দেওয়া হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত এণ্ড্রুজের বিবৃতি

বর্ত্তমান যুগে ভারতের ইতিহাসে এই ঘটনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবে—কেননা ভারতের সকল স্থান হইতে অস্পৃশ্যতা দোষ সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইবে, এরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে। আমি আশা করি, কর্ত্তৃপক্ষ যে প্রকার তৎপরতার সহিত কাজ করিয়াছেন, তাহাতে শীঘ্রই যে গোলটেবিল বৈঠক বসিতেছে, তাহার সাফল্যের পক্ষে দেশের মধ্যে বিশ্বাস ও সহযোগিতা আনয়ন করিতে তাঁহারা চেষ্টা করিবেন। বর্ত্তমানে আমার এই একমাত্র … না যে, বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট ও … দেশের মধ্যে যে নিরর্থক দ্বন্দ্ব চলিতেছে, …র অবসান হউক এবং ভারতের নূতন … গঠনে সকল শক্তি একযোগে … প্রেমে অবতীর্ণ হউক।

চট্টগ্রামের ভীষণ কাণ্ড

…লা হইতে প্রকাশ, ব্যবস্থাপরিষদের … গত …শে সেপ্টেম্বর এই প্রকার … আলোচনা শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল যে, গান্ধীর স্বাস্থ্য অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া পড়ায় গবর্ণমেণ্ট হয়তো শীঘ্রই তাঁহাকে মুক্তিদানের কথা চিন্তা করিবেন। এখনও সরকারী মহল হইতে এই বিষয়ে কিছু জানা যায় নাই, তবে, এই প্রস্তাবটী একবারে বাজে বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর পরিষদে স্যার সি, পি, রামস্বামী আয়ার চট্টগ্রামের ভীষণ কাণ্ডের তীব্র নিন্দা করিয়া এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং বিপ্লবদের এই সমস্ত কার্য্যের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "আমরা পরিষ্কার করিয়া বলিতে চাই যে, আমার সন্ত্রাসগ্রস্ত হইয়াছি এবং এ সমস্ত কার্য্য ও উহার উদ্দেশ্যকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করিতেছি।"

স্যার হরিসিং গৌর স্যার আব্দার রহিম মিঃ মগ্যান (ইউরোপীয় দলের নেতা), মিঃ এ, এইচ গজনবী, মিঃ গয়াপ্রসাদ সিং প্রভৃতি এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া এই সমস্ত অনাচারের তীব্র নিন্দা করেন।

নোয়াখালীতে বন্যা

নোয়াখালী হইতে প্রকাশ, হাতিয়া দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত নলচিরা, আম গুল্লা চর এবং বুড়ীর চরে দুর্ভিক্ষের সংবাদ পাইয়া জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট তথায় গমন করেন। তথা হইতে ফিরিয়া তিনি বলেন যে,—উপসাগরের লবণ জলে এবং অতিরিক্ত বন্যার ফলে আউশ ধানের ভীষণ ক্ষতি হইয়াছে প্রমিকদের আমন ধান রোপনের পর আর কোনও কাজ থাকিবে না। তাহাদিগকে কাজ দিবার জন্য ব্যবস্থা করা হইলেও বর্ত্তমানে এত অধিক সংখ্যক লোককে কাজ দেওয়া সম্ভবপর নহে বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট আরও বলিয়াছেন যে, তিনি হাতিয়া দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীবর্গের সাহায্য কল্পে ৫০০০৲ টাকা পাঠাইয়া দিয়েছেন। উক্ত টাকা কর্জস্বরূপ হিসাবে থানার সার্কেল অফিসার এবং সার্কেল অফিসারের মারফৎ পীড়িতদিগের মধ্যে বিতরণ করা হইবে। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টদিগের নিকটও কিছু টাকা প্রেরিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত বাহিরের সাহায্যও একান্ত প্রয়োজন।

আসামীর কঠোর কারাদণ্ড

বিনা লাইসেন্সে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাগুলি রাখার অভিযোগে শ্যামসুন্দর পাণ্ডে নামক জনৈক লোককে স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খান বাহাদুর এম, ফজলুল করিম অস্ত্র আইনের ১৯ এফ এবং ২০ ধারানুযায়ী যথাক্রমে ৫ বৎসর ও তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন, দণ্ডভোগ একযোগে চলিবে। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে আপার চিৎপুর রোড দিয়া যাইবার সময় আসামীকে জোড়াসাঁকো পুলিশ একটি গুলীভরা পাঁচঘরা রিভলভার ও চারটী তাজা কার্ত্তুজ সহ গ্রেপ্তার করে। পুলিশ আসামীর শরীর তল্লাসী করিয়া উক্ত আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাগুলী পায়। পরে আসামী প্রদত্ত একটী জবানবন্দীর উপর নির্ভর করিয়া পুলিশ তাহার বাড়ী তল্লাসী করে। অনুমান ১৮টী কার্ত্তুজ ও কতকগুলি বিপ্লববাদমূলক পুস্তক, বিপ্লবীদের কতকগুলি ফটো এবং একটী কৃপাণ পায়। আসামী অপরাধ স্বীকার করে। ম্যাজিষ্ট্রেট প্রাপ্ত কাগজপত্র ও ফটোগুলি হইতে এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আসামী একজন বিপজ্জনক প্রকৃতির বিপ্লবী এবং সে কোন হীন কার্য্য সাধনের জন্য বাহির হইয়াছিল, ঐ গুলির দ্বারা তাহাই প্রতীয়মান হয়।

গান্ধীজীর বাণী

পুণা হইতে প্রকাশ, গান্ধীজীর জন্মতিথি উপলক্ষে সংবাদপত্র প্রতিনিধিগণ প্রেরিত এক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন লিপির এবং গোলটেবল বৈঠকে কংগ্রেস পক্ষের সহযোগিতার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন,—"সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনের জন্য ধন্যবাদ গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসপক্ষের সহযোগিতার কোন উপযুক্ত প্রস্তাব মানিয়া লইতে আমি পরমানন্দে রাজী হইব। এ বিষয়ে আমি শুধু 'উপযুক্ত' এই বিশেষণটীর উপর জোর দিতে চাই। আমি বার বার ঘোষণা করা সত্ত্বেও সকলের এ সত্য হৃদয়ঙ্গম হয় নাই যে, আমার অসহযোগিতা কেবলমাত্র সহযোগিতাকে সকল প্রকার হীনতা ও মিথ্যার গ্লানি হইতে পরিশুদ্ধ করার জন্য। কেননা আমার বিশ্বাস এই যে, এ সকল গ্লানি হইতে বিমুক্ত না হইলে সে সহযোগিতা, সহযোগিতা নামের যোগ্য হয় না, অতএব ব্যক্তিগত ভাবে আমি বলিতে পারি যে, উপযুক্ত সময় আসিলেই আমি আমার সবটুকু প্রভাব সহযোগিতার পক্ষেই নিয়োজিত করিব।"

অস্পৃশ্যতা পরিহার

গত সোমবার ১৯শে সেপ্টেম্বর বন্দর হইতে এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হয়। শোভাযাত্রীরা নৌকা করিয়া বন্দর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ গান্ধীজীর জয়ধ্বনি করিতে করিতে পরিভ্রমণ করে। মঙ্গলবার বাজারে দোকানপাট সব বন্ধ ছিল ও অনেকেই উপবাস করেন। বৈকালে সভা হয়। তাহাতে হিন্দু সমাজের তথাকথিত উন্নত অনুন্নত সকলেই সমবেত হইয়া গান্ধীজীর দীর্ঘ জীবন কামনা করেন। সভায় একটি কৈবর্ত্ত যুবক সমাগত সকলকে নারায়ণের চরণামৃত বিতরণ করে পরস্পরের আলিঙ্গনের পর সভা ভঙ্গ হয়।

খৃষ্টান নীতিতে নগ্নতা

ইউরোপে এবং আমেরিকায় নগ্ন নরনারীদের ক্লাব হইয়াছে, ইহা পাঠকগণ অবগত আছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার এই চরম বিকাশ শুধু বিকট নহে, বীভৎস। শুনা যাইতেছে, এইবার হাওয়া ফিরিতেছে। প্রুশিয়ার গবর্ণমেণ্ট জাতীয় জীবনে খৃষ্টাননীতি রক্ষার জন্য যে ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন, তদনুসারে প্রুশিয়ার এক কমিশনার সেখানকার পুলিশকে নরনারীর নগ্নতা-বিলাস দমনের জন্য উপদেশ দিয়াছেন। থিয়েটারে নগ্ন নরনারীর মিলন দৃশ্য প্রদর্শিত হয়; ক্লাবে নগ্ন নরনারী অবাধে মিশিয়া থাকে; এমন কি, দোকানে দোকানে খরিদ্দার আকর্ষণের জন্য অর্দ্ধনগ্ন নারী নিযুক্ত করা হয়; স্থানে স্থানে সাধারণ স্নানাগারেও অর্দ্ধনগ্ন যুবতী নারী নিযুক্ত হইয়া থাকে। আবার সুন্দরী নির্ব্বাচনের জন্য অর্দ্ধনগ্ন নারীর দলকে দর্শকদের সম্মুখে সার বাঁধিয়া চলিতে দেওয়া হইয়া থাকে। আমাদের দেশে যতই হতশ্রী বিসদৃশ হউক, সে দেশে ইহাই সভ্যতা। প্রুশিয়ান কমিশনার পুলিশকে এই সব বন্ধ করিতে হুকুম দিয়াছেন।

শ্রীযুত উপেন্দ্র বসুর মুক্তি

মধ্য কলিকাতার কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ বসু ৬ মাসকাল সশ্রম কারাদণ্ড ভোগের পর দমদম স্পেশ্যাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে বাঁকুড়ার শ্রীযুত আশু বিশ্বাস এবং কুমিল্লার শ্রীযুত ভক্তিরঞ্জন দাস পূর্ণ দণ্ড ভোগান্তে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

দক্ষিণ কলিকাতার শ্রীযুত অন্নদাচরণ চক্রবর্ত্তী গত ২৪শে তারিখ দমদম স্পেশ্যাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

সন্তরণে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব

প্রকাশ ১৩ই সেপ্টেম্বর এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ সন্তরণকারী রবীন চট্টোপাধ্যায় আলিগড়ের অচল পুকুরে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ সময় সন্তরণ করিয়াছেন। তিনি ৭১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট জলে ছিলেন। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ সময় সন্তরণকারী অপেক্ষা তিনি ২৪ মিনিট কাল অধিক সন্তরণ করিয়াছেন। তিনি ১০ই সেপ্টেম্বর প্রাতে ৭ টায় সন্তরণ আরম্ভ করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, } ১৯ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৬, ১৭ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ ৩রা অক্টোবর ইং ১৯৩২ সোমবার } ১৭৭তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যের প্রেম

(৪)

এই যে অহিংসা-ধর্ম্ম ভগবানের ভক্তেতে অনুস্যূত, এ জন্য তাঁ'দিগকে পৃথক্ চেষ্টা ক'রতে হয় না। কেন না কৈমুতিক ন্যায়ানুসারে বৃহৎ বস্তুতে ক্ষুদ্র বস্তু থাকবেই।

শ্রীচৈতন্যের প্রেমে প্রেমিক যাঁ'রা তাঁ'রা জগতের প্রকৃত উপকার করতে জানেন। গণসজ্জনিকা নিজ নিজ বহির্ম্মুখ রুচিতে যে 'জিনিষটা চায় সে জিনিষটা দিয়ে তাঁ'দের আপাত তৃপ্তি না ক'রতে পারলেও প্রেমিক ভক্তগণ তাঁ'দের চির উপকার ক'রে থাকেন। যেমন বটগাছের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মূল, শাখা, প্রশাখা কেটে দিলেও যায় না, আবার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেরূপ একজন আমি একজন বা কয়েকজনের দৈহিক বা মানসিক দুঃখ বা অভাব দূর করলাম, সেটা সাময়িকমাত্র—নিত্যকালের নয়। তাই প্রেমিক ভক্ত মূল প্রেমাভাব দূর ক'রে প্রেমের জলসেচন ক'রে জীবের নিত্যমঙ্গল বিধান ক'রে থাকেন।

চৈতন্যের প্রেম বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ, ধনী, দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলের উপরেও বর্ষিত হ'য়েছিল। সার্ব্বভৌমের মত বেদান্তশিক্ষাভিমানীর উপরেও যেমন বর্ষিত হ'য়েছিল, তেমনি মূর্খের উপরেও বর্ষিত হ'য়েছিল; আবার ষাট হাজার মায়াবাদী শিষ্যের গুর্ব্বভিমানী প্রকাশানন্দকেও যেমন শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমদ্বারা আকর্ষণ ক'রেছিলেন, তেমনি আবার ললিতপুরের দাম্ভিক সন্ন্যাসীর নিকট থেকেও ভিক্ষাগ্রহণ ক'রে তাকে কৃপা ক'রেছিলেন। চৈতন্যের প্রেম এমনি উদার।

এই শ্রীচৈতন্যের প্রেমে প্রেমিক যাঁ'রা, তাঁদেরও কৃপার অন্ত নাই। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতকার ব'লেছেন—'তবে লাথি মারো তার শিরের উপরে'। আমরা মনে করি, শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের বুঝি প্রেমের অভাব ছিল। অভাব আমার? না তাঁর? এমন প্রেমাবতার—প্রেমের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যানন্দকে যে স্বীকার করে না, তার মত ভাগ্যহীন আর কে আছে? জগতে এতবড় মন্দভাগ্য কে আছে, যে এই প্রেমের ঠাকুরকে স্বীকার করবে না? এই কথা জানাবার জন্যেই তাঁর ঐপ্রকার উক্তি।

শুকদেব কংসকে "ভোজানাং কুলপাংশব" ব'লেছেন। অনেকে মনে করেন, শুকদেব বুঝি গালি দেন, কিন্তু তাঁরা দুঃখ পেয়ে বলেন অহো! এমন ভাগ্যহীন কে আছে যে, এমন প্রেমের ধাম মহাবদান্যকে ভজনা না করে।

শ্রীচৈতন্যের প্রেমের বৈশিষ্ট্য—ইহার শেষ নাই। যাঁর হ'য়েছে তিনি বলেন—"আমার নাই ভক্তি কিছু।" প্রেম কখনও বলে না—আমি তৃপ্ত। প্রেম যতই পাওয়া যায়, ততই আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যায়, তৃপ্ত হওয়া যায় না, ইহাই প্রেমের স্বভাব।

অনেকে মনে করতে পারেন, মহাপ্রভু বেদান্তের কথা বলেন নাই। কিন্তু বেদান্ত কা'কে লক্ষ্য ক'রছেন? প্রেমকে। বেদান্ত অসদ্ বিষয় নেতি নেতি ক'রেছেন প্রেমের জন্য—প্রেমের সৌধ নির্ম্মাণ করবার জন্য। কেবল ত্যাগের কি সার্থকতা? অসুখ ভাল হ'য়েছে বললে সুস্থ লোকের মত আনন্দে বিচরণই বুঝতে হ'বে, ভাল হ'য়ে চুপ ক'রে বসে থাকা নয়। সেই প্রকার বেদান্তের নেতির বিচারেরও উদ্দেশ্য প্রেমাস্বাদন।

শ্রীচৈতন্যদেব রসময় পুরুষ—"রসো বৈ সঃ"। সেই রসের কথা—চৈতন্যের কথা পরম পরিপূর্ণ। মধুররসের পরিপূর্ণতা—প্রেমে। বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য যে প্রেমের কথার উদ্দেশ করেছেন, তাহাই চৈতন্যের প্রেম।

গৌড়ীয় মঠের ভক্তগণ ষোল আনা প্রেমের কথা বলতে চান, তাঁরা প্রেমের সঙ্গে অপর হেয় জিনিষ মিশ্রণ ক'রতে চান না। তাঁরা পরিপূর্ণ জিনিষটী দিতে চান, খাঁটি জিনিষটী দিতে চান। যে প্রেমের কথা শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন,—

"অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম,
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ, না হয় তবে বিয়োগ,
বিয়োগ হৈলে কেহ না জিয়য়॥"

লোকদেখান প্রেমিকের কথায় নহে—বুজরুকি দিয়ে লোক ঠকানো'র কথায় নহে; আমরা যদি সত্যসত্যই প্রকৃত প্রেমের বাতায় অনুপ্রাণিত হ'তে চাই, তা' হ'লে সত্যসত্যই চৈতন্যের প্রেমে প্রেমিক পুরুষ যাঁরা, তাঁ'দের চরণে শরণ নিতে হ'বে। প্রেমিক পুরুষের স্বভাব অপরকে প্রেম দিয়ে ধন্য করা। শ্রীচৈতন্যদেব ঝারিখণ্ড পথে প্রেমভরে নৃত্য করতে ক'রতে বনের পশু, পক্ষী, বৃক্ষলতাকে পর্য্যন্ত প্রেমে নৃত্য করিয়েছিলেন—ইহাই পূর্ণ অখণ্ড পরিপূর্ণ চৈতন্যের প্রেম।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২৪শে সেপ্টেম্বর শনিবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ এলাহাবাদ প্রবাসী শ্রীযুক্ত অভয়চরণ দে মহাশয়ের ভবনে গীতা সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তিনি এতৎপ্রসঙ্গে গীতার অধিকারী, শ্রীভগবান কর্ত্তৃক গীতার-কীর্ত্তনের কারণ, অর্জ্জুনের মোহ-কারণ, গীতার তাৎপর্য্য, শ্রদ্ধাবিহীনের গীতা পাঠের ফল, গীতার কর্ম্মযোগ, শরণাপত্তি প্রভৃতি বিষয় কীর্ত্তন করিয়া সমাগত শ্রোতৃবৃন্দের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারীর সুললিত কীর্ত্তন হইয়াছিল।

গত ২৫শে সেপ্টেম্বর এলাহাবাদ-নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল ঘোষ মহাশয়ের ভবনে গীতা সম্বন্ধে দ্বিতীয় বক্তৃতা প্রদান করেন। এতৎপ্রসঙ্গে তিনি শরণাগতি, গুরুতত্ত্ব, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতির ভক্তির উদ্দেশ্য ও সর্ব্বশেষে শরণাগতির বিষয় কীর্ত্তন দ্বারা সমগ্র গীতার তাৎপর্য্য সংক্ষেপে বর্ণন করেন। সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী গীতার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণে পরম সন্তোষ লাভ করেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	চাইবাসা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	নৈমিষারণ্য	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১ শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মথুরা
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	এলাহাবাদ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	নৈমিষারণ্য
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	এলাহাবাদ	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি প্রকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেবাবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি. বি. ৫১১৫

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ-ভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ বাসুদেব ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতিঃ, শ্রীপাদ জগবন্ধু দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিৎ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোদণ্ড, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালী দাসাধিকারী। শ্রীপাদ [illegible] দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এম, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, [illegible], সহকারী—শ্রী[illegible]দাস ভক্তি[illegible], শ্রীনরোত্তম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ সাউথ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবদন ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্গুড়িপোতা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভবানন্দদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটক পর্ব্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

সেব্যবিগ্রহ শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন।

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

চাঁদিনীবাজার, কটক।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনামসংকীর্ত্তন ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

দুর্গাকুণ্ড, চিরকুণ্ড, [illegible]।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া

এখানে বহু কৃষ্ণমূর্ত্তি শ্রীগোবিন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩১) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ,

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কভুর, ওটে গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচাঁদ দাসাধিকারী।

(৩৩) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঠালপাড়া, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

নীলাম ইস্তাহার

মোকাম কৃষ্ণনগর

প্রথম মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ১লা নভেম্বর (১৯৩২)

(১)

১৮৯ মনিজারী ৩২ দাবী ২৪৪৸৶৯

ডিঃ হরিনারায়ণ সেন দিং সাং মাটীয়ারী

দেঃ সত্যগোপাল মণ্ডল সাং ও পোঃ ঐ

কালীগঞ্জ থানায় মাটীয়ারী গ্রামে রামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় অধীন ৩৮৬ খতিয়ানের -১০শঃ জমির মধ্যে /৩৷ বাস্তু জমি ১,৫ জমাস্বায় ঘরবাড়ীসহ মূল্য ৫০৲

(২)

১৩৪১ মনিজারি ৩২ দাবী ১৫০৷৶০

ডিঃ যতীন্দ্রবালা দেবী সাং গোয়াড়ী

দেঃ বৃন্দাবন রাহা দিং সাং করকরিয়া পোঃ নাকাশীপাড়া

কৃষ্ণনগর থানায় করকরিয়া মৌজায় নৃসিংহপ্রসাদ পালচৌধুরী অধীন ১০৬ খতিয়ানের ৪-৫১ শঃ জমি ২৩৷৵৩ জমা ।০ আনা অংশের মধ্যে দেঃ /৬৷ = অংশ মূল্য ২০৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ঐ মালিক অধীন ১০৪ খতিয়ানের -৯শঃ জমি ১৶৯ জমার ।০ আনার অংশ মধ্যে দেঃ /৬৷ = অংশ মূল্য ৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ১০৫ খতিয়ানের ৮-৪৭শঃ জমি ২৬৷/০ উক্ত জমার ।০ অংশের মধ্যে দেঃ /৬৷ = অংশ মূল্য ১৫৲

৪। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ঐ মালিক অধীন ৫৫৩ খতিয়ানের ৪-৪০শঃ জমি ১২৷১০ জমার ।০ আনা অংশের মধ্যে দেঃ /৬৷ = অংশ মূল্য ১০৲

(৩)

১৩৪৩ মনিজারী ৩২ দাবী ২৩২৷৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ পাচুগোপাল দাস রাহা দিং সাং করকরিয়া পোঃ নাকাশীপাড়া

কৃষ্ণনগর থানায় করকরিয়া গ্রামে নৃসিংহপ্রসাদ সিংহ দিং অধীন ১০৬ খতিয়ানের ৪ ৫১শঃ জমি ২৩৷৵৩ জমার ।০ অংশের মধ্যে দেঃ ৵০ অংশ মূল্য ২৫৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ১০৪ খতিয়ানের -৯শঃ জমি ১৶৯ জমার ।০ অংশের মধ্যে দেঃ ৵০ অংশ মূল্য ৭৲

৩। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ঐ মালিক অধীন ১০৫ খতিয়ানের ৮-৪৭শঃ জমি ২৬৷/০ জমার ।০ অংশ মধ্যে দেঃ ৵০ অংশের মূল্য ২০৲

৪। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ঐ মালিক অধীন ৫৫৩ খতিয়ানের ৪-৪০ শঃ জমি ১২৷১০ জমার ।০ অংশের মধ্যে দেঃ ৵০ অংশ মূল্য ১৫৲

(৪)

৮৫৭ মনিজারী ৩২ দাবি ১০৩৻৩

ডিঃ তারাপদ সরকার দিং সাং পোড়াগাছা

দেঃ শ্রীমন্ত ঘোষ সাং কৃষ্ণনগর বাগাডাঙ্গাপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় নলদহ মৌজায় গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেরেস্তায় ২৫৮ খতিয়ানের ৩-৯৪শঃ জমি ৭৸৶৬ মধ্য স্বত্ব চিরস্থায়ী মোকররী জমা মায় সজল সম্বল সপ্রজা মূল্য ২৫৲

দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ১লা নভেম্বর ১৯৩২

(১)

৩৫৬ দেঃজারি ৩২ দাবী ৫৭৩৶৩

ডিঃ রাজকুমারী প্রফুল্লনলিনী দাসী মোং বেলপুকুর

দেঃ শান্তিলতা দেবী সাং কলাবাড়ী রামনগর পোঃ দামুরহুদা

ডামুরহুদা থানায় রামনগর গ্রামে মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিমিটেড অধীন ১৫৭ খতিয়ানের -৪২ শঃ ব্রহ্মত্তর জমি দেঃ ৷০ অংশের উপর ৪ কুঠারী পাকাঘর মায় সাজসরঞ্জাম, কাড়, বরগা ইত্যাদি মূল্য আঃ ১০০৲

২। কৃষ্ণগঞ্জ থানায় বিষ্ণুপুর গ্রামে হরিমতি দাসী দিং অধীন ৫৬৩ খতিয়ানের ২-২৩ শঃ জমি মায় আম্র, কাঠাল, বৃক্ষসহ মূল্য আঃ ৫০৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৪৪১ খতিয়ানের -১৪শঃ জমি বৃক্ষাদি সহ মূল্য আঃ ১০৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৩৭৩ খতিয়ানের ৩৪ শঃ জমি ১৶৮ জমা মায় আম্রবৃক্ষ ইত্যাদি সহ মূল্য আঃ ১০৲

(২)

১১৭৬ দেঃজারি ৩২ দাবি ৫১২৸৶৯

ডিঃ মোতেন হালসানা দিং সাং আমঝুপী

দেঃ জলিল বাপাড়ে দিং সাং মালুপাড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় আমঝুপী গ্রামে আশুতোষ হালদার দিং অধীন ৮১ খতিয়ানের ৩-০২শঃ জমি ১০৵০ পাহ জমা দেঃ ৷০ অংশ মূল্য আঃ ২০০৲

(৩)

১৩০৬ দেঃজারি ৩২ দাবী ৮৭৷৶৯

ডিঃ বিশ্বেশ্বর মণ্ডল দিং সাং প্রতাপপুর

দেঃ ভূষণ বৈষ্ণবী সাং মাঝদিয়া পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় মাঝদিয়া গ্রামে -৪৩শঃ ভিটাজমি। বাগান, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদিসহ

(৪)

৯১১ মণিজারী ৩২ দাবী ৪৫৫৸/০

ডিঃ আহাদি মণ্ডল সাং পাঁচপোতা

দেঃ মুহম্মদ মণ্ডল দিং সাং আমঝুপী পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বাগবেড়িয়া গ্রামে চেৎলাঙ্গিয়া ওয়ার্ডষ্টেট অধীন ২৯ খতিয়ানের ৯-৫৯ শঃ জমী ৩৯৷৬ জমা দেঃ ।/৬৷ = অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

(৫)

১০২৬ মণিজারী ৩২ দাবী ১২১৷০

ডিঃ মিছু মণ্ডল সাং বুড়টীতলা

দেঃ বাহাদুর মণ্ডল দিং সাং রাঙ্গিয়ারপোতা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামে ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় অধীন ২৩৬।২৩৮ খতিয়ানের ৬-১৯শঃ জমি ১০/৯ জমা দেঃ ।/৬৷ = অংশ মূল্য ৫০৲

(৬)

১০২৭ মণিজারী ৩২ দাবি ৫১৸৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ এবাদত মণ্ডল দিং সাং রাঙ্গিয়ারপোতা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামে ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় দিং অধীন ২৩৬।২৩৭ খতিয়ানের ৬-১৯শঃ জমি ১০/৯ জমা দেঃ ।/৬৷ = অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

(৭)

১১১৬ মণিজারী ৩২ দাবী ১৫২৵০

ডিঃ শচীন্দ্রনাথ হালদার সাং কলিঙ্গা

দেঃ আমিন মণ্ডল সাং কালিয়াদহ পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় কালিয়াদহ গ্রামে কমদুর্গাদাসী দিং অধীন ১৩৪ খতিয়ানের ৭-১২ শঃ জমি মোট ৫৭৶০ জমা দেঃ /১—অংশে ৪০/১৪।৵ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৮)

১১১৯ মণিজারি ৩২ দাবি ১০৯/০

ডিঃ সত্যচরণ বিশ্বাস দিং সাং বাগবাড়িয়া

দেঃ জুব্বার বিশ্বাস দিং সাং ঐ পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বাগবাড়িয়া গ্রামে বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া অধীন ৫৮ খতিয়ানের ৮-৯৪ শঃ জমি ৭৷৶৯ জমা দেঃ ।/৬৷ = অংশ মূল্য ৩৫৲

(৯)

১১৭৫ মণিজারি ৩২ দাবি ১২৬৷৯

ডিঃ বনমালি লাল দে সাং বেথুয়াডহরি

দেঃ কানাই লাল ঘোষ সাং রাজাপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় রাজাপুর গ্রামে শিবেন্দ্র নাথ সিংহ রায় অধীন ২৭৩ খতিয়ানের -৩৩ শঃ জমি ৸৶৬ রায়তী জমা মায় দালান ২ কুঠারী খড়ুয়া ঘর ১খানা সমেত আড়া, বরগা, দুয়ার জানালা ইত্যাদি মূল্য ৫০৲

(১০)

১১২৭ মনিজারি ৩২ দাবি ৩৯৷৶

ডিঃ অশ্বিনী কুমার বিশ্বাস মোং গোয়াড়ি

দেঃ কানাই লাল সিংহ রায় দিং সাং সোনাডাঙ্গা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় খিদিরপুর মধ্যে নৃসিংহ চন্দ্র পালচৌধুরী সরকারে ১২০ খতিয়ানের ৫৮-৭১শঃ জমি ১৭৸৵ মৌরশী জমা মূল্য ২৫৲

(১১)

৯৮৪ মনিজারি ৩২ দাবি ১৬৩৷/০

ডিঃ হেমন্ত কুমার রায় সাং খামপুর

দেঃ সুধীর কুমার গোস্বামী সাং হাউলিয়া পোঃ তেহট্ট

নাকাশীপাড়া থানায় চিবুড়িয়া মৌজায় দেবেন্দ্র সিংহ রায় অধীন ৪৫৭ খতিয়ানের ১১-৫০ শঃ নিষ্কর মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী জমি (অধিনস্থ খতিয়ান সহ) মূল্য ৫০৲

(১২)

১২২৫ মনিজারি ৩২ দাবি ৩২৪।০

ডিঃ কামিনী কুমার চট্টোপাধ্যায় সাং বিল্বগ্রাম

দেঃ অশ্বয় কুমার চট্টোপাধ্যায় সাং বিল্বগ্রাম পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় বিল্বগ্রাম মধ্যে ৪০৩ খতিয়ানের ২-৭২ শঃ নিষ্কর জমি বাগান সহ মূল্য ৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ৪২৭। ৪২০। ৪০৯। ৪১৯। ৪২২। ৪২১। ৪২৪। ৪২৩। ৪২২। ৪৩১। ৪০৭। ৪১০। ৪২৮ ৪৩২। ৪২৯। ৬১৬। ৬১৫। ৬১৮। ৪১৮। ৪১৪।৪০৬।৪১৭। ৪৫০ খতিয়ানের ২২-৩৩ শঃ নিষ্কর জমি মূল্য ৫০৲

(১৩)

২১৫ খাংজারি ৩২ দাবী ২৩।/৩

ডিঃ নৃসিংহ পালচৌধুরী সাং চকহাতীশালা

দেঃ কাদেরআলি সেখ সাং চণ্ডীপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় চণ্ডীপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৯ খতিয়ানের ৭-১৬ শঃ জমি উটবন্দি জোত মূল্য ১০৲

(১৪)

৪১৩খাংজারি ৩২ দাবী৩২৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ কালো সেখ দিং সাং চেঙ্গা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় ক্ষিদিরপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২২৮।২২৯ খতিয়ানের ৯৪০ শঃ জমি ৪।৫১০ জমা মূল্য ৫৲

(১৫)

৮৬৪খাংজারি ৩২ দাবী ১০৬৸৶৬

দেঃ পাচি বিবি দিং সাং চেঙ্গা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় চেঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৯০ খতিয়ানের ২৯-৩০ শঃ জমি মোট ৭০।১৭॥ জমা মধ্যে দেঃ ১০॥৶০ জমা মূল্য ২৭

(১৬)

৬১৮ খাংজারি ৩২ দাবী ৩০॥৬

ডিঃ [illegible] রায় বাহাদুর সাং খলিকাদি কাছারী [illegible]

দেঃ [illegible] মরবার সাং ধর্ম্মদা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় দহকুল্বা মৌজায় ডিক্রীদার অধীন ৫৫৮ খতিয়ানের ১-৩৫ শঃ জমি ৩।৫ জমা মূল্য ২০৲

(১৭)

৮৫২ খাংজারি ৩২ দাবী ৩৪৬৸৶০

ডিঃ রামমোহিনী দাসী সাং ভবানীপুর

দেঃ মেহের সেখ দিং সাং কাটরা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় কাটরা মৌজার ডিক্রীদার অধীন ২৬০।২৬১ খতিয়ানের ২৭ শঃ জমি ওটবন্দি জোত মূল্য ১০৲

(১৮)

৮৬৬ খাংজারি ৩২ দাবী ৩৯৸৶০

ডিঃ কানাই লাল সিংহ রায় সাং সোনাডাঙ্গা

দেঃ দাসামুদাস ঘোষ সাং বুড়িহুদা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বুড়িহুদা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৫৩ খতিয়ানের ১-৯৯ শঃ জমি ৫৶১০ জমা মূল্য ১০৲

(১৯)

৮৬১ খাংজারি ৩২ দাবী ৫০।৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ক্ষেপাচাঁদ কর্ম্মকার দিং সাং বুড়িহুদা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বুড়িহুদা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২২১।২৫২ খতিয়ানের ১-০৫ শঃ জমি ৸৴১। জমা মূল্য ১০৲

(২০)

৮৭৮খাংজারি ৩২ দাবী ৪২১৶৬

ডিঃ রাধানাথ রায় তরফদার সাং দারিয়াপুর

দেঃ শশীমুখী দাসী সাং শিবপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় শিবপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৪৬ খতিয়ানের ১-০৯ শঃ জমি ৫।৩ জমা মূল্য ১৫৲

(২১)

৯৫৮ খাংজারি ৩২ দাবী ১৮৲

ডিঃ শিতেন্দ্র নাথ সিংহ রায় দিং সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ [illegible] মণ্ডল দিং সাং বড়গাছি পোঃ কালীগঞ্জ

নাকাশীপাড়া থানায় বিক্রমপুর মধ্যে ডিক্রীদার অধীন ৩১৫ খতিয়ানের ৯৭শঃ জমি ৩৸১ জমা মূল্য ৫

(২২)

৯৬০ খাংজারি ৩২ দাবী ২২॥৬

ডিঃ ঐ

দেঃ উমাপদ বন্দোপাধ্যায় দিং সাং বিক্রমপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় বিক্রমপুর মধ্যে ডিক্রীদার অধীন ৮৬৮ খতিয়ানের ৭০ শঃ জমি অটবন্দী জোত মূল্য ২৲

(২৩)

৯৬১ খাংজারী ৩২ দাবী ২১০৶৬

ডিঃ মন্মথ পালচৌধুরী মোং কাছারী আমিনবাজার

দেঃ ফকিরচাঁদ সেখ দিং সাং গোয়াল-ডাঙ্গা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় লক্ষ্মীপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ২॥৷৷ জমি ২৸০ জমা মূল্য ৫

(২৪)

৯৬৩ খাংজারী ৩২ দাবী ১২৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ কেছমত মণ্ডল দিং সাং গোয়াল ডাঙ্গা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় লক্ষ্মীপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৪৪৮ খতিয়ানের ১।৪॥৶০ জমি ১৸৶১০ জমা মূল্য ৫৲

(২৫)

৯৬৫ খাংজারী ৩২ দাবী ১০৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ কালাচাঁদ মণ্ডল সাং ও পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মহৎপুর মধ্যে ডিঃ অধীন ১।৩ জমি ৩॥০ জমা মূল্য ৪৲

(২৬)

৯৬৬ খাংজারী ৩২ দাবি ২৩॥৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ শিশু বেওয়া সাং ও পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বাঙ্গালঝি গ্রামে ডিঃ অধীন ॥১৸৶ জমি খেজুর বাগান ১৫৲ নিরিখে মোট ৩৶৫ জমা মূল্য ২৲

(২৭)

৯৬৯ খাংজারী ৩২ দাবী ২১।৶৯

ডিঃ ক্ষিরোদ মুখোপাধ্যায় সাং মুড়াগাছা

দেঃ পদ দফাদার সাং ছোটকান্দোয়া পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় আদমপোতা মৌঃ ডিঃ অধীন ১৭০ খতিয়ানের ১০৮শঃ জমি ২।৶১০ জমা মূল্য ১০৲

(২৮)

৯৭৪ খাংজারি ৩২ দাবী ১১৭॥৶৯

ডিঃ কালানাথ দাসী দিং সাং ধাপারিয়া

দেঃ ছাবেত সেখ দিং সাং ঐ পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় [illegible] গ্রামে ডিঃ অধীন ১৩৩,১৩৪।১৩৫ ১৩৬ খতিয়ানের ১০ ৪৭ শঃ জমি ৮৸ জমা মূল্য ২০৲

(২৯)

৯৭৫ খাংজারি ৩২ দাবী ২৮॥৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ সুবাসী বেওয়া দিং সাং ধাপারিয়া পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় ধাপারিয়া মৌজায় ডিক্রীদার অধীন ৪৫৬ খতিয়ানের ২-২৬শঃ জমি ৩৸০১৫ জমা মূল্য ১০

(৩০)

৯৭৬ খাংজারি ৩২ দাবী ২০৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ রূপচাঁদ বেওয়া সাং ধাপারিয়া পোঃ নাকাশীপাড়া

চাপড়া থানায় ধাপারিয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৪৩৬ খতিয়ানের ১-৪৪ শঃ জমি ৩।৶১৫ জমা মূল্য ১০৲

(৩১)

৯৭৭ খাংজারি ৩২ দাবী ২৪৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ ভিতু নিকারী সাং ধাপারিয়া পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় ধাপারিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৭৯ খতিয়ানের ১-২৫ শঃ জমি ৩।০ জমা মূল্য ১০৲

(৩২)

৯৭৯ খাংজারি ৩২ দাবী ৪১৸৶০

ডিঃ জিতেন্দ্র প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সাং মুড়াগাছা

দেঃ মোমিন সেখ সাং পাটপুকুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় গিয়াষপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৮৭ খতিয়ানের ১-১৬শঃ জমি ৫৸৶০ জমা মূল্য ৫৲

(৩৩)

৯৮৯ খাংজারি ৩২ দাবী ১৭৷৩

ডিঃ শিবেন্দ্র নাথ সিংহ রায় দিং সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ দয়াল সেখ দিং সাং আড়পাড়া পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় আড়পাড়া মৌজায় ডিঃ অধীন ১০৮ খতিয়ানের -১৮ শঃ জমি ১॥৶১০ জমা মূল্য ৫৲

(৩৪)

৯৯০ খাংজারি ৩২ দাবি ১১৭॥৶৯

ডিঃ কানাই লাল চট্টোপাধ্যায় সাং রাণাঘাট

দেঃ স্মরণ কুমার মুখোপাধ্যায় দিং সাং মুড়াগাছা পোঃ ঐ

নাকাশীপাড়া থানায় লোহাগাছি মৌজায় ডিক্রীদার অধীন ৬৬২ খতিয়ানের অধিনস্থ খারিজান সহ ৪ ৬১ শঃ জমি ৮।৶৪ পত্তনি জমা মূল্য ২০৲

২। ঐ থানায় মুড়াগাছা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৮৯৩ ও অধিনস্থ খতিয়ানের ৩-২৪ শঃ জমি ৮।৶৪ পত্তনী জমা মূল্য ২০৲

(৩৫)

১০১৪ খাংজারি ৩২ দাবি ২৭৬৸৶৬

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেৎলাজিয়া মোং গোয়াড়ি

দেঃ অছিমদ্দি মণ্ডল দিং সাং ভগবানপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

চাপড়া থানায় টেংরা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৪ খতিয়ানের ৪-২৩ শঃ জমি ৩৸৶১০ জমা মূল্য ১০৲

(৩৬)

১০৩৮ খাংজারি ৩২ দাবী ২৫৶৩

ডিঃ মন্মথ পালচৌধুরী মোং আমিনবাজার কাছারী

দেঃ ভুলচাঁদ মণ্ডল দিং সাং গোয়াল ডাঙ্গা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় লক্ষ্মীপুর মধ্যে ডিক্রীদার অধীন ৪৫৩ খতিয়ানের ২।৩৶ জমি ৩।১ জমা মূল্য ২৲

(৩৭)

১০৩৯ খাংজারি ৩২ দাবি ৪১॥৩

ডিঃ ঐ

দেঃ হাজারী মণ্ডল সাং গোয়ালডাঙ্গা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় লক্ষ্মীপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩১৮ খতিয়ানের ৬৸৪৸৶ জমি ৬। জমা মূল্য ৫৲

(৩৮)

১০৪২ খাংজারি ৩২ দাবী ৩৯॥৩

ডিঃ গগন চন্দ্র বিশ্বাস সাং মাধবপুর

দেঃ কাতরাদি মণ্ডল দিং সাং পাটী পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় পাটুয়া মহালে ডিক্রীদার অধীন ১৭ খতিয়ানের ৭-৮৫ শঃ জমি ১১৲ জমা মূল্য ২৫৲

(৩৯)

১০৫০ থাংজারি ৩২ দাবি ২৫৸৶৯

ডিঃ শিবনারায়ণ ঘোষ দিং সাং মথুরাপুর

দেঃ সুরেন্দ্রনাথ মোদক দিং সাং ঐ পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় এলাঙ্গি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬৭—৬৯ খতিয়ানের -৩৫শঃ জমি ৩৸৮ জমা মূল্য ১০৲

(৪০)

১০৫৩ থাংজারি ৩২ দাবি ৮১।৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ছুরমত মণ্ডল সাং এলাঙ্গি পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় এলাঙ্গি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪২০ খতিয়ানের ১-৯৯ শঃ জমি পাটের জমি ২৷৹ নিরখে জমা মূল্য ২০৲

(৪১)

১০৫৫ থাংজারি ৩২ দাবি ৭১৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

চাপড়া থানায় এলাঙ্গি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪২১—৪২৫ খতিয়ানে ৯-৯৬ শঃ জমি ১৪।১১ জমা মূল্য ৪০৲

(৮২)

১০৫৯ থাংজারি ৩২ দাবি ৩১।/৩

ডিঃ সূর্য্যকান্ত দত্ত দিং সাং বড় আন্দুলিয়া

দেঃ রমজান মণ্ডল দিং সাং ঐ পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় বড় আন্দুলিয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৫২৩ খতিয়ানের ১-৩৯ শঃ জমি উটবন্দি জোত জমা মূল্য ৫৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫২৯ খতিয়ানের -৬৭ শঃ জমি উটবন্দি জোত জমা মূল্য ৫৲

(৮৩)

১০৬৫ থাংজারি ৩২ দাবি ২১৶৬

ডিঃ প্রমথনাথ সরকার সাং নবদ্বীপ

দেঃ ত্রৈলোক্য ঘোষ দিং সাং জামিরা-ডাঙ্গা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মহৎপুর গ্রামে ডিঃ অধিন ১১১২ খতিয়ানের ৩৪৸০৶ জমি ২৭৸৶০ জমা মূল্য ১৫৲

(৪৪)

১০৬৬ থাংজারি ৩২ দাবি ৪৫।/৩

ডিঃ কানাই লাল সিংহ রায় দিং সাং সোনাডাঙ্গা

দেঃ নিত্য নন্দ ঘোষ সাং বৃত্তিহুদা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বৃত্তিহুদা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৬৬ খতিয়ানের ২-৬০ শঃ জমি ৬৷৶৭৸ জমা মূল্য ১০৲

(৪৫)

১০৮৯ থাংজারি ৩২ দাবি ১৩৸৶৯

ডিঃ সরোজ রঞ্জন সিংহ মোঃ কাঁটাল-পোতা

দেঃ মহম্মদ মণ্ডল দিং সাং মুগিপোতা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় ডিগ্রী গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ১১৪।১১৫ খতিয়ানের -৭২ শঃ জমি ৩/৩ জমা মূল্য ৫৲

(৪৬)

১০৯০ থাংজারি ৩২ দাবি ২৩৶/৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

চাপড়া থানায় ডিগ্রী গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১১৩।১ খতিয়ানের ১-৭৭শঃ জমি ৬৸৮ জমা মূল্য ১০৲

(৪৭)

১০৯৮ থাংজারী ৩২ দাবী ৭৩৸/০

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী

দেঃ বয়তুল্লা মণ্ডল সাং পদ্মমালা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় পদ্মমালা গ্রামে ডিঃ অধীন ৭১৯ খতিয়ানের ৩-৯৪ শঃ জমি ১৪৸৶১৫ জমা মূল্য ২০৲

(৪৮)

১১০১ থাংজারী ৩২ দাবি ৩২৶৩/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ তাছের সেখ সাং শিকড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় শিবপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ২৫৯ খতিয়ানের ৩৶৩৶ জমা উট বন্দি জোত মূল্য ১০৲

(৪৯)

১১০২ থাংজারি ৩২ দাবি ৯৪৶৶০

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহরায় দিং সাং নাকাশীপাড়া .

দেঃ যুগল ঘোষ দিং সাং নিশ্চিন্তপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় নিশ্চিন্তপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৮৮ খতিয়ানের ৫-৯৮শঃ জমি ১৬৶৶০ জমা মূল্য ৫০৲

(৫০)

১১০৫ থাংজারী ৩২ দাবি ৪৬৶৶৬

ডিঃ মন্মথপালচৌধুরী মোং আমিনবাজার

দেঃ বেছের মণ্ডল দিং সাং পুখরিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় সোনাতলা মধ্যে ডিঃ অধীন ১৮৯ খতিয়ানের ৩া০৸৶ জমী ৮৶৶০ জমা মূল্য ১০৲

(৫১)

১১০৭ থাংজারী ৩২ দাবী ২৩৶৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

চাপড়া থানায় মহৎপুর মধ্যে ডিঃ অধীন ২১৪ খতিয়ানের ২৶৪৶৶ জমি ২৸৶৫ জমা মূল্য ৫

৫২

১১১১ থাংজারী ৩২ দাবী ৬২৶৯

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ ইজ্জত সেখ সাং পদ্মমালা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় পদ্মমালা গ্রামে ডিঃ অধীন ৫৯১ খতিয়ানের ১-৭০ শঃ জমী ১৫।৶০ জমা মূল্য ২০৲

(৫৩)

১১১২ থাংজারী ৩২ দাবী ২৬।০

ডিঃ ঐ

দেঃ ছাদেরালি সেখ সাং পদ্মমালা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় পদ্মমালা গ্রামে ডিঃ অধীন ৬৩১;৬৩১১ -খতিয়ানের ৫৫শঃ জমি উটবন্দি জোত মূল্য ৫৲

(৫৪)

১১৩০ থাংজারি ৩২ দাবি ৬৭৶/৯

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ সুবোধ সেখ দিং সাং কালীনগর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় বিক্রমপুর মধ্যে ডিক্রীদার অধীন ৬৮০ খতিয়ানের ৬-৯১শঃ জমি ৯৸৶০ জমা মূল্য ৪০৲

(৫৫)

১১৩৭ থাংজারি ৩২ দাবি ১৮৸৶৩

ডিঃ মন্মথ পালচৌধুরী সাং আমিন বাজার

দেঃ অমূল্য দাস সাং তিলকপাড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মহৎপুর মধ্যে ডিক্রীদার সরকারে ৶৪ জমি ২৷৶০ জমা মূল্য ২৲

(৫৬)

১১৩৮ থাংজারি ৩২ দাবী ১১৸৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

চাপাড়া থানায় মহৎপুর মধ্যে ডিঃ অধীন ১/৪ জমি ২৷৶৫ জমা মূল্য ৪৲

(৫৭)

১১৩৯ থাংজারি ৩২ দাবি ১৯/৩

ডিঃ কৈলাসকামিনী দেবী সাং বেতবাড়িয়া

দেঃ আকুল সেখ সাং ঐ পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ১১৩ খতিয়ানের ১০০১শঃ জমি উটবন্দি জোত মূল্য ৫৲

(৫৮)

১১৪০ থাংজারী ৩২ দাবী ২৬৷৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ হছু সেখ দিং সাং বেতবাড়িয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ২৫ খতিয়ানের ৪-৭৮শঃ জমি ৭৶০ জমা মূল্য ১৫৲

(৫৯)

১১৮৫ থাংজারি ৩২ দাবি ২১৲

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ কাছরণ বিবি দিং সাং হাটখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় শিবচন্দ্রপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১৩৫ খতিয়ানের ১৸৪৸ জমি ২৸৶১০ জমা মূল্য ৫৲

(৬০)

১১৯০ থাংজারি ৩২ দাবি ২২৭৶৩

ডিঃ রাখালদাস তরফদার সাং দ্বারিয়াপুর

দেঃ রাধানাথ বিশ্বাস দিং সাং শিবপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় শিবপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৮৫১।৪৫২ খতিয়ানের ২৩-৮৮ শঃ জমা ৪৪৸৶০ রায়তী জমা মূল্য ১০০৲

(৬১)

১২১৩ থাংজারি ৩২ দাবি ৯৶৶০

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ আমির কারিকর দিং সাং বিক্রম-পুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় বিক্রামপুর মধ্যে ডিক্রীদার অধিন ৬৪৩ খতিয়ানের ৭৭শঃ জমি উটবন্দি জমা মূল্য ৫৲

(৬২)

১২১৯ থাংজারি ৩২ দাবি ৩৫৸৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ কলম সেখ সাং কালীনগর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় বিক্রমপুর মধ্যে ডিঃ অধীন ১০৪।১ খতিয়ানের ১-১৪শঃ জমি প্রতিবিঘা ১৶০ নিরিখে জমা মূল্য ১০৲

(৬৩)

১২৩১ থাংজারি ৩২ দাবি ১৯৸৯

ডিঃ নিশাংশু ভূষণ রায় সাং ভীমপুর

দেঃ ছোবান মণ্ডল দিং সাং ঐ পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় ভীমপুর গ্রামে ডিঃ সরকারে ৮৪১ খতিয়ানের ১৸৩৶৶ জমি ২৸৶০ জমা মূল্য ১০৲

(৬৪)

১২৩৪ থাংজারি ৩২ দাবি ৪৬৸৶৩

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ রাখালদাস সিংহ রায় সাং নারায়ণপুর কুটীপাড়া পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় বিক্রমপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬৩১ খতিয়ানের ৩-১৪শ জমি উটবান্দ জোত মূল্য ২৫৲

(৬৫)

১২৭৪ থাংজারি ৩২ দাবি ২৫৸৶৹

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ ময়েজ সেখ সাং রাজিবপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় গোংরা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪০৯ খতিয়ানের -৮৫শঃ জমি ওটবান্দ জোত মূল্য ১০৲

(৬৬)

১২৯১ থাংজারী ৩২ দাবি ৩৬৸৶৹

ডিঃ শরৎকুমারী দাসী সাং পোড়াগাছা

দেঃ চন্দ্রভূষণ বিশ্বাস সাং কাঠরামোল্লম পোঃ কুড়ীগ্রাম জেলা রংপুর

চাপড়া থানায় কাকুরহুদা মৌজায় ডিক্রীদার সরকারে ৩২০ খতিয়ানের ১০শঃ জমি ৫।০ জমা মায় বাড়ীঘর জানালা প্রাচির ইত্যাদি সাজসরঞ্জামসহ মূল্য ২৫৲

(৬৭)

১২৯২ থাংজারি ৩২ দাবি ৪০৷৷৶৯

ডিঃ তারাপদ সরকার দিং সাং পোড়াগাছা

দেঃ এরাদআলি সেখ দিং সাং ডুমুরিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় কাকুরহুদা মৌজায় ডিক্রীদার অধীন ৬৭ খতিয়ানের ৪-৯১শঃ জমি ৯।৬ জমা মূল্য ২০৲

(৬৮)

১২৯৩ থাংজারি ৩২ দাবি ১৪।৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ কালীপদ বিশ্বাস দিং সাং কাকুরহুদা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় কাকুরহুদা গ্রামে ডিঃ সরকারে ২১৪ খতিয়ানের ৩৩শঃ জমি ১।০ রায়তী জমা মূল্য ৫৲

(৬৯)

১২৯৭ থাংজারি ৩২ দাবি ৪০৷৷৴৩

ডিঃ ত্রৈলোক্য নাথ কর্মকার দিং সাং কালিডাঙ্গা

দেঃ প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ দিং সাং কৃষ্ণনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

চাপড়া থানায় বালিডাঙ্গা গ্রামে ডিঃ সরকারে ৩৫০ খতিয়ানের ২-২৫শঃ জমি ৩৲ জমা মূল্য ৫৲

(৭০)

১৩৬০ থাংজারি ৩২ দাবী ৭৮।৩

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ আবদুলকাছেম মণ্ডল দিং সাং নওপাড়া পোঃ ঐ

নাকাশীপাড়া থানায় শালিগ্রাম মধ্যে ডিক্রীদার অধীন ৫০৬।৫০৭ খতিয়ানের ১৮-৭৭ শঃ জমি ২৭৷৷০ জমা মূল্য ৫০৲

(৭১)

১৩৮৭ থাংজারী ৩২ দাবি ২৭।৶৩

ডিঃ শরৎকুমারী দাসী সাং পোড়াগাছা

দেঃ পানুজানবেচ্ছা বিবি সাং কৃষ্ণপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় জলকর মথুরাপুর মৌজায় ডিক্রীদার সেরেস্তায় ১০ খতিয়ানের -৬৪শঃ জমি ৩৷৷০ জমা মূল্য ৫৲

(৭২)

২২ থাংজারি ৩২ দাবী ৩১৮৶৩

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী মোঃ কৃষ্ণনগর

দেঃ প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় দিং মোং কুষ্টীয়া পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় হাতীশালা গ্রামে ডিঃ অধীন ৯৭৭ খতিয়ানের ও অধীনস্থ ৯৭৬ক—১০০০ খতিয়ানের ৪৩-২৫ শঃ জমি ৩২৷৷৶১০ জমা মূল্য ১০০৲

(৭৩)

৯০৭ থাংজারি ৩২ দাবি ২১৸৶৩

ডিঃ নৃসিংহপ্রসাদ সিংহ দিং সাং হাতীশালা

দেঃ ভুলন সেখ সাং ও পোঃ হাতীশালা

চাপড়া থানায় হাতীশালা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১১৯৮।১২৩৫ খতিয়ানের -৭৯শঃ জমি প্রতি বিঘা ১৷৷৴ নিরিখে জমা মূল্য ১২৲

(৭৪)

৯৪৭ থাংজারি ৩২ দাবি ২৭৸৩

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া মোঃ গোয়াড়ী

দেঃ শক্তিভূষণ রায় দিং সাং কুড়ালীগাছি পোঃ ডামুরহুদা

চাপড়া থানায় ডাংলা গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন অধীন ৭।৶০ জমি ওটবন্দি জোত মূল্য ১০৲

(৭৫)

৯৬৪ থাংজারী ৩২ দাবী ৯৮।৹

ডিঃ মন্মথ পালচৌধুরী সাং আমিন বাজার

দেঃ সবদুল মণ্ডল দিং সাং ও পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া শামিল বাঙ্গালঝি গ্রামে ডিঃ অধিন ১০২ খতিয়ানের ৭৷৷০৬০ জমি ১৮৲ জমা মূল্য ২০৲

(৭৬)

১০২৩ থাংজারি ৩২ দাবী ২০৷৷৩

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ দিং সাং কাঠালপোতা

দেঃ ছাদের হালসানা সাং কালিয়াদহ পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় কালিয়াদহ গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৯ খতিয়ানের ১-২৪শঃ জমি ওটবন্দি জোত জমা মূল্য ৭৲

(৭৭)

১১৩৬ থাংজারি ৩২ দাবি ৯১৴৩

ডিঃ মন্মথপালচৌধুরী সাং আমিন বাজার

দেঃ পঞ্চারাম দাস কালান্তরে দিং সাং তিলকপাড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মহৎপুর মধ্যে ডিক্রীদার সরকারে ৩৭৯১ খতিয়ানের ৮।০৬৮/০ জমি ১৬৷৷৶০ জমা মূল্য ১৫৲

(৭৮)

১১৪২ থাংজারি ৩২ দাবি ১৩।৶৬

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ দিং সাং কাঠালপোতা

দেঃ ছাদের হালসানা সাং কালীয়াদহ পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় কালীয়াদহ মৌজায় ডিক্রীদার ও জয়দুর্গা দাসী দিং অধীন ৪২ খতিয়ানের ১-০২শঃ জমি ওটবান্দ জোত জমা মূল্য ৪৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ঐ মালিক অধীন ৩৮ খতিয়ানের ৪-৬২শঃ জমি ওটবান্দ জোত জমা মূল্য ৪৲

(৭৯)

১১৬৪ থাংজারি ৩২ দাবি ৩৫।০

ডিঃ বাসুদেব ব্রহ্ম দিং সাং গুটীয়াখালি

দেঃ সরিয়ৎ ফকির সাং তরণীপুর পোঃ তেহট্ট

চাপড়া থানায় সোনপুকুর মৌজায় ডিক্রীদার অধীন ৩০৬।৩০৬১, ৩০৬২, ৩০৬৩, ৩০৬৪ খতিয়ানের ২-৯৭শঃ জমি ৯৷৷৶৩ জমা মূল্য ২০৲

(৮০)

৭৯৬ মনিজারি ৩২ দাবি ৯১৸৶০

ডিঃ গৌরচন্দ্র দে সাং বড় আন্দুলিয়া

দেঃ ভোলাই সেখ দিং সাং সোনপুকুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় সোনপুকুরিয়া মৌজায় জয়দুর্গা দাসী দিং অধীন ১৬৯ খং ১২ একর জমি ওটবান্দি জোত জমা মূল্য ২০৲

(৮১)

১২৮৪ মনিজারি ৩২ দাবি ১৭৫৸৶০

ডিঃ বীণাপানি দাসী সাং বহিরগাছি

দেঃ দুর্গাদাসী সাং পলিয়ানপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় কৃষ্ণদেবপুর মৌজায় আকুল মণ্ডল দিং সেরেস্তায় ২১৬ খতিয়ানের -১৬শঃ জমি ।০ জমা মায় বাড়ীঘর মূল্য ৫৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে সত্যগোপাল রায় দিং অধীন ২২৩—২২৭ খতিয়ানের ০-৭৮শঃ জমি ৩৮৩ জমা দেঃ ৷৷০ অংশ মূল্য ২৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ব্রজেন্দ্র গোপাল রায় দিং অধীন ১৯১।১৯২ খতিয়ানের ৬-৪৯শঃ জমি ১০৷৷৶৩ জমা দেঃ ৷৷০ অংশ মূল্য ৩০৲

মহাত্মা গান্ধীজীর অবস্থা

পুণা হইতে প্রকাশ, গান্ধীর শারীরিক অবস্থার উন্নতি আশাজনক। কিন্তু ইতোমধ্যেই তাঁহার শরীরের ওজন ২ পাউণ্ড বাড়িলেও ও রক্তের চাপ অল্প কমিয়া যাইলেও তাঁহার যে সকল বন্ধু গত ২৮শে সেপ্টেম্বর তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিতেছেন, গান্ধীজী এখনও খুব দুর্বল আছেন। যখনই তাঁহার এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার প্রয়োজন হয়, তখনই ষ্ট্রেচারের সাহায্যে লইতে হইতেছে। গত ২৮শে সেপ্টেম্বর তিনি দুগ্ধ পান করেন নাই। সম্ভবতঃ এখন তাঁহাকে দুগ্ধ পান করিতে দেওয়া নিরাপদ বিবেচিত হয় নাই। গত ২৮শে সেপ্টেম্বর পূর্ব্ব ২ দিনের মত তিনি কমলা লেবুর রস পান করেন নাই, কমলা লেবু খাইয়াছিলেন।

দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও গান্ধীজী বিশেষ প্রফুল্ল আছেন।

সিংহলবাসী ভিক্ষুর অনশন

এন, জি, ইউ চন্দ্রশ্রী একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু ও তিনি কলম্বোর বিদ্যোদয় ওরিয়েণ্টাল কলেজের ছাত্র। গান্ধীর উপবাসের সংবাদ পাইয়া ২০শে সেপ্টেম্বর হইতে গান্ধীজীর সহিত তিনি উপবাস আরম্ভ করেন। ২০শে সেপ্টেম্বর সকাল হইতে আহার ত্যাগ করিয়া ২২শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিবার পর কলেজের অধ্যক্ষ ও সহকারী অধ্যক্ষ তাঁহাকে এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করেন। পাছে তাঁহাদের উপর কোন অত্যাচার হয়, এই ভয়েই তাঁহারা তাঁহাকে ঐরূপ অনুরোধ করিয়াছিলেন। সুতরাং বাধ্য হইয়া তাঁহাকে উপবাস ত্যাগ করিতে হয়। তিনি উপস্থিত ভালই আছেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

- ১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
- ২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
  - প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
  - একাদশ স্কন্ধ হ তে প্রতিখণ্ড ।৶০
- ৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
- ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)
- গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
- । গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶০
- । ভজনরহস্য ॥০
- শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
  - ঐ (আবাঁধা) ৸০
- গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
  - ঐ (বাঁধা) ২৲
  - ঐ (আবাঁধা) ১৸০
- । গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
  - ঐ (বাঁধা) ২৲
  - ঐ (আবাঁধা) ১৸০
- গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
- যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ, (মাধ্ব) ২৲
- । বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
- । জৈবধর্ম্ম
- । শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
- । গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
- । প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
  - ঐ (বাঁধা) ৸০
- । শ্রীগৌড়ীয়দর্শন ৶০
- । সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
- । গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
  - ঐ (আবাঁধা) ৷৶০
- । নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
- । ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
- । গীতমালা ৴১০
- । নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
  - ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
- । নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) ৶০
- । শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
- । শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷০
- । শরণাগতি ৴০
- । গীতাবলী ৴০
- । চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
- । সাধনকণা ৴০
- । প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
- । নবদ্বীপশতক ৴০
- ৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
- ৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
- ৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
- ৩৮। অর্চ্চনকণ ৷১০
- ৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
  - ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
- ৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৲
- ৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
- ৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
  - ঐ (আবাঁধা) ৸০
- ৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ৷০
- ৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
- ৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ৷০
- ৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
- ৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
  - ঐ (আবাঁধা) ১৸০
- ৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
- ৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷০
- ৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
- ৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
- ৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

- ৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
- ৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ৷০
- ৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
- ৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
- ৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
- ৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

- ৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
- ৬০। নামভজন ৷০
- ৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ডস্ ৷৶০
- ৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
- ৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
- ৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
- ৬৫। দি ভাগবত ৷০
- ৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ৷০
- ৬৭। ব্রহ্ম সংহিতা ১॥০
- ৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

- ৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
- ৭০। সাধন পথ ৷০
- ৭১। কল্যাণ কল্পতরু ৴০
- ৭২। গীতাবলী ১৲
- ৭৩। শরণ ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

- ৭৪। কল্যাণ কল্পতরু ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৲৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴০।

৩। **নিত্যারমনিষ্ঠ বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপ্রণবমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।৵০ আনা, পাইট ॥৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

আফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকান্ত লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্ক্‌স্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা!! স্বর্ণ সুযোগ!!

ভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপণপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত ভক্তিরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন ক্রয় করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গ্রথিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মঞ্জরী। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের মূলব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসম্বলিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲।

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত দশের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতি অল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় পর সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম্ম ও বিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৵০

পারমার্থিক-জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

কৃপাম্বুধিবর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগতগণের নিকট যে-সব পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম নিয়মাগ্রহ-বিচার', 'পাষণ্ড, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক জীবনের কর্ত্তব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'দস্যুব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গোষ্ঠীর কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘনে অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি', 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনে প্রতিকূল'—প্রভৃতি বিবিধ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মার প্রবোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মুক্ত-নির্ঝর

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, ... ধর্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসভারতী, পাঞ্চরাত্রিকী ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজ... প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মা...

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, ... শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ ... মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রী... ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগ... পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌর... ও কৃষ্ণকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূ... ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্য... শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীগী... আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নি... —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব প্রবর্ত্তনে ... অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষয়... শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নি... বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য ... সহ কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

টেলি — শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈনিক

Reg No C1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
বর্ত্তমান সংখ্যা ৵০

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড । সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি । ১৭৮তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৮ই আশ্বিন মঙ্গলবার ১৩৩৯, ৪ঠা অক্টোবর ১৯৩২

মথুরায় শ্রীল প্রভুপাদ

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের দীপ্তিমান্ ভাস্কর, বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ প্রভুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ বিশ্বের দ্বারে দ্বারে ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার সোপানের নিমন্ত্রণ আহ্বান প্রেরণ করিয়া গত ১লা অক্টোবর শনিবার অপরাহ্ণ ৪-১০ মিনিটের সময় ৭নং আপ্ ট্রেণে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেক্রেটারী আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন, শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম ট্রাষ্টি পণ্ডিত প্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ, কটক রেভেন্সা কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ ভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতধাকর সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের অধ্যাপক শ্রীপাদ যতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম-এ ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, উকীল শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ বি-এল 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বর রায় ভক্তিবিজয়, শ্রীপাদ গোপালচন্দ্র রায় ভক্তিরত্ন প্রমুখ দ্বাবিংশ অনুগামী জনসহ মথুরা যাত্রা করিয়াছেন। হাবড়া ষ্টেশনে বহু সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া আচার্য্যবর্য্যের শ্রীপাদপদ্মে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও নবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ ঘোষ রায় এম-এ প্রাজ্ঞ বেদান্তভূষণ মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণবন্দনা করিয়া গলদেশে সুরম্য পুষ্পমাল্য পরাইয়া দেন। সহস্রকণ্ঠোত্থিত গুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনির মধ্যে ট্রেণটী জগদ্গুরুবরের শ্রীপাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিয়া ব্রজমণ্ডল অভিমুখে যাত্রা করিয়া তৎপর দিবস যথাসময়ে 'হাথরাস্' ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। পথিমধ্যে 'বেনারস' ও 'এলাহাবাদ' প্রভৃতি ষ্টেশনে অনেক ভক্ত শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ বন্দনা করেন। 'হাথরাস' ষ্টেশনে বহুসংখ্যক লোক সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদকে সাদর সম্বর্দ্ধনা করেন। তত্র স্থান হইতে তিনি মোটরযোগে মথুরার 'দাম্পিয়ার পার্কে' 'বলদেওবিলাস' ভবনে শুভ পদার্পণ করিয়াছেন।

'স্বদেশের পথে'

(শ্রীপাদ ভক্তিগৌরব দাসাধিকারী)

আয়! আয়!! আয়!!! ডাকেন নিতাই,
ঘরের ছেলে ফিরে ঘরে চল রে।
ত্যজিলা স্বদেশ এসেছ বিদেশ
স্বদেশের পথে ফিরে এস রে॥
মায়াদের স্বদেশ নিত্যানন্দ-দেশ
নিরানন্দ দেশে আর কেন রে।
জড়ানন্দ আশে বদ্ধ মায়া-পাশে
চিরানন্দ-দেশে ছুটে চল রে॥
ভুলি নিজদেশ ধায় পরদেশ
বিদেশে স্বদেশ-ভ্রম হ'ল রে।
অনাদি চক্রে এ মর জগতে
লক্ষ লক্ষ জন্ম বৃথা গেল রে॥
এক দুই করি' কত দিন ধরি'
যুগ যুগান্তর হ'য়ে গেল রে।
কৃমি কীট হ'তে নরাদি রূপেতে
বিভিন্ন যোনিতে যাপ কাল রে॥
জননী-জঠরে জন্ম প্রতি বারে
গরভ-যন্ত্রণা সহি কত রে।
পড়ি ভবকূপে মৃত্যু অন্ধ কূপে
ত্রাহি ত্রাহি করি অবিরত রে।
আছ নির্ব্বাসনে ভব-আন্দামানে
ত্রিদগ্ধ পরবশে সহি কত রে।
(তাই) জীব-দুঃখ হেরি, নররূপ ধরি,
হরিজন ভবে সমাগত রে॥
স্বদেশ নির্দ্দেশে শ্রীহরি নিদেশে
স্বদেশ-সন্দেশ প্রদানিতে রে।
স্বদেশের বাণী সুমধুর ধ্বনি
শ্রুতকর্ণ-দ্বারে জীবে দিতে রে॥
সবার স্বদেশ স্বরূপের দেশ
কৃষ্ণলীলা-দেশ বৃন্দাবন রে।
বিরূপের দশে ভ্রম মায়া বশে
অমৃতের দেশ তব স্থান রে॥
গৌরানুসরণে গৌরজন-সনে
বৃন্দা-বিপিনে ছুটে এস রে।
সংসার-সাগর গরল-আকর
ত্যজি' ব্রজভূমে লুটে পড় রে॥
ব্রজের বিপিনে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে
কৃষ্ণ বলি দাও গড়াগড়ি রে।
দ্বাদশ কাননে কীর্ত্তনে ভ্রমণে
ভাগ্যবান যাবে তায় রে॥
চৌরাশি লক্ষের জনম করম
সুদৃঢ় বন্ধন ছিন্ন হবে রে।
চৌরাশি ক্রোশ ব্রজপুর দেশ
পরিক্রমি নিজ দেশে যাবে রে॥
এই শুভ যোগ সুবর্ণ সুযোগ
এ যোগ হারালে আর নয় রে।
(ওহে) পথের পথিক 'স্বদেশের যাত্রী'
'স্বদেশের পথে' ছুটে এস রে॥

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্যোগে
আগামী ২৩শে আশ্বিন বিজয়া-দশমী হইতে
মাসাধিকব্যাপী চৌরাশি-ক্রোশ
বিরাট্ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
মথুরাকে কেন্দ্র করিয়া আরম্ভ হইতেছে
যাত্রিগণের জন্য স্থান ও প্রসাদের বন্দোবস্ত থাকিবে

কলিকাতা হইতে যাতায়াতের ভাড়াসমেত ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার ব্যয় বাবদ যাত্রিগণের জন প্রতি সমর্থপক্ষে ১০০৲ (যাতায়াত ২৫৲ + পরিক্রমার বাবদ ৭৫৲) টাকা এবং অসমর্থ পক্ষে ৫০৲ (যাতায়াত ২৫৲ + পরিক্রমার জন্য ২৫৲) টাকা লাগিবে। ২০শে আশ্বিনের মধ্যে কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হউন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	চাইবাসা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	নৈমিষারণ্য	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১ শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মথুরা
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	এলাহাবাদ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	নৈমিষারণ্য
৬। শ্রীভক্তিসর্বস্ব গিরি	এলাহাবাদ	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন-নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে জন্মোৎসবাদি শুভকার্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেব্যবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৫১১৫

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতি, শ্রীপাদ জগজ্জীবন দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃত দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীভক্তবান্ধব দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীকেশবগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোদণ্ড, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালি দাসাধিকারী। শ্রীমান দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

(৭) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভাককুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ সাউথ মালাকা প্রয়াগ ষ্টেট, পি

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাহ্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীসনাতনদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

সেব্যবিগ্রহ শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন।

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

চাঁদনীবাজার, কটক।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুঁচুড়া, চিরকুণ্ড, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, কাবড়া

এখানে বড় কুঞ্জমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

মধ্য গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

সহকারী---ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ।

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) বালগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

নীলাম ইস্তাহার

মোকাম কৃষ্ণনগর
প্রথম মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৮ই নভেম্বর(১৯৩২)

(১)

১০০১ মনিজারী ৩২ দাবি ১২১৭।/৬

ডিঃ গিরীশচন্দ্র নন্দী দিং সাং যশড়া

দেঃ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য দিং সাং পালপাড়া পোঃ চাকদহ

চাকদহ থানায় ঘেটুগাছি গ্রামে মহারাজ কুমার সৌরিশ কুমার রায় বাহাদুর অধীন ৮২ খতিয়ানে এবং জাগুলী মৌজায় ৫১৭ খতিয়ান ও গোটরা মৌজায় ৫৬০ খতিয়ান ভুক্ত জমি ৪০০।৴৬ মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী মোকররী পত্তনী জমা দেঃ ৵১৩।— অংশ মূল্য ২০০৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজাত্রয়ে ৮৩।৫৬১ ৫১৬ খতিয়ানের ৪০০।৵৬ জমা দেঃ ৵১৩।— অংশ মূল্য ২০০৲

(২)

১০৭১ মনিজারি ৩২ দাবী ১৮০।৶৬

ডিঃ শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং গঙ্গাটিকুরী

দেঃ মৃত্যুঞ্জয় মোদক সাং কালীগঞ্জ পোঃ ঐ

কালীগঞ্জ থানায় নিজ কালীগঞ্জ মধ্যে ১২৬ খতিয়ানের ৪-১৬ শঃ জমি ১৬।৵১২৷৷ জমা ব্যোমকেশ সান্যাল সেরেস্তায় দিতে হয় মূল্য ৫০৲

(৩)

১১২৯ মনিজারী ৩২ দাবী ৩১৯৶৩

ডিঃ কৈলাস কামিনী দেবী সাং দেবগ্রাম

দেঃ এলাই বক্স মণ্ডল সাং গহরাপোতা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় দেবগ্রাম মৌজায় কালীদাসী দাসী সেরেস্তায় ২৮৬৩ খতিয়ান ভুক্ত ৭-৫৮শঃ জমি ১২৬৶০ জমা দেঃ ।৴৬।— অংশ মূল্য ২৫৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজায় রাসবিহারী মণ্ডল দিং অধীন ২৪১৬।২১৯১ খতিয়ানের ২-৪২ শঃ জমি ৪।৵১৫ জমা দেঃ ।৴৬।— অংশ মূল্য ১০৲

৩। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ঐ মালিক অধীন ১৭৯৯ খতিয়ানের ৮-১৫ শঃ জমি প্রতি বিঘা ।।৴৬ হিসাবে জমা দেঃ ।৴৬।— অংশ মূল্য ১৫৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে অবনীকুমার চক্রবর্ত্তী অধীন ৩০০৯ খতিয়ানের -৪৮শঃ জমি ।।৶৮ জমা দেঃ ।৴৬।— অংশ মূল্য ২৲

(৪)

১১৮৭ মনিজারী ৩২ দাবি ১০৮।।৴৩

ডিঃ সিটি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক কৃষ্ণনগর

দেঃ দুলালচন্দ্র ঘোষ সাং কৃষ্ণনগর পোঃ ঐ

কোতয়ালি থানায় নিজ কৃষ্ণনগর সহরে মল্লিকপাড়ায় নদীয়ার মহারাজাধীন ৭৭৩ খতিয়ানের ।১ কাঠা জমি ১৷৷০ জমা মায় তদুপরিস্থ পাকা পায়খানা কোটাঘর সাজসরঞ্জাম সহ মূল্য ৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ সহরে ৩৫৯৭—৩৫৯৯ খতিয়ানের -৪৫শঃ ব্রহ্মত্তর জমি মায় পুষ্করিণী স্বজল স্বস্থল দেঃ ।।০ অংশ মূল্য ২০৲

(৫)

১১৯৩ মনিজারী ৩২ দাবী ৩৪।।৶৩

ডিঃ চণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায় সাং দেবগ্রাম

দেঃ আলি নোয় জগীর সাং পানীঘাটা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় পানিঘাটা মৌজায় সতীশচন্দ্র রায় দিং অধীন ১৬ খতিয়ানের ১২-৩১ শঃ জমি ভটবন্দি জোত দেঃ ।৶৬।।= অংশ মূল্য ১০৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজায় কুসুম কুমার মুখোপাধ্যায় অধীন ১১৭৩ খতিয়ানের -৬৫শঃ জমি ভটবন্দি জোত দেঃ ।।৴৬।। = অংশ মূল্য ৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ঐ মালিক শ্রীসতীশচন্দ্র রায় অধীন ১৩ খতিয়ানের --৫শঃ জমি ১৴০ জমা দেঃ ।।০ অংশ মূল্য ২৲

৪। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ঐ অধীন ১৭ খতিয়ানভুক্ত -১৯ শঃ জমি ২।।৶৩ জমা দেঃ ।।০ অংশ মূল্য ৫৲

৫। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ঐ অধীন ১৫ খতিয়ানের --৪ শঃ জমি ।।৶ জমা দেঃ ।।০ অংশ মূল্য ৫৲

(৬)

১১৯৪ মনিজারি ৩২ দাবি ৩৬।।৬

ডিঃ ঐ

দেঃ মকরিম সেখ খাঁ সাং পানীঘাটা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় পানীঘাটা মৌজায় কালী বিবির অধীনে ৫৫ খতিয়ানের --৪শঃ জমি ।।০ জমা দেঃ ।।০ অংশ মূল্য ৫৲

(৭)

১১৯৫ মনিজারি ৩২ দাবি ৩১৴৩

ডিঃ ঐ

দেঃ পাঁচু সেখ সাং পানীঘাটা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় পানীঘাটা মৌজায় সতীশচন্দ্র রায় অধীন ১৪০ খতিয়ানের ৯-১৬শঃ জমি ২৫।।৶৬ জমা মূল্য ১০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৪৫ খতিয়ানের ৬-৬৭শঃ জমি ভটবন্দি জোত জমা মূল্য ১০৲

(৮)

১১৯৬ মনিজারি ৩২ দাবি ২০।৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ রতন সেখ সাং পানীঘাটা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় পানীঘাটা মৌজায় সতীশচন্দ্র রায় অধীন ২৩৭ খতিয়ানের ২৫শঃ জমি ১৴৩ জমা মূল্য ৫৲

(৯)

১১৯৭ মনিজারি ৩২ দাবি ২৩।৴৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ভিকু সেখ সাং পানীঘাটা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় পানীঘাটা মৌজায় ঐ মালিক অধীন ১৭৮ খতিয়ানের ২-১৬শঃ জমি মূল্য ১৫৲

(১০)

১২৫২ মনিজারি ৩২ দাবি ১৪৭।৶

ডিঃ বিধুভূষণ দত্ত সাং দেবগ্রাম

দেঃ [illegible] মণ্ডল দিং সাং গহর পোতা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় দেবগ্রাম মৌজায় কালীদাসী দাসী দিং অধীন ২৮৬৩ খতিয়ানের ৭-৫৮ শঃ জমি ১২৬৶ জমা মায় গৃহাদি সহ মূল্য ৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে রাসবিহারী মণ্ডল অধীন ২৪১৬।২১৯১ খতিয়ানের ২-৪২ শঃ জমি ৪।৵১৫ জমা মূল্য ২০৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৭৯৯ খতিয়ানের ৮-৮৯ শঃ জমি প্রতি বিঘা ।।৴৬ হিসাবে জমা মূল্য ৩০৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে অবনী কুমার রায় অধীন ৩০০৯ খতিয়ানের -৪৮ শঃ জমি ।।৶৮ জমা মূল্য ৪৲

(১১)

৭৭১ দেঃজারি ৩২ দাবি ৩৫।।৴৫

ডিঃ মহারাজ কুমার সৌরিশ চন্দ্র রায় বাহাদুর সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ অশ্বিনী কুমার সরকার সাং শান্তিপুর পোঃ ঐ

কৃষ্ণনগর থানায় দিগনগর মধ্যে ৩৯১—৩৯৪ খতিয়ানের ২-৯৪ শঃ নিষ্কর জমি দেঃ ।।০ অংশ মূল্য ২০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তায় ১৮—১৪ খতিয়ানের ১১-৫৭ শঃ জমি ১৫৲ জমা দেঃ ।।০ অংশ মূল্য ৩০৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৭ খং ১-৮১ শঃ জমি ৬৴৭ জমা দেঃ ।।০ অংশ মূল্য ১০৲

(১২)

৯৯৩ দেঃজারি ৩২ দাবি ১৯৭৪৴

ডিঃ বিজয়পদ মজুমদার দিং সাং যজ্ঞবেরা

দেঃ আদালত বিশ্বাস দিং সাং চরপাড়া পোঃ কুমারখালি

কুমারখালি থানায় বল্লভপুর গ্রামে বিধুমতি দাসী দিং অধীন দেঃ ৮০ অংশে ৯।৪ জমি ৯৲ জমা রেহেনাবদ্ধ বিক্রয় হইবে

২। ঐ থানায় বড়ইচারা গ্রামে মতিলাল কুণ্ডু সেরেস্তায় ১০৴৩। জমি ১৯।৴৪ জমা ।।০ অংশ বাদ ২।২। বাকী ।।০ আনার ষোল আনা করিয়া তাহার ।৴৪ অংশে জমি বিক্রয় হইবে।

৩। ঐ থানায় বল্লভপুর গ্রামে অমূকুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দিং সেরেস্তায় ৬৴ জমি ১।৯ জমা ।।৶৮ অংশ বাদে নিজাংশে ২৴ বিঘা জমি বিক্রয় হইবে।

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৮০ জমি ।।৶ জমা বিক্রয় হইবে।

৫। ঐ থানায় ভবানীপুর গ্রামে চামরাদ বিশ্বাস সেরেস্তায় ১৴১।। জমির কাং ২৶৮ জমা বিক্রয় হইবে।

৬। ঐ থানায় ঐ গ্রামে পুলিনবিহারী কুণ্ডু অধীন ।৩।। জমি ।৶৬ জমা বিক্রয় হইবে।

৭। ঐ থানায় ঐ গ্রামে [illegible] ফকির দিং সেরেস্তায় ৮১৮ জমি ১৶৮ জমা বিক্রয় হইবে।

৮। ঐ থানায় বড়ইচারা গ্রামে মতিলাল কুণ্ডুর অধীন ৯।।০ জমি ৭।।০ জমা

৯। ঐ থানায় বল্লভপুর গ্রামে অমূকুল চন্দ্র আচার্য্য দিং সেরেস্তায় ৩৴ জমি ৪।৶০ জমা

(১৩)

১২২৯ দেঃজারী ৩২ দাবী ৩৮০৶০

ডিঃ বিহারীলাল পাল সাং বামনপুকুর

দেঃ সতীশচন্দ্র কুণ্ডু দিং সাং বামনপুকুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

নবদ্বীপ থানায় বল্লালদিঘী গ্রামে ১৴ বিঘা জমি ১৴০ জমা চৈতন্য আবদুল ছত্তারকে এবং সিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজ সরকারে আ৶০ দিতে হয় দেঃ একের তৃতীয় অংশ মূল্য ৫০৲

(৩৬)

১১২২ খাংজারি ৩২ দাবি ১১১৮/৬

ডিঃ বদ্রীনারায়ণ চেৎলাজিয়া মেং গোয়াড়ী

দেঃ ছেপাইল্ল সেখ সাং পানিনালা পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানার হরনগর মৌজায় ডিঃ অধীন ৬২ খতিয়ানের ৪০০৪শঃ জমি ১৭৮১০ জমা মূল্য ২৫৲

(৩৭)

১১৬৩ খাংজারি ৩২ দাবি ৭৯॥৶৬

ডিঃ অশোকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সাং বেলপুকুর

দেঃ নলিনকুমার মুখোপাধ্যায় সাং বেলপাড়া পোঃ নাকাশীপাড়া

কোতয়ালি ও নাকাশীপাড়া থানায় ৯৬নং বেলপাড়া গং গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৫॥২॥ জমি ২১৮/.৩॥ কায়েমী মৌরশী জমা মূল্য ২৫৲

(৩৮)

১১৭১ খাংজারি ৩২ দাবী ৭৭/৯

ডিঃ মন্মথনাথ পালচৌধুরী সাং আমিন বাজার

দেঃ ঠাণ্ডা সেখ দিং সাং বেলগ্রাম পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় বেলগ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৩/১ জমি ৪৫৮৶০ জমা মূল্য ৪০৲

(৩৯)

১১৭১ খাংজারি ৩২ দাবী ২১৫॥৬

ডিঃ শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য দিং সাং দেড়ুত

দেঃ বিনোদবিহারী পাল দিং সাং সাহেবনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় রায়পাড়া গ্রামে ডিঃ অধীন ১৪৭ খতিয়ানের ৮-৮৫ শঃ জমি ৩।৶১৩ জমা মূল্য ১৫০৲

(৪০)

১২৪০ খাংজারি ৩২ দাবি ৩০॥৶৯

ডিঃ মন্মথ পালচৌধুরী সাং আমিনবাজার

দেঃ গোফুর সরকার সাং গোয়ালপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় গোয়ালপাড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৮৪৮৶ জমি বাস্তু ৫৲ নিরিখে জমা মূল্য ৫৲

(৪১)

১২৬৪ খাংজারি ৩২ দাবি ৪২১৶৯

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ রায় দিং সাং কাঠালপোতা

দেঃ তোফেস সেখ সাং ঝিটকীপোতা পোঃ মহৎপুর

কোতয়ালি থানায় ঝিটকীপোতা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৬৫৭।১৮৪ খতিয়ানের ৬-৩৭ শঃ জমি ৩টবন্দি জমা মূল্য ১৫৲

(৪২)

১২৬৮ খাংজারি ৩২ দাবি ৫৯॥/৩

ডিঃ অন্নদাপদ সরকার সাং পোড়াগাছা

দেঃ মফেজ মণ্ডল দিং সাং হিজলী পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় হিজলী মৌজায় ডিঃ অধীন ৮১-৮৫ খতিয়ানের ও গোপালপুর মৌজায় ১৫ খতিয়ানের ১০-৩৭ শঃ জমি ১৫৮/৯ জমা মূল্য ২৫৲

(৪৩)

১৩০২ খাংজারি ৩২ দাবি ১০৯৶৯

ডিঃ পাচুমতি দাসি দিং সাং পলাশী

দেঃ ধর্ম্মদাস মালাকার দিং সাং মিড়া পোঃ পলাশী

কালীগঞ্জ থানায় পলাশী গ্রামে ডিঃ অধীন ৯ খতিয়ানের ৭-৩৮ শঃ জমি ১৮।৴৫ জমা মূল্য ৬০৲

(৪৪)

১৩২৯ খাংজারি ৩২ দাবি ৩৮।৶০

ডিঃ হাজারীবালা দেবী সাং বামনপুকুর

দেঃ আওাদ সেখ দিং সাং ঐ পোঃ শ্রীমায়াপুর

নবদ্বীপ থানায় বামুনপুকুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৬৫৪ খতিয়ানের -৭৭শঃ জমি ৪।৶০ জমা মূল্য ১৫৲

(৪৫)

১৩৩২ খাংজারি ৩২ দাবি ১০।৶৯

ডিঃ সুরেন চন্দ্র চৌধুরী সাং গোয়াড়ী

দেঃ রহেল মণ্ডল দিং সাং ঝিটকীপোতা পোঃ মহৎপুর

কোতয়াল থানায় দক্ষিণ ঝিটকীপোতা গ্রামে ডিক্রিদার অধীন ৩০৬ খতিয়ানের ১-৪৪ শঃ জমি ২৲ জমা মূল্য ৫৲

(৪৬)

১৩৩৩ খাংজারি ৩২ দাবি ৪৭৩/৬

ডিঃ শরৎকুমারী দাসী সাং পোড়াগাছা

দেঃ মহাম্মদ মোল্লা দিং সাং কুলগাছি পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় কুলগাছি মৌজায় ডিক্রীদার অধীন ১৫৪ খতিয়ানের ৩৫-০৬ শঃ জমি ৭১৮৶৩ জমা মূল্য ১০০৲

(৪৭)

১৩৬১ খাংজারি ৩২ দাবি ১৩১৮৶৬

ডিঃ সুকুমারী দেবী সাং শান্তিপুর

দেঃ দুর্গেশনন্দিনী দাসী সাং জোলা পোঃ বিলকোলা

চুয়াডাঙ্গা থানায় নদীয়া কালেক্টরীর ৪৯১ নং তৌজির মহাল জাহাপুর গং ১৫ মৌজায় ডিক্রীদার দিং ৪৪৪৲ পত্তনী জমার অধীন ৪৫৯৲ দরপত্তনি জমা দেঃ ।০ আনা অংশ মূল্য ১০০৲

২। উক্ত ৪৪৪৲ টাকা পত্তনী জমার অধীন বেলগাছি মৌজার ।০ আনা অংশের দরপত্তনী খাজনা আমলা নিবাসী নীলমাধব সাহার নিকট পাওয়া যায় উক্ত দরপত্তনীদারের নিকট পাওনা বকেয়া খাজনা সমেত দরবস্তুর হকুক মূল্য ১০০৲

৩। উপরি উক্ত মালিক জমিদারগণের সেরেস্তায় লক্ষ্মীপুর দিং মৌজার ৭০৪॥০ ডৌ জমা উক্ত পত্তনী জমার রকম ॥০ অংশের দরপত্তনী খাজনা ৪৫০৲ মেদিনীপুর জামদারী কো হইতে পাওয়া যায়, উক্ত দরবাস্তু হকুক মূল্য ১০০৲

(৪৮)

১৩৮৭ খাংজারি ৩২ দাবি ৫৮/৩

ডিঃ মেহেরালি সেখ সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ মোহিনী নিকারণী সাং ঐ পোঃ ঐ

কোতয়ালি থানায় কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটি মধ্যে নদীয়া মহারাজ অধীন ৮২৫ খতিয়ানের -১৩ শঃ জমি ১॥/ জমা মায় খড়ুয়াঘর সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি সহ মূল্য ম: ২৫৲

(৪৯)

১৪০৮ খাংজারি ৩২ দাবি ১২৭/৬

ডিঃ শরৎকুমারী দাসী সাং পোড়াগাছা

দেঃ আমির চাঁদ মণ্ডল দিং সাং খামারপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় কুলগাছি মৌজায় ডিক্রীদার অধীন ৩৭—৪১ খতিয়ানের ১০-৯১শঃ জমি ১৯।৮ জমা মূল্য ৫০৲

(৫০)

১৫৪৯ খাংজারি ৩২ দাবী ১৬৫.৬

ডিঃ নৃসিংহপ্রসাদ সেন সাং মাটিয়ারী

দেঃ মকবুল হোসেন সাং রাউতারা পোঃ কালীগঞ্জ

পলাশী থানায় রাউতারা মৌজায় ডিক্রীদার অধীন ২০৪ খতিয়ানের ১০-৭৭০ঃ জমি ২৬৶০ জমা মূল্য ৫০৲

(৫১)

১৫৫০ খাংজারি ৩২ দাবী ১৪০।৯

ডিঃ ঐ

দেঃ কোরমান সেখ দিং সাং রাউতারা পোঃ কালীগঞ্জ

পলাশী থানায় রাউতারা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৫।৩৬ খতিয়ানের ৮-১৩ শঃ জমি ২।।৶৩ জমা মূল্য ৫০৲

(৫২)

১৫৫১ খাংজারি ৩২ দাবী ২১৭॥০

ডিঃ ঐ

দেঃ আব্দুলগণি সেখ দিং সাং রাউতারা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় রাউতারা মৌজায় ডিক্রীদার অধীন ৪৩।২৬৯।২।১২ খতিয়ানের ১৩-০৬ শঃ জমি ৩৬৮/৩ জমা মূল্য ৫০৲

(৫৩)

১৫৫২ খাংজারি ৩২ দাবী ২৩৷০

ডিঃ ঐ

দেঃ মজি সেখ দিং সাং রাউতারা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় রাউতারা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২১৫—২১৭ খতিয়ানের ২০শঃ জমি ৩॥৶৯ জমা মূল্য ১০৲

(৫৪)

১৫৫৩ খাংজারি ৩২ দাবী ১৯৷৫

ডিঃ ঐ

দেঃ আব্দুলগণি সেখ দিং সাং রাউতারা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় রাউতারা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৪—৪৬ খতিয়ানের ৬ ৪৯ শঃ জমি ১৫॥৶১ জমা মূল্য ৪০৲

(৫৫)

১৫৫৪ খাংজারি ৩২ দাবি ৭৪/৩

ডিঃ ঐ

দেঃ আওসাত সেখ দিং সাং রাউতারা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় ছোট আটকী গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬ খতিয়ানের ৪-৩৩ শঃ জমি .২৶ জমা মূল্য ১০৲

(৫৬)

১৫৫৫ খাংজারি ৩২ দাবি ১১॥৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ কোরমান সেখ সাং রাউতারা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় রাউতারা মৌজায় ডিক্রীদার অধীন ২ খতিয়ানের -৪৪ শঃ জমি ১৶৯ জমা মূল্য ৫৲

(৫৭)

১১৯৭ খাংজারি ৩২ দাবি ১৭৫৬॥৶৯

ডিঃ হরকিশোর চন্দ্র সাং নবদ্বীপ

দেঃ প্রমদাসুন্দরী দাসী দিং সাং নবদ্বীপ পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় নিজ নবদ্বীপ মৌজায় বড়াল ঘাটের উত্তর বৈষ্ণবপাড়া ৮১৪ খতিয়ানের /২ জমি ১০ জমা মায় টিনের ঘর সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি সহ

২। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৮৪১ খতিয়ানের /২॥ কাঠা জমি ৮০ জমা রাসবিহারী সাহা সেরেস্তায় দিতে হয় মায় টিনের ঘর সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি সহ

৩। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৭০৯ খতিয়ানের /৩॥ কাঠা জমি ৩॥০ জমা উপেন চন্দ্র লাহারের সেরেস্তায় দিতে হয়

(৫৮)

১৪৯৬ দেঃজারি ৩২ দাবি ১৪:৬৯

ডিঃ জয়কৃষ্ণ দাস চৌধুরী দিং সাং নপাড়া

দেঃ ছফরদ্দি মল্লিক দিং সাং ধুবুলিয়া পোঃ বেলপুকুর

কোতয়ালি থানায় ধুবুলিয়া গ্রামে নফরচন্দ্র পালচৌধুরী সেরেস্তায় ৮৭৮০ জমি ৩৪৶ জমা দেন্দারের অংশে ২১৮৩ জমি ৮॥১০ জমা মুল্য ১০০৲

২। ঐ থানায় দ্বীপচন্দ্রপুর মৌজায় মহারাজ মণিন্দ্রচন্দ্র নন্দী দিং সেরেস্তায় ১০১৴ বিঘা জমি ৩০৶২ জমা দেঃ এক তৃতীয়াংশ মুল্য ২৲

(৫৯)

১৩৪৮ দেঃজারি ৩২ দাবি ৩৩৭।৶৯

ডিঃ সুশান্ত কুমার মোলক দিং সাং হরিনাথপুর

দেঃ হরি ঘোষ দিং সাং ঐ পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় কালীগঞ্জ মৌজায় ব্যোমকেশ সান্যাল দিং সেরেস্তায় ৯৩৩ খতিয়ানের ৪-২০ শঃ জমি ৯৴৬ জমা মুল্য ৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৯৩২ খতিয়ানের ০-১০ শঃ জমি ৫৮০ জমা মুল্য ৩৲

(৬০)

১৫৮৭ দেঃজারি ৩২ দাবী ২১৬১॥০

ডিঃ কৃষ্ণ কালী দেবী সাং নবদ্বীপ

দেঃ আশুতোষ দাস দিং সাং ঐ পোঃ ঐ

নবদ্বীপ থানায় ঐ মৌজায় আশুতোষ বন্দোপাধ্যায় অধীন ৪৪১২ খতিয়ানের ১॥০ জমি ২৴০ জমা মায় পাকা কোটা, বাশ ইত্যাদি সহ মুল্য ১৫০০৲

(৬১)

১৬৬৩ দেঃজারি ৩২ দাবী ১৫১৮৶৬

ডিঃ ক্ষেত্রমোহন বিশ্বাস সাং ভালুকা

দেঃ সূর্য্য ঘোষ দিং সাং জঙ্গলবাস পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় ভালুকা গ্রামে ভবেশ চরণ ভট্ট দিং অধীন ১৩৩৩ খতিয়ানের ১-১৮ শঃ জমি ৫৲ জমা মুল্য ৫০৲

(৬২)

১৪৬৯ দেঃজারি ৩২ দাবী ১১১০৶০

ডিঃ রাজেন্দ্র নাথ সাহা সাং মীড়

দেঃ এরাদাল মণ্ডল দিং সাং পাঁচখোল পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় চকগোবিন্দপুর গ্রামে কানাই লাল সিংহ রায় সেরেস্তার ১০৫ খতিয়ানের ও তেহট্ট থানায় বড়চাঁদঘর গ্রামে ২।৫।৪ নং ২ মৌজায় একত্রে ১৮।১॥ জমি ১০ রায়তী মোকররী জমা মুল্য ১০০৲

২। তেহট্ট থানায় বড়চাঁদঘর মৌজায় ঐ মালিক অধীন ২৫৪ খতিয়ানের যাহা চকগোবিন্দপুর মৌজায় ১০৫ খতিয়ানের সামিল জমা হইতেছে উক্ত রায়তী মোকররী জমা মুল্য ৬৭৲

(৬৩)

১৩৭৮ দেঃজারি ৩২ দাবী ৮৯৮।৶০

ডিঃ নবদ্বীপ ব্যাঙ্ক লিমিটেড মোং নবদ্বীপ

দেঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় নিজ নবদ্বীপ মধ্যে তেঘরীপাড়া মধ্যে ৩১ খতিয়ানের -২০ শঃ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি মায় পাকাঘর উপর নীচ সহ ইন্দারা, পায়খানা সাজ-সরঞ্জামসহ মুল্য ৫০০৲

(৬৪)

১৩১১ মনিজারী ৩২ দাবি ২৬৪৲৯

ডিঃ শচীন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ কালীদাস পাল সাং নবদ্বীপ পোঃ ঐ

নবদ্বীপ থানায় নিজ নবদ্বীপ মধ্যে ৪৩৯০ (ক) ৪৩৯০ (খ) খতিয়ানের -০৯শঃ জমি ১১০ জমা মায় দালান বাড়ী, দরজা জানালা ইত্যাদি সহ মুল্য ১০০৲

(৬৫)

৮৪১ মনিজারি ৩২ দাবি ১৪৬৮৶৯

ডিঃ ক্ষুদিরাম দে সাং কামদেবপুর

দেঃ বিশু বুনা রাজবংশী সাং বাগুতলা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় মহেশপুর মধ্যে রামরঞ্জন বন্দোপাধ্যায় সেরেস্তায় ১২০ খতিয়ানের ১-৪৫শঃ জমি ৫।৶৩ জমা মুল্য ২৫৲

২। ঐ থানায় ব[illegible]টকী গ্রামে নৃসিংহপ্রসাদ সেন অধীন [illegible] খতিয়ানের ৬১শঃ জমি ২।১০ জমা মুল্য ১০৲

(৬৬)

৭৮১ মনিজারি ৩২ দাবি ২৩/৩

ডিঃ চণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায় সাং দেবগ্রাম

দেঃ মতি সেখ দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

কালীগঞ্জ থানায় রাধাকান্তপুর মৌজায় হিরন্ময় কুমার সাহা সেরেস্তায় ৫৭ খতিয়ানের ৫৭শঃ জমি ওঢবন্দি জমা দেঃ ।১৩।— অংশ মুল্য ২৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ঐ মালিক অধীন ৫৮।৫৯ খতিয়ানের ৩২শঃ জমি ২।৴০ জমা দেঃ ।১৩।—অংশ মুল্য ৩৲

(৬৭)

১০৮৯ মনিজারি ৩২ দাবি ২৪০/৬

ডিঃ শরৎ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সাং নবদ্বীপ

দেঃ সুশীল কুমার গোস্বামী সাং ও পোঃ ঐ

নবদ্বীপ থানায় নিজ নবদ্বীপ মৌজায় নন্দলাল চৌধুরী সেরেস্তায় ৬৯৪ খং -৯শঃ জমি ৮৶৬ জমা মায় কোটাঘর ৫টা, ইন্দারা দুয়ার, জানালা ইত্যাদি সাজসরঞ্জাম দেঃ একের ছয় অংশ মুল্য ১০০৲

(৬৮)

১১০০ মণিজারী ৩২ দাবী ৬০১৶৬

ডিঃ অবিনাশচন্দ্র নাগ সাং গোয়াড়ী

দেঃ জগন্নাথ রায় দিং সাং কৃষ্ণনগর চাঁদসড়ক পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় কৃষ্ণনগর চাঁদসড়ক মৌজায় আশ্বিনীকুমার সরকার সেরেস্তায় ৩৫০৫ খং -০৯ শঃ জমি ॥৬ জমা মুল্য৫৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ঐ মালিক অধীন ৩৫০৬ খতিয়ানের -০৭শঃ জমি ॥৬ জমা মুল্য ৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ঐ মালিক অধীন ৩৫০৭ খং -১১ শঃ জমি ১৴০ জমা পাকা কোটাঘর প্রভৃতি মুল্য ২৫৲

৪। ঐ থানায় ঐ মৌজায় গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সেরেস্তায় ৩৫২৮ খতিয়ানে ২৩ শঃ জমি ২॥৶৮ জমা মুল্য ২৫৲

৫। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ঐ মালিক অধীন ৩৫২৯ খং ৩৪ শঃ জমি ৯/৪ জমা মায় পাকা কোটাঘর সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি সহ মুল্য ২০০৲

ঐ থানায় ঐ মৌজায় ঐ মালিক অধীন ৩৫২৫ খং -৪০শঃ জমি ১॥৴৬ জমা মুল্য ২৫৲

৭। ঐ গ্রামের ৩৫২৮ খতিয়ানের -২০শঃ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি মুল্য ২৫৲

(৬৯)

১২৮৬ মনিজারী ৩২ দাবি ১১৫০॥৶৬

ডিঃ রঘুনাথ সামন্ত এণ্ড কোং ৮২নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট কালকাতা

দেঃ পাচুগোপাল দাস সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত রাজনন্দিনী দেবী দিং সেরেস্তায় ১৫৯ খতিয়ানের -৬৪শঃ জমি ১২৶৬ জমা মায় পাকা ইমারত বসতবাড়ী [illegible] উক্ত ইমারাতাদি কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্গত ১নং ওয়ার্ডে ১০৭,১০[illegible], ১০৭ সি, ১০৭ ডি, হোলডিং উল্লেখে বইতে প্রদর্শিত আছে মুল্য ১০০০৲

নানা কথা

চট্টগ্রামে নিষেধাজ্ঞা

চট্টগ্রামে রাত্রিতে চলাফেরা সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞায় রাত্রি ১৮ ঘটিকা হইতে সকাল ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত চলাফেরা বন্ধের বিধান করা হইয়াছে। রাত্রি ৮টা হইতে সকাল ৬টা পর্য্যন্ত ঐরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া কতিপয় সংবাদ পত্রে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে। সাধারণতঃ শ্বেতাঙ্গ, য্যাংলো ইণ্ডিয়ান, পাহাড়তলী এবং জেঠী অঞ্চলেই চলাফেরা সম্বন্ধে ঐরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কোতোয়ালী, ডাবল মুরিং পাঞ্চাল থানা সমূহে বাজি, বোমা প্রভৃতি পোড়ান নিষেধ করিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এক নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছেন। কর্তৃপক্ষের আদেশ ব্যতীত 'জেলার লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতা সত্ত্বাধিকারিগণও কোনরূপ আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি বারুদ ব্যবহার করিতে, বিক্রয় করিতে বা স্থানান্তরিত করিতে পারিবেন না। ধরপাকড় ও খানাতল্লাস চলিতেছে। প্রকাশ, এ পর্য্যন্ত ২২ জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে রাখা হইয়াছে

শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তির মুক্তি

মাদ্রাজ হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, স্বাস্থ্যের জন্য চিকিৎসকগণের পরামর্শ মত সরকার শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তিকে বিনা সর্ত্তে মুক্তি দিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং মুক্তি দিয়াছেন। ৩০শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণে এই আদেশ প্রদত্ত হয় এবং জেনারেল হাসপাতালে শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তিকে উক্ত হাসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এই আদেশের বিষয় জানান। উক্ত হাসপাতালে শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তি অসুস্থ হইয়া চিকিৎসার্থ অবস্থান করিতেছেন।

মফঃস্বলের কোন স্থানে দুই মাস কাল বিশ্রাম লইবেন বলিয়া শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তি স্থির করিয়াছেন। তৎপর তিনি মাদ্রাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। সংবাদপত্রের মারফতে এক বিবৃতিতে তিনি বলিয়াছেন যে, গান্ধীজীর প্রায়োপবেশনে দেশবাসীর মনোবৃত্তি পরিশুদ্ধ এবং বিজয়ী হইয়াছে। এই সময়ে মুক্তিলাভ করায় তিনি আনন্দিত। মিশ্র নির্ব্বাচনের উপর ভিত্তি করিয়া হিন্দু মুসলমান ও শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি মিটমাট করিবার জন্য বর্ত্তমান অবস্থায় চেষ্টা করায় তিনি পক্ষপাতী।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হ'তে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্ দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা)
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ কল্পতরু ৴০
৭২। গীতাবলী ১৲
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। নিখিল বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ—প্রতি সংখ্যা ৴৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ব্ববিধ [illegible] অব্যর্থ [illegible]

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোট বোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ॥৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

আফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চোকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক

Reg No. C1544

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷৫০
মাসিক ১৲
প্রতি সংখ্যা ৫

৭ম খণ্ড | সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি | ১৭৭তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৯ শে আশ্বিন বুধবার ১৩৩৯, ৫ই অক্টোবর ১৯৩২

নানা কথা

গান্ধীজীর জন্মতিথি উৎসব

গত রবিবার কলিকাতার সর্ব্বত্র গান্ধীজীর ৬৪তম জন্মতিথি উৎসব প্রতিপালিত হইয়াছে। উক্ত লক্ষে সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে সঙ্কীর্ত্তন, ভজন গান্ধীজীর জীবনী সম্পর্কে বক্তৃতা এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পংক্তি ভোজনের আয়োজন হইয়াছিল।

গান্ধীজীর স্বাস্থ্য

যারবেদা হইতে ২রা অক্টোবর যে সব সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা গিয়াছে গান্ধীজীর স্বাস্থ্য সন্তোষজনক ভাবে উন্নতিলাভ করিতেছে। প্রকাশ, তাঁহার দেহের ওজন ৯৯ পাউণ্ড তিনি একটু একটু হাঁটিবার চেষ্টা করিতেছেন। গত ১লা অক্টোবর দিবাভাগে শ্রীযুক্তা গান্ধী তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়াছেন।

জাতিসঙ্ঘ লঙ্কায় গুলী

গত ১লা অক্টোবর অপরাহ্নে জেনেভায় জাতি সঙ্ঘের চতুর্থ পরিষদের অধিবেশন হইতেছিল তখন জনৈক অজ্ঞাত ব্যক্তি জেনেভার বাসী সভাগৃহে গুলী ছোড়ে। সে বাড়ির হইতে গুলী চালাইয়াছিল এবং গুলীটী জানালার গোড়ায় ক্রেমে লাগিয়া অন্য দিকে ছিটকাইয়া যায়। ইহাতে জানালারও কোন ক্ষতি হয় নাই।

কমিটি গুলীর শব্দ শুনিয়াছিলেন কিন্তু কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত গোলমালের কারণ এবং আসন্ন বিপদ হইতে তাঁহাদের নিষ্কৃতির ব্যাপার কিছুই জানিতে পারেন নাই।

হাজেরীর ব্যক্তি ধৃত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী প্রভুপাদের আদেশে
কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্যোগে
আগামী ২৩শে আশ্বিন বিজয়া-দশমী হইতে
মাসাধিকব্যাপী চৌরাশি-ক্রোশ
বিরাট্ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
মথুরাকে কেন্দ্র করিয়া আরম্ভ হইতেছে
যাত্রিগণের জন্য স্থান ও প্রসাদের বন্দোবস্ত থাকিবে

কলিকাতা হইতে যাতায়াতের ভাড়াসমেত ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার ব্যয় বাবদ যাত্রিগণের জন প্রতি সমর্থপক্ষে ১০০৲ (যাতায়াত ২৫৲ + পরিক্রমার বাবদ ৭৫৲) টাকা এবং অসমর্থ পক্ষে ৫০৲ (যাতায়াত ২৫৲ + পরিক্রমার জন্য ২৫৲) টাকা লাগিবে। ২০শে আশ্বিনের মধ্যে কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হউন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

প্রসিদ্ধ বন্দীর মৃত্যু

নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশ, প্রসিদ্ধ বন্দী জেরাল্ড চাপম্যান গত ৩০শে সেপ্টেম্বর ব্রিকওয়াথার কারাগারে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ১৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। কিন্তু পরে দণ্ড হ্রাস করিয়া তাহাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। সে ৫৬ বৎসর কারাগারে অতিবাহিত করিয়াছে। তন্মধ্যে ৪০ বৎসর তাহাকে নির্জ্জন কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছে।

বাঁকুড়ায় পল্টন মোতায়েন

গত ১লা অক্টোবর স্পেশ্যাল ট্রেণ যোগে ৫০৬ শত গাড়োয়ালী সৈন্য বাঁকুড়ায় পৌঁছিয়াছে। সৈন্যগণকে দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে আস্তানা দেওয়া হইয়াছে। অফিসারগণ সার্কিট হাউসে অবস্থান করিতেছেন।

খুলনায় পল্টন মোতায়েন

ইষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস বাহিনীর এক পল্টন খুলনায় মোতায়েন করা হইয়াছে। পল্টনে প্রায় ৪০ জন সৈন্য আছে। পল্টনের সঙ্গে তিনজন নন-কমিশণ্ড অফিসারও আছেন।

প্রকাশ, কতিপয় ভূতপূর্ব্ব পেশোয়ারী সৈন্যকে গার্ডরূপে আনা হইয়াছে। তাহারা পুলিস লাইনে অবস্থান করিতেছে।

আয়র্লণ্ডে গান্ধীজীর জয়জয়কার

ডবলিন হইতে প্রকাশ, ডবলিনে সেদিন ভারতীয় ও আইরিশদিগের একটী সমবেত সভা হইয়াছিল। এই সমবায়ের নাম ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লীগ। এই সভায় ভারতের অস্পৃশ্যদলকে হিন্দু সমাজভুক্ত করিয়া অস্পৃশ্যতা অপসারিত করিবার নিমিত্ত গান্ধীজীর ভূয়সী প্রশংসা করা হইয়াছিল।

জামালপুরে তিনটি বোমা

পাটনা হইতে প্রকাশ, যে, বিকরমে গত বুধবার দিন শিউদেও সিংএর বাটীতে বহুক্ষণব্যাপী খানাতল্লাসের ফলে তিনটি মালমশলা পূর্ণ বোমা পাওয়া গিয়াছে। বোমাগুলি পুলিস লইয়া গিয়াছে এবং শিউদেওকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম - মায়াপুর - নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, { ২১ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৬, ১৯শে আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ ৫ই অক্টোবর ইং ১৯৩২ বুধবার } ১৭৯তম সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থমহারাজ পাঠমুখে বলেন,—বদ্ধ জীবগণ দেহাত্মবুদ্ধি-বশতঃ নিজ-স্বরূপ বা পর-স্বরূপ-জ্ঞানের অভাবে শ্রীভগবান্ ও তদীয়গণের দেহ-দেহী অভিন্ন, এই বাস্তব সত্য বাণীটী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। শ্রীভগবানের নাম, রূপ (বিগ্রহ) গুণ, লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্য (নিত্যপার্ষদ-বৃন্দ) যে ভগবান্ হইতে অভিন্ন, প্রাকৃত বুদ্ধির অতীত এই তত্ত্বটী জীবগণ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া পরমেশ্বরের ও তদীয়গণের জন্ম-চেষ্টা ও মরণ-চেষ্টাকে দেহধারী মর্ত্ত্য জীবগণের ন্যায়ই মনে করিয়া থাকে; কিন্তু বস্তুতঃ এরূপ ধারণা অপরাধময়ী ও সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। বদ্ধ জীবগণের দেহাদি প্রাকৃত অর্থাৎ এই জড় দেহের মায়িক রজঃ সত্ত্ব, ও তমোগুণত্রয়ের ত্রিবিধ বিকার সৃষ্টি (জন্ম), স্থিতি ও নাশ হইয়া থাকে; কিন্তু ভগবান্ মায়াধীশ বলিয়া ও বহিরঙ্গা মায়া বা প্রকৃতি তাঁহার স্বরূপ-শক্তির অপ্রাশ্রিতা ছায়াস্বরূপিণী বলিয়া এই ত্রিবিধ ব্যাপার ভগবান্ বিষ্ণু ও তদীয় পরিকরগণকেও আক্রমণ করিতে পারে না; ইঁহাদের মায়াবশীভূত কর্ম্মফল-বাধ্য জীবের ন্যায় দেহ-দেহী ভেদ নাই এবং ইঁহারা সকলেই অপ্রাকৃত, মায়াতীত, নির্গুণ ও নিত্য শুদ্ধ চিন্ময় বস্তু। শ্রীভগবান্ যোগমায়া দ্বারা, প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সকল লোকের সমক্ষে স্ব-স্বরূপে প্রকটিত হন, "মল্লানাং অশনির্নৃণাং নরবরঃ" শ্লোক তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ, অর্থাৎ ভক্তিবলেই ভক্তগণ ভগবানের চিন্ময় রূপ দর্শন করেন। অভক্তগণ মায়িক মাৎসর্য্য-বশে কখনও ভগবানের সেই আনন্দময়—লীলাময় অপ্রাকৃত বিগ্রহ ভোগচক্ষে দর্শন করিতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত ও ভগবদ্বিদ্বেষী কংসকে নিধন করিবার জন্য যজ্ঞস্থলে গমন করিলে সকলেই নিজ নিজ অধিকারানুসারে তাঁহাকে দর্শন করিলেন। যথা—

> মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং
> স্মরো মূর্ত্তিমান্।
> গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং
> শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ॥
> মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরম্
> যোগিনাম্।
> বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং
> গতঃ সাগ্রজঃ॥

এই ভাগবতের সিদ্ধান্তবাক্যে অসুর-গণের সমক্ষে ভগবান্ যেরূপ প্রতিভাত হন তাহা তাঁহার স্বরূপ নহে পরন্তু মায়া-কল্পিত, আর ভক্তিদ্বারা দৃষ্ট যে ভগবান্ বা শুদ্ধবৈষ্ণবের চিন্ময় তনু তাহা নিত্য সিদ্ধ, সেই ভুবনমোহন রূপ দর্শন করিলে প্রাকৃত দেহভাব বা মায়া-বন্ধন-বশতঃ যে দেহাত্মবুদ্ধি তাহা কোন প্রকারে থাকিতে পারে না। জীবকল্যাণার্থ শ্রীভগবান্ নররূপে ও মৎস্যাদিরূপে এজগতে অবতীর্ণ হন। রূপ বা তনু ধারণ করিয়া তাঁহারা নিজরূপ ইচ্ছাশক্তি মাত্রেই সূর্য্যোদয়ের ন্যায় লোকলোচনে নিজকে প্রকাশ করেন ও সূর্য্যাস্তের ন্যায় অন্তর্হিত হন।

অপ্রকট কালেও তাঁহার সেই সেই অপ্রাকৃত তনুধারণ বর্ত্তমানই থাকে, তবে আমরা ভগবান্ ও তদীয়গণের যে কলেবর পরিত্যাগরূপ ব্যাপারটী দর্শন করি তাহা প্রকৃতপক্ষে মোহজনক বা অবাস্তব ব্যতীত আর কিছুই নহে।

শাস্ত্রে বলেছেন, নট বা ঐন্দ্রজালিক যেমন মিথ্যাভূত ছেদ-দাহ-মূর্চ্ছাদি দ্বারা নিজদেহ পরিত্যাগ করে এবং সকলের সমক্ষে নিজ দেহ ত্যাগ প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রত্যয় উৎপাদন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত না হইয়া নিজ দেহ ধারণ করিয়াই অবস্থান করে, তদ্রূপ ভগবান্ নর ও মৎস্যাদিরূপ স্বীয় শরীর ধারণও করেন, পরিত্যাগও করেন অর্থাৎ ধারণ করিয়া ত্যাগের অনুকরণ করেন মাত্র; অতএব নটের দেহধারণ যেমন প্রকৃত পক্ষে সত্য, তাহার দেহত্যাগ মিথ্যা তদ্রূপ ভগবানেরও নরাদি শরীর ধারণই বাস্তব ও বস্তুতঃ সত্য এবং শরীর ত্যাগই মিথ্যা। বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ বিষ্ণু মায়াবলে অসুরগণের মোহনের নিমিত্ত জাত না হইয়াও জাত-জীবের ন্যায় এবং মৃত জীবের ন্যায় মানুষী চেষ্টা এবং নটের ন্যায় নিজ সদৃশ একটী মৃতরূপ বা শবদেহ প্রদর্শন করেন। শ্রীভগবানের দেহত্যাগ পৃথিবী ত্যাগ বলিয়াই শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, কারণ অজ ভগবানের জীববৎ জন্ম মৃত্যু হইতেই পারে না। অনেক সময় আমরা দেখিতে পাই, ভগবান বা তদীয় পার্ষদ শুদ্ধবৈষ্ণব-গণ নিজের ক্ষমতাভাব, বা শত্রুভয়ে ভীতি মোহপ্রাপ্তি, শারীরিক অসুস্থতা, অজ্ঞের ন্যায় অন্যের নিকট জানিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন এবং অসুরমোহনার্থ মৃতবৎ অপর একটী লৌকিক দেহ সৃষ্টি করিয়া উহাকেই পৃথিবীতে শয়ান রাখিয়া বৈকুণ্ঠগমন-লীলা সম্পাদন করেন। অসুরগণ ইহাতে মুগ্ধ হইয়া ভগবান্ ও বৈষ্ণবগণকে প্রাকৃত জীব-বিশেষ মনে করিয়া বাধিত হয়, কিন্তু ভক্তগণ উহাকে মিথ্যাবঞ্চনা মাত্রই জানেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চ পরিত্যাগরূপ অন্তর্দ্ধান-গতি লক্ষ্য করিতে ব্রহ্মাদি দেবগণও পারেন না, পরন্তু তদীয় পার্ষদগণই তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন।

ভগবানের পার্ষদগণের আবির্ভাব তিরোভাব-চেষ্টাও তদ্রূপ মায়িক জানিতে হইবে। একজন ঐন্দ্রজালিক বদ্ধজীব যদি নিজদেহ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আমাদিগের নিকট দেহত্যাগের অভিনয় করিয়া আমাদের বিশ্বাস জন্মাইতে পারে, তবে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ বা ভক্তগণ যে তাহা করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি থাকিতে পারে? তবে এসব ভগবল্লীলা বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান গম্য নহে, সেবোন্মুখ-চিত্তে উপলব্ধির বিষয়। আমরা যদি এই ভোগ-স্পৃহা হইতে মুক্ত হইয়া আমাদের নিত্য-সেবা প্রভুর লীলা অবগত হইতে অভি-লাষী হই, তাহা হইলে নিরপরাধে শ্রীচৈতন্য-নাম, শ্রীচৈতন্যচরিত্র শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলেই আমাদের সমস্ত দুর্ব্বাসনা ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে; এমন কি চৈতন্য-দাসগণের অপ্রাকৃত চিন্ময় পবিত্র চরিত্রও যদি আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয় তাহা হইলেও আমরা বদ্ধ-মুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ পাদ-পদ্ম লাভে সমর্থ হইব।

তাহারে যে ধর্ম্ম কর্ম্ম সদাচার। ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১ পদ্মনাভ তৃতীয় অনিরুদ্ধ ৪৪৪

তথ্যের প্রেম

গৌড়ীয়-সম্পাদক পণ্ডিত-প্রবর শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, মহোদয় কলিকাতা মহানগরীর সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হল বিশিষ্টজনমণ্ডিত সুবৃহৎ সভায় 'শ্রীচৈতন্যের প্রেম' সম্বন্ধে যে সুগবেষণময়ী বক্তৃতাটী প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার যে অংশটুকু আমাদের সংবাদিক সংগ্রহ করিয়াছিল, সেই অংশ গত ১৬৬, ১৭২, ১৭৫ ও ১৭৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে উক্ত সভার সুযোগ্য সভাপতি স্বনামধন্য বিদ্বৎ কুলবরেণ্য শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, কে টি, সি আই ই, মহোদয়ের বক্তৃতাটী পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত প্রদত্ত হইতেছে।

সভাপতির অভিভাষণ

আমরা এতক্ষণ গৌড়ীয়মঠের বক্তার মুখে 'শ্রীচৈতন্যের প্রেম' সম্বন্ধে যে অপূর্ব্ব ও মধুর উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ ক'রে ধন্য হ'লাম, তার পর আর কারও বক্তৃতা শোভন হ'বে না বা শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রীতিকর হ'বে না।

আজকার সভায় শ্রীগৌড়ীয় মঠের বক্তার মুখে শ্রীচৈতন্যের প্রেমের কথা শ্রবণ করবার জন্য আপনাদের যে প্রবল আগ্রহ ও অপূর্ব্ব ধৈর্য্য লক্ষ্য করলাম, তা'তে আমি সত্যসত্যই অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ ক'রেছি। সভার শিষ্টতা ও অচাঞ্চল্য প্রকৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ সভার সভাপতিত্ব স্বীকারে আমি সর্ব্বতোভাবে অনুপযুক্ত—আমার পক্ষে সভাপতির আসন গ্রহণ সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। তবে আমার এইটুকু লাভ যে, আমি এখানে অনেক উপদেশ পেয়ে ধন্য হবার অবসর পেলাম।

আপনারা অনেকেই বিভিন্ন সম্প্রদায়-বিশেষের বাৎসরিক সভাসমিতিতে যোগদান ক'রে তত্তৎসভায় কর্ত্তব্য, মন্তব্য, কার্য্য-প্রণালী প্রভৃতির আলোচনা শ্রবণ ক'রেছেন। কলিকাতা টাউনহলে এরূপ অনেক বক্তৃতার আয়োজন হয়, তা'তে সাধারণ জনসমাজের অনেক উপকারের কথা আলোচিত হ'য়ে থাকে। যাতে জগতের প্রকৃত উপকার সাধিত হ'তে পারে, সেই কথা সকলকে জানান'র জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠের এই বক্তৃতার আয়োজন।

বাগবাজারে এঁদের অদ্ভুত শিল্পনৈপুণ্য-শোভিত প্রশস্ত-পূজা-মন্দির স্থাপিত হ'য়েছে। সে-স্থান এখনকার কিছু অপ্রশস্ত নয়, তা' বোধ হয় অনেকেই দেখেছেন। যাঁ'রা দেখেন নাই, জানেন না, তাঁ'দের ব'লছি,—সেখানে আগামী রবিবারে প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুর একটী বক্তৃতা ক'রবেন। আপনারা সকলেই যোগদান ক'রবেন।

গৌড়ীয় মঠ, স্থান ত্যাগ ক'রে আসন ত্যাগ ক'রে ব'সছি না, আর যে এখানে এসে আমার মত একটী অর্বাচীনকে সভাপতিপদে বরণ ক'রে শ্রীচৈতন্যের প্রেমের কথা ব'লতে ব'সেছেন, তা'তে মনে হয়, তাঁ'দের উদ্দেশ্য অতি মহৎ; তাঁ'রা জগতে যে অপূর্ব্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিচ্ছেন, তা' সকলেরই জানা আবশ্যক। সকলকে শ্রীচৈতন্যের কথা জানান'র জন্য তাঁ'রা এখানে আমাদের মাঝখানে এসে এই সকল অপূর্ব্ব কথা ব'লছেন। চা'রশ' বছর আগে শ্রীচৈতন্যদেব এই বাংলায় এসে যে প্রেমধন বিতরণ ক'রেছিলেন, সেই প্রেম বিতরণের ভার বর্ত্তমানকালে শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার্য্য গ্রহণ ক'রেছেন। বর্ত্তমান যুগের পক্ষে যে প্রেমধর্ম্মের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক হ'চ্ছে, তা' আজ গৌড়ীয়মঠের দ্বারাই সার্থকতা লাভ ক'চ্ছে।

বক্তা আমাদিগকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, ১৩৩২ সালে এই হলে একটী বিরাট্ সভায় তিনি 'শ্রীচৈতন্যের দান' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেই সভায় আমার উপস্থিত হওয়ার সুযোগ হয় নাই। আমার মনে হয়, সেই দিনের উপদেশ যা'তে আমরা ধীরে ধীরে বুঝ্‌তে পারি, এজন্য বক্তা আমাদিগকে যথেষ্ট সময় দিয়ে চা'র বৎসর পরে আবার আমাদিগকে এখানে ডেকেছেন।

তিনি তাঁ'র বক্তৃতার মধ্যে 'শ্রীচৈতন্য' ব'লেছেন, 'অচৈতন্য' ব'লেছেন, বলেন নাই—'কুচৈতন্য'। আধুনিক বস্তুনিষ্ঠাটে জগৎ যেরূপ Materialismএর দিকে ছুটছে, তা'তে ক'রে মনে হয়, তা' ত' অচৈতন্য নয়—কুচৈতন্য, তা' শ্রীচৈতন্য থেকে অনেক দূরে। বর্ত্তমান জগতের প্রয়োজন হ'য়ে প'ড়েছে এই কুচৈতন্যের প্রচার। বরং অচৈতন্যের হাত হ'তে পার আছে, কিন্তু কুচৈতন্যের হাত থেকে পার পাবার উপায় নাই (করতালি)।

আমি বহুকাল বহুস্থানে বহু শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সভ্যতা, সাহিত্য ও শিক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করবার ও শুন্‌বার সুযোগ পেয়েছি, তা'তে ক'রে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়েছি যে, আজ কি ভারতবর্ষ, কি য়ুরোপ, কি আফ্রিকা, কি আমেরিকা, কি ফ্রান্স, কি জাপান—সকল দেশই ন্যূনাধিক এই কুচৈতন্যে অভিভূত। আমি এ'কথা বহুবার ব'লেছি, এখনও বল্‌ছি এবং আরও ব'ল্‌ব,—ভারতের মহাদান—প্রেম, যে প্রেমের কথা প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেব প্রচার ক'রেছেন, ভারতের প্রান্ত হ'তে উপযুক্ত বক্তার সাহায্যে সেই প্রেমের ধর্ম্ম সমগ্র জগতে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। যীশু-খৃষ্ট যে কিছু প্রেমধর্ম্ম প্রচার ক'রেছিলেন, তা' এখন কর্পূরের মত উড়ে গিয়েছে, খৃষ্টের কোন কথা এখন আর তেমন পালিত হয় না তাঁর কোন উপদেশই খৃষ্ট-সম্প্রদায়ীগণকে শুদ্ধভাবে পালন ক'রতে দেখা যায় না, Christianity এখন Churchianity' হ'য়ে প'ড়েছে। সকলকে কেবল কতকগুলি বাহ্য আইন কানুন স্বীকারে বাধ্য করা হয় মাত্র, তা'তে প্রেমের কোন কথা নাই।

কুচৈতন্যের হাত হ'তে যদি পরিত্রাণ পেতে হয়, তা' হ'লে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশুদ্ধ প্রেমই আমাদের একমাত্র 'প্রয়োজন' হওয়া দরকার। অনেক দিন বিলাতে থেকে—অনেক সভা-সমিতিতে আলোচনার ফলে আমার মনে ভারতের গুরুতর দায়িত্ব এই প্রেম প্রচারের কথা জেগে উঠেছিল। শ্রীচৈতন্যদেব ভারতে যে প্রেমের সন্ধান দিয়ে গিয়েছেন, সেই প্রেমের কথা জেনে সমগ্র জগতে প্রচার করা ভারতবাসীর একটা মস্ত বড় দায়িত্বের কথা।

বক্তা ব'লেছেন—বেদান্ত, ইতিহাস, পুরাণ, তন্ত্রাদি—কিছুই এই প্রেম-বিচারের বাহিরে বিষয় নহে, সমস্তই প্রেমে অনুস্যূত, সকলেরই চরম প্রয়োজন এক প্রেমেরই কথা ব'লেছেন। এই অপূর্ব্ব প্রেমের বার্ত্তা আপনারা যদি ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে নিয়ে যেতে পারেন, তবেই সেখানে কুচৈতন্যের প্রভাব কমে যাবে; আমি গৌড়ীয় মঠের বৈষ্ণবগণকে একথা ব'লছি, তাঁরা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যদি কোন দৈব-বিড়ম্বনা না হয়, তবে আমরা বিলাতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটী শাখা দেখ্‌তে পাব ব'লে আশা করি।

অমায়িক প্রেম—সেবা-ধর্ম্মের আদর্শই আমাদিগকে সেখানে নিয়ে যেতে পারে। শ্রীচৈতন্য প্রতিষ্ঠিত হ'লেই কুচৈতন্য অপসারিত হ'বে। জানিনা দেখি সেদিন কি দিন হ'বে, যেদিন আমাদের হৃদয়ে শ্রীচৈতন্য প্রতিষ্ঠিত হ'বেন—আমরা শ্রীচৈতন্যের প্রেমে প্রেমিক হ'ব। ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা, শীঘ্রই আমাদের সেই শুভদিন আসুক।

গৌড়ীয় মঠ আমাদিগকে যে-সমস্ত অমূল্য কথা শ্রবণের সুযোগ দিচ্ছেন, তজ্জন্য তাঁরা আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন—শ্রদ্ধাভাজন। শ্রীগৌড়ীয় মঠ অনেকবার আমাদের ন্যায় সাধারণ লোককে আকর্ষণ করবার জন্য নানাপ্রকার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ক'রে থাকেন, এবার মাধুর্য্যময় প্রেমের কথা দার্শনিকভাবে আমাদের নিকট উপস্থিত ক'রে আমাদের উপকারের ব্যবস্থা ক'রেছেন। গৌড়ীয় মঠের আচার-ব্যবহার ও আচার্য্যদেবের সেবাপ্রণালী শ্রবণ ও বিচার ক'রে যাঁরা তদনুযায়ী জীবন-গঠনে যত্নবান হবেন, তাঁ'রা নিশ্চয়ই ধন্য হ'বেন। গৌড়ীয় মঠের আচার্য্যদেব কথাপ্রসঙ্গে যে সমস্ত অপূর্ব্ব উপদেশ প্রদান করেন এবং তাতে যে একটা অপূর্ব্ব প্রাণময়তা আছে, তা'তে সত্য সত্যই লোক লাভবান্ হ'তে পারবেন।

আপনারা যে রকম ধৈর্য্য ধারণ ক'রে ও বিশেষ আগ্রহ-সহকারে অদ্যকার বিষয় শ্রবণ ক'রেছেন, তাতে আমার বড় আশা হয়েছে যে, গৌড়ীয় মঠ সকলের হৃদয়ে একটা জাগরণের স্পন্দন আন্‌তে পেরেছেন, আশা করি' এই শ্রীচৈতন্যের প্রেম এরূপ ভাবে আমরা সর্ব্বদা আস্বাদন করার সৌভাগ্য পেয়ে ধন্য হ'ব এবং সমগ্র জগৎও এই প্রেমাস্বাদনে ধন্য হ'বে।

সিমলায় প্রচার

সিমলা হইতে প্রেরিত শ্রীযুক্ত হেরম্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তারের সংবাদে প্রকাশ, শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারীজীসহ ২৭শে সেপ্টেম্বর সিমলায় পৌছিয়া তথাকার প্রচার কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক মথুরায় রওনা হইয়াছেন। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত তারাপদ রায় মহোদয় হরিদ্বারে মঠ নির্ম্মাণের জন্য এক হাজার টাকা আনুকূল্য করিয়াছেন। এই মহতী সেবাকার্য্যের জন্য তিনি বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

আগামী ২৩শে আশ্বিন রবিবার ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা উপলক্ষে নদীয়া-প্রকাশের একটী বিশেষ সংখ্যা বাহির হইবে।

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা। সুবর্ণ সুযোগ।।

ভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুকে অবগাহন করুন, যাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দারিদ্র্যব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায় সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে উহার একটি অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৹, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-রচিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মন্দার। প্রত্যেকটি কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর ভাবে পরিপূর্ণ। ... প্রত্যেকেই এই গ্রন্থপাঠে পরম-পদের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এন্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের সচিত্র জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এন্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৷৹ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফসেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ৷৹ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধবগৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রাক্তন তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶৹
গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৵৹

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অভক্তের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'ধিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মপ্রবোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ আনন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসভারতী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মধুগৌর শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীল স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ প্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাময় বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা, ও বিবদরুচিবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সদ্যস্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ৩৷৹ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	চাইবাসা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	নৈমিষারণ্য	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১ শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মথুরা
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	এলাহাবাদ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	নৈমিষারণ্য
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	এলাহাবাদ	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে বহুমহোৎসবাদি ভজনানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেবাবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ-ভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতি, শ্রীপাদ জগচ্চন্দ্রণ দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিদ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকলিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোদণ্ড, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালি দাসাধিকারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাককুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভাক্তকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীটক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী,

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ সাউথ মালাকা প্রয়াগ ষ্ট্রীট, পি

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবদন ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্কালিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ বাঙ্কুরা বর্দ্ধমান।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীচরণদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেনপানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সাতাসন, পুরী, উড়িষ্যা।

সেব্যবিগ্রহ শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপদ্মমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন,

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুবলসখা।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ বাছ, চারড়া

এখানে বড় ভূমুর্ত্তি শ্রীগোপালদেব সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ।

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচাঁদ দাসাধিকারী।

(৩৩) বাসুদেবগোপাল পাট

কাঠালপোতা, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, { ২২ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৬ ২০শে আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ ৬ই অক্টোবর ইং ১৯৩১ বৃহস্পতিবার } ১৮০তম সংখ্যা

উদ্ধারের উপায়

(আচার্য্য শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী)

জ্ঞান ও কর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত ভক্তিই শুদ্ধভক্তি। নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান, ক্লীব-ব্রহ্মের আরাধনা, কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মভোগ, স্বর্গ বা মোক্ষাদি বাঞ্ছা প্রভৃতির নিমিত্ত যে ভক্তি বা সেবা প্রদর্শিত হয়, তাহা কখনও আত্মার অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা সেবা কিম্বা ভক্তি নহে। আত্মার নিত্যা বৃত্তির অনুশীলনই স্বাভাবিক তাহাতে অন্যাভিলাষ নাই, কৃষ্ণেতর বস্তুর অভিনিবেশ নাই, কৈতব প্রধান মোক্ষ বাঞ্ছাও নাই, আছে কেবল আত্মার নিত্যা বৃত্তির অপ্রতিহতা কৃষ্ণসেবানুশীলন। একথাটী একমাত্র শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর শ্রীচরণ-পূজা-দ্বারা অভ্রান্ত খাটি সত্যরূপে অবগত হওয়া যায়।

সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বানুকূল্যে সেবানুশীলনই উত্তমা ভক্তি। ইহাতে আমরা আত্মবুদ্ধি-মান্ হইয়া ইহাই না বুঝিয়া বসি যে,—'আমাদের ইন্দ্রিয় তোষণানুকূলে কৃষ্ণানুশীলন করিবার নিমিত্ত শাস্ত্র আদেশ করিয়াছেন।' তাহা হইলে বাউলবাদ, প্রাকৃত সহজিয়াবাদ প্রভৃতি আরও ভয়ঙ্করতর মূর্ত্তি ধারণ করিবে। কৃষ্ণকে হৃষীকেশ বলা হয়; হৃষীকেশ শব্দে হৃষীক—ইন্দ্রিয়, ঈশ-শব্দে মালিক; হৃষীক ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র—যিনি সর্ব্বভোক্তা, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্বপ্রভু বলিয়া বেদাদি শাস্ত্রে প্রমাণিত। সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণসেবানুশীলনই সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বানুকূল্যে উত্তমা ভক্তির অপ্রতিহতা গতি।

শ্রীগুরুদেবের কৃপায় জীবের সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলনরূপ দশায় উপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত গত্যন্তর নাই। অনাদি কাল হইতে বদ্ধ আছি এবং বদ্ধই থাকিব—এরূপ কোন কথা নাই। মুক্ত হইবার উপায় আছে। আমার ন্যায় বদ্ধ জীবকে উদ্ধার করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দররূপে এবং শ্রীবলদেবাভিন্নতত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবরূপে আবির্ভূত।

উত্তমা ভক্তির কথা উত্তমরূপে যে বাণীতে কীর্ত্তিত, তাহাই শ্রীশ্রীভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী। চারিশতাব্দ পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও তদীয় পার্ষদ ভক্তবৃন্দ প্রতি জীবের দ্বারে দ্বারে যাইয়া শ্রীমতী রাধিকানুগাদেবীর শ্রীরূপানুগ কথা,—শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর [illegible] করিয়াছিলেন। কালের কুটিল [illegible] বদ্ধজীব আমরা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি শ্রীমতী রাধারাণীর দাস্য অনুসরণ না করিয়া বহিরঙ্গা দৈবীমায়ার দাস্যে অভিনিবিষ্ট হওয়ায় শ্রীশ্রীবার্ষভানবীদয়িতের হৃদয় দ্রব হইল। তাই পুনরায় শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী জগতে প্রকটিত। আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ ও তদনুগ শ্রীগৌড়ীয়মঠাদিতেই শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর সুষ্ঠু পূজা হইয়া থাকে।

আমরা শ্রৌতপথে শ্রৌতসিদ্ধান্তে যেসকল প্রেমস্কর বাণী শ্রবণ করিয়া যে পরিমাণে শ্রেয়ঃ পন্থা হইতে বিরত হইবার সুযোগ পাইব, সেই পরিমাণে শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর পূজাধিকার লাভ করিব। আমরা বদ্ধ, বিষয় কথায় আমাদের শ্রবণ বিবর পরিপূর্ণ। শ্রীগুরুমুখ-নিঃসৃত পতিতপাবনী বাণী রসনা সাহায্যে যত বেশী পরিমাণে আবৃত্তি করিব, ততই ইতর কথা হইতে ত্রাণ পাইব। তাই শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী পূজা একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত। এই বাণী পূজা-দ্বারাই শ্রীগুরু-সেবা, গুরু-সেবা হইতে সেবা-সৌভাগ্য প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর; নতুবা বদ্ধ জীবের সংসার গতি হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় নাই।

মুদ্রাকর প্রমাদ

বর্ত্তমান ৪৪৬ চৈতন্যাব্দের নবদ্বীপ পঞ্জিকার ৪০ পৃষ্ঠায় ১২৫ পদ্মনাভ ১০ আশ্বিন ২৬শে সেপ্টেম্বর সোমবার যে বন্দিতা একাদশীর উপবাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে, উহা ঠিকই আছে। 'বিদ্ধেত্তু নাভোয়ম সেৎ' নীতিটী প্রতি দৃক্পাত না করিয়া এবং শ্রীপঞ্জিকা না দেখিয়াই অনেক বিজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয়ের বাক্য শুনিয়া 'ঐ দিবস বিদ্ধা বলিয়া ঐ দিবস একাদশীর উপবাস হইবে না, তৎপর দিবস হইবে',—এইরূপ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক শ্রীনদীয়াপ্রকাশের 'বিশেষ দ্রষ্টব্য' শীর্ষে প্রকাশিত প্রমাদদ্বারা শুদ্ধবৈষ্ণবচরণে যে অপরাধ করিয়াছি, তজ্জন্য তাঁহাদের শ্রীচরণকমলে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। দশমী [illegible] গত ১৫ আশ্বিন [illegible] ৪।৪১ পর্য্যন্ত ছিল, রাত্রি ৪।৪১ পর্য্যন্ত নহে; সুতরাং ১০ই আশ্বিন শ্রীএকাদশী অরুণোদয়বিদ্ধা হইতে পারেন না। আমার এই প্রমাদের নিমিত্ত যাঁহারা ঠিকমত উপবাস করিতে পারেন নাই, তন্নিমিত্ত তাঁহাদের যে প্রত্যবায় হইয়াছে, ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাদের সেই প্রত্যবায়ের ফল আমার উপর অর্পণ করিয়া আমাকে কৃপা করুন,—ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে আমার একান্ত প্রার্থনা। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের হেড্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্য ব্যাকরণতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় অনুসন্ধান করিয়া আমাকে এই প্রমাদটী প্রদর্শন করাইয়া আমার যে উপকার করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত আমি তাঁহার শ্রীচরণে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীগৌড়ীয়, এই প্রমাদটী দেখাইয়া দিয়া সর্ব্বসাধারণের [illegible] উপকার করিয়াছেন; তন্নিমিত্ত তাঁহার নিকট আমি চির-কৃতজ্ঞ। প্রমাদটী যথাসময়ে লক্ষ্যের বিষয় না হওয়ায় শ্রীএকাদশীর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইতে পারে নাই।

মুদ্রাকর, নদীয়া-প্রকাশ

মহাজন

(৪র্থ পৃষ্ঠার শেষ কলমের পর)

মহাজন কিন্তু যাহারা এই সকল মহাজনের ভোগ্য বিলাসী নহে। অর্থাৎ ইহাদিগের সেবা করিবার পরিবর্ত্তে ইহাদিগকে স্ব স্ব তুচ্ছ স্বার্থসাধন যন্ত্ররূপে ব্যবহার লইতে বা গুরুর উপর গুরুগিরি করিতে দাম্ভিক হন সেই সকল দুর্ভাগা ব্যক্তি এসকল মহাজন হইতে বহু দূরে অবস্থিত। ইন্দ্রিয়তর্পণ বা মায়াদাস্যই তাঁহাদের নিকট কল্পিত মহাজনের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহাদিগকে ছলনা করিয়া তাহাদিগের ইন্দ্রিয়কে প্রকৃত সত্য পথ হইতে আবৃত করিয়া বিক্ষিপ্ত করে, সুতরাং শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের চেষ্টা কখনও তাঁহাদিগের প্রাকৃত বুদ্ধির ধারণার বিষয় হয় না।

[illegible] । । হৃদয়ে সে প্রীতি ভজে সম্মত সবার ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২ পদ্মনাভ [illegible] কারণোদশায়ী ৪৪৭

মহাজন

আমরা মহাভারত বনপর্ব্বান্তর্গত আরণেয়-পর্ব্বে দেখিতে পাই—'কঃ পন্থাঃ' (পরমার্থ লাভের পথ কি?)—যক্ষের এই প্রশ্নের উত্তরে মহারাজ যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন,—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

তর্ক সংকেতে প্রতিষ্ঠাশূন্য, শ্রুতিসকলও ভিন্ন ভিন্ন, যাঁহার মত ভিন্ন নয়, তিনি ঋষিই হইতে পারেন না; এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মতত্ত্ব গুহারূপে আচ্ছাদিত আছে অর্থাৎ শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব পাওয়া কঠিন, সুতরাং যাঁহাকে 'মহাজন' বলিয়া সাধুগণ স্থির করিয়াছেন, তিনি যে পন্থাকে 'সৎপথ' বলিয়াছেন, সেই পথেই অপর সকল ব্যক্তির গমন করা উচিত। এখন 'মহাজন' শব্দের অর্থ কি, তাহাই আমাদের আলোচ্য।

মহৎ ব্যক্তিই 'সাধু' বা 'মহাজন'-শব্দবাচ্য। পারমার্থিক ও জাগতিক বিচারে 'মহৎ' সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা বর্ত্তমান। বদ্ধজীবের মনোধর্ম্ম বা ইন্দ্রিয়জ্ঞানের ধারণায় যাহারা তাহার ইন্দ্রিয়ভোগ্য এবং ইন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধন প্রদানকারী, তাহারাই 'মহাজন'। ব্যবসায়ীর নিকট 'উত্তমর্ণ' মহাজন হইতে পারেন, ভোগপর কর্ম্মীর নিকট 'জৈমিনি প্রভৃতি ঋষি', বা বিভিন্ন মতপোষক ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ, চিত্তনিরোধী যোগিগণের নিকট 'পতঞ্জলি ঋষি', শুষ্কজ্ঞানীগণের নিকট নিরীশ্বর 'কপিল', 'বশিষ্ঠ', 'ভূমা' বা 'দত্তাত্রেয়' প্রভৃতি কেবলাদ্বৈতবাদিগণ, জেতুমোহগ্রস্তগণের নিকট পাশববলদৃপ্ত বিষ্ণুবিরোধকার্য্যে অতুলনীয় অধ্যবসায়ী হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, রাবণ ও তৎপুত্র মেঘনাদ, জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজগণ, একলব্য ও কর্ণাদি গুরুভক্তগণ, যোষিৎসঙ্গপ্রিয় পুরুষাভিমানিগণের নিকট দক্ষাদি স্ত্রীলুব্ধ প্রজাপতিগণ, জাগতিক লোকের নিকট দৈহিক ও মানসিক রোগ, শোক, দুঃখ, ভয় বা ক্ষুধা অভাব-দূরীকরণে আত্মশ্লাঘী বা অনুরাগী ব্যক্তিগণ মহাজন বলিয়া ধৃত হইতে পারেন; প্রকৃত বিমোহিত জীবের নিকট বিষ্ণু-সম্বন্ধবিহীন, 'দার্শনিক', 'বৈজ্ঞানিক', 'ঐতিহাসিক', 'সাহিত্যিক', 'কবি', 'বাগ্মী', 'সমাজপতি', বা 'দেশনেতা', মহাজন বলিয়া নির্ণীত হইতে পারেন; আত্মবঞ্চিত ব্যক্তিগণের নিকট পরমার্থভূত আত্মবৃত্তি ভগবদ্ভক্তিকে শুক্র-শোণিতে আবদ্ধ বলিয়া বিশ্বাসী অর্থাৎ শুধু শৌক্র-বংশের দোহাই দিয়া আত্ম-জ্ঞান-জননী ভগবদ্ভক্তির বা গুরুত্বের দাবিকারী বঞ্চক ও ভাড়াটিয়া অর্থগৃধ্নুগণ, ঢক্কাপিটিয়ার ন্যায় শ্রীহরিদাস তুল্য যথার্থ সাধুর বিরোধী ও তাঁহার অপ্রাকৃত হরিভজন-চেষ্টার কৃত্রিম বাহ্য অনুকরণকারীগণ, বুজরুকী ও কুহকবিদ্যাভিজ্ঞ পুতনা, তৃণাবর্ত্ত, বৎস, বক, অঘ, ধেনুক, অরিষ্ট, প্রলম্ব প্রভৃতি অসুরগণ, অথবা শ্রুতিবিরোধী পৌণ্ড্রক, শৃগাল-বাসুদেব, দৈত্যগুরু শুক্র, নাস্তিক চার্ব্বাক, বেণ, সুগত, [illegible] প্রভৃতি এবং গৌরহরির বাস্তব-সত্তায় ও তাঁহার পরমেশ্বরত্বে অবিশ্বাসী বা কপট অনুকরণে আপনারাই অথবা শিষ্যদলের দ্বারা অবতারে মনোধর্ম্মের অনুকূলমনোরম বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক তাঁহাদের দ্বারা নিজেদের অবতারত্ব প্রতিপাদন বা ঘোষণা করাইবার ইচ্ছা করিয়া মূর্খ ব্যক্তি ভক্তিভাগ্যহীনের নিকট মহাজন বলিয়া কল্পিত হইতে পারেন; ফলতঃ, ভগবদ্ভক্তিহীনের নিকট ঐরূপ 'অগ্নিহোত্রী', 'কর্ম্মী', 'শুষ্কজ্ঞানী', অভক্ত 'যোগী' বা কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠালোভী ব্যক্তিগণ 'মহাজন', বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারেন, সত্য; কিন্তু নিরস্তকুহক পরম সত্য বা বাস্তব বস্তুর প্রতিপাদনকারী নির্ম্মৎসর শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, (৬।৩।২৫) "প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্। ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥" অর্থাৎ জগতে যেসকল কর্ম্মী 'মহাজন' বলিয়া প্রখ্যাত, সেই সকল ধর্ম্মবক্তৃগণ ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য জানেন না। তাঁহাদের বুদ্ধি ত্রিগুণময়ী দৈবী মায়াদ্বারা বিমোহিত; তাই তাঁহারা বৈকুণ্ঠ ভগবদ্ভক্তিকে অনাদর করিয়া প্রাকৃত উপাসনামূলক বিস্তারশীল কর্ম্মকাণ্ডে নিযুক্ত এবং মায়াজালে আবদ্ধ। ঐসকল মহাজনের মতি ঋক্ সাম যজুর্বেদের আপাতরমণীয় মধুর অর্থবাদ বাক্যে জড়ীকৃত, সেই সকল ব্যক্তি প্রাকৃত লোকের ধারণায় মহাজন বলিয়া কল্পিত হইলেও ইঁহারা পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের নিত্যসেবা-বুদ্ধিযুক্ত নহেন।

জগতের লোক কর্ম্মবীর বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন; ধর্ম্মবীর বলিয়া সম্মান পাইতে পারেন, জ্ঞানবীর বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন, বৈরাগ্য ত্যাগের আদর্শ বলিয়া পূজিত হইতে পারেন, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥" অর্থাৎ এই জগতে যে কর্ম্মবীর ধর্ম্মের জন্য কর্ম্ম না করেন, যে ধর্ম্মবীর বিরাগের জন্য ধর্ম্ম না করেন, যে ত্যাগবীর শ্রীবিষ্ণুর প্রীত্যর্থে ভোগ ত্যাগ না করেন, সে ব্যক্তি জীবন্মৃত। বস্তুতঃ হরিতোষণের নামই সেবা; যে কর্ম্মে, যে ধর্ম্মে যে ত্যাগে শ্রীকৃষ্ণের কোন প্রীতি বা সম্বন্ধ নাই, তাহা দেশের সেবা দেশের সেবা, সমাজের সেবা, লোকসমাজের জাতিগত অদৈব বর্ণাশ্রমের সেবা, রোগীর সেবা, দারিদ্র্যের সেবা, নির্ধনের সেবা, বা ধনবানের সেবা, স্ত্রী জাতির সেবা—নানা দেবসেবা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ গুণ সম্পৎ বা প্রাতঃস্মরণীয় কার্য্য নামে জগতে প্রচারিত থাকিলেও তাহা প্রকৃত পক্ষে ইন্দ্রিয়তোষণ বা ভোগ। জগতের দুর্ভাগা জীবের নিকট এই প্রকার ইন্দ্রিয়তোষণের ইন্ধন-প্রদাতৃগণই এইরূপ ইন্দ্রিয়তর্পণ পোষক বক্তা, প্রচারক বা শাস্ত্রকারগণই মহাজন বলিয়া বিখ্যাত।

প্রকৃত্যাশ্রিতবুদ্ধিযুক্ত, বাহ্য জগৎ দর্শনকারী, ইন্দ্রিয়দাস ভবরোগগ্রস্ত জীব তাঁহার বিকৃত বুদ্ধি দ্বারা প্রকৃত মহাজনকে বুঝিতে বা চিনিয়া লইতে পারেন না, কেননা, তাঁহার বুদ্ধি সর্ব্বদাই ভ্রমাদি চারিটী দোষে দুষ্ট। অনাদি কাল হইতে রক্ত, মাংস বা শুক্রাদি সপ্ত ধাতু-বিশিষ্ট কুণপে 'আত্মবুদ্ধি'-ও রুচিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ গড্ডলিকা প্রবাহের ন্যায় অক্ষজ-জ্ঞান-স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। ঐপ্রকার প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়ের কেহ কেহ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের ন্যায় মহাজনের বাক্যকেও অনাদর করিয়া, মহাজনের চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিয়া মহাজনকে 'অনুদার' প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া নিজের অসুবিধা নিজে বরণ করিয়া লইতেছে, কেহ বা তাহার ইন্দ্রিয়তর্পণমূলা ধারণানুযায়ী কল্পিত মহাজন সৃষ্টি করিয়া ব্যভিচার, লাম্পট্য, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা, কুটীনাটী, জীব-হিংসা প্রভৃতি অসংখ্য অপরাধজনক কার্য্যে লিপ্ত হইয়া পড়িতেছে। বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃত 'মহাজন' নির্ণীত না হইলে জীবের কোন চেষ্টাই সুফলপ্রসূ হইতে পারে না। মহাজনের স্বরূপ-নির্ণয়ে চরিতামৃত মধ্য ২৫ শঃ পরিচ্ছেদে ৫৪-৫৭ সংখ্যায়—

"পরম-কারণ 'ঈশ্বরে' কেহ নাহি মানে।
স্ব-স্ব মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে॥
তা'তে ছয় দর্শন হৈতে 'তত্ত্ব' নাহি জানি।
'মহাজন' যেই কহে, সেই 'সত্য' মানি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণী অমৃতের ধার।
তিঁহো যে কহয়ে বস্তু, সেই তত্ত্ব সার॥"

অর্থাৎ সাংখ্য-পাতঞ্জলাদি দর্শন কেহই প্রকৃত পক্ষে বিষ্ণুকে 'ঈশ্বর' বলিয়া মানেন না; এক কথায়, তাঁহারা সকলেই প্রচ্ছন্ন বা অপ্রচ্ছন্ন নাস্তিক অর্থাৎ কেহই আস্তিক নহেন; তাঁহারা কেবল নিজ নিজ মত বাদের বাহাদুরী প্রদর্শন করিবার জন্য তর্কদ্বারা পরমত খণ্ডন ও স্ব-স্ব মতবাদ স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র, সুতরাং ঐ সকল শাস্ত্রের উপদেষ্টৃগণ জগতে মহাজন বলিয়া পরিচিত হইলেও তাঁহারা মহাজন নহেন; তাঁহারাই অত্যন্তসঙ্কীর্ণ ও 'অনুদার'। এই কথা শ্রবণ করিয়া ঐসকল তথাকথিত মহাজনের স্তাবকগণ তাঁহাদের প্রাকৃত অক্ষজ-জ্ঞানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও শুদ্ধভক্তের চরণে অপরাধ করিয়া বলিবেন,—ইহা 'গোঁড়ামী' মাত্র! তাঁহাদের ধারণা,—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু বা শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদও পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের অন্যতম একটী মহাজন মাত্র। সুতরাং তাঁহারা প্রাকৃত সহজধর্ম্মের চিন্তাস্রোতে নিমগ্ন হইয়া চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী হইয়া যে ঐ প্রকারই সিদ্ধান্ত করিবেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ ও আশ্চর্য্য কি? কিন্তু যাঁহাদের অপ্রাকৃত স্বরূপ ধর্ম্ম জাগরিত হইয়াছে, তাঁহারা সেই স্বরূপ ধর্ম্মের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া প্রত্যেক জীবেরই স্বরূপ দর্শন করিতে সমর্থ।

মহাভাগবত বা পরমহংসেরই অধোক্ষজ-দর্শন বা সুদর্শন; অতএব সেই নিষ্কিঞ্চনগণই একমাত্র প্রকৃত 'মহাজন'। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামীও নিষ্কিঞ্চন মহাজন, তাঁহার আচরণে কোনও প্রকার মৎসরতা বা লোকবঞ্চনা নাই; তিনি আচরণ করিয়া যাহা প্রচার করিয়াছেন, তৎপ্রদর্শিত সেই দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে আদর্শ জ্ঞানে অনুগমন করিলেই যে নিঃশ্রেয়সার্থী জীবের নিশ্চয়ই মঙ্গল লাভ ঘটিবে, তাহা মহাপ্রভু দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আদর্শ প্রদর্শন পূর্ব্বক শিক্ষা দিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (ভাঃ ১৯-২১) দ্বাদশ জন মহাজনের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। কলিযুগে ভগবদ্ভক্তি প্রচারক শুদ্ধবৈষ্ণবসম্প্রদায়ের চারিজন আচার্য্যই মহাজন, অস্মৎসম্প্রদায়ে গৌড়ীয়েশ্বর শ্রীদামোদর স্বরূপই মূল মহাজন। তদভিন্নকলেবর, পরমভক্ত শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়তম শ্রীরূপসনাতন বা শ্রীরূপানুগ সাধুজনগণ সকলেই মহাজন। শ্রীধরস্বামীর অনুগত শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীধরস্বামীও মহাজন। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব, ইঁহারা সকলেই

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা।   সুবর্ণ সুযোগ।।

ভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নার স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দারিদ্র্যব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-ভক্তের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসম্বলিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৶০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অন্যের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও প্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত থাকিয়া মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কান্তানন্দদায়িনী ভাবময় বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, এযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব প্রবর্দ্ধৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য," দীক্ষা ও নিষ্কপটবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৸০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, কথা, ভৌগোলিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। বাঙ্গালার রাজসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সম্বলিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (কং) ময়রো বাঁধাই মূল্য ১৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালাদের গীত, শ্রীনামচন্দ্র, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, মহাপ্রভুর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, নরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণাম, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় পুস্তকাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা /৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক বঙ্গানুবাদসহ অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারদ্বয়ের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিভূষিত-সহ বহুত-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে শাস্ত্রীয় যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে সর্ব্বপ্রকার বিরোধ-সংবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয় তাহে সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সারার্থ ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তি-প্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ সঙ্কলিত। একরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণাশ্রম—ভাগবত-ধর্ম্ম—অপরাধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বপ্রভৃতি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে বোল্ড কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'নামমাহাত্ম্য'—নাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা প্রভৃতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

তত্ত্ববিবেক

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-খানি পাঠ করিলে পারমার্থিক সাধকের চিত্তে কোন অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় পরমার্থবিজ্ঞান এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ড এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলি সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সংযোজিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অবলম্বনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষা, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। খুব মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন-আটপেজী গ্রন্থাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৸০ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৸০ দশ আনা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
ভজনরহস্য ৷৷০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য
যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)
জৈবধর্ম্ম
শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
দীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
গীতমালা ৴১০
নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) ৵০
শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
শরণাগতি ৴০
গীতাবলী ৴০
চিত্রে নবদ্বীপ ১৷৷০
সাধনকণ ৴০
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷৷০
৫৪। সটীক-শিক্ষাষ্টকমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারার্থবর্ষণম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷৷০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্‌স্ ।৵০
৬২। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইয়োটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ অ্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১৷৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷৷০
৭০। সাধন পথ
৭১। কল্যাণ কল্পতরু ৴০
৭২। গীতাবলী ১৲
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু ৴

প্রাপ্তি স্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষার একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পত্রিকাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, যাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৶৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষার একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজী ভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলের গাড়ল

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

আফিস—১৬নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুভাষ চন্দ্র ও সেনগুপ্তের স্বাস্থ্য

ও হরেন্দ্রনাথ ঘোষের উদ্যোগে গত রবিবার হাওড়া খুরুট শীতলা তলায় একটী বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, গুরুদাস রায়, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত অজিতকুমার মল্লিকের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী সভাপতি পদে বৃত হন।

প্রথমে শ্রীযুক্ত শিউভক্ত গান্ধী হিন্দীতে একটী বক্তৃতা দেন। পরে শ্রীযুক্ত গুরুদাস রায় বলেন যে, আজ আমাদের অন্তর দিয়া অনুভব করিতে হইবে যে, কি কঠিন ও দুরারোগ্য রোগে অন্ধকার কারা প্রাচীরের অন্তরালে নেতৃবৃন্দ তিল তিল করিয়া মরণের পথে অগ্রসর হইতেছেন। এই জন্য তিনি প্রস্তাব করেন যে বিভিন্ন সমিতি, সম্প্রদায় এবং ছাত্রেরা যেন অবিলম্বে সমগ্র হাওড়া জেলার নানা স্থান হইতে সভা সমিতি আহ্বান করিয়া সকলের স্বাক্ষর লইয়া সরকারের নিকট নেতৃবৃন্দের মুক্তির জন্য আন্তরিক ইচ্ছাশক্তি এবং দুর্জ্জয় সঙ্কল্প জ্ঞাপন করেন।

শ্রীযুক্ত সুকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন যে গত ১লা অক্টোবর ভেদ-দ্বন্দ্ব বিস্মৃত হইয়া সংঘবদ্ধ ভাবে নেতৃবৃন্দের মুক্তির জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নিম্নলিখিত প্রস্তাব সমর্থন করিবার সময় বলেন যে, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহন যে ভাবে রোগে কষ্ট পাইতেছেন তাহাতে তাঁহাদের জীবনের আশা নাই বলিলেই চলে; এক্ষেত্রে অবিলম্বে তাঁহাদের মুক্তি দেওয়া প্রয়োজন।

শ্রীযুক্ত অজিতকুমার মল্লিক ৬টী প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং যথারীতি তাহা গৃহীত হয়।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে বলেন যে, গত ১লা যুবকেরা থিয়েটার বায়স্কোপ দেখিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছে—আনন্দে উল্লাসে মাতোয়ারা হইতেছে—কিন্তু তাহাদের নেতারা যে গত ১লা অক্টোবর কারাগারের অন্তরালে তিলে তিলে মরণকে বরণ করিতেছেন, এ বেদনা কি কাহারও মনে অনুভূত হইতেছে? গত ১লা অক্টোবর আমাদের মধ্যে বেদনার অনুভূতির অভাবে সুকলের চেয়ে বড় অভাব হইয়া উঠিয়াছে—এই ব্যথার অনুভবই জাতিকে জাগাইয়া তোলে—এই ব্যথার থাকিলেই জাতির আত্মচেতনা ফিরিয়া আসে। তাই গত ১লা অক্টোবর প্রয়োজন হইয়াছে অন্তর দিয়া সেই বেদনাকে অনুভব করা।

খানাতল্লাস ও গ্রেপ্তার

পুলিশ গত ১লা অক্টোবর হবিগঞ্জের বাবু সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (দোকানদার) গিরিশচন্দ্র দাস উকীল মহানন্দ চৌধুরী বি-এল হবিগঞ্জ স্বদেশী সঙ্ঘের সম্পাদক, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র বি-এল, রজনীমোহন নাগ উকীল, প্রমোদরঞ্জন পাল ডাক্তার, সুরেন্দ্রচন্দ্র লাহা হবিগঞ্জ বাজার ষ্টেশনের এসিষ্ট্যাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার এবং অশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তীর হবিগঞ্জ জ্ঞানদা প্রেসের সেক্রেটারী গৃহে হানা দিয়া রাজদ্রোহমূলক ইস্তাহার পুস্তক, আপত্তিজনক কাগজপত্র, অপরাধজনক কার্য্য করিবার অস্ত্রশস্ত্র, বন্দুক, রিভলভার এবং গুলী-বারুদের খোঁজে ঐ সমস্ত গৃহ তন্ন তন্ন করিয়া খানাতল্লাস করে। প্রকাশ, পুলিশ বাবু মহানন্দ চৌধুরীর বাড়ী হইতে হবিগঞ্জ স্বদেশী সঙ্ঘ কর্ত্তৃক প্রকাশিত একখানি আবেদন পত্র লইয়া গিয়াছে। অন্যান্য গৃহ হইতে কোন জিনিষ পাওয়া যায় নাই।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কয়েক দিন পূর্ব্বে সহরের বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবমূলক ইস্তাহার লাগাইতে দেখা গিয়াছিল। সেই দিন এই সম্পর্কে সহরের কতিপয় গৃহে খানাতল্লাস করা হইয়াছিল। বর্ত্তমান খানা তল্লাসও এই সম্পর্কে হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

খুলনাতে মহিলা গ্রেপ্তার

বাঙ্গলার পুলিশের নির্দ্দেশক্রমে গোয়ালপাড়ায় পুলিশ গত ১লা অক্টোবর সরকারী স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রমথবন্ধু রায়ের কন্যাকে গ্রেপ্তার করে। গত ১লা তাঁহাকে পুলিশ পাহারায় রাজসাহীতে পাঠান হয়। প্রকাশ যে, রাজনৈতিক কোনও মোকদ্দমা সম্পর্কেই তাঁহাকে রাজসাহীতে নেওয়া হইয়াছে। তাঁহার বয়স ২৫ বৎসর।

বোম্বাই 'অনুন্নত'র সভায় পণ্ডিত মালব্যের বক্তৃতা

গত ১লা অক্টোবর সকাল বেলা পণ্ডিত মালব্যজী, মিঃ ও মিসেস জালজী, মিঃ দ্বারকাদাস, ডাঃ চৈতরাম গিদওয়ানী প্রভৃতি বিশিষ্ট হিন্দু ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতাগণের সমক্ষে ভেলেশ্বর মোরারজীর সম্প্রদায়ের ৭টী মন্দিরদ্বার হরিজনদের নিকট উন্মুক্ত করিয়া দেওয়ায় কাম্যাকপুরা হিন্দু সম্প্রদায়ের ভিতর খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। ঐ ব্যাপারে পণ্ডিত মালব্যজী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও মন্দিরগুলি অস্পৃশ্যদের নিকট উন্মুক্ত করা হইল বলিয়া ঘোষণা করেন। ঐ সম্পর্কে পণ্ডিতজী উপস্থিত সকলকে বুঝাইয়া দেন যে মানুষের সকল আত্মাই এক এবং সমস্ত মন্দির ও বিগ্রহের পবিত্রতা কখনো নষ্ট করা যায় না কিম্বা তাহাদিগকে কলুষিত করা যায় না।

বক্তৃতার পর পণ্ডিতজী অস্পৃশ্যদের নেতাগণকে লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করেন ও সকলে মিলিয়া বিগ্রহ 'দর্শন' করেন।

আমতলী হাটে সভার জের

বিগত ১লা অক্টোবর শনিবার ২৪ পরগণা সমর-পরিষদের (অধুনা বে-আইনী) অধীনস্থ "বাখরা বিষ্ণুপুর সমরপরিষদ" কর্ত্তৃক আমতলা হাটে এক সভা আহূত হইয়াছিল। ২৪ পরগণা জেলা কংগ্রেস সমর পরিষদের ৭ম অধিনায়ক বলিয়া অভিহিত শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্থানীয় পুলিশ সভা নিষিদ্ধ করিয়া দেয় এবং সভাপতি ও বাখরা বিষ্ণুপুর সমরপরিষদের ৫ম অধিনায়ক শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর ঘটক্যাল খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, কানাইলাল খাঁ, শক্রুয় খামারু, মোহনলাল খাঁ, জিতেন্দ্রনাথ করণ অনন্তকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীদাম প্রামাণিক, পঞ্চানন সিংহ, প্রভাতমোহন বসু, খগেন্দ্র চন্দ্র মণ্ডল, ধনঞ্জয় দে প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করিয়া বিষ্ণুপুর থানায় লইয়া যায়। প্রকাশ, ইহাদের মধ্যে ৩ জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এবং অপর সকলকেই আলীপুরে প্রেরণ করা হইয়াছে।

স্যার ওয়াটসনের উপর আক্রমণের জের

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে ষ্ট্রাণ্ড রোডে ষ্টেটসম্যান সম্পাদক স্যার আলফ্রেড ওয়াটসন, তাঁহার সেক্রেটারী ও মোটর চালকের উপর আক্রমণ সম্পর্কে অনুমান ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। আরও প্রকাশ যে, গত সোমবার দিন প্রাতঃকালে আলীপুরে ধৃত-ব্যক্তিদিগের এক সনাক্ত প্যারেড হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, আততায়ীগণ ব্যবহৃত মোটরকার মেরামত করিবার উদ্দেশ্যে যাহারা আসিয়াছিল; তাহাদিগকে সনাক্ত করিবার জন্য কলিকাতা মোটর বিভাগের সমস্ত অফিসার সনাক্ত প্যারেডে উপস্থিত ছিলেন। পুলিশ উক্ত মোটরকারের খোপের মধ্যে কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থ কোন একটা রেস্তোরাঁর একটি রসিদ পায়। ঘটনার দিন সন্ধ্যার সময় আহার্য্য সরবরাহ করিয়া উক্ত রসিদ দেওয়া হইয়াছিল। প্রকাশ, উক্ত রেস্তোরাঁর মালিক ও তাহার কর্ম্মচারিগণ, ঐ দিন সন্ধ্যার সময় উক্ত রেস্তোরাঁয় যাহারা আহার্য্য গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে কেহ সনাক্ত প্যারেডে উপস্থিত থাকিলে তাহাকে সনাক্ত করিবার জন্য সনাক্ত প্যারেডে উপস্থিত ছিলেন।

লণ্ডন ট্রাইবুন্যালে ভারত

সিমলা হইতে ১লা অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, আগামী নভেম্বর মাসে লণ্ডনে যে ট্রাইবুন্যাল বসিবে তথায় ভারতের ব্যাপারে উপস্থিত থাকিবার জন্য মিঃ যোশিয়া সাইমনস্ কে-সি, এবং ফেডারেলের এডভোকেট জেনারেল স্যার তফজ্জল বেরাসিজী কাবাকে লণ্ডনে রাখা হইয়াছে।

ত্রিপুরা পুলিশ বিভাগ

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, ত্রিপুরার মহারাজা পুলিশ বিভাগ হইতে পুলিশ সাহেব লেফটেনাণ্ট যোগেশ চন্দ্র দত্ত বি-এ কে স্থানান্তরিত করিবার জন্য আদেশ দিয়াছেন। তাঁহাকে কোন বিভাগে নেওয়া হইবে এখনও জানা যায় নাই। তাঁহার স্থলে অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বরিশালের মিঃ অক্ষয় কুমার দাস গুপ্তকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। তিনি পূজার বন্ধের পর উক্ত বিভাগের কাজ বুঝিয়া লইবেন।

বিশ হাজার টাকা মূল্যের চরস ধৃত

গত আগষ্ট মাসে একখানা মোটরকারকে কলিকাতার দিকে আসিতে দেখা যায় সন্দেহ হওয়ায় তদন্তে ঐ গাড়ীতে ২০০০০ মূল্যের চরস পাওয়া যায়। এতৎসম্পর্কে আবদুল গফুর ও খাঁনের কারাদণ্ড ৬১০০০ অর্থদণ্ডে এবং গৌরদাসও অনুরূপ মেয়াদের কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

গান্ধীর স্বাস্থ্য

গান্ধীর স্বাস্থ্য ক্রমেই উন্নতির দিকে যাইতেছে। গত শনিবার দিন তাঁহার শরীরের ওজন ৯৯ পাউণ্ড ছিল।

গান্ধীজীর বর্ত্তমান খাদ্য হইতেছে ছাগ দুগ্ধ, আঙ্গুর, কমলানেবু এবং কিছু শাক সব্জি।

টেলি শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈনিক

Reg No. C1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে

প্রতি ইঞ্চি ১৲

প্রতি কলম ৬৲

অর্দ্ধ কলম ৩৷০

সিকি কলম ২৲

চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার

অগ্রিম দেয়

বার্ষিক ৯৲

ষান্মাষিক ৫৲

ত্রৈমাসিক ২৷০

মাসিক ১৲

প্রতি সংখ্যা ৷৫

নদীয়া প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৮১তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২১শে আশ্বিন শুক্রবার ১৩৩৯, ৭ই অক্টোবর ১৯৩২

নানা কথা

পরলোকে রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্র

নদীয়া জেলাবোর্ডের ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার রায় সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর গত ১লা অক্টোবর শনিবার কলিকাতা বালিগঞ্জে তাঁহার সুযোগ্য জামাতা ডাঃ শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম-বি মহাশয়ের ভবনে পক্ষাঘাত রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। সতীশবাবু একনিষ্ঠ কর্ম্মী ছিলেন। কৃষ্ণনগর দরিদ্র ভাণ্ডার ও সৎকার সমিতি তাঁহার সম্পাদকত্বে বেশ কাজ করিয়াছে। যাত্রিগণের শ্রীধাম মায়াপুরে যাইতে যাহাতে কোনও প্রকার কষ্ট না হয়, তন্নিমিত্ত মায়াপুর-হুলোর ঘাট রাস্তাটীর উন্নতকল্পে তিনি যে চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহাতে ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর নিশ্চয়ই তাঁহার আত্মার সদগতি বিধান করিয়াছেন। তাঁহার সচ্চেষ্টা শিক্ষিত সমাজে লক্ষ্যের বিষয় হউক।

গান্ধীজীর তার

পুণা হইতে প্রকাশ, গত ১লা অক্টোবর বৈকালে চারটার সময় গান্ধীজী শেষ তার এখানে পৌঁছে। এই তার পাইয়া কেলাপ্পন স্থির করিয়াছেন, গত ২রা অক্টোবর প্রাতে তিনি অনশন ভঙ্গ করিবেন।

গান্ধীজী নিম্নলিখিত মর্ম্মে তার করিয়াছিলেন :—

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী প্রভুপাদের আদেশে

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্যোগে

আগামী ২৩শে আশ্বিন বিজয়া-দশমী হইতে

মাসাধিকব্যাপী চৌরাশি-ক্রোশ

বিরাট্ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা

মথুরাকে কেন্দ্র করিয়া আরম্ভ হইতেছে

যাত্রিগণের জন্য স্থান ও প্রসাদের বন্দোবস্ত থাকিবে

কলিকাতা হইতে যাতায়াতের ভাড়াসমেত ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার ব্যয় বাবদ যাত্রিগণের জন প্রতি সমর্থপক্ষে ১০০৲ (যাতায়াত ২৫৲ + পরিক্রমার বাবদ ৭৫৲) টাকা এবং অসমর্থ পক্ষে ৫০৲ (যাতায়াত ২৫৲ + পরিক্রমার জন্য ২৫৲) টাকা লাগিবে। ২৩শে আশ্বিনের পূর্ব্বে কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হউন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

"আপনার তার পাইলাম। তবুও আমি বলিতে চাই যে আমার তারে বর্ণিত নোটীশ দিয়া উপবাস ভঙ্গ করাই আপনার কর্ত্তব্য ভগবানের ইচ্ছা থাকিলে, এই ব্যাপারে আমি ও আমার অংশ গ্রহণ করিব। আমার অনুরোধে আপনি সম্মত হইলেন কি না তার করিয়া জানাইবেন।

একখানি চালাঘরের মধ্যে এক খাটিয়ার উপর কেলাপ্পন দিবারাত্রি শুইয়া থাকেন। অদ্য প্রাতে স্নান করিবার পর তাঁহাকে অনেকটা সজীব দেখাইয়াছিল। তিনি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন, এই অবস্থায় চলাফেরা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। তিনি ঘন ঘন লবণমিশ্রিত জল পান করিতেছেন।

কালিফোর্নিয়ায় ভীষণ ঝড়বৃষ্টি

বেকারফিল্ড হইতে প্রকাশ, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের কালিফোর্নিয়া প্রদেশে গত রাত্রে এক ভীষণ ঝড়বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ফলে ৭জন নিহত ও অন্ততঃ ২০ জনের খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না। ইহার ফলে তেহাচাপি গিরিবর্ত্ম দিয়া ৪০ ফুট উচ্চ জলপ্রবাহ গর্জ্জন করিতে করিতে আসিতে থাকে এবং উড়ফোর্ডে রেলওয়ে পুলে ঐ জলপ্রবাহের আঘাত লাগে, ফলে একখানি ইঞ্জিন সহ ৭খানি গাড়ীর কামরা পড়িয়া যায়। একটী পেট্রল ষ্টেশন জলে ডুবিয়া গিয়াছে ফলে উক্ত ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী তাঁহার পত্নী ও সন্তানদ্বয় ডুবিয়া গিয়াছে।

জমিদার বাড়ী হানা

পাবনা হইতে প্রকাশ, জমিদার অবিনাশচন্দ্র রায়ের বাড়ীতে পুলিশ গত ১লা অক্টোবর হানা দিয়াছিল, পুলিশ ঐ বাড়ী হইতে একখানা পত্র হস্তগত করে এবং এডওয়ার্ড কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে গ্রেপ্তার করে। প্রকাশ যে, রাজসাহীর বন্দুক চুরির মামলা সম্পর্কে উঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, জামীনে মুক্তির আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছে এবং ধৃত যুবকটীকে গত ১লা অক্টোবর রাত্রে রাজসাহী পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

রাজবন্দী কারান্তরিত

ঢাকা হইতে প্রকাশ, শ্রীযুক্ত দুর্গেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য অপর ৩ জন রাজবন্দির সহিত ঢাকা সেণ্ট্রাল জেল হইতে গত ২৮শে তারিখ বহরমপুর জেলে স্থানান্তরিত হইয়াছেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	চাইবাসা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	নৈমিষারণ্য	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মথুরা
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	এলাহাবাদ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	নৈমিষারণ্য
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	এলাহাবাদ	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা		

ভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর জীবন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেব্যবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালী দাসাধিকারী। শ্রীমদন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

(৭) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার রঙ্কনাথ ব্রহ্মচারী আয়ুর্বেদ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

মৃতুনাসহর।

রক্ষক—শ্রীযুধর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮নং সাউথ মালাকা প্রয়াগ ষ্ট্রীট, সি

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীবনমালীদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আজলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীনরিগদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ বাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতি, শ্রীপাদ জগচ্চন্দ্র দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃত দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিৎ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাধানাথ জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন।

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরীপ্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুবনেশ্বর, দিহিরকুণ্ড, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীবনমালী অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বহু ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধানাথ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নব গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ.

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) মদনগোপাল পাট

কাঠালপাড়া, ঢাকা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, { ২৩ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৬. ২১শে আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৩৯. ৭ই অক্টোবর ইং ১৯৩২ শুক্রবার } ১৮১তম সংখ্যা

আবাহনী

(শ্রীপাদ সুরেন্দ্রচন্দ্র দাস অধিকারী)

নিখিল ভুবনে একি এ আনন্দ !
ভক্ত প্রাণের উৎসব রোল।
দ্রাবিতে মোদের পাষাণ হৃদয়
বাজিয়া উঠিল নামের খোল ॥
পতিত ধরায় কে আছ কোথায়
তোমরা এসগো এসগো ছুটিয়া।
পতিত তারিতে পতিত-পাবন
'নাম'-তরী লয়ে র'য়েছে বসিয়া ॥
ও যে চরণ করগো স্মরণ
যাতনা বেদনা রবে না মরণ।
একে সে নাম করিলে স্মরণ
অবহেলে যাবে শ্রীবৃন্দাবন ॥
একে শ্রীনাম করিলে দর্শন
জীবনে তোমার ফুটিবে জ্যোছনা।
তোমার ভাবনা যে যে গো, ভাবিবে
তে মায় কিছুই ভাবিতে হ'বে না॥
ডুবে থাক যদি, উঠগো ভাসিয়া
উঠগো আবার তাঁহারে স্মরিয়া।
শ্রীনামের তরী এনেছেন তিনি
যাও তুমি মহানন্দে চলিয়া ॥
অধম তারণ অধমের দেশে
জড়-আস্তুদের দলিতে এসেছে।
পতিত-কারণে তাঁহার নয়নে
করুণার সিন্ধু নিত্য উছলিছে ॥
আহ্বানের বাণী বাজে পুনরায়
এসগো ছুটিয়া, আছ কে কোথায়।
বৃন্দাবন সাথী করিতে তোমায়
ব্রজে চল বলে ডাকে উত্তরায় ॥
প্রেমের ঠাকুর প্রেম বিলাইতে
প্রকট হ'য়েছে এই জগতে গো।
কে আছ কোথায় মরমে মরিয়া
সে ডাক শুনিয়া ছুটিয়া এসগো ॥
ঘুচাইয়া দিতে সকল দ্বন্দ্ব
ক'রেছেন তিনি এই আয়োজন।
চ'লেছেন তিনি আনন্দে এবার
দেখাইতে সবে প্রেমের কিরণ ॥
সার্থক হবেগো মানব জনম
যাহারা করিবে এই পরিক্রমা।
মোহ মেঘ আজ কাটিয়া যাইবে
উঠিবে হৃদয়ে নামের ব্যঞ্জনা ॥

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের উপাখ্যান পাঠমুখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ বলেন,—

বদ্ধজীব আমরা নিজেন্দ্রিয়তর্পণবশেই সর্ব্বক্ষণ দৈহিক ও মানসিক উন্নতি লইয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া থাকি। গোলোকের নিত্যধন শ্রীনামে আমাদের রুচি হয় না—নিজের সুখ তাৎপর্য্যে ব্যস্ততা নিবন্ধন আমরা অনিত্য জড় শরীরের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য করিতে গিয়া কৃষ্ণানুশীলনে—নিষ্কপট গুরুবৈষ্ণব-সেবায় ও শ্রীনাম-কীর্ত্তনে বিমুখতা প্রদর্শন করি। মঙ্গলামঙ্গল নিরূপণে অসমর্থ আমাদিগের মঙ্গলের জন্য নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস বন্দিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—তোমাদের মধ্যে সম্প্রতি যে যেরূপভাবে আছ তাহাই তোমাদের পক্ষে মঙ্গলের বিষয়, যেহেতু তোমরা এই সময় ইতর বিষয় চেষ্টা ছাড়িয়া ভগবদনুশীলনের সুযোগ পাইয়াছ। এসময় তোমরা সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণচিন্তায় নিযুক্ত থাকিও। কারাগার হইতে মুক্ত হইবার পর আবার পুনরায় বিষয় ভোগে প্রবৃত্ত হইয়া ভগবদ্বিমুখ জনের সঙ্গক্রমে ভগবানের কথা ভুলিয়া যাইবে। যে কাল পর্য্যন্ত জীবের বিষয়-ভোগ চেষ্টা প্রবল থাকে তৎকালাবধি তাহার কৃষ্ণ ভজনের সম্ভাবনা থাকে না। কৃষ্ণ যেদিকে বর্ত্তমান, ভোগীর বিষয় তাহার বিপরীত দিকে অবস্থিত। কৃষ্ণভজনহীন মায়াবদ্ধ জীব সর্ব্বদা জড়ভোগ্য স্ত্রী-পুত্রের কথা লইয়াই বিষয়ে অভিভূত থাকে। এই বিপৎকালে যদি ভগবৎ কৃপাক্রমে কোন সাধুর সহিত সাক্ষাৎকার হয়, তাহা হইলে বিষয়-ভোগের রুচি পরিবর্ত্তিত হইয়া ভগবৎ-সেবায় রুচি জন্মে। কৃষ্ণানুশীলন ছাড়িয়া দিলে বিষয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম জীবকে অপরাধ পঙ্কে নিমজ্জিত করে। আমি তোমাদিগকে কারাবদ্ধ থাকিয়া ক্লেশ পাইতে অনুরোধ করি না। কিন্তু এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া ও তোমরা যে সর্ব্বক্ষণ ভগবন্নাম গ্রহণের সুযোগ পাইয়াছ, এই কথাই বলিতেছি, এই জন্য তোমরা বিমর্ষ হইও না। সকল জীবের প্রতিই বৈষ্ণবগণ "ভগবানে দৃঢ়ভক্তি হউক" এইরূপ আশীর্ব্বাদ করেন, ইহাই জীবের প্রতি উৎকৃষ্ট দয়ার পরিচয় বলিয়া আমি জানি। শীঘ্রই তোমাদের কারা-বন্ধন মোচিত হইবে। তোমরা যে কোন অবস্থায়ই থাক না কেন কখনও ভগবৎ সেবা-বুদ্ধি রহিত হইও না।

সাড়ম্বরে মহাপ্রসাদ বিতরণ

শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সেবক-সমিতির অন্যতম সেবক ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র দাস অধিকারী মহাশয় তাঁহার পুত্র শ্রীমান [illegible] শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মঠ হইতে আগত শ্রীশ্রীকৃষ্ণ মহাপ্রসাদ দ্বারা, গত ২৯শে ভাদ্র বুধবার, শ্রীশ্রীপ্রাণধারণ মহোৎসব-ব্যাপারে [illegible] করিয়াছেন। শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা-ব্যতীত হওয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইলে লৌকিক (ব্যবহারিক), বৈদিক সমস্ত কার্য্যই শ্রীভগবৎ-সেবাযুক্ত শ্রীহরির উদ্দেশ্যে করাই কর্ত্তব্য—তাহা বর্ত্তমান যুগাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপা প্রাপ্ত সদ্ভক্ত প্রত্যেক ভক্ত আদর্শরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত পুরাতন পুরুষ ও অন্যান্যদিগকে মহাপ্রসাদ প্রাপ্তির সুযোগ দেওয়া না হইবে, সে পর্য্যন্ত আমাদের কোন মঙ্গল উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—শারদীয়া ও লক্ষ্মী-পূজা উপলক্ষে প্রেস এক সপ্তাহের জন্য বন্ধ থাকায় শ্রীনদীয়া প্রকাশ ২৪শে আশ্বিন সোমবার হইতে ২৯শে আশ্বিন শনিবার পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইবেন না। আগামী ৩১শে আশ্বিন সোমবার হইতে পুনরায় যথানিয়মে প্রকাশিত হইবেন।

শ্রীমথুরা

মহর্ষি বাল্মীকির মূল রামায়ণের উত্তর-কাণ্ডে দেখা যায়—লোলার জ্যেষ্ঠ পুত্র মধুদৈত্য মহাদেবকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করিলে আশুতোষ তাহার প্রার্থনা অনুযায়ী তাহাকে একটী ত্রিশূল দিয়া বলেন,—"যতদিন তোমার পুত্রের হস্তে এই ত্রিশূল থাকিবে, ততদিন তোমাকে কেহই বধ করিতে পারিবে না।" এই বর লাভ করিয়া মধু একটী পরম-মনোরমা পুরী নির্ম্মাণ করাইয়াছিল; এই পুরীই 'মধুপুরী' বা 'মথুরা' নামে প্রসিদ্ধ। মধুদৈত্যের পত্নী কুম্ভীনসীর গর্ভে লবণ দৈত্য জন্মগ্রহণ করে। মধু নিজপুত্র লবণাকে পূর্ব্বোক্ত ত্রিশূলটী প্রদান করিয়া বরুণালয়ে চলিয়া যায়। অত্যাচারী লবণ ঋষিগণেরও উপরে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলে, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের অনুমোদনে শ্রীশত্রুঘ্ন ঋষিগণের এই শত্রুকে ত্রিশূলহীন করিয়া হত্যা করেন। তাহার পর হইতেই এই দেব-নির্ম্মিতা পুরী 'মথুরা' 'মধুরা' 'মধুপুরী' ও 'শূরসেনা' নামে খ্যাতি লাভ করে।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণ বলেন,—শ্রীশত্রুঘ্ন মধু-দৈত্যপুত্র 'লবণ' রাক্ষসকে বধ করিয়া যে-স্থানে মথুরা নাম্নী নগরী নির্ম্মাণ করেন, তথায় দেবদেব ভগবান্ শ্রীহরি নিরন্তর বিরাজমান। সেই সম্প্রদায়ের তীর্থে শত্রুঘ্ন নিজেও তপশ্চরণ লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। 'স্কান্দে' উত্তরখণ্ডে মথুরা-মাহাত্ম্যে দেখিতে পাওয়া [illegible] ক্ষেত্রের ক্ষেত্রপালরূপে সর্ব্বদা দেবদেব 'মহাদেব' বিরাজমান এবং যেস্থানে 'কেশব' নামক [illegible] আছেন, এমন কোনও স্থান নাই যাহা [illegible] হইতে পারে। কামি [illegible] সব বেদগণ, মনুষ্যগণের মোক্ষপ্রদ এবং [illegible]-মোক্ষদাতা-অহৈতুকী [illegible] ইচ্ছু [illegible] শুক্লাকৃতি এই নগরী [illegible] পাওয়া যায় [illegible] আশ্রয় [illegible] কর্বে।

[illegible] পুনরায় হইল [illegible] শ্রীহরি মথুরামণ্ডলে নিত্য নাম, ধাম ও কাম [illegible] প্রকট-লীলা বিস্তার করিয়াছেন। তাঁহার প্রকট লীলা কালে [illegible] অনুমোদনে [illegible] পালনের কার্য্য করিয়াছিলেন। ক্রমে শ্রীহরি [illegible] অপ্রকট-লীলা প্রকাশ করিলে কালও [illegible] প্রবেশ করিতে লাগিল। কালক্রমে [illegible] দেখিয়া পাণ্ডবগণ শ্রীবজ্রনাভকে দ্বারকা হইতে আনিয়া মথুরার রাজা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র—প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্নের পুত্র—অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধের পুত্র—বজ্র। সুতরাং বজ্রনাভ শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র।

'কলি' অর্থে—বিবাদ, তর্ক বা সংশয়। কলিকালে অতীন্দ্রিয়, অপ্রাকৃত স্বরাট্ শ্রীভগবানের নিত্য বাস্তব নাম, ধাম ও কামের সম্বন্ধে নানাপ্রকার তর্ক, বিবাদ ও সংশয়াদি উপস্থিত হইবে এবং নানাপ্রকার অসদ্বিষয়ে জীবের রুচি হইবে জানিয়া 'বজ্র' শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তগণ ও শ্রীকৃষ্ণের অভীষ্ট ও প্রেরণা অনুসারে শ্রীমথুরামণ্ডলের শ্রীকৃষ্ণলীলা ও লীলাস্থলীসমূহ জগতে নিত্য প্রকটিত ও প্রচারিত রাখিবার জন্য বিভিন্ন লীলাস্থলীতে ভগবানের অর্চ্চাবতার-সমূহ প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের পূজা প্রচার করিলেন।

কালবশে কলির প্রাবল্যে জীবের বহির্ম্মুখতার নিকট বজ্রের চিহ্নিত লীলা-স্থানাদি নানাপ্রকার পাষণ্ড মতবাদ অবৈধ অত্যাচারের আবরণে আবৃত হইল। ভাগবত-নিন্দিত বৌদ্ধ, জৈন ও বিধর্ম্মি-মতবাদিগণ রাবণের মায়াসীতা হরণের প্রবৃত্তি প্রদর্শনের ন্যায় অপ্রাকৃত লীলা-স্থলীকে নানাভাবে আক্রমণ ও আত্মসাৎ (?) করিবার চেষ্টা করিলেও উহা অপ্রাকৃত স্থানসমূহ ভ্রান্ত ও ধূর্ত্ত মনীষীর করল হইতে অসংস্পৃষ্ট, স্বচ্ছ কাচপাত্রে সংরক্ষিত মধুর ন্যায় গোপনভাবে সমাবৃত ও অনাবৃত থাকিল।

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব স্বয়ং এবং তাঁহারই প্রেরণায় তৎপূর্ব্বে প্রেমিক কুল-মুকুট-মৌলি শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ ও তৎপরে শ্রীরূপ-সনাতনাদি শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্টসংস্থাপক আচার্য্যগণ লোক-লোচনে অপ্রকাশিত বা লুপ্ত ব্রজমণ্ডলের তত্তল্লীলাস্থান সমূহ কৃষ্ণসেবাময়ী স্বানুভূতি, তত্তৎস্থানে ভ্রমণ এবং শাস্ত্র-প্রমাণাদিবলে পুনরায় ঐসকল লুপ্ত ভুবন-মঙ্গল লীলা-নিকেতন-সমূহ জগতে প্রকাশ ও প্রচার করিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের বন-ভ্রমণ এবং শ্রীরাধা-কুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডাদি আবিষ্কার-বার্ত্তা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থের মধ্যলীলার ১৭শ ও ১৮শ পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য-১৭শ পরিচ্ছেদে মথুরাগত শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নিকট শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্য বৃদ্ধ সানোড়িয়া ব্রাহ্মণের শ্রীল পুরীপাদের মথুরা-ভ্রমণ এবং বজ্রের স্থাপিত গোবর্দ্ধনধারী শ্রীগোপালের প্রকট-বার্ত্তার (চৈঃ চঃ মধ্য ৪র্থ পঃ) বর্ণনা শুনিতে পাই। আগামী রবিবারের বিশেষ সংখ্যায় এই সকল বিষয় বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হইবেন।

যাঁহারা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াতীত এবং সেবোন্মুখ অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, স্বয়ং প্রকাশ, বাস্তব বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, মুখে স্বীকার করিলেও কার্য্যকালে তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন না, তাঁহারাই নাস্তিক। তাঁহাদের ইন্দ্রিয় শতসহস্র ভ্রম-প্রমাদের অধীন এবং নানাপ্রকার অসম্পূর্ণতা ও পরাধীনতা-প্রবৃত্তিতে দুষ্ট থাকিলেও তাঁহারা প্রত্যক্ষকেই বহুমানন করিয়া তদ্দ্বারা প্রত্যক্ষাতীত অপ্রাকৃত বস্তুকে যদি মাপিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে সেখানে প্রত্যক্ষই তাঁহাদের পূর্ব্ব বিচার-ধারার বিরুদ্ধবাদী হইয়া পড়ে। এইরূপ শ্রেণীর প্রত্নতত্ত্ববিৎ, ঐতিহাসিক ভৌগোলিক, পর্য্যটক, লেখক, বিচারক প্রভৃতির অভিমত বা অনুমান কোনও দিনই নিরপেক্ষ বা সত্যাদর্শী হইতে পারে না এজন্য শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত লীলাক্ষেত্র বা শ্রীধামাদি-নিরূপণে, লুপ্ততীর্থাদি পুনঃ প্রকটন-কার্য্যে পূর্ব্বাপর আচার্য্যগণ কেহই নাস্তিকগণের প্রত্যক্ষ ও অনুমানের প্রতারণাপূর্ণ আপেক্ষিক পথ অবলম্বন করেন নাই। এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ, শ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীল চক্রবর্ত্তী, শ্রীল বলদেব, শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি আচার্য্যগণ লুপ্ততীর্থ-উদ্ধারাদি কার্য্যে সনাতন বিধিই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার শাস্ত্র-নির্দ্দেশ, মহাজন বাক্য বা আপ্ত বাক্যের অনুসরণ, একান্ত ভগবৎ-সেবাময় অকপট বাস্তব স্বানুভূতি এবং স্বপ্রকাশ শ্রীধাম ভগবল্লীলা স্থানের নিষ্কপট শরণাগত হইয়া তত্তৎস্থানে ভ্রমণাদি দ্বারা শ্রীনাম-কৃপায় শ্রীধাম বা লীলাস্থানের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন।

মথুরামণ্ডলে বৌদ্ধ, জৈন বা বিধর্ম্মিগণ-প্রভাবের আংশিক পরিচয় কিংবা জৈন-সম্প্রদায়ের পরবর্ত্তিকালের ব্যক্তিবিশেষের 'বজ্র' নামের আনুমানিক সামঞ্জস্য অথবা শ্রীমদ্ভাগবতের ২৪ জন ভগবদবতারের অনুকরণে জৈনের সৃষ্ট ২৪ জন তীর্থঙ্করের অন্যতম ২৩শ ও ২১শ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ ও নেমীনাথের মথুরায় জন্ম ও নির্ব্বাণ কিংবা চৈনিক পরিব্রাজকগণের উক্তি স্মরণ করিয়া মথুরায় অশোক স্তূপ ও অশোক-কীর্ত্তি-সমূহ দর্শন অথবা ডাঃ কানিংহাম, ফহরার বাগেল' কিংবা প্রাচীন টলেমী, প্লিন প্রভৃতি কিংবা আধুনিক গ্রাউস, স্মিথ প্রভৃতি স্থূলদর্শিগণের মতানুসরণে কখনও সনাতন বিষ্ণুক্ষেত্র—মথুরার প্রকৃত স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায় না। ঐসকল বিবরণ মথুরার বিকৃত স্বরূপের কতকগুলি ভ্রমপূর্ণ আধুনিক ও আপেক্ষিক প্রত্যক্ষ পরিচয় দিয়াছে। ঐসকল ভ্রমে প্রতারিত হইয়া অনেকে মথুরাকে শ্রীধাম বা অধোক্ষজ শ্রীভগবানের শ্রীনামমঙ্গল শ্রীকামক্ষেত্ররূপে দর্শন ও প্রদর্শন করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের ভোগ্য পদার্থ মনে করিয়া বঞ্চিত হইয়াছেন। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে সুলতান মামুদ, খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর শেষে ও ১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভে সিকন্দর লোদী বা ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে আওরঙ্গজেবের ভোগবুদ্ধিতে নানাপ্রকার অবৈধ অভিযান ও আচরণ যেরূপ বহির্ম্মুখ-লোক-গড্ডলিকাকে বিক্ষিপ্ত করিয়াছে ও করিতেছে, তাহা হইতে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ও তাঁহার চরণানুচর-গণ তাহাদিগকে চিরকালই উদ্ধার করিয়াছেন ও করিতেছেন। শ্রীভগবানের সনাতন কামক্ষেত্র শ্রীধাম মথুরামণ্ডল ঐসকল সাময়িক আবরণ হইতে চিরকালই মুক্ত থাকিয়া শ্রীগোলোকবিহারীর নাম কাম-ধাম-মহিমা প্রচার করিতেছেন।

সুদর্শন-সনাতন-বিষ্ণুক্ষেত্র [illegible] মণ্ডল কোন দিনই বৌদ্ধ, জৈন, সৌর বা শৈবক্ষেত্র নহে। ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণেও প্রমাণিত হইবে। অঘ, বক, পুতনা, প্রভৃতি কংসানুচরগণের অবৈধ অধস্তনগণের সাময়িক উপদ্রবের সূচনা এবং বিষ্ণুভক্তগণের দ্বারা তন্নিরাকরণ ও ভুবন-মঙ্গলাবতার হরিদাস, হরিজন ও শ্রীহরিনাম-কামের মহিমা অধিকতরভাবে বিস্তারের জন্যই 'ভগবদিচ্ছায় বহির্ম্মুখ লোক লোচনে রাহুগ্রস্ত ভাস্করের ন্যায় উহা ঐরূপ প্রকাশিত হইয়া থাকিবে।

মথুরামণ্ডল বিষ্ণুর চক্রোপরি অবস্থিত পদ্মাকার সনাতন বৈষ্ণবক্ষেত্র—

তন্মণ্ডলং মাথুরং হি বিষ্ণুচক্রপরিস্থিতম্।
পদ্মাকারং সদা তত্র বর্ত্ততে শাশ্বতং নৃপ॥
(স্কন্দপুরাণ, বৈষ্ণবখণ্ডে মথুরামাহাত্ম্য)

—হে মহারাজ, বিষ্ণুচক্রোপরিস্থিত পদ্মাকার সেই সনাতন মথুরামণ্ডল সর্ব্বদাই সেখানে বিরাজমান।

সুতরাং নিত্য-বিষ্ণুচক্রোপরিস্থিত সনাতন বৈষ্ণবক্ষেত্রকে অপর কোন ইতর বস্তু কোনও দিনই স্পর্শ করিতে পারে না।

অন্যৈব কাচিৎ সা সৃষ্টির্বিধাতুর্ব্যতিরেকিণী
ন যৎক্ষেত্রগুণান্ বক্তুমীশ্বরোঽপীশ্বরো যতঃ
(আদিবরাহে)

এই মথুরাপুরী বিধাতার সাধারণ সৃষ্ট পদার্থের অতিরিক্ত কোনও বাস্তব বস্তু যেহেতু ইহার গুণসমূহ ব্যক্ত করিতে স্বয়ং ঈশ্বরও সমর্থ হন না।

"বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী" প্রভৃতি মহাজনবাক্যও এই কথার সমর্থন করেন হরিবসতিস্থলে প্রীতি ভাগ্যবানের প্রবেশাধিকার জ্ঞাপন করে বলিয়া মথুরাবাস পঞ্চমুখ্য সেবার অন্যতম।

সবার জীবন কৃষ্ণ জনক সবার। হেন কৃষ্ণ যে না ভজে সর্ব্ব ব্যর্থ তার॥

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা। সুবর্ণ সুযোগ।।

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, যাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গ্রথিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মন্দার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর ভাবে পরিপূর্ণ। শিক্ষিত, অশিক্ষিত—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পরমপদের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৷৷০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ৷৷০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৴০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে-খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবামভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, সত্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীমদ্ স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুরতিবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাণাঘাটের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রফে (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সম্পাদিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন রঙের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (হং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালাদের গীত, শ্রীন.মহাং, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, মহাপ্রভুর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি ১৩টী বিষয়-সহ মরক্কো-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই স্বতন্ত্র সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশাবলী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দর্ভ। বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-খানি পাঠ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় মর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনকালে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু

ভক্তিসন্দর্ভ

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জ উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ী মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখন দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সক খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লো (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবা স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউ কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মা প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্ক আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নি বেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারা অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচা অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এ টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর [illegible] প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবা ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশি হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজ বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদী ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্র বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভু কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের [illegible] দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ।৵ দশ আনা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্য ভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হ'তে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
(চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৲
প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-দিগ্দর্শন ৶০
সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর
(নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৴০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৴০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা
(৪৪৬ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ⁄০
গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। অর্থপঞ্চক ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৵১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।⁄০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৴০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮। সাবাদশবণনম্ ৴০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ হজ্ ডুইং
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ য়্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম সংহিতা ১॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ কল্পতরু ⁄০
৭২। গীতাবলী ১৲
৭৩। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরাবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, যাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ⁄০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

মকঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ক্ষোটবোতলে সমাপ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাঁইট ॥৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

আফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের
অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

কে, বি, দত্তের চোকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সকলসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টালা পাম্পিং ষ্টেশনে দাঙ্গাহাঙ্গামার অভিযোগ

কলিকাতা কর্পোরেশনের ইলেকট্রিসিটী বিভাগের শ্রীযুক্ত টি. কে. রায় টালা পাম্পিং ষ্টেশনের যথাক্রমে সহকারী সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পি, এল, মুখুয্যা এবং এম. সি. ঘোষের নামে শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে মারপিট ও দাঙ্গাহাঙ্গামার অভিযোগ দায়ের করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট এই অভিযোগ খারিজ করিয়া দেন। এই আদেশের বিরুদ্ধে আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ এইচ আমেদের এজলাসে আবেদন পেশ করিলে পর অতিরিক্ত দায়রা জজ শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট ব্যতীত অন্য কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের দ্বারা তদন্তকার্য্য চালাইবার আদেশ দেন।

মাঞ্চুরিয়া গুলীর মামলার রায়

গত ৩রা অক্টোবর কাশি ষ্টেশন কম্পাউণ্ডের ভিতরে আদালতে বসিয়া স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ফ্রবাকন্ট ইসলাম মাঞ্চুরিয়া গুলীর মামলার রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭, ৩৩২, ১৫১ এবং ১৫৭ ধারা অনুসারে ৯৯ জন আসামীকে বিচারার্থ চালান দেওয়া হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৪৮ জন আসামীর প্রতি ভর্ৎসনা করিয়া কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। অপর পাঁচ জনের প্রতি চারিমাস কারাদণ্ড হইয়াছে।

নবীন নন্দার নামক একজন আসামীর প্রতি উপরে বর্ণিত তিনটি ধারায় চারিমাস করিয়া মোট এক বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে। তবে এই তিনটি দণ্ডই একসঙ্গে চলিবে। ফলে তাহাকে চারিমাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। পাঁচজন আসামীকে মুক্ত করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

ট্যাক্সিতে ছয়জন ডাকাত গ্রেপ্তার

আলীপুর গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ কোনরূপে খবর পাইয়া গত শনিবার রাত্রিতে সোনারপুর রেলওয়ে লেভেল ক্রসিংয়ের নিকট লুকাইয়া থাকে। ঠিক সেই সময়ে ঐ স্থান অতিক্রম করিয়া একখানি ট্যাক্সি চলিয়া যায়। উক্ত ট্যাক্সিতে কয়েকজন লোক ছিল। দ্বিতীয় ট্যাক্সিখানি কিছু পরে আসে। পুলিশ উহার গতিরোধ করে এবং ছয়জন লোককে গ্রেপ্তার করে। ধৃত ব্যক্তিদের সঙ্গে অস্ত্রাদি। প্রকাশ যে, তাহারা ডাকাতি করিবার উদ্দেশ্যে ২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত বারুইপুর গ্রামে ডাকাতি করিবার জন্য যাইতেছিল। প্রথম ট্যাক্সিখানি পরে আরোহী ছাড়া ফিরিয়া আসে এবং পুলিশ উহার গতিরোধ করে। প্রকাশ, ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে নিতাই দাস নামক জনৈক লোক জবানবন্দি প্রদান কালে বলিয়াছেন যে, সে চাঁদপুরের উক্ত গ্রামে অনুষ্ঠিত একটী ডাকাতির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল এবং একটী পুষ্করিণীর মধ্য হইতে একটী লোহার সিন্দুক বাহির করিয়া দেয়। তদন্ত চলিতেছে।

কিশোরগঞ্জে পুলিসের তৎপরতা

কিশোরগঞ্জের নিকটবর্ত্তী কোন এক স্থানে সশস্ত্র ডাকাতি করিবার আয়োজন চলিতেছে এই মর্ম্মে সংবাদ পাইয়া কিশোরগঞ্জের ডেপুটি পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মিঃ আর, আমেদ একদল সশস্ত্র পুলিশ সহ রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় তথায় উপস্থিত হন। কিশোরগঞ্জ থানার এলাকাধীন পাঁচদার গৌরার বাগ নামক জনৈক লোকের বাড়ী ঘেরাও করেন। ঐ স্থানে পাঁচজন লোককে গ্রেপ্তার ও একটী লাইসেন্স ছাড়া বন্দুক এবং কতকগুলি তাজা কার্ত্তুজ হস্তগত করা হয়। প্রকাশ যে, ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন পাটনাইর নিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ যুবক, একজন গুয়াদিয়া নিবাসী জনৈক নমঃশূদ্র এবং অপর তিনজন মুসলমান।

তিনটি তাজা বোমা

রাঁচি হইতে প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ তথায় শিউদেও সিংহের নিকট তাজা বোমা আছে, সন্দেহ করিয়া পুলিশ শিউদেও সিংহের গৃহে হানা দেয়। খানাতল্লাসীতে তিনটী তাজা বোমা পাওয়া গিয়াছে। পুলিশ বোমাগুলি হস্তগত করিয়া শিউদেওকে হাজতে লইয়া গিয়াছে।

ছয়জন গ্রেপ্তার

বেতার বার্ত্তার সাহায্যে নূতন ধরণের কংগ্রেসের কর্ম্মতৎপরতা বন্ধ করিবার জন্য বোম্বাইয়ের গোয়েন্দা পুলিশদল বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়া গত সপ্তাহের শেষভাগে সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে ৬ জনকে গ্রেপ্তার করে। ইহাদের মধ্যে বেতারবার্ত্তার বিশেষজ্ঞ এবং ইন্টারন্যাশনাল রেডিও কোম্পানীর সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুত পুরুষোত্তম চতুর্ব্বেদী এবং রাজাবাহাদুর গোবিন্দলাল শিবলালের পুত্র শ্রীযুত মদন পেটিট, বিচারপতি তায়েবজীর পৌত্র নাজীর আহম্মদ খতে আলী, কৃষ্ণসিং নামক একজন পাঞ্জাবী, শ্রীযুত সরোজ মুখুজ্যে নামক একজন বাঙ্গালী এবং শ্রীযুত মদন পেটিটের সহকর্ম্মী লক্ষ্মীপতি আছেন।

ফরিদপুরে গুর্খা বাহিনী

প্রকাশ, গত ২৮শে সেপ্টেম্বর হইতে ফরিদপুর জেলার উপর ১৯৩২ সালের ১০নং বিশেষ ক্ষমতা অর্ডিন্যান্সের কতিপয় ধারা বিস্তৃত হইয়াছে। ইষ্টার্ণ ফ্রণ্টিয়ার রাইফেলের একটি বাহিনীতে ৩৫ জন গুর্খা গত ২৯শে সেপ্টেম্বর ফরিদপুর আসিয়া পৌঁছিয়াছে। স্থানীয় রাজেন্দ্র কলেজ হিন্দু হোষ্টেলে উহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্য গ্রেপ্তার

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের পুত্র পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্য গত ৩রা অক্টোবর অপরাহ্নে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। রাত্রি ৮॥০ ঘটিকার সময় ইন্সপেক্টার মিঃ কামাথ এবং সাদেবী থানার মিঃ ফষ্টার ও আর একজন সার্জ্জেণ্ট তাঁহার বাসভবনে গিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে।

মাঞ্চুরিয়া সমস্যা

লিটন কমিশন

জেনেভার ৩রা অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, লর্ড লিটনের অধিনায়কত্বে যে কমিশন মাঞ্চুরিয়ার সমস্যা সম্পর্কে তদন্ত করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘে তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। মাঞ্চুরিয়ার সমস্যার সহিত যে সমস্ত প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে, তাহা এত জটিল যে, রিপোর্টে উহার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা বলিতেছেন যে, মাঞ্চুরিয়ার সমস্যাকে যেমন সহজ বলিয়া লোকসমক্ষে প্রচার করা হয়, প্রকৃতপক্ষে উহা তত সহজ নহে। তাঁহারা প্রথমতঃ উল্লেখ করিতেছেন যে, চীনের অবশিষ্ট অংশ হইতে মাঞ্চুরিয়াবাসীগন বিচ্ছিন্ন হইতে চাহে না এবং এই সমস্ত মাঞ্চুরিয়াবাসীর অধিকাংশই চীনা।

জাপানের কার্য্য সমর্থনযোগ্য নহে

মাঞ্চুরিয়ায় জাপান যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন এবং যথারীতি যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া যে বৃহৎ ভূখণ্ড দখল করিয়াছেন, অথচ মুখে তাঁহারা যে সমস্ত দাবী করিয়া বলিতেছেন যে, তাঁহারা আন্তর্জ্জাতিক সন্ধি-সর্ত্ত ভঙ্গ করেন নাই, কমিশন জাপানের সেই সমস্ত দাবী ও কার্য্যের বিশ্লেষণ করিয়া বলিতেছেন যে, জাপানের অধিকৃত ভূখণ্ড নিঃসন্দেহে চীনের সম্পত্তি। তবে জাপানের এই কার্য্য সত্ত্বেও কমিশনের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, মাঞ্চুরিয়ার পূর্ব্ব অবস্থা ফিরাইয়া আনিলেও সমস্যার কোন মীমাংসা হইবে না, অথচ মাঞ্চুরিয়ায় বর্ত্তমানে যে শাসন প্রচলিত আছে, তাহা রক্ষা করিলেও মোটেই সন্তোষজনক হইবে না। কারণ উহা বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য মূলনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না।

চীনের স্বার্থের বিরোধী

এতদ্ভিন্ন উহা চীনের স্বার্থের একান্ত বিরুদ্ধভাবাপন্ন হওয়ায় উহা মাঞ্চুরিয়াবাসিগণেরও ইচ্ছার বিপরীত হইবে। শুধু তাহাই নহে, এরূপ অবস্থায় উহা পরিণামে জাপানের চিরস্থায়ী স্বার্থেরও অনুকূল হইবে কিনা, তাহাও সন্দেহজনক।

সংযম আবশ্যক

কমিশন বলিতেছেন যে, চীন ও জাপানের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করিতে হইলে চীনের উগ্র জাতীয়তাবোধের অসংযত প্রকাশ আরও সংযত করা উচিত এবং যখন উভয় দেশের বন্ধুত্ব স্থাপিত হইবে, তখন জাপানের বিরুদ্ধে বয়কট নীতি প্রত্যাহারের জন্য প্রতিশ্রুতি দেওয়া উচিত।

৩টি প্রদেশের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা

লিটন কমিশন এই প্রস্তাব করিতেছেন যে, মাঞ্চুরিয়ার ৩টী পূর্ব্বদিকস্থ প্রদেশের শাসনকার্য্যের জন্য বিশেষ শাসনবিধির দরকার এবং এই বিধির বিস্তৃত নিয়মপ্রণালী সম্পর্কে বিবেচনার জন্য একটি পরামর্শ সম্মেলন আহ্বান করা উচিত। কমিশনের মত এই যে, উক্ত ৩টি প্রদেশের শাসনের জন্য চীনা ও জাপানী গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিবর্গ এবং স্থানীয় জনসাধারণের ২ জন করিয়া প্রতিনিধি লইয়া একটি পরিষদ গঠিত হওয়া উচিত। স্থানীয় প্রতিনিধিগণ চীনা ও জাপানী গবর্ণমেণ্টের দ্বারা মনোনীত হইবেন। ইচ্ছা হইলে নিরপেক্ষ শক্তিবর্গের প্রতিনিধিদিগকেও গ্রহণ করা যাইতে পারে। পরামর্শ সম্মেলনে যে সমস্ত বিষয়ে মতের মীমাংসা হইবে না, বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের উচিত সেই সমস্ত বিষয়ে আপোষ করা।

সীমান্ত ব্যবস্থাপক সভা

সীমান্ত ব্যবস্থাপক সভার পরবর্ত্তী অধিবেশন ১০ই অক্টোবর পর্য্যন্ত চলিবে। ২২শে, ১৮ই এবং ২৪শে অক্টোবর বে-সরকারী আলোচনা হইবে।

শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈনিক

Reg No C544

নদীয়া প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
প্রতি সংখ্যা .৫

৭ম খণ্ড | সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি | ১৮২তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২২শে আশ্বিন শনিবার ১৩৩৯, ৮ই অক্টোবর ১৯৩২

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী প্রভুপাদের আদেশে

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্যোগে

আগামী ২৩শে আশ্বিন বিজয়া-দশমী হইতে

মাসাধিকব্যাপী চৌরাশি-ক্রোশ

বিরাট্ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা

মথুরাকে কেন্দ্র করিয়া আরম্ভ হইতেছে

যাত্রিগণের জন্য স্থান ও প্রসাদের বন্দোবস্ত থাকিবে

কলিকাতা হইতে যাতায়াতের ভাড়াসমেত ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার ব্যয় বাবদ যাত্রিগণের জন প্রতি সমর্থপক্ষে ১০০৲ (যাতায়াত ২৫৲ + পরিক্রমার বাবদ ৭৫৲) টাকা এবং অসমর্থ পক্ষে ৫০৲ (যাতায়াত ২৫৲ + পরিক্রমার জন্য ২৫৲) টাকা লাগিবে। ২৩শে আশ্বিনের পূর্ব্বে কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হউন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

নানা কথা

অন্তঃপুরে নারীর আত্মহত্যা

গত ১৯এ সেপ্টেম্বর নদীয়ার অন্তর্গত [illegible] শ্রীদুর্গাদাস বিশ্বাসের পুত্রবধূ গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

রাজসাহীর অন্তর্গত নাটোর থানার [illegible]গড় গ্রামের কৃষ্ণবন্ধু দাস গত জুন মাসে ক্ষুর দিয়া তাহার স্ত্রীর গলা কাটিয়া হত্যা করার অপরাধে দায়রা বিচারে তাহার দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

চুরি, ডাকাইতি ও হত্যাকাণ্ড

তিস্তাতে দুইজন মাড়োয়ারীকে নিদ্রিতাবস্থায় অজ্ঞাত লোকে গুলী দ্বারা আহত করে। একজনের মৃত্যু হইয়াছে এবং অপর জনের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। আততায়ী সন্ধ্যার সময়ে গৃহে প্রবেশ করিয়া খাটের নীচে লুকাইয়া ছিল। কি মতলবে তাহারা এই কার্য্য করিয়াছে বুঝা যায় না।

কুমিল্লার রামচন্দ্রপুর ডাকাইতি মোকদ্দমায় গোপাল দে, চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এবং সারদা বসুর প্রতি ৮ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

মানিকগঞ্জ মহকুমার ঘিওর ও মহাদেবপুরের মধ্যে ডাক লুট হইয়াছে। ডাক নৌকা করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। কয়েকজন লোক লাঠি লইয়া ডাক ও তৎসঙ্গে টাকাও লুট করে।

ঢাকার অন্তর্গত তেঘরিয়া ডাকাইতি সম্পর্কে ধৃত আসামী কানাইলাল রুদ্রকে স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট মুক্তি দিয়াছেন। গত ১৪ই মার্চ্চ সন্ধ্যার সময় পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট রায় সাহেব উপেন্দ্র কুমার বসুর গৃহে ডাকাইতি হয়। উপেন্দ্র বাবু ও তাঁহার ভ্রাতা ডাকাইতগণকে বাধা দেন। কানাইলালের মুক্তির পর সংশোধিত ফৌজদারী আইনে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

তেলিরবাগ ডাকাইতি সম্পর্কে শ্রীজ্যোতিরেন্দ্র নাথ দত্তকে চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মুক্তি দিলে তাহাকে সংশোধিত ফৌজদারী আইনে ধৃত করা হয়।

সারকুলার রোডে বাসদুর্ঘটনা

গত রবিবার অপার সারকুলার রোডে 'লিবার্টি' পত্রিকার কার্য্যালয়ের সম্মুখে এক শোচনীয় বাস দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। দুইখানি বাস প্রতিযোগীতা করিয়া প্রচণ্ড বেগে অগ্রসর হইতেছিল। এই অবস্থায় একখানি বাস একটা পোষ্টের উপর গিয়া পড়ে। সেই পোষ্টের নিকটে একটা লোক বসিয়াছিল। সঙ্ঘর্ষের ফলে সে গুরুতর আহত হয় এবং পোষ্টটি পড়ে। আহত লোকটিকে [illegible] হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। তাহার বাঁচিবার আশা কম। বাসের যাত্রীদের মধ্যে [illegible] সামান্য আহত হইয়াছে।

৫০ জন গ্রেপ্তার

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, ২রা অক্টোবর পুলিশ কর্ত্তৃক অধিকৃত গুজরাট প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বাড়ীতে প্রবেশের চেষ্টা করিয়া ৫০ জন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছে।

বিশ্বরাষ্ট্র পরিষদ গৃহে গুলী

জেনেভা হইতে প্রকাশ, গত ১লা অক্টোবর অপরাহ্ণকালে যে কক্ষে পরিষদের চতুর্থ কমিটির অধিবেশন বসিয়াছিল সেই কক্ষে এক আধ পাগলা আল্জেরীয়াবাসী রিভলবার দিয়া গুলী করে। সে বাহির হইতে গুলী করে। গুলীটি জানালার লোহার ফ্রেমে লাগিয়া ফিরিয়া আসে। জানালার কাচ ভাঙ্গে নাই। কমিটির সদস্যগণ শব্দ শুনিতে পান কিন্তু উহা কিসের শব্দ এবং তাহারা যে বাঁচিয়া গিয়াছেন ইহা কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারেন নাই। উক্ত আল্জেরিয়ানকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বিদেশী বস্ত্র পিকেটিং

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, সাহাপুর মিউনিসিপ্যালিটির এক্সিকিউটিভ অফিসার শ্রীযুত গোপালনারায়ণ শাকসেনার পত্নী বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করায় ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিতা হইয়াছেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	চাহবাগা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	নৈমিষারণ্য	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১ শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মথুরা
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	এলাহাবাদ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	নৈমিষারণ্য
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	এলাহাবাদ	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র বাস্তব-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে শ্রীগৌরজন্মোৎসবাদি ভজনানুষ্ঠান সম্পাদিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেবাবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গোরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৩১১৫

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ বাসাবকারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতি, শ্রীপাদ জগজ্জীবন দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নরীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রমেয় দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীসর্ব্বজ্ঞ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকলিভয়ণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোদণ্ড, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালী দাসাধিকারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রকাশকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কাব্যরত্ন।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযজ্ঞেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ সাউথ মালাকা প্রয়াগ রোড, সি

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, কালনা, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীপাদ বক্রেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্গালয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান।

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীতারাপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীফেনপানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সত্যাসন, পুরী, উড়িষ্যা।

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন.

(২০) শ্রীসচ্চিত্তি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

চাঁদিয়াবাজার, কটক।

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনারায়ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগৌরেন্দুনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরতলা, চিরকুণ্ড, সানভুম।

রক্ষক—শ্রীরামানাথ অধিকারী।

(২৭) শ্রীবাসগৌড়ীয় মঠ

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় কৃষ্ণমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩১) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ,

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) বালগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ. | ২৪ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৬. ২০শে আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৩৯. ৮ই অক্টোবর ইং ১৯৩২ শনিবার | ১৮১তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভারতের সংবাদ

মথুরা দাম্পিয়ার পার্ক হইতে নিজস্ব সংবাদদাতার তারের সংবাদে প্রকাশ, পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গত রবিবার অপরাহ্ণে সপার্ষদে মথুরানগরীতে উপস্থিত হইয়াছেন। হাতরাস ষ্টেশনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ প্যারীমোহনজী এবং অন্যান্য আরও অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পরমহংস গোস্বামী মহারাজকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ ও সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন।

পরিক্রমার যথেষ্ট আয়োজন হইয়াছে। মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে অনেক লোকের থাকিবার স্থানের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ এলাহাবাদে শুদ্ধভক্তিবাণী প্রচার করিতেছেন।

—

ঠাকুর হরিদাসের শিক্ষা

একদা মুলুকপতি অজ্ঞজ্ঞান জন্য মোহ ও বিবর্ত্তবুদ্ধিবশে শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, এইরূপ উক্তি বিষ্ণুমায়ামুগ্ধ জনগণেরই যোগ্য। মায়াবদ্ধ জীব অজ্ঞজ্ঞানে জাগতিক বস্তু সমূহকে ভোগ্যরূপে লক্ষ্য করায় ভগবদ্-উপলব্ধিতে বঞ্চিত হয়। ভগবান্ বৈকুণ্ঠ বস্তু, আর জগতের বস্তুসমূহ বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগ্য। সকলেরই ঈশ্বর—এক অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব; তিনি নিত্য অদ্বিতীয় এবং সকল জীবেরই প্রভু। হিন্দু মুসলমান বালকবৃদ্ধ, যুবক-যুবতী সকলেরই ঈশ্বর একজন। তিনি জীবহৃদয়ে অবস্থিত হইয়া যাহা করান জীব তাহাই করিয়া থাকে। ঈশতত্ত্বানভিজ্ঞ হিন্দু ও অহিন্দু যবন, উভয়েই কেবল ঈশ্বরের নামে পৃথক্-বুদ্ধি করিয়া দুইজন ঈশ্বরের কল্পনামূলে পরস্পরের প্রতি অস্তিত্বমূলক বিরোধ প্রদর্শন করেন, কিন্তু যখন সেই বৈষম্য ও মতভেদ পরিত্যাগ করিয়া নিরপেক্ষভাবে যবনের শাস্ত্র কোরাণ ও হিন্দুর শাস্ত্র পুরাণ উভয় শাস্ত্রকে বিচার করা যায়, তখন ঈশ্বর তত্ত্বে ঐ প্রকার কোন ভেদ দৃষ্টি থাকে না।

ঈশ্বর—অপাপবিদ্ধ নির্ম্মল শুদ্ধ বস্তু। ঈশ্বর অবিনাশী ও নিত্যকালই স্থিতিশীল বস্তু। ঈশ্বর সাম্প্রদায়িকভাবে খণ্ডিত হইতে পারেন না। ঈশ্বর কালক্ষোভ্য বস্তু নহেন। তাঁহার কোন হ্রাস বা বৃদ্ধি নাই। তিনি নিত্য লীলাবৈশিষ্ট্যময়। যবনহৃদয়ে যে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান হিন্দুহৃদয়েও সেই ঈশ্বরেরই প্রতিষ্ঠিত। জীব অনাদি ঈশবৈমুখ্য বশতঃ অশুদ্ধ-মতি হইয়া জড়দেশ কালপাত্রাবচ্ছিন্ন অনিত্য প্রতীতিবশে আপনাকে ভোক্তৃজ্ঞানে ঈশ্বরের সেবাবিমুখ হইয়া হৃদয়স্থিত পরিপূর্ণ অন্তর্যামী ঈশ্বর পরমার্থ বস্তুকে বস্তুকে সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণ অখণ্ড না জানিয়া নিজের ন্যায় খণ্ড বস্তু বলিয়া মনে করিয়া ভ্রান্ত হইলেও প্রাকৃত কল্পিত-ভোগ ও ত্যাগমূলক জ্ঞান পরিত্যাগ করিলেই তিনি ভক্তিপ্রভাবে তাঁহাকে একমাত্র সেব্য বস্তু বলিয়া জানিতে পারে।

ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা

(৪র্থ পৃষ্ঠার শেষ কলমের পর)

কিছুদিন বনের ভিতর বটবৃক্ষতলে কৃষ্ণ-আরাধনা। শ্রীহট্টে নবগ্রামে কুবের পণ্ডিত ও তাঁহার পত্নী নাভাদেবীর বাস। অবশেষে গঙ্গাতীরে শান্তিপুরে আসিয়া নিরন্তর কৃষ্ণ-ভজন। একদিন বৈষ্ণবনিন্দা-শ্রবণে উভয়ের প্রাণ পরিত্যাগ-সঙ্কল্প। স্বপ্নে একটী পুরুষ অপর এক সুন্দর পুরুষকে দর্শাইতে অবতীর্ণ হইবার জন্য আহ্বান এবং শেষোক্ত পুরুষটির সম্মতিপ্রদান দর্শন। নাভাদেবীরগর্ভ, কুবের পণ্ডিতের পুনর্ব্বায় নবগ্রামে গিয়া বাস। এ স্থানেই অদ্বৈতপ্রভুর আবির্ভাব। অদ্বৈতের অপরনাম 'কমলাক্ষ'। কুবেরের পুনর্ব্বার শান্তিপুরে আগমন। অদ্বৈতের শাস্ত্র-অধ্যাপনা। মাতাপিতার অদর্শনের পর অদ্বৈতের গয়াযাত্রাচ্ছলে নানা তীর্থ-ভ্রমণ এবং মাধবেন্দ্র পুরীর স্থানে দীক্ষা গ্রহণ। ব্রজ-আগমন ও মহাপ্রভুর প্রকটের সময় জানিয়া গৌড়ে গমন। অদ্বৈত বট। রাঘব পণ্ডিতের শ্রীনিবাসের নিকট গৌরাঙ্গ চরিতবর্ণন। সম্প্রদায়াবিহীন মন্ত্র বিফল। শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক—এই চারিটী সম্প্রদায়। রামানুজাচার্য্য, মধ্বমুনি, বিষ্ণুস্বামী এবং নিম্বাদিত্যের যথাক্রমে এই চারিটী সম্প্রদায়-স্বীকার। পরে রামানুজ সম্প্রদায়ী রামানন্দকর্ত্তৃক রামানন্দী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ে শ্রীবল্লভাচার্য্য হইতে 'বল্লভী' সম্প্রদায়। ব্রহ্মসম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা নির্দ্দেশ। গৌর অবতারের শাস্ত্রীয় প্রমাণ। বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীগোপালগুরু গোস্বামিকৃত তারকব্রহ্ম নামের অর্থ। নিত্যানন্দ চরিত-বর্ণন। রাঢ়ে একচক্রা গ্রামে নিত্যানন্দের আবির্ভাব। পিতা হাড়াই পণ্ডিত মাতা পদ্মাবতী দ্বাদশ বৎসরের বালক নিত্যানন্দকে জনৈক সন্ন্যাসকর্ত্তৃক প্রার্থনা ও গ্রহণ। নিত্যানন্দের অবধূত বেশে তীর্থ গমন। মাধবেন্দ্র পুরীর-গুরু লক্ষ্মীপতি তীর্থের স্বপ্নে বলদেব-রূপে নিত্যানন্দ দর্শন ও তৎপদত্ত মন্ত্রদ্বারা তাঁহাকে দীক্ষাদেশ প্রাপ্তি। লক্ষ্মীপতির তিরোভাব। অবধূত নিত্যানন্দের মাধবেন্দ্রের সহিত প্রতীচী তীর্থে মিলন। মাধবেন্দ্রের নিত্যানন্দের প্রতি বন্ধু জ্ঞান এবং নিত্যানন্দের মাধবেন্দ্রের প্রতি গুরু বুদ্ধি। নিত্যানন্দের সেতুবন্ধে রামেশ্বর দর্শনে গমন। মথুরানগরে আগমন। শ্রীগোকুল মহাবনে মদনগোপাল দর্শন। শ্রীরাঘব পণ্ডিত কর্ত্তৃক শ্রীনিবাসকে গোবর্দ্ধন, মানকণিকা, সংশ্লিষ্ট ও রাসস্থলী প্রদর্শন। রাসস্থলী প্রদর্শন প্রসঙ্গে সঙ্গীত-শাস্ত্রের নানাবিধ রহস্য কথন, রাগ, রাগিণী, মূর্চ্ছনা ও মানের বিস্তার বাদ্য, বিবিধ প্রকার নৃত্য অঙ্গাভিনয় প্রভৃতি দর্শন। শ্রীরাসের গীতাদির অপ্রাকৃতত্ব ও সর্ব্ব-দোষশূন্যতা। অষ্টকালীন নিত্যলীলা ঝুলন ফাগুখেলা ও নায়ক নায়িকার সম্যক্ ভেদাদি বর্ণন। ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার আনন্দ ব্রজের অন্তর্গত জনেরই লভ্য।

তাহারে সে বলি ধর্ম্ম কর্ম্ম সদাচার। ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৭ পদ্মনাভ অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী ৪৪৬

ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার

দর্শনীয় স্থান সমূহ

আগামী পরশ্ব হইতে শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা আরম্ভ হইবে। তাই আমাদের সকলের হৃদয়েই এতদ্বিষয়ের বিবরণ প্রাপ্তির একটা প্রবল আগ্রহ জাগিয়া উঠিয়াছে। শ্রীল জীব গোস্বামিপাদকর্তৃক প্রেরিত হইয়া শ্রীপাদ শ্রীনিবাস ও শ্রীপাদ নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীল রাঘব গোস্বামীর আনুগত্যে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিয়াছিলেন। এই পরিক্রমার বিবরণ শ্রীপাদ নরহরি চক্রবর্ত্তী বা ঘনশ্যাম দাসকৃত ভক্তিরত্নাকরের পঞ্চম তরঙ্গে বিস্তৃতভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। নিম্নে সেই বিস্তৃত বিবরণের দিগ্‌নির্ণয় করা হইতেছে মাত্র।

মাথুর মণ্ডলের আয়তন বিংশতি যোজন। এই স্থানে বাস করিয়া যিনি যাহা প্রার্থনা করেন তাহাই প্রাপ্ত হন, এই স্থানটী শ্রীহরির অতি প্রিয়; সুতরাং দ্বাদশ-বনসংযুক্ত মথুরা মণ্ডলে বাস করিলে চতুর্ব্বর্গ-নিস্পৃহ নিরন্তর শুদ্ধভক্তির ও অধিকারী হওয়া যায়।

শ্রীমথুরা পদ্মাকৃতি—কর্ণিকায় কেশব, পশ্চিম পত্রে শ্রীহরি, উত্তর পত্রে শ্রীগোবিন্দ পূর্ব্বপত্রে 'বিশ্রান্ত' দেব এবং দক্ষিণপত্রে শ্রীবরাহ-দেব অবস্থিত। শ্রীল রাঘব-পণ্ডিত মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা-দাতা, শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের কৃপা পাত্র, সানোড়িয়া বিপ্রের গৃহ, অর্দ্ধচন্দ্র স্থান, বাসুদেব ও দেবকীর গৃহ, কেশব স্থান, পদ্মনাভ, স্বায়ম্ভুব, একানংশা দেবী, যশোদা, দেবকী, ক্ষেত্রপাল ভূতেশ্বর মহাদেব, শ্রীবিশ্রান্তি তীর্থ, গুহ্য প্রয়াগ, কনখল, তিন্দুক, সূর্য্য, বটস্বামি, ধ্রুব, ঋষি, মোক্ষ, কোটি, বোধি, দ্বাদশ, নব, সংযম, ধারা-পতন, নাগ, ঘণ্টাভরণ, ব্রহ্ম, সোম, সরস্বতীপতন, চক্র, দশাশ্বমেধ, বিঘ্নরাজ, যমুনার চতুর্ব্বিংশতি ঘাট, রঙ্গভূমি, বৈকুণ্ঠ, আসকুণ্ড, চতুঃসামুদ্রিক কূপ প্রভৃতি তীর্থসমূহ প্রদর্শন। অক্রুর, ও বিশ্রান্তি তীর্থের মাহাত্ম্য এবং যমুনা ও 'মথুরা-পুরীর মাহাত্ম্য বর্ণন। শ্রীমথুরাপুরী দ্বাদশ বনযুক্তা; মধু, তাল, কুমুদ, বহুলা, কাম্য, খদির, শ্রীবৃন্দাবন এই সমস্ত যমুনার পশ্চিম-পারে এবং শ্রীভদ্র, ভাণ্ডীর, বিল্ব, লোহ, মহাবন—যমুনার পূর্ব্বপারে অবস্থিত। দ্বাদশ উপবন দর্শন যথায়—কৃষ্ণকর্তৃক দন্তবক্র বিনষ্ট হয়, গৌরবাই গ্রাম বৃত্তান্ত, শ্রীরাঘবের পরিক্রমাপথে বনভ্রমণ, মঘেরা ও শকটারোহণ, গরুড়, গোবিন্দ, গন্ধেশ্বর-স্থান সাতোয়াগ্রাম, মযূরগ্রাম, রাওলগ্রাম, আরিটগ্রাম, শ্রীরাধাকুণ্ড ললিতাদি অষ্ট-সখীকুঞ্জ, মল্লাদিকুঞ্জ ও শ্যামকুণ্ড প্রভৃতি দর্শন, শ্রীরাধাকুণ্ডের মহিমা বর্ণন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু কর্তৃক শ্যাম ও রাধাকুণ্ড গুপ্ততীর্থদ্বয়ের প্রাকট্য। ক্ষেত্রাচ্ছাদিত অলতোয় কুণ্ডদ্বয়ে শ্রীচৈতন্যের স্নান ও মৃত্তিকার দ্বারা তিলকধারণ, মহাপ্রভুর দর্শনে সকলের আনন্দ, কুণ্ডদর্শনে প্রভুর অদ্ভুত ভাবাবেশ, দাস গোস্বামীর কুণ্ডদ্বয়ের জল পরিপূর্ণতার অভিলাষ, উহাতে অর্থা-কাঙ্ক্ষাহেতু নিজেকে ধিক্কার, জনৈক ধনি-কর্তৃক কুণ্ডদ্বয়ের পঙ্কোদ্ধার, শ্যামকুণ্ডের বক্রতার কারণ, রঘুনাথের দিবারাত্র কুণ্ড-দ্বয়ের তটস্থিত বৃক্ষতলে বাস, শ্রীসনাতনের এক ব্যাঘ্রের জলপান দর্শন, ধ্যানভঙ্গের পর রঘুনাথের শ্রীসনাতনের সহিত সাক্ষাৎ, সনাতনের আদর্শে রঘুনাথের কুটীরে বাস, দাস নামে এক ব্রজবাসী কর্তৃক দাস গোস্বামীর সেবা, গোস্বামীর এক দোনা মাত্র তক্রপান, একদিন উক্ত ব্রজবাসীর কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণ তক্র আনয়নে দাস গোস্বামীর উহা গ্রহণে অস্বীকার, গোস্বামীর সিদ্ধদেহের ক্রিয়া, রঘুনাথের কৃপাবলে জীবের রাধাকুণ্ডে বাস সিদ্ধি, শ্রীগোবর্দ্ধন শিলা ও গুঞ্জাহার দর্শন, শ্রীমুক্তাচরিত গ্রন্থ, রাঘব পণ্ডিতের শ্রীনিবাস ও নরোত্তমসহ দাস গোস্বামীর নিকট গমন, তথায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও দাস ব্রজবাসীর সহিত সাক্ষাৎ, কুণ্ডতীর-বাসী বৈষ্ণববৃন্দের সহিত নরোত্তম ও শ্রীনিবাসের মিলন, সুবলকুঞ্জ, মানস পাবন ও তথায় বৃক্ষরূপে পঞ্চ পাণ্ডবের স্থিতি দর্শন ও স্নান শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর কুটীরে মহাপ্রসাদসেবন, মুখরাই গ্রাম, গোবর্দ্ধন পার্শ্বস্থ লীলাস্থলী—কুসুম সরোবর, নারদকুণ্ড, পরাসৌলি গ্রাম, গন্ধর্ব্ব-কুণ্ড, পৈঠগ্রাম (রাসকালে কৃষ্ণ এই স্থানে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন), গৌরীতীর্থ আনোয়ার গ্রাম, গোবিন্দকুণ্ড, দান নিবর্ত্তন কুণ্ড, শ্যামঢাক সুরভি কুণ্ড, রুদ্রকুণ্ড, কদম্ব-খণ্ডী, দানঘাটি, ব্রহ্মকুণ্ড, মানসগঙ্গা (এখানে কৃষ্ণ নৌকাবিহার করেন)। তারপর, মথুরার পশ্চিম ভাগে মথুরা হইতে ৮ ক্রোশ দূরে গোবর্দ্ধনক্ষেত্র দর্শন করেন। গোবর্দ্ধন-মাহাত্ম্য-বর্ণন, রাঘব পণ্ডিত কর্তৃক গোবর্দ্ধন সন্নিকট-বাসী বলদেবভক্ত অথবসন্ত নামক জনৈক বিপ্রের বৃত্তান্তকথন, গোবর্দ্ধনে রাধা-কৃষ্ণের দোলক্রীড়াভূমি, চক্রতীর্থদর্শন, শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভুর চক্রতীর্থে বনের ভিতরে কুটীরে বাস ও প্রতিদিন দ্বাদশ ক্রোশ গোবর্দ্ধন পরিক্রমা। বৃদ্ধ বয়সে সনাতনের এরূপ পরিশ্রম দেখিয়া গোপ-বালকবেশে গোপীনাথের সনাতনকে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত হইতে এক কৃষ্ণপদ চিহ্ন-প্রদান এবং উহার পরিক্রমাদ্বারা গোবর্দ্ধন পরিক্রমা সিদ্ধ হইবে বলিয়া অন্তর্দ্ধান, সৌঁকরাই গ্রাম, সখীস্থলী গ্রাম ও শ্রীগোবিন্দ ঘাট দর্শন। গোবিন্দ ঘাটে শ্রীরূপের দর্শনার্থ রঘুনাথের আগমন বিপ্রলম্ভাত্মক ললিতমাধব আস্বাদনে রঘু-নাথের দিবানিশি ক্রন্দন, তজ্জন্য শ্রীরূপের দানকেলিকৌমুদীরচনা, নিমগ্রাম, পাটলগ্রাম ডেরাবল, কুঞ্জরা গ্রাম, ও বিটঠলের সেবা, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবিগ্রহ দর্শন, মুনিশাইস্থান কুণ্ড, প্রমোদনাগ্রাম, ঝুলনস্থলী, কদম্ব কানন, ইন্দ্রের তপস্যা স্থান ইন্দ্রোলী, কর্দমমুনির তপঃস্থান, কনোয়ার গ্রাম, কাম্য-বন, শ্রীচরণ, বিমল, যশোদা, নারদ কামনা, সমুদ্রবন্ধন লীলাস্থান, সেতুবন্ধ, লুক-লুকান, গোমতী, দ্বারকা, ধ্যান, ক্রীড়া, পঞ্চ গোপ, ঘোষরাণী, মান, মোহিনী, বলভদ্র, সুরভি, চতুর্ভুজ প্রভৃতি কুণ্ডসকল, বাজনশিলা, সপ্তকুণ্ড, অজাধ্যাকুণ্ড, ধুগাড়ড়া গ্রাম, উঁচা গ্রাম, আটোর গ্রাম, কদম্বখণ্ডী, বৃষভানুপুর বা বর্ষাণে পর্ব্বত সমীপে বৃষভানুর গৃহ, তমাল কুঞ্জ, চিক-সৌলি, শীতলাকুণ্ড, পিয়াল সরোবর, প্রেম সরোবর, সঙ্কেত কুঞ্জ, কুঞ্জবন, তড়াগ-তীর্থ, ক্ষুধাহার সরোবর, রোয়ান, ললিতা, বিশাখা পৌর্ণমাসী, শ্রীযশোদা, করেল প্রভৃতি কুণ্ডসকল, নন্দীশ্বর পর্ব্বতে কৃষ্ণের পদচিহ্ন, মধুসূদন কুণ্ড, পাণিহারী কুণ্ড, সাহসকুণ্ড, মুক্তাকুণ্ড, অক্রুরের স্থান, গোশালা স্থান, গুপ্তকুণ্ড, অভিমন্যুর আলয়, কৃষ্ণকুণ্ড, পাবনকুণ্ড, নারদকুণ্ড, যাবটগ্রাম প্রভৃতি দর্শন, যুগলমিলন-গীত। কোকিলা বন, আজনক গ্রাম, পরসো গ্রাম, কামাই গ্রাম (বিশাখার জন্মভূমি), করালাগ্রাম (ললিতাস্থান), পিয়াসোগ্রাম, সাহারগ্রাম (উপনন্দেরবসতিস্থল), সাঁথি গ্রাম ও রামকুণ্ড দর্শন। উমরাও গ্রামের ইতিহাসবর্ণন। কিশোরীকুণ্ডের সংলগ্নবনে লোকনাথ গোস্বামীর নির্জ্জনে বাস। এ স্থানেই তাঁহার শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ বিগ্রহের সেবা। ঠাকুরকে বৃক্ষের কোটরে রাখিয়া নিজের রৌদ্র বৃষ্টি সহিয়া বর্ষাশীতাদিতেও বৃক্ষতলে বাস। সঙ্গম কুণ্ড, নেওছাক (ভোজন-বিলাসস্থান) ভাণ্ডাগার দর্শন। সনাতন গোস্বামীর কুটীর দর্শন। গোস্বামীর নির্জ্জনে ভোজনের চেষ্টারহিত হইয়া এই কুটীরে ভজন ও প্রেমে বিহ্বলতা। একদা গোপ বালকরূপে—সনাতনকে দুগ্ধ-দান ও কুটীরে বাস করিতে অনুরোধ। ব্রজবাসীদ্বারা কুটীর নির্ম্মাণ। বৈঠানগ্রাম দর্শন। সনাতন গোস্বামীর এই স্থানে অবস্থান। ব্রজ পরিক্রমাকালে গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধ বনিতার সনাতনের অনুসরণ। কুমুদকুণ্ড চরণ পাহাড়ি, খেরোয়ালগ্রাম শাণ্ডিল্য মুনির তপস্যার স্থান, সাতেওভাগ্রাম চিড়রগ্রাম শিরোয়ারগ্রাম, শৃঙ্গার বট কোটবন, ক্ষীর সমুদ্র (এ স্থানে কৃষ্ণ অনন্ত শয্যায় শায়িত) কদম্বকানন, খেলনবন (কৃষ্ণ বলরামের খেলাস্থান) ও বলরামের রাসস্থলী দর্শন। বলরামের রাসবর্ণন। রামঘাট দর্শন। রামঘাটে রাসবিলাসী নিত্যা-নন্দের তীর্থ পর্যটন কালে বলদেব আবেশে বিলাস। কচ্ছবন, রমণবন, অক্ষয়বট, ভাণ্ডীর বট (এ স্থানে বলরাম প্রলম্বকে বধ করেন) মুঞ্জাটবী, ভাণ্ডীরগ্রাম, তপোবন (গোপ-কন্যাগণের তপঃস্থান), চীরঘাট (বা বস্ত্র-হরণ ঘাট), নন্দন ঘাট, ভয়গ্রাম, উনাই গ্রাম বাসিহারাগ্রাম, পারখম (এ স্থানে ব্রহ্মা কৃষ্ণের শিশু বৎস হরণ করেন), এ-চে মুহা গ্রাম (এ স্থানে ব্রহ্মা কৃষ্ণকে স্তব করেন), অঘবন (এস্থানে অঘাসুর সর্প-বধ হয়) তরোলীগ্রাম, কৃষ্ণকুণ্ডটীলা আটস্থ (অষ্টবক্র মুনির তপঃক্ষেত্র), শকরোয়া, নন্দঘাট, ভদ্রবন, ভাণ্ডীরবন, ছাহেরী, মাঠগ্রাম, বিল্ববন, লোহবন, লোহজঙ্ঘবন প্রভৃতি দর্শন। অবশেষে রাঘব পণ্ডিতের শ্রীনিবাস ও নরোত্তম সহ মহাবনে আগমন এবং শ্রীনিবাস ও নরোত্তমকে যাবতীয় লীলাক্ষেত্র প্রদর্শন। গোকুল ও মহাবন শ্রীকৃষ্ণ দেহস্বরূপ পঞ্চ যোজন পরিমিত। তথায় সূক্ষ্মরূপে সকল দেবতার বাস। চিন্ময়ত্বহেতু প্রেম চক্ষুর গোচরত্ব। বৃন্দা-বনে শ্রীগোবিন্দ দেব, প্রাপঞ্চিক লোক শ্রীগোবিন্দকে প্রতিমা আকার দর্শন করেন ও গোবিন্দের স্বজনেরই গোবিন্দের নিত্য-লীলা দর্শন-সামর্থ্য। এ স্থানে অষ্টদল পদ্মের কর্ণিকায় শ্রীগোবিন্দের প্রিয়াজীসহ বিলাস। বেদ ও পুরাণে উল্লেখ। শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ ও মদনমোহন এই তিন ভক্তগণের প্রাণধন। এতৎসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ। কালীয় তীর্থ-দর্শন। শ্রীরাঘব পণ্ডিতের শ্রীনিবাসকে প্রস্কন্দন ঘাট-প্রদর্শন। এই স্থানে অদ্বৈত প্রভুর

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য।)

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ-সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দারিদ্র্যবাধক ও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হয়: জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য শ্রীমদ্ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটি অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥৽ ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-প্রণীত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মঞ্জুহার। প্রত্যেকটি কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ভাবুক, নিন্দক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-ভবনের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-কথিত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ॥৽ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসেস' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥৽ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধবগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বড়বাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৩৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব চক্রবর্ত্তীটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৵৹

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অচ্ছেকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'অসৎসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৵৹ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অনবদ্য বিশ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপ-বোধিনী কৃষ্ণ-কান্তানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবতার, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৵৹ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৵৹ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য" অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুরতিবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদ-

বহির্ম্মুখতা ও র

সপ্ত কোল্ব-নাণ

বিশেষ দ্রষ্টব্য

১। পঞ্চ

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাজনাথের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রোফে (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন রঙের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্যান, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্ গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য। বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৴০, বাঁধাই ৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরস্বতী বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় পুস্তকাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৴০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য, অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বহুতর উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন আছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবাবিগ্রহাদির পরিচয়সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন কারা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৴০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যশিক্ষাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আধাধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম—আশ্রম ধর্ম—অপরাধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-শৃঙ্খলা পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে বোম্বাই কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৴০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ৷০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিজ্ঞান-পূর্ণ, সর্ব্বাঙ্গীন ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷০ টাকা। মঠের ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের মীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় কঠিন শব্দের প্রতিশব্দ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৴০ দশ আনা মাত্র।

মিঃ সত্যমূর্ত্তির বিবৃতি

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ মিঃ সত্যমূর্ত্তি এক দীর্ঘ বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিবৃতির মধ্যে তিনি বলেন,— এক সমস্ত হইতে বুঝা যায় যে, উভয় পক্ষই শান্তির জন্য আগ্রহান্বিত। গান্ধী এই আশার দেখাইয়াছেন। এখন গবর্ণমেণ্ট কি তাহাদের কর্ত্তব্য করিবেন?

এ বিষয়ে লিবারেলগণের কর্ত্তব্য আছে। নিখিল ভারত উদারনৈতিক সম্মেলন কার্য্যনির্ব্বাহক সভার পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকের সাফল্যের জন্য কংগ্রেসের সহযোগিতা অত্যাবশ্যক। এই প্রস্তাব অনুসারে কংগ্রেসকে যাহাতে গোলটেবিলে আনা হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে জোর করিয়া বাধ্য করিতে পারেন।

আমি আরও প্রস্তাব করি যে, সমস্ত ভারতের মহিলাদের পক্ষ হইতে একটী সাধারণ কমিটি যুক্ত নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে মহিলাদের সদস্য পদে নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করা দরকার।

পুনার চুক্তির নীতিতে দেশীয় খৃষ্টানগণের মধ্যেও যুক্ত নির্ব্বাচন প্রবর্ত্তিত হওয়া দরকার!

অভয় আশ্রমের কর্ম্মীর কারা-মুক্তি

মেদিনীপুর হইতে প্রকাশ ঢাকার অভয় আশ্রমের শ্রীযুত প্রবোধ চন্দ্র সিংহ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার জন্য গ্রেপ্তার হইয়া ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, পূর্ণ দণ্ডভোগের পর তিনি গত ১লা অক্টোবর মেদিনীপুর সেনট্রাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করেন। পাঠকদের স্মরণ থাকিতে পারে, কারাবিভাগের ইনস্পেক্টার জেনারেলের আদেশ অনুসারে তাঁহাকে দমদম হইতে মেদিনীপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল এবং অপর ৮জন কয়েদীর সহিত তাহার প্রতি ডাণ্ডাবেড়ী এবং নির্জ্জন কারাবাসের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল।

একজন নিহত বহু আহত

এখানে খবর আসিয়াছে যে, টাঙ্গাইল জেলা ও গোয়ালপাড়া সীমান্ত দেশের বিরাট গ্রামের ১০টি বাড়ীতে ৩০ জন সশস্ত্র লোক ১৬টি বন্দুক লইয়া হানা দিয়া একজন গ্রামবাসীকে নিহত ও অপর কয়েকজনকে আহত করিয়া টাকা পয়সা লুটিয়া লইয়া গিয়াছে। পরিমাণ এখনো জানা যায় নাই।

ট্রেণের সময়

ই আই আর (হাওড়া)

ট্রেণের নাম	পৌঁছে	ছাড়ে
পাঞ্জাব মেল	সকাল ৭ ১৫	রাত্রি ৯-০
বোম্বাই মেল	সকাল ১০—৫০	রাত্রি ৮-৫

ইম্পিরিয়াল মেল

ট্রেণের নাম	পৌঁছে	ছাড়ে
(কেবল বৃহস্পতিবার)		রাত্রি ১০—০
ডেরাডুন এক্স, গ্রাণ্ড কড	সকাল ৫ ৪০	রাত্রি ১০-৩০
দিল্লী এক্স, গ্রাণ্ড কড	দিঃ ৫ ৩৫	বিঃ ৪-১০
দানাপুর, মেল	সঃ ৬ ২২	রাঃ ৯ ১৫
দিল্লী আপ, গ্রাঃ কঃ ডাউন মেল	সঃ ১ ১০	দিঃ ২ ০
বেনারস আপ মেল ড ডন গ্রাঃ কঃ	সঃ ৪-৫০	বিঃ ৪ ৪৫
মোকামা, ভায়া সাহেবগঞ্জ	সঃ ৭-০০	বিঃ ৭-০০
পাঞ্জাব মেল	দিঃ ১ ২৫	রাঃ ১১ ০

শিয়ালদহ

ট্রেণের নাম	পৌঁছে	ছাড়ে
দিল্লী শিয়ালদহ	বিঃ ৬ ৪	রাঃ ১০ ৩৯

বি এন আর (হাওড়া)

ট্রেণের নাম	পৌঁছে	ছাড়ে
বোম্বাই মেল	সকাল ৭ ৫৪	বিকাল ৫-১০
মাদ্রাজ মেল	সকাল ১০ ৪৪	বিকাল ৭ ২৪
পুরী এক্সপ্রেস	সকাল ৭ ১০	রাত্রি ৮-২৪
গয়া প্যাসেঃ	রাত্রি ৯-৪৮	সকাল ৬-৩২
পুরুলিয়া ফাষ্ট	সকাল ৭-১৭	রাত্রি ৯-৩৯
হাওড়া-নাগপুর	সকাল ৬-১০	রাত্রি [illegible]

ই বি আর (শিয়ালদহ)

ট্রেণের নাম	পৌঁছে	ছাড়ে
দার্জ্জিলিং মেল	সকাল ৭-২৪	রাত্রি ৮-৪০
আসাম মেল	মধ্যাহ্ন ১০-৫	মধ্যাহ্ন ১-১০
ঢাকা মেল	সকাল ৫-৩৯	রাত্রি ১০ ২৪
চট্টগ্রাম মেল	রাত্রি ৮ ২৪	সকাল ৭ ১০
নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস	সকাল ৬-৯	রাত্রি ৯ ৫৪
বরিশাল এক্সপ্রেস	সকাল ১০-৩৪	বিঃ ৩ ৪৪
সিরাজগঞ্জ ঘাট প্যাঃ	৭-৫৮	রাত্রি ৮-৫০
খুলনা প্যাসেঞ্জার	প্রাঃ ৫-৫	রাত্রি ৯-১০

২ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড

ধুবড়ী হইতে প্রকাশ, রিভলবার প্রাপ্তির মামলা সম্পর্কে যোগেশ্বর দাস ও রাজেন্দ্রলালের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের ১৯ এফ ও ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০ বি ধারার অভিযোগ আনীত হইয়াছিল। উভয়েই প্রত্যেক দফা অভিযোগের জন্য ২ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, দণ্ড একযোগেই ভোগ করিতে হইবে। স্মরণ থাকিতে পারে যে, উহাদের উভয়কে ধুবড়ী ষ্টেশনের নিকট স্থিত একটী চায়ের দোকানে গ্রেপ্তার করা হয়। খানাতল্লাসীতে উহাদের নিকট একটি রিভলবার ও কতকগুলি কার্ত্তুজ পাওয়া যায়; রিভলবারটী গোয়ালপাড়ার গোলারাম সুবাদারের অপহৃত রিভলবার বলিয়া সনাক্ত করা হইয়াছে।

অপরের উপবাস সম্পর্কে গান্ধীজী

পুণা হইতে প্রকাশ, গত ২৩শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে গান্ধী সংবাদপত্র প্রতিনিধিগণের নিকট নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন:

"আমার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য অনেকেই উপবাস করিয়াছেন, এই মর্ম্মে আমি অনেক তার ও পত্র পাইয়াছি। আমি এরূপ বাধ্য কিছুকেই পছন্দ করি না। আমার প্রতি ভালবাসা দেখাইবার জন্য অথবা আমার উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপনের জন্য—যে কারণেই তাঁহারা উপবাস আরম্ভ করিয়া থাকুন না কেন, অবিলম্বে ইহা হইতে বিরত হওয়াই তাঁহাদের কর্ত্তব্য। কারণ সহানুভূতি প্রদর্শনের পক্ষে ইহা ভ্রম পথ। অবনত শ্রেণীর সেবায় নিযুক্ত হওয়া এবং অস্পৃশ্যতা পরিহারের জন্য সর্ব্বপ্রকারে কাজ করাই এখন সকলের অবশ্য কর্ত্তব্য।"

অস্ত্রাগারের ভ্রাতা

পাবনা হইতে প্রকাশ, পাবনার মোক্তার বাবু সুরেশচন্দ্র সরকারকে ১৫ দিনের মধ্যে পুত্র বীরেন্দ্রনাথ সরকারকে বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, ইতঃপূর্ব্বে একটী ডাকাতি মামলা সম্পর্কে ইহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল; কিন্তু প্রমাণাভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহার বড় ভাই সুধাংশুবিকাশ সরকারকে অন্তরীণ করিয়া রাখা হইয়াছে।

ডাক-আইন অমান্য

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, আমেদাবাদে এক ব্যক্তি ডাক-বিভাগের সহিত কোন প্রকার সম্পর্ক না রাখিয়া মাত্র এক পয়সার পরিবর্ত্তে কতকগুলি চিঠি বিলি করিয়াছে।" এই সংবাদ পাইয়া স্থানীয় পুলিস আবেরীবাদে একটী বাড়ী খানাতল্লাস করে এবং সেখান হইতে কতকগুলি চিঠি, ডেলিভারী বই ইত্যাদি লইয়া যায়। প্রকাশ যে, পুলিশ বাড়ীর মালিকের নামে ডাক-আইন অনুসারে আদালতে অভিযোগ করিবে।

শিক্ষকের কন্যা গ্রেপ্তার

ধুবড়ী হইতে প্রকাশ, গভর্ণমেণ্ট স্কুলের শিক্ষক প্রমথবন্ধু রায়ের কন্যাকে বাঙ্গালা পুলিশের নির্দ্দেশ ক্রমে গোয়ালপাড়া পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়া রাজশাহী লইয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে রাজশাহীতে কোন রাজনীতিক মামলার সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট। ইহার বয়স ২৫ বৎসর।

মৌলানা শৌকত আলীর আমেরিকা যাত্রা

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গত ৬ই অক্টোবর মৌলানা শৌকত আলী বক্তৃতা করিবার জন্য এবং ছুটী উপভোগ করিবার জন্য আমেরিকা যাত্রা করিয়াছেন। তিনি ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করিয়া জাপান, চীন, মালয় প্রভৃতি ঘুরিয়া মার্চ্চ মাসে ভারতে ফিরিবেন।

কারামুক্ত

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর দমদম অতিরিক্ত স্পেশাল জেল হইতে উত্তর কলিকাতার কর্ম্মী শ্রীযুত ইন্দু ভূ ঘোষ ৯ মাস কারাদণ্ড ভোগের পর মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

গত ২০শে সেপ্টেম্বর হিজলী বন্দীশালা হইতে শ্রীযুত হরিপদ দে, জনার্দ্দন রায়চৌধুরী, বিপিনবিহারী বন্দোপাধ্যায় ও অনিলেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

উক্ত তারিখে দমদম স্পেশাল জেল হইতে শ্রীযুত রাধাকান্ত চক্রবর্ত্তী, নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য্য মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

পদব্রজে ভারত ভ্রমণ

এসোসিয়েশনের সভ্যগণ শ্রীমান কালিদাস নন্দী, শ্রীমান বিজয়কুমার মিত্র, শ্রীমান বিশ্বনাথ ব্যানার্জ্জি, শ্রীমান পশুপতিনাথ দত্ত, তাঁহারা ভারত ভ্রমণ মনস্থ করিয়াছেন। প্রথমেই দিল্লী যাত্রা করিবেন। তাঁহারা ১২ই অক্টোবর ১৯৩২ যাত্রা করিবেন। কতকগুলি মহৎ হৃদয় লোকের সাহায্যে যাইতেছেন। তাঁহারা আশা করেন পথেও সাহায্য পাইবেন।

কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা

দিল্লী হইতে প্রকাশ, স্থানীয় ট্রাম কোম্পানী একজন ট্র্যাফিক পুলিশের বিরুদ্ধে কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলার অভিযোগে এক মামলা দায়ের করিয়াছেন। বাদী পক্ষের অভিযোগ এই যে পুলিশের কর্ত্তব্যে ত্রুটির দরুণই সুধীর মিত্র নামক তাঁহাদের কোম্পানীর একজন কর্ম্মচারী লরী চাপা পড়েন; ফলে তিনি গুরুত আহত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা-সংখ্যা

দৈনিক

গৌড়ীয়-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক

দৈনিক পত্র

শ্রীধাম - মায়াপুর - নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, } ২৫ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৬, ২৩শে আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ ৯ই অক্টোবর ইং ১৯৩২ রবিবার } ১৮৩তম সংখ্যা

ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা

প্রথম দিবস

আজ পরমার্থ-রাজ্যের ইতিহাসে একটী পরম স্মরণীয় তিথি। ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের পঞ্চম আচার্য্য শ্রীমন্ মধ্ব-মুনি শ্রীপাদ শঙ্করের 'মায়াবাদ'-সেনাপতিকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া পঞ্চম পুরুষার্থ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমার স্বারাজ্য-প্রভাব-প্রদর্শনার্থ এত তিথিতেই প্রকট-লীলা আবিষ্কার করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে নানা-শ্রেণীর বহিঃশত্রু এই সাম্রাজ্যকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিলে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-রূপে জগতে প্রকটিত হইয়া 'দৈন্য'-অশ্বে আরোহণ-পূর্ব্বক 'সুসিদ্ধান্ত'-তীর-দ্বারা তাহাদের 'কুমত'-সেনাপতিকে সম্পূর্ণরূপে বিদ্ধ করিয়া 'বিপ্রলম্ভ'-মহাভাবময় সুকৌশলে স্বীয় প্রেমভক্তি-রাজ্যের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। সেই একচ্ছত্র সম্রাটের বিপ্রলম্ভ-কৌশল অনন্ত কোটি গুণে বিস্তার লাভ করিয়াছিল তাঁহার ব্রজবন-ভ্রমণ লীলাকালে। আজ গৌর-পঞ্চশতাব্দির মধ্যবর্ত্তিকালে সেই একচ্ছত্র সম্রাটের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সেনাপতি ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা আরম্ভ করিয়া তৎপ্রদর্শিত পঞ্চম-পুরুষার্থের পঞ্চম-রস শৃঙ্গার-রতির সর্ব্বোত্তমসৌন্দর্য্য প্রদর্শনের যে আয়োজন করিয়াছেন, তাহা এই স্মরণীয় দিনের নব-নবায়মান পরমার্থ-ইতিহাসে একটী অভিনব অধ্যায় সৃষ্টি করিয়াছে। যে-দিন জগতের লোক বাহ্য আড়ম্বরে অধিকতর প্রমত্ত, যে সময় ভারত-বাসী প্রেয়ের চাকচিক্য-মোহে কৃচ্ছ্র সাধনে উন্মত্ত—সেই দিন, সেই সময় জগদ্‌গুরুবর অহৈতুক কৃপাপরবশ হইয়া বিসর্জ্জনযোগ্যা মহামায়ার বিসর্জ্জন-বাসরে তদীয় ক্রীড়ার হেয়তা প্রদর্শন পূর্ব্বক যোগমায়ার শ্রেষ্ঠতম-কল্যাণ-প্রদ আকর্ষণে আকৃষ্ট করিয়া আমাদের যে মহোপকার সাধন করিতেছেন, তাহা অপরিশোধ্য, অতুলনীয় ও অভাবনীয়।

আজ আমাদের ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার প্রথম দিন। পরিক্রমা আরম্ভের প্রাক্কালে আজ আমাদের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিতেছে বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের ও শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্মৃতি—যে দুই মহাত্মা গৌর ও ব্রজবনে ভেদ দর্শন না করিয়া গৌড়ের লুক্কায়িত মথুরা শ্রীধাম মায়াপুরকে সিদ্ধনেত্রে দর্শন করিয়াও অজ্ঞ তার্কিকগণের নিমিত্ত বহু পরিশ্রমান্তে বহু শাস্ত্র সিদ্ধান্তের অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক লোক-লোচনের গোচরীকৃত করিয়াছেন। আর জাগিয়া উঠিতেছে পরমহংস বাবাজী শ্রীশ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের পুণ্য-স্মৃতি, যিনি শ্রীধাম মায়াপুরের উদ্ধার-লীলা শ্রবণপূর্ব্বক অতিশয় হর্ষের সহিত শ্রীব্রজবন ও গৌরবনের অভেদত্ব প্রদর্শনকল্পে চিন্ময় গৌরমণ্ডলে আগমন করিয়া নবদ্বীপের বিভিন্ন স্থানে বাস করিয়াছিলেন। অভিন্ন-সম্বন্ধতত্ত্বাচার্য্য গোস্বামী শ্রীল গৌরকিশোর ও অভিন্ন-প্রয়োজনতত্ত্বাচার্য্য গোস্বামী শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের মহাদানের সৌষ্ঠব প্রদর্শন করিতেছেন অভিন্ন-অভিধেয়াচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধামের ও শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার সুব্যবস্থা দ্বারা। আসুন পাঠকবৃন্দ, আমরা তাঁহাদের এবং শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী পাদের (যাঁহারা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আদেশে ব্রজের লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করিয়াছেন) শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করি।

আজ আমাদের মধুবন পরিক্রমা আরম্ভ। শ্রীমথুরা পদ্মাকৃতি; এই পদ্মের কর্ণিকায় কেশব, পশ্চিম পত্রে শ্রীহরি, উত্তর পত্রে শ্রীগোবিন্দ, পূর্ব্ব পত্রে 'বিশ্রান্তি'-সংজ্ঞক দেব এবং দক্ষিণ পত্রে শ্রীবরাহদেব অবস্থিত।

স্কন্দ পুরাণ বলেন,—এই মধুবনে এত তীর্থ আছেন যে, তাঁহাদের নাম করা দুঃসাধ্য ও শক্তির অতীত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র 'মধু' নামক দৈত্যকে এই বনে বধ করিয়াছিলেন। মধু দৈত্যের বাসস্থান ছিল বলিয়া ইহার নাম মধুবন। শ্রীবলদেব এই স্থানে মধুপান লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

'মথুরা' শব্দের অর্থ পদ্ম-পুরাণে এইরূপ লিপিবদ্ধ হইয়াছে—

> 'ম'কারে চ 'থু'কারে চ 'র'কারে চাপ্যসংস্থিতে।
> নিষ্পন্নো মথুরা-শব্দ ওঁকারস্তু ততঃ সমঃ॥
> মহারুদ্রো মকারঃ স্যাৎ থুকারো বিষ্ণু-সংজ্ঞকঃ।
> রকারো ব্রহ্মসংজ্ঞঃ স্যাৎ ত্রিশব্দং মাথুরং ভবেৎ॥
> অতঃ শ্রেষ্ঠতমং ক্ষেত্রং সত্যমেব ভবত্যত।
> সা ত্রিদেবময়ী মূর্ত্তি মথুরা তিষ্ঠতে সদা॥

'মথুরা' শব্দ যথাক্রমে 'ম'কার 'থু'কার ও 'র'কার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া উহা ওঁকারতুল্য। অর্থাৎ যেমন ওঁকারের 'অ'কার বিষ্ণু-সংজ্ঞক, 'উ'কার মহারুদ্র-সংজ্ঞক এবং 'ম'কার ব্রহ্ম-সংজ্ঞক, সেই প্রকার মথুরার 'ম'কার রুদ্র-সংজ্ঞক 'থু'কার বিষ্ণু-সংজ্ঞক এবং 'র'কার ব্রহ্ম-সংজ্ঞক। এজন্য সত্য সত্যই সেই শ্রেষ্ঠতম ক্ষেত্র মথুরাপুরী ত্রিদেবময়ী মূর্ত্তিরূপে নিত্য-বিরাজিতা।

পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে আরও একটী শ্লোক পাওয়া যায়,—

> অন্যেষু পুণ্যক্ষেত্রেষু মুক্তিরেব মহাফলম্।
> মুক্তৈঃ প্রার্থ্যা হরের্ভক্তিঃ মথুরায়াঞ্চ লভ্যতে॥

মথুরা আনুসঙ্গিকভাবে মোক্ষদায়িকা সপ্তপুরীর অন্যতম বলিয়া কথিত হইলেও [illegible] কেবলমাত্র মোক্ষদায়িকাপুরী-নামে বিচার্য্য তীর্থ নহেন। তজ্জন্য বলিতেছেন,—অন্যান্য পুণ্যক্ষেত্রসমূহের একমাত্র মহাফল মুক্তি; কিন্তু মুক্ত পুরুষগণেরও নিরন্ত প্রার্থনীয় যে হরিভক্তি, তাহা এই মথুরাতে লাভ হয়। মধুপুরী মাহাত্ম্যসম্বন্ধে আরও অনেক গ্রন্থে অনেক শ্লোক আছে। প্রবন্ধ-বিস্তার-ভয়ে, তাহা উদ্ধার করা হইল না। এই সকল মাহাত্ম্য এবং মথুরায় প্রসিদ্ধ তীর্থসমূহের বিবরণ ও মাহাত্ম্য সুকৃতিশালী পাঠকগণ পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রবণের সৌভাগ্য [illegible] পাইবেন। পরি-পরিক্রমান্তে তাহা [illegible] প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।

তাহারে সে বলি ধর্ম্ম কর্ম্ম সদাচার। ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার॥

শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	চাইবাসা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	নৈমিষারণ্য	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মথুরা
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	এলাহাবাদ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	নৈমিষারণ্য
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	এলাহাবাদ	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে গৌরজন্মোৎসবাদি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেব্যবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৩১১৫

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতি, শ্রীপাদ জগদ্ধারণ দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রজ্ঞান দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি- শ্রীজনবচ্ছিন্ন দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালি দাসাধিকারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী আয়ুর্ব্বেদ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীঈশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীটঙ্কন দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীননাথ ব্রহ্মচারী,

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ সাউথ মালাকা প্রয়াগ ষ্ট্রীট, শি

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, কাল্লগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীব্রজবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেবলানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন।

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুবনেশ্বর কুশা, চিরকুশা, নালন্দম।

রক্ষক—শ্রীরামলাল অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাছু, ঢাকা

এখানে বহু ভূতমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্র

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কাম্যা

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্র ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্না

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় ম

নব গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীধর মহারাজ,

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়

কবুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহ শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) রাধাগোপাল প

কাঠালপুর, ঢাকা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রহ্ম

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৫শে পদ্মনাভ সর্ব্ব রাম্মদেব

ব্রজবনে শ্রীগৌরাঙ্গ

অপ্রাকৃত-ব্রজলীলা-দর্শনের উপায়

অপ্রাকৃত পারকীয়-রসের স্থান শ্রীব্রজভূমি প্রাকৃত-নয়ন-গোচর নহেন। এই অপ্রাকৃত শ্রীধামের একমাত্র বিষয়-বিগ্রহ অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নাম-মাধুরী, রূপ-মাধুরী, গুণ-মাধুরী, পরিকর-মাধুরী ও লীলা-মাধুরী প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে এবং শ্রীনন্দনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দররূপে আশ্রয়াংশিনী মহাভাবময়ীর মহাভাবে বিভাবিত হইয়া ব্রজের বনে বনে পরিভ্রমণপূর্ব্বক যে বিপ্রলম্ভলীলা-পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাও অক্ষজ-জ্ঞানগম্য নহে। "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর"

তাহা হইলে প্রাকৃত জ্ঞান-সম্বল আমাদের উপায় কি? আমরা কি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চিন্ময় ধাম, চিন্ময় নাম, চিন্ময় রূপ, চিন্ময় গুণ, চিন্ময় পরিকর, চিন্ময়ী লীলা প্রভৃতির পরমসৌন্দর্য্য সন্দর্শনে যোগ্যতা লাভ করিতে পারিব না? আমরা কি ব্রজের অপ্রাকৃত পারকীয় রস-পঙ্কের সন্ধান পাইব না? আমরা কি অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের আস্বাদিত আশ্রয়ের সেবাসুখ, আশ্রয়োপভোগ্য শ্রীকৃষ্ণ-মাধুরী, বিষয়-সঙ্গমে আশ্রয়ের আনন্দ-কন্দ প্রভৃতির পরমোপাদেয়ত্ব-দর্শনে বঞ্চিত হইব? আমরা কি বিপ্রলম্ভরত্ন-সম্পুটের সন্ধান পাইব না? যদি তাহাই হয় তাহা হইলে শ্রীরূপপাদ যে বলিয়াছেন, যে-সর্ব্বোত্তমদ্রব্য কখনও জগতে বিতরিত হ'ন নাই, তাঁহাই বিতরণের নিমিত্ত ঔদার্য্য-লীলাময় বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর জগতে প্রকটিত হইয়াছিলেন, তাহার অর্থ কি? এবং শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজ-সভাই বা আজ আমাদিগকে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় আহ্বান করিলেন কেন?

আত্মকল্যাণার্থী সুহৃদ্বর্গ, আমাদের নৈরাশ্য-সাগরে নিমজ্জিত হইবার কারণ কিছুই নাই। অপ্রাকৃতবস্তু প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও আমরা যাহাতে উহা লাভ করিতে পারি, করুণাময় শ্রীগৌরসুন্দর তাহার অতি চমৎকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি জগদ্‌গুরুরূপে জগতে প্রকটিত হইয়া আমাদের চিন্ময় স্বরূপের সন্ধান প্রদান করেন। বৃহৎ-চৈতন্য ও অণু-চৈতন্য এক না হইলেও অণু-চৈতন্য বৃহৎ-চৈতন্যের সেবার অধিকারী, কারণ উভয়ই চিজ্জাতীয়; এখন আমরা কি-প্রকারে আমাদের সেই চিন্ময় স্বরূপের সন্ধান পাইতে পারি, তাহাই আলোচ্য। শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন—

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ ॥
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয় ॥

দীক্ষাকালে ভক্ত নিজ প্রাকৃতানুভূতিসমূহ বিসর্জ্জন করিয়া অপ্রাকৃত সম্বন্ধজ্ঞান-বিশিষ্ট হ'ন। অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া তিনি অপ্রাকৃত স্বরূপে কৃষ্ণ-সেবাধিকার প্রাপ্ত হ'ন। কৃষ্ণের মায়ার আশ্রয়চ্যুত হইলেই প্রপন্ন ভক্তকে কৃষ্ণ আত্মসাৎ করেন। তখন তাহার জড়ভোগরাজ্যের ভোক্তা বলিয়া জড়ীয় অভিমান দূর হয় এবং নিজাশ্রিতার নিত্য কৃষ্ণদাস্য স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তি ঘটে। তখন ভক্ত সচ্চিদানন্দময় স্বীয় স্বরূপে নিত্যসেবক-বিগ্রহত্ব উপলব্ধি করিয়া অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণ-চন্দ্রের সেবাধিকারী হ'ন।

বিপ্রলম্ভ-লীলাময়-বিগ্রহের বিপ্রলম্ভ-লীলানুসরণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সেবা। মহাভাবময়ী শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর এই মহাভাবময়ী সেবার সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিতে হইলে বার্ষভানবী-দয়িতের শ্রীচরণে সর্ব্বপ্রথমে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। আমাদিগকে সেবা-সৌভাগ্য প্রদানের নিমিত্ত শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী পরম-করুণাপরবশ হইয়া তাঁহার দয়িতকে জগতে পাঠাইয়াছেন। আসুন, আমরা সকলে শরণাগতি-পুষ্প ও ভক্তি-চন্দনে তাঁহার শ্রীচরণ পূজা করি এবং পঞ্চেন্দ্রিয়-পঞ্চপ্রদীপ-দ্বারা তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম আরতি করি; তাহা হইলে তিনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে ব্রজবনে শ্রীগৌরাঙ্গের মহাভাবময়ী লীলা প্রদর্শন করাইবেন।

মায়াবাদ ব্রজসৌন্দর্য্য-দর্শনের অন্তরায়

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শরৎকালে নীলাচল হইতে যাত্রা করিয়া ঝারিখণ্ডের বন্যপথে যাবতীয় স্থাবর-জঙ্গমকে শক্তি-সঞ্চারপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত করিয়া বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় মহাপ্রভুর পূর্ব্বানুগৃহীত তপন মিশ্র তাঁহার শ্রীচরণ সেবা করেন। শ্রীচন্দ্রশেখর নামক জনৈক বৈদ্যকুলোদ্ভূত ভক্ত এই সময় মহাপ্রভুর সেবা-সুযোগ লাভ করেন। তিনি কাশীবাসী মায়াবাদিগণের ভেক-কচকচির কথা মহাপ্রভুর শ্রীচরণে নিবেদন করিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। তৎকালিক কাশীবাসী মায়াবাদিগণের গুরু প্রকাশানন্দের মুখে কৃষ্ণনাম উচ্চারিত না হইবার কারণ জনৈক মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মহাপ্রভু কহিলেন—

* * —"মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী।
'ব্রহ্ম' 'আত্মা' 'চৈতন্য' কহে নিরবধি ॥
অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণ-নাম।
'কৃষ্ণ-নাম' 'কৃষ্ণ-স্বরূপ'—দুইত সমান ॥
'নাম', 'বিগ্রহ', 'স্বরূপ'—তিন একরূপ ॥
তিনে 'ভেদ' নাহি,—তিন চিদানন্দরূপ ॥
দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম নাম-দেহ-স্বরূপে 'বিভেদ' ॥
নামশ্চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥

কৃষ্ণনাম—চিৎস্বরূপ চিন্তামণিবিশেষ, তাহা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-রসের বিগ্রহ-স্বরূপ; তাহা পূর্ণ অর্থাৎ মায়িক বস্তুর ন্যায় আবদ্ধ ও খণ্ড নয়; তাহা শুদ্ধ অর্থাৎ মায়া-মিশ্র নহে। তাহা নিত্যমুক্ত অর্থাৎ সর্ব্বদা চিন্ময়, কখনও জড় সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় না, কারণ নাম ও নামীর স্বরূপে কোন ভেদ নাই।

অতএব কৃষ্ণের 'নাম', 'দেহ', 'বিলাস'।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ ॥
'কৃষ্ণনাম,' 'কৃষ্ণগুণ,' 'কৃষ্ণলীলাবৃন্দ'।
কৃষ্ণের স্বরূপ-সম, সব—চিদানন্দ ॥
ব্রহ্মানন্দ হইতে পূর্ণানন্দ লীলারস।
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ ॥
ব্রহ্মানন্দ হইতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ।
অতএব আকর্ষয় আত্মারামের মন ॥
এই সব রহু, কৃষ্ণ-চরণ-সম্বন্ধে।
আত্মারামের মন হরে তুলসীর গন্ধে ॥
অতএব কৃষ্ণনাম না আইসে তার মুখে।
মায়াবাদিগণ যাতে মহা বহির্ম্মুখে ॥

পাঠক! মায়াবাদের দুর্গন্ধ অতি অল্পপরিমাণেও হৃদয়ের কোনও স্থানে লুক্কায়িত থাকিলে ব্রজের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য নয়ন-গোচর হইবে না। তাই ব্রজে গমনের পথে অগ্রসর হইতে হইলে ঐ দুর্গন্ধ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে হইবে। এই নিমিত্তই আমরা ব্রজবনের লীলা আলোচনার পূর্ব্বে মহাপ্রভুর পূর্ব্বোক্ত উপদেশটি আলোচনা করিলাম।

শ্রীগৌরাঙ্গের মাথুর লীলা

মহাপ্রভু বারাণসী হইতে প্রয়াগ হইয়া মথুরায় উপস্থিত হইলেন। দক্ষিণ-ভ্রমণ সময়ে যেমন দক্ষিণদেশবাসিগণকে কৃষ্ণ-নাম-প্রেমে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই প্রকার মথুরা আসিতে পশ্চিম দেশবাসিগণকে বৈষ্ণব করিলেন। পথে যে-যে-স্থানে যমুনা দৃষ্টিপথে পতিত হইত, মহাপ্রভু প্রেমে অচেতন হইয়া সেই-সেই-স্থানে যমুনার কালজলে ঝম্প প্রদান করিতেন। মথুরার নিকটে আসিতেই কৃষ্ণস্মৃতি প্রবলবেগে হৃদয়ে অধিকার করায় মহাপ্রভু মহাভাবে বিভাবিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিলেন, এবং শ্রীমথুরা নগরীতে সুপ্রসিদ্ধ 'বিশ্রাম'-তীর্থে স্নান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানে 'শ্রীকেশব'-বিগ্রহ দর্শন করিলেন। অজ ভগবান্ স্বীয় সর্ব্বশক্তিমত্তাগুণে এই-স্থানে জন্মলীলা পরিগ্রহ করায় শ্রীমথুরা বৈকুণ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠস্থানে কেশব-দর্শনমাত্রেই মহাপ্রভু নৃত্য, গীত ও ঘন ঘন হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। প্রভুর প্রেমাবেশে নৃত্য-কীর্ত্তনাদি দর্শন করিয়া সকল লোক চমৎকৃত হইল। এক বিপ্র মহাপ্রভুর পাদপদ্মে [illegible] হইয়া শ্রীচরণস্পর্শ মাত্রই প্রেমাবিষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন—

দুঁহে প্রেমে নৃত্য করি' করে কোলাকোলি।
'হরি' 'কৃষ্ণ' কহে দুঁহে বলি' বাহু তুলি' ॥

কৃষ্ণপ্রেমের বৈশিষ্ট্য এই যে, লক্ষ্মীনারায়ণ বা রামসীতার উপাসনার ন্যায় এস্থানে সেব্য-সেবকে সম্ভ্রম-দূরত্বের লেশমাত্র নাই। সেব্য মহাপ্রভু ও সেবক-বিপ্রের মহাভাবময় একত্র-আলিঙ্গনানন্দ দর্শনে উপস্থিত দর্শকবৃন্দ মহানন্দে 'হরি'-ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। এই প্রেমই অখণ্ড আনন্দ; এই প্রেমের বিষয় আনন্দময়, আশ্রয় আনন্দময় এবং এই প্রেম-দর্শকবৃন্দও আনন্দ-সাগরে ভাসমান। অন্য আনন্দের কথা কি, এই প্রেমানন্দের নিকট ব্রহ্মানন্দও 'খাতোদক-সম'।

পাঠক! যে ভাগ্যবান্ বিপ্র মহাপ্রভুর আলিঙ্গন-প্রসাদ-লাভে ধন্য হইলেন, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমভক্তিবৃক্ষের প্রথম অঙ্কুর শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীপাদেরই কৃপাপাত্র। তাই তাঁহার ঐ প্রকার সৌভাগ্য। লোকশিক্ষক মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর সকলের পূজ্য হইয়াও 'বৈষ্ণবের সম্মান' শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত ঐ সৌভাগ্যশালী বিপ্রের পরিচয় পাইয়াই তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। তাহাতে বিপ্র অতিশয় ভীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যমহাপ্রভুর অভয় পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইলেন। তদ্দর্শনে মহাপ্রভু বলিলেন,—"হে বিপ্র তুমি আমার গুরু, আমি তোমার শিষ্য হয়। তুমি গুরু হইয়া কেন শিষ্যকে নমস্কার কর, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।" মর্য্যাদারক্ষক মহাপ্রভুর এই দৈন্যপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিতভাবে বিপ্র কহিলেন,—"হে সন্ন্যাসি-শিরোমণি! আপনি সকলের গুরু,

আপনার গুরু কেহ হইতে পারে না। আপনি ঐপ্রকার বাক্য আর বলিবেন না, কারণ ঐপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিলে আমি নিরয়গামী হইব। আপনার প্রেম দেখিয়া আমার শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর কথা মনে পড়ে। তিনি যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে মধুপুরীতে আগমন করিয়া এই দীন-হীনকে কৃপা করিয়াছিলেন, এবং আমাকে শিষ্য করিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার হস্তে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীল পুরীপাদ গোবর্দ্ধনে গোপাল প্রকট করিয়া তাঁহার সেবা বিস্তার করিয়াছেন। এখনও গোবর্দ্ধনে সেই বিগ্রহ আছেন। আপনার প্রেম দেখিয়া মনে হয়, আপনার সহিত মাধবেন্দ্র-পুরীপাদের কিছু সম্বন্ধ আছে। বিপ্রের এই কথা শুনিয়া বলদেব ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর সহিত শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের সম্বন্ধ বর্ণনপূর্ব্বক বলিলেন, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও 'পরমার্থ শিক্ষালাভ করিতে হইলে সদ্‌গুরুর শ্রীচরণ আশ্রয় করা একান্ত কর্ত্তব্য', এই শিক্ষা প্রদর্শন-কল্পে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্য শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ-লীলাভিনয় করিয়াছেন। বিপ্র ভট্টাচার্য্য-মুখে এই সম্বন্ধের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিলেন এবং মহাপ্রভুকে নিজগৃহে লইয়া গিয়া ইচ্ছামত নানা প্রকার সেবা করিতে লাগিলেন।

আমাদের পূর্ব্বোক্ত বিপ্র "সানোড়িয়া" বিপ্রগৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। পশ্চিমদেশে বৈশ্যগণ 'আগরওয়ালা', 'কালোয়ার', 'সানোয়াড়' প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত; তন্মধ্যে আগরওয়ালাই অতিশুদ্ধ; কালোয়ার, সানোয়াড় প্রভৃতি শ্রেণী নিজ-নিজ-কার্য্য দোষে পতিত। ঐ কালোয়ার ও সানোয়াড় দিগকে যাহারা যাজন করেন, তাঁহারাই সানোড়িয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। সানোয়াড় শব্দে সুবর্ণ বণিক্ বুঝায়। তাহাদিগের যাজক ব্রাহ্মণেরাই সানোড়িয়া ব্রাহ্মণ। যাজন দোষে পতিত হওয়ায় সন্ন্যাসিগণ সানোড়িয়া-ব্রাহ্মণের ঘরে ভোজন করেন না। জাগতিক বিধির সহিত পরমার্থের কোন সম্বন্ধ নাই। বৈষ্ণব যে কোন কুলে জন্মলীলা আবিষ্কার করিলেও তিনি বর্ণ-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের, এমন কি আশ্রম শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসীরও পূজ্য হন। তাই আমাদের পূর্ব্বোক্ত বিপ্রবর সানোড়িয়া-ব্রাহ্মণগৃহে আবির্ভূত হইলেও যতি শিরোমণি শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ তাঁহার কৃষ্ণভক্তি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে শিষ্যত্বে অঙ্গীকার ও তদ্‌গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করেন। মাধবেন্দ্র পুরীপাদের অনুগত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাহিলেন।

বিশুদ্ধ সেবক সর্ব্বদাই স্বীয় প্রভুর সন্তোষবিধানের নিমিত্ত ... তাঁহার আরাধ্যদেবের অমলচরিত্রে ছিদ্রান্বেষণকারিগণ কোন প্রকার দোষারোপ না করিতে পারে, তন্নিমিত্ত তিনি আপ্রাণ যত্ন করিয়া থাকেন। তাই যে-মহাপ্রভুকে নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণগণ পর্য্যন্ত ভিক্ষা দিতে সমর্থ হন না, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং ভিক্ষা চাহিলেও বিপ্রবর বলিলেন —

> তোমারে ভিক্ষা দিব, বড় ভাগ্য সে আমার।
> তুমি ঈশ্বর, নাহি তোমার বিধি-ব্যবহার॥
> 'মূর্খ' লোক করিবেক তোমার নিন্দন।
> সহিতে না পারিমু সেই 'দুষ্টের' বচন॥

তাঁহার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিলে দুষ্টের দল মহাপ্রভুর প্রতি বিদ্রূপ করিতে পারে। এই ভয়ে বিপ্রবর মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিতে ইতস্ততঃ করিলেন। কিন্তু পরমার্থের শিক্ষক মহাপ্রভু জগতের বাহ্য বিচার পদদলিত করিয়া গণবাদের মতামতের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক সর্ব্বদাই বৈষ্ণবগণের আসন যে সর্ব্বোচ্চে এবং তাঁহারাই যে সন্ন্যাসিগণকেও ভিক্ষা প্রদানে উপযুক্ত পাত্র, তৎপ্রদর্শনকল্পে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ঐ বিপ্রের গৃহেই ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া বলিলেন —

> ধর্ম্ম স্থাপন-হেতু সাধুর ব্যবহার।
> পুরী গোসাঞির যে আচরণ, সেই ধর্ম্মসার॥

মহাপ্রভু যে-স্থানে গমন করিতেন সেই-স্থানেই তাঁহার মঙ্গলময়ী আকর্ষণী-শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া, তাঁহার দর্শন প্রাপ্তির নিমিত্ত অসংখ্য লোক সমাগত হইত। তাঁহার আগমন বার্ত্তা অবগত হইয়া শ্রীশ্রীমাথুর মণ্ডলের লক্ষ লক্ষ সুকৃতিশালী লোক মহাপ্রভুকে দর্শনের নিমিত্ত আগমন করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে দর্শন দানে কৃতার্থ করিয়া বাহু তুলিয়া পরম চমৎকারময় কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে উপস্থিত জনগণও সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান পূর্ব্বক প্রেমভরে উর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থলী মথুরানগরী শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-মহ-বন্যায় প্লাবিত হইল।

সংকীর্ত্তন-প্রবাহ প্রবর্ত্তন করিয়া মহাপ্রভু যমুনার — (১) অবিমুক্ত, (২) অধিরূঢ়, (৩) গুহ্যতীর্থ, (৪) প্রয়াগতীর্থ, (৫) কনখলতীর্থ, (৬) তিন্দুক, (৭) সূর্য্যতীর্থ, (৮) বটস্বামী, (৯) ধ্রুবঘাট, (১০) ঋষিতীর্থ (১১) মোক্ষতীর্থ, (১২) বোধতীর্থ, (১৩) গোকর্ণ, (১৪) কৃষ্ণগঙ্গা, (১৫) বৈকুণ্ঠ (১৬) অসিকুণ্ড, (১৭) চতুঃসামুদ্রিককূপ (১৮) অক্রূর-তীর্থ, (১৯) যাজ্ঞিক বিপ্রস্থান, (২০) কুব্জাকূপ, (২১) রঙ্গস্থল, (২২) মঞ্চস্থল, (২৩) মল্লযুদ্ধস্থান, (২৪) দশাশ্বমেধ — এই চতুর্বিংশতি ঘাটে স্নান করিলেন। মহাপ্রভুর এই স্নান আর কল্পকাণ্ডীয় জনগণের স্নান এক তাৎপর্য্যপর নহে। কল্মকাণ্ডরত জনগণের স্নান আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-তাৎপর্য্যপর। আর কৃষ্ণপ্রেম-দাতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-... স্নান কৃষ্ণস্মৃতি-উদ্দীপনা-প্রদর্শক। এই কৃষ্ণস্মৃতি উদ্দীপনার নিমিত্তই ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা। যদি কৃষ্ণস্মৃতি উদ্দীপিত না হ'ন, তাহা হইলে "তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, সকলই মনের ভ্রম।" মহাপ্রভুর ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা 'সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দ চরণ'-স্মরণের মহাভাব-প্রদর্শন।

শ্রীকেশব দর্শন ও উপরিউক্ত চতুর্ব্বিংশঘাটে স্নানান্তে মহাপ্রভু উক্ত ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ যে দীর্ঘাকার মূর্ত্তি প্রকট করিয়া কংসের 'চানূর' ও 'মুষ্টিক' নামক মল্লদ্বয়কে যুদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন, সেই 'দীর্ঘবিষ্ণু'-বিগ্রহ, 'শ্রীযোগমায়া' 'শ্রীএকানংশা', ক্ষেত্রপাল 'শ্রীভূতেশ্বর', শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিপ্রদাত্রী 'মহাবিদ্যেশ্বরী' 'স্বয়ম্ভু', 'শ্রীযশোদা, 'শ্রীদেবকী' 'অন্ধচন্দ্রস্থান', 'পোতরাকুণ্ড,' 'মালপুরা', 'গতশ্রমদেব,' প্রভৃতি প্রেমনেত্রে দর্শন করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন।

সুহৃদ্ পাঠকবর্গ! আমরা মথুরার প্রসিদ্ধ তীর্থসমূহের সন্ধান পাইলাম। আসুন, এখন অন্যাভিলাষ সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবগণের আনুগত্যে বিপ্রলম্ভলীলাময় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ব্রজবন পরিক্রমা সন্দর্শনে যত্নবান্ হই।

শ্রীগৌরাঙ্গের ব্রজ লীলা

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ এক তত্ত্ব হইলেও উভয়ের মধ্যে লীলাগত পার্থক্য আছে। শ্রীকৃষ্ণের লীলা সম্ভোগময়ী আর শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা বিপ্রলম্ভময়ী। 'শ্রীগৌরাঙ্গের ব্রজ-লীলা' প্রবন্ধটী দেখিয়াই কেহ যেন মনে না করেন যে, 'গৌরনাগরীর' অনুকরণে শ্রীগৌরাঙ্গকে কুঞ্জাসনে বসাইয়া লীলা-বৈচিত্র্য ধ্বংসের চেষ্টা করা হইবে। তাহা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, কারণ আমরা জানি একই পরাৎপরতত্ত্ব সম্ভোগ-লীলায় শ্যামসুন্দর যশোদা-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, আর স্বশক্তিশ্রী ও মূলাশ্রয়া বার্ষভানবী দেবীর মহাভাবের প্রেম-পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনকল্পে জগদ্‌গুরুরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ। জগদ্‌গুরুলীলা-ভিনয়কারী কখনও সম্ভোগাসন গ্রহণ করেন না। শ্রীগৌরসুন্দর গৃহস্থাশ্রমে অবস্থানকালে শ্রীধাম-মায়াপুর ব্রজপত্তনে শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যভবনে (যেস্থানে বর্ত্তমানে শ্রীচৈতন্যমঠ প্রকটিত হইয়াছেন) যে ব্রজলীলার অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাও এস্থলে আলোচ্য নহে। আমরা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর ব্রজবনে ভ্রমণ-কালে প্রেম-ভক্তির যে মহাচমৎকারিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাই আলোচনা করিয়া আত্মসংশোধনের প্রয়াস পাইব।

শ্রীকৃষ্ণের লীলা দ্বারকায় পূর্ণ, মথুরায় পূর্ণতর এবং গোকুল বৃন্দাবনাদিতে পূর্ণতম। আর পূর্ণতম ভগবদ্‌ বস্তু শ্রীগৌরাঙ্গের—

> নীলাচলে ছিলা যৈছে প্রেমাবেশ মন।
> বৃন্দাবন যাইতে পথে হৈল শত গুণ॥
> সহস্র গুণ প্রেম বাড়ে মথুরা-দরশনে।
> লক্ষ গুণ প্রেম বাড়ে ভ্রমেন যবে বনে॥

শ্রীগৌড়মণ্ডলে যে প্রকার ভাগীরথীর পূর্ব্বে ও পশ্চিমে নয়টী দ্বীপ, সেই প্রকার ব্রজমণ্ডলে যমুনার পূর্ব্বে ও পশ্চিমে দ্বাদশ কানন। এই দ্বাদশ কাননের ভদ্রবন, বিল্ববন, লৌহবন, ভাণ্ডীরবন ও মহাবন—এই পাঁচটী যমুনার পূর্ব্বতটে এবং মধুবন, তালবন, কুমুদবন, বহুলাবন, কাম্যবন, খদিরবন, ও বৃন্দাবন—এই সাতটী পশ্চিম তটে অবস্থিত। নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপ সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা-স্মৃতি মাখা, আর ব্রজের দ্বাদশকানন সপরিকর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সর্ব্বোত্তমা লীলার চিন্ময়-ভূমি। এই স্থানের পশু-পক্ষী, কীট পতঙ্গ, তৃণ-গুল্ম, বৃক্ষ-লতা, ধূলিকণা পর্য্যন্ত সকলই চিন্ময়—সকলই সুমধুর কৃষ্ণ-লীলা-দর্শনে সমৃদ্ধ। সকলেই এত কৃপাময় যে, শ্রদ্ধাবান্ জন-গণের হৃদয়ে কৃষ্ণস্মৃতি জাগাইয়া দিয়া কৃষ্ণপ্রেমের মাধুর্য্য প্রদর্শন করেন। তাই লোক-পিতামহ ব্রহ্মা পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের সুশীতল পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিবার নিমিত্ত এই চিন্ময়-ধামের ধূলি কণা হইতে প্রার্থনা করেন। পূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণের এহেন পূর্ণতমা লীলাভূমিতে পূর্ণতম প্রেমবিতরণকারী পূর্ণতম-বিপ্রলম্ভলীলাময়-বিগ্রহের হৃদয়ে যে কৃষ্ণপ্রেম মহাবারিধি লক্ষ গুণে বর্দ্ধিত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

শ্রীগৌরসুন্দর মধুপুরীর দর্শনীয় স্থানসমূহ দর্শন করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিপ্রসহ বনভ্রমণে বহির্গত হইলেন। প্রথমে মধুবন, তৎপর ক্রমে ক্রমে তালবন, কুমুদবন, বহুলা-বন প্রভৃতি ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক স্থানেই শ্রীকৃষ্ণের লীলা-স্মৃতি-মাখা দৃশ্যসমূহ তাঁহার নয়ন-পথের পথিক হওয়ায় তিনি প্রেমাশ্রুতে ভাসমান হইতে লাগিলেন।

যে-সকল ধেনু বনে বিচরণ করিতেছিল, তাহারা প্রেম বারিমাত প্রেমময় বিগ্রহকে দেখিয়াই তাঁহার সান্নিধ্যে উপস্থিত হইল এবং রূপান্তরে আসিলেও তাহাদের প্রাণ-প্রভুকে চিনিতে পারিয়া বেষ্টনপূর্ব্বক হাম্বারবে চতুর্দ্দিক

প্লাবিত করিতে লাগিল। ধাত্রীগণকে দেখিয়াই মহাপ্রভুর ভাবাবেশ এরূপ বর্দ্ধিত হইল যে, তিনি নিস্তব্ধভাবে অবস্থান করিলেন, আর ধেনুগণ প্রীতিভরে তাঁহার পাদপদ্ম লেহন

> সবৎস ধেনু প্রভু করে অঙ্গলেহন।
> প্রভু-সঙ্গে চলে, নাহি ছাড়ে ধেনুগণ॥

অতঃপর—

> কষ্টে-স্পষ্টে ধেনু সব রাখিল গোয়াল।
> প্রভুকণ্ঠধ্বনি শুনি' আইসে মৃগীপাল॥
> মৃগ-মৃগী মুখ দেখি' প্রভু অঙ্গ চাটে।
> ভয় নাহি করে, সঙ্গে যায় বাটে বাটে॥
> শুক, পিক, ভৃঙ্গ প্রভুরে দেখি' 'পঞ্চম' গায়।
> শিখিগণ নৃত্য করি' প্রভু আগে যায়॥

এখন বৃক্ষলতার পুলকাশ্রুময়ে অর্ঘ্য প্রদান—

> প্রভু দেখি' বৃন্দাবনের বৃক্ষলতাগণে।
> অঙ্কুর-পুলক, মধু-অশ্রু বরিষণে॥
> ফুল ফল ভরি' ডাল পড়ে প্রভু পায়।
> বন্ধু দেখি' বন্ধু যেন ভেট লঞা যায়॥

এই প্রকারে বন্ধু দর্শনে বন্ধুর যে-প্রকার অতিশয় আনন্দ হয়, সেই প্রকার মহাপ্রভুকে দেখিয়া বৃন্দাবনের স্থাবর জঙ্গম সকলেই অতিশয় আনন্দিত হইলেন। ব্রজবনের স্থাবর জঙ্গমের প্রীতি দর্শন করিয়া মহাপ্রভু মহাভাবাবেশে তাঁহাদের সকলের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক বৃক্ষলতাকে আনন্দে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন, ধ্যানস্তিমিতনেত্রে পুষ্পাদি শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাপ্রভু—

> অশ্রু কম্প পুলক প্রেমে শরীর অস্থিরে।
> 'কৃষ্ণ বল' 'কৃষ্ণ বল' বলে 'উচ্চৈঃস্বরে'॥
> স্থাবর জঙ্গম মিলি' করে কৃষ্ণধ্বনি।
> প্রভুর গম্ভীর-স্বরে যেন প্রতিধ্বনি॥
> মৃগের গলা ধরি' প্রভু করেন রোদনে।
> মৃগের পুলক অঙ্গে, অশ্রু নয়নে॥

তারপর—

> বৃক্ষ ডালে শুক শারী দিল দরশন।
> তাহা দেখি প্রভুর কিছু শুনিতে হৈল মন॥
> শুক শারিকা প্রভুর হাতে উড়ি পড়ে।
> প্রভুকে শুনাঞা কৃষ্ণের গুণশ্লোক পড়ে॥—

> "সৌন্দর্য্যং ললনালিধৈর্য্যদলনং লীলা রমাস্তম্ভিনী
> বীর্য্যং কন্দুকিতাদ্রিবর্য্যমমলাঃ পারে পরার্দ্ধং গুণাঃ।
> শীলং সর্ব্বজনানুরঞ্জনমহো যস্যায়মস্মৎ প্রভু-
> র্বিশ্বং বিশ্বজনীনকীর্ত্তিরবতাৎ কৃষ্ণো জগন্মোহনঃ॥

শ্রীশুক বলিলেন,—যাঁহার সৌন্দর্য্য রমণীগণের ধৈর্য্য-[হরণ] করে, যাঁহার লীলা লক্ষ্মীদেবীকে স্তম্ভিত করে, যাঁহার [বীর্য্য] গোবর্দ্ধনগিরিকে কন্দুকতুল্য খেলার সামগ্রী করায়, [যাঁ]হার অমল গুণসমূহ পরার্দ্ধাতীত, যাঁহার শীলধর্ম্ম সর্ব্বজনের [অনু]রঞ্জন করে, সেই আমার প্রভু বিশ্বজনীন-কীর্ত্তি জগন্মোহন [কৃষ্ণ] বিশ্বকে পালন করুন।

শুক-মুখে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বোক্ত গুণবর্ণন শ্রবণ করিয়া [শারী] বৃষভানুনন্দিনীর গুণ-বর্ণন আরম্ভ করিলেন,—

> শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা স্বরূপতা সুশীলতা নর্ত্তনগানচাতুরী।
> গুণালিসম্পৎ কবিতা চ রাজতে জগন্মনোমোহনচিত্তমোহিনী॥

শ্রীমতী রাধিকার প্রিয়তা, স্বরূপতা, সুশীলতা, নৃত্যগান-চাতুরী, কবিত্ব ইত্যাদি গুণরাজি জগন্মনোমোহন কৃষ্ণের চিত্ত-বিমোহিনী হইয়া শোভা পাইতেছে। তখন শুক পুনরায় কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন—

> বংশীধারী জগন্নারী-চিত্তহারী স শারিকে।
> বিহারী গোপনারীভি র্জীয়ান্মদনমোহনঃ॥

হে শারিকে, সেই বংশীধারী জগন্নারী-চিত্তহারী গোপনারী-বিহারী মদনমোহন জয়যুক্ত হউন।

শুকের কীর্ত্তন শুনিয়া শারিকা পুনরায় পরিহাস-সহকারে সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন

> রাধাসঙ্গে যদা ভাতি, তদা 'মদনমোহনঃ'।
> অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ॥

কৃষ্ণ যখন রাধার সহিত শোভা পান, তখনই তিনি—'মদনমোহন'; শ্রীরাধিকা সঙ্গে না থাকিলে বিশ্বমোহন হইয়াও তিনি স্বয়ংই মদনকর্ত্তৃক মোহিত।

মহাপ্রভুকে কীর্ত্তন শুনাইয়া শুক ও শারী বৃক্ষডালে উড়িয়া গেল। তখন শ্রীগৌরসুন্দর কৌতূহল-সহকারে ময়ূরের নৃত্য দর্শন করিতে লাগিলেন। ময়ূরের কণ্ঠদর্শনেই শ্রীকৃষ্ণের ভুবনমোহন শ্যামসুন্দর-রূপ স্মৃতিপথে জাগরিত হইল, আর অমনি তিনি প্রেমাবেশে ভূমিতে পতিত হইলেন। তদ্দর্শনে উক্ত ব্রাহ্মণ ও বলভদ্র ভট্টাচার্য্য জলসেক, বাতাস-প্রদান প্রভৃতি শুশ্রূষা আরম্ভ করিলেন ও উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রবণে মহাপ্রভু 'চেতন' হইয়া মহাভাবে কণ্টকপূর্ণ বনমধ্যেই গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন। তাহাতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইতে লাগিল, কিন্তু মহাভাবের প্রবল স্রোতের নিকট কোনও প্রকার দুঃখানুভূতি স্থান পায় না, তাই মহাপ্রভুর ঐদিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ নাই। প্রভুর শ্রীঅঙ্গের ঐ অবস্থা দেখিয়া প্রভু-সেবক বলভদ্র ভট্টাচার্য্য অতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন, এবং অতি দ্রুতগতিতে মহাপ্রভুকে স্বীয় ক্রোড়দেশে স্থাপনপূর্ব্বক সুস্থ করিলেন। তখনও—

> কৃষ্ণাবেশে প্রভুর প্রেমে গরগর মন।
> 'বোল', 'বোল' করি' উঠি' করেন নর্ত্তন॥

তচ্ছ্রবণে বিপ্র ও ভট্টাচার্য্য কৃষ্ণ-নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। আর সেই কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু নৃত্য করিতে করিতে পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন।

এই প্রকার মহাভাবময়ী লীলা শুধু দিবাভাগে নহে, রাত্রি-কালেও—অনুক্ষণই।

> প্রেমে গর গর মন রাত্রি-দিবসে।
> স্নান-ভিক্ষাদি নির্ব্বাহ করেন অভ্যাসে॥

অন্যান্য স্থানে প্রেম হইত, 'ব্রজবনে যাইতেছেন'—এই ভাবে। আর এখন সেই আকাঙ্ক্ষিত ব্রজবনে আসিয়াছেন—সুতরাং প্রেমের পাথার যে কোটি গুণে বর্দ্ধিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? শুধু এক বনে নহে—দ্বাদশ বনের প্রত্যেকটীতে তিনি এই প্রকার মহাভাবময়ী লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন।

লুপ্ততীর্থ উদ্ধার

শ্রীভগবানের ন্যায় তদীয় লীলাভূমিও অশেষ করুণা-নিলয়। শ্রীভগবানের প্রকটলীলার পূর্ব্বেই তাঁহার মঙ্গলময়ী ইচ্ছায় যোগমায়া-কর্ত্তৃক তদীয় শ্রীধাম প্রপঞ্চে প্রকটিত হ'ন শ্রীভগবান্ যে-প্রকার ইচ্ছাবশে অপ্রকট-লীলা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, সেই প্রকার তদীয় লীলা-ভূমিও মধ্যে মধ্যে লোক-লোচনের অন্তরালে অবস্থান করেন। শ্রীভগবান্ অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিলেও যে-প্রকার মহাভাগবতের প্রেমা-ঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তিবিলোচনের নিকট সর্ব্বদাই প্রকট, সেই প্রকার তদীয় লীলাভূমিও মহাভাগবতের বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে সর্ব্বদাই বিরাজমান। মহাভাগবত যে-প্রকার সর্ব্বদাই তদীয় আরাধ্যদেবকে তদীয় অনুকম্পিত জনগণের দর্শনের বিষয় করিতে পারেন, সেই প্রকার শ্রীভগবানের লীলাভূমিকেও তাহাদের গোচরীভূত করিতে সমর্থ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর জগতে প্রকটিত হইয়াছেন, 'স্বভক্তি শ্রী' অর্থাৎ প্রেম-ভক্তি বিতরণ করিবার নিমিত্ত। এই প্রকার মহাদান জগদ্বাসীর ভাগ্যে ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও লব্ধ হয় নাই। প্রেমভক্তির 'বিভাব', 'অনুভাব', 'সাত্ত্বিক' ও 'ব্যভিচারী' বা 'সঞ্চারী'—এই সামগ্রী চতুষ্টয়ের প্রথমটী আলম্বনরূপে 'বিষয়' ও 'আশ্রয়' বিগ্রহ ধারণ করত যে লীলামৃত বর্ষণ করেন, আলম্বনের লীলাভূমি বিভাবের 'উদ্দীপন'-দ্বারা ঐ লীলার সুধাবর্ষিণী স্মৃতি ভক্তের হৃদয়ে জাগরূক করেন। 'উদ্দীপনের' নিমিত্তই মহাজনগণ লোক-লোচনের অন্তরালে অবস্থিত ভগবানের লীলাভূমির আবিষ্কার করিয়া ভক্তগণের গোচরীভূত করেন। করুণার সান্দ্র-বিগ্রহ অভিন্ন-কৃষ্ণ শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং অবতারী হইয়াও জগদ্বাসীর কল্যাণার্থ জগতে অবতীর্ণ হইয়া জগদ্গুরুর লীলাভিনয়পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের লুপ্ত লীলাস্থলী উদ্ধার করিয়াছেন। এই লুপ্ততীর্থ আবিষ্কারের নিমিত্ত তিনি শ্রীব্রজমণ্ডলে শুভ-বিজয়ের বহু পূর্ব্বে স্বীয় পার্ষদ শ্রীল রূপ ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুদ্বয়কে মাথুর মণ্ডলে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহারা ব্রজমণ্ডলের অনেক লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিয়াছেন। 'শ্রীশ্যামকুণ্ড' ও 'শ্রীরাধাকুণ্ড' শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি ব্রজবনে ভ্রমণ করিতে করিতে আরিট্ গ্রামে আসিয়া গ্রামবাসীর নিকট রাধাকুণ্ডের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীকুণ্ডের অবস্থিতি সম্বন্ধে কেহই কিছুই বলিতে সমর্থ হইল না। মহাপ্রভুর সঙ্গী বিপ্রটীও কিছু বলিতে পারিলেন না। তখন মহাপ্রভু দুইটী ধান্যক্ষেত্রে অবস্থিত অল্পজলে স্নান করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডের স্তব করিতে লাগিল—

> যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
> সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥

—সমস্ত গোপীর মধ্যে শ্রীরাধারাণীই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত বল্লভা, শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের যেরূপ প্রিয়া, শ্রীরাধাকুণ্ডও তদ্রূপ প্রিয়।

> শ্রীরাধেব হরেস্তদীয়-সরসী প্রেষ্ঠাদ্ভুতৈঃ স্বৈর্গুণৈ
> র্যস্যাং শ্রীযুতমাধবেন্দুরনিশং প্রীত্যা তয়া ক্রীড়তি।
> প্রেমাস্মিন্ বত রাধিকেব লভতে যস্যাং সকৃৎ স্নানকৃৎ
> তস্যা বৈ মহিমা তথা মধুরিমা কেনাস্তু বর্ণ্যঃ ক্ষিতৌ॥

—সেই রাধাকুণ্ড-সরসী শ্রীরাধার ন্যায় স্বীয়গুণে কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। সেই কুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্র সর্ব্বদা শ্রীরাধার সহিত ক্রীড়া করেন। সেই কুণ্ডে একবার স্নান করিলে শ্রীরাধিকার ন্যায় প্রেম লাভ হয়। অতএব এই জগতে শ্রীরাধাকুণ্ডের মহিমা ও মধুরিমা কে বর্ণন করিতে পারেন?

> বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
> বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ

রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ॥

—শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থলী বলিয়া শ্রীমধুপুরী ঐশ্বর্য্যময় পরব্যোম বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠা, আবার শ্রীকৃষ্ণের রাসোৎসবস্থলী বলিয়া শ্রীবৃন্দারণ্য তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উদারপাণি শ্রীকৃষ্ণের নানাপ্রকার রমণস্থান বলিয়া গোবর্দ্ধন তদপেক্ষা আরও শ্রেষ্ঠ স্থান। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমামৃতের বিশেষ প্লাবন-নিবন্ধন শ্রীরাধাকুণ্ড সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান। কোন্ ভজনবিবেকী পুরুষ সেই রাধাকুণ্ডের সেবা না করেন?

মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া এই ভাবে অনেক স্তুতি করিলেন এবং কুণ্ডলীলা স্মরণ করিয়া কুণ্ডতীরে নৃত্য করিতে লাগিলেন। শুধু তাহাই নহে, শ্রীকুণ্ডের মৃত্তিকাদ্বারা দ্বাদশাঙ্গে তিলক করিলেন এবং ভট্টাচার্য্যদ্বারা সঙ্গে তিলক লইলেন। তৎপর 'কুসুম-সরোবরে' আগমন করিয়া গোবর্দ্ধন দর্শনপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং শ্রীগিরিরাজের একখণ্ড শিলা আলিঙ্গন করিয়া প্রেমে অচেতন হইলেন। তারপর—

প্রেমে মত্ত চলি' আইলা গোবর্দ্ধন-গ্রাম।
'হরিদেব'-দেখি তাঁহা হইলা প্রণাম॥
মথুরা-পদ্মের পশ্চিমদলে যাঁ'র বাস।
'হরিদেব'-নারায়ণ—আদি পরকাশ॥
হরিদেব-আগে নাচে প্রেমে মত্ত হঞা।
সব লোক দেখিতে আইল আশ্চর্য্য শুনিয়া॥
প্রভু-প্রেম সৌন্দর্য্য দেখি' লোকে চমৎকার।
হরিদেবের ভৃত্য প্রভুর করিল সৎকার॥

শ্রীমন্ মহাপ্রভু হরিদেব দর্শন করিয়া সেই রাত্রি 'গোবর্দ্ধন'-গ্রামে অবস্থান করিলেন। শ্রীগোবর্দ্ধন গিরির উপরে শ্রীগোপাল-বিগ্রহ আছেন। শ্রীগোবর্দ্ধন বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ। তাই মহাপ্রভু রাত্রিকালে চিন্তা করিয়া ঠিক করিলেন, তিনি গোবর্দ্ধনে আরোহণ করিয়া গোপাল দর্শন করিবেন না। অথচ গোপাল দর্শনের নিমিত্ত তাঁহার চিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হইল। আমরা দেখিতে পাইব যে 'শ্রীগোপাল-দর্শনের নিমিত্ত চিত্ত ব্যাকুল হইলে, তিনি ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন,'—এই লীলাটী প্রদর্শন করেই মহাপ্রভুর ঐলীলা। শ্রীগোপাল পূজারী ও গ্রামবাসীকে ম্লেচ্ছের আক্রমণ ছল দেখাইয়া সেই রাত্রিতেই অন্নকূট গ্রাম হইতে তাহাদের কর্ত্তৃক গাঁঠোলী-গ্রামে নীত হইলেন।

এদিকে মহাপ্রভু তৎপর দিবস প্রাতঃকালে মানসগঙ্গায় স্নান করিয়া গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিতে চলিলেন। গোবর্দ্ধন-দর্শন করিতেই প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে করিতে নিম্নলিখিত শ্লোকটী আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহ-গোগণয়োস্তয়োর্যৎ।
পানীয়-সূযবস-কন্দর কন্দমূলৈঃ॥

—এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বত—বৈষ্ণব প্রধান। কারণ ইনি শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম-চরণস্পর্শানন্দে প্রফুল্ল হইয়া গো এবং গোপগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলদেবকে পানীয় জল ও খাদ্য ঘাস-কন্দ-মূলাদিদ্বারা তর্পণ করিতেছেন।

গোবর্দ্ধন পরিক্রমান্তে শ্রীগৌরসুন্দর গোবিন্দকুণ্ডাদিতীর্থে স্নান করিলেন। তথায় শুনিতে পাইলেন যে শ্রীগোপাল গাঠোলী-গ্রামে আসিয়াছেন। তখন মহাপ্রভু—

সেই গ্রামে গিয়া কৈল গোপাল-দরশন।
প্রেমাবেশে প্রভু করে কীর্ত্তন-নর্ত্তন॥
গোপালের সৌন্দর্য্য দেখি' প্রভুর আবেশ।
এই শ্লোক পড়ি' নাচে, হৈল দিন শেষ॥—
"বামস্তামরসাক্ষস্য ভুজদণ্ডঃ স পাতু বঃ।
ক্রীড়াকন্দুকতাং যেন নীতো গোবর্দ্ধনো গিরিঃ॥

পদ্মলোচন শ্রীকৃষ্ণ যে-বামভুজ-দণ্ডদ্বারা গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে উত্তোলনপূর্ব্বক ক্রীড়া-কন্দুকের ন্যায় তাঁহাকে ব্যবহার করিতেছিলেন, সেই বামভুজদণ্ড তোমাদিগকে পালন করুন।

শ্রীগৌরসুন্দর এই প্রকারে তিন দিবস শ্রীগোপাল-দর্শন করিলেন। চতুর্থ-দিবস শ্রীগোপাল স্বমন্দিরে গমন করিলেন। তখন মহাপ্রভু মহাপ্রেমে 'নন্দীশ্বর', 'পাবন-সরোবর', 'শেষশায়ী', 'খেলাতীর্থ,' 'ভাণ্ডীরবন' 'ভদ্রবন', 'লোহবন', 'মহাবন' প্রভৃতি দর্শন করিয়া গোকুল দর্শন করিলেন। গোকুলে যমলার্জ্জুনভঞ্জনাদি দেখিয়া প্রেমে আকুল হইলেন। তৎপর মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এইবার লোক-সংঘট্টের ভয়ে অক্রুরঘাটে বাসা করিয়া প্রতিদিন বৃন্দাবনে গমনপূর্ব্বক 'কালীয়হ্রদ', 'দ্বাদশাদিত্যঘাট' 'কেশীঘাট' 'রাস স্থলী', 'চিরঘাট', 'তেঁতুলতলাঘাট' প্রভৃতি দর্শন করিতে লাগিলেন। তেঁতুলতলা ঘাটে—

কৃষ্ণলীলাকালের সেই বৃক্ষ পুরাতন।
তার তলে পিঁড়ি-বান্ধা পরম-চিক্কণ॥
নিকটে যমুনা বহে শীতল সমীর।
বৃন্দাবন শোভা দেখি' যমুনার নীর॥

অক্রূরেও লোক-সংঘট্ট হওয়ায় মহাপ্রভু এই তেঁতুলতলা ঘাটে বসিয়া নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন; মধ্যাহ্ন সময়ে অক্রূরে যাইয়া প্রসাদ পা'ন এবং তৃতীয় প্রহরের সময় দর্শনার্থিগণকে দর্শন দিয়া 'নাম-সঙ্কীর্ত্তন' করিতে উপদেশ দেন। এই সময় 'কৃষ্ণদাস' নামক রাজপুতজাতিতে উৎপন্ন জনৈক গৃহস্থ ভক্তকে কৃপা করেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অক্রূরে অবস্থিতিকালে একদল লোক তাঁহার চরণ বন্দন করিয়া বলিল, তাহারা রাত্রিকালে কালীয়হ্রদে কৃষ্ণদর্শন করিয়াছে। তাহাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বলভদ্র ভট্টাচার্য্যও ঐ মূর্খদলের কল্পিত কৃষ্ণ-দর্শনের অভিলাষী হইলে মহাপ্রভু তাঁহাকে চাপড় মারিয়া বলিলেন—

"মূর্খের বাক্যে মূর্খ হৈলা পণ্ডিত হঞা॥
কৃষ্ণ কেনে দরশন দিবেন কলিকালে।
নিজভ্রমে মূর্খলোক করে কোলাহলে॥
বাতুল না হইও, ঘরে রহত বসিয়া।
'কৃষ্ণ' দরশন করিহ কালি রাত্রে যাঞা॥"

তৎপর দিবস প্রাতে ঐ লোকগুলিই বলিল, তাহারা যাহা দেখিয়াছে তাহা 'কৃষ্ণ' নহে; তাহারা কালীয়হ্রদে মৎস্যধারী ধীবরকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া ভ্রম করিয়াছিল। তাহাদের—

নৌকাতে কালীয়-জ্ঞান, দীপে রত্ন-জ্ঞানে।
জালিয়ারে মূঢ়-লোক 'কৃষ্ণ' করি মানে॥

তবে লোকগুলি যে বলিয়াছিল যে, তাহারা বৃন্দাবনে কৃষ্ণ দর্শন করিয়াছে সে-কথা সত্য; কারণ শ্রীগৌরসুন্দরই সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্র।

অজ্ঞ-লোকের এই উক্তিগুলিতে একটী বিশেষ শিক্ষা নিহিত আছে। সম্বন্ধ-জ্ঞানহীন প্রাকৃত সহজিয়া ও সখী-ভেকী আখড়ার কতিপয় ব্যক্তি কৃত্রিম পুলকাশ্রু প্রদর্শন করিয়া যে বলেন—তাঁহারা কৃষ্ণ দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের ঐপ্রকার উক্তি ভ্রান্তিপূর্ণা এবং সরল-প্রকৃতির লোককে বিপথে চালিত করিবার একটী যন্ত্র-বিশেষ। তাঁহাদের ঐপ্রকার কৃত্রিম ভাবকেলিও জগজ্জঞ্জালকর। পণ্ডিত ব্যক্তিরও এই প্রকার মায়াবী-ফাঁদে পড়িবার সম্ভাবনা। তাই পণ্ডিত ব্যক্তিগণকেও ঐ হলাহল হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশে মহাপ্রভু স্বীয় পার্ষদ পণ্ডিত বলভদ্র ভট্টাচার্য্যে ঐ প্রকার মূঢ়তার লীলাভিনয় করাইয়া তাঁহাকে শাসন ও সাবধান বাণী বলিলেন; নতুবা তাঁহার পার্ষদে ঐ প্রকার মূঢ়তা স্থান পাইতে পারে না।

'স্থাবর-জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥"

—এই লক্ষণযুক্ত মহাভাগবতের সর্ব্বত্র কৃষ্ণদর্শন ও মূর্খ-লোকের কৃষ্ণেতর বস্তুকে-কৃষ্ণ মনে করা এক নহে। একটী চিন্ময় ভাস্কর, অপরটী সূচিভেদ্য অন্ধতামিস্র।

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

দ্বাদশবনের বর্ত্তমান পরিচয়

১। মধুবন—বর্ত্তমান মহোলী (Maholi)। রেলওয়ে লাইনের ধারে ধারে মথুরার ৩॥ মাইল দক্ষিণে।

২। তালবন—বর্ত্তমান টার্সি (Tarsi)। রেলওয়ে লাইনের নিকট মহোলীর ২॥ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে।

৩। কুমুদবন—বর্ত্তমান উচাগাঁও (Unchagaon)। টার্সির ৩ মাইল পশ্চিমে, মহোলীর ৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে

৪। বহুলাবন—বর্ত্তমান বাটি (Bathi)। মথুরার প্রায় ৩॥০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে।

৫। কাম্যবন—বর্ত্তমান কামান (Kaman)। ভরতপুর রাজ্যের অন্তর্গত। বর্ষাণের ৮ মাইল পশ্চিমে

৬। খদিরবন—বর্ত্তমান খৈরা (Khaira)। নন্দগ্রামের প্রায় ৩॥০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে।

৭। বৃন্দাবন—মথুরা হইতে প্রায় ৬ মাইল পূর্ব্বদিকে।

৮। ভদ্রবন—মাঠগ্রাম হইতে প্রায় ৪ মাইল পূর্ব্বদিকে।

৯। ভাণ্ডীরবন—বর্ত্তমান নাম মাঠগ্রাম (Mat)

১০। বেলবন বা শ্রীবন—বর্ত্তমান মানচিত্রে স্থানের নাম 'জাহাঙ্গীরপুর', সেই স্থানেই বেলবন নির্দ্দিষ্ট থাকেন। এইস্থান মাঠগ্রাম হইতে প্রায় ২॥০ মাইল অবস্থিত।

১১। লোহবন—বর্ত্তমান লো-বন (Lohban) মথুরা হইতে প্রায় ৪ মাইল পূর্ব্বদিকে যমুনা নদী মথুরার পরপারে অবস্থিত।

১২। মহাবন—মথুরা হইতে প্রায় ৭ মাইল পূর্ব্বদিকে যমুনার পরপারে অবস্থিত। মহাবনেই বাল্যলীলাস্থলী গোকুল অবস্থিত।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲০
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্.—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হ'তে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব)
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)
১৪। জৈবধর্ম্ম
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৩ গৌরাব্দ) ৴০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ৵০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশত ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাত্বাবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮ সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্‌স্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। থিয়োরেটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ য়্যাণ্ড আপ্লায়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ কল্পতরু ৴০
৭২। গীতাবলী ১৲
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴০।

৩ **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বহুলার পাচন

ও সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ॥৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা। সুবর্ণ সুযোগ।।

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভবদাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷৹, ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মভার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পরজগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ২০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিঠাকুর-প্রণীত অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৷৷৹ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কভ্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে দীর্ঘকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ৷৷৹ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল-অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ৷৴৹
গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৷৴৹

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাবদান্য

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

কৃপাম্বুধি প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ তাঁহার অনুগতগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপূর্ণ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়' 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ... অষ্টকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ... নিয়মাগ্রহবিচার', 'শক্তি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও প্রাকৃত-কৃষ্ণের স্বরূপ', 'সাধক জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত' 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'দৈবব্যবসায়ের প্রতিবাদ' 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ' 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়' 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লক্ষণ অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনে প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবলক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মবৃন্দে বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, ... শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসভারতী, পাকরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সত্ত্বধর্ম্ম ও প্রাকৃত সত্ত্বধর্ম্ম প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র

২। দ্বিতীয় খণ্ড—তত্ত্বা ও বিদ্ধা ভক্তি, মঠের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগোপালদেবের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগগণের পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকথা ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা, শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব প্রবেশের কথা অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুভক্তি, শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের প্রীতি-নিবেদন বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য সপ্ত কৌস্তভমণি গ্রথিত সন্দর্ভহার, ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৷৹ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

টেলি — শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈনিক

Reg No C1544

নদীয়া প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
প্রতি সংখ্যা ৵০

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড । সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৮৪তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৯শে আশ্বিন শনিবার ১৩৩৯, ১৫ই অক্টোবর ১৯৩২

গান্ধীজীর মুক্তি প্রার্থনা

মৌলানা সৌকত আলির লক্ষ্ণৌ যাত্রা

গান্ধীজীর স্বাস্থ্য

মত্ত মাতঙ্গের ভীতিতে বিভ্রাট

চুচুড়ায় ভীষণ ডাকাতি

অধ্যাপক রহিমকে গান্ধীজীর পত্র

খিদিরপুরে দুর্ঘটনা

৪১ হাজার টাকার খদ্দর বিক্রয়

দুর্গাপ্রতিমার অঙ্গহানি

সাইকেলে পৃথিবী পরিভ্রমণ

নানা কথা

গান্ধীজীর মুক্তি প্রার্থনা

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, ভারতীয় বণিক সমিতির কমিটী ১২ই অক্টোবর ভারতগবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারীর নিকট নিম্নলিখিত তার প্রেরণ করিয়াছেন—

'সাম্প্রদায়িক নিষ্পত্তির জন্য হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইয়াছে শুনিয়া কমিটী বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছেন। এই প্রচেষ্টাকে তাঁহারা দেশে শান্তিপূর্ণ অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার সূচনা বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁহারা মনে করেন যে, শিল্প বাণিজ্যের জন্য উহার প্রয়োজন আছে। এই জন্য কমিটী গান্ধীজীকে মুক্তি দিবার জন্য রাজপ্রতিনিধিকে সর্ব্বান্তঃকরণে অনুরোধ করিতেছেন, কারণ, কেবল তাঁহারই প্রচেষ্টায় অল্পকালের মধ্যে সকল দলের মধ্যে আপোষ হওয়া সম্ভব।"

গান্ধীজীর স্বাস্থ্য

শ্রীযুক্ত দেবীদাস গান্ধী গত ১১ই অক্টোবর যারবেদা জেলে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি প্রকাশ করেন যে, গান্ধীজীর স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। তিনি স্বাভাবিক অবস্থা পুনরায় লাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তাঁহার শরীরের ওজন একশত পাঁ না প্রায় পোয়া মণ। এক্ষণে গান্ধীজীকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ এবং প্রফুল্ল দেখাইতেছে।

মালব্যজীর বিবৃতি

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বোম্বাই হইতে ১২ই অক্টোবর নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন—

• দেব ও নবীন দলের জন্য [illegible] সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষতঃ হিন্দু মুসলমান ও শিখদিগের মধ্যে অবিলম্বে একতা প্রতিষ্ঠা করাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। ইহার প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসাবে লক্ষ্ণৌ সম্মেলন ফলপ্রসব করিবে আমি ইহা সর্ব্বান্তঃকরণে আশা করি এবং তজ্জন্য আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করি। সমস্যার সমাধানের জন্য প্রত্যেক হিন্দু মুসলমান ও শিখ নরনারীকে আমি সাধ্যমত চেষ্টা করিতে অনুরোধ করি।

আমার নিজের স্বাস্থ্যের অবস্থা অত্যন্ত দুর্ব্বল। চিকিৎসক ও নিকটাত্মীয়গণ আমাকে ভ্রমণে বাহির হইবার পূর্ব্বে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া পক্ষ কাল বিশ্রাম করিবার উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমার জন্য বিলম্ব ঘটাইবার ইচ্ছা আমি করি না। এই জন্য রাত্রিতে আমি দিল্লী ও লাহোর অভিমুখে যাত্রা করিতেছি। এই দুই স্থানে আমি উক্ত বিষয়ে আমার হিন্দু ও শিখ বন্ধুদের সহিত পরামর্শ করিব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, হিন্দু মুসলমান ও শিখ বন্ধুদের সহযোগিতায় আমরা আমাদের কাম্য বস্তু লাভ করিতে পারিব।

আমাকে যে পরিমাণ কাজ করিতে হইবে এবং আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা যেরূপ তাহাতে আমার সেক্রেটারী পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্যের আমার সহিত থাকা প্রয়োজন। এই কারণে বোম্বায়ের পুলিশ কমিশনার তাহার প্রতি যে আদেশ প্রচার করিয়াছেন তাহা গ্রাহ্য না করিয়া আমি তাহাকে আমার সহিত যাইতে বলিয়াছি। যে সকল অসুবিধার মধ্যে আমাদের কাজ করিতে হইতেছে তাহা সত্ত্বেও আমাদের সাম্প্রদায়িক বিরোধ বিসর্জ্জন দিয়া, সম্মানজনক স্থায়ী আপোষে উপনীত হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা প্রয়োজন। উহাতে আমাদের একযোগে [illegible] করিতে [illegible] মনে হইতেছে, আমরা [illegible] করিতে [illegible]।

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, | ১ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৬. ২৯শে আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ ১৫ই অক্টোবর ইং ১৯৩২ শনিবার | ১৮৪তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

শ্রীশুদ্ধগৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে গত ১লা অক্টোবর বৈকালে ৪টায় ৭ আপ্ দিল্লী এক্সপ্রেসে যাত্রা করিয়া পরদিন বেলা ১১॥ টায় হাতরাস্ জংসন্ ষ্টেশনে পৌছেন। একথা পাঠকগণ পূর্ব্বেই অবগত আছেন। ষ্টেশনে পূর্ব্ব ব্যবস্থানুসারে শ্রীপাদ বন ও গিরি মহারাজদ্বয় মঠের মোটরগাড়িসহ উপস্থিত ছিলেন। সেই দিনই প্রাতে শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারীজি শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে মোটরগাড়িতে সর্ব্বপ্রথমে মথুরায় পৌছিয়াই শ্রীল প্রভুপাদকে লইবার জন্য হাতরাস জংসনে বেলা ১০টার মধ্যেই উপস্থিত হন।

খানপাদ ষ্টেশনে শ্রীযুত নরোত্তম প্রভু, শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র সিংহ এবং গুডস্ ক্লার্ক শ্রীযুত জানা মহাশয় সপরিবারে শ্রীল প্রভুপাদকে পুষ্পমাল্যাদিদ্বারা অভ্যর্থনা করেন। এলাহাবাদ জংসন্ ষ্টেশনে শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ, শ্রীসিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তগণ এবং সস্ত্রীক পরমভাগবত শ্রীযুত গণেশচন্দ্র সেন ভক্তিভূষণ ও শ্রীযুত ক্ষেত্রপাল ঘোষ প্রমুখ ভক্তগণ শ্রীল প্রভুপাদকে অভিনন্দন করেন। কানপুর ষ্টেশনে শ্রীপাদ বোধায়ন মহারাজ ও শ্রীযুত অধোক্ষজ সেবাকোবিদ প্রভু শ্রীল প্রভুপাদকে অভিবন্দনা করেন।

শ্রীপাদ নেমি মহারাজ পূর্ব্বেই শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনার্থ কানপুর হইতে মথুরায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজসহ তিনি পুনরায় কানপুরে প্রচারার্থ প্রত্যাগমন করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞা ও অভিপ্রায়ানুসারে পুনর্ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত মঠের সেবকগণ শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার প্রথমভাগে তত্তৎমঠে অবস্থান করিয়া মঠের ও শ্রীবিগ্রহের সেবা-পূজাদি যাবতীয় সেবাভার গ্রহণ করিবেন।

১। শ্রীচৈতন্যমঠে—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত্যালোক। ২। শ্রীগৌড়ীয়মঠে—শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী। ৩। শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে—শ্রীঅতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর। ৪। শ্রীগৌরগদাধরমঠে—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী। ৫। শ্রীমোদদ্রুমছত্রে—শ্রীবঙ্কবিহারী দাস অধিকারী। ৬। শ্রীভাগবত আসনে—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী। ৭। শ্রীএকায়নমঠে—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য। ৮। শ্রীমহেশপণ্ডিতের শ্রীপাটে—শ্রীতারাকিশোর বনচারী। ৯। শ্রীপ্রপন্নাশ্রমে, ব্রাহ্মণপাড়া—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী। ১০। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠে—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী। ১১। শ্রীপ্রপন্নাশ্রমে, আমলাজোড়া—শ্রীকেনপানন্দ ব্রহ্মচারী। ১২। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠে—শ্রীনিত্যকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী। ১৩। শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠে—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী। ১৪। শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠে—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ব্রহ্মচারী। ১৫। শ্রীগোপালজী মঠে—শ্রীদয়ালদাস বনচারী। ১৬। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী। ১৭। শ্রীবঙ্কগৌড়ীয়মঠে শ্রীবিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী। ১৮। শ্রীপুরুষোত্তমমঠে—শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী। ১৯। শ্রীসর্ব্বগৌড়ীয় মঠে—শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী। ২০। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী। ২১। শ্রীমদ্রগৌড়ীয় মঠে—শ্রীরাধামাধব বাবাজী। ২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠে—শ্রীনিমাইদাস বনচারী। ২৩। শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠে—শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী। ২৪। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠে—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। ২৫। শ্রীপরমহংস মঠে—শ্রীবীরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী। ২৬। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে—শ্রীরাধারমণচরণ-শরণ ব্রহ্মচারী। ২৭। শ্রীদয়াগৌড়ীয়মঠে—শ্রীভুবনমোহন ব্রহ্মচারী। ২৮। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠে—শ্রীপানেশ্বর ব্রহ্মচারী।

শ্রীচৈতন্যমঠে উর্জ্জাব্রত পালন

বিগত ২৫শে আশ্বিন (১৩৩৯) ১১ই অক্টোবর মঙ্গলবার শুক্লাদ্বাদশী তিথি হইতে শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ উর্জ্জাব্রত পালন করিতেছেন। বর্ত্তমান মঠরক্ষক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর সুব্যবস্থায় প্রত্যহ উষঃকালে মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীমন্দির পরিক্রমা, শ্রীবৃন্দারাণীর মন্দির পরিক্রমা, শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি পরিক্রমা এবং তৎপরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও কীর্ত্তন, মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিক, শ্রীমদ্ভাগবতালোচনামুখে সদাচার শিক্ষা এবং সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমন্দির পরিক্রমা, শ্রীবৃন্দারাণীর মন্দির পরিক্রমা ও তৎপরে শ্রীচৈতন্য ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তন—এইরূপ ভাবে অনুক্ষণ ভগবান ও ভগবদ্‌ভক্তগণের ভুবনমঙ্গলময় চরিত্র ও শিক্ষা শ্রবণ-কীর্ত্তনপ্রসঙ্গে উর্জ্জাব্রত মহোৎসবটি সম্পাদিত হইতেছে।

তারের সংবাদ

(১)

মথুরা হইতে ৬ই অক্টোবর শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেক্রেটারী আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, ভাগবতরত্ন প্রভু তারযোগে জানাইয়াছেন—"শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের নেতৃত্বাধীনে কলিকাতা গৌড়ীয় মঠের ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার বিরাট আয়োজন করিয়াছেন।

বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সহস্র সহস্র যাত্রী সমাগত হইয়াছেন। স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সস্ত্রীক পরিক্রমায় যোগদান করিয়াছেন।

আগামী ৯ই অক্টোবর ২৩শে আশ্বিন হইতে দ্বাদশ বন ও চতুর্ব্বিংশৎ উপবন সমন্বিত ৮৪ ক্রোশব্যাপী শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা আরম্ভ হইবে।

বহু তাঁবু, হস্তী, উষ্ট্র, যানবাহন এবং যাত্রিগণের উপযোগী খাদ্যসামগ্রী সংগৃহীত হইয়াছে। কয়েকজন চিকিৎসকও স্বেচ্ছায় যোগদান করিয়াছেন। শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার এরূপ আয়োজন এপর্য্যন্ত আর হয় নাই। পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা প্রভৃতির বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে এবং সুপণ্ডিত প্রচারকবর্গ প্রত্যেক স্থানের ইতিহাস এবং মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবেন।"

---

(২)

মথুরা হইতে গত ৮ই অক্টোবরের তারের সংবাদে প্রকাশ, "আগামী ৯ই অক্টোবর তারিখে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজ ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্‌ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অধিনায়কত্বে শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা আরম্ভ হইবে। প্রতিদিন সহস্র সহস্র পরিক্রমাভিলাষী ভক্ত সমাগত হইতেছেন।

সরকার বাহাদুর এবং স্থানীয় জনসাধারণ সাধ্যমত সাহায্য করিতেছেন। যানবাহনাদির সুবন্দোবস্ত হইয়াছে এবং পরিক্রমাকারিগণের থাকিবার স্থান, স্বাস্থ্য, সর্ব্বপ্রকার নিরাপত্তা রক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাঁবু সামিয়ানা ও যাত্রিগণের জন্য সুবৃহৎ বাসগৃহ প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। শ্রীশ্রীঅষ্টসখীর-কুঞ্জ, শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর মন্দির প্রভৃতি দেবস্থানে পাঠকীর্ত্তনাদি হইতেছে।

গতকল্য শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু অনেক শত ভক্ত সমভিব্যাহারে শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে এখানে পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার সহিত শ্রীধাম মায়াপুরের ভক্তবৃন্দও আগমন করিয়াছেন।"

---

(৩)

নদীয়াপ্রকাশের নিজস্ব সংবাদদাতা ১০ই অক্টোবর তারযোগে জানাইয়াছেন— "গত ৯ই অক্টোবর ২৩শে আশ্বিন হইতে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের নেতৃত্বে মহা ধূমধামে শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা আরম্ভ হইয়াছে। শোভাযাত্রার সম্মুখে বহুমূল্য সজ্জায় সজ্জিত সিংহাসনোপরি শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, তৎপশ্চাৎ শ্রীল প্রভুপাদ এবং তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া প্রায় একক্রোশ দীর্ঘ সঙ্কীর্ত্তনদল প্রেমাবেগে শ্রীশ্রীমথুরাপুরী পরিক্রমা আরম্ভ করেন।

মন্দিরের সেবক দেবপ্রসাদ সম্পাদিকাদি প্রমুখ [illegible] মথুরাবাসগণের সমস্ত ভদ্রলোকসমূহ এবং বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমাগত সহস্র সহস্র যাত্রী শ্রীল প্রভুপাদের নেতৃত্বে শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিবার সুযোগ পাইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়াছেন।

বিবিধ বাদ্য এবং মৃদঙ্গকরতালাদি বাদ্যে দিগন্ত মুখরিত হইয়াছিল এবং সুশোভিত অশ্ব, পতাকা, দীর্ঘ পুষ্পমাল্যের সারি ও আসাসোটাধারীর দল প্রভৃতিতে এই মিছিল এরূপ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল যে, শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সময়ের কথা ও প্রাচীন ভারতের গৌরবের কাহিনী সকলের স্মরণপথে উদিত হইয়াছিল।

ঐ দিবস পরিক্রমার যাত্রিগণ উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে কংসবধস্থলী, বিশ্রামঘাট, শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান, কংসকারাগার, আদিকেশব এবং অন্যান্য লীলাস্থলী পরিদর্শন করেন।

ডিষ্ট্রিক্ট হেল্‌থ অফিসার ডাক্তার চ্যাটার্জ্জি, জেলার পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ কেম্প, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বাবু যমুনাপ্রসাদ, মিউনিসিপ্যাল হেল্‌থ অফিসার ডাক্তার মথুর প্রমুখ ভদ্রমহোদয়গণ পরিক্রমার যাত্রিগণের স্বাস্থ্য এবং সুখসুবিধার জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিয়া ভক্তমুখী সুকৃতি লাভ করিয়াছেন।

১১ই অক্টোবর ২৫শে আশ্বিন তারিখে শ্রীশ্রীমধুবন যাত্রার জন্য বিরাট আয়োজন হইয়াছে। বিস্তারিত বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।"

ধাম-প্রসঙ্গ

দ্বাদশবনের নির্দ্দেশ

শ্রীমথুরামণ্ডল দ্বাদশটী বনসংযুক্ত। যমুনার পশ্চিমভাগে সাতটী বন এবং পূর্ব্বভাগে পাঁচটা বন।

পশ্চিমভাগে—(১) মধুবন, (২) তালবন, (৩) কুমুদবন, (৪) বহুলাবন, (৫) কাম্যবন, (৬) খদিরবন ও (৭) বৃন্দাবন।

পূর্ব্বভাগে—(১) ভদ্রবন, (২) ভাণ্ডীরবন, (৩) বেলবন, ( ) লোহবন এবং (৫) মহাবন।

(১) মধুবন—বর্ত্তমান মহোলি (Maholi)। মথুরা রেলওয়ে লাইনের ধারে ধারে মথুরা-দিল্লী রোডের প্রায় ৩ তিন মাইল দক্ষিণে। মথুরার কাটরা হইতে দক্ষিণদিকে অল্পদূরে ভূতেশ্বর-ক্ষেত্রপাল-শিবের মন্দির। ভূতেশ্বর হইতে প্রায় ২॥ আড়াই মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে মধুবন। (মধু-দৈত্যের বধস্থান, ধ্রুবের তপস্যাস্থান—ভাঃ ৪।৭।৪২ অঃ।)

(২) তালবন—বর্ত্তমান টার্সি (Tarsi)। মধুবন বা মহোলির প্রায় ২। সওয়া দুই মাইল দক্ষিণপশ্চিমদিকে। (শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের তালবনে ধেনুকাসুর-বধের স্থান —ভাঃ ১০।১৫ অঃ।)

(৩) কুমুদবন—বর্ত্তমান উঁচাগাঁও (Unchagaon) ইহার অন্তর্গত নহে। এই উঁচাগাঁও নবীপুরের সংলগ্ন উত্তরে; বর্ষাণের উত্তরে যে আর এক উঁচাগাঁও আছে, তাহা কুমুদবনান্তর্গত উচাগাঁও নহে। কুমুদবন মহোলির প্রায় ৪ চারি মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং টার্সির প্রায় ৩ তিন মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। (কুমুদশোভিত স্বচ্ছ-সরোবরে ভগবানের জলকেলিস্থান।)

(৪) বহুলাবন—বর্ত্তমান বাটি বা বাথি (Bathi) মথুরার প্রায় ৩ তিন মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। মধুবন (Maholi) হইতে প্রায় ৪ চারি মাইল উত্তরপশ্চিমে শান্তনুকুণ্ড বা সাতোয়া (Satoha), তাহার প্রায় ৩ তিন মাইল উত্তরে (কিঞ্চিৎ পশ্চিমে) বহুলাবন। কোনও মতে 'বকুল' বনের অপভ্রংশই 'বহুলা'। (শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক বহুলা-গাভীর প্রাণরক্ষার স্থান)।

(৫) কাম্যবন—বর্ত্তমান কামান (Kaman) ইহা ভরতপুররাজ্যের অন্তর্গত। 'কানোয়ারা'র (Kanwara) প্রায় ৩ তিন মাইল উত্তরপশ্চিমে এবং বর্ষাণের প্রায় ৭ সাত মাইল পশ্চিমে। [শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকালে অবস্থানের স্থান। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুরের ভজনস্থান, বজ্রনাভের প্রতিষ্ঠিত কামেশ্বর শিব আছেন। পাণ্ডবগণের বনবাসস্থান। গোবর্দ্ধন হইতে লাঠাবন বা দিগ্ (Dig) হইয়া কাম্যবনে যাইতে হয়। রাস্তা আছে।]

(৬) খদিরবন—বর্ত্তমান 'খেরা' বা খায়রা (Khaira)। নন্দগ্রামের প্রায় ৩ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বদিকে এবং 'বিজোয়ারি'র (Bijwari) প্রায় এক মাইল পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। (শ্রীকৃষ্ণের সখাগণসহ গোচারণ লীলা-স্থান ও বকাসুরের বধস্থান—ভাঃ ১০।১১ অঃ।)

(৭) বৃন্দাবন—মথুরা হইতে প্রায় ৬ ছয় মাইল উত্তর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া বৃন্দাদেবীর বন ও শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয় লীলাবিলাসস্থলী।)

(৮) ভদ্রবন—'নন্দঘাট' যমুনা পার হইয়া পূর্ব্বপারে। মাটগ্রাম (Mat) হইতে (বরাবর কাঁচা রাস্তা গিয়াছে) উত্তরপূর্ব্বদিকে প্রায় ৪ চারি মাইল। ইংরেজী মানচিত্রে যে স্থানকে (Bhadarban) বলা হইয়াছে, অনেকে তাহাকে ভদ্রবনের অন্তর্গত বলেন। (শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবের বিবিধ ক্রীড়া ও গোচারণ-স্থান।)

(৯) ভাণ্ডীরবন—ভদ্রবনের দুই মাইল দক্ষিণে 'মাট' (Mat) গ্রামের নিকটে। (শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম এইস্থানে সখাগণের সহিত মল্লক্রীড়া করিতেন, শ্রীবলরাম এই বনে প্রলম্বাসুরকে বধ করেন—ভাঃ ১০।১৮ অঃ।)

(১০) বিল্ববন বা শ্রীবন—বর্ত্তমান জাহাঙ্গীরপুর (Jahangirpur) বেলবনের অন্তর্গত বলিয়া কথিত হয়। মাটগ্রামের প্রায় ১॥ দেড় মাইল উত্তরে যমুনার পারে অবস্থিত। (শ্রীবলদেব ও শ্রীকৃষ্ণের সখাগণসহ পক্ক বিল্বফল ভক্ষণের স্থান ও শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির জন্য লক্ষ্মীদেবীর তপস্যা-স্থান।)

(১১) লোহবন—মথুরা হইতে প্রায় ৪ চারি মাইল পূর্ব্বদিকে যমুনা নদী ব্যবধানে মথুরার পর-পারে অবস্থিত। 'পানিগাঁও'এর (panigaon) প্রায় ৩ তিন মাইল দক্ষিণে (লোহজঙ্ঘাসুরের বধস্থান ও শ্রীকৃষ্ণবলরামের গোচারণস্থলী)। লোহবনের প্রায় ২। সওয়া দুই মাইল দক্ষিণে যমুনার তীরে রাওলগ্রাম (Rawal)। ইহা শ্রীরাধারাণীর জন্মস্থান বলিয়া কথিত।

(১২) মহাবন—মথুরা হইতে প্রায় ৭ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে যমুনার পরপারে অবস্থিত। ইহার নামান্তর বৃহদ্বন (ভাঃ ১০।১১।২১) বা প্রাচীন গোকুল (শ্রীনন্দনন্দনের আবির্ভাব ও বাল্য-লীলা-স্থলী, শ্রীনন্দ-যশোদার আলয়।) 'আশীখাম্বা' নামে আশীটী স্তম্ভযুক্ত গৃহ, 'নন্দমহারাজের প্রাসাদ বলিয়া পরিচিত। এখান হইতে কংসপ্রেরিত অসুরের অত্যাচারের আশঙ্কায় নন্দমহারাজ গোপগণের সহিত নন্দগ্রামে গিয়া বাস করেন।

মথুরা

দ্বাদশবনযুক্ত মথুরা পদ্মাকৃতি। কর্ণিকারে ভক্তক্লেশনাশন শ্রীকেশবদেব। শ্রীকেশবই মথুরার আদিদেব। পদ্মাকৃতি মথুরার পূর্ব্ব পাপড়ীতে—শ্রীবিশ্রান্তিদেব; উত্তর পাপড়াতে—শ্রীগোবিন্দদেব এবং দক্ষিণ পাপড়াতে—শ্রীবরাহদেব।

ইঁহাদের প্রিয়ধাম মথুরার ক্ষেত্রপাল—ভূতেশ্বর মহাদেব।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থান, তথ্য, ঐতিহ্য, স্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রভৃতি মহোদয়, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৭০খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সম্বলিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ক্লথ) বোর্ড বাঁধাই মূল্য ১৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, মহাপ্রভুর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্যান, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য। বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ৷৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত আকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তথ্যাবিষয়-সহ বহুত-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিবরণ সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দর্ভ, ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, ঠাকুর ব্যাখ্যা ও মহাজন-গীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৷০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম আশ্রম-ধর্ম্ম সদাচার—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-দ্বারা জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বাক্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় সম্বন্ধবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিত্যসিদ্ধগোস্বামি-শাস্ত্র-মতোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নি-বেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৷৵০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ দশ আনা মাত্র।

পলাতক ডাকাত সর্দ্দার

হায়দ্রাবাদ হইতে [illegible] অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ যে, গত ২২শে জুলাই [illegible] নামক [illegible] ও [illegible] ডাকাত [illegible] সেখান হইতে তাহার সঙ্গীগণ সহ পলায়ন করিয়াছিল। পুলিশ পাহারাধীনে শিকারপুর জেল হইতে ষ্টেশন হইতে ট্রেণযোগে তাহাদিগকে সুক্কুর জেলে লইয়া যাওয়ার সময় তাহারা পলায়ন করে। তৎপর [illegible] আরও অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাগুলী সংগ্রহ করিয়া আর একবার পুলিশের সহিত [illegible] করিয়াছিল। [illegible] ও আপার সিন্ধু প্রদেশের পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সমস্ত ষ্টেশন মাষ্টারকে [illegible] মারফৎ জানান যে, তাহারা যেন [illegible] সাধারণের উপর কড়া নজর রাখেন। কারণ এই যে, গোলাগুলী ও রাইফেল বন্দুক সহ প্রায় ১৪ জন ডাকাত ডাকাতি করিবার জন্য আপার সিন্ধু প্রদেশের কোনও এক জিলাতে প্রবেশ করিয়াছে। পুলিশ কর্ম্মচারিগণও এই সম্পর্কে খুব সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি রাখিতেছেন।

খিদিরপুরে দুর্ঘটনা

গত মঙ্গলবার খিদিরপুর বাবুর বাজারের নিকট ১২ নং রমানাথ পালের লেনে এক গুদামে জনৈক কুলী কাজ করিতেছিল, কতকগুলি বস্তা তাহার উপর পড়িয়া যাওয়ায় তাহার কোমরের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহাকে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

আরামবাগে আবার ডাকাতি

আরামবাগে গোপাজা গ্রামের মহাজন মিহিরলাল দের বাড়ীতে একটী ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতেরা গৃহস্বামী এবং তাঁহার পত্নীকে প্রহার করিয়া নগদ ও গহনাপত্রে ৭০০৲ টাকা লইয়া যায়। পুলিশ সন্দেহে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাতের আবেদন

বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জনের বাধা দিবার উপায় নির্দ্ধারণের জন্য কানপুরের বিদেশী বস্ত্র বিক্রেতাগণ কলিকাতা, অমৃতসর এবং দিল্লীর বস্ত্র ব্যবসায়ীগণের সহযোগীতায় সমিতি গঠন করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতিনিধিদল গান্ধীজী এবং অন্যান্য নেতাদের সহিত সাক্ষাতের অনুমতি চাহিয়া বড়লাটের নিকট এক তার করিয়াছেন।

বালক নিরুদ্দেশ

যশোহরে নড়াইলের নিকটবর্ত্তী কাশিয়াডাঙ্গার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বসুর ১৩ বৎসর বয়স্ক পুত্র কালিদাস বসুকে গত ২১শে সেপ্টেম্বর হইতে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। ব্যাপারটি খুব সন্দেহজনক বলিয়া মনে হয়। বালকটি পিতার নিকট হইতে পয়সা আনিবার জন্য নিকটবর্ত্তী এক ষ্টীমার ষ্টেশনে গিয়াছিল। এবং নিরুদ্দেশ হইবার পূর্ব্বে তাহাকে এক ইক্ষুক্ষেত্রের নিকটে এক মুসলমান যুবকের সহিত দেখা যায়। সে তখন নদীর ধার দিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। এই ঘটনা লইয়া বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। কয়েক বৎসরের মধ্যে এইরূপ ঘটনা এই দ্বিতীয়বার ঘটিল। এবিষয়ে জোর তদন্ত চালাইবার জন্য জেলা কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে।

করাচী বোম্বাই বিমান ডাক

করাচী ও বোম্বাইয়ের মধ্যে বিমানপোতে ডাক চলাচলের কথা হইতেছিল। টাটা কোম্পানী উহার ভার লইয়াছেন। আগামী ১৫ই অক্টোবর হইতে উহার কাজ আরম্ভ হইবে এবং একটী উড়োজাহাজ করাচী বোম্বাইয়ে প্রথম ডাক নিয়া সেই দিনই বেলা প্রায় ১টার সময় জুহু বিমান পোতের আড্ডায় অবতরণ করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

চুচুড়ায় ভীষণ ডাকাতি

চুচুড়া হইতে বিগত ১০ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ যে অস্ত্রশস্ত্রসহ দুপুর রাত্রিতে চুচুড়ায় ৬ জন ডাকাত পালপাড়া বাঁদিয়া রামকৃষ্ণ কবীরের বাড়ীতে হানা দেয় ও তাহার বৃদ্ধ পিতাকে গুরুতরভাবে প্রহার করে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক ভয়ে ডাকাতগণকে লোহার সিন্দুক, বাক্স ইত্যাদি দেখাইয়া দেয় এবং ডাকাতগণ তাহা হইতে মালপত্র বাহির করিয়া লয়। দুর্ব্বৃত্তগণ একটি মহিলার প্রতি দুর্ব্যবহার করে ও তাঁহার গায়ের গহনাদি ছিনাইয়া লয়। বাহিরে যে সব ডাকাতগণ পাহারায় ছিল তাহারা বাড়ীটার প্রাঙ্গণে খড়ের গাদা দিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করে।

সাইকেলে পৃথিবী পরিভ্রমণ

ঢাকা হইতে বিগত ১০ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ যে, ঠিক এক বৎসর পূর্ব্বে ১৯৩১ সালের অক্টোবর মাসে শ্রীযুক্ত ই, কান্দরা কান্দিরা নামক দুইজন সিংহলী যুবক [illegible] সাইকেলে [illegible] সেরাম্বান (মালয় রাজ্যের একটী সহর) হইতে যাত্রা করেন। তাঁহারা মালয়, শ্যাম, বর্ম্মা এবং আসামের মধ্য দিয়া গত ৭ই অক্টোবর ঢাকায় পৌঁছিয়াছেন। তাঁহারা এ পর্য্যন্ত ৩৬১০ মাইল ভ্রমণ করিয়াছেন এবং ঢাকা হইতে কলিকাতায় যাত্রা করিতেছেন। ইহারা দুইজনেই বর্ত্তমানে মালয় রাজ্যের অধিবাসী। ই, কান্দরার বয়স ২১ এবং পি, কান্দিয়ার বয়স ২৭ বৎসর।

মত্ত-মাতঙ্গের ভীতিতে বিভ্রাট

মজঃফরপুর হইতে প্রকাশ যে, গত ১০ই অক্টোবর একটা বড় গোছের হাতী ক্ষেপিয়া গিয়াছে এই গুজবে সেখানে এক বিষম বিভ্রাটের সূচনা হইয়াছিল। দশহরা শোভাযাত্রা দেখিবার জন্য যে বিরাট জনসমাগম ঘটিয়াছিল, ঐ গুজবে ঐ জনতা দিশাহারা হইয়া নানাদিকে ছুটিতে থাকে। সওয়ার পুলিস ও পদাতিক পুলিশ জনতাকে বাগে আনিবার জন্য দুই ঘণ্টাকাল কঠোর পরিশ্রম করে। বিশৃঙ্খলার মধ্যে জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। ২৫ জন লোক আহত হইয়া হাসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। উহার মধ্যে ১৭ জন কনেষ্টবল ও একজন স্ত্রীলোক আছে।

অনশনে ৫৪ দিন

পাটনা হইতে প্রকাশ যে, শ্রীযুত বসোয়ান সিং এবং কেদারমণি শুক্ল বক্সার জেলে অনশন ধর্ম্মঘট অবলম্বন করিয়া আছেন। তাঁহাদের খবরের সম্বন্ধে আরও উদ্বেগজনক খবর পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, বসোয়ান সিং এই ৫৪ দিন হইল অনশনে আছেন এবং শ্রীযুত কেদার মনি শুক্লের অনশনের এই অষ্টাত্রিংশ দিবস। তাহাদের উভয়কেই জেল হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হইয়াছে, তাঁহাদের অবস্থা নাকি জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে। তাঁহারা স্নায়বিক অবসাদ, অনিদ্রা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে তীব্র বেদনা এবং দীর্ঘ অনশন জনিত অন্যান্য উপসর্গে কষ্ট পাইতেছেন।

শ্রীযুত কেদারমণি শুক্লের ভ্রাতা, মাতা ও পত্নী এবং বসোয়ান সিংহের মাতা এবং পত্নী গবর্ণরের নিকট আবেদন করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। তাঁহারা এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিয়া এবং বন্দীদের অভাব অভিযোগ দূর করিয়া অনশন ব্রত যাহাতে যাহাতে অবসান হইতে পারে সেজন্য চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিয়া বিহার ও উড়িষ্যার কারাবিভাগের ভারপ্রাপ্ত শাসন-পরিষদের সদস্য, গবর্ণমেণ্টের বিচার বিভাগের সেক্রেটারীর নিকটও আবেদন করিয়াছেন। আবেদনকারিগণ ইহাও জানাইয়াছেন যে, জেল বিধি অনুসারে ও সামাজিক পদোচিত সুযোগ সুবিধা লাভ করিতে তাঁহারা অধিকারী। ধর্ম্মঘটীদের সহকর্ম্মীরা অন্য একটী মামলায় দণ্ডিত হইয়াছে, দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদীর সুবিধা তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে, অনশন ধর্ম্মঘটকারীদিগকেও তাহাই দেওয়া উচিত।

মৌলানা সৌকত আলি লক্ষ্ণৌ যাত্রা

বোম্বাই হইতে ১১ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ যে মুস্লিম সর্ব্বদল সম্মিলনে যোগদান করিবার জন্য মৌলানা সৌকত আলী লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিয়াছেন। সেখ আবদুল মজিদ এবং বোম্বাইয়ের অন্যান্য প্রতিনিধিগণও আগামী কল্য লক্ষ্ণৌ রওনা হইবেন।

গান্ধী সপ্তাহে লাহোরে ৭১ হাজার টাকার উপর খদ্দর বিক্রয়

নিখিল ভারতীয় কাটুনী সঙ্ঘের প্রাদেশিক অফিসের সংগৃহীত সংবাদে প্রকাশ, গান্ধী সপ্তাহকে সম্পূর্ণরূপে সাফল্যমণ্ডিত করিতে খদ্দরের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তিগণ যথেষ্ট চেষ্টা পান। উক্ত সপ্তাহে মোট ৭১ হাজার ৪ শত ৩১ টাকার খদ্দর বিক্রয় হইয়াছে।

অধ্যাপক রহিমকে গান্ধীজীর পত্র

প্রিয় বন্ধু,—

আমি আপনার অনুগ্রহ লিপি ও তার পাইয়াছি। আপনি যে বলিয়াছেন পারস্পরিক আদান প্রদানের ভাব লইয়া অপর সাম্প্রদায়িক সমস্যারও সমাধান করা কর্ত্তব্য, আমি সে বিষয়ে আপনার সহিত সম্পূর্ণ একমত। আমি আশা করি এই বিষয়ে চেষ্টা করা হইবে।

অকপটে আপনার—

এম, কে, গান্ধী

নিশারাত্রে দুর্বৃত্তদের কীর্ত্তি

নাটোর হইতে ১০ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় সেখানকার বিজয়া উৎসব এবারও নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে, পরন্তু বোড়োয়ার বাবু জগদীশ্বর রায়ের বাড়ীতে দুর্গা প্রতিমার কেহ অঙ্গহানি করিয়া রাখিয়াছিল। গত বৃহস্পতিবার অনেক রাত্রে কোন দুর্বৃত্ত মণ্ডপ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দুর্গা প্রতিমার মুণ্ডটী খুলিয়া লইয়া গিয়াছিল। পরদিন সকাল বেলা পুরোহিত মণ্ডপের দরজা খুলিয়া দুর্গা প্রতিমাটি ঐ অবস্থায় দেখিতে পান।

দৈনিক

চৌদি | শ্রীধাম নবদ্বীপ | Reg No. L1944

THE NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাষিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
প্রতি সংখ্যা ৵৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৮৫তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৩১শে আশ্বিন সোমবার ১৩৩৯, ১৬ই অক্টোবর ১৯৩২

লক্ষ্ণৌয়ে নেতৃসমাবেশ

ডি ভ্যালেরার প্রতি রমণীদের জয়ধ্বনি

করমর্দ্দনে বিপত্তি

দারোগার প্রাণনাশের চেষ্টার জের

স্বামী-স্ত্রীর একত্রে বিষপান

বিশেষশক্তি অর্ডিনান্সের প্রকোপ

টাঙ্গাইলে অগ্নিকাণ্ড

মুসলমান সভায় বিশৃঙ্খলা

হিন্দু মুসলমান সমস্যা

তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক

গৌরাঙ্গ অভিযান

নানা কথা

লক্ষ্ণৌয়ে নেতৃসমাবেশ

মৌলানা সৌকত আলী, সেখ আবদুল মজিদ, মৌলানা ইরফান সর্দ্দার, মিঃ কাসিম সুলেমান মিঠা এবং ডাঃ সৈয়দ মাহমুদ প্রভৃতি লক্ষ্ণৌ আসিয়াছেন। গত ১৪ই অক্টোবর প্রাতঃকাল হইতে চৌধুরী খালিকুজ্জামানের গৃহে ঘরোয়া আলোচনা চলিতেছে। সমস্ত বিষয় গোপন রাখা হইতেছে।

করমর্দ্দনে বিপত্তি

নূতন সুপ্রীম কোর্ট ভবনে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের উৎসব উপলক্ষে আমন্ত্রিত চার হাজার অভ্যাগতের কর মর্দ্দন করিতে গিয়া মিঃ হুভারের দক্ষিণ হস্ত সামান্যরূপ কাটিয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ অঙ্গুরীয় আঘাতে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। অভ্যাগতদের মধ্যে লর্ড রেডিংও ছিলেন। অভ্যাগতদের তিন ভাগের দুইভাগের সহিত কর মর্দ্দন করিবার পর তাঁহার হাত হইতে রক্ত পড়িতে আরম্ভ হয়। তখন হোয়াইট হাউসের ডাক্তার তাঁহার রাত্রির জন্য বিশ্রাম লাভার্থ গমন করিতে পরামর্শ প্রদান করেন।

হিন্দু মুসলমান সমস্যা

কলিকাতা হইতে ১২ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ মৌলানা আবুল কালাম আজাদ মৌলবী মুজীবর রহমানের নিকট এই মর্ম্মে এক তার করিয়াছেন যে ১৪ই অক্টোবর লক্ষ্ণৌতে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদলের কার্য্যকরী সমিতির এক অধিবেশন হইবে। তিনি যেন সেই অধিবেশনে যোগদান করেন। মৌলানা সৌকৎ আলিও তাঁহার নিকট এই মর্ম্মে এক তার করিয়াছেন যে, ১৫ই ও ১৬ই অক্টোবর লক্ষ্ণৌতে যে মুসলমান সম্মিলনের অধিবেশন হবে, তিনি যেন সেই সম্মিলনে উপস্থিত থাকেন। মৌলবী মুজীবর রহমান এই তারের উত্তরে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের জন্য মৌলানা সৌকৎ আলি যে প্রশংসার্হ চেষ্টা করিতেছেন সেই জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া লিখিয়াছেন, কাজের তাড়ায় তিনি লক্ষ্ণৌয়ের সভায় যোগদান করিতে পারিবেন না; তবে তিনি আশা করেন লক্ষ্ণৌতে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী যে সকল মুসলমান সমবেত হইবেন, তাঁহারা সকলেই আপোষের ভাব লইয়া এমন ভাবে এই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিবেন যে, তাঁহারা পরিশেষে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন তাহা ন্যায়বুদ্ধি-সম্পন্ন হিন্দুমাত্রের নিকটেই গ্রহণীয় হইবে।

স্বামী-স্ত্রীর একত্রে বিষপান

বাঙ্গালোর হইতে ১৪ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, মাদ্রাজ ফাণ্ডের স্থানীয় এজেণ্ট রামচান্দ্রিয়ার সস্ত্রীক বিষপান করিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করিবার জন্য অভিযুক্ত হয়। প্রকাশ যে, উক্ত এজেণ্ট ঘোড়দৌড় খেলিয়া টাকার অপব্যয় করে এবং ফাণ্ডের হিসাব পরীক্ষার পর তহবিল গরমিল দেখা। অবমাননার আশঙ্কায় স্বামী-স্ত্রীতে একত্রে আত্মহত্যা করিবার অভিপ্রায়ে উভয়ে বিষপান করে। আসামী নিজের দোষ স্বীকার করে এবং আদালত ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া তাহাকে অভিযোগ হইতে রেহাই দেয়। তাহার স্ত্রী বিষপানের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক

দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, | ৩ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৬, ৩১শে আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৭ই অক্টোবর ইং ১৯৩২ সোমবার | ১৮৫তম সংখ্যা

বিরাট্ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা

সহস্র সহস্র যাত্রীর যোগদান

পরিক্রমার অভূতপূর্ব্ব সুযোগ

৩রা অক্টোবর (১৯৩২) সোমবার দিবস পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গৌড়ীয়মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু, পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতিঃ প্রভৃতি ভক্তগণসমভিব্যাহারে অপরাহ্ণ প্রায় ৩ টার সময় মথুরা ক্যান্টন্মেণ্টস্থিত 'শ্রীবলদেও বিলাস' হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের মোটরযানে যাত্রা করিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে উপস্থিত হন। মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ ও মঠসেবক শ্রীরাধারমণ চরণশরণ ব্রহ্মচারী তৎকালে শ্রীপরিক্রমার জন্য বাহিরে গিয়াছিলেন। অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে দণ্ডবন্নতি করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের বিভিন্ন সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার কার্য্যাদি সম্বন্ধে ভক্তগণকে বিভিন্ন উপদেশ প্রদান করিয়া ঐ দিবস অপরাহ্ণ প্রায় ৫॥ টার সময় শ্রীল প্রভুপাদ 'বলদেও বিলাসে' প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

৪ঠা অক্টোবর মঙ্গলবার বেলা প্রায় ১১॥ টার সময় শ্রীল প্রভুপাদ আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ভক্তিজ্যোতিঃ, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ ভক্তিবান্ধব ও শ্রীপ্যারীমোহন ব্রহ্মচারীজী প্রমুখ ভক্তগণসহ শ্রীবৃন্দাবনধামের শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীগোবর্দ্ধনে উপস্থিত হন। তত্রস্থ স্বগণসহ শ্রীকুণ্ড ও শ্রীগিরিরাজ পরিক্রমা করেন। স্থানীয় অধিবাসী শ্রীমদনসদন পাণ্ডার সহিত পরিক্রমা সম্বন্ধে অনেক কথা আলোচনা করিয়া বৈকালে প্রায় ৪ টায় 'বলদেও বিলাসে' ফিরিয়া আসেন।

৫ই অক্টোবর ১৯শে আশ্বিন বুধবার প্রাতঃকালে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী, প্রমুখ ভক্তগণসহ মথুরা ক্যাণ্টনমেণ্ট বলদেও বিলাসে শ্রীগৌড়ীয়মঠের পরিক্রমা কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইয়া পরিক্রমার বিভিন্ন সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হন।

ঐ দিবস অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ক্ষেতমপুর মহারাজা বাহাদুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীধাম-বৃন্দাবনের অষ্টসখীর মন্দির-প্রাঙ্গণে সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' পত্রের সম্পাদক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবতের "নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাৎ" শ্লোকটী বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসী বহু কৌপীনধারী, বৈরাগী, উচ্চ শিক্ষিত ভদ্রলোক এবং অনেক মহিলা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠশ্রবণেচ্ছু হইয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, সভাতে প্রায় ২০০ দুই শত শ্রোতা সমবেত হইয়াছিলেন। পাঠ শ্রবণ পূর্ব্বক শ্রোতৃবর্গ এতই প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন যে, পাঠের আদি হইতে অন্ত্য পর্য্যন্ত সকলেই নিবিষ্টচিত্তে অতি শ্রদ্ধার সহিত পাঠ শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং পাঠের মধ্যে মধ্যে শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্য হইতে মুহুর্মুহুঃ কেবল 'সাধু সাধু' ধ্বনি উত্থিত হইতেছিল। এদিবসের পাঠ শ্রবণে শ্রোতৃবর্গের শ্রবণপিপাসা এতই বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকবর্গকে ক্রমান্বয়ে আরও কএক দিবস শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছেন। পাঠের আদি ও অন্ত্যে ব্রহ্মচারী শ্রীশিবানন্দজী মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই প্রকার শুদ্ধহরিকথা প্রচারে পরমভাগবত শ্রীযুত ভবদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ঐকান্তিক যত্ন আগ্রহ ও সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসাযোগ্য।

শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশানুসারে শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ, শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী প্রভু প্রমুখ ভক্তগণ অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত পরিক্রমার বিভিন্ন সেবোপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রত্যহ বহু যাত্রী এই পরিক্রমায় যোগদান করিয়া মনুষ্য জীবনের প্রকৃত সার্থকতা-সম্পাদনে রত সঙ্কল্প হইয়াছেন।

২০শে আশ্বিন, ৬ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার দিবস অপরাহ্ণ প্রায় ২॥ টার সময় শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম ট্রাষ্টি শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন প্রভু স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী কেটি, সি, আই, ই সুবিরত্ন মহোদয় ও তদীয় সহধর্ম্মিণীসহ মথুরা ক্যান্টন্মেণ্ট বলদেও বিলাসে গৌড়ীয় মঠের পরিক্রমা কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্যার সুবিরত্ন মহোদয় শ্রীগৌড়ীয় মঠের ভক্তগণের সহিত শ্রীধাম মথুরা ও শ্রীধাম বৃন্দাবনের বিভিন্ন শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থলী দর্শন এবং পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করেন।

ঐ দিবস পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময় মথুরার তহশীলদার সাহেব মথুরা-শ্রীগৌড়ীয় মঠের পরিক্রমা কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে বহুক্ষণ ইংরাজী ভাষায় শ্রীহরিকথা শ্রবণ পূর্ব্বক বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছেন।

২০শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার দিবস অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় শ্রীধাম বৃন্দাবনের স্বনামধন্য লালাবাবুর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের জগমোহনে 'গৌড়ীয়' পত্রের সম্পাদক

শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিবেন এই সংবাদ পূর্ব্বদিবসে শ্রীধাম বৃন্দাবনের সর্ব্বত্র বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। তদনুসারে ২০শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার দিবস নির্দ্দিষ্ট সময়ে মথুরা শ্রীগৌড়ীয় মঠের পরিক্রমা কার্য্যালয় হইতে শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ, বি-এল, আচার্য্য শ্রীপাদ যতুবর দাসাধিকারী ও আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য এবং শ্রীধাম বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ হইতে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ শ্রীগোপালচন্দ্র ভক্তিরত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরপ্রেম ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণচরণ শরণ প্রভৃতি বহু ভক্তসমভিব্যাহারে উপরোক্ত শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হন। পাঠের প্রারম্ভে বন্দনার পর শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন প্রভু ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা হইতে "মনুষ্য জনম পাইয়া রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া" গীতিটী কীর্ত্তন করিলে শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের কিয়দংশ পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে সদ্গুরুপদাশ্রয়ে ব্রজগোপীগণের আনুগত্যে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবার পারতম্যের কথা ও জীবের সাধ্যসার এই শ্রেষ্ঠতম ভজনের অধিকারী কে? এই বিষয়টী বহুশাস্ত্র ও যুক্তিমূলে অতি সরল ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসী বহু গোস্বামি-সন্তান, মোহন্ত, কৌপীনধারী, উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি এবং মহিলায় প্রায় আড়াইশত শ্রোতা এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণে শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছেন। পাঠের পর শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন প্রভু একটী মহাজন গীত কীর্ত্তন করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

— —

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী, শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ প্রভৃতি পরিব্রাজকগণও ইতোমধ্যে শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার বহু যাত্রীসহ পরিক্রমা কার্য্যালয়ে পৌঁছিয়া বিবিধ সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। যাত্রীসংখ্যা প্রত্যহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার বিভিন্ন কার্য্যের সুবন্দোবস্ত ও নিয়মাবলী সম্বন্ধে ভক্তগণকে অনুক্ষণ বিবিধ উপদেশ, প্ররোচনা ও উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ এবং তাঁহাদের আনুগত্যে শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিজয় প্রভৃতি বহু ভক্ত অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত পরিক্রমার নানাপ্রকার সরঞ্জামাদি সংগ্রহে এবং যাত্রিগণের বাসস্থানের ও প্রসাদাদি সেবা কার্য্যের সুবন্দোবস্ত করিতে নিযুক্ত আছেন। শ্রীধাম মথুরা ও শ্রীবৃন্দাবনবাসী নিঃসম্বল ত্যাগি বৈষ্ণবগণের এই শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় প্রসাদাদি বা বাসস্থান-বাবদ কোন প্রকার খরচপত্র লাগিবে না। পরিক্রমা সম্বন্ধীয় তাঁহাদের যাবতীয় বায়ভার পরিক্রমার কর্ত্তৃপক্ষগণই গ্রহণ করিবেন। এই সংবাদ শ্রীধাম মথুরা ও শ্রীধাম বৃন্দাবনের সর্ব্বত্র বিজ্ঞাপিত হওয়ায় শ্রীধামবাসী বহু ব্যক্তি এই পরিক্রমায় যোগদান করিতে উদ্গ্রীব হইয়া অনেকেই যোগদান করিয়াছেন।

— —

২১শে আশ্বিন, ৭ই অক্টোবর শুক্রবার দিবস অপরাহ্ণ ৪টা হইতে সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীধাম বৃন্দাবনের শ্রীল রূপ গোস্বামি প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউর পুরাতন মন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীপরীক্ষিত ও শ্রীনারদসংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল, আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীপাদ যতুবর দাসাধিকারী এম্-এ, আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য মহোদয় এবং শ্রীধাম বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ ও আরও কয়েকজন ব্রহ্মচারী এবং শ্রীধামবাসী বহু কৌপীনধারী ও শিক্ষিত ব্যক্তি শ্রবণেচ্ছু হইয়া পাঠে যোগদান করিয়াছিলেন। এই দিবস ভাগবত-পাঠে প্রায় ৩০০ তিনশত লোক যোগদান করিয়াছিলেন। পাঠের প্রারম্ভে ও অন্তে শ্রীপাদ বিদ্যারত্ন প্রভু মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন। পাঠশ্রবণে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়া আরও শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা জানাইয়াছেন।

ধাম-প্রসঙ্গ

চব্বিশ উপবন

(১) **গোকুল**—মহাবন বা বৃহদ্বনের অন্তর্গত, যমুনার পূর্ব্বপারে।

(২) **গোবর্দ্ধন**—মথুরা হইতে প্রায় ৬॥ সাড়ে ছয় ক্রোশ পশ্চিমে এবং রাধাকুণ্ড হইতে প্রায় ৩ তিন মাইল পশ্চিম দক্ষিণে অবস্থিত।

(৩) **বর্ষাণ**—নামান্তর বৃষভানুপুর, নন্দগ্রামের প্রায় ৪ চারি মাইল দক্ষিণে-উঁচাগাঁও (বলদেবের স্থল, এই উঁচাগাঁও কুমুদবনের অন্তর্গত নহে) এর প্রায় ১ এক মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে অবস্থিত।

(৪) **সঙ্কেত**—বর্ষাণের প্রায় ২। সওয়া দুই মাইল এবং প্রেম-সরোবরের প্রায় ১॥ দেড় মাইল উত্তরে অবস্থিত।

(৫) **নন্দীশ্বর বা নন্দগ্রাম**—সঙ্কেত হইতে প্রায় ৩ তিন মাইল উত্তরে নন্দীশ্বর।

(৬) **পরমাদরা**—প্রমোদনা বা Paramadra, দিগ্ (Dig) এর অন্তর্গত, গোবর্দ্ধনের প্রায় ৭ সাত মাইল উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে।

(৭) **আঁজ্নু**—গোবর্দ্ধনের প্রায় ৩ তিন মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে।

(৮) **শেষশায়ী**—বসোলীর প্রায় ১॥ দেড় মাইল দক্ষিণে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বাভিমুখে ক্ষীরসাগর গ্রামের পূর্ব্বদিকে। (শ্রীকৃষ্ণ জলের উপর শয়ন করিলে শ্রীরাধিকা তাঁহার পদসেবা করিয়াছিলেন)।

(৯) **মাটবন**—যমুনার পূর্ব্বপারে ভদ্রবনের প্রায় ৩॥ সাড়ে তিন মাইল দক্ষিণে।

(১০) **উঁচাগাঁও**—বর্ষাণের প্রায় ১ এক মাইল উত্তরে, বলদেবের স্থান।

(১১) **খেলনবন**—(সেরগড়) উজানীর প্রায় ২ দুই মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণ-দিকে যমুনার তীরে বিরাজিত, রাম ও কৃষ্ণের বিবিধ খেলার স্থান।

(১২) **শ্রীকুণ্ড বা রাধাকুণ্ড** নামান্তর আরিটগ্রাম, অরিষ্টাসুরের বধ-স্থান, গোবর্দ্ধনের প্রায় ২॥ আড়াই মাইল উত্তর-পূর্ব্বদিকে মুখরাই (Mukhrai) গ্রামের প্রায় ১। সওয়া এক মাইল উত্তরে অবস্থিত।

(১৩) **গন্ধর্ব্ববন**।

(১৪) **পারসৌলি বা পরাসৌলি**—বর্ত্তমান মহম্মদপুরের নিকটবর্ত্তী বা কোন বিচারে তদন্তর্গত। অন্নকুটগ্রামের প্রায় ১॥ দেড় মাইল উত্তর-পূর্ব্বে, যমুনাস্ত গ্রামের প্রায় ১ এক মাইল পশ্চিম-দক্ষিণ-কোণে অবস্থিত, বসন্তকালে শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়াস্থলী।

(১৫) **বিল্বছু**—(Bilchu) যতিপুরার (Jatipura) প্রায় ১॥ দেড় মাইল উত্তরে কিঞ্চিৎ পশ্চিমাভিমুখে অবস্থিত। বিল্বছুকুণ্ড, যাহাতে হরিদেব প্রকটিত হইয়াছিলেন, তাহাই বোধ হয় বিল্বছু উপবন।

(১৬) **বাচ্বন**—বৎসবন, ইহার নামান্তর—বাচগাঁও (Bachgaon)। পৈঠ—(Paintha) ৩ তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। গোবর্দ্ধন হইতে বাচ্গাঁও পর্য্যন্ত ভাল রাস্তা আছে। গোবর্দ্ধনের প্রায় ৭ সাত মাইল দক্ষিণে বাচ্গাঁও। (শ্রীকৃষ্ণের বিহারস্থল) বল্লভ-সম্প্রদায়িগণ এই পর্য্যন্ত ব্রজমণ্ডলের 'এক সীমা' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

(১৭) **আদিবদ্রী**—আলিপুরের প্রায় ১॥ দেড় মাইল পশ্চিম-দক্ষিণদিকে অবস্থিত। আদিবদ্রীর প্রবেশ-পথেই আলিপুর-গ্রাম। এস্থানে আদিবদ্রীনাথের মন্দির আছে।

(১৮) **করাহ্লা**—(Karahla)—লুধৌলীর প্রায় ১॥ দেড় মাইল দক্ষিণে, খদিরবন বা খইরার ৩ তিন মাইল দক্ষিণে (চন্দ্রাবলীর স্থান।)

(১৯) **আঁজনখ**—বর্ষাণের প্রায় ১ এক মাইল উত্তর-পূর্ব্বে, গাজিপুরের নিকটে (শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার চক্ষে অঞ্জন পরাইয়াছিলেন। চিত্রলেখার জন্মস্থান।)

(২০) **কোকিলাবন**—নন্দগ্রামের প্রায় ৩ তিন মাইল উত্তরে এবং যাবটের প্রায় দুই মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে শ্রীকৃষ্ণ কোকিলের ন্যায় ধ্বনি করিয়া শ্রীমতীর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

(২১) **পিসায়ো**—(Pisawa) করাহ্লার প্রায় ১॥ দেড় মাইল উত্তরে ও লুধৌলীর প্রায় ১ এক মাইল দক্ষিণে। (এখানে শ্রীকৃষ্ণ পিপাসাতুর হইলে বলরাম তৃষ্ণা নিবৃত্তি করিয়াছিলেন।

(২২) **দধিগাঁও**—ছড়েলের প্রায় ৩ তিন মাইল দক্ষিণে। (এখানে কৃষ্ণ গোপীগণের দধি লুণ্ঠন করিয়াছিলেন।

(২৩) **কোটবন**—বৈঠানের (Bathain) প্রায় ৪ চারি মাইল কিঞ্চিৎ পূর্ব্বাভিমুখে কোটবন (Kotban) চরণপাহাড়ীর ৪ চারি মাইল উত্তরে।

(২৪) **রাভেল**—লোহবনের প্রায় ২॥ আড়াই মাইল দক্ষিণে যমুনার তটে রাওএল বা রাভেল গ্রাম। (শ্রীমতীর জন্মস্থান বলিয়া কথিত।)

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা!! সুবর্ণ সুযোগ!!

ভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন. তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ।৹, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। চাই, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ॥৹ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥৹ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল-অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵৹
গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৵৹

পারমার্থিক জগতে অভিনব অবদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

জগদ্গুরুবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে-ছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও ভ্রান্ত-কুতর্কের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন ধারণ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী কীর্ত্তন্য-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমদ্ভক্তাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সত্যধর্ম্ম ও প্রাকৃত সত্যধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব প্রবণৈকবেদ্য" অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৹ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথা, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজা, রাওদাতের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রণীত (লেখকের), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড় গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিশদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র.

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তত্ত্বব্যাখ্যা-সহ বঙ্গ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবাবগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোহন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, নাম্নির ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৶০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—সৎকর্ম্মাদি—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৶০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ।/০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-কর জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় [illegible] এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২, টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মা প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা ; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজি বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵ দশ আনা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৴০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
৪র্থ সংস্করণ ৮৲
৪। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
মুকুন্দমালিকা গুর্ণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়)
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
(চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৯। সাধনপাথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর
(নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা
(৪৪৬ গৌরাব্দ) ৵০
। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
। শরণাগতি ৴০
। গীতাবলী ৴০
। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেম ভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ১০
৩৯। সৎক্রিয়াসারদীপিকা (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা)
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ২৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাত্বতবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ
৫৮। মায়াবাদশতদূষণী ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
৬২। লাইফ্ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। কোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ এ্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোশন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ কল্পতরু ৴০
৭২। গীতাবলী ২৲
৭৩। শরণাগতি

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ১৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ২৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালা পাচন

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ভোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, পাইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

জে. বি. দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এম, এস, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

গৌরীশৃঙ্গ অভিযান

মিষ্টার হিউ রাটলেজের অধিনায়কত্বে যে দল এভারেষ্ট শৃঙ্গ আরোহণ করিবার নিমিত্ত আগামী বৎসরে প্রথম দিকেই ইংলণ্ড ত্যাগ করিবেন সেই দলে যোগদান করিবার নিমিত্ত বিলাতের ১১ জন দক্ষ পাহাড়-চড়িয়েকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে।

এই নিমন্ত্রিতদের মধ্যে আছেন মিঃ এফ. এস. স্মাইথ আর, তার আরও কয়েকজন সঙ্গী। মিষ্টার স্মাইথ গেল বছরে মাউণ্ট কামেটের উপর এক অদ্ভুত অভিযান করিয়াছিলেন। মিষ্টার স্মাইথ ও তাঁর সঙ্গীরা চূড়ার এত উঁচুতে উঠেছিলেন যে, আর কেহ কখনো অত উঁচুতে উঠিতে পারেন নাই। স্মাইথের সঙ্গীদের মধ্যে ক্যাপ্টেন বার্ণ, মিষ্টার ই. শিপ্টন এবং ডাক্তার গ্রীণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অন্যান্য নিমন্ত্রিতদের মধ্যে আছেন, মিষ্টার লরেন্স ওয়েজার, ই. শেবয়ার, মি. ক্রফোর্ড, ক্যাপ্টেন ব্রুকেড, ডাক্তার ম্যাকলিয়ান উইন হারিস, এবং মিষ্টার ওয়েলাণ্ড জ্যাকশারস্। ইঁহার মধ্যে ক্যাপ্টেন ব্রুকেড এভারেষ্টের সেই ভয় দিকের অভিযানে যোগদান করিয়াছিলেন এবং মিষ্টার লঙল্যাণ্ড ইতোমধ্যে আল্পস পর্ব্বতে চড়িয়া বিশেষ নাম করিয়াছেন।

এই অভিযানের উপলক্ষে রাজা দেড় হাজার টাকার চাঁদা দিয়াছেন।

টাঙ্গাইলে অগ্নিকাণ্ড

টাঙ্গাইল হইতে প্রকাশ ১৩ই অক্টোবর সন্ধ্যা ৭টার সময় স্থানীয় পাঁচআনী বাজারে আগুন লাগে। ফলে ৩টী দোকান সম্পূর্ণভাবে ও অন্য ১টী দোকান আংশিকভাবে ভস্মীভূত হইয়াছে। ইহাতে প্রায় ১০ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে। আগুন লাগিবার কারণ জানা যায় নাই।

ডাক বাংলো ভস্মীভূত

তমলুক হইতে গত ১৩ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ নন্দীগ্রাম থানার অন্তর্গত নরঘাটের ডাক বাংলোটী বিগত ৯ই অক্টোবর রাত্রিকালে ভস্মীভূত হইয়াছে। কয়েকজন দুষ্ট প্রকৃতির লোক নাকি অগ্নিপ্রদান করিয়াছিল। ফলে সমস্ত বাংলো এবং বারান্দার ৭০ অংশ পুড়িয়া গিয়াছে।

প্রকাশ যে, নন্দীগ্রাম থানার অধিবাসীদের নিকট হইতে পিটুনি পুলিশের ট্যাক্স আদায় করার নিমিত্ত মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারীরা নরঘাটে গিয়া এই বাংলোতে থাকিবেন, এরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। ১০ই অক্টোবর তারিখে এই ডাক বাংলোতে হাজির হইয়া পিটুনী পুলিশের ট্যাক্স প্রদান করার জন্য কয়েক জনের নামে নাকি সমনও দেওয়া হইয়াছিল।

অগ্নি প্রদান কারীদিগকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

ডি ভ্যালেরার প্রতি রমণীদের জয়ধ্বনি

গত ১৪ই অক্টোবর বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে পুনরায় আপোষ আলোচনার উদ্দেশ্যে মিঃ ডি ভ্যালেরা এবং ফ্রী ষ্টেটের অন্যান্য ডেলিগেটগণ ১৩ই অক্টোবর সন্ধ্যায় ইউষ্টন ষ্টেশনে পৌঁছেন। তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনার জন্য আইরিশ ফ্রী ষ্টেটের পতাকা আন্দোলিত হইয়াছিল। রমণীগণ "আত্ম-সমর্পণ করিও না" বলিয়া চীৎকার করিয়াছিল। ডোমিনিয়ন মন্ত্রী মিঃ জে. এইচ. টমাস এবং প্রধান মন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ড ও অন্যান্য অফিসারগণ ডেলিগেটদিগকে অভ্যর্থনা করেন। তাঁহারা মোটরযোগে হোটেলে গমন করেন, পথে একদল ক্ষুদ্র জনতা তাঁহাদের প্রতি উল্লাসজ্ঞাপন করিয়াছিল।

দারোগার প্রাণনাশের চেষ্টার জের

বোম্বাইয়ের পুলিস উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের একজন পুলিস কর্ম্মচারীকে হত্যা করার চেষ্টা সম্পর্কে নরোত্তম দত্তকে গ্রেপ্তার করে। গত ১১ই অক্টোবর তাঁহাকে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে হাজির করান হইলে তাঁহার প্রতি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পাঠাইবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত নরোত্তম দত্ত ৩রা জুলাই তারিখে এক দারোগাকে রিভলভারের সাহায্যে গুলী করার চেষ্টা করেন। গুলী দারোগার গায়ে লাগে না। সেই অবধি তিনি পলাতক থাকেন। পরে তাঁহাকে ৭ই অক্টোবর ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসের নিকট গ্রেপ্তার করা হয়।

তুলার বাজারের অবস্থা

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কটন এসোসিয়েশনের গত অধিবেশনে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, এসোসিয়েশনের সদস্যরা যেন তাঁহাদের নিয়ম অনুসারে নিজেদের মধ্যে স্বাধীনভাবে কেনা বেচা করেন। ঐরূপ প্রস্তাব গ্রহণের পরও তুলার বাজারে কাজকর্ম্মে কেন বাধা পড়িতেছে, সে বিষয় সংবাদপত্র প্রতিনিধি স্যার পুরুষোত্তম দাসকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, গত কয় মাস যাবৎ যখনই এসোসিয়েশনের অধিবেশন হয়, তখনই ঐরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। গত সপ্তাহে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহা কয় মাস পূর্ব্বের গৃহীত প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি মাত্র। পরিবর্ত্তন কেবল এইটুকু হইয়াছে যে, গত সপ্তাহের প্রস্তাব গ্রহণের পর অনেককে সদস্য ইউরোপীয়দের কারবারের সহিত ব্যবসা করিতে আরম্ভ করেন। অবরোধ যে পিকেটিং চলিতেছে, তাহা শোচনীয়। ইহাতে জনতার উচ্ছৃঙ্খলতা মাত্র। বোম্বায়ে কংগ্রেসের নামে যাহা চলিতেছে, তাহা গান্ধীজীর উপদেশ অনুযায়ী নহে। উহা অর্থনীতিশাস্ত্রের সকল নীতির বিরোধী।

স্যার পুরুষোত্তম দাস আরও বলেন, যবনিকার অন্তরাল হইতে একদল লোকের অন্যায় চেষ্টা সত্ত্বেও ব্যবসা চলিবে। যাহাদের কাজকর্ম্ম চলিতেছে না, তাহারাই অনুযোগ করিতে পারে যে, তাহাদের ব্যবসা চলিতেছে না। যাহারা ব্যবসা চালাইতে ইচ্ছুক, তাহারা তাহা করিতে সমর্থ। মাড়োয়ারী বাজারের কয়েক জনের কাজকর্ম্ম তথাকথিত পিকেটারদের ভয়প্রদর্শনের জন্য বন্ধ আছে। কিন্তু উহারা এসোসিয়েশনের অধীন নহে। উহারা ছাড়া আর সকলে পূর্ব্বের মতই ব্যবসা করিতেছে।

তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক

লাহোর হইতে সিভিল ও মিলিটারী গেজেটে প্রকাশ, তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে সম্ভবতঃ যে সকল মুসলমান প্রতিনিধি গমন করিবেন, তন্মধ্যে মাননীয় আগা খাঁ চৌধুরী, জাফর উল্লা খাঁ (পাঞ্জাব) স্যার মহম্মদ ইকবাল (পাঞ্জাব), ডাঃ শফাৎ আহমেদ খাঁ (যুক্তপ্রদেশ) এবং মিঃ এ, এইচ, গজনভী (বঙ্গদেশ) আছেন।

আরও প্রকাশ, পাঁচজনের অধিক মুসলমান প্রতিনিধি গমন করিবেন না। যদি প্রতিনিধি সংখ্যা পাঁচের অধিক হয়, তবে স্যার মোহাম্মদ ইয়াকুব (যুক্তপ্রদেশ) সম্ভবতঃ যাইবেন।

মুসলমান সভায় বিশৃঙ্খলা

কাহিয়াদন মসজিদে মৌলভী আবদুল গফুরের সভাপতিত্বে অমৃতসরে এক সভা হয়। সভাপতি বক্তৃতা করিতে উঠিলে সভাপতির বিরুদ্ধ দল নানাপ্রকারে বাধা জন্মায়। শেষে দুইদলে হাতাহাতি বাধিয়া যায়। যথা সময়ে পুলিশ ঘটনা-স্থলে উপস্থিত হইলে ব্যাপার বেশীদূর গড়ায় না।

এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, অমৃতসরে যখন অহরার সম্মেলন বসে তখন একদল অহরারকে সভায় যোগদান করিতে দেওয়া হয় না। সেই হইতে সেই দল প্রচারপত্র লাগাইয়া, প্রচারপত্র বাহির করিয়া অহরার দলের নেতার নিন্দা করিতে থাকে প্রকাশ, সেই আন্দোলনের জন্যই এই ব্যাপার ঘটে।

পুলিস উভয় দলের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়, পরে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

সাতজন মহিলার দণ্ড

লাহোরে, গত ১১ই অক্টোবর জিলা রাজনৈতিক সম্মেলনে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহার কয়েকটি নকল বিলি করার জন্য ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে ৭ জন মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহারা প্রেস আইনের ১৮ ধারা অনুযায়ী প্রত্যেকে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

---

২০ জন বন্দীর অনশন

মুলতান সেন্ট্রাল জেল হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, যাঁহারা জেলে প্রায়োপবেশন করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা ২০।

২৩শে সেপ্টেম্বর প্রথম সর্দ্দার শার্দ্দুল, ছত্র সিং, নিধান সিং, হীরা সিং নাহার সিং ও লাল সিং অনশন আরম্ভ করেন। পরে ২৯শে সেপ্টেম্বর লালা শারি রাম, মেহার সিং ও অবতার সিং তাঁহাদের সহিত অনশনে যোগদান করেন।

এক কয়দিনের মধ্যে ৫ জন করিয়া আরও দুইদল অনশন আরম্ভ করিয়াছেন।

প্রকাশ, কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর।

বিশেষশক্তি অর্ডিন্যান্সের প্রকোপ

আরামবাগের বিশিষ্টকর্মী শ্রীযুক্তা আভরণ বালা দেবী সঙ্কটশক্তি অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

ডাঃ অনুকূল চক্রবর্ত্তী, ডাঃ সতীশ সামন্ত, শ্রীযুক্ত তিনকড়ি হাজরা ও শ্রীযুক্ত যোগজীবন পালের উপর বিশেষশক্তি অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞা জারী হইয়াছিল। সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার জন্য তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ আরামবাগে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

আরামবাগের অন্তর্গত শ্যামবাজারের গোলক দত্তের উপর বিশেষশক্তি অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞা জারী হইয়াছে।

টেলি — শ্রীগৌরাঙ্গ .... Reg. No. C1544.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ

THE
NADIA PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
যাণ্মাষিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
প্রতি
সংখ্যা ৵৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি, [১৮৬তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১লা কার্ত্তিক মঙ্গলবার ১৩৩৯, ১৮ই অক্টোবর ১৯৩২

গান্ধীজীর অনশন দিবস

জলদস্যুর কবলে বৃটিশ পোত

২৮ হাজার টাকা উধাও

ডাক্তার প্রফুল্ল ঘোষ মুক্ত

ডাঃ আলমের অবস্থা

অষ্টমবর্ষীয় বালকের মৃত্যু

বাঘের হাতে মোটর আরোহী

পাশ্চাত্য মনীষীর কৃষ্ণভক্তি

দস্যুর দুঃসাহস

জাপানী লাটের কীর্ত্তি

ফজলুল মিঞার বিবৃতি

নানা কথা

গান্ধীজীর অনশন দিবস

মেদিনীপুর হইতে ১৩ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, গান্ধীজীর অনশন উপলক্ষে গত ২৯শে সেপ্টেম্বর কাজ কারবার বন্ধ রাখার কতিপয় ব্যবসায়ীর উপর নোটীশ জারি হইয়াছিল। সম্প্রতি কয়েকজন ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং ১৯শে অক্টোবর মামলার তারিখ পড়িয়াছে। যাহারা গ্রেপ্তার হইয়াছেন, তাহাদের নাম (১) শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র সাহা এণ্ড কোংর মালিক (২) সুরেন্দ্রনাথ দত্ত, বস্ত্র ব্যবসায়ী (৩) সুরেন্দ্রনাথ সেতুয়া বস্ত্র ব্যবসায়ী, (৪) গোষ্ঠবিহারী দত্ত হার্ডওয়ার মার্চ্চেন্ট, (৫) ভুপতি দাস, মনোহারী দ্রব্য বিক্রেতা (৬) মন্মথনাথ পাল ঔষধ ভাণ্ডারের মালিক, (৭) গোষ্ঠবিহারী দাস, তৈল ব্যবসায়ী এবং (৮) সত্যচরণ গুঁই বস্ত্র ব্যবসায়ী।

জলদস্যুর কবলে বৃটিশ পোত

রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ, "হোলকন" নামক বৃটিশ পোতের আরোহীগণ জলদস্যুর হস্তে পরাভূত হইয়াছেন। দস্যুরা জাহাজটিকে বায়াস উপসাগরের নিকটবর্ত্তী সাহোই উপসাগরে লইয়া গিয়াছে। বায়াস উপসাগর দস্যুদের একটি বিখ্যাত আড্ডা। এই বৎসর সর্ব্বপ্রথম জলদস্যুতা সংঘটিত হইল।

২৮ হাজার টাকা উধাও

১৩ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, লক্ষ্ণৌ ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের ২৮ হাজার টাকা তহবিল ধরা পড়িয়াছে। প্রকাশ যে, বৈজনাথ নামক ট্রাষ্টের এক ভূতপূর্ব কেরাণী ইহার জন্য দায়ী। সে এখন পলাতক আছে। এক বৎসর পূর্ব্বে অনুরূপ ১,৫০০৲ টাকা তহবিলের অভিযোগে টেকা বৈজনাথ, অভিযুক্ত হয় এবং তাহার প্রতি বিচারে অব্যাহতির আদেশ হয়। তখন তাহাকে ট্রাষ্টের কার্য্য হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছিল।

ডাক্তার প্রফুল্ল ঘোষ মুক্ত

ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পূর্ণ দণ্ডকাল শেষ করিয়া গত শুক্রবার দিন দমদম স্পেশাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

ডাক্তার আলমের অবস্থা

১৫ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, ডাক্তার আলমের আরও এক রাত্র অশান্তিতে কাটিয়াছে। গত ১৫ই অক্টোবর তাঁহার শরীরের উত্তাপ ১০৪ ডিগ্রী পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। প্রকাশ যে, তাঁহার শরীরের অবসাদের লক্ষণ দেখা দিয়াছে।

জানা যায়, বোম্বাই হইতে কোন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া যায় কিনা এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট আলোচনা করিতেছেন।

আরও জানা যায় যে, কলিকাতার কোন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার আলমকে পরীক্ষা করার জন্য অনুমতি চাহিয়া পাঠাইয়াছেন এ সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত খবর পাওয়া যায় নাই।

ডাক্তার আলমের উপর যে সমস্ত নিষেধ বিধি বলবৎ ছিল, সম্প্রতি তাহা কি শিথিল করা হইয়াছে এবং বেগম আলম ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে তাহাকে দেখিবার জন্য অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, | ৪ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৬, ১লা কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৮ই অক্টোবর ইং ১৯৩২, মঙ্গলবার | ১৮৬তম সংখ্যা

ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

সংক্ষিপ্ত ডায়েরী

(শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল-প্রেরিত)

৭ই অক্টোবর (১৯৩২)

বিগত ৭।১০।৩২ তারিখে মথুরা ক্যান্টনমেন্ট 'বলদেববিলাস' ভবনে দেশ বিদেশ হইতে শত সহস্র যাত্রী উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার পরিচালক ১০৮শ্রী প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণ বন্দনা করেন ও সন্ধ্যার পরে পাঠ কীর্ত্তন শ্রবণ করেন।

৮ই অক্টোবর

৮।১০।৩২ তারিখ পূর্ব্বাহ্নে সেই সমস্ত ভক্তমণ্ডলী ও মথুরাবাসী কতিপয় সম্ভ্রান্ত সজ্জন পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা-সম্বন্ধে অনেক উপদেশ প্রদান করেন এবং ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার উদ্দেশ্য সকলকে বুঝাইয়া দেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ 'পুরুষোত্তমবাদ' ও 'নির্ব্বিশেষ-বাদ'-সম্বন্ধে অনেক গবেষণা-পূর্ণ প্রসঙ্গ আলোচনা করেন। এই মথুরাতে নির্ব্বিশেষ-বাদের প্রতীক কংসের নির্ব্বিশেষ-বাদ নিরস্ত করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ 'পুরুষোত্তম-বাদ' স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই শ্রীকৃষ্ণই সকলকে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—এই আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

গভস্তিনেমি মহারাজের বক্তৃতা

এই দিবস সন্ধ্যার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ পরিক্রমার যাত্রিগণের এবং মথুরাবাসী বহু সজ্জনের নিকট প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল 'ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার আবশ্যকতা' সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামিজী বলেন,—অনাদি বহির্ম্মুখ জীব আমরা চৌরাশি লক্ষ জন্ম ধরিয়া গৃহ পরিক্রমা করিয়া আসিতেছি; কিন্তু এইরূপ পরিক্রমার ফল-স্বরূপ এই সংসার-নাগর-দোলায় ঘূর্ণীমান অবস্থায় মায়াদেবী-প্রদত্ত 'ত্রিতাপ'-বহ্নিতে দহ্যমান্ হইয়া যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও আমাদের সেই সংসার-পিপাসার অবসান হইতেছে না। এইরূপ বহির্ম্মুখতা বরণের ফলে আমরা যে কি অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি তাহা নিজেরাই উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থায় সকলেই ঐরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেখিয়া আমাদের যে আর কোনও প্রকার উন্নততর অবস্থা থাকিতে পারে তাহা বোধগম্য হয় না। সকলেই অশান্ত অন্ধ; অতএব শান্তি-সূর্য্যের আলোক দর্শনের অবকাশ কোথায়? তাই জীবের দুঃখে দুঃখিত ভগবান্ তাঁহারই নিজ-জন শ্রীল প্রভুপাদকে আমাদের দুর্দ্দৈব-মোচনকল্পে এই ধরা-ধামে প্রেরণ করিয়াছেন।

ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা কেন!

আমাদের চেষ্টা চক্ষু-বদ্ধ বলদের মত কেবল গৃহ-পরিক্রমা করিয়া আমাদের বন্ধন দৃঢ়তর করিতেছে। তাহাতে আমরা সর্ব্বদাই অশান্তি-অনলে জর্জ্জরিত। কিন্তু পরদুঃখদুঃখী আচার্য্যদেব আমাদিগকে সেই গৃহ-পরিক্রমা হইতে বিরত করিয়া শ্রীধাম পরিক্রমা করাইবার জন্য বদ্ধ-পরিকর। কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি অভিন্ন-ব্রজ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করাইয়া এবার সকলকে শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার জন্য আহ্বান করিয়াছেন এবং যাহাতে অতি-সহজ বিনা-আয়াসে সকল নর-নারী সেই পরিক্রমা যোগদান করিতে পারেন, তাহার নিপুণ আয়োজন করিয়াছেন। পরমার্থ জগতে ইহা একটী অত্যাশ্চর্য্য ও অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। চৌরাশি লক্ষ যোনি পরিভ্রমণের বন্ধন হইতে উন্মুক্ত হইয়া যাহাতে বিদেশে ভ্রাম্যমান জীব তাহার নিত্য স্বদেশ বৈকুণ্ঠে ফিরিয়া যাইয়া নিত্য শান্তি লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য এই চৌরাশি ক্রোশ ব্রজধাম-পরিক্রমার ব্যবস্থা।

ভোগবাঞ্ছায় তীর্থ যাত্রা পরিশ্রম মাত্র

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, অনেকেই তীর্থ ভ্রমণে নিজ তথাকথিত আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতির জন্য নানাপ্রকার ভোগ্য দ্রব্যসামগ্রী খরিদ করিবার জন্য ব্যস্ত হয়েন। মূলে, তাঁহাদের কেবল ভোগ বা আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা—যাহা, আমাদের স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার পথে সম্পূর্ণ অন্তরায়। যেখানে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণ নাই, সেখানে বহির্ম্মুখতাই প্রবল হইয়া জীবকে অধিকতর বন্ধনে আবদ্ধ রাখিয়া এই অনিত্য বিদেশে ঘুরাইতে থাকে। তাহাতে জীব এই সংসার-মরুতে অনিত্য শান্তির আলেয়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবিত হইয়া শেষে শান্তি না পাইয়া প্রাণ হারাইতে থাকেন। তীর্থভ্রমণের উদ্দেশ্য বিভিন্ন দেশজাত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য নহে, বা চক্ষুকর্ণ প্রভৃতি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্যও নহে।

সাধুসঙ্গই তীর্থভ্রমণের উদ্দেশ্য

"ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং বিভো।
তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥"

ভাগবতের এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, সাধুগণ তীর্থসকল পবিত্রীকরণ করিয়া তথায় অবস্থানকল্পে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। সেই সমস্ত সাধুগণের দর্শন লাভেই কেবল আমাদের তীর্থভ্রমণ। নতুবা,—

"যে তীর্থেতে সাধু নাই,
সে তীর্থেতে নাহি যাই,
কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ।"

তীর্থে আমরা যদি সাধুসঙ্গে সাধুমুখ-নিঃসৃত বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ না করিলাম, তাহা হইলে তীর্থযাত্রা, পণ্ডশ্রমে পর্য্যবসিত হইল মাত্র। সেরূপ তীর্থভ্রমণ ও গৃহপরিক্রমায় কিছু পার্থক্য রহিল না।

শ্রীধাম দর্শন করাইবে কে?

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করাইয়া শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে আমাদের স্বদেশে যাইবার যোগ্যতা দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা দর্শন করাইবার জন্য উদ্যোগ করাইতেছেন। এই জড়চক্ষুর দ্বারা ধামদর্শন বা লীলাদর্শন ঘটে না। তাই সম্বন্ধজ্ঞানপ্রদাতা শ্রীশ্রীগুরুদেব দিব্য চক্ষু প্রদান পূর্ব্বক অপ্রাকৃত ধাম-প্রদর্শন করান। কিন্তু সেই চিন্ময়ধাম বা চিন্ময়ী লীলা দর্শনের যোগ্যতা কি তার?

বৈকুণ্ঠ

যে স্থান হইতে কুণ্ঠাধর্ম্ম বা মায়া বিগত হইয়াছে, তাহাকে 'বৈকুণ্ঠ' বলে। ভগবানের একনাম 'বৈকুণ্ঠ', কারণ তাঁহাতে কুণ্ঠধর্ম্মের লেশ মাত্র নাই। তিনি অপ্রাকৃত চিন্ময় পরম সত্য বস্তু। তিনি অদ্বয়জ্ঞান। তিনি স্বাভাবিক অচিন্ত্য-শক্তি-সম্পন্ন। অচিন্ত্যভাবকে তর্কের দ্বারা, সীমাবদ্ধ জ্ঞান দ্বারা মাপিয়া লওয়া যায় না, 'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ'। মানব অভিজ্ঞানে বা চিন্তায় যাহা অসম্ভব তাহাও অচিন্ত্য শক্তিতে সম্ভব। সর্ব্বশক্তিমান্ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব সেই ভগবান্ অচিন্ত্যশক্তিক্রমে সর্ব্বদাই স্বরূপ, তদ্রূপ-বৈভব, জীব ও প্রধানরূপে চতুর্দ্ধা অবস্থান করেন। যথা তাঁহার তেজোমণ্ডল, তাহার বহিঃপ্রবর্ত্তিত রশ্মিকণ ও তাহার প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ দূরগত প্রতিফলন—এই অবস্থার কথঞ্চিৎ উদাহরণ স্থল। সচ্চিদানন্দ-ঘন-বিগ্রহই তাঁহার স্বরূপ, চিন্ময়ধাম, বস্তু, সঙ্গী ও সমস্ত ব্যবহার্য্য উপকরণই তদ্রূপ বৈভব। নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ অনন্ত জীবগণই জীব। মায়া প্রধান ও তৎকৃত সমস্ত জড়ীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎই প্রধান শব্দবাচ্য। ভগবান্ তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি-ভাবে এই চতুর্ব্বিধ ভাবে অবস্থান করিয়াও অদ্বয় বস্তু। ভগবানের সেই অচিন্ত্য শক্তির নামই পরাশক্তি। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিকী শক্তি জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া-ভেদে ত্রিবিধা,—

"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে।
স্বাভাবিকী জ্ঞান বলক্রিয়া চ॥"
(শ্বেতাশ্বতর ৬।৮)

সেই পরাশক্তি বিচিত্র বিলাসময়ী ও বিচিত্র আনন্দ সম্বর্দ্ধিনী। সেই শক্তির অনন্ত প্রভাব থাকিলেও জীবের নিকট তিনটী প্রভাবের পরিচয় আছে।

সেই প্রভাবত্রয়ের নাম চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি; উক্ত তিনশক্তির প্রভাবদ্বারা চিজ্জগৎ, জৈবজগৎ ও জড়জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রভাবে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীরূপা তিনটী বৃত্তি লক্ষিত হয়। চিচ্ছক্তিতে যে সন্ধিনীবৃত্তি, তাহার কার্য্যরূপে চিদ্বস্তু, চিদুপকরণ ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার চিদ্বৈভবের উদয় হইয়াছে। কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ ও কৃষ্ণধাম সমুদয়ই সন্ধিনীর কার্য্য।

"চিচ্ছক্তি স্বরূপশক্তি অন্তরঙ্গা নাম।
তাহার বৈভবানন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥"

মায়াশক্তিতে যে সন্ধিনীবৃত্তি আছে, তাহার কার্য্য চতুর্দ্দশ লোকময় সমস্ত জড়বিশ্ব, বদ্ধজীবের জড় ও লিঙ্গশরীর, বদ্ধজীবের স্বর্গাদি লোকপ্রাপ্তি ও সমস্ত জড়োপকরণাদি নির্ম্মিত হইয়াছে।

"মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎকারণ।
তাহার বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥"

সুতরাং মিশ্রসত্ত্ব বা রজস্তমোগুণ বা মায়ার প্রভাব এই ব্রহ্মাণ্ড বা চতুর্দ্দশ ভুবন মধ্যেই ক্রিয়াবান, কিন্তু "প্রকৃতির পার পরব্যোমনাম ধাম" চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব প্রকৃতির উপর 'পরব্যোম' নামক যে স্বরূপশক্তি প্রকটিত চিদ্ধাম আছে, সেখানে মায়ার কিঞ্চিন্মাত্র প্রভাব থাকিতে পারে না। ব্রহ্মাণ্ড বা দেবীধাম অতিক্রম করিলে বিরজানদী। এই বিরজাতে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা লক্ষিত হয়। ইহা প্রাকৃত মল বিধৌতকারিণী স্রোতস্বিনী। তাহা অতিক্রম করিয়া জ্ঞানিগণের আদর্শ ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠধাম। সুতরাং সেই স্থান হইতে শ্রেষ্ঠ বা তাহার সমান অন্য কোন স্থান হইতে পারে না। সেই 'বৈকুণ্ঠ'-লোকে মায়া প্রভাব প্রকটিত অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, ও অভিনিবেশ এই পঞ্চক্লেশ এবং মোহ ও ভয়াদি থাকিতে পারে না। উহাই সুকৃতিবান আত্মবিদ্গণের বন্দিত ধাম। সেই স্থানে যখন মায়ার কোনই প্রভাব নাই, তখন কি প্রকারে জন্ম, বিনাশ, বিকার, বৃদ্ধি, অপক্ষয় ও বিপরিণাম এই ষড়্বিকার হেতু কালের বিক্রম লক্ষিত হইবে? সেইখানে কিরূপেই বা প্রাকৃত গুণাদির অবস্থান সম্ভবে। সেই স্থান অশোক, অমৃত, নিত্যানন্দময়মান চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যাদ্যান্বিত। সেই স্থানে স্বরাট্ পুরুষ, অপ্রাকৃতস্বরূপ অদ্বয়জ্ঞান শ্রীভগবান্ স্বীয় তদ্রূপবৈভব নিত্য পরিকর পার্ষদ ও ধামাদিসহ নিত্য রমমান।

যিনি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি-সহকারে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মের সেবা করিয়াছেন; একমাত্র তাঁহার সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই এই সমস্ত অপ্রাকৃত বস্তু জীবের গোচরীভূত হইয়া থাকে। তজ্জন্য শ্রৌতপন্থানুসরণ একান্ত আবশ্যক। আরোহপন্থায় নিজ নিজ চেষ্টায় ধাম পরিক্রমার ফলই ফলিতে থাকিবে। সাধুগণই শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গ নিজজন। তাঁহাদের হৃদয়ই শ্রীকৃষ্ণের বিশ্রামস্থল। তাঁহারাই আমাদিগকে শ্রীধামের স্বরূপ-প্রদর্শন করাইতে পারেন, অন্যে নহে। অতএব আসুন আমরা সকলে সেই যুগাচার্য্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া তাঁহার অনুগমন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় যোগদান করি

ধাম-প্রসঙ্গ

শ্রীব্রজমণ্ডলের পঞ্চ পর্ব্বত

(১) গোবর্দ্ধন, (২) বর্ষাণ, (৩) নন্দীশ্বর, (৪) বড় চরণপাহাড়ী (বৈঠানে), (৫) ছোটচরণপাহাড়ী।

সপ্ত সরোবর

(১) মানস সরোবর, কুসুম-সরোবর (রাধাকুণ্ডের প্রায় ১৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে), (৩) চন্দ্র-সরোবর পেঠোগ্রামে, (৪) প্রেমসরোবর (বর্ষাণ ও গাজিপুরের নিকট), (৫) নারায়ণ সরোবর (৬) পাবন-সরোবর (নাবট ও নন্দীশ্বরের অন্তঃপাতী), (৭) মান সরোবর (বেলবনের প্রায় ৩॥ মাইল পূর্ব্বদিকে)।

সপ্ত শ্রীকৃষ্ণচরণচিহ্ন

(১) নন্দগ্রামে, (২) [illegible]কুণ্ডতটে (৩) গোবর্দ্ধন গিরির তলদেশে, (৪) গোবর্দ্ধনগিরির শিখরে, (৫) [illegible] সমীপে, (৬) বড় চরণপাহাড়ীর উপর, (৭) ছোট চরণপাহাড়ীর উপর।

সপ্ত বলদেবমূর্ত্তি

(১) বিশ্রামঘাটে, (২) আড়ীঙ্গ, (৩) নন্দগ্রামে, (৪) উঁচাগাঁয়, (৫) নীমসেরনীতে (৬) ভিলিবনগ্রামে ও (৭) ডোঁড়াগ্রামে।

ছয়টী বাগানের স্থান

(১) গোবর্দ্ধনপরাশোলী (২) সঙ্কেত (৩) শ্রীরাধাকুণ্ড, (৪) করহলাগ্রাম, (৫) [illegible], (৬) শ্রীবৃন্দাবন।

ছয়টী দানলীলার স্থান

(১) গোবর্দ্ধন, (২) দানঘাটী, (৩) করহলা (৪) কদমখণ্ডী, (৫) গহ্বরবন, (৬) সাঁকরী খোর।

নয়টী ক্ষেত্রপাল-মহাদেব মূর্ত্তি

(১) গোপেশ্বর, (২) ভূতেশ্বর, (৩) গোকর্ণেশ্বর, (৪) রঙ্গেশ্বর, (৫) কামেশ্বর (৬) ভদ্রেশ্বর, (৭) নন্দীশ্বর, (৮) চকলেশ্বর, (৯) বুড়েশ্বর বা বুঢ়া বাবা।

গোপেশ্বর

গোপেশ্বর—সদাশিব গোপালিনীশক্তি। তিনি শ্রীবৃন্দাবিপিনের পালক। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অনুক্ষণ সঙ্গপ্রাপ্তির কামনায় গোপেশ্বরের আরাধনা করেন। গোপীপূজিত বলিয়া 'গোপীশ্বর' নামেও খ্যাত। ইঁহার কৃপায় বৃন্দাবন প্রীতি বর্দ্ধিত হয়। গোপেশ্বরের প্রণাম-শ্লোক এই—

শ্রীমদ্গোপীশ্বরং বন্দে শঙ্করং করুণাময়ম্।
সর্ব্বক্লেশহরং দেবং বৃন্দারণ্যরতিপ্রদম্॥
বৃন্দাবনাবনিপতে জয় সোম সোম
মৌলে সনন্দন-সনাতন-নারদেড্যঃ॥
গোপেশ্বর ব্রজবিলাসিযুগাঙ্ঘ্রি পদ্মে
প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে॥

শ্রীবৃন্দাবনান্তর্গত দ্বাদশ বন

শ্রীবৃন্দাবন-পঞ্চক্রোশীর মধ্যে আবার পৃথক্ ভাগে দ্বাদশটী বন বিরাজিত রহিয়াছে নিম্নে তাহাদের নাম প্রদত্ত হইল—

(১) **অটলবন**—শ্রীবৃন্দাবনের দক্ষিণ ভাগে বিরাজিত। এখানে অটলবিহারী শ্রীকৃষ্ণ ও অটলতীর্থ আছে। ভোজন-লীলায় যাজ্ঞিকবিপ্রপত্নীদিগের অন্ন ভোজন করিবার পর রাম ও কৃষ্ণ এখানে সখা-গণের নিকট যাজ্ঞিকবিপ্রপত্নীগণের সেবা-প্রবৃত্তি কিরূপ 'অটল', তাহা প্রকাশ করেন। (ভাঃ ১০।২৩ অঃ)

(২) **কোবারিবন**—অটলবনের উত্তর-পশ্চিমদিকে বিরাজিত। কালীয়-দমনের পর অর্দ্ধরাত্রি দূরবর্ত্তী স্থানে সুপ্ত ব্রজবাসিগণ কংসের দাবানল হইতে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া 'কো নিবারি?' অর্থাৎ অগ্নিকে নিবারণ করিয়াছেন? বিস্ময় দিয়েন বলিয়া এই বনের নাম 'কোবারিবন' এবং অগ্নিনির্ব্বাপণের স্থান 'দাবানল কুণ্ড' নামে পরিচিত হইয়াছে। (ভাঃ ১০।১৭ অঃ)

(৩) **বিহারবন**—কোবারিবনের পশ্চিম দক্ষিণদিকে অবস্থিত। রাধাকৃষ্ণের বিহার স্থান। এখানে 'রাধাকূপ' নামে একটী কূপ আছে।

(৪) **গোচারণবন**—বিহারবনের পশ্চিম-প্রান্তে পুরাতন যমুনার তটে এই বন শ্রীকৃষ্ণের গোচারণস্থান। এখানে বলদেব ও গৌতমমুনির তপস্যা-স্থান আছে।

(৫) **কালীয়বন**—গোচারণ-বনের উত্তরভাগে অবস্থিত। পুরাতন কদম্ব-বৃক্ষ, যাহা হইতে শ্রীকৃষ্ণ কালীয়দমনার্থ যমুনায় ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন। (ভাঃ ১০।১৬।৬)

(৬) **গোপালবন**—কালীয়বনের উত্তরভাগে বিরাজিত। নন্দ এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলার্থ ব্রাহ্মণগণকে গো দান করিয়াছিলেন। — (ভাঃ ১০।১৭।১৮)

(৭) **নিকুঞ্জবন** বা সেবাকুঞ্জ—গোপালবনের পূর্ব্বোত্তরভাগে অবস্থিত। শ্রীরাধাগোবিন্দের বিহারস্থলী। (ক্রমশঃ)

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

ভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ কৌমুদীর স্নাত ও বিদ্যাবধূর জীবন-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, যাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন, তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটি অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

গাঙ্গীপাবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-প্রণীত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মন্দার। পাঁচটি কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। চাঁদ, ফুল—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পরম নিত্য-আনন্দ-উৎসবের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এন্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এন্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বড়বাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।⁄০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগতগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'দৈববর্ণাশ্রমের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লক্ষণ অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'অসৎসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'ভোগাসক্ত ব্যক্তিগণের প্রাক্তন'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-আনন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বেদদর্শন, শ্রীগৌরতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবামনাবলী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—ভুক্তি ও মুক্তি ভক্তি, সর্ব্বোত্তম শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীমদ্ শঙ্করপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের দশা ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মাহাত্ম্য, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজ-ভক্ত শ্রবণৈকবেদ্য," বর্ণাশ্রম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুচিত্ত শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি নিবেদন', বাস্তব সত্য ও কুতর্ক, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রণালী এই সপ্ত কৌস্তভমণি খচিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৸০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, স্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি বনমালীর কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্তন প্রফেসার, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ২॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দয়ালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত আকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তত্ত্ববিষয়-সহ বস্ত্রে উৎকৃষ্ট বাঁধাই ৩য় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

সূক্তিমল্লিকা (জগদ্গৌরব)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীবাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদে এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ব্যবহারানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে অবৈষ্ণবের মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে চার্ব্বাক, বৌদ্ধ, জৈন, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের উপর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদীয় পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় এবং যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিবরণ সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সদাচারের নির্দ্ধারণ তালিকা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যা প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৷৵০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—নববিধা—আশ্রম—সম্বন্ধ—শুদ্ধভক্তি—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে বোল্ড কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম কার্য্য করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

[illegible]

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ পাঠ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুরই অজানা বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভ

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) বর্জ্জাইস টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৷৵০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা॥

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলানক বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
৩। ভাষ্যযুক্ত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
(চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর
(নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ╱১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা
(৪৪৬ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ╱০
৩০। গীতাবলী ╱০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ╱০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ╱০
৩৪। নবদ্বীপশতক ╱০
৩৫। অর্চ্চনক ╱০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ╱০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ╱১০
৩৮। ভজনকণ ‹১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।╱০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ╱০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী ╱০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ╱০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
৬২। লাইফ্ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ╱০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ য্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ কল্পতরু ╱০
৭২। গীতাবলী ১৲
৭৩। শরণাগতি ╱০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু ╱০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরের পরাবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ১০। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শুদ্ধ-তৎপথ্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ╱০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

কেশরঞ্জন অয়েল (?) ... সর্ব্ববিধ শিরোরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৮ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইন্ট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

আফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বাঙ্গলার সমস্যায় ফজলুল হকের বিবৃতি

প্রকাশ, ১৪ই অক্টোবর মিঃ এ কে ফজলুল হক নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন:—

"লক্ষ্ণৌ সম্মিলন দ্বারা কোন কাজ হইবে কিনা, বলিতে পারি না। তবে এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে, এই সম্মিলনে আমার যোগদান দ্বারা কোন ফল হইবে না। ইহা সকলেই জানেন যে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে সকল দলের এবং সকল মতের মুসলমান নেতাদের মধ্যে কোন প্রকার মতভেদ নাই। যথা:—

(১) বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবের ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমান সদস্যগণের স্থায়ী সংখ্যাধিক্য (২) কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় কম পক্ষে এক তৃতীয়াংশ সদস্যপদ মুসলমানদের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখা এবং (৩) সিন্ধুদেশে স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন।

উপরোক্ত তিনটি বিষয় সম্পর্কে সমস্ত মুসলমান নেতাই একমত। মুসলমানগণের দাবীর মূল কথা ইহাই। সুতরাং এগুলি পরিষ্কার করিয়া সর্ব্বজন সমক্ষে উপস্থিত করিবার নিমিত্ত আর কোন সম্মেলনের দরকার করে না।

"প্রকৃতপক্ষে হিন্দু নেতাদের—বিশেষ ভাবে পাঞ্জাব ও বাঙ্গলার হিন্দু নেতৃবৃন্দের একটি সম্মিলন করাই একান্ত প্রয়োজন। উপরোক্ত দাবীগুলির মধ্যে কতটুকু তাঁহারা মানিয়া লইতে প্রস্তুত, তাহাই জানা দরকার। এরূপ সম্মিলনের দ্বারা হিন্দু পক্ষের বক্তব্য যখন পরিস্ফুট করা হইবে, তখনই উভয় সমাজের নেতাদের সম্মিলিত বৈঠকের প্রয়োজন হইবে। সেই সম্মেলনে সমবেত হইয়া উভয় সমাজের নেতৃবৃন্দ বিচার করিবেন পারস্পরিক আদান প্রদানের নীতিতে উভয় পক্ষকে সুযোগ সুবিধা দিয়া এবং গ্রহণ করিয়া নিরপেক্ষ প্রশ্ন গুলির মীমাংসা কিরূপে হইতে পারে।

"বর্ত্তমানে আমি যেরূপ উপদেশ পাইয়াছি, তাহাতে আমি মনে করি, বাঙ্গলার সমস্যা সমাধান করা প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব। তাই আমার আশঙ্কা হইতেছে, শেষ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা দেশের সমস্যায় আসিয়াই হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের চেষ্টা ব্যর্থ হইবে।

"আমার মতে আপোষ-মীমাংসার জন্য কোন বৈঠক করিতে হইলে, তাহা কলিকাতায় করাই সমীচীন। অধিকন্তু বাঙ্গলার হিন্দুর মতামত খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা দরকার। তাহা না করিলে বৃহৎ [illegible]বলাপ ও অতিশয়

"ব্যক্তিগতভাবে আমি যখন এইরূপ অভিমত পোষণ করি, তখন আমার পক্ষে লক্ষ্ণৌ সম্মিলনে যোগদান করা একান্ত নিরর্থক।"

দস্যুর দুঃসাহস

বাঁকুড়া হইতে প্রকাশ, গত ১২ই অক্টোবর দিবাভাগে কোতুলপুর পোষ্ট আফিসের ডাকহরকরা বিষ্ণুপুর হেড আফিসের ডাকব্যাগ লইয়া যাইতেছিল। সে জয়পুরে পৌঁছিলে তথাকার পোষ্ট আফিসের ডাকহরকরার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। দ্বিতীয় ব্যক্তিও ডাকব্যাগ লইয়া বিষ্ণুপুর যাইতেছিল। ঐ দুইজন ডাকহরকরা জয়পুর ও বিষ্ণুপুরের মধ্যস্থলে আসিবামাত্র হঠাৎ ৪ জন স্বেচ্ছাসেবক বিজ্ঞাপনধারী দস্যু তাহাদিগকে আক্রমণ করে। ডাকহরকরারা দস্যুদের হাত হইতে মুক্ত হইবার জন্য ধস্তাধস্তি করিবার সময় একজন দস্যু পিচকারিতে করিয়া তাহাদিগকে ঔষধের সাহায্যে অজ্ঞান করিয়া ফেলে এবং নিকটস্থ একটী জঙ্গলের মধ্যে টানিয়া লইয়া যায় ও তথা হইতে ডাক ব্যাগ দুটী লইয়া চম্পট দেয়। ডাক হরকরারা ঠিক সময়ে বিষ্ণুপুরে পৌঁছিতে না পারায় পুলিশের সংবাদ দেওয়া হয় এবং পুলিশ অকুস্থলে জয়পুরের ঐ স্থলে উপস্থিত হইয়া জঙ্গলের মধ্যে ডাকহরকরা দুইটীকে জ্ঞানশূন্য অবস্থায় দেখিতে পায়। তাহারা চেতনা লাভ করিলে পর ব্যাপারটী পুলিশের গোচরে আনে। তাহারা ডাকাতদিগকে স্বেচ্ছাসেবকধারীর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। পুলিশ তদন্ত আরম্ভ হইয়াছে। কাহাকেও এ যাবৎ গ্রেপ্তার করা হয় নাই বা ডাক ব্যাগ দুটীও পাওয়া যায় নাই। ব্যাগ দুইটীর মধ্যে টাকা, পার্শ্বেল ও পত্রাদি ছিল।

জাপানী লাটের কীর্ত্তি

ফুকুল প্রদেশের গভর্ণর মিঃ ওতাতেসু এক পরিচারিকাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহার কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য পরিচারিকাকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন ঠিক করিয়াছেন।

পরিচারিকা মিস বেনী কৌমুমীর বয়স একুশ বৎসর। সে গত পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত ওতাতেসু পরিবারে চাকুরী করিতেছিল। এ মাসের মধ্যভাগে বিবাহ হইবে

মিঃ ওতাতেসুর বয়স ৫১ বৎসর, তিনি পূর্ব্বে এক আভিজাত্য পরিবারে বিবাহ করিয়াছিলেন, এক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পত্নি বিয়োগ হয়, তৎপর তিনি বিবাহ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। বর্ত্তমানে তাঁহার সে মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, পত্নীহীন জীবনযাপন করার অসারতা উপলব্ধি করিয়াছেন। তিনি বলেন, "মিস কৌমুমী চরিত্রবতী সাধ্বী নারী। আমি তাঁহাকে শিক্ষা প্রদান করিয়া গভর্ণর পত্নী করিয়া তুলব।"

পাশ্চাত্য মনীষীর কৃষ্ণভক্তি

লাহোর হইতে ১১ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, লাহোরের মিউনিসিপাল বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর শেঠ চিরঞ্জিলালের ভবনে মিঃ এইচ. আর নিকসন গত ১০ই অক্টোবর তারিখে আগমন করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্য ভারতে আসেন এবং লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। কিছুকাল পরে হিন্দু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তিনি অতিশয় কৃষ্ণভক্ত হইয়া পড়েন। অবসর সময়ে সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম এবং কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়া সময় কাটাইতেন। তাঁহার বর্ত্তমান নাম শ্রীযুত কৃষ্ণপ্রেম। গত ১০ই তারিখে সন্ধ্যা বেলায় তিনি দুই ঘন্টাব্যাপী কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। ১১ই অক্টোবর তিনি বৃন্দাবনধাম যাত্রা করিয়াছেন।

অষ্টমবর্ষীয় বালকের মৃত্যু

পাটনার তিন মাইল দূরবর্ত্তী মৈনপুরী নামক গ্রাম হইতে একটী নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবর পাওয়া গিয়াছে। এরূপ প্রকাশ যে, একটী অষ্টমবর্ষীয় বালক তাহার পিতামাতার গৃহ হইতে অন্তর্হিত হয় এবং তিনদিন কোন তদন্ত চলার পর উক্ত গ্রামের কোন এক বাগানের মধ্যে তাহার মৃতদেহ পাওয়া যায়। তাহার শরীরে মূল্যবান গহনাপত্র ছিল; তাহাও নিখোঁজ হয়। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে, কিন্তু এযাবৎ দুর্বৃত্তদের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

ল্যাঙ্কাশায়ারের শ্রমিক বিবাদ

ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের কলের কাটুনী শ্রমিকদের বিবাদ সম্পর্কে আলোচনার সুবিধার জন্য এরূপ স্থির হইয়াছে যে, ১৭ই অক্টোবর তারিখে কলওয়ালাদের যে নোটিশের মিয়াদ শেষ হইবার কথা ছিল, তাহার মিয়াদ ২২শে অক্টোবর পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইতিমধ্যে মালিক ও শ্রমিক উভয় পক্ষই ম্যাঞ্চেষ্টারে এক আপোষ বৈঠকে মিলিত হইতেছেন।

বাঘের হাতে মোটর আরোহী

মিঃ ভি, এন, করান্দিকরের সমভিব্যাহারে পুণার মিঃ পি, এম, মেটা যখন মোটরে কোলাপ হইতে ফিরিতেছিলেন তখন রাস্তার মধ্যে একটি ব্যাঘ্র তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। মোটর চালকের প্রাণপণে মোটর চালান সত্ত্বেও বাঘটি মোটরের হুডের উপর লাফাইয়া পড়ে কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ বাঘটি পড়িয়া যায়। এজন্য তাঁহারা বাঁচিয়া গিয়াছেন।

ডাঃ সৈয়দ মাহমুদ

ডাঃ সৈয়দ মামুদ গত ১১ই অক্টোবর রাত্রিতে লক্ষ্ণৌ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার ১৪ই তারিখে লক্ষ্ণৌ পৌঁছিবার কথা। জাতীয় মুসলিম দলের কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশনে তিনি যোগদান করিবেন।

কারামুক্তি

নদীয়া সর্ব্বাত্রতীদের বিশিষ্ট কর্ম্মী কালিবাস নিবাসী জমীদার শ্রীযুক্ত সুনীল কুমার চক্রবর্ত্তী তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিয়া ১২ই তারিখ মুক্তি পাইয়াছেন।

নানকিংয়ে নৃত্য নিষিদ্ধ

পৃথিবীর মধ্যে এই রাজধানীতেই শুধু নৃত্য নিষিদ্ধ। কিছুদিন পূর্ব্বে এখানে এক হোটেলের কর্তৃপক্ষ এক নাচগৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল এবং নাচগানের ব্যবস্থা করিয়াছিল। অতঃপর একদিন চীনের প্রধান মন্ত্রী ঐ নাচগৃহে গমন করেন। তিনি নাচ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলেন, "এক! রাজধানীতে নাচ। পুরুষ এবং স্ত্রীলোক পরস্পরকে এ প্রকার জড়াজড়ি করিয়া থাকে?" তৎপর দিবসই ঐ নাচ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং মিউনিসিপালিটিকে নৃত্য করিবার জন্য লাইসেন্স প্রদান করায় কৈফিয়ৎ তলব করা হয়। বর্ত্তমানে নানকিংয়ে কোনও প্রকার নাচ হয় না।

কটকে গ্রেপ্তার

১০ই অক্টোবর চৌধুরীবাজারের বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করার অপরাধে শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস, চক্রধর পাত্র, ভাগবত প্রধান, আনন্দ প্রধান ও শ্রীযুক্ত চক্রধর দাস নামক পাঁচ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

টেলি — শ্রীধাম ... Regd No C1544

বিজ্ঞাপনের হার — প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲ প্রতি কলম ৬৲ অর্দ্ধ কলম ৩।০ সিকি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়া প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার — অগ্রিম দেয় বার্ষিক ৯৲ ষাণ্মাষিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸০ মাসিক ১৲ প্রতি সংখ্যা /৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৮৭তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর—২রা কার্ত্তিক বুধবার ১৩৩৯, ১৯ই অক্টোবর ১৯৩২

লাহোরে পণ্ডিত মালব্য

কলহের শোচনীয় পরিণাম

১৫ জন খুন

জাপান ও রুষিয়ার মিতালি

যারবেদায় বড়লাট

কলিকাতায় তিন মন্ত্রীর বৈঠক

ভারতের সঞ্চিত স্বর্ণ

ভারত সরকারের ক্ষমতা

ধলঘাট গুলীর মামলা

ভাগ্যে থাকিলেই কি হয় ?

নানা কথা

লাহোরে পণ্ডিত মালব্য

লাহোর হইতে প্রকাশ, গত ১৫ই অক্টোবর অপরাহ্নে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য রাজা নরেন্দ্রনাথের বাসভবনে শিখ ও হিন্দু নেতাদের সহিত চারিঘণ্টা কাল ধরিয়া আলোচনা করেন। স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী ডাঃ গোকুলচাঁদ নারাং ও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য সকলের নিকট হইতেই এরূপ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন যে, তাঁহারা যে সব বিষয়ে আলোচনা করিবেন কিম্বা যাহা শুনিবেন তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হইবে না। অতঃপর প্রথমে তিনি মুসলমানদের সহিত কিরূপ ধরণের আপোষ রফা হইতে পারে এবং এই প্রকার আপোষ রফা হইতে একরূপ সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। এরূপ প্রকাশ যে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ সহযোগিতার মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের আলোচনা "অত্যন্ত আশাজনক" হইয়াছিল বলিয়া এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধিকে জানাইয়াছেন। যাহা হউক শিখ নেতৃবৃন্দের মনোভাব জ্ঞাত না হওয়া পর্য্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে না। শিখ নেতৃবৃন্দের মতামত জানিবার জন্য পণ্ডিত মালব্যজী আগামীকল্য লায়ালপুর যাইবেন। লায়ালপুর শিখ সম্মিলনীর এক অধিবেশন হইয়াছে। আরও প্রকাশ যে, সোমবার হিন্দু নেতৃবৃন্দের সহিত পুনরায় আলোচনা আরম্ভ হইবে।

১৫ জন খুন ১০ জন জখম

১৫ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, হিসার জেলার অন্তর্গত বুধলাদা গ্রামে হাঙ্গামা সম্পর্কে বিস্তারিত খবর পাওয়া গিয়াছে। এই হাঙ্গামায় শিখগণ কর্ত্তৃক ১৪ জন মুসলমান নিহত ও ১১ জন আহত হয়। একটা গাভীর অপহরণ সম্পর্কেই এই হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়। প্রকাশ যে, গত ৪ঠা কি ৫ই অক্টোবর রাত্রিতে বুধলাদা হইতে ৫ মাইল দূরবর্ত্তী দাটেওয়াস গ্রামের একজন শিখের আসন্ন প্রসবা গাভী অপহরণ করে। বুধলাদা পাতিয়ালা রাজ্যের সীমান্তে উপস্থিত একটি বৃটিশ ভারতীয় গ্রাম। অপহৃত গাভীটিকে বুধলাদায় লইয়া যাওয়া হইলে তত্রত্য কসাইগণ গাভীটিকে জবাই করে। এই সম্পর্কে পুলিশ খবর পাইয়া কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করে। এই সম্পর্কে ৮ই অক্টোবর বুধলাদার গুরুদ্বারে শিখগণ এক সভা করে এবং মুসলমানগণকে যথোপযুক্ত শাস্তি দিবার বিষয় এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১১ই অক্টোবর সন্ধ্যার পর তিনজন শিখ বন্দুকসহ বুধলাদায় উপস্থিত হয় এবং সামনে যাহাকে পায়, তাহাকেই গুলী করে। ফলে তাহারা ৬ জনকে খুন ও ১০ জনকে জখম করে। অতঃপর তাহারা ভালবন্দী রওনা হয় এবং সেখানে ৮ জনকে খুন করে ও ১ জনকে জখম করে। নিহতদের মধ্যে ২ জন স্ত্রীলোক ছিল। আহতদের মধ্যেও ২ জন ছিল। পুলিশ তদন্ত চালাইতেছে।

বোম্বাইতে গুণ্ডা আইন

ইতিপূর্ব্বে বোম্বাই ডকের দুইজন কর্ম্মচারী, হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছে। হাইকোর্টের বিচারে তাহারা খালাস পায়। গুণ্ডা আইনের বলে তাহাদিগকে বোম্বাই প্রদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ডক কর্ম্মচারী সঙ্ঘের গুণ্ডাগণের উপর এই তৃতীয় দফা গুণ্ডা আইন জারি করা হইল।

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, { ৫ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৬, ২রা কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৯শে অক্টোবর ইং ১৯৩২ বুধবার } ১৮৭তম সংখ্যা।

মথুরা-নগরী পরিক্রমা

সংক্ষিপ্ত ডায়েরী

৯ই অক্টোবর (১৯৩২)

এই তারিখে, প্রাতঃ ৬ ঘটিকার সময় পরিক্রমার যাত্রিবৃন্দ বলদেব বিলাস ভবনে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে সমবেত হইলে তিনি সংকীর্ত্তন সেনাপতিরূপে তাঁহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া সর্ব্বপ্রথম সংকীর্ত্তনের বিজয়-বৈজয়ন্তী গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদের অগ্রণী হন। বিপুল সংকীর্ত্তনবাহিনীর সর্ব্বপ্রথম দেবনাগর অক্ষরে অঙ্কিত "শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা"র অলঙ্কৃত সুরম্য পটা-বস্ত্রধারী দুইজন মঠসেবক, তৎপর গবর্ণমেণ্ট পুলিশ ব্যাণ্ড, মধ্যে ও শেষে অন্যান্য ব্যাণ্ড বাদ্য-কারিগণ সমস্ত শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিজয়-যাত্রা তাল-মান-লয়ের সহিত ঘোষণা করেন। বিভিন্ন বর্ণের বহুমূল্য কারুকার্য্যখচিত রেশমী-বস্ত্রমণ্ডিত ও পুষ্পমালা-শোভিত চতুর্দ্দোলায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে আরোহণ করাইয়া, সৌভাগ্যশালী ভক্তবৃন্দ স্কন্ধোপরি বহন করিতে থাকেন। শ্রীগৌরসুন্দরের পশ্চাতে শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টপ্রচারক শ্রীল প্রভুপাদ গমন করেন। ভক্তগণ তাঁহার জন্য একখানি সুসজ্জিত শিবিকা বন্দোবস্ত করিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন। বহুসংখ্যক সংকীর্ত্তনদল অসংখ্য মৃদঙ্গ, করতাল, শঙ্খ, ঘণ্টা প্রভৃতি মাঙ্গলিক যন্ত্রের সুললিত তানের সহিত সুমধুরস্বরে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের অনুগমন করেন। হিন্দীভাষাভিজ্ঞের জন্য সুবৃহৎ পট্টবস্ত্রে খচিত বঙ্গ ও ইংরাজি ভাষায় পরিক্রমার বিজ্ঞাপন ছিল। ভক্তবৃন্দের প্রত্যেকের হস্তে বিজয়-পতাকা সুশোভিত ছিল। সুসজ্জিত অশ্ব সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করিতেছিল।

অস্মদীয় আচার্য্যবর্য্যের শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমা ব্যতীত কোন স্থানে এইরূপ সুশৃঙ্খলিত বিরাট পরিক্রমার বিষয় ইতঃপূর্ব্বে শ্রুত হয় নাই। সঙ্কীর্ত্তন-সম্প্রদায় ও ব্যাণ্ড-পার্টিগণ যখন মথুরা নগরীর চতুর্দ্দিক সঙ্কীর্ত্তনের সহিত শ্রবণ ও কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কিত বিভিন্ন স্থান পরিক্রমা করিতেছিলেন, তখন মথুরাবাসী নর-নারীগণ তাঁহাদের সমস্ত কার্য্য স্থগিত রাখিয়া বৈকুণ্ঠনায়কের বৈকুণ্ঠের এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসেন। মথুরাবাসিগণ একবাক্যে বলেন—এইরূপ দৃশ্য দেখিবার সৌভাগ্য তাঁহারা ইতঃপূর্ব্বে আর লাভ করেন নাই। এইরূপ শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে এত প্রকার বিরাট্ ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা এদেশে এ-নূতন। "যে আচার্য্য-বর্য্যের কৃপায় এই পরিক্রমা ঘটিয়াছে, তিনি জয় যুক্ত হউন" ইত্যাদি বলিতে বলিতে সকলের নিকট আসিয়া আচার্য্য প্রবরের শ্রীচরণে দণ্ডবৎ প্রণাম জ্ঞাপন করিয়া মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া থাকেন।

পরিক্রমা যমুনার কূল ধরিয়া বিশ্রাম-তীর্থে পৌঁছিলে, সকলে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে শ্রীঘাটকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবন্নতি-পূর্ব্বক অবস্থান করেন। তখন প্রভুপাদের আদেশে, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ পরিক্রমার যাত্রী ও অন্যান্য মথুরাবাসী সজ্জনগণের সম্মুখে ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ হইতে বিশ্রান্তি-ঘাটের ও বিশ্রামতীর্থের মহিমা পাঠ করিয়া সরল ও সহজ ভাষায় জলদগম্ভীর-স্বরে সকলকে বুঝাইয়া দেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করিয়া এই স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন বলিয়া এই তীর্থের নাম 'বিশ্রামতীর্থ' হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে ভক্তগণ শ্রীবিশ্রামঘাটে শ্রীবিশ্রামতীর্থের জল মস্তকোপরি ধারণ করেন।

পরিক্রমার শোভাযাত্রা বিশ্রান্তিঘাট হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানে গমন করেন। সেই স্থানটী চতুর্দ্দিক প্রস্তর-প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহাই কংসের কারাগার ছিল। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঐ কারাগারের মধ্যে জন্মলীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সে স্থানে শ্রীমন্দিরের বারান্দায় শ্রীল প্রভুপাদ উপবেশন করিলে, যাত্রিসঙ্ঘ জগমোহনে স্থান গ্রহণ করেন, অনেক যাত্রি স্থানাভাব-বশতঃ পথিপার্শ্বে অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশে শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ ও শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-মাহাত্ম্য কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করেন। তাঁহারা বুঝাইয়া দেন যে কংস বধ বলিতে নির্ব্বিশেষবাদ খণ্ডনকেই বিশেষ উপলক্ষ্য করে। এই নির্ব্বিশেষ-বাদ নিরস্ত হইলে পর জীবের ভাগ্যে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা মাহাত্ম্য উপলব্ধির বিষয় হয়। নবদ্বীপ পরিক্রমার অধিকারী হইতে পারিলে, শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে অধিকারানুযায়ী দ্বাদশ-বনে দ্বাদশ রসের উপলব্ধি করাইবার জন্য ব্যবস্থা করাইয়া থাকেন।

এই স্থান হইতে, পরিক্রমা-সঙ্ঘ, পার্শ্ববর্ত্তী একটী পুষ্করিণীর তীরে গমন করেন। কথিত হয়, শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার পর প্রসূতির বস্ত্রাদি এই পুষ্করিণীতে ধৌত হইয়াছিল। এই পুষ্করিণী দর্শনের পর, নিকটস্থ শ্রীমন্দিরে চতুর্ভুজ কেশব শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন। শ্রীপাদ নেম মহারাজ এই স্থানে আদি-কেশব-মাহাত্ম্য পাঠ ও কীর্ত্তন করেন। তৎপর, পরিক্রমা-সঙ্ঘ বেলা প্রায় ১১ এগার ঘটিকার সময়, বলদেববিলাসে প্রত্যাগত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র সংকীর্ত্তন করিতে থাকেন। ঐই দিবস পরিক্রমার রাস্তা প্রায় ৫॥ সাড়ে পাঁচ মাইল ছিল।

ঐই দিবস সহস্রাধিক পরিক্রমা-যাত্রী ও মথুরাবাসিগণকে দধি, রাবড়ী, পরমান্ন, লাড্ডু, কলাকন্দ প্রভৃতি বিচিত্রতাপূর্ণ প্রচুর মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। যাত্রিগণ মহাপ্রসাদ সেবনকালে উচ্চৈঃস্বরে গুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি প্রদান করিয়া উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন।

১০ই অক্টোবর

এই শ্রীহরিবাসর দিবস যাত্রিগণ শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুসরণ পূর্ব্বক যমুনার চতুর্ব্বিংশতি ঘাটে স্নান করিয়া বেলা প্রায় ১১॥ সাড়ে এগারটার সময় বলদেব বিলাস ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

প্রত্যহই অপরাহ্ণে ও রাত্রে পাঠ কীর্ত্তন প্রভৃতির অনুষ্ঠান হইতেছে।

তাহারে সে বলি ধর্ম্ম কর্ম্ম সদাচার। ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

৫ দামোদর সৃস্তে অনিরুদ্ধ ৪৪৬

শুদ্ধসেবা কি ?

সেব্যের প্রীতিবিধান করার নামই সেবা। সেব্য যদি সেবা গ্রহণ না করেন বা আমাদিগকে সেবা প্রদান না করেন তাহা হইলে আমরা সেবা করিতে পারি না। সেবককে সেবা দান ব্যাপারটী যে সেব্যপ্রভুর সম্পূর্ণ করায়ত্ত এ কথা বোধ হয় আমরা প্রত্যেকেই কিছু কিছু অনুভব করিতে পারি। সেব্যের যে রূপে প্রীতি বিধান হয় তাহা সেব্য স্বয়ং জানেন আর জানেন সেব্যের প্রীতিবিধানে সর্বক্ষণ রত যাঁহারা সেব্যেন্দ্রিয় তর্পণই যাঁহাদের ধ্যান, সেই সেব্য প্রভুর প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম অন্তরঙ্গ পার্ষদগণই।

আমরা নিজ জীবনেই দেখিতে পাই পিপাসার্ত্ত আমাকে কেহ পানীয় ব্যতীত নানাবিধ বস্তু বা সুগন্ধি দ্রব্য, সুমধুর বাক্য বা পরমোপাদেয় ভোজ্যাদি দানে তৃপ্ত করিতে পারে না, যতক্ষণ আমি আমার তৃষ্ণেচ্ছা আমার অনুগত ব্যক্তিগণের নিকট প্রকাশ না করি। কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায়, তৃষ্ণার্ত্ত আমার সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলেও পানীয় ব্যতীত তাহার ভোজ্যদানরূপ সমস্ত চেষ্টা পণ্ডশ্রম হয় মাত্র। ইহাতেই আমাদের সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করা উচিৎ যে, সেবা-প্রাপ্তি নির্ভর করে শুধু আমার সেব্যের ইচ্ছার উপরে। আমরা এই বিষয়টী হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থতা প্রযুক্ত সেব্যের আনুগত্য বা অনুমোদনের অপেক্ষা না রাখিয়া স্বাস্থ্যাদ দর্শনে নিজে নিজেই সেবা করিবার জন্য প্রমত্ত হইলে আমরা সেব্যের প্রীতিবিধান বা সেবা লাভ করিতে পারি না বা আমাদের যাবতীয় স্বতন্ত্র চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

যে ভগবানকে আমরা দেখিতে পাই না তাঁহার সেবা করা বদ্ধজীব আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব, এমতাবস্থায় সেবা-লাভের একমাত্র উপায়—ভগবদ্ভক্তের আশ্রয় গ্রহণ, তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাদের সেবা করা। এই উপদেশটী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণসেবালাভের একমাত্র উপায় 'বৈষ্ণব-সেবা' নিজ জীবনে আচরণ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন ও বলিয়াছেন, 'ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা'।

এই বাণী অবলম্বনে আমরা অনেকেই সংসারটীকে ত্যাগ করিয়া গুরুগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক অনেক পরিশ্রম করিয়া ভজন সাধন করিতেছি, গুরুবৈষ্ণব সেবা করিতেছি কিন্তু বহু আয়াসেও কোন সুফল উদয় হইতেছে না। বিশুদ্ধ ভজন (সেবা) না হওয়াই অর্থাৎ গুরুবৈষ্ণবের সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার না করতঃ নিজের স্বতন্ত্রতাবলম্বনেই আমাদের যত অসুবিধা—যত অমঙ্গল বা অনর্থোদ্গম। সেবার স্বরূপ বিচার ঠিক থাকিলেই, সেবা-প্রদান সেব্যের করায়ত্ত্ব এই বাস্তব সত্য কথাটী কণ্ঠভূষণ করিতে পারিলেই সেবকের কোন অসুবিধা হয় না—সেবায় বাধা আসে না। যে মুহূর্ত্তে আমি 'বৈষ্ণবদাস' ও আমার কৃত্য বৈষ্ণবের আদেশ পালন এইটী বিস্মৃত হই সেই মুহূর্ত্তেই মায়াদেবী সেবায় (?) পসরা লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়া লক্ষ লক্ষ নাম (?) করিতে, কখনও মনোমত সেবা বাছিয়া লইতে বা সেবার ভালমন্দ বিচাররূপ গুচ্ছের সাধু-গুরু-আজ্ঞা-ত্যাগের প্রবৃত্তির উদয় করায়। আত্ম-প্রতারক বঞ্চক আমরা—অস্থিরচিত্ত আমরা, নিজ সুখের জন্য ব্যস্ত আমরা, আমাদের একমাত্র সুখ যে শুদ্ধ বৈষ্ণব-সেবাতে, তাঁহাদের আজ্ঞা পালনেতে সেইটী পরিহার পূর্ব্বক আরোহপন্থা অবলম্বন করিও সেবা-বঞ্চিত হইয়া অমঙ্গলের আবাহন করি। অতএব এসব অসদিচ্ছা-গুলি বিচার করিয়া পরিত্যাগ করা ভজন প্রয়াসীর আবশ্যক।

বিশুদ্ধরূপে ভজন করিলেই শুদ্ধভক্তি লাভ হয় এবং শুদ্ধাভক্তির ফলেই ভগবানের চরণ লাভ হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ভগবৎ-প্রাপ্তি ঘটে না। এই জন্যই শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

শ্রীকৃষ্ণসেবন ব্যতীত অন্য অভিলাষশূন্য হইয়া এবং কর্ম্মাদির প্রতি স্বাধীন চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা অনুকূল-ভাবে কৃষ্ণানুশীলনই শুদ্ধা ভক্তি। জ্ঞান ও কর্ম্ম যখন ভক্তির অনুগত হয়, তখন তাহার কোন দোষ থাকে না, কিন্তু তাহাদের প্রতি স্বাধীন চেষ্টা থাকিলে তাহা ভক্তিবিরোধী হইয়া পড়ে। তাই শাস্ত্র বলেছেন,

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন
বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা
বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥

ধাম-প্রসঙ্গ

শ্রীবৃন্দাবনান্তর্গত দ্বাদশ বন

(২)

(৮) নিধুবন—নিকুঞ্জবনের উত্তর ভাগে অবস্থিত। ইহা শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্য অপ্রাকৃত বিলাস-ক্রীড়ার স্থান।

(৯) রাধাবন বা রাধাবাগ—শ্রীবৃন্দাবনের পূর্ব্বোত্তরভাগে যমুনার তটে বিরাজিত।

(১০) ঝুলনবন—রাধাবাগের দক্ষিণে বিরাজমান। এস্থান শ্রীরাধা-গোবিন্দের ঝুলন লীলা-স্থলী।

(১১) গহ্বরবন—ঝুলনবনের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। দানলীলার স্থান-বিশেষ।

(১২) পপারবন—গহ্বরবনের দক্ষিণ-ভাগে বিরাজিত। এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ গোপী-গণকে বস্ত্রহীন রাধা দর্শন করাইয়াছিলেন।

বৃন্দাবনের তিনটী বট

(১) বংশীবট—বৃন্দাবনের পূর্ব্বে যমুনার তীরে অবস্থিত। রাসলীলার রাত্রিতে এই বটবৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ বংশীরবে গোপিকাগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। প্রবাদ, মধুপণ্ডিত এখানে গোপীনাথ-মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন।

(২) অদ্বৈতবট—মদনমোহনের পুরাতন মন্দিরের পূর্ব্বভাগে প্রাচীন যমুনার তীরে অবস্থিত। কথিত হয় যে, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু এইস্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন।

(৩) শৃঙ্গারবট—অপর নাম 'নিত্যানন্দবট'। যমুনার তীরে অবস্থিত। এই-স্থানে শ্রীকৃষ্ণ নানাপ্রকার শৃঙ্গারের দ্বারা সুবলাদি সখাগণের উল্লাস বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর উপবেশন-স্থান।

বহু শাস্ত্রবচন অভ্যাস, বহু ধীশক্তি, বহু শাস্ত্রবিচার, বহু পাণ্ডিত্য এই সকল দ্বারা কেহ অখিলাত্মা ভগবানকে লাভ করিতে পারেন না। যাঁহারা ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকেই স্বীয় প্রভু বলিয়া বরণ করেন, ভগবান্‌ও তাঁহাদিগের নিকট আত্মবিক্রয় করেন—কেবল শাস্ত্র পড়িয়া বা সিদ্ধান্ত শুনিয়া কেহ ভগবৎ-প্রসাদ লাভ করিতে সক্ষম হয় না।

ভজনকালে দুইটী অবস্থা আছে; অনর্থ-যুক্তাবস্থা এবং অনর্থমুক্তাবস্থা। যতদিন ভজনে অনর্থনাশ না হয়, ততদিন ভজন ন্যূনাধিক অশুদ্ধ থাকে। সাধুসঙ্গে ভজন করিতে করিতে সাধুকৃপায় অনর্থ বিগত হইলে ভজন বিশুদ্ধ হয়।

দুইটী পুলিন

(১) যমুনা-পুলিন—রাধাবাগের পূর্ব্বাভিমুখে যমুনার দুই ধারার মধ্যস্থ স্থান।

(২) রাস-পুলিন—ধীরসমীর ও রাধাবাগের মধ্যে অবস্থিত।

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীবিগ্রহ

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু "এই তিন ঠাকুর গৌড়ীয়ের করিয়াছেন আত্মসাৎ" (চৈঃ চঃ আদি ১।১৯) বলিয়া যাঁহার বন্দনা করিয়াছেন, সেই সম্বন্ধাধিদেবতা শ্রীমদনমোহন, অভিধেয়াধিদেবতা শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীপ্রয়োজনাধিদেবতা শ্রীগোপীনাথ শ্রীধাম-বৃন্দাবনে অধিষ্ঠিত।

১। শ্রীমদনমোহন—শ্রীল সনাতন গোস্বামি প্রভুর সেব্যবিগ্রহ শ্রীমদন-মোহনের পুরাতন মন্দির আদিত্যটীলার উপর সংস্থাপিত। আওরংজেবের সময় শ্রীসনাতন প্রভুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীমদনমোহন-দেব প্রথমে জয়পুরে যান, তথা হইতে জয়পুরপতি তাঁহার আত্মীয় করৌলির রাজাকে সেই শ্রীমূর্ত্তি সেবার জন্য প্রদান করেন। এখন করৌলিতেই সেই শ্রীমূর্ত্তি আছেন।

২। শ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভুর সেব্যবিগ্রহ। পুরাতন-মন্দিরের সংলগ্ন শ্রীগমটীলা বা যোগপীঠ হইতে প্রকটিত। মথুরা হইতে যে প্রশস্ত রাজপথ বৃন্দাবনে আসিয়াছে, তাহার পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত। মানসিংহ শ্রীগোবিন্দদেবের কারুকার্য্যশোভিত মন্দির নির্ম্মাণ করেন। আওরঙ্গজেবের সময় শ্রীবিগ্রহ জয়পুরে নীত হন এবং তথায়ই শ্রীগোবিন্দদেব পূজিত হইতেছেন।

৩। শ্রীগোপীনাথ—শ্রীমধুপণ্ডিতের সেব্যবিগ্রহ। ভক্তিরত্নাকর, ২য় তরঙ্গ হইতে জানা যায়, শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য বংশীবটের সন্নিকটস্থ যমুনাপুলিনে গোপী-নাথবিগ্রহ আবিষ্কার করিয়া মধুপণ্ডিতকে সেবার অধিকারী করেন। প্রথমে বংশী-বটের নিকটে শ্রীগোপীনাথ স্থাপিত ছিলেন, পরে আকবরের একজন মনসবদার রায় রায়সিংহ গোপীনাথের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। আওরঙ্গজেবের উপদ্রব-কালে শ্রীগোপীনাথ জয়পুরে স্থানান্তরিত হইয়াছেন।

শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীগোপী-নাথ—প্রত্যেক মন্দিরেই বর্ত্তমানে প্রতিভূ-শ্রীবিগ্রহ পরবর্ত্তিকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজিত আছেন। শ্রীগোপীনাথের বর্ত্তমান মন্দিরে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীবিগ্রহ আছেন। শ্রীমতীর সহিত শ্রীগোপীনাথের একত্রাবস্থান-হেতু অভিন্নবলদেব শ্রীনিত্যা-নন্দের মূর্ত্তি আর এখানে পৃথগ্‌ভাবে নাই।

অপূর্ব্ব [illegible]। সুবর্ণ সুযোগ!!

ভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য ওঁ বিষ্ণুপাদ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়াকস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মোদ্গার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

[illegible]ন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত দশের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

[illegible]পূর্ব্ব সুযো[illegible]

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৶০

পারমার্থিক জগতে অভিনব অবদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সব পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এ পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়' 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'ঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'বিরসক্তি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত' 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ' 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ' 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়' 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘনে অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', ''জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্চকে। ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজনপথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—''অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য,'' অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিবর্ত্তনিবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', নৈষ্কর্ম্ম্যতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৷৶০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড** শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, স্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। যাজ্ঞবিরাজ্যাকের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানা বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালাদের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিশদ পুস্তকাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বক্স-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এক নবপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধুর ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবকৃত শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রাথমিক শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ধাম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে বোল্ড কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-খানি পাঠ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। অমৃত পূর্ণ সর্ব্বশাস্ত্রসার এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামি প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের এরূপ প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা॥

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালা অক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
৩। ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৷০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
(চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৫৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৷৷০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷০
২২। ভক্তিরত্নাকর
(নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা
(৪৪৬ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণা ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। ভজনকণা ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (অবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৷০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাধ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৵০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল য়্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (বৃহৎ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ কল্পতরু ৴০
৭২। গীতাবলী ১৲
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার হরিকথার মুখপত্র। নিখিল বঙ্গভাষার একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ৷৷০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষার একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও সদ্গুরু-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গল পাচন

মফঃস্বলের সুবিধায় জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় কোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্ক্স্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতায় তিন মন্ত্রীর বৈঠক

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের দপ্তর এখনও দার্জ্জিলিং হইতে কলিকাতায় আসে নাই। এই সময়ে অকস্মাৎ বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের তিনমন্ত্রী কলিকাতার আসিয়া মিলিত হইয়াছেন। ইহাতে বড়যন্ত্রমের একটা রাজনৈতিক পরিণতির গন্ধ পাইয়া কোনও সংবাদ সহযোগী সুদীর্ঘ গবেষণা করিয়াছেন।

অন্যতম মন্ত্রী মিঃ ফারোকী সিলেটে গিয়াছিলেন। বিগত ১৩ই অক্টোবর তাঁরবেশে তিনি কলিকাতায় পৌছিয়াছেন। অন্ত রবিবার প্রাতে দার্জ্জিলিং মেলে অপর দুই মন্ত্রী মিঃ নাজিমউদ্দীন এবং মিঃ বিজয়প্রসাদ সিং রায়ও কলিকাতায় পৌঁছিবেন। ইহারা নাকি নিজেদের মধ্যে এক বৈঠক করিবেন। ইহাও প্রকাশ যে, কয়েকজন বে-সরকারী নেতার সঙ্গে পরামর্শ করিবার অভিপ্রায়েই এ সময়ে কলিকাতায় মন্ত্রীদের বৈঠকের আয়োজন করা হইয়াছে।

সংবাদ সহযোগীর মতে, গোল টেবিল বৈঠকের প্রতিনিধি মনোনয়ন লইয়া গোল বাধিয়াছে। এ বিষয়ে নাকি ভারত সরকার এবং বাঙ্গলা সরকার একমত হইতে পারেন নাই। বাঙ্গলা দেশ হইতে একজন মাত্র প্রতিনিধি লওয়া হইবে। তিনি কি হিন্দু হইবেন, না মুসলমান হইবেন, তাহাই স্থির হয় নাই।

মুসলমানদের মধ্যে মিঃ গজনভী এবং খাঁ বাহাদুর আজিজুল হকের নাম উঠিয়াছে। এই দুইজনের মধ্যে একজনই সম্ভবতঃ বাঙ্গলার প্রতিনিধি হইবেন। কিন্তু স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র নাকি বলিয়াছেন, এবার মিঃ বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়কে পাঠান আবশ্যক। তাহাতে মুসলমানগণের আপত্তি থাকিতে পারে। অধিকন্তু আইনগত অসুবিধাও আছে। মন্ত্রীরা নাকি দীর্ঘ দিন বিদায় লইতে পারেন না। এই অবস্থায় মিঃ বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়কে যদি পাঠাইতে হয়, তবে মন্ত্রীপদে তাঁহার ইস্তফা দেওয়া দরকার। তিনি কি গোল টেবিলে যাইবার সম্মান লাভের পরিবর্ত্তে মন্ত্রীপদ পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইবেন, এইরূপ প্রশ্নও উত্থাপিত হইয়াছে।

ভারতের সঞ্চিত স্বর্ণ

লণ্ডন হইতে ১৪ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ ইউরোপ ও আমেরিকার অর্থনীতিবিদ্‌গণের অভিমত এই যে জগতের বর্ত্তমান আর্থিক দুর্গতি দূর করিবার জন্য ভারতের স্বর্ণ বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছে।

অর্থনীতিবিদ্‌গণ বলেন, বহু বৎসর পর্য্যন্ত ভারতে স্বর্ণ জমা হইয়া রহিয়াছিল তাই বর্ত্তমান সময়ে জগতের আর্থিক সমস্যা মীমাংসা করিবার পক্ষে সাহায্য করিয়াছে। এই স্বর্ণ মূলধন হিসাবে নিয়োজিত হইয়া জগতের ব্যবসায় বাণিজ্য ক্রমশঃ উন্নতির দিকে পরিচালিত হইতেছে। যুক্তরাজ্যের অর্থনীতি সম্বন্ধে একখানি কাগজ বলিয়াছে যে, বিগত ৩১শে আগষ্ট যে দশ মাস শেষ হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে ভারত ৫০,২০০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ দিয়াছে এবং আমেরিকাতে ৩,২০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ প্রেরণ করিয়াছে। আমেরিকার অর্থনীতিবিদ মহলের বিশ্বাস যে, শীঘ্রই ভারতের প্রেরিত স্বর্ণ আমেরিকাতে পৌঁছিবে।

ভারত হইতে যদি বৎসরে ৬০,০০০,০০০ পাউণ্ড স্বর্ণ আসিতে থাকে, তবে, কি পরিমাণ স্বর্ণ দেশে জমা আছে এ সম্বন্ধে অর্থনীতিবিদগণ নিশ্চিত প্রকাশ করেন, কেহ কেহ মনে করেন যে, ভারতে আরও ২০ কোটি পাউণ্ড স্বর্ণ জমা আছে, কিন্তু অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনিক পরিমাণ আছে, বলিয়া মনে করেন না। কত স্বর্ণ ভারতে জমা আছে কেহ তাহার সঠিক সংখ্যা এখনও দিতে পারেন নাই। তবে নিউইয়র্কের একজন বিশেষজ্ঞ অনুমান করেন যে জগতের ২,২০০,০ পাউণ্ড স্বর্ণের ভারতে ৩০০,০০০ পাউণ্ড স্বর্ণ জমা আছে।

ভারত সরকারের ক্ষমতা

১৪ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, ১৯০২ সালের "ইণ্ডিয়ান অর্ডার" দ্বারা প্রাপ্ত ক্ষমতা বলে এবং অন্যান্য আইনগত ক্ষমতার বলে সপারিষদ গবর্ণর জেনারেল, মধ্য প্রদেশের গবর্ণমেণ্টকে এই ক্ষমতা দিয়াছেন যে, ১৯৩২ সালের স্পেশাল পাওয়ার্স অর্ডিন্যান্সের যে সমস্ত বিধান বেরারে প্রচলিত আছে, তাহার অতিরিক্ত বিধানও মধ্য প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট তথায় জারী করিতে পারেন, কিম্বা যে সকল বিধান প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে কোন কোনটি প্রত্যাহার করিতে পারেন।

বুলগেরিয়ায় কমিউনিষ্ট জাগরণ

গ্রীকো-বুলগেরিয়ান সীমান্ত হইতে এক সংবাদে প্রকাশ, দক্ষিণ বুলগেরিয়ার কমিউনিষ্টদল খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সম্প্রতি কয়েক বৎসরের মধ্যেই বুলগেরিয়ার কমিউনিষ্টরা খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। অতি অল্প কাল মধ্যে তাহারা এত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে যে, প্রতিনিধি পরিষদে (হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস্) ২৭৬ জন সভ্যের মধ্যে সাম্যবাদীরা ৩১টী পদলাভে সমর্থ হইয়াছেন।

কলহের শোচনীয় পরিণাম

গত শুক্রবার রাত্রিতে মেট্রোতে ওয়াহিয়া নামক জনৈক লোককে ছোরা-দ্বারা আঘাত করিবার অভিযোগে বক্তারা পুলিশ শেখবাবু নামক জনৈক লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এরূপ প্রকাশ যে, আসামী ও ফরিয়াদীর মধ্যে বহুকাল যাবৎ ঝগড়া বিবাদ চলিতে ছিল। ঘটনার দিন রাত্রিতে আসামীর সহিত ওয়াহিয়ার মেট্রোতে সাক্ষাৎ হইলে পরস্পর পুনরায় কলহে প্রবৃত্ত হয়। ঐ সময় আসামী ওয়াহিয়াকে ছোরাধারা আঘাত করিলে গুরুতররূপে জখম করে বলিয়া প্রকাশ। তদন্ত চলিতেছে।

ভাগ্যে থাকিলেই কি হয়?

জুতা তৈয়ারী ব্যবসায়ের দুইজন অংশীদারের ভাগ্য হঠাৎ উদয় হইবার সঙ্গে সঙ্গে নিরাশ হবার এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

আইরিশ সুইপে ঐ দুই ব্যবসায়ী ১৫ হাজার পাউণ্ড পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কর্তৃপক্ষ দেশের জন্য ঐ টাকার শতকরা ২৫ ভাগ দাবী করিয়াছেন।

যদিও সুইপে প্রাপ্ত অর্থ হইতে ট্যাক্স হিসাবে টাকা আদায় করার কথা ফরাসী আইনে উল্লেখ নাই, তত্রাপি কর্তৃপক্ষ বলেন যে, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির উপর তাঁহারা কর ধার্য্য করেন এবং তদনুসারেই তাঁহারা আইরিশ সুইপে প্রাপ্ত ঐ টাকার উপর শতকরা ২৫ ভাগ আদায় করিতেছেন

বোম্বাইয়ে বড়লাট

গত ১৪ই অক্টোবর বৈকাল ৫-২৩ মিনিটের সময় সপারিষদ বড়লাট ও লেডী উইলিংডন বোম্বেতে উড়ো জাহাজের আড্ডায় অবতরণ করিয়াছেন। সপারিষদ বোম্বাই গভর্ণর তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন।

পূর্ব্বে স্থির ছিল যে, বড়লাট ও লেডী উইলিংডন রবিবার দিবস বোম্বে পরিত্যাগ করিবেন; কিন্তু এখন তাঁহারা তাঁহাদের ভ্রমণের সময় বাড়াইয়া দিয়াছেন। তাঁহারা সোমবার দিবস বোম্বে ত্যাগ করিবেন স্থির হইয়াছিল।

[illegible] বিপুল সম্বর্দ্ধনা

৭ই অক্টোবর লাহোরে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য হিন্দু মুসলমান ও শিখ সমস্যা সম্পর্কে লাহোর পৌঁছিয়াছেন। তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য ষ্টেশনে বিপুল জনতা উপস্থিত ছিলেন।

জাপান ও রুশিয়ার মিতালি

সোভিয়েট রুশিয়া তাঁহাদের পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যসমূহের সহিত অনাক্রমণমূলক যে সমস্ত চুক্তি করিতেছেন, তাহার ফলে তাঁহারা কি জাপানের 'কর্তৃত্বে পুতুলিকা' মাঞ্চুকুও রাষ্ট্রকে স্বীকার করিয়া লইবেন? —এই প্রশ্ন রাজনৈতিক মহলে কিছুকাল যাবৎ আলোচিত হইতেছে। রুশিয়াস্থিত জাপানের রাজদূত মিঃ কোকি হিরোতো টোকিওতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে এখানে পৌঁছিয়াছেন এবং তাঁহার কথাবার্ত্তার ফলে উপরোক্ত প্রশ্ন বিশেষভাবে আলোচিত হইতেছে।

সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট মিঃ কোকি হিরোতো এই বিশ্বাস প্রকাশ করেন যে, রুশিয়া জাপানের প্রতি বন্ধুতা স্থাপন।

বিশ্বাসযোগ্য কর্তৃপক্ষীয় মহল হইতে এরূপ জানা গিয়াছে যে, জাপান শীঘ্রই রুশিয়ার সহিত অনাক্রমণমূলক সন্ধিচুক্তির জন্য প্রস্তাব করিবেন এবং সোভিয়েট কর্ত্তৃক মাঞ্চুকুও রাষ্ট্রকে স্বীকার করিয়া যাইবার প্রাথমিক পন্থা বলিয়া এই প্রস্তাবকে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। মিঃ হিরোতো এতৎসম্পর্কেই টোকিওতে যাইতেছেন।

জাপানের সহিত রুশিয়ার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে একমাত্র লুথুয়ানিয়া ব্যতীত প্রায় সমস্ত প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহিতই সোভিয়েটদিগের বন্ধুতা স্থাপিত হইবে।

ধলঘাট গুলীর মামলা

চট্টগ্রাম হইতে ১৫ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, ধলঘাট গুলীর মামলার সম্পর্কে স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে আটজন লোকের নামে ষড়যন্ত্র এবং ফেরারী আসামীদিগকে আশ্রয়দানের অভিযোগে যে মামলা চলিতেছে, তাহার আর একদফা শুনানী উঠে। গত ১৫ই অক্টোবরের আসামী পক্ষে ৮ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হয় এবং জেরা হয়। আগামী সোমবার এই মামলার সওয়াল জবাব আরম্ভ হইবে এবং আগামী সপ্তাহের প্রথম ভাগে মামলার বিচার শেষ হইবে বলিয়া মনে হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, { ৬ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৬. ৩রা কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৩৯. ২০শে অক্টোবর ইং ১৯৩২ বৃহস্পতিবার } ১৮৮তম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

সংক্ষিপ্ত ডায়েরী

পাশ্চাত্য-পর্য্যটকের আগমন

— —

পরিক্রমার তৃতীয় দিবস

১১।১০।৩২ তারিখের দ্বিপ্রহর ২ ঘটিকার সময় মথুরা 'বলদেওবিলাস' ভবন হইতে বাহির হইয়া মধুবন যাইবার জন্য সমস্ত যাত্রিগণ প্রস্তুত হইয়া রাস্তার উপর দণ্ডায়মান, এমন সময় হঠাৎ একজন বিদেশীয় ভ্রমণকারী (Ducth Tourist) একজন খৃষ্টিয়ান মিসনারী স্ত্রীলোকসহ শ্রীল প্রভুপাদের মথুরা-আগমনের সংবাদ শ্রবণ করিয়া দর্শনাভিলাষে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হ'ন। শ্রীল প্রভুপাদ ভিতরে ছিলেন। ইতোমধ্যে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ, ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ উক্ত পর্য্যটক Mr. Posএর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে থাকেন।

Mr. Pos বলিলেন যে, তিনি Hollandএর Reformed Soceityর অনুগত, উপস্থিত যাভা হইতে ভারত ভ্রমণে আসিয়াছেন। বাহ্যিক এবং জড়জগতের ক্রিয়াকলাপ দর্শন করা তাঁহার উদ্দেশ্য নয়, তিনি ভারতবর্ষের দার্শনিক চিন্তাস্রোতের পরিণাম ও গঠন-প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য পর্য্যটক হিসাবে আগমন করিয়াছেন। এখানে তিনি বর্ত্তমান Gaudiya Math এর Movement সম্বন্ধে স্বল্প কথায় জানিতে চাহিলে শ্রীমদ্ বন মহারাজ তাহার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া বলিলেন, এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা হইলে তিনি পশ্চাৎ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে যাইয়া সবিশেষে অবগত হইতে পারেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্য

সংক্ষেপে বন মহারাজ Mr. Posকে বলেন যে, শ্রীগৌড়ীয় মঠের Movement এর উদ্দেশ্য জীবের দেহ বা মনকে কেন্দ্র করিয়া নহে। অর্থাৎ গৌড়ীয় মঠের চিন্তাস্রোত কোন প্রাকৃত ব্যাপারে আবদ্ধ নহে অথবা উহা কোন খণ্ড কাল বা পাত্রের দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। অপ্রাকৃত জগতের অপ্রাকৃত প্রেম (Transcendental Love) এর কথা প্রচার করাই গৌড়ীয় মঠের লক্ষীভূত বস্তু। অণুচৈতন্য জীবের সহিত বৃহৎচৈতন্য বিভু-বস্তুর (Absolute Truthর সহিত সম্বন্ধ কি, অভিধেয়ই বা কি এবং প্রয়োজনই বা কি তাহা জানাইয়া দিয়া জীবকে নিত্যানন্দের অধিকারী করিয়া দেওয়ার জন্যই গৌড়ীয় মঠের যাবতীয় চেষ্টা। জীবের স্বরূপ কি, তাহার কর্ত্তব্যই বা কি, এ সম্বন্ধে সামান্যভাবে শ্রীপাদ বন মহারাজ তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন।

শ্রীল প্রভুপাদ সকাশে

ইত্যবসরে শ্রীল প্রভুপাদ বাহিরে আসিলে তাঁহার সহিতও দুই এক কথা হয়। উপস্থিত ক্ষেত্রে সময় না থাকায় শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সহিত অধিকক্ষণ কালক্ষেপণ করিতে পারিলেন না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে তাঁহাকে শ্রীগৌড়ীয়মঠে সাক্ষাৎ করিবার জন্য বলিলে Mr. Pos তাঁহাকে আনন্দসহকারে সম্মতি প্রদান করিয়া যাইবার উপক্রম করিলে শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেক্রেটারী শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ তাঁহাকে শ্রীল প্রভুপাদের প্রদত্ত বক্তৃতা সম্বন্ধীয় "Vedanta" ও "Relative worlds" নামক দুইখানি পুস্তক প্রদান করিয়া তাহা অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করেন।

সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের তত্ত্ব কাহার নিকট প্রাপ্তব্য

Mr. Pos চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে শ্রীপাদ বন মহারাজ তাঁহাকে বলেন Hinduism সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত তিনি (Mr. Pos) যাহা লোকমুখে শ্রবণ করিয়া থাকিবেন, তাহা প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্ম হইতে বহু যোজন দূরে অবস্থিত। যদি প্রকৃত সনাতন (হিন্দু) ধর্ম্মের বিষয় তাঁহার শ্রবণ পিপাসা থাকে, তাহা হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক সে বিষয় পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের নিকট হইতে যথাযথ শ্রবণ করিলে সমূহ আলোক পাইতে পারেন, নচেৎ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের চাকচিক্য তাঁহার চক্ষু কর্ণ ঝলসিত করিয়া দিবে এবং তিনি একটী বিকৃত ধারণা লইয়া দেশে প্রত্যাগত হইবেন।

মধুবন পরিক্রমা

পরিক্রমা বেলা ২॥ ঘটিকার সময় শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ, শ্রীল প্রভুপাদ ও ত্রিদণ্ডি মহারাজগণকে অগ্রণী করিয়া সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ মথুরা বলদেও বিলাস ভবন হইতে মধুবন পরিক্রমার জন্য বাহির হয়েন। ইহার পূর্ব্ব দিবস প্রায় ১০০ একশত তাঁবু (Tents) মথুরা হইতে মধুবনে প্রেরিত হইয়াছিল এবং তথায় পানীয় জল ও যাত্রিগণের প্রসাদের ব্যবস্থার জন্য সমুদয় প্রসাদ প্রেরিত হইয়াছিল। সেইদিন প্রাতঃকাল হইতে যাত্রিগণের বিছানা সুটকেস্ প্রভৃতি ভাণ্ডারের আসবাবপত্র ৭০।৮০ খানা গাড়ী বোঝাই হইয়া যাত্রিগণের সহিত রওনা হয়। পানীয় জলের বন্দোবস্ত সঙ্গে সঙ্গে ছিল। প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপে তাপিত হইয়া যাত্রিগণের যাহাতে অত্যধিক কষ্ট না হয় তজ্জন্য পরদুঃখদুঃখী শ্রীল প্রভুপাদ পূর্ব্বাহ্নেই তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। আচার্য্যাত্রিক মঠরক্ষক প্রভুর তত্ত্বাবধানে কোন প্রকার অনুষ্ঠানের অভাব দেখা যায় নাই।

পরিক্রমাসঙ্ঘ নির্দ্দিষ্ট সময়ে বহির্গত হইয়া মধুবন গমনপথে 'ধ্রুবটীলা' দর্শন করেন এবং উহা পরিক্রমা করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক তথা হইতে মধুবনাভিমুখে গমন করেন। যাত্রিগণ যখন মধুবনের ভিতর দিয়া গমন করিতে থাকেন তখন সেই বনের বৃক্ষ সমূহের সুমিষ্ট পুষ্প গন্ধে সকলে আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া উঠেন। জগতে কৃত্রিম সুগন্ধিজাত দ্রব্যের অভাব নাই; কিন্তু সেই সমস্ত গন্ধ ও মধুবনের পুষ্প গন্ধের মধ্যে পার্থক্য এই যে, একটী আত্মেন্দ্রিয়-তোষণমূলে জড়োদ্ভূত সঙ্কুলের

উত্তেজক, কিন্তু অপরটী প্রাকৃতেন্দ্রিয়ের উত্তেজক না হইয়া উহা কৃষ্ণস্মৃতির উদ্দীপক। মধুবনের সুগন্ধ প্রাকৃত জগতের গন্ধ নহে, উহা যেন কোন এক অপ্রাকৃত গন্ধ বিশেষ। মধুবন অতিক্রম করিয়া পরিক্রমা মধুবনের বিস্তৃত সমতল ভূমিতে যে সমস্ত তাঁবু খাটান হইয়াছিল তথায় সন্ধ্যার পূর্ব্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগের তাঁবু পৃথক্ ভাবে খাটান হইয়াছিল। ইহাতে অনুসন্ধান আফিস, মেডিক্যাল ক্যাম্প, ভলান্টিয়ারদিগের ক্যাম্প ভাণ্ডার আলোকের জন্য ক্যাম্প, এক ও প্রকাণ্ড ২টী সামিয়ানা (যেখায় যাত্রিগণ বসিয়া পাঠ বক্তৃতা শুনিতে পারেন) খাটান হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদ অগ্রেই আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। যাত্রিগণ উপস্থিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদকে দণ্ডবৎ করিয়া সামিয়ানার নীচে আসন গ্রহণ করিলে পরে, ব্রহ্মচারিগণ পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগকে তাঁহাদের বিছানা ও বাক্সাদি গাড়ী হইতে নামাইয়া বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ তাঁবু (allot) বন্দোবস্ত করিয়া দেন। বিশ্রামান্তর সন্ধ্যারাত্রিকের পর যাত্রিগণ পরিবেষ্টিত মহতী সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সকলকে সম্বোধন করিয়া মধুবনে শ্রীধ্রুবের লীলা কথা ও ধ্রুবটীলা সম্বন্ধে কিছুক্ষণ বক্তৃতা করেন।

শ্রীমত্তীর্থ মহারাজের বক্তৃতা

স্বামিজীর বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, এই স্থানে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র অনেক মধু নামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম মধুবন বলিয়া কথিত। এই স্থান শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্মৃতির উদ্দীপক। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন 'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥' সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য তিনি মধু নামক অনেক অসুর বিনাশ করিয়া দ্বাপরে ধর্ম্ম সংস্থাপন কার্য্য করিয়াছেন।

দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যেখানে যত দৈত্য বা অসুর সকল বাধা প্রদান করিয়াছেন শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়া তাঁহার ভজন-কৌশল্য জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। মধুবনের বৃক্ষ সকল নিত্যকাল শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়া সুগন্ধ বিতরণ করিতেছেন।

শ্রীহরি ও ধ্রুব

এস্থানে যে ধ্রুবটীলা সকলে দর্শন করিয়াছেন ঐ টীলা বা উচ্চভূমিটী মহারাজ ধ্রুবের ভজনস্থলী। স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র উত্তানপাদের দুই পত্নী ছিল। উত্তানপাদ রাজার প্রথমা পত্নী সুনীতির গর্ভে মহারাজ ধ্রুব আবির্ভূত হয়েন। কোন সময় ৫ম বর্ষীয় বালক ধ্রুব পিতার ক্রোড়ে আরোহণ করিতে চাহিলে তিনি তাঁহার বিমাতা সুরুচি কর্ত্তৃক তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হইয়া ঐশ্বর্য্য লাভের আশায় মাতার উপদেশক্রমে পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরির অনুসন্ধানে বহির্গত হন এবং সাধন-ভজন উদ্দেশে একটী গহন বনে প্রবেশ করেন। জগদ্গুরু শ্রীনারদ তাঁহাকে তাঁহার অভিলষিত শ্রীনাম-মন্ত্র দীক্ষিত করিয়া দিবার পর ধ্রুব-মহারাজ ভজনপ্রভাবে শ্রীহরির দর্শনলাভ করিলে পর ভগবান্ শ্রীহরি তাঁহাকে বর প্রদানে উদ্যত হইলে ধ্রুব মহারাজ উত্তরে যে কথাটী বলিয়াছিলেন শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ তাহা সমবেত পরিক্রমাকারিগণকে সম্যক্‌রূপে বুঝাইয়া দেন। তিনি শ্রীহরিকে বলেন, 'স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্। কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং, স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥' অর্থাৎ হে ভগবান্, আমি সামান্য কাচ অনুসন্ধান করিতে আসিয়া দিব্যরত্ন প্রাপ্ত হইয়াছি, সামান্য উচ্চপদবী লাভের আশায় আমি দেবমুনীন্দ্রগুহ্য আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছি, যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে জীবের আর অপ্রাপ্ত কিছুই থাকে না (কেন না শ্রীগীতায় আপনি স্বয়ং নিজ মুখে বলিয়াছেন—'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ'')। অতএব আমি এক্ষণে কৃতার্থ হইয়াছি আমি আর অন্য কোন বর প্রার্থনা করি না।

৫ম বর্ষীয় বালক ধ্রুব সামান্য অনিত্য ঐশ্বর্য্য-লাভের আশায় শ্রীভগবানের ভজন করিয়া সিদ্ধি লাভ পূর্ব্বক শ্রীভগবৎ প্রদত্ত বর গ্রহণ না করিয়া ভগবানের পাদপদ্ম-সেবাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রচার করিলেন। যখন স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী—যাঁহার সামান্য কৃপা-কটাক্ষে মানবগণ অতুল ঐশ্বর্য্যের মালিক হইতে পারে, সেই লক্ষ্মীদেবীই শ্রীভগবানের পদ-পদ্ম সেবার জন্য লালায়িত, তখন জীবের পক্ষে অন্যাভিলাষ প্রভৃতি ইতর কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-পাদ-পদ্ম সেবাই সার বলিয়া গ্রহণ করা উচিত, ইহাই ধ্রুবোপাখ্যানের সার মর্ম্ম। ঐ যে উচ্চ টীলা দর্শন করিলেন ঐখানেই ধ্রুব মহারাজ সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া উহাই ধ্রুবটীলা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ইহার পর রাত্রি অধিক হওয়ায় যাত্রিগণ উচ্চ কীর্ত্তনমুখে প্রসাদ সেবা করিয়া রাত্রির মত বিশ্রাম লাভ করেন।

ধাম-প্রসঙ্গ

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীবিগ্রহ

(২)

৪। **শ্রীরাধা-দামোদর**—শ্রীল জীব-গোস্বামী প্রভুর সেবাবিগ্রহ। শৃঙ্গারবটের নিকট ও যমুনার সন্নিকটে অবস্থিত। এই মন্দিরে, শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু যে শ্রীগোবর্দ্ধনশিলাটী পরিক্রমা করিতেন, সেই শ্রীশিলাও পূজিত হইতেছেন। এখানে শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভুর বিপুল গ্রন্থাগার ছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সমস্ত গ্রন্থেরই অপ্রকট হইয়াছে।

৫। **শ্রীরাধারমণ**—শ্রীগোপালভট্টের সেবাবিগ্রহ। শ্রীশালগ্রাম হইতে প্রকটিত ত্রিভঙ্গমুরলীধর শ্রীবিগ্রহ। গোপালভট্টের শিষ্য শ্রীগোপীনাথপূজারীর বংশধরগণ রাধারমণ-ঘেরায় বর্ত্তমানে এই শ্রীবিগ্রহ সেবা করিতেছেন। শ্রীবিগ্রহের বামভাগে শ্রীমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে মুকুট শ্রীমতীর শ্রীমূর্ত্তিরূপে বিরাজমান।

৬। **শ্রীরাধাবিনোদ**—শ্রীল লোকনাথ গোস্বামি-প্রভুর আবিষ্কৃত ও সেবা বিগ্রহ। কথিত হয় যে, বিরক্তশিরোমণি শ্রীল লোকনাথ গোস্বামিপ্রভু উমরাও গ্রামের নিকটবর্ত্তী ছত্রবনে ভজন করিতেন। তথায় কিশোরীকুণ্ড হইতে শ্রীরাধাবিনোদ প্রকটিত হন। শ্রীরাধাবিনোদ শ্রীবিগ্রহ জয়পুরে স্থানান্তরিত হইয়াছেন।

৭। **শ্রীগোকুলানন্দ**—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীরাধাকুণ্ডতটে 'গোকুলানন্দ' নামে শ্রীরাধাগোবিন্দ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা-পূর্ব্বক সেবা করিতেন, সেই শ্রীমূর্ত্তি শ্রীরাধাবিনোদের পুরাতন-মন্দিরের পার্শ্বে আনীত ও পূজিত হইতেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুকে যে 'গোবর্দ্ধন-শিলা' প্রদান করিয়াছিলেন, শ্রীল দাস-গোস্বামীর ভাবসেবার সেবিত সেই শ্রীশিলা চক্রবর্ত্তী ঠাকুর সেবা করিতেন। তাহাও এই মন্দিরে শ্রীগোকুলানন্দের সিংহাসনে সংস্থাপিত আছেন।

৮। **শ্রীরাধামদনমোহন**—শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত থানেশ্বরী জগন্নাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ। শ্রীমদনমোহনের মন্দিরের পশ্চাদ্দিকে পুরাতনমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমানে মন্দির-সংলগ্ন একটী কুটীরের ভিতর অবস্থিত। কুরুক্ষেত্রের সন্নিকটস্থ থানেশ্বরে শ্রীজগন্নাথবিপ্রের বাস ছিল। নাভাদাসের হিন্দি ভক্তমালে এই 'থানেশ্বরী জগন্নাথের' উল্লেখ আছে।

৯। **শ্রীরাধামাধব**—শ্রীগীতগোবিন্দ-রচয়িতা শ্রীজয়দেব গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ। এই মন্দির ভ্রমরঘাটের নিকটে বিরাজিত।

১০। **শ্রীগোপালজী**—শ্রীগোপালজীর ঘেরায় উত্তরাভিমুখে উচ্চভূমির উপর শ্রীগোপালজীর শূন্য মন্দির রহিয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত ছোট বিপ্র ও বড় বিপ্রের প্রেমে বশ্য হইয়া গোপাল উড়িষ্যার 'সত্যবাদী' গ্রামে সাক্ষী দিতে গিয়াছিলেন। ইহা সেই সাক্ষীগোপালেরই আদি মন্দির।

১১। **শ্রীশ্যামসুন্দর**—শ্রীল শ্যামানন্দ-প্রভুর প্রতিষ্ঠিত ও সেবিত শ্রীবিগ্রহ নিকুঞ্জ-বনের সন্নিকটস্থ শ্রীমন্দিরে অবস্থিত।

সমাধি-স্থান

১। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর সমাধি—শ্রীমদনমোহনের শ্রীমন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত। সন্নিকটে 'সনাতন-কূপ''।

২। শ্রীল রূপ ও শ্রীল জীব গোস্বামি-প্রভুর সমাধি-শ্রীরাধা দামোদর শ্রীমন্দিরের নিকটে।

৩। শ্রীল মধুপণ্ডিতের সমাধি—শ্রীগোপীনাথজীর মন্দিরের সন্নিকট।

৪। শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভুর সমাধি—শ্রীরাধারমণের ঘেরায়।

৫। শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর সমাধি—শ্রীগোকুলানন্দে।

৬। শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুর সমাধি—চৌষট্টিমহন্তের সমাজের নিকট অবস্থিত। শ্রীচক্রবর্ত্তী ও ভট্ট কবিরাজের সমাধিও তথায় বিরাজিত।

৭। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ প্রভুর সমাধি—ধীরসমীরে অবস্থিত।

৮। শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর সমাধি—শ্রীশ্যামসুন্দরের মন্দিরের সংলগ্ন স্থানে অবস্থিত।

৯। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুরের সমাধি কালীয়দহে বিরাজিত।

শ্রীধামে দর্শনার্থী

সম্প্রতি কলিকাতা মহানগরী হইতে কয়েকজন বিশিষ্ট উকীল, ডাক্তার এবং জেনারাল পোষ্ট-অফিসের কতিপয় কর্ম্মচারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী দর্শনার্থী হইয়া শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে উপস্থিত হন। শ্রীচৈতন্যমঠের বর্ত্তমান মঠরক্ষক ও ম্যানেজার শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক প্রভু এবং আদর্শ গৃহস্থ ভক্ত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিসুধাকর প্রভুর শ্রীমুখে শ্রীধামতত্ত্ব ও শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারের বৈশিষ্ট্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারা বিশেষ প্রীত হন। অতঃপর তাঁহারা অস্মদীয় আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক বর্ত্তমানে বিরাট্ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার ব্যবস্থার কথা শ্রবণ করিয়া আরও সন্তুষ্ট হন এবং সুযোগ করিতে পারিলে তাঁহারা তাহাতে যোগদানের আকাঙ্ক্ষাও প্রকাশ করেন।

॥ সুবর্ণ সুযোগ ॥

ভক্তিশাস্ত্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্র ব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গ্রথিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মভাণ্ডার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে স্বর্গ-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এন্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এন্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৷৷০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

[illegible]

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি X ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ৷৷০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ৩৲

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ৷৵০

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৷৴০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাষ্ণ মঙ্গলদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব প্রবেশৈকবেদ্য" অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিবদমানৈতিহ্য শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত নিদাঘহার, ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৷০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, কথা, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। বাঙ্গালা গভর্ণমেন্টের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, পাঞ্জাব (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪০ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ।॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত পুস্তকাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিভূষিত-সহ বক্স-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে যোড়শাসনস্থ দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিবরণাদি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্যোজন দ্বারা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাঁধা ১৵০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গ্রন্থিত। এইরূপ বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ধাম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—গুরুপ্রাপ্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

তত্ত্ব[illegible]

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই [illegible] উচ্চ জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বাক্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম [illegible]-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিল-গোস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনকালে এই [illegible] উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, [illegible] ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। [illegible], সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ১৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভ

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। মঠীয় ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা॥

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের মীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৸০ দশ আনা মাত্র।

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

নবম বর্ষ, { ৭ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৬, ৪ঠা কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২১শে অক্টোবর ইং ১৯৩২ শুক্রবার } ১৮৯তম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

সংক্ষিপ্ত ডায়েরী

পরিক্রমার ৪র্থ দিবস

ঐ তারিখ প্রাতে ৬॥ ঘটিকার সময় যাত্রিগণ তালবন ও কুমুদবন পরিক্রমার জন্য বাহির্গত হইয়া বেলা ১টার সময় পুনরায় মধুবনে তাঁবুতে আসিয়া উপস্থিত হন। এদেশে এপ্রহরের রৌদ্রে রাস্তার উত্তপ্ত বালুকায় যাতায়াত করা অত্যন্ত কষ্টকর; কিন্তু পরিক্রমাসঙ্ঘ সেইরূপ কষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া পরিক্রমা করিতেছেন। স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে এমন কি ছয় সাত বৎসরের বালকগণ ও প্রাকৃত-চক্ষু বিহীন ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত ইহাতে যোগদান করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অসীম শক্তিতে যে সমস্ত কার্য্য অভাবনীয়রূপে সম্পন্ন হইতেছে তাহা যাঁহারা পরিক্রমায় যোগদান করিয়াছেন তাঁহারা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। গৃহান্ধকূপে বসিয়া যে কার্য্য অসম্ভব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, তাহা যেন কলে কৌশলে সম্পন্ন হইতেছে, কোথা হইতে কিরূপ সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হইতেছে তাহা আমাদের ধারণাতীত।

তালবন পরিক্রমা

পরিক্রমাকারিগণ মধুবনের তাঁবু হইতে বহির্গত হইয়া দুই মাইল দক্ষিণে তালবনে আসিয়া উপস্থিত হন। ঐখানে ২টী শ্রীমন্দির আছেন। একটী মন্দিরে কৃষ্ণ, বলরাম ও রেবতীর শ্রীমূর্ত্তি বিদ্যমান; অন্য একটীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্ম-চিহ্ন, ব্রহ্মা, শিব ও গণেশের শ্রীমূর্ত্তি বিদ্যমান। মন্দিরগুলি উচ্চ মৃত্তিকা-নির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত এবং অনেক উচ্চ ভূমিতে স্থাপিত। পার্শ্বেই 'বলরাম কুণ্ড' নামক একটী বৃহৎ পুষ্করিণী বিদ্যমান এবং তৎসংলগ্ন একটী ভাল ইন্দারাও আছে। কৃপাময় শ্রীল প্রভুপাদ পরিক্রমাকারিগণের শ্রান্তি নিবারণ জন্য গাড়ী বোঝাই করিয়া উত্তম পানীয় জল ও কিঞ্চিৎ প্রসাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন। যাত্রিগণ তথায় বৃক্ষতলে উপবেশন করিলে সকলকে চিনি মিশ্রিত চিড়া-প্রসাদ বিতরণ করা হয় এবং সুশীতল জল প্রদান করা হয়। ঐ পুষ্করিণীতে একটী সোপান ঘাটও বর্ত্তমান আছে। মধুবন হইতে তালবন যাইতে মাঠের উপর দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে তাহার দুই পার্শ্বে বড় কণ্টকাকীর্ণ। নগ্নপদে যাতায়াত করা বড়ই বিপজ্জনক। প্রশস্ত রাস্তা আদৌ নাই। একটী দুইটী মাত্র লোক পাশাপাশি চলিতে পারে। মধ্যে মধ্যে পথে ইক্ষুক্ষেত্র দেখা যায় এবং ইক্ষু হইতে গুড় প্রস্তুত করিবার কল ও স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যপথে গ্রামের অস্তিত্ব নাই বলিলেও হয়। তালবনের আশপাশে কিছু লোকালয় আছে। তালবনে গ্রামোকগণ যাহারা ইন্দারা হইতে জল লইতে আসিয়াছিল, তাহারাও যাত্রিগণকে পানীয় জল দিয়া, বৈষ্ণবমহাজনগণের ও অন্যান্য ভক্তগণের সেবা করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিল। এখানে দুই তিনটী ভাল ইন্দারা দৃষ্ট হয়।

শ্রীপাদ বন মহারাজের বক্তৃতা

প্রসাদ সেবনান্তে সকলে ভূমিতে উপবেশন করিলে শ্রীপাদ ঈশানদাস ভক্তিবিগ্রহ প্রভু "শুদ্ধভকত চরণ রেণু ভজন-অনুকূল" এই মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ দণ্ডায়মান হইয়া পরিক্রমাকারিগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে, এই স্থানে পূর্ব্বে বৃহৎ তালবন ছিল। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার সখাগণ সমভিব্যাহারে এখানে গোচারণে আসিলে, তাল বৃক্ষের সুমিষ্ট তালফল আস্বাদন করিবার জন্য বয়স্যগণের ইচ্ছা হওয়ায় তাঁহারা উহা পাড়িতে যাইলে সেখানে গর্দ্দভাসুর ও ধেনুকাসুর নামক দৈত্যগণ তাঁহাদিগকে বাধা প্রদান করে এবং তাড়াইয়া দেয়। বয়স্যগণ ব্যগ্র-মনোরথ হইয়া তাঁহাদের সখা কৃষ্ণকে এ বিষয় জ্ঞাপন করিলে কৃষ্ণ-বলরাম সমস্ত তালবৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া তাহা উক্ত অসুরগণের উপর নিক্ষেপ করেন। বলরাম ঐ সমস্ত দৈত্যগণকে পশ্চাৎ বিনাশ করেন। অসুরবধের জন্য তাহাদের রক্তে তালগুলি রক্তাক্ত হইয়া যায়, তাহাতে ঐ সমস্ত তাল অসুরদিগেরই ভোগ্য হইয়া যায়।

সর্ব্ব যজ্ঞের একমাত্র ভোক্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে না দিয়া যাহারা তাল ফলগুলির মত সমস্ত দ্রব্য নিজেরা ভোগ করিতে চায় কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে বা তাঁহার পার্ষদগণকে দিতে চায় না তাহারা গর্দ্দভাসুর ও ধেনুকাসুরগণের মত শ্রীবলরামের বধ্য ও তাহাদের মত দুর্বুদ্ধি বিশিষ্ট। একপ দুর্বুদ্ধি অভিন্ন বলরাম শ্রীগুরুদেব বিনষ্ট করিয়া দেন। মন্দির প্রদক্ষিণ ও শ্রীবিগ্রহ দর্শনানন্তর পরিক্রমা তথা হইতে কুমুদবন পরিক্রমার জন্য রওনা হইলেন। কুমুদবন সেখান হইতে তিন মাইল হইবে। এখান হইতে কুমুদবন যাইবার পথে অনেক কাপাস তুলার চাষ দেখা যায়।

কুমুদবন পরিক্রমা

কুমুদবনে পৌঁছিয়া যাত্রিগণ তথায় একটী বৃহৎ কুণ্ডের ধারে বৃক্ষতলে উপবেশন করেন। এখানে একটী পুষ্করিণীও আছে, জলাভাব নাই। একটী বৃক্ষতলে শ্রীরূপের গদীও পাওয়া গেলাছিল। এখানে বল্লভাচার্য্যের একটী গাদী ও মন্দির দেখা যায়।

এই স্থানে যাত্রিগণের মধ্যে কাহারও কাহারও কিছু চিত্তচাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া শ্রীপাদ বন মহারাজ নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা সংক্ষেপে বলেন। "দেখুন, আপনারা পরিক্রমা চালনাকারিগণের আনুগত্য ছাড়িয়া এদিক ওদিক যাইবার বা কিছু দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইবেন না। নিজ চেষ্টায় আরোহ-পন্থায় পরিক্রমা প্রত্যেক বৎসর এবং সব সময়েই আপনারা করিবার সুযোগ পাইতে পারেন, কিন্তু সেরূপ পরিক্রমা আর গৃহে পরিক্রমায় কিছু প্রভেদ নাই; তাহাতে আপনাদের ইন্দ্রিয় চরিতার্থ হইতে পারিলেও তদ্দ্বারা কোন নিত্য-মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। যাহাতে জীবের নিত্য মঙ্গল হয়, তজ্জন্যই শ্রীগুরুদেব মহাজনগণের আনুগত্যে এই ব্রজ-পরিক্রমার আয়োজন করিয়াছেন। সাধুমুখ-নিঃসৃত বীর্য্যবতী বাণী শ্রবণের পূর্ব্বে আমরা নিজ চেষ্টায় বাহ্য নয়নে কি দেখিতে পারি? সুষ্ঠুভাবে শ্রবণ অগ্রে আবশ্যক। শ্রীগুরু-

তাঁহারে যে বলি ধর্ম্ম কর্ম্ম সদাচার।। ঈশ্বরে যে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার॥

আগামী ব্যবস্থা পরিষদ

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, ফ্রী প্রেসের প্রতিনিধির নিকট শ্রীযুত এস, সি. মিত্র নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন :—

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী নভেম্বরের অধিবেশনে কেবলমাত্র ২টি বিষয় আলোচিত হইবে। বে-সরকারী কার্য্যের জন্য তারিখ নির্দিষ্ট হয় নাই। বিষয় দুইটির প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক। একটী বিষয় রাজনীতিক, অপরটি আর্থিক। দ্বিতীয় বিষয় সম্বন্ধে পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে। উহাতে বড়লাটের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ক্ষমতা নাই। সভার ১৪৫ জন সভ্যের মধ্যে সরকার মাত্র ২৬ জন সরকারী সভ্যের ভোট পাইবেন। অবশ্য সরকার মনোনীত সভ্যদের ১৩ এবং য়ুরোপীয় সভ্যদের ১১ ভোটও পাইতে পারেন কিন্তু বাকী ৯৫ ভোট জাতীয় স্বার্থের দিকে কেন আসিবে না, তাহার সঙ্গত কারণ নাই। সুতরাং যদি নির্ব্বাচিত সভ্যগণ সকলে পরিষদের আগামী দিল্লী অধিবেশনে উপস্থিত হয়েন তাহা হইলে তাঁহারা যে কোন বিষয় আইনে পরিণত করিতে পারেন।

এই অধিবেশনে অটোয়া চুক্তি আলোচিত হইবে। এই চুক্তি দ্বারা বহুদিন পর্য্যন্ত ভারতীয় শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত হইবে। এ বিষয়ে শ্রেণীগত কিম্বা সাম্প্রদায়িক বিরোধ উপস্থিত হইবে না, ইহা অবধারিত। অপর জরুরী বিষয়টি হইতেছে, এতদ্ভিন্ন আইন বিল। এতদ্দ্বারা জরুরী সাময়িক আইন প্রবর্ত্তনের ক্ষমতালাভের জন্য চেষ্টা করা হইবে। সংবাদপত্র দলনের জন্য কঠোরতর ব্যবস্থারও চেষ্টা হইবে। এ বিষয়েও নির্ব্বাচিত সদস্যদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হওয়া সঙ্গত নহে।

পরিষদের বিগত অধিবেশনে আজ জরুরী বিলে ভোট গ্রহণকালে বাঙ্গালার কতিপয় সদস্য অনুপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুত এস, সি. বিশ্বাস সিমলা অধিবেশনে বরাবর অনুপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুত নবকুমার সিংহ, দুদুরিয়া এবং শ্রীযুত সতীশচন্দ্র সেনের নামও পরিষদের বিভাগ তালিকায় দেখা যায় নাই। স্যার সত্যেন্দ্র সেন অনুপস্থিত ছিলেন। স্যার আবদার রহিম ভিন্ন বাঙ্গালী মুসলমান সদস্যগণ কঠোর আইনের অনুকূলে ভোট দিয়াছিলেন। স্যার আবদুল্লা সুহরাওয়ার্দ্দি, মিঃ গজনভী, ডাঃ চৌধুরী হুমায়ুন, আনোয়ারুল আজিম এবং কে, আহমেদ সরকার পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন।

যে সকল দেশে গণতন্ত্রমূলক শাসনতন্ত্র প্রচলিত আছে, তথায় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণ ভোট দেওয়ার কালে তাঁহাদের নির্ব্বাচকমণ্ডলীর অসন্তোষকে ভয় করিয়া থাকেন। বাঙ্গালার শিক্ষিত নির্ব্বাচকমণ্ডলীসমূহ সভা করিয়া এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তাঁহাদের প্রতিনিধিদিগকে তাঁহাদের আদেশ অনুযায়ী ভোট দিবার জন্য নিয়ন্ত্রণ করিবেন।

ধুবড়ীতে নরহত্যা

ধুবড়ী হইতে প্রকাশ, ধুবড়ীর কোক্রাঝার থানার অন্তর্গত নয়াচর গ্রামে এক ভীষণ নরহত্যা সংঘটিত হইয়াছে। হবিবালী দেওয়ানী নামক এক ব্যক্তিকে হত্যা করা হইয়াছে। প্রকাশ, উক্ত ব্যক্তির কয়েকজন গ্রামবাসীই তাহাকে হত্যা করিয়াছে। আরও প্রকাশ, উক্ত মৃত ব্যক্তি ও হত্যাকারীদের মধ্যে বহুদিন যাবৎ মনোমালিন্য ছিল এবং এই মনোমালিন্যের জন্যই তাহাকে হত্যা করা হইয়াছে।

মাদার বক্স বেপারী নামক মৃত ব্যক্তির একজন আত্মীয় এই মামলার অভিযোগ আনয়ন করিয়া প্রথমেই পুলিশকে সংবাদ দিয়াছেন যে, বিগত ৩০শে সেপ্টেম্বর বেলা প্রায় ১০টার সময় সে তাহার বাটীর নিকট এক চিৎকার ধ্বনি শুনিতে পায় ও তৎক্ষণাৎ সে বাহিরে গমন করিয়া দেওয়ানীকে নিহত অবস্থায় দেখিতে পায়। সে কয়েকজন লোককে মৃতদেহের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিতে পায়। তাহাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র ছিল। সে বলে যে, তাহাদেরই কয়েকজন মৃত ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিল।

পুলিশ এই ব্যাপার সম্পর্কে তদন্ত করিতেছে।

অধ্যাপক আবদার রাহেমের তার

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী ও বঙ্গীয় মুসলীম লীগের সদস্য অধ্যাপক আবদার রাহিম লক্ষ্ণৌর মুসলমানদিগের সর্ব্বদল সম্মেলনের সম্পাদককে নিম্নলিখিতরূপ পত্র লিখিয়াছেন—

"প্রিয় ভ্রাতা

সহর হইতে বহুদূরে এক গ্রাম্য বাটীতে আমি আমার অবকাশ ও উপবাসের দিনযাপন করিতেছি। আমার মুসলমান ভ্রাতৃগণের নিকট আমার সংবাদটি পাঠ করিতে আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি। গত ১৩ই অক্টোবর তারযোগে ইহা আপনার নিকট প্রেরিত হইবে বলিয়া আমি আশা করি।

উপবাসী বন্ধু মঙ্গলকামনা করিতেছে ও সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করিতেছে। "বিশ্বাসই বিশ্বাস আনয়ন করে" উপদেষ্টার এই উপদেশ সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিবেন। সুযোগের অপব্যবহার করা পাপ। ইসলামের চরিত্রগত উদারতা সর্ব্বদাই সুফলপ্রদান করে। আপনারা যাহাতে ভালভাবে পরিচালিত হন তাহার জন্য আমি আল্লার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। আপনাদিগের ইসলাম ও স্বদেশসেবক—আবদার রহিম।

শিক্ষিত অবস্থায় গ্রেপ্তার

মজঃফরপুর হইতে প্রকাশ, মৌলানিয়া ডাকাতির অন্যতম আসামী ঈশ্বর দয়াল আর তিনজন কয়েদীর সহিত গয়া সেন্ট্রাল জেল হইতে পলাইয়া পড়িয়াছিল। গত ১৬ই অক্টোবর অপর হুই সহর হইতে ৫ মাইল দূরে একটি গ্রামের মধ্যে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, জেল হইতে বাহির হইয়া এই কয়েক দিনে সে এই জিলার অনেক গ্রাম ঘুরিয়াছে। সংপ্রতি সে এক গ্রামে আসিয়া রাস্তার পার্শ্বের একটা দোকানে ঘুমাইতেছিল, সেই সময় পুলিশ কিভাবে যেন তাহার সন্ধান পায়। তারপর তাহারা দলবলে সেখানে হাজির হইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করে।

বড়লাটের দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন

পুণা হইতে প্রকাশ, রাজপ্রতিনিধি ও লেডী উইলিংডন গত ১৭ই অক্টোবর প্রাতে ৮॥০ টার সময় তাঁহাদের বিমানে দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন। বোম্বায়ের গভর্ণর ও স্থানীয় সরকারের গণ্যমান্য কর্ম্মচারীরা বড় লাটকে বিদায় দিবার জন্য উপস্থিত ছিলেন। কোলাপুর ও ইন্দোরের মহারাজ উপস্থিত ছিলেন।

বোমায় বিমানপোত ধ্বংস

পিকিং হইতে প্রকাশ, হেহলারের নিকট একটী জাপানী বিমানপোত অবতরণ করিতে বাধ্য হওয়ায় দস্যুরা বিমানপোতের আরোহীদের বন্দী করিয়া লইয়া যায়। দস্যুরা যাহাতে বিমানপোতটি কাজে লাগাইতে না পারে তজ্জন্য তিনটি জাপানী বিমানপোত হইতে বোমা নিক্ষেপ করিয়া উহা চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, থারাবড়িতে আর একটি বিদ্রোহ মামলার বিচার শেষ হইয়াছে। গোপাল জজ মিয়াট আং ও তাহার পুত্র পো-সানকে প্রাণদণ্ডে এবং আর ৩ জনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

রাচীতে ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা

রাচি হইতে প্রকাশ, রাচি চক্রধরপুর রোডের দ্বাদশ মাইলে গত ১৭ই অক্টোবর এক ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। এই দুর্ঘটনার ফলে ১৩ জন যাত্রী আহত হইয়াছে।

প্রকাশ, কলিকাতার মহাকালী অপেরা পার্টির একটি মোটর ট্রাক উক্ত অপেরা দলের প্রায় ৩০ জন যাত্রী লইয়া খুন্তির দিকে অগ্রসর হইতেছিল। হঠাৎ লরীটির এক দিকের চাকা মাটিতে বসিয়া যায়। লরীটী উল্টাইয়া যাইবে মনে করিয়া চালক দুইটী ব্রেকই সংবদ্ধ করে। তাহার ফলে লরীর প্রায় সকল যাত্রীই তাহাদের মোট ও পুঁটুলীসহ লরী হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। আহত ১৩ জন ও অপরাপর যাত্রীদিগের সহিত লরীটিকে রাচিতে আনয়ন করা হইয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় কমিউনিষ্ট আন্দোলন

ট্রান্সভাল কৃষি কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে বিচার-বিভাগের মন্ত্রী মিঃ ও, পিরো বক্তৃতা প্রসঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিষ্ট আন্দোলনকারীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, "গত ছয়মাস যাবৎ কমিউনিষ্ট পন্থীদের কার্য্যপ্রণালী এতদ্দেশে বিস্তারলাভ করিতেছে, আমার মতে এ আন্দোলনের কয়েকজন দলপতিকে অনতিবিলম্বে কঠোর শাসন করা সঙ্গত হইবে, অল্প সময়ের মধ্যে খনিজ অঞ্চলের মধ্যে এই আন্দোলন প্রসার লাভ করিয়াছে। অবিলম্বেই এই আন্দোলনকে বিনাশ করা সঙ্গত হইবে, ইহাকে উপেক্ষা করা বিবেচিত বলিয়া বিবেচিত হইবে না।"

মন্দিরে বিরাট চুরি

রাচি হইতে প্রকাশ, পাটনা সহরের শিখ সম্প্রদায়ের হর মন্দির হইতে ইতঃপূর্ব্বে যে চুরি হইয়া গিয়াছে সেই সম্পর্কে পুলিশ ২ জন শিখকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই মন্দির হইতে প্রায় ৩০ হাজার টাকার মাল চুরি হইয়া গিয়াছে। শিখদিগের দশম গুরুগোবিন্দ সিংহের এই মন্দিরে জন্মস্থান। প্রকাশ, গুরু গোবিন্দ সিংহের সময়েরও কোন কোন জিনিষ নাকি অপহৃত হইয়াছে।

দৈনিক শ্রীধাম নবদ্বীপ | দৈনিক | Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
প্রতি সংখ্যা ৵৹

নদীয়া-প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড | সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি | ১৯০তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৫ই কার্ত্তিক শনিবার ১৩৩৯, ২২শে অক্টোবর ১৯৩২

বিহারে ভীষণ ডাকলুট

ব্যায়াম করিতে নিষেধ

জেল হইতে মুক্তি

ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

উকীলের কারাদণ্ড

সার আলফ্রেড ওয়াটসন আক্রান্ত

4 তলা হইতে লম্ফ

২ হাজার টাকা জামীন তলব

অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের অঙ্গ কি

প্রজ্বলিত ট্রেণে গুলী

লম্বালম্বি আটলাণ্টিক পার

নানা কথা

বিহারে ভীষণ ডাকলুট

পাটনা হইতে প্রকাশ, গত ১৭ই অক্টোবর মজঃফরপুরের নিকট এক ভীষণ ডাকলুট হইয়াছে বলিয়া, সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, একজন ডাক হরকরা [illegible] হইতে দুইটী থলিয়া ডাক ঘরের জন্য [illegible] লইয়া যাইতেছিল, তাহাকে পথিমধ্যে আক্রমণ করিয়া, ছোরার আঘাতে মারিয়া ফেলা হয়। তাহারপর আক্রমণকারী ডাকের থলিয়া লুঠ করে। দুর্বৃত্তগণ নগদ প্রায় ৩৫০ টাকা লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

২০ জন নিহত ৭ জন আহত

বুধারেঃ হইতে প্রকাশ, সিগন্যাল দিবার গোলযোগে গত ১৭ই অক্টোবর রাত্রিতে টোম-সাহারা ষ্টেশনের বাহিরে এক ভীষণ ট্রেণ দুর্ঘটনায় ২৪ জন লোক নিহত এবং ৭ জন গুরুতরভাবে আহত হইয়াছে।

সাইকেলে ডাকাতদল

রাজসাহী হইতে প্রকাশ, লালপুর থানার কুলচারা গ্রামের ধনী অধিবাসী শ্রীযুত মোহিনীমোহন দাসের বাটীতে এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, প্রায় ২২ জন লোক লাঠি, ছোরা ও মশাল লইয়া জোরপূর্ব্বক বাটীতে প্রবেশ করিয়া গৃহস্বামীকে আক্রমণ করে। ডাকাতরা সাদা গুড়া দিয়া মুখমণ্ডল রঞ্জিত করিয়াছিল এবং কয়েকজন পরচুলার গালপাট্টা পরিয়াছিল। ডাকাতরা মোহিনীবাবু ও তাঁহার জননীকে গুরুতর জখম করে। তাঁহাদের উভয়ের দেহে মশাল দিয়া পুড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে নগদ ও সম্পত্তিতে প্রায় ৫হাজার টাকা লুণ্ঠিত হইয়াছে; গৃহস্থালীর অনেক জিনিষ পত্র নষ্ট করা হইয়াছে। ডাকাতেরা পটকা ছুড়ে; তাহাদের ৩ জন সাইকেলে চড়িয়া পলাইয়াছে; অনেককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

উকীলের কারাদণ্ড

বোম্বাই হইতে ১৮ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, থানার শ্রীযুত টি, এন বেদেকর, আলিবাগের শ্রীযুত ভি, সি, লেমায়ে, কোলাবার শ্রীযুত ওয়াই ভি দেশমুখ, প্যানেভেলের শ্রীযুত ভি, এ, ভেদক ও ভ্যানভেলের শ্রীযুত এ, এম লিংলে—এই ৫ জন উকীল বর্ত্তমানে নাসিক জেলে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন। তাঁহাদের উপর এই মর্ম্মে নোটীশ জারী করা হইয়াছে যে, তাঁহারা আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করায় বোম্বায়ের উকীল আইন অনুসারে কেন তাঁহাদের শাস্তির ব্যবস্থা হইবে না, তাঁহারা যেন তাহাদের কারণ প্রদর্শন করেন।

পোষ্টাফিসের টাকা আত্মসাৎ

মুন্সীগঞ্জ হইতে ১৮ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, সিরাজদিখাট থানার অন্তর্গত মলপাদয়ার ব্রাঞ্চ পোষ্টমাষ্টার লালমোহন দত্ত ৫০ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। বিবরণে প্রকাশ, স্বর্ণময়ী দাস্যা আগষ্ট মাসে সেভিংস্ ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিবার জন্য ঐ পোষ্টমাষ্টারের হাতে ৫০টি টাকা দেয়। পোষ্টমাষ্টার পাস বহিতে টাকা জমা দেওয়ার কথা লেখে, কিন্তু পোষ্টাফিসে টাকা জমা দেয় না। কয়েকদিন বাদ ঐ জাল জুয়াচুরী ধরা পড়ে। পোষ্টমাষ্টার ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত হয়। মুন্সীগঞ্জের সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে বিচার চলিতেছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	ঐ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	ঐ
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঐ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঐ
৬। শ্রীভক্তিরক্ষক গিরি	ঐ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	ঐ
৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	শ্রীধাম বৃন্দাবন
৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঐ
১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ঐ
১১ শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	ঐ
১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	ঐ
১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	ঐ

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে জন্মোৎসবাদি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেবাবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীণচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৩১১৫

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতিঃ, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধব দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীতীর্থানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপারমার্থিকমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃত জ্ঞান দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিদ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালী দাসাধিকারী। শ্রীপাদ ... দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

(৭) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার শুদ্ধকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৬এ সাউথ মালাকা রয়াস ষ্টট, পি

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জায়নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্গুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন।

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরীপ্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিত্রকূটা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাল্য, ত্রিপুরা

এখানে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের সে... বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৩৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩১) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ,

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) বাসুদেব গোপাল পাট

কাঁচালপাড়া, চাকদহ, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, { ৮ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৬, ৫ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২২শে অক্টোবর ইং ১৯৩২ শনিবার } ১৯০তম সংখ্যা।

চৌরাশী ক্রোশ শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা

সংক্ষিপ্ত দিনপঞ্জী

(বিস্তৃত বিবরণ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে)

প্রথম ও দ্বিতীয় দিবস, ৯ই ও ১০ই অক্টোবর (একাদশী)— শ্রীমথুরা।

তৃতীয় দিবস; ১১ই অক্টোবর— শ্রীমধুবন।

চতুর্থ দিবস ১২ই অক্টোবর— শ্রীমধুবন (দ্বিতীয় দিবস)।

পঞ্চম দিবস ১৩ই অক্টোবর— শ্রীবহুলা বন—প্রত্যূষে ৫ ঘটিকার সময় সকল যাত্রী তাঁহাদের বিছানাপত্র পরিক্রমা কার্য্যালয়ে জমা দেন এবং ঠিক ৬॥ ঘটিকার সময় মধুবন হইতে শাঁতোয়া বা শান্তনু-কুণ্ড যাত্রার জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত থাকেন। (মধুবন হইতে শান্তনুকুণ্ড ৪ মাইল, শান্তনু-কুণ্ড হইতে বহুলাবন আরও ৫ মাইল।) বহুলাকুণ্ডতীরে রাত্রিবাস করেন। তথায় বক্তৃতা ও পাঠ হয়।

ষষ্ঠ দিবস ১৪ই অক্টোবর— শ্রীরাধাকুণ্ড পরিক্রমা প্রত্যূষে ৪ ঘটিকার সময় পরিক্রমা-কার্য্যালয়ে প্রত্যেকের বিছানাপত্র জমা দেন এবং ঠিক ৬॥ টার সময় রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হন।

বহুলাবন হইতে সুধাকুণ্ড (৩ মাইল), সুধাকুণ্ড হইতে কদমখণ্ডী (৩ মাইল) কদমখণ্ডী হইতে শ্রীরাধাকুণ্ড (১॥ মাইল) যাত্রিগণ দ্বিপ্রহরের সময় শ্রীরাধাকুণ্ডে আসিয়া পৌছেন। বৈকালে ও রাত্রিতে বক্তৃতা হয়। পরদিবস সকালে শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড পরিক্রমা হয়।

সপ্তম দিবস ১৫ই অক্টোবর— রাধাকুণ্ডতীরে অবস্থান, পাঠ ও বক্তৃতা। পরদিবস প্রাতে কুসুম-সরোবরে যাত্রা করেন (১॥ মাইল), কুসুমসরোবর হইতে শ্রীগোবর্দ্ধন ১॥ মাইল, তথা হইতে চন্দ্র-সরোবর ২ মাইল, পথে উদ্ধবকুণ্ড, নারদ-কুণ্ড, গোয়ালপুকুর প্রভৃতি স্থান দর্শন করেন। চন্দ্রসরোবরে চন্দ্রবিহার, রাসস্থলী প্রভৃতি দর্শন করেন। চন্দ্রসরোবরে রাত্রি-বাস। রাত্রিতে পাঠ ও বক্তৃতা হয়।

অষ্টম দিবস ১৭ই অক্টোবর— শ্রীচন্দ্রসরোবর (গোবর্দ্ধন) [দ্বিতীয় দিবস]

প্রাতঃকাল ৬॥ ঘটিকার সময় যাত্রিগণ শ্রীগোবর্দ্ধন-পরিক্রমায় বহির্গত হন। চন্দ্রসরোবরে রাত্রিবাস করেন। সন্ধ্যায় পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তন হয়।

নবম দিবস ১৮ই অক্টোবর— শ্রীসুরভিকুণ্ড (যতিপুর)।

প্রত্যূষে ৫ ঘটিকার সময় প্রত্যেক যাত্রীই তাঁহাদের বিছানাপত্র পরিক্রমা-অফিসে জমা দেন এবং ঠিক ৬॥ ঘটীকার সময় পৈঠগ্রামে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হন (১॥ মাইল); এঠা-কদম্ব, দাউজী, কৃষ্ণবলরামকুণ্ড প্রভৃতি দর্শন করেন। এঠা-কদম্ব হইতে গাঁঠুলীগ্রাম ৪ মাইল পশ্চিমে। গাঁঠুলী হইতে কুছ্‌রী ১॥ মাইল, কুছ্‌রী হইতে যতিপুর, সুরভিকুণ্ডে পরি-ক্রমার সঙ্ঘ উপস্থিত হন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় যতিপুর হইতে ২॥ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে শ্যামঢাক পরিক্রমা করিয়া ফিরিবার মুখে হরিজীকুণ্ড, ঐরাবতকুণ্ড, দাউজী প্রভৃতি দর্শন করিয়া যতিপুরে রাত্রিবাস করেন।

দশম দিবস ১৯শে অক্টোবর— শ্রীসুরভিকুণ্ড (যতিপুর (দ্বিতীয়দিবস)।

প্রাতঃকাল ৬॥ ঘটিকার সময় সুধা-কুণ্ডাভিমুখে পরিক্রমা বহির্গত হন। সুধাকুণ্ড হইতে বিলছুকুণ্ড ৩ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। বিলছুকুণ্ড হইতে দানঘাট ২ মাইল। দানলীলার স্থান, শ্রীশ্রীদানবিহারী গোবর্দ্ধনের মুখারবিন্দ প্রভৃতি দর্শন করেন। দানঘাট হইতে মানসীগঙ্গা এবং অন্যপথে জান ও আজান বৃক্ষদ্বয় (গিরি-রাজ-সন্নিধানে) হইতে অন্যপথ দিয়া পুন-রায় সুরভিকুণ্ডে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সুরভি-কুণ্ডে রাত্রিবাস করেন।

একাদশ দিবস ২০শে অক্টোবর— ডিগ্‌ বা লাঠাবন (ভরতপুর রাজ্য)।

প্রত্যূষে ৫ ঘটিকার সময় যাত্রিগণ তাঁহাদের বিছানাপত্র পরিক্রমা-কার্য্যালয়ে জমা দেন এবং ৬॥ ঘটিকার সময় পরিক্রমা করিবার জন্য রওয়ানা হন। যতিপুর (সুরভিকুণ্ড) হইতে লাঠাবন (ডিগ্‌) ৯ মাইল। সুরভিকুণ্ডের ৪ মাইল পরে দধিকুণ্ড। দধিকুণ্ড হইতে বেহেজ গ্রাম; ঐ গ্রামের পশ্চিমে শ্রীবলভদ্রকুণ্ড, দাউজীর মন্দির প্রভৃতি দর্শন করেন। দধিকুণ্ড হইতে ডিগ্‌ বা লাঠাবন ২ মাইল। ভরতপুর-প্রাসাদের নিকট যাত্রিগণ রাত্রিবাস করেন। সন্ধ্যায় পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তন হয়।

দ্বাদশদিবস, ২১শে অক্টোবর— শ্রীবিমলাকুণ্ড (কাম্যবন)।

অতি প্রত্যূষে যাত্রিগণ তাঁহাদের বিছানা-পত্র পরিক্রমা-কার্য্যালয়ে জমা দিয়া ৫ ঘটি-কার সময় কাম্যবনাভিমুখে যাত্রা করেন। কারণ, এই দিন পরিক্রমায় সুদীর্ঘ ১৪মাইল পথ অতিক্রম করিতে হয়। লাঠাবন হইতে সুদামাকুণ্ড, সুদামা পঞ্চবটী—৬ মাইল; পঞ্চবটী হইতে গলতাগঙ্গা, আদিবদরী— ১॥ মাইল পশ্চিমে। আদিবদরী হইতে বদরীনারায়ণ ১॥ মাইল পশ্চিমে; বদরী-নারায়ণ হইতে কাম্যবন এবং বিমলাকুণ্ড। অপরাহ্ণে কীর্ত্তন হয় ও বিমলাকুণ্ডে রাত্রি-বাস করেন।

ত্রয়োদশ দিবস; ২২শে অক্টোবর— শ্রীবিমলাকুণ্ড (কাম্যবন) [দ্বিতীয় দিবস]

প্রাতঃকাল ৬॥ টার সময় পরিক্রমা নিম্নলিখিত স্থানসমূহে গমন করেন। বিমলাকুণ্ডের প্রায় অর্দ্ধমাইল পশ্চিমে যশোদামাতা, যোগমায়া প্রভৃতি; তথা হইতে লঙ্কাকুণ্ড, পাণ্ডবকুণ্ড, কামেশ্বর শিব, সেতুবন্ধ, শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন; তথা হইতে প্রায় ১॥ মাইল পশ্চিমে লুকলুকিকুণ্ড তথা হইতে উত্তরে পর্ব্বতের উপর চরণ পাহাড়ী।

চরণপাহাড়ী হইতে অন্য পথ দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন। পথে মানস-কুণ্ড, গয়াকুণ্ড, গদাধর-পাদপদ্ম প্রভৃতি দর্শন করিয়া বিমলাকুণ্ডের তীরে আগমন।

অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় কাম্যবনে

তাহারে সে বলি ধর্ম্ম কর্ম্ম সদাচার। ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার॥

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা। সুবর্ণ সুযোগ।।

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা **শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে** অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

ব্যাখ্যাপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-সংকলিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মঞ্জরী। প্রত্যেকটী কবিতা আনন্দরচনীয় মধুর ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এন্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি নানা শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিপ্রেত সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এতদ্রূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এন্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা
প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৵০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও প্রাকৃত-ক্রোধের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'দশ্যবানসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কামানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবাসুদেবতত্ত্ব, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী দার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণে কাৰদা," বর্ণাশ্রম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিদ্দণ্ডিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার প্রণালী এই সপ্ত জ্যোতির্ম্ময়ী প্রবন্ধ লিখিত, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড** শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রায়সাহেবের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত লাহোর, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৯৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত আকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ঐতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ এবং শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তত্ত্বব্যাখ্যা-সহ বঙ্গাক্ষরে উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্‌বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে শাস্ত্রীয় যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিবরণ সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাবা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সরল ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবকৃত শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এতদ্রূপ বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের সারসমগ্র গ্রন্থ কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রমধর্ম্ম—গুরুপ্রাপ্তি—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রোজ বু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এক উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ৷০ আনা।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ পাঠ করিলে পারমার্থিক বাক্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় সর্ব্ববিষয়ক এতদ্রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনকল্পে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, মর্য্যাদার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামি প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ সংখ্যায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ভাষা, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা॥

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ।৵ দশ আনা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্য ভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্.—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ ;
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
(চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৫৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর
(নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা
(৪৪৬ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। অর্চ্চনকণ ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।⁄০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ২৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল য়্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ কল্পতরু ⁄০
৭২। গীতাবলী ১৲
৭৩। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু ⁄০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরাবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ⁄০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বংশবলের প্রাবধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ভোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়. ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাঁচটি ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার,
কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের
অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন্, বাগবাজার

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

জে, বি, দত্তের ঢৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কংগ্রেসের পতাকাসহ শোভাযাত্রা
গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা

চুঁচুড়া হইতে ১৮ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, অধুনা বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত আরামবাগ সমর পরিষদের সদস্য শ্রীযুত মুকুন্দলাল দাস পালকে সম্প্রতি গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ নাকি কংগ্রেসের পতাকাহস্তে দেশাত্মক ধ্বনি করিতে করিতে এক শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া সরকারের অধিকৃত সাগরকুটীরে তিনি অনধিকার প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়াও তাহার বিরুদ্ধে এক অভিযোগ করা হইয়াছে।

অস্পৃশ্যতা পরিহারের প্রধান অঙ্গ কি?

অস্পৃশ্যদের একত্র আহার করা চলিতে পারে কিনা— এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী যারবেদা জেল হইতে লিখিয়াছেন —অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের ব্যাপারে মন্দিরে প্রবেশাধিকার ও সকল সাধারণ প্রতিষ্ঠানে সমান অধিকার প্রদান বিশেষ প্রয়োজনীয়।

গান্ধীজী আরও লিখিয়াছেন, অন্য সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে আমাদের যেরূপ সম্বন্ধ, অস্পৃশ্যদের সহিতও সেরূপ সম্পর্ক থাকা আবশ্যক। অস্পৃশ্যদের সহিত আহার সম্পূর্ণভাবে ধর্ম্ম বিশ্বাসের ব্যাপার; অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য উহা অত্যাবশ্যক নহে। আমার ধর্ম্ম বিশ্বাস এরূপ যে, হিন্দুধর্ম্ম কাহারও স্বাভাবিক আহার অন্য যে কোন লোকের সহিত একত্র গ্রহণ নিষেধ করে না।

আবার রাজতন্ত্রের অভ্যুদয়

বার্লিন হইতে ১৭ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, জার্ম্মাণ চ্যান্সেলার ভন প্যাপেন শাসনতন্ত্রের সংস্কার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি সংস্কার সম্পর্কে কতকগুলি মতলব স্থির করিয়াছেন। ভন প্যাপেনের এই ঘোষণা শুনিয়া জার্ম্মাণ রাজ্যে আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। ভূতপূর্ব রাজস্ব সচিব হার ডায়েট্রিচ একটী প্রকাশ্য সভায় বলিয়াছেন—সরকারের সংস্কার নীতি সংশয়মূলক। এই নীতি অনুসারে জার্ম্মাণীর সংস্কার সাধিত হইলে পুনরায় রাজতন্ত্রের অভ্যুদয় হইবে।

ভূতপূর্ব্ব বাণিজ্য সচিব ডাক্তার [illegible] উরটেমবার্গে বলিয়াছেন, প্রস্তাবিত সংস্কার নীতি অবলম্বন করিলে রাজতন্ত্রের আবাহন করা হইবে। রাজতন্ত্রের অভ্যুদয় হইলে জার্ম্মাণী দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়িবে।

ব্যায়াম করিতে নিষেধ

মাহিষবাথান হইতে প্রকাশ, গত ১৫ই অক্টোবর মহিষবাথানের শ্রীযুত গণেশচন্দ্র মণ্ডল, কেশবচন্দ্র গোস্বামী, রাজেন্দ্রনাথ মণ্ডল (ডাঃ) এবং বীরেন্দ্রনাথ মাল বারাসত আদালতের বিচারে প্রত্যেকে ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহারা ১০ই অক্টোবর মহিষবাথানের পুলিশ কর্ত্তৃক অধিকৃত জাতীয় বিদ্যালয়টী দখল করিতে যাইয়া গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন।

গত ১৩ই অক্টোবর মহিষবাথানে নিজ নিজ বাটী হইতে পুলিশ যে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহারা স্পেশ্যাল অর্ডিন্যান্সে দমদম [illegible] স্পেশ্যাল জেলে বন্দী আছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

মহিষবাথানে একটী ব্যায়াম সমিতিতে পুলিশ নাকি ব্যায়াম করিতে নিষেধ করিয়া হুমকী দিয়াছে। পিউনিটিভ পুলিশ বসিবে, এরূপ ভয়ও নাকি গ্রামের লোকদিগকে দেখান হইতেছে।

পাগলের কাণ্ড

গত ১৮ই অক্টোবর নীলাম্বর নামক এক জন যুবককে চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে এই মর্ম্মে অভিযুক্ত করা হইয়াছে যে, সে ময়দানের মধ্যে স্থাপিত স্যার জেমস আউটরামের প্রতিমূর্ত্তির হস্ত হইতে একখানি তলোয়ার চুরি করিয়াছে। আসামীর মাথা খারাপ সে এক্ষণে চিকিৎসাধীন সুতরাং তাহাকে জামিনে অব্যাহতি প্রদান করা হউক, এই মর্ম্মে তাহার পক্ষ হইতে এক আবেদন করায় ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে ১০০ টাকার জামিনে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন। মামলা মুলতুবী রহিয়াছে।

শ্রীযুত পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুত পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন গোণ্ডা জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে এলাহাবাদে তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

৪ তলা হইতে লম্ফ

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গত ৭ই অক্টোবর পিতৃব্যকে হত্যা করার অভিযোগে মিস্ত্রী শোরাব দারুওয়ালা তাহার পিতা ও ৩ ভাইয়ের সহিত গ্রেপ্তার হয়। [illegible] বিচারাধীন ছিল। গত ১৭ই অক্টোবর সন্ধ্যাকালে ধোবী তালাওয়ের বাড়ীর ৪র্থ তলা হইতে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সে আত্মহত্যা করিয়াছে। পুলিশ মিস্ত্রীকে লইয়া ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের ঐ বাড়ীতে [illegible] করিতে যায়। তদন্তের সময় সে পায়খানায় যাইবার অনুমতি চাহে। ২ জন কনষ্টেবল তাহাকে পায়খানার নিকট লইয়া যায়। অতঃপর সে পায়খানার দ্বার বন্ধ করিয়া জানালা দিয়া ঝাঁপ দেয়। তাহাকে জে, জে, হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় যাইবার পর তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

২ হাজার টাকা জামীন তলব

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, "কুমার প্রিণ্টারি" নামক স্থানীয় ছাপাখানার নিকট হইতে ২ হাজার টাকা জামীন তলব করা হইয়াছে। মাসিক পত্র "কুমারের" গত সংখ্যায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধের জন্য এই আদেশ। পুলিশ ছাপাখানায় খানাতল্লাস করিয়া উক্ত সংখ্যার কুমার অনেকগুলি লইয়া গিয়াছে।

[illegible] আটলাণ্টিক পার

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, 'মেয়ার জেন' নামক একখানি বৃটিশ জাহাজ বাহামা দ্বীপ ঘুরিয়া যুক্তরাষ্ট্রে ফ্লোরিডায় যাইবার জন্য লিসবন হইতে গত ১৭ই অক্টোবর অপরাহ্ণে বাহির হইয়াছে। জাহাজখানি আটলাণ্টিক মহাসাগর [illegible] পার হইবে। জাহাজে একজন মাত্র লোক, একটি মার্জ্জার ও একটি কুকুর ছাড়া আর কেহই নাই।

প্রজ্বলিত ট্রেণে গুলী

হারবিন হইতে প্রকাশ, চীনা দস্যুর অত্যাচার দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। সে দিবস উহারা একখানি ট্রেণের উপর অত্যাচার করিয়াছে। ট্রেণখানিতে রুসিয়ার শতাধিক আরোহী ছিল। ট্রেণখানি হারবিনের দিকে অগ্রসর হইতেছে এমন সময় হঠাৎ পেট্রোল জ্বলিয়া উহাতে আগুন ধরিয়া যায়। আরোহীদিগের মধ্যে হৈ চৈ উপস্থিত হইলে দস্যুরা আরোহীদিগের মধ্যে অনেককে গুলী করিয়া মারিয়াছে।

ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গত ১৮ই অক্টোবর প্রাতঃকালে ওয়াডি বন্দর রোডের ধোলাই ও রং করার একটা কারখানায় এক বিরাট অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ইহাতে আনুমানিক প্রায় ২০ হাজার টাকার ক্ষতি হইয়াছে। কারখানার যে স্থানে রং করার কাজ হয় সেখানেই প্রথম আগুন লাগে। তারপর দেখিতে না দেখিতে সেই আগুন [illegible] বিস্তৃতি লাভ করে। সংবাদ [illegible] মাত্র দমকল আসিয়া আগুন নিবাইবার ব্যবস্থা করে।

এই সময় একটা বিড়ির কারখানায়ও আগুন লাগিয়াছিল। ফলে প্রায় ৮০ হাজার টাকার ক্ষতি হইয়াছে। কি ভাবে যে আগুন ধরিয়াছিল তাহা এখন পর্য্যন্তও জানা যায় নাই।

সেগুতে সশস্ত্র ডাকাতির জের

বর্দ্ধমান হইতে প্রকাশ, মেমারি থানার এলাকাধীন সেগুতে সশস্ত্র ডাকাতি সম্পর্কে ধৃত সরোজকুমার মুখোপাধ্যায় ও কার্ত্তিকচন্দ্র পালকে গত ১৭ই অক্টোবর সদর মহকুমা হাকিমের সমক্ষে উপস্থিত করা হয়। সরোজ মুখোপাধ্যায়ের পক্ষ হইতে অগ্রগণ্য মোক্তার শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ মজুমদার জামীনের আবেদন করেন। কিন্তু আবেদন অগ্রাহ্য হয় এবং আগামী ১লা নভেম্বরের জন্য মামলা স্থগিত থাকে।

গান্ধীজীর প্রতি মৌলানা আজাদ

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ১৯শে অক্টোবর প্রাতে লক্ষ্ণৌ হইতে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন এবং গান্ধীজীর নিকট নিম্নলিখিত তার করিয়াছেন।

লক্ষ্ণৌয়ে মুসলমান নেতাদের সম্মেলনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইয়াছে যে, অন্যান্য দাবীগুলি পূরণ করা হইলে পৃথক নির্ব্বাচন ব্যবস্থার জন্য পীড়াপীড়ি করা হইবে না। আপনার অনুপস্থিতিতে সাফল্যে বাধা জন্মিতেছে। আপনার বাণীর দ্বারা আমাদের আশীর্ব্বাদ করিবেন। আমার বিশ্বাস সরকার তাহাতে বাধা দিবেন না।

সার আলফ্রেড ওয়াটসন আক্রান্ত

ময়দানের মধ্যে ষ্টেটসম্যানের সম্পাদক সার আলফ্রেড ওয়াটসনকে যে হত্যা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল সেই সম্পর্কে অনিল সেন নামক জনৈক যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। গত ১৮ই অক্টোবর তাহাকে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার প্রতি হাজতবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আইন অমান্য বন্দীদের মুক্তি দিন

পুনা হইতে ১৯শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, দাক্ষিণাত্য সভার কার্য্যকরী সভায় এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, ভারতের শাসনবিধি রচনার শেষ আলোচনায় কংগ্রেসের সহযোগিতা বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

টোল — শ্রীধাম / নবদ্বীপ

দৈ নি ক

Reg No C1544.

THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৯১তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৭ই কার্ত্তিক সোমবার ১৩৩৯, ২৪শে অক্টোবর ১৯৩২

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি-কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸
মাসিক ১৲
প্রতি
সংখ্যা ৵

নানা কথা

গভর্ণরের নিকট মালব্যজী

লাহোর হইতে প্রকাশ, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য গত ১৮ই অক্টোবর নানা কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি স্থানীয় নানা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সহিত কথাবার্ত্তা করেন। তিনি মেয়ো হাসপাতালে ডাঃ আলমকে দেখিতে যান এবং পাঞ্জাবের গবর্ণরের সহিতও সাক্ষাৎ করেন। লাটের সহিত তিনি অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহেন।

পণ্ডিতজী সন্ধ্যাকালে অমৃতসর হইয়া দিল্লী যাত্রা করেন।

ট্রেণে উঠিবার পূর্ব্বে তিনি সংবাদপত্র-প্রতিনিধিদিগকে বলেন, সাম্প্রদায়িক আপোষ মিলনের জন্য তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই; সে সম্বন্ধে নিরাশ হইবারও কোন কারণ নাই। যেরূপ সমাধান সকল দলের নিকট গ্রহণযোগ্য হইতে পারে, সেরূপ কিছু এখনও স্থির হয় নাই। মিশ্র নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে হইলেও শিখরা মুসলমানদিগকে অধিকাংশ আসন দিবার বিশেষ বিরোধী কিন্তু আপোষ মিলনের ইচ্ছা তাঁহাদেরও সম্পূর্ণ আছে।

ভ্রাতা ভগ্নী পুলিসের কবলে

ময়মনসিংহ হইতে ১৯শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, শ্রীযুত সতীশ ঘোষের কন্যা ও পুত্র যথাক্রমে শ্রীমতী ভাক্তসুধা ঘোষ ও তাঁহার ভ্রাতা অর্দ্ধেন্দু ঘোষ গ্রেপ্তার হইয়াছেন। প্রকাশ, কলিকাতা পুলিসের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া তাঁহাদিগকে

গভর্ণরের নিকট মালব্যজী

সার সি, ভি, রমণের প্যারিস যাত্রা

ভ্রাতা ভগ্নী পুলিসের কবলে

কালেক্টারকে হত্যার চেষ্টা

বিরোধ এবার মিটিল

গভর্ণরকে ভীতি প্রদর্শন

বৈঠকে প্রতিনিধির সর্ত্ত

নিজের মস্তক ছেদন চেষ্টা

শ্রীযুত জে, এম, সেনগুপ্ত

ফ্রী প্রেসের জামিন বাজেয়াপ্ত

লণ্ডনে বেকার হাঙ্গামা

ওয়াটসন হত্যার সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বিরোধ এবার মিটিল

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, "ফ্রী প্রেস" সঠিক ভাবে অবগত হইয়াছেন যে, আগামী বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে বোম্বায়ের তুলার বাজার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া পাইবে। প্রকৃতপক্ষে তুলার বাজার গত ১৯শে অক্টোবর স্বাভাবিক ভাব ধারণ করে, কিন্তু গত সপ্তাহে ধৃত চারিজন তুলার ব্যাপারীকে এখনও মুক্তি

প্রদান না করায় দালালদিগের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়।

লণ্ডন বৈঠক প্রতিনিধিদের সর্ত্ত

সিমলা হইতে প্রকাশ, লণ্ডনের এক সংবাদে আগামী গোলটেবিল বৈঠক সম্বন্ধে নূতন অবস্থা সৃষ্টির কথা জানা যাইতেছে।

প্রকাশ, ভারত সচিবের কার্য্য পদ্ধতির সহিত যাহারা অসহযোগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কতিপয় সর্ত্তে সংশোধিত কার্য্য পদ্ধতি গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন।

প্রথমতঃ পুরাতন কার্য্যপদ্ধতিতে প্রতিবাদ করিয়া তাঁহারা যে দাবী করিয়াছিলেন, তাহা যেন পূর্ণ করা হয়; পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে যেরূপ অধিকার দেওয়া হইয়াছিল এবারও যেন সেইরূপ দেওয়া হয়। ইহার অর্থ, কার্য্য তালিকার উপর তাঁহাদের যেন প্রভাব থাকে। আর, সব বিষয়ের আলোচনা তাঁহারা বৈঠকে করিতে চাহেন, সে সব বিষয় যেন কার্য্য তালিকার মধ্যে স্থান পায়।

প্রতিনিধিরা এই কথাটা স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া বৈঠকে যাইতেছেন যে, আইন অমান্য গান্ধীজীর নিকট যেমন ধর্ম্ম-বিশ্বাসের ব্যাপার, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারে এক সঙ্গে দায়িত্বমূলক স্বায়ত্বশাসন প্রদানের ব্যাপার পূর্ণের প্রতিনিধিগণের নিকটও তেমনই। যে শাসন পদ্ধতিতে বা যেরূপ ব্যবস্থায় ঐরূপ দায়িত্ব প্রদান করা হইবে না, তাহার সহিত তাঁহারা কোন সম্পর্ক রাখিবেন না।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম বৃন্দাবন	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	শ্রীধাম বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	ঐ	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঐ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	ঐ	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ঐ
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য		১১ শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	ঐ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন		১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	ঐ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি		১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	ঐ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	ঐ		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে বড়মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেবাবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গোপালদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি. বি. ৩১১৫

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ বনবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতি, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, পাঠক শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীজনবন্ধুভক্তির দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালি দাসাধিকারী। শ্রীপাবন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ সাউথ মালাকা প্রয়াগ ইউ. পি

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাহ্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, চাঁদখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান।

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেনপানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন।

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরীপ্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী— শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩১) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ,

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কাঞ্চনগোপাল মঠ

কাঠালপুলি, ঢাকা, মধ্য

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, | ১০ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৬, ৭ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২৪শে অক্টোবর ইং ১৯৩২ সোমবার | ১৯১তম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

সংক্ষিপ্ত ডায়েরী

মধুবনে স্বামিজীদ্বয়ের বক্তৃতা

স্বরূপবৃত্তি জাগরিত হইবার উপায়

গত ১২।১০।৩২ তারিখ দিবাভাগে তালবন ও কুমুদবন পরিক্রমা করিয়া প্রসাদ সেবনানন্তর যাত্রিগণ বিশ্রাম করেন। পরে সন্ধ্যায় সন্ধ্যারাত্রিকের পর পরিক্রমাকারিগণ প্রশস্ত সামিয়ানার নীচে সমবেত হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ তালবন ও কুমুদবন পরিক্রমা সম্বন্ধে এবং আরও কিছু কৃষ্ণলীলার কথা কীর্ত্তন করিয়া যাত্রিগণের সুকৃতি অর্জ্জনের সৌভাগ্য করিয়া দেন। তিনি প্রায় ১॥ ঘণ্টা যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করিবার পর মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। তৎপরে শ্রীপাদ বন মহারাজ প্রথমে পরিক্রমাকারী যাত্রিগণের সুবিধার জন্য নিযুক্ত স্বেচ্ছাসেবকগণের কার্য্যকলাপ ও বিধি-নিষেধ সম্বন্ধে অনেক উপদেশ করেন এবং বলেন, যাহাতে গুরুবৈষ্ণবগণের মনোভীষ্ট সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হয় তজ্জন্য পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন পূর্ব্বক উৎসাহের সহিত কার্য্যে নিযুক্ত থাকা আবশ্যক। শুধু তাহাই নহে, প্রত্যেক ব্যক্তির এরূপভাবে কার্য্য করা উচিত যেন এই সমস্ত সেবাকার্য্য তাহার প্রাণের টানে হইতেছে ইহা কোন প্রকার উপরোধ বা অনুরোধের কার্য্য নহে। যাত্রিগণের প্রতিও তিনি এই উপদেশ করেন যে, যেন যাত্রিগণ ইহা মনে না করেন যে, বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিবেন। বৈষ্ণবগণের দ্বারা তাঁহারা নিজেদের সেবা করাইয়া না লইয়া যাহাতে তাঁহারা গুরুবৈষ্ণবের কার্য্যে দেহপাত ও প্রাণপাত করিতে পারেন তজ্জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, কারণ তাহাতেই তাহাদের মঙ্গল নিহিত। যিনি যতটুকু সেবা কার্য্যে উৎসাহ প্রদর্শন করিবেন, তিনি ততটুকু ধাম দর্শনের অধিকার লাভে সমর্থ হইবেন। আমাদের নিজেদের মঙ্গল নিজেদের হাতে। গুরুবৈষ্ণব-সেবা দ্বারাই আমাদের স্বরূপের বৃত্তি জাগরিত হইতে পারে অন্যথায় নহে।

পঞ্চমদিবস—বহুলাবন পরিক্রমা

অতঃপর প্রসাদ সেবনপূর্ব্বক যাত্রিগণ রাত্রিতে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া রাত্রি ৪ ঘটিকার সময় গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শয্যা-দ্রব্যাদি বন্ধন পূর্ব্বক গাড়ী বোঝাই দিয়া প্রাতে ৬॥ ঘটিকার সময় মধুবন হইতে বহুলাবনের দিকে যাত্রা করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁবু ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সেখান হইতে বহুলা বনের দিকে রওনা হয়। ১২।১০।৩২ তারিখের প্রাতে কতক-গুলি তাঁবু ও প্রসাদের জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি পূর্ব্বেই বহুলাবনে প্রেরিত হইয়াছিল।

শান্তনুকুণ্ড

১৩।১০।৩২ তারিখ প্রাতে ৬॥ ঘটিকার সময় যাত্রিগণ একত্রে সমবেত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহকে স্কন্ধে আরোহণ করাইয়া ও তাঁহাকে অগ্রণী করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় লিখিত 'শ্রীশ্রীব্রজ মণ্ডল পরিক্রমা' নামাঙ্কিত নিশান ও পতাকা হস্তে মধুবন হইতে বাহির হইয়া পড়েন। সম্মুখে ত্রিদণ্ডিপাদগণ ত্রিদণ্ড-ধারণপূর্ব্বক সংকীর্ত্তন বাহিনী চালনা করিয়া চলিতে চলিতে 'শান্তনুকুণ্ডে' উপস্থিত হন। মধুবন হইতে শান্তনুকুণ্ড প্রায় ৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত। মধুবন হইতে বরাবর মেঠো রাস্তা দিয়া পরিক্রমা চলিয়া পরে মথুরা হইতে গোবর্দ্ধন যাইবার পাকা রাস্তায় উপস্থিত হন। মধ্যের মেঠো রাস্তা তত খারাপ নয়। এই চারমাইলের মধ্যে বিশেষ কোন জলাশয় বা ইন্দারা দেখা গেল না। ঐ সময় পাকা রাস্তা হইতে নামিয়া পুনরায় মেঠো রাস্তা দিয়া কিঞ্চিৎ দূরে আসিয়া 'শান্তনুকুণ্ড' পাওয়া যায়।

'শান্তনুকুণ্ড' একটী প্রকাণ্ড জলাশয়। পাকা বাঁধান ঘাট আছে, ইহা গড়খাইএর মত; ইহার মধ্যস্থলে দ্বীপের মত একটী খুব উচ্চস্থান আছে। সেই উচ্চভূমি পাহাড়ের মত, ইহার উপরে একটী মন্দির বর্ত্তমান। এই উচ্চভূমি তথা শ্রীমন্দিরে পৌঁছিতে হইলে গড়খাইএর এপার হইতে একটী পাকা পুল আছে; এই পুলটী অন্ততঃ ১০০।১৫০ হাত লম্বা হইবে। যাত্রিগণ ঐ পুল পার হইয়া শ্রীমন্দির দর্শনের জন্য উপরে উঠিতে আরম্ভ করিলেন। একফুট করিয়া উঁচু ৪৪টী ধাপ ঊর্দ্ধ অতিক্রম করিয়া তবে শ্রীমন্দিরে পৌঁছিতে পারা যায়। ঐ মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ আছেন।

শান্তনুকুণ্ডনাম কেন

যাত্রিগণ ঠাকুর দর্শন পূর্ব্বক নীচে নামিয়া আসিয়া কিছু দূরে বৃক্ষতলে উপবেশন করেন। যাত্রিগণের শ্রান্তি দূর হইলে পর শ্রীগৌড়ীয়-মঠাধ্যক্ষের আদেশে যাত্রিগণকে মুড়ী, গুড় ও ভোগ প্রসাদ বিতরণ করা হয়। যাত্রিগণ এরূপ স্থানে পরমহংস গোস্বামী মহারাজের কৃপার কথা উপলব্ধি করিতে করিতে নিজ নিজ সৌভাগ্য গণিতে লাগিলেন। অতঃপর শ্রীপাদ বন মহারাজ স্থান মাহাত্ম্য কীর্ত্তন পূর্ব্বক বলেন যে, এস্থানে বিভিন্ন প্রবাদ শ্রুত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, ভীষ্মদেবের পিতা শান্তনু মুনি এই স্থানে তপস্যা করিয়া শ্রীভগবানের অনুগ্রহ লাভ করায় এই স্থানের নাম শান্তনুকুণ্ড হইয়াছে। ঐ 'শান্তনু' শব্দ হইতে এই গ্রামকে 'সাঁতোয়া' গ্রাম বলে। কেহবা বলেন যশোমতি পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া শান্তি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম 'শান্তনু' হইয়াছে। মোট কথা এই সমস্ত তীর্থই কৃষ্ণস্মৃতির উদ্দীপক। যাহাতে দৈহিকসম্বন্ধ জীব নশ্বরদেহাভিমান ভুলিয়া হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণস্মৃতি জাগরূক রাখিতে পারেন এবং স্বস্বরূপে উদ্বুদ্ধ হইতে পারেন শ্রীগুরুদেব তাহারই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। অতএব আসুন, আমরা কৃষ্ণস্মৃতি হৃদয়ে লইয়া বৃন্দাবন পরিক্রমায় অগ্রসর হই।

শ্রীমদ্ বন মহারাজের বক্তৃতা

এখানে শ্রীপাদ বন মহারাজ বন পরি-ক্রমাকারী যাত্রিগণকে লক্ষ্য করিয়া যে

একটী কথা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে এই :—পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ যেরূপ ভাবে বন পরিক্রমার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণ পূর্ব্বক কার্য্য করা আমাদের কর্ত্তব্য। সামর্থ্য সত্ত্বে অর্থাভিমানের বশে পদব্রজে পরিক্রমা না করিয়া গাড়ী চড়িয়া পরিক্রমা মহাজনগণের অনুমোদিত নহে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ কি ইচ্ছা করিলে গাড়ী চড়িয়া পরিক্রমা করিতে পারিতেন না? দেহ, মন যাহা কিছু আমাদের আছে, সমস্ত বস্তু দ্বারা ধামসেবা করিতে হইবে, নচেৎ নিজে ভোক্তা সাজিতে গেলে কিছু সুবিধা হইবে না। আমাদের যে পদদ্বয় আছে তদ্দ্বারা ত আমরা দিবারাত্র গৃহ পরিক্রমা করিয়া নিরয়গামী হইতেছি। সাত্বত শাস্ত্রের মতে যে পদসকল শ্রীধাম ভ্রমণ বা তীর্থ ভ্রমণ করে না তাহা অসার, তাহার কোন মূল্য নাই। মহাজনগণ পদব্রজে মাত্র ছোলা ভাজা সম্বল করিয়া এই সমস্ত বন পরিক্রমা করিয়া গিয়াছেন। অতএব তাঁহাদের আদর্শ সর্ব্বদা অনুসরণীয়।

ওখান হইতে রওনা হইয়া দুই মাইল তফাতে একটী বটবৃক্ষতলে পরিক্রমাকারিগণ বিশ্রাম লাভ করেন। এখানে একটী ছোট গ্রাম আছে, একটী জলাশয় ও বড় একটী কূপ আছে। বিশ্রাম লাভ পূর্ব্বক পুনরায় প্রায় ৩ মাইল রাস্তা চলিয়া বহুলা বনে বেলা প্রায় ১০।১১টার সময় আমরা উপস্থিত হই। যাত্রিগণ এখানে আসিয়া দেখেন, পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদের থাকিবার জন্য তাঁবু সকল সজ্জিত এবং প্রসাদাদি প্রস্তুত। শ্রীল প্রভুপাদের অমানুষিক শক্তিতে যে সমস্ত বাধা অনায়াসে সম্পন্ন হইতেছে তাহা দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া যাইতেছেন। এইরূপ তখন স্থলে যাত্রিগণের আবশ্যক যাহা কিছু দরকার সমস্তই পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত এমন কি রোগী ব্যক্তিগণের জন্য দুধ, দুধ সাবু ঔষধাদি পর্য্যন্ত প্রস্তুত।

শ্রীল প্রভুপাদ পরিক্রমার পূর্ব্বেই এখানে পৌঁছিয়াছিলেন। যাত্রিগণ প্রসাদ সেবন করিবার পর সামিয়ানার তলে সকলে বসিয়া কীর্ত্তন করিতে থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদ প্রথমে অনন্তবাসুদেব প্রভুকে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিতে আদেশ করেন. তিনি "আমি ত স্বানন্দ সুখদকুঞ্জবাসী" ইত্যাদি পদাবলী কীর্ত্তন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ [illegible] প্রসঙ্গে উপদেশ পূর্ব্বক শ্রীরূপের পারকীয়লীলা সম্বন্ধে অনেক কথা কীর্ত্তন করেন, মাদৃশ অজ্ঞ জীবের সেই লীলাকথা শ্রবণে যোগ্যতা না থাকায় সে সম্বন্ধে কিছুই বর্ণনা করিতে পারিল না। তিনি কৃষ্ণের পারকীয় রসের উদ্দীপনার কথা, অভিমন্যু প্রভৃতি বিষয়-জাতীয় প্রতিকূলাচরণকারীর এবং চন্দ্রাবলী, শৈব্যা প্রভৃতি আশ্রয়জাতীয় প্রতিকূলাচরণ-কারীর কথা, শ্রীরূপ রঘুনাথের আনুগত্যে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের ভজনবিধির কথা অনেকক্ষণ যাবৎ কীর্ত্তন করেন। পরিশেষে তিনি শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা "গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর। * * * * * * * * রূপ, রঘুনাথপদে হইবে আকুতি। কবে হাম বুঝব সে যুগল পীরিতি॥" এই পদাবলী কীর্ত্তন করিতে আদেশ দেন এবং কীর্ত্তন-শেষে অপরাহ্ণে মথুরাভিমুখে "বলদেব বিলাস ভবনে" প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীকৃষ্ণ-লীলার পরমপুষ্টি সম্বন্ধে, "[illegible]", "[illegible]" প্রভৃতি শ্লোক সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ যে সমস্ত কথার অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহা পশ্চাৎ আমাদের যোগ্য ব্যক্তির নিকট হইতে শ্রীগৌড়ীয় পত্রে দেখিবা পাঠকগণ সেই অমৃতময়ী কথা আস্বাদন করিতে পারিবেন।

বহুলা বনের নামের কারণ

এখানকার লোকেরা একটী কিংবদন্তী প্রচার করেন যে, পূর্ব্বে দ্বাপর যুগে এখানে 'বহুলা' নামে একটী গাভী কোন এক ব্রাহ্মণের দুগ্ধ যোগাইত। এই স্থান নিবিড় বনাকীর্ণ ছিল এবং ব্যাঘ্র সঙ্কুল ছিল। একদিন হঠাৎ একটী ব্যাঘ্র ঐ গাভীকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে খাইতে উদ্যত হইলে সেই বহুলা গাভীটী ব্যাঘ্রকে বলিল যে, তুমি আমাকে খাও তাহাতে আপত্তি নাই, তবে আমার একটী বৎস আছে; আমি তাহাকে এবং জনৈক কৃষ্ণভক্তকে দুগ্ধ দিয়া আসি, তার পর তুমি আমাকে ভক্ষণ করিও। ব্যাঘ্র এই কথায় প্রথমতঃ স্বীকৃত না হইলেও পশ্চাৎ তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলে, গাভী চলিয়া যায় এবং তাহার বৎসকে ও সেই ব্রাহ্মণ কৃষ্ণভক্তকে সমস্ত বিষয় অবগত করাইয়া বলে যে, তোমরা যত ইচ্ছা অদ্য আমার দুগ্ধ খাইয়া লহ, আর দুগ্ধ পাইবে না; কারণ, আমি ব্যাঘ্রের নিকট আমার দেহ সমর্পণ করিয়াছি। সেই গাভীর বৎস ও ব্রাহ্মণ ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন যে, তবে আমরা সকলেই ব্যাঘ্র সমীপে আমাদের দেহ সমর্পণ করিব। এই বলিয়া সকলে ব্যাঘ্র সমীপে আসিয়া ঐ কথা জানাইলে, ব্যাঘ্র বলিল যে, আমি কেবল গাভীকে লইব, তোমাদিগকে লইব না বা ভক্ষণ করিব না।

ঠাকুর হরিদাসের শিক্ষা

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৮২ সংখ্যার পর)

সেই অখণ্ড অব্যয় নিত্যবস্তু ঈশ্বর বদ্ধ জীবের প্রযোজক কর্ত্তা বিধাতা হইয়া অধিকারানুযায়ী যোগ্যতা বিধান করেন। তাদৃশ যোগ্যতা লাভ করিয়া বদ্ধজীব মনোধর্ম্মের অনুকরণে বিভিন্ন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন।

সেই প্রভু যারে যেন লওয়ায়েন মন।
সেই মত কর্ম্ম করে সকল ভুবন॥
(চৈঃ ভাঃ আদি ষোড়শ অঃ)

শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন;—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

হে অর্জ্জুন! যেমন সূত্রধর দারুযন্ত্রে আরূঢ় কৃত্রিম পুত্তলি সমূহকে ভ্রমণ করাইয়া থাকে, তদ্রূপ ঈশ্বর ভূত সকলের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন।

এই কথা শুনিয়া মুলুকপতি জনৈক কাজীর উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া বৈষ্ণব পার্ষদ হরিদাসকে শাস্তি দিবার আদেশ করিলে নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস মুলুকপতির কঠোর দণ্ডাদেশ বাক্যে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিলেন, 'ভগবান যাহা করেন তাহাই হইবে, তদ্ব্যতীত অন্যে কেহ কিছু করিতে পারে না। তিনি একমাত্র জীবের কর্ম্মফলের ফলদাতা। অহঙ্কার-বিমূঢ় জীব আপনাতে যে কর্ত্তৃত্ব আরোপ করিয়া কর্ম্ম করে, তাহা তাহার মিথ্যা অভিমান মাত্র। ভগবদিচ্ছাই ফলবতী হয়।

জনকজননী হইতে প্রাপ্ত এই জড়দেহ কিছু চিরস্থায়ী নহে। কৃষ্ণসেবাবিমুখ প্রাণ যাহা বর্ত্তমান সময়ে বিষয় সুখে মগ্ন আছে, উহাও বিনাশী বা পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু জীবাত্মার নাম ও ভগবান্ কখনই পৃথক্ বস্তু নহেন। [illegible] নাম যেরূপ কালাভাবে নশ্বর-কর্তৃক কল্পিত, বৈকুণ্ঠ নাম সেরূপ নহে। বৈকুণ্ঠ নাম ও নামী একই বস্তু; সুতরাং নামসেবা পরিত্যাগ করিয়া আমি কখনই আমার কুল ও শুদ্ধ

তৎপরে [illegible] গাভীর শ্রীকৃষ্ণভক্তি জানিতে পারিয়া নারদকে তথায় পাঠাইয়া দেন। শ্রীনারদ সেই সংবাদ শ্রীকৃষ্ণ সমীপে জ্ঞাপন করিলে শ্রীকৃষ্ণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলে ঐ ব্যাঘ্র হিংসা বৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ গাভীকে ছাড়িয়া দিয়া জীবনে পরিত্রাণ করে। প্রবাদ যে, উক্ত গাভী অদ্যাবধি জীবিত আছে এবং উক্ত গাভীর নামে এই বন 'বহুলাবন' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

শরীর হয়ে আত্মা স্থাপন করিতে পারি না। 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস' অর্থাৎ জীবমাত্রেই 'বৈষ্ণব'। বৈষ্ণবের শ্রীহরিনাম গ্রহণ ব্যতীত আর কোন কৃত্য নাই। সাধন ও সিদ্ধ উভয় অবস্থাতেই নাম-সেবাই জীবের একমাত্র কৃত্য; তাহা পরিত্যাগ করিয়া আমি কখনই মনঃকল্পিত সামাজিক আচার গ্রহণ করিব না। ইহাতে সমাজ বা শাসক সম্প্রদায় আমাকে যতই কেন না নির্য্যাতন করুক তাহা আমি অম্লানবদনে সহ্য করিব। নিত্য হরি-সেবা পরিত্যাগ করিয়া আমি কখনই অনিত্য বিষয় সুখে ধাবমান হইব না। কৃষ্ণ কীর্ত্তন ব্যতীত আমার কোন কৃত্য নাই। দেহ ও মন এই শরীরের 'শরীরী' আমি হইতে পৃথক্, যেহেতু 'আমি' নিত্যবস্তু, কিন্তু দেহ ও মন অনিত্যবস্তু।

এই কথা শুনিয়া পাষণ্ডী কাজী অবশেষে মুলুকপতির স্থানে প্রস্তাব করিল যে, 'অম্বুয়া মুলুকের অন্তর্গত বাইশ বাজারের প্রত্যেক স্থানে নিয়া হরিদাসকে প্রহার করা হউক, ইহাতেও যদি হরিদাস জীবিত থাকেন তাহা হইলেই তাঁহাকে নিষ্কপট ও সত্যবাদী বলিয়া জানা যাইবে, আর যদি মরিয়া যান, তাহা হইলেও তাঁহার উপযুক্ত দণ্ডই হইল।

কাজীর আদেশানুসারে দূতগণ হরিদাসকে বাইশবাজারে অতি নিষ্ঠুর ভাবে বেত্রাঘাত করিলেও হরিদাসের শ্রীঅঙ্গে কোন প্রকার দুঃখের চিহ্ন প্রকাশিত হইল না।

মহাভাগবতগণের এতাদৃশী সহিষ্ণুতা স্বাভাবিকী। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ সেবায় এইরূপ ব্যস্ত ও নিরত থাকেন যে, ভগবদ্বহির্ম্মুখ জগতের নির্য্যাতনাদি তাঁহাদিগকে কোনরূপ উদ্বেগ দিতে সমর্থ হয় না। শ্রীগৌরসুন্দর এই জন্যই বলিয়াছেন যে যিনি তরু হইতেও সহিষ্ণুগুণ সম্পন্ন, তিনিই কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবেন। যদি সাধক অসহিষ্ণু হন, তাহা হইলে তিনি হরি কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবেন না।

নামানন্দে অনুক্ষণ মগ্ন হরিদাসের প্রহ্লাদের ন্যায় এতাদৃশ প্রহারে কোনরূপ দুঃখ হইল না বরং হরিদাস প্রহারকারিগণের দুর্দ্দৈবফলে বৈষ্ণব-দ্রোহজনিত ভীষণ অপরাধের আশঙ্কায় দুঃখিত হইয়া উহাদের অপরাধ ক্ষমার নিমিত্ত ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পরদুঃখদুঃখী বৈষ্ণবগণের ইহাই বৈশিষ্ট্য। তাঁহারা কখনও জীবের শুভ ব্যতীত অশুভ কামনা করেন না।

যাঁহারা 'ভজনোন্নতির' আশা করেন তাঁহারা শ্রীল নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের আনুগত্যে 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকের অনুরূপ জীবন গঠন করিতে পারিলেই নামপ্রভুর কৃপালাভে বঞ্চিত হইবেন না।

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা।। সুবর্ণ সুযোগ।।

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এন্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' প্রভৃতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কোথাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পাইকাটোর সহিত বড় অক্ষরে সুন্দরভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲।

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এন্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কভ্‌বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

[অপূর্ব্ব] সুযোগ

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পরমার্থ সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসংগৃহীত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা। ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড।৶০
গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে।৵০

পারমার্থিক জগতে অভিনব ব্যাপার

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

কৃপাসুগবর্ষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে-ছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অন্যের প্রতি উপদেশ', 'উজ্জ্বব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবে ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের ভাবনা', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথা ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অমঙ্গলের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি চরিতকদের প্রাতিকূল'—প্রভৃতি বিশেষ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, সদ্গুরুর শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের মধ্যে ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগৌরসুন্দরের পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ রত্নে বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকাতীত ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও ভগবৎসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অপ্রাকৃত বস্তু প্রবৈষ্ণবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা বিদ্বদ্রুঢ়ি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের প্রতি নিবেদন, [illegible] এই সপ্ত কৌস্তুভমণি খচিত সিদ্ধান্তহার। ভিক্ষা দশ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—[illegible]

৫। পঞ্চম খণ্ড [illegible] প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি বাহাদুরের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রফেসার, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৭৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (হং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য। বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ৶০, বাঁধাই ৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৶০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ এবং শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বঙ্গজ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপারিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রাতিকূল্য বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা।

শ্রীশ্রী শিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, অবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমষ্টি গ্রন্থ কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—গুরুশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে গ্রেট ব্রু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৸০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ৷০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ পাঠ করিলে পারমার্থিক বাক্যে কিছুরই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামি প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৶০ দশ আনা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হ'তে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্‌ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্‌ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণা ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সারগ্রাহী বাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্‌ ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্‌ ।০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্‌ ওয়ার্ল্ড্‌স্‌ ।৶০
৬২। লাইফ্‌ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্‌ অব্‌ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্‌ ।০
৬৪। হোয়াট্‌ গৌড়ীয়মঠ ইজ্‌ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্‌ প্রিন্সিপ্‌ল্‌ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্‌ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ কল্পতরু ৴০
৭২। গীতাবলী ৲
৭৩। শরণাগতি ৴

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু ৴

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নির্ভীক সমালোচক ও শাস্ত্রীয় উপায়-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ২৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীলভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

.... পাচন

সর্ব্বরোগের .... অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, পাইন্ট ৷৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্ক্‌স্‌ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্‌ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

লণ্ডনে বেকার হাঙ্গামা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, মিষ্টার জর্জ্জ ল্যান্সবেরীর প্রশ্নের উত্তরে স্যার জন গিলমোর পার্লামেণ্ট মহাসভার 'কমন্স' সভাকে জানান যে, গত ১৮ই অক্টোবর অপরাহ্নে যে বেকার হাঙ্গামা হইয়াছে, প্রসিদ্ধ কমিউনিষ্ট প্রতিষ্ঠান, জাতীয় বেকার শ্রমিক আন্দোলন কর্ত্তৃক উহা গঠিত হইয়াছিল। শোভাযাত্রাকারীদের সংখ্যা দশ হাজার। শোভাযাত্রাকারীরা কাউণ্টি হল উপনীত হইবার পূর্ব্বেই পুলিশ শোভাযাত্রাকারীদিগকে ভিন্ন পথে চালিত করে। কিন্তু একদল লোক পুলিসের শ্রেণীভঙ্গ করিতে চেষ্টা করায় পরে বিশেষ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। পুলিসের প্রতি প্রস্তরখণ্ড, ইষ্টক ও লোহার রেলিং নিক্ষেপ করা হয়। ফলে, পুলিস বহু ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিতে বাধ্য হয়। তিনি বলেন, পূর্ব্ব হইতেই উক্ত হাঙ্গামা করিবার কল্পনা করা হইয়াছিল কারণ, ধৃত ব্যক্তিদের অনেকের পকেটে প্রস্তরখণ্ড ও লৌহখণ্ড ছিল। ইচ্ছাপূর্ব্বক ক্ষতি, অপহরণ ও পুলিসকে প্রহার করিবার জন্য ৪০ জনের অধিক লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। শোভাযাত্রাকারীদের ও পুলিসের বহু ব্যক্তি আহত হইয়াছে। আহত ব্যক্তিদের সংখ্যা অবধারিত হয় নাই। উত্তেজনার প্রবল কারণ থাকিলেও পুলিস বিশেষ সংযতভাবে ব্যবহার করিয়াছিল।

জনতা নিয়ন্ত্রণ করিতে ও হাঙ্গামা নিবারণ করিতে পুলিসকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয় নাই। জানা গিয়াছে, গতকল্য অপরাহ্নে মাত্র ১৩ জন বেসামরিক কর্ম্মচারী ও ৩১ জন পুলিস কর্ম্মচারী আহত হইয়াছে।

কালেক্টারকে হত্যার চেষ্টা

বোম্বাই হইতে ২০শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ যে, কোন এক অজ্ঞাতকুলশীল লোক কোলাবা জিলার ডেপুটী কালেক্টর মিঃ কৌণ্ডিন্যকে প্যানভেলে খুন করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। মিঃ কৌণ্ডিন্যের বাংলো পুনা বোম্বায়ের মেন রাস্তার উপরে। রাত্রিতে তিনি বাংলোর নিকট বেড়াইতেছিলেন সেই সময় হঠাৎ একজন লোক সেখানে হাজির হইয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী করে। তিনি তাড়াতাড়ি একদিকে সরিয়া পড়ায় গুলী তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। মিঃ কৌণ্ডিন্যের পিয়ন নিকটে ছিল। সে তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিতে যায় ফলে আততায়ীর সহিত তখন তাহার রীতিমত ধস্তাধস্তি হয়। কিন্তু সে তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। অন্ধকারের মধ্যেই সে সরিয়া পড়ে তবে পিয়ন তাহার রিভলভারটী কাড়িয়া রাখিয়াছে। এই সম্পর্কে পুলিসের তদন্ত হইতেছে।

নিজের মস্তকচ্ছেদন চেষ্টার জের

দিল্লী হইতে প্রকাশ, মঙ্গললাল নামে একব্যক্তি গত মাসে কালকাজী দেবীর সম্মুখে এক শপথ করার জন্য একটি ক্ষুরের সাহায্যে নিজের মস্তক ছেদন করিতে চেষ্টা করে। সে তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। আরও সে অস্ত্র আইনের ১৯ ধারা অনুযায়ী তাহার প্রতি আদালতের কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

গভর্ণরকে ভীতি প্রদর্শন

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ যে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২।১২০ ধারা অনুসারে সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে মাডানের যমুনাদাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে। প্রকাশ, পেশোয়ারের সিভিল সার্জ্জন কাপ্তান কোল্ডষ্ট্রীমের হত্যার পর অভিযুক্ত সীমান্তের গভর্ণর, পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল এবং অন্যান্য উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে ভয়প্রদর্শন করিয়া চিঠি লিখে। অভিযুক্ত যমুনাদাস পাঞ্জাব গভর্ণরের আক্রমণকারী হরিকিষেণের ভ্রাতা বলিয়া প্রকাশ।

ডাকবিভাগের প্রচুর ক্ষতি

'ক্রোনিকল নিউজ' পত্রিকায় প্রকাশ, বোম্বাই প্রদেশের বিভিন্ন জিলায় এক বিস্ময়কর কাজ চলিতেছে। এই পত্রিকার মতে কতকগুলি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান ডাকবিভাগের তুল্য কাজ আরম্ভ করায় ডাকবিভাগের প্রচুর ক্ষতি হইতেছে। গুজরাটের কোন কোন অংশে এই প্রতিযোগিতা বিশেষ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল স্থানে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে মোটরবাসের সাহায্যে চিঠিপত্র ও পার্শেল লইয়া যায়। ডাকের মাশুল বৃদ্ধির পর হইতে সুরাট জিলাতেই কতকগুলি প্রতিষ্ঠান প্রতি জিনিষের জন্য এক পয়সা লইয়া, পত্র ও পার্শেল মোটর বাসে স্থানান্তরে লইয়া যায়। এই তুল্য প্রচেষ্টায় সরকারের ব্যয়ে তাহারা প্রচুর লাভ করিয়াছে। উপসংহারে এই পত্রিকা সরকারকে পূর্ব্বের ন্যায় ডাকমাশুল প্রবর্ত্তনের জন্য অনুরোধ করিয়াছে।

শ্রীযুত জে, এম, সেনগুপ্ত

জলপাইগুড়ী হইতে প্রকাশ, স্থানীয় সিভিল সার্জ্জন ডাঃ ইয়ং এবং কলিকাতার ডাঃ শ্রীযুত এস, সি, সেনগুপ্ত এম, ডি, এফ, আর, সি, এর যুক্ত মেডিকেল রিপোর্ট অনুসারে ভারত সরকার শ্রীযুত জে, এম, সেনগুপ্তকে অস্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছেন। উক্ত আদেশানুসারে শ্রীযুত সেনগুপ্ত গত ২০শে অক্টোবর সায়াহ্নে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত শিশির সেনগুপ্তের সহিত একজন শ্বেতাঙ্গ পুলিস কর্ম্মচারী এবং একদল সশস্ত্র পুলিশ পাহারায় জলপাইগুড়ী হইতে রওনা হইবেন।

প্রকাশ, তাঁহার ডাক্তারী এবং রঞ্জন-রশ্মি দ্বারা পরীক্ষা করিবার জন্য ডাক্তারগণ যে সুপারিশ করিয়াছেন; যতদিন তাহা শেষ না হইবে, ততদিন কলিকাতায় তাঁহাকে আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলে আটক রাখা হইবে।

জানা গেল যে, শ্রীযুত সেনগুপ্তের রক্তের চাপ বৃদ্ধি হওয়া ব্যতীত, গত দুই সপ্তাহ হইল, তিনি দাঁতের বেদনা অনুভব করিতেছেন।

স্যার সি, ভি, রমণের প্যারিস যাত্রা

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্মানজনক ডাক্তার উপাধি গ্রহণ করিবার জন্য স্যার সি, ভি, রমণ প্যারিস যাত্রা করিতেছেন।

ফ্রী প্রেসের জামিন বাজেয়াপ্ত

বোম্বাই হইতে প্রকাশ যে আগামী ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে ইয়ং ইণ্ডিয়ান প্রকাশিত প্রবন্ধ ফ্রী প্রেস পত্রিকায় পুনঃ মুদ্রণের দরুণ শ্রীযুত সদানন্দ অবর্ত্তমানে অস্থায়ী সম্পাদকের উপর এক নোটীশ জারী করিয়া ফ্রী প্রেসের দশ হাজার টাকা জামীন বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে।

গান্ধীজীর মুক্তি

তৃতীয়তঃ সরকারকে এ কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে যে, আগামী গোল টেবিল বৈঠকের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য সরকার যদি গান্ধীজী ও অন্যান্য কংগ্রেস কর্ম্মীকে তখন মুক্তি না দেন, তাহা হইলে তাঁহারা সে জন্য বৈঠক বর্জ্জন করিবেন না; কিন্তু যখন নূতন শাসন বিধি রচিত ও কার্য্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইবে তখন সকল কংগ্রেস কর্ম্মী ও রাজনৈতিক কয়েদীকে নিশ্চয়ই মুক্তি দিতে হইবে নূতন সংস্কার ব্যবস্থা সফল করিবার অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টির নিমিত্ত এবং শাসন সংস্কারকে সত্য ও প্রাণবন্ত করিবার জন্য তাঁহাদের মুক্তি আবশ্যক। দেশের প্রধান রাজনৈতিক দল যোগদান না করিলে শাসন সংস্কার ব্যবস্থা প্রকৃত গণতান্ত্রিকভাবে কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাইবে না।

আগামী এলাহাবাদ সম্মেলন

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সহিত মৌলানা সৌকৎ আলির পুনর্ব্বার প্রায় দেড় ঘণ্টার অধিককাল কথাবার্ত্তা হয়। আগামী এলাহাবাদ সম্মেলন সম্বন্ধেই আলোচনা চলে।

মৌলানা সৌকৎ আলী এসোসিয়েটেড প্রেসকে জানাইয়াছেন যে, ভারতের প্রত্যেক স্থান হইতে বহুসংখ্যক তার ও পত্র তিনি প্রত্যহ পাইতেছেন। এই তার ও পত্রে লক্ষ্ণৌ-সম্মেলনের সাফল্য সম্বন্ধে তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

২৬ হাজার টাকা উধাও

লাহোর হইতে প্রকাশ, সরকারী কো-অপারেটিভ সোসাইটীর প্রেসিডেণ্ট করম চাঁদ ২৬ হাজার টাকা তহবিল তছরূপ করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছেন গত ৬ই সেপ্টেম্বর তাঁহাকে ও সোসাইটীর সেক্রেটারী মিঃ নাথুরামকে এই সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাঁহাদিগকে ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদিগের প্রত্যেককে ৩০ হাজার টাকার জামীনে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন।

পিতৃব্য-হত্যা

বোম্বাই হইতে ২০শে অক্টোবরে সংবাদে প্রকাশ, কাওজী দারুওয়ালাকে কে বা কাহারা যেন খুন করিয়া গিয়া পড়িয়াছিল. এই সম্পর্কে ফিরোজ গোবিরাম দারুওয়ালা প্রমুখ তাহার তিন জন ভ্রাতুষ্পুত্র ও তাহার ভ্রাতাকে গ্রেপ্তার করিয়া, চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হইয়াছিল। তাহাদিগের বিরুদ্ধে তেমন কোন প্রমাণ না পাওয়ায়, ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন। আসামী কিন্তু এখনও হাজতে অবস্থান করিতেছে।

প্রায় ২ হাজার বুলেটিন আবিষ্কার

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, গত ১৯ অক্টোবর পুলিস জামালাল ষ্ট্রীটে ছগনলালের গৃহে হানা দেয় এবং প্রায় ১৮ শ কংগ্রেস প্রচার পত্র আবিষ্কার করিয়া লইয়া যায়।

টেলি — শ্রীশ্রীজ সংবাদ — দৈ নি ক Reg No C1544:

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
প্রতি
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড | সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি | ১৯২তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৮ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার ১৩৩৯, ২৫শে অক্টোবর ১৯৩২

মালব্যজীর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা

রাত্রিতে বাড়ীতে আবদ্ধ

হাজার বন্দীর আহার ত্যাগ

সভায় বক্তৃতাকালে অধিনায়ক গ্রেপ্তার

রাজপুত্রের সম্মুখে বেকার

কাউন্সিলের টাকার অযথা ব্যয়

এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

ঢাকা সহরে আকস্মিক বিস্ফোরণ

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বাণী

পার্লামেণ্ট অটোয়া চুক্তি

লণ্ডনে মোটর ডাকাতি

নানা কথা

মালব্যজীর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের পুত্র ও সেক্রেটারী পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্য বিড়লাভবন হইতে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন—

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য পাঞ্জাব দিল্লীতে গত কয়দিন ধরিয়া ক্রমাগত আলোচনা করিতেছেন, তাহাতে তাহার স্বাস্থ্যের উপর গুরু চাপ পড়ায় তিনি দিল্লী আগমনের পূর্ব্বের তুলনায় দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছেন। তিনি বিছানায় শুইয়াই বন্ধুবান্ধবের সহিত আলোচনা করেন। তবে সাধারণ দুর্ব্বলতা ব্যতীত তাহার অপর কোন অসুখ নাই। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারেরা বলিতেছেন, তাঁহার প্রয়োজন কেবল সম্পূর্ণ বিশ্রাম। কিন্তু যে গুরু কার্য্যভার হস্তে লইয়াছেন, তাহাতে তিনি বিশ্রাম করিতে পারিতেছেন না।

হাজার বন্দীর আহার ত্যাগ

পাটনা হইতে প্রকাশ, পাটনা ক্যাম্প জেলে বর্ত্তমানে ২৫ শত বন্দী অবস্থান করেন। খাদ্য দ্রব্য সরবরাহ ও জেল পাতালে গ্রহণ সংক্রান্ত জেলের বর্ত্তমান ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করায় উঁহাদের হাজার লোক গত পরশু প্রায়োপবেশন করেন। পরবর্ত্তী সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই।

রাজপুত্রের সম্মুখে বেকার

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, নাবিকদিগের বিশ্রামাগার খোলা হইয়াছে প্রিন্স জর্জ উদ্বোধন কার্য্য সমাপন করিয়াছেন। প্রিন্স জর্জ নূতন গৃহে প্রবেশ করিবার পূর্ব্ব হইতেই বেকার দল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। "কেহ চড়ে মোটরগাড়ী, আমরা সবে মারা পড়ি"—ইহাই আমাদের বুলী। পুলিস আসিয়া তৎক্ষণাৎ উহাদিগকে বাহির করিয়া দিয়াছে। তিনজন গ্রেপ্তার হইয়াছে।

এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

চাঁদরা হইতে প্রকাশ, কোলাবা ও মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিনায়ক ২ জন ও আর ৪ জন কোলবা জিলা রাজনৈতিক সম্মিলন উপলক্ষে গ্রেপ্তার হন। গত ২১শে অক্টোবর সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে তাঁহারা এক বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে থানা জেলে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

লণ্ডনে মোটর ডাকাতি

লণ্ডন হইতে গত ২০শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, ইউষ্টন ষ্টেশনে ভয়ানক মোটর ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। দস্যুরা ডাকব্যাগ লুঠ করিয়া পলায়ন করিয়াছে।

আইরিশ মেল ট্রেণে একটি রেজেষ্টারী করা ডাকব্যাগ উঠাইবার জন্য একজন পোষ্টপিওন ষ্টেশনে উপস্থিত ছিল। ষ্টেশনে বহু লোকের ভিড় ছিল। দস্যুরা সেই ভিড়ের মধ্য দিয়া পিওনটিকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া ডাকব্যাগ লইয়া উধাও হইয়াছে।

আর একজন ডাক পিওনের মাথায় কৃষ্ণবর্ণের কাপড় চাপা দিয়া উহাকে উত্তম মধ্যম প্রহার করিয়া উহার নিকট সরকারের যাহা কিছু ছিল কাড়িয়া লইয়া মোটরযোগে পলায়ন করিয়াছে।

বেতারযোগে পুলিসে সংবাদ দেওয়া হইলে পুলিস গোটা কেণ্টটিতে খানাতল্লাস আরম্ভ করিয়াছে।

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, | ১১ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৬, ৮ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২৫শে অক্টোবর ইং ১৯৩২ মঙ্গলবার | ১৯২তম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

সংক্ষিপ্ত ডায়েরী

বহুলাবনে স্বামিজীদ্বয়ের বক্তৃতা

শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজের বক্তৃতা

১৩।১০।৩২ তারিখে বহুলাবন পরিক্রমার দিন সন্ধ্যারাত্রিকের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ যাত্রিগণের নিকট কিছু হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া বলেন,—“পদ্মবনে ভেককুল বাস করিয়াও দুর্ভাগ্যবশতঃ পদ্মফুলের অন্তর্গত সুমিষ্ট মধুর আস্বাদন পায় না। আমাদের অবস্থাও ঠিক সেই প্রকার। ব্রজমণ্ডলে বাস করিয়াও আমরা ধামের স্বরূপ অবগত নহি বা ধামের স্বরূপ আমাদের নয়নে স্ফুরিত হয় না। ব্রজবনও প্রাকৃত বনের মত নহে যে তাহা প্রাকৃতনয়নে দৃষ্টিগোচর হইবে। ব্রজধাম শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় ধাম। অতএব প্রথমে পরিক্রমাকারীর স্বরূপ নির্ণয় হওয়া আবশ্যক। আমরা স্বরূপে উদ্বুদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের মঙ্গল হইবে না। গ্রামটা আমাদের ভোগাগার, সেথানে কেবল খাওয়া দাওয়া লইয়া আমরা ব্যস্ত; অর্থাৎ সেথানে আত্মেন্দ্রিয়তোষণ ছাড়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণের কোন কথা নাই। শ্রীধাম কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বসতিস্থল—তাঁহার লীলাক্ষেত্র। ইহা অপ্রাকৃত বস্তু, তাঁহার রূপ, গুণ প্রভৃতি সমস্তই অপ্রাকৃত। ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য দুষ্কৃতজনগণের বিনাশ ও বিরহকাতর ভক্তগণের সহিত লীলা জন্য শ্রীকৃষ্ণের অবতার গ্রহণ।

শ্রীভগবান্ ধামসহ অবতীর্ণ হন। কিন্তু মাদৃশ বদ্ধজীবগণ দিব্যজ্ঞানের অভাবে তাঁহার সেবা হইতে বঞ্চিত হয়। শ্রীকৃষ্ণলীলা মুক্তপুরুষগণেরই সেব্য। বদ্ধজীব শ্রীকৃষ্ণলীলার আস্বাদনে অযোগ্য বিবেচনা করিয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই গৌররূপে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন সেই ব্রজলীলা বুঝাইবার জন্য, অপরাধিগণকে ব্রজলীলার অধিকার দিবার জন্য। শ্রীকৃষ্ণের ঔদার্য্যময় লীলাই শ্রীশ্রীগৌরলীলা। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা বুঝিবার জন্য আমাদের শ্রীগৌরলীলারই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। আবার শ্রীনিতাইচাঁদ নইলে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা বুঝাইবে কে? শ্রীগুরুদেব অভিন্ন নিত্যানন্দ। অতএব শ্রীব্রজলীলার অধিকারী হইতে হইলেও শেষে সেই শ্রীগুরুদেবেরই শরণাগত হওয়া আবশ্যক।

সাধারণতঃ আমরা দিবারাত্র যে পরিক্রমা করিতেছি, তাহার কেন্দ্র হচ্ছে গৃহ। গৃহ বলিতে এই স্থূল শরীরকেও বুঝায়, 'শরীরং গৃহমুচ্যতে'। এই গৃহ পরিক্রমা করতে করতে আমরা গৃহব্রত বা গৃহমেধী হ'য়ে যাচ্ছি, দেহাত্মবুদ্ধিতে আবদ্ধ হ'য়ে স্বরূপ বিস্মৃত হ'য়ে পড়'ছি। পরম করুণাবারিধি শ্রীগুরুদেব নানাভাবে আমাদের দেহাত্মবুদ্ধি নিদূরিত ক'রে স্বরূপের উপলব্ধি করিয়ে দিচ্ছেন এবং বিদেশ থেকে আমাদের স্বদেশে নিয়ে যাবার জন্য, স্বদেশের আত্মীয়স্বজনের সহিত মিলিত ক'রে দিবার জন্য, নিত্যপতির পাদপদ্মে পৌঁছিয়ে দিবার জন্য “ব্রজেতে” বলে আহ্বান ক'রছেন। ব্রজে যাবে কা'রা? দেহাত্মবুদ্ধি ছুটে গিয়ে ঘরে ফিরে যাবার জন্য উৎকণ্ঠা যাদের গিয়েছে, তাঁরাই ব্রজধামকে তাঁ'দের স্বদেশ মনে ক'রতে পেরেছে এবং নন্দ-নন্দনকেই তাহাদের নিত্যপতি বলে মনে করেছে।

শ্রীকৃষ্ণকে জননিবাস বলা হয়েছে। জননিবাস বলতে যিনি সকলের হৃদয়ে বাস করেন, অথবা যাঁকে আশ্রয় ক'রে সকল জীব বাস করে, যাঁর আশ্রয় না হ'লে কেহই অবস্থান ক'রতে পারে না।”

মথুরা পরিত্যাগের দিবসের একটী প্রসঙ্গ ভুল বশতঃ উল্লেখ করা হয় নাই। তজ্জন্য পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন। গত হরিবাসর দিবসের পর পারণের দিন খুলনা নিবাসী শ্রীপাদ জগদীশ্বর দাসাধিকারী প্রচুর অর্থানুকূল্যে যে উৎসব সম্পাদিত হইয়াছিল তাহাতে পরিক্রমাকারিগণ বিচিত্র মহাপ্রসাদ লাভে পরম সৌভাগ্য গণনা করিয়াছিলেন। তৎপর দিবস মধুবন পরিক্রমার দিন আচার্য্যত্রিক প্রভুর ইচ্ছায় রাজগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব মধুবনে সেবকগণের উৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া ভাবী নিত্যমঙ্গলের জন্য সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ বন মহারাজের বক্তৃতা

পর দিবস শ্রীরাধাকুণ্ডের পরিক্রমার কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীপাদ বন মহারাজ বলেন যে, শ্রীমতী রাধিকাকে ভুবনমোহনমোহিনী বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণই ভুবনমোহন। যে ভুবনমোহনকে মোহিত করিলেন যিনি, তিনিই ভুবনমোহনমোহিনী। শ্রীকৃষ্ণ সেই রাধিকার দ্বারা আকৃষ্ট হ'য়েছিলেন। সেই শ্রীরাধিকার কুণ্ড দর্শনে যাইতে হইবে। শ্রীমতী রাধিকার কুণ্ড শ্রীমতী হইতে ভিন্ন নন। যেমন শ্রীনাম, নামী হইতে অভিন্ন, সেইরূপ শ্রীরাধিকার কুণ্ডও শ্রীরাধিকা হইতে অভিন্ন।

এই দ্বাদশ-বনসমন্বিত শ্রীব্রজমণ্ডল অপ্রাকৃত দ্বাদশ রসের লক্ষণযুক্ত। যেমন শ্রীনবদ্বীপ ধামের নয়টী দ্বীপ শ্রবণ, কীর্ত্তন প্রভৃতি নবধা ভক্তির লক্ষণাত্মক। সেইরূপ বৃন্দাবনের দ্বাদশ বন পাঁচটী মুখ্যরস ও ৭টী গৌণরসের লক্ষণাত্মক। স্বরূপে যাঁহার অবস্থিত হ'য়েছে তিনিই ঐ রসের অধিকারী। অর্জ্জুন ও ধ্রুব প্রভৃতি ভগবদ্ভক্তগণেরও ব্রজ-রসে অধিকার নাই। সেই ব্রজধামে শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে এনেছেন। যেখানে জীব স্বরূপসিদ্ধির চরমাবস্থা প্রাপ্ত হয়, যেখানে অপ্রাকৃত রসের পূর্ণতম অবস্থা প্রকটিত হয়েছিল, সেই ব্রজধামে আমরা যা'বার জন্য প্রস্তুত হ'য়েছি।

কেবল শান্তিময় জীবন আমাদের প্রয়োজন নহে। যে শান্তিময় জীবনে ভগবদ্ভজন হয় না, স্বেন্দ্রিয়তোষণ হয় না, কৃষ্ণের সুখ যাহাতে না হয় সেরূপ চেষ্টা বাঞ্ছিত হয় সেরূপ জীবনে আমাদের প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণের সুখই আমাদের প্রয়োজন—কৃষ্ণের নিত্যসেবাই আমাদের পরম প্রয়োজনীয় বস্তু। তটস্থ অবস্থাতেই জীবের আহ্বান। সেই অবস্থা হ'তে জীব মায়ার রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে এবং কৃষ্ণের অপ্রাকৃত ধামে প্রবেশ করিবার উপযোগী হইবেন। চেতনময় অবস্থার আনন্দের নাম স্বরূপসিদ্ধ, স্বরূপসিদ্ধির

পর বস্তুসিদ্ধি লাভে ভগবল্লীলায় প্রবেশাধিকার ঘটে।

শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডের আবির্ভাব

অরিষ্ট নামক অসুর ঐ স্থানে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বধ হ'য়েছে ব'লে ঐ স্থানের নাম 'অরিষ্টগ্রাম'। ঐ স্থানেই 'রাধাকুণ্ড' ও 'শ্যামকুণ্ড' বর্ত্তমান। শ্রীকৃষ্ণ 'শ্যামকুণ্ড' খনন ক'রে তথানে সর্ব্বতীর্থকে আনয়ন ক'রলে গোপীগণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে রাধাকুণ্ড খনন ক'রে শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন যে, তোমরা সর্ব্বতীর্থের জল যদি আমাদের এই কুণ্ডে আনয়ন কর তবেই বুঝিব তোমার কুণ্ডে সর্ব্বতীর্থ আগমন ক'রেছে। কৃষ্ণের ইচ্ছায় রাধাকুণ্ডে সর্ব্বতীর্থ আগমন করেছিলেন। শ্রীরাধিকা যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় তাঁহার কুণ্ডও সেইরূপ প্রিয়। এই বহুলাবনে বলদেব মন্দির ও গাদ আছে।

ষষ্ঠ দিবস—শ্রীরাধাকুণ্ডে দাউজীর মন্দির

ভোর ৪ ঘটিকার সময় যাত্রিগণ তাঁহাদের বিছানা ও আসবাবপত্র পরিক্রমার অফিসে জমা দিয়া প্রাতে ৬৷৷ ঘটিকার সময় রাধাকুণ্ডাভিমুখে যাত্রা করেন। বহুলাবন হইতে বরাবর পশ্চিম দিকে মাঠের রাস্তা প্রায় ২৷৷ মাইল অতিক্রম করিয়া একটী গ্রামে প্রবেশ পূর্ব্বক দাউজীর মন্দিরে উপস্থিত হন। এখানে কৃষ্ণবলরামের শ্রীমূর্ত্তি বর্ত্তমান এবং কৃষ্ণের পাদপদ্ম চিহ্ন একটি পৃথক্ মন্দিরে দেখা যায়। যাত্রিগণ শ্রীপাদপদ্ম হইতে জল শিরে ধারণ করেন। শ্রীমন্দিরের কিঞ্চিৎ তফাতে 'বলরামকুণ্ড' নামে একটী কুণ্ড আছে। ইহার একপার্শ্বে প্রশস্ত পাকা ঘাট আছে। ঐ কুণ্ডতীরে বৈষ্ণবপ্রবর শম্ভুর মন্দির বর্ত্তমান। শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি,এ, (গৌড়ীয় সম্পাদক) মহাশয় এইস্থানে ঐ কুণ্ডের একটী ফটো গ্রহণ করেন। ঐ কুণ্ডের জল সকলে মস্তকে গ্রহণ করেন।

সূর্য্যকুণ্ড

ঐ স্থান হইতে পরিক্রমা ২৷৷৹ মাইল অতিক্রম করিয়া সূর্য্যকুণ্ডে আসিয়া উপনীত হন। এস্থানে একটী ছোট মন্দির আছে, পার্শ্বে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী সূর্য্যকুণ্ড নামে অভিহিত। ঐ সূর্য্যকুণ্ডের জল সকলে শিরে ধারণপূর্ব্বক কুণ্ডতীরে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। আচার্য্যত্রিক প্রভু পরিক্রমায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই এস্থানে ঘোল, চিঁড়া ও চিনি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ বরাবর পরিক্রমার অগ্রণী হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার ভোগ দিয়া যাত্রিগণকে সেই প্রসাদ বিতরণ করা হইলে পর কিছু কীর্ত্তন হয়, তৎপরে শ্রীপাদ বন মহারাজ স্থান-মাহাত্ম্য কিছু কীর্ত্তন করেন। তিনি বলেন এই স্থানের নাম 'জনন্তিগ্রাম'। ইহার পার্শ্বে 'বসতিগ্রাম' ও রাল (বা লাল) গ্রাম। কংসের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া নন্দ মহারাজ গোকুল পরিত্যাগ পূর্ব্বক কখনও বসতিগ্রামে কখনও বা এই জনন্তি-গ্রামে অবস্থান করিতেন।

নন্দমহারাজ যখন এই জনন্তি-গ্রামে অবস্থান করেন, তখন শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত মিলিত হইবার আশায় সূর্য্যপূজার ছল উঠাইয়া এই কুণ্ডতীরে আসিয়াছিলেন। এই কুণ্ডতীরে শ্রীমতী সূর্য্যপূজার অভিনয় করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম 'সূর্য্যকুণ্ড' হইয়াছে। এই স্থানটী শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনস্থলী। গোপীগণ শ্রীরাধিকার আনুগত্যে এখানে ঐ ছলে আসিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে এখান হইতে রাধাকুণ্ডে লইয়া যাইবার জন্য। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা পূর্ব্ব হইতে প্রেরিত 'মধুমঙ্গল' ঐ সূর্য্যপূজার পৌরহিত্য করিয়াছিলেন। গোপীগণ সূর্য্যকুণ্ডতীরে রাধাগোবিন্দ-মিলন দর্শন করিয়াছিলেন—সূর্য্য-পূজার অছিলায়। তাই আজ আমরাও কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের নিকট অকাতরে প্রার্থনা করি যে, যেন তাঁহার আনুগত্যে এই সূর্য্যকুণ্ডতীরে অথবা রাধাকুণ্ডতীরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলন দর্শনের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারি।

কদমখণ্ডী

সূর্য্যকুণ্ড পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রায় ২ মাইল আসিয়া পরিক্রমা কদমখণ্ডিতে উপস্থিত হন। এই কদমখণ্ডিতে বহু কদম বৃক্ষের বন ছিল এবং শ্রীকৃষ্ণ এখানে গাভী চরাইতেন। শ্রীপাদ বন মহারাজ একথা সকলকে জানাইয়া দেন। এস্থান হইতে প্রায় অর্দ্ধ-মাইল পরে পরিক্রমা শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে বেলা দ্বিপ্রহরের সময় উপনীত হন। শ্রীল প্রভুপাদ পূর্ব্বেই এস্থানে পৌঁছিয়াছিলেন। সমস্ত তাঁবু পূর্ব্ব হইতেই সজ্জিত হইয়াছিল। পরিক্রমা পৌঁছিলে পরিক্রমাকারিগণ সকলে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক বিশ্রামানন্তর স্নানাদি সম্পন্ন করিয়া মহাপ্রসাদ সেবন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ এখানে অহর্নিশ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। এখানে শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর ভজন-কুটীর দৃষ্ট হয়। রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড পরস্পর পাশাপাশী এবং তাহাতে প্রশস্ত পাকা ঘাটও আছে। যাত্রিগণ তথায় গিয়া সকলে স্নান করেন। তাঁবুর পার্শ্বে একটী কুণ্ড দেখা যায়, তাহা ললিতা কুণ্ড নামে কথিত।

চিত্তচাঞ্চল্য

আমরা শ্রীউপদেশামৃতে 'অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ' শ্লোকে হরিভক্তির বিরোধী দোষাবলীর অন্যতম 'লৌল্য' বলিয়া একটী শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই। কিন্তু আমরা অনেকেই এতদ্বিষয়ে উদাসীন থাকায় এই ভক্তিবাধক দোষটীর কবল হইতে মুক্ত হইতে পারি না; তাই আজ আত্মশোধনার্থ ইহার কিঞ্চিৎ দিগ্দর্শন প্রদর্শনের প্রয়াস পাইতেছি মাত্র।

মুক্তি ও ভুক্তিস্পৃহা এবং লৌকিক ইন্দ্রিয়সুখ চেষ্টার বৃত্তিসমূহই 'লৌল্য'। যাহার সহজ অর্থ লোভ ও বাসনা—নানামতবাদী সঙ্গে অস্থির সিদ্ধান্ত অর্থাৎ চাঞ্চল্য এবং তুচ্ছ বিষয়ে আকৃষ্ট হওয়া। চঞ্চলমতি জনগণ একাগ্রতার অভাব নিবন্ধন জীবনে কখনও কোন বিষয়ে উন্নতি করিতে পারে না। চাঞ্চল্যাদি হৃদয়কন্দরে অবস্থান করা পর্য্যন্ত আমরা কি নৈতিক কি পারমার্থিক কোন দিকেই উন্নত হইতে পারিব না, একথা ধ্রুব সত্য। বুদ্ধিমান জনগণ এ বিষয়ে প্রখর দৃষ্টি স্থাপনে যত্নবান হইবেন; কারণ লৌল্য হইতে কৃষ্ণানুগত্য প্রবৃত্তি চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যায়। মায়ার রাজ্যে প্রভু হইবার বাসনা বৃদ্ধি পায়, কৃষ্ণভক্তিই সর্ব্বোত্তমা এরূপ বুঝিবার শক্তি পর্য্যন্ত বিনষ্ট এবং অন্য দেবে স্বতন্ত্র বুদ্ধিরূপ অপরাধ আমাদিগকে গ্রাস করে। ভক্তিলাভেচ্ছু সাধকমাত্রেরই এ বিষয়টী সম্যক্‌রূপে অবগত হওয়া যে একান্ত প্রয়োজন ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

চাঞ্চল্যের প্রকারভেদে আমরা দুইটী বিষয় লক্ষ্য করি একটী চিত্তচাঞ্চল্য ও অপরটী বুদ্ধিচাঞ্চল্য। ইন্দ্রিয়ের অনুগত মনোবৃত্তিই চিত্ত। ইন্দ্রিয়ানুগত চঞ্চল মন যে বিষয়ে অভিনিবিষ্ট তাহাতেই চিত্তে রাগ বা দ্বেষ জন্মে। সেইজন্য চিত্তচাঞ্চল্যকে রাগানুগত ও দ্বেষানুগত অনুসারে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

প্রতিকূল বায়ু সমুদ্রস্থ তরণীকে যেরূপ অস্থির করে সেইরূপ যে কোন ইন্দ্রিয়ের অনুগত হইয়া মন চালিত হইলেই জীবের বুদ্ধি বিনষ্ট হয়। ইন্দ্রিয়ার্থেই রাগ বা দ্বেষের অবস্থান। অতএব সেই বিপজ্জনক শত্রুরূপী রাগ বা দ্বেষের বশীভূত হওয়া উচিত নয়। আবার ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ের দ্বারা এই চিত্তচাঞ্চল্যরূপ লৌল্যকে নিয়মিত করা যায় না। সেইজন্য মহাজনগণ বলিয়াছেন,—বিষয়ই যখন চিত্তচাঞ্চল্যের হেতু এবং চিত্তচাঞ্চল্যই যখন ভক্তিসাধনের প্রধান অন্তরায় তখন ভক্তিসাধন সময়ে সমস্ত বিষয়কে ভগবৎ সম্বন্ধি করিয়া বিষয়রাগকে সাধুগুরুর আনুগত্যে ভগবদ্রাগরূপে পরিণত করিবার জন্য সচেষ্ট হইতে হয়। তাহা হইলেই সেই রাগকে আশ্রয় করিয়া চিত্ত ভগবত্তত্ত্বে স্থির হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পাণি পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াদির রূপ-রসাদি যে ইন্দ্রিয়ার্থ বা বিষয় আছে, তাহাতে ভগবত্তত্ত্ব মিশ্রিত করিলে চিত্তচাঞ্চল্য নিশ্চল হয়। এই বিষয়ের যে যে অংশে ভগবৎ ভক্তির প্রতিকূলতা থাকে তাহাতে দ্বেষকে এবং যাহাতে ভক্তির অনুকূলতা থাকে তাহাতে রাগকে নিযুক্ত করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু যতদিন বুদ্ধিচাঞ্চল্য দূর না হয় ততদিন চিত্তচাঞ্চল্য অপসারিত করা জীবের পক্ষে অসম্ভব। অতএব সাধুমুখে বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারা বুদ্ধিচাঞ্চল্য নিবৃত্তি করতঃ বুদ্ধিবলে চিত্তকে নিয়মিত করিবার জন্য যত্নবান্ হওয়া উচিত।

মনের সৎ ও অসৎ বিষয়িণী বৃত্তির নামই বুদ্ধি। এই বুদ্ধি আবার দুই প্রকার অর্থাৎ মনের অনুগত হইয়া যে বুদ্ধি সদসৎ বিচার করে তাহা প্রাকৃত বুদ্ধি এবং আত্মার বা সাধু ও শাস্ত্রের অনুগত হইয়া যে বুদ্ধি তাহাই অপ্রাকৃত বুদ্ধি। আমরা গীতায় জড় বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়ের শ্রেষ্ঠত্ব, ইন্দ্রিয় হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে বুদ্ধি যাহার বৃত্তি সেই চিৎকণ জীবেরই শ্রেষ্ঠত্বের কথা শুনিতে পাই। 'যমাদিভির্যোগপথৈঃ' শ্লোকানুসারে অন্য উপায় পরিত্যাগান্তে শুদ্ধভক্তিলাভের উপায় গুরুবৈষ্ণবসেবায় আত্মনিয়োগ দ্বারা অর্থাৎ তাঁহাদের অনুগত হইলেই আমাদের বুদ্ধি নিয়মিত হয়। জীব যখন গুরুবৈষ্ণবের কৃপায় আপনাকে শুদ্ধ চিৎকণ বলিয়া জানিতে পারেন তখন তাঁহার স্বভাবতঃ কৃষ্ণদাস্যাভিমানরূপ চিন্ময় অহঙ্কার উদিত হয়; সে সময় জীবের কৃষ্ণদাস্য কাম ব্যতীত অন্য কাম থাকে না।

শুষ্কজ্ঞান-বৈরাগ্য-মার্গে যে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের ব্যবস্থা আছে তাহাতে সুন্দররূপে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ হয় না। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন,—

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥

ভোগ পরিত্যাগের দ্বারা বিষয় নিবৃত্ত হইলেও বিষয়রস বা বিষয়-বাসনা দূর হয় না। কিন্তু বিষয়-রস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণদাস্যরসরূপ চিদ্রস বিষয়ে মিশ্রিত হইলে সেই রস বিষয় বাসনারূপ ক্ষুদ্র রসকে সমূলে বিনাশ করে।

ভক্তের সেবাপ্রবৃত্তি

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ মশলা-ব্যবসায়ী পরলোকগত শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র দাঁ মহাশয়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দাঁ মহাশয় শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবানুকূল্যের জন্য একটী অশ্ব দান করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব সেবায় যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও উৎসাহ আছে।

পূর্ব্ব ব্যবস্থা। স্বুবর্ণ সুযোগ।।

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-[illegible] নির্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও [illegible]ন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে [illegible], তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, [illegible] হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির [illegible]র এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া [illegible]বন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই [illegible]ল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে [illegible]রেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী [illegible]স্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায় সূচী ও শ্লোক-[illegible]-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার [illegible]টী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-[illegible]কাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible]ক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী [illegible]রাজ-গ্রথিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মঞ্জার। [illegible]তোকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। [illegible] শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-[illegible]গতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম [illegible]টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা ; ভিক্ষা ১৲ এক [illegible]কা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

[illegible] পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য [illegible] সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত [illegible]য়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-[illegible], বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সম্বলিত প্রকাশিত [illegible]য়েছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও [illegible]শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত [illegible]ভাষ্য' প্রভৃতি-স্বত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া [illegible]কাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, [illegible]ত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অন্তিদের সংযোজিত। [illegible]ত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, [illegible]র, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের [illegible] জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে [illegible] প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের [illegible]ত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা [illegible]গৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এন্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা ; শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৵০

পারমার্থিক জগতে অভিনব অবদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

কৃপাম্বুধিবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অচ্ছেকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্লেশ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি ?' 'অসৎসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অদোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-ভাবধারা এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৸০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। নাজির রাজবাড়ীর কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. প্রোঃ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, মহাপ্রভুর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্ গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত আকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি প্রত্যধ্যায়বিষয়-সহ বক্সচ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবালয়গ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত মনোরম ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যশিক্ষাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশাক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-খানি পাঠ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতে ছিলেন তাঁহারা শীঘ্র তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখন দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সব খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) দ্বাদশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর গ্রন্থ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মা প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজি বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ২॥০ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা। দশ আনা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।
১২। মুক্তমল্লিকা গুণগৌরবঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়)
১৪। জৈবধর্ম্ম ২
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
(চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর
(নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা
(৪৪৬ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয়
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অন্তর্দিনও) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম ।০
৫৫। উদ্ধব গুরুম্ ।০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ডস্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ভয়োটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড
আনেলয়েড ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ
৭১। কল্যাণ কল্পতরু ৴০
৭২। গীতাবলী
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরাবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও পথ-প্রদর্শক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসামে গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

মহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের গ্রাহকগণের জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় বোতলের সমান ওজন ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৩০ আনা, পাঁচটি ।৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের
অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল খাঁটি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও সর্ব্ব প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

করাচীতে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের

করাচী হইতে প্রকাশ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় করাচীতে প্রথম পদার্পণের পর এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন যে, স্বদেশী আন্দোলন মোটের উপর ভালই চলিতেছে এবং বিদেশী সিগারেটের পরিবর্তে যদি দেশজাত সিগারেট ব্যবহার করাকে স্বদেশী গ্রহণের পরিচয় বলিয়া ধরা হয় তাহা হইলে তাঁহার মতে বাঙ্গালার স্থান এই দিক দিয়া সর্ব্বাগ্রে। খদ্দর সম্পর্কে তিনি বলেন যে, কংগ্রেস সর্ব্ব কার্য্যতালিকায় স্থানীয় মিলে উৎপন্ন কাপড়কে বিশেষভাবে স্থান দিবার পর হইতে খাদি প্রচার কিছু ব্যাহত হইয়াছে, তবে কোন কোন স্থানে এত উচ্চ খদ্দর দেখা যাইতেছে যে, উহা ঢাকার মসলিনের তুল্য।

বঙ্গের নির্ব্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন—

"বঙ্গের জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ ক্রমে শক্তি সংগ্রহ করিতেছেন দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। বঙ্গে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি হইতেছে। তিনি আরও বলেন যে, গান্ধীজীকে বঙ্গদেশ পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া হইলে, তাঁহার উপস্থিতি বিপ্লববাদ দমনে বিশেষ সাহায্য করিত।

স্যার সি, পি, রায় বলেন যে, তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক প্রকাণ্ড ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে। বিশেষতঃ গান্ধীজী এবং কংগ্রেসকে বাদ দিয়া এই বৈঠক, রামকে বাদ দিয়া রামায়ণ রচনার মত হইবে।

উপসংহারে তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের চক্রের সহিত বাঁধিয়া রাখিলে চলিবে না। ভারতবর্ষে ভারতবাসীর আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন এবং তাহার অসংলগ্ন অভিযোগগুলি দূর করাই এই দুর্ভাগা দেশের শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায়।

ঢাকা সহরে আকস্মিক বিস্ফোরণ

ঢাকা হইতে প্রকাশ, গত ২০শে অক্টোবর অপরাহ্ণে প্রায় ৪টার সময় সেই অঞ্চলে হঠাৎ এক বিস্ফোরণের শব্দ শুনা যায় এবং শব্দ শুনিয়া সেই স্থানের কয়েক জন অধিবাসী তখনই যে বাটীতে বিস্ফোরণ হইয়াছে, সেই বাটিতে ছুটিয়া যান। তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহারা দেখেন যে স্থানীয় পোগোজ স্কুলের ছাত্র হরিশচন্দ্র দত্তের বামহস্তের তালু প্রায় উড়িয়া গিয়াছে। হরিশচন্দ্রের ২ বৎসর বয়স্কা ভগিনী বিস্ফোরণের সময় সেই স্থানে দাঁড়াইয়াছিল, তাহার দুই পায়ে সামান্য আঘাত লাগিয়াছে।

আহত যুবকটিকে তৎক্ষণাৎ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় মিটফোর্ড হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

স্থানীয় পুলিশ সংবাদপ্রাপ্তি মাত্র ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং সেই বাটিতে খানাতল্লাস করে। খানাতল্লাস করিয়া তাহারা কতকগুলি বিস্ফোরক পদার্থ এবং অন্যান্য জিনিষ লইয়া গিয়াছে।

রাত্রিতে বাড়ীতে আবদ্ধ

হুগলী হইতে প্রকাশ, আরামবাগের প্রসিদ্ধ কর্ম্মী ডাঃ রামকৃষ্ণ পালের উপর এই মর্ম্মে নোটীশ জারী করা হইয়াছে যে, তাঁহাকে সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত রতনপুরে তাঁহার পল্লী ভবনে অবস্থান করিতে হইবে, আর, তিনি কংগ্রেসের কোন আন্দোলনে যোগদান করিতে পারিবেন না। তাঁহাকে আরও আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, প্রত্যেক সোমবার মধ্যাহ্নে তাঁহাকে গোঘাট থানায় হাজির দিতে হইবে।

ডাঃ পাল সংপ্রতি পূর্ণ কারাদণ্ড ভোগের পর দমদম স্পেশ্যাল জেল হইতে মুক্তি পান।

কাউন্সিলের টাকার অযথা ব্যয়

নাগপুর হইতে প্রকাশ, বিলাসপুরের ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল স্থানীয় সরকারের সম্মতিক্রমে এই কাউন্সিলের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট ব্যারিষ্টার মিঃ ঠাকুর ছেদিলাল ও আর একজন সদস্যকে এই মর্ম্মে অভিযুক্ত করা হইয়াছে যে তাঁহারা এই কাউন্সিলের তহবিল হইতে অন্যায়ভাবে ৫৮০০ শত টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

পার্লামেন্টে অটোয়া চুক্তি

আন্তর্জাতীয় অর্থ সম্পর্কীয় প্রস্তাবলী অনুমোদিত হইবার পর পার্লামেন্টের কমন্স সভায় অটোয়ার চুক্তি ৪৫১টি ভোটে গৃহীত হইয়াছে। উহার বিপক্ষে মাত্র ৮৪টি ভোট হয়। আলোচনার উপসংহারে অবাধ বাণিজ্যের সমর্থনকারীরা তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। ভূতপূর্ব্ব সচিব মিঃ গ্রীনউড দৃঢ়তার সহিত জ্ঞাপন করেন যে, বৃটেন উপনিবেশসমূহের ভয়ে ঐ চুক্তিতে সম্মত হইয়াছে। শ্রমিক সদস্যগণ এই সময়ে রুসিয়ার সহিত বাণিজ্য চুক্তি চলিত করায় সরকারের কার্য্যের নিন্দা করেন। কারণ, রুসিয়া হইতে নীড়গ সহয়ে প্রায় ৫ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার ইঞ্জিনিয়ারিং মালপত্র ফরমাইস্ দিবার কথাবার্ত্তা চলিতেছিল।

মিঃ ষ্ট্যানলী বলডুইন উত্তর প্রদান প্রসঙ্গে এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে মাল সরবরাহের চুক্তি করিতে শীঘ্রই নূতন করিয়াই ইঙ্গ-রুস বাণিজ্য চুক্তি করার কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইবে।

তিনি বলেন যে, অটোয়ায় যে সহযোগিতার ভাব তিনি পরিলক্ষ্য করেন, তাহা পূর্ব্বে কোন সম্মেলনে তিনি দেখিতে পান নাই। পার্লামেন্ট অটোয়া চুক্তি সম্পর্কে আলোচনার উপসংহার করিয়া মিঃ বলডুইন উক্ত সহযোগিতার সুখ্যাতি করিয়া বলেন যে, এই প্রথম ভারতীয় প্রতিনিধিগণকে সম্মেলনে সমবেত হইতে দেখিয়া তাঁহারা বিশেষ আনন্দ অনুভব করেন। তিনি বলেন যে, ঐ সকল ভারতীয় সদস্য সরকারী বা ব্যবসায়ী বা অন্য যে কোন স্বার্থসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানেরই প্রতিনিধি হউন না কেন, বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদের ঐ সম্মেলনে উপস্থিতি সাম্রাজ্যের সকল অংশের প্রতিনিধিবৃন্দের সহিত আলোচনা করার এবং অটোয়ায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জাতিসমূহের সহযোগিতার তাৎপর্য্য ক্ষেত্র দর্শনের মূল্য সর্ব্বাধিক। যখন ঐ সকল ভারতীয় প্রতিনিধিকে তিনি অটোয়ায় দেখিতে পান তখন তাঁহার মনে এই ভাবই জাগরিত হয় যে তাঁহারা যেন শত শত জন তথায় উপস্থিত হইয়াছেন

ডাক বাক্সে এসিড নিক্ষেপ

দিল্লী হইতে প্রকাশ, গত জুন মাসে ডাকবাক্সসমূহে ফস্ফরাস এসিড নিক্ষেপ করিয়া চিঠি পুড়াইবার এবং টেলিগ্রাফের তার কাটিবার অভিযোগে শ্রীযুত সুধাকর ঘোষ এবং অপর ছয় জন বাঙ্গালী যুবক অভিযুক্ত হন। তাঁহাদের প্রত্যেকে শত টাকা করিয়া মুচলেকা দিবার এবং এক বৎসর করিয়া সৎভাবে থাকিবার লিখিত স্বীকৃতি প্রদান করিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

আসামী মনতোষ আনন্দকে নির্দ্দোষ বলে। আগামী ২২শে নভেম্বর পৃথক ভাবে তাহার বিচার হইবে।

বিমানে পৃথিবী পর্য্যটন

সিডনী হইতে প্রকাশ, মার্কিণের ফিলম্ নির্ম্মাতা মিঃ লো বিমানযোগে পৃথিবী পর্য্যটন করিবেন; পরিচালক হইয়াছেন কাপ্তেন ডিকেন্স্। সাউথ্যামটন হইতে বিমান উড়িয়াছে। বীমা, সাংগাই, ভারতবর্ষ এবং লণ্ডন ঘুরিয়া বিমানখানি পৃথিবী পর্য্যটন করিবে।

"আইন অমান্য আন্দোলন এখনও জীবন্ত"

লাহোর হইতে ২২শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, পাঞ্জাব সরকারের মতে আইন অমান্য আন্দোলন এখনও শেষ হয় নাই এবং এখন যদি শাসন ব্যবস্থা একটু শিথিল করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে এই ক্ষতিকর আন্দোলন ও অন্যান্য বিপ্লবমূলক কার্য্য পুনরুজ্জীবিত হইবে; সুতরাং উহার জন্য অর্ডিন্যান্সের ব্যবস্থা অনুযায়ী কতকগুলি অতিরিক্ত ক্ষমতা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

এই উদ্দেশ্যে পাঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে সরকার ১৯৩২ সালের পাঞ্জাব ফৌজদারী আইন সংশোধন বিল নামে আইনের একটি পাণ্ডুলিপি পেশ করিবেন, স্থির করিয়াছেন।

এই বিল অনুসারে প্রত্যেক জনসভায় পুলিসের প্রবেশের অধিকার থাকিবে,—সেই সভা প্রকাশ্য স্থানে হউক বা না হউক, সভায় প্রবেশের জন্য প্রবেশপত্রের ব্যবস্থা থাকুক বা না থাকুক। এই প্রদেশে 'সিয়াপা' নামে একপ্রকার ব্যঙ্গাত্মক শোক শোভাযাত্রা হয়, এই বিলে উহাতেও বাধা দিবার ব্যবস্থা থাকিবে এবং এই আইন অনুযায়ী প্রত্যেক অপরাধ বিচার যোগ্য এবং জামীনের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

এই বিধি ব্যবস্থা অনুসারে অবিলম্বে কার্য্য আরম্ভ হইবে। বিলটিতে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ও আটক করিবার এবং তাহাদের প্রতি বহিষ্কারের বা অন্তরীণ থাকিবার আদেশ দিবার ব্যবস্থা থাকিবে।

সভায় বক্তৃতাকালে অধিনায়কে গ্রেপ্তার

তেহট্ট (নদীয়া) হইতে ২০শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত নদীয়া জেলা কংগ্রেস কমিটীর ১৪শ অধিনায়ক শ্রীযুত হরিদাস মুখোপাধ্যায় ১৯শে অক্টোবর তারিখে তেহট্টে এক সভায় বক্তৃতা প্রদানকালে গ্রেপ্তার হয়। নদীয়া জিলা সম্মেলনের অধিবেশনকালে গুলীতে নিহত সতীশ সর্দ্দারের মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য সেই সভা বসিয়াছিল।

আকস্মিক দুর্ঘটনা

বাথ হইতে প্রকাশ, জল নাই, ঝড় নাই, ভূমিকম্প নাই, মায়গায় ট্রেনের একটা কলঘরের ছাদ ফাটিয়া, খসিয়া খসিয়া পড়িয়া নিম্নতলের শ্রমিকগণ চাপা পড়িয়াছে। ফলে, নয় জন লোক হত এবং অনেকে আহত হইয়াছে।

ফোন দৈনিক Reg No C1544

নদীয়া প্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার	সাহায্যের হার
প্রতিবারে	অগ্রিম দেয়
প্রতি ইঞ্চি ১৲	বার্ষিক ৯৲
প্রতি কলম ৬৲	ষান্মাষিক ৫৲
অর্দ্ধ কলম ৩।৹	ত্রৈমাসিক ২৸৹
সিকি কলম ২৲	মাসিক ১৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।	প্রতি সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৯৩তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৯ই কার্ত্তিক বুধবার ১৩৩৯, ২৬শে অক্টোবর ১৯৩২

আপোষে হিন্দুদের আগ্রহ
খাদি প্রতিষ্ঠানে খানা তল্লাস
গুজরাটে ধরসানা দিবস
কাপড়ের দোকানে অগ্নি প্রদান
ল্যাঙ্কাশায়ারে আবার বিপদ
বিচারপতি সার শান্তিলাল
সীমান্ত ব্যবস্থাপক সভা
১৫ হাজার টাকার জামীন দাবী
মালব্যজীর দিল্লীতে অবস্থান
আয়ার্ল্যাণ্ডে পুনরায় গোলযোগ
২৪ ঘণ্টার মধ্যে দিল্লী ত্যাগ

নানা কথা

আপোষে হিন্দুদের আগ্রহ

পাটনা হইতে প্রকাশ, বিহারের মুসলমান সমাজের নেতৃস্থানীয়, ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব সদস্য কাজী আমেদ হোসেন লক্ষ্ণৌ সম্মিলন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন—

"মুসলমান, হিন্দু ও শিখদের মধ্যে একতার আশায় বিশেষ আশান্বিত হইয়া আমি লক্ষ্ণৌ হইতে ফিরিয়াছি। মৌলানা সৌকৎ আলির অবিরাম চেষ্টার জন্যই লক্ষ্ণৌ সম্মিলন সফল হইয়াছে। আমাদের এই হতভাগ্য দেশে শান্তি আনয়নের জাতীয় দলের মুসলমানরা আদর্শের দিক হইতে যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, তাহাও আদর্শস্থানীয়। দায়িত্বশীল হিন্দুরা যে মুসলমানদের সহিত আপোষ করিতে আগ্রহান্বিত, মালব্যজীর সময়োচিত নিমন্ত্রণে তাহা যথেষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে। আমি আশা করি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও অন্যান্য নেতাদের সুপরিচালনার ফলে আগামী হিন্দু-মুসলমান শিখ সম্মিলন সাফল্যমণ্ডিত হইবে।"

গুজরাটে ধরসানা দিবস

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, গত ২১শে অক্টোবর আমেদাবাদে "ধরসানা দিবস" পালিত হয়। এই উপলক্ষে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকরা লরী করিয়া বে-আইনী লবণ লইয়া বাহির হয়। পুলিস লরীখানা ধরিয়াছে ও স্বেচ্ছাসেবকদিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

শোভাযাত্রা বাহির করিবার চেষ্টার জন্য ৩ জন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছে। জনসভা ধরাইবার চেষ্টা করার জন্য আর ও ২ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে।

এই সকল গ্রেপ্তারের পূর্ব্বে পুলিস একটা বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া বে-আইনী লবণের বহু পুলিন্দা হস্তগত করিয়াছে। অনেক বাজেয়াপ্ত পুস্তক ও অন্যান্য জিনিষও পাওয়া গিয়াছে। সেই বাটীর অধিবাসী শ্রীযুত বীরমজী ও তথায় যে ৩ জন [illegible] স্বেচ্ছাসেবক ছিল, তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ধরসানা দিবস উপলক্ষে ছাত্রদেরকে বে-আইনী লবণ লইয়া তাহা বিক্রয় করিবার সময় ৪ জন লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে। পুলিস লরীখানা দখল করিয়াছে।

ল্যাঙ্কাশায়ারে আবার বিবাদ

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, ল্যাঙ্কাশায়ারে কাপড় কলের প্রায় দুই লক্ষ কাটুনী কাজ বন্ধ করিয়াছিল। তখন একটা মিটমাটের ব্যবস্থা হইয়াছিল, কিন্তু কলওয়ালাগণের সঙ্গে উহারা সম্মত না হওয়ায় সরকার মধ্যস্থ হইয়া মিটমাটের ব্যবস্থা করিতেছেন।

কলওয়ালাগণ কাটুনীদের যে মজুরী বন্দোবস্ত করিয়াছেন, কাটুনীদিগের দাবীর সঙ্গে তাহা পাউণ্ড প্রতি সাড়ে সাত পেন্স কম হইতেছে। এই সাড়ে সাত পেন্স পাইলেই কাটুনীরা সন্তুষ্ট হইবে।

অর্ডিনান্স

আগামী ২৯শে ডিসেম্বর যুক্তপ্রদেশ অর্ডিনান্সের মেয়াদ ফুরাইবে। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট আগামী ব্যবস্থাপক সভায় বিশেষ ক্ষমতার অর্ডিনান্স সম্বন্ধে একটা বিল উপস্থিত করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, { ১১ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৬ ৯ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২৬শে অক্টোবর ইং ১৯৩২ বুধবার ১৪৩তম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

সংক্ষিপ্ত ভাষ্যেরা

রাধাকুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদ

হরিকথার অফুরন্ত উৎস

প্রেমামৃত-প্লাবনে শ্রীকুণ্ড টলমল

গত ১৪।১০।৩২ তারিখ শুক্রবার বেলা দ্বিপ্রহরের সময় পরিক্রমা শ্রীরাধাকুণ্ডে উপস্থিত হন। স্নানাদি সমাপনান্তে প্রসাদ সেবনানন্তর সকলে বিশ্রাম করিবার পর অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় যেখানে পরিক্রমার তাঁবু পড়িয়াছিল, সেই শ্রীললিতাকুণ্ড-তীরে প্রকাণ্ড সামিয়ানার নিম্নে পরিক্রমাকারিগণ সকলে সমবেত হইলে শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে দীর্ঘকাল কীর্ত্তনযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলে তৎপর শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং ঐ সভায় প্রায় ১॥ ঘণ্টাকাল সম্বন্ধতত্ত্ব বিষয়ে একটী গভীর গবেষণামূলক বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাটী খুব দীর্ঘ হইয়াছিল। বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম্ম যৎকিঞ্চিৎ যাহা স্মরণে রাখিতে পারিয়াছি তাহা অসংস্কৃত ভাষায় ও অসম্বদ্ধ ভাবে নিম্নে প্রকাশিত হইল।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—"শ্রীমন্ মহাপ্রভু আমাদিগকে একটী মহামূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, যথা—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

হরি-কীর্ত্তনের অধিকারী হ'তে হ'লে আমাদিগকে তৃণ অপেক্ষাও নীচ হ'তে হ'বে। কিন্তু তা হ'বার উপায় নাই। আমরা তৃণের উপরই পদবিক্ষেপ ক'রে থাকি। কিন্তু তার আদেশ হ'চ্ছে তৃণেরও নীচে যেতে হ'বে—এইরূপ সুনীচ হ'তে হ'বে। তরু যেমন উন্নত হ'য়েও সকলকে আশ্রয় দান ক'রছে, নিজের সুখ দুঃখের প্রতি কোন দৃষ্টি নাই, সকল অত্যাচার অবাধে সহ্য ক'রছে বৈষ্ণবের ব্যবহারও সেইরূপ হওয়া উচিত।"

শ্রীল প্রভুপাদ এতৎপ্রসঙ্গে "বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়। শুকাইয়া মৈলে তবু পানি না মাগয়॥" এই সমস্ত বাক্য আলোচনা করিয়া বলেন,—"কিন্তু আমাদের কার্য্যগুলি কি প্রকার? আমরা সাধারণতঃ আশ্রয় প্রদানকারী ব্যক্তিগণের প্রতি অনেক অসুবিধা ঘটাইয়া থাকি। তাই মানুষ ভাল কাজ ক'রেও অযথা নিন্দিত হন। বৃক্ষের নিকট হ'তে সাহায্য পেয়েও আবার সেই বৃক্ষকে উৎসাদিত ক'রে থাকি। কিন্তু বৃক্ষ তাহাতে কিছু না বলিয়া আমাদিগকে সহিষ্ণুতার আদর্শ শিক্ষা দিচ্ছে।

জড়জগতে নানাপ্রকার সম্মানের কথা থাকলেও সেই সমস্ত সম্মানের জন্য জড়াভিমানটা আমাদের ছেড়ে দিতে হ'বে। জড়াভিমান সকলই প্রাকৃত। আমি আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কার্য্য ক'রতে পারি, এই যে কর্ত্তৃত্বাভিমান, কর্ত্তৃত্ব ক'রবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়া, এই গুলি সমস্তই প্রাকৃত; প্রকৃতির ত্রিগুণ-তাড়িত হ'য়ে আমরা ঐরূপ ক'রে থাকি এবং অভিমান করি যে আমরাই ঐ সকল কার্য্যের কর্ত্তা। গীতায় শ্রীভগবানের উক্তিটী আমরা ভুলিয়া যাই। "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" আমাদের নিজেদের কোন সামর্থ্য না থাকলেও প্রকৃতির গুণতাড়িত হ'য়ে আমরা মনে করি আমরা নিজেই ঐ সকল কার্য্য ক'রছি বা আমাদের উহা ক'রবার ক্ষমতা আছে। এইরূপ গুণতাড়িত হ'য়ে জগতে আমাদের অনেক দ্রব্যের আবশ্যক হ'য়ে প'ড়ছে, তা'তে আমরা ক্রমাগত বিক্ষিপ্ত হ'য়ে নিত্যমঙ্গল থেকে বঞ্চিত হ'চ্ছি।

একটী বস্তুর নিকট যদি আমরা শরণাগত হ'তে পারি তা'হ'লে আমাদের আর কিছুরই আবশ্যক হয় না। রায়ভট্টনীর অনুগত শ্রীল দাস গোস্বামী বিলাপকুসুমাঞ্জলিতে "আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ" এই শ্লোকটী আছে। আজকালের দিনে আমরা ব'লে থাকি, আমরা পুরুষার্থ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কার্য্য ক'রছি। এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিমান থেকে আমাদের একটা কৃত্রিম অভিমান উপস্থিত হ'য়ে পড়েছে। আবার এই কর্ত্তৃত্বাভিমানটা যখন খুব বেশী বাড়ে তখন "অহং ব্রহ্মাস্মি" ধারণা উদিত হয় এবং ভেকের মত বেঙ্গ ফুলে পেটটা আত্মহত্যা ক'রে বসি। কর্ত্তৃত্বাভিমানের চরম সীমায় উপনীত হ'লে, ব্রহ্মের সত্তাটা পর্য্যন্ত লোপ ক'রে দেবার বিচার এসে উপস্থিত হয়; প্রকৃতির গুণ সকল অতিক্রম করার নাম ব্রহ্ম হ'য়ে যাওয়া।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রয়াগে শ্রীল রূপ গোস্বামীকে উদ্দেশ ক'রে আমাদিগকে "ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তি-লতা-বীজ॥" ইত্যাদি যে উপদেশ দিয়েছেন, তাহা এবং "জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোঃ" শ্লোক আলোচনা করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—"আমরা, পঙ্গু ব্যক্তিগণ আমরা কিন্তু ঐ সকল কথা মনে করিতেছি না। তাঁহার পাদপদ্ম ব্যতীত আমাদের কোন গতি নাই। শ্রীগৌরসুন্দর ঐরূপ পতিত ব্যক্তিকে 'তৃণাদপি' শ্লোক উপদেশ দিয়াছেন অর্থাৎ প্রাকৃত অভিমানটা হ'তে ছুটী পাবার জন্য ব'লেছেন।

তার পর তিনি আমাদের মানদ হবার কথা ব'লেছেন। শ্রীল আচার্য্যপাদ পরস্পর-সম্মানদানাদিকে 'সংস্কৃতি' নামে অভিহিত ক'রেছেন। মৎসর হ'লে সাধুদিগের পদ ধরতে পারব না, মানদ হ'তে পারবে না। মৎসরতা থেকে আমাদের কোন মঙ্গল হ'বে না। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ যে—"কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ। উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধিস্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥" শ্লোকটী ব'লেছিলেন, শ্রীল প্রভুপাদ বিস্তৃতভাবে এই শ্লোকটীর আলোচনা করেন। ভাষার বিস্তার-ভয়ে তাহার আলোচনা এ প্রসঙ্গে হইল না।

কাম দিয়ে কৃষ্ণ সেবা করতে গিয়ে আমাদের বুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে, আমরা জড়ানন্দিত হ'য়ে প'ড়েছি। কৃষ্ণ তাঁহার রসে উন্মত্ত হ'লে, আমরা অপ্রাকৃত-

তাহারে সে বলি ধর্ম্ম কর্ম্ম সদাচার। ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার॥

রসের কোন সংবাদ রাখিবার ইচ্ছাযুক্ত নহি। তাই শ্রীল শুকদেবমুখ হইতে নিঃসৃত, অপ্রাকৃত রসের আলয় নিগম-কল্পতরুর অমৃতদ্রবসংযুক্ত গলিত ফল শ্রীমদ্ভাগবত আস্বাদন ক'রবার অবকাশ আমাদের হয় না। আমরা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় ধর্ম্মার্থ-কামের জন্য ব্যাকুল হ'য়ে প'ড়েছি। আলেয়ার মত ধর্ম্মার্থকামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হ'য়ে আমরা শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের উপরিউক্ত শ্লোক কথিত কামাদির দাস হ'য়ে র'য়েছি। বৈষ্ণবগণ বড়ই চতুর, তাঁ'দের মত বুদ্ধিমান লোক আর নাই। তাঁ'রা আমাদিগকে দিব্যজ্ঞান প্রদান ক'রে সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করতে উপদেশ দিচ্ছেন। কিন্তু আমাদের এমনি দুর্ভাগ্য যে "অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্। শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্॥" সকলের এইরূপ অবস্থা দেখিয়াও ঐরূপ আলেয়ার পশ্চাৎ ধাবমান্ হইতে বিরত হইতেছি না।

বৈধীভক্তি মর্য্যাদার পথ অবশ্য পালনীয়। 'জগতে সুখ লাভ ক'রব' এরূপ বিচার যদি কর, তা হ'লে পুনরাবৃত্তি ঘটবে'। গীতা বলেন,—"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন। মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥" ধর্ম্মার্থকামেচ্ছা সবই আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ। ইহা দ্বারা জগতের কোন মঙ্গল হ'বে না। কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ হওয়া চাই, তা'তেই জীবের নিত্যমঙ্গল নিহিত। "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥" কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবার দ্বারা সমস্ত মঙ্গল হ'বে। শ্রীচৈতন্যদেব এই কথাই বার বার ব'লেছেন। 'চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥' মৎসরতা বিসর্জ্জনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভাগবতোক্ত "নূনং নানামদোন্নদ্ধা ... পশূনাং জগুপ্সো মতা" শ্লোক আলোচিত হয়।

বৈষ্ণবের সেবা, শ্রীমূর্ত্তির সেবন, মথুরাবাস প্রভৃতি দ্বারা আমাদের মঙ্গল হয়। যেখানে আমরা বর্ত্তমানে এসেছি, চতুর্দ্দশ ভুবনে এত বড় স্থান আর নাই। দ্বারকায় হয় পূর্ণ, মথুরায় (জ্ঞান শূন্য ভক্তিভূমিতে) হয় পূর্ণতর আর এখানে (বৃন্দাবনে) বিপ্রলম্ভ সেবার ভূমিতে হয় পূর্ণতম। সম্বন্ধ-তত্ত্বের আলোচনায় মদনমোহনের উপাসনা, অভিধেয়-তত্ত্বের আলোচনায় রাধাগোবিন্দের উপাসনা এবং প্রয়োজন-তত্ত্বের আলোচনায় গোপীনাথের উপাসনা।

বেদান্ত ব'লেছেন,—"অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" অনাবৃত্তি। সেই অপ্রাকৃত শব্দ আশ্রয় করতে হ'বে যে শব্দে নাম-নামী ভেদ নাই; সেই শব্দ আশ্রয় না ক'রলে যত উন্নত অবস্থাতেই মানুষ উঠুন না কেন, তাঁ'কে পরে নেমে আসতে হবে। তাই সেই শব্দ আশ্রয় করবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু ব'ললেন, "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"। এই কীর্ত্তন দ্বারাই কীর্ত্তন হয়, নিজে শুনতে পাওয়া এমন ভাবে কীর্ত্তন। এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের "যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ", "শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো", "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব।" "নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে" প্রভৃতি শ্লোক আলোচনা করেন। "প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্। ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥"—শ্লোক আলোচনা করিয়া বলেন পুণ্যকামী হ'য়ে তীর্থ দর্শনের জন্য আমরা এখানে আসি নাই। "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি"—যে স্বর্গাদি, সেরূপ পুণ্যের আশা আমরা করি না। এতৎপ্রসঙ্গে "আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং ... তপসা ততঃ কিম্"॥ "ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাৎ ... ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ", "অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি" প্রভৃতি শ্লোক আলোচিত হয়। জীব শুদ্ধভক্তি লাভ করিতে অভিলাষী হইলে মোক্ষ-বাসনা হইতেও মুক্তি লাভ করিতে পারে। তাহাতে জীব স্বর্গ সুখাদি লাভের আশা হইতেও মুক্তি লাভ করিয়া চরমফল প্রাপ্ত হয়। ভুক্তি ও মুক্তি অবান্তর ব্যাপার। কর্ম্মের যে গতি প্রাপ্ত তাহা পিশাচী সদৃশ, জ্ঞানিগণের যে মুক্তি-পিপাসা তাহাও পিশাচীর মধ্যে পড়ে।

'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥'

এবং "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" প্রভৃতি শ্লোক আলোচনা পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ যে কি বস্তু তাহা বুঝাইয়া দেন। মাথুরমণ্ডলে না আসা পর্য্যন্ত শুদ্ধভক্তির কথা জানিবার উপায় নাই। তাই ব'লেছেন "বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী।" **মাথুর-মণ্ডল বলিতে জ্ঞানশূন্য ভক্তিভূমিকে লক্ষ্য করে।** কর্ম্মমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা প্রভৃতি মিশ্রাভক্তির ভূমিকা অতিক্রম করিয়া মাথুর মণ্ডলে প্রবেশের অধিকার হয়। সত্য, জনঃ, মহঃ, তপঃ, ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ প্রভৃতি লোকে শুদ্ধভক্তির কথা নাই, মিশ্রাভক্তি থাকিতে পারে। এইরূপ আরও অনেক গভীর সুদার্শনিক বক্তৃতা হইবার পর অধিক রাত্রে সভা ভঙ্গ হয়। স্থানীয় অনেক ব্রজবাসী শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া নিজদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়াছেন।

শ্রীরূপ-শিক্ষা

(১)

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু প্রয়াগে অবস্থানকালে বদ্ধজীব আমরা, আমাদের নিত্যমঙ্গলের জন্য শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে সূত্রাকারে বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরূপ-পাদকে বলিতেছেন,—

পারাপার-শূন্য গভীর ভক্তিরস সিন্ধু।
তোমায় চাখাইতে তার কহি এক 'বিন্দু'॥

এই ব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য বদ্ধজীবগণ কৃষ্ণসেবা ভুলিয়া চৌরাশী-লক্ষ উচ্চাবচ যোনিতে ভ্রমণ করিতেছে,—

"জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।
কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকম্।
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবঃ চতুর্লক্ষাণি মানুষাঃ॥"

জীবের দেহ ও মন এই দুইটী উপাধি। এই উপাধিদ্বয়ে আসক্ত হইয়া জীব চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করিতেছে। এই উপাধিদ্বয়ের অতীত জীবের আর একটী শুদ্ধস্বরূপ আছে, তাহা অতীব সূক্ষ্ম। জীব 'অণু-চৈতন্য' এবং ভগবান্ বিভুচৈতন্য। কেশের অগ্রভাগকে শত ভাগ করিলে তাহার শতাংশ সদৃশ স্বরূপই জীবের সূক্ষ্ম স্বরূপ। এই অণুচৈতন্য বদ্ধ-জীবের স্ব বিভুচৈতন্য পরমেশ্বরের নিত্য সেবা করা। জীব নিজ নিজ ভোগবাঞ্ছায় স্বতন্ত্রতাক্রমে তাহার এই স্বরূপের ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া নানাবিধ উচ্চাবচ যোনিতে পরিভ্রমণ করে।

এই জীবের মধ্যে স্থাবর ও জঙ্গমরূপ দ্বিবিধ ভেদ বর্ত্তমান আছে; যাহারা অচল (যেমন বৃক্ষাদি), তাহারাই 'স্থাবর' জীব; যাহারা সচল তাহারাই 'জঙ্গম'। জঙ্গম আবার তিনপ্রকার, জলচর, স্থলচর ও খেচর। এই ত্রিবিধ শ্রেণীর মধ্যে স্থলচরই শ্রেষ্ঠ। আবার স্থলচর প্রাণিগণের মধ্যে মানব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,—'নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং'। এই মানবের সংখ্যা অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা স্বল্প। সেই অল্প সংখ্যক মানবদিগের মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর প্রভৃতি শ্রৌতপন্থ-বিমুখ জীব। আবার যাহারা বেদনিষ্ঠ বলিয়া থাকেন তাহাদের মধ্যেও অনেক মুখে মাত্র বেদ মানিয়া থাকেন। বেদনিষ্ঠগণ দুই প্রকার,—ধর্ম্মাচারী ও অধর্ম্মাচারী। ধর্ম্মাচারিগণের মধ্যে অনেকেই কর্ম্মনিষ্ঠ কেহ বা জ্ঞাননিষ্ঠ। কর্ম্মী হইতে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। কোটী জ্ঞান-নিষ্ঠের মধ্যে বস্তুতঃ একজন জড়বুদ্ধি হইতে মুক্ত হইতে পারে। সেইরূপ কোটী জড়বুদ্ধি-বিমুক্ত ব্যক্তির মধ্যে এক জন অপ্রাকৃত বুদ্ধিসম্পন্ন কৃষ্ণভক্ত পাওয়া দুর্লভ। 'মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে, যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥' কৃষ্ণভক্তের কোন কামনা নাই, পূর্ব্বোক্ত 'মুক্ত' পর্য্যন্ত সকলেই কামনাযুক্ত। ধর্ম্মাচারী ও কর্ম্মনিষ্ঠ—'ভুক্তিকামী' এবং মুক্ত পর্য্যন্ত জ্ঞানী—'মুক্তিকামী' তন্মধ্যে কেহ কেহ আবার যোগফলের 'সিদ্ধিকামী'। যতদিন পর্য্যন্ত তাহাদের হৃদয়ে এইপ্রকার কামনা থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে এই সকল কামনা শান্তিদান করে না। এই কারণেই তারা সকলেই অশান্ত।

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'।
ভুক্তি-মুক্তি সিদ্ধিকামী, সকলে 'অশান্ত'॥

একমাত্র নিষ্কপট ভগবদ্ভক্তই কামনাশূন্য এবং একমাত্র শান্তিপ্রাপ্ত। কৃষ্ণনিষ্ঠ বাসনা এইরূপ নিষ্কাম ভগবদ্ভক্ত অতীব সুদুর্লভ,—

'মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥'

এইরূপে ব্রহ্মাণ্ডে নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে যদি কোন প্রকারে ভক্তিপ্রদা কৃষ্ণকৃপারূপা সুকৃতি লাভ হয়, তাহা হইলেই সদ্গুরুর দর্শন হয় এবং সদ্গুরুর কৃপায় ভক্তিলতার বীজ হৃদয়ক্ষেত্রে আরোপিত হয়,—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ॥

সাধক জীব তখন মালীর ন্যায় সেই ভক্তিলতার বীজে নিষ্কপট সাধু-গুরু-মুখ-বিগলিত হরিকথার শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জল-সেচন করিতে থাকেন। এইরূপ জলসেচন-ফলে লতার অঙ্কুর উদ্গম হয় এবং লতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া দেবী-ধাম মায়িক ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া রজস্তমাদি-গুণ-নিরস্ত সাম্যপ্রদেশ বিরজায় উপনীত হন। বিরজা হইতে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মলোকের দিকে অভিযান করেন। একান্ত কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ সাধুগণের শ্রীমুখবিগলিত ভগবৎ-কথার শ্রবণ-কীর্ত্তন-জল নিরন্তর সতর্ক হইয়া সেচন না করিলে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গপ্রভা-স্বরূপ জ্যোতির্ম্ময়ধাম ব্রহ্মলোকের জ্যোতিতে চক্ষু ঝলসাইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে এবং তাহা হইলে ভক্তিলতা একেবারে নিরস্ত হইয়া যাইতে পারে।

।জনক সবার। হেনকৃষ্ণ যে না ভজে সর্ব্ব ব্যর্থ তার॥

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দারিদ্র্যাক্লিষ্ট যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হয়েন ও জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মন্দারমালা। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এন্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এন্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৷৷০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।

(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

সুযোগ

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ৷৷০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধবগৌড়ীয় পত্র সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রাকৃত, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে এ অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সুলিখিত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৴০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

কৃপাম্বুধিবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শাক্ত-ক্রোধের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'অসৎসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি বিশেষ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই আবহমা বিধ্বংসিনী ভাবাম্বরূপো-দ্বোধনী কৃষ্ণ-কাষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসভারতী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মাহাত্ম্য, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টি সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব প্রবেশ করেন," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দাস্য ও বিদগ্ধচাতুর্য্য শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি নিবেদন', বাস্তবসত্য ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার প্রণালী এই সপ্ত কৌস্তভমণি প্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৷০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্য ভাগবত ৫৲
। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হ'তে প্রতিখণ্ড ।৵০
ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(২য় সংস্করণ) ৩৲
। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
। ভজনরহস্য ॥০
। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ৸০
। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
। মুক্তিমাল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২
। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
। জৈবধর্ম্ম
। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
(চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২। ভক্তিরত্নাকর
(নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৩। গীতমালা ⁄১০
৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা
(৪৪৬ গৌরাব্দ) ৶০
৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
৯। শরণাগতি ⁄০
। গীতাবলী ⁄০
। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
। সাধনকণা ⁄০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
। নবদ্বীপশতক ⁄০

৩৫। অর্চ্চনপদ্ধতি ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণা
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (অবাঁধা) ।⁄০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাত্বতবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ কল্পতরু ⁄০
৭২। গীতাবলী ১৲
৭৩। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু ⁄০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ⁄৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ⁄০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীলভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

কেশরঞ্জন পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁচট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের
অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্ক্‌স্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সীমান্ত ব্যবস্থাপক সভা

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ, সীমান্ত শান্তিরক্ষা আইনের পাণ্ডুলিপি আলোচনার জন্য নির্দ্দিষ্ট দ্বিতীয় দিবসে সীমান্ত ব্যবস্থাপক সভার দুইবার বৈঠক একদিনে হয়। ঐ দিবসও সভায় আরও কতকগুলি বেসরকারী সদস্যদের উত্থাপিত সংশোধক প্রস্তাবের আলোচনা হয়। অধিকাংশ প্রস্তাবই অত্যন্ত অধিক সংখ্যক ভোটে অগ্রাহ্য হয়। অপরগুলি হয় সরকার পক্ষ গ্রহণ করেন, না হয় অর্থ সদস্য উহার নীতি সমর্থন করিয়া উহাকে প্রস্তাবিত বিষয় আইনে সান্নিবেশ করার প্রতিশ্রুতি প্রদানের পর প্রত্যাহৃত হয়। প্রত্যাহৃত প্রস্তাবাবলীর মধ্যে সরকার কর্ত্তৃক অধিকৃত গৃহ বা ভূখণ্ডের জন্য সঙ্গত মাসিক ভাড়া দেওয়া উচিত বলিয়া খাঁ আবদুল গফুর খাঁর সংশোধক প্রস্তাব এবং স্ত্রীলোকগণ যে আবাসে অবস্থান করিবেন তাহা পবিত্র বলিয়া মনে করা কর্ত্তব্য ও উহা অধিকার করা কর্ত্তব্য নহে বলিয়া মিঃ হাবিবুল্লার উত্থাপিত প্রস্তাব উল্লেখযোগ্য। সরকার নিম্নলিখিত সংশোধক প্রস্তাব অনুমোদন করেনঃ—"কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিবার বা আটক করিবার জন্য সরকারকে লিখিত আদেশ প্রদান করিতে হইবে। যথেষ্ট ন্যায়সঙ্গত কারণ প্রদর্শন করিয়া সরকারকে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হইবে আর যে উপায় নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাই প্রযুক্ত করা চলিবে" এই পদটি আইনের ধারা হইতে তুলিয়া দেওয়া হইবে।

পণ্ডিত মালব্যজীর আরও একদিন দিল্লীতে অবস্থান

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য আরও এক দিন দিল্লীতে অবস্থান করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তিনি এখানে সাম্প্রদায়িক আপোষ সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে তিনি আগামী কল্য এলাহাবাদ রওনা হইবার মতলব করিয়াছেন। গত ২১শে অক্টোবর দিনমানে পণ্ডিতজী পাঞ্জাবের হিন্দু এবং শিখ নেতৃবৃন্দের সহিত টেলিফোনযোগে আলোচনা করেন বলিয়া সংবাদ পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। এক্ষণে জানা যাইতেছে যে, রাজা নরেন্দ্রনাথ, মাষ্টার তারা সিং প্রমুখ হিন্দু ও শিখ নেতৃবৃন্দ আগামী কল্য সকালে দিল্লীতে পৌঁছিতে সম্মত হইয়াছেন। তাঁহারা পণ্ডিতজীর সহিত সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে দিল্লী-ত্যাগ

দিল্লী হইতে ২১শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ জামিয়ৎ-উল উলেমার কর্ম্মী হাফিজ মহম্মদ ইয়াকুব আন্সারীর উপর এই মর্ম্মে এক নোটিশ দেওয়া হইয়াছে যে তিনি যেন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দিল্লী ত্যাগ করেন। নোটিশে তাঁহার নাম সম্বন্ধে ভুল থাকায় কর্ম্মী আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। নোটিশটা স্থানীয় সরকার প্রদান করিয়াছিলেন।

বিচারপতি সার শাদিলাল

লাহোর হইতে প্রকাশ, প্রধান বিচারপতি সার শাদিলাল সদস্য রূপে ক্যাপিটেশান ট্রাইবুনালে যোগদানের জন্য লণ্ডন যাত্রা করিবেন। তাঁহার যাত্রার পূর্ব্বে সম্বর্দ্ধনা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। গত ২১শে অক্টোবর অপরাহ্ণে হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশন তাঁহার সম্মানার্থ এক জলযোগ বৈঠকের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। হাইকোর্টের জজ, আইন ব্যবসায়ী প্রভৃতি প্রায় ৫ শত লোক এই বৈঠকে যোগদান করিয়াছিলেন।

খাদি প্রতিষ্ঠানে খানাতল্লাস

সান্তাহার হইতে প্রকাশ, বগুড়ার গোয়েন্দা পুলিসের বিশেষ বিভাগের কর্ম্মচারীগণ গত ৩০শে অক্টোবর প্রত্যুষে একদল সশস্ত্র সিপাই ও কতকগুলি চৌকিদার সঙ্গে লইয়া সান্তাহারে খাদি প্রতিষ্ঠান ভবনে উপনীত হন এবং খাদির দোকান, শয়নগৃহ ও রন্ধনশালায় প্রায় ৩ ঘণ্টাকাল খানাতল্লাস করিয়া ৩ খানি খাতা ও ১ খানি ছুরি লইয়া গিয়াছেন। রাজসাহী জেলা কংগ্রেস কমিটীর বর্ত্তমান অধিনায়ক বলিয়া কথিত শ্রীযুত মাখনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বন্ধে তদন্তকারী কর্ম্মচারী অনুসন্ধান করেন। শ্রমিকগণ কোনওরূপ উত্তর দিতে পারে নাই।

শ্রীযুত মাখনচন্দ্র মৈত্র ও শ্রীযুত গৌরগোপাল বসাককে ইনস্পেক্টরের অফিসে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় তাঁহাদের উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

বাধ্যতামূলক শিক্ষা

দিল্লীতে বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। স্কুলে ছেলে না পাঠানর জন্য কয়েকজন অভিভাবকের শাস্তি হইয়াছে। অন্যান্য অভিভাবকেরা ছেলে না পাঠাইলে তাঁহাদিগকেও অভিযুক্ত করা হইবে বলিয়া আদেশ প্রচারিত হইয়াছে।

হুগলীতে ডাকাতি

চুচুড়া হইতে ২১শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ; ৮ জন লোক শাবল প্রভৃতি লইয়া মধ্য রাত্রিতে হরিপাল থানার লক্ষা গ্রামে বসতুল্লা মিঞার বাটীতে প্রবেশ করে। তাহারা বাড়ীর লোকজনের উপর মার-ধর করে এবং বাক্স-সিন্দুক প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া নগদে ও গহনাপত্রে ৬শত টাকা লইয়া গিয়াছে।

---

১৫ হাজার টাকার জামীন দাবী

লাহোর হইতে ২১শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, ছাত্র যুনিয়নের সভাপতি শ্রীযুত আত্ম প্রকাশের বিরুদ্ধে কার্য্যবিধির ১০৮ ধারার অভিযোগ আনা হইয়াছে। তাঁহাকে ১৫ হাজার টাকার জামীনে মুক্তি লইবার অনুমতি দেওয়া হয়। আসামী বলেন, টাকার পরিমাণ বড় বেশী। ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন, আদেশ যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহার অন্যথা পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়।

জাপানে অগ্নিকাণ্ড

টোকিও হইতে প্রকাশ, গত ২২শে অক্টোবর প্রাতে কোমাৎসুতে আগুন লাগিয়া সহস্রাধিক গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে।

ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

খুলনা হইতে প্রকাশ, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বরিশাল এক্সপ্রেসে কলিকাতা হইতে গত সন্ধ্যায় এখানে আসেন। সেই সময় তাঁহার সহিত স্থানীয় নেতাদের এই জিলার অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। গত ২০শে অক্টোবর অপরাহ্ণে স্থানীয় ধর্ম্মসভা হলে এক সভা হয়। সভায় স্বদেশী দ্রব্য ও ব্যবসায় সম্বন্ধে আলোচনা চলিয়াছিল।

কাপড়ের দোকানে অগ্নিপ্রদান

দিল্লী হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত হরবন্স ঘোষ কোন বড় বিদেশী বস্ত্রের দোকানে অগ্নি প্রদান সম্পর্কে ধৃত হয়েন। তিনি ৫ শত টাকার জামীনে মুক্ত হইয়াছেন।

আয়ার্ল্যাণ্ডে পুনরায় গোলযোগ

ডি, ভ্যালেরার প্রতিদ্বন্দ্বী কস্‌গ্রেভ একটী প্রস্তাব আইরিশ পার্লামেণ্টে উপস্থিত করিয়াছেন। পাঠকগণ অবগত আছেন যে আয়ার্ল্যাণ্ডের লোকেরা ইংলণ্ডকে ভূমি খাজনা আদায় দেওয়া বন্ধ করিয়াছে। আবার ইংলণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ডে উৎপন্ন জিনিস পত্রের উপর অতিরিক্ত শুল্ক চড়াইয়াছে। কস্‌গ্রেভ প্রস্তাব করেন যে ইংলণ্ড যতদিন শুল্ক আর বৃদ্ধি না করিবে আয়ার্ল্যাণ্ড ততদিন ভূমি খাজনা দিবে না।

তৃতীয় বৈঠক

পাঠকগণ অবগত আছেন যে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য দুইটি গোল টেবিল বৈঠকের আয়োজন হয়; কিন্তু তাহাতে কোন বিশেষ ফল না হওয়ায় বার বার তিন বার গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন চলিতেছে।

এবার বৈঠকে অন্যান্য বার অপেক্ষা অল্প সংখ্যক প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিবেন। অনুমিত হয় যে এবার প্রতিনিধি সংখ্যা অল্প থাকার জন্য বাগবিতণ্ডা ও অল্প দিন স্থায়ী হইবে খরচও কিছু কম পড়িবে।

বৈঠকের প্রতিনিধিগণের জন্য এবং অফিসের জন্য ওয়েষ্ট মিনিষ্টার প্রাসাদে চারিটী ঘর স্থির করা হইয়াছে।

শুনা যাইতেছে যে নারী এবং শ্রমিকদিগের প্রতিনিধি লওয়া হইবে না। শ্রমিক এবং নারীগণ পরে জয়েণ্ট পার্ল্যামেণ্টারি কমিটিতে তাহাদের অভিমত প্রকাশ করিতে পারিবেন।

ধর্ম্মঘট

ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের কল সমূহে কাটুনি বিভাগের লোকেরা ধর্ম্মঘট করে। কিছু বেতনের হ্রাসে সম্মত হওয়ায় গোলমাল মিটিয়া গিয়াছে।

কয়েদী বিদ্রোহ

বিলাতের স্পেচিস্ মাউথ রিফরমেটরিতে একটী গৃহে একশত কয়েদীকে রাখা হয়।

তাহারা ৪০ জন প্রহরীকে পরাভূত করিয়া অন্যান্য কয়েদী দিগকে মুক্ত করে। সৈন্যদল আসিয়া কয়েদীদিগকে শান্ত করে। গুলি চালানর ফলে কয়েকজন কয়েদী আহত হয়।

লোহার কড়ি বরগা
করগেট টীন, জানালার গরাদে দালানের ফুলদোর রেলিং ও থাম বেড়াঘেরা কাঁটাতার সিমেণ্ট সুলভে বিক্রয় করি
কান্তিচন্দ্র মুখার্জ্জি এণ্ড সন্স
২৭,৬ মেলিংটন ষ্ট্রীট। ফোন ১৩৯
ক্লাইভ ইং ১৮৩৬ সাল, কলিকাতা।

টোল — শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈনিক

Reg No C1844

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়া প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
প্রতি সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার · নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৯৪তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১০ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার ১৩৩৯, ২৭শে অক্টোবর ১৯৩২

পিস্তল ও ডাকাতি
বিনা ওয়ারেণ্টে গ্রেপ্তারের আদেশ
স-স্ত্র বন্দীর অনশন
কাটোয়ার নিকট ৩টি ডাকাতী
পাটনা জেলে অনশন
নেপালের নূতন মন্ত্রী
বুকুৎসায় ২০ জন সৈন্য
আমেরিকা—ভারতকথা
পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের বিবৃতি
১০০ কোটী টাকার স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানি
আগামী ব্যবস্থা পরিষদ

নানা কথা

আবহাওয়া

নদীয়া জেলায় কোন কোন স্থানে মেঘ এবং সামান্য বৃষ্টি হইয়াছে। তাহাতে সকলের বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা পড়িয়াছে, পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ জানা যায়। অন্যান্য অসুখের তেমন প্রাদুর্ভাব নাই। শ্রীধাম মায়াপুরের স্বাস্থ্য এখন খুব ভাল।

পিস্তল ও ডাকাতি

গত জানুয়ারি মাসে মীরাট কলেজের এক ছাত্রের নিকট একটী অটোমাটিক পিস্তল পাওয়া যায়। পুলিশ তাহাকে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করে। বিচারে তাহার দেড় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে একটী ডাকাতীর অভিযোগও আছে।

১০০০ বন্দীর প্রায়োপবেশন

কর্তৃপক্ষের সহিত মতভেদ হেতু পাটনা ক্যাম্প জেলের এক হাজার বন্দী একদিন ব্যাপী প্রায়োপবেশন করিয়াছিল।

বুকুৎসায় ২০ জন সৈন্য

আগ্রাই হইতে প্রকাশ, গত কয়েকদিন যাবৎ আগ্রাইঘাট রেলওয়ে ষ্টেশনে যে পুলিস কর্ম্মচারী ও গুর্খা প্রহরী দল মোতায়েন আছে, তাহারা প্রত্যেক পথিককে তাহার গন্তব্যস্থান সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছে। আগ্রাই বন্যা সাহায্য সমিতির বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীযুত নীরদবরণ নন্দী এবং মাখনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নাটোরে তাঁহাদের বিশেষ কাজ আছে জানাইলেও গত ২৩শে অক্টোবর প্রাতে ট্রেণে উঠিতে দেওয়া হয় নাই।

প্রকাশ, খাজনা বন্ধ আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র বুকুৎসায় যাহাতে কংগ্রেস কর্ম্মীরা গমন করিতে না পারে, সেইজন্যই এইরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। কর্তৃপক্ষ সন্দেহ করেন যে, আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা হইতেছে।

প্রকাশ, বুকুৎসার পথে শ্রীরামপুর ও মাধবনগর ষ্টেশনেও পুলিস প্রহরী মোতায়েন রাখা হইয়াছে।

অভয়ঙ্করের সম্পত্তি ক্রোক

নাগপুর হইতে প্রকাশ, ব্যারিষ্টার শ্রীযুত এম ভি অভয়ঙ্করের জরিমানার অবশিষ্ট ৮৫০ টাকা আদায়ের জন্য নাগপুরের তহশীলদার আজ তাঁহার কিছু অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিয়াছে।

শ্রীযুত অভয়ঙ্কর মারাঠি মধ্য প্রদেশের সমর পরিষদের প্রথম অধিনায়ক ছিলেন। গত জানুয়ারী মাসে তিনি অর্ডিন্যান্স অনুসারে দণ্ডিত হন। তাঁহার ২২ শত টাকা অর্থদণ্ড হয়।

অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের একটী দৃশ্য

যশোহর জেলায় খাজুরা গ্রামে এক সভায় অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন সম্বন্ধে বক্তৃতা এবং বক্তৃতান্তে ব্রাহ্মণ এবং মুচীতে কোলাকুলি প্রভৃতি হয়।

অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন ভাল কি মন্দ, সে বিষয়ে কিছু বলিতে চাই না, তবে যাহাদের মধ্যে অস্পৃশ্যতা নাই যেমন এক মায়ের দুই ছেলে তাহাদের মধ্যেও সঙ্গে সঙ্গে অসদ্ভাব দূর হওয়া আবশ্যক বলিয়া অনুমিত হয়। এই প্রসঙ্গে Hatred of the prow and virtue of hiew প্রভৃতি বাণী চিন্তনীয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, { ১৩ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৬, ১০ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২৭শে অক্টোবর ইং ১৯৩২ বৃহস্পতিবার } ১৯৪তম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

সংক্ষিপ্ত ডায়েরী

শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড পরিক্রমা

গত ১৫।১০।৩২ তারিখ শনিবার প্রাতে ৭॥ ঘটিকার সময় শ্রীল প্রভুপাদকে অগ্রণী করিয়া পরিক্রমাকারিগণ গুর্ব্বানুগত্যে শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীশ্যামকুণ্ড, শ্রীললিতাকুণ্ড পরিক্রমার জন্য বহির্গত হন। প্রথমেই পরিক্রমা শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর সমাধিমন্দিরে গিয়া উপবেশন পূর্ব্বক তথায় মৃদঙ্গ-করতাল-সংযোগে শ্রীল দাস গোস্বামী রচিত 'শ্রীমতীশ্বরীকুণ্ডায় নমঃ' প্রভৃতি রাধাকুণ্ডাষ্টক স্তবাবলী কীর্ত্তন করেন। এই স্তবাবলীর প্রত্যেক শ্লোকের শেষ চরণে 'কুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে' এই কথার উল্লেখ আছে; তাঁহারা সকলকে শ্রীরাধাকুণ্ডের আশ্রয় লইতে শিক্ষা দিতেছেন। এই রাধাকুণ্ড শ্রীরাধা হইতে অভিন্ন। অতএব শ্রীমতীর আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্রম্ভ-সেবাই স্তবাবলীর উদ্দিষ্ট বিষয়।

তৎপরে পরিক্রমা সেখান হইতে উঠিয়া শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীশ্যামকুণ্ড, গিরিধারীর জিহ্বা (কথিত হয় যে এই জিহ্বা কূপ হইতে উত্থিত হইয়াছেন), শ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ভজন-কুটীর, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর ভজন কুটীর, জাহ্নবা দেবী, গিরিধারী, গোপীনাথ ও শ্রীশ্রীগৌর নিতাইএর আলেখ্য মূর্ত্তি, শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর ভজন-কুটীর, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্যামকুণ্ডতীরে বসিবার স্থান আনুগত্যে দর্শন ও বন্দনা। পরিক্রমাপূর্ব্বক মৃদঙ্গ-করতাল সংযোগে "গৌর আমার যেমন স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে। সে সব স্থান হেরব আমি প্রণয়ী ভকত সঙ্গে॥" প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিতে করিতে সমস্ত কুণ্ডের জল মস্তকে ধারণপূর্ব্বক বেলা ১০॥ ঘটিকার সময় তাম্বুতে ফিরিয়া আসেন।

রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড পাশাপাশি অবস্থিত হইলেও মধ্যে কিছু ব্যবধান আছে। কিন্তু ঐ ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও উভয়ের জল উভয়কুণ্ডে যাতায়াত করিতে পারে এমন ব্যবস্থা আছে। শ্রীরাধাকুণ্ডটী ঠিক চতুষ্কোণ কিন্তু শ্রীশ্যামকুণ্ড ঠিক চতুষ্কোণ নহেন। ঐ কুণ্ডের এক দিক অপর দিক হইতে অপ্রশস্ত, তৎকারণে কুণ্ডটী বাঁকা দেখা যায়। কুণ্ডতীরে অনেক বৃক্ষশ্রেণী আছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু যখন ঐ শ্যামকুণ্ড খনন করাইয়া উহা বাঁধাইয়া দিবার জন্য চেষ্টা করেন এবং উহাকে ঠিক চতুষ্কোণ করিবার জন্য তীরস্থিত একটী বৃক্ষ ছেদন করিবার ব্যবস্থা করেন, তখন স্বপ্নে দাস-গোস্বামী প্রভু অবগত হন, পঞ্চ পাণ্ডবগণ ঐ শ্যামকুণ্ডতীরে বৃক্ষরূপে অবস্থান করিতেছেন, অতএব ঐ বৃক্ষ ছেদন করা তাঁহার উচিত হয় না। এইরূপ স্বপ্নাদেশে শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু ঐ বৃক্ষ আর ছেদন না করিয়া কুণ্ডকে বক্রাকার ভাবেই রাখিয়া দিয়াছেন। ঐ সমস্ত কুণ্ডের চতুষ্পার্শ্বেই প্রস্তরনির্ম্মিত পাকা ঘাট বর্ত্তমান। **সহস্র সহস্র যাত্রি ঐ কুণ্ডে প্রত্যহ স্নান করিতেছেন।** প্রবাদ, রাধাকুণ্ডতীরে **একটী কদম্ববৃক্ষে** শ্রীকৃষ্ণ ননী খাইয়া **উহার গায়ে হাত** মুছিয়াছিলেন বলিয়া **ঐ বৃক্ষের স্থানে স্থানে** মক্ষণ দেখা যায়।

'এই গ্রন্থ লিখায় **মোরে মদনমোহন।**
আমার লিখন যেন **শুকের পঠন॥**'

—এই কথা যিনি **দৈন্যভরে একদিন** কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, **সেই শ্রীচৈতন্য-**চরিতামৃতকার শ্রীল **কবিরাজ গোস্বামী** প্রভু এই শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে **বসিয়া** ভজন করিতেন **এবং অবগত হওয়া** যায় যে, এই **স্থানেই তিনি শ্রীচৈতন্য-**চরিতামৃত রচনা **করিয়াছিলেন। ভজনানন্দী** মহাত্মাগণ শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে **ও শ্রীশ্যাম-**কুণ্ডতীরে যে বিপ্রলম্ভ **ভজনের আদর্শ** প্রকট করিয়া গিয়াছেন, **গুর্ব্বানুগত্যে** সেই সমস্ত আদর্শে **অনুপ্রাণিত করিয়া** আমাদিগকে **স্বরূপোপলব্ধি প্রদান পূর্ব্বক** বিশ্রম্ভ-সেবার অধিকার **প্রদান জন্য** যুগাচার্য্যপ্রবর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের **আজ এই কুণ্ড-পরিক্রমার লীলা। অতএব গুরুপাদপদ্মে** প্রণতি গ্রহণ পূর্ব্বক **আমরা যেন শ্রীল দাস** গোস্বামী প্রভুর ভাষায় **বলিতে পারি—** 'কুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে'।

জীবের পরম প্রয়োজন

কৃষ্ণভক্ত বা বৈষ্ণবের সেবাই জীবের পরম প্রয়োজন। বৈষ্ণব সেবা **হইতেই জীব কৃষ্ণ-**প্রেমের অধিকারী হইতে পারেন। **বৈষ্ণব-**গণই সাধু-মহাজন; তাঁহারা **জীবোদ্ধার-**কল্পে এই জগতে অবতীর্ণ হন। এই বৈষ্ণব-সেবার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য **শ্রীল** প্রভুপাদ পরম ভাগবত শ্রীপাদ উদ্ধবন্তী ভক্তিবিলাস প্রভুর দ্বারা ঐ দিবস শ্রীরাধাকুণ্ডে অবস্থানকালে একটী উৎসবের ব্যবস্থা করেন এবং সমাগত পরিক্রমাকারিগণকে ও শ্রীরাধাকুণ্ডবাসী সহস্রাধিক ব্রজবাসীগণকে চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় চতুর্ব্বিধ রস-সমন্বিত পুরী, লাড্ডু, কচুরী, পেড়া, রাবড়ী, দধি, রাইতা প্রভৃতি নানাবিধ মহাপ্রসাদ প্রচুর পরিমাণে বিতরণ করেন এবং মহাপ্রসাদ গৃহে গৃহে প্রেরিত হন। ভক্তি-বিশারদ প্রভু এই উৎসব উপলক্ষে প্রায় এক-সহস্র মুদ্রা অকাতরে ব্যয় করিয়া তাঁহার অর্থোপার্জ্জনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। প্রসাদসেবনকালে ভক্তগণ ও ব্রজবাসিগণ শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের ও ভক্তিকল্পতরু শ্রীপাদ উদ্ধবন্তী প্রভুর জয়গান করিতে করিতে শ্রীশ্রীরাধা-কুণ্ডতীর মুখরিত করেন। রাধাকুণ্ডে এইরূপ মহাপ্রসাদ বিতরণ ইতিপূর্ব্বে কখনও কেহ করিয়াছেন কি না জানা যায় না। "এক কার্য্যে করেন প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত।" **এই** পরিক্রমা উপলক্ষে পরমহংস গোস্বামী **মহারাজ** যে কাহার দ্বারা কোন কার্য্য **সম্পাদন** করিতেছেন এবং কাহাকে **কি প্রকার** সুকৃতি অর্জ্জনের সুযোগ দিতেছেন তাহা মাদৃশ বহির্ম্মুখের ভাবনাতীত। ওহে প্রাকৃত ভাবনাবিষ্ট মূঢ় ভাই! একবার চাহিয়া দেখ, যুগাচার্য্য পরমহংস **মহারাজ আজ কি লীলা** প্রদর্শন করিতেছেন। 'প্রেয়োজনং' বলিয়া তিনি যে অভিমান করিয়াছিলেন,

---

তাহারে সে বলি ধর্ম্ম কর্ম্ম সদাচার। ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার॥

সেই আহ্বানে, যাঁহারা সাড়া দিয়াছেন তাঁহারা আজ ধন্য। তাই আসুন সকলে মিলিয়া আমরা আজ পরমহংস মহারাজের জয় গান করি।

রাধাকুণ্ড ক্যাম্প

খৃষ্টান মিশনারীর হরিকথা শ্রবণ

১৫।১০।৩২ তারিখ প্রাতে শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড প্রভৃতি পরিক্রমা হইল। অপরাহ্নে যাত্রিগণ সামিয়ানার নীচে সমবেত হইয়াছেন, কীর্ত্তন আরম্ভ হইবে, এরূপ সময়ে একখানি মোটরে ৪ জন ইউরোপীয়ান্ মহিলা পরিক্রমা-ক্যাম্পে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহারা এখানে আসিয়াই প্রথমে ম্যাডিক্যাল-ক্যাম্প দর্শনে আগ্রহ প্রকাশ করিলে ডাঃ শ্রীপাদ রূপকান্তি ভক্তিকুসুম প্রভু তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ঔষধ বিভাগ দর্শন করাইলেন। পশ্চাৎ অবগত হওয়া গেল যে, ঐ মহিলাগণ খৃষ্টীয় মিশনের মেডিক্যাল বিভাগের লোক, উঁহাদের মধ্যে একজন নাকি এম্, বি, উপাধিধারী। উঁহারা বৃন্দাবন হইতে আসিয়াছিলেন। বৃন্দাবন উঁহাদের কেন্দ্রস্থল।

পরে ঐ মহিলাগণ এবং উঁহাদের সঙ্গেই আগত একজন খ্রীষ্টিয়ান পাদ্রী সাহেব শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ-সমীপে উপস্থিত হইয়া অভিবাদন জ্ঞাপন করিলে শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশমতে শ্রীপাদ বন মহারাজ ঐ মহিলাগণকে উপদেশ করিয়া ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া উঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। বন মহারাজ বলেন যে, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী মহিলাগণ যে পরোপকার ব্রত গ্রহণ করিয়া পরিক্রমাকারিগণের তাঁবুতে পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের পক্ষে খুব যোগ্য বটে। তাঁহাদের মধ্যে যে (Altruism) বা পরোপকারের কথা আছে কিম্বা মনোধর্ম্মিগণের বিচারে যাহা পরোপকার বলিয়া বিবেচিত হয়, শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের বিচার ঐ দুই স্তরের অনেক উর্দ্ধে। দৈহিক ও মানসিক রাজ্য প্রাকৃত জগতের অন্তর্গত। প্রাকৃত ত্রিগুণময় জগৎ অতিক্রম করিয়া বিরজার পরপারে অপ্রাকৃত ধাম (Transcendental realm)। শ্রীগৌড়ীয়মঠ সেই অপ্রাকৃত রাজ্যের বার্ত্তা লইয়া জীবের দ্বারে দ্বারে তাহা প্রচার করিতেছেন। দেহ ও মন অনিত্য; অতএব উঁহাদের সম্বন্ধে যে সুখ শান্তির জন্য আমরা ব্যস্ত, তাহাও অনিত্য ও ক্ষণিক। সুতরাং ঐ দেহ-সম্বন্ধে যে উপকার তাহা (Altruism) এর অন্তর্গত, সেই সমস্তও অনিত্য ও ক্ষণিক, তদ্দ্বারা জীবের চরম মঙ্গল হয় না। শ্রীগৌড়ীয় মঠের (angle of vision, altruistic religionists-দের angle of vision) হইতে অনেক তফাৎ। গৌড়ীয়-মঠ অপ্রাকৃত রাজ্যের (Transcendental realm-এর) চরমকল্যাণপ্রদ অপ্রাকৃত প্রেম (Transcendental love) বিতরণ করিবার জন্য এত প্রয়াস করিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার্য্যপ্রবর পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সমস্ত বদ্ধজীবকে বিদেশ হইতে স্বদেশে লইয়া যাইবার জন্য বৃন্দাবন পরিক্রমার আয়োজন করিয়াছেন।

খৃষ্টান মিশনারী ও মহিলাগণ শ্রীগৌড়ীয় মঠের নিকট হইতে একটা নূতন আলোকের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত চিত্তে খৃষ্টীয়-পদ্ধতি অনুসারে করমর্দ্দন ((Shake hands) না করিয়া শ্রীল প্রভুপাদকে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক সেস্থান পরিত্যাগ করেন। তাঁহারা যতক্ষণ সেখানে ছিলেন, ততক্ষণ হাঁটু পাতিয়া ভূমিতে উপবেশন পূর্ব্বক বন মহারাজের বক্তৃতা শ্রবণ করিতেছিলেন তজ্জন্য বন মহারাজ তাঁহাদিগকে শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজ সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা

উক্ত পাদ্রী ও বিদেশী মহিলাগণ চলিয়া গেলে সন্ধ্যার পর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজকে ও শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজকে ও এলাহাবাদনিবাসী শ্রীযুক্ত আউধবিহারী কাপুর এম্, এ, মহাশয়কে হিন্দি ভাষায় উপস্থিত হিন্দি ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে বর্ত্তমান পরিক্রমার উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু বক্তৃতা করিতে বলিলে তাঁহারা হিন্দী ভাষায় কিছু বক্তৃতা করিয়া বলেন, মানবগণ লক্ষ লক্ষ জন্ম গৃহ পরিক্রমা করিতে করিতে তাহাদের বন্ধন দশা ক্রমাগতই দৃঢ়তর করিয়া ফেলিতেছে। স্বরূপে আসিবার তাহাদের কোন চেষ্টা নাই। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ এই ব্রজ-ধাম পরিক্রমার ব্যবস্থা করিয়া জীবের বন্ধনোন্মোচন করিবার পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছেন। অন্যান্য সম্প্রদায় কর্ত্তৃক ব্রজ-পরিক্রমার ব্যবস্থা থাকিলেও তাহাও গৃহ-পরিক্রমার দ্বিতীয় সংস্করণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্যে যে পরিক্রমা—বৈষ্ণবের আনুগত্যে যে পরিক্রমা তাহাই মহাজনানুমোদিত।

শ্রীরূপ-শিক্ষা

(২)

সাধকমালী অতি সাবধানে অপ্রাকৃত সবিশেষ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সেবা-লতায় গুরু-বৈষ্ণব-কৃপারূপ জল সেচন করিতে করিতে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মলোক ভেদ করতঃ পরব্যোমে ভক্তিলতাকে বিবর্দ্ধিত করেন। কৃষ্ণভক্তের কৃপায় পরব্যোমে নারায়ণের ঐশ্বর্য্য ও কৃষ্ণসেবালতার বর্দ্ধনশীলতা রোধ করিতে পারে না। গুরু-কৃষ্ণ-কৃপাস্বরূপ জলসেচন করিতে করিতে সাধকমালী গোলোকবৃন্দাবনে ভক্তিলতাকে কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে আরোহণ করান। লতা কৃষ্ণ-চরণ-কল্পবৃক্ষে আরোহণ করিলেও মালী শ্রবণ-কীর্ত্তন পরিত্যাগ করেন না।

যদি সাধকমালী গুরু-বৈষ্ণবে মরণশীল মানব বুদ্ধি করিয়া তাঁহাদের প্রতি কোন প্রকার দ্বেষ বা মৎসরতা পোষণ করেন, তাহা হইলে বৈষ্ণবাপরাধরূপ এক ভীষণ মত্তহস্তী আসিয়া ঐ বর্দ্ধমান লতাকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলে এবং লতা আর বর্দ্ধিত হইতে পারে না। সুতরাং সাধক মালী সে সময়ে সতত সতর্কের সহিত গুরু-বৈষ্ণব সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহাদের প্রসাদরূপ একটা সুদৃঢ় আবরণ দ্বারা এরূপ ভাবে লতাকে বেষ্টন করিয়া রাখেন, যাহাতে অপরাধ-হস্তীর অভ্যুদয় না হইতে পারে। নামাপরাধরূপ অপরাধ-হস্তীর যাহাতে উদ্গম না হয় তাহারও প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। লতা বৃদ্ধির সময়ে আর একটী আশঙ্কা আছে। যে সময়ে ভক্তিলতা বর্দ্ধমান হইতে থাকে সে সময়ে যদি ভুক্তিবাঞ্ছা, মুক্তিবাঞ্ছা, নিষিদ্ধাচার (যে আচরণ দ্বারা ভক্তি লোপ পায়), কপটতা, জীবহিংসা-প্রবৃত্তি, লাভেচ্ছা, নিজের জড়ীয় সম্মান বা প্রতিষ্ঠার আশা প্রভৃতি উপশাখাগুলির অভ্যুদয় হয় তাহা হইলে ঐরূপ শ্রবণকীর্ত্তনের অভিনয় করিয়াও অর্থাৎ সেক-জল পাইয়াও মূল লতার প্রতিকূলে উপশাখাগুলি অত্যন্ত বাড়িতে থাকে, তাহাতে মূল শাখা স্তব্ধ হইয়া আর বাড়িতে পারে না। অতএব মালী ঐ উপশাখারূপ অনর্থ-গুলিকে শ্রবণ-কীর্ত্তনজল-সেচন-সময়ে প্রথম হইতেই কর্ত্তন করিবেন, তাহা হইলে মূল শাখা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া 'গোলোক-বৃন্দাবনে' উপনীত হইতে পারিবে। তখন মালী প্রেমফল আস্বাদন করিতে পারিবেন। এই প্রেমাই জীবের একমাত্র পরম-পুরুষার্থ। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ যাহা সাধারণের নিকট পুরুষার্থ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা এই কৃষ্ণপ্রেমার নিকট তৃণতুল্য, অতি তুচ্ছ, হেয়।

শুদ্ধভক্তি হইতেই কৃষ্ণপ্রেমা উদিত হয়, ভক্ত্যাভাস বা বিদ্ধাভক্তির দ্বারা প্রকৃত প্রেম লাভ হয় না। আর কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য ব্যতীত অন্য কোন প্রকার অভিলাষ, কৃষ্ণ-পূজা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার পূজা, ব্রত, কর্ম্ম, নির্ব্বিশেষজ্ঞান, অষ্টাঙ্গযোগ, তপস্যা প্রভৃতি কৃষ্ণপ্রেম লাভের উপায় এবং উপেয় হইতে পারে না। সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্ত হইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা আনুকূল্যে কৃষ্ণের অনুশীলনই শুদ্ধাভক্তি।

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেন হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥"

কোন প্রকার ভোগ বা মোক্ষরূপ কপটতা বা অপরাধ থাকিলে সাধন করিলেও কৃষ্ণপ্রেম উৎপন্ন হয় না। ভুক্তি ও মুক্তি-পিশাচিদ্বয় যে পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তির হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ে ভক্তি-সুখের অভ্যুদয় হইতে পারেনা।

'ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তি-সুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥"

ভক্তির ত্রিবিধ অবস্থা—সাধনাবস্থা, ভাবাবস্থা ও প্রেমাবস্থা। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিতে করিতে পূর্ব্বোক্ত অনর্থ-সকল যতই হ্রাস পাইতে থাকে, ততই শ্রদ্ধা-বৃত্তি ক্রমশঃ উচ্চভাব ধারণ করতঃ নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব ও রতি নামে পরিচিত হয়। সাধনভক্তি হইতেই ভাবভক্তি বা রতির উদয় হয়। রতি পক্ব হইলেই প্রেম-ভক্তি; প্রেম আবার যত গাঢ়তর হইতে থাকে ততই স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব পর্য্যন্ত উন্নত হয়। রতি হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত, সমস্তই কৃষ্ণ-ভক্তি রসে স্থায়িভাব বলিয়া পরিচিত। ভক্ত-ভেদে পঞ্চ প্রকার রতি—শান্ত-রতি দাস্য-রতি, সখ্য-রতি, বাৎসল্য রতি ও মধুর-রতি। এই পঞ্চবিধ মুখ্যভক্তিরস স্থায়ি-ভাবে ভক্তহৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে। হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস, ভয় এই সপ্তবিধ গৌণরস 'কারণ' উপস্থিত হইলে ভক্তহৃদয়ে আগন্তুক ভাবে উদিত হইয়া মুখ্যরসের পুষ্টি সাধন করে। কৃষ্ণ-রতি দুই প্রকার—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা এবং কেবলা বা ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-হীনা। দ্বারকা ও মথুরায় এবং বৈকুণ্ঠাদিতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি, এই জন্যই তথায় প্রেম সঙ্কুচিত। কিন্তু গোকুলে ঐশ্বর্য্য কেবলারতিতে পরতত্ত্ব কৃষ্ণপ্রীতি-পরাকাষ্ঠাহেতু আশ্রয়ের বশ্য। কৃষ্ণভক্ত স্বর্গ ও মোক্ষকে নরক করিয়া জানেন। সর্ব্বপ্রকার রস হইতে মধুররসের শ্রেষ্ঠতা। মধুররসে সর্ব্ব-প্রকার রসের সমাবেশ আছে। তদ্ব্যতিরিক্ত নিজাঙ্গ দ্বারা সেবারূপ প্রীতিপরা-কাষ্ঠা একমাত্র মধুর রসেই বর্ত্তমান।

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা। সুবর্ণ সুযোগ।।

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা **শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে** অবগাহন করুন যাহা হইতে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দারিদ্র্যব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায় সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে হইার একটি অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গ্রথিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার। প্রত্যেকটি কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর ভাবে পরিপূর্ণ। ভক্ত, পাঠক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পরমার্থের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

—

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইবে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য' ও শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, গান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা গৌরমণ্ডল উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৷৷০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে **অক্ষকাল স্থায়ী** উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ৷৷০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধবগৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির

১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন

বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজ উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে নম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৵০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

কৃপাম্বুনিধি প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি ?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রী[illegible]-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকাপেক্ষা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible], শ্রীব্যাসপূজা, শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অদোষদরশি প্রবণৈকবেদ্য" অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা, [illegible] শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের [illegible], বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের [illegible] এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৷৶০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৷০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গভাষায় প্রকাশিত

গ্রন্থ	মূল্য
ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত	৫
শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র	৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যান্ত	২৮
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড	।৶০
ভাষ্য সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৫
শ্রীকবিকর্ণপুর কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১
গৌড়ীয় গীতাঞ্জলি	।৶০
গোড়ীয়-সংহিতা	।৶০
প্রভুপাদচরিত	॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১
ঐ (আবাঁধা)	৸০
গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	
ঐ (বাঁধা)	২
ঐ (আবাঁধা)	১৸০
গীতা (শ্রীচক্রবর্তি টীকাসহ)	
ঐ (বাঁধা)	২
ঐ (আবাঁধা)	১৸০
গীতায় কেবল মাধবভাষ্য	॥০
মুকুন্দমালিকা-গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধব)	২
বেদান্তভত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)	॥০
জৈবধর্ম্ম	২
শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২
প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	॥৶০
ঐ (বাঁধা)	৸০
দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন	৶০
সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	।৶০
গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	॥০
ঐ (আবাঁধা)	।৶০
নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৶০
গীতমালা	⁄১০
নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৵০
ঐ প্রমাণ খণ্ড	৵০
নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ)	৶০
শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
শ্রীগৌরধামপরিক্রমা-দর্পণ	।০
শরণাগতি	⁄০
গীতাবলী	⁄০
চিত্রে নবদ্বীপ	১॥০
সাধনকণা	⁄০
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	⁄০
নবদ্বীপশতক	⁄০
৩৫। অর্থপঞ্চক	⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ	⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)	⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণ	৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)	॥০
ঐ (আবাঁধা)	।⁄০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	১
৪১। ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১
ঐ (আবাঁধা)	৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ	।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয়	।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২
ঐ (আবাঁধা)	১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন?	⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)	।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর	৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ	৶০
৫২। সাপ্তাবাণী	⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

গ্রন্থ	মূল্য
৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ	॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্	।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্	।০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	⁄০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্	৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

গ্রন্থ	মূল্য
৫৯। রায় রামানন্দ	॥০
৬০। নামভজন	।০
৬১। রিলেটীভ ওয়ার্ল্ডস্	।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্	।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং	⁄০
৬৫। দি ভাগবত	।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন	।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা	১॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ)	১৫

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

গ্রন্থ	মূল্য
৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি	॥০
৭০। সাধন পথ	।০
৭১। কল্যাণ কল্পতরু	⁄০
৭২। গীতাবলী	১
৭৩। শরণাগতি	⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

গ্রন্থ	মূল্য
৭৪। কল্যাণ কল্পতরু	⁄০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশেষ বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯, ষাণ্মাসিক ৫, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩, নগদ প্রতি সংখ্যা ⁄০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

কুষ্ঠারি পাচন

সর্ব্ববিধ কুষ্ঠের অব্যর্থ মহৌষধ

কুষ্ঠরোগের প্রথমাবস্থা ও আঃ শিশুকে পনীতুত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, উহাতে গুণের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ॥৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

আফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন; বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আসল ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

আগামী ব্যবস্থা পরিষদ

আগামী নভেম্বর মাসে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের যে বিশেষ অধিবেশন হইবে তাহার কার্য্যসূচী এখনও স্থির হয় নাই। অধিবেশন প্রধানতঃ অটোয়া শুল্ক বিল অডিন্যান্স বিল এবং অতিরিক্ত বঙ্গীয় উপদ্রব বিলের আলোচনার জন্য আহূত হইলেও, সম্ভবতঃ ঐ সময়ে কতকগুলি মুলতুবী বিষয়ের আলোচনার জন্য তারিখ নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। যদি তাহা হয় তাহা হইলে ২টী অন্য বিলের আলোচনা হইবে। বিল ২টা সিলেক্ট কমিটীর হস্তে আছে কিন্তু সিলেক্ট কমিটী এখনও রিপোর্ট পেশ করেন নাই। পরিষদ রিপোর্টের জন্য সিলেক্ট কমিটীদ্বয়কে আহ্বান করিতে পারেন।

সার ফ্রাঙ্ক নয়েস শ্রমিক ক্ষতিপূরণ বিল সংক্রান্ত সিলেক্ট কমিটীকে শীঘ্রই আহ্বান করিতে পারেন। বালক বালিকাদের শ্রম বিষয়ক বিলও সম্ভব হইলে নভেম্বরের অধিবেশনে আলোচিত হইতে পারে।

ভারতীয় সেনাদলের 'পাইয়োনিয়ার দল, গুলিকে রদ করার প্রস্তাব কিছুকাল যাবৎ বিবেচনাধীন রহিয়াছে। ভারত সচিব এ বিষয়ে সম্মতি দান করিয়াছেন।

আগামী ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে অটোয়া চুক্তি প্রস্তাবরূপে অথবা শুল্ক বিল রূপে উপস্থাপিত করা হইবে তৎসম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে। সরকার অবশেষে কিরূপে উহা উপস্থাপিত করিবেন তৎসম্বন্ধে সংবাদ পাওয়া যায় নাই। নবীন সদস্যগণ উভয় পদ্ধতির সংমিশ্রণে প্রস্তাব উপস্থাপিত করার পক্ষপাতী।

সার জোসেফ ভোর অটোয়া চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়গুলি লইয়া বড়ই ব্যস্ত রহিয়াছেন।

অটোয়া চুক্তি বিষয়ে সরকার পক্ষ পরিষদে জয়লাভের আশা করিতেছেন।

পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের বিবৃতি

পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ করিয়াছেন যে আইন অমান্য আন্দোলন এখনও শেষ হয় নাই। শাসন ব্যবস্থা শিথিল করিলে এই ক্ষতিকর আন্দোলন ও বিপজ্জনক কার্য্য পুনরুজ্জীবিত হইবে। সুতরাং অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ আবশ্যক।

আমেরিকা—ভারতকথা

ডাঃ হরিদাস মজুমদার আমেরিকার যুক্তরাজ্যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন। তিনি প্রকাশ করিয়াছেন যে ভারতবাসী সাম্রাজ্যবাদিতার ধ্বংস কামনা করে, তাহারা বৃটিশ জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ কামনা করে না। তাঁহার দ্বারা আহূত একটী সভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, প্রত্যেক জাতিরই স্বীয় ভাগ্য নির্ণয়ের ক্ষমতা আছে। এই সভা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করেন।

দিল্লীর কসাই থানায় দুইদল কসাইয়ের মধ্যে এক দাঙ্গা বাধে। ছোরার আঘাতে অনেকে ভীষণ ভাবে আহত হয়। একজনের অবস্থা সঙ্কট জনক।

ভারতের ১০০ কোটী টাকার স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানি

স্বর্ণমান উঠিয়া যাওয়ার পর হইতে এই অল্প সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে প্রায় একশত কোটি টাকার স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। প্রতি সপ্তাহে বারো লক্ষ টাকার স্বর্ণ বিদেশে যাইতেছে।

নেপালের নূতন মন্ত্রী

নেপালের নূতন প্রধান মন্ত্রী ও সেনানায়ক স্বদেশী শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের চলন, আমদানী যন্ত্রপাতির উপর শুল্ক হ্রাস, বৈদ্যুতিক শক্তি কেন্দ্রস্থাপন, শিক্ষা ও নৈতিক উন্নতি, পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য সমূহের সহিত বন্ধুত্বস্থাপন প্রভৃতি সম্বন্ধে কয়েকটী প্রস্তাব করিয়াছেন।

শান্তি বৈঠক

নিউ দিল্লীতে কয়েকজন শিখ প্রতিনিধি পণ্ডিত মদন মোহন মালবোর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহাদের কথাবার্ত্তায় বুঝা যায় যে সকলেই শান্তি এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসার জন্য উদগ্রীব। আলোচনার ফল সন্তোষজনক বলিয়া প্রকাশ। ৩রা নভেম্বর এলাহাবাদ বৈঠকের তারিখ স্থির হইয়াছে।

মন্দিরে সর্ব্বসাধারণের প্রবেশাধিকার

পুরুলিয়া ও ঝালদায় কালীমন্দিরে সকল জাতির প্রবেশাধিকার হইল।

সত্যাগ্রহীগণ বিফল মনোরথ

সত্যাগ্রহীরা বারংবার নবাবগঞ্জ অভয় আশ্রম দখল করিবার চেষ্টা করিতেছেন পুলিস দলে দলে সত্যাগ্রহীদিগকে গ্রেপ্তার করায় তাঁহারা সফলকাম হন নাই।

পাটনা জেলে অনশন

পাটনা হইতে প্রকাশ, সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া জেল হাসপাতালের কনভ্যালসেণ্ট ওয়ার্ড সন্ধ্যা ৬টার পর বন্ধ রাখা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের সহিত মতভেদ হওয়ায় পাটনা ছাউনী জেলে প্রায় ১ হাজার বন্দী অনশন আরম্ভ করে। অনশন-ধর্ম্মঘট একদিন স্থায়ী এখন গোলযোগ গিয়াছে।

প্রাদেশিক সম্মিলন

গত ২২শে অক্‌টোবর তারিখে বরিশালে বঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক পোষ্টাল ও আর এম, এস, সম্মেলনের ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

গ্রামবাসী কন্‌ষ্টেবল হইবার আজ্ঞা

মহিষাদল থানার মধ্যে কয়েকটী গ্রামের কয়েকজন লোককে অর্ডিনান্স অনুযায়ী নোটিশ জারি করিয়া স্পেশ্যাল কনষ্টেবল হইতে আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

পরলোকে ডাঃ ইউনান্

কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ইউনান সন্ন্যাস রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

ভারতের প্রতি যুক্তরাজ্যের সহানুভূতি প্রদর্শনে মিঃ প্যাটেলের চেষ্টা

বোম্বাইর ভূতপূর্ব্ব মেয়র ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মিঃ প্যাটেল আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ভারতের অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি এখানকার জনসাধারণের সহানুভূতি ও সমর্থন লাভের জন্য খুব চেষ্টা করিতেছেন। ভারত সম্বন্ধে এখানকার জনসাধারণ খুব অজ্ঞ এবং ভ্রমাত্মক ধারণাযুক্ত।

কাটোয়ার নিকট ৩টি ডাকাতী

বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী নলাহাটী এবং উদ্ধারণপুর গ্রামে তিনটী ডাকাতি হইয়াছে। পুলিশ জোর তদন্ত করিতেছে, কয়েকজন লোক ধরা পড়িয়াছে, কতক চোরাই মাল বাহির হইয়াছে।

পূজার খরচ

মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গায় সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব হইয়াছে, পাবনা জেলার সন্তোষ বাগমারা গ্রামে দুর্গা প্রতিমার সম্মুখে মুসলমানরা জারি এবং সারি গান করিয়াছে। আথাউরার নিকটবর্ত্তী আমেদাবাদ গ্রামে ব্রাহ্মণ বাড়ীর দুর্গাপূজায় তথাকথিত অনুন্নত সম্প্রদায় যোগদান করিয়াছিল। পবনপুর এবং খাটাল মহকুমায় ও সার্ব্বজনীন দুর্গাপূজা হয়।

পিকেটিংএ কারাদণ্ড

বালেশ্বরে পিকেটিং করার জন্য ত্রিশজন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হয়। তাহাদের মধ্যে তেইশ জনের কারাদণ্ড হইয়াছে, সাতজন এখনও হাজতে আছে। বে-আইনী কংগ্রেস ইস্তাহার বিক্রয়ের জন্য কয়েকজন জেলে, গিয়াছে এবং অল্প বয়স্ক বলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

কাশীর মন্দের বে-আইনী ইস্তাহার

কাশীর একটি মন্দিরে পনোর হাজার বে-আইনী কংগ্রেস ইস্তাহার ছিল। পুলিশ তাহা হস্তগত করিয়াছে।

বিনা ওয়ারেণ্টে গ্রেপ্তারের আদেশ

পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট একটী বিল প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহার ফলে যে কোন ব্যক্তিকে যদি জনসাধারণের শান্তি ও নিরাপত্ত বিঘ্নকর কার্য্যে লিপ্ত বলিয়া সন্দেহ হয় তাহা হইলে তাহাকে বিনা ওয়ারেণ্টে গ্রেপ্তার করা হইবে।

আদায় কর বন্ধ

রাজসাহী জেলার বুকুৎসায় ভীষণ খাজনাবন্ধ আন্দোলন চলিতেছে।

এইজন্য আত্রাইঘাট ষ্টেশনে পুলিশ এবং গুর্খা প্রহরী রাখা হইয়াছে। সেখানে সমস্ত রেল-যাত্রীকে গন্তব্যস্থান সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিতে হইতেছে। যাহাতে কংগ্রেস কর্ম্মীরা সেখানে না যাইতে পারেন সেজন্য কর্তৃপক্ষ বিশেষ ব্যবস্থা করিতেছেন।

রঘুনামপুর ও মাধবনগর ষ্টেশনেও ঐ জন্য প্রহরী রাখা হইয়াছে।

ডাকাতি

পশ্চিম প্রদেশে রাজপুর মৌজায় একদল ডাকাইত প্রত্যেক ঘরে হানা দিয়াছে তাহারা অনেক জিনিসপত্র লইয়া যায়। কেহ ধরা পড়ে নাই।

ধর্ম্মঘট

মাদ্রাজের পেরম্বুর কারখানার শ্রমিকদিগকে কর্ম্মচ্যুত করায় ধর্ম্মঘটের আয়োজন হইয়াছে। রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়ন এই ধর্ম্মঘট ঘোষণা করিয়াছেন।

ফোন — শ্রীধা:
মার্বেল

দৈ নি ক

Reg. No. C1544.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২॥০
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

THE

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
প্রতি
সংখ্যা /৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড । সম্পাদক — শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৯৫তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর — ১১ই কার্ত্তিক শুক্রবার ১৩৩৯, ২৮শে অক্টোবর ১৯৩২

সভার মধ্যে গ্রেপ্তার

অভয় আশ্রম পুনরধিকারের চেষ্টা

বিহার নেতার দিল্লীযাত্রা

মোটর দুর্ঘটনায় আহত

নবযুগের সূচনা

অর্ডিনান্সের আইনে পরিণতি

কেল্লার টেলিফোনে বাধা

মালব জীর আহ্বানে মৌঃ আজাদ

এলাহাবাদে মালব্যজী

বন্দার উন্মাদ রোগ

সাম্প্রদায়িক সমস্যা

নানা কথা

সভার মধ্যে গ্রেপ্তার

কৃষ্ণনগর হইতে ২৩শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, নদীয়া জিলা কংগ্রেস কমিটীর ডিরেক্টর নদীয়া অভিভক্ত শ্রীযুত হরিদাস মুখোপাধ্যায়কে সভায় বক্তৃতা করিবার সময় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সম্প্রতি তাঁহার বিচার হইয়া গিয়াছে। বিচারে তাঁহার প্রতি ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে। তাঁহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদী পর্য্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে।

বিহার নেতার দিল্লীযাত্রা

পাটনা হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদ গত ২৫শে অক্টোবর রাত্রে লাহোর এক্সপ্রেস যোগে দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন। প্রস্তাবিত হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সম্বন্ধে তথায় হিন্দু নেতৃবৃন্দের এক সভায় তিনি যোগদান করিবেন।

নবযুগের সূচনা

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, ডাঃ সৈয়দ গান্ধীজীর নিকট হইতে নিম্নলিখিত পাইয়াছেন—

আমি যে সময় অনশন করিতেছিলাম, সময় বরাবরই হিন্দু মুসলমান সমস্যার বিষয় বিবেচনা করিতেছিলাম। ভগবানকে এই সমস্যার সমাধানে আলোক দানের জন্য প্রার্থনা করিতেছিলাম। সমায়, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের চেষ্টা সার্থক হয়; ইহা আমার একান্ত ইচ্ছা। শুধু কাগজে মিলন নয়, আন্তরিক মিলন যদি আমরা ঘটাইতে পারি, তাহা হইলে সে এক মহান দিবস হইবে।

আপনি এতদিনে নিশ্চয় ভাল হইয়াছেন নতুবা স্বাস্থ্য লাভের জন্য আপনাকে বাধ্যতামূলক অনশন করিতে হইবে।

উভয় মৌলানার প্রতি সেলাম, ও সকলের প্রতি ভালবাসা।

(স্বঃ এম, কে, গান্ধী।

এলাহাবাদে মালব্যজী

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্য গত ২৫শে অক্টোবর এলাহাবাদে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

মৌলানা সৌকৎ আলির আগামী কল্য এখানে পৌঁছিবার সম্ভাবনা। মৌলানা সাহেব আসিলে ঘরোয়াভাবে আলোচনা হইবে। তৎপর পণ্ডিত মালব্য তাঁহার পুত্রের সহিত কলিকাতা রওনা হইবেন।

মালব্যজীর আহ্বানে মৌঃ আজাদ

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের নিকট হইতে একখানা তার পাইয়া মৌলানা আবুল কালাম গত ২৫শে অক্টোবর অপরাহ্ণ ৫॥০ টার সময় বি, এন রেলের বোম্বাই মেলে (?) এলাহাবাদ যাত্রা করিয়াছেন।

মোটর দুর্ঘটনায় আহত

বালুরঘাট হইতে প্রকাশ, দিনাজপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় সাহেব যতীন্দ্রমোহন সেন ও ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনীয়ার মিঃ যামিনীকান্ত সেনগুপ্ত যখন জেলা বোর্ডের রাস্তা পরিদর্শনের জন্য ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, সেই সময় মোটর দুর্ঘটনার ফলে ভীষণ ভাবে আহত হইয়াছিলেন। তাঁহারা এক্ষণে আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতেছেন।

স্বরূপ উদ্বুদ্ধ না হ'লে সেবোন্মুখতা জাগ্‌বে না। বাস্তবিক সেবোন্মুখতা হ'লেই রাধাকুণ্ড-স্নানের অধিকার হ'বে। **মনন-ধর্ম্মে অবস্থান করা পর্য্যন্ত শ্রীরাধাকুণ্ড-স্নানে অধিকার হ'বে না।** "অপ্রহায় ভজোনাং" শ্লোক এখানে আলোচিত হয়।

কোমলশ্রদ্ধের প্রতি সাবধান-বাণী

কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণের পক্ষে খুব সাবধানে হরিভজন করা কর্ত্তব্য। সম্ভোগ-রাজ্যের কথা তাঁহাদিগের শ্রবণ করা উচিত নয়। সম্ভোগরাজ্যের কথায় কৃষ্ণানুশীলনে বাধা প'ড়বে, স্বরূপ জাগ্‌বে না। তাঁহারা সাবধানে হরিভজন না ক'রলে, অবকাশ পেয়ে তাঁ'দিগকে বাঘে পেয়ে ফেল্‌বে অর্থাৎ সহজিয়ার বিচার এসে তাঁ'দের সর্ব্বনাশ উপস্থিত ক'রবে।" শ্রীল প্রভুপাদ এই দিবস এই পর্য্যন্ত বলিয়া ক্ষান্ত হ'ন।

পরিক্রমার অষ্টম দিবস

গত ১৬।১০।৩২ তারিখ পরিক্রমা প্রাতে ৬॥ টার সময় রাধাকুণ্ড হইতে বহির্গত হইয়া পাকা রাস্তা দিয়া কুসুম-সরোবর অভিমুখে যাত্রা করেন। রাধাকুণ্ড হইতে কুসুমসরোবর প্রায় ১॥ মাইল। কুসুম-সরোবরে যাইতে পথপার্শ্বে গোয়ালিয়র মহারাজার একটী বৃহৎ শ্রীকৃষ্ণ-মন্দির পাওয়া যায়।

কুসুম সরোবর

কুসুমসরোবরে একটী প্রকাণ্ড পুষ্করিণী, চতুর্দ্দিকে প্রস্তর নির্ম্মিত ঘাট আছে। তীরে কিছু কিছু মন্দিরের অস্তিত্ব দেখা যায়। শ্রীপাদ বন মহারাজ বলেন যে, "ইহাকে 'কুসুমসরোবর' বা 'সুমনস্ সরোবর' বলে। অভিমন্যু প্রভৃতিকে বঞ্চনা করিয়া শ্রীমতী রাধিকা এখানে সূর্য্যকুণ্ডে সূর্য্যপূজার ছলে শ্রীকৃষ্ণপূজার জন্য পুষ্পচয়ন করিয়াছিলেন। কুসুম অপহরণ ক'রবার জন্য রাধিকার সহিত সখীগণের প্রেম-কোলাহল উপস্থিত হ'য়েছিল। এখানে শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের বংশী হরণ ক'রেছিলেন।

এই সমস্ত সরোবর প্রভৃতি দর্শনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি উদ্দীপন করা। জড়ীয় অভিমান বা জড়ীয় চিন্তাস্রোত পরিত্যাগ ক'রতে না পারলে কৃষ্ণলীলাস্থলী পরিক্রমার কোন ফল হ'বে না। সেখানে লীলার কথা বল্‌তে গেলে অমঙ্গল আবাহন করা হবে। তবে শ্রীগুরুপাদপদ্ম যাদ সর্ব্বক্ষণ চিন্তার বিষয় হয়, তবে তিনিই আমাদিগকে [illegible] হ'তে রক্ষা ক'রবেন তাঁহার পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ ক'রে কৃষ্ণলীলার বিষয় অবগত হওয়ার জন্য চেষ্টিত হওয়া দরকার।"

এই কুসুম-সরোবরের তীরের পার্শ্বে যে পাকা সদর রাস্তা বর্ত্তমান আছে তাহার বিপরীত দিকে রাস্তার ধারে একটী প্রস্তর-ফলকে (Stone Tablet এ) লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল সেমুর (Liunt. Col. Seymour) কর্ত্তৃক এই আদেশ লিখা আছে যে, কোন সৈনিক পুরুষ বা অন্য যে কেহ যান এই স্থানে বন্দুক লইয়া শীকার করিতে আসিয়া বন্দুকের ব্যবহার না করে। এখানে অনেক বানরের প্রাদুর্ভাব। ১৮৬৬ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ঐ হুকুম প্রচারিত হয়। অবগত হওয়া যায়, স্বর্গীয় স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের উদ্যোগে Comnander in Chief কর্ত্তৃক ঐরূপ হুকুম জারী হইয়াছিল। ঐ হুকুম জারী হইবার পর হইতে ঐ স্থানের বানর প্রভৃতি জন্তুগণ নির্ভয়ে কৃষ্ণলীলাস্থলীতে বাস করিয়া শোক-মোহ ত্যাগপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন।

নারদকুণ্ড

তথান হইতে পরিক্রমা প্রায় তিন পোয়া রাস্তা অতিক্রম করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক শ্রীনারদকুণ্ডে উপনীত হইলেন। এই নারদকুণ্ডে যাইতে কণ্টকাকীর্ণ বনমধ্যে প্রবেশ করিতে হয়; মধ্যে সরু রাস্তা আছে, ঐ রাস্তাতে কিন্তু কোন কণ্টক নাই। রাস্তা ছাড়িয়া বিপথে গেলেই কণ্টকবিদ্ধ হইতে পারে। ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া মনে হইতে লাগিল যে, যাঁহারা সরল শ্রেয়ঃ, শ্রৌতপথে চলেন তাঁহাদের কোন বিপদ হয় না, কিন্তু যাঁহারা প্রেয়ঃ, অশ্রৌতপথে চলিবার প্রয়াসী, তাঁহারাই কণ্টকবিদ্ধ হইয়া বিপদে পতিত হন এবং অবশেষে তীর্থপাদ শ্রীবিষ্ণু-পাদপদ্ম হইতে বঞ্চিত হন। কথিত হয় যে, দেবর্ষি নারদ শ্রীমতী রাধিকার আদেশে এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াছিলেন।

নারদকুণ্ডের সন্নিকটেই শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরিরাজ। শ্রীগোবর্দ্ধনের পাদপ্রান্তে পৌঁছিয়া পরিক্রমাকারিগণ পাদুকা বর্জ্জন পূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। গোবর্দ্ধনের উপর উঠিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিষেধ থাকায় কেহই গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে উঠিলেন না, সেখান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। গোবর্দ্ধন গিরির আশেপাশে অসংখ্য গোবর্দ্ধন-শিলা পড়িয়া আছেন। ঐ গোবর্দ্ধন-শিলা সংগ্রহ করিতে সমস্ত যাত্রিগণকে নিষেধ করা হইয়াছিল। কারণ গোবর্দ্ধন-শিলা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, অতএব তাঁহার নিয়মিত অর্চ্চন-পূজন না হইলে মহা অপরাধ-পঙ্কে নিমজ্জিত হইতে হইবে।

কিল্লল কুণ্ড

সেখান হইতে কিছুদূর যাইয়া পরিক্রমা কিল্ললকুণ্ডে উপস্থিত হন। এখানে একটী কুণ্ড বর্ত্তমান। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ বল খেলিতেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এখানে শ্রীপাদ বন মহারাজ বলেন যে, এই সমস্ত স্থানই কৃষ্ণ-লীলার উদ্দীপক; এই সব স্থান ভ্রমণ করিয়া যদি আমাদের কৃষ্ণ-স্মৃতি জাগরূক না হইল কেবল পুণ্যের বিষয় আসিয়া উপস্থিত হয় এবং আমরা পুণ্য সংগ্রহের ইচ্ছায় এই সব কুণ্ডে স্নানের জন্য ব্যস্ত হই, তাহা হইলে এই পরিক্রমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে।

অনাত্ম জ্ঞান

আমরা যখন ভগবৎসেবা ভুলিয়া ভোগ-বুদ্ধিকে আহ্বান পূর্ব্বক আমাদের তটস্থ অধিকারের অপব্যবহার ও মায়ার বশ্যতা স্বীকার করি, তখনই আমাদের আত্মজ্ঞান বিলুপ্ত হয়। তখন 'আমি কে' তাহা ভুলিয়া অনাত্ম-বস্তুতে আত্ম বোধ করিয়া বিবর্ত্তের আশ্রয় গ্রহণ করি;— দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান।" এই বিবর্ত্তের আশ্রয়েই আমাদের যাবতীয় ক্লেশরাশি। প্রথমে সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মনকে আত্মবুদ্ধি করিয়া সমস্ত ভ্রমই আমাদের মনোবেগের অধীন, এই অহঙ্কার আমাদের প্রবল হয়, তাহাতে আমরা আম্নায় পারম্পর্য্যক্রমে প্রাপ্ত অপৌরুষেয় জ্ঞানকে উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অক্ষজ জ্ঞানেরই অধিক সমাদর করিয়া যুক্তিবাদী হইয়া পড়ি। অধোক্ষজ-সেবা-জ্ঞান অর্থাৎ অবরোহ-পন্থা বা শ্রৌত-পন্থা আমাদিগের প্রীতিকর থাকে না, গুর্ব্ববজ্ঞাই তখন আমাদের কৃত্য হইয়া পড়ে। মনের নেতৃত্বে আমরা বিভোর হইয়া গুরু-লঙ্ঘন করিতে করিতে ভগবদ্বৈমুখ্য, কৃষ্ণবিস্মৃতি, ভগবদ্বিস্মৃতি লাভ করি বা নরক প্রাপ্ত হই; ইহা অপেক্ষা জীবের আর কি অমঙ্গল হইতে পারে? ক্রমশঃ ভগবৎ-সান্নিধ্য হইতে যত বিচ্যুত হইতে থাকি, ততই আমাদের চিত্ত চিৎ হইতে অচিৎ বা জড়ে অনুপ্রবিষ্ট হইতে থাকে। ক্রমে দেহাত্মবুদ্ধি প্রবল হয়। তখন দেহেই আমিত্ব আরোপ করিয়া দেহ-সম্পর্কেই সমস্ত আপন-পর বিচার করিতে বসি। যাহারা আমাদের দেহের তুষ্টি সাধন করিতে পারে, তাহারাই আমাদের প্রিয়; যাহারা তাহা করে না, তাহাদিগের প্রতি আমরা উদাসীন; আর যাহারা এই দেহের কোনরূপ অসুবিধা সংঘটন করে, তাহারা আমাদের শত্রু, এই ধারণাই বলবতী হয়। তখন আমরা বিচার করি না যে, এই যে দেহরূপী আমি, ইহার সারবত্তা কতটুকু, ইহার স্থায়িত্ব কতক্ষণের, ইহার পরিণাম কি, ইহার গঠনে কি? তখন এই পাঞ্চভৌতিক দেহ অনিত্য সুখের নিলয় দেখিয়া আমরা দিশেহারা হইয়া পড়ি এবং তাহারই সেবায় সকল সময় নিয়োগ করিয়া আমাদের নিত্যমঙ্গলের কথায় উদাসীন হইয়া যাই। এই দেহ এখন এরূপ আছে কয়েক বৎসর মধ্যে ইহাতে বিকৃতি সাধিত হইবে; শিথিল চর্ম্ম পলিত কেশ, গলিত দন্ত আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ দেহের অস্থায়িত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেও আমরা তাহা কর্ণপাত করিতে প্রস্তুত হই না। প্রত্যহ শত শত ব্যক্তির দেহত্যাগ দেখিয়াও দেহের ভঙ্গুরত্ব সম্বন্ধে নিরন্তর প্রমাণ পাইয়াও আমরা দেহকে 'আমি' জ্ঞান করা ছাড়িতে পারি না। আমাদিগের ন্যায় পাথর বা বুদ্ধিহীন ভারবাহী গর্দ্দভ আর কে হইতে পারে প্রাণবিচ্যুত শত শত দেহকে দুর্গন্ধ-আবাস দেখিয়া, শৃগাল-শকুনির ভক্ষ্যে পরিণত জানিয়াও আমাদের কি কোন জ্ঞানোদয় হইতেছে? আমরা কি দেহাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিতেছি? বরং দার্শনিক সাজিয়া দেহ-তত্ত্বের ভাবুক হইয়া দেহকেই সকল পুরুষার্থের ক্ষেত্র মানিয়া তাহারই সেবায় উত্তরোত্তর যত্নবান্ হইতেছি।

মনোরূপী সূক্ষ্ম ও বাহ্যে স্থূল দেহে 'আমি' বুদ্ধি যতদিন না আমাদিগকে ত্যাগ করিবে, যতদিন না আত্মজ্ঞানী নিরন্তর ভগবৎসেবা-তৎপর সাধুসৎপুরুষের চরণাশ্রয়ে আমাদের এই দুষ্প্রেক্ষ্য দেহাত্ম-বুদ্ধির হাত হইতে অবসর না ঘটিবে, ততদিন আমরা নরক-বাসীই থাকিয়া যাইব— নিজেদের মঙ্গললাভে যত্ন করিতে উৎসাহাবশিষ্ট হইব না।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে

অন্নকূট মহোৎসব

প্রতি বৎসরের ন্যায় এ-বৎসরও কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগামী ২৯শে অক্টোবর রবিবার দিবস শ্রীশ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় মঠাচার্য্য এ-বৎসর শ্রীব্রজ-মণ্ডল পরিক্রমার ব্যবস্থা করিয়া বর্ত্তমানে ব্রজমণ্ডলে পরিক্রমা পরিচালন করিতেছেন, সুতরাং তথায় গোবর্দ্ধনেও এ-বৎসর অন্নকূট হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে আশা করা যায়।

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নার সাথ ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন. তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দারিদ্র্যব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায় সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গ্রথিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এন্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহ আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিপ্রায় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এন্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজক-চার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারস্ত সুনিশ্চিত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড।৵০

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে।৵০

পারমার্থিক জগতে অভিনব অবদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

কৃপাদ্রবর্ষ্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অচ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'পঞ্চরস, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও প্রাকৃত-ক্রোধের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের কর্ত্তব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'অসৎসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'ভক্তাধিক হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি বিশেষ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৫০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাষ্ণ নন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সত্যধর্ম্ম ও প্রাকৃত সত্যধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৫০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৫০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অবোধ কৃষ্ণ প্রবৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীপালী ও বিশ্বদরিদ্রের শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৫০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—৪ খণ্ড একত্রে ২৷০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
তত্ত্বসূত্র ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা)
গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ৲
৩। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
(চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর
(নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা
(৪৪৬ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণা ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণা ৴১০
৩৯। সাবরণকণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবসম্প্রদায়-সমাজস্তুতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাধ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশ-বেদনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।
৬১। বিলেতের ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৬২। লাইফ্ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য্যাণ্ড
আনমেন্ডেড ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (বন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ কল্পতরু ৴০
৭২। গীতাবলী ১৲
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষার একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ভোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, তজ্জন্য ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, পাঁচটি ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

আফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের
অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—৮নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কংগ্রেস গৃহ ও অভয় আশ্রম পুনরধিকারের চেষ্টা

নবাবগঞ্জ হইতে প্রকাশ, ১৯শে অক্টোবর তারিখে দ্বিতীয় দলে ৭ জন স্বেচ্ছাসেবক নবাবগঞ্জ কংগ্রেস ও অভয় আশ্রম পুনরধিকারের চেষ্টা করেন। নবাবগঞ্জ কংগ্রেস ও অভয় আশ্রম ১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসে বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত এবং সেই অবধি পুলিসের অধিকারে আছে। কর্ম্মীরা বেলা ৪টার সময় পার্শ্বের একগ্রাম হইতে যাত্রা করিয়া জাতীয় পতাকা হস্তে জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে গমন করিতে থাকেন। তাঁহারা আশ্রমে পৌঁছিলে পুলিস তাঁহাদের বাধা দেয় এবং নিম্নলিখিত ৭ জনকে গ্রেপ্তার করে,—শৈলেশ মজুমদার, নগেন্দ্র দেবনাথ অমর চাঁদ ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ সাহা ক্ষেত্রমোহন মণ্ডল, নন্দলাল ঘোষ ও প্রমোদচন্দ্র সাহা।

ধৃত প্রথম দলের সহিত দ্বিতীয় দলকে ঐ সপ্তাহে বিচারার্থ ঢাকায় প্রেরণ করা হয়।

নবাবগঞ্জের শ্রীযুত শীতলচন্দ্র রায় ৬ঠা অক্টোবর তারিখে ঢাকায় কোতোয়ালী পুলিস কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হন। তিনি ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তিনি একমাস পূর্ব্বে ৬ মাস পূর্ণ কারাভোগের পর দমদমের দ্বিতীয় অতিরিক্ত স্পেশাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।

অর্ডিনান্সের আইনে পরিণতি

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, আগামী ২৯শে ডিসেম্বর যুক্তপ্রদেশের অর্ডিন্যান্সগুলির অবসান হইবে। ঐ সকল অর্ডিন্যান্সের অবসান হইবে। ঐ সকল অর্ডিনান্সের স্থলে আগামী ৫ই নভেম্বর ব্যবস্থাপক সভায় সম্ভবতঃ যুক্তপ্রদেশ বিশেষ শক্তি বিল উপস্থিত করা হইবে। যুক্ত প্রদেশের সরকারী গেজেটের এক বিশেষ সংখ্যায় উক্ত বিলের উদ্দেশ্য ও কারণ বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে প্রকাশিত হইয়াছে, গত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, আইন অমান্য আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ যে সকল অস্ত্র ব্যবহার করিয়াছেন, কর প্রদান বন্ধ আন্দোলন সেগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। সংখ্যাল্প দলের অভিপ্রায় সরকার যাহাতে সমর্থন করেন সেজন্য ভবিষ্যতে এই অস্ত্র ব্যবহৃত হইবে না, ইহার কোনও নিশ্চয়তা নাই। স্থানীয় অবস্থা অনুসারে যে সকল অর্ডিনান্সের প্রয়োজন সেই সকল অর্ডিনান্সের বিধানগুলি আইনে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারকে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।

উক্ত বিলের ৩টি ধারায় কর প্রদান বন্ধের প্ররোচনা অপরাধ বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। অপর একটি ধারায় কৃত্রিম শবশোভাযাত্রা উৎসব অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। কয়েকটি ধারাতে আদেশ অমান্য অপরাধ বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। জনসাধারণের শান্তি বিরোধী সম্মিলিত আন্দোলন দমন করিবার জন্য কয়েকটি ধারায় সরকারকে ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। অবশ্য এই উদ্দেশ্য ব্যতীত ঐ সকল ক্ষমতার পরিচালন করা হইবে না।

উক্ত বিল আইনের পরিণত হইলে সমগ্র যুক্তপ্রদেশে উহা প্রবর্ত্তিত হইবে এবং অবিলম্বে উহা প্রবর্ত্তন করা হইবে। উক্ত বিলের অপরাধে পুলিস গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ব্যতীত আসামীকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবে এবং আসামীকে জামীনে মুক্তিদান করা হইবে না।

কেল্লার টেলিফোনে বাধা

নূতনদিল্লী হইতে ২৩শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, দিল্লী ফোর্টে যে টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের তার গিয়াছে, কে বা কাহারা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল তাহা জানা যায় নাই। জোর পুলিস তদন্ত চালতেছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত অপরাধীদের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

আরও প্রকাশ, যে ২৩শে অক্টোবর প্রাতে ৯টার সময় দুর্গের কর্ত্তৃপক্ষ দেখেন, তাঁহারা কাহারও সহিত টেলিফোনের সংযোগ পাইতেছেন না। তাঁহারা লোক পাঠাইয়া টেলিফোনের অফিসে সে সংবাদ পাঠান। তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া অবগত হন যে, টেলিফোনের যে তারের দ্বারা কেল্লার যোগাযোগ আছে, তাহা সম্পূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে। লোথিয়ান রোড ও ফোর্ট রোডের মোড়ের নিকট টেলিফোনের থামের মাথার উপর অবস্থিত একটা কাঠের বাক্সে টেলিফোনের প্রধান লাইনের সহিত কেল্লার তারের যোগ ছিল সেইখানে তারটা সম্পূর্ণ কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইহা দুষ্ট লোকের কাজ বলিয়া সন্দেহ করিয়া টেলিফোন কর্ম্মচারীরা লাইন মেরামত করিবার পূর্ব্বে পুলিসে খবর দেয়। অনুমান, টেলিফোন কর্ম্মচারীর ছদ্মবেশে কেহ টেলিফোনের তার পরীক্ষার অছিলায় উহা কাটিয়া দিয়া থাকিবে।

স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুর দাসের কৈফিয়ৎ

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, ভারতীয় বণিক সমিতির সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস কি জন্য নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কারণ প্রদর্শন করিয়া তিনি এসোসিয়েটেড প্রেসের জনৈক প্রতিনিধির নিকটে বলিয়াছেন, "আমি আমার ব্যক্তিগতভাবে ভারতবাসীরূপে তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছি।

তিনি বলিয়াছেন, আমি মনে করি, দেশ কি চায় এবং উহা কি গ্রহণ করিবে না, তাহা ব্যক্ত করিবার জন্য নিমন্ত্রণ গ্রহণ দেশের স্বার্থের প্রতিকূল হইতে পারে না। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ সুযোগ পরিত্যাগ করা উচিৎ নয়। নয় মাসের অধিককাল মহাত্মা গান্ধী কারাগারে আছেন। রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁহার সহিত কোনওরূপ পত্র বিনিময় নিষিদ্ধ। শীঘ্রই তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকের অধিবেশন হইবে। মনে হয়, এরূপ অবস্থায় উহাতে উপস্থিত না হওয়া মাতৃভূমির প্রতি কর্ত্তব্য পালনে অনুরূপ।

উক্ত বৈঠকে অর্থনীতি, বাণিজ্য ও বাঁধনাকষণ সম্বন্ধে আমি প্রধানতঃ আলোচনা করিব। আমি ব্যক্তিগতভাবে উক্ত নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম সুতরাং বৈঠকে আমার উক্তিতে উক্ত সমিতি বাধ্য হইবেন না। অসহযোগিতার প্রতি আমার কখনও আস্থা ছিল না এবং আমি কখনই অসহযোগিতা করি নাই।

বাঙ্গালায় সাম্প্রদায়িক সমস্যা।

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের পুত্র ও কর্ম্ম-সচিব পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্য ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুত এন, কে, বসুকে তাঁহার খোলা চিঠির উত্তরে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়াছেন—

"১৬ই অক্টোবর 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকার দিল্লী সংস্করণে মালব্যজীর উদ্দেশ্যে আপনার যে পত্রখানি প্রকাশিত হইয়াছে; যাহা আমি লক্ষ্য করিয়াছি। পণ্ডিত মালব্যজীর নির্দ্দেশ অনুসারে আমি আপনাকে জানাইতেছি যে, বাঙ্গালার হিন্দু নেতাদের পরামর্শ না লইয়া, সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসায় উপনীত হইবার অভিপ্রায় কোন দিন তাঁহার মনে দেখা দেয় নাই। পণ্ডিতজী বিভিন্ন সময়ে যে সকল বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন সেইগুলি আর একবার দেখিলেই আপনি বুঝিতে পারিবেন যে, প্রথম হইতেই তিনি পঞ্জাব পরিদর্শনের পর হিন্দু নেতাদের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য বাঙ্গলায় যাইবেন। ইহার পর তিনি মুসলমান বন্ধুদিগের সহিত সঠিক প্রস্তাবগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন এবং কোন প্রস্তাব পাকাপাকিভাবে গ্রহণের পূর্ব্বে দেশের সকল অংশ হইতে সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের বিশেষতঃ পঞ্জাব এবং বঙ্গদেশের প্রতিনিধিদের উহার সম্বন্ধে আলোচনা করিবার উক্ত সম্মিলিত সম্মিলনে যোগ দিবার জন্য আহ্বান করা হইবে। আমার বিশ্বাস, এই কথায় আপনি এবং অন্য বন্ধুগণ সন্তুষ্ট হইবেন।

বন্দীর উন্মাদ রোগ

নবাবগঞ্জ হইতে প্রকাশ, বে-আইনী ঘোষিত নবাবগঞ্জ কংগ্রেস কমিটীর স্বেচ্ছাসেবক শ্রীযুক্ত জগদীশ দত্ত, ভূপতি নন্দী গৌর বসাক, লক্ষ্মী বসাক, সতীশ আচার্য্য ও অনন্ত আইচ পূর্ণ ৩ মাস দণ্ড ভোগ করিয়া গত ২০শে অক্টোবর দমদম স্পেশাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। নিখিল ভারত বন্দী দিবস উপলক্ষে নবাবগঞ্জে শোভাযাত্রা করিবার অপরাধে ইহারা ধৃত ও দণ্ডিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর চৌধুরীও দণ্ডিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কারাগারে অবস্থান কালেই তাঁহার উন্মাদ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে। এইজন্য তাঁহাকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

ভারতীয় হকী ক্রীড়কদের দিগ্বিজয়

ভারতীয় অলিম্পিক হকী ক্রীড়ার দল দিগ্বিজয় করিয়া অসিয়াছেন। দলের কাপ্তেন বলেন যে বাহিরের লোক ভারতের বিষয় অত্যন্ত অল্পই জানেন। বাহিরের লোক ভারতবর্ষকে হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ দেশ বলিয়া মনে করে। তাহারা ভারতের শিক্ষা সভ্যতা ও কৃষ্টির বিষয় কিছুই জানে না। ক্রীড়কদল সর্ব্বত্রই খুব আদর পাইয়াছেন।

লাউসিং মেল ডাকাতি

ফরিদপুর হইতে প্রকাশ, লাউসিং মেল ডাকাতির সম্পর্কে ঐ অঞ্চলে প্রায় ২০টি বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়াছে এবং শ্রীযুত মধুসূদন মজুমদার, সুরেন্দ্রচন্দ্র কাহালী কালীপদ মুখোপাধ্যায় ও [illegible] দাস গুপ্তকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

টেল· নবপ্রাণ দৈ নি ক Reg No. C1544·

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার

নদীয়া-প্রকাশ
THE NADIA-PRAKAS

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
প্রতি
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৯৬তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১২ই কার্ত্তিক শনিবার ১৩৩৯, ২৯শে অক্টোবর ১৯৩২

নদীয়া কংগ্রেস কর্ম্মীর মুক্তি

সার পুরুষোত্তমদাসের সিদ্ধান্ত

জেলে রাজবন্দীর পীড়া

নৃশংস হত্যাকাণ্ড

অভয় আশ্রম দখল-চেষ্টা

এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড

সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা

বিলাতে বেকার অভিযোগ

আসামীদের হাতে হাতকড়ি

জেল হইতে রাজবন্দীর মুক্তিলাভ

ফেরারী আসামীর সন্ধান

নানা কথা

নদীয়ায় দুইজন কংগ্রেসকর্ম্মীর মুক্তিলাভ

নদীয়া জেলা ছাত্রসঙ্ঘের সম্পাদক ও নদীয়া জেলা কংগ্রেস কমিটীর বিশিষ্ট কর্ম্মী বাবা কথিত শ্রীযুক্ত অমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নদীয়া জেলা কংগ্রেস কমিটীর (বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত) অন্যতম বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী পূর্ণ পাঁচ মাসের কারাদণ্ড ভোগ করার পর দমদম স্পেশাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই বিগত মে মাসে ভেতালিয়ার করবন্ধ আন্দোলন সম্পর্কে দাণ্ডত হইয়াছিলেন।

জেলে রাজবন্দীর পীড়া

দিল্লী হইতে প্রকাশ, লহরী সিং টিকমচাঁদ সঙ্কটপক্ক আইনের নির্দ্দেশানুসারে অনির্দ্দিষ্ট কালের কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন এবং একণে তিনি সিভিল হাসপাতালে রোগশয্যা শায়ী। তাঁহার পত্নী জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের মারফতে চিফ কমিশনারের নিকট তাঁহার স্বামীর মুক্তির নিমিত্ত এক আবেদন করিয়াছেন। আবেদনে তিনি জানাইয়াছেন যে, তাঁহার স্বামী গত ২১শে অক্টোবর হইতে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আছেন।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার আবেদন হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষের রিপোর্টের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা

রাঁচি হইতে প্রকাশ, মুঙ্গের সহরে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে হাঙ্গামার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে মুঙ্গেরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এসোসিয়েটেড প্রেসকে জানাইতেছেন যে, সর্ব্বসমেত ১০ জন মুসলমান এবং ৯ জন হিন্দু লাঠির আঘাতে আহত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন হাসপাতালে আছে। কয়েকদিনের মধ্যেই তাহারা মুক্তিলাভ করিবে। কেহই তেমন গুরুতরভাবে আহত হয় নাই বা মারা যায় নাই। কতিপয় হিন্দু এবং মুসলমান ভদ্রলোকের জন সাধারণকে শান্ত করিবার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও হিন্দু ও মুসলমানের বহু দোকান পাট ৩ দিন বন্ধ ছিল। এক সম্প্রদায়ের ভিতর অপর সম্প্রদায়ের অভিপ্রায় সম্বন্ধে মিথ্যা রটনাই প্রধান কারণ।

গান্ধীজীর মুক্তির জন্য বড়লাটকে মৌলানা সৌকৎ আলির পত্র

নূতন দিল্লী হইতে ২৬শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, মৌলানা সৌকৎ আলী রাজপ্রতিনিধিকে পত্র লিখিয়া মুসলমান সমাজের পক্ষ হইতে এই মর্ম্মে অনুরোধ করিয়াছেন যে, গান্ধীজী যাহাতে এলাহাবাদ সম্মিলনে যোগদান করিতে পারেন, সে জন্য যেন তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

মৌলানা সাহেব ইতোমধ্যে যারবেদা জেলে গান্ধীজীর সহিত অবাধে দেখা সাক্ষাৎ করিবার অনুমতিও চাহিয়াছেন।

এলাহাবাদে মৌলানা সৌকৎ আলি

২৬শে অক্টোবর মধ্যাহ্নে মৌলানা সৌকৎ আলী পুত্রসহ দিল্লী হইতে এলাহাবাদে আগমন করিয়াছেন। পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্য ও ডাক্তার সৈয়দ মামুদ ষ্টেশনে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করেন। মৌলানা সৌকৎ আলী আনন্দভবনে অবস্থান করিতেছেন।

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, | ১৫ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৬ ১২ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ ২৯শে অক্টোবর ইং ১৯৩২ শনিবার | ১৯৬তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

সংক্ষিপ্ত ডায়েরী

পরিক্রমা :: অষ্টম দিবস

মানসী-গঙ্গা

গত ১৬।১০।৩২ তারিখ নারদকুণ্ড হইতে কিছুদূর গিয়া পরিক্রমা মানসী-গঙ্গায় উপনীত হন। মানসী-গঙ্গা একটী বৃহৎ কুণ্ডের মত খুব লম্বা একটী হ্রদ বলিলেও হয়। ইহার চতুষ্পার্শ্বে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির আছে, পুষ্করিণীর তীর প্রস্তর দিয়া বাঁধান, অলঙ পরিষ্কার। ইহার তীরের একটু অন্তরালে গোবর্দ্ধনের একটী বড় বাজার আছে। রাধাকুণ্ড অপেক্ষা এখানকার বাজারটী বড়। এই কুণ্ডের দৃশ্য অতি মনোরম। ভগবদ্ভক্তের পক্ষে এই কুণ্ডতীরে উপস্থিতিতে তাঁদের স্বতঃই কৃষ্ণস্মৃতি জাগিয়া উঠে এবং অপ্রাকৃত ভাবের উদয় হয়।

এই মানসী-গঙ্গার তীরে বৃক্ষতলে সমস্ত পরিক্রমাকারিগণ উপবেশন করিলে শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল মহাশয় প্রভুপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যা-ভূষণ বি, এ, প্রভুর নির্দ্দেশ মত শ্রীগোবর্দ্ধ-নাষ্টক সংস্কৃত স্তবাবলী মৃদঙ্গ-করতাল-সংযোগে কীর্ত্তন করেন। তৎপর শ্রীপাদ বন মহারাজ বলেন যে, নন্দ উপানন্দ প্রভৃতি ব্রজবাসিগণ গঙ্গাস্নানের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন যে, যখন এই বৃন্দাবনে সমস্ত তীর্থ আমার সেবায় নিযুক্ত আছে তখন আর পৃথক্ ভাবে গঙ্গাস্নানের আবশ্যকতা কি? তিনি মানসে গঙ্গার স্মরণ করা মাত্র গঙ্গাদেবী এখানে আগমন করায় ইহার নাম মানসী গঙ্গা হইয়াছে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যখন ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণের পাদপদ্ম সেবায় নিযুক্ত, "যথা তরোর্মূল নিষেচনেন" শ্লোকের উক্তি বিষয়ে তাঁহারা অনভিজ্ঞ নহেন। তবে আবার তাঁহাদের গঙ্গাস্নানের ইচ্ছা কি প্রকারে হইতে পারে? সাধারণতঃ আমাদের মধ্যে যে গঙ্গাস্নানের বিচার তাহা নিজেদের দেহ-শুদ্ধ বা ভাবী পুণ্য সংগ্রহের জন্য, এ সমস্ত আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিমূলে জাত, ইহাতে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতির কোন অবকাশ নাই। কিন্তু নন্দ, উপানন্দ প্রভৃতি ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণের বাৎসল্যরসে এতই মুগ্ধ যে তাঁহারা সর্ব্বমঙ্গল-বিধ্বস্ত কায়ো শ্রীকৃষ্ণের কিসে মঙ্গল হইবে, এই চিন্তাতেই ব্যস্ত। বাৎসল্য-রসে তন্ময় হইয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়প্রীতি অনুসন্ধান করিতেছেন। ইহাতে তাঁহাদের কোন নিজ নিজ কামগন্ধ নাই। তাঁহাদের নিজেদের কোন প্রকার সুখ সুবিধার জন্য তাঁহারা গঙ্গাস্নানের অভিলাষ করেন নাই ইহাই তাৎপর্য্য। শ্রীকৃষ্ণের স্মরণে মকর বাহিনী গঙ্গা এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

শ্রীগোবর্দ্ধনের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রীপাদ বন মহারাজ বলেন যে, "যখন শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় নন্দ মহারাজ প্রভৃতি ব্রজবাসিগণ ইন্দ্রের পূজা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বয়ং ভগবানের স্বরূপ গিরি-গোবর্দ্ধনের পূজায় নিযুক্ত হ'য়েছিলেন তখন ঐশ্বর্য্য মদোন্মত্ত ইন্দ্র ব্রজবাসিগণের প্রতি অত্যাচার প্রদর্শন পূর্ব্বক সমস্ত বৃন্দাবন বৃষ্টিপাতে ভাসাইয়া দিতে চেষ্টা করেন। শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের দুরভিসন্ধি অবগত হইয়া তাঁহার বাম হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলীর দ্বারা গিরি-গোবর্দ্ধনকে শূন্যে তুলিয়া সমস্ত ব্রজবাসিগণকে তাহার তলদেশে আশ্রয় প্রদানপূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিলেন। পশ্চাৎ ইন্দ্র শ্রীভগবানের স্বরূপ অবগত হওয়া ভগবৎ-পাদপদ্মে শরণাগত হওয়া কৃপা-ভিক্ষা করেন। এই জন্য গিরিগোবর্দ্ধন গোবর্দ্ধন-পূজা ও শ্রীকৃষ্ণ-পূজা অভিন্ন, উভয়ে কোন ভেদ নাই। ইন্দ্রের সমুদয় দর্প এখানে চূর্ণ হইয়া যায়।

গোবর্দ্ধনের মুখারবিন্দ চিহ্ন এখানে দৃষ্ট হয়। মানসী-গঙ্গাতীরে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখিয়ে ষোল হাজার গোপীদিগকে বঞ্চিত ক'রেছিলেন। বৃন্দাবন-ধাম বিশুদ্ধ প্রেমের স্থল, এখানে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ গোপীদের ভাল লাগিবে কেন? তাই গোপীগণের সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তিকে দূর হ'তে দণ্ডবৎ ক'রেছেন মাত্র, তাঁ'র সঙ্গ প্রার্থনা করেন নাই। শ্রীমতী রাধারাণীর মহাভাবময়ী দর্শনের নিকট শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ রক্ষা ক'রতে পারেন নাই। তাঁ'কে দ্বিভুজমুরলীধর রূপেই দর্শন দিতে হ'য়েছে। এখানেও শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেন।"

এই মানসী-গঙ্গার নিকটে জয়পুর মহারাজ একটী কুণ্ড খনন করাইয়া তাহা বৃষভানুর নামে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। এই মানসীগঙ্গার অপর পারে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর ভজন-কুটীর। যাত্রিগণ তথায় দণ্ডবৎ প্রণাম করেন। তৎপর মানসী-গঙ্গা ও ঐ ভজন-কুটীর পরিক্রমা করি। এবং মাথুর-মণ্ডলের পশ্চিমদেশে অবস্থিত শ্রীহরিদেবের মন্দির দর্শন করিয়া যাত্রিগণ বেলা দ্বি-প্রহরের সময় পুনরায় রাধাকুণ্ডের তাঁবুতে ফিরিয়া আসেন এবং মধ্যাহ্নে প্রসাদ সেবা পূর্ব্বক বিশ্রাম লাভ করেন। অদ্য লোহাগড়া নিবাসী শ্রীযুক্তা গোবিন্দী সরকার মহো-দয়া উৎসবের ব্যয়ভার বহন করিয়া নিত্য-কালের সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

সন্ধ্যার পর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বহু ভক্ত, সজ্জন, ব্রজবাসী ও পণ্ডিতবৃন্দের সমক্ষে শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভুর উপদেশামৃত সকল পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এতৎ-প্রসঙ্গে ভাগ-বতের "অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়ে-হতে", "ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ", "সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবদ্ভাব-মাত্মনঃ" প্রভৃতি শ্লোক আলোচনা করিয়া ত্রিবিধ-ভক্তের কথা কীর্ত্তন করেন। ডায়েরী বিস্তার ভয়ে সমুদয় কথা উল্লিখিত হইল না। সময়ান্তরে শ্রীগৌড়ীয় পত্রে গৌড়ীয়-সম্পাদক মহোদয় কর্ত্তৃক এ সমস্ত প্রসঙ্গ সুন্দরভাবে আলোচিত হইবে।

শ্রীরাধাকুণ্ডে বৈষ্ণব-সেবা

ঐ তারিখ শ্রীরাধাকুণ্ডবাসী প্রায় ২৫০ আড়াই শত বৈষ্ণববৃন্দকে শ্রীগৌড়ীয়

তাঁহারে সে বলি ধর্ম্ম কর্ম্ম সদাচার। ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার॥

মঠের তরফ হইতে, পুরী, মোহনভোগ, লাড্ডু, প্রভৃতি বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ আকণ্ঠপূরিয়া প্রদান করা হইয়াছিল। তাঁহারা রাধাকুণ্ডতীরে বসিয়া প্রসাদ সেবন করিতে করিতে পরমানন্দে প্রভুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের উচ্চৈঃস্বরে জয়গান করিতে করিতে শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডতীর প্রতিধ্বনিত ও মুখরিত করিয়াছিলেন।

পরিক্রমার নবম দিবস

রাধাকুণ্ডতীরে ত্রিরাত্রি অবস্থান করিয়া মধ্যাহ্নে প্রসাদ সেবনের পর বেলা ২॥ ঘটিকার সময় পরিক্রমা তথা হইতে তাঁবু উঠাইয়া গাঠোলির দিকে রওনা হন। রাধাকুণ্ড হইতে গাঠোলি প্রায় ছয় মাইল হইবে। পরিক্রমা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহকে অগ্রণী করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীশ্যামকুণ্ড, শ্রীললিতাকুণ্ড, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বসিবার স্থান সকল পরিক্রমা করিতে করিতে কীর্ত্তন সহযোগে গিরি-গোবর্দ্ধন ডাইনে রাখিয়া শ্রীহরিদেবের শ্রীমন্দিরে উপনীত হন। এই শ্রীমন্দিরটী খুব বড় এবং শ্রীমূর্ত্তিও অতি নয়নমনোভিরাম। শ্রীমন্দির সমতল ভূমি হইতে প্রায় ৫০ফুট উচ্চ ১৪।১৫টী সিঁড়ির ধাপ অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধে মন্দিরে পৌঁছিতে হয়। নাটমন্দিরটিও খুব লম্বা ও চওড়া। এই নাটমন্দিরে পাঁচশত জনের অধিক লোকের একত্রে বসিবার স্থান আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই শ্রীহরিদেবের মন্দিরে একরাত্রি যাপন ও ভিক্ষা করেন এবং পার্শ্ববর্ত্তী ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানলীলার অভিনয় করিয়াছিলেন। পার্শ্বের ব্রহ্মকুণ্ডটী একণে জলাবতীর্ণ শুষ্ক অবস্থায় পতিত। যাত্রিগণ এই ব্রহ্মকুণ্ড পরিক্রমা করেন।

শ্রীমদ্ বন মহারাজের বক্তৃতা

যাত্রিগণের কাহারও কাহারও মধ্যে কিছু চিত্তবিক্ষেপ লক্ষ্য করিয়া শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ তাঁহাদিগকে নাটমন্দিরে উপবেশন করিতে আদেশ করেন; তৎপরে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান পূর্ব্বক বলেন যে, যাঁহারা শ্রীশ্রীব্রজধাম পরিক্রমার জন্য এখানে আসিয়া তাঁবুতে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা যেন এই তাঁবুকে জগতের সাধারণ তাঁবুর (Camp) এর অন্তর্ভুক্ত মনে করিয়া এরূপ বিচার না করেন যে, ময়মনসিংহের লোকগণকে এক তাঁবুতে থাকিতে হইবে, খুলনার লোকগণকে অপর তাঁবুতে, মেদিনীপুরের লোকগণকে আর এক তাঁবুতে, এবং কলিকাতার লোক পৃথকে আর এক পৃথক তাঁবুতে থাকিতে হইবে এবং পরিক্রমার উদ্যোগকারী ব্যক্তিগণ যদি সেরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিতে না পারেন, তজ্জন্য যেন তাঁহাদের কোন অভিমানের কারণ না হয়। ধাম-পরিক্রমার প্রধান উদ্দেশ্য নয় যে, এক এক জিলার লোক এক এক তাঁবুতে অবস্থান করিয়া খোসগল্প করিয়া তাঁহাদের নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণ করিবেন।

ধাম-পরিক্রমার উদ্দেশ্য শুদ্ধবৈষ্ণব সেবা—প্রাণপণ সেবার দ্বারা শ্রীগুরুদেবের মনোহভীষ্ট পরিপূরণের সহায়তা করা, নচেৎ দূরদেশ ভ্রমণ করিয়া কোন লাভ নাই। আর একটী জিনিষ বিশেষ দরকার সেটি হ'চ্ছে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য। পূর্ব্ব হইতে পরিক্রমার একটি প্রোগ্রাম ছাপান হইয়া থাকিলেও বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে আবশ্যক মত সেই প্রোগ্রামের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে। তজ্জন্য যাত্রিগণ যদি ইচ্ছামত এটা ওটা স্বেচ্ছানুসারে দেখিবার জন্য ছুটাছুটি করেন, তাহা হইলে গুরুআনুগত্যের অভাব পরিদৃষ্ট হইবে, তদ্দ্বারা তীর্থ যাত্রা পরিশ্রম মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া আমাদের কোন মঙ্গল উদয় করাইবে না। পরিক্রমায় আসিয়া নিজেরা কোন প্রকার সেবাকার্য্য না করিয়া গুরুবৈষ্ণবের দ্বারা নিজেদের সেবা করাইয়া লইয়া নিজেরা সুখভোগ করিব, এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি যেন আমাদের কাহারও না হয়। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—ইন্দ্রিয়গণ সেবোন্মুখ না হওয়া পর্য্যন্ত ভগবত্তত্ত্ব বা ভগবল্লীলার স্ফূর্ত্তি হইবার কোন প্রকার সম্ভাবনা হইতে পারে না। অতএব আমরা সকলেই যাহাতে সেবোন্মুখতার দিকে অগ্রসর হইতে পারি সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

বিছুয়া কুণ্ড

এখান হইতে প্রায় অৰ্দ্ধমাইল রাস্তা অতিক্রম করিয়া পরিক্রমা বিছুয়াকুণ্ডে পৌঁছিল এই কুণ্ডটী সদর রাস্তারই ধারে। কুণ্ডটীর চতুর্দ্দিক প্রস্তর দিয়া ঘাট বাঁধান। কথিত হয় শ্রীকৃষ্ণ বনে গাভী চরাইতে আসিয়া গাভীগণকে ছাড়িয়া দিলে তাহারা এখানে জল পান করিতে আসে। এই কুণ্ডে ভয়ানক বৃশ্চিকের উপদ্রব ছিল। বৃশ্চিকগণ গাভীগণকে কামড়াইয়া মৃতপ্রায় করিয়া ফেলে। ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে গাভীগণ মৃতপ্রায়। তখন তিনি বংশীধ্বনি করায় গাভীগণ প্রাণ লাভ করেন এবং বৃশ্চিকগণকে তিনি ধ্বংস করেন। ইহার পর হইতে গাভীগণ নির্ব্বিঘ্নে তথায় বিচরণ পূর্ব্বক ঘাসাদি খাইতে পারিত। এই সমস্ত স্থানই কৃষ্ণস্মৃতির উদ্দীপক। যাহাতে জীব নিত্যকাল কৃষ্ণস্মৃতি জাগরূক রাখিয়া নিত্য কল্যাণ লাভ করিতে পারেন তজ্জন্য কত কষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়া মহাত্মাগণ এই সমস্ত কুণ্ডের স্মৃতি রক্ষা করিয়াছেন এবং "তোমার কনক ভোগের জনক কর্দ্দমের মাঝে থেকো মাধব" এই বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহা এই সমস্ত স্থান পরিক্রমা দ্বারা আমরা সকলে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছি। নিজেন্দ্রিয়-তোষণ-মানসে অর্থ ব্যয়ের চেষ্টা এবং কৃষ্ণের সেবায়ই অর্থের সার্থকতা, ইহা আমাদের একটী শিক্ষণীয় বিষয় হওয়া উচিত। কেবল মাত্র কুণ্ডের জল বা ইট পাথর দেখা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

এই সমস্ত বৃন্দারণ্য বঙ্গদেশের মত সুজলা ও সুফলা নহেন। কেবল অরণ্য ও কণ্টকে পরিপূর্ণ। ভোগিকুল এখানে আসিলে তাঁহাদের ভোগানন্দের অপ্রাপ্তিতে বঞ্চিত হইবেন এবং হয়ত মনে মনে ভাবিবেন যে, শ্রীকৃষ্ণ এরূপ মরুভূমি সদৃশ স্থানে লীলা প্রকট করিয়াছিলেন কেন? যাঁহাদের কৃষ্ণসেবাই একমাত্র উদ্দেশ্য তাঁহারা এসব স্থানে বঞ্চিত হইবেন না। কেননা ভোগানন্দের দিকেও তাঁহাদের কোন লক্ষ্য নাই। ভোগিকুল এসব স্থানের মহিমা অবগত হইতে না পারিয়া চির বঞ্চিত হইবেন।

এই বৃন্দারণ্যের কণ্টকাকীর্ণ স্থানসমূহ দেখিয়া শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদের "কালঃ কলির্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ। হা হা ক যামি বিকলঃ কিমহং করোমি চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি॥" শ্লোকটী মনে পড়ে। শ্রীশ্রীব্রজধামে প্রবেশ বলিতে ভক্তিমার্গে প্রবেশই বুঝায়, সেই ভক্তিপথ কোটিকণ্টক রুদ্ধ। অতএব এই ধামে প্রবেশ করিতে হইলে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অভিন্ন বিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপাই একমাত্র আবশ্যক। শ্রীগুরুদেবের কৃপা ব্যতীত ধাম দর্শন হইবার উপায় নাই; তাই সরস্বতী-পাদ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের কৃপা প্রার্থনা করিয়াছেন।

গাঠোলী

রাধাকুণ্ড হইতে প্রায় পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে পরিক্রমা গাঠোলী গ্রামে গোলপুকুরের তীরে আসিয়া উপনীত হন। পূর্ব্ব হইতেই এই স্থানে তাঁবু আসিয়া সজ্জিত হইয়াছিল এবং বিদ্যালাপত্র যাত্রিগণের পূর্ব্বেই আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। কথিত হয় যে, গোলপুকুরের তীরে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের সহিত হোলীখেলা করিয়াছিলেন এবং এই স্থানের নিকটেই শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শঙ্খচূড় নিহত হইয়াছিল। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ মৃদঙ্গ-করতাল-সংযোগে কীর্ত্তন করিয়া পরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বৃন্দাবনভ্রমণ লীলা পাঠ কীর্ত্তন করেন। শ্রীল প্রভুপাদও অনেক হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম কি?

জীব স্বরূপে ভগবানের—বৈষ্ণবের নিত্য সেবক। কিন্তু অনাদি-বহির্ম্মুখতাই একটী বৃত্তি ও মিথ্যা-অভিমান আমাদের সহিত বিবাদ করিতেছে। জীব—অণুচৈতন্যস্বরূপ। চৈতন্যতার সম্যক্-প্রকাশ—ভগবদুন্মুখতা বা ভগবৎসেবানুকূল বিষয়ে স্পৃহা। আর চৈতন্যতার অপকর্ষতায়—কামবুদ্ধিমুখিতা বা ভগবৎসেবেতর কার্য্যে আগ্রহ। সেই ভগবদ্বিমুখতাই আমাদের স্বরূপবিভ্রম ঘটাইয়া থাকে। আমরা তখন উচ্ছৃঙ্খল ও কুকর্ম্মরত হইয়া পড়ি।

বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্ম বা দেশ-সেবা প্রভৃতির নামে যে সকল কার্য্য জগতের লোকের নিকট বড়ই আদরের ও ধর্ম্মের কার্য্য বলিয়া চলিতেছে, সেই সকল ভগবদ্‌বিমুখ কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির চেষ্টা—নাস্তিক সম্প্রদায়ের অক্ষজ ভোগময়ী চেষ্টা মাত্র। উহাতে ভগবানের সেবার গন্ধমাত্র নাই—কাম ও কামভক্তে লোভবুদ্ধি মাত্র বিরাজিত। 'সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়' প্রভৃতি নাম দিয়া অধোক্ষজে সেবাবুদ্ধি-রহিত নাস্তিক সম্প্রদায় মনোধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়া নিজেরা বঞ্চিত ও অপরকে বঞ্চিত করিতেছেন। জগতের সমস্ত লোকও যদি উহাকে 'সত্য' বলিয়া গ্রহণ করে, তথাপি উহা বাস্তব সত্য হইতে বহু দূরে অবস্থিত। অক্ষজ-জ্ঞানবাদীর চেষ্টা কখনও পর-ধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্ম নহে। অক্ষজবাদিগণ উক্ত অবস্থা প্রণোদিতচিত্ত হইয়া কখনও প্রাকৃত জগতে শক্তির উপাসনাকেই আদরের বস্তু বলিয়া বরণ করেন, কখনও জড়জগতের উত্তাপের শ্রেষ্ঠতাজন্য আলোক সূর্য্যোপাসনাই তাঁহাদের নিকট মনোরম বলিয়া বোধ হয়; কখনও বা পশুচৈতন্যের শ্রেষ্ঠত্বোপলব্ধিরূপ গণপুত্তলা-ধর্ম্ম-যাজনে ধাবিত হন; কখনও বা আবার নরচৈতন্যের অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ জ্ঞানোন্মেষ শিবোপাসনা তাহাদিগকে প্রমত্ত করিয়া থাকে। কোন সময়ে আবার বিষ্ণুকে উক্ত চতুর্ব্বিধ দেবতার অন্যতম ও সমানজ্ঞানে আরাধনা করিবার জন্য মুমুক্ষা তাঁহাদিগকে চালিত করে। পঞ্চোপাসকগণেরই এইরূপ প্রাকৃত বিচার দৃঢ় হয়, কিন্তু উহা বৈষ্ণব ঠাকুরের পাদুকাবাহী ভগবৎসেবকগণের অধোক্ষজ বিচার নহে। অক্ষজজ্ঞানবাদীর চেষ্টা কখনও পরধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্ম নহে। বৈষ্ণব গুরুসেবকগণ জানেন—অধোক্ষজে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা নির্ম্মলা সেবাই জীবমাত্রের পরধর্ম্ম ও একমাত্র সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম; সেই সেবায় কর্ম্মজ্ঞানাদির আবরণ নাই।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
। ভজনরহস্য ॥০
। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ৲
ঐ (আবাঁধা)
। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
। জৈবধর্ম্ম ২৲
। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
(চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
। দ্বীপ-দিগ্ দর্শন ৶০
। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
। ভক্তিরত্নাকর
(নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
। গীতমালা ৴১০
। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
। নবদ্বীপ পঞ্জিকা
(৪৪৬ গৌরাব্দ) ৶০
। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
। শরণাগতি /০
। গীতাবলী /০
। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
। সাধনকণা /০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
। নবদ্বীপশতক /০
৩৫। সর্ব্বপরুক ৵০
৩৬। মধ্যচার্য্যরুক্তিঃ ৵০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৩য় সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাধ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৵০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইয়োটিক্ প্রিন্সিপল্স য়্যাণ্ড অ্যাবোলেড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ কল্পতরু ৴০
৭২। গীতাবলী ৲
৭৩। শরণাগতি ৴০
প্রকাশিত
৭৪। ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম ([illegible])

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষার একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শুদ্ধ-ভজনপথ নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা; বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত। শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

জ্বরাবস্থায় ব্যবহার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান, ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

আফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের
অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

আদালতে আসামীদের হাতে হাতকড়ি

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, আসামী মি, এস, রুদ্র ও পি, যোশী—৩ জন কংগ্রেসকর্মীকে বিচারার্থ প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে উপস্থিত করা হয়। তাঁহাদিগকে হাতে হাতকড়ী দেওয়া অবস্থায় এজলাস মধ্যে আনা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট বিচারের সময় এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, "অতঃপর রাজনৈতিক কয়েদীদের হাতে হাতকড়ি না দিবার জন্য আমি পুলিসকে সুপারিশ করিতেছি। পুলিসের জানা উচিত যে, রাজনৈতিক কয়েদীরা উচ্ছৃঙ্খল না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের হাতে হাতকড়ি দিবার প্রয়োজন নাই।"

গত ২৩শে অক্টোবর চিরাবাজার কংগ্রেস বাটীতে পুলিসের হানা দেওয়ার ফলে আসামীরা গ্রেপ্তার হন। তথায় বিস্তর প্রচারপত্র, বুলেটিন ও কংগ্রেসের পুস্তক পুস্তিকা পুলিস প্রাপ্ত হয়।

আসামীরা আদালতে এই মর্ম্মে অভিযোগ করেন যে, বিস্তর সাধারণ কয়েদীকে হাতে হাতকড়ি না দিয়াই লইয়া যাওয়া হইলেও হাজতে তাঁহাদের হাতে হাতকড়ি দেওয়া হয়। সে সময় তাঁহারা প্রতিবাদ করিয়াছিলেন ও পুলিসকে আপত্তি দিয়াছিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন, পুলিস তাঁহার আদেশের অধীন নয়। তিনি উপদেশ দেওয়া ব্যতীত কিছু করিতে পারেন না।

[illegible] অপেক্ষায় আসামীদিগকে [illegible] অক্টোবর পর্য্যন্ত পুলিসের হাজতে পাঠান হইয়াছে।

[illegible] পুরুষোত্তমদাসের সিদ্ধান্ত

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, সার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস গোল টেবিলের নিমন্ত্রণ স্বীকার করায় এবং নিমন্ত্রণ [illegible] কারণ ব্যক্ত করায় ভারতীয় বণিক সমিতির কমিটীর অনেক সদস্য কমিটীর আগামী সভায় একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন বলিয়া প্রকাশ। প্রস্তাবটীতে সার পুরুষোত্তম দাসের কার্য্যে দুঃখ ও সম্পূর্ণ আপত্তি করা হইয়াছে। প্রস্তাবে আরও বলা হইয়াছে, ভারতীয় বণিক ও ব্যবসায় সমিতির ফেডারেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহার পর সার পুরুষোত্তমদাস কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তির ভারতের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে কোন কথা বলিবার অধিকার থাকিতে পারে না।

চট্টগ্রামের ফেরারী আসামীর সন্ধান

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, এটোয়ার এক সংবাদে, সম্প্রতি পুলিস সাহেব এবং সশস্ত্র পুলিস কর্ত্তৃক ট্রেণে ট্রেণে এবং যমুনার তীরবর্ত্তী গ্রামসমূহে রহস্যাবৃত অনুসন্ধানের মর্ম্ম প্রকাশ পাইয়াছে। যমুনার তীরবর্ত্তী উদি গ্রাম পুলিস অবরোধ করিয়া কিছু সময় পরে তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই অভিযানের কারণ অপ্রকাশ। তবে অনুমান হয় যে, চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলায় ফেরারী কতিপয় আসামী তথায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া পুলিস সংবাদ পায়। এটোয়া সহরের ৩টী গৃহে ও পুলিস খানাতল্লাস করে। তন্মধ্যে একটি বাড়ীতে জনৈক বাঙ্গালী গিয়া বাস করিতেছিল বলিয়া প্রকাশ। এক বাড়ী হইতে একটি পুরাতন পিস্তল পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত কালিকাপ্রসাদ গঙ্গাপ্রসাদ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে জাতীয় পতাকা আন্দোলিত করিয়া আদালতের কার্য্যে বাধাদানের জন্য গত ২৫শে অক্টোবর গ্রেপ্তার হন।

গত ২১শে সেপ্টেম্বর তাঁহাকে বোম্বাই ত্যাগ করিতে বলিয়া ও অনুমতি ব্যতীত প্রত্যাবর্ত্তন করিতে নিষেধ করিয়া পুলিস যে আদেশ দেয়, তাহা অমান্য করিবার অপরাধে তাঁহাকে প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত করা হয়। আসামী অপরাধ স্বীকার করেন। তাঁহাকে এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ২ শত টাকা অর্থদণ্ডে, অনাদায়ে আর ৩ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

বিলাতে বেকার অভিযোগ

ওয়েষ্টমিনিষ্টারের কাউন্টি কাউন্সিলের সদর অফিস, প্রধান দপ্তরখানা। দপ্তরখানা এখন সুরক্ষিত দুর্গ, চারিধারে পুলিস মোতায়েন। গত সপ্তাহের বেকার অভিযানের স্মৃতি এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। পাছে উহারা দপ্তরে আসিয়া দাঙ্গাহাঙ্গামা করে, সেই ভয়ে ওয়েষ্টমিনিষ্টার কাউন্টিসল গত ২৪শে অক্টোবর দপ্তর ছাড়িয়া দুর্গে পরিণত হইয়াছে।

জেল হইতে রাজবন্দীর মুক্তিলাভ

নবাবগঞ্জ হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত জগদীশ দত্ত, শ্রীযুত ভূপতি নন্দী, গৌর বসাক, লক্ষ্মী বসাক, সতীশ আচার্য্য ও অনন্ত আইচ নবাবগঞ্জে "নিখিল ভারত বন্দী দিবসের" কার্য্য সম্পর্কে তিন মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। বিগত ২শে অক্টোবর তারিখে তাঁহারা দমদম স্পেশ্যাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

শ্রীযুত বিশ্বেশ্বর চৌধুরীও তাঁহাদের সহিত দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনি পাগলের লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তিনি আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন।

মুসলেম নেতাদের নিমন্ত্রণ

মৌলানা সৌকৎ আলি গত ২৬শে নিম্নলিখিত মুসলমান নেতাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। ৩রা নভেম্বর এলাহাবাদে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে হিন্দু মুসলমান নেতাদের মধ্যে যে আলোচনা হইবে, তাহাতে যোগদানের জন্য উক্ত মুসলমান নেতৃবৃন্দকে ২রা নভেম্বরের মধ্যে এলাহাবাদে পৌঁছিতে বলা হইয়াছে।

মুসলমান নেতাদের নাম- চৌধুরী খালিকুজ্জমান, মৌলানা মহম্মদ আকরাম খাঁ, ও শেঠ ইয়াকুব হাসান, জাতীয় মুসলমানদের পক্ষে শেখ আবদুল মজিদ সিন্ধী, নবাব ইস্মাইল খাঁ, ও মিঃ সৈয়দ সুহ্রাওয়ার্দ্দী খেলাফৎ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে, সর্দ্দার সুলেমান কাসিম মিঠা ও মিঃ ইউনাস। বোম্বায়ের মুসলমান কমিটীর পক্ষে, সৈয়দ মুস্তাফী সাহেব, শেট ইউসুফ হৈজ মাদ্রাজ, রাজা নবাবালি খাঁ সিমলা কনফারেন্স, মির্জ্জা জাফর শা কাকাখেল ও মির্জ্জা আমেদ শা সীমান্ত প্রদেশের ব্যারিষ্টার, মৌলানা হোসেন আমেদ সিল্লার জমিয়ত-উল উলেমা, মৌলানা মজহর উদ্দীন কাণপুরের জামিয়তউল উলেমা, মৌলানা জাফর আলি খাঁ, মিঃ দাউদ গজনবী ও মালিক ফেরোজ খাঁ নুন পাঞ্জাব, মৌলানা সফী দাউদী, হাজী আবদুল্লা হারুণ ও সালিমপুরের রাজা সাহেব মুসলমান সম্মিলনের পক্ষে, মিঃ ইউসুফ শরীফ মধ্য প্রদেশের ব্যারিষ্টার, নবাব ইউসুফ আলি খাঁ বেলুচিস্থান, সার সাহনওয়াজ ভুটো সিন্ধু, শা মামুদ আহম্মদ, সৈয়দ আবদুল আজিজ বিহারের ব্যারিষ্টার ডাঃ জিয়াউদ্দিন আহম্মদ, অনাঃ এম, কিদোয়াই—যুক্ত প্রদেশ ও সার মহম্মদ ইয়াকুব—মোসলেম লীগ

আইন অমান্য বন্ধের অনুরোধ

প্রকাশ, মৌলানা পত্রে স্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন যে, মুসলমানগণ গান্ধীজী ও তাঁহার সহকর্মীদগকে আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ বা প্রত্যাহার অনুরোধ করিবেন। তাঁহাদের মতে এই আন্দোলন ভারতে অত্যন্ত অসুবিধা ও অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়াছে। মৌলানা দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে, বিগত কালে তিনি এবং অন্যান্য যাহারা গান্ধীজীর সহকর্ম্মী ছিলেন, তাঁহারা বৃটেন ও ভারতের পক্ষে সম্মানজনক শেষ শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য গান্ধীজীকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইবেন এবং আশা করেন এই বিষয়ে তাঁহারা সাফল্য লাভ করিবেন।

নৃশংস হত্যাকাণ্ড

টাঙ্গাইল হইতে প্রকাশ, [illegible] জমিদারদিগের প্রধান কাছারির ভূতপূর্ব্ব নায়েব কালিহাতী থানার শ্রীযুত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তাঁহার নিজ গ্রামে নৃশংসভাবে নিহত হইয়াছেন। প্রকাশ, কয়েকজন দুর্ব্বৃত্ত রাত্রিতে তাঁহার বাটীতে প্রবেশ করিয়া দা'য়ের এক আঘাতে তাঁহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করে। অপরাধী দুর্ব্বৃত্তদিগের অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই। উক্ত মৃতদেহ পরীক্ষার্থ এখানে আনয়ন করা হইয়াছে।

নেতৃবৃন্দের কথাবার্ত্তা আরম্ভ

২৬শে অক্টোবর প্রভাত হইতে নেতৃবৃন্দের যে পরামর্শ আরম্ভ হয়, তাহা প্রায় সমস্ত দিন চলিয়াছে পরামর্শে যাহারা যোগদান করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে মৌলবী ফজলুল হক (গোল টেবিল বৈঠকের পূর্ব্বতন প্রতিনিধি) এবং খাঁ বাহাদুর মৌলভী আব্দুল মোমিনও আছেন। পণ্ডিত মালব্যজীর গৃহের রুদ্ধদ্বার কক্ষে কথাবার্ত্তা হয়। মালব্যজী কলিকাতা গমন স্থগিত রাখিয়াছেন।

অভয় আশ্রম দখল চেষ্টা

নবাবগঞ্জ হইতে ২২শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, বে-আইনী ঘোষিত নবাবগঞ্জ কংগ্রেস কমিটীর স্বেচ্ছাসেবক শ্রীযুত সুনীলচন্দ্র রায়, অমরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সতীশ দাস, নন্দলাল চৌধুরী, নিত্যানন্দ চৌধুরী ও সতীশ পাল ২১শে অক্টোবর শুক্রবার পুলিস অধিকৃত নবাবগঞ্জ অভয় আশ্রম ও কংগ্রেস কমিটীর বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া উহা দখল করিবার চেষ্টা করে। তাহারা পূর্ব্বদিক হইতে মিছিল করিয়া জাতীয় পতাকা হস্তে জাতীয় ধ্বনি করিতে করিতে আশ্রমের বাহিরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। পুলিশ পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া সতর্ক পাহারা দিতেছিল। স্বেচ্ছাসেবকগণ আশ্রমের দরজায় উপস্থিত হইবামাত্র তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যাওয়া হয়। এইবার লইয়া মোট তিনবার আশ্রম আক্রমণের চেষ্টা হইল। এই সম্পর্কে এপর্য্যন্ত ২১ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে।

টেল — নবদ্বীপ দৈনিক Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
প্রতি
সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্ব ... বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রী অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৯৭তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৪ই কার্ত্তিক সোমবার ১৩৩৯, ৩১শে অক্টোবর ১৯৩২

নানা কথা

কলিকাতায় মালব্যজী

গত শুক্রবার প্রাতঃকালে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য সদলে কলিকাতায় পৌঁছিয়া, তাঁহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও বাঙ্গালায় তথা সমগ্র ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসার জন্য নেতৃবর্গের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। গত রবিবার তিনি কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি এলাহাবাদ বৈঠকের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

নেতৃবর্গের স্বাস্থ্য

বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের স্বাস্থ্য ভাল নাই, সত্যমূর্ত্তি হাসপাতাল হইতে বাহির হইয়াছেন, সুভাষ বাবুর শরীরের ওজন কমিয়াছিল বর্ত্তমানে বাড়িতেছে, স্বাস্থ্যের উন্নতি লক্ষণ দেখা দিয়াছে। কবির ভীম প্রাঃ রাধমুত্তির নালি ঘা হওয়ায় তাঁহার হাতের কতকটা কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। বরিশালের আচার্য্য জগদীশ মুখোপাধ্যায় অসুস্থ পীড়িত।

ঔষধ ভ্রমে বিষ পান

জনৈক পার্শী যুবক বিরেচক ঔষধ ভ্রমে নাইট্রিক এসিড পান করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। প্রকাশ, ঔষধ ও নাইট্রিক এসিড এক রকমের শিশিতে রাখা ছিল। করোনারের আদালতে যুবকের মৃত্যুর অবস্থা সম্পর্কে শুনানী কালে এই রহস্য প্রকাশ পাইয়াছে।

কলিকাতায় মালব্যজী

স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যার বিচার

নেতৃবর্গের স্বাস্থ্য

সমস্যাসমাধানের অসুবিধা কোথায়?

ঔষধভ্রমে বিষ পান

অস্পৃশ্যতা নিবারণে ৯০ লক্ষ টাকা

বার্লিনে ভীষণ দাঙ্গা

সম্মিলনে আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ

বিলাতী দাঙ্গা

২০ হাজার টাকার জামীন দাবী

বাঙ্গলার প্রতিনিধি

বার্লিনে ভীষণ অবস্থা

বার্লিনে পুলিশ এবং কমিউনিষ্টদিগের মধ্যে দাঙ্গার পাঁচজন মারা গিয়াছে। ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী ডক্টর ব্রুনিং একটী সভা হইতে ফিরিবার সময় নাৎসী ও কমিউনিষ্টগণের মধ্যে দাঙ্গা হয় এবং তাঁহার মোটরের উপর ইট পাটকেল পড়িতে থাকে। পুলিশ জনতা ছত্রভঙ্গ করে।

বিলাতী দাঙ্গা

বিলাতে কুড়ি হাজার বেকারের দল লণ্ডনের হাইড পার্ক ও সন্নিহিত স্থানে সমবেত হয়। পুলিশের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ হয়; দাঙ্গার সময় ছটোছুটিতে কয়েকটী দোকানের কাচ ভাঙ্গিয়া যায় ও পুলিশের উপর কাদা প্রভৃতি ছুড়িয়া দেওয়া হয়। কমন্স সভায় দাঙ্গাকারীদের নেতাগণকে তাহাদের দাবির কথা বলিবার সুযোগ দিবার প্রস্তাবও হয়।

রাস্তায় যানবাহন চলাচল বন্ধ হইয়া যায়। পনর জন আহত এবং তিনজন পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হয়।

স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যার বিচার

ঢাকার স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট কামাখ্যা সেনকে হত্যা করার অপরাধে কালীপদ মুখোপাধ্যায় অভিযুক্ত হইয়াছেন। ঢাকার নিউসেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংসে এক স্পেশ্যাল ট্রাইবুনাল কর্ত্তৃক তাহার বিচার হইবে।

কাশ্মীরে বাঙ্গালী

কাশ্মীর রাজ সরকারের বাঙ্গালী কর্ম্মচারিবৃন্দের ভয় হইয়াছে যে গ্লান্সি কমিটির মীমাংসা অনুসারে তাঁহাদের অনেকের চাকুরি যাইবে। কাশ্মীরী এবং মুসলমানেরা দাবী জানাইতেছে। তাহাদিগকে চাকুরি দিয়া দূরে বাঙ্গালীর চাকুরি।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	ঐ
৩। শ্রীভক্তিবিশ্রাম আশ্রম	ঐ
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঐ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঐ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	ঐ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	ঐ
৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	শ্রীধাম বৃন্দাবন
৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঐ
১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ঐ
১১ শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	ঐ
১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	ঐ
১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	ঐ

শুদ্ধভক্তমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

মাকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেব্যবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ ব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বী-চন্দ্র ব্রহ্মচারী,

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৫১১৫

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতি, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধুবাণ দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপাদাভীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃত দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীঅবধূত দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালি দাসাধিকারী; শ্রীপা...দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কুঞ্জকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এম, এস, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীবৈভব ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউৎকণ্ঠ দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ সাউথ মালাকা প্রয়াগ, ইউ, পি

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাহ্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিবন্ধু, সহকারী—শ্রীমদনদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১১নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীমাধবানন্দ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীবালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন।

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবংশীদাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীবৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিশ্রাম আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ঢুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীউদ্ধবদাস।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড়, কুমিল্লা

এখানে ৪৪ কুঞ্জের গৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কাম্যবন

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩১) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ।

(৩২) শ্রীরামানুজগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিত্যানন্দচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) বাসুদেবগোপাল পাট

কাঠানপুর, ঢাকা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, | ১৭ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৬, ১৪ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ৩১শে অক্টোবর ইং ১৯৩২ সোমবার | ১৯১তম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

সংক্ষিপ্ত ডায়েরী

পরিক্রমার দশম দিবস

দানঘাট

রাত্রিতে গাঁঠৌলী গ্রামের তাঁবুতে যাত্রিগণ বিশ্রাম করিয়া ১৮ই অক্টোবর প্রাতঃ ৬টার সময় বহির্গত হইয়া পূর্ব্বমুখে ১॥ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া দান-ঘাটে গিয়া উপস্থিত হ'ন। পূর্ব্বকালে এখানে জলাশয় ছিল এবং মানসী-গঙ্গা এস্থানে প্রবাহিতা ছিলেন। গোপীগণ তাঁহাদের সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে দান করিয়া কৃষ্ণের সাহায্যে এই স্রোতস্বতী পার হইয়াছিলেন। গোপীগণের সর্ব্বস্বদানের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়া এই স্থানটী দানঘাট নামে প্রচলিত আছে। বর্ত্তমানে এস্থানে কোন জলাশয় দৃষ্টিগোচর হয় না। মহাজনগণের গীতিতে যে, "সর্ব্বস্ব তোমার চরণে সঁপিয়া পড়েছি তোমার ঘরে" দিগ্‌দর্শন আছে, এই দানঘাট-তীর্থদর্শনে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণের স্মৃতিই উদ্দীপন করাইয়া দেয়।

গোবিন্দ-কুণ্ড

এখান হইতে প্রায় ৩মাইল অতিক্রম করিয়া পরিক্রমা গিরি গোবর্দ্ধনকে ডাইনে রাখিয়া দক্ষিণ-মুখে গিয়া শ্রীগোবিন্দকুণ্ডে উপনীত হন। এই পথটী সমস্ত বালুকাপূর্ণ; পথে প্রায় চারি ইঞ্চি পুরু বালুকারাশি। মধ্যে একটী ক্ষুদ্র পল্লী অতিক্রম করিতে হয়। এই শ্রীগোবিন্দকুণ্ড গিরিগোবর্দ্ধনের ঠিক পাদদেশে অবস্থিত। এসব স্থানে বহু গাভী বিচরণ করিতেছে এবং স্বচ্ছন্দে বিহার করিতেছে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ-লীলার কথা স্মরণ-পথে উদিত হয়। এই শ্রীগোবিন্দ-কুণ্ডটী বৃহৎ, চতুর্দ্দিকে প্রস্তরনির্ম্মিত ঘাট বর্ত্তমান, দেখিতেও সুন্দর; তীরে শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকার শ্রীমন্দিরও বর্ত্তমান। এই কুণ্ডের সন্নিকটে কতিপয় বাবাজী বাস করিতেছেন। তীরে গিরিরাজ শির উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান। এই কুণ্ড-তীরে সকলে বৃক্ষতলে উপবেশন পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের প্রেরিত চিড়া ও চিনি প্রসাদ সেবন পূর্ব্বক শ্রীপাদ বন মহারাজের নিকট হইতে কুণ্ডতীর্থ-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া ধন্য হ'ন।

ব্রজবাসিগণ ইন্দ্রপূজা পরিত্যাগ করিলে পর ইন্দ্র তাঁহাদের উপর অত্যাচার করিয়াও যখন শ্রীভগবানের নিকট পরাস্ত হন এবং তাঁহার দর্প চূর্ণ হইয়া যায়, তখন সেই দেবরাজ এক স্থানে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করেন। দেবরাজ ও তদনুগামিগণ শ্রীকৃষ্ণকে তৎকালে গোবিন্দ আখ্যা দেওয়ায় এই কুণ্ডের নাম গোবিন্দ-কুণ্ড হইয়াছে। এই গোবিন্দকুণ্ড ইন্দ্রের নির্ম্মিত। এই কুণ্ড-স্নানে বহুবিধ ফল আছে। শ্রীকৃষ্ণ শ্যামকুণ্ড প্রকট করিয়া যখন সর্ব্বতীর্থ আহ্বান করিয়াছিলেন, তখন তীর্থ-দেবতাগণ এই গিরিগোবর্দ্ধনে সমবেত হইয়াছিলেন। দেবরাজ এখানে শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করিয়াছিলেন।

গোবিন্দকুণ্ডে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ

শ্রীল মাধবেন্দ্র-পুরীপাদকে দুগ্ধদানছলে কৃপা করিয়াছিলেন যিনি, সেই গোপাল এখানে ছিলেন। এই কুণ্ডতীরে যেখানে শ্রীল মাধবেন্দ্র-পুরীপাদ উপবেশন করিয়াছিলেন সেই স্থানটী পরিদর্শন পূর্ব্বক তৎস্থানে দণ্ডবৎ প্রণাম ও পরিক্রমা করিয়া শ্রীগোপাল দর্শন করেন। ফিরিবার পথে এখান হইতে এক মাইল তফাতে অপ্সরা-কুণ্ড পাওয়া যায়। ঐ অপ্সরা-কুণ্ডের পার্শ্বে আর একটী কুণ্ড দেখা যায়। এই অপ্সরা-কুণ্ডের জল অতি নির্ম্মল। এই কুণ্ড পুছরী গ্রামে অবস্থিত। গিরিগোবর্দ্ধন এইখানে শেষ হইয়াছেন। এই স্থানটী গোবর্দ্ধনের পশ্চাৎ ভাগ এবং ব্রজ-ধামের এক প্রান্ত ভাগ। অপ্সরাগণ এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণের তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া এই কুণ্ড 'অপ্সরা-কুণ্ড' নামে খ্যাত।

এই স্থান ছাড়িয়া পরিক্রমা যতিপুর গ্রামে উপস্থিত হন। প্রাগুক্ত গ্রামটী পশ্চাৎ ভাগে অবস্থিত বলিয়া শ্রীগোবর্দ্ধনকে গাভীর সহিত তুলনা করিয়া গাভীর পশ্চাদ্দিকস্থ পুচ্ছের নামানুসারে ঐ গ্রামটীকে পুছরী গ্রাম বলা হইয়া থাকে। সম্মুখের একটী বাগান শ্রীরাঘব পণ্ডিতের স্থান বলিয়া কথিত হয়।

সুরভি-কুণ্ড

প্রায় বার মাইল গোবর্দ্ধন পরিক্রমা শেষ করিয়া পরিক্রমাকারিগণ ফিরিবার পথে সুরভিকুণ্ডতীরে উপনীত হন। দেবরাজ ইন্দ্র এখানে সুরভীগাভী ও তাহার দুগ্ধ দিয়া শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করিয়াছিলেন বলিয়া এই কুণ্ডের নাম সুরভিকুণ্ড হইয়াছে। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া হরিজিকুণ্ড দর্শনপূর্ব্বক পরিক্রমা যতিপুর গ্রামে উপস্থিত হইয়া তথায় গোবর্দ্ধনজীর মুখারবিন্দ অবলোকন করেন। এই শ্রীমুখারবিন্দ গোবর্দ্ধনগিরির এক প্রান্তে অবস্থিত। পরিক্রমাকারিগণ এই শ্রীমুখারবিন্দ দর্শন, পরিক্রমা ও দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক উত্তপ্ত বালুকাময় পথ অতিক্রম করিয়া বেলা দ্বিপ্রহরের সময় গাঠৌলী গ্রামের তাঁবুতে ফিরিয়া আসেন। সেখানে গোলালকুণ্ডে স্নান পূর্ব্বক প্রসাদ সেবা করিয়া বিশ্রাম করিতে থাকেন। এই গোলালকুণ্ডতীরের ময়দানটীতে উই পোকার এত প্রাবল্য যে দড়ি, কম্বল বা বিছানাপত্র একঘণ্টা পাতিয়া রাখিলে ঐ সমস্ত পোকায় তাহা নষ্ট করিয়া দেয়। অনেকেরই বিছানা এক রাত্রিতেই নষ্ট করিয়া দিয়াছে। তাই মনে হয় শ্রীকৃষ্ণের লীলা-ভূমিতে বদ্ধজীবের কোন প্রকার বিলাসের অবকাশ নাই।

পরিক্রমার দশম দিবস গোবর্দ্ধন পরিক্রমা শেষ করিয়া যাত্রিগণ বিশ্রাম লাভ করিলে পর অপরাহ্নে কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। দ্বিপ্রহরে শ্রীল প্রভুপাদ কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্ত সমভিব্যাহারে গৌড়ীয় মঠের বৈদ্যুতিকযানে করিয়া ভরতপুর রাজ্যে গমন করেন এবং তথায় লাঠাবনে পরদিবসের জন্য এবং কাম্যবনে তৎপরের দিবসের জন্য তাঁবু ফেলিবার স্থান পরিদর্শন

করিয়া আসেন। সেই মত সেইখানে অগ্রগামী তাঁবু সকল (advance camps) চলিয়া যায়। অপরাহ্ণে শ্রীল প্রভুপাদ অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোকের নিকট হিন্দি ভাষায় হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর পরিক্রমাকারিগণ সামিয়ানার নীচে সমবেত হইলে শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশমত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। যে মাধবেন্দ্রপুরীর স্থান শ্রীগোবিন্দকুণ্ডের তীরে বৃক্ষতলে পরিক্রমাকারিগণ দর্শন করেন, সেই মাধবেন্দ্রপুরীকে শ্রীগোপীনাথজীউ যেরূপে কৃপা করিয়াছিলেন এবং ক্ষীর চুরি করিয়া তাঁহাকে প্রসাদ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করেন। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর স্বপ্নবৃত্তান্ত, শ্রীগোপালজীর গাত্রে চন্দন-লেপন-জন্য বহুদূর দেশ হইতে চন্দন আনয়ন, ক্ষীরের নৈবেদ্য প্রদান-জন্য ক্ষীর আস্বাদনের ইচ্ছা সমস্ত শ্রৌত পন্থায় বর্ণন করেন।

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ নিজ ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য ক্ষীর আস্বাদন করিবার ইচ্ছা করেন নাই, পরন্তু কৃষ্ণের সুষ্ঠু সেবা আস্বাদনের জন্য ঐরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করায় ভগবান্ তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের উপাখ্যানটী শ্রীকৃষ্ণলীলার উদ্দীপক। ভক্তকে লইয়া শ্রীভগবান্ যেসমস্ত লীলা করিয়া থাকেন, সজ্জীব তাহা সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে থাকিলে, অবিদ্যার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন। এই জন্য শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সমস্ত লীলা-কথা শ্রবণ কীর্ত্তনের সুযোগ দিতেছেন। কিন্তু হায়! আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, আমরা সাধুসঙ্গে পরমহংস গুরুদেবের আনুগত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসৎ-সঙ্গ গ্রাম্য-কথা আলোচনায় ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার অভিনয় করিতেছি। ইহাতে আমরা যে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইতেছি, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। "ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্। সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥" শ্রীমদ্ভাগবতের এই উপদেশ-বাক্যটী আমাদের বধির কর্ণে প্রবেশ করিতেছে না।

পরিক্রমার একাদশ দিবস
কাঠোরা

পরাদবস ১৯।১০।৩২ তারিখ ভোর ৩টার সময় সকলে বিছানাপত্র গাড়ীতে বোঝাই দিয়া তাঁবু গুটাইয়া প্রাতঃ-৫টার সময় ভরতপুর রাজ্যে ডিগ বা দীর্ঘ নগর অভিমুখে পরিক্রমার জন্য যাত্রা করিলেন। কাঠোলী বা গোপালকুণ্ড হইতে ডিগ বরাবর পশ্চিমমুখে প্রায় ৭ মাইল। কাঠোলী হইতে ২ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বরাবর পাকা রাস্তা দিয়া আসিলে ভরতপুর রাজ্যের ... হয়। সেখানে একটী সীমানার চিহ্নস্বরূপ mile-stone আছে। ... হইতে ডিগ ৫ মাইল এবং মথুরা ১৭ মাইল বলিয়া লেখা আছে। ভরতপুর রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে ভাড়াটীয়া মোটর বাসের উপর ৫৲ পাঁচ টাকা এবং বাহির হইতে কোন খাদ্য দ্রব্য লইয়া যাইতে হইলে মণ প্রতি ।১০ দুই-পয়সা দিতে হয়। প্রাইভেট মোটর গাড়ীর উপর কোন ট্যাক্স নাই। একখানি ভাড়াটীয়া মোটর বাস ২৪ ঘণ্টা ভরতপুর রাজ্যে রাখিতে হইলে ৫৲ টাকা কর দিতে হইবে। ২৪ ঘণ্টার বেশী থাকিলে পুনরায় ৫৲ পাঁচ টাকা লাগিবে। কেবল তাহাই নয়, যদি ঐ গাড়ীখানি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সীমানার বাহিরে আসিয়া পুনরায় ঐ রাজ্যে প্রবেশ করে তবে পুনরায় ৫৲ টাকা ট্যাক্স দিতে হইবে; মোটর বাসের উপর ঐরূপ ট্যাক্স বাধ্য থাকায় পরিক্রমার তাঁবু ও ভাণ্ডারের জিনিষপত্র ও অন্যান্য যে সমস্ত মাল বাসে করিয়া যাইতেছিল তাহা বন্ধ রাখিতে হওয়ায় কিছু অসুবিধা হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে এসমস্ত মাল গরুর গাড়ি করিয়া ভরতপুর রাজ্যের সীমানা পার করিয়া দিয়া গেলে উহা সেখান হইতে মোটর বাস বাহিয়া লইয়া যায়, ইহাতে কাযের অনেক সুবিধা হয়।

ভরতপুর-রাজ্যে প্রবেশ করিয়া কিছু-দূর আসিয়া বেহেজ নামক গ্রামে পরিক্রমা আসিয়া উপনীত হয়েন। এই বেহেজ গ্রামে শ্রীশ্রীমদনগোপালের শ্রীমূর্ত্তি ও তাঁহার মন্দির দেখা যায়। তৎপার্শ্বে বলদেবকুণ্ড নামে একটী কুণ্ড আছে। শ্রীমদনগোপালের শ্রীমন্দিরের অতি সন্নিকটে পুরুষোত্তম দাস নামক একজন মহান্ত বাস করেন। তিনি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেন এবং শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ ঠাকুরের শাখা পারম্পর্য্যে অবস্থিত বলিয়া প্রকাশ করেন। তাঁহার গুরুর নাম শ্রীগঙ্গাদাস বাবাজী। তাঁহার কুটীরে যে শ্রীমন্দির আছে তাহাতে পঞ্চতত্ত্ব ও শ্রীশ্রীগিরিধারীর শ্রীমূর্ত্তি বিরাজমান। তাঁহার কুটীরের পার্শ্বে ব্রহ্মচারীদের একটী মন্দির আছে। সেই মন্দিরে বলদেবের শ্রীমূর্ত্তি দেখা যায়।

এই বেহেজ গ্রাম অতিক্রম করিয়া পরিক্রমা ভরতপুর রাজ্যের দুর্গের পাশ দিয়া আসিয়া রাজ-কাছারী বাটীর দক্ষিণ পশ্চিম দিকে তাঁহাদের তাঁবুতে বেলা ১১টার সময় পৌঁছেন। শ্রীল প্রভুপাদের ... ভরতপুরের রাজা পরিক্রমাকারিগণের সুবিধার জন্য পল্টনের একটী থাকিবার ব্যারাক প্রদান করায় আর বেশী তাঁবু খাটাইবার আবশ্যক হয় নাই। এখান হইতে ঐ কেশী ঘাট ... মিনিটের রাস্তা মাত্র। কাছারী বাটীর পার্শ্বেই রূপ-সরোবর নামে একটী প্রকাণ্ড পুষ্করিণী থাকায় যাত্রিগণের কোন জল কষ্ট বোধ হয় নাই।

শ্রীল প্রভুপাদের হরি কথা

সন্ধ্যার পর রাধাকুণ্ডবাসী শিবরাম পাণ্ডে নামক জনৈক ভাগবত-পাঠক ও ভরতপুর মহারাজের কুসুম-সরোবরে যে শ্রীমন্দির আছে সেই মন্দিরের কয়েকজন পণ্ডিত শ্রীল প্রভুপাদের পদাম্বুজে আসিয়া উপস্থিত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদের সহিত অনেক শাস্ত্র বিষয়ে আলোচনা করেন। তন্মধ্যে ২।১টী কথা মাত্র এস্থানে আলোচিত হইল। শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু সময়ান্তরে এ সমস্ত বিষয় গৌড়ীয় পত্রে প্রকাশ করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন যে, "আমরা যদি কুকুরের সেবা, ঘোড়ার সেবা করিতে থাকি, কিম্বা মেথরের কাজ করিতে থাকি তবে, আমরা তাহাদের চাকর হইয়া গেলাম, কেহ সহিস্, কেহ বা ভাঙ্গী বলিয়া পরিচিত হইলাম। কিন্তু এ সমস্ত আমাদের স্বরূপের ধর্ম্ম নয়। ইহা আমাদের অনাত্ম-ধর্ম্মের পরিচয় মাত্র।

যিনি আত্মধর্ম্মে অবস্থিত বা যাঁহার আত্মার স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। অর্থাৎ যিনি ঈশ্বরের সেবা ব্যতীত অন্য কিছু করেন না, তিনিই বৈষ্ণব নামে অভিহিত। ব্রহ্মের জিজ্ঞাসা আবশ্যক। কৃষ্ণানুশীলন একমাত্র আবশ্যকীয় বিষয়। কৃষ্ণার্থে ভোগ-ত্যাগই আমাদের আবশ্যক। কৃষ্ণার্থে ভোগ-ত্যাগ ব্যতীত ঈশ্বর-সেবকের অন্য প্রকার ভোগ বা ত্যাগ পন্থা নাই। মায়াবাদিগণ কল্পনা পূর্ব্বক যে ঈশ্বর তৈয়ার করেন, সেইরূপ ঈশ্বর ভজনের দ্বারা কোনদিন জীবের মঙ্গল হইবে না। ভক্তির যে তিনটী ক্রম আছে—সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেমভক্তি, সেই ক্রম অবলম্বন করিতে হইবে। "আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া। ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥ অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি। সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥" এই সমস্ত ক্রম-পর্য্যায় আলোচনা করেন। রতির সহিত যখন বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী সামগ্রীচতুষ্টয় মিলিত হয়, তখন রসের উৎপত্তি হয়। (ক্রমশঃ)

দুঃখনিবৃত্তির উপায়

শ্রীভগবদ্বিমুখতাই জীবের ... দুঃখের কারণ। বৈমুখ্য জীবের অনাদিকাল-প্রবৃত্ত হইলেও সুকৃতি ও ... অর্ব্বাচীন ... দুঃখ-নিবৃত্তির একমাত্র উপায়।

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে আত্ম সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে ... শ্রীনাম গ্রহণ ব্যতীত কলিযুগে আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। যথা শ্রীবৃহন্নারদীয়ে :—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
গতিরন্যথা॥"

শ্রীভগবন্নামে এবং শ্রীভগবানে কোনই প্রভেদ নাই। নাম স্বয়ং শ্রীভগবান হইতে অপৃথক্‌তত্ত্ব।

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥"

নাম চৈতন্যরসবিগ্রহ। চিন্ময় নাম-রূপে সদা বিরাজ করিতেছেন। নাম পূর্ণতত্ত্ব। নাম চিন্তামণি অর্থাৎ নামে সকল ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন :—

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥"

হে ভগবন্! তোমার এরূপ দয়া যে, তোমার নামসমূহে তুমি বহু প্রকারে তোমার নিজ শক্তি অর্পণ করিয়াছ এবং স্মরণ করিবার জন্য অনেক সময়ও প্রদান করিয়াছ, কিন্তু আমার এমন দুর্দ্দৈব যে, নামে আমার অনুরাগ জন্মিল না।

রূপ, গুণ ইত্যাদি যেসমস্ত বিষয় লইয়া জগৎ আবদ্ধ, শ্রীভগবান্ সেই সমস্ত বিষয়ের নির্দ্দোষ আধার স্বরূপ। রূপ, গুণ, প্রেম, প্রীতি, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, ইত্যাদি অপ্রাকৃত গুণ তাঁহাতে পূর্ণভাবে বর্ত্তমান। তাঁহার শক্তি ও ঐশ্বর্য্য অনন্ত, সুতরাং শ্রীভগবানের সেবা লাভ করিতে পারিলেই সমস্ত পাওয়া যায়। ভগবৎ-সম্বন্ধ-রহিত মায়াশক্তিপরিণত গুণসমূহের প্রাপ্তি উহার নিকট নিতান্ত হেয় ও অকিঞ্চিৎকর।

শ্রীভগবানকে পাইতে হইলে তাঁহার প্রতি প্রেমের আবশ্যক। শ্রীভগবান্ পূর্ণপ্রেমময়, সুতরাং একমাত্র প্রেম ব্যতীত তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে না। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে।—

"জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশ হেতু এক কৃষ্ণ-প্রেমরস॥"

অতএব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীব দুঃখ নিবৃত্তির মূল নিদান হরিবৈমুখ্য অপনোদন-কল্পে সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় পূর্ব্বক নিরপরাধে নাম-ভজনে প্রবৃত্ত হইলে, নামপ্রভুর কৃপা-লাভে সমর্থ হইয়া পরমানন্দে সমর্থ হইবেন।

সবার জীবন কৃষ্ণ জনক সবারে। হেন কৃষ্ণ যে না ভজে সর্ব্ব ব্যর্থ তার।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসমূহের নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। মাজদিয়া রাজবাটীর কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্তন লেক্চারার, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন রঙের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, মহাজনের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, মহাপ্রভুর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসংকীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসংগীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিশদ আকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসংযুক্তা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি সেব্যবিষয়-সহ বড়-অক্ষরে ছাপা তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৸০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন বিভার মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবাবিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দর্ভ দ্বারা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ভ্রম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্তি—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে রোমান কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-খানি জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় মর্ম্মবিষয়ক এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থরত্ন উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামি প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (সম্বাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মা প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এত প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না তাঁহারা অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্র প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজি বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নব ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা॥

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা দশ আনা মাত্র।

বাংলার প্রতিনিধি

স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার এবং মিঃ [illegible], এইচ গজনবী [illegible] বৈঠকে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেন।

সম্মিলনে আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ

এলাহাবাদের [illegible] সম্মেলনে [illegible] হইয়াছেন,

ডাঃ [illegible]নাথ [illegible],
বিজয় রাঘব আচারিয়ার, [illegible]
শিবস্বামী আয়ার, [illegible]
[illegible] মিঃ, [illegible] মিঃ,
[illegible], [illegible],
[illegible], [illegible],
[illegible], [illegible],
[illegible],
[illegible],
[illegible] [illegible]
[illegible], [illegible],
[illegible] [illegible],
[illegible], [illegible]
[illegible] প্রভৃতি
শ্রীযুত [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], শ্রীযুত [illegible], [illegible], [illegible], শ্রীযুত [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], শ্রীযুক্ত [illegible] মিঃ, [illegible] এবং ডাঃ আম্বেদকর।

বাঙ্গলা এবং আসামের হিন্দু নেতৃবৃন্দের সহিত ২৮শে তারিখ কলিকাতায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কথা [illegible] উক্ত [illegible] আরও কাহাকেও প্রতিনিধি [illegible] প্রেরণ করিতে পারেন।

সমস্যা সমাধানের অসুবিধা কোথায়?

এলাহাবাদের বৈঠকের কথাবার্তা সম্বন্ধে ভারতে যে সকল সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ, পাঞ্জাবের মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব [illegible] ও সংখ্যা স্বীকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা হইতে কিছু অসুবিধা উপস্থিত হয়। তবে আপোষের আশা খুবই আছে। প্রকাশ, শিখরা পাঞ্জাবে মুসলমানদিগকে শতকরা ৫১টির অধিক আসন দিতে সম্মত নহে। স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রু আপোষের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তিনি তাহাদিগকে একতার ও চুক্তির প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিয়াছেন। অবশ্য ইহা প্রাথমিক আলোচনা মাত্র। এ আলোচনা হইতে ফলাফল সম্বন্ধে কোনরূপ অনুমান করা যাইতেছে না

মালব্যজীর বিবৃতি

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য সংবাদপত্রের মারফতে নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন।

আগামী ৩রা নভেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ২ ঘটিকার সময় এলাহাবাদে হিন্দু মুসলমান এবং শিখ প্রতিনিধিবৃন্দের একটি প্রাথমিক মিলন সম্মেলন বসিবে। তৎপূর্ব্বে আগামী ১লা নভেম্বর মঙ্গলবার হিন্দু ও শিখ প্রতিনিধিবৃন্দের একটি পরামর্শ বৈঠক বসিবে। ডাক্তার সৈয়দ মহম্মদ এবং গোবিন্দ মালব্য উক্ত এলাহাবাদ সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। সম্মেলনীয় ব্যবস্থাদি করিতে একটি কমিটি গঠন করা হইতেছে। যাঁহারা সম্মেলনে যোগদান করিবার নিমন্ত্রণ পাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের এলাহাবাদ পৌঁছিবার তারিখ এবং কোন্ ট্রেনে আসিবেন এবং তাঁহাদের কারো বাসার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হইবে, কিনা, তাহা এলাহাবাদের এডভোকেট ডাঃ কে, এন, কাটজুকে জা[illegible]

আইন-অমান্য-আন্দোলন ত্যাগ ব্যতীত গান্ধীজীর মুক্তি অসম্ভব

মৌলানা সৌকত আলি গান্ধীজীর মুক্তির আবশ্যকতা উল্লেখ করিয়া রাজ-প্রতিনিধির প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ ম্যাকাডেলকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তদুত্তরে মিঃ ম্যাকাডেল ২৭শে অক্টোবর মৌলানা সৌকত আলিকে জানাইয়াছেন,—

আমি আপনার পত্র পাইয়াছি। দেখিলাম উহা সংবাদপত্রগুলিতেও প্রকাশিত হইয়াছে। আমি সেই পত্রের কথা রাজপ্রতিনিধিকে জানাইয়াছি। এই বিষয়ে গত ২৫ অক্টোবর স্যার শিবস্বামী আয়ারকে যে তার করা হইয়াছিল, তিনি আপনাকে উহা স্মরণ করিতে বলিয়াছেন। আপনার অবগতির জন্য সেই তারের অনুলিপি এই পত্রের সহিত প্রেরিত হইল। উক্ত পত্রে বর্ণিত অবস্থা অনুসারে আপনি বুঝিতে পারিবেন যে মিষ্টার গান্ধী যত দিন না নিশ্চিতভাবে নিজেকে আইন অমান্য আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন করিতেছেন, ততদিন রাজপ্রতিনিধির পক্ষে আপনার অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব নহে বলিয়া রাজ-প্রতিনিধি দুঃখিত।

স্যার শিবস্বামী আয়ারকে রাজ-প্রতিনিধি যে তার করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাকে (স্যর শিবস্বামীকে) ২৯শে এপ্রিল কমন্স সভায় ভারতসচিব প্রদত্ত বক্তৃতা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সেই বক্তৃতায় ভারতসচিব সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, আইন অমান্য আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির সহিত সহযোগিতার কোন কথা উঠিতে পারে না।

উপসংহারে মিষ্টার ম্যাকডিয়েল বলিয়াছেন—

"ফলে সকলের সুস্পষ্ট ভাবে অবগত হওয়া উচিত যে, আপনার অন্তরে যে উদ্দেশ্য রহিয়াছে, নিশ্চিতভাবে আইন অমান্য আন্দোলনের সংস্রব ত্যাগ করিলে মিষ্টার গান্ধী যে কোন সময়ে উহা লাভ করিতে পারে।

---

২০ হাজার টাকার জামীন দাবী

গত [illegible] অক্টোবর শ্রীযুত সদানন্দ "ফ্রী প্রেস জার্ণালের প্রকাশক ও মুদ্রাকর এবং বুলেটিন প্রেসের রক্ষকরূপে ডিক্লারেশন গ্রহণ করেন। প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার নিকট হইতে পুনরায় ২০ হাজার টাকার জামীন দাবী করিয়াছেন।

শ্রীযুত সদানন্দ পূর্ব্বে জামীনস্বরূপ যে দশ হাজার টাকা জমা দিয়াছিলেন, তাহা বাজেয়াপ্ত হওয়ায় নূতন ডিক্লেয়ারেশন গ্রহণ করা হইয়াছে। এই দ্বিতীয় বার জামীনের টাকা বাজেয়াপ্ত হওয়ায় নূতন ডিক্লেয়ারেশন গ্রহণের জন্য বোম্বাই সরকারের অনুমতি গ্রহণ করিতে হয় এবং সেই অনুমতি অনুসারে শ্রীযুত সদানন্দ উহা গ্রহণ করেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট মন্তব্য করেন যে, আপত্তিজনক একটি প্রবন্ধ প্রকাশের অভিযোগে শ্রীযুত সদানন্দ জামিনস্বরূপ যে দশ হাজার টাকা জমা দিয়াছিলেন, তাহা সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। সুতরাং এইরূপ প্রবন্ধ পুনঃপ্রকাশের সম্ভাবনা থাকায়, তিনি শ্রীযুত সদানন্দের নিকট জামিনস্বরূপ ফ্রী প্রেস জার্ণালের প্রকাশক ও মুদ্রাকররূপে দশ হাজার টাকা এবং প্রেসের রক্ষকরূপে আরও দশ হাজার টাকা জমা চাহিয়াছেন।

তদনুসারে আদেশ জারী হইয়াছে

অস্পৃশ্যতা নিবারণে ৯০ লক্ষ টাকা

গত ২৬শে অক্টোবর সন্ধ্যাকালে বিরলা ভবনে কেন্দ্রীয় অস্পৃশ্যতা নিবারণ সংঘের অধিবেশনে বিহারের জন-নায়ক শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদ, শ্রীযুত পুরুষোত্তম দাস টাণ্ডন, ঘনশ্যামদাস বিড়লা প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

অস্পৃশ্যতা নিবারণের জন্য প্রবল আন্দোলন চালাইবার নিমিত্ত সমগ্র ভারতবর্ষকে ৩ হাজার ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক ভাগের জন্য ৩ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়।

খসড়া কার্য্যসূচি স্থির করার পর সভা ভঙ্গ হয়।

মৌলানার দুঃখ

পাঠকগণ অবগত আছেন যে মুসলমানগনের পক্ষ হইতে মৌলানা সৌকত আলি মিঃ গান্ধীর মুক্তির জন্য যে আবেদন করিয়া ছিলেন বড়লাট তাহা নামঞ্জুর করিয়াছেন। মৌলানা সাহেব দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, সরকার নিষম ভুল করিয়াছেন। তাঁহার ধারণা এই যে ইংরাজ বৃথা "প্রেষ্টিজের" মোহে হতবুদ্ধি হইয়াছেন। তিনি আশা করেন যে এলাহাবাদের সর্ব্বদল সম্মেলনের ফল ভাল হইবে।

ছাত্রবাসে সৈন্যদল

রাজসাহী কলেজের সীমানায় অবস্থিত মুসলমান হোষ্টেলে সেনা নিবাস করা হয়। মুসলমানগণের পক্ষ হইতে দরখাস্ত হওয়ায় সৈন্যগনকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

নূতন ফিকির

জাপানীরা ল্যাঙ্কাশায়ারের ট্রেড মার্ক ও নম্বার নকল করিয়া ভারতে বিলাতী কাপড়ওয়ালাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন ম্যাঞ্চেষ্টারের বাণিজ্য পরিষৎ এইরূপ অভিযোগ করিতেছেন। ইহার আইনসঙ্গত প্রতিকার আছে কিনা সন্দেহ।

রেলসেতু ধ্বংসের চেষ্টা

পেশোয়ার হইতে ২৭শে অক্টোবরের এক সংবাদে প্রকাশ, জনৈক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি দরগাই রেলসেতু উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করে। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। উক্ত ব্যক্তিগণ সোমবারে উক্ত সেতুতে একটা বোমা নিক্ষেপ করে। বোমাটি বিদীর্ণও হয়। সেতুর তেমন কোন অনিষ্ট সাধিত হয় নাই বলিয়া প্রকাশ। পুলিস এ বিষয় জোর তদন্ত করিতেছে।

মাদ্রাজে ধর্ম্মঘট

পেরাম্বুর রেল কারখানায় এখনও ধর্ম্মঘট চলিতেছে। কোলারের কারখানার শ্রমিকেরাও ঐ ধর্ম্মঘটে যোগদান করিতে চায়।

গুরুমুখ-গিরি-নির্গত হরিকথা-মন্দাকিনী

[তাং [illegible], বিমলাকুণ্ডতীরে কাম্যবন—অপরাহ্ণ [illegible] ঘটিকা]

শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার যাত্রীগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া আজ অপরাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদ অনর্গল হরিকথা মন্দাকিনী প্রবাহিত করিয়া প্রেমধারায় কাম্যবন প্লাবিত করিয়াছেন। এখানকার ব্রজবাসিগণে শ্রীল প্রভুপাদের আগমন সংবাদ পাইয়া আকৃষ্ট হইয়া বহুদূর স্থান হইতে [illegible] আসিয়া [illegible] হইয়াছেন এবং তাঁহার [illegible] শ্রোতবাক্য শ্রবণ [illegible], নির্বিঘ্নচিত্তে প্রকাণ্ড [illegible] উপবেশন করিয়া আছেন। অত এখানকার কয়েকজন ব্রজবাসী [illegible] আমন্ত্রিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদিগের সহিত কিছু বাক্যালাপমুখে শ্রীগুরুদেবের মহিমা কীর্ত্তন

বিষ্ণুস্বামী

আধুনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক লোক শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদকে অদ্বৈতবাদী বলেন। শ্রীল [illegible] ব্যাখ্যা [illegible] করিলে শ্রীল [illegible] মতবাদ [illegible]পূর্ব্বক শ্রীধরস্বামিপাদ যে একমাত্র শুদ্ধভক্ত-[illegible] এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীধর স্বামিপাদকে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা [illegible] বলেন। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীধরস্বামিপাদের বিচার সম্পূর্ণ গ্রহণ করিয়াছেন এবং আরও বলিয়াছেন যে, স্বামীকে যে না মানে তাহাকে বেশ্যার মধ্যে গণি। শ্রীধরস্বামী বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের অধীন অতএব তিনি কখনও অদ্বৈতবাদী হইতে পারেন না। যাঁহারা [illegible] স্বামিপাদের বিচার [illegible] করিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহাকে ও স্বামিপাদকে অদ্বৈতবাদী বলিয়া মনে করেন; শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং [illegible] তিনি শ্রীভগবানের আদেশে অসুর মোহনের জন্য অবৈষ্ণব ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। আধুনিক পণ্ডিত [illegible] মধ্যে অনেক ব্যক্তি 'সর্ব্বদশাসু [illegible] একং' এই শ্লোকের [illegible] 'আত্মজ্ঞানং' [illegible] প্রদর্শন করিলে শ্রীল প্রভুপাদ বলেন যে, ঐ শ্লোকের বক্তা [illegible] বলিতে একমাত্র [illegible] উদ্দেশ করিতেছে, ইহাতে [illegible] বিচার হইতে পারে না।

কুণ্ঠ ও বৈকুণ্ঠনাম প্রভৃতির প্রভেদ

শ্রীল প্রভুপাদ বৈকুণ্ঠ নাম ও কুণ্ঠ-নামের [illegible] বিচার করেন এবং বলেন যে, পূর্ণ চেতনে নাম, রূপ, গুণে কোন ভেদ নাই। সাধারণ জড়-বিচারে নাম রূপ ও গুণসকল পৃথক। কেবল চেতনের বিচার সম্পূর্ণ পৃথক। মনের যে চিন্তা তাহা জড় চিন্তা। জড় চিন্তা থাকা কাল পর্য্যন্ত হরিনাম কীর্ত্তন হয় না। হরিনাম মুক্তপুরুষগণেরই উপাস্য বস্তু। 'সেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি। নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি।' নাম নামীতে কোন ভেদ নাই। হরিনাম [illegible] কীর্ত্তিত হইলে সেই নাম সহিত শ্রীভগবানের রূপ দর্শন, গুণ, লীলা প্রভৃতি স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। তাই মহাপ্রভু 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' এই কথা বলিয়াছেন। ষাট দণ্ডের মধ্যে ষাট দণ্ডই হরিকীর্ত্তন করিতে হইবে। হরিকীর্ত্তন বন্ধ হইলেই মহামায়ার অধিকারে আসিয়া পড়িতে [illegible]

শ্রীল প্রবোধানন্দের উপদেশ

শ্রীচৈতন্য পার্ষদ [illegible] শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ এই ব্রজমণ্ডলে তাঁহার কৃষ্ণভজন লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। সেই সরস্বতীপাদের একটী শ্লোক আপনারা অবগত আছেন। 'দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি। হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্।' নিজস্ব বলিয়া যাহার যে কিছু আছে, সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক চৈতন্যচন্দ্র চরণে অনুরাগ করিবার জন্য দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া অনুরোধ করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ মহাপ্রভুর 'আনের হৃদয় মন মোর মন বৃন্দাবন, মনে বনে এক করি জানি। তাহে তোমার পদদ্বয় করাহ যদি উদয় তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি।' এই মহাবাক্যসমূহ হিন্দি ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া আগন্তুক ব্যক্তিগণকে বুঝাইয়া দেন। মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন যে, অন্যের হৃদয় মন সকল বিকল্পকারী কিন্তু আমার [illegible] হৃদয় সেইরূপ নহে, আমার হৃদয়টী বৃন্দাবন সদৃশ, যে হৃদয়ে তিনি কৃষ্ণপাদপদ্মের উদয় প্রার্থনা করিতেছেন।

শ্রীপাদ বন মহারাজের বক্তৃতা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা কীর্ত্তনের পর মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। তৎপরে শ্রীপাদ বন মহারাজ হিন্দি ভাষায় একটী নাতি দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে বর্ত্তমান ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার অন্যান্য সাম্প্রদায়িক পরিক্রমা হইতে বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন মুখে বলেন যে, কেবল মাত্র বন ভ্রমণ করিয়া কোন লাভ নাই। যদি সাধুর আনুগত্যে হরিকথা ও লীলা কথা শ্রবণ কীর্ত্তন-মুখে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা না হয় তাহা হইলে সেই পরিক্রমাটী গ্রাম-পরিক্রমারই অনুরূপ হইয়া যায়। সাধুমুখে ভাগবতী হরিকথা শ্রবণ ও হরিকথা কীর্ত্তন এবং পরিক্রমাকারি বৈষ্ণববৃন্দের সেবা প্রভৃতির যদি অভাব হলে বন-পরিক্রমা করিয়া কোন লাভ নাই। পরিক্রমাকারিগণের নিত্যমঙ্গলের জন্য এবং যাহাতে তাঁহারা বর্ত্তমান পরিক্রমায় যোগদান করিয়া সার্থকতা লাভ করিতে পারেন তৎসম্বন্ধে যাত্রিগণকে বুঝাইয়া দেন। অতঃপর অধিক রাত্রে সকলে প্রসাদ-সেবন-পূর্ব্বক বিশ্রাম লাভ করেন।

ধাম-পরিক্রমা নিজেন্দ্রিয়তর্পণ নহে—সেবা

সর্ব্বকারণ-কারণ সর্ব্বজীবাশ্রয় সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ শ্রীভগবানের সহিত তাঁহার রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্যের যে কোন ভেদ নাই—নিত্য অভেদ, এ কথা বদ্ধ জীব মায়াকবলিত অবস্থায় বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। ইহার কারণ, বদ্ধাবস্থায় শ্রীভগবানের অপ্রাকৃতত্ব বা চিন্ময়ত্ব জীবের উপলব্ধির বিষয় হয় না—'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর'। ভগবৎস্বরূপ জ্ঞানের অভাব-নিবন্ধন স্বরূপের বিলাস-বৈচিত্র্যের সম্বন্ধেও অজ্ঞতা বদ্ধজীব মাত্রেরই স্বতঃসিদ্ধ।

বদ্ধজীব অনেক সময় ভগবানকে মুখে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিলেও কার্য্যকালে ভগবানের আসনে নিজকেই অধিষ্ঠিত করিয়া বসেন। যে-পর্য্যন্ত দেহ-পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবে, ভোক্তাভিমানে জাগতিক বস্তুর ভোক্তারূপে নিজেকে [illegible] দেখিবার প্রবৃত্তি থাকিবে, সে কাল পর্য্যন্ত ভগবানের [illegible] পূর্ণ অভাব আছে বুঝিতে হইবে। এই প্রকার অজ্ঞতা সম্বল লইয়া আমরা নিজের চেষ্টায় যতই না কেন তীর্থ পর্য্যটন ভগবদ্বিগ্রহ দর্শন (?) ভগবল্লীলাস্থানে ভ্রমণ করি কিছুতেই আমাদের ধাম, বিগ্রহ বা তীর্থ দর্শন হইবে না—গ্রাম, বৃক্ষ, পাহাড়, পর্ব্বত, নদ, নদীমাত্র দর্শন হইবে, এ ভ্রমণ বৃথা [illegible] হইয়া যাইবে। তাই মহাজন গাহিয়াছেন,—

"মন তুমি তীর্থে সদা রত।
অযোধ্যা মথুরা মায়া, কাশী কাঞ্চি অবন্তিয়া
দ্বারাবতী আর আছে যত॥
তুমি চাহ ভ্রমিবারে, এ-সকল বারে বারে,
মুক্তি লাভ করিবার তরে।
সে কেবল মনের শ্রম, নিরর্থক পরিশ্রম,
চিত্ত স্থির তীর্থে নাহি করে॥
তীর্থফল সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ,
শ্রীকৃষ্ণভজন মনোহর।
যথা সাধু তথা তীর্থ স্থির করি নিজ চিত্ত,
সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর॥
যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে তীর্থেতে নাহি যাই,
কি লাভ হাঁটিয়া দূর দেশ।
যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন,
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ॥
কৃষ্ণভক্তি যেই স্থানে মুক্তিদাসী সেই থানে
সলিল তথায় মন্দাকিনী।
গিরি তথা গোবর্দ্ধন, ভূমি তথা বৃন্দাবন,
আবির্ভূতা আপনি হ্লাদিনী॥"

সুতরাং স্বেন্দ্রিয়-তর্পণাভিলাষ সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়া কৃষ্ণ এবং কার্ষ্ণগণের সেবাই যে দিন আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল হইবে—গুরু-বৈষ্ণব-সেবা ব্যতীত অন্য কোন ইতর অভিলাষ হৃদয়ে স্থান পাইবে না—গুরুবৈষ্ণবের ইচ্ছাতেই যেদিন আমাদের ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে মিশাইতে পারিব, সেই দিনই বাস্তবিক আমাদের ধামদর্শন বা ধাম-পরিক্রমা হইবে। নিষ্কপট গুর্ব্বানুগত্য যখন কোন ভাগ্যবান্ মানব স্বীকার করেন, তখন তিনি তাঁহার ইন্দ্রিয়নিচয়ের দ্বারা যে কোন কার্য্য করেন, সে সকলই কৃষ্ণ বা কার্ষ্ণসেবা হয়, কারণ তখন তাঁহার নিজের বলিতে আর কিছুই থাকে না, সকলই গুরুদেবে নিবেদিত, সুতরাং নিবেদিতাত্ম পুরুষের ইন্দ্রিয়বৃত্তি সর্ব্বক্ষণই গুরুদেবেরই কার্য্যে নিয়োজিত। আবার গুরুদেবেরও একমাত্র কৃত্য সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া সেবকগণকেও কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত রাখা।

সুতরাং এখন দেখা যাইতেছে যে, যাঁহারা সত্য সত্যই সদ্গুরুচরণে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাঁহারাই মাত্র শ্রীধাম দর্শন করিবার এবং পরিক্রমাদি করিবার যোগ্য; তখন তাঁহাদেরই সেবোন্মুখ নয়নে বৃন্দাবনস্থ বস্তুর স্বরূপ এবং তাঁহাদের বিচিত্র স্বভাব প্রস্ফুটিত হইবে। তখন তাঁহারা দেখিবেন,—

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্॥
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী।
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ॥

—সেই বৃন্দাবনের কান্তা—ব্রজলক্ষ্মী গোপীগণ কান্ত—পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, বৃক্ষগণ সকলেই কল্পতরু, সমস্ত ভূমিই চিন্ময়, জল—অমৃত, কথা—সঙ্গীত, গমন—নাট্য এবং কৃষ্ণবংশী প্রিয়সখী এবং সর্ব্বত্র চিদানন্দ-জ্যোতিঃ অনুভূত, অতএব বৃন্দাবনই চির আস্বাদ্য।

জীবের বহু বহু ভাগ্যফলে এই প্রকার দর্শন লাভ হইয়া থাকে। এই অবস্থাতে তিনি যে-স্থানেই অবস্থিতি করুণ না কেন তাঁহার সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা শ্রীবৃন্দাবন দর্শন হয়। তখন তাঁহার সেবোন্মুখ চিদিন্দ্রিয় ভোগ-ভূমি অতিক্রম করিয়া সেবা-ভূমিতে অবস্থিত। তাঁহার যাবতীয় কার্য্যই তখন কৃষ্ণ এবং কার্ষ্ণের আনন্দবিধান করে। এ হেন কৃষ্ণ-ভক্ত জগতে দুর্লভ।

সবার জীবন কৃষ্ণ জনক সবার। হেনকৃষ্ণ যে না ভজে সর্ব্ব ব্যর্থ তার॥

টোল· শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈ নি ক

Reg No C1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
প্রতি
সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার — [illegible] জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৯৭তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৬ই কার্ত্তিক বুধবার ১৩৩৯, ২রা নভেম্বর ১৯৩২

ক্ষুধিতের দাঙ্গা

জামীন তলব

রাজা চাই না

মজার মামলা

প্রহরীর বিপদ

ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ

নির্ব্বাচন ও খৃষ্টান

নদীয়ার কৃতী ছাত্র

পিটুনি পুলিশের জের

হত্যাকাণ্ড

নানা কথা

নদীয়ায় বৃষ্টি

নদীয়া জেলার স্থানে স্থানে বেশ দুই এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আকাশ কয়েক দিন হইতে একটু মেঘলা আছে। গত সোমবার অপরাহ্ণ হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হয়। ইহাতে কোন কোন ফসলের [illegible] হইবে। তবে কলাইয়ের ফুলগুলি অনেক নষ্ট হইল।

নদীয়ায় জখম

নদীয়া জেলার কঠাজেরা গ্রামনিবাসী পুলিন কর্ম্মকারকে কে বা কাহারা গুরুতর জখম করিয়াছে। সে কৃষ্ণনগর হাসপাতালে আছে।

নদীয়ার কৃতী ছাত্র

শ্রীবিজনীরায় লণ্ডন ইউনিভার্সিটির বি, এস, সি ইন এঞ্জিনিয়ারিং উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

রাজা চাই না

বুলগেরিয়ার সম্রাট পার্লামেণ্টের উদ্বোধন বার্ত্তা করিবার সময় কমিউনিষ্ট দলভুক্ত "রাজা চাই না" বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করে। তাহাদের দলপতিকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে তাহারা সভা গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। তাহার পরে সম্রাট নির্ব্বিবাদে কার্য্য সমাধা করেন।

ক্ষুধিতের দাঙ্গা

লণ্ডনের অবস্থা ভীষণ। সহস্র সহস্র বেকার ক্ষুধিত নরনারী ক্ষুধার তাড়নায় লণ্ডনের হাইড পার্কে সমবেত হইয়াছে। পুলিশের সহিত তাহাদের সঙ্ঘর্ষ চলিতেছে। ২৭শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ৫৮ জন আহত এবং ৮ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে। ক্ষুধার্ত্ত বেকারেরা পাতাকা [illegible] করিয়া [illegible] পতাকাসহ বিরাট মিছিল করিয়াছে।

সার জন গিলমোর বলেন যে প্রকৃত ক্ষুধার্ত্ত বেকারেরা গোলমাল করে নাই। কয়েকজন গুণ্ডা বদমায়েস দাঙ্গা করে। লোক [illegible] একটী [illegible] করিয়া অনেক লাঠি আমদানি হয়। তাহা দাঙ্গাকারীরা ব্যবহার করে।

প্রহরীর বিপদ

নদীয়া জেলার তালবেড়িয়া গ্রামে একজন দাগী চোর ছিল। তাহাকে মীরপুর থানার একজন কনেষ্টবল ধরিতে যায়, চোর তাহাকে খুব লাঠিপেটা করিয়া পলায়ন করে।

নির্ব্বাচন ও খৃষ্টান

নিখিল ভারত খৃষ্টান কাউন্সিলের সেক্রেটারি প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতের সকল স্থান হইতে নিখিল ভারতীয় খৃষ্টান কাউন্সিলের মেম্বর দিগের নিকট হইতে তিনি যে উত্তর পাইয়াছেন তাহাতে ভারতের সকল প্রদেশের সম্প্রদায়ের [illegible] "নির্ব্বাচন" প্রথার সমর্থন করেন।

ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ

[illegible] জেলার নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ দিয়াছেন যে তিনি [illegible] সময় [illegible] আসিবেন। তিনি যখন তখন কোর্টে আসিবেন না।

অগ্নিমান্দ্য (?)

মাদ্রাজ, বোম্বাই ও [illegible] অগ্নিমান্দ্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়। তবে [illegible] আপত্তি করিলে উহা [illegible] করিতে হইবে।

পিটুনি পুলিশের জের

প্রকাশ যে নন্দীগ্রাম থানার ছোট দারোগা স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট, সার্কেল অফিসার, ১২ জন পিউনিটিভ পুলিশ, দফাদার চৌকীদার এবং ৪০ জন মুসলমান গত কাশিমপুর গ্রামে হানা দেয় এবং বহু টাকার জিনিষ ক্রোক করিয়া লওয়া যায়।

আমেরিকান নর্ত্তকী শ্রীমতী নীলা রামকৃষ্ণ হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বহু হিন্দুতীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহাকে মহীশূর শারদামন্দিরে প্রবেশ করিতে না দেওয়ায় তিনি প্রায়োপবেশন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

রামগড় সাম্প্রদায়িক মামলার আসামী রামগড় হিন্দু সভার সম্পাদক যুগলকিশোর অন্ত্র যন্ত্রের পীড়ায় ভুগিতেছেন। তিনি আদালতে অজ্ঞান হইয়া পড়েন ডাক্তারেরা তাঁহার পূর্ণ বিশ্রাম আবশ্যক বলিয়া সার্টিফাই করায় তাঁহাকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

হত্যাকাণ্ড

হিসার জেলায় বুধলায় এক হাঙ্গামায় ১৪ জন নিহত এবং ১১ জন আহত হয়। মণ্ডী হইতে শত শত লোক পলায়ন করায় প্রকাণ্ড বাজার মরুভূমির ন্যায় দেখাইতেছে।

মাণ্ডীর অধিবাসীগণ ও ডেপুটী কমিশনার সাহায্য ভাণ্ডার খুলিয়াছেন।

গত ২৮শে অক্টোবর রাত্রিতে কুমিল্লায় অগ্নিকাণ্ডে একটী পাড়া সমস্ত পুড়িয়া গিয়াছে। সহদেব ভবন হইতে কৈলাস মহেশের ফার্ম্ম পর্য্যন্ত একটী বাড়ীও রক্ষা

জামীন তলব

কালিকট হইতে প্রকাশ যে, "সাহসিকতা ও দাসত্ব" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করার জন্য "মাতৃভূমি" নামক সংবাদ পত্রের সম্পাদক এবং প্রকাশক প্রত্যেকের নিকট হইতে দুই হাজার টাকার জামীন তলব করা হইয়াছেন।

চীনা গবর্ণমেণ্টের আদেশে কলিকাতার চীনা কন্সাল অফিস বন্ধ করা হইল

ধর্ম্মঘট

পাঠকগণ গোবিন্দপুর রেল-স্মেলটের বিষয় অবগত আছেন। এক সপ্তাহের উপর হইল ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইয়াছে। মীমাংসা কিছুই হয় নাই এবং যতদিন না সন্তোষজনক মীমাংসা হয় ততদিন ধর্ম্মঘট চালাইবার জন্য ধর্ম্মঘটীরা দৃঢ়-সংকল্প। জেমসেদপুর শ্রমিকসঙ্ঘ এন, ডি, এস রেলওয়ে শ্রমিকসঙ্ঘ এবং নিখিল ভারত রেলওয়ে শ্রমিক সঙ্ঘের সভাপতি যমুনাদাস মেহেটা গোবিন্দপুরের কারখানার ধর্ম্মঘটের সমর্থন করিয়াছেন। মেহেটা মনে করেন যে, এই ধর্ম্মঘট ভারতব্যাপী সাধারণ ধর্ম্মঘটে পরিণত হইতে পারে। ধর্ম্মঘটকারিগণকে আর্থিক ও নৈতিক সাহায্যদানের আশা দেওয়া হইয়াছে।

মজার মামলা

টেকা হাজ্জাম চারিজনের বিরুদ্ধে ফুসলাইবার মোকদ্দমা করায় পাটনার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আসামী দিগকে একমাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং একশত টাকা করিয়া জরিমানার আদেশ দান করেন।

আসামীগণ ঐ রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করে। আপীলের শুনানি হইয়াছিল কিন্তু দণ্ডাদেশ স্থগিত ছিল। কোন রায় প্রদান করা হয় নাই, কারণ অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট স্থানান্তরে গমন করেন এবং প্রকাশ যে তিনি মামলা সম্পর্কিত কাগজপত্র হারাইয়া ফেলেন।

প্রশ্ন উঠিয়াছে যে কাগজপত্র গুলি হারাইয়াছে বলিয়া কি দণ্ডাদেশ সম্বন্ধে রায় প্রদত্ত হইবে না অথবা আপীলের রায় প্রদত্ত না হইলে কি আসামীগণ জয় লাভ করিবে? বিচারপতি মিঃ আগর ওয়ালা ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর কটাক্ষ করিয়াছেন।

পাঠক অবগত আছেন যে রাজনৈতিক নেতা ডাক্তার আলাম এখন আটক আছেন এবং তাঁহার স্বাস্থ্য খারাপ ও অবস্থা সঙ্কটজনক। এসম্বন্ধে ডাঃ পুরী ব্যবস্থাপক সভায় ১৬টী প্রশ্ন করিবেন। শেষ প্রশ্ন এই ডাঃ আলমের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন বলিয়া গবর্ণমেণ্ট কি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবেন?

লীগ কথা

ইণ্ডিয়া লিগের দুইজন প্রতিনিধি এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করিতেছেন তাঁহারা রায় বেরিলির ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত কৃষকগণের অবস্থা সম্বন্ধে এবং ছতারীর নবাবের সহিত যুক্তপ্রদেশের জেল সমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করেন

মৃত্যু

জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণের নেতা, নেহরু রিপোর্টের অন্যতম স্বাক্ষরকারী, দ্বিতীয় গোল টেবিলের প্রতিনিধি সার আলি ইমাম দেওয়ালি ছুটির চারদিন রাঁচির গ্রীষ্মাবাসে কাটাইবার জন্য পাটনা হইতে সেখানে গিয়াছিলেন। গত ৩০শে অক্টোবর তারিখে তিনি হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় মারা গিয়াছেন। তাঁহাকে বিহার প্রদেশের সৃষ্টিকর্ত্তা বলা হইত।

সার আলি ইমাম ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারিষ্টার হইয়া কলিকাতায় আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন, পরে ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল নিযুক্ত হন। ১৯১০ সালে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হন এবং কিছুকালের জন্য বড়লাটের শাসন পরিষদে আইন বিষয়ের সদস্য ও পরে সহকারী সভাপতি হন। তিনি কে, সি, আই, ই উপাধি লাভ করিয়া উক্ত কর্ম্মে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯১৭ সালে তিনি পাটনা হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হন। পরে অবসর গ্রহণ করিয়া পাটনায় আইন ব্যবসায় করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৩ বৎসর হয়।

দণ্ড হ্রাস

ফ্রি প্রেস হইতে সংবাদ প্রকাশ হয় যে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সরকারী কর্ম্মচারীরা রেড শার্ট আন্দোলনের নেতা আবদুল গফুর খাঁর বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলে। উক্ত সংবাদ মিথ্যা প্রমাণ হওয়ায় সম্পাদকের একশত টাকা জরিমানা হয়। লাহোর হইতে প্রকাশ যে দায়রা জজের আদালতে আপীল করায় দণ্ডের পরিমাণ কমিয়া এক টাকা হইয়াছে।

ডাকাতি

মহিষাদল থানার অধীন গীন খাল্লা বাজারের ধনী মহাজন নফর বাবুর বাটীতে গত ২৪শে অক্টোবর তারিখে ডাকাতি হয়। তাহারা একজন চাকরকে হত্যা করিয়া তাহার মৃতদেহ থলিতে পুরিয়া পুষ্করিণীতে ফেলিয়া দেয়। গৃহস্বামী ডাকাতির পূর্ব্বদিন স্থানান্তরে যাওয়ায় তাহারা বিশেষ কিছু পায় নাই।

বিলাতে রেলওয়ে শ্রমিকদিগের বেতন কমানর জন্য যে গোলমালের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার আপোষ সম্ভাবনা দেখা যায় না আপোষ বোর্ড সমস্ত প্রস্তাব নাকচ করিয়াছেন। জাতীয় বোর্ড কি করেন দেখা যাক। একটা ভীষণ অবস্থার আশঙ্কা হইয়াছে।

দাঙ্গা

নোয়াখালীতে বর্ত্তমান ইমামের স্থানান্তর সম্পর্কে দুই দল মুসলমানে দাঙ্গা হইবার সম্ভাবনা হয়। জুম্মা মসজেদে বহু সংখ্যক মুসলমান সমবেত হইয়া দাঙ্গা থামাইয়া দেন। ম্যাজিষ্ট্রেট উভয় দলের নেতাদিগের উপর ১৪৪ ধারা নোটিস দিয়াছেন। বর্ত্তমান ইমামকে উপাসনা পরিচালিত করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। উপস্থিত সমস্ত ঠাণ্ডা আছে।

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে, শ্রমিকদল বাতিল করা সত্ত্বেও বিলাতের পার্লামেণ্টে অটোয়া চুক্তির বিলের দ্বিতীয় পাঠ মঞ্জুর হইয়াছে।

কুমিল্লার এলিসন হত্যার মামলার আসামীদিগকে পুনরায় ১১ই নভেম্বর পর্য্যন্ত হাজতে বাস করিবার আজ্ঞা হইয়াছে।

১লা নভেম্বর তারিখে আইরিশ ফ্রিষ্টেটের গবর্ণর জেনারেল ম্যাকনিলের পদত্যাগের দিন।

অগ্নিকাণ্ড

বোম্বাইয়ে একটী ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। অগ্নিকাণ্ডের পরদিবস ২৯শে অক্টোবর তারিখে ধ্বংসস্তূপ হইতে দুইটী মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

যুদ্ধসাজ

জার্ম্মাণী বলেন যে ফরাসী যেরূপ যুদ্ধসজ্জার কমাইতে বলেন তাহা যুদ্ধসাজ কমাইবার ভিত্তিস্বরূপে গ্রহণ করিতে জার্ম্মাণীর কোন আপত্তি নাই।

বিলাতে ধর্ম্মঘট

গত ২৯শে অক্টোবরের খবরে প্রকাশ যে ল্যাঙ্কাশায়ারের কাটুনিসঙ্ঘ শ্রমিকদের বেতন হ্রাসের প্রস্তাব গ্রহণ না করায় সোমবার হইতে ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইবে।

করগেট টীন, জানালার গরাদে
দালানের ফুলদার রেলিং
বেড়াঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম বৃন্দাবন	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	শ্রীধাম বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	ঐ	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঐ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	ঐ	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ঐ
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঐ	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	ঐ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঐ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	ঐ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	ঐ	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	ঐ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর			

শুদ্ধমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

সমস্তের মূল-আকর

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম —'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠ পারমার্থিক দৈনিকপত্র নাস্তিক-সম্প্রদায়ের অপকাশক ও প্রাচীন শাস্ত্রাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় স্থাপিত হইয়াছে এখানে শ্রীমন্দিরে শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেবাবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্তালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ কুঞ্জবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ-ভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতি, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃত দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীজগবন্ধুজ্ঞেয় দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবকোত্তম, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালি দাসাধিকারী। শ্রীমান দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীগৌরেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধারণ দাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউদ্ধব দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়াদ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ সাউথ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিরত্ন, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, চাঁদপাড়া, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকালিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাঁধ বৰ্দ্ধমান।

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীতারাপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীফেনপানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সগরদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন,

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

চাঁদিবাজার, কটক।

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ঢুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদধাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুন্দরানন্দ।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, ঢাকা

এখানে ৭৬ ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩১) মান্দ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মান্দ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ,

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) রাজগোপাল পাট

কাঠাংপুল, চাকদহ, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

অবগত হওয়া যায়। কিম্বদন্তী যে এখানে পাণ্ডবদিগের বনবাসকালে যুধিষ্ঠির মহারাজ এইস্থানে পাশাখেলা করিয়াছিলেন। এখান হইতে গোপীনাথজীর শ্রীমন্দিরে গিয়া গোপীনাথজী দর্শন ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা করা হয়। শ্রীমন্দিরটী পক্কা; ঐ মন্দিরে গোপীনাথ, রাধারাণী ও জগন্নাথ আছেন। এখানকার মোহান্ত একজন গৌড়ীয়-বৈষ্ণব, নাম শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামী—শ্রীনরসিংহ দাস গোস্বামীর শিষ্য। তথা হইতে পরিক্রমা [illegible] মাইল পথ অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে [illegible] ফিরিয়া আসেন। [illegible] মাইল পরিক্রমা করা হয়।

ব্রজবাসিগণের বক্তৃতা শ্রবণ

[illegible] হইতে এখানকার অনেক [illegible] পরিক্রমাকে হরিকথা শ্রবণমানসে আসিয়া উপস্থিত হইলে [illegible] প্রভুপাদের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীপাদ [illegible] মহারাজ ও শ্রীপাদ [illegible] হিন্দি ভাষায় প্রায় [illegible] বর্ত্তমান পরিক্রমার উদ্দেশ্য ও [illegible] পরিক্রমা হইতে [illegible] জীবনের [illegible] কথা, [illegible] হইল, [illegible] সাধুসঙ্গে [illegible] হরিকথা [illegible] প্রোজ্জ্বল [illegible] কীর্ত্তন করেন। [illegible] অসাধুসঙ্গ [illegible] আলোচনা করিয়া [illegible] বর্ত্তমান পরিক্রমার সাধু-উদ্দেশ্য [illegible] উপলব্ধি করিয়া [illegible] হন এবং অধিক রাত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বক্তৃতার বিরাট আয়োজন

[illegible]

হরিকথা কি?

হরিকথা কিবস্তু জানিবার পূর্ব্বেই হরি কি বস্তু সে-বিষয়ে অভিজ্ঞান হওয়া আবশ্যক। এই চরাচর বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশকার্য্য অন্বয় ও তদ্বিপরীতক্রমে যাঁহা কর্ত্তৃক সাধিত হয়, যিনি জগৎকর্ত্তৃত্বে সর্ব্বতোভাবে জ্ঞাত, যাঁহাতে স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান স্বতঃ বিরাজমান এবং যিনি আদি-কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে [illegible] প্রবর্ত্তন করিয়া মনের দ্বারা [illegible] প্রকাশ করিয়াছিলেন, যাঁহাতে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ মোহ প্রাপ্ত হন, ব্রহ্মা-বরুণ ইন্দ্র-রুদ্র মরুদ্গণ দিব্যস্তবে যাঁহাকে ধ্যান করেন, সামবেদীর অঙ্গ, পদক্রম ও উপনিষদের সহিত বেদসকল যাঁহার গান করিয়া থাকেন, সমাধি অবস্থায় তদ্গত-চিত্ত হইয়া যোগিগণ যাঁহাকে হৃদয়ে দর্শন করেন এবং সুরাসুরগণ যাঁহার অন্ত জানেন না, সেই পরমদেবতা শ্রীশ্রীরাধাবল্লভই—হরি; আর যে কথাতে শ্রীভগবান্ হরির ইন্দ্রিয়ের সুখ হয়—এরূপ কথার নামই হরিকথা।

বর্ত্তমানে এই হরির কীর্ত্তন-সুখকর কথার বা হরিকথার বড়ই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। হরির ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি-বিধায়ক ভক্তের অভাবই এই হরিকথা দুর্ভিক্ষের একমাত্র কারণ। বর্ত্তমানে সাধুনামধারী ব্যক্তির সংখ্যা অল্প নাই; কিন্তু বাস্তবিক ভগবৎসেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ সাধু জগতে সুদুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সর্ব্বক্ষণ হরিকথা নিরত ব্যক্তির নামই সাধু। সর্ব্বক্ষণ শ্রীভগবানের সেবার জন্য ব্যস্ত ব্যক্তিই সাধু, নিত্যকাল সর্ব্বক্ষণ যিনি সকল চেষ্টার মধ্যে [illegible] জন্য ব্যস্ত আছেন, সকল চেষ্টা যাঁহার ভগবানের সেবার জন্য, তিনিই সাধু—তাঁহার মুখেই হরিকথা নিত্যকাল কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

আজকাল তথাকথিত হরিকীর্ত্তনকারীর অভাব নাই; কিন্তু এই কীর্ত্তনকারীর [illegible] এবং দায়িত্ব অত্যধিক। কীর্ত্তন [illegible] আসন গ্রহণ করিলে আমাদের অভিমান আসিতে পারে, তাই মহাবদান্য-[illegible] শ্রীগৌর হরি কীর্ত্তনকারীর প্রণালী [illegible] বলিয়াছেন, 'তৃণাদপি সুনীচ' না হইলে হরিকথা কীর্ত্তন করা যায় না। হরি-[illegible] শ্রীগুরুদেবের [illegible] বলিয়াছেন,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

[illegible] হরিকীর্ত্তন করেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব। শ্রীগুরুর একমুহূর্ত্তের জন্যও হরিকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোনও কৃত্য নাই।

'হরিকীর্ত্তন' ও মায়ার কীর্ত্তন একসঙ্গে থাকিতে পারে না। যাঁহারা মায়ার অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তর্পণার্থ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, আবার সময়ে সময়ে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের ছল প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের ঐ 'লোকদেখান' কৃষ্ণ-কীর্ত্তনও ইন্দ্রিয়তর্পণ বা মায়ার কীর্ত্তন মাত্র। যিনি কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য লালায়িত, তিনি 'তৃণাদপি সুনীচ' নহেন। যিনি জগৎকে ভোগ্য জ্ঞান করেন, জগতের প্রত্যেক বস্তুকে যিনি কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিবার কৌশল জানেন না, তাঁহার কোন সহিষ্ণুতা নাই, তিনি বৈর্য্যহীন। যিনি জগতের প্রত্যেক জীবকে বৈষ্ণব বা গুরু বুদ্ধি করিতে পারেন না, প্রত্যেক বস্তুকে গুরুরূপে দর্শন করিতে শিক্ষা করেন নাই, প্রত্যেক জীবকে কৃষ্ণকীর্ত্তনে অধিকার প্রদান করিতে অর্থাৎ প্রত্যেককে আচার্য্য-পদের যোগ্যতা প্রদান করিতে কুণ্ঠিত, তিনি 'অমানী' ও 'মানদ' নহেন। সুতরাং যিনি সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার ব্যবধানরহিত শুদ্ধ হরি-কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তিনি শ্রীগুরুদেব।

শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীঠাকুর হরিদাস, শ্রীসনাতন প্রভু, শ্রীরূপপ্রভু, শ্রীজীবপ্রভু প্রভৃতি আচার্য্যগণ এইরূপ গুরুদেবের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-কীর্ত্তনই পরোপকারের পরাকাষ্ঠা। স্বার্থপর ব্যক্তিগণ জপ, ধ্যান, যোগাদি প্রণালী গ্রহণ করেন। এরূপ প্রচেষ্টা দ্বারা জীবের পরম প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। নিরন্তর একমুহূর্ত্তও বাদ না দিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিলেই জীবের সর্ব্ববিধ মঙ্গল হইতে পারে।

আমরা মায়ার কীর্ত্তনকে অনেক সময় 'হরিকীর্ত্তন' বলিয়া মনে করি। যে কীর্ত্তনে হরির [illegible] নাই যাহার [illegible] আরোপিত হয়, তাহাই 'মায়ার কীর্ত্তন'; উহাদ্বারা আমার কীর্ত্তন হয় না, কেবল মাত্র আভিধানিক শব্দসমূহ উচ্চারিত হয় মাত্র। যেমন কোন প্রাকৃত বস্তু বলিলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে সেই বস্তুর চেহারাটী ভাবিয়া থাকি, তদ্রূপ নিত্যবাস্তব 'হরি' বলিলেও একটী প্রাকৃতরূপই চিন্তা করিয়া থাকি; উহা প্রাকৃত চেষ্টা বা ভৌতিকতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। যখন নাম-নামীকে অভিন্ন জানে আমরা [illegible] হরি-[illegible] হরিকীর্ত্তন করিব তখনই শুদ্ধ হরিকীর্ত্তন হইবে। এই শুদ্ধ হরি-কথা কীর্ত্তন দ্বারাই জীবের সর্ব্ববিধ মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। কারণ—সকল [illegible] শেষ প্রাপ্য। হরিকথা [illegible] দ্বারাই সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট মহোৎসব

গত ১৩ই কার্ত্তিক রবিবার দিবস শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দোৎসবোপলক্ষে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবৎসরও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের যাবতীয় প্রিয়বস্তু অন্নকূট মহোৎসবের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। বিভিন্নস্থান হইতে শ্রীরাধাগোবিন্দের অন্নকূট মহোৎসবের জন্য বহুপ্রকার সামগ্রী ও উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছিল। পূর্ব্ব হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষকপ্রভুর নির্দ্দেশক্রমে শ্রীমন্দির ও নাটমন্দির বৈদ্যুতিক আলোকমালা ও বিভিন্ন রঙ্গের বস্ত্রাদি দ্বারা সুসজ্জিত হইয়াছিল।

মহোৎসবের যাবতীয় সামগ্রী প্রস্তুত হইলে মঠসেবকগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় সমস্ত রাত্রিব্যাপী শ্রীসারস্বত নাট্যমন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের যাবতীয় ভোগোপকরণ সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দিকে নারিকেলসংযুক্ত অষ্টোত্তর শত পূর্ণকুম্ভ সজ্জিত হইয়াছিল। অসংখ্য ভাণ্ডে ও বিপুলাকার পাত্রসমূহে নানাপ্রকার ভোগোপকরণ সজ্জিত হইয়াছিল। ভোগসামগ্রীর পরিমাণ ৫০০ মণেরও অধিক হইয়াছিল। ভোগোপকরণসমূহের নাম পাঠকগণ শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা হইতে অবগত হইবেন।

ঐ দিবস প্রাতঃকাল হইতেই অন্নকূট মহোৎসব দর্শনার্থ সমস্ত কলিকাতা নগরী ও বিভিন্ন স্থান হইতে অসংখ্য নরনারী শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিতেছিলেন। সমস্ত ভোগোপকরণ সজ্জিত হইলে শ্রীপাদ [illegible] এম-এ, বি-এল প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে ব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা-বিবরণ সমাগত অসংখ্য নরনারীকে পাঠমুখে বুঝাইয়া দেন। তৎপর শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ভোগারাত্রিক সম্পন্ন হইলে শ্রীনাট্যমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন হয়।

সকাল হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত অসংখ্য নর নারী আগমন করিতেছিলেন। মঠরক্ষকপ্রভু ও সেবকগণ সমুপস্থিত থাকিয়া প্রত্যেককেই অন্নকূট দর্শনের সুযোগ প্রদান করিয়াছিলেন। মঠসেবকগণ সমাগত নরনারীগণকে অকাতরে মহাপ্রসাদ বিতরণ ও প্রাঙ্গণে তাঁহাদের সুশৃঙ্খল অবস্থানের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। রাত্রি ৯॥টার পর গিরিধারীর অন্নকূটের প্রসাদ সকলকেই ইচ্ছামত গ্রহণ করিতে দেওয়া হইয়াছিল।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যসমেত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (২য় সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। প্রাকৃতাধিকা গুণগৌরভঃ সানুবাদ,
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
(চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর
(নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ।১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা
(৪৪৩ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৵০
৩০। গীতাবলী ৵০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৩২। সাধনকণ ৵০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৵০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৵০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ।১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৭৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। মায়াবাদী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৵০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৵০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১।০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ কল্পতরু ৵০
৭২। গীতাবলী ১৲
৭৩। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু ৵০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৵৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শুদ্ধ-ভক্তি-পথ-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৵০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ও ফর্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

মহৌষধ পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের সমাপ বাক্স ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে উহাদের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৵০ আনা, পাঁচটি ॥৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ডাকাতিতে গ্রেপ্তার

গত আগষ্ট মাসে এবং সেপ্টেম্বর মাসে বালিতে তিনটি ডাকাতি হয়। এই সম্পর্কে হাওড়া, কলিকাতা এবং ২৪ পরগণায় খানাতল্লাসীর ফলে বহু টাকার চোরাই মাল উদ্ধার হয় এবং ১৪ জন গ্রেপ্তার হয়।

সর্ব্ববৃহৎ জাহাজ

ফরাসীরা "নরম্যান্ডি" নামক একটী ৭৫০০ টনের জাহাজ প্রস্তুত করিয়াছে। হঠাৎ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় জাহাজ হইল। ইহার সাহায্যে ফরাসী আটলান্টিক মহাসাগরে প্রতিযোগিতায় প্রথমস্থান অধিকার করিলেন। ইহা টাইটানিকের স্থান অধিকার করিল।

ভীষণ ডাকাতি

বলাগড়ের নিকট এক ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতরা লোকজনকে ভীষণ মারপিট করে এবং অনেক জিনিস লইয়া যায়। নয় জন গ্রেপ্তার হইয়াছে এবং কতক জিনিসপত্র পাওয়া গিয়াছে।

জলে ডুবিয়া মৃত্যু

ফরিদপুর জেলার কাসাভোগ গ্রাম-নিবাসী হরেন্দ্র পোদ্দারের পুত্র জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে।

স্বদেশী ক্রয় কংগ্রেস

আচার্য্য পি, সি, রায়ের সভাপতিত্বে করাচী "স্বদেশী ক্রয় কংগ্রেস" একটী প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে বিদেশজাত দ্রব্যের পরিবর্ত্তে ভারতীয় পণ্যকে যাহাতে অধিক সুবিধাপ্রদান করা হয় তজ্জন্য দেশীয় প্রতিষ্ঠান গুলিকে অনুরোধ করা হয়। দেশীয় ইন্সিওরেন্স কোম্পানী ও ব্যাঙ্কগুলিকে যেন সাহায্য করা হয়।

বেকার আন্দোলন

বিলাতে বেকার দুঃখীগণের আন্দোলন খুব জোরে চলিতেছে, তাহাদের প্রতিনিধিবর্গ ১০নং ডাউনিং ষ্ট্রীটে প্রধান মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যায় কিন্তু প্রধান মন্ত্রী সেখানে না থাকায় আবেদন পত্র তাঁহার নিকট প্রেরিত হইয়াছে। তাহারা কমন্স সভায় প্রবেশ করিবার অধিকার চায়। তাহারা কমন্সসভার প্রেসিডেন্টের নিকট ঐরূপ একটী দরখাস্ত করিয়াছে।

স্যার অতুল চ্যাটার্জ্জি আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক অফিসের কার্য্যকরী সমিতির চেয়ারমেন নিযুক্ত হইয়াছেন।

ডেনমার্ক পার্লামেন্ট ভঙ্গ

আগামী ১৫ই নভেম্বর তারিখে ডেনমার্কের পার্লামেন্টের লোয়ার হাউস ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া প্রস্তাব উঠিয়াছে।

পলাতক

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, রাচি জেল হইতে অমরসাহী, লালমোহন এবং খাদুসেখ নামক তিনজন কয়েদী পলায়ন করে। মন্দার নামক স্থানে লালমোহন এবং অমরসাহী ধৃত হইয়াছে। পুলিশ এখনও খাদুসেখকে ধরিতে পারে নাই।

সমানাধিকার দত্ত

মস্কোর কমিউনিষ্ট দল বলিতেছেন যে, নিগ্রোপ্রধান দেশসমূহে নিগ্রোদিগকে সমানাধিকার এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া সমস্ত কমিউনিষ্টদের কার্য্য পদ্ধতির মধ্যে থাকা উচিত। তাঁহারা চীনা কমিউনিষ্ট দিগকে আরও শক্তিশালী করিবার প্রয়াসী এবং বেকারদের সাহায্য ও বেতন হ্রাসের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পক্ষপাতী।

নেতার বিপদ

দমদম জেলের কয়েদী বাঁকুড়ার স্বদেশী নেতা কমলবাবুর চক্ষুরোগ ও পাইওরিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়া কোনও ফল হয় নাই।

শিয়া সম্মিলন

লক্ষ্ণৌএর শিয়া মুসলমান সম্মেলনে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ এবং মিশ্র নির্ব্বাচনের পক্ষ সমর্থন হয় কারণ স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন পদ্ধতি জাতীয় গবর্ণমেন্টের বিরোধী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। সম্মিলনীর মত এই যে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি মাত্রেরই ভোট প্রদানের ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত ভোট দাতাদের সংখ্যা তাঁহাদের লোক সংখ্যার অনুপাতের কম হওয়া উচিত নয় এবং এলাহাবাদের সম্মেলন সম্মেলনের সদস্যগণের সহিত মিঃ গান্ধীর অবাধে কথাবার্ত্তা চালাইতে দেওয়া আবশ্যক।

বিলাত যাত্রা

গোলটেবিল বৈঠকের সদস্য বোব্বিলের রাজা আগামী ৫ই নভেম্বর তারিখে বিলাত যাত্রা করিবেন। জাষ্টিস পার্টির পার্থক্য দূর করিবার জন্য তিনি স্যার মোহাম্মদ উসমানের বাটীতে একটী সভায় যোগদান করেন।

প্রাপ্ত মূর্ত্তি

পাবনা জেলার রাজনারায়ণপুর পল্লী সমিতির সম্পাদক মহাশয় একটী প্রাচীন মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই হরগৌরী মূর্ত্তি গবর্ণমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিতে চাহেন কিন্তু কোন আখড়ায় এই মূর্ত্তি স্থাপিত হওয়ায় গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব কার্য্যকর হয় নাই। সার্কেল অফিসার উক্ত মূর্ত্তি লইতে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন।

রাজনৈতিকী

সিরাজগঞ্জ, বালেশ্বর, কটক, মজঃফরপুর, বাঁকুড়াজেলার রাজগ্রাম, ইন্দাস প্রভৃতি স্থানে রাজনৈতিক ব্যাপারে আটক, জরিমানা, জেল, গ্রেপ্তার আসামীর মুক্তি প্রভৃতির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। আরামবাগ মহকুমার এক জমীদার মহাশয়ের উপর আদেশ হইয়াছে যে, তিনি যেন সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত বাটীর বাহির না হন। তিনি দমদম স্পেশাল জেলের ফেরত।

জন্মদান করিও না

লণ্ডনে একটী শিশু ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়ায় মারা যায়। শিশুর পিতা বেকার, অথচ তাহার তিনটী সন্তান। করোনার শিশুর পিতাকে বলেন যে এরূপ দরিদ্র ব্যক্তির সন্তান উৎপাদন মদ্যপান অপেক্ষাও গর্হিত কার্য্য। এই সমস্ত মনে রাখিয়া দরিদ্রদিগের সংযত হওয়া উচিত।

জার্ম্মাণী দেশের ক্যাপ্টেন হ্যান্সবার্ট্রাম্ কেবলমাত্র ভারতবর্ষে একবার অবতরণ করিয়া জার্ম্মাণী হইতে অষ্ট্রেলিয়া বিমান পোতে চড়িয়া যাইবেন

অভিনব বিমান পোত

জার্ম্মাণ নামক জার্ম্মাণ বিমানপোত ঘণ্টায় ৭০০ হইতে ১০০০ মাইল গমন করিতে পারে এরূপ পোত নির্ম্মাণ শেষ করিয়াছেন।

ট্রেণ চাপা

গত ২৮শে অক্টোবর তারিখে কুলালা এবং ব্রজাপুরের মধ্যে একজন লোক ট্রেণ চাপা পড়িয়া বিশেষ আহত হয়।

আচার্য্য রায়

আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় গত ৩০শে নভেম্বর সন্ধ্যাকালে লাহোরে পৌঁছান। ষ্টেশনে তাঁহাকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা করা হয়। স্বদেশী লীগের উদ্যোগে এক সভায় তিনি বক্তৃতা করেন।

গুড়ের মামলা

দিনাজপুর জেলায় পত্নীতলার সব রেজেষ্টারি অফিসের একজন কেরাণী এক দোকানে কিছু গুড় কিনিতে যান; কিন্তু দোকানের কর্ম্মচারী খুচরা গুড় বিক্রয় করিতে নারাজ হয়। কেরাণীবাবু এই বলিয়া ফৌজদারী আদালতে নালিশ করেন যে তিনি সরকারি কর্ম্মচারী বলিয়া দোকানদার তাহাতে গুড় বিক্রয় করে নাই। মোকদ্দমা ডিসমিস হয়। উক্ত ফৌজদারী হাকিম বদলি হইলে কেরাণী বাবু নূতন হাকিমের নিকট পুনরায় ঐ মোকদ্দমা করেন। কিন্তু সে মোকদ্দমাও ডিসমিস হয়।

শ্রীপুরে সৈন্য

বাঁকুড়া জেলার শ্রীপুর গ্রামের নিকট চড়কতলা ময়দানে সৈন্য স্থাপিত হইয়াছে সরকারে আদেশে ঐ ময়দান দিয়া চলাচল বন্ধ হইয়াছে।

অস্পৃশ্যতা আন্দোলন

হিন্দু মিশনের চেষ্টায় ইদিলপুর, পালং প্রভৃতি স্থানে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন সম্বন্ধে সভাসমিতি আহুত হইয়া বক্তৃতাদি জোরে চলিতেছে। কোন কোন স্থানে সার্ব্বজনীন কালী পূজা ও ভোজের ব্যবস্থা হইয়াছে।

দস্যু সর্দ্দার

আজমীরের প্রসিদ্ধ দস্যুপতি বাটলান খাঁ নিজ বাড়ীতে রিভলভার, রাইফেল প্রভৃতি বহু অস্ত্র শস্ত্র সহ গ্রেপ্তার হইয়াছে সে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিশেষ অংশগ্রহণ করিয়াছিল। জয়পুর ও আলোয়ার রাজ্যের পুলিশ তাহাকে বহুদিবস হইতে ধরিবার চেষ্টা করিতেছিল।

পিটুনি পুলিশ

তমলুক হইতে সংবাদ এই যে গোকুলনগর উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় পিটুনি পুলিশের আড্ডায় পরিণত হইয়াছে।

মহকুমা হাকিমের নেতৃত্বে পুলিশ নানা গ্রামে হানা দিতেছে। অনেক লোককে ধরিয়া বিচারার্থ তমলুকে প্রেরণ করা হইয়াছে

খানাতল্লাসী

কংগ্রেস সাহিত্য মুদ্রিত ও রক্ষিত হয় এই সন্দেহে পুলিশ "আত্ম" পত্রিকার আফিসে খানাতল্লাসী করে। সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই

টেল — শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈনিক

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
প্রতি
সংখ্যা ৵৹

ভারতের সর্ব্বপ্রথম মঙ্গল-প্রভাত নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২০১তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৮ই কার্ত্তিক শুক্রবার ১৩৩৯, ৪ঠা নভেম্বর ১৯৩২

বিলাতে ধর্ম্মঘট

নিমন্ত্রণে আপত্তি

এলাহাবাদে বৈঠক

দেওয়ালী উৎসব

সাইকেলে কাশ্মীর যাত্রা

ত্রিপুরায় খাজনা বন্ধ

স্ত্রীর স্বামীকে স্বমাংস দান

মেদিনীপুরে ম্যালেরিয়া

নারীর ছলনা

খৃষ্টান সম্মেলন

এক খুন দুই জখম

নানা কথা

নদীয়ায় বৃষ্টি

গত সোমবার এবং মঙ্গলবার তারিখে নদীয়া জেলার স্থানে স্থানে বেশ বৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে ধান্য ফসলের বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়া বোধ হয় না। কলায়ের অপকার হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে ছোলা প্রভৃতি চাষের সুবিধা হইবে।

বিলাতে ধর্ম্মঘট

পাঠকগণ ল্যাঙ্কাশায়ারের তুলার কাপড়ের কল সমূহে কাটুনিদিগের ধর্ম্মঘটের বিষয় অবগত আছেন।

প্রস্তাবিত বেতনহ্রাসের প্রতিবাদ করিবার জন্য শ্রমিক ধর্ম্মঘটের ফলে অধিকাংশ স্থলে সূতার কল প্রকৃতপক্ষে বন্ধ হইয়াছে।

রক ডেলের দিকে প্রায় পঞ্চাশটী বন্ধ হইয়াছে। দশ হাজার শ্রমিক এখানে কাজ করে।

বোল্টন অঞ্চলে ২২০টী কল বন্ধ হইয়াছে এবং ১৮০০০ শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়াছে।

এলাহাবাদে বৈঠক

এলাহাবাদের সর্ব্বদল সম্মেলন বৈঠক বসিবার পূর্ব্বে মৌলানা সৌকত আলি ঘোষণা করিয়াছেন যে বর্ত্তমানে কোন প্রবীণ নেতা স্বাস্থ্যহানির জন্য ইউরোপে বিশ্রাম করিতেছেন, অনেকে জেলে পচিতেছেন; এ অবস্থায় বিবাদ বিসম্বাদ করা উচিত নয়।

মুসলমান সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দলের মধ্যে একতা স্থাপিত হইয়াছে। মুসলমানদিগের চৌদ্দ দফা দাবী আলোচনা ভিত্তি স্বরূপ রাখিয়া মিশ্র নির্ব্বাচন গ্রহণ করাই মুসলমানদিগের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত। ইহাই মৌলানা সৌকত আলির শেষ কথা।

সাইকেলে কাশ্মীর যাত্রা

কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের শ্রীমান্ বৈদ্যনাথ সান্যাল কলিকাতা হইতে সাইকেলে কাশ্মীর যাত্রা করিয়াছেন।

স্বামীকে স্বমাংস দান

ব্রহ্মদেশে এক ব্যক্তির ভীষণ পীড়া হয়। কিছুতেই আরাম না হওয়ায় তাহার পত্নী পুরাতন প্রথানুসারে তাহার স্বামীকে নিজ মাংস খাইতে দেয়। স্বামী অস্বাভাবিক কিছু সন্দেহ করিয়া স্ত্রীকে হাসপাতালে প্রেরণ করে। পুলিশ স্ত্রীলোকটীকে আত্মহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়াছে।

নারীর ছলনা

দিল্লীতে প্রসিদ্ধ কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুক্ত গন্দমল শর্ম্মার সহিত রাস্তায় এক স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎ হয়। স্ত্রীলোকটী তাঁহাকে বলে যে, তাহার পুত্রের পীড়া হইয়াছে একজন্য মিঃ শর্ম্মার একবার তাহার বাড়ী যাওয়া আবশ্যক মিঃ শর্ম্মা তাহার বাটীতে যাইলে কয়েকজন দুর্ব্বৃত্ত তাঁহাকে প্রহার করিয়া তাহার নিকট হইতে কুড়ি টাকা কাড়িয়া লয় এবং পাঁচশত টাকার চেক লিখাইয়া লয়। মিঃ শর্ম্মা বাহিরে আসিয়া আক্রমণকারিদের নাম ধাম জানিবার চেষ্টা করিলে তিনি পুনরায় প্রহৃত হন

ঐ স্ত্রীলোকটী এবং অপর কয়েকজন গ্রেপ্তার হইয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম বৃন্দাবন	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	শ্রীধাম বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	ঐ	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঐ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম		১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ঐ
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য		১১ শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	ঐ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঐ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	ঐ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	ঐ	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	ঐ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	ঐ		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রাত্যহিক শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেবাবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্র উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ গুরুবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতি, শ্রীপাদ জগন্মোহন দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরাবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃত দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীজনার্দ্দন দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোদণ্ড, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালি দাসাধিকারী। শ্রীসনাতন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ বজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী রতিরত্ন।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার [illegible] ব্রহ্মচারী আকুকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীমাধব ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ সাউথ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্কলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন।

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাল্লু, কালনা

এখানে বহু প্রাচীন শ্রীগোপালের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নব গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ,

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) বাদলগোপাল পাট

কাঠালপাড়া, চাকদহ, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, } ২১ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৬, ১৮ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ৪ঠা নভেম্বর ইং ১৯৩২ শুক্রবার } ২০১তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

সংক্ষিপ্ত ডায়েরী

পরিক্রমার চতুর্দ্দশ দিবস

[কাম্যবনে তৃতীয় দিবস—শনিবার]

সূর্য্যকুণ্ড

গত ২২।১০।৩২ তারিখ প্রাতে ৬৷৷টার সময় পরিক্রমা সংকীর্ত্তন-সঙ্ঘকে অগ্রণী করিয়া বাহির হন। বিমলাকুণ্ড হইতে উত্তরদিকে ১ মাইল গিয়া সূর্য্যকুণ্ড পাওয়া যায়। তথায় বড় বড় মৃগ নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে দেখা যায়। শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ এই স্থানের মহিমা কীর্ত্তনমুখে বলেন যে, এই সব স্থান শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থলী; সূর্য্যপূজাছলে তিনি এখানে আসিতেন এবং পরে রাধাকুণ্ডতীরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতেন। এখানকার কিম্বদন্তী এই যে বাল্যকালে শ্রীকৃষ্ণ মাতা যশোদাকে সূর্য্য ও চন্দ্র ধরিয়া হাতে দিবার জন্য ক্রন্দন করিলে যশোদামাতা এই কুণ্ডে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দেখাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। এই সব কুণ্ডের জল শিরে ধারণ করিয়া যাহাতে আমরা শ্রীকৃষ্ণভজনে অগ্রসর হইতে পারি, তাহাই আমাদের উদ্দেশ্য।

শীতলা-কুণ্ড

এখান হইতে এক পোয়া তফাতে শীতলা-কুণ্ডে পরিক্রমা উপনীত হ'ন। ইহা একটী ক্ষুদ্র কুণ্ড, কুণ্ডতীরে একটী শীতলাদেবীর পূজার ব্যবস্থা আছে। শীতলাদেবী শ্রীকৃষ্ণের দর্শনমানসে এস্থানে আসিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার উপর প্রীত হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিতে চাহিলে শীতলাদেবী এই বর চাহেন, যেসকল ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণেরই পাদপদ্মে প্রপন্ন হইবে শীতলা হইতে তাঁ'দের কখনও কোন ভয় থাকিবে না অর্থাৎ শীতলা তাঁ'দের কখন স্পর্শ করিবেন না, অর্থাৎ তাঁ'দের কখনও বসন্ত রোগ হইবে না।

এখান হইতে একপোয়া তফাতে পরিক্রমা 'শ্রীকুণ্ড' বা 'সুরভিকুণ্ড'তীরে উপনীত হইলে, সেখানে সকলে কুণ্ডতীরে সুশীতল বৃক্ষতলে উপবেশন করেন। সকলে কুণ্ডের জল মস্তকে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হন। এই কুণ্ডটী ছোট, ইহাতে একটী ছোট ঘাট আছে; তীরে বল্লভাচারীদের গদী আছে। ঐ স্থানে মহাপ্রভুর বসিবার স্থান বলিয়া বল্লভাচারিগণ প্রচার করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের নির্দ্দেশমত গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, মহোদয় এই স্থানের মাহাত্ম্য আবেগভরে কীর্ত্তন করেন।

গৌড়ীয়সম্পাদকের বক্তৃতা

এই চৌরাশি ক্রোশ বৃন্দাবন পরিক্রমা আবহমানকাল হইতে চলিতেছে। অনেকের ধারণা যে, চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য এই চৌরাশি ক্রোশ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার বিধি চলিয়াছে। মহাপ্রভুর বিচার কিন্তু ঐ সমস্ত সম্প্রদায়ের বিচার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। পরিক্রমা সম্বন্ধে অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে বিচার, তাহাতে ভুক্তি ও মুক্তি-কামনা বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু মহাপ্রভু ও তদনুগত গোস্বামিবর্গ বলেন যে, বৃন্দাবনের দ্বাদশবন দ্বাদশ রসের পীঠস্থান। কৃষ্ণচন্দ্র অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি—তাঁহাতে ঐ সমস্ত রস পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। যাঁহারা অপ্রাকৃত দ্বাদশ-রসের অনুসন্ধিৎসু তাঁহারাই এই পরিক্রমা করিয়া থাকেন।

'শ্রী'শব্দে লক্ষ্মীকে বুঝায়, এখানে 'শ্রী' শব্দে বার্ষভানবী—যিনি সকললক্ষ্মীগণের আশ্রয়স্বরূপিণী। তাই শ্রীকুণ্ড বলিতে রাধাকুণ্ডকেই বুঝায়। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-ধাম ও রাধাকুণ্ড আবিষ্কারের পূর্ব্বে এই কাম্যবনই বৃন্দাবন বলিয়া পরিচিত ছিল। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী, সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজগণের নিকট হইতেও ঐ কথা অবগত হওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম প্রিয়-পার্ষদ ও ত্রিদণ্ডিগণের অগ্রণী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ কাম্যবনের এই শ্রীকুণ্ডতীরে ভজন করিয়াছিলেন এবং এইস্থানে বসিয়া তাঁহার "রাধারস-সুধানিধি" গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ এতদূর নিষ্কিঞ্চন ছিলেন যে, পরবর্ত্তীকালে যেন তাঁহার নাম শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যে উল্লেখ না হয় এই আদেশ কবিরাজ গোস্বামীকে প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু সেই কারণে তাঁহার আদেশমত তাঁহার গ্রন্থে সরস্বতীপাদের নাম উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু এই সুখের সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে একটী দুঃখের সংবাদ এই যে, হরিবংশ নামক একটী সম্প্রদায় সরস্বতীপাদের এই নিষ্কিঞ্চনতার অবৈধ সুযোগ লইয়া সরস্বতীপাদকে তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবার এবং "রাধারস-সুধানিধি"কে তাঁহাদেরই সম্প্রদায়ের প্রকাশিত গ্রন্থ বলিয়া পরিচয় দিতে দ্বিধা বোধ করিতেছেন না। হায়! হায়! ইহাপেক্ষা তুচ্ছপ্রবৃত্তির আর অধিক পরিচয় কি হইতে পারে এবং শুদ্ধভাগবতের চরণে অধিক অপরাধই বা কি প্রকারে সঞ্চিত হইতে পারে?

শ্রীমন মহাপ্রভুর পদাঙ্কানুসরণ না করিয়া অনেক অপসম্প্রদায় তাঁহার অনুকরণ করিয়া জগতে অনেক ব্যভিচার ও জঞ্জাল আনয়ন করিয়াছে ও করিতেছে। এ সমস্ত স্থান গৌড়ীয়গণের সেবা ও আদরের বস্তু হইলেও, আমাদের চেষ্টার অভাবে এ সব স্থান অপসম্প্রদায়গণ অধিকার করিয়া বসিতেছে এবং গৌড়ীয়ের স্থানসকলকে অগৌড়ীয়ের স্থানে পরিণত করিতেছে এবং শেষে মহাপ্রভুর নাম পর্য্যন্ত বিলোপ করিবার চেষ্টা চ'লছে। কৃষ্ণকাম, কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণধাম এই বৃন্দাবনে ছড়িয়ে র'য়েছে। এই সমস্তই অপ্রাকৃত অধোক্ষজ ব্যাপার। ইহাতে জড়ের কোন পূতিগন্ধ নাই। কিন্তু মহাপ্রভুর পাদপদ্ম হ'তে ভ্রষ্ট অপসম্প্রদায়সকল জড়েতেই আসক্ত; তাহারা অধোক্ষজের সেবার কথা জানে না। আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু চৈতন্যবাণী শ্রবণ ক'রে চেতনে উদ্বুদ্ধ হব এবং

মহাপ্রভুর অনুগমন করব। সত্যি সত্যি যদি আমাদের বিবেক উপস্থিত হয়, তাহ'লে আমরা আমাদের প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা আচার্য্যের যে চিন্তাস্রোত সেই চিন্তাস্রোতের অনুগমন ক'রব এবং তাঁহার মনোহভীষ্ট পূরণ করবার জন্য যত্নবান্ হ'ব। বর্ত্তমান পরিক্রমার উদ্দেশ্যের মধ্যে শ্রীব্রজমণ্ডলের অন্তর্গত গৌড়ীয়ের স্থানগুলি বজায় রা'খবার চেষ্টা করা আচার্য্যের অন্যতম উদ্দেশ্য।" এই সমস্ত কথা বলিয়া গৌড়ীয়-সম্পাদক মহোদয় অত্যন্ত আবেগভরে সকলের মর্ম্মস্থান স্পর্শ করিয়া বলেন যে, "আমাদের মধ্যে এমন কি কেহ নাই যিনি বা যাঁহারা গৌড়ীয়ের এই স্থান অন্যাধিকার হইতে রক্ষা করিবার জন্য যত্নবান্ হয়েন ?"

শ্রীপাদ নেমিমহারাজের বক্তৃতা

শ্রীপাদ সুন্দরানন্দপ্রভুর বক্তব্য শেষ হইলে পর শ্রীপাদ নেমিমহারাজ হিন্দি-ভাষাভিজ্ঞ যাত্রিগণের বোধসৌকর্য্যার্থ হিন্দিভাষায় সুন্দরানন্দপ্রভুর বক্তৃতার প্রতিধ্বনি করেন এবং 'রাধারস-সুধানিধি' হইতে ২।৩টী শ্লোক আবৃত্তি করিয়া ঐ মহাগ্রন্থের রসমাধুর্য্য কীর্ত্তন করেন।

পিছল পাহাড়ী

শ্রীকুণ্ড হইতে অর্দ্ধ মাইল তফাতে 'পিছল-পাহাড়ী'তে পরিক্রমা উপস্থিত হন। ঐ পর্ব্বতটী প্রায় দুই হাজার ফুট উচ্চ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চাঙড় প্রস্তরে পরিপূর্ণ, উপরে উঠিবার কোন সিঁড়ি নাই, অনেক কষ্টে উঠিতে ও নামিতে হয়। ঐ পর্ব্বতের গাত্রের এক স্থান অতি মসৃণ এবং ঢালু। কথিত হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ বাল্য-লীলায় ঐ পর্ব্বতের মসৃণ গাত্রের উপর হইতে নীচে সহজে গড়াইয়া আসিতেন এবং সখীগণসঙ্গে খেলা করিতেন। এই পর্ব্বতের শীর্ষস্থানে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন, শ্রীমতীর হস্তচিহ্ন ও চরণচিহ্ন আছে। পরিক্রমাকারিগণ আবাল-বৃদ্ধ সকলেই ঐ পর্ব্বতের শিরোদেশে উঠিয়া অপর দিক দিয়া নামিবার মুখে ভূমাসুরের গহ্বর বা গোফা দর্শন করেন। কথিত হয় যে এই গোফাতে ভূমাসুর শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত হন। গোফার ভিতর সুড়ঙ্গ আছে বলিয়া মনে হয়।

এই পর্ব্বত হইতে অবতরণ পূর্ব্বক 'শ্রীকৃষ্ণভোজনস্থলী' যাইবার পথে দাউজী ও বলদেবের চরণচিহ্ন দর্শন করিয়া যাত্রিগণ অর্দ্ধপোয়া তফাতে ঐ ভোজনস্থলীতে উপনীত হন। তখন বেলা ও রৌদ্র অধিক হওয়ায় যাত্রিগণ সেখানে বৃক্ষতলে কিছু বিশ্রাম লাভ ও প্রসাদ সেবন করেন। এই

ভজনের উপায়

পরমকরুণা বারিধি কলিযুগপাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে উপদেশ প্রদানচ্ছলে বলিয়াছেন, "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস"। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্য দাস, কিন্তু নিজেদের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ফলে সেই নিত্য ভগবদ্দাস্য ভুলিয়া মায়াতে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িতেছে এবং তৎফলে আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে জর্জ্জরিত হইয়া এই দেবীধামে নানাবিধ উচ্চাবচ যোনি ভ্রমণ করিতেছে। কখনও কর্ম্মমার্গকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া পাপ ও পুণ্যাচরণফলে স্বর্গ ও নরক ভোগ করিতেছে, আবার কখনও নির্ব্বিশেষ জ্ঞান বা যোগমার্গে শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হইয়া ভগবানের নিত্যদাস্য করিবার পরিবর্ত্তে ভগবানের সহিত স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়ভেদ-রহিত অবস্থাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া দুস্তরা মায়ার হাত হইতে উদ্ধার পাইবার মানসে কতই না পরিশ্রম করিতেছে। কিন্তু ভগবান্ স্বয়ং ব'লেছেন—"আমার ত্রিগুণময়ী মায়ার কবল হইতে জীব সহজে উদ্ধার লাভ করিতে পারে না। যাহারা আমাতে একান্ত-ভাবে শরণাগত হ'ন তাঁহারাই একমাত্র মায়ার কবল হইতে উদ্ধার পাইতে পারেন।" আরও আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই—"তাতে কৃষ্ণ ভজে—করে গুরুর সেবন। মায়া জাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

ভোজনস্থলীর কিছু উর্দ্ধে একটী বিশ্রাম স্থান আছে। শ্রীপাদ গিরি মহারাজ বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত-গুহায় ভূমাসুরকে নিহত করিয়া এই স্থানে আসিয়া ভোজনলীলা ও বিশ্রামলীলা প্রদর্শন করেন। এস্থানে লাড্ডু, অন্যান্য মিষ্টান্ন, দধি প্রভৃতি নানাবিধ ফল পাওয়া যায়। যাত্রিগণ সেই সমস্ত দ্রব্য খরিদ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভোজন-স্থলীতে নিবেদন পূর্ব্বক তৎপ্রসাদ সেবন করিয়া সেস্থান হইতে প্রায় ৩॥ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বেলা দ্বিপ্রহরের সময় বিমলাকুণ্ডতীরে শ্রীল প্রভুপাদের পদান্তিকে আসিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করেন এবং স্নানাদি করিয়া প্রসাদ সেবন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ তখন বেলা দ্বিপ্রহরের সময়ও ভক্তগণ সমক্ষে অবিশ্রান্তভাবে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছিলেন। হরিকথা কীর্ত্তন হইতে একদণ্ড তাঁহার বিরাম নাই। এই দিবস বৈকালে নিকটস্থ কিছু কিছু লীলাস্থান পরিদর্শন ও পরিক্রমার জন্য যাত্রিগণ ত্রিদণ্ডিপাদগণের অনুগমনে সঙ্কীর্ত্তনসহ বহির্গত হন।

অর্থাৎ জীব যদি সদ্গুরুর পদাশ্রয় পূর্ব্বক গুরুদেবের সম্পূর্ণ আনুগত্যে গুরু-সেবা ও কৃষ্ণ-ভজন করেন তবে তিনি মায়াজাল অতিক্রম করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম সেবা-রূপ পরমপ্রয়োজন লাভ করিতে পারেন।

সুতরাং জীবমাত্রেরই হরিভজন ব্যতীত অন্য কোন কর্ত্তব্য নাই এবং হরিভজন ব্যতীত স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার আর অন্য উপায় নাই। তখন জিজ্ঞাস্য হরিভজনের উপায় কি ?

শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবানে ঐকান্তিকী ভক্তিই ভগবদ্ভজনের একমাত্র উপায়। 'ভক্তি' শব্দের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবাই বুঝায় এবং ইহাই ভক্তির মুখ্য অর্থ এবং ইহাই শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য ভজন। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নববিধ ভক্ত্যঙ্গই ভজনের উপায়। কিন্তু এই নববিধ শ্রেষ্ঠ ভজনের মূলে শরণাপত্তির অভাব থাকিলে তাহা 'কর্ম্মাঙ্গ' হইয়া পড়ে।

শরণাগতিই ভজনের মূল। মূলকে ছেদন করিয়া ভগবদ্ভজনের চেষ্টা বৃথা প্রয়াস মাত্র। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের নিত্য আনুগত্যই 'সেবা' বা 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' আর স্বতন্ত্রতাই কর্ম্ম-মার্গ বা জ্ঞানমার্গ। সাধু গুরুর আনুগত্যে জীব সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদয়ে যখন ভগবচ্চরণে আত্ম-নিবেদন করিয়া কৃষ্ণভজন করিতে আরম্ভ করেন তখনই জীবের মঙ্গলোদয় হইতে থাকে। গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য বাদ দিয়া হরিভজনের প্রয়াস হরিভজন নহে—মায়ার ভজন। গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য বাদ দিয়া নিজমতানুযায়ী সমস্ত ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিতে প্রবৃত্ত হইলে একটু মাত্রও হরিভজন না হইয়া উহা নিজ কামচরিতার্থ হইয়া যাইবে। হরিভজনের মূলই গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য, তাহা বাদ দিয়া হরিভজনের চেষ্টা আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা মাত্র। কি বদ্ধ, কি সিদ্ধ উভয় অবস্থাতেই শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য ব্যতীত হরিভজন হইতে পারে না। শ্রীহরির নিত্য আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব ও তদনুগজনের আনুগত্য না থাকিলে অহংগ্রহোপাসনরূপ অপরাধ মাত্র সার হয়। চরম রস, মধুররসের সেবাতেও গুরুরূপা সখীর আনুগত্য ব্যতীত ভজন হয় না।

অনেকের ধারণায় হরিভজন বলিতে স্মরণচ্ছলে নির্জ্জন-ভজন অর্থাৎ নির্জ্জনে 'মালা-টানা'। অনর্থযুক্তাবস্থায় ঐরূপ নির্জ্জন-ভজনের চেষ্টা প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। দুঃসঙ্গ পরিহার পূর্ব্বক নিরন্তর সাধুসঙ্গে অবস্থান করিয়া শ্রীনাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে অনর্থমুক্ত হইয়া স্মরণদশায় উপনীত হওয়া যায়; তখনই নির্জ্জনভজন সম্ভব। তাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ গাহিয়াছেন,—'কীর্ত্তন প্রভাবে স্মরণ হইবে, সেকালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব।'

জাতরতি ব্যক্তির প্রেমচেষ্টায় যে নির্জ্জনতা তাহা স্মরণমূলা। সকল উপাধি হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হইয়া আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা সর্ব্বেন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণের সেবাই ভজন। যিনি হরিভজন করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহার সমস্ত কার্য্য গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে শ্রীহরির প্রীতির জন্য করা কর্ত্তব্য।

বদ্ধজীব হরিভজনের রহস্য অবগত না থাকায় হরিভজন করিতে পারে না, তাই ভগবানের সেবক-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব জীবকে হরিভজন শিক্ষা দিবার জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। তাঁহারই কৃপায় জীব হরিভজনের প্রণালী অবগত হইতে পারেন। যিনি সেই সদ্গুরুর আনুগত্যে হরিসেবোদ্দেশ্যে যাবতীয় ইন্দ্রিয় চালনা করিতেছেন তিনিই হরিভজন আরম্ভ করিয়াছেন এবং তিনিই ভজন পরিপক্কাবস্থায় সিদ্ধ দেহে লীলায় প্রবিষ্ট হইয়া নিত্য ভজনানন্দ লাভ করেন। সুতরাং যদি আমরা নিত্য মঙ্গল লাভ করিতে ইচ্ছা করি তাহা হইলে আর যেন আমরা স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার না করি এবং হেলায় এই দুর্লভ জন্ম না হারাইয়া সদ্গুরু-পদাশ্রয়ে হরিভজনে যত্নবান হই।

হরিদ্বারাভিমুখে শ্রীল প্রভুপাদ

(তারের সংবাদ)

মথুরা, ২।১১।৩২

পরিক্রমা শোভাযাত্রা ২৯শে অক্টোবর সকালে কোসি হইতে যাত্রা করিয়া পথি-মধ্যে পায়োগ্রামে পয়ঃসরোবর দর্শন করিয়া মধ্যাহ্নে শেরগড়ে পৌছেন। অপরাহ্নে তাঁহারা বল্লভকুণ্ড, দাউজী, মদনমোহন, গোপীনাথ ও রাধাবল্লভ দর্শন করেন। ঐ দিবস বিশেষ মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ৩১শে অক্টোবর প্রত্যূষে পরিক্রমা শেরগড় হইতে যাত্রা করিয়া ১১টার সময় চিরঘাটের তাঁবুতে পৌছেন। ঐ স্থানে ঐ দিবস গোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকুট-মহোৎসবের বিপুল আয়োজন হইয়াছিল। এলাহাবাদের শ্রীযুক্ত গণেশ বাবু ঐ দিবসের উৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেন।

৩১শে অক্টোবর ১০টার মধ্যে চিরঘাটে প্রসাদ পাইয়া পরিক্রমা ১২টার সময় নন্দঘাটে পৌছেন। তথায় যমুনা পার হইয়া ৪টার সময় ভাবরাবনে পৌছেন ও তথায় ১লা নভেম্বর পর্য্যন্ত অবস্থান করেন।

পরিক্রমা অদ্য মাঠবন দর্শন করিবেন এবং পরবর্ত্তী তাঁবু রায়, মহাবন, মথুরা ও বৃন্দাবনে পড়িবার ব্যবস্থা হইয়াছে। হরিদ্বারে মঠের ভিত্তি স্থাপনের দিন আগামী ৪ঠা নভেম্বর। শ্রীল প্রভুপাদ অদ্য কতিপয় ভক্তসহ হরিদ্বারে শুভবিজয় করিতেছেন। তিনি হরিদ্বারে 'দেওবন্ধকাউস, মায়াপুর' এই ঠিকানায় অবস্থান করিবেন।

সবার জীবন কৃষ্ণ জনক সবার। হে নকৃষ্ণ যে না ভজে সর্ব্ব ব্যর্থ তার ॥

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা। সুবর্ণ সুযোগ।।

ভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা
প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৵০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

কৃপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'অসৎসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়ানুকূল্য হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মুক্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমন্মধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, কলিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুভক্তিবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৸০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাক্ত লেক্চারার, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (বং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, নাড়ীনসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য। বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ৷৹ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তত্ত্বাবিষয়-সহ সচিত্র-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৹ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।৹ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রাতিকূল্য বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সরল ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধনাম—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে বোম্বাই কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৹ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-দ্বারা জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে　　প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামি প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৹ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্র বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভু কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের মীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় চরিত্র স্থানের বিশদার্থ গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ।৵ দশ আনা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)
১৪। জৈবধর্ম্ম
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৵০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)
৪১। ব্রহ্মসংহিতা
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী।
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাপ্তাহবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাৎশরণম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ কল্পতরু ৴০
৭২। গীতাবলী ১৲
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়—কলিকাতা** শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধসেবনপন্থের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্রসম্মত পথ্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত—তীর্থরাজ** নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী—কটক** শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন—আসামী ভাষায়** আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ববিধ মজ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের গ্রাহকদের জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ভি পি ডাকে পাঠান হয়। ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ॥৶০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মিলন বৈঠক

এলাহাবাদে হিন্দু, মুসলমান এবং শিখদিগের মিলন বৈঠকের স্থান হইয়াছে। মহিলা বিদ্যাপীঠ একটী সভাস্থল নির্দিষ্ট হইয়াছে। দিল্লী হইতে একটী ভুল সংবাদ প্রচারিত হয় যে দিল্লীতে সভা বসিবে। পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্য এ বিষয়ে প্রতিবাদ করিয়াছেন। যাঁহারা ঐ বৈঠকে যোগদান করিয়াছেন তাঁহাদের আহার বাসস্থানাদির সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। ভারতের নানা স্থান হইতে প্রতিনিধিবর্গ আগমন করিতেছেন।

খৃষ্টান সম্মেলন

গত ২৯শে অক্টোবর তারিখে পুনায় ভারতীয় খৃষ্টান সম্মেলনের অধিবেশন শেষ হইয়াছে। ডাঃ এস, কে, দত্ত বলেন যে, য়ুরোপীয় ও মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে সাম্প্রদায়িক নির্দ্ধারণের যে মূল্যই থাকুক না কেন, উহা ভারতীয় খৃষ্টানদের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হইয়াছে। সংখ্যা-গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সদিচ্ছার উপর ভারতীয় খৃষ্টানদের নিরাপত্তা নির্ভর করিতেছে। একটী সম্মিলিত বিবৃতি রচনার জন্য এক সমিতি গঠিত হয়।

অস্পৃশ্যতা

ইচ্ছাপুর ষ্টেসনের নিকট আন্তর্জ্জাতিক ভোজ এবং অস্পৃশ্যদের মন্দির-প্রবেশ সম্বন্ধীয় আন্দোলনের প্রতিবাদ করিবার জন্য এক সভার অধিবেশন হয়।

সনাতনীদের পক্ষ হইতে বলা হয় যে আন্তর্জ্জাতিক ভোজ কিম্বা অস্পৃশ্যদের জন্য মন্দিরের দ্বার উন্মোচন ব্যতীতও দেশোদ্ধার করা যায়। এ সমস্ত বিষয়ে মাথা না ঘামাইয়া অস্পৃশ্যদের আর্থিক কষ্ট নিবারণ, অপরিষ্কৃত বাস-স্থানের সুব্যবস্থা এবং অন্যান্য সুখস্বাচ্ছন্দ্যের উপায় কি করিলে হয় সে সম্বন্ধে মনোযোগের সহিত চিন্তা করাই সনাতনীদের মত। তাঁহারা বলেন ইহাতেই দেশোদ্ধার হইবে।

[এসম্বন্ধে নদীয়াপ্রকাশ এপর্য্যন্ত নিস্তব্ধ আছেন। তবে একটি কথা না বলিয়া থাকা যায় না—এপর্য্যন্ত কেহই তথাকথিত অস্পৃশ্যদের নিত্যমঙ্গলের কথা বলেন নাই। তাহাদিগকে "হরিজন" আখ্যা দিয়া "হরিজন সেবা-সমিতি" প্রতিষ্ঠা স্থাপন সত্ত্বেও তাহাদের হরিসেবা-বুদ্ধি উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা কেহই করিতেছেন না এবিষয়ে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচেষ্টা আলোচনা করিলে সুফল হয়।]

নিমন্ত্রণে আপত্তি

স্যর পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস তৃতীয় গোলটেবিলে যোগদান করিতে যাওয়ায় ভারতীয় বণিক সমিতি মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সমিতি তাঁহার কার্য্যের সমর্থন করিবেন না এবং তাঁহার বণিক সমিতির প্রতিনিধিত্ব করিবার অধিকার নাই।

দেওয়ালী উৎসব

বোম্বাইয়ে অনুন্নত শ্রেণীর লোকগণ মহা ধুমধামে দেওয়ালী উৎসব সমাপন করে। মেয়র তাঁহাদের নেতৃত্ব করেন।

ত্রিপুরায় খাজানা বন্ধ

অভয় আশ্রমের কর্ম্মী মহেন্দ্র বাবু ত্রিপুরা জেলার পল্লীঅঞ্চলে খাজানা বন্ধ আন্দোলন চালানর জন্য গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

ধর্ম্মঘটের ইতিহাস

টিটাগড় জুটমিলে জোর ধর্ম্মঘট চলিয়াছে। ধর্ম্মঘটকারিগণ, বিভিন্ন মিলের সর্দ্দারদের বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও দাবী পূর্ণভাবে পূরণ পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘট চালাইবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হয়।

কলিকাতা হইতে কয়েকজন নেতা ধর্ম্মঘটের অবস্থা পরিদর্শন করিবার জন্য সেস্থানে গিয়াছিলেন। দেড় হাজার লোক মিলিয়া এক বিরাট সভার অধিবেশন হয় এবং বক্তৃতার প্রভাবে শ্রমিকগণ উৎসাহিত হয় এবং তাহাদের সংকল্প আরও দৃঢ় হয়।

দুই দিন পরে পুনরায় এক সভার অধিবেশন হয়। ধর্ম্মঘটকারিগণকে শান্ত এবং দৃঢ়সংকল্প থাকিবার জন্য বক্তৃতাকারিগণ অনুরোধ করেন।

ধর্ম্মঘটকারিরা কলিকাতার দিকে অগ্রসর হইবার ইচ্ছা জানায়। তাহাদের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তাহারা তাহাদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে সেখানেও আন্দোলন করিবে।

গ্রেপ্তার

বোম্বাইয়ে একজন স্বেচ্ছাসেবক নবজীবন নামক অননুমোদিত পত্রিকা বিক্রয় করার জন্য গ্রেপ্তার হইয়াছে। তাহার এক হাজার পত্রিকা পাওয়া গিয়াছে।

গ্রেপ্তার

মুজঃফরপুরের আদালত গৃহে পতাকা উত্তোলন করায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং আন্দোলনকারিগণকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মেদিনীপুরে ম্যা

মেদিনীপুরে ভীষণ ম্যা দেখা দিয়াছে। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই ম্যালেরিয়া রোগী আছে।

পতাকা উৎসব

মাসিক পতাকা উত্তোলন উৎসবের পর বোম্বাইয়ে কয়েকজন গ্রেপ্তার হন। তাঁহাদের প্রত্যেকের ছয়মাস করিয়া কারাদণ্ড এবং ৫০৲ করিয়া জরিমানা হইয়াছে।

জেলে মৃত্যু

পাটনা জেলে (ক্যাম্প) পচিশ জন রাজনৈতিক বন্দী আটমাসের মধ্যে মারা গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রয়োজন বলিয়া অনেকে ধারণা করিতেছেন।

নেতার দণ্ড

বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ শ্রমিক নেতা আবদুল তায়েব সেখ মানবেন্দ্র রায় সপ্তাহে বক্তৃতা করার জন্য দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৩০০৲ অর্থদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছেন, টাকা অনাদায়ে আরও ছয় মাস কারাবাস করিতে হইবে।

চিনির কল

চিনির ব্যবসায়ে সংরক্ষক শুল্ক স্থাপনের পর হইতে দুইটী শিশু বিহারে পচিশটী চিনির কল স্থাপিত হইয়াছে। বাংলায় বৎসরে বিশ কোটি টাকার চিনি ব্যবহার হয়।

আরামবাগে খাজানা বন্ধ

আরামবাগ সমর পরিষদের সদস্য শৈলবাবু খাজানা বন্ধ আন্দোলন চালানর জন্য গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাঁহার প্রতি ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

একখুন দুইজখম

বোম্বাইয়ে তিনটী লোক ছোরার আঘাত পায় তাহার মধ্যে একজন মরিয়া গিয়াছে।

গত ৩০শে অক্টোবর তারিখে বেলা ৪টার সময় একজন মুসলমান অপর একজ মুসলমানকে কয়েকটী ছোরার আঘাত মারিয়া সরিয়া পড়ে। উহাদের মধ্যে বিদ্বেষভাব ছিল। আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

একটী রাস্তায় ম্যাজিক দেখান হইতেছিল; একজন হিন্দু সেখানে দাঁড়াইয় থাকাকালে অনুভবকরে যে কে তাহার পকেটে হাত দিয়াছে। সে দেখে যে একজন মুসলমান একাজ করিতেছে এবং তাহাকে ধরিয়া পুলিশ ডাকিতে থাকে, এমন সময় মুসলমানটী তাহাকে ছোরা মারে। পুলিশ আক্রমণকারীকে ধরিয়াছে।

রাত্রি দশটায় সময় একজন মাতাল অপর এক ব্যক্তির সহিত বচসা করিয়া তাহাকে ছোরা মারে। আহত ব্যক্তি মারা গিয়াছে। পুলিশ আসামীকে ধরিয়াছে। প্রকাশ যে হতব্যক্তি দুইজনের বিবাদ মিটাইতে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছে।

বোম্বাইয়ে চিমনলাল শীতলবাদ একজন সভায় প্রকাশ করেন যে এলাহাবাদ সম্মেলনে যদি হিন্দু, মুসলমান ও শিখ সম্প্রদায় একটা চুক্তিতে উপস্থিত হইতে পারে, তবে শাসনবিধি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের পথে অনেকটা অগ্রসর হওয়া যাইবে।

চিমনলাল শীতলবাদের মতে সম্মিলিত ভারতের ন্যায় তাহাতে দাবীর বিরুদ্ধে কোন শক্তি দাঁড়াইতে পারিবে না।

ডাঃ মুঞ্জে সংখ্যা গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের পক্ষে সংরক্ষণ বিধিটী একটা উপহাসের বিষয় বলেন তিনি যে পঞ্জাব ও বাংলার মুসলমানের সংখ্যা বেশী, তাঁহাদের আবার সংরক্ষণ চেষ্টা কেন?

সুভাষ বাবুর স্বাস্থ্য তিন সপ্তাহেও কিছুই সারে নাই।

দিল্লীর প্রসিদ্ধ জুয়ারি রাম কয়ম গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

বাঁকুড়ার রাজগ্রাম নিবাসী প্রফুল্ল বাবুকে অর্ডিনান্স অনুসারে কতকগুলি সর্ত্ত মানিয়া নিজ গৃহে আটক থাকিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

পাটনার অস্পৃশ্যতা-বিরোধী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য দ্বারভাঙ্গার রাজাকে অনুরোধ করা হইয়াছে। তিনি অস্বীকার করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

চট্টগ্রামের একজন গুর্খা সৈন্য ষ্টীমার হইতে মেঘনা নদীতে পড়িয়া যায়। তাহাকে চাঁদপুর হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

চট্টগ্রামে বিপ্লববাদ দমন কমিটির উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে বিপ্লববাদ বিরোধী প্রচার কার্য্য হইয়াছে। কয়েকটী গ্রামে সভা আহুত হইবে বলিয়া প্রকাশ।

টেলি — শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈ নি ক

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার — প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲ প্রতি কলম ৬৲ অর্দ্ধ কলম ৩।০ সিকি কলম ২৲ চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার — অগ্রিম দেয় বার্ষিক ৯৲ ষাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২।৷০ মাসিক ১৲ প্রতি সংখ্যা /৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২০২তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৯শে কার্ত্তিক শনিবার ১৩৩৯, ৫ই নভেম্বর ১৯৩২

৪ জন সদস্যের সভাত্যাগ

নিষেধাজ্ঞা অমান্য

প্রেসিডেণ্টের জীবন রক্ষা

ধর্ম্মঘটীদের আবেদন

ভীষণ ডাকাতি

নির্ব্বচনে বাধা

চট্টগ্রামের জের

মোটরে দুইখুন

বিলাতে চিনির কথা

নানা কথা

৪ জন সদস্যের সভাত্যাগ

পাঠকগণ অবগত আছেন যে অর্ডিনান্স বিল সিলেক্ট কমিটীর ৪ জন সদস্য সভা ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা বিবৃতিতে প্রকাশ করিয়াছেন যে, সকল আপত্তিকর ধারা সহ অর্ডিনান্স বিলটীকে পাশ করাইতে সরকার কৃতসঙ্কল্প এবং সভাপতির কাটিং ভোট সংশোধনের পথ বন্ধ করিতেছে। সভাপতি সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন "আমি অবশ্য সরকার পক্ষেই ভোট দিব"।

প্রেসিডেণ্টের জীবন রক্ষা

আমেরিকার যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট স্পেশাল ট্রেণে করিয়া যাইতেছিলেন। উহা ওহায়োর এথেন্স নামক স্থানে ধ্বংস করিবার চেষ্টা হয়। কিন্তু চেষ্টা সফল হয় নাই।

ভীষণ ডাকাতি

সিরাজগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত [illegible] গ্রামের বিহারীলাল দের গৃহে ডাকাতি হইয়াছে। সশস্ত্র ডাকাতের দল লোকজনকে প্রহার করিয়া বাক্স ভাঙ্গিয়া নগদ টাকা এবং অলঙ্কার লইয়া প্রস্থান করে।

বিলাতে চিনির কথা

সাদা ও দানাদার আমদানী চিনির উপর সংরক্ষণ শুল্ক বসানর জন্য ভারতে চিনি পরিষ্কার করিবার ব্যবসায় বৃদ্ধি পাইয়াছে এজন্য বৃটিশ ভারতের সরকারের নিকট বৃটিশজাত শর্করা পরিষ্কারের যন্ত্রপাতিতে কিছুৎ পরিমাণে সুবিধা প্রদানের জন্য বলা হইবে কিনা প্রশ্ন করায় পার্লামেণ্টে উত্তর দেওয়া হয় যে, বিদেশী যন্ত্রপাতি অর্ডার দেওয়া হয়। বর্ত্তমান অটোয়া চুক্তির বাহিভূত কার্য্য করিতে ভারত গবর্ণমেণ্টকে বলিয়া কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।

সান্টিয়াগোর কংগ্রেস এবং প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনের সময় শান্তিরক্ষার জন্য গত ৩০শে অক্টোবর তারিখে পনরহাজার সৈন্য মোতায়েন রাখিতে হইয়াছিল।

পার্লামেণ্টে গান্ধি

পার্লামেণ্টে প্রশ্ন করা হয় যে, ভারতে শান্তি স্থাপনের জন্য মিঃ গান্ধির সহযোগিতার জন্য সরকার চেষ্টা করিতেছেন কি না?

স্যার স্যামুয়েল হোর উত্তর প্রদান করেন যে এবিষয়ে মিঃ গান্ধীরই প্রথম অগ্রসর হওয়া উচিত। তিনি আরও বলেন যে, তিনি পূর্ব্বেই জানাইয়াছেন যে যদি মিঃ গান্ধি গত গোলটেবিল বৈঠকের সময়ের সম্পর্ক স্থাপিত করিতে চাহেন তাহা হইলে সেবিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে জানাইতে তাঁহার কোন অসুবিধা হইবেনা। গবর্ণমেণ্টও সে বিষয়ে বিবেচনা করিবেন।

চট্টগ্রামের জের

পাহাড়তলীতে রেলওয়ের সাহেবদিগের প্রমোদাগার আক্রমণ সম্পর্কে প্রায় ৫ জন জামীনে মুক্ত হইয়াছেন এবং ২৩ জন জেল হাজতে আছেন।

পুলিস খুব জোর তদন্ত চালাইতেছে।

মোটরে দুইখুন

বোম্বাই পুলিশ ডেপুটী লোপদ উদ্দিন [illegible] আসামীকে বাউজান কর্ত্তা ধাবে [illegible] চালানের অভিযোগে গ্রেপ্তার করিয়াছে। মোটরের ধাক্কা লাগিয়া একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক হত এবং দুইজন আহত হইয়াছে।

ক্রোকের ধুম

তমলুক মহকুমার [illegible] নন্দীগ্রাম ও মহিষাদল থানার [illegible] টেক্স এবং চৌকীদারী টেক্স [illegible] ক্রোক করা হইতেছে। [illegible] এবং সে আদেশ অমান্য হইতেছে।

সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥' শ্লোকগুলি বিচার করেন এবং পরিশেষে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক ও শ্রীরূপপাদের উপদেশামৃতের শ্লোকগুলি বিচার করিয়া শ্রবণ করাইলে উক্ত পণ্ডিতজী (যিনি জ্ঞানালোচনা হইলে ভক্তি কিরূপে লভ্য হইতে পারে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন) বলেন যে, "আমার প্রশ্নোত্তরে আপনার শ্রীমুখবিগলিত অনেক সৎসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিবার জন্যই আমি ঐরূপ বিরুদ্ধ নিজ বাক্য প্রশ্ন আপনার নিকট উত্থাপন করিয়াছিলাম।" রাত্রি অধিক হওয়ায় শ্রীল প্রভুপাদ কাম্যবনের ব্রজবাসী ভক্তগণকে দৈন্যভরে দণ্ডবৎ করিলে ..... মণ্ডলী শ্রীল প্রভুপাদকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক পরমানন্দে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পরিক্রমার অষ্টাদশ দিবস

কর্ণভূষণ-কুণ্ড

গত ২৩।১০।৩২ তারিখ ভোর ৪ টার সময় তাঁবু তুলিয়া পরিক্রমা কাম্যবন হইতে প্রাতে ৬টার সময় বর্ষাণ (লাড্ডুগুণতীর) রওনা হ'ন। কাম্যবন হইতে বর্ষাণ বরাবর পূর্ব্বমুখে কতকদূর, তারপর আবার উত্তর দিকে যাইতে হয়। সমস্ত রাস্তাটী এত প্রচুর বালুকাপূর্ণ যে যাতায়াত বড়ই কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ, কেননা বালিতে পা ডুবিয়া যায়। বিমলাকুণ্ড হইতে ২ মাইল পথ অতিক্রম করিবার পর কর্ণভূষণকুণ্ডে পৌছান যায়। এই কুণ্ডে কোন ঘাট নাই বা কুণ্ডতীরে কোন মন্দিরাদি নাই। এখানকার বৃক্ষলতা ও বনরাজি দেখিয়া মনে হয় যেন তাঁহারা কোন এক অবাক, অচিন্ত্য বস্তুর সেবায় কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দণ্ডায়মান।

কৃষ্ণকুণ্ড

এই স্থান হইতে ১॥ মাইল গিয়া কৃষ্ণকুণ্ড পাওয়া যায়। এই কুণ্ডটী অতি ক্ষুদ্র, কুণ্ডের চতুর্দ্দিক বাঁধা ঘাট থাকিলেও তাহা সম্পূর্ণ ভগ্নদশায় পরিণত। তীরে যে মন্দির আছে তাহাতে কদম্ববিহারী সাক্ষী-গোপালের শ্রীবিগ্রহ বিরাজমান। এই ..... কদম্বখণ্ডীও বলা হয়। নিকটে একটী পুলিন মঞ্চ আছে, এখানে নাকি শ্রীকৃষ্ণের হিন্দোল-লীলা হইত। নিকটেই একটী ..... দণ্ডায়মান। শুনা যায় যে, এ ..... উপর একটী রাসমণ্ডপ আছে। ..... যায় যে, এই শ্রীমন্দিরের মোহান্ত ..... নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ভুক্ত। এই স্থানটী বনের মধ্যে অতি নির্জ্জন ভূমি। শ্রীপাদ বন মহারাজ বলেন যে, নিকটস্থ পর্ব্বতটী শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ-ভূমি ছিল। শ্রীপাদ আশ্রম মহারাজ বলেন যে, যে সমস্ত স্থান পরিক্রমা করা হইতেছে তাহার সমস্তই চিদ্বিলাসের স্থান। এই সমস্ত স্থান দর্শনে যদি আমাদের হৃদয়ে কৃষ্ণসেবাবৃত্তি জাগিয়া উঠে, তবেই আমাদের ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার সার্থকতা। এখানে কদম্ববিহারী ও কৃষ্ণ-বলদেবের শ্রীমূর্ত্তিও আছেন।

কৃষ্ণকুণ্ড হইতে ২ মাইল আসিয়া একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে পরিক্রমাকারিগণ বিশ্রাম করেন। সেখানে ব্রজবাসিগণ পিপাসার্ত্ত ব্যক্তিগণকে মাঠা প্রদান করিলে উহা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ভোগ লাগাইয়া তৎপ্রসাদ সেবন করেন। কাম্য বন হইতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহকে অগ্রণী করিয়া পরিক্রমা বাহির হ'ন। এই পল্লী হইতে প্রায় তিন মাইল গিয়া বেলা ১২ টার সময় পরিক্রমা ভানুকুণ্ডতীরে তাঁবুতে আসিয়া উপস্থিত হ'ন।

এই ভানুকুণ্ডটীর চারি ধার প্রস্তর দিয়া বাঁধান, কুণ্ডটীও বৃহৎ; ইহার তীরে একটী অট্টালিকা আছে। তাহার কিয়দংশ এই কুণ্ডের জলে মজ্জমান। কুণ্ডতীরটী প্রশস্ত থাকায় ঐ স্থানে তাঁবু পড়িয়াছে। স্থানটী বেশ পরিষ্কার হইলেও উই পোকার অত্যাচার খুব বেশী। ইহাদের জন্য হইতে বিছানাপত্র আদৌ রক্ষা হইতেছে না।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

দীক্ষার আবশ্যকতা

অপরাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে কতিপয় ভক্ত সমবেত হইলে তিনি দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বে এবং দীক্ষা গ্রহণের পরে হরিনাম-কীর্ত্তনের মহিমা সম্বন্ধে অনেক কথা আলোচনা করেন। দীক্ষা বা দিব্য-জ্ঞান বা সম্বন্ধ-জ্ঞান লাভ করিবার পূর্ব্বে যে অপরাধশূন্য শ্রীনাম কীর্ত্তন হয়, তাহা নামাভাস মাত্র, কিন্তু সম্বন্ধ-জ্ঞান লাভের পর নিরপরাধে যে শ্রীনাম গ্রহণ তাহাই প্রকৃত শ্রীনাম-কীর্ত্তন। অতএব পূর্ণ ভাবে শ্রীনাম-কীর্ত্তন করিতে হইলে এবং নাম-কীর্ত্তনের ফল লাভ করিতে হইলে আদৌ সদ্গুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক বিভুচেতন শ্রীকৃষ্ণের সহিত অণুচিৎ জীবের কি সম্বন্ধ তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক।

গৃহস্থ ও ত্যক্তগৃহের কর্ত্তব্য

ত্রিদণ্ডিপাদগণকে উদ্দেশ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ বলেন যে, ত্যক্তগৃহ ব্যক্তির পক্ষে মাধুকরী বৃত্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারের বৈশিষ্ট্য এই যে, ত্রিদণ্ডিপাদগণ মাধুকরী ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় সমস্ত অর্পণ করিবেন এবং নিজ নিজ জীবনরক্ষার্থ মহাপ্রভুর যৎকিঞ্চিৎ প্রসাদ পাইবেন। তাঁহাদের পক্ষে সঞ্চয় সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। আর গৃহস্থগণ তাঁহাদের উপার্জ্জিত সমস্ত ধনাদি কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ করিয়া ত্যক্তগৃহ বৈষ্ণবগণকে মাধুকরী ও স্থূল ভিক্ষা দিবেন। এই প্রসঙ্গে প্রভুপাদ বলেন যে, বঙ্গদেশের মৎস্য-মাংসাহারী গৃহস্থগণের নিকট হইতে মাধুকরী গ্রহণ করা অপেক্ষা এতদ্দেশবাসী ব্রজবাসিগণের নিকট হইতে ঐরূপ মাধুকরী গ্রহণ শ্রেষ্ঠ; কারণ ইহারা অমেধ্যাদি ভোজনে বিরত।

লীলা স্মরণের অধিকার

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের বিচারে শ্রীরূপানুগগণের আনুগত্যে হরিভজন বিধেয়। মনোধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে জড়ীয় মনের দ্বারা অষ্টকালীয়-লীলা স্মরণ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের বিধি নহে। মনের দ্বারা স্মরণ হয় না; মনের দ্বারা যে ধ্যান তাহাতে লীলা স্মরণ হ'য় না। গৌড়ীয় গোস্বামিগণের পন্থা ভিন্ন প্রকার; তাঁহারা শ্রবণ, কীর্ত্তন, পরে লীলা-স্মরণের কথা বলিয়াছেন। এই ক্রম পন্থা পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন পথ অবলম্বন করিলে জীবের মঙ্গল হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ-লীলা অপ্রাকৃত চিন্ময় ব্যাপার। একমাত্র চিন্ময় আত্মাই স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হইলে ঐ লীলা স্মরণের অধিকারী হইতে পারেন। তাহাও ক্রমপন্থায় অনুশীলনীয়।

বৈষ্ণবের দৈন্য

ঐ সকল কথা-প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ আরও অনেক তত্ত্ব-কথার আলোচনা করিয়া বলেন যে, বৈষ্ণবই জগদ্গুরু; মানুষের মধ্যে বৈষ্ণবের গুরু কেহ হ'তে পারে না। "রক্ত-বস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না যুয়ায়" এই কথার উল্লেখ করিয়া তিনি দৈন্যমুখে বলেন যে, "আমি ত বৈষ্ণব হ'তে পারি নাই যে উক্ত কাষায় বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া শ্বেত বস্ত্র পরিবার অধিকারী হইব। আমি বৈষ্ণব হইয়া গিয়াছি এই প্রকার ধৃষ্টতা যেন আমার মনে স্থান না পায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতে না বলিয়া বৈষ্ণবের দাসানুদাস অভিমান করিবার আদেশ করিয়াছেন,—"গোপীভর্ত্তুঃ-পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ"।

আমি ত বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে,
অমানি না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি, হৃদয় দূষিবে,
হইব নিরয়গামী ॥"

(ক্রমশঃ)

পিঙ্গলা

(১)

আশাই জীবের দুঃখের একমাত্র কারণ। বদ্ধজীবের আশা কোনদিন পূর্ণ হয় না বা তরঙ্গের ন্যায় আশার শেষও নাই, পরন্তু আশার অপূর্ণতাবশতঃ কষ্টই জীবের প্রাপ্য ফল, এই অমূল্যবাণীটী আমাদিগকে শিক্ষা প্রদানার্থ শ্রীভগবান্ শ্রীমদ্ভাগবতরূপে জগতে প্রকটিত হইয়াছেন। ভোগের দ্বারা ভোগাশার তৃপ্তি হয় না, পরন্তু ভোগাশা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া কেবল আশানলে আমাদিগকে দগ্ধ করে, তাহা আমার ন্যায় ভোগাভিলাষী বদ্ধজীবমাত্রেই অনুভব করিতে পারিবেন। রাজা—মহারাজা হইবার জন্য, লক্ষপতি—কোটীপতি হইবার জন্য সতত ব্যস্ত। ইহা আমরা এ জগতে সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিতেছি বা নিজে নিজেও কতকটা উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাইয়াছি বা পাইতেছি। দুর্দ্দৈববশতঃ আমরা এই আশার মুখে ভস্ম প্রদানে অক্ষম হইয়া মায়া-মরীচিকাদর্শনে ধাবিত মৃগের ন্যায় কেবল আশা-রাণীর অনুধাবন করতঃ মৃত্যু-মুখে পতিত হইতেছি। তাই আমাদের মঙ্গলের জন্যই শাস্ত্রে বহুবিধ উপদেশের অবতারণা।

পুরাকালে বিদেহ নগরে পিঙ্গলা নামে এক স্বৈরিণী বাস করিত। সে পথিক কান্তকে স্বীয় রতি-গৃহে লইয়া যাইবার নিমিত্ত উত্তম বেশ-ভূষা পরিধান করতঃ সায়ংকালে বহির্দ্বারে প্রত্যহ দণ্ডায়মানা থাকিত। সেই অর্থলুব্ধ স্বৈরিণী, পথিমধ্যে পুরুষদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া এক এক করিয়া সকলের প্রতিই 'ইনি ধনবান্, ইনি আমাকে অর্থ দিবেন' এইরূপ মনে করিতে লাগিল। সেই সঙ্কেতোপজীবিনী বারাঙ্গনা এইরূপ সকলকে গমনাগমন করিতে ও স্বীয় গৃহে না আসিতে দেখিয়া মনে করিল অন্য কোন ধনবান ব্যক্তি আসিয়া আমাকে বহু ধন প্রদানপূর্ব্বক আমার সেবা করিবে। পিঙ্গলা এইরূপ দুরাশাবশতঃ দ্বার অবলম্বন পূর্ব্বক নিদ্রাশূন্যাবস্থায় গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট ও নির্গত হইতে হইতেই অধিক রাত্রি হইয়া উঠিল; পরে ধনাশায় শুষ্কবদনা ও দীনচিত্তা সেই পিঙ্গলার সুখাবহ চিন্তা হেতু হৃদয়ে বৈরাগ্য উদিত হইল।

অতঃপর পিঙ্গলা কহিল, হায়! আমার ন্যায় বিবেকশূন্যা, যে অজিতাত্মা আর কেহ নাই; যেহেতু আমি অতি তুচ্ছ কান্তের নিকট হইতে কাম্য বিষয় আকাঙ্ক্ষা করিতেছি। আমি, অন্তরে রতিপ্রদ ও ধনদ নিত্য ভগবচ্চরণকমলের উপাসনা পরিহার করিয়া অজ্ঞের ন্যায় অকামদা দুঃখ, ভয়, শোক ও পীড়াদায়ক অতি তুচ্ছ পুরুষের সঙ্গলাভাশায় বৃথা দিনপাত করিতেছিলাম।

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! স্বর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নার স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির সন্ধান এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-রচিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মচার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। বালক, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এতদ্রূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীশ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারকৃত স্বীকৃত তাৎপর্য্যাদি বিনত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ২৲

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ৷৵০

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৷৵০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে-ছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অক্ষকের প্রতি উপদেশ', 'উদ্ধারব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শাস্ত্র-কর্ত্তোর স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের কর্ত্তব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'তঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্ত হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মবোধিনী কৃষ্ণ-কাম্য আনন্দদায়িনী কীবস্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্ববিজয়, শ্রীবাসভবনে, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীমদ্ স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, কলিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গোরক্ষণা ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবতার, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের কথা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামকীর্ত্তন ও বাক্যশ্রবণের নিত্যতা—এই সাতটি তত্ত্বপূর্ণ বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অতোহস্মাকং প্রবর্ত্তনবেদা," অর্চ্চাবিগ্রহ আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুকচিহ্নাদি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজা। প্রভুপাদের 'প্রতিনিবেদন', পরিক্রমাত ও কাটোয়া, শ্রীগৌর মতের প্রচার-ব্যবস্থা এই সপ্ত কোহিনুর প্রভৃতি বিভূষিত, ভিক্ষা মাত্র ১০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ৩৷০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড** শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶৹
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। [illegible] কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶৹
৬। [illegible]-সাহিত্য ।৶৹
৭। ভজনরহস্য ॥৹
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১১। গীতার কেবলাদ্বৈত-ভাষ্য ॥৹
১২। [illegible] সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥৹
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
(চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶৹
ঐ (বাঁধা) ৸৹
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶৹
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶৹
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥৹
ঐ (আবাঁধা) ।৶৹
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
২২। ভক্তিরত্নাকর
(নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶৹
২৩। গীতমালা ⁄১৹
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৴৹
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৴৹
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা
(৪৪৬ গৌরাব্দ) ৶৹
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।৹
২৯। শরণাগতি ⁄৹
৩০। গীতাবলী ⁄৹
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥৹
৩২। সাধনকণ ⁄৹
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄৹
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄৹
৩৫। অর্থপঞ্চক ⁄৹
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄৹
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১৹
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১৹
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥৹
ঐ (আবাঁধা) ।⁄৹
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥৹
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।৹
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।৹
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄৹
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।৹
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৴৹
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
৫২। সারগ্রাহী ⁄৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥৹
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।৹
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ ।৹
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶৹
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄৹
৫৮। সারাংশদর্পণম্ ৴৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥৹
৬০। নামভজন ।৹
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৶৹
৬২। লাইফ্ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄৹
৬৫। দি ভাগবত ।৹
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ এ্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোশন ।৹
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥৹
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥৹
৭০। সাধন পথ ।৹
৭১। কল্যাণ কল্পতরু ⁄৹
৭২। গীতাবলী ১৲
৭৩। শরণাগতি ⁄৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু ⁄৹

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫, ত্রৈমাসিক ২৸৹, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। [illegible] সমালোচক ও [illegible] নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ⁄৹।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীলভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।৹।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥৹ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥৹ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

[illegible]

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ওজন ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।৹ আনা, প্যাকেট ॥৶৹ আনা, বোতল ১৶৹ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মিলন বৈঠক

এলাহাবাদে সর্ব্বদল সম্মেলনের কয়েকটী বৈঠক হইয়া গিয়াছে; কিন্তু রুদ্ধদ্বার থাকায় বিশেষ কোন সংবাদ প্রকাশ পায় নাই।

মিঃ রাঘবাচারিয়ার সম্মেলনের সভাপতি এবং মিঃ গোবিন্দ মালব্য ও মিঃ মহম্মদুল্লা সেক্রেটারী হইয়াছেন।

সভাপতি প্রকাশ করিয়াছেন যে মুসলমানদিগকে যতই সুবিধা দেওয়া হউক না কেন প্রধান মন্ত্রীর নির্দ্ধারণ মানিয়া চলা অপেক্ষা তাহা কম ক্ষতিকর।

মহিলা সভা

দিল্লীতে গত ১লা নভেম্বর তারিখে এক মহিলা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার মত এই যে, যে প্রকারে হউক না কেন, একটা সম্প্রদায়গত মীমাংসায় পৌঁছিতে হইবে। মহিলাদিগের জন্য নির্দিষ্ট আসন না রাখিয়া প্রাপ্ত বয়স্কদিগের ভোটাধিকারের ভিত্তির উপর মহিলা প্রতিনিধি গ্রহণের দাবী প্রস্তাবিত হয় আপোষ সম্মেলনে মহিলাদিগের উপস্থিতি প্রয়োজন বলিয়া ঘোষিত হয়।

পলাতক ধৃত

বরিশাল জেলার অন্তর্গত নলচীরা নামক স্থানে কয়েকজন হিন্দু এবং চৌকীদার মিলিত হইয়া হিজলীর পলাতক আসামী ফনিদাস গুপ্ত এবং অপর এক যুবককে গ্রেপ্তার করে।

আসামীরা নৌকার খোঁজ করিতেছিল। তাহাদের নিকট বোমা কার্তুজ ও পিস্তল পাওয়া যায়।

দাঙ্গা

জার্ম্মানির হামবুর্গে নাজিরগণের সহিত গত ৩০শে অক্টোবর তারিখে সাম্যবাদী ও সমাজতন্ত্রীরা সমস্তদিন ধরিয়া সশস্ত্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিল। তিনজন আহত হইয়াছে।

সিলেক্ট কমিটী

ভারতবর্ষের নূতন শাসনতন্ত্র বিধান সম্বন্ধে একটি জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারি কমিটি বসাইবার প্রস্তাব আছে। নূতন গোল-টেবিলের অধিবেশনে তাহার কার্য্য কোন ক্রমেই স্থগিত করা হইবে না।

রেলওয়ে ধর্ম্মঘট

পেরাম্বুরের সমস্ত অন্যান্য কেন্দ্রেও বিস্তৃত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ দৃঢ়তা প্রদর্শন করার ফল বিপরীত দেখা যাইতেছে।

জার্ম্মান মন্ত্রিদল

বার্লিনে হিস ক্যাবিনেটের মন্ত্রী তিনজন স্বরাষ্ট্র, কৃষি এবং শিক্ষা সচিব পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। হিস সভায় সরকারের প্রাধান্যই দেখা যায়।

নিষেধাজ্ঞা অমান্য

গাইবান্ধা অঞ্চলে পুলিশ কয়েকজনের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রচার করে। আজ্ঞা অমান্য করার জন্য দুইজন গ্রেপ্তার হইয়াছে।

ধর্ম্মঘটীদের আবেদন

কলাভিন ও ফিলিসন পাটকলের প্রায় পনর হাজার মজুর অক্টোবর মাস হইতে ধর্ম্মঘট করিয়াছে। তাহারা এখনও কার্য্যে যোগদান করে নাই এবং তাহাদের অসুবিধা দূর করিবার জন্য লাটসাহেবের নিকট দরখাস্ত করা হইয়াছে।

ধর্ম্মঘট

ল্যাঙ্কাশায়ারের মিলগুলির কাজ প্রায় বন্ধ হইয়াছে। মাত্র কয়েকটী কলের শ্রমিকগণ পুরাতন বেতনের হারে কার্য্য করিতে রাজি হইয়াছে। শান্তি স্থাপনের জন্য গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে লোক পাঠান হইয়াছে। একমাত্র ম্যাঞ্চেষ্টারে দুইলক্ষ শ্রমিকের বেকার হইবার আশঙ্কা আছে।

পিটুনী আদায়

পাঠান পুলিশসহ দারোগাসাহেব তমলুক রায় পাড়ার বৈকুণ্ঠ বাবুর বাটীতে আসেন এবং তাঁহার নিকট হইতে সমগ্র গ্রামের পিটুনি পুলিশ ট্যাক্স আদায় করেন।

নির্ব্বাচনে বাধা

ভারতসচিব রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের বিপক্ষে মত দিয়াছেন। ভারতের সমগ্র শাসন তন্ত্রের সংশোধন হওয়া পর্য্যন্ত বর্ত্তমান অবস্থার কোন পরিবর্ত্তনে সরকারের ইচ্ছা নাই। বর্ত্তমানে ভারতের ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

আবার গ্রেপ্তার

যাদবপুর টেকনিকাল কলেজের অধ্যাপক নরেশ বাবু গ্রেপ্তার হইয়াছেন, মেদিনীপুর টাউন কংগ্রেস ক্যাম্প হইতে ও সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সন্দেহে ধৃত

বোম্বাইয়ের আগ্রিপাদায় পুলিশ হানা দেয়, কংগ্রেসকর্ম্মী সন্দেহে ৩৩ জনকে ধরে এবং তাহাদিগকে হাজতে দেয়

হত্যা

পেন্সন প্রাপ্ত আফ্রিদি সুবাদার আফ্রিদী নেতা আমুল জাদার ভ্রাতুষ্পুত্রকে ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ পাইবার জন্য হত্যা করে এজন্য সুবাদারের একখানি বাড়ী ও গম্বুজ পুড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাকে ১০০০, জরিমানা করা হইয়াছে।

পদত্যাগ

মিলিগান সাহেব ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য পদ ত্যাগ করিয়াছেন।

বন্দীর সংখ্যা

বিলাতের পার্লামেণ্টে প্রকাশ যে, আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে গত সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত মোট ৬১৫৫১ জন লোক ভারতে দণ্ডিত হইয়াছেন। গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষে মোট ১৯৮৫৮ জন আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে দণ্ডিত কয়েদী ছিল।

হত্যার জের

এলিসন হত্যা সম্বন্ধে বিলাতে কমন্স-সভায় এক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। এসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয় যে পুলিশকর্ত্তৃক সতর্ক করা সত্ত্বেও সাইকেল করিয়া বাসায় ফিরিবার সময় এলিসন প্রাণ হারান সুতরাং পুলিশ কর্ম্মচারিদের নিরাপত্তার জন্য মোটর রাখিবার বিশেষ ভাতা দেওয়া হইবে কিনা?

উত্তরে ভারত সচিব জানান যে, বেতন কর্ত্তনের জন্য যাহাতে বিপজ্জনক অঞ্চলে সরকারি কর্ম্মচারিগণকে প্রতিকার-যোগ্য বিপদে পতিত না হইতে হয়, তাহার সুনিশ্চিত ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ভারতসচিব বিবেচনা করিতেছে। মোটর রাখার অক্ষমতা হেতু যেসকল স্থানে সরকারি কর্ম্মচারিগণের জীবন বিপন্ন হয় সেখানে কর্ম্মচারিগণকে বেতন কর্ত্তনের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য বড়লাটসাহেবকে জানান হইয়াছে।

সভায় উদ্বেগ

হাওড়া টাউন হলে অধিবেশিত এক সভায় মিঃ জে, এম, সেনগুপ্ত এবং সুভাষ বাবুর স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং মহিলা বন্দীদিগকে আন্দামানে পাঠানর বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পদত্যাগ

আয়র্লণ্ডের গবর্ণর জেনারেল মাকনীল পদত্যাগ করিয়াছেন।

সাহিত্য বিপত্তি

অমৃতসরে গুরুদিৎ সিং কমিউনিষ্ট সাহিত্য রাখেন এইসন্দেহে সাহিত্যানুসন্ধানকারী পুলিশদল তাঁহার দোকান এবং বাটীতে খানাতল্লাস করেন। সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই।

রহস্য প্রকাশ

বোম্বাইয়ে নয়জন কংগ্রেসকর্ম্মী এক বাটীতে গ্রেপ্তার হয়। গত ২রা নবেম্বর তারিখে তাহাদের বিচার হয়। এজলাসে প্রকাশ পায় যে একজন কংগ্রেসকর্ম্মী ও হ্যাণ্ডবিল বিভাগের ক্যাপ্টেন পুলিশের নিকট গিয়া পুলিশের চর হয়, সাক্ষীরা তাহাকে কংগ্রেসকর্ম্মী বলে, একজন প্রকাশ করেন যে তাহাকে কংগ্রেসের কার্য্যের জন্য টাকা দেওয়া হইত, সে হ্যাণ্ডবিল বিভাগের ক্যাপ্টেন। সকল আসামীরই ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং পঞ্চাশ টাকা করিয়া জরিমানা করা হইয়াছে।

রাজসাহী জেলা কংগ্রেস কমিটী-কে আইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। উহার ডিক্টেটারের উপর নোটিশ দেওয়া হইয়াছে যে তাঁহাকে লিখিত বা প্রাপ্ত চিঠি সমূহ নাটোর থানায় হাজির করিতে হইবে। থানা অফিসার সে সমস্ত পরিদর্শন করিবেন।

কালিফর্ণিয়ার এক মালিক হঠাৎ উত্তরাধিকারিসূত্রে ১০ কোটি ২০লক্ষ টাকার মালিক হইয়াছেন। যখন তিনি এইসংবাদ পান তখন তিনি বলেন যে, হয়ত শীঘ্রই আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইবে কিন্তু তাই বলিয়া আমি আগাছা তোলার কাজ পরিত্যাগ করিতেছি না। তিনি তখন বাগানে আগাছা তুলিতেছিলেন।

ইংরাজ এবং জার্ম্মানীতে শীঘ্র বাণিজ্য চুক্তি হইবার কথা হইতেছে। বৃটেন হইতে জার্ম্মানীতে যে কয়লা যায় তাহার উপর শুল্ক সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হইবে।

রিভলবার ও মহিলা

মজঃফরপুরে লালগঞ্জ থানা নিবাসী বৈকুণ্ঠ শুক্লের স্ত্রীর ঘরে একটা, রিভলভার পাওয়া যায় পুলিশ তাঁহাকে হেফাজতে রাখিয়াছে। মিঃ শুক্লকে এখনও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

জুয়াড়ী গ্রেপ্তার

আমেদাবাদে দেওয়ালীতে ১১৬ জন লোক জুয়া খেলার জন্য গ্রেপ্তার হইয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম বৃন্দাবন	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	শ্রীধাম বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	ঐ	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঐ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	ঐ	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ঐ
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঐ	১১ শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	ঐ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঐ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	ঐ
শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	ঐ	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	ঐ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	ঐ		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে ধর্ম্মমতোৎসবাদি ক্রমাগত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেব্যবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ গুণবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীণচন্দ্র ব্রহ্মচারী,

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৩১১৫

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতি, শ্রীপাদ জগজ্জীবন দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃত জ্ঞান দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীপ্রণবচ্ছিন্ন দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালি দাসাধিকারী। শ্রীমান দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীশ্যামাকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী রবিরত্ন।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীবৈভব ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

(১০ শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

[illegible]

[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী।

(১১) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাণীগঞ্জ বর্দ্ধমান।

[illegible] জিউ

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী, [illegible] ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible]।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন।

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মাগার পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

চাঁদনীবাজার, কটক।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীপ্রশংসানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনজী।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নথ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ,

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঠালপুল, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর - নদীয়া

সপ্তম বর্ষ | ২৪ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৬, ২১শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ৭ই নভেম্বর ইং ১৯৩২ সোমবার | ২০৩তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

সংক্ষিপ্ত ডায়েরী

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২০২ সংখ্যার পর)

মহাপ্রভুর দান

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি খণ্ডের ৪র্থ অধ্যায় হইতে কিঞ্চিৎ পাঠ আরম্ভ করিয়া "অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্। হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥"—এই শ্লোকটী আবৃত্তি করিয়া ইহার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ ব্যাখ্যা করেন। যে উন্নত উজ্জ্বল রসের কথা ইতঃপূর্ব্বে জগতে কখন বিতরিত হয় নাই, সেই নিজভক্তি-সৌন্দর্য্য আপামরকে বিতরণ করিবার জন্য মহাপ্রভু কলিযুগকে ধন্য করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই মহামহাবদান্য শ্রীচৈতন্যচন্দ্র জগতে যে অমন্দোদয়দয়া বিতরণ করিয়াছেন তাহা আমাদের বিচার করা উচিত এবং তাঁহার প্রদত্ত প্রেমভক্তি লাভের জন্য যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। তাই মহাজন বলিয়াছেন, "চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥" 'স্বভক্তিশ্রিয়ং' বলতে ভক্তির শোভা বুঝায়, সেই ভক্তির শোভাটী কি? তাহা গোপীর প্রেম। অনেকে হয়ত দশাবতারের মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম দেখিতে না পাইয়া তাঁহার ভগবত্তা সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে পারেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু যে স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, সে বিষয় কোন সন্দেহ করিতে হইবে না। মহাপ্রভু স্বয়ং অবতারী, কলিযুগে তাঁহার ছন্নাবতার।

নেমিমহারাজের বক্তৃতা

শ্রীল প্রভুপাদ অনেকক্ষণ যাবৎ হরিকথা আলোচনা করিলে পর সংকীর্ত্তন হয়, পরে শ্রীপাদ নেমি মহারাজ হিন্দি ভাষায় শ্রীল প্রভুপাদের কথিত হরিকথার কিয়দংশ অনু-কীর্ত্তন করেন। নেমি মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ছন্নাবতারের প্রমাণ শাস্ত্র হইতে উদ্ধার করিয়া বলেন, "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং" ইত্যাদি "আসন বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য ... কৃষ্ণতাং গতঃ", "বৈরাগ্য বিদ্যা নিজভক্তি-যোগ শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥"

ভূরি বহুতর শ্লোক বলিতে মহাপ্রভুর অবতারের কথা জ্ঞাপন করিয়াছেন। "অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥" শ্লোক আবৃত্তি করিয়া নেমি মহারাজ যুক্তবৈরাগ্যের উপকারিতা এবং শুষ্ক বৈরাগ্যের নিরর্থকতা প্রতিপাদন করেন। নির্ব্বিশেষ মুক্তি জীবের আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে, উহা ভোগের অন্য দিক মাত্র। ঐরূপ মুক্তি দ্বারা জীবের নিত্যমঙ্গল হয় না। জীব আনন্দ চায়। কিন্তু আত্মহত্যায় আনন্দ কোথায়? নিজ অস্তিত্বই যদি নষ্ট হইয়া গেল, যদি ত্রিপুটী বিনষ্ট হইল, তবে আনন্দ ভোগ করিবে কে? অতএব স্বরূপে অবস্থিত হইয়া প্রেম লাভই জীবের পরম-পুরুষার্থ লাভ।

সেই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে পারিলে আর পুনরাবৃত্তি ঘটে না। এই পুনরাবৃত্তির হস্ত হইতে নিস্তার পাইতে হইলে শ্রীল প্রভুপাদ বেদান্ত শাস্ত্রের যে উপান্ত্য শ্লোক বলিয়াছেন, যাহা আমরা সৌভাগ্যবশতঃ অদ্য আমরা তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি সেই "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ", "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" শ্লোকের অর্থ হইতেছে যে, একমাত্র শব্দব্রহ্ম হইতে জীবের শ্রৌত শ্রবণ হইতে অনাবৃত্তি লাভ হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' এই কথা বলিয়া সেই শিক্ষাই প্রচার করিয়াছেন। শ্রীনাম আশ্রয় ব্যতিরেকে অন্য গতি নাই। শ্রীনামই শব্দব্রহ্ম। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের "তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিৎ..... মূর্দ্ধসু প্রভো।" শ্লোক আলোচিত হয়। যাঁহারা শ্রীনাম আশ্রয় করেন তাঁহাদের কখনও পতনের আশঙ্কা থাকে না এবং তাঁহারা বিঘ্নকারিগণকে পদদলিত করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকেন। রাত্রি অধিক হওয়ায় সকলে প্রসাদ সেবন পূর্ব্বক বিশ্রাম লাভ করেন।

পরিক্রমার ষোড়শ দিবস

সংকীর্ণ গলি

গত ২৪।১০।৩২ তারিখে নন্দগ্রামে তাঁবু পড়িবার কথা ছিল। কিন্তু কাম্য-বনকে তাহা না হইয়া পূর্ব্ব বিজ্ঞাপিত প্রোগ্রাম কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়া ভানুকুণ্ডেই তাঁবু থাকিল এবং এখান হইতেই পরিক্রমা প্রাতে ৭টার সময় বাহির হইয়া ভানুকুণ্ড হইতে প্রায় এক মাইল দূরে 'সংকীর্ণ গলি' [illegible] এই স্থানটী [illegible] মধ্যে একটী সংকীর্ণ গলিপথ আছে। [illegible] পর্ব্বতের শিরোভাগে [illegible] এবং অপর [illegible] পর্ব্বতের শিরোভাগে শ্রীমানের একটী মন্দির আছে। শ্রী[illegible] পর্ব্বতটী [illegible] আর রাধারাণীর পর্ব্বতটী শ্বেতবর্ণ। শ্রীপাদ [illegible] মহারাজ বলেন যে, গোপীগণ [illegible] একটী রাস্তা দিয়া দধি বিক্রয় করিতে যাইতেন এবং শ্রীকৃষ্ণ সেই সময় দান গ্রহণ করিয়া থাকিতেন. ইহাতে গোপীগণ [illegible] হইয়া রাধারাণীর নিকট নালিশ করেন এবং একদিন সকলে মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে [illegible] তদবস্থায় তাঁহার পাগড়ী কাড়িয়া লইয়া নিকটস্থ বৃক্ষে তাহার পাগড়ী বন্ধন করিয়া রাখেন। এই সমস্ত ঘটনার শ্রীকৃষ্ণের চিহ্ন [illegible]। ইহাপেক্ষা অধিক বলিবার [illegible] নাই। এস্থানের [illegible] গলি [illegible] সংকীর্ণ যে একটী লোক মাত্র [illegible] যাইতে পারে। সমতল ভূমি হইতে [illegible] অন্যূন ১০০।১৫০ ফুট পর্ব্বতের উপর হইবে। এই স্থানে আটটী মঠ আছে।

রুদ্র কুণ্ড

এখান হইতে অবতরণ করিয়া অতি অল্প দূরে বিহারবন ও ভগবানের জল-ক্রীড়ার স্থান [illegible] নামক একটী [illegible] দেখা যায়। ইহার অতি সন্নিকটে [illegible] কুণ্ড ও বিশাখাকুণ্ড বর্ত্তমান। [illegible] বনে রুদ্র কুণ্ডাভি [illegible] তাহার

তাহারে সে বলি ধর্ম্ম কর্ম্ম সদাচার। ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সবার॥

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপ [illegible], পাণ্ডিত্য, গৌড় ও [illegible] প্রেম [illegible] নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ। [illegible] শ্রী শ্রীমদ্ নারায়ণ [illegible] কর্তৃক [illegible] অনূদিত [illegible] [illegible] ভিক্ষা [illegible] টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

শ্রীগুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, [illegible] শ্রীনামাষ্টক, শ্রীশিক্ষাষ্টক, [illegible] নামকীর্তন, [illegible] নবদ্বীপ মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক [illegible] ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, [illegible], শ্রীগুরুপরম্পরা, [illegible] প্রভৃতি সাধক ও নিত্যজীবনের নিত্যপাঠ্য। [illegible] ভিক্ষা [illegible] মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ [illegible] গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ [illegible] প্রভৃতির [illegible] প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস [illegible] অঙ্কিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের গোস্বামীকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহ। অধ্যায়সূচী, শ্লোকক্রমে [illegible] গ্রন্থকারের ভাবনা ও অবতরণিকাদি [illegible] সংস্করণ—এক মাত্র সংস্করণের ভিক্ষা ২, টাকা। [illegible] সংস্করণ—১৷৹ টাকা মাত্র

মুক্তিমল্লিকা (ভুবনমোহন)

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত [illegible] শ্রীমদাদিত্যাদি স্বামীকৃত। [illegible] এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এক নূতন [illegible]। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত হইতে [illegible] দ্বিতীয় অধ্যায় [illegible] শ্রীমদানন্দতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে [illegible] ও লৌকিক [illegible] কিরূপ সুন্দরভাবে [illegible] খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে [illegible] হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, নৈয়ায়িক ও মায়াবাদিমত-সমূহের উপর খণ্ডন [illegible]। ভিক্ষা ১, টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপারিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তৎপর পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার সম্বলিত মনোশিক্ষা ভাষা, বিশুদ্ধ [illegible] টীকা [illegible] সহিত প্রত্যেক শ্লোকের [illegible] সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—তত্ত্ব, জীবশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—[illegible] সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড [illegible]—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি [illegible] প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পারমার্থিক প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাবায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বোর্ড বাঁধা, আন্দাজ ৫৫০ পৃষ্ঠা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শাস্ত্র-স্মৃতি-পুরাণ পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সংগৃহীত ও প্রকাশিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসংগ্রহ অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ধাম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—[illegible]—আশ্রম-ধর্ম্ম—[illegible]—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক [illegible] সুন্দর শ্লোকাদি উদ্ধৃত। উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে [illegible] কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা, [illegible] পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২, টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ গ্রন্থ—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ [illegible]—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি একত্র ভিক্ষা ৫০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২, টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

উজ্জ্বল [illegible]

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-দ্বারা জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উদ্ধৃত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২, টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলি সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বড় অক্ষরে) দ্বাদশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অবধানপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১, এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৮০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথা প্রস্তাবাদি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ২৷০ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ দশ আনা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮ দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা /১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) ৵০
শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
শরণাগতি /০
গীতাবলী /০
চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ /০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
। নবদ্বীপশতক /০
৩৫। অর্থপঞ্চক /০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ८১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আ.বাঁধা) ।/০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬ তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী
৪৭ শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? /০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ কল্পতরু /০
৭২। গীতাবলী ১৲
৭৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু /০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ८৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা /০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলোর পাচন

সর্ব্বাবস্থ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ভোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, পাইট ৷৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মিউনিসিপ্যালিটী বন্ধ

বোম্বাই সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, ব্রোচ মিউনিসিপালিটি ও স্কুল বোর্ডের মেম্বরগণ ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহারা শিক্ষক এবং কোমলমতি বালকগণকে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদানে উৎসাহিত করিয়াছেন। তাঁহারা সরকারের সতর্ক বাণী গ্রাহ্য করেন নাই। এই সমস্ত কারণে তিন বৎসরের নিমিত্ত ব্রোচ মিউনিসিপালিটি রহিত করা হইল।

ফ্রীষ্টেটে দলাদলি

আয়র্লণ্ডের জেলে ভীষণ দলাদলি চলিতেছে। মিঃ কসগ্রেভ নোটিস দিয়াছেন যে, তিনি ডিভেলেরার শাসনের নিন্দা সূচক একটী প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন। ডিভেলেরা ইংরাজ কর্তৃপক্ষের সহিত মিটমাট না করায় বিপক্ষদল সুবিধা পাইয়াছে। তাহারা বলেন যে, ঐ কারণে কৃষি ও শিল্পের ক্ষতি, বাণিজ্য নষ্ট এবং বেকার সংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে।

ডিভেলেরার জয় পরাজয় শ্রমিক সদস্যদের উপর নির্ভর করিতেছে।

বেকারগণের জন্য সাড়েতিন লক্ষ পাউণ্ড অতিরিক্ত দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে।

জাতিসঙ্ঘের সভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য ডিভেলেরা জেনেভা যাইবেন।

বিলাতী ও জাপানী

বৃটিশ ট্রেডমার্ক যুক্ত কাপড় জাপান হইতে আমদানী করার ফলে বিলাতী জিনিসের স্থানে জাপানী দ্রব্যই লোকে ক্রয় করায় ল্যাঙ্কাশায়ারের কতিপয় ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। এইজন্য তাহারা কয়েকজন ভারতীয় ব্যবসায়ীর নামে নালিশ করিবে বলিয়া প্রকাশ।

চিকিৎসক সম্মেলন

ডিসেম্বরে নিখিলভারত আয়ুর্ব্বেদিক ইউনানী কনফারেন্স বসিবে। ১২ই হইতে ১৫ই পর্য্যন্ত ডাঃ এম, লক্ষ্মীপতির সভাপতিত্বে অধিবেশন হইবে।

মহিলা সভা

আমেদাবাদে গুজরাট মহিলা সম্মেলনের এক সভায় অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, পৃথক নির্ব্বাচন প্রথার প্রতিবাদ, সর্দ্দা আইন আরও কার্য্যকর করা, প্রলুব্ধা নারীগণের জন্য উদ্ধার-ভবন স্থাপন প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

মাদ্রাজে হুলস্থুল

মন্ত্রিদলের প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব আনয়নের ফলে মাদ্রাজের তিনজন মন্ত্রীই পদত্যাগ করিলেন। লাটসাহেব পদত্যাগ-পত্র মঞ্জুর করিয়াছেন। জষ্টিস দলের নেতৃত্ব লইয়া ভীষণ দলাদলির সৃষ্টি হইয়াছে।

এই সমস্ত ব্যাপারে মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন স্থগিদ রাখা হইয়াছে।

ষড়যন্ত্র মামলা

দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলার শুনানির দিন গত ২রা নবেম্বর ধার্য্য ছিল, কিন্তু আসামীগণ প্রায়োপবেশন করিয়া অতিরিক্ত দুর্ব্বল হওয়া পড়ায় মামলা স্থগিদ রাখা হয়। আসামীগণ পূর্ব্বে জামিনের দরখাস্ত করে, তাহা নামঞ্জুর হওয়ায় তাহারা প্রায়োপবেশন করে।

তৃতীয় বৈঠক

বিলাতের তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে লর্ড উইলিংটন, লর্ড রীডিং এবং লর্ড লোথিয়ান উপস্থিত থাকিবেন বলিয়া প্রকাশ।

আসামী উধাও

ডগসিং ষড়যন্ত্র মামলার আসামী দেশরাজের লাহোরস্থ ভবনে খানাতল্লাসের ফলে কয়েকটি লাল ইস্তাহার পাওয়া গিয়াছে দেশরাজ উধাও হইয়াছে।

ছোয়াচে ধর্ম্মঘট

শোলাপুরের ধর্ম্মঘটের বিষয় পাঠকগণ অবগত আছেন। তাহার প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া আরকোনাম ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসের ৮০০ কর্ম্মী ধর্ম্মঘট করে।

ভারতে এলুইন

নাগপুরের প্রসিদ্ধ ফাদার এলুইন ভারতে আসিয়াছেন। তিনি বলেন যে, রাজনৈতিক বিষয়ে কোন বিষয় তাঁহার বলা নিষেধ।

মিঃ গান্ধীর অনশনে বিলাতে তাঁহার সম্মান বাড়িয়াছে। খৃষ্টান সম্প্রদায় মিশ্রনির্ব্বাচনের পক্ষপাতী। তিনি সমাজ সেবা কার্য্যের জন্য মধ্যপ্রদেশে আসিতেছেন।

মহিলা গ্রেপ্তার

মুন্সীগঞ্জে অন্তর্গত মালখানার ইউনিয়ন কোর্টে পিকেটিং করার জন্য পাঁচজন মহিলা কংগ্রেস সেবিকা পুলিশকর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হন। তাঁহাদের মধ্যে দুইজন বিচারার্থ প্রেরিত হইয়াছেন।

জার্ম্মানীতে গোলযোগ

জার্ম্মানির হামবার্গে নির্ব্বাচন-সম্পর্কিত গোলযোগে কমিউনিষ্ট দল নাজী দলের উপর গুলি চালানর জন্য ১২ জন নাজী আহত হয়।

হাতে চাষ

ঢাকা জেলার বান্দাগ্রামে ভদ্রলোকগণ নিজ হাতে চাষ আরম্ভ করিয়াছেন ইহাতে বেকার সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

আত্মহত্যা

দিল্লীর ইলেক্‌ট্রিক ইঞ্জিনিয়ার মিঃ পিলের স্ত্রী ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া কেরোসিন তৈলের সাহায্যে আত্মহত্যা করে। ঘর হইতে ধূম নির্গত হইতে দেখিয়া ফায়ার ব্রিগেড ডাকা হয়। দরজা ভাঙ্গা হইলে এই বীভৎস কাণ্ড দৃষ্ট হয়।

রাজনৈতিক

বোম্বাই সরকার অর্ডিনান্স বিল প্রকাশিত করিয়াছেন।

আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে সরকারের হস্তে সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দেওয়াই বিলের উদ্দেশ্য।

এই আইন তিন বৎসর যাবৎ থাকিবে। মামলার আপীল চলিবে।

রাজসাহী জেলা কংগ্রেস কমিটির নায়ক কবীন্দ্র বাবু নিষেধাজ্ঞা না মানায় এক বৎসর কারাদাণ্ডাজ্ঞা পাইলেন।

কটকে অফিসের দোকানে পিকেট করায় দুইজন গ্রেপ্তার হইয়াছে।

নাটোরের কালিদাস সান্ন্যাল অস্ত্র আইনের মামলা সম্পর্কে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

আসামের ত্রিমাপুরে অমরেন্দ্র নামক একব্যক্তি চট্টগ্রাম রাজনৈতিক ঘটনাসমূহের আসামী সন্দেহে ধৃত হইয়াছে।

মুজঃফারপুরে ৫ জন কংগ্রেসসেবক জাতীয়-গান প্রভৃতি করার জন্য ধৃত হইয়াছে।

মেদিনীপুরে খুব খানাতল্লাস চলিতেছে এবং স্থানে স্থানে গাড়োয়ালী সৈন্য রাখা হইতেছে।

তমলুক অঞ্চলে চৌকীদারী টেক্স অনাদায়ে ক্রোক চলিতেছে।

মৃত্যু রহস্য

কলিকাতায় সেখ বাদলু নামক এক-ব্যক্তির অধীনে সেখ গফুর নামক একজন গাড়োয়ান কাজ করিত। মনিব একদিন চাকরকে ভৎসনা করায় সে চাকুরী ছাড়িয়া দিবার কথা বলে এবং মনিবের নিকট জমা ৩৫০৲ দাবী করে। ইহাতে বাদলু রাগিয়া গফুরকে প্রহার করে। পরে বাদলু গফুরকে রাত্রিতে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ায় এবং পরদিন প্রাতে গফুরকে মৃত দেখা যায়। বাদলু প্রকাশ করে যে গফুর কলেরায় আক্রান্ত হইয়া মারা যায়।

মিলনে বাধা

এলাহাবাদ মিলন বৈঠকে খুব গোলমাল চলিতেছে। মিলনকার্য্য শীঘ্র শেষ হইবার জন্য একটী সাবকমিটী গঠিত হয়। তাহার সংখ্যা ক্রমশঃ ৪০ জন হইয়া পড়ায় বহু সন্ন্যাসীতে যাহা হয় তাহাই হইতেছে। পঞ্জাব ব্যাপারের মীমাংসা সম্বন্ধে সন্দেহ হইতেছে। শিখেরা শতকরা কুড়িটি সিট রিজার্ভ রাখিতে চায়। মুসলমানেরা ভারতীয় শাসন পরিষদে এক তৃতীয়াংশ স্থান চায়। অনেক প্রতিনিধি মিলনে হতাশ হইয়া বাড়ী ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। পঞ্জাবের ব্যাপারই বিশেষ গুরুতর দাঁড়াইতেছে।

আর না

ফিজি প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক প্রবাসী ভারতবাসী কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া মহা কষ্টে পড়িয়াছে। গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে সাহায্যার্থ দুইহাজার টাকা দিয়াছেন। সরকার পক্ষহইতে বলা হইয়াছে যে, তাহাদিগকে বিদেশে পাঠাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট আর সাহায্য করিবেন না।

মোট একলক্ষ কুড়ি হাজার লোক ঐরূপ ভাবে ফিরিয়া ভারতে পুনরায় বাস করিতেছে এবং সুখে আছে। এই কয়জন ও ঐরূপে ভারতে বাস করিতে পারিবে ইহাই সরকার পক্ষের অভিমত।

আদালতে মজা

সম্প্রতি হাওড়ার সবডিভিসনাল অফিসার বাহাদুরের এজলাসের সম্মুখে একটী মজার কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। প্রায় পঞ্চাশ জন লোক প্রাঙ্গনে সমবেত হইয়া প্রকাশ করে যে, তাহারা হাওড়া রাজনৈতিক সম্মেলনের অধিবেশন করিতে আসিয়াছে। এই কথা বলিয়াই একজন একটি প্রস্তাব পাঠকরে। তাহাদের নিকট ধ্বজা প্রভৃতি ছিল। পুলিশ সে সমস্ত কাড়িয়া লয় এবং কয়েকজনকে ধরিয়া সাব ডিভিসনাল অফিসার বাহাদুরের নিকট লইয়া যায় তাহারা হাজতে আছে।

আই, সি, এস। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে ২৯ জন গৃহীত হইয়াছেন।

টেল — সম্প্রদান — দৈ নি ক — Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৸৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
প্রতি
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার · নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২০৪তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২২শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার ১৩৩৯, ৮ই নভেম্বর ১৯৩২

মিঃ গান্ধীজীর বিবৃতি
অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন
হরতালের মামলা
জেমশেদ্ মিলে দাঙ্গা
ওয়াট্‌সন হত্যার চেষ্টা
আপোষ ও প্রায়োপবেশন ত্যাগ
সাইকেল প্রতিযোগিতা
বেকার সমস্যার সমাধান
কাশীতে হুলস্থূল কাণ্ড
খুন ও ষ্টেশন ভস্মীভূত
সুভাষ বাবুর স্বাস্থ্য

নানা কথা

মিঃ গান্ধীজীর বিবৃতি

মিঃ গান্ধিজী একটী বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন যে, জেলে থাকিয়া তিনি অস্পৃশ্যতা দূর করিবার আন্দোলন চালাইবার অনুমতি পাইয়াছেন। এজন্য তিনি পত্র ব্যবহার এবং লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাতাদি করিতে পাইবেন। তবে গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছামত এই সুবিধা বন্ধ করিতে পারিবেন। সাক্ষাৎকালে কোন কর্ম্মচারী উপস্থিত থাকিবেন না।

হরতালের মামলা

মেদিনীপুরের স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে ২রা নভেম্বর তারিখে "গান্ধী উপবাস দিবসের" মামলা উঠে একজন আসামীর বিরুদ্ধে যে শমন বাহির হয়, তাহাতে ভুল ছিল সুতরাং তাহার বিরুদ্ধে চার্জ্জ গঠিত হইতে পারে নাই।

আগামী ৯ই নভেম্বর তারিখে মোকর্দ্দমার দিন পড়িয়াছে।

ওয়াট্‌সন হত্যার চেষ্টা

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রের সম্পাদক স্যর এল্‌ফ্রেড ওয়াটসনকে খুন করিবার জন্য দুইবার চেষ্টা হয়, একবার ষ্টেটস্‌ম্যান্ অফিসের ফটকের নিকট এবং দ্বিতীয় বার ময়দানে।

আলিপুরের স্পেশাল জজ মিঃ টি, এইচ, এলিস সাহেবের বিচারালয়ে এই সম্পর্কে ছয়জনকে হাজির করা হইয়াছে।

পাবলিক প্রসিকিউটার রায় বাহাদুর নগেন্দ্র নাথ ব্যানার্জ্জি সরকার পক্ষে মোকর্দ্দমা চালাইতেছেন। আসামী পক্ষে মিঃ জে, সি, ব্যানার্জ্জি প্রমুখ ব্যবহারজীবীরা উপস্থিত আছেন।

সরকার পক্ষ হইতে বলা হয় যে, আসামী সুনীল চট্টোপাধ্যায়ই ষড়যন্ত্রের প্রধান কর্ত্তা; সে সঙ্গিগণকে বাঁচাইবার জন্য মৃত ব্যক্তিগণের নাম করিয়াছে। সুনীল একটী স্বীকারোক্তি করিয়াছে।

কাশীতে হুলস্থুল কাণ্ড

কাশীর স্বেচ্ছাসেবকগণের মোকদ্দমা লইয়া উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে খুব হুলস্থুল পড়িয়াছে। ঘটনা এইযে, গত ১১ই মার্চ্চ তারিখে বেলা ৭।৮ টার সময় কাশীতে গুজব রটে যে দশাশ্বমেধ ঘাট থানায় পুষ্করাত্রিতে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবিকাকে ধরিয়া আনা হয় এবং তাহাদিগের উপর পুলিশ অন্যায় ব্যবহার করে। ১৭ই মার্চ্চ তারিখে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব একজন প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর তদন্তের ভার দেন। তাহার ফলে ৪ জন কনষ্টেবলকে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করা হয়। কোন বাহিরের লোক কনষ্টেবলদিগকে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করে নাই। ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এই বিচারে কনষ্টেবলদিগকে খালাস দিয়া রায়ে লিখিয়াছেন যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধন জন্য, হয় প্রতিশোধ কিম্বা পুলিশকে স্বেচ্ছাসেবিকাগণের প্রতি কর্ত্তব্যপালন হইতে চ্যুত করিবার অভিলাষে এই মোকদ্দমা দায়ের করা হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আপোষ ও প্রায়োপবেশন ত্যাগ

এত সমস্ত লোকের অকৃত্রিম ভালবাসার ফলেই ৫ দিনের মধ্যে পরিবর্ত্তন ও যারবেদার আপোষ ঘটিয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম বৃন্দাবন	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	শ্রীধাম বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	ঐ	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঐ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	ঐ	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঐ	১১ শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঐ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	ঐ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	ঐ	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	ঐ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	ঐ		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে হোমোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেবাবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতি, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিৎ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালি দাসাধিকারী। শ্রীমাধব দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কুঞ্জকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বৰ্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ সাউথ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান।

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন।

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

তুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাস্থ, ৬ এডা

এখানে বড় কৃষ্ণমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-ভাব্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্‌, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ,

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) বাদলগোপাল পাট

কাঠালপুল, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশো' এ 'বাসী

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, | ২৫ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৬. ২২শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ৮ই নভেম্বর ইং ১৯৩২ মঙ্গলবার | ২০৪তম সংখ্যা।

হরিদ্বারে শ্রীসরস্বতী-গৌড়ীয়মঠ

শ্রীল প্রভুপাদকর্ত্তৃক ভিত্তি সংস্থাপন

(তারের সংবাদ)

হরিদ্বার, মায়াপুর, ৫।১১।৩২

পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ হরিদ্বার ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে স্থানীয় বহু উচ্চশিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাকে বিশেষরূপে সম্বর্দ্ধনা করেন। পরমহংস মহারাজ তত্রত্য মায়াপুরস্থ 'দেওনন্দ হাউসে' অবস্থান করিতেছেন। গতকল্য পরমহংস মহারাজ কর্ত্তৃক এখানে শ্রীসরস্বতী-গৌড়ীয়মঠের ভিত্তিসংস্থাপন-কার্য্য বিপুল আড়ম্বরের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই ভিত্তিসংস্থাপনানুষ্ঠানে স্থানীয় বহু বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত গণ্যমান্য ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ অন্য বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে দিল্লী শুভাবিজয় করিতেছেন। আগামীকল্য পুনরায় মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

সংক্ষিপ্ত ডায়েরী

সপ্তদশ দিবস

[তাং ২৫।১০।৩২—মঙ্গলবার]

ষোল দিন পরিক্রমা হইয়া গিয়া আজ সতের দিবসে পড়িয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় ও শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় পরিক্রমা-কার্য্য বিনা বাধায় বেশ সুশৃঙ্খলভাবে চলিতেছে, কাহারও কোন প্রকার অসুবিধা নাই বা বিশেষ কোন প্রকার অসুখও নাই। মেডিক্যাল ক্যাম্প সঙ্গে থাকায় তিন চারি জন ডাক্তার সাহায্যে রোগীর সেবা শুশ্রূষার কোন ত্রুটী হইতেছে না। যেসব স্থানে তাঁবু পড়িতেছে সেসব স্থানে চোর দস্যুর উৎপাতের সম্ভাবনা থাকিলেও ব্রহ্মচারী ও পরিক্রমাকারী স্বেচ্ছাসেবকগণের চেষ্টায় সেরূপ কোন প্রকার উপদ্রবের জন্য ভীত হইতে হয় না। তাঁহারা স্বচ্ছন্দে নির্ভয়ে রাত্রিতে বিশ্রাম লাভ করিতে পারিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় আজ বৃদ্ধ-বৃদ্ধাগণ দুগ্ধপোষ্য শিশুগণকেও লইয়া ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগাচার্য্যের অপার করুণার কথা যাঁহারা ধীরভাবে চিন্তা করিতেছেন, তাঁহারা আনন্দে আত্মহারা হইতেছেন।

পরিক্রমার পূর্ব্ব বিজ্ঞাপিত প্রোগ্রাম শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া আজ পরিক্রমা যাবট অভিমুখে রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ভোর ৪টার সময় ঘণ্টা বাজিতেই যাত্রিগণ সকলে তাঁহাদের বিছানা পত্র বাঁধিয়া গরুর গাড়ীতে বোঝাই দিবার পর সঙ্গে সঙ্গে তাঁবু খুলিয়া ফেলা হইল। প্রাতে ঠিক ৬টার সময় পরিক্রমা, মৃদঙ্গ-করতাল, কাঁসর, শঙ্খ, ঘণ্টার সহিত সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহকে অগ্রণী করিয়া ভানুকুণ্ড হইতে বহির্গত হইয়া বরাবর পূর্ব্বমুখে করেলা গ্রামের দিকে অগ্রসর হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে গুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল কম্পিত হইতে লাগিল। যাত্রিগণ 'গৌর আমার যে সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে। সে-সব স্থান হেরব আমি প্রণয়ী ভকত সঙ্গে॥'—বলিয়া গান গাহিতে গাহিতে চলিতে লাগিলেন।

ললিতা জন্মস্থলী—করেলাবন

ভানুকুণ্ড (বর্ষাণ) হইতে ৪ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া করেলা-বনে **ললিতা সখীর কুণ্ডে** উপনীত হন। এই কুণ্ডটী ছোট এবং ইহাতে একটী বাঁধান ছোট ঘাট আছে। কুণ্ডের তীরে একটী মন্দিরে শ্রীললিতা সখী ও শ্রীমদনমোহন আছেন। মন্দিরের কিঞ্চিৎ তফাতে একটী বড় ঝুলন-মঞ্চ আছে। এই স্থানটী ললিতা-সখীর জন্মস্থান বলিয়া কথিত। ইহার পার্শ্বে গোপালকুণ্ড নামে আর একটী কুণ্ড আছে। এই করেলা বনের ললিতা-কুণ্ড হইতে প্রায় ২॥ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া অশ্বত্থামার স্থান পেশোয়া পাওয়া যায়। তথায় রাসস্থলী ও মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ আছেন। সেস্থান অতিক্রম করিয়া পরিক্রমা ভানুকুণ্ড হইতে ৭ মাইলের মধ্যে খদির বনে প্রবেশ করেন।

খদির বন

ভানুকুণ্ড হইতে ৮।৯ মাইল পথ আসিবার পর পরিক্রমা খদির বনে **দাউজী কুণ্ডে** উপনীত হ'ন। এই কুণ্ডটী বড় প্রশস্ত কিন্তু ভাল বাঁধান ঘাট নাই। কুণ্ডের তীরে শ্রীবলরাম ও রেবতীর মন্দির ও শ্রীবিগ্রহ বিরাজমান। এই মন্দিরের পাশেই শ্রীলোকনাথ গোস্বামী ঠাকুরের ভজনস্থলী আছে। গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় এই গোস্বামী ঠাকুরের ভজনস্থলীর একটী ফটোচিত্র গ্রহণ করেন। ৮।৯ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়া যাত্রিগণ এই কুণ্ডতীরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেন। মহাপ্রভুর ভোগ দিয়া এখানে চিঁড়া, ঘোল, চিনি, বুঁদিয়া প্রভৃতি মহাপ্রসাদ যাত্রিগণকে বিতরণ করা হয়। ব্রজবাসিগন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মাঠা বিনা মূল্যে প্রদান করেন। এখানে নিতাই ও গৌরের শ্রীবিগ্রহ বিরাজমান।

শ্রীপাদ বন মহারাজ দণ্ডায়মান হইয়া বলেন যে, কংস-প্রেরিত বকাসুর নামক কোন অসুর তাহার মুখব্যাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে এইখানে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার দুইটী চঞ্চু ফাঁক করিয়া টানিয়া ধরিয়া তাহার প্রাণ বধ করেন। বকাসুর যখন শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করিতে আরম্ভ করে, তখন বয়স্যগণ 'খায়রে', 'খায়রে', বলিয়া চীৎকার করিতে থাকায় তদুপলক্ষে এই স্থানের নাম 'খয়রা' গ্রাম বলিয়া চলিয়া আসিতেছে। এই খদিরবনটী বৃন্দাবনের দ্বাদশ বনের অন্যতম।

কৃষ্ণ গোচারণে আসিলে যশোদাও তাঁহার জন্য ভাল ভাল খাবার পাঠাইয়া দিতেন। কৃষ্ণের সহিত গোপীগণের এস্থানে সঙ্গম বা মিলন হইয়াছিল বলিয়া এই স্থানে **সঙ্গম-কুণ্ড** নামে একটী কুণ্ড আছে। এই স্থানে পরিক্রমাকারিগণের মধ্যে অনেকের ভিতর সাধু বৈষ্ণবগণের আনু-

আনুগত্য বিসর্জ্জনপূর্ব্বক মন্দিরে প্রবেশের জন্য ও শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিবার জন্য হুড়াহুড়ি ও ব্যস্ততা দেখিয়া এবং চিড়া, খোল প্রভৃতি প্রসাদে প্রচুর পরিমাণে ভোগবুদ্ধি লক্ষ্য করিয়া শ্রীপাদ বনমহারাজ যাহা বলিয়াছিলেন তাহার কিঞ্চিৎ মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বনমহারাজের বক্তৃতা

আমরা পরিক্রমা আরম্ভ করিয়া যেভাবে উৎসাহ ও শুকানুগত্য দেখাইয়াছিলাম আজ ১৬ দিন পরিক্রমার পর সেরূপ আনুগত্য হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতেছি এবং দেহের কিছু পরিশ্রম স্বীকার করিতে না পারিয়া নানা প্রকার বহির্ম্মুখতা প্রদর্শন করিতেছি; ইহা আমাদের মঙ্গল ভক্তিপথের পরিচয় সন্দেহ নাই। প্রসাদে ভোগবুদ্ধি যে অপরাধ তাহা আমরা ভুলিয়া যাইতেছি। আমাদের কর্ণের অপটুতা থাকা সত্ত্বেও আমরা গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য পরিত্যাগপূর্ব্বক এই অবস্থা লইয়া অধোক্ষজ শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিবার জন্য হুড়াহুড়ি করিতেছি। তদ্দ্বারা আমাদের কিছু মঙ্গল ত হইতেছে না, অধিকন্তু সেবাপরাধে অপরাধ করিয়া বসিতেছি। অধোক্ষজ-বস্তু দর্শন করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে কর্ণেন্দ্রিয়। কাণের দ্বারা শ্রৌতপন্থায় শ্রবণ করিতে হইবে। পরে শুদ্ধ শ্রবণের ফলে প্রভুর ইচ্ছায় এবং শ্রীগুরুদেবের কৃপায় সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে তত্ত্ব-বস্তু স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইবে। অধোক্ষজ বস্তু স্বপ্রকাশ, তিনি কৃপাপূর্ব্বক দর্শন দান করিলে তবে আমাদের সূর্য্যালোকে সূর্য্যদর্শনের ন্যায় তাঁহাকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য উদয় হইবে, অন্যথায় আরোহপন্থায় পণ্ডশ্রম মাত্র সার।

কমলাদপন্থের সুশীতল ছায়ার কথা যদি আমাদের স্মৃতিপথে উদিত থাকে তবে আমাদের বন-ভ্রমণ লীলার উদ্দীপন হ'বে। শ্রীল প্রভুপাদ ব'লেছেন যে বেশী লীলার কথা শুনিবার আমাদের আগ্রহ নাই, তজ্জন্য সে সম্বন্ধে বেশী কথার প্রয়োজন নাই। সাধুসঙ্গে নামকথা শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে করিতে লীলার কথা আমাদের বোধগম্য হ'বে। শ্রীক্ষেত্রে মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শনকালে কোন বৃদ্ধা তাঁহার স্কন্ধে পদ স্থাপন পূর্ব্বক জগন্নাথ দর্শনের আগ্রহ প্রদর্শন করিলে তাহাকে লোক সকল নিরস্ত করিতে উদ্যত হন; তাহাতে মহাপ্রভু বলিলেন। আহা! জগন্নাথ দর্শনে ঐ বৃদ্ধার মত আর্ত্তি আমার কবে হ'বে! অবশ্য সেইরূপ আর্ত্তি যদি আমাদের কাহারও হয়, তাহার সম্বন্ধে কোন কথা নাই; কিন্তু যদি আমাদের সেরূপ আর্ত্তি না হয়, তবে অনর্থক হুড়াহুড়ি করিয়া শুকানুগত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমরা শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে গিয়া কেবল মাত্র ইট, পাথর, কাঠ দেখিতে থাকিব।

ভাণ্ডীরবন হইতে প্রায় ১২।১৩ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বেলা ১টার সময় পরিক্রমা মানসরোবরে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে উপস্থিত হ'ন। পরে প্রসাদ সেবনান্তর শ্রীল প্রভুপাদের পদপ্রান্তে উপবেশন করিলে শ্রীল প্রভুপাদ অনেক হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তন্মধ্যে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর অদ্ভুত বৈরাগ্যের কথা একটী কীর্ত্তনীয় বিষয় ছিল। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী দৈনিক লক্ষ নাম গ্রহণ করিতেন। দুই হাজার বৈষ্ণবকে দণ্ডবৎ করিতেন, এক প্রহর গৌরলীলা কীর্ত্তন করিতেন। মাধুকরীতে প্রাপ্ত সংসামান্য মাঠা দ্বারা জীবন রক্ষা করিতেন ইত্যাদি। 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' হইতে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের অনেক ভাল পদাবলী কীর্ত্তন করিয়া তাহার সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে পরতত্ত্ব কৃষ্ণের কথার সম্পূর্ণ অভাব দেখিয়া তিনি ব্রহ্মসংহিতার প্রচারজন্য তাহা ইংরাজী ভাষায় অনূদিত করিয়া দাক্ষিণাত্যবাসীকে যে পরম সুযোগ প্রদান করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করেন। দাক্ষিণাত্যবাসিগণ শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনা করিলেও তাঁহাদের বিচার অদ্বৈতবাদে পরিণত দেখিয়া তিনি বড়ই ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

ব্যতীত আরও অনেক কথা তিনি বলেন যাহা এই সংক্ষিপ্ত ডায়েরীতে প্রকাশ করা সম্ভব নহে।

ঈশ্বর অক্ষজজ্ঞানাগম্য

শ্রীভগবান্ হইতেছেন অধোক্ষজ-বস্তু। আমাদের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে তাঁহার তত্ত্ব, তাঁহার নাম-রূপ-গুণ লীলা কিছুই লভ্য নহে। একমাত্র নিবোদিতাত্মের শুদ্ধ-সত্ত্বে তাঁহার অপ্রাকৃত, অতীন্দ্রিয় স্বেচ্ছাস্বরূপ তত্ত্বাংশ তাঁহার কৃপায় প্রকাশিত হয়। শ্রুতিতে বলিয়াছেন,

> নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া
> ন বহুনা শ্রুতেন।
> যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ
> আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥

আবার শ্রীপরীক্ষিত মহারাজ দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীশুকদেব-গোস্বামী শ্রীভগবদ্ কথা বর্ণনারম্ভে বক্তামুখে বলিতেছেন,—

> প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী
> বিতন্বতাজস্য সতীং স্মৃতিং হৃদি।
> স্বলক্ষণা প্রাদুরভূৎ কিলাস্যতঃ
> স মে ঋষীণামৃষভঃ প্রসীদতাম্॥
>
> (ভাঃ ২।৪।২২)

পূর্ব্বে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের নাভিনাল হইতে জন্ম-প্রাপ্ত হইয়া অকূল জলধিতে চারিদিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুই আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। পরে যখন নিজের জ্ঞানবল-চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া জ্ঞাতব্য-বস্তুর নিকট নিজের স্বতন্ত্রতাকে ছাড়িয়া দিয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহার শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন বাস্তব-বস্তু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার চিৎস্বরূপে উদিত হইয়া তাঁহার অবতার-স্থিতি-বিষয়ক-জ্ঞান দান করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার এই ঔদার্য্য কৃপাসিক্ত হইয়া শ্রীব্রহ্মার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ-সরস্বতীর স্ফূর্ত্তি লাভ ঘটিয়াছিল।

এই ব্রহ্মা আবার শ্রীকৃষ্ণকে সামান্য মানব-সাম্য-দর্শন ভ্রমে পতিত হইয়া যখন গোবৎসহরণ-রূপ অপরাধে পতিত হইয়াছিলেন এবং পরে যখন শ্রীকৃষ্ণকৃপায় ভ্রম অপনোদিত হইয়াছিল তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে এই বলিয়া স্তব করিয়াছিলেন,—

> কো বেত্তি ভূমন্ ভগবান্ পরাত্মন্
> যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্।
> ক বা কথং বা কতি বা কদেতি
> বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্॥
>
> (ভাঃ ১০।১৪।২১)

স্বরাট্ সর্ব্বান্তর্যামি ভগবান্ কোথায়, কোন্ সময় কিরূপে, কিভাবে স্বীয় স্বরূপ-শক্তি প্রকট করিয়া লীলা করিতেছেন, তাহা ত্রিলোকের মধ্যে কে নির্ণয় করিতে পারে?

আবার স্বীয় শিষ্য শ্রীনারদের নিকট শ্রীব্রহ্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাবতার সমূহ বর্ণন করিবার পর শ্রীবস্তুর প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত, উভয়বিধ বিভূতি সমূহের অপরিমেয়ত্ব কীর্ত্তন করিতেছেন,—

> নান্তং বিদামাহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে
> মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতো২বরো যে।
> গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ
> শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্॥
>
> (ভাঃ ২।৭।৪১)

স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নপ্রকাশ বিগ্রহ শ্রীঅনন্ত (যাঁহার অন্ত অক্ষজ জ্ঞানের অতীত) বলিতেছেন যে, তিনি শত শত বৎসর ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলার বর্ণন করিয়া তাহার অন্ত পাইতেছেন না। শ্রীব্রহ্মা বলিতেছিলেন "শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত লীলাদির কথা আমি জানি না, সনকাদি ঋষিগণ জানেন না, সুতরাং সামান্য মনুষ্য তাহার ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে কিরূপে তাঁহার চিৎ এবং অচিৎ বৈভবসমূহের অনন্তত্ব অবগত হইবেন।"

বর্ত্তমানকালে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া নিজের ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান-গরিমায় কেহ শ্রীকৃষ্ণকে দেশকাল পাত্রান্তর্গত ঐতিহাসিক কৃষ্ণ বলিতেছেন; আবার কেহবা ঐ চেষ্টায় মহাজনপদে অপরাধ সঞ্চয় করিয়া তাঁহাকে রূপক-কৃষ্ণ করিয়া তুলিতেছেন। আরএক শ্রেণীর লোক বর্ত্তমানকালে সৃষ্ট হইয়াছে, উহারা মহাজনগণের অনুকরণ করিয়া নির্ম্মল আত্মার সহজ ধর্ম্মকে দেহ সম্বন্ধে সহজ ভ্রম করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপাদি স্বীয় জড়েন্দ্রিয়ের দ্বারা নিরূপণ করিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিত্য, বাস্তব স্বরূপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের পরিবর্ত্তে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণরূপ জড়-সুখ মাত্র লাভ করিতেছে। তাহাতে তাহারা জড় ধর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিতেছে না। অপ্রাকৃত-বস্তুতে প্রাকৃতবোধ হওয়াতেই তাহাদের এইরূপ দুর্দ্দশা হইতেছে। মায়ার আবরণী এবং বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয়ের ছলনায় তাহারা কতরূপ কল্পনা করিতেছে এবং কত প্রকার স্বপ্ন দেখিতেছে। ইহাদিগকে প্রাকৃত-সহজিয়া বলে। এই প্রাকৃত সহজিয়াবাদে বর্ত্তমান শুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বিকৃত, ইহা সকল সম্প্রদায়কে ন্যূনাধিক কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছে। গৌরশক্তি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামী ঠাকুরের কৃপা ব্যতীত এই ভীষণ অধঃপতনের হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিবার উপায় নাই।

জড় সাহিত্যিক, জড়নৈতিক, জড়কবি এবং প্রাকৃত-সহজিয়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ না করিতে পারিলে আমাদের কিছুতেই মঙ্গল নাই।

> অপ্রাকৃত তত্ত্ব নহে প্রাকৃত গোচর।
> বেদে ভাগবতে ইহা কহে নিরন্তর॥

সবার জীবন কৃষ্ণ জনক সবার। হেনকৃষ্ণ যে না ভজে সর্ব্ব ব্যর্থ তার॥

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা **শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে** অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির সার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন, তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মন্দার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পরমানন্দের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এন্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা ; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এন্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী।

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতি অল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :— শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পরমার্থিতামন্দির
১৮।২ ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্‌মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয়টীকা ; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম সুলিখিত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৵০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উজ্জ্বলাবেশ নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের কোপ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'দশাব্দ্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অভিধেয়-ভজন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপদ্বিদে কর্ত্তব্য কি?' 'ভগবান্ সর্ব্বদা পরিত্রাতা', 'তাত্ত্বিক হরিভজনের প্রতিরূপ'—প্রভৃতি বিশেষ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৮০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই আবদ্ধ নিবর্ত্তিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাম নন্দদায়িনী কীর্ত্তন-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীনামভজন, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক বক্তৃ সুশোভিত। ভিক্ষা ৮০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধ ও বিদ্ধ ভক্তি, মঙ্গলের প্রকৃত কোথায়, আত্মার নিত্যতা, শ্রীগুরু পাদপদ্ম, মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, বিশ্বের মঙ্গল ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমধ্বাচার্য্যের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীবার্ষভানবী-দয়িত-দাস, শ্রীমতী গুরুপাদপদ্মবন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকথা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মাধুর্য্যমণ্ডিত বক্তৃতা বেষ্টিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকশিক্ষা, ব্যাসপূজা, শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেব, নিত্যানন্দের আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য কথা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনবদ্বীপ ও শ্রীমায়াপুরে নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসমন্বিত। ভিক্ষা ৮০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অনেকে বৈ প্রবদন্তিবেদাঃ" অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিদ্বদ্রূঢ়িবিচার, শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বর্ত্তমান যুগ ও কর্ত্তব্য, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার কার্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি খচিত সিদ্ধান্তরত্ন, ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড** শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রায়বাহাদুর কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রোফেসার, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (হং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টোত্তর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৴০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কালকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরাবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৴০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিবিধবিষয়-সহ বস্ত্র-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সারার্থ ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৴০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৷৹ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমগ্রহ অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ধাম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ।॰ আনা।

১৯

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-দ্বয় জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নি-বেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষা, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৴০ দশ আনা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৴০
। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
। ভজনরহস্য ৷৷০
। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
। গীতার কেবল মাধব-ভাষ্য ৷৷০
। মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধব) ২৲
। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷৷০
। জৈবধর্ম্ম ২৲
। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৷৵০
এ (বাঁধা) ৸০
। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
। গীতমালা ৴১০
। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৩ গৌরাব্দ) ৵০
। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
শরণাগতি ৴০
। গীতাবলী ৴০
চিত্রে নবদ্বীপ ১৷৷০
সাধনকণ ৴০
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
নবদ্বীপশতক ৴০

৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৵১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)
৪১। ব্রহ্মসংহিতা
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাত্বতবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷৷০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷৷০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৵০
৬২। লাইফ্ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১৷৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷৷০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ কল্পতরু ৴০
৭২। গীতাবলী ১৲
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৵৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ভোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়. ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্ক্স্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্বেমসেদ মিলে দাঙ্গা

বোম্বাইয়ে স্বেমসেদ মিলে ধর্ম্মঘট চলিতেছে। যাহারা ধর্ম্মঘট করেনাই, তাহারা কাজ করিয়া মিলের বাহিরে আসিলে ধর্ম্মঘটকারীরা তাহাদের উপর পাথর ছুড়িতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে দাঙ্গা থামিয়া যায়।

মিলের কর্ম্মকর্ত্তারা ইস্তাহার জারি করিয়াছেন যে, ধর্ম্মঘটকারীরা ইচ্ছা করিলে কার্য্যে যোগদান করিতে পারে। এপর্য্যন্ত তাহারা যোগদান করে নাই।

সুভাষ বাবুর স্বাস্থ্য

নৈনিতাল হইতে সংবাদ এই যে, সুভাষ বাবুর স্বাস্থ্য ক্রমশঃ খারাপ হইতেছে। তাঁহার টিউবারাকিউলোসিস হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

বেকার সমস্যার সমাধান

লণ্ডনের কনষ্টিটিউশনাল ক্লাবে মিঃ ষ্ট্যানলি বল্ডুইন প্রকাশ করেন যে, গবর্ণমেণ্ট একবারে যে বেকার সমস্যার সমাধান করিতেছেন তাঁহাতে আগামী ৫০ বৎসর কাজ চলিতে পারে।

হাঁচিটিকটিকি

ধর্ম্ম প্রচারক রেভারেণ্ড ওটামা জার্ম্মানিতে একটি বৌদ্ধমঠ ক্রয়, স্বাস্থ্যোদ্ধার এবং ধর্ম্ম প্রচারের জন্য যাইতে চাহেন। সরকার বাহাদুর তাহাকে ছাড়পত্র না দেওয়ায় তাঁহার জার্ম্মানি যাওয়া হইল না।

ক্রিন সরকার বাহাদুরকে উপযুক্ত প্রতিশ্রুতি দিতেও সম্মত ছিলেন; কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হইলনা।

অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন

অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন লীগের কার্য্য খুব জোরে চলিতেছে। মিঃ জি, ডি বিরলা প্রেসিডেণ্ট এবং মিঃ এ, ভি, ঠাকুর সেক্রেটারি হইলেন। বিরলা সাহেবের টাকা ও বুদ্ধির জোর এবং ঠাকুর সাহেবের অকপট অদম্য অধ্যবসায় একাজে লাগিয়াছে। সনাতনীরাও তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছে।

লোকের প্রতিজ্ঞা

তিনি আরও বলেন যে বহুবিজ্ঞ লোক যাঁহারা সারা ভারত ভ্রমণ করিয়াছেন এবং আরও যাঁহারা তাহারই মত অস্পৃশ্যতার নিন্দাত্মক প্রস্তাব সমূহ প্রকাশ্য সভায় গ্রহণ করিয়াছেন ও যাহারা অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন তাঁহাদেরই বিরুদ্ধে সেই পক্ষ লোকের বিরুদ্ধেই তিনি প্রায়োপবেশন করিয়াছেন।

রেডশার্ট

বোম্বাইয়ে দত্তাত্রেয় যশোবন্ত নামক একব্যক্তির বিরুদ্ধে একজন গ্রেপ্তারীকৃত পিকেটার সন্ধান দেয়, যশোবন্তের ঘর খানাতল্লাসে একটী সাইকল, লালকুর্ত্তা (বেল শভিজমের চিহ্ন), কংগ্রেস সাহিত্য প্রভৃতি পাওয়া যায়। আসামী বলে যে, কংগ্রেসকে সাহায্য করা দূরে থাকুক, সে বরং গবর্ণমেণ্টকেই সাহায্য করিয়াছে; সে একজন গোয়েন্দাবিভাগের কর্ম্মচারীকে সাক্ষী মানে, কিন্তু তিনি তাহার সপক্ষে কোন কথা বলেন নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার বিচার করিয়া কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডের আদেশ দান করেন।

আগামী এসেম্বলি

আগামী অধিবেশনে ভারতীয় আইন পরিষদে অর্ডিনান্স বিল অটোয়া কনফারেন্স বিল প্রভৃতি পেশ হইবে।

সমস্ত বিল সম্বন্ধীয় লড়াইয়ে সরকারের জয় অনিবার্য্য, কারণ সভায় সরকার পক্ষীয় সদস্য সংখ্যাই বেশী।

অটোয়া বিল

বিলাতের কমন্সসভায় অটোয়া বিলের তৃতীয় পাঠ শেষ হইয়াছে। অটোয়ার ব্যাপারে চুক্তি প্রস্তাব কমন্স সভা গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় লৌহ ব্যবসায়ীদিগের লৌহ আমদানি সম্পর্কীয় চুক্তি হইয়াছে। উভয় পক্ষই অটোয়া চুক্তি গ্রহণ করিয়াছেন।

সাইকেল প্রতিযোগিতা

কালীতলা বারোয়ারি সমিতির উদ্যোগে কে কতক্ষণ সাইকেলে চড়িয়া থাকিতে পারে সেই বিষয়ে প্রতিযোগিতা হয়। রংপুরের মৌলবী গোলাম দস্তর ৪৩ ঘণ্টা ১ মিনিট কাল সাইকেলের উপর চড়িয়া থাকেন। তিনি উত্তর বঙ্গের রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছেন।

স্ত্রী নির্য্যাতন

কলিকাতা জোড়াবাগান পুলিশকোর্টে দুর্গাবালাদাসী নামে একটী বালিকার মাতুল এজাহার দেয় যে, বালিকাটির পিতা তাহাকে বালিকাটীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাহার শ্বশুর বাড়ী পাঠায়। কিন্তু বালিকার স্বামী তারকদাস মল্লিক এবং তাহার শ্বাশুড়ী মাতুলকে অপমান করিয়া বহিষ্কৃত করিয়া দেয় রান্নাঘরের জানালা দিয়া মাতুল ও ভাগিনেয়ীর কথাবার্ত্তায় প্রকাশ পায় যে, বালিকাটী স্বামী ও শ্বাশুড়ীর দ্বারা প্রহৃত এবং অত্যাচারিত হয়। মাতুল আসিয়া বালিকার পিতাকে ঐসংবাদ দেয়। বালিকাটীকে দুই এক দিন পরে তাহার স্বামীর বাটী হইতে উদ্ধার করা হয়।

নূতন দল

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, এক বৎসর পূর্ব্বে মাদ্রাজে জাষ্টিস দল নামে একটি দল গঠিত হয়।

বর্ত্তমানে জাষ্টিস দল হইতে নূতন মন্ত্রিমণ্ডলী গঠনের ফলে মিঃ নাইডুর অনুগত একজন সদস্য ব্যবস্থাপক সভার জাষ্টিসদল পরিত্যাগ করিয়া "জাষ্টিস গণতান্ত্রিক দল" নামে একটী নূতন দল গঠন করিয়াছেন।

যে কোন মতাবলম্বী সকল সম্প্রদায়ের লোক এই দলে যোগদান করিতে পারিবে।

খুন ও ষ্টেশন ভস্মীভূত

মাঞ্চুরিয়ার সুপিংকাই নামক একটি রেলষ্টেশন দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ভস্মীভূত হইয়াছে। তিনজন কর্ম্মচারী পুড়িয়া মরিয়াছে এবং ডাকাতদের গুলিতে তিনজন প্রাণত্যাগ করিয়াছে। একটী রেলগাড়ী পূর্ণবেগে চালিত হইয়া দস্যুদলের হাত হইতে রক্ষাপায়।

ভীষণ খুন

বার্লিনের প্রসিদ্ধা গায়িকা আষ্ট্রাউড গানকরিয়া থিয়েটার হইতে বহির্গত হইবার সময় তাহার স্বামী তাহাকে গুলি মারিয়া খুন করে।

অনশন ব্রত

মিঃ গান্ধির অনশন ব্রত সম্বন্ধে কেহ কেহ আপত্তি করায় তিনি উত্তর দিয়াছেন যে ধর্ম্মগত ভাবে তিনি এ সমস্ত বিষয়ে উত্তর দিতে পারেন না। তিনি ঈশ্বরের আদেশে উপবাস করিয়াছেন এবং পুনরায় ঈশ্বরের আদেশ হইলে উপবাস করিবেন।

জাগরিত কর

তিনি বলেন যে, অস্পৃশ্যদের মনে এই ধারণা জাগাইতে হইবে যে তাহাদের শৃঙ্খল ভঙ্গ হইয়াছে।

মন্ত্রিদল বদল

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, মাদ্রাজের মন্ত্রিদল কাজে জবাব দিয়াছেন। বোব্বিলির রাজা নূতন মন্ত্রিদল গঠন করিবার জন্য লাটসাহেব কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াছেন।

ধরপাকড়

যশোরহাটে আফিমের দোকানে পিকেট করার জন্য গত ১২ই অক্টোবর তারিখে চার জন গ্রেপ্তার হয়। গত ৩রা নবেম্বর তারিখে তাহাদের বিচার হয়। তাহারা প্রমানাভাবে খালাস পাইয়াছে, কিন্তু এতদিন তাহারা পুলিশ কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক জেলে আটক ছিল।

স্বেচ্ছাসেবকেরা পুলিশের হাত হইতে নবাবগঞ্জ কংগ্রেসকমিটি ও অভয় আশ্রম পুনর্দখল করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। তিন সপ্তাহ ধরিয়া এই কাণ্ড চলিতেছে: পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতেছে। এপর্য্যন্ত ৪৮ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে।

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আটক আছেন। তাঁহার পত্নী অত্যন্ত পীড়িত। এজন্য পণ্ডিতজীকে যাহাতে গবর্ণমেণ্ট ছাড়িয়া দেন, সেবিষয়ে চেষ্টা চলিতেছে।

জার্ম্মানীতেও নির্ব্বাচন সংগ্রাম খুব জোরে চলিতেছে। দাঙ্গা হাঙ্গামার কামাই নাই। প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবার্গ এখন হইতে নির্ব্বাচন দিবস পর্য্যন্ত সমস্ত সভাসমিতি বন্ধ করিয়াছেন। পুলিশ এখন পর্য্যন্ত দাঙ্গা থামান ব্যাপারে লিপ্ত থাকায় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। সভাসমিতি বন্ধ থাকিলে তাহারা বিশ্রাম পাইবে।

প্রতারণা

আলিপুরের পুলিশ আদালতে জলপাইগুড়ি কল্যাণী চা কোম্পানীর তিনজন ডিরেক্টার, এবং সেক্রেটারি ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং করপোরেশনের দ্বারা প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছেন।

প্রকাশ এই যে, তাঁহারা ব্যাঙ্ক হইতে অগ্রিম টাকা ধার করিবার উদ্দেশ্যে চা-বাগানের ১৯৩১ সালের ফসল বন্ধক রাখেন। চুক্তি থাকে যে আসামীর ফসল জন্যই বীমা করিবেন এবং ফসলের ঐ টাকা খরচ করিবেন, কিন্তু ঐ চুক্তি অনুসারে কার্য্য হয় নাই। আসামীরা সাড়েবারহাজার টাকার উপর দাদন গ্রহণ করেন।

কলেজে পাহারা

মিঃ সেনগুপ্তকে রঞ্জন রশ্মি দ্বারা পরীক্ষার জন্য কলিকাতা মেডিকেল কলেজে আনা হইয়াছে, তাঁহাকে পুলিশ পাহারায় রাখা হইয়াছে।

দৈ নি ক

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাষিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
প্রতি
সংখ্যা ৵৫

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রী অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২০৫তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৩শে কার্ত্তিক বুধবার ১৩৩৯, ৯ই নভেম্বর ১৯৩২

নানা কথা

নূতন ছাত্রাবাস

নদীয়া জেলার অন্তর্গত চুয়াডাঙ্গা ভি, .ই৮ স্কুলের সংলগ্ন একটী মুসলমান ছাত্রাবাস নির্ম্মিত হইবে। আগামী ১১ই নভেম্বর শুক্রবার তারিখে বাংলা সরকারের কার্য্যকরী সমিতির সদস্য অনারেবল নাইট সার এ, কে গজনভি কে, টি মহোদয় ছাত্রাবাসের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করিবেন।

শুয়ার অত্যাচার

নবদ্বীপ এবং সন্নিকটস্থ গ্রাম সমূহে শুয়া পোকার অত্যাচার অত্যন্ত বেশী হইয়াছে। উহারা সজিনাগাছগুলি পত্রশূন্য করিয়া ফেলিয়াছে। প্রায় সকল লোকই শুয়াস্পর্শ করার ফল ভোগ করিতেছে।

চুয়াডাঙ্গায় গজনভি সাহেব

আগামী শুক্রবার ১১ই নবেম্বর তারিখে অপরাহ্ণ ৪ঘটিকার সময় চুয়াডাঙ্গা কাছারী-প্রাঙ্গণে একটি বৈকালিক উৎসব হবে। বঙ্গের কার্য্যকরী সমিতির সভ্য অনারেবল অলহজ সার এ, কে, গজনভি, কে, টি মহোদয়কে বিশেষ সম্মান প্রদর্শনের জন্য ঐ উৎসবের আয়োজন হইয়াছে। চুয়াডাঙ্গা ইম্প্রুভমেণ্ট কমিটীর প্রেসিডেণ্ট মুসফিক্ত এই উপলক্ষে নদীয়া জেলার প্রধান সমূহের কর্ত্তৃপক্ষকে আহ্বান করিয়াছেন।

পুলিশে ডাকাতে যুদ্ধ

সাইকেল চুরিতে সশ্রম কারাদণ্ড

বার্লিনে ভীষণ কাণ্ড

সমরসজ্জার হ্রাস

বেকার ও সোভিয়েট

প্রোসেসনে দণ্ড

রাজনৈতিক

অনাথেশ্বর পাঠশালা

কৈফিয়ৎ চাই

নূতন মন্ত্রিদল

মিলন-বৈঠক

অনাথেশ্বর পাঠশালা

কৃষ্ণনগরে অনুন্নত শ্রেণীর জন্য অনাথেশ্বর পাঠশালা নামে একটী অবৈতনিক পাঠশালা খোলা হইয়াছে। কৃষ্ণনগর মিউনিসিপালিটি সাহায্য করিতেছেন, জেলাবোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষও সাহায্য দিবার বিষয় চিন্তা করিতেছেন। ছাত্রদিগকে বিনা পয়সায় পুস্তকাদি বিতরিত হয়।

নলকূপ সারান

নদীয়ার কর্ত্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছেন যে লোকালবোর্ডের অধীনে টিউবওয়েল সারিবার মিস্ত্রী রাখা হইবে। ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার লক্ষ্য রাখিবেন যে লোকাল-বোর্ডের নিকট যথেষ্ট কলকব্জা আছে।

কালাজ্বর-কেন্দ্র

নদীয়া জেলায় বর্ত্তমান বৎসরে ৫টী স্থানে ৬টী কালাজ্বর-কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এবং ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড মিলিয়া ৩৬৫০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। মেহেরপুর সাবডিভিসনের তেঁতুলবেড়িয়ায় একটী কালাজ্বর-কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

বার্লিনে ভীষণ কাণ্ড

বার্লিনে শ্রমিক ধর্ম্মঘটকারিগণ আটটী মোটরগাড়ী চূর্ণ করিয়া ফেলে। পুলিশ গুলি চালায়। একজন নিহত এবং কয়েক জন আহত হয়। তিন শতাধিক লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে। নাজীদলের পোরমিট কর্ম্মচারীর মৃত্যু হইয়াছে; বহু সহস্র ট্রাম এবং অট সহস্র বাসের মধ্যে এক শতেরও কম গাড়ী যাতায়াত করিতেছে। প্রস্তর বর্ষণের ফলে ট্রাম বাহির হইবামাত্র ডিপোয় ফিরান হয়।

টাকা বন্ধ

কুষ্টিয়ার লোকালবোর্ড কতকগুলি প্রাইমারিস্কুলে প্রদত্ত সাহায্য বন্ধ করিয়াছেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ.	শ্রীধাম বৃন্দাবন	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	ঐ	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঐ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	ঐ	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি-নেমি	ঐ
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য		১১ শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	ঐ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঐ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	ঐ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	ঐ	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	ঐ		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় স্থাপিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে বৈষ্ণবতোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেবাবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখাৰ্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী,

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতি, শ্রীপাদ জগচ্চন্দ্র দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ্মীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃত দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীসনৎকুমার দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোদণ্ড, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালি দাসাধিকারী। শ্রীপা[illegible] দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ নরেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) ঠাকুর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী রতিরঞ্জ।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোক্রম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযতীন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীভক্তদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী.

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

৮ এসাউথ মালাকা প্রয়াগ ইউ. পি

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীমঙ্গলদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চকালিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাণীবাঁধ বর্দ্ধমান।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রী বিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীতারপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন,

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ [illegible]প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

চাঁদনী বাজার, কটক।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনামসংকীর্ত্তন ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চুঁচুড়া, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শন।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাঝু, হাওড়া

এখানে ৪৬ ভুজমহিমা শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নথ গোপালপুরম, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ,

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) খাদ্দগোপাল পাট

কাঠালপাড়া, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

গুরু-পাদপদ্মের অলৌকিক অভিমর্ত্ত্য চরিত্র আমাদের ন্যায় অজ্ঞের নিকট প্রকাশ করিয়া আমাদের প্রতি অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করিয়াছ।

যেদিন আমরা তোমাকে সাক্ষাৎ ব্রজধামবাসী জানিয়া তোমার অনন্যভজন ও কৃপার কথা স্মরণ পূর্ব্বক তোমার আনুগত্য স্বীকার করিব তখনই আমরা ভজনপথে অগ্রসর হইতে পারিব এতদ্ব্যতীত আমাদের আর অন্য কোন গতি নাই।

শ্রীল গৌরকিশোরৈক-প্রাণ তুমি তৃণাদপি সুনীচ ও 'অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার' শ্লোকদ্বয়ের দেদীপ্যমান মূর্ত্তবিগ্রহ। তোমার পাদপদ্মপ্রান্তে যাঁহারা নিষ্কপটে বসিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন তাঁহাদের কখনও কুপথরূপা অশ্রাব্য শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা অর্থাৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত উপলব্ধিতে বিরুদ্ধ উপস্থিত হয় না, সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেই একথা তোমার কৃপায় উপলব্ধি করিতে পারিয়া ধন্য হইয়াছেন।

অনেকে শ্রীমদ্ভাগবতের ভাণ করিয়া শাস্ত্রীয় সদাচার লোককে দেখাইয়া নিজ নিজ বিষয় চেষ্টায় ব্যস্ত হ'ন। তাঁহাদের সেই বিষয়-চেষ্টা গোস্বামী শাস্ত্রে বিষ্ঠার সহিত তুলনা করা হইয়াছে দেখাইবার জন্য ধর্ম্মশালায় সাধারণের পুরীষত্যাগের স্থানে তুমি প্রায় ছয় মাসকাল বাস করিয়াছিলে। শ্রীচৈতন্যদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া যাহারা বিষয় বিষ্ঠাকে আবাহন করে, নিজ প্রতিষ্ঠা বিষ্ঠার দুর্গন্ধ প্রচার করিবার জন্য তাহাদের শিক্ষার আদর্শ স্বরূপ হইয়া তুমি অশৌচ্য রূপে আবির্ভূত হইবার অভিনয় করিয়াছিলে। লোকসকল পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বৈষ্ণবসজ্জায় বিষয়ের আহ্বান করিতেছেন তাহা নিতান্ত অন্যায়, ইহা তুমি তোমার আদর্শজীবনে সকলকে দেখাইয়াছ।

প্রকৃত আদর্শ নিষ্কিঞ্চন মহাজন তুমি আমাদের পরমগুরু প্রভুবররূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলে। হে বিশ্বভুবন নিষ্কিঞ্চনের ..., তুমি ... যদি ... গোস্বামী তুমি ও শ্রীল সুন্দরবর ... না আসিতে, আর যদি তোমার কৃপাপূর্ব্বক তোমাদের অভিন্নবিগ্রহ আমাদের শ্রীল প্রভুপাদকে না পাঠাইতে তাহা হইলে মায়া-কবলিত বিষয়-মদান্ধ অজ্ঞ আমাদের যে কি গতি হইত, আমরা কালনদীর স্রোতে কোথায় কোন্ অজানাদেশে ভাসিয়া যাইতাম তাহার স্থিরতা নাই। তাই বলি, হে প্রভো, তোমার কৃপা অসীম, অনন্ত ও অমন্দোদয়। তোমার এই দান নিত্য অতুলনীয়, অবক্তব্য, বর্ণনাতীত এবং ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অগম্য।

হে শ্রীগৌরকিশোর প্রভু! আজ তোমার কৃপাপ্রদত্ত তোমার অভিন্নবিগ্রহ অমূল্যগুণনিধি শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় আজ আমরা গৌরকরুণার কথা শিক্ষা লাভ করিতেছি। তোমার এই নিত্যমঙ্গলপ্রদায়িনী অমন্দোদয়-দয়ার জন্য আমরা তোমার ঐ অভয় পাদপদ্মে চিরঋণী। আমাদের এমন কোন যোগ্যতা, এমন কোন উপায়ন নাই যা দিয়া আজ তোমার এই মহাবিজয়তিথিতে তোমার পূজা করিব। তাই আমাদের সকরুণ প্রার্থনা—এই পরমপূজ্যা ভক্তিদেবীস্বরূপিণী তিথিদিবসে কি দিয়া আমরা তোমার পূজা করিব, আমাদিগের শিখাইয়া দাও। তবে তোমার অভিন্নবিগ্রহ মূর্ত্তভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর কৃপায় জানিতে পারিয়াছি যে, তুমি বিপ্রলম্ভের পরিপোষ্টা শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-প্রচারক। কৃপা কর, যেন সেই রাধারসমাধুরীতত্ত্ব শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট শুদ্ধকীর্ত্তনে আমাদের অধিকার হয়। আমরা যেন নিজ স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ করিয়া অনুক্ষণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট সেবার উপকরণ-রূপে নিজদিগকে পরিণত করিতে পারি।

হে গৌরকিশোর প্রভু! তোমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম শ্রীল প্রভুপাদের নিত্য দাসাভিলাষী আমরা শিশু ও অবোধ হইয়াও প্রভুর সম্বন্ধে তোমার স্নেহ ও কৃপার ভাজন। তোমার সহিত এই সম্বন্ধ স্মরণ করিয়া আমাদের হর্ষ হইলেও তোমার বিরহে আমরা আজ অত্যন্ত অভিভূত হইয়া তোমার অলৌকিক গুণরাশি স্মরণ করিতেছি।

হে জগদ্গুরো, তোমার পাদপদ্মে আমাদের চিত্ত সংযুক্ত হউক এবং কৃষ্ণপ্রেমদাতা শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মসেবায় জীবনে মরণে শয়নে-স্বপনে কি সুখে কি দুঃখে সর্ব্বাবস্থায় সকল সময়ে সকল জন্মেই যেন আমাদের নিত্যরতি হয় ইহাই তোমার চরণকমলে আমাদের করজোড়ে কাতর প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

সংক্ষিপ্ত ডায়েরী

অষ্টাদশ দিবস

[২৬।১০।৩২ বুধবার]

যাবটে কিশোরীকুণ্ড তীরে রাত্রি যাপন করিয়া অদ্য প্রাতে ৭॥ টায় পরিক্রমা বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। অদ্য হরিবাসর, মধ্যাহ্নে অনুকল্পের ব্যবস্থা থাকায় এখান হইতে পরিক্রমা নন্দগ্রামে পৌঁছিয়া সেখানে মধ্যাহ্নে অনুকল্প ও বিশ্রাম করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ আদেশ করায় পরিক্রমা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া বাহির হইলেন। হিন্দি, বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষায় নামাঙ্কিত "শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার পতাকা ও নিশান সমূহ ধারণ করিয়া যাত্রিগণ "জয় রাধে, জয় কৃষ্ণ, জয় বৃন্দাবন" মৃদঙ্গ-করতাল সহযোগে কীর্ত্তন করিতে করিতে নিকটস্থ অভিমন্যু আয়ান ঘোষের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হ'ন।

অভিমন্যু ঘোষের বাটী

অভিমন্যু আয়ান ঘোষের বাটী সমতল ভূমি হইতে অন্ততঃ ১৫০ ফুট একটী উচ্চ টীলার উপর অবস্থিত। এস্থানে শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি বিরাজমান। বাটী দোতালা, দোতালার উপর শ্রীমতীর শ্রীচরণ-চিহ্ন আছে। এই দোতালার উপর হইতে শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী গোচারণ ভূমিতে শ্রীকৃষ্ণের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেন। যে স্থানে দাঁড়াইয়া দেখিতেন, সেই স্থানটীতে চরণ-চিহ্ন আছে। এই মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি ব্যতীত কালীমূর্ত্তিও আছে। কেহ বলেন যে, অভিমন্যু ঘোষ কালীপূজা করিতেন, কেহ বলেন এখানে শ্রীকৃষ্ণ কালমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। এই অভিমন্যু ঘোষের সহিত শ্রীমতীর বিবাহ হইয়াছিল। এইটী শ্রীমতীর শ্বশুর বাটী। এখানকার পূজারী একজন বাঙ্গালী; তিনি বলেন যে, এখানকার সেবার জন্য কোন বাঁধাবন্দোবস্ত নাই, যাত্রিগণের প্রণামীর উপরই সেবা সম্পূর্ণ নির্ভর করায় সেবার ও অন্যান্য মন্দির সংস্কারাদি কার্য্য অতি কষ্টে চলিতেছে। এই সমস্ত কারণ দেখাইয়া পূজারী মহাশয় শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিগণের নিকট কাতরভাবে প্রার্থনা জানান, যাহাতে এখানকার সেবাটী ভবিষ্যতে লুপ্ত হইয়া না যায়।

চিত্রকুণ্ড

এখান হইতে কিছুদূরে গিয়া 'চিত্রকুণ্ড' নামে একটী কুণ্ডে পরিক্রমা গিয়া উপস্থিত হ'ন। চিত্র অর্থে 'বস্ত্র'। এস্থানে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের বস্ত্রহরণ-লীলা করিয়াছিলেন। এই কুণ্ডের তীরে দাউজীর শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ বর্ত্তমান। এই কুণ্ড তীরে পরিক্রমাকারিগণ সমবেত হইয়া উপবেশন করিলে পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে লিখিত হইল।

সুন্দরানন্দ প্রভুর বক্তৃতা

দৈন্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ সুন্দরানন্দ প্রভু বলেন যে, শ্রীল প্রভুপাদ যাঁহাকে এই ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা চালনা করিবার নেতৃত্ব প্রদান করিয়াছেন, সেই শ্রীপাদ বন মহারাজের আদেশে আমি কিছু বলিতে সাহস করিতেছি—এই গ্রামটী যাবট গ্রাম নামে প্রচলিত। যাবট = যাবক + বট। যাবক অর্থে অলক্ত বা আলতা, বট অর্থে বটবৃক্ষ। অপ্রাকৃত-রসিক-নাগর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয়তমা বৃষভানুনন্দিনীর পায়ে এই স্থানে আলতা পরাইয়া দিয়াছিলেন তাই এস্থানের নাম যাবট হইয়াছে।

এই স্থানটী গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের একটী ভজনের স্থান। অপ্রাকৃত পারকীয় রস অপেক্ষা রসের উৎকর্ষতা আর কোথাও নাই, ইহা শ্রীকৃষ্ণলীলায় প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই অপ্রাকৃত পারকীয় রসের জন্মস্থান বৃষভানুপুরে এবং তারই প্রস্ফুটিত অবস্থা এখানে বিস্তার হইয়াছিল। এই যাবটেই রূপানুগগণের ভজনরহস্য প্রকটিত হইয়াছিল। বহির্ম্মুখগণকে বঞ্চিত ক'রে যে ভজন তাহাই রূপানুগগণের ভজন-রহস্য। পরপুরুষে আসক্ত নারী যেমন সংসারের সমস্ত কার্য্য করিয়াও পরপুরুষে আসক্ত হইয়া তাহাতেই মন-প্রাণ ঢালিয়া দেয়, সেইরূপ শ্রীমতী অপরের বিবাহিতা হইলেও পরম-পতি শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে মন-প্রাণ সমস্ত অর্পণ করিয়া কৃষ্ণ ভজনের আদর্শ দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে "পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু ইত্যাদি" শ্লোকটী আলোচিত হয়।

আপনারা আয়ান ঘোষের বাটীতে জটীলা ও কুটীলাকে এক প্রকোষ্ঠে দেখে'ছেন এবং আয়ান ঘোষের মুখোমুখী কালীমূর্ত্তি ও দেখে'ছেন। যাঁহারা কৃষ্ণসেবা করবেনা, তথাকথিত শাক্ত হ'য়ে ইতর দেবতার ভজনে রত হ'বে তাদের জন্য, সেই আয়ান ঘোষের মত লোকের জন্য কৃষ্ণ কালী হ'য়েছিলেন, তাঁ'দের বঞ্চনা করবার জন্য। কৃষ্ণসেবা যা'রা করবেনা, তা'রাই বঞ্চিত হ'বে।

আয়ানঘোষ তাই কালীমূর্ত্তি দেখেছিল ও বঞ্চিত হ'য়েছিল। যারা কৃষ্ণ সেবা করবে না তা'রা শাক্ত-ধর্ম্মে অভিষিক্ত হ'য়ে যাবে। যাঁরা বাস্তব পক্ষে শ্রীগুরু পাদপদ্ম আশ্রয় করবেন তাঁ'রাই যাবটের অপ্রাকৃত-রহস্য উপলব্ধি করতে পারবেন। নচেৎ আমরা আয়ান ঘোষ হ'য়ে যাব। যেমন শ্রীমতীর সূর্য্যপূজার ছলনা লোককে ভোগা দিবার জন্য সেইরূপ শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যের প্রচারিত ভজন-প্রণালীও বহির্ম্মুখ লোককে ভোগা দিবার জন্য। বহির্ম্মুখ লোক আমরা অনেকেই গৌড়ীয়মঠের ঐশ্বর্য্য, মোটর গাড়ী, উৎসবের প্রাচুর্য্য প্রভৃতি দেখে' আয়ান ঘোষ হ'য়ে যাচ্ছি। সূর্য্যের জ্যোতির অভ্যন্তরে যে শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি আছেন তাহা দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের হ'চ্ছে না। জটীলা, ও কুটীলা ও আয়ান ঘোষকে বঞ্চিত করিয়া শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী শ্রীকৃষ্ণের সহিত এস্থানে বিলাস করিয়াছিলেন। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় যদি আমাদের কোনদিন তল্লীলার প্রবেশাধিকার লাভ হ'য়, তবেই আমরা যাবটের মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিব। তাই এই যাবটের মহিমা শ্রীল প্রভুপাদ গতকল্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা হইতে পাঠ করিয়াছিলেন।

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

ভক্তিসাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালার আস্বাদন হইতে চান, তাঁহারা শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায় সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহাঁর একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

যাগীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মঞ্জহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এন্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসম্বলিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এন্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কভ্‌বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

পূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয় অনুবাদ-মাধ্ব চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৴০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মুহুদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

কৃপাময়বর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের কর্ত্তব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'দম্ভব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কৃষ্ণসেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'ভগবৎ সর্ব্বদা পবিত্রাত্মা', 'জড়াসক্ত হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য বস্তু লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৷৹ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মকল্যাণ-প্রদায়িনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ নিন্দদায়িনী জীবন্ত বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বেদাধ্যয়ন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবামভাবনী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সত্যধর্ম্ম ও প্রাকৃত সত্যধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক বক্তৃতা সংযোজিত। ভিক্ষা ৷৹ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীদেব স্বামীপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মাহাত্ম্য, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুরংশ অপূর্ব্ব মধুরসাপ্লুত-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকারাধনা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, [illegible], বৈষ্ণব, শ্রীশ্রীবাসদেবার আবির্ভাব প্রসঙ্গ, [illegible], শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরালোচনা, [illegible] নিত্যতা—এই নয়টি প্রামাণিক বক্তৃতা সন্নিবেশিত। ভিক্ষা ৷৹ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"[illegible] প্রণবৈকবেদা," অকৃত্রিম আচার ও [illegible] ও বিশ্বব্যাপিনী শ্রীচৈতন্যদেব, [illegible] প্রভুপাদের 'প্রাক্-নিবেদন', [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কোহিনুর [illegible], ভিক্ষা মাত্র ৷৹ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য [illegible] টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড** শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবীন দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাধাদাদের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. প্রাপ্ত প্রফেসার, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব চিত্র ও মানচিত্র-সম্বলিত ; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ঠং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালাদের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্তন, শ্রীনামসংকীর্তন, প্রেমধ্বান, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাভরণ তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। উহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত "রসিক-রঞ্জন" নামক ভাবানুবাদসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহুব্যাখ্যা-সহ বঙ্গ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীবাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্বপ্রথম। শ্রীমধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়বিচারে কিরূপ সুন্দরভাবে অভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবাবিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দেশ ইত্যাদি বিবরণগুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোহন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত ভজনযোগ্য গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যশিক্ষাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি-সহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৷০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গ্রন্থিত। এতদ্রূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় গ্রন্থ কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণাশ্রম—আশ্রম—দৃশ—শঙ্কাদি—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুচারু শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে রয়েল বৃহৎ কাগজে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা, গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের শাস্ত্রীয় প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীভক্তিবিনোদ-গ্রন্থ

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই গ্রন্থরত্ন গ্রন্থ ভাল করিয়া আয়ত্ত করিলে পারমার্থিক রাজ্যের কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় গ্রন্থ এই, স্বরূপ সম্বন্ধ ও অভয়দাত্রী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাঠ করিয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গোড়া হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখন দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর গ্রন্থ নির্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মা প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারা অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ টাকা ; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কখন প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, তাৎপর্য্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজি গ্রন্থাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নাম প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সমাধান দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদ ব্যাখ্যা গ্রন্থকর্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৶০ আনা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত

১। ভাগবত বি ৪৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৬০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যান্ত ৫০৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵৹
৩। ভাগবদ্ধাস চৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। প্রাকৃতনলিকা গুণগৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
(চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্ দর্শন ৵
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥
এ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর
(নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা
(৪৪৯ গৌরাব্দ) ৵৶
২৭। শ্রীনবদ্বীপ[illegible] ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণা ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। অর্চ্চনকণ ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। আর্চনকণ ⁄১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)
ঐ (অবাঁধা) ।⁄০
৪০ বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড)
৪১। ব্রহ্মসংহিতা
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয়
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাধ্যাবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮। সারাংশদর্শনম ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। হরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড
আনেলায়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ কল্পতরু ⁄০
৭২। গীতাবলী ১৲
৭৩। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু ⁄০

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শুদ্ধ-পথ্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ⁄০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিকপত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

[illegible]

রক্তস্বল্পের খাবার ঔষধ ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ওজন ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ৸৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

রাজনৈতিক

বাঁকুড়া জেলার জয়পুর, কোতলপুর এবং ইন্দাস থানার এলেকাধীন গ্রামসমূহে পূর্ব্ববৎ রাজনৈতিক আন্দোলন চলিতেছে। পুলিশের থানাতল্লাস, কংগ্রেস-কর্ম্মী গ্রেপ্তার, বন্দুক বাজেয়াপ্ত, বৈঠকী সভা, পিকেটিং কংগ্রেস বুলেটান প্রচার প্রভৃতি ব্যাপারে ঐ স্থান সরগরম আছে।

———

বোম্বাইএর কয়েকজন পতাকা আন্দোলন ও জয়ধ্বনি করার জন্ত গ্রেপ্তার হইয়াছে।

সাহায্য ব্যবস্থা

তাহারা খাদ্য সংগ্রহ করিতে না পারায় অফিসে যায়। রক্ষক পুলিশের এবং ওয়াই, এম, সি, এর সেক্রেটারি তাহাদের সাহায্য ব্যবস্থা করেন।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে তদন্ত করিয়া ভারত সরকারকে জানান। ভারত সরকার তাহাদিগের সাহায্যার্থ দুই হাজার টাকা প্রেরণ করেন ইহা পাঠকগণ অবগত আছেন।

পীড়িতদিগকে শম্ভুনাথ হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে এবং বিনা পয়সায় সকলকে খাদ্যদ্রব্য দান করা হইতেছে। তাহাদিগের বাসস্থানের ও সুব্যবস্থা হইয়াছে।

যাহাতে প্রত্যাগত দিগের ভবিষ্যতে কোন কষ্ট না হয় এইজন্য এক কমিটি গঠিত হইয়াছে।

———

সমরসজ্জার হ্রাস

ফ্রান্সের পর বক্সার যুদ্ধসজ্জার হ্রাস এবং দেশরক্ষার জন্ত নির্দ্ধারিত সেনাদল রাখিবার ব্যবস্থাসম্বলিত একটি প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছেন। ইহাতে জাতি-সঙ্ঘের অধীনে বিরাট বিমান শক্তি রাখিবার এবং কোন জাতি আক্রান্ত হইলে দ্রুত সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা আছে।

———

পুলিশের লাঠি

৪ঠা নভেম্বর গান্ধী দিবসে দিল্লীতে চাঁদনীচক হইতে এক শোভাযাত্রা বাহির হয় এবং জুম্মা মসজিদ হইতে মুসলমানদিগের একটী শোভাযাত্রা বাহির হয়। পুলিশ লাঠি চালাইয়া উভয় শোভাযাত্রার জনতা ছত্রভঙ্গ করে।

———

প্রত্যাগতের দুর্দ্দশা

ভারতীয় প্রবাসীরা ভারতে ফিরিয়া তাহাদের জন্মস্থানে বাস করিবার জন্ত যাইত, কিন্তু অনেক স্থানে তাহাদের আত্মীয় স্বজন মরিয়া যাওয়ায় এবং অন্যান্য কারণে তাহারা কলিকাতা মেটিয়াবুরুজে বাসা লইতে বাধ্য হইত। সেখানে তাহারা জীবিকা উপার্জন করিত; কিন্তু বর্ত্তমানে চাকুরী মেলা কঠিন হইয়া পড়ায় তাহাদের দুর্দ্দশার সীমা নাই; আবার সম্প্রতি তাহাদিগকে ঐ বাসা সমূহ হইতে উঠাইয়া দেওয়ায় বৃক্ষতল মাত্র আশ্রয় করিতে হইতেছে।

———

প্রতিকার

কমন্সসভায় মিঃ ল্যান্সবেরি শ্রমিক-দলের পক্ষ হইতে বলেন যে কাজের সুবিধার জন্ত অনেক টাকা ঋণ করা হউক, বাণিজ্য ও বেকার সমস্যার জন্ত একজন মন্ত্রী নিযুক্ত হউন, বেকারদিগের সাহায্য পরিমাণ বাড়ান হউক, শ্রমিকদিগের কার্য্যের সময় হ্রাসের জন্ত আন্তর্জ্জাতিক ভাবে চেষ্টা করা হউক।

শ্রমশিল্পবিভাগের মন্ত্রী বলেন যে, বাণিজ্যের অবস্থা উন্নত না হইলে কোনও প্রতিকার হইবে না। বৃটেনের বহু শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠান বেকার সংখ্যা হ্রাসের চেষ্টা করিতেছে। গবর্ণমেণ্ট শ্রমশিল্পের যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন।

———

বেকার

বিলাতে বেকার দল খুব আন্দোলন চালাইতেছে; তবে তাহারা শান্ত আছে। এবং জনসাধারণ তাহাদিগের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন।

আমেরিকায় গত গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা বেকার সংখ্যা ১০ লক্ষ কমিয়াছে।

———

দণ্ডহ্রাস ও অব্যাহতি

নারোত জৈমান সিং এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মোকদ্দমায় ২৭ জন হিন্দুর দণ্ডাদেশ হয়; গুরুদাসপুরের সেসন জজের আদালতে আপীলের ফলে ২৪ জনের দণ্ডাদেশ নাকচ হইয়াছে এবং ৩ জনের দণ্ডাদেশ হ্রাস হইয়াছে।

———

প্রোসেসনে দণ্ড

কলিকাতা কৈলাস বসু ষ্ট্রীটে বে-আইনী শোভাযাত্রা বাহির করায় অপরাধে জোড়াবাগান কোর্টে প্রতুল, কালী ও সুধীর নামক তিনজনের প্রতি ১২ই নভেম্বর পর্য্যন্ত হাজত বাসের আজ্ঞা হইয়াছে।

———

ডাকাতি

ব্রাহ্মণবেড়িয়ার প্রকাশ পোদ্দারের বাটীতে সশস্ত্র ডাকাতি হওয়ায় বহু যুবক গ্রেপ্তার এবং অনেক বাড়ী খানাতল্লাসী হইয়াছে। একজন স্বীকারোক্তি করিয়াছে।

উৎসব

নবপল্লীর উন্নতি সাধন কার্য্য আরম্ভ হইবে। আগামী শুক্রবার ১১ই নভেম্বর তারিখে অনারেবল আলহজ স্যার এ, কে গজনভি, কে, টি, বঙ্গের একজিকিউটীভ কাউন্সিলের মেম্বর মহোদয় এইকার্য্য সম্পর্কে প্রথম খাদের চাবড়া কাটিবেন। এই জন্ত ঐদিবস বেলা ১০টা ১৫ মিনিটের সময় চুয়াডাঙ্গা টাউনহলে একটি উৎসবের আয়োজন হইয়াছে। গজনবি সাহেবকে এই উপলক্ষে সাদর সম্ভাষণ করা হইবে। বেলা ১২টা ৩০ মিনিটের সময় মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা আছে। এই উৎসবে উপস্থিত হইবার জন্ত নদীয়া জেলার প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।

———

কৈফিয়ৎ চাই

বর্ত্তমানে ইংলণ্ড ইরাকের অভিভাবক আছেন। যখন এই অভিভাবকত্বার অবসান হইবে তখন ইরাকের শাসন ব্যবস্থা কিরূপ হইবে এ বিষয়ে আমেরিকার যুক্তরাজ্য ইংলণ্ডের নিকট কৈফিয়ৎ চাহিয়াছেন।

———

মিলন বৈঠক

বঙ্গ, সিন্ধু ও পাঞ্জাব সম্বন্ধে আলোচনার জন্ত এলাহাবাদ সর্ব্বদল সম্মেলনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কমিটী গঠিত করা হইয়াছে।

সিন্ধু প্রদেশ বোম্বাই প্রেসিডেন্সি হইতে পৃথক করা হইবে কি না, এসম্বন্ধে হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধিগণ একমত হইতে পারিলেন না। হিন্দুরা সিন্ধুকে বোম্বাইএর ভিতর রাখিতে চাহেন।

মিলন সম্বন্ধে অনেকেই হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। সিন্ধু সমস্যাই মিলনের বিশেষ অন্তরায় হইতেছে।

শিখ প্রতিনিধিবর্গ প্রস্তাব করিতেছেন যে, পাঞ্জাবকে দুই ভাগ করিয়া সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের মীমাংসা করা হউক।

পণ্ডিত মদনমোহনমালব্য এখনও মিলনের আশা রাখেন।

———

নূতন মন্ত্রিদল

গত ৫ই নভেম্বর তারিখের পূর্ব্বাহ্নে বেরিলির রাজা, মিঃ পি, টি রাজন এবং মিঃ কুমার স্বামী রেড্ডিয়ার মাদ্রাজের মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করেন। রাজা সাহেব স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

———

বেকার ও সোভিয়েট

বিলাতে বেকার আন্দোলন সম্পর্কে আদালতে এক অদ্ভুত কথার উদ্ভব হইয়াছে। বেকারদিগের নেতা নাকি রুশিয়ার সোভিয়েটদিগের সহিত সম্পর্কিত। তাহারা সাম্রাজ্যের একটা বিরাট বেকার অভিযান করিয়া সমস্ত গবর্ণমেণ্টকে বিপর্য্যস্ত করিতে চায়। এইরূপে তাহারা জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া ব্যাপক বিদ্রোহ সৃষ্টি করিয়া বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রসমূহ ভীষণ বিপ্লব-বন্যায় ভাসাইবার চেষ্টা করিতেছে।

———

পুলিশে ডাকাতে যুদ্ধ

কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত পাকুন্দিয়া থানার অধীন জামালপুর গ্রামে ডাকাতি হইবে সংবাদ পাইয়া সার্কেল ইনস্পেক্টার সেই দিকে যান। ডাকাতদিগের সহিত পুলিশের গুলি চালাচালি হয়। অবশেষে ছয় জন ডাকাত ক্লান্ত হইয়া পড়ায় পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে। একজন ডাকাত কিছু পরেই মারা যায়। তিনজন কনষ্টেবল আহত হইয়াছে।

———

সাইকেল চুরিতে সশ্রম কারাদণ্ড

কলিকাতা এণ্টালির একটী মোটর কারখানা হইতে একটী সাইকেল চুরি যায়। পাঁচুসেখ নামক এক ব্যক্তি উহা চুরি করার অপরাধে শিয়ালদহ পুলিশ কোর্টে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আজ্ঞা পায়। সে পূর্ব্বে ছয় বার দাগী হইয়াছে।

———

বগুড়া জেলার জয়পুরহাটে পটকা ফাটা সম্পর্কে যাহারা ধৃত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে মাত্র একজনকে জামীনে মুক্ত দেওয়া হইয়াছে। বাকী সকলে হাজতে বাস করিতেছে।

———

খুনে ১৮ মাস

ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়ার ফলে গৌর সর্দ্দার নামক বসিরহাট নিবাসীকে তাহার ভাই দিগম্বর লাঠীমারে তাহার ফলে গৌর মারা যায়।

আলিপুরের দায়রা বিচারে দিগম্বর ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ পায়। তাহার পিতা ও ভ্রাতা হরিপদও দায়রা সোপর্দ্দ হয়, কিন্তু তাহারা খালাস পায়

———

লোহার কড়ি
বরগা
করগেট টীন, ... দালানের ... রেলিং ও থাম
... বিক্রয় করি
... ষ্ট্রীট ... ফোন ৪৪...

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

Reg. No. C1544.

নদীয়া-প্রকাশ

THE

NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

বিজ্ঞাপনের হার	সাহায্যের হার
প্রতিবারে	অগ্রিম দেয়
প্রতি ইঞ্চি ১৲	বার্ষিক ৯৲
প্রতি কলম ৬৲	ষান্মাসিক ৫৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹	ত্রৈমাসিক ২৸৹
সিকি কলম ২৲	মাসিক ১৲
চুক্তির ভাব স্বতন্ত্র।	প্রতি সংখ্যা ৴৫

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২০৬তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৪শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার ১৩৩৯, ১০ই নভেম্বর ১৯৩২

মিঃ গান্ধীজীর বিবৃতি

পঞ্জাব সমস্যা

বোম্বাইয়ে মৌলানা

অর্ডিনান্স বিল

বাংলার মীমাংসা শেষ

কলিকাতায় গ্রেপ্তার

বিজ্ঞান সভায় পরা

সার্ব্বজনীন ভোজ

সাইকেলে পৃথিবী ভ্রমণ

পাত্রের বিবৃতি

হাকিম খুনের মামলা

নানা কথা

মিঃ গান্ধীজীর বিবৃতি

মিঃ গান্ধী বিবৃতিতে প্রকাশ করিয়াছেন যে, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, পংক্তি ভোজন এবং অসবর্ণ বিবাহ পরস্পর সংশ্লিষ্ট নহে। হিন্দু ধর্ম্মের সহিত পংক্তি ভোজন ও অসবর্ণ বিবাহের বিরোধ নাই।" এই বিরোধ সামাজিক রীতি মাত্র। উহা হিন্দুধর্ম্মের অধোগতির সময় হিন্দু সমাজে স্থান দখল করে।

তিনি বলেন যে এই অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন আন্দোলন বহু পূর্ব্বে আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল। মিঃ, গান্ধী আরও বলেন যে তথাকথিত সনাতনীরা তাঁহাকে গালি দিলেও তিনি নিজকে সনাতনী হিন্দু মনে করেন। তিনি বেদকে অজ্ঞাতনামা মহর্ষিবৃন্দের উপদেশাবলীর সংগ্রহমাত্র মনে করেন।

তিনি জোরের সহিত বলেন যে, গত ৪০ বৎসর তিনি গীতার উপদেশানুসারে অক্ষরে অক্ষরে জীবন যাপন করিয়াছেন।

যমুনালাল বাজাজের পুত্র ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের ১৮৮ ধারার অপরাধে ২০০৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। টাকা না দিতে পারিলে এক মাস কারাবাসের আদেশ হয়। জরিমানার মধ্যে ৯৫৶০ আদায় হইলেও আসামীকে ২৬ দিন আটক রাখা হয়।

মিঃ বাজাজ ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারির উপর নোটিস দিয়াছেন যে, যদি এই অন্যায় আটকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করা হয় এবং গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে ৫০০০৲ টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ না দেওয়া হয়, তাহাহইলে তিনি নালিশ করিবেন।

বোম্বাইয়ে মৌলানা

মৌলানা সৌকতআলি এলাহাবাদ হইতে বোম্বাই আসিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি এলাহাবাদ মিলন বৈঠকের সাফল্য সম্বন্ধে বহু আশা পোষণ করেন। তিনি বিলাতে কয়েকটী বক্তৃতা দিয়া এবং প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভারত সম্বন্ধে বলিবেন এবং পরে আমেরিকায় যাইবেন।

বাংলার মীমাংসা শেষ

এলাহাবাদের মিলন বৈঠকে বাংলার সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল। চুক্তি হইল যে, মুসলমানেরা শতকরা ৫১জন অর্থাৎ ১২৭জন প্রতিনিধি, হিন্দুরা ৪৭ অর্থাৎ ১১২ জন প্রতিনিধি, ইউরোপীয় ৭জন ভারতীয় খৃষ্টানরা দুই জন এবং এংলো ইণ্ডিয়ানরা ২জন প্রতিনিধি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় পাঠাইতে পাইবেন।

সাইকেলে পৃথিবী ভ্রমণ

সিংহলের এক জন হিন্দুযুবক সাইকেলে পৃথিবী ভ্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছেন। তাঁহার নাম কান্দয়া, বয়স ২১ বৎসর। তিনি বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া এবং প্রায় চার হাজার মাইল সাইকেলে চড়িয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন।

ব্রহ্মদেশ ও আসামের সীমান্তে ভ্রমণ কালে তিনি ক্ষুধা ও তৃষ্ণার তাড়নায় মৃতপ্রায় হন তিনি চীৎকার করিতে থাকিলে একজন নাগা সরদার তাঁহাকে আশ্রয় দান করে এবং বানরের পোড়া মাংস খাইতে দেয়। পরিব্রাজক সে মাংস খান নাই। তিনি পারস্য, তুরস্ক, ইটালি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ পার হইয়া ইংলণ্ডে যাইবেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম বৃন্দাবন	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	শ্রীধাম বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	ঐ	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঐ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	ঐ	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ঐ
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঐ	১১ শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	ঐ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঐ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	ঐ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	ঐ	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	ঐ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর			

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে জন্মোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেব্যবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতি, শ্রীপাদ জগদ্ধারণ দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীভবৰন্ধচ্ছিদ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীঅদ্বয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালি দাসাধিকারী। শ্রীপাবন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীঈশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধারদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ সাউথ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীঅমদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীতারিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীফেনপানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটক পর্ব্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন।

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরীপ্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ঝুমরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শন।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বহু ভক্তমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩১) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ,

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) বালগোপাল পাট

কাটানপুর, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ. { ২৭ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৬, ২৪শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ ১০ই নভেম্বর ইং ১৯৩২ বৃহস্পতিবার } ২০৬তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্য মঠে

শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর বিরহ মহোৎসব

গত ১৫শে দামোদর ২২শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথিতে 'দামোদরাদ্বৈতসখা' 'কার্ত্তিকোৎকীর্ত্তি-দেশ্বরী' মুকুন্দদয়িতার অভিন্নতনু আমাদের পরম-গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ॐ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের অপ্রকট বাসর ছিল। ঐ দিবস উষঃকালে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীমন্দির পরিক্রমা, শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমন্দির শ্রীভক্তিবিজয় ভবন ও শ্রীবৃন্দারাণীর মন্দির পরিক্রমা সমাপনপূর্ব্বক মঠবাসী ভক্তবৃন্দ পরম-গুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীল বাবাজীমহারাজের সমাধি মন্দির পরিক্রমা করেন এবং তৎপরে 'যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর, হেন প্রভু কোথা গেলা শ্রীগৌরকিশোর' ও 'শুদ্ধ-ভকত চরণরেণু ভজন অনুকূল' প্রভৃতি মহাজনপদাবলী আবেগভরে কীর্ত্তন করিতে থাকেন। কীর্ত্তনশেষে শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী হইতে বাবাজীমহারাজের অত্যদ্ভুত ও অতিমর্ত্ত্য চরিত্রাবলী পাঠ করা হয় এবং 'প্রেমবিবর্ত্ত' ও হরিনামচিন্তামণি গ্রন্থ পারায়ণ করা হয়। মধ্যাহ্নে বিচিত্র উপচারে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ও বাবাজী মহারাজের ভোগারাত্রিক সংকীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হয়। তৎপরে সমাগত ভক্তবর্গকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। আরাত্রিকের পরও পাঠকীর্ত্তন চলিতে থাকে।

অপরাহ্নে শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু কিছুক্ষণ নামমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন এবং তৎপরে অন্যান্য ভক্তবৃন্দ কীর্ত্তন করিতে থাকেন। এই প্রকারে শ্রবণ-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে সমস্ত দিন অতিবাহিত হইবার পর সন্ধ্যাকালে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের আরাত্রিকের পর পুনরায় পরম গুর্ব্বষ্টক ও "গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু" গীতিটী কীর্ত্তন করা হয়। কীর্ত্তনান্তে শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের অতুলনীয় বৈরাগ্যের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন ও তাঁহার অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের বিবিধ শিক্ষাবিষয়ক একটী সুগবেষণাময়ী বক্তৃতা হয়। বক্তৃতান্তে ভক্তগণ পুনরায় "যে আনিল প্রেমধন" এই বিরহ গীতিটী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন দ্বারা বিরহমহোৎসবটী সুসম্পন্ন করেন।

তারের সংবাদ

মথুরা, ৭।১১।৩২

হরিদ্বারে শ্রীসরস্বতী-গৌড়ীয় মঠের ভিত্তি সংস্থাপন-কার্য্য সমাপন করিয়া গত ২০শে কার্ত্তিক রবিবার অপরাহ্নে ॐ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তর-শতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী-গোস্বামী প্রভুপাদ মথুরা মণ্ডলস্থিত 'বলদেবও শিলাসে' প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। গত ২রা নভেম্বর বুধবার পরিক্রমাসঙ্ঘ বিজলির অন্তর্গত ভাণ্ডীর বন, শ্রীরামকুণ্ড ও শ্রীদামের মন্দির পরিক্রমা সমাপনপূর্ব্বক মধ্যাহ্নে 'মাঠবনে' উপস্থিত হ'ন। ঐ দিবস অপরাহ্নে বেলবন পরিক্রমা করেন। ৩রা বৃহস্পতিবার 'মাঠবন' হইতে বাহির হইয়া মানস-সরোবর পরিক্রমা করিয়া মধ্যাহ্নে 'রায়া' নামক স্থানে উপস্থিত হ'ন। রায়াতে পরিক্রমাসঙ্ঘ দুই রাত্রি অতিবাহিত করেন। ৪ঠা শুক্রবার অপরাহ্নে রায়া-নগরবাসিগণের অনুরোধে একটী বিরাট সংকীর্ত্তন-বাহিনী বাহির হইয়াছিল। তত্রস্থ ব্রজবাসিগণ পরিক্রমাসঙ্ঘকে বিশেষ সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। ৫ই শনিবার লোহবন পরিক্রমা করিয়া পরিক্রমাসঙ্ঘ মধুবনে উপস্থিত হ'ন। ৬ই রবিবার 'গোকুল' পরিক্রমা করিয়া অপরাহ্নে পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের চরণতলে উপস্থিত হইয়া পাদপদ্ম বন্দনা করেন। ৭ই সোমবার দিবস বিরাট শোভাযাত্রা-সহকারে পরিক্রমাসঙ্ঘ পঞ্চক্রোশী শ্রীধাম বৃন্দাবন পরিক্রমা করিবার জন্য বাহির হইয়াছেন। আগামী বৃহস্পতিবার নগর-সংকীর্ত্তন ও সাধারণ মহা-মহোৎসব হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

অন্নকূট মহোৎসব

শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়-মঠে

গত ১৩ই কার্ত্তিক, ৩০শে অক্টোবর রবিবার শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও শ্রীশ্রীরাধারমণজিউয়ের অন্নকূট মহোৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের বহু ভদ্রলোক এবং ভদ্র-মহিলা উক্ত অন্নকূট মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। উপস্থিত বহু ব্যক্তিকে অন্নকূটের মহাপ্রসাদ প্রচুর পরিমাণে বিতরণ করা হইয়াছিল।

পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায় এবং শ্রীযুক্ত আশুতোষ রায় মহোদয়দ্বয়ের অর্থানুকূল্যে মহোৎসবটী সুসম্পন্ন হইয়াছে তজ্জন্য তাঁহারা বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

শ্রীগৌরগদাধর মঠে

গত .৩ই কার্ত্তিক রবিবার দিবস শ্রীগৌরগদাধর মঠে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা এবং অন্নকূট মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের বহু প্রকার প্রিয় বস্তু এই অন্নকূট মহোৎসবের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মাশ্রিত কতিপয় ঐকান্তিক ভক্তের উদ্যোগে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের ভোগোপকরণ প্রায় ২০০ শতেরও অধিক হইয়াছিল।

ঐ দিবস অন্নকূট দর্শনার্থে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে বহু নরনারী শ্রীগৌর-গদাধর মঠে আগমন করিয়াছিলেন। সমস্ত ভোগোপকরণ সজ্জিত হইলে ব্রহ্মচারী শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে আচার্য্যবর্য্য শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপূজা-বিবরণ সমাগত ব্যক্তিবর্গকে পাঠমুখে বুঝাইয়া দেন। তৎপর শ্রীশ্রীগৌর-গদাধরের ভোগারাত্রিক সম্পন্ন হইলে সমাগত সমস্ত ব্যক্তিকে অন্নকূটের মহাপ্রসাদ প্রচুর পরিমাণে প্রদত্ত হইয়াছিল।

সেই সে পরম বন্ধু সেই পিতামাতা। শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তি দাতা॥

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

সংক্ষিপ্ত ডায়েরী

অষ্টাদশ দিবস

কদম্ব টের

"ভক্তিরত্নাকর" হইতে শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয় বর্ণিত যাবটের মহিমা পাঠ হইবার পর পরিক্রমা ঐ স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রায় এক মাইল দূরে "কদম্ব টের" নামক একটী কদম্ব বৃক্ষের সন্নিধানে উপনীত হ'ন। একটী চবুতরা এখানে আছে। কথিত হয় যে, কৃষ্ণ এই স্থান হইতে গাভীগণকে বংশীধ্বনি-দ্বারা ডাকিয়া আনিতেন। ইহার পার্শ্বে একটী কুণ্ড বর্ত্তমান এবং ঐ কুণ্ডের তীরে শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর ভজনস্থলী আছে। এখান হইতে কিছু দূরে 'আশেশ্বর' মহাদেবের স্থান পাওয়া যায়। শ্রীপাদ বন মহারাজ বলেন যে, কোন সময় মহাদেব শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য যশোদার নিকট প্রার্থনা করিলে যশোমতী বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তোমার চেহারা দেখিলে ভীত হইবে। পরে কৃষ্ণ তাঁহাকে দর্শন দিয়া তাঁহার দর্শনাশা পূরণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি 'আশেশ্বর' মহাদেব নামে এখানে পরিচিত। এখানে একটী ছোট কুণ্ড আছে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ জলবিহার করিতেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

নন্দগ্রামে

যাবট হইতে তিন মাইল যাইবার পর নন্দমহারাজের বাটীর সম্মুখে 'দন্তশোধন-কুণ্ড' নামে একটী কুণ্ডে যাওয়া হয়। এই কুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ মুখধৌত ও দন্তধাবন করিতেন। ইহার তীরে শ্রীমতী ও নৃত্য গোপালের শ্রীমূর্ত্তি বিরাজমান

নন্দের আলয়

এই কুণ্ডের অতি সন্নিকটেই একটী উচ্চ পর্ব্বত। পর্ব্বতটী প্রায় শত ফুট উচ্চ হইবে; ইহার শিরোদেশে ২২টী সিঁড়ি উত্থান হইয়া নন্দ মহারাজের বাটী।

উপস্থিত ব্যক্তি বর্গের মধ্যে স্থানীয় পোষ্ট মাষ্টার শ্রীযুক্ত রাধাচরণ বাবু, শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র সেন, ডাঃ শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি এত ভদ্র মহোদয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য। উক্ত উৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার পরমভাগবত শ্রীযুক্ত নৃসিংহপ্রসাদ দানাধিকারী মহোদয় গ্রহণ করিয়াছিলেন তজ্জন্য তিনি বিশেষ প্রশংসার্হ।

এখানে প্রকাণ্ড একটী মন্দির আছে। শ্রীমন্দির, নাটমন্দির ও জগমোহন খুব প্রশস্ত। নাটমন্দিরটী কারুকার্য্যখচিত, মেজে মর্ম্মর প্রস্তর-দ্বারা আচ্ছাদিত। একটী থিলানের উপর ছাদটী রক্ষিত। মন্দিরাভ্যন্তরে কৃষ্ণ, বলরাম, নন্দ ও যশোমতীর শ্রীমূর্ত্তি বর্ত্তমান। এই সমস্ত স্থান এক্ষণে বল্লভাচারীদের করতলগত। পূজারীও বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। পূজারী বলেন যে, এই মন্দিরে দৈনিক ১৫৲ টাকা সেবাতে ব্যয় হয়। প্রত্যহ সাতবার ভোগ দেওয়া হয়। বৎসরে উৎসবাদি লইয়া প্রায় ৮০০০৲ আট হাজার টাকা সেবাতে ব্যয় হয়। ৪০০০ চারি হাজার টাকার আয় বাঁধা আছে, বাকী চারি হাজার টাকা ভেট প্রণামী প্রভৃতি হইতে চলিয়া থাকে।

শ্রীপাদ বনমহারাজ বলেন যে, শ্রীমন্ মহাপ্রভু এস্থানে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি স্পর্শ করিলে তাঁহার প্রেম বিকার দেখা গিয়াছিল। লোক সকল তাহা দেখিয়া তাঁহাকে মনুষ্যবুদ্ধি না করিয়া তাঁহাকে নন্দনন্দন কৃষ্ণ বলিয়া ধারণা করিয়াছিল। ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থও তিনি এখানে পাঠ করেন এবং তাহা হইতে স্থান মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন।

নন্দালয় দর্শন করিয়া পরিক্রমা পর্ব্বত হইতে অবতরণ পূর্ব্বক নিকটস্থ পবন-সরোবরে উপস্থিত হয়েন। শ্রীল প্রভুপাদ যাবট হইতে অন্নকূটের দ্রব্যাদি গাড়ী করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় পরিক্রমাকারিগণ পবন সরোবরে স্নান এবং তৎপরে অন্নকূট গ্রহণ করিয়া বিশ্রাম করেন। বৈকালে ৩টার সময় পরিক্রমা পুনরায় বহির্গত হইয়া পবন সরোবর তীরস্থ শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর ভজনস্থলী দর্শন এবং নন্দালয় পরিক্রমা করিয়া সেখান হইতে প্রায় এক মাইল দূরে ললিতাকুণ্ডে উপস্থিত হ'ন। কথিত হ'য় যে, কৃষ্ণ-বৃক্ষে দড়ী বাঁধিয়া এই স্থানে ঝুলিয়াছিলেন।

সেখান হ'তে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া উদ্ধব কেয়ারী (স্থান) তে পরিক্রমা উপস্থিত হইয়া তথায় সকলে উপবেশন করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ বলেন যে, এই স্থানে বৃক্ষতলে এই যে চবুতরা দেখিতেছেন এস্থানেই গোপীগণের প্রেমের মাধুর্য্য ও উৎকর্ষতা আস্বাদন করাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে গোপীগণের নিকট পত্র দিয়া পাঠাইয়াছিলেন, গোপীগণকে আশ্বাস দিবার জন্য। উদ্ধব গোপীগণকে শ্রীকৃষ্ণ ধ্যান করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। তাহাতে গোপীগণ উদ্ধবকে বলেন, যোগিগণ যাঁহারা ভবসাগর উত্তীর্ণ হইবার জন্য ব্যস্ত তুমি তাঁহাদিগকে ধ্যান, যোগ প্রভৃতির কথা বলিও, আমাদিগকে ধ্যানের কথা বলিও না। কৃষ্ণ যাহাদের সর্ব্বস্ব দখল ক'রে ব'সেছেন তাহারা ধ্যান, যোগ বোঝে'না। আমরা কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু জানি না। তুমি কৃষ্ণকে আমাদের কাছে এনে দাও। গোপীদের দশটী দশার প্রকাশ পেয়েছিল। উদ্ধব মনে করিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রেমের তুলনা নাই। কিন্তু গোপীর প্রেম দেখে তিনি বিমোহিত হ'য়েছিলেন। গোপীগণের প্রেম যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহা উদ্ধবকে বুঝাইয়া তাঁহার প্রতি কৃপা প্রদর্শন জন্যই শ্রীকৃষ্ণের তাঁহাকে পত্র দিয়া গোপীগণের নিকট পাঠাইবার উদ্দেশ্য। তাই উদ্ধব বিচার করেছিলেন যে, গোপীগণের পদরেণু অভিষিক্ত হ'তে অর্থাৎ শ্রীগুরু-পাদপদ্মরজে অভিষিক্ত হ'তে পারলে আমরা সেই গোপী প্রেম লাভের যোগ্যতা অর্জ্জন ক'রতে পা'রব।

মিলন-কুণ্ড

এস্থান হইতে কিছুদূর গিয়া ডুমান্‌কুণ্ড বা মিলনকুণ্ড পাওয়া গেল। এই স্থানটী রাধাকৃষ্ণের মিলন-স্থান। শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠ-বিহার ক'রে শ্রীমতীর সহিত এখানে মিলিত হ'তেন। শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ বলেন, "শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনটী জড়জগতের স্ত্রী-পুরুষ মিলনের মত নহে। অক্ষজ-নেত্রে যদি আমরা ঐ অপ্রাকৃত মিলন দর্শন করিতে চেষ্টা করি। তাহা হইলে আমরা বঞ্চিত হইব। শ্রীগুরুপাদপদ্মে যাঁহাদের অচলা ভক্তি আছে, যাঁহারা সেই ভক্তিবলে দেহ ও মনোধর্ম্মের অবস্থা অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত নেত্র লাভ করিয়াছেন তাঁহারাই ঐ মিলন দেখিবার উপযোগী। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় চিন্ময় নয়ন লাভ হইলে তবে অপ্রাকৃত লীলা দর্শন ঘটে।"

ঐ মিলনকুণ্ড দর্শন পূর্ব্বক পরিক্রমা সেখান হইতে যশোদা-কুণ্ড দর্শন করিবার জন্য অগ্রসর হন। কিন্তু সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখিয়া সেস্থানে না গিয়া পুনরায় যাবটে কিশোরী কুণ্ড তীরে তাঁবুতে ফিরিয়া আসেন। অদ্য যাতায়াতে প্রায় ১০।১১ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া পরিক্রমাকারিগণ রাত্রির মত বিশ্রাম করেন।

ঊনবিংশ দিবস

[তাং ২৭।১০।৩২—বৃহস্পতিবার]

যাবটে কিশোরী-কুণ্ড-তীরে হরিবাসর ও রাত্রি যাপন করিয়া অদ্য ভোর ৩॥ টার সময় ঘণ্টা বাজিলে পরিক্রমাকারিগণ শয্যাত্যাগপূর্ব্বক বিছানা-পত্র বাঁধিয়া ষ্টেশনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁবু সমস্ত খুলিয়া ফেলা হইল। প্রাতে ৬ টার কিছু পূর্ব্বে সকলে একত্র সমবেত হইয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ সম্মুখে লইয়া রওনা হইলেন। কিশোরী-কুণ্ড হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পরিক্রমা প্রথমেই সন্নিকটস্থ কিশোরী-বটে যাইয়া তথায় দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বক সেখান হইতে বহির্গত হন। যাত্রিগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি এই কিশোরী-বটের প্রাঙ্গণে একটী তুলসীবৃক্ষ হইতে তুলসী-পত্র ছিঁড়িয়া খাইতেছেন দেখিয়া শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু তাঁহাকে অতি বিনয় নম্র-বচনে বলিতে লাগিলেন যে, তুলসী আপনার ভোগের বস্তু নহেন, আপনি জানেন যে, তুলসী চয়নের মন্ত্র আছে, সেই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক তুলসী চয়ন করিয়া তাহা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে নিবেদন করিতে হয়, পরে সেই নিবেদিত তুলসীর সেবনই আমাদের বিধেয়। যাহা হউক এরূপ ভোগ-বুদ্ধিতে আপনি কদাচ তুলসী গ্রহণ করিয়া অপরাধ-পঙ্কে নিমজ্জিত হইবেন না।

কোকিল বন

এই স্থান হইতে ১॥ মাইল অতিক্রম করিয়া পরিক্রমা মিলনকুণ্ড বা রাধাকুণ্ড তটে উপনীত হন। এই মিলনকুণ্ড-তটে বনবিহারীজীর শ্রীমন্দির ও নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের পূজিত শ্রীবিগ্রহ বর্ত্তমান। এস্থানে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ভোগ দিয়া যাত্রিগণ চিঁড়া, দধি, চিনি ও ঘোলের সরবৎ প্রসাদ পাইয়া দ্বাদশীর পারণ করেন। শ্রীপাদ বন মহারাজ শ্রীভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থ হইতে স্থান-মাহাত্ম্য পাঠ করিয়া বলেন যে, এই স্থানটীকে কোকিল-বন বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্ব ইঙ্গিত মত এই স্থান হইতে কোকিলের ন্যায় অতি সুমিষ্ট কুহু কুহু রব করিতেন। কৃষ্ণের সেই রব যাবটে অভিমন্যু ঘোষের বাটী হইতে শ্রবণ করা যাইত। জটিলা কুটিলা প্রভৃতি যাঁহারা রাধাকৃষ্ণ মিলনের বিঘ্নকারী ছিলেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের এই সুমধুর কুহুধ্বনি শ্রবণ করিয়া বলাবলি করিতেন যে আহা! এমন সুমিষ্ট কুহু কুহু ধ্বনি আর শ্রবণ করি নাই। এই সুযোগে বিশাখা সখী জটিলার আদেশ লইয়া শ্রীমতী রাধারাণী ও অপরাপর সখীসহ যাবট হইতে ঐ কুহু রব শ্রবণ করিবার জন্য এস্থানে আসিলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীমতীর মিলন সংঘটন হইত। সে জন্য এই স্থানটীর নাম কোকিল-বন বা মিলন-কুণ্ড বা রাধাকুণ্ড।

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! স্বর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে, সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মন্দ্রকার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এন্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অন্বয়ের সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসম্বলিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এন্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকা-চার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসংক্ষিপ্ত সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৵০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সজ্জন-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে-ছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও প্রচারকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও ভ্রান্ত-কুক্রোধের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথা ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'ভজন সর্ব্বদা পারত্রাণ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি-ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মপ্রবো-ধিনী কৃষ্ণ-কাঙ্ক্ষানন্দদায়িনী জীবন্ত বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীমন্ স্বামীপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অদোষদর্শিত্ব প্রবর্ত্তনৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২।০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। নাজিরাবাদের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ., প্রোফেসার, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) সবজো নাইট মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর ষড়োরবিংশতি নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসংকীর্ত্তন, প্রেমধ্যান, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মাহাত্ম্য, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কালিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় পুস্তকাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিস্তারিত সহ বক্স-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসনস্থ দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধী মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবাধিষ্ঠানাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সদ্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সারব ব্যাখ্যা, ও মহাজন-প্রণীত ভজনোপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৷০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গ্রথিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমষ্টি অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর-নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ধাম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রমধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থে এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। দাম মাত্র ভিক্ষা ।৹ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একখানি গ্রন্থ-দ্বারা জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বিষয়ে কিছুতেই অজ্ঞানতা বা সংশয় থাকিবে না। পরমগূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এইরূপ সরল ও অর্থব্যঞ্জক গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনকল্পে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৷০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। খুব মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ২।০ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ শব্দের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

ক্রম	গ্রন্থ	মূল্য
১।	ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত	৫৲
২।	শ্রীমদ্ভাগবতম্‌—সমগ্র	৪০৲
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত	২৮৲
	একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড	।৶০
৩।	ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲
৪।	ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১৲
৫।	গৌড়ীয়-গৌরব	।৵০
৬।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	।৵০
৭।	ভজনরহস্য	॥০
৮।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
৯।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	
	ঐ (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১০।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)	
	ঐ (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১১।	গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥০
১২।	যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব)	২৲
১৩।	বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)	॥০
১৪।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১৫।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৬।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১৭।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	॥৵০
	ঐ (বাঁধা)	৸০
১৮।	দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন	৵০
১৯।	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	।৵০
২০।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	॥০
	ঐ (আবাঁধা)	।৵০
২১।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
২২।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৵০
২৩।	গীতমালা	⁄১০
২৪।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
২৫।	ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶০
২৬।	নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ)	৵০
২৭।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
২৮।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।০
২৯।	শরণাগতি	⁄০
৩০।	গীতাবলী	⁄০
৩১।	চিত্রে নবদ্বীপ	১॥০
৩২।	সাধনকণ	⁄০
৩৩।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	⁄০
৩৪।	নবদ্বীপশতক	⁄০
৩৫।	অর্থপঞ্চক	⁄০
৩৬।	সদাচারস্মৃতিঃ	⁄০
৩৭।	কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)	⁄১০
৩৮।	অর্চ্চনকণ	৴১০
৩৯।	সাবককণ্ঠমালা (বাঁধা)	॥০
	ঐ (অবাঁধা)	।⁄০
৪০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	১৲
৪১।	ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৪২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
৪৩।	মণিমঞ্জরী সানুবাদ	।০
৪৪।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৪৫।	পুরুষার্থ বিনির্ণয়	।০
৪৬।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৪৭।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
৪৮।	গৌড়ীয়মঠ কি করেন ?	⁄০
৪৯।	ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)	।০
৫০।	শ্রীভুবনেশ্বর	৶০
৫১।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৵০
৫২।	সাত্বাবাণী	⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

ক্রম	গ্রন্থ	মূল্য
৫৩।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ	॥০
৫৪।	সটীক-শিক্ষাদশমূলম্	।০
৫৫।	তত্ত্ব সূত্রম্	।০
৫৬।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৵০
৫৭।	গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	⁄০
৫৮।	সারাংশবর্ণনম্	৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

ক্রম	গ্রন্থ	মূল্য
৫৯।	রায় রামানন্দ	॥০
৬০।	নামভজন	।০
৬১।	রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ডস্	।৵০
৬২।	লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।০
৬৩।	বৈষ্ণবীজম্	।০
৬৪।	হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং	⁄০
৬৫।	দি ভাগবত	।০
৬৬।	ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন	।০
৬৭।	ব্রহ্ম-সংহিতা	১॥০
৬৮।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

ক্রম	গ্রন্থ	মূল্য
৬৯।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	॥০
৭০।	সাধন পথ	।০
৭১।	কল্যাণ কল্পতরু	⁄০
৭২।	গীতাবলী	১৲
৭৩।	শরণাগতি	⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

ক্রম	গ্রন্থ	মূল্য
৭৪।	কল্যাণ কল্পতরু	⁄০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ⁄০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বহুমূত্রের পাচন

সর্ব্ববিধ মেহরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়. ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৵০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

হাকিম খুনের মামলা

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, ঢাকার নিউ সেক্রেটারিয়েট ভবনে স্পেশাল ট্রাইবুনালের সম্মুখে সাবডেপুটী কামাখ্যা প্রসাদ সেন হত্যার মামলা খুব ধুমধামের সহিত চালতেছে।

ডাঃ সুরেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সাক্ষ্য প্রদানকালে প্রকাশ করেন যে, আসামীর মাতা ও মাসীমা উন্মাদগ্রস্ত, আসামীও মধ্যে মধ্যে উন্মাদগ্রস্ত হয়।

ইচ্ছাপুর গ্রামের স্ত্রীলোকদিগের উপর যখন কামাখ্যা বাবু অত্যাচার করেন তখনকার ঘটনা তাহার মনে নাই।

মুন্সীগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট সাক্ষ্য প্রদানকালে বলেন যে, জীবন বিপদাপন্ন হওয়ায় কামাখ্যা বাবু ঢাকায় চলিয়া আসেন। তিনি স্ত্রী-পুরুষ কয়েদীদিগকে বিচারার্থ পাঠাইয়া দিতেন।

বিজ্ঞান সভায় পরী

বিলাতের বিজ্ঞান সভায় একজন মনীষী প্রকাশ করিয়াছেন যে রূপকথার পরী অবাস্তব নহে। তাহারা ছিল পৃথিবীতে তবে বর্ত্তমান যুগে নরনারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহারা সরিয়া পড়িয়াছে।

পাত্রের বিবৃতি

সার এ,পি, পাত্র গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিবেন তিনি যাইবার সময় বলিয়াছেন যে, নিখিল ভারত সংহিত রাষ্ট্র তন্ত্র গঠিত না হইলেও কেন্দ্রে দায়িত্ব প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অনুরূপ হইবে না বলিয়া আশা হয়। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদত্ত হওয়ার পরই কেন্দ্রে দায়িত্ব প্রদত্ত হইবে। কংগ্রেসের প্রতিনিধি না নিমন্ত্রিত হওয়ায় তিনি ক্ষুব্ধ।

সার্ব্বজনীন ভোজ

ত্রিপুরা জেলার গণতাম পাড়ায় তরণী বাবুর বাটিতে সহস্রাধিক লোক সার্ব্বজনীন ভোজে যোগ দিয়াছেন।

কাপালী স্ত্রীলোকগণ রন্ধন করিয়া ব্রাহ্মণ কায়স্থদিগকে পরিবেশন করেন।

যোশীর কথা

মিঃ যোশী গোলটেবিল যাত্রার পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে,তিনি কতকটা ভগ্ন অন্তরে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিতে যাইতেছেন। তবে তিনি সাফল্য লাভ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন। তিনি স্বায়ত্তশাসন দাবীতে যোগ দিবেন। গণতন্ত্রের উপর ভিত্তি করিয়া যাহাতে রাষ্ট্র গঠন হয় তাহাই মিঃ যোশীর লক্ষ্য হইবে।

পঞ্জাব সমস্যা

পঞ্জাব সমস্যা কতকটা সহজ হইয়া উঠিয়াছে। প্রকাশ যে, এলাহাবাদের গোলটেবিল বৈঠকে মুসলমানেরা শিখদিগের দুইটি দাবীতে সম্মতিদান করিয়াছেন। দশ বৎসরের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রিসভায় শিখ মন্ত্রী গ্রহণ স্থির করায় মুসলমানরা রাজি আছেন।

মিশ্রনির্ব্বাচন ব্যবস্থা স্থির হইলে পঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভার মুসলমান সভ্যের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট রাখিতে শিখদিগের কোন আপত্তি নাই।

মোট কথা এখনও সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসা সুদুর পরাহত বলিয়াই অনুমিত হইতেছে, তবে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রমুখ নেতৃবর্গের আশার সীমা নাই।

অনশন

দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার আসামী বিমল প্রসাদ অসুস্থ বলিয়া মোকদ্দমা স্থগিত আছে। তিনি কর্ত্তৃপক্ষের নিকট যে সকল দ্রব্য দাবী করিয়াছেন, কর্ত্তৃপক্ষ তাহা দেন নাই এই কারণে তিনি অনশনব্রত অবলম্বন করিয়াছেন।

অর্ডিনান্স বিল

প্রকাশ যে অর্ডিনান্স বিল সিলেক্ট কমিটির উপস্থিতসভ্যগণ রিপোর্টে সহি করিয়াছেন।

প্রতিবাদ

বোম্বাইয়ের নাগরিকগণ একটী বিরাট সভায় সমবেত হইয়া অটোয়া চুক্তির প্রতিবাদ করেন। সভাপতি বলেন যে, ভারতীয় প্রতিনিধিগণকে বশীভূত করিয়া সহি করান হয়। এই চুক্তি জাতীয় অর্থনীতির বিরুদ্ধ এবং স্বদেশী আন্দোলনের ক্ষতিকর।এই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভা হইতে ভারতীয় কেন্দ্রীয় সভার সদস্যগণকে এই চুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। এই চুক্তি ভারতের আর্থিক উন্নতির অন্তরায়।

কলিকাতায় গ্রেপ্তার

গত সোমবার বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত উত্তর কলিকাতা কংগ্রেস কমিটীর লালটুপি ওয়ালা স্বেচ্ছাসেবকগণ জাতীয় পতাকা আন্দোলিত করিয়া জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে এবং কাগজ বিলি করিতে করিতে জোড়াবাগান থানার আসে পুলিশ তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার।

রাজদ্রোহ

"খদির গীতি" নামক একখানি পুস্তকে রাজদ্রোহ ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচারিত হইয়াছিল এই অভিযোগে মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মুদ্রাকর এবং গ্রন্থ বিক্রেতাকে দণ্ড দান করিয়াছেন।

নিখিল সিন্ধু অধিনায়ক জাতীয় পতাকা অভিবাদনে নেতৃত্ব করায় গ্রেপ্তার হইয়াছেন, পিকেট করায় আরও ৪জন গ্রেপ্তার হইয়াছে।

রেওয়ার রাজা

রেওয়ার রাজা প্রয়োজনীয় কার্য্যের অনুরোধে বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিতে পারিবেন না। তিনি শাসন পরিষদের সহকারী সভাপতিকে পাঠাইবেন।

হীরেন্দ্র বাবুর অধ্যাপকতা

সুপারি চত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গিরিশ ঘোষ লেকচারার নিযুক্ত হইয়াছেন। পরলোক গত বিপিন চন্দ্র পালই প্রথম নিযুক্ত হয়াছিলেন।

জজ পীড়িত

হনারেবল মিষ্টার জাষ্টিস এস, এন, গুহ অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়ায় তাঁহাকে পুরী হইতে কলিকাতায় চিকিৎসার্থ আনা হইয়াছে।

খাদ্যতত্ত্ব

আমেরিকার বিখ্যাত মুষ্টি যুদ্ধবীর মিঃ ডেম্পসি বলেন যে,তিনি শাকসব্জিই আহার করেন, দুই সের আড়াই সের দুধ প্রত্যহ পান করেন এবং জল খুব বেশী পরিমাণে পান করেন।

মাথুসিন, ষ্টিয়ার্স প্রভৃতি বিখ্যাত খেলোয়াড়ও উদ্ভিজ্জ আহারের পক্ষপাতী এবং দুগ্ধ পান করিতে পরামর্শ দেন। সকলেই আমিষ আহারের বিপক্ষে।

বেত্রদণ্ড

কটক হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, কেন্দ্রপাড়ার বিদেশী কাপড়ের দোকানে পিকেটের জন্য মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট পাঁচজন স্বেচ্ছাসেবককে বেত্রদণ্ড দান করিয়াছেন।

মিঃ গান্ধী ও অস্পৃশ্য

মিঃ গান্ধী প্রকাশ করেন যে, ডাক্তার আম্বেদকর অস্পৃশ্যদিগের মন্দির প্রবেশাধিকার পাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ না করিলেও মিঃ গান্ধি এইজন্য বিশেষ চেষ্টিত। ডাক্তার আম্বেদকরের মত কয়েকজন লেখা পড়া জানা লোকের প্রতিনিধি স্বরূপে মিঃ গান্ধী কথা বলেন না; তিনি নিরক্ষর কোটী কোটী অস্পৃশ্য যাহাদিগকে সমাজ পদদলিত করিয়া রাখিয়াছে তাহাদের জন্য দেবতার মন্দির দ্বার উন্মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

বে-আইনী মিছিল

বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত উত্তর কলকাতা কংগ্রেসকর্মিটীর উদ্যোগে কুমারটুলি পার্কে এক সভার অধিবেশন হয়। সভায় বক্তৃতাদি হওয়ার পর ৬ জন লালটুপিওয়ালা ভলন্টিয়ার একটী বে-আইনী জনপূর্ণ মিছিল করিয়া যাইতে থাকে তাহারা গ্রেষ্ট্রীটে পৌছিলে বড়তলা থানার পুলিশ তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া যায়।

ঘৃত চুরী করায় সাতমাস

কিশোরী কাহার নামক একব্যক্তি একটী লরি হইতে এক টীন ঘৃত চুরি করার অপরাধে কলিকাতা জোড়াবাগান পুলিশ কোর্টে সাত মাস সশ্রম কারাবাসের আদেশ পাইয়াছে।

গভর্ণরের দরবার

বঙ্গের গভর্ণর বাহাদুর ৬ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার দিবস কোনও উপাধি দান সংক্রান্ত বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটী দরবার আহ্বান করিবেন।

শেষ দল

৭ই নভেম্বর বোম্বে হইতে লণ্ডনে নিম্নলিখিত গোলটেবিলের মেম্বরগণ যাত্রা করিয়াছেন। মিঃ এ এইচ গজনভী বেগম সা নওয়াজ সার মিরজা ইসমাইল ডাঃ আম্বেদকার। সার পুরুষোত্তম ঠাকুরদাস।

সভাত্যাগ

পঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভায় রাজা নরেন্দ্র নাথ বক্তৃতা করিতে উঠিলে সভাপতি তাঁহাকে বসাইয়া দেন, কারণ তাঁহার নামে কোন প্রস্তাব উত্থাপিত করিবার ছিলনা। সেই জন্য হিন্দু ও শিখ নির্ব্বাচিত সদস্যগণ একযোগে সভা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

পুলিশের লাঠি

কিন্তু শিবপুর থানার নিকট পৌঁছিবামাত্র পুলিশ মহিলা ও ভলেন্টিয়ারগণকে গ্রেপ্তার করে এবং লাঠির চোটে জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। কয়েকজন আহত হইয়াছে এবং ১৪ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে দুইজন মহিলা আছেন।

টোল | শ্রীধাম নবদ্বীপ | দৈনিক | Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
প্রতি
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড | সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি | ২০৭তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৫শে কার্ত্তিক শুক্রবার ১৩৩৯, ১১ই নভেম্বর ১৯৩২

মিঃ গান্ধীজীর মুক্তি

পরিদর্শন

নাসিক জেলে অত্যাচার

স্কুলে ধর্ম্মঘট

রাজদ্রোহের খতিয়ান

অটোয়া চুক্তি

বিরাট অগ্নিকাণ্ড

আমেদাবাদে সাহেব খুন

ডাকাতের দান

খুনের চেষ্টা

হাওড়ায় সম্মেলন

নানা কথা

পরিদর্শন

নদীয়া জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান রায়-বাহাদুর নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব সোমাকর এবং অস্থায়ী হেলথঅফিসার শ্রীযুক্ত বাবু কনকভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণ আলমডাঙ্গা, নাকাসীপাড়া প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিয়া স্থানীয় অভাব, অভিযোগের বিষয় অবগত হইয়াছেন। আশা করাযায় শীঘ্রই ঐসমস্ত স্থানের উন্নতি সাধিত হইবে।

রাস্তার কথা

নদীয়া জেলাবোর্ডের অধিবেশনে চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা—ঝিনাইদহ কৃষ্ণগঞ্জ ভবানন্দা, চাকদা-বেলিয়া, কুষ্টিয়া-দাদপুর, রাণাঘাট-শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর-নদীয়া, কুষ্টিয়া-পাংশা:মুন্সিয়া, কৃষ্ণনগর-বগুলা, কৃষ্ণনগর-হরিণঘাটা, কৃষ্ণনগর-ঘোষপাড়া, কাঁচড়াপাড়া—কাপলেশ্বর, প্রভৃতি রাস্তা মেরামতের ব্যবস্থা হইয়াছে। বর্ষায় রাস্তার অবস্থা শোচনীয় হয়।

মিঃ গান্ধীজীর মুক্তি

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে হোম মেম্বর মিঃ হেগ প্রকাশ করেন যে, রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে মিঃ গান্ধীর উপর যে সমস্ত বাঁধা ধরি আছে, অস্পৃশ্যতা নিবারণ চেষ্টা করিবার সুবিধা দান করিবার জন্য গবর্ণমেন্ট সে সমস্ত কসাকসি উঠাইয়া দিয়াছেন।

কারণ এই যে, মিষ্টার গান্ধী দেখাইয়া দিয়াছেন যে, অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন কেবলমাত্র নৈতিক এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ব্যাপার ইহা সামাজিক সংস্কারের অন্তর্গত। ইহার সহিত রাজনৈতিক ব্যাপার বা আইন অমান্য আন্দোলনের কোন সম্পর্ক নাই। এই জন্য গবর্ণমেন্ট মিঃ গান্ধীর সহিত লোকজনের দেখা সাক্ষাতের কোন বাধা দেন নাই।

কোন কোন মেম্বর প্রশ্ন করেন যে, হিন্দু মুসলমান শিখ প্রভৃতির সাম্প্রদায়িক মীমাংসার জন্য মিঃ গান্ধীকে ছাড়া যায় কি না? সরকারের পক্ষহইতে বলা হয় যে, উহাতে রাজনৈতিক গন্ধ আছে। মিঃ গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন ত্যাগ করিলেই মুক্তিলাভ করিতে পারেন।

নাসিক জেলে অত্যাচার

নাসিক জেলে একজন রাজনৈতিক বন্দীকে অত্যন্ত প্রহার করার অপরাধে কর্ত্তৃপক্ষ জেলার, সাব জেলার এবং দুই জন ওয়ার্ডারকে সাসপেণ্ড করিয়াছেন। প্রকাশ যে, তাহারা রাত্রি নয়টার পর বন্দীকে অত্যন্ত বেশী মারপিট করায় বন্দী অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ে এবং এখনও সারে নাই।

রাজদ্রোহের খতিয়ান

ভারতের ব্যবস্থাপক সভায় গত জানুয়ারি হইতে জুলাই মাস পর্য্যন্ত কৃত রাজদ্রোহ সম্পর্কীয় অপরাধ সমূহের হিসাব প্রদত্ত হয়।

বঙ্গদেশে ১১৪, যুক্ত প্রদেশে ৩৮ মাদ্রাজে ৮, পাঞ্জাবে ৬, বিহার ও উড়িষ্যায় ৫, দিল্লীতে ৪, বোম্বাইয়ে ৪, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ৩ এবং আজমীঢ়ে মাড়োয়ারে ১টী রাজদ্রোহ সম্পর্কীয় অপরাধের অনুষ্ঠান হয়।

৫জনের প্রাণ দণ্ড, ৭জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, ৫২২জনকে বিনা বিচারে আটক, ৮৫১জনকে গ্রেপ্তার, ২২৭জনের বিচার এবং ১২৯জনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

শ্রীবিশ্ব বৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম বৃন্দাবন	৮। শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	শ্রীধাম বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	ঐ	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঐ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	ঐ	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ঐ
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঐ	১১ শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	ঐ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঐ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	ঐ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	ঐ	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	ঐ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	ঐ		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেব্যবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৩১১৫

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতি, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নীলকণ্ঠ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅভয়চরণ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীজনার্দ্দন দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোদণ্ড, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালি দাসাধিকারী। শ্রীসনাতন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কাব্যতীর্থ।

৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক ডাক্তার শ্রীকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী,

১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ সাউথ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, চাঁদখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকালিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সাতাসন, পুরী, উড়িষ্যা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন,

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরীপ্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাসবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুবনকুণ্ড, চিরকুণ্ড, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরামানন্দ অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শন।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ নান্দ, মেদিনীপুর

এখানে বহু ভক্তদিগের প্রীগোপালের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রেমকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন

(৩০) মান্দ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ,

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) বালগোপাল পাট

কাঠালপাড়া, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, | ২৮ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৬, ২৫শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ ১১ই নভেম্বর ইং ১৯৩২ শুক্রবার | ২০৭তম সংখ্যা।

তারের সংবাদ

(মথুরা, ৮।১১।৩২)

শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর মাতুলালয় রাভেল নামক স্থানে তাঁহার আবির্ভাব-স্থলী দর্শনান্তে পরিক্রমা-সঙ্ঘ নিরাপদে গতকল্য সন্ধ্যার সময় শ্রীমথুরা ধামে পৌঁছেন।

কার্ত্তিক শুক্লাদশমী দিবস পরিক্রমা-সঙ্ঘ মথুরাসহরস্থ কংসটিলার নিকটবর্ত্তী স্থানে সমুপস্থিত হইয়া নির্ব্বিশেষবাদ-বিধ্বংসমূলক উচ্চ-নাম-সংকীর্ত্তনরোলে যখন দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিতেছিল সেই সময় ঐ স্থানে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নির্ব্বিশেষবাদী কংসের নিধনলীলা অভিনয় তত্রত্য অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইতে দেখা যায়। কংসবধলীলা ও শ্রীগোষ্ঠাষ্টমী উপলক্ষে তখন ঐ স্থানে উপর্য্যুপরি চারিদিবসব্যাপী মেলা ও উৎসবা'দ অনুষ্ঠিত হইতেছিল।

বোম্বাইঅঞ্চলনিবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাভাচারিয়া নামক জনৈক আইনব্যবসায়ী শ্রীগোকুলে পরিক্রমায় যোগদান করতঃ গতকল্য পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণপ্রান্তে উপস্থিত হন এবং জিজ্ঞাসু হইয়া ইংরাজী ভাষায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ কতিপয় প্রশ্ন করিলে সুসিদ্ধান্ত-সম্রাট আচার্য্যবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদ সুমীমাংসা-পূর্ণ সদুত্তর প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার সন্দ সংশয় নিরসন করিয়া দেন। কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্রজবাসীও শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ হইতে গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাধান্য সম্বন্ধে হিন্দি-ভাষায় বক্তৃতা শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করেন।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

সংক্ষিপ্ত ডায়েরী

সনাতন গোস্বামীর ভজনস্থল—বৈঠানে

এখান হইতে পরিক্রমা বাহির হইয়া ২॥ মাইল পথ যাইবার পর 'পাণ্ডবগঙ্গা' অতিক্রম করিয়া 'বড় বৈঠানে' আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে শ্রীবলরামের একটী কুণ্ড আছে এবং ঐ কুণ্ডতীরে একটী মন্দিরে বলরামের শ্রীমূর্ত্তি আছেন এবং কিঞ্চিৎ তফাতে ভিন্ন একটী মন্দিরে শ্রীমদনমোহনের, শ্রীমতীর, বলরামের, শ্রীল সনাতন গোস্বামীর শ্রীমূর্ত্তি এবং ছয় গোস্বামীর আলেখ্য মূর্ত্তি বিরাজিত। কৃষ্ণ বলরাম নন্দগ্রাম থেকে গোচারণে এসে এখানে বিশ্রাম করিতেন; গোপগণ এখানে বসিতেন বলিয়া এই স্থানের নাম 'বৈঠান'। ভক্তিরত্নাকর পাঠে জানা যায় শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু এখানে এক বৎসর ভজন করিয়াছিলেন। গোপগণ তাঁহাকে এত ভাল বাসিতেন যে কেহ তাঁহাকে পুত্র, কেহ ভ্রাতা, কেহ বন্ধু প্রভৃতি বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেন ও তাঁহাকে দধি, দুগ্ধ, নবনীত প্রভৃতি খাইতে দিতেন। তিনি স্থানান্তরে চলিয়া গেলে তথাকার গোপগণ ক্রন্দন করিতেন। গোপবধূগণ দূর হইতে তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন অন্যান্য গোপগণ তাঁহার চরণ স্পর্শ করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ এখানে প্রিয় নর্ম্মগণ ও শ্রীমতীর সহিত আবির ক্রীড়া করিয়াছিলেন। গতকল্য শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন যে যদি শ্রীকৃষ্ণলীলার সহিত শ্রীগৌর-লীলার সংশ্রব বর্জ্জিত হয়, তবে সেইরূপ কৃষ্ণলীলা বদ্ধজীবের পক্ষে উপলব্ধির বিষয় হয় না। অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরহরি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া বদ্ধ জীবকে কৃষ্ণলীলাই আস্বাদন করিবার সুযোগ ও বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

"তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত সেও ত পরম সুখ"

এখান হইতে দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া পরিক্রমা 'চরণ পাহাড়িতে' উপস্থিত হন। এইটী একটী ছোট পর্ব্বত। শ্রীকৃষ্ণ এই পর্ব্বতের উপর হইতে বংশীরব করিলে সেই বংশীধ্বনি শ্রবণে পর্ব্বত দ্রব হইয়া যাওয়ায় ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন পড়িয়াছিল। সেই পদচিহ্নের উপর একটী ক্ষুদ্র মন্দির স্থাপিত আছে। এই স্থানে বেলা প্রায় ১২টা হয়। উপরে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের তাপ এবং নীচে উত্তপ্ত বালুকা; তাহার উপর গত কল্য হরি-বাসর উপবাস গিয়াছে। এখান হইতে 'কোট বন' ছয় মাইল যাইতে হইবে; এ অবস্থায় পরিক্রমাকারিগণের অত্যধিক ক্লেশ হইবার কথা কিন্তু হইলে কি হইবে পথিমধ্যে কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত-পদ হইয়াও যাত্রিগণ মনের উল্লাসে চলিতে আরম্ভ করিলেন।

কৃষ্ণলীলাস্থলী দর্শন ও ব্রজধাম পরিক্রমা করিবার দিকেই পরিক্রমাকারিগণের একমাত্র লক্ষ্য, অন্য দিকে দৃষ্টিপাত নাই। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা নরনারী এইরূপ ক্লেশের ভিতর দিয়া অম্লানবদনে যেরূপ ভাবে পরিক্রমা করিতেছেন, তাহা সাধারণ ভোগী মানবের নিকট আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই। মৎস্য সকল যেমন জলেতে আশ্রিত বলিয়া অনায়াসে উজান বহিয়া চলিয়া যায় কিন্তু অতি বলশালী গজরাজও সেই স্রোতে ভাসিয়া চলিয়া যায়; সেইরূপ যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম আশ্রয় লন, তাঁহারা কৃষ্ণের বহিরঙ্গা-শক্তির স্রোত অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া পার হইয়া যান। যে কষ্ট দূর হইতে আমাদের অসহনীয় বলিয়া মনে হয়, কৃষ্ণের কৃপা হইলে তাহাই আবার অতি সহজ বলিয়া অনুমিত হয়।

মহাজনের গীতে শ্রবণ করিয়াছিলাম "তোমার সেবার দুঃখ হয় যত সেও ত পরম সুখ। সেবা সুখ দুঃখ পরম সম্পদ নাশয়ে অবিদ্যা দুঃখ॥" ভোগাগার সংসার-সুখে উন্মত্ত থাকিয়া মহাজনের ঐ কথাগুলি বুঝিবার সুযোগ হয় না। কিন্তু আজ এই ব্রজধাম পরিক্রমাকারিগণ যে সুখ অনুভব করিতেছেন, তাহাতে ঐ বাণীর সম্যক্ উপলব্ধি হইতেছে। যাত্রিগণ সেবার জন্য এইটী ত ইচ্ছাপূর্ব্বক বরণ করিয়া লইয়াছেন। এইরূপ সেবা-সুখ দুঃখই জীবের পরম সম্পদ এবং তদ্দ্বারাই জীবের অবিদ্যা ধ্বংস হয়।

বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত, জড়াসক্ত হইয়া ভোগী জীব শ্রী[illegible] পাহাড়

দ্রব হইবার কথা শুনিয়া হয়ত মনে মনে সন্দেহ করিতে পারে। কিন্তু যাঁহার ইঙ্গিত মাত্রে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রলয় বারিধিতে নিমজ্জিত হইতে পারে, তাঁহার বংশীধ্বনিতে পাহাড় দ্রব হওয়াটা কি কিছু বিচিত্র কথা? শ্রীকৃষ্ণলীলায় সমস্ত ব্যাপারই চিন্ময়; এই চিন্ময়লীলা দর্শনের জন্য চিন্ময় নেত্রের আবশ্যক। 'অপ্রাকৃত-বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।' অপ্রাকৃত-বস্তু সেবা বস্তু, তাহা জীবের ভোগ্য-বস্তু নহে। যে বস্তুটী জীবের জড়েন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয়, তাহা জীবের ভোগ্য বস্তু হইয়া পড়ে। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃতলীলা সমূহ যদি আমাদের জড়েন্দ্রিয়ের অধিগম্য হইত, তাহা হইলে তাহা আমাদের সেবা-বস্তু না হইয়া ভোগের বস্তু হইয়া পড়িত। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় আমাদের চিন্ময় নেত্র উন্মীলিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা শ্রীকৃষ্ণলীলার তাৎপর্য্য বুঝিতে সমর্থ হইব না। অতএব শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রপত্তি আবশ্যক। কৃষ্ণই গুরুরূপে তল্লীলা দর্শনের অধিকার প্রদান করেন। ইহাতে যাঁহার বিশ্বাস হয়, তিনিই ভাগ্যবান। শাস্ত্র বলেন, "গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।"

ঐ চরণপাহাড়ি হইতে পরিক্রমা রওনা হইয়া বেলা ২॥ টার সময় কোটবনে সূর্য্যকুণ্ডতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্ব হইতেই এখানে তাঁবু খাটান হইয়াছিল এবং মহাপ্রভুর ভোগ হইবার পর সূর্য্যকুণ্ডে স্নানাদি সম্পন্ন করিয়া পরিক্রমাকারিগণ প্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অদ্য পরিক্রমা প্রায় চৌদ্দ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া সূর্য্যকুণ্ডে পৌঁছিলেন।

(তাং ১৯।১০।৩২)

কোশি হইতে সেরগড় বা খেলনবনে বলরামকুণ্ডতীরে আসিবার কালে পরিক্রমা যে পরগ্রামে উপস্থিত হন, কথিত হয় যে, সেই গ্রামে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে দুগ্ধ পান করাইয়াছিলেন।

বৈকালে ৪॥টার সময় পরিক্রমা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের নেতৃত্বে পরিচালিত হইয়া সন্নিকটস্থ বলরামকুণ্ড, রেবতী-বলরামের শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীমন্দির দর্শন এবং পরিক্রমা করিয়া শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহন ও সাক্ষী গোপালের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া রেবতী-বলরামের শ্রীমন্দিরে উপবেশন করেন। এখানে শ্রীবলরামের শ্রীমূর্ত্তিটী সুবৃহৎ ও দেখিতে অতি নয়ন-মনোভিরাম। এতদ্ব্যতীত রামকৃষ্ণ এখানে গোচারণ-লীলা করিতেন। কোন সময় একদিন কংসপ্রেরিত প্রলম্বাসুর বলরামকে বধ করিবার মানসে তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া দূর বন মধ্যে লইয়া গিয়া তাঁহার বিনাশ চেষ্টা করিলে বলরাম কর্ত্তৃক নিহত হয়।

[তাং ৩০।১০।৩২]

গত ৩০।১০।৩২ তারিখ ভোর ৪টার সময় পরিক্রমাকারিগণ বিছানাপত্র গাড়ীতে বোঝাই দিয়া রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। গুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তন করিয়া মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ সম্মুখে লইয়া ত্রিদণ্ডিপাদগণ পরিক্রমা চালনা করিয়া প্রাতে ৬টার সময় চিরঘাট যাইবার জন্য বাহির হইলেন। পরিক্রমা বরাবর পূর্ব্বমুখে চলিতে লাগিলেন। সেরগড় হইতে প্রায় ৪ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া 'রামঘাটে' উপনীত হন।

মন্দির-প্রাঙ্গণে সকলে উপবেশন করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রমমহারাজ এই স্থানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া বলেন যে, শ্রীবলরাম এই স্থানে রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন। তিনি রাসক্রীড়া জন্য যমুনাকে এখানে আসিবার জন্য বলিলে যমুনা বলরামের আবার রাস! অন্তরে এইরূপ বিচার পূর্ব্বক তথায় আসিতে অসম্মত হইলে শ্রীবলরাম হল দ্বারা তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া এই স্থানে আনয়ন করিয়াছিলেন। পরে যমুনা আবার সেস্থান হইতে সরিয়া গিয়াছেন। সেখানে রেবতী-বলরামের শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীমন্দির দর্শন ও পরিক্রমা করিয়া সেখান হইতে একবারে চিরঘাটে তাঁবুতে বেলা ১২॥টার সময় আসিয়া উপস্থিত হ'ন। সেরগড় হইতে চিরঘাটে আসিতে পরিক্রমাকে প্রায় ৯॥ মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল।

চিরঘাট

চির ঘাট স্থানটী অতি নির্জ্জন, মাঠের মাঝখানে, নিকটে কূপ ব্যতীত কোন কুণ্ড নাই। তবে আমাদের তাঁবুর নিকট হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল তফাতে যমুনা নদী প্রবাহিতা। আমাদের তাঁবুর অতি সন্নিকটেই ৪।৫ মিনিটের রাস্তা অতিক্রম করিয়া চিরঘাট অবস্থিত। কথিত হয় যে, এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের বস্ত্রহরণ-লীলা করিয়াছিলেন। গোপীগণ এই স্থানে কৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য কাত্যায়নীর (যোগমায়ার) পূজা করিয়াছিলেন; সেকারণ এখানে কাত্যায়নীর মন্দির ও বিগ্রহ আছেন। কথিত হয় যে, পূর্ব্বে যমুনা এই চিরঘাট দিয়া প্রবাহিতা ছিলেন। এই 'চিরঘাটে' পাকা বাঁধান ঘাট আছে। এখানে যমুনা কিঞ্চিৎ জলাশয় রাখিয়া অর্দ্ধ মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছেন।

গোপীগণ কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া কতটা দেহস্মৃতি বিস্মৃত হইতে পারিয়াছেন, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ এই চিরঘাটে গোপীগণের বস্ত্রহরণ লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। চির শব্দে 'বস্ত্র' বুঝায়। ঐ বাঁধা ঘাটের নিকট একটী কদম্ববৃক্ষ বর্ত্তমান। পাণ্ডারা ঐ কদম্ব বৃক্ষে নানাপ্রকার রঙীন্ বস্ত্রাদি ঝুলাইয়া রাখিয়া বস্ত্রহরণ-লীলার অস্তিত্ব দেখায়।

সংসার-সমুদ্র উত্তরণোপায়

এই সংসার—দুঃখজলধি-স্বরূপ। আমরা আমাদের স্বরূপের নিত্যাবৃত্তি কৃষ্ণসেবা ভুলিয়া এই উত্তালতরঙ্গায়িত দুঃখসমুদ্রে পতিত, দুর্ব্বাসনারূপ নিগড়ে আমাদিগের হস্তপদাদি বদ্ধ, সুতরাং সন্তরণ দ্বারা নিজে নিজে উদ্ধার লাভ করিবার সামর্থ্য নাই; তদুপরি কামক্রোধাদি কুম্ভীর ও মকরাদি আমাদিগকে গ্রাস করিয়াছে, তন্মধ্যে আবার আশ্রয়বিহীন। এইরূপ অবস্থায় পতিত আমাদের সংসারভোগ বা সংসারত্যাগের চেষ্টাদ্বারা দুঃখজলধি উত্তীর্ণ হইবার আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। এই সংসার সমুদ্রকে আমরা যতই আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিব ততই আমাদিগকে দুঃখসমুদ্রের অতলতলে তলাইয়া গিয়া অনন্ত ক্লেশের মধ্যে পতিত হইতে হইবে। আর আমরা যদি নিজ নিজ অধ্যবসায় ও অতিমকা দ্বারা এই সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিয়া সংসারের দুঃখ দৈন্য দেখিয়া তৎপ্রতি কেবল বিরাগী হইয়া পড়ি তাহাতেও আমরা সংসার হইতে উদ্ধার পাইব না। নিজ নিজ চেষ্টায় সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিব এই প্রকার বিচারও দুর্ব্বাসনার অন্যতম। আমরা বদ্ধ, ভগবৎ-প্রেরিত পরমমুক্ত মহাজন আমাদের হস্তপদাদি খুলিয়া আমাদিগকে স্ব-স্বরূপে উদ্বুদ্ধ না করিলে এই সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তরণের আমাদের আর কোন উপায় নাই। আবার কামক্রোধাদি নক্রমকরসমূহকে নানা কৃত্রিম উপায়ে কিছু কালের জন্য স্তব্ধীভূত রাখিয়া যে সংসার-সমুদ্র হইতে রক্ষা পাইব মনে করি, তাহাও অসম্ভব। কারণ কামক্রোধাদি সাময়িকভাবে স্তব্ধীভূত হইলেও কিছুকাল পরে আবার অধিকতর প্রবলবেগে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ করে। কৃত্রিম উপায় দ্বারা কাম-ক্রোধাদি দমন করা যায় না। কামক্রোধাদি আমাদের চেতনতার সহিত নিত্য অনুস্যূত আছে। কাজেই উহাদের উচ্ছেদ অসম্ভব ও অস্বাভাবিক। রিপুগণকে যদি কোনও যথাযোগ্য বিষয়ে চালিত করা যায়, তবেই কামক্রোধাদির বিষক্রিয়া নষ্ট হইয়া আমাদের অভীষ্টসাধনের সহায় হইতে পারে। সংসার-সমুদ্রে পতিত নিরাশ্রয় জীবসকল নিজ নিজ আরোহ-চেষ্টাদ্বারা শমদমাদি অতি উচ্চ সাধনদ্বারা ঊর্দ্ধে আরোহণ করিলেও তাহারা ভগবানের পাদপদ্ম অনাদর করায় সেই স্থান হইতে পতিত হয়।

একমাত্র ভগবদভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া তাঁহারই আনুগত্যে ভগবানের আরাধনা ব্যতীত রিপুদমনের আর অন্য উপায় নাই। তাই একমাত্র অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতোমুহুঃ।
মুকুন্দ-সেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥

(ভাঃ ১।৬।৩৬)

নিরন্তর কামলোভাদি রিপু-বশীভূত অশান্ত মন মুকুন্দ সেবাদ্বারা যেরূপ সাক্ষাৎ নিগৃহীত হয়, যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগমার্গ অবলম্বন দ্বারা তাহা তেমন শান্ত হয় না। মহাজনের আনুগত্যে মুকুন্দের পাদপদ্মসেবাই একমাত্র সংসার-সমুদ্র উত্তরণের উপায় স্থিরীকৃত হইল।

সংসারের পার হই' ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে॥

আবার মুকুন্দসেবা লাভ করিতে হইলে যিনি সেই মুকুন্দের সেবাশিক্ষা দিবার জন্য আমাদিগকে আমাদের বদ্ধদশা হইতে মুক্ত করিয়া স্ব-স্বরূপে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য তাঁহারই আদেশে এ প্রপঞ্চে আগত, সেই অভিন্ন নিত্যানন্দ শ্রীগুরুদেবের সেবা ব্যতীত মুকুন্দ সেবালাভ করিতে পারিব না। শ্রীচৈতন্যপ্রেষ্ঠ শ্রীচৈতন্যের প্রেরিত নিজজন যখন কৃপা পূর্ব্বক নিরাশ্রয় আমাদিগকে সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিবার জন্য কর্ণধাররূপে এ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন তখন একমাত্র তাঁহার নিষ্কপট সেবা করিলেই এই সংসারজলধি উত্তীর্ণ হইতে পারিব—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

অতএব শ্রীগুরুপাদপদ্মে একান্ত শরণাগত হইয়া ভোগ এবং ত্যাগ-চেষ্টা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীগুরু-কৃষ্ণসেবায় আত্মসমর্পণ করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য।

'সংসার-দুঃখ-জলধৌ পতিতস্য কাম-
ক্রোধাদি নক্র-মকরৈঃ কবলীকৃতস্য।
দুর্ব্বাসনা-নিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য
চৈতন্যচন্দ্র দেহি মম পদাবলম্বনম্॥'

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। কৃষ্ণগুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপণপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দারিদ্র্যব্যাকুল ব্যক্তিও এই অমূল্য গ্রন্থ লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রেস্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মঞ্জুহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড।৵০

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে।৵০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অচ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'নিয়মদি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও প্রাকৃত-ক্রোধের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'অসৎসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্ত চরিত্রকনের প্রাতিকূল্য'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাম নন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মুক্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সত্যধর্ম্ম ও প্রাকৃত সত্যধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও শ্রী... কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেবপ্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব প্রবেশে বেদা," অর্দ্ধাশ্রম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিশুদ্ধবুদ্ধি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২॥০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্তন লেক্চারার, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন নগরের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বস্ত্র-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবাবগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রভৃতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রাতিকূল্য বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন আবার, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত ভজনোপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমষ্টি অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম—আশ্রম-ধর্ম—দৈবশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

[illegible]

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-খানি পাঠ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারা অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আট পেজি গ্রন্থাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। সজ্জন ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ দশ আনা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ৷৶৹
১। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶৹
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶৹
। ভজনরহস্য ৷৷৹
। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৷৶৹
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷৶৹
। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷৶৹
১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷৷৹
১। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ৷৷৹
৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
(চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷৶৹
। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৷৶৹
ঐ (বাঁধা) ৷৷৶৹
৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶৹
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶৹
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৷৹
ঐ (আবাঁধা) ৷৶৹
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷৶৹
২২। ভক্তিরত্নাকর
(নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶৹
৩। গীতমালা ৴১০
৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৴৹
৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৴৹
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা
(৪৪৬ গৌরাব্দ) ৶৹
৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷৹
৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷৹
৯। শরণাগতি ৴৹
১০। গীতাবলী ৴৹
১১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷৷৹
১২। সাধনকণা ৴৹
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
১৪। নবদ্বীপশতক ৴৹
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴৹
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴৹
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণা ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা)
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷৷৹
৪২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৷৶৹
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ৷৹
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷৶৹
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ৷৹
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷৹
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷৶৹
৪৮ গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴৹
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷৹
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৴৹
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
৫২। সাধ্যবাণী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷৷৹
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ৷৹
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ ৷৹
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶৹
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴৹
৫৮। সাধ্যংশবর্ণনম্ ৴৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷৷৹
৬০। নামভজন ৷৹
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ৷৶৹
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷৹
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ৷৹
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴৹
৬৫। দি ভাগবত ৷৹
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোশন ৷৹
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১৷৷৹
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷৷৹
৭০। সাধন পথ ৷৹
৭১। কল্যাণ কল্পতরু ৴৹
৭২। গীতাবলী ১৲
৭৩। শরণাগতি ৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু ৴৹

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৷৷৶৹, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নির্ভীক সমালোচক ও শুদ্ধ-ভজনপ্রণালী-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৹।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ৷৹।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷৹ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷৹ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমাপ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷৹ আনা, পাইট ৷৷৶৹ আনা, বোতল ১৶৹ আনা।

আফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। অন্যথা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্ক্স্ হইতে ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বিরাট অগ্নিকাণ্ড

ফ্রান্সের ডেনিস নামক স্থানে এক বিমানপোত প্রস্তুত করিবার কারখানার ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড হয়।

অনেক রং এবং বার্ণিশ পুড়িয়া গিয়াছে; কিন্তু যথা সময়ে ফায়ার ব্রিগেড আসিয়া পড়ায় প্রধান ঘর বাড়ী সমূহ রক্ষা পায়।

আমেদাবাদে সাহেব খুন

আমেদাবাদ সহরের পুলিশ সার্জেন্ট মিঃ হাডসন, পুলিশ ইন্সপেক্টর মিঃ গ্রীনের বাংলায় গিয়া তাঁহাকে গুলি করিয়া হত্যা করে। তাহার খুন চাপিয়া যায়। সে তখন বাহিরে আসিয়া চারিদিকে গুলি ছুড়িতে থাকে, যাহাকে দেখে তাহাকেই বন্দুক লইয়া তাড়া করেন, গুলি করিয়া একটী ছাগল মারে এবং একটী মোটর কারের গ্লাস ভাঙ্গিয়া দেয়। দুই জন কনেষ্টবল কৌশল পূর্ব্বক তাহাকে ধরিয়া ফেলে এবং তাহার হাত হইতে বন্দুক কাড়িয়া লয়।

ইন্সপেক্টরের বাংলার একজন পুলিশ আরদালি বার বার বন্দুকের শব্দ শুনিয়া মূর্চ্ছিত হয় এবং সেইভয়ে তাহার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় সে মারা যায়।

খুনের চেষ্টা

ঢাকা জেলার ধামরাই থানার নিকটেই কয়েকজন ডাকাত মেল রাণারকে গুলি করে। চীৎকার শব্দে গ্রামের লোক দৌড়িয়া আসিয়া ডাকাতদিগের পশ্চাদ্ধাবন করে। একজন ডাকাত ধরা পড়ে।

আহত ব্যক্তিকে ঢাকা মিট্‌ফোর্ড হাসপাতালে পাঠান হয়। তাহার শরীর হইতে একটী গুলি বাহির করা হয়।

ডাকাতের দান

খুলনার একজন পরামাণিক তিলক নামক গ্রামে একটী অনশৌচের খবর দিতে যাইয়া তিন টাকা পুরস্কার পায়। পথে ডাকাতেরা তাহার টাকা কাড়িয়া লয়। সে কিছুদূর যাইবার পর ডাকাতেরা তাহাকে ডাকিয়া ছয় পয়সা দান করে। তাহারা বলে যে, ফিরিয়া যাইবার ভাড়ার জন্য তাহাকে ঐ পয়সা ফেরত দেওয়া হইয়াছে।

ষ্টীমার সার্ভিস

বালি বৃদ্ধ হওয়ার জন্য, কলিকাতা হইতে আড়িয়াদহ পর্য্যন্ত যে ষ্টীমার সার্ভিস ছিল তাহা বন্ধ হইয়া যায়। বর্ত্তমানে রোর ফ্লা কোম্পানী আবার ঐ লাইনে ষ্টীমার চালান আরম্ভ করিয়াছেন।

অটোয়া চুক্তি

বৃটিশ সাম্রাজ্যে অবস্থিত দেশ সমূহে বাণিজ্যের সুবিধা জন্য কানাডা দেশের অটোয়ায় এক বাণিজ্য সম্মেলন হয়। তাহাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সমস্ত দেশের প্রতিনিধি বৃন্দ উপস্থিত থাকেন—এ সমস্ত বিষয় পাঠকগণ অবগত আছেন।

বার্মিংহাম পোষ্ট বলিতেছেন যে, লোহার ব্যবসায়ে, এই চুক্তির, ফলে ভারত লাভবান হইবে তাহার পরিবর্ত্তে ইংলণ্ড কিছুই পাইবে না।

কিন্তু ভারতে এই চুক্তি সম্বন্ধে ভিন্ন-মত; ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে কেহ কেহ মত প্রকাশ করেন যে, এই চুক্তিতে ভারতের লোকসান হইবে।

মিঃ বি, দাস বলেন যে, ভারত স্বাধীন না হওয়া পর্য্যন্ত এরূপ চুক্তি মতে কোন কার্য্য চলিতে পারে না

সার জোসেফ ভোর গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে প্রস্তাব করেন যে, যত শীঘ্র সম্ভব গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে লাট সাহেবকে এই চুক্তি মত আইনের খসড়া প্রস্তুত করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিতে অনুরোধ করা হউক।

ডাঃ জিয়াউদ্দিন আমেদ একটী সংশোধক প্রস্তাব করেন যে, এই চুক্তি সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্য একটী কমিটী নিযুক্ত হউক

স্কুলে ধর্ম্মঘট

কটক মুসলমান সেমিনারি নামক বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টার মহাশয়কে নিম্নতর পদে নামাইয়া দেওয়ায় এবং অপর একজন শিক্ষককে জবাব দেওয়ায় স্কুলের দেড়শত ছাত্র ধর্ম্মঘট করে। ডিভিসনাল ইন্‌স্‌পেক্টর অব স্কুলস্ ঐ স্কুলে আসিয়াছিলেন। তিনি তদন্ত করিতেছেন।

টাকার বাজার

কলিকাতার টাকার বাজার অত্যন্ত সস্তা, সুদের হার অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে; মফঃস্বলে পাটের দর অত্যন্ত কমিয়া যাওয়ায় চাষীদের টাকার অত্যন্ত দরকার হইয়াছে। কম মূল্যেও লোকে পাট কেনা বেচা বন্ধ করিয়াছে। সেইজন্য পাটচাষি দিগের মধ্যে টাকার হাহাকার আরম্ভ হইয়াছে এবং বেশী সুদেও লোকে টাকা পায় না।

সেনাদলের অত্যাচার

প্রকাশ যে, ঢাকায় স্থাপিত সেনাদলের লোক একজন শিক্ষক এবং একজন ছাত্রকে বিনাকারণে মারধর করিয়াছে এবং নোদিপুরে স্থাপিত সেনাদলের লোক একজন সম্ভ্রান্ত উকিলকে লাঞ্ছিত করিয়াছে। এমন ও কথা উঠিয়াছে যে, তাহারা পয়সা না দিয়াই দোকানদার দিগের নিকট হইতে ফলমূল ও অন্যান্য দ্রব্যাদি কাড়িয়া লইয়াছে।

এই সমস্ত ব্যাপারে জনসাধারণ উদ্বিগ্ন হইয়াছে। কেহ কেহ গবর্ণমেণ্টকে এই সম্পর্কে তদন্ত করিতে বলিতেছেন।

হাওড়ায় সম্মেলন

গত রবিবার ৬ই নবেম্বর তারিখে হাওড়ার খুরুট রোডে রামকৃষ্ণপুর রাজনৈতিক সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। দ্বিপ্রহরের সময় সহস্রাধিক লোক সমবেত হয়। শ্রীমতী শান্তিদেবীর সভানেত্রী হইবার কথা ছিল কিন্তু তাঁহার আকস্মিক পীড়া বশতঃ শ্রীমতী কমল রাণী সরকার ঐ পদে বৃতা হন।

সভার কার্য্য শেষ হইবার পর যখন সমবেত জনমণ্ডলী গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়া যাইতে থাকাকালে পুলিশ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়।

নির্ব্বাচন

জার্ম্মানির নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষদল জয়লাভ করিতেছে। সরকারের বিরুদ্ধে ভিচল রের দল, সমাজ তন্ত্রীর দল, কমিউনিষ্ট দল, সেণ্ট্রেদল প্রভৃতি দণ্ডায়মান হইয়াছে। ন্যাশনালিষ্ট, পীপলস পার্টি প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টের সপক্ষে দণ্ডায়মান হয়। এবার নাজীদলের বহুস্থানে জয় লাভ করিয়াছে। তাহারাই নির্ব্বাচনে প্রথমস্থান অধিকার করিয়াছে।

পুলিশ উঠিল

মেদিনীপুরের মারদান নামক স্থানের লোকেরা দুর্দ্দান্ত হওয়ায় অতিরিক্ত পুলিশ রাখিতে হয়। লালকুঠা দিগের নিকট হইতে শতকরা ৯৯ টাকা অতিরিক্ত পুলিশের ব্যয় বাবদ আদায় করা হইয়াছে।

বর্ত্তমানে স্থানীয় লোক দিগের মতিগতি ভাল হওয়ায় দশটী পুলিশের আড্ডা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

অস্থায়ী গবর্ণর

লেপ্টনাণ্ট কর্ণেল সার রালফ্‌ গ্রিফিথের অনুপস্থিতিতে জর্জ কানিংহাম সাহেব অস্থায়িভাবে উত্তর পশ্চিম সীমান্তের গবর্ণর নিযুক্ত হইলেন।

ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের একজিকিউটীভ কমিটী মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ফেডারেশন অব কমার্সের নিযুক্তি না লইয়াই ব্যবসায়, বাণিজ্য এবং শিল্প বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ একব্যক্তি এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় বিলাতী গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থিত থাকিলে ভাল হইত।

ত্রিবাঙ্কুর গবর্ণমেণ্টের রাজনৈতিক সেক্রেটারী মিঃ জি, পি, পিলাই ত্রিবাঙ্কুরের প্রতিনিধি স্বরূপে বিলাতের গোলটেবিল বৈঠকে যাইতেছেন।

দিল্লীতে জোর আন্দোলন

দেবদাস গান্ধী, রাজা গোপালাচারিয়ার, মুঞ্জে এবং জি, ডি, বিড়লা প্রমুখ নেতারা দিল্লীতে যাইয়া অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন চালাইতেছেন। প্রকাশ যে, আগামী ১২ই নবেম্বর তারিখে রাজা গোপালাচারিয়ার এবং বিড়লা মিঃ গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তাহারা যারবেদা জেলে যাইবার প্রস্তাব করিতেছেন।

জার্ম্মানীর বাণিজ্য

নির্ব্বাচনের গোলমালে জার্ম্মানির ব্যবসায়ের ক্ষতি হইবে বলিয়া মনে হইয়াছিল, যদিও ঐসময়ে কিছু সঙ্কোচ হয়, তথাপি বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। কমুনিষ্ট এবং নাজী দলের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে কয়েকদিনের জন্য যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল; কিন্তু সে গোলযোগ মিটিয়াছে।। ধর্ম্মঘট ও থামিয়াছে।

লণ্ডনে শান্তি

পাঠকগণ অবগত আছেন যে দুই হাজার বেকার লণ্ডনে আসিয়া গবর্ণমেণ্টকে তাহাদের দাবী জানাইবার চেষ্টা করে। তাহাদের নিকট যথেষ্ট অর্থ না থাকায় রেল কোম্পানী কম ভাড়ায় তাহাদিগকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দেন।

তাহারা প্রকাশ করিয়াছে যে, তাহাদের দলের লোক শান্ত ছিল, কিন্তু লণ্ডনের গুণ্ডার দল অশান্তির সৃষ্টি করে।

ছত্রভঙ্গ

পুলিশ জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয় এবং অনেককে গ্রেপ্তার করে কিন্তু মাত্র চার জনকে ধরিয়া রাখে।

পরে জনতা আবার এক মিছিল করিয়া শিবপুর অভিমুখে যাত্রা করে।

ডাকাতি

ব্রাহ্মণ বাড়িয়ার মেদা গ্রামের কুসীদজীবী প্রকাশ বাবুর বাড়ীতে গত ২রা নবেম্বর যে ডাকাতি হয়, পাঠক তাহার বিষয় অবগত আছেন। ঐ সম্পর্কে ২৪ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে চারজন বিবৃত স্বীকারোক্তি করিয়াছে।

টেল — Reg. No. C1544.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

THE NADIA-PRAKASH

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
প্রতি
সংখ্যা ৵৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার · নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২০৮-তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৬শে কার্ত্তিক শনিবার ১৩৩৯, ১২ই নভেম্বর ১৯৩২

মুন্সিগঞ্জে ভীষণ ডাকাতি

রমণীয় খুনের মামলা

অদ্ভুত মৃত্যু-রহস্য

গোলটেবিলের গবেষণা

খুনের অভিযোগে ফাঁসি

অটোয়া চুক্তির আপত্তি

গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্র

বৈমানিকের লাফ জমা

গোলটেবিল বৈঠকের মত

জার্ম্মানীতে গোলযোগ

রেলগাড়ী চাপায় মৃত্যু

নানা কথা

নদীয়ায় কলেরা

নদীয়া জেলার নাকাশীপাড়া থানার অন্তর্গত শিবপুর গ্রামে কলেরার প্রাদুর্ভাব হয়। অস্থায়ী হেল্‌থ অফিসার শ্রীযুক্ত কনক ভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যথ সময়ে ঐস্থানে পৌছিয়া ব্যবস্থা করায় বেশী লোক মারা যায় নাই। এখন অবস্থা ভাল।

মুন্সীগঞ্জে ভীষণ ডাকাতি

মুন্সীগঞ্জ হইতে দুই মাইল দূরে রক্ষা গ্রামে এক ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। অনেক ডাকাত একত্রিত হইয়া আদিত্য বাবুর বাটী প্রবেশ করিয়া বাড়ীর লোকজনকে মারপিট করে এবং একজনের মাথায় রামদাও এর কোপ মারে। ডাকাতেরা অলঙ্কার এবং নগদে সাত শত টাকা লইয়া যায়।

অদ্ভুত মৃত্যু-রহস্য

রাঁচি সেণ্টপলস্ স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মিঃ টার্কি গত বৃহস্পতিবার তারিখে বন্দুক লইয়া শিকার করিতে বহির্গত হন। তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে না দেখিয়া লোকজন অনুসন্ধান আরম্ভ করে এবং অবশেষে একটী বাগানে তাঁহার মৃতদেহ পাওয়া যায়। শরীরে জখমের চিহ্নমাত্র ছিল না। তাঁহার বন্দুক এবং ছাতা তাঁহার শরীরের পার্শ্বে পড়িয়া ছিল। মৃত্যু রহস্য এখনও উদ্‌ঘাটিত হয় নাই।

খুনের অভিযোগে ফাঁসি

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, সাব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট কামাখ্যা প্রসাদ সেনকে গুলি করিয়া মারার অভিযোগে কালীপদ মুখোপাধ্যায় নামক এক ২৬ বৎসর বয়স্ক যুবক অভিযুক্ত হয়। তাহার বিচারের জন্য ঢাকায় স্পেশ্যাল ট্রাইবুনালের অধিবেশন হয়।

বিচারকগণ মত প্রকাশ করেন যে, স্বীকারোক্তি হইতে জানা যায় যে বর্ত্তমান আসামীই হত্যাকারী। পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং ঘটনা সমূহও ঐ মতের সমর্থন করে। আসামীর দোষক্ষালন হইতে পারে, এরূপ কোন ব্যাপার ঘটে নাই। তাহার মৃত্যুদণ্ড হইল।

গোলটেবিল বৈঠকের মত

গোলটেবিল বৈঠকের ভারতীয় প্রতিনিধিগণের শেষ দল গত ৭ই নবেম্বর বোম্বাই ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, তাঁহারা গ্রাম্য অঞ্চল পরিভ্রমণ করি। এবং সহরে নেতৃবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া দেখিয়াছেন যে, সমস্ত দল ও সম্প্রদায়ের লোকই "দলননীতি" এবং "অর্ডিনান্সের দ্বারা শাসন নীতির" বিপক্ষপাতী। সকলেই স্বায়ত্ত শাসনের পক্ষপাতী।

গোলটেবিলের গবেষণা

ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য ইংলণ্ডে তিনটী গোল-টেবিলের ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহাতে ১৯৫০০০ পাউণ্ড ব্যয় হইবে। তাহার মধ্যে ইংলণ্ড ৭১০০০ পাউণ্ড দিবে। বাকী ১২৪০০০ পাউণ্ড ভারতকে দিতে হইবে।

এই গোলটেবিলে গবেষণামাত্র হইবে, তিন্নদলের মত গ্রহণ করা হইবে, কিন্তু পার্লামেণ্টের সিলেক্ট কমিটিতে বিলটী দাখিল করিবার সময় গবর্ণমেণ্টই বিলের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন।

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, { ২৯ দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৬, ২৬শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১২ই নভেম্বর ইং ১৯৩২ শনিবার } ২০৮তম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা
সংক্ষিপ্ত ডায়েরী

অন্নকূট মহোৎসব
ভাগ্যবান্ শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দেব

গত ৩০।১০।৩২ তারিখ যাত্রী সমূহ চির-ঘাটে পৌছিয়া বেলা প্রায় ২টার সময় প্রসাদ সেবন পূর্ব্বক বিশ্রাম লাভ করেন। ঐ দিবস অন্নকূট মহোৎসবের দিন। এলাহাবাদপ্রবাসী পরমভাগবত শ্রীযুত গণেশচন্দ্র দেব মহোদয় সেখানে শ্রীশ্রীঅন্নকূট মহোৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া মহোৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন। এরূপ নির্জ্জন বনপ্রদেশেও শাক, অন্ন, ভাজি, ডা'ল, চাটনী, ছানার ডালনা, পরমান্ন, দধি, ক্ষীর সন্দেশ প্রভৃতি বিচিত্র মহাপ্রসাদ পরি-ক্রমাকারিগণকে প্রচুর পরিমাণে বিতরণ করা হয়। প্রসাদ-সেবনকালে ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি করিয়া শ্রীযুত গণেশ বাবুরও জয় দেন।

গোবর্দ্ধন-পূজা
শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজের বক্তৃতা

সন্ধ্যার পর পরিক্রমাকারী নরনারীগণ বৃক্ষতলে সামিয়ানার নীচে সমবেত হইলে পূজা আরত্রিক সমাপনান্তে কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তন সমাপ্ত হইবার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ দণ্ডায়মান হইয়া গুরুবন্দনা পূর্ব্বক প্রায় এক ঘণ্টা কাল একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রীশ্রী-গোবর্দ্ধনপূজার তথ্য সম্বন্ধে অনেক কথা কীর্ত্তন করেন। অতি চুম্বকে সেই বক্তৃতার মর্ম্ম বর্ণিত হইল। শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ বলেন যে, অদ্য অন্নকূট মহোৎসবের দিন। শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপূজার রহস্যটী আপনাদের জানা দরকার। নন্দমহারাজ প্রভৃতি গোপগণ শস্যবৃদ্ধি লাভের আশায় দেবরাজ ইন্দ্রের পূজা করিবার প্রচুর আয়োজন করিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পিতাকে বলিলেন, ইন্দ্রের পূজা করিয়া কি হইবে? দেবরাজ ইন্দ্রও স্বাধীন বা স্বতন্ত্র ঈশ্বর নহেন, তিনিও শ্রীভগবানের অধীন তত্ত্ব; শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতেই তেত্রিশ কোটী দেবগণ শক্তিমান্। অতএব আপনারা ইন্দ্রের পূজা না করিয়া শ্রীগোবর্দ্ধনের পূজা করুন। ইনিই শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি, ইহাঁর পূজাতেই আপনাদের সর্ব্বসিদ্ধি হইবে। গোপগণ গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পূজায় ইন্দ্রের জন্য আহৃত যাবতীয় নৈবেদ্য অর্পণ করিলে, প্রদত্ত সমস্ত নৈবেদ্য গিরিরাজ গ্রহণ করেন।

শ্রীভগবানই একমাত্র স্বরাট পুরুষ। স্বরাট্ বলিতে 'স্বেনৈব রাজতে' বুঝায়। এই প্রসঙ্গে স্বামিপাদ "যথা তরোর্মূল-নিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ" ইত্যাদি শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া অন্যান্য ইতর দেবদেবীর পূজা না করিয়া শ্রীভগ-বানের পূজার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক বুঝাইয়া দেন। এই পূজায় গিরিরাজ, কামরূপী মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক গোপগণের প্রদত্ত নৈবেদ্যসমূহ ভক্ষণ করিয়া-ছিলেন। সেই সময় হইতে গোবর্দ্ধন-পূজার মাহাত্ম্য প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজার ব্যবস্থা দিয়া গোপগণের মধ্যে তথা সর্ব্ব আধিকারিক দেবতা-পূজকদিগের মধ্যে যে বহ্বীশ্বরবাদ প্রচলিত ছিল, তাহা সর্ব্বতোভাবে নিরাস করিলেন।

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং। ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" গীতার এই শ্লোকটী ব্যাখ্যা-মুখে তিনি বলেন যে, অনেকের মনে এইরূপ সন্দেহ হইতে পারে, যে ভগবানের ইঙ্গিতে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কার্য্য সংসাধিত হইতেছে, দুষ্কৃতিগণের বিনাশ-জন্য তাঁ'র আবার অবতারের প্রয়োজন কি? তাঁর দাসানু-দাসগণ ত' কৃষ্ণের ইচ্ছায় লক্ষ লক্ষ অসুর নিধনে সমর্থ। শ্রীরামচন্দ্রের আবার বানর প্রভৃতি জন্তুগণের সাহায্য গ্রহণের আবশ্যকতা কি? তিনি কি অবতার গ্রহণ না করিয়া রাবণ বধ করিতে পারিতেন না।

শ্রীভগবান্ এ সপক্ষে অবতীর্ণ হন—তাঁহার ভক্ত আর্ত্ত সাধুগণকে দর্শনদান পূর্ব্বক কৃপা করিতে এবং ধর্ম্ম-সংস্থাপন করিতে। শ্রীভগবান্ যদি অবতীর্ণ না হ'ন, তবে তাঁহার কথা জগতে সেইরূপভাবে প্রচারিত হয় না। অসুরগণকে বঞ্চনা করাও তাঁহার আর একটী উদ্দেশ্য। হিরণ্যকশিপু, রাবণ, শিশুপাল, দন্তবক্র প্রভৃতি রাজগণকে শ্রীভগবান্ বঞ্চনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীর মদে উন্মত্ত হইয়া শ্রীভগবানের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন।

শ্রীভগবান্ ধর্ম্মের আদর্শ জগতে প্রচার করিলেও তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করাই বদ্ধ জীবের কর্ত্তব্য; তাঁ'র লীলার অনুকরণ করা কখনই উচিত নহে। শ্রীভগবানের লীলার অনুকরণে যে বিষময় ফল ঘটে তাহা প্রদর্শনের নিমিত্ত মহারাজ ভাগবতের "নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥" শ্লোকটী আবৃত্তি করিয়া বলেন যে, অরুদ্রের পক্ষে সাগর মন্থনোত্থিত বিষ যেমন সর্ব্বনাশকর, বদ্ধ-জীবের পক্ষে শ্রীভগবানের লীলা অনুকরণ করিবার ফলও তাদৃশ বিষময়। এতদ্ব্যতীত স্বামিজী মহারাজ আরও অনেক তত্ত্বপূর্ণ উপদেশ প্রদান করেন।

শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজের বক্তৃতা

শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজের বক্তৃতার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহা-রাজ চির ঘাটে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা গোপীদিগের বস্ত্রহরণ-লীলার তাৎপর্য্য, গোপীগণের কৃষ্ণকে একমাত্র পতিরূপে লাভ করিবার উদ্দেশে কাত্যায়নী বা যোগমায়ার পূজার উদ্দেশ্য প্রভৃতি বুঝাইয়া দিয়া শ্রীভগবানের লীলা রহস্য বুঝিবার জন্য জীবের স্বরূপে অবস্থিত হইবার উপায় সম্বন্ধে অনেক তত্ত্বপূর্ণ উপদেশ প্রদান করেন। কৃষ্ণ-পাদপদ্মে তথা গুরুপাদপদ্মে শরণাগতি বা আত্মনিবেদন ব্যতীত জীবের বিরূপের অভিমান হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার কোন উপায় নাই; তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন, "কৃষ্ণ তোমার হও যদি বলে একবার মায়াবদ্ধ হইতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥" "কৃষ্ণ তোমার হও"

সেই সে পরম বন্ধু সেই পিতামাতা। শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তি দাতা॥

বলিতে কৃষ্ণপাদপদ্মে অথবা কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। আত্মসমর্পণের ফলে কৃষ্ণ ভক্তকে আত্মসাৎ করিয়া লন, তখন তাঁহার স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হয়। "দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ। সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥" ভক্ত চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের যোগ্যতা লাভ করেন। "সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়। অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥" শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপা ব্যতীত বদ্ধজীবের স্বরূপে অবস্থান লাভ করিবার অথবা কৃষ্ণলীলায় প্রবেশাধিকার লাভ হয় না। অতএব সর্ব্বাগ্রে আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয় হ'চ্ছে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ।

ত্রয়োত্রিংশ দিবস—৩১।১০।৩২

অদ্য চিরঘাট হইতে নন্দঘাটে গিয়া তাঁবু পড়িবার কথা প্রোগ্রামে লিখিত ছিল। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছাক্রমে নন্দঘাটে তাঁবু না পড়িয়া একেবারে ভদ্রবনে রওনা হইবার ব্যবস্থা হইল। চিরঘাট হইতে যমুনানদীর তীর প্রায় ৪ মাইল; আবার যমুনা পার হইয়া ভদ্র-বনস্থ তাঁবুতে যাইতে প্রায় তিন মাইল পথ। প্রাতে বিছানাপত্র বোঝাই দিয়া সমস্ত তাঁবু খুলিয়া গাড়ীতে বোঝাই দিয়া পাঠান হইল। পরিক্রমাকারিগণ প্রাতে ৯টার মধ্যে চিরঘাটে প্রসাদ সেবন পূর্ব্বক বেলা ১০টার সময় নৃত্য সহকারে শ্রীবিগ্রহকে অগ্রণী করিয়া সংকীর্ত্তনবাহিনী সঙ্গে লইয়া যমুনা-তীরে নন্দঘাটে বেলা ১২॥ টার সময় আসিয়া উপনীত হইলেন। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় পূর্ব্ব হইতেই এই নন্দঘাটে যমুনা পার হইবার জন্য ৫।৬ খানি বড় বড় নৌকার বন্দোবস্ত করিয়া রাখা হইয়াছিল। বেলা প্রায় ৩ টার মধ্যে পরিক্রমাকারিগণ যমুনা পার হইয়া পরিক্রমা করিতে করিতে যমুনা-তীরে ভদ্রবনের তাঁবুতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নন্দঘাট

যমুনা তীরে নন্দঘাট অবস্থিত। এই নন্দঘাটের উপর শ্রীনন্দমহারাজের বৃহৎ শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত। এটী কৃষ্ণলীলার স্থান। শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ এখানে কিছু হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া স্থানমাহাত্ম্য বর্ণন করেন। তিনি বলেন যে, নন্দমহারাজ এক সময় দ্বাদশীর দিন এই ঘাটে স্নান করিতে আসিয়া বরুণ-দেবের অনুচরগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া জলময় হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে উদ্ধার করেন। শ্রীকৃষ্ণ এস্থানে বাসুদেবের ক্রোড় হইতে নদীতে পড়িয়া যান নাই। আনন্দের—

হরিভজন হচ্ছে না কেন ?

আমরা প্রায় শতকরা শতজনই অনেক সময় বলিয়া থাকি বা ভাবিয়া থাকি, আমাদের হরিভজন হইতেছে না। অলস ও দুষ্টপ্রকৃতি বালকগণ পাঠকালে শিক্ষকের কৃপা প্রদত্ত উপদেশাবলীতে ঔদাসীন্য প্রকাশ করতঃ বার্ষিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া যেমন তাঁহাদের নিবুদ্ধিতা প্রযুক্ত তাহার কারণ অনুসন্ধানে অন্ধ হইয়া কেবল দুঃখ ভোগ করে, আমাদেরও দশা ঠিক সেইরূপই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভজন হইতেছে না এ কথা মুখে পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতেছি বটে কিন্তু কেন হ'লো না, কেন হইতেছে না তাহার কারণ পরীক্ষানুত্তীর্ণ চঞ্চল বালকের ন্যায় কিছুই অনুসন্ধান করিতেছি না। অনুসন্ধিৎসা-বৃত্তির অভাবই আমাদের যত অসুবিধার কারণ। জন্মজন্মান্তরের পুঞ্জীকৃত সুকৃতিফলে ভগবান্ সদ্গুরু

চিদানন্দের মূল আধার হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। নন্দমহারাজ হচ্ছেন সেই শ্রীকৃষ্ণের বাৎসল-রসের সেবক। আনন্দ দানের মালিক শ্রীকৃষ্ণ। বাৎসল-রসের সেবক নন্দমহারাজ নদীতে পতিত হইবার অভিনয় করিয়া বদ্ধজীবকে এই শিক্ষা দিলেন যে, ভবসমুদ্রে পতিত জীবের পক্ষে নিত্যানন্দ লাভ করিতে হইলে কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণের আনুগত্য ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

এরূপ একটী বৃহৎ পরিক্রমা লইয়া যাত্রিগণের সুখসুবিধা, পারাপারের বন্দোবস্ত, তাঁবু ও মালপত্র পার করিবার বন্দোবস্ত করিয়া ত্রিদণ্ডিপাদগণ, মঠের ব্রহ্মচারিগণ ও স্বেচ্ছাসেবকগণ যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত শ্রীশ্রীগুরুপাদ-পদ্মের মনোহভীষ্ট পূরণ করিতেছেন, তাহা গুরুদাসগণের আদর্শ হওয়া উচিত। গুরু-পাদপদ্ম সেবাই জীবের মঙ্গলের নিদান, ইহাই আমাদের আদর্শ হউক। সন্ধ্যা-রাত্রিকের পর সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ ধামের স্বরূপ কি প্রকারে স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ অনেক হরিকথা কীর্ত্তন করেন এবং গৃহ-পরিক্রমার কুফল ও শ্রীধাম-পরিক্রমার নিত্যমঙ্গলপ্রদ সুফলের কথা তুলনামূলক বিচারমুখে প্রদর্শন করিয়া মাদৃশ বদ্ধজীবের হৃদয়ে কৃষ্ণ-সেবা স্মৃতি জাগরিত করিয়া দিবার চেষ্টা করেন। শ্রীপাদ সাগর মহারাজের হরিকথা কীর্ত্তনে তন্ময়তা দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হন।

মিলাইয়াছেন—দেবের দুর্ল্লভ, সর্ব্বজীব ও সর্ব্বদেব-বন্দ্য গুরুদেবের পাদপদ্মতলে আসিয়াছি কিন্তু তবুও কেন হরিভজন হইতেছে না, ইহার কারণ কি ? এটা ঠিক যে, বাস্তব-বস্তু সদ্গুরুর পদাশ্রয় বিনা কোনদিন কেহ হরিভজন করিতে পারে নাই বা পারিবে না। গুরুদেব যে সে ভক্ত নহেন, সাধনসিদ্ধ নহেন, তিনি গৌর-শক্তিস্বরূপ—রূপানুগবর। তিনি অবতার অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত ধাম হইতে এ প্রপঞ্চে নররূপে অবতরণ করিয়াছেন আমাদের ন্যায় পতিত জীবকুলকে তাঁহার দেবমুনীন্দ্র-গুহ্য সুদুর্লভ সঙ্গ প্রদান করিবার জন্য। তিনি শুদ্ধসত্ত্ব। চিদচিদ্ রাজ্যে যত জীব আছে শ্রীরূপের আনুগত্য ব্যতীত কাহারও গতি নাই—রাধাগোবিন্দপাদ-পদ্ম পাইবার আর অন্য উপায় নাই। আমার গুরুদেবও সম্পূর্ণ সেই শ্রীরূপপাদের অভিন্নবিগ্রহ। যাঁহার রূপচ্ছটায়—সেবা-মাধুর্য্যে রাধাগোবিন্দের নয়ন-মন মুগ্ধ—আকৃষ্ট। তাঁহার ন্যায় শ্রীরাধাগোবিন্দের এত ঘনিষ্ঠ সেবক আর কেহই নাই। তিনি কৃষ্ণসেবায় অনুক্ষণ এত রত—সেবা-সৌন্দর্য্যে নিত্য ভূষিত, তাই তিনি সুদর্শন। আর আমি তাঁহার সেবক পরিচয় দিয়া এত কুদর্শন বা কুরূপ কেন ? হরিভজন হইতেছে না বলিয়াই আমি এত কুরূপ !

সাধনরাজ্যে সদ্গুরুর শ্রীচরণপ্রান্তে আসিয়া সদ্গুরুর শিষ্য পরিচয়ে পরিচিত দুই প্রকার ভক্তকে আমরা লক্ষ্য করি। কেহ কেহ আছেন, তাঁহারা সদ্গুরুর নিকট বসিয়া হরিকথা শ্রবণে সর্ব্বদা উন্মুখতা দেখান, কিন্তু হরিসেবা কার্য্যে—গুরুদেবের প্রিয় কার্য্যে—যাহাতে দেহকে বা কর্ম্ম বা জ্ঞানেন্দ্রিয়কে চালনা করিতে হয়, ঐরূপ ব্যাপারে একটু উদাসীন অর্থাৎ একটু আলস্যপ্রধান বা ক্রিয়াচেষ্টাহীন। ইঁহারা কর্ম্মঠ বা পরিশ্রমী নহেন বা একটু শ্রম জনকসেবাকার্য্যে কুণ্ঠাপ্রবণ। আবার কেহ কেহ আছেন, তাঁহারা হরিকথা শ্রবণ হউক বা না হউক, হরিকথা শ্রবণে দৃঢ় চেষ্টা, দৃঢ় যত্ন থাকুক বা না থাকুক, খুব কর্ম্মঠ, পরিশ্রমী এবং দৈহিক চেষ্টাময় কার্য্যে সদাই উন্মুখ। কিন্তু আমি উভয়দলভুক্ত। আলস্যপ্রধান হইয়া ভাবি যে, হরিকথা বসিয়া বসিয়া শুনিলেই পণ্ডিত হওয়া যাবে, তত্ত্ব-কথায় পারদর্শী হওয়া যাবে, মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনেরও বেশ সুবিধা হবে, আর বৈষ্ণবের পরিশ্রমলব্ধ ভিক্ষান্ন দ্বারা উদর পূরণেরও চিন্তা থাকিবে না। কিন্তু আমার একদেশ-দর্শনের বিচার প্রবল হওয়ায় আমার

মঙ্গলের একমাত্র আসল কথা যে, "সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ" ও তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন…সেবয়া' এই অমূল্য-মন্ত্রী বাণীদ্বয়ের 'সেবোন্মুখে' ও 'সেবয়া' কথাটী আমার চিত্তে আদৌ স্থান পায় না। শাস্ত্রের আদ্যোপান্ত সবটাই শ্রবণ করিতে হইবে ও তদনুযায়ী জীবনকে গঠিত করিতে হইবে। হরিকথা শ্রবণ করিলেই হরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি 'টান' ও তাঁহাদের কার্য্যকে আমার ইহ ও পরকালের একমাত্র কার্য্য বলিয়া একটা 'টান' আসিত। কিন্তু তাহা যখন আসে না তখন শ্রবণের অভাব হইতেছে বা শ্রবণ করিয়া শ্রবণ হইতেছে না বুঝিতে হইবে। চেতনময় গুরুদেবের চেতনময়ী বাণী বা কৃষ্ণকীর্ত্তন কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। উহা জীবহৃদয়ের কল্মষ অর্থাৎ যাবতীয় ভোগ-প্রবৃত্তি বলপূর্ব্বক ধ্বংস করিয়া চিত্তে উদিত হবেনই। চেতনময়ী কীর্ত্তনবাণীর এমনই প্রভাব। শ্রীহরিকথা শ্রবণের একমাত্র ফল যে—স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, ভোক্তাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেবকাভিমানী হওয়া, প্রতি বস্তুকে বা কার্য্যকে নিজের সেব্য অর্থাৎ নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, প্রত্যেক অণু পরমাণুকে বিভুজ্ঞান বা সেব্যের প্রিয়জ্ঞান করা এইটী আমার হয় না। এইরূপ সেবাবুদ্ধি নাই বলিয়াই আমি কুৎসিত-কুরূপ।

যতদিন পর্য্যন্ত জীব সাধনরাজ্যে বর্ত্তমান ততদিন পর্য্যন্ত জীবের বিষ্ণুর দিকে গতি বা চেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য নতুবা প্রেমোলাভ অসম্ভব। অনুক্ষণ প্রতি বস্তুতে হরি-সম্বন্ধিজ্ঞানে শ্রদ্ধানত-হৃদয়ে কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে বিষ্ণু-স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ়শ্রদ্ধাফলে বিষ্ণুসেবা-লাভ হয় এবং তাহা হইলেই আমরা সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারি। সেবার সুষ্ঠুতার সঙ্গে সঙ্গে দর্শনেরও সুষ্ঠুতা লাভ হয়। দেহের শয়ন ভোজনাদি যে কোন একটী অঙ্গের কার্য্যের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলে যেমন দেহের অসুস্থতা অবশ্যম্ভাবী, সেইরূপ এক তাৎপর্য্যপর গুরু-সেবা, হরিসেবা ও শ্রীনামসেবার যে কোন একটীর প্রত্যবায়ে দেহের একাঙ্গ সেবা পরি-ত্যাগজনিত কুফলের ন্যায় আমাদেরও ভজন সুদূরপরাহত। অতএব 'নিষ্কপটে গুরুকৃষ্ণের সেবা দ্বারায় আমাদের নিত্য মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে' এইরূপ দৃঢ়তার সহিত যদি আমরা একতাৎপর্য্যপর গুরুসেবা, হরিসেবা ও শ্রীনামসেবার কোনটা বাদ না দিয়া সাধ্যানু-সারে তাঁহাদের সেবা যুগপৎ করি তাহা হইলেই আমাদের মঙ্গল; অতএব আমাদের ভজন না হইবার মূলকারণ সেবা-শৈথিল্য ব্যতীত আর কিছুই নহে।

জন্মে জন্মে পিতামাতা সবে পায়। কৃষ্ণগুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

ভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মঞ্জরী। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲।

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে, শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা
প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়
ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।
প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৵০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৶০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৶০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৶০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিবদকচিবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৶০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড** শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি বনগ্রামের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রফেসর (লাহোর); বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন রঙের অপূর্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্ গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তত্ত্ব্যাবিষয়-সহ বঙ্গের উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ- এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

সূক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শপত্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ নাক ও লৌকিক ন্যায়সন্দারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবাবিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিবরণাদি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সমালোচন দ্বারা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সারার্থ ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাঁধা ১৷৵০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গ্রথিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—গুরুশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ভোজ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ, যত্ন করিয়া পাঠ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থরত্ন উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তি সন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডও এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলি সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজী আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এরূপ প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, তাৎপর্য্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ।৵ দশ আনা মাত্র।

শুদ্ধভক্ত-গ্রন্থ-মালা

বাঙ্গালা

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲

২। —সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০

৩। ভাষ্যদ্বয়সহ (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲

৪। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲

৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০

৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০

৭। ভজনরহস্য ॥০

৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০

৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০

১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০

১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০

১২। বৃক্ষমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ১৲

১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০

১৪। জৈবধর্ম্ম ১৲

১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০

১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০

১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০

২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০

২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০

২৩। গীতমালা ৴১০

২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷৴০

২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৷৴০

২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) ৶০

২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০

২৯। শরণাগতি ৴০

৩০। গীতাবলী ৴০

৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০

৩২। সাধনকণ ৴০

৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০

৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০

৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০

৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০

৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০

৩৮। অর্চ্চনকণ ৵১০

৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (অ বাঁধা) ।৴০

৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১৲

৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০

৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০

৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০

৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০

৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০

৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০

৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০

৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০

৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০

৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৷৴০

৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০

৫২। সাধ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০

৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০

৫৫। তত্ত্ব সূত্রম্ ।০

৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০

৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০

৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৷৴০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০

৬০। নামভজন ।০

৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৶০

৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০

৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০

৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০

৬৫। দি ভাগবত ।০

৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০

৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥০

৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০

৭০। সাধন পথ ।০

৭১। কল্যাণ কল্পতরু ৴০

৭২। গীতাবলী ১৲

৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। নিখিল বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৷৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমপন্থের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-ভজনপথ্য নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ভোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, পাইট ৷৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

রেলগাড়ী চাপায় মৃত্যু

লালমনির হাট হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, গত ৪ঠা নবেম্বর তারিখে একটা গরুর গাড়ী ই. বি, রেলের বড়বাড়ী এবং খোলাহাট ষ্টেশনের মধ্যে রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং পার হইবার সময় ডাউন আসাম মেল তাহার উপর আসিয়া পড়ে। একজন আরোহী হত এবং একজন গুরুতর জখম হয়। গরুর গাড়ীটা ধাক্কায় চোটে চূর্ণ হইয়া যায়।

গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্র

জাপানের রাজধানীতে পুলিশ পুনরায় একদল ষড়যন্ত্রকারীকে ধরিয়াছে। একজন স্বীকার করিয়াছে যে, জাপানের প্রধান মন্ত্রীকে খুন করিবার ষড়যন্ত্রে সে লিপ্ত। প্রকাশ যে, চাপি ও কাই দলের নেতারা অনেক গবর্ণমেণ্টকর্ম্মচারীকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিতেছে। পুলিশ তাহাদিগকে ডাকাইয়া আনিয়াছে।

মিঃ এণ্ডরুজের ভ্রমণ

মিষ্টার এণ্ডরুজ বর্ত্তমানে বিলাতে আছেন। তিনি কেমব্রিজ, অক্সফোর্ড প্রভৃতি স্থানের বিদ্যাপ্রতিষ্ঠান সমূহে ভারতের সহিত বিলাতের বন্ধুত্ব স্থাপন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছেন।

প্রত্যাহার

মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভায় সমস্ত সরকারী বিলগুলি প্রত্যাহৃত হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, মন্ত্রীদিগের প্রতি অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাবের ভয়ে এই কাজ করা হইয়াছে। কাউন্সিল ২৩শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত বন্ধ থাকায় বর্ত্তমানে মন্ত্রিবর্গ নিরাপদ।

বোমা ফাটা

ঢাকার ধনগুা নামক সহরতলীর একখানি বাড়ীতে বোমা ফাটিয়া নারায়ণ নামক একব্যক্তি আঘাত পায় এবং পরে সে হাসপাতালে মারা যায়। ঐ সম্পর্কে হাজীয়া নামক একজন পশ্চিমাকে খোঁজা হইতেছে। তাহাকে পাওয়া যাইতেছে না।

ডাকে সাম্প্রদায়িক গোল

ভারতের পোষ্ট এবং টেলিগ্রাফের ডিরেক্টার মহাশয় নিউ দিল্লীর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বক্তৃতাকালে সাম্প্রদায়িক বিবাদের সূত্রপাতে পড়িয়াছিলেন। ভাই পরমানন্দ বলেন যে, ডাকবিভাগে মুসলমানদিগকে অযথা সুবিধা দেওয়ায় হিন্দুদিগের ক্ষতির কারণ উপস্থিত হইয়াছে। ফজুল হক সাহেব [illegible] সংখ্যা অনুপাতে এত কম যে তাহা বাস্তবিকই নৈরাশ্যব্যঞ্জক।

অটোয়ার বাণিজ্য চুক্তি সম্বন্ধেও তর্ক হয় এবং স্যার আবদার রহিম বলেন যে, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টদল ঐ চুক্তির বিরোধ [illegible] করিয়াছে। ডাঃ জিয়াউদ্দিন আমেদ একটী সংশোধক প্রস্তাব করেন যে, বিলটী একটী কমিটির হাতে বিবেচনার জন্য দেওয়া যাউক এবং সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া যাহাতে এবিষয় এই সেসনে মীমাংসা হয় তাহা করা হউক।

প্রতিশোধ

আয়র্লণ্ডের সহিত ইংলণ্ডের বিবাদের বিষয় নদীয়া প্রকাশের পাঠকগণ বিশেষ অবগত আছেন। আয়র্লণ্ড ইংলণ্ডের যে ক্ষতি করিয়াছে তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য ইংলণ্ডে আয়র্লণ্ড হইতে আনীত গবাদি পশুর উপর বেশী হারে টেক্স ধার্য্য হওয়ায় আইরিশ পশুওয়ালাদের অত্যন্ত দুর্দ্দশা হইয়াছে। গত দুর্ভিক্ষের পর হইতে তাহারা কখনও এরূপ কষ্টে পড়ে নাই।

অটোয়া চুক্তির আপত্তি

বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে আন্তর্জাতিক ব্যবসায় সম্বন্ধে সুবিধার জন্য অটোয়ায় যে সম্মেলন বসে ও তাহাতে যে সমস্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে তাহাতে ভারতের ব্যবসায়ের বিশেষ ক্ষতি হইবে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস; এই সম্বন্ধে দিল্লীর ব্যবস্থাপকসভায় খুব ধুমধামে তর্ক বিতর্ক চলিতেছে।

মিঃ এ, দাস বহু ভারতীয় ব্যবসায়ী এবং ব্যবসায়-সঙ্ঘ কর্ত্তৃক প্রেরিত পত্রাদি দেখাইয়া প্রমাণ করেন যে, এই অটোয়া চুক্তিতে ভারতের কোন সুবিধা হইবেনা।

মিঃ এস, সি, সেন পাট সম্বন্ধে অতিসত্বর ক্ষতিকারক মীমাংসায় পৌঁছানর জন্য গবর্ণমেণ্টকে দোষ দেন।

মানহানির নালিশ

কানাডার সান লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীর কর্ত্তারা রেণ্টোর-পালসী-হোল্ডার্স এসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট ও জার্ণাল অব্ কমার্সের সম্পাদক হার্পেল সাহেবের নামে মানহানির নালিশ করিয়াছে। তাহারা লণ্ডনের 'সিটি মিড্ উইক' নামক কাগজের বিরুদ্ধেও নালিশ করিয়াছে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মিণ্টন-কোম্পানীর বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছে। [illegible] কোম্পানীর বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্য চালাইতেছে। তাহারা প্রকাশ করিয়াছে কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে এবং পরিচালকেরা কার্য্য ঠিকমত চালাইতে পারিতেছেন না।

এক হও

বোম্বাই হইতে প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টানগণ একটা ইস্তাহার বাহির করিয়া প্রকাশ করিতেছেন যে, ভারতের ক্যাথলিক এবং প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের সমস্ত খৃষ্টানদিগের এক মত হইবার সময় আসিয়াছে। এলাহাবাদের সর্ব্বদলসম্মেলনের খৃষ্টানরা বলিতেছেন যে, নিখিলভারত খৃষ্টান সংগঠন নামক এক বিরাট সঙ্ঘ করিতে হইবে।

জার্ম্মানীতে গোলযোগ

নির্ব্বাচন শেষ হইবার পর জার্ম্মান গবর্ণমেণ্ট প্রচার করিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্টের হালচাল বদলাইবার কোন আবশ্যকতা নাই; তবে ক্যাবিনেটের ভিত্তর প্রসার আবশ্যক। ইহাকে প্রেসিডেণ্টের ক্যাবিনেট হিসাবেই রাখা হইবে।

হিটলারের দল কোনপ্রকার আপোষ মীমাংসা করিতে চাহে না। তাহারা আরও প্রবল ভাবে প্রচার কার্য্য চালাইতে চাহে।

বর্ত্তমানে কমিউনিষ্টরাই বার্লিনের সকলাপেক্ষা প্রবল।

রমণায় খুনের মামলা

মিঃ গ্র্যাসবিকে হত্যা করার অভিযোগে বিনয়ভূষণ রায় নামক এক ব্যক্তি অভিযুক্ত হইয়াছে। ঢাকার রমণায় স্পেশ্যাল ট্রাইবুনালের নিকট তাহার বিচার চলিতেছে।

রুশ সৈন্য

রুশিয়ার সমরসচিব ভোরোশিলভ রেডস্কোয়ারে নিকট উপস্থিত থাকিয়া, রুশীয় বিপ্লবের ষোড়শ বার্ষিক উৎসবের দিন সৈন্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে সোভিয়েট শান্তিকামী; তবে একটা যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, সেইজন্য রুশিয়াকে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

জাপানের আপানী প্রতিনিধি বলেন যে, রুশীয় রেড সৈন্যদল খুব ভাল হইয়াছে। জারের আমলের সৈন্যদলও তিনি দেখিয়াছেন। বর্ত্তমান সৈন্যদল তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে গোলমালের সময় যে সৈন্যদল প্রেরিত হয়, তাহার আর আবশ্যকতা নাই। তাহা-[illegible] দেওয়া হইবে। [illegible] জানাইয়াছেন যে, তাহারা যাহাতে আর্থিক অভাবগ্রস্ত না হয়, সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট মনোযোগ দিবেন। তাহাদের কার্য্য পাইবার সকল প্রকার সুবিধা দেওয়া হইবে

বৈমানিকের টাকা জমা

ফরাসী গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়াছেন যে, যাহারা বিমানযোগে বিস্তীর্ণ সাহারা মরু পার হইবেন তাঁহাদিগকে যাত্রা করিবার আগে একলক্ষ ফ্রাঙ্ক জমা দিতে হইবে। ঐ টাকায় নিখোঁজ এবং দুর্য্যোগ পথিকদিগের সন্ধান করা হইবে।

গুণ্ডার হাতে বালিকা

ময়মনসিংহের একটী বালিকা পিতৃ-মাতা এবং স্বামি পরিত্যক্তা হইয়া কালীঘাটে আসে। সেখানে সে এক গুণ্ডার হাতে পড়ে; কিন্তু ধরা পড়িয়া উভয়ে ভবানীপুর থানায় আনীত হয়। গুণ্ডাকে পুলিশের হেফাজতে রাখা হইয়াছে এবং বালিকাকে হিন্দু অবলা আশ্রমে প্রেরণ করা হইয়াছে।

মন্দির প্রবেশ সমস্যা

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে অস্পৃশ্যদিগের মন্দির প্রবেশাধিকার লইয়া খুব আন্দোলন চলিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন।

খাঁ সাহেবা পাগলিনী "সীমান্ত গান্ধি" বলিয়া পরিচিত আবদুল গফুর খাঁর ভ্রাতৃবধূ গত ২১শে অক্টোবর হইতে পীড়িত হইয়া পাগল হইয়া পড়িয়াছেন।

প্রকাশ যে, তাঁহাকে চিকিৎসার্থ ইংলণ্ডে পাঠান হইবে।

মিসেস নেহরুর পীড়ার কথা পাঠকগণ অবগত আছেন যে, পণ্ডিত জহরলালের পত্নী শ্রীমতী কমলা নেহরু পীড়িতা। তাঁহার হৃদযন্ত্র দুর্ব্বল এবং স্বাস্থ্য খুব খারাপ। তাঁহার চিকিৎসার্থ তাঁহাকে কলিকাতায় পাঠাইবার বন্দোবস্তের কথা উঠিয়াছে। তাহার পূর্ণ বিশ্রাম আবশ্যক।

বিপ্লবীর জামীন

কাতে চাঁদ জৈন নামক এক ব্যক্তিকে দিল্লীতে বিপ্লবী সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহাকে তিন হাজার টাকা জামীনে মুক্ত করা হইয়াছে।

টেল দৈনিক Reg. No. C1544.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৸০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
প্রতি
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২০৯তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৮শে কার্ত্তিক সোমবার ১৩৩৯, ১৪ই নভেম্বর ১৯৩২

নানা কথা

মিঃ গান্ধীর অত্যাচার

একজন মিঃ গান্ধীকে পত্রদ্বারা জানান যে, মিঃ গান্ধী উপবাসের দ্বারা অনেককে এরূপ সত্ত্বে রাজী করেন, যাহাতে তাঁহাদের মত ছিল না এবং যাহা তাঁহারা দেশের ক্ষতি-কারক বলিয়া জানেন। কেবল মাত্র একটা জীবন নষ্ট হইয়া যাইবে এই ভয়ে তাঁহারা সহি করেন। ইহা অন্যায় অত্যাচার।

মিঃ গান্ধী উত্তরে বলেন যে, যদি কেহ দেশের পক্ষে অপকারী জানিয়া কোন সত্ত্বে সহি করেন, তবে তিনি দেশের আরও বেশী ক্ষতি করিয়াছেন। ইহাতে মিঃ গান্ধী আরও দুঃখিত।

ষ্টীমার ঘাটে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

স্পেন দেশের ভ্যালেন্সিয়ার ষ্টীমার ঘাটে ৩০০০ বস্তা পাটে আগুন লাগিয়া অবস্থা ভীষণ হয়। অনেক টাকা ক্ষতি হয়। ঐ পাট কলিকাতা হইতে চালান দেওয়া হইয়াছিল।

---

৭ জনের মৃত্যুদণ্ড

আমেরিকার যুক্ত সাম্রাজ্যে আলবামার আদালতে সাতজন নিগ্রোর মৃত্যুদণ্ড হয়। অভিযোগ এই যে, তাহারা রেল গাড়ীতে দুইটী শ্বেত বালিকাকে আক্রমণ করে। ওয়াশিংটনের সুপ্রীম কোর্ট পুনর্বিচারের আদেশ দিয়াছেন।

মিঃ গান্ধীর অত্যাচার

থানায় বে-আইনী জনতা

ষ্টীমার ঘাটে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

পুস্তক বাজেয়াপ্ত

৭ জনের মৃত্যুদণ্ড

অপঘাত মৃত্যু রহস্য

বোম্বাই গবর্ণরের আতঙ্ক

আদালতে চোরাই মাল

আকস্মিক মৃত্যু

আমেরিকায় নূতন প্রেসিডেণ্ট

দেশী গোলটেবিল বৈঠক

বোম্বাই গবর্ণরের আতঙ্ক

বোম্বাইয়ের গবর্ণর স্যার ফ্রেডারিক সাইকস শোলাপুরে হরিভাই দেওকরণ উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ে, বক্তৃতা কালে বলেন যে, আজকাল কোন ভদ্রলোক স্কুল খুলিতে গেলে রাজনৈতিক আন্দোলনের আশঙ্কিত হইয়া উঠেন। এই আন্দোলনে স্কুলের ছাত্রদিগের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। এই স্কুলও এই সমস্ত বিপদ হইতে মুক্ত নহে। তবে বর্ত্তমানে শোলাপুরের অবস্থা অনেক ভাল। গত তিন বৎসরের ঘটনা আলোচনা করিলে মনে হয় শোলাপুর যেন একটা বিপদ হইতে মুক্ত হইয়াছে।

অপঘাত মৃত্যু রহস্য

বিওয়ার্স নামক এক প্রসিদ্ধ বণিক-পুত্র লণ্ডন হইতে ক্রুক অভিমুখে রেল ট্রেণে করিয়া যাইতেছিল। তাহার মৃতদেহ রেল গাড়ীর ছাদে পাওয়া যায়। অনুমিত হয় যে, সে কোন সময় গাড়ীর ছাদে উঠে এবং কোন রেলের উপরস্থ পুলের ধাক্কায় মারা যায়।

দেশী গোলটেবিল বৈঠক

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, এলাহাবাদের সর্ব্বদল সম্মেলনে সাম্প্রদায়িক সমস্যার একরূপ মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশের ব্যাপারের শেষ আপোষ প্রকাশিত হইয়াছে।

গত ৯ই নভেম্বর তারিখে ১০ ঘণ্টা ব্যাপী বৈঠকের পর সকলেই পঞ্জাব সম্বন্ধে একটা আপোষ মীমাংসায় উপস্থিত হন।

এখন সিন্ধু সমস্যা সম্বন্ধে একটা শেষ মীমাংসা হইয়া গেলেই কাজ শেষ হয়।

পুস্তক বাজেয়াপ্ত

হেমেন্দ্র রায়ের বিক্রমাদিত্য নামক পুস্তক খানা গবর্ণমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন।

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, | ১লা কেশব গৌরাব্দ ৪৪৬, ২৮-শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৪ই নভেম্বর ইং ১৯৩২ সোমবার | ২০৯তম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

সংক্ষিপ্ত ডায়েরী

চতুর্ব্বিংশতি দিবস

[১।১১।৩২]

গতকল্য অপরাহ্ণে পরিক্রমাকারিগণ যমুনা পার হইয়া একেবারে ভদ্রবনের তাঁবুতে উপস্থিত হইয়া রাত্রিতে অনেক হরিকথা শ্রবণ ও তৎপরে প্রসাদ সেবন পূর্ব্বক নিশা যাপন করেন। ফলে অদ্য আর ভোর ৫ টার সময় বিছানাপত্র বাঁধিবার ও তাঁবু উঠাইবার ঘণ্টা হইল না। যাত্রিগণ সকলেই ঐ ঘণ্টার শব্দ শুনিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু ঘণ্টা বাজিল না, প্রভাত হইয়া গেল।

স্মরণ দিবস

ভদ্রবনের তাঁবুতে যমুনার তীরে পরিক্রমাকারিগণ অবস্থান করিতেছেন। যমুনা আপনমনে কুল কুল রবে কৃষ্ণলীলা-স্থলী ভদ্রবনের পাদদেশ বিধৌত করিয়া এবং ম্মদৃশ বদ্ধজীবগণের হৃদয়ে কৃষ্ণলীলা-স্মৃতির উদ্দীপন করিয়া দিয়া চলিয়াছেন; কাহারও দিকে দৃকপাত নাই। কৃষ্ণসখিকা যমুনা ত্বর-তর-বেগে কৃষ্ণ-সেবার উদ্দেশে জাগতিক সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ছুটিয়াছেন। নির্ব্বিঘ্নভাবে প্রবাহিতা যমুনা ইহার দ্বারা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়া যেন বলিতেছেন,—"ওহে বদ্ধজীবসকল, তোমরা মায়ার কবলে কবলিত হইয়া এই প্রপঞ্চে যাহাদিগকে আত্মীয়জ্ঞানে আসক্ত ও কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া চলিতেছ, তাহাতে তোমাদের যে গন্তব্য স্থান কোথায় একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? এবং তোমাদের গতিই বা কি, তাহাও চিন্তা করিতেছ কি? কৃষ্ণ-সেবা বিস্মৃত হইয়া এজগতে আত্মেন্দ্রিয়তোষণ-কল্পে যাহা কিছু করিতে থাকিবে, তাহাই তোমার নিরয়গমনের সহায়কারী হইবে। অতএব কৃষ্ণ-সেবায় তোমার সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্মটী উৎসর্গ করিয়া নিঃশ্রেয়স্ লাভ করিবার জন্য যত্নবান্ হও।

ত্রয়োবিংশ দিবস পরিক্রমাকারিগণ গুরু-বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখনিঃসৃত যে সমস্ত শ্রৌত-বাণী শ্রবণ কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই সমস্ত স্মরণের জন্য অদ্য এই ভদ্রবনে অবস্থান করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রহ্লাদ মহারাজ নবধা ভক্তি-লক্ষণের মধ্যে "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং……উত্তমম্॥" এই শ্লোকে শ্রবণ, কীর্ত্তনের পর স্মরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাই ত্রিদণ্ডিপাদগণ শ্রুত ও কীর্ত্তিত বিষয়সমূহের স্মরণের জন্য আমাদিগকে অদ্য অবকাশ দিয়াছেন এবং অদ্য পরিক্রমার ব্যবস্থা রাখেন নাই।

সাগর মহারাজের বক্তৃতা

প্রাতে ৭॥ টার সময় যাত্রিগণ সামিয়ানার নীচে সমবেত হইলে, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ হরিকথা কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন। তিনি আত্মা ও মনের পার্থক্য সম্বন্ধে অনেক শাস্ত্র-কথা আলোচনা করিয়া বলেন যে, অনেকে হয়ত মনকেই চেতন বস্তু বলিয়া ভ্রম করিতে পারেন। কিন্তু মন চেতন বস্তু নহে, তাহা প্রাকৃত বস্তু—চেতনাভাস মাত্র। এতৎপ্রসঙ্গে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া বলেন যে, জলে প্রতি-বিম্বিত চন্দ্র, প্রকৃত চন্দ্রের আভাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। সেই প্রকার জীবের মনটীও চিদাত্মার আভাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। মন চেতনের আভাস পাইয়া চেতনের ন্যায় ক্রিয়মান বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মন অজ্ঞেয় ও অনিত্য বস্তু, কিন্তু আত্মা নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ; আত্মার জন্ম মৃত্যু নাই।

এই মনের গতি বড়ই চঞ্চল এবং উহাকে নিগ্রহ করাও দুঃসাধ্য ব্যাপার। যোগিগণ, তাপসগণ এই মনকে নিগ্রহ করিবার নানা প্রকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। গীতায় শ্রীভগবান্ এই মনকে নিগ্রহ করিবার জন্য 'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে' এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। যম নিয়ম প্রভৃতি দ্বারা সাময়িকভাবে মন নিগৃহীত হইলেও, তাহাতে উহা সম্পূর্ণরূপে নিগৃহীত হয় না। মনের ধর্ম্ম সংকল্প-বিকল্পাত্মক—ভাঙ্গা ও গড়া। মনের এই স্বভাবকে দমিত করিতে হইলে উহাকে কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবায় নিয়োজিত করা ব্যতীত অন্য উপায় নাই। এই মনের বেগ যেমন দমিত হওয়া আবশ্যক, সেই প্রকার অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বেগও দমিত হওয়া আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে তিনি শ্রীল রূপপাদের "বাচোবেগং মনসঃ ক্রোধবেগং জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্। এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥" এই শ্লোকটী ব্যাখ্যা করেন।

নেমি মহারাজের বক্তৃতা

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ দীর্ঘকাল শ্রোতৃবৃন্দকে মোহিত করিয়া বলিতে থাকেন যে, এই কলিযুগে কৃষ্ণের সঙ্কীর্ত্তন বাদ দিয়ে অন্য যা কিছু সাধন ভজন, ধাম-দর্শনের চেষ্টা যা'ই বলুন, সবই বৃথা। শ্রীমন্ মহাপ্রভু এই কৃষ্ণসংকীর্ত্তনের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকে "চেতোদর্পণ-মার্জ্জনম্ ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণম্" প্রভৃতি কথা বলিয়াছেন। শুদ্ধা-ভক্তির মূলে কৃষ্ণসংকীর্ত্তনই প্রয়োজনীয় বিষয়। এই ব্রজ ব্যতীত অন্য কোথাও শুদ্ধা-ভক্তির কথা নাই। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, এই ব্রজধামেও শুদ্ধা-ভক্তির কথা লোপ পাইয়া সহজিয়াবাদ প্রচারিত হইতেছে। অন্যান্য শাস্ত্রকারগণ ভক্তির সংজ্ঞা নির্দ্দেশে যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, যথা "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে" প্রভৃতি, তাহাতে 'ভক্তি' সম্যক্‌ভাবে নিরূপিত হয় নাই। তাই শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীরূপপাদের দ্বারা "অন্যাভি-লাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনু-কূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্ ভক্তিরুত্তমা।" এই শ্লোকটী রচনা করিয়াছেন। জ্ঞানকর্ম্মাদিতে যে 'আদি' শব্দটী আছে তদ্দ্বারা যোগ, তপ প্রভৃতি ছাই ভস্ম লক্ষিত হইয়াছে।

'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে' এই কথাতে ঈশ্বর বস্তু কে তাহা নিরূপিত হন নাই। অন্যাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান কর্ম্মাদির দ্বারা অনাবৃত হইয়া আনুকূল্যের সহিত কৃষ্ণকে সর্ব্বস্ব অর্পণই ভক্তির লক্ষণ।

সেই সে পরম বন্ধু সেই পিতামাতা। শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥

জরাসন্ধ, দন্তবক্র, শিশুপাল, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির স্থায় প্রতিকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন ভক্তির লক্ষণ নহে। দেবর্ষি নারদের কথায় ভক্তির লক্ষণ এই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে 'সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্। হৃষীকেন হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥" দেহ ও মনরূপ উপাধিদ্বয় হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া সমস্ত চিদিন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃষীকেশের যে সেবা তাহাই ভক্তি বলিয়া কথিত।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্বয়ং শিক্ষাষ্টকের আটটী শ্লোক ব্যতীত অন্য যাবতীয় ভক্তিশাস্ত্র তদনুগ আচার্য্যগণের দ্বারা প্রচার করাইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের 'জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব" শ্লোকে ভক্তির বিষয় প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীল রূপপাদ যে বিচার দেখাইয়াছেন, তাহা বেদে, উপনিষদে, শ্রুতিতে কোথাও নাই। 'জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য" শ্লোকে ভক্তির সূত্রপাত। আগে অজ্ঞানান্ধকার তাড়াইয়া তবে ভক্তির আলোক আনিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। 'ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে'। "কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।"

দেবর্ষি নারদ যে কথা ব'লেছেন 'হৃষীকেন হৃষীকেশ সেবনম্' কথাগুলি বিষ্ণু প্রভৃতির প্রতি প্রযোজ্য নহে। বিষ্ণুকে সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা সেবা করা যায় না, কেননা তাঁহারা গৌরবের বস্তু। নিম্নার্দ্ধ-ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা তাঁহাদের সেবা হয় না। কিন্তু সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা এবং মুখ্য পঞ্চপ্রকার রসেই শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা যায়। তাই মহাপ্রভু শ্রীরামানন্দ রায়ের মুখে 'এহো বাহ্য, আগে কহ আর' প্রভৃতি বলিয়া বদ্ধজীবকে ভক্তির সংজ্ঞা নিরূপণ-বিষয়ে জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বিচারে শ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত ভক্তির যে যাজন তাহা কর্ম্মকাণ্ডে পর্য্যবসিত।

অমন্দোদয় দয়ার অবতার যে মহাপুরুষ আমাদিগকে অন্ততঃ মাসাধিকের জন্য সংসার-পরিক্রমা ছাড়াইয়া কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় আকর্ষণ করিয়াছেন এবং অহর্নিশ এই শ্রবণ-কীর্ত্তনের সুযোগ প্রদান করিয়া আমাদিগকে চরম-মঙ্গলের পথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন, আসুন আমরা সকলে সেই করুণাবারিধি শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক শ্রীধাম দর্শন জন্য রূপ প্রার্থনা করি এবং অদ্যকার অবসর দিবসে পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্রুত ও কীর্ত্তিত বিষয়-সমূহের স্মরণ করিয়া আত্মকল্যাণ বিধান করি।

..., ব্রহ্মা ও

বিষ্ণুতত্ত্ব—যাঁহার প্রতি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি বা লয় হইয়া থাকে, সেই প্রথম পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর অংশাংশ ক্ষীরোদশায়ী-বিষ্ণু। ব্যষ্টি জীবান্তর্গত পরমাত্মারূপী-ক্ষীরোদকশায়ী সত্ত্বগুণদ্বারা পালন করেন বলিয়াই তাঁহার অপর এক নাম বিষ্ণু। গোবিন্দ ও বিষ্ণু সমানধর্ম্মবিশিষ্ট। উভয়েতেই শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপতা বর্ত্তমান আছে। মায়ার সত্ত্বগুণ মিশ্র হইলে তন্মধ্যে যে বিশুদ্ধ সত্ত্বাংশ আছে তাহাতে উদিত গুণাবতারই বিষ্ণু। সুতরাং বিষ্ণু পূর্ণ স্বাংশবিলাস এবং মহেশ্বর-তত্ত্ব। তিনি মায়াতীত, গুণাতীত, পরমেশ ও মায়াধীশ। 'হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্নির্গুণো ভবেৎ॥" ভাঃ ১০।৮৮।৫ 'পালনার্থে স্বাংশ বিষ্ণুরূপে অবতার। সত্ত্বগুণ দৃষ্টান্ত তাতে গুণ-মায়া পার॥ স্বরূপ ঐশ্বর্যপূর্ণ কৃষ্ণসম প্রায়। কৃষ্ণ অংশী তিঁহো অংশ বেদে হেন গায়॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ)।

ব্রহ্মাতত্ত্ব—গর্ভোদকশায়ীর নাভিকমল হইতে আবির্ভূত রজোগুণ দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা। ইনি রজোগুণোদিত স্বাংশ প্রভাববিশিষ্ট বিভিন্নাংশ। 'ভাস্বান্ যথাশ্ম-সকলেষু নিজেষু তেজঃ, স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র। ব্রহ্মা য এষ জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥" সূর্য্য যেরূপ নিজ তেজ সূর্য্যকান্তাদি মণিসকলে কিয়ৎ পরিমাণে প্রকট করেন, সেইরূপ বিভিন্নাংশ-স্বরূপ ব্রহ্মা যাঁহা হইতে শক্তি প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড বিধান করেন, আমি সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি। তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মা দুই প্রকার, তথাহি (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ২০শ) ভক্তিমিশ্র কৃতপুণ্যে কোন জীবোত্তম। রজোগুণে বিভাবিত করি তার মন॥ গর্ভোদকশায়ী দ্বারা শক্তি সঞ্চারি। ব্যষ্টি সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মা-রূপ ধরি॥ কোন কল্পে যদি যোগ্য জীব নাহি পায়। আপনি ঈশ্বর তবে অংশে ব্রহ্মা হয়॥"

(১) কোনও কল্পে উপযুক্ত জীবে ভগবৎ-শক্তির আবেশ হইলে সেই জীব ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টি কার্য্য বিধান করেন। এইরূপ ব্রহ্মাতে ঈশ্বরের শক্তি সঞ্চার হয় বলিয়া তাঁহাকে আবেশাবতার বলা যায়। আবেশাবতার ব্রহ্মাতে রজোগুণের যোগহেতু বিষ্ণুর সহিত সাম্য স্বীকার করা যায় না। আর (২) যে কল্পে তাদৃশ জীব না থাকায় বিষ্ণু স্বয়ংই ব্রহ্মা হন সেই কল্পে ব্রহ্মাকে বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন বর্ণন করিতে হইবে। ইন্দ্রাদি সমস্ত আধিকারিক দেবতার সম্বন্ধেও এই নিয়ম। সুতরাং আধিকারিক দেবতাসকল কখনও বিষ্ণু স্বয়ং কখনও বা তাদৃশ পুণ্যকারী জীবসকল; তত্ত্বতঃ ব্রহ্মা সাধারণ জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সাক্ষাৎ ঈশ্বর নহেন। ব্রহ্মাতে জীবের পঞ্চাশৎ গুণ অধিক পরিমাণে এবং তদতিরিক্ত আরও ৫টী গুণ আংশিকরূপে বর্ত্তমান আছে। পাতাল হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ ভুবনে সমষ্টি বিরাটরূপে প্রাকৃত বস্তু সকলই ব্রহ্মার স্থূল শরীর। উঁহাকেও ব্রহ্মাই বলা যায়। ঐ স্থূল দেহের মধ্যে যিনি সূক্ষ্মজীবরূপ হিরণ্যগর্ভ তাঁহাকেও ব্রহ্মা বলা যায়। তাঁহার অন্তর্যামী দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদকশায়ী মহাবিষ্ণু।

শিবতত্ত্ব—শম্ভু মায়ার তমোগুণোদিত স্বাংশপ্রভাববিশিষ্ট বিভিন্নাংশ। বিভিন্নাংশের হেতু এই যে, মায়ার রজঃ ও তমোগুণদ্বয় নিতান্ত অচিৎ সুতরাং তাহাতে উদিত তত্ত্ব স্বয়ংরূপ বা তদেকাত্মরূপ হইতে অতি দূরে নিক্ষিপ্ত। সুতরাং সত্ত্বগুণাবতার বিষ্ণুতত্ত্ব হইতে মায়িক গুণাদি মিশ্র শম্ভুতত্ত্ব বিলক্ষণ।

দুগ্ধ যেরূপ বিকার-বিশেষ-যোগে দধি হয় তথাপি কারণরূপ দুগ্ধ হইতে পৃথক্‌তত্ত্ব হয় না, সেইরূপ আদিপুরুষ গোবিন্দ কার্য্যবশতঃ শম্ভুত্ব প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য্য এই যে, শম্ভু কৃষ্ণ হইতে আর একটী পৃথক্ ঈশ্বর নহেন। যাহাদের সেইরূপ ভেদবুদ্ধি তাহারা শ্রীভগবানের নিকট অপরাধী। শম্ভুর ঈশ্বরতা গোবিন্দের ঈশ্বরতার অধীন। বিষ্ণুর সহিত ভেদাভেদ তত্ত্ব। মায়াসঙ্গে বিকার প্রাপ্ত করায় ভেদ এবং চিদ্বিলাসের আশ্রয়-জাতীয় বৈষ্ণবতত্ত্ব হওয়ায় বিকার রহিত হইয়া স্বয়ং বিষ্ণুর সহ অভেদ। বিষ্ণুরূপ দুগ্ধ মায়ারূপ অম্লযোগে দুগ্ধাবস্থা হইতে দুগ্ধবিকার দধিরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হওয়ায় দুগ্ধ হইতে জাত হইলেও দুগ্ধ পরিচয় ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। বিষ্ণু কখনই বিকারী হন না। যেখানে ঈশ্বরত্বে মায়িক বিকার লক্ষিত হয় তাহা বিষ্ণু হইতে ভিন্ন গুণাবতার ব্রহ্মা বা শিবতত্ত্ব, মায়া সংযোগেই ভেদ। মায়ার তমোগুণ, তটস্থাশক্তির স্বল্পতা গুণ এবং চিৎশক্তির স্বল্প-হ্লাদিনী-মিশ্রিত সাম্বিৎগুণ বিমিশ্রিত হইয়া একটী বিকার-বিশেষ হয়; সেই বিকার-বিশেষযুক্ত স্বাংশ আভাস-স্বরূপ ঈশ্বর জ্যোতির্ম্ময় শম্ভু লিঙ্গরূপ রুদ্রদেব সদাশিব হইতে প্রকট হন।

সৃষ্টিকার্য্যে ব্রহ্মময় উপাদান, স্থিতি কার্য্যে কোন কোন অসুর নাশ এবং সংহার-কার্য্যে শম্ভু। শ্রীগোবিন্দ স্বাংশ [illegible] বিভিন্নাংশ শম্ভুস্বরূপে গুণাবতার হন। শম্ভুর কাল-পুরুষত্ব শাস্ত্রে নির্ণীত আছে। "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ" ইত্যাদি শাস্ত্র-বচনের তাৎপর্য্য এই যে, শম্ভু স্বীয় কালশক্তিরূপা [illegible] ইচ্ছানুরূপ দুর্গাদেবীর সহিত যুক্ত হইয়া তমোগুণ-সাহায্যে সংহার-কার্য্য সমাধান করেন। তন্ত্রাদি বহুবিধ শাস্ত্রে জীবদিগের অধিকার-ভেদে ভক্তিলাভের সোপান-স্বরূপ ধর্ম্ম শিক্ষা দেন। আবার শ্রীগোবিন্দের ইচ্ছামতে মায়াবাদ ও কল্পিত আগম-শাস্ত্র প্রচারপূর্ব্বক অসুর-বিমোহন-কার্য্য সমাধান করিয়া শুদ্ধভক্তিতত্ত্বের সংরক্ষণ ও পালন করেন। শম্ভুতে জীবের পঞ্চাশৎ-গুণ প্রভূতরূপে এবং জীবের অপ্রাপ্ত আরও পাঁচটী মহাগুণ আংশিকরূপে বর্ত্তমান আছে। সুতরাং শম্ভুকে জীব বলা যায় না। তিনি জীবের ঈশ্বর তথাপি বিভিন্নাংশগত। কোন কল্পে তাদৃশ পুণ্যকারী জীবও সংহারকর্ত্তা শিব হন। আবার কোনও কল্পে তাদৃশ জীবের অভাব স্বয়ং বিষ্ণুও শিবরূপ ধারণ করত সংহার-কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। এই সংহারকর্ত্তা সকলেই গুণাবতার, কিন্তু যিনি বৈকুণ্ঠ-ধামের অন্তর্গত শিবলোকে সদা শিবরূপে বিরাজিত, তিনি গুণাবতার নহেন, তিনি নির্গুণ এবং নারায়ণের ন্যায় স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই বিলাস-মূর্ত্তি বা কায়ব্যূহ। এই সদাশিব গুণাবতার শিবের অংশী বা গোপালিনী শক্তি, অতএব ব্রহ্মা হইতে শ্রেষ্ঠ এবং বিষয়াশ্রয়ের আলম্বনত্ব একত্বহেতু বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন। তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৬।৩২)

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ
বিশ্বং পুরুষ-রূপেণ পরিপাতি

ত্রিশক্তিধৃক্।

অর্থাৎ—

ব্রহ্মা শিব আজ্ঞাকারী ভক্ত অবতার।
পালনার্থে বিষ্ণু, কৃষ্ণের স্বরূপ আকার॥

চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ।

অপিচ শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৮।৩৫)

শিবঃ শক্তি-যুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণ-সংবৃতঃ।
হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ॥

অর্থাৎ

শিব মায়া শক্তি-সঙ্গী তমোগুণাবেশ।
মায়াতীত গুণাতীত বিষ্ণু পরমেশ॥

অতএব আমরা অনেক সময় এই তিনটী তত্ত্বকে একাকার করিয়া বসি; তাই সাধুশাস্ত্রের এই সাংতত্ত্ব মীমাংসার অবতারণা।

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। কৃষ্ণগুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

অপূর্ব্ব অবদান!! সুবর্ণ সুযোগ!!

ভক্তিরসগ্রন্থের শ্রেষ্ঠ সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপণপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নার স্নাত ও আনন্দাম্বুধির অনুক্ষণ-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥৹, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মকথা। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কদাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে, পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲।

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥৹ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥৹ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৭৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্বচক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵৹

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৵৹

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অভক্তের প্রতি উপদেশ', 'উজ্জ্বব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'বিয়দক্তি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও প্রাকৃত-ক্রোধের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'অসৎসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাম্যানন্দদায়িনী ওজস্বী-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ, মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও চারসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অনেকভক্তৈ প্রবর্ত্তিবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিদ্বৎকৃতিরূপে শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-ব্যবস্থা এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত বিশেষহার, ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২॥৹ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঔতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেবের কুমার শ্রীযুক্ত অরবিন্দ নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বক্ষ্য-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপারিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষ্য, বিবৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, নামের ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যেইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্লোজ্ব কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ৷০ আনা।

[illegible]

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] থাকিবে না। [illegible] এইরূপ সরল ও [illegible] গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। [illegible] [illegible] উদ্ধৃত হইয়াছেন। [illegible] সূচী, [illegible] ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। [illegible] সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামি প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের অঙ্কের স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ শব্দের অর্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ দশ আনা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
৩। ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২
১৩। বেদান্তত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা /১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৩ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি /০
৩০। গীতাবলী /০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ /০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩৪। নবদ্বীপশতক /০
৩৫। অর্চ্চনপদ্ধতি? /০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৩৮। অর্চ্চনকণ /১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (অবাঁধা) ।৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৭৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। অর্চিরাদি? সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাধ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩ সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪ সটীক-শিক্ষাষ্টকমূলম্ ।০
৫৫ তত্ত্ব সূত্রম্ ।০
৫৬ সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭ গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০
৫৮ সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৵০
৬২। লাইফ্ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ এ্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯ শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০ সাধন পথ ।০
৭১ কল্যাণ কল্পতরু /০
৭২ গীতাবলী ১৲
৭৩ শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু /০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

সভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষার একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা /০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিকপত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালা পাচন

সকল প্রকার জ্বর ও অজীর্ণ

বহুঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ভোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ৸৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

আকস্মিক মৃত্যু

বি, আই, এস, এন কোম্পানীর ক্যাপ্টেন স্মিথ লণ্ডনের ভারতে আসিবার কথা ছিল হঠাৎ তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাকে একটি গ্যাসউনানের সম্মুখে অজ্ঞান অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায় হাসপাতালে পাঠাইবার পর তাঁহার মৃত্যু হয়।

মিঃ টেগার্টের বক্তৃতার মর্ম্ম

কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব পুলিশ কমিশনার টেগার্ট বিলাতে এক বক্তৃতায় কলিকাতা করপোরেশনের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেন; তাহার প্রতিবাদ করিবার জন্য করপোরেশনের প্রস্তাব উপস্থিত হয়। সার চার্লস টেগার্ট ভারতের বিপ্লববাদীদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন।

মিঃ ‌এ, রজক বলেন যে, কলিকাতা করপোরেশনের বিরুদ্ধে সার চার্লস টেগার্টের আক্রমণ অযথা এবং অন্যায়। এইবিষয় বিচার করিবার জন্য একটি দিন স্থির করা হউক।

সার চার্লস ক্যাম্বেল ফরেষ্টার বলেন যে, এই বিষয়ের বিচার জন্য দিন স্থির করার কোন আপত্তি নাই। তবে কোন বিষয় স্থির করার পূর্ব্বে সার চার্লস টেগার্টকে লিখিয়া তাঁহার বক্তৃতার মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য অবগত হওয়া আবশ্যক। কেবলমাত্র খবরের কাগজের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কার্য্য করা যুক্তিযুক্ত নহে।

সার চার্লস টেগার্ট নাকি বলিয়াছেন যে, করপোরেশন বিপ্লবীদিগকে এবং তাহাদের কুটুম্বদিগকে কাজ দিতেছেন এবং তাহাদিগকে স্কুলে নিযুক্ত করিতেছেন।

থানায় বে-আইনী জনতা

শিবপুর থানায় দলবদ্ধ হইয়া প্রবেশ করিয়া পতাকা আন্দোলন এবং বে-আইনী কাগজপত্র বিতরণ করার জন্য গনেশ ধড়া প্রভৃতি কয়েকজন শাস্তি পাইয়াছে। আসামীদের মধ্যে দুইজন স্ত্রীলোক ছিল। কয়েকজনের ২৫৲ করিয়া জরিমানা এবং অনাদায়ে ছয়মাস কারাবাস এবং অপর কয়েকজনের তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

আদালতে চোরাই মাল

মিথু সিল এবং অনন্ত দাস নামক দুই ব্যক্তি কলিকাতার প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে সেলাইয়ের কল, ইলেক্ট্রিক পাখা সোণার ঘড়ি প্রভৃতি চোরাই মাল রাখার জন্য ফৌজদারী সোপর্দ্দ হয়। ঐ সমস্ত দ্রব্যের মালিক উইথাম সাহেব, থিয়েটার রোডস্থ ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটির সেক্রেটারি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সময় আসামীরা তাঁহার অধীনতায় কার্য্য করিত।

আমেরিকায় নূতন প্রেসিডেন্ট

মিঃ ফ্রাঙ্কলিন রুসভেল্ট আমেরিকার নূতন প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইলেন। আমেরিকার ইতিহাসে এত অধিক ভোট এপর্য্যন্ত কখনও দেওয়া হয় নাই।

একমাত্র নিউইয়র্ক সহরে তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দী হুভার অপেক্ষা আটলক্ষ ভোট বেশী পাইয়াছেন।

রুযভেল্ট বাণিজ্য শুল্ক হ্রাসের পক্ষপাতী। তিনি ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট থিয়োডোর রুজভেল্টের দূর আত্মীয়।

জার্ম্মাণীর অনুরোধ

জার্ম্মাণীর চ্যান্সলার ভনপোপেন প্রচার করিয়াছেন যে, গত নির্ব্বাচনের ফলে গবর্ণমেণ্টের নীতির কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। তিনি অন্যান্য জাতিকে অনুরোধ করেন যে, তাঁহারা যেন জার্ম্মাণীর আভ্যন্তরীণ উন্নতির অন্তরায় না হন।

কয়লা হইতে পেট্রল

বিলাতে কয়লা হইতে পেট্রল বাহির করিয়া তাহার ব্যবসায় চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে। এই নূতন দ্রব্য বাজারে টিকিবে কিনা দ্রষ্টব্য।

বেকারের শাস্তি

বিলাতের বেকার আন্দোলনের নেতা হানিংটনের উপর তিন মাস কারাবাসের আদেশ হইয়াছেন।

ভূমিকম্প ও রাস্তা ধ্বস্ত

শিলং অঞ্চলে ক্রমাগত ভূমিকম্প হইতেছে। একদিনের মধ্যে তিনবার ভূমিকম্প হইয়াছে। তাহার মধ্যে প্রথম বারেরটী ৪৫ সেকেণ্ড স্থায়ী হয়। ক্ষতির পরিমাণ জানা যায় নাই।

গৌহাটী হইতে শিলং পর্য্যন্ত যে মোট সর্ভিসের রাস্তা আছে তাহার মধ্যে তিন যায়গায় ধ্বস্ত হইয়া প্রকাণ্ড গর্ত্তের সৃষ্টি হইয়াছে।

রুজভেল্টের জীবনী

আমেরিকার যুক্ত সাম্রাজ্যের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের বয়স ৫০ বৎসর। তিনি হারভার্ড ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট হইয়া ১৯০৭ সালে নিউইয়র্ক বারে প্রবেশ করেন। তিনি ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত ব্যারিষ্টারি করেন। তাহার পর তিনি নিউইয়র্ক সিনেটের নির্ব্বাচিত সভ্য হন। তিন বৎসর পরে তিনি কার্য্য অর্পণ দিয়া নৌবিভাগের সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। মহাযুদ্ধের সময় তিনি ঐকার্য্য করিতেছিলেন।

তিনি জার্ম্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্টকে উত্তেজিত করেন। অবশেষে যখন আমেরিকা যুদ্ধ ঘোষণা করেন, তখন তিনি সামান্য সৈনিক রূপে যুদ্ধস্থলে যাইবার জন্য ব্যস্ত হন; কিন্তু সরকার পক্ষ হইতে তাহাকে ঐপদে থাকিবার জন্য আদেশ দেওয়া হয়। রুজভেল্টের উপর আমেরিকা এবং মিত্রশক্তিবর্গের নৌবল একযোগে যাহাতে কাজ করে এইরূপ বন্দোবস্ত করিবার ভার দেওয়া হয়।

যুদ্ধশেষে তিনি ১৯১৯ সালে ভাইস প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করেন। তাহার পর তাঁহার পক্ষাঘাত রোগ হয়। এখনও তাঁহার পা খোঁড়া।

১৯২৮ এবং ১৯৩০ সালে তিনি নিউ ইয়র্কের গবর্ণরের পদে কার্য্য করেন।

নোবেল প্রাইজ

ইংলণ্ডের লব্ধ প্রতিষ্ঠ নাট্যকার জন গল্‌স ওয়ার্দি সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পাইলেন। তিনি ফরসাইট সাগা নামক কাব্যের রচয়িতা।

ভারত জার্ম্মাণ বাণিজ্য

ভারত হইতে জার্ম্মানি চালানী ব্যবসা আর তেমন ভাল ভাবে চলিতেছে না টাকার বাজারে তোলপাড় এই পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ।

জার্ম্মাণীর অশান্তি :

জার্ম্মানিতে ধর্ম্মঘট থামিয়া গিয়াছে। বটে কিন্তু অশান্তি থামে নাই। যানচালক ধর্ম্মঘটীদের সম্বন্ধে সরকার হইতে বলা হইতেছে যে ধর্ম্মঘটের নেতা দিগকেই কর্ম্মচ্যুত করা হইয়াছে; কিন্তু ধর্ম্মঘট কারীরা বলে যে খরচা কমাইবার ছলে কার্য্য করিতে ইচ্ছুক অনেক কর্ম্মচারী ও শ্রমিককেও কর্ম্মচ্যুত করায় অশান্তি ধুমায়মান হইতে।

যাহা হউক জার্ম্মাণীর রিকষ্টাগ অর্থাৎ পার্লামেন্টের অধিবেশন পর্য্যন্ত সকলেই শান্তভাবে অপেক্ষা করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

মহারাণীর মৃত্যু

ব্রাহ্ম সমাজের প্রসিদ্ধ কর্ম্মী, নববিধান সমাজের স্রষ্টা কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা কুচবিহারের ভূতপূর্ব্ব মহারাণী, [illegible] সুনীতি দেবী প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিলেন।

তিনি ইংলণ্ডে গিয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং অর্ডার অব দি ক্রাউন অব ইণ্ডিয়া খেতাব প্রাপ্ত হন।

তিনি কলিকাতায় ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউসন নামক এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

লাম্বক ধর্ম্মঘট

পুনার শিবাজী প্রিপেরেটরি মিলিটারি স্কুল নামক একটী সামরিক বিদ্যালয় আছে। কর্ণেল জি, এস হাবন সান ইহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইবার সময় কমিটীকে কতক গুলি সর্ত্তের কথা উল্লেখ করেন, কিন্তু কমিটী সেই সর্ত্ত অনুসারে কার্য্য না করায় তিনি কাজে জবাব দেন। ইহার ফলে তাঁহার ছাত্রগণ তাঁহার প্রতি সহানুভূতি দেখাইবার জন্য ধর্ম্মঘট করে।

ছাত্রদের সুবিধার জন্য তিনি জবাব পত্র প্রত্যাহার করিলেও কমিটী সে কথা শুনিলেন না।

অস্থায়ী করোনার

কলিকাতার করোনার মিঃ এ, সি, দত্ত ছুটি গ্রহণ করার তাঁহার স্থানে মিঃ জে, কে, মুখার্জ্জি ব্যারিষ্টার অস্থায়ী করোনার নিযুক্ত হইলেন।

কলিকাতার গোলাম সোভান লেনের ক্লসিন নাম্নী এক স্ত্রীলোক লাইসেন্স না লইয়া বেতার বার্ত্তার কল ব্যবহার করার জন্য তাহার ৩০৲ জরিমানা হইয়াছে।

যে সমস্ত ভারতীয় নাবিক যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছে, তাহাদের স্মৃতিতর্পণের জন্য সার দেব প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রমুখ ভারতীয় ভদ্রলোকগণ ভগ্নঘাটে সমবেত হন।

প্রস্তাবিত দল

বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মিঃ জে, এন গুপ্ত একটী নূতন দল গঠিত করিবার চেষ্টায় আছেন। ঐদল নূতন রাষ্ট্র প্রণালী ভারতে প্রচলিতে করিবেন।

আরও ৪০০০

লণ্ডনের মোটর সংখ্যা বর্ত্তমান বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে মাত্র ৪০০০ বাড়িয়াছে। গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে যাহা বাড়িয়াছিল তাহা অপেক্ষা শতকরা ৬৩টী বাড়িয়াছে।

টেলি— শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈ নি ক

Reg No-C1544

নদীয়া প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাষিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
প্রতি
সংখ্যা ৵৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২১০তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৯শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার ১৩৩৯, ১৫ই নভেম্বর ১৯৩২

নানা কথা

বঙ্গে ভীষণ অবস্থা

বঙ্গীয় ব্যয়সঙ্কোচ কমিটী বলেন যে, বঙ্গদেশে অরাজক দলের প্রবল আন্দোলন হেতু যে ভীষণ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহার তুলনা সারা বিশ্বে পাওয়া যায় না। এত রাজদ্রোহমূলক অপরাধ আর কোথাও অনুষ্ঠিত হয় না।

ডাকাতির সংখ্যা এপ্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; মানুষের আবাসস্থল দূরে দূরে অবস্থিত হওয়ায় এবং নদীপথ জটিল এবং বেশী হওয়ায় ডাকাইতেরা সুযোগ পায়।

পাটের বাজার খারাপ হইয়া যাওয়ায় লোকের আর্থিক অবস্থা খারাপ হইয়া উঠিয়াছে; কাজে কাজেই চুরি ডাকাতির প্রাদুর্ভাব বেশী।

---

১০ খুন ৪১ জখম

জেনেভার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেশ বিদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ লোক আকর্ষণ করে; এমন নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে লুকায়িত দৃপ্ত মানবের হিংস্র স্বভাব স্বীয় প্রভাব প্রচার করিয়াছে।

দুইজন সমাজতন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করায় প্রতিবাদ স্বরূপে জনসাধারণের পক্ষ হইতে সভাসমিতি প্রভৃতি গোলমাল এবং হুজুগ চলিতে থাকে। ইহা শীঘ্র একটী প্রকাণ্ড দাঙ্গায় পরিণতি লাভ করে।

পুলিশ গোলমাল থামাইতে অক্ষম হওয়ায় সৈন্যদল আনা হয় এই সৈন্যদলের নিকট কার্তুজ না থাকায় দাঙ্গাকারীরা তাহাদের নিকট হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইতে সমর্থ হয়। সুতরাং সৈন্যদল পলাইতে বাধ্য হয়।

পরে অপর সৈন্যদল প্রেরিত হয়। তাহাদের কথায় জনতা অপসারিত না হওয়ায় গুলিগোলা চলিতে থাকে; তবে মস্তক লক্ষ্য করিয়া ছোড়া হয় নাই এবং মেসিনগান হইতে কোমর পর্য্যন্ত উঁচু করিয়া গোলা ছোড়া হয়। এই দাঙ্গায় দশজন হত এবং ৪১ জন আহত হয়।

বঙ্গে ভীষণ অবস্থা

জার্ম্মাণীতে আবার গোলযোগ

১০ খুন ৪১ জখম

স্বায়ত্তশাসন বিল

পাবনায় দাঙ্গা ও খুন

সৈন্যের দুর্দ্দশা

বঙ্গে পুলিস বিভাগের ব্যয়

সমিতির সভ্য

নব নির্ব্বাচিত প্রেসিডেণ্ট

১১ জন অগ্নিদগ্ধ

ব্যয়সঙ্কোচ সমিতির রায়

শান্তিবৈঠকের পীঠস্থান প্রশান্ত জেনেভা হ্রদের উপর এই ব্যাপার সংঘটিত হয়।

বঙ্গে পুলিশ বিভাগের ব্যয়

১৯৩২—৩৩ সালে বঙ্গীয় পুলিশ বিভাগের ব্যয় আন্দাজ ২২০৮৫০০০৲ টাকা হইবার কথা তাহার মধ্যে কলিকাতা পুলিশের জন্য ১৭৫৯৮০০০ টাকা পৃথক্ রাখিতে হইয়াছে। বঙ্গে প্রত্যেক লোককে পুলিশ বাবদ সাত আনা হিসাবে দিতে হয়।

নব নির্ব্বাচিত প্রেসিডেণ্ট

নূতন প্রেসিডেণ্ট যে সমস্ত লম্বা লম্বা কথা বলিয়াছেন তাহা কার্য্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা কম; আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট স্বতন্ত্র নহেন, তাহাকে দেশীয় ব্যবস্থাপক সভার মতানুসারে চলিতে হয়; সুতরাং তাহার কার্য্যকালে বৈদেশিক রাজনীতি সম্বন্ধে বিশেষ পরিবর্ত্তন হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। বিশেষতঃ নির্ব্বাচনের সময় দেশের লোকের মন ভুলাইবার জন্য যে সমস্ত কথা বলা হয় তাহার উপর বৈদেশিকদের নির্ভর করা নির্ব্বোধের কার্য্য।

দার্জ্জিলিং যাইও না

সরকারি কর্ম্মচারিগণের সরকারি খরচায় দার্জ্জিলিং-এ দ্বিতীয় বিহার ত্যাগ করিতে হইবে। বর্ত্তমানে বৎসরে দুইবার করিয়া যাওয়া হয়।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	শ্রীধাম বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	শ্রীধাম বৃন্দাবন	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঐ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	ঐ	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ঐ
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঐ	১১ শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	ঐ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন		১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	ঐ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি		১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	ঐ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	ঐ		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে হোমমহোৎসবাদি ভজনাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেবাবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতি, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন; পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅভয়চরণ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছেদ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোদণ্ড, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালি দাসাধিকারী। শ্রীসনাতন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীনদ্ধবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ সাউথ মালাকা প্রয়াগ ষ্টেট, পি

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্গুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন।

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরীপ্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীন্যাসংচানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুবরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন,

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ,

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) বাসুদেবগোপাল পাট

কাঠালপাড়া, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ. | ২রা কেশব গৌরাব্দ ৪৪৬, ২৯শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৫ই নভেম্বর ইং ১৯৩২ মঙ্গলবার | ২১০ তম সংখ্যা

মাসাধিককালব্যাপী ব্রজমণ্ডলপরিক্রমা সমাপ্তি

(তারের সংবাদ)

মথুরা, ১০।১১।৩২

নদীয়া-প্রকাশের পাঠকগণ অবগত আছেন যে, শ্রীগৌড়ীয় মঠের আয়োজনে বর্ত্তমান বৎসরে যেরূপ মহাসমারোহে পরিক্রমা হইল, এরূপ কখনও হয় নাই। গত ৮ই নভেম্বর তারিখ সন্ধ্যাকালে সুমধুর সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে পরিক্রমাকারিগণ বৃন্দাবনে প্রবেশ করেন। পরদিবস তাঁহারা বৃন্দাবন পরিক্রমা করেন এবং গোবিন্দ, গোপীনাথ এবং মদনমোহনের মন্দির দর্শন করেন।

শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরের নিকট শতাধিক শিবির সন্নিবেশিত হয়। শিবিরগুলি আকারে যেমন বৃহৎ ছিল, সাজ-সরঞ্জাম, প্রাকার্ড প্রভৃতিও সেইরূপ সুন্দর ছিল এবং মন্দির-সন্নিহিত সুপ্রশস্ত কেদারখণ্ডে সমস্ত সুসন্নিবিষ্ট হওয়ায় উহা লোকের চিত্তাকর্ষক ও নয়নাভিরাম হইয়াছিল।

প্রতিদিনই সমাগত ভদ্র মহোদয়গণ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া তদীয় শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথা অবিরত শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

দর্শকগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নয়নমনোভিরাম শ্রীমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া মুগ্ধ হন এবং সমস্ত লোকই এমন সুবন্দোবস্ত দেখিয়া ভূয়সী প্রশংসা করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ প্রমুখ বক্তৃবৃন্দ পূর্ব্বদিবস বিরাট সভায় বক্তৃতাদানপূর্ব্বক, বর্ত্তমান জগতে ধর্ম্মের আচরণগ্রহণপূর্ব্বক কতরকম অমত ও কুমত একটা কুৎসিৎ আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা বিশদভাবে শ্রোতৃমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন। তিনি অবশেষে বলেন, "যদি পরমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে চান, তাহা হইলে এই সমস্ত জঞ্জাল ছাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া দুর্ল্লভ মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা সম্পাদনার্থে কৃষ্ণপ্রেমালাভ করুন—ইহাই প্রকৃত মনুষ্য জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।"

শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমাকারিগণ ২৪শে কার্ত্তিক তারিখ বেলা সাতটার সময় বিশ্রামস্থান হইতে যাত্রা করিয়া সাতটী মন্দিরের মধ্যে যে কয়টী দর্শন করিতে বাকী ছিল তাহা দর্শন করেন, এবং যমুনার বিভিন্ন ঘাটসমূহ দর্শন করিয়া দ্বিপ্রহরে ফিরিয়া আসেন।

ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের অপ্রকট মহোৎসব শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় মহাসমারোহে বিপুল হরিকথা-কীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন করা হয়।

পূর্ব্বদিবস সন্ধ্যাকালে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করেন।

গত ৯ই ও ১০ই নভেম্বর তারিখে ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী-শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলী, বাবাজী, ব্রজবাসী প্রভৃতি বহু ব্যক্তির নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

গত ১০।১১।৩২ তারিখে মাসাধিকব্যাপী শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা শেষ হইয়াছে। পরিক্রমাকারিগণ নিজ নিজ গন্তব্য স্থানে ফিরিয়া যাইতেছেন।

শ্রীল গৌরকিশোর বিরহ-মহোৎসব

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে

তারের সংবাদ ঢাকা, ১০।১১।৩২

ঢাকা হইতে শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় তারযোগে জ্ঞাপন করিতেছেন যে, শ্রীল প্রভুপাদের অনুগ্রহে এবং আশীর্ব্বাদে গত ১০ই নভেম্বর ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ মহাসমারোহে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের অপ্রকট মহোৎসব সমাপন করিয়াছেন।

এতদুপলক্ষে উপর্য্যুপরি তিন দিন ব্যাপিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ হয় এবং সঙ্কীর্ত্তন ও পাঠমুখে জগতের মঙ্গলার্থ শ্রীল প্রভুপাদের অমন্দোদয়দয়াবর্ষণের বিষয় কীর্ত্তন করা হয়।

ঐ দিবস মঠে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয়। সভাতলে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমূর্ত্তি একটী কাষ্ঠাসনের উপর স্থাপিত হয়। বহু সংখ্যক পণ্ডিত, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক, মুন্সেফ, জমিদার, ব্যাঙ্কার, ব্যবসায়ী, উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক এবং ভদ্র মহিলাবৃন্দ সভায় যোগদান করেন। বক্তৃতান্তে সকলেই মহাপ্রসাদ সেবনে কৃতার্থ হন।

মঠসেবক শ্রীপাদ হরেরাম ব্রহ্মচারী, ঢাকা মনোমোহন প্রেসের স্বত্বাধিকারী ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত বাবু বিরাজমোহন দে মহোদয়, মঠের ভক্তবৃন্দ এবং গৃহস্থ মঠসেবকগণ এই মহোৎসবের সাফল্যের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা এবং পরিশ্রম করিয়া মানবজীবনের সার্থকতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠে

গত ২৪শে কার্ত্তিক শ্রীশ্রীগৌরগদাধর মঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীগৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের অপ্রকট মহামহোৎসব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঐদিবস উষঃকালে শ্রীশ্রীগৌরগদাধরের মঙ্গলারাত্রিক সমাপন পূর্ব্বক মঠবাসী ভক্তবৃন্দ পরম উৎসাহে কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তন শেষে শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী হইতে শ্রীল বাবাজী মহারাজের অত্যদ্ভুত ও অতিমর্ত্ত্য চরিত্রাবলী পাঠ করা হয়। মধ্যাহ্নে বিচিত্র উপচারে শ্রীশ্রীগৌরগদাধরের ও শ্রীল বাবাজীমহারাজের ভোগারাত্রিক সংকীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হয়, তৎপরে সমাগত ভক্তবর্গকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মাশ্রিত পরমা ভক্তিমতী দক্ষপ্রিয়াদেবী উৎসবটীর সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

সংক্ষিপ্ত ডায়েরী

চতুর্বিংশতি দিবস

বন মহারাজের বক্তৃতা

শ্রীপাদ নেমি মহারাজের বক্তৃতা শেষ হইলে পর শ্রীপাদ বনমহারাজ সংক্ষেপে বর্ত্তমান পরিক্রমা সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের উদ্দেশ্য কীর্ত্তন করিয়া বলেন যে, আমরা ভোগী জীব সর্ব্বদাই ভোগবিলাসে উন্মত্ত; একে ভোগ-বিলাস, তাহাতে আবার সৎসঙ্গের অভাবে দুঃসঙ্গে অবস্থান। শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে এই অসৎসঙ্গ হইতে ছুটী করাইয়া অন্ততঃ এক মাসের জন্যও সাধুসঙ্গে বসবাস করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। অনেকের হৃদয়ে হয়ত এরূপ সন্দেহ উদয় হইতে পারে যে, ব্রজ-পরিক্রমার জন্য এত টাঙ্গা, গাড়ী, তাঁবু, লোকজন, ডাক্তার, স্বেচ্ছাসেবক প্রভৃতি কেন? যাঁ'রা হরিভজন করিবেন তাঁ'দের এসব দরকার কি? সাধন-দশার সহিত ভজন-দশার ক্রিয়া পৃথক। সাধন-দশায় যে সমস্ত বহিরঙ্গ-ক্রিয়াদি আবশ্যক হয়, ভজনদশায় সেগুলির আবশ্যকতা থাকে না। মূলে আমাদের হরিভজনটাই দরকার। কেহ যদি শুধু পায়ে ভ্রমণ, বৃক্ষতলে শয়ন প্রভৃতি বৈরাগ্যের কার্য্য করিয়া হরিভজন না করেন, তবে তাঁ'র ব্রজপরিক্রমার কোন মূল্য নাই। কিন্তু যিনি গাড়ী চড়িয়া তাঁবুতে বাস করিয়াও হরিভজন বিস্মৃত হন না, তাঁহার পরিক্রমাই সার্থক। অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলনই আবশ্যক, ফল্গু-বৈরাগ্যের কোন মূল্য নাই। বৈষ্ণবের-সেবা আমরা করব, কিন্তু তাঁ'দের সেবা আমরা গ্রহণ করব না, ইহা যেন আমাদের স্মরণ থাকে।

ইহা ব্যতীত মুক্তপুরুষগণের কার্য্য-কলাপ আমাদের মত বদ্ধজীবের অনুকরণীয় নহে। পরমমুক্ত শ্রীল প্রভুপাদ কখন পরিক্রমার সহিত আছেন, কখনও বা অন্যত্র চলিয়া যাইতেছেন, তাঁহার ক্রিয়াকলাপ আমাদের অনুকরণীয় নহে। শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ এই যে, সমর্থ-পক্ষে ধাম পরিক্রমা পদব্রজে করাই একান্ত কর্ত্তব্য, তবে অসমর্থগণ গাড়ী ব্যবহার করুন। অসমর্থ পক্ষে হাঁটিয়া গিয়া যদি তাঁহার হরিভজনে বিঘ্ন উৎপন্ন হয়, তবে সেইরূপ কার্য্য পরিত্যাজ্য। তবে কেহ যেন বিলাসিতা বা দেশ-ভ্রমণের উদ্দেশ্যে অথবা আরামের জন্য গাড়ীতে চাপিয়া পরিক্রমা না করেন। প্রভুপাদ কি উদ্দেশ্যে কোন্ কার্য্য করিতেছেন, সেই সমস্ত বিষয় বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের ন্যায় বদ্ধজীবের কর্ত্তব্য নহে?

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ

সন্ধ্যার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। বহু শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াও বেদব্যাসের অশান্তি। দেবর্ষি নারদের তৎসমীপে আগমন, চতুঃশ্লোকী ভাগবত বিস্তার জন্য বেদব্যাসকে উপদেশ। বেদব্যাসের সেই চতুঃশ্লোকী ভাগবতকে আঠারহাজার শ্লোকে বিস্তার করণ প্রভৃতি বর্ণন করেন। তিনি বলেন যে, শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত বাক্যসমূহ বেদ নামে অভিহিত কালে কালে সেই বেদবাণীর অর্থ বুঝিতে অক্ষম হওয়ায় মনুষ্যগণ তাহার অর্থ বিপর্য্যয় করিতে থাকায় উপনিষদ, শ্রুতি, বেদান্ত, মহাভারত প্রভৃতি রচনার আবশ্যক হইয়াছে। পুরাণ বলিতে যাহা বেদের ভাবার্থ পূরণ করেন। বেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝাইবার জন্য বেদব্যাস স্বয়ং বেদান্তের ভাষ্য স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন। এই শ্রীমদ্ভাগবত অমল পুরাণ। ইহা সমল পুরাণ নহেন। ইহাতে শুদ্ধা ভক্তির কথাই কীর্ত্তিত হইয়াছেন। মিশ্রা-ভক্তির কোন কথা ইহাতে নাই। ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ-বর্জ্জিত পরম পুরুষার্থের কথাই ইহাতে বিবৃত হইয়াছেন। 'পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানাং অনুশাসনম্' বেদে পরোক্ষবাদের কথা স্বামিজী মহারাজ বিস্তার করিয়া বর্ণন করেন।

অতঃপর স্বামিজী মহারাজ বলেন যে, ভাগবতে উত্তমশ্লোকের গুণানুবাদ কীর্ত্তিত হইয়াছেন। যে উত্তমশ্লোকের গুণানুবাদ শ্রবণ করিতে করিতে জীব শোকমোহভয়াপহা কৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছিতে পারে। যস্যাং বৈ শ্রূয়মানায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে। ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা॥ "পরে তিনি 'উত্তমশ্লোক' বলিতে কাহাকে বুঝায় তাহা বর্ণন করিয়া বলেন যে, উত্তমগণ কর্ত্তৃক যাঁহার শ্লোক বা যশঃ কীর্ত্তিত হন তিনিই উত্তমশ্লোক। উত্তম বলিতে 'উদ্গতং তমঃ অজ্ঞানান্ধকার যস্মাৎ' অথবা মায়া হইতে উদ্গতগণের মধ্যে 'তম' শ্রেষ্ঠ যিনি, তিনিই উত্তম। ভগবদ্গুণানুবাদ কীর্ত্তন ব্যতীত উত্তমগণের আর অন্য কোন কৃত্য নাই। তার পর মহারাজ শ্রীহরির গুণানুবাদ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূত গুণো হরিঃ॥ "এই শ্লোকের একটী দীর্ঘ ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

অতঃপর কৃষ্ণলীলার প্রারম্ভ বর্ণনমুখে শ্রীনন্দমহারাজের গুণানুবাদ কীর্ত্তন করিয়া বলেন যে, যে নন্দের গৃহে পরং ব্রহ্ম হামাগুড়ি দেন, আসুন আমরা প্রথমেই সেই নন্দের বন্দনা করি। ভবভয়ভীত মানবগণের মধ্যে শ্রুতি, স্মৃতি, মহাভারত প্রভৃতির মধ্যে যাঁহার যাহা ইচ্ছা তিনি বন্দনা করেন করুন আমরা কিন্তু শ্রীনন্দের বন্দনা করিয়া কৃষ্ণলীলা-কথায় প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিব।" শ্রুতিমপরে, স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ। অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥ "স্বামিজী মহারাজ ইহার পর শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা কিছু কীর্ত্তন করিয়া অধিক রাত্রে সভা ভঙ্গ করেন।

ভগবত্তত্ত্ব

সম্বন্ধজ্ঞানের অভাবে অভিধেয় সাধন-ভক্তি বা ভজন সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয় না। কৃষ্ণই সম্বন্ধ, কৃষ্ণভক্তি অভিধেয় এবং কৃষ্ণ-প্রেমই জীবের প্রয়োজনফল-স্বরূপে প্রাপ্য। সেই কৃষ্ণ-সম্বন্ধে জীবশিক্ষার জন্য শ্রীমন্ মহাপ্রভু সনাতন-গোস্বামীপ্রভুকে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে বলিতেছেন,—

"কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সর্ব্ব-আদি, সর্ব্ব-অংশী কিশোর-শেখর।
চিদানন্দ দেহ, সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর॥"

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥
(ব্রহ্মসংহিতা ৫।১)

"স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ গোবিন্দ পরনাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ যাঁর গোলোক নিত্যধাম॥"

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু
ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারি ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি
যুগে যুগে॥
(ভাঃ ১।৩।২৮)

জ্ঞান, যোগ, ভক্তি তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা ভগবান্—ত্রিবিধ প্রকাশে॥

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥
ভাঃ ১।২।১১

ব্রহ্ম তাঁ'র অঙ্গকান্তি নির্বিশেষ প্রকাশে।
সূর্য্য যেন চর্ম্মচক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে॥

যস্য প্রভা-প্রভবতো জগদণ্ডকোটী
কোটীষশেষ বসুধাদি-বিভূতিভিন্নম্।
তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥
ব্রহ্মসংহিতা ৫।৪০

পরমাত্মা যিঁহো তিঁহো কৃষ্ণের এক অংশ।
আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংশ॥

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥
ভাঃ ১০।১৪।৫৫

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন
স্থিতো জগৎ॥
গীতা ১০।৪২

এ পর্য্যন্ত অদ্বয়জ্ঞান শ্রীভগবানের ত্রিবিধ প্রতীতি নিরূপিত হইল এখন সেই ভগবত্তত্ত্বের স্বরূপ বিশেষভাবে বিবৃত হইতেছে। ভক্তিদেবীর কৃপা ভিন্ন এবং সেই ভগবানের সেবকবিগ্রহ শ্রীগুরু-দেবের কৃপা ব্যতীত শ্রীভগবানের স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

ভক্ত্যে ভগবানের অনুভব পূর্ণরূপ।
একই বিগ্রহ তাঁ'র অনন্ত স্বরূপ॥
স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ, আবেশ নাম
প্রথমেই তিনরূপে রহে ভগবান্॥

শ্রীব্রহ্মসংহিতা, শ্রীলঘুভাগবতামৃত, শ্রীভাগবতামৃতকণা ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত দর্শনে এই ভগবত্তত্ত্ব বুঝাইবার প্রয়াস করা গেল। বলা বাহুল্য, এই সব তত্ত্ব ভজনফলে নিবৃত্তানর্থ সেবকের উপলব্ধির বিষয়। ইহার বর্ণন শাখা-চন্দ্র-ন্যায় জানিতে হইবে। ভজন-পরিপক্ক ব্যক্তিগণ নিরুপাধিক চিচ্চক্ষুর সাহায্যে এই সকল তত্ত্ব দর্শন ও বিচার করিবেন।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ত্রিবিধরূপ

(১) **স্বয়ংরূপ**; তাঁহার দ্বিবিধরূপ যথা—(ক) **স্বয়ংরূপ**—এক কৃষ্ণ **ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন** গোপবেশ, গোপ-অভিমান। ইনি লীলা পুরুষোত্তম নামেও অভিহিত।

(খ) **স্বয়ংপ্রকাশ**; তিনি দ্বিবিধ যথা—

১। **প্রাভব** যথা—একই বপু বহুরূপ, যৈছে রাসে ও মহিষী-বিবাহে।"

২। **বৈভব** যথা—ক। শ্রীবলদেব-তাঁহার ভাবাবেশ, আকার, বর্ণ ও নাম ভিন্ন হইলেও সব কৃষ্ণের সমান। খ। দ্বিভুজ দেবকীনন্দন। গ। চতুর্ভুজ দেবকীনন্দন।

(২) **তদেকাত্মরূপ**—ভাবাবেশ ও আকৃতি ভিন্ন হইলেও কৃষ্ণের সহিত একাত্মরূপ তাঁহার দ্বিবিধরূপ যথা—

(ক) **বিলাস**; তাঁহার দ্বিবিধরূপ যথা—

১। **প্রাভব**; তাঁহারা ৪টী যথা—আদি চতুর্ব্যূহ, ক। বাসুদেব—চতুর্ভুজ, ক্ষত্রিয় বেশ, ক্ষত্রিয় অভিমান পুরে নিত্য অধিষ্ঠান. খ। সঙ্কর্ষণ, গ। প্রদ্যুম্ন ঘ। অনিরুদ্ধ।

২। **বৈভব** ২৪ মূর্ত্তি যথা—ক। প্রাভববিলাস প্রকটিত দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ (বৈকুণ্ঠে নিত্য অধিষ্ঠান) বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এই ৪ জন। খ। ইঁহাদের প্রত্যেকের তিন তিন মূর্ত্তি করিয়া ১২ মূর্ত্তি বার মাসের দ্বাদশ তিলকের দেবতা। গ। প্রত্যেকের পুরুষোত্তম অচ্যুতাদি করিয়া ৮ জন বিলাস-মূর্ত্তি—পুরুষোত্তম অচ্যুত, নৃসিংহ, জনার্দ্দন, হরি, কৃষ্ণ, অধোক্ষজ, উপেন্দ্র।

(ক্রমশঃ)

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। কৃষ্ণগুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মন্দার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এতদ্রূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲।

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা
প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়
ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত ভাগবত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসংগ্রহ তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৵০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

কৃপাময়বর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'অসৎসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-আনন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসভাবনী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, সঙ্গের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, কলিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণানুশীলন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-রত্নে বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকাপেক্ষা ও সত্যাগ্রহ, শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীরূপাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীশ্রীগদাধর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার বিশেষতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অদোষদর্শীই প্রকৃত বৈষ্ণব", অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুমন্ত্র, শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কাপট্য, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত মাল্যাকার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থান, তথ্য, ভৌগোলিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণসমূহসহ নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি বাবুদের কৃপায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথের দাস এম. এ, প্রভৃতি লেখকগণ বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি হাফটোন ছবির অপূর্ব সমাবেশ। নানাবিধ-মনীষী ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণের মত সহ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (৮৮) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷০, ডিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টোত্তর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসংকীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণাম, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ পুস্তকাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসংযুক্ত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বক্স-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপারিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধক মাহাত্ম্য ও মহাজন-প্রণীত তত্তৎপদ্যাদি সমন্বয় প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৵০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সূত্রবৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ পাঠ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামি প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৵০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট, শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।√০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেক: কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।√০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।√০
৭। ভজনরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
২। মুক্তমাল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ;
(মাধ্ব) ২৲
৩। বেদান্তত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
৪। জৈবধর্ম্ম ১৲
৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
(চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥√০
ঐ (বাঁধা) ৸০
৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন √০
৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।√০
০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।√০
১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২। ভক্তিরত্নাকর
(নবদ্বীপ পরিক্রমা) √০
৩। গীতমালা /১০
৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা
(৪৪৬ গৌরাব্দ) √০
। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
। শরণাগতি /০
গীতাবলী /০
। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
। সাধনকণা /০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
নবদ্বীপশতক /০

৩৫। অর্থপঞ্চক /০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৩৮। অর্চ্চনকণা ৴১০
৩৯। সারকণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (অবাঁধা) ।/০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম খণ্ড) ৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩ মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪ গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫ পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? /০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ √০
৫২। সাত্বাবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ √০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্‌স্ ।√০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ কল্পতরু /০
৭২। গীতাবলী ১৲
৭৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু /০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা /০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীসচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

কেশোর পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ওজন ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, পাইট ॥√০ আনা, বোতল ১√০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্ক্‌স্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পাবনায় দাঙ্গা ও খুন

পাবনার সেসনজজের আদালতে রাকাত সেখ প্রভৃতি চার জনের বিরুদ্ধে দাঙ্গা এবং খুনের অভিযোগের বিচার হইয়া আসামীদের সাত এবং পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

হাইকোর্টে আপীল চলিতেছে। অভিযোগ এই যে, গত ১৯৩১ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে সিদ্দিক নামক একব্যক্তি মাঠ হইতে ফিরিবার সময় অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত আসামীগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া চীৎকার করিতে থাকিলে তাহার পিতা সাহায্যার্থ আসে এবং আসামীগণ কর্ত্তৃক এরূপ ভীষণভাবে প্রহৃত হয় যে, সে অল্পক্ষণ পরেই এক প্রতিবেশীর ঘরে মারা যায়।

আসামীগণ বলে যে, রাকাত মটগেজী জমীর মটগেজদাতাদিগের পক্ষে দখল করিতেছিল এবং তাহাতে পাট উৎপন্ন করিয়াছিল ফসল উৎকৃষ্ট হওয়ায় তাহার অংশীদার সিদ্দিকের ঈর্ষা হয়। সেই কারণে সে ঘটনার দিন সন্ধ্যাকালে বলপূর্ব্বক পাট কাটিতে থাকে। আসামীগণ নিজের দখল রক্ষার জন্য চেষ্টা করে মাত্র।

দায়রা আদালতে জুরিগণ একমত হইয়া আসামীগণকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং জজ তাঁহাদিগের সহিত একমত হইয়া আসামীদিগের উপরোক্ত প্রকার দণ্ড প্রদান করেন।

টেক্স বাড়াইও না

বঙ্গীয় ব্যয়সঙ্কোচ-সমিতি বলেন যে, টেক্স আর বাড়ান যুক্তিসঙ্গত নহে; কেবলমাত্র চাকুরের সংখ্যা কমান এবং বেতনের হার ও মাল খরিদের খরচা কমাইলেও খরচা যথেষ্ট কমিবে না। তবে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত খতিয়ানের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট বাংলা হইতে যত টাকা পান তাহার পরিমাণ কমাইতে হইবে।

আবার কমিটি

অটোয়া চুক্তি সম্বন্ধে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ঘোর সমালোচনার ফলে গবর্ণমেণ্ট একটি কমিটী গঠন করেন। এই কমিটি ২১শে নভেম্বর তারিখে মন্তব্য দাখিল করিবেন। সভার সমস্ত দলের লোকই গবর্ণমেণ্টের এই ব্যবস্থায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। অটোয়া চুক্তির উপর ভারতের ব্যবসায় বাণিজ্যের বিশেষ লাভ বা লোকসান নির্ভর করে; সেই কারণে [illegible] পক্ষের লোকই এই চুক্তির সপক্ষে কিম্বা বিপক্ষে সহসা ভোট দিতে অসম্মত। তাহারা এবিষয়ে আরও বিশদভাবে জানিতে ইচ্ছা করেন।

জার্ম্মানিতে আবার গোলযোগ

সেয়ার অঞ্চলে নাজীদলের ষ্টর্ম সৈন্য এবং অন্যান্য অন্ধ সামরিক দল প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেখানে তাহার ভীষণ উত্তেজক কাগজপত্র বিলি করিতে থাকায় গবর্ণমেণ্ট ভীত হইয়া পড়েন। আগামী মিউনিসিপাল নির্ব্বাচনের জন্য এই গোলযোগের সৃষ্টি। জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এই সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ করিয়া দেওয়া হইতেছে।

নাজিদলের সহিত কমিউনিষ্টদলের চিরবিবাদ। কমিউনিষ্টরা সংখ্যাধিক হওয়ায় নাজিরা পরাস্ত হইতেছে।

সমিতির সভ্য

বঙ্গীয় ব্যয় সঙ্কোচ সমিতির রায়ে নিম্নলিখিত সদস্যগণ সহি করেন (১) মিঃ জে, এ, এল সোয়ান (চেয়ার মেন) (২) মিঃ জে, এন বসু (এম, এল সি) (৩) মিঃ এইচ বার্ক মায়ার, এম. এল, সি, (৪) খাঁ বাহাদুর মৌলবী আজিজল হক্ এম, এল সি।

শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীর দল কমাও

গবর্ণমেণ্টে বড় বড় চাকুরের সংখ্যা এবং তাহাদের বেতন কমান আবশ্যক। গবর্ণরের ক্যাবিনেটের সদস্য সংখ্যা সাত হইতে পাঁচ এবং তাহাদের বেতন কমাইয়া প্রত্যেকের বেতন মাসিক চারি হাজার টাকা করিতে হইবে।

ডিভিসনাল কমিশনারের সংখ্যা ৫ হইতে ৩এ নামাইতে হইবে। ভারতীয় সিভিল-সার্ভিসের বেতনের হার ৩৭৫ হইতে ২৪০ টাকা পর্য্যন্ত করিতে হইবে।

স্বায়ত্ত শাসন বিল

আগামী ২১শে নভেম্বর তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন আরম্ভ হইবে এবং সম্ভবতঃ ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত চলিবে। বঙ্গীয় স্বায়ত্তশাসন বিল এই অধিবেশনে বিচারিত হইবে। এপর্য্যন্ত ১০৪টি বিল দাখিল হইয়াছে।

পুলিশ কমাও

বর্ত্তমানের বঙ্গীয় পুলিশের খরচা ৭৪৮০০০ টাকা কলিকাতা পুলিশের খরচা ৩৬৫২০০ টাকা কমাও। বড় বড় পুলিস কর্ম্মচারী এবং বহু নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীর সংখ্যা কমাইতে হইবে।

মিলন বৈঠক

এলাহাবাদের মিলন-বৈঠকের কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে। সিন্ধুদেশের হিন্দুরা প্রথমে সিন্ধুদেশকে বোম্বাই হইতে পৃথক করিতে অসম্মত হন, পরে যখন দেখিলেন যে বঙ্গদেশ এবং পঞ্জাবের জটিল ব্যাপার ও মীমাংসিত হইল, তখন তাঁহারা মিলনের অন্তরায় না হইয়া মুসলমানদের দাবীতে সম্মত হইলেন।

একত্র নির্ব্বাচন, সংখ্যাল্পদের নিরাপদতার উপর নির্দ্ধারণ, গবর্ণমেণ্ট হইতে অর্থ প্রদান, নূতন টেক্স না বসান, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট দায়িত্ব প্রভৃতি প্রশ্ন মীমাংসিত হইলেই কার্য্য সুসম্পন্ন হয়।

ধর্ম্মঘট

সেরপুরের ধর্ম্মঘটকারিগণ কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়াছে যে, যে সমস্ত কেরাণী ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়াছেন। তাহাদিগকে পূর্ণ বেতন না দিলে শ্রমিক ধর্ম্মঘটকারীরা বেতন গ্রহণ করিবে না।

কর্ত্তৃপক্ষ বলেন যে, যে কয় দিবস ধর্ম্মঘট স্থায়ী হয় সেই কয়দিনের বেতন কোন মতেই দেওয়া হইবে না। যাহারা কার্য্যে যোগ দিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে গ্রহণ করা হইবে।

চট্টগ্রামে তোলপাড়

পাঠকগণ অবগত আছেন যে চট্টগ্রামে সাহেব মারার ব্যাপার এবং বিপ্লবীদের অত্যাচারে গবর্ণমেণ্ট ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কোন উপায় না পাইয়া অবশেষে চট্টগ্রাম সহরের হিন্দু অধিবাসি বৃন্দের উপর ৮০০০০ টাকা জরিমানার ব্যবস্থা করিয়াছে।

এই ব্যাপারে সারাদেশ ব্যাপী একটা বিরাট সংক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে। রায় বাহাদুর, খাঁবাহাদুর প্রভৃতি খেতাবধারী গবর্ণমেণ্টের পক্ষের লোক ও এমনকি গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব উচ্চ কর্ম্মচারীও এই ব্যাপারে প্রতিবাদ করিতেছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় রায়বাহাদুর কামিনীকুমার দাস একটা প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন তাহার মর্ম্ম এই যে, যেহেতু স্থানীয় লোকেরা এই সমস্ত অশান্তিকর বিপ্লবিদিগকে দমন করিবার চেষ্টা করিতেছে, অতএব বর্ত্তমানে জরিমানা আদায় স্থগিত থাকুক অথবা জরিমানা মকুপ করা হউক। চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার খাঁবাহাদুর আবদুল মমিনের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভায়ও ঐ জরিমানার প্রতিবাদ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহা পাঠক অবগত আছেন।

বিলাতে সংস্কার

বিলাতের লর্ডস্ সভার নির্ব্বাচন পদ্ধতি পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব হইতেছে। হাউস অব লর্ডস ও হাউস অব কমন্সের সভ্য মিলিত হইয়া এক কমিটী গঠিত হইয়াছে। লর্ড সলস্‌বেরি চেয়ারম্যান আছেন। বর্ত্তমানে প্রস্তাব এই দাঁড়াইয়াছে যে পিয়ারগণ কর্ত্তৃক সভ্য নির্ব্বাচিত করুন এবং কাউন্টি বরো কাউন্সিল কর্ত্তৃক নির্ব্বাচন করুন। স্ত্রীলোকদিগকে সদস্য হইবার ক্ষমতা দেওয়া হউক।

যদি হাউস অব লর্ডস একটা টাকা সম্পর্কীয় বিল অগ্রাহ্য করেন, তবে পুনর্নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে হাউস অব কমন্স আর তাহা লর্ড সভায় পাঠাইতে পারিবে না।

১১ জন অগ্নিদগ্ধ

নর্দাইরল্যাণ্ডের উইক্লো উইল সহরে একটি বাতুলালয় পুড়িয়া গিয়া ১১টি বালক পুড়িয়া মারা গিয়াছে। ৬৮ জনকে উদ্ধার করা হইয়াছে। বাতুলালয়টি একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে।

সৈন্যের দুর্দ্দশা

গত মহাযুদ্ধের পর অনেক সৈন্য কর্ম্মচ্যুত হইয়া কষ্ট পাইতেছে। ব্যবসায় খারাপ হইয়া যাওয়ায় তাহাদের চাকুরি মিলিতেছে না অনেক মৃত সৈন্যের অনাথ পুত্র-কন্যাগণ এক্স সার্ভিস এসোসিয়েশনের উপর নির্ভর করে। ভারতের কমাণ্ডার ইন চিফ ইহার কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন।

রেলভাঙ্গা

বি, এন রেলওয়ের পারলাকিমেডি এবং পাঠাপট্টাম ষ্টেসনের মধ্যে রেল ভাঙ্গিয়া যায়। গত ১০ই নবেম্বর হইতে পুনরায় রেল চলাচল আরম্ভ হইয়াছে।

আমেরিকার নব নির্ব্বাচিত প্রেসিডেণ্ট আগামী মার্চ্চ মাসে কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। এই কয়মাস প্রেসিডেণ্ট হুভার কার্য্য চালাইবেন।

---

১২ জন হত

পাঠক জেনেভার দাঙ্গার বিষয় অবগত আছেন। পরের খবরে প্রকাশ যে সমাজ তান্ত্রিক দলের বিরুদ্ধ দলের বিপক্ষে যে জনতা উত্তেজিত হয় তাহাকে দমন করিবার জন্য যে গুলি চালান হয় তাহাতে ২২ জন মারা গিয়াছে এবং ৬০ জন আহত হইয়াছে। জাতিসঙ্ঘের প্রহরীরা সৈনিকগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছে। কর্ত্তৃপক্ষ দুই জন সোসালিষ্ট এবং দুইজন কমিউনিষ্ট নেতাকে বন্দী করিয়াছে।

টোল   নবদ্বীপ   দৈ নি ক   Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চাক্তের দর
স্বতন্ত্র।

THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
প্রতি
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২১১তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৩০শে কার্ত্তিক বুধবার ১৩৩৯, ১৬ই নভেম্বর ১৯৩২

গান্ধীজীর অনশন নাশ

গোড়ামারিতে ভীষণ ডাকাতি

দিল্লী এক্সপ্রেসে হত্যাকাণ্ড

পতাকাসহ উৎসব

এলাহাবাদে সভা

পৃথিবী পরিক্রমা

ঝড়ে হাজার লোকের মৃত্যু

নলকূপ খননে বিপত্তি

আবার মহাযুদ্ধ

২০০ শত বৎসরের বৃদ্ধ

অদ্ভুত দস্যুর ভীষণ উপদ্রব

নানা কথা

গান্ধীজীর অনশনাশঙ্কা

মিঃ গান্ধী প্রকাশ করিয়াছেন যে, জামোরিণ এখনও স্পষ্টরূপে বলেন নাই যে, মন্দির-দ্বার অস্পৃশ্যদের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে না। তাহার ধারণা যে এমন একজনও নাই যাহার জন্য দ্বার উন্মুক্ত থাকিতে পারে না। যদি আগামী ১লা জানুয়ারির মধ্যে মন্দির-দ্বার অস্পৃশ্য-দিগের জন্য উন্মুক্ত না হয় তাহা হইলে তিনি এবং কেল্লাপান পুনরায় উপবাস আরম্ভ করিবেন।

তাঁহার মনে হয় যে অধিকাংশ অস্পৃশ্য মন্দির প্রবেশাধিকারিগণই তথাকথিত অস্পৃশ্যগণের মন্দির প্রবেশে সম্মত। যদি তাঁহার সে ধারণা না থাকত, তাহা হইলে তিনি প্রায়োপবেশন করিতেন না।

বর্ত্তমানে সমস্ত মন্দির দ্বার উন্মুক্ত করিবার চেষ্টা নাই। মাত্র ঐ মন্দিরটীর দ্বার উন্মুক্ত করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

দিল্লী এক্সপ্রেসে হত্যাকাণ্ড

গত ৭ই নভেম্বর সোমবার প্রাতে ১৬নং ডাউন দিল্লী এক্সপ্রেস হাওড়া ষ্টেসনে পৌঁছিলে বরফ বিক্রেতা বৃদ্ধকে রক্তাক্ত কলেবরে মৃতাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। হত্যার কারণ জানা যায় নাই। অনুমান এই যে হাওড়া ও বর্দ্ধমানের মধ্যে কোন স্থানে তাহাকে হত্যা করা হইয়াছে। রেল পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

এলাহাবাদে সভা

স্ত্রীলোকদিগের ভারতীয় পরিষদের একটি অধিবেশনে সভানেত্রী বলেন যে এলাহাবাদ মিলন-বৈঠকে স্ত্রীলোকদিগের প্রতিনিধি না থাকায় মিলনে অসুবিধা হইয়াছে এবং কার্য্য ফাঁসিয়া যাইতে পারে এরূপ হইলে মহিলারা একটী স্বতন্ত্র সংগঠন করিয়া কার্য্য উদ্ধার করিবার চেষ্টায় থাকিবে।

ঝড়ে হাজার লোকের মৃত্যু

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এক ভয়ঙ্কর ঝড় হইয়া গিয়াছে। তাহাতে একমাত্র কিউবা দ্বীপে এক সহস্র লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

জামাইকা দ্বীপের সমস্ত কলা গাছের মধ্যে অর্দ্ধেকও আছে কিনা সন্দেহ। ঐ দ্বীপ কলার জন্য প্রসিদ্ধ, কিন্তু এইবার কমলোকই কলা দেখিবে।

পোতাশ্রয়ে বাঁধা জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে।

ঝড়ের গতি ঘণ্টায় দুইশত মাইল হয় এবং তাহার সহিত মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে থাকে। এই ঝড়বৃষ্টি দ্বীপপুঞ্জকে একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া গিয়াছে। ইক্ষু ক্ষেত্রের অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

অদ্ভুত দস্যুর ভীষণ উপদ্রব

তিনজন ক্রীতদাস এবং প্রশান্ত মহাসাগরস্থ দ্বীপবাসী একজন জাপান মিলিত হইয়া চীন দেশের আন্টাফোগাস্তা হইতে একটী মোটর নৌকা চুরি করিয়া সাগর পাড়ি দিয়াছে।

অন্ধকারে তাহারা "সিটি অব ম্যাড্রিদ" নামক একটী ষ্টীমারে চড়িয়া অনেক খাদ্য সরাইয়া লইয়া গিয়াছে। "নেপচুন" নামক ষ্টীমারের প্রহরীকে অভিভূত করিয়া কতকগুলি জিনিষ কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে।

পেঙ্গু নামক ষ্টীমার লইয়া পলাইবার সময় তাহাদিগকে অনুধাবন করা হয়, কিন্তু তাহারা পলায়ন করে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, { ৩রা কেশব গৌরাব্দ ৪৪৬, ৩০শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৬ই নভেম্বর ইং ১৯৩২ বুধবার } ১১১তম সংখ্যা

এলাহাবাদে শ্রীলপ্রভুপাদ

(তারের সংবাদ)

মথুরা, ১২।১১।৩২

মাসাধিকব্যাপী শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ১০ই অক্টোবর শেষ হইলেও পরিক্রমান্তে শ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দিরের মোহান্ত মহারাজ কর্ত্তৃক সাদরে নিমন্ত্রিত হইয়া ১১ই তারিখে শ্রীরঙ্গনাথজী দর্শন ও মন্দির পরিক্রমা করেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামিপাদগণ ও অন্যান্য অন্তরঙ্গ ভক্তসহ এলাহাবাদে শুভবিজয় করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ বারাণসীতে শুভবিজয় করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

সংক্ষিপ্ত ডায়েরী

পঞ্চবিংশতি দিবস

[২।১১।৩২ বুধবার]

পাপবিমোচন কুণ্ড

অদ্য প্রাতে ৬টার সময় সমস্ত বিছানাপত্র গাড়ীতে বোঝাই দিয়া ও তাঁবু তুলিয়া পরিক্রমা ভদ্রবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাতে বেলা ৮॥ টার সময় মাঠবনের দিকে চলিতে থাকেন। এক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া পরিক্রমা ভাণ্ডিরবনে আসিয়া উপনীত হন। ভদ্রবনের মধ্যে পাপবিমোচন কুণ্ড পাওয়া গেলে, যাত্রিগণ তথায় দণ্ডবৎ প্রণাম করেন। কথিত হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ এখানে বৎস নামক অসুরকে বিনাশ করেন। তাঁহার সখাগণ তাঁহাকে গোহত্যা জন্য তিরস্কার করিলে শ্রীকৃষ্ণ এই কুণ্ডে সর্ব্বতীর্থের সমাবেশ করিয়া সখাগণকে বলেন যে, এই তীর্থে স্নান করিলে আমাদের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া যাইবে। সেই হইতে এই কুণ্ডের নাম পাপ-বিমোচনকুণ্ড হইয়াছে। এখানকার কুণ্ডটী অতি ক্ষুদ্র।

ভাণ্ডীরবন

'পাপবিমোচনকুণ্ড' হইতে প্রায় ১॥ মাইল গিয়া পরিক্রমা নিজ ভাণ্ডিরবনে উপস্থিত হইয়া সেখানে সকলে উপবেশন করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ বৈষ্ণবের ধর্ম্ম ও স্মার্ত্তের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়া বলেন যে, বৈষ্ণবের ধর্ম্মে একমাত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণই মূল, কিন্তু স্মার্ত্ত-ধর্ম্মে আত্মেন্দ্রিয়-তোষণই মূল। বৈষ্ণবধর্ম্মে গুর্ব্বানুগত্যই প্রধান, কিন্তু স্মার্ত্তধর্ম্মে যথেচ্ছাচারিতাই প্রবল। যেখানে গুর্ব্বানুগত্য পরিত্যাগ সেখানেই কর্ম্মকাণ্ডের আবাহন বুঝিতে হইবে। অতএব আশা করি আপনাদের ক্রিয়াকলাপ যেন গুর্ব্বানুগত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মকাণ্ডে পর্য্যবসিত না হ'য়।

ষড়্‌বিংশতি দিবস

[৩।১১।৩২ বৃহস্পতিবার]

ভ্রম সংশোধন

আমি অনাদি বহির্ম্মুখ বদ্ধজীব সুতরাং বর্ত্তমান ডায়েরী লিখিতে আমার পদে পদে ভ্রম হওয়া সম্ভব। আশাকরি পাঠকবর্গ তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। গতকল্য বৈকালে মাঠবন ও বেলবন পরিক্রমা হইয়াছিল। বেলবনে শ্রীমন্দিরে লক্ষ্মীদেবী ও নারায়ণের শ্রীমূর্ত্তি থাকার কথা ডায়েরীতে উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত মন্দিরে নারায়ণের শ্রীমূর্ত্তি থাকার উল্লেখটী ভ্রমবশতঃ লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। বেল-বনের শ্রীমন্দিরে বালগোপালের ও লক্ষ্মীদেবীর শ্রীমূর্ত্তি বিরাজমান। আর একটী কথাও গত তারিখের ডায়েরীতে ভ্রমবশতঃ উল্লিখিত হয় নাই। মাঠবনে গতকল্য তারিখে একটী উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহাতে নিশাচটীনিবাসী পরমভাগবত স্বধামগত ইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী সমস্ত অর্থানুকূল্য করিয়া স্বামীর আদর্শ অনুসরণ পূর্ব্বক পরম সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

রায়ার পথে

অদ্য ৩।১১।৩২ তারিখে মাঠবন হইতে ১৪ মাইল দূরে পাণিগ্রামে তাঁবু পড়িবার কথা প্রোগ্রামে বিজ্ঞাপিত ছিল। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় ঐ স্থানে তাঁবু না পড়িয়া প্রোগ্রাম পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল এবং অদ্যকার তাঁবু 'রায়া' ষ্টেসনের পার্শ্বে স্থাপন করা হইল। হাত্রাস ষ্টেসন হইতে মথুরায় যে রেল-পথ গিয়াছে, সেই রেল-পথে 'রায়া' নামে একটী ষ্টেশন আছে উহা মথুরা ক্যান্টনমেন্টের পরবর্ত্তী ষ্টেশন, আমাদের তাঁবু সেই ষ্টেসনের পার্শ্বেই পড়িয়াছে। এই স্থানে বহু লোকের বাস আছে, ইহা অন্যান্য স্থানের ন্যায় বনপ্রদেশ নহে। তবে এখানে অল্প পরিমাণে জলাভাব দৃষ্ট হয়। অদ্যই শুনা গেল যে, শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছা ও আদেশমত আগামী কল্য ৪।১১।৩২ তারিখে 'আনন্দ-বিনোদ'তে এবং তৎপর দিবস ৫।১১।৩২ তারিখে 'দাউজী'তে তাঁবু না পড়িয়া ঐ ৫।১১।৩২ তারিখে একবারে গোকুল মহাবনে তাঁবু পড়ে এবং তথায় ২ দিবস পরিক্রমার কার্য্য সমাধা পূর্ব্বক পরিক্রমা ৭।১১।৩২ তারিখে মথুরায় পৌঁছেন।

মান-সরোবর

অদ্য প্রাতে ৭টার সময় মাঠবন হইতে পরিক্রমা রওনা হইয়া ৬ মাইল তফাতে 'মান সরোবরে' উপস্থিত হন। মাঠবন হইতে একটী কেনাল (নহর) পর্য্যন্ত ভাল রাস্তা পাওয়া যায়, তাহার পর ১॥ মাইল রাস্তা খারাপ, গাড়ী যাতায়াত কষ্টসাধ্য, স্থানে স্থানে একবারেই অচল। এখানে পৌঁছিতে বেলা প্রায় ১১টা হওয়ায় পরিক্রমাকারিগণ অনেকেই ঐ সরোবরে স্নানাদি সমাপন করিয়া লন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ অগ্রেই পৌঁছিয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে ভোগ প্রদান করিয়া পরিক্রমাকারিগণকে মোহনভোগ প্রভৃতি বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। প্রসাদ সেবনান্তে যাত্রিগণ সরোবরতীরে বৃক্ষতলে মন্দির-প্রাঙ্গণে উপবেশন করিলে শ্রীপাদ বন মহারাজ দণ্ডায়মান হইয়া আবেগময়ী ভাষায় একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া স্থান-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া বলেন যে, এই স্থানটী মান-সরোবর নামে কথিত। সম্মুখে যে সরোবরটী দেখিতেছেন ইহাই মান-সরোবর।

এই মান-সরোবরের কিছু দূরে যমুনা, তাহার অপর পারেই শ্রীধাম বৃন্দাবন অবস্থিত। এই সরোবরটী আকারে বৃহৎ, ইহার জলও বেশ পরিষ্কার; ইহাতে একটী বাঁধা ঘাটও আছে।

বন মহারাজের বক্তৃতা

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ বলিলেন, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী এই মান-সরোবরতীরে প্রেমের উৎকর্ষতা দেখাইয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মান (অভিমান) প্রদর্শন করিয়া তাঁহার সঙ্গ ছাড়িয়া এখানে চলিয়া আসিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যমুনার অপর পারে শ্রীবৃন্দাবনে ব'সে আছেন, শ্রীমতী মান ক'রে এখানে একাকী এসে বসে আছেন। এখানে শ্রীমন্দিরে শ্রীমতী একা বিরাজমানা। এই জড় জগতের স্ত্রী পুরুষের মধ্যে, নায়ক-নায়িকার মধ্যে যে 'মানের' কথা শুনতে পাওয়া যায়, তাহা অতি হেয় ও তুচ্ছ; সেইরূপ কথা বা সেইরূপ চিন্তাস্রোত আমাদের নরকগমনের দ্বার-স্বরূপ। শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর প্রেমের কথা অপ্রাকৃত জগতের ব্যাপার দেহ ও মনোধর্ম্মের প্রাকৃত চিন্তাস্রোতে আবদ্ধ জীবের বোধগম্য হয় না। বৃষভানুনন্দিনী স্বয়ং কৃষ্ণবস্তু ব্যতীত অন্য কিছু ন'ন। অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বিষয় ও আশ্রয়ভেদে দ্বিবিধ লীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন মাত্র। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ব'লেছেন, "রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান্। দুই বস্তু ভেদ নাহি, শাস্ত্র পরমাণ॥"

সদ্গুরুপাদপদ্মের কৃপা-প্রভাবে যখন বদ্ধজীবের এই প্রাকৃত জগতের চিন্তাস্রোত রুদ্ধীকৃত হ'য়ে গিয়ে জীব দেহমনোধর্ম্মরূপ অনর্থের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করে এবং অপ্রাকৃত রাজ্যের কথা বুঝ্‌বার সুযোগ হয়, তখনই তাঁ'র বৃষভানুনন্দিনীর চরিত্র অনুশীলন করিবার সুবিধা উপস্থিত হয়। স্বরাট্ পুরুষোত্তম কৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র ভোক্তা ও বিষয়-বিগ্রহ; শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী তাঁ'র আশ্রয়-বিগ্রহ। আশ্রয়-বিগ্রহ পরকীয়-ভাবে সম্ভোগ রসের পরিপুষ্টি করিয়া থাকেন। বিষয়ের প্রতি আশ্রয় কে ...[illegible] আকর্ষণ করা হয়, তাহারই নাম উদ্দীপনা। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীপাদ বন মহারাজ আলম্বন, উদ্দীপন, বিভাব, অনুভাব প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে অপূর্ব্ব দিগ্‌দর্শন করেন ... ... সহিত সামগ্রী চতুষ্টয় সংমিশ্রণে রসের উৎপত্তির কথাও বর্ণন করেন।

শ্রীকৃষ্ণ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি এবং তিনি অখিল রসের ভোক্তা। এই অখিল-রসের ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণকে কি রকমে অপ্রাকৃত প্রেমে বাধ্য করতে পারা যায় আশ্রয়-বিগ্রহ বৃষভানুনন্দিনী তাহা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মান প্রদর্শন ক'রে দেখিয়েছিলেন। এই স্থানটী একটী অলৌকিক স্থান। জড়চক্ষুতে এই স্থান দর্শন হ'বে না বা জড় কর্ণে এ স্থানের মাহাত্ম্য উপলব্ধ হ'বে না। চাই সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়, দিব্য চক্ষু ও দিব্য কর্ণ। গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ ব্যতিরেকে ও তাঁহার কৃপা ব্যতীত আশ্রয়-বিগ্রহ বৃষভানুনন্দিনীর লীলা বোধগম্য হয় না। শ্রীগুরুদেব শ্রীরূপেরই অভিন্ন প্রকাশ-বিগ্রহরূপে তাঁহারই আশ্রয়-বিগ্রহ। অতএব সেই বিষয় ও আশ্রয়ের লীলা উপলব্ধি করাইয়া দিবার মূল মালিক হ'চ্ছেন শ্রীগুরুপাদপদ্ম। অপ্রাকৃত রাজ্যের লীলা প্রবেশের দ্বারের চাবীকাটিটী শ্রীগুরুপাদপদ্মের হস্তে। তাঁহার কৃপা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই—নাই—নাই।

যাহাতে আমাদের জগতের চিন্তাস্রোত, রূপেতর বিষয়-পিপাসা, মান-অভিমান, হৃদ্দৌর্ব্বল্য স্তব্ধীকৃত হয়ে, অপ্রাকৃত চিন্তাস্রোত প্রবল হয়, ধামদর্শনের স্পৃহা বলবতী হয়, রূপলীলা, বৃষভানুনন্দিনীর লীলা বুঝিবার অবসর হয়, তজ্জন্য আসুন আমরা সকলে বৃষভানুনন্দিনীর পাদপদ্মে কাতরভাবে প্রার্থনা করি। ধামের কৃপা আবশ্যক। মনের ক্রিয়ায় কোন কাজ হ'বে না। মন অহর্নিশ সংকল্প বিকল্প ক'রে থাকে; সে ক্ষণে সবল, ক্ষণে দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে এবং ক্রমাগতই পরিবর্ত্তনশীল। মনের সাহায্য নিয়ে আমাদের কোন সুবিধা হ'বে না। চেতনের উন্মুখতা হওয়া চাই। চেতনের উন্মুখতা হ'লে, এই কষ্টসাধ্য পরিক্রমায় কোন ক্লেশ বোধ হ'বে না; নচেৎ মনের খেয়ালে যদি পরিক্রমা করি, তা'তে শরীর অসুস্থ হ'লে, দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়লে, পরিক্রমা ছেড়ে দিতে বাধ্য হব। কিন্তু চেতন বৃত্তিটা যদি জেগে ওঠে, তবে আর অবসন্ন হ'ব না। গুরু-পাদপদ্মে আমরা কাতরভাবে প্রার্থনা ক'রব, যাতে আমাদের চেতনের বৃত্তি উদ্বুদ্ধ হয়। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির বশবর্ত্তী হ'য়ে কামাতুর হৃদয়ে অপ্রাকৃত কামদেবের লীলা বোঝ্‌বার সুযোগ হ'বে না। চেতনের উদ্বোধনের দ্বারা ধাম-পরিক্রমা কর্‌তে হ'বে, তবে যদি ধাম পরিক্রমা সার্থক হয়। চেতন যদি জেগে না উঠে, তাহ'লে ধাম-পরিক্রমা আর সংসার-পরিক্রমায় তফাৎ কোথায়? "কি লাভ হাঁটিয়া দূর দেশ?"

আমাদের গুরুপাদপদ্ম আমাদের প্রতি যে অলৌকিক করুণা প্রকাশ ক'রেছেন এবং ধাম-পরিক্রমায় অধিকার প্রদান ক'রবার জন্য, আমাদের চিন্ময় চক্ষু উন্মীলিত ক'রবার জন্য, চেতনের বৃত্তি উদ্বুদ্ধ ক'রবার জন্য, যে সমস্ত উপদেশ প্রদান ক'রেছেন বা যে প্রকার সুযোগ অর্পণ ক'রেছেন, এ রকমটী আর কেহ কখনও করেন নাই। এতেও যদি আমাদের চৈতন্য না হয়, আমাদের স্বরূপের কথা হৃদয়ে না জাগে, তা'হলে পোড়া কপাল বুঝ্‌তে হ'বে। বৈকুণ্ঠের দূত স্বয়ং এসেছেন আমাদিগকে শ্রীধামের লীলায় প্রবেশাধিকার দিবার জন্য। শ্রীভগবান আমাদের যে স্বতন্ত্রতা দিয়েছেন, তা'র সদ্ব্যবহার করা না করা আমাদের হাত। আমরা সেই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিয়া যদি গুরু পাদপদ্ম হ'তে চৈতন্যশিক্ষা লাভ করি এবং চেতনকে উদ্বুদ্ধ করি তবেই আমাদের ধাম-পরিক্রমা সফল হয়। নচেৎ এই অপ্রাকৃত বৃষভানুনন্দিনীর মান-সরোবরে এসে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার চিত্র হৃদয়ে অঙ্কনপূর্ব্বক নরকের পথে চ'লে যা'ব।"

রায়াতে

অতঃপর বক্তৃতা শেষ হইলে পরিক্রমা ওখান হইতে রওনা হইয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহকে অগ্রণী করিয়া 'রায়া' গ্রামের দিকে চলিতে থাকেন। 'মান-সরোবর' হইতে 'রায়া' ৪॥ মাইল। 'রায়া'তে পৌঁছিতে বেলা প্রায় ১টা হয় এবং ১০।১১ মাইল পথ অতিক্রম করা হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ 'রায়া'তে পৌঁছলে ভোগ সমাপনান্তে পরিক্রমাকারিগণ বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া বিশ্রাম করেন।

বৈকালে স্থানীয় কয়েকজন পণ্ডিত ও বহু ব্রজবাসী আমাদের তাঁবুতে আসিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব নয়নমনোভিরাম শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করেন ও শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন; সকলে একস্থানে উপবেশন করিয়া শ্রীপাদ নেমি মহারাজকে শ্রীগৌড়ীয় মঠ-সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন এবং শ্রীগৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্য ও কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে নানাবিধ সদুত্তর প্রার্থনা করেন। শ্রীপাদ নেমি মহারাজ প্রায় ১ ঘণ্টাকাল তাঁহাদের সহিত হিন্দিভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীগৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে অনেক কথা বুঝাইয়া দেন। সহজিয়াগণের বিচারে ও শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিচারে যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ তাহা সজ্জনবৃন্দকে বুঝাইয়া দিলে তাঁহারা অত্যন্ত প্রীত হন। উপস্থিত ব্রজবাসী পণ্ডিতগণের সহিত শ্রীপাদ নেমি মহারাজের অনেক শাস্ত্র বিচার হয়। স্মার্ত্তের বিচারের সহিত রূপানুগ গৌড়ীয় বৈষ্ণবের বিচার যে কত তফাৎ তাহা স্বামিজী মহারাজ বর্ণনা করেন। স্মার্ত্তগণের বিচার কেবল প্রাকৃত দেহ ও মনে সংবদ্ধ, কিন্তু গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের বিচার সেরূপ নহে; তাহা আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত এবং সেই আত্মধর্ম্মই বৈষ্ণবধর্ম্ম বা সনাতন-ধর্ম্ম নামে অভিহিত। অতএব বৈষ্ণবধর্ম্মের সহিত স্মার্ত্তের বিচারের সমতা করিতে গেলে, বৈষ্ণবধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইতে হইবে এবং অনর্থময় সংসারেই আসক্ত থাকিতে হইবে। এতৎপ্রসঙ্গে উপস্থিত কোন পণ্ডিত ব্যক্তির প্রশ্নে স্বামিজী মহারাজ কর্ম্মীর প্রায়শ্চিত্ত-বিচার সম্বন্ধে অনেক শাস্ত্রালোচনা করিয়া বলেন যে, কর্ম্মীর প্রায়শ্চিত্ত-বিধি কুরঙ্গ-শৌচবৎ। কিন্তু বৈষ্ণবের বিচারে শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে এক নামাভাসেই জীবের সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায় ইত্যাদি।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর বহুক্ষণ যাবৎ সংকীর্ত্তন হইলে পর পরিক্রমাকারী ভক্তগণ প্রসাদ-সেবনান্তে তাঁবুতে রাত্রিযাপন করেন।

শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ

(তারের সংবাদ)

এলাহাবাদ, ১৪।১১।৩২

মাসাধিককালব্যাপী ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা সমাপনান্তে শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে আগত পরিক্রমাকারিগণ অদ্য এলাহাবাদ হইতে মায়াপুরে রওনা হইয়াছেন।

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ মথুরা হইতে গতকল্য রাত্রে সপার্ষদে এলাহাবাদে পৌঁছিয়াছেন। তিনি ৮এ সাউথ মালাকা শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিতেছেন। এলাহাবাদের বক্তৃতাহলগৃহের ভিত্তিস্থাপনানুষ্ঠান আগামী ৩১শে তারিখে সম্পন্ন হইবে। উক্ত শুভানুষ্ঠানে আগত বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণের অভ্যর্থনার জন্য বিশেষ আয়োজন হইতেছে।

শ্রীধামে পরিক্রমাকারিগণ

শ্রীচৈতন্যমঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী, সেবাবিগ্রহপ্রভু শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা সমাপনান্তে প্রায় ২৫ জন ভক্তসহ গত পরশ্ব সোমবার রাত্রে শ্রীধাম-মায়াপুরে পৌঁছিয়াছেন। পথিমধ্যে তাঁহাদের বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নাই।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ-মহারাজও কতিপয় ভক্তসহ গত ১০ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার শ্রীধামে পৌঁছিয়াছেন।

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। কৃষ্ণগুরু নাহি মিলে ভজহ' হিয়ায়

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা!   সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

ত্যাগীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মধুহার। প্রত্যেকটী কবিতা আনন্দচর্ব্বণীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পরজগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৷৷০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ৷৷০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধবগৌড়ীয় পরমার্থিতামন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রাকৃতান্বয়, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৵০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল' প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বেদদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসভারতী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শিক্ষা ও বিদ্যা ভক্তি, সপ্তসোপান, শ্রেয়ঃ কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ, মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীজগন্নাথবল্লভ-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন— চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব সুধাসমৃদ্ধ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীরূপাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের মত, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী প্রদর্শনিক বক্তৃতামালা। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম প্রবণে কবেদা," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা বিশ্বদরবারে শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'গীত-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কোস্তুভমণি প্রথিত সিদ্ধান্তহার। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৷০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থান, তথা, প্রতিষ্ঠা, স্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। ... পারমার্থিক কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ., ... বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব চিত্র ও মানচিত্রসম্বলিত, ... বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (...) মখমলে বাঁধাই মূল্য ১৷০, ডাঃ মাঃ সহ ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামমন্ত্র, শ্রীমহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অরুণোদয় নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্যান, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্ গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিস্তৃতাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সুত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তথ্যাবলীর সহ বস্ত্র-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাবধ্বন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপারিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষ্য, বিবৃতি, টিপ্পনী, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের হাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা সারগ্রাহাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এতদ্রূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় গ্রন্থ কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—... —শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে বোম্বাই কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থে এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

...

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-খুব জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বাক্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মতোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উদ্ধৃত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামি প্রভুর

ভক্তি-সন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী পুস্তকাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷৶০ দশ আনা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসংবলিত শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবত—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পূর্বার্দ্ধ ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶৹
৩। ভাষ্যসংবলিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(চতুর্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। শিক্ষাষ্টক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৶৹
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶৹
৭। ভজনরহস্য ॥৹
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা)
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা)
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸
১১। গীতার কেবল্ল মাধ্ব-ভাষ্য ॥
১২। মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়)
১৪। জৈবধর্ম্ম
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
(চতুর্থ সংস্করণ)
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵
ঐ (বাঁধা) ৷
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ।৵
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷
২২। ভক্তিরত্নাকর
(নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵
২৩। গীতমালা ৴
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৷
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা
(৪৪৩ গৌরাব্দ) ৵
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ
২৯। শরণাগতি
৩০। গীতাবলী
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৲
৩২। সাধনকণ
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৩৪। নবদ্বীপশতক ।৹
৩৫। অর্থপঞ্চক ৶৹
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৷৹
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৷১৹
৩৮। অর্চ্চনকণ ৲৹
৩৯। সাধুকণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥৹
ঐ (আবাঁধা) ।৶৹
বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥৹
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।৹
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।৹
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶
৫২। সাধ্যবাণী ৴

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ৷
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ৷
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷
৬০। নামভজন ৷
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৵
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৬৩। বৈষ্ণবীজম্
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴
৬৫। দি ভাগবত
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল য়্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন্
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১৲
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৭০। সাধন পথ
৭১। কল্যাণ কল্পতরু
৭২। গীতাবলী
৭৩। শরণাগতি

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পত্রিকাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸৹, নগদ প্রতি সংখ্যা ৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শুদ্ধ-তাৎপর্য্য নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি কর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রবর্ত্তিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ কর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।৹।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥৹ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥৹ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

কল্যাণ পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমাপ বৈষধ ডাকে পাঠান হয়। ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।৹ আনা, পাঁইট ৷৶৹ আনা, বোতল ১৶৹ আনা।

আফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

আবার মহাযুদ্ধ

বেলজিয়মের ভয় হইয়াছে যে, আবার বুঝি মহাযুদ্ধ বাধে। সেইজন্য কর্তৃপক্ষ পূর্ব্বসীমান্ত প্রদেশে কেল্লা প্রস্তুত করিতেছেন। যে দিকে বনজঙ্গল খুব বেশী কাজেই দুই একটি যে রাস্তা আছে, তা' রক্ষা করা বিশেষ কঠিন নয়। এইজন্য একদল সৈন্য ঐ দিকে পাঠান হইয়াছে।

গোড়ামারিতে ভীষণ ডাকাতি

আমাদের গোড়ামারি গ্রামে আহাতুল্লা পরামাণিকের বাটীতে ২৫ ডাকাত মশাল প্রভৃতি লইয়া প্রবেশ করে, তাহার বাড়ীর লোকজনকে মারপিট করে এবং একজনের মুখ পুড়াইয়া দেয় এবং নগদ তিনহাজার টাকা ও অলঙ্কারাদিতে ৫০০৲ টাকা মূল্যের জিনিষপত্র লইয়া চলিয়া যায়।

পতাকাদহন উৎসব

আয়র্লণ্ডের কলেজগ্রীণে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সঙ্ঘের একসভাস্থলে মঞ্চের উপর ইংলণ্ডের জাতীয়পতাকা পুড়াইয়া দেওয়া হয়। এই সভায় আইরিশ রেপাব্লিকান পার্টির অনেক সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

কলেজে ধর্ম্মঘট

পাঠক অবগত আছেন যে পুনা সামরিক বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপালের কর্ম্মত্যাগ উপলক্ষে ছাত্রগণ ধর্ম্মঘট করে।

বর্ত্তমানে আশা করা যায় যে প্রিন্সিপাল ও কমিটীর মধ্যে একটী আপোষ মীমাংসা হইবে। এই জন্য কলেজ কমিটির একটী অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ফলাফল শীঘ্রই জানা যাইবে।

ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ

ভারতের ভাবী শাসনপ্রণালীতে ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ সম্বন্ধে বিচার চলিতেছে। যদিও ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুত তথাপি সারদা-এক্টে বিবাহের বয়স স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ধর্ম্মের সহিত সমাজসংগঠনের এত নিকট সম্পর্ক যে এবিষয়ে ঠিক মীমাংসা করা দুরূহ।

আশা করা যায় দিল্লীতে একটি প্রকাশ্য বৈঠকে এলাহাবাদের মিলন-বৈঠকের মীমাংসাসমূহ বিচারিত হইবে।

কমিটীত্রয়

এলাহাবাদ মিলন বৈঠকে তিনটা মিলিত হইয়াছে। নিখিল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা এবং অন্যান্য বিষয় মীমাংসার জন্য [illegible] গঠিত হইয়াছে।

মুসলমানদিগকে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার এক তৃতীয়াংশ সভ্য নির্ব্বাচিত করিতে দেওয়া হইবে অথবা তাঁহারা লোকসংখ্যার অনুপাতে সভ্য সংখ্যার অধিকারী হইবেন এ বিষয়ে তর্ক চলিতেছে।

নোবেল প্রাইজ

পাঠক অবগত আছেন যে, ইংরাজ নাট্যকার জন গল্‌স ওয়ার্দি বর্ত্তমান বৎসরের নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন।

পরের খবরে প্রকাশ যে আমেরিকার সুবিখ্যাত রসায়নবিৎ ডাক্তার আর্ভিং লাঙ্গমুর রসায়ন বিদ্যায় নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন। তাঁহার বয়স ৫১ বৎসর; তিনি ১৯০৯ সাল হইতে রাসায়নিক আবিষ্কারে ব্যাপৃত আছেন।

বিজ্ঞাপনের পুরস্কারের কথা এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

---

২০০ বৎসরের বৃদ্ধ

এ পর্য্যন্ত সকলেই জানিতেন যে, তুরস্কের জারো আগা নামক লোকটিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ। ১৭৭৪ সালে তাঁহার জন্ম। পৃথিবীতে তাঁহার মত প্রাচীন লোক আর নাই। কিন্তু ইদানীং সংবাদ আসিয়াছে আফগানিস্থানের অন্তর্গত জালালাবাদের সৈয়দ মহম্মদ নামক এক ব্যক্তির বয়স ২০০ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। এখন ইনিই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ।

পৃথিবী পরিক্রমা

ভনগোন নামক একজন বিমান-বিহারী বিমানপোতে আরোহণ করিয়া ভূপ্রদক্ষিণ করিয়াছেন। উত্তর মেরুর নিকট দিয়া সব সময়েই ইউরোপ হইতে আমেরিকায় যাওয়া যায় ইহাই তাঁহার অভিমত।

তৈল খনি

ইটালির উপনিবেশ এরিট্রিয়ার রাজধানী মাসাওয়ার নিকট ডাহলাক দ্বীপে একটী বিস্তীর্ণ তৈল-খনি আছে বলিয়া অনুমিত হয়। অনেক স্থানে তৈলের চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয়।

নূতন লেকচারার

শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক গিরিশ ঘোষ লেকচারার মনোনীত হইয়াছেন। প্রথমে পরলোকগত বিপিনচন্দ্র পালকে এই পদের জন্য নির্ব্বাচিত করা হইয়াছিল।

নলকূপ খননে বিপত্তি

শ্রীহট্ট হইতে ফ্রি প্রেসের সংবাদদাতা জানাইয়াছেন 'সেনবয়রের এক জমিদার-বাড়ীতে নলকূপ খননের সময় এক বিস্ময়কর ঘটনার সংবাদ এখানে পাওয়া গিয়াছে। নলকূপটী ২৩০ ফুট খুঁড়িবার পর নলটিকে আরও অধিক প্রোথিত করিবার চেষ্টা করা হয়। তখন হঠাৎ নলের মুখ দিয়া ভীষণ বেগে কাদা বালি এবং গ্যাস নির্গত হইতে থাকে। ঐ কাদা ও গ্যাস চারিদিকে ছিটকাইয়া পড়িয়া নিকটবর্ত্তী সমস্ত বাড়ীর ছাদ ঢাকিয়া ফেলে। লোকজন ভয় পাইয়া বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যায়। সন্ধ্যার সময় এক ব্যক্তি আলো লইয়া ঘটনাস্থলের দিকে যাইতেছিল, লোকটী যখন নলকূপের ৪।৫ হাত দূরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তখন ভূগর্ভ হইতে উৎক্ষিপ্ত ঐ সকল দ্রব্যে আগুন লাগিয়া যায় এবং ফলে সকল স্থানটি জুড়িয়া আগুন জ্বলিতে থাকে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এই ব্যাপার ঘটে যে, লোকটি পলাইবার পূর্ব্বে অল্পবিস্তর দগ্ধ হয়।

বাঙ্গালীর প্রাচীন কামান

কুচবিহারের অন্তর্গত ইছামারী গ্রামের এক পাকা ইন্দারার নিকট মাটীর নীচে ৩২১ বৎসরের পুরাতন ১ কামান পাওয়া গিয়াছে। এই কামানে এতদিনেও মরিচা ধরে নাই। উহা ৬ ফুট লম্বা, ও মুখের ব্যাস ৩ ইঞ্চি, বাহিরের ব্যাস ১০।১২ ইঞ্চি। ইহা উত্তম ইস্পাত বা মিশ্রিত ধাতুর দ্বারা নির্ম্মিত। পুরাতন বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিত আছে যে, ইহা মহারাজ শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ভূপ দ্বারা ১৫৩৩ শকাব্দে নির্ম্মিত। উক্ত মহারাজ কামরূপে (কোমতাপুর, পরে আধুনিক কুচবিহার) ১৫৮৭ হইতে ১৬২৯ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজা ছিলেন।

বাতের ঔষধ

মৌমাছির কামড়ে দুরারোগ্য বাত সারে, ইহা অনেকেই জানেন। ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়ার একজন স্ত্রীলোক বাতের বেদনায় বহু বৎসর শয্যাশায়ী ছিলেন। তাঁহাকে কেহ বলে, বাতের বেদনা স্থলে যদি মধুমক্ষিকা ১৫০ বার দংশন করে, তবে রোগ সারিয়া যাইবে। ৩০।৪০ বার দংশনে তাঁহার যন্ত্রণা হইয়াছিল, হইবার পর আর কোন যাতনা হয় নাই। ইহাতে তাঁহার বাত সারিয়া যায়। ৩০ বৎসর অতীত হইল, আর তাঁহার বেদনা হয় নাই। সম্প্রতি ভিয়েনায় ডাক্তারগণ [illegible] রা [illegible] ঘোষণা করিয়াছেন যে [illegible] বিষে বাত সারিয়া যায়।

চুক্তি কমিটী

অটোয়ার ব্যবসায় চুক্তি ভারতের পক্ষে সুবিধাকর হইবে কিনা, সে সম্বন্ধে বিচার করিবার জন্য একটী কমিটী গঠিত হইয়াছে। ইহা পাঠকগণ অবগত আছেন। এই কমিটীতে পনরজন সদস্য থাকিবেন তাহার মধ্যে ৮ জন গবর্ণমেন্টের পক্ষে।

মার্কিনের ঋণ

গত ৩১শে অক্টোবর মার্কিনের ভারতীয় ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬ হাজার ২ শত ৪৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা।

পৃথক প্রদেশ

খালিকোটার রাজা বিলাতী গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।

তিনি বলেন যে, যদিও তিনি নিখিল ভারতের জমীদারদিগের প্রতিনিধি স্বরূপে যাইতেছেন তথাপি তিনি উড়িষ্যাকে পৃথক্ করিবার জন্য সুপারিশ করিবেন।

খুনের আইন

বাংলার রাজনৈতিক খুন প্রভৃতি সম্বন্ধীয় যে আইন আছে, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র মিত্র তাহার সম্পর্কিত একটী সংশোধন প্রস্তাব আনয়ন করিবেন।

বোম্বাইয়ের মিঃ শেটি এবং মজিদ নামক দুইজন শ্রমিক নেতা 'মে ডে'তে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং তিনশত টাকা করিয়া অর্থদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হন।

হাইকোর্টের আপীলে মিঃ মজিদের দণ্ড হ্রাস হইয়া ছয়মাস কারাদণ্ড এবং তিন শত টাকা জরিমানা দাঁড়াইয়াছে। মিঃ শেটির দণ্ড কমে নাই।

লোহার কড়ি বরগা
করগেট টীন, জানালার গরাদে
দালানের ফুলদার রেলিং ওগাম
বেড়াঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি
[illegible]চন্দ্র মুখার্জি এণ্ড [illegible]
[illegible]

টেল — [illegible]

দৈ নি ক

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
প্রতি
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা বহুল প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২১২তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১লা অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার ১৩৩৯, ১৭ই নভেম্বর ১৯৩২

নানা কথা

কাশীধামে নারী-কনেষ্টবল

এই পর্য্যন্ত কাশীধামে ১২ জন নারী কনেষ্টবলের কার্য্য গ্রহণ করিয়াছে। এই নারী-কনেষ্টবলদের মধ্যে অধিকাংশই বাঙ্গালীর মেয়ে। উঁহারা অতি পরিষ্কার ভাষায় কথা বলে এবং নারী সত্যাগ্রহী-দিগকে যাহারা পিকেটিং করে তাহাদিগকে টানিয়া লইয়া যায়। যে কয়টী নারী পুলীশ হইয়াছে তাহারা প্রায় সকলেই লম্বা এবং বিশেষ বলশালী বলিয়া বোধ হয়। উঁহাদের বাহুতে একটি ব্যাজ আছে, এবং তাহাতে 'নারী পুলীস ফোর্স' বলিয়া লেখা আছে।

---

২৪ জনের অপমৃত্যু

বিলাতে এক্তারগ্রীণ কলিয়ারিতে হঠাৎ অগ্ন্যুৎপাত হয়। তাহাতে একশত শ্রমজীবীর মধ্যে ২৪ জন মারা গিয়াছে এবং অনেকে আহত হইয়াছে। ২০০ শ্রমিক কার্য্য করিতেছিল।

রাজবন্দীর পলায়ন

তিন জন আটক অন্তরীণকে জলপাইগুড়ি জেল হইতে মেদিনীপুর জেলে লইবার আদেশ হয়। তাহাদিগকে নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসে করিয়া কড়া পাহারায় পাঠাইবার সুবন্দোবস্ত হয়, কিন্তু গভীর রাত্রিতে, যখন ট্রেন কলগাছি ও হিলি ষ্টেসনের মধ্যে দিয়া ছুটিতেছিল, সেই সময় তাহারা কি কৌশলে পাহারাওয়ালাদিগের চক্ষে ধূলি দিয়া পায়-খানায় প্রবেশ করে এবং সেখান হইতে জানালা দিয়া বাহিরে লম্ফ প্রদান করিয়া চম্পট দেয়। জোর অনুসন্ধান চলিতেছে।

কাশীধামে নারী-কনেষ্টবল

ভীষণ হত্যাকাণ্ড

২৪ জনের অপমৃত্যু

প'ড়ে পাওয়া ৩০০০ পাউণ্ড

রাজবন্দীর পলায়ন

তুরস্কে নাম বিভ্রাট

মন্ত্রীর ফাঁসি

জেনেভায় রণ-সজ্জা

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত

গাড়ী চাপায় ছয় জনের মৃত্যু

বিধাতাপুরুষের অপরাধ

মন্ত্রীর ফাঁসি

কাবুল হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে আফগানিস্থানের জনৈক ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী গোলাম খাঁকে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে। যে সময় বাচ্চাই সকো। কাবুলের রাজা আমানুল্লাকে বিতাড়িত করিয়া সিংহাসন দখল করেন সে সময় তিনি মাস্কো হইতে আসিয়া আফগানিস্থানের কতকটা অংশ দখল করিয়া লন। পরে নাদির সাহেব আক্রমণে ভীত হইয়া পলায়ন করেন। গতমাসে তিনি কাবুলে ফিরিয়া আসেন।

বিপ্লব চেষ্টা

তিনি রাজা নাদীরের ক্ষমা প্রাপ্ত হন এবং কাবুলে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। পরে জানা যায় যে তিনি নাদীর খাঁকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া আমানুল্লাকে সিংহাসনে স্থাপিত করিবার জন্য চেষ্টা করায় এবং তাঁহার ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হওয়ায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় বিচারে প্রতিপন্ন হয় যে তিনি রাজদ্রোহ এবং কোরাণের অপমান করার অপরাধে অপরাধী।

বিধাতাপুরুষের অপরাধ

ফ্যাসিষ্ট জগতের বিধাতাপুরুষ সিনিয়র মাসোলিনি রাজা ভিক্টোরের জন্ম দিনে রোমে সৈন্যদের কুচকাওয়াজ দেখি-ছিলেন। এমন সময় এক ঝাঁক পোষাক পায়রা তাঁর মাথার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। পায়রাগুলি ঠিক সারি দিয়া তাঁহার মস্তকের চারিদিকে ঘুরিতে থাকে। সেই সময় তিনি হাসিয়া ফেলেন। এমন সময় হাস্য করা অপরাধ।

ঝড় বৃষ্টি

নদীয়া ও বর্দ্ধমান জেলার স্থানে স্থানে কয়েকদিন হইতে কিছু ঝড় ও সামান্য বৃষ্টিপাত হইতেছে শীত পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	এলাহাবাদ	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঐ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীধাম বৃন্দাবন	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ঐ
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	এলাহাবাদ	১১ শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	ঐ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঐ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	ঐ	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কাশী
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	ঐ		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

[illegible] মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে [illegible] অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেবাবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৩১১৫

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতি, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃত দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীজনবন্ধচিত্ত দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীপ্রণয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোদণ্ড, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালি দাসাধিকারী। শ্রী[illegible] দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) ঠাকুর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রী[illegible] দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী,

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ সাউথ মালাকা প্রয়াগ ইউ. পি

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবদন ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রী[illegible]দাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্কণিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন.

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চৈত্রকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৭) বাসুদেবগৌড়ীয় মঠ

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible]।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ [illegible], [illegible]

এখানে বহু ভূকম্পিত শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, [illegible] দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নব গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ,

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) বালিয়াটী-গোপাল পাট

কাঠালপাড়া, ঢাকা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর [illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম - মায়াপুর - নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, } ৪ঠা কেশব গৌরাব্দ ৪৪৬, ১লা অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৭ই নভেম্বর ইং ১৯৩২ বৃহস্পতিবার } ২১২ তম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

সংক্ষিপ্ত ডায়েরী

সপ্তবিংশতি দিবস

[তাং ৪।১১।৩২ শুক্রবার]

ঢং ঢং করিয়া ভোর ৪ টায় ঘণ্টা বাজিল; অভ্যাসবশতঃ পরিক্রমাকারী নরনারীগণ নিদ্রাভঙ্গে সজাগ হইলেন ও শয্যাত্যাগ পূর্ব্বক উঠিয়া বসিলেন। উঠিয়া বসিয়া সকলেই শয্যাদি বাঁধিয়া গাড়ী বোঝাই করিবার জন্য আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ঐরূপ কোন আদেশ না আসায় সকলেই স্থির করিলেন যে, অদ্য আর পরিক্রমা বাহির হইবেন না। প্রাতে ৬॥ টা বাজিয়া গেল তখন সকলের অনুমান কার্য্যে পরিণত হইল।

"বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।" পরিক্রমার কথা প্রোগ্রামে বিজ্ঞাপিত আছে অথচ পরিক্রমা কেন হইবে না, এই চিন্তায় পরস্পর পরস্পরের সহিত কথা-বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। প্রাকৃত চিকিৎসকগণ রোগীকে কখন কেবল উপবাস করাইয়া, কখনও কেবলমাত্র ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা, কখনও বা ঔষধের সহিত বিধিমত পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া, কখনও বা কেবলমাত্র পথ্যের ব্যবস্থা দিয়া চিকিৎসা করিয়া থাকেন। ভবরোগের অপ্রাকৃত চিকিৎসক অস্মদীয় আচার্য্যপ্রবরও আমাদের ভব-রোগ নিবারণকল্পে বনভ্রমণছলে কখন কি প্রকার ব্যবস্থা করিয়া আমাদের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাহা আমাদের প্রাকৃত বুদ্ধির অগম্য। তাই আজ পরিক্রমা স্থগিত করিয়া দিয়াছেন। পরিক্রমা স্থগিত করিয়া দিয়াছেন বটে, কিন্তু আমাদিগকে জড়েন্দ্রিয়তর্পণের অবসর না দিয়া অবিশ্রান্তভাবে হরিকথা শ্রবণের সুযোগ দিয়াছেন।

শ্রীপাদ নেমি মহারাজের কীর্ত্তন

বেলা ৮ টার সময় সকলকে সামিয়ানার নীচে সমবেত হইবার আদেশ দিয়া শ্রীপাদ নেমি মহারাজ সংকীর্ত্তন সমাপনান্তে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। শ্রোতৃবৃন্দ একাগ্রচিত্তে স্বামিজী মহারাজের শ্রীমুখবিগলিত ভাগবতামৃত পান করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীব্রজধাম-পরিক্রমাকালে কৃষ্ণলীলা পাঠ ও কীর্ত্তন সময়োপযোগী বিবেচনা করিয়া স্বামিজী মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার কিয়দংশ পাঠ ও কীর্ত্তন করেন। মাতা যশোমতীকে শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় অন্যমনস্ক দেখিয়া গৃহের সমস্ত জিনিষপত্র নষ্ট করা, যশোমতীর শ্রীকৃষ্ণপ্রতি ভর্ৎসন, তাড়ন ও তাঁহাকে বন্ধন-চেষ্টা প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন। কৃষ্ণ-সেবা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণেতর-বিষয়-সেবার চেষ্টা যে আমাদের আদৌ কর্ত্তব্য নহে, তাহাই শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলায় মাতা যশোমতীর প্রতি ব্যবহারে পরিস্ফুট হইয়াছে।

মাতা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে তাড়ন পূর্ব্বক তাঁহাকে বন্ধন জন্য যে চেষ্টা দেখাইয়াছেন এবং শত সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও যে সেই কার্য্যে বিফলমনোরথ হইয়াছেন এবং তাঁহার বন্ধন-রজ্জু প্রত্যেক বারেই দুই অঙ্গুলি কম পড়িয়া গিয়াছে; তদ্দ্বারা স্বামিজী মহারাজ বুঝাইয়া দেন, বদ্ধজীব শ্রীভগবান্‌কে মাপিয়া লইবার জন্য যতই চেষ্টা করুক না কেন তাহা পণ্ডশ্রম মাত্র। কিন্তু কৃষ্ণ যখন কৃপা পূর্ব্বক নিজে মাতাকে বন্ধন করিবার সুযোগ দিয়াছিলেন, তখনই যশোমতী তাঁহাকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আমরা নিজ জ্ঞানে, নিজ চেষ্টায় আরোহ-পন্থায় মেপে নিতে পারি না। সূর্য্যকৃপায় সূর্য্য দর্শনের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকৃপায় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায়। তাই শাস্ত্র বলেছেন "কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামীরূপে শিখায় আপনে॥" শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব জানাইবার জন্য তাঁ'রই অভিন্ন প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম জীবকল্যাণের নিমিত্ত এই প্রপঞ্চে উদিত হ'ন। অতঃপর উদূখলে বন্ধন-দশায় অবস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের যমলার্জ্জুনবৃক্ষ উৎপাটন করিয়া তাহাদিগকে নারদের অভিশাপ হইতে মুক্ত করার বিষয় শ্রৌতপন্থায় বিবৃত করেন। এতৎপ্রসঙ্গে স্বামিজী মহারাজ পরম বৈষ্ণব দেবর্ষি নারদের প্রতি অপরাধের ফল বর্ণনা করেন এবং আমরা যাহাতে ভ্রমেও বৈষ্ণব অপরাধ-পঙ্কে নিমজ্জিত না হই, তৎসম্বন্ধে আমাদিগকে বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দেন। বৈষ্ণবাপরাধহীন মহাপাপীরও নিস্তার আছে, কিন্তু বৈষ্ণবাপরাধীর কোন কালে নিস্তার নাই। মহাপ্রভুর প্রকটকালে জগাই মাধাই তাহার নিদর্শন।

৮টা হইতে ১০॥ টা পর্য্যন্ত শ্রীপাদ নেমি মহারাজ পাঠ কীর্ত্তন করিয়া সভা ভঙ্গ করিলে সকলে স্নানাদি করিয়া প্রসাদ সম্মান করেন। অদ্য চাপাহাটীনিবাসী শ্রীমতী উষাবালা দেবী ও শ্রীমতী গঙ্গাবালা দেবীদ্বয় উৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন পূর্ব্বক তাঁহাদের সঞ্চিত অর্থ মাধবের সেবায় ব্যয়িত করিয়া নিত্য সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

রায়াতে বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তন

বৈকালে আনুমানিক শতাধিক স্থানীয় ব্রজবাসী ত্রিদণ্ডিপাদগণের নিকট আসিয়া অত্যন্ত আর্ত্তি সহকারে ক্ষুদ্র রায়া সহরটীতে নগর সঙ্কীর্ত্তন করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলে অপরাহ্ণ ৫ টার সময় নগর-সংকীর্ত্তন করিবার জন্য পরিক্রমাকারিগণ বহির্গত হ'ন। তাঁহারা "শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা-নামাঙ্কিত নিশান ও পতাকা-সমূহ লইয়া বড় রাস্তায় বাহির হইলে, সঙ্গে স্থানীয় দুই তিন শত ব্রজবাসী আসিয়া যোগদান করেন। সংকীর্ত্তন-সঙ্ঘ রায়ার বাজারের মধ্যে প্রবেশ করিলে ব্রজবাসিগণ সংকীর্ত্তনকারিগণের অগ্রে অগ্রে পথের ধূলা নিবৃত্তির জন্য জল ছড়াইতে ছড়াইতে চলিতে লাগিলেন এবং বাজারের দোকান হইতে ও গৃহস্থগণের গৃহ হইতে পরিক্রমাকারী ত্রিদণ্ডিপাদগণের ও অন্যান্য কীর্ত্তনকারিগণের মস্তকে লাজ (খই), পুষ্প প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি নিক্ষেপ করিতে

লাগিলেন। এই সমস্ত সরলপ্রাণ ব্রজবাসী দোকানদার ও গৃহস্থগণের প্রাণের আর্ত্তি এবং ত্রিদণ্ডিপাদগণের প্রতি শ্রদ্ধা দর্শন করিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন।

সন্ধ্যার পরই নগর-সংকীর্ত্তন তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলে, সঙ্গে সঙ্গে দুই তিন শত ব্রজবাসী পাঠ ও বক্তৃতা শুনিবার জন্য ব্যগ্র-ভাবে আসিয়া প্রকাণ্ড সামিয়ানার নীচে সমবেত হ'য়েন। ব্রজবাসিগণের সংখ্যা অধিক হওয়ায় ঐ দিবস সামিয়ানার আকার প্রশস্ত করিতে হইয়াছিল। অদ্যকার সভায় বহু লোকের সমাবেশ হওয়ায় সন্ধ্যারাত্রিকের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-ভ্রমণ-লীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীচরিতামৃতের পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া স্থানীয় ব্রজবাসিগণ তৃপ্ত হইতে না পারিয়া পুনরায় বক্তৃতামুখে অজামিলের মুক্তি সম্বন্ধে এবং গৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে হিন্দি ভাষায় কিছু বলিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ জানাইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ হিন্দি ভাষায় দীর্ঘকাল বক্তৃতা করেন। সভায় স্থানীয় ব্রজবাসী অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং আগ্রহসহকারে বক্তৃতা শ্রবণ করেন।

ভগবত্তত্ত্ব

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২১০ সংখ্যার পর)

(খ) স্বাংশ; তাঁহাদের ষড়বিধ রূপ যথা—

১। **পুরুষাবতার**; তাঁহারা ৩টী যথা—ক। কারণোদকশায়ী প্রথম পুরুষাবতার; খ। গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতার; গ। ক্ষীরোদকশায়ী তৃতীয় পুরুষাবতার।

২। **গুণাবতার**; তাঁহারা ৩টী যথা ক। বিষ্ণু, খ। ব্রহ্মা, গ। শিব।

৩। **লীলাবতার**; তাঁহারা ২৫টী যথা—ক। মৎস্য, খ। কূর্ম্ম, গ। বরাহ, ঘ। রাম, ঙ। নৃসিংহ, চ। বামন, ছ। পৃথু, জ। পরশুরাম, ঝ। ব্যাস, ঞ। নারদ, ট। চতুঃসন, ঠ। যজ্ঞ, ড নর-নারায়ণ, ঢ। কপিল, ণ। দত্তাত্রেয়, ত। হয়গ্রীব, থ। হংস, দ। পৃশ্নিগর্ভ, ধ। ঋষভ, ন। ধন্বন্তরি, প। মোহিনী, ফ। বলভদ্র, ব। কৃষ্ণ ভ বুদ্ধ ও ম। কল্কি—এই ২৫টী।

৪। **যুগাবতার**; তাঁহারা ৪টী যথা—ক। শুক্ল (হংস) খ। রক্ত (হয়গ্রীব) কৃষ্ণ (শ্যাম) ও ঘ। পীতবর্ণ (কৃষ্ণ)।

৫। **মন্বন্তরাবতার**; তাঁহারা ১৪টী যথা—ক। যজ্ঞ, খ। বিভু, গ। সত্যসেন, ঘ। হরি, ঙ। বৈকুণ্ঠ, ৪। অজিত, ছ। বামন, জ। সার্ব্বভৌম, ঝ। ঋষভ, ঞ। বিশ্বক্সেন, ট। ধর্ম্মসেতু, ঠ। সুধামা, ড। যোগেশ্বর ও ঢ। বৃহদ্ভানু—এই ১৪টী।

৬। **শক্ত্যাবেশাবতার**; তাঁহারা ৮টী যথা—ক। চতুঃসন, খ। নারদ, গ। ব্রহ্মা, ঘ। পৃথু, ঙ। শেষ, চ। অনন্ত, ছ। পরশুরাম, জ। ব্যাস।

(৬) **আবেশ**; তাঁহার দ্বিবিধরূপ যথা—ক। **ভগবদাবেশ** যথা—কপিল ও ঋষভদেব। খ। **শক্ত্যাবেশ** যথা—নারদ, ব্যাস, পৃথু, ও সনকাদি।

এক্ষণে প্রত্যেকের স্বরূপ ও সংজ্ঞা নির্দ্ধিরিত হইতেছে।

স্বয়ংরূপ—"অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ং-রূপঃ স উচ্যতে।" যাঁহার ভগবত্তা লইয়াই অন্যের ভগবত্তা, যাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য অপরের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যকে অপেক্ষা করে না। যিনি স্বয়ং ভগবান্ সেই শ্রীকৃষ্ণই 'স্বয়ং' পরতত্ত্ব।

তদেকাত্মরূপ—যে রূপ স্বয়ংরূপ হইতে ভিন্ন নহেন, যাঁহাকে স্বয়ংরূপেরই কায়ব্যূহ বলা যাইতে পারে, অথচ যাঁহাতে আকারাদিগত কিঞ্চিৎ ভেদ আছে, তাদৃশ রূপকে 'তদেকাত্মরূপ' বলে।

আবেশ—যাঁহাতে একটীমাত্র শক্তির সঞ্চার হয়, তাঁহাকেই 'আবেশ' বলে। যেমন, নারদে 'ভক্তি'-শক্তি, পৃথুতে 'পালন'-শক্তি, চতুঃসনে 'জ্ঞান'-শক্তি ইত্যাদি। মহত্তম জীবেই এইরূপ হইয়া থাকে। ভগবদাবিষ্ট জীবের আপনাকে শ্রীভগবান বলিয়া অভিমান হয়। কপিলদেব ও ঋষভদেব আপনাদিগকে ভগবান্ বলিয়া অভিমান করিতেন; আর ভগবৎশক্ত্যা-বিষ্ট জীবের আপনাকে ভগবদ্দাস বলিয়া অভিমান হয়। ব্রহ্মা, নারদ ও ব্যাস আপনাদিগকে ভগবদ্দাস বলিয়া অভিমান করেন।

প্রকাশ—একই স্বয়ংরূপ যদি যুগপৎ অনেক স্থানে প্রকটিত হন এবং ঐ প্রকটিত মূর্ত্তিসকল যদি গুণলীলাদির দ্বারা সর্ব্ব প্রকারে মূলরূপেরই সমান হন, তবে ঐ সকল মূর্ত্তিকে মূলরূপের প্রকাশ-মূর্ত্তি বলা যায়। "একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরূপ। আকারেতে ভেদ নাহি, একই স্বরূপ॥ মহিষী-বিবাহে যৈছে, যৈছে কৈল রাস। ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশ॥"—চৈঃ চঃ আদি ১ম। "অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা। সর্ব্বথা তৎস্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে॥" (লঘুভাগবতামৃত)।

বিলাস—যিনি প্রায় মূলরূপের তুল্য শক্তিধর কিন্তু আকৃতিতে, বর্ণে ও নামে ভেদমাত্র, তাঁহাকে বিলাস বলে; যেমন ব্রজে শ্রীবলরাম ও বৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণ, "একই বিগ্রহ যদি আকারে হয় আন। অনেক প্রকাশ হয় বিলাস তাঁর নাম॥" চৈঃ চঃ আদি। "স্বরূপমন্যাকারং যত্তস্য ভাতি বিলাসতঃ। প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে॥" লঘুভাগবতামৃত।

স্বাংশ—যিনি বিলাস হইতে ন্যূন শক্তিধারী তাঁহাকে 'স্বাংশ' বলে, যেমন মৎস্য, কূর্ম্মাদি অবতারসমূহ।

প্রাভব ও বৈভব—প্রাভবে প্রভুত্ব এবং বৈভবে বিভুত্ব বর্ত্তমান। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রাভব-প্রকাশ-মূর্ত্তিসকল স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণই। তাঁহাদের নাম, রূপ, গুণ, লীলা শ্রীকৃষ্ণ হইতে কোন অংশে ভিন্ন নহে; কিন্তু যিনি শ্রীকৃষ্ণের বৈভব-প্রকাশ—ব্রজে শ্রীবলরাম, তিনিই মূল-সঙ্কর্ষণ। তিনি নামে আকৃতিতে ও বর্ণে ভিন্ন হইলেও শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভেদ বস্তু। তাঁহা হইতেই আদি চতুর্ব্যূহ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই প্রাভব বিলাসচতুষ্টয় ভাবভেদে দ্বারকায় এবং মথুরায় দ্বিভুজ মূর্ত্তিতে এবং পরব্যোমে চতুর্ভুজ শ্রীনারায়ণরূপে প্রকটিত। বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত বিশেষ বিশেষ প্রকাশ-মূর্ত্তির কথাও শ্রবণ করা যায় এবং ঐ সকল প্রকাশ-মূর্ত্তিতে আকারগত ভেদও দৃষ্ট হয়; যেমন দেবকীনন্দনে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি। এই স্থলে আকারগত ভেদ সত্ত্বেও স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ-তত্ত্বই স্বীকৃত হইয়া থাকে। দেবকীনন্দনে দ্বিভুজ মূর্ত্তিও এইরূপ জানিতে হইবে।

ত্রিবিধ পুরুষাবতার; অবতার কাহাকে বলে ও উদ্দেশ্য কি?

জীবের প্রাপঞ্চিক উপকারার্থ শ্রীভগবানের স্বরূপ-বৈভবসকলের মায়া-বৈভব প্রকটনের নামই অবতার। এতদ্দ্বারা প্রপঞ্চে সিদ্ধ ও সাধকের সম্মিলন সাধিত হয় এবং এই সম্মিলনই সাধকগণের সিদ্ধি প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। অবতারসকল প্রধানতঃ ত্রিবিধ—পুরুষাবতার, গুণাবতার ও লীলাবতার। তন্মধ্যে পুরুষাবতার তিনটী যথা—

(১) কারণরূপা প্রকৃতির অন্তর্যামী এবং মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুই প্রথম পুরুষাবতার। ইনি পরব্যোম-বাসুদেবের দ্বিতীয় ব্যূহ মহাসঙ্কর্ষণের অংশ। "যঃ কারণার্ণবজলে ভজতিস্ম যোগনিদ্রামনন্ত জগদণ্ড সরোমকূপঃ। আধার-শক্তিমবলম্ব্য পরাং স্বমূর্ত্তিং গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥" শ্রীব্রহ্মসংহিতা ৫।৪৭। অর্থাৎ "আধারশক্তিময়ী শেষাখ্য শ্রেষ্ঠ স্বমূর্ত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক যিনি স্বীয় রোমকূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সহিত কারণার্ণবে শুইয়া যোগনিদ্রা সম্ভোগ করেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" মহাবিষ্ণুর শয্যারূপ অনন্তের তত্ত্ব এই যে, মহাবিষ্ণু যে অনন্ত শয্যায় শয়ন করেন, সেই অনন্তদেব কৃষ্ণের দাস-তত্ত্বরূপ 'শেষ' নামক অবতারবিশেষ। ইনি চিচ্ছক্তিদ্বারা বৈকুণ্ঠ-গোলোকাদি-স্বরূপবৈভবের প্রকটকারী এবং মায়া-শক্তিদ্বারা চতুর্দ্দশভুবনাত্মক দেবী-ধামের সৃষ্টিকর্ত্তা।

(২) সূক্ষ্ম সমষ্টি বিরাটের অন্তর্যামী ব্রহ্মার সৃষ্টিকর্ত্তা গর্ভোদকশায়ী মহাবিষ্ণুই দ্বিতীয় পুরুষাবতার। ইনি বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণের দ্বিতীয় ব্যূহ প্রদ্যুম্নের অংশ। "যস্যৈকনিঃশ্বসিত কালমথাবলম্ব্য জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ। বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥" শ্রীব্রহ্মসংহিতা। অর্থাৎ কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর একটী নিঃশ্বাস বাহির হইয়া যে-কাল পর্য্যন্ত অবস্থিত করে, সে-কাল পর্য্যন্ত তাঁহার রোমকূপজাত ব্রহ্মাণ্ডপতি সমষ্টিবিষ্ণুসকল প্রকটিত থাকেন। সেই মহাবিষ্ণু (কারণার্ণবশায়ী) যাঁহার কলা অর্থাৎ অংশের অংশ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।"

(৩) স্থূল ও ব্যষ্টি বিরাটের অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামী ক্ষীরোদশায়ী পরমাত্মাই তৃতীয় পুরুষাবতার। ইনি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বাসুদেবের চতুর্থ ব্যূহ অনিরুদ্ধের অংশ। "দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য দীপায়তে বিবৃতহেতু সমানধর্ম্মা। যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥" শ্রীব্রহ্মসংহিতা ৫।৪৬। অর্থাৎ "একটী প্রদীপের জ্যোতি যেরূপ অন্যবর্ত্তিকাগত হইয়া বিবৃত হেতু সমান ধর্ম্মের সহিত পৃথক্ প্রজ্জ্বলিত হয়, যিনি সেইরূপে চরিষ্ণুভাবে প্রকাশ পান, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মহাসঙ্কর্ষণের কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুরূপে এবং ক্ষীরোদকশায়ীরূপে বিষ্ণু আবির্ভাবই চরিষ্ণু ধর্ম্মের উদাহরণ, সুতরাং বিষ্ণুই ঈশ্বর এবং অন্য গুণাবতারশ্বর ও সমস্ত দেবগণ তাঁহার অধীন আধিকারিক ভক্ত-বিশেষ। মহাদীপ শ্রীগোবিন্দের বিলাস-মূর্ত্তি হইতে কারণোদশায়ী, গর্ভোদশায়ী এবং ক্ষীরোদশায়ী পুরুষাবতারগণ এবং রাম, নৃসিংহাদি স্বাংশ অবতারসকল পৃথক্ পৃথক্ বর্ত্তিগত বা দশাগত দীপ-স্বরূপ গোবিন্দের সহিত সমানধর্ম্মবিশিষ্ট। ইহাদের বস্তুধর্ম্মে শ্রীগোবিন্দের সহিত অভিন্ন হইলেও লীলাগত পার্থক্য আছে।

(ক্রমশঃ)

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা। **সুবর্ণ সুযোগ।।**

ভক্তিসাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ কৌমুদীর স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা **শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে** অবগাহন করুন তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থ লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায় সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

ত্যাগীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-প্রণীত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মধুভার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। পাঠক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পরমানন্দের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

দ্বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য ও সংস্কৃত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসম্বলিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা গৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পারমার্থিক সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসংগ্রহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৵০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

কৃপাম্বুধিবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অন্যের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও প্রাকৃত-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের আদর্শ', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অন্যের নিন্দন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'ভগবৎ সর্ব্বদা পরিত্রাতা', 'জড়াসক্ত হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি বিশেষ অমূল্য বস্তু লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মপ্রবোধিনী কৃষ্ণ-কামানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্যবিজয়, শ্রীনামভজন, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সত্যধর্ম্ম ও প্রাকৃত সত্যধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—ভক্তি ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যত্ব, শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুনিস্যন্দ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকাপেক্ষা ও সত্যাশ্রয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীগীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও ভাবসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অনেকজন্ম সংসিদ্ধ ততো যাতি পরাং গতিম্," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিদ্বদ্রূঢ়িবিচার শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতিভাষণ', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার প্রণালী এই সপ্ত কৌস্তুভমণি খচিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২॥০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড** শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজবি রাজ্যাবের কুমার, ডিক্ক শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত কোডেরার, বেদান্তরত্ন মহোদয় কর্তৃক সম্পাদিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত, প্রত্নবিদ্যামণ্ডলের বাহ সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (উঃ) বয়াল্য বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাক মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড় গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য। বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রভুর বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ। ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তত্ত্বাবিষয়-সহ বহুগুণ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যেইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অন্তকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর - নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণাশ্রম—আশ্রম-ধর্ম্ম—গুরুপ্রাপ্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে বোর্ড ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ১৷০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

তত্ত্বসূত্র

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একখানি গ্রন্থ-মাত্র জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও অন্তরস্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর গ্রন্থ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মা প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারা অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আকারে বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷০ টাকা। ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুগবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুসীম দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা। দশ আনা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵৹
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৵৹
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵৹
৭। ভজনরহস্য ॥৹
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৯। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥৹
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥৹
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
(চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵৹
ঐ (বাঁধা) ৸৹
১৮। দ্বীপ দিগ্ দর্শন ৶৹
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵৹
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥৹
ঐ (আবাঁধা) ।৵৹
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸৹
২২। ভক্তিরত্নাকর
(নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶৹
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা
(৪৪৬ গৌরাব্দ) ৶৹
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।৹
২৯। শরণাগতি ⁄৹
৩০। গীতাবলী ⁄৹
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥৹
৩২। সাধনকণ ⁄৹
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄৹
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄৹
৩৫। অর্থপঞ্চক ⁄৹
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄৹
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥৹
ঐ (আবাঁধা) ।⁄৹
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষ সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥৹
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।৹
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।৹
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ⁄৹
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।৹
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶৹
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵৹
৫২। সাংখ্যবাণী ⁄৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥৹
৫৪। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।৹
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ ।৹
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵৹
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄৹
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥৹
৬০। নামভজন ।৹
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵৹
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄৹
৬৫। দি ভাগবত ।৹
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ য়্যাণ্ড
আনরেলিয়েড্ ডিভোসন ।৹
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥৹
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৭০। সাধন পথ ।৹
৭১। কল্যাণ কল্পতরু ⁄৹
৭২। গীতাবলী ১৲
৭৩। শরণাগতি ⁄৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু ⁄৹

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸৹, নগদ প্রতি সংখ্যা ৲৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তত্ত্বপথ্য নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ⁄৹।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।৹।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥৹ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥৹ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বড়হাজারি পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৹ আনা, পাইট ॥৵৹ আনা, বোতল ১৷৵৹ আনা।

আফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বিনামেঘে বজ্রাঘাত

বিলাতের হাউস অব কমন্সে মিষ্টার ষ্ট্যানলি বল্ডউইন প্রকাশ করেন যে, যাহাতে জগতে বিমানপোতে চড়িয়া যুদ্ধাদি বন্ধ হইয়া যায়, যাহাতে বিমানচারী সৈন্যদল লোকবহুল নগরের উপর আগ্নেয়াস্ত্র পাতিত করিয়া নিরীহ পুরুষ, স্ত্রী এবং বালকবালিকার প্রাণ হরণ না করে তাহার চেষ্টা করা সভ্যজগতের কর্ত্তব্য। সমস্ত বৈমানিক সমর-সম্ভার ধ্বংস করিয়া দেওয়া হউক। আন্তর্জ্জাতিক চুক্তির দ্বারা বেসামরিক বিমানবিহারও হ্রাস করা কর্ত্তব্য। সামরিক বিমানপোত ভয়ঙ্কর মৃত্যুৎপাদক যন্ত্রবিশেষ।

জার্ম্মান বলিতেছেন যে, ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশ নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিলে তবে জার্ম্মানি অস্ত্রশস্ত্র কমাইবেন।

মিঃ বল্ডউইন বলিতেছেন যে, কখন যে আকাশ হইতে বোমা পড়িতে আরম্ভ হইবে, তাহা কেহই বলিতে পারেন না এবং এইরূপ বিনা মেঘে বজ্রপাতের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবারও কোন উপায় নির্দ্ধারিত হয় নাই।

জেনেভায় রণ-সজ্জা

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, জেনেভা সহরে সৈন্যদিগের গোলাগুলিতে কয়েকজন প্রাণ হারাইয়াছে। তাহাদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনার্থ তাহাদের কবর দিবার সময় একটা ব্যাপক ধর্ম্মঘট হওয়ার গুজব রটে।

পাছে জাতিসঙ্ঘের শান্তিবৈঠকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীরা অভিযান করে, সেই ভয়ে সৈন্যদল এবং কামান প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র একটী বাগানে লুকাইয়া রাখা হয়।

ভীষণ হত্যাকাণ্ড

মাঞ্চুরিয়া হইতে আমদানি পাঁচ শত দস্যু চীনের পূর্ব্ব সীমান্তে জাপানী সৈন্যদিগের সাথে যুদ্ধ বাধায়। দস্যুদিগের মধ্যে পাঁচ শতাধিক হত হইয়াছে। জাপানী সৈন্যদিগের মধ্যে ১৩ জন হত ও ৫০ জন আহত হইয়াছে।

যুদ্ধঋণ

বিগত মহাযুদ্ধের পরিচালন জন্য ইউরোপের অনেক দেশ আমেরিকার যুক্তরাজ্যের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে। এই কর্জ্জা টাকার বক্রী অংশ দিতে না পারায় ইংলণ্ড আমেরিকার নিকট সময় প্রার্থনা করে। উভয় পক্ষের সম্মতিতে কিস্তী শোধ আগামী ১৫ই [illegible] পর্য্যন্ত মুলতুবি আছে, বর্ত্তমানে ইংলণ্ড আমেরিকার নিকট আবার কি প্রস্তাব পাঠাইয়াছে, তাহা সাধারণের জানা নাই, তবে, যদি অন্য বন্দোবস্ত না হয় তাহা হইলে ঐদিন ইংলণ্ড আমেরিকাকে প্রায় সাড়ে তের লক্ষ পাউণ্ড দিতে বাধ্য।

বিলাতের বৈদেশিক মন্ত্রী স্যার জন সাইমণ, ফ্রান্স, বেলজিয়ম এবং ইটালীর দূতকে ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে নূতন চুক্তির প্রস্তাবের মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন।

আমেরিকার ডিমক্র্যাটিক দল সম্ভবতঃ কর্জ্জ সম্বন্ধে নূতন বন্দোবস্তের বিরুদ্ধ কার্য্য করিবে।

যাহাহউক, আমেরিকার নবনির্ব্বাচিত এবং পুরাতন প্রেসিডেন্টের মধ্যে পরস্পর সাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত কিছু বুঝা যায় না।

তুরস্কে নাম বিভ্রাট

তুর্কী গবর্ণমেণ্ট মহা বিভ্রাটে পড়িয়াছে। আলি, মহম্মদ, সুলেমান নামধারী সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে কে কাহাকে উদ্দেশ্য করে তাহা জানিতে পারা যায় না। এই জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে স্থির করা হইয়াছে যে সমস্ত তুর্কীদিগকেই একটী করিয়া পারিবারিক নাম গ্রহণ করিতে হইবে।

অটোয়ার জের

অটোয়ার বাণিজ্য চুক্তি সম্বন্ধে মীমাংসা করিবার জন্য যে কমিটী নিযুক্ত হইয়াছে তাহা হইতে প্রত্যহ দিনের কার্য্যের হিসাব এক একটি ইস্তাহারে প্রতিদিন প্রকাশিত হইবে।

ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্স নামক বণিকসঙ্ঘ এই কমিটির নিমন্ত্রণ গ্রহন করিয়া উক্ত সঙ্ঘের মতামত কমিটির সম্মুখে জ্ঞাত করাইবার জন্য মিঃ সি, এন জাকলকে সাক্ষ্য প্রদান জন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

এসোসিয়েটেড্ চেম্বার অব কমার্স সমূহ সাক্ষ্যপ্রদান করার আবশ্যকতা অনুভব করেন না। তাঁহাদের মতে আরও পূর্ব্বে সাক্ষ্য গ্রহণ করা উচিত ছিল। তাঁহারা আরও বলেন যে, ব্যবস্থাপক সভার ইউরোপীয় মেম্বরেরা ইউরোপীয় ব্যবসায়িবর্গের মত সম্পূর্ণভাবেই প্রকাশ করিবেন।

খুনের চেষ্টা

আয়র্লণ্ডের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী মালকাহী বলেন যে, তিনি গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন বলিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা চলিতেছে, তিনি

করেন। তাঁহার বিরোধী দলের নেতা মিঃ রায়েনা বক্তৃতায় প্রকাশ করেন যে, যতদিন তাঁহাদের সুবিধা ও পথঘাট করিবার ক্ষমতা থাকিবে, ততদিন তাঁহারা রাজদ্রোহীদিগকে স্বাধীনভাবে বক্তৃতা করিতে দিবেন না। জেনারেল মালকাহী বলেন যে, এই নীতিপ্রদর্শনের পশ্চাতে বে-আইনীভাবে সজ্ঘবদ্ধ সৈন্যদল আছে।

মিঃ ডি ভেলেরা প্রকাশ করেন যে, যেকোন প্রকারেই হউক না কেন সাধারণভাবে ও প্রকাশ্যভাবে রাজ্যসংক্রান্ত বিষয়ের বিচার চলিবে, কেহ তাহার ব্যতিক্রম করিলে গবর্ণমেণ্ট তাহার প্রতিবিধান করিবেন।

পড়ে পাওয়া ৩০০০ পাউণ্ড

মিস্ ফিট্‌জ্ প্যাট্রিক নাম্নী এক সন্ন্যাসিনী তিনহাজার পাউণ্ড এবং একটী উইল রাখিয়া ব্রাইটন কর্ণারে মারা যায়। ঐ উইলে লিখিত থাকে যে, ঐ টাকা সমস্ত ডি ভেলেরা পাইবেন। ডি ভেলেরাকে এ কথা জানাইলে তিনি ঐ অর্থ দাবী করেন, কিন্তু সন্ন্যাসিনীর ভ্রাতা ডাব্লিনে উহা দাবী করিতেছেন। সন্ন্যাসিনীর বয়স সত্তর বৎসরেরও অধিক হইয়াছিল।

মন্দির উন্মুক্ত

রাও বাহাদুর এম্ সি রাজা, বরোদার গাইকুয়ার, কাশ্মীরের মহারাজ এবং ভোরের সর্দ্দারকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন। ঐ সমস্ত রাজা মন্দির এবং অন্যান্য সাধারণের প্রবেশ স্থান সমূহে অস্পৃশ্যদিগের প্রবেশাধিকার দান করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্টও তাঁহার কৃতজ্ঞতাসূচক বাণী হইতে বাদ পড়েন নাই, কারণ সরকার বাহাদুর মিঃ গান্ধীকে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের সমস্ত বাধাদূর করিয়া সাহায্য করিয়াছেন।

সাহেব নিমখুন

আলিফ নামক একব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করে যে সে সাহেব খুন করিবে। পেশোয়ারে আসিয়া সে কার্ডিনাল নামক এক গোরাকে দেখিতে পাইবামাত্র তাহাকে তরবারিদ্বারা আঘাত করিতে চেষ্টা করে; কিন্তু সাহেব দৌড়িয়া পলায়ন করিতে থাকে এবং আলিফ তাহাকে তাড়া করে। সাহেব হঠাৎ পড়িয়া যাওয়ায় আলিফ সুবিধা পাইয়া তাহাকে ছুরিকা মারে। সাহেব পুনরায় দৌড়াইতে থাকে এবং আলিফ তাহার পিছনে দৌড়ায়। অবশেষে জনস্রোতের [illegible] আলিফ কে [illegible] ধরা পড়িবার সময় আলিফ মহিষের সাহেবকে [illegible] পেশোয়ারের বিচারে আলিফ দশ বৎসর দণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

খুন ও ভীষণ দাঙ্গা

জেনেভায় গত বুধবারে যে দাঙ্গা হয়। তাহাতে একজন কমিউনিষ্ট মারা যায়। তাহাকে গোর দিবার সময় বহুসংখ্যক লোক সমবেত হইয়া শবাধার লাল কাপড়ে জড়াইয়া রেড ইন্টার্ণেশনেল নামক কমিউনিষ্ট ভাব প্রকাশক গান করে এবং নানারূপ উৎপাত করিয়া বিকৃত মনোভাব প্রকাশ করে। জেনেভায় সৈন্যদল তাহাদিগের সহিত যোগদান করে।

ট্রাম বন্ধ জানালা ভঙ্গ

দাঙ্গাকারীরা জানালা ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং ট্রাম যাতায়াত বন্ধ হইয়া যায়। ট্রাম কোম্পানী ট্রাম চালান একেবারে বন্ধ করিবার প্রস্তাব করিতেছে। জেনে নামক স্থান হইতে সৈন্য আনিয়া প্রায় সহর অবরোধ করা হইয়াছে। যদিও সহরের কর্ত্তৃপক্ষ ভীত হইয়া পড়িয়াছেন, তথাপি জেনেভা সৈন্য দলের কর্ত্তারা কিছুই গ্রাহ্য করিতেছেন না।

১০০০০ সৈন্য সমবেত হইয়াছে। লোকের ভিড় হইতেছে বটে, কিন্তু তাহারা শান্ত আছে। দাঙ্গা থামিয়াছে।

গাড়ীচাপায় ছয় জনের মৃত্যু

আসাম বেঙ্গল রেলের বদরপুর[illegible] ষ্টেশনের নিকট রেললাইনের উপর ছয়জন লোক নিদ্রা যাইতেছিল; এমন সময় একটী ট্রেণ আসিয়া তাহাদের উপর দিয়া চলিয়া যাওয়ায় সকলেই হাত পা কাটিয়া এবং অন্যান্য রূপ আঘাত পাইয়া মারা গিয়াছে।

সেকাল ও একাল

মিঃ গ্ল্যাডষ্টোন ১৮৫৩ এবং ১৮৬০ সালে যে এজেট প্রস্তুত করেন, তাহাতে ৪৫০ রকম আমদানী দ্রব্যের উপর টেক্স উঠাইয়াছেন। দেশের কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যের উপর শুল্ক উঠাইয়া দেওয়ায় কারখানা সমূহও উৎসাহ পায়। আর আজ [illegible]ত বাসিতে টেক্সের দায়ে বিলাতের লোক অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। সেকালের বৃটিশ জাতির শ্রেণী লোপ পাইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় বলিয়া বোধ হয় না।

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র পার... দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, | ৫ই কেশব গৌরাব্দ ৪৪৬ ২রা অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৮ই নভেম্বর ইং ১৯৩২ শুক্রবার | ২১৩ তম সংখ্যা।

হরিদ্বারে সারস্বত গৌড়ীয়-মঠ

শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক ভিত্তি স্থাপিত

শ্রীমঠের প্রকট-কারণ

পাঠকগণ অবগত আছেন, শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের নিকট শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তির বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীহরির বিশেষ প্রিয়-স্থান হরিদ্বারে যাহাতে তাঁহার ঐ 'অনর্পিত-বাণী' সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তিত হন তন্নিমিত্ত উক্ত পবিত্র ক্ষেত্রে একটী শুদ্ধভক্তিমঠ স্থাপনোদ্দেশ্যে প্রকৃত পরদুঃখদুঃখী সজ্জনবরেণ্য রায়-সাহেব লালা দ্বারকা-প্রসাদজী ৭০ ফুট লম্বা ৩৫ ফুট চওড়া একখণ্ড ভূমি গত বৎসর শ্রীচৈতন্য-মঠকে দান করেন। এই স্থানের জমির প্রতি বর্গফুটের মূল্য ৮৲ আট টাকা। স্থানীয় কালেক্টর সাহেব বলেন, লণ্ডনেও এত অধিক দরে জমি বিক্রয় হয় না। উপরি উক্ত হিসাবে লালাজীর প্রদত্ত জমির মূল্য প্রায় বিশ হাজার টাকা। ঐ স্থানটীতে শ্রীমন্দিরের ভিত্তি স্থাপনের নিমিত্ত সমুদয় দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক জগদ্‌গুরু অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিকট শ্রীমদ্ গিরিমহারাজ বিগত ১৬ই কার্ত্তিক ২রা নভেম্বর বুধবার প্রাতঃ ৯ ঘটিকার সময় তড়িদ্-বার্ত্তা প্রেরণ করেন। এ ব্যবস্থা পূর্ব্বেই স্থিরীকৃত হইয়াছিল। সুতরাং তার পাইবার পর শ্রীল প্রভুপাদ তদীয় অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও শ্রীচৈতন্যমঠের ট্রাষ্টিদ্বয় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, ও আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন ভক্তিশাস্ত্রীসহ বেলা প্রায় ১২ টার সময় গৌড়ীয়মঠের মোটরযোগে যাত্রা করেন। শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী এবং শ্রীপাদ পরেশ ব্রহ্মচারীও শ্রীল প্রভুপাদের সহিত তদীয় মোটরযানেই গমন করেন। বেলা ৩ ঘটিকার সময় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ ও শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু হরিদ্বারে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত ট্রেণে রওনা হ'ন।

দিল্লী গৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীল প্রভুপাদের মোটর বেলা আনুমানিক তিন ঘটিকার সময় নিউ দিল্লীস্থ শ্রীগৌড়ীয়-মঠে উপস্থিত হয়। শ্রীমদ্ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী দিল্লী-জংসন-ষ্টেশনে অবস্থান করেন এবং শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ প্রভু নিউদিল্লী ষ্টেশন হইয়া দিল্লী গৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণকমলে সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হন।

ডাক্তার সেনের প্রশংসনীয়া সেবা

শ্রীল প্রভুপাদ দিল্লী-গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইলেই যশোহর কালিয়ানিবাসী দিল্লী-প্রবাসী প্রবীণ ডাঃ জে, কে, সেন এল্ এম্ এস্ মহোদয় তদীয় পাদপদ্ম বন্দনা করেন। এই চিকিৎসকবর সজ্জন, মিতভাষী এবং বিবিধ সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত। সমাজসংস্কর্ত্তা বলিয়াও তাঁহার যশ আছে। তিনি দিল্লী গৌড়ীয়মঠে আর্থিক সাহায্য ও বিবিধ সেবা-কার্য্যে যোগদান করিয়া শুদ্ধ ভক্ত্যুন্মুখিনী সুকৃতি অর্জ্জন করিতেছেন। শ্রীমঠের সেবা-কার্য্যের ফলে শোকাদি তাঁহার হৃদয় হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছে। আমরা শুনিতে পাইয়াছি, বি-এস্ সি ক্লাসে পঠিত তাঁহার এরূপ একটী উপযুক্ত পুত্র কিছুদিন পূর্ব্বে নিরুদ্দেশ হইয়াছে। অনেকের অনুমান পুত্রটী যমুনায় সন্তরণ করিতে গিয়া ডুবিয়া গিয়াছে। এই প্রকার শোকের কারণ থাকা সত্ত্বেও ডাক্তার বাবু তৎপ্রতি আদৌ দৃষ্টিপাত না করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট পরামর্শ-বাণী শ্রবণ করিতে আসিয়াছেন। অনেকে শোক অপনোদন করিতে সাধুর নিকট উপস্থিত হইয়া থাকেন, কিন্তু ডাক্তারবাবু সে উদ্দেশ্যে আসেন নাই। শুদ্ধ ভগবত্তত্ত্ব অবগত হইবার নিমিত্তই শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে উপস্থিত হইয়াছেন।

হরিদ্বারে শ্রীল প্রভুপাদ

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণপ্রভু তাঁহার স্বভাব-সুলভ সুললিতকণ্ঠে কিছুকাল সংকীর্ত্তন করেন, তৎপর শ্রীল প্রভুপাদ পাঞ্জাববাসী জনৈক বিশিষ্ট ভদ্রলোকের নিকট অপ্রাকৃত নাম-তত্ত্ব সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় একঘণ্টা-কাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। রাত্রি দশ ঘটিকার সময় ডাঃ সেন মহাশয় তাঁহার নিজ মোটরগাড়ীতে শ্রীল প্রভুপাদকে দিল্লী জংসন ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দেন। শ্রীপাদ বাসুদেবপ্রভু, ভক্তিসারঙ্গপ্রভু ও প্যারীপ্রভু গৌড়ীয়মঠের মোটরযানে তৎপূর্ব্বেই ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া শ্রীমত্তীর্থ মহারাজের সহিত শ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করেন। দিল্লী-জংসন-ষ্টেশন হইতে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণসহ ট্রেণে রওনা হইয়া ১৮ই কার্ত্তিক শুক্রবার প্রত্যূষে হরিদ্বারে উপস্থিত হন। পথে বিজনোর ষ্টেশনে পূর্ব্বপ্রাপ্ত তার-সংবাদে ঠাকুরসাহেব, টিকম্ সিং, কোর্টইন্স্পেক্টর ও পাব্লিক প্রসিকিউটর লালা নারায়ণবিহারী লাল, জমিদার রায় সাহেব দ্বারকাপ্রসাদের শ্যালক লালা বনোয়ারীলাল ও পোষ্য-পুত্র শ্রীমান লোকেন্দ্রকুমার যোগদান করেন।

'দেওবন্দ হাউসে' হরিকথা-তরঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ

ঋষিকুল আয়ুর্ব্বেদ কলেজের অধ্যক্ষ সুবিজ্ঞ কবিরাজ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন বি-এ, সাগ্রজ মিঃ জে, এন, পাল, হরিদ্বার-মায়াপুরের 'দেওবন্দ' হাউসের স্বত্বাধিকারী, মিরাটনিবাসী লালা রামচরণ স্বরূপজীর জনৈক বন্ধু, হরিদ্বার মিউনিসিপ্যাল ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার মিঃ পি, সি, রায় প্রমুখ সজ্জনবৃন্দ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্-ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের নেতৃত্বে লালা পরমানন্দ স্বরূপের মোটরে হরিদ্বার ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া পুষ্পমালাদি দ্বারা শ্রীল

সেই সে পরম বন্ধু সেই পিতামাতা। শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥

প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দন করেন। ষ্টেশনের উচ্চ কর্ম্মচারীদের অনুরোধে প্রভুপাদ প্রায় ১৫ মিনিট কাল বিশ্রামাগারে (waiting roomএ) অবস্থান করিয়া হরিদ্বার শ্রীমায়াপুরস্থ 'দেওবন্দ হাউসে' শুভ পদার্পণ করেন।' এই অট্টালিকা ত্রিতল এবং গঙ্গার উপরে অবস্থিত। তৃতীয় তলটী রাস্তার উপরে; প্রথম ও দ্বিতীয় তল রাস্তার নীচে। প্রথমতলের সিঁড়ি গঙ্গার ঘাট। অট্টালিকাটীর প্রাচীর-গাত্র স্পর্শ করিয়া তর-তর-বেগে তরঙ্গিণী মনের আনন্দে কৃষ্ণগুণ-গাথা গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। স্রোতস্বিনী আজ যেন কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠের দর্শনলাভে আরও উৎফুল্ল হইয়া কুলকুলনাদে মোহন-মূর্ত্তিতে নৃত্য করিতেছে। অট্টালিকার নিকটেই সুদৃশ্য পর্ব্বত ও সুরম্য কানন; পর্ব্বত হইতে ঝরণা প্রবাহিত হইতেছে। শ্যামবর্ণ মেঘ কৃষ্ণবর্ণ আকাশের সহিত মিলিত হইয়া শুদ্ধভক্তগণের হৃদয়ে কৃষ্ণের অপ্রাকৃত শ্যামাঙ্গের স্মৃতি জাগাইয়া তাঁহাদিগকে প্রেমানন্দে আপ্লুত করিতেছে। শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা কীর্ত্তনে সংপ্রবদন হইলেন। তিনি তদীয় অনুগত ও সমাগত সুধীবৃন্দের নিকট অবিশ্রান্তভাবে সমুদয় দিন হরিকথা কীর্ত্তন করিলেন। শুধু সেই দিনই নহে তৎপর দিবস অর্থাৎ ৪ঠা নভেম্বর শুক্রবার প্রত্যূষে পুনরায় প্রেমাবেশে হরিকথা আরম্ভ করিলেন।

পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীল প্রভুপাদের অবস্থান-অট্টালিকাটীর একদিকে শ্রীহরির চরণচ্যুতা পতিতপাবনী গঙ্গা, এক দিকে শ্যামল অরণ্য এবং অপর দিকে তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতমালা; বালসূর্য্যের বিমল-রশ্মি ঐ-সকল সুদৃশ্য স্থানে পতিত হইয়া এক অভূতপূর্ব্ব অভিনব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিল। সে-দৃশ্য কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের হৃদয়ে কৃষ্ণবিহারস্থলীর স্মৃতি সহস্রগুণে উদ্দীপিত করিল। তিনি মহাভাবে বিভোর হইয়া বিপ্রলম্ভভাবে বিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দরের—

"বন দেখি' ভ্রম হয় এই বৃন্দাবন।
গিরি দেখি' মনে হয় এই গোবৰ্দ্ধন ॥
যাহা নদী দেখে তাহা মানয়ে কালিন্দি।
মহাপ্রেমাবেশে মহাপ্রভু পড়ে কান্দি'॥

—এই মহাভাবময়ী অবস্থাটী গদ্ গদ্ বচনে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। পাঠক, প্রতিষ্ঠার মোহন-নেশায় পরিপূর্ণ কাপট্যের অবগুণ্ঠনে ঢাকা ভাবকেলি আর মহাভাগবতের মহাভাবময় কীর্ত্তন এক নহে। চুণ-গোলা ও ঘন-দুগ্ধ দেখিতে একই প্রকার হইলেও উভয়ের ফল সম্পূর্ণ বিপরীত। যদি আমরা কোনও সময় মহাভাগবতের মহাভাবময় কীর্ত্তন উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা তাঁহারই কৃপায় লাভ করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, আচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অনুসরণে আমাদিগকে কত বড় বস্তু প্রদান করিতে জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন; তাহা হইলে তাঁহার পাদপদ্ম-ধ্যানে দেখিতে পাইব, সর্ব্বত্রই বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন ও কালিন্দী বিরাজিত। তখন শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের পাদপদ্ম অনুসরণে আমরাও গাহিব—

"আনের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন,
'মনে বনে এক করি' জানি।
তাহে তোমার পদদ্বয় করাহ যদি উদয়
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥"

ভিত্তি-স্থাপন

শ্রীল প্রভুপাদ পার্ষদ ভক্তবৃন্দ ও অন্যান্য সুধীমণ্ডলীসহ অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার পর শ্রীমঠের জমিতে গমন করিলেন। স্থানটী হরিদ্বার মিউনিসিপ্যালিটী স্কুলের বিপরীত দিকে অবস্থিত। উহার সন্নিকটেই নবনির্ম্মিত ভল্লাপার্ক; রাজপথটীও উহার সংলগ্ন। শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গপ্রভু পূর্ব্বেই জমিটী পরিষ্কার করাইয়া রাখিয়াছেন। আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ মহাশয় শ্রীমন্দিরের নক্সা প্রস্তুত করিয়াছেন। জমিদাতার পক্ষ হইতে হোমাদি সম্পন্ন হইল। পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্র সঙ্কীর্ত্তন এবং অসংখ্য কণ্ঠোত্থিত শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদ অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় শ্রীমন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন করিলেন। এই সময় উপস্থিত সজ্জন-মণ্ডলীর মধ্যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসম্বন্ধ গিরি মহারাজ, পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ, শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, ঠাকুর সাহেব টীকমসিং, আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন, লালা বেনোয়ারী লাল, দ্বারকাপ্রসাদজীর পোষ্যপুত্র শ্রীমান্ লোকেন্দ্র কুমার, ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার মিঃ পি, সি, রায়, লালা পরমানন্দ স্বরূপ প্রভৃতি মহোদয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। শ্রীমঠ-স্থাপনে পরম ভাগবত টিকম্‌সিংজীর সাধ্বী চেষ্টা প্রশংসনীয়া।

শ্রীমন্দিরের ভিত্তিস্থাপনোপলক্ষে শ্রীহরি-দ্বার-মায়াপুরে দেওবন্দ হাউসে মহামহোৎ-সব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মিঃ জে, এন, পাল মহোদয় এই উৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া সজ্জনের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছেন। আমরা পাল মহাশয়কে কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সেবার নিমিত্ত অনেক সময়ই অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে লক্ষ্য করিয়া থাকি।

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়মঠ

হরিদ্বার শ্রীহরির শ্রীচরণ সমীপে উপস্থিত হইবার দ্বারস্বরূপ। যখন দুর্ভাগা জীবগণের অধিকাংশই নিত্যকল্যাণ-প্রদাতা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি অনাদর প্রকাশপূর্ব্বক অনর্থকে অর্থ-ভ্রমে ভ্রান্ত হইয়া অন্যাভিলাষ ও কৈতবপূর্ণ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদির স্রোতে গা ভাসাইয়া দিল, আবার কেহ কেহ বা মাৎসর্য্যের দাস হইয়াও নির্ম্মৎসর ভাগবত-ধর্ম্মের প্রচারক-সাজে লোক-প্রতারণা-কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া জগতে কুসিদ্ধান্ত ছড়াইয়া দিতেছিল, সেই সময় মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহরূপে রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের বিপ্রলম্ভ-মহাভাব-প্রকাশস্থলী নীলাচলে উদিত হইয়া ঐসকল কুসিদ্ধান্ত-ধ্বান্ত নিরাকরণপূর্ব্বক কৃষ্ণ-প্রেমচন্দ্রিমার স্নিগ্ধোজ্জ্বল অমল আলোক ত্রিতাপতপ্ত জগতে বিকীরণ করিতে লাগিলেন। সেই মহাভাগবতের ইচ্ছায় আজ শ্রীহরিদ্বারে এই মঠরাজের প্রকট; তাই মাধবপ্রিয় শ্রীহরিদ্বারস্থ শুদ্ধভক্তির এই প্রচারকেন্দ্রটী "সারস্বত গৌড়ীয়মঠ" নামে অভিহিত হইল।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

সংক্ষিপ্ত ডায়েরী

সপ্তবিংশতি দিবস

[তাং ৪।১১।৩২ শুক্রবার]

শ্রোতী মহারাজের বক্তৃতা

উপস্থিত ব্রজবাসিগণের আর্ত্তি নিবারণ জন্য স্বামিজী মহারাজ যে সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন, তাহারই কয়েকটী কথা মাদৃশ অজ্ঞ ও বহির্ম্মুখ ব্যক্তির দুর্ব্বল লেখনীদ্বারে অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণভাবে নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল। পাঠকগণের নিকট সানুনয় প্রার্থনা, তাঁহারা যেন আমার ভ্রমাদিদোষ নিজগুণে ক্ষমা করিয়া স্বামিজী মহারাজের ভাবাংশটুকু গ্রহণ করেন।

স্বামিজী মহারাজ "ন হি কশ্চিৎ ক্ষণ-মপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ। কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥" গীতার এই শ্লোকটী আবৃত্তি করিয়া বলেন যে, এই দুনিয়ার জীবসমূহকে কিছু না কিছু ক'রতেই হ'বে। নিষ্ক্রিয় থা'কবার উপায় নাই। পাপ ও পুণ্য-ভেদে কর্ম্ম দ্বিবিধ; মন্বাদি শাস্ত্রে এইরূপ বিচার আছে। পাপ-কর্ম্মীর দণ্ড ও পুণ্য-কর্ম্মীর স্বর্গের ব্যবস্থা আছে। যা'রা পাপীর দণ্ডকে ভয় করেন তাঁ'রা পুণ্যের জন্য লালায়িত হ'ন ও স্বর্গসুখ ভোগের আশা করেন। বৈষ্ণবের বিচারে কিন্তু এই পাপ ও পুণ্য উভয়ই খারাপ। পাপ ও পুণ্য দুইটীই ভোগ; বৈষ্ণব এই প্রকার ভোগের জন্য ব্যস্ত ন'ন। তাঁ'রা ভোগ বা ত্যাগ কোনটীরই পক্ষপাতী ন'ন; তাঁ'রা ত্যাগকে সূক্ষ্ম ভোগেরই অন্তর্গত বলিয়া জানেন। বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণ-প্রীতে ভোগ ত্যাগের কথা, কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টার কথা, সমস্ত বিষয়কে কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধপূর্ব্বক যুক্ত-বৈরাগ্যের কথাই কীর্ত্তন করেন এবং তদনুরূপ আচার ব্যবহার করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব ফল্গু-বৈরাগ্যের আদৌ পক্ষপাতী নহেন।

সুদুর্ল্লভ মনুষ্য-জন্মে আমাদের কর্ত্তব্যটা কি তা' নির্ণয় ক'রতে হ'বে। শুদ্ধাবস্থায় জীবমাত্রই বৈষ্ণব। সেই বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য হ'চ্ছে ভগবৎসেবা। অসৎসঙ্গে অজামিলের জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। অজামিলের এক পুত্রের নাম নারায়ণ ছিল। অজামিল মৃত্যুকালে পুত্রকে ডাক্‌তে গিয়ে নারায়ণ নাম উচ্চারণ ক'রেছিল। সারা জীবন পাপ-কর্ম্মে অতিবাহিত ক'রে জীবনান্তে একবার নারায়ণ-নাম উচ্চারণ ক'রে কি প্রকারে মুক্তি হ'তে পারে, এই সন্দেহ আপনাদের অনেকের মনে উদিত হ'তে পারে। অজামিলের জীবনের ইতি-হাস দৃষ্টে যমদূতগণ তাঁহাকে লইতে আসিয়াছিল; কিন্তু অন্তিমকালে নারায়ণ স্মৃতির ফলে আবার বিষ্ণুদূতগণও তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হ'ন। উভয়েই অজামিলকে লইয়া যাইবার জন্য টানাটানি করিতে থাকিলে পরস্পরের মধ্যে ধর্ম্মাধর্ম্ম লইয়া বিচার উপস্থিত হইয়াছিল। সৌভাগ্য-বশতঃ অজামিল সেই সমস্ত কথোপকথন শ্রবণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার ও তৎকথাদি শ্রবণপূর্ব্বক অজামিলের চৈতন্য উপস্থিত হইলে তিনি নির্ব্বিন্ন হইয়া ভগবৎ-ভজনে প্রবৃত্ত হ'ন। মৃত্যুকালে 'নারায়ণ' নাম করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে নারায়ণের স্মৃতি উদিত হয়। এই নামাভাসের ফলে তিনি পাপ পুণ্যাদি কর্ম্মের প্রারব্ধ অপ্রারব্ধ যাবতীয় ফল হইতে মুক্ত হ'ন। পরে ভজনের ফলে তাঁহার জিহ্বায় শুদ্ধ 'নাম' উচ্চারিত হ'ন।

কর্ম্মকাণ্ডীয় বিচারের অসারতা প্রতি-পাদনকল্পে স্বামিজী মহারাজ ভাগবতোক্ত, "কর্ম্মণা কর্ম্ম নির্হারং ন হি আত্যন্তিক-মিষ্যতে। অবিদ্বদধিকারিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তং বিমর্শনম্ ॥" শ্লোকটী উদ্ধার করিয়া বলেন, যেমন পঙ্কের দ্বারা পঙ্ক ধৌত করা যায় না, সেইরূপ কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্মফল নষ্ট করা যায় না। আত্মবিচারে আত্মার শোচনাই প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত। তাই বল্লেন যে "সবৈমনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ" ইত্যাদি শ্লোকে জগতে যত কিছু কর্ম্ম আছে তা'র মধ্যে কৃষ্ণপদারবিন্দে আপনার চিত্ত স্থাপন করা অপেক্ষা আর কোন কার্য্য বড় নহে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। (ক্রমশঃ)

পূর্ব্ব ব্যবস্থা। সুবর্ণ সুযোগ!!

ভক্তিজগতের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তি রসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চাহেন, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, যাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন, তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥৹, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এন্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কোথাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এন্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্চকে। ভিক্ষা আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকা-চার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥৹ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵৹

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৶৹

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে-ছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'ঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'প্রিয়সখি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্লেশ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথা ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্চকে। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সজ্জনধর্ম্ম ও প্রাকৃত সজ্জনধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, সন্ন্যাসের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ, কলিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অদোষদর্শক শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', দক্ষিণ্যবত্তা ও কদর্য্যতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৸৹ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

টোল — শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈনিক

Reg No C1514

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়া প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
প্রতি সংখ্যা ৵৹

ভারতের সর্ব্বপ্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২১৪তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৩রা অগ্রহায়ণ শনিবার ১৩৩৯, ১৯শে নভেম্বর ১৯৩২

অস্পৃশ্যতানিবারণী বাণী

মিলন-বৈঠকে অমিলন

গার্স উডহলে জীবন্ত সমাধি

শিল্পোন্নতি ও সরকার

৩০০০০ বাড়ী বিধ্বস্ত

পেরাম্বুরে ধর্ম্মঘট

পাঞ্জাবজেলে বাঙ্গালা বন্দী

জেনেভায় সাইমন

অস্ত্র-আইনের মোকর্দ্দমা

ভারতীয় ডাক্তারের বিপদ

অর্ডিনান্সে শাস্তি

নানা কথা

অস্পৃশ্যতা নিবারণী বাণী

মিঃ গান্ধী বলেন যে, অনুন্নতদিগকে অস্পৃশ্যতা দোষ হইতে মুক্ত করিবার জন্য উন্নত শ্রেণীর হিন্দুদিগকে দৈনিক জীবন প্রণালীর কোন পরিবর্ত্তন করিতে হইবে না। তাঁহারা যদি যথার্থই অনুন্নতদিগকে সাহায্য করিতে চান তাহা হইলে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের মর্ম্ম অবগত হইয়া অনুন্নতদিগকে অবাধে স্কুল, ঘাট, রাস্তা, চিকিৎসালয় প্রভৃতি সাধারণ স্থানে প্রবেশাধিকার দিন। ধর্ম্ম, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনে তাহাদিগকে নিজেদের মত স্থান দিয়া গ্রহণ করুন।

গার্স উডহলে জীবন্ত সমাধি

গার্স উডহল কলিয়ারিতে যে বিস্ফোরণ হয় তাহাতে ২৫ জন লোক মারা গিয়াছে। ৬টী মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। ১৯ জন মাটি চাপা পড়িয়াছে।

৩০০০০ বাড়ী বিধ্বস্ত

জাপানের টোকিও সহর টাইফুন নামক ঝড়ে আক্রান্ত হয়। ত্রিশ সহস্র ঘর বাড়ী ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। বহু লোক মারা গিয়াছে এবং অন্যান্য জীব যে কত মারা গিয়াছে এবং কত টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে তাহার হিসাব পাওয়া যায় নাই।

পাঞ্জাব-জেলে বাঙ্গালী বন্দী

বাঙ্গালা দেশ হইতে কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দীকে পাঞ্জাবের 'মিয়া-ওয়ালী' জেলে আবদ্ধ রাখা হইয়াছে, তাহাদের প্রতি জেলে যেরূপ ব্যবহার করা হয় তাহাতে তাঁহারা নাকি আপত্তি করিয়াছে এবং তাহাদিগকে যে খাদ্য দেওয়া হয়, তাহাতে তাহারা অভ্যস্ত নহে। এই সমস্ত বিষয়ে মিঃ মুকুন্দলাল পুরী পাঞ্জাব কাউন্সিলে প্রশ্ন উত্থাপন করিবেন। তাঁহাদের পত্রাদিও নাকি ঠিক সময়ে তাহাদিগকে দেওয়া হয় না।

অস্ত্রআইনের মোকর্দ্দমা

১৯৩১ সালের ৪ঠা নভেম্বর তারিখে সুকুমার মজুমদার ও মুকুলচন্দ্র রায় নামক দুইজন যুবক মেছুয়া বাজার হইতে বাহির হইয়া রিক্সাযোগে সার্কুলার রোডদিয়া যাইতেছিল, এমন সময় পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে। মুকুলের কোমরে একটী সাড়নলা রিভলভার ও ৮টী কার্ত্তুজ পাওয়া যায়। পুলিশ দুইজনকেই চালান দেয় তাহার পর কানাইধর লেনে তাহাদের বাসা অনুসন্ধান করিলে পর পুলিশ কতকগুলি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণে হতব্যক্তির ফটো পায় এবং অন্যান্য আপত্তিকর পুস্তকাদি পায়।

প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে উভয়েই শাস্তি পান। হাইকোর্টের আপীল বিচারে সুকুমার মুক্তিলাভ করিয়াছে।

ভারতীয় ডাক্তারের বিপদ

ভারতে যাঁহারা বীতিমত ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তাঁহারা বৃটিশ ভারতের বাহিরে কোন কোন স্থানে শিক্ষিত ডাক্তার বলিয়া পরিগণিত হন না। ভারতীয় গবর্ণমেন্টের নিকট ইহার প্রতিকার করে চেষ্টা করিবার কথা উত্থাপিত হয়। গবর্ণমেন্ট বলেন যে, যাঁহারা একটী নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী হইতে বাহির হইয়াছে তাঁহাদিগকেই ডাক্তার বলিয়া স্বীকার করাই যুক্তিসঙ্গত; তাহা ভারতেই হউক আর ভারতের বাহিরেই হউক।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	এলাহাবাদ	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঐ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীধাম বৃন্দাবন	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ঐ
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	এলাহাবাদ	১১ শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	ঐ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঐ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	ঐ	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কাশী
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	ঐ		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে হোমমহোৎসবাদি ভজনাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেব্যবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গোরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোদণ্ড, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালি দাসাধিকারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউৎকলচন্দ্র দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী,

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ সাউথ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাহ্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবদন ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীরূপাসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্কণিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতি, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃত দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীজগবন্ধুভক্তিরঞ্জন দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন,

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ,

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শন[illegible]।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু, চাবড়া

এখানে বহু কুলমূর্ত্তি শ্রীগোপালের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩১) [illegible]গৌড়ীয় মঠ

নব গোপালপুরম, ক্যান্টনমেন্ট, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ,

(৩২) শ্রীরাধারমণগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) বালকগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিবিনোদ ব্রজবাসী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, { ৬ই কেশব গৌরাব্দ ৪৪৬, ৩রা অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯. ১৯শে নভেম্বর ইং ১৯৩২ শনিবার } ২১৪তম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

সংক্ষিপ্ত ডায়েরী

সপ্তবিংশতি দিবস

[তাং ৪।১১।৩২ শুক্রবার]

শ্রোতী মহারাজের বক্তৃতা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২১৩ সংখ্যার পর)

চতুর্দ্দশভুবন মহামায়ার অধিকারে থাকিলেও তদন্তর্গত শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডলের অধিকারী হইতেছেন শ্রীমতী রাধারাণী। সেই ব্রজমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অজ বস্তু হইয়া জীবোদ্ধারের নিমিত্ত জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। বদ্ধজীবের জন্ম আর কৃষ্ণ ভগবানের জন্ম আপনারা সমান মনে করিবেন না। বদ্ধজীব কর্ম্মফলের দ্বারা তাড়িত হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিতে বাধ্য; কিন্তু শ্রীভগবানের জন্ম তাঁহার ইচ্ছাধীন। বদ্ধজীবের শরীর শুক্র-শোণিতে নির্ম্মিত। কিন্তু ভগবানের শরীর অপ্রাকৃত চিদানন্দময়। তিনি কোন ব্যক্তিবিশেষকে পিতা-মাতারূপে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহার জন্মটী তত্তৎ আশ্রয়ের মধ্যে আবির্ভাব মাত্র। সেরূপ পিতা মাতার শুক্র-শোণিত হইতে ভগবানের জন্ম হ'য় না। সূর্য্যদেব পূর্ব্বদিকে উদিত হইলেও যেমন পূর্ব্বদিক সূর্য্যদেবের জনক নহে, সেইরূপ ভগবান্ কৃষ্ণ কোন ব্যক্তিবিশেষকে আশ্রয় করিয়া আবির্ভূত হইলেও তিনি বা তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের জনক নহেন।

নাস্তিক সম্প্রদায় শ্রীভগবান্‌কে দেখিতে না পাইয়া বলেন যে, আমাদের যখন চক্ষু আছে তখন তাঁহাকে আমরা দেখিতে পাই না কেন? সূর্য্য উদিত থাকিলেও যদি চক্ষুর সাম্‌নে মেঘ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সূর্য্য দৃষ্টিগোচর হয় না। সেইরূপ আমাদের চক্ষুর সাম্‌নে একটা পরদা আসিয়া পড়িয়াছে। সেই পরদা অপসারিত না হওয়া পর্য্যন্ত ভগবদ্দর্শন আমাদের ভাগ্যে ঘটে না। সেই পরদাটী হচ্ছে জীবের অজ্ঞান-তমঃ। এই অজ্ঞান-তমঃ নষ্ট করিয়া দিব্য চক্ষু লাভ করিতে হইলে শ্রীভগবানের অভিন্ন-প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা-শলাকার প্রয়োজন। চক্ষু থাকিলেই যে সূর্য্য দর্শন নিশ্চয় ঘটিবে তাহার স্থিরতা কি? রাত্রিকালে আমরা লক্ষ লক্ষ আলোক সৃষ্টি করিয়াও সূর্য্য দর্শনে সমর্থ হই না; কিন্তু সূর্য্যদেব কৃপা পূর্ব্বক যখন উদিত হইয়া তাঁহার কৃপা-কিরণ আমাদের চক্ষু-গোলকে পাতিত করেন, তখন সেই কিরণের দ্বারাই আমরা সূর্য্যদর্শনের যোগ্যতা লাভ করি। সেইরূপ ভগবান্ কৃষ্ণ যখন কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে দর্শন দান করেন, তখন তাঁহার কৃপালোকেই আমরা তাঁহাকে দেখিতে সমর্থ হই। কৃষ্ণ হইতেছেন চিৎসূর্য্য-স্বরূপ, তাঁহার কৃপা—কিরণ-স্বরূপ।

ভগবান্ কৃষ্ণকে জানিবার জন্য একমাত্র ভগবদ্ভক্তিই প্রয়োজন অন্য কোন উপায় দ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারা যায় না। একথা স্বয়ং ভগবান্ নিজমুখে গীতার বাক্যে করিয়াছেন, "নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া। শক্য এবম্বিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি যন্মম॥" "ভক্ত্যা তু অনন্যয়া শক্য অহমেবম্বিধোঽর্জ্জুন।" কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-নামে কোন ভেদ নাই; নাম নামী অভেদ। এই কলিযুগে শ্রীনাম-কীর্ত্তন হইতেই জীবের সর্ব্ব সিদ্ধি লভ্য হয়। কিন্তু সেই নাম লইবার আবার নিয়ম আছে। লক্ষ কোটী নাম গ্রহণ করিয়াও কেহ ফল পান না, আবার কেহ একবার মাত্র শ্রীনামোচ্চারণে সুফল প্রাপ্ত হন। এই শ্রীনাম কোথা হইতে আসেন? কোন মহাজন ব'লেছেন যে, "ভক্তমুখে আইসে নামও গোলোক হইতে। আত্মা হইতে দেহে ব্যাপি, নাচে জিহ্বাদিতে॥" এই শ্রীনামকে অক্ষরমাত্র মনে করিবেন না। মহাপ্রভু ব'লেছেন যে, শ্রীনামে নামীর সর্ব্ব-শক্তি নিহিত আছে। শ্রীনাম গোলোকের বস্তু। প্রাকৃত জগতের কোন বস্তু নহেন।

শ্রীনাম-ভজনের ক্রম-পন্থা যাহা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। "আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজন-ক্রিয়া। ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ……ভবেৎ ক্রমঃ॥" এই শ্লোকটীতে ক্রম-লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা ব্যতীত শ্রীভগবানের বীর্য্যবতী কথা কাহার নিকট হইতে শ্রবণ করিতে হইবে তাহাও জানা আবশ্যক। কেননা অবৈষ্ণবের মুখনিঃসৃত হরিকথা শ্রবণে জীবের মঙ্গল না হইয়া অমঙ্গলই হইয়া থাকে। তাই শাস্ত্র ব'লেছেন, "অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতং। শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥" দুগ্ধ তুষ্টি পুষ্টি প্রদানে সমর্থ; কিন্তু তাহা সর্পোচ্ছিষ্ট হইলে প্রাণনাশকর; সুতরাং পরিত্যাজ্য। পবিত্র হরিকথা অবৈষ্ণবের মুখনিঃসৃত হইলে, তাহাও সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধেরই মত পরিত্যাজ্য।

তাই অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত সাধু-মুখ-নিঃসৃত বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য উপদেশ করিয়াছেন এবং নামাপরাধ বর্জ্জনপূর্ব্বক শ্রীনাম কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গে স্বামিজী মহারাজ "সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥" "শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্। না তদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥" এই সমস্ত শ্লোকগুলির আলোচনা ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইয়া দেন।

অতঃপর সমবেত ব্রজবাসীর মধ্যে কোন ভদ্রলোক জাতি-বিচার সম্বন্ধে স্বামিজীর নিকট কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করায় এবং তৎসম্বন্ধে গৌড়ীয় মঠের বিচার কিরূপ তাহা জানিতে ইচ্ছা করিলে স্বামিজী মহারাজ গীতায় শ্রীভগবানের কথিত 'চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" শ্লোকটী বিচার ও ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দে'ন এবং বলেন যে, শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিচার কেবল মাত্র চাম্‌ড়ার বিচার নহে। শ্রীগৌড়ীয় মঠ দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের পক্ষপাতী। "যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং……যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত

সেই সে পরম বন্ধু সেই পিতামাতা। শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥

তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ ॥" শ্রীমদ্ভাগবতের এই বিচার শ্রীগৌড়ীয় মঠ অবলম্বন করেন। অতএব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি কোন ব্যক্তি চণ্ডালোচিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হ'ন, তবে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ না বলিয়া চণ্ডাল আখ্যা দেওয়াই ভাল; আবার চণ্ডালকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যিনি ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম করিবেন, তিনি ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। "অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্। তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥" শ্লোকটী স্বামিজী মহারাজ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিলে প্রশ্নকারী যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হ'ন।

গীতায় ভগবান্ ব'লেছেন "যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥" শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও কৃষ্ণভজন শিক্ষা দিবার জন্য বঙ্গদেশের অন্তর্গত শ্রীধাম নবদ্বীপে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। তাঁ'র শিক্ষা দীক্ষা শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা দীক্ষা হইতে পৃথক্ নয়। তাঁ'র সমস্ত শিক্ষা তিনি তাঁ'র অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের মধ্যে শক্তিসঞ্চার পূর্ব্বক বহু শাস্ত্রগ্রন্থ-দ্বারে প্রচার করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের একমাত্র সংরক্ষক। তিনি শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রভৃতি অনেক মঠ ভারতবর্ষে স্থাপন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেম-ধর্ম্মের কথা অযাচিতভাবে জীবের দ্বারে দ্বারে মাত্র শ্রদ্ধা-মূল্যে বিতরণ করিতেছেন। সম্মুখে যে শ্রীমূর্ত্তি দেখিতেছেন এইটী শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ। বর্ত্তমান ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা সেই বদান্যবর গোস্বামী মহারাজেরই উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। জাতি-বিচার-সম্বন্ধে আপনারা যে প্রশ্ন উত্থাপন ক'রেছিলেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচার কি তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে:—"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা। কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধের্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ ॥" স্বামিজী মহারাজ শ্রোতৃবর্গকে এই শ্লোকটী বিশ্লেষণপূর্ব্বক বুঝাইয়া দেন।

রাত্রি ৯॥ টা বাজিলে স্বামিজী মহারাজ বক্তৃতা বন্ধ করিলে ব্রজবাসী শ্রোতৃবৃন্দ শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্যের বিশেষ প্রশংসা ও পরমহংস গোস্বামী মহারাজের জয়গান করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করেন। অতঃপর পরিক্রমাকারিগণ প্রসাদ সম্মানপূর্ব্বক 'রায়া'র তাঁবুতে রাত্রিযাপন করেন।

ভগবত্তত্ত্ব

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২১২ সংখ্যার পর)

শক্ত্যাবেশ অবতার—

(যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ২০শ পঃ)

শক্ত্যাবেশ দুই রূপ গৌণ মুখ্য দেখি।
সাক্ষাৎ শক্ত্যে শিবাবতার আভাসে বিভূতি লিখি ॥
সনকাদি নারদ পৃথু পরশুরাম।
জীবরূপ ব্রহ্মার আবেশাবতার নাম ॥
বৈকুণ্ঠে শেষ ধরা ধরয়ে অনন্ত।
এই মুখ্যাবেশাবতার বিস্তারে নাহি অন্ত ॥
সনকাদ্যে জ্ঞান-শক্তি, নারদে শক্তি ভক্তি।
ব্রহ্মায় সৃষ্টি-শক্তি, অনন্তে ভূধারণ-শক্তি ॥
শেষে স্বসেবন-শক্তি, পৃথুতে পালন।
পরশুরামে দুষ্টনাশ বীর্য্য সঞ্চারণ ॥
জ্ঞান শক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ।
আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহোত্তমাঃ ॥'

অর্থাৎ জ্ঞান-শক্ত্যাদি-কলাদ্বারা যে স্থলে ভগবদাবেশ সেই মহত্তম জীবসকল আবেশ-অবতার বলিয়া গণিত হন।

যুগাবতার—তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥
"শুক্ল রক্ত কৃষ্ণ পীত ক্রমে চারি বর্ণ।
চারি বর্ণ ধরি কৃষ্ণ করেন যুগধর্ম্ম ॥"
কৃতে শুক্লশ্চতুর্ব্বাহুর্জটিলো বল্কলাম্বরঃ।
কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ্দণ্ডকমণ্ডলূ ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৫।২১)

'শুক্ল ইতি শুক্লবর্ণঃ শুক্লনামা চ।' ইতি চক্রবর্ত্তিপাদঃ।

সত্যযুগে হরি শুক্লবর্ণ ও তাঁহার নাম শুক্ল, তিনি চতুর্ব্বাহু, জটিল, বল্কল-বসন, দণ্ডকমণ্ডলু ও কৃষ্ণসার-মৃগের চর্ম্ম, মালাধারী ও ব্রহ্মচারিবেশে অবতীর্ণ হন। পুনশ্চ শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।৫।২৪—

ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্ব্বাহু
স্ত্রিমেখলঃ।
হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্ স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ ॥

'রক্তবর্ণো রক্তনামা চ।' অর্থাৎ ত্রেতাযুগে হরি রক্তবর্ণ ও রক্তনামা, চতুর্ব্বাহু, মেখলাত্রয়ধারী পিঙ্গলকেশ, বেদময় শরীর ও স্রুক্ স্রুবাদি উপলক্ষিত যজ্ঞ মূর্ত্তিরূপে অবতীর্ণ হয়েন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।৫।২৭—

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥

দ্বাপরযুগে ভগবান্ হরি অতসীকুসুমবৎ শ্যামবর্ণ, পীতবাস, চক্রাদি আয়ুধধারী, শ্রীবৎস চিহ্নে চিহ্নিত এবং কৌস্তুভভূষিত হইয়া অবতীর্ণ হয়েন।

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥
এইমন্ত্রে দ্বাপরে করে কৃষ্ণার্চ্চন।
কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন কলিযুগের ধর্ম্ম ॥
পীতবর্ণ ধরি তাহে কৈল প্রবর্ত্তন।
প্রেমভক্তি দিল লোকে লঞা ভক্তগণ ॥
ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
প্রেমে গায় নাচে লোক করে সঙ্কীর্ত্তন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।৫।৩২—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥
আর তিন যুগে ধ্যানাদিতে যেই ফল হয়।
কলিযুগে কৃষ্ণনামে সেই ফল পায় ॥"

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১২।৩।৫১—৫২

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো
মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং
যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ
তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥

পুনশ্চ—

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ
সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽপি
লভ্যতে ॥
নহ্যতঃ পরমো লাভো দেহিনাং
ভ্রাম্যতামিহ।
যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যতি
সংসৃতিঃ ॥

অন্যচ্চ—

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং
দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ
সংকীর্ত্য কেশবম্ ॥

হে রাজন! দোষনিধি কলির একটী মহদ্ গুণ আছে; কলিযুগে কৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে জীবসমূহ বন্ধন মুক্ত হইয়া কৃষ্ণ-সেবারূপ পরমগতি লাভ করেন। সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যানে যে গতি, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ করিলে যে গতি, দ্বাপরযুগে পরিচর্য্যায় যে গতি, কলিযুগে কেবল হরিকীর্ত্তন-দ্বারাই সেই গতি লাভ হয়। হে রাজন্! সারগ্রাহী গুণজ্ঞ শ্রেষ্ঠ লোকেরাই কলিযুগের বিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

যেহেতু এই কলিযুগে কেবল নাম-সংকীর্ত্তনমাত্রেই সমুদয় স্বার্থ লাভ হয়। এই সংসারে ভ্রমণকারী দেহীদিগের ইহা হইতে পরম লাভ আর কিছুই নাই; কারণ এই যুগে সংকীর্ত্তনমাত্রেই পরম শান্তিলাভ হয় এবং সাংসারিক সকল তাপ-বিনষ্ট হয়। সত্যে ধ্যানের দ্বারা, ত্রেতায় যজ্ঞ দ্বারা, দ্বাপরে অর্চ্চন দ্বারা যে ফল লাভ হয় কলিতে কৃষ্ণ[illegible] লাভ হইয়া থাকে।

কলিযুগে ভগ[illegible] এবং সাঙ্গ উপাঙ্গ অস্ত্র ও পারিষদবর্গের সহিত কীর্ত্তনীয় হইয়াও কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী বিগ্রহ। এই যুগে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিসকল সংকীর্ত্তন-রূপ নাম-যজ্ঞদ্বারা ঐ বিগ্রহের আরাধনা করিয়া থাকেন। এখানে কিঞ্চিৎ [illegible] সম্বন্ধে বলা যাইতেছে।

মন্বন্তরাবতার—(যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে মধ্য ২০শ)।

স্বায়ম্ভুবে যজ্ঞ, স্বারোচিষে বিভুনাম।
ঔত্তমে সত্যসেন তামসে হরি অভিধান।
রৈবতে বৈকুণ্ঠ, চাক্ষুষে অজিত,
বৈবস্বতে বামন।
সাবর্ণ্যে সার্ব্বভৌম, দক্ষসাবর্ণ্যে
ঋষভ গণন ॥
ব্রহ্মসাবর্ণ্যে বিষ্বক্সেন, ধর্ম্মসেতু
ধর্ম্মসাবর্ণ্যে।
রুদ্রসাবর্ণ্যে সুদামা, যোগেশ্বর
দেবসাবর্ণ্যে ॥
ইন্দ্র-সাবর্ণ্যে বৃহদ্ভানু অভিধান।
এই চৌদ্দ মন্বন্তরে চৌদ্দ অবতার নাম ॥

লীলাবতার—(২৫টী যথা—শ্রীভাগবতামৃতকণে)।

(১) মৎস্য, (২) কূর্ম্ম, (৩) বরাহ, (৪) রাম, (৫) নৃসিংহ, (৬) বামন, (৭) পৃথু, (৮) পরশুরাম, (৯) ব্যাস, (১০) নারদ, (১১) চতুঃসন (১২) হয়শীর্ষ, (১৩) হংস, (১৪) পৃশ্নিগর্ভ, (১৫) ঋষভ, (১৬) ধন্বন্তরী, (১৭) মোহিনী (১৮) বলভদ্র, (১৯) যজ্ঞ, (২০) নারায়ণ, (২১) কপিল, (২২) দত্তাত্রেয় (২৩) কৃষ্ণ, (২৪) বুদ্ধ (২৫) কল্কি।

শ্রীধামে যাত্রী সমাবেশ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসোৎসবোপলক্ষে গত এক সপ্তাহকাল হইতে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী শ্রীধাম মায়াপুরে বিভিন্ন স্থান হইতে বহু যাত্রী সমাগত হইতেছেন। তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রাকট্যভূমি শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন-বিলাস-স্থলী শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর টোল-বাড়ী, শ্রীশ্রীগৌরভগবানের ব্রজলীলাভিনয়-স্থলী শ্রীচৈতন্যমঠ এবং চাঁদকাজীর সমাধিস্থান প্রভৃতি দর্শন করিয়া নিজদিগকে কৃতার্থম্মন্য মনে করিতেছেন। প্রত্যেক স্থানেই ভক্তগণ উপস্থিত থাকিয়া যাত্রীগণকে শ্রীবিগ্রহ-দর্শন করিবার সুযোগ দিতেছেন এবং স্থানমাহাত্ম্য ও শ্রীভগবানের অতিমর্ত্ত্য বিচিত্র লীলার বিষয় বর্ণন করিয়া যাত্রীগণের শ্রবণ ও নয়নের তৃপ্তি বিধান করিতেছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ যাত্রীগণের নিকট সর্ব্বক্ষণ হরিকথা-কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের নিত্য সুকৃতি অর্জ্জনের সুযোগ দিতেছেন।

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। কৃষ্ণগুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায় ॥

অপূর্ব্ব সুযোগ!! সুবর্ণ সুযোগ!!

ভক্তিসাহিত্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নার স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থ লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটি অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' প্রভৃতি সূত্রাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি নিযুক্ত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৵০

পারমার্থিক জগতে অভিনব সম্ভার

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিরম্বুপ্রভবিচার', 'বিষয়াসক্তি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্চকে। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীনামভজনবিধি, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীমদ্ স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অদোষদর্শী প্রবর্ত্তক বৈষ্ণব," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষয়বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি প্রতিভাসমন্বিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ৩॥০ টাকা মাত্র।

৫। **পঞ্চম খণ্ড** শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, প্রৌঢ় ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজা রাজনারায়ণ কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রত্নতত্ত্ববিৎ, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানা বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (হং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, মহাপ্রভুর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসংকীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৵০, বাঁধাই ৷৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিশদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বহুচিত্র-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসনস্থ দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ৷০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধর ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যশিক্ষা—ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৷৵০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসম্বর অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধপ্রাপ্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

তত্ত্ব[illegible]

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই অমূল্য গ্রন্থ-খানি পাঠ করিলে পারমার্থিক বিষয়ে সকল তত্ত্বেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এইরূপ সরল ও সর্ব্বস্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামি প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজি বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের ধ্বনি দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদ গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা দশ আনা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

আসাম বিহার শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং

২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সম্পূর্ণ ৩০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০

৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲

৪। ভক্তিবিনোদ কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲

৫। গৌড়ীয়-গৌরব ॥৶০

৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০

৭। তত্ত্বরহস্য ॥০

৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০

৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০

১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০

১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০

১২। ধ্রুক্রমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲

১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০

১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲

১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
(চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০

১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০

১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০

২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০

২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

২২। ভক্তিরত্নাকর
(নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০

২৩। গীতমালা ⁄১০

২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০

২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০

২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা
(৪৪৬ গৌরাব্দ)

২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০

২৯। শরণাগতি ⁄০

৩০। গীতাবলী ⁄০

৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০

৩২। সাধনকণা ⁄০

৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০

৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০

৩৫। অর্থপঞ্চক ⁄০

৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০

৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০

৩৮। অর্চ্চনপ্রণ ৶০

৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।⁄০

৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড)

৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০

৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০

৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০

৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০

৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০

৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০

৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০

৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ⁄০

৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০

৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০

৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ।৶০

৫২। সাধাবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০

৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০

৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ ।০

৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০

৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০

৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০

৬০। নামভজন ।০

৬১। রিলেটীভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৶০

৬২। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০

৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০

৬৪। শোবাট, গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ⁄০

৬৫। দি ভাগবত ।০

৬৬। ইরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড
আনেলয়েড ডিভোসন ।০

৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥০

৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০

৭০। সাধনপথ ।০

৭১। কল্যাণ কল্পতরু ⁄০

৭২। গীতাবলী ১৲

৭৩। শরণাগতি ⁄০

আসামীয় ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু ⁄০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষার একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ⁄৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নির্ভীক সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ⁄০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

কেশরঞ্জন পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের সমাপ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ৷৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অর্ডিনান্সে শাস্তি

১৯৩২ সালের স্থায়ী অর্ডিনান্স অনুসারে গত জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে মোট ১৬৮০ জন দোষী সাব্যস্ত হইয়াছে। স্পেশ্যাল পাওয়ার্স অর্ডিনান্স অনুসারে ঐসময়ে মোট ৩২৬ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে।

শিল্পোন্নতি ও সরকার

কৃষি ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রী এম, যগরোকী ব্রাহ্মণবেড়িয়া পরিদর্শনকালে প্রকাশ করেন যে, গবর্ণমেন্টের শিল্পোন্নতিতে সাহায্য দান করিবার আইন অনুসারে কার্য্য চলিলে বেকারদিগের অনেক সুবিধা হইবে। শীঘ্রই শিল্প-শিক্ষকের দল সরকারি ব্যয়ে দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইবে এবং জনসাধারণ তাহাদিগের নিকট শিল্প শিক্ষা করিয়া দেশের উন্নতি সাধন করিতে পারিবে। টাকার অভাবে প্রাথমিক শিক্ষার আইন অনুসারে কার্য্য হয় নাই।

জেনেভায় সাইমন

বিলাতের বৈদেশিক সেক্রেটারি সার জন সাইমন নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য বিমান পথে জেনেভা যাত্রা করিয়াছেন। তিনি ইংলণ্ডের প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে শীর্ষস্থান গ্রহণ করিবার অঙ্গীকার করিয়া যাইতেছেন।

মিলন বৈঠকে অমিলন

এলাহাবাদ মিলন-বৈঠকে সমস্ত বিষয় একরূপ মীমাংসা হইয়া গিয়াছে; কেবলমাত্র দুইটী বিষয় লইয়া সাম্প্রদায়িক বিবাদ চলিতেছে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় কি অনুপাতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক সদস্য হইবে এবং নির্ব্বাচক-সঙ্ঘ কি নিয়ম অনুসারে গঠিত হইবে এই লইয়া হিন্দু ও মুসলমানে মিল হইতেছে না।

৮০০ বাড়ী দগ্ধ

জাপানের তীব্র টাইফুনের সময়েই একটা বিরাট অগ্নিকাণ্ড হওয়ায় কাশিগাবারা গ্রামের সমস্ত বাড়ী পুড়িয়া গিয়াছে। ঐ গ্রামের ৮০০ ঘর বাড়ীর মধ্যে একটিরও চিহ্ন মাত্র নাই।

আরও গ্রাম ধ্বংস

প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে বরাবর যে ভয়ঙ্কর টাইফুন ও অগ্নিকাণ্ড হয়, তাহাতে ৫০০ বাড়ী দগ্ধ হইয়াছে এবং মাটী ধ্বসিয়া যাওয়ায় ত্রিশটি বাড়ী মাটির নীচে চলিয়া গিয়া চাপা পড়িয়াছে

পেরাম্বুরে ধর্ম্মঘট

পাঠকগণ পেরাম্বুরের ধর্ম্মঘট সম্বন্ধীয় অনেক কথাই অবগত আছেন রেলকর্তৃপক্ষ ধর্ম্মঘটকারীদিগকে তাহারা যে দিন পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়াছে সেই দিনের পর্য্যন্ত বেতন দিতে সম্মত, কিন্তু তাহারা সেই বেতন গ্রহণ করিতে অসম্মত হয়। তাহারা ইউনিয়নের পরামর্শে ধর্ম্মঘট করে।

ব্যাঙ্কের পুনর্জ্জীবন

পঞ্জাব হাইকোর্টের বিচারে পীপ্লস্ ব্যাঙ্ক পুনর্জ্জীবন লাভ করিল। চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের বেতন মাসিক তিনশত টাকা এবং ডিরেক্টারগণের বেতন বার্ষিক ২৪০০ টাকা হইল।

সত্যাগ্রহাদি হইবে না

মিঃ গান্ধী অবগত হইয়াছেন যে, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, অথবা মন্দির প্রবেশ সম্বন্ধে কোনওরূপ সত্যাগ্রহ অথবা প্রায়োপবেশন হইবে না, ইহাতে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

পেট্রলের টেক্স

ভারতীয় পেট্রোলের উপর অতিরিক্ত টেক্স ধার্য্য হওয়ায় পুনা প্রভৃতি সহরে রুসিয়া হইতে আনীত সস্তা পেট্রল বিক্রয় হইতেছে।

ছাড়পত্র আইন নাই

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রকাশ পায় যে, যাহারা ভারত হইতে বিদেশে যাত্রা করে, তাহাদের ছাড় পত্র সম্বন্ধীয় কোন আইন নাই, তবে বৈদেশিক গবর্ণমেন্ট ছাড়পত্র দাবী করে বলিয়া মুদ্রিত রুল অনুসারে ছাড় দেওয়া হয়। রাজনৈতিক কারণে ছাড় পত্রের আবেদন নামঞ্জুর হইতে পারে।

পরলোকে

বরিশালের সুপ্রসিদ্ধ জননায়ক জগদীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহাকে দেশের, বিশেষতঃ বরিশালের সকলেই বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন।

আশ্রম বাজেয়াপ্ত

সেতারা জেলার মসুরের আশ্রম সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। তাহাতে যে ছাপাখানা ছিল তাহা নীলামে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে এই সমস্ত কার্য্যের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে দরখাস্ত নামঞ্জুর করিয়াছেন।

আবার পুলিশের লাঠি

বোম্বাইয়ে ওয়াডি বন্দর ময়দানে রেলওয়ে শ্রমিকদিগের একটী সভার অধিবেশন হইবার বন্দোবস্ত থাকে; কিন্তু রেলওয়ে ইউনিয়নের কর্ম্মকর্তারা সে স্থানে যাইয়া দেখেন যে প্রস্তাবিত সভাস্থল পুলিশের লোকজন দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় আছে।

শ্রমিকগণ সেদিকে অগ্রসর হইবামাত্র পুলিশে লাঠি চালাইতে থাকে এবং জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়।

পরে একজন পুলিশ কর্ম্মচারী ইউনিয়ন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আগমন করিয়া তাহাদিগকে ময়দান ত্যাগ করিতে বলে।

'রেলওয়ে মেন' পত্রিকার সম্পাদক সেখানে ছিলেন, তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া জামিনে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

শাসন ও বিচার

সিন্ধু প্রদেশ গঠিত হইলে জাতি ধর্ম্মনির্বিশেষে যাহাতে সকলে একই আইনের সুবিধা পাইতে পারে তাহার প্রস্তাব চলিতেছে। বিচার বিভাগ শাসন বিভাগের অধীন থাকিবে না এবং একটি হাইকোর্ট অথবা চীফ কোর্ট স্থাপিত হইবে।

লবণ শুল্ক

কলিকাতার কালেক্টার অব কাষ্টমস্ মিঃ ডব্লিউ, কে, ওয়ার্ড লবণশুল্ক সম্বন্ধে তদন্ত করিতেছেন। বিদেশী লবণের উপর মণ প্রতি এক আনা করিয়া শুল্ক বৃদ্ধি করায় বঙ্গে উৎপন্ন লবণের ব্যবসায়ের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইবার সম্ভাবনা অল্প, কারণ দেশী লবণের সহিত বিলাতী লবণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই; এডেনের লবণ ব্যবসায়ীর এবং মাত্র কয়েকজন বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ী এই শুল্কের দ্বারা লাভবান হইতেছে।

অর্ডিনান্স সমস্যা

নিখিল ভারতব্যাপী অর্ডিনান্স শাসনের বিরুদ্ধে মিঃ রঙ্গচারিয়ার সার আব্দার রহিমপ্রমুখ ব্যবস্থাপক সভার সদস্যবৃন্দ গবর্ণমেন্টকে বলিতেছেন তাহারা স্পষ্টই বলিতেছেন যে, ভারতবর্ষ আজ মরণপ্রায়; তাহাতে কোন সাড়া নাই; কোন প্রকাশ্য সভা হইবার উপায় নাই। খবরের কাগজে ভারতীয় ঘটনা সম্বন্ধে লেখা বিপজ্জনক বলিয়া ব্যাটেভিয়ার বদলী সম্বন্ধে লেখা হয়।

রাজদ্রোহের চার্জ্জ

"হিন্দীপাঞ্চের সম্পাদক মহাশয় তাহার পত্রিকায় হিন্দী পদ্য ছাপানর জন্য কলিকাতা প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে তাঁহার একবৎসর কারাদণ্ড হয়।

হাইকোর্টে আপীলের ফলে দণ্ড কমিয়া তিন মাস হয় এবং ঐসময় অতিবাহিত হওয়ায় বর্ত্তমানে তিনি মুক্তি।

আইনের ফাঁক

সার লেসলি হাডসন বলেন যে সিলেক্ট কমিটির মীমাংসা মত অর্ডিনান্স আইন বিনা বিলম্বে পাশ করা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানে রাজদ্রোহমূলক ভীতিপ্রদর্শন সম্বন্ধীয় আইনে যে সমস্ত ফাঁক আছে তাহাকে পূরণ করাই এই অর্ডিনান্সের উদ্দেশ্য। কংগ্রেসদল জোর জবরদস্তি করিয়া কার্য্য হাসিল করিতে চেষ্টা করিতেছে। সুতরাং কংগ্রেসের কার্য্যে বাধা দেওয়ার জন্য এই অর্ডিনান্স আবশ্যক।

পিতা পুত্র সংবাদ

সীতালাল চামার নামক একব্যক্তি কলিকাতায় আউটরাম সাহেবের প্রস্তর মূর্ত্তি হইতে তরবারি সরাইয়া লওয়ায় অভিযুক্ত হয়। তাহার পিতা তাহার পক্ষে জামীন হওয়ায় তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বর্ত্তমানে তাহার পিতা তাহার পক্ষে আর জামীন থাকিতে অস্বীকার করায় তাহাকে হাজতে প্রেরণ করা হইয়াছে। আসামীর পিতা বলে যে আসামী অতিরিক্ত দুষ্ট হইয়া পড়ায় সে পুত্রের পক্ষে জামীনদার থাকিবে না।

ধরপাকড়

যশোহর কালেক্টারিতে পতাকা টাঙ্গানর জন্য গত ১১ই নবেম্বর তারিখে পাঁচজন গ্রেপ্তার হয়। পরদিবস কংগ্রেস হাউসে প্রবেশ জন্য ৫ জন ধৃত হয়। স্থানীয় কংগ্রেস গৃহ বর্ত্তমানে পুলিশের দখলে।

আসামের কিউলরা কংগ্রেস ক্যাম্পের একজন কর্ম্মীকে পুলিশ অজ্ঞাত কারণে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

পুরীতে বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেট করায় ৬ জনের কারাদণ্ড হইয়াছে এবং কেন্দ্রপাড়ায় ঐ কারণে ৯ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে।

বোম্বাই এবং মাদ্রাজে ও রাজনৈতিক কারণে কয়েক জনের কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

টোল — শ্রীশ্রাব্য ... Reg. No. C1544

দৈ নি ক

নদীয়া-প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপাত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২১৫তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৫ই অগ্রহায়ণ সোমবার ১৩৩৯, ২১শে নভেম্বর ১৯৩২

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
প্রতি
সংখ্যা ৵৫

গবর্ণর জেনারল হত্যা

বিমান-চালনে স্বামীস্ত্রীর দ্বন্দ্ব

বড় সাহেবকে গুলী

জাহাজে অহিফেন

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

বিদ্রোহীর বিচার

ব্যবস্থাপক সভায় আইন

প্রধান মন্ত্রীর পদত্যাগ

সাহেব মারার মোকর্দ্দমা

বিমানচারি নিরুদ্দেশ

জেল হতে বন্দীর পলায়ন

নানা কথা

গবর্ণর জেনারল হত্যা

স্প্যানিশ গিনির গবর্ণর জেনারেল সেট্টোয়া উপনিবেশিক গার্ডদলের একজন সার্জ্জেন্ট কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। তিনি যে সময় এ নোবন দ্বীপ পরিদর্শনে যান, তখন এই গুপ্তহত্যা সঙ্ঘটিত হয়।

বড় সাহেবকে গুলী

রাজসাহী সেণ্ট্রাল জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ সি এ ডব্লিউ লেককে কে বা কাহারা গুলী করিয়াছে। গত ১৮ই নবেম্বর সন্ধ্যাকালে তিনি জেলখানার হাতার নিকটে স্ত্রী এবং কন্যার সহিত মোটরে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময় আততায়ী তাঁহার মুখে এবং ঘাড়ে তিন গুলী করে।

স্থানীয় হাসপাতালে তাঁহার আঘাত ব্যাণ্ডেজ করা হয়; তাহার পর চিকিৎসার্থ তাঁহাকে কলিকাতায় পাঠান হয়। আততায়ীরা পলায়ন করিয়াছে।

পুলিশ অনেক অনুসন্ধান করিয়াও সে রাত্রিতে কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হয় নাই।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

ঢাকায় মিঃ গ্রাসবিকে হত্যা করিবার চেষ্টার জন্য বিনয়ভূষণ দে নামক একজন যুবক ঢাকার স্পেশাল ট্রাইবুনালের বিচারে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে।

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, ঢাকা ডিষ্ট্রিক্ট ইণ্টেলিজান্স ব্রাঞ্চের এডিসনাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ গ্রাসবি ঢাকা নবাবপুর রেলক্রসিংয়ের নিকট মোটর থামাইলে দুইজন যুবক রেলওয়ের ফটক বন্ধ করিয়াই গুলী চালাইতে আরম্ভ করে। সাহেব আহত হইয়াও রিভলভার বাহির করিয়া আততায়িদ্বয়ের পশ্চাদ্ধাবন করে। আসামী ধরা পড়ে।

ব্যবস্থাপক সভায় আইন

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কুসীদ আইন সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। তবে অধিকাংশ সদস্যই টাকা ধার দেওয়া ব্যবসায় করায় যদি সমস্ত ফাঁসিয়া যায় তাহা হইলে কি হইবে কেহই বলিতে পারে না। টাকার মহাজনী ব্যবসায় এদেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। দুই একটী বৈঠকে যে উহার সমাধান হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। বর্ত্তমানে যেভাবে এই ব্যবসায় চলিতেছে তাহা ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির অন্তরায়। তবে উভয় পক্ষই সমোরে যুদ্ধদান করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে এবং আশা করা যায় যে শীঘ্রই কুসীদ ব্যবসায়ের রূপ পরিবর্ত্তিত হইবে।

সাহেব মারার মোকর্দ্দমা

ষ্টেটসম্যানের সম্পাদক স্যার এলফ্রেড ওয়াটসনকে হত্যা করিবার জন্য তাঁহাকে গুলী মারার মোকর্দ্দমার রায় বাহির হইয়াছে। সুনীলের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রমোদের দশবৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং অমরের ছয় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

প্রধান মন্ত্রীর পদত্যাগ

প্রকাশ যে, ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু শুনা যায় যে সে গুজব মিথ্যা।

শ্রীবিশ্ব বৈষ্ণবরাজ-সভার

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	ঠিকানা
১। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	এলাহাবাদ	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত,	
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীধাম বৃন্দাবন	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	এলাহাবাদ	১১ শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঐ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	ঐ	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	ঐ		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ. ডাকঘর শ্রীমায়াপুর. নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভজনাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেবাবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুদ্ধবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী,

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ বাসাবতার ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতি, শ্রীপাদ জগচ্ছারণ দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রমেয় দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিদ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীপ্রণবগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোদণ্ড, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালি দাসাধিকারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রকাশকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার রুক্মকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী,

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ সাউথ মালাকা প্রয়াগ ষ্ট্রীট, পি

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবদন ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান।

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীচক্রিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন,

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনলিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী.

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শন।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, ...

এখানে বহু কুকুরভুক্ত শ্রীমোহনের সে... বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রাণমোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ,

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কভর, গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) বালমযোগাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদহ, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীবিধিকিশোর ব্রজবাসী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, | ৮ই কেশব গৌরাব্দ ৪৪৬, ৫ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২১শে নভেম্বর ইং ১৯৩২ সোমবার | ২১৭তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

সংক্ষিপ্ত ডায়েরী

(২৭শে অক্টোবর ঊনবিংশ তারিখের জের)

[ডাকের গোলযোগ জন্য এই সংবাদটী যথা সময়ে না পৌছান কারণে বিলম্বে প্রকাশিত হইল। পাঠকগণ, বর্ত্তমান বর্ষের ২০৭ সংখ্যার ৪র্থ পৃষ্ঠার পঞ্চত্রিংশ ছত্রের প ঃই সং াদটী পাঠ করিবেন।]

কোট-বনে সূর্য্যকুণ্ডের তীরে প্রশস্ত ময়দান; তাহার পার্শ্বেই খুব প্রশস্ত পাকা রাস্তা, মথুরা হইতে দিল্লীর দিকে চলিয়া গিয়াছে। ইহার উপর দিয়া মোটরগাড়ী ও মোটরবাস্ যাতায়াত করে। এই রাস্তার ১০০।১৫০ গজ তফাৎ দিয়া B. B & C. I. Ry. লাইন গিয়াছে। ঐ লাইনের ঐ স্থান হইতে ৪ মাইল তফাতে কোশি railway ষ্টেশন। এই সূর্য্যকুণ্ড হইতে মথুরা ২৯ মাইল এবং দিল্লী ৪৯ মাইল। আমাদের তাঁবুর সম্মুখে একটী milestone আছে; তাহাতে ঐরূপ মাইলের হিসাব দেওয়া আছে।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামী মহারাজ শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় বাহির হইয়াছেন, এই সংবাদ দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়ায় এই সূর্য্যকুণ্ডতীরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পদাম্বিকে অনেক ব্রজবাসী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ সমবেত সজ্জনবৃন্দের নিকট মুক্তকণ্ঠে অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ যেন এক মুখে কৃষ্ণ-কথা বলিয়া তৃপ্ত হইতেছেন না। সকল জীবের মঙ্গল হউক, জীব সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া নিঃশ্রেয়স্ লাভ করুক, ব্রজ ধামে আসিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রজের পথের পথিক হউক এবং অনর্থক যেন তাহাদের মিছামিছি দূরদেশ ভ্রমণই সার না হয় ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছা।

সমবেত সজ্জনমণ্ডলীর নিকট শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ আরম্ভ করিয়া কিছু কিছু ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। সাধারণ বদ্ধজীবের নিকট চরিতামৃত ব্যাখ্যা শ্রবণ একপ্রকার আর পরমমুক্ত মহাভাগবতের নিকট চরিতামৃত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করা অন্য প্রকার। "যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে" শ্রীল স্বরূপ দামোদর প্রভুর এই উক্তির সার্থকতা সকলে দেখিতে পান, যখন তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ হইতে শ্রীচরিতামৃতের অপ্রাকৃত ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবত অপ্রাকৃত গ্রন্থ; শুধু গ্রন্থ কেন, 'গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ অবতার'। শ্রীমন্ মহাপ্রভুও সেই শ্রীমদ্ভাগবতের মূর্ত্ত-বিগ্রহ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্রে ভাগবতের আদর্শ প্রস্ফুটিত হইয়াছে। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত বুঝিতে চাহেন, তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্র অনুশীলন করুন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত লীলা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্রে যে কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলা প্রকটিত হইয়াছে, তাহা আমাদের পরিক্রমাকারিগণের মধ্যে আদর্শ হউক।

কৃষ্ণই একমাত্র অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটী মুখ্য রস এবং বীর, করুণ, রুদ্র প্রভৃতি ৭টী গৌণ রস, একুনে মোট দ্বাদশ-রসের আধার হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। ব্রজমণ্ডলের দ্বাদশবনে দ্বাদশ প্রকারের রস আস্বাদন করিবার জন্যই দ্বাদশ-বন ভ্রমণের উদ্দেশ্য; নতুবা কেবল মাত্র রৌদ্রে বন ভ্রমণ করিয়া কোন লাভ নাই। সমস্ত কার্য্যের মধ্যে হরিভজনটাই মূল উদ্দেশ্য। "লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে। হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥" ব্রজধাম চিন্ময় ধাম—জড় বস্তু নহেন; অচিৎ-বুদ্ধি প্রবল থাকা পর্য্যন্ত অর্থাৎ অনর্থ-নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রজ-ধামপরিক্রমার অধিকার হয় না। যাঁহাদের চিন্ময় দর্শন লাভ হইয়াছে, অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের কৃপায় যাঁহারা দিব্য চক্ষু পাইয়াছেন, তাঁহারাই ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিবার যোগ্য। মহাভাগবতগণই চিন্ময় ব্রজধাম পরিক্রমা করিয়া থাকেন।

যা'রা হরিভজন ক'রবে না, তা'দের সঙ্গ দুঃসঙ্গ জ্ঞানে দূর থেকে পরিত্যাগ করা দরকার। যা'রা হরিভজনের নামে পেট-পূজা, বিষয়ভোগ ক'রতে চায়, তা'দের শাস্ত্রাদেশ "বঞ্চয়েৎ দ্রবিণা দক্ষিঃ" মত বঞ্চনা করিয়া বাস্তবপক্ষে হরিভজন করাই দরকার। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের বিচার রূপানুগগণের পদাঙ্কানুসরণ। সহজিয়াগণের ন্যায় চিজ্জড়সমন্বয়বাদ তাঁ'দের বিচার নহে। সহজিয়ারা চিন্ময়লীলায় প্রবেশ করিতে চায় না। আমাদের মধ্যে অনেকে পরিক্রমার পথশ্রম সহ্য ক'রতে না পেরে হয়ত সংসার-পরিক্রমার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছেন; কিন্তু সংসার-পরিক্রমা লক্ষ লক্ষ জন্ম করা হ'য়েছে, এখন সেইটা হ'তে একটু ছুটী নিলে ভাল হয় না? শ্রীল প্রভুপাদ ইত্যাকার বহুবিধ উপদেশ প্রদান করেন। রাত্রি অধিক হইলে সকলে প্রসাদ সেবনান্তে রাত্রিযাপন করেন।

বিংশ দিবস

২৮।১০।৩২ তারিখে কোটবন সূর্য্য-কুণ্ডতীর হইতে ৪ চারি মাইল দক্ষিণে কোশি যাইবার জন্য প্রাতে তাঁবু উঠান হইল। কোটবন হইতে কোশির দূরত্ব অতি অল্প বিধায় বেলা ৮॥ টার সময় পরিক্রমা রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইত্যবসরে কয়েকজন উষ্ট্র-ব্যবসায়ী তাহাদের বহু উষ্ট্র বিক্রয় করিবার জন্য আমাদের তাঁবুতে লইয়া আসিলে, শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের সেবার জন্য ছয়টী উষ্ট্র খরিদ করা হইল। ঐ উষ্ট্রগুলিকে সঙ্গে লইয়া পরিক্রমা মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ সম্মুখে লইয়া বেলা প্রায় ১১ টার সময় কোশিতে আসিয়া উপস্থিত হন।

কোশি (Kosi) একটী মিউনিসিপ্যাল সহর, কলের জলের বন্দোবস্ত রাস্তায় দেখা গেল। সহরের বাহিরে একটী ময়দানে আমাদের তাঁবু হইয়াছিল। শ্রীল

প্রভুপাদ গৌড়ীয়মঠের বৈদ্যুতিক-যানে আরোহণ করিয়া পরিক্রমার আগেই এখানে পৌঁছিয়াছিলেন। পরিক্রমা কোশির তাঁবুতে পৌঁছিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বক স্নানাদি করিয়া প্রসাদ সেবন পূর্ব্বক বিশ্রাম লাভ করেন।

কোশি হইতে ক্ষীরসাগর ও শেষশায়ীর শ্রীমন্দির আট মাইল হইবে। পরদিন সেরগড় যাইতে ১৪।১৫ মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইবে বলিয়া অত্র বৈকালে শেষশায়ী ও ক্ষীরসাগরে পরিক্রমা যাইতে নিষেধ করেন, কারণ বৈকালে সেখানে গিয়া ফিরিয়া আসিতে হইলে রাত্রি প্রায় ১০ টা হইয়া যাইবে। শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন যাঁহারা হরিকথা শ্রবণে শুশ্রূষু তাঁহারা তাঁবুতে অবস্থান করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা বেড়াইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা টাঙ্গা লইয়া ঘুরিয়া আসিতে পারেন। হরিকথা শ্রবণে বিমুখ মাদৃশ বহির্ম্মুখ কেহ কেহ টাঙ্গা লইয়া শেষশায়ী ও ক্ষীর-সাগর দর্শনের জন্য রওনা হইলেন।

এই ক্ষীর-সাগর একটী প্রকাণ্ড কুণ্ড, ইহাতে বাঁধান ঘাট আছে। তীরে শেষশায়ীর শ্রীমন্দির ও মধ্যমাকার একটী নাট্যমন্দিরও আছে। নাট্যমন্দিরটী বেশ চিত্রিত। ইহার ছাদটী একটী খিলানের উপর স্থাপিত। মন্দিরে শেষশায়ীর শ্রীমূর্ত্তি ও তৎপাদপদ্মে লক্ষ্মীদেবী সেবানিরতা অবস্থায় দেখা যায়। পার্শ্বে ব্রহ্মার শ্রীমূর্ত্তিও আছেন। ব্রহ্মা শেষশায়ীর নাভিপদ্ম হইতে উদ্ভূত হইতেছেন, এইরূপ অবস্থা সেখানে আছে।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু এই স্থানে আসিয়াছিলেন। তিনি লক্ষ্মীদেবীকে সেবানিরতা দেখিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের 'যত্তে সুজাতো' ইত্যাদি এই শ্লোকটী আবৃত্তি করিয়া প্রেমে বিভোর হন। এই শ্লোকটীর অর্থ শ্রীপাদ নেমি মহারাজ যাহা ব্যক্ত করেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, লক্ষ্মীদেবী শেষশায়ীকে বলিতেছেন, হে দেব! যাঁহার শ্রীচরণ আমার সুকোমল বক্ষে স্থাপিত হইয়াও ব্যথা প্রাপ্ত হন, জানিনা সেই শ্রীচরণ কিরূপে বৃন্দাবনের কণ্টকাকীর্ণ পথে বিচরণ করিবেন, ইত্যাদি। তিনি আরও বলেন যে, শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছা যে, এই স্থানে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর একটী পাদপীঠ প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং সে-জন্য সকলের সত্বর যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য।

সন্ধ্যার পর ঐ স্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া সকলে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে অনেক হরিকথা শ্রবণ করেন। হরিকথা শ্রবণে বিমুখ হইয়া যাহারা শ্রৌতপন্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আরোহপন্থায় ক্ষীর-সাগর ও শেষশায়ী দর্শনে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের উদ্দেশ করিয়া অনেক উপদেশ প্রদান করেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ ও ইঙ্গিত যাহারা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা যদি ভবিষ্যতে সাবধান না হন, তবে হরিভজনের পথ তাঁহাদের জন্য বন্ধ।

একবিংশ দিবস

(২৯।১০।৩২ তারিখ)

অদ্য অতি প্রত্যূষে পরিক্রমা বাহির হন। কোশি হইতে সেরগড় ১৪ মাইল। পরিক্রমা কোশি হইতে সেরগড় আসিবার মধ্য পথে পয়গ্রাস গ্রামে রাধাকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীমন্দির দর্শন ও পরিক্রমা করিয়া বেলা ১২টার সময় সেরগড়ে তাঁবুতে উপনীত হন। পরিক্রমা পয়গ্রামে শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইলে এখানে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ভোগ দেওয়া হয় এবং পরিক্রমাকারিগণকে চিড়া, দধি, চিনি, মোহনভোগ প্রভৃতি প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ এখানে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া শ্রীবিগ্রহ-দর্শনের পন্থা নির্দ্দেশ পূর্ব্বক গত রাত্রে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশের কিছু কিছু পুনরাবৃত্ত করেন এবং সেবোন্মুখ-চিত্তে ভগবদ্দর্শনের পন্থা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন।

অনন্তর সেখান হইতে পরিক্রমা বাহির হইয়া সেরগড়ের তাঁবুতে আসিয়া মধ্যাহ্নে স্নানাদি সমাপনান্তে প্রসাদ সেবন পূর্ব্বক বিশ্রাম লাভ করেন। অদ্য বিশেষ কারণ বশতঃ শ্রীল প্রভুপাদ প্রাতে কতিপয় অন্তরঙ্গ ভক্তসহ মথুরায় ডাম্পিয়ার পার্কে চলিয়া যান।

শ্রীআচার্য্যদেব

আচার্য্য বা গুরু ব্যতীত আমরা ইহকাল ও পরকালে আর্থিক বা পারমার্থিক কোন বিষয়েই উন্নতি লাভ করিতে পারি না। জাগতিক বিষয়ে গুরু বা শিক্ষক ব্যতীত উন্নতির সম্ভাবনা থাকিলেও পরমার্থ-বিষয়ে গুরু বা আচার্য্যের আনুগত্য ব্যতীত কাহার কোন উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক সেই অধোক্ষজ, জড়েন্দ্রিয়ের অতীত ভগবৎ-বস্তুর সন্ধানও কেহ পাইতে পারেন না, একথা যে ধ্রুব সত্য ইহা আমরা শাস্ত্রযুক্তিতে এবং ধ্রুব, প্রহ্লাদাদি মহাজনগণের জীবনেও দেখিতে পাই। বিন্দুর সাহায্য ব্যতীত কোন বৃত্ত অঙ্কন অসম্ভব, গুর্ব্বানুগত্য বা সদ্গুরুপাদপদ্মাশ্রয় ব্যতীত মহাজনপথে—শ্রৌতপথে বা প্রকৃত মঙ্গলময় পথে অগ্রসর হইবার চেষ্টাও তদ্রূপ সম্পূর্ণ অলীক ও মূর্খতা-জ্ঞাপক। সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়া আমরা অনেক সময় আচার্য্যের (?) আশ্রয় গ্রহণ করি বটে, কিন্তু আচার্য্যের স্বরূপ না জানার জন্য প্রায়ই বঞ্চিত হইয়া থাকি। কখনও আচার্য্য নহেন যিনি, সেই আচার্য্যবেশধারী বঞ্চককে আচার্য্য বলিয়া বরণ করতঃ অমঙ্গলের পথে ধাবিত হই; আবার কখনও বা প্রকৃত আচার্য্যকে আচার্য্যপদে বরণ না করিয়া অপরাধের আবাহন করি। আমাদের অজ্ঞানতার জন্য এইরূপ সঙ্কটে পতিত হইয়া আমরা আমাদের এই দুর্লভ মনুষ্য জন্মটীকে নষ্ট করি। এইরূপভাবে বঞ্চিত হইয়া আমরা যে কত জীবন নষ্ট করিয়াছি বা করিতেছি তাহার আর ইয়ত্তা নাই। সন্দিগ্ধচিত্ত আমরা মায়ার কুহক বা গণগড্ডলিকার আপাত-মোহের বিষয় উপলব্ধি করিতে না পারায় মনোধর্ম্মের দ্বারা চালিত হই এবং আমাদের পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সাধু শাস্ত্রের কথায় কর্ণপাত করি না বলিয়াই আমাদের যত অসুবিধা—যত অমঙ্গল। সেইজন্য ভগবান্ বলেছেন,—

মুই, মোর ভক্ত আর গ্রন্থ-ভাগবতে।
যে না মানে সে পাষণ্ডের নাশ তাল মতে॥

কৃষ্ণরূপী শাস্ত্র ও কৃষ্ণাভিন্ন সচ্চিদানন্দ বৈষ্ণবগণ আমাদের নিত্য পূজ্য, তাঁহারা আমাদের মঙ্গলের জন্য অন্বয় ও ব্যতিরেক-ভাবে আমাদিগকে কৃপা করিবার জন্য সতত সচেষ্ট। ভাগ্যবান্ যাঁহারা, তাঁহারাই সেই সাধুশাস্ত্রের কথা শ্রবণপূর্ব্বক মঙ্গলের পথে অগ্রসর হন, আমার ন্যায় সন্দিগ্ধ লোকই এমন পরম করুণাময় হরিগুরু-বৈষ্ণবের দয়া হইতে বঞ্চিত হয়। আচার্য্য নির্ণয়ে অসমর্থতা-প্রযুক্ত পাছে আমরা অসুবিধায় পতিত হই বা ভক্তিপথ সেবা ব্যতীত অন্য কোন ইতর পথের পথিক হইয়া পড়ি, তজ্জন্য অন্তর্যামী শাস্ত্র আমাদের অজ্ঞতা জেনে, পুনঃ পুনঃ বলেছেন,—

উপনীয়তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে॥
(মনু ২।১৪০)

যে ব্রাহ্মণ শিষ্যকে উপনয়ন প্রদান করিয়া যজ্ঞবিদ্যা ও উপনিষদের সহিত সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করান, মুনিগণ তাঁহাকে আচার্য্য নামে অভিহিত করেন।

আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥

শাস্ত্রার্থ অর্থাৎ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সম্যক্ রূপে সংগ্রহ করিয়া অপরকে আচারে স্থাপন এবং স্বয়ং শাস্ত্রাদেশ আচরণ করেন বলিয়া আচারবান্ গুরুবিৎ পুরুষ "আচার্য্য" নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

ষট্কর্ম্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ।
অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ধৃত পদ্মবচন)

যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান প্রতিগ্রহ এই ষট্কর্ম্মনিপুণ এবং মন্ত্রতন্ত্রবিশারদ অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণও গুরু (আচার্য্য) হইতে পারেন না, কিন্তু চণ্ডালকুলে প্রকটিত বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ বৈষ্ণব গুরু হইবার যোগ্য।

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥
কিবা বর্ণী কিবাশ্রমী কিবা বর্ণাশ্রমহীন।
কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা যেই সেই আচার্য্য প্রবীণ॥
আসল কথা ছাড়ি' বর্ণে
যে করে আদর।
অসদ্গুরু করি তার বিনষ্ট পূর্ব্বাপর॥

আমরা শাস্ত্রে আরও দেখিতে পাই,—

বাচোবেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগং উদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ।
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥

বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও উপস্থের বেগ—এই ছয়টী বেগ যে ব্যক্তি বিশেষরূপে সহ্য করিতে সমর্থ হন, তিনিই এই নিখিল পৃথিবী শাসন করিতে পারেন, অর্থাৎ তিনিই ষড়্‌বেগজয়ী গোস্বামী বা আচার্য্য।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণকৃপা করেন ভক্তগণে॥
শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ॥
আপনে আচরে কেহ না করে প্রচার।
প্রচার করয়ে কেহ না করে আচার॥
আচার প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু, তুমি জগতের আর্য্য॥

ভগবৎ-প্রেরিত তৎপ্রয়োজন আচার্য্য নিজ জীবনে শাস্ত্রাদেশ পালন পূর্ব্বক নিজেকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে স্থাপন করতঃ জীবকে সেবাশিক্ষা দেন; ইহাই বৈকুণ্ঠগত শ্রীআচার্য্যদেবের আচার্য্যব্রুবগণের সহিত বৈশিষ্ট্য।

(ক্রমশঃ)

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। কৃষ্ণগুরু নাহি মিলে ভজহ

পূর্ব্ব ব্যবস্থা। সুবর্ণ সুযোগ!!

ভক্তিশাস্ত্রের প্রকাশক সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-াগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও নন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় আসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির সার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই গ্রন্থ লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায় সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। বালক, বৃদ্ধ, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পরজগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রত্যেক পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা গৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲।

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধবগৌড়ীয় পরসাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্বচক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড।৵০

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে।৵০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহামূল্য

গ্রন্থ

জগদ্গুরুবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগতদের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'ঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'মিশ্রভক্তি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও ভ্রান্ত-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্চকে। ভিক্ষা ৮০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপ-বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-নিন্দদায়িনী বৈকুণ্ঠ-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসবন্দনা, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৮০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মতবাদের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মায় নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৮০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব প্রবদৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীপ ও বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতিবেদন', বহির্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার আবশ্যক এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৸০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওলাচের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত : প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, মহাপ্রভুর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তথ্যাবিষয়-সহ বক্স-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবাবিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিবরণগুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্যোদন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সারার্থ ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গ্রন্থিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ —অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ —শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

[illegible]

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ পাঠ করিলে পারমার্থিক [illegible] কিছুরই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম সূক্ষ্ম তত্ত্ববিষয়ক এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থ উদ্ধৃত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, তথ্য ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়া

পূজ্যপাদ শ্রীল গোস্বামী প্র

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখন দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সব খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-গ্রন্থ (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মা প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারা অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ভাষা, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজি বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৸০ টাকা। ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৸০ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ, ভিক্ষা দশ আনা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
(চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্ দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর
(নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা
(৪৪৩ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৶০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৶১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (অবাঁধা) ।৶০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি
(প্রথম-চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩ সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪ সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫ তত্ত্ব সূত্রম্ ।০
৫৬ সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭ গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮ সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ডস্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ কল্পতরু ⁄০
৭২। গীতাবলী ১৲
৭৩। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু ⁄০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। লিখে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ⁄৩। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তত্ত্বপথ্য নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ⁄০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহলার পাচন

[illegible] অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমাপ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ৷৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

ওয়ার্ক্স্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

জেল হইতে বন্দীর পলায়ন

বিলাতের ডাওমুর কারাগার হইতে ছইজন বন্দী পলায়ন করিয়াছে। পুলিশ তিন মাইল পর্য্যন্ত সারি বন্দী হইয়া পাহারা দিতেছে এবং কুকুরের সাহায্যে বন্দীদিগকে ধরিবার চেষ্টা চলিতেছে সমস্ত মোটর গাড়ীতে খানাতল্লাস চলিতেছে।

বিমান চালনে স্বামীস্ত্রীর দ্বন্দ্ব

মিসেস মলিসন না থামিয়া ১৩০০ মাইল বিমানপোত চালাইয়া সাহারা পার হইয়াছেন। তিনি আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল দিয়া কেপটাউনে পৌঁছিয়া স্বামীকে হারাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছেন।

এই রাস্তায় বিমান পরিচালনে মিষ্টার মলিসনই শ্রেষ্ঠ পরিগণিত ছিলেন।

স্ত্রীর জিত

মিসেস মলিসন বিমান চালনে তাঁহার স্বামীকে পরাজিত করিলেন।

বেকার আন্দোলনের জের

বিলাতে বেকার আন্দোলনের নেতা হ্যানিংটনকে উত্তেজিত করার অপরাধে সিডনি জব ইলিয়াস নামক একব্যক্তি লণ্ডনের ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছেন। লর্ড রসেল তাঁহার জামীন আছেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট আর একজন জামীনদার চাহিলে মিসেস হেলেন এলেন নাম্নী ভদ্র মহিলা জামিন হইলেন।

বিমানচারী নিরুদ্দেশ

আফ্রিকার ভিক্টর স্মিথ নামক একজন বিমানচারী কেপ্টাউন হইতে বিলাত যাত্রা করেন। তাঁহার কোন খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না।

ব্রহ্মে নির্ব্বাচন

ব্রহ্মদেশে নির্ব্বাচন প্রায় শেষ হইয়াছে। যাহারা ব্রহ্মদেশ ভারতের সহিত একত্র রাখিতে চান, পৃথক করিতে চান না, তাঁহারাই অধিকাংশ স্থলে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

বিদ্রোহীর বিচার

ষড়যন্ত্রকারী সেনাপতি গোলাম নবি খাঁর বিচার শেষ হইয়াছে। আফগান মন্ত্রিসভা, ব্যবস্থাপক সভার উর্দ্ধতন বিভাগের সভ্যগণ, জাতীয় সম্মেলন এবং আফগান জমায়েৎ উলউলেক এই চারটী সভা একমত হইয়া নবীখাঁকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁহার মৃত্যুদণ্ড হইয়াছে।

আফগান বিদ্রোহ

আফগানিস্থানে দারিখেল নামে উপজাতি বিদ্রোহ করে। আফগান গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বিদ্রোহ দমনার্থ সামরিক অভিযান করা হয়; ফলে দারিখেল উপজাতির সকলেই বন্দী হইয়াছে। তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র গোলাগুলি বারুদ প্রভৃতি সমস্তই আফগান গবর্ণমেণ্টের হাতে আসিয়াছে।

আরও ৩ জন বিদ্রোহী

আফগান রাজ্যের বিরুদ্ধে আরও তিনজন ষড়যন্ত্রকারী উপজাতিগুলিকে উত্তেজিত করিতেছিল। তাহারাও মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে।

জার্ম্মাণীতে গোলযোগ

জার্ম্মাণীর চ্যান্সেলার মহা বিপন্ন। তাঁহার বিপক্ষ নাৎসীদল দুর্ব্বল ছিল; কিন্তু বর্ত্তমানে তাহারা সোসালিষ্ট দলের সাহায্য পাইতেছেন।

কারণ এই যে, চ্যান্সেলার ভনপাপেন সোসালিষ্ট সম্প্রদায়কে জনসাধারণের শত্রু বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। তিনি বলেন যে, তাঁহারা সমস্ত দলেরই বিরোধী।

নূতন গবর্ণমেণ্ট গঠন করিবার ক্ষমতা প্রেসিডেণ্টের হাতে। উহাতে চ্যান্সেলারের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই।

স্যালভেসনিষ্ট উৎসব

স্যালভেসনিষ্ট জেনারেল হিগিন্স সপত্নীক ভারতে আসিতেছেন। সাম্বৎসরিক মহোৎসবে তিনি যে সমস্ত লোককে স্বমতে আনয়ন করেন, তাঁহাদের তালিকা পাঠের সময় জনসাধারণ তাঁহাকে বিশেষ অভ্যর্থনা করেন।

পরলোকে

পঞ্জাবের নেতা লালা লাজপত রায়ের পত্নী রাধা দেবী ৬৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর ঠিক চারি বৎসর পূর্ব্বে লালা লাজপত রায় প্রাণত্যাগ করেন।

ফোর্ড কারখানা বন্ধ

ফোর্ড কোম্পানী কর্ক সহরে একটী কারখানা খুলিয়া ছিল। সে কারখানা বন্ধ করিয়া কল কব্জা ডেগেন হামে লইয়া আনা হইতেছে।

নিরস্ত্রীকরণ

সার জন সাইমন ইংলণ্ডের পক্ষ হইতে জেনেভায় নিরস্ত্রীকরণ সভায় ইংলণ্ডের মতামত প্রকাশ করেন। ইংলণ্ডের মত এই যে বৃটিশসাম্রাজ্য যেরূপ অস্ত্রশস্ত্রের হ্রাস করিয়াছে, অন্যান্য দেশকেও সেইরূপ করিতে হইবে। এবিষয়ে ইংলণ্ডই আদর্শ হওয়া উচিত। পৃথিবীর সমস্ত শক্তিমান জাতিই যেন সমর সজ্জার এক তৃতীয়াংশ কমাইয়া দেন। ইংলণ্ডও এইবিষয়ে বাদ পড়িবে না।

সকলে একমত হইয়া সামুদ্রিক যুদ্ধশক্তি ও রণসজ্জার কতদূর কমান সম্ভব সে বিষয়ে সকলে একমত হইয়া, সেই মত অনুসারে জনযুদ্ধের সরঞ্জাম কমান উচিত।

জার্ম্মাণীকে যুদ্ধ সজ্জা সম্বন্ধে অন্যান্য জাতির ন্যায় ক্ষমতা এবং সুবিধা দান করা হউক।

ফ্রান্স যে সমস্ত প্রস্তাব উত্থাপিত করেন তাহার বহর অত্যন্ত বেশী। বর্ত্তমানে জার্ম্মানি যুদ্ধ সজ্জার সম্বন্ধে অন্যান্য শক্তির ন্যায় সুবিধা পায় নাই।

জাহাজে অগ্নিকাণ্ড

কলিকাতার কাষ্টমস্ বিভাগের লোকেরা সাজাহান নামক আন্দামান যাত্রী জাহাজের কয়লা রাখিবার স্থান পরীক্ষা করিয়া নয় সের আফিম পাইয়াছে।

বিলাতে গোল বৈঠক

বিলাতের গোল বৈঠকে নিম্নলিখিত বিষয় সমূহের আলোচনা হইবে :—

(১) লোদিয়ান রিপোর্ট ভোট সম্বন্ধীয়

(২) নির্ব্বাচন প্রথা

(৩) ব্যবস্থাপক সভার সদস্য সংখ্যা

(৪) কেন্দ্রীয় শাসকের সহিত প্রাদেশিক শাসকবর্গের সম্বন্ধ

(৫) লাট সাহেবদিগের বিশেষ ক্ষমতা

(৬) আর্থিক সমস্যা

(৭) সংগঠন সম্বন্ধীয় ক্ষমতা সমূহের সীমা

(৮) ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সহিত পার্লামেণ্টের সম্পর্ক।

(৯) ভারতীয় রাজন্যবর্গ

কেহ চায় না

এম, লিয়ে ট্রট্স্কীকে কোন দেশ আশ্রয় দিতে চায় না। তিনি এপর্য্যন্ত ভাসিয়া বেড়াইতেছেন। সম্প্রতি জানা যাইতেছে যে তিনি ডেনমার্কে স্থান পাইবেন। তিনি কোপেনহেগে পৌঁছিয়াছেন।

প্রেস বাজেয়াপ্ত

কলিকাতার গঙ্গা বিষ্ণু প্রেসের অধিকারী [illegible] শঙ্কর সহায় অধিকারী কলিকাতা চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে চারিমাস কারাদণ্ড ৫০ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত একমাস কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার প্রেসও বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।

অভিযোগ এই যে তিনি আপত্তিকর কাগজপত্র ছাপিয়াছেন।

উড়োজাহাজ লাইন

সাত মাসের মধ্যে কলিকাতা ও রেঙ্গুনের মধ্যে উড়ো জাহাজের লাইন বসিবে। প্রধানতঃ ডাক বহনের কার্য্যই আরম্ভ হইবে, পরে যাত্রী যাইবার বন্দোবস্ত করা হইবে।

ভ্যালেরার জয়

আইরিশ ফ্রীষ্টেটের কর্ত্তা ডিভ্যালেরারে প্রতিদ্বন্দ্ব কসগ্রেভ অনাস্থাসূচক ভোটের প্রস্তাব করায় আইরিশ ড্যালে ভোট গণনা হয়। ৭৫ জন ভ্যালেরার পক্ষে ভোট দেয় ৭০ জন বিপক্ষে ভোট দেয়।

ষড়যন্ত্রকারী নিহত

লাহোর ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় আসামী শ্রীমান ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ স্বীকারোক্তি করে; তাহাকে কে বা কাহারা বেতিয়াতে ছোরার আঘাত করে। সেই আঘাতের ফলে সে মারা পড়িয়াছে। আততায়ী ধরা পড়ে নাই।

ময়দানে জুয়া

কলিকাতা করপোরেশনের কর্তৃপক্ষ গবর্ণমেণ্টকে অবগত করান যে কলিকাতা ময়দানে যেরূপভাবে ঘোড়দৌড়ের জুয়া খেলা হয়। তাহাতে মধ্যবিত্ত অনেক লোককে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন যে এবিষয়ে বর্ত্তমান অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট বিশেষ কিছু করিতে পারিবেন না। কি উপায় অবলম্বন করিলে ঘোড় দৌড়ের মাঠে জুয়াখেলা বন্ধ হয়, এবিষয়ে গবেষণা করিবার জন্য করপোরেশন একটি কমিটী গঠিত করিয়াছেন।

আয়কর

বিলাতের হাউস অব অর্ডার্স সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এক শ্রেণীর গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটির পরিবর্ত্তে অন্যরূপ সিকিউরিটি গ্রহণ করিলে আয়কর আদায় করা হইবে।

নূতন স্বাধীনতা

সম্রাট সন্তোষের সহিত প্রকাশ করে যে ইংলণ্ড ইরাককে কোন মাত্র স্বাধীন করেন নাই, তাহাকেও ব্যবস্থা করিয়াছেন।

দৈনিক Reg No C4544

THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

বিজ্ঞাপনের হার — প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতি কলম ৬৲, অর্দ্ধ কলম ৩৷০, সিকি কলম ২৲, চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার — অগ্রিম দেয় — বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, মাসিক ১৲, প্রতি সংখ্যা ৴৫

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২১৬তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৬ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার ১৩৩৯, ২২শে নভেম্বর ১৯৩২

ঝড়ে বহু লোকের মৃত্যু

গোলটেবিল বৈঠকে অসহযোগ

সাম্প্রদায়িক সমস্যা

মেমের পোষাক বিভ্রাট

কুমিল্লায় আবার গুলী

একজন হত দুইজন আহত

হেডমাষ্টার আক্রান্ত

এককোটি মণ লৌহ বিদেশে

শিকারকালে মৃত্যু

শাসনতন্ত্র-গঠনে সম্রাট ও ভারত

মটর ও গাড়ীতে ভীষণ ধাক্কা

নানা কথা

ঝড়ে বহু লোকের মৃত্যু

প্রশান্ত মহাসাগরের তীর দেশে যে ঝড় হইয়াছে, তাহাতে ৫০ জন হত ৪২ জন আহত হইয়াছে, ৬১ জনকে পাওয়া যায় নাই; ৪১৯২ ঘর একেবারে ধ্বংস হইয়াছে এবং ৬৩০০০ ঘরবাড়ী আংশিকভাবে ধ্বস্ত হইয়াছে।

সাম্প্রদায়িক সমস্যা

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ইংলণ্ডের ... নামক প্রতিষ্ঠানে টেলিগ্রাফ করিয়াছেন যে ভারতে সাম্প্রদায়িক মীমাংসার সমাধান হইল। এলাহাবাদ মিলন-কে সমস্ত বিষয়ে সকলেই একমত হইয়াছেন।

কুমিল্লায় আবার গুলী

কুমিল্লার নিকটবর্ত্তী দুর্গাপুর গ্রামের ...চন্দ্র পাল নামক এক ব্যক্তিকে কে বা কাহারা গুলী করিয়াছে। গুলী তাহার তলপেটে প্রবেশ করে। কুমিল্লার সিভিল সার্জ্জন পেট হইতে গুলী বাহির করেন। রিভলভার হইতে গুলী ছোড়া হইয়াছে।

হেডমাষ্টার আক্রান্ত

ঢাকা ইষ্টবেঙ্গল ইনষ্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সেদিন সন্ধ্যাকালে স্কুল হইতে বাটী প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, এমন সময় কে বা কাহারা পশ্চাৎ হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করে। তাহার মস্তকে আঘাত লাগিয়াছে। যে-স্থানে তিনি আক্রান্ত হন তাহার নিকট একখানি লোহার দণ্ড এবং একজোড়া চটিজুতা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখনও কাহাকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

শিকারকালে মৃত্যু

মেজর জেনারেল এ, বি, ই ক্যাষ্টর ট্রেন্টশায়ারে শিকার করিতেছিলেন। তাহার সহিত লর্ড কথাষ্টের কুকুরগুলি ছিল তিনি শিকার করিতে করিতেই মারা যান।

মটর ও গাড়ীতে ভীষণ ধাক্কা

নিউ দিল্লীর কনট প্লেসে দুইটী বালক মোটর সাইকেলে যাইতেছিল। একটী গাড়ীর সহিত ধাক্কা লাগায় তাহারা বিশেষ আঘাত পাইয়া সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে পড়িয়া আছে।

কলিকাতায় আবদুল লতিফ নামক একব্যক্তি মোটর সাইকেলের সহিত ধাক্কা লাগিয়া পড়িয়া যায়। তাহার মাথায় গুরুতর আঘাত লাগায় সে ক্যাম্বেল হাসপাতালে চিকিৎসিত হইতেছে।

বেলঘরিয়া নিবাসী নরহরি নামক একব্যক্তি নারিকেল বৃক্ষ হইতে পড়িয়া মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়িয়া আছে।

বড়বাজারে একটি হিন্দু বালক ট্রামগাড়ীর ধাক্কা লাগিয়া মরণাপন্ন অবস্থায় ক্যাম্বেল হাসপাতালে পড়িয়া আছে।

শাসনতন্ত্র গঠনে সম্রাট ও ভারত

পার্লামেণ্ট সভার অধিবেশনের সময় সম্রাট প্রকাশ করিয়াছেন যে, পার্লামেণ্টের প্রস্তাবানুসারে মন্ত্রিবর্গ ভারতীয় শাসনতন্ত্র গঠনে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন। তাঁহারা সাম্প্রদায়িক সমস্যার একটা মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন। ইহাতে কার্য্য অনেক অগ্রসর হইয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	এলাহাবাদ	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঐ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীধাম বৃন্দাবন	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ঐ
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	এলাহাবাদ	১১ শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	ঐ
৫ শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঐ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	ঐ	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কাশী
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	ঐ		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

মূল মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে শ্রীমন্মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেব্যবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৩১১৫

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতি, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃত দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীভূতবর্জ্জিত দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোদণ্ড, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালি দাসাধিকারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযতিবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধারণদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী,

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ সাউথ মালাকা প্রয়াগ ষ্ট্রীট, পি

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাম্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সমুদ্রতীর, পুরী, উড়িষ্যা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন।

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শন।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাঝ, চবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) সোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ,

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) বাদলগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, { ৯ই কেশব গৌরাব্দ ৪৪৬, ৬ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২২শে নভেম্বর ইং ১৯৩২ মঙ্গলবার } ২১৬তম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

সংক্ষিপ্ত ডায়েরী

অষ্টাবিংশ দিবস

[তাং ৫।১১।৩২ শনিবার]

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছামত পূর্ব্ব প্রোগ্রাম অনুসারে শেরগ্রামের স্থলে 'রায়া'তে এবং তৎপর আনন্দী-বনন্দী ও দাউজীতে তাঁবু না ফেলা একবারে গোকুল মহাবনে তাঁবু ফেলিবার ব্যবস্থা হয়। 'রায়া' হইতে গোকুল মহাবন প্রায় ১৪ চৌদ্দ মাইল। অদ্য ভোরে সমস্ত জিনিষপত্র পাঁচখানি মোটর-বাসে বোঝাই দিয়া প্রাতে ৬ টার সময় পরিক্রমা রায়া হইতে বহির্গত হ'ন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ অগ্রে অগ্রে চলিতে থাকেন; তৎপশ্চাৎ ত্রিদণ্ডিপাদগণ, তৎপশ্চাৎ সংকীর্ত্তন-সঙ্ঘ ও পর পর পুরুষ ও স্ত্রীলোক পরিক্রমাকারিগণ চলিতে থাকেন।

লোহবন

রায়া হইতে প্রায় ৬ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া পরিক্রমা লোহবনে আসিয়া উপনীত হ'ন। এখান হইতে গোকুল মহাবন যাইতে প্রায় আট মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইবে এবং বেলা অধিক হইবে বিবেচনায়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগ দিয়া পরিক্রমাকারিগণকে প্রচুর পরিমাণে মোহনভোগ প্রসাদ বিতরণ করা হ'য়। প্রসাদ সম্মানপূর্ব্বক সকলে বৃক্ষতলে উপবেশন করিলে শ্রীপাদ বন মহারাজ শ্রীভক্তি-রত্নাকর হইতে এখানকার স্থান-মাহাত্ম্য পাঠ করিয়া বলেন, "যে স্থানে আমরা উপস্থিত হইয়াছি। ইহার নাম লোহবন; ইহা ব্রজমণ্ডলের দ্বাদশ-বনের অন্যতম দশম বন। ইহা ব্যতীত আর দু'টী বন পরিক্রমা করিতে আমাদের বাকী আছে; যথা গোকুল মহাবন ও বৃন্দাবন।

এখানে সম্মুখের শ্রীমন্দিরে শ্রীগোপীনাথজীর শ্রীমন্দির ও শ্রীমূর্ত্তি আছেন। সম্মুখে একটী প্রস্তর-মূর্ত্তির নিম্নাঙ্গটুকু মাটিতে প্রোথিত দেখিতেছেন। কথিত হ'য় যে, শ্রীকৃষ্ণ লোহজঙ্ঘাসুর নামে এক অসুরকে এখানে বধ করিয়াছিলেন। তাহারই শরীরের নিম্নাঙ্গটুকু প্রোথিত দেখা যাইতেছে। ঐ অসুরের ঊর্দ্ধাংশটুকু নাকি শ্রীকৃষ্ণ কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন।

এই লোহবনটী শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত বিচরণ-স্থলী। সম্মুখে যে কুণ্ডটী দেখিতেছেন, উহা কৃষ্ণকুণ্ড নামে অভিহিত। কথিত হয় যে, ব্রহ্মার চারি পুত্র সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার এই কুণ্ডতীরে তপস্যা করিয়াছিলেন। নিকটেই একটী গোফা দেখিতে পাওয়া যায়; উহা চতুঃসনের গোফা বলিয়া কথিত হয়। এই স্থানের নিকটস্থ যত স্থান সমস্তই কৃষ্ণের বাৎসল্য-রসের স্থান, অতি বাল্যকালের লীলা-স্থলী। বাৎসল্য-রসের বিষয়-বিগ্রহ যে মহাবনে লীলা ক'রেছিলেন, সেই স্থানটীর নাম গোকুল; সেখানে আমরা অদ্যই পৌঁছিব।"

গোকুল মহাবন

বেলা ১০॥ টার সময় এখান হইতে রওনা হইয়া আট মাইল পথ অতিক্রম করত প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে তাপিত হইয়া পরিক্রমাকারিগণ বেলা প্রায় ২ টার সময় গোকুল মহাবনে তাঁবুতে আসিয়া উপস্থিত হন। এই স্থানে আমাদের যে তাঁবু হইয়াছে, তাহা ঠিক যমুনার উপকূলে। পরিক্রমাকারিগণ যমুনার স্নিগ্ধ ও সুশীতল জলে অবগাহন স্নান করিয়া বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মানপূর্ব্বক নিজ নিজ তাঁবুতে বিশ্রাম করিতে থাকেন। আমাদের তাঁবুর সন্নিকটেই যমুনার প্রশস্ত বাঁধা ঘাট থাকায় যাত্রিগণের কোন প্রকার জলকষ্ট হয় নাই। যমুনার উপকূলে এই স্থানটীও অতি মনোরম। এই সব স্থান গুরুবৈষ্ণবগণের আনুগত্যে ভ্রমণ করিতে করিতে ও কৃষ্ণলীলার কথা সাধুমুখ হইতে শ্রবণ করিতে করিতে বাস্তবিকই জীবহৃদয়ে কৃষ্ণস্মৃতির উদ্দীপনা আনিয়া দেয়। করুণানিধান আচার্য্যদেব যেরূপ স্বীয় সঙ্গে আমাদিগকে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিবার সুযোগ দিয়াছেন, তাহাতে কৃষ্ণেতর অন্যাভিলাষের কোন অবসর না থাকায় আমরা বাধ্য হইয়া হরি-লীলার স্মরণ করিবার সুযোগ পাইতেছি।

সন্ধ্যার সময় সান্ধ্যারাত্রিক সমাপনান্তে কিছুক্ষণ যাবৎ উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তন হইবার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ কিছুক্ষণ ধরিয়া কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে আবেগময়ী ভাষায় একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি প্রথমেই 'অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন' বলিয়া আরম্ভ করেন। সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনই যে একমাত্র পরম তত্ত্ব, অনাদি, আদি এবং সর্ব্বকারণের কারণ, তাহা বহু শাস্ত্র-যুক্তি প্রদানপূর্ব্বক সহজ ও সরল ভাষায় শুশ্রূষুগণকে বুঝাইয়া দেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য স্থানীয় অনেক ব্রজবাসী সভাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ঊনত্রিংশ দিবস

[মহাবনে দ্বিতীয় দিবস ৬।১১।৩২ রবিবার]

ব্রহ্মাণ্ড ঘাট

অদ্য গোকুল মহাবনে অবস্থিতির ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রাতে ৮ আটটার সময় পরিক্রমা বহির্গত হইয়া প্রথমেই সন্নিকটস্থ যমুনার ব্রহ্মাণ্ড ঘাটে উপনীত হন। ব্রহ্মাণ্ড-ঘাটটী যমুনার তীরে প্রশস্ত বাঁধা ঘাট। সেই ঘাটের উপর ব্রহ্মাণ্ড-বিহারীর শ্রীমন্দির ও শ্রীমূর্ত্তি বিরাজমান। পূজারীর নিকট অবগত হওয়া যায় যে, রামানন্দী সম্প্রদায়ের মোহন দাসজী নামক কোন বৈষ্ণব এখানকার শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করেন। পরিক্রমাকারিগণ এই ঘাটে উপবেশন করিলে, শ্রীপাদ শ্রোতী মহারাজ বলেন যে, বাল্যকালে কোন সময় শ্রীকৃষ্ণ মাটি খাইতে আরম্ভ করিলে সখী গোপবালকগণ মাতা যশোদাকে বলেন যে, কৃষ্ণ মাটি খাইতেছে। এই কথায় মাতা যশোদা কৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, কৃষ্ণ অস্বীকার করেন। তৎপর যশোমতীর ইচ্ছাক্রমে মুখব্যাদান করিয়া মাতাকে দেখাইলে তিনি মুখাভ্যন্তরে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিয়া-

ছিলেন। সেই জন্য এই স্থানের নাম ব্রহ্মাণ্ড ঘাট।

যমলার্জ্জুন

এখান হইতে যমুনার তীরে তীরে কিছুদূর গিয়া যমলার্জ্জুন-বৃক্ষের নিকট পরিক্রমা উপনীত হ'ন। কথিত হয় যে, এইস্থানে দধি-দুগ্ধ-ভাণ্ড ভগ্ন করায় যশোদা তাঁহাকে উদূখলে বন্ধন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ সেই বন্ধন-দশায় উদূখল টানিয়া লইয়া গিয়া যমলার্জ্জুন-বৃক্ষদ্বয়ের মধ্য দিয়া যাইতে থাকায় ঐ বৃক্ষদ্বয়ের গাত্রে উদূখল আট্‌কাইয়া গিয়া বৃক্ষদ্বয় ভঙ্গ হইয়া যায়। কৃষ্ণের চরণ-স্পর্শে যমলার্জ্জুন-বৃক্ষদ্বয় উদ্ধার লাভ করেন। তাঁহারা পূর্ব্বে কুবেরের পুত্র নলকুবর ও মণিগ্রীব নামে অভিহিত ছিলেন। দেবর্ষি নারদের অভিসম্পাতে বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হ'ন। কিন্তু পুনরায় নারদের কৃপায় দ্বাপরযুগে কৃষ্ণচরণ-স্পর্শে উদ্ধার লাভ করিবেন, এইরূপ আশ্বাস পাইয়া ঐস্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন।

নন্দালয়

গোকুলের ব্রহ্মাণ্ড-ঘাট হইতে প্রায় ১ মাইল তফাতে একটী সুউচ্চ টীলার উপর যশোদা-মাতার সূতিকাগৃহে গিয়া পরিক্রমা উপস্থিত হন। এই স্থানের সম্মুখে যমুনা নদী প্রবাহিতা এবং উহার অপর পারে কিছুদূরে কংসের আবাসস্থান মথুরা অবস্থিত। এই টীলায় উঠিবার একটী পাথরে বাঁধান রাস্তা আছে। এখানে নন্দ মহারাজের আলয় ছিল। এই মন্দিরে নন্দ মহারাজ, নন্দরাণী, শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের বৃহৎ শ্রীমূর্ত্তি বিরাজমান। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই স্থানে আসিয়াছিলেন। শ্রীপাদ নেমি মহারাজ এই স্থানে ভাগবত-প্রসঙ্গ আলোচনা পূর্ব্বক বলেন যে, কংস-কারাগারে দেবকী অষ্টমগর্ভে পুত্র প্রসব করেন, তিনি দ্বিভুজ-মুরলীধর নহেন। তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্ত্তি। বসুদেব ও দেবকী সেই মূর্ত্তি দেখিয়া বিচলিত হইলে, তিনি সেই রূপ সংবরণ করেন। বসুদেব ও দেবকী কংস-ভয়ে ভীত হইয়া পুত্রকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে তাঁহার বন্ধু নন্দের আলয়ে গোপনে রাখিয়া আসিবার মানস করিলে, যোগমায়া-প্রভাবে বসুদেব বন্ধনমুক্ত হইয়া কারাগারের বাহিরে আসিয়া ও যমুনা পার হইয়া নন্দালয়ে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সেই রাত্রে নন্দরাণীও একটী কন্যা প্রসব করেন; বসুদেব তাঁহার পুত্রকে নন্দরাণীর সূতিকাগৃহে রাখিয়া ঐ কন্যাটীকে লইয়া কংস-কারাগারে ফিরিয়া যান। পর দিন কংস ঐ কন্যাটীকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে, তিনি আকাশমার্গে অন্তর্হিত হন।

শ্রীআচার্য্যদেব

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২১৫ সংখ্যার পর)

শাস্ত্রে আচার্য্য সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ থাকিলেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পুঞ্জীকৃত ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি যাঁহাদের আছে তাঁহারাই এই সকল শাস্ত্রবাক্যে আস্থা স্থাপন করিতে সমর্থ হন, অন্যে পারে না। শ্রদ্ধাবান্ জনগণ এই সব শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করত জীবোদ্ধারার্থ গুরুরূপে অবতীর্ণ শ্রীভগবদ্ভক্তের বা আচার্য্যের আনুগত্যে সেবাকার্য্য শিক্ষা ও সুসম্পন্ন করিবার জন্য সমুৎসুক হন ও শ্রীগুরুগৃহে বাস করিতে থাকেন। অসৎসঙ্গত্যাগী হইয়া শ্রীগুরুগৃহে বাসকালে সেই নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণ যে সর্ব্বদা বিষ্ণুর পরমপদকে অনুভব করিবার যোগ্যতা লাভ করেন ও ভগবৎসেবার্থে উদ্‌গ্রীব থাকেন ইহা বলাই বাহুল্য।

'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ' শ্লোকে বা শাস্ত্রোপদেশে আমরা শ্রীগুরুদেব বা আচার্য্যকে শ্রীভগবানেরই অনুভব আবির্ভাব বলিয়া জানিতে পারি। শ্রীভগবান যখন সর্ব্বশক্তিমত্তত্ত্ব, তখন একই সময়ে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে অর্থাৎ দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর কৃষ্ণ, রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দর, চতুর্ভুজ নারায়ণ ও আচার্য্যাদিরূপে প্রকট থাকা তাঁহার পক্ষে নিশ্চয়ই সুসম্ভব। এবম্প্রকার ভগবদবতার শ্রীগুরুদেব বা আচার্য্যকে মর্ত্ত্য নরবুদ্ধি করিলে ভগবচ্চরণে অপরাধ হয় মাত্র। যাঁহারা তাঁহাতে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন, তাঁহারা তাঁহার কৃপায় ও শিক্ষাপ্রভাবে অনর্থমুক্ত হইয়া গুরুগৃহে বাস করিবার জন্য রুচি লাভ করেন ও তথায় বাস করিতে করিতে অবস্থানের ফলে দিব্যসূরি হইয়া শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ অর্থাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি উপলব্ধি ও সেবা করিতে সমর্থ হন। যদি কায়মনোবাক্যে কোন ব্যক্তির শিক্ষাধীনে দীর্ঘকাল থাকা সত্ত্বেও শিষ্যের হৃদ্গত ভোগ মোক্ষ স্পৃহা তিরোহিত না হয়, তাহা হইলে শিক্ষকটিকে বা আচার্য্যকে মায়ামুগ্ধ সামান্য জীব অর্থাৎ বন্ধন-মোচনে সমর্থ পূর্ব্বোক্ত প্রকার আচার্য্যরূপে অবতীর্ণ ভগবদ্ভক্ত নহেন, এরূপ মনে করিয়া সত্বর তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। তজ্জন্য শাস্ত্র বলিলেন,—

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥

ভোগ্যবিষয়লিপ্ত, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিবেকবর্জ্জিত মূঢ় এবং শুদ্ধভক্তি ব্যতীত ইতরপথানুগামী ব্যক্তি নামে মাত্র গুরু হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করাই বিধি।

যো ব্যক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥

যিনি (আচার্য্যবেশে) অন্যায় অর্থাৎ সাত্বতশাস্ত্র-বিরোধী কথা কীর্ত্তন করেন এবং যিনি (শিষ্যরূপে) অন্যায়ভাবে তাহা শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়েই অনন্তকাল ঘোর নরকে গমন করেন।

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥

স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্র লাভ করিলে নরকগমন হয়। অতএব যথাশাস্ত্র পুনরায় বৈষ্ণব-গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে।

'পরমার্থগুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিকগুর্ব্বাদি-পরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ'। ব্যবহারিক, লৌকিক বা কৌলিক অযোগ্য গুরুব্রুব পরিত্যাগ করিয়াও পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবেন।

আসুরিক সম্পৎশালী বদ্ধজীব আমরা, বিশ্বাসঘাতক মনের কবলে পতিত হইয়া শাস্ত্রবাক্যে বা ভগবানে বিশ্বাস স্থাপন করিতে অসমর্থ। জ্ঞাত বা অজ্ঞাত নিত্য সুকৃতির অভাব ও প্রারব্ধ কর্ম্মাদিই তাহার মূল কারণ। তাই শাস্ত্রে কথিত আছে—

'এইরূপ সংসার ভ্রমিতে কোন
ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় শ্রীকৃষ্ণচরণ॥'

'যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে
মহাত্মনঃ॥'

যাঁহার শ্রীভগবানে পরাভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে, তেমন শ্রীগুরুদেবেও গুরুভক্তি আছে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে ঐ সকল বিষয় অর্থাৎ শ্রুতির মর্ম্মার্থ উপদিষ্ট হওয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে।

আমরা আজ যে আচার্য্য-প্রবরের কথা আলোচনা করিবার জন্য শাস্ত্রানুগত্য গ্রহণ করিয়াছি সেই আচার্য্যদেব যে এ জগতে বর্ত্তমানে নাই তাহা নহে; তিনি অদ্যাপি পুণ্যক্ষেত্র ভারতের সৌভাগ্যাকাশে আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য উদিত আছেন। তিনি সামান্য নরের বেশে আমাদিগের সম্মুখে সর্ব্বক্ষণ তাঁহার মঙ্গলময় শ্রীবিগ্রহ প্রকট করিলেও উদ্ধৃকপ্রতিম তার্কিক ও আত্মবঞ্চিত আমরা 'করি নীরে বাস গেল না পিয়াস' এই বাক্যের মূর্ত্তাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় ব্যতিরেকে গৌর-কৃপা বা গৌর-কৃষ্ণভজনের জন্য চঞ্চলচিত্ত বালক বা বিক্ষিপ্তচিত্ত পাগলের ন্যায় প্রলাপ বকিতেছি বা তদনুরূপ কার্য্য-কলাপ প্রদর্শন করিতেছি। আমাদের এরূপ কপটতা বা দুষ্টামি সত্ত্বেও যে-মহাপুরুষ নানাস্থানে মঠ মন্দিরাদি নির্ম্মাণ, পারমার্থিক প্রদর্শনী উন্মোচন, নানাস্থানে উৎসব, গৌরমণ্ডল ও ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা, অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ও তদনুগ শাস্ত্রাদির প্রচার ও প্রণয়ন, অনুগত সেবকগণকে বিচিত্র সেবাশিক্ষা দান, গৌরসুন্দরের প্রচারিত সুবিমল সনাতন ধর্ম্মের প্রচার-কল্পে আপ্রাণ চেষ্টা-পরায়ণ ও জীবের দ্বারে দ্বারে শুদ্ধভক্তির প্রচারকগণকে প্রেরণ ও সর্ব্বক্ষণ জগজ্জীবের নিকট চেতনময়ী হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া জীবগণের চেতনবৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য—পরমতত্ত্ব স্বতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে আপামর সাধারণে বিলাইয়া দিবার জন্য অনন্ত কৌশল-জাল বিস্তারপূর্ব্বক কোটি হস্ত প্রসারণ করিতেছেন, তিনিই হইতেছেন—জগদ্‌গুরু নিত্যানন্দাবতার পরম করুণাময় গৌড়ীয় মঠাচার্য্য। হে জগদ্বাসি! আপনারা সকলেই আমার বন্ধু হইলেও, যাঁহারা আমাদের নিত্য পূজ্য হরি-গুরুবৈষ্ণবের প্রতি অন্তরে বা বাহিরে বিদ্বেষভাব পোষণ করেন তাঁহাদিগকে আমি বন্ধু বলিয়া বরণ করিতে পারিলাম না। আমি সেই গুরুবৈষ্ণব-বিদ্বেষিগণের নিকট এই বাস্তব সত্য কথা উপস্থাপিত করিয়া তাঁহাদের অপরাধের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে চাই না, তবে যাঁহারা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, বাস্তব সত্যের অনুসন্ধানে নিষ্কপটে আত্মবিসর্জ্জনে প্রস্তুত, পরম বাস্তব-বস্তু শ্রীকৃষ্ণসেবাই যাঁহাদের ঐকান্তিকী ইচ্ছা, তাঁহাদিগের জন্যই আমার এই পরম গুহ্য বিষয়ের অনুকীর্ত্তন প্রয়াস।

হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্যনিত্যানন্দ।
এসব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ॥

* * * * * * *

যে লাগি কহিতে ভয়, সে যদি না জানে।
ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে॥

তাই বলি, হে আমার সত্যানুসন্ধিৎসুগণ, আসুন সকলে মিলিয়া সেই মহাবদান্যাবতার শ্রেষ্ঠাচার্য্যের কোটিচন্দ্রসুশীতল পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক জীবনজ্বালার শান্তি করি ও সেবানন্দসমুদ্রে মজ্জনার্থ অগ্রসর হই।

সংসারের পার হৈয়া ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই-চান্দেরে।
জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ॥

এমন নির্ঘৃণ্য মোরে কেবা দয়া করে।
এক নিত্যানন্দ বিনা জগৎমাঝারে।

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। কৃষ্ণগুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

ভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপণপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নার স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির সন্ধান এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচীসম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটি অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

পরিব্রাজকাচার্য্যপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পরমানন্দের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এন্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতিস্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এন্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান,—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রোসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা
প্রেরণ ব্যয় ।০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পরমাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃতিসংযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমেই অধ্যায়ের সারমর্ম্ম প্রতিভাত তাৎপর্য্যাদি দিয়া শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, 'অধ্যায়বিবরণ,' পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা ত্রিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৶০

পারমার্থিক জগতে অভিনব অবদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে-ছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'দর্শ্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'অসৎ সঙ্গ পরিত্যাগ', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপ-বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসপূজা, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ভক্তি, সদগুরুর শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীনব স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, জীবের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজার শ্রীগুরুদেবের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মাহাত্ম্য, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণকীর্ত্তন—প্রভৃতি অপূর্ব্ব সম্ভাষণপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকশিক্ষা ও সত্যশিক্ষা, শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীরথযাত্রা, বৈষ্ণব, শ্রীশ্রীমায়াপুর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীভাগবতের সেবা, শ্রীনামসংকীর্ত্তন শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, ইত্যাদি ও প্রবন্ধাবলী নিবন্ধ—এই সবটী প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অপ্রাকৃত কথা"[illegible] অবলম্বনে আত্মা, ভক্তি, ও বিষ্ণুরতি বিষয়ক শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'শ্রীগুরুবন্দনা', বহির্মুখতা ও কর্ত্তব্য, শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার বিষয়ে এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত রহিয়াছে। ভিক্ষা ৸০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—এক সঙ্গে লইলে ২৲ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থান, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণাবলীসহ নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রধান শ্রীযুক্ত শরবিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রোফেসোর, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্রসমন্বিত। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ২॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, বালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, মহাপ্রভুর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসংকীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মাহাত্ম্য, শ্রীমায়াপুর মাহাত্ম্য, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বাম্যষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও ভক্তজীবনের নিত্যপাঠ্য। বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাভিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরস্বতী বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিশদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসম্বলিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বহুৎ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা। (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়প্রবর শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আনন্দান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন হইয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও সেবাবিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, তাৎপর্য্যাংশের প্রমাণ, সরল ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৮০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ সঙ্কলিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে বোল্ড কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি সব একত্র ভিক্ষা ৮০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ।॥০ আনা।

তত্ত্বসূত্র

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ, যার জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুশীলনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৮০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা॥

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ দশ আনা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল-মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। মুক্তমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ।
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
(চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর
(নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা /১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা
(৪৪৬ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি /০
৩০। গীতাবলী /০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ /০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
নবদ্বীপশতক /০
৩৫। অর্থপঞ্চক /০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।/০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? /০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাধবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ কল্পতরু /০
৭২। গীতাবলী ১৲
৭৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু /০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষার একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষার একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা /০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বঙ্গলোর পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ভোটবোতলের সমান ওষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

আফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার,
কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের
অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে ... লি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কা... ন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
...না—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান ! ...ন ! সাবধান !

জে, বি, দত্তের চৌকা শি... াম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও ...ংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানা... বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. D... Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ ...রের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে- ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এ... , এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

গোলটেবিল বৈঠকে অসহযোগ

গোলটেবিল বৈঠকে বিলাতের বে-সরকারি দল যোগদান করিল না। তবে তাঁহারা পার্লামেণ্ট সিলেক্ট কমিটিতে যোগদান করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। ইহাতে কেহ যেন কেহ মনে না করেন যে, বিলাতের গবর্ণমেণ্ট ভারত সম্বন্ধে মত সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। পূর্ব্বে যে দল সরকারী ছিল বর্ত্তমানে তাহাই বে-সরকারে দাঁড়াইয়াছে।

এককোটি মণ লৌহ বিদেশে

গত ছয় বৎসরে জাপান ভারতবর্ষ হইতে প্রায় এক কোটী মণ পুরাতন কুঁচা ভাঙ্গা লোহার জিনিস লইয়া গিয়া তাহা গলাইয়া যন্ত্রপাতি করিয়া, যে সকল দ্রব্য পূর্ব্বে বিদেশ হইতে আমদানী করিত তাহা বিদেশে চালান দিতেছে। পুরাতন লৌহের দর নূতন খনিজ লৌহের মূল্য অপেক্ষা এত কম যে কেহই জাপানের সহিত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিবে না।

বাজারে সুবিধা

লণ্ডনের লৌহ এবং তুলার বাজারে ব্যবসায়ের সুবিধা আরম্ভ হইয়াছে। বেচা কেনা বাড়িয়াছে। চালানী কারবারের উন্নতি হইতেছে।

সস্তা কেন ?

ভারতবর্ষে লৌহনির্ম্মিত দ্রব্য পুরাতন হইলে, তাহা ফেলিয়া দেওয়া হইত। বর্ত্তমানে জাপানীরা সস্তাদরে ঐ সমস্ত দ্রব্য কিনিয়া স্বদেশে লইয়া যায় এবং তাহাতে নূতন দ্রব্য নির্ম্মাণ করিয়া আবার ভারতবাসীকেই এত কম দরে বিক্রয় করে, যে ভারতের লোহার কারখানাগুলি জাপানী মালের সহিত প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হয়।

পুলিশের পুরস্কার

ভারতীয় পুলিশকে কয়েক বৎসর অত্যন্ত বিপন্ন অবস্থায় অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইতেছে। এই জন্য গভর্ণর জেনারেল সাহেব কুড়িটি হাওয়ান পুলিশ মেডেল দিয়া শান্তিরক্ষক-দলকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

একজন হত দুইজন আহত

স্পিরিট অব ফার সর্ব্বাপেক্ষা নূতন বিমানপোত ছিল। আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের নিকট পড়িয়া গিয়া উহা চুরমার হইয়া গিয়াছে। দুইজন [illegible] আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে এবং একটা বালক মরিয়া গিয়াছে। আহত দিগের মধ্যে মেট্রো গোল্ডউইন বায়োস্কোপ কোম্পানীর ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট একজন। তিনি উড়োজাহাজে চড়িয়া পৃথিবী ভ্রমণ ব্যপদেশে বাহির হইয়া ছিলেন।

কারখানা বন্ধ নয়

বিলাতের কাগজওয়ালারা পূর্ব্বে প্রচার করিয়াছিলেন যে ফোর্ড কোম্পানী কর্কের কারখানা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বর্ত্তমানে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে ঐ সংবাদ সত্য নহে ; বরং ফোর্ড কোম্পানীর চেয়ারম্যান স্যার পার্সিভেল পেরি কর্কের কারখানার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতেছেন।

শান্তি বৈঠকে যাত্রা

মিঃ ডি. ভেলেরা জেনেভায় শান্তি বৈঠকে মাঞ্চুরিয়া সমস্যা সম্বন্ধীয় ব্যাপারে সভাপতিত্ব করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন।

আবার রিভলভার

কানপুর পুলিশ শিউনারায়ণ গুপ্ত তরফে বিজয়শঙ্করের বাটীতে খানাতল্লাসী করিয়া একটী কোল্ট রিভলভার, কিছু কার্ত্তুজ, বিস্ফোরক পূর্ণ দুইটী নারিকেলের গোলা, এবং ছদ্মবেশ ধারণ করিবার সরঞ্জাম প্রাপ্ত হয়। আসামী পূর্ব্বে আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে দণ্ড পাইয়াছে।

বেতারে যুগান্তর

ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের বেতার বিভাগ একটি নূতন কলের সন্ধান পাইয়াছেন। তাহাতে চ্যানেলের পরপার হইতে অতি দ্রুত খবর আসিবে এবং একটী টাইপের বাতাসের আঘাত লাগিয়া সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ টাইপ হইয়া যাইবে।

প্রাথমিক মীমাংসা

অটোয়া কমিটি এই প্রাথমিক মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন যে, ব্যবস্থাপক সভাকে এই চুক্তি তিন বৎসরের জন্য গ্রহণ করিতে বলা যাইতে পারে। যদি চুক্তি ভারতীয় বাণিজ্যের পক্ষে সুবিধাকর হয়, তবে সময় বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে। অনেকে বলিতেছেন যে, সাত বৎসরের পূর্ব্বে চুক্তির ফল জানা যাইবে না।

পূর্ব্বের বন্দোবস্ত

ইতিপূর্ব্বেই বন্দোবস্ত ছিল যে, এলাহাবাদ মিলন-বৈঠকে যে সমস্ত মীমাংসা হইবে, সেই সমস্ত পৃথক্ পৃথক্ ভাবে হিন্দু ও মুসলমান সভা কর্ত্তৃক সমর্থিত হইলে তাহা গৃহীত হইবে। আবার, ভারতীয় খৃষ্টানগণকেও ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী যে পৃথক্ নির্ব্বাচনের ক্ষমতা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, সে সম্বন্ধেও পুনর্ব্বিচার আবশ্যক হইবে ; এই জন্য বিভিন্ন স্থানে সভা সমিতির বন্দোবস্ত চলিতেছে।

অটোয়া কমিটী

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা অটোয়ার অন্তঃ সাম্রাজ্যিক চুক্তি সম্বন্ধে মীমাংসা করিবার জন্য একটী কমিটী নিযুক্ত করিয়াছেন ঐ চুক্তি ভারতের বাণিজ্যের পক্ষে সুবিধাকর হইবে কি না বিবেচ্য। কমিটী প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছেন। আগামী ২৮শে নবেম্বরের পূর্ব্বে কমিটী রিপোর্ট দাখিল করিতে পারিবেন না।

প্রতিদ্বন্দ্বী পোষ্ট

ভারতের অনেক স্থানে ডাক বহন করিবার জন্য গুপ্ত বন্দোবস্ত হইয়াছে ; এরূপ করা আইনসঙ্গত নহে। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে মনোযোগ দিয়াছেন। যদি কোন লোক এরূপ পত্র প্রেরণ, বিলি, সংগ্রহ, গ্রহণাদি করে তবে তাহাকে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করা হইবে।

পথের শেষ

মিসেস মলিসন উড়োজাহাজে দ্রুতগমনের প্রতিযোগিতায় তাঁহার স্বামীকে পরাজিত করিয়াছেন ইহা পাঠকগণ অবগত আছেন। মিষ্টার মলিসন ৪ দিন ১৭ ঘণ্টা ২৩ মিনিটে ইংলণ্ড হইতে কেপটাউনে পৌছান। বিবি মলিসন (যিনি বিমান-জগতে মিস্ এমি জন্সন বলিয়া প্রসিদ্ধ) তাঁহার স্বামী অপেক্ষা সাড়েদশ ঘণ্টা কম সময়ে ঐযাত্রা শেষ করেন।

স্থানীয় লোকসমূহ সমস্ত রাত্রি তাঁহার অপেক্ষা করিতে থাকে এবং তাঁহারা উপস্থিতি মাত্র এরূপ উত্তেজনা ও উৎসাহ দেখা যায় যে তাঁহাকে একটা মোটরে লুকাইয়া পূর্ণ বিশ্রামের জন্য স্থানান্তরিত করিতে হয়। গন্তব্য স্থানে পৌছিয়া তাঁহার মূর্চ্ছার উপক্রম হয়।

সিন্ধু সমস্যা

শেঠ হাজি আবদুল্লা হারুণ প্রকাশ করিয়াছেন যে, সিন্ধু প্রদেশ স্বয়ং বার লক্ষ টাকার ঘাটতি অতিরিক্ত টেক্সের দ্বারা বহন করিতে পারিবে ; বরং বোম্বাইকেই আশি লক্ষ টাকা ঘাটতির জন্য বিপন্ন হইতে হইবে।

নূতন বড়লাট

আয়ারল্যাণ্ডের ফ্রীষ্টেট গবর্ণমেণ্টের বহিঃ সাম্রাজ্যিক ব্যাপারের কর্ম্মচারী মিঃ জোসেফ, পি, ওয়ালশ, মিঃ ডি,ভেলেরার সহিত লণ্ডনে যাইতেছেন।

তিনি রাজার নিকট নবনির্ব্বাচিত ফ্রিষ্টেটের গবর্ণর জেনারেলের নাম প্রকাশ করিবেন। রাজা ঐ নির্ব্বাচনের সমর্থন করিবেন।

সাবধানতা

পূর্ব্বের পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠের দল এবং বর্ত্তমান সংখ্যাগরিষ্ঠের দলের পার্থক্য এই যে বর্ত্তমান সরকার পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা সাবধানে কার্য্য করিতেছেন এবং ভারতীয় সংখ্যালঘিষ্ঠদিগের স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন।

মুসলমান রাজী

দিল্লীতে মস্লেম্ লীগ ও মস্লেম কনফারেন্সের কমিটীসমূহের প্রতিনিধিগণ মিলিত হইয়া একটী মজলিস বসাইবেন। তাহাতে এলাহাবাদ মিলন বৈঠকের মীমাংসাসমূহ বিচারিত হইবে।

আয় হ্রাস

গত ৫ই নবেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ভারতীয় ষ্টেট রেলওয়েগুলিতে সেই সপ্তাহে তৎপূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা এক লক্ষ টাকা আয় কম হইয়াছে।

মেমের পোষাক বিভ্রাট

লাহোরের বিশপ ব্যানার্জ্জি বর্ত্তমানে হাওয়ান চার্চ্চেস মিশন অব ফেলোশিপের ভার গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ডে অবস্থান করিতেছেন ; তিনি লিভারপুলে এক বক্তৃতায় ভারতীয় প্রত্যাগিনী ইউরোপীয় মহিলাদিগের পোষাক সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন এইজন্য ইউরোপীয় মহলে মহা উত্তেজনা হয়। বর্ত্তমানে জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে যে ; তিনি এরূপ কিছু করেন নাই। ভারতে মেয়েরা বেআব্রু অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়ায় এইরূপ কথা বলার অভিযোগে তিনি অভিযুক্ত হন তবে আদালতে নহে খবরের কাগজে।

ফেরারী আসামী

কলিকাতায় ষ্টেটসম্যানের সম্পাদক স্যার এলফ্রেড ওয়াটসনকে হত্যা করিবার চেষ্টার অপরাধের বিচার করিবার জন্য বীরেন্দ্র রায় নামক এক ব্যক্তিকে কেহ গ্রেপ্তার করাইয়া দিলে ৫০ টাকা পুরস্কার পাইবে। অন্য নামক একব্যক্তিকে ঐ অপরাধের বিচারের জন্য ধরাইয়া দিলেও ৫০ টাকা পুরস্কার পাওয়া যাইবে।

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২১৭তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৭ই অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৩৯, ২৩শে নভেম্বর ১৯৩২

চ্যান্সেলারকে ছোরা

অস্ত্র ও ভস্ম

কংগ্রেস ও বৈঠক

ব্যবসায় সুবিধা

সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টকে গুলী

৫০০০৲ টাকা পুরস্কার

খুনের আপীল

কংগ্রেসের দাবী

২০০০০ টাকা জরিমানা

নূতন সাধারণ তন্ত্র

দেশে দেশে যোগ

নানা কথা

চ্যান্সেলারকে ছোরা

জার্ম্মাণীতে একটী স্ত্রীলোক ছোরা লইয়া চ্যান্সেলারের সহিত দেখা ক রতে আসে। আরদালি তাহাকে বাধা দেওয়ায় সে আরদালিকে ধাক্কা দেয় এবং বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে। স্ত্রীলোকটীকে গ্রেপ্তার করা হয়; সে বলে যে, সে চ্যান্সেলারকে নীতি পরিবর্ত্তন করিতে পরামর্শ দিবার জন্য আসে; যদি অসমর্থ হইত, তাহা হইলে ছোরা লইয়া একটা কিছু করিত।

কংগ্রেস ও বৈঠক

বিহারের কংগ্রেস পার্টির নেতা রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন যে, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের নিকট নিজ কার্য্যের জন্য দায়ী থাকিবে এবং উহা স্বরূপে পূর্ণভাবে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট হইবে; এলাহাবাদ মিলন বৈঠকের এই সিদ্ধান্তই ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক জীবনের মেরুদণ্ড স্বরূপ হইবে।

ভারত ভারতীয়দিগের হস্তে ফিরাইয়া দিতে হইবে। ভারতীয়দিগের স্বার্থরক্ষার জন্য যে সমস্ত রক্ষা কবচ আবশ্যক, মাত্র সেইগুলিরই ব্যবস্থা থাকিবে।

—

সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টকে গুলী

নদীয়া প্রকাশের পাঠকগণ অবগত আছেন যে রাজসাহীর জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে কে বা কাহারা গুলী করিয়াছে। বর্ত্তমানে তাহার যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানাগায় যে সাহেব, স্ত্রী এবং কন্যাকে লইয়া মোটর চালাইয়া জেলখানা হইতে বেড়াইতে বাহির হইলেন; কিছুদূর যাইবার পর দেখা গেল যে হঠাৎ তিনজন রাস্তায় আসিল এবং তাহাদের মধ্যে একজন রাস্তার উপর সাইকেল ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাহা মোটরের সম্মুখে ফেলিল। সাহেব তৎক্ষণাৎ মোটর থামাইলেন এবং থামাইতে না থামাইতে তিনটী রিভলভারের শব্দ শুনা গেল। দুইটী গুলী সাহেবের শরীরে লাগে নাই। তৃতীয়টী তাঁহাকে আঘাত করে। তাহার ডান দিকের চোয়ালে বিঁধিয়া গিয়া তাহা হইতে রক্তপাত হইতে থাকে; তৎসত্ত্বেও সাহেব মোটর ঘুরাইয়া জেলখানায় প্রবেশ করেন।

কয়েকজন যুবক নিকটেই ব্যাডমিণ্টন ক্রীড়া করিতেছিল; তাহারা শব্দ শুনিবামাত্র আততায়ীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ছুটিতে থাকে। আততায়ীরা অনুধাবনকারিগণকে লক্ষ্য করিয়া গুলী করিতে থাকে; কিন্তু কেহ আহত হয় নাই।

ঘটনাস্থলে পুলিশ অনেক কার্তুজ কুড়াইয়া পায়। অনেক যুবককে এজাহার লইবার জন্য লইয়া যাওয়া হয়।

খুনের আপীল

রিপোর্স জাহাজে কমাণ্ডার জে, জি সাটন মানুষ খুনের মামলায় ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ পান। তিনি প্রিভি-কাউন্সিলের বিচার কমিটিতে আপীল করিবার অনুমতি পাইয়াছেন।

৫০০০৲ টাকা পুরস্কার

মিষ্টার এল্ নারাসিম্মা পাঁচটী কথার পীয়ার্স সোপের পূর্ণ বিজ্ঞাপন দেওয়ায় পাঁচ সহস্র টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে আরও দুইটী পুরস্কার পান; প্রথমটী ১০০০৲ টাকা দ্বিতীয়টী ২০০৲ টাকা।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	এলাহাবাদ	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঐ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীধাম বৃন্দাবন	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ঐ
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	এলাহাবাদ	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	ঐ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঐ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	ঐ	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কাশী
৭। শ্রীভক্তিকেবল সাগর	ঐ		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভজনাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেবাবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গোপেন্দ্রদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ কুঞ্জবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ-ভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতিঃ, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রাণারামানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীমদ্ভক্তান দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমানন্দ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালি দাসাধিকারী। শ্রীমাধব দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

(৭) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কুঞ্জনাথ ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযশোধর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীবিক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বৰ্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ সাউথ মালাকা প্রয়াগ ইষ্ট, পি

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—আনন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বৰ্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাঁধ বৰ্দ্ধমান।

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীবনপানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সমুদ্র, পুরী, উড়িষ্যা।

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন।

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরীপ্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

চাঁড়িয়াবাজার, কটক।

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনারায়ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৭) বাসগৌড়ীয় মঠ

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগুরুদাস।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড়, ঢাকা

এখানে বড় কুমারী শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সেবা বৰ্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-আখ্যানন

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগোপালমোহন

(৩১) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ,

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঠালপাড়া, ঢাকা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিবিনোদ ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, { ১০ই কেশব গৌরাব্দ ৪৪৬, ৭ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২৩শে নভেম্বর ইং ১৯৩২ বুধবার — ২১৭তম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

সংক্ষিপ্ত ডায়েরী

ঊনত্রিংশ দিবস

(২)

বলদেব-তত্ত্ব

এই স্থানেরই আশে পাশে পূতনা বধের স্থান, তৃণাবর্ত্ত ও শকটাসুর বধের স্থান দৃষ্ট হয়। এখানে 'চৌরাশি খাম্বা'ও আছে। 'চৌরাশি খাম্বা'টী একটী বৃহৎ অট্টালিকা। কারুকার্য্যখচিত ৮৪টী খাম্বার (থাম pillar) উপরে ছাদটী রক্ষিত। ভিতরে প্রশস্ত দালান। ইহাই নন্দের অট্টালিকা বলিয়া কথিত হয়। এই অট্টালিকার মধ্যে শ্রীবলরামের বৃহৎ শ্রীমূর্ত্তি বর্ত্তমান। এইটী বলদেবের জন্মস্থান বলিয়া কথিত। বলদেব যোগমায়ার দ্বারা দেবকীর গর্ভ হইতে রোহিণীর গর্ভে আকৃষ্ট হ'য়েছিলেন। যিনি সমস্ত চিদ্বলের আধার তিনিই শ্রীবলদেব। বেদে "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" প্রভৃতি যে উক্তি আছে, তাহাতে 'বলের' কথাই বলা হইয়াছে; সেই বল হচ্ছে এই বলদেবের বল। শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন অভিন্ন বলদেব। সেই গুরুপাদপদ্মের বল বা কৃপা ব্যতীত আত্মজ্ঞান লাভ হইবার কোন উপায় নাই। সেই গুরুদেবই হচ্ছেন ভক্তিবলপ্রদাতা।

শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপা

পূতনা, তৃণাবর্ত্ত, শকটাসুর প্রভৃতি অরিষ্টগণ কংস-প্রেরিত। ইহারা কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার জন্ত সচেষ্ট। কৃষ্ণের পূজা ক'রে কৃষ্ণকে বিনাশ করাই ইহাদের উদ্দেশ্য। পূতনা কৃষ্ণকে বিনাশ করার চেষ্টা করলেও কৃষ্ণের দয়ার সীমা নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণের সেই দয়ার কথা "অহো বকী যং স্তনকালকূটং জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী। লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥" শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। পূতনা কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিল, আর কৃষ্ণ তা'কে ধাত্রীর উচিত গতি মুক্তি প্রদান করিলেন; ইহাপেক্ষা আর দয়ালু কে আছেন?

মুক্তির স্বরূপ

ভক্তের মুক্তি আর ভক্তবিদ্বেষীর মুক্তিতে প্রভেদ আছে। যেমন পতঙ্গ যখন অগ্নির জ্যোতি দেখিয়া অগ্নিতে প্রবিষ্ট হয় ও প্রাণ হারায়, তাহাতে তা'র যে গতি হয় তাহা এক প্রকার, আর অগ্নিতে যে কীট আছে সে অগ্নিতে থাকিয়া তাহাতেই তাহার বিলাস দৃষ্ট হয়। এখানে সেই দুই প্রকার গতি বর্ণিত। একের যাহাতে বিলাস দৃষ্ট হয়, অপরের তাহাতে প্রাণ নাশ হয়। একে নির্ব্বিশেষবাদ আশ্রয় করিয়া আত্মহত্যা করিতে যায়, অপরে অন্যথারূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বরূপে অবস্থিত হইতে চায়, "মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।"

তৃণাবর্ত্ত

তর্করূপ ঘূর্ণিবায়ুকেই তৃণাবর্ত্ত বলা হইয়াছে। কৃষ্ণ সেইরূপ তৃণাবর্ত্তকে ধ্বংস করেন। শকটাসুর সম্বন্ধে গোস্বামিগণের ব্যাখ্যায় পাওয়া যায় যে, কৃষ্ণের নাম অধোক্ষজ। শকটের যে অক্ষ তাহার তলদেশে (অধঃদেশে) কৃষ্ণকে পাওয়া গিয়াছিল (শকটভঞ্জের পর) তাই তাঁহার নাম অধোক্ষজ।

কৃষ্ণের বাল্যলীলা-স্থান

অতঃপর এস্থান হইতে কৃষ্ণের বাল্য-ক্রীড়ার স্থান ও বিশ্রামস্থানে যাওয়া হয়। সেখানে একটী পিপ্পল বৃক্ষ বর্ত্তমান। সেই পিপ্পল বৃক্ষে দুই তিন রঙের পুষ্প দেখা গেল। স্থানীয় লোকেরা বলে যে, এই বৃক্ষে পাঁচ রকমের ফুল ফোটে। এই বৃক্ষটী অশ্বত্থ বৃক্ষেরই অনুরূপ। এখান হইতে কিছু দূরে কৃষ্ণের ক্রীড়াস্থানে রমণ-বিহারীর শ্রীমূর্ত্তি ও ক্ষুদ্র একটী শ্রীমন্দির বিরাজমান। পরিক্রমাকারিগণ এই স্থানের রজে গড়াগড়ি দিয়া ব্রজের ধূলি গাত্রে মৃক্ষণপূর্ব্বক সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া পরিক্রমা করিতে করিতে বেলা ১২॥ টার সময় তাঁবুতে ফিরিয়া আসেন ও স্নানাদি সম্পন্ন করিয়া প্রসাদ সম্মান করেন।

শ্রৌতী মহারাজের বক্তৃতা

সন্ধ্যার সময় গোকুলের প্রায় ৫০।৬০ জন সজ্জন ব্রজবাসী শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে আসেন তাঁহারা সন্ধ্যারাত্রিক দর্শনপূর্ব্বক ত্রিদণ্ডিপাদগণকে হিন্দি ভাষায় কিছু হরিকথা কীর্ত্তন করিবার জন্য সানুনয় প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ সভামণ্ডপে দণ্ডায়মান হইয়া হিন্দি ভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামিজী মহারাজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মরহস্য কংস-কারাগারে দেবকী-গর্ভে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্ত্তির আবির্ভাব-রহস্য, যোগমায়ার প্রভাবে বসুদেবের কংসকারাগার হইতে অবাধে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভাদ্র মাসের দুকূলভরা যমুনা পার হইয়া গোকুলে নন্দালয়ে সূতিকাগৃহে গমন প্রভৃতি বৃত্তান্ত অতি সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন।

পরে স্বামিজী মহারাজ কৃষ্ণাবির্ভাবের কারণ, তাঁহার অংশ কলা প্রভৃতি অবতারগণের কারণ বর্ণন করিয়া গীতোক্ত "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" এই শ্লোকটী ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দেন। ইহা শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী। ইহাতে কাহারও অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল অসুর বধ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাহা নহে। তিনি এই চৌরাশি ক্রোশ ব্রজমণ্ডলে যে মধুর লীলা প্রকট করিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই অনুধাবন করা আবশ্যক। শ্রীকৃষ্ণের সেই মধুর লীলার আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী বিপ্রলম্ভভাবে দ্বাদশবনে যে দ্বাদশ প্রকার রসাস্বাদনের উৎকর্ষতা দেখাইয়াছিলেন, সেই রসাস্বাদন জীবের ভাগ্যে সুলভ করিবার জন্য স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীমতীর ভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক কলিযুগের প্রারম্ভে শ্রীধাম নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলা প্রকট করিয়াছেন। সম্মুখে আপনারা যে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতেছেন, ইনিই

দেবানন্দের সৌভাগ্য

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত দণ্ড-প্রসাদ লাভ

শ্রীচৈতন্যদেবের বিচিত্র-লীলা-বিলাসের কথা যাঁহারা আলোচনা করেন না, তাঁহারা ভক্তির প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। যাঁহাদের অজ্ঞানতা প্রবল, তাঁহারা অভক্ত শ্রেণীতে প্রোথিত হইয়া ভগবৎ-সেবা বিমুখ হন। তখন অস্মিতা তাঁহাদের উপর বল প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে ভগবান্, ভক্ত ও ভক্তি হইতে দূরে অপসারিত করে।

ভক্ত, ভজনীয় বস্তু ও ভজন এই তিনের সম্মিলন না হইলে ভগবানের বিচিত্র-বিলাস সম্পাদিত হয় না। এই তিনের অভাবে ভক্তিবিরোধী নির্বিশেষিতা বা প্রকাশের অভাব লীলাহীনতাই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

একদিন মহাপ্রভু নগর-ভ্রমণ করিতে করিতে সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পিতা মহেশ্বর বিশারদের গৃহসমীপে উপনীত হন। তৎকালে সেই স্থানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাসস্থান ছিল। দেবানন্দ আকুমার ব্রহ্মচারী, মোক্ষকামী এবং ভাগবতে মহা-অধ্যাপক বলিয়া জগতে খ্যাত ছিলেন; কিন্তু ভাগবত পাঠ করিয়া ভাগ্যদোষে ভক্তিহীন ছিলেন।

ভগবদ্ভক্তিহীনের মোক্ষ-কামনা নিতান্ত হেয় এবং ঘৃণ্য; ভগবদ্ভক্তগণ তাহা স্বপ্নেও হৃদয়ে স্থান দেন না। বিষ্ণুপাদপদ্ম সন্নি-লাভ ব্যতীত যে কাল্পনিক নির্বিশেষ মুক্তির ধারণা, তাহা অনর্থযুক্ত ব্যক্তির বাসনার অন্তর্গত। ভৌতিক আকাঙ্ক্ষায় ত্রিতাপহীনতাকেই 'মুক্তি' বলিয়া ধারণা হয়। কিন্তু প্রাকৃত দেশ-কাল-পাত্রের হেয় ব্যবধান উপাদেয় দেশ-কালাতীতের প্রাকট্য ব্যতীত সম্পন্ন হয় না। যে সকল ব্যক্তি ত্রিতাপে প্রপীড়িত হন, তাঁহাদের শান্তির ধারণায় ভগবৎসেবা 'মুক্তি' বলিয়া প্রকাশিত হয় না। অর্বাচীন মূঢ়গণ যে মুক্তির কদর্থ করিয়া ভক্তিহীনতাকে মোক্ষাভিলাষ বলেন, তাহা সমীচীন বিচারপর ভগবদ্ভক্তগণের বিচারে দোষাবহ।

দেবানন্দ পণ্ডিত মুমুক্ষু ছিলেন। তিনি মায়াবাদ-বিচারে যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, তাহাতে জগতে, জগতে ঔদাসীন্য বৃত্তিকে বহুমানন করিতেন। পরমার্থ-'বিষয়ে' কোনরূপ ধারণা তাঁহার ছিল না। লৌকিক প্রয়োজন—জগৎ হইতে মুক্ত হওয়া এবং সেই জ্ঞানে বিভোর থাকায় ভাগবতের বিচার গ্রহণ করিতে তিনি অক্ষম হইয়াছিলেন। কর্ম্ম-জ্ঞানাবৃত অবস্থায় কোনও ব্যক্তির স্বরূপের পরিচয় ঘটে না; সুতরাং ভাবরূপাসনায় নিতান্ত উপলব্ধির বিষয় হয় না। ভগবৎসেবাবঞ্চিত জনগণ যে-কালে আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া ভগবৎ-সেবায় উদাসীন হ'ন এবং তাহাই পুরুষার্থ বলিয়া জ্ঞান করেন, সেইকালে পরম দয়াল গৌরসুন্দর অভক্তের তাদৃশ কার্য্যে বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং তাহার মঙ্গলের জন্য সেরূপ কার্য্য নিতান্ত গর্হণীয় ও অপ্রয়োজনীয় জানাইতে গিয়া কর্ম্মফল ভোগ বা ত্যাগ নিতান্ত অন্যায়—ইহাই জানান।

অভক্তগণ বোধসম্বর্জ্জিত হওয়ায় অন্যাভিলাষ, কর্ম্মফল লাভ, নির্ভেদ ব্রহ্ম অনুসন্ধান প্রভৃতি বর্ণন করিতে যাইয়া উদ্দেশ্য-ভ্রষ্ট হইয়া ভাগবতের উদ্দেশ্য-গ্রহণে বঞ্চিত হয়।

সাধারণ লোকে দেবানন্দকে ভাগবতের মহাপণ্ডিত বলিয়া জানিতেন, কিন্তু ভগবৎ-সেবোন্মুখতার অভাবে ভাগবতের উদ্দেশ্য-বোধে তাঁহার তৎকালে যোগ্যতা ছিল না। জীবমাত্রেই বৈষ্ণব, সুতরাং ভাগবতের মর্ম্মার্থ জানিবার যোগ্যতা অন্তরে দেবানন্দের আছে; কিন্তু তাহা সুপ্ত থাকায় ঐ প্রকার অপরাধ অজ্ঞান হইতে উদ্ভূত; তজ্জন্যই তাঁহার জানিবার অধিকার তৎকালে অপসারিত হইয়াছিল।

বেদশাস্ত্রকে দধির সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে। শুকদেব সেই দধির মন্থনকারী; তাহা হইতে বেদ তাৎপর্য্য নবনীত শ্রীমদ্ভাগবতরূপে উদিত হইয়াছেন। শ্রীপরীক্ষিৎ বিষয়-নিবৃত্ত হইয়া সকল বেদ-তাৎপর্য্য শ্রীশুকদেবের উপদেশ হইতে গ্রহণ করিলেন। দধির মন্থনে যেরূপ সারাংশ ননী বাহির হয়, সেই প্রকার বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডরূপ অসার অংশের অকিঞ্চিৎকরতা প্রদর্শন করিয়া প্রেমভক্তির সারত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। পরীক্ষিৎ অন্যান্য সকল কথা পরিবর্জ্জন করিয়া সেই সার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দেবানন্দ পণ্ডিতের আচরণে ভগবৎসেবোন্মুখতার অভাব থাকায় ভাগবত পাঠ করিয়াও ভক্তির কোন সন্ধানই তিনি রাখেন নাই।

দেবানন্দ পণ্ডিত বহুগুণে গুণান্বিত ও শান্ত-স্বভাব ছিলেন; সুতরাং লোকে তাঁহাকে বহুমানন করিত। তিনি ভাগবত পাঠ করিয়া সন্ন্যাসীর ন্যায় ব্রতবিশিষ্ট হইয়া আকুমার ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেন। কিন্তু ভক্তিহীন হওয়ায় তাঁহারই তাদৃশ ব্রহ্মচর্য্য ভক্তসেবাবিমুখতা প্রদর্শন করিয়াছিল। এইজন্য কৌপীনাদি ধারণ করিয়াও বা ত্যাগের পথে চলিয়াও তিনি সেই সব সদ্গুণের ফল লাভ করিতে সমর্থ হন নাই।

একদিন দেবানন্দ পণ্ডিত তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীপরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেছেন, এমন সময় মহাভাগবতবর ভাগবতৈকপ্রাণ শ্রীবাস পণ্ডিত ভাগবত-শ্রবণপিপাসু হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ প্রেমময় বস্তু; ইহার প্রতি অক্ষরে অক্ষরে অফুরন্ত প্রেমের প্রস্রবণ প্রবাহিত। এহেন শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীবাসের হৃদয় দ্রব হইল এবং তাঁহার শরীরে অশ্রু, কম্প ও তনুমোটনাদি সাত্ত্বিক ভাবসমূহ প্রকাশ পাইতে লাগিল। যাহারা শব্দ-সিদ্ধির জন্য দেবানন্দ পণ্ডিতের নিকট ভাগবত পড়িতে গিয়াছিল এবং লৌকিক বিচারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার উদ্দেশ্যবিশিষ্ট ছিল, তাহারা শ্রীবাস পণ্ডিতের ভজন-চেষ্টা ভাগবতপাঠ-কালে বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। শ্রীবাসের রোরুদ্যমান অবস্থায় বিরামাভাব-দর্শনে বিদ্যার্থিগণের পাঠের ব্যাঘাত হওয়ায় তাহারা শ্রীচৈতন্যের নিতান্ত প্রিয়জনকে জগৎপাবন বলিয়া বুঝিতে পারে নাই। শ্রীবাসের চিন্ময় কলেবরে যে-সকল সাত্ত্বিক আগন্তুক ভাব দেখা গিয়াছিল, উহাই জগতে সকল প্রকার পবিত্রতা আনয়ন করে—ইহা বুঝিতে না পারিয়া পড়ুয়াগণ তাঁহাকে ক্রোধ করিয়া ধরিয়া পাঠাগারের বাহিরে নিক্ষেপ করিল।

দেবানন্দ পণ্ডিতেরও কিছুমাত্র ভগবৎ-সেবোন্মুখতা ছিল না, সুতরাং তিনিও অবোধ পড়ুয়াগণকে ঐরূপ ভক্তিহীন ক্রিয়ায় যোগদান করিতে নিষেধ করিলেন না। দেবানন্দ পণ্ডিত ও বিদ্যার্থিগণ সকলেই বিষয়ভোগনিরত, তর্করত পাঠকমাত্র ছিলেন, সেই হেতু তাহাদের হৃদয়ে এই প্রকার অপরাধময় কার্য্যের কুফল-বিষয় স্থান পায় নাই। শ্রীবাস পণ্ডিত অরসজ্ঞসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতরসাস্বাদনের সুযোগ না পাইয়া দুঃখভরে নিজগৃহে গমন করিলেন।

ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব অন্তর্যামিসূত্রে দেবানন্দের এই অপরাধের কথা জানিতেন। তিনি একদিন নগর ভ্রমণ করিতে করিতে দেবানন্দকে দেখিতে পাইলেন। দেবানন্দকে দেখিয়াই ভক্তের নির্য্যাতন স্মরণ করিয়া তাহাকে বলিতে লাগিলেন,—শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তনে হৃদয় দ্রব হয়, কেবল বহির্ম্মুখগণের ভোগপরায়ণ জনগণই কঠিন হৃদয় পোষণ করিতে সমর্থ হয়। শ্রীবাস পণ্ডিতের সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা যে-কালে প্রবল হইয়াছিল, তৎকালে তুমি ও তোমার ছাত্রগণ না বুঝিয়া তাঁহাকে ভাগবতশ্রবণকার্য্য হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলে। কিন্তু শ্রীবাসের ন্যায় ভক্তকে দেখিবার জন্য হরিপাদে অবস্থিতা গঙ্গাদেবীও নিম্নগা হইয়া নদীরূপে প্রকটিতা হ'ন। সুতরাং তুমি যে তোমার ছাত্রগণদ্বারা বলপূর্ব্বক শ্রীবাসকে তাড়াইয়া দিয়াছিলে, সেই অপরাধপুঞ্জ তোমাকে সর্ব্বতোভাবে ভগবদ্বিমুখ করিয়াছে। তুমি তোমার শিষ্যগণের সহিত ভগবদ্ভক্তের আদর্শ শ্রীবাসের ব্যবহারে তাঁহাকে দণ্ড-যোগ্য বিচার করিয়াছিলে কেন?

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এবম্প্রকার তিরস্কার-বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবানন্দ লজ্জিত হইলেন। প্রভুর বাক্য-দণ্ড লাভ করিয়া দেবানন্দের সুকৃতির উদয় হইল। ভগবান্ বিষ্ণু যাহাদিগকে সংহার করেন, তাহারা মুক্তিলাভ করেন। সুতরাং দেবানন্দের প্রতি ভগবানের এই বাক্যদণ্ড উত্তরকালে তাঁহার সৌভাগ্য লাভের জনক হইয়াছিল।

যিনি শ্রীচৈতন্যদেবের দণ্ড-প্রদানকে বহুমানন করেন না, তাঁহার প্রেমভক্তির স্বরূপবোধে অভাব থাকে। যিনি ভগবানের দণ্ডকে নিজ মঙ্গল-লাভের কারণ বলিয়া জানেন, তাঁহারই প্রেমভক্তি-লাভের সুযোগ ঘটে।

দেবানন্দ হইতে আমরা এই শিক্ষা লাভ করিতে পারি যে, সেবোন্মুখ না হইয়া ভগবন্নাম জপাদি বা নানাপ্রকার তপস্যা বৃথা শ্রম। তদ্দ্বারা বহির্ম্মুখ জনসাধারণ কর্ত্তৃক প্রচুর প্রতিষ্ঠা লাভ হইলেও তিনি ভগবানের কৃপাপাত্র বলিয়া কোন দিনই গৃহীত হন না। ভগবৎ-সেবকের অনুগ্রহ ব্যতীত কাহার সেবোন্মুখতা-ময় আত্মায় উন্মেষিত হইতে পারে না। বৈষ্ণবের স্থানে অপরাধ করিয়া কৃষ্ণভজনের চেষ্টা প্রদর্শন করিলেও বৈষ্ণবের কৃপার অভাবে তাহার কৃষ্ণপ্রেম লভ্য হয় না।

সেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ। শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রজমণ্ডলে যে ভ্রমণ-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণে বর্ত্তমান যুগাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামী মহারাজ বর্ত্তমান পরিক্রমার আয়োজন করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত স্বামীজী মহারাজ শ্রীকৃষ্ণ-লীলা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা সম্বন্ধে অনেক কথা কীর্ত্তন করেন, ডায়েরী বিস্তার-ভয়ে তাহা এস্থলে উল্লিখিত হইল না। রাত্রি অধিক হওয়ায় গোকুলবাসী সজ্জনবৃন্দ স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাগমন করেন।

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! **সুবর্ণ সুযোগ!!**

শুদ্ধভক্তিসাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-[illegible] নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নার স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা **শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে** অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০, ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মন্দারহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এন্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও যথানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲।

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এন্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৷৷০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা
প্রেরণ ব্যয় ৷৷০ পৃথক্ দেয়
ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-মার্থিক মন্দির
১৮০২ ঠাকুরদাস পালিত লেন
বড়বাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারকথা প্রভৃতি তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে ৪৫০ পৃষ্ঠে [illegible] সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-সারার্থ-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।✓০
গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৵০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অন্যকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের কোপ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'দণ্ডব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'ভক্তসঙ্গ সর্ব্বদা প্রার্থনীয়', 'জড়াসক্তি পরিত্যাগের প্রক্রিয়া'—প্রভৃতি বিষয়ে অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মজাগ-বোধিনী কৃষ্ণ-কাম-বিকাশিনী বীরত্ব-বাণীর মূর্ত্ত বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবাসভবনে, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত বস্তুধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে অলঙ্কৃত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, সদ্‌গুরুর শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি জীবের স্বাধীনতা মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ, জীবের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মাহাত্ম্য, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগ-ভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকৃপা ও রাধাকুণ্ড—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকশিক্ষা ও সত্যাশ্রয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের কথা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনঃপাঠ, শ্রীনাম-কীর্ত্তন হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুধাপ্লাবক বক্তৃতাসমন্বিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অবৈধসঙ্গ প্রবঞ্চনা" অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দান ও নিষ্কপটতা শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বাস্তবসত্য ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-সংস্থা এই সপ্ত কৌস্তুভমণি খচিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ৩৷৷০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড** শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, প্রকৃতি, স্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণপুঞ্জাদিসহ নদী বাঁধের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। [illegible] প্রমাণাদির [illegible] সহিত মীমাংসা [illegible] বেদাস্তকল্প মতবাদের [illegible] সম্বলিত এবং ৪০ খানি বিভিন্ন নক্সার [illegible] ও [illegible]; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব [illegible] শ্রীনগেন্দ্র নাথ [illegible] বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (৫২) নক্সা [illegible] মূল্য ১৷৹, ডিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামতত্ত্ব, শ্রীমহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টোত্তর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসংকীর্ত্তন, প্রেমধ্যান, যাত্তিকসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড় গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও নিজজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵৹, বাঁধাই ॥৹ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আদালতে হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵৹ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ এবং শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসংবলিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিবিধবিষয়-সহ বহুত-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥৹ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীবাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।৹ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশানুসারে, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন [illegible], নিষ্ঠা, বিশুদ্ধি, চরিত্রাদির প্রমাণ, সাধুর লক্ষণ ও [illegible] প্রভৃতি [illegible] সম্বন্ধে প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যশিক্ষাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, অবাঁধা ১৸৹ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গ্রথিত। এতদ্রূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ধাম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—দ্বীপ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥৹ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥৹ আনা।

তত্ত্বসূত্র

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বাক্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিবৃত এইরূপ সরল ও অনবদ্যশ্রী গ্রন্থ এ'পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। [illegible]-গোস্বামি-শাস্ত্র-মতোদধি-মন্থনকালে এই উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসারাদি ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ১৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামি প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (নন্দাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নি-বেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸৹।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥৹ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥৹ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵৹ দশ আনা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থম

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১।	ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত	৫৲
২।	শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র	৪০৲
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত	২৮৲
	একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড	।৶০
৩।	ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲
৪।	ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	
৫।	গৌড়ীয়-গৌরব	।৶০
৬।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	।৶০
৭।	ভজনরহস্য	॥০
৮।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
৯।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	
	ঐ (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১০।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)	
	ঐ (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১১।	গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥০
১২।	যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব)	২৲
১৩।	বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)	॥০
১৪।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১৫।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করন)	৸০
১৬।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১৭।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	॥৶০
	ঐ (বাঁধা)	৸০
১৮।	দ্বীপ-দিগ দর্শন	৶০
১৯।	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	।৶০
২০।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	॥০
	ঐ (আবাঁধা)	।৶০
২১।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
২২।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৶০
২৩।	গীতমালা	৴১০
২৪।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
২৫।	ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶০
২৬।	নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ)	৶০
২৭।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
২৮।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।০
২৯।	শরণাগতি	৴০
৩০।	গীতাবলী	৴০
৩১।	চিত্রে নবদ্বীপ	১॥০
৩২।	সাধনকণ	৶০
৩৩।	[illegible]	৴০
৩৪।	নবদ্বীপশতক	৴০
৩৫।	অর্চপঞ্চক	৴০
৩৬।	সদাচারস্মৃতিঃ	৴০
৩৭।	কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)	৴১০
৩৮।	অর্চ্চনকণ	৴১০
৩৯।	সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)	॥০
	ঐ (আবাঁধা)	।৴০
৪০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	
৪১।	ব্রহ্মসংহিতা	
৪২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
৪৩।	মণিমঞ্জরী সানুবাদ	।০
৪৪।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৪৫।	পুরুষার্থ বিনির্ণয়	।০
৪৬।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৪৭।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
৪৮।	গৌড়ীয়মঠ কি করেন ?	৴০
৪৯।	ঈশোপানিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)	।০
৫০।	শ্রীভুবনেশ্বর	৶০
৫১।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৶০
৫২।	সাধ্যবাণী	৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ	॥০
৫৪।	সটীক-শিক্ষাদশমূলম্	।০
৫৫।	তত্ত্বসূত্রম্	।০
৫৬।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৶০
৫৭।	গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	৴০
৫৮।	সারাংশবর্ণনম্	৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯।	রায় রামানন্দ	॥০
৬০।	নামভজন	।০
৬১।	রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্স্	।৶০
৬২।	লাইফ্ য়্যাণ্ড্ প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	
৬৩।	বৈষ্ণবীজম্	।০
৬৪।	হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং	৴০
৬৫।	দি ভাগবত	।০
৬৬।	থিয়োটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন	।০
৬৭।	ব্রহ্ম-সংহিতা	১॥০
৬৮।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	॥০
৭০।	সাধন পথ	।০
৭১।	কল্যাণ কল্পতরু	৴০
৭২।	গীতাবলী	১০
৭৩।	শরণাগতি	৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪।	কল্যাণ কল্পতরু	৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শুদ্ধ-ভক্তপথ-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

মেহলীন পাচন

সর্ব্বপ্রকার মেহরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ডবল ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৹ আনা, পাইট ॥৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্ক্‌স্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দেশে দেশে যোগ

ভারতের সহিত তিব্বত এবং সিকিম যুক্ত হইল। তিস্তা নদীর উপর দিয়া রি-ইন ফোর্স কন্‌ক্রীটের সিঙ্গল স্প্যান ব্রীজ হইয়া নদীর উপর দিয়া সকলপ্রকার যানবাহন চলাচলের সুবিধা হইল। পূর্ব্বে যে পুল ছিল তাহাতে গরুর গাড়ী পার করিতে হইলেও গরু খুলিয়া গাড়ী হাতে করিয়া টানিয়া বা ঠেলিয়া লইয়া যাইতে হইত।

তিস্তার স্বরূপ

তিস্তা নদীর উপর দিয়া এরূপ সিঙ্গল স্প্যান পুল প্রস্তুত ভিন্ন উপায় ছিল না; কারণ নদীর স্রোত এরূপ প্রবল যে স্তম্ভ প্রস্তুত করিবার উপায় ছিলনা। যে সমস্ত প্রস্তরখণ্ড খসিয়া পড়িয়া নদীতে বাধা-স্বরূপে দাঁড়াইয়াছিল সেই গুলিকে ভাঙ্গিয়া নষ্ট করিতে একটন ডিনামাইট লাগে।

২০০০০ টাকা জরিমানা

বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী মিষ্টার ওয়ালচান্দ হিরাচান্দের ভ্রাতা গুলাবচান্দ হিরাচান্দ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ অমান্য করিবার জন্য ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং কুড়ি হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন।

শোলাপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার উপর আদেশ দান করেন যে তিনি যেন শোলাপুর প্রবেশ না করেন, কাবায়েলা মিউনিসিপ্যালিটীর সীমানার বাহিরে না যান এবং দৈনিক পুলিশে হাজিরা দেন।

তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানান যে তিনি ঐ আদেশ অমান্য করিবেন। তিনি শোলাপুর ষ্টেশনে পৌঁছিবামাত্র ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে বাংলায় ডাকিয়া আনেন। সেখানেও তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলেন যে, তিনি ঐ আদেশ অমান্য করিবেন।

তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করিয়া উপরোক্ত শাস্তি দেওয়া হয়। হাইকোর্টের বিচারে তিনি বেকসুর খালাস পাইয়াছেন।

ব্যবসায়ে সুবিধা

যদিও তিস্তা ব্রীজ ভারতের উত্তর সীমার নিকট পর্ব্বতমালার ভিতর নির্ম্মিত তথাপি এই রাস্তা দিয়া ব্যবসার উপলক্ষে যানবাহনাদির যাতায়াত অত্যন্ত বেশী।

নূতন সাধারণ তন্ত্র

স্বাধীন ক্যাটালোনিয়া দেশে প্রথম স্বাধীন পার্লামেন্টের নির্ব্বাচন ক্রিয়া শেষ হইল। চারিটি দল প্রধান ক্যাটালান সঙ্ঘ, সমাজতন্ত্রী, চরমপন্থী এবং সম্প্রদায় তন্ত্রী।

২৩টী বৈঠকে ১৩৬ ঘণ্টা

কার্য্যের পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে হিন্দু, মুসলমান, শিখ ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মিলন-প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

বৈঠকের শেষভাগে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গ চলিয়া যান সেইজন্য আগামী অধিবেশনে তাঁহাদের মত গ্রহণ করিবার প্রস্তাব চলিতেছে।

কংগ্রেসের দাবী

কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতাই দাবী করেন; কিন্তু এলাহাবাদে মিলন সম্পাদনের জন্য কংগ্রেস দাবীর পরিমাণ কমাইয়াছেন। তাহা না হইলে অন্যান্য দলের সহিত কংগ্রেস একমত হইতে পারিতেন না। তবে বর্ত্তমানে এলাবাদের সিদ্ধান্ত ও পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী অপেক্ষা বিশেষ কম নহে।

খেলার দান

ভারতীয় ফুটবল সঙ্ঘের অধীন বর্ত্তমান বৎসরে যে সমস্ত খেলা হইয়াছে তাহার দর্শকগণের নিকট হইতে যত টাকা উঠিয়াছিল তাহার মধ্যে ৩০৫০০ টাকা বিভিন্ন অনুষ্ঠানকে দান করা হইয়াছে।

সর্ব্বদল সম্মেলন

পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্য এলাহাবাদ মিলনবৈঠকের জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে বিজ্ঞাপিত করিতেছেন যে, মিলন-বৈঠক গত ৩রা নবেম্বর হইতে ১৭ই নবেম্বর পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা আগামী ৩রা ডিসেম্বর বেলা একটার সময় এই সভার অধিবেশনে সমর্থিত হইয়া আগামী ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে এলাহাবাদ মেয়ো হলে সর্ব্বদল সম্মেলনের অধিবেশনে বিচারিত হইবে।

নূতন নিয়োগ

সার জর্জ্জ ষ্টুয়ার্ট বড়লাট সাহেবের কার্য্যকারী সভার ভাইস প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হইলেন।

ভাইকাউন্ট সান্টো ক্লায়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন।

খানাতল্লাস

রাজসাহীর জেলসুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ চার্লস নিউকে গুলী করা উপলক্ষে হ্রষীকেশ রায়, ভোলানাথ কর ও অপর একজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং বাড়ী বাড়ী খানাতল্লাস হইয়াছে।

মোটর দৌড়

আগামী ১১ই ডিসেম্বর তারিখে বঙ্গের অটো-মো-বাইল এসোসিয়েশনের ব্যবস্থামত মোটরগাড়ী সমূহের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে। কলিকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল হইতে যাত্রা করিয়া মোটরগুলি বনগ্রাম পর্য্যন্ত যাইবে এবং সেখানে জলযোগ করিয়া আসিবে। অনেকগুলি পুরস্কার বিতরিত হইবে।

পুনর্যাত্রা

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, মেট্রো-গোল্ডউইন ফিল্ম-কোম্পানীর ভাইস প্রেসিডেন্ট মিঃ গোল্ডউইন উড়োজাহাজ আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া-জলপ্রপাতে পতিত হইয়া চালক মারা যায়। গোল্ডউইন সাহেব এবং তাহার বন্ধু অনাহত অবস্থায় পুনর্যাত্রা করিয়াছেন।

লাটের এজেন্ট

লেপ্টনাণ্ট কর্ণেল মিষ্টার ডি, এম্ ফিল্ড বড়লাট সাহেবের পক্ষ হইতে মাদ্রাজের দেশীয় রাজ্যসমূহে এজেন্ট নিযুক্ত হইলেন। ভূতপূর্ব্ব এজেন্ট লেপ্টেনান্ট প্রিচার্ড অবসর গ্রহণ করিবেন।

মজলিস

গত রবিবার তারিখে মস্‌লেম লীগ, মস্‌লেম সম্মেলনের কার্য্যকরী সমিতি, এবং কানপুরের জমায়েতউল-উলেমা এই তিনটি সভার সভ্যদিগের একটী মজলিস হয় এবং সন্ধ্যাকালে তাঁহারা নিজের নিজের দলের ভিন্ন ভিন্ন সভার অধিবেশন করেন। তাহাতে এলাহাবাদ বৈঠকের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

যুদ্ধ-ঋণ

আমেরিকার কাগজওয়ালারা দাবী করিতেছে যে, অন্যান্য জাতি যাহাই করে করুক, কিন্তু ইংলণ্ডকে যুদ্ধঋণের কিস্তি ডিসেম্বর মাসে দিতে হইবেই হইবে। আবার এরূপ কথাও রটিতেছে যে আমেরিকার যুক্তসাম্রাজ্য যদি ইংলণ্ডকে রক্ত শোষণ করিতে বাধ্য করে, তাহা হইলে আমেরিকারও মঙ্গল সম্ভাবনা নাই।

নির্ব্বাচন আরম্ভ

বাংলোলোনায় নির্ব্বাচন আরম্ভ হইবে। সেই সম্পর্কে দাঙ্গা প্রভৃতির আশঙ্কা হওয়ায় কর্ত্তৃপক্ষ সৈন্যদলকে ব্যারাক হইতে বহির্গত হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

বন্দী পলায়ন

ডার্টমুর জেলখানা হইতে যে দুইজন বন্দী পলায়ন করে তাহারা এখনও ধরা পড়ে নাই। প্রত্যেকেই তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ব্যস্ত, কিন্তু কেহই সন্ধান দিতে পারে নাই। পুলিশদল ঘিরিয়া আছে এবং ক্রমশঃ বৃত্ত ছোট করিয়া আনিয়া তাহাদের উপর পড়িবার চেষ্টায় আছে।

জাতীয় দাবী

ভারতের যে সমস্ত রাজনৈতিক দল এলাহাবাদ মিলন বৈঠকে যোগদান করেন এই সমস্ত তাহাদিগের দ্বারা জাতীয় দাবী-স্বরূপে গৃহীত হইয়াছে।

অস্ত্র ও ভয়

জেনেভায় নিরস্ত্রীকরণ সভায় ইংলণ্ডের বৈদেশিক মন্ত্রী সার জনসাইমন প্রকাশ করিয়াছেন যে, সত্য বটে সকলেরই ইচ্ছা এই যে, বিবাদ বিসংবাদ মিটাইবার জন্য অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহার করা উচিত নয়; কিন্তু সকলেই প্রতিবেশী শক্তিপুঞ্জকে এত ভয় করেন যে কেহই অস্ত্রসজ্জা কমাইতে সাহস করেন না একমাত্র ভয়ই নিরস্ত্রীকরণের বাধা।

যদি ইউরোপের সমুদয় শক্তিই প্রতিশ্রুতি দেয় যে পরস্পরের মধ্যে বিবাদে অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করা হইবে না, তাহা হইলে সে প্রতিশ্রুতি যে একেবারে কার্য্যকরী হইবে না, একথা বলা যায় না।

অপর পক্ষের কথা

রয়েল নেভেল ভলান্টিয়ার রিজার্ভের বাৎসরিক অধিবেশনে নৌসেনাপতি সার চার্লস মাদান বলেন যে এই সমস্ত নাবিকী সভা ইংলণ্ডের শক্তি ক্ষয় করিবার জন্য ষড়যন্ত্রকর। রুষ ও উত্তর ইউরোপীয় শক্তিবর্গ ক্রমাগত আক্রমণ করিবার জন্যই চেষ্টা করিতেছে। এ অবস্থায় শান্তি স্থায়ী হওয়া সম্ভব নহে।

লোহার বরগা কড়ি

করগেট টীন, জানালার গরাদে

দালানের ফুলদার রেলিং

বড়াঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি

সুলভে বিক্রয় কারি

কান্তিচন্দ্র মুখার্জ্জি এণ্ড সন্স

২৭।৩ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট ফোন ৪৪৭

টেলি শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈনিক

Reg No C1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাষিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
প্রতি সংখ্যা ৴৫

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২১৮তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৮ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার ১৩৩৯, ২৪শে নভেম্বর ১৯৩২

নানা কথা

আয়র্লণ্ডে গোলযোগ

আয়র্লণ্ডে কৃষকদিগের জাতীয় সভার প্রেসিডেণ্ট মিঃ ফ্রাঙ্ক ম্যাক ডারমট বলেন যে গত মে ও জুন মাসে গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য বার্ষিক কর দিতে না পারায় ৮০০০০ লোকের উপর ওয়ারেণ্ট জারি করা হইয়াছে।

প্রকাশ যে, অধিকাংশ স্থলেই প্রজাগণ অসামর্থ্য নিবন্ধন কর দেয় নাই।

চাষার দুর্দ্দশা

আয়র্লণ্ডে চাষীদের দুর্দ্দশা এরূপ চরমে দাঁড়াইয়াছে যে তাহারা গবাদি পশু রক্ষা করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে বধ করিয়া সস্তা দরে মাংস বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে। তাহারা সভা করিয়া ফ্রীষ্টেট গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের নিন্দা করিতেছে। তাহারা বলে যে, ইংলণ্ডের সহিত বিবাদের ফলে তাহাদের জিনিসপত্র ইংলণ্ডে বিক্রয় হয় না; সেই কারণেই তাহাদের দুর্দ্দশা।

কাশিমপুরে ডাকাতি

যশোহর জেলায় কাশিমপুর গ্রামের মাদার সর্দ্দারের বাটীতে কয়েকজন ডাকাত আগ্নেয়াস্ত্রাদি সহ হানা দেয়। মাদারের ভ্রাতার নিকট চাবীকাটি চায় ও তাহাকে উৎপীড়ন করে। চাবি না পাইয়া যখন ডাকাতেরা আলমারি ভাঙ্গিতে চেষ্টা করে সেই সময় মাদার পলায়ন করিয়া

আয়র্লণ্ডে গোলযোগ

নূতন আবিষ্কার

কাশিমপুরে ডাকাতি

বিপ্লব ও শিক্ষামন্দির

আয়র্ল্যাণ্ডে হাহাকার

প্রধান মন্ত্রীর সিদ্ধান্ত

মিঃ লিউকের প্রতি গুলী

দিল্লীতে আপত্তি

জেলে ষড়যন্ত্র

চাষীর দুর্দ্দশা

লাটের সহিত সাক্ষাৎ

লোকজন ডাকিয়া আনে। ইতোমধ্যে ডাকাতেরা পলায়ন করে।

আয়র্ল্যাণ্ডে হাহাকার

ইংলণ্ডের সহিত আয়র্লণ্ডের যে অর্থনৈতিক বিবাদ চলিতেছে, তাহার ফলে আয়র্লণ্ডের কৃষিজাত দ্রব্য এবং ভক্ষণযোগ্য পশু বিলাতে বিক্রয় বন্ধ হইয়াছে; সেই কারণে কৃষকদিগের অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। ওয়েষ্ট মীথ কৃষক-সঙ্ঘের মালিঙ্গার শাখা একটী প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে, সঙ্ঘ যেন ২৫টী কাউণ্টি হইতে এক-লক্ষ চাষীকে ডাবলিনে প্রেরণ করেন। তাহারা গবর্ণমেণ্টকে স্ব স্ব [illegible] অবস্থা ভাল করিয়া তাহাদের অন্নসংস্থান করিবার জন্য আবেদন করিবে। গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ বলিতেছেন যে ইংলণ্ডের সহিত বিবাদ করিয়া আয়র্লণ্ড অসীম ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। বার্ষিক ৩কোটী পর্য্যন্ত লোকসান হইতেছে।

জেলে ষড়যন্ত্র

বাংলার ভূতপূর্ব্ব লাট স্যার ষ্ট্যান্লি-জ্যাকসন প্রচার করিতেছেন যে, যতদিন ভারতে বিপ্লব চলিবে ততদিন সংবাদপত্র সমূহের প্রচার-কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করা আবশ্যক। রাজবন্দীদের বন্দীশালাগুলিই যত ষড়যন্ত্রের আড্ডা। বাংলার রাজবন্দী-গণকে নির্ব্বাসিত করা বিশেষ প্রয়োজন।

লাটের সহিত সাক্ষাৎ

মিঃ আহমদ [illegible] বিদ্যুৎদের পক্ষ হইতে বড়লাট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রকাশ করেন যে, পশ্চিম দেশের সাধারণ-তন্ত্র ভারতের উপযোগী নহে।

প্রধান মন্ত্রীর সিদ্ধান্ত

দিল্লীর মুসলমান সম্প্রদায়ের যে সমস্ত সমিতি আছে, তাহারা প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত পছন্দ করে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	এলাহাবাদ	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঐ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীধাম বৃন্দাবন	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ঐ
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	এলাহাবাদ	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	ঐ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঐ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	ঐ	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কাশী
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	ঐ		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজ প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেব্যবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণ-তীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৩১১৫

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ বাসাধিকারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতিঃ, শ্রীপাদ জগজ্জীবন দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃত দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীজনবন্ধুচরণ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালী দাসাধিকারী। শ্রীপ্রাণ দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

(৭) শ্রীআনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

রমনাসংক।

রক্ষক—শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী,

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ সাউথ মালাকা প্রয়াগ রোড, পি

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ বক্রেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীমদনদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চকোলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীফেনপানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন।

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরীপ্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

কুসুমকুণ্ড, চৈতকুণ্ড, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শন।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া

এখানে বহু পুরাতন শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩১) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ,

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) শ্রীমদনগোপাল পাট

কাঠালপুলি, ঢাকা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীমধুরিপো [illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, { ১১ই কেশব গৌরাব্দ ৪৪৬, ৮ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২৪শে নভেম্বর ইং ১৯৩২ বৃহস্পতিবার } ২১৮তম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

সংক্ষিপ্ত ডায়েরী

ত্রিংশ দিবস

[তাং ৭।১১।৩২ সোমবার]

অদ্য পরিক্রমার ত্রিংশ দিবস। ভোর ৪ টার সময় সকলে বিছানাপত্র বাঁধিয়া মোটরবাসে বোঝাই দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁবু ভাঙ্গা হইলে যাত্রিগণ ময়দানে উপবেশন করিয়া রহিলেন। দারুণ ঠাণ্ডা পড়িয়াছে; প্রথমতঃ কিছু অসুবিধা হইল বটে, কিন্তু সূর্য্যোদয়ে আর কোন অসুবিধা রহিল না। বেলা ৯॥ টার মধ্যে সমস্ত পরিক্রমাকারিগণকে প্রসাদ দেওয়া হইলে, পরিক্রমা ১০ টার সময় গোকুল মহাবন হইতে বহির্গত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহকে অগ্রণী করিয়া পরিক্রমা পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বেলা প্রায় ২টার সময় রাভল (রাওয়াল) নামক স্থানে উপনীত হন। যে সমস্ত যাত্রী চলিতে অক্ষম ছিলেন তাঁহাদিগকে মোটরবাসে করিয়া রাভলে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইল।

রাভল

'রাভল' স্থানটী যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। একটী ছোট টীলার উপর শ্রীমন্দিরটী অবস্থিত। ১০।১২টী সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া মন্দিরে উঠিতে হ'য়। মন্দিরটী ছোট, মন্দিরের সম্মুখে একটী দালান (Hall) আছে। সেই দালানটী একটী থিলানের উপর অবস্থিত। কোন পুরুষ পূজারীর সহিত সাক্ষাৎ হইল না। একজন স্ত্রীলোক মন্দিরের দ্বার খুলিয়া দিলেন। এখানে শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিতা। সেবার কোন বাঁধা খরচা বা বন্দোবস্ত নাই। মাধুকরীর উপর সেবা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। নন্দ মহারাজ গোকুল হইতে নন্দগ্রামে স্থানান্তরিত হইলে, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী রাভল হইতে বর্ষাণে গিয়াছিলেন। রাভলের শ্রীমন্দিরটীর ছাদদেশ হইতে মথুরা সহরটী দৃষ্টিগোচর হয়।

শ্রীপাদ সাগর মহারাজের বক্তৃতা

এখানে প্রথমে শ্রীপাদ সাগর মহারাজ স্থান-মাহাত্ম্য কিছু কীর্ত্তন করিয়া বলেন যে, এই স্থানটী বৃষভানুনন্দিনীর জন্মস্থান। এই স্থানটী পারকীয়-রসের আবির্ভাবস্থলী। বৃষভানুনন্দিনীর কথা বুঝ্তে হ'লে বার্ষভানবী দয়িত-দাসের আনুগত্য ও কৃপা আবশ্যক। কৃষ্ণানুসন্ধান লীলার অনুসরণ করিবার জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম এত বন ভ্রমণ লীলার আয়োজন ক'রেছেন। প্রাকৃত বিচারে আমরা যতক্ষণ আবদ্ধ থাক্ব, ততক্ষণ রাধারাণীর আবির্ভাবস্থলীর মহিমা বুঝ্তে পার্ব না, ধামের স্বরূপ উপলব্ধি হ'বে না। রাধাদাস্য তথা গুরুপাদপদ্মের পূর্ণদাস্য ব্যতিরেকে ধামের স্বরূপ উপলব্ধি হয় না, কেবল দেশভ্রমণই সার হয়। তাই মহাজন ব'লেছেন, 'কবে ধামের স্বরূপ স্ফুরিবে নয়নে হইব রাধার দাসী'। স্থান-মাহাত্ম্য শ্রীরূপানুগগণেরই আনুগত্যে উপলব্ধির বিষয়, ভাষায় বক্তব্য নহে।

শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের বক্তৃতা

অতঃপর শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ নিজ দৈন্য কীর্ত্তনমুখে বলেন, "আমি পুরীষের কীট হইতেও লঘিষ্ঠ এবং জগাই মাধাই হইতেও পাপিষ্ঠ। অতএব বৃষভানুনন্দিনীর আবির্ভাবস্থলীর মহিমা কীর্ত্তন করিবার যোগ্যতা আমার ন্যায় পাষণ্ডের নাই। শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী ভুবন-মোহন-মনোমোহিনী। যাঁর প্রেমে স্বয়ং ভগবান্ বাঁধা প'ড়েছিলেন, তাঁর কথা বুঝ্তে হ'লে আমাদিগকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখবিগলিত চেতনবাণী শ্রবণ করতে হ'বে এবং সেই চেতনবাণী শ্রবণ কর্তে কর্তে সেই চেতন বাণীর দ্বারা চেতনকে উদ্বুদ্ধ কর্তে হবে। একমাত্র চেতন বস্তুই চেতনকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। বৃষভানুনন্দিনীর গুণ-কীর্ত্তনরূপ চেতন-বাণীর সহিত বৃষভানুনন্দিনীর কোন ভেদ নাই। আপনারা সকলেই বৃষভানুনন্দিনীর কৃপা প্রাপ্ত, আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমি ভবিষ্যতে রাধারাণীর আবির্ভাবস্থলীর মহিমা উপলব্ধি করিতে পারি।"

শ্রীপাদ বন মহারাজের বক্তৃতা

পরিশেষে শ্রীপাদ বন মহারাজ দণ্ডায়মান হইয়া সকলকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলেন, এখন যেখানে আমরা উপস্থিত হইয়াছি এই স্থানটী বৃষভানুনন্দিনীর মাতুলালয়। বৃষভানুনন্দিনী এই মাতুলালয়ে আবির্ভাব লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। আপনারা সকলে শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ দর্শন করেছেন। পূজনীয় শ্রীপাদ সাগর মহারাজ ও পরমপূজ্য শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ এইমাত্র আপনাদিগকে স্থান-মাহাত্ম্য ও বৃষভানুনন্দিনীর তথা শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের দাস্যের কথা বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাঁহারা যে সমস্ত কথা বলেছেন তদপেক্ষা অধিক বল্বার সামর্থ্য আমার নাই। অন্য ভাবে দুএকটী কথা আমি বল্বো। পরিক্রমার আজ ত্রিংশ দিবস; পরিক্রমা প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে থেকে এ যাবৎ আমরা শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ-বিগলিত এবং তাঁহারই অনুগত ত্রিদণ্ডি-পাদগণের শ্রীমুখনিঃসৃত অনেক হরিকথা, স্থান-মাহাত্ম্য, ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার-উদ্দেশ্য, পরিক্রমাকারীর কর্ত্তব্য, ব্রজ-পরিক্রমার ফল প্রভৃতি অনেক কথা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি।

আজ একমাস যাবৎ রৌদ্রে, শীতে, পথশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক, আত্মীয় স্বজন (?) হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া প্রায় একাদশ বন ভ্রমণ করিয়া শেষ করিলাম। এখন আমাদের এই সমস্ত কাজের একটা খ'তিয়ান ক'রে দেখা দরকার—লাভ লোকসানটা বুঝে সমুঝে করা আবশ্যক। ব্যবহারিক জগতে যেমন লাভ লোকসান্ খতাইয়া লোক কাজ করে, সেইরূপ পরমার্থ-রাজ্যেও লাভ-লোকসানের একটা হিসাব নিকাশ হওয়া দরকার। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে অথবা তদনুগত ত্রিদণ্ডিপাদগণের নিকট হইতে যে সমস্ত চেতনময়ী বাণী আমরা এযাবৎ শ্রবণ ক'রেছি, তাহাতে যদি আমাদের উত্তরোত্তর শ্রবণ-পিপাসা বা লোভ বৃদ্ধি হ'য়ে থাকে, তবেই পরিক্রমার কিছু ফল ফলিয়াছে বলিয়া মনে হইবে; আর যদি তা না হ'য়ে আবার জড়াসক্তি প্রবল হ'য়, আবার বাড়ী ফিরে গিয়ে গৃহ পরিক্রমা

করবার জন্যে ব্যস্ত হই, ব্যবহার-বশে প্রমত্ত হওয়ার জন্যে ছট্‌ফট্‌ করতে থাকি, তা হ'লে এই এতদিন ধরে কষ্ট স্বীকার ক'রে পরিক্রমা করবার উদ্দেশ্য কিছু সিদ্ধ হ'ল না।

তীর্থযাত্রা ও দেশভ্রমণ-ছলে এজীবনে আমরা অনেক মন্দির, ঠাকুর, ঠাকুরবাটী নূতন নূতন দেশ দেখেছি; কিন্তু আমাদের সে-সমস্ত কার্য্য স্বেচ্ছাচারিতার বশে সম্পন্ন হয়েছে, তাতে আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির অনেক সুযোগ হ'য়ে গিয়াছে। তদ্দ্বারা কিন্তু মঙ্গল কিছু হ'য়নি। তীর্থভ্রমণের ফল যে সাধুসঙ্গ ও সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ—এখন সুযোগ তাতে হয়নি। শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়ই আমাদের একান্ত আবশ্যক এবং সেই শ্রীগুরুপাদাশ্রয় পূর্ব্বক তদানুগত্যে কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে ধামে অবস্থান পূর্ব্বক চেতনবৃত্তি প্রবুদ্ধ করা আমাদের সুপ্ত আচ্ছাদিত চেতনকে উদ্বুদ্ধ করারই প্রয়োজনীয়তা আছে। শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে লীলামৃত শ্রবণ ও কীর্ত্তন আবশ্যক। কেবল স্থানে গিয়ে 'এটী বৃষভানুনন্দিনীর জন্মস্থান' এই কথাটা শুনে চলে গেলেই আমাদের ধাম পরিক্রমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ল না। আমাদের এই পরিক্রমা এখানে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই শুনিলাম আমাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি এই স্থানে আসিয়া স্থানটী দেখিয়াই মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন। তাঁরা আর পরিক্রমা পৌঁছিবার বা জ্ঞান-মহাত্মা বৈষ্ণবগণের মুখে শ্রবণ করিবার অপেক্ষা করেন নাই। এটা তাঁদের দুর্ভাগ্যের পরিচয়, সন্দেহ নাই। এরূপ কার্য্য তাঁরা অন্য সময় একাকী আসিয়াও করিতে পারিতেন। বর্ত্তমান পরিক্রমায় যোগদান করিবার কোন আবশ্যকতা থাকত না। অনাদি কাল হইতে স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার দোষেই আমাদের এই সংসার দুর্গতি লাভ হইয়া ত্রিতাপ যাতনা ঘটিতেছে। কিন্তু আমাদের এমনই দুর্দ্দৈব যে, আমরা পুনঃ পুনঃ সেই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিতে ছাড়ি না। গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে এতটুকু কার্য্য করিবার ধৈর্য্য আমাদের নাই। ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরম দয়ালু; তিনি আমাদের এই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার থেকে রক্ষা করবার জন্যেই মাসাধিককাল ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার ব্যবস্থা ক'রে আমাদিগকে গুরুবৈষ্ণবগণের আনুগত্য করিবার ও সেই আনুগত্যে নিজ নিজ স্বতন্ত্রতাকে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক শ্রীধাম সেবার সুযোগ প্রদান করেছেন। শ্রীগুরুদেব এক কার্য্যের মধ্যে যে কত প্রকার কার্য্য সমাধা কর-

গৌরধামের ঝঙ্কার

কৃষ্ণ বস্তুটী স্বয়ং ভোক্তা, তিনি কাহারও ভোগের বস্তু নহেন। কৃষ্ণের নিত্য ভোগের জন্য অনন্ত পরিকর-বৈশিষ্ট্য প্রকটিত হইয়াছেন। পরিকর-বৈশিষ্ট্যের কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। কৃষ্ণ বস্তুটী নিত্য, তাঁহার নিজ ভোগের বস্তুগুলিও নিত্য, যাবতীয় ঈশ্বরতা তাঁহার শক্তি ও বিভিন্ন ঈশ্বরসমূহ তাঁহার দাস। ঈশ্বরসকল তাঁহাদের সকল বস্তুসহ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। কৃষ্ণই একমাত্র পরমেশ্বর।

'একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥"

কৃষ্ণবস্তুটী আনন্দের আস্বাদকারী অর্থাৎ রসময়। সেই রস নিত্য অখণ্ড ও চিন্ময়। ছেন, তাহা আমরা বুঝতে পারছি না। অবশ্য ত্রিশ দিনের মধ্যে আমাদের অনেক কষ্ট হয়েছে। আমরা ক্লান্তও হ'য়ে পড়েছি। কিন্তু এই ত্রিশ দিন ধরে যে শ্রম স্বীকার করা গেল, যে সমস্ত বিষয় শ্রবণ কীর্ত্তন করা গেল সে গুলোর আলোচনা হওয়া আবশ্যক নহে কি? শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবস্থলী শ্রীমথুরাকে কেন্দ্র ক'রে আজ পর্য্যন্ত আমরা একাদশ বন ভ্রমণ করে এসেছি। এইবার দ্বাদশবনে শ্রীবৃন্দাবনে আগামী কল্য গিয়া পৌঁছিব। এখান হতে কিছু পরেই আমরা মথুরায় শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সমীপে গিয়া উপস্থিত হইব। বনভ্রমণ কালে শ্রীগুরুদেব কৃপাপূর্ব্বক অধিকার ভেদে যতটুকু আমাদিগকে জানিয়েছেন, ততটুকু আমরা জানতে পেরেছি। তার অতিরিক্ত জানবার অধিকার আমাদের নেই। একমাস পূর্ব্বে আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা মস্তকে ধারণপূর্ব্বক মথুরা থেকে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় বাহির হ'য়েছিলাম। আজ আবার সেই গুরুপাদপদ্মান্তিকে গিয়ে উপস্থিত হইব। এই মাসের ভিতর আমাদের কি লাভ হল, কতটুকু মঙ্গল আমরা লাভ করলাম, **কৃষ্ণ-বিমুখতার হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে কতটুকু কৃষ্ণোন্মুখতা প্রাপ্ত হ'য়ে চেতনরাজ্যে প্রবেশ করতে পারলাম** তা'র একটা হিসাব নিকাশ করা দরকার। গুরুপাদপদ্মের কাছে গিয়ে আমরা কি সংবাদ জানাব! স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ছেড়ে দিয়ে যিনি যতটুকু গুর্ব্বানুগত্যে শ্রবণ কীর্ত্তন করেছেন ও যিনি যতটুকু শ্রীধাম সেবার অধিকার পেয়েছেন, তিনি ততটুকু লাভবান হ'য়েছেন ততটুকু নিত্য মঙ্গলের পথে অগ্রসর হ'য়েছেন। (ক্রমশঃ)

তিনি সংবেদ্য না জ্ঞাতা। আনন্দময় রসই তাঁহার জ্ঞেয়। রসাস্বাদন-ধর্ম্ম নিত্য, তাহাতে নশ্বরতা বা কালের কোন আক্রমণ সহ্য করিতে হয় না। অসুর-মোহনের জন্য—নির্ব্বোধের বুদ্ধিনাশের জন্য তিনি তাঁহার মায়াশক্তিতে দুই শ্রেণীর বৃত্তি সংস্থাপিত করিয়াছেন। জীব যদি ঈশ্বর হইত বা পরমেশ্বর কৃষ্ণ হইত, তাহা হইলে, তাহার আসুরিক প্রবৃত্তি হইত না। অসুরের ধর্ম্ম কৃষ্ণবিমুখতা বা ভোগদাস্য; কৃষ্ণের মায়ানাম্নী বহিরঙ্গা শক্তি 'বিক্ষেপাত্মিকা' ও 'আবরণী' বৃত্তিদ্বয়ে কৃষ্ণবিমুখ জীবকে কৃষ্ণসেবা হইতে বিক্ষিপ্ত করেন ও তাঁহার নিত্য হরিসেবাবৃত্তিকে আবরণ করেন। জীব তখনই অসুরের ধর্ম্মকে নিজ ধর্ম্ম মনে করিয়া অবৈধভাবে ভোক্তার আসন গ্রহণপূর্ব্বক ভোগে প্রমত্ত হইয়া বস্তুমাত্রকেই ভোগ করিতে আরম্ভ করেন। মায়াশক্তি স্বভাবে ভোগ করিবার উপযোগী রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ দ্বারে ভোগীর সম্মুখে উপস্থিত হয়। মায়াশক্তিই জীবের ইন্দ্রিয়গুলিতে ভোগ্যবস্তু গ্রহণের ক্ষমতা দিয়া তাহার বিমুখ হইবার ব্যবস্থা করেন। বদ্ধজীব কুপর্থ মুখতাক্রমে এরূপ অসুবিধার মধ্যে পতিত হন যে, ভোগ ব্যতীত তাহার আর অন্য কোন প্রকার সম্বন্ধ থাকে না। যদি কেহ কৃষ্ণকথা বলিতে আসেন, তিনি সেই হরিকথাকেও নিজ ভোগ্যবিষয় জ্ঞানে হরিকথারূপী কৃষ্ণকেও ভোগ করিতে ব্যস্ত হন। কিন্তু কৃষ্ণে ভোগের সুযোগ হইবার সম্ভাবনা না থাকায় পরিশেষে তাদৃশ চেষ্টায় বিফলমনোরথ হ'ন।

মায়াশক্তিপরিণত বদ্ধজীব অবৃত্তবৃত্তি ও হরিবিমুখবৃত্তিক্রমে ভোগের কাঙ্গাল হইয়া পড়েন। জীবের নিত্য হরিসেবাবৃত্তি আবৃত হওয়ায় তিনি হরিসেবা করিবার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণকে ভৃত্য করিবার সঙ্কল্পে ঘুরিয়া বেড়ান; কিন্তু কৃষ্ণ ভোগী জীবের দাস হইবার যোগ্য না হওয়ায় পরিশেষে তাদের ঐ প্রকার মূর্খতাজ্ঞাপক ও অমঙ্গলজনক ঔদ্ধত্য বৃথা হইয়া পড়ে।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ও তদীয় অনুচরবর্গ কৃষ্ণকে সেবা করিবার উপদেশ দিয়াছেন। ভোগী জীব তাহা ভুলিয়া গিয়া কর্ম্মফলের বশবর্ত্তিতাকে কৃষ্ণের সেবা বলিয়া ভ্রান্ত হইতেছেন। জীবগণ কেবল যে আচার্য্য ও উপদেশকের সজ্জায় কৃষ্ণসেবায় হইতেছেন, এরূপ নয়; যাবতীয় জীবকে মোহিত করিয়া আসুরিক বৃত্তিকেই হরিসেবা বলিয়া প্রচার করিয়া ভোগে প্রমত্ত হইতেছেন এবং জগৎকে ভোগী করাইয়া প্রকৃতপ্রস্তাবে কৃষ্ণবিমুখ হইতেছেন। কৃষ্ণবৈমুখ্যই ভক্তি বলিয়া সাধারণ লোকে ধারণা করিয়াছেন। তাঁহাদের ভোগময় ধারণা পরিমার্জ্জিত করিতে হইলে অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তন আবশ্যক। কিন্তু দুষ্প্রচারক দুরাচারসম্পন্ন আচার্য্যব্রুবগণ সাংসারিক কুবুদ্ধির বশে কৃষ্ণকে ভোগ্যবস্তুর অন্যতম বলিয়া প্রচার করায় আজ ভক্তির স্বরূপোপলব্ধিতে সাধারণের অধিকার হইতেছে না। এই আচার্য্যব্রুবগণকেই এই সামাজিক দুর্দ্দশার কারণ বলা যাইতে পারে। যাহাদের জড়ভোগস্পৃহা অত্যন্ত প্রবল, তাহাদের হরিসেবা প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না দেখিয়া ভোগীদিগের শিষ্যপ্রতীম ব্যক্তিগণ যাহাতে উপদেশক আচার্য্যের কার্য্য না করিতে পারেন তজ্জন্য নিজ কল্যাণপ্রার্থী ও সমাজহিতৈষী প্রত্যেক ব্যক্তিমাত্রেরই সর্ব্বতোভাবে যত্ন করা উচিত।

যাবতীয় বস্তুকে কৃষ্ণভোগ্যরূপে দর্শন না করিলে কখনই ভোগ্য বস্তু ভোক্তাকে ছাড়িবে না এবং পরস্পরের ক্লেশ কোনদিনই বিনষ্ট হইবে না। যিনি সেবাবস্তু, তাঁহাকে সেবা করিতে গেলেই নিজের ভোগ থাকিতে পারে না। সেবার অভাবেই ভোগের উদয়। যে বস্তু কৃষ্ণ নহে, তাহাকেই জীব ভোগ করে, সুতরাং রাবণের ন্যায় সীতাহরণকার্য্যে ব্যস্ত থাকিলে জড় ভোগ্য বস্তুজ্ঞানে হরিসেবাকে কখন মাত্র মনে করিতে হইবে না। কৃষ্ণসেবা আত্মধর্ম্ম। উহা অনাত্মধর্ম্ম ভোগের সহিত এক নহে। ইহাদের পরস্পর সৌসাদৃশ্য দেখা গেলেও তাহাদের বৈশিষ্ট্য নিত্য।

ভোগী-সমাজের সঙ্গপ্রভাবে আমাদের ভোগপ্রবৃত্তি এত বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে আমরা আমাদের নিত্য সেব্য কৃষ্ণ ও কৃষ্ণের ভোগ্য বস্তুসমূহকেও ভোগ করিবার প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়াছি এবং রাবণের পথে গমিত হইবার বা কৃষ্ণ সাজিবার দুর্ব্বুদ্ধি অন্তরে অন্তরে পোষণ করিয়া নরকের পথে অবাধ গতিতে ধাবিত হইতেছি। বৈষ্ণবগণ এই ভোগের চরম দুর্দ্দশার কথা আমাদের নিকট সতত কীর্ত্তন করিলেও হতভাগ্য আমরা আমাদের ভাবী মঙ্গলের দিকে একবারও দৃক্‌পাত করিতেছি না। অজ্ঞ পতঙ্গের ন্যায় ভোগাগ্নিতে প্রাণ বিসর্জ্জনার্থ প্রবলবেগে ধাবিত হইতেছি। এমতাবস্থায় আমাদের উপায় হইতেছে—"একমাত্র সাধুসঙ্গ সাধুগুরুর কায়মনোবাক্যে সেবা"; এই গৌরবাণীই সর্ব্বদা ঝঙ্কৃত হইতেছে—গৌরধামে গৌরবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্যপ্রবর ও তদীয়গণের শ্রীমুখ হইতে। ভাগ্যবান্ জীবমাত্রেই এই ভোগের প্রতি উদাসীন হইয়া সেবানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন—ইহাই আমাদের আন্তরিক কাতর প্রার্থনা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হ'তে প্রতিখণ্ড ।৵০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০ গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥
১২। মুক্তাফলিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ।
১৪। জৈবধর্ম্ম ২
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৩ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। অর্থপঞ্চক ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।⁄০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ২৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। গাথাবলী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম ।০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮। সারার্থবর্ষিণম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৵০
৬২। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। হরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ অ্যাণ্ড আবেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ কল্পতরু ⁄০
৭২। গীতাবলী ১৲
৭৩। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু ⁄

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৻৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ⁄০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ধনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমাপ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ।৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্ক্‌স্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মিঃ লিউকের প্রাপ্ত গুলিতে

সহানুভূতি

বাঙ্গালার উকিল সম্মেলনের অধিবেশনে এই কাপুরুষোচিত আক্রমণের প্রতি ঘৃণা ও আক্রোশ প্রকাশক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং মিষ্টার চার্লস লিউক ও তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করা হয় ও তাঁহার দ্রুত আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করা হয়।

আসামী পলাতক

অন্ধকার হওয়ায় উপস্থিত কেহই আততায়িগণকে চিনিতে পারে নাই; এমন কি একজন কিম্বা বেশী লোক গুলি করে তাহাও কেহ বলিতে পারে না।

চিকিৎসা

স্থানীয় হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা করার পর মিষ্টার লিউককে কলিকাতা পাঠান হয়। সঙ্গে তাঁহার পত্নী, পুত্রী, ডেপুটি ও সেসন্স জজ মিষ্টার সিমসন কলিকাতা যান। প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালে তাঁহার চিকিৎসা চলিতেছে। তিনি আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতেছেন।

বিপ্লব ও শিক্ষামন্দির

কলিকাতার ভূতপূর্ব পুলিশ কমিশনার টেগার্ট বিলাতে ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারতের প্রায় সমস্ত স্কুল কলেজই বিপ্লবীদের আড্ডা। জনসাধারণ তাহাদের গায়ে হাত দেয় না।

ভারতের পুলিশ অতি সাহসী তাহারা সমস্ত বিপদ বরণ করিয়া লওয়ায় রক্তপাত কিছু কম হইয়াছে। তিনজন বিভাগীয় কর্মচারী হত হওয়াতেও সকলেই নির্ভীক আছেন।

বিলাতী কৌশল

সব মধ্যস্থ ব্যবসায়ীর সাহায্যে ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড় বিক্রয় না করিয়া সরাসরি খুচরা দোকানদারগণকে বিক্রয় করিলে ভারতে বেশী বিলাতী কাপড় বিক্রয় হইবে এই আশায় একটী কোম্পানী গঠিত হইবার কথা হইতেছে। জাপানীরা এইরূপ করায় তাহারা বিলাতী কাপড় বিক্রেতাদিগকে ব্যবসায়-ক্ষেত্রে পরাস্ত করিয়াছে।

বিলাতের বাজার

লণ্ডনের ব্যাঙ্কার সভার প্রেসিডেন্ট স্যার আর্থার স্যানওয়েল বলেন, যদি ভারত ও চীনদেশের অন্তর্বর্তী সমস্ত স্থানে বাণিজ্যের সুবিধা পাওয়া না যায় তাহা হইলে ... প্রাপ্ত হইবে না। বর্ত্তমানে এই দেশ দুইটীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা অশান্তিপূর্ণ এবং রাজনৈতিক গোলযোগও ভয়ানক; এ অবস্থায় দালাল প্রভৃতি লোকদিগের এখানে ব্যবসারের প্রসার হওয়া অসম্ভব।

তিনি আরও বলেন যে ভবিষ্যৎ অনেক বৎসর পরে পরিশোধ করিবার সর্ত্তে গ্রহণ করিয়া টাকা ধার দিবার ব্যবস্থা করিলে ব্যবসারের উন্নতি হইবে।

আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তন

এংলো ইণ্ডিয়ান-মহলে একটী আনন্দোচ্ছ্বাস উত্থিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। তাঁহারা বলেন মিঃ গান্ধির নাকি আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তনের সময় আসিয়াছে; বুঝি বা তিনি দ্বিতীয় অরবিন্দ ঘোষ হইয়া উঠিলেন! তাঁহারা বলেন যে, শেষবয়সে অরবিন্দ বাবু, বিপিন পাল, স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চিত্তরঞ্জন দাস মিঃ গান্ধির ন্যায়ই বুঝিতে পারেন যে, বাহ্য স্বাধীনতা লাভ আত্মিক স্বাধীনতা লাভের উপর নির্ভর করে। অন্তরের স্বাধীনতায় বাধা এমন কতকগুলো কারণে হয়, যাহার উপর গবর্ণমেন্টের মোটেই হাত নাই।

জার্ম্মানীর অবস্থা

জার্ম্মানির প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবার্গের ইচ্ছা এই যে, গবর্ণমেণ্ট যেন প্রকৃত সংখ্যাধিক্য লাভ করিয়া দেশ শাসন করেন; কাগজকলমে মাত্র সংখ্যাধিক্য দেখাইতে তিনি সন্তুষ্ট থাকিবেন না। তিনি সকল রাজনৈতিক-দলের নেতৃবর্গকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের সহিত পরামর্শের ফলে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন, তদনুসারে কার্য্য করিতে মনস্থ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সপ্তাহের শেষ নাগাদ সমস্ত স্থির হইতে পারা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। বর্ত্তমানে অবস্থা গোলযোগপূর্ণ ও অশান্তিময়।

কার্য্যকরী সভা

যদি প্রেসিডেণ্ট নিজ ইচ্ছামত কার্য্য করিতে বাধ্য হন তাহা হইলে তিনি গবর্ণমেণ্টকে অধিকতর প্রতাপশালী করিবেন, এবং শাসন-দলে সকল শ্রেণীর লোকই স্থান পাইবেন। বর্ত্তমানে অভিজাতবর্গই শাসনকার্য্য পরিচালন করিতেছেন, এইরূপ একটা নিন্দাসূচক জনরব প্রচারিত আছে; হিণ্ডেনবার্গ এই দুর্নাম দূর করিবেন।

বৈদেশিক ব্যাপার

বৈদেশিক শক্তিবর্গের সহিত জার্ম্মানির যে সম্পর্ক তাহা অসাড়, নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকিতে দেওয়া হইবে না। হিণ্ডেনবার্গের ইচ্ছা এই যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তনের যে সঙ্গীন অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া একটী প্রবল শাসনপদ্ধতি স্থাপন করিয়া জার্ম্মানির উন্নতি সাধন করেন।

অর্ডিনান্স কথা

বোম্বাইএর ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা অর্ডিনান্স চাহেন না; তাঁহারা রাজনৈতিক ব্যাপারে শান্তিকামী। তুলা, শস্য এবং বীজ ব্যবসায়ীরা কংগ্রেসের সহিত সন্ধি-স্থাপন করিয়াছেন। ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা মিঃ গান্ধীর রাজনীতি-ক্ষেত্রে উপস্থিতি কামনা করেন। রেলিব্রাদার্স প্রভৃতি কয়েকটী কোম্পানী এখনও নিবৃত্তিতে সহি করেন নাই।

অস্পৃশ্যতা

বাঙ্গালা দেশে দুইকোটি চল্লিশ লক্ষ হিন্দুর মধ্যে প্রায় ৭০ হাজার অস্পৃশ্য তাহাদিগকে স্পৃশ্য করিবার চেষ্টায় বর্ত্তমান বৎসরে সহস্রাধিক সার্ব্বজনীন পূজা হইয়াছে।

দশ কোটী বৎসর পূর্ব্বের প্রাণীর অস্থি

নড়মরাস নামক দশকোটি বৎসর পূর্ব্বের প্রাণীর অস্থি পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের মস্তিষ্ক ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ভারতের রাজন্যবর্গ

ভারতে যুক্তসাম্রাজ্য স্থাপিত হইলে স্বাধীন নৃপতিবৃন্দের অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা এক মহা সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ষ্টটিউটারি কমিশনের রিপোর্টে আমরা পাঁচটী বিষয় পাই—১। স্বাধীন রাজ্যগুলির সহিত বৃটীশ রাজ্যের ভৌগোলিক একতা আছে। স্থানহিসাবে তাহাদিগকে পৃথক্ করা যায় না। ২। রাজনৈতিক একতা স্বাধীন ও বৃটিশ ভারত উভয়ই সম্রাটের অধীন। ৩। অর্থনৈতিক একতা। ৪। উভয়ের এক সৈন্যবল প্রভৃতি থাকা আবশ্যক ৫। জাতীয় একতা।

ভারতের সর্ব্বদল-সম্মেলনে এবং বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে এই বিষয়ে আলোচনা চলিতেছে।

একচ্ছত্র শাসন চলিতে পারে না বলিয়াই অনেকের ধারণা. কারণ এত বিভিন্ন স্তরের সভ্যতা, বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী মনুষ্য অন্য কোনদেশে নাই। তাহার উপর, আবার আবহমান কাল ধরিয়া স্বাধীন রাজ্যসমূহে বিভিন্ন স্তরের স্বাধীনতাও দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত দেখিয়া অনেকে হতাশ হইলেও পণ্ডিত মালব্য প্রভৃতি ভারতীয় নেতৃবৃন্দ এবং ম্যাক্‌ডোনাল্ড প্রমুখ ইংলণ্ডীয় রাজনীতিকেরা সমস্যা সমাধানের বিশেষ আশা হৃদয়ে পোষণ করেন।

সুটকেসে আফিম

নারায়ণ এস নারায়ণ নামক একব্যক্তি শিয়ালদহে দিল্লী এক্সপ্রেস হইতে অবতরণ করিবার সময় গ্রেপ্তার হয়। তাহার সুটকেসে ১৫ সের আফিম পাওয়া যায়। তাহার উপর একবৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

নূতন আবিষ্কার

ভারতের সিন্ধু নদীর উপত্যকায় যে সমস্ত শিলালিপি প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকায় তদনুরূপ প্রস্তরে খোদিত অক্ষর পাওয়া গিয়াছে। আবার, দশ সহস্র মাইল দূরে ইষ্টার দ্বীপেও ঐরূপ শিলালিপি পাওয়া যাইতেছে।

আপত্তির কারণ

মুসলমানগণ ১৪ দফা দাবী রাখেন। লক্ষ্ণৌসম্মেলনে স্থির হয় যে হিন্দুরা ১৩ দফায় সম্মত হইলে তবে ১৪শ দফা অর্থাৎ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে বিচার চলিবে। কিন্তু এলাহাবাদ মিলন-বৈঠকে ১৩ দফা দাবীর এত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে যে নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কোন বিচারই চলিতে পারে না। ইহাই দিল্লীর মুসলমান সমিতি সমূহের মত।

গ্রন্থকার ভ্রমণে

ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকার জর্জ বার্ণার্ডশ সস্ত্রীক পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হইলেন।

দিল্লীতে আপত্তি

দিল্লীর মুসলমান সম্মেলন মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এলাহাবাদের মিলন বৈঠক যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা মঙ্গলজনক হইবে না। সভা হইতে এই কথা লণ্ডনের গোলটেবিল বৈঠকে ও ভারতের সেক্রেটারী অব ষ্টেট মহাশয়কে বিজ্ঞাপিত করা হইবে।

সিন্ধুতে আপত্তি

সিন্ধুসম্মেলন এলাহাবাদের বন্দোবস্ত বরখাস্ত করিয়াছেন।

ডেলি | শ্রীধাম নবদ্বীপ | দৈ নি ক | Reg No C1544

নদীয়া-প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
প্রতি
সংখ্যা ৴৫

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২১৯তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৯ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার ১৩৩৯, ২৫শে নভেম্বর ১৯৩২

শ্রীরূপ-গৌড়ীয় মঠে ইউ, পি'র, গবর্ণর

শ্রীমঠের নাট্যমন্দিরের [illegible]

[illegible] পীঠস্থান শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা শ্রীপ্রয়াগ ধামস্থ শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠের নাট্যমন্দিরের ভিত্তি গত ২১শে নভেম্বর সোমবার যুক্ত-প্রদেশের মাননীয় গবর্ণর স্যর ম্যালকম হেলি এম-এ, জি-সি-এস-আই, জি-সি-আই-ই, আই-সি-এস্ মহোদয় কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে।

গবর্ণর বাহাদুর উপস্থিত হইলে সর্ব্ব প্রথম শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গিরি মহারাজ তাঁহাকে দ্বারদেশে অভ্যর্থনা করিয়া শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচারক ও ট্রাষ্টিগণের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। তৎপর শ্রীনবদ্বীপ পাঠরাজ ও আচার্য্যপ্রবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ তাঁহাকে সুরম্য চন্দ্রাতপতলে সাদর অভ্যর্থনা করেন। অতঃপর গবর্ণর বাহাদুর শ্রীল প্রভুপাদকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার নিমিত্ত রক্ষিত সুসজ্জিত আসনে উপবেশন করিলে উক্ত সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে একটী অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হয়। গবর্ণরবাহাদুর ইতঃ-পূর্ব্বেও শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাপ্রাপ্ত ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের শ্রীমুখে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের বিশ্বজনীন বিমল প্রেমধর্ম্মের বিষয় অবগত হইয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। তিনি বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার প্রচারকবর্গের শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর বাণীর সম্যগ্‌রূপে আচার ও পরমার্থলাভের সঞ্জীবনীশক্তিপ্রদায়ক প্রচা-রের অত্যল্পসময়েই অতিশয় প্রসার লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। উপরিউক্ত অভি-নন্দনের উত্তরে শ্রীসভার সাফল্য কামনা করিয়া তিনি যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন তাহাতে উক্ত ভাব সুন্দররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

ভক্তিরঞ্জন-বিরহমহোৎসবে আহ্বান

ফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীগৌড়ীয় মঠ
যথা-বিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন,— বাগবাজার, কলিকাতা

আগামী ১১ই অগ্রহায়ণ, ২৭শে নভেম্বর রবিবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দিরদাতা বদান্যবর স্বধামগত শ্রীমৎ জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন শ্রেষ্ঠ্যার্য্য মহোদয়ের দ্বিতীয় বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব শ্রীমঠে সম্পন্ন হইবে। ঐ দিবস সন্ধ্যা ৫ ঘটিকার সময় বিরহ-মহোৎসব উপলক্ষে একটী সজ্জন-সভার অধি-বেশনে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি, সন্তোষের রাজাবাহাদুর মাননীয় স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের সাধুতা ও কৃতিত্ব-বিষয়ে ঐ সভায় আলোচনা হইবে।

মহাশয় কৃপা-পূর্ব্বক সবান্ধবে সভায় যোগদান করিলে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পারিষদবর্গ—সকলেই পরমানন্দিত হইবেন।

বিনীত
শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (ভাগবতরত্ন)
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সম্পাদকত্রয়

নানা কথা

বিমান চালনে রমণীর বীরত্ব

মিসেস্ ম্যালিসন উড়োজাহাজের দৌড়ে সকলকে পরাস্ত করিয়াছেন। তিনি উড়োজাহাজে বিলাত প্রত্যাগমন করিবেন না। ভিক্টর স্মিথ নামক একজন বিমান চালককে পাওয়া যায় নাই। তাহার সন্ধানের জন্য ঐ রমণী তাহার বিমান নিযুক্ত করিয়াছেন।

চীন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত

চীনের প্রতিনিধি মিঃ হয়েন বলেন যে চীন স্বত্ব রক্ষার জন্য যুদ্ধ পর্য্যন্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প। জাপান ক্রমাগত বিবাদে অগ্রসর হইতেছে চীন তাহাকে বাধা প্রদান করিতে প্রস্তুত।

ষ্টীমারে অগ্নিকাণ্ড

রিভা নামক একখানি ষ্টীমার কলিকাতা হইতে পাট লইয়া এ প্রাকালে [illegible] বন্দরে থামে। বন্দরে ষ্টীমার খানিতে আগুন লাগে; আগুন নির্ব্বাপিত হইয়াছে, কিন্তু মেরামতের জন্য ষ্টীমারখানি আটক থাকিবে।

জাপানের ভাব

জাপান বলেন যে, মাঞ্চুরিয়ার লোকে চীনের অধীনতা অস্বীকার করিয়াছে। লীটন রিপোর্ট কোন কাজের নয়; কারণ পূর্ব্ব এশিয়ার অবস্থার সাথে উহা খাপ খায় না। সেখানে আন্তর্জাতিক বন্দোবস্ত থাকা যুক্তিযুক্ত নয়। মোট কথা, জাপান চায় যে মাঞ্চুরিয়াতে জাপানই কর্ত্তা থাকুক।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, | ১০ই কেশব গৌরাব্দ ৪৪৬. ৯ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯. ২৫শে নভেম্বর ইং ১৯৩২ শুক্রবার | ২১৯তম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

সংক্ষিপ্ত ডায়েরী

ত্রিংশ দিবস

শ্রীপাদ বন মহারাজের বক্তৃতা

(২)

আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন, যাঁহাদের মধ্যে গুরুবৈষ্ণবের আদেশ শিরোধার্য্য ক'রে কেহ কেহ স্বেচ্ছাসেবক-সূত্রে রাত্রিকালে তাঁবু সংরক্ষক ও পাহারা দিবার জন্য, কেহ কেহ অসুস্থ ব্যক্তিদিগকে ঔষধপত্র দিয়া তাঁহাদের শরীর রক্ষাদ্বারা হরিভজনের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য, কেহ বা থাকিবার বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত জন্য, কেহ কেহ পরিক্রমাকারিগণের কষ্ট লাঘব জন্য তাঁবু হইতে তাঁহাদিগের বিছানাপত্র মোট প্রভৃতি বহন করিয়া গাড়ীতে বোঝাই দিবার জন্য, কেহ কেহ ভাণ্ডার রক্ষণে, কেহ বা তহবীল রক্ষণে কেহ কেহ রন্ধন কার্য্যের ভার লইয়া, কেহ কেহ প্রতিদিন প্রসাদের দ্রব্যাদি বাজার হইতে খরিদ করিয়া আনিবার জন্য, কেহ কেহ Advance party তে অর্থাৎ পরদিন তাঁবু সকল কোথায় কোন জায়গায় পড়িলে সুবিধা হইবে তাহা পূর্ব্ব হইতে তাঁবু সেখানে লইয়া গিয়া যাত্রিগণের সুবিধার জন্য পূর্ব্বেই তাঁবু খাটাইয়া বসিবার ব্যবস্থা করণ উদ্দেশ্যে অগ্রগামী হইয়া, কেহ কেহ সুশৃঙ্খলভাবে মহাপ্রসাদ রোগীর পথ্য প্রভৃতির বিতরণের ভার লইয়া, কেহ বা যান বাহনাদির পরিচালন ভার লইয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবের মনোহভীষ্ট পূরণ কল্পে যে সমস্ত সেবা কার্য্য করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা আমাদের সতত আদর্শ হওয়া উচিত। যাঁহারা সেবাভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা পরিক্রমার সর্ব্ব সময়ে যোগদান করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহারা পরিক্রমায় যোগদান করিতে না পারিলেও তাঁহারা গুর্ব্বানুগত্যের ও গুরুবৈষ্ণবের আদেশ পালন জন্য যে সমস্ত সেবা-কার্য্য করিতেছেন, তাহাতেই তাঁহাদের পরিক্রমার সমস্ত ফল লাভ ঘটিতেছে। বিভিন্ন সেবা-কার্য্যে ব্রতী করাইয়া পরিক্রমার সহায়তা ও গুরু-বৈষ্ণবের ইচ্ছার অনুগমন করাটা পরিক্রমার অন্যতম অঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আমার বহির্ম্মুখতা প্রবল দেখে শ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বক্ষণ সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত রাখিবার জন্য আমাকে এই পরিক্রমা চালনাদি কার্য্যে নিযুক্ত করেছেন এবং নেতৃত্ব ভার দিয়েছেন। এই কার্য্যে ব্রতী হ'য়ে আমি আপনাদের সকলকে সব সময়ে সুখী করতে পারি নাই। তজ্জন্য আপনাদের অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। নেতৃত্ব করতে গিয়ে আমি হয়ত আপনাদের নিকট অনেক ত্রুটী ও অপরাধ করেছি এবং সব সময় নিরপেক্ষতা বজায় রেখে কার্য্য করতে পারি নাই। তজ্জন্য আপনাদের পায়ে আমার নিবেদন, আপনারা কার্য্যের দায়িত্ব ও বৃহত্ত্ব বিচার করিয়া আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি আপনাদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। গুরুবর্গের আদেশ পালন করতে গিয়ে যদি কোথাও কাহারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব দোষ বলে আপনারা মনে করে থাকেন, তবে সে সম্বন্ধে আমার এই মাত্র বক্তব্য যে, আমি কাহাকেও অধিকতর ধনশালী বলিয়া তাঁহাকে বেশী আদর, বা কাহাকেও দরিদ্র বলিয়া তাঁহাকে অনাদর প্রদর্শন করি নাই। যাঁর ভিতর যত বেশী পরিমাণে গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য ও সেবার ভাব প্রকটিত হইয়াছে সম্ভবতঃ তাঁহাদিগেরই প্রতি আমি অধিকতর ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছি বলিয়াই আমার ধারণা। যাহা হউক, এক্ষণে আমি করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনারা নিজগুণে আমার সমস্ত ত্রুটী ও অপরাধ মার্জ্জন পূর্ব্বক আমাকে গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিবার জন্য বল প্রদান করুন। ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা।

আপনারা এখানে বৃষভানুনন্দিনীর আবির্ভাবস্থল দর্শন করেছেন। শ্রীভগবানের লীলা-বিলাসের জন্য শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থান দৃষ্টিগোচর হয়। শ্রীমতী যখন রাভলে ছিলেন তখন গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থান; শ্রীমতী যখন বর্ষাণে ছিলেন তখন নন্দগ্রামে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থান; শ্রীমতী যখন বৃন্দাবনে তখন মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের অবস্থান; শ্রীমতী যখন রাধাকুণ্ডে তখন গোবর্দ্ধনে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থান। শাস্ত্রে এই আটটী স্থানের কথা উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।"

বেলা ৪ টার সময় পরিক্রমা রাভল হইতে বহির্গত হইয়া যমুনার তীরে তীরে আসিয়া যমুনার পুলের সন্নিকটে পৌছলে সেখান হইতে পরিক্রমার শোভাযাত্রা সজ্জিত হইয়া সন্ধ্যার সময় যমুনার পুল পার হইয়া মথুরা নগরে প্রবেশ করেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগমনে পরিক্রমার যাত্রিসঙ্ঘ যখন সঙ্কীর্ত্তনসহ কংস টীলার নিকট উপস্থিত হইলেন, সেই সময়ে তথায় কংসবধ-লীলা প্রদর্শিত হইতেছিল। এই লীলাদ্বারা "শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা নির্ব্বিশেষবাদ বিধ্বংস হয়"—ইহাই মহাপ্রভু আমাদিগকে শিক্ষা দিলেন।

এই শোভাযাত্রার অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিবার জন্য রাস্তার দুই পার্শ্বে এবং গৃহের ছাদে সহস্র সহস্র ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া আনন্দে জয়ধ্বনি করিতেছিলেন। অদ্য এই মথুরা নগরে একটী মেলা হইতেছে। কার্ত্তিক শুক্লা নবমীতে শ্রীকৃষ্ণ মথুরা প্রবেশ এবং তৎপর দিবস অর্থাৎ শুক্লা দশমীতে কংসবধের লীলা করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে প্রতি বৎসর কার্ত্তিক শুক্লা দশমীতে এখানে একটী প্রকাণ্ড মেলা হয়। এই মেলা উপলক্ষে সহরে রাস্তায় বহু সহস্র লোকের সমাবেশ হয়। মেলায় সমবেত লোক সকল শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া মহাপ্রভুর জয় প্রদান পূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে লাগিলেন। আমাদের পরিক্রমা মেলার ঐ লোকসমুদ্র

ভেদ করিয়া গুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি করিতে করিতে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মপ্রাপ্তি উদ্দেশে অবিরাম গতিতে চলিতে লাগিলেন।

কংসবধ লীলা

শ্রীকৃষ্ণের কংসবধ-লীলাভিনয় তিথিতে মথুরার চৌবেগণ কংসের একটী প্রকাণ্ড মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া কংসটীলায় স্থাপন করেন। দুইটী বালক কৃষ্ণ ও বলরামের সজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া সুসজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে ঐ টীলায় গমন পূর্ব্বক ঐ কংসকে বধ করেন। তৎপর চৌবেগণ স্বীয় স্বীয় সুবৃহৎ যষ্টিদ্বারা কংসকে উল্লাসভরে আঘাত করিতে থাকেন। অতঃপর উহারা কেহ কেহ মূর্ত্তির কাগজ লইয়া 'কংসের মাংস লইয়াছি' বলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে চলিতে থাকেন; কেহ কেহ বা মূর্ত্তির বংশখণ্ড গ্রহণ করিয়া 'কংসের হাড় আনিয়াছি' বলিয়া উল্লাসভরে নৃত্য করিতে থাকে। তৎপর কৃষ্ণ-বলরামের পোষাক-ধারী বালকদ্বয় হস্তিপৃষ্ঠে যমুনার তীরে বিশ্রামঘাটে উপস্থিত হয়। এইখানে কৃষ্ণ-বলরামের বিশ্রাম ও আরতি হয়। তৎপর যমুনাতীর আরতি হইলে উৎসব সমাপ্ত হয়। শুনা গেল, গত কার্ত্তিক শুক্লা অষ্টমী তিথিতে গোষ্ঠাষ্টমী উপলক্ষে মথুরায় একটী সুবৃহৎ মেলার অধিবেশন হইয়াছিল।

প্রভুপাদের উপদেশ

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই পরিক্রমা ড্যাম্পিয়ার পার্কে বলদেব বিলাসভবনে শ্রীল প্রভুপাদের পদান্তিকে উপনীত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া প্রাঙ্গণে উপবেশন করিলেন। মথুরা নগরে কংসবধের জন্য অদ্য মেলার কথা শুনিয়া শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন যে, কংস নির্ব্বিশেষবাদের প্রতীক স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণ নির্ব্বিশেষবাদের স্থান মথুরা নগরীতে প্রবেশ করিয়া সেই নির্ব্বিশেষবাদ নিরস্ত করিয়াছিলেন। নির্ব্বিশেষবাদ যে-দিন সম্পূর্ণভাবে খণ্ডিত ও ধ্বংস হইয়াছিল, আজ সেই দিন। এই কালযুগে শ্রীমন্ মহাপ্রভু নির্ব্বিশেষবাদ খণ্ডন করিয়া পূর্ণ সবিশেষবাদ ও অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ স্থাপন পূর্ব্বক জগতে পঞ্চম পুরুষার্থের বার্ত্তা অর্থাৎ অনর্পিতচরী কৃষ্ণপ্রেমের বার্ত্তা প্রচার করিয়াছিলেন। তাই নির্ব্বিশেষবাদ খণ্ডিত হওয়ায় শ্রীমন্ মহাপ্রভুও আজ পরিক্রমার অগ্রণী হইয়া এই মথুরা নগরে প্রবেশ করিলেন। প্রভুপাদ ইহাই সিদ্ধান্ত জানাইয়া উপস্থিত সজ্জনমণ্ডলীর নিকট অনেক হরিকথা কীর্ত্তনমুখে "অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণ কলৌ" ইত্যাদি শ্লোক আবৃত্তি পূর্ব্বক তাহার সুষ্ঠু ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

গোকুল হইতে রাওল ৫ মাইল এবং রাওল হইতে মথুরা ৫ মাইল—একুনে মোট ১০ মাইল পথ অতিক্রম করায় দরুণ পরিক্রমাকারিগণকে ক্লান্ত দেখিয়া শ্রীল প্রভুপাদ সকলকে প্রসাদ সেবনান্তে বিশ্রাম করিবার আদেশ দিলেন।

একত্রিংশ দিবস

[তাং ৮.১১.৩২ মঙ্গলবার]

মথুরায় দ্বিতীয়বার উৎসব

গত কল্য সন্ধ্যার পর মধুবন হইতে পরিক্রমা মথুরায় শ্রীল প্রভুপাদের পদান্তিকে উপনীত হইয়া এখানে রাত্রিযাপন করেন। প্রাতে ১০ টার মধ্যে সমস্ত বিছানাপত্র ও তাঁবু বৃন্দাবনে প্রেরিত হয়। গতকল্যও ম্যাড্‌ভান্স পার্টি প্রায় ৬০টী তাঁবু স্থাপন করিয়াছেন। মধ্যাহ্নে প্রসাদ সম্মানপূর্ব্বক সকলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম লাভ করেন। অদ্য ঢাকা সৌতজঙ্গনিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাথ পাল মহাশয় উৎসবের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়া গুরুবৈষ্ণবের প্রীতি আকর্ষণ এবং নিত্যকালের সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন। উৎসব উপলক্ষে পরিক্রমাকারী ভক্তগণকে অন্ন, রসা, চাটনি, পরমান্ন, পুষ্পান্ন, দধি, লাড্ডু, প্রভৃতি বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রচুর পরিমাণে বিতরণ করা হইয়াছিল।

অক্রূর তীর্থ ও ভোজনস্থলী

বৈকালে ৩ টার সময় পরিক্রমা শ্রীধাম বৃন্দাবন রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহকে অগ্রে লইয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। মথুরা বলদেব-বিলাসভবন হইতে শ্রীধাম-বৃন্দাবন প্রায় ৮ মাইল হইবে। পরিক্রমা মথুরা হইতে প্রায় ৬ মাইল অতিক্রম করিয়া অক্রূর ঘাটে আসিয়া উপনীত হইলে, তথায় সকলে উপবেশন করেন।

শ্রীপাদ বন মহারাজের বক্তৃতা

এখানে শ্রীপাদ বন মহারাজ শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ হইতে স্থান মাহাত্ম্য পাঠ করিয়া বলেন যে, এই স্থানটীর নাম অক্রূর তীর্থ ও কৃষ্ণের ভোজনস্থলী। এই তীর্থে স্নান করিলে সর্ব্ব তীর্থে স্নানের ফল লাভ হয়।

অক্রূরের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা

কংসরাজ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অক্রূর যখন কৃষ্ণ-বলরামকে মথুরায় আনিবার জন্য বৃন্দাবনে যাইতেছিলেন তখন তিনি এই স্থানে স্নান করিবার ইচ্ছা করেন। কিন্তু স্নান করিতে গেলে সঙ্গের জিনিষপত্র ভিজিয়া যাইবে এইরূপ আশঙ্কা করিতেছেন এমন সময় একজন গোপবালক হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আমি আপনার জিনিষপত্র রক্ষা করিতেছি, আপনি স্বচ্ছন্দে স্নান করুন।" অক্রূর মহাশয় সেই অশ্বাসে স্নান করিবার জন্য যেমন যমুনায় ডুব দিলেন অমনি জলের মধ্যে সেই বালককে দেখিতে পাইয়া শঙ্কিত হইলেন ও মনে করিলেন যে বালকটী বোধ হয় জলে পড়িয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি জল হইতে উঠিয়া দেখেন যে, সেই বালক পূর্ব্বাবস্থায় বসিয়া আছে। এইরূপ তিনি দুই তিনবার ঐ ডুব দিবার কালে ঐরূপ দর্শন করেন। সেই গোপবালকটী কে তিনি পশ্চাৎ অবগত হইতে পারিয়াছিলেন।

যৎকিঞ্চিৎ

আমাদের বাল্যাবস্থায় আমরা অতিশয় অজ্ঞ থাকি। তখন সদসৎ বিবেচনা আমাদের আদৌ থাকে না, কিন্তু আমাদের পিতামাতা প্রভৃতি গুরুবর্গ যাহাতে আমাদের উত্তম জ্ঞান জন্মে ও আমাদের চরিত্র সুগঠিত হয় সেইজন্য নানা সদুপদেশ ও সদ্‌গ্রন্থ নির্ব্বাচন করিয়া দিয়া আমাদিগকে পাঠ করিতে দেন। পরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্কুল কলেজের অধ্যাপকবর্গও সদ্‌গ্রন্থের আলোচনা করিতে উপদেশ দেন। যে-সকল ছাত্র তাঁহাদের উপদেশানুযায়ী প্রসিদ্ধ লেখকগণের সদ্‌গ্রন্থ আলোচনা করেন এবং কুসঙ্গে পড়িয়া যার তার লিখিত নাটক নভেলাদি পড়িয়া সময় অতিবাহিত না করেন, তাঁহারাই ভবিষ্যতে নৈতিক জীবন লাভ করিয়া প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হন। যদি সাংসারিক জীবন গঠন করিতে গুরুবর্গের নির্ব্বাচিত সংগ্রন্থ আলোচনার আবশ্যক হয় তবে আমাদের চরম লক্ষ্য নিত্যমঙ্গলময় পারমার্থিক জীবন গঠন করিতে কেন না ভগবদ্ভক্ত সাধুপুরুষগণের নির্ব্বাচিত সদ্‌গ্রন্থের আলোচনার আবশ্যক হইবে? অর্থাৎ নিশ্চয়ই হইবে। ভগবদ্ভক্ত জগতে অতি দুর্ল্লভ এবং তাহা নির্ব্বাচন করাও সাধারণ জীবের পক্ষে সুকঠিন। তাই করুণার্ণব ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাদের ন্যায় কলিহত পতিত জীবের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া শচীগর্ভসিন্ধু মাঝে উদিত হইয়া জগদ্‌গুরুরূপে আমাদিগকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন, হে জীব, তোমাদের আয়ু অল্প, কবে মৃত্যু হইবে তাহারও স্থিরতা নাই, জীবন পদ্মপত্রের জলের ন্যায় চঞ্চল। শাস্ত্রও অনন্ত, তাহাতে আবার বহু বিঘ্ন; সুতরাং শুদ্ধভক্তসঙ্গ ও ক্ষীরসমুদ্রবৎ শ্রীমদ্ভাগবতই তোমাদের একমাত্র পাঠ্য এবং নিত্য শ্রবণীয় গ্রন্থ। অন্য শাস্ত্র পাঠ করিয়া বৃথা কালাতিপাত করিবার আবশ্যক নাই। কারণ সারগ্রাহী সাধুগণ বলেন,—

অনন্তশাস্ত্রং বহুবেদিতব্যং স্বল্পশ্চ কালো
বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং হংসো যথা
ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রং॥

বদ্ধজীব আমরা ত সর্ব্বদাই ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব দোষে দুষ্ট। অতএব কুসঙ্গে পড়িয়া অসার নভেল নাটকাদি পাঠ করত বৃথা সময় অতিবাহিত না করিয়া আমাদের কাঙ্গালের ঠাকুর গৌরহরির বাক্যে বিশ্বাস করিয়া প্রত্যহই কিছুকাল শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করা প্রত্যেক ব্যক্তিরই আবশ্যক ও কর্ত্তব্য। সুদূরবর্ত্তী দেশবাসিগণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অমন্দোদয়দয়ার কথা তদীয় ভক্তগণের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়া তাহাতে শ্রদ্ধাবান্ হইতেছেন আর আমরা ঘরের ঠাকুরের আদেশ অবহেলা করিয়া অসুবিধায় পতিত হইতেছি। ইহাপেক্ষা আমাদের দুর্দ্দৈব আর কি হইতে পারে?

শ্রীবিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে উদ্ভূত আদিগুরু ব্রহ্মারই 'শ্রীকৃষ্ণই যে স্বয়ং ভগবান্' তাহা প্রথমতঃ বিশ্বাস হয় নাই; সুতরাং সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই ঔদার্য্যময়-বিগ্রহ রাধাকৃষ্ণমিলিততনু শচীনন্দন গৌরসুন্দরের পাদপদ্মে ও তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত বাক্যে যে সন্দিগ্ধচিত্ত ও বিপ্রলিপ্সাদোষে দুষ্ট বদ্ধ জীবগণের সংশয় উপস্থিত হইবে বা শ্রীগৌরনিত্যানন্দে বিশ্বাস স্থাপন করিতে তাহারা অসমর্থ হইবে তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি? তবে বদ্ধ জীবগণ যদি চিন্তাশীল হন, তাহা হইলে বুঝিতে পারেন যে, যখন ব্রহ্মাও অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনায় রত হইয়াছিলেন এবং পুনঃ অপরাধ খালনার্থ ক্ষমা প্রার্থনাপূর্ব্বক কলিযুগে পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীচৈতন্যদেবের সেবা করিবার জন্য নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুররূপে অবতীর্ণ হইয়া জগদ্‌গুরুর কার্য্য করিয়াছেন, তখন ব্রহ্মার অনুগমন করাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য। হায়! আমরা কি মূঢ়! এখনও ব্রহ্মাকে আদর্শ করত সর্ব্বধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে বিলুণ্ঠিত হইবার জন্য লালায়িত হইতেছি না। তাই বলি, হে আমার বন্ধুগণ! ভাবিয়া দেখুন, আমরা কি সত্য সত্যই পণ্ডিত না গোখর? তাই—বলি, সাধু সাবধান।

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা!   সুবর্ণ সুযোগ!!

ভক্তিসিদ্ধান্তের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। সাধারণ ব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অন্বয়সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-প্রণীত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মন্দার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। চাই, নিশ্চয়—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পদ-রজগণের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিবৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহ আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে আর কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা গৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৷৷০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ৷৷০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পরমার্থিভাণ্ডার
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসংগ্রহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪১শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে।৵০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও ভ্রান্ত-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলাস ও গৌরনাগরী মত', 'দশবৃত্তিসামাজিক প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'অসৎসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবাসভবনে, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—বিদ্যা ও বিদ্যা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীমদ্ মধ্বপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসন্দীর্ত্তন—চন্দন অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও ভাবসেবার নিত্যতা—এই নয়টি সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অদোক্ষজতত্ত্ব প্রবণে করেদা," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রাতিনিবেদন', বহির্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি খচিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৷০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড** শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি প্রস্তুতকারী কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্তন (প্রোফেসর), বেদান্তভূষণ মহোদয়ের কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন স্থানের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সম্বলিত, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাক মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, মহাপ্রভুর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ৷৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র.

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ। ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তত্ত্বাবিষয়-সহ বস্ত্র-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

সুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীবাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-বর্ণন

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপারিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যেইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ সঙ্কলিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

জৈব-ধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-দ্বারা জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বাক্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজ আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷৵০ দশ আনা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

গ্রন্থ	মূল্য
ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত	৫৲
শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র	৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত	২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড	।৵০
ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲
ভাকবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১৲
গৌড়ীয়-গৌরব	।৵০
গৌড়ীয়-সাহিত্য	।৵০
ভজনরহস্য	॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
ঐ (আবাঁধা)	৸০
গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	
ঐ (বাঁধা)	২৲
ঐ (আবাঁধা)	১৸
গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)	
ঐ (বাঁধা)	
ঐ (আবাঁধা)	১৸০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥০
দশশ্লোকী (গুণসৌরভঃ সানুবাদ) (মাধ্ব)	২৲
বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)	
বৈষ্ণবধর্ম্ম	
শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	॥৵০
ঐ (বাঁধা)	৸০
দীপ-দিগ্দর্শন	৵০
সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	।৵০
গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	॥০
ঐ (আবাঁধা)	।৵০
নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৵০
গীতমালা	৴১০
নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶০
নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ)	৵০
শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।০
শরণাগতি	৴০
গীতাবলী	৴০
চিত্রে নবদ্বীপ	১॥০
সাধনকণ	৴০
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴০
নবদ্বীপশতক	৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক	৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ	৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)	৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ	১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)	॥০
ঐ (অবাঁধা)	।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	
৪১। ব্রহ্মসংহিতা	
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	
ঐ (আবাঁধা)	
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ	।
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয়	।
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
ঐ (আবাঁধা)	১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ?	৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)	।০
৫০। শ্রীভজনেশ্বর	৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ	৵০
৫২। সাধ্যাবলী	৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

গ্রন্থ	মূল্য
৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ	॥০
৫৪। সটীক-দশোপনিষন্মূলম্	।০
৫৫। ষড্ভূজম্	।০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম	৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম	৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

গ্রন্থ	মূল্য
৫৯। রায় রামানন্দ	॥০
৬০। নামভজন	।০
৬১। বিলেটেড্ ওয়ার্ল্ডস্	।৵০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।০
৬৩। বৈষ্ণবাচার্য্যম্	।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং	৴০
৬৫। দি ভাগবত	।০
৬৬। থিয়োরেটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড অ্যাদেলটেড্ ডিভোসন	।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা	১॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

গ্রন্থ	মূল্য
৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি	॥০
৭০। সাধন পথ	।০
৭১। কল্যাণ কল্পতরু	৴০
৭২। গীতাবলী	১৲
৭৩। শরণাগতি	৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

গ্রন্থ	মূল্য
৭৪। কল্যাণ কল্পতরু	৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৵৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

কৃষ্ণতৈল

সর্ব্বপ্রকার অঙ্গবেদনার অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ভোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ৸৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্ক্‌স্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

চীন ও জাপানে গোলযোগ

মাঞ্চুরিয়া লইয়া চীন ও জাপানে ভীষণ গোলযোগ চলিয়াছে। জেনেভায় জাতি-সঙ্ঘের আদালতে লিটন রিপোর্ট লইয়া বিচার চলিতেছে। জাপানের উদ্দেশ্য এই যে এত সম্বন্ধে বিচার লীগ কাউন্সিলেই যেন হয়। ইহাতে জাপানের স্বার্থ আছে। চীন চায় যে রিপোর্টটী, উনবিংশ সদস্য লইয়া যে সমিতি গঠিত হইয়াছে তাহাতে কিম্বা লীগ এসেম্‌ব্লিতে উহা পেশ হয়।

জাপানের দাবী

জাপান গবর্ণমেণ্ট স্বীয় মন্তব্যপূর্ণ একখানি প্রকাণ্ড দলিল লীগের সাধারণ সম্পাদক মহোদয়ের নিকট পেশ করিয়াছেন। তাহাতে লিটন রিপোর্টের সম্বন্ধে জাপান কি মতামত প্রকাশ করিতে চাহেন তাহা লিখিত আছে। জাপানী প্রতিনিধি একটী প্রাথমিক বর্ণনা পত্র দাখিল করেন; তাহাতে জাপান দাবী করেন যে আন্তর্জ্জাতিক সন্ধি অনুসারে জাপানই মাঞ্চুরিয়ার আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জ্জাতিক শৃঙ্খলা রাখিবার অধিকারী। এই ব্যাপারে চীনের কোন দায়িত্ব বা অধিকার নাই।

বন্দী ও বিমান

পাঠক অবগত আছেন যে, বিলাতের ডার্টমুর কারাবাস হইতে ৬৫ জন বন্দী পলায়ন করিয়াছে। এপর্য্যন্ত তাহাদের সন্ধান মিলে নাই। তাহাদের সন্ধানের জন্য দুইটী উড়োজাহাজ নিযুক্ত করা হইয়াছে।

কর্ণওয়ালের একটী জেলার নিকট দুই জন লোক একটী স্ত্রীলোককে আটক করে, সে চীৎকার করায় তাহারা পলায়ন করে। নিকটেই জেলখানার কুর্ত্তার দাগ পাওয়া যায়। ইহাতে অনুমিত হয় যে শীঘ্রই পলাতক বন্দীদিগকে গ্রেপ্তার করিতে পারা যাইবে।

যুদ্ধবিভাগে যুগান্তর

মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ দিবস হইতে বর্ত্তমান কালপর্য্যন্ত যুদ্ধ বিভাগে যে সমস্ত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা আলোচনা করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। কলের কামান, নূতন কামান, বিমানযুদ্ধ পোত প্রভৃতি ত আছেই; পোষাক ও আচার ব্যবহারেও অত্যন্ত অধিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

পূর্ব্বে মেডেল এবং ডেকরেশন প্রভৃতি পাইলে সৈনিক আপনাকে কৃতার্থ মনে করিত এবং অপরেও ঐ সমস্ত দেখিয়া [illegible] অভিজ্ঞতার সম্মান দিত, কিন্তু আর সেকাল নাই। বাহিরের দর্শকগণ এই সমস্ত চাকচিক্য দেখিয়া যতই মুগ্ধ হউক না কেন, সৈন্যদলের মধ্যে এসমস্ত জিনিসের বিশেষ আদর নাই। যুদ্ধ বিভাগের উচ্চতন কর্ম্মচারিবৃন্দও খাকি-পোষাক পরিধান করিয়া কুচকাওয়াজে যোগদান করে। সাধারণ সৈনিক ও সেনাপতিতে পোষাকে বিশেষ পার্থক্য নাই। পূর্ব্বে প্রধান কর্ম্মচারী আসিলে যে সোরগোল হইত এখন তাহার চিহ্ন মাত্রও লক্ষিত হয় না। সকলেই স্ব স্ব কার্য্য করিতে থাকে।

ভারতে অত্যাচার

ইণ্ডিয়া ডেলিগেশনের সভ্যবৃন্দ বিলাতে ফিরিলেন। তাঁহারা প্রকাশ করেন যে, ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার প্রশংসা করা যায় না; সে স্থানে ডাণ্ডিকের রাজত্ব স্পষ্ট পরিদৃশ্যমান; সরকার হইতে তাহা প্রচারিত না হইলেও প্রকৃত অবস্থা গুপ্ত হইবার নহে।

তাঁহারা এমন অনেক ব্যাপারের উল্লেখ করেন, যাহাতে প্রকাশ পায় যে, ভারতে ভীষণ অত্যাচারের এবং দমননীতির প্রাদুর্ভাব চলিতেছে। কুমারী হোয়েটলিকে ভয় দেখান হয় যে, যদি তিনি কোন পুলিশের লোককে মিষ্টার গান্ধির স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও প্রশ্ন করেন, তাহা হইলেও তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইবে। মিষ্টার ম্যাটার্স প্রকাশ যে, এক স্থানে ট্যাক্সি-ওয়ালাদিগকে আজ্ঞা দেওয়া হয় যে, তাহারা যেন লীগের মেম্বরদিগকে ট্যাক্সি চড়িতে না দেয়। তাঁহারা যেখানেই গিয়াছিলেন সেই স্থানেই গোয়েন্দা তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়াছিল।

বড়লাট সাহেব তাঁহাদিগকে বলেন যে, ১৮ মাস পূর্ব্বে ভারতের অবস্থা যেরূপ ছিল বর্ত্তমানে তাহা অপেক্ষা শতগুণ উত্তম এবং ভারতবাসীরাও শতগুণ সুখী। ভারতীয়গণ রাউণ্ড টেবল কন্‌ফারেন্সের কার্য্য সম্বন্ধে উদাসীন; ইহাতে ভারতীয়দের প্রতিনিধি কেহই নাই।

তবে বর্ত্তমান অবস্থা শান্তিস্থাপনের খুব উপযোগী। যদি শান্তিস্থাপিত না হয় তবে ইংলণ্ডের ব্যবসায়ের বিশেষ ক্ষতি হইবে এবং ভারত দ্বিতীয় আয়র্লণ্ডে পরিণত হইবে।

প্রজাস্বত্ব আইন

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রজাস্বত্ব আইনের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে প্রজাগণের প্রতিনিধিবর্গের সহিত জমীদার পক্ষের প্রতিনিধিবৃন্দের ঘোর দ্বন্দ্ব চলিতেছে। বিষয় হস্তান্তরের সময় জমীদারের প্রাপ্য সেলামী এবং কর বৃদ্ধির ধারা কয়টী বাদ দিবার প্রস্তাবে এই তর্কযুদ্ধ উপস্থিত।

মিঃ তাজিমুদ্দিন খাঁ পরিবর্ত্তনের পক্ষে এবং কাশিমবাজারের রাজা পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব উত্থাপিত করেন।

কংগ্রেস কি করিবেন?

কংগ্রেসের বর্ত্তমান সভাপতি মিঃ রঙ্গ-গোপালাচারিয়ার এবং দেবীদাস গান্ধী এলাহাবাদ মিলন বৈঠকের কার্য্য শেষ করিয়া মিঃ গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎকারের চেষ্টা করিতেছেন। যাঁহারা ঐ বৈঠকে যোগদান করিয়াছেন তাঁহারা যদি সংস্কার আইন অনুসারে কার্য্য না করেন, তাহা হইলে উহা পণ্ডশ্রমমাত্র। প্রেসিডেণ্টের বিবৃতিতে এইরূপই প্রকাশ পায়। গবর্ণমেণ্ট আর কোন চুক্তি দ্বারা কংগ্রেসের সহিত সন্ধি করিতে সম্মত নহেন। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের মতে লোকে মনে করিতে পারে যে কংগ্রেস বুঝি বা জয় লাভ করিয়া গবর্ণমেণ্টের উপর নিজের মত চালাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট চাহেন না যে মিঃ গান্ধী লিখিত খতে আইন অমান্য আন্দোলন ত্যাগ করিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। গবর্ণমেণ্ট মিঃ গান্ধিকে অপমান করিতে চাহেন না। গবর্ণমেণ্ট কেবলমাত্র চাহেন যে তিনি কেবলমাত্র অনুরকে উন্নত করেন।

অরাজকতার ভয়

জাপান বলেন, মাঞ্চুরিয়ার এইরূপ গোলযোগপূর্ণ অবস্থা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করিবে। এই দেশ বর্ত্তমানে অরাজকতার তাণ্ডব ভূমি। এখান হইতে অরাজকতার বীজ সারা জগতে ছড়াইয়া পড়িলে বিশৃঙ্খলার বৃদ্ধি পাইবে এবং রাজন্যবর্গ বিপন্ন হইবেন। জাপান সুশৃঙ্খল শাসনাধীন চীন, এবং স্বায়ত্তশাসনাধীন মাঞ্চুরিয়ার বৈদেশিকদিগের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ দেখিতে চায়। ইহাতে এই দুই দেশের লোক সুখে বাস করিবার সুবিধা পাইবে।

শান্তি বৈঠকে

জেনেভায় শান্তিবৈঠকে মহা অশান্তির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। জাপান লিটন রিপোর্টটী গ্রাহ্য করেন না। সেইজন্য অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়া উঠিতেছে। মিঃ ম্যাটসুওকা জাপানের পক্ষে মাঞ্চুরিয়া সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন এবং চীনের পক্ষ হইতে ডাক্তার ওয়েলিংটনকু তাহার উত্তর প্রদান করিবেন।

মুক্তিতে ক্ষতি কি?

এংলো ইণ্ডিয়ানরা বলিতেছেন, মিঃ গান্ধীকে মুক্তি দিলেই বা ক্ষতি কি? যদি তিনি আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করেন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টেরও উহা দমন করিবার ক্ষমতা আছে। সুতরাং বিনা সর্ত্তেই তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া যাইতে পারে।

রাণীর বড়দিনের বাজার

ইংলণ্ডের সম্রাজ্ঞী মেরী মাসাধিক পূর্ব্ব হইতে বড়দিনের বাজার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার বন্ধুবর্গ, আত্মীয়গণ, চাকরনকর কেহই বাদ যাইবেন না; সকলেই তাঁহার নিকট উপহার প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহার নিজের আয় অনুসারেই তিনি ব্যয় করেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর; কে কোন্ উপহার পাইলে সন্তুষ্ট হইবে তাহা তাঁহার মনে থাকে। কোন্ বৎসর কোন্ দোকানের কোন্ লোকের নিকট কি দ্রব্য ক্রয় করিয়াছেন, তাহা তাঁহার মনে থাকে।

খনি পুনর্গঠন সমিতি

বিলাতের ফাইফ অঞ্চলে যে সমস্ত কয়লার খনি আছে তাহাদের মালিকগণকে একটী কোম্পানী করিয়া এক যোগে কার্য্য করিতে বলা হইয়াছে। কয়লা খনির আইন অনুসারে, কয়লা খনি পুনর্গঠন সমিতি গঠিত হইয়াছে তাহার প্রস্তাব সমূহ গৃহীত হইলে খনির ব্যবসায়ে যুগান্তর উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা।

গভর্ণরের অস্থিভঙ্গ

বঙ্গের লাট স্যর জন এণ্ডারসন সারকেল এণ্ডার্সন সম্প্রতি ব্যারাকপুরে গিয়া টেনিস ক্রীড়া করিতেছিলেন। হঠাৎ তথায় পিছলাইয়া গিয়া মাঠে পড়িয়া যান। তাহাতে তাঁহার স্কন্ধ দেশের একটী অস্থি ভগ্ন হইয়া যায়। তিনি সারিয়া উঠিতেছেন।

ভগ্ন অস্থি জোড়া লাগিতেছে; এক্সরে পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে এক কুচা হাড় বিচ্ছিন্ন হইয়া স্থানান্তরিত হইয়া আছে। এই কারণে তাহাকে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় বিশ্রাম গ্রহণ করিতে হইবে।

আরোগ্যের পথে

রাজসাহী জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গুলীর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসিত হইতেছেন ইহা পাঠক অবগত আছেন। তিনি দ্রুত আরোগ্য লাভ করিতেছেন।

শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈনিক

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
প্রতি সংখ্যা ৵৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড। সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২২০তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১০ই অগ্রহায়ণ শনিবার ১৩৩৯, ২৬শে নভেম্বর ১৯৩২

নানা কথা

নদীয়ায় স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট

নওগাঁর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত তারানাথ গুপ্ত নদীয়া ও বর্দ্ধমানের স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন। তিনি তিন মাস ঐ পদে কার্য্য করিবেন এবং প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

অস্ত্র আইনে সাহেব আসামী

চট্টগ্রাম হইতে তিন মাইল দূরবর্ত্তী নাসিরাবাদ পাহাড়ের হাডসন সাহেবের বাটীতে কয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্র ও তরবারি প্রভৃতি পাওয়া যায়। সদর মহকুমায় তাহার বিচার চলিতেছে। সাহেব জবাব দিয়াছেন যে, আত্মরক্ষার্থে অর্থাভাব প্রযুক্ত তিনি লাইসেন্স গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি আদালতের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তাহার চা-বাগান ও দুই বৎসর বয়স্ক শিশু পুত্র ভিন্ন আর কেহ নাই

জার্ম্মানিতে দলাদলি

জার্ম্মানিতে শাসন-কর্ত্তৃত্বের জন্য অনেক রক্তারক্তি মারামারি চলিল। প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবার্গ প্রথমতঃ ডন-হিট-লারের চ্যান্সেলারি গ্রহণে সম্মতি দান করিতে অস্বীকার করেন। এখন তিনি বলেন যে যদি নাজিদলের নেতা হিটলার ভোটের সংখ্যাধিক্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন তাহা হইলে তাঁহাকে চ্যান্সেলারের পদে অভিষিক্ত করা হইবে।

ভক্তিরঞ্জন-বিরহমহোৎসবে আহ্বান

ফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ — শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

যথা-বিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন,—

আগামী ১১ই অগ্রহায়ণ, ২৭শে নভেম্বর রবিবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দিরদাতা বদান্যবর স্বধামগত শ্রীমৎ জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন শ্রেষ্ঠ্যার্য্য মহোদয়ের দ্বিতীয় বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব শ্রীমঠে সম্পন্ন হইবে। ঐ দিবস সন্ধ্যা ৫ ঘটিকার সময় বিরহ-মহোৎসব উপলক্ষে একটী সজ্জন-সভার অধিবেশনে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি, সন্তোষের রাজাবাহাদুর মাননীয় স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের সাধুতা ও কৃতিত্ব-বিষয়ে ঐ সভায় আলোচনা হইবে।

মহাশয় কৃপা-পূর্ব্বক সবান্ধবে সভায় যোগদান করিলে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পারিষদ্‌বর্গ—সকলেই পরমানন্দিত হইবেন।

বিনীত
শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনিশিকান্ত সান্ন্যাল
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (ভাগবতরত্ন)
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সম্পাদকত্রয়

মনে করিয়া আক্রমণ করিয়াছে। ঐ লোকগুলি পলাতক ছিল, তবে সম্প্রতি গ্রেপ্তার হইয়াছে।

বোমায় মৃত্যু

পাঞ্জাবের নানকানা সাহেব নামক স্থানে কতকগুলি স্ত্রীলোক মাঠ হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় একটী থানার মধ্যে একটী গোলক দেখিতে পায়। তাহাদের মধ্যে একজন সেটী কুড়াইয়া লইয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিতে থাকে, এমন সময়ে বোমাটী ফাটিয়া গিয়া স্ত্রীলোকটী আহত হয়। হাসপাতালে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। বর্দ্ধমানের একটী শিখ যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

অটোয়া চুক্তি

জাতীয়দলের নেতা স্যার হর সিং গৌর অটোয়া চুক্তি যাহাতে তিন বৎসরের জন্য ভারতে কার্য্যকরী হয় সেজন্য মত সংগ্রহ করিতেছেন; অনেকে যে তাহার নিজের দলের লোকেদেরও এ বিষয়ে অমত।

হিটলারের পক্ষে সংখ্যাধিক্য নাই; অপরদল যে তাহাকে সাহায্য করিবে সে আশাও সুদূর পরাহত; সুতরাং তাঁহার চ্যান্সেলারি পাইবার আশা অল্প। সম্ভবতঃ ভন পেপেনকে বাদ দিয়া বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টই কার্য্য চালাইবেন।

গোয়েন্দা গুলিতে আহত

ত্রিপুরা জেলার কালিকাচা গ্রামের মালিয়া নামক এক ব্যক্তি অপর চারিজনের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। হঠাৎ তাহাদের মধ্যে একজন রিভলভার বাহির করিয়া মালিয়াকে গুলি করে। প্রকাশ যে তাহারা পুলিশের গোয়েন্দা

দর কসাকসি চাই না

সম্ভার মত এই যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে দর কসাকসিতে দেশের মঙ্গল হইবে না। সাধারণকে জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ করা চাই; জনসাধারণকে রাজনৈতিক বিষয়ে শিক্ষা দান করার প্রয়োজন।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	এলাহাবাদ	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঐ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীধাম বৃন্দাবন	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ঐ
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	এলাহাবাদ	১১ শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	ঐ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঐ	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	লক্ষ্ণৌ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	ঐ	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কাশী
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	ঐ		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে গৌরমহোৎসবাদি ভজনাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেবাবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গোরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতি, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীজনবন্ধাচ্ছন্ন দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীচন্দ্রগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোদণ্ড, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালি দাসাধিকারী। শ্রীসানন্দ দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রকাশকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী জ্ঞানকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীঈশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধারদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী,

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ সাউথ মালাকা প্রয়াগ রউ, পি

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাননগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেনপানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সমুদ্র, পুরী, উড়িষ্যা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যাবন্ধু,

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরীপ্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুবুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদনাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শন।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-ম

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাঞ্জু, ২৪ পরগণা

এখানে ৭৬ জন প্রাচীন মূর্ত্তি প্রাগৌরাঙ্গের সে বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নথ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ,

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) বাসুদেবগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, | ১৩ই কেশব গৌরাব্দ ৪৪৬, ১০ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২৬শে নভেম্বর ইং ১৯৩২ শনিবার | ২০০তম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

সংক্ষিপ্ত ডায়েরী

ভোজনস্থলী নামের কারণ

এই অক্রূর-তীর্থের নিকটে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণ-সঙ্গে গোচারণ করিতে করিতে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া গোপবালকগণকে বলেন, "নিকটে ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ করিতেছেন, তোমরা সেখানে যাইয়া আমার ক্ষুধার কথা জ্ঞাপন করিয়া কিছু আহার্য্য বস্তু সংগ্রহ করিয়া লইয়া আইস।" বয়স্যগণ তথায় যাইয়া কৃষ্ণের জন্ম অন্ন যাচ্ঞা করায় ব্রাহ্মণগণ ব্যঙ্গোক্তি করিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করেন, বালকগণ কৃষ্ণসমীপে সেই কথা জ্ঞাপন করিলে, কৃষ্ণ পুনরায় তাঁহাদিগকে পাঠাইয়া বলেন,—"এ'বার যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ-পত্নীগণের নিকট যাইয়া আমার জন্ম অন্ন ভিক্ষা করিয়া লইয়া আইস।" গোপবালকগণ তাঁহাদের নিকট কৃষ্ণের জন্ম অন্ন প্রার্থনা করিলে তাঁহারা আস্তে ব্যস্তে তাঁহাদিগের স্ব স্ব পতিগণের বাধা অমান্য করিয়া তাঁহাদের নিত্য-পতি ও সর্ব্ব যজ্ঞের একমাত্র ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণকে আহার করাইবার জন্ম ভাল ভাল খাদ্য দ্রব্যাদি লইয়া কৃষ্ণ সমীপে উপনীত হ'ন এবং কৃষ্ণকে আহার করান। সেই জন্ম এই স্থানটীর নাম কৃষ্ণের ভোজনস্থলী।

বৃন্দাবনে স্থাপিত তাঁবুর দৃশ্য

অতঃপর পরিক্রমা এই স্থান হইতে উঠিয়া সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই শ্রীধাম-বৃন্দাবনে উপনীত হ'ন। শ্রীধাম-বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দিরের সন্নিকটে পোষ্ট-আফিসের সম্মুখস্থ প্রশস্ত উন্মুক্ত ময়দানে পরিক্রমার প্রায় ১০০টী তাঁবু সুশৃঙ্খলে স্থাপিত হইয়াছিল। সমস্ত তাঁবুতে প্রবেশ করিবার জন্ম একটী রাস্তা রাখা হইয়াছিল। প্রবেশদ্বারে একটী সুবৃহৎ, নানা বর্ণে রঞ্জিত ও আম্রপল্লবসমন্বিত মাঙ্গলিক জলপূর্ণ ঘট এবং শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা নামাঙ্কিত পতাকাযুক্ত তোরণ সজ্জিত হইয়াছিল। বহু ডে-লাইট দ্বারা তাঁবু-প্রাঙ্গণটী আলোকিত করা হইয়াছিল। তোরণাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াই রাস্তার দুই পার্শ্বে দুইটী সশস্ত্র প্রহরীর (armed guard) তাঁবু অবস্থিত। তাহার পরেই অনুসন্ধান আপিস্ (Envuiry office) অভ্যর্থনা সমিতির আপিস্ (Reception Commi ttee) দর্শকবৃন্দের (Visitors) উপবেশনস্থল, এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক ঔষধের পৃথক পৃথক তাঁবু, হাসপাতাল, পানীয় জলের তাঁবু, সন্ন্যাসিগণের তাঁবু, সম্পাদকগণের তাঁবু, (Editorial) সেক্রেটারীর তাঁবু, শ্রীমায়াপুর, কলিকাতা, হাওড়া, মেদিনীপুর, উড়িষ্যা, আসাম, যশোহর, খুলনা, ময়মনসিংহ, দিল্লী, এলাহাবাদ প্রভৃতি নামাঙ্কিত সাইন-বোর্ড সম্বলিত পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণের জন্ম ভিন্ন ভিন্ন তাঁবু পৃথকভাবে সজ্জিত হইয়াছিল। এই সমস্ত তাঁবুর পশ্চাৎভাগে ক্যাস আপিস্, ভাণ্ডার, প্রসাদ বিতরণের স্থান। সমস্ত তাঁবুগুলিকে বৃত্তের মত স্থাপন করিয়া মধ্যস্থলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীল প্রভুপাদের জন্ম দুইটী পৃথক পৃথক তাঁবু অবস্থিত ছিল। শ্রীল প্রভুপাদের তাঁবুর সম্মুখেই হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্ম একটী প্রকাণ্ড সামিয়ানা স্থাপিত হইয়াছিল। এখানে বহু সংখ্যক যাত্রীর সমাবেশ হওয়ায় তাঁবুসকলের দৃশ্যটী বড়ই অপূর্ব্ব মনোরম দেখা গিয়াছিল। যাঁহারা এই দৃশ্য দেখিয়াছেন, তাঁহারাই একবাক্যে বলিতেছেন যে বৃন্দাবন-পরিক্রমার এরূপ সুব্যবস্থা ইতঃপূর্ব্বে কেহ আর কখনও করিতে পারেন নাই। ঐরূপ পরিক্রমা বৎসর বৎসর হইলে বহু সংখ্যক লোক যোগদান করিতে পারিবে।

পরিক্রমা শ্রীধাম বৃন্দাবনে তাঁবুতে পৌঁছিয়া শ্রীল প্রভুপাদের পদাম্বুজকে আসিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। পরিক্রমাকারিগণ রাত্রিতে প্রসাদ সম্মান পূর্ব্বক বিশ্রাম লাভ করেন।

দ্বাত্রিংশ দিবস শ্রীধাম বৃন্দাবন

[তাং ৯।১১।৩২ বুধবার]

আজ হরিবাসর ও মহাদ্বাদশীর উপবাস। প্রাতে ৮ টার সময় পরিক্রমা শ্রীধাম বৃন্দাবন পরিক্রমায় বহির্গত হইলেন। পরিক্রমা প্রথমে গোবিন্দজীর শ্রীবিগ্রহ দর্শন করেন, পরে সেখান হইতে পার্শ্ববর্ত্তী গোবিন্দজীর নূতন মন্দিরে প্রবেশ করিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন করেন।

অতঃপর যাত্রিগণ শ্রীমদনমোহন ও শ্রীগোপীনাথজীর শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও পরিক্রমা করিয়া বেলা দ্বিপ্রহরের সময় তাঁবুতে ফিরিয়া আসেন এবং শ্রীহরিবাসর তিথিতে অসমর্থগণ যৎকিঞ্চিৎ অনুকল্প করেন।

অদ্য শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী বাবাজী মহারাজের অপ্রকট-বাসর। সন্ধ্যায় কিছু বক্তৃতা হইবার জন্ম দিন ধার্য্য হইয়াছিল। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতে বহু ব্রজবাসী ও বৃন্দাবনবাসী শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম হইতে চেতনময়ী বাণী শ্রবণ করিবার জন্ম উপস্থিত হন। কয়েক জন ইউরোপীয়ান্ ভদ্রলোক এবং ভদ্র মহিলাও উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে শ্রীপাদ বন মহারাজ প্রথমে বাঙ্গলা ভাষায় পরে ইংরাজী ভাষায় কিছু বক্তৃতা করিলে সমাগত সজ্জনবৃন্দ হরিকথামৃত শ্রবণে তৃপ্ত না হইয়া অত্যধিক শুশ্রূষু হওয়ায় শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ ভারতী মহারাজকে পুনরায় কিছু হরিকথা কীর্ত্তন করিতে আদেশ করেন।

শ্রীপাদ বন মহারাজ বাঙ্গলা ও ইংরাজী ভাষায় যে বক্তৃতা করেন, এবং শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ যে বক্তৃতা করেন তাহার মর্ম্ম স্বল্পাক্ষরে নিম্নে যথাক্রমে সন্নিবেশিত হইল।

শ্রীপাদ বন মহারাজের বক্তৃতা

শ্রীপাদ বন মহারাজ বলেন যে, জগতে মানবকুল নিজ নিজ মঙ্গলের জন্ম কেহ বা

ধর্ম্মের পথ, কেহ বা জ্ঞানের পথ, কেহ বা ভক্তির পথ অবলম্বন ক'রে থাকেন। কিন্তু বুদ্ধিমান ও সুকৃতিমান জনগণ সদ্গুরু-পদাশ্রয়ে বাস্তব সত্যে পৌঁছিবার জন্য ভক্তি-পথই অবলম্বন ক'রে থাকেন। বাস্তব-সত্যে পৌঁছিবার ভক্তিপথ ব্যতীত দ্বিতীয় পন্থা নাই। জগতের দিকে চেয়ে দেখুন, একদিকে ভোগিকুল জিহ্বার লালসা ও ইন্দ্রিয়সুখ নিয়েই ব্যস্ত, তা'তেই তা'দের আনন্দ। কিন্তু গ্রাম্য শূকরগণও তাহাই করছে। ভোগী উত্তম ভোগ ক'রে ত্রিতলায় সুখে নিদ্রা যা'চ্ছে। গ্রাম্য কুক্কুরগুলিও যথেচ্ছা আহার বিহার ক'রে বৃক্ষতলে সুখে নিদ্রা যায়। তা হ'লে ঐরূপ পশুকুলে ও মানুষে পার্থক্য কোথায়? দুর্লভ মনুষ্য জীবন লাভ ক'রে আমরা কি করছি, এটা কি আমাদের ভেবে দেখা উচিত নয়? কেবল কি আহার নিদ্রা, ভয় ও ইন্দ্রিয়তর্পণ নিয়ে পশুজাতির মত দিন অতিবাহিত করতে থাকব?

অপরদিকে দেখুন ত্যাগীকুল স্থূলভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভোগে সুখ নাই মনে ক'রে ফল্গুবৈরাগ্য অবলম্বন করছেন। তা'রা মনে করেছেন যে, ভোগের পর যখন দুঃখ অনুগামী তখন ভোগটা ত্যাগ ক'রে ত্যাগের পথটা ধরা যাক্। ভোগীর চক্ষে ত্যাগের পথটা প্রতিষ্ঠাপ্রদ বটে, কিন্তু ত্যাগের মধ্যেও যে প্রচ্ছন্ন সূক্ষ্ম ভোগ অন্তর্নিহিত আছে, তা' ত্যাগীকুল ধরতে পারেন না। ঐরূপ ত্যাগের মধ্যেও আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ বর্ত্তমান; অর্থাৎ আমি দুঃখ পাচ্ছি, আমার দুঃখ কষ্ট না হো'ক, ত্যাগের মধ্যে এ'রূপ প্রচ্ছন্ন সূক্ষ্ম কামিয়ত্বাপ্য বর্ত্তমান র'য়েছে। ইহা ছাড়া শেষে ত্যাগের পথে আত্মহত্যার ব্যবস্থা— ত্রিপুটী বিনাশ যদি হয়, তবে আনন্দ বা সুখ উপলব্ধি করবে কে? তাই শ্রীমন্ মহাপ্রভু ব'লেছেন যে, ভোগ ও ত্যাগের কোন পথই বাস্তব সত্যে পৌঁছিয়ে দিতে পারে না।

জগতের যতকিছু বস্তু সবই---একমাত্র ভোক্তা কৃষ্ণের ভোগ্য বস্তু। সেই এক-মাত্র ভোক্তার ভোগ্য বস্তুকে আমাদের ভোগ বা ত্যাগ করবার অধিকার নাই। মায়াগ্রস্ত অবস্থায় অহঙ্কার বিমূঢ় হ'য়ে আমরা নিজে নিজে কর্ত্তা ব'লে অভিমান করি। তাই গীতা ব'লেছেন, "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" ধ্যান, যোগ প্রভৃতিতে কিছু সুবিধা হ'বে না। ধ্যান, যোগের পথ ধ'রে বিশ্বামিত্রের কি দুর্দ্দশা হ'য়েছিল। এত পরিশ্রমের ফল একটা বারবনিতার কটাক্ষে ধ্বংস হ'য়ে গিয়েছিল। কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের মূল আরোহপন্থা। আরোহ-পথে নিজ চেষ্টায় বাস্তব সত্যে পৌঁছিতে পারা যাবে না। আরোহ-চেষ্টা ইন্দ্রিয়জ চেষ্টা মাত্র, কিন্তু বাস্তব সত্য অধোক্ষজ বস্তু। অধোক্ষজ বস্তু ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অধীন হ'ন না। অতএব ভক্তি হচ্ছে সেটা চেতনময় আত্মার বৃত্তি বা সেবা; সেই ভক্তি অবলম্বন করতে হ'বে তবে সুবিধা হ'বে।

নির্ব্বিশেষ রাজ্যে ধরে থাকবার মত আশ্রয় কিছু নেই; এই নির্ব্বিশেষবাদের পথে অবশেষে পতন অবশ্যম্ভাবী হয়। ভাগবতের পথই একমাত্র পথ; শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই ভাগবতের পথ গ্রহণ করতে ব'লেছেন। সেই পথটী হচ্ছে যুক্ত বৈরাগ্যের পথ। সমস্ত বস্তু কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধিত ক'রে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তোষণের জন্য অখিল চেষ্টা-বিশিষ্ট হ'তে হ'বে। সিদ্ধার্থ একদিন ত্যাগের পথ দেখিয়েছিলেন। সিদ্ধার্থের পথে চেতনকে ধ্বংস করবার চেষ্টা হ'য়েছিল; তাতে চিদ্বৈচিত্র্য বর্জ্জন, চিদ্বিলাসের কোন কথা তাতে নাই। আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অধিপতি হৃষীকেশের সেবা করা। এই সেবাটীই হচ্ছে আমাদের স্বরূপের নিত্যবৃত্তি। বিরূপে থাকা পর্য্যন্ত স্বদেশের কথা, ব্রজধামের কথা জানতে পারা যাবে না। "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥" এই শ্লোকটীর বিশেষভাবে আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

অস্পৃশ্যতা-মেধ যজ্ঞ

মানুষ মরণশীল হইলেও শব্দ-বিজ্ঞান অমর। বুদ্ধিমান্ মানব সহস্র চেষ্টায়ও জানিতে পারে না—কখন মৃত্যু আসিয়া তাহার সাধের তনুটী ধ্বংস করিবে; শুধু তাহাই নহে—মৃত্যু যে তাহাকে যেকোন মুহূর্ত্তে আলিঙ্গন করিতে পারে, একথাটীও তাহার হৃদয়ে স্থান পায় না; সে ভাবে—'আমি অমর'। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সুধা গরল-পার্থক্যে অসমর্থ, গরলকেও সুধা বলিয়া গ্রহণ করিতে ও করাইতে ব্যস্ত বুদ্ধিমান(!) মানব জগতে তাহার বুদ্ধির দো[illegible] করিয়া নিজকে ধরার শ্রেষ্ঠ প্রাণী বলিয়া প্রমাণ করিতে সচেষ্ট। ধরার এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণীটী যাবতীয় দ্রব্যের দণ্ডমুণ্ডবিধাতা। স্বাধীন স্বেচ্ছাচারিতার হলাহল চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিতে কতই না সিদ্ধহস্ত। এবার তাহার কবলে পড়িয়াছে [illegible] 'অস্পৃশ্যতা'। বেচারী বুঝি বা নির্ব্বাসিতই হইল। আর বুঝি সে অভিধানেও স্থান পাইবে না। ভগবদ্-ইচ্ছায় শব্দ-বিজ্ঞান অমর, তাহার প্রত্যেকটী অংশ অমর, কিন্তু হইলে কি হয়, বুদ্ধিমান্ মানবের এমনই বুদ্ধির সুকৌশল যে, সে অমর রাজ্যের অধিবাসী 'অস্পৃশ্যতা'কে হত্যা না করিয়া ছাড়িবে না! এমনই তার বিক্রম। আর এমনই তাঁ'র গবেষণা যে, সে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল—"যখনই মানব 'অস্পৃশ্যতা', 'হীন' প্রভৃতি শব্দের সৃষ্টি করিল, তখনই তাহার ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত হইল"!! হীন শব্দের স্রষ্টা মানব! মানবের বুদ্ধির এই প্রকার সুকৌশল দেখিয়াই ভগবদ্বাণী গীতা মৃদু হাস্যের সহিত গাহিলেন—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ
কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"

এখন 'অস্পৃশ্যতা' শব্দের কিঞ্চিৎ একটু আলোচনা করা যা'ক। শাস্ত্রে দেখা যায়, সত্যযুগে অধর্ম্মের সৃষ্টি হয় নাই, তখন সকলেই ভগবদ্ভক্ত ছিলেন। তাই তখন জাতিভেদের প্রয়োজন ছিল না, সকলেই এক জাতি ছিল। সেই জাতি 'হংস' জাতি নামে পরিচিত। সত্যযুগের পর অসত্য বা অধর্ম্ম জন্ম গ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ পুষ্ট হইতে লাগিল। ত্রেতাযুগে অধর্ম্ম শিশু, দ্বাপরে বালক এবং কলিযুগে বেশ হৃষ্টপুষ্ট যুবক। এখন সে দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে, নগরে নগরে, গৃহে গৃহে, 'কলহ'-রূপে বিরাজিত থাকিয়া কেমন আনন্দে আটখানা! তাহার আনন্দ মন্দীভূত করিবার নিমিত্তই আজ মনীষিগণের (!) অস্পৃশ্যতা মেধ-যজ্ঞের বিপুল আয়োজন।

আমরা অস্পৃশ্যতার পরিণাম দেখিলাম। এখন তার জন্মের কারণ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতেছি। অধর্ম্মজাত কর্ম্মের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে উহাদিগকে ধর্ম্ম কার্য্য হইতে পৃথক্ করিবার নিমিত্তই ভগবদিচ্ছায় 'অধর্ম্ম' শব্দের সৃষ্টি। এই প্রকারে সত্যের প্রণয়ের স্থানে কোন কোন মানব-হৃদয়ে 'কাম', 'ক্রোধ', 'হিংসা', 'দ্বেষ', 'মাৎসর্য্য', 'কলহ' প্রভৃতি প্রকাশক বৃত্তির উদয়ে ভগবদিচ্ছায় ঐসকল শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে সহজেই অনুমেয় যে, শাস্ত্রগর্হিত বহুকর্ম্মগুলি কদাচার কলির প্রভাবে অনেক মানবের হৃদয়ে স্থান লাভ করায়ই 'অস্পৃশ্যতা' শব্দের জন্ম হইয়াছে। ঐসকল অস্পৃশ্য ভাবের সংস্পর্শে গেলে অপরেরও উহাতে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। তাই অস্পৃশ্য জাতি পৃথক্ করা হইয়াছে। 'ছুঁয়াচে' জিনিষটা কি প্রকার সংক্রামক ও মারাত্মক তাহা চিকিৎসকগণ এবং শিক্ষিতসম্প্রদায় বিশেষরূপে অবগত আছেন। তাই অস্পৃশ্য ভাবগুলি যাহাতে অপরকে সংক্রামিত না করিতে পারে তন্নিমিত্ত শাস্ত্রে জাতিভেদ সৃষ্টি হইয়াছে। বসন্ত-রোগীকে রোগনির্ম্মুক্ত না করিয়া যদি সর্ব্বসাধারণকে উদারতা-প্রদর্শনের নিমিত্ত তাহার সহিত অবাধে মিলিবার জন্য চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে মানব-সমাজের কি ভীষণ অনিষ্ট করা হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই প্রকারে অস্পৃশ্য-জাতির অস্পৃশ্য কার্য্যকলাপগুলি সংশোধিত না করিয়া যদি সকলকে উহাদের সহিত আলিঙ্গন প্রদান করিতে বলা হয়, তাহা হইলে সমাজে ইহা অপেক্ষা ভীষণ দুরবস্থা আর কি হইতে পারে, তা'হা আমরা বুঝিতে পারি না।

কলির প্রভাবে সনাতন আর্য্য-সমাজে দৈববর্ণাশ্রমের স্থানে অদৈববর্ণাশ্রম প্রবেশ করায় জগতে ভীষণ উৎপাতের সৃষ্টি হইয়াছে। গুণ-কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া মোহান্ধ মানবের শৌক্র সম্বন্ধে জাতি-নির্ণয়ের পদ্ধতিই যত অনিষ্টের মূল। তাই শৌক্রব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতির মধ্যেও শূদ্র, অন্ত্যজ প্রভৃতির হিংসাদ্বেষাদি পরিপূর্ণ ঘৃণ্য কার্য্য লক্ষিত হইতেছে। সমাজের এবম্বিধ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া, 'সুস্থ শরীরেও যখন বসন্তাদি সংক্রামক রোগের আক্রমণ সম্ভবপর, তখন বসন্ত-রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সহিত আলিঙ্গন সমীচীন, এই-প্রকার প্রলাপকে সজ্জন-সমাজ আদর করিবেন না।

কলির রাজ্যে অস্পৃশ্যতার স্থান থাকিবেই। হীনকার্য্য নিরাকরণ সম্ভবপর নহে বলিয়া চন্দনকে বিষ্ঠার সহিত সংমিশ্রণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে। অস্পৃশ্যকর কার্য্য সংরক্ষণ করিয়া অস্পৃশ্যতা-মেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে সকলে অস্পৃশ্যতার চরণে বলির পাত্র হইবেন মাত্র। দেশের এবং সমাজের প্রকৃত উন্নতি বিধান করিতে হইলে শাস্ত্রোদ্দিষ্ট দৈব বর্ণ ও আশ্রমের পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আসুর বর্ণাশ্রমের কুফল লক্ষ্য করিয়াই জগদ্গুরু প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ নিত্য চিদ্বিলাসে নিযুক্ত থাকিয়াও সর্ব্বসাধারণের প্রতি অহৈতুকী কৃপাবারি বর্ষণ পূর্ব্বক দৈববর্ণাশ্রমের পুনঃ প্রচলন করিতেছেন। সুতরাং যাঁহারা বাস্তবিক পক্ষেই সমাজের হিত করিতে চাহেন,—তাঁহারা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে শরণ গ্রহণ করিয়া তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করুন। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

শ্রীশ্রীগুরুদর্পণনন্দ

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। মুক্তামল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ]
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
(চতুর্থ সংস্করণ). ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর
(নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা
(৪৪৬ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্চ্চপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাবককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড)
৪১। ব্রহ্মসংহিতা
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। মায়াবাদী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১ রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ডস্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। থিয়োটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড
আপ্লায়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ কল্পতরু ৴০
৭২। গীতাবলী ১৲
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

সর্ব্বজনীন যকৃতের অব্যর্থ মহৌষধ

বক্ষঃস্থলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ফোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

আফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

জে, বি, দত্তের চোকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণশান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম [illegible] এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অস্পৃশ্যতা ও মন্দির প্রবেশ

মালাবারে মন্দির প্রবেশ সমস্যা গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। বোম্বাইয়ে গোঁড়া হিন্দুদের নেতা কৃষ্ণমাচারি অস্পৃশ্যতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছেন। তিনি বলেন অস্পৃশ্যদিগকে মন্দির প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না; তাহা হইলে সনাতনধর্ম্ম গোল্লায় যাইবে, জামোরিন যদি মন্দিরদ্বার অস্পৃশ্যদিগকে উন্মুক্ত করেন, তাহা হইলে মাদ্রাজ উচ্চ আদালতের অবমাননা করা হইবে এবং জামোরিনকে ট্রাষ্টি পদ হইতে অপসারিত করা হইবে। এবারের মন্দির প্রবেশ আন্দোলন পূর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিবে, কারণ এবারে একটী বিপক্ষ দল অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্য বিশেষ করিয়া সংগঠিত হইয়াছে। এই দলের উদ্যোগে বোম্বাই হইতে স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী প্রেরিত হইবে।

চট্টগ্রামে ৮০ হাজার টাকা জরিমানা

নদীয়া প্রকাশের পাঠকগণ অবগত আছেন যে চট্টগ্রামের হিন্দু অধিবাসিদিগের উপর আশি হাজার টাকা জরিমানার আদেশ হইয়াছে।

কয়েকজন সাব ডেপুটি কালেক্টার, মিউনিসিপ্যালিটির কর্ম্মচারিবৃন্দের সহিত পরামর্শ করিয়া ট্যাক্স সম্বন্ধে তদন্ত করিতেছেন; কে কত ট্যাক্স দেয়, তাহার অনুসন্ধান চলিতেছে। কি নিয়ম অনুসারে জরিমানার পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইবে তাহা জানা যায় নাই।

গোলটেবিল

গোলটেবিল বৈঠকের প্রথম দিনের অধিবেশনের কার্য্য অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। কি প্রথা অনুসারে নির্ব্বাচন হইবে এবং কি থাকিলে লোক ভোট দিবার অধিকার পাইবে, সে সম্বন্ধে বিচার শেষ হইল। কেবলমাত্র স্ত্রীলোকদিগের ভোট দিবার অধিকার বিচার্য্য রহিল।

লোথিয়ান কমিটী অনুন্নতদিগকে যে ভোট অধিকার দিয়াছিলেন গোলটেবিল বৈঠকে ঐ সম্প্রদায়কে তদপেক্ষা বেশী ভোট দেওয়া হইল। সম্পত্তির মূল্যই ভোটে অধিকার দান করিবে।

অর্ডিনান্স কথা

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় অর্ডিনান্স সম্বন্ধে ভোট লওয়া হইল। দ্বিতীয়বার পাঠে ইহা পাশ হইল। ইহার সপক্ষে ৬০ এবং বিপক্ষে ৩৯টী ভোট দেওয়া হয়।

এই বিলটীর নাম ক্রিমিনাল এমেণ্ডমেণ্ট বিল ফৌজদারী আইন সংশোধক বিল।

গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষদলের নেতা স্যার হরিসিং গৌর খুব জোর বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে বিলটী সাধারণে বিজ্ঞাপিত করা হউক। প্রেসএক্ট পাস একটি বিল উপস্থিত করা হইল; প্রত্যেকটিই পূর্ব্ব পূর্ব্ব আইন অপেক্ষা হোম মেম্বর হাউস লীগের কার্য্য সম্বন্ধে কঠোর সমালোচনা করিয়া অনেক পরিহার করেন।

বিবি উইলসন বলেন যে ভারতবর্ষ শত করা শত ভাগ কংগ্রেস মনোবৃত্তিযুক্ত এবং মিঃ গান্ধিই এদেশের সর্ব্বোত্তম শান্তি-রক্ষক।

মিঃ গয়াপ্রসাদ বলেন যে শান্তিপূর্ণ পিকেট বন্ধ করা উচিত নয়। ইহা বাণিজ্যের উন্নতির পক্ষে আবশ্যক। পিকেটিং ব্যতীত ভারতীয় শিল্পের উন্নতি সাধন অসম্ভব।

ইউরোপীয়গণের পক্ষ হইতে স্যার আর্থার মুর বলেন যে, তিনি এরূপ আইনের পক্ষপাতী নহেন; তবে আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করিতে হইলে এরূপ আইনই আবশ্যক।

সম্রাটের ভারতকথা

পার্লামেণ্টের কার্য্য আরম্ভ হইবার সময় সম্রাট বলিয়াছেন, "মদীয় মন্ত্রিবৃন্দ এবং উভয় হাউসের প্রতিনিধিবর্গ ভারতের স্বাধীন রাজ্য এবং বৃটিশ ভারতের প্রতিনিধিদিগের সহিত পরামর্শ সভায় মিলিত হইয়াছেন। তাঁহাদের কার্য্য শেষ হইলে তাঁহারা তাঁহাদের সিদ্ধান্তসমূহ আপনাদের নিকট উপস্থিত করিবেন এবং সেই সমস্ত হইতে আপনারা ভারতের রাজনৈতিক গঠন সম্বন্ধে উন্নতি সাধনের উপায় নির্দ্ধারণে যত্নবান হইবেন।

"আপনাদের মীমাংসাসমূহ মদীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সমস্ত দেশগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে এবং আমিও আপনাদের গবেষণাসমূহ ঔৎসুক্যের সহিত লক্ষ্য করিব।

২৬শে নবেম্বর তারিখে সম্রাট ভারতীয় প্রতিনিধিবৃন্দকে বাকিংহাম প্রাসাদে আহ্বান করিবেন।

অস্ত্র-আইনের মোকর্দ্দমা

শ্রীযুক্ত গোপাল দত্ত প্রমুখ তিনজন বাঙ্গালী যুবক বেলঘরিয়া ষ্টেসনে রিভলভার, কার্ত্তুজ, বিষাক্ত দ্রব্য প্রভৃতি সমেত ধরা পড়ে। শিয়ালদহ পুলিশ কোর্টে তাহাদের বিচার চলিতেছে।

আলিপুরের গবর্ণমেণ্ট প্লীডার মোকর্দ্দমা চালাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট পক্ষে নিযুক্ত হইবেন; এইজন্য মোকর্দ্দমার দিন পড়িয়াছে। আসামীপক্ষ হইতে আপত্তি করা হয় যে, আসামীরা ছয় মাস যাবৎ আবদ্ধ আছে; সেজন্য শীঘ্র মোকর্দ্দমার বিচার হওয়া উচিত। সে আপত্তি অগ্রাহ্য হয়।

বোমার মামলা

আলিপুরের স্পেশাল জজ মিঃ এলিসের আদালতে চারুপদ চৌধুরী নামক একজন কলেজের ছাত্র বোমা, পিস্তল, রিভলভার কার্ত্তুজ প্রভৃতি রাখার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে বলা হয় যে পুলিশ একটি বাড়ী নজরে রাখে; সেখানে আসামী একজন লোকের খোঁজে আসে; কিন্তু তাহার নিজের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে সে সন্তোষজনক উত্তর দিতে অক্ষম হয়। পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করে এবং একখানি পত্র হইতে তাহার পরিচয় অবগত হয়। পরে সন্ধানমত একটী বাড়ী খানাতল্লাসীতে বোমা, আগ্নেয়াস্ত্র, কার্ত্তুজ প্রভৃতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। একখানি কাগজ পাওয়া যায়, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগকে খুন করিবার পরামর্শ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিত আছে।

স্ত্রী-ভোট

বিলাতের গোলটেবিল বৈঠকে ভারতীয় স্ত্রীলোকদিগের ভোট দিবার অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

মিঃ জাফরুল্লা খাঁ স্ত্রীভোটের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করেন। তিনি বলেন যে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ স্ত্রীলোকদিগকে ভোটের অধিকার দেওয়া আপত্তি আছে। তাহাদের সংখ্যা কিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইবে?

স্যার তেজবাহাদুর উত্তরে বলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা হইতে সমস্ত বিষয়ই ঠিক জানা যাইবে।

বহুবিবাহ সমস্যা

স্যার তেজবাহাদুর আরও বলেন যে; যাহাদের একাধিক স্ত্রী আছে তাহারা সকলকেই ভোট দিবার অধিকার দান করুন।

লর্ড আরউইন এই ব্যাপারে তাঁহাদের নিজ মতামত অনুযায়ী কার্য্য করিতে বলেন।

মোটামুটি বলা যায় যে সকলেই প্রায় ম্যাট্রিকুলেশন পাশকরা স্ত্রীলোকমাত্রকেই ভোট দিবার অধিকার প্রদানের সপক্ষে।

সরাসরি ভোট

ফেডারেল এসেম্বলির ভোট সরাসরি হওয়ার সপক্ষে প্রায় সকলেই বক্তৃতা দেন।

নূতন আইন

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ফৌজদারি আইন সংশোধক বিল সম্বন্ধে বিতর্ক হয়। আইনের দ্বিতীয় ধারায় আছে যে, কেহ অন্য কাহাকেও সম্রাটের স্থলসৈন্য বিভাগ, নৌবিভাগ, বিমানপোত বিভাগ অথবা শান্তিরক্ষক বিভাগে কর্ম্মগ্রহণ করিতে বারণ বা নিবারণ করিবে, তাহাকে এক বৎসর কারাদণ্ড এবং এক সহস্র টাকা অর্থদণ্ড প্রাপ্ত হইতে হইবে।

সর্দ্দার সন্তু সিং শাস্তির পরিমাণ কমাইয়া তিন মাস কারাদণ্ড এবং দুই এক শত টাকা অর্থদণ্ডে পরিণত করিতে চাহেন।

ক্যাপ্টেন লালচান্দ বলেন যে, পূর্ব্বে তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট বিচার করায় এই অপরাধের আসামীরা ৫০ টাকার অনূর্দ্ধ অর্থদণ্ড দিয়া পরিত্রাণ পাইত, কিন্তু বর্ত্তমান আইন পাশ হইলে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট বিচার করিবেন এবং এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা চলিবে।

অভিনব নৃত্য

ভিন্ন ভিন্ন সময়ের বিভিন্ন পোষাক পরিহিত ব্যক্তিবর্গ ভারতের বড়লাটের সহিত আমোদ আহ্লাদ করিবার জন্য বেল্‌ভেডিয়ার প্রাসাদে আহূত হইয়াছেন। বড়লাট সাহেব এবং তাঁহার পার্শ্বচরগণ প্রথম চার্লসের সময়ের বেষ পরিধান করিবেন। অন্যান্য ব্যক্তিগণ স্ব স্ব ইচ্ছানুযায়ী সময়ের পোষক করিবেন।

মহাসভার আপত্তি

হিন্দু মহাসভা এলাহাবাদের সর্ব্বদল সম্মেলনের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আপত্তি করেন।

অন্যায় আব্দার

নিখিলভারত জাতীয় দলের সভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, মুসলমানগণ যে ১৪ দফা দাবী করিতেছেন, তাহা হিন্দুরা প্রায় সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করিলেও, কয়েকটি মুসলমান সভা—যাহাদিগকে একমাত্র গবর্ণমেণ্টই মুসলমানদিগের প্রতিনিধি স্বরূপে গ্রহণ করেন, তাহারা কেবলমাত্র যে ঐ দাবী সম্পূর্ণরূপে চালাইতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা নহে অপরন্তু তাঁহারা দাবীর বহর বাড়াইয়াই চলিয়াছেন; এই কারণে নূতন সভা দুঃখ প্রকাশ করেন।

ডেলি

নবদ্বীপ

দৈনিক

Reg No C1544

নদীয়া প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
যাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
বর্ত্তমান
সংখ্যা ৴০

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড । সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি । ২২১তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১২ই অগ্রহায়ণ সোমবার ১৩৩৯, ১৮শে নভেম্বর ১৯৩১

সাময়িক সন্দেশ

গৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার পর এলাহাবাদ শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব সমাপনান্তে কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসবে শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া পার্ষদবৃন্দসহ 'বেনারস্ কেণ্টনমেণ্ট এক্সপ্রেসে' যাত্রা করিয়া গত পরশ্বঃ ২৬শে নভেম্বর শনিবার কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভ বিজয় করিয়াছেন।

ভক্তিরঞ্জন-বিরহ মহোৎসব

গতকল্য ২৭শে নভেম্বর, ১২ই অগ্রহায়ণ রবিবার প্রেষ্ঠার্য্য শ্রীমদ্ জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন প্রভুর দ্বিতীয় বার্ষিক বিরহ স্মৃতি-উৎসব কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে বিরাট সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে উক্ত দিবস অপরাহ্নে একটী মহতী সভার অধিবেশনে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ, ভক্তিরঞ্জনের সেবা-স্মৃতি, শ্রীগৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বক্তৃতা, কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিস্তৃত বিবরণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

ভাড়াটীয়ার কীর্ত্তি

ঢাকায় এবার উর্জ্জাব্রতকালে সহজিয়া-সম্প্রদায়ের আচার্য্য-সন্তান-নামধারী কোন পণ্ডিতাভিমানী কথকের হঠাৎ অদর্শন ঢাকাবাসীর চক্ষে নাকি অত্যন্ত বিসদৃশ ও সন্দেহজনক হইয়া পড়িয়াছে। বক্তা তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায়ের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিয়া যে-সকল কীর্ত্তি করিয়া গিয়াছেন, সেজন্য শিষ্যসম্প্রদায়ের কেহ কেহ রাজকীয় বিচারালয়ে গুরুব্রুব কথকের বিচার প্রার্থনা করিয়াছেন, আর সেই সংবাদ কয়েকটী সাধারণ সংবাদপত্রাদিতেও ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। অভিযোগ বড় গুরুতর। সাধারণ সংবাদপত্রে যে-সকল সংবাদ অপ্রকাশ্য, এরূপ অনেক গুপ্ত কীর্ত্তিও নাকি ঐ প্রাসঙ্গ পাণ্ডিত্যক্রব কথকের দ্বারা শিষ্যসম্প্রদায়ের ঘরের অন্তরালে অনুষ্ঠিত হইয়াছে,—এরূপ শুনা যাইতেছে। যাহা হউক, উক্ত কথকের অনুপস্থিতিতে সহজিয়া পাঠকগণের মধ্যে প্রতিযোগিতার তীব্রতা অনেকটা কমিয়াছে এবং অন্য আর একটী ভাড়াটিয়া পাঠকের ভাগ্যে সেই সমস্ত 'টাকাটা', 'সিকাটা', কোথায়ও প্রতি ঘণ্টায় দুর্গার রজতমুদ্রা ও সামগ্রীর ভাগ বেশী মিলিয়াছে। বিকৃত রাসলীলা, বস্ত্রহরণ, ভ্রমরগীতা—এই সকল পাঠে ইন্দ্রিয়পরায়ণ শ্রোতৃগণের অধিক কৌতূহল ও উত্তেজনা থাকায় পাঠক কথকগণেরও তাহাতে অধিক উৎসাহ হয় ও তৎপ্রাপ্য-মাত্রস্বরূপ অধিক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়। ইহারই নাম কলিযুগ।

ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা

অভূতপূর্ব্ব সুব্যবস্থা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় চৌরাশি-ক্রোশ শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। মথুরার মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট, হেল্থ অফিসার, শ্রীমথুরা ও সমগ্র শ্রীব্রজ-মণ্ডলের সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তিগণ তথা নিরপেক্ষ সাধারণ ব্যক্তিমাত্রই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, শ্রীগৌড়ীয় মঠের উদ্যোগে এবার শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার যে অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে আদর্শ ও অদ্বিতীয়। সে-দিন শ্রীধাম বৃন্দাবনের প্রাচীন অধিবাসী জনৈক প্রবীণ চিকিৎসকের সহিত মথুরার হেল্থ অফিসারের যে আলাপ হইয়াছিল, উক্ত চিকিৎসক মহাশয় তাহা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, শ্রীগৌড়ীয় মঠের অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার সুবন্দোবস্ত দর্শন করিয়া সকলেই বলিয়াছেন,—এরূপ আদর্শ পরিক্রমা এখন হইতে সকলেরই অনুসরণীয় হওয়া আবশ্যক। বিরাট্ যাত্রিসঙ্ঘের উপর শ্রীগৌড়ীয়মঠের নায়কগণের প্রভাব অদ্বিতীয়। যাত্রি সমূহ নিয়ামকগণের আইন আন্তরিক শ্রদ্ধা ও স্বেচ্ছার সহিত মানিয়া চলিয়াছেন বলিয়াই কোনও প্রকার বিপদ আপদ বা অসুবিধা ঘটে নাই।

পরিক্রমার বৈশিষ্ট্য

সূক্ষ্মদর্শী নিরপেক্ষ পণ্ডিতমণ্ডলী আরও বলিয়াছেন যে, শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রবর্ত্তিত শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার একটি সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, পরিক্রমাটী অনুক্ষণ অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের জীবন্তবাণীতে মুখরিত ছিল। প্রতি মুহূর্ত্তে পরিক্রমার উদ্দেশ্য, পরিক্রমার সার্থকতা, বিশেষ বিশেষ স্থানে কৃষ্ণলীলার বিশেষ বিশেষ উদ্দীপনার বার্ত্তা, তথ্য ও মৌলিক অনুসন্ধান, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আচরণ ও স্মৃতির সহিত বিজড়িত করিয়া একদিকে যেমন আচার্য্যের সেবক-সম্প্রদায় আচার্য্যের সম্পূর্ণ আনুগত্যে সকলকে বুঝাইয়া দিতেন, অপরদিকে গৌরব্রজ-জন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অনুক্ষণ, অবিরাম শ্রীহরিকথামৃত-তরঙ্গিনী-প্রবাহে শ্রীশ্রীব্রজ-ভূমির নিত্যস্বরূপ সকলের নিকট প্রকটিত করিতেন। ইহা ঠিক গতানুগতিক পরিক্রমার মত নহে। ভাড়াটিয়া 'রাসধারী'র নিকট ইন্দ্রিয় তর্পণ মহোৎসব শ্রবণ করিয়া জড়বিষয়ে আসক্তি বা নির্জ্জীব ভোগপর জীবন যাপনের সঙ্গে সঙ্গে অলৌকিক চিন্ময়-ধামকে 'প্রপঞ্চের সম' দর্শন করিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিবার চেষ্টাও নহে। সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যৈক-জন গৌর-প্রণয়ী মহাভাগবতের পদাঙ্কানুসরণে তাঁহার শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিতে করিতে শ্রেষ্ঠ সাধন ভক্ত্যঙ্গ শ্রেষ্ঠ সাধন ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীর্ত্তনে নিরপরাধে প্রবেশের চেষ্টা এই পরিক্রমার আদর্শে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় [illegible] শ্রীমুখে যে শ্রীহরিকথামৃত-[illegible] প্রবাহিত হইয়াছেন, তাহা [illegible] অতুলনীয়। যাঁহারা কোনও প্রকারে তাহা হারাইয়াছেন, তাহারা শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরি-ক্রমার উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট হইয়াছেন।

নীলাম ইস্তাহার

মোকাম কৃষ্ণনগর

প্রথম মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৮ই ডিসেম্বর (১৯৩২)

(১)

৯৫১ থাং জারী ৩২ দাবী ১৪৫১৵৬

ডিঃ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং মোং কাছারী আড়ংঘাটা

দেঃ নেছারদ্দিন মণ্ডল দিং বহিরগাছি পোঃ ঐ

রাণাঘাট থানায় আড়ংঘাটা নারায়ণপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯২ ও ৯৩০—৯৩৫ খতিয়ানে ৫-০২শঃ নিষ্কর জমীর মূল্য ৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯৩৬, ৯৩৭—৯৫০ খতিয়ানের ২৭-৯৮শঃ নিষ্কর জমি মূল্য ২০০৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯৫১, ৯৫২—৯৬৪ খতিয়ানের ১৩-৭৯শঃ নিষ্কর জমি মূল্য ৫০৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯৬৫, ৯৬৮ ও ৯৭০—৯৭২ খতিয়ানের ১৬-২৬ শঃ নিষ্কর জমি মূল্য ৭৫৲

৫। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯৭৩—৯৭৮ খতিয়ানের ৪-৮২শঃ নিষ্কর জমি মূল্য ৫০৲

৬। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯৭৯—৯৮২ খতিয়ানের ৩-৫৬শ নিষ্কর জমি মূল্য ৪০৲

৭। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯৮৩।৯৮৪ খতিয়ানের ২-৮২শঃ নিষ্কর জমি মূল্য ২৫৲

৮। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯৮৫—৯৮৯ খতিয়ানের ৬-৮৮শঃ নিষ্কর জমি মূল্য ৫০৲

৯। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯৯০—৯৯৩ খতিয়ানের ২-৫২শঃ নিষ্কর জমি দেঃ ။০ আনা অংশ মূল্য ২৫৲

১০। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯৯৪—৯৯৮ খতিয়ানের ১-৭৪শঃ নিষ্কর জমি মূল্য ১৫৲

১১। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯৯৯—১০০০ খতিয়ানের -৯৭শঃ নিষ্কর জমি মূল্য ১০৲

১২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১০০১—১০০৭ খতিয়ানের ৫-৭১শঃ নিষ্কর জমি মূল্য ৫০৲

(২)

১১৭৮ থাং জারী ৩২ দাবী ১৪৪/৬

ডিঃ অনুকূলচন্দ্র মুখার্জ্জি দিং সাং পোড়াগাছা

দেঃ রাধিকানাথ মুখার্জ্জি দিং সাং ধর্ম্মদা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় কাঁচকুলি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২০৫৮ নং তৌজী মধ্যে ৬০৯—৬২২ খতিয়ানের ৬-৬৩শঃ ও ২০৫৯ নং তৌজির মধ্যে ৬২৪।৬২৭।৬৩১।৬৩৭—৬৫৪ খতিয়ানের ১৭-৯৩শঃ জমি ও দহকুলা মৌজায় ২৬০—২৬৪ খতিয়ানের ৭-১০শঃ জমি ২৪৸/২ জমা সেস্‌সহ মূল্য ৫০৲

২। কোতয়ালি থানায় থাজুরী গ্রামে ৩০৯১ নং তৌজির মহাল জমা ২২/৫ দেঃ /১৫।।১৩ তিল অংশ মূল্য ৫০৲

(৩)

১২০৭ থাংজারী ৩২ দাবী ১২৸৵৬

ডিঃ রাধাগোবিন্দ সেন সাং মাটীয়ারী

দেঃ পঞ্চানন হাজরা দিং সাং কাঠুরিয়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় বানিনাথপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৩০ খতিয়ানে -৩৬শঃ জমীর ১ /১৫ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৪)

১২১৩ থাংজারী ৩২ দাবী ৩৬/৬

ডিঃ ললিতমোহন ডুবে সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ মতিউল্লা মণ্ডল সাং কুলগাছি পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় কুলগাছি গ্রামে ডিঃ অধীন ৪০৯ খতিয়ানে -৪০শঃ জমীর ৫৲ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৫)

১২৪২ থাংজারী ৩২ দাবী ৬৯।।৵৬

ডিঃ মন্মথপালচৌধুরী সাং আমিনবাজার

দেঃ কালীপদ ঘোষ দিং সাং দিগনগর পোঃ ঐ

কোতয়ালি থানায় হাতীশালা গ্রামে ডিঃ অধীন ১৯১ খতিয়ানে ৬-৩১শঃ জমীর ১০।৵৯ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৬)

১২৪৮ থাংজারী ৩২ দাবী ২৭৸৵৬

ডিঃ অমীয় পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ পরাণ মণ্ডল দিং সাং ঝিটকীপোতা পোঃ মহৎপুর

কোতয়ালী থানায় দোগাছি গ্রামে ডিঃ অধীন ২৪ খতিয়ানে ২-১২শঃ জমীর ৪/০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৭)

১২৬৯ থাংজারী ৩২ দাবী ৩২।৶৬

ডিঃ রাজা হৃষিকেশ লাহা মোং কাছারী গোয়াড়ী

দেঃ এরফানআলি মণ্ডল সাং টেংরা পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় গাদিগাছা গ্রামে ডিঃ দিং অধীন ৬৩৫ খতিয়ানের ৬-৮৭শঃ জমীর ১১৶১০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৮)

১২৭০ থাংজারী ৩২ দাবী ৪৩৸/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

নবদ্বীপ থানায় গাদিগাছা গ্রামে ডিঃ অধীন ৫৮৮ খতিয়ানে ৩-৬৭শঃ জমীর ৮৶০।। মধ্যস্বত্ব জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৯)

১২৯০ থাংজারী ৩২ দাবী ২৯।৯

ডিঃ সুরথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং কাশীধাম

দেঃ মাণিক সেখ মণ্ডল সাং ঝিটকীপোতা পোঃ মহৎপুর

কোতয়ালী থানায় দোগাছিয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৪৩৬ খতিয়ানে -৯৬শঃ জমীর ৩।৶৫ জমা মূল্য আঃ ৮৲

(১০)

১২৯৫ থাংজারী ৩২ দাবী ১২১।।/৯

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্রমোহন ভাদুড়ী সাং শ্রীরামপুর হুগলী

দেঃ মোতর সেখ সাং মাঝের চর পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় মহীশূড়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৪৪২।৪৪৭ খতিয়ানে ৫-২৩শঃ জমীর মূল্য আঃ ৫০৲

(১১)

১৩৬০ থাংজারী ৩২ দাবী ৫৪৸০

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া মোং গোয়াড়ী

দেঃ যতীন্দ্রনাথ তরফদার সাং গাদিগাছা পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় গাদিগাছা গ্রামে ডিঃ অধীন ৭২৪ খতিয়ানে ২-৭৫শঃ জমীর ১৬।।৶০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(১২)

১৩৬৬ থাংজারী ৩২ দাবী ২২।।৶৯

ডিঃ সরোজরঞ্জন পালচৌধুরী সাং চকহাতীশালা

দেঃ হরিমতী দাসী দিং সাং সেজুয়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় সেজুয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৬৩৮ খতিয়ানে ১-১১শঃ জমীর ২৸/২ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(১৩)

১৪০৩ থাংজারী ৩২ দাবী ১২৪/৬

ডিঃ রাধাগোবিন্দ সেন সাং মাটীয়ারী

দেঃ যজ্ঞেশ্বর হাজরা সাং কাঠুরিয়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় কাঠুরিয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ১২৮ খতিয়ানে -০৬শঃ জমীর ৸৵০ জমা মূল্য আঃ ২৲

২। ঐ থানায় বাণীনাথপুর মৌজায় ডিক্রীদার অধীন ৭৩ খতিয়ানের ৬-০শঃ জমী ১৯।১০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(১৪)

১৪০৬ থাংজারী ৩২ দাবী ৩২।৯

ডিঃ ভূপালচন্দ্র দে সাং গোয়াড়ী

দেঃ আম্মাদনী সরকার সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় কৃষ্ণনগর গ্রামে ডিঃ অধীন ১৫৫২ খতিয়ানে -১১শঃ জমীর ৪৲ জমা সায় প্রাচীরসহ মূল্য ২৫৲

(১৫)

১৪৭৮ থাংজারী ৩২ দাবী ৭১।/৩

ডিঃ খন্দকার রেজাউল হক দিং সাং বামনপুকুর

দেঃ গোলজার সেখ দিং মোল্লাপাড়া হাঃ মোঃ পোঃ শ্রীমায়াপুর

নবদ্বীপ থানায় মোল্লাপাড়া গ্রামে ডিঃ অধীন ১৩৬ খতিয়ানে ১৫-৭৩শঃ জমীর অদ্ধাংশ ৮/৩ জমা মূল্য আঃ ৩৫৲

(১৬)

১৪৭১ থাংজারী ৩২ দাবী ৩১৶৩

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল সাং দেবগ্রাম

দেঃ নটু সেখ সাং হয়নগর পোঃ নাকাশীপাড়া

কোতয়ালি থানায় দেবগ্রাম গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৭১০।১৭৫৮ খতিয়ানে ৪-৮৬শঃ জমীর ৮।।৶১৫ জমা মূল্য ২৫৲

(১৭)

১৫০৮ থাংজারী ৩২ দাবী ৬৩।।০

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ গোপীনাথ ঘোষ সাং বাগাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় রুইপুকুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৬৬৬ খতিয়ানে ৭/২৸/০ জমীর মূল্য আঃ ৫০৲

(১৮)

১৫০৯ থাংজারী ৩২ দাবী ৫১।।৵৬

ডিঃ গোবিন্দচন্দ্র দাস চৌধুরী সাং নওপাড়া

দেঃ করিম সেখ দিং সাং পাতরাদহ পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় রূপদহ গ্রামে ডিঃ অধীন ১৫৯ খতিয়ানে ১-৯৯শঃ জমীর ৬।০ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(১৯)

১৫৪৩ থাংজারী ৩২ দাবী ৫৭৸৵০

ডিঃ নৃসিংহপ্রসাদ সেন সাং মাটিয়ারী

দেঃ আব্দুলবাছেদ মণ্ডল দিং সাং রাউতারা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় রাউতাড়া গ্রামে ডিঃ অধীন ২৮।২ খতিয়ানে ২-৩১শঃ জমীর ৮৮/৯ জমা মুল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ থানায় ছোট আটকী গ্রামে ডিঃ অধীন ১১—১৯ খতিয়ানের ৮-৪৬ শঃ জমি ১৯/৩ জমা মুল্য ২০৲

(২০)

১৫৪৪ থাংজারী ৩২ দাবী ৫৮৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ মুনিরুদ্দিন মোল্লা সাং রাউতাড়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় রাউতাড়া গ্রামে ডিঃ অধীন ২২০ খতিয়ানে ৩-৩৩শঃ জমীর ৮৮৶ জমা মুল্য আঃ ৩০৲

(২১)

১৫৪৫ থাংজারী ৩২ দাবী ৪৩।/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ আব্দুলগণি সেখ দিং সাং রাউতাড়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় রাউতাড়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৪২ খাতয়ানে ২-৮২শঃ জমীর ৯/০ জমা মুল্য আঃ ২০৲

(২২)

১৫৪৬ থাংজারী ৩২ দাবী ৫৯৮/৩

ডিঃ ঐ

দেঃ নেছারদ্দিন সেখ দিং সাং রাউতাড়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় রাউতাড়া গ্রামে ডিঃ অধীন ১৬৬ খতিয়ানে ৩ ৯০শঃ জমীর ৯৲৯ জমা মুল্য আঃ ১৫৲

(২৩)

১৫৪৭ থাংজারী ৩২ দাবী ১৯।/৮

ডিঃ ঐ

দেঃ গফুর মির দিং সাং রাউতাড়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় রাউতাড়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৩০ খতিয়ানে -০৭৭শঃ জমীর ১৮/১১ জমা মুল্য আঃ ৫৲

(২৪)

১৫৪৮ থাংজারী ৩২ দাবী ৪৪/০

ডিঃ ঐ

দেঃ মুসুকচাঁদ সেখ সাং রাউতাড়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় রাউতাড়া গ্রামে ডিঃ অধীন ২৫১ খতিয়ানে ২-০৬শঃ জমীর ৬।/৬ জমা মুল্য আঃ ১৫৲

(২৫)

১৬১৬ থাংজারী ৩২ দাবী ৯৮॥/

ডিঃ শৈলজাকান্ত ভট্টাচার্য্য দিং সাং বেলপুকুর

দেঃ নিতাই মণ্ডল দিং সাং ঈশ্বরচন্দ্রপুর পোঃ বেলপুকুর

কোতয়ালী থানায় বলাডাঙ্গা গ্রামে ডিঃ অধীন ১১৫ খতিয়ানে ৪-৩১শঃ জমীর ৭॥/৪ জমা মুল্য আঃ ২৫৲

(২৬)

১৬৩০ থাংজারী ৩২ দাবী ৭৩॥৶৩

ডিঃ রাধাগোবিন্দ সেন সাং মাটিয়ারী

দেঃ কানাইলাল দে সাং বাণীনাথপুর পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় বাণীনাথপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৮৮ খতিয়ানে ১-৮০শঃ জমীর ১১৲ জমা মুল্য আঃ ২৫৲

(২৭)

১৬৩১ থাংজারী ৩২ দাবী ৫৯/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ধরণীধর পাল সাং বাণীনাথপুর পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় বাণীনাথপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ২৪ খতিয়ানে ২-৯৫শঃ জমীর ৬।৶১০ জমা মুল্য আঃ ২৫৲

(২৮)

১৬৩২ থাংজারী ৩২ দাবী ২৯৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

কালীগঞ্জ থানায় বাণিনাথ পুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৫ খতিয়ানের ১-৪০শঃ জমির ৪॥০ জমা মুল্য ১৫৲

(২৯)

১৬৪৬ থাংজারী ৩২ দাবী ৫০৶০

ডিঃ কৈলাসবাসিনী দেবী সাং দেবগ্রাম

দেঃ ধর্ম্মদাস মালাকর দিং সাং মিড়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় মিড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৭৪২ খতিয়ানে ২-০৭শঃ জমীর ৭॥৮॥ জমা মুল্য ১৫৲

(৩০)

১৬৪৭ থাংজারী ৩২ দাবী ১৪৮/০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

কালীগঞ্জ থানায় মীড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬০৫ খতিয়ানে -৬১শঃ জমীর ১॥৫ জমা মুল্য ৫৲

(৩১)

১৬৪৮ থাংজারী ৩২ দাবী ৫০৮৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

কালীগঞ্জ থানায় মীড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৭৪৭ খতিয়ানে -৫২শঃ জমীর ৭॥৶১০ জমা মুল্য ১৫৲

(৩২)

১৬৪৯ থাংজারী ৩২ দাবী ৬৮।৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ জগৎচন্দ্র মালাকর সাং মীড়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় মীড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৬৭।৫৬৮।৫৬৯।৫৭০ খতিয়ানে ৩-০৬শঃ জমীর ১০৲১৬ জমা মুল্য ২০৲

(৩৩)

১৬৫০ থাংজারী ৩২ দাবী ২৪॥৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ রাজেন্দ্রবালা দাসী সাং মীড়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় মীড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৭১০ খতিয়ানে ২-২৪শঃ জমীর ৩।২॥ জমা মুল্য ১০৲

(৩৪)

১৬৫১ থাংজারী ৩২ দাবী ১৪৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ জয়েজয় মালাকর দিং সাং মীড়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় মীড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৭২ খতিয়ানে -৪৮শঃ জমীর ১/১০ জমা মুল্য ৫৲

(৩৫)

১৬৫২ থাংজারী ৩২ দাবী ৩৮॥৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ মাণিক মালাকর সাং মীড়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় মীড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬১৭ খতিয়ানে ২-০১শঃ জমীর ৫॥৶১০ জমা মুল্য ১০৲

(৩৬)

১৬৬০ থাংজারী ৩২ দাবী ১২২৮/০

ডিঃ দামু সেখ সাং দেবীপুর

দেঃ পটল মণ্ডল দিং সাং হরিণডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় আরসিয়া গং গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬—৮ গং খতিয়ানে মোট ৩ মৌজায় ৫-৫১শঃ জমীর ২২৮৶০ জমা মুল্য ২৫৲

(৩৭)

১৬৬২ থাংজারী ৩২ দাবী ২০।/৩

ডিঃ প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সাং বামনপুকুর

দেঃ নিবারণ সেখ সাং বেলপুকুর পোঃ ঐ

কোতয়ালি থানায় সোনডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩ খতিয়ানে ১/ জমীর ৩৲ জমা মুল্য ১০৲

(৩৮)

১৬৮০ থাংজারী ৩২ দাবী ১৯॥৶৬

ডিঃ মোহিনীমোহন হালদার সাং রাখালগাছি

দেঃ ফনিভূষণ পাল সাং বামুনপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় বামুনপাড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৭৮ খতিয়ানে ১-৭৭শঃ জমীর ২৲ জমা মুল্য ১৫৲

(৩৯)

১৬৮৬ থাংজারী ৩২ দাবী ১৯২৯।৶০

ডিঃ আশুতোষ হালদার দিং সাং কলিকা

দেঃ ফকিরচাঁদ মৈত্র দিং সাং শান্তিপুর পোঃ ঐ

তেহট্ট থানায় গুড়রাজপুর গং গ্রামে ও করিমপুর থানায় অধীন নিজ কাঠালী, চক রসিকপুর, রামেশ্বর, রসিকপুর, জয়রামপুর, কৃষ্ণপুর, চক মৃজাপুর মৌজায় ডিক্রীদার অধীন ২৭৭৫, দরপত্তনী জমা মুল্য ১০০০০৲

(৪০)

১৬৮৮ থাংজারী ৩২ দাবী ৬৭৮/০

ডিঃ কৈলাসবাসিনী দেবী সাং দেবগ্রাম

দেঃ ধর্ম্মদাস মালাকর সাং মীড়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় মীড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬০৬।৬০৭ খতিয়ানে ৪-৮৬শঃ জমীর ১০/১। জমা মুল্য ২৫৲

(৪১)

১৬৮৯ থাংজারী ৩২ দাবী ৫২।৩

ডিঃ ঐ

দেঃ কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং মীড়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় মীড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬১৩।৬৫১।৭৫১।৭৫২ খতিয়ানে ৩-৯৫শঃ জমীর ৭৮/১৭॥ জমা মুল্য ২৫৲

(৪২)

১৬৯৫ থাংজারী ৩২ দাবী ১৬॥৶৬

ডিঃ আব্দুল মবিল ওস্তাগর সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ পাঁচকড়ি সেখ দিং সাং ঝিটকীপোতা পোঃ মহৎপুর

কৃষ্ণনগর থানায় ঝিটকীপোতা গ্রামে ডিঃ অধীন ১১ খতিয়ানে ১-২৪শঃ জমীর ১॥৶০ জমা মুল্য আঃ ১০৲

(৪৩)

১৬৯৬ থাংজারি ৩২ দাবী ৪১।/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

কৃষ্ণনগর থানায় ঝিটকীপোতা গ্রামে ডিঃ অধীন ২০৮ খতিয়ানে ২-৯০শঃ জমীর ৫৮১০ জমা মুল্য আঃ ৩০৲

(৪৪)

১৬৯৭ থাংজারী ৩২ দাবী ৫৯৮৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

কৃষ্ণনগর থানায় দক্ষিণ ঝিটকীপোতা গ্রামে ডিঃ অধীন ৬১১ খতিয়ানে ৭-৬১শঃ জমীর ৯৲ জমা মুল্য আঃ ৫০৲

(৪৫)

১৬৯৮ খাংজারী ৩২ দাবী ৪৩৮০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

কৃষ্ণনগর থানায় দক্ষিণ ঝিটকীপোতা গ্রামে ডিঃ অধীন ১০০ খতিয়ানে ৫-৭১শঃ জমীর ৩৯ জমা মূল্য আঃ ৪০৲

(৪৬)

১৬৯৯ খাংজারী ৩২ দাবী ৫৭/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ কালাচাঁদ সেখ দিং সাং ঝিটকীপোতা পোঃ মহৎপুর

কৃষ্ণনগর থানায় দক্ষিণ ঝিটকীপোতা গ্রামে ডিঃ অধীন ১৭৬ খতিয়ানে ৬-৬৮শঃ জমীর ৮॥৶৩ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৪৭)

১৭০০ খাংজারী ৩২ দাবী ২৩৮৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ কেশব সেখ দিং সাং ঝিটকীপোতা পোঃ মহৎপুর

কৃষ্ণনগর থানায় দক্ষিণ ঝিটকীপোতা গ্রামে ডিঃ অধীন ১৯ খতিয়ানে ৩-৮৬শঃ জমীর ৫।৩ জমা মূল্য আঃ ৩০৲

(৪৮)

১৫০২ খাংজারী ৩২ দাবী ২১৶৬

ডিঃ সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সাং বেলপুকুর

দেঃ মালেক মোল্লা দিং সাং শোনডাঙ্গা পোঃ বেলপুকুর

কোতয়ালী থানায় শোনডাঙ্গা গ্রামে ডিঃ অধীন ৩২১ খতিয়ানে ২-৫৭শঃ জমি ৩৲ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৪৯)

১৪০৯ দেঃজারী ৩২ দাবী ১৬৩০৶০

ডিঃ দক্ষবালা ঘোষ সাং সোমনপুর

দেঃ আব্দুল আহাদ সেখ দিং সাং হিজলাবট পোঃ খোকসা

খোকসা থানায় সোমনপুর গং গ্রামে ২১৩।২১৩১, ২১৩২ গং খতিয়ানে ২৪।০ জমীর ৩০॥৮৮ মধ্য স্বত্ব জমা দেঃ ॥/০ অংশ, মূল্য আঃ ৩০০৲

ঐ থানায় ঐ গ্রামে সোমনপুর মৌজায় ১৬৪,১৬৫ খতিয়ানের ১২/৪৮৶ জমী মায় টিনের ঘর ৩ খানা সহ মূল্য আঃ ২০০৲

(৫০)

১৬৩৪ দেঃজারী ৩২ দাবী ১১৪।৶৬

ডিঃ হরিদাসী দাসী সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ হিরু সেখ দিং সাং ঐ পোঃ ঐ

কৃষ্ণনগর থানায় নিজ কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটী মধ্যে হাবসীপাড়া গ্রামে যোগেন্দ্রনাথ শুকুল অধীন ৮৫৫ খতিয়ানে -৯২শঃ জমীর ১॥/৩ জমা মায় ঘর বৃক্ষাদি সহ মূল্য আঃ ৪০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৮৫৪ খতিয়ানে -৩৮শঃ জমীর ২৲ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৫১)

১৬৭৪ দেঃজারী ৩২ দাবী ২৯৬॥৫

ডিঃ গোমানালি বিশ্বাস সাং ডুমরিয়া

দেঃ মায় বিবি দিং সাং কৃষ্ণনগর পুরাতন কলেজের রাস্তা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতআলি থানায় কৃষ্ণনগর চাঁদসড়ক গ্রামে নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দিং অধীন ১৩৬৯ খতিয়ানে -১৪শঃ জমীর ।৶০ জমা মায় পাকা ঘর সাজসরঞ্জাম দেঃ।০ অংশ, মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৩৬২—১৩৬৫ খতিয়ানে ১-১৬শঃ জমীর ২২/০ জমা মায় ঘর সহ দেঃ।০ অংশ, মূল্য আঃ ১০০৲

(৫২)

১৬৮৪ দেঃজারী ৩২ দাবী ৩০২১৶০

ডিঃ গুণাভিরাম পাঠক সাং সাধনপাড়া

দেঃ নলিন মণ্ডল সাং রুকুনপুর পোঃ মহৎপুর

কোতয়ালি থানায় রুকুনপুর গ্রামে মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় অধীন ৪॥০ জমীর ৬॥/০ ও ২৮১১ একত্রে জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(৫৩)

১৬৮৫ দেঃজারী ৩২ দাবী ৫২৭৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ তিনকড়ি পাল সাং সাহেবনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় বারগোরা গ্রামে শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য অধীন ১৪২।১৪৩ খতিয়ানে ৬-২৫শঃ জমীর ২০।০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৫৪)

১৭০৩ দেঃজারী ৩২ দাবী ৯৮৲

ডিঃ প্যারিমোহন নন্দী সাং নবদ্বীপ

দেঃ কামিনীসুন্দরী বৈষ্ণবী সাং ঐ পোঃ ঐ

নবদ্বীপ থানায় নবদ্বীপ গ্রামে ৩৭৬০ খতিয়ানে -০৩ শঃ জমী মায় টিনের ঘর সাজসরঞ্জাম মূল্য আঃ ৩০৲

দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালত

(১)

১০৮৩ দেঃজারী ৩২ দাবী ৭৩।৶৯

ডিঃ বিজয়গোপাল মিত্র সাং ইছাপুর

দেঃ নগেন্দ্রনাথ দত্ত সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় ইছাপুর গ্রামে ৩৭৪০ খতিয়ানে ৩-২৪ শঃ নিষ্কর লাখেরাজ জমি মূল্য আঃ ৫০৲

(২)

১৫১২ দেঃজারী ৩২ দাবী ১৬৯।৶৩

ডিঃ কুমুদরঞ্জন দত্ত সাং কালীয়াডাঙ্গা

দেঃ বাবুলাল সেখ সরকার সাং ঐ পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় চর কালীয়াডাঙ্গা গ্রামে ১৬০ খতিয়ানে ২-৮০ শঃ জমীর ২।০ নিরিখে জমা মূল্য আঃ ৪০৲

২। ঐ থানায় দাদপুর মৌজায় ভারত সম্রাট অধীন ২২ খতিয়ানের ১-১১ শঃ জমি ১৭৶০ জমা দেঃ।০ অংশ মূল্য আঃ ১৫৲

(

৯৫৭ খাংজারী ৩২ দাবী ২১।৶৩

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ রতন ঘোষ সাং সুলতানপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় গোটপাড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪০৭ খতিয়ানে ১-৭৪শঃ জমীর ২৶৩ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৪)

৯৬০ খাংজারী ৩২ দাবী ২৩॥৬

ডিঃ ঐ

দেঃ উমাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং বিক্রমপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় বিক্রমপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৮৩৮ খতিয়ানে -৭০শঃ জমীর ওটবন্দি জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৫)

১০২১ খাংজারী ৩২ দাবী ১৪৮/৩

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ সাং কাঠালপোতা

দেঃ সুলমান সর্দ্দার সাং রাজিবপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় রাজিবপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৬৫ খতিয়ানে ৩-৩২ শঃ জমীর ৯৶১৫ জমা মূল্য ১০৲

(৬)

১০৫২ খাংজারী ৩২ দাবী ১০৭/৯

ডিঃ শিবনারায়ণ ঘোষ সাং মথুরাপুর

দেঃ ফজি মণ্ডল দিং সাং এলাঙ্গি পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় এলাঙ্গি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৮১।২০৫।১৩৮।১৩৯ খতিয়ানের ১১-৪৬ শঃ জমীর ১৯৮/১০ জমা মূল্য ৫০৲

(৭)

১১০১ খাংজারী ৩২ দাবী ৩২৮৶৬

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ তাছের সেখ সাং শিকড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় শিবচন্দ্রপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ২৫৯ খতিয়ানে ৩৮৩৶ জমীর ওটবন্দি জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৮)

১০৮২ খাংজারী ৩২ দাবী ১২৭।/৬

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ সীতানাথ ঘোষ সাং নিশ্চিন্তপুর, পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় নিশ্চিন্তপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৫১ খতিয়ানে ৯-৭২শঃ জমীর ২৭৮৭॥ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৯)

১১২১ খাংজারী ৩২ দাবী ২১৶৩

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ দিং সাং কাঠালপোতা

দেঃ তারণ খৃষ্টান সাং চাপড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় চাপড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১০২ খতিয়ানে ১-৯৫শঃ জমীর ওটবন্দি জমা মূল্য আঃ ৮৲

(১০)

১১৩২ খাংজারী ৩২ দাবী ২৭৮।৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ জয়দুর্গাদাসী মোং কাঠালপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় কৃষ্ণনগর গ্রামে গৌরিশচন্দ্র রায় অধীন ৫৯৮ খতিয়ানে ২-০৪শঃ জমীর ৬৮৲ জমা দেঃ ॥০ অংশ, মূল্য আঃ ৩০৲

(১১)

১১৯২ খাংজারী ৩২ দাবী ৮৬।৯

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গি সাং গোয়াড়ী

দেঃ গৌরব বিবি সাং বাগবাড়িয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বাগবাড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১০০।২১৭।২৬ খতিয়ানে ৩-৩৮শঃ জমীর ওটবন্দি জমা মূল্য ২৫৲

(১২)

১২৩৪ খাংজারী ৩২ দাবী ৪৬৮৶৬

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ রাধাশ্যামদাস সিংহ রায় সাং নারায়ণপুর কুটীপাড়া পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় বিক্রমপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬৩১ খতিয়ানে ৩-৭৬শঃ জমীর ওটবন্দি জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(১৩)

১২৪০ খাংজারী ৩২ দাবী ১৮৬৶৩

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ [illegible] সাং বড় আন্দুলিয়া পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় গোপীনাথপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৮ খতিয়ানে -৪৩শঃ জমী মুল্য আঃ ২৲

(১৪)

১২৪২ থাংজারী ৩২ দাবী ২০॥৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ নাজু সেখ সাং বড় আন্দুলিয়া পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় বড়আন্দুলিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৮৩ খতিয়ানে -৯২শঃ জমীর জমা মুল্য আঃ ৫৲

(১৫)

১২৪৯ থাংজারী ৩২ দাবী ১০৸৵০

ডিঃ মন্মথপাল চৌধুরী সাং আমিন-বাজার

দেঃ অমুল্য দাস সাং তিলকপাড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মহৎপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৴ জমীর ২৸০ জমা মুল্য ২৲

(১৬)

১২৫০ থাংজারী ৩২ দাবী ১১॥৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

চাপড়া থানায় মহৎপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ॥৩॥ জমীর ৸৴১০ জমা মুল্য ২৲

(১৭)

১২৫১ থাংজারী ৩২ দাবী ৯৩৴০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

চাপড়া থানায় মহৎপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৮৸৪।৴০ জমীর ১৬।৵১০ জমা মুল্য আঃ ১০৲

(১৮)

১২৫৩ থাংজারী ৩২ দাবী ৪৩।৵৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ক্ষিতিশচন্দ্র ঘোষ সাং পাড়ুর-পাড়া পোঃ বাঙ্গালাঝি

চাপড়া থানায় বৃত্তিমহারাজপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬।২।৴ জমীর ৭৸৵১০ জমা মুল্য ৫৲

(১৯)

১২৫৪ থাংজারী ৩২ দাবী ৯৪৸৵৯

ডিঃ ঐ

দেঃ বেছের মণ্ডল দিং সাং পুখরিয়া পোঃ বাঙ্গালাঝি

চাপড়া থানায় দক্ষিণ সোনাতলা গ্রামে ডিঃ অধীন ৮৯ খতিয়ানে ৭.৩। জমীর ১৮।১৫ জমা মুল্য আঃ ১০৲

(২০)

১২৫৫ থাংজারী ৩২ দাবী ১০৯॥৶৯

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ ফত্তব সেখ হুটরো সাং শিকড়া পোঃ বাঙ্গালাঝি

চাপড়া থানায় শিকড়া গ্রামে ডিঃ অধীন ১০৫।৩৫৫। খতিয়ানে ৮-৪১শঃ জমীর ১৭॥৶১৫ মুল্য জমা আঃ ৪০৲

(২১)

১২৬০ থাংজারী ৩২ দাবী ৪০।৵৬

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহরায় সাং নাকাশী-পাড়া

দেঃ মুমু বিবি দিং সাং কালীগঞ্জ পোঃ ঐ

নাকাশীপাড়া থানায় বিক্রমপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৩৪ খতিয়ানে ৬-৫৬শঃ জমীর ১২৲৯ জমা মুল্য ২৫৲

(২২)

১২৭৫ থাংজারী ৩২ দাবী ৪২৸৴৬

ডিঃ সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ আতর সেখ বেত্তো সাং পদ্মমালা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় পদ্মমালা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৭৪ খতিয়ানে ২-৪০শঃ জমীর ৮৸৴১৫ জমা মুল্য ২০৲

(২৩)

১২৮০ থাংজারী ৩২ দাবী ১০।৴৩

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ প্রতাপ ঘোষ সাং নিশ্চিন্তপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় নিশ্চিন্তপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৩৩ খতিয়ানে -২১ শঃ জমীর ॥৶৬ জমা মুল্য আঃ ৫৲

(২৪)

১৩১৪ থাংজারী ৩২ দাবী ১৫৫॥৴৩

ডিঃ সতীশচন্দ্রপালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ গনি মণ্ডল দিং সাং হাটখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় হাটখোলা গ্রামে ডিঃ অধীন ১৩০ খতিয়ানে ১১-৬২শঃ জমীর ২৫৵৯ জমা মুল্য আঃ ৪০৲

(২৫)

১৩১৫ থাংজারী ৩২ দাবী ৩৩৲৩

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ গোরাচাদ সেখ দিং সাং গোয়াল-চাদপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় ভবানীপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬৫ খতিয়ানে ১-৪৫শঃ জমীর ওটবন্দি জমা মুল্য আঃ ১০৲

(২৬)

১৩১৬ থাংজারী ৩২ দাবী ৪০।৴৯

ডিঃ ঐ

দেঃ হবালিশ সেখ সাং গোয়াল-চাদপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় ভবানিপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫২ খতিয়ানে ১-৮৫শঃ জমীর ওটবন্দি জমা মুল্য আঃ ১০৲

(২৭)

১৩২৮ থাংজারী ৩২ দাবী ৯১।৶০

ডিঃ দামিনীসুন্দরী দাসী সাং কলিকা

দেঃ ভরত ঘোষ দিং সাং চাঁদপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় চাঁদপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩১ খতিয়ানে ১৮-৪২শঃ জমীর ৩০৸৮ জমা দেঃ ৸০ অংশ মুল্য আঃ ৫০৲

(২৮)

১৩৩৮ থাংজারী ৩২ দাবী ৭৯॥৴৩

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ রায় সাং কাঁঠালপোতা

দেঃ তোমেজ সেখ সাং বাদলাজিয়া পোঃ বাঙ্গালাঝি

চাপড়া থানায় পদ্মমালা গ্রামে ডিঃ অধীন ১৮৭ খতিয়ানে ৮-৬১শঃ জমীর ৩৪॥৵১০ জমা মুল্য আঃ ২০৲

(২৯)

১৩৩৯ থাংজারী ৩২ দাবী ২৩॥৴৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ছবদুলহোসেন বিশ্বাস দিং সাং রাজিবপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় রাজিবপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৬৮—৭১ খতিয়ানে ৫-০৬শঃ জমীর ২৬৲ জমা মুল্য আঃ ১০৲

(৩০)

১৪৪৩ থাংজারী ৩২ দাবী ৬৩।৶৬

ডিঃ নিত্যকালী দেবী সাং মেহেরপুর

দেঃ মোজাহার সেখ দিং সাং বীরপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় সারবাড়ী গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২১৯ খতিয়ানে ৫-১৮শঃ জমীর ৯৸৴১৫ জমা মুল্য আঃ ৩০৲

— —

নূতন দল

নিখিল ভারত জাতীয় দল নামক একটী রাজনৈতিক সঙ্ঘ গঠিত হইতেছে।

দিল্লীতে স্যার হরিসিং গৌরের সভা-পতিত্বে হিন্দু সদস্যদিগের একটী সভা আহুত হয়। তাহারা সিদ্ধান্ত করেন যে দেশের ডাকে জাতীয়দল সারা ভারতে উহার কার্য্য কারিতায় প্রসারবৃদ্ধি করিতে চায়; এই কারণে বর্ত্তমান সঙ্ঘ কর্ত্তৃক একটি কার্য্য তালিকা গৃহীত হইয়াছে এবং ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের সমস্ত নেতাকেই এই নূতন সঙ্ঘে যোগ দান করিতে বলা হইতেছে।

চৈতন্য মঠের গ্রন্থাবলী

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ। (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটি অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার সম্ভার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲।

ইংরাজী ভাষায় নূতন গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা
প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়
ঠিকানা:—শ্রীমাধবগৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল-অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৶০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উদ্ধারের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'দম্ভব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'অসৎসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিনাশিনী জীবাত্মস্বরূপ-বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-আনন্দদায়িনী জীবন্ত বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাম-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসভারতী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যধর্ম্ম, শ্রীধর স্বামীপাদ, মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মাহাত্ম্য, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজনপথ, শ্রীমর্ত্ত্য বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও ভগবৎপ্রিয়তা, শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীগীতাদেবের আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও পরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য" অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দাম্ভিক ও বিদ্বদ্রূঢ়ির শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদ-বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২॥০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড** শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

শিখ ও মালা

কলিকাতার শিখ-অধিকার-সম্মেলনের সভাপতি এবং অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক পণ্ডিত মালব্যজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং পাঞ্জাবের বহিঃস্থিত শিখদিগের অধিকার সম্বন্ধে কি-ব্যবস্থা হইবে, সে বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করেন। ভবিষ্যতে শিখদিগের কিরূপ রক্ষার ব্যবস্থা হইবে, সে-সম্বন্ধেও আলোচনা হয়।

মালব্যজী তাঁহাদিগকে একখানি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে বলেন এবং আগামী এলাহাবাদ সম্মেলনে তিনজন প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে উপদেশ প্রদান করেন।

মুক্তি

নিখিল-বঙ্গ-ছাত্র-সঙ্ঘের সম্পাদক এবং অপর তিনজন সদস্য কারাবাসের সময় উত্তীর্ণ হওয়ায় মুক্তি লাভ করিয়াছেন। ছাত্রসঙ্ঘ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক বে-আইনী ঘোষিত হয়।

ব্যারিষ্টার গ্রেপ্তার

মিষ্টার পি, আর, সেন ব্যারিষ্টার এক বৎসর মাত্র বিলাত প্রত্যাগত হইয়াছেন। তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির একজন সম্পাদক ছিলেন, এই জন্য তাঁহাকে সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

অর্ডিনান্সের ভাগ্য

ন্যাশনালিষ্ট পার্টির চিফ্ হুইপ মিষ্টার এস্. জি. ঘোষ প্রকাশ করিয়াছেন যে, আগামী ২৯শে নভেম্বর তারিখে এসেম্বলিতে অর্ডিনান্সের ভাগ্য নির্দ্ধারিত হইবে; অতএব যাঁহারা পুর্ব্ব পুর্ব্ব ভোটের দিনে অনুপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা যেন ঐ দিন উপস্থিত থাকেন।

নেতার অস্ত্রোপচার

মুসলমান নেতা ডাক্তার আনসারীর মুত্রাশয়ে টিউমার হওয়ায়, তাঁহার উপর অস্ত্রোপচার আবশ্যক। ইহাতে তাঁহার মৃত্যুও হইতে পারে; সেই জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বিনাসর্ত্তে মুক্তিদান করিয়াছেন।

কিস্তি খেলাপ

ইউরোপের যে সমস্ত জাতি আমেরিকার যুক্তরাজ্যের নিকট টাকা কর্জ্জ করিয়াছে, তাহারা আগামী ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে টাকা না দিতে পারিলে কিস্তি খেলাপ বলিয়া গণ্য হইবে। আমেরিকার কংগ্রেস নাকি এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই কর্জ্জ অধমর্ণদেশের কাগজি নোট দ্বারা পরিশোধের কথাও উঠিয়াছে। সম্ভবতঃ আমেরিকা কর্জ্জ টাকার দোহাই দিয়া আন্তর্জ্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মেলনে নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে সুবিধার চেষ্টায় আছেন।

অস্পৃশ্যতা

মিষ্টার গান্ধি প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহার এবং মিঃ কালাপ্পানের পক্ষে গুরুবায়ুর মন্দিরে অস্পৃশ্যদের প্রবেশ সম্বন্ধে প্রায়োপবেশন অনিবার্য্য হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য যেন অন্য কেহ উপবাস না করেন।

অপর মন্দিরসমূহে প্রবেশাধিকারের জন্য যেন ক্রমাগত চেষ্টা চলিতে থাকে।

তিনি সত্যাগ্রহ অবলম্বন করিতে নিষেধ করেন।

এলাহাবাদের চুক্তি

এলাহাবাদ-চুক্তিটা কিছুই নহে— এইরূপ ধারণা করাইবার জন্য বিলাতের অনেকে বদ্ধপরিকর। মৌলানা সৌকত আলি, ডাক্তার আন্সারি এবং মিঃ শারওয়ানি প্রচার করিতেছেন যে, যাঁহারা মনে করেন এলাহাবাদের সংহতি সম্মেলনের সিদ্ধান্ত কোন কাজের নহে, তাঁহারা মহা ভ্রান্ত।

গোলটেবিল বৈঠক

বিলাতের গোলটেবিল বৈঠকের কোন ক্ষমতা নাই; উহা কেবল পরামর্শ সভা মাত্র—এইরূপ কথা মিঃ চার্চ্চিল প্রকাশ করিতেছেন

বোম্বাই অর্ডিনান্স

বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার হোম মেম্বর প্রকাশ করিয়াছেন যে—গবর্ণমেণ্ট অর্ডিনান্সটী আপাততঃ এক বৎসরের জন্য কার্য্যকরী করিতে সম্মত আছেন, তবে গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছামত এক বৎসর পরে গেজেটে বিজ্ঞাপনমাত্র দিয়া ঐ অর্ডিনান্স অনধিক দুই বৎসরের জন্য কার্য্যকরী করিতে পারিবেন।

কমন্সে অত্যাচার (?)

হাউস্ অব কমন্সে মিষ্টার টমাস উইলিয়ামস ভারত সচিবকে প্রশ্ন করেন যে, মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট চিলমারা গ্রামের বলাই গুচ্ছাটের উপর এইরূপ আদেশ দিয়াছেন কি না, যে, তাঁহাকে নোটিস পাইবার দিন হইতে প্রতি সপ্তাহে দুইবার করিয়া আনন্দপুরে তরকারি বিক্রয় করিতে যাইতে হইবে? এইরূপ করিতে তাহাকে বাধ্য করা হইবে কি? বলাই গুচ্ছাট পুর্ব্বে প্রতিদিন আনন্দপুর বাজারে তরকারি বিক্রয় করিতে যাইত। এখন তাহাকে সপ্তাহে দুইবার করিয়া আনন্দপুরের সাবরেজিষ্ট্রার মহাশয়ের নিকট তরকারি লইয়া হাজিরা দিতে বাধ্য করা হইবে কি না? অর্ডিনান্সের উক্তরূপ প্রয়োগ গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত কি না?

ভারত সচিব উত্তর করেন যে, তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এইরূপ একটী প্রশ্ন উত্থিত হইবার কথা অবগত আছেন। প্রশ্নকর্ত্তা অনারেবল মেম্বর মহাশয়কে তিনি এ বিষয়ে ভারতের ব্যবস্থাপক সভায় যাহা হইয়াছে, তাহার একখণ্ড প্রতিলিপি পাঠাইবেন। তাহাতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন যে, এ-বিষয়ে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে।

সোস্যালিষ্ট নহি

মিঃ টি, উইলিয়ামস্ জিজ্ঞাসা করেন যে, এইরূপ হাস্যোদ্দীপক আদেশ ম্যাজিষ্ট্রেটের পদের গাম্ভীর্য্য নষ্ট করিয়াছে কি না? তিনি আরও জিজ্ঞাসা করেন যে ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে তরকারির দর ঠিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে কি না?

ভারত সচিব বলেন যে তদন্তে হয়ত প্রকাশ পাইবে যে এইরূপ আদেশ দেওয়া অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই আজ্ঞা উপকার প্রসবও করিতে পারে। ভারত গবর্ণমেণ্ট সোস্যালিষ্ট অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক নহে যে, দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন।

কেলাপ্পান অসুস্থ

অস্পৃশ্যদিগের মন্দির আন্দোলনের নেতা শ্রীযুক্ত কেলাপ্পান অসুস্থ হইয়া হাসপাতালে আছেন; তাঁহার অস্ত্রপ্রদেশে একটা স্ফোট হইয়াছে। ডাক্তার বলেন যে, তাহাকে রঞ্জনরশ্মি দ্বারা পরীক্ষা করিতে হইবে এবং তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ বিশ্রামের ব্যবস্থা করাই বাঞ্ছনীয়।

শাসন সন্দর্ভ—আইন অমান্য

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক শাসন রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে ১৯৩০-৩২১ খৃষ্টাব্দের বঙ্গদেশের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার কথা কীর্ত্তিত আছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, বঙ্গদেশে দশমাস যাবৎ আইন অমান্য আন্দোলন চলিয়াছে। বে-আইনী সঙ্ঘ অর্ডিনান্সের প্রয়োগ হয় নাই। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে আইন অমান্য আন্দোলন ক্রমে ক্রমে হীনবল হইয়া আসে। জানুয়ারি মাসে বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারি তারিখে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে ভারতীয় কাগজওয়ালারা অসন্তোষ প্রকাশ করেন; কারণ, স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু সমস্ত রাজনৈতিক অপরাধিদিগকে ক্ষমা করিবার এবং মুক্তিদান করিবার কথা বলেন এবং প্রধান মন্ত্রী তাহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন।

চুক্তি ও শান্তি

গান্ধী-আরউইন চুক্তির পরই দেশে শান্তির বাতাস বহিতে থাকে; অর্ডিনান্স প্রত্যাহৃত হয়, স্থানে স্থানে স্ব-স্ব ব্যবহারোপযোগী লবণ প্রস্তুতেরও অনুমতি দেওয়া হয়। কংগ্রেসও ট্যাক্সবন্ধ আন্দোলন বন্ধ করিয়া দেন; তবে মেদিনীপুর এবং বাখরগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে অশান্তি ও আন্দোলন চলিতে থাকে। সংবাদপত্রগুলি এই চুক্তিটীকে যুদ্ধের মধ্যে ক্ষণিক বিরাম মাত্র বলিয়াই প্রচার করিতে থাকেন।

ফাঁসি ও খুন

তাহার পর ভগৎসিং প্রভৃতি বিদ্রোহীর প্রাণদণ্ড হয়। এই ব্যাপারে ভারতীয় সংবাদপত্রে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইল; কোন কোন সংবাদপত্র তাঁহাদিগকে বীর দেশহিতৈষী বলিয়া প্রচার করায় অপরিপক্বমতি বালকেরা উৎসাহিত হইয়া মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট পেডিসাহেবকে হত্যা করিল।

গৃহবিবাদ খুন বন্যা

তাহার পর রিপোর্টে সুভাষবসু ও মিঃ সেনগুপ্তের গৃহবিবাদ, সনিক হত্যা, দীনেশের ফাঁসি, উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গের বন্যা, গোমার কাহিনী, হিজলী হত্যা, হিজলীর কারারক্ষকগণ কর্ত্তৃক বন্দিহত্যা প্রভৃতির বিষয় উল্লিখিত আছে।

শান্তির কথাবার্ত্তা

রিপোর্টে বড়লাট লর্ড আরউইন এবং গান্ধির শান্তি সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তার উল্লেখ আছে; ইহাতে আরও উল্লিখিত আছে যে গান্ধি-আরউইন বার্ত্তা সত্ত্বেও অশান্তি চলিতে থাকে।

অর্ডিনান্সের যুগ

আইন অমান্য আন্দোলন, ট্যাক্স-বন্ধ আন্দোলন প্রভৃতি অশান্তিকর ব্যাপার চলিতে থাকায় বে আইনী-উত্তেজনাকরণ-নিবারক-অর্ডিনান্স এবং বে-আইনী সঙ্ঘ অর্ডিনান্স প্রভৃতির প্রচলন করিতে হয়।

টেলি শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈনিক

Reg No C1544

নদীয়া প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার · নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২২২তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৩ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার ১৩৩৯, ২৯শে নভেম্বর ১৯৩২

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে

প্রতি ইঞ্চি ১৲

প্রতি কলম ৬৲

অৰ্দ্ধ কলম ৩৷৹

সিকি কলম ২৲

চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার

অগ্রিম দেয়

বার্ষিক ৯৲

ষাণ্মাসিক ৫৲

ত্রৈমাসিক ২৸৹

মাসিক ১৲

নগদ

সংখ্যা ৵৫

দস্যু ও পুলিসে যুদ্ধ

গান্ধী-আশ্রমে আহার সঙ্কোচ

দাঙ্গায় ১০৭ জন আহত

বোগড়ায় সৈন্যদল

স্বামী ও পুত্র হত্যা

মন্দির ও প্রায়োপবেশন

তারাবেন গ্রেপ্তার

রণবীর সিংহ উধাও

আলোয়ার রাজ্যে দাঙ্গা

মালব্য ও ইউরোপীয় সঙ্ঘ

বিলাতে ভারত কথা

নানা কথা

দস্যু ও পুলিশে যুদ্ধ

গত সেপ্টেম্বর মাসে ব্রহ্মদেশের একজন ফরেষ্ট অফিসার দস্যুদলের হস্তে প্রাণ ত্যাগ করেন; একদল পুলিশের লোক তাহাদের অনুসরণ করে। পাহ-অঞ্চলে উভয় দলে সংঘর্ষ হয়। গুলী চালাচালি হওয়ার ফলে একজন কনষ্টেবল ও দুই জন দস্যু হত হয়।

—

দাঙ্গায় ১০৭ জন আহত

খিদিরপুর পোষ্ট অফিসের নিকট দুইটী ভীষণ দাঙ্গা হয়। প্রথম দাঙ্গায় ১০৭ জন আহত হয় এবং দ্বিতীয় দাঙ্গায় দুই জন আঘাত প্রাপ্ত হয়। দুই দল নাবিকের মধ্যে বহুদিন হইতে বিবাদ চলিতে থাকে প্রথম দাঙ্গার পর ঐ বিবাদ বর্দ্ধিতাকার ধারণ করে। তাহার পর উভয় দল পোষ্ট অফিসে কর্ম্ম প্রার্থীরূপে আসিয়া সমবেত হইয়া দাঙ্গা করে। যাহাহউক, কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করায় দাঙ্গা থামে।

—

স্বামী ও পুত্র হত্যা

জোহান্সবর্গে এক লোমহর্ষণ হত্যা-কাণ্ডের বিচার হইয়া গেল। ডেজিলাউস ডিমেঙ্কার নাম্নী স্ত্রীলোক তাহার দুই পুত্র স্বামীকে সেঁকো বিষ প্রয়োগে হত্যা করিয়া, বিংশ বর্ষীয় পুত্রকে একশত পাউণ্ড বীমার জন্য হত্যা করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত হয়। বিবি নিজেকে নির্দ্দোষ বলেন।

প্রায় দেড়মাস ব্যাপী বিচারের পর প্রতিপন্ন হয় যে সে স্বামীদ্বয়কে হত্যা করে নাই, তবে ১০০ পাউণ্ডের লোভে পুত্রহত্যা করিয়াছে। বিচারক প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

— —

তারাবেন গ্রেপ্তার

গান্ধিআশ্রমের তারা বেন মোডিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে। তিনি গুজরাট কংগ্রেস কমিটীর ২৩শ ডিক্টেটর ছিলেন। গ্রেপ্তারের সময় তিনি কয়রা জেলায় কংগ্রেস প্রচার কার্য্য করিতেছিলেন।

—

বিলাতে ভারতকথা

ভারতীয় এবং ইংলণ্ডীয় ব্যবসায় বাণিজ্য ও আর্থিক সম্বন্ধীয় ব্যাপারের সুমীমাংসা করিবার জন্য ইংলণ্ডের ব্যবসায়ী মহলের প্রধান প্রধান ব্যক্তি লইয়া গঠিত একটী বিশেষজ্ঞ কমিটির সহিত রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সের প্রতিনিধিবৃন্দের পরামর্শ চলিতেছে।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয়

মুসলমানদিগের পক্ষ হইতে আগাখাঁ, চৌধুরী জাফারুল্লা খাঁ, এবং এ, এচ গজনবী সাহেবের সহিত স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর দাস, স্যার কওয়াসজী জাহাঙ্গীর এবং ডাক্তার আম্বেদকরের একটা বুঝা-পড়া হইতেছে। ভারতে যুক্তরাষ্ট্র শাসন স্থাপিত হইলে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের সহিত প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের কিরূপ সম্পর্ক দাঁড়াইবে সেই সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

শেষ কবে?

বিলাতে রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সের কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। আগামী ২০শে ডিসেম্বরের মধ্যে কার্য্য শেষ করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পারিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	এলাহাবাদ	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীধাম বৃন্দাবন	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	এলাহাবাদ
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	দিল্লী	১১ শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	ঐ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসম্বন্ধ গিরি	প্রয়াগ	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	ঐ		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

মূল মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভজনাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেবাবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ গুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি. বি. ৩১১৫

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ দাসাধিকারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতি, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধব দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নলিনাক্ষ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅভয়চরণ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীসনন্দকুমার দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালী দাসাধিকারী। শ্রীপাবন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযজ্ঞেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী,

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ সাউথ মালাকা প্রয়াগ ষ্টট, পি

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীতারপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সগড়ার, পুরী, উড়িষ্যা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন,

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুয়রকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শন।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া

এখানে বড় ভুবনমোহন শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবংশীমোহন

(৩১) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ,

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) বাসুদেবগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
শ্রীধাম - মায়াপুর - নদীয়া

সপ্তম বর্ষ. { ১৬ই কেশব গৌরাব্দ ৪৪৬. ১৩ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯. ২৯শে নভেম্বর ইং ১৯৩২ মঙ্গলবার } ২২১তম সংখ্যা

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

সংক্ষিপ্ত ডায়েরী

দ্বাত্রিংশ দিবস

শ্রীধাম বৃন্দাবন

শ্রীপাদ বন মহারাজের বক্তৃতা

(২)

বৈরাগ্যের নামে কপটতা, কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির লালসা থাকা উচিত নয়। ভগবানের কৃপা যখন আচার্য্য-রূপে জগতে অবতীর্ণ হ'ন, তখন সেই বৈকুণ্ঠদূত আচার্য্যের চেতনময়ী বাণী কর্ণ-দ্বারে শুনতে শুনতে জীব বাস্তব রাজ্যের কথা জানতে পারে। বিষয়-বিগ্রহ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তোষণ-দ্বারাই আমাদের নিত্য মঙ্গল সাধিত হয়। তদ্ব্যতীত আর দ্বিতীয় উপায় নাই। কৃষ্ণ-সেবার অনুকূল বস্তুসমূহ গ্রহণ করতে হবে এবং প্রতিকূল বস্তু পরি-ত্যাগ করতে হবে; সেইটাও সেবার অঙ্গ। জগতে যত কিছু ভাল ভাল জিনিষ আছে, বা বৈজ্ঞানিক উপায়ে আবিষ্কৃত হইয়েছে তৎসমস্তই কৃষ্ণের সেবায় লাগিয়ে দিতে হইবে। যে-সমস্ত জিনিষ কৃষ্ণ-সেবায় না লাগে, সে-সমস্ত পুড়ে ছাই হয়ে যাক্ আপত্তি নাই।

ইংরাজিতে বক্তৃতা

শ্রীপাদ বন মহারাজ বঙ্গভাষায় বক্তৃতা সমাপন করিয়া পুনরায় শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে ইউরোপীয় মহিলাগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক যৎকিঞ্চিৎ বক্তৃতা করিয়া বলেন যে, শ্রীগৌড়ীয় মঠ যে সনাতন ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, তাহা জাতি নির্ব্বিশেষে সকলেরই গ্রহণীয় এবং তৎসম্বন্ধে শ্রবণের অধিকার সকলেরই আছে। এই ধর্ম্ম চেতন জীব মাত্রেরই ধর্ম্ম। যে কৃষ্ণের কথা আপনারা শুনিতেছেন, সেই কৃষ্ণ কোন ঐতিহাসিক পুরুষ বিশেষ নহেন। যিনি বাস্তব সত্য (Absolute Reality বা Spiritual Despot)। তাঁকেই কৃষ্ণ বলিয়া জানুন। আর জগতের চেতন-ময় যত জীব, সকলেই তাঁর দাস। "কেহ মানে কেহ না মানে, সবে তাঁর দাস"। কৃষ্ণ পূর্ণ ও বিভু-চেতন বস্তু এবং জীব সকল তাঁহার বিভিন্নাংশ অণুচেতন মাত্র। সেই বিভু-চেতনের সেবাই অণুচেতনের একমাত্র নিত্য ধর্ম্ম। বাস্তব সত্যে পৌঁছিতে হইলে সেই নিত্য ধর্ম্ম গ্রহণ ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। আপনারা কর্ম্ম-কাণ্ডী (Elevationist) ও জ্ঞানকাণ্ডীদিগের (Salvationist) কথা অনেক শ্রবণ করিয়াছেন। পরোপকারব্রত-গ্রহণ-কারিগণ (Altruists) কর্ম্মকাণ্ডিদেরই অন্তর্গত। এই দুই শ্রেণীর কার্য্যপ্রণালীর ভূমিকা ও উদ্দেশ্য বিচার করিয়া দেখুন, উভয়েই অনিত্য ও ক্ষণস্থায়ী। ইহা দ্বারা আমাদের কোন নিত্যমঙ্গল বা চিরস্থায়ী সুবিধা হ'তে পারে না। Altruistদের বিচারে যে পরোপকার তাহা কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য মাত্র। জ্ঞানকাণ্ডিগণ একবারে চরম সীমায় (extreme) গিয়া যাবতীয় সত্ত্বা বিনাশের জন্য (Annihilation of cognition, volition and emotion) প্রচেষ্ট। Cogniton, volition, emotion প্রভৃতি সমস্তই মান-সিক বৃত্তি এবং অনিত্য ও অস্থায়ী। চিদ্‌রাজ্য (Transcendental) Region সেরূপ অনিত্য ও অস্থায়ী বা ক্ষণ ভঙ্গুর নহে। চিদ্ বস্তুর সেবা ও নিজ নিজ দেহ মনের সেবা এক নহে। আমরা আমাদের স্বরূপটী ভুলে গিয়েছি ব'লে এই অস্থাবস্থা ঘটেছে।

আমাদের বর্ত্তমান স্থূল ও সূক্ষ্ম আধার-গুলির চেষ্টায় অধোক্ষজ বাস্তব সত্য জানতে পারা যা'বে না। জীবের দুর্দ্দশা দেখে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। মায়াবদ্ধ জীবের মঙ্গলের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু যে চেতনময়ী বাণী প্রচার ক'রে গিয়েছেন, তাহা সাধুমুখ-থেকে ক্রমাগতঃ শুনতে হবে এবং কৃষ্ণ-সেবায় আত্মোৎসর্গ করতে হ'বে। তজ্জন্য সদ্‌গুরু-পাদপদ্মে শরণাগত হ'তে হ'বে। স্বার্থ-পরতা (Selfishness) কিম্বা স্বার্থহীনতা (Selflessness)—এদুয়ের কোনটীর দ্বারা কিছু মঙ্গল হবে না। কেবল গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ (Selfsurrender) আবশ্যক। তা' হ'লেই সেবোন্মুখ চিত্তে বাস্তব সত্য কৃপাপূর্ব্বক স্ফুরিত হ'বেন। অন্য দেব-দেবীকে আমরা ঘৃণার চক্ষে দেখিব না। আপনাদের সহিত আমাদের স্বরূপে কোন ভেদ নাই, যদি আমরা সেই Absolute এর সেবাতেই নিযুক্ত থাকি। পরস্পর স্বরূপে অবস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত বাস্তব মিলন (Harmony) বা শান্তি (peace) স্থাপিত হ'তে পারে না; অন্যথায় মর্ম্মে ঈর্ষাদ্বেষ বিরোধ থাকিবেই থাকিবে। আপনারা যেরূপ ধীরভাবে মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করলেন, তজ্জন্য আমি শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পক্ষ হইতে আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

শ্রীল ভারতী মহারাজের বক্তৃতা

শ্রীপাদ বন মহারাজের বক্তৃতার পর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ ভারতী মহারাজকে কিছু হরিকথা কীর্ত্তন করিবার আদেশ করিলে স্বামীজী মহারাজ দণ্ডায়মান হইয়া বলেন,—"অদ্য শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের অপ্রকট বাসর। একমাসের অধিক হ'ল আমরা গৃহ পরি-ক্রমা ছেড়ে শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে দ্বাদশ-বন পরিক্রমা করছি। আজিকার কথাটা মনে হ'লে একদিকে বিরহ ও অপর দিকে পরম আনন্দ। বাবাজী মহারাজের বিরহ-জন্য আমাদের দুঃখ এবং তাঁ'রই অপ্রকট বাসরে আজ বৃন্দাবনে উৎসবের আনন্দ। বাবাজী মহারাজ সামান্য বস্তু মাত্র ছিলেন না।" স্বামীজী ভাগবতের "জন্তো কথাং নিমুখ্য দৈবাৎ" ইত্যাদি শ্লোকটী আবৃত্তি করিয়া বলেন যে, —যে সমস্ত লোক কৃষ্ণসেবা থেকে দূরে এসে পড়েছে, তা'দিগকে উদ্ধার করবার জন্য ভগবান্ কখনও স্বয়ং আসেন, কখনও বা তাঁহার নিজ জনগণকে পাঠিয়ে দেন, তাঁর নিত্য সেবায় সকলকে নিযুক্ত করবার জন্য। আমাদের পরম গুরুদেব শ্রীভগবানের নিজ জন; তিনি এসেছিলেন জীব উদ্ধারের জন্য। তাঁর অপ্রকট-বাসরে তাই আমরা তাঁর বিরহ-দুঃখ অনুভব করিতেছি। কিন্তু তিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য যাহা করে গিয়েছেন, তাহাতে আমরা পরমানন্দিত।"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

১৬ কেশব [illegible] ৪৪৬

ভক্তিরঞ্জন শ্রীল জগবন্ধু

সংসারে আমরা দেখিতে পাই, গুণগ্রাহীও গুণবানের গুণ গুণবানের জীবিতাবস্থায় ততটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না, যতটা তাঁহার অভাবে গুণগ্রাহীর হৃদয়কন্দরে স্থান লাভ করে। একমাত্র হিংসানলে সংদহ্যমান ব্যক্তি ব্যতীত সকলেই পরলোকগত ব্যক্তির গুণাবলীর কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সুতরাং কোন্ ব্যক্তির কতটা গুণ, তাহা সম্যক্‌রূপে নির্ণীত হয় সেই ব্যক্তির লোকান্তর-গমনে। তাই অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক মহাপুরুষ জীবিতাবস্থায় লোকের যতটা শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হন, দেহান্তে তাঁহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক বর্দ্ধিত হয়। ক্রুশে বিদ্ধ হইবার পর মহাত্মা যীশুখ্রীষ্টের প্রতি জেরোজেলাম প্রভৃতি স্থানের অধিবাসিগণের শ্রদ্ধা বহুগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। পয়গম্বর মহম্মদও ইহার আর একটী উদাহরণ।

উপরে প্রাকৃত জগতের বিষয় আলোচিত হইল। অপ্রাকৃত বৈষ্ণব-বিশ্বের প্রতি দৃষ্টি-স্থাপনের সৌভাগ্য লাভ করিলে আমরা দেখিতে পাইব, জন্ম-মৃত্যুর অতীত রাজ্যের অধিবাসী মহাভাগবতগণ সংসারাসক্ত জীবগণের উদ্ধার মানসে প্রপঞ্চে প্রকট লীলা আবিষ্কারপূর্ব্বক শুদ্ধ সেবাদর্শ প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে এই সেবা-সুষমায় শত সহস্রগুণে মাতাইয়া তুলিবার নিমিত্তই সময় মত অপ্রকটলীলাভিনয় করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবের এই সুচাতুরী আমাদের লক্ষ্যের বিষয় হইলে আমরা দেখিতে পাই—

"কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি আর।"

তখন, "হায়, এহেন মহাবস্তু কেন আদর করিলাম না, কেন তাঁ'র পাদপদ্ম সেবা করিয়া ধন্য হইলাম না, কেন এমন ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলাম, যাহাতে তাঁ'র সঙ্গ হইতে বিচ্যুত হইতে হইল।"—এই প্রকার বিরহ বেদনা আসিয়া আমাদিগকে আপ্লুত করে। পাঠক, এই যে বিরহবেদনা সূচক আর্ত্তি—ইহা প্রাকৃত শোক-শেলের অন্তর্ভুক্ত নহে, ইহা প্রেম সেবা; এই সেবার পারিভাষিক শব্দ 'বিপ্রলম্ভ'। এই জগতের সাধন-রাজ্যে এই 'বিপ্রলম্ভ'-সেবা লাভের যোগ্যতা হয়। ইহার ভিতর পরানন্দামৃত-লহরী সুপ্তভাবে আছে। যখন বিপ্রলম্ভ সম্মিলনের উৎকর্ষ্য অনন্তগুণে বর্দ্ধিত করে, তখন ঐ লহরী আপন মনে যদৃচ্ছাক্রমে ক্রীড়া করিতে থাকেন। এই জন্যই শাস্ত্রে বলেন,—

"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ তাহা পরানন্দ সুখ॥"

দেখিতে দেখিতে আজ দুই বৎসর অতীত হইল, পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রেষ্ঠাগ্র্য জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয় আমাকে নিতান্ত সেবাবিমুখ দেখিয়া, তাঁহার মূর্ত্তিমতী সেবাতেও আমার দৃষ্টি পড়িতেছে না দেখিয়া—তাঁহার অপ্রকট-লীলায় যেন আমি তাঁহার সেবা-চন্দ্রিমালোকে মুগ্ধ হইয়া জীবন সার্থক করিতে যত্নবান হই, যেন তাঁ'র অহৈতুকী করুণার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার পাদপদ্মের উদ্দেশ্যে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া ধন্য হইতে পারি, তন্নিমিত্ত নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। ধিক্ আমাকে—আমি এখনও শ্রেষ্ঠাগ্র্য ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের শ্রীচরণে অনুরাগবিশিষ্ট হইতে পারিলাম না; শত ধিক্ আমাকে—এখনও আমি জগজ্জনের বন্ধুকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ না করিয়া জগতের লোকরঞ্জনে, গণরঞ্জনে, গণমনোরঞ্জনে প্রমত্ত হইয়া প্রতিষ্ঠাশা-লাভাশায় কল্পনার স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছি; সহস্র ধিক্ আমাকে—এখনও আমি ভক্তিরঞ্জনের সেবালোকে আকৃষ্ট না হইয়া 'ভক্তি'র নামে ইন্দ্রিয়ানুরক্তিকে, 'ভাবুকতা'র নামে কামুকতাকে এবং 'সেবা'র নামে ভোগরূপ অপস্বার্থপরতাকে বরণ করিতেছি। মূঢ় আমি, তাই চিনিতে পারিলাম না সেই জগদ্বন্ধুকে—যিনি জগতের বন্ধু বলিয়া কোটি-কণ্টকরুদ্ধ শুদ্ধভক্তিমার্গকে কলির রাজ্যের অধিবাসিগণের নিকটও সুগম করিবার নিমিত্ত, জগদ্বাসীকে সংকীর্ত্তন-বেদীতে আকৃষ্ট করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবের শুদ্ধ-প্রেম-প্লাবনে প্লাবিত করিবার নিমিত্ত—যে অর্থরাশি মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, অনাহারে, অনিদ্রায়, অবিশ্রামে দিন কাটাইয়া শরীরের রক্ত জল করিয়া কঠোর পরিশ্রমে উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, সেই প্রাণাপেক্ষা প্রিয় রাশি রাশি অর্থদ্বারা কলিকাতা মহানগরীতে বাগবাজারে গঙ্গার তটপ্রদেশে সংকীর্ত্তন-যজ্ঞপীঠ শ্রীগৌড়ীয়-মঠের শ্রীমন্দির প্রস্তুত করিয়াছেন।

পেচক-স্বভাববিশিষ্ট আমি কুবিষয়ের অন্ধতম প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ থাকিয়া হয় ত' বলিব—"জগতে কারুকার্য্যখচিত নয়ন-মনোমুগ্ধকর কত হর্ম্ম্য রহিয়াছে, কত সুন্দর সুন্দর মঠ মন্দির রহিয়াছে; তাহা হইলে জগবন্ধু এমন কি কার্য্য করিলেন, যন্নিমিত্ত তাঁহার জন্য এত পাগল হইতে হইবে, যাহার জন্য তাঁহার গুণ সহস্র-বদনে কীর্ত্তন করিতে হইবে, যাহার নিমিত্ত বিশ্ববাসীকে তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিতে অনুরোধ করিতে হইবে?" যদি আমরা দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়া জগতের দিকে তাকাই, তাহা হইলে দেখিতে পাইব—ধরিত্রীর বক্ষে সৌধাবলীর অভাব না থাকিলেও, উহাদের কোন কোনটী উদ্ভ্রান্ত পার্থিব প্রেমের প্রদর্শনী, কোন কোনটী অচিন্মাত্রবাদের প্রতীকস্বরূপ বিশাল-স্তূপ, উচ্চ শীর্ষ প্যাগোডা প্রভৃতি, কোন কোনটী চিন্মাত্রবাদের মায়াময় মন্দির (?), আবার দেবালয়ের নামে কোন কোনটী চামচটিকা ও গঞ্জিকা-সেবিগণের আড্ডার স্থান মাত্র। আমাদের শ্রেষ্ঠাগ্র্য জগবন্ধুর নির্ম্মিত মন্দির ঐ শ্রেণীর মন্দির নহে—ইহা অচৈতন্য-বিশ্বে শ্রীচৈতন্যবাণীর কীর্ত্তন স্থল, যে-কীর্ত্তনের ধ্বনি একবার মাত্রও কর্ণে প্রবেশ করিলে আর বিপথাক্রান্ত হইতে হয় না, আর নশ্বর বস্তুর প্রতি চিত্ত অভিনিবিষ্ট হয় না, আর জন্ম-মরণ-মালা পরিধান করিতে হয় না, যে-কীর্ত্তনধ্বনি কুণ্ঠরাজ্যকে বৈকুণ্ঠে পরিণত করিয়া পরা শান্তির উৎস উন্মুক্ত করিতে পারে। জগদ্বাসীর উপকারের নিমিত্ত এহেন কার্য্য করিয়াছেন বলিয়াই আমাদের জগবন্ধু জগদ্বাসীর অকৃত্রিম বন্ধু। আর 'ফেল কড়ি মাখ তেল'-নীতির রাজ্যে বণিক্‌-কুলে আবির্ভূত হইয়াও শ্রীগুরুপাদপদ্মকৃপায় নৈষ্কর্ম্ম্যবাদের বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া জগবন্ধু—অকৈতব 'ভক্তিরঞ্জন'।

"যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্"। যিনি ভগবৎসেবকের অভিনয় করিয়াও অন্তরে কোনও না কোনও প্রকারে—স্থূলাকারে লোকের চক্ষে ধূলা দিয়া বা সূক্ষ্মাকারে নিজের মনকে ফাঁকি দিয়া কিছু না কিছু আত্মকর্তৃত্বের প্রতিদান চাহেন, শুদ্ধভক্তিরাজ্যে তাঁহার স্থান নাই; তিনি বস্তুতঃ পক্ষে বণিক্। জগবন্ধুর হৃদয়ে এই প্রকার বণিগ্‌বৃত্তি লেশের ছায়াও স্থান পায় নাই। 'বিশ্বের সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্য-কীর্ত্তন-ধ্বনি বিস্তারিত হউন, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সর্ব্বত্র প্রসন্ন হইয়া জয়যুক্ত হউন, শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-কীর্ত্তন-মহোৎসব হৃদয়ে হৃদয়ে সঞ্চারিত হউন, শ্রীচৈতন্য বাণী কীর্ত্তনময় শ্রীগৌড়ীয়মঠ হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হউন'—এই মহতী বাঞ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিয়াই তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। তাই তিনি প্রকৃতই জগতের বন্ধু ও শুদ্ধভক্তিবৃংহণে সুবিজ্ঞ ভক্তিরঞ্জন।

অভক্তিপথের পথিকগণ তাঁহাদের কল্পিত দেবতাকে আবাহন করিয়া কার্য্যান্তে বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন, কিন্তু পূজ্যপাদ শ্রীল জগবন্ধু নিত্যারাধ্য দেবকে বিসর্জ্জনের নিমিত্ত আবাহন করেন নাই, নিত্য আরাধনা করিবার নিমিত্তই আবাহন করিয়াছেন,—তাঁহার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণের নিমিত্তই আবাহন করিয়াছেন। তাই তিনি শ্রীমন্দিরে নিত্যারাধ্যদেবকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিয়া নিত্য-সেবাধামে প্রবেশ করেন।

জাগতিক লেখাপড়া অধিক পরিমাণে শিখিতে না পারিলেও শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদনফলে তাঁহার হৃদয়ে যে স্বাভাবিক দিব্যজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছিল, আমরা তাঁহার নিজের ভাষা হইতে নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ নিদর্শন প্রদর্শন করিতেছি—

"আমাকে অনেকেই বলিতেছেন,—'জগবন্ধু মহাশয়, আপনি একটী মহৎ কার্য্য করিয়াছেন; গৌড়ীয়মঠের জন্য অনেকগুলি টাকা দান করিয়াছেন।' যাঁহারা আমাকে এরূপ বলেন, তাঁহাদের ধারণার সহিত আমি এক মত হইতে পারি না; কারণ আমি কি দান করিব? কাহার জিনিষ দান করিব? আমার ত' দান করিবার কিছুই নাই! আমাদের দেহমন বর্ত্তমান থাকিতে নিঃস্বার্থ দান করা যায় না। এই কার্য্যে আমার সম্পূর্ণ স্বার্থ রহিয়াছে। গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজা কি দানের উদাহরণ? পিতার গচ্ছিত অর্থ পিতৃকার্য্যে নিয়োগ না করাই যে চৌর্য্যবৃত্তি।

আমরা প্রকৃত স্বার্থ চিনি না, অপস্বার্থকে স্বার্থ মনে করি। স্বার্থগতি—একমাত্র কৃষ্ণ; 'স্ব'-শব্দে আত্মা, জ্ঞাতি, ধন বা স্বকীয়। 'অর্থ'-শব্দে প্রয়োজন। আত্মার প্রয়োজন চাহিলে দেহমনের ভোগের জন্য কৃষ্ণেতর সম্পত্তি কখনও আত্মসাৎ করিতে পারি না; কৃষ্ণের কনক-দ্বারা কৃষ্ণের সেবা করি; ইহারই নাম প্রকৃত স্বার্থ। যদি জ্ঞাতি, পুত্র বা বন্ধুবান্ধবের প্রকৃত প্রয়োজন চাই, তাহা হইলেও কৃষ্ণের অর্থ কৃষ্ণের নাম-প্রচারে ব্যয়িত হইলেই আমার বিশ্ব-জ্ঞাতিবর্গের—বিশ্ব-বান্ধবগণের প্রকৃত প্রয়োজন-প্রাপ্তি অর্থাৎ তাঁহাদের আত্মার মঙ্গল হয়—সঙ্গে সঙ্গে আমার নিজেরও প্রয়োজন লাভ হয়।"

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। কৃষ্ণ গুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! স্বুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটি অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-প্রণীত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মন্দার। প্রত্যেকটি কবিতা অনবদ্য মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এন্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এতদ্রূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এন্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকা-চার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা
প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়
ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয়টীকা, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৶০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাময় পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে-ছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অক্ষকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'ভক্তসঙ্গ সর্ব্বদা পারক্যাজ্য', 'জড়াসক্ত চরিত্রজনের প্রাতিকূল্য'—প্রভৃতি বিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মপ্রবোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসজয়ন্তী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকাপেক্ষতা ও সত্যাপেক্ষতা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীগীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনঃপ্রচার, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ও ভগবৎসেবার নিত্যতা—এই নয়টী প্রবন্ধাত্মক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজভক্ত প্রবর্ত্তকবেদা" অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিদ্যাকলিবিদ শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের প্রতিনিবেদন', বাস্তবসত্য ও কল্পনা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার প্রণালী এই সপ্ত কোস্তুভমণি প্রথিত সিদ্ধান্তহার। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসমূহের সহিত সবিস্তৃত বিবরণ-গ্রন্থ। মাঝারি সাহেবের কুমার শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ নারায়ণ রায় এম, এ, প্রণীত (লাহিড়ী), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন দেশের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; জ্যোতির্বিজ্ঞানমহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নিশেল নাথ বসু বিদ্যাবাচস্পতির মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) সবজো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবস্মরণ, দাসাদের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, মহাপ্রভুর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্যান, পঞ্চতত্ত্বগীতি, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরস্বতীবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। তাহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য, অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিবৃতিসহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তিনি যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন করিয়াছেন। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবাবগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুব্যবস্থা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সার্থ ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার, বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাঁধা ১৷০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এতদ্রূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে বোল্ড কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ পাঠ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় সম্বন্ধবিষয়ক এতদ্রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনকলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, সারাৎসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামি প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকৃষ্টত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা॥

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ১৷৵০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
(চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর
(নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা
(৪৪৬ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ কল্পতরু ৴০
৭২। গীতাবলী ১৲
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৶৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বহুমূত্রের পাচন

সর্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমাপ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥১ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

রাস্তাঘাট

কৃষ্ণনগরে রাস্তাঘাটে যেরূপ ধূলি, তাহাতে সাধারণের স্বাস্থ্য হানির বিশেষ সম্ভাবনা। গোয়াড়ীর হাইষ্ট্রীটের ড্রেণ যত শীঘ্র ভাল করা যায় ততই মঙ্গল; এবিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক।

কৃষ্ণনগর হইতে স্বরূপগঞ্জ পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে, তাহাতে মোটর চলিতেছে; কিন্তু রাস্তার উন্নতির বিশেষ কোন ব্যবস্থা দেখা যায় না; শীঘ্রই এবিষয়ে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

বোগড়ায় সৈন্যদল

বোগড়ায় একদল গুরখা সৈন্য আসিয়া মার্কেট হাউসের নিকটে শিবির সংস্থাপিত করিয়াছে। তাহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেসনে লোকারণ্য হয়।

সৈন্যদিগের কুচকাওয়াজ দেখিবার জন্য সুদূর পল্লীগ্রাম হইতে লোক আসে। জনসাধারণ সৈন্যদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিতেছে এবং তাহাদিগকে লেবু প্রভৃতি উপহার প্রদান করিতেছে।

সৈনিক কর্ম্মচারিবৃন্দের সহিত স্থানীয় ভদ্রলোক এবং সরকারি কর্ম্মচারীর ভোজ আমোদ আহ্লাদ প্রভৃতি চলিতেছে।

মালব্য ও ইউরোপীয় সঙ্ঘ

শ্রীযুক্ত মালব্য কালকাতার ইউরোপীয়েন এসোসিয়েশন প্রভৃতি ইউরোপীয় সঙ্ঘ সমূহের সহিত ভাবিষ্যৎ ভারত শাসন ও নির্ব্বাচন প্রণালী সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছিলেন ফলাফল এখনও জানা যায় নাই।

মুসলমান প্রতিনিধি

ভবিষ্যৎ ভারত শাসন পরিষদে শতকরা ৩৫ জন করিয়া মুসলমান থাকিবে। অবশ্য ইহা লোয়ার হাউস সম্বন্ধে বন্দোবস্ত। ভারতীয় বৃটিশ প্রেজান্তরের মধ্যে এই হিসাবে শতকরা ৩৮টী ভোট মুসলমানদের হইবে।

আলোয়ার রাজ্যে দাঙ্গা

প্রকাশ যে আলোয়ার রাজ্যে এক ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। বিশেষ খবর পাওয়া যাইতেছে না।

রণবীর সিংহ উধাও

মিলাপ পত্রিকায় সম্পাদক লালাখুসাম চন্দের পুত্র রণবীর সিংহ অর্ডিনান্স অনুসারে ছয়মাস বন্দী ছিলেন। তাঁহাকে লাহোর জেলে রাখা হয়। কারাবাসের সময় উত্তীর্ণ হইবার পর তাঁহার কোন খোঁজ না পাওয়ায় লালা বাবু পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারিকে টেলিগ্রাফ করেন। তদুত্তরে তাঁহাকে জ্ঞাত করা হয় যে ৩নং রেগুলেশন অনুসারে রণবীরকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে; তিনি বর্ত্তমানে মুজাফার গড়জেলে অবস্থান করিতেছেন।

লোদিয়ান রিপোর্ট অগ্রাহ্য

মুসলমানেরা লোদিয়ান রিপোর্টের যে অংশে লোয়ার হাউসে বৃটিশ ভারতের তিন শত মেম্বর এবং ১৫৯ জন স্বাধীন রাজ্য সমূহের প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা আছে সেই অংশ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক।

গান্ধীর আশ্রমে আহার সঙ্কোচ

গান্ধি আশ্রমে জেলের অনুরূপ আহারের বন্দোবস্ত হইয়াছে। যে সমস্ত লোক রাজনৈতিক কারণে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বন্দীকৃত রহিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য এই আহার সঙ্কোচের ব্যবস্থা।

সভা মুলতুবী

নিখিল ভারত খিলাফৎ কমিটির প্রেসিডেণ্ট সেখ আবদুল মজিদ প্রচার করিতেছেন যে সর্ব্বদলের মুসলমান সম্প্রদায়ের একটী সম্মেলন হইবার কথা ছিল। তাহা আগামী ১লা ও ২রা ডিসেম্বর তারিখে না হইয়া মুলতুবি থাকিবে। এই সম্মেলনের অধিবেশন লক্ষ্ণৌএ হইবে।

হাইকোর্টে নূতন জজ

হাইকোর্টের জজ গ্রেহাম কার্য্যে ইস্তফা দিয়াছেন। তাঁহার স্থানে মিষ্টার এম, সি, ঘোষ, আই, সি, এস, ব্যারিষ্টার জজ নিযুক্ত হইলেন।

বড়লাটের সফর

আগামী ১লা ডিসেম্বর তারিখে স্ত্রীক বড়লাট সাহেব তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারি এবং মিলিটারি সেক্রেটারিকে সঙ্গে লইয়া দিল্লী হইতে বাহির হইয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিবেন।

কার্য্যকাল বৃদ্ধি

কাউন্সিল অব ষ্টেটের প্রেসিডেণ্ট মন ক্রিফ স্মিথের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য কাল ফুরাইয়াছে। কাউন্সিলের বর্ত্তমান বৈঠকের শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার কার্য্যকাল বৃদ্ধি করা হইল। ইহার উত্তরাধিকারীর নাম শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

পিটুনি পুলিশ

ত্রালেম জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট মাদ্রাজের গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়াছে যে, ত্রিচেনগদি তালুকের আত্তায়া মুত্তি গ্রামে দলাদলি নিবন্ধন পিটুনি পুলিশ স্থাপন করা আবশ্যক, নচেৎ শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা। তদনুসারে আদেশ হইয়াছে যে আগামী জানুয়ারি মাস হইতে উক্ত গ্রামে আরও একজন সাব ইন্সপেক্টর ও ৭ জন কনেষ্টবল থাকিবে। এই অতিরিক্ত খরচ গ্রামবাসীরা অতিরিক্ত টেক্স দিয়া বহন করিবে।

মন্দির ও প্রায়োপবেশন

পিওলির শ্রদ্ধানন্দ বিদ্যালয়ে মিষ্টার কে, কেলাপ্পন, স্বাস্থ্য পুনঃ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে অবস্থান করিতেছেন।

তিনি বলেন যে গুরুবায়ুর মন্দিরে অস্পৃশ্যদিগের প্রবেশাধিকার প্রাপ্তির উদ্দেশ্য, তিনি মিষ্টার গান্ধীর অনুমতি এবং আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিবেন।

অশান্তি সম্ভাবনা

তাঁহার প্রায়োপবেশনের জন্য কোনও রূপ অশান্তির উদ্ভব হইবে না; তিনি যতদিন জীবিত থাকিবেন, ততদিন সকলকেই শান্ত থাকিবার পরামর্শ দিবেন এবং তিনি আশা করেন যে, যদি তিনি প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করেন, তবে তাঁহারা মৃত্যুর পরলোকে তাঁহার কথায় আরও আদর করিবে এবং উপদেশানুসারে শান্তিতে অবস্থান করিবে; সুতরাং আপাততঃ কোনরূপ গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা নাই।

অপরিপক্ক দুষ্টবালক সংবাদ

শিক্ষা-বিভাগ অপরিপক্ক-মতি দুষ্ট বালকবৃন্দের সংশোধনকল্পে যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহার রিপোর্ট বাহির হইয়াছে।

১৯৩১ সালে যুভেনাইল কোর্টে মোট ২৭৫ জন বালককে উপস্থিত করা হয়। তাহাদের মধ্যে কতকগুলিকে সংশোধনাগার প্রভৃতি স্থানে পাঠান হয় এবং অবশিষ্ট বালকগণকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় অথবা অভিভাবকগণের নিকট ফেরত দেওয়া হয়।

বালকদিগের ব্যবস্থা

আলিপুরের সংশোধনাগার এবং শিল্পশিক্ষালয় একত্রীকৃত হইয়া বঙ্গের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। এই অনুষ্ঠানটী বালকদিগের জন্যই স্থাপিত। ইহাতে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ৩৫০ জন ছাত্র পালিত হইতে পারে।

সংশোধনাগারে গত বৎসর ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ১৯৭ জন ছাত্র ছিল এবং শিল্পশিক্ষাগারে ৪৩ জন ছিল। তৎপূর্ব্ব বৎসর সংখ্যা যথাক্রমে ২০৭ এবং ৩৮ ছিল।

বালিকাদের ব্যবস্থা

বালিকাদিগের সংশোধন জন্য পানিহাটীর গোবিন্দকুমার হোম স্থাপিত হইয়াছে। গত বৎসর উহাতে ৮৮ জন বালিকা ছিল। ৬ হইতে ১৬ বৎসর বয়স্ক বালিকা উহাতে ভর্ত্তি হয়। বালিকাদিগকে শিল্প, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়।

মজুরের বিপদ

নিউ দিল্লী সহরের প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ কার্য্যে যে সমস্ত শ্রমিক নিযুক্ত ছিল তাহাদিগকে একদিনের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে অত্যন্ত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

ব্যারিষ্টার ইসাফালি ভারত সচিবকে এবিষয়ে পত্র লিখিয়া বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন যে শ্রমিকদিগের প্রতি অত্যন্ত অধিক অবিচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রমিকদিগকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কিছু দিবার প্রার্থনা জ্ঞাত করা হইয়াছে।

দরবারের প্রার্থনা

চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটীর এলাকায় যে সমস্ত হিন্দু বাস করেন তাঁহাদের আশি হাজার টাকা অর্থদণ্ডের কথা পাঠক অবগত আছেন।

এই জরিমানা মকুবের জন্য কয়েকজন নেতৃস্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চট্টগ্রাম হইতে আসিয়া লাটসাহেবের নিকট দরবার করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন।

প্রাইভেট সেক্রেটারি মহাশয় সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া পাঠাইলে তাঁহারা চট্টগ্রাম হইতে যাত্রা করিবেন।

ইতি মধ্যে অনেক লোকে সহিযুক্ত একখানি দরখাস্তও প্রস্তুত হইতেছে।

বক্তৃতা বন্ধ

মাদ্রাজ রেলের এজেণ্ট জানাইতেছেন যে হুবালিতে ধর্ম্মঘটের বহর বর্দ্ধিত হইতেছে।

হুবালি হইতে প্রেরিত টেলিগ্রামে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় যে, নেতৃবর্গকে দুই মাস কাল হুবালিতে বক্তৃতা দিতে দেওয়া হইবে না।

টলি —— শ্রীধাম / নবদ্বীপ

দৈনিক

Reg No C1544•

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩।৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বাৰ্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সৰ্ব্বাপেক্ষা বহুল-প্রচার - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২২৩তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৪ই অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৩৯, ৩০শে নভেম্বর ১৯৩২

নানা কথা

লবণ গুদাম আক্রমণ

"লালকুর্ত্তা"রা ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের লোকদিগকে কুপরামর্শ দিয়া তাহাদের সাহায্যে লবণ গুদাম সমূহ আক্রমণ করে।

কলিকাতায় ভীষণ দাঙ্গা

কলিকাতা ট্রাণ্ডরোডে সালে জহুর ও অপর ১৬ জন কোয়ার্টারমাষ্টার্স ইউ-নিয়নের লোক, সিমেন্স এসোসিয়েশনের লোকদিগকে যষ্টি দ্বারা প্রহার করার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া কলিকাতার পঞ্চম প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে আনীত হয়। তাহাদের বিরুদ্ধে চার্জ্জ গঠিত হইয়াছে। সাতজন ভয়ঙ্কর রকমে আহত হইয়াছে।

---

৩ জনের ফাঁসী

ব্রহ্মের সপারিষদ গবর্ণর সাত জন বিদ্রোহীর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা পরিবর্ত্তিত করিয়া যাবজ্জীব দ্বীপান্তরের আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।

ইহাদের মধ্যে তিনজন বিদ্রোহ করার জন্য আয়াট মাইয়ের স্পেশ্যাল জজের নিকট প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হয় এবং অপর চারিজন খুন করার অপরাধে প্রোমের স্পেশ্যাল জজের আদালতে শাস্তি লাভ করে।

ভীতিপ্রদর্শন আন্দোলন

বোম্বাইয়ের হোমমেম্বর মিঃ হডসন বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভায় প্রকাশ করেন

লবণ গুদাম আক্রমণ

সোণার বাংলায় শাসন

কলিকাতায় ভীষণ দাঙ্গা

অদ্ভুত স্বামী-স্ত্রী বিচ্ছেদ মোকর্দ্দমা

৩ জনের ফাঁসী

যুদ্ধঋণের শেষ কথা

ভীতিপ্রদর্শন আন্দোলন

লালকুর্ত্তার দণ্ড

পুলিশের উপর গুলি

জুয়াখেলায় দণ্ড

কলিকাতায় ধর্ম্মঘট

যে বোম্বাইয়ে খুনোখুনি ব্যাপারের আন্দোলন সুদূর ব্যাপ্ত হইতে না পারিলেও উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। অস্থায়ী গভর্ণর আর্নেষ্ট হটসনের উপর আক্রমণ হয়, কোলাবার মহকুমা হাকিমের উপর গুলি চলে। আবার সাধারণতন্ত্রী সৈন্যদল গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্য চালাইতেছে। এসমস্ত ব্যাপার আইন অমান্য আন্দোলন অপেক্ষা অধিক অনিষ্টকারক।

পুলিশের উপর গুলী

মাদ্রাজে কালার নামক একজাতীয় চোর আছে; ২০০ কালার কামায়গাউণ্ডান-পত্তি গ্রামে সমবেত হয়। কাম্বারের পুলিশ উহাদের মধ্যে নয় জনকে গ্রেপ্তার করিতে আসে; তাহারা পুলিশকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছোড়ে। এই খণ্ডযুদ্ধে একজন কালার এবং একজন আদি দ্রাবিড় নিহত হয়।

অতঃপর পুলিশ ১৮ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

কলিকাতায় ধৰ্ম্মঘট

কলিকাতায় আবর্জ্জনা ফেলিবার জন্য লরির বন্দোবস্ত হওয়ায় ঐ বিভাগের গাড়োয়ানদের অসুবিধা হইয়াছে। এই কারণে প্রায় দুই সহস্র গাড়োয়ান ধর্ম্মঘট করিয়াছে।

একটি লরি চালাইলে আট জন গাড়োয়ানের কাজ যায়। বারবার নূতন লরি কেনায় এই অসন্তোষ। লোয়ার সার্কুলার রোডে গোখানায় এই মোটর লরিগুলি রাখা হয়। গাড়োয়ানেরা সেখানে যাইয়া সত্যাগ্রহ করায় মোটর লরির দ্বারা কার্য্য আরম্ভ করিতে পারা যায় নাই। কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ এক্সি-কিউটিভ অফিসার এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করি-বেন; লরি চালাইলে বেকারের সংখ্যা আরও গুরুতর হইবার সম্ভাবনা।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	এলাহাবাদ	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীধাম বৃন্দাবন	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	এলাহাবাদ
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	দিল্লী	১১ শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	ঐ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	প্রয়াগ	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	ঐ		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে হোমোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেবাবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী - ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গোরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতি, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রয়াণ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীপ্রবর্দ্ধানন্দ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীফণিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালী দাসাধিকারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার ভক্তপ্রাণ ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযজ্ঞেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী,

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

৮এ সাউথ মালাকা প্রয়াগ ইউ, পি

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমচ্ছত্র

মাউগাছি, জাহ্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবদন ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্কুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীক্ষেমপানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন,

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবলিমর্দ্দনকারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাদ্রু, কটক।

এখানে বহু কুঞ্জমধ্যে শ্রীগোপালের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ,

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) বালগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর বাবাজী

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ; } ১৭ই কেশব গৌরাব্দ ৪৪৬, ১৪ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ৩০শে নভেম্বর ইং ১৯৩২ বুধবার } ২২৩তম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

সংক্ষিপ্ত ডায়েরী

দ্বাত্রিংশ দিবস

শ্রীধাম বৃন্দাবন

শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের বক্তৃতা

"আমরা অনেকে ব্রজবাসী বা ঠাকুরের সেবাইত ব'লে অভিমান করে থাকি। কিন্তু শকুনি যত উর্দ্ধেই উঠুক্ না কেন, তার দৃষ্টিটা যেমন সেই ভাগাড়ের দিকে, সেইরূপ আমাদের পদবীটা যতই উন্নত হউক না কেন, আমাদের দৃষ্টিটা সেই অনাত্ম-বস্তু চামড়ার থলেটার দিকে। গুরুদেবের কৃপা ব্যতীত আমাদের ঐ নজরটা পরিবর্ত্তন হবে না। ভগবানের নিজের অবতীর্ণ হওয়া ও তাঁ'র নিজ জনগণের অবতীর্ণ হওয়ায় কিছু প্রভেদ আছে। কৃষ্ণের ভজনে কৃষ্ণের কৃপা পাওয়া যেতেও পারে, নাও যেতে পারে; কিন্তু কৃষ্ণভক্তের সেবায় কৃষ্ণের কৃপা-প্রাপ্তি সুনিশ্চিত, কেন না কৃষ্ণ ত' তাঁর ভক্তের নিকট বাঁধা। আবার কৃষ্ণভক্তের সেবা বাদ দিয়ে কৃষ্ণের সেবাটা দাম্ভিকতা মাত্র।

বহির্ম্মুখ জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করাই সাধুগণের কার্য্য। কৃষ্ণের নিজ-জনগণ ব্রজের লোক। তাঁ'রা যেখানেই যান্ না কেন, সেই স্থানেই ব্রজধাম। তাঁ'রা ব্রজের কথা ছাড়া অন্য কোন কথা বলেন না। কিন্তু আমাদের কেবল সংসারের কথা ছাড়া অন্য কথা নাই, যেমন গাঁজাখোর সর্ব্বদাই গাঁজার প্রশংসা ও গাঁজার কথাই কহিয়া থাকে। আমরা যাদের আত্মীয় বলে মনে ক'রে বসে আছি, তারা ঠিক স্বপ্নে পাওয়া জিনিষের মত। স্বপ্ন ছুটে গিয়ে ঘুম ভাঙ্গলেই সব ফাঁক্। আর কেউ কা'রো নয়। আমরা যতই কৃষ্ণ নাম করি না কেন, সংসারের কথা ছাড়া আমাদের অন্য কথা নাই; যত বন ভ্রমণই করি না কেন, কেবল খাওয়া, দাওয়া থাকার কথা ছাড়া অন্য কথা নাই। ভগবানের নিজ জনগণ যেখানে থাকুক না কেন, সেইটাই তীর্থ, আর বিষয়ী লোক ব্রজে থাকিলেও তাহা তীর্থ-বাস নয়। বিষয়-বুদ্ধি নিয়ে—অনাত্ম-বুদ্ধি নিয়ে ব্রজধামে বাস ক'রে ঐ সোনার ঠাকুর, পাথরের ঠাকুর প্রভৃতি বিচার ছুটবে না। শ্রীবিগ্রহে অর্চ্চাবুদ্ধি হ'বে না। স্বরূপে উদ্বুদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীবিগ্রহে শ্রীবিগ্রহ বুদ্ধি হবে না। স্বরূপোদ্বোধন না হওয়া পর্য্যন্ত চিৎ অচিৎ ভেদ জ্ঞান যাবে না; চিৎ কখনও অচিৎ হয় না। অচিৎ কখনও চিৎ হয় না বা অচিৎ-এর ভিতর চৈতন্যের সমাবেশ হয় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সেই ছোট বিপ্রের কথা স্মরণ করুন—

"প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।"

আমাদের ঠাকুর পূজা স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য, কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণ জন্য নয়। আমরা বিগ্রহ সেবা ক'রে কিছু বর্ বা প্রতিদান চাই। কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজকে যখন স্বয়ং শ্রীনৃসিংহদেব বর দিতে চেয়েছিলেন, তখন প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছিলেন,—হে প্রভো, যদি তুমি মনে কর যে বর গ্রহণ না করিলে তোমার বরদ নামের কলঙ্ক হবে, তবে আমাকে এমন বর দাও যেন কোন বর চাহিবার আমার ইচ্ছা হয় না। কেন না, কামনামূলেই লোক বর প্রার্থনা ক'রে থাকে। যেখানে কামনা সেখানেই আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা—নিজের ভোগ।

কিন্তু সাধুগণ করেন কি? সমস্ত বস্তু টেনে এনে কৃষ্ণসেবায় লাগিয়ে দেন। আর আমরা কি করি—না, সমস্ত বস্তু দিয়ে নিজ ভোগে লাগিয়ে দিই। শ্রীল প্রভুপাদ কত কৃপা ক'রে আমাদিগকে কৃষ্ণ সেবায় সুযোগ দিয়েছেন, তা'হা একবার বিচার্য্য হওয়া দরকার। প্রভুপাদের প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক কার্য্য কৃষ্ণ সেবার অনুকূলে। যাঁরা প্রভুপাদের উদ্দেশ্য বুঝ্‌তে পেরেছেন, তাঁদেরই বন ভ্রমণ সার্থক হয়েছে। নচেৎ পরিশ্রম মাত্র সার।"

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের বক্তৃতা শেষ হইলে পর উপস্থিত একজন মান্দ্রাজী ভ্রমণকারী (Tourist) শ্রীল প্রভুপাদের নিকট জাতি-বিচার-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে একঘণ্টা কাল অনেক কথা বলেন। তিনি প্রথমেই "এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥" এই কথা আলোচনা করেন। পরে "আম্নায় প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিম্" ইত্যাদি শ্লোক বিচার করেন। যাঁদের ভগবদ্‌ভজনের ইচ্ছা হ'য়েছে, কার্ষ্ণ্য প্রতীতি হ'য়েছে, তাঁ'দের ঐরূপ জাতি বিচারের আবশ্যক হয় না। দ্বিতীয়াভিনিবেশকারীর পক্ষে জাতি-বিচার। এতৎপ্রসঙ্গে "নাস্থা ধর্ম্মে ন চ বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে" ইত্যাদি, "ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে" ইত্যাদি, "প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ম্" ইত্যাদি শ্লোক আলোচিত হয়। "মূর্খ কর্ম্মকাণ্ডিগণ ঐ সব বিচার করবে। ঐ সমস্ত কাণ্ডবিকারীর বিচার, নিকৃষ্ট লোকের বিচার। কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড সকলি বিষের ভাণ্ড ইত্যাদি। শ্রীরূপ-সনাতনের ভক্তির বিচার শ্রবণ করা আবশ্যক। নিত্যমঙ্গলের বিচারটা শুন্‌তে হ'বে। ভক্তিপথের পথিকগণের ঐরূপ জাতিবিচারের দরকার নাই। জাতিবিচার ইন্দ্রিয়পরায়ণগণের বিচার।

ভক্তিপথের বিচারে "স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতোভক্তিরধোক্ষজে" বিচার হওয়া দরকার। সেইজন্য গীতা ব'লেছেন, "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ অজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্"। যারা ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বিচার নিয়ে থাক্‌তে চায়, তারা থাকুক; আমাদের কোন আপত্তি নাই। শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি উদ্দেশ্য হওয়া চাই, মনোধর্ম্ম হ'তে ছুটী পাওয়া চাই। মনোধর্ম্মে থাকলে বাদপ্রতিবাদের লোক অনেক জুটবে, তাতে সুবিধা হ'বে না। আমাদের গুরুপারম্পর্য্যে দেবর্ষি নারদ, ব্যাসদেব প্রভৃতি। অম্বরিষ মহারাজের জন্মবৃত্তান্ত বিচার করুন। এঁদের জাতি—"

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য।)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

১৭ কেশব ভৃত অনিরুদ্ধ ৪৪৬

ষড়্ গোস্বামী

প্রার্থনা

"শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ॥
এই ছয় গোসাঞি যার মুঁই তাঁর দাস।
তাঁ' সভার পদরেণু মোর পঞ্চ গ্রাস॥
তাঁদের চরণসেবি-ভক্তসনে বাস।
জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ॥
এই ছয় গোসাঞি যবে ব্রজে কৈলা বাস।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ॥"

—ঠাকুর নরোত্তম

শুদ্ধভক্তি বাণী

আচার্য্যগণ প্রাকৃতে প্রকট-লীলা আবিষ্কার করেন তাঁহাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র ও আচারদ্বারা পরশান্তি ও পরানন্দ লাভের একমাত্র দ্বার শুদ্ধভক্তি-রাজ্যের বাণী প্রচার করিতে। এই বাণী জগতে যতই প্রসার লাভ করিবেন, ততই জগদ্বাসীর প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইবে। এই বাণীতে ভরপুর হৃদয়ই গোলোক বৈকুণ্ঠ। এই বাণীই মহাভাগবতগণের জীবাতু এবং এই বাণীই শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলা-বিলাস-স্থল। এই বাণীই নাম-রূপ-গুণ-লীলা সঙ্কীর্ত্তন। এই বাণীকে বাদ দিয়া ষোড়শোপচারে পূজাদি যাহাই করা যা'ক না কেন, তাহা কেবল 'ভস্মে ঘৃতাহুতি'। এই বাণীকে প্রচার করিবার নিমিত্তই ভক্তদ্বারা ভগবানের অর্চ্চা-বিগ্রহ-রূপে প্রকটলীলা—জগদ্বাসীকে এই বাণীতে উদ্বুদ্ধ করিবার নিমিত্তই লুপ্ততীর্থের উদ্ধার ও শাস্ত্রাদির প্রচার।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার

অধিকার লাভপূর্ব্বক নিরপেক্ষ হইয়া তুলনামূলক বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মনোহভীষ্ট পরিপূরক তদীয় নিত্য পার্ষদ ষড়্ গোস্বামী জগদ্বাসীর যতটা উপকার করিয়াছেন, কোনও ধর্ম্ম-যাজক বা পরমার্থ-প্রচারক ততটা উপকার করিতে পারেন নাই। অধিক কি, আরাধ্য বস্তু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় প্রকটলীলাদ্বারাও ততটা উপকার করিতে পারেন নাই। তিনি যখন অমৃতময়ী বাণী প্রকাশ করিলেন—"হে জীবগণ আমিই তোমাদের একমাত্র সেব্য বস্তু; তোমরা সকল কার্য্য, সকল ধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিয়া একমাত্র আমার উপাসনা কর. আমার উপাসনা করিলেই তোমাদের সর্ব্বসিদ্ধি হইবে", তখন হতভাগ্য জীবগণ দাম্ভিক জ্ঞানে তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। সুতরাং যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিল। তিনি যখন পরানন্দামৃতের ভাণ্ডার তদীয় লীলাদি বিস্তার করিতে লাগিলেন, তখন হতভাগ্যগণ তাঁহার তত্ত্ব বুঝিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে 'লম্পট' ও গোপীগণকে প্রাকৃত 'জারয়তা' মনে করিয়া অপরাধ-পঙ্কে নিমগ্ন হইল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জগদ্বাসীকে এই পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিবার মানসে প্রকট হইয়া ষড়্ গোস্বামিদ্বারা সুষ্ঠু প্রমাণ প্রদর্শনপূর্ব্বক দেখাইলেন, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-শিখরিণীই পরা শান্তির ও পরানন্দের আকর এবং চিন্ময়-দেহ গোপীগণের আনুগত্যে ভজন করিতে পারিলেই ঐ শিখরিণী লব্ধ হয়। প্রচারক সজ্জায় যেসকল প্রতারক এখনও শ্রীকৃষ্ণকে চরিত্রহীন বলিবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করেন, তাঁহাদের গোস্বামিবর্গের অন্য গ্রন্থ পাঠের অধিকার নাই, তাঁহারা ষড়্ গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল জীবপাদের ভাগবত-সন্দর্ভ পাঠ করুন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন খাঁটী জিনিষের সন্ধান না পাইয়া জগতে কি 'ছাই ভস্ম' প্রচার করিতেছেন।

ব্রজের অন্ধকার যুগ

বর্ত্তমান যুগে দেখিতে পাওয়া যায়, ভগবান্ গৌরসুন্দরের ও তদীয় পার্ষদগণের অপ্রকট লীলার পর কামাদি-দগ্ধ-হৃদয় মানবগণ স্ব স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণের সুবিধার নিমিত্ত গৌরবাণীর কদর্থ করিয়া জগজ্জঞ্জালকর 'আউল' 'বাউল' সহজিয়া প্রভৃতি ত্রয়োদশ প্রকার অপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। পার্ষদবৃন্দসহ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা সঙ্গোপনের পরও এই প্রকার একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা জগতে বহুকাল ছিল। বর্ত্তমানে যেমন গৌরধামে বাস করিয়াও অনেকেই শ্রীগৌরাঙ্গের কোন সন্ধান রাখেন না, সেই প্রকার তখনও ব্রজমণ্ডলের অধিবাসিগণ ব্রজেশ্বরের ভজনের কোনও কথা জানিতেন না। এমন কি শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলীগুলিরও সন্ধান রাখিতেন না।

গৌর-পার্ষদালোকে অন্ধকার দূরীভূত

নিত্যমুক্ত মহাপুরুষগণ যে-স্থানে অবস্থান করেন, সেই স্থানেই সাক্ষাৎ ব্রজভূমি। তাঁহারা সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-লীলাদি দর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু 'বালিশ', কনিষ্ঠাধিকারী, এমনকি মধ্যম অধিকারিগণেরও সর্ব্বত্র ঐ লীলাদি স্ফূর্ত্তি হয় না। সর্ব্ব-সাধারণকে কৃপা করিবার নিমিত্ত যে-প্রকার অর্চ্চা বিগ্রহ প্রকটিত, সেই প্রকার ভগবানের লীলাস্থলীসমূহও শ্রদ্ধালুগণকে কৃষ্ণ-লীলার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট করিবার নিমিত্তই অবস্থিত। তাই মাথুর-মণ্ডলের যখন ঐ প্রকার অন্ধকার যুগ, তখন ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরূপপাদ ও শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুদ্বয়কে লুপ্ত-তীর্থাদি উদ্ধারের নিমিত্ত ব্রজমণ্ডলে প্রেরণ করেন। পশ্চাৎ শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীজীব, শ্রীগোপাল ভট্ট ও শ্রীরঘুনাথ দাস—এই গোস্বামিচতুষ্টয় মহাপ্রভুরই ইচ্ছায় ও আদেশে ব্রজমণ্ডলে শ্রীরূপ-সনাতনের সহিত মিলিত হ'ন। তাঁহাদেরই পদাঙ্কানুসরণ করিয়া সেই সময় হইতে ভজনানন্দী মহাপুরুষগণ ব্রজের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া ভজনাদি করিতেছেন।

মহাপ্রভুর কৃপাদেশ

চারিটী কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য মহাপ্রভু গোস্বামি-ষটককে ব্রজে প্রেরণ করেন—(১) ভক্তিরসশাস্ত্ররচন, (২) লুপ্ততীর্থের উদ্ধার (৩) শ্রীবিগ্রহের সেবা সংস্থাপন ও (৪) অপ্রাকৃত ভক্তিরস প্রচার।

আচার্য্যগণ-প্রদত্ত প্রাথমিক শিক্ষা

তখনকার দিনে রেলওয়ের সৃষ্টি হয় নাই। আর ষড়্ গোস্বামীর মধ্যে পাঁচজন বঙ্গদেশে এবং গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভু শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। এহেন সুদূর-প্রদেশ হইতে পদব্রজে ব্রজমণ্ডলে গমন করা কি-প্রকার দুরূহ কার্য্য তাহা সহজেই অনুমেয়। তদুপরি যে দুই একটী রাস্তা ছিল, তাহাতেও দস্যুতস্করাদির দৌরাত্ম্য। আর কোনও প্রকারে যাইয়া পৌঁছিতে পারিলেও অপরিচিত স্থানে কোথায় থাকিবেন তাহার কিছুরই স্থিরতা নাই। এখন যে বৃন্দাবন, রাধাকুণ্ড, গোবর্দ্ধন প্রভৃতি স্থানে সহরাদি দৃষ্ট হইতেছে, তখন তাহা পল্লীগ্রাম ছিল। এই সকল পল্লীর অধিবাসিগণের প্রকৃতি কিরূপ হইবে, তাহারও নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং লুপ্ত-তীর্থোদ্ধার যে কি-প্রকার কষ্ট-সাধ্য, তাহা বর্ণনাতীত। কিন্তু মহাপ্রভু যাঁহাদের প্রতি আদেশ করিয়াছেন, তাঁহারা ত' আমার ন্যায় গোদাস নহেন যে শ্রীগুরুদেবের কৃপাদেশ পাইলে স্বীয় সুখ-দুঃখের প্রতি চিন্তা করিবেন? তাঁহারা গোস্বামী—ইন্দ্রিয়ের অধিপতি—ইন্দ্রিয়-গণকে কৃষ্ণের সেবায় নিয়োগকারী। আমাকে আমার গুরুবর্গ কোনও [illegible] ভার দিলে, আমি তাহা পারিব কি না, আমার দেহের [illegible] কষ্ট সহ্য করিতে সমর্থ হইবে কি না—প্রভৃতি সঙ্কল্প [illegible] আসিয়া আমাকে জর্জ্জরিত করে। আমার মুখ মলিনতা লাভ করে। কখনও ভাবি, গুরুবর্গ কি প্রকার অবিবেচক? আমার উপর এহেন কষ্টকর কার্য্যের ভার দিলেন, আর কাহাকেও খুঁজিয়া পাইলেন না। কখনও বা পাণ্ডিত্যের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া বলিয়া ফেলি—'আমাকে এই কার্য্য করিতে আদেশ করিলেন কি করিয়া?' যেন আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিচারক ও শাসক! যেন আমি তাঁহার আদেশ পালন করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিব! আচার্য্যগণ জগতে আসিয়াছেন জগৎকে শিক্ষা দিতে যে, গুরুর আজ্ঞা অবিচারে পালনীয়া। গুরুর আজ্ঞা-পালনই সেবকের ধর্ম্ম। তদীয় আজ্ঞা পালনে একনিষ্ঠ সেবকের কোনও কষ্ট হইতে পারে না, দেহ-পাত হইলেও তাহার কোন কষ্ট নাই—তাহার মুখে সর্ব্বদাই আনন্দের হাসি, তাহার মুখ সর্ব্বদাই স্ফূর্ত্তি-ব্যঞ্জক। যে-ব্যক্তির চিত্তবৃত্তি এই প্রকার না হইয়াছে, সে 'সেবক' নহে, 'সেবকের' 'সে' হারাইয়া 'বক' হইয়া বসিয়া আছে। যিনি গুরুর সেবা করিতে চাহেন, গুরুর আশীর্ব্বাদেই তাঁহার সর্ব্বসিদ্ধি আনুষঙ্গিকী। (ক্রমশঃ)

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভীষ্টানুসারে এ বৎসর ঊর্জ্জাব্রতকালে শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা অনুষ্ঠিত হওয়ায় ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠের উৎসব-কাল কিঞ্চিৎ পরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শীঘ্রই উৎসব আরম্ভ হইবে। ইহার বিশেষ পত্রী অচিরেই প্রকাশিত হইবে। এবারের উৎসবে ঢাকাতে একটী পারমার্থিক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইবার প্রস্তাব হইয়াছে।

ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা

(৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমের পর)

বিচার দেখুন। ভগবদ্ভক্তের বিচার অন্যরূপ।" এই প্রসঙ্গে "যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ" ইত্যাদি, "মাতুরগ্রেহধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে" ইত্যাদি শ্লোক আলোচিত হয়। Civic rules বজায় থাকবার জন্যে জাতিবিচার আবশ্যক হ'তে পারে, কিন্তু ব্রহ্মনিষ্ঠের জন্য জাতিবিচার নয়, ক্ষুদ্র নিষ্ঠের জন্য জাতিবিচার ব্যবস্থা। "বিদ্যাবিনয়-সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি" প্রভৃতি শ্লোক বিচার করুন। গৃহব্রত হ'তে বৈষ্ণবের পার্থক্য করতে হবে। পরমার্থের বিচার না আসা পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রম বিচার রাখা দরকার।"

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। কৃষ্ণগুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

ব্যবস্থা। সুবর্ণ সুযোগ!!

ভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীরূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটি অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে ভিক্ষা মাত্র ৷৷০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৷৷০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা
প্রেরণ ব্যয় ৷৷০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৵০

পারমার্থিক জগতে অভিনব উপাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

জগদ্গুরুবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে-ছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অন্যকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও প্রাপ্ত-কর্ত্তব্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবামভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সঙ্কর্ষণ ও প্রাকৃত সঙ্কর্ষণ, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীমদ্ ব্যাসপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণে কবেদা" অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রীতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি খচিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৵০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৷০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র, বিবরণ-গ্রন্থ। বাঙ্গালি রাণনাতের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাক্তন লাহোর, বেদান্তরতন মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামকণ্ঠ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্যান, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরস্বতী বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত পুস্তকাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ। ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিবিধবিষয়-সহ বস্ত্র-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপারিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে স্বাবিচারিত সম্বোধন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সরল ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবকৃত শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ধাম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ৷০ আনা।

জৈবধর্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ খুব জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বিষয়ে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। অদ্য পর্য্যন্ত [illegible] এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, নথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভ

[illegible] এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বর্দ্ধাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মা প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার আড়ম্বর সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারা অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, তাৎপর্য্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজি বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷০ টাকা। গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় প্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী, [illegible] প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের মীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় [illegible] বিশ্বনাথ গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷০ দশ আনা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

ক্রমিক	গ্রন্থ	মূল্য
১	ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত	৫৲
২	শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র	৪০৲
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত	২৮৲
	একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড	।৵০
৩	ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲
৪	ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১৲
৫	গৌড়ীয়-গৌরব	।৵০
৬	গৌড়ীয়-সাহিত্য	।৵০
৭	ভজনরহস্য	॥০
৮	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
৯	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	
	ঐ (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১০	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)	
	ঐ (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১১	গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥০
১২	যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব)	২৲
১৩	বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)	॥০
১৪	জৈবধর্ম্ম	২৲
১৫	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৬	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১৭	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	।৵০
	ঐ (বাঁধা)	৸০
১৮	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৵০
১৯	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	।৵০
২০	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	॥০
	ঐ (আবাঁধা)	।৵০
২১	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
২২	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৵০
২৩	গীতমালা	৴১০
২৪	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
২৫	ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶০
২৬	নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৩ গৌরাব্দ)	৵০
২৭	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
২৮	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।০
২৯	শরণাগতি	৴০
৩০	গীতাবলী	৴০
৩১	চিত্রে নবদ্বীপ	১॥০
৩২	সাধনকণ	৴০
৩৩	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴০
৩৪	নবদ্বীপশতক	৴০
৩৫	অর্থপঞ্চক	৴০
৩৬	সদাচারস্মৃতিঃ	৴০
৩৭	কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)	৴১০
৩৮	অর্চ্চনকণ	৴১০
৩৯	সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)	॥০
	ঐ (অবাঁধা)	।৴০
৪০	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	১৲
৪১	ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৪২	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
৪৩	মণিমঞ্জরী সানুবাদ	।০
৪৪	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৪৫	পুরুষার্থ বিনির্ণয়	।০
৪৬	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৪৭	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
৪৮	গৌড়ীয়মঠ কি করেন ?	৴০
৪৯	ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)	।০
৫০	শ্রীভুবনেশ্বর	৶০
৫১	সিদ্ধান্তদর্পণ	৵০
৫২	সাধ্যবাণী	৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

ক্রমিক	গ্রন্থ	মূল্য
৫৩	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ	॥০
৫৪	সটীক-শিক্ষাদশমূলম্	।০
৫৫	তত্ত্ব সূত্রম্	।০
৫৬	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৵০
৫৭	গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	৴০
৫৮	সারাংশবর্ণনম্	৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

ক্রমিক	গ্রন্থ	মূল্য
৫৯	রায় রামানন্দ	॥০
৬০	নামভজন	।০
৬১	রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ডস্	।৵০
৬২	লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।০
৬৩	বৈষ্ণবীজম্	।০
৬৪	হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং	৴০
৬৫	দি ভাগবত	।০
৬৬	ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন	।০
৬৭	ব্রহ্ম-সংহিতা	১॥০
৬৮	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

ক্রমিক	গ্রন্থ	মূল্য
৬৯	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	॥০
৭০	সাধন পথ	।০
৭১	কল্যাণ কল্পতরু	৴০
৭২	গীতাবলী	১৲
৭৩	শরণাগতি	৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

ক্রমিক	গ্রন্থ	মূল্য
৭৪	কল্যাণ কল্পতরু	৶০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক, ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গল পাচক

সর্ব্ববিধ অজীর্ণের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইন্ট ॥৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সবরসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্ক্স্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অদ্ভুত স্বামী-স্ত্রী বিচ্ছেদের মোকর্দ্দমা

মামজেল্ কার্মেনা লিপস্‌টজ নাম্নী এক ব্যারিষ্টার একটী অদ্ভুত রকমের স্বামী-স্ত্রী বিচ্ছেদের মামলা চালাইতেছেন। মোকর্দ্দমাটি প্যারিসের আদালতের।

স্বামীর পক্ষ হইতে বলা হইতেছে যে স্ত্রীটী ক্রমাগত সরু হইতেছেন; তিনি তাঁহাকে খুব মোটা দেখিয়াই, তাঁহার অঙ্গসৌষ্ঠবে মুগ্ধ হইয়া বিবাহ করিয়াছেন। পত্নীর স্থূলত্ব চলিয়া যাওয়া হইতে তাঁহার ভালবাসা চলিয়া গিয়াছে।

পত্নীর পক্ষ হইতে বলা হয় যে, তিনি বর্ত্তমান যুগের ধারা অনুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য। অধুনা স্ত্রীলোকগণ ক্ষীণা হওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করেন এবং যাঁহারা ক্ষীণা তাঁহারাই সুন্দরী বলিয়া গণ্য।

যুদ্ধঋণের শেষ কথা

পাঠক অবগত আছেন যে ইংলণ্ডের নিকট আমেরিকায় যুদ্ধঋণ বাবদ যে টাকা প্রাপ্য হইয়াছে তাহার ডিসেম্বর কিস্তির জন্য আমেরিকা হইতে কড়া তাগাদা আসিয়াছে। ইংলণ্ড সময় চায়, তাহার উত্তরে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট হুভার বলিয়াছেন যে, এমন কিছু করা উচিত নয় যাহাতে রাজা প্রজা উভয়েরই সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পথে বাধা দেয়। আমেরিকার কংগ্রেসের বাণীই শেষ কথা।

লণ্ডনের চুক্তির সহিত আমেরিকার সম্পর্ক নাই; উহা ইউরোপের ঘরাও ব্যাপার; ইউরোপের কোন্ শক্তি কাহাকে কিরূপ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ টাকা দিবে, তাহার সহিত আমেরিকার কি?

সময় দেওয়ার সপক্ষে যত কথাই বলা যাউক না কেন, আগামী ডিসেম্বরে টাকা পরিশোধ করিয়া মূল চুক্তি অনুযায়ী কার্য্য করা আরও বেশী প্রয়োজনীয়। এইরূপে টাকা দিলে সমস্ত বিষয়ের সুমীমাংসার সম্ভাবনা বেশী। যুদ্ধ-ঋণে টাকা পরিশোধের সহিত আমেরিকার ট্যাক্স প্রদাতাগণের স্বার্থ জড়িত। ব্যবসায় বাণিজ্যের অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় ইউরোপের উত্তমর্ণ ব্যক্তিরা টাকা অনাদায়ে অসুবিধা ভোগ করিতেছে; আমেরিকার অবস্থাও ঐ কারণে খারাপ হইয়াছে এবং ঋণের টাকা প্রাপ্তির দরকার জরুরি হইয়া উঠিয়াছে।

যুদ্ধ ঋণ

আগামী ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে ইংলণ্ড আমেরিকার যুক্তরাজ্যকে যুদ্ধ ঋণের এক কিস্তি পরিশোধ করিয়া দিবে এইরূপ চুক্তি ... ... ইংলণ্ড কিছু সময় প্রার্থনা করেন এবিষয়ে পাঠক কিছু কিছু অবগত আছেন। বর্ত্তমানে জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে যে ইংলণ্ডকে সময় দেওয়া হইবে না।

যুক্তরাজ্যের কংগ্রেস পূর্ব্ব হইতেই সময় দিবার বিরুদ্ধ ছিল।

অবস্থা খারাপ

বর্ত্তমানে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের বজেট অনুসারে টাকার খুব বেশী অনটন হইবে। অবস্থা সঙ্কটজনক; সুতরাং আমেরিকা ইংলণ্ডকে কর্জ্জা টাকা পরিশোধের জন্য সময় দিবে না।

ইউরোপের অন্যান্য জাতি কর্জ্জ পরিশোধ করিতে সমর্থ; কিন্তু ইংলণ্ডের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ।

মন্দির প্রবেশ তদন্ত

ত্রিবাঙ্কুরে অস্পৃশ্য এবং অনুন্নত জাতীয় লোকগণের মন্দির প্রবেশাধিকার সমস্যার সমাধানের জন্য একটী কমিটী গঠিত হইয়াছে। মিষ্টার ভি, এস, সুব্রহ্মণ্য আয়ার প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার সহিত আরও আটজন লোক কর্ম্ম করিবেন।

কমিটির ব্যয়ের জন্য ৮৮৭২ টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে।

সদস্যগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া লোকজনের মতামত গ্রহণ করিবেন এবং গণ্য সমূহের প্রতিনিধিবৃন্দের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবেন।

ভাবী ভারত

যুক্তরাষ্ট্র কি?

ভাবী ভারতের পক্ষে যুক্ত রাষ্ট্রীয় নীতিই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। অর্থাৎ ভারতে অনেকগুলি রাজ্য থাকিবে; তাহাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অপর রাজ্য হস্তক্ষেপ করিবে না; অথচ সকলেই একসূত্রে গাঁথা থাকিবে।

কেন চাই?

এখানে বিভিন্ন জাতীয়, বিভিন্নধর্ম্মী এবং সভ্যতা ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিভিন্নস্তরের লোক বাস করায়—এইরূপ ফেডারেশন স্থাপিত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত; আবার, বর্ত্তমানে কয়েকবৎসর ব্যাপিয়া ভারতবর্ষে যে রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্ত্তন চলিতেছে, ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনই তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বাধা কি?

ইংলণ্ড কয়েকটী উপনিবেশকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করিয়াছে; কিন্তু তাহাদের সহিত ভারতের পার্থক্য আছে। সেখানে শাসক ও শাসিত সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে একজাতীয়, কিন্তু ভারতে তাহার তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহা স্বায়ত্তশাসন প্রাপ্তির বাধাস্বরূপ। আর একটী অন্তরায় এই যে, স্বাধীন রাজন্যবর্গ ফেডারেশনে প্রবেশ করিতে অস্বীকার করিলে অশান্তির উদ্ভব হইবে। এতদ্ভিন্ন, মানুষে মানুষে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে এবং বিভিন্ন স্বার্থের ঘাত প্রতিঘাতও প্রকাণ্ড বাধা।

সোণার বাংলায় শাসন

পাঠক ১৯৩০—৩১ সালের বঙ্গ শাসন সম্বন্ধীয় গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টের সারমর্ম্ম পাঠ করিয়াছেন। উহা আলোচনা করিলে একটী বিষয় বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দেশে একটা বিরাট অশান্তি সকলকেই যেন ভীত, চকিত, সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে।

রাজকর্ম্মচারিগণের জীবন বিপন্ন, কখন কে কাহাকে হত্যা করে, কিছুই স্থিরতা নাই। আবার, প্রজাগণের মধ্যে কাহার গৃহ কখন খানাতল্লাসী হয় তাহাও বলা যায় না। জেলে যাওয়া, গ্রেপ্তার হওয়া, পিটুনি পুলিশের জন্য অতিরিক্ত ট্যাক্স দেওয়া, স্পেশাল কনষ্টেবল নিযুক্ত হওয়া সাম্প্রদায়িক বিবাদ, খুন, জখম প্রভৃতি নিত্য ঘটনার মধ্যে ধার্য্য হইয়াছে।

আবার, তাহার উপর বন্যা, মহামারি প্রভৃতি লাগিয়া আছে। ইহারই নাম সোণার বাংলা।

নোট জালে কারাদণ্ড

সারা ভারতময় জাল নোট চালাইবার অভিযোগে কাশীর অতিরিক্ত সেসন্স জজের আদালতে সাতজন জালিয়াতের প্রতি সাত বৎসর কারাদণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে।

১৯২৪ সাল হইতে এই জালিয়াতের দল কর্ম্ম আরম্ভ করে। ঐ বৎসর ১০ই ফেব্রুয়ারি তারিখে একটী বাইওস্কোপ কোম্পানীর টিকিট ঘরে একখানি জাল নোট আসে; সেই কোম্পানীর তত্ত্বাবধায়ক ঐ সংবাদ পুলিশে প্রেরণ করায় তদন্ত আরম্ভ হয়।

আসামীদের মধ্যে দুইজন একটী পরিত্যক্ত অরণ্যনিতে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ দুষ্কর্ম্ম চালাইতে থাকে। সেখানে তাহাদের গুপ্তস্থান আবিষ্কৃত হওয়ায় তাহারা অন্যস্থানে যায়।

অবশেষে তাহারা কলিকাতায় একটী ছাপাখানা খুলে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটী লোকের চক্ষে ধূলা দিবার উপায় মাত্র। তাহার পর তাহারা বোম্বাই, এবং অবশেষে তৈরিনিয়া স্থলায় একটি গুপ্ত স্থানে কার্য্য চালায়। সেখানে এক জন গোয়েন্দা সন্ধান করিয়া জালিয়াতদের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করে।

নূতন প্রেসিডেণ্ট

স্যার হেনরি মনক্রী-কাম্বেলের স্থানে স্বনামের স্যার ম্যানেকজি বাই রামজী দাদাভাই, কে, সি, আই, ই ভারতের কাউন্সিল অব ষ্টেটের প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইলেন।

তিনি বোম্বাই ও নাগপুরে ব্যারিষ্টার ছিলেন; তিনি গবর্ণমেণ্ট এডভোকেট, কাউন্সিল অব ষ্টেটের মেম্বর, ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কের গভর্ণর, ফিস্ক্যাল কমিশনের মেম্বর এবং প্রথম ও দ্বিতীয় রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সের প্রতিনিধি স্বরূপে কার্য্য করেন।

রাণীর প্রত্যাগমন

কুচবিহারের মহারাণী জেনোয়ায় ছিলেন। তিনি ভারত প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, সম্ভবতঃ আগামী ৫ই ডিসেম্বর তারিখে বোম্বাই পৌছিবেন।

জুয়াখেলায় দণ্ড

বেহারীমল্ল এবং আরও ১৫ জন লোক কলিকাতা কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে কার্ণিভ্যালে জুয়াখেলার জন্য ফৌজদারি সোপর্দ্দ হয়। প্রত্যেকের দশটাকা করিয়া জরিমানা হইয়াছে।

লালকুর্ত্তার কাণ্ড

১৯৩১-৩২ সালে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে বাহিঃ শত্রুর আক্রমণ হয় নাই; কিন্তু অভ্যন্তরীণ অশান্তি দেখা দেয়। এসমস্ত লালকুর্ত্তা বা সেভিয়েট দিগের কাণ্ড। তাহারা স্থানীয় লোকদিগকে উত্তেজিত করিয়া বিদ্রোহী করিবার চেষ্টায় আছে।

লোহার কারবার
করগেট টীন, জানালার গরাদে
দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম
বেড়াঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি
কান্তিচন্দ্র ...

টেলি শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈনিক

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাষিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২২৪তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৫ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার ১৩৩৯, ১লা ডিসেম্বর ১৯৩২

ভারত সচিবের বাণী

সম্রাট ও ভারতীয় প্রতিনিধিবৃন্দ

পলাতক নিহত

সামরিক নিয়োগ

জার্ম্মানির গোলযোগ

আবার মিঃ গান্ধীর প্রায়োপবেশন

বীরের মৃত্যু

বিলাতে বেগমের বক্তৃতা

মোটর ডাকাতি

ভারত ও অটোয়া চুক্তি

মাঞ্চুরিয়া সমস্যা

নানা কথা

ভারত সচিবের বাণী

ভারতসচিব স্যার স্যামুয়েল হোর লণ্ডনে এক বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছেন যে অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও বর্ত্তমানে ভারতের অবস্থা একবৎসর পূর্ব্ব অপেক্ষা অনেক ভাল।

আইন ও শৃঙ্খলা সুন্দর রূপে রক্ষিত হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সংগঠনমূলক সংস্কার চলিতেছে। বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে ন্যাসন্যাল গবর্ণমেণ্টের রাজত্ব। ভারত এই সুযোগে স্বকীয় মঙ্গল করিয়া লউক।

পলাতক নিহত

চট্টগ্রামের পুলিশ খবর পায় যে অস্ত্রাগার আক্রমণকারিগণের মধ্যে কয়েকজন জলদ থাইন নামক গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। পুলিশ আসিয়া একটী বাড়ী ঘেরাও করে এবং গৃহস্থকে আত্মসমর্পণ করিতে আদেশ দেয়। একজন লোক দলবদ্ধ পুলিশের সারি ভেদ করিয়া পলায়নের চেষ্টা করায় তাহাকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলা হয়। অপর একজন পলায়ন করিতে সমর্থ হয়।

গৃহটি খানাতল্লাস করিয়া দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহাদের মধ্যে এক জনের হাত পুড়িয়া গিয়াছে এবং অপর লোকটী গ্রাম্য ডাক্তার। কিছু এসিডও পাওয়া যায়; সন্দেহ হয় যে এস্থানে বোমা প্রস্তুত হইতেছিল।

জার্ম্মানির গোলযোগ

হিটলার ট্যাগের সমর্থিত ক্যাবিনেট গঠিত হইল না। হারগুন পেপেনের বিরুদ্ধে রিকষ্ট্যাগের শত করা ৯০ জন মেম্বর দণ্ডায়মান। এমত অবস্থায় যদি প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবার্গ তাঁহাকে চ্যান্সেলার নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে আগামী ৬ই ডিসেম্বর তারিখে রিকষ্ট্যাগের অধিবেশন হইবামাত্র উহার কার্য্যকালের অবসান হইবে।

এবিষয়ে ভন হিণ্ডেনবার্গকে সাবধান করা সত্ত্বেও তিনি বলেন যে, যদি জাতির সহিত খাপ খায় তাহা হইলে ভন পেপেনকেই চ্যান্সেলার নিযুক্ত করা হইবে।

কেন্দ্রীয় দলের নেতা ডাক্তার কাস প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবার্গকে বলিতেছেন যে তিনি রিকষ্ট্যাগের সমর্থিত ক্যাবিনেট প্রস্তুত করিতে পারিবেন না।

মোটর-ডাকাতি

আমেরিকায় মোটর-ডাকাতির সংখ্যা এরূপ দ্রুত বর্দ্ধিত হইতেছে যে, তাহার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত হইবে বলিয়া শুনা যায়।

রাত্রিকালে সহরের বাহিরে আসিয়া কিছু দূর যাইবামাত্র হয়ত ডাকাইতে প্রকাশ্যভাবেই মোটরওয়ালাকে বন্দুকের সাহায্যে ভয় দেখায়, অথবা তাহার অনুগ্রহ-ভিখারী হইয়া মোটর থামাইয়া তাহাতে চাপে এবং কিছুক্ষণ পরেই পিস্তল দেখাইয়া টাকাকড়ি কাড়িয়া লইয়া মোটর হইতে ড্রাইভারকে নামাইয়া দ্রুত মোটর চালাইয়া প্রস্থান করে।

সেদেশে প্রণয়ীরা স্ব স্ব প্রিয়-জনের সহিত মিলিত হইবার জন্য বহুল সংখ্যায় মোটর ব্যবহার করে। তাহারা গুপ্তস্থানে মোটর থামাইলে ডাকাইতেরা হঠাৎ আসিয়া গুপ্ত কথা-প্রকাশের ভয় দেখাইয়া টাকা আদায় করে অথবা টাকা, কাড়িয়া লয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, | ১৮ই কেশব গৌরাব্দ ৪৪৬, ১৫ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ ১লা ডিসেম্বর ইং ১৯৩২ বৃহস্পতিবার | ২২৪তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

সংক্ষিপ্ত ডায়েরী

ত্রয়োত্রিংশ দিবস

[১০।১১।৩২—বৃহস্পতিবার]

অদ্য পরিক্রমার শেষ দিন। প্রাতঃ ৭॥ টার সময় পরিক্রমা বাহির হইয়া শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর সমাধিমন্দির, শ্রীগোকুলানন্দজী, শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর সমাধিমন্দির, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সমাধিমন্দির, শ্রীরাধারমণের শ্রীমন্দির, শ্রীশ্যামসুন্দরজী, শ্রীল জীবগোস্বামী ও শ্রীল কবিরাজগোস্বামীর সমাধি, শ্রীল রূপ-গোস্বামীর সমাধি ও ভজনস্থলী, শ্রীরাধা-দামোদরজীর শ্রীমন্দির দর্শন ও পরিক্রমা করেন। শ্রীরাধাদামোদরের শ্রীমন্দিরে শ্রীপাদ বন মহারাজ অনেক হরিকথা কীর্ত্তন করেন, রূপানুগ গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে ধামদর্শনের জন্য উপদেশ করেন এবং বলেন যে, বৃন্দাবনে অনেক মন্দিরাদি থাকিতে পারে কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ গোস্বামিগণের প্রতিষ্ঠিত ও অনুমোদিত ৭টী শ্রীমন্দির দর্শনের জন্য আদেশ ক'রেছেন। অতএব তাঁর আজ্ঞা আমাদের পালনীয়।

পরিক্রমা পরে কালীয় হ্রদে গিয়া উপস্থিত হইলে, শ্রীপাদ বন মহারাজ শ্রীভক্তিরত্নাকর হইতে কালীয় হ্রদের মাহাত্ম্য পাঠ কীর্ত্তন করেন; পরে সেখান হইতে কেশীঘাট ও বংশীবটে উপনীত হইলে শ্রীভক্তিরত্নাকর পাঠ কীর্ত্তন হয়। তথা হইতে তাঁবুতে প্রায় ১টার সময় পরিক্রমা ফিরিয়া আসেন।

অদ্য শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের অপ্রকট মহোৎসব। এই উৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া বাগনান্ নিবাসী শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দাসী তাঁহার অর্থের সদ্ব্যয় করিয়া ধন্য হইয়াছেন। সন্ধ্যায় স্থানীয় অনেক সজ্জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা গত ১০ই নভেম্বর শেষ হইলেও রঙ্গনাথজীর মঠের মোহান্তের সাদর আহ্বানে তৎপর দিবস অর্থাৎ ১১ই নভেম্বর পরিক্রমার যাত্রিগণ ত্রিদণ্ডিপাদগণের আনুগত্যে সুমধুর মহামন্ত্র সঙ্কীর্ত্তনযোগে শ্রীরঙ্গনাথজীর দর্শন ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন। এই দিবস দ্বিপ্রহরে মহাপ্রসাদ সম্মানপূর্ব্বক অধিকাংশ যাত্রী গৃহাভিমুখে গমন করেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

ইন্‌ষ্টিটিউট বোর্ডিংএ হরিকথা

পাঠকগণ অবগত আছেন, অন্যান্য বিদ্যালয়সমূহের ন্যায় শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট রবিবার বন্ধ না থাকিয়া প্রতি হরিবাসর ও পঞ্চমীতে বন্ধ থাকে। এই উভয় দিবস অপরাহ্নে বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে নিয়মিতভাবে পাঠ কীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে। বিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার প্রচারকগণ পাঠ ও বক্তৃতামুখে ছাত্রদিগকে চরিত্রগঠন ও আদর্শ জীবন যাপন সম্বন্ধে নানাবিধ সদুপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন।

বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য

গত ৮ই অগ্রহায়ণ ২৪শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার শ্রীহরিবাসর উপলক্ষে আহূত সভায় শুদ্ধভক্ত কীর্ত্তন ও গুরু-গৌরাঙ্গ গৌড়ীয়গণের শ্রীচরণ বন্দনার পর বক্তা সর্ব্বপ্রথম দীর্ঘ পূজাবকাশের পর ছাত্রগণের প্রত্যেককে সুস্থ শরীরে প্রত্যাবৃত্ত দেখিয়া আনন্দ প্রকাশপূর্ব্বক বলেন,—"আশা করি তোমরা সকলেই বাড়ীতেও সুস্থ শরীরে সদাচারাদি পালন করিয়া কাল অতিবাহিত করিয়াছ। আশা-করি, তোমরা বিস্মৃত হও নাই যে, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট জগতের অন্যান্য বিদ্যালয়সমূহের ন্যায় একটী 'অর্থকরী' বিদ্যাশিক্ষাগার নহে, অন্যান্য বিদ্যালয়ে ছাত্রদের চরিত্রগঠন করিবারও ধর্ম্মোপদেশ প্রদানের কোনও বন্দোবস্ত নাই। কিন্তু ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে চরিত্রগঠন ভিত্তির উপর শিক্ষা প্রদান করা হয়। সচ্চরিত্র হইলে মেধা শক্তি আপনিই বৃদ্ধি পায়। তখন অল্প পরিশ্রমে অনেক বিষয় শিক্ষা করা যায়। আর পুণ্যভূমি ভারতে ছাত্রগণকে পরমার্থ শিক্ষালাভের উপযোগী করিবার নিমিত্তই প্রাচীনকালে বিদ্যালয়াদির প্রতিষ্ঠা হইত। দেশের দুর্ভাগ্যক্রমে এখন সেইরূপ শিক্ষাগার ভারতে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। তোমরা ভাগ্যবান্, কারণ যে শিক্ষার নিমিত্ত বিশ্বের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে বিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার আচার্য্যবর্গের শ্রীপাদপদ্মে মনীষিগণ উপস্থিত হ'ন, তোমরা ছাত্রজীবনের সুকোমল চিত্তবৃত্তির সময় তাঁহার কৃপায় পাঠ্যপুস্তক পাঠের সঙ্গে সঙ্গে সেই শিক্ষালাভের সৌভাগ্য পাইতেছ। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তোমরা তোমাদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া বিশ্ববাসীকে তোমাদের আদর্শ চরিত্রের প্রতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে। আশাকরি, তোমরা বন্ধের সময় অন্যান্য ছেলেদের ন্যায় তাস পাশা খেলায় বৃথা কালাতিপাত না করিয়া সদালাপ ও সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠে সময় অতিবাহিত করিয়া থাক।"

ব্রজমণ্ডলের কথা

উপরি উক্ত বক্তৃতার পর বক্তা বিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজের কৃপাদেশে শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় যোগদানের সৌভাগ্য লাভ করিয়া ত্রিদণ্ডিপাদগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে যেসকল উপদেশ লাভ করিয়াছেন, ছাত্রগণের নিকট তাহার কিঞ্চিৎ বর্ণন করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি মথুরায় কংসের কারাগারে ভগবান্ বাসুদেবের আবির্ভাবের বিস্তৃত কারণ বর্ণন করেন। এতদ্ব্যতীত ব্রজের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের আচার্য্যবর্গের ভজন-স্থলীর কথাও কিছু বলেন। এই সকল বিষয় ইতঃপূর্ব্বেই নদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া এখানে আর উল্লিখিত হইল না। অতঃপর পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্র সঙ্কীর্ত্তন হইবার পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৮ কেশব আদি কারণোদশায়ী ৪৪৬

বিমোহিনীর গৌণী সেবা

অনন্ত শক্তিমান্ শ্রীভগবানের প্রধানতঃ ত্রিবিধা শক্তির বিষয় আমরা শাস্ত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখ দেখিতে পাই। তন্মধ্যে স্বরূপ-শক্তিই অন্তরঙ্গা বা যোগমায়া; ইহা জীবের ভোগময় অক্ষজ নশ্বরজ্ঞানে উপলব্ধ হইবার বিষয় নহে। এই স্বরূপ-শক্তির বিপরীত শক্তিই বহিরঙ্গা বা মহামায়া নামে অভিহিতা। সৃষ্টির প্রাক্কালে পদ্মযোনি ব্রহ্মার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া শ্রীভগবান্ চতুঃশ্লোকী শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকে তদীয় মায়ার স্বরূপ ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন। যথা—

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো তথা তমঃ॥

ভগবান্ বলিয়াছেন, বাস্তব প্রয়োজন ব্যতীত যাহা কিছু প্রতীয়মান হয়, অথচ আমার অধিষ্ঠানে যাহার প্রতীতি নাই, তাহাকেই আমার মায়া বলিয়া জানিবে। সেই মায়ার দ্বিবিধবৃত্তি—একটী আভাসময়ী, এবং অপরটী অন্ধকারময়ী। নিমিত্তাংশে আভাসময়ী 'জীব মায়া', ও উপাদানাংশে অন্ধকারময়ী 'গুণমায়া'র উৎপত্তি হইয়াছে।

বস্তুর অন্তরঙ্গা শক্তির অন্তর্ভুক্ত চিচ্ছক্তি প্রকটিত অণুচিৎ জীব, চিৎ ও জড় এই উভয় জগতে বিচরণ করিবার নিত্য-স্বভাব-সম্পন্ন হইয়া সৃষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামে নিত্যমুক্ত জীবগণের মায়িক নশ্বর পরিবর্ত্তনীয় প্রতীতি নাই। সেখানে ভক্তিযোগমায়াধীনে শক্তিসমূহ ভগবৎ সেবায় সর্ব্বদা নিযুক্ত আছেন। ফলতঃ বহিরঙ্গা-শক্তি প্রকটিত জড়জগতে নাশিতা লইবার ধর্ম্ম নশ্বর ভাবে অবস্থিত আছে। অদ্বিতীয় বস্তুর প্রতীতির অভাবে উপলব্ধি কারকের যে ভোক্তৃভাব ও জগতের উপর প্রভুত্ব করিবার প্রয়াস, তাহাই মায়িকবৃত্তি বিশেষ। ত্রিগুণময়ী মায়াশক্তি স্বীয় আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয়ের প্রভাবে গুণাগর্ভিত অণুচেতন অর্থাৎ তটস্থ শক্তির অন্তর্ভুক্ত জীবকে গুণাভিমানিরূপে পাইলেই তাহাকে আবৃত করেন ও ভগবৎ-সেবা-

ষড়্-গোস্বামী

(২)

ব্রজবন-প্রদর্শক

অনেকের ধারণা—যাহারা দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে আহারাদি সংগ্রহ করিতে পারে না, তাহারাই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া পরিব্রাজক-বেশ গ্রহণ করে। কপট ব্যক্তিরা দম্ভোদর-পূরণের নিমিত্ত কত কি করে, তাহা আমাদের বিচার্য্য নহে। তবে প্রকৃত সাধুর প্রতি যদি কেহ ঐপ্রকার অভিমত প্রকাশ করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—তাহার ন্যায় ভ্রান্ত পৃথিবীতে অতি অল্পই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। জাগতিক পরিচয়ে আমাদের ষড়্-গোস্বামীর শীর্ষ-মণিদ্বয় শ্রীল রূপ ও শ্রীমৎ সনাতন রাজার অমাত্য, শ্রীল রঘুনাথ দাস বঙ্গের তদানীন্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-জমিদার-তনয়। অপর গোস্বামিত্রয় আকুমার ব্রহ্মচারী; তাঁহারাও ধনাঢ্যগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং তাঁহারা সকলেই ইচ্ছা করিলে দুগ্ধফেননিভ সুকোমল বিমুখ করিয়া চৌদ্দভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডে বিক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন। মায়া বা বহিরঙ্গা শক্তির, শক্তিমৎতত্ত্ব ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই; বা কখনও থাকিতে পারে না। তিনি ভগবানেরই আশ্রিতা; তবে স্বরূপ শক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তি যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য-সেবায় সর্ব্বদা নিরত হইয়া অবস্থিতা, মায়াশক্তি সেই প্রকার নহেন। তাঁহাকে অপকৃষ্টভাবে ভগবানের পশ্চাৎভাগে বিলজ্জমানা হইয়া থাকিতে হয়। মহাবদান্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সকল জীবকেই আকর্ষণ করিয়া স্বীয় সেবা দান করিয়া থাকেন। কিন্তু দুর্ভাগা জীবগণ ভগবানের কৃপার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া স্ব-স্ব স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ফলে ভগবৎসেবায় উদাসীন হইয়া—ভগবদ্দাসী মায়াদ্বারা মোহিত হইলে, বিপর্য্যয় বুদ্ধিগ্রস্ত হয়েন, এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম আবরণদ্বয় প্রাপ্ত হইয়া তাহাতেই আমি আমার এইরূপ শ্লাঘা করিয়া থাকেন। ভগবান্ মায়ার এই জীব-মোহন কার্য্য অনুমোদন না করিলেও—মায়াদেবী তাঁহার দাসীসূত্রে জীবগণের ভগবদ্বৈমুখ্যভাব সহ্য করিতে না পারিয়া ভগবৎ-সম্বন্ধ জ্ঞানে উদাসীন জনগণকে অহরহঃ ত্রিতাপে দগ্ধীভূত করিয়া পরিশেষে তাহাদিগেরই কৃষ্ণোৎকণ্ঠার উপযোগিতা গৌণভাবে প্রদান করিয়া থাকেন। এইরূপ ভাবে মায়া যে কৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার ভগবৎ-প্রদত্ত যোগ্যতা আছে।

শয্যায় কালাতিপাত করিতে পারিতেন, আর এই সকল নিত্যসিদ্ধ-ভগবৎপার্ষদ যে-অবস্থায়ই কাল কাটাইতেন, তাহাতে তাঁহাদের ভজনের কোনও অসুবিধা হইত না। কিন্তু তথাপি পরদুঃখ-দুঃখী আচার্য্যগণ, বদ্ধজীবের পক্ষে ভোগবিলাসে হরিভজন সম্ভব নহে বলিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য মলমূত্রবৎ পরিত্যাগ করিয়া কি-প্রকারে সাধন করিতে হয়, তাহা নিজেরা আচরণ করিয়া দেখাইয়াছেন। এই প্রকৃত পরোপকার বৃত্তি গ্রহণ করিয়াই তাঁহারা সহস্র সহস্র মাইল পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া মাথুরমণ্ডলে উপস্থিত হইয়াছেন। তথায় উপস্থিত হইয়া এক স্থানে অবস্থান করেন নাই। ব্রজের বনে বনে ভ্রমণ করিয়া কৃষ্ণের লীলাস্থলাদি আবিষ্কার করিয়াছেন। নানা স্থান হইতে প্রাচীন গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়া ঐসকল গ্রন্থের নির্দ্দেশানুসারে স্থানাদি চিহ্নিত করিয়াছেন এবং শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা ও শ্রীবিগ্রহের সেবা প্রকট করিয়াছেন। তাই আজ আমরা বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ, শ্রীমদনমোহনাদি গৌড়ীয়ের অধিদেবগণের শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহাদি দর্শন পাইতেছি—তাই আজ আমরা বৃন্দাবনে রসকেলির স্থানাদির সন্ধান পাইতেছি—তাই আজ আমরা ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিয়া দ্বাদশ বন, শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, গিরিগোবর্দ্ধন, গোকুল, রাভেল, বর্ষাণ, নন্দগ্রাম, যাবট প্রভৃতি লীলাস্থলীসমূহ দর্শন করিবার সৌভাগ্যলাভ করিতেছি।

গ্রন্থপ্রণয়ন ও প্রচার

গোস্বামিবর্গ লীলাস্থানাদি আবিষ্কার ও শ্রীমন্দির স্থাপন করিয়াই নিশ্চিন্ত হ'ন নাই বা মোহান্তের প্রতীক মহান্ত সাজিয়া ভোগবিলাসে অবস্থান করিবার ও সেবকদ্বারা অঙ্গমর্দ্দন করাইবার লীলা প্রদর্শন করেন নাই। শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনের ভার কনিষ্ঠাধিকারীর উপর ন্যস্ত করিয়া তাঁহারা মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক এক এক বৃক্ষের তলে এক এক রাত্রি যাপন করিয়া শাস্ত্রাদি প্রণয়ন করিতেন এবং ব্রজের বনে বনে ভ্রমণ করিয়া অপ্রাকৃত ভক্তিরস শুদ্ধভক্তি-বাণী প্রচার করিতেন। এক স্থানে অবস্থান করিতেন না বলিয়াই আজও ব্রজের নানা স্থানে গোস্বামিবর্গের ভজনস্থলী দেখিতে পাওয়া যায়।

গোস্বামিবর্গের গ্রন্থ

গোস্বামিবর্গ যে-সকল গ্রন্থ-ভাস্কর প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকটীর জ্যোতি প্রাকৃত দর্শনশাস্ত্রাদির খদ্যোতালোক নিষ্প্রভ করিয়া বেদ, উপনিষদ প্রভৃতির তাৎপর্য্য 'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়' ও 'প্রয়োজন' সূর্য্যকান্তমণিত্রয়ের ঔজ্জ্বল্য প্রদর্শন করিতেছেন; তাহাতে অপ্রাকৃত ব্রজরসের মধুরিমা ও চমৎকারিতা উচ্চতম শীর্ষে স্থান লাভ করিয়াছেন। ঠাকুর নরোত্তম, আচার্য্য শ্রীনিবাস ও শ্রীমৎ শ্যামানন্দ প্রভু বিভিন্ন রাগরাগিনীতে সঙ্কীর্ত্তন করিয়া ষড়্‌গোস্বামীর গ্রন্থাদির শিক্ষামৃতই বিভিন্ন স্থানে বর্ষণ করিয়াছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গদ্যে ও পদ্যে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করিয়া ঐশিক্ষাসারই জগতে পরিবেশন করিয়াছেন। বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের ভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামীমহারাজ গোস্বামিবর্গের অভিন্ন বিগ্রহ হইয়াও নিজকে তাঁহাদের 'অনুগ' বলিয়া পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদের প্রণীত শাস্ত্রাদি প্রচার করিতেছেন, জগদ্বাসীকে তাঁহাদের শিক্ষায় দীক্ষায়ই শিক্ষিত ও দীক্ষিত হইতে বলিতেছেন। সহজিয়া সম্প্রদায় তাঁহাদের প্রণীত শাস্ত্রাদির কদর্থ করিতে থাকিলে, তিনি বঙ্গভাষায় প্রকৃত ব্যাখ্যা লিখিয়া গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের অদ্ভুতপূর্ব্ব উপকার করিতেছেন। বঙ্গভাষায় সাপ্তাহিক পত্র 'শ্রীগৌড়ীয়' ও দৈনিক 'নদীয়া-প্রকাশ', হিন্দিভাষায় পাক্ষিক 'শ্রীভাগবত', উৎকল ভাষায় পাক্ষিক 'শ্রীপরমার্থী', আসামী ভাষায় মাসিক 'শ্রীকীর্ত্তন' ও ইংরেজী ভাষায় মাসিক 'শ্রীসজ্জন-তোষণী' বা 'দি হার্ম্মনিষ্ট' ষড়্ গোস্বামীর প্রণীত শাস্ত্রাদির শিক্ষাই পৃথিবীতে প্রচার করিতেছেন। আসুন, আমরা সকলেই সেই গোস্বামী ষটকের পাদপদ্ম বন্দন করিয়া ধন্য হই—

"কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন-গান-নর্ত্তনপরৌ
প্রেমামৃতাম্ভোনিধী
ধীরাধীরজন-প্রিয়ৌ প্রিয়করৌ
নির্ম্মৎসরৌ পূজিতৌ।
শ্রীচৈতন্য-কৃপাভরৌ ভুবি ভুবো
ভারাবহন্তারকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ
শ্রীজীব-গোপালকৌ॥

রাধাকুণ্ডতটে কলিন্দতনয়াতীরে
চ বংশীবটে
প্রেমোন্মাদবশাদশেষ-দশয়াগ্রস্তৌ
প্রমত্তৌ সদা॥
গায়ন্তৌ চ কদা হরের্গুণবরং
ভাবাভিভূতৌ মুদা
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ
শ্রীজীব-গোপালকৌ॥

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। কৃষ্ণগুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

ভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপণপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটি অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মন্মথার। প্রত্যেকটী কবিতা আনন্দচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এন্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এতদ্রূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এন্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৷৷০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ৷৷০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পরমার্থিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা তিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ৷৵০

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৷৴০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে-ছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীগুলি পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অভক্তের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কামানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসপূজা, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণানুশীলন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বেদান্ত, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুধাধিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অপ্রাকৃত জগতের প্রবেশ করিবে," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিদ্ধভক্তিবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', দাতব্য ও কর্ত্তব্য, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার প্রণালী এই সপ্ত কোহিনূর প্রভৃতি সিদ্ধান্তভার। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ৩৷৷০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়)
১৪। জৈবধর্ম্ম ৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
(চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর
(নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা
(৪৪৬ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। অর্চ্চনপদ্ধতি ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ।⁄০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১
ঐ (আবাঁধা)
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয়
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাধাবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ য়্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ কল্পতরু ⁄০
৭২। গীতাবলী ১৲
৭৩। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু ⁄০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়—কালকাতা** শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ⁄০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমাপ ওষধ ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্ক্স্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বীরের মৃত্যু

ব্রহ্ম যুদ্ধের বীর সৈনিক কর্ণেল চার্লস জেম্‌স গ্রাণ্ট পরলোকগমন করিলেন। যখন মণিপুরে চীফ কমিশনারের সৈন্যদল পরাজিত হয়, সেই সময় তিনি মাত্র ৮০ জন পঞ্জাবী ও গুরখা সৈন্য লইয়া তাঁহার সাহায্যার্থ যান এবং তিনবার ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও অসীম শৌর্য্য প্রকাশ করিয়া জয়লাভ করেন।

বিলাতে বেগমের বক্তৃতা

লণ্ডনের গিল্ডহল ছয়শত বৎসরের পুরাতন প্রাসাদ; তাহাতে এপর্য্যন্ত কোন স্ত্রীলোক বক্তৃতা প্রদান করেন নাই। বেগম শা নাওয়াজ সেখানে প্রথম বক্তৃতা দান করিলেন। সিটি লিবারেল ক্লাব তাঁহাকে এইস্থানে অভ্যর্থনা করেন। বেগম সাহেবা বলেন যে, নারীজাতির মধ্যে অবাধ মিশ্রণের ফলে সাম্রাজ্যের এক অভিনব একতার সম্ভাবনা হইতেছে।

মাঞ্চুরিয়া সমস্যা

মাঞ্চুরিয়া সমস্যার সমাধানের জন্য চীন ও জাপানের মধ্যে সোজাসুজি কথা কহিবার প্রস্তাবে চীন সম্মত হয় নাই, কিন্তু জাপান সম্মত আছে। আবার, এসেম্ব্লির একটী অধিবেশনে ঐ সমস্যার কথা উত্থাপিত করিবার প্রস্তাব হইলে চীন সম্মত হয় কিন্তু জাপানী প্রতিনিধি বলেন যে গবর্ণমেণ্টের আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত তিনি কিছুই বলিতে পারেন না।

বে-আইনী পত্রিকায় দণ্ড

আশুতোষ ভট্টাচার্য্য নামক একব্যক্তি বে-আইনী পত্রিকা রাখার অভিযোগে জোড়াবাগান পুলিশ কোর্টের বিচারে চারি মাস সশ্রম কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে।

যুদ্ধের জের

যদিও আমেরিকা যুদ্ধঋণ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের প্রার্থনা না-মঞ্জুর করিয়াছেন, তথাপি বলা যাইতে পারে যে, আমেরিকা শেষ কথা বলেন নাই। সুপ্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিৎ পণ্ডিত সার ওয়াল্টার লেটন এইরূপই মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, তিনি আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট হুভারের বর্ণনা পড়ে এমন কিছুই পান নাই যাহাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার বলা যায়; কংগ্রেসের সহিত পরামর্শের পর, কংগ্রেসের স্পষ্ট ইচ্ছাকে অতিক্রম না করিয়া যতদূর পথ খোলা রাখা যায় তিনি পথ ততদূরই খোলা রাখিয়াছেন; তিনি আমেরিকার মত প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। এখন ইউরোপীয়দিগের কর্তব্য তাঁহাদের স্বকীয় মত স্পষ্টরূপে প্রকাশ করা।

বর্ত্তমানে আমেরিকার দয়া প্রকাশ করিবার উপযুক্ত আর্থিক অবস্থা নয়; তবে যদি প্রমাণ করা যায় যে ইউরোপ যাহা করিতে বলেন, তাহা ইউরোপ ও আমেরিকা—উভয় পক্ষেরই মঙ্গলকর, তাহা হইলে ফল হইতে পারে।

রুষ ও কানাডায় চুক্তি

রুসিয়া দেশে প্রস্তুত তৈল যাহাতে কানাডায় বিক্রয় হয়, এই উদ্দেশ্যে রুষ ও কানাডায় একটী চুক্তি হইয়াছে। রুষিয়ার সোভিয়েট অয়েল এক্সপোর্টিং ট্রাষ্ট এই চুক্তি সম্পন্ন করেন। বর্ত্তমান বৎসরে পঞ্চাশ সহস্র টন তৈলজ পদার্থ রুষিয়া হইতে কানাডায় চালান যায়। নূতন চুক্তিমতে ১৯৩৩ সালে এক লক্ষ কুড়ি হাজার টন মাল যাইবে।

শিক্ষক সম্মেলন

গত রবিবার তারিখে কলিকাতা শিক্ষক সম্মেলনের পঞ্চমবার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ডাঃ এস, কে, ব্যানার্জ্জি সভাপতির কার্য্য করেন।

সম্রাট ও ভারতীয় প্রতিনিধিবৃন্দ

গোলটেবিল বৈঠকের যে সমস্ত ভারতীয় প্রতিনিধি সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, স্বয়ং সম্রাট তাঁহাদের অভ্যর্থনা করেন এবং তাঁহাদের সহিত হস্তমর্দ্দন করেন। বাকিংহাম রাজপ্রাসাদের সিংহাসন গৃহে এই কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়।

সেইখানেই স্বয়ং সম্রাট স্যার নৃপেন্দ্র নাথ সরকারকে নাইটের সম্মান স্বরূপ তরবারি দ্বারা স্পর্শ করেন।

সামরিক নিয়োগ

ফিল্ড মার্শল সার জর্জ মিলনের স্থানে জেনারেল সার এ, মণ্টগোমারি ম্যাসিঙ্গবার্ড চীফ অব দি ইম্পীরিয়াল জেনারেল ষ্টাফ নিযুক্ত হইলেন।

করবৃদ্ধির সম্ভাবনা

চ্যান্সেলার অব দি এক্সচেকার অর্থাৎ ইংলণ্ডের অর্থসচিব মিষ্টার নেভিল চেম্বার্লেন দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন যে, ইংলণ্ড অধমর্ণ জাতিবৃন্দের নিকট হইতে কিছুই পাইতেছে না, অথচ আমেরিকাকে যুদ্ধঋণ পরিশোধ করিতে হইতেছে। এই কারণে প্রতি পাউণ্ডে এক শিলিং করিয়া করবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। ইহাতে ন্যায়েরও মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না এবং ইংলণ্ডের শিল্পবাণিজ্যের ক্ষতি হইবে।

প্রধান মন্ত্রীর উক্তি

ইংলণ্ড আমেরিকার যুক্ত সাম্রাজ্যের নিকট যত টাকা কর্জ্জ করিয়াছে, সম্মিলিত শক্তিবৃন্দও ইংলণ্ডের নিকট তত টাকা কর্জ্জ করিয়াছে। এই জন্য প্রধান মন্ত্রী বলিতেছেন যে, আমেরিকা এবং সম্মিলিত শক্তিবর্গ যদি পরস্পরের দুঃখ বুঝে, তাহা হইলে সমস্যার সমাধান হইবার সম্ভাবনা।

বৃহত্তম আদালতে বৃহত্তম সিদ্ধান্ত

সার মর্টিমার কানাডাবাসী লক্ষপতি; তিনি ২৫ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তি রাখিয়া মারা যান। তাঁহার পুত্র এবং বিধবা পত্নী, লর্ড শনেসি এবং মিষ্টার ডীপারকে এক্সিকিউটার ও ট্রাষ্টী পদ হইতে সরাইবার জন্য কানাডার আদালতে নালিশ করেন এবং ট্রষ্টীরা বাদীপক্ষকে ঠকাইতেছে এরূপ অভিযোগও করেন। কানাডার আদালতে পরাজিত হইয়া তাঁহারা প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করেন সেখানেও তাহারা মোকদ্দমায় হারিয়া যান। পঞ্চাশ দিন শুনানির পর ছাপান ৩৭ পৃষ্ঠা ব্যাপী রায় বাহির হয়।

আবার মিঃ গান্ধীর প্রায়োপবেশন

যদি ২রা জানুয়ারির মধ্যে গুরুবায়ুর মন্দিরে অস্পৃশ্যদিগের অবাধ প্রবেশাধিকার প্রদত্ত না হয়, তবে মিষ্টার গান্ধী পুনরায় প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিবেন; তবে যদি প্রবেশাধিকারী স্থানীয় হিন্দুদিগের মধ্যে অধিকাংশই অস্পৃশ্যদিগের মন্দির প্রবেশের বিরুদ্ধবাদী হয়, অথবা সকলেই মন্দির উন্মুক্ত করিতে সম্মত হইলেও এমন কোন আইন সংক্রান্ত বাধা উপস্থিত হয়, যাহার মীমাংসা এত অল্প সময়ের মধ্যে হইতে পারে না, তবে মিঃ গান্ধী আপাততঃ উপবাস বন্ধ রাখিবেন।

মুক্তির কথা

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ আন্দোলন প্রবলভাবে চালাইতে সাহায্য করিবার জন্য অনেকেই মিষ্টার গান্ধীকে মুক্তিদান করিতে পরামর্শ দিতেছেন।

বড়লাটের বাবা শিকারে

ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট সাহেব লর্ড আরউইনের পিতা লর্ড হালিফ্যাক্স ৯৪ বৎসর বয়সেও সেদিন ঘোড়ায় চড়িয়া শিকারে গিয়াছিলেন। সঙ্গে লর্ড আরউইন এবং নাতিনীও উপস্থিত ছিলেন।

ভারত ও অটোয়া চুক্তি

মিষ্টার ওয়েজউড বেন একটী প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, ভারতের ঘাড়ে বলপূর্ব্বক অটোয়া চুক্তি চাপান উচিত নহে। যখন ভারত বুঝিবে যে, অটোয়া চুক্তিতে ভারতের বাণিজ্যের সুবিধা হইবে, তখন ভারতের সহিত অবাধ বাণিজ্যের চুক্তি করাই যুক্তিসঙ্গত।

লবণ-করে লোকসান

দিল্লীর চুক্তি অনুসারে গবর্ণমেণ্ট লোকদিগকে স্ব স্ব ব্যবহারের জন্য লবণ প্রস্তুত করিবার অনুমতি দান করেন; কিন্তু সেই সুবিধা পাইয়া ভিন্ন স্থানের লোক আসিয়া গাড়ী বোঝাই করিয়া লবণ বিক্রয়ার্থ লইয়া যান। গবর্ণমেণ্ট এরূপ অনুমতি দেন নাই।

এইরূপ করায় লবণ-শুল্ক বাবদ গবর্ণমেণ্টের অনেক কম আদায় হইয়াছে। অন্যায়ভাবে লোকে ৪২২৯০ মণ লবণ চালান দিয়াছে।

মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউট

কলিকাতা মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউটের একটী সভায় অনুষ্ঠানটীর উন্নতির বিষয় কীর্ত্তিত হয়। টাকার অভাবে রীতিমত কার্য্য শেষ হইতে পারে নাই। কলিকাতা কর্পোরেশন ৫০০০০ টাকা সাহায্য করায় অনেক সুবিধা হইয়াছে।

বৃহত্তম লৌহখণ্ড

শেফিল্ড সহরের ভাইকার্স কারখানায় সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ লৌহের চতুষ্কোণ পাত প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার ওজন ১৭৫ টন। ইহা হইতে যে সমস্ত টব প্রস্তুত হইবে, তাহার প্রত্যেকটী ৪০ ফুট লম্বা এবং ৫ ফুট তিন ইঞ্চ ব্যাসযুক্ত হইবে।

সুটকেস চুরি

মীর আজিজ নামক একব্যক্তি চীৎপুরনিবাসী সলিল খাঁর বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া একটী সুটকেস এবং তাহার ভিতরে স্থিত ২০ টাকা চুরিকরার অভিযোগে চারমাস সশ্রম কারাদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে।

আফগান যাদুঘর

কান্দাহারে একটি আফগান যাদুঘর স্থাপিত হইল। রাজা আমানুল্লা দুইটী যাদুঘর স্থাপিত করেন; কিন্তু বাচ্চাই সাকোর রাজত্বকালে সেগুলী ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়।

টেলি শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈ নি ক

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵

ভারতের সর্ব্বপ্র বহুল-প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২২৫তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৬ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার ১৩৩৯, ২রা ডিসেম্বর ১৯৩২

রাণাঘাট বাজার

ভোটে মন্দিরদ্বারোন্মোচন

রাজনৈতিক দাঙ্গা

সভা ও মিছিলের জন্য দণ্ড

অস্ত্র আইনের বিজ্ঞাপন

মন্দির প্রবেশ সমিতি

ইংলণ্ডে ভারত কথা

হত্যা নিরোধ

চেতলায় নরহত্যা

অর্ডিনান্স বন্দী

ভাবী ভারত

নানা কথা

রাণাঘাট বাজার

আগামী ফেব্রুয়ারি মাস হইতে রাণাঘাটের নূতন মিউনিসিপাল মার্কেটে কেনা বেচা আরম্ভ হইবে। গুজব যে দোকানদারেরা এই বাজারটি খুলিবার অপেক্ষায় আছে; কারণ এখানে তোলা লওয়া হইবে না। বর্ত্তমান বাজারে জমীদার অতিরিক্ত তোলা আদায় করে এবং মুসলমানদিগকেও গোপীনাথের পূজার জন্য তোলা দিতে হয় বলিয়া প্রকাশ।

টাকা ভাঙ্গা

রাণাঘাট পীপলস্ ব্যাঙ্কের কেরাণী জীতেন বাবু ৭৯১৪ টাকা ভাঙ্গার জন্য কৃষ্ণনগরের দায়রা বিচারে দুই বৎসর কারাদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

রাজনৈতিক দাঙ্গা

৪০০০ ন্যাশন্যালিষ্ট নিউইলীর সন্ধিতে অসন্তোষ প্রকাশ করিবার জন্য বুল্গেরিয়ার রাজধানী সোফিয়াতে সমবেত হয়। পুলিশের সহিত তাহাদের সঙ্ঘর্ষ হয়। পুলিশ বন্দুক চালায় এবং সঙ্গীনের খোঁচা মারিয়া জনতা অপসারিত করে।

অস্ত্রআইনের বিজ্ঞাপন

কালকাতার ডেপুটী পুলিশ কমিশনার বার্টলে সাহেব বিজ্ঞাপন দিয়াছেন যে ১৯৩৩ সালের জন্য অর্দ্ধহারে অস্ত্র শস্ত্রের লাইসেন্স দেওয়া হইবে। বিনা খরচে ও লাইসেন্স বাহির হইবে। ৩১শে জানুয়ারির পর এইরূপ লাইসেন্সের উপর ফি আদায় হইবে।

চেতলায় নরহত্যা

চেতলা নিবাসী খগেন্দ্র এবং সত্যেন্দ্র নামক দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ হয় যে তাহাদের বাটীতে অজ্ঞাত ব্যক্তি কর্ত্তৃক ইট নিক্ষিপ্ত হওয়ায় তাহারা প্রতিবেশী কবিরাজ হরিপদ পালকে সন্দেহ করে এবং একদিন রোগী দেখিবার ছল করিয়া তাহাকে ডাকিয়া মারিতে থাকে। তাহার ফলে হরিপদ মারা যায়।

খুন করিবার পর আসামীদ্বয় লাস লুকাইবার জন্য খিড়কী দ্বার দিয়া বাহির হয়। সেই সময় লোকে তাহাদিগকে তাড়া করিয়া ধরিয়া ফেলে।

আলিপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদ্বয়কে দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

ইংলণ্ডে ভারত কথা

ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে ভারতসচিব প্রশ্নের উত্তর দান কালে প্রকাশ করেন যে চট্টগ্রামের সমস্ত অধিবাসীদিগের উপর যে জরিমানার আদেশ হইয়াছে সে সম্বন্ধে তিনি সবিশেষ অবগত নহেন।

হত্যা নিরোধ

নিউ দিল্লীর ওয়াই, এম, সি, এ, হলে কর্ণেল বার্কলে হিল বলেন যে, বঙ্গদেশ অন্য সমস্ত প্রদেশকে রাজনৈতিক হত্যা কাণ্ড প্রভৃতি অপরাধে অতিক্রম করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যে প্রতিষেধক ব্যবহার করিতেছেন, তাহাতে মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই। লোকের মনোবৃত্তি সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তদনুসারে কার্য্য করিলে ফল হইবার সম্ভাবনা।

মেজর জেনারেল মিগ বলেন যে, তিনি একবার গবর্ণমেণ্টকে এই উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করিতে বলেন। কিন্তু কিছু হয় নাই।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	এলাহাবাদ	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীধাম বৃন্দাবন	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	এলাহাবাদ
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	দিল্লী	১১ শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	ঐ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	প্রয়াগ	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	ঐ		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে গৌরজন্মোৎসবাদি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেব্যবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গোরদাস ব্রহ্মচারী কাব্য[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ-ভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ বাসারবতী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতি, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রজ্ঞান দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীভুবনমোহন দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকণিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালি দাসাধিকারী। শ্রীপানন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এম, এস, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীবৈভব ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী,

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ সাউথ মালাকা প্রয়াগ ষ্টেট, সিটি

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জামগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপানন্দ দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীনন্দলালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্রালিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবান্‌দাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সগড়ার, পুরী, উড়িষ্যা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন।

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরীপ্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

মতিবাজার, কটক।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনারায়ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুয়রকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, সানতন।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী সুদর্শন[illegible]

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, ও হাওড়া

এখানে বৃহৎ কুঞ্জমধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের সেব বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-বাসস্থান

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়াড়ীপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নব গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ.

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) মদনগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম - মায়াপুর - নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, ১৯ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৬, ১৬ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ ২রা ডিসেম্বর ইং ১৯৩২ শুক্রবার ২২৫তম সংখ্যা

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-বর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গত ২৪শে নভেম্বর প্রাতঃ ৬ ঘটিকার সময় শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ হইতে শুভ যাত্রা করিয়া বেলা ৯-৩৮ মিনিটের সময় বেনারস ক্যান্টনমেন্ট ষ্টেশনে ৬৮ ডাউন ট্রেণ হইতে অবতরণ করিলে ভক্তবৃন্দ জয়ধ্বনিতে ষ্টেশন প্রতিধ্বনিত করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের গলদেশ বিচিত্র মাল্য-বিমণ্ডিত করেন। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ-সেবক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, ঢাকা-নিবাসী শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যশোহর-নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কেশবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রীল প্রভুপাদের গলদেশে মাল্য অর্পণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদকে মাল্যাদি-দ্বারা সুসজ্জিত মোটর-যানে আরোহণ করাইয়া সঙ্কীর্ত্তনরোলে গগন পবন মুখরিত করিতে করিতে সকলে শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠে আগমন করেন। কাশীবাসী বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করিয়াছিলেন।

গত ২৫শে নভেম্বর অপরাহ্ণ ৫-৫০ মিনিটের সময় 'বেনারস এক্সপ্রেসে' শ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ীয়মঠাভিমুখে শুভ-বিজয় করিয়াছেন। এত অল্প সময় কাশী-নগরীতে অবস্থান করায় কাশীবাসী শ্রদ্ধালু জনগণের প্রভুপাদপদ্ম দর্শনে ও তদীয় শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয় নাই।

শ্রীল প্রভুপাদের অবস্থিতিকালে বহু সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে কতিপয়ের নাম উল্লিখিত হইল,—শ্রীযুক্ত চন্দ্রভাল অবস্থি (লক্ষ্ণৌ), শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রিটায়ার্ড ষ্টেশনমাষ্টার (যশোহর), শ্রীযুক্ত অমলকুমার চক্রবর্ত্তী (২৪ পরগণা), শ্রীযুক্ত ভবতারণ রায় কবিরাজ (কাশী), শ্রীযুক্ত সৃষ্টিধর ভৌমিক (কলিকাতা), শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (কলিকাতা), শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (ঢাকা), শ্রীযুক্ত রাধারমণ দে, কাশীনগরের মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিশ্বাস প্রভৃতি।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা

গত ২৪শে নভেম্বর মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠের ভক্তবৃন্দ গুরুবন্দনা, নাম-সংকীর্ত্তনাদি সম্পন্ন করিলে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া কাশীবাসী ভক্তগণের ও সর্ব্বসাধারণের পরম মঙ্গল বিধান করিয়াছেন। ঐদিবস শ্রীহরিবাসর-তিথি থাকায় সমস্ত দিন শ্রীভগবদ্দর্শন ও নাম-সংকীর্ত্তনাদিতে অতিবাহিত হইয়াছিল এবং কাশীবাসী বহু ব্যক্তি শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ভুবনমোহন শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া পরম পুলকিত হইয়াছেন।

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে জগবন্ধু-বিরহ-স্মৃতিসভা

সভামণ্ডপের দৃশ্য

গত ২৭।১১।৩২ তারিখে রবিবার অপরাহ্ণ ৫ টার সময় কলিকাতা গৌড়ীয় মঠের সুবৃহৎ সারস্বত নাটমন্দিরে শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের দ্বিতীয় বার্ষিক বিরহ-স্মৃতি-উৎসব উপলক্ষে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। এতদুপলক্ষে নাটমন্দিরটী বিভিন্ন বর্ণের বস্ত্রাদি, পুষ্প, মাল্য, পতাকা, আসন, বিভিন্ন বর্ণের বিজলী আলোক-মালায় সুসজ্জিত হইয়াছিল। শ্রীমন্দিরের শ্রীবিগ্রহও অতি সুন্দরভাবে বহুমূল্য অলঙ্কার, বস্ত্র, পুষ্প-মাল্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া অত্যন্ত নয়নমনোভিরাম হইয়াছিলেন। নাটমন্দিরের সংলগ্ন শ্রীল জগবন্ধু ভক্তি-রঞ্জন মহোদয়ের সমাধি-স্থানটী পুষ্প পতাকা মাল্যাদি দ্বারা সজ্জিত করা হয় এবং ভক্তি-রঞ্জন মহাশয়ের বৃহৎ তৈল চিত্র আলেখ্য খানি সুন্দর পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সজ্জিত করিয়া একটী উচ্চ কাষ্ঠাসনে স্থাপিত করা হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদ ও সভাপতি মহাশয়ের উচ্চ আসনের বামপার্শ্বেই শ্রীল প্রভুপাদের অনুগত প্রিয় শিষ্য শ্রীল ভক্তি-রঞ্জন মহোদয়ের আলেখ্যখানি স্থাপন করা হইয়াছিল। মোট কথা সভাস্থলটী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার পরিপূর্ত্তিকল্পে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণের পক্ষ হইতে কোন ত্রুটী পরিলক্ষিত হয় নাই।

পরদিবস বেলা ১১টা হইতে অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত সমাগত বহু ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলা, (নিমন্ত্রিত ও অনাহূত) ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ও ইতর সাধারণকে বিচিত্র মহা-প্রসাদে পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল। সকলেই শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠের শ্রীমূর্ত্তির রূপমহিমা ও বিচিত্র মহাপ্রসাদ-মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়াছিলেন।

উৎসবোপলক্ষে ঢাকা-নিবাসী শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কাশীপ্রবাসী শ্রীযুক্ত অমলকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার মজুমদার, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সৌন্দর্য্যকামকোটি দাসাধিকারী প্রভৃতির সেবা উল্লেখযোগ্য।

শ্রোতৃবৃন্দের সমাবেশ

সভার নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহুপূর্ব্ব হইতে সভাস্থল নাটমন্দিরটী কলিকাতাবাসী ও বহুদূরদেশাগত বহু শিক্ষিত সজ্জন ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ৫টার পূর্ব্বেই সভাস্থলে আর অভ্যাগত ব্যক্তিগণকে স্থান দিতে পারা যায় নাই। শ্রীগৌড়ীয় মঠের দ্বারদেশে মঠাধ্যক্ষ আচার্য্য শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যা-ভূষণ ভাগবতরত্ন মহাশয় অভ্যাগত সজ্জন-বৃন্দকে পরম যত্নসহকারে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া সকলের পরমানন্দ বিধান করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

১৯ কেশব নিধি গর্ভোদশায়ী ৪৪৬

পরিক্রমার সেবা-সৌষ্ঠব

ভক্তিবান্ধবের প্রকৃত বান্ধবত্ব

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপায় অনুষ্ঠিত ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার সংক্ষিপ্ত সংবাদ আমরা শ্রীপাদ কিশোরীমোহন দাসাধিকারী বি-এল্, ভক্তিবান্ধব মহোদয়ের সৌজন্যে যথাসময়ে পাঠকবর্গকে উপহার প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছি। সুতরাং আমরা তাঁহাকে তাঁহার এই মহতী সেবার জন্য সর্বপ্রথম ধন্যবাদ প্রদান করিয়া পরিক্রমা-কালে তাঁহার যে আদর্শ জীবন লক্ষ্য করিয়াছি, তাহার আভাস মাত্র এস্থানে লিপিবদ্ধ করিতেছি। বহির্দৃষ্টিতে ভক্তিবান্ধব প্রভু অতিশয় ক্ষীণকায় বলিয়াই মনে হয়। এই ক্ষীণ শরীরের যে এতটা মানসিক শক্তি, এতটা সেবার স্বেচ্ছাবৃত্তি থাকিতে পারে, তাহা অক্ষজ-জ্ঞান-দৃপ্ত ব্যক্তি প্রত্যক্ষ দর্শন করিলেও হয় ত' তাহার বিশ্বাস হইবে না। কিন্তু শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর কৃপালব্ধ জনগণের অসাধ্য কিছুই নাই। তাঁহারা শারীর-ধর্মে বা মানসিক-ধর্মে আবদ্ধ নহেন, তাঁহারা আত্মধর্মে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং "ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে"

আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, ভক্তিবান্ধব প্রভু প্রতিদিন পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে পদব্রজে ১৬।১৭ মাইল পথ ভ্রমণ করিয়া দর্শনীয় স্থানাদি ও তত্তৎ স্থানে প্রদত্ত বক্তৃতাদি নোটবুকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পরিক্রমা গন্তব্য-স্থানে পৌঁছিতে কোনও দিন বেলা ১২টা, কোনও দিন ১টা, আবার কোনও দিন ২টাও হইত। এই সময় প্রত্যাবর্তন করিয়া ভক্তিবান্ধব প্রভু স্নানান্তে মহাপ্রসাদ-সম্মানপূর্বক কিছু মাত্র বিশ্রাম না করিয়া সন্ধ্যাপর্য্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে সংগৃহীত নোট পুনরায় পরিষ্কার করিয়া লিখিতেন এবং নিয়মিতভাবে প্রত্যেক দিনের সংবাদ সেই দিনই ডাকে পাঠাইবার জন্য প্রস্তুত করিতেন। আবার রাত্রি-কালে বক্তৃতাদি সংগ্রহ করিতেন।

বিদ্যাবিনোদ প্রভুর বাণী-বিনোদন

ভক্তিবান্ধব প্রভুর প্রেরিত সংবাদে স্থানে স্থানে লক্ষ্য করিয়াছি—তিনি যে-সকল অমূল্য রত্ন বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করিতে পারেন নাই, সেই সকল রত্ন আমরা গৌড়ীয়ে সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়ের অমৃতবর্ষিণী লেখনী হইতে পাইব, এই প্রকার ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন। বস্তুতঃপক্ষে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণীকে বিশ্ব-মাঝে এরূপ সুন্দররূপে প্রকাশ করিতে শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু অদ্বিতীয়।

"কৃষ্ণের সকল গুণ বৈষ্ণবে সঞ্চারে।
সব গুণগণ বৈসে বৈষ্ণব শরীরে॥"

এহেন বৈষ্ণবগণের সকল গুণের সম্যক্ কীর্ত্তন ত' বহু দূরের কথা, একটী গুণের কোট্যংশের এক অংশ কীর্ত্তন করিবার যোগ্যতাও আমার নাই। তাঁহারা আমার মরুময় জিহ্বায় আমার গ্রহণ-যোগ্যতানুসারে যৎটুকু কৃপামৃত বর্ষণ করেন, তত্টুকু মাত্র কীর্ত্তন করিতে প্রয়াস পাইব। ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা-কালে লক্ষ্য করিয়াছি, শ্রীপাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভু পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে ত' ছিলেনই, তদতিরিক্ত তিনি বিশ্রামাদির প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া যাত্রিগণের বিশ্রামের সময় ব্রজের কান্তারে কান্তারে পরিভ্রমণপূর্ব্বক সমুদয় তথ্য সংগ্রহ এবং প্রসিদ্ধ স্থানসমূহের আলোক-চিত্র গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার লেখনী হইতে প্রকটিত 'ভুবনেশ্বর' নামক একখানা মৌলিক গ্রন্থ ইতঃপূর্ব্বে পাঠ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। আর শ্রীগৌড়ীয়ে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীর শ্রৌত-ধারায় আগত শত শত মৌলিক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছি। এবার শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা সম্বন্ধে একখানা মৌলিক গ্রন্থ তাঁহার কৃপায় অতি সত্বরই লাভ করিব বলিয়া আশা করি। এতদ্ব্যতীত পরিক্রমা-কালে শ্রীল প্রভুপাদ নিরন্তর যে হরিকথা-অমৃত বর্ষণ করিয়াছেন, তাহা যথাযথ শ্রীগৌড়ীয়ে পাইব বলিয়া আশা করি। প্রসঙ্গক্রমে বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভুর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই আমরা শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৩য় ও চতুর্থ খণ্ড, শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড, পর বিদ্যাপীঠপঞ্জী এবং শ্রীল প্রভুপাদের গৌড়ীয়ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যম ও অন্ত্যলীলা এত শীঘ্র প্রকাশিত হইতে দেখিয়াছি।

পরিক্রমার কার্য্যাবলী

পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই শ্রীপরিক্রমার কার্য্যাবলীর বৈজ্ঞানিক বিভাগ করিয়া, কে কোন্ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহার সহকারী কে কে থাকিবেন, তাহার নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। পরিক্রমা-পরিচালন, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, পাঠ, মহাপ্রসাদের বন্দোবস্ত, পরিবেশন, পত্র জল-লবণাদি-প্রদান, বাজারাদি সংগ্রহ, হিসাব রাখা, অগ্রগামী দূতের (Advance partyর)কার্য্য, তাঁবু খাটান, যাত্রিদের অবস্থানের সুবন্দোবস্ত, পদব্রজে পরিক্রমা করিতে অসমর্থ যাত্রিগণের তত্ত্বাবধান ও তাঁহাদের জন্য যানাদির ব্যবস্থা, পদব্রজে পরিক্রমা করিতে করিতে হঠাৎ চলিতে অসমর্থ হইলে বা কেহ পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলে তাঁহাদের জন্য বন্দোবস্ত, অসুস্থ লোকদের চিকিৎসা ও তত্ত্বাবধান, পরিক্রমায় অসমর্থ বিশেষ অসুস্থ ব্যক্তিগণের অবস্থানের ও চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত, উত্তম পানীয় জলের বন্দোবস্ত, পশ্চাদ্গামী দূতের (Rear partyর) কার্য্য, মিশনের সংবাদপত্রসমূহে তারযোগে পরিক্রমার সংবাদাদি প্রেরণ, আগন্তুক দর্শকবৃন্দের অভ্যর্থনা ও তাঁহাদের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা-সংরক্ষণ, যাত্রিগণের যথাসময়ে চিঠিপত্রাদি-প্রাপ্তির বন্দোবস্ত, যাত্রিগণের বিছানা-পত্রাদির এক স্থান হইতে অপর স্থানে প্রেরণের সুবন্দোবস্ত, পরিক্রমা করিতে সময় অধিক হইলে পথিমধ্যে ভগবানের বাল্যভোগ প্রসাদাদি বিতরণের ব্যবস্থা, যাত্রিগণের কোন দ্রব্য চুরি না হয় তন্নিমিত্ত সমস্ত দিবারাত্রি পাহারার বন্দোবস্ত, সকল বিভাগের সকল কার্য্যের সুশৃঙ্খলতার প্রতি দৃষ্টিপাত প্রভৃতি শ্রেণীতে কার্য্যাবলী বিভক্ত ছিল।

পরিক্রমা-পরিচালন

শ্রীল প্রভুপাদ পরিক্রমা-পরিচালনের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, তদীয় সুযোগ্য সেবক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয়বন মহারাজের উপর। স্বামিপাদের গুরুপাদপদ্ম প্রসাদজ অমানুষী প্রতিভা, কার্য্য-সুশৃঙ্খলতা ও বাগ্মিতা পাঠকগণের অনেকেই হয় ত' শ্রীধাম মায়াপুরে ও কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে অনুষ্ঠিত পারমার্থিক প্রদর্শনীতে ও বক্তৃতামঞ্চে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছেন এই সুদীর্ঘ ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমাকালেও স্বামিজী দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া নিজের আহার-নিদ্রা-বিশ্রামাদির প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া যাত্রিগণের সর্ব্ববিধ-সুযোগ প্রদান, বিরাট যাত্রিসঙ্ঘের মধ্যে সুশৃঙ্খল-সংরক্ষণ ও গুর্ব্বানুগত্যে পরিক্রমার বিভিন্ন স্থানের ব্যাখ্যা, পরিচয়, তথ্যাদি অতি সরল, সহজ ও চিত্তাকর্ষক-ভাবে কীর্ত্তন করিয়া যাত্রিগণের যে মহদুপকার সাধন করিয়াছেন তাহার দৃষ্টান্ত জগতে অতি বিরল। স্বামিজীর শ্রীমুখ নিঃসৃত বৃন্দাবন-রসকেলি-বার্ত্তার সরল সহজ ধারা যাত্রিগণের হৃদয়ে—

"আনের হৃদয় মন মোর মন বৃন্দাবন
মনে বনে এক করি মানি"

—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সুগভীর সিদ্ধান্তপূর্ণ এই ত্রিপদী ছন্দটী ঝঙ্কৃত করিয়া যেন স্বামিজীর নাম প্রকাশপূর্ব্বক বলিতেছিল—যাহার হৃদয় শুদ্ধ ভক্তির শ্রৌত-চন্দনে অভিষিক্ত, তিনিই ভক্তিহৃদয়-বন, তিনিই সাক্ষাৎ বৃন্দাবন এবং সেই বৃন্দাবন হইতেই বৃন্দাবনের রস-কেলী বার্ত্তা নিঃসৃত হইতেছে।

সুব্যবস্থা-কুঞ্জে আশ্রয় দান

আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন ও শ্রীপাদ জগদ্বন্ধারণ ভক্তিবান্ধব বি-এ প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপাদেশে ও আনুগত্যে পরিক্রমার সুব্যবস্থার যে সুরম্য কুঞ্জ স্থাপন করিয়াছেন, যাত্রিগণ সেই কুঞ্জে আশ্রয় লাভ করিয়া আনন্দের সহিত পরিক্রমা করিয়াছেন।

মহাপ্রসাদের বন্দোবস্ত

শ্রীল প্রভুপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেকভারতী মহারাজের উপর যাত্রিসঙ্ঘের প্রসাদাদির ব্যবস্থার ভার প্রদান করিয়াছিলেন। আর তাঁহার সহকারিরূপে শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয় কোষাধ্যক্ষের সেবা ও ভাণ্ডারের দ্রব্যাদি সংগ্রহের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই দুই জনের সহায়করূপে মঠের অনেক সেবক উক্ত কার্য্যের সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজের মিষ্ট ভাষণ, সকলের আবশ্যক দ্রব্য সমভাবে প্রদান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, যথাসময়ে অভাবনীয়রূপে নানা বৈচিত্র্যে প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি কার্য্য পরিক্রমার বিভিন্ন কেন্দ্রকে নিত্য বিরাট্ মহামহোৎসবময় করিয়া রাখিয়াছিল। কোনও রাজ-প্রাসাদে কিংবা উদাসীনের আখড়ায় বৎসরে স মাত্র মহোৎসবের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত এক-মাস পূর্ব্ব হইতে নানা ভাবনা, চিন্তা এবং বহু মস্তিষ্ক আলোড়ন সত্ত্বেও কার্য্যে নানা ত্রুটী, বিচ্যুতি প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে; কিন্তু শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের কি মহান্ প্রভাব! আর ধন্য তাঁহার কৃপালব্ধ ব্যক্তিগণের সেই প্রভাব ধারণা-সামর্থ্য! প্রত্যহ প্রতিস্থানে, বনের অভ্যন্তরে—যেখানে লোকের পক্ষে চর্ব্ব্য-চূষ্যাদি ভোজ্য-সামগ্রী পাওয়া ত' দূরের কথা, অনেক সময় স্বাস্থ্যকর জলটুকুও পাইতে ক্লেশকর হয়, সেইরূপ নির্জ্জন কান্তারেও চতুর্ব্বিধ রস-সমন্বিত মহাপ্রসাদের অভাবনীয় বিরাট্ মহোৎসব নিত্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। কৃষ্ণগুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

ভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, যাহা হইতে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দারিদ্র্যব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী সম্পাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গ্রথিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মন্দার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। চাই, লিখক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এন্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

—

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহ আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত একরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পাইকাপাটোর ন্যায় বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা গৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এন্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৷৷০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।

(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ৷৷০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধবগৌড়ীয় পরমার্থিত্বমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত ভাগবত তাৎপর্য্য নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রাতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানাদিসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল-অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৵০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

কৃপাসুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপূর্ণ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অন্যকের প্রতি উপদেশ', 'উচ্চারণের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথা ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'ভক্তসঙ্গ সর্ব্বদা পারত্যাজ্য', 'ভড়ামি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি বিশেষ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী কারাস্বরূপে-জ্যোতিনী কৃষ্ণ-কাষ্ণ-আনন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মুক্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবাসভবনে, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীমদ স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজনপথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণকথা ইত্যাদি—অপূর্ব্ব মধুবর্ষণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকাপেক্ষা ও সত্যাপেক্ষতা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বেদান্ত, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীগদাধরের সেবা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও ভক্তসেবার নিত্যতা—এই নয়টী প্রামাণিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অবৈষ্ণব ভক্ত প্রবর্তকদেব," অর্ন্তর্তম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিরুদ্ধভাবাপন্ন শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'পা-বন্দন', বহির্ম্মুখতা ও কাপট্য, শ্রীগৌরসুন্দরের ভাব ও তাৎপর্য্য এই সপ্ত কোষ্ঠমণি গ্রথিত নিবন্ধিকা। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪৫৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
(চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর
(নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা /১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা
(৪৪৬ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি /০
৩০। গীতাবলী /০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ /০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩৪। নবদ্বীপশতক /০
৩৫। অর্থপঞ্চক /০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (অবাঁধা) ।/০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশত ০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? /০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীচৈতন্যেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাধাবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। কোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ য়্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ কল্পতরু /০
৭২। গীতাবলী ১৲
৭৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু /০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা /০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

অম্বলের পাঁচন

সর্ব্ববিধ অম্লরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় কোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার,
কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের,
অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভাবী ভারত

ব্যষ্টি ও সমষ্টি

আমরা পূর্ব্বে ফেডারেশন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছি। ফেডারেশন বলিলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোটা রাজ্যের সমষ্টি বুঝায়। অর্থাৎ ফেডারেশনের সমষ্টির মধ্যে অনেকগুলি ব্যষ্টি থাকা অবশ্যম্ভাবী। ভারতীয় রাজ্য সঙ্ঘের মধ্যে এই ব্যষ্টি স্বাধীন রাজ্যগুলির কি হইবে ?

রাজন্যবর্গ

বর্ত্তমানে বৃটিশ ভারতে একটী সাধারণ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট আছে। দেশীয় রাজন্যবর্গ সকলেই ভারত সম্রাটের সহিত অধীনতা সূত্রে গ্রথিত ; প্রত্যেকের সহিতই সম্রাটের একটি পৃথক সন্ধি বা চুক্তি আছে।

স্বার্থ ও দলাদলি

এমন অনেক বিষয় আছে যাহাতে রাজন্যবর্গের মাত্র স্বার্থ আছে ; আবার বৃটিশ ভারত সংক্রান্ত এমন অনেক বিষয় আছে যাহার সহিত রাজন্যবৃন্দের সম্পর্ক নাই।

স্বাধীন রাজ্যগুলিকে একটী পৃথক সমষ্টির মধ্যে ফেলিয়া বৃটিশ ভারতে যুক্ত রাষ্ট্র স্থাপিত হইলে, এক সমষ্টির বিরুদ্ধে অপরকে দণ্ডায়মান করা হইবে। ইহাতে দলাদলি সৃষ্ট হইবে।

সিদ্ধান্ত

বিলাতের রাউণ্ডটেবল কন্‌ফারেন্স, সাধারণের মত এবং অধিকাংশ ভারতীয় স্বাধীন রাজার মত এই যে, বৃটিশ ভারতে ফেডারেশন স্থাপিত হউক ; যে সমস্ত ভারতীয় স্বাধীন নৃপতি এই ফেডারেশনভুক্ত হইতে চাহেন, তাঁহারা যোগদান করুন। রাজন্যবর্গকে যোগদান করিতে বাধ্য করা হইবে না।

ভোটে মন্দিরদ্বারোন্মোচন

মিষ্টার গান্ধী প্রকাশ করিয়াছেন যে গুরু বায়ুর মন্দির দ্বার উন্মুক্ত করিবার সম্বন্ধে সমুদয় প্রজাবর্গের ভোট গ্রহণ করা হউক। সমসংখ্যক সনাতনী এবং মিষ্টার গান্ধীর মনোনীত সদস্য লইয়া একটী কমিটি গঠিত হউক ; সেই কমিটী ভোট গ্রহণ করিবেন ; উভয় পক্ষই এই ভোটের দ্বারা বাধ্য থাকিবেন।

মন্দির প্রবেশ সমিতি

পাঠক অবগত আছেন যে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে অস্পৃশ্যদিগের মন্দির প্রবেশাধিকার সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য একটী সমিতি গঠিত হইয়াছে। সমিতি নিম্ন লিখিত বিষয় সমূহ আলোচনা করিবেন। একমাত্র উচ্চ জাতীয় লোকসমূহের পূজার অধিকার আছে কিনা এবং সেই অধিকার প্রচলিত আইন সঙ্গত কি না ? মন্দিরের অভ্যন্তরে অথবা নিকটবর্ত্তী স্থানে যে স্থানে কেবল কোন বিশেষ জাতিরই প্রবেশ অধিকার আছে সেখানে পূজার ফল সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা কি ? মন্দির প্রবেশ সম্বন্ধীয় সাম্য সম্বন্ধে সাধারণের ভাব কি ? সকলকে মন্দিরে প্রবেশাধিকার দিলে ফল কি দাঁড়াইতে পারে ? গোঁড়া হিন্দুদিগের সহিত অপর হিন্দুদিগের এবিষয়ে মতের ঐক্য সম্ভব কি না ?

গোধুম সম্মেলন

আলবার্টা হইট পুলের একটী অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে নিখিল বিশ্ব গোধুম সম্মেলনের ব্যবস্থা করিবার জন্য কানাডাকে অনুরোধ করা হইয়াছে। কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, ইউনাইটেড ষ্টেটস এবং আর্জেণ্টাইন সাধারণ তন্ত্রই প্রধান গোধুমোৎপাদক দেশ। তাহাদের প্রতিনিধি সমূহ সমবেত হইয়া গোধুমের দর ঠিক করিয়া দিবেন বলিয়া আশা হয়।

যুদ্ধঋণ

আমেরিকা কিস্তী শোধের জন্য সময় দিতে অস্বীকার করায় ইংলণ্ডের রাজনীতিবিশারদগণের মহলে অত্যন্ত অধিক উত্তেজনা চলিতেছে। পররাষ্ট্র-সচিব সার জন সাইমন দ্রুত জেনেভা হইতে লণ্ডনে চলিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত প্রধান মন্ত্রীর কথাবার্ত্তা হয় এবং ক্যাবিনেটের পুরা মীটিং হয়।

আবার সময় প্রার্থনা

পরামর্শের ফলে স্থির হয় যে আবার সময় প্রার্থনা করা হইবে ; তাহার ফলে যুদ্ধঋণ-সম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যাপার পুনরায় সম্পূর্ণভাবে আলোচনা করিবার সুবিধা হইবে।

ক্ষতিপূরণ সমস্যা

যদি আমেরিকার যুক্তরাজ্য কর্জ্জ সম্বন্ধে কোন সুবিধা না দেন, তাহা হইলে বিজিত জাতিবৃন্দের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণের টাকার কড়া তাগাদা করিতে হইবে।

নিখিল বিশ্ব ব্যবসায় সমস্যা

বিজিত জাতিরা বর্ত্তমানে শক্তি শূন্য ও অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে ; তাহারা বলিবে "টাকার পরিবর্ত্তে আমাদের দেশে প্রস্তুত মাল লও।" ইংলণ্ড ও ফ্রান্স উত্তর দিবে "তোমাদের মাল গ্রহণ করিলে আমাদের দেশে উৎপন্ন পণ্য দ্রব্য কি করিয়া বিক্রয় হইবে ?" এই সমস্ত কারণে সারা পৃথিবীব্যাপী ব্যবসায়-সমস্যার সমাধান অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

অন্যান্য দেশের ঋণ

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের ন্যায় বেলজিয়াম, পোল্যাণ্ড এবং জেকোশ্লোভাকিয়াও আমেরিকার নিকট ঋণ পরিশোধের সময় পায় নাই এবং আমেরিকা জবাব দিয়াছে যে, ঋণ সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় পুনর্ব্বিবেচনাও করা হইবে না।

নূতন কমিশন

আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট পোল্যাণ্ড ও জেকো শ্লোভাকিয়ার প্রতিনিধিগণকে বলিয়াছেন যে, যুদ্ধঋণ সম্বন্ধে যাহাতে কংগ্রেস একটী কমিটী বসান তাহার চেষ্টা করিবেন।

দারিদ্র্য ও সমৃদ্ধি পাশাপাশি

আমেরিকার কলিফর্ণিয়া প্রদেশে উদ্যানসমূহে এত ফল হইয়াছে যে চাষীরা লোকজনকে বিনা মূল্যে বিতরণ করিয়াও কূল পাইতেছে না ; দুগ্ধবিক্রেতারা ক্রেতা না পাইয়া দুগ্ধ নদীর জলে ফেলিয়া দেওয়ায় নদীর জল দূষিত হইয়া উঠিয়াছে ; আবার নিউ ইয়র্কে লোকে খাইতে না পাইয়া খাদ্যপ্রাপক টিকেট কিনিবার জন্য পয়সা ভিক্ষা করিতেছে।

সভা ও মিছিলের জন্য দণ্ড

হাওড়া শালকিয়ার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে একটী সভা করার চেষ্টা এবং একটী শোভাযাত্রা বাহির করায় কয়েকজন ভদ্রলোক এবং মহিলা হাওড়ার মহকুমা হাকিমের আদালতে শাস্তি পাইয়াছে। দণ্ডের পরিমাণ নানারূপ, ছইমাস সশ্রম কারাদণ্ড হইতে আদালত উঠিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত আটকের আদেশ।

অর্ডিনান্স বন্দী

সেপ্টেম্বর মাসের শেষে অর্ডিনান্স অনুসারে বন্দীকৃত বৃটিশ ভারতবাসীর সংখ্যা ১৯৮৫৮ ছিল। অক্টোবর মাসের শেষে ঐ সংখ্যা কমিয়া ১৮২৪৩ এ দাঁড়ায় অর্থাৎ ১৬১৫ জন কমে।

অক্টোবর মাসের শেষ পর্য্যন্ত ১২৬১ জন ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মুক্তি পায়।

বর কনের ভাড়া কমিল

ইটালির সিনিয়র মুসোলিনি নিয়ম করিয়াছেন যে নবদম্পতীদিগকে রেলভাড়া শতকরা আশি টাকা কমিয়া কম দিতে হইবে; তবে উহা রেলের মোট আয় বাড়াইবার জন্য, অথবা বিবাহের সংখ্যা বাড়াইবার জন্য তাহা বলা যায় না। সম্ভবতঃ ইহাতে লোকে বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হইতে উৎসাহিত হইবে।

স্ত্রীঘটিত ব্যাপারে ডাক্তার বরখাস্ত

বিলাতের হার্লে ষ্ট্রীট নিবাসী একজন ডাক্তার অজ্ঞাতনাম্নী স্ত্রীলোকের সহিত অবৈধ মিশ্রণের ফলে ডাক্তারদিগের সঙ্ঘ হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন। তালিকা হইতে তাঁহার নাম তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। তিনি ছয়টী পরীক্ষায় ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন, স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং অনেকগুলি চিকিৎসালয়ে ধাত্রী বিদ্যায় বিশেষজ্ঞের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন।

এমন একজন লোককে মেডিকেল কাউন্সিল বরখাস্ত করিতে পারেন কিনা সে সম্বন্ধে বিলাতের ডাক্তার মহলে হৈ চৈ পড়িয়াছে।

গ্রেপ্তার

গান্ধি আশ্রমের ভূতপূর্ব্ব অধিবাসী শিবলাল মোহন লাল আমেদাবাদে গ্রেপ্তার হন। তিনি ২০০০ খানি "নবজীবন" পত্রপূর্ণ এক খানি থলি লইয়া বাস হইতে নামিবার সময় ধরা পড়েন। সরকার বাহাদুর গান্ধীর "নবজীবন" প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

সৈন্য সম্বর্দ্ধনা

দিনাজপুর জেলার পত্নীতলা নামক গ্রামে সৈন্যগণ আসিতেছে। তাহাদিগের সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে।

জামালপুরে সৈন্যদল

ময়মনসিং জেলার অন্তর্গত জামালপুর গ্রামে ১০০ জাঠ সৈন্য বসান হইতেছে।

আমদানী ও রপ্তানি

গত সেপ্টেম্বর মাস অপেক্ষা অক্টোবর মাসে ভারতবর্ষে ৮৮ লক্ষ টাকার রপ্তানি কমিয়াছে এবং ১ কোটী ৪৩ লক্ষ টাকার আমদানি কমিয়াছে।

বিদেশী মাল

ভারতীয় বণিক-সভার সম্পাদক বলিতেছেন যে, বাজার খারাপ করিবার জন্য বিদেশীয়েরা ভারতের বাজার বিদেশী মালে পরিপূর্ণ করিয়া দিতেছে। এ বিষয়ে জাপানই বেশী দোষী।

: টেলি শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈনিক

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২২৬তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৭ই অগ্রহায়ণ শনিবার ১৩৩৯, ৩রা ডিসেম্বর ১৯৩২

সৈন্যসমাবেশে আপত্তি

আন্তর্জ্জাতিক ঋণ

বেকার সমস্যা

অশ্বপৃষ্ঠে গবর্ণরের শফর

অস্পৃশ্যতা নিবারণী সভা

কামাগাটা মারুর জের

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা

পাঠান গোয়েন্দা আহত

অর্থনৈতিক সম্মেলন

উৎসবে লাট সাহেব

রাজনৈতিক রক্ষাকবচ

নানা কথা

সৈন্যসমাবেশে আপত্তি

ঢাকার ঢাকেশ্বরী মন্দিরের নিকট সৈন্য সমাবেশ করায় কাউন্সিল অব ষ্টেটে আপত্তিজ্ঞাপক প্রশ্ন উত্থিত হয়। ভারতের জঙ্গীলাট উত্তর প্রদান করেন যে, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট অন্যান্য স্থানও পরিদর্শন করেন, কিন্তু কোন স্থানই সৈন্যসমাবেশের উপযুক্ত বলিয়া বোধ হয় নাই। তারের বেড়া দেওয়ায় মন্দির যাত্রীদিগের কোন অসুবিধা হয় নাই। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ মত প্রকাশ করেন যে, এই স্থানটীই একমাত্র উপযুক্ত যায়গা। স্থানীয় উকিলসভা এবং হিন্দু সভার সদস্যবৃন্দ অন্য স্থান সম্বন্ধে প্রস্তাব করেন, কিন্তু সে সমস্ত যায়গা ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পছন্দ হয় নাই।

অস্পৃশ্যতা নিবারণী সভা

চট্টগ্রামে জে, এম্, সেন হলে একটী সভার অধিবেশনে অস্পৃশ্যতা নিবারণী সভা নামে এক সঙ্ঘ গঠিত হয়। শ্রীযুক্ত বাবু মহিমচন্দ্র দাস প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হন। স্থানে স্থানে শাখা সমিতি স্থাপিত হইবার প্রস্তাব হয়।

বেকার সমস্যা

এংলো ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সকে এক পত্রে জানাইয়াছেন যে স্কুল ও কলেজ হইতে বুদ্ধিমান্ ও বিদ্বান্ ছাত্র সমূহ বাহির হইয়া কোন কাজ না পাইয়া বেকার সমস্যা গুরুতর করিয়া তুলিতেছে। এ অবস্থায় একটা কমিটি করিয়া ছাত্রগণ কলেজ বা স্কুল হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই তাহাদের কর্ম্ম সংস্থান করা আবশ্যক।

চেম্বার অব কমার্স উত্তর দিয়াছেন যে, কোন বিশেষ কারবারে কিরূপ লোক দরকার হইবে তাহা কমিটি কিরূপে বুঝিবেন? যাহার লোক দরকার তিনিই এসম্বন্ধে বিচার করিতে সমর্থ।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিলের ৬০টি সংশোধক প্রস্তাব সম্বন্ধে বিচার হইয়া গিয়াছে।

রাজনৈতিক রক্ষাকবচ

বিলাতের রাউণ্ডটেবিল কন্‌ফারেন্সে বৃটিশ পক্ষ হইতে দাবী করা হয় যে, গবর্ণর জেনারেলের কেবলমাত্র যে দেশরক্ষা এবং বৈদেশিক রাজ্যসমূহের সহিত সম্পর্ক সম্বন্ধে পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবে তাহা নহে, অধিকন্তু তিনি যেন ব্যবস্থাপক সভা ভঙ্গ, আইন প্রণয়নে সম্মতিদান প্রভৃতি বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হন।

কন্‌ফারেন্স ইহার কয়েকটীতে সম্মতি দান করেন; বাকী কয়েকটী সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করেন নাই, অথবা বলেন যে, জরুরি বিষয়ে ক্ষমতা প্রদানের পূর্ব্বে সমস্ত বিষয় বিশেষ বিবেচনা করা আবশ্যক।

ভারতের স্বাধীন রাজন্যবর্গ দাবী করেন যে, রাষ্ট্র সঙ্ঘ যাহাতে তাঁহাদের স্বার্থ বজায় রাখিয়া চলেন সেরূপ রক্ষাকবচ দরকার।

পাঠান গোয়েন্দা আহত

আবদুল খালেক পাঠান নামক গোয়েন্দা বলিয়া পরিচিত একজন লোক ত্রিপুরায় গুলির আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ঢাকায় আনীত হয়। তাহার বুকে একটি গুলির আঘাত দেখা যায়। এখনও সেই গুলিটি বাহির করা হয় নাই।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	এলাহাবাদ
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	এলাহাবাদ	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীধাম বৃন্দাবন	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	এলাহাবাদ
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	দিল্লী	১১ শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	ঐ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	প্রয়াগ	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	ঐ		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেবাবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য[illegible]তীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতি, শ্রীপাদ জগজ্জীবন দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রমেয় দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীঅনন্তবাসুদেব দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীদেবগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালী দাসাধিকারী। শ্রীগোবিন্দ দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীসত্যকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) ঠাকুর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীবিশ্বরূপ ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী,

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

৮এ সাউথ মালাকা প্রয়াগ রোড, সি

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাননগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান।

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীতারণদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সাতাসন, পুরী, উড়িষ্যা।

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন,

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরীপ্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবাসবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

চাঁদনীবাজার, কটক

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নয়নচাঁদ সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, চিত্রকূট, আসাম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৭) মথুরাগৌড়ীয় মঠ

সেবাবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রণবানন্দ।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মালঞ্চ, চব্বিশ পরগণা

এখানে বড় জুড়মদ্ধে শ্রীগোপালের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী [illegible]

(৩১) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ,

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) বাসুদেবগোপাল পাট

কাঠালপাড়া, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

২০ কেশব অবায় ক্ষিরোদশায়ী ৪৪৬

পরিক্রমার কীর্ত্তন-সৌষ্ঠব

পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতা

অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার আয়োজনের মূল-উদ্দেশ্য ছিল— সংসারাসক্ত জীবগণকে ব্রজমণ্ডলে আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে নিরন্তর নিত্যকল্যাণপ্রদ হরিকীর্ত্তন-শ্রবণে সুযোগ দেওয়া, যাহাতে তাঁহারা গৌরসুন্দরের অমন্দোদয় দয়ার কথা, গৌরপ্রেষ্ঠ গোস্বামিবর্গের করুণার কথা, কৃষ্ণচন্দ্রের অপ্রাকৃত মাধুর্য্যের কথা, কৃষ্ণনামের চমৎকারিতার কথা, কৃষ্ণকামের পরাক্রমের কথা, কৃষ্ণধামের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যের কথা জানিতে পারিয়া প্রকৃত ব্রজবাসী হইতে লোলুপ হইতে পারেন। ঐ যে যথা সময়ে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্যও এই হরিকথা শ্রবণের সুযোগ প্রদানের উদ্দেশ্যেই পর্য্যবসিত। উহার উদ্দেশ্য—আরামপ্রিয় জীব যেন মহাপ্রসাদের কৃপালাভ করিয়া আর ক্ষুধার তাড়নায় অবসন্ন হইয়া হরিকথা শ্রবণে শৈথিল্য প্রকাশ না করিতে পারে। তাই পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে প্রাতে, দ্বিপ্রহরে অপরাহ্নে, রাত্রিকালে—সকল সময়ই পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এমন কি, মহাপ্রসাদ সম্মানের সময়ও সঙ্কীর্ত্তন।

সহস্রবদনের মূল পুরুষ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদ কীর্ত্তনে সহস্রবদন হইলেন। তাহাতেও তাঁহার তৃপ্তি নাই। তিনি আহার বিশ্রামাদি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া নিরন্তর কীর্ত্তন-গঙ্গার যে স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন, তাহাতে শুধু যাত্রিগণ নহেন, সৌভাগ্যবান্ ব্রজবাসিগণও অবগাহন করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে পাঠ বক্তৃতাদির ভার ছিল শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয়বন মহারাজের উপর। তাঁহার কীর্ত্তনাদির বিষয় আমরা গত কল্য কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ এবং গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভুও পরিক্রমার সহিত কোনও কোনও স্থানে বক্তৃতাদি প্রদান করিয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণপ্রভু, শ্রীমদ্ভক্তিবিবেকভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, শ্রীপাদ বিষ্ণুদাস ভক্তিসিন্ধু এবং শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারীর মূল গায়কত্বে সমস্ত পথ সঙ্কীর্ত্তন-ধ্বনিতে মুখরিত হইয়াছিল। বিশ্রাম-স্থানে ত্রিদণ্ডিপাদগণ সকলেই পাঠ, বক্তৃতা ও সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে লইয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। সন্ধ্যার পর অধিকাংশ দিন শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ পাঠ ও কীর্ত্তন করিতেন।

পরিক্রমা-পঞ্জী

পথে কোথায় কি অসুবিধা আছে, কোথায় কণ্টকাদি আছে, তাহা পূর্ব্বেই সমবেত যাত্রিসঙ্ঘকে বক্তৃতার মধ্যে জানাইয়া দেওয়া হইত। প্রত্যেক যাত্রীকে এক একখানি করিয়া পরিক্রমার পঞ্জী দেওয়া হইয়াছিল; উহা বাঙ্গালা ও ইংরেজী উভয় ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কাজেই প্রত্যেক যাত্রী পূর্ব্বাহ্নেই সেই পঞ্জী দেখিয়া জানিতে পারিতেন,—আগামী দিবস তাঁহাদের কোথায় কোথায় ভ্রমণ করিতে হইবে, সেখানে কি কি শ্রবণীয় ও দর্শনীয় আছে। নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে শ্রীগৌড়ীয়মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামিগণ ও বিভিন্ন পণ্ডিত বক্তৃগণ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে সেই সকল স্থানের লীলাকথা ও তৎ সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল লীলা শ্রবণ ও দর্শনের অধিকারের কথা সকলকে জানাইয়া দিতেন।

স্বেচ্ছাসেবকের সেবা

পরিক্রমার পথে জলপিপাসায় পাছে কেহ দূষিত জলাদি পান করেন, এজন্য পূর্ব্বেই সতর্ক করিয়া দেওয়া হইত এবং সঙ্গে সুমিষ্ট জলের যান থাকিত, তাহা হইতেও অনেক সময় জল বিতরণ করা হইত। সুমিষ্ট জলের কূপ পাইলে যাত্রিগণ সেখান হইতেও জলপান করিতেন। কেহ পশ্চাতে পড়িয়া না থাকেন—বিশেষতঃ স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধগণ ভ্রমণে ক্লান্ত হইয়া সঙ্ঘ ছাড়িয়া একাকী বা একাকিনী কোথায়ও পড়িয়া না থাকেন, তজ্জন্য সকলের পশ্চাতে একদল স্বেচ্ছাসেবক সর্ব্বদা নির্দ্দিষ্টভাবে থাকিতেন। তাঁহাদের কার্য্যই ছিল যে, তাঁহারা অসমর্থ যাত্রী, কিংবা পরিক্রমার সঙ্ঘচ্যুত যাত্রিগণকে হয় যানাদিতে, না হয় অন্য কোনভাবে সঙ্গে করিয়া লইয়া নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রে পৌঁছাইয়া দিবেন। লোকের কোন জিনিষপত্র হারাইবারও সম্ভাবনা ছিল না। সর্ব্বশেষের স্বেচ্ছাসেবকসঙ্ঘ, যাত্রিগণ অনবধানতা-নিবন্ধন যে-সকল দ্রব্যাদি ফেলিয়া আসিতেন, তাহা সমস্ত কুড়াইয়া অনুসন্ধান কার্য্যালয়ে জমা দিতেন এবং অনুসন্ধান-কার্য্যালয়ে অনুসন্ধান করিয়া সকলেই তাঁহাদের দ্রব্যাদি অতি সহজে প্রাপ্ত হইতে পারিতেন।

যাত্রিগণকে নিরুদ্বেগে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী শ্রবণের সুযোগ প্রদানার্থ স্বেচ্ছাসেবকগণ যে পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই বিশেষ প্রশংসনীয়। আমরা শীঘ্রই তাঁহাদের তালিকা প্রকাশ করিব। উহার মধ্যে সেবোৎকর্ষতা হিসাবে শ্রীপাদ গৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।

পূর্ব্বগামী সেবক-সঙ্ঘ

পূর্ব্বগামী সেবকসঙ্ঘের (advance party) মধ্যে শ্রীহয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী, শ্রীকৃপানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী প্রমুখ উচ্চকুলজাত, সম্ভ্রান্ত ও পণ্ডিত সেবকবৃন্দ যেরূপ অদম্য সেবোৎসাহের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অবর্ণনীয়। ধন্য তাঁহাদের উৎসাহ, ধন্য তাঁহাদের উদ্যম! তাঁহারা দিন নাই, রাত্রি নাই, পথ নাই, বিপথ নাই, কত অপরিচিত প্রদেশে, নির্জ্জন কান্তারে, কোথায়ও কোথায়ও বা জনপ্রাণিহীন বনে, কোথায় বা হিংস্র জন্তুপূর্ণ স্থানের মধ্য দিয়া একমাত্র শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের পাদপদ্ম ভরসা করিয়া অজ্ঞাত জন প্রদেশ আবিষ্কারকগণের ন্যায় কতিপয় বিদেশীয় সঙ্গীর সহিত চলিয়াছেন। আগামী দিবস, বা দুই তিন দিবস পরে পরিক্রমা যেখানে আসিয়া কেন্দ্র স্থাপন করিবেন—শিবির স্থাপন করিবেন, সেই স্থানে তাঁহারা একদিন বা দুই তিন দিন পূর্ব্বেই উপযুক্ত স্থান নির্দ্দেশ করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে স্থানের সকল বিষয় নিবেদন করিয়াছেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী স্থানে পূর্ব্বাহ্নেই শিবির সংস্থাপন করিয়া সেই স্থান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অন্য কেন্দ্রের স্থান আবিষ্কার ও নির্দ্দেশের জন্য চলিয়াছেন।

পশ্চাদ্‌গামী সঙ্ঘ

কটকের শ্রীপাদ সুদর্শন-সনাতন ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, ব্রহ্মচারী শ্রীহরিপ্রসাদজী প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ তাঁহাদের সহায়কগণের সহিত তাঁবুর বন্দোবস্ত করা, এক কেন্দ্র হইতে অন্য কেন্দ্রে তাঁবু উঠাইয়া লইয়া যাওয়া প্রভৃতি সেবা-কার্য্যে বিশেষ কৃতিত্ব-প্রদর্শন ও অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই-শিক্ষিত, পণ্ডিত, সম্ভ্রান্ত, উচ্চপদস্থ ও সর্ব্ববিষয়ে সুযোগ্য হইয়াও শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবা-তাৎপর্য্য অনুধাবন করিয়া সেবার যেরূপভাবে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই আদর্শস্থানীয় ও সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়।

ভক্তিরঞ্জন-স্মৃতিসভা

দ্বিতীয়বার্ষিক বিরহোৎসব

শ্রীল প্রভুপাদের ও সভাপতির সভাস্থলে আগমন

সভার নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ সভাস্থলে আগমন পূর্ব্বক আসন গ্রহণ করেন, অনতিবিলম্বেই মাননীয় সভাপতি স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী কে টি মহাশয় শ্রীমঠে আসিয়া উপস্থিত হ'ন। আচার্য্যত্রিক প্রভু সভাপতি মহোদয়কে দ্বারদেশে সাদরে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক সঙ্গে লইয়া শ্রীল প্রভুপাদের সন্নিধানে উপনীত হ'ন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে আসন পরিগ্রহ করিবার জন্য অনুরোধ করিলে সভাপতি মহাশয় তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট উচ্চ আসনে উপবেশন করেন। অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদের ও সভাপতি মহোদয়ের গলদেশে সুন্দর সুগন্ধি পুষ্পমালা পরাইয়া দেওয়া হয়।

সভাপতির পরিচয়

সভাপতি মহাশয় উপবেশন করিলে পর কলিকাতার প্রসিদ্ধ নাগরিক সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুত কিরণচন্দ্র দত্ত, এম, আর, এ, এস্ মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া সভাপতি নির্ব্বাচন জন্য প্রথমে "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥" শ্লোক আবৃত্তি এবং শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের জয় দান পূর্ব্বক বলেন যে,—"সজ্জনবৃন্দ! আপনারা শুনেছেন যে, অদ্য শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের ২য় বার্ষিক বিরহস্মৃতি মহোৎসব। ইহাকে আমরা স্মৃতি-উপাসনা বা পূজা বলেও বল্‌তে পারি। আমরা এই পল্লীতেই বাস করি। এই শ্রীগৌড়ীয়মঠের মন্দির তাঁহারই দান। তিনি যে দান ক'রেছেন, সেটা ভক্তির বিস্তার বা প্রসার-কল্পে দান। ভক্তগণের স্মৃতি পূজা কর্‌লে, আমাদেরও ভক্তি উদ্দীপিত হ'বে, মঙ্গল হ'বে। ভক্তিবৃত্তিটী সকলেরই থাকা উচিত। সেই ভক্তিবৃত্তি উদ্দীপন করার জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠ ভক্তের স্মৃতি-পূজার আয়োজন ক'রে এই সভা আহ্বান ক'রেছেন। আপনারা

সকলেই সন্তোষের রাজাবাহাদুর মাননীয় স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী,কে টি মহাশয়কে চিনেন। ইনি বর্ত্তমানে বঙ্গের লাট বাহাদুরের ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি এবং বঙ্গদেশের একজন প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী। প্রথম জীবন হইতেই ইনি গভীর জ্ঞান, রাজনীতি, সৌজন্য, মিষ্টভাষিতা, দান, প্রজারঞ্জনতা, স্বাধীন চিন্তাশীলতা প্রভৃতি নানাবিধ গুণে ও শীলে বিভূষিত হইয়া লোকবরেণ্য হইয়াছেন এবং এক্ষণে সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এইরূপ বহু গুণে বিভূষিত জননায়ককে এই স্মৃতি-উৎসবের সভাপতি পদে বরণ করিয়া যোগ্যতারই পরিচয় প্রদান করা হ'য়েছে। অতএব আমি শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম নগণ্য ভৃত্যসূত্রে সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হইতে প্রস্তাব করি যে, তিনি আমাদের অদ্যকার সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করুন।

প্রারম্ভিক সঙ্গীত

শ্রীযুত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচন জন্য প্রস্তাব করিলে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের রেভেনিউ ডিপার্টমেণ্টের আণ্ডার সেক্রেটারী মিঃ জে, এন্, সরকার মহোদয় সেই প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিলে পর শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ, বি-এল, মহোদয় "মন তুমি তীর্থে সদা রত। অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চি, অবন্তিকা" ইত্যাদি মহাজন গীতিটী মৃদঙ্গ করতাল-সংযোগে কীর্ত্তন করিবার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

শ্রীমদ্ বন মহারাজের বক্তৃতা

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীশ্রীগুরু-বন্দনা পূর্ব্বক সভাপতি মহোদয়কে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সমুচিত একটী অভিভাষণ ইংরাজী ভাষায় প্রদান করেন। উক্ত ভাষণের মর্ম্ম স্বরাক্ষরে নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

"অদ্য শ্রীল ভক্তিরঞ্জন প্রভুর বিরহ-স্মৃতি উৎসব। শ্রীল জগবন্ধু আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন এবং আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়েছেন। আজ আমরা তাঁহার স্মৃতি-পূজা করিবার জন্য সমবেত হ'য়েছি। এইরূপ শুভ-বাসরে কেবল পরমার্থ জগতের কথার আলোচনার অবকাশ হ'য়েছে। এই ব্যাপারে আপনার ন্যায় মহানুভব ব্যক্তিকে আমরা সভাপতির পদে পেয়ে বড়ই আনন্দিত হ'য়েছি। আপনার এই সভায় সভাপতির পদ গ্রহণে আমাদের এইরূপ ধারণা হ'য়েছে যে, আপনি যে কেবল রাজনীতি-ক্ষেত্রেই অভিনিবিষ্ট তাহা নহে, বাস্তব সত্যেও আপনার দৃঢ় বিশ্বাস আছে এবং বাস্তব রাজ্যেও প্রবেশ করিবার জন্য আপনার যথেষ্ট চেষ্টা বর্ত্তমান।

বর্ত্তমান যুগে জড়জগতের চিন্তাস্রোতে অর্থাৎ অনাত্ম দেহ ও মনোধর্ম্মে মানবগণ মজ্জমান। অপ্রাকৃত বাস্তব জগতের চিন্তাস্রোতের জন্য কেহ লালায়িত নহেন। জগতে যত ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে বা হইতেছে, তৎসমস্তই অনাত্ম দেহ ও মনকে কেন্দ্র করিয়া; চিদাত্মার কোন কথা বা বাস্তব রাজ্যের সন্ধানের কোন কথা তাহাদের মধ্যে নাই। এই জড়জগৎ মূল চিজ্জগতেরই বিকৃত প্রতিফলন। প্রতিফলন শুধু বিকৃত নহে—উহা আবার হেয়। ইহা অনিত্য, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের যে, সেই মূল চিজ্জগতের কোন সন্ধান আমরা রাখিবার জন্য যত্ন-বিশিষ্ট নহি। এই জড়ৈকসর্ব্বস্বযুগে আমরা জড়ের উপাসক হইয়া জড়েতেই উন্মত্ত হইয়া মূল কেন্দ্র হইতে কোথায় বিক্ষিপ্ত হইয়া অনন্ত জীবন কষ্ট ভোগ করিতেছি তাহার ইয়ত্তা নাই। কৃপাবতার শ্রীগৌড়ীয় মঠ তথা শ্রীগৌড়ীয়মঠের যুগাচার্য্যপ্রবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সমস্ত জৈব জগৎকে অপ্রাকৃত জগতের চেতনময়ী বাণী শ্রবণ করাইয়া, আপনি আচরণ পূর্ব্বক সমস্ত জীবকে শিক্ষা দিয়া আমাদিগকে আমাদের মূল কেন্দ্রে অর্থাৎ স্বরূপে লইয়া যাইবার জন্য এবং আমাদিগকে নিত্যমঙ্গল ও নিত্য শান্তি প্রদান করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন।

আজ সমস্ত জড়জগৎ প্রাকৃতিক মোহে উন্মত্ত হইয়া ভীমরবে একদিকে দণ্ডায়মান হইলেও অপরদিকে মঠ অপ্রাকৃত জগতের চেতনময়ী বাণীর বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া দণ্ডায়মান থাকিয়া সমস্ত জৈব-জগৎকে তাঁহাদের নিত্য মঙ্গল-প্রদ মূল কেন্দ্রসমীপে কি এক মোহমন্ত্রে আকর্ষণ করিতেছেন। ভক্ত্যুন্মুখীসুকৃতিমান্ ব্যক্তিগণ সেই আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের প্রাকৃত যাহা কিছু পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বরূপের দিকে ছুটিতেছেন। এইরূপ চিজ্জগতের বাস্তবরাজ্যের চেতনময়ী বার্ত্তা প্রচার করিবার জন্য এবং জৈবজগৎকে নিত্যমঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাঙ্গালা, ইংরাজী, হিন্দি, আসামী, উৎকল প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় ছয়খানি পারমার্থিক পত্র (periodicals) প্রকাশ করিতেছেন। এই সমস্ত পারমার্থিক পত্রগুলি অপ্রাকৃত জগতের চেতনময়ী বাণী প্রচার করিয়া জীবকে অচেতন জগৎ হইতে চেতনময় জগতে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু এবং সমস্ত সাত্বত শাস্ত্র একবাক্যে বলেন যে, একমাত্র বৈকুণ্ঠবাণী শ্রবণ-কীর্ত্তনের দ্বারা,"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" এই মন্ত্র পালন দ্বারা জীবের নিত্যমঙ্গল লাভ হইতে পারে। অতএব সেই চেতনময় বৈকুণ্ঠবাণীর আশ্রয় লওয়া সকলেরই উচিত।

যে প্রচার কেবলমাত্র জড়জগতে সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ যাহা দেহ ও মনকে কেন্দ্র করিয়া অবস্থিত, সেরূপ প্রচারের দ্বারা কোন নিত্যমঙ্গল হয় না। যে পরোপকার (Altruism) কেবল পার্থিব জগতেই আবদ্ধ, তাহা অনিত্য ও ক্ষণিক; শ্রীগৌড়ীয়মঠ সেরূপ পরোপকারের কথা প্রচার করেন না। শ্রীমন্ মহাপ্রভু যে পরোপকারের কথা ব'লেছেন তাহা দেহ-মনের অতীত সেই আত্মবস্তুর সম্বন্ধে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরহিতৈষণা বা পরোপকার কোন দেশ, কাল, পাত্রে সীমাবদ্ধ নহে। তাঁহার পরোপকারবাণী সমস্ত চেতনময় জগৎকে অবলম্বন করিয়া। আরোহবাদের (Empericism এর) দ্বারা আমাদের কোন নিত্যমঙ্গল হইবে না. এবং আরোহবাদ আমাদিগকে বাস্তব রাজ্যে লইয়া যাইতে পারিবে না। বাস্তব রাজ্যে পৌঁছিতে হইলে একমাত্র অবরোহপথ বা শ্রৌতপথ বা শ্রবণের পথ অবলম্বন করিতে হইবে; সেই বৈকুণ্ঠবাণীর (Transcendental sound) আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। বৈকুণ্ঠবাণীর শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারাই আমরা বৈকুণ্ঠরাজ্যে উপনীত হইতে পারি, অন্যথায় নহে। এই বাণী প্রচার-জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠ ভারতবর্ষের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৪০টী প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন এবং উপযুক্ত আচারবান্ প্রচারক নিযুক্ত করিয়া প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন। এই যে অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ বাণী, ইহা যথা তথা ব্যক্তির দ্বারা প্রচারিত হইতে পারেন না; বৈকুণ্ঠ জগতের কথা বৈকুণ্ঠ জগতের মহাজন ব্যতীত অন্য কাহারও এ রাজ্যে আনিবার সাধ্য নাই। তাই বৈকুণ্ঠ-জগতের মহাজন শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্য-প্রবর সেই বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তা জগতে আনিয়া তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন।"

অতঃপর স্বামিজী মহারাজ শ্রীল জগবন্ধু মহোদয়ের জীবনের প্রাথমিক ইতিহাস কিঞ্চিৎ বিবৃত করিয়া বলেন,—

"জগবন্ধু সামান্য একজন ব্যক্তি হইতে কলিকাতার মধ্যে একজন ধনী ব্যবসায়িরূপে পরিণত হইলেও কলিকাতা সহরের মধ্যে সেরূপ ধনী ব্যবসায়ী লোকের অভাব না থাকায় তাঁহাকে কেহই চিনিত না, যদি আজ তিনি শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দিরনির্ম্মাণ-কার্য্যে তাঁহার জীবনের অর্জ্জিত সমস্ত অর্থ ব্যয়িত না করিতেন। জগতে অনেক ধনী ব্যক্তি অনেক সদনুষ্ঠানের কার্য্য করিয়া কীর্ত্তি স্থাপন করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সেই কার্য্যের দ্বারা জীবের যে উপকার লাভ হয়, তাহা মনোদয় দয়ার কার্য্য মাত্র অর্থাৎ তদ্দ্বারা জীবের আপাতঃ উপকার হইলেও পরিণামে তাহাতে আবার মন্দ বা অমঙ্গল উদয় হয়। অতএব সেই সমস্ত কার্য্যের ফল অনিত্য ও ক্ষণভঙ্গুর। কিন্তু শ্রীল জগবন্ধু যে অক্ষয় কীর্ত্তি জগতে স্থাপন করিয়াছেন ও যে চেতনময় মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার কার্য্যফলে জীব যে মঙ্গল লাভ করিতেছেন ও করিবেন, তাহা নিত্য মঙ্গলপ্রদ ও অমন্দোদয়দয়া-বিশিষ্ট অর্থাৎ ইহার ফলে আর জীবের কোন কালে কোন অমন্দ বা অমঙ্গল উদিত হইবে না; এইখানেই অন্যান্য জাগতিক কীর্ত্তি বা সদনুষ্ঠানের সহিত শ্রীল জগবন্ধুর এই অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য। শ্রীল জগবন্ধু যদি তাঁহার সমস্ত অর্থ এইরূপ সদনুষ্ঠানে ব্যয় না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার নাম আজ এইরূপ চিরস্মরণীয় হইত না এবং তাঁহার প্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার নামও এজগৎ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইত। সেই শ্রীল জগবন্ধুর বিরহ-স্মৃতি-সভার সভাপতি মহোদয় সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন. আমরা তজ্জন্য তাঁহাকে সাদরে আমাদের হৃদয়ের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিতেছি।"

ঋণ ও সভ্যতা

সভ্যতার চরম লক্ষণ যদি অশান্তি, ভয়, উদ্বেগ প্রভৃতি হয় তাহা হইলে সভ্যতার প্রচারকগণের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেজন্য কি তাঁহারা ধন্যবাদার্হ? —ব্যতিরেকভাবে; কারণ নিতান্ত বিপদে না পড়িলে হরিস্মরণ হয় না।

বর্ত্তমান সভ্যতার অন্যতম ফল মহাযুদ্ধে ঋণগ্রস্ত জাতিরা উত্তমর্ণকে বলিতেছেন যে, তোমরা আমাদের নিকট টাকার বদলে মাল লও—আমাদের টাকা নাই। উত্তমর্ণ জাতি বলেন—তোমার মাল লইলে আমাদের মালের কাটতি হইবে না। ইহাতে সমস্যার মীমাংসা হওয়া অসম্ভব। ভোগমূলক সভ্যতার ইহাই ফল।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্য ভাগবত ৫৲
। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
। ভজনরহস্য ॥০
। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
। মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ।
(মাধ্ব) ২৲
। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
জৈবধর্ম্ম ২৲
শ্রীহরিনামচিন্তামণি
(চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
। দ্বীপ-দিগ্ দর্শন ৶০
। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
। ভক্তিরত্নাকর
(নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
। গীতমালা ৴১০
। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
। নবদ্বীপ পঞ্জিকা
(৪৪৬ গৌরাব্দ) ৶০
। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
। শরণাগতি ৴০
। গীতাবলী ৴০
। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
। সাধনকণ ৴০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
। নবদ্বীপশতক ৴০

৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ২৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী।
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাধাবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। ভক্তি সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবাদনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ য়্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ কল্পতরু ৴০
৭২। গীতাবলী ১৲
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরাবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা /৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমানন্দের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা।০।

৪। **ভাগবত**—দীল্লীরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন** -আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

মহাশ্বাস পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ॥৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার,
কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন ! নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্ক্‌স্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অর্থনৈতিক সম্মেলন

নিখিল বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্মেলনের অধিবেশন করিবার উপায় স্থির করিবার জন্য হেগ সহরে হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, লাক্সেমবার্গ, ডেন্মার্ক, নরওয়ে ও সুইডেনের প্রতিনিধিবৃন্দ সমবেত হইয়া প্রাথমিক পরামর্শ করিতেছেন।

ধরিও না, মারিও

"ভারতে কি হইতেছে, সে সম্বন্ধে যদি আমরা জনসাধারণের চোখ ফুটাইয়া না দিই, তাহা হইলে ভারতে যে ভীষণ অবস্থা দাঁড়াইবে, তাহার জন্য আমাদিগকে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবেই হইবে"—এই কথা মিঃ ম্যাটার্স বিলাতের কিংস্লে হলে ইণ্ডিয়া লীগ ডেলিগেশনের সভ্যবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলেন।

ভারতসচিব বলেন যে আজকাল রাজনৈতিক বন্দীর সংখ্যা কমিয়াছে। মিঃ ম্যাটার্স বলেন — তাহার কারণ এইযে আজকাল ভারতবর্ষের পুলিশের নীতি এই, "ধরিও না মারিও।" ভারত সচিব প্রকাশ করেন যে এ সমস্ত কংগ্রেসের রটনা।

কামাগাটা মারুর জের

হাইকোর্টে বাবা গুরুদিৎ সিংএর এজাহারে পাওয়া যায় যে, ১৯১৪ সালে কামাগাটা মারু নামক জাহাজ কানাডা হইতে বহু শিখ যাত্রী লইয়া আসে। হুগলী নদীর মোহানায় প্রবেশ করিলে কুল্পিতে পুলিশ জাহাজখানি আটক করে কিন্তু খানাতল্লাসীর ফলে সন্দেহ জনক কিছুই পাওয়া যায় না।

জাহাজ বজবজে পৌঁছিলে পুলিশ বলে যে যাত্রিদিগকে জাহাজ হইতে নামিতে হইবে; গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে রেলগাড়ী করিয়া পঞ্জাব পাঠাইয়া দিবেন।

পুলিশ যাত্রিদিগকে জাহাজ হইতে নামাইয়া দিল বটে, কিন্তু তাহাদিগের মালপত্র জাহাজেই রহিয়া গেল। পুলিশ মাল আটক করিয়া রাখিল। শিখেরা মাল পত্র না লইয়া রেলগাড়ীতে প্রবেশ করিতে অস্বীকার করিল এবং পদব্রজে কলিকাতায় লাটসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যাত্রা করিল।

কয়েকমাইল আসিবার পর তাহারা দেখিল যে, একটী মোটরে করিয়া কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী আসিতেছে। তাহাদিগের মধ্যে একজন বলিল, "তোমরা বজবজ ফিরিয়া যাও, সেখানে তোমদের নালিশ শুনিব" তাহারা সেখানে যাইলে তাহাদিগকে পুনরায় জাহাজে চড়িতে বলা হইল; কিন্তু তাহারা অস্বীকার করায় পুলিশের সহিত সঙ্ঘর্ষ হয় এবং পুলিশের গুলিতে কয়েকজন প্রাণ হারায় এবং যাত্রীরা ছত্রভঙ্গ হয়। গুরুদিৎ সিং প্রবাসে আটবৎসর থাকিবার পর ধরা দেন এবং পরে পাঁচবৎসর জেল খাটে। ১৯৩১ সালে জেল হইতে বাহির হইবার সময় সে তাহার সম্পত্তি দাবী করে। সম্পত্তির মূল্য ২৫০০০০ টাকা। এই সম্পত্তি না পাওয়ায় সে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে নালিশ করিয়াছে।

গোলটেবিল সংবাদ

ভারতে যুক্তরাষ্ট্র স্থাপিত হইলে কোন কোন্ বিষয়ের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে থাকিবে এবং কি কি ক্ষমতা প্রদেশগুলির থাকিবে এই বিষয়ে বিলাতের গোলটেবিল বৈঠকে বিচার বিতর্ক চলিতেছে।

আইন এবং শৃঙ্খলা রক্ষার ভার প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের হাতে থাকাই যুক্তিসঙ্গত; তবে গবর্ণর এবং গবর্ণর জেনারেলের হস্তে জরুরি ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন ইহাই সিদ্ধান্ত হইল।

অশ্বপৃষ্ঠে গবর্ণরের সফর

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গবর্ণর মিষ্টার জর্জ কানিংহাম অশ্বপৃষ্ঠে গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিতেছেন। লোকে তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিতেছে।

জাল জ্যোতির্ব্বিদ

লাহোর থানায় একজন স্ত্রীলোক বর্ণনা করে যে, বাড়ীর পুরুষদের অনুপস্থিতির সুযোগে একজন লোক আসিয়া তাহার হাত দেখিয়া বলে যে তাহার পুত্র তিনমাস পূর্ব্বে মারা গিয়াছে এবং সে গর্ভবতী; কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদের পরামর্শানুযায়ী কার্য্য না করিলে এ সন্তানও মারা যাইবে। এই বলিয়া সে স্ত্রীলোকটীর স্বর্ণবলয় একটী বাক্সে রাখার ভান করিয়া স্ত্রীলোকটীকে কিছুদূর লইয়া যায়; স্ত্রীলোকটী ফিরিয়া আসিয়া দেখে যে বলয় অপহৃত এবং জ্যোতির্ব্বিদ্ পলায়িত।

সত্ত্বত্যাগ

যদি ভারতে যুক্তরাষ্ট্র তন্ত্র সৃষ্ট হয়, তাহা হইলে প্রথম হইতেই যে, সমস্ত রাজন্যবর্গ তাহাতে যোগদান করিবেন, এরূপ আশা করা যায় না; সুতরাং ভবিষ্যতে যাহাতে অন্য রাজ্য এই ফেডারেশনে প্রবেশ লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই করিয়া রাখা যুক্তিসঙ্গত।

যদি কোন রাজ্য ভবিষ্যতে ভারতীয় ফেডারেশনের সংস্রব ত্যাগ করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে সে অধিকার দেওয়া হইবে কিনা, ও যদি দেওয়া হয়, তবে কিরূপ অবস্থায় দেওয়া হইবে—এবিষয় চিন্তিতব্য। কোন ফেডারেশন বা রাষ্ট্রসমষ্টিই এ অধিকার স্বীকার করে না।

কেন্দ্রীয় সরকার এবং স্থানীয় সরকারের ক্ষমতা বিভাগ

যে সমস্ত ব্যাপারে সারা দেশ জড়িত সে সম্বন্ধে মীমাংসা করিবার ভার কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে থাকাই যুক্তিসঙ্গত—এবিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। আবার কেবলমাত্র স্থানীয় ব্যাপারগুলি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে থাকা উচিত—এবিষয়ে ও দ্বিমত নাই। কিন্তু এমন কতকগুলি বিষয় আছে যাহাতে দুই সরকারে বিবাদ সম্ভাবনা।

এসেম্ব্লি কথা

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এত কাজের ভিড় হইয়াছে যে শীঘ্র কার্য্য শেষ করিবার জন্য সারারাত্রি অধিবেশন চলিবে কিনা, এবিষয়ে আলোচনা হইতেছে। এ বিষয়ে মীমাংসা করিবার জন্য লীডার অব্ দি হাউস সমস্ত দলের নেতাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন।

অটোয়া চুক্তি

অটোয়ার আন্তঃসাম্রাজ্যিক ব্যবসায় চুক্তি সম্বন্ধে প্রাথমিক গবেষণা করিবার জন্য যে সমিতি গঠিত হয় তাহার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন, ব্যবস্থাপক সভায় তাহার সমালোচনা চলিবে। এই জন্য স্যার হরি সিং গৌর কতকগুলি সংশোধক প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছেন।

আন্তর্জ্জাতিক ঋণ

ইংলণ্ড আমেরিকার যুক্তরাজ্যের নিকট যে টাকা কর্জ্জ করিয়াছেন তাহার ডিসেম্বর কিস্তি পরিশোধের জন্য তাগাদার দ্বিতীয় উত্তর প্রেরিত হইতেছে। প্রথম উত্তর নামঞ্জুর হইয়াছে।

দ্বিতীয় উত্তরে বুঝান হইবে যে, ডিসেম্বর কিস্তি পরিশোধের ফলে সারা জগতের বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবে; ইহাতে কেবলমাত্র ইংলণ্ডের স্বার্থ জড়িত নয়।

উৎসবে লাটসাহেব

কলিকাতায় স্কচজাতীয় সাহেবেরা সেণ্ট এণ্ড্রুজ ডিনার নামক বার্ষিক উৎসবে বঙ্গের লাটসাহেবকে নিমন্ত্রণ করেন। বড়লাট সাহেব বক্তৃতা দান করেন।

দুই বড়লাটের প্রশংসা

বঙ্গের লাটসাহেব ভূতপূর্ব্ব বড়লাট এবং বর্ত্তমান বড়লাট সাহেবের প্রশংসা করিয়া বলেন যে যাঁহারা তাঁহাদের রাজনীতি পছন্দ করেন না, তাঁহারাও তাঁহাদের ব্যক্তিগত ব্যবহারে ও চরিত্রে মুগ্ধ।

লাটে লাটে মনোমালিন্য নাই

কোন কোন খবরের কাগজের নিজস্ব সংবাদদাতা প্রচার করেন যে ভারতের ছোট লাট ও বড়লাটে মনোমালিন্য চলিতেছে; কিন্তু বঙ্গের লাট বলেন যে ঐসমস্ত কথায় কোন ভিত্তি নাই।

দেশের অশান্তি

তাহার পর লাট সাহেব বঙ্গদেশের অশান্তির বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন যে এত অশান্তির ভিতর আমরা রহিয়াছি বলিয়া আমরা যেন মনে না করি যে কেবলমাত্র আমরাই খুব অশান্তিতে বাস করিতেছি; অন্যান্য দেশেও অশান্তি কিছু কম নয়। তিনি আরও বলেন যে

বঙ্গের সুখসমৃদ্ধিতেই ভারতের সুখস্বচ্ছন্দ

মেষ্টনের দোষনাই

বঙ্গদেশ হইতে ভারত গবর্ণমেণ্টকে বার্ষিক কত টাকা দিতে হইবে তাহা স্থির করিবার জন্য লর্ড মেষ্টনকে বলা হয়। তাঁহাকে যে সমস্ত কাগজপত্র হইতে বিচার করিতে হইয়াছিল, তাহাতে যেরূপ পাইয়াছেন তিনি সেইরূপই করিয়াছেন বিশেষতঃ সে এমন একদিন গিয়াছে, যে সময় কেহই কোন বিষয়েই নির্ভুল মীমাংসা করিতে পারিতেন না।

পাটের রপ্তানি শুল্ক

পাটের রপ্তানি শুল্ক সমস্তই ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রাপ্ত হন; অথচ পাট একমাত্র বঙ্গদেশে জন্মায়। যাহাতে পাটের সমস্ত রপ্তানি শুল্ক বঙ্গদেশ পায় তাহার জন্য লাটসাহেব চেষ্টা করিতেছেন।

রাজনৈতিক খুন জখম

বিপ্লবীরা খুন জখম করিতেছে; কয়েকজন সাহসী ও বিশ্বাসী কর্ম্মচারী প্রাণ দিয়াছেন। দেশের লোকের মতি গতির উপরই এইরূপ খুন জখম বন্ধ হওয়া নির্ভর করে, তাহার পর লাটসাহেব চট্টগ্রামের দোষী ও নির্দ্দোষী সকলের ঘাড়ে টেক্স চাপানর সমর্থন করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, ২২ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৬ ১৯শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ ৫ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩২ সোমবার } ২২৭তম সংখ্যা।

শ্রীধামে শ্রীল প্রভুপাদ

গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আচার্য্যমুকুট-মণি ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ গত ৩রা ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যার পরে স্বীয় অনুকম্পিত আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু ভক্তিবান্ধব বি-এ. শ্রীপাদ গৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপাদ রাসবিহারী ভক্তিজ্যোতি, শ্রীপাদ সতীশচরণ রায় ভক্তিবিজয় প্রভৃতি ভক্তবৃন্দসহ শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শুভ বিজয় করিয়াছেন। নবদ্বীপ ঘাট ষ্টেশনে সঙ্কীর্ত্তন-বাহিনী আচার্য্যদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া মোটরযানে শ্রীধামে লইয়া আসেন।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন, শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলের ভূতপূর্ব হেডমাষ্টার স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি-এ, শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী, প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দ পূর্ব্বাহ্নে অর্থাৎ ২রা ডিসেম্বর শুক্রবার শ্রীল প্রভুপাদের শুভাগমন বার্ত্তা লইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের মোটরযানে কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে পৌঁছিয়াছেন।

পরিক্রমায় নূতন নগর

বিশ্রাম-স্থানের দৃশ্য

দুই প্রস্থ (set) শিবির থাকায় যাত্রিগণের কোনও কষ্টই হয় নাই। এক সেট তাঁবু লইয়া অগ্রগামী স্বেচ্ছাসেবকসঙ্ঘ (advance party) পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছেন এবং যাত্রিগণ পরিক্রমায় বাহির হইলে পশ্চাদ্গামী-সঙ্ঘ (Rear party) অন্য সেট তাঁবু লইয়া বহির্গত হইয়াছেন। পশ্চাদগামী-সঙ্ঘ তাঁবুগুলি লইয়া আবার অগ্রগামী সঙ্ঘের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। অনেক সময় গো-যান, কোথাও কোথাও বা মোটর 'বাস্', প্রভৃতি তাঁবু বহনে নিযুক্ত হইয়াছে। অধিকাংশ স্থানেই কোনও জলাশয়, বৃহৎ কুণ্ড বা দীর্ঘিকার তটে শিবির-শ্রেণী সংস্থাপিত হইয়াছে। যেখানে শিবির স্থাপিত হইয়াছে, সেই স্থানই যেন একটী সুন্দর সুশৃঙ্খলিত নগরে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। তাঁবুর চতুর্দ্দিকে গমনাগমনের পথ, পথের মধ্যে উজ্জ্বল আলোক-মালার স্তম্ভসমূহ, তোরণ, তোরণে বিভিন্ন ভাষায় "শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা-নামাঙ্কিত পতাকারাজি শোভা পাইয়াছে। আবার প্রত্যেক শিবির বিভিন্ন সংখ্যার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট, কোন্ শিবির কোন্ কোন্ দেশের যাত্রীর জন্য নির্দ্দিষ্ট, তাঁবুর সম্মুখে তাহা বৃহৎ অক্ষরে অঙ্কিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের শিবির সকলের কেন্দ্রে, তৎসম্মুখেই সুবৃহৎ সামিয়ানা বা কীর্ত্তন-বক্তৃতা-স্থলী, তৎসন্নিকটেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিবির; নিকটে অনুসন্ধান কার্য্যালয়, তৎপার্শ্বে সম্পাদকার শিবির, স্বেচ্ছাসেবক-কার্য্যালয়, অগ্রগামী সেবক-দলের শিবির, কোষাধ্যক্ষের শিবির, ঔষধ ও চিকিৎসকগণের শিবির। চতুর্দ্দিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে বিভিন্ন কেন্দ্রের যাত্রিগণের তাঁবু, স্বতন্ত্রভাবে ও একপার্শ্বে মহিলাগণের শিবির-সমূহ, ভাণ্ডারের তাঁবু, মহাপ্রসাদ-সংরক্ষণের তাঁবু, পাকশালার সুবৃহৎ বেষ্টনী, জলবিতরণের স্থান, পুলিশ ও পাহারাদারগণের তাঁবু; চাউল, ডাউল, আটা ঘৃত, আলু, চিনি, গুড় প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ঠিকাদারের দোকানের তাঁবু; ঘোড়ার টাঙ্গা, এক্কা, গরু ও মহিষের গাড়ী এবং গাড়োয়ানদের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান, এই সকল মিলিত হইয়া একটি 'নগরে' পরিণত হইয়াছিল। সন্ধ্যা হইবামাত্রই যখন আলোক-মালা পুষ্পের ন্যায় ফুটিয়া উঠিত, স্বেচ্ছাসেবকগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে তৎপর হইতেন, এদিকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্মুখে মৃদঙ্গ-করতাল-কাসর-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিত, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বহুভক্ত ও স্থানীয় বহু পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করিতে থাকিতেন, বক্তৃতা-মঞ্চে বক্তৃতা, পাঠ ও আসরে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের স্তব-বন্দনা ও কীর্ত্তন আরম্ভ হইত, ব্রজবাসিগণের আবালবৃদ্ধবনিতা সোৎসুক কর্ণ ও নয়নে দলে-দলে আসিয়া জুটিতেন, তখন এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য হইত।

ভক্তিরঞ্জন-স্মৃতিসভা

দ্বিতীয়বার্ষিক বিরহোৎসব

'ভক্তিরঞ্জন-বিরহ-স্মৃতি' পাঠ

শ্রীমদ্ বনমহারাজ সভাপতি মহোদয়কে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া আসন গ্রহণ করিলে শ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, মহোদয় তাঁহার রচিত 'শ্রীভক্তিরঞ্জন-বিরহ-স্মৃতি' অভিভাষণটী পাঠ করিয়া শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের কথা অতি সুন্দরভাবে আলোচনা করেন। তাঁহার বর্ণিত প্রবন্ধটী স্থানান্তরে প্রদত্ত হইল।

সভাপতি মহোদয়ের অভিভাষণ

শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভুর অভিভাষণ পাঠের পর সভাপতি মাননীয় মন্মথনাথ রায় চৌধুরী কে-টি মহোদয় দণ্ডায়মান হইয়া ইংরাজী ভাষায় একটী নাতিদীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করেন। সেই অভিভাষণের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল।

সভাপতি মহোদয় প্রথমের ইংরাজী ভাষায় অভিভাষণ করিবার কৈফিয়ৎ প্রদানমুখে বলেন যে, যেহেতু স্বামীজী (শ্রীমদ্ বনমহারাজ) ইংরাজী ভাষায় তাঁহার অভ্যর্থনার ভাষাটী প্রদান করিয়াছেন তিনিও সেই ভাষাতেই কিঞ্চিৎ বলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। তিনি বলেন—"আপনারা আমার নিকট হইতে কোন দীর্ঘ বক্তৃতা আশা করিতে পারেন না। মাননীয় শ্রীযুত কে, এন, বসু এম, এল, সি মহোদয়ের বিশেষ অনুরোধে আমি এই সভায় যোগদান করিয়াছি। তাঁহার সহিত আমার কথাই ছিল যে আমি কোন বক্তৃতা করিব না। কিন্তু সভাপতির পদ স্বীকার করিয়া কোন কথা না বলাটা শোভা পায় না। আমি যোগ্য না হ'লেও আপনারা আজ আমাকে যে সম্মানে বিভূষিত করেছেন, সেটা আপনাদের ন্যায় মহাজনগণের যোগ্যই হইয়াছে, তজ্জন্য আমি আপনাদিগের

নিকট কৃতজ্ঞ। স্বামিজী মহারাজ আমার প্রতি যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি খুব আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছি।

এই সভাটী ধর্ম্ম-রাজ্যের গাম্ভীর্য্য ও পারমার্থিক আবহাওয়ায় পরিপূর্ণ। আমি অনিচ্ছুক হইলেও স্বামিজী মহারাজ আমাকে এতদ্রূপ আবহাওয়ার মধ্যে টানিয়া আনিতেছেন। জগবন্ধুর দানশীলতা উদারতা, বৈষ্ণবতা প্রভৃতি যাহা সম্পাদক মহাশয় বর্ণনা করিলেন, তাহা আমাদের সকলের আদর্শ হউক। শ্রীল জগবন্ধুর মত ধনশালী ব্যবসাদারগণের দেশে অভাব নাই, তবে তাঁহার ন্যায় নিঃস্বার্থপর ও পরার্থপর ব্যক্তির অনেক অভাব আছে। জগতে নিতান্ত দরিদ্র হইতে ধনী হইয়াছেন এরূপ লোক আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক দেখিতে পাই, কিন্তু পরমার্থের জন্য জীবনের সমস্ত অর্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিতে পারেন, এরূপ ব্যক্তি খুবই বিরল।

শ্রীল জগবন্ধু সমস্ত জাগতিক তুচ্ছ জড়ানন্দকে ধিক্কার করিয়া পরানন্দের জন্য এবং সেই পরানন্দ জগজ্জনকে দান করিবার জন্য যে জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, ইহা শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের বৈশদ্য ও ঔজ্জ্বল্য বিধান করিয়াছেন। জীবাত্মার ধ্বংস নাই, তাহা জন্মের পর জন্ম পরিগ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু অনাত্ম দেহটী (Mortal coil) ধ্বংস হইয়া যায়। এতদ্রূপ অনাত্ম নশ্বর দেহের সুখ-ভোগের জন্য লালায়িত না হইয়া যে ক্ষণজন্মা পুরুষ জীবের নিত্য সুকৃতি লাভের সুযোগ করিয়া দিবার জন্য জীবনের অর্জ্জিত অর্থ উৎসর্গীকৃত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। আমার আজ বড় আনন্দের দিন যে, এতদ্রূপ একজন মহাত্মার বিরহ-স্মৃতি-উৎসবে তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। শ্রীল জগবন্ধুর সম্বন্ধে আমার বিশেষ কিছু জানা না থাকিলেও সম্পাদক মহোদয়ের রিপোর্টে যাহা অবগত হইলাম, তাহাতে আমার নিস্তব্ধ থাকা যুক্তিযুক্ত হয় না। মানব মাত্রেই তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হউক, ইহাই আমার প্রার্থনা।

সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন

সভাপতি মহোদয়ের বক্তৃতা শেষ হইলে পর সভার পক্ষ হইতে শ্রীমদ্ বন-মহারাজ সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ প্রদানমুখে ইংরাজী ভাষায় বলেন,—"আমরা আশা ও ইচ্ছা করি যে, ভবিষ্যতে আমরা আপনাকে কেবল মাত্র প্রাকৃত স্থূল-সূক্ষ্ম-ভূমিকায় (physical and mental plane) না দেখিয়া পরমার্থ ভূমিকাতেও (Spiritual planeএ) আমাদের সহিত একসঙ্গে ও একযোগে কার্য্য করিতে (Co operate) দেখিতে পাইব।" এই সমস্ত কথা বলিয়া স্বামিজী মহারাজ সভাপতি মহোদয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিলে পর শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু "শুদ্ধ ভকত চরণ-রেণু ভজন অনুকূল" এই গীতিটী গান করিলে রাত্রি ৮ টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

মহাপ্রসাদ বিতরণ

সভা ভঙ্গ হইলে পর সমাগত সহস্রাধিক শ্রোতৃবৃন্দকে চর্ব্ব, চুষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ রসসমন্বিত খেচরান্ন, পুষ্পান্ন, লুচি, ছানার ডালনা, চাটনি, দধি, সন্দেশ, রসগোল্লা প্রভৃতি বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রচুর পরিমাণে বিতরিত হয়।

শ্রীভক্তিরঞ্জন-বিরহস্মৃতি

বৈষ্ণব-বিরহ-স্মৃতি সেবার উদ্দীপক

দুই বৎসর পূর্ব্বে এমন এক দিনে এক ক্ষণজন্মা পুরুষ তাঁহার সৌভাগ্য-ললাটে অতিমর্ত্ত্য গুরুকৃপার বিজয়-তিলক শোভিত করিয়া উৎক্রান্ত দশায় অভিযান করিয়াছেন। এক অপার্থিব অক্ষয় কীর্ত্তি-স্তম্ভের সহিত তাঁহার বিরহ-স্মৃতি বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। এ জগতের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের সহিত বিচ্ছিন্নতা শোক ও কর্ত্তব্যে শৈথিল্য আনয়ন করে, কিন্তু আমাদের প্রশংসিত পুরুষের বিরহ-স্মৃতি শোক ও শৈথিল্যের পরিবর্ত্তে জগতের ক্ষণভঙ্গুরতা স্মরণ করাইয়া দিয়া দিব্যজ্ঞানের আলোক, জীবজগতের একমাত্র কর্ত্তব্যের প্রতি উদ্দীপনা ও অধিকতর উৎসাহের সঞ্চার করিতেছে—গুরুকৃপা সাক্ষমূর্ত্তি হইয়া কত লোকের হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার উন্মোচন করিয়া দিতেছেন—"হরিজনের অনুসরণে হরিসেবাই অনিত্য জীবনে একমাত্র নিত্য বস্তু"—জগবন্ধুর গুরুপাদপদ্মালব্ধ এই দিব্যজ্ঞানের তড়িৎপ্রভা কঠিন হৃদয়েও সঞ্চারিত হইতেছে।

অন্যাভিলাষময় যুগে জগবন্ধুর আদর্শ

জগতে অনেকে অনেক কীর্ত্তিস্তম্ভ রাখিয়া যাইতে পারেন; ধনে-মানে, বংশে-বিদ্যায়, শৌর্য্যে-সৌন্দর্য্যে অনেকেই বিভূষিত হইতে পারেন; ঐতিহাসিক চারণগণ, জনমতের মুখপাত্র সাহিত্যিক, কবি ও শিল্পিগণ নানাভাবে ঐসকল লোকের গীতি গান করিতে পারেন; জনমতের সেবা করায় ঐসকল ব্যক্তির ভাগ্যে বীরপূজার অসামান্য অর্ঘ্য, দেবভোগ্য সম্পদ, গৃহ-পল্লীতে দেবতার সহিত সমান আসন-লাভও ঘটিতে পারে; কিন্তু "সকলকীর্ত্তির মস্তকের উপরে অকপট-হরিকীর্ত্তনকারী ও তাঁহার সেবাকারিগণের কীর্ত্তি নৃত্য করিতে পারেন"—শ্রীচৈতন্যবাণীর এই পতাকা লইয়া শ্রেষ্ঠাচার্য্য শ্রীজগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের জীবন অসংখ্য অন্যাভিলাষ-আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের এক ভীষণযুগে যে অগ্নি-পরীক্ষা প্রদান করিয়াছে, তাহা অতুলনীয়।

কর্ম্মবীরের জন্য শোক, কৃতজ্ঞতাদি প্রকাশ এবং হরিজনের বিরহ-পূজার পার্থক্য

বৈষ্ণবজগৎ ও বৈষ্ণবযুগ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-মূলধনের সমৃদ্ধির অবকাশ যেখানেই দেখিতে পান, সেখানেই শোক, কৃতজ্ঞতা ও নানাপ্রকার ব্যবহারিকতার উপঢৌকনের ডালি সাজাইয়া থাকেন; কিন্তু হরিজনের বিরহে শোক ও কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের কোনও অনুষ্ঠান নাই। হরিজন তাঁহার আচরণে ও অনুশীলনে যে পদাঙ্ক রাখিয়া যান, তাঁহার বিরহ-পূজা সেই পদাঙ্ককেই আরও নিবিড় ও নিশ্চলভাবে আশ্রয় ও অনুসরণে উদ্দীপনা প্রদান করে।

জাগতিক কৃতজ্ঞতা বা শোকপ্রকাশের সহিত ভক্ত-বিরহ-পূজার আকাশ পাতাল ভেদ

জড়জগতের 'কৃতজ্ঞতা' শুষ্ক ও কৃত্রিম; তাহাতে বিনিময় ও পরিশোধের ভাষা এবং গন্ধ আছে, আর ঐ ভাষা মন পর্য্যন্তই পৌঁছিতে পারে, মনের ব্যূহ ভেদ করিয়া চেতনে চেতনে মুখামুখি অন্তরঙ্গ আলাপ করিতে পারে না। কিন্তু হরিজনের বিরহ-পূজায় চেতনের অন্তরতম অন্তঃপুরের স্বাভাবিকী ভাষা আছে, চেতনের অকৃত্রিম অর্ঘ্য আছে, চেতনের অনবদ্য নৈবেদ্য আছে। তাহাতে বিনিময় বা পরিশোধের সম্ভাবনা ত' নাই-ই, আছে অফুরন্তসেবার প্রস্ফুটিত প্রস্রবণ। একদিন গোদাবরী-তটে শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীরামরায়ের প্রশ্নোত্তর-মধ্যে এই কথা প্রকাশিত হইয়াছিল—"দুঃখ-মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর? কৃষ্ণভক্তবিরহ-বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর॥"

হরিকীর্ত্তনকারী চেতনবিগ্রহের অভাবই সর্ব্বাপেক্ষা বড় অভাব

জগতে যত প্রকার অভাব আছে, দুঃখ-দৈন্য আছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যন্ত্রণাময় অভাব, হিংসাময় দুঃখ,—যদি কোন অকপট হরিকীর্ত্তনকারী জগবন্ধুকে তাঁহার ভুবনমঙ্গলময়ী হরিকীর্ত্তন-লীলা সঙ্গোপন করেন—যদি আমরা তাঁহার হরিকীর্ত্তন-প্রস্রবণ-স্নান হইতে কোনক্রমে বঞ্চিত হই। কোনও দেশ, প্রদেশ, এমন কি সমগ্র পৃথিবীও যদি প্রাকৃতিক ভূমিকম্পে বিনষ্ট হয়; এক জাতি যদি আর এক জাতির দ্বারা চির-বিজিত হয়; দেশের সমগ্র ধনরত্নভাণ্ডার যদি দস্যু-বাহিনীর দ্বারা বিলুণ্ঠিত হয়; মানবজাতির সাহিত্য, কাব্য দর্শন, নীতি, শিল্পবিদ্যার গ্রন্থাগার যদি ভস্মসাৎ হয়, তথাপি তাহাতে জগতের ঐকান্তিক দুঃখ বা অভাব হইবে না, যদি একজন অকপট হরিজন জগতে কেবল অনাবিল হরিকীর্ত্তনের যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত রাখেন। ইহা অতিশয়োক্তি অলঙ্কার নহে, পরন্তু পরম যুক্তিযুক্ত ও বাস্তব সত্য। আগমাপায়ী সুখ বা দুঃখ, বৈভব বা অভাব প্রাণিজগৎকে কোনদিনই আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির অনাদিসংগ্রাম হইতে রক্ষা করিতে পারে না, পারে নাই বা পারিবে না,—ইহা ন্যূনাধিক সকলেরই পরিদৃষ্ট সত্য।

হরিকীর্ত্তনের বিকৃত অনুকরণের অভাব নাই, শুদ্ধ কীর্ত্তনেরই অভাব

হরিকীর্ত্তনের দুর্ভিক্ষের ন্যায় সুষ্ঠু বাক্-শক্তিসম্পন্ন মানবজাতির আর অধিক বিপদ্, দুঃখ ও অভাব নাই। অন্যান্য তাৎকালিক দুঃখ দৈন্য, আপদ্-বিপদের ছলনা ও পারিপার্শ্বিক বিকৃত ছবিগুলি আমাদিগকে এমনই অজ্ঞান ও ভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে যে, "হরিকীর্ত্তনের দুর্ভিক্ষ" বা "বৈষ্ণবের বিরহ" প্রভৃতি কথাগুলিকে আমরা অস্বাভাবিক ও হাস্যাস্পদ মনে করিতেছি! "সত্যই ত' হরিকীর্ত্তনের আবার দুর্ভিক্ষ কোথায়? রাস্তায় ঘাটে, হাটে-মাঠে, বারোয়ারীর বৈঠকখানায়, ব্যবসায়ীর পাটোয়ারী বুদ্ধির গুপ্তমন্ত্রে, বারবনিতার কণ্ঠস্বরে, গ্রামোফোনের রেকর্ডে, রঙ্গালয়ের নাট্যমঞ্চে, সবাক্‌চিত্রের বিপণিতে, মহামারীর প্রকোপ-নিবারণে, ভূতপ্রেত-বিতাড়নে বাঙ্গালা দেশে কীর্ত্তনের ছড়াছড়ি—হুড় হুড়ি! আর বৈষ্ণবেরই বা অভাব কি! প্রাতঃকালে ঘরের দ্বার খুলিতে না খুলিতেই 'ভিক্ষা দেও মা', 'ভিক্ষা দেও বাবা' বলিয়া কত বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর (?) নিত্য আবির্ভাব। দুই এক প্রহর রাত্রি থাকিতেই খঞ্জনী বাজাইয়া বৈষ্ণবঠাকুর (?) দুর্ভিক্ষ জ্বালায় —সেবাদাসীর তাড়নায় কখনও নিশান্ত-লীলা, কখনও কত কি লীলা কীর্ত্তন করিয়া ছুটাছুটি করিতেছেন। কীর্ত্তনের দুর্ভিক্ষ ত' মোটেই দেখি না; দেখি কেবল চাউল, পয়সা, টাকা ইত্যাদিরই দুর্ভিক্ষ! হরি-কীর্ত্তনের সিদ্ধি বা সাধ্যরূপে সকলেই চরাচর-ব্যাপ্ত অখণ্ডমণ্ডলাকার রজত-গোলকের সঙ্গপ্রার্থী!"

ভক্তিরঞ্জনের বিরহ মানবজাতির অর্চনীয় কেন ?

বঞ্চনার বহুরূপিণী প্রদর্শনীর মধ্যে এইরূপভাবে 'বৈষ্ণব' ও 'বৈষ্ণবতা', 'হরি-কীর্ত্তন' ও 'হরি'র প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে শতকরা প্রায় নিরানব্বই দশমিক নয় পৌনঃপুনিক সংখ্যক মানবজাতি আমরা যেখানে বিভ্রান্ত ও বিবর্ত্তগ্রস্ত হই, সেখানে ভক্তিরঞ্জন জগবন্ধু শ্রীগুরুকৃপায় অতি সহজে পরাৎপর-সত্যের কথা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি আমাদের ভক্তিরঞ্জনগণের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছেন—তাঁহার বিরহ সমগ্র মানবজাতির অর্চনীয় হইয়াছে।

ভক্তিরঞ্জনের পূর্ব্ব ধারণা এবং পরবর্ত্তী সুষ্ঠু ও নিত্য বিচার

তিনি তাঁহার আত্মজীবনী-প্রসঙ্গে এক সময় বলিয়াছিলেন—"শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা শ্রবণ করিবার পূর্ব্বে আমি 'বৈষ্ণব' বা 'বৈষ্ণবধর্ম্মে'র নাম পর্য্যন্ত শুনিতে ইচ্ছা করিতাম না। তাহার কারণ, আমি তাৎকালিক সমাজে বৈষ্ণব-নামধারিব্যক্তির যে-সকল আদর্শ মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম এবং একবার একটী বাবাজী-বেষধারি ব্যক্তি নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়া আমার বহু পরিশ্রমলব্ধ কিছু অর্থ যেরূপ অন্যায় কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিল, তাহাতে আমি তাহার পর হইতে চরম সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলাম যে, জগতে 'বৈষ্ণব' বা বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিয়া বাস্তবতায় কিছু নাই এবং কখনও উহাতে কোনও প্রকার সহায়তা করিব না—ইহা ভীষ্মপ্রতিজ্ঞার ন্যায় প্রতিজ্ঞা করিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সত্যকথা শ্রবণ এবং শ্রীভগবৎ কৃপায় তাঁহাদের আচরণ সন্দর্শন করিবার সুযোগ পাওয়ায় আমার অভিজ্ঞতা ও ধারণায় বিপ্লব আনয়ন করিল। আমি ঐসকল 'বৈষ্ণব'-বেষধারী বঞ্চক ও 'প্রচারক' নামধারী প্রতারকগণের আচরণ যতটুকু হীন মনে করিয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষাও যে উহা কোটিগুণে হীন ও জগতের অমঙ্গলকারী, ইহা শ্রীগৌড়ীয় মঠের আদর্শ-আচরণ-দর্শনে আমি উপলব্ধি করিতে পারিলাম, আর তৎসঙ্গে-সঙ্গে প্রকৃত বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতা ও অকপটসত্যের যে-সকল সুন্দর ও উন্নত-উজ্জ্বল বিচার আছে, তাহাও ক্রমে ক্রমে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী শুনিতে শুনিতেই ধারণা করিতে লাগিলাম। আমি অনেক সময় আমাকে পরীক্ষা করিতাম এবং ভগবানকে অকপটে ব্যাকুলভাবে আর্ত্তস্বরে ডাকিয়া বলিতাম—আমি ত' গৌড়ীয়মঠের বৈভবের মোহে বা বাক্‌চাতুর্য্যে পড়িয়া অসত্যকে 'সত্য' মনে করিয়া ফেলিতেছি না? বঞ্চকসম্প্রদায়ের অনেকে আসিয়া আমাকে তখন নানারূপ কুবুদ্ধি প্রদান করিত। কিন্তু অন্তরে ভগবানের কৃপালোকের সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের সার্ব্বদেশিক বিচার আমাকে বঞ্চকগণের কুবুদ্ধি, কু-পরামর্শ ও প্রলোভন হইতে রক্ষা করিত। আমি শ্রীগুরুকৃপায় ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিলাম, "শ্রীগুরুদেব কীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত মানবজাতির দুরবস্থা-দর্শনে সর্ব্বক্ষণ যে দুঃখ করিতেছেন, মানবজাতির ভীষণ বিপদ ও দুঃখের মূল কারণ স্মরণ করাইয়া দিতেছেন এবং জগজ্জীবের মঙ্গলের জন্য হরিকীর্ত্তনের অন্নসত্র খুলিয়াছেন, তাঁহার সেই সেবা-কার্য্যে তাঁহার বহু সুযোগ্য সেবকের পশ্চাতে থাকিয়া আমি একজন সামান্য কাঠবিড়ালীর ন্যায়ও কি কিছু সেবায় অগ্রসর হইতে পারিব না? শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রকৃত আদর্শ-চরিত্র বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ অকপট হরিকথা-কীর্ত্তনের অদ্বিতীয় আদর্শ দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম, সমগ্র পৃথিবী সত্যসত্যই আজ কীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত। বঙ্গদেশে এত কীর্ত্তনের ছড়াছড়ি—ভাবে গড়াগড়ি, পৃথিবীময় এত কোলাহল, বাগ্‌বিতণ্ডা, এত আলোচনা, এত গবেষণার প্রবাহ থাকিলেও প্রকৃত অর্থের কীর্ত্তন কোথায়? ঐ সকলই কি অনর্থের কীর্ত্তন নহে? হরি-কীর্ত্তন-প্রচারে যে অর্থ না লাগিল, তাহা কি 'অনর্থ' নহে? হরি-কীর্ত্তন-প্রচারে যে পরিশ্রম নিযুক্ত না হইল, তাহা কি পণ্ডশ্রম বা অনর্থ নহে? হরি-কীর্ত্তনে যে বুদ্ধি, বিদ্যা, বাক্য, সম্মান, গৌরব, রূপ, কুল সংযুক্ত না হইল, তাহা কি সকলই অনর্থের মনোহারী দোকান নহে? শ্রীগৌড়ীয়মঠ বুদ্ধিমান্ মানবজাতিকে—বিশ্বের সকল জীবকে এই পরম সত্য হৃদয়ঙ্গম করাইবার যত্ন করিতেছেন। শ্রীগুরুকৃপায় এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আমি আমার সুকৃতি-বলে সতীর্থগণের পশ্চাতে থাকিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবার জন্য ক্ষুদ্র চেষ্টাকেই আমার ও সকল জীবের মহান্ সেবাদর্শ—মহাবিশ্বপ্রেমের কার্য্য বলিয়া বরণ করিলাম।"

শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবায় যোগদানের ইচ্ছার কারণ

সমবেত সুধীবৃন্দ! ভক্তিরঞ্জন শ্রীজগবন্ধুর অন্তরের কথা আপনারা শুনিলেন। জাগতিক শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, মহা-মনীষিগণের কয়জন এইরূপ দিব্যজ্ঞানের বিচারে উদ্ভাসিত? সভায় বড় বড় কথার বক্তৃতা বা পরোপদেশে পাণ্ডিত্যপ্রকাশ আমরা অনেকেই করিতে পারি, কিন্তু জগবন্ধু জাগতিক লেখা-পড়ায় উন্নত না হইয়াও শ্রীগুরুকৃপাবলে যে-সকল পরমোচ্চ কথা বুঝিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সেবার মধ্যে প্রতিফলিত করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের অকপট বাণী ও আচরণ তাঁহার অন্তর আকর্ষণ করিয়াছিল। তাই তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন যে, শ্রীগুরুপাদপদ্মের অকৈতব হরিকথা কীর্ত্তন—যাহাতে বিশ্বমানবের ঐকান্তিক আত্মমঙ্গলের নিদান নিহিত রহিয়াছে, জগতে সেই অকৈতব কীর্ত্তনেরই মহা দুর্ভিক্ষ, লোকচিত্তরঞ্জনকারিণী বাক্য-বাগীশতার দুর্ভিক্ষ নাই; আরও যখন লক্ষ্য করিলেন যে, এই সার্ব্বজনীন সামাজিক বিপদের সময় নানাপ্রকার ছলনা ও বঞ্চনার বিরাট লোকচিত্তরঞ্জক অভিনয় মানবসমাজকে আরও বিবর্ত্তগ্রস্ত ও বিপদ্‌গ্রস্ত করিতেছে, এইরূপ বিগুণিত বিপদের সন্ধিক্ষণে শ্রীগৌড়ীয়মঠই একমাত্র অনবদ্য কীর্ত্তনের অন্নসত্র খুলিয়াছেন, তখনই তিনি মঠের সেবা বরণ করিয়া নিজের ও জগতের পরম বন্ধুর কার্য্য করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

কপট ধর্ম্মধ্বজিসম্প্রদায়ই মানবজাতির সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান শত্রু

শ্রীল প্রভুপাদের কথিত "কীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ"-শব্দটী লইয়া ভক্তিরঞ্জন মহাশয় এক সময়ে বর্ত্তমান প্রবন্ধের নগণ্য লেখককে বলিয়াছিলেন যে,—"একে ত' মানুষ দুর্ভিক্ষে পীড়িত, এমন কি জলটুকুও পাইতেছে না, তাহার মধ্যে যদি আবার খল-প্রকৃতির ব্যক্তিগণ মরীচিকা দেখাইয়া দিয়া লোককে আরও 'হয়রাণ' করে, তবে উঁহাদের মত আর মানবজাতির শত্রু কে আছে? অসংখ্য তথাকথিত ধর্ম্মপ্রচারক-সম্প্রদায় জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, মানবজাতির এই শত্রুতা করিতেছে। এই বিপদের দিনে শ্রীগৌড়ীয়মঠই নানা বিপদের প্রলোভন হইতে মানবজাতিকে উদ্ধার করিয়া একমাত্র মঙ্গলের পথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বাণী শ্রবণ করাইতেছেন।"

নানা মত ও নানা পথে কোন কোন শাস্ত্রের প্ররোচনা আছে কেন?

বহির্ম্মুখ মানবের রুচি-অনুসারে নানা মত ও নানা পথ সৃষ্ট হইয়াছে ও অসংখ্য প্রকার হইতে থাকিবে। মানবজাতির ঐরূপ রুচির প্রবল বেগ দেখিয়া মত্ত মানবসঙ্ঘকে কিছুক্ষণ "হয়রাণ" করিয়া পুনরায় পথে আনিবার জন্য তাহাদেরই রুচিতে যেন কতকটা আপাত ইন্ধন দিয়া কোন কোন শাস্ত্র যে একটু বল্গা শিথিল করিয়াছেন, তাহাতে অন্যাভিলাষী ব্যক্তিগণ স্ব স্ব বহির্ম্মুখ রুচির অনুকূল মত ও পথগুলিকে 'শুদ্ধহরিকীর্ত্তনের পথে'র মতই অন্যতম 'পথ' মনে করিয়া ভুল করিতেছে। বস্তুতঃ সেই সকল মত ও পথ মনোধর্ম্মের পুষ্টিকারক মাত্র। সেখানে মনোধর্ম্মের পচা নালি দিয়া আত্মার সমস্ত শক্তি নালাংশে আত্মসাৎ করিয়া তৎসংশ্লিষ্টদের পুষ্টিবিধান করিতেছে ও জীবকে ক্রমাগত ক্ষীণ করিয়া ফেলিতেছে।

কীর্ত্তনের পথই একমাত্র শ্রৌতপথ

পূর্ণচেতনের প্রান্ত অনুচৈতন্যের যে সাক্ষাদ্ অনুশীলনপর হরিকীর্ত্তনের পথ, আত্মা একমাত্র তদ্দ্বারাই বিকশিত হইতে পারেন। শ্রুতি, স্মৃতি, ভাগবত এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আচার ও শিক্ষা এই জন্য একায়ন কীর্ত্তনের পথ ব্যতীত অন্য কোন মত বা পথ জগজ্জীবের শ্রেয়োরূপে নির্দ্দেশ করেন নাই। শব্দ-ব্যতীত রুদ্ধদ্বার-গৃহে অনাদিকালের মোহ-নিদ্রায় আচ্ছন্ন জৈবজগৎকে জাগরিত করিবার আর কোনও উপায় নাই। জনসঙ্ঘকেও শব্দ-ব্যতীত অন্য কোন উপায় প্রেরণা দিতে পারে না। অতীন্দ্রিয় বৈকুণ্ঠরাজ্য হইতে কৃপাপূর্ব্বক অবতরণ করিয়া স্বয়ং ভগবান্ ও ভগবৎপার্ষদগণ যখন সে জগতের বাণী কীর্ত্তন করেন, তখনই মানবজাতি মায়ার অনাদিনিদ্রা হইতে জাগিতে পারে। শ্রীগৌড়ীয়মঠ এই শ্রৌতবাণীর Broadcasting centre.

প্রথমবার্ষিক সভার সভাপতির অভিভাষণের দুই একটী কথা

গত বৎসর শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীজগবন্ধুর বিরহ-স্মৃতি-সভায় মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির অভিভাষণে এক স্থানে বলিয়াছিলেন,—"শ্রীজগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয়কে যখন জাগতিক লোক তাঁ'র দানের কথা ব'ল্‌তে আস্‌তেন, তখন তিনি ব'ল্‌তেন "আমার ব'ল্‌তে ত' কোন জিনিষই নাই, সবই সেই মূল মালিক ভগবানের। যাঁ'র গচ্ছিত জিনিষ, তাঁ'কে প্রত্যর্পণ করায় আমার বাহাদুরী কি? না করাটাই বরং মহা অন্যায়।" এত বড় মহান্ অন্তঃকরণ—এত বড় কথা আমরা তাঁ'র কাছ থেকেই শুনতে পাই। দেশের মধ্যে—সমাজের মধ্যে আমাদের বিচারে যাঁ'রা 'মহাত্মা', 'বড়লোক', 'উদার' প্রভৃতি বিশেষণে পরিচিত, সে-সকল নামে ত' শ্রীজগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয় পরিগণিত হ'বেনই, বরং তা'রও অনেক উচ্চতম শীর্ষে তাঁ'র স্থান, তাঁর আসন প্রতিষ্ঠিত।"

মাননীয় বিচারপতি মহাশয় আরও বলিয়াছিলেন,—"একথা স্বীকার করতেই হ'বে যে, প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের ঔজ্জ্বল্য কালের প্রভাবে লুপ্ত হ'য়েছিল; আর তৎসঙ্গে এ কথাও স্বীকার করতে হবে—অবনত মস্তকে স্বীকার করতে হ'বে যে, এই প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম পুনরুদ্দীপ্ত কর্‌বার জন্য পৃথিবীর লোকের কাছে তাঁ'র বিমল জ্যোতিঃ দেখাবা'র জন্যই প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ভার প্রাপ্ত হ'য়েছেন। প্রভুপাদের অনুগ্রহে, কৃপায়, সিদ্ধান্তে, শিক্ষায়, দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তিগণও সেই কার্য্যের সহায়তার জন্যই সজ্ঘবদ্ধ ও সম্মিলিত হ'য়েছেন। এই কার্য্যের জন্য কলিকাতার মত স্থানে একটী প্রাসাদোপম সুবৃহৎ স্থান, যা'তে সকলে একত্র ব'স্‌তে পারেন—সকলে একত্র ব'সে ভগবানের বাণী শ্রবণ ক'র্‌তে পারেন, তা'র একটা বড়ই অভাব ছিল। এ'রকম সদুদ্দেশ্যে সমবেত ও দৃঢ়সঙ্কল্প ব্যক্তিগণের ভগবানের সেবা কার্য্যের সহায়তার জন্য—ভগবানের বাণী প্রচারের সহায়তার জন্য—সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলময় একটী প্রতিষ্ঠানের জন্য শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন যে ভগবৎপ্রেরিত হ'য়ে এসেছিলেন, এইটুক্ আমার অন্তরের দৃঢ়বিশ্বাস।"

ভক্তিরঞ্জনের সেবা আদরণীয় কেন?

শ্রীগৌড়ীয়মঠের মন্দির নির্ম্মাণে শ্রীল জগবন্ধুর দানের কথা বা শ্রীল জগবন্ধুর স্মৃতি-পূজার কথা ভিন্ন ভিন্ন লোক তাঁহাদের বিভিন্ন মনোধর্ম্ম লইয়া নানাভাবে বিচার করিতে পারেন। শ্রীজগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয় যে দান করিয়াছেন, যদি অর্থের পরিমাণের দিক্ হইতে বা জাগতিক কোন দিক্ হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা অনেক গুণে অধিক অর্থ অনেকে জাগতিক অনেক সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে দান করেন। সে দিক্ দিয়া জগবন্ধুর কোনও মহত্ত্ব আমরা বিচার করি না। কিন্তু যখন দেখি ভক্তিরঞ্জন জগবন্ধু এমন একটী অনুষ্ঠানে বা প্রতিষ্ঠানে তাঁহার সমস্ত জীবনের পরিশ্রমের ফল নিজ দেহ-মন ও আত্মার সহিত উৎসর্গ করিয়াছেন, যে-অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান গণ-গড্ডলিকা বা প্রত্যেকের কোন ইন্দ্রিয়তর্পণই করেন না—সময়ের টিক-দেওয়া সম্মত, কর্ম্ম-পথ, আচার-বিচারের অনুসরণ বা অনুকরণের পরিবর্ত্তে সম্পূর্ণ মৌলিক স্রোত আচার-প্রচারে অব্যাহত অচল-অটল-গতিতে অভিসরণ করেন, তখনই ভক্তিরঞ্জনের মহত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া উঠে। সমাজের পুর্ববাহক ধর্ম্ম, প্রত্যেকের ইন্দ্রিয়-তর্পণকারী কর্ম্মানুষ্ঠানে অনেকেরই রুচি আছে; কিন্তু যে সত্যবাণী স্থূল-জগতের কোনও ভোগ বা নির্ভোগের কথা বলেন না, এমন এক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রাণপাতে কতটা আত্মার বিকাশ, বল, সত্যনিষ্ঠা প্রয়োজন, তাহাই ভাবিবার বিষয়। এখানেই শ্রীল জগবন্ধুর মহত্ত্ব, এখানেই জগবন্ধু—ভক্তিরঞ্জন; লোকচিত্ত-রঞ্জন—গণচিত্তরঞ্জন বা নিজচিত্তরঞ্জন নহেন; এখানেই তিনি—শ্রেষ্ঠ্যায়া, কেবল 'শ্রেষ্ঠী' মাত্র নহেন; তিনি—আর্য্য; সেবা বা দম্ভ পণ্যদ্রব্য নহে, তাহা কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী নিত্যা অহৈতুকী আত্মবৃত্তি, ইহা অপার্থিব গুরুকৃপায় হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি—আর্য্য।

মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায়ের বিচার

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন,—জগবন্ধু জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে শ্রীগৌড়ীয়মঠের কিছু সেবা করিয়াছিলেন বলিয়াই কি হঠাৎ তিনি আমাদের মানব-সমাজ হইতে পৃথক্ হইয়া এত বড় হইয়া যাইবেন? শ্রীগৌড়ীয়মঠের স্বার্থসিদ্ধি হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা জগবন্ধুকে বড় করিয়া তুলিলেও সাধারণ সমাজ তাঁহাকে সেরূপভাবে স্বীকার করিবেন কেন? তিনি মানবজাতির কি স্বার্থ-সংরক্ষণ করিয়াছেন—মানবজাতির কতটুকু কি করিয়াছেন?

তাঁহাদের ভোগময় বিচারের অনর্থ

এখানে শ্রীজগবন্ধুর গুরুকৃপালব্ধ দিব্যজ্ঞানের পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি যদি বিরাট্ বিশ্বমোহের মোহিনী মূর্ত্তির স্পর্শে আমরা ভুলিয়া যাই, সেই বিশ্বমোহের বিরাট্ মূর্ত্তি যদি গণগড্ডলিকার যাদুমন্ত্রে আমাদের উপর আধিপত্য করিয়া বসে, তবে এরূপ বিচারই আমাদের আপাত স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। আমরা 'স্বার্থ' কি, তাহা না বুঝিয়া—না ভাবিয়া সাময়িক সুখ-সুবিধা—যে-গুলি আমাদের অনাদি-দুঃখ-মালার প্রচ্ছন্ন মুখোস-পরিহিত মিত্র, তাহাদিগকেই 'স্বার্থ' মনে করি! তাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের অধিবাসী হইতে আমাকে বা আমাদিগকে পৃথক্ করিয়া কখনও গৃহবাসী, বনবাসী, প্রবাসী, বিলাসী, বিরাগী অনেক কিছু মনে করি। শ্রীচৈতন্যদেব যখন নদীয়ানগরে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন এবং শ্রীবাস, শ্রীমুরারি, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিত্যানন্দাদি শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত সর্ব্বোৎকর্ষবিশিষ্ট মহাপুরুষগণ যখন শ্রীচৈতন্যদেবের পূজা আরম্ভ করিলেন, তখন নদীয়ার সামাজিকগণ বলাবলি করিতে লাগিলেন—"আমাদের শচী পিশির ছেলে, সেদিনকার নিমাই। আমরা যাহাকে হইতে দেখিলাম, আমাদের পাড়াপ্রতিবেশী, সমাজের লোক, আমাদেরই জাতিভাইএর ছেলে, সে হরিকীর্ত্তন করে বলিয়াই কি এত বড় লোক হইল? আমরা তাহা স্বীকার করিব না। তাঁহার ভক্তগণের অতিশয়োক্তি আমরা মানিব কেন?"

জীবের স্বরূপজ্ঞানের অভাবে প্রলাপবাক্য

এখনও কোনও কোনও অর্ব্বাচীন ব্যক্তি মনে করিয়া থাকে যে, চৈতন্যদেবকে তাঁহার জীবনচরিত-লেখকগণ ও ভক্তগণ অতিশয়োক্তি অলঙ্কারে সাজাইয়া বড় করিয়াছেন। এইরূপ মনে করা, বহির্ম্মুখ মানবজাতির স্বভাব। কেন না, কামলা রোগী সুশুভ্র বস্তুকেও হরিদ্রাবর্ণই দর্শন করে। ইহাতে তাহাদের দোষ নাই, তাহাদের স্বরূপজ্ঞানের অভাবই বা অনর্থ-ব্যাধিই এখানে দোষী। ঔদার্য্যমূর্ত্তি কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবানের সম্বন্ধেই যখন বহির্ম্মুখ, মানব-সমাজের এইরূপ ভ্রান্ত-ধারণার উৎপত্তি হয়, তখন বহিরঙ্গা মায়ার বিশ্বরূপের ঐশ্বর্য্য-প্রতারিত অন্ধব্যক্তিগণ যে ভগবদ্দাসানুদাসগণের সম্বন্ধে ঐরূপ বিচার করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

হরিসেবা—নিত্যসিদ্ধবৃত্তি, তাহা অকস্মাৎ প্রকটিত হইতে পারে

অকস্মাৎ জীবের শুভ প্রকটিত হইতে পারে, কারণ জীব-স্বরূপ নিত্য শিবময়। কে জানিত, সারাজীবন অসংখ্য দেবতা-পূজানিরত রাজা খট্টাঙ্গের সাধুসঙ্গ-ফলে জীবনের অবশিষ্ট মুহূর্ত্ত-পূর্ব্বে একনিষ্ঠ-বিষ্ণুভক্তির উদয় হইবে। পূর্ব্বমুহূর্ত্তেই বা কে জানিত, জগাই-মাধাইর নিত্যানন্দ-কৃপা-ফলে এতদ্রূপ শুভোদয় হইবে। যখন জগাই-মাধাই হরি-গুরু-কৃপায় উদ্ভাসিত হইয়া সদাচার অবলম্বন করিলেন, সেবায় প্রবেশ করিলেন, তখন মহাপ্রভু তাঁহার অন্যান্য ভক্তগণের সহিত জগাই-মাধাইর তুল্য বিচার ও সাধারণ মানবজাতি হইতে তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করিলেন। হরিভক্তি-আশ্রয়ের পর যে দ্বিজত্ব বা নূতন জন্ম, সেখান হইতেই আমরা ভক্তকে দর্শন করিব। ইহাই শ্রীচৈতন্যদেব ও সনাতন-শাস্ত্রের শিক্ষা। শ্রীজগবন্ধু মানব-সমাজে যে দান করিয়াছেন, তাহা এই যুগে অতুলনীয়। 'শ্রীগৌড়ীয়মঠে দান' অর্থে—সমগ্র জৈবজগতের শ্রেষ্ঠ স্বার্থ সংরক্ষণার্থ মহাদান।

প্রচলিত মতবাদে সামাজিক হিংসা

মানবজাতি স্বার্থের প্রকৃত ধারণায় এতদূর বিভ্রান্ত হইয়াছে যে, যাঁহারা তাহাদের আপাত-উপকারের নামে চরমহিংসার যূপকাষ্ঠে সমাজকে বলি দিবার ইন্দ্রজাল-বিদ্যা জানেন, তাঁহাদিগকেই মানবজাতি তাহাদের উপকারক, দাতা, মহা হৃদয়বান্ বলিয়া বরণ করে! ইহাই কালধর্ম্ম। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রেয়ঃ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপস্বার্থগুলি যখন বিরাট্‌রূপ প্রকাশ করিয়া 'Altruism' প্রভৃতি নাম ও রূপের মোহ বিস্তার করে, তখন আমরা কেহই আর উহাকে 'মহতো মহীয়ান্' উদ্দেশ্য না বলিয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী তথা-কথিত Altruism এর বিশ্বরূপের অনর্থগুলি দেখাইয়া প্রকৃত Altruism এর স্বরূপ আরও কোটিগুণ বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাই শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রচার করিতে বসিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্যবিষয় ও স্বার্থ কি?

বিশ্বরূপের মোহে চক্ষু ঝলসাইয়া ফেলিলে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্দরে প্রবেশ করা যায় না। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য যে কত বড় প্রকৃত Altruism আছে, তাহা আমরা বুঝি না বলিয়াই আমাকে বা আমাদিগকে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সীমানা হইতে পৃথক্ করিয়া পৃথক্ গণ্ডী দিতে চাই। শ্রীগৌড়ীয়মঠ উদার বটে, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতার নামে উদারতার প্রতারণা ও বিবর্ত্ত তাঁহাতে নাই; শ্রীগৌড়ীয়মঠ সর্ব্ব সমন্বয়কারী বটে, কিন্তু চেতনে ও জড়ে গোঁজামিল দেওয়ার যে চেষ্টা দুনিয়ার দরবারে 'সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়' প্রভৃতি নামে সার্ব্বজনীন মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা শ্রীগৌড়ীয়মঠে নাই; শ্রীগৌড়ীয়মঠ সনাতনধর্ম্মের প্রচারক বটে, কিন্তু সনাতন ধর্ম্মের নামে অনাদিকাল ধরিয়া মায়ার বা দেহ ও মনোধর্ম্মের যে-সকল কথা চলিয়াছে ও 'অনাদিত্ব'-লক্ষণমাত্র-দর্শনে যাহাতে গণগড্ডলিকার 'সনাতন' বলিয়া বিবর্ত্তবুদ্ধি হইয়াছে, শ্রীগৌড়ীয়মঠ সেই বিবর্ত্ত-ধর্ম্মের প্রচারক নহেন; শ্রীগৌড়ীয়মঠ অবিমিশ্র সেবাধর্ম্মের একনিষ্ঠ প্রচারক বটে, কিন্তু 'সেবা'কে বহির্ম্মুখ জীবের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিতে আবদ্ধ রাখিয়া সকল সেবার আস্পদকে চরমে নিত্যনাম-রূপ-গুণ-লীলাহীন, সেবা-গ্রহণে অযোগ্য নপুংসক-শ্রেণীর মধ্যে গায়ের জোরে ফেলিয়া রাখার চেষ্টায় যে সেবায় ব্যভিচার সেইরূপ ভোগধর্ম্মের বা ভোগবিরক্ত ত্যাগধর্ম্মের প্রচারক শ্রীগৌড়ীয়মঠ নহেন। সেব্য—একমাত্র লীলাপুরুষোত্তম স্বরাট্ সচ্চিদানন্দ বস্তু, আর তাঁহার সেবায় উদ্বুদ্ধ সমাজই সকল জীবের সেব্য; জগজ্জীবকে ভগবৎসেবায় জাগ্রত করিবার জন্য আকাশ

পাতাল-আলোড়নময়ী চেষ্টাই তাঁহাদের প্রতি দয়া ও মহাবদান্যতা। হরিকীর্ত্তন—সেই দয়ার একমাত্র উপকরণ। হরিকীর্ত্তন-দ্বারা ভগবানের ও ভগবদ্ভক্তেরও মনোহভীষ্টের সেবা হয়। জীবের ভোগ বা ত্যাগের বস্তু—জগৎ নহে। জগতের সকল উপকরণ-দ্বারা ভগবানের কীর্ত্তন-প্রচারের আনুকূল্য করার নামই সেবা-চাতুর্য্য। জগজ্জীবকে সর্ব্বতোভাবে হরিসেবার উপকরণরূপে প্রকাশিত করাই শ্রীগৌড়ীয় মঠের স্বার্থ।

শ্রীজগবন্ধুর বৈশিষ্ট্য কেন?

শ্রীজগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয় এই সকল কথা শ্রীগুরুকৃপায় অকস্মাৎ বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি এত বড়; মানবজাতি—মনুষ্য সমাজ হইতে তাঁহার এরূপ বৈশিষ্ট্য। কোটি কোটি মন্দির-প্রতিষ্ঠা, কোটি কোটি পুষ্করিণী-খনন, অসংখ্য পান্থশালা-নির্ম্মাণ কিংবা অগণিত দেবতার পূজা, ব্রত, তপস্যা, প্রায়োপবেশন, তথাকথিত স্বাদেশিকতা—এই সকল অসংখ্য কার্য্য অপেক্ষা ও একমাত্র হরিসেবা বা হরিকীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতা—যাহা মানবজাতির শতকরা প্রায় ৯৯ সংখ্যক জনেরই বড় জাগতিক পাণ্ডিত্য, বিদ্যা, বুদ্ধিমত্তাও হৃদয়ঙ্গম করিতে জন্মজন্মান্তর অপেক্ষা করে, তাহা শ্রীগুরু-পাদপদ্ম-প্রসাদে শ্রীজগবন্ধু অকস্মাৎ বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি অকস্মাৎ বড় হইয়াছেন।

শ্রীজগবন্ধুর অর্থনীতি

শ্রীজগবন্ধুর অর্থনীতি-জ্ঞান জগতের সাধারণ বা অসাধারণ অর্থনীতি-নিপুণতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ছিল। কারণ, ইহজগতে ভোগ বা ইহজগতের স্থূলভোগ ত্যাগ করিয়াও পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানাদি-ফলে প্রতিষ্ঠা ভোগ বা পরজগতে পুণ্যফল-ভোগেই অর্থের প্রয়োজন ও সদ্ব্যবহার বলিয়াই জৈমিনী প্রভৃতি মনীষিগণ জানেন। আর অষ্টবক্র, বশিষ্ঠাদি মনীষিগণ নির্ব্বিশেষ-গতিতে অর্থ অবসান বা বিসর্জ্জনকেই 'চরম নীতি' বলিয়া বিচার করেন। কিন্তু শ্রীগুরু-কৃপাবলে শ্রীজগবন্ধুর শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থনীতিতে পরম আদর হইয়াছিল,—

"ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গ্যস্য নার্থোঽর্থায়োপ কল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায়
হি স্মৃতঃ॥
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ॥"
(ভাঃ ১।২।৯, ১০)

ভগবদ্বিষয়-জিজ্ঞাসাই চরম অর্থ অর্থাৎ জীবনের মুখ্য প্রয়োজন, তাহাতে অর্থ-নিয়োগই অর্থের সদ্ব্যবহার। আগমাপায়ী অর্থকে তত্ত্বজিজ্ঞাসার আনুকূল্যে নিযুক্ত করিলেই অর্থের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা অনর্থ প্রসব না করিয়া পরমার্থ প্রসব করে। জগতে ভোগের মন্দির বা ত্যাগের মন্দির-রচনায়—নাস্তিকতা-সাহারার মরুস্থানে মানবকল্যাণের আকাশকুসুম প্রস্ফুটিত বা মরীচিকা-জলাশয় প্রতিষ্ঠিত করাইবার চেষ্টায় অনেকে অনেক অর্থ ঢালিয়া অনেক বিরাট্ কীর্ত্তিস্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কিন্তু একমাত্র অনাবিল পুরুষোত্তমতত্ত্বের জিজ্ঞাসায়—শ্রীচৈতন্যবাণীর শ্রবণ ও কীর্ত্তনে আত্মার সহিত অর্থনিয়োগের প্রবৃত্তি ও আদর্শ জগতে খুবই বিরল। শ্রীজগবন্ধুর জীবন এই অর্থনীতি প্রচার করিয়াছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের মূল গীতির সঙ্গে জগবন্ধুর জীবন দোহার দিয়াছে:—

তোমার কার্য্যের তরে উপার্জ্জিব ধন।
তোমার সংসার-ব্যয় করিব বহন॥

* * *

তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।

শ্রীজগবন্ধুর জীবন-বীমার আদর্শ

শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীল জগবন্ধু শ্রীহরিসেবার নিত্য-'জীবন বীমা' করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার নির্য্যাণের দিনে তিনি ঠাকুর হরিদাসের অনুগমনে কীর্ত্তনপর শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ও বৈষ্ণববৃন্দকে সম্মুখে ও চতুষ্পার্শ্বে রাখিয়া শ্রীহরিনাম শ্রবণ করিতে করিতে নির্য্যাণ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

জাগতিক 'জীবন-বীমা' আমাদিগকে আমাদের ও আত্মীয়স্বজনের ভাবী অনন্ত অভাব ও ক্লেশ হইতে রক্ষা করিতে পারে না। অনেক হিসাব নিকাশ করা বর্ত্তমান-জীবনের যবনিকা-পতনের পর যে অনন্ত অভাব আমাকে গ্রাস করিবার জন্য মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে, তাহার প্রতিষেধক, জগতের কোনও বিষয়বুদ্ধি বা নির্ব্বিষয়বুদ্ধিই আবিষ্কার করিতে পারে না। শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের মুখে কএকবার শুনিয়াছি যে, অনেকে তাঁহাকে জীবনবীমার উপকারিতা-সম্বন্ধে অনেক উপদেশ প্রদান করিতে আসিয়া ঐ কার্য্যে সহযোগিতা করিবার জন্য প্ররোচনা করিতেন। তিনি তখন তাঁহাদিগকে বলিতেন,—"আপনাদের কোনও কৌশলই ভগবানের দুয়ারে খাটিবে না। হিরণ্যকশিপুর ন্যায় রাজনীতি-বিশারদ—নয়াচার্য্য, শুক্রাচার্য্য যাঁহার গুরু ছিলেন, তিনি কত প্রতিষেধক কৌশল আবিষ্কার করিয়া তাঁহার জীবনবীমা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার শত সতর্কতা ব্যর্থ হইল; আর প্রহ্লাদ নিজেকে কোনওরূপে রক্ষা করিবার কোন চেষ্টা না করিয়া বিপদ্বিনাশন নৃকেশরীর চরণে তাঁহার জীবন-বীমা করিয়াছিলেন বলিয়া তিনিই রক্ষিত হইলেন। আপনারা ভবিষ্যতের দিনের কি কোন যোগাড় করিয়াছেন যে, আমাকে জীবন-বীমার পরামর্শ দিতে আসিয়াছেন? শ্রীমদ্গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া হরিসেবা আরম্ভ করুন—শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া premium দিতে থাকুন, তবেই আপনাদের নিত্য জীবনের একটা ধর্ম্ম যে হরিসেবা, সেই জীবন insured হইবে, প্রেমভক্তির অফুরন্ত অগণিত bonus পাইতে পারিবেন।"

আত্মীয়-স্বজনের প্রকৃতমঙ্গলকামী জগবন্ধু

শ্রেষ্ঠার্য্য জগবন্ধুর মুখে এই সকল কথা শুনিয়া ব্যবসায়ি-সম্প্রদায় স্তম্ভিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। সত্য-সত্যই জগবন্ধু তাঁহার সধর্ম্মিণী, সন্তানসন্ততি ও আত্ম-মঙ্গলাভিলাষী আত্মীয়-স্বজন এবং সহায়-সম্পৎসহ জগতের জন্য যে পারমার্থিক জীবন-বীমা করিয়া গিয়াছেন, তাহার ফল আজ তাঁহারা শ্রেষ্ঠার্য্য ভক্তরঞ্জনের সেবাময় জীবনের আদর্শের উত্তরাধিকারি-সূত্রে বরণ করিয়া ধন্য হইতে পারেন।

জগবন্ধুর দেশপ্রেমের বিচার

জগবন্ধুর 'স্বদেশ'-বিচার সঙ্কীর্ণ ছিল না। শ্রীগুরুকৃপায় দিব্যজ্ঞানালোকে তিনি বুঝিয়াছিলেন,—তাঁহার দেশ অনেক বড়, তাঁহার দেশ নিত্য দেশ, তাঁহার দেশ প্রকৃত বিশ্বপ্রেমের দেশ,—বিশ্ববিরোধের দেশ নহে; একদেশ বা জাতির সহিত, আর এক দেশ বা জাতির বিরোধ, প্রতিযোগিতা, প্রতিহিংসা, মানসিক বা স্থূল সংগ্রাম, সংঘর্ষ যেখানে স্বাদেশিকতার মূলতন্ত্র, সেইরূপ সঙ্কীর্ণতা ও অপসাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ দেশাত্মবোধে গণগড্ডলিকা উন্মত্ত হইলেও, তিনি তাহার বহুমানন করিতে পারেন নাই। অনেকে তাঁহাকে ঐরূপ স্বাদেশিকতার মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে আসিলে, তাঁহার নির্ভীককণ্ঠ তথাকথিত গণমতের বিরাট্ কোলাহলকে ছাপাইয়া উঠিয়া স্পষ্ট ও সরল উত্তর প্রদান করিত। তিনি বলিতেন, 'দেশ' যদি জড়তা, সঙ্কীর্ণতা ও অপর দেশ বা জাতির ভোগের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার একটী প্রতীক হইল, তাহা হইলে সেইরূপ জড়প্রতীকের পূজা করিতে—সেই জড়প্রতীকের সহিত আত্মবোধ করিয়া পুতুল-পূজক হইতে তিনি চাহেন না। তাঁহার ধর্ম্ম পৌত্তলিকতা নহে—জড়ের পূজা নহে—মানবের ইন্দ্রিয়তর্পণোদ্দেশপর নহে—উহা অনাবিল পূর্ণতম চেতনের পূজা। তিনি বলিতেন, আমার নিত্যদেশ শ্রীগুরুপাদপদ্ম—শ্রীগোলোক। "স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি"; সকল ভাই আমার, আজ বুঝুন আর নাই-ই বুঝুন, তাঁহাদের সকলের দেশ গোলোকে—যেখানে স্বরাট্ শ্যামসুন্দরের একচ্ছত্র রাজত্ব। আমরা সেই স্বরাটের দেশের লোক। আমরা মায়ার অধীনতা-পাশে আর কত কাল থাকিব? মায়ার অধীনতা দীনতায় থাকিয়া আমি রুশিয়ার Czarএর প্রতিযোগীই হই, আমেরিকার প্রেসিডেন্টের প্রতিদ্বন্দ্বী হই, জাম্মাণ-কাইসারই হই, দিল্লীর বাদসাহের সহিত পাল্লা দিবারই চেষ্টা করি, অথবা সসাগরা পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাটই হইয়া পড়ি না কেন, আর মায়ার কারাগারে থাকিয়া আপনাকে নিরঙ্কুশ 'স্বাধীন' বলিয়াই ঘোষণা-পূর্ব্বক আলানাস্কারের মত আকাশ-কুসুমই দেখি না কেন, তাহা মাতালের রাজপথের ড্রেণে পতিত হইয়া "আমিই পৃথিবীর সম্রাট্" বলিয়া চীৎকার করিবার ন্যায় কল্পনা ও শক্তিক্ষয় নহে কি? গোলোকাত্মবোধ না হইলে "স্বদেশপ্রেম" কথাগুলির কেবল সামাজিক হিংসা ও আত্ম-হিংসার পুষ্পিত বাক্য।

শ্রেষ্ঠার্য্য জগবন্ধু অকৈতব ও নিরপেক্ষ সত্যবাণী শ্রবণ করিবার ফলে এই বড় বিজ্ঞান ও দর্শনের বিপ্লবাত্মিকা কথা মনে-প্রাণে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন—যাহা বর্ত্তমান জগতের অনেক উচ্চ শিক্ষিত মহামনীষী-নামে খ্যাত ব্যক্তিও হয় ত' সহজে ধারণা করিতে অসমর্থ হইবেন।

জগবন্ধুর বৈষ্ণবতার আদর্শ ও প্রাত্যহিক জীবন

আলস্য প্রশ্রয়ের জন্য 'নির্জ্জনভজনে'র নামে যে-সকল দুরাচার বাজারে 'বৈষ্ণবতা' বলিয়া বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে, জগবন্ধুর জীবন তাহা হইতে বহুদূরে ছিল। তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মকৃপায় বুঝিয়াছিলেন,—অলসতা, কপটতা, লোকদেখান সাধুতা বা সেবাচেষ্টাহীন তিলকফোটা-মালা-ঝোলার প্রদর্শনীর প্রতিযোগিতা প্রভৃতি 'বৈষ্ণবতা' নহে, আর হরিকীর্ত্তনের পথ ছাড়িয়া নির্জ্জন-ধ্যানের পথও 'বৈষ্ণবতা' নহে; শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নবনবায়মান উৎসাহ, স্বাভাবিকী সেবাময়ী সরলতা, তথাকথিত লোকের নিকট সম্মানিত না হইয়াও অকপট সত্যের জন্য প্রাণপাত উদ্যম, শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রুত্যায়ের কীর্ত্তন-প্রভাবে অনর্থহীন স্বাভাবিক স্মরণ ও ধ্যানের পথ শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের অনুগামী হইয়া অনুসরণই—'বৈষ্ণবতা'। কৃত্রিম-ধ্যানের পথে হরিসেবা স্বভাবে দয়া নাই;

কিন্তু অকৃত্রিম কীর্ত্তনের পথে ভগবৎসেবা ও জীবে দয়ার পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠতা আছে। তাই শ্রীজগবন্ধু ভক্তিরঞ্জনের জীবন 'বৈষ্ণবতা'র কপটতা দেখাইতে গিয়া আড়ম্বরময় ছিল না। তিনি রাত্রি দুই দণ্ডিকা, তিন ঘটিকা পর্য্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিলেও সমস্ত দিন অবিশ্রামে ভগবৎসেবার জন্য কার্য্য করিতেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের মন্দির নির্ম্মাণ কালে তিনি প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এক একটি করিয়া সমস্ত কার্য্য স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ ও সকল বিষয়ের সুবন্দোবস্ত নিজে করিতেন, এই সময়ের মধ্যেই যাহাকে পাইতেন তাহার নিকটই শ্রীমুখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী কীর্ত্তন করিতেন, শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও বৈষ্ণবগণকে দর্শন করিবার জন্য উল্টাডিঙ্গি-জংসন রোডস্থিত তদানীন্তন শ্রীগৌড়ীয়মঠে গমন করিতেন, সেখানে হরিকথা প্রভৃতি শ্রবণ করিয়া রাত্রিকালে বহুলোকের সঙ্গে হরিকথা আলাপ, কার্য্যসেবার্থে সমাপিত বিষয়কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সারারাত্র শ্রীকৃষ্ণনামমালিকায় নাম করিতেন, শেষরাত্রিতে সামান্য কিছু ফলাদি প্রসাদ পাইয়া বিশ্রামে যাইতেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে হরিকথা শ্রবণের পর তাঁহার জীবন এই ভাবে নিয়মিত হইয়াছিল।

শ্রীজগবন্ধুর গুরুপাদপদ্মাশ্রিত জীবনই আলোচ্য

ভক্তিরঞ্জন শ্রীজগবন্ধুর যে জীবন শ্রীগুরুপাদপদ্মের হরিকথাশ্রবণে উদ্ভাসিত হইয়া হরিসেবকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই জীবনই আমাদের আলোচ্য। কারণ, আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্য, স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব এবং তদনুসাম্প্রদায়িক গোস্বামী ও আচার্য্যগণের শিক্ষায় ইহাই পাইয়াছি যে, কর্ম্মফলবাদী, কৌতূহলমাত্র চরিতার্থকারী অথবা প্রাকৃত বিষয়সমূহে অভিনিবিষ্ট আরোহবাদী ব্যক্তিগণ পূর্ব্ব-ইতিহাস আলোচনায় অধিকতর কৌতূহলী হইলেও যাঁহারা প্রকৃত আত্মকল্যাণ চাহেন, তাঁহারা বৈষ্ণবের হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনপর সেবা-সুদীক্ষিত জীবনই আলোচনা করিবেন।

পূর্ব্ব ইতিহাস

শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয়-গ্রহণের পূর্ব্ব-ইতিহাস-মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, শ্রীল জগবন্ধু বরিশাল জেলার বানরিপাড়া-গ্রামে বাঙ্গালা ১২৭৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বগ্রামস্থ বিদ্যালয়ে ১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যা লাভ করেন। সেই সময় একদিন বানরিপাড়ায় তাঁহার মাসীমাতার গৃহে যাইবার সময় তাঁহার কাণে ঝাপটা বাতাস লাগায় ভগবানের মঙ্গলময় উদ্দেশ্যে সাংসারিক গ্রাম্য কোলাহল শুনিবার উপযোগী কাণে কিছু কম শুনিতে থাকিলে তিনি হরিভক্তির অন্তরায়জনক পড়াশুনা সমাপ্ত করেন। তিনি দুইবার অহিফেনসেবনে প্রাণত্যাগের চেষ্টা করিলে দুইবারই ভগবানের কোন ভাবী মহান সেবার উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য রক্ষা পান। কপর্দ্দকহীন হইয়া তিনি কলিকাতায় পলাইয়া আসেন এবং তথায় দুই এক পয়সার ছোলা-ভাজা, গঙ্গার জল ও রাত্রে রাজপথের ফুটপাথ, তাঁহার থাকা ও বিশ্রামের স্থান হয়। তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে তাঁহার ভাগ্যলক্ষ্মী অচিরেই সুপ্রসন্না হইয়া উঠেন। তিনি কাচের কৌটায় 'জে, বি, ডি' মার্কা কালির প্রচলন করেন। তাহা বাঙ্গালা দেশের ছাত্র, শিক্ষক ও পণ্ডিতসম্প্রদায়ের নিকট তাঁহাকে পরিচিত করাইয়া দেয়। গঙ্গা-তীরে নিত্যবাস ও নিত্য গঙ্গা-স্নানার্থ তিনি ১৩২২ সালে বাগবাজার গঙ্গার তটে একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া তাহাতে অট্টালিকা নির্ম্মাণ ও অন্যত্র বাগান বাড়ী প্রস্তুত করান। ১৩২৬ সালে ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়কে স্বদেশে গমন করিলে তথায় তাঁহার পদদেশ ভগ্ন ও ক্ষতস্থান বিষাক্ত হইয়া পড়ে। চিকিৎসকগণ একবাক্যে তাঁহার পা কাটিয়া ফেলিবার পরামর্শ দেন। জগবন্ধু তাঁহার জীবনে তৃতীয়বার ত্রাণ হইয়া দেহের দিকে না তাকাইয়া ভগবৎসেবায় মনোনিবেশ করিবার জন্য আর্ত্ত হইলে ভগবদিচ্ছায় অপ্রত্যাশিতভাবে শ্রীগৌড়ীয় মঠের দুইজন সেবকের সাক্ষাৎ পান। ইতঃপূর্ব্বে জগবন্ধু বৈষ্ণবধর্ম্মের বিকৃত অবস্থা, আদর্শ ও দুই একটী কপট বৈষ্ণব বেষধারীর নিকট প্রতারিত হওয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি বীতরাগ এবং বহুদেবতা-পূজা ও কুল-ক্রমাগত শক্তিপূজায় অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকগণের মুখে তিনি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রচারিত শ্রীচৈতন্য-প্রেমধর্ম্মের নির্ম্মলতার কথা শুনিয়া এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কএকখানি গ্রন্থ পাঠ করিয়া আধুনিক বিকৃত অবস্থা, আদর্শ ও কপট বৈষ্ণববেষধারিগণের দুর্নৈতিকতা, প্রবঞ্চনা যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্ম নহে, ইহা হৃদয়ঙ্গম করেন; তৎসঙ্গে-সঙ্গে তিনি ইহাও বুঝিতে পারেন যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম অন্যান্য মনোধর্ম্মের ন্যায় বা বহুদেব-দেবীর পূজার ন্যায় কিংবা মোক্ষকামিগণের চেষ্টার ন্যায় জীবের বিকৃত স্বার্থবশে কাহারও কোন চেষ্টা নহে, ইহা অনাবৃত আত্মবৃত্তি-দ্বারা সচ্চিদানন্দ পরাৎপরতত্ত্ব স্বরাট লীলা-পুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি-বিধান; তাঁহার স্বার্থ-পোষণই —অহৈতুকী সেবা বা ভক্তির কথা। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে জগবন্ধু রথযাত্রার সময় শ্রীপুরুষোত্তম মঠের উৎসব-কালে পুরীধামে গিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে নিরন্তর হরিকথা-শ্রবণ এবং শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা-দীক্ষায় অনুপ্রাণিত বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তনময় আদর্শ আচরণ-সন্দর্শনের সুযোগ পাইয়া সম্বন্ধ-জ্ঞানের সংশয়রহিত হ'ন। সেই সময় কাশিম-বাজারের মহারাজ স্বধামগত স্যার মণীন্দ্র-চন্দ্র নন্দী বাহাদুরও শ্রীপুরুষোত্তমমঠে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিতে আসিতেন।

সেবাময় দীক্ষিত জীবন

পুরীধাম হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর জগবন্ধু উল্টাডিঙ্গি-জংসন রোডস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে আচার্য্যের কৃপা লাভ করেন এবং তাপাদি পঞ্চসংস্কারে সংস্কৃত হ'ন। তৃতীয় সংস্কারে তিনি 'শ্রীজগবন্ধু দাসাধিকারী'-নামে পরিচিত হন। পরে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা শ্রীজগবন্ধুর 'সেবা-চেষ্টা'র সৌন্দর্য্য-দর্শনে তাঁহাকে 'শ্রেষ্ঠার্য্য' ও 'ভক্তিরঞ্জন'—এই গৌরাশীর্ব্বাদদ্বয় প্রদান করেন। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে শ্রীল প্রভুপাদ ও তদনুগ ও সেবক-বৃন্দের শ্রীমুখে ভক্তিরঞ্জন মহোদয় একমাসকাল শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ রক্ষক আচার্য্যত্রিক শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারি বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভু এবং শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু প্রভৃতির নিকট শ্রেষ্ঠার্য্য ভক্তিরঞ্জন মহোদয় অনেক হরিকথা শ্রবণ করেন। আচার্য্যত্রিক প্রভুকে তিনি তাঁহার অকৃত্রিম সুহৃদ্ ও শ্রীগুরুসেবার পরম সহায়ক জানিতেন। গত ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ১০ই আশ্বিন শ্রীবামন দ্বাদশী, শ্রীহরির পার্শ্বপরিবর্ত্তন এবং শ্রীল জীব-গোস্বামীর আবির্ভাব তিথিতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীল জগবন্ধু-ভক্তিরঞ্জনের সকাতর প্রার্থনায় শ্রীগৌড়ীয়-মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করেন এবং তাঁহারই ঐকান্তিকী ইচ্ছায় ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ১৮ই আশ্বিন ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীকে লইয়া নবনির্ম্মিত মঠে প্রবেশ করেন।

নির্য্যাণ

জগতের অহৈতুক অকৃত্রিম বন্ধুবর শ্রীল জগবন্ধু বাঙ্গালা ১৩৩৭ সালের ওরা অগ্রহায়ণ রাত্রি ১২টা ৫ মিঃএর সময় শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া হরিনাম-কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে সজ্ঞানে মহাপ্রয়াণ লাভ করেন। তিনি নিজে যে অমৃত আস্বাদন করিয়া ভাগ্যবান্ হইয়াছিলেন, সেই শ্রীচৈতন্যকথামৃত—যাহা এই যুগে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ মন্দাকিনীর ন্যায় অনুক্ষণ অযাচিতভাবে দান করিতে-ছেন, সেই দান নিজে বরণ ও অন্যজীবকে গ্রহণ করিবার সুযোগ-প্রদানার্থ শ্রীল জগবন্ধু শ্রীগৌড়ীয়মঠের সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। জগবন্ধুর সেবা মুগ্ধ এক কবি গাহিয়াছেন,—

মন্দিরটি নয়কো গড়া ইট্-লোহা-
কাঠ-পাথর-চূণে।
ভক্ত-প্রাণের অর্ঘ্য যে এ শুল্ল-
শতদল-প্রসূনে॥
হেয়-নশ্বর-মায়িকমরাজ্যে বৈকুণ্ঠের
অবতরণ।
গৃহমেধি-মানবকুলের নয়কো
ভোগের উপকরণ॥
গুরু-গৌরমনোহভীষ্ট-সাধনে যাঁ'র
অতুল রতি,
জগজ্জনের আদর্শস্থল জগবন্ধু!
তোমায় নতি॥

শ্রীগৌড়ীয়মঠের সহিত ভক্তিরঞ্জন জগবন্ধুর সেবাময় জীবনের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ

তাই শ্রীজগবন্ধু ভক্তিরঞ্জনের কথা জানিতে হইলে শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা জানিতে হইবে, আর শ্রীগৌড়ীয়মঠকে জানিতে হইলে শ্রীগৌরজনের বাণী শুনিতে হইবে।

শ্রীচৈতন্যবাণীই—মূর্ত্তিমান্ শ্রীগৌড়ীয় মঠ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা এই,—শ্রীহরি-জনের আনুগত্যে অনুক্ষণ আত্মবৃত্তি শ্রীহরিসেবা কর। হরিজনের অনুগামী হইয়া হরিকথা-কীর্ত্তন-বিস্তারই শুদ্ধ হরি-সেবা—জীবে দয়া; একাধারে পরার্থপরতা নিঃস্বার্থপরতা ও স্বার্থপরতার অপূর্ব্ব সমন্বয়। হরিজনের সেবা না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে হরিসেবা হয় না। 'হরিজন' অর্থে আমরা অন্তজরূঢ়ি কোন কথা জানি না। শাস্ত্র ও বিজ্ঞজন যাহাকে 'হরিজন' বলিয়াছেন, আমরা সেই বিদ্বদ্রূঢ়ি বা শ্রৌতরূঢ়িকেই হরিজন জানিয়া মহাজন-গণের মূলগানে দোহার দিয়া বলি—

কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিজ্-
জ্ঞানাবলম্বকাঃ।
বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমো নমঃ॥

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন। যাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গ্রথিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মঞ্জুহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। চাই, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা ; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত আভাষের সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসম্বলিত এইরূপ অভিনব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৷৷০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ৷৷০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধবগৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয়টীকা ; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲।

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ৷৵০

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৵০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে-ছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও প্রাণ্ড-কঠোর স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উচ্চৈঃস্বরে ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের প্রত্যেকের সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি ?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি বিবিধ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬পেজী ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৷৷০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ আনন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৷৷০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীদর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকাপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের কথা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টি সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৷০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অবৈষ্ণব গুরু প্রবণে কবেদা," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দাস্য ও বিপ্রলম্ভবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রাণ-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগোবিন্দমঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধাভরণ, ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৷০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড** শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

দৈনিক

শ্রীধাম নবদ্বীপ

Reg No C1540

নদীয়া-প্রকাশ

THE

NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে

প্রতি ইঞ্চি ১৲

প্রতি কলম ৬৲

অর্দ্ধ কলম ৩॥০

সিকি কলম ২৲

চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার

অগ্রিম দেয়

বার্ষিক ৯৲

ষাণ্মাসিক ৫৲

ত্রৈমাসিক ২৸০

মাসিক ১৲

নগদ

সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২১৮তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২০শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার ১৩৩৯, ৬ই ডিসেম্বর ১৯৩২

নানা কথা

বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ড

মণ্টরাল সহরে গ্যাসের মেন পাইপ ফাটিয়া যাওয়ায় এবং তজ্জনিত অগ্নিকাণ্ড হওয়ায় নগরবাসিগণের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হয়। গরম গ্যাস উড়িয়া শরীরে লাগায় বহু লোকের হাত পা পুড়িয়া গিয়াছে। ভীষণ শব্দ এবং ৩০।৪০ ফুট উচ্চ অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বিভীষিকা উৎপন্ন করে এবং অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবার জন্য অনেকগুলি দমকলের প্রয়োজন হয়।

বিমানচালকের অপমৃত্যু

ডোনাল্ড ফোম্যাণ নামক একজন বিমানপোত-চালক সিঙ্গাপুরের নিকট রিং প্রণালীতে বোমা নিক্ষেপ অভ্যাস করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার উড়োজাহাজখানি ভাঙ্গিয়া গিয়া তিনি মারা যান।

অদ্ভুত মৃত্যু

মিষ্টার সিসিল ব্যারডসন নামক একব্যক্তি ভারতীয় বঙ্গ বিভাগের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি রাত্রিকালে উলঙ্গ অবস্থায় লণ্ডনের হাইডপার্কের ভিতর দৌড়াইয়া বেড়াইতেন; হঠাৎ তাহাকে একটী রেলিং-এর উপর মৃত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি একাকী থাকা পছন্দ করিতেন।

বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ড

আলোয়ারে তদন্ত

বিমানচালকের অপমৃত্যু

অর্ডিনান্সের ক্ষমতা চাই

অদ্ভুত মৃত্যু

ছাপাখানার হস্ত বদ্ধ

জার্ম্মাণ শাসন-সঙ্ঘ

নূতন সংশোধন আইন

মাঞ্চুরিয়ায় যুদ্ধ

পারস্য ও ইংরাজে বিবাদ

গোলটেবিল বৈঠক

জার্ম্মাণ শাসন সঙ্ঘ

জার্ম্মানির শাসন সঙ্ঘ গঠনে অনেক গোলযোগ হওয়ার পর, অবশেষে প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবার্গ জেনারেল শ্লিকারকে শাসনসঙ্ঘ গঠনের জন্য আহ্বান করিয়াছেন। নাজি এবং কমিউনিষ্টদল বিপক্ষে দণ্ডায়মান হওয়ায় শ্লিকার রিকষ্টাগে সংখ্যাগরিষ্ঠ পাইবেন না। যদি রিকষ্টাগের সহিত শ্লিকারের বিবাদ হয় তাহা হইলে সম্ভবতঃ ভন্ হিণ্ডেনবার্গ ভন্ পেপেন ক্যাবিনেটের ন্যায়ই বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টকে শাসন কার্য্য চালাইতে আদেশ দান করিবেন।

গোলটেবিল বৈঠক

গোলটেবিলবৈঠকে গবর্ণর এবং গবর্ণর জেনারেলের হস্তে জরুরী ক্ষমতা এবং বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের বিশেষরূপ সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিতর্ক হয়।

লর্ড পীল ভারতীয়দিগের আশাভরসা সম্বন্ধে উৎসাহ প্রদর্শন করেন এবং বলেন যে বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের রক্ষাকবচসমূহ প্রদত্ত হইলেও এই সমস্ত ক্ষমতা বিশেষ বিবেচনার সহিত ব্যবহার করিতে হইবে।

ভারত সচিবের বক্তৃতা

ভারতসচিব বলেন যে, গবর্ণর এবং গবর্ণর জেনারেলদিগকে যে সমস্ত বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইবে, তাঁহারা তাহার সহায়তায় যাহাতে যথেচ্ছাচারী হইয়া না উঠেন, সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা হইবে, এই সমস্ত ক্ষমতা বিশেষ বিশেষ অবস্থায় প্রযুক্ত হইবার বন্দোবস্ত হইবে।

সংখ্যাল্পদিগের রক্ষাকবচ

ভারতসচিব আরও বলেন যে, সংখ্যাল্পদিগের বিশেষ সুবিধাগুলি ভারতের মঙ্গলের জন্যই উদ্দিষ্ট। প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য ও কেন্দ্রীয় দায়িত্বপূর্ণ শাসন প্রবর্ত্তিত হইলে সিভিলিয়ানদিগের অবস্থার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী; এরূপ অবস্থায় যাহাতে তাঁহাদিগের প্রতি সুবিচার হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

২৩ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৬, ২০শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ ৬ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩২ মঙ্গলবার | ২২৮তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সেবক-সমিতি

বিগত ১লা অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিব শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সেবক সমিতি সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণ বন্দনা ও পঞ্চতত্ত্ব-নাম-কীর্ত্তনের প শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়। পাঠক প্রথ স্কন্ধের প্রথম অধ্যায় চতুর্থ শ্লোক ব্যাখ আরম্ভ করেন।

শৌনকাদি ঋষিগণ হরিলোক-প্রাপ্তি নিমিত্ত বিষ্ণুতীর্থ নৈমিষারণ্যে সহস্র ব ব্যাপী যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

পুরাকালে ব্রহ্মার কণ্ঠ ভেদ করি 'ওঁ' এবং 'অথ'-এই শব্দদ্বয় বিনির্গত হ, তজ্জন্য এই শব্দদ্বয় উভয়েরই মঙ্গলশংসী। "ওঁকারশ্চাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুর কণ্ঠং ভিত্ত্বা বিনির্যাতৌ তেন মাঙ্গলিক ভাবিতি॥"

'নৈমিশ'-শব্দে ব্রহ্মার সৃষ্ট মনো চক্রপরিধি যে দেশে কুণ্ঠিত হয়, সেই মু পূজিত পবিত্র তপোময় বনভূমিকেই বুঝা মানবদিগের অক্ষজ (ইন্দ্রিয়জাত) জ্ঞ কুণ্ঠীভূত হয় অর্থাৎ প্রাকৃত-জ্ঞান-সীম অবধি লাভ করে; তৎসন্নিহিত অ ক্ষজের (শ্রীকৃষ্ণের) সেবাভূমিতে মনশ্চ বা প্রাকৃত জ্ঞান কুণ্ঠীভূত হয়। শ্রী ভাগবতের বর্ণনীয় বাস্তব বেদ্য চিন্ময় ভূমি বিশিষ্ট ক্ষেত্র দর্শন-জন্য দেব-প্রেরি

ভগবান্ নিমিষ-কাল-মধ্যে এই অরণে দানব বল নিহত করেন বলিয়া এস্থানে নাম নৈমিষারণ্য হইয়াছে। বিজ্ঞগণ বলেন, 'নিমিষ' ঋষিদেব্য ফল। নিমি-নামক ঋষির তপোভূমি নৈমিষ। নেম শব্দে তিনিষ বৃক্ষ। তিনিষ বৃক্ষপূর্ণ বনকেও সাধারণে নৈমিষারণ্য বলে আমরা আগামী সপ্তাহে শ্রীল প্রভুপাদে শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া এই সকল কথ শ্রৌতসিদ্ধান্ত অর্থাৎ ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী সেবা করিবার সৌভাগ্য পাইবার প্রার্থনা করিব। কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ

বিগত ৮ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিব শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-সেবক সমিতি আর একটী সাপ্তাহিক অধিবেশন হই গিয়াছে। গুরুবৈষ্ণব-বন্দনা ও গীতি পর শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতের পূর্ব্ব সপ্তাহের আলো চিত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি হয়। ভগব নিমেষকাল-মধ্যে যে দানব-বল নি করিয়াছিলেন, সেই দানব-শব্দটীর শ্রে সিদ্ধান্ত আলোচনামুখে পাঠক বলেন, মানবের কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ও মাৎসর্য্যাদি শত্রুগণই দানব। প্রত্যেকটী রিপু আমার ইন্দ্রিয়ের ঈশ্ব হইয়া অর্থাৎ মনের উপর আধিপত্য বিস্ত করিয়া আমার যাবতীয় কল্যাণের পরিপ হইতেছে। ইন্দ্রিয়বর্গের মধ্যে মনই প্রধান। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্ব এই জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটী ক্ষিতি, অপ, তেজঃ,

রস ও গন্ধ প্রভৃতি বিষয় গ্রহণ করে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়। সকল ইন্দ্রিয়ের উপর মন; সর্ব্ব সাকুল্যে একাদশটী ইন্দ্রিয়। এই একা দশেন্দ্রিয়ের প্রধান মনই যখন কাম ক্রোধাদি রিপুষট্‌কের বশীভূত, তখ অপর ইন্দ্রিয়বর্গও তদনুসরণে বাধ্য।

কামাদি দানবগণ এত বলীয়ান্ যে বলীয়ান্ মানব তাহার নিকট সর্ব্বক্ষ পরাস্ত। লঙ্কাধিপতি রাবণ প্রবল পর ক্রমে পরাক্রান্ত হইয়া ইন্দ্র, বায়ু, বরু প্রভৃতি দেবতাগণের উপর কর্ত্তৃত্ব করিলে। কামাদি রিপুগণকে দমন করিয়া তাহ দিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারেন নাই। আধুনিক বীরশ্রেষ্ঠ নেপোলিয়ান বোনাপা দিগ্বিজয়ী বীর হইয়াও স্বীয় দেহস্থি কামাদির সহিত রণে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে বা হন। সুতরাং মানব-বল কামাদি দানব বলের নিকট চিরকাল দুর্ব্বল। একমা মূলসঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেবের বল অথবা ত ভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের বল দানবব

তাই, ভক্তিবাসনা বিশিষ্ট জন, অর্থাৎ কামাদি দানবরূপ রিপুদলনপূ সেবাভিলাষী জনগণ, শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্র কীর্ত্তনাদি দ্বারা প্রাকৃত বিষয় ভোগবা পরিহার করেন। যেস্থলে এবম্বিধ প্রকা শ্রীভাগবত গীত হ'ন তাহাই নৈমিষারণ অপ্রাকৃত হরিলোক লাভের উদ্দেশ্যে নৈমি রণ্য নামক বিষ্ণুক্ষেত্রে শৌনকাদি ঋষি সহস্রবর্ষব্যাপী যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রোতা তাঁহাদিগের প্রাকৃত চেষ্টাদ্বারা প্রাকৃত আধারে স্থিত হইয়া অপ্রাকৃত ধাম লাভের যোগ্যতা ঘটে না। এইজন্য ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান অর্থাৎ ভোগ একেবারে নিরস্ত হইয়াছে যেখানে, সেই বিষ্ণুক্ষেত্রে উপবিষ্ট হইয়া হরি-সেবনোদ্দেশে বহুকাল যজ্ঞ করিতে প্রস্তুত হওয়ায় শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহাদিগের নিকট কীর্ত্তিত হ'ন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম যথায় প্রকটিত থাকিয়া অনিমিষ অবস্থায় অর্থাৎ অবাধভাবে শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন তাহাই মায়ার কুণ্ঠরাজ্যের পরপার বৈকুণ্ঠ—শ্রীবিষ্ণুক্ষেত্র নৈমিষারণ্য।

অনিমিষ শব্দে বিষ্ণু। বিষ্ণুর ঈক্ষণ প্রাকৃত চক্ষুর আবরণ-পত্রের ন্যায় বাধ প্রাপ্ত হয় না। বিষ্ণুক্ষেত্র অপ্রাকৃত; তথায় জীবের অবিদ্যা বা মায়া, তদ্রূপ-বৈভব বৈকুণ্ঠ বস্তুকে আবরণ করিতে সমর্থা হয় না। যেখানে শ্রীনৃসিংহাদির আবাসস্থল, তাহাই অনিমিষক্ষেত্র। বহুজন একত্রিত হইয়া কীর্ত্তন-যজ্ঞে অথবা সমান-ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে অর্থাৎ অপ্রাকৃত আধারে স্থিত না হইয়া অপ্রাকৃত ধারণায় হরিসেবনোদ্দেশ্যে কেহ বক্তা কেহ শ্রোতা হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠই শ্রেয়ঃ। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোভে শ্রবণ-কীর্ত্তন ও পুণ্যকামী হইয়া শ্রবণ-কীর্ত্তন কুঞ্জর-শৌচবৎ সন্দেহ নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

২৭ কেশব স্বাণু প্রদ্যুম্ন ৪৪৬

শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী

(১)

বৈষ্ণবচরিত্রালোচনার প্রয়োজনীয়তা

বৈষ্ণব-চরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র; শুধু তাহাই নহে, অপবিত্রকে পবিত্র করিতে অদ্বিতীয়। এই পবিত্রীকরণ কার্য্যটী সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হয়, অনুকূল-আলোচনা-তড়িৎ-প্রবাহে। সেবোন্মুখ-চিত্তে আমরা যতই বৈষ্ণব-চরিত্র আলোচনা করিব, ততই বৈষ্ণবের কৃপা-শক্তি আমাদের চিত্তে সঞ্চারিত হইয়া আমাদিগকে চিদ্-বলে বলীয়ান্ করিবে। তাহাতে আমরা আমাদের অনর্থময় স্বভাবটী সংশোধিত করিয়া স্ব-স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে সুযোগ পাইব—আমরা যে অমৃতের সন্তান, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিব। তখন প্রেমময়ের প্রেম-রাজ্যের সেবা-কল্লোলিনীর কল-স্বরের সহিত স্বর মিশাইয়া আনন্দাপ্লুত চিত্তে নিরন্তর কৃষ্ণ কার্ষ্ণ-গুণগানে নিরত থাকিতে পারিব। তখন গৌরগণের আনুগত্য গাহিব,—

"কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশ-
পুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়-কালসর্পপটলী প্রোৎখাত-
দংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ
কীটায়তে
যৎ কারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব
স্তুমঃ॥"

কারণ, গৌরজনের চরিত্রালোচনায় জানিতে পারিব যে, শুদ্ধভক্তের নিকট যোগিগণের কাম্য কৈবল্য নরক এবং কর্ম্মীর স্বধর্ম্মনিষ্ঠার ফল-স্বরূপে প্রাপ্য স্বর্গ অকিঞ্চিৎকর মিথ্যা আকাশকুসুম বলিয়া বোধ হয়। তাহাতে আরও জানিতে পারা যায় যে, যথেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়-পরায়ণ বিষয়িগণের ইন্দ্রিয় সকল উৎপাটিত-দন্ত কালসর্পসদৃশ এবং জগৎ কৃষ্ণানন্দময় পূর্ণ-সুখের স্থান। গৌরজনের সঙ্গফলে ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি সর্ব্বোচ্চ পদারূঢ় দেবগণের পদবীও কীটপদবী বলিয়া বোধ হয়।

বৃন্দাবন লাভ করিতে হইলে—ব্রজবাসী হইতে হইলে, গৌরভক্তের চরণ সেবা করিতে হইবে। কারণ, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সুষ্ঠু পালনই বলুন, বিষ্ণুর অর্চ্চামূর্ত্তির পূজাই বলুন, তীর্থ-পর্য্যটনই বলুন, আর বেদার্থবিচারে সুনিপুণতা-লাভই বলুন—ইহারা কিছুতেই ব্রজমাধুরীর সন্ধান প্রদান করিতে পারে না। ইহা একমাত্র গৌর-প্রিয়-পাদ-সেবা সাপেক্ষ। তাই গৌর-পার্ষদ ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দসরস্বতী লিখিতেছেন—

আচর্য্য ধর্ম্মং পরিচর্য্য বিষ্ণুং
বিচর্য্য তীর্থান্ বিচার্য্য বেদান্।
বিনা ন গৌরপ্রিয়পাদসেবাং
বেদাদি-দুষ্প্রাপ্যপদং বিদন্তি॥

—তাই আমাদের নিত্যপরিচয়লাভের নিমিত্ত আমরা অনুক্ষণ গৌরজনের সঙ্গ করিব, গৌরজনের চরণ সেবা করিব, গৌরজনের মধুর চরিত্র আলোচনা করিব। আমাদের প্রয়োজন-তত্ত্বের আচার্য্য শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুপাদ বৃদ্ধ-বয়সেও প্রত্যহ দুই সহস্র বৈষ্ণবের দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন এবং এক প্রহর মহাপ্রভুর চরিত্র আলোচনা করিতেন। বৈষ্ণবচরিত্র-সদ্বৈদ্য মাত্র শ্রদ্ধা-দর্শনী লইয়া গৌরবাণী-ক্লোরোফর্ম্মে অজ্ঞজ্ঞানানুভূতি শূন্য করিয়া শাস্ত্রযুক্তি-অস্ত্রদ্বারা অনর্থনাড়ীঘার ক্লেদ পরিষ্কার করেন। তৎপর বৈষ্ণব-চরিত্রালোচনা ঔষধ প্রয়োগে উহা সম্পূর্ণ নিরাময় হয়। প্রাকৃত জগতের ঔষধ, ঘা ভাল হইলে আর যন্ত্রণাদায়ক না হইলেও, উহার তীব্র গন্ধ সহ্য করিতে না পারিয়া রোগী আরাম হইবামাত্র ঐ ঔষধ দূরে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু অপ্রাকৃত জগতের ঔষধ বৈষ্ণবচরিত্রালোচনার এমনই গুণ যে, রোগী ভাল হইলে অর্থাৎ অনর্থ নিরাময় হইলে আর কিছুতেই উহা ত্যাগ করিতে পারে না। উহা মধুর হইতে সুমধুর, তাহা হইতেও সুমধুর বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক পক্ষে বৈষ্ণব-চরিত্র মধুরতার প্রস্রবণ।

জন্ম ও মহাপ্রভুর পাদসম্বাহন

আজ আমরা ষড় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর সুমধুর চরিত্র আলোচনা করিব। জাগতিক-বিচারে শ্রীরঘুনাথ মহাপ্রভুর প্রিয়ভক্ত তপনমিশ্রের তনয়। জগদ্গুরু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যখন বিদ্যাবিলাস-লীলাভিনয়-সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে শুভবিজয় করেন, সেই সময় সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব নির্ণয়ে অসমর্থ মিশ্র পুরন্দর স্বপ্নযোগে মহাপ্রভুর বিষয় অবগত হইয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণে উপস্থিত হ'ন। মহাপ্রভু কহিলেন,—অভেদ ব্রহ্মজ্ঞান বা স্বর্গাদি ভুক্তি জীবের সাধ্যবস্তু নহে। কৃষ্ণনামই সাধ্য। কর্ম্ম ও জ্ঞান উক্ত সাধ্যবস্তু প্রাপ্তির সাধন বা উপায় নহে, শুদ্ধা কৃষ্ণনামাশ্রয়া ভক্তিই সাধ্যবস্তু পাইবার একমাত্র উপায়। এই সাধ্য-সাধন-সারতত্ত্বের উপদেশ প্রদান করিয়া মহাপ্রভু তপন মিশ্রকে নিরন্তর কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন করিতে উপদেশ প্রদান করেন। এই সময় তপনমিশ্র মহাপ্রভুর সহিত নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে কাশীতে যাইয়া বাস করিতে বলিলেন। আরও বলিলেন, তিনি শীঘ্রই কাশীতে যাইয়া মিশ্রের সহিত মিলিত হইবেন। মায়াবাদীর কবলে সম্পূর্ণরূপে কবলিত কাশীতে নামসঙ্কীর্ত্তনের দুর্ভিক্ষের নিমিত্তই বোধ হয় মহাপ্রভু স্বীয় প্রিয়ভক্তকে এই সম্পত্তিসহ তথায় প্রেরণ করিলেন। মিশ্র কাশীতে যাইয়া মহাপ্রভুর আদেশ অনুসারে নামসঙ্কীর্ত্তন করিতে থাকেন। এই স্থানে চন্দ্রশেখর নামক জনৈক সুকৃতিশালী লেখনবৃত্তিসম্পন্ন বৈদ্য তাঁহার ভজনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া গৌরসুন্দরের পাদপদ্মে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হ'ন। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণান্তর নীলাচল হইতে বৃন্দাবন যাইবার পথে কাশীতে উপস্থিত হইলে, মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করিবার সময় তপন মিশ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এই সময় তপন মিশ্র মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ সেবার সুযোগ প্রাপ্ত হন এবং এই সময়ই আমাদের রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ সর্ব্বপ্রথম দর্শন পাইবার লীলা-প্রদর্শন করেন। এই সময় রঘুনাথ অল্প-বয়স্ক বালক। তাঁহার জন্ম আনুমানিক ১৪২৫ শকাব্দার বা ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে। মহাপ্রভু যখন মহাপ্রসাদ সম্মান পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতেন, সেই সময় বালক রঘুনাথ তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম সম্বাহন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইতেন। নিত্যগৌরপার্ষদের এ-সেবার মধ্যে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, বৈষ্ণবগৃহে জন্মগ্রহণ-ফলে ভগবানের সাক্ষাৎ-সেবা-লাভের সৌভাগ্য উদয় হয়। সুতরাং এহেন ভক্তগৃহে জন্ম ব্যতীত আমাদের আর অধিক শ্লাঘার বিষয় কি হইতে পারে? এই শিক্ষাটী প্রদান করিবার নিমিত্তই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিতেছেন,—

"জন্মাওবি মো-এ ইচ্ছা যদি তোর।
ভক্তগৃহে জনি জন্ম হউ মোর॥"

নীলাচলে গমন

যোগ্যপিতার যোগ্যপুত্র রঘুনাথ পরমার্থ ব্যতীত অপর কিছু আলোচনা করেন না। কাশীতে মহাপ্রভুর পাদসম্বাহনের কয়েক বৎসর পর তিনি নীলাচলে মহাপ্রভুর পাদ-পদ্মদর্শনের নিমিত্ত যাইতে উৎকণ্ঠিত হইলেন। তাঁহার উৎকণ্ঠাদর্শনে তপন-মিশ্রের আনন্দ আর ধরে না। তিনি এবং রঘুনাথ উভয়েই মহাপ্রভুর সেবার নিমিত্ত বহুবিধ দ্রব্য একটী ঝালিতে সজ্জিত করিলেন, এই ঝালি লইয়া রঘুনাথ গৌড়-দেশের পথে নীলাচলে স্বীয় প্রাণপ্রভুর শ্রীপদপদ্মদর্শনে চলিলেন। পথে রামদাস বিশ্বাস নামক জনৈক রামানন্দী পণ্ডিতের সহিত আলাপ হয়। রামদাস কায়স্থকুল-জাত, রাজার বিশ্বাস এবং কাব্যপ্রকাশের অধ্যাপক। তিনিও পুরী যাইতেছিলেন। উভয়ে একসঙ্গে পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। রামদাস রঘুনাথের নিকট হইতে তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও, ঝালিটী লইয়া বহন করিতে লাগিলেন। এতদ্ব্যতীত রঘুনাথের সঙ্কোচ ও নিষেধ সত্ত্বেও, বিশ্রাম সময়ে তাঁহার পাদসম্বাহন করিতেন। যথা—চৈ: চ: অন্ত্য ১৪-৯৯)—

রঘুনাথভট্টের সনে পথেতে মিলিলা।
ভট্টের ঝালি মাথে করি বহিয়া চলিলা॥
নানা সেবা করি করে পাদ সম্বাহন।
তাতে রঘুনাথের হয় সঙ্কুচিত মন॥
"তুমি বড় লোক, পণ্ডিত, মহাভাগবত।
সেবা না করিহ, চল মোর সাথ॥"
রামদাস কহে,—"আমি শূদ্র অধম।
ব্রাহ্মণের সেবা—এই মোর নিজ ধর্ম্ম॥
সঙ্কোচ না কর তুমি আমি তোমার দাস।
তোমার সেবা করিলে হয় হৃদয় উল্লাস॥
এত বলি ঝালি বহেন, করেন সেবনে।
রঘুনাথের তারকমন্ত্র জপেন রাত্রিদিনে॥

এই ভাবে সঙ্গীর সঙ্গে মহাপ্রভুর দর্শনা-কাঙ্ক্ষা আনন্দে রঘুনাথ নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। নীলাচলে কাশীমিশ্রভবনে মহাপ্রভুর পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ প্রণত: হইলেন। ভক্তের মিলনাকাঙ্ক্ষা ও ভগবানের আকর্ষণী শক্তি উভয়ের একত্র মিলিত হইয়া এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দতড়িৎ উৎপন্ন করিল। মহাপ্রভু তাড়াতাড়ি রঘুনাথকে উঠাইয়া আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। রঘুনাথ তপনমিশ্র ও চন্দ্রশেখরের প্রণতি জ্ঞাপন করিলেন এবং মহাপ্রভুও তাঁহাদের কুশল-বার্ত্তা অবগত হইয়া আনন্দিত হইলেন। এই দিন মহাপ্রভু রঘুনাথকে তাঁহার নিকট প্রসাদ পাওয়াইলেন এবং গোবিন্দ দ্বারা অবস্থানের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। মহাপ্রভুর কৃপাপ্রসাদে তিনি স্বরূপাদি ভক্তগণের সহিত মিলিত হইলেন।

রঘুনাথের হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না। তিনি স্বীয় প্রাণপ্রভুর সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন, উপস্থিত হইয়া বিবিধ সেবা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। বৈষ্ণবগণ সকলগুণে অলঙ্কৃত, প্রত্যেক সেবা-কার্য্যে সিদ্ধহস্ত। রঘুনাথ এই সেবানন্দের মধ্যে আট মাস রহিলেন।

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা ! সুবর্ণ সুযোগ !!

ভক্তিসিদ্ধান্তের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-রোগ নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন. তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির স্বরূপ এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দায়গ্রস্ত ব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটি অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গ্রথিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। প্রত্যেক শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা ; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

—

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত ‘অমৃতপ্রবাহভাষ্য’ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত ‘অনুভাষ্য’ প্রভৃতি সুত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অর্থের সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কোথাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাণ্টেন্মেণ্ট, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে ‘ফটো অফ্‌সেট প্রেসে’ ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয়টীকা ; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারস্বত সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৵০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক ‘অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়’, ‘চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার’, ‘নাম-ভজনকারী ও সচ্চকের প্রতি উপদেশ’, ‘উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার’, ‘প্রাকৃত সহজিয়া মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত’, ‘বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ’, ‘সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য’, ‘প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ বৃত্তান্ত’, ‘উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত’, ‘দৈববর্ণাশ্রমের প্রতিবাদ’, ‘শোক শাতন’, ‘সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ’, ‘সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়’, ‘গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য’, ‘অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন’, ‘সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি ?’ ‘দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য’, ‘জড়াসক্ত হরিভজনের প্রতিকূল’—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য বস্তু লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীমদ্ স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরমাধুর্য্য বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকাপেক্ষা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—“অধোক্ষজ শ্রবণৈকবেদ্য,” অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষয়রতিবুদ্ধি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের ‘প্রতি-নিবেদন’, বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ৩॥০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড** শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথা, তীর্থস্থ, লোক ও ঐতিহাসিক প্রমাণসমন্বিত নয়টি দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত অরবিন্দ নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাপ্ত ফটোগ্রাফ, বেদাশ্রুতশ্রবণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৩ খানি বিভিন্ন রঙের অপূর্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; শ্রীপাদ বিদ্যাবিনোদ বাবু মহোদয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামকর্ত্তা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপরম্পরা, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও ভক্তজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বঙ্গে উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীবাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সরল ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—গুরুসেবা—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রোজ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

[illegible]

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ পাঠ করিলে পারমার্থিক বিষয়ে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামি প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিন ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। গুরুমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৩ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১৮
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (অবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থবিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাধ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বি-য়ঃ ॥০
৫৪। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
৬২। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। কোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। টরেটিক্ প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনেলয়েড ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন কথা ।০
৭১। কল্যাণ কল্পতরু ৴০
৭২। গীতাবলী ১৲
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শুদ্ধ-সম্প্রদায়-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীলভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গল পাচন

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।১ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এস্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মাঞ্চুরিয়ায় যুদ্ধ

পূর্ব্ব চীন রেলের নিকট চীন ও জাপানে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়াছে। সিট্‌সিহার সহরের উত্তরে যুদ্ধ চলিতেছে। কুড়্-কাঙ্গার জাপানী সৈন্য চাঙ্গাচুন সহর দখল করিয়াছে ১১ জন সহরবাসী হত হইয়াছে।

২৫০ জনের জীবন সংশয়

সুপিংগুয়েন চীনা স্বেচ্ছাসেবক সৈন্য-দলের নেতা। তিনি ২৫০ জন জাপানীকে জামিন স্বরূপ বন্দী রাখিয়াছেন। যদি যুদ্ধ ভাল রকমে আরম্ভ হয়, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে।

পারস্য ও ইংরাজে বিবাদ

পারস্য ও ইংরাজে বিবাদের সম্ভাবনা। পারস্যে ইংরাজদিগের যে সমস্ত তৈলের খনি আছে, তাহাতে ইংরাজেরা কর্ত্তৃত্ব করে; সম্প্রতি পারস্য দরবার ঐ কর্ত্তৃত্বের লোপসাধন করিয়াছে। যে চুক্তি অনুসারে ইংরাজেরা ঐ সুবিধা ভোগ করিতেছিল পারস্য দরবার তাহা নাকচ করায় ইংরাজেরা বলিতেছে যে পারস্যের ঐরূপ করিবার ক্ষমতা নাই।

অর্ডিনান্সের ক্ষমতা চাই

লর্ড রীডিং বিলাতের রাউণ্ডটেবিল কনফারেন্সে প্রকাশ করিয়াছেন যে, বড় লাট যদি ভারতে সুশাসন চালাইতে চাহেন তাহা হইলে তাঁহাকে এরূপ ক্ষমতা দেওয়া আবশ্যক, যাহাতে তিনি অর্ডিনান্স বাহির করিতে পারেন এবং একজন যেন তাঁহাকে মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিতে বাধ্য না করা হয়।

নূতন সংশোধন আইন

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্বায়ত্ত্বশাসন (সংশোধন) আইনের বিলটী আইনে পরিণত হইল।

আলোয়ারে তদন্ত

আলোয়ারে কর বন্ধ আন্দোলন সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য মহারাজ বাহাদুর খাজনা বিভাগের মন্ত্রী রাজা গজনফর আলি খাঁ সাহেবকে নিযুক্ত করিয়াছেন মহারাজ বাহাদুর প্রচার করিয়াছেন যে, মিওয়াগণ কখনও বিদ্রোহে যোগদান করে নাই; এপর্যন্ত তাঁহারা আপদে বিপদে মহারাজ বাহাদুরের পার্শ্বেই দণ্ডায়মান ছিলেন। বর্ত্তমানে তাঁহারা রাজসরকারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে তাঁহাদিগের চিরাবলম্বিত মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করা হইবে।

কোন্ কোন গ্রামে খাজানা মকুপ করা যাইতে পারে, কোন্ কোন্ গ্রামের প্রজাদিগকে আদায়ী খাজনার কিয়দংশ ফেরৎ দেওয়া যাইতে পারে এ সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে।

ছাপাখানার হস্ত বন্ধ

সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে ছাপাখানাওয়ালা ও সংবাদপত্রওয়ালাদের ক্ষমতা খর্ব্ব করা হইল। গবর্ণমেণ্ট এই সম্বন্ধে অধিকতর ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। সংবাদপত্রসমূহের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইল।

ঋণকেশ্রান্ত

আমেরিকা কর্জ্জ শোধের তাগাদা করায় ইংরাজ পক্ষ হইতে উত্তর দেওয়া হইয়াছে যে, লণ্ডনের চুক্তি অনুসারে যদি ইংলণ্ড উত্তমর্ণ হইয়াও অধমর্ণ জাতিদিগের নিকট হইতে টাকা না পায় তাহা হইলে ইংরাজ যে ঐ টাকা ছাড়িয়া দিয়া আমেরিকার প্রাপ্য ঋণ পরিশোধ করিবে, একথা চিন্তাতে ও আনা যায় না।

ঋণের ভার কাহার বেশী?

ইংরাজ পক্ষ আরও বলেন যে, ইংরাজ টেক্সদাতারা যে ভার বহন করেন না, সে ভার কখনই আমেরিকার টেক্সদাতাদিগের উপর চাপাইবার চেষ্টা হয় নাই। কোন্ দেশের টেক্সদাতা কত ভার বহন করিতেছেন, তাহার প্রমাণ স্বরূপ ইংলণ্ড পক্ষ বলিতেছেন যে, ইংরাজ ৪৩৪,০০০,০০০ পাউণ্ড কর্জ্জ পরিশোধ স্বরূপ আমেরিকার হস্তে দিয়াছে; অথচ ইংলণ্ড তাহার প্রাপ্যের মধ্যে এক পয়সাও পায় নাই।

সুবিধা কিসে?

কর্জ্জা টাকা যদি ইংলণ্ড পরিশোধ না করে তাহা হইলে ইংলণ্ডের শেষ পর্য্যন্ত বিশেষ লাভ নাই, অথচ ঋণ পরিশোধের জন্য ইংলণ্ড যদি কিছু সময় পায় তাহা হইলে নিখিলবিশ্বে বাণিজ্য ব্যবসায়ের উন্নতির সম্ভাবনা

স্বর্ণ রপ্তানি

বোম্বাই হইতে প্রেসিডেণ্ট হেরিসন নামক ষ্টীমারে ২৫৩০৫৬০ টাকার স্বর্ণ নিয়ইয়র্কে চালান গেল। এক চালানে এত স্বর্ণ কখনও চালান যায় নাই। বর্ত্তমানে প্রত্যেক মাসে দুইটী জাহাজ ভরা স্বর্ণ আমেরিকায় চালান যাইতেছে।

ষড়যন্ত্র মামলা

শিয়ালদহের স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার এইচ. এন. দত্ত সাহেবের এজলাসে তিন জনকে ষড়যন্ত্র এবং অস্ত্র আইনের মামলায় আসামী স্বরূপে উপস্থিত করা হয়।

তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, তাহাদের নিকট একটী দুনলা বন্দুক, ১৪ টী কার্ত্তুজ এবং কতকটা বিষ্ফোরক পাওয়া যায়। তাহাদিগকে গত সেপ্টেম্বর মাসের ১৯শে তারিখে বেলিয়াঘাটা ষ্টেসনে গ্রেপ্তার করা হয়।

জয়নগর পুলিশ ষ্টেসনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী বলেন যে, আসামীগণ মজিলপুরে শ্যামসুন্দর ব্যায়াম সমিতির সদস্য।

অভিযুক্ত অমানুষ সম্পর্কে তাহাদের উপর পুলিশ নজর রাখে। কলিকাতা হইতে অপরিচিত লোক সময় সময় এই ক্লাবে আসিত।

আপেক্ষিক নৌবল

১৯১৪ সালে অর্থাৎ জার্ম্মান মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে ইংলণ্ডের যে নৌবল ছিল ১৯৩৬ সালে তাহার মধ্য শতকরা ৪৭ ভাগ কমান হইবে; আমেরিকার যুক্তরাজ্য শতকরা ২৯ ভাগ এবং জাপান ৩৭ ভাগ বাড়িত করিবে।

অন্যান্য জাতি নৌবল না কমাইলে ইংলণ্ড আর নৌবল কমাইবে না।

স্নোডন ও বাণিজ্যচুক্তি

লর্ড স্নোডেন বিলাতে বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, অটোয়ার বাণিজ্য চুক্তিতে কোন কাজ হয় নাই। ইহাতে আন্তঃসাম্রাজিক বাণিজ্যের কোন সুবিধা হইবে না; তবে ইহাতে দ্বেষ হিংসা উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনাও নাই।

চিনির বাজার নামিবে

চাড্‌বোর্ণের প্রস্তাবানুসারে আন্তর্জাতিক চিনি সভায় স্থির করা হইয়াছে যে, যে অতিরিক্ত চিনি মজুত অবস্থায় আছে, তাহা ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। সুতরাং চিনির বাজার নামিবার সম্ভাবনা।

পিকেটীং আইন

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সংশোধন আইনের ৭ম ধারা অনুসারে পিকেটিং বন্ধ করাই সাব্যস্ত হইল।

সেনানিবাসে খুন

বাঙ্গালোরের বৃটিশ সাপ্পার্স রেজিমেণ্টের মারেক ভুল সিং, মর্দ্দন সিং নামক একজন সৈন্যকে নিদ্রিত অবস্থায় কুঠারাঘাতে হত্যা করে। চক্রপাণ সিং, মর্দ্দন সিংকে সাহায্য করিতে যাওয়ায়, ভুল সিং তাহাকেও আঘাত করে। চক্রপাণ হাসপাতালে মারা যায়। মারেক ভুল সিংকে বন্দী করা হইয়াছে। তদন্ত চলিতেছে। হত্যার কারণ জানা যায় নাই।

সোণায় ঋণ পরিশোধ

ক্যামেল নামক জনৈক অর্থনীতিবিশারদ স্যুইচ্ বলেন যে ইংলণ্ড যদি আমেরিকাকে সোণা দিয়া ঋণ পরিশোধ করে তাহা হইলে আমেরিকা কিছু সোণা ছাড়িতে বাধ্য হইবে এবং ব্যবসায় সম্বন্ধীয় সমস্যারও সমাধান হইবে।

ভূতপূর্ব্ব ফ্রেঞ্চ প্রেসিডেণ্ট বিলাতে

ফরাসীর ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট এম্. গ্যাষ্টন ডু মার্গ সম্প্রতি লণ্ডনে গিয়াছেন। তিনি বৃটিশফ্রেঞ্চ যুনিয়নে বক্তৃতা দিবার সময় বলেন যে নিখিল বিশ্বে শান্তিস্থাপনার্থ ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যে বিশ্বাসপূর্ণ বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত আবশ্যক। ডুমার্গ দম্পতী সম্রাটের সহিত বাকিংহাম প্রাসাদে আহারাদি করেন।

শ্রীমতী গান্ধী

মিঃ গান্ধীর পত্নী শ্রীমতী কস্তুরীবাঈ গান্ধী কালিকট যাত্রা করিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে তিনি মাদ্রাজে ট্রিপ্লিকেন নামক স্থানে স্বদেশী এবং অনুন্নতদিগের সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করেন।

আমেরিকার সৈন্য বৃদ্ধি

আমেরিকার স্থল-সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ৪০০০ সেনানায়ক এবং ১৬৫০০০ সেনাতে দাঁড়াইবে জনসাধারণ বলিতেছে যে, যদি অন্যান্য জাতি সৈন্য বল না কমায়, তাহা হইলে আমেরিকার শক্তিহ্রাস করা কর্ত্তব্য হইবে না। এশিয়ার যুদ্ধসজ্জা দেখিয়া আমেরিকার ভীতি সঞ্চার হইয়াছে।

ভারতীয় তুলা

যাহাতে ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের কল-সমূহে অধিক পরিমাণে ভারতবর্ষে উৎপন্ন তুলা ব্যবহৃত হয়, সেই উদ্দেশ্যে একটী কমিটী গঠিত হইয়াছে।

টেলি — শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈনিক

Reg No C1544

নদীয়া প্রকাশ

THE

NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি-কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড | সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি | ২২৭তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২১শে অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৩৯, ৭ই ডিসেম্বর ১৯৩২

বিলাতে ভারত কথা

পাইয়োনীয়ার সম্মেলন

আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপার

ক্ষমতার পক্ষপাতিত্বশূন্য অপব্যবহার

গবর্ণমেণ্টকে সাবধান বাণী

সাহসের পুরস্কার

বৃটিশ ও স্বাধীন ভারত

জেলে মারধর

অষ্ট্রেলিয়ায় অদ্ভুত জন্তু

জাহাজ ধরিও না

খুনার পদপ্রাপ্তি

নানা কথা

বিলাতে ভারত কথা

গোলটেবিলে ভারত সচিব বলেন.—সাম্প্রদায়িক মীমাংসার পুনরুল্লেখ হইবে না; এজন্য কেহ যেন মনে করেন না যে গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে অমনোযোগী; কয়েকজন পাঞ্জাবী প্রতিনিধি গবর্ণমেণ্টের নিকট এবিষয়ে আবেদন করিয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্টও সে সমস্ত কথা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করেন।

সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের দুশ্চিন্তা নিবারণের জন্যই গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে বিশেষ অবহিত।

আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপার

ফিনল্যাণ্ডের নিয়ম এই যে, যে সমস্ত সমুদ্রে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের অবাধ প্রচলন, সেখানে ফিনল্যাণ্ড চোরাই মদ বিক্রীর জাহাজ ধরিতে পারিবে, কিন্তু ইংলণ্ড বলিতেছেন যে, যে সমস্ত জাহাজ বৃটিশ পতাকা উড়াইয়া যায়, তাহাদিগকে কেহ আটক করিতে পারিবে না।

জাহাজ ধরিও না

ফিনল্যাণ্ড উপসাগরে বৃটিশ ধ্বজা আন্দোলিত করিয়া একটী জাহাজ প্রবেশ করে। তাহাতে অনেক মদ ছিল; অপর একটী জাহাজেও ঐরূপ অনেক মদ আসিয়াছে। ফিনল্যাণ্ডের গবর্ণমেণ্ট বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, তাঁহারা ঐ জাহাজ দুইটী আটক করিতে পারেন কি না! বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট জাহাজ ধরিবার অনুমতি দান করেন নাই।

বৃটিশ ও স্বাধীন ভারত

ফেডারেল গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইলে যাহাতে কোন প্রদেশের সহিত স্বাধীন নৃপতিবর্গের গোলমাল না হয় তাহার জন্য যে ব্যবস্থা হইবে, তাহাতে গবর্ণর জেনারেলকে শান্তি-স্থাপনের দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রদত্ত হইবে। সাধারণতঃ বড়লাট সাহেব এ সমস্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না; তবে যে স্থলে ভারতবর্ষের মধ্যে দুইটী বিরুদ্ধ পক্ষ সৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা সেই সমস্ত স্থলে গবর্ণর জেনারেল মধ্যস্থতা করিবেন।

অদ্ভুত জন্তু

অষ্ট্রেলিয়ায় একটী অদ্ভুত জন্তু পাওয়া গিয়াছে। তাহাকে প্রথম দর্শনে ভল্লুক বলিয়া প্রতীয়মান হয়; কিন্তু তাহার মস্তকটি ইন্দুরের ন্যায়—এবং গোঁফ আছে।

মিষ্টার গৌড্রিজ অষ্ট্রেলিয়ায় ভ্রমণ কালে এই জন্তুটী আদিম নিবাসীদের নিকট হইতে এক বাক্স সিগারেটের পরিবর্ত্তে প্রাপ্ত হন।

খুনীর পদপ্রাপ্তি

গ্রীক গবর্ণমেণ্ট এম, কাই রিয়াকে এপিরাস প্রিফেক্ট নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করায় গ্রীসে চাঞ্চল্য লক্ষিত হইতেছে। সাধারণের অসন্তোষের কারণ এই যে, এই লোকটী প্যারিস সহরে এম. ভিনিজেলসকে হত্যা করিবার চেষ্টা করে। কাইরিয়া তিন বৎসর যাবৎ কারাদণ্ড ভোগ করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট ক্ষমা প্রাপ্ত হওয়ার পর গ্রীসে ফিরিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন যে কাইরিয়া যেমন অপরাধ করিয়াছে, সেইরূপ শাস্তি ভোগও করিয়াছে। সুতরাং তাহাকে নিযুক্ত করা যাইতে পারে।

কৃষ্ণগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, { ২২ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৬, ২১শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ ৭ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩২ বুধবার } ২২৯তম সংখ্যা।

কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে প্রভুপাদ

শ্রীচৈতন্য-প্রকাশাবতার প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ গত শনিবার হইতে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থান করিলেন। শ্রীচৈতন্য-বিশ্বে শ্রীচৈতন্য-বাণী অতি দ্রুত গতিতে প্রচারার্থ সেবা-সুরধুনীর নব নব ধারা আবিষ্কারপূর্ব্বক মঠসেবকগণকে ঐ ধারা-সমূহের উজ্জ্বলা-বিধানের নিমিত্ত নিরন্তর উৎসাহিত করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমঠে শুভ-বিজয়-বার্ত্তা অবগত হইয়া বিভিন্ন স্থান হইতে সজ্জনমণ্ডলী শ্রীচৈতন্য-মঠে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার শ্রীমুখে হরি-কথা শ্রবণের সৌভাগ্য বরণ করিতেছেন।

"যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন,
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ॥"

শ্রীধাম-মায়াপুরবাসী ভক্তগণ বহু দিবস অন্তে শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও তদীয় অন্তরঙ্গ ভক্তগণের শ্রীচরণ দর্শন ও সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া বিপুল উৎসাহে তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন। সকলেই আচার্য্য সেবায় ব্যস্ত, সকলেরই হৃদয়ে এক অভাবনীয় নির্ম্মল আনন্দধারা অবিরামগতিতে প্রবাহিত।

গত ৩রা ডিসেম্বর সন্ধ্যার পর ভক্তিবিজয় ভবনের দ্বিতল-কক্ষে শ্রীল প্রভুপাদের পাদ-পদ্ম-সমীপে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জ-বিহারী বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্ত-বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ, শ্রীচৈতন্যমঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন, শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, শ্রীযুক্ত সতীশচরণ রায় ভক্তিবিজয় প্রমুখ বহু ভক্ত উপবিষ্ট হইয়াছেন। কীর্ত্তনবাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ইত্যবসরে শান্তিপুর মিউনিসি-প্যাল হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত স্বনামধন্য প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি এ মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণামান্তে আসন গ্রহণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন— "এইরূপ শুনা যায় যে, শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু শ্রীল রূপপাদকে সম্যক্‌রূপে স্বীকার করেন নাই, তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে মত-বৈষম্য আছে, একথা কি ঠিক?" তদুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—আপনি যাঁহাদের নিকট এ-কথা শুনিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীল রূপপ্রভু ও শ্রীল জীবপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিষয় আদৌ বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। আচার্য্য ষড়্‌গোস্বামীর অপ্রাকৃত চিন্তাধারায় কোন প্রকার বিরুদ্ধ ভাব আসিতে পারে না। যাঁহারা সেরূপ বিচার করেন তাঁহারাই ভ্রান্ত। শ্রীমন্মহা-প্রভুর অনুগ শ্রৌতপথাবলম্বী জনগণ সকলেই শ্রীজীব প্রভু ও শ্রীরূপ প্রভু প্রভৃতি ষড়্‌গোস্বামীর প্রত্যেককেই স্বীকার করিয়াছেন ও তুল্য সম্মান প্রদান করিয়াছেন। যাঁহারা নিজেদের ভাগ্যদোষে আচার্য্যগণের প্রচার্য্যবিষয়ের অন্তর্নিহিত গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিয়া উঠিতে অসমর্থ সেই সকল পাষণ্ডগণ কি নিজদিগকে অতি বুদ্ধি-মান মনে করিয়া আচার্য্যের আচারে ও প্রচারে দোষদর্শনের ধৃষ্টতা প্রকাশ করেন। এই প্রকার গুরুদ্রোহী ব্যক্তিগণের কথা শ্রবণ করা দূরে থাকুক, তাঁহাদের ন্যায় পাষণ্ডিগণের মুখদর্শন পর্য্যন্ত শাস্ত্রে নিষেধ আছে।"

গত ৪ঠা ডিসেম্বর রবিবার প্রাতে কৃষ্ণনগর কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুধীন্দুকুমার দাস এম্‌ এ, পি এইচ-ডি (লণ্ডন) মহোদয় শ্রীভাগবত প্রেসের সেবক শ্রীপাদ অঘদমন ব্রহ্মচারীজীর সহিত শ্রীধামে আগমন করিয়া সমস্ত দিন হরিকথা শ্রবণে অতিবাহিত করিয়াছেন। তিনি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অচিন্ত্যভেদাভেদ বাদের সিদ্ধান্তে মুগ্ধ হইয়া পরমার্থ জগতে ইহারই যে সর্ব্বোচ্চ আসন, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া আমাদিগকে জানাইয়াছেন। অধ্যাপক মহাশয় আরও জানান যে, তিনি লণ্ডনে অবস্থানকালে সর্ব্বপ্রথম বৈষ্ণব-গ্রন্থ আলোচনা করেন। বিদেশীয়গণের বিকৃত লেখনী হইতে তাঁহার যে জ্ঞান জন্মিয়াছিল, শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথায় তাহা অনেক সংশোধিত হইয়াছে এবং তিনি বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ প্রমাণসহ তাঁহাকে দেখাইয়া দেন যে, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য অচিন্ত্য ভেদাভেদ-বাদ স্বীকার করিয়াছেন। বিদ্যোৎসাহী অধ্যা-পক মহাশয় বৈষ্ণবধর্ম্মের অনেক গ্রন্থের সন্ধানও শ্রীল প্রভুপাদের নিকট অবগত হইয়াছেন।

এই দিবস দ্বিপ্রহরের পর পুরীর সুপ্রসিদ্ধ রাধাকান্ত-মঠের স্বামী মহান্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভরানন্দ শাস্ত্রী কাব্য বেদান্ততীর্থ মহাশয় একজন বালক ও একটী বালিকাসহ শ্রীচৈতন্যমঠে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট প্রায় ৩৫ ঘণ্টা হরিকথা শ্রবণ করেন। অধ্যাপক সুধীন্দু বাবু এবং শ্রীধামের ভক্তবৃন্দও তখন উপস্থিত থাকিয়া হরিকথামৃত পান করেন। নিম্নে কথামৃতের দিগ্‌দর্শন করিতেছি।

সৎসঙ্গই প্রয়োজন; শ্রীমদ্ভাগবত বলেন:—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

কপিলদেব স্বীয় মাতা দেবহূতিকে বলিয়াছেন,—সাধুসঙ্গক্রমে আমার বীর্য্য-সূচক হৃৎকর্ণরসায়ন কথাসকল আলোচিত হয়; সেই কথা শ্রবণ করিতে করিতে শীঘ্র অপবর্গ-পথ-স্বরূপ আমাতে প্রথমে শ্রদ্ধা পরে রতি (ভাবভক্তি) এবং অবশেষে প্রেম-ভক্তি উদিত হয়।

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধি-মান্। সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গ-মুক্তিভিঃ॥" অতএব দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বুদ্ধিমান ব্যক্তি সৎসঙ্গ করিবেন। সাধুগণ সদুপদেশ দ্বারা তাঁহার সমস্ত ভক্তি-প্রতিকূল-বাসনা-বন্ধন ছেদন করেন।

সাধনক্রম-নির্ণয়-সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ বলেন যে, সর্ব্বাগ্রে শ্রদ্ধার প্রয়োজন। শ্রদ্ধা হইতে তখন সাধুসঙ্গ, গুরুসঙ্গ, বৈষ্ণবসঙ্গ সম্ভব; তাহা এই অবস্থায় ঘটে।

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥

ব্রাহ্মণ কর্ম্মদ্বারা প্রাপ্য ফলসমূহের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া ও কর্ম্মাতীত নিত্যসত্য বস্তু কর্ম্মের দ্বারা লাভ হয় না, জানিয়া কর্ম্মের প্রতি নির্ব্বেদগ্রস্ত হইবেন এবং সেই ভগবত্তত্ত্বের বিজ্ঞান (প্রেমভক্তির সহিত জ্ঞান) লাভ করিবার জন্য তিনি সমিৎ-হস্তে বেদ-তাৎপর্য্যজ্ঞ ও ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরুসমীপে কায়মনোবাক্যে গমন করিবেন। সাধুসঙ্গ হইলে তখন ভজনক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং তাহা হইতে অনর্থ-নিবৃত্তি হয়। তদনন্তর নিষ্ঠা, রুচি অর্থাৎ ভগবানে রুচি, নামে রুচি এবং ভগবদিতর বিষয়ে অরুচি হয়। তদনন্তর আসক্তি ও ভাব হয়।

অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ প্রেম শব্দের অর্থ বুঝাইয়া বলেন,—

সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥

যখন সেই ভাব চিত্তকে সম্যক্ মসৃণ করিয়া অত্যন্ত মমতা দ্বারা পরিচিত হন, এবং গাঢ় স্বরূপ হয়, তখন তাহাকে পণ্ডিতসকল প্রেম বলিয়া ডাকেন। রসতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ বলেন—পাঁচটী মুখ্য রস ও সাতটী গৌণরস এই দ্বাদশটী রসের রস। ব্রজের দ্বাদশবন এই দ্বাদশ রসের স্থান। কৃষ্ণলীলায় প্রবেশ লাভ করিলে ইহার গূঢ়ার্থ বুঝা যায়।

বিদগ্ধ-চিন্তামণিতে সকলশব্দের অর্থই কৃষ্ণ। বৈকুণ্ঠ শব্দে এবং শব্দার্থে কোন ভেদ নাই। আবদ্ধ-কাট-বুদ্ধিতে শব্দ ও শব্দার্থে প্রভেদ আছে।

বৈকুণ্ঠ নাম সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

যাহা বৈকুণ্ঠ-শব্দ নহে, তাহার সত্যতা উপলব্ধি করিবার জন্য আমরা শ্রবণ ব্যতীত অপর চারি ইন্দ্রিয় প্রয়োগ করিয়া থাকি। কিন্তু বৈকুণ্ঠ শব্দ সেরূপ কিছু নহে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

২৪ কেশব শুক্র অনিরুদ্ধ ৪৪৬

শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী

(২)

নীলাচলে শ্রীল রঘুনাথ

শ্রীল রঘুনাথ স্বরূপাদি ভক্তগোষ্ঠীসহ নীলাচলে অবস্থানকালে মধ্যে মধ্যে পাক করিয়া মহাপ্রভুকে ভোজন করান। তিনি পাকে অতি সুনিপুণ। যাহা পাক করেন, তাহাই অমৃতের ন্যায় হয়। মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হইয়া রঘুনাথের দ্রব্য ভোজন করেন। প্রভুর অবশিষ্ট ভট্ট গ্রহণ করেন। যথা (চৈঃ চঃ অঃ ১৩।১৭-১৮)—

"রঘুনাথ ভট্ট পাকে অতি সুনিপুণ।
যেই রান্ধে সেই হয় অমৃত সমান॥
পরম সন্তোষে প্রভু করেন ভোজন।
প্রভুর অবশেষ পাত্র ভট্টের ভক্ষণ॥"

রামদাস বিশ্বাস

আমরা শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামিপাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত নীলাচলে মিলন দর্শন করিলাম। এখন তাঁহার সঙ্গী রামদাস বিশ্বাসের একটু সন্ধান লওয়া যা'ক। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, তিনি কায়স্থকুলোদ্ভূত এবং অলঙ্কার-শাস্ত্র অধ্যাপনা করান। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী এবং পথিমধ্যে ভট্টগোস্বামিপাদের অনেক সেবা করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত তিনি সর্ব্বক্ষণ 'রাম' নাম করেন। এহেন বিনয়ী পণ্ডিত ব্যক্তিও যখন শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপদ্মে উপনীত হইলেন, তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে বিশেষ কৃপা করিলেন না, ইহার কারণ কি? রামদাস অপরিচিত বলিয়াই কি মহাপ্রভুর কৃপা হইতে বঞ্চিত হইলেন? তাহা নহে—কারণ, শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর ত' ভারতের সকল অপরিচিত লোককেই কৃপা করিয়া বিশেষ পরিচয়ে আবদ্ধ করিয়াছেন, তবে কি তিনি 'কৃষ্ণ' নাম না করিয়া 'রাম' নাম করিতেন বলিয়াই মহাপ্রভু তাঁহাকে কৃপা করিলেন না? তাহাও নহে—কারণ, 'রাম' নাম ও 'কৃষ্ণ'-নামে বিশুদ্ধরুচি-দর্শনে কোনও ভেদ নাই। মহাপ্রভু মহামন্ত্রের শিক্ষক। মহামন্ত্রে 'কৃষ্ণ' ও 'রাম' উভয় শব্দই আছেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার সহিত রমণ করেন বলিয়া 'রাম' নামেও অভিহিত। এতদ্ব্যতীত দাশরথি-রামও শ্রীকৃষ্ণেরই অবতার। সুতরাং 'রাম'-নাম কীর্ত্তন-শ্রবণে মহাপ্রভু অপ্রসন্ন হ'ন না; বরং প্রসন্নই হ'ন। তিনি শ্রীরূপানুগ অনুপমকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। অনুপমও রামেরই উপাসক ছিলেন। রামদাস-বিশ্বাসের কৃপা না পাইবার কারণ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লিখিতেছেন,—

অন্তরে মুমুক্ষু তেঁহো, বিদ্যা-গর্ব্ববান্।
সর্ব্বচিত্ত-জ্ঞাতা প্রভু—সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্॥

মোক্ষবাঞ্ছা ও কপট দৈন্যের পরিণাম

আমরা বর্ত্তমানে প্রাকৃত সহজিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ে দেখিতে পাই, তাঁহারা অন্তরে প্রতিষ্ঠা পাইবার আশা লইয়া 'আকুঁ' 'পাকুঁ' ভাব দেখায়—যেন তাঁহারা কতই 'তৃণাদপি সুনীচ'! কিন্তু অন্তর্যামী শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিকট তাঁহাদের ঐ প্রকার কপটতা ধরা পড়িয়া যায়। তাই তিনি ঐ প্রকার কাপট্য-পূর্ণ 'আকুঁ' 'পাকুঁ'র মোটেই আদর করেন না। অন্তর্যামী শুদ্ধ বৈষ্ণবের প্রভু মহাপ্রভু গৌরসুন্দর সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্। সুতরাং তাঁহার নিকট রামদাসের অন্তরের ভাব গোপন থাকিতে পারে না। বাহিরে বিনয় প্রকাশ করিলেও হৃদয়ে 'মুক্তি-বাঞ্ছা' ও 'আমি বড়ই বিদ্বান্, আমার ন্যায় পণ্ডিত কে আছে?' এই প্রকার ভাব থাকায় রামদাস মহাপ্রভুর কৃপা হইতে বঞ্চিত। মুক্তির বাঞ্ছা স্বসুখ-কামনা। সুতরাং শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের অশ্রদ্ধার জিনিষ। শুদ্ধ-ভক্ত চাহেন, মাত্র কৃষ্ণের সুখ-কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণ; তাই তাঁহাদের প্রার্থনা—

"কীট জন্ম হউ প্রভো যথা তুয়া দাস।
বহির্ম্মুখ ব্রহ্ম-জন্মে নাহি মোর আশ॥"

তাই মহাভাবে তাঁহাদের হৃদয়ের অভিব্যক্তি—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু
মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

প্রত্যাবর্ত্তনে আদেশ

শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী মহাপ্রভুর নিকট নীলাচলে আট মাস রহিলেন। তৎপর মহাপ্রভু তাঁহাকে দারপরিগ্রহ করিতে নিষেধ করিয়া গৃহে যাইয়া বৃদ্ধ পিতামাতার সেবন ও বৈষ্ণবের নিকট ভাগবত অধ্যয়ন করিতে আদেশ করিলেন মহাপ্রভুর এই আদেশ শুনিয়া সাধারণ গৃহব্রতগণ হয় ত' বলিবেন,—"শ্রীগৌরসুন্দর ভট্ট গোস্বামীকে পিতামাতার সেবা করিবার নিমিত্ত বাড়ী পাঠাইলেন, দাস-গোস্বামী'কও গৃহে পাঠাইয়াছিলেন। তবে গৌড়ীয়মঠ আমাদের ছেলেগুলিকে আমাদের সেবার নিমিত্ত না পাঠাইয়া কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করেন কেন? তাহারা গৃহে আসিয়া আমাদের পূর্ণমাত্রায় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিয়া সময় থাকেত' কৃষ্ণভজন করিবে।" একটু বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই—মহাপ্রভু রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুকে যাঁহার সেবার নিমিত্ত গৃহে পাঠাইলেন, তিনি মহাভাগবত তপন মিশ্র। মিশ্রের গৃহিণীও পরমা বৈষ্ণবী। পুত্র কৃষ্ণের ভজন ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাদের সেবা করুক—ইহা তাঁহারা চাহেন না। পুত্রের সহিত তাঁহারা জড় সম্বন্ধযুক্ত নহেন। এহেন মহাভাগবতের সেবায়ই কৃষ্ণের সেবা পাওয়া যায় এবং মহাভাগবতের সেবায়ই কৃষ্ণের সেবা হয়; কারণ, ভক্তের হৃদয়-বৃন্দাবনেই কৃষ্ণের বসতি-স্থল। জগজ্জীবকে বৈষ্ণব-সেবার শ্রেষ্ঠতা শিক্ষা প্রদানোদ্দেশ্যেই মহাপ্রভু স্বীয় পার্ষদ রঘুনাথকে তদীয় বৃদ্ধ-পিতামাতার সেবা করিতে আদেশ করিয়াছেন। মহাপ্রভু ভট্ট-গোস্বামীকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার পিতামাতার মোটেই দুঃখ নাই, বরং পুত্র সংসারাবদ্ধ না হইয়া সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণের সেবা করিবে, ইহাতে তাঁহাদের পরম আনন্দ। পুত্র বিবাহ করিবে না, এই কথা শুনিয়া কয় জন পিতা-মাতা স্থির থাকিতে পারেন। সংসারাসক্ত পিতামাতার হৃদয়ের সর্ব্বপ্রধান বাঞ্ছা—তাঁহাদের পুত্র সংসারাবদ্ধ হইয়া তাঁহাদেরই ন্যায় পিঞ্জরে আবদ্ধ হউক। গৌড়ীয়মঠ প্রত্যেককে হরি-ভজনের সুযোগ দেন। যে-অবস্থায় থাকিলে হরিসেবা হইবে, সেই অবস্থায়ই রাখেন। গৌড়ীয়মঠের আচার্য্য কখনও নিষ্ঠুর নহেন যে, তিনি তদীয় পাদপদ্মাশ্রিত জনগণকে ভোগ-রাক্ষসের কবলে নিক্ষেপ করিবেন। আমরা দেখিতে পাইয়াছি, গৃহে হরি-ভজনের সুবিধা হইলে, শ্রীল প্রভুপাদ তদীয় অনুকম্পিত জনকে তাহা পরিত্যাগ করিতে দেন না। আমরা জানি, শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ, ভক্তি-সুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য প্রভু গৃহ পরিত্যাগ করিতে প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু গৃহে তাঁহার হরিভজনের অন্তরায় নাই বলিয়া এবং গৃহেই সুষ্ঠু ভজন হইবে জানিয়া শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে গৃহ পরিত্যাগ করিতে দেন নাই। এহেন বৈষ্ণবের গৃহ আর মায়াবদ্ধজীবের গৃহ এক নহে। বৈষ্ণবের গৃহই মঠ। হরিভজনের জন্য যাঁহাদের প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদিগকে কেহই গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না—একটী প্রদর্শনের নিমিত্তই শ্রীমন্মহাপ্রভু তদীয় পার্ষদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুকে গৃহে পাঠাইয়াছিলেন।

সেই সে পরম বন্ধু সেই পিতামাতা। শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! **সুবর্ণ-সুযোগ!!**

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা **শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে** অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দারিদ্র্যাকুল যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মর্ম্মহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত আভাষে সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

পূর্ব্ব

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাত্তিকমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত ভাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৮৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড।৶০

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে।৴

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে-ছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অন্যকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'চিচ্ছক্তি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'দম্ভব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কামানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অদোষদরশী প্রভু প্রবণে করেন্দ্র," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিশ্বশুদ্ধিবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত 'সমাহার', ভিক্ষা মাত্র ৷৶০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড** শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

অক্ষরে প্রকাশিত

সহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্য ভাগবত ৫৲
ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
কৃষ্ণ কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
গৌরব ।৵০
সাহিত্য ।৵০
নবরঙ্গ ॥০
চৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও
নবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
(শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
(বাঁধা) ২৲
(আবাঁধা) ১৸০
(শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
(বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
কা গুণসৌরভঃ সানুবাদ]
২৲
ভাষ্যের সানুবাদ
রামানুজীয়) ॥০
২৲
শ্রীহরিনামচিন্তামণি
(৪র্থ সংস্করণ) ৸০
গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
(তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
দিগ্‌দর্শন ৵০
পথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
(আবাঁধা) ।৵০
নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
ভক্তিরত্নাকর
নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
গীতমালা ৵১০
নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
নবদ্বীপ পঞ্জিকা
(৪৪৬ গৌরাব্দ) ৵০
নবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
শ্রীগৌরমণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
গীত ৵০
গীতাবলী ৵০
নবদ্বীপ ১॥০
সাধনকণ ৵০
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
নবদ্বীপশতক ৵০

৩৫। অর্থপঞ্চক ৵০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৵
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৵১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৵০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাধ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব স্বরূপ ।০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৵০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবাজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৵০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। থিয়োটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ কল্পতরু ৵০
৭২। গীতাবলী ১৲
৭৩। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু ৵০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষার একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৵৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নির্ভীক সমালোচক ও শুদ্ধ-ভক্তিপথ নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৵০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীলভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

কৈশোর পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

জ্বরের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশুতে ধনাতক অবস্থার ছোটবোতলের সমাপ বমন ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নিরস্ত্রীকরণ

নিরস্ত্রীকরণ ব্যাপারে জেনেভায় সমবেত শক্তিপুঞ্জ বিশেষ কোন কাষ্য করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। আমেরিকার পক্ষ হইতে নর্ম্যান ডেভিস বলেন যে নয়মাস কার্য্য করিয়া যে ফললাভ হইয়াছে তাহা একটী কনভেনশানের আকারে পরিণত করা দরকার; তাহাতে ৬০টী জাতির প্রতিনিধিবর্গের মত দরকার।

মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড পাঁচটী শক্তিকে সমবেত করিয়া যে কাষ করিতেছেন, তাহার ফলস্বরূপে আমেরিকার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতে পারে অথবা আরও সুন্দর কিছু হইতে পারে।

সাহসের পুরস্কার

চিত্রল উদ্ধার কালে বিশেষ সাহস ও যুদ্ধকৌশল প্রদর্শনের জন্য ক্যাপ্টেন ক্যাপ্টেন মাউন্ট বার্লোকে "বার টু দি মিলিটারি ক্রশ" নামক পুরস্কার প্রদত্ত হয়। ইংলণ্ডরাজ সেই পুরস্কার প্রদানে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তাহাতে সম্মতি দেন।

পাইয়োনীয়ার সম্মেলন

বিলাতের সেণ্টারে "পাইয়োনীয়ার" সংবাদপত্র সঙ্ঘের পুনর্গঠনে আনন্দ প্রকাশ করিবার জন্য এক সভা আহূত হয়। তাহাতে ষ্টেটসম্যানের সম্পাদক ওয়াটসন সাহেব বলেন যে ভারতের জন্য রাষ্ট্র সঙ্ঘ গঠিত করা শক্ত নয় তবে পরিচালন করায় কৃতিত্বের প্রয়োজন, এই কার্য্যে শক্তিশালী সংবাদ পত্রের সাহায্য দরকার।

ক্ষমতার পক্ষপাতিত্বশূন্য অপব্যবহার

মিঃ আবদুল মতিন চৌধুরী ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় একখানি টেলিগ্রাম প্রদর্শন করিয়া বলেন যে, চট্টগ্রামে মুসলমানেরা আতঙ্কের অত্যাচারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট ক্ষমতার অপব্যবহারে খুব নিরপেক্ষতা এবং পক্ষপাতিত্বহীনতা প্রদর্শন করিতেছেন। মুসলমানেরা তুরস্ক এবং যেখানেই তাহারা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছে সেইখানেই তাহারা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

হোম মেম্বর রাষ্ট্রনৈতিক রোগ নির্ণয় করিতে পারেন নাই; অর্ডিনান্সের কঠোর তায় বিশেষ ফল দৃষ্ট হইবে না; স্বায়ত্ত-শাসনই এই রোগের একমাত্র ঔষধ; ভারত আজ ক্ষয়রোগ গ্রস্ত।

ফ্রান্সের কর্জ্জ

ফরাসীর নিকট হইতে আমেরিকা পুনরায় এক পত্র পাইয়াছে। এই পত্র খানিতে কর্জ্জ পরিশোধের জন্য সময় প্রার্থনার বিষয় লিখিত আছে।

আশা ও ভয়

যদি আমেরিকা ফরাসীর প্রার্থনায় কর্ণপাত করে, তাহাহইলে ফ্রান্স কি করিবে তাহার উল্লেখ মাত্র নাই; তবে ফ্রেঞ্চ গবর্ণমেণ্ট ভয় দেখাইয়াছেন যে, যদি আমেরিকা সময় না দেয়, তাহা হইলে লসেন কনফারেন্সের সমস্ত চুক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। প্রেসিডেণ্ট হুভার না কি প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি কংগ্রেসের নিকট সুপারিশ করিবেন যাহাতে ফ্রান্সের সুবিধাজনক ব্যবস্থা হয়।

বিপ্লব সম্ভাবনা

ফ্রান্স যখন লসেন কনফারেন্সের সর্ত্তে সম্মতি প্রদান করে তখন তাহাকে বহু ক্ষতিস্বীকার করিতে হইয়াছিল এবং তাহার আর্থিক অবস্থা যৎপরোনাস্তি খারাপ ছিল। যদি ফ্রান্স ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে আমেরিকাকে টাকা দিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে সারা জগতে একটা বিরাট ওলট পালট এবং বিপ্লব তরঙ্গ উত্থিত হইবে।

আরও ২০০০ সামরিক পুলিশ

ব্রহ্মপ্রদেশের গবর্ণর স্যার চার্লস ইনস বিদায় গ্রহণ কালে রেঙ্গুনের সামরিক ও বেসামরিক সৈন্যদলের কুচ কাওয়াজ পরিদর্শন করেন এবং উপযুক্ত লোকদিগকে যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদান করেন।

তিনি বলেন যে, ব্রহ্মবিদ্রোহ দমনে পুলিশ বাহিনী অসমসাহসিকতা প্রদর্শন করে। তাহারা অধিকাংশই ব্রহ্ম ও কারেন জাতীয় এবং এরূপ কার্য্যে অভ্যস্ত নহে; তথাপি তাহারা যে যুদ্ধকৌশল এবং কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছে তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

গত ৫ বৎসর ধরিয়া তাহাদিগকে করবন্ধ আন্দোলন এবং ১৮ মাস ধরিয়া বিদ্রোহ দমন করিতে হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশে যেরূপ অশান্তি তাহাতে পুলিশ দল আরও পুষ্ট হওয়া প্রয়োজনীয়; সেইজন্য আরও দুই হাজার সামরিক পুলিশ নিযুক্ত হইবে।

ভ্রমণ সঙ্ঘ

স্কুল জর্নি এসোসিয়েশন ছাত্রদিগের ভ্রমণ সঙ্ঘ। ২১ বৎসর পূর্ব্বে লণ্ডন সহরে এই সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য ভ্রমণ ব্যপদেশে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দান।

এই আন্দোলনের প্রবর্ত্তক মিষ্টার লুইস ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ৪০ জন ছাত্র সঙ্গে লইয়া প্রথম দেশ ভ্রমণে বাহির হন।

গত বৎসর ৪০,০০০ ছাত্র ৯০০ দলে বিভক্ত হইয়া গ্রেটবৃটেনের সমস্ত অংশ ভ্রমণ করে এবং ১০,০০০ ছাত্র ৪৫ দলে বিভক্ত হইয়া ইউরোপ মহাদেশ ভ্রমণ করে।

প্রথম দশবৎসর শিক্ষকগণ নিজ নিজ ব্যয় ভার গ্রহণ করেন; বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট এবং অন্যান্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সাহায্য করিয়া থাকেন।

নূতন আইন

ফৌজদারী সংশোধন আইনের সম্বন্ধে এসেম্ব্লিতে তর্ক উপস্থিত হয়। যতগুলি সংশোধক প্রস্তাব উত্থাপিত হয় সমস্তগুলিই নামঞ্জুর হয়। হোম মেম্বর মিষ্টার এইচ, জি, হেগ বলেন যে এই আইনটীর জীবন কাল অল্পস্থায়ী করিলে, ইহাতে সুফল পাওয়া যাইবে না, এক বৎসর যথেষ্ট সময় নহে।

জেলে মারধর

বিলাতের ডার্টমুর কারাগারের দুইজন বন্দীপলাতক হয় সে কথা নদীয়া প্রকাশের পাঠক অবগত আছেন, তাহাদের মধ্যে গ্রাম নামক একজন ধরা পড়িয়াছে। সে জেলের গবর্ণর মেজর সি, প্যাম্ব্যালকে মারিয়া পলায়ন করে; মার সাংঘাতিক না হইলেও মেজর সাহেব বর্ত্তমানে কার্য্য করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন।

গবর্ণমেণ্টকে সাবধান বাণী

মিষ্টার সি, এস, রঙ্গ আয়ার বলেন যে, অটোয়া চুক্তির উদ্দেশ্য ভারত ও বিলাতে বন্ধুত্ব অধিকতর গাঢ় করা; কিন্তু এই আইনটী ভারতীয়দিগের মনে অসন্তোষের সঞ্চার করিতেছে, গবর্ণমেণ্ট দেশের লোকের ইচ্ছা পদদলিত করিলে কোন পক্ষেরই মঙ্গল সম্ভাবনা নাই। স্থানীয় শাসকবর্গকে যেন বলিয়া দেওয়া হয় যে তাঁহারা যেন এই নূতন আইনপ্রদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার না করেন।

মিঃ রামকৃষ্ণ রেড্ডি বলেন যে, যতদিন না ভারতে নূতন শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয় ততদিন মাত্র এই আইনটী কার্য্যপ্রদ থাকুক; কারণ, যদি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট সমস্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে এই আইনের আবশ্যকতা থাকিবে না—যেহেতু তখন আইন অমান্য কার্য্যের ও প্রয়োজন উপলব্ধি হইবে না। এই আইনটী আইনের বহি হইতে তুলিয়া দিলে সংস্কৃত শাসন প্রণালী অনুযায়ী কর্ম্ম আরও নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে।

গ্রন্থকারের মৎস্য শীকার

জেন গ্রে নামক একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য ধরিবার জন্য ফিজি এবং নিউ হেব্রাইডস হইতে যাত্রা করিয়া মুক্তা সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জ, টোরেস প্রণালী, কার্পেণ্টারিয়া উপসাগর, ওলন্দাজ পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

তাঁহার অভিযান একটা বিরাট ব্যাপার। তাঁহার জাহাজখানি ৩৮০ টনের, সেটি দৈর্ঘ্যে ১৮৬ ফুট লম্বা; তাহার উপর সাতটি লঞ্চ থাকিবে।

তাঁহারা যে সব স্থানে যাইবেন, শুনা যায় যে, তাহাতে ৪০ ফুট লম্বা হাঙ্গর থাকে।

চা-ব্যবসায় চুক্তি

ওলন্দাজ পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সহিত সিংহল এবং বৃটিশ ভারতের যে চুক্তি হইল তাহাতে চা-উৎপাদন সীমাবদ্ধ করা হইল। ওলন্দাজেরা বর্ত্তমান উৎপাদিত চায়ের পরিমাণ অপেক্ষা শতকরা দেড়ভাগ মাত্র অধিক উৎপন্ন করিতে পারিবে।

ইঙ্গফ্রান্স যুক্তসঙ্ঘ

বর্ত্তমান বৎসরে স্যার রবার্ট হর্ণ ইঙ্গফ্রান্স যুক্তসঙ্ঘের চেয়ারমেন নির্ব্বাচিত হইলেন। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের বন্ধুত্ব সম্বন্ধ স্থাপনই বর্ত্তমান সঙ্ঘের উদ্দেশ্য। লর্ড ডার্বি ইহার প্রেসিডেণ্ট।

করগেট টীন,
দালানের ফুলদার
কাঁটাতার

ডেলি — শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈনিক

Reg No C1544•

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাষিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার · নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড | সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি | ২৩০তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১২শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার ১৩৩৯, ৮ই ডিসেম্বর ১৯৩২

নানা কথা

সারাজগতে অর্থসমস্যা

যে সমস্ত কারণে আজ সারা জগৎ বিক্ষুব্ধ, তাহার মধ্যে প্রধান—সকল জাতিরই আর্থিক দুর্দ্দশা, ব্যবসায় বাণিজ্যের দুরবস্থা, বৈদেশিক আক্রমণের ভয় হেতু নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টাহীনতা এবং তদ্ধেতু সামরিক সম্ভারের জন্য অতিরিক্ত ব্যয়; জেনেভার জাতিসঙ্ঘ এই সমস্ত সমস্যার মীমাংসায় উপনীত হইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা বিশেষ কিছু সুবিধা করিতে পারিতেছেন না নিখিল বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলন এই সমস্ত ব্যাপার আরও গুরুতর করিয়া ফেলিয়াছে।

বাহ্যদৃষ্টিতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্সই অধুনা সর্ব্বাপেক্ষা ধনী; কিন্তু সে সব দেশে আয়ের সহিত ব্যয়ের সামঞ্জস্য হয় না কেন? বেকার সমস্যাই বা ক্রমশঃ গুরুতর হয় কেন? আমরা শুনিতেছি যে, পৃথিবীর মধ্যে প্রকাশ্য অবস্থায় যত স্বর্ণ আছে তাহার শতকরা ৭৫ ভাগ ফ্রান্স ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ভাণ্ডারে অথচ বিলাসিতার নিকেতন, বাণিজ্যের পীঠস্থান নিউইয়র্কে আজ ক্ষুধার্ত্ত মানব ক্ষুধার জ্বালায় খাবার টিকিট ভিক্ষা করিতেছে আর দলেদলে বেকার, ক্ষুধার্ত্ত জনসঙ্ঘ গবর্ণমেণ্টের নিকট ভরণ-পোষণ দাবি করিতেছে।

অর্থের অভাবে পীড়িত, অবসন্ন আমেরিকান গবর্ণমেণ্ট ফরাসী, ইংরাজ, ইটালি প্রভৃতি খাতকের নিকট টাকার জন্য কড়া তাগাদা করিতেছে; আর উত্তর আসিতেছে, “তোমরা যদি ঋণভারপীড়িত দেশ হইতে অর্থশোষণ করিয়া লও তাহা হইলে তাহারা তোমাদের নিকট হইতে কি করিয়া পণ্য দ্রব্য ক্রয় করিবে? অর্থ শোষণের ফলে আমেরিকার বাণিজ্য বৈদেশিক ক্রেতার অর্থাভাবে নষ্ট হইয়া যাইবে এবং অধমর্ণ দেশসমূহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে না পারিয়া কষ্টভোগ করিবে।

এইরূপে গত ১৪ বৎসর যাবৎ ব্যবসায় বাণিজ্য ক্রমশঃ খারাপ হইয়া যাওয়ায় কারখানাসমূহে দ্রব্যাদি প্রস্তুত কমিয়াছে এবং শ্রমিকদিগকে কারখানায় আবশ্যক না হওয়ায় বেকার সমস্যা ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। বেকারগণ অসন্তোষের প্রচার করিতেছে; এবং প্রত্যেক দেশের কর্তৃপক্ষ অসন্তুষ্ট প্রজাবর্গের বিদ্রোহ আশঙ্কা করিয়া চিন্তাভারক্লিষ্ট হইতেছে; অথচ এ সমস্যার সমাধানের উপায় দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।

রাজন্যবর্গের দাবী

ভারতের স্বাধীন রাজন্যবর্গ গোল-টেবিল বৈঠকের প্রতিনিধিবৃন্দকে বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন যে, সম্প্রদায় বিশেষকে অতিরিক্ত বিশেষ ক্ষমতা দান করিলে কেন্দ্রীয় শাসন সরকারের ক্ষমতা খর্ব্বীভূত হইবে; সেরূপ রাষ্ট্রসঙ্ঘে রাজন্যবর্গ যোগদান করিতে চাহেন না। বৃটিশ ভারতীয়দিগের দাবী পূরণ করিতে গিয়া যেন স্বাধীন নৃপতিদিগকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলা না হয়। উভয় পক্ষে সামঞ্জস্য রক্ষা করা প্রয়োজনীয়।

দূরগামী বার্ত্তাযন্ত্র

ইউরোপের বার্লিন হইতে পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত নূতন টেলিফোন খোলা হইল; ইহা এমন সুন্দর হইয়াছে যে, যে সমস্ত কথা একই নগরের একই অংশ হইতে অপর অংশে স্পষ্ট শুনা যায় না, সে সমস্ত কথাও ঐ সহস্র সহস্র মাইল ব্যবধান সত্ত্বেও অতি সুন্দর ও স্পষ্টভাবে শুনা যাইতেছে।

শ্রমিক বিবাদের অবসান

লাঙ্কাশায়ারে বস্ত্রের কারখানাওয়ালা এবং তন্তুবায় শ্রমিকদিগের মধ্যে চার বৎসর ব্যাপী বিবাদ চলিতেছিল, তাহার মিটমাট হইয়া গেল।

মনিব ও শ্রমিকদিগের মধ্যে চুক্তি হইয়াছে যে, প্রত্যেক তন্তুবায় শ্রমিক ৬টী করিয়া তাঁত চালাইবে। এই চুক্তিটী শেষ সমর্থনের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে।

যাযাবর যুদ্ধ

বোম্বাইয়ের উপকণ্ঠে ঘাটকোপাড় নামক স্থানে পুলিশের সহিত এক জাতীয় যাযাবরের যুদ্ধ হয়।

ষ্টেসনের একজন টিকিট কালেক্টারের সহিত ঐ লোকগুলির বিবাদ হয়; তাহারা ষ্টেসনের দিকে লক্ষ করিয়া ইট পাথর নিক্ষেপ করিতে থাকায় পুলিশ ডাকিতে হয়।

তাহারা পুলিশকেও আক্রমণ করিলে পুলিশ গুলি চালায়; পুলিশের গুলিতে কেহ হত বা আহত হয় নাই; তবে মারামারিতে একজন সব ইন্সপেক্টর এবং কয়েকজন কনষ্টেবল আহত হয়। কয়েকজন যাযাবর আহত হয় ও ১০ জন গ্রেপ্তার হয়।

চাবিহীন গৃহ

লণ্ডনের ১০ নং ডাউনিং ষ্ট্রীট প্রধান মন্ত্রীদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট। তাহার সম্মুখের দ্বারে কোন গা চাবি নাই। পূর্ব্বে এরূপ ছিল না; লর্ড জর্জ্জের সময় হইতে বর্ত্তমান প্রথা আরম্ভ হইয়াছে। বৈদেশিক অত্যাচারকদিগের অত্যাচারে এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। এখন দিবারাত্রি পাহারার বন্দোবস্ত হইয়াছে।

জার্ম্মাণীতে আবার যুদ্ধ

দুইশত নাজী এবং সাধারণতন্ত্রী সৈন্য সজ্জিত হইয়া কুচকাওয়াজ করিতেছিল; তাহারা দুইদলে পরস্পর সম্মিলিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। গুলি এবং লাঠিতে অনেক লোক হতাহত হয়।

জার্ম্মাণীর এইরূপ অশান্তি অবস্থা কতদিন চলিবে, সে সম্বন্ধে কেহই স্থির নিশ্চয় করিতে পারিতেছে না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম - মায়াপুর - নদীয়া

সপ্তম বর্ষ. } ২৭ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৬, ২২শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ ৮ ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩২ বৃহস্পতিবার } ২৩০তম সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

এবার শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণের চেষ্টায় অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীব্রজ-মণ্ডল পরিক্রমার সময় সরল-প্রাণ ব্রজ-বাসিগণ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমীপে শ্লোক আসিয়া প্রভুপাদের নমস্ক, কেহ বা সংস্কৃত উচ্চারণ করিতে করিতে, কেহ বা ব্রজ বুলিতে নানা পদ্য গদ্য উল্লেখ করিয়া কীর্ত্তন করিতেন ও আচার্য্যকে অভিনন্দন প্রদান করিতেন। কেহ বা "মহদ্বিচলনং নৃণাং-গৃহিনাং দীনচেতসাম্" বলিতে বলিতে ব্রজের ফল, পুষ্প, মালিকা প্রভৃতি উপহার প্রদান করিতেন। কেহ বা ভগবানের প্রসাদ, প্রসাদী বস্ত্র প্রভৃতি উপঢৌকন লইয়া প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য সমুপস্থিত হইতেন। শ্রীল প্রভুপাদ কখনও হিন্দিতে, কখনও বঙ্গভাষায়, কখনও ইংরেজীতে বিভিন্ন শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট হরিকথা - শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা—ব্রজের নিগূঢ় ভজন-তাৎপর্য্যের কথা কীর্ত্তন করিতেন। যাঁহারা নিবিষ্টচিত্তে সেই শ্রীচৈতন্যবাণীর কীর্ত্তন পরিক্রমা করিতেন, তাঁহারা নবদ্বীপের নবধাভক্তিরস ও দ্বাদশ-বনের অখিলরসামৃতমূর্ত্তির দ্বাদশ রসের ঔদার্য্য মাধুর্য্যমূর্ত্তি যুগপৎ উপলব্ধি করিতেন।

———

কীর্ত্তনবাণীবিগ্রহ বৈষ্ণবচূড়ামণিগণের অবস্থিতি যেখানে, সেই স্থানেই ভক্তিমন্দাকিনীর অমলধারা সর্ব্বক্ষণ প্রবাহিতা। বৈষ্ণবের আচরণ আদর্শ-সেবাসুষমায় সুশোভিত। সুতরাং যাঁহারা ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার ছলনাময় অলিক আশাবন্ধের মোহে মুগ্ধ হইতে না চাহিয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবানন্দে মগ্ন থাকিতে চাহেন, তাঁহারাই প্রকৃত বৈষ্ণবসঙ্গলিপ্সু হইয়া তদীয় চরণান্তিকে পৌঁছিয়া তচ্চরণ-সরোজের সেবাসৌগন্ধের মোহে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। এই প্রকার বৈষ্ণবগণের সুষ্ঠু সঙ্গ যাঁহারা করিতে অভিলাষী হ'ন, তাঁহাদের ভাগ্য প্রশংসনীয়।

———

প্রাকৃতরাজ্যে বিচরণশীল ব্যক্তিগণ জগৎকে ভোগনেত্রে দর্শন করিতে অভ্যস্ত, তাঁহারা প্রাকৃতিক বস্তু-মাত্রকেই নিজের ভোগ্য বা অধীন মনে করিয়া তাহার উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য সর্ব্বদা প্রয়াসশীল এবং তন্নিমিত্ত তাঁহারা বিপুল অভিযানের আয়োজন করিয়া থাকেন। এই প্রকার অভিযানে তাঁহারা তাঁহাদের সমস্ত ঐশ্বর্য্য, বিদ্যাবুদ্ধি, পাণ্ডিত্য ত' নিযুক্ত করেনই অধিকন্তু নিজ জীবনকেও বিপন্ন করিতে পশ্চাৎপদ হ'ন না।

———

এইপ্রকার অভিযানে আত্মাহুতিপ্রদান-শীল অবিমৃষ্যকারী ব্যক্তিগণের ভাগ্যহীন-তার কথা উল্লেখ করিয়া সিদ্ধান্তশিরোমণি পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু সেদিন শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের কতিপয় ভক্তের নিকট কিছু শিক্ষণীয় বিষয়ের আলোচনা করেন। তিনি বলেন, বর্ত্তমান যুগাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যে সমুদয় মঠ-মন্দিরাদি প্রকট করিয়াছেন, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে—তথাকথিত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি-গণের কৃষ্ণেতর বিষয়ে এবম্প্রকার আত্মা-হুতি-প্রদানরূপ অভিযান হইতে বিরত করিয়া কৃষ্ণানুশীলনতাৎপর্য্য বিষয়ে উৎসাহশীল করিবার জন্য অভিযান করা। আচার্য্যদেব এই অভিযানের-সেনাপতি, বিভিন্নকীর্ত্তন-প্রচার-কেন্দ্রগুলি—দুর্গস্বরূপ ও আচার্য্যমুখ-নিঃসৃত হরিকীর্ত্তনবাণীই হইতেছে একমাত্র অস্ত্র। আচার্য্যমুখ-নিঃসৃত এই বাণী-অস্ত্র শ্রবণদ্বারে গ্রহণ করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিতে হইবে এবং পুনরায় সেই শ্রৌত বাণী-অস্ত্র কীর্ত্তনদ্বারা বহির্ম্মুখ জনগণের ইতর-বিষয়ে অভিযান-প্রয়াস ছিন্ন করিয়া গুরুগৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট প্রচারোদ্দেশ্যে তাহাদিগকে বিজিত করিতে হইবে। বর্ত্তমান প্রচারের মূলে এই উদ্দেশ্যই বিদ্য-মান। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-লেখক শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীও তাঁহার লিখিত গ্রন্থে 'শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রূপ ও সনাতন গোস্বামীকে সেনাপতি করিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইলেন' এইপ্রকার উক্তি করিয়াছেন।

কোন প্রকার সমর-অভিযানের অধিনায়করূপেই সেনাপতি শব্দ প্রচলিত। এস্থলে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামীও নিশ্চয়ই কোন অভিযানের অধিনায়কত্ব করিয়াছিলেন। সেই অভিযানটী কি? সেটী আর কিছুই নহে,—শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন-দ্বারা জীবের অবস্থাগ্রন্থি ছেদনপূর্ব্বক কৃষ্ণ-পাদপদ্মে আকর্ষণরূপ মহদভিযান।

দরিদ্রনারায়ণ (?)

(শ্রীযুক্ত সত্যাঞ্জন সেন, এম এ)

কাউন্ট্ টলষ্টয়ের একটী গল্পের ছায়া অবলম্বনে 'দরিদ্র নারায়ণ' কথাটীর সৃষ্টি হইয়াছে। গল্পটী এই :—দুইজন তীর্থ-যাত্রী এক গ্রাম হইতে জেরুসালেম অভি-মুখে গমন করিতে থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন তৃষ্ণানিবারণার্থ এক গ্রামে প্রবেশ করিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের দুঃখে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করায় তাঁহাদিগের সেবায় লাগিয়া গেলেন। তাহার সঙ্গী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া তীর্থাভিমুখে চলিয়া গেলেন। তিনি সেখানে যাইয়া দেখিলেন যে, তাঁহার সঙ্গী সমস্ত তীর্থযাত্রিগণের অগ্রে দণ্ডায়মান; তিনি সঙ্গীর নিকট যাইতে বার বার চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য্য হইলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দরিদ্রসেবক তীর্থযাত্রীর তীর্থে যাওয়াই হয় নাই; তিনি দুর্ভিক্ষ-পীড়িত-দিগের সেবা করিয়া বাটী ফিরিলেন।

এখানে টলষ্টয় যে কোথায় দরিদ্রকে নারায়ণ করিলেন বা নারায়ণকে দরিদ্র করিলেন তাহা আমরা খুঁজিয়া পাই না। নারায়ণ বলিতে বৈকুণ্ঠেশ্বরকেই বুঝায়; দরিদ্র বলিতে কুণ্ঠাধর্ম্ম-বিশিষ্ট মানবকে বুঝায়; সুতরাং উভয়ের এরূপ একত্র সমাবেশ কিরূপে হইতে পারে?

দরিদ্র বলিলে শ্রীহীন ব্যক্তিকে বুঝায়, নারায়ণ বলিতে শ্রীপতি বুঝায়; সুতরাং দরিদ্রনারায়ণ শব্দের অর্থ শ্রীহীন শ্রীপতি

(অতঃপর ৪র্থ পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। কৃষ্ণগুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

২৫ কেশব আদি কারণোদশায়ী ৪৪৬

শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী

(৩)

অকৃতদারগণের প্রতি উপদেশ

ভট্ট গোস্বামী প্রভুকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়া মহাপ্রভু কৃষ্ণভজনে ইচ্ছুক অবিবাহিত জনগণকে দার গ্রহণে নিষেধ করিয়া নিরন্তর বৈষ্ণবের নিকট অবস্থানপূর্ব্বক হরিভজন উপদেশ করিয়াছেন। কৃষ্ণভজনে অনিচ্ছুক অবিবাহিত যুবকের উচ্ছৃঙ্খল হইবার খুবই সম্ভাবনা। তাহার পক্ষে দারপরিগ্রহ করাই সঙ্গত।

গৃহে গমন ও নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন

মহাপ্রভু শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামিপাদকে গৃহে গমনের আদেশ করিয়া আর একবার নীলাচলে আসিতে বলিলেন। তৎপর স্নেহ-পাত্রকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় দিলেন। ভট্ট আলিঙ্গন পাইয়া প্রেমাবেশে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং স্বরূপ-দামোদর প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দের নিকট আজ্ঞা লইয়া কাশী গেলেন। তথায় চারি বৎসর বৈষ্ণব-পিতামাতার সেবা ও বৈষ্ণব পণ্ডিতের নিকট ভাগবত অধ্যয়ন করিলেন। তৎপর পিতামাতার শ্রীধাম প্রাপ্তির পর পুনরায় নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে উপস্থিত হইলেন।

কীর্ত্তন-আচার্য্য রঘুনাথ

এবার রঘুনাথ নিশ্চিন্তমনে মহাপ্রভুর পাদপদ্মে আসিয়াছেন। আর তাঁহাকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে হইবে না। তিনি গৃহে ভাগবত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর কোকিলের ন্যায় সুমিষ্ট। তিনি ব্রজের রাগ-মঞ্জরী। সুতরাং বিভিন্ন রাগরাগিণীতে কীর্ত্তন করিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণে সুনিপুণ। জগতের যাবতীয় কলা-বিদ্যার সদ্ব্যবহার হয়, যদি তাহা কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হয়, নতুবা উহা দুর্ব্বল জীবকে নিরয়গামী করে। সঙ্গীত-বিদ্যায় সুনিপুণ কত ব্যক্তি চরিত্রভ্রষ্ট হইবার নিমিত্ত ক্ষয়রোগাদিতে আক্রান্ত হইয়া অকালে কালের কবলে গমন করিতেছে। আবার সঙ্গীতজ্ঞ কৃষ্ণভক্তের কৃষ্ণ-সেবার উপায়ন। কীর্ত্তনের ন্যায় শ্রেষ্ঠ সাধন আর কিছুই নাই। পাদ্মে কার্ত্তিক মাহাত্ম্যে দেখিতে পাই, ভগবান্ নারদকে বলিতেছেন, তিনি বৈকুণ্ঠে বাস করেন না, যোগীদের হৃদয়েও তাঁহার অবস্থিতি নহে, যে-স্থানে শুদ্ধ ভক্তগণ তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি কীর্ত্তন করেন, তিনি সেই স্থানেই অবস্থান করেন। 'বিষ্ণুধর্ম্মে' শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে বলেন,—

"রাগেণাকৃষ্যতে চেতো গান্ধর্ব্বাভিমুখং যদি।
ময়ি বুদ্ধিং সমাস্থায় গায়েথা মম সৎকথা॥"

—যদি শ্রীগান্ধর্ব্বার প্রতি অনুরাগ-বশতঃ চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে আমার প্রতি বুদ্ধিসন্নিবেশপূর্ব্বক মদীয় সৎকথা গান করিবে।

কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি ভুবনমোহন-মনোমোহিনী শ্রীগান্ধর্ব্বার প্রিয়-সখী রাগমঞ্জরী তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাগিণীতে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কৃষ্ণকীর্ত্তনের এতই শক্তি যে, নিজের গানের শক্তি না থাকিলে, অথবা নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গায়ক পাওয়া গেলে যদি সেই কীর্ত্তনকারীর কীর্ত্তন শ্রবণ করা যায়, এমন কি তাহাতে আসক্তি না থাকিলে যদি তাহার অনুমোদনও করা যায়, তাহা হইলেও ভক্তির উদয় হয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।৬৯।৪৫) "যানীহ বিশ্ববিলয়োদ্ভব-বৃত্তিহেতুঃ কর্ম্মাণ্যনন্য-বিষয়াণি হরিশ্চকার। যস্ত্বঙ্গ গায়তি শৃণোত্যনুমোদতে বা ভক্তিঃ ভবেদ্ ভগবতি হ্যপবর্গমার্গে॥" এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ ভক্তিসন্দর্ভে লিখিতেছেন—"গানশক্ত্যভাবে স্বস্মাদুৎকৃষ্টতরস্য প্রাপ্তৌ বা তচ্ছৃণোতি; তদাসক্ত্যভাবে তদনুমোদতে ইত্যর্থঃ।"

কীর্ত্তন ব্যতীত শুদ্ধভক্তি-যাজন অসম্ভব

আমরা শ্রীল জীবপাদের ভক্তিসন্দর্ভে আরও দেখিতে পাই, যদি কলিতে কীর্ত্তন ব্যতীত অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা কীর্ত্তনের সংযোগেই করিতে হইবে—কীর্ত্তনকে বাদ দিয়া করিতে হইবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ কাল অনেক ব্যক্তি এই আচার্য্য বাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া কীর্ত্তন বাদ দিয়া কৃত্রিম স্মরণাদির প্রক্রিয়াদ্বারা নিজেদের এবং অপরের অহিত করিতেছেন।

ভাগবত আলোচনা ও কীর্ত্তন আদেশ

কীর্ত্তন-আচার্য্যের প্রসঙ্গে কীর্ত্তন সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বর্ণিত হইল। আমাদের কীর্ত্তন-আচার্য্য রঘুনাথ এবারও মহাপ্রভুর নিকট নীলাচলে আট মাস অবস্থান করিয়া বিভিন্ন প্রকারে মহাপ্রভুর সেবা করিলেন। তাঁহার বিনয়-নম্র ব্যবহার, সেবা-প্রবৃত্তি ও তাঁহার কীর্ত্তন-শক্তি মহাপ্রভুকে মুগ্ধ করিয়াছে। এবম্বিধ সদ্গুণাবলীতে অতিশয় হৃষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর রঘুনাথকে আদেশ করিলেন,—

"আমার আজ্ঞায়, রঘুনাথ, যাহ বৃন্দাবনে।
তাঁহা যাঞা রহ রূপ-সনাতন-স্থানে॥
ভাগবত পড়, সদা লহ কৃষ্ণনাম।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান্॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই আদেশে আমরা আচার্য্য-সমীপে ভাগবত অধ্যয়ন এবং নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তনের উপদেশ পাই। ভাগবত আলোচনা ও নামসঙ্কীর্ত্তন বাদ দিয়া যদি কিছু করা যায়, তাহা শুদ্ধভক্তির মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না।

বৃন্দাবনে রূপসমীপে রঘুনাথ

উক্ত আদেশ প্রদানের পর শ্রীমন্মহাপ্রভু রঘুনাথকে স্নেহালিঙ্গন প্রদান করেন। আলিঙ্গন প্রাপ্ত হইয়া রঘুনাথ প্রেমে উন্মত্ত হইলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে চৌদ্দ হাত তুলসীর মালা প্রদান করিলেন। রঘুনাথ শ্রীমালিকাকে 'ইষ্টদেব'-জ্ঞানে গ্রহণ করিলেন এবং অন্যান্য বৈষ্ণববৃন্দের নিকট বিদায় হইয়া প্রেমানন্দে শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীল রূপ ও শ্রীল সনাতন গোস্বামীর নিকট উপস্থিত হইলেন। গোস্বামিদ্বয় মহাপ্রভুর প্রেরিত রঘুনাথকে পাইয়া অতিশয় আনন্দিত এবং মহাপ্রভুর গুণকীর্ত্তনে সকলেই নিমগ্ন হইলেন।

শ্রীরূপের সভায় ভাগবত পাঠ

শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের কথা ইতঃপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। তিনি শ্রীল রূপপাদের সভায় ভাগবত পাঠ করেন। শ্রীগৌরমনোহভীষ্ট প্রচারক শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য্য শ্রীল রূপ গোস্বামীর সভায় ভাগবতপাঠ 'অনুস্বার' 'বিসর্গে'র-জ্ঞান থাকিলেই বা রাগরাগিণী জানিলেই পণ্ডিতের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। যার আচার নাই, সিদ্ধান্তের জ্ঞান নাই, তিনি শ্রীরূপপাদের সভায় ভাগবত পাঠের অধিকারী নহেন। কিন্তু আমাদের রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী সিদ্ধান্তে সুনিপুণ, সর্ব্বদা ভজন-নিরত এবং শ্রীরূপপাদের নিত্য-সঙ্গী। সুতরাং শ্রীরূপচরণের সভায় তাঁহারই ভাগবত পাঠের অধিকার। অপ্রাকৃত রূপ ও অপ্রাকৃত রাগের সম্মিলনে যে আনন্দ-সিন্ধুর উদয় হয়, স্বয়ং ব্রজেশ-তনয় তাহাতে নিমজ্জিত হ'ন। সুতরাং উহা মুনিজন-দুর্লভ।

শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রত্যেকটী শ্লোক বিভিন্ন রাগে পাঠ করেন। আর পাঠের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি তাঁহার হৃদ্দেশ অধিকার করিয়া তাঁহাকে প্রেমে আপ্লুত করে। তখন অশ্রু, কম্প, পুলকাদি অষ্ট-সাত্ত্বিক ভাবে তিনি বিভাবিত হইয়া পড়েন। তখন প্রেমে—"নেত্র রোধ করে বাষ্প, না পারেন পড়িতে।"

মহাভাগবতের এহেন মহাভাবের অনুকরণে প্রতিষ্ঠা লাভাশায় বর্ত্তমানে কতিপয় দুরাচারী কৃত্রিম উপায়ে অশ্রু, কম্পাদি প্রদর্শন করিয়া লোক-বঞ্চনা-কার্য্যে নিযুক্ত আছে। উহাদের ঐ অবস্থা হইতে আত্মমঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তির সাবধান থাকা কর্ত্তব্য। কারণ কপটতা ভজনের সর্ব্ব-প্রধান অন্তরায়।

বৃন্দাবনে সেবা

শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভু গোবিন্দের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং নিজ শিষ্যদ্বারা গোবিন্দের মন্দির ও বংশী, মকর, কুণ্ডলাদি ভূষণ প্রস্তুত করাইয়া দেন। তাঁহার ভজন সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনে, না কহে জিহ্বায়।
কৃষ্ণ-কথা-পূজাদিতে অষ্ট প্রহর যায়॥
বৈষ্ণবের নিন্দা কর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে।
সবে কৃষ্ণ ভজন করে, এই মাত্র জানে॥
মহাপ্রভুর দত্ত মালা মননের কালে।
প্রসাদ কড়ার সহ বান্ধি ল'ন গলে॥

দরিদ্রনারায়ণ

(৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমের পর)

হয়; এরূপ অর্থহীন অর্থ করাই যেন অবৈষ্ণব জগতের বাতুলতার অঙ্গস্বরূপ। বৈষ্ণব জগতে "কাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ" প্রভৃতি বাক্য আদৃত হইয়া আসিতেছে। এই সমস্ত বাক্যে শ্রীহীন ব্যক্তিকে শ্রীপতি হইতে পৃথক্ করা হয়।

কতকগুলি অর্ব্বাচীন ব্যক্তি দরিদ্রদিগকে দেখাইয়া বলেন, "তোমার চারিদিকে নারায়ণের দল রহিয়াছে; তাহাদিগকে ছাড়িয়া কোথায় ঈশ্বরের সেবা করিতে ছুটিতেছ?" "সেবা" শব্দের অর্থ 'ভক্তি'। শ্রবণাদি নবধা ভক্তি, অথবা গোস্বামিপাদ প্রদর্শিত "চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের কথাই আমরা পাই; তাহার মধ্যে এরূপ কোন ভক্তির কথা নাই, যাহাতে লোকের ইন্দ্রিয়তর্পণ চলিতে পারে। দরিদ্রদিগের ইন্দ্রিয়তর্পণে ভগবানের সেবা হয়—ইহা ঔদরিকের অশাস্ত্রীয় বাক্য হইতে পারে, কিন্তু সূরিজগতে এরূপ কথার আদর নাই।

"জীবে 'বিষ্ণু'বুদ্ধি করে, যেই ব্রহ্মা রুদ্র সম।
নারায়ণে মানে, তার পাষণ্ডে গণন॥"
—চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।৭৭

সেই সে পরম বন্ধু সেই পিতামাতা। শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা!! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মন্দার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

চৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৷৷০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ৷৷০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসত্ত সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৴০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের কৌপীন ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'দৈন্যব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কর্ম্মক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'অসৎসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রাতিকূল্য'—প্রভৃতি ত্রিশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবামনাবতার, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা, শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজই প্রবর্তৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিদগ্ধচূড়ামণি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ৩৷০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড**- শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, কথা, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র-বিবরণ-গ্রন্থ। নাকাশিপাড়াবাবেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রণীত (প্রাপ্তব্য)। বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন রঙের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বসু মহাশয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিশদ পুস্তকাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাবানুবাদসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বঙ্গে-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সারস্য ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গ্রন্থিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমষ্টি অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-ভুক্ত জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বাম প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভ

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) চংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এণ্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৸৵০ দশ আনা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। মুক্তাফলটিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। শ্রীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷৵০
ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৷৵০
২৫। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৩ গৌরাব্দ) ৵০
২৬। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৭। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৮। শরণাগতি ৴০
২৯। গীতাবলী ৴০
৩০। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩১। সাধনকণা ৴০
৩২। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৩। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৪। ...
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৷০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাত্বাবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৷০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্‌স্ ।৵০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। থিয়োটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ কল্পতরু ৴০
৭২। গীতাবলী ১৲
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নির্ভীক সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালা পাচন

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে বন্ধ অবস্থায় ছোটবোতলের সমাপ ডাকে পাঠান হয়, তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৪০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্ক্‌স্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বাণিজ্য-চুক্তি

অটোয়ার বাণিজ্য চুক্তি সম্বন্ধে যে কমিটী গঠিত হয়, তাহার রিপোর্ট ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিচারিত হইতেছে। স্যার হরি সিং গৌর রিপোর্টটী গ্রহণ করিতে বলেন, কারণ ইহাতে ভারতীয় শিল্পদ্রব্যের রক্ষণ ব্যবস্থা আছে, ভারতের খরিদদারগণের উপর অতিরিক্ত ভার চাপান হয় নাই; ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর ব্যবসারের গতি লক্ষ্য করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় রিপোর্ট দাখিল করিবেন, উক্ত সভার পনর জন মেম্বর মিলিত হইয়া একটী কমিটী গঠিত হইয়া দ্রব্যের মূল্যাদি সম্বন্ধে তদন্ত করিবেন এবং যে সমস্ত লোকের এজাহার লওয়া আবশ্যক মনে করিবেন তাঁহাদের এজাহার লইতে পারিবেন; এটী একটী বিশেষ লাভ। এই রিপোর্ট গৃহীত হইলে শাসন বিভাগের কর্ম্মচারিবৃন্দ কতকটা ব্যবস্থাপক সভার অধীন হইবে। ইহাতে ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের গঠনমূলক ব্যাপারে কিছু অগ্রসর হইতে হইবে। ইহায় প্রত্যেকটীই ভারতীয় শাসন-পদ্ধতির উন্নতি জ্ঞাপক।

রাজা বাহাদুর জি, কৃষ্ণমাচারিয়ার চুক্তিটী নামঞ্জুর করিতে বলেন; তিনি বলেন যে, বিদেশীয়গণ ভীষণ অত্যাচার করিয়া ভারতীয় শিল্প ধ্বংস করিয়াছে— এমন কি বঙ্গীয় তন্তুবায়দিগের অঙ্গুষ্ঠ কর্ত্তন করিয়া দিয়াছে। ইংলণ্ড যাহা চাহিয়াছে, তাহা সঙ্গীনের খোঁচার জোরে আদায় করিয়াছে। ইংলণ্ড বলে "যদি তোমরা আমাদিগকে শত করা দশ টাকা করিয়া অতিরিক্ত সুবিধা না দাও, তাহা হইলে আমরা তোমাদের নিকট হইতে অতিরিক্ত বাণিজ্য-কর আদায় করিব।

পণ্ডিত এস, এন্ সেন বলেন যে, এই চুক্তি গৃহীত হইলে স্বদেশী আন্দোলনের গতিরুদ্ধ হইবে; বিদেশী-বর্জ্জন আন্দোলন থামিয়া যাওয়ায় রাজনৈতিক ব্যাপারে উন্নতি লাভ করিতে পারা যাইবে না। ইহাতে ভারতীয় শিল্পের ক্ষতি হইবে।

মিঃ সাদি হোসেন বলেন যে এই চুক্তি গৃহীত হইলে বৈদেশিকেরা প্রতিশোধ লইবে।

অভিমানের কথা

নূতন আইন অনুসারে সংবাদ পত্রের অধিকার বিশেষরূপে ক্ষুণ্ণ হইল—ইহা নদীয়া-প্রকাশের পাঠকবর্গ অবগত আছেন। সরকার পক্ষের মতে দেশীয় সংবাদপত্রসমূহ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রচার এবং সাম্প্রদায়িক বিবাদের বীজ উপ্ত করে; সুতরাং দেশীয় লোকদিগের দ্বারা পরিচালিত সংবাদপত্রগুলির মুখ বন্ধ করাই সুবিবেচনার কার্য্য, এসম্বন্ধে তাঁহাদের সন্দেহ নাই।

অপর পক্ষের কথা এই যে, যতদিন সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন পদ্ধতির প্রচলন থাকিবে, ততদিন সাম্প্রদায়িক বিবাদও চলিবে; সংবাদপত্রসমূহের মুখ বন্ধ করিয়া কিছুই লাভ নাই।

চৌরঙ্গীর সহযোগী বলেন যে, বৃটিশ ভারতেই হউক, অথবা স্বাধীন রাজ্যেই হউক যদি কোন দাঙ্গা অথবা রাষ্ট্রশক্তির প্রতি অসন্তোষমূলক কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে কর্ত্তৃপক্ষ সে কথা চাপা দিবার চেষ্টা করেন; ইহা করা যুক্তিসঙ্গত না হইলেও গবর্ণমেণ্ট প্রজাবর্গের মঙ্গলেচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়াই এরূপ করেন।

কিন্তু গুজব কাহারও শুভেচ্ছার উপর নির্ভর করে না; সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষ যদি সমস্ত গোলমালের বিষয় সাধারণকে অবগত করেন, তাহা হইলে গুজব হইতে বিশেষ অনিষ্ট সম্ভাবনা থাকে না।

সম্প্রতি অনেকগুলি রাজ্যে গোলমাল এবং সাম্প্রদায়িক বিবাদ প্রভৃতি হওয়ায় ভারতীয় রাজন্যবর্গ ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া পড়েন; কারণ সেখানে এপর্য্যন্ত কোন অশান্তির সৃষ্টি হয় নাই।

ভারতীয় স্বাধীন রাজ্যসমূহে প্রচলিত ধারণা এই যে, বৃটিশ ভারতে প্রজাপুঞ্জের শাসন ব্যাপারে কোন ক্ষমতা না থাকায় এবং কর্ত্তৃপক্ষ সে ক্ষমতা দানে অস্বীকৃত হওয়ায় অশান্তির সঞ্চার হইয়াছে। ভারতের বিশেষজ্ঞ এই যে, এখানে শাসন প্রণালীর উন্নতির সঙ্গে অসন্তোষেরও বৃদ্ধি হইতেছে।

বিজ্ঞানের কথা

জার্ম্মানির কাইজার ফ্রেডারিক মিউজিয়ামে একটী ছবি পাওয়া গিয়াছে। এক্স-রে'র সাহায্যে দেখা গেল যে, সেটী প্রথমে যেরূপভাবে অঙ্কিত হয় তাহার উপর আর কেহ কারিকুরি করে নাই; কিন্তু অপরটীতে দেখা গেল যে তাহা প্রথম অঙ্কিত হইবার পর তাহার রং খারাপ হইয়া যায়; তাহার পর সেটীকে পুনরায় রং করা হয়।

এক্স-রে উদ্ভাবনের ফলে চারপ্রকার-রশ্মি প্রবেশ করিয়া ভিতরের, অবস্থা নিরূপিত করে এবং পুনরায় রং করা হইয়াছে কি না তাহাও জানা যায়।

আল্ট্রা ভায়োলেট-রে'র সাহায্যে কোন্ ছবি ঠিক, কোন ছবি জাল তাহা জানা যায়।

মারধর

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায়—মিষ্টার এস, সি, মিত্র কয়েকজনস্ত্রী লোকের চিত্র প্রদর্শন করিয়া গবর্ণমেণ্ট-পক্ষকে বলেন যে, পুলিশ এই ভদ্র-মহিলাদিগকে প্রহার করিয়াছে। নূতন আইন প্রচলিত হইলে কর্ম্মচারীরা নিশ্চয় ক্ষমতার অপব্যবহার করিবে। এ সমস্ত মারধরের কথা সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয় নাই। যদি গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য ভীতি-প্রদর্শনমাত্র হয় তাহা হইলে ব্যবস্থাপক সভায় আইন প্রণয়ন না করিয়া সোজা-সুজি সামরিক আইন জারি করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

আমেরিকায় যুদ্ধ

দক্ষিণ আমেরিকার বলিভিয়া এবং প্যারাগুয়ে দেশদ্বয় যুদ্ধে ব্যাপৃত আছে। তাহাদের মধ্যে মিটমাটের জন্য নিরপেক্ষ জাতিবর্গের প্রতিনিধিবৃন্দ ওয়াশিংটনে মিলিত হইয়া সমস্ত বিষয় বিচার করিবেন এবং একটী সামরিক কমিশন যুদ্ধস্থলে যাইয়া যাহাতে সেখানে আর কোন গোলযোগ না বাধে তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

জার্ম্মাণীতে গোলযোগ

জেনারেল ভন শ্লাইকার যে ক্যাবিনেট গঠন করিয়াছেন রিকষ্টাগের সহিত তাহার সদ্ভাব স্থাপিত হইবে কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ। আগামী বড় দিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের রাজ্যপরিচালননীতি জানিতে পারা যাইবে না। তবে যদি রিকষ্ট্যাগ প্রথম হইতেই বিরুদ্ধাচরণ করে, অথবা অবিশ্বাস-মূলক ভোট গ্রহণ করে, তাহা হইলে ভিন্ন কথা।

বিজ্ঞাপন

C. C. No. 521 N. R. /29—30
Nadia Raj Estate Vs
Joydurga Dasi

নিম্নলিখিত সম্পত্তি আগামী ২১।১।৩৩ তারিখে নদীয়া সার্টি-ফিকেট অফিসার কর্ত্তৃক প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবে।

১নং লাট জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ২৪৬২নং তৌজিভুক্ত মহাল পত্তনে [illegible] কৃষ্ণনগরের অধীন বাঁটপুর মাঠ ওরফে মালিয়া দীপচন্দ্রপুর মৌজা যাহা সেটেলমেণ্ট ৩২নং দীপচন্দ্রপুর উল্লেখে রেকর্ড হইয়াছে উক্ত মৌজার পত্তনিদার শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সরকার ও মহেন্দ্রনাথ ও রমণীমোহন সরকার দিগের অধীনে শ্রীমতী জয়দুর্গা দাসী ও শ্রীসরোজরঞ্জন সিংহ দিগরের নামে সালিয়ানা ২২৪০ টাকার যে দরপত্তনি স্বত্ব বা জমা প্রচলিত, উক্ত দরপত্তনি জমার শ্রীমতী জয়দুর্গাদাসীর ॥০ আনা রকমাংশে হারাহারী মতে ১১২০ টাকা দরপত্তনি জমা সমেত তদুপরিস্থিত আকর আওলাত প্রভৃতি দরবস্ত হকুক মূল্য আন্দাজ ৫০০ টাকা উক্ত জমা সেটেলমেণ্টের ৩নং খতিয়ানে জমা হইয়াছে। শ্রীমতী জয়দুর্গাদাসী ॥০ আনা রকমাংশ উক্ত জমার খাজনা পত্তনিদারগণের বরাত মতে নদীয়া রাজএষ্টেটে পত্তনি খাজনাদি ৭৪৫ টাকা দিতে হয় ও পত্তনিদার শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সরকার দিগকে মুনাফা ৩৭৫ টাকা দিতে হয়।

২নং লাট জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৪০৫ বি ১নং তৌজিভুক্ত সিস খালাস লাখরাজ মহল মৌজে গামারপাড়া দিগরের মধ্যে মালিক শ্রীমতী সুরেন্দ্রবালা দাসীর অধীনে শ্রীমতী জয়দুর্গাদাসী ও সরোজ-রঞ্জন সিংহ দিগরের নামে ১৬০৷৮১ শতক জমির বাবত সালিয়ানা ২২৫ টাকার যে ১টী চিরস্থায়ী কায়েমী মোকররী মৌরসী জমা প্রচলিত আছে উক্ত জমার শ্রীমতী জয়দুর্গাদাসীর স্বত্বাংশ ॥০ আনা রকমাংশ হারাহারি মতে ৮০-৪৫ শতক জমা বাবত বার্ষিক ১১২॥০ টাকা চিরস্থায়ী কায়েমী মোকররী মৌরসী জমা সমে তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আন্দাজ ৫০০। উক্ত জমা থানা কৃষ্ণনগরের অধীন ১০০নং গামারপাড়া মৌজার ২নং খতিয়ানে ও ঐ থানা ১০১নং পানুশীপাড়া মৌজার ২নং খতিয় ও ঐ থানার ১০৫ কুলগাছি মৌজা ২নং খতিয়ানে রেকর্ড আছে এবং ৯২নং কৃষ্ণনগর মৌজার ৫৯৮নং খতিয়ানে লিখিত যে ৬৮ টাকা জমা আছে উক্ত জমার শ্রীমতী জয়দুর্গাদাসীর ॥০ রকম অংশে দেয় খাজনা ৩৪ টাকা হইতেছে। মূল্য আন্দাজ ২০০

স্বাক্ষর—এ, ব্যানার্জি

C. O. Nadia

২।১২।৩২

অ ; নি ক g No C1544

নদীয়া প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

...তের সর্ব্ব বহুল-প্রচার - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

খণ্ড সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ...

চৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—...

...নের হার
...চারে
...ক্তি ১৲
কলম ৬৲
কলম ৩৷৷০
কলম ২৲
...র হার
...ম্ভ।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাষিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵

টেগার্টের কাণ্ড

কলিকাতা কর্পোরেশন কি ঘাতকদিগের আড্ডা ?

প্রধান মন্ত্রীকে হত্যার চেষ্টা

জেলবোর্ডে বিদ্রোহ ভাব

সাম্প্রদায়িক ভোট

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল (দ্বিতীয় সংশোধন) বিল

সন্তান হত্যা

কাউন্সিলার পলাতক

আলোয়ারে বিদ্রোহ

নানা কথা

টেগার্টের কীর্ত্তি

কলিকাতা কর্পোরেশনের অধিবেশনে ...র প্রকাশ করেন যে, সার চার্লস ...র্ট বিলাতের রয়েল এম্পায়ার ...সাইটিতে একটী বক্তৃতায় না কি বলেন কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ ...নৈতিক ঘাতক এবং ভীতিপ্রদর্শন...ক আন্দোলনে লিপ্ত ব্যক্তিদিগকে এবং ...হাদের আত্মীয় কুটুম্বদিগকে কর্পোরে... দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে ...ক্ষকতার কার্য্য দিতেছেন ; সে ...ন্ধে পূর্ব্বে আলোচনা হয় এবং মিষ্টার ...্যাবেল ফরেষ্টার প্রকৃত সংবাদ অবগত ...হবার জন্য অনুরোধ করলে সার চার্লস ...টগার্টকে ঐ বক্তৃতার একখানি নকল ...াঠাইবার জন্য বলা হয়।

ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশন ঐ বক্তৃতাটী ...াধারণের মধ্যে বিতরণ করিতেছেন ; ...বক্তৃতায় যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে ...াধারণের মনে এই স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানটীর বিরুদ্ধে ধারণা জন্মিবার সম্ভাবনা।

বর্ত্তমানে টেগার্ট প্রকাশ করিয়াছেন যে তাঁহার কথা সম্পূর্ণ সত্য এবং তিনি প্রমান দেখাইতে পারেন যে কর্পোরেশন ঐরূপ লোককে স্কুলে নিযুক্ত করেন।

তিনি প্রমাণ স্বরূপ বলেন যে পরলোকগত সি, আর, দাস যখন কলিকাতার মেয়র ছিলেন, তখন তিনি প্রচার করেন যে—যাঁহারা দেশের জন্য দুঃখকষ্ট বরণ করিয়াছেন, তাঁহারাই ... চাকুরী প্রাপ্ত হইবেন।

মেয়র বলেন যে, এই কথাটী পাতাপত্রে পাওয়া যায় না এবং যদিও পাওয়া যায়, তাহা হইলেও প্রমানিত হয় না যে ...দগকে চাকুরী দেন।

মোট কথা এই যে ঐসমস্ত কথা মিথ্যা এবং কুমতলব প্রসূত।

ঘাতকদিগের আড্ডা ?

বিলাতে কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব পুলিশ ...শনার সার চার্লস টেগার্ট পুনর্ব্বার ...শ করিয়াছেন যে কলিকাতা কর্পো...ন রাজনৈতিক ঘাতক, বোমা প্রস্তুত...ক প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদিগকে স্কুলের ...্য পরিচালনে নিযুক্ত করেন।

ইহাতে কর্পোরেশনের কংগ্রেস পক্ষীয় ...রগণ প্রতিবাদ করেন।

মেয়র ডাক্তার বি, সি, রায়, বলেন এই উক্তি অমূলক মিথ্যা কথা মাত্র ; ...র চার্লস টেগার্ট ইচ্ছাপূর্ব্বকই এই মিথ্যা ...্যা বলিয়াছেন।

ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ স্বায়ত্তশাসনের অনুষ্ঠানের উপর এইরূপ আক্রমণ ...রিয়া বিলাতের লোকের মনে ভারতের ...রুদ্ধে ধারণা সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে এই ...মস্ত দুষ্কার্য্য চলিতেছে।

প্রধান মন্ত্রীকে হত্যার চেষ্টা

...হম্মদ ইশা এবং আমেদ গরিব নামক ...্যক্তি মিশর দেশের প্রধান মন্ত্রীকে ...ত করিবার উদ্দেশ্যে রেলরাস্তার উপর ...বোমা রাখিয়া দেয়। যে গাড়ীতে প্রধান ...ন্ত্রী যাইতেছিলেন, তাহা ঐ স্থানে আসিয়া ...পৌঁছিবার পূর্ব্বেই বোমাটী ফাটিয়া যাওয়ায় ...মন্ত্রী সে যাত্রা রক্ষা পান।

বিচারে তাহাদিগের উপর যাবজ্জীবন ...সশ্রম কারাবাসের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

আসামীদের মধ্যে একজন কৃষক এবং অপর জন সমর বিভাগের শ্রমিক।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বীরভূম
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	এলাহাবাদ	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীধাম বৃন্দাবন	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	দিল্লী
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা	১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	এলাহাবাদ	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য মঠ
আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেব্যবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত ডাক্তার শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জ্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ২১১৫

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ-ভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ দাসাধিকারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতি, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধব দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নরোত্তম পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রমেয় দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিদ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীমদনগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোদণ্ড, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালী দাসাধিকারী। শ্রীমাধব দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী,

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ সাউথ মালাকা প্রয়াগ ষ্টট, সি

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিবজ্র, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীরূপসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীফেনপানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন।

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপাদ পরমেশ্বরীপ্রসাদ ব্রহ্মচারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবলিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

কুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরামনাথ অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শন।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, ও বড়া

এখানে বড় ভুবনমোহন শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কাশ্মীরী

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধাকান্ত

(৩১) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ,

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী।

(৩৩) বারুইগোপাল পাট

কাঠালপুল, ঢাকা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, কথা, ঐতিহ্য, শোক ও ঐতিহাসিক আলোচনাসহ নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। হাতী বাগানের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, সাহিত্যরত্ন, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৭৭খানি চিত্র ও অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; পোষ্টাধ্যক্ষ রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বিশ্বকোষাভিধানকার মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ক°) মখমল বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, নাগালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত কুন্দমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ বহুত উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবাবগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।৹ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুনির্দ্দিষ্ট সন্দোহন ভাষ্য, বিশুদ্ধ নিবৃত্তি, চরিত্রবানের লক্ষণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত পদ্য প্রমাণসহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা।

শ্রীচৈতন্যের শিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, অধিকারাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা স্মরণাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৷০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ প্রকাশিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমগ্র অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে বোল্ড কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ পাঠ করিয়া জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় সম্বন্ধবিষয়ক এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ'পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থটি উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, অধ্যায়ের টীকাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামি প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) চব্বিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকৃষ্টত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৷০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ দশ আনা মাত্র।

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা **শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে** অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দারিদ্র্যব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী সম্পাকারে ইহার একটি অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গ্রথিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মন্দার। প্রত্যেকটি কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এতদ্রূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী।

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্যকৃত ভাগবত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সংস্কৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা।

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-সারার্থ-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৵০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থে) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে-ছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও পাঠকের প্রতি উপদেশ', 'উচ্চারণের নিয়ম ও নিবন্ধগ্রহণবিচার', 'গৃহাসক্তি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের কর্ত্তব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথা ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কৃষ্ণক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'তৎসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'কৃষ্ণাসক্তি হরিজনের প্রাপ্তিকৃৎ'—প্রভৃতি বিবিধ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কান্ত নিন্দদায়িনী কীর্ত্তন-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাম-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবামভাবনী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শ্রদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, সত্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীমধ্ব আমিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, বিশ্বের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মাহাত্ম্য, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরস্বাদপূর্ণ বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা, শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণলীলা, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরসেবার নিত্যতা—এই নয়টি দার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব প্রবেশ করেনা," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দান ও বিশ্বকল্যাণে শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্তকৌস্তুভমণি খচিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৲০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড** শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

১৬ কেশব নিধি গর্ভোদশায়ী ৪৪৬

বিরোধ-মীমাংসা

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠে আপাততঃ কয়েকটী স্থলে পাঠ বিরোধী বলিয়া সংশয় উপস্থিত হয়। যথা—

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু ভক্তি নাহি দেন রাখেন লুকাইঞা॥
(আদি ৮।১৮)

অন্য-কামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেহ কৃষ্ণ তারে দেন স্ব-চরণ॥
(মধ্য ২২।৩৭)

কাম লাগি, কৃষ্ণ ভজে, পায় কৃষ্ণ-রসে।
কাম ছাড়ি, 'দাস' হইতে হয় অভিলাষে॥
(মধ্য ২২।৪১)

উদার মহতী যাঁর সর্ব্বোত্তমা বুদ্ধি।
নানা কামে ভজে, তবু পায় ভক্তি সিদ্ধি॥
(মধ্য ২৪।১৯০)

ভজন করিলেও কৃষ্ণ সহজে ভক্তি যোগ প্রদান করেন না, কিন্তু মুক্তি দিয়া থাকেন। আবার অন্য-কামী হইয়াও যদি কৃষ্ণ ভজন করে, তবে কৃষ্ণ না মাগিলেও তাহাকে স্বচরণামৃত দান করেন। এ'রূপ পরস্পর বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তের মীমাংসা কোথায়?

অন্যাভিলাষ দূর না হইলে কৃষ্ণভজন হয় না। তাহা হইলে "নানা কামে ভজে তবু পায় ভক্তি-সিদ্ধি" এবং "কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণ-রসে" এরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য কোথায়?

মহাজন-বাক্যে বিরোধ নাই। তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিলে মহাজন-বাক্য বিরোধের ন্যায় প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলে বিরোধ মীমাংসা হইয়া যায়।

"কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু ভক্তি নাহি দেন রাখেন লুকাঞা॥"

—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণ-ভক্তি অত্যন্ত দুর্লভ। জ্ঞান-চেষ্টা দ্বারা সহজে মুক্তি লাভ ঘটে। যজ্ঞাদি পুণ্য-কর্ম্ম দ্বারা সহজে স্বর্গসুখাদি লাভ হয়, কিন্তু সহস্র সহস্র সাধন করিলেও সহজে হরিভক্তি লাভ হয় না। সাধন ভজনের সহিত এমন আরও কিছু নৈপুণ্য আছে, যাহা অবলম্বন করিলে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। সেই ভজন-নৈপুণ্য আর কিছুই নহে—গুর্ব্বানুগত্যে সম্বন্ধ জ্ঞানের সহিত কৃষ্ণের নিকট শুদ্ধ-সেবা প্রার্থনা। তাহা এইরূপ,—

"তব নিত্য দাস মুই তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছি ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হৈয়া॥
এখন কৃপা করি কর মোরে চরণ ধূলিসম।
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন॥"

আমরা এবিষয়ে আগামী কল্য আরও কিছু কীর্ত্তন করিব।

...র পূজা

(আচার্য্য শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিবন্ধু, ভক্তিশাস্ত্রী)

ধন জন-পুত্র-অর্থে করিয়া কামনা
নানা দেব-দেবী পূজে,
ধনেশ্বরী লক্ষ্মীদেবী পুরাবে বাসনা,
সবে মাত্র এই বুঝে।

নারায়ণী স্বয়ং লক্ষ্মী নারায়ণ-শক্তি
যাঁ'র অংশ করি' কয়,
সেই রাধা ঠাকুরাণী পূর্ণা কৃষ্ণ-শক্তি
যাঁ'তে সর্ব্ব শক্ত্যাশ্রয়।

হ্লাদিনী চিচ্ছক্তি রাধা পরাঠাকুরাণী
সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি,
সর্ব্ব-রসময়ী রাধা সর্ব্ব-রস-খনি
সর্ব্বশক্ত্যাশ্রয় তিনি।

সবারে আকর্ষি' কৃষ্ণ, কৃষ্ণ হ'ন যিনি
স্বয়ং ভগবান্ সেই,
হেন কৃষ্ণচন্দ্রে যেই আহ্লাদ-দায়িনী
রাধিকা, অধিকা তেঁই।

কৃষ্ণ আরাধনায় যে কৃষ্ণে করে বশ
একমাত্র শ্রীরাধিকা,
কৃষ্ণে আকর্ষিয়া দিতে প্রেমামৃত রস
সর্ব্ব প্রধানা নায়িকা।

সেই রাধা, সেই কুণ্ড, শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী
ভিন্ন কিছু নহে তাঁয়,
কৃষ্ণ স্বয়ং যাঁর গুণ বলেন উচ্ছ্বসি
অনন্ত অন্ত না পায়।

হেন কুণ্ডতীরে রাধা আরাধনা-স্থান
শ্রীলক্ষ্মীপূজা-বাসরে,
শ্রীবার্ষভানবী-দেবী লীলা-গুণ গান
কিছু নাহি হৈল' পরে।

কাম-কামীর কোজাগরী লক্ষ্মীর পূজা
ইষ্ট-সুখ সমৃদ্ধিতা,
বিষয়-সুখ বাড়ায়ে জীবে দেয় সাজা
নাহি শুনে কৃষ্ণ-কথা।

তাই মোর প্রভুবর জগতের হিতে
কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ জীবে,
অজ্ঞানতা করি' দূর, সেবা-শিখাইতে
জোরে আকর্ষিলা এবে।

শ্রীব্রজধাম চৌরাশি-ক্রোশ পরিক্রমা
সাথে লয়ে নিজ-জন
এ'চৌদ্দ ভুবন-মাঝে নাহিক উপমা
দেখে নাই কোন জন।

যুগাচার্য্য প্রভুপাদ স্বয়ং শ্রীমুখেতে
শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে,
সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন ব্যাখ্যানেতে
ধন্য কৈলেন সবারে।

ব্রজবাসী ভক্ত যত পণ্ডিতাগ্রগণ্য
উচ্চস্বরে সবে বলে,
অপূর্ব্ব ব্যাখ্যান শুনি' হইলাম ধন্য
মোরা ব্রজের সকলে।

বহু কাল ব্রজে থাকি, অভিমান করি
মোরা ব্রজবাসী ব'লে,
হেন সুসিদ্ধান্ত-বাণী কভু নাহি শুনি
বৃথা জন্ম যায় চলে।

আজ শ্রীবাসরে হ'ল শ্রীদেবীর সেবা
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী রাধা,
ইহার তুলনা ভবে পাবে আর কেবা
যাহে কৃষ্ণ স্বয়ং বাঁধা।

শ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ড যুগল-বিলাস
ষড়্ গোস্বামীর প্রাণ,
যেই কুণ্ডতীরে করি ভজন বিলাস-
শিক্ষা জীবে কৈলা দান।

অদ্যাপি সেই লীলা সেই মহাজনে
সে ভজন শিখাইতে,
রয়েছেন প্রকটিত গৌর-ব্রজ-বনে
প্রয়োজন-তত্ত্ব দিতে।

প্রচার-প্রসার

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাসগভস্তি নেমি মহারাজ আগ্রাসহরে প্রায় এক সপ্তাহকাল বিভিন্ন স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মঙ্গলময়ী বাণী প্রচার করেন এবং বালুগঞ্জ নামক স্থানে বাঙ্গালী ক্লাবে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। প্রায় দুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া, শ্রীমদ্ভাগবত যে কি বস্তু—এই বিষয় কীর্ত্তন করেন। তৎপরে স্বামিজী মহারাজের আদেশক্রমে ব্রহ্মচারিবর্গ মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন।

বাগ্মী প্রবর স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখ-বিগলিত ভগবদ্‌বাণী শ্রবণ করিয়া সমাগত শ্রোতৃবর্গ সকলেই আনন্দ প্রকাশ করেন তাঁহাদের উৎসাহে স্বামীজী আগ্রার আরও বহু স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন।

স্বামীজী গত ২৯শে নভেম্বর হইতে দিল্লী নগরে শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। প্রত্যহ শ্রীমঠে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তন হইতেছে। স্বামীজী মহারাজের পাঠ শ্রবণ করিবার জন্য সহরের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণ আগমন করিতেছেন। পাঠান্তে সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইতেছে।

সহরের বিভিন্ন স্থানেও শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা হইতেছে। গত ১৬ই অগ্রহায়ণ পুরাণ দিল্লীতে লালা যুগলকিশোর মহাশয়ের বাটীতে বহু শিক্ষিত শ্রোতার নিকট শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা হয়।

লালাজীর বাটীতে স্বামিজী মহারাজ পদার্পণ করিলে লালাজী স্বামিজী মহা-রাজকে পুষ্প-মাল্যাদির দ্বারা অভ্যর্থনা করেন। স্বামিজী মহারাজের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃ-বর্গ সকলেই অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করেন। পাঠান্তে মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। তৎপর সমাগত সুধীমণ্ডলীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ভক্তদ্বেষী ভগবৎকৃপার অযোগ্য

অবৈষ্ণবগণ কেহ কেহ মনে করেন যে, বৈষ্ণবগণ তাঁহাদেরই ন্যায় পাপে লিপ্ত হইবার যোগ্য। পাপিগণকে যখন গৌরসুন্দর কোল দিয়াছেন, তখন তাঁহারা সেই পাপ সমর্থন করিবেন না কেন? যাবতীয় পাপসমর্থনকারী ব্যক্তিই বৈষ্ণব-গুরুর কার্য্য করিবে!

গৌরসুন্দর সকলেরই উদ্ধার করিবেন, কিন্তু বৈষ্ণবের নিন্দাকারী ও নাম-বলে পাপাচারী আচারভ্রষ্ট জনগণের উদ্ধার কখনও করিবেন না। পাপের অনুমোদন-কারী পাষণ্ডিগণ যতই কেন না আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব', 'গুরু' প্রভৃতি বলিয়া মিথ্যাভক্ত সাজুক, দুরাচার বৈষ্ণবনিন্দক পাষণ্ডগণের আত্মবঞ্চনা ব্যতীত অন্য কোন সিদ্ধিলাভের সম্ভবনা নাই।

শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় ভগবদ্বিদ্বেষী অসুরগণও অনুগ্রহ পাইয়াছে, কিন্তু ভক্তদ্বেষী, পাষণ্ডী, দুষ্কৃত পাপী কখনও গৌরসুন্দরের কৃপার উপর নির্ভর করিবে না, আত্মম্ভরী হইয়া আপনাকে গৌরভক্ত-ব্রুব বলিয়া পরিচয় দিবে এবং নরকের পথের পথিক হইবে। সুতরাং তাহারা ভগবৎকৃপার অযোগ্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম - মায়াপুর - নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, ২৬ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৬, ২৩শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ ৯ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩২ শুক্রবার ২৩১তম সংখ্যা

প্রয়াগ-প্রসঙ্গ

পাঠকগণ অবগত আছেন, বিগত ২১শে নভেম্বর ৫ই অগ্রহায়ণ সোমবার শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা এলাহাবাদস্থ শ্রীরূপ-গৌড়ীয় মঠের নাটা-মন্দিরের ভিত্তি যুক্তপ্রদেশের মাননীয় গভর্ণর হিজ্ এক্সেলেন্সী স্যার উইলিয়াম ম্যালকম্ হেলি এম্ এ, কে-টি, জি-সি-এস্-আই, জি-সি-আই-ই, আই-ই এস্ মহোদয় কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল।

উক্ত ভিত্তি স্থাপনোৎসবে এলাহাবাদের ডিভিসন্যাল কমিশনার মিঃ হোমস্, কলেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডোনেগুসন্, এস্-পি, ডি-এস-পি, স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর চ্যায়ারম্যান, ভাইস চ্যায়ারম্যান, পায়োনিয়ার পত্রের প্রধান সম্পাদক, লীডার পত্রের সহকারী সম্পাদক, এসোসিয়েটেড পত্রের রিপোর্টার, রাজা জগমল প্রমুখ এলাহাবাদের বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন।

এতদুপলক্ষে বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ মাননীয় গভর্ণর বাহাদুরকে যে অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। গভর্ণর বাহাদুরের প্রত্যুত্তর সহ এই ভিত্তি-স্থাপনোৎসব-সংবাদ গত ২২শে নভেম্বরের 'লীডার' ও 'পায়োনিয়ার' পত্রদ্বয়ে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা গভর্ণর বাহাদুরের 'অভিভাষণের' মর্ম্ম আগামী কল্য প্রকাশ করিব।

অভিনন্দনের মর্ম্ম

এই পূত প্রয়াগতীর্থ সর্ব্বাকর্ষক পুরুষোত্তমের প্রতি অকৃত্রিক প্রেমভক্তি প্রচারের সুযোগ প্রদান করিতেছেন। এই পবিত্র ক্ষেত্রেই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য শ্রীরূপ-গোস্বামীকে শিক্ষাপ্রদানের অভিনয় ছলে জগৎকে সকল সাধনার চরম প্রয়োজন অনন্ত প্রেমের আধার অধোক্ষজে ভক্তি দান করিয়াছিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী তদীয় প্রভু, শুদ্ধভক্তির প্রচারক শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা স্থাপিত করেন। তিনিই এই সভার প্রথম সভাপতি।

এই সভার কার্য্য প্রায় তুইশত বৎসর যাবৎ অপ্রকট অবস্থায় ছিল। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আবির্ভূত হইয়া গত শতাব্দীর শেষ ভাগে এই সভাকে আবার লোক-চক্ষু-গোচর করেন।

যে শুদ্ধভক্তির বিজয় পতাকা এক সময় শ্রীরূপ উত্তোলন করেন, যে পতাকা-তলে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিশ্ববাসীকে আহ্বান করেন, আজ সেই গৌরবাণী শ্রীরূপ গোস্বামীর নবম অধস্তন, শুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নেতৃপ্রবর, শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ দেশ-দেশান্তরে বহন করিবার জন্য গত বিশ বৎসরের মধ্যে সর্ব্বত্র প্রচারক প্রেরণ এবং গ্রন্থ প্রকাশের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কেবল মাত্র ভারতে যে বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহার নিদর্শন—

(ক) শ্রীল প্রভুপাদ-স্থাপিত আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ এবং তাহার ৪০টী শাখামঠ। এই সমস্ত মঠে অকপট সত্যানুসন্ধিৎসুগণকে বৈষ্ণবতা শিক্ষাদান করেন।

(খ) বিভিন্ন ভাষায় লিখিত গ্রন্থের বহুল প্রচার।

(গ) ৬টী পারমার্থিক পত্রিকা, যথা (১) ইংরাজীতে মাসিক 'হার্ম্মনিষ্ট', (২) হিন্দী ভাষায় পাক্ষিক "ভাগবত" (৩) উৎকল ভাষায় লিখিত পাক্ষিক 'পরমার্থী' (৪) আসামী ভাষায় লিখিত মাসিক 'কীর্ত্তন' (৫) বাঙ্গলা সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' এবং (৬) বাঙ্গলা দৈনিক 'নদীয়া প্রকাশ'।

(ঘ) গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে প্রোজ্ঝিতকৈতব-ধর্ম্ম প্রচার-কল্পে পরিব্রাজকগণের সংগঠনমূলক দেশ-ভ্রমণ।

দেশ-কাল পাত্র-ভেদে বাহ্য ধর্ম্মানুষ্ঠান বিভিন্ন প্রকারই হইয়া থাকে, কিন্তু কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনের সহিত কাহারও তুলনা হইতে পারে না, ইহাতে মুক্তকুল স্বতঃ আকৃষ্ট হ'ন। এই দৃঢ় গবেষণাবশেই জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী পূত এই স্থানে আচার্য্যদেব স্থাপিত শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠের নাটমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন জন্য আমরা আপনাকে নিমন্ত্রণ করিবার প্রেরণা প্রাপ্ত হইয়াছি।

আমাদের সঙ্ঘের প্রচারকগণের কার্য্যে আপনি আন্তরিকতা ও সহানুভূতি প্রকাশ করেন বলিয়া অস্মদীয় আচার্য্যদেব আজ স্বয়ং আপনাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সমুপস্থিত এবং আমরাও তাঁহার উপস্থিতিতে কৃতার্থ হইয়াছি। এই যে অনুষ্ঠানটী মনুষ্যজাতির দুঃখ কষ্ট চিরকালের জন্য দূর করিবার অভিপ্রায়ে স্থাপিত হইতেছে, ইহার প্রারম্ভিক কার্য্যে আপনি যোগদান পূর্ব্বক সৌহার্দ্দ এবং উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন। এজন্য আমাদের সঙ্ঘ আপনার সুকৃতির বিশেষ আদর করেন।

আপনি রাজপ্রাতিনিধ্যসূত্রে শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠের সমর্থন করায় আমরা আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি এবং আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি, এই অনুষ্ঠানটী সকল কাল ও সকল মনুষ্যের মধ্যে প্রেমধর্ম্মের প্রচার করিয়া বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব স্থাপনে অগ্রসর।

আপনি আমাদিগের প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন, তাহা আমরা আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ রাখিব। প্রেমধর্ম্মের প্রচারক জগদ্গুরু শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর অনুগত ভৃত্যবর্গ কর্ত্তৃক প্রচারিত ভক্তিধারা শীঘ্রই মিলনের যুগ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে, এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ সাদরে এই অভিনন্দন পত্রখানি উপহার দিতেছি। পরিশেষে আমরা আপনার সহৃদয়তার জন্য পুনর্ব্বার ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

জন্মে জন্মে পিতামাতা সবে পায়। কৃষ্ণগুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
(চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর
(নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা
(৪৪৩ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। অর্থপঞ্চক ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।⁄০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ কল্পতরু ⁄০
৭২। গীতাবলী ১৲
৭৩। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু ⁄০

প্রাপ্তিস্থান,—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৵৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নির্ভীক সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ⁄০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

এক্‌জ্বরের প্রাবধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ওজন ডাকে পাঠান হয়, তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাঁইট ॥৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

আফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সাম্প্রদায়িক ভোট
কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল (দ্বিতীয় সংশোধন) বিল

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী মিষ্টার বি, পি, সিংহ রায় কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল দ্বিতীয় সংশোধন বিল পেশ করেন।

ইহাতে মুসলমানদিগকে আরও ৮টী ভোট বেশী দিবার কথা আছে; একসঙ্গে ভোট গ্রহণ করিবার কথাও ইহাতে আছে।

নবাব মুসারফ হোসেন বলেন যে, যুক্ত ভোট গ্রহণ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে কার্য্যতঃ কলিকাতার মুসলমানদিগের ভোট দিবার ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হইবে। এইচ, এস, সারওয়ার্দ্দি যুক্ত ভোট গ্রহণের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। তিনি একটী সিলেক্ট কমিটি গঠনের প্রস্তাবের অনুকূলে মত প্রকাশ করেন।

অবশেষে বিলটী একটী সিলেক্ট কমিটীর হস্তে দেওয়া হয়; কমিটী ৩ দিন পরে রিপোর্ট দিবেন।

আলোয়ারে বিদ্রোহ

আলোয়ারে পুর্ব্বের ন্যায়ই গোলমাল চলিতেছে। তিনটী জেলাতে অবস্থা ভীষণ দাঁড়াইয়াছে। আদালতের লোকদিগকে প্রজারা আক্রমণ পর্য্যন্ত করিতেছে। পঞ্চায়েত আদায়কারী রাজ কর্ম্মচারীদিগকে লোকে মানিতেছে না।

আলোয়ারের মন্ত্রীরা নওয়া দিল্লীতে মিওদিগকে আলোয়ারে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

কিন্তু রাজ সরকারের ইচ্ছা এই যে বিদ্রোহী প্রজারা যেন অন্য প্রজাদিগের সহিত মিশিতে না পায়।

মহারাজ মিওদিগকে যে বাণী পাঠাইছেন তাহাতে মিওদিগের শান্ত হইবার কথা, কিন্তু তাহাতে কোন বিশেষ ফল হয় নাই।

মহারাজের সহিত গবর্ণর জেনারেলের এজেন্টের কথাবার্ত্তা চালাইবার জন্য একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছে বলিয়া গুজব উঠে, কিন্তু তাহা অমূলক।

জেলবোর্ডে বিদ্রোহ ভাব

বারানসী বিভাগের কমিশনার মিঃ এইচ, আর উইলিয়মসন রিপোর্টে প্রকাশ করিয়াছেন যে, কয়েকটী জেলার আর্থিক অবস্থা খারাপ হইতেছে। আয়বৃদ্ধি হইতেছে না, অথচ খরচ বাড়িতেছে।

সাধারণের উপকার করার চেষ্টা অপেক্ষা দলাদলি প্রভৃতি কার্য্যেই জেলা বোর্ডের মেম্বরগণ অধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

শিক্ষকগণ স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ না করিলেও নিঃসন্দেহভাবে বলা যাইতে পারে যে, শিক্ষকগণের মধ্যে প্রায় সকলেই গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিদ্রোহভাবাপন্ন।

সন্তান হত্যা

কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট একটি পশ্চিমা স্ত্রীলোককে দায়রা-সোপর্দ্দ করিয়াছেন। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, সে তাহার সাত দিন বয়স্ক একটী সন্তানকে ২২টী ছুরিকাঘাত করিয়া হত্যা করে।

কাউন্সিলার পলাতক

কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত বাবু বিপিন বিহারী গঙ্গোপাধ্যায় পলাতক অবস্থায় আছেন; তাঁহার গ্রেপ্তারের জন্য পূর্ব্বেই পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছিল।

বর্ত্তমানে সেই পুরস্কারের পরিমাণ বৰ্দ্ধিত করিয়া ২০০০, টাকা করা হইয়াছে।

বিশ্বাস ঘাতকতার দণ্ড

ওয়াল্টার সেলারজান নামক একজন জার্ম্মাণ বার্লিনের কল কব্জা কারখানায় কাজ করিত। সে শত্রুপক্ষকে ঐ স্থানে রক্ষিত অস্ত্রশস্ত্রের গুপ্ত সন্ধান দেওয়ার অভিযোগে ১৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। তাহার মাতা ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া পুনর্ব্বিচারের বন্দোবস্ত করে; ফলে লিপজিকের উচ্চ আদালতের বিচারে পুত্র মুক্ত হয়। কিন্তু ইহার পুর্ব্বেই তাহাকে পাঁচ বৎসর কাল দণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছে।

বন্দিগণের স্বাস্থ্য

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় হোম মেম্বর প্রকাশ করেন যে সুভাষ বসু ও মিষ্টার সেনগুপ্তের চিকিৎসা ও তাঁহাদের বাসস্থান সম্বন্ধে যৎপরোনাস্তি সুব্যবস্থা হইয়াছে।

আগামী বর্ষেই নির্ব্বাচন সম্ভব

গোল টেবিল বৈঠকে কার্য্য এত দ্রুত অগ্রসর হইতেছে যে, অনেকে আশা করিতেছেন যে, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দেই নূতন শাসন প্রণালী অনুসারে নির্ব্বাচন আরম্ভ হইবে।

সংখ্যাল্পদিগের রক্ষাকবচ সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তায় আশা হয় যে অতি শীঘ্রই গোলটেবিলের মেম্বরগণ একটা চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন এবং আগামী গ্রীষ্মকালের মধ্যেই আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইবে।

মাঞ্চুরিয়ায় যুদ্ধ

জাপানী সৈন্যেরা মাঞ্চুরিয়ায় যুদ্ধে জয়লাভ করিতেছে; তাহারা সুপিংওয়েনের সৈন্যদলকে হটাইয়া তালাস দখল করিয়াছে এবং কিংওয়ান পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

জাপানীরা ওয়ালার দখল করিতেছে। পোটোকু নামক স্থানের নিকট তাহারা একটি রেল ট্রেণের উপর বোমা নিক্ষেপ করে।

সিট্‌সিহারে বিদ্রোহী সৈন্যেরা জড় হয়, জাপানীরা তাহাদের ছাউনীর উপর বোমা নিক্ষেপ করে। তাহার ফলে অনেক লোক হতাহত হয়।

মিঃ গান্ধির উপবাস

মিষ্টার গান্ধি গত শনিবারে উপবাস আরম্ভ করেন কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তনে রবিবার হইতেই উপবাস বন্ধ করেন। উপবাসের কারণ এই :—

আপ্পাসাহেব পটবর্দ্ধন রত্নগিরিতে কারাবদ্ধ আছেন; তিনি অস্পৃশ্যদিগের উপকারার্থ চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্য করিতে না পাওয়ায় তিনি কেবলমাত্র জীবন ধারণের উপযুক্ত আহার আরম্ভ করেন।

তাঁহার কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশার্থ মিষ্টার গান্ধীও উপবাস আরম্ভ করেন।

জেলের ইন্সপেক্টর জেনারেল গবর্ণমেণ্টের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন; এই কথার চরম ফলের জন্য তিনি অপেক্ষা করিতেছেন; যদি ফল সুবিধামত না হয় তাহা হইলে তিনি পুনরায় উপবাস আরম্ভ করিবেন। তবে মিষ্টার গান্ধী আশা করেন যে তাঁহাকে পুনর্ব্বার উপবাস আরম্ভ করিতে হইবে না।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তিনি বলেন যে এখানে তিনি বয়সানুযায়ী ভালই আছেন। অন্য কোথাও থাকিলে এখানকার অপেক্ষা কেহ তাঁহার অধিক যত্ন লইত না। "যদি কেহ মনে করেন যে, গবর্ণমেণ্ট আমার জীবন রক্ষার জন্য চিন্তিত নহেন, তাহা হইলে তিনি ভ্রমে পতিত হইয়াছেন গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা নয় যে আমি মারা যাই গবর্ণমেণ্ট আমাকে সুস্থাবস্থায় কারাগার হইতে মুক্ত দেখিতে চাহেন—অবশ্য যদি কখনও আমাকে মুক্তি দান করা হয়।

ক্ষুধার্ত্তদিগের অভিযান

সহস্র সহস্র ক্ষুধার্ত্ত, শীতার্ত্ত, বেকার লোক স্বীয় দুর্দ্দশা জানাইবার জন্য আমেরিকার যুক্তরাজ্যের রাজধানী ওয়াশিংটনে আসে। পুলিশ তাহাদিগকে আটক করে।

হত্যাকাণ্ড সম্ভব

তাহাদের নেতা বলিয়াছে যে, তাহারা পুলিশবাহিনী ভেদ করিয়া ক্যাপিটলে যাইবে। যদি প্রেসিডেণ্ট সৈন্যদল প্রেরণ করেন, তাহা হইলে একটা হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইবে মাত্র।

আমেরিকায় আয় ব্যয়

অর্থ বিভাগীয় বৎসরের প্রথম পাঁচ মাসে অর্থাৎ জুলাই হইতে নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত আমেরিকার যুক্তরাজ্যে আয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ ৭৫১,৩১১,০০০ ডলার বেশী হইয়াছে।

গুলীতে মৃত্যু

শানরাজ্যে বর্ম্মা সামরিক পুলিসের ক্যাপ্টেন জোন্স অন্ধকারে বন্দুক রাখিতেছিলেন; হঠাৎ বন্দুক ছুটিয়া গিয়া গুলি বাহির হয় এবং তাহার আঘাতে তিনি মারা যান।

নুতন এম, এল, সি

মিষ্টার বীরেন রায় বরিশা বেহালা হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

ডাক্তার ও গুপ্তকথা

কলিকাতা রোটারী ক্লাবে ডাক্তার ই, মুর বলেন যে ডাক্তারদিগের আত্মপ্রচার নিষিদ্ধ হইলেও তাঁহারা সে নিয়ম পালন করেন না।

পাশকরা এবং হাতুড়ে ডাক্তারদিগের মধ্যে সম্পর্ক স্থির করা দুরূহ ব্যাপার। ডাক্তার রোগীর অনেক গুপ্তকথা জানিতে পারেন তাহা প্রকাশ করা কোন ক্রমেই উচিত নয়—ইহাও মুর সাহেবের মত।

ডাক্তার হরিধন দত্ত হাতুড়ে ডাক্তারদিগের অস্তিত্বের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। পল্লীগ্রামে হাতুড়ে ডাক্তার ছাড়া উপায় নাই।

টেলি | শ্রীধাম নবদ্বীপ | দৈ নি ক | Reg No C1544.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চাকুরীর হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড | সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি | ২৩২তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৪শে অগ্রহায়ণ শনিবার ১৩৩৯, ১০ই ডিসেম্বর ১৯৩২

নদীয়ার অবস্থা

জাপান ইউরোপকে হারাইল

পূর্ব্ব এশিয়ায় যুদ্ধ বাধিল

স্বাধীন ভারতে হত্যার প্ররোচনা

ভীষণ দাঙ্গা ও খুন

সাহেব হত্যায় সাহেব আসামী

শতাধিক নাবিক জলমগ্ন

ইংলণ্ড ও পারস্যে বিবাদ আরম্ভ

জার্ম্মানির অবস্থা গুরুতর

ভারত ও রুষিয়া—তৈল সংযোগ

নানা কথা

নদীয়ার অবস্থা

গত আগষ্ট মাস হইতে নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত নদীয়া জেলায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অত্যন্ত বেশী ছিল; কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, বীরনগর, রাণাঘাট, চুয়াডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে প্রায় এমন বাড়ী নাই যাহাতে ঐ সময়ে প্রায় সকলেই পীড়িত হইয়া পড়ে নাই।

অন্যান্য রোগ তত বেশী হয় নাই; তবে টাইফয়েড রোগ কিছু কিছু ছিল।

বর্ত্তমানে অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। বীরনগরে একটী সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। সমিতির সদস্যগণ ম্যালেরিয়া তাড়াইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

———

কৃষ্ণনগরের রাস্তা

কৃষ্ণনগরের রাস্তাগুলিতে জল দিবার ব্যবস্থা তেমন সন্তোষ জনক বলা যায় না। ধূলির পরিমান এত বেশী যে, মোটর প্রভৃতি চলিয়া যাইবার পর রাস্তা যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায়।

গলিরাস্তাগুলির অবস্থা অতি শোচনীয়; নানা কারণে দুর্গন্ধ হওয়ায় ঐসব রাস্তায় চলাচল অত্যন্ত কষ্টকর।

নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটের কর্তৃপক্ষেরও এইরূপ বিষয়ে অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য। সেখানেও গলিরাস্তা গুলি দিয়া হাঁটা অত্যন্ত অসুবিধাজনক।

মাঞ্চুরিয়ায় যুদ্ধ

মাঞ্চুরিয়ায় জাপানীরা ক্রমাগত জয়লাভ করিতেছে। চীন সৈন্যেরা দেশ ছাড়িয়া সোভিয়েট রাজ্যে প্রবেশ করিতেছে। এই সমস্ত সৈন্যদিগকেই অন্তরীণ করা হইয়াছে।

মাঞ্চুলির ষ্টেসন মাষ্টার সৈন্যদিগকে গাড়ী চড়িতে দিতে অস্বীকার করায় তাহারা গাড়ী দখল করে এবং নিজেরাই রেলগাড়ী চালাইয়া যায়; অনেকে পদব্রজে গমন করে।

জাপানীরা থাইলার নামক স্থানাভিমুখে অগ্রসর হওয়ায় চীনারা ঐ স্থানে বোমা ফেলিয়া পশ্চিমাভিমুখে পলায়ন করে।

দাঙ্গা ও খুন

আরাস খাঁ নামক একজন পেশোয়ারি অপর কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা এণ্টালির কিমি বেওয়া নাম্নী এক স্ত্রীলোকের বাটীতে যাইয়া মোল্লা নামক এক ব্যক্তির খোঁজ করে। তাহাদিগকে পার্শ্বের বাটীতে খোঁজ করিতে বলা হয়; এই ব্যাপার লইয়া একটী দাঙ্গার সৃষ্টি হয়; মোল্লা বাহির হইয়া সত্তর নামক একব্যক্তিকে ছোরার আঘাত করে।

দাঙ্গায় কিমি বেওয়ার পুত্র এবং হাবব নামক এক ব্যক্তি ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হয় ও পরে মারা যায়।

আলিপুরের সেসন্স কোর্টের বিচারে সেখ মোল্লার প্রতি দেড় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে এবং খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত আরাস খাঁ পেশোয়ারি খালাস পাইয়াছে।

———

ব্যয়সঙ্কোচ ও শিক্ষাবিভাগ

শ্রীযুক্ত বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতার এলবার্ট হলে একটী সভায় গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগীয় ব্যয় সঙ্কোচে আপত্তি প্রকাশ করা হয়।

ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে গবর্ণমেণ্ট যে সাহায্য দান করেন তাহা হইতে শতকরা পাঁচ টাকা করিয়া কমাইবার চেষ্টা হইতেছে; সভা ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, ২৭ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৬, ২৪শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ ১০ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩২ শনিবার ২৩২তম সংখ্যা।

প্রচার-প্রসার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ও পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ মহোদয় লক্ষ্ণৌতে শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী প্রচার করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ ও ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ হয়গ্রীবজী শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসবোপলক্ষে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমধর্ম্মের কথা প্রচারোদ্দেশ্যে ঢাকায় শুভ বিজয় করিয়াছেন। তাঁহাদের উপস্থিতিতে ইতোমধ্যেই ঢাকায় সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বহু সজ্জন প্রত্যহ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া স্বামিজীদ্বয়ের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন। প্রচারকদ্বয় নিমন্ত্রিত হইয়া বহু বাড়ীতে পাঠ-কীর্ত্তনাদি করিতেছেন।

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ পূতক্ষেত্র-প্রয়াগে শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট পরমার্থ-কথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া বহু ব্যক্তিকে মায়াবাদ-ব্যাঘ্রের কবল হইতে উদ্ধার করিতেছেন।

পাঠকগণ অবগত আছেন, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের বিজয়ের পূর্ব্বে কাশী প্রকাশানন্দ সরস্বতী নামক জনৈক মায়াবাদী সন্ন্যাসীর ও তদীয় দশ সহস্র শিষ্যের বেদান্তের মায়াবাদ-কুব্যাখ্যার ফলে নাস্তিক্য-দানবের তাণ্ডব-নৃত্য স্থান ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকাশানন্দকে বিচারে পরাজিত করিয়া কৃপা করেন। তৎফলে প্রকাশানন্দের হৃদয় প্রেমভক্তিরসে দ্রবীভূত হয় এবং কাশীর অধিবাসিগণ শুদ্ধ-ভক্তির সন্ধান পান।

কিন্তু কালক্রমে মহাপ্রভুর ও তদীয় পার্ষদগণের অপ্রকট লীলার পর কাশী পুনরায় মায়াবাদিগণের কলাহলে জর্জ্জরিত। জগদ্গুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের অনুকম্পিত ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণ আজ কয়েক বৎসর যাবৎ মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিয়া কাশীকে পুনরায় উদ্ধার মানসে যত্ন করিতেছেন। শ্রীমদ্ শ্রৌতী মহারাজের প্রচার-ফলে অনেক সজ্জন শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীতে আকৃষ্ট হইতেছেন। উহা বড়ই আনন্দের সংবাদ।

গবর্ণরের প্রত্যভিভাষণ

যুক্ত-প্রদেশের গবর্ণর বাহাদুর এলাহাবাদ শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠের নাট্যমন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন-সময়ে তাঁহাকে প্রদত্ত অভিভাষণের উত্তরে বলেন, বৃটিশ শাসনের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আন্দোলনের কোন সম্পর্ক নাই। শাসকবর্গের নিজ নিজ ধর্ম্মমত আছে এবং তাঁহারা তাহাতেই দৃঢ়-বিশ্বাসসম্পন্ন হইলেও তাঁহারা ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপারে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা মাত্র উপভোগ করেন।

ধর্ম্মের সহিত যেখানে সমাজ, শিক্ষা এবং বিদ্যাচর্চ্চা জড়িত, সে-সব স্থলে শাসকবর্গ হস্তক্ষেপ করেন এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানগুলি কিরূপ কার্য্য করেন, তাহা পরীক্ষা করেন।

অনেক সময় অনুষ্ঠানগুলির কৃতকর্ম্ম সম্বন্ধে বিচার করা কঠিন হয়, তবে বর্ত্তমানে কতকগুলি চলিত আইন অনুসারে উহাদের সামাজিক এবং শিক্ষাসম্বন্ধীয় উৎকর্ষ পরীক্ষিত হয়। শ্রীগৌড়ীয়মঠ সামাজিক চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় কিম্বা অনুরূপ লোকহিতকর কার্য্যে ব্রতী নহেন; তথাপি লাট সাহেব কেন এখানে উপস্থিত ছিলেন এবং উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন, তাহা বুঝাইবার জন্য নিম্নলিখিত কথার অবতারণা করেন।

তিনি বলেন যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠ কেবলমাত্র শুদ্ধভক্তি প্রচার করিলেও তাঁহার উপস্থিতির কারণ এই যে, এক সময় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এই প্রদেশে পদার্পণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবন, কাশী এবং প্রয়াগ প্রেমবন্যায় প্লাবিত করিয়াছেন।

তিনি আবির্ভূত হইয়া সমস্ত অপধর্ম্ম চূর্ণ করিয়া সনাতন-ধর্ম্মের—ভক্তি-ধর্ম্মের, প্রেম-ধর্ম্মের মহিমা প্রকাশ করেন, এবং পরস্পর বিরুদ্ধ মত সমূহের মধ্যে সাম্য-স্থাপন পূর্ব্বক প্রেম ও মৈত্রীর জয়ধ্বজা উত্তোলন করেন।

আমরা বাহ্যতঃ এই অনুষ্ঠানের উপকারিতা দেখিতে পাই না; কিন্তু অধর্ম্ম এবং অপধর্ম্ম ধ্বংস না হইলে কিরূপে সদ্ধর্ম্ম পুনঃ স্থাপিত হওয়া সম্ভব?

শ্রীচৈতন্য ভক্তি-ধর্ম্ম—সেবাধর্ম্মের প্রচার করেন। এবং কৃষ্ণদাসত্ব মূলে সাম্য শিক্ষা দেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম বাহ্য বৈষম্য নিরপেক্ষ। জগতের মধ্যে ভক্তের সংখ্যা অত্যল্প হওয়া অনিবার্য্য। ভক্তি আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তিবাচক না হওয়ায় লোকে ভক্ত হইতে চায় না। কিন্তু ভগবৎ সেবাই একমাত্র কৃত্য, সুতরাং ইহার প্রচার কখনও বৃথা হইতে পারে না। বর্ত্তমান যুগে ইহার প্রচার অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

বর্ত্তমান শিক্ষা এবং সভ্যতা মানবকে বৈষ্ণবধর্ম্ম হইতে চ্যুত করিয়া এতদূরে ফেলিয়া দিয়াছে যে, একটা বিরাট্ পরিবর্ত্তন যদি না হয়, যদি জ্ঞান ও কর্ম্ম পথ হইতে তাহাকে সৎ-পথে, ভক্তি-পথে টানিয়া আনা না হয়, তাহা হইলে সে যে কোথায় গিয়া পড়িবে, তাহা কল্পনায়ও আনা যায় না।

পরিশেষে লাট সাহেব বলেন যে, গৌড়ীয়মঠ সাম্প্রদায়িক এবং রাজনৈতিক সঙ্কীর্ণতামুক্ত হইয়া বিশ্বজনীন প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন; সুতরাং বর্ত্তমান অশান্তিময় জগতে যাঁহারা শান্তিকামী, তাঁহারা সকলেই গৌড়ীয়মঠের সহিত সহানুভূতি সম্পন্ন। তিনি এই অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করিয়া নাট্যমন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

২৭ কেশব অবায় ক্ষিরোদশায়ী ৪৪৯

বিরোধ-মীমাংসা

শুদ্ধাশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া ভক্তগণ যদি ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা করেন, তবে "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" এই ন্যায়ানুসারে কৃষ্ণ তাহাদিগের নিকট হইতে শুদ্ধভক্তি লুক্কায়িত রাখিয়া ভুক্তি-মুক্তি দেন।

কিন্তু সাধু-সঙ্গ-প্রভাবে ভজননৈপুণ্যে যখন তাঁ'র ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা হৃদয় হইতে বিদূরিত হয়, তখন তাহার হৃদয়ে স্থায়িভাব বা রতির উদয় হয়। রতির উদয়ে প্রেমের উদয়। ভাব বা রতির পূর্ণাবস্থায় জীবন্মুক্তাবস্থা। জীবন্মুক্ত আত্মারামগণও যদি তাঁর পাদপদ্ম-সেবায় অনাদর করেন, তবে তাঁহারাও কৃচ্ছ্র-সাধন সত্ত্বেও অধঃপতিত হ'ন। সুতরাং জীবের স্থায়িভাব বা রতির পূর্ণ পর্যায়ই কৃষ্ণের মুক্তি প্রদান। রতি বা স্থায়িভাব দেখিলে প্রেমভক্তি প্রদান করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৫।৬।১৮ শ্লোক বলেন—

রাজন্ পতির্গুরুরলম্ ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান ভজতাং মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্॥"

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন! ভগবান্ মুকুন্দ আপনাদিগের ও যদুগণের পালক, গুরু, উপাস্য, বন্ধু ও কুলের নিয়ামক ছিলেন। তিনি কোন সময় ভক্ত বাৎসল্য হেতু আপনাদিগের দূত্যাদি কিঙ্করের কার্য্যও করিয়াছিলেন। আপনাদের প্রতি তাঁহার পরম প্রেমাধিক্য দানের-কথা আর কি বলিব, তাহা সর্ব্বোপরি বিরাজিত।

যাঁহারা তাঁহার ভজন করেন, ভজন-নৈপুণ্যের অভাবে ভগবান্ মুকুন্দ তাঁহাদিগকে প্রেমভক্তি প্রায়ই দান করেন না; অতি নিকৃষ্ট মুক্তি দান করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা হইলেও যাঁহারা মুক্তির প্রতি আদর করেন না, এরূপ শুদ্ধভক্তগণকে তিনি প্রেমভক্তি প্রদান করিয়া থাকেন।

অন্য কামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেহ কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ॥
কামলাগি' কৃষ্ণ ভজে, পায় কৃষ্ণ-রসে।
কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে॥

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর এই উক্তিদ্বয়ে কৃষ্ণের অহৈতুকী দয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। কোন কোন সকাম উপাসকের শুদ্ধভক্তি ব্যতীত অন্যাভিলাষ ভোগ বা ত্যাগ বাসনা থাকিলেও নিরন্তর সেবানন্দ-প্রভাবে ঐরূপ অনর্থ অচিরেই বিনষ্ট হয়; তবে সকাম উপাসনা কিছু নৈষ্কর্ম্যের জনক নহে। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামিগণ শুদ্ধভক্তি-কামী নহেন। তাঁহারা ভক্তদুর্মুখী সুকৃতিবলে সাধুসঙ্গ-প্রভাবে শুদ্ধকৃষ্ণ-ভজনে প্রবৃত্ত হইলে সাধন-ভক্তির ফল যে প্রেম, তাহা যদিও তখন তাঁহাদের উদ্দেশ্য না থাকে, তথাপি অহৈতুকী কৃপাসিন্ধু কৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাঁহাদিগকে প্রদান করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণের বিচার এই যে, 'এই ভজন-প্রবৃত্ত ব্যক্তির হৃদয়ে বিষয়-সুখ-স্পৃহা থাকায় সে প্রেম-রূপ অমৃত ছাড়িয়া বিষয়-বিষ কামনা করিতেছে, অতএব এব্যক্তি অজ্ঞান। যদিও অজ্ঞতা-ক্রমে এব্যক্তি সদ্‌বিষয় প্রার্থনা করিতে পারে নাই বটে, তথাপি আমি বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ; উহার পক্ষে যাহা সদসৎ তাহা আমি জানি, অতএব আমি উহাকে আমার স্বচরণামৃত দিয়া বিষয়-বিষ-পিপাসা ভুলাইয়া দিব।

দৃষ্টান্তস্বরূপ স্বকাম-উপাসক ধ্রুবের শ্রীহরিপাদপদ্ম-দর্শনের লালসা উল্লেখ করা যাইতে পারে—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেব মুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥
—হরিভক্তিসুধোদয় ৭।২৮

হে স্বামিন্, আমি রাজ্যাভিলাষী হইয়া তোমার তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু এখন দেবমুনীন্দ্রদুর্লভ তোমার পাদপদ্ম লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। সামান্য কাচ অন্বেষণ করিতে করিতে তোমা হেন দিব্যরত্ন পাইলাম, আমি আর অন্য বর চাই না।

গীতায়ও শ্রীভগবান্ এইরূপ ভাবব্যঞ্জক একটী কথা বলিয়াছেন—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥
(গীতা ৯।৩০-৩১)

—অর্থাৎ যিনি আমাকে অনন্যচিত্ত হইয়া ভজনা করেন, তিনি সুদুরাচার হইলেও তাঁহাকে সাধু বলিয়া মানিতে হইবে, যেহেতু তাহার অভিপ্রায় সর্ব্বপ্রকারে সুন্দর।

এখানে সুদুরাচার শব্দের অর্থ ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। বদ্ধ জীবের আচার দ্বিপ্রকার—সাম্বন্ধিক ও স্বরূপগত। শরীর-রক্ষা, সমাজ-রক্ষা ও মনের উন্নতি সম্বন্ধে যতপ্রকার শৌচ, পুণ্য ও পুষ্টিকর অভাব-নিবারক আচার অনুষ্ঠিত হয়, সে সমস্তই সাম্বন্ধিক। শুদ্ধ জীবস্বরূপ আত্মার আমার প্রতি যে চিৎ-কার্য্যরূপ আচার আছে, তাহা জীবের স্বরূপগত। তাহার অন্য নাম কেবলা ভক্তি।

বদ্ধ দশায় জীবের কেবলা ভক্তিও সাম্বন্ধিক আচারের সহিত অনিবার্য্য সম্বন্ধ রাখে। বদ্ধ জীবের অনন্য-ভজনরূপ ভক্তি উদিত হইলেও দেহ-থাকাকাল পর্য্যন্ত সাম্বন্ধিক আচার অবশ্য থাকিবে। শুদ্ধ ভক্তি উদিত হইলে জীবের ইতর রুচি থাকে না। যে-পরিমাণে কৃষ্ণরুচি সমৃদ্ধ হয়, সেই পরিমাণে ইতর রুচি খর্ব্বিত হইতে থাকে। নিতান্ত নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কখন কখন ইতর রুচি বল-প্রকাশ-পূর্ব্বক কদাচার অবলম্বন করে। কিন্তু অতি শীঘ্রই তাহা কৃষ্ণরুচি দ্বারা দমিত হইয়া যায়।

ভক্তির উন্নত সোপানারূঢ় জীবগণের অনুষ্ঠান সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। তাহাতে যদিও উক্ত ঘটনাক্রমে সুদুরাচার (পর-হিংসা পরদ্রব্য-হরণ ইত্যাদি) কদাচিৎ লক্ষিত হয়, তাহাও অবিলম্বে কৃষ্ণকৃপা-প্রভাবে বিদূরিত হইবে এবং তদ্দ্বারা প্রবল আসক্তি-রূপা কৃষ্ণভক্তি দূষিত হয় না—ইহাই জানিবে। হে কৌন্তেয়, আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, আমার অনন্য-ভক্তি-পরায়ণ জীব কখনই বিনষ্ট হয় না।

প্রথম অবস্থায় নিসর্গ ও ঘটনা বশতঃ তাহার অধর্ম্মাচরণাদি থাকিলেও ঐ অধর্ম্মাদি শীঘ্রই পরম ঔষধিরূপা শুদ্ধ হরিভক্তিদ্বারা বিদূরিত হইয়া যায়। তিনি জীবের নিত্যধর্ম্মরূপ স্বরূপগত আচারনিষ্ঠ হইয়া পাপ-পুণ্য বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করতঃ ভক্তিজনিত পরম শান্তি লাভ করেন।

"কৃষ্ণভক্ত দুঃখহীন, বাঞ্ছান্তরহীন।
* * *
"নানা কামে ভজে তবু পায় ভক্তিসিদ্ধি॥"

এই উক্তিদ্বয়েও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু কৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপার পরিচয় দিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, অনর্থময় উপাসনা সকাম হইলেও সুবুদ্ধি-হেতু নিরন্তর কৃষ্ণ-ভজনফলে জীবের কামনা-পরিত্যাগে নিষ্কাম হরিসেবায় সিদ্ধিলাভ ঘটে।

কনিষ্ঠ বৈষ্ণব বা প্রাকৃত ভক্ত দ্বিপ্রকার। এক প্রকার—কর্ম্ম বা জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি-যুক্ত কনিষ্ঠ বৈষ্ণব; আর এক প্রকার—কর্ম্ম-জ্ঞান-শূন্য ভক্তি-যুক্ত কনিষ্ঠ বৈষ্ণব। কর্ম্ম-জ্ঞান-মিশ্র কনিষ্ঠ-বৈষ্ণবকে বৈষ্ণব-প্রায় বলা যায়; শুদ্ধ বৈষ্ণব বলা যায় না। কারণ তাঁহার নানা কামের সহিত কৃষ্ণ ভজনা। নানা ফল-মধ্যে ভক্তি কামও থাকে, সেই শুদ্ধ ভক্তিকামে ভক্তিবাসনা প্রবল হইয়া সাধুসঙ্গে বল লাভ করিলে, কাম ছাড়িয়া 'দাস' হইতে অভিলাষ হয়। যখন সেই অবস্থা উদয় হয়, তখন তিনি কনিষ্ঠ শুদ্ধভক্তের শ্রেণীতে বৈষ্ণব বলিয়া গণ্য হ'ন। তিনি ক্রমে ক্রমে উত্তম হইবার যোগ্যতা লাভ করেন।

যে পর্য্যন্ত কনিষ্ঠ ভক্তের হৃদয়ে কর্ম্ম-জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি থাকে, সে-পর্য্যন্ত তাঁহার ভজন ভজনাভাস; তাঁহার উচ্চারিত হরি-নাম, ছায়া-নামাভাস। শুদ্ধ বৈষ্ণব হইলে শুদ্ধ ভজন ও শুদ্ধ নাম উদয় হয়। যদি বল, তাঁহার হৃদয়ে অন্যাভিলাষিতা আছে, তবে কেন তাঁহার উচ্চারিত নাম 'প্রতিবিম্ব' নামাভাস হ'বে না? কিংবা তাঁহার কৃষ্ণভজন প্রতিবিম্ব ভজনাভাস হইবে না? ইহার মীমাংসা এই যে, যাঁহারা নাম ও ভজনাশ্রয়ে ভুক্তি-মুক্তি বাসনা করেন, তাঁহারা দুই প্রকার। এক প্রকার—ভজনাভাসী ব্যক্তি ভজনকে উপায় মাত্র জানিয়া উদ্দিষ্ট ভুক্তি মুক্তিকে [illegible] করেন। তাঁহারা ভজনকে নিত্য বলিয়া মনে করেন না। কিম্বা ভজনকে উপেয় জ্ঞান করেন না। ইঁহারা পণ্ডিতাভিমানী মুমুক্ষু বা বুভুক্ষু। ইঁহারা জ্ঞানী বা কর্ম্মী মধ্যে পরিগণিত। ইঁহাদের কর্ম্ম ও জ্ঞান অভক্তিমিশ্রা অর্থাৎ কর্ম্ম ও জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তিও ইহাদের নাই সুতরাং ইহারা ভক্তির নিকট অপরাধী। ইহাদের ভজন প্রতিবিম্ব-ভজনাভাস বা প্রতিবিম্বনামাভাস। ইহারা কর্ম্ম-জ্ঞান-মিশ্র কনিষ্ঠ-ভক্তও নহেন অর্থাৎ বৈষ্ণব-প্রবৃত্তি বিশিষ্ট নহেন, ইহারা শুদ্ধ কর্ম্মী বা জ্ঞানী। ইহাদের প্রতিবিম্ব ভজনাভাস বহু জন্মেও ভক্তি লাভে সমর্থ নহে।

"বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥"

তবে যদি কখনও কৃষ্ণ ও বৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপায় স্বরূপ জ্ঞানলব্ধ হয়, তখন কনিষ্ঠ-বৈষ্ণব-প্রায়ত্ব উদিত হইতে পারে।

সেই সে পরম বন্ধু সেই পিতামাতা। শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা !   সুবর্ণ সুযোগ !!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তাহার জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গ্রথিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার সম্ভার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এন্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্চকে ছাপা ; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

—

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য সংবলিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত আভাসের সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত একরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পাইকাটোর ১৩ বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা গৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এন্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মান্দ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ !

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

—

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা ; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিণী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রাকৃতার্থ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড।৵০

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৷৵০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে-ছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের কর্ত্তব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জলরস ও গৌরনাগরী মত', 'দম্ভব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি ?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবাসভবনে, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড** লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনাম কীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অন্যাভিলাষিতাশূন্য শ্রবণে কবেদা" অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রাতিনিবেদন', বালিগঞ্জ সভায় বক্তৃতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কোস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড** শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

হত্যায় প্ররোচনা

কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট অনারেবল এস, কে, সিংহ অর্ডিনান্স অনুযায়ী স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট স্বরূপে শ্রীমান্ অবনীরঞ্জন সরকার এবং শ্রীমান্ নিরঞ্জন কুমার গুহকে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, তাহারা বে-আইনী ভাবে "স্বাধীন ভারত" শীর্ষক এক খানি প্রবন্ধ নিকটে রাখিয়াছিল। তাহাতে সরকারি কর্মচারী, ইউরোপীয় এবং পুলিশ কর্মচারীদিগকে হত্যা করিবার প্ররোচনা ছিল।

শ্রীমান অশোককুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীমান্ তারাপদ মিত্র প্রথমোক্ত আসামীকে সাহায্য করায় তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

সাহেব হত্যায় সাহেব আসামী

কলিকাতা হাইকোর্টের দায়রা জজ, মিষ্টার প্যাটার্সনের আদালতে বেয়ার নামক একজন কেরাণী ল্যাম্বার্ট নামক একজনকে হত্যা এবং বিবি ব্রেয়োরনকে আঘাত করায় অভিযোগে আনীত হইয়াছে।

আসামী ও বিবিটি চার বৎসর কাল একত্র বাস করে, তাহাদের মধ্যে প্রায়ই বিবাদ হইত এবং বিবি মধ্যে মধ্যে সাহেবকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইত। কিন্তু বিবি আবার সাহেবের নিকটে ফিরিয়া আসিত। এই সম্পর্কে হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। অভিযুক্ত বিচারাধীন আছে।

মুদ্রাস্ফীতি ও বাজার

[illegible] সমস্যার আলোচনার জন্য [illegible] [illegible] — [illegible] [illegible] এখন কেহই বাজারের [illegible] চেষ্টা করিবার [illegible] [illegible] পারিতেছে না। [illegible]

[illegible] দুর্ঘটনা

[illegible] কোম্পানী [illegible] অবসর গ্রহণ করিয়া [illegible] । [illegible] ঐ কোম্পানীকে [illegible] [illegible]

অস্বীকার করার ইংরেজ কোম্পানী বলে যে, পারস্য কর্তৃপক্ষের এরূপ চুক্তিভঙ্গের অধিকার নাই; পারস্যে নূতন শাসন পদ্ধতি আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে এবং পরে—উভয় সময়েই পারস্য গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক এই চুক্তি সমর্থিত হইয়াছে।

পারস্য গবর্ণমেণ্ট কোম্পানীর কথায় কর্ণপাত করেন নাই। সেই কারণে বৃটেন স্পষ্ট বলিতেছেন যে, যদি পারস্য গবর্ণমেণ্ট কোম্পানীর অধিকারে হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে বৃটেন তাহা সহ্য করিবে না।

সহকারী বিশপ নিয়োগ

কলিকাতার ডায়োসিসান কাউন্সিল একজন সহকারী বিশপ নিয়োগ করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বিশপের কার্য্য অতিরিক্ত বেশী।

---

৭০০ বিদেশ প্রত্যাগত

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়দিগের মধ্যে সাতশত জনকে ভারতে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। একলক্ষে এত লোক কখনও সে স্থান হইতে ভারতে আসে নাই।

ছুরিকাঘাতে দণ্ড

কলিকাতা পুলিশ কোর্টে লি সিন নামক একজন চীনা ৪ মাস কারাদণ্ড এবং দুইশত টাকা জরিমানার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে। আসামী লী শিম নাম এক-ব্যক্তির সহিত বিবাদ করিয়া তাহাকে ছুরিকাঘাত করিয়াছে বলিয়া ফৌজদারি সোপর্দ্দ হয়।

আসামী মারামারি করিয়া রেঙ্গুনে পলায়ন করে; দুইমাস পরে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

জরিমানার টাকা আদায় হইলে তাহা বাদীকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দেওয়া হইবে।

বিমান চালিকার অপঘাত

সিনরা এর্জেলিনী নাম্নী ইটালীর বিমানপোতচালিকা ভারত হইতে ইউরোপ অভিমুখে যাইতেছিলেন; কুয়াশায় পথভ্রষ্ট হইয়া তাঁহার পোতখানি ভাঙ্গিয়া যায়। সাইরেনাইকায় তাঁহাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাঁহার পোতখানি মৃতদেহের ১২ ফুট দূরে ভগ্নাবস্থায় পাওয়া যায়।

জাপান ও ইউরোপ

ব্যবসায়-ক্ষেত্রে জাপান ইউরোপীয়দিগকে হটাইয়া দিয়াছে। ওলন্দাজদিগের পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে জাপানীরা ইউরোপীয়দিগের স্থান অধিকার করিতেছে।

জার্ম্মাণীর গোলযোগ মিটিল না

জার্ম্মাণীর সোশ্যাল ডিমোক্রাটদল বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের প্রতি অবিশ্বাসমূলক ভোট দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

বর্ত্তমান চ্যান্সেলার নাৎসিদলের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেও সোশ্যাল ডিমোক্রাট এবং কমিউনিষ্টদল গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া গোলযোগ সৃষ্টি করিবার চেষ্টায় আছে।

বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের আশা ছিল যে, আগামী খৃষ্টমাস উৎসব পর্য্যন্ত শান্তিতে কাটাইবেন। অনেকে আশা করিতেছেন যে বিপক্ষদল গবর্ণমেণ্টকে বিতাড়িত করিতে পারিবে না।

ইটালীর মুদ্রঋণ

ইটালির গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে; আগামী ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে আমেরিকার প্রাপ্য টাকার সুদ মাত্র পরিশোধ করিবেন।

আগামী জুন মাসে আসল টাকার কিস্তি দিবার কথা আছে; ইটালি সেই টাকা পরিশোধের সম্বন্ধে আপত্তি করিবেন বলিয়া অনুমান হয়।

ইটালির ফ্যাসিষ্ট গ্র্যাণ্ড কাউন্সিল বলেন যে, ইটালি যে অবস্থায় চুক্তি সাহি করিয়াছে, সে অবস্থার বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে; সুতরাং আমেরিকার যুক্তরাজ্যের বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট হুভার এবং ভবিষ্যৎ প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের সহিত সমস্ত বিষয়ে পুনরায় আলোচনা করা আবশ্যক।

ভারতে রুষের কেরোসিন

ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া অয়েল ট্রেডিং কোম্পানী দশ লক্ষ টনেরও অধিক রুষীয় কেরোসিন তৈল ভারতে আমদানি করিবার চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন।

ভারতে ভারতীয় সৈন্য

লণ্ডনের রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে সমস্ত ভারতীয় সৈন্যদল ভারতবাসীর দ্বারা গঠিত হইবে এইরূপ প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা হয়। কতদিনে ভারতে কেবলমাত্র ভারতবর্ষের জাতীয় সৈন্যদল দেখা যাইবে, সে সম্বন্ধে বিচার করিয়া

গবর্ণমেন্ট যাহাতে শীঘ্র একটী মিলিটা কাউন্সিল নিযুক্ত করেন, সে সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়।

অটোয়া চুক্তি সমর্থিত

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাতে অটোয়া বাণিজ্যচুক্তির সমর্থন হইল।

তিন বৎসর স্থায়ী ব্যবস্থা

স্যার হরিসিং গৌর একটী সংশোধ প্রস্তাব করেন; তাহাতে এই চুক্তি তি বৎসরের জন্য স্থায়ী হইবে এবং ছয় মাসে নোটিসে ভারত চুক্তির বাহিরে আসি পারিবে।

ব্যবস্থাপক সভা এই সংশোধক প্রস্তা গ্রহণ করেন।

ভারত ও সাম্রাজ্যের সুবিধা

অর্থসচিব বলেন যে এই চুক্তি ভারত বৃটিশবাণিজ্য সঙ্ঘের মধ্যবর্ত্তী করি ভারতের যেমন উপকার করিল, বৃটি বাণিজ্য সঙ্ঘ ও ভারতকে মধ্যে পাই সেইরূপই বল পাইল এবং ইহাতে নিখি বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবসায়ের ও সুবিধা হইব সম্ভাবনা হইল।

ভারতের রক্ষণ ব্যবস্থা বজায়

বাণিজ্যসচিব বলেন যে, এই চু ভারতের শিল্প রক্ষণ ব্যবস্থার অন্ত স্বরূপ হইবে না; কোন্ পণ্যদ্রব্যে উপর কত টেক্স বসিবে, সে সম্বন্ধে বিচ ভার সম্পূর্ণরূপে ভারতেরই রহিল।

বৈষম্য বজায়

ইউরোপে বৈষম্য বজায় রহিল ইংলণ্ড, আমেরিকার যুক্তসাম্রাজ্য, ফ্রা এবং ইটালি একমত হইয়া সিদ্ধান্ত কর ছেন যে, জার্ম্মানী অন্যান্য শক্তির সা সমাবস্থা দাবী করিলেও তিন বৎসরক তাহাকে ঐ সুবিধা দান করা হইবে না

---

১০৬ জন নাবিক কোথায়?

জাপানী জাহাজ সাওয়ারাবি ফরমোসা দ্বীপের চড়ায় লাগিয়া বা তাহার ১০৬ জন নাবিককে পাওয়া যা তেছে না।

লাটের দরবার

গত ৬ই ডিসেম্বর তারিখে বঙ্গের সাহেব একটী দরবার আহ্বান করে দরবারে ২৯টী ভারতীয় উপাধি দান হয়।

টেলি — শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈনিক

Reg. No. C1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি | ২৩৩তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৩শে অগ্রহায়ণ সোমবার ১৩৩৯, ১২ই ডিসেম্বর ১৯৩২

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৹

নদীয়ার নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট

বড়লাট ও ছোটলাটের ক্ষমতা

নদীয়া স্বায়ত্তশাসন বিভাগ

কৃষ্ণনগরে ম্যালেরিয়া

নদীয়া লোকাল বোর্ড

প্রজাবর্গের অবস্থা

গোলটেবিলে গোলযোগ

নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটি

গুলাতে সাহেব আহত

মদ্য ব্যবসায় চলিবে না

আপীলে প্রাণদণ্ড

নানা কথা

নদীয়ার নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট

নদীয়ার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার টি. সি. রায় চার মাসের অবকাশ গ্রহণ করিলেন। তাঁহার স্থানে মিষ্টার ডাউ কার্য্য করিবেন। ডাউ সাহেব রংপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

মিষ্টার টি. সি. রায় একজন কৃতবিদ্য এবং জনপ্রিয় ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি কৃতিত্বের সহিত নদীয়া শাসন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ে নদীয়া জেলার উপর দিয়া একটা বিরাট রাজনৈতিক ঝড় চলিয়া গিয়াছে। এ সময় তিনি না থাকিলে অবস্থা গুরুতর দাঁড়াইত।

নদীয়া স্বায়ত্তশাসন বিভাগ

আগামী ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে নদীয়া লোকাল বোর্ডের অধিবেশন হইবে। লোকাল বোর্ড হইতে শ্রীযুক্ত বাবু গগনচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বর স্বরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন; তিনি বার্দ্ধক্য নিবন্ধন কার্য্য করিতে অসমর্থ হওয়ায় তাঁহার স্থানে লোকাল বোর্ড হইতে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের জন্য একজন নূতন মেম্বর নির্ব্বাচিত হইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রঞ্জিত পাল চৌধুরী এবং মৌলবী বেকমত আলি সাহেব গগন বাবুর স্থান অধিকার করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন। এই ব্যাপারে হৈ চৈ পড়িয়াছে।

কৃষ্ণনগরে ম্যালেরিয়া

গত চল্লিশ বৎসরে কৃষ্ণনগরের জনসংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার কমিয়াছে; অর্থাৎ গড়ে প্রতি বৎসর ১২৫ জন করিয়া লোক কমিতেছে। কৃষ্ণনগর একটী ডিষ্ট্রিক্ট টাউন. এখানে এরূপ ভাবে লোক সংখ্যার হ্রাস হওয়া বাস্তবিকই ভীতিজনক; জনসংখ্যা কমিবার প্রধান কারণ ম্যালেরিয়া এবং বাসিন্দাগণের বিদেশে কর্ম্ম গ্রহণ।

ম্যালেরিয়ায় প্রতি বৎসর কত লোক মারা যায় এবং কতলোক প্রতি বৎসর বিদেশে চাকরী করিতে যায়, তাহার হিসাব প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক।

দুই বৎসর পূর্ব্বে মিউনিসিপ্যালিটি হইতে একটী হিসাব বাহির হয়; তাহাতে জনগণের আশার সঞ্চার হয় নাই।

নদীয়া লোকাল বোর্ড

নদীয়া লোকাল বোর্ডের মেম্বরগণের কার্য্যকাল ডিসেম্বর মাসে শেষ হইবার কথা ছিল; স্বায়ত্তশাসন বিভাগের আদেশানুসারে তাঁহাদের কার্য্যকাল বৃদ্ধি হইল। পুনরায় আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত বর্ত্তমান মেম্বরগণ কার্য্য করিবেন।

নবদ্বীপ খেয়াঘাট

নবদ্বীপ খেয়াঘাট সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া দরকার। স্বরূপগঞ্জ হইতে ওপার ঘাট পর্য্যন্ত নৌকা খেয়া থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং ওপার ঘাটে মোটর, গো যান প্রভৃতি উঠিবার আরও ভাল বন্দোবস্ত হওয়া উচিত। এসম্বন্ধে শীঘ্র ব্যবস্থা করিলে বহু লোকের সুবিধা হয়।

বদলি

নদীয়ার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিষ্টার এইচ. এল. সাহা মালদহে বদলি হইলেন; তাঁহার স্থানে মিঃ সিনহার পুলিশ সাহেব হইবেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম — মায়াপুর — নদীয়া

সপ্তম বর্ষ. { ২৯ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৬, ২৬শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ ১২ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩২ সোমবার } ২৩৩তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাৎসরিক মহা-মহোৎসবোপলক্ষে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ কয়েকদিবস হইতে শ্রীমঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন, একথা পাঠকগণ সকলেই অবগত আছেন।

গত ১৭ই অগ্রহায়ণ শনিবার স্বামিজী মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ দিল্লীর ৮নং শিবাজী প্রেসে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

মাতা যশোদা যখন দধি মন্থন করিতেছিলেন, তখন বালক কৃষ্ণ দুগ্ধ পানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মাতাকে দধি-মন্থনে ব্যস্ত দেখিয়া মন্থনদণ্ডটী ধারণ করিলে, যশোদা স্নেহপরবশ হইয়া কৃষ্ণকে দুগ্ধ পান করাইতে লাগিলেন। এমন সময়ে নিকটেই উচ্ছলিত দুগ্ধ রক্ষা করিবার জন্য দুগ্ধ-পানে অতৃপ্ত অবস্থায় কৃষ্ণকে রাখিয়া চলিয়া যান। কৃষ্ণ দুগ্ধপানে অতৃপ্ত হেতু ক্রোধ পরবশ হইয়া সম্মুখস্থ দধিভাণ্ড ভগ্ন করিলেন। তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে যশোমতীর সঞ্চিত নবনী শিকায় তোলা দেখিয়া উদুখলের উপর চড়িয়া সেই সঞ্চিত নবনী বানরকে খাওয়াইলেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের এবম্প্রকার লীলার দ্বারা আমরা এই শিক্ষা পাইলাম যে, ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ যে শ্রীভগবান্, তাঁহার সেবা পরিত্যাগ করিয়া মায়ার কবলে কবলিত যে সকল জীব এই প্রকার-সংসার রূপ ভাণ্ডতে মনরূপ দণ্ডের দ্বারা মন্থন করিয়া নবনীতরূপ অর্থ সঞ্চয় করে, তাহাদের সেই সঞ্চিত অর্থ বানরের ভক্ষ্য হয়। অতএব নিজেন্দ্রিয়-তৃপ্তি বিধান না করিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তি বিধান করা মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য। পাঠান্তে ব্রহ্মচারিগণ "নন্দের নন্দন যশোদা জীবন" এই পদটী কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে সমাগত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাদিগকে মহাপ্রসাদ বিতরণ হয়।

গৌরপ্রেষ্ঠ আচার্য্যদেব যেমন নিজে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে ধামেশ্বর শ্রীমন্মহা-প্রভুর সেবায় নিযুক্ত অপরদিকে তেমনি শ্রীধামের উন্নতিকল্পে তিনি সর্ব্বক্ষণ চেষ্টিত থাকিয়া পৃথিবীবাসী সকলকেই শ্রীধাম ও ধামেশ্বরের সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য চেষ্টাযুক্ত। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের সেবায় সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত না হইলে যে জীবের কোনকালেই প্রকৃত মঙ্গল লাভ হইবে না, এই কথা নিখিল জীবকে প্রাণে প্রাণে অনুভব করাইবার জন্যই আজ গৌরপ্রেষ্ঠের কত না সেবার বিচিত্র কৌশলজাল-বিস্তার! পৃথিবীর সর্ব্বত্র সেবা-কেন্দ্র স্থাপন করিয়া অবিশ্রান্ত-বিধ্বংসী কীর্ত্তনযজ্ঞের আবাহন!

গৃহস্থের গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম সংরক্ষণের মূল প্রবৃত্তিটী কোথায়—গৃহমেধী না হইয়া প্রকৃত গৃহস্থ কিসে হওয়া যায়, তাহারই আদর্শ প্রদর্শনার্থ গৌরসুন্দরের কীর্ত্তন-যজ্ঞস্থলী শ্রীবাস-অঙ্গনকে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া তাহারই চতুর্দ্দিকে আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশে শ্রীধাম-মায়াপুরবাসী গৃহস্থ ভক্তগণের শুক্ল-গৌরাঙ্গ গৌড়ীয়-সেবোপযোগী গৃহাবলী শ্রেণীবদ্ধ ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে ও হইতেছে। শ্রীল প্রভুপাদ এই সকল সেবা কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ জন্যও বহু ব্যক্তিকে নিযুক্ত রাখিয়া তাহাদিগকে শ্রীধামের সেবা-সুযোগ প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধামে শুভাগমন করা অবধি বহু ব্যক্তিকে বহু ভাবে শ্রীধামের ও ধামেশ্বরের সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য উৎসাহিত করিতেছেন। গত ৭ই ডিসেম্বর বুধবার অপরাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং কতি-পয় সেবোৎসাহী ভক্ত সমভিব্যাহারে শ্রীধামের নব-নির্ম্মিত ও নির্ম্মীয়মান গৃহা-বলীতে উপস্থিত হইলে তত্তৎ গৃহসমূহের বিবিধ উন্নতি বিধান করণোদ্দেশ্যে তৎ-কার্য্যে নিযুক্ত সেবকগণকে উৎসাহান্বিত করিয়াছেন। আশা করা যায় অনতিবিলম্বেই সেই সমস্ত কার্য্য শেষ হইবে।

অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিভিন্ন দূরদেশ হইতে সমাগত ও শ্রীধামবাসী-ভক্ত-বৃন্দের যাতায়াতের সুবিধার জন্য কয়েকটী রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে। উক্ত রাস্তা-সমূহের আরও উন্নতিবিধানের জন্য শ্রীল প্রভুপাদ সেবকগণকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। শীঘ্রই ঐ সমস্ত কার্য্যের জন্য লোক নিযুক্ত হইতেছে।

গত ১৮ই অগ্রহায়ণ হইতে ২০শে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী কাশী সনাতন গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ কাশী যোগাশ্রমে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে কপিল-দেবহূতি সংবাদ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অজ ভগবানের জন্ম-লীলা, তাঁহাতে শরণাগতির নিয়ম, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তাবস্থা, সৎ-সঙ্গের প্রভাব, সাধুর লক্ষণ, দেবগণ হইতেও সাধুগণের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বিষয় শাস্ত্রযুক্তিসহ সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার সমাগম হইয়াছিল। তন্মধ্যে পণ্ডিত শ্রীযুত ভুপেন্দ্রনাথ সান্যাল, শ্রীযুত ক্ষেত্রনাথ কবিরাজ, শ্রীযুত ভবতারণ রায় কবিরাজ, যোগাশ্রমের বর্ত্তমান মোহান্ত সেবানন্দ মহারাজ, শ্রীযুত যোগানন্দ স্বামী, শ্রীযুত অমলকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুত বিজয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পাঠান্তে সম্প্রদায়ের আবশ্যকীয়তা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া স্বামিজী শাস্ত্র উদ্ধারপূর্ব্বক বুঝাইয়া দেন যে, সম্প্রদায়বিহীন ব্যক্তি-গণের মন্ত্র জপ নিষ্ফল হইয়া যায়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৯ কেশব সর্ব্বশিব সঙ্কষণ ৪৪৭

ঢাকায় এবার একটী পারমার্থিক প্রদর্শনী উদ্ঘাটিত হইবার প্রস্তাব চলিতেছে। উহা কার্য্যে পরিণত হইলে আগামী জানুয়ারী মাসেই দেখিবার সুবিধা হইবে।

—

শুনা যায়, ঢাকার কালেক্টর প্রদর্শনীর কার্য্যের জন্য ছয় বিঘা ভূমি দিতেছেন। উহা পুরাতন পল্টনের ভূমি নামে খ্যাত। কলিকাতায় যেরূপ প্রদর্শনীতে দর্শকবৃন্দের আধিক্য দেখা গিয়াছিল, পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানীতেও তদপেক্ষা কম সহানুভূতি পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না। ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের উদ্যোগেই এই পারমার্থিক প্রদর্শনী সম্পাদিত হইবে।

———

সম্প্রতি কুলিয়া-নবদ্বীপস্থ বুড়াশিবতলায় শ্রীযুত হরিদাস গোস্বামী মহাশয় প্রস্তাবিত একটি সার্ব্বজনীন শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবা-সঙ্ঘের কেন্দ্র-সভার সভাপতি হইয়াছেন। এই সঙ্ঘে বিবিধ শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের সমাবেশ হইয়াছে। কতিপয় পল্লসমিতিও ইহাতে যোগদান করিয়াছেন। সঙ্ঘের উদ্দেশ্য— শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া সকল শ্রেণীর চিত্ত আকর্ষণ করা। গান্ধিজীর অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জনের সম্পূর্ণ অনুজ্ঞা-পালন বোধ করি ইহাদের ব্রত নহে। তবে ভোগাদির সমাধান, সেবা-পূজা সঙ্ঘের মনোমত সদাচারী আচার্য্য-সন্তানের দ্বারা হইবে এবং প্রতি প্রহরে ১০৮টি ঘট গঙ্গাজলের অভিষেক হইবার প্রস্তাব চলিয়াছে।

———

বিবিধ শ্রেণীর সামাজিকগণের দ্বারা সঙ্ঘ স্থাপিত হইলে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধারণার পার্থক্য-হেতু সঙ্ঘের কার্য্য কতদূর সাধিত হইবে, আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। আলোক ও অন্ধকারের একত্র সঙ্ঘ কিরূপে সম্ভব? পবিত্রতার প্রকার-ভেদ ও বিচার-বৈষম্য সঙ্ঘের উদ্দেশ্যের কতদূর সিদ্ধি লাভ করাইবে, তাহাই বিচার্য্য। বাহিরের আনুষ্ঠানিক ব্যাপারেই বা সকলে যে একমত হইবেন, এরূপ ধারণা কতদূর সঙ্গত, তাহা জানা যায় না।

শ্রীযুত পীতাম্বর দাস বাবাজী শ্রীহট্টের শ্রীগৌরগোপাল ভক্তাশ্রমকমিটির পক্ষ হইতে উক্ত উদ্দেশ্যের প্রস্তাব করেন। তাঁহাদিগের সাহায্যাবলম্বনেই এই সঙ্ঘের আয়োজন। তবে ঐবিষয়ে কোলদ্বীপের অনেকেই নানাপ্রকার বিভিন্ন মতভেদ পোষণ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের সমগ্র ১০ম স্কন্ধ শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের ভাগবত-তাৎপর্য্য, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের "সারার্থ-দর্শিনী"-নাম্নী বিস্তৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ-সহ কিঞ্চিদূন সহস্র পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছেন। দশমস্কন্ধ-পাঠক ও পুস্তক সংগ্রহার্থীর পক্ষে ইহা সুবর্ণ-সুযোগ। সম্প্রতি এই গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বার টাকার স্থলে ডাক মাশুল সমেত ভিপিতে ৮৲ আট টাকা নির্দ্ধারিত হইল। গ্রাহকগণের নিকট এই সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত।

শ্রীমদ্ভাগবতের এই সংস্করণে শ্লোক-সূচী ব্যতীত পাত্রসূচি, স্থানসূচি, ও বিষয়-সূচি এবং প্রতি অধ্যায়ের কথাসার প্রভৃতি থাকায় বিদ্বৎ সমাজে ইহার উপযোগীতা মুক্তকণ্ঠভাবে প্রশংসা আকর্ষণ করিয়াছে।

আমরা প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের গত ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখের হরিকথার কতকাংশের দিগ্দর্শন গত সংখ্যায় প্রদান করিয়াছি। অবশিষ্টাংশের কয়েকটী কথা নিম্নে বর্ণিত হইল।

শ্রীগৌরসুন্দর গয়া হইতে প্রত্যাগমন করিয়া শব্দের বিশ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি ছাত্রগণকে শিক্ষা দেন; তিনি প্রচার করেন যে, প্রত্যেক শব্দের, প্রত্যেক অক্ষরের অর্থই শ্রীকৃষ্ণ।

পিত্তোপতপ্ত রসনায় যেমন শর্করার ঠিক আস্বাদন পাওয়া যায় না, তেমনি বিষয়-মলিনতায় আচ্ছন্ন আমাদের কর্ণে মধুর হরিনাম ভাল লাগে না। আমরা বৈকুণ্ঠ নাম উচ্চারণ বা শ্রবণ করিতে পারি না, কিন্তু বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণই একমাত্র কর্ত্তব্য, কারণ—'বৈকুণ্ঠ-নাম-গ্রহণং অশেষাঘহরং বিদুঃ'

রক্তের বন্ধই অঘ; কৃষ্ণনাম-গ্রহণে তাহা দূরীভূত হয়। নামই আবশ্যক; নামাপরাধ প্রয়োজনীয় বস্তু নহে; নামাপরাধ বর্জ্জনীয়।

যদি হরিস্মরণে সরসং মনঃ
যদি বিলাস-কলাসু কুতূহলম্।
মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব-সরস্বতীম্॥

—যদি হরিস্মরণে চিত্ত রসপূর্ণ হইয়া থাকে, যদি রাধাকৃষ্ণের রাস, কুঞ্জ প্রভৃতি বিবিধ লীলায় প্রবেশ করিবার নিমিত্ত কৌতূহল হইয়া থাকে, তাহা হইলে জয়দেব কবির মধুর, কোমল ও রমণীয় পদাবলীতে গ্রথিত বাক্যাবলী শ্রবণ কর।

অনর্থ-মুক্ত রসিক ভক্তগণই এই গ্রন্থের অধিকারী। শ্রীগীতগোবিন্দ অথবা শ্রীমদ্ভাগবত কথা বাজে লোকের পাঠ্য নহে। ইহা ভক্তগণের আস্বাদ্য। শ্রীমদ্ভাগবতও (ভাঃ ১।১।৩) বলেন:—

পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥

—হে রসিক সকল, এই রসস্বরূপ ফলকে সর্ব্বদা পান কর। হে ভাবুকসকল, রস-তত্ত্বে পরম-লয় অর্থাৎ নিমগ্নভাব যে পর্য্যন্ত না হয়, তৎকালাবধি এই জগতে (অপ্রাকৃত ভাবুকরূপে) ভাগবতের আস্বাদন কর। নিমগ্ন হইলেও এই পরম রস আবার নিত্যই পান করিতে থাকিবে।

ভয় ও তাহার প্রতিকার

(শ্রীযুক্ত সত্যাঞ্জন সেন এম-এ, বি-এল্)

সারা জগৎ একবার "সাজ! সাজ!" করিয়া উঠিয়াছিল—যখন জার্ম্মানির যুদ্ধ-সজ্জায় সমস্ত জগৎ ভীত, সন্ত্রস্ত ও চকিত। সেই যুদ্ধের ফলে দেশ জনহীন, পিতা পুত্রহীন, পত্নী পতিহীন হইয়া হাহাকারে নিখিল বিশ্ব পূর্ণ করিল।

তাহার পর আসিল ভাগের পালা—কে কোন্ দেশ ভোগ করিবে, কে কত টাকা ভোগ করিবে। যে কম পাইল, সে ক্ষুণ্ণ হইল—অপরে বেশী পাইয়াছে বলিয়া। আর যে বেশী পাইল, সে ক্ষুণ্ণ হইল আরও বেশী না পাইয়া; মোট কথা কেহই পূর্ণ তুষ্টি লাভ করিল না।

অবশেষে আসিল রক্ষার পালা—যাহা পাইয়াছে তাহার রক্ষা কিরূপে হইতে পারে। হিরণ্যকশিপু তাহার শরীরের উপর মৌরসী মকররি স্বত্ব লাভের জন্য কি চেষ্টাই না করিয়াছিল। তাহার শিষ্য-বৃন্দ এই বিংশ শতাব্দীতে তদপেক্ষা অসম্ভব কামনা করিয়া বসিয়াছে।

সভ্য জগৎ চায় যে, প্রত্যেকেই নিজের স্বার্থ বজায় রাখিয়া চলুক—কিন্তু এরূপ আকাঙ্ক্ষা কপটতাপ্রসূত মানসিক বৃত্তি-মাত্র। প্রকৃত কথা এই যে, প্রত্যেকেই প্রবলকে দুর্ব্বল করিয়া দুর্ব্বলকে পদদলিত করিতে চায়।

জাতিসঙ্ঘ জেনেভায় বাহ্যতঃ নিরস্ত্রী-করণেই আত্মনিয়োগ করিয়াছেন; কিন্তু গত নয় মাসের মধ্যে কোন কাযাই হইল না। একজন প্রসিদ্ধ রাজনীতি-বিশারদ বলেন যে, বর্ত্তমান অবস্থায় নিরস্ত্রীকরণের অন্তরায় ভয় ও অবিশ্বাস। সকলেই সমান ঈর্ষাপরায়ণ, লোভের দাস; কে কাহার উপর নির্ভর করিবে? নিরস্ত্রীকরণ হইলেও ভয় দূর হইবার উপায় নাই। ভয় দূর করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইলে ভয়ের উৎপত্তি স্থল নির্ণয় করা আবশ্যক।

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদ্
ঈশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।"

কৃষ্ণ হইতে ইতর যে মায়া, তাহাতে অভিনিবিষ্টতা প্রযুক্ত জীবের ভয় হয়। কৃষ্ণবিমুখ বদ্ধজীবের কৃষ্ণের বহিরঙ্গা মায়াকর্ত্তৃক ভগবৎস্বরূপের অস্ফূর্ত্তি হইলে স্ব-স্বরূপবিস্মৃতি-জনিত "আমি দেহ" এই বিবর্ত্তমূলক বুদ্ধিবৈপরীত্য হয়, তাহা হইতে স্বরূপ হইতে ভিন্ন বস্তু দেহাদিতে আবেশ-বশতঃ দেহ, দ্রবিণ ও সুহৃদের জন্য ভয় হয়। এই ভয় নিবারণের একমাত্র উপায় উপনিষদে নির্দ্দিষ্ট আছে:—

'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন॥'

যাহার ইয়ত্তা না পাইয়া বাক্য ও মন নিবৃত্ত হয়, সেই ব্রহ্মের আনন্দ লাভ করিলে, কখনও ভয় অভিভূত করিতে পারে না।

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি
নিঃসৃতম্।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে
ভবন্তি॥
ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥ কঠ

যিনি "ভয়ং ভয়ানাং", সেই বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ না করিলে কখনই ভয় হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় না।

হিরণ্যকশিপু এই সমস্ত তত্ত্ব জানিত না, তাই সে মৃত্যুর ভয়ে ভীত হইয়া অমরত্ব বর চায় এবং তাহার বংশধরেরাও প্রকারান্তরে ঐ চেষ্টা করিতেছে।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ২৲
৪। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
। জৈবধর্ম্ম ২৲
। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
দ্বীপ-দিগ্-দর্শন
। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
৩। গীতমালা ৴১০
৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৭৩ গৌরাব্দ) ৶০
। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
৯। শরণাগতি ৴০
। গীতাবলী ৴০
। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
। সাধনকণ ৴০
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪। নবদ্বীপশতক ৴০

৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৶০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। বৈষ্ণববোধঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাধারবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ কল্পতরু ৴০
৭২। গীতাবলী ১৲
৭৩। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু ৴০

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৵৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শুদ্ধ-তত্ত্বপথ-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীলভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজী ভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—দীনবাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দি ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

কেশোর পাচন

সকল প্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের গ্রাহকের জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাঁইট ॥৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

আফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

জে. বি. দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল খাঁটি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে [illegible] এ, এম, এ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কৃষ্ণনগর-স্বরূপগঞ্জ রাস্তা

কৃষ্ণনগর হইতে স্বরূপগঞ্জ পর্য্যন্ত রেল লাইনের ধার দিয়া যে রাস্তা আসিয়াছে, তাহার অবস্থা শোচনীয়। বর্ত্তমানে সে রাস্তা দিয়া মোটর যাতায়াত করে, সুতরাং রাস্তার উন্নতির দিকে কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ অবহিত হওয়া আবশ্যক। পূর্ব্বেও এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা হয়; তাহাতে রাস্তার আংশিক উন্নতি হইলেও তাহা যথেষ্ট নহে।

নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটি

নবদ্বীপের রাস্তাঘাটসমূহ সম্বন্ধে নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃপক্ষের উদাসীন্য অত্যন্ত অধিক বলিয়া অনুমিত হয়। রাস্তার জল দিবার বন্দোবস্ত থাকিলেও তাহাতে উপযুক্ত কাষ্য হয় কি না, সে সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ড্রেণগুলি এই কয় মাস তেমন পরিষ্কৃত রাখা হয় নাই; নানা কারণে রাস্তায় এত অধিক দুর্গন্ধ যে, সাধারণের স্বাস্থ্যহানি অবশ্যম্ভাবী।

এখানে দেশবিদেশ হইতে বহু লোক সমাগম হয়; সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষের উচিত ... সহরটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।

ঘুড়ঘুড়ের খাল

নদীয়া জেলার মধ্যে ঘুড়ঘুড়ের খালটী উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমানে ঐ খালটীর অবস্থা এরূপ হইয়াছে যে এখন প্রায় সমস্ত খালটীতেই চাষ আবাদ হইতেছে; খালটা শুকাইয়া গিয়াছে। যদি দুটী বাঁধ কাটিয়া জলের পরিমাণ নিয়মিত করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে অনেক গ্রামের পানীয় জলের সুবিধা হয় এবং গবাদি পশুর ও উপকার হয়। এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক।

প্রজাবর্গের অবস্থা

নদীয়া জেলা তথা নিখিলবঙ্গের অধিকাংশ প্রজারই অবস্থা অতি শোচনীয়। চাষে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য অতিরিক্ত কমিয়া যাওয়ায় তাহারা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে এবং জমিদারের খাজানা দিতে পারিতেছে না।

জমিদারেরা ও প্রজার নিকট খাজানা আদায় না করিতে পারিয়া তাহাদিগের নিকট প্রাপ্য রাজস্ব দিতে না পারায় দেশময় হাহাকার উঠিয়াছে।

রাহাজানি

পাঠক অবগত আছেন গত ১৭ই নবেম্বর কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের ঢাকাস্থিত শাখার এক দারোয়ানের হাত হইতে একটি সুটকেশ ছিনাইয়া লওয়ার অভিযোগে গৌরচন্দ্র বর্ম্মণ প্রভৃতি ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। উহাদিগকে আদালতে হাজির করা হইয়াছিল। আগামী ২১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত উহাদিগকে আটক রাখার জন্য আদেশ হইয়াছে। প্রকাশ যে, ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজন নাকি দোষ স্বীকার করিয়াছে।

গোলটেবিলে গোলযোগ

স্যর তেজবাহাদুর সপ্রু, মিষ্টার জয়াকর প্রভৃতি গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিনিধিবৃন্দ লর্ড স্যাঙ্কিকে একখানি প্রতিবাদ পত্র দিয়া বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন যে, সৈন্য এবং অর্থ বিভাগ সম্বন্ধে ভারত সচিব যে বিবৃতি দান করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। এই সমস্ত প্রতিনিধি কনফারেন্সের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে আশার পোষণ করিয়াছিলেন তাহা তাহা চূর্ণীকৃত হইয়াছে।

তাঁহারা ক্যাবিনেটকে জানাইয়াছেন যে, স্যার সেমুয়েল হোর সৈন্য বিভাগ সম্বন্ধে যে বিবৃতি দান করিয়াছেন তাহা ভারতবাসীদের মধ্যে কেহই গ্রহণ করিবে না; এবং ভারতীয় রাজনীতিকগণের কোন দলই এরূপ সর্ত্তযুক্ত ব্যবস্থা কোন কালেই গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

বড়লাট ও ছোটলাটের ক্ষমতা

বিলাতের গোলটেবিল বৈঠকে যেরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, তাহাতে অনুমিত হয় যে প্রাদেশিক গবর্ণরগণের অর্ডিন্যান্স প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা থাকিবে না; একমাত্র ভারত গবর্ণমেণ্ট অর্ডিন্যান্স প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

সময় সময় প্রদেশ সমূহে এরূপ অবস্থার উদ্ভব হয় যে, গবর্ণরগণ বিশেষ ক্ষমতা চালিত করিতে বাধ্য হন; এই জন্য গবর্ণর জেনারেল যে ক্ষমতা পরিচালিত করেন, প্রদেশসমূহের স্থানীয় ব্যাপারে গবর্ণরগণের তদপেক্ষা অধিক ক্ষমতার দরকার।

আপীলে প্রাণদণ্ড

ভাগলপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ কর্ত্তৃক যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া তুলসী গদোল্ব উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে পাটনা হাইকোর্টে আপীল করিয়াছিল। ফলে প্রধান বিচারপতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের স্থলে তুলসীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

প্রকাশ, আপীলকারীর ভ্রাতা নাকি আপীলকারীর স্ত্রীর সহিত অবৈধ মেলামেশা করিত এবং ঐ কারণে আপীলকারী তাহার ভাইকে হত্যা করে।

প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতি কুপ পুনরায় ট্রাইবিউনাল গঠন করিয়া বিচারে এই সিদ্ধান্ত করেন যে, আসামী নিঃসন্দেহে অপরাধী এবং দণ্ডাদেশ প্রদানকালে সন্দেহের বিষয় উল্লেখ করিয়া আইনের গণ্ডী এড়ান চলে না। অপর কোন সন্তোষজনক কারণ না পাইয়া আসামীর অপরাধের পক্ষে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডাদেশ দেওয়া সমর্থনযোগ্য বলিয়া বিবেচিত না হওয়ায় উহার পক্ষে প্রাণদণ্ডাদেশ দেওয়া হইল।

গুলীতে সাহেব আহত

কলিকাতার ১৯নং লাউডন ষ্ট্রীটের অধিবাসী মিঃ টি ডাবলিউ হ্যামিণ্টনকে বন্দুকের গুলীতে আহত অবস্থায় প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হইয়াছে। তাঁহার অবস্থা সঙ্কটজনক বলিয়া প্রকাশ। বন্দুকের গুলী মিঃ হ্যামিণ্টনের তলপেটে বিদ্ধ হইয়া দেহ ভেদ করিয়া গিয়াছে।

ব্রহ্ম বিচ্ছেদে আপোষ

ব্রহ্ম ব্যবস্থাপক সভায় বিচ্ছেদ বিরোধী দলের নেতা মিঃ বাথয় এবং বিচ্ছেদ-কামী নেতা মিঃ বা পে'র মধ্যে নাকি একটী আপোষ রফা হইয়াছে। প্রকাশ যে, উভয় দলের সদস্যগণ মিলিয়া প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের প্রস্তাব অনুসারে ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মদেশ স্বতন্ত্রী-করণের প্রতিবাদ করিবেন। তবে যদি অধিকতর শাসনসংস্কার পাওয়া যায় এবং আর্থিক দেনা পাওনায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসহ যখন ইচ্ছা ভারতীয় সংযুক্ত রাষ্ট্র হইতে বাহির হইবার অধিকার না পাওয়া যায়, তাহা হইলে প্রধান মন্ত্রীর প্রস্তাব মত ব্রহ্মদেশ স্বতন্ত্রীকরণের ব্যবস্থাই উভয় দল মিলিয়া সমর্থন করিবেন।

মদ্য ব্যবসায় চলিবে না

আমেরিকায় মদ্য ব্যবসায় পুনরায় প্রচলিত হইবে কিনা, সে সম্বন্ধে প্রতিনিধি সভায় বিচার হয়; ফলে কিছুই হইল না। নিবারণপন্থীর দল মদ্য ব্যবসায়ের প্রচলন আইনসঙ্গত করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা ভোটে পরাজিত হইলেন।

যুদ্ধঋণ

আমেরিকা ইংলণ্ডকে যুদ্ধঋণ সম্বন্ধে যে শেষ পত্র দিয়াছেন তাহাতে বলিয়াছেন যে, আগামী ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে টাকা চাই; কিস্তী পরিশোধের জন্য আমেরিকার যুক্ত সাম্রাজ্য ইংলণ্ডকে আর সময় দিতে অসমর্থ।

বিদ্রোহের আমলের লোক

সিপাহী বিদ্রোহের সময়ের একজন লোক ৯৫ বৎসর বয়সে কলিকাতায় মারা গেলেন। ইঁহার নাম ক্যাপ্টেন সি, এডওয়ার্ড। তিনি বিদ্রোহীদের বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়া ছিলেন।

সৈন্য বিভাগ

সার স্যামুয়েল হোর গোলটেবিলের প্রতিনিধিবর্গকে জ্ঞাত করিয়াছেন যে, তিনি সৈন্য বিভাগের খরচ কমাইবেন না, ভারতে ভারতীয় সৈন্যের অনুপাত বৃদ্ধি করিবেন না এবং ভারতের ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত সদস্যগণের মধ্যে কাহাকেও সমর সচিব নিযুক্ত করিবেন না।

ডাকলুঠে কারাদণ্ড

স্থানীয় এ, বি, এস, ই, স্কুলের ছাত্র কালীরঞ্জন দাসকে ১৯৩০ সালের ১ নং অর্ডিন্যান্সের ২ ধারানুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহার বাড়ীতে খানাতল্লাসী করিয়া সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই বলিয়া প্রকাশ। বালকটীকে রাজশাহী প্রেরণ করা হইয়াছে।

বিলাতে বাজারের দুরবস্থা

বিলাতে কাপড়ের ব্যবসায় যতদূর সম্ভব খারাপ হইয়াছে। গত সপ্তাহের বিক্রয় অত্যন্ত কম হয়।

বিষ পান

শুক্রবার প্রাতে ১৬নং নারিকেল ডাঙ্গা মেন রোড হইতে এম, কর্ম্মকার নামক এক ব্যক্তিকে এম্বুলেন্সের গাড়ীতে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। প্রকাশ যে, সে বিষ খাইয়াছিল।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৭শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার

লৌকিক সংবাদ বা লৌকিক বিচার আমাদের প্রয়োজনীয়, কিন্তু ঐগুলি সকলই পরিবর্ত্তনশীল। পাঠকের তাৎকালিক প্রয়োজনের জন্য ঐসকল সংবাদ নদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হয়। নিত্যবস্তুর আলোচনা ইহজগতে অপ্রয়োজনীয় নহে বলিয়া অপ্রাকৃত বিষয়গুলির আলোচনা সঙ্গত; এজন্য সাময়িক-পত্রে ঐহিক সংবাদ ও ইহলোকে পারত্রিকী আলোচনা,—আমাদের নিকট উভয়েরই প্রয়োজন আছে।

প্রাকৃত জগতে কালের অধীনতায় আমরা বাস করি বলিয়া আমাদের অপ্রাকৃতকালের সংবাদের প্রয়োজন নাই—এরূপ নহে। একান্ত পরম-প্রয়োজনীয় লোকদিগের অতীত কথার আলোচনার জন্য পারমার্থিক সাময়িকপত্রের প্রয়োজন আছে। উহা ভিতরের অংশে প্রকাশিত হয়। সাময়িক জাগতিক কথা বাহিরের অংশে পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করে। কেবল এই জগতের কথাই পাঠ করিলে পূর্ণতার হানি হয়।

আমরা ডাঃ এম্, আর, সিংহের "অম্ল-পিত্তান্তকবহি" ব্যবহার করিয়া ফল পাইয়াছি। ইহা অজীর্ণঘটিত কয়েকটি রোগেই ব্যবহৃত হয়। গিরিগোবিন্দ ঔষধালয়, বৃন্দাবন,—মথুরা—এই ঠিকানায় অম্লপিত্ত ও অজীর্ণরোগের এই অব্যর্থ মহৌষধ প্রতি শিশি ১৲ একটাকায় পাওয়া যায়—ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

সংবাদপত্রে প্রকাশ—বঙ্গবাণীর সম্পাদক শ্রীযুত গোপালদাস সান্যাল অসবর্ণ বিবাহ করিয়াছেন। ঘটনা কি সত্য? এই বঙ্গবাণী-পত্রিকায় কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীমায়াপুরের একটি ঘটনা বিকৃতভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাদিগকে সংশোধন করিতে বলা সত্ত্বেও কোন মনোযোগ দেন নাই। সংবাদপত্রে প্রকৃত ঘটনাই প্রকাশিত হওয়া উচিত।

আমরা "বাঙ্গালা ও বয়কট" শীর্ষক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক পাইয়াছি। তাহাতে প্রথমেই লেখা আছে:—"বিলাতী জিনিষ বয়কট করা কংগ্রেসের প্রথম প্রস্তাবে ছিল না। তখন দেশের লোককে সরকারের প্রদত্ত উপাধি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় ও সরকারী আদালত বয়কট করিতে বলা হইয়াছিল। সকলেই জানেন, দেশের লোক তাহা করে নাই। ....যখন কংগ্রেস দেখিল, কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে দেশের লোক কাজ করিল না.........তখন তাহারা নানা কথা বলিয়া বিলাতী জিনিষ বয়কটের আন্দোলন আরম্ভ করিল" ইত্যাদি।

আমরা ঐতিহাসিক নহি যে, কোন্ সময় কোন্ প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহার তারিখ মুখস্থ রাখিব তবে যতদূর স্মরণ হয়, তাহাতে মনে হয় যে আজ প্রায় ২৭ বৎসর গত হইল "বয়কট" অর্থাৎ বিলাতী দ্রব্য-বর্জ্জন আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। সে সময় উক্ত পুস্তকে লিখিত বয়কটের কথা শুনিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না; আবার কংগ্রেসের কথাও যে দেশের সকলে বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লয় তাও সত্য নহে।

উক্ত পুস্তকে লিখিত বয়কট প্রায় বার বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হয় বলিয়াই স্মরণ হয়। বঙ্গ ভঙ্গের সময় স্বদেশী আন্দোলন প্রথমে বঙ্গদেশেই আরম্ভ হয়। তখন কয়জন মিঃ গান্ধির নাম জানিত?

এক সময় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছিলেন "কে এক গড়াইয়া দিয়াছে?" তাহাতেও অনেকে আপত্তি করিয়া বলেন যে বঙ্গভঙ্গেরও বহু পূর্ব্বে ব্যানার্জ্জে এবং দাদাভাই নরোজী বিলাতী-বর্জ্জনের কথা প্রথম বলেন; সুতরাং এই সম্পর্কে আমরা পুস্তককারকে পুনর্ব্বিবেচনা করিতে বলি।

গোলটেবিল ও জনমত

গোলটেবিল বৈঠকের যে সমস্ত সংবাদ ভারতে পৌঁছিয়াছে, তাহাতে জনমত কিরূপ গঠিত হইবে, সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা সুবিধাজনক নয়।

কিছুদিন পূর্ব্বে যেরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে অনেকের মনে আশার সঞ্চার হয়; কিন্তু বর্ত্তমানে বাতাস ফিরিয়াছে; গবর্ণর জেনারেল এবং প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তাদিগের আর্ডিনান্স জারীবার ক্ষমতা, সামরিক বিভাগে ভারতীদিগের নিয়োগ, সামরিক ব্যয়, ভারতরক্ষণ ব্যাপারে বড়লাট সাহেবের ক্ষমতা, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার মতামতের অপেক্ষা না করিয়াই বিদেশে ভারতীয় সৈন্য নিয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে ভারতসচিব স্যার সেমুয়েল হোর যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা স্যার তেজবাহাদুর প্রমুখ উদারনীতিক ও শান্তিকামীর দলও গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিতেছেন; সুতরাং চরমপন্থীরা এই সম্বন্ধে কি মত প্রকাশ করিবেন তাহা সহজেই অনুমেয়।

ভারত ও ম্যাঞ্চেষ্টার

ম্যাঞ্চেষ্টারের তন্তুবায় শ্রমিকদিগের সহিত কারখানাওয়ালাদের বহুকালব্যাপী বিবাদের অবসান হইল। তাহাতে ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড় প্রস্তুতের ব্যবসায় উন্নতি লাভ করিবে বলিয়াই আশা করা যায়। বর্ত্তমান আপোষ ব্যবস্থানুসারে কার্য্য চলিলে প্রত্যেক তন্তুবায় ছয়টী করিয়া তাঁত চালাইতে পারিবে, তাহাতে খরচ কমিবে।

এ সমস্ত সত্ত্বেও ভারতে যে বিলাতী কাপড়ের ব্যবসায়ের বিশেষ সুবিধা হইবে, তাহা বোধ হয় না। পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে জাপান ইউরোপীয়দিগকে ব্যবসায় ক্ষেত্রে পরাস্ত করিয়াছে; ভারতে স্বদেশী আন্দোলনের ফলে যত না হউক, জাপানী কাপড়ের প্রচলনে বিলাতী কাপড়ের ব্যবসায় নষ্ট হইতে চলিয়াছে; অতিরিক্ত বাণিজ্য শুল্ক দিয়াও ইংরাজদিগের অপেক্ষা জাপানীরা সস্তায় দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতেছে।

ম্যাঞ্চেষ্টার যত কম খরচেই কাপড় প্রস্তুত করুক না কেন, ভারতীয় কলওয়ালাদিগের বেশী ভয় জাপানী ব্যবসায়ীকে।

স্ত্রীলোকের গণ্ডী

সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান, কর্ম্মজগতে স্ত্রীলোকের গণ্ডী রাজনীতি-ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের দায়িত্ব ও অধিকার—এই সমস্ত বিষয়ে বর্ত্তমানে অনেক গবেষণা চলিতেছে।

সম্প্রতি মিস্ ভিরা এন্টনি একখানি পুস্তকে শিল্পজগতে এবং গৃহস্থালীতে স্ত্রীলোকের স্থান নির্দ্দেশ করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, বর্ত্তমান যুগে স্ত্রীলোকেরা গৃহ-কর্ম্মাদি করে; তাহাতে তাহারা আনন্দও পায় না এবং তাহাতে অর্থ উপার্জ্জনও হয় না; বিবাহ সম্পর্কিত, মজুরীর আমলের আইন কানুন ও আচার ব্যবহারই এই সামাজিক বৈষম্যের কারণ। বর্ত্তমানে বিবাহের অর্থ-নৈতিক দিক্ দিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, স্ত্রীলোকের গার্হস্থ্য শ্রমে উৎপন্ন দ্রব্যের কোন আর্থিক মূল্যই নির্দ্দিষ্ট নাই; তাহার ফলে উৎপন্ন দ্রব্য এবং কৃতকর্ম্মের পরিমাণ বৃদ্ধির চেষ্টা নাই।

সমান কার্য্যের জন্য সমান পারিশ্রমিক এবং শিল্প ও ব্যবসায় বিভাগে বিবাহিতা স্ত্রীলোকদিগের অবাধ-নিয়োগ প্রথা অবলম্বিত হইলে শিল্পোন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা। ইহাতে স্ত্রীপুরুষের বৈষম্যমূলক নিয়োগও দূরীভূত হইবে।

এই সমস্ত মতের বিপক্ষে বলিবার অনেক কথা আছে; ইহাতে কমিউনিষ্ট গৃহস্থালীর সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা এবং তাহার শেষ ফল এই দাঁড়াইবে যে, পুত্র পিতাকে চিনিবে না এবং সমাজ একটা বিরাট বিশৃঙ্খলার মূর্ত্তি ধারণ করিবে।

প্রাচীনকালের সহিত সম্পর্ক কাটান সম্ভব হইবে না; ঘুড়ির সূতা ছাড়িয়া দিতে হইবে; কিন্তু কাটিয়া দিলে চলিবে না। উন্নতির দিকে ক্রমশই অগ্রসর হইতে হইবে, কিন্তু প্রাচীনকে একেবারে ধ্বংস করিয়া নহে। প্রাচীনকে বিকলাঙ্গ করিবেন না, তাহাকে পূর্ণাঙ্গ করুন।

জলকষ্ট

নবদ্বীপ থানার অধীন বামুনপুকুর ইউনিয়নের অধীন বল্লালদীঘি গ্রামে জলকষ্ট অত্যন্ত অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রামের দক্ষিণ দিকে একটী সামান্য খাল আছে; তাহার জল কার্ত্তিক মাসেই শুকাইয়া যায় এবং সাধারণের কষ্টের সীমা থাকে না; গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই গ্রামের নিকট শ্রীমায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠের কর্ত্তৃপক্ষ দুটী টিউবওয়েল স্থাপন করিয়াছেন। তাহা হইতে অনেকেই বিশুদ্ধ পানীয় জল পাইয়া থাকে। তবে বল্লালদীঘির লোকদের দূরত্ব নিবন্ধন একটু কষ্ট হয়। সুতরাং এই গ্রামে শীঘ্রই একটী নলকূপ কিম্বা ইন্দারার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক। যদি কদর্য্য জলপানে লোকের স্বাস্থ্যহানি অথবা সংক্রামক ব্যাধি দেখা যায়, তাহা হইলে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষই তাহার জন্য দায়ী হইবেন।

শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ. ৩০ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৬ ২৭শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ ১৩ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩২ মঙ্গলবার } ২৩৪তম সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিগত ১৫ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সেবক সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব বন্দনা ও গীতির পর শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীভরত মহারাজার উপাখ্যান পাঠ আরম্ভ হয়।

———

শ্রীমদ্ভাগবত মহারাজ ভরতকে মহাভাগবত অর্থাৎ বাসুদেবপরায়ণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি মহারাজেশ্বর রাজচক্রবর্ত্তী অর্থাৎ সমগ্র অজনাভেশ্বর হইয়াও বিষয়ে নিস্পৃহ ছিলেন। তিনি বিত্তশাঠ্য না করিয়া মহারাজোচিত যাবতীয় যজ্ঞাদি শ্রীবাসুদেবের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তিনি মহাভাগবত বাসুদেব-পরায়ণ হইয়াও তপঃ ধ্যানাভিনয়, স্মরণ-মননাদির ছল দেখান নাই অথবা বিত্ত-শাঠ্যাবলম্বনে যজ্ঞাদির দ্রব্যাহরণে কুণ্ঠিত হন নাই।

———

অনেক অকাল-পক্ক প্রাকৃত-সহজিয়া কর্ম্ম ত্যাগের ভান করিয়া স্বকীয় ইন্দ্রিয়-তোষণের ব্যবস্থা সাড়ে ষোল আনা রাখিয়া, হরিকথা শ্রবণে অজাতরতি অবস্থাতেই মহাভাগবত হইয়াছেন, মনে করেন। কিন্তু শ্রীভগবান্ বলেন,—

'তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥'

আমরা অনেকেই আনকারোপযোগী অর্চ্চন ও গুরু-বৈষ্ণব-সেবোপকরণ সংগ্রহে উদাসীন থাকি। চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য ও পেয় প্রভৃতি রসনেন্দ্রিয়তৃপ্তিকর দ্রব্যদ্বারা রসনা-লাম্পট্য বৃদ্ধিকেই ভজন বলিয়া চালাই—শুধুই স্মরণ-মনন লইয়া ব্যস্ততা দেখাই। অধিকার-ভেদে শাস্ত্রানুমোদিত পন্থানুসরণ নিষ্কপট ভজনেচ্ছুর সরলতা; তদ্ব্যতীত যত, সবই কপটতা বা ভজনে উদাসীনতা। ইহাতে কখনও মঙ্গল হয় না, বরং অমঙ্গলই প্রসব করিয়া থাকে।

———

যতদিন শ্রীহরিকথায় শ্রদ্ধা উদিত না হয়, ততদিন কর্ম্ম করা একান্ত কর্ত্তব্য। বিষয়ে স্পৃহাহীন অর্থাৎ বৈরাগ্যের উদয় না হইলে হরিকথায় শ্রদ্ধা জন্মে না। সুতরাং ফলাভিসন্ধিৎসা রহিত হইয়া শ্রীবাসুদেবের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল অপূর্ব্ব। উহাই বৈরাগ্যের জনক। কারণ, কর্ম্ম কর্ত্তার উদ্দেশ্যই ফল প্রদান করে। অবশ্য মহারাজ ভরতের ন্যায় মহাভাগবতের কর্ম্ম একমাত্র বাসুদেবের উদ্দেশ্যে হওয়ায় উহা ভক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে, যেহেতু পরম শ্রদ্ধার সহিত পরমাদরে সেই সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

———

নির্গুণ শ্রদ্ধা ভক্তিলতার একমাত্র বীজ। সগুণ শ্রদ্ধা ত্রিবিধ। তামসিক শ্রদ্ধায় অপরের অনিষ্ট সাধনেচ্ছা বলবতী থাকায় উহা অত্যন্ত গর্হিত ও হেয়। রাজস শ্রদ্ধায় কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি উদ্দেশ্য থাকায় ইন্দ্রিয়তোষণ ব্যাপার লক্ষিত হয়। সাত্ত্বিক শ্রদ্ধায় পুণ্যাদি কামনা থাকায় উহাও নিত্যমঙ্গলপ্রদ নহে। সুতরাং শ্রীবাসুদেব ভিন্ন দেবতান্তরে ঈশ্বর বুদ্ধিতে যাহা কিছু করা যায় তাহাই সগুণ শ্রদ্ধার মধ্যে পরিগণিত। নির্গুণ শ্রদ্ধা ব্যতীত যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহা অসৎ অর্থাৎ অনিত্য, তাহা সৎ নহে। সেই সকল অসৎক্রিয়া কোন কালেই মঙ্গল প্রসব করিতে পারে না।

———

সচ্ছাস্ত্র মাত্রেই নির্গুণ কর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন। সেই সকল শাস্ত্রকে পরিত্যাগ করিলে, নির্গুণ শ্রদ্ধাই পরিত্যক্ত হইয়া পড়ে। মহাভাগবত মহারাজ ভরতের একমাত্র নির্গুণ শ্রদ্ধাই তত্তৎকর্ম্মে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে নিযুক্ত ছিল। আমরা যদি মহাভাগবত মহারাজ ভরতকে আমাদিগের ন্যায় সগুণ শ্রদ্ধালু অহংকর্ম্মী অর্থাৎ নির্গুণ শ্রদ্ধার অভাবজনিত কর্ম্মকর্ত্তার ন্যায় একজন উদ্ধমর্ণ মনে করি, তাহা হইলে মহাভাগবতের চরণে অমার্জ্জনীয় অপরাধ সঞ্চয় করিব। আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া এই মহাজনের চরিত্র ক্রমে অনুশীলন করিয়া স্বীয় চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করিব। উক্ত চরিত্রই ভক্তি-সরণি।

———

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ নিউদিল্লী হনুমান রোডস্থিত শ্রীযুক্ত বাবু হরিপদ দাস মহাশয়ের বাটীতে গত ১৯শে অগ্রহায়ণ সোমবার তারিখে রাত্রি ৭ ঘটিকা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধ প্রথম অধ্যায় হইতে অজামিল উপাখ্যান পাঠ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রোতা রাজা পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করিলেন,—"যে উপায় অবলম্বনের দ্বারা জীবের পাপজনিত দুঃখ সমূলে নাশ হয়, সেই উপায় আমাকে বিশেষরূপে বলুন।" প্রশ্নোত্তরে শ্রীল শুকদেব বলিলেন—"পাপ-নাশের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করাই কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে বহু প্রকারের নরক ভোগ করিতে হইবে, যে পাপের জন্য যে নরক ব্যবস্থা আছে, তাহাতে গমন করিতে হইবে।" শ্রীমৎ শুকদেবের এতদ্বিষয়ে অন্যান্য উপদেশ আগামী কল্য প্রকাশিত হইবে।

পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ বিগত ২০শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার তারিখে রাত্র ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অতি সরল সহজ ভাষায় দক্ষযজ্ঞ সম্বন্ধে দুই প্রকার ব্যাখ্যা করেন।

———

স্বামিজী মহারাজের অতি মনোরম ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছেন; প্রত্যহই ক্রমাগত লোকসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। উক্ত দিবস বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত হ'ন। পাঠান্তে শ্রীপাদ ভুবনমোহন দাসাধিকারী অতি সুললিতকণ্ঠে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। পাঠ কীর্ত্তন অবসানে সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিচিত্রতা-পূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

৩০ কেশব শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৬

সেদিন রেলের কামরায় আরোহীদিগের মধ্যে অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন-সম্বন্ধে নিম্নরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। কয়েকজন মুচি গাড়ীতে স্থানাভাববশতঃ প্রথমে কিছু পথ দাঁড়াইয়া থাকে। পরে বেঞ্চে বসিবার স্থানের জন্য অন্যান্য যাত্রীদিগের নিকট প্রার্থনা করে। কিন্তু তাহাদের সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে একত্রে বসিতে অনেকেরই আপত্তি দেখা যায়। তখন কয়েকজন যুবক মুচিদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়া তাহাদিগের বসিবার বন্দোবস্ত করিয়া দেয়। একজন প্রাচীন ব্রাহ্মণ মুচিদিগের সহিত এক আসনে বসিতে ইতস্ততঃ করিলে যুবকগণ তাঁহার আচরণের প্রতিবাদ করে। ফলে ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অগত্যা মুচিদিগের গাত্র স্পর্শ স্বীকার করিতে বাধ্য হ'ন। ইহাতে উপস্থিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকেই আনন্দ প্রকাশ করেন।

———

কেহ কেহ বলেন যে, অস্পৃশ্যগণকে অধিক সম্মান করিতে শিক্ষা না করিলে আমাদের পূর্ব্বকৃত পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। সামাজিক, পারিবারিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সমুদয় ব্যাপারে অস্পৃশ্যগণের সমান অধিকার স্বীকার করা কর্ত্তব্য এবং ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।

———

কিন্তু সনাতন ধর্ম্ম একাকার কিংবা নির্ব্বিশেষ মতের সমর্থন করেন না। জীব মাত্রই ভগবানের সেবার অধিকারী। কিন্তু এই জগতের প্রায় শতকরা শতজন ব্যক্তি ভগবানের সেবা করিবার পরিবর্ত্তে ভগবান্ ও তাঁহার সেবকগণের বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প। ভগবানের সেবকগণ ভগবানের বিরোধী ব্যক্তিগণের সহিত একমতাবলম্বী হইতে পারেন না।

ভগবানের সেবা জীবের মনঃকল্পিত ব্যাপার-বিশেষ নহে। শাস্ত্রাদিতে ভগবানের সেবার পদ্ধতি ভগবান্ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাহারা শাস্ত্রের শাসন মানিতে চাহে না, তাহাদের ভগবানের সেবায় অধিকার নাই।

———

অবশ্য শাস্ত্রের প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা অনেক স্থলে সুস্পষ্ট নহে। তজ্জন্য কতিপয় ব্যক্তিগণ শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া তদ্দ্বারা তাহাদের অপস্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা করে। শাস্ত্রের কদর্থকারিগণের বিচার কখনই গ্রহণীয় নহে। শাস্ত্রের কদর্থকারিগণ-দ্বারা জাতি-বিশেষ কিংবা ব্যক্তি-বিশেষের অপস্বার্থ-সম্পাদনের জন্য যে-সমুদয় অশাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান শাস্ত্রের দোহাই দিয়া চলিয়া আসিতেছে, সেই সমুদয় অবৈধ ব্যাপারের আশু প্রতীকার হওয়া আবশ্যক। কিন্তু শাস্ত্রের প্রকৃত বিধি ও নিয়ম সকলেরই একান্ত পালনীয় সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান যুগে মনোধর্ম্ম অত্যধিক প্রবল হওয়ায় শাস্ত্র মানবকল্পিত ব্যাপার মাত্র, এইরূপ ভয়ঙ্কর নাস্তিক মতও জন-সাধারণের মধ্যে ন্যূনাধিক বিস্তার লাভ করিয়াছে। এদেশে এখন পর্য্যন্তও প্রকাশ্য নাস্তিকের সংখ্যা ততোধিক দেখা যায় না। এদেশের জনসাধারণ চিরদিনই শাস্ত্রবাক্যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবিশিষ্ট। তজ্জন্য এদেশে কেহই প্রকাশ্যে শাস্ত্র বিরোধী হইতে সাহসী হয় না।

———

অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন শাস্ত্রীয় বিধি অনুযায়ী কি না? শূদ্র, অন্ত্যজ, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের অস্পৃশ্য কি না? পারমার্থিক বিচারে যাহারা ভগবান্ ও শাস্ত্রের বিরুদ্ধ আচরণকারী তাহারাই শূদ্র, অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছ-পদবাচ্য। ভগবদ্‌বিরোধী ব্যক্তিগণের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। ভগবদ্বিরোধী ব্যক্তির সঙ্গ-দ্বারা ভগবদ্ভক্তি হইতে বিচ্যুতি ঘটে।

প্রকাশ্য-শাস্ত্র বিরোধ বর্ত্তমান যুগে অত্যন্ত প্রবলতা লাভ করিয়াছে। এতদ্দেশেও শাস্ত্র-নিন্দা এবং শাস্ত্রীয় বিধির প্রতি অবজ্ঞা-প্রকাশ তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে বিরল নহে। সুতরাং কতকগুলি শাস্ত্রবিরোধী ব্যক্তি এই সুযোগে জনসাধারণকে শাস্ত্রীয় বিধি লঙ্ঘন করিবার নিমিত্ত প্রচ্ছন্নভাবে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিবে, ইহা অসম্ভব নহে।

শ্রীচৈতন্যমঠ এবং তদনুগ ব্যক্তিগণ শাস্ত্রীয় সদাচারের প্রতিষ্ঠার একান্ত পক্ষপাতী। তাঁহারা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া প্রচলিত অবৈধ আচারের সমর্থনকারী নহেন। কিন্তু তাঁহারা প্রকৃত শাস্ত্রীয় বিধি লঙ্ঘনকারী ঘোর নাস্তিক সম্প্রদায়ের অবৈধ চেষ্টাসমূহেরও সম্পূর্ণ বিরোধী। শাস্ত্রের প্রকৃত শিক্ষা আচরণের বিস্তারই শ্রীচৈতন্যমঠের একমাত্র উদ্দেশ্য। শ্রীচৈতন্যমঠের উদ্দেশ্য ও অনুষ্ঠান জগতের সার্ব্বজনীন-স্বার্থ সিদ্ধির সম্পূর্ণ অনুকূল।

———

একমাত্র ভগবানের সেবা-দ্বারাই জগতের সার্ব্বজনীন প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হয়। ভগবানের সেবা-পদ্ধতি স্বয়ং শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক শাস্ত্রদ্বারে এই জগতে চিরদিন প্রকাশিত রহিয়াছে। শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত হইয়া তদনুযায়ী আচরণ অবলম্বন সকলেরই একমাত্র কর্ত্তব্য। কেবলমাত্র তদ্দ্বারাই জগতের সর্ব্ববিধ অমঙ্গল অপসারিত হইয়া পরম মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। বৃক্ষের মূলে জল সেচন না করিয়া শাখাপল্লবগুলি জলসিক্ত করিলে তদ্দ্বারা শাখাপল্লবগুলিকে রক্ষা করিতে পারা যায় না। সুতরাং শ্রীচৈতন্যমঠের আচার ও প্রচার পদ্ধতি জগতের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সজ্জন মাত্রেরই একান্ত অনুসরণীয়।

———

বিরোধ-মীমাংসা

"মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তি-যোগম্" এই বাক্যটী কেবল কর্ম্মী ও জ্ঞানীদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে। অন্য প্রকার ভজনাভাসী ভুক্তি-মুক্তিকে ভক্তির সহিত সমান মনে করেন। তাঁহারা ভক্তির শুদ্ধ স্বরূপ জানেন না বলি। তাঁহাদের ভক্তি কর্ম্ম-জ্ঞান-মিশ্রা। ভক্তির শুদ্ধ স্বরূপ জ্ঞাত হইলে তাঁহারা স্বীয় হৃদয়কে শোধন করেন; এইজন্য কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে অনুগৃহীত-মূর্খ বলিয়া ভক্তদ্বারা বা স্বয়ং দয়া করেন। সাধু-সঙ্গ হইলে স্বরূপ-জ্ঞান-যোগে মূর্খতা ও অজ্ঞানতা দূর হয়; তখন কেবল ভক্তিস্পৃহাই বর্ত্তমান থাকে, ভুক্তিমুক্তি স্পৃহা থাকে না। কর্ম্ম ও জ্ঞান-সংসর্গ দূরীভূত হইলেই ইঁহাদের শুদ্ধভক্তি লাভের সহিত শুদ্ধ কনিষ্ঠ-বৈষ্ণবত্ব সিদ্ধ হয়।

———

প্রথমাবস্থায় তাঁহারা ঈশ্বরার্চ্চনে প্রবৃত্ত হ'ন; তখন মধ্যমাধিকারীর আর তিনটী লক্ষণ তাঁহারা প্রাপ্ত হ'ন না। দ্বিতীয়াবস্থায় তাঁহারা ঈশ্বরে প্রেম ও বৈষ্ণবে মৈত্রী অর্জ্জন করেন। কিন্তু যে-পর্য্যন্ত বালিশে কৃপা ও বিরোধীর প্রতি উপেক্ষা-রূপ ধর্ম্ম লাভ না করেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহারা কনিষ্ঠ বৈষ্ণবত্ব হইতে মধ্যম বৈষ্ণবত্বে আরোহণ করিতে পারেন না। ইঁহাদের প্রথমাবস্থায় 'ছায়া নামাভাস' এবং দ্বিতীয়াবস্থায় 'নাম' হইয়া থাকে।

"নানা কামে ভজে, তবু পায় ভক্তি-সিদ্ধি",
"কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণ-রসে॥"
"অন্য কামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ॥"

এই সমস্ত উক্তিতে কনিষ্ঠ শ্রেণীর মধ্যে বৈষ্ণবপ্রায় ছায়া-নামাভাসীদিগকে উদ্দেশ করিয়া অতি সুন্দররূপে তত্ত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এসব স্থানে যে 'ভজন' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা কেবল ভজন-প্রায় তীব্র সাধন মাত্র। প্রকৃত ভজনে অন্যাভিলাষিতাশূন্য ও জ্ঞান-কর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত স্বরূপে আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা কৃষ্ণানুশীলন কার্য্যই হইয়া থাকে। "রাজন্ পতির্গুরুরলং" ইত্যাদি শ্লোকের তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যায় শুদ্ধবৈষ্ণবাগ্রগণ্য জগদ্‌গুরু শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—'তস্মাদাসঙ্গেনাপি কৃতে সাধনভূতে সাক্ষাদ্ ভক্তিযোগে সতি যাবৎ ফলভূতে ভক্তিযোগে গাঢ়াসক্তির্ন জায়তে তাবন্ন দদাতি ভক্তি-যোগম্ ।'

মূলতাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণ কেবল কর্ম্মে বা জ্ঞানে ভুক্তি বা মুক্তি সহজে লাভ করিতে না পারিয়া সেই সেই কার্য্যে ভক্তিযোগ সংযোগ দ্বারা অনায়াসে অভীষ্ট পূরণ করেন। ইঁহাদের কার্য্যে ভক্তি মাত্রই নাই; কেননা, ভক্তি-বাসনার নিতান্ত অভাব। এই কথা বিচার করিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবত (২।৩।১০) বলেন,—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥

উক্ত শ্লোকের 'উদারধীঃ' শব্দের অর্থ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এই প্রকার করিয়াছেন —

বুদ্ধিমান্ অর্থে যদি বিচারজ্ঞ হয়।
নিজ কাম লাগিহ তবে কৃষ্ণেরে ভজয়॥
ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল॥
অজাগলস্তন ন্যায় অন্য সাধন।
অতএব হরি ভজে বুদ্ধিমান্ জন॥

অর্থাৎ সর্ব্ববিধ সাধনই ভক্তি-সাপেক্ষ। ভক্তির আশ্রয় বিনা যখন অন্য সাধন সমস্তই নিষ্ফল, তখন বুদ্ধিমান্ লোক কর্ম্ম ও জ্ঞানের আশ্রয়ের ভরসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তীব্র ভক্তিযোগদ্বারা পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিবেন। তীব্র-ভক্তি-যোগ শব্দের অর্থ এই যে, ভক্তি-বাসনাকে সংযোগ করিয়া ভগবান্‌কে ভজন করিবেন; তাহা হইলে পূর্ণ ভক্তি-বাসনা-সঙ্গক্রমে ভাগ্যোদয়ে সাধুসঙ্গ হইলে ভক্তি-বাসনা প্রবল হইয়া ভোগ ও মোক্ষ-বাঞ্ছাকে দূর করতঃ শুদ্ধভক্তিযোগরূপ নিত্য কল্যাণ লাভ করিবেন।

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। কৃষ্ণগুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, বৈশিষ্ট্য, লোক ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রফেসর, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি নানাস্থানের অপূর্ব চিত্র ও মানচিত্রসমন্বিত; পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নায়কের ইতিহাস অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (বোর্ড) বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবস্মরণ, দয়ালের গীত, শ্রীনামচন্দ্র, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কর্ত্তৃকীর্ত্তিত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসংকীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ মহিমা, শ্রীমায়াপুর মাহাত্ম্য, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণাম, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আনবাজার হইতে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিস্তৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অগ্রগণ্য রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ। ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাত্রকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি [illegible] সহ বড় অক্ষরে বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ান্তর্গত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শ-পর্য্যায় দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক দৃষ্টান্তদ্বারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিবরণ সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী পদসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য। শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত বৈষ্ণব—গৌর - নিত্যানন্দ—অদ্বৈত কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্জ্জনীয়—আশ্রম-ধর্ম্ম—গুরুশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুসৃত শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রোমান কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

[illegible]

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-দ্বারা জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় সম্বন্ধবিষয়ক এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, অবতারণা ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এরূপ প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ভাষা, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজি বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)
২৩। গীতমালা /১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি /০
৩০। গীতাবলী /০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ /০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩৪। নবদ্বীপশতক /০
৩৫। অর্থপঞ্চক /০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৩৮। অর্চ্চনকণ /১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।/০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাধ্যাবলী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০
৫৮। সারাংশাবলম ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ডস্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। হরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৪৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ কল্পতরু /০
৭২। গীতাবলী ১৲
৭৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু /০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শুদ্ধ-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

কেশরী পাচন

শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান গুণ ..... ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাঁচটি ১৷০ আনা, বোতল ১৷০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে ..... কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ম্যাঞ্চেষ্টারে হাহাকার

পাঠক অবগত আছেন যে, জাপানীরা অতি অল্প মূল্যে বস্ত্রাদি বিক্রয় করায় অন্যান্য ব্যবসায়ী জাতির বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে। ম্যাঞ্চেষ্টারে হাহাকার আরম্ভ হইয়াছে। ল্যাঙ্কাশায়ারের বহুস্থানে বয়ন শিল্প ও কারখানা চালকগণ এবং মহাজন ও আড়তওয়ালারা সভার অধিবেশন করিয়া স্থির করিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্টকে বলা হউক যে ভারতের চালানী মালের উপর যেন কোন শুল্ক আদায় না করা হয়।

বৃটিশ উপনিবেশ গুলিতেও জাপানী মাল আসিয়া পড়ায় বিলাতী দ্রব্যের বাজার খারাপ হইয়া গিয়াছে।

জাতিসঙ্ঘের বিষম অবস্থা

জাপানীদের কার্য্যকলাপ এইরূপ ধারায় চলিতেছে যে, তাহাতে মঞ্চিমুণ্ডের চুক্তি-ভঙ্গ জাতিসঙ্ঘের আবেদনে বিচারার্থ উপস্থিত করা হয়। আয়র্লণ্ডের স্বাধীন রাজ্য, স্পেন, জেকোস্লোভাকিয়া এবং সুইডেন মিলিয়া এই প্রস্তাবটী পেশ করেন।

জাপানী প্রতিনিধি মাৎসুওকা বলেন যে প্রস্তাবটী এখনই যেন ভোটে দেওয়া হয়। তিনি প্রেসিডেণ্টকে এবিষয়ে পীড়াপীড়ি করেন; তিনি আরও বলেন যে, যদি এই প্রস্তাবটী গৃহীত হয়, তাহা হইলে ফল এরূপ দাঁড়াইবে যে তাহা প্রস্তাবকারিগণের ধারণারও অতীত।

যাঁহারা এই প্রস্তাবটী উত্থাপিত করেন, তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহারা এই প্রস্তাবটী প্রত্যাহৃত করিবেন না।

জাপান বোধ হয় বলিতে চাহেন যে যদি তাঁহার ইচ্ছামত কার্য্য না হয় তাহা হইলে জাপান জাতিসঙ্ঘের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিবেন।

জাপানের মানভঞ্জ

জাপান সম্পর্কে আয়র্লণ্ড স্পেন ও চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতিনিধিগণ যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে জাপানের প্রবল বিরোধিতার ফলে গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের কর্তৃপক্ষ এই জটিলতা অতিক্রম করিবার জন্য এক কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রকাশ যে, প্রথমতঃ সুইজারল্যাণ্ডের প্রতিনিধি এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতিনিধিগণের উপস্থাপিত প্রস্তাবটী আলোচনা করা হইবে এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, মূল প্রস্তাবটি ১৯ জন সদস্য লইয়া এক কমিটির নিকট প্রেরণ করা হউক। এই ব্যবস্থা দ্বারা আসল প্রস্তাবটী চাপা পড়িবে।

আসল প্রস্তাব সম্পর্কিত সাধারণ আলোচনা সমাপ্ত হইয়াছে। জাপানের প্রতিনিধি জোরের সহিত বলিয়াছেন,—জাপান কিছুতেই মাঞ্চুরিয়া সম্পর্কে তাহার দাবী পরিবর্ত্তন করিবে না, বরং রাষ্ট্রসঙ্ঘের কঠোর ব্যবস্থার সম্মুখীন হইবে।

চট্টগ্রাম সম্বন্ধে নূতন আদেশ

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট ৯ই ডিসেম্বর তারিখ নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন:—

১৯৩২ সালের ৫ই ডিসেম্বর তারিখ গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, চট্টগ্রামে যে সমষ্টিগত জরিমানা ধার্য্য করা হইয়াছে, তাহা আদায় করা হইবে, কিন্তু সেই টাকা কি ভাবে ব্যয় করা হইবে তাহা স্থির করা বর্ত্তমানে স্থগিত থাকিবে। ঐ ইস্তাহারে আরও ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, জরিমানার টাকা পূর্ণতঃ বা অংশতঃ ফেরত দেওয়া হইবে কি না, অথবা ঐ টাকা সমস্ত প্রদেশের জন্য ব্যয় না করিয়া স্থানীয় কোন কার্য্যে ব্যয় করা হইবে কি না তাহাও বিবেচনা করা হইবে।

এখন জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে একথা ঘোষণা করার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে, যাহার উপর জরিমানা ধার্য্য হইয়াছে যে তাহার অংশমত টাকা দিবার পর যদি স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে এরূপ কোন সংবাদ দেয় বা এরূপভাবে সহযোগিতা করে যাহার ফলে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মনে করিতে পারেন যে, তাহার দ্বারা পাহাড়তলী আক্রমণকারীদের বা চট্টগ্রাম জিলার কোন বৈপ্লবিক ফেরারীকে গ্রেপ্তার অথবা ভবিষ্যতে বৈপ্লবিক উৎপাত নিবারণের সহায়তা হইল তাহা হইলে সে সম্পূর্ণ টাকা ফেরৎ পাইবে। এই নোটিশের মিয়াদ তিন মাস বলবৎ থাকিবে। যে ব্যক্তি কোন সংবাদ দিবে তাহার নাম গোপন রাখার জন্য সর্ব্বপ্রকার সাবধানতা অবলম্বন করা হইবে এবং সে নিজে রাজী না হইলে তাহাকে আদালতে সাক্ষ্য দিতে হইবে না।

মিসেস কাজিন্স গ্রেপ্তার

মিসেস কাজিন্স আইরিশ মহিলা। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি তিনি সহানুভূতিসম্পন্ন। অর্ডিন্যান্স বিলের প্রতিবাদ করিবার জন্য মাদ্রাজের সাগর সৈকতে একটী সভা হয়। সভায় মিসেস কাজিন্স উপস্থিত ছিলেন। সভা চলিতেছিল, এমন সময় একজন সার্জেণ্ট সভাস্থলে প্রবেশ করিয়া বক্তাকে বক্তৃতা বন্ধ করিতে বলে। মিসেস কাজিন্স প্রতিবাদ করেন। ফলে সার্জেণ্ট তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া সভার বাহিরে লইয়া যায়।

মিসেস কাজিন্সের বিচার

তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডেভিড নাডার ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৮ ধারা অনুসারে মিসেস মার্গারেট ই, কাজিন্সের নামে একটি জামীনযোগ্য পরোয়ানা জারী করেন। এক বৎসরের সচ্চরিত্রতার জন্য তাঁহাকে কেন ১০ হাজার টাকার একটী জামীন এবং সমপরিমাণ টাকার দুইটী মুচলেকায় আবদ্ধ করা হইবে না, এজন্য তাঁহার কৈফিয়ৎ তলব করা হয়।

ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৮ ধারা অনুসারে তাঁহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থিত করা হয় যে, তিনি গত ৬ই এবং ৭ই ডিসেম্বর বক্তৃতাতে রাজদ্রোহ প্রচারের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন।

মিসেস কাজিন্সকে আদালতে উপস্থিত করা হয়। বহুসংখ্যক মহিলার সমাবেশে আদালত গৃহ পূর্ণ হইয়াছিল। মহিলাদের মধ্যে শ্রীযুক্তা লক্ষ্মীপতিও উপস্থিত ছিলেন।

মিসেস কাজিন্সকে আদালতে উপস্থিত করা হইলে তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে এক কথা জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি মুচলেকায় আবদ্ধ হইতে সম্মত আছেন কিনা, অথবা তাঁহার নামে মামলার শুনানী না হওয়া পর্য্যন্ত জামিনে মুক্ত থাকিবার জন্য জামিননামায় স্বাক্ষর করিতে চাহেন কিনা।

উত্তরে মিসেস কাজিন্স বলেন, কোন জামিননামায় স্বাক্ষর করা আমার পক্ষে বিবেক এবং নীতির বিরোধী কার্য্য। আইন ভাল করা হউক, আমি আমার বক্তৃতাতে শুধু এই কথাই বলিয়াছি

মিসেস কাজিন্স আরও বলেন—"আমি মুচলেকায় আবদ্ধ হইতে ইচ্ছুক নহি, জামিননামাতেও আমি স্বাক্ষর করিতে চাহি না। আমার বিবেচনায় আচরণ সম্পূর্ণ ভাল ছিল।"

ম্যাজিষ্ট্রেট এই আদেশ দান করেন যে আগামীকল্য মিসেস কাজিন্সের মামলা উঠিবে, সে পর্য্যন্ত তাঁহাকে হাজতে আটক রাখা হউক। আদালত আবশ্যক জিনিষপত্র সঙ্গে লইয়া মিসেস কাজিন্সকে তাঁহার [illegible] বাসায় যাইতে অনুমতি প্রদান করেন।

স্যার পি, সি রায়ের জন্মোৎসব

গত ১০ই এবং ১১ই ডিসেম্বর তারিখে বেঙ্গল কেমিকেল ও ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের প্রতিষ্ঠাতা, সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক, হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের সঙ্কলয়িতা, খদ্দরের প্রচারক স্যার পি, সি, রায়ের ৭২ বর্ষ বয়সে ৭০ম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইল।

কলিকাতা টাউনহলে ১০ই ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে আচার্য্য রায়কে নাগরিক অভিনন্দন প্রদত্ত হয়।

গত ১১ই ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতা টাউনহলে এক বিরাট সভার অধিবেশনে শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতিত্ব করেন। বহু কৃতবিদ্য লোক সভায় বক্তৃতা দান করেন।

প্রফুল্লবাবু খুলনা জেলার অন্তঃপাতী রাড়ুলি কাটিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বাল্যকাল সেখানেই কাটে। রসায়ন শাস্ত্র তাঁহার প্রিয় ছিল; এই জন্য তিনি এডিনবরায় সাত বৎসর কাল থাকিয়া ঐ শাস্ত্রে পারদর্শী হন। ভারতে ফিরিয়া তিনি ডিরেক্টর অব পাব্লিক ইন্‌ষ্ট্রাকশনের নিকট চাকুরীর প্রার্থী হন। সাহেব তাঁহাকে বলেন যে, প্রফুল্লবাবু যখন এত বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছেন, তখন তাঁহার উচিত ব্যবসায় আরম্ভ করা; তাহা হইলে তিনি সাহেবের ন্যায় দুইটা লোক চাকর রাখিতে পারিবেন।

তাঁহার নিকট তখন মোট ৭৫০৲ ছিল। তাহা লইয়া তিনি বেঙ্গল কেমিকেল আরম্ভ করেন। আজ তাহা একটা বিরাট ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে।

গ্রেপ্তার

খানখানাপুরের ডাকলুঠের চেষ্টা করায় অভিযোগে উক্ত স্থানের অধিবাসী বিধুভূষণ দত্তের প্রতি রাজবাড়ীর মহকুমা হাকিম দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

জমায়েৎউল উলেমা

কানপুরের জমায়েৎউল উলেমার কার্য্যকরী সমিতির সভ্যগণ গত ১০ই ডিসেম্বর এবং তৎপর দিবস মিলিত হইয়া সর্ব্বদল সম্মেলনে যোগ দেওয়া যাইতে পারে কিনা সিদ্ধান্ত করেন। পরে সমস্ত বিষয় জানা যাইবে।

ঢেলি — শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈ নি ক

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭২ খণ্ড সম্পাদক—শ্রীজ্যোতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি | ২৩৫তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৮শে অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৩৯, ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৩২

ইঙ্গ-রুষ বিবাদ

মৃত্যুদণ্ড হইতে সাত বৎসর কারাবাস

অর্ডিনান্সে বন্দী

শান্তিপুরে ম্যালেরিয়া

পুষ্করিণীতে মোটরগাড়ী

মুসলমানদের সর্ব্বদল সম্মেলন

লাহোরে বন্দুক চুরি

নিহত রাজকর্ম্মচারীর পরিবারবর্গকে দান

নোট চুরিতে দণ্ড

তূলা ব্যবসায় ও অর্ডিনান্স

আলোয়ারের বিবাদ মিটিল

নানা কথা

নিশীথ বাবু কোথায় ?

শুনা যাইতেছে যে শ্রীযুক্ত নিশীথ আচার্য্য যশোহরে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার জন্য কলিকাতা হইতে কুষ্টিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় তাঁহাকে পুলিশ রাণাঘাটে গ্রেপ্তার করা হয়; তাঁহাকে নাকি কৃষ্ণনগর জেলখানায় বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। তাঁহাকে কি অর্ডিন্যান্স অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইল ?

শান্তিপুরে ম্যালেরিয়া

শান্তিপুর মিউনিসিপালিটি বঙ্গদেশের মধ্যে একটী প্রসিদ্ধ মিউনিসিপালিটি; কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ এপর্য্যন্ত ম্যালেরিয়া দূর করিবার জন্য কি বন্দোবস্ত করিয়াছেন ? তাঁহারা কি বর্ত্তমান শান্তিপুরের সহিত সহিত পূর্ব্বের শান্তিপুরের তুলনা করিয়া লজ্জিত হইবার কোন কারণ পান না ?

হাঁসখালি রোড

হাঁসখালি হইতে কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে তাহার কতক অংশ মেরামত হইয়াছে। বাকি অংশও শীঘ্র মেরামত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। নদীয়া জেলা বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষ উপযুক্ত লোক দ্বারা এই রাস্তাটীর অবস্থা পরিদর্শন করাইয়া যাহাতে শীঘ্র ব্যবস্থা করেন তাহার জন্য স্থানীয় লোক উদগ্রীব আছে।

ইঙ্গ-রুষ বিবাদ

ব্যবসায় সংক্রান্ত বিবাদ সম্পর্কে লিখিতে গিয়া রুষিয়ার একটী খবরের কাগজে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে কিছু লেখা হয়; তাহাতে ইংলণ্ড রুষকে বলেন যে খবরের কাগজওয়ালাকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে। রুষিয়া যে উত্তর দিয়াছে তাহাতে ক্ষমা প্রার্থনার উল্লেখ নাই; তবে ব্যবসায় চুক্তি পুনর্ব্বিবেচনা করিবার কথা আছে।

শান্তিপুরে কাপড়ের ব্যবসায়

গবর্ণমেণ্টের প্রচারিত একখানি পুস্তকে দেখিতে পাই যে, বয়কট আন্দোলনের প্রভাবে বিলাতী সূতায় কাপড় প্রস্তুত করিতে না পারায় শান্তিপুরের তন্তুবায়দিগের কাপড়ের ব্যবসায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এবিষয়ে জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক।

অর্ডিনান্সে বন্দী

মালদহ এ, বি, এইচ. ই স্কুলের ছাত্র শ্রীমান কালীরঞ্জন দাসকে অর্ডিনান্স অনুসারে রাজসাহী জেলে প্রেরণ করা হইয়াছে। তাহার বাড়ী খানাতল্লাসী করিয়া সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই।

মৃত্যু ও হইতে সাত বৎসর কারাবাস

জামসেদপুরের নিকট পাঁচডাঙ্গা গ্রামবাসী চুনিয়া নামক এক ব্যক্তি একটী গোলমাল শুনিয়া বুঝিতে পারে যে, তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র গদা দলাই সদলবলে তাহার পিতা এবং ভ্রাতাকে খুন করিতেছে সে তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে যাইয়া স্বয়ং আহত হয় এবং আত্মরক্ষা করিতে যাইয়া গদা দলাইকে খুন করিয়া ফেলে।

মানভূম-সিংহভূম দায়রা জজ তাহার প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন। পাটনা হাইকোর্টের বিচারে দণ্ড কমিয়া সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দাঁড়ায়।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৮শে অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৩৯

লর্ড গ্রাফ একটী বক্তৃতায় বলেন যে, ভারতের ভবিষ্যৎ ভারত এবং ইংলণ্ড দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের উপরই নির্ভর করে। ইংরাজেরা ভারতবর্ষ দেড় শত বর্ষ পূর্ব্বে দখল করিয়াছেন, কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নহে; ভারতবাসীকে ইংরাজেরা এখনও জয় করিতে পারেন নাই; খ্রীষ্টান-মহিলাসঙ্ঘের কার্য্য প্রতিষ্ঠান-সমূহই ভারতবাসীর হৃদয় জয়ে সমর্থ হইবে।

যদি ইংরাজেরা ভারত জয় করিতে চান, তাহা হইলে প্রেম, মৈত্রী এবং সাম্য দ্বারা তাহা সম্ভব হইতে পারে; এ পর্য্যন্ত কেহই মানসিক বা দৈহিক বলে কাহাকেও জয় করিতে পারে নাই। যদি কৃষ্ণদাস অভিমান মাতৃষ মনুষ্যকে সম্মান দেয়, তাহা হইলে তাহাকে জয় করা সম্ভব; ভোক্তা অভিমানে যে পরের উপর কর্ত্তৃত্ব স্থাপন, তাহা "কবাহংমিতি মন্যতে" প্রকৃতির লোকের অস্থায়ী অসুর প্রভাব মাত্র।

ইঙ্গ-পারস্য বিবাদ ক্রমশঃ ঘনাইয়া আসিতেছে। পারস্যের ধারণা এই যে, "দেশ আমাদের, আমরা কোম্পানীকে কিছু সুবিধা দান করিয়াছি মাত্র; একবার অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছি বলিয়া যে চিরকালই সেইরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে হইবে এবং ইংলণ্ড যে জোর করিয়া আমাদের নিকট অনুগ্রহ আদায় করিবে—এ কেমন কথা?"

ইংলণ্ড বলেন যে "এই সুবিধা আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে দেওয়া হইয়াছে; সুতরাং পারস্য এই সুবিধা কাড়িয়া লইয়া আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করিতেছে মাত্র। এ বিষয় আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে মীমাংসিত হওয়া প্রয়োজনীয়।"

পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র বঙ্গদেশেই পাট উৎপন্ন হয়; অথচ এই পাট সম্বন্ধে দুইটী বিষয়ে বিষম অবিচার অনুষ্ঠিত হইতেছে।

প্রথমতঃ পাটের দর সম্বন্ধে উৎপাদকদিগের কোন হাত নাই; ক্রেতারা একতরফা যাহা বিচার করেন, তাহাই সকলকে মানিয়া লইতে হয়। শ্রীযুক্ত ভবদয়াল নাগ বলেন যে অটোয়া বাণিজ্য চুক্তির ফলে পাটের দর আরও কমিয়া যাইতেছে; ইহাতে চাষীদের দুর্দ্দশার সীমা নাই।

পাট হইতে যে টাকা শুল্ক স্বরূপে আদায় হয়, তাহার মধ্যে এক পয়সাও বঙ্গদেশ পায় না, সমস্ত টাকাই কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট গ্রহণ করেন; ব্যবস্থাপক সভার কয়েকজন সদস্য এই বিষয়ে সুবিচার পাইবার জন্য অর্থ-সচিবের নিকট দরবার করেন, কিন্তু তিনি বলেন যে, এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের কোন হাত নাই; তবে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট এক কাজ করিতে পারেন—বঙ্গদেশের পক্ষে প্রবলভাবে লড়াই করিতে পারেন।

আমরা নদীয়া জেলার ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে অনেকবার লিখিয়াছি; কিন্তু তাহাতে যে সাড়া পাইয়াছি, তাহাতে বিশেষ আশা হয় না।

এক সময় ইটালী, ফারমোসা প্রভৃতি স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অত্যন্ত বেশী ছিল; কিন্তু জনসাধারণ এবং কর্ত্তৃপক্ষের সম্মিলিত চেষ্টার ফলে সে সকল স্থান হইতে ম্যালেরিয়া পূর্ণরূপে বিতাড়িত হইয়াছে।

খুলনা জেলায় স্থানে স্থানে ম্যালেরিয়া কেন্দ্র স্থাপিত হইয়া সন্তোষজনক কার্য্য হইতেছে; নদীয়া জেলায় সেরূপ কেন্দ্রের অস্তিত্বের বিষয় আমরা অবগত নহি। যাহাতে এরূপ কেন্দ্রসমূহ স্থাপিত হয়, তাহার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন।

এক সময়ে নদীয়া জেলা অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল; দেশ-বিদেশ হইতে লোক আসিয়া সেখানে বাস করিত; আর এখন সেই নদীয়া জেলার প্রধান সহর হইতে প্রতি বৎসর এত লোক চলিয়া যাইতেছে যে, এরূপ ভাবে লোক সহর ত্যাগ করিলে তাহা পরিত্যক্ত শ্মশানে পরিণত হইবে।

গ্রামে ম্যালেরিয়া

আমরা মুড়াগাছা, হাঁসখালি, দক্ষিণপাড়া প্রভৃতি গ্রাম হইতে যে সমস্ত পত্র পাইয়াছি, তাহা স্থানাভাবে প্রকাশ করিতে পারিলাম না; সে সমস্ত গ্রাম ম্যালেরিয়ার আবাসভূমি হইয়া উঠিয়াছে। বেলপুকুর গ্রামে বহু ঘর-বাড়ী খালি পড়িয়া আছে বলিয়াই সংবাদ পাওয়া যায়। স্থানীয় লোক অথবা কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে হতাশ এবং উদাসীন অবস্থায় আছেন বলিয়াই অনুমিত হয়।

এ সমস্ত গ্রামে অবস্থাপন্ন গৃহস্থের অভাব নাই; অথচ স্থানীয় ভদ্রলোকগণ হয় বিদেশে গমন করিয়া নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টায় আছেন অথবা স্বাস্থ্যহীন দেহ লইয়া দেশে পড়িয়া আছেন।

লবণ ও বস্ত্রের জন্য বঙ্গদেশকে বিদেশী লোকের উপর নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং বিদেশী লবণের উপর শুল্ক বসাইলে বঙ্গদেশের কোন লাভ নাই; তাহাতে করাচীর ব্যবসায়ীরাই লাভবান হইবেন।

যাহা হউক লবণ শুল্কের বৃদ্ধি না হওয়ায় বঙ্গদেশ উপকৃত হইল। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে বিদেশ হইতে আমদানি লবণের উপর শুল্ক মণ করা সাড়ে চারি আনা বর্দ্ধিত হইবার প্রস্তাব হয় গবর্ণমেন্ট প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য করিলেন না।

স্যার পি, সি, রায় বলেন যে স্বদেশী আন্দোলনের সময় বোম্বাইয়ের বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা বিলাতী কাপড়কে দেশী কাপড় বলিয়া বিক্রয় করিতে বঙ্গবাসীকে প্রতারিত করিয়া বহু কোটি টাকা লাভ করিয়াছে। অথচ তাহাতে বঙ্গদেশ কোন উপকার পায় নাই এবং স্বদেশও উপকৃত হয় নাই। চর্কা আন্দোলন বিফলতায় পর্য্যবসিত হইল; বাংলা যে তিমিরে সেই তিমিরে।

তিনটী গোলটেবিলের ইতিহাস পাঠ করিলে কতকগুলি বিষয় শিক্ষা করা যায়; প্রথমতঃ কংগ্রেস বাদ দিয়া অপর সমস্ত দলের প্রতিনিধি লইয়া কার্য্য করিলে, তাহা যতই ভাল হউক না কেন, সাধারণ লোকের তাহাতে বিশেষ আস্থা থাকিবে কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ। ইংরাজ ভারতের সামরিক ব্যয় কিছুমাত্র কমাইতে সম্মত হইবেন না এবং তাহাতে ভারতবাসী সৈন্যমাত্র বাধ্য সুবুদ্ধির কার্য্য ভাবিবেন না। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের আয় এক পয়সাও কমান হইবে না ভাবছে। মাঝে মাত্র সাধারণ তহবিল খালি হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও সমস্ত ক্ষমতাই প্রকৃতপক্ষে বড়লাট সাহেবের হাতেই থাকিবে। সুতরাং প্রাদেশিক স্বাধীনতার নাম থাকিলেও প্রদেশগুলির হাতে এমন টাকা থাকিবে না যাহাতে সুশাসন চলিতে পারে। সিন্ধুপ্রদেশকে বোম্বাই হইতে পৃথক করিবার জন্য যত টাকা লাগে লাগুক, তাহা করিতে হইবে, কিন্তু উড়িষ্যাকে বিহারের সহিত যুক্ত করিয়া রাখিতেই হইবে।

অসাম্য যেন সারাবিশ্বে তাণ্ডব করিয়াই আসিতেছে; ফরাসী বিপ্লবের কারণ অভিজাত সম্প্রদায়ের অত্যাচার। আপনার নিদ্রায় ব্যাঘাত হয় বলিয়া ভেকের কলরব নিবারণ করা আবশ্যক এবং তাহার জন্য প্রজারা সমস্ত রাত্রি নিঃশব্দে শীত ভোগ করিয়া বেত মারিতে বাধ্য; রুষিয়ার বিপ্লবের কারণও ধনী ও দরিদ্রে অতিরিক্ত অসাম্য। ভারতের অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে এত অধিক আলোচনা চলিতেছে যে তাহার সম্বন্ধে অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই। একজন লেখিকা প্রকাশ করিতেছেন:—"ইংলণ্ডে বর্ত্তমান যুগে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা সংযম শিক্ষা দেয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা আচার ব্যবহার শিক্ষা দেয়; তাহাদের কিছুমাত্র সংযম বা আচার নাই। কথাটী সত্য কি?"

পাঠক অবগত আছেন যে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় নূতন অর্ডিনান্স পাশ হইল; এখন বড়লাট সাহেবের সম্মতি হইলেই তাহা পূর্ণ আইনে পরিণত হয়।

এই সম্পর্কে একটী কথা বলা যাইতে পারে যে, দুইশত সংশোধক প্রস্তাব উত্থাপিত হইলেও মূলে একটী অক্ষরও পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

এই আইনটী তিন বৎসরকাল স্থায়ী হইবে। ইহাতে সামরিক ও পুলিশ কর্ম্মচারীদিগকে অসীম ক্ষমতা দেওয়া হইল; পুত্রের দোষে পিতার শাস্তির ব্যবস্থা হইল; ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের ইচ্ছামত সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের ক্ষমতা প্রদত্ত হইল ও সংবাদপত্রের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হইল।

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র
দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, } ১ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৬ ২৮শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ ১৪ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩২ বুধবার } ২৩৫তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ গত ১২ই ডিসেম্বর ২৬শে অগ্রহায়ণ সোমবার বেলা প্রায় দেড় ঘটিকার সময় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ পণ্ডিত শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্ত্যালোক, পণ্ডিত শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ মুকুন্দবিনোদ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ পরেশ ব্রহ্মচারী প্রমুখ অনুগগণসহ শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে হংসক্ষেত্রে শ্রীএকায়ন মঠে শুভ বিজয় করিয়াছেন।

গত ১৬ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার গৌরপঞ্চমীতে শ্রীধাম মায়াপুরের 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট' নামক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেড পণ্ডিত ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় উক্ত বিদ্যালয়ের বোডিংএর ছাত্রবৃন্দের নিকট প্রায় একঘণ্টা হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাহাতে ছাত্রগণ নাস্তিক্যবাদ নিরাস ও সবিশেষ ভগবত্তত্ত্বের বিষয় আলোক প্রাপ্ত হইয়াছে।

গত ২৩শে অগ্রহায়ণ পক্ষবর্দ্ধিনী মহাদ্বাদশী তিথিতে উক্ত বোডিংএর ছাত্রসম্মিলনীতে উক্ত স্কুলের মেম্বর ও শ্রীচৈতন্যমঠসেবক ডাঃ শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী, ভক্তিকুসুম, ভক্তিশাস্ত্রী, এল-এম্-এফ্ মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পুতনা-বধ-লীলা ব্যাখ্যা দ্বারা কপটতার বিষময় ফল ছাত্রদিগকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেন। পুতনা কপটতার প্রতীক। সে কৃষ্ণকে বধ করিবার নিমিত্ত স্তনে বিষ মিশ্রিত করিয়া পরম আত্মীয়ের বেশে শিশু কৃষ্ণকে ক্রোড়দেশে স্থাপন পূর্ব্বক তাহার স্তনদুগ্ধ পান করাইবার ছল দেখাইয়াছিল। অন্তর্যামী কৃষ্ণের নিকট কাপট্য ধরা পড়িয়া গেল। কৃষ্ণ যেন কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, এরূপ ভাণ করিয়া দুগ্ধপানের ছলে স্তন এমন জোরে আকর্ষণ করিলেন যে, পুতনার প্রাণবায়ু উড়িয়া গেল। বস্তুতঃপক্ষে পরিণামে কপটতার বিষময় ফল কপটীকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভোগ করিতে হয়।

প্রায়শ্চিত্ত কি ?

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গভস্তি নেমি মহারাজের পাঠাবলম্বনে জনৈক ব্যক্তি কর্ত্তৃক লিখিত)

পরীক্ষিৎ - প্রায়শ্চিত্ত কাহাকে বলে ?

শুকদেব—রোগের কারণ নাশ করাই প্রায়শ্চিত্ত।

পঃ—নিজের অনিষ্টকারক জানিয়াও দেখিয়াছি শুনিয়াছি যে-সকল পাপ, সে-পাপের কর্ম্মকাণ্ডীয় প্রায়শ্চিত্তের কি ফল? তাহা হস্তিস্নানের ন্যায়। সত্য সত্য দুঃখনিবারণের উপায় কি বলুন ?

শুঃ—হে মহারাজ, কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের লয় কখনও হয় না। পাপ এবং পুণ্য উভয়ই কর্ম্মজগতের কথা। উভয়েই বন্ধন করায়।

পঃ—তাহা হইলে কি করিতে হইবে ?

শুঃ - মহারাজ তপস্যা করুন, কর্ম্ম করিয়া কার্য্য নাই। শ্রীভগবানের উপাসনাই হইল প্রায়শ্চিত্ত। তপস্যা, ধ্যান, ধারণা, যম, নিয়ম, প্রাণায়াম, ব্রহ্মচর্য্যাদি দ্বারা পাপ বিনষ্ট হয় না। কেবলা ভক্তি অবলম্বন করিলে পাপবীজ সমূলে নষ্ট হইয়া যায়। যেমন সূর্য্যের উদয়ে শিশিরসমূহ চলিয়া যায়, তদ্রূপ। বিষ্ণুভক্তের অদ্ভুত চরিত্র; তাঁহাদিগকে কোন বেষ-ভূষা-দ্বারা চেনা যায় না। এক মাত্র 'নামে'র কৃপায়ই সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়।

পঃ—তাহা কি কখন সম্ভব হয় ? এত কর্ম্ম, এত তপস্যা, যম, নিয়ম, ধ্যান, ধারণা ইত্যাদি কিছু দ্বারা হয় না, একমাত্র নাম-গ্রহণের দ্বারা হইয়া যাইবে, ইহা এ-জগতের লোক কি প্রকারে বিশ্বাস করিবে ?

শুঃ—জগতের লোকের বিশ্বাসের জন্য আমি একটী প্রাচীন উদাহরণ দিতেছি শ্রবণ করুন।

কান্যকুব্জে অজামিল নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন; তিনি কালক্রমে একটি বেশ্যার গর্ভে ১০টী পুত্র সন্তান উৎপন্ন করেন। তাঁহার অন্তিমকালে যখন যমদূতগণের আগমন হয়, তখন তিনি তাঁহাদের ভীষণ মূর্ত্তি দর্শন করতঃ ভয়ে ভীত হইয়া নিজ পুত্রকে 'হে নারায়ণ', 'হে নারায়ণ' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু পুত্র ভয়ে ভীত হইয়া পলাইয়া গেল। ইহা দেখিয়া অজামিল ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ যে শ্রীভগবান্, তাঁহার নাম স্মরণ পথে আসিলে, তিনি নিষ্কপটে একান্তভাবে নারায়ণকে ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। ডাকিবা মাত্র বিষ্ণুদূতগণ আগমনপূর্ব্বক যমদূতগণকে বিচারে পরাস্ত করিয়া তাড়াইয়া দিলেন; অতঃপর অজামিলকে বৈকুণ্ঠে লইয়া গেলেন।

যমদূতগণ যমের নিকট আসিয়া নালিশ করিলে, যম বলিলেন—তোমাদের অন্যায় হইয়াছে; যে-সকল ব্যক্তি হরির ভক্ত তাঁহাদিগকে আনিও না; কারণ হরি গদা ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন। যাঁহারা সত্য সত্য হরিনাম করিতেছেন, আমি ত' দূরের কথা, আমার উপরে যে মহাকাল শিব—তিনিও তাহাদিগকে দণ্ড দিতে পারেন না।

তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দ-
পাদারবিন্দমকরন্দরসাদজস্রম্।

যারা নিষ্কিঞ্চন, নিজের জন্য কিছু চায় না, এমন লোকের সঙ্গ যাহারা করে না, নরকের পথ-স্বরূপ যে গৃহ যাহারা তাহাতে বদ্ধ আছে এবং মুকুন্দ পাদারবিন্দের মকরন্দ-রস যাহারা পানে বঞ্চিত, তাহাদিগকে আমার নিকট ধরিয়া আন। তাহারাই আমার দণ্ড্য।

আর মহা-সংসারে থাকিয়া যাঁহারা নিষ্কপটে ভগবানের নাম করেন, তাঁহারা আমার দণ্ড পাওয়ার যোগ্য নহেন, তাঁহাদিগকে আমি দূর হইতে নমস্কার করি। এই বলিয়া যম ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

১ নারায়ণ ভৃত অনিরুদ্ধ ৪৪৭

শ্রীধাম-মায়াপুরে অবস্থানকালে শ্রীল প্রভুপাদ এ-বার মাধুকরী-বৃত্তি-সম্বন্ধে অনেক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। মধুকরের ন্যায় বিভিন্ন স্থান হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ মাধুকরী-বৃত্তি। তাৎপর্য্য বৈষ্ণবগণ এক ব্যক্তি হইতে বহু দ্রব্য গ্রহণ না করিয়া নানা ব্যক্তি হইতে সেবোপকরণসমূহ সংগ্রহ করিবেন।

———

শ্রীগৌড়ীয়মঠ মাধুকরী-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াই শ্রীভগবানের ও ভক্তের সেবা করিতেছেন। তবে তাঁহারা শুধু নিজের উদরের সংস্থান না করিয়া অপরে মঠ-মন্দিরাদিতে থাকিয়া যাহাতে নিশ্চিন্তমনে হরিভজন করিতে পারেন, মাধুকরী সংগ্রহ করিয়া তাহারই ব্যবস্থা করিতেছেন।

———

বিভিন্ন গৃহ হইতে শুধু খাদ্য দ্রব্য-সংগ্রহই মাধুকরী-বৃত্তির সীমা আবদ্ধ করিতে সমর্থ নহে। 'যেই ভজে কৃষ্ণ ভজে, সে বড় চতুর।' সুচতুর কৃষ্ণভক্ত মাধুকরী-বৃত্তি অবলম্বনে জগতের যাবতীয় ব্যক্তির বিদ্যাবুদ্ধির সার-কথা ও গবেষণা-লব্ধ দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত করেন। স্বল্পবুদ্ধি মানব কৃষ্ণভক্তের এই ভজন-চাতুরী লক্ষ্য করিতে অসমর্থ হইয়া সংগৃহীত সেবোপকরণ-সমূহকে তাহাদের ভোগোপকরণেরই অন্যতম জ্ঞানে ভ্রান্ত হয়

আবার কোন কোন ভজন বিরোধী ব্যক্তি ভজনানন্দীর বেশে অবস্থান করিয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণবের এই মাধুকরী-বৃত্তির মহদ্ উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইয়া ভিক্ষাবৃত্ত অবলম্বনে শুধু নিজের উদর পূর্ত্তিকেই বহুমানন করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, বুদ্ধির অভাব বশতঃ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'কেহ বা পালন করে সহস্রেক জন।' এই বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়াই তাঁহারা ঐ প্রকার অভিমত পোষণ করেন। সুতরাং তাঁহাদের অজ্ঞতাই ইহার নিমিত্ত দায়ী

যাঁহারা গৌড়ীয়-মঠের সংস্পর্শে আসিয়াছেন। তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, "সর্ব্বপ্রথম শরীর রক্ষা, তৎপর ধর্ম্ম"—কর্ম্মিসঙ্ঘের এই উক্তির সহিত গৌড়ীয়মঠের মাধুকরী সংগ্রহের কোন সম্বন্ধ নাই। গৌড়ীয়মঠের আচার্য্য-বিষয়ে আমরা দেখিতে পাই, পরমার্থ আলোচনাই মানবজীবনের একমাত্র মুখ্য কর্ত্তব্য। আরামপ্রিয় জনগণকেও এই কার্য্য সাধনে সহায়তা করিবার নিমিত্তই গৌড়ীয়মঠের স্থূল মাধুকরী ভিক্ষা। স্বল্পায়ু মানবগণকে এই মুখ্য কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা স্বল্প-সময়ের মধ্যে বুঝাইয়া দিবার জন্যই মাধুকরী-বৃত্তিতে অশ্ব-যান, মোটর-যান প্রভৃতি সংগ্রহ। সুতরাং গৌড়ীয়মঠে এই সকল দ্রব্য ভোগের উপকরণ নহে—সেবার সম্ভার। গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ এই সকল দ্রব্য ব্যবহার করিয়া অনুক্ষণ শুদ্ধ কীর্ত্তন-প্রচার-নিমিত্ত ভজনোন্নতি লাভ করেন, আর কর্ম্মিসঙ্ঘ ভোগাগ্নিতে পতিত হয়। এক্ষণে এই সকল দ্রব্য কাহার অধিকারে থাকা উচিত, সুধী-সমাজ বিচার করুন।

ভজনই একমাত্র কৃত্য। ব্যক্তিগতভাবে ভজনের নিমিত্ত যে দ্রব্যটুকুর নিতান্ত প্রয়োজন, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। তদতিরিক্ত গ্রহণ করা উচিত নহে। "মীরার সংসার" সৃষ্টিতে নিবিকানন্দীর বিশেষ অমঙ্গল হইয়া থাকে।

———

ইন্দুর গর্ত্ত খনন করিবার জন্য বহু পরিশ্রম করে; সর্প গর্ত্ত খনন করিবার পরিশ্রম স্বীকার করে না। সে ইন্দুরের গর্ত্ত নিজের কাজে লাগাইয়া দেয়। সংসারী বহু কষ্টে অর্থ-সংস্থান, গৃহ-নির্ম্মাণ, বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, যানবাহনাদির জন্য সারা-জীবন পরিশ্রম করে; বৈষ্ণব সেই সমস্ত দ্রব্য মাধুকরী-বৃত্তি দ্বারা সংগ্রহ করিয়া হরি সেবায় লাগাইয়া দেন।

বৈয়াকরণিক, সাহিত্যিক, প্রত্নতত্ত্ব-বিদেরা বহু গবেষণার দ্বারা যে সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন, ভক্ত সেই সমস্ত গ্রহণ করিয়া সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞের উপকরণ-স্বরূপে ব্যবহার করিয়া সার-গ্রাহিত্বের পরিচয় প্রদান করেন।

———

ভারবাহিত্ব এবং সারগ্রাহিত্ব এক বস্তু নহে; স্ব স্ব ইন্দ্রিয়-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে আমরা আমরণ পরিশ্রম করি, বিদ্যালাভার্থ পাঠাভ্যাস করি, দেশ-ভ্রমণাদি করি; তাহাতেই আমাদের কার্য্যকারী শক্তির অপব্যবহার করিয়া ভারবাহিত্বের পরিচয় দেই

যাঁহারা বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতি জনহিতকর অনুষ্ঠানে ব্রতী থাকেন, হরি-ভজন তাঁহাদের মুখ্য লক্ষ্যের বিষয় না হওয়ায় ও তাঁহারা জন-সাধারণের ইন্দ্রিয়, তৃপ্তির উপায়-বিধানে ব্যস্ত থাকায় ভার-বাহিত্বেরই পরিচয় প্রদান করেন।

———

ধর্ম্মের বাহ্যানুষ্ঠানকে মূল সত্ত্ব মনে করিয়া কৃষ্ণভজন—গৌরবিহিত কীর্ত্তন বাদ দিলে কিছু সুবিধা হইবে না। সঙ্কীর্ত্তনই আবশ্যক। সকলে মিলিত হইয়া কীর্ত্তন করিতে হইবে; শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট প্রচার করিতে হইবে; শ্রীরূপ গোস্বামী ঐ কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুগত হইয়াই শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভক্তবৃন্দ কীর্ত্তন প্রচার করিতেছেন।

———

যখনই কেহ স্থূলভিক্ষা করেন, তখনই তিনি দাতার অধীন হইয়া পড়েন; যদি কেহ স্থূলভিক্ষা গ্রহণ করেন, তিনি তখনই যদি এই সমস্ত গৃহীত দ্রব্য হরিভজনার্থ বিতরণ না করেন, যদি ঐ ভিক্ষালব্ধ অর্থ তৎক্ষণাৎ সংকীর্ত্তন-প্রচারে ব্যয়িত না হয়, তাহা হইলে গ্রহীতা বৈষ্ণবতা হইতে চ্যুত হ'ন।

———

কোন কোন ধনী বিষয়ী লোক তীর্থ-স্থান-বিশেষের ভেকধারিগণের মাধুকরী বৃত্তি বন্ধ করিয়া তাহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; অকিঞ্চন বৈষ্ণবগণ এ ব্যবস্থার আদর করেন নাই।

আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রমের রক্ষক শ্রীপাদ রাধামোহন ব্রহ্মচারী মহোদয় আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, আগামী ১৪ই ও ১৫ই পৌষ শ্রীপাদ নিমানন্দ দাস সেবাতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী বি-এজি, বি-টি, মহোদয়ের সভাপতিত্বে আসাম-বৈষ্ণব-সম্মিলনীর চতুর্থ অধিবেশন হইবে। এতদুপলক্ষে শুদ্ধ হরিকীর্ত্তনে যোগদানের নিমিত্ত ব্রহ্মচারিজী সর্ব্বসাধারণকে আহ্বান করিতেছেন। যাঁহারা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিবেন, তাঁহারা প্রভূত লাভবান্ হইতে পারিবেন। তাঁহাদের এই মহদনুষ্ঠান অচিরেই সমগ্র আসাম প্রদেশকে শুদ্ধ-প্রেম-বন্যায় প্লাবিত করিবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিশ্বের সর্ব্বত্র এই প্রকার সদ্ অনুষ্ঠান স্থাপিত হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

শ্রীনাম-মহিমা

(শ্রীল অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর সংগৃহীত)

১। অংহঃ সংহরতেঽখিলং সকৃদুদয়াদেব সকল লোকস্য। তরণিরিব তিমির-জলধিং জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম॥

(পদ্যাবলী—১৬ সংখ্যাধৃত শ্রীধরস্বামিকৃত শ্লোক)

জগন্মঙ্গল হরিনাম জয়যুক্ত হউন। সূর্য্য যেরূপ উদয় হইয়া তিমির-সমুদ্র নাশ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ হরিনাম একবার মাত্র উদিত হইলেই সকল লোকের পাপ নাশ করেন।

———

২। অবশেনাপি যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে সর্ব্ব-পাতকৈঃ। পুমান্ বিমুচ্যতে সদ্যঃ সিংহ-ত্রস্তৈর্মৃগৈরিব॥ (গরুড় পুরাণ)

যেমন মৃগ সিংহের ভয়ে সদ্য পলায়ন করে, সেইরূপ অবশেও শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন করিলে সমস্ত পাপ মনুষ্যকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করে।

———

৩। অয়ং হি কৃত-নির্ব্বেশো জন্ম-কোট্যংহসামপি। যদ্ব্যাজহার বিবশো নাম স্বস্ত্যয়নং হরেঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ৬।২।৭)

অজামিল যখন বিবশ হইয়া শ্রীহরির নাম-স্বস্ত্যয়ন উচ্চারণ করিয়াছে, তখন তাহার কোটি জন্মের পাপ ধ্বংস হইয়াছে।

———

৪। অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমঃশ্লোক-নাম যৎ। সংকীর্ত্তিতমঘং পুংসো দহে-দেধো যথানলঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ৬।২।১৮)

অনল কর্ত্তৃক কাষ্ঠরাশি দগ্ধীভূত হওয়ার ন্যায় অজ্ঞানেই হউক বা জ্ঞানেই হউক কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তিত হইলে জীবের পাপ-সকল দগ্ধ হইয়া যায়।

———

৫। অচ্যুতানন্ত-গোবিন্দ নামোচ্চারণ-ভীষিতাঃ। নশ্যন্তি সকলা রোগাঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহং॥ (বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

"অচ্যুতানন্ত" "গোবিন্দ"-নাম উচ্চারণ করিবামাত্র উৎকট রোগসকল নষ্ট হইয়া যায়। ইহা আমি সত্য সত্যই বলিতেছি।

———

৬। ইদমেব হি মাঙ্গল্য মেতদেব ধনার্জ্জনং। জীবিতস্য ফলঞ্চৈতদ্ যদ্দা-মোদরকীর্ত্তনং। —(স্কন্দ পুরাণ)

শ্রীদামোদরের নামকীর্ত্তনই মঙ্গলপ্রদ এবং ইহাই প্রকৃতপক্ষে অর্থোপার্জ্জন ও জীবনধারণের ফল-স্বরূপ।

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা ! সুবর্ণ সুযোগ !!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তি

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নার স্নান ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দারিদ্র্যাক্লিষ্ট যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থ লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায় সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৹, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মঞ্জরী। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে ছাপা ; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৷৹ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

সুযোগ

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ৷৹ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা ; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল-অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶৹
গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৵৹

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষামূলক পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অক্ষজের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'পঞ্চোপাসনা, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের আলোচনা', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'দৈববর্ণাশ্রমের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অমঙ্গলের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'কর্ত্তাভিমানী হরিভক্তের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবাসুদেবদত্ত, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অদোষদর্শিনঃ প্রবেশ্যাঃ কবেদ," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৹ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড- শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

গ্রন্থ	মূল্য
অনুভাষ্য বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত	৫৲
শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র	৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত	২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড	।৶০
অনুভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲
ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১৲
গৌড়ীয়-গৌরব	।৵০
গৌড়ীয়-সাহিত্য	।৵০
ভজনরহস্য	॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও	
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
ঐ (আবাঁধা)	৸০
গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	
ঐ (বাঁধা)	২৲
ঐ (আবাঁধা)	১৸০
গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)	
ঐ (বাঁধা)	২৲
ঐ (আবাঁধা)	১৸০
গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥০
মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব)	২৲
বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)	॥০
বৈষ্ণব [illegible]	৲
শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	॥৵০
ঐ (বাঁধা)	৸০
শ্রীনবদ্বীপদর্শন	৵০
সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	।৵০
গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	॥০
ঐ (আবাঁধা)	।৵০
নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৵০
গীতমালা	৴১০
নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶০
নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ)	৶০
শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।০
শরণাগতি	৴০
গীতাবলী	৴০
শিক্ষা নবদ্বীপ	১॥০
সাধনকণ	৴০
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴০
নবদ্বীপশতক	৴০

নং	গ্রন্থ	মূল্য
৩৫।	অর্থপঞ্চক	৴০
৩৬।	সদাচারস্মৃতিঃ	৴০
৩৭।	কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)	৴১০
৩৮।	ভজনকণ	৴০
৩৯।	সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)	॥০
	ঐ (আবাঁধা)	।৴০
৪০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	২৲
৪১।	ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৪২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
৪৩।	মণিমঞ্জরী সানুবাদ	।০
৪৪।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৪৫।	পুরুষার্থ বিনির্ণয়	।০
৪৬।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৪৭।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
৪৮।	গৌড়ীয়মঠ কি করেন ?	৴০
৪৯।	ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)	।০
৫০।	শ্রীভুবনেশ্বর	৴০
৫১।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৵০
৫২।	সাধ্যবাণী	৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

নং	গ্রন্থ	মূল্য
৫৩।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ	॥০
৫৪।	সটীক-শিক্ষাদশমূলম্	।০
৫৫।	তত্ত্বসূত্রম্	
৫৬।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৵০
৫৭।	গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	৴০
৫৮।	সারাংশাদর্শনম্	৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

নং	গ্রন্থ	মূল্য
৫৯।	রায় রামানন্দ	॥০
৬০।	নামভজন	।০
৬১।	রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্	।৵০
৬২।	লাইফ য়্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।০
৬৩।	বৈষ্ণবীজম্	।০
৬৪।	হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং	
৬৫।	দি ভাগবত	
৬৬।	থিয়োরেটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড আবেদ্যাঃড্ ডিভোশন	।০
৬৭।	ব্রহ্ম-সংহিতা	১॥০
৬৮।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ)	১৫

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

নং	গ্রন্থ	মূল্য
৬৯।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	॥০
৭০।	সাধন পথ	।০
৭১।	কল্যাণ কল্পতরু	৴০
৭২।	গীতাবলী	১৲
৭৩।	শরণাগতি	৴০

হিন্দি ভাষায় প্রকাশিত

নং	গ্রন্থ	মূল্য
৭৪।	কল্যাণ কল্পতরু	৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শুদ্ধ-ভক্তপথ-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা, বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীসচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

হেলা পাচন

[illegible] অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমাপ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, প্যাকেট ॥৵০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কুঞ্জবিহারি ব্রহ্মচারী, ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বন্দুক চুরি

লাহোর চীফস কলেজের অধ্যাপক বাবু লক্ষ্মীচাঁদ কয়েকদিবস বাটী হইতে অনুপস্থিত থাকেন। সেদিন ফিরিয়া আসিবার পর বন্দুক পরিষ্কার করিতে যাইয়া দেখেন যে বন্দুক খানি চুরি গিয়াছে এবং তাহার স্থানে এক খানি লাঠি রহিয়াছে। গোয়েন্দা বিভাগে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে; অনুসন্ধান চলিতেছে।

আলোয়ারের বিবাদ মিটিল

আলোয়ার রাজ্যে রাজপক্ষের সহিত আলোয়ার মহাজনদের বিবাদ মিটিয়া গেল। রাজপক্ষ প্রজাগণের বিরুদ্ধে রুজু মোকর্দ্দমাসমূহ তুলিয়া লইলেন। শীঘ্রই রাজ্যের সরকারী ইস্তাহার বাহির হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

পুষ্করিণীতে মোটরগাড়ী

আগরতলায় একখানি বাসে চড়িয়া কয়েকজন বালিকা স্কুল যাইতেছিল; হঠাৎ বাসখানা একটী গাছে ধাক্কা লাগিয়া উল্টাইয়া যায় এবং নিকটস্থ পুষ্করিণীতে পতিত হয়। তিনটী বালিকা আঘাত পায়।

নোট চুরিতে দণ্ড

মাদ্রাজ করেন্সী অফিসের কেরানী পেরিয়াসওয়ামী ৩০,০০০ টাকার নোট চুরি করার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে প্রেরিত হন। তাঁহার প্রতি এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। তিনি চুরি করিবার পর পলাতক হন; কিন্তু পুলিশ তাঁহাকে প্রায় সমস্ত চোরাই মাল সহ গ্রেপ্তার করে।

তুলা ব্যবসায় ও অভিমান

গত অক্টোবর মাসে তুলা ব্যবসায়ীগণের সহিত একটী চুক্তি সম্বন্ধে মিষ্টার দেবীদাস গান্ধী এবং মিষ্টার পিয়ারি লাল যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে অনুমান হয় যে, তুলা ব্যবসায়ী মেসার্স ব্রেন্নান এণ্ড কোম্পানীর মেজর জোন্স সাহেব অডিন্যান্স বিল সম্বন্ধে বিতর্কের সময় ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় যে সমস্ত কথা বার্ত্তা বলেন, তাহাতে বোধ হয় যে, তিনি চুক্তির সম্মান সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করেন নাই।

তাঁহারা বলেন যে, যাহাতে চুক্তির সম্মান রক্ষা হয় সে বিষয়ে ভারতীয় এবং ইউরোপীয় উভয় জাতীয় তুলা ব্যবসায়ীগণের অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য। কোন ব্যবসায় সম্প্রদায় ব্যবসায়ীদের এরূপ যথেচ্ছাচারিতা সহ্য করেন না।

মুসলমানদের সর্ব্বদল সম্মেলন

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য স্যার এম জুলফিকার আলি খাঁ সাহেবের সভাপতিত্বে লক্ষ্ণৌসহরে মুসলমানদিগের সর্ব্বদল সম্মেলনের অধিবেশনে এলাহাবাদের মিলন বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হইবে বলিয়াই বোধ হয়।

নিহত রাজকর্ম্মচারীর পরিবারবর্গকে দান

পঞ্জাব সরকার, ভালর আঘাতে নিহত সাব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট কামাখ্যা প্রসাদ সেনের বিধবাকে যাবজ্জীবন মাসিক দেড়শত টাকা করিয়া বৃত্তি দান করিয়া দিয়াছেন।

তাঁহার পুত্র এবং পাঁচজন অবিবাহিতা কন্যা মাসিক দশ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইবেন। বিধবার মৃত্যু হইলে পুত্র মাসিক পঞ্চাশ টাকা করিয়া এবং কন্যাগণ প্রত্যেকে কুড়ি টাকা করিয়া বৃত্তি পাইবেন।

কন্যাগণের বিবাহ ব্যয় গবর্ণমেণ্টের বিচারাধীন।

খানাতল্লাসী

মুজফ্ফরপুরে রাম সেবান নামক একব্যক্তির গৃহ খানাতল্লাসের ফলে একটী সাইক্লোষ্টাইল কলের অংশ পাওয়া যায়; ঐ বাটীতে কালী মাহাতো নাম একব্যক্তি বাস করিত; পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া দুইশত টাকার জামিনে ছাড়িয়া দিয়াছে।

বিবাহের মামলা

রাধাপ্রসাদ মিশ্র নামক একব্যক্তি মুজাফরপুর জেলার অন্তর্গত হাজিপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট নিবেদন করে যে তাহার স্ত্রীকে সে খুড়ীর নিকট রাখিয়া যায়; তাহার মামাশ্বশুর তাহার স্ত্রীকে সেখান হইতে বলপূর্ব্বক লইয়া যায় এবং পুনর্ব্বার তাহার বিবাহ দিবার চেষ্টা করে এবং পুনর্ব্বার বিবাহ না করিলে তাহার জীবন বিপন্ন হইবে একথাও জানায়।

সাব ডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর মোকর্দ্দমাটী একজন সাব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচারার্থ প্রেরণ করেন। বাদী পক্ষ দরখাস্ত করিয়া জানায় যে, এই মোকর্দ্দমা কেবল প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচার্য্য; নিম্ন আদালত সে আবেদন অগ্রাহ্য করায় হাইকোর্টে দরখাস্ত করা হয়। হাইকোর্ট প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছেন।

সামরিক কলেজ

ডেরাডুনে সামরিক কলেজ স্থাপিত হইল। প্রথম দিবসে ভারতের জঙ্গী লাটসাহেব শিক্ষার্থীদিগকে একটী অভিভাষণ প্রদান করেন।

তিনি বলেন যে সৈন্য বিভাগের লোকের সহিত দেশের রাজনৈতিক গোলযোগের কোন সম্পর্ক থাকা উচিত নহে; সৈন্যদলের প্রথম কর্ত্তব্য দেশকে নিরাপদ রাখা, এবং তাহার সম্মান ও সমৃদ্ধি বজায় রাখা, দ্বিতীয় কর্ত্তব্য তাহাদের অধীনস্থ লোকদিগের সম্মান, সমৃদ্ধি এবং সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা এবং শেষ কর্ত্তব্য নিজে সুখস্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করা।

মানুষের পচা লাস

দিল্লী হামিল্টন রোড নিবাসী সিতাবুদ্দিনের বাটীতে একটী মৃত দেহ পাওয়া যায়। কয়েকদিন হইতে একজন নার্সকে পাওয়া যাইতেছিল না। অনুসন্ধানে তাহার দেহ উক্ত বাটীতে একটী গর্ত্তে পাওয়া যায়। মৃত দেহের গলদেশে এবং কোমরে দড়ি বাঁধা ছিল; অনুমান হয় যে নার্সটীকে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া মারা হয়।

সিতাবুদ্দিন এবং তাহার স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

লাহোরে বসন্ত

লাহোরে অনাবৃষ্টি এবং স্বাস্থ্য বিভাগের ঔদাসীন্যের জন্য সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত অধিক। বসন্তরোগে এক বৎসরের মধ্যে প্রায় চৌদ্দশত লোক আক্রান্ত হয় এবং তাহাদের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক সংখ্যক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১৯০০ লোকের যক্ষ্মা হয় এবং ৫৪৪ জন মারা যায়।

ভাবী মিলনবৈঠক

এলাহাবাদে যে মিলন বৈঠক বসিবে, তাহার সাজসজ্জা প্রস্তুত। অনেক নূতন লোককে নিমন্ত্রণ করা হইবে; তাঁহাদের নামের তালিকাও প্রকাশিত হইয়াছে।

সভা

অনুন্নত শ্রেণীর লোকদিগের উন্নতির জন্য কালকাতার এলবার্টহলে শ্রীযুক্ত বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, এম. এ মহাশয়ের সভাপতিত্বে যে বিরাট সভার অধিবেশন হয় তাহাতে সকল দেশবাসীকেই জ্ঞানালোক বিস্তারের জন্য অনুরোধ করা হয়।

এই সভার মূল উদ্দেশ্য বঙ্গদেশ এবং আসামের অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতি সাধন। এই উদ্দেশ্যে ১৯০৯ সালে একটী সমিতি স্থাপিত হয়। ঐসমিতি ৪০০ স্কুল স্থাপন করিয়াছেন এবং ১৭০০০ ছাত্রকে অধ্যাপনা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

অস্পৃশ্যতা

খুলনা জেলায় অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ এবং অনুন্নত জাতীয় লোকদিগকে মন্দির প্রবেশের অধিকার দান সম্পর্কীয় আন্দোলন খুব জোর চলিতেছে। হিন্দু মিশনের ব্রহ্মচারী চৈতন্যানন্দ নানা স্থানে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছেন।

মনসার ব্রাহ্মণ জমীদার অস্পৃশ্য জাতীয় লোকদিগকে কালীমন্দিরে প্রবেশ করিতে দিতে অসম্মত হওয়ায় গোলমাল চলিতেছে। জমীদার মহাশয় কালীমন্দিরটি নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া দাবী করেন।

যশোহর জেলার অন্তর্গত শঙ্করপুরেও এই আন্দোলন দেখা দিয়াছে।

বেত্রদণ্ড

দিনাজপুরের সাব ডিভিসনাল অফিসার মিষ্টার কেম্প আই সি, এস ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ২৮৩ ধারা অভিযোগে অভিযুক্ত ৪জনের প্রত্যেকের উপর ১০ ঘা করিয়া বেত্রদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

লোহার কড়ি বরগা
করগেট টীন, জানালার গরাদে
দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম
বেড়াঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি
কান্তিচন্দ্র মুখার্জ্জি এণ্ড সন্স
২৭।৩ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট ফোন ৪৪৯
স্থাপিত ইং ১৮৩৬ সাল, কলিকাতা।

টেলি —— গ্রাম নবদ্বীপ

দৈ নি ক

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রী অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি | ২৩৬তম সংখ্যা।

চৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৯শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার ১৩৩৯, ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৩২

নদীয়ার নূতন সমিতি

একজন খুনে দুই জনের প্রাণদণ্ড

বরিশালে সশস্ত্র ডাকাতি

বীরনগরে দেশহিতৈষণা

মাণিকতলায় ডাকাতি

কলিকাতায় ধরপাকড়

হাজতে আত্মহত্যা

রাণাঘাটে জজ ম্যাজিষ্ট্রেট

বাড়া পড়িয়া মৃত্যু

ঘাসের গাড়ীতে রূপা

নানা কথা

নদীয়ার নূতন সমিতি

নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর সরকারী কর্ম্মচারী এবং গণ্যমান্য ভদ্রলোকদিগকে আহ্বান করিয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অফিসে একটী সভার অধিবেশন করেন। তিনি প্রস্তাব করেন যে, ভীতি প্রদর্শন মূলক আন্দোলন দমনের জন্য নগরে একটী সমিতি স্থাপিত হউক; কৃষ্ণনগরের উকিল শ্রীযুক্ত বাবু সরোজকুমার বসু বলেন যে, কৃষ্ণনগরে অথবা নিকটে এরূপ কোন আন্দোলনের অস্তিত্ব নাই, তবে এরূপ সঙ্ঘ স্থাপিত হওয়ায় কোন আপত্তিও দৃষ্টিগোচর হয় না।

অবশেষে স্থির হয় যে, একটি সঙ্ঘ এবং সাব কমিটি গঠিত হইবে। মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণ এবং অনেক সরকারী ও বেসরকারী কর্ম্মচারী মিলিত হইয়া সংঘ-গঠনে প্রবৃত্ত হইবেন বলিয়া প্রকাশিত।

রেলে অসুবিধা

বেলা দশটার সময় যে গাড়ী নবদ্বীপঘাট—কৃষ্ণনগর রেল দিয়া যায় তাহাতে করিয়া কৃষ্ণনগর ষ্টেসনে যাইলে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিয়া কলিকাতার গাড়ী পাইতে হয়; এই অসুবিধা দূর করা উচিত কর্ত্তব্য। এবিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

গঙ্গার পশ্চিমের অবস্থা

মামগাছি, সমুদ্রগড় প্রভৃতি স্থানসমূহ বনজঙ্গল, পচাপুকুর প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ; অনেক স্থলে শত বৎসরের মধ্যেও সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া অনুমান করা যায় না। যদি স্থানীয় লোকেরা শীঘ্রই বনজঙ্গল পরিষ্কারের ব্যবস্থা না করেন, তাহা হইলে ঐস্থান সমূহ একেবারে জনশূন্য হইয়া পড়িবে। কর্ত্তৃপক্ষকেও এবিষয়ে দৃষ্টিপাত করিতে বলা হইতেছে।

রাণাঘাটে জজ ম্যাজিষ্ট্রেট

কৃষ্ণনগরের জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কয়েকদিন পূর্ব্বে একত্র রাণাঘাট পরিদর্শন করেন। কাছারীর হাতায় তাঁহাদিগের অভ্যর্থনার্থ সভায় অধিবেশন হয়। তাঁহারা রায় বাহাদুর কুমুদ নাথ মল্লিক মহাশয়ের আবাসও পরিদর্শন করেন।

কুষ্টিয়ায় ম্যালেরিয়া

কিছুদিন হইতে কুষ্টিয়ায় ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে; কয়েকজন ম্যালেরিয়া রোগে মারা গিয়াছে। কুষ্টিয়ার স্বাস্থ্য ভাল বলিয়াই জানাছিল।

মদ-গ্রেপ্তার

রাণাঘাটের আবকারি দারোগা শ্রীযুক্ত বাবু নলিনাকান্ত মজুমদার মাঝের চড়া নামক স্থানে হানা দিয়া অনেক মদ এবং মদ চোলাইয়ের যন্ত্রাদি প্রাপ্ত হন। এইস্থান হইতে নৈহাটী, বাঁশবেড়িয়া প্রভৃতিস্থানের কারখানার কুলীদিগকে চোরাই মদ বিক্রয় করা হইত।

নদীয়ার পল্লীগ্রাম

কৃষ্ণনগর রোড ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের অবস্থা অতি শোচনীয়। রাস্তার নিকট হইতে গ্রামগুলিকে বন্য জাতির আবাস বলিয়া বোধ হয়; চারিদিকে গাছপালায় অন্ধকার, মধ্যে মধ্যে জীর্ণ কুটীর; ইহাতে লোকেদের আর্থিক দুরবস্থা এবং পল্লীগ্রামগুলির অস্বাস্থ্য যেন সকল লোকের চক্ষের সম্মুখে প্রকাশিত হয়। কিন্তু কোন প্রতিকারের চেষ্টা দেখিতে পাই না

নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৯শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার ১৩৩৯

সারা জগতে আজ ঠিক আশাপ্রদ ঘনঘটাচ্ছন্ন, অর্থনৈতিকেরা হতাশ অবস্থায়; সামাজিক অনা প্রশ্ন-জনিত অশান্তির দাপট এবং অস্ত্র ঝঞ্ঝনার শব্দে সর্বদিক মুখরিত। যে সমস্ত জাতি গতমহাযুদ্ধে ক্লান্ত ও অবসন্ন, তাহারাই আস কোমরবদ্ধ রাখিয়াছে, যদিও তাহারা পরস্পরকে রক্ত চক্ষু দেখাইতে বিরত হয় নাই। কিন্তু যাহারা বিশেষ বলক্ষয় করে নাই, তাহারা কোনোটই যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হইবার লক্ষণ দেখাইতেছে না।

জাপান, প্রশান্তবক্ষ কুণ্ডলী চীনের ঘাড়ে পড়িয়াছে, বলিভিয়া প্যারাগুয়ার ঘাড়ে পড়িয়াছে। এইরূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ কত রকম অশান্তির যে নানা ব্যাপার ঘটিতেছে, তাহার তালিকা দেওয়া মানব-শক্তির অসাধ্য।

এ সমস্ত বাদ দিলেও একমাত্র ভারতের অশান্তিই আমাদিগের দুরবস্থা সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট অপেক্ষাও অনেক বেশী। এ দিকে যেমন গবর্ণমেণ্ট ও কংগ্রেস পরস্পরের সম্মুখে আঘাত দিবার জন্ম ব্যস্ত, সেইরূপ সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে, একই সম্প্রদায়ের উন্নত এবং অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে, উত্তমর্ণ এবং অধমর্ণে, বণিক ও শ্রমিকে পরস্পর বিবাদ।

আবার, উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে যেমন বসন্ত ও প্লেগের প্রকোপে শত শত পরিবারের মধ্যে হাহাকার আরম্ভ হইয়াছে; বঙ্গদেশেও সেইরূপ ম্যালেরিয়ায় উজাড় হইয়া পড়িতেছে। সকলের মুখেই যেন হতাশার চিহ্ন; কাহারও কোন বিষয়ে যেন উৎসাহ দেখা যায় না।

আরও একটি বিশেষ ভয়ের কারণ হইয়াছে—প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য জাতির মধ্যে পরস্পর রণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা। জাপান যে দিন রুশিয়াকে পরাস্ত করিল, সেই দিন হইতে জগতে এক যুগান্তর দেখা দিল; পূর্ব্বে পাশ্চাত্য জাতি সর্ব্ব-বিষয়ে প্রাচ্য জাতির উপর অবিসম্বাদিত শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিত, কিন্তু এইবার তাহার উপর একটা প্রকাণ্ড ধাক্কা লাগিল এবং গত মহাযুদ্ধে ইউরোপে ভারতীয় সৈন্যের বীর্য্যদর্শনে পাশ্চাত্য জগৎ স্তম্ভিত হইল।

ভারতীয়েরা নিজের বীরত্ব দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইল না, তাহারা সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইবার দাবী করিল—সমস্ত ভারতীয় সৈন্যই ভারতবাসী হওয়া উচিত, এরূপ কথাও বলিল। কর্ত্তৃপক্ষ বিচলিত হইয়া উঠিলেন; একটা কিছু করিতেই হইবে; কমিশন বসিল এবং ১৯৫২ সালে ভারতবর্ষে সামরিক কলেজ স্থাপনের কথা হইল, কিন্তু এতদিন বিলম্ব করিবার মত ধৈর্য্য রহিল না। এই মাসেই সামরিক কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল।

ভারতীয়েরা সামরিক কলেজ স্থাপনেও সন্তুষ্ট হইল না; গোলটেবিল বৈঠকে সমর বিভাগ একজন নির্বাচিত দেশীয় মন্ত্রীর হস্তে রাখিবার কথা হইল; কিন্তু এইবার ভারত-সচিব বাঁকিয়া বসিলেন—এ সম্বন্ধে যে সমস্ত বিতর্ক হয়, তাহা পাঠক অবগত আছেন।

আজকাল যক্ষ্মা-রোগের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী। কলিকাতা যক্ষ্মা রোগীতে ভরিয়া গিয়াছে। টিউবারকিউলোসিস এসোসিয়েশন অব বেঙ্গল নামক সমিতি এই রোগ তাড়াইবার জন্ম যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। এই রোগ দূর করিতে হইলে জনসাধারণকে রোগের কারণ কি, এই রোগ হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় কি—এই সমস্ত বিষয় উত্তমরূপে জ্ঞাত করাইতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের উচিত ইহাকে "বিজ্ঞাপনযোগ্য" রোগের মধ্যে গণ্য করা।

বিজ্ঞাপনযোগ্য রোগ বলিতে এই বুঝায় যে, যাহারা ঐ রোগ দেশ হইতে তাড়াইবার জন্ম বদ্ধপরিকর তাঁহাদিগের হাতে এরূপ ক্ষমতা দেওয়া, যাহাতে তাঁহাদিগকে বাড়ী বাড়ী চিকিৎসার জন্ম না যাইয়া সাধারণকে ডাকিয়া উপদেশ দিতে পারেন।

বিদেশী লবণের উপর অতিরিক্ত শুল্ক বসাইলে বাংলার বিশেষ কোন লাভ নাই—এসম্বন্ধে আমরা লিখিয়াছি; বর্ত্তমান প্রশ্ন হইতেছে যে বিদেশী লবণ বেশী পরিমাণে ভারতে আমদানী হইলে ভারতীয় লবণের ব্যবসায় রক্ষার কি উপায় হইবে? উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যদি ভারতীয় লবণের ব্যবসায় রক্ষার ব্যবস্থাই করিতে হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় লবণকে কিছু "বাউন্টি" দিউন না কেন!

বাউন্টি দিয়া ভারতীয় লবণের ব্যবসায়কে সাহায্য করিলে ক্রেতৃবর্গকে বেশী টাকা দিতে হইবে না এবং সমস্ত প্রদেশের উপরই সমান চাপ পড়িবে। বর্ত্তমানে সকল লোকেরই অর্থ ব্যয় করিবার ক্ষমতার হ্রাস হইয়াছে; এ অবস্থায় বিদেশী লবণের উপর অতিরিক্ত টেক্স বসান অন্যায় হইবে। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহার জন্ম বঙ্গদেশের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত; তবে এডেনের ব্যবসায়ীরা কিছু রুষ্ট হইবে।

মেদিনীপুর জেলায় অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন আন্দোলন কিছু কিছু আত্মপ্রকাশ করিতেছে। শ্রীমতী চারুশীলা দেবী এবং জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। সভা-সমিতিও বসিতেছে। এইরূপ চেষ্টা করিতে করিতে যদি সাম্যের পথ আবিষ্কৃত হয়, তাহা হইলে অত্যন্ত ভাল কথা; তবে স্বরূপ উদ্বুদ্ধ না হইলে সাম্য কিরূপে সম্ভব তাহা আমাদের ধারণার অতীত।

ফরাসী দেশে স্বর্ণস্তূপীকৃত হইলেও ফ্রান্স আমেরিকার যুক্তরাজ্যের নিকট কৃত ঋণের কিস্তী শোধ করিতে পারিতেছেন না; ফরাসী ইহার একটা কৈফিয়ৎ দিয়াছেন এবং আমেরিকাও সেই কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হইয়াছেন বলিয়াই প্রকাশ। তবে আমেরিকা কিছুতেই সময় দিতে রাজী নহেন। আমেরিকা বলেন যে, ফ্রান্সের অবস্থা অন্যান্য দেশ অপেক্ষা এমন খারাপ নয় যে, দেনা দিতে পারেন না। এত টাকা থাকাতেও দারিদ্র্য এবং দেনা মিটে না—ইহাই বর্ত্তমান যুগের বিশেষত্ব।

পাশ্চাত্যে হিমালয় পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিবার জন্ম প্রতি বৎসরেই দুই একবার কাহারো চেষ্টা চলিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই সফলকাম হন নাই। এ বৎসর যে চেষ্টা হইল, তাহা গৌরীশৃঙ্গে উঠিবার চেষ্টা নহে। এবারে এলাইড ক্লাবের কেহ যান নাই, কলিকাতার কয়েকজন চাকুরিয়া সাহেব ছুটি লইয়া আনন্দ করিতে গিয়াছিলেন। প্রকৃতকে জয় করিবার, ভোগ করিবার অভিলাষ প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের ছিল, এখন তাহার উৎকটত্ব বৃদ্ধি পাইতেছে মাত্র।

প্রকৃতি মানুষকে যে শরীর দান করিয়াছেন, তাহারও পরিবর্ত্তনের বিরাট চেষ্টা চলিতেছে; নানারূপে শরীর কৃশ করিবার চেষ্টায় পাশ্চাত্য জগতের মহিলারা স্বাস্থ্য—এমন কি স্বামী পর্য্যন্ত হারাইতেছেন। পাঠক অবগত আছেন যে, একজন মহিলার বিরুদ্ধে তাহার স্বামী বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা করেন; কারণ-স্বরূপে তিনি বলেন যে, স্ত্রীলোকটীকে মোটা দেখিয়াই তিনি পছন্দ করেন, কিন্তু এখন অতিরিক্ত কৃশ হইয়া পড়ায় তাহার দাম্পত্যপ্রণয়ে ভাটা পড়িয়াছে; একটা ছায়ামূর্ত্তি লইয়া তিনি কি করিবেন? স্ত্রী বলেন যে, স্বামীর রুচির জন্ম তিনি ফ্যাসান ত্যাগ করিতে পারেন না; সারা-জগতে যখন স্ত্রীলোকগণ শরীর কৃশ করিতে তৎপর, তখন তিনি কোন হিসাবে মোটা থাকিবেন? স্বামী ত্যাগ করিতে হয় তাহাও স্বীকার, তথাপি ফ্যাশানের অনুরোধে শরীর কৃশ করিতে হইবে।

গবর্ণমেণ্ট এইবারে সরকারি কর্ম্মচারিগণের একটা বিশেষ অসুবিধা দূর করিলেন; ভবিষ্যতে কেহ বলিতে পারিবেন না যে সরকারী কর্ম্মচারীকে দ্রব্য বিক্রয় করিব না অথবা বাড়ী ভাড়া দিব না, অথবা চিকিৎসা করিব না। অর্ডিনান্স পাশ হইলে তাহারা সকল স্থানেই সুবিধা মত আহার এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারিবেন, একেই পল্লীগ্রামে এ সমস্ত অসুবিধা আপনা হইতেই ভোগ করিতে হয়, আবার তাহার উপর বয়কটের ভয় থাকায় দুঃখের সীমা থাকে না।

বিস্মার্কের সময়ে জার্ম্মানিতে সোশ্যালিষ্ট বা সমাজতন্ত্রীদলের লোক গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; বিস্মার্ক এই মতাবলম্বীদিগকে দমন করিবার জন্ম দুইটী উপায় অবলম্বন করেন; প্রথমটী বলপ্রয়োগে তাহাদিগের শক্তিহ্রাস এবং তাহাদিগের প্রকাশিত সাহিত্য প্রভৃতি বাজেয়াপ্ত এবং দ্বিতীয়টী দেশের উন্নতি সাধন দ্বারা লোকের মনের অসন্তোষ দূরীকরণ; জার্ম্মান এবং রুশিয়ার ইতিহাস পাঠে আমরা অবগত হই যে, দারিদ্র্যই সমাজপোষক; দারিদ্র্য দূর করিলেই সোশ্যালিজম্ ধ্বংস হয়।

কৃষ্ণগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ. ২ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৬ ২৯শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ ১৫ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩২ বৃহস্পতিবার } ২৩৬তম সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ আর্, এন, সেন মহোদয় গত ১১ই ডিসেম্বর রবিবার সপুত্রক শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শনে আসিয়া অপরাহ্নে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন। তাহাতে তিনি শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্মের আলোক প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীধামের পবিত্রতা ও দ্রষ্টব্য-স্থান-সমূহ বিশেষভাবে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছে।

নিউদিল্লী হইতে নিজস্ব সংবাদ-দাতা জানাইতেছেন যে, দিল্লী গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি-নেমি মহারাজের নেতৃত্বে এবং মঠসেবক-গণের অক্লান্ত-পরিশ্রমে বিপুল সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে গত ৪ঠা ডিসেম্বর হইতে ১২ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রত্যহ গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা, পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নিত্য-নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি-সম্বন্ধে ইষ্টগোষ্ঠী এবং প্রামাণিক শাস্ত্রাদির প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১১ই ডিসেম্বর সাধারণ মহোৎসব উপলক্ষে প্রাতঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত সমধুর সঙ্কীর্ত্তন এবং সহস্রাধিক ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদত্ত হইয়াছে।

মান্দ্রাজ হইতে প্রেরিত তারের সংবাদে প্রকাশ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ গত ১১ই ডিসেম্বর মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠের প্রাঙ্গণে 'শ্রীমদ্ভাগবত ও অস্পৃশ্যতা' সম্বন্ধে শ্রোতৃধারায় একটী মৌলিক বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রোতৃবৃন্দ স্বামীজীর বক্তৃতা শ্রবণে অতিশয় মুগ্ধ হ'ন। চুনাগপেটের জমিদার দেওয়ান বাহাদুর অরুণাচল মোদালিয়র গৌড়ীয়মঠের ভূমি-ক্রয়ার্থ তিন শত টাকা দান করিয়া ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

নদীয়ার নবাগত পোষ্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় গত ১২ই ডিসেম্বর সপরিবারে শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের হংসক্ষেত্রে শুভ বিজয়ের সময় ভক্তিমান্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহোদয় তাঁহার শ্রীচরণ-দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হ'ন। অপরাহ্নে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ তাঁহাদের নিকট অনেকক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। আত্মধর্ম্মের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা সকলেই অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

কৃষ্ণনগরের ১৩ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, শ্রীল প্রভুপাদ শীঘ্রই হংসক্ষেত্র হইতে কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে যাইতেছেন, তথা হইতে এক সপ্তাহের মধ্যেই ঢাকায় শুভ পদার্পণ করিবেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি-নেমি মহারাজ দিল্লী গৌড়ীয়মঠের উৎসব সম্পন্ন করিয়া ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসবে যোগদান করিবার নিমিত্ত দিল্লী হইতে রওনা হইয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ৩০শে নভেম্বর হইতে কয়েক দিবস বারাকপুরে শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিয়াছেন। ৩০শে নভেম্বর ও ১লা ডিসেম্বর শ্রীযুক্ত যুগল-কিশোর ব্রহ্মচারী মহাশয়ের গৃহে এবং ২রা ও ৩রা ডিসেম্বর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষের বাটীতে পাঠ করিয়াছেন। স্বামীজীর পাঠের মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়ের অভিনয় করি, শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য করি না। এই আনুগত্যই যে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ভিত্তি, সে কথাটী বিস্মৃত হইয়া লোক-দেখান গোঁড়া সাজি। আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে যদি মঙ্গল চাই, তাহা হইলে আমাদের জানা কর্ত্তব্য যে, গুর্ব্বানুগত্যে শ্রীগুরুদেবের আদেশ প্রতিপালন করাই মনুষ্যজীবনের বা শিষ্যের একমাত্র কর্ত্তব্য। নিরন্তর গুর্ব্বানুগত্যে পরমার্থ অনুশীলনই নিত্য কল্যাণ লাভের একমাত্র পন্থা। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, আমরা এই পথটীর সন্ধান না লইয়া লোকের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনকেই বহুমানন করি। বস্তুতঃপক্ষে প্রতিষ্ঠার ভিক্ষুক শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিতে সমর্থ নহে।

কীর্ত্তন-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর মনুষ্য মাত্রকেই কৃষ্ণ কীর্ত্তন করিবার আদেশ দিয়াছেন। শ্রীগুরুদেবও গৌর-মনোহভীষ্ট-স্থাপক। সুতরাং তাঁহারও সেই আদেশ।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শুনিয়াছি "প্রাণ আছে তার, সেহেতু প্রচার"। আমরা প্রাণ-হীন হইয়া স্থূল-সূক্ষ্মশরীরে অহং-মম বুদ্ধি করিয়া বা প্রতিষ্ঠার জন্য লালায়িত হইয়া অনন্ত কোটি জীবন ধরিয়া এইপ্রকার কীর্ত্তন করিলে কোন সুবিধা হইবে না, কেবল পিত্ত বৃদ্ধি হইবে। সুতরাং সর্ব্বা-বস্থাই শ্রীগুর্ব্বানুগত্যে শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিলেই জীবের মঙ্গল হয়।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অহৈতুকী কৃপায় আমরা হরি-সেবা করিবার সুযোগ পাইয়াছি। আমি হরি-সেবা-বিমুখ বদ্ধজীব কপটী হইলেও শ্রীগুরুদেব আমার মঙ্গল-চিন্তায় সর্ব্বদা ব্যস্ত। সেই কথাটী বিস্মরণ হই বলিয়াই শ্রীগুরু-দেবের অহৈতুকী কৃপা অনুভব করিতে অসমর্থ হই। যে মুহূর্ত্তে আমাদের হৃদয়ে হরি-সেবা প্রবৃত্তি প্রবল হয়, সেই মুহূর্ত্তেই আমরা কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সেবাই যে মনুষ্য জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য, ইহা অনুভব করিতে সমর্থ হই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

২ নারায়ণ আদি কারণোদশায়ী ৪৪৬

ঢাকায় আগামী ১লা পৌষ ১৫ই ডিসেম্বর হইতে শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহোৎসব আরম্ভ হইবে। এই উৎসব ২৫শে পৌষ ৯ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত থাকিবে। উৎসবের শেষ দিবস জয়ন্তী মহাদ্বাদশীর পারণোপলক্ষে সাধারণ মহোৎসব হইবে। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও মহোৎসব সময়ে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠ, ব্যাখ্যা, কীর্ত্তন, নগর-সংকীর্ত্তন ও সুবাগ্মী বক্তৃগণের বক্তৃতা ত' হইবেই, অধিকন্তু একটী সদশিক্ষা-প্রদর্শনীও অনুষ্ঠিত হইবে। বোধ হয় জানুয়ারীর প্রথম ভাগেই ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিবেন। পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণ এরূপ মহাপুরুষের শ্রীচরণ দর্শন ও তাঁহার প্রচার্য্য বিষয় সুষ্ঠুরূপে উপলব্ধি করিতে সুযোগ পাইবেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইতেছি।

পরমার্থের শিক্ষকগণ ছলে বলে কৌশলে হিতাকাঙ্ক্ষী-পিতার ন্যায় জগদ্বাসীকে নিত্য-মঙ্গল-সুধা পান করাইয়া থাকেন। গত রবিবার কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ আর, এন, সেন মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদকে 'ব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় সময় পশ্চিম দেশে কি দেখিলেন' এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাঁহার ও অপরাপর শ্রোতৃবৃন্দের নিকট যে পরমমঙ্গলময়ী বাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা শ্রবণে প্রত্যেকের কল্যাণ হইবে। দুর্ব্বলা স্মৃতি ও মন্দগতি লেখনী-প্রযুক্ত তাহা যথাযথ সংরক্ষণে অসমর্থ হইয়াছি। তথাপি আমাদের পাঠকগণকে সেই কথামৃতের যথাসাধ্য উপহার দিতে চেষ্টা করিতেছি।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলেন :—

পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার।
তাহা প্রচারিল দুঁহে ভক্তি-সদাচার ॥

পশ্চিম প্রদেশের লোক কর্ত্তব্যবিমূঢ় এবং আচার-রহিত। শ্রীরূপ সনাতনের কৃপায় তাঁহাদের সদাচারে প্রবৃত্তি হইল। তাঁহারা পশ্চিম প্রদেশে কীর্ত্তন প্রচার করেন।

আচার সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়; অনুকূল আচারই সদাচার। পশ্চিমের লোক মূঢ়তাবশতই অভক্তিকে সদাচার মনে করিত; তাহারা কর্ম্ম-জড় হইয়াছিল—ভুল বুঝিয়াছিল, ভক্তির অভাবে সদাচারহীন হইয়া পড়িয়াছিল। অনাচার শব্দে সদাচার-হীন বুঝায়—ইহা মূর্খতাজনিত, ইচ্ছাকৃত না হইতেও পারে; কিন্তু দুরাচার স্বেচ্ছাকৃত। পশ্চিমের লোক ভক্তি-বিষয়ে কিছু জানিত না—এই মাত্র।

পশ্চিমের লোক কৃষ্ণ বিষয়ে কিছুই জানিত না এবং কৃষ্ণানুশীলন না থাকায়, মিশ্রা ভক্তিকেই শুদ্ধা ভক্তি মনে করিত। তাহাদের ভক্তি জ্ঞান ও কর্ম্মে আবৃত ছিল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ইচ্ছায় শ্রীরূপ এবং সনাতন তাহাদিগকে অভিজ্ঞ করিয়াছিলেন—ভক্তি-বিষয়ে শিক্ষা দান করিয়া আচারবান্ করিয়াছিলেন।

পশ্চিমের লোক শ্রীরূপ-সনাতনের কৃপালাভ করিবার পূর্ব্বে কৃষ্ণ বলিতে ইতিহাসে বর্ণিত লোক-বিশেষ মনে করিত। তাহারা জানিত না যে, কৃষ্ণ বদ্ধজীবের সমপর্য্যায়ভুক্ত কেহ নহেন, বাসনানুসারে বদ্ধ ও বর্ণনীয় বস্তু নহেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবতের সবিশেষ বিচারে অধোক্ষজ।

শ্রীরূপ সনাতনের শিষ্য শ্রীজীব গোস্বামী ষট্‌সন্দর্ভে "কৃষ্ণ" অর্থে অধোক্ষজ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি ইন্দ্রিয়জজ্ঞানসংশ্লিষ্ট প্রতীকমাত্র অথবা বস্তুমাত্র নহেন। শ্রীমদ্ভাগবতে বাস্তব বস্তু বলিতে যাহা বুঝায় তিনি তাহাই। তিনি মানুষের ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের বশ-যোগ্যতা স্বীকার করেন না।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভূত-পূজার ব্যবস্থা নাই—কৃষ্ণভক্তের কথাই আছে। গীতাতে ভূত-পূজা, পিতৃ-পূজা এবং তত্তৎ-পূজকদিগের গতি সম্বন্ধে উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি চতুর্দ্দশ ভুবনের ইয়ত্তা মাত্র করিতে পারে। তাহার পর বৈকুণ্ঠ রাজ্য; মানব-বুদ্ধি তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে না, কেবলমাত্র তাহার আভাস পাইয়াই নিবৃত্ত হইতে বাধ্য হয়। বৈকুণ্ঠ মানববুদ্ধিস্থ অনন্ত নহে।

তিনি অণু হইতে অণু—তাই বলিয়া অণুকে ভাঙ্গিয়া পরমাণু বাহির করিয়া অথবা এটমিক, ইলেকট্রণ, প্রোটন প্রভৃতি মতবাদদ্বারা সূক্ষ্মতম জড়বস্তুতে পৌঁছিয়া শ্রীভগবানের, বৈকুণ্ঠ বস্তুর খোঁজ পাওয়ার চেষ্টা বৃথা।

"তিনি বৃহৎ হইতে বৃহৎ"—ইহা শুনিয়া আমরা যদি মনে করি যে, তিনি দেখিতে হিমালয় অপেক্ষা বড়, কিম্বা জড়াকাশ অপেক্ষা বড় অর্থাৎ আরও কয়েকটা বড় জড়বস্তু মিলিত হইয়া তাহার সমান হইতে পারে, তাহা হইলে আমরা প্রতারিত হইব।

সত্য-বস্তু-গ্রহণে আমাদিগকে যেন জড়ভাব আক্রমণ না করে; যদি তাহা হয়, তাহা হইলে আমরা তৃণাদপি সুনীচ হইতে পারিব না; আমরা যদি জড় অহঙ্কারে মত্ত হইয়া আপনার কৃতিত্ব জ্ঞাপন করিবার জন্য ব্যস্ত হই, তাহা হইলে কিরূপে অমানী ও মানদ হইব? জড়াভিমান ত্যক্ত না হইলে জড়জগতে মান্যগণ্য হইবার চেষ্টাই স্বাভাবিক; তখন 'আঢ্যোঽস্মি অভিজনোঽস্মি' বিচার আমাদিগকে আক্রমণ করে। তখন মানী হইবার জন্য ব্যস্ত হই; অপরকে মান দান করিয়া নিজে ছোট হইবার প্রবৃত্তি লুপ্ত হয়।

জড়াভিমান থাকিতে "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি"র অর্থ আমরা বুঝিতে পারি না, বৃহৎ বিষয়ের অভিজ্ঞান হয় না। বৃহৎ বিষয়ের অভিজ্ঞান না হইলে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। "যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ। অথ য এতদক্ষরং বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ ॥" হে গার্গি, এই অচ্যুত বস্তুকে না জানিয়া যিনি এই লোক হইতে চলিয়া যান, তিনি অত্যন্ত দীন বা শূদ্র; আর যিনি এই অচ্যুতকে জানিয়া এই সংসার হইতে প্রস্থান করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। (বৃঃ আঃ ৩।৮।১০)

অচ্যুত বস্তু চতুর্থ হইতে অনন্ত মানের রাজ্যে বিচরণ করিতে পারেন; ঐ রাজ্যে তিনি সেব্য, জীব সেবক; তৃতীয়মানের রাজ্যে জীব ভোক্তাভিমানে মুগ্ধ। তৃতীয় মানের রাজ্যের বাহিরে বিচরণ করা ইন্দ্রিয়বৃত্তি বা বুদ্ধিবৃত্তির সাধ্য নহে। বুদ্ধিবৃত্তি পথনির্দ্দেশ করিতে পারে। আমরা যখন অনন্ত শব্দ ব্যবহার করি—বৈকুণ্ঠ বস্তুর আলোচনা করি, তখন চতুর্থমানের রাজ্যের আভাস পাই; কালিন্দীপুলিন বিপিনে পঞ্চমমানের কথা শুনা যায়। এইরূপে দিগ্দর্শন মাত্র পাই; কিন্তু তাহার ইয়ত্তা পাই না।

শ্রীনাম-মহিমা

৭। এক কৃষ্ণ নামে করে সর্ব্ব পাপক্ষয়।
নববিধ ভক্তি পূর্ণ নাম হইতে হয় ॥
দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা-বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বা-স্পর্শে আচণ্ডাল সবারে উদ্ধারে ॥
অনুষঙ্গ-ফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষিয়ে, করে কৃষ্ণ-প্রেমোদয় ॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৫শ অধ্যায়)

৮। এতাবতালমঘনির্হরণায় পুংসাং সংকীর্ত্তনং ভগবতো গুণকর্ম্মনাম্নাম্। বিক্রুশ্য পুত্রমঘবান্ যদজামিলোঽপি নারায়ণেতি ম্রিয়মাণ ইয়ায় মুক্তিম্ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৬।৩।২৪)

অতএব ভগবানের গুণ, কর্ম্ম ও নাম-সকলের সম্যক কীর্ত্তনই যে জীবের পাপ হরণে উপযোগী তাহা নহে, তদীয় নাম-গুণাদির অসম্যক্ কীর্ত্তন বা নামাভাসেই পাপ-হরণাদি-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। অজামিলই তাহার দৃষ্টান্ত। সেই মহাপাপী অজামিল মৃত্যুকালে অশুচিতে নারায়ণ বলিয়া আপনার পুত্রকে আহ্বান করিয়াও মুক্তি লাভ করিল।

৯। এতৎ ষড়্‌বর্গহরণং রিপুনিগ্রহণং পরং।
অধ্যাত্মমূলমেতদ্ধি বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনম্ ॥
(স্কন্দ-পুরাণ)

শ্রীবিষ্ণুর নাম-কীর্ত্তন দ্বারাই ছয় রিপুর জয় ও পরম শত্রু দমন হয় এবং উহাই আত্ম-জ্ঞান প্রস্ফুটিত হইবার মূলীভূত কারণ।

১০। এক কৃষ্ণনামে পাপীর যত পাপ ক্ষয়।
বহু জন্মে সেই পাপী করিতে নারয় ॥
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত নাম-রহস্য-পটল)

১১। ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎ সৎ।

(ঋগ্বেদ ১ মণ্ডল ১৫৬ সূক্ত ৩য়া ঋক্)

অতএব তাহা স্বপ্রকাশরূপ। সুতরাং এই নামের সম্যক্ উচ্চারণাদি মাহাত্ম্য না জানিয়া, যদি ঈষন্মাত্র অবগত হইয়াই নামোচ্চারণ করি (অর্থাৎ সেই নামাক্ষরগুলির মাত্র অভ্যাস করি), তাহা হইলেও আমরা তদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হইব। প্রণব বাচ্য বস্তু সৎ অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ।

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। কৃষ্ণগুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায় ॥

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা!   সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট
শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, যাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির সংবাদ এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই গ্রন্থ অনায়াসে লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন, তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায় সূচী ও শ্লোক-সূচীসহ ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

ত্রিদণ্ডিপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-সঙ্কলিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মঞ্জুহার। প্রতিটী কবিতা অমৃতকল্পনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। পাঠক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-মার্থের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এন্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইবে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রতি অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এন্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৷৷০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

পূর্ব্ব

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা
প্রেরণ ব্যয় ৷৷০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ৷৵০
গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ৷৴০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

কৃপাপূর্ণবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগজনের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপূর্ণ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে-ছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অভক্তের প্রতি উপদেশ', 'উজ্জ্বলব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'পরমহংস, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'দশ্যব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথা ও শ্রীচৈতন্যমঠ' 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'ভড়ংগিক হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৮০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপ-প্রবোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সত্যধর্ম্ম ও প্রাকৃত সত্যধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৮০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যত্ব, শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীরামানুজ, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুধাপানক রত্ন বিরাজিত। ভিক্ষা ৮০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অদ্বৈতবাদের প্রবৈকল্য" অচিন্ত্যভেদ আচার ও আচার্য্য, দান ও বিশ্বপ্রেম শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'অভিভাষণ', বহির্মুখতা ও কর্ত্তব্যতা, শ্রীগৌড়ীয় মঠের কার্য্য প্রভৃতি এই সপ্ত কৌস্তুভমণি প্রভৃতি বিরাজিত। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীমদ্ভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
৩। ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৭৲
৪। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১ গীতায় কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
(চতুর্থ সংস্করণ)
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর
(নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা
(৪৪৬ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। অর্থপঞ্চক ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৶১০
৩৯। সংকীর্ত্তনমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।⁄০
৪০। বৈষ্ণবক্ষুর সদাস্মৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড)
৪১। ব্রহ্মসংহিতা
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাধ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
৬২। লাইফ্ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। থিয়োটিক্ প্রিন্সিপ্ল য্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোশন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ কল্পতরু ⁄০
৭২। গীতমালা ১৲
৭৩। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু ⁄০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০; নগদ প্রতি সংখ্যা ⁄৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও প্রকৃত সুপথ-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি কর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতিসংখ্যা ⁄০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালা পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

বঙ্গদেশের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান করিয়া ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ১০ আনা, পাঁচটি ॥৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

আফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল খাঁটি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বিজ্ঞাপন

C. C. No. 521 N.R. /29—30

Nadia Raj Estate Vs

Joydurga Dasi.

নিম্নলিখিত সম্পত্তি আগামী ২১।১।৩৩ তারিখে নদীয়া সার্টিফিকেট অফিসার কর্তৃক প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবে।

১নং লাট জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ২৪৬২নং তৌজিভুক্ত মহাল পরগণে রাজোয়ান থানা চাপড়া ও সবরেজিষ্টারী কৃষ্ণনগরের অধীন দীপের মাঠ ওরফে মাদিয়া দীপচন্দ্রপুর মৌজা যাহা সেটেলমেণ্ট ৩২নং দীপচন্দ্রপুর উল্লেখে রেকর্ড হইয়াছে উক্ত মৌজার পত্তনিদার শ্রীধীরেন্দ্র নাথ সরকার ও নরেন্দ্রনাথ ও রমণীমোহন সরকার দিগরের অধীনে শ্রীমতী জয়দুর্গা দাসী ও শ্রীসরোজরঞ্জন সিংহ দিগরের নামে সালিয়ানা ২৮৪০৲ টাকার যে দরপত্তনি স্বত্ব রহিয়াছে উক্ত দরপত্তনি জমায় শ্রীমতী জয়দুর্গাদাসীর ৷৷০ আনা রকম-হিস্যা তাহাদের মতে ১৫২০৲ টাকা দরপত্তনি জমাসমেত তদুপরিস্থিত আকর আওলাত যাবতীয় দরবস্তু হকুক মূল্য আন্দাজ ৫০০৲ টাকা। উক্ত জমা সেটেলমেণ্টের ৩নং খতিয়ানে জমা হইয়াছে। শ্রীমতী জয়দুর্গাদাসীর ৷৷০ আনা রকমাংশ উক্ত জমার খাজনা পত্তনিদারগণের বরাত মতে নদীয়া রাজএষ্টেটে পত্তনি খাজনার ৭৬৫৲ টাকা দিতে হয় ও পত্তনিদার শ্রীনীরেন্দ্রনাথ সরকার দিগকে মুনফা ৩৭৫ টাকা দিতে হয়।

২নং লাট জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৪০২ বি ১নং তৌজিভুক্ত নিষ্কর থানা ... মৌজে খামারপাড়া দিগরের মধ্যে মালিক শ্রীমতী সুরেন্দ্রবালা দাসীর অধীনে শ্রীমতী জয়দুর্গাদাসী ও সরোজ রঞ্জন সিংহ দিগরের নামে ১৬০-৮৯ শতক জমির কাত সালিয়ানা ২২৫৲ টাকার যে ১টী চিরস্থায়ী কায়েমী মৌরসী মৌরসী জমা প্রচলিত আছে উক্ত জমায় শ্রীমতী জয়দুর্গাদাসীর স্বত্বাংশ ৷৷০ আনা রকমাংশ হারাহারি মতে ৮০-৪৫ শতক জমার কাত বার্ষিক ১১২৷৷০ টাকা চিরস্থায়ী কায়েমী মৌকররী মৌরসী জমা সমেত তদুপরিস্থিত আকর আওলাত দরবস্ত হকুক মূল্য আন্দাজ ৫০০৲ উক্ত জমা থানা কৃষ্ণনগরের অধীন ১০০নং খামারপাড়া মৌজার ২নং খতিয়ানে ও ঐ থানার ১০১নং পান্নীপাড়া মৌজার ২নং খতিয়ানে ও ঐ থানার ২০৫নং ফুলবাড়ি মৌজার ২নং খতিয়ানে রেকর্ড আছে ৩নং লাট ৯২নং কৃষ্ণনগর মৌজার ৫২৮নং খতিয়ানের লিখিত যে ৬৮৲ টাকা জমা আছে উক্ত জমায় শ্রীমতী জয়দুর্গাদাসীর ৷৷০ আনা রকম অংশে দর খাজনা ৩৪৲ টাকা হইতেছে। মূল্য আন্দাজ ২০০৲

স্বাক্ষর—ৎ, ব্যানার্জ্জি
C. O. Nadia
২১।১০।৩২

সশস্ত্র ডাকাতি

বরিশালে একটী সশস্ত্র ডাকাতির মামলা চলিতেছে। আসামী ফণীদাস গুপ্তের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের অভিযোগও আছে।

মানিকতলায় ডাকাতি

মানিকতলা মেন রোডে ডকাতি করিয়া প্রায় ছয়জন লোক ৫০০ টাকা লইয়া পলায়ন করিতে থাকিলে লোকে তাহাদিগকে অনুধাবন করিতে থাকে; কিন্তু তাহারা বোমা ফাটাইয়া অগ্রসর হইতে থাকে ও পলায়ন করে। লোকে আগ্নেয়াস্ত্রের ভয়ে নিকটে যাইতে সাহস করে নাই। এই সম্পর্কে দুইজন ধৃত হইয়াছে।

হাজতে আত্মহত্যা

দিল্লী হইতে সংবাদ এই যে মহারাণী নামে একজন স্ত্রীলোক নাকি ২০,০০০ টাকা মূল্যের অলঙ্কার চুরির মোকর্দ্দমার আসামী হয় এবং তাহার উপর একজন পুলিশ কর্ম্মচারী নির্যাতন করে; তাহার প্রতিবাদ স্বরূপে সেই স্ত্রীলোকটী হাজতে আত্মহত্যা করে। প্রকাশ যে, এই ব্যাপার সম্বন্ধে তদন্ত চলিতেছে।

বাড়ী পড়িয়া মৃত্যু

শোলাপুরে একখানি দ্বিতল অট্টালিকা পড়িয়া যাওয়ায় অনেকে প্রোথিত হইয়া মারা গিয়াছে। এপর্য্যন্ত ১১ জনকে পাওয়া গিয়াছে; তাহাদের মধ্যে সাতজন মারা গিয়াছে এবং চারজন সাংঘাতিক আহত। সন্দেহ হয় যে আরও ছয় জন চাপা পড়িয়া আছে। বাড়ীওয়ালার দুই পুত্রও বাড়ী চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে।

একজন খুনে দুই জনের প্রাণদণ্ড

যদু পাণ্ডা এবং দিবাকর পাণ্ডা বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত সরস্বতীপুরে বাস করিত। ঐ গ্রামের কৃষ্ণ পাণ্ডা তাহাদিগের নামে অনেক ফৌজদারী মোকর্দ্দমা করে। দুই বৎসর পূর্ব্বে জয়কৃষ্ণ বিধবা বিবাহ করায় গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণ রুষ্ট হইয়া তাহার উপর অত্যাচার করিতে থাকে। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া যদু পাণ্ডা এবং তাহার পুত্র দিবাকর পাণ্ডা জয়কৃষ্ণকে আক্রমণ করিয়া খুন করে। এই অভিযোগে কটকের সেসন জজ তাহাদের প্রাণদণ্ড বিধান করেন।

ঐ রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল হয়। হাইকোর্টে ঐ রায় বহাল আছে।

কলিকাতায় ধরপাকড়

শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ মৌলিক প্রভৃতি সাত জন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর কর্ম্মী ক্লাইভ ষ্ট্রীটের ব্যাঙ্কগুলির নিকট দিয়া মিছিল লইয়া যাইতেছিল; পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী বে-আইনী সভা বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে।

বীরনগরে দেশহিতৈষণা

বীরনগরের যুবকবৃন্দকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না; তাঁহারা ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগ তাড়াইয়া বাস্তবিকই স্বদেশের উপকার করিবার চেষ্টায় আছেন। তাঁহাদিগকে উৎসাহ দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হয়।

ঘাসের গাড়ীতে রূপা

আমেদাবাদে একটী গাড়ী করিয়া তিনজন লোক ঘাস বোঝাই করিয়া লইয়া যাইতেছিল। তদন্তে দেখা গেল যে ঘাসে লুকান রূপা আছে ঐ রূপা জাম্মানি হইতে লুক্কায়িত ভাবে আমদানি করা হইয়াছে।

ভীতি দমন কমিটী

সিরাজগঞ্জে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী সভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, যদিও সিরাজগঞ্জে রাজনীতিমূলক ভীতি প্রদর্শন আন্দোলনের অস্তিত্ব নাই তথাপি একটী কমিটী গঠিত হইয়া উহার ভবিষ্যৎ অস্তিত্বও বন্ধ করা হউক।

এখনও ঝরিয়া বিপন্ন

পাঠক অবগত আছেন যে একটী কয়লার খনির উপরিভাগ বসিয়া যাওয়ায় এবং খনিতে আগুন লাগিয়া যাওয়ায় ঝরিয়ার লোক ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া রহিয়াছে। মাল্‌মসলা দিয়া ধুম নির্গত হইতেছিল; তাহার মধ্যে দুই যায়গায় মাটি চাপা দিয়া ধুমোদ্গীরণ বন্ধ করা হইয়াছে; কিন্তু এখনও একস্থানে ধুম নির্গত হইতেছে; এবং বিপদ যে সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়াছে, তাহা বোধ হয় না।

সন্দেহ হয় যে, যদি অগ্নি নির্ব্বাপিত করা না হয় তাহা হইলে রেল ষ্টেসন পর্য্যন্ত ধ্বংস হইয়া যাইবে। এই জন্য রেলকোম্পানী অগ্নি নির্ব্বাপনের জন্য টাকা দিয়াছেন।

যেখানে অগ্নিকাণ্ড হইয়াছে তাহার চারিদিকে তারের বেড়া দেওয়া হইয়াছে এবং ১৪৪ ধারার নোটিশ দিয়া নিকটে লোক আসা বন্ধ করা হইয়াছে।

দণ্ড বৃদ্ধি

মুঙ্গের জেলার খড়গপুর গ্রামে নাগেশ্বর প্রসাদ সিং নামক একজন যুবক নিশীথ কালে সন্দেহজনক অবস্থায় ভ্রমণ করিতেছিল। চীৎকার করিয়া লোক জড় করিলে পর তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহার নিকট লাইসেন্সহীন একখানি রিভলভার পাওয়া যায়।

নিম্ন আদালতের বিচারে তাহার এক শত টাকা জরিমানা হয়; তাহার প্রাত অতিরিক্ত অল্প দণ্ড বিধান করা হইয়াছে বলিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হাইকোর্টে মোকর্দ্দমা পুনর্বিচারের জন্য প্রেরণ করেন; হাইকোর্টের বিচারে আসামীর দণ্ড বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহার প্রতি দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

হাওড়ায় ধরপাকড়

শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল মণ্ডল, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ পাল প্রমুখ পাঁচজন লোক বেআইনী বলিয়া প্রচারিত হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটীর কার্য্য তৎপরতার সাহায্যকল্পে একটী সভা আহ্বান করিবার চেষ্টা করেন। হাওড়ার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর তাঁহাদের প্রতি চার মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন।

আদালত কথা

প্রকাশ যে কাটোয়ার মোকর্দ্দমার সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় একটী মুন্সেফ কোর্ট উঠিয়া যাইবে। বর্ত্তমানে দুইটি মুন্সেফ কোর্ট আছে।

ডেলি | শ্রীধাম নবদ্বীপ | দৈ নি ক | Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড — সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৩৭তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১লা পৌষ শুক্রবার ১৩৩৯, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৩২

ঢাকায় গোরাসৈন্য সমাবেশ

বর্দ্ধমানে আইন অমান্য আন্দোলন

মেঝের নীচে আগ্নেয়াস্ত্র

আদেশ অমান্য

রাজবন্দীর প্রায়োপবেশন

নূতন ধরণের বাজার

পুলিশের বিরুদ্ধে নালিশ

ফরিদপুরে বন্দীর সংখ্যা

অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন সভা

অন্যায় ক্রোক হয় নাই

স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার

নানা কথা

ঢাকায় গোরাসৈন্য সমাবেশ

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে মিষ্টার ডব্লিউ, ডি, আর প্রেণ্টিস প্রকাশ করেন যে, প্রথম যখন ঢাকায় সৈন্য স্থাপন করা হয়, তখন সহরবাসিগণের সহিত সৈন্যদের কিছু কিছু সঙ্ঘর্ষ হইয়াছিল; তাহার কারণ এই যে, ঢাকার লোকেরা সৈন্যদিগের হাল চাল সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিল এবং সৈন্যগণও কখনও পূর্ব্বে বঙ্গদেশে আসে নাই। বর্ত্তমানে কর্ত্তৃপক্ষ উপযুক্ত উপদেশ দেওয়ায় আর কোন গোলযোগের সম্ভাবনা নাই। ঢাকেশ্বরীর মন্দিরের নিকট হইতে সৈন্যাবাস উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে না।

মেঝের নীচে আগ্নেয়াস্ত্র

সন্দীপনিবাসী মোবারক আলি নামক একজন সেরাজের একখানি পাঁচনলা রিভলভার চুরি যায়। দুই বৎসর পরে নোয়াখালির পুলিশ সাহেব মিষ্টার আমেদ সন্দীপের দারোগাকে সঙ্গে লইয়া সন্দীপের একজন মোক্তারের বাড়ী খানাতল্লাস করেন এবং বাসগৃহের মেঝে খনন করিয়া দেড় হাত নীচে ঐ রিভলভার প্রাপ্ত হন। বাটীর মালিককে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের মামলা রুজু করা হইয়াছে। আসামী দুই হাজার টাকার জামীনে খালাস আছে।

রাজবন্দীর প্রায়োপবেশন

পাঠক রাজমহাস্ত্রী জেলে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার সিংহ প্রভৃতির প্রায়োপবেশনের বিষয় অবগত আছেন। এ সম্বন্ধে বিজয়ের মাতা শ্রীমতী শরৎকুমারী সিংহ গবর্ণর জেনারেল এবং পঞ্জাবের গবর্ণর বাহাদুরের নিকট তার করিয়াছেন। তাহাদের অবস্থা সঙ্কটজনক।

মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টও এ সম্বন্ধে পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টকে এবং বড়লাট সাহেবকে লিখিয়াছেন। তাহাদের ডাক্তার কর্ত্তৃক পরীক্ষার ফলও গবর্ণমেণ্টকে পাঠান হইয়াছে।

পুলিশের বিরুদ্ধে নালিশ

যশোহর জেলার ঝিনাইদহ সাব ডিভিসনাল অফিসার বাহাদুরের আদালতে শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার বসু নামক একব্যক্তি দুই জন কনেষ্টবলের বিরুদ্ধে মার পিটের নালিশ করিয়াছে। ঘটনাটি যশোহর ঝিনাইদহ রেলের কালীগঞ্জ ষ্টেসনে সংঘটিত হয় বলিয়া প্রকাশ। কনষ্টেবলেরাও সুধীর বাবুর বিরুদ্ধে একটা পাল্টা নালিশ করিয়াছে। দুইটী মোকদ্দমাই বিচারাধীন আছে।

অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন সভা

শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবী কলিকাতার অন্তর্গত কুমারটুলিতে এক বিরাট সভায় বক্তৃতা করেন। সেখানে তাঁহাকে একটী অভিভাষণ প্রদত্ত হয় এবং তিনি অস্পৃশ্যতার বিপক্ষে ভোট দিবার জন্য অনুরোধ করেন এবং অনুন্নত সম্প্রদায়কে নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে বলেন।

ঢাকার নেতার মৃত্যু

ঢাকার জাতীয়তাবাদী মুসলমানদিগের নেতা চৌধুরী গোলাম কোদ্দেস সাহেব পরলোক গমন করিয়াছেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৭ পৌষ শুক্রবার ১৩৩৯

আজকে আজকাল সোশ্যালিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রভাব অত্যন্ত বেশী হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান অশান্তির মূলে দারিদ্র্য-জনিত সোশ্যালিষ্ট মত। শিক্ষিত লোকেরা উপযুক্ত হইয়াও কর্ম্ম পাইতেছে না, অথচ ধনীলোকের দুলালেরা সমস্ত দিকই দখল করিয়া বসিয়া আছে; জেনেভায় জাতিসঙ্ঘও সাম্রাজ্যবাদিতারই প্রশ্রয় দিতেছে, এই সমস্ত দেখিয়া তাহাদের মন হতাশাগ্রস্ত ও অসন্তোষ এবং অসন্তোষ জনিত সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব এবং দেশে দেশে হইতেই অশান্তির বন্যা প্রবাহিত হইতেছে।

বোম্বাই ইউনিভার্সিটির ডাঃ অধ্যাপক ওয়াদিয়া এবং জাবানি সম্প্রতি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ যে, ভারতে জাতীয়তা বলিয়া কিছু ছিল না; বিভিন্ন স্তরের সভ্যতা এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব জাতীয়তার বিরোধী। অথচ এই দুইটীই ভারতে অত্যধিক পরিমাণেই লক্ষিত হয়; তবে ভারতে জাতীয়তা কোথা হইতে আসিল? বিভিন্ন জাতীয় লোক যখন একই বিপদে পতিত হয় তখন তাহাদের স্বার্থসংঘর্ষ ভুলিয়া এক জাতিতে পরিণত হয়।

তাঁহাদের মতে হিন্দু-মুসলমান বিবাদ তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতায় মিটিবে না। ভারতের জাতীয়তা এবং জাপানের জাতীয়তায় পার্থক্য আছে। ভারতের জাতীয়তা প্রেমের উপর স্থাপিত; জাপানের জাতীয়তা ভয় এবং বিদ্বেষের উপর স্থাপিত। গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের মঙ্গল সাধিত হওয়া সম্ভব নহে। গোলটেবিলে যাহারা বসে পূর্ব হইতেই তাহাদের সময় না থাকিলে কোন কাজ হয় না।

আমরা বঙ্গদেশীয় কৃষকদিগের অবস্থা এবং তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি; এই বিষয়টী আরও বেশী রকম আলোচিত হওয়া আবশ্যক। আমরা অনেক স্থলে দেখিতে পাই যে, চাষীরা খামারে ধান না তুলিতেই তুলিবার সময়েই নানা প্রকার লোকদের সমাগম হয়; তাহারা যাহা পারে আদায় করিয়া লইয়া যাইবে জমীদারের লোক আসিয়া হানা দেয়; এইরূপে পাওনাদারদিগকে দিতে দিতে যখন সমস্ত শেষ হইয়া যায় তখন চাষী দেখে যে, সারা বৎসর পরিশ্রম করিয়া সে যাহা উৎপন্ন করিল, তাহার কিছুই তাহার ভোগে আসিল না; সমস্তই পাওনাদারদিগের ঘরে গেল।

বঙ্গদেশে কুসীদ ব্যবসায়িগণের কার্য্যকলাপের ফলে কৃষককুল এত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, একটা কুসীদ আইন প্রবর্ত্তিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। যত রকম সামাজিক ব্যাধি আছে তাহার মধ্যে কুসীদ ব্যবসায় অন্যতম; সুদখোর মহাজনেরা গরীবদের নিরুপায় অবস্থার সুবিধা গ্রহণ করিয়া তাহাদের রক্তশোষণ করিবে কখনই সঙ্গত নহে। বঙ্গীয় জমীদার সমিতি এ বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা সন্তোষ লাভ করিয়াছি।

গত বর্ষে আমাদিগের লোক পূর্ব্ববঙ্গে নোয়াখালি, ত্রিপুরা, ঢাকা প্রভৃতি জেলায় দেনদার ও পাওনাদারদিগের মধ্যে যেরূপ সম্পর্ক দেখিয়াছেন, তাহা কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নহে। দেনদারেরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে পাওনাদারদিগকে এক পয়সা পরিশোধ করিবে না, তাহাদিগের পয়সাতেই পাওনাদারেরা এতাবৎকাল তাহাদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব চালাইয়াছে, তাহারা পাওনাদারদিগকে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়াছে, জমীদারদিগকে কোটী কোটী টাকা দিয়াছে; এখন আর দিবে না।

পাওনাদার অথবা জমীদারের লোক তাহাদিগের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে যাইলে তাহারা মাঝ রাস্তায় তাহাদিগকে আটক করে এবং সময় সময় তাহাদিগের নিকট হইতে দলিল পত্র কাড়িয়া লয়—এরূপ কথাও শুনা গিয়াছে। গোয়ালা জমীদার ও পাওনাদারকে দুধ দেওয়া বন্ধ করায় অনেকে সহর পলাইয়াছে। তাহাদের বাটীতে মোট বওয়া বা মজুর খাটাও বন্ধ হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে যাহারা ভ্রমণ করিয়াছেন, তাহারা ভারতে ফিরিয়া আসিয়া এত রকম গল্প করেন যে, সত্য কথা নির্ণয় করা দুষ্কর হইয়া উঠে। সম্প্রতি বসে সিলেক্টেড প্রেসের সম্পাদক মিষ্টার এ, এস, আয়েঙ্গার যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে, বিলাতে জীবনের মধ্যে বেশী সুশৃঙ্খলতা রক্ষিত হয়, লোকদিগের নাগরিক সুলভ বিবেক প্রবল, সেখানে পুলিশ অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং জনসাধারণকে সাহায্য করিবার জন্য তৎপর। বিলাতের লোক এক বিষয়ে ভারতবাসী হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতির; কারণ তাহারা কাজের সময় কাজ করে এবং খেলার সময় খেলা করে।

অনেকের ধারণা এই যে, বিলাতের লোক আমোদ ভোগ করিবার বিশেষ পক্ষপাতী এবং তাহারা ষোল আনা ভোগ করে; কিন্তু এই সমস্ত বিষয়ে এবং আয়েঙ্গার সাহেবের মত হইতে আমরা ভিন্ন মতাবলম্বী; আমাদের যতদূর জানা আছে, বিলাতের লোক সাধারণতঃ ভারতীয়গণ অপেক্ষা আমোদ আহ্লাদ কম ভোগ করিতে পায়। তাহাদিগের মধ্যে অধিক সংখ্যকই অত্যন্ত দরিদ্র, তাহাদিগের বাড়ীঘর দ্বার পর্য্যন্ত নাই। গ্যারেটের জীবন পশুজীবন অপেক্ষা কিসে ভাল, তাহা খুঁজিয়া পাই না। তাহাদের অবস্থা দেখিলে বোধ হয় আমাদের দেশের ভিক্ষুকেরও কৃপা হয়।

পরলোকগত ডি, এল, রায় সত্যই বলিয়াছেন, 'বিলাত দেশটা মাটির, সেটা সোনারূপোর নয়।" আমরা চেম্বারলেনের এবং ওয়ারেণ হেষ্টিংসের জীবনী (যাহা সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে) পাঠ করিয়া যে সমস্ত কথা পাই তাহাতে সুখভোগ সম্বন্ধে বিলাতের লোক এবং অপর দেশের লোকের পার্থক্য দেখিতে পাই না।

"কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম"—নিরবচ্ছিন্ন সুখস্বরূপ ব্রহ্ম বস্তুর শরণাগত না হইলে—অখিলরসামৃতসিন্ধুর আশ্রয় গ্রহণ না করিলে সুখ কোথায় যে তাহার তারতম্য বিচার করিব?

আশা ও নৈরাশ্য

বিলাতের গোল টাবল বৈঠকের গবেষণা কখন কোন্ দিকে টান দেয়, তাহা বলা কঠিন; আমরা শেষ যে খবর পাই তাহাতে নৈরাশ্যই হয়। কিন্তু "অবজার্ভার" নামক বিলাতী কাগজ বলিতেছেন যে, নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই যখন একটা দেশের মধ্যে শাসন সংক্রান্ত পরিবর্ত্তন হয়, তখন সব বিষয়ই যে এক পক্ষের সুবিধাজনক হয়, তাহা নহে। সুতরাং কোন বিষয় কোন পক্ষের অসুবিধাজনক হইলেই যে সমস্ত আশাভরসা ত্যাগ করিতে হইবে। এমন কথাকে যুক্তিসঙ্গত বলা যায় না।

প্রতিনিধিগণ এখন প্রকৃত ঘটনার প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিতেছেন; তাহারা বর্ত্তমানে কেবলমাত্র মতবাদের দ্বারা চালিত নহেন।

স্যার মির্জ্জা ইস্মাইল ভারতসচিব সেমুয়েল হোরের প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন যে তিনি ঠিক কথাই বলিয়াছেন; কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রবল করিতে হইবে, নচেৎ সমস্তই নষ্ট হইবে। তবে প্রাদেশিক শাসন যাহাতে চলে তাহারও ব্যবস্থা করা দরকার; বর্ত্তমানে টাকাকড়ির অত্যন্ত অভাব সুতরাং প্রতিনিধিগণ অবস্থার অনুযায়ী ব্যবস্থার পক্ষপাতী হইলেই সকল দিকেই ভাল হয়। কেবল সাম্প্রদায়িক মঙ্গলের দিকে দেখিতে যত্ন করিলে ফল শুভ হইবে না।

জমীদারের স্থান

দ্বারবঙ্গের মহারাজ বাহাদুর একটী খুব ভাল কথা বলিয়াছেন। বর্ত্তমানে জমীদারদের আলস্য পরিত্যাগ করিয়া দেশের মঙ্গলের জন্য সচেষ্ট হইতে হইতেছে; জমীদারগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ রটাইতেছে যে, তাঁহারা কেবলমাত্র লোকের ভারস্বরূপ, কিন্তু তাঁহারা নিজেদের সমস্ত ক্ষমতা একত্র করিয়া তাহা এমনভাবে ব্যবহার করিবেন, যাহাতে দেশের ভাবী-মঙ্গল সাধিত হয়; জমীদারগণের প্রমাণ করা উচিত যে তাঁহারা কোন দেশের কোন দেশহিতৈষী অপেক্ষা কম দেশসেবক নহেন।

জমীদারগণের বিরুদ্ধে যে সমস্ত কথা বলা হয় তাহা কি সমস্তই অসত্য? অবশ্য দেশহিতৈষী জমীদারেরও অভাব নাই; কিন্তু অনেক জমীদারই কি প্রজার রক্ত শোষণ করিয়া বড় বড় সহরে বিলাসিতায় মাতিয়া নাই? তাহাদের নিকট প্রজাবর্গ কি সুবিধা পায়? যাহা হউক, জমীদারগণ যদি আন্তরিকই প্রজাদের মঙ্গলার্থ চেষ্টা করেন, তাহা অপেক্ষা সুখের কথা কি হইতে পারে।

আমরা অন্যান্য জমীদারদিগকে মহারাজ বাহাদুরের কথাটী বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, } ৩ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৬, ১লা পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৬ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩২ শুক্রবার } ২৩৭তম সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ বারাকপুরে পাঁচ দিবস হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া সদলে বিক্রমপুরের অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ বন্দর লৌহজঙ্গ উপস্থিত হ'ন। তথায় কয়েক দিন শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া ঢাকা নগরীতে উপস্থিত হইয়াছেন। স্বামীজীর বারাকপুরের প্রচারবাণী আমরা গত সংখ্যায় কিছু প্রদান করিয়াছি। অবশিষ্টাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

আমরা অদ্বয়-জ্ঞানের বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া পরমার্থ রাজ্যে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই তিনটী শব্দ প্রাপ্ত হই। তিনটী শব্দই যে একই অদ্বয়-জ্ঞান-বস্তুকে লক্ষ্য করে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া অনভিজ্ঞ সম্প্রদায় নানা প্রকার মতবাদ স্থাপন করিতে প্রয়াস পায়। তাহারা মুখে শাস্ত্র এবং গুরু স্বীকার করিলেও, শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্যত্ব এবং গুরুদাসের নিত্যত্ব স্বীকার করে না। তাই তাহাদের উভয়েই ধারণায় বস্তু-বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইয়া শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ বুঝিতে অসমর্থ।

অদ্বয়-জ্ঞান-বস্তুর ত্রিবিধ প্রতীতি আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই। দ্রষ্টা নিজের নিজত্ব অনুভব না করিয়া, আরাধ্য বস্তু কল্পিত—এই প্রকার ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া উপাস্য বস্তুর কল্পনা করিয়া থাকে। উপাস্য বস্তু কল্পিত, একথাটী কি করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে?

যদি সৌভাগ্যক্রমে কোন মুক্ত পুরুষের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়, তখন তিনি কৃপা করিয়া শাস্ত্রের যাহা প্রকৃত অর্থ তাহা আমাদের নিকট কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌ জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥" আমরা যদি শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটী প্রকৃতিস্থ হইয়া আলোচনা করি, তাহা হইলে শাস্ত্রের যাবতীয় মত-বাদের হাত হইতে ছুটী লাভ করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্যত্ব অনুভব করিবার সুযোগ পাই। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের পঞ্চোপাসনা প্রকৃতিজনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিলেও, উপাস্য বস্তু একমাত্র শ্রীভগবান্ কৃষ্ণই।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।" সেই উপাস্য বস্তুর উপাসক শ্রীগুরুদেব যখন আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হ'ন, তখনই তিনি শাস্ত্রযুক্তিমূলে উপাস্য-বস্তুর নিত্যত্ব এবং উপাসকের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া উপাসনা-কাণ্ডে নিজে প্রতিষ্ঠিত থাকেন ও অপরকে প্রতিষ্ঠিত করান।

জগতের অনেক লোকের প্রশ্ন—শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য কি উপাস্য বস্তু নির্ণয়ে ভুল করিয়াছেন? শ্রীচৈতন্যদেব যখন সপার্ষদে ইহ জগতে উদিত হইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি ভারতের অনেক গণ্যমান্য পণ্ডিতের মধ্যে অদ্বিতীয় সার্ব্বভৌম, প্রকাশানন্দ প্রভৃতির মত ব্যক্তিগণও উপাস্য নির্ণয়ে ভুল করিয়াছিলেন, তাহা শাস্ত্রযুক্তিমূলে দেখাইয়াছিলেন; তাই আজ আমরা তাঁহারই নিজ-জনের কৃপায় অদ্বয়-জ্ঞান-বস্তু যে জীব-মাত্রেরই উপাস্য, তাহা জানিতে পারিতেছি এবং দ্রষ্টার প্রতীতিগত বিচারে ভেদ হইলেও বেদান্তের বিচারানুসারে আমরা "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই কথাটীর প্রকৃত অর্থ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিবার সুযোগ পাইতেছি।

কেবল চিদের বিচারে ব্রহ্ম, সৎ-চিতের বিচারে পরমাত্মা, সৎ, চিৎ ও আনন্দের বিচারে ভগবান্। একটা বস্তুই আমাদের অধিকার বিচারে তিন প্রকার প্রতীতি হইয়া থাকেন। যাঁহারা প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা বৃত্তি নিয়ে শ্রীগুরুপাদপদ্মে উপস্থিত হ'ন, তাঁহারাই ত্রিবিধ প্রতীতির একত্ব অনুভব করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন।

দুর্ভাগা মানবজাতি যে দিন গুরুপাদপদ্মের নিত্যত্ব, ভগবানের ভগবত্তা, নিজের নিজত্ব বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছে, সেই দিন হইতে তাহারা এই ভগবৎসেবা বিষয়ে উদাসীন হইয়াছে।

আমরা যদি সত্য সত্যই আমাদের মঙ্গল চাই, তাহা হইলে সর্ব্ব প্রথমে বিচার করিব, 'আমি কে?' 'আমি' বলিয়া যে জিনিষটাকে লক্ষ্য করিতেছি সেইটী কি আমি? শাস্ত্র বলেন, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" আত্মাই যদি আত্মাকে দর্শন করেন, তাহা হইলে অনাত্ম অনুভূতির দ্বারায় চালিত হইয়া যে জিনিষটাকে দর্শন করেন বা যে জিনিষটাকে 'আমি' বলিয়া জানেন, সেই দর্শনটা কি আত্ম-দর্শন, ইহা একবার অনুভব করা উচিত নয় কি?

স্থূল-সূক্ষ্ম-জগতের অভিমান লইয়া যাঁহারা পরমার্থ আলোচনা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহারাই সমাজে পরমার্থের নামে বিষ উদ্‌গীরণ করিয়াছেন, বা পরমার্থে ভেজাল আনয়ন করিয়াছেন; এইটী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেরই বিচার্য্য বিষয়। যদি পরমার্থ লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে সেই বস্তু লাভে অসমর্থ ব্যক্তিগণ কি করিয়া সেই বস্তুর আদান প্রদান করেন, ইহা একটী ভাবিবার বিষয় নয় কি?

শ্রীচৈতন্যদেবকে যদি বাঙ্গালী মনে করি, বাঙ্গালীর ঠাকুর মনে করি, তাঁহাকে যদি মানব মাত্র মনে করি, তাহা হইলে আমরা প্রতারিত হইব; মর্ত্ত্যবুদ্ধিতে অসূয়া করিব। জড়াভিনিবেশে তাহা সম্ভব; অনুরূপ কারণে লোকে মনে করেন যে, একাদশীর উপবাস কেবল স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য, গঙ্গাজলের আদর তৎস্থিত রক্ত পরিষ্কারক দ্রব্যের জন্য। কিন্তু এসমস্ত বিচার ভক্তের আদরণীয় নহে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

৩ নারায়ণ নিধি গর্ভোদশায়ী ৪৪৬

মাণ্ডূক্য উপনিষদে আমরা চারিটী অবস্থার বিষয় পাই :— স্বপ্ন, জাগ্রৎ, সুষুপ্ত ও তুরীয়। জাগ্রদবস্থায় আমরা জানিতে পারি যে, স্বপ্ন সত্য বটে, কিন্তু জাগ্রদবস্থায় দৃষ্ট বস্তু যে হিসাবে সত্য, স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তু সে হিসাবে সত্য নহে; স্বপ্ন অবস্থা অল্পক্ষণ স্থায়ী, জাগ্রদবস্থাও চিরস্থায়ী নহে। সুষুপ্তাবস্থার সহিত তামিস্রের তুলনা চলিতে পারে।

কোন কোন সম্প্রদায় তমোভাবের উৎসাহ দিয়া তামসিক অবস্থাকে উচ্চস্থান দিয়াছেন; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু কখনও এ-অবস্থা প্রাপ্তির উৎসাহ প্রদান করেন নাই। তিনি এ-অবস্থাকে অন্ধতামিস্রের মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন।

স্বপ্নাবস্থায় মস্তিষ্কের অংশগুলি ক্রিয়া করে, সর্বেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া হয় না; কিন্তু জাগ্রদবস্থায় তাহা হয়, সুতরাং জাগ্রদবস্থা স্বপ্নাবস্থা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; আবার, জাগ্রদবস্থা অপেক্ষা মুক্তাবস্থা শ্রেষ্ঠ এবং তাহাই কাম্য; মুক্তপুরুষগণের নির্মল আত্মার পূর্ণ ক্রিয়া সম্ভব। তাঁহাদের নিকট ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব দোষচতুষ্টয় অগ্রসর হইতে পারে না; তাঁহারা স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থার বিকৃতির অধীন নহেন।

উপনিষৎ "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" বলিয়া জাগ্রদবস্থা হইতে মুক্তাবস্থার দিকে অগ্রসর হইতেই উপদেশ দিতেছেন; সুষুপ্তির দিকে যাইয়া আত্মবৃত্তির, কারিত্বজনের—সঙ্কীর্তনের ক্রিয়া বিনাশ করিবার উপদেশ দেন নাই। শ্রীনাম সুষুপ্তজনের উপাস্য নহেন; মুক্তকুলের উপাস্য। পূর্ণপুরুষ মুক্তের দ্রষ্টব্য, তামসিক সুপ্তের দ্রষ্টব্য নহেন।

যে অবস্থায়—"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে। অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥" সেই অবস্থাই বরণীয়। সমাধি-অবস্থা আত্ম-বিনাশের, আত্মার ও ভক্তীকরণের অবস্থা নহে। জীবের শুদ্ধাবস্থাই তাঁহার স্বধর্মের বিমল পরিচয় এবং তিনি আপনাকে কৃষ্ণদাস বলিয়া অভিমান করেন।

কৃষ্ণ-বস্তুকে সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম না করিতে পারিলে তাঁহার আংশিক বা অসম্যক্ প্রতীতিতে ব্রহ্ম বা পরমাত্মার উপলব্ধি হয়। আর কৃষ্ণ-বস্তুকে ভুলিলে সোজাসুজি মায়ার দাসত্ব—কুকুর, বিড়াল, আত্মীয় কুটুম্ব অথবা জনসাধারণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের দাসত্বই লভ্য হয়।

'মাং প্রপদ্যন্তে' "মামেকং শরণং ব্রজ" ইত্যাদি বাক্যে "মাং" শব্দের অর্থ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। 'মাং' শব্দের অর্থ ব্রহ্ম বা পরমাত্মা করিলে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাইবে না।

গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত সেবাকাই আম্নায়; শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ গুরুবর্গের নিকট হইতে যে ধারা চলিয়া আসিতেছে, তাহাই উপাদেয়; অন্য সমস্তই হেয়। সে সমস্ত 'বথা' লোকদেরই গ্রহণীয়।

আমরা আম্নায় পরম্পরায় অবগত হই যে, হরিই পরমতত্ত্ব, তিনি সর্বশক্তি-সম্পন্ন এবং অখিলরসামৃত সিন্ধু; তাঁহাকে 'বথা' লোকেরা অজ্ঞান সমষ্টি ব্রহ্ম বলিয়া আপনাদের দুর্বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতেছে।

জীব তাঁহার বিভিন্নাংশ। তাহার মায়া-কবলিত হইবার যোগ্যতা আছে। ব্রহ্ম মায়াবশীভূত হইতে পারেন না। জীব মায়াগ্রস্ত, মুক্তজীব মায়ামুক্ত। ব্রহ্মকে মায়াতে আবদ্ধ করিবার কল্পনা দুর্বুদ্ধির পরিচায়ক।

চিদচিৎ সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরির অচিন্ত্য-ভেদাভেদ প্রকাশ, শুদ্ধভক্তিই একমাত্র সাধন বা উপায় এবং কৃষ্ণপ্রীতিই একমাত্র লভ্য, উপেয় বা সাধ্যবস্তু।

জড় বদ্ধজীবের পক্ষে সম্বন্ধ-জ্ঞানের নিতান্ত প্রয়োজন। বৈষ্ণবগণ ও শাঙ্করিকগণ বলেন যে, স্থূল ও লিঙ্গ দেহ হইতে চিৎকণ পৃথক্ ও অতিরিক্ত। উভয়ের মতেই মুক্তিলাভ প্রয়োজন; মুক্তিলাভের পর যে জীবের কি অপূর্ব গতি হয়, সে বিষয়ে শঙ্কর নিস্তব্ধ।

কৈবল্যই প্রয়োজন; সে কৈবল্য ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বা আত্মবৃত্তির স্তব্ধতা নহে; তাহা আত্মবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ; তাহাতে কেবলা ভক্তিই প্রকটিতা; আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলনই একমাত্র কৃত্য।

তৃতীয় মানের বস্তু পর্য্যন্ত গ্রাহ্য। যাহা চতুর্থ হইতে অনন্ত মানের রাজ্য—অর্থাৎ যাহাকে জড় বুদ্ধির বা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মাপা যায় না, তাহাই বৈকুণ্ঠ রাজ্য। মানব-বুদ্ধি কৃষ্ণলীলার দিক্ নির্দেশ করিতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণলীলা আস্বাদন করিতে পারে না। সসীম জ্ঞানের সহিত দৃশ্য বস্তুর উপর দর্শকের প্রভুত্ব জ্ঞান সংলিপ্ত; জড় ব্যতিরেক জ্ঞানের সহিত দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনের একীভবন সংলিপ্ত। কৃষ্ণানুশীলনে দৃষ্ট বস্তু দ্রষ্টার প্রভু। প্রথমটীতে জড় বৈচিত্র্য, অবরতা, হেয়তা ও কালক্ষোভ্যতা, দ্বিতীয়টীতে বৈচিত্র্যাভাব এবং তৃতীয়টীতে চিদ্বৈচিত্র্য-ক্রমে বিচিত্রতা ও চমৎকারিত্ব।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্বস্ব গিরি মহারাজ ও পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ মহোদয় কানপুর প্রভৃতি অঞ্চলে শুদ্ধভক্তি-বাণী কীর্তন করিতেছেন।

অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ, ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসুধাকর, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য মহোদয় কটকে বিশুদ্ধ প্রেম ধর্মের বার্তা শুশ্রূষুগণের নিকট কীর্তন করিতেছেন। এই পরদুঃখদুঃখী মহাত্মা জগদ্বাসীর উপকারের নিমিত্ত কঠোর পরিশ্রম করিয়া ইংরেজী ভাষায় 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য' নামক একখানা অপূর্ব গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

এই গ্রন্থের পরিচয়াংশে (Introduction) জগতে প্রচলিত যাবতীয় দর্শন-মতবাদ আলোচনা দ্বারা, অতি সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদই অন্যান্য যাবতীয় দর্শনের অসম্পূর্ণতা পূরণ করিয়া পরমার্থ রাজ্যের মুকুটমণি-রূপে বিরাজিত; তৎপর গৌরলীলার সুমধুর তরঙ্গিণী অতি সুন্দর-রূপে প্রবাহিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থ-পাঠে পাঠক সত্য সত্যই দেখিতে পাইবেন—

"গৌরাঙ্গের মধুর লীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা
হৃদয় নির্মল ভেল তার।"

সন্ন্যাস

সম্যগ্‌রূপে সকল ত্যাগ করিয়া কেবল-মাত্র কৃষ্ণপ্রেমানুসন্ধানের নামই প্রকৃত সন্ন্যাস। এবম্প্রকার সন্ন্যাসাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি জগতে দুর্লভ। কর্মফল ত্যাগ করিলে 'কর্ম-সন্ন্যাস,' যাবতীয় জাগতিক জ্ঞান পরিহার করিলে 'জ্ঞান-সন্ন্যাস' এবং যাবতীয় বস্তুর সেবাগ্রহণ-প্রবৃত্তি ত্যাগ করিয়া ভগবৎ-সেবোন্মুখ হইলেই ভক্তি-পথের সন্ন্যাস সিদ্ধ হয়। এই ভক্তিপথের সন্ন্যাসই বরণীয়।

কর্মী-সম্প্রদায় প্রবৃত্তির প্রবল তাড়নে [illegible]ত হইয়া স্বয়ংই কর্মের প্রবর্তক এবং নিজকৃত কর্মের ফলের একমাত্র আমিই ভোক্তা, এইরূপ অহমিকাক্রান্ত হইয়া বিপুল কর্মাড়ম্বরে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। একবার কর্মে প্রবৃত্ত হইলেই সেই কর্ম কর্মীর হৃদয়ে দ্বিতীয় কর্মের আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলে, সেই কর্ম, পুনরায় তৃতীয় কর্মের আবাহন করে। এই প্রকারে প্রতিমুহূর্তে নূতন নূতন কর্মের সৃষ্টি করিয়া কৃতকর্মই কর্মীকে কর্মের অকূল সাগরে ভাসাইয়া দেয়।

কর্মীর এই প্রকার দুরবস্থা দেখিয়া এক সম্প্রদায়ের লোক মনে করেন যে, ফলাকাঙ্ক্ষী কর্মীর যখন এই প্রকার গতি তখন কর্মফল ত্যাগ করিতে পারিলেই বুঝি আর কর্মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে হইবে না; এই মনে করিয়া তাঁহারা ফল-ভোগ ত্যাগেরই বহুমানন করিয়া ভোগত্যাগের পন্থা অবলম্বন করেন। এই প্রকার ব্যক্তিগণকে কর্মসন্ন্যাসী বলা যায়। কর্মসন্ন্যাস সিদ্ধ হইলে ধর্ম, অর্থ ও কামই তাঁহাদের প্রাপ্য ঘটে।

জ্ঞানের প্রয়াস এবং ফলভোগের বিষময় পরিণাম লক্ষ্য করিয়া আর এক শ্রেণীর লোকও ত্যাগেরই বহুমানন করেন। তাঁহারা ভোগে আনন্দ নাই জানিয়া ত্যাগেই আনন্দ—এই প্রকার মনে করেন এবং তদনুসারে ত্যক্ত গৃহ-দার-পুত্র হইয়া পর্বতগুহাদি আশ্রয় করেন। এই প্রকার ব্যক্তিগণ জ্ঞান-সন্ন্যাসী। ইঁহাদের জ্ঞান সন্ন্যাস সিদ্ধ হইলে মোক্ষ লাভ ঘটে।

কর্ম-সন্ন্যাসী বা জ্ঞান-সন্ন্যাসীর প্রার্থিত যে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ, ইহাদ্বারা জাগতিক উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু জাগতিক উন্নতি সাধন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয় নহে। কৃষ্ণ-প্রেমাই একমাত্র প্রয়োজনীয়। সুতরাং এই উভয় প্রকার সন্ন্যাসের হেয়তা এবং নশ্বরতা লক্ষ্য করিয়া ভক্ত সন্ন্যাসী সম্প্রদায় তথা-কথিত ভোগ বা ত্যাগ উভয়কেই বিসর্জন দিয়া সমস্তই কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্বন্ধিত করেন। তাঁহারা যুক্ত-বৈরাগ্যাবলম্বনে ভক্তি বা সেবার পথ অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণপ্রেমা-স্বাদনের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিয়া জগজ্জীবকে অকাতরে তাহা বিতরণ করিবার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টান্বিত।

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা!! সুবর্ণ সুযোগ!!

ভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট
শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপণপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থ লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৹, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-রচিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মনোহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পরম-সম্পদের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এন্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত
বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' প্রভৃতি সম্বলিত বহু পাঠান্তরসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অন্বয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এন্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৷৷০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

পূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা
প্রেরণ ব্যয় ৷৷০ পৃথক্ দেয়
ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পরমার্থসাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসংগ্রহ ও বিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-সারার্থ-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।
প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড।৵০
গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে।৵০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

জগদ্গুরুবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপূর্ণ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীগুচ্ছ পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অন্যকের প্রতি উপদেশ', 'উজ্জ্বলরসের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'জড়াসক্তি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধকৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'দক্ষাবধসাধের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ' 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'অসৎসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'অন্যাভক্তি হরিভজনের প্রতিকূল' প্রভৃতি ত্রিশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চাকচিক্য। ভিক্ষা ৷৷০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাম-নিন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীআবির্ভাবনী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিশটি সম্পাদক বক্তৃতা সুশোভিত। ভিক্ষা ৷৷০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীমধ্ব আচার্য্যপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীরূপানুগত্য, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের মত, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনঃপাঠ, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও ভাবসেবার নিত্যতা—এই নয়টী তত্ত্বপ্রকাশক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৷০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অজ্ঞাতকেতুত্ব শ্রদ্বৈকবেদ্য," অকাতরম আত্ম ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুকণ্ঠীর প্রচেষ্টা, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বাস্তব সত্য ও বাস্তবতা, শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচার প্রণালী এই সপ্ত কোহিনূর প্রতিভাদিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ৩৲ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্য ভাগবত ৫৲
। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
। ভজনরহস্য ॥০
। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
। মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
। বেদান্তত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
। জৈবধর্ম্ম ২৲
। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
(চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
। ভক্তিরত্নাকর
(নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
। গীতমালা ৵১০
। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
। নবদ্বীপ পঞ্জিকা
(৪৪৬ গৌরাব্দ) ৶০
। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
। শরণাগতি ৵০
। গীতাবলী ৵০
। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
। সাধনকণ ৵০
। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
। নবদ্বীপশতক ৵০

৩৫। অর্থপঞ্চক ৵০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৵১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৵০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাধ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সদসদ্দীপিকায়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৵০
৫৮। সারাংশবর্ণনম ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৶০
৬২। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৵০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। টরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ কল্পতরু ৵০
৭২। গীতাবলী ১৲
৭৩। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু ৵০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষার একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৸০, নগদ প্রতি সংখ্যা ,৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা-স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নিরপেক্ষ সমালোচক ও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা ৵০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৪ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কাবকণ্ঠাভরণের

বঙ্গলার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অ[illegible] মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমাপ ও খন ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।১০ আনা, পাঁইট ॥৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

জে. বি. দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার

অমৃতসহরে স্বদেশী আন্দোলন চালাইবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। মিছিল বাহির করিবার চেষ্টার জন্য এবং রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ানের অভিযোগে স্পেশাল পাউয়ার্স অর্ডিনান্স অনুসারে ৮জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হয়।

আরানগরে মিছিল বাহির করার অপরাধে শ্রীমতি রাম দুলারী দেবী এবং শ্রীমতী মনমোহন দেবীর ৬মাস বিনাশ্রমে কারাদণ্ড এবং ৫০ টাকা করিয়া জরিমানা হইয়াছে। তাঁহাদের আরও ৮জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হন। তাঁহাদিগের ৬মাস সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

ফরিদপুরের বন্দীর সংখ্যা

ফরিদপুর জেলা হইতে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ৪৬ জন, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ৬৮ জন এবং ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ১৫৩ জনকে ধরিয়া আটক রাখা হইয়াছে। যে সমস্ত স্থানে গভর্ণমেণ্ট আটক আসামীদের পরিবারবর্গের ভরণপোষণ দান উপযুক্ত বিবেচনা করেন, সেই সেই স্থানে অনুরূপ ব্যবস্থা করেন। বিশেষ বিবরণ প্রকাশ্য নহে।

বর্দ্ধমানে আইন অমান্য আন্দোলন

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলায় ২৯৭ জনকে আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে দোষী সাব্যস্ত করিয়া শাস্তি দেওয়া হয়। শ্রীযুক্ত বাবু যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা এম, এ; বি, এল এবং শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথনাথ সেন, এম-এ, বি-এল মহাশয়দ্বয় তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী বলিয়া গণ্য হইয়াছেন।

অন্যায় ক্রোক হয় নাই

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় পুলিশ বিভাগের মেম্বর প্রকাশ করেন যে, তমলুক মহকুমায় যে চৌকীদারী ট্যাক্স এখনও প্রাপ্য হয় নাই, তাহার জন্য আদায়কারী পঞ্চায়েতগণ কোন সম্পত্তি ক্রোক করিয়া বিক্রয় করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই। সারাবৎসরের প্রাপ্য খাজনা অগ্রিম আদায় করিবার জন্য কোন আদেশ দেওয়া হয় নাই।

পুলিশের ক্ষমতা

ভীতি প্রদর্শন আইন সম্বন্ধে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার আলোচনার সময় পণ্ডিত সত্যেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় প্রকাশ করেন যে, ভীতি প্রদর্শন মূলক ব্যাপারে অনুরূপ গোলযোগ উৎপন্ন করে। পুলিশ চট্টগ্রামে যেরূপ অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া শুনা যায়, তাহাতে কোন কোন যুবক উত্তেজিত হইয়া খুন জখম প্রভৃতি করিতে পারে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই।

মিষ্টার মিত্র বলেন যে, শাসকবর্গের উপর যদি হাইকোর্ট ক্ষমতা চালাইতে না পারে, তাহা হইলে দেশের শাসনচালক কর্ম্মচারীরা ক্ষমতার অপব্যবহার করিবে।

আদেশ অমান্য

পুলিশের আদেশ অমান্য করিয়া কলিকাতা রাইটার্স বিল্ডিংসের সম্মুখ দিয়া মিছিল লইয়া যাইবার অপরাধে কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ছয় জনের প্রতি ৬য় মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন। আসামীরা বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্য।

নেতৃবর্গের স্বাস্থ্য

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় মিষ্টার হেগ গবর্ণমেণ্টের হোম-মেম্বর স্বরূপে প্রকাশ করেন যে তিনি মিষ্টার জে, এম, সেনগুপ্তের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিতে পারেন না. পরে সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিবেন এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে লিখিবেন।

সুভাষ বাবুকে লক্ষ্ণৌএ পাঠাইয়া মেডিকেল বোর্ড দ্বারা রোগ পরীক্ষা করান হইবার সঙ্কল্প হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত শরৎ বসু বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছেন। তাঁহাকে নির্জ্জন কারাকক্ষে রাখা হইয়াছে।

নূতন ধরণের বাজার

হায়দ্রাবাদ ইম্প্রুভমেণ্ট বোর্ড বোম্বাই ক্রফোর্ড বাজারের অনুরূপ একটী বাজার প্রস্তুত করিবার জন্য তিন লক্ষ টাকা কর্জ্জ করিতেছেন। এই বাজারগুলি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের—বিলাতের অনুকরণে।

ভূতের ফটো

আমেরিকার বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ মিষ্টার ক্রাশম্যান্, তাঁহার কন্যা মরিয়া যাইবার পর, সাইকিক কলেজে গমন করিয়া তাঁহার মৃতা কন্যার ফটো গ্রহণ করিয়াছেন। বিখ্যাত লেখক কনেন ডয়েল সেই ছবিখানি ভিন্ন ভিন্ন দেশে বায়স্কোপে দেখাইয়াছেন। মিঃ বিওটি, ডাক্তার আলফ্রেড ওয়ালেস, ও, এম্ প্রভৃতি সুপরিচিত লোকও এইরূপ ভূতের ফটো লইয়াছেন।

বিজ্ঞান কংগ্রেস

আগামী ২রা জানুয়ারি হইতে ৭ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত নিখিল ভারত বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। ভারতে ভূতত্ত্ব বিভাগের ডাইরেক্টার ডাক্তার এল, এল, ফারমর সাহেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন।

ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শাখা-সমিতি বসিবে; এইরূপ নয়টি কমিটীর অধিবেশন হওয়া স্থির হইয়াছে। পাটনার সায়েন্স কলেজে কতকগুলি শাখার অধিবেশন হইবে; বাকি গুলি প্রিন্স-অব-ওয়েল্‌স্ মেডিকেল কলেজে বসিবে।

আলোয়ারে শান্তি

আলোয়ার হইতে যে সমস্ত মহাজরীণ বিদেশে চলিয়া গিয়াছিল, তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। ১৬০ জন ফিরিয়া আসিয়াছে। আলোয়ারের মন্ত্রীবর্গের সহিত মহাজরীণ নেতৃবর্গের মধ্যে আপোষ মীমাংসা শেষ হইলেই অবশিষ্ট মুসলমান মহাজরীণগণ প্রত্যাবৃত্ত হইবে। রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে।

বোমা ফাটা

রাণীগঞ্জ সহরের কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে বোমা ফাটিয়া সুরেন্দ্র বাবু ভীষণ আহত হন। আসানসোল মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর সে স্থানে আগমন করেন; পুলিশ খানাতল্লাসী করে এবং বাড়ীটী পাহারা দিয়া রাখে। সুরেন্দ্র বসুর তিন পুত্রকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

মহিলা গ্রেপ্তার

কলিকাতা ক্লাইভ ষ্ট্রীটে মিছিলের নেতৃত্ব করার জন্য বে আইনী বলিয়া প্রচারিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর শ্রীমতী নির্ম্মলা বালা দাসী, শ্রীমতী রমা বালা দাসী এবং শ্রীমতি নিচু বালা দাসী গ্রেপ্তার হন।

ঐ অপরাধেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সমিতির কয়েক জন গ্রেপ্তার হইয়াছে।

খেলায় বিপত্তি

কলিকাতা তালতলা লেনের একটী বাড়ীতে ৪জন মুসলমান ক্যারাম খেলা করিতেছিল। মুসলমানদিগের উৎসব উপলক্ষে একটী বালক সেই ঘরে বাজী পোড়ার জিনিষ পত্র তৈয়ারি করিতেছিল; হঠাৎ বারুদে আগুন লাগিয়া পাঁচ জনেরই শরীরেই আঘাত লাগে। তাহাদিগকে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

পদ্মার লীলা

পাকসীর নিকট যে হার্ডিঞ্জ পুল আছে তাহার নিকট পদ্মার গতি পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা হইতেছে; যদি গতি অন্যদিকে যায় তাহা হইলে এই পুল কোন কাজে লাগিবে না এইজন্য একটী আড়াই মাইল ব্যাপী বাঁধ প্রস্তুত করিয়া পদ্মার গতি নিয়মিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

সভা করিওনা

নোয়াখালির ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ১৪৪ ধারায় নোটিশ দিয়া জেলার মধ্যে চাষীদের খাজনা ও সেস বন্ধ সম্পর্কীয় সভা সমিতি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। নোয়াখালি জেলায় অনেক দিন হইতেই খাজনা, সেস, কর্জ্জা টাকার সুদ এবং ট্যাক্স বন্ধ করিবার চেষ্টা চলিতেছে এবং পূর্ব্বে ঐ সমস্ত আন্দোলন বন্ধ করিবার চেষ্টা হয়; কিন্তু বিশেষ ফল হয় নাই।

ইংলণ্ড ও পারস্য

বিলাতের ডেলি হেরল্ড পত্রিকা বলেন যে, মিষ্টার গান্ধির নিকট গভর্ণমেণ্ট আত্মসমর্পণ করিবার পর হইতে প্রাচ্য মহাদেশে ইংরাজের প্রতাপ কমিয়া গিয়াছে; সেই সুযোগে পারস্য ইংরাজের উপর হুমকি দিতেছে; তাহারই ফলে আজ পারস্য ইংরাজ কোম্পানীর পারস্যে তৈল ব্যবসায়ের সুবিধা কাড়িয়া লইতেছে এবং পারস্যের উপর দিয়া ইংলণ্ডের বিমানপোত চালনায় আপত্তি প্রকাশ করিতেছে।

এম-এ, ছাত্র গ্রেপ্তার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, ক্লাসের ছাত্র শ্রীমান প্রশান্ত কুমার সমাদ্দার এবং অপর দুইজনকে ভীতি মূলক আন্দোলন সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

খুলনায় কলেরা

খুলনায় ভীষণভাবে কলেরা আরম্ভ হইয়াছে; এক সপ্তাহে ৯২ জন মারা গিয়াছে।

ডেলি

দৈনিক

Reg No C1544•

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড | সম্পাদক — শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি | ২৩৮তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২রা পৌষ শনিবার ১৩৩৯, ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৩২

স্থানীয়

খানায় মোটর

গত ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে একখানি গাড়ী স্বরূপগঞ্জ হইতে কৃষ্ণনগর আসিয়া জিলা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের বাটীর নিকট একটি প্রকাণ্ড গর্ত্তে পড়িয়া যায়। তাহাতে সাতজন আরোহী ছিলেন। তাঁহারা বিবাহের বরযাত্রী স্বরূপে যাইতেছিলেন।

এক জনের পা কাটিয়া গিয়াছে। একজনের মাথায় চোট লাগিয়াছে; এবং নবদ্বীপের ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ দাস, এম-বি, মহাশয়ের দুইটি দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অপর কয়েকজনও অল্প বিস্তর আহত হইয়াছে। কৃষ্ণনগর হাসপাতালে ইঁহাদের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়।

নদীয়ায় কলেরা

কৃষ্ণনগরে কলেরা আরম্ভ হইয়াছে; কর্ত্তৃপক্ষগণ রোগ দূর করিবার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন এবং কি কি উপায় অদূর ভবিষ্যতে অবলম্বিত হইবে, তাহা বিজ্ঞাপিত না করিলে জনসাধারণের অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা।

কৃষ্ণনগরের গলি রাস্তাগুলির অবস্থা অতি শোচনীয় এবং বড় রাস্তার ধারে এত বেশী ময়লা জমিয়া থাকে, ড্রেণে এত বেশী পাঁক এবং ড্রেন হইতে দুর্গন্ধ মাটি ময়লা মেথরেরা তুলিয়া রাস্তার উপরই মাঝে মাঝে দশ বার দিন ধরিয়া জমা করিয়া রাখায় বড় বড় রাস্তাগুলির যে দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহাতে ইহা কোন সভ্যদেশের সহর বলিয়া অনুমান করা কঠিন।

রাস্তায় জল দিবার বন্দোবস্ত যতদূর খারাপ হওয়া সম্ভব ততদূর [illegible]। ইহাতে যক্ষ্মাদি রোগের প্রাদুর্ভাব অবশ্যম্ভাবী। হাসপাতাল হইতে সিটি ষ্টেসন যাইবার রাস্তার উপর দিয়া দুই চারিখানি ঘোড়ার গাড়ী চলিয়া গেলে দশ হাত দূরের মনুষ্যকে চেনা যায় না, এত ধূলি উড়িতে থাকে। লোকের নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, এমন কি গাড়ীর ভিতর থাকিয়াও নাক বুজিয়া যাইতে হয়। এবিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক।

শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থলী শ্রীধাম মায়াপুরে

ঠাকুর

ভক্তিবিনোদ ইন্সটিটিউট

(হাইস্কুল)

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ছাত্রগণের ও অভিভাবকগণের সুবর্ণসুযোগ

মনোরম প্রাকৃতিক লীলাক্ষেত্র মধ্যে

গঙ্গা ও খড়িয়া নদীর সঙ্গমস্থলে প্রাসাদোপম দ্বিতল বিদ্যালয়-গৃহ ও ছাত্রাবাস (বোর্ডিং) শ্রীগৌরকুণ্ড নামক সুবিস্তৃত সরোবর তীরে অবস্থিত।

অতি নিকটে সুবিস্তীর্ণ খেলার মাঠ ও ব্যায়ামাগার

স্থান—অতি স্বাস্থ্যকর—নলকূপের (টিউবওয়েলের) পানীয় জল।

বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্থানে "শ্রীচৈতন্যমঠের" সাধু,

সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিবৃন্দের সুদুর্ল্লভ সঙ্গ

শিক্ষার ব্যবস্থা অতুলনীয়

রেক্টর—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(শিক্ষকতায় ২৫ বৎসরেরও অধিক অভিজ্ঞ)

হেড মাষ্টার—সুপরিচিত ও সর্ব্বজনসমাদৃত শান্তিপুরের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস। (২৫ বৎসরের অধিক অভিজ্ঞ)

বিশেষ পারদর্শী শিক্ষকগণের মধ্যে ৬জন গ্র্যাজুয়েট

এরূপ সমাবেশ কলিকাতার বড় বড় স্কুলেও নাই

স্কুলে ও বোর্ডিং এ পড়াইবার অতি সুবন্দোবস্ত

অথচ

ব্যয় বাসস্থান, আহার ও বেতন সহ মাসিক মাত্র ৬৲ টাকা।

পাঠ্যবিষয়, ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা, স্বাস্থ্যোন্নতি, খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদের বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক স্থান অবশিষ্ট আছে।

অবিলম্বে আবেদন করুন

সম্পাদক

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

নদীয়ার নদী

নদীয়া জেলায় বহু নদী প্রবাহিত; তাহার মধ্যে কয়েকটী নদীর স্রোত যেমন প্রবল ছিল, তাহাদের তীরবর্ত্তী গ্রামসমূহের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি সেইরূপ ছিল; কিন্তু আজকাল সেই সমস্ত নদী প্রায় রুদ্ধস্রোত হইয়া উঠিয়াছে; গ্রামসমূহ জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে; ফলে ম্যালেরিয়ার বিস্তার হওয়ায় ঘরে ঘরে হাহাকার আরম্ভ হইয়াছে। নবগঙ্গা উদ্ধারের চেষ্টা চলিতেছে; অন্যান্য নদীরও উন্নতি হওয়া আবশ্যক; সেগুলির সম্বন্ধে ক্রমশঃ আলোচনা হইবে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২রা পৌষ শনিবার ১৩৩৯

নির্ব্বাচন প্রথা

বাঙ্গালার সর্ব্বদল হিন্দু সম্মেলনে স্থির হইল যে, দশ বৎসরের জন্য মুসলমানেরা ব্যবস্থাপক সভায় শতকরা ৫১টী স্থান পাইতে পারিবে। দশ বৎসর পরে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন বন্ধ করিতে হইবে। এলাহাবাদ মিলন বৈঠকে যে সমস্ত প্রোতিনিধি থাকেন, তাঁহাদিগকে এই সভার মতানুযায়ী ভোট দিতে হইবে। মোট কথা, যিনি যত কথাই বলুন না কেন বর্ত্তমানে সাম্প্রদায়িকতামূলক পৃথক নির্ব্বাচনই প্রচলিত হইবে।

অনেকে মনে করিতেছেন যে, যদি লোক কালক্রমে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের কুফল জানিতে পারে, তাহা হইলে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন প্রথা বন্ধ করিতে কষ্ট পাইতে হইবে না; কিন্তু বাস্তবিকই কি তাহা সম্ভব? এপর্য্যন্ত কোন্ ইতিহাসে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়? কোন্ দেশের কোন সম্প্রদায় স্বেচ্ছায় নিজস্ব স্বত্ব বিসর্জ্জন দিয়াছে?

রোমের ইতিহাস ও গ্রীসের ইতিহাস, পাঠ করিলে প্রাচীন জাতির মধ্যে অভিজাত শ্রেণীর লোকের ক্ষমতা-প্রিয়তার যেমন প্রমাণ পাই, তাহাতে দেখিতে পাই যে, তাঁহারা পশুবলের নিকট মস্তক অবনত করিয়া সমস্ত ক্ষমতা বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইয়াছে। ফরাসী এবং রুশিয়া দেশের বিপ্লবও কি ঐ শিক্ষা দেয় না? যাহা হউক, যে কোন উপায়ে ভারতে শান্তিস্থাপিত হওয়া আবশ্যক; এমত অবস্থায় ক্ষমতার জন্য মারামারি কাড়াকাড়ি না করিয়া যাহাতে শীঘ্রই একটা মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায়, তাহারই চেষ্টা করা আবশ্যক।

অপরাধ ও অর্ডিনান্স

ভারতে অর্ডিনান্সের উপর অর্ডিনান্স প্রচারিত হইতেছে এবং আমরা ক্রমাগত শুনিতেছি যে, দুষ্ট বিপ্লববাদিগণের কুচেষ্টা দমিত হইয়াছে। লালারাম শরণ এই সম্বন্ধে কাউন্সিল-অব-ষ্টেটে বলিয়াছেন যে, ভারত সচিব অনেকবার প্রকাশ করিয়াছেন যে, আইন অমান্য আন্দোলন চূর্ণ হইয়া গিয়াছে; তবে অর্ডিনান্স পাশ করিবার আবশ্যকতা কি? তাঁহার মতে অপরাধের শাস্তির অনুপাতে অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় এবং ভীষণতর অপরাধের অনুষ্ঠান হয়। তিনি আরও বলেন যে, বর্ত্তমানে ভারতে যে চাঞ্চল্য লক্ষিত হইতেছে, তাহার কারণ দারিদ্র্য, খাদ্যাভাব এবং বর্ত্তমান শাসন ব্যবস্থা। এ সমস্ত বিষয়ের প্রতিকার না হইলে অবস্থার উন্নতি হওয়া অসম্ভব।

বর্ত্তমানে এংলো-পার্শিয়ান অয়েল কোম্পানী লইয়া ইংলণ্ডের সঙ্গে পারস্য দেশের বিষম বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছে। আপাততঃ এই বিষয় লইয়া উভয় দেশের মধ্যে বেশ কড়া রকমের চিঠিপত্র লেখালেখি চলিতেছে। এই বিষয়টী মীমাংসার ভার হেগের আন্তর্জ্জাতিক আদালতের উপর দেওয়া হইতে পারে—এরূপ প্রস্তাব শুনা যাইতেছে। তবে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এই সম্পর্কে উভয় দেশের মনোভাবের যে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে উহার পরিণতি কি হইবে, তৎসম্বন্ধে এখনও কিছু নিশ্চিতরূপে বলা সম্ভব নহে। এই ব্যাপার লইয়া ইউরোপের নিকট প্রাচ্যে যে পুনরায় একটা কুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি হইবে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে?

এংলো পার্শিয়ান অয়েল কোম্পানীর অধীন কেরোসিন তৈলের খাদগুলি পারস্য দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত। ১৯০৯ সনে নিউজিল্যাণ্ড দেশের ডি আর সি নামক একজন কোটীপতি এই স্থানে তৈলের সন্ধান পাইয়া এই তৈল উত্তোলন করিবার জন্য তদানীন্তন পারস্য গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পারস্য দেশের উত্তর ভাগের ৫টী জেলা ব্যতীত অন্য সকল স্থানের ইজারা গ্রহণ করেন। এই তৈলের খনি আবিষ্কার হওয়ার পর হইতেই বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট উহাকে আয়ত্বের মধ্যে রাখিবার জন্য বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। কেননা, জাহাজ চালাইতে এবং যুদ্ধের সময়ে কেরোসিন তৈলের বিশেষ প্রয়োজন। সেই সময় পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের কর্ত্তৃত্বাধীনে কোন বড় তৈলের খনি ছিল না। বর্ত্তমানে যুদ্ধজাহাজগুলি চালাইবার জন্য ক্রমেই অধিক পরিমাণে তৈলের ব্যবহার হইতেছে। কাজেই ইংলণ্ডের নিজের অধীনে যদি কোন তৈলের খনি না থাকে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ইংলণ্ডের যুদ্ধ জাহাজগুলি অচল হইবার সম্ভাবনা আছে। এই সব কারণে এংলো পার্সিয়ান অয়েল কোম্পানীকে বৃটীশ সাম্রাজ্যের একটী প্রধান ও সুদৃঢ় স্তম্ভ বলা যাইতে পারে।

যুদ্ধঋণ পরিশোধ করিব না

ফরাসী চেম্বারে স্থির হইয়াছে যে, আমেরিকাকে ডিসেম্বর মাসে প্রাপ্য কিস্তী দেওয়া হইবে না। প্রধান মন্ত্রী মঃ হেরিয়ট কিস্তী পরিশোধের পক্ষে অনেক কথা বলেন; তিনি বিশেষভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, ঋণ পরিশোধ ব্যাপারে ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যে যে গভীর বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছে, তাহা যেন কয়েক কোটি টাকার জন্য নষ্ট না হয়।

প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে ১৮৭ ভোট হয় এবং বিপক্ষে ৪০২ ভোট হয়।

ভোটে পরাজিত হইবার পরই মঃ হেরিয়ট প্রেসিডেণ্টের প্রাসাদে গমন করিয়া তাঁহার হস্তে পদত্যাগ পত্র দাখিল করেন। কাজেই সমগ্র মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছেন।

ফরাসী চেম্বারে যখন সমর ঋণ সমস্যার বিতর্ক চলিতেছিল তখন প্রায় এক হাজার রয়েলিষ্ট চেম্বারের সম্মুখে "আমেরিকাকে এক পয়সাও দিও না" বলিয়া চীৎকার করিতে থাকায় পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে।

বেলজিয়াম ও পোলাণ্ড আমেরিকাকে ডিসেম্বর কিস্তী পরিশোধ করিবে না বলিয়াছে। চেকোশ্লোভাকিয়া ডিসেম্বর কিস্তী দিবে; কিন্তু পরের কিস্তী সম্বন্ধে সন্দেহ।

সমরঋণ পরিশোধ সম্বন্ধীয় ব্যাপারে বেলজিয়মের মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছেন। এদিকে আমেরিকা বেলজিয়মকে বলিতেছেন যে, ডিসেম্বর কিস্তী আদায় স্থগিত রাখা হইবে না।

ইংলণ্ড আমেরিকাকে তৃতীয় পত্র দিয়াছেন কিন্তু আমেরিকা তাহার কোন জবাব দেন নাই; বোধ হয় উত্তর দিবার সময় পাকে নাই, কারণ ১৫ই ডিসেম্বর টাকা দিবার কথা। ফ্রান্সও মন্ত্রিদলের পতনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে পত্রাদি দিয়াছেন তাহাতে টাকা পরিশোধ করিবার ইচ্ছার কথাই ছিল।

আমেরিকার প্রতিনিধি পরিষদে সমরঋণ সম্বন্ধীয় আলোচনাকালে তীব্র গোলযোগ হইবার একজন যুবক গ্যালারি হইতে একটী বন্দুক ঘুরাইতে ঘুরাইতে নীচে ফেলিয়া দেয়।

ইংলণ্ডের কমন্স সভায়ও সমরঋণ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্নাদি হয় কিন্তু রাজস্ব সচিব মিঃ চেম্বারলেন এইমাত্র বলেন যে লসেন চুক্তির সমর্থন না হওয়া পর্য্যন্ত মিত্রশক্তিপুঞ্জের পরস্পরের ঋণের টাকা আদায় স্থগিত রাখা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট আশা করেন যে, শীঘ্রই কর্জ্জসম্বন্ধী সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যাইবে কিন্তু যতদিন অন্য ব্যবস্থা না হয়, ততদিন পূর্ব্ব বন্দোবস্ত মত ইংলণ্ড স্বীয় দায়ি[illegible] বহন করিবে এবং কর্জ্জা টাকা শো[illegible] করিতে থাকিবে।

ভারতবর্ষের নির্ব্বাচন-ক্ষেত্রে আ[illegible] একটী দল বোধ হয় পাকাপাকিভা[illegible] গঠিত হইতে চলিল। মজঃফরপু[illegible] মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে হরিজন-সে[illegible] সঙ্ঘ অর্থাৎ অস্পৃশ্য অনুন্নত দিগের দল [illegible] জনকে মনোনীত করায় সে নির্ব্বাচি[illegible] হইয়াছে।

নবদ্বীপ ঘাট

নবদ্বীপ ঘাটের খেয়ার বিশৃঙ্খলার বিষয় সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে আলোচনা [illegible] যায়; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এপর্য্যন্ত [illegible] পরিবর্ত্তন হইল না। সমুদ্রপুর, শো[illegible] ডাঙ্গা, বেলপুকুর হরোকপুর, শ্রীনাথ [illegible] ও কড়ডাঙ্গা, কাঁটাপোতা প্রভৃ[illegible] গ্রামের লোককে চৌরঘাট দিয়া সক[illegible] গঞ্জ যাইতে হইলে প্রথমতঃ [illegible] হইতে নৌকা করিয়া নবদ্বীপ যাইতে এবং পরে নবদ্বীপ হইতে পুনরায় নৌ[illegible] করিয়া গঙ্গা পার হইয়া স্বরূপগঞ্জে যা[illegible] হয়। ইহাতে প্রায় একঘণ্টা সময় লা[illegible] অথচ হুলোরঘাট হইতে খড়িয়া নদী [illegible] হইয়া একেবারে স্বরূপগঞ্জ যাইতে [illegible] দশ মিনিট সময় লাগে। যদি হুলোর[illegible] এবং স্বরূপগঞ্জের মধ্যে সোজা খেয়া চা[illegible] তাহা হইলে সাধারণের সুবিধা হয়। বর্ত্ত[illegible] ব্যবস্থায় ট্রেণ ধরিবার অনেক অসুবি[illegible] হুলোরঘাট এবং স্বরূপগঞ্জের ঘাট দুই[illegible] গঙ্গার পূর্ব্বপারে অবস্থিত, অথচ [illegible] অসুবিধা করিয়া ট্রেণ ফেল করি[illegible] উপায় করিবার কারণ কি, তাহা বু[illegible] পারা যায় না।

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, } ৪ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৬, ২রা পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ ১৭ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩২ শনিবার } ২৩৮তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ গত ১৪ই ডিসেম্বর বুধবার সপার্ষদ চংসকেত্রস্থ শ্রীএকায়ন মঠ হইতে রওনা হইয়া বেলা ১১ ঘটিকার সময় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভ বিজয় করিয়াছেন। সুকৃতিশালী জনগণ শ্রীগৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত হরিকথামৃত পান করিতেছেন। তিনি শীঘ্রই শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ঢাকা যাইতেছেন।

———

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ, পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, পণ্ডিত শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রমুখ বৈষ্ণবগণ ঢাকায় অভূতপূর্ব্ব বিরাট্ পারমার্থিক প্রদর্শনীর কার্য্যাদিতে ব্যস্ত আছেন। আমরা আশা করি তাঁহাদের সুমহতী চেষ্টায় দুর্ব্বোধ-গুহায় অবস্থিত ধর্ম্মতত্ত্বগুলি অতি সুন্দররূপে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে ও কলিকাতা মহানগরীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে যে অপূর্ব্ব পারমার্থিক প্রদর্শনী সর্ব্বসাধারণের নিকট মাসাধিক কালব্যাপী উন্মুক্ত ছিল, তাহাও শ্রীপাদ বন মহারাজের গুরুকৃপালব্ধ চেষ্টায়ই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

———

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রেরিত তারের সংবাদে প্রকাশ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্বগিরি মহারাজ ও পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ মহোদয় বেরিলী, পিলিভিট্ প্রভৃতি স্থানে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়া লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হইয়াছেন। এখানে সম্ভ্রান্ত ও উচ্চশিক্ষিত জনগণ প্রচারকদ্বয়ের নিকটে আসিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের বিমল প্রেমধর্ম্মের বার্ত্তা শ্রবণ করিতেছেন। তথায় ১৬ই এবং ১৭ই ডিসেম্বর তালুকদারগণের চেষ্টায় অনুষ্ঠিত সভায় জনমণ্ডলীর নিকট তাঁহারা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়া ১৮ই ডিসেম্বর প্রাতে বোম্বাই মেলে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

গত হরিবাসর দিবস ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠে রাত্রি ৭ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি শ্রোতৃবৃন্দকে বুঝাইয়াছেন যে, ভক্তগণ স্বাস্থ্যোন্নতির নিমিত্ত একাদশীর উপবাস করেন না। শুধু না খাইয়া থাকিলেই হরিবাসর পালিত হয় না। 'উপ' শব্দের অর্থ সমীপ, আর বস ধাতুর অর্থ বাস করা; 'উপবাস' শব্দের অর্থ ভগবানের নিকটে বাস করা।

———

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রকটলীলার পর শ্রীভগবান্ অর্চ্চাবিগ্রহ ও শ্রীনাম রূপে জগতে অবতীর্ণ। অর্চ্চাবিগ্রহ অপেক্ষা শ্রীনাম আরও অধিক কৃপাময়। সর্ব্বাবস্থায় শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন সম্ভব নহে। কিন্তু যে কোন অবস্থায় যে কোন স্থানে থাকিয়া শ্রীনামের সেবা করা যায়। নিরন্তর নিষ্কপটে শ্রীনাম কীর্ত্তন করিলে শ্রীভগবানের নিকটে বাস করা হয়। আহার-নিদ্রাদি পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণনাম গ্রহণের নিমিত্তই শ্রীহরিবাসরের অনুষ্ঠান।

"যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি'।
নামের সহিতে আছেন আপনি শ্রীহরি॥"

দেবীধামে নাম ও নামীতে ভেদ আছে, কিন্তু চিদ্ধামে নাম ও নামীতে, রূপ ও রূপবানে, গুণ ও গুণীতে, লীলা ও লীলাময়ে কোন পার্থক্য নাই। সাধকের নিকট শ্রীকৃষ্ণনামই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলারূপে দর্শন প্রদান করেন; তত্ত্বানভিজ্ঞ জনগণ এই তত্ত্ব বুঝিতে অসমর্থ হইয়া নামকে বাদ দেন। এই প্রকারে শ্রীনামের চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিয়া তাঁহারা যে বাহ্য লীলা-স্মরণাদি প্রদর্শন করেন, তাহাতে জড়চিন্তা প্রবল থাকায় তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের রূপানুগ না হইয়া অচৈতন্য বিশ্বের কল্পনারাজ্যে বিচরণ করেন মাত্র।

———

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আদেশ,—

"কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে॥"

শ্রীনাম শুধু সাধনভক্তিরাজ্যের সেব্য বিগ্রহ নহেন, তিনি ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি রাজ্যেরও উপাস্য বিগ্রহ। তিনি সাধন এবং তিনিই সাধ্য। বস্তুতপক্ষে অপ্রাকৃত শ্রীনাম মুক্তকুলশিরোমণি প্রেমিকগণের রসনায়ই নব নব প্রেমামৃত-ধারা বর্ষণ করিয়া নৃত্য করিয়া থাকেন।

———

শ্রীনামের কৃপাময়তা আমরা নিম্নলিখিত বাক্যটীতে দর্শন করিতে পারি,—

"কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম বিনা কলিকালে গতি নাহি আর॥"

কলিহত জীবের উদ্ধারের নিমিত্তই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীনামরূপে অবতীর্ণ। যে সকল ব্যক্তি কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করিয়া নিজেন্দ্রিয়তর্পণের জন্য ব্যস্ত, তাহারা মায়াদেবী কর্ত্তৃক কত না কত ভাবে লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হইতেছে। এই লাঞ্ছনার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার একমাত্র উপায় সদ্গুরুর চরণাশ্রয়পূর্ব্বক নাম-সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করা।

———

অবশ্য অবিদ্যা-পিত্তরোগগ্রস্ত আমাদের জিহ্বায় এই নাম সর্ব্ব প্রথম উপাদেয় বলিয়া গৃহীত হইবে না। আমাদের আচার্য্যশিরোমণি শ্রীল রূপপাদ বলেন,—সদ্গুরুর আনুগত্যে নাম গ্রহণের ফলে শ্রীনাম এমত আস্বাদযুক্ত হইবেন যে, তখন নাম গ্রহণ ব্যতীত আর অবস্থান সম্ভবপর হইবে না।

———

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় শ্রৌতী মহারাজ পশ্চিমদেশে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের বাণী কীর্ত্তন করিতেছেন। তিনি কখনও কাশীকে কেন্দ্র করিয়া, কখনও এলাহাবাদকে কেন্দ্র করিয়া, কখনও বা লক্ষ্ণৌকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন স্থানে কৃষ্ণকীর্ত্তন-মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

৪ নারায়ণ অব্দ ক্ষিরোদশায়ী ৪৪৭

আমরা শ্রীচৈতন্যমঠের আচার্য্যপ্রবরের ইচ্ছায় অনুষ্ঠিত গত ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার সেবকগণের আদর্শ-সেবা-সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি। অবশিষ্ট সেবার মধ্যে চিকিৎসা-কার্য্য এখন আমাদের আলোচ্য। এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক—উভয় প্রকার চিকিৎসারই বন্দোবস্ত হইয়াছিল। বহুদর্শী প্রবীণ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাব এসিস্টেণ্ট সার্জ্জন, ডাঃ শ্রীনিবাস পাণিগ্রাহী সাব এসিস্টেণ্ট সার্জ্জন, ডাঃ শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দাসাধিকারী এল্-এম্-পি, ডাঃ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এল্-এম্-এফ্, এলোপ্যাথিক-বিভাগে কার্য্য করিয়াছেন।

চিকিৎসার দুইটী কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল—একটী পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে, অপরটী মথুরার ডাম্পিয়ার পার্কে 'মুরদন' কুঠী নামক প্রাসাদে। যাঁহারা পরিক্রমার সহিত ভ্রমণে অসমর্থ, অথবা ভ্রমণে যাঁহাদের রোগ বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা, সেই রোগীদিগকে মথুরা-কেন্দ্রে প্রেরিত হইত। ডাঃ মুখার্জ্জি, ডাঃ পাণিগ্রাহী ও ডাঃ অধিকারী পরিক্রমার সঙ্গে থাকিতেন। আর ডাঃ ব্রহ্মচারী মথুরায় অবস্থান করিয়া রোগীদের চিকিৎসা করিতেন। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র ও অপর তিন জন কম্পাউণ্ডার ঔষধ প্রদান করিতেন।

উক্ত ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডারগণ সকলেই পরিক্রমার অনুষ্ঠাতা শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্য। তাই অসুস্থ ব্যক্তিগণ যাহাতে অতিশীঘ্র নিরাময় হইয়া পরিক্রমায় যোগদান পূর্ব্বক হরিকথা শ্রবণে সুযোগ পাইতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহারা সকলেই আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। পথের পরিশ্রমান্তে অবসর-সময়ে চিকিৎসা স্বতন্ত্র ব্যবস্থাদের সময় সত্ত্বেও রোগের প্রকোপ নিবারণ করিয়াছে।

শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীর উপর বিছানাপত্রাদি এক স্থান হইতে অপর স্থানে যথা সময়ে লইয়া যাইবার ভার ছিল। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত শত শত যাত্রীর বিছানাদি স্থানান্তরিত করা কি প্রকার দুরূহ কার্য্য, তাহা সহজেই অনুমেয়। নিজের বিশ্রামের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া, 'গুরুদেবের আনুগত্যে যাঁহারা পরিক্রমা করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের যেন কোনও প্রকার অসুবিধা না হয়' এই বুদ্ধিতে প্রণোদিত হইয়া বিভিন্ন-স্থানে দর্শনের কৌতূহল পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মচারীজী যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হরিপদ দাস কঠোর পরিশ্রম করিয়া ব্রহ্মচারীজীকে যে-প্রকার সহায়তা করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত তাঁহারা ধন্যবাদার্হ।

গৃহস্থ-ভক্তগণ অনেকে পশ্চিমের তীব্র শীতকে আগ্রাহ্য করিয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ-পূর্ব্বক প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই সকল সম্ভ্রান্তবংশীয় ভদ্রলোক যাত্রিগণের কাহারও যেন কোনও প্রকার অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য স্বেচ্ছায় গুরু-বৈষ্ণবের সেবা-বুদ্ধিতে নানাবিধ কষ্টসাধ্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয় প্রহরীর কার্য্যের তত্ত্বাবধান ও তালিকা প্রস্তুত করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

আদর্শ গৃহস্থ-ভক্ত শ্রীপাদ গৌরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সেবাবৃত্তি বিশেষ প্রশংসনীয়। তিনি আহার, নিদ্রা ও বিশ্রামের প্রতি কিছু মাত্র লক্ষ্য না করিয়া সমস্ত পথ যাত্রিগণের পশ্চাতে পদব্রজে গমনপূর্ব্বক তাঁহাদের বিশেষ তত্ত্বাবধান লইয়াছেন এবং তাঁহাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের নিমিত্ত আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। পুনরায় সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রমান্তে রাত্রিকালে সমস্ত রাত্রি পাহারা দিয়াছেন। প্রহরীর কার্য্যে নিয়মিতভাবে নিযুক্ত থাকিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন আর একটী বৃদ্ধ লোক; তাঁহার নাম নটবর পোদ্দার। বৃদ্ধ হইলেও তিনি যুবকের ন্যায় উৎসাহযুক্ত।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র সরকার নামক একজন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি স্বেচ্ছাসেবকগণের পরিচালনে এবং যাত্রিগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীপাদ উদ্ধব দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মনোভিরাম দাসাধিকারী, শ্রীপাদ উরুক্রম দাসাধিকারী প্রমুখ ময়মনসিংহ জেলার ভক্তবৃন্দও সেবা-কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন।

নদীয়া জেলা বোর্ডের সুযোগ্য সদস্য ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের স্থানীয় সম্পাদক শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয় লইয়াছিলেন পদব্রজে ভ্রমণে অক্ষম যাত্রিগণের পরিক্রমায় সঙ্গে সঙ্গে দর্শনীয় স্থানসমূহ প্রদর্শনের ভার। সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে বনের মধ্যে এই কার্য্য সম্পাদন করা কি প্রকার দুরূহ তাহা সহজেই অনুমেয়। কৃতিরত্ন মহোদয় মথুরা, বৃন্দাবন, কাম্যবন, দিগ্ প্রভৃতি স্থান হইতে বাষ্পীয় যান, অশ্ব-যান, গো-যান প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া যাত্রিগণের ভ্রমণের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি নিজে কখনও অশ্বপৃষ্ঠে, কখনও বা অশ্বযানে পরিক্রমায় সকল সময় সকল যাত্রীর সন্ধান লইতেন, কোথাও কোনও যাত্রী পড়িয়া থাকিলে অমনি তাঁহাকে কোনও গাড়ীতে স্থান দিতেন। বস্তুতঃপক্ষে তিনি যাত্রিগণের উত্তপ্ত মরুভূমিতে ওয়েসিস্ তুল্য ছিলেন। ব্রহ্মচারী শ্রীমান্ পূর্ণানন্দজী এই কার্য্যে কৃতিরত্ন মহোদয়কে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ কৃতিরত্ন প্রভুর পর শ্রীমৎ ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত ও শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ঐ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যটীর ভার গ্রহণ করিয়া উহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমাকালে শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত মুকুন্দদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত হরিবিনোদ দাসাধিকারী ও শ্রীযুক্ত উদ্ধারণ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিয়া ভাণ্ডার সংরক্ষণ কার্য্যে, ব্রহ্মচারী যাদবানন্দজী শ্রীমন্মহাপ্রভুর অর্চ্চনাদি সেবা কার্য্যে, ব্রহ্মচারী শিবানন্দজী পরিক্রমার সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ বিজিত গীতাবলী কীর্ত্তনে, ব্রহ্মচারী শ্রীনিতাই ও শ্রীযুক্ত মনোভিরাম দাসাধিকারী মহাশয় কীর্ত্তন ও মৃদঙ্গবাদনে, ব্রহ্মচারী রাধারমণজী রোগীদের শুশ্রূষা কার্য্যে, ব্রহ্মচারী শ্রীঘনশ্যাম প্রসাদাদি বিতরণ কার্য্যে, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দজী পাহারার কার্য্যে ও বিছানা-পত্র সংরক্ষণাদি কার্য্যে, ব্রহ্মচারী শ্রীসংগমানন্দ, ভক্ত শ্রীপতিতপাবন ও শ্রীগৌর-প্রপন্ন ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সেবকগণ রাত্রিকালে আলোক প্রদান কার্য্যে, রাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী বি-এ, সুদর্শন ব্রহ্মচারী ও শ্রীযুক্ত ননীগোপাল দাসাধিকারী প্রভৃতি সেবকগণ মহামহোৎসবের জন্য বাজার হইতে বিপুল দ্রব্য-

শ্রীনাম-মহিমা

১২। কৃষ্ণমন্ত্র হইতে হবে সংসার মোচন
কৃষ্ণনাম হইতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৭৩)

১৩। কৃষ্ণনাম ধরে কত বল।
বিষয় বাসনানলে, মোর চিত্ত সদা জ্বলে,
রবিতপ্ত মরুভূমি-সম।
কর্ণরন্ধ্রপথ দিয়া, হৃদিমাঝে প্রবেশিয়া,
বরিষয়ে সুধা অনুপম॥
হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে,
শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ।
কণ্ঠে মোর ভঙ্গে স্বর, অঙ্গ কাঁপে থর থর,
স্থির হইতে না পারে চরণ॥
চক্ষে ধারা দেহে ঘর্ম্ম, পুলকিত সব চর্ম্ম,
বিবর্ণ হইল কলেবর।
মূর্চ্ছিত হইল মন, প্রলয়ের আগমন,
ভাবে সর্ব্ব দেহ জর জর॥
করি এত উপদ্রব, চিত্তে বর্ষে সুধাদ্রব,
মোরে ডারে প্রেমের সাগরে।
কিছু না বুঝিতে দিল, মোরে ত' বাতুল কৈল
মোর চিত্ত বিত্ত সব হরে॥
লইনু আশ্রয় যাঁর, হেন ব্যবহার তাঁর,
বর্ণিতে না পারি এ-সকল।
কৃষ্ণনাম ইচ্ছাময়, যাহে যাহে সুখী হয়,
সেই মোর সুখের সম্বল॥
প্রেমের কলিকা নাম অদ্ভুত রসের ধাম,
হেন বল করয়ে প্রকাশ।
ঈষৎ বিকশি পুনঃ, দেখায় নিজ রূপ-গুণ,
চিত্ত হরি লয় কৃষ্ণপাশ॥
পূর্ণ-বিকশিত হঞা, ব্রজে মোরে যায় লঞা,
দেখায় মোরে স্বরূপ-বিলাস।
মোরে সিদ্ধ দেহ দিয়া, কৃষ্ণ-পাশে রাখে গিয়া,
এ-দেহের করে সর্ব্বনাশ॥
কৃষ্ণনাম চিন্তামণি, অখিল রসের খনি,
নিত্যমুক্ত, শুদ্ধ, রসময়।
নামের বালাই যত, সবে লয়ে হই হত,
তবে মোর সুখের উদয়॥
(শরণাগতি ২৫ অধ্যায়)

সম্ভার ক্রয় ও চয়নকার্য্যে, শ্রীযুক্ত অনন্তব্রহ্ম দাসাধিকারী বিভিন্নভাবে হরিগুরু বৈষ্ণব সেবায়, কাশী হিন্দু ইউনিভারসিটির ছাত্র শ্রীঅজিতনাথ কুণ্ডু পাহারার কার্য্য ও অন্যান্য সেবা কার্য্যে, শ্রীযুক্ত গুরুপদ সরকার মহাশয় পরিক্রমার 'রিয়ার' পার্টির রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান প্রভৃতি সেবা কার্য্যে অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের বিশেষ প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন।

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। কৃষ্ণগুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! স্বর্ণ সুযোগ!!

ভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায় সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-প্রণীত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মন্দার। প্রত্যেকটী কবিতা আনন্দচন্দ্রিকায় মধুর ভাবে পরিপূর্ণ। ভাবুক, নিষ্ঠক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এতদ্রূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা
প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রাতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ গ্রন্থিত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৴০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

কৃপাসমুদ্র প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপূর্ণ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সজ্জনগণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অভক্তের প্রতি উপদেশ', 'উদ্ধাবতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'শক্তি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের কৌপীন ও শ্মশ্রু-রক্ষার স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের ভাবনা', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'দশ্যব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শান্তি', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কৃষ্ণসেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'জনক সর্বদা পরিত্যাজ্য', 'কড়ায়াদি হরিজনের প্রাকৃত' -প্রভৃতি বিশেষ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কামানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বেদদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসভারতী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক বক্তৃতা সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীমদ্ স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, বিশ্বের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরসপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীনন্দের প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী প্রামাণিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"[illegible]" অষ্টাশ্রম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও [illegible] শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি নিবেদন', বহির্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত [illegible] গ্রথিত সিদ্ধান্তসার। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ৩॥০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, কথা, ঐতিহ্য, শ্লোক ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। মাননীয় রাজা বাহাদুর কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাক্ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব চিত্র ও মানচিত্র-সম্বলিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। ডিমাই (ট) ময়রো বাঁধাই মূল্য ১৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, মালাজের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, আরতিকীর্ত্তন, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণাম, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠভূষণ তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসহ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত "রসিক-রঞ্জন" নামক ভাষাভাষ্যসম্বলিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তথ্যাবিষয়-সহ বস্ত্র-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৸০ টাকা মাত্র

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীবাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে লীলাময় শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্তোষদ ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সার্থ ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র ২৲।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ, সুর জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনকলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কণিকার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশিত হইয়াছে প্রকাশিত হইয়াছে

পূজ্যপাদ শ্রীল জীব গোস্বামি প্রভুর

ভক্তিসন্দর্ভের

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে যাঁহারা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন তাঁহারা এক্ষণে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সংগ্রহ করুন। আর যাঁহারা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ভক্তিসন্দর্ভের কোন খণ্ডই এখনও দেখেন নাই, তাঁহারা প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সকল খণ্ডগুলিই সংগ্রহ করিয়া ধন্য হউন। মূল-শ্লোক (বঙ্গাক্ষর) ইংলিশ টাইপে, টীকা পাইকায় এবং অনুবাদ স্মল-পাইকায় ছাপা। প্রত্যেক শ্লোকের আকর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উত্তম এন্টিক ডবল-ক্রাউন কাগজে ৮ পেজি আকারে প্রত্যেক খণ্ড ৮ ফর্ম্মায় প্রকাশিত। ভক্তিসন্দর্ভের এই প্রকার অভিনব সংস্করণ আর কখনও বাহির হয় নাই। সরল বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা জানেন না তাঁহারাও অনায়াসে পাঠ করিয়া "ভক্তি"র বৈজ্ঞানিক বিচার অনুধাবনপূর্ব্বক ভক্তিদেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভিক্ষা প্রতি খণ্ড ১৲ এক টাকা; 'গৌড়ীয়'—গ্রাহক পক্ষে ৸০।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ২॥০ টাকা।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵ দশ আনা মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। অন্বয়সহ বিরাট শ্রীচৈতন্য ভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
৩। ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। শ্রীবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। তত্ত্বরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৷০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্তসূত্রসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
(চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৷৷০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷০
২২। ভক্তিরত্নাকর
(নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা /১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৴০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৴০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা
(৪৪৬ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি /০
৩০। গীতাবলী /০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ /০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩৪। নবদ্বীপশতক /০
৩৫। অর্থপঞ্চক /০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাবককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।/০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৷০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৴০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাধারণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্থ পরিচয়ঃ /০
৫৮। সারাংশবর্ণনম ৴০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৵০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ য়্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ কল্পতরু /০
৭২। গীতাবলী ১৲
৭৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। কল্যাণ কল্পতরু /০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার মুখপত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়া-প্রকাশ**—নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর। বিশ্বে বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৷৷০, নগদ প্রতি সংখ্যা ৴৫। পত্র লিখিলে এক সংখ্যা নমুনা স্বরূপ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

২। **গৌড়ীয়**—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র। শুদ্ধপ্রেমধর্ম্মের নির্ভীক সমালোচক ও শুদ্ধ-ভক্তিপথ-নির্দ্দেশক। ডবলক্রাউন ৮ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রতি সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা। বৎসরে ৫০ সংখ্যা প্রকাশিত। ভিক্ষা বার্ষিক ৩৲, নগদ প্রতি সংখ্যা /০।

৩। **দি হারমনিষ্ট বা সজ্জন-তোষণী**—ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক। বর্ত্তমানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ইংরেজীভাষায় ডবলক্রাউন ৮ পেজি ৫ ফর্ম্মাকারে, উত্তম কাগজে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, প্রতি সংখ্যা ।০।

৪। **ভাগবত**—তীর্থরাজ নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংসমঠ হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

৫। **পরমার্থী**—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

৬। **কীর্ত্তন**—আসামী ভাষায় আসাম গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। মাসিক পত্র

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেলাং পাচন

[illegible] মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় কোটবোতলের সমাপ যখন ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷১ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নানা কথা

প্রসিদ্ধ সিঁদেল চোর ধৃত

এলাহাবাদের এক সংবাদে প্রকাশ, যুক্ত প্রদেশের পুলিশের গোয়েন্দা একদল সিঁদেল চোরের সন্ধান বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহাদের কার্য্যকলাপ বাঙ্গলা, বিহার ও সংযুক্তপ্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই দল অনুমানকে ৫১টী চুরির জন্য দায়ী। এই সব চুরির ফলে কয়েকলক্ষ টাকা অপহৃত হইয়াছে। এই নামজাদা তস্কর-দলের একজন উৎসাহী কর্ম্মী সম্বন্ধে এলাহাবাদ সিভিল পুলিশের দারোগা মিঃ সিকান্দার আজানকে এই সম্পর্কে গ্রেপ্তার করায় এখানে বিষম চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইয়াছে। সিটী ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর জামীন অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাহাকে জৌনপুরে প্রেরণ করা হইবে। তথায় শীঘ্রই একটা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী আরম্ভ হইবে বলিয়া প্রকাশ।

চিত্রগুপ্তের খতিয়ান

৩রা ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালায় কলেরায় আক্রান্ত হয় ৫৩৯ জন, মারা যায় ২৮৪ জন; বসন্তে আক্রান্ত হয় ১৭৫ জন, মারা যায় ৩৭ জন; ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয় ১৩ জন মারা ৮ জন।

পূর্ব্ব সপ্তাহে কলেরায় আক্রান্ত ২৫০ জনের মধ্যে ১১১ জন মারা যায়; বসন্তে আক্রান্ত ৯৫ জনের ৩০ জন মারা যায় এবং ইনফ্লুয়েঞ্জায় ১০ জন আক্রান্ত হয়, তন্মধ্যে ৮ জন মারা যায়।

বিভিন্ন জেলায় মৃত্যু

কলেরা—বর্দ্ধমান ১, মেদিনীপুর ৪৯, হুগলী ৬, হাওড়া ১০, চব্বিশপরগণা ১৩, কলিকাতা ১২, নদীয়া ১৬, মুর্শিদাবাদ ২০, যশোহর ৫১, খুলনা ৯২, ময়মনসিংহ ২, এবং নোয়াখালি ১১।

বসন্ত—বর্দ্ধমান ৪, আসানসোল খনি অঞ্চল ১, বাঁকুড়া ১, হুগলী ২, হাওড়া ১, চব্বিশপরগণা ২, কলিকাতা ১৬, রংপুর ২, পাবনা ২, ময়মনসিংহ ৪, এবং নোয়াখালি ২। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা—কলিকাতা ৮। অন্য কোন স্থান হইতে মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

ভারত হইতে স্বর্ণ রপ্তানি

১০ই ডিসেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বোম্বাই হইতে বিদেশে রপ্তানি স্বর্ণের পরিমাণ বহুলভাবে হ্রাস পাইয়াছে। ঐ সপ্তাহে সর্ব্ব মোট ৩৭৮৮৬০৪ টাকা মূল্যের সোণা বিদেশে গিয়াছে। তৎপূর্ব্ব সপ্তাহে ৩১০৭৭৯৩৬ টাকা মূল্যের সোণা বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। বিলাতে যে সময় হইতে স্বর্ণমান পরিত্যক্ত হইয়াছে তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত বোম্বাই হইতে ৯৯৬৫২৬৪৪৯ টাকা মূল্যের স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে।

ব্রহ্ম ব্যবস্থাপক সভায় চাঞ্চল্য

গত ১২ই ডিসেম্বর বেলা ১১টার সময় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। সাধারণ কার্য্য শেষ হওয়ার পর, বিচ্ছেদ বিরোধী ৪টী প্রস্তাব এবং বিচ্ছেদের পক্ষে ১টী প্রস্তাব যথাবিধি উপস্থিত করা হয়। কিন্তু কেবল বিচ্ছেদের প্রস্তাব ছাড়া আর সকল প্রস্তাবই বিধিসঙ্গত নয় বলিয়া বাতিল হইয়া গিয়াছে।

এই সম্পর্কে সভাপতির নির্দ্দেশের ফলে যে নূতন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, সেই সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য পরদিবস পর্য্যন্ত সভার কার্য্য স্থগিত থাকে। বিশেষ উত্তেজনার ভাব পরিলক্ষিত হয়।

অপরাহ্ণ দুই ঘটিকার সময় ব্যবস্থাপক সভার পুনরধিবেশন আরম্ভ হয়। মিঃ টুপেন ব্রহ্মবিচ্ছেদ সম্পর্কে যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাহৃত হয়। ব্রহ্মবিচ্ছেদের অনুকূল প্রস্তাবটী ব্যতীত অন্য সব প্রস্তাব প্রেসিডেন্ট বিধিবহির্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ দেওয়াতে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ৫১ জন সদস্য প্রেসিডেন্টের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করিয়া একটি প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছেন। উহার ফল কি দাঁড়ায় জানিবার জন্য সকলে আগ্রহান্বিত আছেন।

অধিবেশন পরদিবস পর্য্যন্ত স্থগিত থাকে।

আমেরিকার জবাব

আমেরিকার পক্ষ হইতে মিষ্টার ষ্টিমসন্ বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন যে, পূর্ব্ব চুক্তিতে যেরূপে দেনা পরিশোধ করিবার কথা থাকে সেইরূপে শোধ না করিলে তিনি গ্রহণ করিতে পারেন না; তাঁহার সে ক্ষমতা নাই।

মুসলমানদের সমর্থন

লক্ষ্ণৌএর মুসলমান কন্‌ফারেন্সে এলাহাবাদ মিলন বৈঠকের সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইল।

আচার্য্য রায়ের জন্মোৎসব

গত ২৫শে অগ্রহায়ণ রবিবার অপরাহ্ণ ৪ঘটিকার সময় টাউন হলে বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সপ্ততিতম জন্মবার্ষিকীর দ্বিতীয় দিনের উৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। স্বনামধন্য কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন এবং আচার্য্য রায় আসন পরিগ্রহ করিলে তাঁহাদের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করা হয় ও মঙ্গল শঙ্খধ্বনি করা হয়। একটী আবাহন সঙ্গীত দ্বারা সভা উদ্বোধন করা হইলে পর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য অনুপস্থিত মহোদয়গণের পত্র ও টেলিগ্রাম পাঠ করেন। তৎপর আচার্য্য রায়কে বরণ করা হয় এবং বাঙ্গলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে বহু অভিনন্দন পত্র পাঠ করা হয়।

আচার্য্য রায়ের অভিভাষণ

অভিনন্দনপত্রাদির প্রত্যুত্তরে আচার্য্য রায় তাহার চিরপ্রফুল্ল অঙ্গ-ভঙ্গীতে একটি বক্তৃতা দান করেন।

আচার্য্য রায় বলেন যে, "কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে আমি বিচলিত হইয়া পড়িয়াছি। কারণ, কবির কারবার গোলাপ ফুল ও চাঁদের আলো লইয়া। কবি বিচরণ করিয়াছেন কল্পনার জগতে আর বৈজ্ঞানিক বিচরণ করিয়াছেন বাস্তব জগতে। কবির পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকা পাঠ করিয়া অতি বাল্যকাল হইতেই আমার প্রাণে জ্ঞানের স্পৃহা জাগ্রত হইয়া উঠে এবং অতি শৈশবে অক্ষয়কুমার দত্ত ও ডাঃ রাজেন্দ্রলাল দত্তের বাঙ্গালা প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়াই আমার অন্তরে বৈজ্ঞানিক হইবারও আগ্রহ জাগিয়া উঠে। আজকাল বহু এম্-এস্-সি, ডি-এস-সির আবির্ভাব হইতেছে সত্য; কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন পুস্তক আর তেমন বাহির হইতেছে না।

আমার ছাত্রমণ্ডলীর কৃতিত্বে আমি নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করি। ডাঃ মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি এমন ২১ জন ছাত্রও আছে যাঁহার কীর্ত্তি শুধু ভারতেই আবদ্ধ নয়—বিশ্বের দরবারেও ঘোষিত হইতেছে। ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ আমার ছাত্রগণ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত। বৃদ্ধ বয়সে আমার ছাত্রগণের প্রতিভা-বিকাশ দ্বারা আমার যশ পরিম্লান হইতে দেখিয়া আমার আর আনন্দ ধরে না। আমার প্রতিভাই আমার যশের কারণ নহে। আমার প্রতিভা মাঝারি রকমের—শুধু অধ্যবসায় দ্বারাই আমি যা কিছু যশ অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছি।"

জুরিকে উৎকোচ

মুন্সি মোতাহার আলি নামক একজন লোক বরিশালের প্রথম অতিরিক্ত দায়রা জজের আদালতে এক খুনের মোকর্দ্দমায় জুরি ছিল। আব্দুল কাদের তিলানি নামক এক ব্যক্তি বাদী পক্ষে মোকর্দ্দমা দেখাশুনা এবং জুরিদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল। একদিন সে দেখে যে, আসামী পক্ষের লোক মোতাহারকে দুই-শত টাকা উৎকোচ প্রদান করিল। মোতাহার জুরির ফোরম্যান ছিল; তাহার সহিত চুক্তি হয় যে, সে সমস্ত আসামীকেই খালাস করাইয়া দিবে। পরদিন রায় প্রকাশের সময় দেখা গেল যে, কোন কোন আসামীর দণ্ড হইল। মোতাহার বাহিরে আসিলে এক প্রকাণ্ড জনতা তাহাকে আক্রমণ করে এবং তাহাকে টাকা ফিরাইয়া দিতে বলে। সে তাহাদিগকে তাহার বাটী যাইতে বলে। অতঃপর তাহাকে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করা হয়।

বরিশালের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী মহম্মদ সামসুদ্দিন সাহেব তাহার উপর এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন। জেলাজজের এবং হাই-কোর্টের নিকট আপীল হয়। তাহাতে কোন ফল হয় নাই।

ধর্ম্মঘট

মাদ্রাজ রেলের শ্রমিক দিগের ধর্ম্মঘট মিটিল না। হুবলি হইতে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে, ক্রমাগত সভাসমিতির অধিবেশনে ধর্ম্মঘটের বর্ত্তমান অবস্থার সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে।

শঙ্কর নারায়ণ নামক একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রীকে কর্ম্মচ্যুত করায় জন্য বিশেষ অসন্তোষের উদ্ভব হইয়াছে।

মহিলার সশ্রম কারাদণ্ড

মেদিনীপুর জেলার পিংলা নিবাসিনী শ্রীমতী চারুবালা পালিত স্পেশাল পাওয়ার্স অর্ডিনান্স অনুযায়ী আদেশ পালন না করায় এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ পাইয়াছেন; তিনি বে-আইনী সঙ্ঘের মেম্বর থাকার জন্য আরও ছয় মাস কারাদণ্ডের আদেশ পান। উভয় দণ্ড একসঙ্গে ভোগ করিতে হইবে।

ডেলি শ্রীধাম নবদ্বীপ দৈনিক Reg No C1544

নদীয়া-প্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৩৭তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৪ঠা পৌষ সোমবার ১৩৩৯. ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৩২

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১
প্রতি কলম ৬
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯
যাণ্মাসিক ৫
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১
নগদ
সংখ্যা ৫

স্থানীয়

ডাকাতি

কৃষ্ণনগর দায়রা আদালতে ৪ জনকে ডাকাতির মোকর্দ্দমায় সোপর্দ্দ করা হইয়াছে। প্রকাশ যে তাঁহারা গত ফাল্গুন মাসে নদীয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার অন্তর্গত গাংনী থানার তেলেকাটী মাঝদিয়া গ্রামের শ্রীযুক্ত রাধিকামোহন মাহাতো নামক একব্যক্তির বাটীতে বন্দুক, লাঠি প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া প্রবেশ করে ও বাড়ীর লোকজনকে মারপিট করে এবং আগুনে পোড়াইয়া দেয়। রাধিকার মাতা প্রভৃতি কয়েকজন জখম হয়। ডাকাতেরা সংখ্যায় দশ বার জন ছিল।

তাহারা বাক্স, সিন্দুক প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া লুণ্ঠন করে। তাহারা বন্দুকের শব্দ করায় কেহ নিকটে যাইতে সাহস করে নাই। গ্রামের লোক লুণ্ঠিত গৃহের কিছুদূরে অসহায় অবস্থায় দাঁড়াইয়াছিল। বাহিরে কয়েকজন ডাকাত আগুন জ্বালিয়াছিল। একজন গ্রামবাসী তাহাদিগের নিকট যাইয়া তাহাদিগকে মারে; কিন্তু সে বন্দুকের শব্দ শুনিয়া পলাইয়া যায়।

মোকর্দ্দমার রায় প্রকাশিত হইলে সত্যাসত্য নির্দ্ধারিত হইবে।

ব্যায়াম সমিতি

কৃষ্ণনগরে নদীর ধারে একটী সুন্দর ব্যায়াম সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। তিন বৎসরের মধ্যে সমিতিটি যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে; এখানে বারখেলা, ভার উত্তোলন, টেনিসখেলা প্রভৃতির বন্দোবস্ত আছে। প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে অনেকগুলি বালক এখানে ব্যায়াম অভ্যাস করে।

গোয়াড়ী, ১৬ই ডিসেম্বর

গোয়াড়ীর উত্তর দিকে খড়িয়া নদী, তাহার তীর দিয়া একটি রাস্তা হাটখোলা হইতে রেলওয়ের পুল পর্য্যন্ত গিয়াছে; এরাস্তার পূর্ব্ব অংশ কোন সময়ে ইট দিয়া বাঁধান হয়, এখন সেই অংশের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছে। অল্পপ্রাণ সহরে এই রাস্তাই একমাত্র প্রাতর্ভ্রমণ এবং সন্ধ্যাভ্রমণের স্থান। কর্তৃপক্ষ হয় রাস্তাটী বাঁধাইয়া চলাচলের সুবিধা করিয়া দিউন অথবা ইটগুলি তুলিয়া ফেলিয়া বালিমাটির রাস্তা করিয়া দিউন।

নদীয়ার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমরা কোন কোন বিষয় কর্তৃপক্ষের গোচর করিবার প্রয়াস করিয়াছি; তৎসম্বন্ধে তাঁহারা কি ব্যবস্থা করিলেন তাহা প্রকাশ করিলে তাঁহারা সাধারণের অধিকতর বিশ্বাসভাজন হন এবং সাধারণেরও এই সকল বিষয়ে অধিকতর শিক্ষা লাভ হওয়ায় কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের সাহায্য প্রাপ্ত হন। আশা করি জেলাবোর্ড এবং লোকালবোর্ডের মেম্বরগণ এ বিষয়ে অবহিত হইবেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থলী শ্রীধাম মায়াপুরে
ঠাকুর
ভক্তিবিনোদ ইন্সটিটিউট
(হাইস্কুল)
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
ছাত্রগণের ও অভিভাবকগণের সুবর্ণসুযোগ
মনোরম প্রাকৃতিক লীলাক্ষেত্র মধ্যে
গঙ্গা ও খড়িয়া নদীর সঙ্গমস্থলে প্রাসাদোপম দ্বিতল বিদ্যালয়-গৃহ ও ছাত্রাবাস (বোর্ডিং) শ্রীগৌরকুণ্ড নামক সুবিস্তৃত সরোবরতীরে অবস্থিত।
অতি নিকটে সুবিস্তীর্ণ খেলার মাঠ ও ব্যায়ামাগার
স্নান—অতি স্বাস্থ্যকর—নলকূপের (টিউবওয়েলের) পানীয় জল।
বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্থানে "শ্রীচৈতন্যমঠের" সাধু,
সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিবৃন্দের সুদুর্ল্লভ সঙ্গ
শিক্ষার ব্যবস্থা অতুলনীয়
রেক্টর—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ
(শিক্ষকতায় ২৫ বৎসরের অধিক অভিজ্ঞ)
হেড মাষ্টার—সুপরিচিত ও সর্ব্বজনসমাদৃত শান্তিপুরের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস। (২৫ বৎসরের অধিক অভিজ্ঞ)
বিশেষ পারদর্শী শিক্ষকগণের মধ্যে ৬জন গ্র্যাজুয়েট
এরূপ সমাবেশ কলিকাতার বড় বড় স্কুলেও নাই
স্কুলে ও বোর্ডিংএ পড়াইবার অতি সুবন্দোবস্ত
অথচ
বাসা বাসস্থান, আহার ও বেতন সহ মাসিক মাত্র ৬ টাকা,
পাঠ্যবিষয় ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা, স্বাস্থ্যোন্নতি, খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদের বিশেষ ব্যবস্থা আছে।
মাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক স্থান অবশিষ্ট আছে।
অবিলম্বে আবেদন করুন
সম্পাদক
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৪ঠা পৌষ সোমবার ১৩৩৯

কালকাতা কর্পোরেশনের ব্যবস্থা মন্দ হয় নাই; মুসলমানদিগকে দুইটী স্থান দেওয়া দিতে হইবে, অথচ অন্য কোন সম্প্রদায় কম সংখ্যক কাউন্সিলার লইতে সম্মত নহেন, অতএব নির্ব্বাচিত কাউনসিলারের সংখ্যা ৭৯ হইতে বর্দ্ধিত করিয়া ৮১ করা হইল।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা তথা অন্যান্য ব্যবস্থাপক সভার গঠন সম্বন্ধে অনুরূপ ব্যবস্থা হইলে মন্দ হয় না; ত ব ভারতে সম্প্রদায় এবং অন্যান্য দলের সংখ্যা এত বেশী যে, ঐরূপ করিতে করিতে শেষে এমন দাঁড়াইবে যে দেশে এমন কোন ঘর পাওয়া যাইবে না যাহার বিস্তৃত এত বড় সভা সমূহের সমস্ত দিগকে যথেষ্ট স্থান দিতে সমর্থ।

ভারতের নির্ব্বাচন পদ্ধতি একটা নূতন ধারার সৃষ্টি করিতেছে। অন্যান্য দেশে নির্ব্বাচন পদ্ধতি সামাজিক বা রাজনৈতিক মত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়; কিন্তু ভারতে সমস্তই উল্টা। হিন্দুরা, মুসলমানরা, খৃষ্টানরা, শিখেরা, প্রত্যেক সম্প্রদায়ই নিজেদের দলের বেশী অনুপাতে সদস্য-পদ ভিক্ষা বা দাবী করিতেছে; খুব ভাল কথা। কিন্তু কি জন্য? কোন সম্প্রদায়ই এপর্য্যন্ত ভারতের মঙ্গলের জন্য, দেশের সমষ্টিগত মঙ্গলের জন্য কি কি কার্য্য করা আবশ্যক, অর্থাৎ রাজনৈতিক স্রোত কোন্ দিকে প্রবাহিত করিতে হইবে, দেশের দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ধর্ম্মহীনতা ঈর্ষ্যা, সঙ্কীর্ণতা প্রভৃতি কিরূপে দূর করিতে হইবে তাহার পন্থা আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছেন না। পরস্পর মারামারি, ঘেষাঘেষি করিতেছেন; কিন্তু কি জন্য তাহা এখন পর্য্যন্ত কেহই জানেন না—ইহাই আমাদের দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের বিশেষত্ব। আমেরিকার যুক্তরাজ্য এবং কানাডায়ও সাম্প্রদায়িক বিবাদ ছিল, কিন্তু তাহা ব্যবসায় কিম্বা ক্রীতদাসত্ব প্রভৃতি লইয়া; এদেশে সাম্প্রদায়িক বিবাদে কাহারও কোন স্বার্থ নাই। অথচ বিবাদ করিতেই হইবে।

এদেশে যুব-আন্দোলনে স্ত্রীলোকগণও যোগদান করিতেছেন; এইজন্য ইহার নাম যুবক-আন্দোলন হইতে পরিবর্ত্তিত করিয়া যুব-আন্দোলন নাম দেওয়া হইয়াছে—এবং সঙ্ঘের নাম নিখিলবঙ্গ-যুবসঙ্ঘ দেওয়া হইয়াছে। অনেকে মনে করেন যে, এই আন্দোলনে যুবতীকুল যোগদান করায় স্ত্রীপুরুষের পরস্পর সম্পর্ক বিপর্য্যয় সম্ভবনা। আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে বালক-বালিকাদিগের একত্র শিক্ষার ফল কিরূপ দাঁড়ায়, সে সম্বন্ধে পরীক্ষা চলিতেছে।

মিশর এবং চীন দেশের যুবক এবং ছাত্র জাগরণ ও আন্দোলন জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে; মিশরের ছাত্রগণ একটা বিরাট বিপ্লবে দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছিল; তাহার ফল শুভ কি অশুভ হইয়াছে, সভ্য-জগৎ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

চীন দেশের ছাত্র আন্দোলনে পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ লোক জড়িত যে চীন অহিফেনের নেশায় অড়প্রায় ছিল, সেও আজ জাপানের অত্যাচার সহ্য করিতে সম্মত নয়।

বঙ্গীয় যুব-আন্দোলন রোগ, মরণ, দারিদ্র্য, সংক্রামক ব্যধি, মূর্খতা, নিরক্ষরতা, অত্যাচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে চালিত হইয়া দেশ এবং সমাজের জনহিতকর কার্য্যে জনসাধারণকে ব্যাপৃত করিবার চেষ্টা করিতেছে। দেশ ও সমাজের উন্নতি সাধনের জন্য রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয় মনে করিয়া সঙ্ঘ পরিচালকগণ গৌণরূপে রাজনৈতিক আন্দোলনও গ্রহণ করিয়াছেন।

জগতে জার্ম্মাণ যুদ্ধের পূর্ব্বেও যুবকদিগের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ছিল না, এমন নয় কিন্তু গত মহাযুদ্ধের পর হইতে যুবকগণ যেন নিজেদের জীবনের ধারা বদলাইয়া সমগ্র বিশ্বকে নিজেদের মনের মত আদর্শানুযায়ী করিবার চেষ্টা করিতেছে; তাহারা বর্ত্তমান সভ্য জগতের মামুলি নৈতিক জীবন এবং সামাজিক গঠনের মধ্যে এমন একটা অসামঞ্জস্য দেখিতেছে যে, তাহারা যেন সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সমস্ত নূতন করিয়া গঠন করিতে চায়; তবে তাহারা ঠিক পথ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে কিনা বলিতে পারা যায় না।

ইংরাজ ও পারস্যের মধ্যে বিবাদ ঘনাইয়া উঠিল। পাঠক অবগত আছেন যে, একটী ইংরাজ কোম্পানী পারস্যে যে সমস্ত সুবিধা ভোগ করিতেছিল, পারস্য গবর্ণমেণ্ট তাহা প্রত্যাহার করায় ইংরাজেরা তাহার প্রতিবাদ করে এবং ভয় দেখায় যে তাহারা ঐ ব্যাপার হেগের আন্তর্জ্জাতিক আদালতে আনিবেন।

পারস্য গবর্ণমেণ্ট ঝাড়া জবাব দিয়াছেন যে আন্তর্জ্জাতিক আদালতের এ বিষয়ে বিচার করিবার কোন অধিকার নাই। পারস্য গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে বিশ্বরাষ্ট্র-সঙ্ঘের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইতেছেন।

মুসলমান ধর্ম্ম-সভা

ভাগলপুর সহরের এতিম খানার নিকট একটী সভায় মুসলমান ধর্ম্ম, মহম্মদের জীবনী এবং শিক্ষা-ধর্ম্মে ঐক্য প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা হয়।

গাজী মহম্মদ ধরমপাল সাহেব বলেন যে, সব ধর্ম্মই মূলতঃ এক, তবে ভাষাগত পার্থক্যের জন্য ধর্ম্মে ধর্ম্মে অমিল দেখিতে পাওয়া যায়। একটী বিশেষ ধর্ম্মাবলম্বীরও উচিত অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর পুস্তকাদি পাঠ করা; তাহা হইলে সমস্ত বিষয় ঠিক বুঝিতে পারিবেন।

এবিষয়ে এইমাত্র বলিতে পারা যায় যে, যেখানে দেশে শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা অত্যন্ত কম, শয়ত শতকরা দুইজনের বেশী নহে, সে সমস্ত দেশে বিভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠের উপায় কোথায়? আবার সকলেই যে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে তাহাও নহে। দেশের অবস্থা দেখিয়া ব্যবস্থা করাই কর্ত্তব্য।

মৌলবী আব্বাস বলেন যে, অনেকের ধারণা এই যে মুসলমান ধর্ম্ম তরবারির জোরেই প্রাধান্য লাভ করে' কিন্তু এরূপ চিন্তা ভ্রম-প্রসূত।

এলাহাবাদ মিলন-বৈঠক সম্বন্ধে বলা হয় যে, কেবল মাত্র কাগজ পত্রে একতা দেখাইলে চলিবে না, সমস্ত সম্প্রদায়কে হৃদয়ের সহিত সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিতে হইবে।

পারস্য গবর্ণমেণ্ট বলেন যে, এংলো পার্সিয়ান অয়েল কোম্পানী গবর্ণমেণ্টকে কোম্পানীর হিসাব পরীক্ষা করিতে দিতে অস্বীকৃত এবং যুদ্ধের সময়ের রয়েল্টিও দেয় নাই, অন্যায় খরচ করিয়াছেন, অথচ পারস্যে অতিরিক্ত মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করিয়াছেন।

পারস্য গবর্ণমেণ্ট বৃটিশ দূতাবাসের বিরুদ্ধেও অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন

পাঠক আচার্য্য রায়ের জন্মোৎসব বৃত্তান্ত অবগত আছেন দেশের লোক রসায়নশাস্ত্রবেত্তা আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়কে সম্মানিত করিয়া উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছেন। বাস্তবিকই কর্ম্ম-জগতে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে এবং কর্ম্ম-জগতে যাঁহারা উন্নতি করিতে চা'ন, তাঁহারা এই রসায়নাচার্য্যকে আদর্শ করিয়া লাভবান্ হইবেন সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। তাঁহাকে যে অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়, তাহার উত্তরে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে কয়েকটী উল্লেখযোগ্য কথা পাই। তিনি নিজের কৃতিত্বের সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই, তবে একটী বিষয়ে তিনি গর্ব্ব প্রকাশ করেন এবং বলেন ইহাই তাঁহার বার্দ্ধক্যের সান্ত্বনা যে, ডাক্তার মেঘনাথ সাহা প্রমুখ তাঁহারই ছাত্রবৃন্দ ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় অলঙ্কৃত করিতেছেন। তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, মানভূম প্রভৃতি স্থানের লোক বাঙ্গালী হইলেও ঐসমস্ত লোককে বঙ্গদেশ হইতে পৃথক্ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কর্ত্তৃপক্ষ ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ হইতে পৃথক্ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প; তাঁহারা ভারতীয় গোলটেবিল হইতে পৃথক্ এক ব্রহ্মদেশী গোলটেবিলেরও বন্দোবস্ত করিয়াছেন কিন্তু ব্রহ্মদেশের শেষ নির্ব্বাচন যেন সমস্ত মতলব উল্টাইয়া ফেলিতেছে। অধিক সংখ্যক নির্ব্বাচিত সভ্যই ব্রহ্মদেশ ভারত হইতে পৃথক্ করিবার চেষ্টার বাধা দিবে বলিয়া প্রচার করায়ই নির্ব্বাচিত হইয়াছেন; ইহাতে অনুমিত হয় যে, ব্রহ্মবাসীরা ভারতবর্ষের অধিবাসী বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করেন। ব্যবসায় বাণিজ্য ঘটিত স্বার্থ, সামাজিক পার্থক্য, শাসনকার্য্যের সুবিধা প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া যাহা সুবিধাজনক বলিয়া বোধ হয় তাহা করাই কর্ত্তব্য। তবে জনমত যদি পৃথক্ করণের বিরুদ্ধে হয়, তাহা হইলে বৃহত্তর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেরও উদ্ভব হইতে পারে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, ৬ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৬ ৪ঠা পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ ১৯শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩২ সোমবার ২৩৯তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ ও সম্পাদকবর্গের কৃপায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমির মাহাত্ম্য আজ ভারতের সর্ব্বত্র, এমনকি পৃথিবীর সুদূরবর্ত্তী স্থান সমূহেও সম্প্রসারিত হইয়াছে; তৎফলে তত্তৎ স্থান সমূহ হইতে সদ্ব্যক্তি শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন করিয়া কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত জনগণের নিকট ধাম-মাহাত্ম্য, শ্রীনাম-মাহাত্ম্য এবং ভবসাগরোত্তরণোপযোগী প্রচার-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া জীবন সার্থক করিতেছেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের আদর্শ প্রধান শিক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ প্রাতে ও সন্ধ্যায় শ্রীধাম-মায়াপুরে সমাগত যাত্রীবৃন্দের নিকট শ্রীধাম-মাহাত্ম্য, শ্রীধাম মায়াপুরের আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য ও শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষামৃত কীর্ত্তন করিতেছেন। যাত্রিগণ ইহাতে তীর্থে আগমনের সার্থকতা প্রাপ্ত হইতেছেন। কারণ তীর্থে আগমনের উদ্দেশ্য—প্রকৃত সাধুর নিকট পরমার্থতত্ত্বের সন্ধান। স্বামীজী সমাগত যাত্রীদিগকে সেই পরাৎপরতত্ত্বের সন্ধান প্রদান পূর্ব্বক সকলকেই ভগবদ্ভজনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেন।

বিগত ২২শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সেবক সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা ও কীর্ত্তনের পর শ্রীমদ্ভাগবতের বিবৃতি ও কথাসার হইতে বিগত সপ্তাহের আলোচিত বিষয়ের পুনরালোচনা-মুখে বিশ্লেষণ হয়।

নির্গুণ-শ্রদ্ধার নিত্যতা ও সগুণ শ্রদ্ধার অনিত্যতা, কপটতা ও ভোগপ্রবণতা-বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণিত হয়। যাহাদিগের গুপ্ত বা ব্যক্তভাবে ভোগবাঞ্ছার লেশ মাত্র আছে, তাহারা নির্গুণ শ্রদ্ধার অধিকারী হইতে পারেন না।

ব্রহ্মা-শিবাদি ও অপরাপর দেবতায় স্বতন্ত্র ঈশ্বর বুদ্ধি প্রবল রাখিয়া ত্রিভুবনমোহিনী মায়াদেবীর ভুবনমোহিনী মূর্ত্তির পূজা করিতে যাইয়া দুর্ভাগ্য জীব করাল-বদনীর কবলে গ্রস্ত হয় মাত্র। তখন তাহারা বিরূপের বিকৃত ধারণায় শুদ্ধ ভক্তের বিপরীত জড়-শাক্ত বা তান্ত্রিক নামে পরিচিত থাকে। শুধু তাহাই নহে, তাহারা মনে করে, আমাদিগের যাবতীয় অসৎ-কর্ম্মে অর্থাৎ হরিকথা-শ্রবণ-রতির বাধক যাবতীয় কর্ম্মে, শুদ্ধ হরিসেবকগণ সহযোগিতা করিবেন না কেন? যদি তাঁহারা আমাদিগের কার্য্যে উদাসীন থাকেন, তবে আমরা তাঁহাদিগের শুদ্ধ হরি-ভজনে যাবতীয় বাধা প্রদানের ব্যবস্থা করিব।

ভোগের প্রাচুর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে ভোগ করিবার সামর্থ্যের অভাব উপস্থিত হইলেও হৃদয়ে ভোক্তভাব পরিহার করিয়া শুদ্ধ ভক্তের পদাঙ্কানুসরণে তাহাদের আদৌ রুচি হয় না। কারণ নির্গুণ কর্ম্ম-কর্তৃতা লাভের অভাবে হরিকথায় ও হরিজনে শ্রদ্ধা হইতে পারে না। ভোগের ভিটা বজায় রাখিতে যাইয়া বিশ্বম্ভরের বিশ্বকে ভোগের আগারই মনে করে। তজ্জন্য ভক্তের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করায় বহু বহু জন্মের সঞ্চিত অপরাধ-প্রবাহে স্বয়মাগত সুকৃতিকে সুদূরে ভাসাইয়া লইয়া যায়। তাই, প্রাকৃত শাক্ত পরিচর্য্যা-কাঙ্ক্ষীরা একমাত্র সর্ব্বধর্ম্ম-সার শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইলেও দরজা বন্ধ করিয়া, চক্ষু মুদিয়া, কর্ণরন্ধ্রে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া অন্যমনস্ক হইবার চেষ্টা করে।

অন্যাভিলাষ থাকা কালে শুদ্ধ হরি-কীর্ত্তনে রতি হইতে পারে না। তাহারা দুর্ব্বল, অনেকের সাহায্যপ্রার্থী। তাহাদের প্রতি পদে পদে বিবিধ প্রকারের বিপদাশঙ্কা থাকা স্বাভাবিক। যাঁহারা একমাত্র শ্রীবলদেবাভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদ-পদ্মাশ্রয় করেন, তাঁহারাই বলবান্। মায়ার দুর্ভেদ্য প্রাচীর, সুদৃঢ় শৃঙ্খল তাঁহারাই উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ। এই সকল কথা আলোচনার পর কীর্ত্তন হয়।

এই দিবস কীর্ত্তনের পর, জনৈক ভদ্রমহোদয় শ্রীরামচন্দ্র ও রাবণের শক্তি পূজার কি তফাৎ জানিতে চাহেন। তদুত্তরে আচার্য্য শ্রীপাদ মাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী বলেন,—রাবণের শক্তি-পূজা, পূজা নহে, শক্তির শক্তিকে ভোগ, সগুণ শ্রদ্ধায় কামকামীর পূজায় ছলনা মাত্র। রাবণ মনে করিতেন,—এক রাম ভিন্ন তাহার সমকক্ষ বা ভোগের প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেহই নাই; সুতরাং শক্তি-পূজায় শক্তি-বরে রামকেও জয় করিতে পারিলে আর সকলেই তাহার তাবেদারী করিবে। রাবণের উপাস্য দেবী শক্তিমত্তত্ত্ব রামচন্দ্রের অন্তরঙ্গা শক্তির ছায়ামাত্র। সুতরাং ছায়ার উপাসনার দ্বারা কায়ার উপাস্যবিগ্রহের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র।

কৃত্তিবাসের প্রণীত রামায়ণ মূল রামায়ণ হইতে অনেকাংশে পৃথক্। রামচন্দ্রের প্রাকৃত শক্তিপূজার কথা মূল রামায়ণে নাই। উহা কৃত্তিবাসের কল্পনা মাত্র। রামচন্দ্র দুষ্কৃতি-বিনাশার্থে, সাধু-সংরক্ষণে এবং ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবার জন্য যুগে যুগেই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এই সকল সিদ্ধান্ত-বাণী বর্ত্তমান যুগাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীপাদপদ্মেই শ্রুত হইবার প্রকৃষ্ট উপায় আছে; অন্যত্র নহে।

অতঃপর শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্যের, গৌড়ীয় মঠের এবং তৎসেবকগণের বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন-মুখে বর্ত্তমান ১১শ খণ্ডের ১৭শ সংখ্যা "গৌড়ীয়" হইতে "শ্রীশ্রীভক্তিরক্ষ-বিরহ-স্মৃতি" ও "সভাপতির অভিভাষণ" শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয় পঠিত হইয়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিসহ সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

৬ নারায়ণ সর্ব্বশিব সঙ্কর্ষণ ৪৪৬

প্রকট ও অপ্রকটভেদে শ্রীভগবানের দ্বিবিধ লীলা। শ্রীভগবান্ স্বরূপভূত অনন্ত প্রকাশ ও লীলা দ্বারা সর্ব্বদাই নিত্যধামে ক্রীড়া করিতেছেন। কখনও কখনও তিনি সেই অনন্ত-প্রকাশের মধ্যে এক প্রকাশে স্বপরিবারের সহিত প্রপঞ্চ-মধ্যে আবির্ভূত হইয়া জন্মাদি-লীলার বিস্তার করিয়া থাকেন।

লীলা নাম্নী শ্রীকৃষ্ণ-শক্তি শ্রীকৃষ্ণের নিরঙ্কুশ ইচ্ছা অনুসারে তৎপরিকরগণের অনুকূল ও প্রতিকূল স্বভাব বিস্তার করেন। প্রপঞ্চের গোচরীভূত হইলে সেই লীলাকে প্রকট-লীলা কহে। এতদ্ভিন্ন আর সমস্তই অপ্রকট-লীলা। সেই অপ্রকট-লীলাসমূহ প্রপঞ্চের অগোচরীভূত। উভয় লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণের গোকুল, মথুরা এবং দ্বারকায় গমনাগমন হইয়া থাকে।

কংসাদি দৈত্যগণের অসংখ্য সেনাভারে ধরণী আক্রান্তা হইলে ধরিত্রীদেবী লোক-পতি ব্রহ্মার শরণাপন্না হ'ন। ব্রহ্মা-গাভীরূপধারিণী রোরুদ্যমানা পৃথিবীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া মহাদেব, অন্যান্য দেবতা ও পৃথিবীর সহিত ক্ষীর-সমুদ্রের তীরে ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে স্তব করিতে থাকেন। ব্রহ্মা এইরূপ আরাধনা করিবার পর আকাশবাণী শুনিতে পান যে, শীঘ্রই ভগবান্ স্বরূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় কালাখ্য শক্তির দ্বারা ভূভার হরণ করিবেন।

———

পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ স্বয়ং বসুদেব-গৃহে প্রকটিত হইবেন, অতএব দেবপত্নীগণ পরিচর্য্যা দ্বারা তাঁহার তুষ্টি সাধন জন্য এবং তৎপ্রিয়া শ্রীমতী রাধিকা ও রুক্মিণ্যাদি মহিষীবর্গের দাসীত্ব করিতে জন্ম গ্রহণ করিবেন। বলদেব ভগবানের প্রিয় সাধনের নিমিত্ত পূর্ব্বেই আবির্ভূত হইবেন।

ব্রহ্মার এই আদেশে দেবাদির অংশ পরম্পরা অবতরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, স্বর্গস্থিত বাসুদেবাংশ কশ্যপাদি বসুদেবাদি অংশীর সহিত ঐক্য লাভ করিয়া শূর (বসুদেবের পিতা) প্রভৃতি হইতে মথুরাতে প্রাদুর্ভূত হ'ন।

লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় আবির্ভাব-লীলার অভিলাষী হইয়া প্রথমতঃ সঙ্কর্ষণ ব্যূহের আবির্ভাব করান, তৎপরে স্বীয় অন্তরস্থিত প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ নামক দুইটী ব্যূহকে যথা-সময়ে আবিষ্কৃত করিবার সঙ্কল্প করিয়া বসুদেবের হৃদয়ে প্রকটিত হ'ন। বিশুদ্ধ চিত্ত অথবা সেবোন্মুখ অপ্রাকৃত অন্তঃকরণই বসুদেব।

———

অনন্তর দেবগণের প্রার্থনায় পৃথিবীর ভার-হরণ-জন্য বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষে ক্ষীরোদশায়ী অনিরুদ্ধ বিষ্ণু বসুদেবের হৃদয়স্থ শ্রীকৃষ্ণ-রূপের সহিত মিলিত হইয়া বাসুদেবের হৃদয় হইতে দেবকীর হৃদয়ে প্রকটিত হ'ন। সুতরাং বাসুদেব প্রাকৃত-জন্ম-কর্ম্মশীল বস্তু নহেন, তিনি অধোক্ষজ বস্তু। বিশুদ্ধ, অপ্রাকৃত আত্মাতেই তাঁহার নিত্য প্রাদুর্ভাব। তিনি সেবোন্মুখ ভক্তের হৃদয়ে নিত্য-কাল প্রকটিত।

———

বসুদেবের হৃদয় হইতে দেবকীর হৃদয়ে বাসুদেবের নিত্য প্রাকট্য। দেবকীর বাৎসল্যরূপ প্রেমানন্দামৃত দ্বারা লালিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর হৃদয়ে চন্দ্রের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে থাকেন।

———

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথির মহা-নিশায় কৃষ্ণ দেবকীর হৃদয় হইতে কংস-কারাগারের সূতিকাগৃহে তাঁহার শয্যায় আবির্ভূত হ'ন। শ্রীকৃষ্ণেরই ইচ্ছায় অপ্রাকৃত বাৎসল্য-প্রেমের স্বভাবানুসারে দেবকী ও বসুদেব মনে করিলেন যে, লৌকিক রীতিতেই এই শিশু আজ সুখে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

———

শ্রীকৃষ্ণ প্রাদুর্ভূত হইয়া চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রদর্শন করান। এই চতুর্ভুজ দেবকীনন্দন স্বয়ংরূপ লীলা-পুরুষোত্তমেরই বৈভব-প্রকাশ; এই শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ রূপ অথবা দ্বিভুজ—যে কোন রূপেই প্রকাশিত হউন, তিনি কখনও 'কৃষ্ণত্ব' পরিত্যাগ করেন না। তথাপি শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ রূপই স্বয়ংরূপের রূপ বলিয়া প্রধানরূপে উক্ত হইয়াছেন। কিন্তু দ্বিভুজরূপে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বৈশ্বর্য্য গূঢ় অর্থাৎ আচ্ছাদিত থাকে বলিয়া কোন কোন স্থানে দ্বিভুজত্ব অপ্রধানের ন্যায় কীর্ত্তিত হইয়াছে। যেমন ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠির মহারাজকে বলিতেছেন —"হে রাজন্, নরাকৃতি পর-ব্রহ্ম গূঢ় রূপে তোমাদিগের গৃহে অবস্থান করিতেছেন।"

———

দেবকীনন্দন কংসকারাগারে দেবকী-শয্যায় প্রকটিত হইলে বসুদেব গোকুলে মহাবদান্য যশোদার গৃহে প্রবেশ করেন এবং তথায় স্বীয় পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে রাখিয়া যশো-দার যোগমায়া নাম্নী কন্যাকে লইয়া আসেন। এই যোগমায়াই শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তি। যোগমায়া স্বরূপ-শক্তি; যোগমায়ারই ছায়া-শক্তি বিমুখ জীবমোহিনী জড়মায়া। যশোদাদির বাৎসল্য রসের মধুরতা ও বৈচিত্র্য উৎপাদনের জন্যই শ্রীকৃষ্ণেরই ইচ্ছায় এই যোগমায়া যশোদার নিকট প্রাদুর্ভূত হন। সুতরাং যখন বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে যশোদার নিকট রাখিয়া গেলেন, তখন আর যশোমতী সে কথা জানিতে পারিলেন না। যশোমতীর এরূপ অজ্ঞতা প্রাকৃত জীবের ন্যায় অজ্ঞানতা বা মোহাদি নহে; পরন্তু লীলারস-বিচিত্রতা-বিস্তারের হেতুরূপা। উহা শ্রীকৃষ্ণেরই ইচ্ছাসম্ভূত। এরূপে অনাদি কাল হইতে শ্রীকৃষ্ণ যশো-মতীর নিত্য-পুত্ররূপে বিরাজিত থাকায় প্রকট লীলায় দেবকীর ন্যায় যশোদাকেও দ্বারভূত করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। অতঃপর ব্রজরাজ নন্দের উৎসবে প্রকট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ নন্দগৃহে ক্রমে বাল্যাদি লীলা প্রকাশ করেন। নন্দ যশোমতীর অসমোর্দ্ধ বাৎসল্য বশে শ্রীকৃষ্ণ নিত্যই আপনাকে তাঁহাদের পুত্র বলিয়া জানেন।

———

আবার কোনও কোনও ভাগবত বলিয়া থাকেন যে, কৃষ্ণ বসুদেব ও নন্দ উভয়েরই আত্মজ অর্থাৎ কেবল বাসুদেবের আত্মজ এবং নন্দের পালিত পুত্র মাত্র নহেন। তাঁহারা বলেন, মথুরায় বসুদেব-গৃহে আত্মব্যূহ বাসুদেব এবং গোকুলে নন্দ-গৃহে যোগমায়ার সহিত লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন। বসুদেব গোকুলে আগমন পূর্ব্বক যখন যশোদার সূতিকাগারে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণেরই ইচ্ছায় কেবল মাত্র একটী কন্যাই দেখিতে পাই-লেন। সেই কন্যাটিকে লইয়াই তিনি মথুরায় আগমন করেন। এদিকে বাসুদেবও লীলা-পুরুষোত্তমে প্রবেশ করিলেন। এই বিষয় অতি গূঢ় বলিয়া শ্রীশুকদেবাদি ভাগবতগণ যথাক্রমে না বলিলেও প্রসঙ্গ-ক্রমে কোন কোনও স্থলে উহা সূচনা করিয়াছেন। যেমন ভাগবতে—

"নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো
মহামনাঃ ॥"—১০।৫।১

বন্যস্রজে কবল বেত্র-বিষাণ-বেণু-
লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায় ॥ ১০।১৪।১

তাঁহারা যামল বচন উদ্ধারপূর্ব্বক বলিয়া থাকেন—

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যঃ পূর্ণঃ সোঽস্ত্যতঃ
পরঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিৎ নৈব গচ্ছতি ॥
দ্বিভুজঃ সর্ব্বদা সোঽত্র ন কদাচিৎ
চতুর্ভুজঃ।
গোপ্যৈকয়া যুতস্তত্র পরিক্রীড়তি
নিত্যদা ॥

যদুবংশ-সম্ভূত কৃষ্ণ হইতে যিনি পূর্ণতম এবং আমাদির আদি পুরুষ, তিনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কোথাও গমন করেন না। তিনি সর্ব্বদাই দ্বিভুজ, কখনও চতুর্ভুজ নহেন। তিনি গোপী-কুল-পরিবেষ্টিত হইয়া নিত্যকাল তাঁহা-দেরই সহিত বৃন্দাবনে ক্রীড়া করিয়া থাকেন।

———

শ্রীনাম-মহিমা

১৪। কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচি
প্রবর্ত্ততে।
ভস্মীভবন্তি রাজেন্দ্র মহাপাতক-কোটয়ঃ ॥
(বিষ্ণুধর্ম্ম)

হে মহারাজ, যাঁহার বাক্যেতে 'কৃষ্ণ' এই মঙ্গল-নাম বিরাজমান্, তাঁহার কোটি কোটি মহাপাতক ভস্মীভূত হইয়া যায়।

———

১৫। কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি কিবা
তার বল।
জপিতে জপিতে মোরে করিল পাগল ॥
হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি গুরু মোরে বলিল বচন ॥
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত' স্বভাব।
যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয় ভাব ॥
কৃষ্ণ বিষয়ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃত-সিন্ধু।
ব্রহ্মাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু ॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি লীলা ৭ম অঃ)

———

১৬। কেহ বলে নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়।
কেহ বলে নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয় ॥
আনুষাঙ্গিক ফল নামের মুক্তি, পাপ নাশ।
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ ॥
হরিদাস কহে যৈছে সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হৈতে আরম্ভে তমের হয় ক্ষয় ॥
চৌর-প্রেত-রাক্ষসাদির হয় ভয় নাশ।
উদয় হৈলে ধর্ম্ম কর্ম্মাদি পরকাশ ॥
ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপাদি ক্ষয়।
উদয় কৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয় ॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ৩ অধ্যায়)

———

১৭। কৃষ্ণ নাম হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণ নাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৭ অঃ)

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা নদীয়া প্রকাশ

ব্রজাক্ষরে প্রকাশিত

১।	ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্য ভাগবত	৫৲
২।	শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র	৪০৲
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত	২৮৲
	একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড	।৶০
৩।	ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲
৪।	ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১৲
৫।	গৌড়ীয়-গৌরব	।৵০
৬।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	।৵০
৭।	ভজনরহস্য	॥০
৮।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
৯।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	
	ঐ (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১০।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)	
	ঐ (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১১।	গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥০
১২।	যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব)	২৲
১৩।	বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)	॥০
১৪।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১৫।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৬।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১৭।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	॥৵০
	ঐ (বাঁধা)	৸০
১৮।	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৵০
১৯।	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	।৵০
২০।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	॥০
	ঐ (আবাঁধা)	।৵০
২১।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
২২।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৵০
২৩।	গীতমালা	৴১০
২৪।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
২৫।	ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶০
২৬।	নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ)	৵০
২৭।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
২৮।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।০
২৯।	শরণাগতি	৴০
৩০।	গীতাবলী	৴০
৩১।	চিত্রে নবদ্বীপ	১॥০
৩২।	সাধনকণ	৴০
৩৩।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴০
৩৪।	নবদ্বীপশতক	৴০
৩৫।	অর্থপঞ্চক	৴০
৩৬।	সদাচারস্মৃতিঃ	৴০
৩৭।	কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)	৴১০
৩৮।	অর্চ্চনকণ	৴১০
৩৯।	সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)	॥০
	ঐ (আবাঁধা)	।৴০
৪০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	১৲
৪১।	ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৪২।	শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
৪৩।	মণিমঞ্জরী সানুবাদ	।০
৪৪।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৪৫।	পুরুষার্থ বিনির্ণয়	।০
৪৬।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৪৭।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
৪৮।	গৌড়ীয়মঠ কি করেন ?	৴০
৪৯।	ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)	।০
৫০।	শ্রীভুবনেশ্বর	৶০
৫১।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৵০
৫২।	সাধ্যবাণী	৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ	॥০
৫৪।	সটীকাশনাদশমূলম্	।০
৫৫।	তত্ত্বসূত্রম্	।০
৫৬।	সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্	৵০
৫৭।	গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	৴০
৫৮।	সারাংশবর্ণনম্	৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯।	রায় রামানন্দ	॥০
৬০।	নামভজন	।০
৬১।	রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্	।৵০
৬২।	লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।০
৬৩।	বৈষ্ণবীজম্	।০
৬৪।	হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং	৴০
৬৫।	দি ভাগবত	।০
৬৬।	ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন	।০
৬৭।	ব্রহ্ম-সংহিতা	১॥০
৬৮।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	॥০
৭০।	সাধন পথ	।০
৭১।	কল্যাণ-কল্পতরু	৴১০
৭২।	গীতাবলী	৴০
৭৩।	শরণাগতি	৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪।	শরণাগতি	৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধিপাট ঐ
৬। আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, চাঁদখালী, নদীয়া
৯। বাদলগোপাল পাট কাটালপুলি, ঢাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটী, (বর্দ্ধমান)
১১। শ্রীমোদক্রমচ্ছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাযোড়া, রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু হাওড়া
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিকুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ নব গোপালপুরম, মান্দ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ দলবাহার, পুরী,
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ চন্দ্রকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ আগস্ত্যকুণ্ড, কাশী।
২৯। শ্রীরূপ-গৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

	নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১।	শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর
২।	শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	এলাহাবাদ
৩।	শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীধাম বৃন্দাবন
৪।	শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫।	শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৬।	শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	লক্ষ্ণৌ
৭।	শ্রীভক্তিকেবল সাগর	কলিকাতা
৮।	শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	ঢাকা
৯।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০।	শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ঢাকা
১১।	শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মান্দ্রাজ
১২।	শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩।	শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	ঢাকা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃকুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

দার্শনিকপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মঞ্জরী। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' প্রভৃতি যুক্ত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের মান্বয়-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায় প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৷৷০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

পূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকা-চার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ৷৷০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-মার্থ-প্রচারমন্দির
১৪০নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্দের আদিতে সেই স্কন্দের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসংগ্রহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্দ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্দ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲

একাদশ স্কন্দ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৵০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

জগদ্গুরুবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগতগণের নিকট যে-সব পরমার্থ শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী অচ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও প্রাকৃত-কৃত্যের 'স্বরূপ', 'সাধক জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি', 'অসৎসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভক্তির প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী কৃপাময়স্বরূপ-বোধিনী কৃষ্ণ-কাম-নিন্দদায়িনী জীবন্ত বাণীর মুক্ত-বিতরণ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাম-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবামভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী ও বর্ণবিচার, আত্মানন্দ ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম ও প্রাকৃত শব্দ প্রভৃতি বিশটি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—তত্ত্ব ও শিক্ষা ভক্তি, সত্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীনাম আমাদের, মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, জীবের দশ ও কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীরামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণপূজার পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকৃষ্ণ ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিবৃত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—"লোকাপ্রিয়তা" সম্বন্ধে শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীগোবিন্দের আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব প্রসঙ্গে" অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিবর্ত্তাদি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি নিবেদন' বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৷৶০ মাত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷০ টাকা মাত্র।

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

উনিয়ন বোর্ডের ফর্ম্ম

আমাদের নিকট ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতীয় ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

১ নং ফরম প্রতি শত ৮৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি থানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩ নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ॥০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বন্দোবস্তের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৫০ আনা।

মিটিংএর নোটীশ বহি—১ খানা ॥০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ॥০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

জ্বরাঃখনের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ঔষধ থাকে পাচন সহ. ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

আফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩ ৫১	১৭-৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০ ৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৭, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫-৩১	৯-৫	১২-১৬	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩৩	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬ ১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১১	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নদীয়ার নদী

(প্রাপ্ত)

বর্ত্তমানে নদীয়া জেলার প্রধান কয়েকটী নদী রেলওয়ের অনুগ্রহে একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নদীগুলির সংস্কার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ভারতগবর্ণমেণ্ট তথা বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট আইন সংস্কার এবং শাসন-সংস্কারেই ব্যস্ত। সেই সঙ্গে যদি তাঁহারা নদী-সংস্কারের দিকেও একটু দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে নদীয়ার এবং যশোহরের অধিবাসীবৃন্দ ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়া কর্ত্তৃক কৃতান্ত ভবনে গমন হইতে কিছু পরিমাণে নিশ্চিন্ত হইতে পারে। এবিষয়ে নদীয়ার ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

———

প্রথমতঃ কুমার নদীর কথা,—এই নদীটী ই, বি, রেলের মেন লাইনের আলমডাঙ্গা ষ্টেশনের ৫ মাইল পশ্চিমে যে নদীর নিকট মাথাভাঙ্গা হইতে উৎপন্ন হইয়া যশোহর জেলার মাগুরার নিকট নবগঙ্গায় মিশিয়াছে। এই নদীটীর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। গ্রীষ্মকালে অনেক স্থানেই এক হাটুর বেশী জল থাকে না। অথচ ৪০ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীষ্মকালে এই নদীতেই অনেক নৌকা ডুবিয়া গিয়াছে। আলম ডাঙ্গায় রেলওয়ে ব্রীজ বাঁধিবার সময় খাল কাটিয়া ইহার স্রোতকে চাউলী নদীর ভিতর দিয়া প্রবাহিত করাতেই এই নদীটীর সর্ব্বনাশ হইয়াছে। ইহার মুখে প্রায় ৪ মাইল লম্বা একটি বালির চর পড়িয়াছে, গ্রীষ্মকালে সেখানে চাষ আবাদ হয়। বর্ষার প্রারম্ভে যদি এই বালির চরকে কাটিয়া দেওয়া যায়, তবে নদীটির অবস্থা একটু ভাল হইতে পারে।

———

দ্বিতীয়তঃ নবগঙ্গা নদীর তীরবর্ত্তী গ্রামসমূহ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ইহার সংস্কারের দিকে মনোযোগ দিয়াছেন, ইহা অতীব আনন্দের এবং আশার কথা।

তৃতীয়তঃ ভৈরব নদ। ইহার জন্য যশোহরের পরলোকগত যদুনাথ মজুমদার মহাশয় যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ফল আজও কিছু দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। এনদীটীর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। সমস্ত নদীটী কচুরী পানা এবং মাকম নামক এক প্রকার কাটাগাছ দ্বারা সমাচ্ছন্ন। এমন কি বর্ষাকালে বন্যার জলও এনদীতে প্রবেশ করে না।

নদীর জল পানের সম্পূর্ণ অযোগ্য এবং নদী তীরবর্ত্তী-গ্রামসমূহ ম্যালেরিয়ার ক্রীড়াস্থলী। এনদীটীর প্রতি গবর্ণমেণ্টের অতি সত্বর দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

———

তারপর চিত্রানদী—ইহাকে দেখিলে ভৈরবের মাসতুত ভগিনী বলিয়া মনে হয়। কারণ ইহার অবস্থা ভৈরবের সহিত সম্পূর্ণভাবে সমান। এ নদীটী নদীয়া জেলা হইতে উৎপন্ন হইয়া কোটচাঁদপুরের নিকটবর্ত্তী বাজার গোপালপুরের নিম্ন দিয়া যশোহর জেলায় প্রবেশ করিয়াছে।

———

তৎপরে চাঁপাইগাছির বিল—ইহা নামে বিল হইলেও ইহা একটী প্রকাণ্ড নদী। ইহা পদ্মা হইতে বাহির হইয়া কুমার নদীতে মিশিয়াছে। ইহার প্রতি রেলওয়ে গবর্ণমেণ্টের সদ্ব্যবহার দেখিলে স্বতই মনে উদিত হয়,—"তোমার প্রেমে আঘাত আছে, নাইকো অবহেলা।" হালসা ষ্টেশন হইতে পোড়াদহের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ইহার উপর একটী ছোট ব্রীজ আছে। ইহার স্রোত বন্ধ করিবার জন্য রেল-কোম্পানী এত পাথর ফেলিয়াছেন যে, গ্রীষ্মকালে লোকে জল স্পর্শ না করিয়া সেই পাথরের উপর দিয়াই নদী পারাপার করে। এই পাথরগুলি সরাইবার ব্যবস্থা না করিলে, শীঘ্রই উহার আয়ু বায়ুতে মিশাইবে।

———

নানা কথা

নূতন আইন

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় জনসাধারণের নিরাপত্তা-রক্ষা বিলের আর এক দফা আলোচনা হইয়া গিয়াছে।

বিলে ব্যবস্থা আছে যে—খাজনা, ট্যাক্স রাজস্ব প্রভৃতি বন্ধ করিবার জন্য জনসাধারণকে প্ররোচিত করিবার অভিযোগে যে কোন ব্যক্তির খাজনা প্রভৃতি স্থানীয় সরকার বাকী বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন। এই দিন সভায় কয়েকজন সদস্য জমীদারগণকে দেয় কৃষকদিগের খাজনা এই বিশেষ ব্যবস্থা হইতে বাদ দিতে বলেন।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ

চন্দননগরে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে :—

(১) ঈশ্বরের নামে সমস্ত শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে একতা আনিতে হইবে।

(২) সাধারণ বিদ্যালয়, কূপ, পুষ্করিণী ও রাস্তা সমূহ অস্পৃশ্যদিগের জন্য উন্মুক্ত করিতে হইবে।

(৩) গুরুভায়ুর মন্দির প্রবেশ সম্বন্ধীয় সমস্যার সমাধানের জন্য শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল রায় (অন্তর্ধর্ম্ম সমিতির সভাপতি), শ্রীযুক্ত বাবু অরুণচন্দ্র দত্ত (সেক্রেটারি) এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মূল সভার সভাপতি মিষ্টার গান্ধির সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

পরের সংবাদে প্রকাশ যে তাঁহারা যাত্রা করিয়াছেন।

———

স্ত্রী সহ পুত্র-কারাবরণ

স্ত্রী, পুত্র ও ভৃত্যের সহিত গত মঙ্গলবারে শোভাযাত্রা পরিচালন করায় জন্য নাভা ষ্টেটের প্রধান সামরিক কর্ম্মচারী সর্দ্দার হীরা সিং অর্ডিনান্স অনুসারে লাহোরের সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও ২৫ টাকা অর্থদণ্ডে, হীরা সিংএর পত্নী চারি মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও ২৫ টাকা অর্থদণ্ডে এবং তাঁহার ভৃত্য ৪ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও ২৫ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহার পুত্রের বয়স মাত্র চারি বৎসর। সেও তাহার মাতার সহিত জেলে।

———

অটোয়া বিল গৃহীত

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে অটোয়া বিল গৃহীত হইল। গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষদল ভোট গণনার জন্য জিদ করেন নাই। সংশোধক প্রস্তাবগুলি সমস্তই প্রত্যাহৃত হয়।

যুদ্ধ ঋণ

আমেরিকার প্রাপ্য কিস্তী শোধ করিবেন বৃটেন, ইটালি এবং জুগোস্লোভাকিয়া। কিন্তু পরিশোধে পশ্চাৎপদ হইলেন—ফ্রান্স, বেলজিয়ম এবং পোলাণ্ড।

ফ্রান্স, বেলজিয়ম এবং পোলাণ্ড গত মহাযুদ্ধের সময় যে পরিমাণ ক্ষতি গ্রস্ত হইয়াছেন, বৃটেন বা ইটালি সে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই। গোটা বেলজিয়ম রাজ্য জার্ম্মাণী ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছিল। ফ্রান্সের বিস্তর সম্পত্তি বিনষ্ট করিয়াছিল, পোলাণ্ডেরও সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। পোলাণ্ডবাসী ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু পলাইবারও স্থান ছিল না সুতরাং শত্রুহস্তে পড়িয়া সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইতে হইয়াছিল।

সন্ধির পর জার্ম্মাণীর নিকট এই তিনটি রাষ্ট্রের ক্ষতিপূরণের বিশেষ দাবী। জার্ম্মাণী এ সময় এক পয়সাও ক্ষতিপূরণ দিল না, তাই রাষ্ট্র তিনটি অনিচ্ছায় আমেরিকায় ঋণ পরিশোধ বন্ধ রাখিলেন।

———

পিটুনি পুলিশ

মেদিনীপুর জেলার কেশবপুর থানার আনন্দপুর অঞ্চলে পিটুনি পুলিশের তিনটী ঘাটী ছিল। সম্প্রতি আরও একটী ঘাটী প্রস্তুত হইয়াছে এবং ট্যাক্স আদায়ের জন্য একজন সাব ডেপুটী প্রেরিত হইয়াছেন।

———

জমিদারেরা বৈঠকে যাইবে না

এলাহাবাদ ১৪ই ডিসেম্বর হইতে যে মিলন বৈঠক বসিয়াছে, তাহাতে আগ্রা প্রাদেশিক জমিদার সঙ্ঘ হইতে কোন প্রতিনিধি প্রেরিত হয় নাই ; এই সঙ্ঘের চালক সমিতির সম্পাদক, যুক্তপ্রদেশের স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী নবাব মহাম্মদ ইউসাফ তাহাদিগকে মিলন বৈঠকে যোগদান করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

পুলিসের গুলীবর্ষণ-তিন জন নিহত কনষ্টেবলের মৃত্যু

জিতুছোটকা এবং দিনাজপুর জিলার বংশরীর সামুর নেতৃত্বে কয়েক শত সাওতাল কর্ত্তৃপক্ষকে অগ্রাহ্য করিয়া আদিনা মসজিদ দখল করে এবং বলে যে, তথায় তাহাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সামু নিজেকে গান্ধী নামে অভিহিত করে।

সংবাদ পাইয়া জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ২৫ জন সশস্ত্র কনষ্টেবল লইয়া ঘটনাস্থলে উপনীত হন। সাওতাল গণকে শান্ত করিবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয় ; পুলিসের অনেক কনষ্টেবল তীরের দ্বারা ভীষণ আহত হয় এবং সাওতালগণ তীর ও তরবারি লইয়া পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে আক্রমণ করে। ফলে পুলিস গুলী চালায় এবং তাহাতে তিনজন সাওতাল নিহত ও চারিজন সাওতাল আহত হয়। অতঃপর পুলিস ১৬ জন সাওতালকে গ্রেপ্তার করে ও অবস্থা শান্ত হয়। সাওতালগণের তীরে আহত কনষ্টেবলটী মারয়া গিয়াছে।

বিপ্লবদমন আইন

বঙ্গীয় বিপ্লব দমন আইনের পরিষদে বিল খানি পরিষদে শেষবার গৃহীত হইল সংশোধনের প্রস্তাবগুলি সমস্তই নাকচ হইয়াছে।

টেলি — শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈনিক

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড — সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি | ২৪০তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৫ই পৌষ মঙ্গলবার ১৩৩৯, ২০শে ডিসেম্বর ১৯৩২

জার্ম্মাণীর নূতন মন্ত্রীসভা

অস্পৃশ্যতা নিবারণে রবীন্দ্রনাথের আবেদন

তিন ফাঁসী

ফ্রান্সের প্রধান সচিবের পদ খালি

পাঁচশত টাকায় নারী বিক্রয়

মেদিনীপুরে ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন

ইংলণ্ডের কিস্তি পরিশোধ

নানা কথা

কৃষ্ণনগরে কলেরা

কৃষ্ণনগরে গোপীঠাকুরের মন্দিরের নিকট হইতে চৌধুরীপাড়া পর্যন্ত অংশে খুব ভীষণভাবে কলেরা হইতেছে। অন্যান্য অংশেও কলেরার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

গোয়াড়ী অঞ্চলে সেরূপ ব্যাপকভাবে কলেরার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। যাহা হউক এবিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজনীয়।

অস্পৃশ্যতা নিবারণী সভা

গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরে অস্পৃশ্যতা নিবারণী সভা স্থাপিত হইয়াছে। গত ১৮ই ডিসেম্বর প্রারম্ভে সভার সদস্যবৃন্দ শোভাযাত্রা ও কীর্ত্তন করিয়া নগর পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।

জার্ম্মাণীর নূতন মন্ত্রীসভা

বার্লিনে গুজব উঠিয়াছে শীঘ্রই মন্ত্রীসভার পুনর্গঠন হইবে। ভন স্লিচার স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিবেন। পার্লামেণ্টের সহিত তাঁহারও মতের মিল হয় নাই। ভন স্লিচার পদত্যাগ করিলে ভন পাপানই পুনরায় জার্ম্মাণীর প্রধান সচিবের আসন লাভ করিবেন।

তিন ফাঁসী

জনৈক মহিলাকে হত্যা করার অভিযোগে ফজল আবদুল গণি গোলাম মহম্মদ এবং মম্মদ ইসমাইল অভিযুক্ত হওয়ায় দায়রা জজ মিঃ আর, বি, বাকেট তাহাদিগের প্রতি প্রাণদণ্ডাদেশ প্রদান করিয়াছেন।

পাঁচশত টাকায় নারী বিক্রয়

দিল্লীতে দুইজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোক নারী বিক্রয়ের ব্যবসা করার জন্য অভিযুক্ত হয়। ১৫ই ডিসেম্বর প্রাতে স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে একজন স্ত্রীলোককে ৫০০ টাকায় বিক্রয় করার এক কাহিনী বিবৃত হয়।

ইংলণ্ডের কিস্তি পরিশোধ

মার্কিণ রাজকোষের সেক্রেটারী প্রকাশ করিতেছেন যে, ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড ইংলণ্ডের ডিসেম্বরের কিস্তি পরিশোধের জন্য ৯ কোটি ৫৫ লক্ষ ৫০ হাজার ডলার মূল্যের স্বর্ণ পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া তিনি সংবাদ পাইয়াছেন। ডিসেম্বর কিস্তিতে ইংলণ্ডের দেয় অর্থের পরিমাণ এক কোটি ৯৫ লক্ষ ষ্টার্লিং স্বর্ণ মুদ্রা।

বৃটেন, ইটালী, জেকোশ্লোভেকিয়া, ফিনল্যাণ্ড, লাটভিয়া এবং লিথুয়েনিয়া, এই ছয়টি শক্তি তাঁহাদের ডিসেম্বরের কিস্তির অর্থ পরিশোধ করিয়াছেন। উহার মোট পরিমাণ ১২ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার মুদ্রা।

ফরাসী, বেলজিয়ম, পোল্যাণ্ড ইস্তোনিয়া এবং হাঙ্গেরী এই পঞ্চশক্তি মার্কিণকে তাঁহাদের ডিসেম্বর কিস্তির অর্থ আদায় দেন নাই। তাঁহাদের মোট অর্থের পরিমাণ ২ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার মুদ্রা।

ফ্রান্সের প্রধান সচিব

এম হেরিয়ট পদত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং ফ্রান্সের মন্ত্রীর আসন শূন্য হইয়াছে। ফ্রান্সের মন্ত্রী চাই। প্রেসিডেণ্ট লোক বাছিতে বিস্তর চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু এখনও লোক মিলে নাই।

তমলুকে সৈন্যদল

মেদিনীপুরে ৬০ জন গাড়োয়ালী সৈন্য স্থাপিত করা হইয়াছে। সৈন্যদল ১২ই ডিসেম্বর তারিখে রঘুনাথপুরে কুচকাওয়াজ করে। পরদিন তাহারা তমলুক সহরে যায় এবং তমলুক দেওয়ানী আদালত প্রাঙ্গণে বাস করে। অন্য প্রাতে তাহারা মহিষাদলের দিকে যাত্রা করিয়াছে।

মাঞ্চুরিয়া রিপোর্ট

মাঞ্চুকো রাজ্য আলোচনায় ১৯ জন প্রতিনিধি মিলিয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছিল। ১৯ জনের কমিটী ভাঙ্গিয়া আবার ৫ জন লইয়া একটী কমিটি গঠন হইয়াছে। এই কমিটী সোভিয়েট প্রতিনিধি বাহাল রাখিয়াছেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৫ই পৌষ মঙ্গলবার ১৩৩৯

চন্দননগর প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু ... রায় বলেন যে, "জাতির রাষ্ট্রশক্তি যদি যথেচ্ছাচারী হয়, সংহতি নষ্ট হইয়া যায়। সংহতি শক্তি না হইলে জাতি হয় না। মানুষ হইলেও পশু; কেন না অন্তের অন্তরে বহন ছাড়া অন্তবৃত্তি সেখানে বিকাশ পায় না। ... মানুষ যদি ধর্ম্মাশ্রয়ী হয় সে সংহতিবদ্ধ হইবেই হইবে; কেননা—ধর্ম্ম এক, অখণ্ড, অদ্বয়তত্ত্ব ... আমাদের দেশ... হিন্দু দেব সম্বন্ধে তর্ক উত্থাপন করে কেন, আচার ভ্রষ্ট বলিয়া নহে কি? ইত্যাদি। দুঃখের বিষয় এই দেশকে তাঁহারা যে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতেছেন তাহা কি ভোগমূলক নহে? দেশের উদ্দেশ্য বুঝিলে আমরা অত্যন্ত সুখী হইব।

আমেরিকার কোন কোন স্থানে পিতামাতাদের শিক্ষার জন্য পেরেণ্টস্ উইক্ সপ্তাহব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সেখানে ছেলেমেয়েদের প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা আছে।

একটী উৎসবে নিউইয়র্কের স্কুল সমূহের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ই ষ্ট্রীট্ বলিয়াছেন যে ছেলেদের সম্মুখে উৎকৃষ্ট আদর্শ স্থাপন ও তাহাদের তদনুরূপ হইবার উৎসাহ দান আবশ্যক, তাহাদের বন্ধুরূপে মিষ্ট কথায় তাহাদের মনোহরণ করিয়া তাহাদের উন্নতি বিধানই শ্রেয়ঃ। তাহাদের নিয়মানুবর্ত্তিতা, শিক্ষা ও সংসর্গের দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। খুব বুঝিয়া তিরস্কার ও পুরস্কার বিধানে সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাদিগকে লোভ দেখান ভাল নয়। ছেলেমেয়েদের ব্যায়াম ও স্বাস্থ্য প্রভৃতির দিকে নজর রাখা কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমানে যাহারা বালক, ভবিষ্যতে তাহারাই দেশ চালনা করিবে; সুতরাং তাহাদিগকে মানুষ করিবার ব্যবস্থা সকল দেশেই আবশ্যক; কেবলমাত্র পরীক্ষায় পাশ করাই জীবনের লক্ষ্য হওয়া বিধেয় নহে।

ছেলেরা দেশের মুখোজ্জ্বল করিতে পারে, এরূপ ভাবে শিক্ষা বিধান করিতে হইলে কেবলমাত্র গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া নিশ্চেষ্ট থাকা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়, বিশেষতঃ বর্ত্তমান যুগে যখন এদিকে সরকারের বেশী খরচ করিবার সম্ভাবনা অল্প।

মিষ্টার গান্ধির একটী বিবৃতিতে প্রকাশ যে, "সংস্কারকের পক্ষে অনশনের মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে।

"বিভিন্ন মন্দিরে যে সকল ভক্ত নরনারী সমবেত হয়েন তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বল প্রয়োগে অস্পৃশ্যদের মন্দিরে প্রবেশ মিঃ গান্ধি কখনও সমর্থন করিবেন না।

"কেবলমাত্র সাধারণের জন্য ব্যবহৃত দেবমন্দির সম্পর্কে এই আন্দোলন চালান হইবে। যে সকল দেবমন্দির কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি সেই সকল মন্দিরে প্রবেশ অধিকার মালিকের মনোভাবের উপর নির্ভর করিবে।"

"যাহারা সনাতনধর্ম্মের নামে কাজে নামিয়াছেন, তাঁহারা যেন ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না যে তাহাদের বিরুদ্ধবাদীরাও একই শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে যুক্তি সংগ্রহ করিতেছেন।"

আচার্য্যের অথবা শাস্ত্রের অনুগত না হইয়া শাস্ত্র পাঠ করিলে এইরূপ বিকৃত অর্থসমূহের উদ্ভব হয় এবং বিভিন্ন বিকৃত অর্থের মধ্যে বিরোধ হয়। তাহার ফল কখনই শুভ হয় না।

দেশের লোক শিক্ষার অভাবে নিজ নিজ অধিকার এবং দায়িত্বের বিষয় অনবগত হওয়ায় অশেষ অসুবিধা ভোগ করিতেছে। সংক্রামক ব্যাধি আরম্ভ হইলে তাহারা অত্যন্ত অসহায় হইয়া পড়ে এবং কোথায় সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, না জানায় তাহাদের অসুবিধার অন্ত থাকে না।

প্রতি জেলায় একজন করিয়া স্বাস্থ্যবিভাগীয় উচ্চ কর্ম্মচারী থাকেন; তাঁহার অধীন প্রত্যেক থানায় একটী করিয়া অফিস থাকে। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি ব্যাধি আরম্ভ হইবার উপক্রম হইলেই ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টকে সংবাদ পাঠাইলে তিনি থানা সার্কেলের কর্ম্মচারীর নিকট সংবাদ পাঠাইলে প্রতিকার সম্ভব।

এই বিভাগে একটী বিশেষ দোষ থাকিয়া গিয়াছে; প্রত্যেক থানা সার্কেলের জন্য দুই হাজার টাকা করিয়া মঞ্জুর থাকে ও কর্ম্মচারীদের এবং চাপরাশীদের বেতন প্রভৃতি দিতেই ঐ টাকা প্রায় সমস্তই খরচ হইয়া যায়। সুতরাং ঔষধপত্র এবং রোগ-প্রতিষেধক দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য বেশী টাকা থাকে না।

এই বিভাগ হইতে গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিষয়ে বক্তৃতা দিবার বন্দোবস্তও আছে; কিন্তু তদনুসারে কার্য্য কিরূপ হয় তাহা কর্তৃপক্ষের তদন্ত করা আবশ্যক।

গোলটেবিল বৈঠক শেষ হইতে চলিল, কিন্তু এখনও শেষ মীমাংসা হইবার কোন আশা দেখা যায় না; রাজনীতিবিদেরা অনুমান করিতেছেন যে ভারতীয় প্রতিনিধিবৃন্দের সহিত ইংলণ্ডের প্রতিনিধিদের মতের মিল না হওয়ায় এইরূপ বিলম্ব ঘটিতেছে।

ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারি স্যার স্যামুয়েল হোর মহাশয় কি কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন। এই সমস্ত সিদ্ধান্তের সহিত ভারতীয় নরমপন্থিগণও একমত হইতে পারেন নাই; সাব কমিটির উপর সাব কমিটী বসিয়াও কোন বিষয়ের কিনারা করিতে পারিতেছেন না; অথচ শুনা যায় যে আগামী খ্রীষ্টমাসের পূর্ব্বেই সমস্ত কার্য্য শেষ হইয়া যাইবে।

এলাহাবাদ মিলন-বৈঠক সম্বন্ধে মুসলমানদিগের মধ্যে মতান্তর চলিতেছে; লক্ষ্ণৌএর মুসলমানগণ এলাহাবাদ-বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই অনুমিত হয়, কিন্তু বিহারের মুসলমানগণ লক্ষ্ণৌএর মুসলমানগণের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। সম্প্রদায়দ্বয় নিজ নিজ স্বার্থের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কোন্ বিষয়ে কোন্ সম্প্রদায়ের স্বার্থ কোথায় তাহা নিরূপিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

বোধ হয় সমুদয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে মতামত স্পষ্ট করিয়া ঘোষণা করিবার সময় আসিয়াছে; এই সমস্ত বিষয়ে সমস্ত সম্প্রদায় স্ব স্ব স্বার্থের গণ্ডী ঠিক করিয়া সম্প্রদায় বিশেষের সুবিধা অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া রাজনৈতিক সামাজিক প্রভৃতি ব্যাপারে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইলেই দেখিতে শুনিতেও ভাল হয় এবং দেশের অসাম্প্রদায়িক উন্নতিবিধানও হয়; নচেৎ "যেহেতু আমি অমুক সম্প্রদায়ের অতএব আমাকে সুবিধা দিতে হইবে"—বলা সুযুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না; কারণ কোন্ বিষয়ে সুবিধা না জানিলে কোন সুবিধা দেওয়াও যায় না এবং গ্রহণ করাও অসম্ভব।

বর্ত্তমানে সাম্প্রদায়িক ব্যাপার ঠিক পথে যাইতেছে না। তাহার একাধিক প্রমাণ অনায়াসে দিতে পারা যায়। এসমস্ত প্রমাণ বর্ত্তমান ক্ষেত্রে দেওয়া অনাবশ্যক, তবে একটা কথা না বলিয়া থাকা যায় না, সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের সুযোগ গ্রহণ করিয়া অনেক স্বার্থপর, দুষ্টপ্রকৃতির লোক অশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষের বীজ উপ্ত করিতেছে এবং তাহার বিষময় ফলে দাঙ্গা হাঙ্গামায় সময় সময় দেশ ছাইয়া যায়, ব্যবসায় বাণিজ্যের যথেষ্ট ক্ষতি হয় এবং সহস্র পরিবারে হাহাকার আরম্ভ হয়।

নেতৃবর্গ এই সমস্ত বিষয়ে অবহিত হইলে দেশের মঙ্গল সাধিত হয়।

হিংসামূলক বিপ্লববাদের ভয়ে দেশের তথা সরকার বাহাদুর বিব্রত হইয়া উঠিয়াছেন। এদিকে জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ খুন প্রভৃতির সংখ্যা যেমন বাড়িতেছে, আইনের কড়াকড়িও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইতেছে।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, শিক্ষিত যুবকদল অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে না পারিয়া এই শ্রেণীর বিপ্লবীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে; এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, হিংসামূলক আন্দোলন কোন সময়েই দেশের হিতকর হয় না, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয় এবং শিক্ষিত যুবকগণও তাহা জানেন; তবে কেন তাহাদিগের ঘাড়েই এই দোষ চাপান হয়।

বাস্তবিকই শিক্ষিত যুবকবৃন্দের এই আন্দোলনে সহানুভূতি আছে? আমরা যতদূর জানি, স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার দেশের স্বায়ত্ত-শাসন মাদক দ্রব্য ত্যাগ, মামলা করার স্বভাব ত্যাগ প্রভৃতি বিষয়েই আজকালকার যুবকগণের ঝোঁক বেশী।

আমরা অস্বীকার করি না যে, কোন কোন যুবক বিপথগামী হই। এই প্রকার চক্রান্তে যোগদান করিয়াছে, কিন্তু সেজন্য কি দেশে অর্ডিনান্স জারি করা, অথবা সমষ্টিগত টেক্স ধার্য্য করা অথবা অন্য প্রকারে লোকের মনে ভীতির সঞ্চার করা অনিবার্য্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, { ৭ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৬ ৫ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২০শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩২ মঙ্গলবার ২৪০তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

কলিকাতার সংবাদে প্রকাশ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অদ্য (২০শে ডিসেম্বর, মঙ্গলবার) শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ঢাকা মেলে স্বগণসমভিব্যাহারে শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ঢাকা যাত্রা করিতেছেন। ঢাকার সজ্জনবৃন্দ এই মহাপুরুষের শ্রীপাদপদ্মে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানের নিমিত্ত আজ কয়েক বৎসর যাবৎ প্রতীক্ষা করিতেছেন। এখন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিতেছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত।

ঢাকার সংবাদে প্রকাশ, শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে এবার ঢাকায় সুবৃহৎ রমণার মাঠে বিরাট্ পারমার্থিক প্রদর্শনীর আয়োজন হইতেছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এই প্রদর্শনীর দ্বার উদ্মোচন করিবেন। বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অধিকাংশ প্রচারক এই উপলক্ষে ঢাকায় যাইতেছেন। শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজের পর শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ সদলবলে ঢাকায় গমন করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ এবং পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ মহোদয়ও শীঘ্রই ঢাকা যাইতেছেন। ঢাকার এই সৌভাগ্য তাঁহাকে পারমার্থিক ইতিহাসের নব অধ্যায়ে স্থান প্রদান করিবে।

চাকদহ কাঁচাসপুলিস্থ দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম শ্রীমহেশপণ্ডিতের পাটে আগামী ২৪শে ও ২৫শে ডিসেম্বর বার্ষিক মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠের সেবকগণ উৎসবটীতে যোগদান করিয়া ইহা সাফল্যমণ্ডিত করিবেন। এদিকে স্থানীয় সজ্জনবৃন্দের উৎসাহ প্রশংসনীয়। তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনা করেন।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভ্যগণের হস্তে এই শ্রীপাটের সেবা সমর্পিতা হইবার পরে ইহার অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে কোনও স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি শ্রীবিগ্রহের পূজারী সজ্জায় সজ্জিত হইয়া নানাপ্রকার অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছিল।

শ্রীপাটের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে আগামী ২৪শে ও ২৫শে ডিসেম্বর শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, পাঠ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা, বক্তৃতা, মহাপ্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবে। চাকদহ রাণাঘাট হইতে কলিকাতা যাইতে এক ষ্টেশন পরেই অবস্থিত। রাণাঘাট হইতে দূরত্ব মাত্র সাত মাইল। নিকটবর্ত্তী শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণ অনায়াসে এই উৎসবে যোগদান করিতে পারেন। চাকদহ ষ্টেশন হইতে শ্রীপাট পদব্রজে ৭।৮ মিনিটের পথ।

বিগত ২২শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার মহাদ্বাদশী দিবসে মেদিনীপুর সবং থানার জিকুনি নিশ্চিন্তপুর গ্রামনিবাসী জমিদার শ্রীযুত যামিনীকান্ত ভুঞা মহাশয় কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী সেবক সম্মিলনীর সেবকগণ "শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত" মধ্য সপ্তদশ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর "বন-ভ্রমণলীলা" পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অপ্রাকৃত গোলক রাজ্যের বিকৃত হেয় প্রতিফলন। চিন্ময় বৃন্দাবনের যাবতীয় বস্তুই দণ্ডতা ও সঙ্কীর্ণতা-রহিত বলিয়া পরমোপাদেয়রূপে অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্র-নন্দনেরই সেবকতত্ত্ব এবং সম্ভোগ-রসবিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র সেব্য। কিন্তু এই প্রতিবিম্বিত দেবীধামে সকলেই সেব্যের—স্বরাটের আসন গ্রহণ করিতে চাহে, কেহই সেবক হইতে চাহে না। এখানে অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণের সেবা-বৈমুখ্য-হেতু অন্যান্যে বিরোধভাব বর্ত্তমান।

নিত্যধাম বৃন্দাবনে নিম্ন স্তরের শান্তরস হইতে দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যরস ক্রমোচ্চভাব সৌন্দর্য্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া নিত্যকাল অসমোর্দ্ধ পারকীয় মধুর রসের পাদপদ্ম নীরাজন করিতেছে। সেই মধুর রসের বিকৃত প্রতিফলনে প্রতারিত জনগণকে গোলকের সর্ব্বনিম্ন শান্তরসটীর ছায়া আপাত শান্তির কাল্পনিক ছবির চাক্চিক্যে মুগ্ধ করিয়া পরমোচ্চস্তরে বিরাজিতা।

কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণের বিচরণ ভূমিকাই অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবন ধাম। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ঝারিখণ্ড পথ দিয়া গমন করিয়াছেন। মহাপ্রভুর পাদরজঃসিক্ত সেই ঝারিখণ্ড বৃন্দাবন হইতে ভিন্ন নহেন। ইহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর লেখনী আমাদিগকে জানাইতেছেন।

ঝারিখণ্ডের বৃক, মৃগ, মাতঙ্গ, সিংহ, গণ্ডার প্রভৃতি বন্য হিংস্র জন্তুগণ পরস্পর খাদ্য-খাদক-ভাব ভুলিয়া প্রেমোন্মত্তাবস্থায় কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে সাগরাভিমুখী তটিনীর ন্যায় শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমসমুদ্রে সঙ্গত হইল। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব বিচারে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় মনোধর্ম্মী গণসমষ্টি শ্রীমন্-মহাপ্রভুর প্রচারিত এই বিশুদ্ধ ব্রজভাবটী হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ।

শ্রীযুত যামিনী ভুঞার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ শ্রীযুত বাবু জ্ঞানেন্দ্র নাথ ভুঞা এল, এম, এফ্ মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়ের গ্রাহক ও পাঠক, তিনি ও তদগ্রজ দিবাকর বাবু, তারপদ বাবু ও যদুপতি বাবু শ্রীমঠের প্রচারে বিশেষ আগ্রহান্বিত।

গত ১৮ই ডিসেম্বর রবিবার পঞ্চমী তিথি উপলক্ষে শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ভক্তিকুসুম প্রভু যোগপীঠে শ্রীমন্দিরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট এর ছাত্রগণের নিকট শ্রীচৈতন্য ভাগবতের আদি লীলা হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদর্শ চরিত্রাবলী পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

৭ নারায়ণ, শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৩

শ্রীল প্রভুপাদ সে-দিন শ্রীধাম-মায়াপুরে কৃষ্ণনগর কলেজের বর্ত্তমান প্রিন্সিপ্যাল মিঃ আর্ এন্ সেন মহোদয়ের নিকট হরি-কথা-কীর্ত্তনকালে পরমার্থ-জগতের যে তথ্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন, ইতঃপূর্ব্বে তাহার কিয়দংশের দিগ্‌দর্শন করা হইয়াছে। অপরাংশের কিঞ্চিৎ আভাস নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভক্তবৃন্দ প্রতিমা বা পুতুল-পূজক, পুতুল-নির্ম্মাতা, পুতুল-রক্ষক অথবা পুতুল-ধ্বংসকারী নহেন। তাঁহারা শ্রীরূপসনাতনানুগ।

শ্রীরূপসনাতনের গ্রন্থাদি পাঠে আমরা শিক্ষা করি যে, কৃষ্ণানুশীলনই আমাদের একমাত্র বরণীয় বিষয়। ভোগ বা ত্যাগ আমাদের বরণীয় বিষয় নহে। আমাদিগকে অন্যাভিলাষিতাশূন্য হইতে হইবে। জীব ব্রহ্ম-চিন্তায় আবদ্ধ থাকা চরম গতি নহে।

শ্রীচৈতন্যদেব তথাকথিত বেদান্তবিদ্‌গণের নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানে উৎসাহ দান করেন নাই। তাঁহারা একটা দিক অবলম্বন করিয়া ভুল পথে চলিয়াছেন।

"ব্রহ্ম শব্দের মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্।
চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ সমান॥"
(চৈঃ চঃ আদি ৭।১১১)

শ্রীভগবানের আকার চিদাকার, তাঁহার দেহ চিদ্দেহ এবং তাঁহার বিভূতি চিদ্বিভূতি।

পশ্চিম দেশের লোক কর্ম্মজড়। তাঁহারা কর্ম্ম-কাণ্ডেই আবদ্ধ এবং বাহ্যানুষ্ঠান-তৎপর। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের অন্তরালে কি আছে, তাঁহারা তাহার অনুসন্ধান করিবার আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন না।

কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু অত্যন্ত গোঁড়া, তিনি কাহাকেও কোন বিষয়ে সুবিধা দান করেন না; কিন্তু একথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন; শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ন্যায় ঔদার্য্যময় বিগ্রহ আর কোনও অবতারে কেহ হ'ন নাই। তাঁহার আদেশ—

"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।"

খৃষ্টানগণ মানুষের প্রতি মানুষের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে, মানবের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি বিধান সম্বন্ধে সচেষ্ট, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু সমস্ত জীবের প্রতি অনুগ্রহ করিতেছেন; তিনি সকল জীবের চির কল্যাণ-সাধনে তৎপর। তিনি তাৎকালিক উপকার করিবার জন্য ব্যস্ত নহেন।

যাঁহারা জীবের তাৎকালিক উপকার করিতে আত্মনিয়োগ করেন, লোকের ইন্দ্রিয়তর্পণে তৎপর এবং ক্ষুধিতকে অন্নদান, পথঘাট প্রস্তুত, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি কার্য্যকেই জীবনের চরম উৎকর্ষ মনে করেন, তাঁহাদিগকে যখন শ্রীচৈতন্যের দানের কথা বুঝাইয়া দেওয়া হয়, তখন তাঁহারা জীবের নিত্য-কল্যাণে সচেষ্ট হ'ন এবং আচার ও প্রচার দ্বারা সকলকে হরিভজনে নিযুক্ত করেন।

হরিভজনই আবশ্যক; কামাদির সেবায় বিশেষ লাভ নাই। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু বলেন—"কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশাস্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ। উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধিস্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্‌ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥" হে ভগবন্! কামাদির কত প্রকার দুষ্ট আদেশ আমি পালন করিয়াছি; তথাপি আমার প্রতি তাহাদের করুণা হইল না এবং আমারও লজ্জা বা উপশান্তি হইল না। হে যদুপতে! অধুনা আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধি লাভ করতঃ তোমার অভয়চরণে শরণাগত হইয়াছি। তুমি এখন আমাকে আত্ম-দাস্যে নিযুক্ত কর।

জীব বস্তু, কৃষ্ণ ঈশ। কিন্তু সে কৃষ্ণ আলঙ্কারিকের কৃষ্ণ নহেন, তিনি অখিল-রসামৃতসিন্ধু। তাঁহাকে মানুষ মনে করিয়া মাৎসর্য্য আনয়ন করিতে হইবে না। যিনি নিম্মৎসর নহেন, ভাগবত তাঁহার আলোচ্য নহেন।

শ্রীমদ্ভাগবত (১০।২৯।৩২) বলেন:—

যৎ পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ
স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মবিদা ত্বয়োক্তম্।
অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে
প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা॥

শ্রীগোপীদিগের উক্তি—হে প্রভো, ধর্ম্মজ্ঞ, আপনি যে বলিয়াছেন—পতি,পুত্র ও বন্ধুগণের অনুবর্ত্তনই স্ত্রীলোকের স্বধর্ম্ম, তাহা উপদেষ্টা ও ঈশ্বররূপী আপনার সেবাতেই সিদ্ধ হউক। যেহেতু আপনি প্রাণিগণের প্রিয়তম আত্মা ও বন্ধুস্বরূপ।

শ্রীধাম-মায়াপুর হাইস্কুল

আজ দুই বৎসর যাবত শ্রীধাম-মায়াপুরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট স্থাপিত হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই বিদ্যালয়টিতে অনেক ছাত্র হইয়াছে। এবার প্রায় বারজন ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবে। বিদ্যালয়ে ক্রমোন্নতিতে ছাত্র বৃদ্ধি পাইবার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথমতঃ এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি আচার্য্যবর্য্য মহাপুরুষের কৃপাশীর্ব্বাদে সম্বর্দ্ধিত ও বিদ্যালয়ের স্থানটী পবিত্রতায় অদ্বিতীয়। দ্বিতীয়তঃ মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং সুনির্ম্মল সমীরণপূর্ণ স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া স্থানটীর বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করিতেছে। তৃতীয়তঃ উপযুক্ত, আদর্শচরিত্র, শিক্ষকতাকার্য্যে সুনিপুণ, উচ্চশিক্ষিত শিক্ষকগণ শিক্ষা প্রদান-কার্য্যে নিযুক্ত। শিক্ষকগণের মধ্যে ছয় জন গ্রাজুয়েট। রেক্টর ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ পঞ্চবিংশতি বৎসর শিক্ষকতা-কার্য্যে নিযুক্ত। তিনি নিজে সদাচারনিষ্ঠ এবং ছাত্রগণের চরিত্র যাহাতে সর্ব্বতোভাবে আদর্শ হয়, তৎপ্রতি তাঁহার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রহিয়াছে। প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি-এ, মহোদয় শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে বিংশতি বৎসরের অধিককাল প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সুযোগ্য প্রধান শিক্ষকরূপে তাঁহার নাম বঙ্গদেশে শিক্ষক-সমাজে বিশেষ পরিচিত। চতুর্থতঃ, স্কুল-কর্ত্তৃপক্ষ বিদেশী ছাত্রগণের পাঠের খরচ সম্ভবাতীত কম ধার্য্য করিয়াছেন। বাসস্থান, আহার ও স্কুলের বেতনসহ প্রতি ছাত্রের প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ ছয় টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পঞ্চমতঃ, ব্যায়ামাদির নিমিত্ত প্রকাণ্ড বিস্তীর্ণ মাঠ রহিয়াছে। ষষ্ঠতঃ,স্কুল ও বোর্ডিংটীর চারিদিকই খোলা, সম্মুখে প্রকাণ্ড গৌরকুণ্ড। সন্নিকটেই গঙ্গা ও খড়িয়া নদীর সঙ্গম স্থান; সুতরাং বিশুদ্ধ হাওয়া সর্ব্বদাই প্রবাহিত হইতেছে। সপ্তমতঃ, বহুদর্শী কৃতবিদ্য চিকিৎসক ছাত্রগণের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার নিমিত্ত নিযুক্ত আছেন। অষ্টমতঃ, নিয়মিতভাবে ছাত্রগণকে সদাচার শিক্ষা দেওয়া হয়। নবমতঃ, স্কুলের সম্পাদক শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয় শুধু বিদ্যালয়ের আয় ব্যয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন না। তিনি আকুমার ব্রহ্মচারী। ছাত্রগণের চরিত্র সংগঠনের প্রতি তাঁহারও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে এবং ছাত্রগণের অভাব অসুবিধা দূরীকরণে তিনি সর্ব্বদাই সচেষ্ট।

এই নবরত্নমণ্ডিত শিক্ষা-বিক্রম-ভাস্কর যে দেশের প্রকৃত উপকার সাধন করিবেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

শিক্ষার উদ্দেশ্য—ছাত্রদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে সমৃদ্ধ করা। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমানে বিদ্যালয়সমূহে ঐ দুইটী বিষয়েরই অভাব পরিদৃষ্ট হয়। এই অভাব দূরীভূত করিবার নিমিত্তই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট স্থাপিত হইয়াছে। ইহাই বিদ্যালয়টীর বিশেষত্ব। এই প্রকার একটী আদর্শ শিক্ষাগারকে মাসিক সাহায্য প্রদান করিয়া সদাশয় গবর্ণমেণ্ট গুণগ্রাহিতারই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

কীর্ত্তন-প্রসঙ্গ

গত ১৮ই ডিসেম্বর রবিবার অপরাহ্নে ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দিরে শ্রীধামবাসী বৈষ্ণববৃন্দের নিকট প্রায় দুই ঘণ্টাকাল শ্রীমদ্ভাগবতের অজামিল উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

গোস্বামীজী প্রসঙ্গক্রমে শ্রীনাম, নামাভাস ও নামাপরাধের প্রভেদ সুষ্ঠুরূপে বিশ্লেষণ করিয়া অপ্রাকৃত নাম-সূর্য্যের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীনামের স্বরূপ বর্ণন করিয়া ইহা যে একমাত্র মুক্তকুলশিরোমণি চিদ্‌বিলাস সদ্‌গুরুর শ্রীচরণাশ্রয়ে লভ্য, অন্য কোথায়ও যে ইহা পাইবার সম্ভাবনা নাই, তাহা বিভিন্ন শাস্ত্র-বাক্য উদ্ধার করিয়া সুষ্ঠুরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

'যেহেতু অজামিল সারাজীবন দুষ্কর্ম্ম করিয়াও মৃত্যুর সময় শ্রীভগবানের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং আমরাও সারাজীবন কর্ম্মের আবিলে নিমগ্ন থাকিয়া মৃত্যুর সময় একবার ভগবানের নাম করিব, তাহাতেই আমাদের মুক্তি হইবে'—এই ধারণায় যাঁহারা বুক বাঁধিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। প্রথমতঃ অজামিলের মত সুকৃতি, যাহার ফলে মৃত্যুকালে ভগবন্নাম জিহ্বায় উচ্চারিত হয়, অতি অল্প অসংখ্যক লোকেরই আছে। দ্বিতীয়তঃ 'যখন এক নামে আমার সমুদয় পাপ বিনষ্ট হইবে, তখন সারাজীবন যদৃচ্ছভাবে কাটাইয়া দেই', এই মনোবৃত্তি 'নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি'র পরিচয়; ইহা একটী ভীষণ নামাপরাধ। এই প্রকার নামাপরাধীর জিহ্বায় শুদ্ধ নাম কেন, নামাভাসও উদিত হইতে পারে না।

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ৷৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। শ্রীঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। মায়াবাদী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৵০
৬২। লাইফ্ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল য্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোশন ।০
৬৭। ব্রহ্ম সংহিতা ১॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া প্রকাশ

প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধিপাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া
৯। মাধবগোপাল পাট কাঁচালপুলি, চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটী, (বর্দ্ধমান)
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাযোড়া, রাণীগঞ্জ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু, হাওড়া
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চককাশী, বাসুদেব-
পুর, মেদিনীপুর।
২০ শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ নং গোপালপুরম, মাদ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, ওয়েষ্ট
গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সাতাসন, পুরী,
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুমুরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ আগস্তকুণ্ড, কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

	নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১।	শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর
২।	শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	এলাহাবাদ
৩।	শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীধাম বৃন্দাবন
৪।	শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫।	শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৬।	শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	লক্ষ্ণৌ
৭।	শ্রীভক্তিকেবল সাগর	কলিকাতা
৮।	শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	ঢাকা
৯।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০।	শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ঢাকা
১১।	শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১২।	শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩।	শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	ঢাকা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিসাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

শাস্ত্রাভিধান-বর্ণনের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবানলে ... প্রেম-কুসুম কোমলতার স্নাত ও আনন্দাতিরেক ... বিরজাসাগর ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপার ... আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। পারিবারিক ... এই অমূল্য গ্রন্থ পাঠে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন। পরমারাধ্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায় সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে উহার একটি ... শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীশ্বর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মধুভাণ্ডার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' প্রভৃতি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির বৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মুদ্রাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্যকৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।/০

পারমার্থিক জগতে অভিনব অবদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

কৃপাম্বুধিবর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সজ্জনগণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অন্যের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের কর্ত্তব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ' 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'অসৎসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব, শ্রীবাসুদেবনবমী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, সর্ব্বোত্তম শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীমদ্ স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য" অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও নিরপেক্ষচরিত্র শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন' বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য ও সপ্ত কোষ্ঠবর্ম্মণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৷০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম্ম

আমাদের নিকট ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতীয় ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আঁটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা ৴০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ৷৹ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বন্দোবস্তের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্ত প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৵০ আনা।

মিটিংয়ের নোটীশ বহি—১ খানা ৷৹ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ৷৹ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।৹ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।৹ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ৷৹ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠভরণের

[illegible] পাচন

[illegible]

ম্যালেরিয়ার স্থায়ী জন্ত ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমাপ শুধু ডাকে পাঠান হয়। ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৹ আনা, পাঁইট ৷৵৹ আনা, বোতল ১৵৹ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড —	৬ ৫ ৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩ ৫১	১৭-৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০ ৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৭, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫ ৩১	৯-৫	১২-১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫ ৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩৭	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড —	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি —	৬-১৩	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মেদিনীপুরে ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুত আর মাইতি জিজ্ঞাসা করেন, সম্প্রতি ১০নং বিশেষশক্তি অর্ডিনান্স অনুসারে মেদিনীপুর জিলার নন্দীগ্রাম ও মহিষাদল থানার কতিপয় গ্রামের অধিবাসীদের উপর সমষ্টিগতভাবে যথাক্রমে ২ ও ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করা হইয়াছে কি? যদি ঐরূপ জরিমানা করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত অধিবাসীরা কি অপরাধ করিয়াছে ও এখনও করিতেছে? কিরূপ হারে কোন তারিখ ও কাহার নিকট হইতে ঐ জরিমানা আদায় করা হইবে।

মিঃ প্রেন্টিস উত্তরে বলেন, ঐরূপ জরিমানা করা হইয়াছে। নন্দীগ্রাম থানার উক্ত গ্রামবাসীরা ক্রমাগত বে-আইনী কার্য্য করিতে থাকে; তাহারা পরে সেনাবিভাগের একটা সরকারী বাড়ী পুড়াইয়া দেয়। মহিষাদল থানায় গ্রামবাসীদের একটা জনতা আদায়কারী পঞ্চায়েতকে চৌকীদারী ট্যাক্স আদায়ের সময় গুরুতর প্রহার করে। জরিমানা আদায়ের তারিখ প্রভৃতি সম্বন্ধে সরকার কোন সংবাদ রাখেন না।

ঢাকা, সৈদপুর, ময়মনসিংহ চট্টগ্রাম, বাকুড়া, কুমিল্লা ও মেদিনীপুরে মোট ৭টি রেজিমেণ্ট স্থাপিত হইয়াছে। সৈন্যসংখ্যা যথাক্রমে ৭৪৯, ৬৭৯, ৬০১, ৬২১, ৬৬৮, ৬৭৬ ও ৬০১। খরচের হিসাব এখনও পাওয়া যায় নাই অধিকাংশ খরচ সরকার বহন করিবেন, কোন কোন অতিরিক্ত খরচ স্থানীয় সরকারকে দিতে হইবে। সৈন্যদের দুর্ব্যবহার বা প্রহারের সংবাদ সরকার পান নাই। প্রথম সৈন্যদের সহিত জনসাধারণের মধ্যে বিবাদ ঘটার সংবাদ পাওয়া যায়। সেজন্য আবশ্যক আদেশ প্রদত্ত হওয়ায় সেরূপ বিবাদও আর হয় না।

মহীশূরে ব্যবস্থাপক সভা

সহর মিউনিসিপাল সভার সদস্য মনোনয়ন প্রথা রহিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে আসনসংরক্ষণ প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার অনুকূলে গত ১১ই ডিসেম্বর মহীশূর ব্যবস্থাপক সভায় একটা প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়। অনন্তর, প্রস্তাবটীর অনুকূলে ১৫ জন ও প্রতিকূলে ২৮ জন সদস্য ভোটদান করায় প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হয়।

অস্পৃশ্যতা নিবারণে রবীন্দ্রনাথের আবেদন

এখন অবিলম্বে আমাদের এই কয়টি ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে—

১। কাহাকেও আমরা সামাজিক ভাবে হীন মনে করিব না, বা অস্পৃশ্য করিয়া রাখিব না। সকল জাতিকেই আমাদের জল চল করিয়া লইতে হইবে।

২। সাধারণের মন্দির, পূজার স্থান ও জলাশয় সকলের জন্যই সমানভাবে উন্মুক্ত হইবে।

৩। বিদ্যালয়, তীর্থক্ষেত্র, সভাসমিতি প্রভৃতিতে কোথাও কাহারও আসিবার কো বাধা থাকিবে না।

৪। কাহারও ব্যক্তি লক্ষ্য করিয়া আত্মসম্মানে আঘাত দিবার অন্যায় ব্যবস্থা সমাজে থাকিতে দিব না।

আলিগড় জেলে গণ্ডগোল

গত দুই মাস যাবৎ আলিগড় জেলে রাজবন্দীদের লইয়া বেশ গোলযোগ চলিতেছে অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, দিনে প্রায় দশবার করিয়া জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জেল পরিদর্শন করিতেছেন। জেলারকে অন্যত্র বদলী করা হইয়াছে। প্রকাশ যে, প্রায় ৪০ জন রাজনৈতিক বন্দীকে জেল-বিধি ভঙ্গ করার অপরাধে সাজা দেওয়া হয়, ৩০ জন বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত হয়। শুনা যাইতেছে যে, ৩ জন বন্দী গত ২৫শে নভেম্বর হইতে প্রায়োপবেশন আছেন। ইহাদিগকে জোর করিয়া খাওয়াইবার চেষ্টা চলিতেছে।

ডাকাতদলের গুলীতে একজনের মৃত্যু

গুরুদাসপুর জেলার চক্সুবান গ্রামে একদল ডাকাত এক স্বর্ণকারের বাড়ীতে প্রবেশ করে। এক ব্যক্তি বাধাপ্রদানের চেষ্টা করিলে ডাকাতের গুলীতে নিহত হয়। গ্রামবাসীরা ডাকাতদের তাড়া করে, কিন্তু ডাকাতেরা গুলী ছোড়ায় ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়।

ডাকাতেরা নগদে গহনায় ৪০০ টাকা লইয়া পলায়ন করিয়াছেন।

এলাহাবাদে ঐ[illegible] সম্মিলন

লক্ষ্ণৌয়ের সর্ব্বদল মুসলমান সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে যে কোন প্রকারে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য শতকরা ৫১টি হিসাবে সদস্যপদ আইনতঃ নির্দ্দিষ্ট রাখিতে মুসলমানগণ দাবী জ্ঞাপন করিলে উক্ত বঙ্গীয় সমস্যা সমাধানের সূত্র সংশোধন করিতে তাঁহারা দাবী করিতেছেন। মুসলমানগণের এইরূপ দাবীর মর্ম্ম এই যে, যদি বঙ্গের শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় তাঁহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট সদস্যপদ হ্রাস করিতে অস্বীকার করেন, তবে সে জন্য হিন্দুগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট সদস্যসংখ্যা হ্রাস করিতে হইবে। মুসলমান সদস্যগণের সংখ্যা হ্রাস হইবে না।

হিন্দুগণের তীব্র প্রতিবাদ

ডাঃ মুঞ্জে প্রমুখ হিন্দু নেতৃবৃন্দ ইহাতে তীব্র প্রতিবাদ করেন, এবং ডাঃ মুঞ্জে নাকি সভায় প্রকাশ করেন যে, হিন্দুগণের জন্য শতকরা ৪৪-৭ সংখ্যক অপেক্ষা কম সদস্যপদ গ্রহণ না করিবার জন্য তিনি বঙ্গীয় হিন্দুগণের নিকট হইতে নির্দ্দেশ পাইয়াছেন।

সুইজারল্যাণ্ডে ট্রেণ দুর্ঘটনা

লুসারণের সন্নিকট থারে জুরিস এক্সপ্রেসের সহিত একখানি লোকাল ট্রেণের সংঘর্ষ হইয়াছিল। জুরিস এক্সপ্রেসের ড্রাইভার সিগন্যাল না দেখিয়া গাড়ী চালাইয়াছিল ফলে একখানি লোকাল ট্রেণের সহিত উহার সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের ভীষণ শব্দে চতুর্দ্দিক কাঁপিয়া উঠে। রাত্রি অন্ধকারময় তার উপর গাড়ী ভাঙ্গিয়া চুরমার হওয়ায় চারিদিক স্তুপাকীর্ণ, সুতরাং সাহায্য করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল।

সশস্ত্র ডাকাতি

আমেদাবাদের নিকটবর্ত্তী জাম্বাপুর গ্রামে এক সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতগণ প্রায় এক হাজার টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া পলায়ন করিয়াছে। চৌকিদারগণ তাহাদের কার্য্যে বাধা প্রদান করিতে যাইলে ডাকাতগণ গুলি চালায়। তিন জন চৌকিদার আহত হইয়াছে।

পুলিস সাব ইন্‌স্পেক্টর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং আহত চৌকিদারদিগকে হাসপাতালে প্রেরণ করে।

মিঃ সেনগুপ্তের পদ খালি

মিঃ জে, এম, সেনগুপ্ত কলিকাতা কর্পোরেশনকে জানাইয়াছেন যে তিনি কর্পোরেশনের নিকট এক বৎসর ছুটি গ্রহণ করিয়াছেন। আর ছুটি লওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে; অতএব কর্পোরেশনে তাঁহার অল্ডারম্যানের পদখানি খালি বলিয়া ঘোষণা করা হউক।

কথায় মুক্তি

মিষ্টার কে. এম, মুন্সী একজন ব্যবহারাজীবী এবং কংগ্রেসের প্রসিদ্ধ কর্ম্মী তিনি বিজাপুর জেলে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহার ৯০ বৎসর বয়স্কা মাতা অত্যন্ত বেশী পীড়িতা হইয়া পড়িয়াছেন। মিষ্টার মুন্সীকে এই জন্য গবর্ণমেণ্ট মুক্তি দিয়াছেন তবে কার্য্য শেষ হইবার পর তাঁহাকে ফিরিতে হইবে। তাঁহার কথার উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

ব্যাপক জরিমানা

গত ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে চট্টগ্রামের বিপ্লব দমন কমিটীর পক্ষ হইতে কয়েকজন প্রতিনিধি বঙ্গের লাট বাহাদুরের দেখা করেন। লাটসাহেব বলেন যে, চট্টগ্রামের ভিতর হইতেই অস্ত্রাগার লুণ্ঠনকারীরা নিজেদের দল গঠন করিয়াছিল এবং যাহারা ঐ লুণ্ঠনের নেতৃত্ব করিয়াছিল, তাহারা সকলে সংক্ষেপে চট্টগ্রামের খাস বাসিন্দা না হইলেও চট্টগ্রামের সহিত সংশ্লিষ্ট। ফেরারিদের মধ্যে কতকগুলি লোক অনবরত না হইলেও মধ্যে মাঝে চট্টগ্রামে অবস্থান। দলঘাটের বাড়ীখানা দুই বৎসরকাল পলাতকদের আড্ডা ছিল। ঐ বাড়ীতেই ক্যাপ্টেন ক্যামেরনকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র হয়। এসমস্ত কথা স্থানীয় লোক জানিত। আশ্রয় দান করিয়া এবং অন্যান্য উপায়ে যুবকেরা—বিপ্লবীদিগকে সাহায্য করিয়াছে।

বিপ্লব দমন কমিটী কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন; কিন্তু তাহারা কার্য্য আরম্ভ করিতে বিলম্ব করিয়াছেন।

পাহাড় তলীর খুনের পর সরকার ঘোষণা করেন যে, জরিমানা ধার্য্য হইবে। এইরূপ জরিমানা যে কঠোর ব্যবস্থা এবং বৈষম্যপূর্ণ তাহা গবর্ণমেণ্ট বুঝেন। আদায় স্থগিদ রাখিয়া গবর্ণমেণ্ট দয়া প্রকাশ করিয়াছেন এমন কি, কাহারও কাহারও মতে দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা হউক আগামী ৩ মাসের মধ্যে যদি ঈপ্সিত ফল পাওয়া যায়; তবে তখনও জরিমানা মাপ দেওয়া যাইবে।

জরিমানার টাকা কিস্তীতে কিস্তীতে দেওয়া চলিবে না। তবে স্থানীয় কর্ম্মচারিগণ ব্যক্তি-বিশেষের সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে পারেন।

টেলি শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈনিক

Reg No C1544

নদীয়া প্রকাশ

THE

NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার · নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

বিজ্ঞাপনের হার

প্রাতবারে
প্রতি ইঞ্চি ১
প্রতি কলম ৬
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার

অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯
ষান্মাসিক ৫
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১
নগদ
সংখ্যা ৫

৭ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৪১তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৬ই পৌষ বুধবার ১৩৩৯, ২১শে ডিসেম্বর ১৯৩২

প্রাণভিক্ষা অগ্রাহ্য

কলিকাতায় শ্রীযুত আচারিয়া

এলাহাবাদ বৈঠক

হাজতে অত্যাচারের কাহিনী

মন্দিরপ্রবেশ ও জনমত

অনুন্নত সম্প্রদায়ের অর্থ

স্কুলগৃহে দুর্ঘটনা

নানা কথা

দায়রা

কৃষ্ণনগর দায়রা আদালতে একটী নরহত্যার মামলা চলিতেছে। প্রকাশ যে কুষ্টিয়া সহরের র মেশ্বর নামক মাড়োয়ারিকে টাকা হইতে মোহর প্রস্তুত করিয়া দিবার আশা দিয়া গত আষাঢ় মাসে কে বা কাহারা শ্মশানে লইয়া যায়। সেখানে তাহাকে নাকি কয়েকবার প্রতিশ্রুতি মত মোহর দেওয়াও হয়।

একদিন রাত্রিকালে তাহাকে শ্মশানে লইয়া গিয়া পূজার ছলে প্রণাম করিতে বলিলে সে যেমন মস্তক অবনত করিল অমনি তাহার মাথা কাটিয়া ফেলে।

রাম্প্রীত এবং দীলন নামক দুই ব্যক্তি আসামীরূপে বিচারার্থ প্রেরিত হইয়াছে। বিচার শেষে সত্যাসত্য নির্দ্ধারিত হইবে।

প্রাণভিক্ষা অগ্রাহ্য

ডগলাস হত্যার মামলা সম্পর্কে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত প্রদ্যোৎকুমারের মাতা শ্রীযুক্তা পঙ্কজিনী দেবী তাঁহার পুত্রের প্রাণভিক্ষা চাহিয়া বড়লাট বাহাদুরের নিকট যে আবেদন করিয়াছিলেন, বড়লাট বাহাদুর তৎসম্পর্কে হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

এলাহাবাদ বৈঠক

ঐক্য সম্মিলনের প্রাথমিক সভায় বক্তৃতা করিবার সময় মিঃ সি, ওয়াই, চিন্তামণি বলেন,—ঐক্য স্থাপনের জন্য যেরূপ ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায়ের সহিত কাজ করা হইতেছে, শতমুখে তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। কংগ্রেস মহলে পণ্ডিত মালব্য সর্ব্বদাই শান্তি স্থাপয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সকল বিষয়েই যাহাতে শান্তির সহিত কাজ হয়, তাহাই পণ্ডিতজীর কাম্য। এপর্য্যন্ত তাঁহাকে হিন্দু সমাজের স্বার্থরক্ষায় অগ্রণী, বিশেষ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হিন্দু নেতা বলিয়াও কেহ কেহ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা জানি, তিনি সর্ব্বদাই সাম্প্রদায়িকতার সহিত জাতীয়তার সমন্বয় করিবার জন্য ব্যগ্র। বর্ত্তমান ঐক্য সম্মেলনের ব্যাপারে একথা অতি সুস্পষ্ট হইয়াছে।

মন্দির প্রবেশ ও জনমত

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, রাজা গোপাল আচারিয়ার এবং আরও ১৫ জনকে মন্দির প্রবেশ আন্দোলনে যোগদানে বাধা দেওয়ার জন্য সনাতনীগণ প্রথম শ্রেণীর সাব জজের নিকট উপরোক্ত নেতাদের উপর ইনজাংশন প্রার্থনা করিয়া এক মামলা রুজু করিয়াছেন। আবেদনে প্রকাশ, এই আন্দোলন হিন্দুধর্ম্মের মূলসূত্র বিরোধী এবং গান্ধীজী যে উপবাস পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন ইহার ফলে হিন্দুদের মধ্যে সামাজিক নির্য্যাতনের সৃষ্টি হইবে।

স্কুলগৃহে দুর্ঘটনা

মাদ্রাজের নিকটস্থ এক গ্রামে একটী বিদ্যালয়ের বারেন্দা পড়িয়া যাওয়ায় একজন ছাত্র নিহত এবং কয়েকজন আহত হইয়াছে। দুর্ঘটনার সময় সেখানে একটি ক্লাস হইতেছিল। সতরজন ছাত্র-সহ শিক্ষক চাপা পড়েন। তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ উদ্ধার করা হয়। চারজন আহত ছাত্রকে হাসপাতালে পাঠান হয়। তথায় একজনের মৃত্যু হইয়াছে।

কলিকাতায় শ্রীযুত আচারিয়া

এলাহাবাদ ঐক্য সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত বিজয় রাঘবাচারিয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন বিশিষ্ট নেতৃগণ তাঁহাদিগকে ষ্টেশনে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা করেন।

---

২ জনের মুক্তি

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ ও নিরঞ্জন ঘোষ স্যার এলফ্রেড ওয়াটসনকে ময়দানে হত্যা করিবার চেষ্টা সম্পর্কে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। উপযুক্ত সাক্ষ্যের অভাবে তাঁহাদিগকে গত শনিবার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খালাস দিয়াছেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৬ই পৌষ বুধবার ১৩৩৯

খুলনা অঞ্চলে একজন বাবাঠাকুর ছিলেন। সেই বাবাঠাকুর কাশীতে বাস করিতেন, এখন কি করেন, আমরা অবগত নহি। এই বাবাঠাকুরের দলের লোকেরা বাবাঠাকুরের সন্তান বলিয়া আত্ম-গরিমা করিয়া থাকেন। কাশীর অনেকেই বাবাঠাকুরের সন্তানের বাবাঠাকুরটীকে চিনেন।

— ——

খুলনার পরলোকগত বসন্তকুমার বসুর পুত্র বাবু নরেন্দ্র নাথ বসু গ্রাহ্য-বাউলমত-প্রচারক পরলোকগত প্রিয়নাথ নন্দীর সহিত যোগদান করিয়া গৌরাঙ্গক্রিয়ার নিজের অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। ইনিও আপনাকে বাবাঠাকুরের সন্তান বলিয়া গৌরবান্বিত ছিলেন এখনও সেই গৌরব করেন কি না, সম্প্রতি আমরা বলিতে পারি না।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারে মৎসর স্বভাববশতঃ কতিপয় ব্যক্তি অন্যায়ভাবে আর কটাক্ষ করিয়া কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। সেই প্রশ্নের জবাবে গৌড়ীয়ের প্রশ্ন প্রত্যুত্তর পড়িয়া সত্যেন বাবু আক্কেল সেলামী পান। ইনি সম্প্রতি কায়স্থসমাজের নিবেদিত একটী গ্রাম্য-বার্ত্তাবহের সাহায্যে উহার পরিচালকবর্গের সহানুভূতি লাভ করিয়া জনৈক ম্যাজিক-লণ্ঠন-প্রদর্শনকারীর সঙ্গে মিশিয়াছিলেন। পরে শ্রীহট্টের সারুটিয়া-নিবাসী বৈষ্ণবাচার-বিদ্বেষী রাধাকিশোর সিংহের কল্পিত মানহানির মামলার উপদেশক উকিল ছিলেন। কলিকাতা চতুর্থ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে এই সারুটীয়ার ভেকধারীর বিরুদ্ধে যে মানহানির মামলা রুজু হইয়াছিল, ইনি তাহার পোষকতা করিয়াছেন।

— —

গুতিবাউল সম্প্রদায়ের মতগুলিকে এই সত্যেন বাবু ওকালতির সাহায্যে পোষণ করেন। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, শ্রীরমণীরঞ্জন মিত্র নামক এক ব্যক্তিকে আসামী সাব্যস্ত করিয়া উক্ত রাধাকিশোর সিংহ কৃষ্ণনগর ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে প্রচুর স্বকপোলকল্পিত কথাদ্বারা তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করাইতে গিয়াও সফলকাম হন নাই। তজ্জন্য রমণীরঞ্জন মিত্র মানহানির মোকদ্দমায় রাধাকিশোরের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করেন।

———

এক্ষণে সত্যেন বাবু গ্রাম্যবার্ত্তাবহের সম্পাদকদ্বয়কে সেই সারুটীয়ার ভেকধারীর পক্ষে ওকালতি পরিত্যাগ করিয়া বারুই-পাড়া গ্রামনিবাসী রমণীরঞ্জন মিত্রের ওকালতিতে ব্রতী হইয়াছেন। ইহাদের উদ্দেশ্য ও ধারণা এই যে, গৌড়ীয় মঠের বিরুদ্ধাচারী বিতাড়িত ব্যক্তিদিগের পক্ষ-সমর্থনসূত্রে সত্যেন বাবুর ওকালতি ফলপ্রদ হইবে।

———

সত্যেন বাবু স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর নিকট সারুটীয়ার ভেকধারীর চিরশত্রুকে লইয়া গিয়া এক্ষণে তাঁহারই পক্ষ সমর্থন করাইতেছেন শুনা যায়। শুধু এই নয়, ঋষিকল্প ক্ষত্রিয়কুলধুরন্ধর শ্রীবাসু-ঘোষবংশাবতংস রাজর্ষি শ্রীযুক্ত কুমার শরদিন্দু নারায়ণ ঘোষ-বর্ম্মা এম্ এ, প্রাজ্ঞ বেদান্তভূষণ মহাশয়ের নিকট উক্ত সারুটীয়ার ভেকধারীর বিদ্বেষী রমণী মিত্রকে লইয়া গিয়া গৌড়ীয়মঠের কার্য্যপ্রণালীর বিরুদ্ধে মুরুব্বিয়ানা করিতে গিয়াছিলেন।

অবশ্য উকিলসূত্রে যখন যে দিকে ভৃতি পাওয়া যায়, সেই পক্ষকেই সমর্থন করিতে হয়,—ইহা প্রকাশ্য সত্য; তথাপি একই মোকদ্দমায় বিরুদ্ধপক্ষের সমর্থন যুক্তিযুক্ত নহে—এই জন্যই কি সত্যেন বাবু দুই পক্ষের ওকালতি লইয়াছেন? যখন সারুটীয়ার ভেকধারীর পক্ষে ছিলেন, তখন ৪র্থ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে বিরুদ্ধ পক্ষ রমণী মিত্রকে দেখিয়াছিলেন। আজ সেই রমণী মিত্রের পক্ষে ওকালতি করিবার জন্য স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর বিচারালয়ে লইয়া গেলেন—ইহার সামঞ্জস্য কোথায়?

———

রাজর্ষি শ্রীযুক্ত কুমার শরদিন্দুনারায়ণ ঐশ্বর্য্যে, জ্ঞানে, বিদ্যায়, আভিজাত্যে, চরিত্রে, বংশে, রূপে, গুণে—সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বজনপ্রিয় স্বনামধন্য পুরুষ। তিনি বঙ্গদেশের ভূম্যধিকারিগণের মুখোজ্জ্বলকারী। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার বিনয়-নম্র আচরণ, অমায়িক ব্যবহার—ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ, সকলেরই সমান আদর। তিনি অজাতশত্রু, সুমহদন্তঃকরণ ও অতীব সদাশয় ব্যক্তি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত 'অমানী মানদ' বাণী তাঁহাতে মূর্ত্তিমতী হইয়া প্রকটিতা। যাহারা মহাভাগবত শ্রীসত্যরাজ ও শ্রীরামানন্দবসুর অথবা মহাভাগবত শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের "বংশধর" বলিয়া আপনাদিগকে জাহির করিবার ধৃষ্টতা করিলেও নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণকে প্রাকৃত জীবের ন্যায় রক্তমাংস-শুক্র-যুক্ত মানব জ্ঞান করায় বৈষ্ণব বিদ্বেষ-হেতু যমদণ্ডার্হ—যাহাদিগকে দুর্ভাগ্যফলে দৈবাৎ দেখিবামাত্র শাস্ত্রবিধি অনুসারে দর্শকের গঙ্গাস্নানপূর্ব্বক বিষ্ণুস্মরণ দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে হয়, শুনা যায়, সেই সকল শোচ্য বৈষ্ণবাপরাধিগণকেও শ্রীযুত কুমার বাহাদুর অলৌকিক স্বভাবসুলভ দৈন্যবশতঃ যোগ্যতাতীত সম্মান প্রদান করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত—একটুও দ্বিধা বোধ করেন না। ইহাতে তিনি আপামর সকলেরই প্রশংসা ও গৌরব আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

———

শুনা যায়, নদীয়া জেলার যে অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে টানিয়া আনিবার চেষ্টা হইতেছে; শ্রীমন্মহাপ্রভু কি দান করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা না করিয়া তাঁহাকে এই সমস্ত অর্দ্ধ রাজনৈতিক ব্যাপারে লিপ্ত করার প্রচেষ্টা কি সুফল প্রসব করিবে?

শ্রীরূপ, সনাতন, হরিদাস প্রভৃতি আচার্য্যগণের আচরিত এবং প্রচারিত বিষয় ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তদনুসারে কার্য্য করাই বিধেয়। এ বিষয়ে আমরা আন্দোলনকারিগণের মনোযোগ আকর্ষণ করি।

———

১৯১৫ সালের সন্ধি সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় যে, উহাতে চীন বাধ্য হইয়া সম্মতি দেয়। জাপান জোর করিয়া চীনকে সম্মত করায়।

জাপানী পণ্যবর্জ্জন সম্বন্ধে বলা যায়—জাপান চীনের উপর অত্যাচার করায় চীন জাপানী পণ্য বর্জ্জন করে।

চীন সোভিয়েটদিগকে কোনকালে সাহায্য করে নাই বা উৎসাহ দেয় নাই। জাপানের এ কথা মিথ্যা।

মাঞ্চুরিয়ার গোলযোগ একটা ছুতা মাত্র; সেজন্য জাপান চীনের ঘাড়ে পড়ে কেন?

জাপানের যদি বাস্তবিকই সোভিয়েট ভয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে জাপান সোভিয়েটের সহিত লড়াই করুক না কেন ইহাতে চীনের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয় কেন?

অনুরূপ কারণে জার্ম্মানি বেলজিয়মের অধিকার ক্ষুন্ন করিয়া ফ্রান্সে প্রবেশ করে।

———

ভারতের জন্য বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে যে শাসননীতি গঠিত হইতেছে তাহার সম্বন্ধে যতটুকু খবর পাওয়া যায়, তাহাতে অনুমিত হয় যে

(১) কেন্দ্রীয় দায়িত্ব বড়লাটের হাতে থাকিবে।

(২) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন গবর্ণরদিগের হস্তে থাকিবে।

(৩) সৈন্য-বিভাগ ও অর্থ-বিভাগ ভারত-সচিবের হস্তে।

দায়িত্ব হীন ক্ষমতা এবং ক্ষমতাহীন দায়িত্ব এই উভয়ই বিপজ্জনক। সৈন্য এবং অর্থ যাঁহার হাতে তিনিই দেশের কর্ত্তা; দেশের লোক আর যাহাই পান কেন, তাহাতে বিশেষ ক্ষমতা পরিচালনা করা অসম্ভব।

সাম্প্রদায়িক অধিকার পাইয়া যাঁহারা কাড়াকাড়ি করিতেছেন, তাঁহাদের সমস্ত প্রচেষ্টাই বিড়ম্বনা মাত্র কারণ, যিনিষের জন্য তাঁহারা মারামারি করিতেছেন, তাহার আসল মূল্য কি?

———

শিক্ষিত বঙ্গবাসীর মধ্যে বঙ্গবাসী কলেজের স্থাপক শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশ চন্দ্র বসু মহাশয়কে জানেন না, এমন লোক নাই। তিনি কেবল একটী কলেজের স্থাপয়িতা, তাহা নহে; তিনি বিলাত ফেরত হইয়াও পুরা বাঙ্গালী, বৃদ্ধ হইয়াও যুবজনোচিত শক্তি সামর্থ্য সম্পন্ন এবং কলিকাতাবাসী হইয়াও পল্লীবাসীর ন্যায় সরল এবং পল্লীগ্রামের লোকদিগের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন। তাঁহার অশীতি-বর্ষ বয়ঃক্রম লাভে দেশের লোক সভা করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করিয়াছেন।

তাঁহাকে আমরা কখনও সাহেবী পোষাকে দেখি নাই এবং তাঁহার সাহেব ছাত্রদের কখনও মনোমালিন্য হইয়াছিল তাহাও শুনি নাই। তিনি অস্বাভাবিক চালচলন কখনও পছন্দ করেন না এবং যে-কোন লোক তাঁহার সহিত সচ্ছন্দে মনোভাব প্রকাশ করিতে পারে।

শ্রীশ্রী...

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, { ৮ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৬ ৬ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২১শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩২ বুধবার ২৪১তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ গত ১৮ই ডিসেম্বর শ্রীচৈতন্যমঠের আবিষ্কারণ নাট্যমন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ কালে সুষ্ঠুরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, যাঁহারা সমস্ত দিন মালা জপিতেছেন, আর ভক্তির বাধক কার্য্যে লিপ্ত আছেন, তাঁহারা 'নামবলে-পাপবুদ্ধি'-বিশিষ্ট বলিয়া নামাপরাধ সঞ্চয় করিয়া অন্ধতামিস্রে গমন করিতেছেন মাত্র।

———

স্বামীজী সাধনরাজ্যে শ্রীনামাশ্রয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া নামাশ্রয়কারিগণকে দশবিধ নামাপরাধ হইতে সর্ব্বদা সাবধান থাকিতে উপদেশ করেন।

———

যে-সকল নামপরায়ণ সাধু ইহ জগতে শ্রীকৃষ্ণনাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন, শ্রীনাম সেই সাধুগণের প্রতি নিন্দা কখনও সহ্য করিতে পারেন না। সাধু-নিন্দাই প্রথম নামাপরাধ।

———

এই সংসারে মঙ্গলময় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ, ও লীলাদিতে যে-ব্যক্তি বুদ্ধি দ্বারা ভেদ-দর্শন করে, অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা—নামী শ্রীবিষ্ণু হইতে ভিন্ন, এইরূপ মনে করে, অথবা শিবাদি দেবতাকে বিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র বা বিষ্ণুর সমান জ্ঞান করে, সে-ব্যক্তি নামাপরাধী। এইপ্রকার বুদ্ধি দ্বিতীয় নামাপরাধ।

নামতত্ত্ববিদ্ শ্রীগুরুর চরণে অবজ্ঞা প্রকাশ তৃতীয় নামাপরাধ। শ্রীগুরুদেবকে প্রাকৃত বুদ্ধিতে দর্শন, অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবকে জন্মমরণশীল মানব-মাত্র জ্ঞান করিলে তাঁহার চরণে অপরাধ করা হয়। তাহাতে শ্রীনামের স্ফূর্ত্তি হইবে না, নামাপরাধ হইবে মাত্র।

———

শ্রুতি শাস্ত্রের নিন্দা চতুর্থ নামাপরাধ। অবরোহ-পন্থায় গুরু পরম্পরাক্রমে শ্রুতির সাহায্যেই শ্রীনাম অবতীর্ণ হ'ন। এহেন শ্রুতি-শাস্ত্রকে নিন্দা করিলে নাস্তিক্যবাদেরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। ইহাতে শ্রীনামের চরণে ভীষণ অপরাধ হয়। গুরু-পরম্পরাক্রমে আমরা বেদ ও সাত্বত-পুরাণাদির প্রামাণ্য অবগত হই। তাহা অস্বীকার করিলে এই নামাপরাধ হইয়া থাকে।

হরিনাম-মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি-জ্ঞান পঞ্চম নামাপরাধ। কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের গ্রন্থাদিতে মানবের শ্রদ্ধা আকর্ষণের নিমিত্ত যে-প্রকার অতিরিক্ত ফলশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন, শ্রীনাম-মাহাত্ম্যও সেই প্রকার অতিরিক্ত ফলশ্রুতি—এই প্রকার জ্ঞান অপরাধজনক। বস্তুতঃপক্ষে নাম-মাহাত্ম্যে শ্রীনামের গুণ যে প্রকার বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীনামের চরণ সুষ্ঠুরূপে আশ্রয় করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য।

———

বিগত ২৯শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী সেবক সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা ও কীর্ত্তনের পর শ্রীমদ্ভাগবতের ৫ম স্কন্ধ ৭ম অধ্যায়ের ৭ম শ্লোক হইতে অধ্যায়-সমাপ্তি পর্য্যন্ত আলোচিত হয়। বিগত দুই সপ্তাহে পূর্ব্বের ছয়টী শ্লোক তথ্য সহ আলোচিত হইয়া গিয়াছে।

———

বিশুদ্ধ ভক্তিজনক কার্য্যানুষ্ঠানের ফলে মহারাজ ভরতের হৃদয় বিশুদ্ধ হইল, এবং ভগবান্ বাসুদেবে তাঁহার ভক্তি দিন দিন অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নির্গুণ শ্রদ্ধায় অনুষ্ঠিত বিশুদ্ধ কার্য্যের ফলে অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ-সত্ত্বে পরিণত হইলেই ভগবান্ বাসুদেব সেই হৃদয়ে স্বয়ং উদিত হ'ন। ভক্তগণ নির্গুণ শ্রদ্ধায় যাঁহার ভজনা করেন, তিনিই পূর্ণ পুরুষ নির্গুণ ভগবান্ বাসুদেব। তিনি শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, বনমালা ও শঙ্খ চক্র-গদা-পদ্ম প্রভৃতি দ্বারা সুশোভিত এবং তদীয় জন নারদাদির হৃদয়ে চিত্রপটের ন্যায় নিশ্চল পুরুষরূপে স্বতঃ প্রকাশিত।

———

রাজর্ষি ভরতের রাজ্যভোগাদি প্রারব্ধ কর্ম্ম সমাপ্তির কাল সহস্র অযুত বর্ষ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। সেই নির্দ্দিষ্ট সময় গত হইলে পিতৃ-পিতামহের যে ধনসম্পত্তি নিজ অধিকারে ছিল, তাহা যথাবিধি আপনার সন্তানগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়া স্বয়ং সকল সম্পদের আশ্রয়ভূত আপন ভবন হইতে পুলহাশ্রমে (হরিক্ষেত্রে, শালগ্রামক্ষেত্রে) গিয়া প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিলেন।

———

সেই পুলহাশ্রমে ভগবান্ শ্রীহরি অদ্যাপি ভক্তবাৎসল্যবশতঃ নিজ জনের (ভক্তজনের) ইচ্ছানুরূপ শ্রীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাদের দৃগ্গোচর হ'ন। তথায় সরিৎশ্রেষ্ঠা গণ্ডকী নদীর শিলার মধ্যগত চক্রের দ্বারায় আশ্রম সমূহকে সর্ব্বতোভাবে পবিত্র করিতেছেন। সেই সকল শিলার প্রত্যেকের উপরি ও নিম্নভাগে নাভি বর্ত্তমান। সেই পুলহাশ্রমে ভরত একাকী থাকিয়া কুসুম, কিশলয় তুলসী, জল এবং কন্দমূল, ফল প্রভৃতি বিবিধ নৈবেদ্য দ্বারা ভগবান্ বাসুদেবের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার চিত্ত শুদ্ধ এবং বিষয়াভিলাষ বিদূরিত হইলে, তিনি শমগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক প্রীতি-লক্ষণা পরা ভক্তি লাভ করিলেন।

———

মহাভাগবত ভরত এইরূপে নিরন্তর ভগবৎ সেবায় রত হইলে, ভগবান্ বাসুদেবে তাঁহার অনুরাগ বৃদ্ধি পাইয়া তাঁহার হৃদয়কে দ্রবীভূত করিল। তাঁহার আর নিত্য কৃত্যাদিতেও উদ্যম রহিল না। তাঁহার দেহে রোমাঞ্চ, পুলক প্রভৃতি প্রেম-লক্ষণসমূহের উদ্গম হইতে লাগিল এবং উৎকণ্ঠাবশতঃ আনন্দাশ্রু নির্গত হইয়া তাঁহার নয়নদ্বয়ের দৃষ্টি অবরুদ্ধ করিয়া দিল। এইরূপ স্বীয়-প্রেমপ্রদাতা ভগবানের অরুণবর্ণ-পাদপদ্ম-ধ্যান-প্রভাবে ভক্তিযোগসমৃদ্ধ হওয়ায় তাঁহার গম্ভীর হৃদয়রূপ হ্রদ পরমানন্দ বারিতে পরিব্যাপ্ত হইল। তখন তিনি যে ভগবানের সেবা করিতেছেন, তাহা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

৮ নারায়ণ ভূত অনিরুদ্ধ ৪৪৬

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা জীবমাত্রের একমাত্র বিষয়। কৃষ্ণের বস্তু বিষয় ভোগ যাহাদের প্রবল, তাহারা অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ভক্তিবিদ্বেষী হয়। বিষয়ে লুব্ধচিত্ত ব্যক্তি পরবর্ত্তিকালে অধঃপতন লাভ করে। এই জন্যই ঠাকুর নরোত্তম বলিয়াছেন যে, ফলভোগবাদ কর্ম্মকাণ্ড; ফলত্যাগবাদ জ্ঞানকাণ্ড; দুইটীই বিষের ভাণ্ড। যাহাদের শ্রীবিগ্রহ-ভক্ষণের প্রবল রুচি, তাহাদের জীবন অধঃপতিত হয়। কর্ম্মকাণ্ডরত জনগণ ইন্দ্রিয়-তর্পন-বাসনায় বিষয়ের পশ্চাতে ধাবমান হইয়া জন্ম-জন্মান্তর লাভ করেন, এবং স্বর্ণ-পিঞ্জরা-বদ্ধ হইয়া তাৎকালিক ইন্দ্রিয়-তর্পণে কৃষ্ণ-সেবা-বৈমুখ্য সংগ্রহ করেন। উহাই জীবের অধঃপতনরূপ অনাত্মবুদ্ধি।

"যৎ পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ
স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মবিদা ত্বয়োক্তম্।
অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে
প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা॥

—শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।২৯।৩২) এই শ্লোকটীর ব্যাখ্যায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন:—"ধর্ম্মোপদেশকর্ত্তরি ত্বয়ি অনুবর্ত্তিতে সত্যেব পত্যাদীনামনুবৃত্তিরুচিতেত্যর্থঃ। প্রথমং ধর্ম্মোপদেষ্টা আচার্য্য উপসেব্যতে, পশ্চাত্তদুপদিষ্ট আচরণীয়ো ধর্ম্ম ইতি ন্যায়াৎ।" প্রথমে ধর্ম্মোপদেষ্টা আচার্য্যের সেবা এবং পরে তদুপদিষ্ট ধর্ম্ম আচরণ এই উপদেশ বাক্যের কদর্থ করিয়া গুরুব্রুবগণ প্রথমে আত্ম-সেবার যোগাড়টা—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-তর্পণের পথ পরিষ্কার করিয়া ল'ন। কিন্তু চক্রবর্ত্তিপাদ সে পথও বন্ধ করিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন—নিষ্কপট আচার্য্যানুবৃত্তির দ্বারাই ধর্ম্মপালন হয় মাত্র; যদি স্বয়ং ঈশ্বর আচার্য্য হ'ন, তাহা হইলে কিরূপ হয়, শ্রীগোপীগণ বলিয়াছেন:—"আপনি ঈশ্বর, এই জন্যই আপনি দেহভৃৎগণের আত্মা; এবং যেহেতু আপনি আত্মা, অতএব সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়; এবং যেহেতু আপনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, অতএব আপনি বন্ধু। পতিপ্রভৃতি পরমাত্মগতিক হইলেই তাহাদের অনুবৃত্তি কর্ত্তব্য—শাস্ত্র এই কথা বলেন। যখন আত্মরতিত হয়, তখন তাহাদিগকে নদীর তট প্রভৃতি স্থানে লইয়া গিয়া মুখ পুড়াইয়া দেয়—ধর্ম্মশাস্ত্র এই কথাই বলেন। মূর্ত্ত আত্মা আপনি—সেই আপনার অনুবৃত্তিতেই পত্যাদির অনুবৃত্তি-সিদ্ধি হয়। তৎপ্রতিকূল নিয়ামক দণ্ডমুখ পতিপ্রভৃতিতে কি হইবে?" সেই সময় গোপীদিগের শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য জ্ঞান কেন স্ফুরিত হইয়াছিল, তাহাও চক্রবর্ত্তিপাদ সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

ভবিষ্যতে রাসপঞ্চাধ্যায়ের অন্যান্য শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া রাসের বিকৃত ব্যাখ্যাকারদিগের কপটতা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। তাহারা নিজ সুবিধামত দুই চারিটা শ্লোক পাঠ করিয়া এবং তাহার বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের চরণে অপরাধ-গ্রস্ত হয়, সরল-প্রকৃতি মূঢ় লোকদিগের বিপথগামী করে এবং জনসাধারণের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করে যে—শ্রীমদ্ভাগবত কুরুচির প্রশ্রয় দান করেন। যদি রাসপঞ্চাধ্যায় পাঠ করিবার একান্ত ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে—

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।"

শ্রীগীতা এবং উপনিষৎ প্রভৃতি প্রাথমিক পাঠ্য পুস্তক। শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগগণের ব্যাখ্যা পাঠই লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য। বহু গ্রন্থ-কণ্ঠাভ্যাস ভক্তি-বিরোধী কার্য্য; শ্রীমদ্ভাগবতের সমস্ত শ্লোকগুলিই সেবা-জ্ঞানে পঠিত হইলে শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। এতদর্থে প্রথম কর্ত্তব্য—"একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥" কতকগুলি শ্লোক পাঠ করিয়া অপর শ্লোকগুলি বাদ দিলে বিকৃত অর্থ গৃহীত হইবার সম্ভাবনা।

বালক অচ্যুতের সিদ্ধান্ত

(শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের করুণার তুলনা হয় না—উহা অসীম। তিনি কখন কাহা দ্বারা শাস্ত্রের গুহ্যাতিগুহ্যতম সিদ্ধান্ত-সমূহ প্রকাশ করিয়া নিখিল জগতের পরম কল্যাণ বিধান করেন, তাহা সাধারণ অজ্ঞ জীব উপলব্ধি করিতে সমর্থ নহে। বহিদৃষ্টিতে সামান্য বালক হইলেও শ্রীচৈতন্যের কৃপা-প্রাপ্ত জীবের এমনই ঐশী শক্তি যে, আধ্যক্ষিক জ্ঞানপ্রবীণ বর্ষীয়ান্ ব্যক্তিও সে-শক্তির ক্রিয়া দর্শন করিয়া স্তম্ভিত না হইয়া থাকিতে পারেন না।

একদা শ্রীঅদ্বৈতের শান্তিপুর ভবনে জনৈক সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কথা প্রসঙ্গে আচার্য্যপ্রবর শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গুরুর বিষয় জানিতে চাহিলেন। অদ্বৈত প্রভু আগন্তুক সন্ন্যাসীর মনোভাব জানিয়া ব্যবহারিক রাজ্যে যেরূপ বলিবার প্রচলন আছে, তদনুসারে কেশব-ভারতীই যে শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস-গুরু—এই কথা জানাইলেন।

ঠিক্ এমনি সময়ে অদ্বৈত আচার্য্যের পঞ্চম বর্ষীয় বালক-পুত্র অচ্যুতানন্দ বাল-ক্রীড়াবসরে ধূলাধূসরিত ও দিগম্বরাবস্থায় সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে 'শ্রীচৈতন্যদেবের গুরু কেশব-ভারতী', এই কথা বলিতে শুনিয়াই পাঁচ বৎসরের শিশু শ্রীঅচ্যুতানন্দ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"সাক্ষাৎ কলিকাল; তাহা না হইলে শ্রীচৈতন্যদেবের গুরুর কথা বলিতে গিয়া কেশব-ভারতীর নাম উল্লেখ করা হয় কি প্রকারে? মায়াবদ্ধ জীবই এইরূপ প্রলপিত বাক্য বলিয়া থাকে। মহাবিষ্ণুর অবতারও কি আজ কলিহত? নতুবা আপনি এই প্রকার উক্তি করিলেন কি প্রকারে? শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বজীবের ঈশ্বর কারণাব্ধিশায়ি-পুরুষরূপে, সমষ্টি-জীবের অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের আত্মা গর্ভোদশায়ি-পুরুষরূপে এবং ব্যষ্টি জীবের অন্তর্যামী-আত্মা ক্ষীরোদশায়ি-পুরুষরূপে যথাক্রমে কারণার্ণবে, গর্ভোদকে এবং ক্ষীরোদাব্ধিজলে স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া-বিহার করেন। আপনি আমার পিতা আমার শিক্ষা-গুরু; কোথায় আপনার নিকট হইতে সত্যকথা শিখিব, অথচ তাহা না করিয়া সর্ব্বভুবননাথ ও সর্ব্বাশ্রয় শ্রীচৈতন্যদেবের অপর গুরু আছে—একথা কি প্রকারে নিজমুখে আনিলেন? ভগবান্ই সকলের গুরু তাঁহার কেহ গুরু নাই।"

সন্ন্যাসী পঞ্চমবর্ষীয় বালকের সৌম্য ও তেজোময় মূর্ত্তি, এই প্রকার নিগূঢ় সত্যানুসন্ধিৎসা এবং অপূর্ব্ব শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তিনি বলিলেন,—'অদ্বৈতপ্রভু যে প্রকার মহৎ, তাঁহার পুত্রও তদ্রূপ মহাজ্ঞানী; উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্রই বটে। আমি আজ কি শুভক্ষণেই না শ্রীঅদ্বৈত-দর্শনে আসিয়াছিলাম যে, আমার ভাগ্যে এই প্রকার অদ্ভুত মহিমা দর্শনের সুযোগ হইল।' এবম্প্রকার নিজ ভাগ্যের সুবহু প্রশংসা করিতে করিতে স-পুত্র আচার্য্য প্রভুর চরণে প্রণামান্তে প্রস্থান করিলেন।

আচার্য্য পুত্রের অপূর্ব্ব গৌর-প্রীতি দর্শনে মুগ্ধ হইলেন। তিনি পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া প্রেমভরে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

অদ্বৈতাচার্য্যের অনুগত পরিচয়াকাঙ্ক্ষী গৌর-বিদ্বেষী অদ্বৈতানুগব্রুবগণ ইহাদ্বারা এই শিক্ষা লাভ করিতে পারেন যে, গৌর-ভজন বাদ দিয়া অদ্বৈত-ভজন-প্রয়াস অদ্বৈতভজনবিধির অনুকূল আচরণ নহে, পরন্তু প্রতিকূলাচরণই মাত্র।

শ্রীনাম-মহিমা

১৭। কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ। জলং ভিত্ত্বা যথা পদ্মং নরকাদুদ্ধরাম্যহম্॥ (নৃসিংহপুরাণ)

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা 'কৃষ্ণ', 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া আমাকে স্মরণ করে, জল ভেদ করিয়া পদ্মের উদয়ের ন্যায় আমি তাহাকে নরক হইতে উদ্ধার করি।

১৮। কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি ইতি বা যো জপন্ পঠন্। ইহলোকং পরিত্যজ্য মোদতে বিষ্ণুসন্নিধৌ॥

(পদ্মপুরাণ-উত্তর খণ্ড ৪২ অধ্যায়)

"কৃষ্ণ", "কৃষ্ণ", "কৃষ্ণ" এই নাম যে ব্যক্তি জপ বা পাঠ করেন, তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করতঃ শ্রীবিষ্ণুর নিকট প্রীতি লাভ করেন।

১৯। কৃষ্ণ নামে যে আনন্দ-সিন্ধু আস্বাদন। ব্রহ্মানন্দ তা'র আগে খাতোদক সম॥

(চৈঃ চঃ আদি ৭।৯৭)

২০। কঃ পরেত নগরী পুরন্দরঃ কো ভবেদথ তদীয় কিঙ্করঃ। কৃষ্ণনাম জগদেকমঙ্গলং কণ্ঠপীঠমুররী করোতি চেৎ॥

(পদ্যাবলী-১৬ সংখ্যাধৃত শ্রীধর-স্বামিকৃত শ্লোক)

হে সর্ব্বদুঃখহারী শ্রীহরে! সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র কল্যাণাধারস্বরূপ সর্ব্বনামশ্রেষ্ঠ আপনার কৃষ্ণ-নাম যদি কণ্ঠপীঠকে উপবেশন করেন, তাহা হইলে পাপীদিগের অনুশাসনকারী প্রেতগণের রাজা যম কোথাকার কে? কে বা তাহাকে ভয় করে? কেই বা তাহার দাস হয়?

২১। গীত্বা চ মম নামানি বিচরেন্মম সন্নিধৌ। ইতি ব্রবীমি তে সত্যং ক্রীতোঽহং তস্য চার্জ্জুন॥

(আদি পুরাণ)

হে অর্জ্জুন, যে ব্যক্তি আমার নাম-সকল গান করেন, তিনি আমার নিকট বিচরণ করেন এবং তিনি আমাকে ক্রয় করিয়া থাকেন। ইহা আমি তোমাকে সত্য সত্যই বলিতেছি।

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা নদীয়া প্রকাশ

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ৷৵০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেকুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
৭। ভজনরহস্য ৷৷০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷৷০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ৷৷০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷৷০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্গপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ৷০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ৷০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ৷৷০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ৷০
৫৫। তত্ত্ব সূত্রম্ ৷০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷৷০
৬০। নামভজন ৷০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ৷৵০
৬২। লাইফ্ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ৷০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ য্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোশন ৷০
৬৭। ব্রহ্ম সংহিতা ১৷৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷৷০
৭০। সাধন পথ ৷০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান - শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধিপাট ঐ
৬। আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, চাঁদখালী, নদীয়া
৯। বাসুদেবগোপাল পাট কাঠালপুলি, চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটী, (বর্দ্ধমান)
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাযোড়া, রাজগঞ্জ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু, হাওড়া
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চকুলিয়া, বাসুদেব-
পুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ নব গোপালপুরম, মাদ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, ওয়েষ্ট
গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সপ্তদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ চুমুরকুণ্ড, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ আগস্তকুণ্ড, কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য।
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	এলাহাবাদ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীধাম বৃন্দাবন
৪। শ্রীভক্তিসুন্দর বন	ঢাকা
৫। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবিবেক সাগর	কলিকাতা
৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	ঢাকা
৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ঢাকা
১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	ঢাকা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিৎ-রসপদের অভিলাষ দুর্বীভূত করিয়া ভক্তিরসের নিত্যসেবাপূর্ব্বক প্রেমসুধায় ডোবাইয়া আর ও আনন্দাস্বাদের ক্রমবর্দ্ধমান-রসমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুকে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত রসকের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। ... যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থ লাভে বঞ্চিত হইয়া জীবন যাপন করিতে পারেন ... প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়সূচী, শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী ... সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০, ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-রচিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার সমুচ্চয়। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পরজগতের নিত্য-আনন্দ উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এন্টিক কাগজে মুক্তার মত ঝকঝকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' প্রভৃতি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পৃথক্ সংক্ষেপ অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির তত্তৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এন্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৷৷০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অত্যল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ৷৷০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় পরমার্থমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৴০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগতগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অন্যকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্লেশ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-ভজন', 'অন্যের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?', 'অসৎসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৫০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী ... মোদিনী কৃষ্ণ-কাষ্ণ নিষ্কদায়িনী জীবন্ত বাণীর মৃত-সঞ্জীবনী—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসপূজা, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সঙ্কল্প ও প্রাকৃত সঙ্কল্প প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৫০ মাত্র

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধ ও বিদ্ধ ভক্তি, সত্যের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধাম মায়াপুর, মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, বিশ্বের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, প্রভুপাদের নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গোবর্দ্ধন ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকাতীতত্ত্ব ও সম্বন্ধজ্ঞান, শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীশ্রীরাধার আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৫০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণে কর্ত্তব্য", অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা, ও বিষয়কর্ত্তা শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-বেদন', বহির্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য, সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৫০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৷০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম্ম

আমাদের নিকট ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতীয় ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩ নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ॥০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টরী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বস্তু সম্বন্ধের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৫০ আনা।

মিটিংএর নোটীশ বহি—১ খানা ॥০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ॥০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কাবকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ভোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়. তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।৵০ আনা, প্যাকেট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে. বি. দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড —	৬-৫৯	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭-৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২০, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫-৩১	৯-৫	১২-১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩৩	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৭	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অটোয়া বিল

বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ ড্রেক ১৮৯৪ সালের ভারতীয় শুল্ক আইন সংশোধন বিল (যাহা ব্যবস্থাপরিষদে পাশ হইয়াছে) উপস্থাপিত করিয়া বলেন যে, অটোয়াতে গ্রেট ব্রিটেন এবং সাম্রাজ্যের উপনিবেশসমূহের মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছে তাহারই ফলে এই বিল শুল্ক-আইনের কতকগুলি পরিবর্তন করা হইয়াছে। অতঃপর তিনি অটোয়া চুক্তির গুণ বর্ণনা করিয়া বলেন যে, এই চুক্তি অনুসারে ভারতবর্ষকে সকল সুবিধা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে ভারতীয় দেশীয় শিল্পদ্রব্যসমূহের উৎপাদনে খুব উৎসাহ লাভ করিবে। লৌহ ও ইস্পাত সম্পর্কে অতিরিক্ত চুক্তির উল্লেখ করিয়া মিঃ ড্রেক বলেন যে, উহা মাত্র ১৯৩৩ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে এবং ক্রেতাগণের পক্ষে সুবিধা দানের ধারাগুলি ক্ষতিকর হইবে না।

আপীলে অব্যাহতি

পাটনার মহকুমা হাকিম ১৯৩১ সনের প্রেস আইন অনুযায়ী উকীল শ্রীযুত মণি লাল সেনকে পাঁচমাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ঐ আদেশের বিরুদ্ধে শ্রীযুত সেন পাটনার দায়রা জজ রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মুখুয্যের আদালতে আপীল করিলে তিনি গতকল্য আসামীকে এই বলিয়া বে-কসুর খালাস দেন যে, আসামী প্রচারের উদ্দেশ্যে অননুমোদিত ইস্তাহার রাখিয়াছিল বলিয়া কোনও সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

ডাকাতি

মেদিনীপুরের অন্তঃপাতী শালবনী গ্রামের শশী মহান্তের বাড়ীতে ডাকাতি করিয়া বাড়ীর অধিবাসিগণকে প্রহার পূর্ব্বক ডাকাতেরা ৫০৲ টাকা নগদ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি লইয়া গিয়াছিল। এই সম্পর্কে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

---

৬ জন ছাত্র ধৃত

কলিকাতার গোয়েন্দা পুলিশ গত শনিবারে উত্তর ও দক্ষিণ কলিকাতার ৪ খানা বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়াছে। তল্লাস অন্তে পুলিশ ৬ জন যুবককে ধরিয়া পারক্কাথ হালিসরাম রোডে লইয়া যায়।

হাজতে অত্যাচারের কাহিনী

চার দিন বন্ধ থাকার পর ১৬ই ডিসেম্বর স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালে পাঞ্জাব ষড়যন্ত্রের মামলার শুনানী আরম্ভ হইলে আসামী সর্দার সিংহ এবং ভীমসেন ভীষণ অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করে।

আদালতের প্রশ্নের উত্তরে সর্দার সিংহ বলে যে, সে কোন প্রকার স্বীকারোক্তি করে নাই। একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট তাহাকে একখানি কাগজে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। পরে সে জানিতে পারে যে, সেই কাগজই তাহার স্বীকারোক্তিরূপে দাখিল করা হইয়াছে। তাহাকে দ্বিতীয়বার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির করা হইলে পর সে বলিয়াছিল যে, ঐ তথাকথিত স্বীকারোক্তি তাহার নিকট হইতে বল ও প্রবঞ্চনাপূর্ব্বক আদায় করা হইয়াছে। সে লিখিতভাবে নালিশও করিয়াছিল। সে আরও বলে যে, তাহাকে যখন থানায় লইয়া যাওয়া হয় তখন সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, কি কারণে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইল। উত্তরে সে একটি কিল ও চপেটাঘাত লাভ করিয়াছিল। অন্যান্য অনেক প্রকার অত্যাচারের কথাও সে বর্ণনা করে। এক দিন রাত্রিতে জনৈক কনেষ্টবল আসিয়া তাহাকে তোষামোদ করিয়া বলে যে, যদি সে জনৈক ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট একখানি কাগজে স্বাক্ষর করিয়া দেয় তাহা হইলে তাহাকে আর অত্যাচার ভোগ করিতে হইবে না। কনেষ্টবল আরও বলে যে, কাগজে স্বাক্ষর করিলে তাহার কোনও অনিষ্ট হইবে না। পরদিন তাহাকে একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করা হয়। তথায় কোর্ট ইনস্পেক্টর যাহা বলেন, ম্যাজিষ্ট্রেট একখানি কাগজে তাহা লিখিয়া লন এবং সে সেই কাগজে দস্তখত করে। সে অপরাধ অস্বীকার করিয়া বলেন যে, সে এরূপ কোন ষড়যন্ত্রে যোগ দেয় নাই।

আসামী ভীম সেনও ষড়যন্ত্রে যোগদানের কথা অস্বীকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভীষণ অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করে। সে বলে যে, করাচী হইতে লাহোর আসার পর হইতে তাহার উপর অত্যাচার আরম্ভ হয়। তাহাকে ভয় দেখান হয় যে, তাহার মা ও বোনকে গ্রেপ্তার করা হইবে। সে পুলিশকে কাতর অনুনয় জানাইয়া বলে যে, তাহার মা ও বোনের উপর যেন কোন অত্যাচার না করা হয়, তাহা হইলে পুলিশ যাহা বলিবে সে তাহাই করিতে রাজী।

'অনুন্নত সম্প্রদায়ের' অর্থ

শুক্রবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নসীপুরের রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর জিজ্ঞাসা করেন,— (ক) প্রধান মন্ত্রী মহাশয় সাম্প্রদায়িক রায়ে "অনুন্নত সম্প্রদায়"—এই যে কথা ব্যবহার করিয়াছেন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উহার অর্থ কি বুঝেন?

(খ) উল্লিখিত "অনুন্নত শ্রেণীর" মধ্যে বাঙ্গালার হিন্দুদের মধ্যে কোন্ কোন্ জাতি অন্তর্ভুক্ত, তাহা কি রাজস্বসচিব জানাইবেন?

রাজস্বসচিব স্যার এ-কে গজনভী উত্তরে বলেন,—

(ক) সাম্প্রদায়িক রায়ে, বা পুণা চুক্তিতে "অনুন্নত সম্প্রদায়ের" সংজ্ঞা প্রদত্ত হয় নাই।

(খ) বিভিন্ন জাতির অবস্থা সম্বন্ধে এখনও বিবেচনা করা হইতেছে, সুতরাং ঐ সম্বন্ধে কোন তালিকা প্রদান এখনও সম্ভবপর নহে।

ডাকাতি

রাজসাহী বাগমারা থানার কটকা বাড়ী গ্রামের বাসিন্দা ও একদল ডাকাতের মধ্যে লড়াইয়ের ফলে ৪ জন গ্রামবাসী ও ২ জন ডাকাত জখম হইয়াছে।

২৫ জন সশস্ত্র ডাকাত কৈলাস মণ্ডলের বাড়ী আক্রমণ করে। সংবাদ পাইয়া গ্রামের বহুলোক আসিয়া উপস্থিত হয় এবং আততায়ীগণকে বাধা দেয়। ডাকাতরা পলায়ন করিয়াছে। পুলিশ এপর্য্যন্ত ৮ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

চৌদ্দজন গ্রেপ্তার

জব্বলপুরের পুলিশ কার্গিল আইস্ ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার মিঃ রাধারমণের বাড়ীতে হানা দেয়। ঐ বাড়ীটা জুয়ার আড্ডা বলিয়া পুলিশ সন্দেহ করিয়াছে এবং তথা হইতে চৌদ্দ জন পদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ডাক্তার ও একজন উকিল আছেন।

জুয়াচুরী অভিযোগে
সাড়ে তিনবৎসর কারাদণ্ড

প্রতারণাপূর্ব্বক দেউলিয়া গ্রহণ ও জুয়াচুরির অভিযোগে আনন্দার ক্রুগারের ভ্রাতা টর্নটেন অদ্য সাড়ে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

জেলের পলাতক বন্দী গ্রেপ্তার

শনিবার রাত্রি প্রায় দশটার সময় দুইজন যুবক বাইসাইকেলে করিয়া হুগলী-চুচুড়ার নিকট গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড দিয়া যাইবার সময় পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হয়।

প্রকাশ, ধৃত যুবকদ্বয়ের মধ্যে একজন শচীন করগুপ্ত বলিয়া সনাক্ত হইয়াছে। শচীন করগুপ্ত মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, কিন্তু গত ফেব্রুয়ারী মাসে কারাদণ্ড ভোগ কালে দীনেশ মজুমদারের সহিত মেদিনীপুর জেল হইতে পলায়ন করে। শচীন কর গুপ্তের গ্রেপ্তার জন্য এক হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল। প্রকাশ, তাহার কাপড়চোপড় খানাতল্লাস করিয়া একটি টোটাভরা রিভলভার ও চারিটি তাজা কার্ত্তুজ পাওয়া গিয়াছে। তাহার সঙ্গীর পরিচয় এখনও জানা যায় নাই, তবে সে স্থানীয় যুবক বলিয়াই অনুমিত হয়।

পুলিশ সাবইনস্পেক্টরের সংজ্ঞা লোপ

পাটনা জেনারেল পোষ্টাফিসের নিকট আলমগঞ্জ থানার সাব ইনস্পেক্টর মিঃ রাম সিং এক মোটর সাইকেলে যাইতেছিলেন। একজন বালক তাহার সাইকেলের নীচে পড়িয়া যাইতে উদ্যত হইলে তিনি এমনভাবে সাইকেলটা ঘুরাইয়া দেন যে, তাহাতে তিনি নিজেই পড়িয়া যান। ফলে তিনি গুরুতরভাবে আহত হইয়াছেন। তাহার আঘাত এমন সাংঘাতিক হইয়াছিল যে, কিছু সময়ের জন্য তাহার সংজ্ঞাই লোপ হইয়াছিল।

কর্ম্মী দণ্ডিত

অভয় আশ্রমের কর্ম্মী শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্র হালদার কংগ্রেসের আন্দোলন সম্পর্কে গ্রেপ্তার হন। তাঁহার প্রতি ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

লোহার কাজ
বর্দ্ধা কাজ
করগেট টীন, জানালা দরজা
দালানের ফুলদার রেলিং ও
বেড়াঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি
কান্তিচন্দ্র মুখার্জি এণ্ড সন্স
২৭ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট ফোন ৪৪৬
স্থাপিত ইং ১৯০৮ বউবাজার কলিকাতা

টেলি শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈনিক

Reg No C1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বজন বহুজন-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

৭ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৪২তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৭ই পৌষ বৃহস্পতিবার ১৩৩৯, ২২শে ডিসেম্বর ১৯৩২

সুভাষ বসু লক্ষ্ণৌয়ে নীত

কলিকাতায় অস্পৃশ্যতা পরিহার সভা

গান্ধীজীর উত্তর

কলিকাতায় হিন্দু নেতৃত্ববৈঠক

উৎসবে বিপত্তি

১৯ জন আসামীকে দায়রায় সোপর্দ্দ

সার মনুভাইয়ের আশ্বাস

নানা কথা

গান্ধীজীর উত্তর

রাজসাহী হইতে প্রকাশ, রাজসাহীর ষাবকগাছীর শ্রীযুত রামতারণ বেদান্ত-তীর্থের পত্রের উত্তরে মহাত্মা গান্ধী যারবেদা জেল হইতে লিখিয়াছেন, শঙ্করাচার্য্যজীর মত শক্তি সকলের থাকিতে পারে না। ভগবান আমাকে যে শক্তি দিয়াছেন, আমি তাহারই ব্যবহার করিতেছি। শঙ্করাচার্য্যজীর মত ধর্ম্মপ্রচার করা। ধর্মজগতের উন্নতির জন্য তাঁহাদের মহান পাণ্ডিত্য দিয়া গিয়াছেন। সেইরূপ অন্যান্যরা উপাসনা ও অনশন দ্বারাও ধর্ম্মের উন্নতি করিয়া গিয়াছেন।

রাজসাহীর উক্ত ব্যক্তি মহাত্মাজীকে লিখিয়াছিলেন, মহাত্মাজীর যে জীবন দেশবাসী মূল্যবান মনে করে, তাহা নষ্ট না করিয়া শঙ্করাচার্য্যজীর যুগের অন্যান্য হিন্দু ঋষিদের মত, অকাট্য যুক্তি দিয়া দেশের লোককে তাঁহার মতে আনয়নই তাঁহার উচিত।

সুভাষ বসু লক্ষ্ণৌএ নীত

শ্রীযুত সুভাষ চন্দ্র বসু ভাওয়ালী স্বাস্থ্যনিবাসে চিকিৎসাধীন ছিলেন। নৈনীতাল হইতে তিনি লক্ষ্ণৌ পৌঁছিয়াছেন। তাঁহাকে বলরামপুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। তিনি ইউরোপীয় ওয়ার্ডে আছেন। লক্ষ্ণৌএর সিভিল সার্জ্জন লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল এইচ, সি, বাকাল তাঁহার চিকিৎসা করিলেন। ভাওয়ালী স্বাস্থ্যনিবাসের মেডিকেল অফিসারও তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছেন।

কলিকাতায় অস্পৃশ্যতা পরিহার সভা

গত ১৮ই ডিসেম্বর রবিবার সন্ধ্যা ৫ টার সময় "অস্পৃশ্যতা পরিহার দিবস" উপলক্ষে বঙ্গীয় অস্পৃশ্যতা পরিহার সঙ্ঘের উদ্যোগে কলিকাতার টাউনহলে এক মহতী জন-সভার অনুষ্ঠান হয়। সভায় তথাকথিত অস্পৃশ্য শ্রেণী ও উচ্চ শ্রেণীর লোকের এক বিরাট জনসমাগম হইয়াছিল এবং সভায় প্রভূত উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। বক্তাগণের বক্তৃতায় সভাস্থ সকলেরই মনে একটা যুগ প্রবর্ত্তনকারী নবভাবের সঞ্চার হয়। সভায় নিম্নলিখিত বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন:—কলিকাতার মেয়র ডঃ বিধান চন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ খৈতান, যোগেশচন্দ্র গুপ্ত, ডাঃ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, সাতকড়িপতি রায়, শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী, শ্রীযুক্ত ভগীরথচন্দ্র দাস, জিতেন্দ্রনাথ দত্ত, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বসন্তলাল মুরারকা, সীতারাম সাকসেরিয়া বৈজনাথ কেদিয়া পণ্ডিত জীবনলাল, ডাঃ বসু ও কিরণ দাস। ডঃ বিধানচন্দ্র রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সার মনুভাইয়ের আশ্বাস

অর্থ নৈতিক রক্ষাকবচ ... আলোচনার সময়ে সার মানুভাই মেটা বৃটিশ ভারতের প্রতিনিধিগণকে এই আশ্বাস প্রদান করেন যে, যুক্ত রাষ্ট্রের স্কীম অনুমোদন বিষয়ে বৃটিশ ভারত দেশীয় রাজন্য মণ্ডলের উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারে।

কলিকাতায় হিন্দু নেতৃবৈঠক

১৮ই ডিসেম্বর রবিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে ডাঃ মুঞ্জে ও শ্রীযুক্ত বিজয়-রাঘব আচারিয়ার সহিত সাক্ষাৎকার ও তাঁহাদের সহিত এলাহাবাদ চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য হিন্দু নেতৃগণের এক বৈঠক হয়। শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

মাঞ্চুরিয়া সমস্যা

চীনা প্রতিনিধি ঘোষণা করিয়াছেন যে, ১৯টি শক্তির কমিটীর সাব কমিটীর খসড়া প্রস্তাব চীন গ্রহণ করিবে না। তিনি বলিয়াছেন যে, মীমাংসা প্রস্তাব সমূহ বিবেচনা করিবার পূর্ব্বে জাপানকে মাঞ্চুরিয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৭ই পৌষ বৃহস্পতিবার ১৩৩৯

আজকাল ভারতের সামাজিক এবং রাজনৈতিক গগন সাম্প্রদায়িকতার ঘনঘটায় আচ্ছন্ন। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, শিখ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের পরস্পরের প্রতি ভাব ছাড়িয়া দিলেও এক হিন্দুদিগের মধ্যেই যে ভীষণ সম্প্রদায়িতা উন্নতির অন্তরায়রূপে দণ্ডায়মান, তাহা অপসারিত করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

আবার উন্নত এবং অবনত স্পৃশ্য এবং অস্পৃশ্যগণের মধ্যে যে ছোঁয়া-ছুঁয়ি,ছোঁয়া-ছেঁয়ি চলিতেছে তাহা কোন সমাজেরই উপকারক নহে। আবার মাদ্রাজি ব্রাহ্মণ, মৈথিলী ব্রাহ্মণ, রাঢ়ী ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও সামাজিক পার্থক্য বৈষম্যজনক।

"বঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা" নামক একখানি গ্রন্থে দেখিতে পাই "সাম্প্রদায়িকতা উদার মত বিরোধী উদারতা পরিত্যাগ করিয়া সম্প্রদায়ে প্রবেশ লাভ করা অনেকে অনুমোদন করেন না" আমাদের লক্ষ্য থাকা উচিত যেন অসাম্প্রদায়িকতা অথবা উদারতার নাম ধরিয়া সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা এবং যথেচ্ছাচারিতা প্রশ্রয় না পায়।

সাম্প্রদায়িকতা সমাজের প্রথম অবস্থায় তেমন বেশী দেখা যায় না; বেকন বলেন যে প্রত্যেক জাতি প্রথমে যোদ্ধা হয়; মধ্য এবং উন্নত অবস্থায় তাহারা বিদ্যা ও কৃষ্টি লাভ করে এবং পরে ব্যবসায়ে উৎকর্ষলাভ করে। তাহার পরে পতন আরম্ভ হয়।

ঐ পতনের অবস্থা বৃক্ষ বা অট্টালিকার শেষ অবস্থার মত প্রতিভাত হয়। গাছের বৃদ্ধাবস্থায় যেমন এক অংশ অন্য অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, অট্টালিকা বহু পুরাতন হইয়া যাইলে যেমন তাহার ইট, চুন, কাঠ প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া ও খসিয়া যায়, কোন জাতিও বড় প্রাচীন হইলে, সেইরূপ, তাহার মধ্যে বিভিন্ন বিভিন্ন সম্প্রদায় গঠিত হইয়া তাহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, এবং তখন আর তাহার রক্ষা হওয়া সম্ভবপর হয় না; তবে যদি আবার তাহার স্থানে নূতন জাতীয়তার সৌধ নির্মিত হয়, অথবা তাহাতে নূতন জীবন সঞ্চারিত হয়, তাহা হইলে সেই পুনরুজ্জীবিত জাতি জগতকে ওলট-পালট করিয়া দিতে পারে।

ভারতে আজ নূতনে নূতনে, নূতনে পুরাতনে, স্বদেশীতে স্বদেশীতে এবং স্বদেশীতে বিদেশীতে বিষম সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত; কেহই ঠিক পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না। কাহারও সাহস বা ধৈর্য্য লক্ষিত হয় না।

নেতৃবর্গ কোন উপায় না দেখিয়া প্রায়োপবেশনাদি আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের ভরসা এই যে, যদি দেশের লোক তাঁহাদের প্রতি ভালবাসার খাতিরে জাতির সর্ব্বনাশ সাধন হইতে বিরত হয়। বিপক্ষ বলেন যে, এই প্রায়োপবেশনে লোকের স্বাধীন মতের উপর জুলুম করা হইতেছে। তাঁহারা ভয় করেন যে, যদি তাঁহাদের সম্প্রদায় দেশের নেতৃবৃন্দের প্রায়োপবেশন সত্ত্বেও সমগ্র বিষয় অগ্রাহ্য করিয়া স্বকীয় মত বজায় রাখিবার জন্য অথবা বিশেষ স্বার্থরক্ষার জন্য চেষ্টিত থাকে এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা স্থাপন হইতে বিরত না হয় তাহা হইলে সেই সম্প্রদায় ভারতের তথা বিশ্বের সমস্ত জাতির শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি হারাইবে।

মিষ্টার গান্ধির প্রায়োপবেশনে সনাতনীর দল এইরূপ আপত্তি প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু মিষ্টার গান্ধি এখনও অচল অটল। আশা করা যায় যে, এই বিচ্ছেদের ফলে পুরাতনের স্থানে নূতনের সংগঠন হইবে, কিন্তু পুরাতনের চিহ্ন লোপ পাইবে না, ভারতে বিশেষত্ব, ভারতীয়ের জাতীয়ত্ব বজায় থাকিবে।

বৃটিশ ও বিদেশী সূতার উপর শতকরা যথাক্রমে ২০ টাকা এবং ৩০ টাকা শুল্ক ধার্য্য হইল; এবং জুতার উপর শুল্ক বৃদ্ধি হইবার প্রস্তাব হইলে গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে বলা হয় যে, শুল্ক চড়াইলেও বেশী জুতা লোকে বেশী ব্যবহার করিবে না; কারণ দেশী জুতা বিলাতী জুতা অপেক্ষা এত খারাপ যে, উভয়ের তুলনা চলে না। আবার মোটরের উপর শুল্ক কমাইবার প্রস্তাব হইলে গবর্ণমেণ্ট পক্ষ তাহাতেও আপত্তি করেন। গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ বলেন যে, শুল্ক বেশী হওয়ায় লোকে মোটর গাড়ী কিনিতে পারিতেছে না; সেইজন্য মোটরগাড়ীর আমদানি কমিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে বলা হয় যে, লোকের ক্রয়শক্তি হ্রাস হওয়ায় ঐ ব্যয় কমিয়াছে ইহাতে লোকের মনে স্বতঃই সন্দেহ হইতে পারে যে, যে স্থলে বিদেশীর সহিত স্বদেশী মালের প্রতিযোগিতা সেস্থলে বিদেশী মালকে সুবিধা দিয়া স্বদেশী শিল্প নষ্ট করা হইতেছে এবং যে স্থলে সেরূপ প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা নাই, সেস্থলে বিলাতী মালের উপর শুল্ক কমান হইবে না—মোট কথা বিলাতী মালের কাটতি যেরূপে হউক বেশী হওয়া চাই। তাহাতে ভারতীয় শিল্প নষ্ট হয় হউক—তাহাতে কাহার কি আসিয়া যায়?

তবে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা সমূহের অবস্থা বর্ত্তমানে এরূপ যে, গবর্ণমেণ্ট যখন ইচ্ছা যে কোন আইন পাশ করাইতে পারেন। আবার, সমগ্র শাসন-পদ্ধতির এই বিশেষত্ব এই যে, ব্যবস্থাপক সভা যে কোন আইন নাকচ করুন না কেন, লাট-সাহেব তাহা আইনে পরিণত করিতে পারেন। এমতাবস্থায় গবর্ণমেণ্ট যদি স্বদেশী শিল্পের উন্নতির দিকে আরও বেশী লক্ষ রাখেন তাহা হইলে দেশের মঙ্গল।

ভারতে আজকাল ঘটনা স্রোতের কোন্ দিকে গতি, তাহা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। এদিকে গোলটেবিল বৈঠকে ভারতীয়দিগকে বিশেষ ক্ষমতা এবং স্বায়ত্তশাসন দিবার চেষ্টা চলিতেছে; আবার অর্ডিন্যান্সের উপর অর্ডিন্যান্স জারি করিয়া, আইনের উপর আইনের বাঁধনকসন করিয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিবার চেষ্টা চলিতেছে—এইরূপই অনেকের অভিমত।

কংগ্রেসকে দমন করিবার যত রকম উপায় অবলম্বন করা সম্ভব তাহা হইয়াছে; কতগুলি কংগ্রেস কমিটীকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে তাহার ঠিকানা নাই, আবার অস্পৃশ্যতা বর্জন প্রভৃতি কার্য্য পূর্ণবেগে চলিতেছে। কিন্তু অটোয়া চুক্তি অনুসারে কার্য্য করিয়া ভারতকে সমৃদ্ধ করিবার চেষ্টারও ত্রুটি নাই। তবে অনেকে সন্দেহ করেন যে, এই চুক্তিতে ভারতের সুবিধা হইবে না ইহা ইংলণ্ডের পক্ষেই সুবিধাজনক।

আমাদের স্বদেশী শরীরটার উপর একটা বিলাতী মাথা চাপাইয়া আমরা যে সামঞ্জস্য আনয়ন করিবার প্রচেষ্টায় আছি তাহার ফলে আমাদের দেশে একটা বিরাট বিপ্লব সম্ভাবনা।

আমরা উপনিষদে যে অবস্থার সাম্যম্ "পরম-সাম্যম্ উপৈতি"রূপ সাম্যের কথা শুনিতে পাই সেই সাম্য হইতে আমরা দূরে অপসারিত হইয়া পাশ্চাত্যের অনুকরণে এমন একটা সাম্যের সৃষ্টি করিতে উদ্যত যাহার সামাজিক, নৈতিক কিম্বা ঐতিহাসিক ভিত্তি পাই না।

ভোট প্রথা যে আমাদের দেশে ছিল না, তাহা নহে, কিন্তু তাহাতে ইংলণ্ডের ইতিহাসে চিত্রিত খুন জখম প্রভৃতি ছিল না; বর্ত্তমানেও যে ভোটের জন্য খুব বেশী খুন জখম হয়, তাহাও বলা ঠিক নয়, তবে সাম্প্রদায়িক বিবাদ যেরূপ আকার ধারণ করিতেছে তাহাতে স্বতঃই ভয় হয়।

আমাদের দেশে ভোট গ্রহণ সম্পর্কে আর একটা দোষ দেখা যায় যে, অন্যান্য দেশে ভোট বাণিজ্যের উপর টেক্স, জমীর উপর টেক্স, দেশের শাসনতন্ত্র প্রভৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কিন্তু আমাদের দেশে ভোট অর্দ্ধপাশ্চাত্য ধরণে গৃহীত হইলেও ব্যক্তিগত স্বার্থ, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতির দ্বারা চালিত হইয়া লোকে ভোট দান বা গ্রহণ করে।

ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব্বে তদ্দেশীয় মনীষিবর্গ স্থির করিয়াছিলেন যে, জনসাধারণকে চালিত করিতে হইবে, তাহাদিগের মত প্রস্তুত করিবার মত ক্ষমতায় শক্তি-করিত হইবে, তাহাদের বর্ত্তমান মত অনুসারে দেশের শাসনতন্ত্র চালিত হইলে অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের দেশে ভোট প্রথা আরও ব্যাপক ভাবে চালাইবার চেষ্টা হইলেও শিক্ষাবিভাগ পরিচালনে অর্থাভাব; শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা ফলবতী হইতে পারিতেছে না আমাদের অনুমান হয় যে, শিক্ষার অভাবে সাম্প্রদায়িকতা সমাজ ও শাসনতন্ত্রের উপর রূপ ভীষণ চাপ দিয়া বসিয়া আছে, যে তাহার প্রভাবে দেশের অস্তিত্ব লোপ হইবার সম্ভাবনা।

এই শিক্ষা কোন্ পথে চালান উচিত তাহাও এ পর্য্যন্ত স্থির করিতে পারা যায় নাই; অবশ্য সমাজ একটা জীবন্ত জিনিষ, তাহার ক্রমপরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং শিক্ষার ধারার পরিবর্ত্তন ও অবশ্যম্ভাবী। আমাদের নিজস্ব ধ্বংস না করিয়া কালের উপযোগী শিক্ষা বিধানের ব্যবস্থা হওয়াই প্রয়োজনীয়। এই কারণে দেশের কোন কোন মনীষী স্বীয় মতানুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ স্থাপনও করিতেছেন; কিন্তু তাহাতে ফল কি দাঁড়াইবে বলা যায় না।

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, ৯ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৬, ৭ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ ২২শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩২ বৃহস্পতিবার ২৪২তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

আমরা গত কল্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের পাঠাবলম্বনে পাঁচটী নামাপরাধের বিষয় আলোচনা করিয়াছি। অদ্য নিম্নে অপর পাঁচটী নামাপরাধ ও নামাভাস সম্বন্ধে কিছু লিপিবদ্ধ করিতেছি। ঐসকল বিষয় ইতঃপূর্ব্বে আলোচিত হইলেও সাধকের এই সকল বিষয় সর্ব্বদা স্মৃতিপথে সংরক্ষণের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ আলোচিত হইতেছে।

ভগবানের নাম কল্পনা-প্রসূত—এই রূপ জ্ঞান ষষ্ঠ নামাপরাধ। যাহারা অরুজ্ঞ জ্ঞানের বাল-চাপল্যে ভগবত্তত্ত্ব-চন্দ্রিমালাভে যত্নশীল হয় তাহারা বিফল-মনোরথ হইয়া এই অপরাধটী সঞ্চয় করে।

'নাম-বলে পাপপ্রবৃত্তি' সপ্তম নামাপরাধ। কৃষ্ণনামের আভাসেই যখন সকল পাপ বিদূরিত হয়, তখন নামও করিব, পাপও করিব—এই প্রকার ধারণাই 'নামবলে পাপ প্রবৃত্তি'। যে ব্যক্তি এই প্রকার পাপ-বুদ্ধিবিশিষ্ট, সে বহু যম, নিয়ম, ধ্যান, ধারণাদি কৃত্রিম যোগ-প্রক্রিয়া দ্বারাও চিত্ত শুদ্ধি করিতে সমর্থ হয় না।

ধর্ম্ম, ব্রত, ত্যাগ, হোমাদি প্রাকৃত শুভ কর্ম্মের সহিত অপ্রাকৃত নামকে সমান জ্ঞান করা অষ্টম নামাপরাধ। নামাশ্রয়ী এই প্রমাদ সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিবেন। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানের কবল হইতে মুক্তি পাইলেই এই প্রমাদটী সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়।

শ্রদ্ধাহীন বা নাম শ্রবণে বিমুখ ব্যক্তিকে উপদেশ প্রদান নবম অপরাধ। দুঃসঙ্গ জ্ঞানে এই প্রকার ব্যক্তির সঙ্গ হইতে পৃথক থাকিতে হইবে।

নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণের পরও 'আমি', 'আমার' রূপ দেহাধ্যাস-প্রযুক্ত নামে প্রীতির রাহিত্য দশম নামাপরাধ।

যখন সাধক অপরাধ পরিত্যাগ করিতে যত্নশীল হইয়া নামোচ্চারণ করিতেছেন, অথচ পূর্ব্বের অভ্যাসবশতঃ কিছু কিছু অপরাধ হয়, সেই অবস্থা সাধকের উচ্চারিত নাম 'নামাভাস'-নামে পরিচিত। উহা শুদ্ধ নাম নহে। তবে অরুণোদয়ে যে প্রকার অন্ধকার বিদূরিত হয় সেই প্রকার নামাভাসেও পূর্ব্বপাপের ক্ষয় হয় এবং নূতন পাপে রুচি জন্মে না। পূর্ব্বের অভ্যাসক্রমে যে কিছু কিছু পাপ-অবশেষ থাকে, তাহা নামাভাসে ক্রমশঃ ক্ষয় হয়।

'আভাস' শব্দে কান্তি, ছায়া ও প্রতিবিম্বকে বুঝায়। কোন প্রকাশময় বস্তুর যে কান্তি বিস্তৃত হয়, তাহাকেই 'কান্তি' বা 'ছায়া' বলা যায়। সুতরাং নাম-সূর্য্যের দুই প্রকার আভাস। অর্থাৎ নামাভাসকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—ছায়া নামাভাস ও প্রতিবিম্ব নামাভাস।

বৈষ্ণব-সাহিত্যে আমরা 'ভক্ত্যাভাস' 'ভাবাভাস', 'বৈষ্ণবাভাস' প্রভৃতি শব্দের বহুল প্রচলন দেখিতে পাই। সর্ব্বপ্রকার আভাসই ছায়া ও প্রতিবিম্ব ভেদে দ্বিবিধ।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৪৭) আমরা একটী শ্লোক দেখিতে পাই—

"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥"

যিনি শ্রীহরির প্রীতির জন্য শ্রদ্ধার সহিত শ্রীবিগ্রহের পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রীহরির ভক্তে তাদৃশী প্রীতি করেন না অথবা অন্য জীবসমূহকে কৃষ্ণের দাস বলিয়া জানেন না তিনি প্রাকৃত অর্থাৎ কনিষ্ঠ ভক্ত।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে যে শ্রদ্ধা শব্দের প্রয়োগ আছে তাহা বস্তুতঃপক্ষে শ্রদ্ধাভাস। কারণ ভগবদ্ভক্তকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণ-পূজায় যে শ্রদ্ধা, তাহা প্রকৃত শ্রদ্ধার ছায়া বা প্রতিবিম্ব—তাহা কেবল পরম্পরাগত লৌকিক শ্রদ্ধামাত্র; অনন্যা ভক্তিতে যে অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা তাহা নহে। যিনি এত প্রকার শ্রদ্ধাভাসের সহিত শ্রীবিগ্রহের পূজা করেন, তিনি শুদ্ধভক্ত নহেন, ভক্তাভাস বা বৈষ্ণবাভাস মাত্র; তদর্শিত ভক্তি ভক্ত্যাভাস। ভাব ও ভক্তি একই বস্তু; কেবল সঙ্কোচ-বিকোচ অবস্থার ভেদে পৃথক্ নামে পরিচিত।

শ্রীমন্মহাপ্রভু জাগতিক পরিচয়ে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর পিতা ও পিতৃব্য গোবর্দ্ধন হিরণ্যকে বৈষ্ণবপ্রায় বলিয়াছেন। বৈষ্ণবপ্রায় শব্দের অর্থ এই যে, প্রকৃত বৈষ্ণবের ন্যায় মালাতিলকাদি ধারণপূর্ব্বক "নামাভাস" করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণব বা শুদ্ধবৈষ্ণব নহেন।

নামের প্রকৃততত্ত্ব অবগত না হইয়া অথবা সাধুমুখে শ্রীনামকে ভুক্তিমুক্তি লাভের উপায় মাত্র জ্ঞানে যে নাম গ্রহণের ছলনা, তাহাকে প্রতিবিম্ব নামাভাস বলা হয়। এই প্রতিবিম্ব নামাভাস একটী ভীষণ নামাপরাধ। নামকৌমুদীঃ মায়াবাদ দুষ্ট হইতে প্রতিবিম্বিত হইলেই প্রতিবিম্ব নামাভাস হয়। অজ্ঞান-জনিত অনর্থ হইতে ছায়ানামাভাস, আর দুষ্ট জ্ঞান-জনিত অনর্থ হইতে শুদ্ধভক্তিবাধক প্রতিবিম্ব নামাভাসের উদয়। সাধক যত্নশীল হইলে ছায়া-নামাভাস পরিহারপূর্ব্বক শুদ্ধ নাম-গ্রহণে সমর্থ হইবেন। তাহাতে তিনি অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-প্রেম লাভ করিতে পারিবেন। আর যে ব্যক্তি প্রতিবিম্ব-নামাভাসের কবলে পতিত, শুদ্ধভক্তির দ্বার তাহার নিকট চিররুদ্ধ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

৯ নারায়ণ আদি কারণোদশায়ী ৪৪৬

তৃণাবর্ত্ত

কপটতায় প্রতীক পূতনার নিধন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ভোজরাজ কংস প্রমাদ গণিলেন। তখন তিনি অনায়াসেই বুঝিতে পারিলেন যে, নন্দ-নন্দন বালক শ্রীকৃষ্ণ হইতেই তাঁহার মৃত্যু অনিবার্য্য। প্রাণের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া কংস কৃষ্ণকে বধের নিমিত্ত স্বীয় চর তৃণাবর্ত্তকে গোকুলে পাঠাইলেন।

একদিন মা যশোদা স্বীয় তনয়কে কোলে লইয়া স্তন পান করাইতেছেন, এমন সময়ে তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, কৃষ্ণ পূর্ব্বাপেক্ষা ভারী বোধ হইতেছে। ক্রমে শিশুরূপী ভগবান্ এত বেশী ভারী হইলেন যে, নন্দরাণী সন্তানের ভারে পীড়িতা হইয়া তনয়কে ভূমিতে রাখিতে বাধ্য হইলেন। তিনি প্রিয় পুত্রকে কোল হইতে নামাইয়া রাখিয়া পুত্রের ভবিষ্যদ্ বিপদের চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং সেই বিপদ্ দূর করিবার জন্য মহাপুরুষের চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। মাতা সন্তানের মঙ্গল চিন্তায় তদীয় শুশ্রূষা-বিষয়ে অন্যমনস্কা হইলেই কংস-চর তৃণাবর্ত্ত বিশ্বম্ভরকে লইয়া পলায়ন করিল।

তখন ব্রজের অবস্থা অস্বাভাবিক হইল। চারিদিকে ধূলিবৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। ধূলিবৃষ্টিতে গোকুল ছাইয়া ফেলিল। ব্রজবাসীরা পরস্পরকে দেখিতে পাইল না। চক্ষুর ভিতর ধূলি প্রবেশ করায় প্রত্যেকে অন্ধ-সদৃশ হইলেন। ইহার ভিতরে আবার চারিদিক কাঁপাইয়া ঘোরতর শব্দ উঠিল। ব্রজবাসীরা আকস্মিক বিপদে নিজেদের অমঙ্গল-চিন্তায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। মা যশোদাও তখন ব্যস্ত হইয়া সন্তানের দিকে চাহিয়া দেখেন যে, কৃষ্ণ তথায় নাই। তখন পুত্রহারা হইয়া তিনি একাকিনী সেই স্থানে রোদন করিতে লাগিলেন।

এদিকে তৃণাবর্ত্ত নন্দ-নন্দনকে সামান্য শিশু বুদ্ধিতে হরণ করিয়া আকাশ-পথে চলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু অল্পদূর যাইতে না যাইতেই বালকের ভারে সে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল; শেষে নিজের জীবন রক্ষার জন্য সে বালককে ত্যাগ করিবার চেষ্টা করায়, বালক ভগবান্ তখন দৃঢ়ভাবে ঐ মায়াবীর গলদেশ ধারণ করিয়া তাহাকে গুরু-ভারে পীড়িত করিতে লাগিলেন। অবশেষে তৃণাবর্ত্ত হতাশ হইয়া নিম্নদিকে পড়িতে আরম্ভ করিল। শিলাঘাতে তাহার জীবন লীলা শেষ হইয়া গেল।

তখন ধূলিবৃষ্টি, খাপ্রাল বর্ষণ ও ঘোরতর শব্দ থামিয়া ব্রজে শান্তি উপস্থিত হইল। ব্রজবাসীরা পরস্পর পরস্পরকে দেখিয়া বড়ই সুখলাভ করিলেন। এদিকে মা যশোদাকে ক্রন্দনপরা দেখিয়া গোপীরা শীঘ্রই তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ক্রন্দনের কারণ অবগত হইয়া নিজেরাও কৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুল হইয়া কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ অন্বেষণ করিতে করিতে মৃত-তৃণাবর্ত্তের বক্ষঃস্থলে হারানিধিকে নিরাপদ অবস্থায় পাইয়া তখনই তাঁহাকে উঠাইয়া লইলেন এবং পরে মা যশোদার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অন্ধের নয়ন-তারা-প্রাপ্তির ন্যায় নন্দরাণী স্বীয় তনয়কে পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া সকলে মিলিয়া আনন্দোৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন।

এখন দেখুন পাঠকগণ! তৃণাবর্ত্ত যেমন ব্রজবাসীদের চক্ষুতে ধূলি, গাত্রে খাপ্রাল বর্ষণ ও কর্ণে ঘোরতর শব্দ করিয়া তাঁহাদের একমাত্র নিধি কৃষ্ণচন্দ্রকে হরণ করিয়াছিল, সেইরূপ কুতর্কই আমাদের ভগবদ্ভক্তি উদ্যানের তৃণাবর্ত্ত। যাহার হৃদয়ে কুতর্ক প্রবেশ করে, সে প্রকৃত তত্ত্ব দর্শনে অপটু, শুদ্ধ ভগবৎকথা-শ্রবণে বিমুখ এবং ভক্তি-বিরোধী ভাবসমূহদ্বারা বিদ্ধ। তাই বলিতেছিলাম, ভগবদ্ভজন-প্রয়াসীর কুতর্ক আশ্রয় করা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু তাই বলিয়া জিজ্ঞাসু হইয়া পরিপ্রশ্ন করিতে নিষেধ নাই। কারণ পরিপ্রশ্নই শ্রীগীতা-কথিত শরণাগতির দ্বিতীয় লক্ষণ।

সৎসঙ্গ কর

(শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী)

জ্ঞানহীন, শক্তি হীন, সাধন-হীন শিশু তুমি, অকুল নির্ভরতা ও সরল বিশ্বাসে সদ্গুরুকে রক্ষকভাবে আশ্রয় কর। তাঁহার অপার অহৈতুকী স্নেহে তোমার জীবন অমৃতে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। তুমি অসংযত, উচ্ছৃঙ্খল, চঞ্চল; যদি শুদ্ধ, শান্ত, সংযত হইতে চাও সদ্গুরুর চরণে আশ্রয় গ্রহণ কর; তিনিই তোমার প্রকৃত পিতা. তাঁহার কৃপায় তুমি সকল অসংযততা, সকল উচ্ছৃঙ্খলতা, বাধা-বিঘ্ন, বিপদাপদের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবে। তোমার জীবনের অন্ধকারময় ভীষণ পথে বিপদাপদসঙ্কুল দুর্দ্দিন-দুঃসময়ে অশান্তি ও হা-হা-কারের দাবদাহের মাঝখানে কে তোমার বন্ধু হইয়া তোমার নিরাস-প্রাণে উৎসাহের অগ্নি উদ্দীপিত করিয়া অবসন্ন হৃদয়ে ভরসার বল জাগাইবে? তুমি সে? বাধাবিঘ্নের ভীষণ ভ্রূকুটীর সম্মুখে আদর করিয়া বক্ষে রাখিয়া রক্ষা করিবেন, তেমন বন্ধু একমাত্র এই সদ্গুরুই আছেন। কায়মনোবাক্যে তাঁহার প্রতি প্রাণের ঐকান্তিকতায় অনুরক্ত হও। তোমার দরদে দরদী, মরম-ব্যথায় শুশ্রূষাকারী, শোকে সান্ত্বনাকারী, বিপদে ত্রাণকারী, দুঃখে শান্তিদানকারী প্রাণ সখা চাও তো সেই সখা সদ্গুরু আছেন। এস, অভাগা মানব, তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অনন্ত সৌভাগ্যের অধিকারী হও। সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া যে সাধনের প্রচেষ্টা, তাহা জ্ঞানহীন শিশুর হস্ত পদ বিক্ষেপের ন্যায় অর্থহীন। তাই প্রথমে সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণে যত্নবান্ হও। যতদিন সেই সদ্গুরুর আশ্রয় না পাও, ততদিন প্রাণের আকাঙ্ক্ষানুযায়ী সাধন করিতে থাক; কিন্তু সর্ব্বদা প্রাণে সদ্গুরু লাভের প্রবল পিপাসা পোষণ করিতে থাক এবং যখন সে সুযোগ হইবে, তখন সেই সদ্গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া প্রাণের বাসনা পরিপূর্ণ কর; একবার সদ্গুরু আশ্রয় গ্রহণ করিলেই দেখিবে— সাধন পথের জটিলতা ঘুচিয়া পথ সরল হইয়া গিয়াছে, সংশয়-সন্দেহের ঘনান্ধকার ধীরে ধীরে অপসৃত হইয়াছে, জ্ঞানের বিকাশ ঘটিতেছে, বিপদাপদ বাধা বন্ধের ভয় হৃদয় হইতে সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছে; জীবনে বিরস কঠোর কর্ত্তব্যের বোঝার স্থানে আনন্দের প্রস্রবণ শুদ্ধ, শান্ত, সংযত, শিষ্ট, স্থির, গম্ভীরভাবে প্রবাহিত হইতেছে। এমন সদ্গুরুর শ্রীচরণাশ্রয়ে জীবন ও জন্ম কৃতার্থ করিতে, প্রাণের আকাঙ্ক্ষার পরম পরিতৃপ্তি ও চরম চরিতার্থতাকে লাভ করিতে কে না চায়? সন্ন্যাসী হও, ব্রহ্মচারী হও, বিদ্যার্থী হও, গৃহী হও—যে যে-খানে, যে-ক্ষেত্রে, যে-অবস্থায় থাক না কেন, সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্ব-স্ব ক্ষেত্রে স্ব-স্ব কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাও! নিজে নিজেই অনুভব করিতে পারিবে যে, সদ্গুরুর শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া জন্ম সফল ও জীবন সার্থক হইয়াছে।

শ্রীনাম-মহিমা

২২। চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণম্। শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণম্ বিদ্যাবধূজীবনম্। আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥

(শিক্ষাষ্টক ১ম শ্লোক)

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন মলিনচিত্ত জীবের হৃদয়-দর্পণকে মার্জ্জন করেন, ভবাটবীর মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণ করেন ও জীবের পরম মঙ্গলরূপ কুমুদের শুভ্র বিকাশক কল্যাণ-কিরণ বিতরণ করেন। তিনি অপ্রাকৃত বিদ্যাবধূর (অনুভূতির) জীবন-স্বরূপ, জীবের অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবানন্দবর্দ্ধনকারী ও পদে পদে পূর্ণামৃতের আস্বাদন করান এবং সর্ব্বাত্মার স্নিগ্ধতা সম্পাদন করেন, সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন জয়যুক্ত হউন।

২৩। চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তয়েৎ। ন শৌচং কীর্ত্তনে তস্য স পবিত্রকরো যথা॥ (স্কন্দপুরাণ)

চক্রায়ুধ শ্রীবিষ্ণুর নামসমূহ সর্ব্বদা কীর্ত্তন করা উচিত। শ্রীবিষ্ণুর নামকীর্ত্তনে শুচি ও অশুচির বিচার নাই; কেন না, সেই নাম কীর্ত্তনকারী অপবিত্র ব্যক্তিকে পবিত্র করেন।

২৪। দংষ্ট্রী দংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো হারামেতি পুনঃ পুনঃ। উক্তাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥ (নৃসিংহ পুরাণ)

কোন যবন শূকরের দন্তাঘাতে ক্লিষ্ট হইয়া হারাম হারাম শব্দ বার বার উচ্চারণ করিয়া যখন মুক্তদশাপ্রাপ্ত হইয়াছে, তখন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভগবন্নাম গ্রহণ করিলে যে উহা লাভ করা যায়, তাহার আর কথা কি!

২৫। তন্মুখং তু মহত্তীর্থং তন্মুখং ক্ষেত্রমেবচ। যন্মুখে রামরামেতি তন্মুখং সর্ব্বকামিকং॥

(পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ২৪ অধ্যায়)

যাঁহার মুখে 'রাম', 'রাম' এই নাম নৃত্য করেন, তাঁহার বদনই মহাতীর্থ ও বিষ্ণুক্ষেত্র এবং তাঁহার সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হয়।

২৬। নারায়ণ, জগন্নাথ, বাসুদেব, জনার্দ্দন। ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং, তে বৈ সর্ব্বত্র বন্দিতাঃ॥ (বৃহন্নারদীয়পুরাণ)

যাঁহারা নারায়ণ, জগন্নাথ, বাসুদেব এই নাম সর্ব্বদা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা সর্ব্বত্র সকলেরই বন্দিত।

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। কৃষ্ণগুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা নদীয়া প্রকাশ

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্য ভাগবত
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶৹
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ)
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵৹
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵৹
৭। ভ-নরহস্য ॥৹
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য
১২। মুক্তাবলিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব)
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥৹
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵৹
ঐ (বাঁধা) ৸৹
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵৹
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵৹
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥৹
ঐ (আবাঁধা) ।৵৹
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵৹
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৩ গৌরাব্দ) ৵৹
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।৹
২৯। শরণাগতি ⁄৹
৩০। গীতাবলী ⁄৹
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥৹
৩২। সাধনকণ ⁄৹
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄৹
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄৹
৩৫। অর্থপঞ্চক ⁄৹
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄৹
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥৹
ঐ (আবাঁধা) ।⁄৹
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড)
৪১। ব্রহ্মসংহিতা
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।৹
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।৹
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ⁄৹
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।৹
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶৹
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵৹
৫২। সাধ্যবাণী ⁄৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥৹
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।৹
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ ।৹
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵৹
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄৹
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ
৬০। নামভজন ।৹
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৵৹
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄৹
৬৫ দি ভাগবত
৬৬ ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল য়্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন
৬৭। ব্রহ্ম সংহিতা ১॥৹
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥৹
৭০। সাধন পথ ।৹
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৭২। গীতাবলী ⁄৹
৭৩। শরণাগতি ⁄৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি ⁄৹

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধিপাট ঐ
৬। আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া
৯। বাসুদেবগোপাল পাট কাঠালপুলি, চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটী, (বর্দ্ধমান)
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম:আমলাযোড়া, রাজগাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু, হাওড়া
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ,নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চকুলিয়া, বাসুদেব-
পুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ নব গোপালপুরম, মাদ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, ওয়েষ্ট
গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সাতাসন, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুবুরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ আগস্তকুণ্ড, কাশী।
২৯। শ্রীরূপ-গৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

	নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১।	শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর
২।	শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	এলাহাবাদ
৩।	শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীধাম বৃন্দাবন
৪।	শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫।	শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৬।	শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	লক্ষ্ণৌ
৭।	শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা
৮।	শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	ঢাকা
৯।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০।	শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ঢাকা
১১।	শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১২।	শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩।	শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	ঢাকা

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম্ম

আমাদের নিকট ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতীয় ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপিয়া আঁটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২০২ ফরম প্রতি খানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩ নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ৷০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বন্দোবস্তের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৫০ আনা।

মিটিংএর নোটীশ বহি—১ খানা ৷০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ৷০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ৷০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ডোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, পাঁইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩ ৫১	১৭ ৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০ ৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৭, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫ ৩১	৯-৫	১২-১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫ ৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩৩	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫ ৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

গোলটেবিলে আলোচিত বিষয়

প্রকাশ, কমিটীতে নিম্নলিখিত প্রশ্ন সমূহ আলোচিত হইয়াছে:—

(১) কখন রাজস্ব নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হইবে? ইহার উত্তরে ব্যবসায়ী পক্ষ হইতে বলা হয় যে, কখনও হইবেনা, ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হইবে না। কিন্তু সার স্যামুয়েল হোর এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজস্ব নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হইবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার সত্বর আইন প্রণয়ন এবং যথোপযুক্ত পরিমাণ অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন।

(২) যুক্ত রাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্ট যাহাতে ঋণ পরিশোধ এবং কর্মচারীদের বেতন, পেন্সন ও সাময়িক ব্যয় প্রদান করে তাহার নিশ্চয়তার জন্য কিরূপ রক্ষাকবচ প্রয়োজন?

এই বিষয়ে সরকার পক্ষের অভিমত এই যে, ভারত গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখা আবশ্যক; পক্ষান্তরে সার তেজবাহাদুর সাপ্রু বলেন, ভারত গবর্ণমেণ্ট আইনের বিধানের সহিত রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হস্তান্তরের কোনও সামঞ্জস্য নাই। বড়লাট তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা ব্যতীত অপর কোনও উপায়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না এতদ্ব্যতীত শাসন পদ্ধতি অচল হইলেও, তিনি হস্তান্তরিত বিষয়সমূহ পুনর্গ্রহণের ক্ষমতা দ্বারা হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন। যুক্ত রাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালনে অক্ষম হইলে শাসনপদ্ধতি অচল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) বিনিময়ের হার পরিবর্ত্তনের জন্য কোনও আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে বড়লাটের সম্মতি গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইবে কি না।

লর্ড আরউইন, লর্ড লোথিয়ান ও লর্ড রেডিং ঐরূপ ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করেন; কিন্তু সার তেজবাহাদুর সাপ্রু উহার তীব্র প্রতিবাদ করেন।

(৪) লর্ড রেডিং প্রস্তাব করেন যে, সংরক্ষিত বিষয় সমূহের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা না হইলে বড়লাট বাজেটের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন। সার তেজবাহাদুর সাপ্রু উহার প্রতিবাদ করায় লর্ড রেডিং ঐ ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিতে সম্মত হন। তিনি আরও বলেন লবণ শুল্ক রদ কিংবা আমদানী শুল্ক হ্রাস বৃদ্ধি প্রভৃতির ন্যায় বিষয়ে বড়লাটের হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা থাকা কর্ত্তব্য নহে।

(৫) বৃটিশ প্রতিনিধিগণ রাজস্ব বিষয়ে বড়লাটের একজন পরামর্শদাতা নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করেন।

সার তেজবাহাদুর সাপ্রু বলেন, পরামর্শ দাতা আবশ্যক হইলে সমগ্র গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে নিযুক্ত করিবেন। তিনি কেবল মাত্র উপদেশ প্রদান করিবেন।

গোলটেবিলে সৈন্যবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা

সার তেজ বাহাদুর সাপ্রু সৈন্যবিভাগ সম্পর্কে বৈঠকে যে বিবৃতি পেশ করিয়াছেন, সার স্যামুয়েল হোর সার তেজ বাহাদুর সাপ্রু ও মিঃ জয়াকর তৎসম্পর্কে আলোচনা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। সার স্যামুয়েল হোর নাকি সৈন্য বিভাগে অধিক সংখ্যক ভারতীয় নিয়োগ পদ্ধতি ও সামরিক ব্যয় সম্পর্কে তদন্তের জন্য এক কমিটী নিযুক্ত করিতে সম্মত হইয়াছেন।

লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, কেবল যুক্ত রাষ্ট্রীয় পরিষদের নির্ব্বাচিত সদস্যদের মধ্য হইতে সমর সচিব নির্ব্বাচন সম্পর্কে সার স্যামুয়েল হোর ও সার তেজ বাহাদুর সাপ্রু এখনও একমত হন নাই গত শুক্রবার সাপ্রুর দল স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহারা সার তেজ বাহাদুরকে উক্ত বিবৃতির কোনওরূপ পরিবর্ত্তনে সম্মত না হইতে অনুরোধ করিবেন।

বৈঠকের রিপোর্ট

সার স্যামুয়েল হোর, সার তেজবাহাদুর সাপ্রু ও মিঃ জয়াকরকে জানাইয়াছেন যে, সরকার তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক কর্তৃক উহার রিপোর্ট প্রস্তুতে সম্মতি প্রদান করিতে প্রস্তুত আছেন। বৈঠকে কোন্ কোন্ বিষয়ে সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত হইয়াছে এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে মতভেদ ঘটিয়াছে রিপোর্টে তাহা উল্লিখিত হইবে। সাপ্রু বলেন দ্বিতীয় লিপিতে এইরূপ দাবী করা হইয়াছিল।

সার্ব্বজনীন ভোট গ্রহণের দিন

গুরুভায়ুর সার্ব্বজনীন ভোট গ্রহণ কার্য্যের ডিরেক্টর শ্রীযুত কে, মাধবন নায়ার বলেন যে, ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে সার্ব্বজনীন ভোটগ্রহণ কার্য্য সমাধা করা সম্ভবপর হইল না। এই হেতু ইহার মিয়াদ ২৭শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হইল।

উৎসবে বিপত্তি

দিল্লী অঞ্চলে পালম গ্রামের এক ধনী ব্যক্তির বাড়ীতে এক বিবাহোৎসব উপলক্ষে আমোদ আহ্লাদ হইতেছিল। অকস্মাৎ বাড়ীর এক বারান্দা ভাঙ্গিয়া পড়ে। ১টী মহিলা এবং একটী দেড় বৎসর বয়স্ক শিশু চাপা পড়ে। একটী মহিলা এবং শিশুটি তৎক্ষণাৎ মারা যায়। পুলিশ আবর্জ্জনাস্তূপ হইতে মহিলাদিগকে উদ্ধার করে। নয়টী মহিলা জখম হইয়াছেন।

আসামের হিন্দু অসন্তুষ্ট

আসামের সমস্ত দলের হিন্দুদের সম্মেলন প্রাদেশিক হিন্দু সভার নিকট নিম্নলিখিত তার করিয়াছেন:—

আসাম সম্বন্ধে এলাহাবাদে যে রফা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে সেই রফা আসামের হিন্দুদের গ্রহণযোগ্য নহে।

---

১৯ জন আসামীকে দায়রায় সোপর্দ্দ

গুরুদাসপুর ষড়যন্ত্র মামলার ১৯ জন আসামীকে স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস কুইন দায়রায় সোপর্দ্দ করিয়াছেন। ডালহৌসি রোডে সরকারী কোষাগার লুণ্ঠনের ষড়যন্ত্র গুরুদাসপুর জেলায় ডাকাতির ষড়যন্ত্র এবং গবর্ণরের স্পেশ্যাল ট্রেনে বোমা ফেলিবার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত হইয়াছে।

মৌলিক অধিকার সমূহ সম্পর্কে আলোচনা

গোলটেবিল বৈঠকে মৌলিক অধিকারসমূহ সম্পর্কে আলোচনা হয়। সার তেজ বাহাদুর সাপ্রু তাঁহার বক্তৃতায় রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যে ঐ সকল অধিকার নির্দ্দেশের জন্য দাবী করেন।

সার জন সাইমন বলেন যে এইরূপ অধিকার সমূহের খসড়া রচনার মধ্যে গুরুতর সমস্যা বিদ্যমান; পাছে সাধারণ ভাবে ঘোষণার উহা মূল্যহীন হইয়া পড়ে বা ভাবী ব্যবস্থাপক সভা ও শাসকগণের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়।

জার্ম্মাণ সম্রাটের আইনের মেয়াদ উত্তীর্ণ

ভূতপূর্ব্ব কাইজারের জার্ম্মেণীতে প্রত্যাবর্ত্তনের পক্ষে যে নিষেধ ছিল, এক্ষণে আর উহার অস্তিত্ব নাই, সরকার পক্ষ হইতে উহা প্রকাশিত হওয়ায়, বিশেষ বিস্ময়ের সৃষ্টি হইয়াছে।

সাধারণতন্ত্র রক্ষার আইন পরিবর্ত্তনের যে বিল মন্ত্রিসভায় আলোচিত হইতেছে উহাতে ভূতপূর্ব্ব কাইজারের জার্ম্মেণীতে প্রত্যাবর্ত্তনের নিষেধাজ্ঞা রহিত করা হইয়াছে; এই সংবাদের পর উক্ত ঘোষণা প্রকাশিত হইয়াছে।

চাঁদপুরের কয়েকখানি গ্রামে ১১টি গৃহে খানাতল্লাস করা হইয়াছে। কোন কোন গৃহে তল্লাসের সময় গুর্খা সৈন্য মোতায়েন ছিল। তল্লাসের কারণ অজ্ঞাত।

ঢাকায় দীপালী সঙ্ঘের সেক্রেটারী শ্রীমতী উষারাণী রায়ের উপর ১৪৪ ধারা জারী করিয়া তাঁহাকে উক্ত সঙ্ঘের উদ্যোগে কোন প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুকে লক্ষ্ণৌ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। তিনি লক্ষ্ণৌর সিভিল সার্জ্জনের চিকিৎসাধীনে আছেন।

রাজশাহীতে ডাকাত ও গ্রামবাসীদের সহিত সংঘর্ষের ফলে ছয়জন গ্রামবাসী ও চারিজন ডাকাত আহত হইয়াছে।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ সভায় বক্তৃতাকালে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থার সমর্থন করেন।

মালদহ আদিনা মসজিদের সম্মুখে পুলিশের গুলিতে যে কয়জন সাঁওতাল আহত হইয়াছিল তাহাদের এক জনের মৃত্যু হইয়াছে। গুলী তাহার যকৃৎ ভেদ করিয়া তলপেটে গিয়াছিল।

গোলটেবিল বৈঠকের অর্থনৈতিক রক্ষা-কবচ কমিটিতে বৃটীশ ব্যাঙ্কারগণ রাজস্ব নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হস্তান্তরে বিরোধিতা করেন, কিন্তু সার স্যামুয়েল হোর বলেন, ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে রাজস্ব নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হইবে।

ডেলি — শ্রীধাম নবদ্বীপ — দৈনিক — Reg No C1544•

বিজ্ঞাপনের হার। প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲ প্রতি কলম ৬৲ অর্দ্ধ কলম ৩॥০ সিকি কলম ২৲ চুক্তির ভার স্বতন্ত্র।

নদীয়া প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার অগ্রিম দেয় বার্ষিক ৯৲ ষাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸০ মাসিক ১৲ নগদ সংখ্যা ৵

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড — সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৪৩তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৮ই পৌষ শুক্রবার ১৩৩৯, ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৩২

নদীয়ায় নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট

কাঁথিতে গাড়োয়ালি সৈন্য

নবদ্বীপ থানা স্বাস্থ্য সমিতি

রোগবিনাশে মোকর্দ্দমা

পুত্রের বিরুদ্ধে মাতা

গোলটেবিল বৈঠক কবে শেষ হইবে।

অনধিকার প্রবেশের মামলা

স্থানীয়

নদীয়ায় নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট

নদীয়া জেলার নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ [illegible] গত ২০শে ডিসেম্বর তারিখে কৃষ্ণনগরে আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে রংপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

———

নদীয়ায় নূতন সিভিল সার্জ্জন

ডাঃ নগেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী মহাশয়ের অবসর গ্রহণের পর ডাঃ [illegible] সিংহ মহাশয় নদীয়ার সিভিল সার্জ্জন পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

———

নবদ্বীপ থানা স্বাস্থ্য সমিতি

গত ১৮ই ডিসেম্বর ১লা পৌষ শুক্রবার শ্রীধাম-মায়াপুর অদ্বৈতপাড়া ধর্ম্মশালায় নবদ্বীপ থানার স্বাস্থ্য সমিতির এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত থানার অধীন গোয়ালপাড়া ও মহীপুরা নামক গ্রামদ্বয়ে কলেরা আরম্ভ হওয়ার সংবাদ শ্রুতিগোচর হওয়ায় উক্ত অধিবেশনে উপযুক্ত চিকিৎসক ও ঔষধাদি দ্বারা তাহার আশু প্রতিকারের নিমিত্ত নদীয়া জেলার হেলথ অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত কোন কোন স্থানে বসন্তের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় যাহাতে টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা অবিলম্বে করা যায় তজ্জন্যও একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। আমরা জানিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, ইতোমধ্যেই হেলথ অফিসার মহোদয় স্যানিটারী ইন্সপেক্টর দ্বারা উক্ত প্রস্তাব দুইটীর অনুযায়ী কার্য্য আরম্ভ করাইয়াছেন।

———

রোগবিনাশে মোকর্দ্দমা

কৃষ্ণনগরের সাব-ডিভিসনাল অফিসার বাহাদুরের নিকট একখানি দরখাস্ত আসিয়াছে যে, মুড়াগাছার প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েতের এলাকার অধীন স্থানে একটী ম্যালেরিয়া নিবারণী সভা আছে। সভার সদস্যগণ ভদ্রসন্তান। তাঁহারা নিজেরাই জঙ্গল সাফ, পগার প্রস্তুত প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকেন। প্রকাশ যে, একদিন তাঁহারা ঐ কার্য্য করিতে করিতে শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ দাস নামক এক ব্যক্তির বাটীর নিকট পগার কাটিতে আরম্ভ করে; তাহাতে গিরীন্দ্র বাবু তাঁহাদিগকে বাধা দেন এবং তাঁহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করেন।

সব-ডিভিসনাল অফিসার বাহাদুর মুড়াগাছার প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েৎকে তদন্তের ভার দিয়াছেন।

———

পুত্রের বিরুদ্ধে মাতা

কৃষ্ণনগরের এলেকা নিবাসিনী শ্রীমতী মোহিত রাণী, তাহার পুত্রগণের বিরুদ্ধে নালিশ করে যে, তাহার পুত্রেরা তাহাকে মার ধর করিয়া টাকাকড়ি কাড়িয়া লইয়াছে। সদর মহকুমা অফিসার বাহাদুর মোকর্দ্দমা তদন্তের আদেশ দিয়াছেন।

———

অনধিকার প্রবেশের মামলা

নবদ্বীপ অঞ্চলনিবাসী পুলিন ঘোষক, গোষ্ঠপদ ঘোষক, ননীঘোষক এবং তারাপদ ঘোষকের নামে তাহাদের এক জ্ঞাতি খুড়া নালিশ করিয়াছে যে, খুড়া মহাশয়ের কলিকাতায় থাকা কালে ভ্রাতুষ্পুত্রগণ তাহার একটী ঘরের তালা ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করে, সেখান হইতে অনেক জিনিস সরাইয়া লইয়া গিয়াছে এবং বহুদ্রব্য ছড়াইয়া নষ্ট করিয়া দিয়াছে। প্রকাশ যে, গত অগ্রহায়ণ মাসে বাদী প্রতিবাদীগণের মধ্যে এক জনের নিকট হইতে ঐ গৃহটী ক্রয় করে এবং গত ১লা পৌষ তারিখে আসামীরা ঐ কার্য্য করিয়াছে। কৃষ্ণনগরের সব-ডিভিসনাল অফিসার বাহাদুর নবদ্বীপের ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাজকুমার ভট্টাচার্য্য, এম, বি মহাশয়ের নিকট তদন্তের ভার দিয়াছেন।

———

কৃষ্ণনগরের রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় গত ২০শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি গবর্ণমেণ্টের পেন্সনভোগী অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কৃষ্ণনগরের উকিল।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ই পৌষ, শুক্রবার ১৩৩৯

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ হইতে ইংলণ্ডে যে সমস্ত আন্দোলন চলিতেছে, তাহার ফলে সে দেশ হইতে স্বদেশ বা গ্রাম্য ভদ্রলোক শ্রেণীর লোপ সাধন হইতে বসিয়াছে। কৃপালের লেখনী হইতে আমরা তাঁহাদের গ্রাম্য আবাসস্থলী ত্যাগ করিয়া রাজধানীবাসের প্রবৃত্তির উদয়ের সংবাদ পাই। •

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের সাহিত্যেও তাঁহাদের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা সাধারণতঃ নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র এবং সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন; অন্ততঃ তাঁহারা সামাজিকভাবে জগতে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

তাহার পর ক্রমেই ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোকদিগের সমৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখই তাঁহাদের অবস্থা খারাপ হইতে আরম্ভ করিল। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বভাগেও ব্যবসায়ীদিগকে ভদ্রশ্রেণীর লোক ঘৃণার চক্ষে দেখিত এবং তাহাদিগের সহিত সামাজিকভাবে মেলামেশা করিত না। নেপোলিয়ান ইংরাজদিগকে ব্যবসায়ী জাতি বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। ব্যবসায়ীরাও আপনাদিগকে হীন শ্রেণীর লোক ভাবিত এবং টাকার ভাণ্ডার বড় হইলেও ভদ্রশ্রেণীর লোকদিগের নিকট সঙ্কুচিত ভাবে থাকিত।

তাহার পর একটা বিরাট প্লাবনে সমস্ত ওলটপালট হইয়া গেল। সে সম্বন্ধে পরে উল্লেখ করা হইবে। বর্ত্তমানে আমাদের দেশের পরিবর্ত্তনের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলে, উভয় দেশের তারতম্য-মূলক সিদ্ধান্ত উপনীত হইয়া আমাদের বর্ত্তমান কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে একটী সুমীমাংসা করা সম্ভব।

আমরা বর্ত্তমানে আমাদের দেশকে কৃষিপ্রধান দেশ বলিয়াই জানি; এক সময় এই দেশ যে চরম-শিল্পোন্নত হইয়াছিল, তাহা যেন আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। এখনও বোধ হয় এমন দুই একজন বয়স্ক লোক বাঁচিয়া আছেন, যাঁহারা এই নদীয়ার শিল্প-সমৃদ্ধির সাক্ষি-স্বরূপে দাঁড়াইতে পারেন।

ভারতে এবং বিলাতে পার্থক্য এই যে, বিলাতে যেমন শিল্পোন্নতি হইতে আরম্ভ হইল, অমনি ভদ্র গ্রাম্য শ্রেণীর অবনতি বা লোপসাধন হইতে শুরু হইল; কিন্তু ভারতে যেমন শিল্পের অবনতি আরম্ভ হইল, গ্রাম্য ভদ্রশ্রেণীর লোকেরও অবনতি আরম্ভ হইল।

আজকাল বিলাতের ও ভারতের উভয় দেশেরই ভদ্রশ্রেণীর লোক গ্রাম ছাড়িয়া যে সকল স্থানে কারখানা আছে, সেখানে যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার ফলে বিশাল ভারতের পল্লীগ্রামসমূহ জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু ইংলণ্ডের গ্রামসমূহ ক্রমশঃ সহরে অথবা সহরতলীতে পরিণত হইতেছে।

পূর্ব্বে গ্রাম্য জমীদারেরা পুষ্করিণীখনন, দেবালয়-নির্ম্মাণ, রাস্তা প্রস্তুত প্রভৃতি দ্বারা গ্রামের উন্নতি-সাধনে তৎপর ছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমানে তাঁহারা তাহাতে কোন লাভ নাই দেখিয়া ঐ সমস্ত কার্য্য হইতে বিরত হইয়াছেন। তাঁহারা সাধ্য থাকিলে কলিকাতা অথবা অন্য বড় নগরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করাইয়া বাস করেন এবং তাঁহাদের জীবিতাবস্থায় তাঁহাদের গ্রাম্য প্রাসাদসমূহ জঙ্গলে পরিণত হইয়া শৃগাল-কুকুরের বাসস্থলী হয়।

যে সমস্ত জমীদার কাউন্সিলে বক্তৃতাকালে চাষী প্রজাদের দুঃখে ক্রন্দন করিতে ছাড়েন না, তাঁহারা বোধ হয় খবরের কাগজ ছাড়া অন্যত্র প্রজাদের অবস্থা জানিবার কোন চেষ্টাই করেন না। তবে তাঁহাদের কাল্পনিক দুঃখ বেশী অথবা প্রজাদের প্রকৃত দুঃখ বেশী তাহা কেবলমাত্র তাঁহারাই জানেন, যাঁহারা উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

ইংলণ্ডের কাণ্টি জেণ্টলম্যান্ এবং ভারতের গ্রাম্য জমীদারগণ বাস্তবিকই প্রজাগণের মাতাপিতৃ-স্বরূপ ছিলেন; ইতর ভদ্র সকলেই কতকটা সাম্য অনুভব করিত। ভারতে সে সময় সাম্প্রদায়িকতা বলিয়া কোন কথা ছিল না; কিন্তু কারখানা যুগের আগমনে দুই দেশেরই একটা আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিল।

ভারতে আজকাল জমীদার এবং প্রজার সম্পর্ক খাজনা সম্বন্ধীয় মামলায়—সে ভালবাসার বাঁধন ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

ইহার বিষময় ফলও দেখা দিয়াছে; পূর্ব্ববঙ্গে খাজনা বন্ধ করার আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে এবং সেজন্য কর্ত্তৃপক্ষকে সর্ব্বদা সজাগ থাকিতে হইতেছে। কোন কোন গ্রামে গোয়ালা জমীদারকে দুধ দেওয়াও বন্ধ করায় ছেলেমেয়েকে বাঁচাইবার জন্য জমীদার সপরিবারে সহরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। কোন কোন গ্রামে জমীদারের বাড়ী শ্মশানের ন্যায় বোধ হইতেছে।

ভারতের অর্থ-নৈতিক দিকটা দেখিলে বাহিরের লোকের হাসিও পায়, আবার কান্নাও পায়। ভারতবাসীর মত না লইয়াই বিলাতের ব্যাঙ্ক হইতে ভারতবর্ষের কর্ত্তৃপক্ষ কোটি কোটি টাকা কর্জ্জ করিয়াছেন। তাহার ভার কর্ত্তৃপক্ষকে বহন করিতে হউক আর না হউক, ভারতবাসীকে বহন করিতেই হইবে; কিন্তু ভারতবাসীর হাতে আর্থিক কর্ত্তৃত্ব আসিবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না; ভারত-সচিব এ সম্বন্ধে স্পষ্ট কথা বলিয়াছেন। দেনা করিল বাহিরের লোক, দেনা পরিশোধ করা বাহিরের লোকের ইচ্ছাধীন রহিল; কিন্তু দেনার টাকা দিবে দেশের লোক। উত্তম ব্যবস্থা! ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড বলেন যে, ভারতে যদি এই ব্যাঙ্কের অধীন একটী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক করা হয়, তাহা হইলে তাঁহারা কিছু চেষ্টা করিলেও করিতে পারেন। তিনটী গোল-টেবিল পরিষদের এই একমাত্র সুমধুর প্রসব।

বিগত ৮ই কার্ত্তিকের সাপ্তাহিক গ্রাম্যবার্ত্তাবহ 'হিতবাদী' পত্রে 'প্রাপ্ত-গ্রন্থাদি' সমালোচনা-স্তম্ভে "চিত্র নবদ্বীপ" এর মৎসরতা-যুক্ত আলোচনা দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। "প্রাপ্ত-গ্রন্থাদি"-শীর্ষক প্রবন্ধটী গৃহিবাউল সম্প্রদায়ের জনৈক মাতব্বরের লেখা বলিয়াই মনে হইল।

মৌচোগের পরলোকগত নবীন চন্দ্র বসুর স্থাপিত হরিদাস বাউলের কথা মৌচোগের ভদ্রসমাজে অনেক সময়েই আলোচিত হয়। নবীন বাবুর পুত্র বসন্ত বাবু। তাঁহার পুত্রের সহিত বর্ত্তমান 'হিতবাদী' পত্রের সংস্রব থাকায় ভক্তিবিদ্বেষী বাউল-মতের প্রচার-কল্পে উক্ত সমালোচনাটী কি একটা চেষ্টা নহে?

বসন্তবাবু ও তাঁহার পুত্র হরিদাস-নামক বাউল দলের সহিত সংশ্লিষ্ট তাঁহাদের বৈষ্ণববিদ্বেষী মতের অনুগমন করাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়া বাবাঠাকুর নামক এক ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হইতেন বলিয়া শুনা যায়।

সারুটিয়ার মৃণালকিশোর সিংহের পক্ষে তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত মামলায় এই লেখক কি ঘুরিয়া বেড়াইতেন না?—ইহাও একটী প্রকাণ্ড জিজ্ঞাস্য বিষয়। গৃহিবাউলদের নায়ক কি কারণে শ্রীধাম-মায়াপুরের বিরুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা কি বর্ত্তমান লেখক স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিবেন না?

গৃহিবাউলদের নায়কের পত্নী রামচন্দ্র-পুরে ক্যাকড়ার মাঠে জমি সংগ্রহ করিয়াছিলেন কিনা? সেখানে ঘোষঘাট প্রভৃতির প্রলোভন দেখাইয়া সন্ন্যাসিপ্রাপুর সৃষ্টি করিবার চেষ্টায় কি কি কার্য্য সংঘটিত হইয়াছিল?

অতিবাড়ী জগন্নাথ দাসের অসম্বন্ধ-শিষ্য-পারম্পর্য্য পুরুষোত্তমের উড়িয়া মঠের মহান্তকে উৎকল-বৈষ্ণব-সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিবার চেষ্টায় এই গৃহিবাউলদলপতি কি কি চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা কি প্রবন্ধ লেখকের জানা আছে?

একখানি কাগজে পাঁচমিশালি বৈষ্ণব-ক্রবসমাজের কতিপয় ব্যক্তির স্বাক্ষরের সহিত দস্তখত দিয়া শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের স্বাক্ষরিত পত্রে উৎকল দেশের অতিবাড়ীগণের আচার-প্রণালীকে ভাক্ত-পথের আচার বলিয়া লিখাইবার জন্য যে যত্ন হইয়াছিল, তাহাতে উক্ত বাউলমত-প্রচারিণী পত্রিকায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নাম সংযুক্ত করা হইয়াছিল কি না?

এই কাটোয়া দয়া পাড়া গৃহিবাউলদল-পতি শ্রীধামমায়াপুরের বিরোধী ছিলেন কিনা? তাঁহারা তাৎকালিক প্রচারিত সাময়িক পত্রে এই সকল কথা প্রচার করে কি না? গৃহিবাউলদলপতি গৌড়ীয়মঠের বিরুদ্ধে ও শ্রেণী গুরুভক্তগণের বিরুদ্ধে প্রচুর পরিমাণে অবৈধভাবে যোগদান করিয়াছিলেন কি না এবং উহাতে বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখকের যোগ ছিল কি না?

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, । ১০ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৬ ৮ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২৩শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩২ শুক্রবার । ২৪৩তম সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব আচার্য্য-মুকুটমৌলি প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দসহ গত ২০শে অক্টোবর ঢাকা-মেলে ঢাকা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। শিয়ালদহ ষ্টেশনে কলিকাতা মহানগরীর বহু ভদ্রলোক শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের রেক্টর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের রক্ষক ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরি সেবা-বিগ্রহ, ডাঃ শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম, ভক্তিশাস্ত্রী, এল-এম্-এফ্ মহোদয় এবং আরও কয়েকজন সজ্জন গত ২০শে ডিসেম্বর রাণাঘাটে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা পূর্ব্বেই রাণাঘাট ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা-মেল ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে ভক্তবৃন্দ গুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিতে গগন-পবন মুখরিত করিয়া আচার্য্যবর্য্যের শ্রীচরণ বন্দনা করিয়াছেন। নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা ষ্টেশনেও বিরাট্ জনসঙ্ঘ আচার্য্যবর্য্যের শ্রীচরণে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া ধন্য হইয়াছেন। এতৎ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ [illegible] প্রচার-

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।
১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯ সাল।

বিপুলসম্মানপুরঃসরনিবেদনমিদম্—

আগামী ১লা পৌষ (১৩৩৯), ১৬ই ডিসেম্বর (১৯৩২) শুক্রবার হইতে ২৫শে পৌষ ৯ই জানুয়ারী (১৯৩৩) সোমবার পর্য্যন্ত ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক ভুবনমঙ্গল মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, ব্যাখ্যা ও হরিকীর্ত্তন হইবে। আচারপ্রচারপরায়ণ সুবাগ্মী বক্তৃগণ বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিবেন। সত্যানুসন্ধিৎসুগণের ধর্ম্ম-বিষয়ক অকপট জিজ্ঞাসার উত্তর ও মীমাংসা প্রদত্ত হইবে। ২৫শে পৌষ, ৯ই জানুয়ারী (১৯৩৩) সোমবার জয়ন্তী-মহাদ্বাদশীর পারণ-দিবস সাধারণ মহামহোৎসব হইবে।

এতদ্ব্যতীত ২২শে পৌষ, ৬ই জানুয়ারী শুক্রবার বিশ্ববিখ্যাত শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার্য্যবর্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ঢাকায় একটি অভূতপূর্ব্ব বিরাট্ "সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী" উন্মোচন করিবেন। বিস্তৃত বিবরণ বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইবে।

মহাশয়, সবান্ধবে ও সপরিকরে এই উৎসবে যোগদান করিলে মঠবাসিগণ পরম আনন্দিত হইবেন।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা (গোস্বামী, ভক্তিসারঙ্গ, ভক্তিশাস্ত্রী)
শ্রীনিশিকান্ত দেবশর্ম্মা (সান্যাল, ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, এম্-এ)
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (ভাগবতরত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী)
শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সম্পাদকবর্গ।

দৈবানুরোধে উপরি-উক্ত নির্দ্দিষ্ট পত্রী পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন-যোগ্য।

কার্য্যের পর ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে গমন করিয়া গত ১লা পৌষ হইতে শ্রীমঠে প্রত্যহ সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ প্রভু পশ্চিম-প্রদেশে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিয়া গত ১৮ই অক্টোবর কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি গত ২১শে ডিসেম্বর শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন করিয়াছেন।

কটক র‍্যাভেন্স কলেজের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ, ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসুধাকর, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য মহোদয় এবার বড় দিনের বন্ধের সময় ঢাকা যাইয়া প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের পাদপদ্মে উপস্থিত হইতেছেন বলিয়া আমরা সংবাদ পাইয়াছি।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীধাম বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ হইতে কয়েক দিন হইল কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে আসিয়াছেন। তিনি শীঘ্রই শ্রীধাম-মায়াপুর যোগপীঠে উপস্থিত হইবেন।

প্রচার-কার্য্যে সুনিপুণ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের ও গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয়ের সুমহতী চেষ্টায় ঢাকার সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর কার্য্য অনেক অগ্রসর হইয়াছে।

আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের আহ্বানে ভুবনেশ্বর হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত ঢাকা গমন করিয়াছেন।

সেই সে পরম বন্ধু সেই পিতামাতা। শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

১০ নারায়ণ নিধি গঙ্গোপাধ্যায় ৪৪৬

শকট ভঙ্গ

আজ ব্রজে নন্দের আলয়ে উৎসবের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। মা যশোদা অধিক বয়সে সন্তান-লাভে আনন্দে আত্মহারা। আবার, যে-সে তনয় নহে; যাঁহার সেবা-প্রাপ্তির জন্য ত্রিজগতের সকলেই ব্যগ্র, সেই ত্রিভুবনপতি ভক্তের প্রেমে নিত্য আকৃষ্ট হইয়া অজ হইয়াও নিত্যকাল জন্ম-গ্রহণ লীলা পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। যাঁহার রূপে, গুণে ভুবনসমূহ মুগ্ধ, সেই বস্তুকে যিনি সর্বদাই দর্শন, স্পর্শন ও স্তন-প্রদানাদি দ্বারা সেবা করিতেছেন, তিনি যে আনন্দে আত্মহারা হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আজ শিশুরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তৃতীয় মাসে পদার্পণ করিয়াছেন। তাই ভগবানের অঙ্গ-পরিবর্তন উপলক্ষে আজ নন্দালয়ে উৎসবের উপর উৎসব। তাই আজ নন্দালয়ে আনন্দ-লহরীর অফুরন্ত নৃত্য।

গোপেশ্বর নন্দ মহারাজের গৃহে উৎসব! ব্রজের স্ত্রী পুরুষ সকলেই আজ এই নিমন্ত্রণে আহূত। ব্রজবাসীরা স্বভাবতই রঙ্গে আসক্ত, তাহার উপর আজ অভীষ্ট বস্তুকে নিয়া উৎসব, সুতরাং নিজ নিজ সন্তানের উৎসবানন্দ অপেক্ষাও শতগুণ আনন্দে সকলেই মাতোয়ারা, চারিদিকে গীত বাদ্য হইতেছে। সাধ্বীকুলশ্রেষ্ঠা যশোদা সমাগত পুরস্ত্রী-সকলের সহিত মিলিত হইয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা মন্ত্র পাঠ করাইয়া শিশুর অভিষেক করাইলেন। পরে অন্নসামগ্রী, বসন, মালা, ধেনু প্রভৃতি দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের পূজা করিয়া ততোধিক বিপ্রগণের দ্বারা স্বস্তিবচন মন্ত্র পাঠ করাইলেন। মা যশোদা শিশুকে সানন্দে নিদ্রিত দেখিয়া মনে মনে সন্দেহ দ্বারা বুঝিয়া লইলেন এবং গৃহাঙ্গনে একটি শকটের নিম্নে রাখিয়া শোয়াইয়া রাখাইলেন।

এদিকে নিমন্ত্রিত ব্রজবাসীদের সম্মান আবশ্যক। নন্দরাণী এখন বসনকে শায়িত রাখিয়া উৎসবে মত্ত হইয়া তাঁহাদিগের সমাদরে ব্যস্ত হইলেন। ইতোমধ্যে গৃহমধ্যে বালক, শকটের নিম্নে শয়ান থাকিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে হঠাৎ তিনি ঊর্দ্ধদিকে পদক্ষেপ করিলেন শিশুরূপী বিশ্বম্ভরের কোমল পদকমলদ্বয়ের আঘাতে বৃহৎ শকট সেই মুহূর্তেই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। শুধু শকট ভাঙ্গিল না, গৃহমধ্যস্থিত নানা রসপূর্ণ কাংস্য পাত্রগুলিও ভাঙ্গিল এবং শকট উল্টিয়া পড়ায় চক্র অক্ষ ইত্যাদি বিভিন্ন হইয়া গেল।

উচ্চশব্দ শ্রবণে মা যশোদা ও সমাগত সকলেই সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সকলেই ঐ ঘটনা দর্শনে বিস্মিত হইয়া বিপরীত-ভাবে শকট-পতনের বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন। উপস্থিত বালকগণ বলিল, আমাদের বিশ্বাস, ঐ শিশুই রোদন করিতে করিতে পদচালনায় শকট ফেলিয়া দিয়াছে। কিন্তু বালকের কথায় কাহারও বিশ্বাস হইল না। যে যাহা হউক, নন্দরাণী তখন পুত্রকে কোলে লইয়া স্বস্তি পাঠ করাইলেন আর আদর করিয়া স্তনপান করাইতে লাগিলেন।

এখন সুধীবর্গ বুঝুন, আমরা স্বধর্ম-সাধনে কতকগুলি বিধি দেখিতে পাই। কেননা, ভক্তি-বিমুখ থাকাকালে আমরা অবৈধ, সুতরাং ঐ বিধিগুলিই আমাদিগের বৈধ করে। কিন্তু বৈধভক্তগণ উহার, ঐ বিধিগুলিই আমাদের লক্ষ্য বিষয় নহে আমাদের লক্ষ্য বিষয় ভক্তি। যাঁহারা বিধিগুলির প্রয়োজন এই ভাবে না জানিয়া ভক্তিকে লক্ষ্য বিষয় না করিয়া কেবলমাত্র কর্ম্ম বিধিগুলিকে বহন করেন, তাহারা ভারবাহী। অনেকস্থলে দুষ্ট গুরু-পরিচর্য্যাকাঙ্ক্ষিগণ শিষ্যের স্বাভাবিকী ভগবদ্‌ভক্তি বিচার না করিয়া ভারবাহীদিগকে সিদ্ধ পরিচর্য্যাদি (মঞ্জরী সেবন ও সখীভাব-গ্রহণ প্রভৃতি) উপদেশ দেন। তাহাতে লাভ হওয়া দূরে থাকুক, পরমার্থের অবহেলারূপ অপরাধে দুষ্ট গুরু শিষ্য, উভয়েই ভজন-পথ হইতে দূরে পড়েন। পুনরায় সাধুসঙ্গ ও সদুপদেশ-প্রভাবে তাহাদের উদ্ধার হয়।

অতএব যাঁহারা স্বাভাবিকী রতি ভগবৎ-সেবা পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা চ্যুত স্মার্ত বিধিরূপ শকট দ্বারা অচ্যুত সাধনের ধনকে বাধা প্রদান করিবেন না। ঐ জড়বিধি শকটকে সরাইয়া দিলেই অধোক্ষজ উপাস্য দেবকে লাভ করিতে পারিবেন। তাই, বুদ্ধিরূপ শকটের ভঙ্গই প্রয়োজন, কারণ, উহাই ভজনের প্রতিবন্ধক।

আচার্য্যসেবা

(শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী)

চেতন জীব আমরা—কেহ মানি বা না মানি সকলেই ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য সেবক আমরা সেবা না করিয়া থাকিতে পারি না। সেই কথাটাই হইতেছে চেতন জীবের ধর্ম্ম, সেবা গ্রহণ করাটা হইতেছে ঈশ্বরের ধর্ম্ম—ভোক্তা বা সেব্যের ধর্ম্ম। সেবাতেই আমাদের বিমল আনন্দ আর তদ্বিপরীত ভোগেই আমাদের যত অশান্তি। এই সেবার আবার দুইটী দিক—একটা মায়ার অর্থাৎ অনিত্য পিতামাতা বন্ধু-বান্ধব ও স্ত্রীপুত্রাদির সেবা, দেশের বা দশের সেবা আর অপরটী হইতেছে—আমাদের পরমপিতা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সেবা বা তদভিন্ন শ্রীআচার্য্যদেবের সেবা। জগতে সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলপ্রদ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম সেবাই শ্রীআচার্য্য-সেবা। ইহাতেই আমাদের নিত্য মঙ্গল অনুস্যূত। কিন্তু আমাদের আত্মীয়-স্বজনগণ এত হিতৈষী (?) যে, আমার অমঙ্গল না নরকের পথ পরিষ্কার হবে তাহাদের সেবা করিলে সেই অনিত্য ধন জনাদির বা স্ত্রীপুত্রাদির সেবা করিবার জন্য নিজেন্দ্রিয়-তর্পণের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদেরও ইন্দ্রিয়-তর্পণে যখন প্রদানার্থ প্ররোচনা বা পরামর্শ প্রদান করিয়া থাকে, পরন্তু আমার সমস্ত অমঙ্গল বিদূরিত হইবে, আমার যাবতীয় ত্রিতাপ সমূল চিরতরে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে এমন কি সকাতরেব আতাণী পরম তত্ত্বস্বরূপ পূর্ণানন্দময় সর্ব্ব-জীব-প্রাণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত হস্তামলক (করতলগত) করিতে পারা যাইবে যে ভগবদবতার আচার্য্যদেবের সেবা করিলে, সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেরিত গৌরজন শ্রীল আচার্য্যের পাদপদ্ম-সেবায় তাহারা সকলে বাধা প্রদান করে। প্রকৃত-জন আমিও তাহাদের মনোরঞ্জনার্থ আমার মঙ্গলের দিকে আদৌ দৃক্‌পাত করি না। শুধু যে আমারই এরূপ শোচনীয় অবস্থা তা মনে হয় না। আমার ন্যায় বদ্ধজীব-সকল জগতের এইরূপই গতি এইরূপই আবর্ত্ত বা স্রোত। এই গড্ডলিকা স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নয় বলিয়া সুমেধাগণ কৃষ্ণরূপী শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণে নিত্যমঙ্গলময় আচার্য্য সেবায় মনপ্রাণ নিয়োগ করত মনুষ্য জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করেন। তাঁরা যে কেবল নিজেরই মঙ্গলের জন্য ব্যস্ত হন তা নয় তাঁহারা লোকচিন্তাকর্ষক জগন্ত আদর্শ মহদৃশ পতিত জীবকেও আচার্য্য-সেবার অনুপ্রাণিত করিয়া মঙ্গলের পথে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া লইয়া যান। যদ্ যদ্ আচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে এই শ্লোকই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আমরা অনেকেই ভগবানকে লাভ করিবার নানা উপায় অবলম্বন করি কিন্তু আচার্য্য-সেবা (সদ্‌গুরু-সেবা) ব্যতীত মাদৃশ বদ্ধজীবের অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎ-সেবা-প্রাপ্তির দ্বিতীয় পন্থা নাই এই নিরস্ত কুহক বাস্তব সত্য বাণী শাস্ত্র ও মহাজনগণ আমাদের নিকট সমস্বরে নিরন্তর কীর্ত্তন করিতেছেন। শাস্ত্রে আচার্য্যকে ভগবৎ-প্রকাশ বা আশ্রয়-জাতীয় ভগবৎ-বিগ্রহ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। আচার্য্যদেব শ্রীভগবান্ হইতে অভিন্ন। তিনি পতিত জীবকুলকে নিত্য সেবা শিক্ষা দিবার জন্য গোলোক হইতে এ-প্রপঞ্চে সেবকবিগ্রহরূপে প্রকটিত; তাঁহাকে আশ্রয় করিলেই জীব বিষয়স্বরূপ ভগবানকে অনায়াসে লাভ করিতে পারেন। সদ্‌গুরু-সেবা করিতে করিতে বদ্ধজীবের হৃদয়ের অবিদ্যারাশি বিদূরিত ও চিত্তদর্পণ নির্ম্মল হয় তখন আচার্য্যের কৃপায় জীবের ঐ নির্ম্মল হৃদয়ে পরম শ্রেয়ঃ-সাধিকা ব্রহ্মবিদ্যা পরবিদ্যার উদয় হয় বা পরা-সরস্বতীর নিকট কৃপায় বিদ্যার্জ্জনের চরম ফল হরিকীর্ত্তন-যোগ্যতা লাভ করা যায়।

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।

ভগবানে যেরূপ অহৈতুকী পরাভক্তি, সেইরূপ সদ্‌গুরুদেবে যাঁর ঐকান্তিকী সেবাবুদ্ধি তাঁরই আত্মতত্ত্ব জানিতে সমর্থ হন। তদপেক্ষা বিগুরুর অন্যকাম দুষ্ট হইলেও ভগবৎ-পদপ্রাপ্তির আশা সুদূর-পরাহত। এ শাস্ত্র বলেছেন,

তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় শ্রীকৃষ্ণচরণ॥
আশ্রয় লইয়া ভজে তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে।
আর সব মরে অকারণ।

ত্রিগুণাত্মিকা দুস্তরা মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া নিত্য ভগবৎ-সেবা বা পূর্ণানন্দ পাইতে হইলে গুরুসেবা, গুরুর আনুগত্যে ভগবদ্ভজন ব্যতীত আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

সদ্‌গুরু শিষ্যের ভুক্তিমুক্তি কামনাকে নিরাশ করিয়া একান্ত অহৈতুকী সেবা শিক্ষা প্রদান করেন। যেখানে গুরু শিষ্যকে নিজের ভোগ্য মনে করেন এবং শিষ্যও আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা লইয়া গুরুর নিকট গমন করিয়া থাকেন সেখানে গুরুসেবা নাই। ঐরূপ গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ নিরয়পথের দ্বার স্বরূপ এবং সদ্‌গুরুসেবা বৈকুণ্ঠ-পথের দ্বার। গুরু নিত্য ভগবৎ-সেবায় অধিষ্ঠিত সুতরাং তিনি শিষ্যকেও ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করেন। সদ্‌গুরুর ভগবৎসেবা ব্যতীত তদন্যও অন্য কৃত্য নাই সুতরাং একমাত্র সদ্‌গুরুর সেবা করিলেই যুগপৎ গুরুসেবা, বৈষ্ণবসেবা ও ভগবৎসেবা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা নদীয়া প্রকাশ

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১।	ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত	৫৲
২।	শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র	৪০৲
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত	২৮৲
	একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড	১৶০
৩।	ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲
৪।	ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১৲
৫।	গৌড়ীয় গৌরব	।৵০
৬।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	।৵০
৭।	ভজনরহস্য	॥০
৮।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
৯।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	
	ঐ (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১০।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)	
	ঐ (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১১।	গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥০
১২।	মুক্তাবলিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব)	২৲
১৩।	বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজাচার্য্য)	॥০
১৪।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১৫।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৬।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১৭।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	॥৵০
	ঐ (বাঁধা)	৸০
১৮।	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৵০
১৯।	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	।৵০
২০।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	॥০
	ঐ (আবাঁধা)	।৵০
২১।	নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা	৸০
২২।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৵০
২৩।	গীতমালা	৴১০
২৪।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
২৫।	ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶০
২৬।	নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৩ গৌরাব্দ)	৵০
২৭।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
২৮।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।০
২৯।	শরণাগতি	৴০
৩০।	গীতাবলী	৴০
৩১।	চিত্রে নবদ্বীপ	১॥০
৩২।	সাধনকণ	৴০
৩৩।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴০
৩৪।	নবদ্বীপশতক	৴০
৩৫।	অর্থপঞ্চক	৴০
৩৬।	সদাচারস্মৃতিঃ	৴০
৩৭।	কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)	৴১০
৩৮।	অর্চ্চনকণ	৵০
৩৯।	সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)	॥০
	ঐ (আবাঁধা)	।৴০
৪০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	১৲
৪১।	ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৪২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
৪৩।	মানমঞ্জরী সানুবাদ	।০
৪৪।	গোবিন্দভাষ্যোদয়ঃ	৸০
৪৫।	পুরুষার্থ বিনির্ণয়	।০
৪৬।	তত্ত্বভাবনা বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৪৭।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
৪৮।	গৌড়ীয়মঠ কি করেন ?	৴০
৪৯।	ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)	।০
৫০।	শ্রীভুবনেশ্বর	৶০
৫১।	শিক্ষাষ্টপদ	৵০
৫২।	মা খাবাণী	৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দাশরথিঃ	॥০
৫৪।	সটীক-শিক্ষাদশমূলম্	।০
৫৫।	তত্ত্বসূত্রম	।০
৫৬।	সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্	৵০
৫৭।	গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	৴০
৫৮।	সারাংশবর্ণনম্	৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯।	রায় রামানন্দ	॥০
৬০।	নামভজন	।০
৬১।	রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্	।৵০
৬২।	লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।০
৬৩।	বৈষ্ণবীজম্	।০
৬৪।	হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং	৴০
৬৫।	দি ভাগবত	।০
৬৬।	ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোশন	।০
৬৭।	ব্রহ্ম-সংহিতা	১॥০
৬৮।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	॥০
৭০।	সাধন পথ	।০
৭১।	কল্যাণ-কল্পতরু	৴১০
৭২।	গীতাবলী	৴০
৭৩।	শরণাগতি	৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪।	শরণাগতি	৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। ঠাকুর সমাধিপীঠ ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া
৯। বালগোপাল পাট কাটালপুলি, চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটী, (বর্দ্ধমান)
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাযোড়া, রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু, হাওড়া
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীসনাতন-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ রুকুনপুর, বাসুদেব-পুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ নব গোপালপুরম, মান্দ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ চটকপর্ব্বত, পুরী,
২৬। শ্রীব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়ান মঠ দুবরাজপুর, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ আগস্তকুণ্ড, কাশী।
২৯। শ্রীরূপগোস্বামী মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪১ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

	নাম	বর্ত্তমান প্রচারকেন্দ্র
১।	শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	ঢাকা
২।	শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	এলাহাবাদ
৩।	শ্রীভক্তিবিলাস আশ্রম	কলিকাতা
৪।	শ্রীভক্তিসুধাকর বন	ঢাকা
৫।	শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৬।	শ্রীভক্তিসুন্দর গিরি	লক্ষ্ণৌ
৭।	শ্রীভক্তিকেবল সাগর	কলিকাতা
৮।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	ঢাকা
৯।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০।	শ্রীভক্তিভাবকান্ত সাগর নেমি	ঢাকা
১১।	শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মান্দ্রাজ
১২।	শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩।	শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	ঢাকা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা। সুবর্ণ সুযোগ।।

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নান ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মঞ্জরী। প্রত্যেকটী কবিতা অনবদ্যনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত দশের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

পূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসংগ্রহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৵০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'ঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নরনারায়ণবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ' 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রার্থনা, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যাবৃত্তি শ্রীমদ্ স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরনামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজনপথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমা-পূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকাতিক্রান্ততা ও সত্যাপ্রাপ্তি শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"আদৌ গুর্ব্বাশ্রয় প্রবৃত্তিঃ করেন," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুপ্রিয়ায় শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৵০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৲ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

হুড বোর্ডের ফর্ম্ম

আমাদের নিকট ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতীয় ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নে ৫০ রেজেষ্টারী বাহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপিয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ॥০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টরী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বন্দোবস্তের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিধায়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৴০ আনা।

মিটিংয়ের নোটীশ বহি—১ খানা ॥০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ॥০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

[illegible]

[illegible] শিশিতে [illegible] অবস্থায় [illegible] সমাপ [illegible] ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় না। মূল্য প্রতি [illegible] আনা, বোতল ১৵০ আনা।

আফিস—[illegible]নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত [illegible] ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে. বি. দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩ ৫১	১৭ ৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০ ৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৩-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৯, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫ ৩১	৯-৫	১২ ১০	১৫-২১	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫ ৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩১	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫ ৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৭	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নানা কথা

গোলটেবিল বৈঠক কবে শেষ হইবে

"হিন্দুস্থান টাইমসের" নিজস্ব সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, সরকারের বড় মহলের খবর এই যে, গোলটেবিলের বর্ত্তমান অধিবেশন বড়দিনের পূর্ব্বে সমাপ্ত হইবে না। বড়দিনের বন্ধে বৃটিশ মন্ত্রীগণ গোলটেবিলের আলোচনাগুলি হজম করিয়া আপনাদের সিদ্ধান্ত স্থির করিবার চেষ্টা করিবেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত তাহার পর নূতন বৎসরের প্রারম্ভে পার্লামেণ্টে পেশ করা হবে। তখনও নাকি ভারতসচিব সরকারী সিদ্ধান্ত জনসাধারণের নিকট প্রকাশিত করিবেন না। তবে ভাবী শাসনবিধান মোটামুটি কি কি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহার একটা মর্ম্ম প্রকাশ করিতে পারেন।

শুনা গিয়াছে যে উড়িয়া ভাষা-ভাষীদের জন্য পৃথক প্রদেশ গঠনের যে চেষ্টা হইতেছিল বৈঠক তাহা গ্রহণ করেন নাই। এ সম্বন্ধে ভারতসরকার নাকি অর্থনীতির দিক দিয়া এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।

প্রকাশ, সিন্ধুদেশ সম্বন্ধে ভারত সরকার কোন পক্ষেই মত প্রকাশ করেন নাই। তবে বলিয়াছেন যে, অর্থনৈতিক কারণে সিন্ধু প্রদেশকে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অংশ করিয়াই রাখা সমীচীন তথাপি রাজনৈতিক কারণে এই প্রদেশকে পৃথক করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সিন্ধুর সরকারী মহলের প্রবল মত এই যে, শাসনব্যাপারে এবং রাজনৈতিক কারণেও হয়ত টিকিয়া যাবে।

আলোয়ার ও ভারত সরকার

ভারত সরকার আলোয়ার রাজ্যের অবস্থা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া যাইতেছেন। এলাহাবাদ মিলন বৈঠকে মহারাজাকে যোগদান করিতে দেখিয়া সরকার যেন একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। অনেকে ধারণা করিয়াছেন যে, এই সঙ্গে মহারাজা রাজ্যের মুসলমান প্রজাদের রাজ্যের অনুরক্ত করিয়া রাখিবার জন্য মুসলিম নেতাদের সহযোগিতা গ্রহণ করিবেন। বাহিরের প্রভাব রাজ্যের মুসলমান প্রজারা যে মহারাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইতেছে তৎসম্পর্কে কড়া পদ্ধতি গ্রহণ না করি। আপোষের চেষ্টা করা হইবে শুনা যাইতেছে।

নাটাগড়ে খানাতল্লাস

সোদপুর হইতে প্রকাশ, গত ১৭ই ডিসেম্বর পুলিশ নাটাগড়ে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে খানাতল্লাস করিয়া কতকগুলি কাগজপত্র লইয়া গিয়াছে। তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুত হরিপদ চট্টোপাধ্যায়কে গোয়েন্দা পুলিশের বিশেষ বিভাগ আফিসে ও গোয়েন্দা পুলিশ বিভাগের আফিসে লইয়া যাওয়া হয়। আগামী সোমবারে পুলিসের নিকট উপস্থিত হইতে আদেশ করিয়া তাহাকে মুক্তি দান করা হইয়াছিল।

শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায় পূর্ব্বে আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্রসমিতির কর্ম্মী ছিলেন। বিগত ২৭শে নভেম্বর দমদমার স্পেশাল জেল হইতে তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

সরকারের কংগ্রেস আতঙ্ক

গোলটেবিল সম্মেলনের অন্যতম সদস্য স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জ্জিয়ান" পত্রিকায় এক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে তিনি "নবপ্রবর্ত্তিত শাসনতন্ত্র কংগ্রেস কর্ত্তৃক দখল হইবার আতঙ্কের বিষয়" আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যদি প্রস্তাবিত শাসন সংস্কার মোটামুটি সন্তোষজনক হয়, তবে কংগ্রেসের লোকজন আইন সভায় সহজ পরিমাণে নির্ব্বাচিত হইবেন। আইন অমান্য আন্দোলনের বিরোধী ব্যক্তিগণের আশঙ্কার কথা স্বতন্ত্র যদি কংগ্রেসের সকল লোকই শাসন সংস্কার ধ্বংস করিতে উদ্যত হইবেন বলিয়াই অনুমান করা হয়, তবে কিছুতেই তার প্রতিকার হওয়া সম্ভব নয়। স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার আরও বলিয়াছেন যে, যদি কংগ্রেসের অচরমপন্থীদের এরূপ ধারণা হয় যে, জনসাধারণের হস্তে প্রকৃত অধিকার অর্পণের ব্যবস্থা করা হইতেছে তবে তাঁহারা গঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবেন বলিয়া তিনি আশা করেন শাসন সংস্কার সন্তোষজনক হইলে কংগ্রেসের বহু ব্যক্তি তাঁহাদের দলে যোগদান করিবেন বলিয়া ভারতীয় উদারনীতিকগণ সকলেই আশা প্রকাশ করিয়াছেন।

মাদ্রাজে রেল ধর্ম্মঘট

শেষ খবরের রেল ধর্ম্মঘটের কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। প্রকাশ একটা আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করার জন্য সহরের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণের একটি কমিটী গঠিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই শ্বেতাঙ্গ। এই কমিটী শ্রমিক ইউনিয়ন এবং রেল কর্ত্তৃপক্ষের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইয়া অবস্থার বিষয় অবগত হইতে চেষ্টা করিতেছেন।

শ্রমিক ইউনিয়নের কর্ত্তৃপক্ষ এই অভিযোগ করিতেছেন যে, লাইনের কর্ম্মচারিগণের উপর রেল-কর্ত্তৃপক্ষ চাপ দিয়া এক করারে স্বাক্ষর করাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছেন। আর একটা বিষয় এই যে, ধর্ম্মঘটকারীদের উপর কার্য্য বন্ধ করার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ আরও নোটিশ জারি করিয়াছেন।

মাদ্রাজ এবং দক্ষিণ মারহাট্টা রেলপথের প্রধান ট্রান্সপোর্টেশন কর্ম্মচারী এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইতেছেন যে, যাহাতে একরূপে ধর্ম্মঘটের ভয় প্রদর্শন করিয়া রেলের কর্ত্তব্য সম্পাদনে কোনরূপ বাধা না জন্মাইতে পারে, সেজন্য রেল কর্ত্তৃপক্ষ দৃঢ় সঙ্কল্প। যদি কোন ব্যক্তি কর্ম্ম পরিত্যাগ করে, তবে তাহার স্থলে অন্য লোক নিয়োগ করিতে কর্ত্তৃপক্ষ বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিবেন না।

সুভাষ চন্দ্র বসু লক্ষ্ণৌয়ে

লক্ষ্ণৌ হইতে ১৮ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে অদ্য প্রাতে ডেরাডুন এক্সপ্রেসে পুলিশপাহারায় ভাওয়ালীর স্বাস্থ্য নিবাস হইতে লক্ষ্ণৌ আনা হইয়াছে। তাঁহাকে লক্ষ্ণৌয়ে বলরামপুর হাসপাতালের যুরোপীয়ান ওয়ার্ডে পুলিশপাহারায় রাখা হইয়াছে। পথ ক্লেশের জন্য সুভাষ বাবুর শরীর কোনরূপ খারাপ না হইলেও তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল নহে। কবে তাঁহার রঞ্জন রশ্মি পরীক্ষা হইবে, তাহা এখনও স্থির হয় নাই।

এখন কয়েক দিন যাবৎ তাঁহার শরীরের উত্তাপের ও ওজনের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইবে। তাহার পর ডাক্তারেরা তাহার চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত স্থির করিবেন।

ডাঃ আলমের স্বাস্থ্য

কলিকাতা হইতে ১৯শে ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, ডাঃ আলমের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ডাঃ বি, সি, রায় এবং ডাঃ কে, এস, রায় নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটি বুলেটীন প্রকাশ করিয়াছেন :—

ডাক্তারগণ পুনরায় ডাঃ আলমের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। এতদিন কেবলমাত্র উত্তাপ প্রয়োগের দ্বারা তাঁহার চিকিৎসা হইতেছিল, এক্ষণে [illegible] রঞ্জনরশ্মি দ্বারা তাঁহার চিকিৎসা করার উপদেশ ডাক্তারগণ প্রদান করিয়াছেন। চিকিৎসায় তাঁহার যে সুফল দেখা গিয়াছিল তাহা অব্যাহত আছে। যদি এইভাবে তাঁহার স্বাস্থ্য ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, তবে শেষ পর্য্যন্ত হয়ত তাঁহার অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হইবে না বলিয়া ডাক্তারগণ মনে করিতেছেন।

আলোয়ারে জাঠাদল

যতদূর বুঝা যাইতেছে, আলোয়ারের গণ্ডগোল এখনো থামে নাই। [illegible] মহাজনিন আলোয়ার হইতে সম্প্রতি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। প্রকাশ যে, ফিরোজপুরের কর্ম্মপরিষদ জাঠাদল গঠন করিতে মনস্থ করিয়াছে এবং [illegible] সময় যেমন [illegible] পাঠান হইত তেমনই দলে দলে ঐ সকল জাঠা পাঠান হইবে। ২৮শে ডিসেম্বর আলোয়ারে জাঠা পাঠাইবার ব্যবস্থা হইতেছে।

লাহোরে নিখিল ভারত মুস্লিম শিক্ষা সম্মেলন

আগামী ২৬শে ২৭শে ও ২৮শে ডিসেম্বর লাহোরে যে নিখিল ভারত মুস্লিম শিক্ষা সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন হইবে তাহাতে ভাওয়ালপুরের মন্ত্রী কর্ণেল মকবুল হোসেন কুরেশী সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

তুরস্কে প্রথম মহিলা ডাক্তার

মহিলা ডাক্তার মুফাদে কিয়ামিল আমাসিয়া টাউনের স্বাস্থ্য-বিভাগের মেডিকেল অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন। সমগ্র তুরস্ক দেশে উক্ত পদে ইনিই প্রথম মহিলা কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন।

কাঁথিতে গাড়োয়ালি সৈন্য

কাঁথি হইতে ১৮ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, মেদিনীপুরে একদল গাড়োয়ালী সৈন্য স্থাপন করা হইয়াছে। তাহাদিগকে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ জন্য এখানে আনয়ন করা হইয়াছে। তাহারা সংখ্যায় প্রায় ২ শত ৫০ জন। প্রায় ১ মাস কাল তাহারা এই মহকুমায় অবস্থান করিবে

ডেলি — শ্রীধাম নবদ্বীপ — দৈ নি ক — Reg No. C1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির ভাব স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড — সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৪৪তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৯ই পৌষ শনিবার ১৩৩৯, ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৩২

বর্ণাশ্রম মহাসভা

বিদ্যালয়-লাইব্রেরী ভস্মীভূত

ডাকাতির মামলা

শিক্ষকদিগের বেতন

লবণ বিভাগের আয় বৃদ্ধি

দায়রা বিচারে ৮ জন শিখের প্রাণদণ্ড

মহিলার মুক্তি

স্থানীয়

কৃষ্ণনগর দায়রা

কৃষ্ণনগর ২২শে ডিসেম্বর

পাঠক অবগত আছেন যে, নদীয়ার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন্স জজ মিঃ পি, কে, গুহ আই, সি, এস, মহোদয়ের আদালতে কুষ্টিয়ার একটী খুনের মামলা চলিতেছে।

প্রকাশ যে, রামেশ্বর নামক কুষ্টিয়ার একজন মাড়োয়ারিকে রামপ্রীত ও দীপন নামক দুই ব্যক্তি কালীপূজার উদ্দেশ্যে শ্মশানঘাটে লইয়া যায়। রামেশ্বরের নিকট আড়াইশত টাকা ছিল। আসামী রামপ্রীত এবং দীপন তাহাকে নাকি বলে যে, তাহারা টাকা দ্বিগুণ করিয়া দিবে। রামেশ্বর একটী কালীমূর্ত্তিও কিনিয়া ছিল এবং আষাঢ় মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমীর দিন তাহাকে লইয়া কুষ্টিয়ার শ্মশানে যায়। যখন রামেশ্বর টাকা নদীর তীরে রাখিয়া নদীতে স্নান করিবার জন্য ডুব দেয়, তখন দীপন তাহাকে দাও দিয়া আঘাত করে এবং রামপ্রীত টাকা কড়ি লইয়া একটী বাগানে পুঁতিয়া রাখে। পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিলে সে ঐ টাকাকড়ি বাহির করিয়া দেয়।

দীপনের আঘাতের ফলে রামেশ্বরের মুণ্ড শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। পরে নদীতে তাহার লাস পচা অবস্থায় পাওয়া যায়।

সরকার পক্ষের বক্তৃতা শেষ হইবার পর আসামীদ্বয়ের পক্ষে বক্তৃতা চলিতেছে। আসামীপক্ষ খুনের কথা সমস্তই অস্বীকার করিতেছে। অদ্য কিম্বা আগামী কল্য বিচার শেষ হইবার সম্ভাবনা।

নদীয়ায় কলেরা

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, কৃষ্ণনগরে ভয়ানক কলেরা আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ এপর্য্যন্ত রোগ প্রশমনের জন্য কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন জানা যায় নাই।

স্থানে স্থানে বসন্ত রোগেরও সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

আমরা এই সমস্ত বিষয়ে নদীয়ার ডিষ্ট্রিক্ট হেলথ অফিসার বাহাদুর এবং অন্যান্য কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বর্ত্তমানে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব অনেকটা কমিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়, তবে সহরে এবং কোন কোন পল্লীগ্রামে এখনও ম্যালেরিয়ার কিছু প্রকোপ আছে।

মহিলার মুক্তি

কৃষ্ণনগরের কয়েকজন মহিলা স্বদেশী আন্দোলন সংক্রান্ত ব্যাপারে কারাবরণ করিয়াছিলেন। গত ২১শে ডিসেম্বর তারিখে তাঁহারা মুক্তিলাভ করায় সহরের কয়েক জন বালক ও কিশোর তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করিবার মিছিল করিয়া তাঁহাদিগকে পুষ্পমাল্যে সজ্জিত করিয়া কৃষ্ণনগর গোয়াড়ীর হাটষ্ট্রীট দিয়া লইয়া যায়।

গোয়াড়ীর রাস্তা

আমরা গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরের কর্ত্তৃপক্ষের উদাসীনতার কথা বহুবার উল্লেখ করিয়াছি। গোয়াড়ীতে সম্প্রতি হাটষ্ট্রীট বরাবর পাকা ড্রেণ হইয়াছে; অতি সুন্দর কথা, কিন্তু ঐ ড্রেণ পরিষ্কার করিবার কোন বন্দোবস্ত আছে কিনা সন্দেহ। ড্রেণে এত অধিক ময়লা জমিয়া আছে যে, তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কমিশনার দিগের মধ্যে অনেক উপযুক্ত লোক আছেন; তাঁহারা একটু তৎপর হইলে সাধারণের সুবিধা হয়।

দাঙ্গা

কৃষ্ণনগরবাসী এবাদুল, বারিক, রহমান, ফকির প্রভৃতির বিরুদ্ধে কৃষ্ণনগরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার এস, এন, দে সাহেবের এজলাসে একটী দাঙ্গার মোকদ্দমা চলিতেছে। প্রকাশ যে, আসামীগণ গত ২রা কার্ত্তিক তারিখে ওসমানী নামক স্থানীয় এক ব্যক্তির বাটীতে প্রবেশ করিয়া ওসমানী, তাহার স্ত্রী-গণের আপনীপতি ওমাদকে প্রহার করে এবং জখম করিয়া প্রস্থান করে। আসামী বহু অনুগামী তারিখে সাক্ষীগণের জেরা হইবে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ পৌষ, শনিবার ১৩৩৯

সেদিন ভিত্তিবাদীতে চিত্রে নবদ্বীপের জনৈক সমালোচক গৃহবাউলমতের প্রচারোদ্দেশে শুদ্ধভক্তিকে কিরূপে লাঞ্ছিত করিয়াছেন, তাহা আমরা তাঁহার স্মরণের জন্য ধারাবাহিকভাবে মনে করিয়া দিব। সমালোচনা করিতে গিয়া শিষ্টাচারবিরুদ্ধ 'ধাপ্পা'-শব্দের ব্যবহারে লেখক অভ্যস্ত কি না? এবং তিনি সেই শব্দে বর্ত্তমান সমালোচনার প্রবন্ধ-দ্বারাই ঐরূপে অভিযোগ-যোগ্য কি না, তাহার বিচার প্রত্যেকেই করিতে পারিবেন।

প্রাকৃতসহজিয়াদিগকে 'আচার্য্য' বিচার করিয়া এই গৃহবাউল যে-সকল কু-বিচার প্রচার করেন, তাহা শ্রীমায়াপুরস্থ গৌর-জন্মস্থলীর শ্রীচৈতন্যমঠের আশ্রিত শুদ্ধভক্তগণ কেহই অনুমোদন করেন না।

আর গোস্বামিবাদী কতিপয় প্রাকৃত-সহজিয়া স্ব স্ব অনাচারকে পোষণ করিবার মানসেই তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের আচরিত ধর্ম্মে যে বিপর্য্যয় উপস্থিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে তাহা হইতে মুক্ত করিবার প্রয়াসই শ্রীচৈতন্যমঠের ভক্তগণের অলৌকিক দয়ার পরিচয়।

ভিত্তিবাদীতে যে সমালোচক '[illegible]' বলিয়া চিত্রে নবদ্বীপকে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তিনি কাহার নিকট হইতে ঐ গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন? ইহা আমাদের প্রশ্ন। সঙ্কলনকারী কি ভিত্তিবাদীর সম্পাদককে ঐ গ্রন্থ দিয়াছেন? সঙ্কলনকারী কি এক সংস্করণের দুইখানি গ্রন্থ ভিত্তিবাদীকে সমালোচনার জন্য দিয়াছিলেন?—এই প্রশ্নের উত্তর আমরা সর্ব্বাগ্রে ভিত্তিবাদীর সত্যনিষ্ঠ কার্য্যকারকগণের নিকট হইতে প্রার্থনা করি।

এই গ্রন্থ ভিত্তিবাদীকে কে প্রাপ্তি করাইয়াছেন বা সমালোচককে প্রাপ্তি করাইয়াছেন তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক। যদি সঙ্কলনকারী বা শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশক মহাশয় বা ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহাকে উহা সমালোচনা করিবার জন্য না দিয়া থাকেন, তাহা হইলে সমালোচকের ঈদৃশ আচরণ কি শিষ্টাচার-সঙ্গত হইয়াছে?

সমালোচক যদি আইন-ব্যবসায়ী হ'ন এবং 'ধাপ্পা'-শব্দের ব্যবহারে ও অর্থে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার এইরূপ কার্য্য অব্যবসায়ীর ন্যায় হইয়াছে কিনা—ইহাও আমাদের ব্যবহারজীবি-সম্প্রদায়ের নিকট প্রশ্নের বিষয়।

এইগুলি যদি ভিত্তিবাদীর অঙ্গে স্থান পায়, তাহা হইলে 'ভিত্তিবাদী' নামের সার্থকতার প্রতি পাঠকের স্বভাবতই কি সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না?

'শ্রৌতবিচার' শব্দ লইয়া সমালোচকের রচনায় যে শব্দার্থজ্ঞানের ও অভিজ্ঞতার দারিদ্র্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। সমালোচক যেরূপভাবে শ্রৌতশব্দের সঙ্কীর্ণ অর্থ করিয়াছেন, সেই অর্থ তাঁহার বর্ত্তমান কার্য্যে লাগিতে পারে। যেখানে অন্ত-প্রকার অভিসন্ধি, সেখানে শব্দার্থকেও সেইপ্রকার সঙ্কীর্ণতার প্রণালীর মধ্যে আবদ্ধ করিবার কৌশলটী কি তাঁহার অভিলষিত 'ধাপ্পা'র অন্তর্গত নহে?

'শ্রুতি'-শব্দের বিভিন্ন অর্থে যাঁহার প্রবেশ নাই, তাঁহার ন্যায় সমালোচকের রচনা হইতে এইরূপ শব্দার্থ জ্ঞানের দরিদ্রতার আদর আমরা করিতে পারিব না। এইরূপ শ্রেণীর সমালোচক বা সম্পাদক যদি সংস্কৃত-কলেজের বর্ত্তমান অধ্যক্ষের নিকট [illegible] অংশবিশেষ পাঠ করেন, তাহা হইলে তিনি জানিতে পারিবেন যে, বিগত ১০ বৎসরের [illegible] পাঠ না করার ফলে ও কোন সংবাদ না রাখার ফলে তাঁহার শব্দার্থজ্ঞানে যে সমূহ বিপত্তি উপস্থিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা সাময়িক সংবাদরাজ্য হইতে তিনি যে বহুদূরে অবস্থিত—ইহাই প্রমাণিত হইবে।

সিদ্ধান্তগণিত-জ্যোতিষশাস্ত্রানুশীলনকালে বর্ত্তমান পাঠক জানেন যে, সমকোণ ত্রিভুজের সমকোণের বিপরীত দিকের রেখাকে 'শ্রুতি' বলে। ত্রিকোণমিতির বা বীজগণিতের পাঠক গোলাধ্যায়ে কিঞ্চিৎ প্রবেশ লাভ করিলেই বুঝিতে পারেন যে, Tangent শব্দের লক্ষিতব্য বিষয়কে 'স্রোত' বলে। ভুজকোটি ও জ্যা-নিরূপণে শ্রৌতপথ অবলম্বিত হয়। বস্তুর শ্রুতি ও শ্রৌতসংস্কারও গণিতজ্ঞগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

কর্ণবেধ সংস্কার বোধ হয় সমালোচকের অর্থজ্ঞানের দরিদ্রতাকে সমৃদ্ধ করিবে। বর্ত্তমান বিজ্ঞান-শাস্ত্রের শব্দ-সন্দর্ভকে যে কর্ণগোচর করিবার যন্ত্র মানব-শরীরে অবস্থিত, তৎসম্বন্ধী ব্যাপারকেও 'শ্রৌত' বিশেষণে বিভূষিত করা হয়।

আম্নায়-পারম্পর্য্য-বিচারকেও 'শ্রৌত' বলা হয়। গুরু-পরম্পরা-লব্ধ শ্রবণীয় মন্ত্রকে ও পরামর্শকে 'শ্রৌত' বলা হয়। প্রমাণ-বিষয়ক আইনের মধ্যেও শ্রৌতশব্দের প্রামাণিকতা গ্রাহ্য নহে বলিয়া আধ্যাত্মিক সমাজে প্রবল বিচার দৃষ্ট হয়।

নারী প্রগতি

(শ্রীযুক্ত সত্যাঞ্জন সেন এম্-এ, বি-এল)

আমাদের দেশে নারী প্রগতির কয়েকটা দিক্ খুব আশাপ্রদ। সাধারণ সাহিত্য এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বহু নারী বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং করিতেছেন; আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, শারীরিক ব্যায়ামের দিকেও তাঁহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে।

পল্লীগ্রামে যদিও বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না, তাহা হইলেও যাঁহারা ভিতরের কথা জানেন, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, ১৯২০ সালের পর হইতে পল্লীগ্রামের নারীগণের মধ্যে জাগরণের চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়।

পল্লীগ্রাম অপেক্ষা সহরে এই প্রগতি বিশেষ লক্ষিত হইবার একটা কারণ এই যে, পল্লীগ্রামে পূর্ব্ব হইতেই পর্দ্দার বাঁধন-কসন কম; সেখানে নানাকারণে স্ত্রীলোকদিগকে প্রায়ই ঘরের বাহিরে যাইতে হয়—পূর্ব্ব হইতে এ বিষয়ে বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই।

পূর্ব্বে সহরে কোন স্ত্রীলোক স্বাধীনভাবে বিচরণ করিলে লোকে আশ্চর্য্য বোধে তাকাইয়া থাকিত, এবং তাঁহাকে মেমসাহেব প্রভৃতি আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হইত না; কিন্তু আজকাল সে-ভাব আর নাই। পল্লীগ্রাম এবং সহরে স্ত্রীস্বাধীনতার পার্থক্য—প্রয়োজনে এবং বেশে, পুরাতনে এবং নূতনে।

স্ত্রী-স্বাধীনতার ফলে অনেক দেশে শাসন পরিষদসমূহে স্ত্রীলোকদিগের প্রাধান্য হওয়ায় এমন কতকগুলি আইনের সৃষ্টি হইয়াছে, যাহার ফল সমাজের পক্ষে বিশেষ উপকারী। কোন কোন দেশে মদ্য পান একেবারে নিবারিত হইয়াছে; আবার কোন কোন দেশে বেলা ছয়টার পর মদের দোকান খুলিয়া রাখিবার উপায় নাই। নারী শ্রমিকদিগের পরিশ্রমের সময় কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং যাহাতে তাঁহারা সন্তান পালনাদিতে বেশী মনোযোগ দান করিতে পারেন তাহারও ব্যবস্থা আছে। এ সমস্ত সুব্যবস্থা নারী-প্রভাবেরই ফল।

আমাদের দেশে যখন বিলাতীর অনুকরণে নারী স্বাধীনতার আন্দোলন আরম্ভ হইল, তখন অনেকে ঐ আন্দোলনকে উপহাস করিয়া কাব্য, প্রহসন, নাটক প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন এবং ছবিতে নারী স্বাধীনতার ফল বিকৃতরূপে প্রকাশ করেন। তাহারা এই সমস্ত কুফলের কথা মনে করিয়া দিয়া সংস্কারের সাহায্য করিয়াছেন সে সম্বন্ধে সন্দেহ মাত্র নাই, তবে আর সে-দিন নাই।

আজকাল কয়েকজন গল্পলেখক নারী-চিত্র যে-ভাবে অঙ্কিত করিতেছেন এবং স্কুল কলেজে অথবা গৃহশিক্ষকদিগের নিকট পড়িবার সময় তাহাদের সম্বন্ধে যে-সব কথা বলিতেছেন, সে-সমস্ত সত্যের প্রতিফলন হইলে বড় ভয়ের কথা।

তবে আমাদের মনে হয়, ঐসমস্ত লেখক ফরাসী বা রুশীয় উপন্যাস আমাদের সমাজে প্রয়োগ করিয়াই ঐসমস্ত বিকৃত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

এই সম্পর্কে বিবাহের বয়স নিরূপণের আইন এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনের খসড়ার বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে।

প্রথমোক্ত আইন অনুযায়ী মোকদ্দমার অল্পতার একটা কারণ এই যে, সমাজের লোকের মতের বিরুদ্ধে এই আইন প্রণীত হইয়াছে। তবে এই আইন স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতার সাহায্য করিবে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

বিবাহ বিচ্ছেদ আইনের ফল বিলাতে এবং আমেরিকায় বিষময় হইয়াছে। লণ্ডনের একজন বিচারক বলেন যে, যতগুলি বিবাহ হয়, তাহার মধ্যে শতকরা পঞ্চাশটী বিচ্ছিন্ন হয়; স্বামী নাক ডাকে বলিয়াও এক স্ত্রীলোক স্বামীর সহিত বিবাহ-বিচ্ছেদের মোকদ্দমা করিয়াছে। এই সমস্ত বিষয় আইনের দ্বারা না হইয়া সমাজের দ্বারা নিষ্পন্ন হইলে ভাল হইত।

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, { ১১ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৬, ৯ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২৪শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩২ শনিবার } ২৪৭তম সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২১শে ডিসেম্বর (১৯৩২) ৬ই পৌষ (১৩৩৯) বুধবার সন্ধ্যার পর শ্রীচৈতন্যমঠে মঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু, গৃহস্থ ভক্ত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর ও কতিপয় ব্রহ্মচারীর মধ্যে কলিজীবের একমাত্র অবলম্বনীয় শ্রীনাম-মহিমা-সম্বন্ধে বহুক্ষণ ব্যাপিনী আলোচনা হয়।

———

শ্রীপাদ ভক্তিগুণাকর প্রভু উত্থাপন করেন যে, কৃষ্ণের দর্শন ত দূরের কথা—স্মরণও তাত্ত্বিক। যে-শ্রীনাম একবার মাত্র কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সমস্ত অমঙ্গল-রাশি এক মুহূর্ত্তে বিনষ্ট হইয়া পরাশান্তির উদয় করায়, সেই নাম-মাহাত্ম্য আমাদের পুনঃ পুনঃ সর্ব্বক্ষণ আলোচনা করা প্রয়োজন; এই প্রকার পুনঃ পুনঃ আলোচনাফলে নামে ক্রমশঃ শ্রদ্ধার উদয় হইবে। আমাদের বর্ত্তমানে নামে অরুচি থাকা সত্ত্বেও যদি পুনঃ পুনঃ নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে থাকি, তাহা হইলে ক্রমশঃ নামে শ্রদ্ধার উদয় হইবে।

———

আর একটী কথা আমাদের সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। শ্রীনাম-মহিমা শ্রবণ করিয়া অচিন্ত্য-মহিম শ্রীনামের অদ্ভুত-গুণ-মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি মনে করিলে শ্রীনামের চরণে আমাদের অপরাধ সঞ্চয় হইবে। তাহার ফলে নামে শ্রদ্ধার উদয় হইবে না।

———

গত পঞ্চমী তিথিতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের বোর্ডিংএর ছাত্রবৃন্দের যে সম্মিলন হইয়াছিল, তাহাতে তাহারা ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের যে সমস্ত উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার পর্য্যালোচনা হইয়াছে।

———

ছাত্রগণ প্রত্যহ যাহাতে ঐসকল উপদেশ স্মরণ রাখিয়া নৈতিক ও ধর্ম্মপরায়ণ-জীবন যাপন-দ্বারা নিজের এবং দেশবাসীর প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতে পারে, তন্নিমিত্ত তাহারা অনেক উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রত্যহ শয়নের সময় সমস্ত দিবসের কার্য্যাবলীর পর্য্যালোচনা দ্বারা জীবনের উন্নতি-সাধনের প্রয়োজনীয়তা তাহাদিগকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

———

গত ২১শে ডিসেম্বর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে সন্ধ্যার পরে শ্রীল প্রভুপাদের গৌড়ীয়-ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা আরম্ভ হইয়াছে। পাঠের পূর্ব্বে ও পরে নিয়মিতভাবে মহাজন পদাবলীর কীর্ত্তন করা হয়।

———

গত বুধবার পাঠের সময় সর্ব্বপ্রথম শ্রীগুরুদেবের প্রণামে মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা হয়। যিনি জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা শিষ্যের অজ্ঞান অন্ধকার বিদূরিত করিয়া তাঁহাকে চিদালোক দর্শন করাইতে পারেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব। যাঁহার এই সামর্থ্য নাই তাঁহার পক্ষে আচার্য্যের আসন গ্রহণ করা লোক-বঞ্চনা কার্য্য মাত্র, তাহাতে গুরু এবং শিষ্য উভয়েরই সমূহ-অনিষ্ট হইয়া থাকে।

———

জ্ঞানশব্দের নিরুক্তিতে সম্বন্ধ তত্ত্বকে বুঝায়। ভগবানের সহিত জীবের, জীবের সহিত জীবের, জীবের সহিত মায়ার, মায়ার সহিত ভগবানের যে সম্বন্ধ, তাহার জ্ঞানের অভাবই অজ্ঞান।

———

বাহ্যজগতে যে প্রকার অন্ধকারে আমরা দ্রব্যগুলির পরিচয়-লাভে অসমর্থ, সেই প্রকার অজ্ঞান-অন্ধকার আমাদের চিজ্জগতের বস্তু জ্ঞান-লাভের অন্তরায়।

———

চক্ষুতে ছানি পড়িলে দৃষ্টিশক্তি-প্রয়োগের অসমর্থতা নিবন্ধন মানব 'অন্ধ' আখ্যা প্রাপ্ত হয়। সুযোগ্য বৈদ্যদ্বারা অস্ত্রোপচার করিলে ঐ ছানি বিদূরিত হয়; তখন অন্ধ আর অন্ধ থাকে না, দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হয়।

———

সেইরূপে সদ্গুরুবৈদ্যরাজ জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা যখন আমাদের অজ্ঞান-ছানি বিদূরিত করেন, তখন আমরা আমাদের নিজের স্বরূপ, ভগবৎস্বরূপ প্রভৃতি চিন্নেত্রে দর্শন করি, ভগবৎ সেবাই যে আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য, তাহা উপলব্ধ করিতে পারি। যিনি আমাদিগকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন, তাঁহার ন্যায় আমাদের পরমাত্মীয় আর কে? এই নিমিত্তই সর্ব্বশাস্ত্রে সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ-পূজার পদ্ধতি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

———

শ্রীগুরুদেব নিজকে শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর অনুগ বলিয়া প্রচার করেন; শ্রীরূপানুগত্যই তাঁহার আচার ও প্রচারে লক্ষিত হইয়া থাকে; বস্তুতঃপক্ষে তিনি শ্রীরূপপাদেরই অভিন্ন বিগ্রহ। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর প্রণাম-মন্ত্রে আমরা তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্টস্থাপক-রূপেই দর্শন করি। শ্রীচৈতন্যদেবের মনোঽভীষ্ট কি, তাহা শ্রীল রূপপাদের গ্রন্থাবলীতে স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

———

শ্রীচৈতন্যদেবের মনোঽভীষ্ট জানিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে তৎপ্রণীত ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু আমাদের আলোচ্য। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারের প্রথম সোপান আমরা ভক্তি-রসামৃত সিন্ধুর—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

এই শ্লোকটীতে প্রাপ্ত হই।

যেপর্য্যন্ত অন্যাভিলাষ, স্বর্গসুখ-কামনা, ধর্ম্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রভৃতি আমাদের চিত্তে স্থান প্রাপ্ত হয়, সেপর্য্যন্ত আমরা শ্রীরূপপাদের অনুগত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলে আমাদের ধৃষ্টতাই প্রকাশ পাইবে। শ্রীচৈতন্যদেবের সেবা করিতে হইলে আমাদিগকে শ্রীরূপানুগত্যে শুদ্ধভক্তির শ্রীচরণ-আশ্রয় করিতে হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

১১ নারায়ণ অধায় শিবো শা ৪৪৬

ল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে ব্রজবাসী গোস্বামিগণের নাম অনেকেই অবগত আছেন। তাঁহাদের অপ্রকটের পরে শুদ্ধ ভক্তিস্রোত শ্রীনিবাস আচার্য্য, ঠাকুর নরোত্তম ও শ্যামানন্দ প্রভুত্রয়কে আশ্রয় করিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল। সেই ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য-পারম্পর্য্যে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর চতুর্থ অধস্তন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবমাত্রেই শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের কথা ন্যূনাধিক জানেন। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনা করেন, গীতাশাস্ত্রের আলোচনা করেন ও গোস্বামিমতের আলোচনা করেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের অলৌকিক কৃতিত্বের কথা শুনিয়া থাকিবেন। আমাদের এই ঠাকুরটী গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্যকালীন সংরক্ষক ও আচার্য্য। এখনও সাধারণ বৈষ্ণবগণের মধ্যে এই চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের তিনখানি গ্রন্থসম্বন্ধে যে কিম্বদন্তী আছে, তাহা এই—"কিরণ বিন্দু-কণা, এ তিন নিয়ে বৈষ্ণবপণা"। তাঁহার সম্বন্ধে এই শ্লোকটীও সর্ব্বত্র গীত হইতে শুনা যায়—

"বিশ্বস্য নাথরূপোঽসৌ ভক্তিবর্ত্ম প্রদর্শনাৎ।
ভক্তচক্রে বর্ত্তিতত্বাৎ চক্রবর্ত্ত্যাখ্যয়াভবৎ॥

এই বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বিশ্ববাসী সকলকেই ভক্তিপথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি বিশ্বনাথ। ভক্তমণ্ডলীতে অবস্থিত বলিয়া তাঁহার নাম চক্রবর্ত্তী।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় মধুররসে পারঙ্গত চূড়ামণি ভক্তরাজ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। বাস্তবিকই তিনি তাহাই। কিন্তু হরিবিমুখ জড়জগতে যে কঠিন বিধি জীবকে সর্ব্বদা আবরণ করিতেছে, সেই শাস্ত্রের সেবকগণ এই রসিকবরকেও জড়-রসকূপে পাতপূর্ব্বক ফেলিয়া দিতে ক্রটী করেন নাই। তাঁহার পারমার্থিক চেষ্টা বুঝিতে না পারিয়া অনেক প্রাকৃত সহজিয়া তাঁহাকে সহজিয়া-কুলভূষণ বলিয়া থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য। তাঁহার পাণ্ডিত্যের ফল গৌড়ীয়-জগৎ যে পরিমাণে লাভ করিয়াছেন, তাহা অবর্ণনীয়।

শ্রীল বিশ্বনাথ নদীয়া-জেলায় অন্তর্গত রাঢ়ীয় শ্রেণীর বিপ্রকুলে উদ্ভূত হ'ন। ইনি কাহারও মতে হরিবল্লভ-নামেও খ্যাত ছিলেন। তাঁহার দুইটী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—রামভদ্র ও রঘুনাথ নামে কথিত হইতেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বাল্যকালে দেবগ্রামে থাকিয়া ব্যাকরণ পাঠ সমাপন পূর্ব্বক মুর্শিদাবাদ জেলার সৈয়দাবাদ গ্রামে গুরুগৃহে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য গমন করিয়াছিলেন। শ্রীরাধারমণ চক্রবর্ত্তী তাঁহার গুরু। এই শ্রীরাধারমণ শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য শ্রীকৃষ্ণচরণের শিষ্য ছিলেন। শ্রীচক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার শ্রীগুরুদেবের স্তোত্র, পরমগুরুদেবের স্তোত্র, পরাৎপর গুরুদেবের স্তোত্রাষ্টক ও পরম-পরাৎপর গুরুদেবের স্তোত্রাষ্টক রচনা করিয়াছিলেন। এইগুলি তাঁহার স্তবামৃতলহরী-নাম্নী গ্রন্থে অপর বহু স্তোত্রসমূহের সহিত গ্রথিত আছে। শ্রীগুরুকৃপাবলে তিনি ব্রজধামে বিভিন্ন স্থানে থাকিয়া বহু গ্রন্থ রচনা করেন। সেই গ্রন্থগুলি বর্ত্তমান সময়ে দুষ্প্রাপ্য; এই গ্রন্থসমূহ প্রায়ই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরম আদরের সম্পত্তি হইয়াছে। তিনি কোন সময়ে শ্রীগোবর্দ্ধনে, কোন সময়ে শ্রীরাধাকুণ্ডতটে, কোন সময়ে শ্রীযাবটে এবং কোন সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে গোকুলানন্দ পল্লীতে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার বিভিন্ন গ্রন্থের শেষভাগে এই সকল কথা উদাহৃত আছে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের উদয় কাল নির্ণয় বিষয়ে আমরা শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃত গ্রন্থের শেষভাগে দেখিতে পাই যে, তিনি ১৬০১ শকাব্দের ফাল্গুন-পূর্ণিমা দিবসে ঐ গ্রন্থ রচনা শেষ করেন। আর শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা সারার্থদর্শিনীর মধ্যে দেখা যায় যে ঐ টীকা লেখার কাল ১৬২৬ শকাব্দের মাঘ মাস। সুতরাং তাঁহার অভ্যুদয় কাল ১৫৬০ শকাব্দায় ধরিলে এবং অপ্রকট কাল ১৬৩০ শকাব্দ অনুমান করিলে সপ্ততিবর্ষ কাল তিনি এই প্রপঞ্চে বিচরণ করিয়াছিলেন জানা যায়।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য বালুচর-গাম্ভীলা-নিবাসী শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ভগবদিচ্ছাক্রমে কোন পুত্র সন্তান লাভ করেন নাই। তাঁহার একমাত্র কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া। শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য নামক বারেন্দ্র শ্রেণীর এক ব্রাহ্মণ শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রসিদ্ধ শিষ্য ছিলেন। সেই ভট্টাচার্য্যের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীকৃষ্ণচরণকে শ্রীগঙ্গানারায়ণ দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। এই শ্রীকৃষ্ণচরণই শ্রীচক্রবর্ত্তী ঠাকুরের পরম গুরু।

সারার্থদর্শিনীতে শ্রীরাস-পঞ্চাধ্যায়ের প্রারম্ভ টীকায় আমরা এই শ্লোকটী দেখিতে পাই—

শ্রীরামকৃষ্ণগঙ্গাচরণান্ নত্বা গুরূনুরুপ্রেম্ণঃ।
শ্রীল-নরোত্তম-নাথ-শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুং নৌমি॥

এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, শ্রীরাধারমণের সংক্ষিপ্ত নাম শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণচরণের সংক্ষিপ্ত নাম শ্রীকৃষ্ণ; নাথ শব্দে শ্রীলোকনাথ প্রভুকে বুঝাইতেছে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ন্যায় সুবিস্তৃত সংস্কৃত-গ্রন্থাদির লেখক গৌড়ীয়াচার্য্যগণের মধ্যে অল্পই প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। তিনি এই বিপুল সংস্কৃত সাহিত্য লিখিবার পরও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের দুইটী হিতকর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। সেই দুইটীই প্রচারমূলে কীর্ত্তনের কার্য্য।

শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুরাণী শ্রীরূপকবিরাজ নামক একটী উদাসীন শিষ্যকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসমাজ হইতে বর্জ্জন করেন। এই রূপ-কবিরাজ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অতিবাড়ী নামক উপশাখার মধ্যে গণিত হ'ন। তিনি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসমাজের প্রতিকূলে এই সিদ্ধান্ত করেন যে, ত্যাগী ব্যক্তি একমাত্র আচার্য্যের কার্য্য করিতে সমর্থ। গৃহস্থগণের মধ্যে ভক্তাচার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। বিধিমার্গের সম্পূর্ণ অনাদর করিয়া বিশৃঙ্খলতা-পূর্ণ রাগমার্গ-প্রচারই তাঁহার চেষ্টা ছিল। 'শ্রবণ' ও 'কীর্ত্তনের' অসহযোগে 'স্মরণাদি সম্ভবপর'—এই গোস্বামি-প্রতিকূল পন্থা রূপ-কবিরাজ প্রচার করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর সারার্থদর্শিনীতে শ্রীল জীব গোস্বামি-লিখিত ভক্তি সন্দর্ভের অনুগত পথে ঐ দুই মতবাদেরই প্রতিবাদ করিয়াছেন। শ্রীরূপকবিরাজ আচার্য্যবংশে অথবা শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র শ্রীবীরচন্দ্রের শিষ্য বংশে এবং শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ত্যাজ্য পুত্রগণের বংশে 'গৃহস্থ হইয়া 'গোস্বামী' উপাধি প্রদান করা শিষ্যদিগের উচিত নহে, এই কথা প্রচার করিলে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাহার প্রতিবাদ করিতে গিয়া আচার্য্যবংশের যোগ্য অপগুন গৃহস্থ-সন্তানের আচার্য্যের কার্য্য করা অসঙ্গত নহে, প্রমাণ করেন। পরন্তু বংশ-পারম্পর্য্যক্রমে ধন-শিষ্যাদির লোভে অযোগ্য আচার্য্যকুলোৎপন্ন সন্তানগণের নিজ নিজ নামের পশ্চাদ্ভাগে গোস্বামী শব্দ সংযোগ করা নিতান্ত অবৈধ বলেন। তজ্জন্য তিনি নিজে আচার্য্যের কার্য্য করিলেও নিজ-নামের সহিত স্বয়ং গোস্বামী শব্দ সংযোগ করেন নাই। উহা মূর্খ বিচারহীন আচার্য্য সন্তানগণের অনভিজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ রাখিয়া গিয়াছিলেন।

শ্রীনাম-মহিমা

২৭। নারায়ণাচ্যুতানন্ত-বাসুদেবেতি যো নরঃ। সততং কীর্ত্তয়েদ্ভুবি যাতি মল্লয়তাং স হি॥ (বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

পৃথিবীতে যে ব্যক্তি নারায়ণ, অচ্যুত, অনন্ত ও বাসুদেব—এই নাম নিত্য কীর্ত্তন করেন, তিনি নিশ্চয়ই মল্ল পালোয়ানের ন্যায় বলবান্ হ'ন।

২৮। নামসঙ্কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ ক্ষুত্তৃট্-প্রস্খলিতাদিষু। করোতি সততং বিপ্রস্তস্য প্রীতো হ্যধোক্ষজঃ॥ (বৃহন্নারদীয়পুরাণ)

যে ব্রাহ্মণ ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও প্রস্খলনাদি সময়ে সর্ব্বদা শ্রীবিষ্ণুর নাম কীর্ত্তন করেন, অধোক্ষজ শ্রীভগবান্ নিশ্চয়ই তাঁহার প্রতি প্রীত হ'ন।

২৯। নাম্নোঽস্য যাবতী শক্তিঃ পাপ-নির্হরণে হরেঃ। তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী জনঃ॥ (বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণ)

পাপ-হরণে শ্রীহরির নামে যত শক্তি আছে, পাতকী ব্যক্তি তত পাপ করিতে অক্ষম।

৩০। ন হি ভগবন্নঘটিতমিদং ত্বদ্দর্শনান্নৃণামখিলপাপক্ষয়ঃ। যন্নাম-সকৃচ্ছ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৬।১৬।৪৪)

হে ভগবন্! আপনার দর্শনে মনুষ্যগণের অখিল পাপের ক্ষয় অবশ্যই সংঘটিত হইয়া থাকে। দর্শনের কা কথা—আপনার নাম একবার মাত্র শ্রবণ করিলে পুক্কশও (চণ্ডালও) সংসার হইতে মুক্ত হইয়া যায়।

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶৹
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶৹
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶৹
৭। ভজনরহস্য ॥৹
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥৹
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্তত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥৹
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶৹
ঐ (বাঁধা) ৸৹
১৮। শ্রীদিগ্দর্শন ৶৹
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶৹
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥৹
ঐ (আবাঁধা) ।৶৹
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸৹
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
২৩। গীতমালা ।১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) ৶৹
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।৹
২৯। শরণাগতি ৴৹
৩০। গীতাবলী ৴৹
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥৹
৩২। সাধনকণ ৴৹
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴৹
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴৹
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴৹
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥৹
ঐ (আবাঁধা) ৷৶৹
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ২৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥৹
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৪৩। মানমঞ্জরী সানুবাদ ।৹
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।৹
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴৹
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।৹
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶৹
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
৫২। সাধ্যবাণী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।৹
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ ।৹
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶৹
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴৹
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥৹
৬০। নামভজন ।৹
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৶৹
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৬৩। বৈষ্ণবীজম্
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴৹
৬৫। দি ভাগবত ।৹
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডেভোসন ।৹
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥৹
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥৹
৭০। সাধন পথ ।৹
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴৹
৭৩। শরণাগতি ৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি ৴৹

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া প্রকাশ

প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীব্রজ-পত্তন ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধিপাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, রাজধানী, নদীয়া
৯। বালগোপাল পাট কাঠালপুলি, চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটী, (বৰ্দ্ধমান)
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বৰ্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রমঃ আমলাযোড়া, রাজপাট বৰ্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু, হাওড়া
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ রুকনপুর, বাসুদেব-
পুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ নব গোপালপুরম্, মাদ্রাজ
২২। শ্রীরামানুজগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, ওয়েষ্ট
গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ চটকপর্ব্বত, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ চুম্বুরকুণ্ড, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ আগস্ত্যকুণ্ড, কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পাঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

	নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১।	শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	ঢাকা
২।	শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	এলাহাবাদ
৩।	শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	কলিকাতা
৪।	শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫।	শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৬।	শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	লক্ষ্ণৌ
৭।	শ্রীভক্তিকেবল সাগর	কলিকাতা
৮।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	ঢাকা
৯।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০।	শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	ঢাকা
১১।	শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১২।	শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩।	শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	ঢাকা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! **সুবর্ণ সুযোগ!!**

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিন্তু-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায় সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটি অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ১।০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-পাদকৃত সাধ্যের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী।

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক ‘অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়’, ‘চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার’, ‘নাম-ভজনকারী ও অক্ষকের প্রতি উপদেশ’, ‘উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার’, ‘থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত’, ‘বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ’, ‘সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য’, ‘প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত’, ‘উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত’, ‘ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ’, ‘শোক শাতন’, ‘সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ’ ‘সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়’, ‘গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য’, ‘অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন’, ‘সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?’ ‘দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য’, ‘জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল’—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মবস্তু-বোধিনী কৃষ্ণ-কাঙ্ক্ষানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও … প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, বিষ্ণুর দয়া ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীজগন্নাথবল্লভ-পদ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গোবর্দ্ধন ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মাধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের কথা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও ভারসেবায় নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—“… প্রবর্তক বেদা,” অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুভক্তিবৃত্তি; শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের ‘প্রণতি-নিবেদন’, বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার [illegible] এই সপ্ত কৌস্তুভমণি খচিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৸০ টাকা মাত্র।

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গ্রথিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার সম্ভার। প্রত্যেকটী কবিতা অনবদ্য ও মধুর ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত ‘অমৃতপ্রবাহভাষ্য’ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ‘অনুভাষ্য’ শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির পৃথক্ পৃথক্ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকা-চার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে ‘ফটো অফ্‌সেট প্রেসে’ ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা
প্রেরণ ব্যয় ।০ পৃথক্ দেয়
ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪০২ ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারকৃৎ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৴০
গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে [illegible]

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম

আমাদের নিকট ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতীয় ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা ৴৹ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ॥৹ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বন্দোবস্তের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জে ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৶৹ আনা।

মিটিংএর নোটিশ বহি—১ খানা ॥৹ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ॥৹ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।৹ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।৹ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ॥৹ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস কাছারীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

ম্যালেরিয়ার অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible] শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের [illegible] পাচন [illegible] ঔষধের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।৹ আনা, পাইণ্ট ৸৹ আনা, বোতল ১৶৹ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন-ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল খাঁটি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি —	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড —	৬-৫৭	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা —	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭ ৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ —	৭-১৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০ ৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৩-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে যায় ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৯, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫ ৩১	৯-৫	১২-১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫ ৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩৭	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৭	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নানা কথা

বর্ণাশ্রম মহাসভা

গুরুদাউউর সংবাদে প্রকাশ যে এই ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে নিখিল ভারত বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সঙ্ঘ মহাসভা আরম্ভ হইবে ও মহামান্য গোয়ালিয়র মহারাজা বাহাদুর উক্ত মহাসভার সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী ভস্মীভূত

গাইবান্ধা ইসলামিয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের লাইব্রেরী গৃহ গত রাত্রিতে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। কেহ বা কোন ব্যক্তি পেট্রোল অথবা স্পিরিটের সাহায্যে উক্ত গৃহে অগ্নি প্রদান করিয়াছে। গতকল্য ছাত্রদিগকে প্রমোশন দেওয়া হইয়াছে। উক্ত অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ৫ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। পুলিশ তদন্ত চালাইতেছে।

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি স্যার ইব্রাহিম রহমতুল্লা আগামী কল্য দিল্লী হইতে বোম্বাই রওনা হইবেন।

ডাকাতির মামলা

ডাকাতি করিতে ষড়যন্ত্র করিবার ও উদ্যোগ-আয়োজন করিবার অভিযোগে পাঁচকড়ি মণ্ডল, জগন্নাথ সা ও অপর ৩ জন লোক চুঁচুড়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত আর বসুর আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছিলেন। চুঁচুড়ার সরকারী দায়রা জজ রায় সাহেব পি, চৌধুরী জুরীগণের সহিত একমত হইয়া তাহাদিগকে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন। প্রকাশ, গত ১৬ই সেপ্টেম্বর রাত্রিতে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড পথে একখানি মোটর গাড়ী যোগে গমনকালে আসামীদিগকে পুলিস গ্রেপ্তার করে। প্রকাশ, উক্ত গাড়ীতে পাওয়া যায়।

দেবী সরস্বতীর কারামুক্তি

করাচী হইতে ১৯শে ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, ১২ মাস কারাদণ্ডের পর সবরমতী জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া শ্রীমতী দেবী সরস্বতী অদ্য এখানে পৌঁছিয়াছেন।

শিক্ষকদিগের বেতন

কলিকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষকদিগের বেতনের ক্রম ও নিয়মাবলী যাহা বহুদিন হইতে অমীমাংসিত ছিল, তাহার সমস্তই সম্প্রতি মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।

তুলার আবাদ

সম্প্রতি নিখিল ভারত তুলা আবাদ হিসাব আলোচনা সমিতির তৃতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তাহাদের আলোচনার ফলে দেখা যায় যে, গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর আবাদি জমীর পরিমাণ শতকরা পাঁচ একর কমিয়াছে কিন্তু ফসলের পরিমাণ শতকরা তিন বেল তুলা বৃদ্ধি হইয়াছে।

গুরুভাইউর সমস্যা

নিখিল ভারত অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন সমিতির সেক্রেটারী মিঃ ঠক্কর বলেন, "গুরুভাইউর সমস্যা যে দেশের সকলতায় সন্তোষ সমাধান হইবে সে বিষয় আমি নিঃসন্দেহ"। আগামী ২রা জানুয়ারী এ সমস্যার মীমাংসা শেষ হইবে এবং মহাত্মাজীর ইচ্ছাও কার্য্যে পরিণত হইবে।

শ্রীযুক্তা উর্ম্মিলা দেবী, মিঃ সি, আর, দাশের ভগ্নী কিছুদিন যাবৎ দাক্ষিণাত্যের অঞ্চলে গুরুভাইউর সম্পর্কে আলোচনা ও প্রচার করিতেছেন। তিনি বলেন, যদিও এই অঞ্চলে মন্দির-প্রবেশের পক্ষপাতী লোকের সংখ্যাই বেশী, তথাপি মনে হয় যে সরকারের সহিত এ বিষয় আলোচনা হওয়ার পূর্ব্বে উক্ত মন্দিরের কর্তৃপক্ষগণ মন্দির দ্বার খুলিবেন না।

স্যার সি, ভি, রমন

ডাঃ এম, ও, ফরষ্টার মহোদয় ব্যাঙ্গালোরের বিজ্ঞান মন্দিরের ডিরেক্টর পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহার স্থানে ১লা এপ্রিল হইতে স্বনামধন্য বিজ্ঞান-বীর স্যার সি, ভি, রমন মহোদয় তাঁহার মাতৃভূমির সেবকরূপে কার্য্য করিবেন।

প্রাণায়ামের ওকালতি

পাটনা বি, এন, কলেজের বক্তৃতা মণ্ডপে বি, কর্ম্মনারায়ণ সিংহ এডভোকেটের সভাপতিত্বে পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার সি, টারেল, কে-টি মহোদয় সভাপতিত্বের প্রতিশ্রুতি দিয়াও বিশেষ কারণে অনুপস্থিত থাকায় ঐরূপ সমবেত বহু বিখ্যাত চিকিৎসকের সম্মুখে ডাঃ এন, পি, ত্রিপাঠী, এল-পি, এল-এম প্রভৃতি একটী সুদীর্ঘ উচ্চ গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা দিয়াছেন। তাঁহার বিষয় ছিল "যক্ষ্মা নিবারণে প্রাণায়ামের কার্য্যকারিতা"।

নাগপুরে বড়লাট

বড়লাট দম্পতি ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে ৮-৫ মিঃ বিশেষ ট্রেনে নাগপুর পৌঁছেন। স্থানীয় রাজকর্ম্মচারী ব্যতীত ভোপালের রাজা, মহামান্য স্যার মানেক জি, স্যার এম, ভি, যোশী এবং মিঃ টামবি প্রভৃতি বড়লাট-দম্পতিকে সাদর অভ্যর্থনা করিবার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন।

লবণ বিভাগের আয় বৃদ্ধি

নূতন-দিল্লী হইতে ১৮ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, পেরামিট ও লবণ বিভাগের আয়, যাহা অনুমান করা গিয়াছিল, তদপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইজন্য লবীতে আলোচনা যে, অর্থ বিলে অতিরিক্ত কর স্থাপনের জন্য কোন প্রস্তাব করা হইবে না। কর্ম্মচারীগণের কর্ত্তিত শতকরা দশ টাকা বেতন পুনরায় প্রদত্ত হইবে কিনা তৎসম্পর্কে এখনও সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা

শেষ বিবেচনায় ঠিক হইয়াছে যে, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব আলোচনা বৈঠক আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম তারিখ হইতে আরম্ভ হইবে। ইদোজ্জোহা ও বসন্ত পঞ্চমী পর্ব্ব থাকার দরুণ এই বৈঠক বসিতে এত দেরী হইয়া গেল নচেৎ এই সরকারের ইচ্ছা ছিল এই বৈঠক ফেব্রুয়ারীর পূর্ব্বে আরম্ভ করা।

শোভাযাত্রাকারীর গ্রেপ্তার ও মুক্তি

গত অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন দিবস সম্পর্কে গত ১৮ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় কাশীতে এক শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, শোভাযাত্রাকারীদিগকে রাস্তায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, কিন্তু পরে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

এবং

সংশোধক প্রস্তাবই [illegible]। বাব রাজাদের প্রাচীন প্রবর্ত্তক ছিলেন যে এখনি ভারতের জনমত সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ; এই বলেই তিনি জোর করিয়া প্রকাশ করেন যে, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা এবং রাষ্ট্রীয় পরিষদের বাহিরে অতকরা একজন লোকও এই বিলের পক্ষপাতি নহেন।

একজন রসিকতা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যখন অতি অল্প সংখ্যক লোক ভারতের স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন তখন গবর্ণমেণ্ট বলিতেন যে, তোমরা মুষ্টিমেয় লোক; তোমাদের কি অধিকার আছে সমস্ত ভারতের লোকের পক্ষে ওকালতি করিবার? কে তোমাদিগকে এই ক্ষমতা দান করিল?

আবার, যখন দেশের অধিকাংশ ঐরূপ দাবী করিয়া বসিল, তখন সরকার পক্ষ বলিলেন "এই সমস্ত লোক গোবেচারী ও মূর্খ; দুষ্টলোকগণ তাহাদিগকে কৌশলে ভুলাইয়া আনিয়া গোলমাল বাধাইয়া স্বার্থসাধন করিতেছে।"

যখন দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ লেখাপড়া শিক্ষিত স্বাধীনতা দাবী করিবেন তখন গবর্ণমেণ্ট কি উত্তর দিবেন সে সম্বন্ধে কোন রসিকের কোন কথা এখনও শুনা যায় নাই।

আটোয়া বিল সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট বলিতে পারেন যে, দেশের লোক যখন অর্থনীতিতে পারদর্শী নহে তখন তাহাদের মত গ্রাহ্য নহে এবং কাউন্সিল ও এসেম্বলিতে অতি অল্প লোকই প্রতিনিধিরূপে আসেন তাঁহাদের মতও গ্রাহ্য নহে।

দায়রা বিচারে ৮ জন শিখের প্রাণদণ্ড

লাহোরের দায়রা জজ মিঃ ফোর্ড দুইজন স্ত্রীলোক সহ সাত জনের হত্যা সম্পর্কে অভিযুক্ত লাহোর জেলায় এক গ্রামবাসী আট ব্যক্তির প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন।

আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগে প্রকাশ, আসামী এবং নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে বিবাদ ও শত্রুতা চলিতেছিল। গত ১৯শে, জুলাই রাত্রিকালে আসামীরা বর্শা এবং অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মৃত ব্যক্তিদের বাড়ীতে হানা দেয় এবং নিদ্রিতাবস্থায় তাহাদের সকলকে হত্যা করে। প্রকাশ, সেই রাত্রে আসামীরা সকল গ্রামবাসীকেই ভয় দেখাইয়া বেড়ায়।

টলি — শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈ নি ক

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড ; সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৪৫তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১১ই পৌষ সোমবার ১৩৩৯, ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৩২

ভীষণ ষ্টীমার দুর্ঘটনা

রাজন্য-সংসদের সভার আয়োজন

ট্রেণ চাপায় মৃত্যু

পাবনা কৃষক ও প্রজা কনফারেন্স

হাওড়ায় লরি দুর্ঘটনা

ধুবরীতে আবার ভূমিকম্প

কলিকাতায় বড়লাট

নায়কের আবেদন অগ্রাহ্য

আগুনের কবলে ৩টি প্রাণী

স্থানীয়

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের বার্ষিক পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। অধিকাংশ ছাত্রই কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে। স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ বিদেশী ছাত্রগণের নিমিত্ত বাসস্থান, আহার ও বেতনাদিসহ মাসিক ব্যয় মাত্র ৬, ছয় টাকা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান আর্থিক দুরবস্থার দিনে এইরূপ শিক্ষার সুযোগ খুব কম স্থানেই দেখা যায়।

আবহাওয়া

আজ কয়েক দিন যাবত বেলা প্রায় ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত আকাশ কুজ্ঝটিকা আচ্ছন্ন থাকে। শীত কিছু কম বলিয়া বোধ হয়। তবে মধ্যে মধ্যে উত্তরে বাতাস কন্ কনে শীত আনয়ন করে।

রবিশস্য

এবার শ্রীধাম মায়াপুরের অঞ্চলে রবিশস্য মন্দ হয় নাই। দুর্দ্দিনে আবাদ্য ঘরে থাকিলেও চাষার অনেকটা শান্তি।

কলেরার প্রকোপ হ্রাস

নবদ্বীপ থানার অন্তর্গত মোল্লাপাড়া বাউগুরা প্রভৃতি স্থানে যে কলেরা আরম্ভ হইয়াছিল, স্যানিটারী ইন্সপেক্টরের নিকট শুনা গেল যথা সময়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা হওয়ায় উহা অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে।

নবদ্বীপ থানা স্বাস্থ্য-সমিতির সুযোগ্য সভাপতি শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন ও সম্পাদক সার্কেল অফিসার মিঃ এস্, মজুমদার মহোদয় যথাসময়ে ইহ ডিষ্ট্রিক্ট হেলথ অফিসার মহাশয়ের গোচরীভূত করিয়া সমস্ত মত চিকিৎসার সহায়তা করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ।

আবার ট্রেণে আলোর অভাব

আমরা অনেকবার লেখার ফলে শান্তিপুর কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট লাইট রেলওয়েতে কিছু কালের জন্য রাত্রিকালে আলোর ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু কয়েক দিন পূর্ব্বে দেখিতে পাইলাম, কোনও গার্ডক্লাশ বগীতেই আলো নাই। এ বগী-গুলি যে তিমিরে, সেই তিমিরেই অবস্থিত। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ কি অর্থ-সঙ্কটের নিমিত্ত এইরূপ দুর্ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছেন?

নানা কথা

ভীষণ ষ্টীমার দুর্ঘটনা

লণ্ডনের খবরে প্রকাশ, অত্যন্ত কুয়াশা পড়া হেতু "মীরাণ্ডা" এবং "গেট সহেড" নামক দুইখানি অতিকায় জাহাজ সিংহাম বন্দরের নিকটে সংঘর্ষ ঘটায়। সংঘর্ষের দুই মিনিটের মধ্যে "গেট সহেড" নামক জাহাজখানি ডুবিয়া যায়। উক্ত জাহাজের চারজন ক্রু এবং ক্যাপটেন ডুবিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু ভাগ্যবশতঃ "মীরাণ্ডা" তাহাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

ট্রেণ চাপায় মৃত্যু

মুলতানের সংবাদে প্রকাশ যে, একজন হিন্দু চুক্তি-কেরাণী প্যাসেঞ্জার ট্রেণের তলায় পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। অনুসন্ধানে তাহার পকেটে সেই বিষয়ের পত্র পাওয়া গিয়াছে।

ইংরাজের রণতরী

ইঙ্গ-পারস্য বিবাদ সম্পর্কে কতকগুলি ব্রিটিশ রণতরী পারস্যে প্রেরিত হইয়াছে এইরূপ সংবাদ সম্বন্ধে হাউস্ অফ্ কমন্সে প্রশ্ন উঠিলে মিঃ ইয়ো মোনেল উহা অস্বীকার করেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ই পৌষ, সোমবার ১৩৩৯

শ্রৌত-জ্ঞানটি বেদবিচারে 'প্রমাণ' বলিয়া গৃহীত হয় না। শ্রৌত-শব্দটীর অসংখ্য যোগরূঢ়ি, অন্তরূঢ়ি বৃত্তি ব্যতীত বিদ্বদ্রূঢ় বৃত্তিতেও বহু প্রয়োগ আছে। আধ্যক্ষিক জ্ঞানের অন্তর্গত না হইয়া 'শ্রোতের' পদ্ধতিতে আগত হইলেই 'শ্রৌত'। আনুষ্ঠানিক ভাব লাভ করিলেই উহা অপর ইন্দ্রিয়চতুষ্টয়ের গোচরীভূত হয় এবং 'বিদ্' ধাতুর বিভিন্ন অর্থে 'বেদ'-শব্দের যে সম্প্রসারিত অর্থসমূহ নিরুক্তকারগণ গান করেন, তাহা শ্রীপাদ আনন্দতীর্থের পদাশ্রয় ব্যতীত সম্ভব হয় না। সেজন্যই প্রাকৃত সাহজিক এবং গৃহী ও ত্যাগী বাউলের ধারায় এই সকল সাহিত্যের প্রচার না থাকায় স্বীয় সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীতেই তাহারা আস্ফালন করিয়া সাময়িকপত্র-সম্পাদনে স্বীয় ব্যক্তিগত দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করেন মাত্র।

পুরাণ, পঞ্চরাত্র ও প্রকরণগ্রন্থগুলিকে ভ্রান্ত-বিবর্ত্তবাদী 'শ্রৌত' আখ্যা দিতে পশ্চাৎপদ হ'ন। কিন্তু আগমপ্রামাণ্য শ্রীভাষ্য, শ্রীমহাভারত প্রভৃতির পাঠক জানেন যে, পরিমল-পুষ্ট, বাচস্পতি-লালিত, অমলানন্দযতির অনুমোদিত, আনন্দগিরি-সম্বর্দ্ধিত শঙ্কর লিখিত শারীরকভাষ্যের অশ্রৌত বিবর্ত্তবাদভাবের নিরাস সাধনপূর্ব্বক শ্রীআনন্দতীর্থের বাদরায়ণ-সূত্র শ্রৌতভাষ্য, শ্রীজয়তীর্থের তত্ত্বপ্রকাশিকা, শ্রীব্যাসতীর্থের চন্দ্রিকা, বিজয়েন্দ্রতীর্থের ও বাদিরাজস্বামীর সমর্থনমুখে 'শ্রৌত'-শব্দের যে উদারার্থ-নিচয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা কেবল কেবলাদ্বৈতবাদীর ঐকান্তিক লোকশব্দের অন্তরূঢ়িতে ব্যাঘাত করিয়াছে।

সমালোচকের যদি বঙ্গভাষার Thesaurus গুলিতে প্রবেশাধিকার থাকিত, তাহা হইলে তিনি সমালোচনা করিতে গিয়া সঙ্কীর্ণতা-গর্ত্তে থাকিবার মৎসরতা প্রকাশ করিতেন না।

ফকির ঘোষ প্রভৃতি নিদয়াবাসী গোপদিগের কথিতবাক্য শ্রবণ করিয়াই এ কেক-গ্রীব দেওয়ানের রামসীতার মন্দিরের উদ্ধার-বাসনা, ঐরূপ শ্রৌতপথের অনুগমনে অজ্ঞাত প্রবন্ধের লেখক কেন তাঁহার চিন্তাভ্রান্ত বিচার হইতে প্রবন্ধ লিখিতে গিয়া পথভ্রষ্ট হইলেন, বুঝা গেল না।

বোধ করি, এইরূপ বিচারপূর্ণ ত্যাগিক্রম বাউলের নিকট মোহোগের উকিলের পিতামহের গৃহিবাউলগিরি শিক্ষার প্রণালী হইতেই শুদ্ধভক্তিবিদ্বেষ আরম্ভ হইয়া থাকিবে।

'চিত্রে-নবদ্বীপ' গ্রন্থ আধ্যক্ষিকের বিচার-সৌষ্ঠব সাধনের জন্য লিখিত। সেখানে চিন্ময় বিচার দেখিবার কৌতূহল প্রকাশ করা শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ অনভিজ্ঞতামূলক ন্যাকামি মাত্র। উহা সমালোচকের কথিত 'ধাপ্পা'-শব্দের অন্তর্ভুক্ত হইবার কি যোগ্য নহে?

যে গ্রন্থে শ্রীযুত প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের লিখিত প্রারম্ভিকা বর্ত্তমান, সে গ্রন্থের উদ্দিষ্ট বিষয় চিন্ময়তা-স্থাপনপর হইবে—যিনি ইহা স্থির করিয়াছেন, তাঁহার বিবর্ত্তের বালাই লইয়া মরিতে ইচ্ছা হয়। এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণের লিখিত প্রবন্ধ হিতবাদীতে প্রকাশিত হইলে গ্রাম্যবার্ত্তাবহের সার্থকতা হয় না, পরন্তু মাৎসর্য্যান্ধ জনগণকে প্রশ্রয় দিবারই সহায়তা করা হয়।

কোন হিতকথা হিতবাদীর অঙ্কে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ উপস্থিত হইলে হিতবাদীর সম্পাদকগণ গ্রাহক ছাড়িয়া যাইবে বলিয়া ভীতিবশতঃ তাহার স্থান দিতে পারেন না—একথা কি সত্য? হিতকর প্রবন্ধ বা পত্র একটিমাত্রও হিতবাদীতে প্রকাশিত হয় না, একথাও আমরা শুনিয়াছি,—ইহা কি সত্য? আশা করি, পাঠকবর্গ ইহার প্রকাশ্য উত্তর পাইবেন।

এলাহাবাদ মিলন বৈঠকে মিলন হয় হয় করিয়াও হইল না। বাংলার মুসলমানদিগকে শতকরা ৫১টী ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ দিতেই হইবে; হিন্দুরা শতকরা ৪৪·৭ দাবি করিতেছে। খ্রীষ্টানরা ২৫টী স্থান চায়; তদ্ব্যতীত শিখ প্রভৃতিরও দাবী আছে।

এংলো ইণ্ডিয়ান পত্রিকাসমূহ খুব হাসির লহর তুলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, প্রধান মন্ত্রী ম্যাক্‌ডোনাল্ড কি কি অপরাধ করিয়াছেন? ইহার মধ্যে একটা কথা দেখিবার আছে; যাঁহারা এলাহাবাদের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতেছেন, তাঁহারা জাতীয়তাবাদী; যদি সকলেই জাতীয়তাবাদী হইয়া ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ লাভ করেন, তাহা হইলে, তাঁহাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক জীর্ণ থাকিলেও, তাহা বিশেষ অনিষ্টকর হইবে না; কারণ সকলেই রাজনৈতিক ব্যাপারে একমত।

যাঁহারা প্রধান মন্ত্রীর মতানুযায়ী সাম্প্রদায়িকতার সমর্থন করেন, তাঁহাদের শেষ উদ্দেশ্যও বোধ হয় সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষণ; কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের জাতীয়তাবাদীই একটী সাধারণ দাবী গবর্ণমেণ্টের নিকট অথবা জগতের সমক্ষে স্থাপন করিতে সমর্থ হইবেন। তাঁহারা বলিতে পারিবেন যে, সাম্প্রদায়িকতা আমাদের ঘরের কথা, সুতরাং তাহাতে অপরের হস্তক্ষেপ করা অনধিকার চর্চ্চা মাত্র; কিন্তু জাতি হিসাবে আমাদের দাবী জগৎ কেন স্বীকার করিবে না?

অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এলাহাবাদ মিলন বৈঠকের সাফল্য হইলে দেশের মঙ্গল সম্ভাবনা এবং বর্ত্তমানে বাঙ্গালীর উপরই সেই সাফল্য নির্ভর করিতেছে। আশা করা যায় যে, বাঙ্গালী আজ অবস্থানুযায়ী তৎপরতা, বুদ্ধিমত্তা, উদারতা এবং স্বদেশ-হিতৈষিতা দেখাইতে পশ্চাৎপদ হইবেন না।

বিলাতের গোলটেবিল বৈঠকে মৌলিক স্বত্বসমূহ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চলিতেছে। এই বিষয়টী বিশেষ অনুধাবন করিবার যোগ্য।

মানুষের জীবন, স্বাধীনতা এবং সম্পত্তি সকল সময়েই পবিত্র বলিয়া গণ্য করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক লোকেরই এইগুলি রক্ষা করিবার ক্ষমতা আছে এবং এই অধিকার থাকা নিতান্ত কর্ত্তব্য; এই স্বত্ব কাড়িবার চেষ্টা করিলে সমাজে বিশৃঙ্খলতা অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং এই সমস্ত স্বত্ব প্রত্যেক ভারতবাসীরই নিজ জন্মগত অধিকার—ইহা ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন সংগঠনে স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হউক, ইহাই গোলটেবিল বৈঠকে মৌলিক স্বত্ব বলিয়া অভিহিত।

ইংরাজ পক্ষ বলিতেছেন যে, এই স্বত্ব স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হইল এই অসুবিধা হইবে যে, ব্যবস্থাপক সভার ক্ষমতা আইন প্রণয়ন বিষয়ে কিপ্রকার ব্যবহার সহিত চালিত হইবে না।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যদি আইন জীবন-রক্ষা, স্বাধীনতা-রক্ষা, সম্পত্তি-রক্ষার পরিপন্থী হয়, তাহা হইলে সে আইন প্রণীত না করাই ভাল।

অন্যান্য স্বাধীন দেশে অথবা উপনিবেশসমূহে যে শাসনের দলিলপত্র আছে, তাহাতে এই স্বত্বের বিষয় উল্লিখিত নাই; কিন্তু যে অবস্থায় দলিলসমূহ সম্পাদিত হয়, তাহার সহিত কি ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা তুলনীয়?

ইংলণ্ডে হেবিয়াস কর্পাস আইন দ্বারা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যেরূপ রক্ষা সম্ভব, ভারতে সেরূপ সম্ভব নহে। যদি মৌলিক স্বত্বসমূহের স্পষ্ট উল্লেখ করিতে বৃটিশ পক্ষ আপত্তি করেন, তাহা হইলে ভারতীয়গণ যে তাঁহাদের মনোভাব সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইবেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। তবে ভারতীয়গণ যদি নিজে উহা অসুবিধাকর বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহারা নিজে ঐ দাবী পরিত্যাগ করিলে ভিন্ন কথা।

ভারতে—বিশেষতঃ বঙ্গদেশে ভীতিপ্রদর্শনমূলক বৈপ্লবিক আন্দোলনের মূলে অর্থসঙ্কট এবং যুবকদিগের বেকার অবস্থা; এসম্বন্ধে আমরা বহুবার আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমানে এসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যে কতকটা ঠিক পথ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন ইহা খুব আশার কথা। ২৮টী দল গঠিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যুবকদিগকে শিল্প ও ব্যবসায়-সম্বন্ধে সাহায্য করিয়া তাঁহাদের অর্থসঙ্কটে সাহায্য করিবে। ইহাতে একদিকে যুবকদিগের জীবিকা উপার্জ্জনের যেমন সাহায্য হইবে, অপরদিকে তাঁহারা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে বৈপ্লবিক আন্দোলনও দমিত হইবে। অর্ডিনান্সের উপর অর্ডিনান্স জারি না করিয়া এইরূপ উপায় অবলম্বন করিলে কর্তৃপক্ষের উপর জনসাধারণের বিশ্বাস ফিরিয়া আসিবে।

আমাদের বিশ্বাস যে, এই যুবকদলের আন্দোলনে বেশী লোক লিপ্ত নহে, তথাপি কর্ম্মাভাবে যুবকদলের মধ্যে যে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্ট হইয়াছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। তবে এই চাঞ্চল্য দমননীতির দ্বারা প্রশমিত হইবার [illegible] চাকরী বেত খাইয়া মিটে না, ভাত খাওয়া চাই। যুবকদলের অর্থাভাব ঘুচিলে এবং অর্থব্যবস্থার দায়িত্ব ঘাড়ে চাপিলে সব ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, ১৩ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৬ ১১ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২৬শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩২ সোমবার } ২৪৫তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

জগদ্গুরু প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ গত ২১শে ডিসেম্বর ঢাকা মহানগরীতে উপস্থিত হইয়া সমাগত বহু সজ্জনবৃন্দের নিকট নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতেছেন। এই কীর্ত্তনগঙ্গা প্রধানতঃ ঢাকায় দুইটী শাখায় বিভক্ত হইয়া পরমার্থ-পুণ্যসলিলের দ্বারা পূর্ব্ববঙ্গবাসীকে পবিত্র করিতে তৎপর। একটী ধারা গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখ-নিঃসৃত হরিকথামৃত, অপর ধারাটী সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীরূপে প্রকাশিত হইয়া অমল-প্রমাণ নির্ম্মৎসর-সাধুগণের হৃদয়-সর্ব্বস্ব শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রদর্শন করিতেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাপ্রাপ্ত ত্রিদণ্ডিপাদগণের অধিকাংশই ঢাকাতে এই সময় উপস্থিত হইয়া ঢাকাবাসীর দ্বারে-দ্বারে শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যমঙ্গলপ্রদবাণীর প্রচার করিতেছেন। শুধু ঢাকা সহরেই নহে, তাঁহারা সহরতলীতে, পল্লী গ্রামে গ্রামে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনের জয় ঘোষণা করিতেছেন। এই প্রকারে তাঁহারা মহাপ্রভুর—'যারে দেখ, তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ' এই পরমকরুণাবারিসিক্ত উপদেশটী বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন করিতেছেন। আশা করা যায়—আউল, বাউল প্রভৃতি ত্রয়োদশ উপশাখা ও 'কিশোরী-ভজন'নামে প্রচলিত জঘন্যবৃত্তি এই প্রচারে উৎসাদিত হইয়া জগদ্বাসীর পরম মঙ্গলের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, ঢাকা মনোমোহন প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দে ও ইউনিয়ন প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দে—এই দুই সহোদর নানা উপায়ে শুদ্ধ ভক্তির প্রচারকগণের সেবা করিয়া ধন্য হইতেছেন। তাঁহাদের এই সেবা সর্ব্বসাধারণের আদর্শ স্থানীয়।

ঢাকার সাপ্তাহিক সাময়িক শাসন সৎশিক্ষা প্রদর্শনীর একান্ত প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া অপরকে এই প্রদর্শনীতে আকৃষ্ট করিবার নিমিত্ত যে আহ্বান-লিপি প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদার্হ। বস্তুতঃপক্ষে আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত না হইতে পারিলে জগতের গণ্ডগোল মিটিতে পারে না। সেই আত্মধর্ম্মের স্বরূপ পূর্ব্ববঙ্গবাসীকে প্রদর্শনের নিমিত্তই ঢাকাতে সৎশিক্ষা প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান।

আগামী ৪ঠা জানুয়ারী হইতে উক্ত প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং প্রায় একমাসকাল সর্ব্বসাধারণ উহা দর্শনের সুযোগ পাইবেন।

বড়দিনের ছুটীর পর ঢাকা প্রবাসিগণও ঢাকায় আসিয়া এই প্রদর্শনী দর্শনের সুযোগ প্রাপ্ত হইবেন। ঢাকার ছাত্রবৃন্দ নববর্ষে সৎশিক্ষার প্রেরণা লইয়া নবোদ্যমে প্রকৃত শিক্ষার সন্ধানে তৎপর হইতে পারিবেন বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। পল্লীগ্রামবাসিগণও এই সময়ে ঢাকাতে আসিয়া এই প্রদর্শনী দর্শনের সুযোগ পাইবেন।

গত ১লা পৌষ হইতে ঢাকার শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, এই শীতের মধ্যেও বহু সজ্জন সন্ধ্যার পরে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া পাঠ-কীর্ত্তন শ্রবণের সৌভাগ্য বরণ করিয়া লইতেছেন। আচার ও প্রচারের একত্র সম্মিলন হইলে জগদ্বাসী যে বাস্তবিক পক্ষে পরম মঙ্গল সাধন করিতে পারেন তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

সেদিন রংপুর জেলার সিংড়িয়া সোনারী-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বর্ম্মা নামক কোন ভদ্রমহোদয় সহর কুলিয়া নিবাসী জনৈক চরিত্রহীন বাবাজীর কুকার্য্যের কথা লিপিবদ্ধ করিয়া আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। এরূপ ঘৃণ্য কার্য্যের উল্লেখ করিয়া শ্রীপত্রের সৌন্দর্য্য নষ্ট করা উচিত নহে বিবেচনায় উক্ত চরিত্রহীন মর্কটের হীন কার্য্য আমরা লিপিবদ্ধ করিলাম না। লগুড় না পাইলে কুকুরের শিক্ষা হয় না। ঐপ্রকার চরিত্রহীন বাবাজিগণ যদি রাজদ্বারে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হয়, তাহা হইলে উহাদের কুকার্য্যের বিষময় ফল সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়া জনসাধারণ উহাদিগকে বর্জ্জন করিয়া উহাদের মঙ্গল সাধন করিতে পারেন।

শ্রীপাদ মঙ্গেশ্বর ব্রহ্মচারী বর্ত্তমানে শ্রীধাম-বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের মঠরক্ষক। তিনি পুণ্যার্থিগণের নিকট শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী কীর্ত্তন করিতেছেন। সমস্ত বৃন্দাবনের অধিবাসিগণ যদি শ্রীপাদ ব্রহ্মচারীজীর নিকট গিয়া শ্রীচৈতন্যের প্রকৃত শিক্ষার সন্ধান গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রকৃত মঙ্গল হইতে পারে।

উড়িষ্যাবিভাগের সুপ্রসিদ্ধ গবর্ণমেণ্ট-অডিটার শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় বি.এ মহোদয় শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ পুরী মহারাজের নিকট শ্রীধামপ্রকাশিকা আলোক প্রাপ্ত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় পূর্ব্বক যে নিত্য সংসার সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি কায়মনোবাক্যে প্রচুর সময়ে বহু ব্যক্তিকে ঐ সত্যের সংবাদ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদের পরম মঙ্গল সাধনে যত্নশীল হইয়াছেন। তিনি কয়েকদিন হইল কটকে পৌঁছিয়াছেন। বড়দিনের ছুটীতে ত্রিদণ্ডি আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণ দাস অধিকারী, ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিরত্নাকর মহোদয়ের সহিত ঢাকাতে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের সমক্ষে উপস্থিত হইতে চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া আমরা সংবাদ পাইয়াছি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব গোবিন্দ মহারাজ যুক্তপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে গৌরবাণী কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহাদের চেষ্টায় অনেক ব্যক্তি শুদ্ধ সদাচারের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীল রূপ-গোস্বামী পাদের ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী পাদের আশ্রিতের প্রকৃত যে দান, তাহা বুঝিতে সমর্থ হইতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

১৩ নারায়ণ সঙ্কর্ষণ ৪৪৬

পঞ্চোপাসনা-পদ্ধতি এক-হিসাবে বুঝিতে পারা (?) সহজ সন্দেহ নাই। শক্তি, সূর্য্য, গণপতি, শিব ও বিষ্ণু জগতের নিয়ামক, সুতরাং জগদ্বাসীর উপাস্য। যাঁহারা জাগতিক অবস্থা বিশেষের প্রাপ্তি চরম মঙ্গল বলিয়া বিচার করেন, তাঁহারা বিভিন্ন প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া তদনুরূপ-অবস্থা-প্রদানকারী দেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন।

পঞ্চোপাসনায় যে গুরুকরণ-পদ্ধতি উপদিষ্ট আছে, তাহাও উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যেরই অনুরূপ ব্যবস্থা। যিনি কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি তদনুরূপ লাভের প্রত্যাশিবিশিষ্ট উপাসকের (?) শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি অভাবমুক্ত তথাকথিত 'সিদ্ধ মহাত্মা দিগের' নিকট হইতে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী উপদেশ প্রাপ্তির আশা করেন এবং তদুদ্দেশ্যে তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করেন।

আবার যিনি কামকামী, তিনি উপাস্য বিচারে শক্তির উপাসনা করেন। যিনি ধর্ম্মকামী তিনি সূর্য্যের উপাসক। যিনি জাগতিক-অভ্যুদয়-কামী তিনি গণপতির পূজা করেন। যিনি নির্ব্বাণমুক্তি-প্রার্থী তিনি শিবের আরাধনা করেন। যিনি কামনাশূন্য (?) সেবকের অবস্থা বাঞ্ছা করেন, তিনি বিষ্ণুর উপাসক।

পঞ্চ উপাস্যের অন্যতম বিষ্ণু দেবতার উপাসনা সাত্ত্বিক-পরাভক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের প্রার্থনীয়। উহা বস্তুতঃ জাগতিক কামনা শূন্য হইতে পারে না। অনর্থযুক্ত আত্মার প্রবৃত্তি-তাড়িত অভিলাষ কিরূপে নিষ্কাম হইতে পারে? সুতরাং তারতম্য-বিচারেও পঞ্চোপাসনার অন্তর্গত বিষ্ণুর উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব অন্যান্য দেবতাগণের স্বীকার্য্য হয় নাই। মিশ্র-সাত্ত্বিক-প্রবৃত্তি-প্রসূত বিষ্ণুর উপাসনা জড়ীয় সকাম উপাসনারই অন্যতম। পঞ্চ দেবতার অন্যতম বিষ্ণু প্রতীতি ভগবৎসাক্ষাৎকার নহে।

পঞ্চোপাসনাকে বহ্বীশ্বরবাদের অপবাদ হইতে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীশঙ্করাচার্য্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে পরতত্ত্বরূপে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বেদান্তোদ্দিষ্ট অদ্বয়তত্ত্ব, এইরূপ তথ্য শ্রীশঙ্কর তদ্রচিত বেদান্তভাষ্যে প্রচার করিয়াছেন। শ্রীশঙ্করের মতে পঞ্চ দেবতার উপাসনা—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে পরতত্ত্বের কল্পিত রূপ বিশেষের উপাসনা। সুতরাং তাঁহার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মনির্ব্বাণরূপ মুক্তিই জীবের চরম প্রাপ্য হয়। সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজনের নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মপর অর্থ নির্ণয়পূর্ব্বক শ্রীশঙ্কর বিভিন্ন জড়ীয় উপাসনার পদ্ধতি তদন্তর্গত বিচার দ্বারা তাহাদের পরস্পরের অবিরোধ-অবস্থিতির আবশ্যকতা স্থাপন করিয়াছেন।

আচার্য্য শঙ্করের নির্ব্বিশেষ সিদ্ধান্ত সবিশেষ পঞ্চোপাসক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। জড়ীয় সকাম উপাসনা দ্বারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম নির্ব্বাণ লাভ প্রয়োজনীয়—এইরূপ বিচার বস্তুতঃ আদৌ সঙ্গত নহে। কিন্তু জড়ীয়-বিশেষ-রাহিত্য-অবস্থা সমুদয় জড়ীয় সবিশেষ উপাসনার সকাম লক্ষ্য হওয়ায় তদ্দ্বারা বিভিন্ন সকাম উপাসনা পদ্ধতিগুলির তাৎকালিক পরস্পর বিরোধ সত্ত্বেও তৎসমুদয়ের চরম একত্ব (?) বা অনতিত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই পরমতত্ত্ব—এইরূপ বিচার অবলম্বন দ্বারা সকাম-ধর্ম্মসমূহের কলহ অনর্থক হইয়াছে এবং ধর্ম্ম বিচারে ব্যক্তিগত মতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সুতরাং শঙ্করের মতবাদ শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাস খর্ব্বীকৃত হইয়াছে। ব্যক্তিগত মতের প্রাধান্য অবলম্বনে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া অশাস্ত্রীয় মতসমূহ অস্তাররূপে প্রচারিত হইবার বাধা অপসারিত হইয়াছে। প্রচলিত ধর্ম্মমত-খণ্ডনের চেষ্টা অনাবশ্যক প্রতিপাদিত হওয়ায় যে কোনো মত ধর্ম্ম বলিয়া চালাইতে পারা যাইতেছে। পক্ষান্তরে নিরপেক্ষ শাস্ত্রীয় বিচার পরনিন্দা, এইরূপ নারকীয় ধারণাও বিস্তার লাভ করিয়াছে।

এরূপ ক্ষেত্রে নিরুপাধিক সবিশেষ ব্রহ্ম উপাসনাই সর্ব্বশাস্ত্রের একমাত্র প্রতিপাদ্য, জড়ীয় প্রমাতার অতীত রাজ্যের এই অচিন্ত্য বাস্তব সত্যের সংবাদ যে প্রথম দৃষ্টিতে নির্ব্বিশেষ-মত-গ্রস্ত জগতের মনীষীবৃন্দের নিকট যুক্তি-বিরুদ্ধ এবং অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, ইহা আদৌ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে

বিশ্বনাথ

(২)

যেকালে আচার্য্য সন্তানগণ নিজ নিজ নামের পার্শ্বে "গোস্বামী" শব্দ লিখিয়া স্ব স্ব অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিতে ছিলেন এবং শাস্ত্রবিমুখ হইয়া বংশপারম্পর্য্য মানাইতে ছিলেন, সেই কালে জয়পুরের গল্তা গ্রামে শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দিরে শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের প্রতিপক্ষে এক বিপুল সংগ্রাম আরম্ভ করেন। সেই কালে জয়পুররাজ শ্রীবৃন্দাবনের প্রধান গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদিগকে শ্রীরূপ গোস্বামীর অনুগত জানিয়া শ্রীরামানুজীয়গণের সহিত বিচার করিবার জন্য আহ্বান করেন।

এই ঘটনা ১৬২৮ শকাব্দায় শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের অতিবৃদ্ধ বয়সে সংঘটিত হওয়ায় তাঁহারই পরামর্শ-ক্রমে তাঁহার ছাত্রপ্রতিম গৌড়ীয়-বৈষ্ণববেদান্তাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত-কুলমুকুট শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ এবং শ্রীবিদ্যাভূষণের ছাত্র ও শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদেব, জয়পুরের বিচারসভায় গমন করেন।

জাতি-গোস্বামিগণ আনন্দাদির শ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায়ের আনুগত্য বিস্মৃত হইয়া ছিলেন। সাম্প্রদায়িক পরিচয় বিস্মৃত হইয়া বৈষ্ণব-বেদান্ত অনাদর করায় যে বিপত্তি ঘটিয়াছিল, তাহার নিবারণ জন্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সম্প্রদায়ের মতে একখানি স্বতন্ত্র ভাষ্য রচনা করিতে বাধ্য হন, এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পারম্পর্য্য নিরাকরণে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের অনুমোদন লাভ করেন। এই কার্য্য শ্রীচক্রবর্ত্তী ঠাকুরের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের দ্বিতীয় নিদর্শন। বিশেষতঃ অশৌক্রব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবাচার্য্যের সংস্কারের অনুমোদনের ইহাই জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর নানা গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের তালিকা আমরা যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাই এখানে লিখিলাম।

১। ব্রজরীতিচিন্তামণিঃ ২। শ্রীচমৎকারচন্দ্রিকা ৩। প্রেম-সম্পুটম্ (খণ্ডকাব্যম্) ৪। গীতাবলী ৫। সুবোধিনী (অলঙ্কার-কৌস্তুভটীকা) ৬। আনন্দচন্দ্রিকা (উজ্জ্বল-নীলমণিটীকা) ৭। গোপালতাপনীটীকা। ৮। স্তবামৃতলহরীধৃত (১) শ্রীগুরুতত্ত্বাষ্টকম্, (২) মন্ত্রদাতৃগুরোরষ্টকম্, (৩) পরমগুরোরষ্টকম্, (৪) পরাৎপরগুরোরষ্টকম্ (৫) পরমপরাৎপরগুরোরষ্টকম্ (৬) শ্রীলোকনাথাষ্টকম্ (৭) শ্রীশচীনন্দনাষ্টকম্, (৮) স্বরূপচরিতামৃতম্ (৯) স্বপ্নবিলাসামৃতম্, (১০) শ্রীগোপালদেবাষ্টকম্ (১১) শ্রীমদনমোহনাষ্টকম্, (১২) শ্রীগোবিন্দাষ্টকম্, (১৩) শ্রীগোপীনাথাষ্টকম্ (১৪) গোকুলানন্দাষ্টকম্ (১৫) স্বয়ং ভগবত্তাষ্টকম্ (১৬) শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকম্ (১৭) জগন্মোহনাষ্টকম্ (১৮) অনুরাগবল্লী, (১৯) বৃন্দাদেব্যষ্টকম্ (২০) শ্রীরাধিকাধ্যানামৃতম্ (২১) শ্রীরূপচিন্তামণিঃ, (২২) নন্দীশ্বরাষ্টকম্ (২৩) শ্রীবৃন্দাবনাষ্টকম্ (২৪) গোবর্দ্ধনাষ্টকম্ (২৫) সঙ্কল্পকল্পদ্রুম (শতকম্) (২৬) শ্রীনিকুঞ্জবিরুদাবলী (বিরুদকাব্য) (২৭) সুরতকথামৃত (আর্য্যাশতকম্) (২৮) শ্রীশ্যামকুণ্ডাষ্টকম্ ৯। শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত-মহাকাব্যম্ ১০। শ্রীভাগবতামৃত-কণা ১১। উজ্জ্বলনীলমণেঃ কিরণলেশঃ ১২। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধোর্বিন্দুঃ ১৩। রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা ১৪। ঐশ্বর্য্য-কাদম্বিনী (দুষ্প্রাপ্য) ১৫। মাধুর্য্যকাদম্বিনী ১৬। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-টীকা ১৭। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিটীকা ১৮। দানকেলিকৌমুদীটীকা ১৯। শ্রীললিত-মাধব-নাটকটীকা ২০। শ্রীবিদগ্ধ-মাধব-নাটক টীকা ২১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-টীকা (অসম্পূর্ণ) ২২। ব্রহ্মসংহিতার টীকা ২৩। শ্রীমদ্ভাগবতগীতার সারার্থবর্ষিণী টীকা ২৪। সারার্থদর্শিনী শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা।

শ্রীনাম-মহিমা

৩১। ন নামসদৃশং জ্ঞানং ন নামসদৃশং ব্রতম্। ন নামসদৃশং ধ্যানম্ ন নামসদৃশং ফলম্॥ ন নামসদৃশস্ত্যাগো ন নামসদৃশঃ শমঃ। ন নামসদৃশং পুণ্যং ন নামসদৃশী গতিঃ॥ নামৈব পরমা মুক্তির্নামৈব পরমা গতিঃ। নামৈব পরমা শান্তির্নামৈব পরমা স্থিতিঃ॥ নামৈব পরমা ভক্তির্নামৈব পরমা মতিঃ। নামৈব পরমা প্রীতির্নামৈব পরমা-স্মৃতি॥ নামৈব কারণং জন্তোর্নামৈব প্রভুরেব চ। নামৈব পরমারাধ্যং নামৈব পরমো-গুরুঃ॥ (আদিপুরাণ)

নামসদৃশ জ্ঞান নাই নামের তুল্য ব্রত নাই, নামের তুল্য ধ্যান নাই, নামের সদৃশ ফল নাই, নামের সদৃশ শমগুণ নাই, নামের সদৃশ পুণ্য নাই এবং নামে গতি নাই। নামই পরমা মুক্তি, নামই পরমা গতি, নামই পরমা শান্তি, নামই পরমা-স্থিতি, নামই পরমা ভক্তি, নামই পরমা বুদ্ধি, নামই পরমা প্রীতি এবং নামই পরমা স্মৃতি, নামই সকল বস্তুর কারণ অর্থাৎ উৎপত্তি নাম, নামই পরম আরাধ্য বস্তু এবং নামই পরম গুরু।

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা নদীয়া প্রকাশ

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্য ভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶৹
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶৹
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶৹
৭। তত্ত্বরহস্য ॥৹
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥৹
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥৹
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶৹
ঐ (বাঁধা) ৸৹
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶৹
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶৹
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥৹
ঐ (আবাঁধা) ।৶৹
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) ৶৹
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।৹
২৯। শরণাগতি ৴৹
৩০। গীতাবলী ৴৹
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥৹
৩২। সাধনকণ ৴৹
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴৹
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴৹
৩৬। সদাচারস্মৃতি: ৴৹
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥৹
ঐ (আবাঁধা) ।৴৹
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥৹
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।৹
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়: ৸৹
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।৹
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴৹
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।৹
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶৹
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
৫২। সাধ্যবাণী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়: ॥৹
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।৹
৫৫। তত্ত্ব সূত্রম্ ।৹
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶৹
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়: ৴৹
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥৹
৬০। নামভজন ।৹
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৶৹
৬২। লাইফ্ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴৹
৬৫। দি ভাগবত ।৹
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ এ্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন ।৹
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥৹
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥৹
৭০। সাধন পথ ।৹
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴৹
৭৩। শরণাগতি ৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি ৴৹

প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধিপাঠ ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া
৯। মদনগোপাল পাট কাঁঠালপুলি, চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটী, (বৰ্দ্ধমান)
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বৰ্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাযোড়া, রাজবাঁধ বৰ্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু, হাওড়া
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, বাসুদেব-
পুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ নব গোপালপুরম্, মান্দ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, ওয়েষ্ট
গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ বাঁড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ চটকপর্ব্বত, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ চুমুরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ আগস্তকুণ্ড, কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

	নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১।	শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	ঢাকা
২।	শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	এলাহাবাদ
৩।	শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	কলিকাতা
৪।	শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫।	শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৬।	শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	লক্ষ্ণৌ
৭।	শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা
৮।	শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	ঢাকা
৯।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০।	শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ঢাকা
১১।	শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মান্দ্রাজ
১২।	শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩।	শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	ঢাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা!   সুবর্ণ-সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায় সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মঞ্জহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকা-চার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উজ্জ্বল অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৴০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে-ছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ' 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘ-নের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি', 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনে প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করি[illegible] জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক [illegible] ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছা[illegible] দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বা[illegible] মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মব[illegible] বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মুদ্র-[illegible]

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, [illegible] ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দী[illegible] ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজ[illegible] প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৷৵০ [illegible]

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, [illegible] শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ[illegible] মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রী[illegible] নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগ পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌর ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-[illegible] ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকাপেক্ষতা ও সত্য[illegible] শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতা[illegible] আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবায় [illegible] —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৵০ [illegible]

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব প্রবেশে[illegible] অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিধ[illegible] শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি[illegible]' বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার [illegible] সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র [illegible]

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷০ টাকা।

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছে।

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম

আমাদের নিকট ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতীয় ফর্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি থান' /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩ নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুদ্রিত রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ।৹ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বস্তু সম্বন্ধে রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন করম জারীর জন্ত প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৫৹ আনা।

মিটিংএর নোটীশ বহি—১ খানা ॥৹ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ॥৹ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।৹ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।৹ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ॥৹ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

ম্যানেজার—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস ·······ষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বহালের পাঁচন

··লেরিয়া অ··ম মহৌষধ

ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাবল্যের জন্ত ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোট বোতলের সমান পরিমাণ ডাকে পাঠান হয়, তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।৹ আনা, পাইট ॥৶৹ আনা, বোতল ১৶৹ আনা।

কার্য্যালয়—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬ ৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩ ৫১	১৭ ৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০ ৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯ ৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫ ৩১	৯-৫	১২ ১০	১৫-১১	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫ ৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-১১	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪০	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬ ১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	৯-৫২	১৩-০	১৬-১১	১৯-৩৪

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ···············ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

হাওড়ায় লরি দুর্ঘটনা

শিবপুর হইতে হাওড়া ষ্টেশনের দিকে একখানি ট্রাম গাড়ী যাইতেছিল। তাহার পিছনে বিড়ির পাতা বোঝাই একখানি লরি যাইতেছিল। হাওড়া পোষ্টাফিসের নিকট লরি ড্রাইভার ট্রাম গাড়ীকে পিছনে ফেলিবার চেষ্টা করিলে সম্মুখে রিক্সা দেখিয়া থামিয়া পড়ে ও তখন পশ্চাৎ হইতে ট্রামগাড়ী আসিয়া উক্ত লরীর গায়ে জোরে ধাক্কা দেয়। ফলে লরী উল্টাইয়া যায় ও দুইজন লোক গুরুতর জখম হইয়া পড়ে। তাহারা তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছিল এই বিষয় পুলিশ অনুসন্ধান চলিতেছে।

আগুনের কবলে তিনটী প্রাণী

রাজসাহী হইতে প্রকাশ, মাথুর পাল নামক এক ব্যক্তি রাত্রে তাহার ঘরের পার্শ্বে অগ্নি জ্বালিয়া ঘরে যাওয়ার পর গভীর রাত্রে ঐ অগ্নি বর্দ্ধিত হইয়া গৃহ আক্রমণ করায় স্বয়ং মাথুর, তাহার পুত্র ও তাহার পুত্রবধু মারা গিয়াছে। ভাগ্যক্রমতঃ তাহার ছোট কন্যাটি বাঁচিয়া গিয়াছে।

কলিকাতায় বড়লাট

বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নে সস্ত্রীক লর্ড উইলিংডন কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। হাওড়া ষ্টেশনে বাঙ্গলার লাট স্যার জন এণ্ডারসন বড়লাটকে সম্বৰ্দ্ধিত করেন। যথারীতি আদর আপ্যায়নের পর বড়লাট সদলে বেলভেডিয়ার ভবনে গমন করেন। ষ্টেশনে এবং রাজপথে পুলিশ পাহারা মোতায়েন করা হইয়াছিল।

দলিল জালে সাজা

ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দ্বারকা সিং নামক এক ব্যক্তি একটী জাল করা দলিল সেল ডিড বলিয়া উপস্থিত করায় পাটনার সহকারী সেসন্স জজ ও জুরীগণের বিচারে উক্ত আসামী ৪ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

ধুবড়ীতে আবার ভূমিকম্প

প্রায় এক মাস পরে গত ২০শে ডিসেম্বর সকাল ১০-৫২ মিনিটের সময় পুনরায় মাঝারি রকম এক ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ১৯৩০ সালের জুলাই মাস হইতে এই লইয়া ধুবড়ীতে ৫০৫ বার কম্পন অনুভূত হইল।

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, এতদ্ব কম্পন নিরূপণ যন্ত্র হইতে ৬,৮০০ মাইল দূরে গত ২৮শে ডিসেম্বর বেলা ঠিক ১২ টার সময় একবার অত্যন্ত অধিক কম্পন অনুভূত হইয়াছিল।

রাজন্য-সংঘের সভার আয়োজন

নূতন দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যভাগে রাজন্য-সংঘের স্থায়ী কমিটীর এক সভা বসিবে, তাহাতে রাজপ্রতিনিধির অনুমোদনের নিমিত্ত প্রস্তাবাদিসহ সভার কার্য্যবিবরণী স্থির করা হইবে। বর্ত্তমানে সংপূর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, রাজন্য-সংঘের চ্যান্সেলার নবনগরের জাম সাহেব আগামী ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে ভারত অভিমুখে যাত্রা করিবেন এবং চ্যান্সেলারের সেক্রেটারী শ্রীযুত পানিক্করের আগামী ১০ই জানুয়ারী তারিখে এখানে পৌঁছিবার কথা।

আদেশ অমান্যে গ্রেপ্তার

বিশেষক্ষমতা অর্ডিনান্স অনুসারে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার জন্য গোঘাটের শ্রীযুত অবনীপতি সেনগুপ্ত গ্রেপ্তার হইয়াছেন। আরামবাগ থানার প্রাঙ্গণে কংগ্রেস পতাকাসহ অনধিকার প্রবেশ করার জন্য ও তথায় জাতীয় ধ্বনি করিতে করিতে পতাকা উত্তোলনের চেষ্টা করার জন্য শ্রীযুত নলিনী দে ৩০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। নন্দনপুরের এ্যাটেচমেন্ট ক্যাম্পে সেটেলমেন্টের কার্য্যে বাধা প্রদান করার জন্য শ্রীযুত সতীশচন্দ্র অধিকারী গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

নায়কের আবেদন অগ্রাহ্য

২৪শে আগষ্ট দৈনিক নায়কে প্রকাশিত একটী প্রবন্ধের জন্য স্থানীয় সরকার দৈনিক নায়কের প্রকাশক এবং 'স্বদেশ প্রেসের' রক্ষকের জমানতের টাকা হইতে দুই শত টাকা বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। হাইকোর্টে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে যে আবেদন করা হইয়াছিল, বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি বিচারপতি শ্রীযুত মুখোপাধ্যায় ও বিচারপতি শ্রীযুত মিত্র উহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

পাবনা কৃষক ও প্রজা কনফারেন্স

আগামী ১১ই, ১২ই পৌষ সিরাজগঞ্জে পাবনা জেলা কৃষক ও প্রজা কনফারেন্সের অধিবেশন হইবে। অভ্যর্থনা সমিতির কর্ম্মিগণ সমস্ত জেলায় প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন মৌলানা আলি আহম্মদ ওলী ইসলামাবাদী সম্মিলনীর সভাপতিত্ব করিতে স্বীকার করিয়াছেন। সিরাজগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুত কুলকুণ্ডলিনীপ্রসাদ গুপ্ত ও মৌলভী আমীর হোসেন বি, এল, যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সৈয়দ আছাদ উদ্দৌলা সিরাজী পাবনা জেলার হিন্দু মুসলমানদিগকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। মৌলভী সেরাজুল হক ও মৌলভী আবু মিঞা প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন।

বঙ্গ-আসাম প্রজা সম্মেলন

আফজল আলি খাঁর এক তারে প্রকাশ ২২শে ডিসেম্বর তারিখে সিরাজগঞ্জে বঙ্গ-আসাম প্রজা সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির এক সভায় সৈয়দ আকবর আলির পদত্যাগ পত্র বিবেচিত হইয়া গৃহীত হইয়াছে। মৌলবী মিজানুর রহমান মোক্তার সর্ব্বসম্মতিক্রমে আগামী ২৪শে ও ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে অনুষ্ঠেয় বঙ্গ আসাম প্রজা সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

পুলিসের জুয়াড়ীতে সংঘর্ষ

গোয়েন্দা বিভাগের কর্ম্মচারীরা এক জন কনষ্টেবল লইয়া বোম্বাই কল অঞ্চলে সুপারিবাগ রোডে কুবের ম্যানসনে হানা দেয়। তথায় ৪০ জন লোক জুয়া খেলিতেছিল বলিয়া প্রকাশ। উহারা পুলিসকে ইট পাটকেল ও চেয়ার প্রভৃতি লইয়া আক্রমণ করে। ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর গুলীবর্ষণে কয়জন আহত হইয়াছে। জুয়াড়ীদের মধ্যে ৮ জন পলাইয়া গিয়াছে। উক্ত বাটীতে কয়ঘণ্টা যাবৎ খানাতল্লাস করা হয়। পুলিস পলাতকদের সন্ধান করিতেছে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আহত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

১২ জন রাজবন্দী স্থানান্তরিত

কটকের সংবাদে প্রকাশ, ১২ জন রাজনৈতিক বন্দীকে পাটনা শিবির জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। বিগত ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে বয়কট পত্রিকাসহ শোভাযাত্রা করার সময় ৩ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ঐ একই অপরাধের জন্য আরও তিন জন স্বেচ্ছাসেবককে ২০শে ডিসেম্বর তারিখে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পঞ্জাবে সংশোধিত ফৌজদারী আইন

পঞ্জাবের হোসিয়ারপুর, লাহোর, অমৃতসহর, জালন্ধর জেলা চতুষ্টয়ে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের পঞ্জাব সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম ধারাসমূহ প্রবর্ত্তিত হইল বলিয়া এক ঘোষণা লাহোর গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

পাঞ্জাবে বসন্ত রোগের এবং দুর্ভিক্ষের প্রাবল্য

লাহোর হইতে প্রকাশ, শীতের মধ্যে বৃষ্টির অভাব হেতু সমগ্র পঞ্জাবে নানা প্রকার পীড়া এবং দুর্ভিক্ষের বিশেষ প্রাবল্য দেখা দিয়াছে। গত আট সপ্তাহে লাহোরে ৯০০ এর অধিক সংখ্যক লোক বসন্তে মারা গিয়াছে। এখন এই রোগ পার্শ্বস্থিত বহু গ্রামে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

গুরুদাসপুর জেলায় বিশেষ শস্যহানী ঘটিয়াছে। লাহোর নগরে গত বৎসর খারাপ স্বাস্থ্য এবং ভেজাল খাদ্যের দরুণ প্রায় ২০০০ লোকের যক্ষা রোগ হইয়াছিল এবং তাহার মধ্যে ৬০০ লোক মারা গিয়াছিল।

নিখিল ভারত ধোপী পঞ্চায়েৎ

আগামী ৫ঠা জানুয়ারী লক্ষ্ণৌ সহরে ঐ পঞ্চায়েৎ সভা বসিবার কথা আছে। তাহাতে প্রধান সেনাপতি মহোদয় ও ভারতের মহামান্য বড়লাট বাহাদুরকে তাহাদের অভাব অভিযোগ জানাইয়া কতকগুলি প্রস্তাব এই সভায় সমর্থন করা হইবে।

দুর্গের মধ্যে শব্দ

রোমের সংবাদে প্রকাশ, রোম নগরের ঠিক বহির্ভাগে "এ্যাপিএ" নামক প্রাচীন দুর্গের মধ্যে ভীষণ শব্দের সহিত একটি বিস্ফোরণ ঘটে; পরে বিস্ফোরক গুলিতে অগ্নি দেখা যায়, ফলে তিনজন লোক মারা যায় এবং অনেক লোক আহত হয়। ঐ বিস্ফোরক গুলি দুর্গের ভাণ্ডারে রক্ষিত ছিল।

খেলার মাঠে

ব্যারাকপুরে ক্রিকেট

কলিকাতা সি, সি, এবং ব্যারাকপুর সি, সির মধ্যে গত রবিবারে যে খেলা হইয়াছে, তাহাতে কলিকাতা দল বিশেষ-ভাবে হারিয়াছে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, } ১৪ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৬, ১২ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ ২৭শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩২ মঙ্গলবার { ১০[illegible]তম সংখ্যা

শিক্ষা-তরঙ্গিণী

প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীরামানুজপাদের ধনশালী শিষ্যাভিমানী যজ্ঞেশের সেবা-বিমুখতা মলিনভাবে অবস্থিত। আর শ্রীপাদের নিঃস্ব শিষ্য পরম বৈষ্ণব বরদাচার্য্য ও তদীয় পতিব্রতা সহধর্ম্মিণীর আপ্রাণ সেবাচেষ্টালোচনায় গুরু-সেবার চরম আদর্শ ও সেবা-মাধুর্য্য অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

— —

ধনমদে মত্ত ধনাঢ্য শিষ্য যজ্ঞেশ শ্রীআচার্য্যপ্রেরিত গুরুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সদৃশ গুরুসেবক বৈষ্ণব বা তদীয় গুরু-ভ্রাতাগণের সম্বর্দ্ধনায় প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশপূর্ব্বক নিজানন্দে গুরুসেবার ছলনা প্রদর্শন করিয়া হরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় বঞ্চিত হ'ন। আর অতিশয় নিঃস্ব কপর্দ্দকহীন, এমন কি চীর মাত্র-পরিহিতা পতিব্রতা রমণী লক্ষ্মীদেবী নিজপতি বরদাচার্য্যের অবর্ত্তমানে নিজ দেহের বিনিময়-সংকল্পে সংগৃহীত দ্রব্যাদির দ্বারা গুরুবৈষ্ণবসেবার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। যজ্ঞেশের অসদাদর্শ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বরদাচার্য্য ও তৎপত্নীর সেবা পরাকাষ্ঠা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীব মাত্রেরই নিত্যালোচ্য ও আদর্শস্থল।

— — —

যেখানে নিজের আমঙ্গলাভের লেশমাত্রও ইচ্ছা থাকে, তাহা ভুক্তি কামনা; সেখানে সেবা নাই। সেবায় একমাত্র ইষ্টদেবের সুখ কামনা থাকিবে। আর বৈষ্ণবগণকে বাদ দিয়া কখনও গুরুসেবা হয় না। বৈষ্ণবগণ বা গুরুসেবকগণ সকলেই গুরুর এক একটী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। অতএব 'অর্দ্ধকুক্কুটী ন্যায়' অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণবগণকে সম্মান না করিয়া গুরু-সেবায় বিহ্বলতা দেখাইলে বৈষ্ণব অপরাধ হয়; শ্রীআচার্য্যদেব ঐরূপ কপটতাময়ী সেবা গ্রহণ করেন না কিন্তু অপরাধ বুঝিতে পারিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে শ্রীগুরুদেব তাহা স্বীকার করেন; ইহা আমরা প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যের আচরণে দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করি। সদ্গুরু ও প্রপন্ন শিষ্যের ব্যবহার এইরূপ।

————

সদ্গুরু বা আচার্য্য ধন, কুল বা বিদ্যা দেখেন না, দেখেন সেবাপ্রবৃত্তি। আচার্য্যদেব পতিতপাবন; আমাদের ন্যায় পতিতকে উদ্ধারার্থই তাঁহার এ-জগতে আগমন। তিনি শিষ্যকে পতিত রাখিয়া পতিতপাবন নাম ধরেন না, শিষ্যকে সত্য সত্যই পাবন করিয়া থাকেন। তিনি নিষ্কিঞ্চন, নিরপেক্ষ ও শিষ্যের অন্যায় আচরণে বাধাপ্রদাতা। বুদ্ধিমান্ ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মানব সদ্গুরু-চরণাশ্রয়ে জগতের আদর্শস্থানীয় হইবেন ও সদ্গুরু-পাদপদ্মকে একমাত্র গতি বা ধন জানিয়া অন্য আশা সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক নিজের সাংসারিক ক্ষতি-বৃদ্ধির বা সুখ-দুঃখের দিকে লক্ষ্য না করিয়া আচার্য্য-সেবাকেই একমাত্র সম্বল করিবেন এবং উহাতেই জীবের কৃষ্ণ সিদ্ধি, এইরূপ দৃঢ়-নিশ্চয় হইবেন; ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

মায়াবাদী যদি ভুক্তি ও মুক্তির আশা পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধভক্তের শ্রীচরণাশ্রয় পূর্ব্বক নিজকে কৃষ্ণদাস-জ্ঞানে নিরন্তর শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে প্রতিবিম্ব নামাভাস হইতে পরিমুক্ত হইয়া শুদ্ধ নামের কৃপা-লাভে সমর্থ হইতে পারেন, নতুবা মায়াবাদ-চিন্তাস্রোতে মস্তিষ্ক ভরপুর রাখিয়া বাহ্যে শুধু বৈষ্ণব-মুদ্রাদি ধারণ পূর্ব্বক নাম গ্রহণ করিলেই বৈষ্ণবাপরাধ হইতে মুক্তি পাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

————

শুদ্ধভক্তের সঙ্গে নামালোচনা করিতে করিতে অতিশীঘ্র শুদ্ধভক্তিতে রুচি হয়; তখন জিহ্বায় যে নাম আবির্ভূত হ'ন, তাঁহা শুদ্ধ নাম। শুদ্ধনাম গ্রহণ করিতে হইলে নামাপরাধীর সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। সৎসঙ্গই জীবের মঙ্গলের একমাত্র হেতু।

— — —

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীল রূপপাদের লেখনী সঞ্জাত সিদ্ধান্তসমূহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বঙ্গভাষায় পদ্যে অতি সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই সকল তত্ত্ব সরল, সহজ ও সুন্দর গদ্যে শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, মহাপ্রভুর শিক্ষা, জৈবধর্ম্ম, হরিনাম চিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন।

— — —

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বজীবকে সকল সময় হরিনাম করিতে উপদেশ করিয়াছেন, তাঁহার বাণী—

যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥

কারণ,—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

কর্ম্মের আবিলে আবদ্ধ জনগণ এই মহাবাক্য উপলব্ধি করিতে না পারিলেও, ইহাই একমাত্র সার কথা।

————

নীলাম ইস্তাহার

(৮ম পৃষ্ঠার পর)

(৫৫)

১৬১২ খাঃজারী ৩২ দাবী ৩৩৯৶৽

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং নাকাশী পাড়া

দেঃ সহজ সেখ সাং গোয়ালচাঁদপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় ভবানীপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৭৩ খতিয়ানে ১-৪৫ শঃ জমীর ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৫৬)

৯১০ মনিজারী ৩২ দাবী ৪০৯।৵৽

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্রমোহন ভাদুড়ী সাং শ্রীরামপুর

দেঃ নৃসিংহকুমারী দাসী মোং কাছারী পাথুলী পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় লক্ষ্মীগাছা গ্রামে ক্ষৌণীশ-চন্দ্র রায় বাহাদুর অধীন ৪৬ খতিয়ানে ২১৬৮।৶৮ পত্তনী চিরস্থায়ী মোকররী জমা দেঃ ৷৷৹ অংশ মূল্য আঃ ২০০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে নদীয়া মহারাজা অধীন ৪৬ খং ২১৬৭।৶৮ চিরস্থায়ী মোকররী পত্তনী জমা দেঃ ৷৷৹ অংশ মূল্য ২০০৲

ইউনিয়ন বোর্ডের জন্য

আমাদের নিকট ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতীয় সর্ব্ব প্রকার ফরম বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত ভালকাগজের উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ বেঞ্চের রাবারের ছাপ সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

এসেসমেন্ট তালিকা

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা /৴ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩ নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ॥০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টরী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বন্দোবস্তের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের ফরম প্রতি কপি ৴৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৴৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

আইন কানুন জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৸০ আনা।

মিটিংএর নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ॥০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

কেশদাম

[illegible]

কেশতৈলের গুণের জন্য ৩ বার প্রদর্শনীতে পুরস্কৃত। অকাল কেশপক্কতা ও চক্ষুর জ্যোতিবর্দ্ধক অমোঘ শক্তি সম্পন্ন। [illegible] চারিটীতে ওষুধের কোন পরিবর্ত্তন [illegible] মূল্য প্রতি শিশি ১০ আনা, তিনটি ॥৵০ আনা, ডোজন ১৸০ আনা।

আফিস - ১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কলম কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড —	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭-৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০-[illegible]

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৩-৪৮, ১৮-৫৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৭, ১৬-৪ এবং .৮ ৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫-৩১	৯-৫	১২-১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩৩	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৭	৯-২০	১২-৩০	১৫-৪২	[illegible]
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মোকাম কৃষ্ণনগর
প্রথম মুন্সেফ আদালত
...ামের দিন ৯ই জানুয়ারী (১৯৩৩)

(১)

...১ মনিজারী ৩২ দাবী ১২১৭/৬
ডিঃ গিরিশ চন্দ্র নন্দী দিং সাং যশড়া
দেঃ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য দিং সাং ...পাড়া পোঃ চাকদহ
চাকদহ থানার ঘেটুগাছি গ্রামে ...য়া মহারাজা অধীন ৮২ ও গোটরা ...জার ৫৭০ ও জাগুলী মৌজার ৫৭৬ ...য়ানে ৪০০।৵৬ মধ্যস্বত্ব জমা দেঃ ...৩। — অংশ, মূল্য আঃ ২০০৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ অধীন ও গোটরা মৌজার ৫৬১ ও জাগুলী ...জার ৫৭৬ খতিয়ানে ৪০০।৵৬ মধ্যস্বত্ব ...স্থায়ী জমা দেঃ ৵১৩। — অংশ, মূল্য ...: ২০০৲

(২)

...১০ মনিজারী ৩২ দাবী ১৩৮॥৵৯
ডিঃ অনুকূল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য সাং ...দ্বীপ
দেঃ গোবিন্দ নারায়ণ চক্রবর্ত্তী দিং ...ং ঐ পোঃ ঐ
নবদ্বীপ থানার নবদ্বীপ গ্রামে নন্দলাল ...ধুরী দিং অধীন ৪১২৭ খতিয়ানে -১২শঃ ...ন্তর জমি মায় পাকা ইমারৎ ২ খানা ...ড়ের ঘর, কূপা, পায়খানা, কড়ি ইত্যাদি ...জসরঞ্জাম মূল্য আঃ ১৭০৲

(৩)

৫৫৬ মনিজারী দাবী ১১৬॥৯
ডিঃ মাখন চন্দ্র নাথ সাং বামুনপুকুর
দেঃ রামকৃষ্ণ পাল সাং ঐ পোঃ শ্রীমায়াপুর
নবদ্বীপ থানার বামুনপুকুর গ্রামে ...মাল্লা মহম্মদ দিং অধীন ৩৮ খতিয়ানে ...৪ শঃ জমীর ৸৮ জমা মায় গৃহাদি সাজ-সরঞ্জাম সহ দেঃ ॥০ অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

(৪)

১১৯৩ মনিজারী ৩২ দাবী ৬১৸৭
ডিঃ হেমাঙ্গিনী দেবী সাং গোয়াড়ী
দেঃ ললিত মোহন মল্লিক সাং কৃষ্ণনগর, পোঃ ঐ
কোতয়ালি থানার কৃষ্ণনগর গ্রামে হরিমতি দাসী দিং অধীন ৬০৮৫ ৬০৮৬। ৫৮০০।৫৭৯৯ খতিয়ানে ১॥০ জমীর ৩ সরকারে ২৲ জমা মায় কাঁঠাল গাছ ঘর ইত্যাদি।

(৫)

... মনিজারী ৩২ দাবী ৬২।৵৯
ডিঃ বিহারীলাল দত্ত সাং সড়ক
দেঃ পাঁচকড়ি মুচি দিং সাং সাধনপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর
কোতয়ালি থানার সাধনপাড়া গ্রামে বি...াজ মুখোপাধ্যায় দিং অধীন ৩৬৪ খ...য়ানে -১৭ শঃ জমীর ১৲ জমা মায় বৃ...দি সহ দেঃ ॥০ অংশ মূল্য আঃ ১৫৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ মালিক অ...র ৭৫০ খতিয়ানের -৫ শঃ জমি ৸০ জ... দেঃ ॥০ অংশ মায় খড়ের ঘর সাজ-স...াম মূল্য ১৫৲

(৬)

১...৪ মনিজারি ৩২ দাবী ২৪৪৸৵৫
ডিঃ গুরুপদ মুখোপাধ্যায় সাং দাঁইহাট (বর্দ্ধমান)
দেঃ বিশ্বনাথ কয়াল সাং মাটিয়ারী ...: ঐ
কালীগঞ্জ থানার মাটিয়ারী গ্রামে স...নাথ কয়াল অধীন ৮৫১ খতিয়ানে -...শঃ জমীর ৸৵৬ জমা মায় ঘর সাজস...াম ইত্যাদি মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে রামরঞ্জন ব...দ্যাপাধ্যায় অধীন ৮৮৫ খতিয়ানে -৫২ ...জমীর ১৲ নিরিখে জমা মূল্য আঃ ৩০৲

(৭)

৪১৪ মনিজারী ৩২ দাবী ৩০।৩
ডিঃ কার্ত্তিক চন্দ্র সেন সাং মাটিয়ারী
দেঃ ইন্দু বাউরী সাং ঐ পোঃ ঐ
কালীগঞ্জ থানার মাটিয়ারী গ্রামে ...রঞ্জন বন্দোপাধ্যায় অধীন ১২৪৪ খতি-...নে -৭ শঃ জমি চাকরান্ জমা দেঃ ৵০ ...শ, মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ অধীন ২৪১ খতিয়ানে -১ শঃ জমীর উপর খড়ের ঘর ১ খানা মূল্য আঃ ৫৲

(৮)

৪৫১ মনিজারী ৩২ দাবি ২৪০৸০
ডিঃ ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সাং ঘূর্ণী
দেঃ প্রবোধ নাথ গঙ্গোপাধ্যায় সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর
১ (ক) কৃষ্ণনগর থানার কাঁঠালপোতা গ্রামে ...খাল দাস সিংহ অধীন ৫৩৫৮ খতিয়ানে ১৮৬ শঃ জমির ১১৲ জমা মায় আম কাটাল বৃক্ষাদি সহ মূল্য আঃ ১০০৲

১ (খ) ঐ থানার গোবিন্দ সড়ক মৌজার নদীয়া মহারাজ অধীন ৩৪৬ খতিয়ানের -৯শঃ জমি ২৵১ জমা মায় পাকা ইমারৎ সহ মূল্য ১০০৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ১১৪ খতিয়ানে -২শঃ জমীর ১৲ জমা মূল্য ১০০৲

(৯)

১৪ ৭ মনিজারী ৩২ দাবী ১১০॥/৯
ডিঃ বটকৃষ্ণ বিশ্বাস সাং সেঙ্গুয়া
দেঃ হরিপদ বিশ্বাস সাং ঐ পোঃ কালীগঞ্জ
কালীগঞ্জ থানার সেঙ্গুয়া গ্রামে নৃসিংহ চ... পাল চৌধুরী অধীন ৩৭৭ খতিয়ানে ২০০৫শঃ জমীর ২৸/৮ মোকররী জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ১০০৲

(১০)

১...১৪ মনিজারী ৩২ দাবী ২১০॥/৯
ডিঃ রাধামনি দাসী বৈষ্ণবী সাং ন...দ্বীপ
দেঃ মণীন্দ্রচন্দ্র বকসী দিং সাং ইনাত-পু... ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ নওগাঁ জেলা র...াজসাহী
নবদ্বীপ থানার নবদ্বীপ গ্রামে নন্দলাল চৌধুরী অধীন ৯১৪ খতিয়ানে /২৸৶ ...ার ।৶৫ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(১১)

১ ৮৩ মনিজারী ৩২ দাবী ৪৮৶৯
ডিঃ শিবুদাস দত্ত দিং সাং হরিনাথপুর
দেঃ কেশব সেখ সাং সাহাপুর পোঃ কালীগঞ্জ
কালীগঞ্জ থানার জোতমহেশ গ্রামে ...চরণ মজুমদার অধীন ৫৭ খতিয়ানে ...০৫শঃ জমীর ৸৵০ নিরিখে জমা দেঃ ... অংশ মূল্য আঃ ১২৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ অধীন ...০ খতিয়ানে -২৯শঃ জমীর ১৸/৬ জমা ...॥০ অংশ মূল্য আঃ ৫৲

(১২)

৬৬৩ দেঃজারী ৩২ দাবী ১৫৬৸৯
ডিঃ ক্ষেত্রমোহন বিশ্বাস সাং ভালুকা
দেঃ সূর্য্যঘোষ দিং সাং জলবাস পোঃ কৃষ্ণনগর
কোতয়ালি থানার ভালুকা গ্রামে ...বেশ চরণ ভট্ট অধীন ১৩৩৩ খতিয়ানে -১৮শঃ জমীর ৫৲ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(১৩)

...৭৫২ দেঃজারী ৩২ দাবী ৪৭১৲১৫
ডিঃ রাধাগোবিন্দ সেন দিং সাং ...মাটিয়ারী
দেঃ মহোৎসব ঘোষ দিং সাং কুঠরিয়া পোঃ কালীগঞ্জ
কালীগঞ্জ থানার কুঠরিয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ১১৬ খতিয়ানে ১৬-৮৪শঃ জমীর ।৪৵০ রায়তী স্থিতিবান জমা মূল্য আঃ ৪৫০৲

২। ঐ থানার ... গ্রামে ... অধীনে ৬৬।১ খতিয়ানের ১-৫১শঃ জমি ৪৸/১৫ জমা মূল্য ৫১৲

(১৪)

১৭ ৮ দেঃজারী ৩২ দাবী ৩৮২॥৵০
ডিঃ রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী সাং গোয়াড়ী
দেঃ ফকির নিকারী দফাদার সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণনগর
কোতয়ালি থানার গোয়াড়ী নিকারী-পা...। মধ্যে বিনাপানি দেবী দিং অধীন ৮... খতিয়ানে -৪ শতক জমীর ১/১০ জমা মা... পাকা দক্ষিণদারী ঘর সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি সহ মূল্য আঃ ১০০৲

(১৫)

১...১৭ দেঃজারী ৩২ দাবী ২০৪১/০
ডিঃ কৃষ্ণদাসী বৈষ্ণবী সাং নবদ্বীপ
দেঃ মনমোহন দত্ত সাং ঐ পোঃ ঐ
নবদ্বীপ থানার মাঝেরচরের মধ্যে ম... লাল চৌধুরী অধীন ৬৩৩ খতিয়ানে ।... কাঠা জমীর ১৸৵০ জমা মায় পাকা ঘ... সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি মূল্য ১০০০৲

(১৬)

১ ৮৬ দেঃজারী ৩২ দাবী ৭৪॥০
ডিঃ নির্ম্মলচন্দ্র বিশ্ব সাং বেলপুকুর
দেঃ রমণী ঘোষাণী সাং ঐ পোঃ ঐ
কোতয়ালি থানার বেলপুকুর লপ-...ত্তী মধ্যে প্রফুল্লনলিনী দাসী দিং অধীন ...৩ খতিয়ানে ২-৭০ শঃ জমীর ১২৵৬ ...। দেঃ ॥০ অংশ মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ মালিক ...দীন ৪৪৯ খং ৭-৭৭ শঃ জমি ১২৸৵৭ ...রৌদশী মোকররী জমা মূল্য আঃ ৫৲

৩। ঐ থানার চররেতালা মধ্যে ... অধীন ১১৩ খতিয়ানে ২-১০ শঃ জমীর ১৷৵৬ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য আঃ ৫৲

(১৭)

৩১৮০ খাংজারী ৩১ দাবী ২৪॥০
ডিঃ জয়দুর্গাদাসী সাং গোয়ালজাখি
দেঃ দয়াল পদ ঘোষ সাং হাঁসাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর
কোতয়ালি থানার মাদিয়া বনগ্রাম ...মধ্যে রাখালদাস সিংহ দিং অধীন ৬৫ খতিয়ানে ১-০৬ শঃ জমীর ভটবন্দি জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১৮)

৭২৮ খাংজারী ৩২ দাবী ৩০।৶৬
ডিঃ রাজা হৃষিকেশ লাহা মোং কাছারী গোয়াড়ী
দেঃ দ্বিজপদ বাগচি দিং সাং কৃষ্ণনগর পোঃ ঐ
কোতয়ালি থানার দেভগলঘা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৯২৪ খতিয়ানে -৪৯শঃ জমী ৩৸০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১৯)

৭৩৪ খাংজারী ৩২ দাবী ২৬৷৶

ডিঃ সৌরিশ চন্দ্র রায় বাহাদুর সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ বৈদ্যনাথ ঘোষ সাং শান্তিপুর পোঃ ঐ

কৃষ্ণনগর থানার কৃষ্ণনগর গ্রামে কাতু বিবির অধীন ৩৮৫০ খতিয়ানে ৩৭১ দাঃ জমীর ৭৲ জমা দেঃ ।৵১০ অংশ, মূল্য আঃ ১০৲

(২০)

৮৯৮ খাংজারী ৩২ দাবী ২৯৫৶

ডিঃ পরেশ নাথ পালচৌধুরী দিং সাং বহরা

দেঃ রোমজান মণ্ডল দিং সাং সেনপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানার সেনপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৭৪—৪৭৮ খতিয়ানে ২৮-৫৩ দাঃ জমীর ৪১৷৶৩ জমা মূল্য ৫০৲

(২১)

১০৩০ খাংজারী ৩২ দাবী ১২৸৶৯

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ পটল ঘোষ সাং কৃষ্ণনগর পোঃ ঐ

কোতয়ালি থানার কৃষ্ণনগর গ্রামে যুগলকিশোর রায় অধীন ৪০২১ খতিয়ানের ৩১১ দাঃ জমীর ১৶০ জমা মায় পাকা ইমারৎ দেঃ ॥০ অংশ মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৪০২৪ খতিয়ানে ৩৮দাঃ জমীর ১৶০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(২২)

১২৩৭ খাংজারী দাবী ৫৮৷৶৩

ডিঃ হাজারী হৃষীকেশ লাহা সাং কাছারী কৃষ্ণনগর গোয়াড়ী

দেঃ কালী শিকারী দিং সাং জালিরপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানার ভাতজাঙ্গলা গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৩৯২ গং খতিয়ানে ১৮-৪৩ দাঃ জমীর ২১৲ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(২৩)

১২৪১ খাংজারী ৩২ দাবী ১০৲৩

ডিঃ মন্মথ নাথ পালচৌধুরী সাং আমিন বাজার

দেঃ মতি শেখ সাং ঝিকটীপোতা পোঃ মহৎপুর

কোতয়ালি থানার দলিমোলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ॥০৮৶ জমীর ১১১০ নিরিখে ৷৶৫ জমা মূল্য আঃ ২৲

(২৪)

১২৪৩ খাংজারী ৩২ দাবী ১৬৮৲৩

ডিঃ ঐ

দেঃ বিলাতালী মণ্ডলদিং সাং হাতীশালা পোঃ ঐ

কোতয়ালি থানার হাতীশালা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৪৮ খতিয়ানের ১৪-৭১ জমীর ২৪৸৶১০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(২৫)

১২৪৪ খাংজারী ২৩ দাবী ৯৬৸৶

ডিঃ ঐ

দেঃ বসন্তবিবি সাং হাতীশালা পোঃ ঐ

কোতয়ালি থানার হাতীশালা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৭৪ খতিয়ানের ৮-৩৩ দাঃ জমীর ১৪৷৫ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(২৬)

১২৫৭ খাংজারী ৩২ দাবী ১৬৮৯

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ সাং ঝিটকীপোতা

দেঃ হাজারী সেখঘরামী সাং ঝিটকীপোতা পোঃ মহৎপুর

কোতয়ালি থানার ঝিটকীপোতা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৬০।১৯৮ খতিয়ানের ১-৭৬দাঃ জমীর ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ৮৲

(২৭)

১২৫৮ খাংজারী ৩২ দাবী ৩০৸৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ কায়েম সেখ মণ্ডল সাং ঝিটকী পোতা পোঃ মহৎপুর

কোতয়ালি থানার ঝিটকীপোতা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৩৪—১৩৭ খতিয়ানের ৬-৮৫দাঃ জমীর ওটবন্দী জমা মূল্য ১০৲

(২৮)

১২৬০ খাংজারী ৩২ দাবী ১৪৸৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ বাশী সেখ সাং ঝিটকীপোতা পোঃ মহৎপুর

কোতয়ালি থানার ঝিটকীপোতা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৩৯।১৪০ খতিয়ানের ৩৬১দাঃ জমীর ওটবন্দী জমা মায় বাড়ী ঘর মূল্য ৫৲

(২৯)

১২৬১ খাংজারী ৩২ দাবী ২১৲৩

ডিঃ ঐ

দেঃ পাঁচু মণ্ডল দিং সাং হাঁসাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানার বনগ্রাম গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ১১২।১২৩ খতিয়ানের ৩-২২দাঃ জমীর ওটবন্দী জমা মূল্য ১০৲

(৩০)

১২৬২ খাংজারী ৩২ দাবী ৪৮৲৩

ডিঃ ঐ

দেঃ উছমান সেখ দিং সাং ঝিটকীপোতা পোঃ মহৎপুর

কোতয়ালি থানার ঝিটকীপোতা গ্রামে অধীন ৫৭।১৮২ খতিয়ানের ৬-৪৫ দাঃ জমীর ওটবন্দী জমা মূল্য ১০৲

(৩১)

১২৬৩ খাংজারী ঐ দাবী ৰ৩৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ভুবন সর্দার সাং ঝিটকীপোতা পোঃ মহৎপুর

কোতয়ালি থানার ঝিটকীপোতা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৪১ খতিয়ানের ৭৮ দাঃ জমীর ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ৮৲

(৩২)

১২৬৫ খাংজারী ৩২ দাবী ২৯৷৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ মুচ সর্দার দিং সাং হাঁসাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় বনগ্রাম গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৪৬।১৫৪ খতিয়ানের ১-৫০দাঃ জমীর ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৩৩)

১২৬৬ খাংজারী ৩২ দাবী ২৫৸০

ডিঃ ঐ

দেঃ ভুবন সেখ চৌকিদার সাং সাহেবনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানার ইমগ্রাম গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১২৮।১২৯ খতিয়ানের ৮-০৩দাঃ জমীর ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৩ খতিয়ানের ১৪ দাঃ জমি ওটবন্দী জমা মূল্য ৫৲

(৩৪)

১২৭৮ খাংজারী ৩২ দাবী ২২।৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ নদিয়াচাঁদ ঘোষ সাং হাঁসাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানার বনগ্রাম গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৭৬।৭৭ খতিয়ানের ১-৩৮ দাঃ জমীর ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৩১ খতিয়ানের ৭-০৩ দাঃ জমীর ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৩৫)

১২৮১ খাংজারী ৩২ দাবী ২৮৷৶৯

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্রমোহন চক্রবর্তী সাং শ্রীরামপুর

দেঃ সুরেন্দ্রমোহন বাগ সাং সাতবুলে পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানার বনকর্ত্ত ধোপাদিহ গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৯৬ খতিয়ানের ৩/৪ জমীর ৬৶৫ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৩৬)

৮৭৩ খাংজারী ৩২ দাবী ২৬৶৩

ডিঃ রায় নলিনাক্ষ দত্ত বাহাদুর সাং কাশীরডাঙ্গা

ডিঃ [illegible] সাং রা-দহ পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানার রাজাপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১২১ খতিয়ানের ৩৮দাঃ জমীর ৩৲৫ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৩৭)

১২৮৫ খাংজারী ৩২ দাবী ৭৷৶০

ডিঃ মনমোহন ভট্টাচার্য্যা দিং সাং ভাতজাঙ্গলা

দেঃ পাঁচু মল্লিক দিং সাং ধুবুলিয়া পোঃ বেলপুকুর

কোতয়ালি থানার ধুবুলিয়া গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৭৭১ খতিয়ানের ৮৪ দাঃ জমীর মূল্য আঃ ৫৲

(৩৮)

১২৮৭ খাংজারী ৩২ দাবী ১২৷৶৩

ডিঃ শশিভূষণ বিশ্বাস সাং মাধবপুর

দেঃ উমেদালী মণ্ডল দিং সাং ইজিরাপুর পোঃ রাধাঘাট

হাঁসখালি থানার বাদকুল্লা শিমুলিয়া গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৬০।৬৩।৬৪।৭০। ১৮২।১৮৪ খতিয়ানের ২৭-৭৮ দাঃ জমীর ৪২৸৶৫ জমা মূল্য আঃ ৪০৲

(৩৯)

১৩৮৪ খাংজারী ৩২ দাবী ১২৬৸৬

ডিঃ রাজা হৃষীকেশ লাহা সাং কাছারী গোয়াড়ী

দেঃ এরফান আলি মণ্ডল সাং টেংরা পোঃ স্বরূপগঞ্জ

নবদ্বীপ থানার গাদিগাছা গ্রামে ডিঃ অধীন ৯৭-১৫১ খতিয়ানে ২৯-১ দাঃ জমী ৩৫৲ মোকররী জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৪০)

১৪০১ খাংজারী ৩২ দাবী ৫৫৷৶৩

ডিঃ মন্মথ পাল চৌধুরী সাং আমিনবাজার

দেঃ ঠাণ্ডা সেখ দিং সাং বেলগ্রাম পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানার দেবীপুর গ্রামে ডিঃ অধীন খতিয়ানে ৫৷১৮৶০ জমীর ১৯৲ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৪১)

১৪৪০ খাংজারী ৩২ দাবী ১৭৫৸৶৯

ডিঃ অমিয় পাল চৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ দেনাজ মণ্ডল সাং দুর্গাপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানার জালালখালি গ্রামে ৭০।২৩৪।১৩২।১৬৩, খং ৮-৫২ দাঃ জমীর উটবন্দি জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৪২)

১৪৭০ খাংজারী ৩২ দাবী ১৪৷৶৯

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল সাং ১১৩ নং বেনিয়াটোলা কলিকাতা

দেঃ অবদুর মণ্ডল সাং চাঁদপুর পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানার দেবগ্রাম গ্রামে ডিঃ অধীন ৯৮ খতিয়ানে -৫২ শঃ জমীর ১৶০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৪৩)

১৪৭২ খাংজারী ৩২ দাবী ১১৷৴০

ডিঃ ঐ

দেঃ ছবিবিবি সাং হয়নগর পোঃ নাকাশীপাড়া

কালীগঞ্জ থানার দেবগ্রাম গ্রামে ১-৪৫ শঃ জমীর ২৷৴১৪ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৪৪)

১৪৭৩ খাংজারী ৩২ দাবী ১২৸৬

ডিঃ ঐ

দেঃ এহিয়া মণ্ডল সাং হয়নগর পোঃ নাকাশীপাড়া

১৫৯।১৬১ নং তৌজি অধীন মাঠখালনগর মধ্যে ডিঃ অধীন ১৭৩০ খতিয়ানে ১—৭৫ শঃ জমীর ৩৶১০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৪৫)

১৪৭৪ খাংজারী ৩২ দাবী ১৩৷৩

ডিঃ ঐ

দেঃ তমরেজ মণ্ডল সাং হয়নগর পোঃ নাকাশীপাড়া

১৫৯।১৬১ নং তৌজি অধীন মাঠখাল নগর মধ্যে ডিঃ অধীন ১৭৮২ খতিয়ানে ২০০৭ শঃ জমীর ৷৶৭৷ জমা মূল্য ১০৲

(৪৬)

১৪৮৪ খাংজারী ৩২ দাবী ১৫৷৶৩

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেৎলাজিয়া মোং গোয়াড়ী

দেঃ প্রিয় সেখ সাং টেংরা পোঃ স্বরূপগঞ্জ

নবদ্বীপ থানার গাদিগাছা গ্রামে ডিঃ দিঃ অধীন ১-৮০ শঃ জমীর ২৴১১ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৪৭)

১৫৭২ খাংজারী ৩২ দাবী ১৭৸৶৬

ডিঃ রায় নলিনাক্ষ দত্ত বাহাদুর সাং কাশিয়াডাঙ্গা

দেঃ আব্বাচ মোল্লা দিং সাং পাতিরা-দহ পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানার রূপদহ গ্রামে ডিঃ অধীন ১২২ খতিয়ানে -৮৯ শঃ জমীর ২৴০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৪৮)

১৫৮৫ খাংজারী ৩২ দাবী ১১৶৯

ডিঃ অমিয় পাল চৌধুরী সাং মহেশ-গঞ্জ

দেঃ আমানত মণ্ডল দিং সাং দুর্গাপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানার জালালখালি গ্রামে ডিঃ অধীন ২০৯ খতিয়ানে ৭-৬০ শঃ জমীর ১৬৸৶৯ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৪৯)

১৫৮৯ খাংজারী ৩২ দাবী ৮৩৷৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

কোতয়ালি থানার জালালখালি গ্রামে ডিঃ অধীন ২১১ খতিয়ানে ৫-০১ শঃ জমীর ১১৸৶৩ জমা মূল্য আঃ ৪০৲

(৫০)

১৫৯০ খাংজারী ৩২ দাবী ১০১৲

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্রমোহন ভাদুড়ী সাং শ্রীরামপুর

দেঃ নিবোর ঘোষ দিং সাং কালীনগর পোঃ বগুলা

কৃষ্ণনগর থানার কালীনগর ভেধরী গ্রামে ডিঃ অধীন ৯৬৪ খতিয়ানে ৪-৮২ শঃ জমীর ২৭৶০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৫১)

১৬১০ খাংজারী ৩২ দাবী ৪৭৷৶০

ডিঃ রাজা হৃষিকেশ লাহা মোং গোয়াড়ী

দেঃ বিনয়কুমার রায় দিং সাং মহেশ-গঞ্জ পোঃ ঐ

নবদ্বীপ থানার গাদিগাছা গ্রামে ডিঃ দিং অধীন ৬৮০ খতিয়ানে ৬-৬ শঃ জমীর ১২৷৴১৫ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৫২)

১৬১১ খাংজারী ৩২ দাবী ২০৷৩

ডিঃ শিবপ্রসাদ নাথ সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ যামিনীসুন্দরী দাসী সাং ঐ পোঃ ঐ

কোতয়ালি থানার কৃষ্ণনগর গ্রামে ডিঃ অধীন ৮৫৪৭ খতিয়ানে ৪ শঃ জমীর ২৷০ মৌরশী জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৫৩)

১৬১৩ খাংজারী ৩২ দাবী ৩৭৲৯

ডিঃ শৈলজাকান্ত ভট্টাচার্য্য সাং বেলপুকুর

দেঃ শ্যামাপদ ঘোষ সাং বলাডাঙ্গা পোঃ বেলপুকুর

কোতয়ালি থানার বলাইনগর গ্রামে ডিঃ দিং অধীন ১৭৫ খতিয়ানে ১-৪৯ শঃ জমীর ৪৲৶০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৫৪)

১৬১৪ খাংজারী ৩২ দাবী ৫১৷৴০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

কোতয়ালি থানার বলাইনগর গ্রামে ডিঃ দিং অধীন ১৭৬।১৭৭ খতিয়ানে ২-০০ একর জমীর ৬৷৶৯ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৫৫)

১৬১৫ খাংজারী ৩২ দাবী ৩৩৷৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

কোতয়ালি থানার বলাইনগর গ্রামে ডিঃ দিং অধীন ১৮০ খতিয়ানে ১-৪৯ শঃ জমীর ৩৸৴৪ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৫৬)

১৬১৭ খাংজারী ৩২ দাবী ১৪৪৷৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ নিতাই মণ্ডল দিং সাং ঈশ্বরচন্দ্রপুর বেলপুকুর

কোতয়ালি থানার বলাডাঙ্গা গ্রামে ডিঃ অধীন ১১৬ খতিয়ানে ৫-৩০ শঃ জমীর ২১৷৴০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৫৭)

১৬৪৪ খাংজারী ৩২ দাবী ২৮৶৯

ডিঃ কৈলাসকামিনী দেবী সাং দেবগ্রাম

দেঃ পথকুড়া সেখ সাং মিড়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানার মিড়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৬২৩ খতিয়ানে -৮৬ শঃ জমীর ৪৴১০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৫৮)

১৬৪৫ খাংজারী ৩২ দাবী ৫০৸৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ উছমান সেখ দিং সাং মীড়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানার মীড়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৫১৮ খতিয়ানে ৪-৮৩ শঃ জমীর ৭৷৶৫ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৫৯)

১৬৭১ খাংজারী ৩২ দাবী ২২৷৶৩

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল সাং দেবগ্রাম

দেঃ রসুল মণ্ডল সাং পাথরজোলা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানার এতবারপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১২০৫ খতিয়ানে ১-৪৫ শঃ জমীর ২৴১০ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৬০)

১৬৮৭ খাংজারী ৩২ দাবী ২৩১৮৸৩

ডিঃ শার্ঙ্গীনাথ দত্ত সাং কালনা (বর্দ্ধমান)

দেঃ অতুলকৃষ্ণ সাহা দিং সাং কুমার-খালি পোঃ ঐ

নদীয়া কালেক্টরীর ৩২১৭ নং তৌজি অধীন কুষ্টিয়া সাং থানার মজুমপুর গাংজুর-খালিও কালীশঙ্করপুর গং গ্রামে ৪০০৲ দর :তনী জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ৫০০৲

(৬১)

১৭৩৯ খাংজারী ৩২ দাবী ৪০।৯

ডিঃ লক্ষ্মণ চন্দ্র রায় দিং সাং বামুনপুকুর

দেঃ সূর্য্যকান্ত হালদার দিং সাং গোয়াবর পোঃ শ্রীমায়াপুর

নবদ্বীপ থানার বড়জেলী গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৭৭ খতিয়ানে -৯১ শঃ জমীর ৩৲ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৬২)

১৭৫৮ খাংজারী ৩২ দাবী ৩৮৬৷০

ডিঃ রাধাগোবিন্দ সেন সাং মাটিয়ারী

দেঃ গোবিন্দ মোহিনী দেবী সাং দেবগ্রাম পোঃ ঐ

কৃষ্ণগঞ্জ থানার বাণিনাথপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩২।৮৩ ৮৪।৯৭ খতিয়ানে ১৮-৫১ জমীর ৬১৸৶৭৷ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(৬৩)

১৭৫৪ খাংজারী ৩২ দাবী ৯৩১৴৬

ডিঃ কালীপদ সাহা সাং কুমারী

দেঃ কাজি গোলাম কাদের সাং জাম জামি পোঃ আলমডাঙ্গা

আলমডাঙ্গা থানার জামজামি গ্রামে নালু সুন্দরী দাস্যা অধীন ২৫৮-২৭৮ খতিয়ানে ১০-২২শঃ জমীর ১৯৸৴৩ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ২৪৪-২৪৬ খতিয়ানে ১-৪৩শঃ জমীর ৶৩ রায়তী মোকররী জমা মূল্য আঃ ১৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ঐ মালিকগণের অধীন ৫৭৯ ও অধীনস্থ খংসহ ৭-২৩শঃ জমি ১২।৴৩ রায়তি মোকরী জমা দেঃ ।৶৮ অংশ মূল্য ২৫৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামের ঐ মালিকগণের অধীন ২৮০-২৮২ খতিয়ানের ৬-৮৯ শঃ জমি ১২৸৴১ রায়তী মোকররী জমা মূল্য ৫০৲

৫। ঐ অধীন ১০৭—১১২ ও ১৭৮। ১৭৯।১৭০।১ খতিয়ানের ৩-১০ শঃ জমি ৬৷৶৫ মোকররী জমা মূল্য ৩০৲

(৬৪)

১৭৫৭ খাংজারি ৩২ দাবী ২৩৷৶৩

ডিঃ বঙ্কেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সাং গোয়াড়ী

দেঃ হারাণ সেখ সাং চুপিপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানার ভাতশার মধ্যে ডিঃ অধীন ১৭৪ খতিয়ানে ১-৫৮শঃ জমীর ৩৲ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৬৫)

১৭৮৮ খাংজারী ৩২ দাবী ১২৷৴৯

ডিঃ এছমাইল সেখ সাং কৃষ্ণনগর কুরচিপোতা

দেঃ তারিনা বিবি সাং কৃষ্ণনগর চকের পাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় কৃষ্ণনগর চকের পাড়া মধ্যে ডিঃ অধীন ২২২১ খতিয়ানে -০৪শঃ জমীর ১৲ জমা মায় পাকাঘর সাজসরঞ্জাম সহ মূল্য আঃ ৫৲

(৬৬)

১৮০০ মাংজারী ৩২ দাবী ১৩৪॥/৬

ডিঃ হেম চন্দ্র রায় চৌধুরী দিং সাং জাখুরিণ

দেঃ সত্যকিঙ্কর দত্ত সাং পলাশী পোঃ ঐ

কালীগঞ্জ থানার রানদাসপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১০০৪ খতিয়ানের ৪-৭৭ শঃ জমীর ২১/৭ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৬৭)

১৯১০ মাংজারী ৩২ দাবী ৩৭৶৯

ডিঃ হরিপদ মুখোপাধ্যায় সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য সাং তেঘড়ি পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানার গদখালি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৭৬ খাতয়ানের ১-১৭শঃ জমীর ৬৲ মধ্যস্বত্বচিরস্থায়ী জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৬৮)

১৯১১ মাংজারী ৩২ দাবী ৫৩/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ নন্দলাল ঘোষ দিং সাং গদখালি পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় গদখালি গ্রামে ডিঃ অধীন ৬০ খতিয়ানে ২ ১৭শঃ জমীর ৮৶০ জমা মূল্য আঃ ৩০৲

(৬৯)

১১৪৭ মনিজারী ৩২ দাবী ১১৩৮॥৶৯

ডিঃ পঞ্চানন গাঙ্গুলী সেক্রেটারী সাং রাণাঘাট Peoples Bank ltd. রাণাঘাট

দেঃ ভূপেন্দ্রনাথ মল্লিক সাং রাণাঘাট পোঃ ঐ

রাণাঘাট থানার রাণাঘাট মিউনিসিপালিটির ৪নং ওয়ার্ডের অধীন ৪১৪ খতিয়ানে -৩৬শঃ মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী ব্রহ্মোত্তর জমি।

২। ঐ থানার ৯৪১ খতিয়ানের -৪৭শঃ জমি ৪,৩ মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী খাজনা-বৃদ্ধি-যোগ্য জমা মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দীর সরকারে আদায় দিতে হয়।

(৭০)

১৬৩৬ মনিজারী ৩২ দাবী ১২৭৬॥৶০

ডিঃ ব্রজেন্দ্রকুমার সাহা সাং আমলা

দেঃ সরোজকুমার মুখোপাধ্যায় সাং সেনপুর পোঃ দৌলতপুর

মিরপুর থানার হরিবল্লভপুর গ্রামে বিহারীলাল মণ্ডল দিং অধীন ৮৭১ খতিয়ানে -২৮শঃ জমীর ৸০ কোর্ফা জমা মায় ঘর দরজা সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি দেঃ ॥০ অংশ মূল্য আঃ ২০০৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে সত্যেন্দ্রনাথ রায় দিং অধীন ৮৫২ খঃ ১-৭৭শঃ জমি ১৸৶৯ মোকররী জমা দেঃ ॥০ ৩ অংশ; ২টী পুকুর সহ মূল্য ১০০৲

৩। ঐ থানার ঐ গ্রামে আব্বাচআলি বিশ্বাস দিং সেরেস্তার ৮০১ খঃ-২৫শঃ জমি ৸০ জমা-দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ৫

৪। ঐ থানার ঐ গ্রামে খুকীমনি দাস্যা দিং অধীন ৮৩০ খঃ-১৭শঃ জমি ॥৶০ জমা; দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ৩৲

৫। ঐ থানার ঐ গ্রামে প্রেমচরণ বিশ্বাসের অধীনে ৮৬০ খঃ ২২শঃ জমি ৸৶০ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ৫৲

৬। ঐ থানার ঐ গ্রামে তারাপদ সরকার দিং অধীন ৯৯১ খঃ-৯৯শঃ জমি ৸৵০ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ৪৲

৭। দৌলতপুর থানার কালিদাসপুর গ্রামে ৯৬৭।৯৬৪ খঃ ৬-২৩শঃ জমি ১৯৶৯ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ৪০৲

৮। ঐ থানার ঐ গ্রামে ১৯৫-১৯১ খঃ ১৫-.৩শঃ জমি ৩৫।৶০ মোকররী জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ৯৫০৲

৯। ঐ থানার ঐ গ্রামে-৯১২—৯১৫ খঃ ৮-২৬শঃ জমি ২৭॥০ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ১২৫৲

১০। ঐ থানার ঐ গ্রামে ১৭৬—১৮৯ খঃ ৩৫-৩১শঃ জমি ১০০৲ জমা দেঃ ।৶৪।= ৭ তৈল ও অধীনস্থ খতিয়ানের রকম ॥০ অংশ মূল্য ৩২৫৲

১১। ঐ থানার ঐ গ্রামে ৩৮৩ খঃ ৩-৩৮শঃ জমি ১৫॥৶০ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ৩০৲

১২। মিরপুর থানার হরিবল্লভপুর গ্রামে ৩৮৬ খঃ ৪-৯২শঃ জমি ৬॥৬ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ৩০৲

১৩। ঐ থানার ঐ গ্রামে বিনোদ কিশোর রায় সেরেস্তার ৭০৪ খঃ -৯৪শঃ জমি ৩॥৶৭ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ৯০৲

১৪। ঐ থানার ঐ গ্রামে সরোজিনী দেব্যা দিং অধীন ৪৩৬ খতিয়ানে -৬৩শঃ জমীর ৸/৪ রায়তী মোকররী জমা দেঃ ॥০ অংশ, মূল্য আঃ ১৫৲

১৫। ঐ থানার ঐ গ্রামে বিনোদ কিশোর রায় দিং সেরেস্তার ৬৫১ ৬৫২ খঃ ৪-৯৭শঃ জমি ৮।৬ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ৫০৲

১৬। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৭০২.৭০৩ খঃ ৩-২৭শঃ জমি ৭৲৩ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ২০৲

১৭। ঐ থানার ঐ গ্রামে রাইকিশোরী দাসী অধীন ৯৬০ খতিয়ানে ১-৮৩শঃ জমীর ৬।৶৪ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

১৮। ঐ থানার ঐ গ্রামে সত্যেন্দ্রনাথ রায় অধীন ৮৩৩।৯০৬।৯০৭ খতিয়ানে ৪-৭৩শঃ জমীর ৫৲ রায়তী মোকররী জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য আঃ ৯০০৲

১৯। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৯০৮ খতিয়ানে ২-৯৭শঃ জমীর ৫॥৶৬ জমা দেঃ ॥০ অংশ, মূল্য আঃ ২০৲

(৭১)

১৩৪১ মনিজারী ৩২ দাবী ৮৭।/৬

ডি রাধারাণী দাসী সাং হাঁসাডাঙ্গা

দে গৈরাগ সর্দ্দার সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণনগর

১। কোতয়ালি থানার চৌগাছা গ্রামে রাখালদাস সিংহদিঃ অধীন ১৫২ খতিয়ানে ১।৶০ নিরিখে জমা মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৫৩ খতিয়ানে -১৫শঃ জমীর ১/১ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৭২)

১৭০৯ মনিজারী ৩২ দাবী ২৯৬৩।৶০

ডি মিসার্স প্রেন্টার্স ষ্টোর এণ্ড এজেন্সি কোং লিঃ কলিকাতা

দেঃ যতীশচন্দ্রপাল চৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ পোঃ ঐ

নবদ্বীপ থানায় বৃন্দি লালদিঘী ও গঙ্গানগর গ্রামে নদীয়া মহারাজা অধীন ৪২৮৲ পত্তনী জমা মূল্য আঃ ৫০০৲

২। ঐ থানার ১০৫।১০৬ নং তৌজির মহাল নদীয়া মহারাজা অধীন ৯৫৲ খড় আ ডুর জলকর জমা মূল্য আঃ ২৫৲

দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালত

(১)

১৩০৫ দেঃজারী ৩২ দাবী ৮৬৫৸/৬

ডিঃ আমির মণ্ডল দিং সাং মাদিয়া খোপচন্দ্রপুর

দেঃ সাহানত মল্লিক দিং সাং পীতাম্বরপুর, পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার পীতাম্বরপুর গ্রামে পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দিং অধীন ৩।৩২১।৩২২ খতিয়ানের ৫-৮৪ শঃ ও চাপড়া মৌজার ৪।৫।৬।৪২৪ খাতয়ানে ৪-১৩ শঃ জমির জমা ১৪॥১৫ মূল্য আঃ ২০০৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে হেমচন্দ্র গোস্বামী অধীন ৩৩৩ খতিয়ানে ৬-৫৯ শঃ জমীর ৫৸০ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(২)

১৫১৭ দেঃজারী ৩২ দাবী ৩২১॥৶৩

ডিঃ মনোরমা দেবী সাং শিবনিবাস

দেঃ অটল ঘোষ কেজরী সাং কৃষ্ণপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানার হেলাকা গ্রামে মধুমতি দেবী অধীন ৮৸০ জমীর ৪/১। মোকররী মৌরসী জমা মূল্য আঃ ৪০৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে বিজয়কুমার মুখোপাধ্যায় অধীন ১৬/ বিঘা জমির ২৭॥১৪৸ জমার মধ্যে।/৪ অংশে ৯৶১৮।০ মোকররী জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(৩)

১৫৬৯ দেঃজারী ৩২ দাবী ৮৭॥/৬

ডিঃ দেবেন্দ্র মোহন সরকার সাং গোংড়া

দেঃ দাসী ঘোষাণী সাং ঐ পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার গোংড়া গ্রামে সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী অধীন ৩১২—৩১৪ ও রাজিবপুর মৌজার ২৭৩—২৭৫ খতিয়ানে মোট ২৬-০৭ শঃ জমীর ৬.॥৶৫ জমা দেঃ।০ অংশ মূল্য ৫৲

(৪)

১৩১৯ মনিজারী ৩২ দাবী ১০১।০

ডিঃ বিপ্রদাস গড়াই সাং বেলডাঙ্গা

দেঃ সতীশচন্দ্র বসু সাং রাজাপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার রাজাপুর গ্রামে শ.বজ্রনাথ সিংহ দিং অধীন ১৭৬—১৮৭ খতিয়ানে ৩১-২৭শঃ নিষ্কর জমী দেঃ ৶০ অংশ মূল্য আঃ ৪০৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ অধী ২১—৩৩ খাতয়ানে ৫২-০০ এঃ জমী ৯৮।৪ রায়তী মোকররী জমা দেঃ ৶০ অং মূল্য ৬০৲

(৫)

১৫৮৮ মনিজারী ৩২ দাবী ৬৫৭/০

ডিঃ কালীপদ দত্ত সাং বাগবোড়য়া

দেঃ নিরদা দাসী বৈরাগিনী দিং স গাটরা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার গাটুরা গ্রামে বদরী না রায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া দিং অধীন ৩৩ খতিয়া ৫৬ শঃ জমীর সাল ১/০ নিরিখে ১৸৶১ জমা মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ অধী ২২ খতিয়ানে -৪৬ শঃ জমীর উঠবন্দি জ মূল্য আঃ ২৲

(৬)

১৫৮৯ মনিজারী ৩২ দাবী ৫৭॥৶০

ডি ঐ

দে জুম্মান মণ্ডল সাং বাগবেড়ি পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার বাগবেড়িয়া গ্রামে বদরী নারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া দিং অধীন ৪৯১

অধীনস্থ খতিয়ানের ২২-৫১ শঃ জমীর ২৯।৵৮ মোকররী মৌরশি জমা দেঃ ৵১৩।—অংশ মুল্য আঃ ২০৲

(৭)

১৬১৮ মনিজারী ৩২ দাবী ২০৫৷৵০

ডি সুশীলাবালা দেব্যা স্যাং নাকাশীপাড়া

দে হৈমবতী বর্ম্মন্যা সাং সুধাকরপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় সুধাকরপুর গ্রামে সুহাসিনী বর্ম্মন্যা অধীন ১৭ খতিয়ানের ১০৵৩ পত্তনী জমা মুল্য আঃ ২০৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজায় পঞ্চানন সিংহ রায় দিং অধীন ১৮ খতিয়ানের ১৯॥৵২ পত্তনী জমা মুল্য ৪০৲

৩। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৩৪৭থং -৫৯ শঃ জমি ২॥৵০ জমা মায় ঘর দরজা সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি মুল্য ৪০৲

(৮)

১৭৮৬ থাংজারী ৩১ দাবী ৯৭।৴৯

ডি মন্মথপাল চৌধুরী সাং আমিন বাজার

দে ফজেরালি মণ্ডলদিং সাং ভাতছালা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় চারাতলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৭ খতিয়ানে ৩-২৯ শঃ জমীর ১১৶০ জমা মুল্য আঃ ২০৲

(৯)

৯৪২ থাংজারী ৩২ দাবী ৬১৶৵০

ডি বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া মোং গোয়াড়ী

দে আয়েন মণ্ডল দিং সাং কড়ুইগাছি পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় কড়ুইগাছি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৮ খতিয়ানে ৭-১২ শঃ জমীর ১১৴২ জমা মুল্য আঃ ৫০৲

(১০)

৯৪৭ থাংজারী ৩২ দাবী ২৯।৯

ডি ঐ

দে শক্তিভূষণ রায় দিং সাং কড়ুইগাছি পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় জংলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৮৪ খতিয়ানের ৭৴০।৵০ জমীর গুটবন্দী জমা মুল্য আঃ ১০৲

(১১)

৯৬১ থাংজারী দাবী ৩৩৶০

ডি মন্মথপাল চৌধুরী সাং আমিন বাজার

দেঃ মত্তি মণ্ডল দিং সাং গোয়ালডাঙ্গা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় গোয়ালডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬২ খতিয়ানে ২৫৭। জমীর ৪।৴০ জমা মুল্য আঃ ৫৲

(১২)

৯৭২ থাংজারী ৩২ দাবী ১৭৴৯

ডিঃ ঐ

দেঃ অবিনাশ ঘোষ সাং পানিয়ানপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় পানিয়ানপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪-৯৩ শঃ জমীর ১৶৵১০ জমা ॥০ মুল্য আঃ ৪৲

(১৩)

১০১৪ থাংজারী ৩২ দাবী ২৯।৶৯

ডি বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া মোং গোয়াড়ী

দে জছিমদ্দি মণ্ডলদিং সাং চাকদহ পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় টেংরা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৪ খতিয়ানে ৪-২৩ শঃ জমীর ৩৶৶১০ জমা মুল্য আঃ ১৫৲

(১৪)

১০৫৮ থাংজারী ৩২ দাবী ১৪।৴০

ডি মন্মথপাল চৌধুরী সাং আমিনবাজার

দে হাজারী মণ্ডল দিং সাং গোয়ালডাঙ্গা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় গোয়ালডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৪৪ খতিয়ানে ৶২॥ জমীর ১।১০ জমা মুল্য আঃ ২৲

(১৫)

১০৭৫ থাংজারী ৩২ দাবী ৮৪॥৴৯

ডি বিভূতিভূষণ পাল চৌধুরী সাং চকহাতীশালা

দে দয়াল মণ্ডল দিং সাং মালুমগাছা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় মালুমগাছা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯০৯ খতিয়ানে ১২-১৩শঃ জমীর গুটবন্দী জমা মুল্য আঃ ২০৲

(১৬)

১০৯৬ থাংজারী ৩২ দাবী ২২৶৯

ডিঃ সরোজ রঞ্জন সিংহ দিং সাং কাঁটালপোতা

দেঃ মানিক সেখ সাং চাপড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় চাপড়া গ্রামে ডিক্রদার অধীন ৫৮ খতিয়ানে ১-২৯ শঃ জমীর গুটবন্দী জমা মুল্য আঃ ৫৲

(১৭)

১১১০ থাংজারী ৩২ দাবী ৪০।৴

ডিঃ রাখালদাস তরফদার সাং বারিয়াপুর

দেঃ রসিক চন্দ্র মণ্ডল দিং সাং শিবপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় শিবপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৩৭ খতিয়ানে ২-৮২শঃ জমীর ৬।৴৬ জমা মুল্য আঃ ১৫৲

(১৮)

১১৪৮ থাংজারী ৩২ দাবী ৪১৶৵৬

ডিঃ কৈলাশ কামিনী দেবী সাং বেতবাড়িয়া

দেঃ গোলজার সেখ দিং সাং ঐ পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৩২।৪৩৩ খতিয়ানে ৪-৩১ শঃ জমীর ১১।৴০ জমা মুল্য আঃ ১৫৲

(১৯)

১১৪৯ থাংজারী ৩২ দাবী ৪১৶৴

ডিঃ ঐ

দেঃ নজরালি সেখ দিং সাং বেতবাড়িয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২১৭।২১৮ খতিয়ানে ২-৮৯ শঃ জমীর ১১৶১২॥ জমা মুল্য আঃ ১০৲

(২০)

১১৫০ থাংজারী ৩২ দাবী ৯৪॥৩

ডিঃ ঐ

দেঃ কেশব সাহা দিং সাং বেতবাড়িয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২১১। ২১২ খতিয়ানে ৯-৮৬ শঃ জমীর ২৭৶৴০ জমা মুল্য আঃ ২৫৲

(২১)

১১৬৮ থাংজারী ৩২ দাবী ৭৯৶৶০

ডিঃ অনন্ত প্রসাদ রায় সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ নন্দগোপাল মজুমদার সাং মহৎপুর পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় মহৎপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৬৩১ খতিয়ানে ৪-০১ শঃ জমীর ১২।৵৮ জমা মুল্য আঃ

(২২)

১২০৩ থাংজারী ৩২ দাবী ২৩।৵

ডিঃ শিবেন্দ্র নাথ সিংহ রায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ কালু মণ্ডল দিং সাং বড়গাছি পোঃ কালীগঞ্জ

নাকাশীপাড়া থানায় বিক্রমপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৯১ খতিয়ানে ২-০৬ শঃ জমীর ২।৵৩ জমা মুল্য আঃ ১০৲

(২৩)

১২০৬ থাংজারী ৩২ দাবী ১৯৴৬

ডিঃ জিতেন্দ্র প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সাং মুড়াগাছা

দেঃ আছের সেখ সর্দ্দার সাং রুকুনপুর পোঃ মহৎপুর

নাকাশীপাড়া থানায় বিলবসুলক্ষ্মী গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৪৩ খতিয়ানে -২৮ শঃ জমীর ১৶০ জমা মুল্য আঃ ৫৲

(২৪)

১২০৭ থাংজারী ৩২ দাবি ২২৶৯

ডিঃ ঐ

দে হাসেজদ্দিন সেখ সর্দ্দার সাং রুকুনপুর পোঃ মহৎপুর

নাকাশীপাড়া থানায় বিলবসুলক্ষ্মী গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৫৪ খতিয়ানে ১-৩৭ শঃ জমীর ২॥০ জমা মুল্য আঃ ৬৲

(২৫)

১২১১ থাংজারী ৩২ দাবী ১৫॥৴৬

ডিঃ রাধানদাস সিংহ সাং কাঁটালপোতা

দেঃ দামিনী ঘোষানী সাং শোনপুকুর পোঃ কৃষ্ণনগর

চাপড়া থানায় বালিডাঙ্গা মধ্যে ডিক্রীদার অধীন ॥২ জমীর ১॥৶১২ জমা মুল্য আঃ ৫৲

(২৬)

১২২০ থাংজারী ৩২ দাবী ৬৭।৬

ডিঃ শিবেন্দ্র নাথ সিংহ রায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ নবীন ঘোষ সাং নিশ্চিন্তপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় নিশ্চিন্তপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৪৯ খতিয়ানে ৪-০৩ শঃ জমীর ১৬॥৪ জমা মুল্য আঃ ৪০৲

(২৭)

১২৪৩ থাংজারী ৩২ দাবী ৩২।৵৬

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ পাঁচুসেখ দিং সাং মনসুরপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় বহিরগাছি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২১০ খতিয়ানে ৯-৯৪ শঃ জমীর মুল্য আঃ ১০৲

(২৮)

১২৪৪ থাংজারী ৩২ দাবী ১২৶৵৩

ডি ঐ

দে ঐ

নাকাশীপাড়া থানায় বহিরগাছি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৮০ খতিয়ানে -৩১ শঃ জমীর মুল্য আঃ ২৲

(২৯)

১২৫২ থাংজারী ৩২ দাবী ১৭॥৴৯

ডিঃ মন্মথপাল চৌধুরী সাং আমিন বাজার

দেঃ পঞ্চারাম দাসদিং সাং তিলকপাড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মহৎপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩১৭৭ খতিয়ানে ১৮॥৵০ জমীর ১৶৵১০ জমা মুল্য আঃ ২৲

(৩০)

১২৫৮ খাংজারী ৩২ দাবী ১৮৷৷৵৯

ডিঃ মন্মথ পালচৌধুরী সাং আমিন বাজার

দেঃ শ্যামপ্রিয় দাসী দিং সাং ডোম-পুকুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় ডোমপুকুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১০৮ খতিয়ানে -১১শঃ জমীর ২৷৷৵৫ জমা মূল্য আঃ ৬৲

(৩১)

১২৫৯ খাংজারী ৩২ দাবী ১২৸৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

চাপড়া থানায় ডোমপুকুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১০৮ খতিয়ানে -০৪শঃ জমীর ১৵১৫ জমা মূল্য আঃ ২৲

(৩২)

১২৬৭ খাংজারী ৩২ দাবী ২৩৸৵৩

ডিঃ জয়দুর্গা দাসী সাং কাঠালপোতা

দেঃ এছমাইল হেদাত সাং বাঙ্গালঝি পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বাঙ্গালঝি গ্রামে ডিঃ অধীন ৫৯ খতিয়ানে ৫-৩৬ শঃ জমীর ভটবন্দী জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৩৩)

১২৬৮ খাংজারি ৩২ দাবী ২৪৵৬

ডিঃ ঐ

দেঃ তহিরুদ্দি মোল্লা দিং সাং বাদলাঙ্গি পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বাদলাঙ্গি গ্রামে রাখাল দাস সিংহ দিং অধীন ৩১২ খতিয়ানে ৫-৪৬ শঃ জমীর ভটবন্দী জমা মূল্য ৫৲

(৩৪)

১২৭০ খাংজারী ৩২ দাবী ৩৩/৩

ডিঃ মন্মথনাথ পালচৌধুরী সাং আমিন বাজার

দেঃ [illegible] বিবি সাং পানিয়ানপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় [illegible]দেবপুর গ্রামে ডিঃ দিং অধীন ৮২ খতিয়ানে ৮-৩১ শঃ জমীর ৮৷৷০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৩৫)

১২৭৯ খাংজারী ৩২ দাবী ২৬৷৷৵৬

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ গোঁসাই ঘোষ দিং সাং নিশ্চিন্তপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় নিশ্চিন্তপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৪৪২ খতিয়ানে -৮১শঃ জমীর ৩/০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৩৬)

১২৯৪ খাংজারী ৩২ দাবী ৯৭৷৷৵৬

ডিঃ তারাপদ সরকার দিং সাং পোড়াগাছা

দেঃ রাজুবালা দাসী সাং কাকুরহুদা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় কাকুরহুদা গ্রামে ডিঃ অধীন ১৫৫।১৫৬ খতিয়ানে ২১-২৭ শঃ জমীর ৩৬৷৷০ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(৩৭)

১৩৩৩ খাংজারী ৩২ দাবী ২৬৷৷/০

ডিঃ মনিন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সাং ঘূর্ণী

দেঃ মহেন্দ্রনাথ বাগ্মেন দিং সাং গন্তী-পুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া গন্তীপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৪১৩ খতিয়ানে ২-১৬শঃ জমীর ৪৷৷০ জমা মূল্য আঃ ৭৲

(৩৮)

১৩৩৪ খাংজারী ৩২ দাবী ২০৶৩

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ হরি সেখ সাং আড়বেতাই পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় আড়বেতাই গ্রামে ডিঃ অধীন ২৫৩ খতিয়ানে ৫-৫৯শঃ জমীর ১৲ নিরিখে জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৩৯)

১৩৯৮ খাংজারী ৩২ দাবী ২১২৷৷৵৬

ডিঃ তারাপদ সরকার সাং পোড়াগাছা

দেঃ কেরামত মণ্ডল দিং সাং ডুমুরিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় ডুমুরিয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৬০।৬১।৬৬-৭১ খতিয়ানে ২০-৮৫শঃ জমীর ৪২৵০ মোকরীর জমা মূল্য ৫০৲

(৪০)

১৪৪৭ খাংজারী ৩২ দাবী ২২৩৸৵৯

ডিঃ ইন্দুভূষণ ঘোষ সাং বার্ণিয়া

দেঃ কৃষ্ণবিহারী বিশ্বাস সাং শিবপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

তেহট্ট ও নাকাশীপাড়া থানায় বার্ণিয়া গং গ্রামে নদীয়া কলেক্টরীর ২২১৫নং তৌজী অধীন ৫।৫।১০।৩।৯ খতিয়ানে জলকর ইকুলি বিলের জমীর রকম ১৩৷ - অংশ ৮৫৲ পত্তনী জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(৪১)

১৪০৭ খাংজারী ৩২ দাবী ৬০৷৷০

ডিঃ সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটু-দহ

দেঃ গহরালি বিশ্বাস দিং সাং শিকড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় শিকড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬২ খতিয়ানে ৩-৩৯ শঃ জমীর ৯৷৷/১০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৪২)

১৪০৮ খাংজারী ৩২ দাবী ৩০৸৩

ডিঃ সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটু-দহ

দেঃ আব্দুল[illegible] [illegible] সাং শিবচন্দ্রপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় শিকড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬৪ খতিয়ানে ১-১৪ শঃ জমীর ভট-বন্দী জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৪৩)

১৪০৯ খাংজারী ৩২ দাবী ৩০১৸৵৯

ডিঃ ঐ

দেঃ গহরালি বিশ্বাস দিং সাং শিকড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় শিকড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১২৬।১২৭ খতিয়ানে ২৪-০৫ জমীর ৫০৶১৫ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(৪৪)

১৪১৮ খাংজারী ৩২ দাবী ১৫৭৷৶৯

ডিঃ শরৎকুমারী দাসী সাং পোড়াগাছা

দেঃ দামোদর বিশ্বাস দিং সাং জলকর মথুরাপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় জলকর মথুরাপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৩ খতিয়ানে ১২-০১ জমীর ২৪৷৷০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৪৫)

১৪৮৩ খাংজারী ৩২ দাবী ১৪ ৬৷৷৵৩

ডিঃ দামিনীসুন্দরী দাসী সাং কলিঙ্গা

দেঃ অশ্বিনীকুমার ঘোষ দিং সাং চাঁদ-পুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় চাঁদপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৫।৩৬ খতিয়ানে ১০-০১ শঃ জমীর ২০৸৵৭ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৪৬)

১৪৮৪ খাংজারী ৩২ দাবী ১৫২৸০৵৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

চাপড়া থানায় চাঁদপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৪ খতিয়ানে ৯-০৪ শঃ জমীর ২২৶৯ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৪৭)

১৪৯৫ খাংজারী ৩২ দাবী ২৯৷৷৶০

ডিঃ ষষ্ঠীদাস বক্সী সাং মাধবপুর

দেঃ রতি রাজবংশী সাং ঐ পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মাধবপুর গ্রামে ডিক্রী-দার অধীন ১৪৬ খতিয়ানে ৯-১৬ শঃ জমীর ১৪৷৶০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৪৮)

১৫২০ খাংজারী ৩২ দাবী ২২/৯

ডিঃ গোপাল বিশ্বাস সাং আসাননগর

দেঃ মোবারেক বিশ্বাস সাং ভীমপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় ভীমপুর গ্রামে ডিক্রী-দার অধীন ৩৬১ খতিয়ানে -৯২ শঃ জমীর ৩৷৶০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৪৯)

১৫২১ খাংজারী ৩২ দাবী ১৬৷/৩

ডিঃ ঐ

দেঃ এর কুব বিশ্বাস সাং ভীমপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় ভীমপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩ ৩ খতিয়ানে -১৫ শঃ জমীর ২৲ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৫০)

১৫২২ খাংজারী ৩২ দাবী ১৩৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

চাপড়া থানায় ভীমপুর গ্রামে ডিক্রী-দার অধীন -৫৪ শঃ জমীর ১৷৷৵৬ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৫১)

১৫২৩ খাংজারী ৩২ দাবী ২৩০৸/৯

ডিঃ দামিনী বিবি সাং আসাননগর

দেঃ ফকিরচাঁদ মণ্ডল সাং ভীমপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় ভীমপুর গ্রামে ডিক্রী-দার অধীন ১৪৬ খতিয়ানে ১০-৮৩ শঃ জমীর ৩৭৵০ জমা মোকররী মূল্য আঃ ২৫৲

(৫২)

১৫২৬ খাংজারী ৩২ দাবী ৫৫৸০

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ ধর্ম্মদাস কৈবর্ত্ত সাং নিশ্চিন্তপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় নিশ্চিন্তপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৩৪ খতিয়ানে ২ ৫৬ শঃ জমীর ৯৲ জমা মূল্য আঃ ৪০৲

(৫৩)

১৫২৭ খাংজারী ৩২ দাবী ৪৫।৬

ডিঃ সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ একরাম মণ্ডল সাং পদ্মমালা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় পদ্মমালা গ্রামে ডিক্রী-দার অধীন ৫৯৭ খতিয়ানে ২-৩৩ শঃ জমীর ভটবন্দী জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৫৪)

১৫১৮ খাংজারী ৩২ দাবী ৫০৶৯

ডিঃ দামিনীসুন্দরী দাসী সাং কলিঙ্গা

দেঃ হামিজদ্দি মণ্ডল দিং সাং কুলগাছি পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় কলিঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬৩ খতিয়ানে ২-৩৭ শঃ জমীর ৭/৬ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(অতপর ১ম পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

ফোন — শ্রীপ্রাণ মুরলীধর · দৈ নি ক · Reg. No. C. 5142

বিজ্ঞাপনের হার: প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ১৲, প্রতি কলম ৬৲, অর্দ্ধ কলম ৩॥০, সিকি কলম ২৲, চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়া প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার: অগ্রিম দেয় — বার্ষিক ৯৲, ষাণ্মাসিক ৫৲, ত্রৈমাসিক ২৷০, মাসিক ১৲, নগদ সংখ্যা ৫ ·

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড। সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৪৬তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৩ই পৌষ বুধবার ১৩৩৯, ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৩২

স্থানীয়

শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদ

গত ১২ই ডিসেম্বর সোমবার শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদে "যুগান্ত" সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগানন্দ প্রামাণিক মহাশয়ের সভাপতিত্বে মহাসমারোহের সহিত পূর্ণিমা সম্মিলন সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এই সম্মিলনের অন্যতম শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কলিকাতা হইতে সভায় আসিতে না পারিয়া তাঁহার এক পুত্রকে এই সভায় যোগদান করিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সভার প্রারম্ভে ডাক্তার শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস রচিত একটী গান সুন্দর সুরে গান করেন। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক "কবিবর দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের কবিতার বঙ্গ সাহিত্যে স্থান", শ্রীচণ্ডীচরণ দে "এক দৌড়ে লক্ষ্ণৌ", শ্রীদেবেন্দ্রলাল বিশ্বাস "গান", শ্রীরাসবিহারী প্রামাণিক শ্রীগোকুলচন্দ্র ঘোষ, শ্রীনির্ম্মলেন্দু প্রামাণিক, শ্রীগোরাচাঁদ প্রামাণিক প্রভৃতি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সুবক্তা শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বাণীকণ্ঠ মহাশয় পূর্ণিমার পবিত্রতা সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল। সভায় দুইটী আবৃত্তি হইয়াছিল। শেষে রবীন্দ্রনাথের একটী সরস সঙ্গীত গীত হইবার পর সভা ভঙ্গ হয়।

শান্তিপুর সংবাদ

গার্ডন মিলে বয়ন-বিভাগের নূতন শ্রমিক নিযুক্ত

৬০ বৎসরের বৃদ্ধের উদ্যম

বঙ্গীয় বিপ্লববাদমন আইন

শেষ বক্তৃতা

পারিতোষিক বিতরণ

গত ১৭ই ডিসেম্বর বেলা ১২॥ টার সময় শান্তিপুরের কাশ্যপ পাড়ায় হিন্দু এম-ই স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ হইয়া গিয়াছে। প্রেসিডেন্সি বিভাগের স্কুল ইন্‌স্পেক্টার মিঃ কে-আমেদ এম-এ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়টীর বয়স ৫০ বৎসরের উপর হইবে। শান্তিপুরের যে সব কৃতী সন্তান এখানে বাল্যকালে ছাত্র ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বিখ্যাত স্যার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আই-সি-এস্ গণের অন্যতম। শ্রীমায়াপুরের ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বিএ একটী সারগর্ভ বক্তৃতা দান করেন।

রামনগর মধ্য বঙ্গ বালিকা বিদ্যালয়

শুক্রবার ১৬ই ডিসেম্বর শান্তিপুরে রামনগর পল্লীর মধ্য-বঙ্গ-বালিকা বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ হইয়া গিয়াছে। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব ভবেশচন্দ্র রায় মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সভায় অনেক ভদ্রব্যক্তি ও মহিলাগণ এবং ভূতপূর্ব্ব ছাত্রীগণ আগমন করিয়া আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ ছাত্রীগণকে রৌপ্য পদক উপহার দিয়া উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটী

আগামী নির্ব্বাচনে ২৬ জন কমিশনার হইবে। তাহার মধ্যে ২০ জন নির্ব্বাচিত এবং ৬ জন মনোনীত। এই মর্ম্মে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটী একটী প্রস্তাব করিয়া গবর্ণমেণ্টকে অনুমোদনের জন্য দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। শ্মশান ঘাটের সুব্যবস্থার জন্য গত বজেটে স্থানীয় নবীন মিউনিসিপ্যাল কমিশনার শ্রীসুধীররঞ্জন প্রামাণিকের আন্তরিক চেষ্টায় ৩০০৲ টাকা মঞ্জুর হইয়াছিল কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। সম্প্রতি ভাইসচেয়ারম্যান ও সুধীর বাবুর চেষ্টায় এই শ্মশান-সংস্কারের জন্য মাল মসলা সংগ্রহ হইতেছে। [illegible] পল্লী হইতে বহু নর-নারী ক্লেশ [illegible] করিয়া গঙ্গাস্নানে যান। নবীন [illegible] সকল কমিশনারের মিলিত চেষ্টায় [illegible] হইতে গঙ্গা পর্য্যন্ত রাস্তাটী ভালরূপে তৈয়ারী হইলে অনেকেরই সুবিধা হইবে।

বড়লাটের অনুমোদন

মাননীয় বড়লাট বাহাদুর ভারতীয় ব্যবস্থা ও ভারতীয় রাষ্ট্রপরিষদে গৃহীত নিম্নলিখিত আইনগুলিতে সম্মতি দিয়াছেন :—

(১) সংশোধিত ফৌজদারী আইন, ১৯৩২; (২) বঙ্গীয় বিপ্লবী অনাচার দমন আইন ১৯৩২, এবং (৩) ভারতীয় সংরক্ষণ শুল্ক (অটোয়া বাণিজ্য চুক্তি) সংশোধন আইন ১৯৩২।

অটোয়া সংরক্ষণ শুল্ক আইন আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে কার্য্যকরী হইবে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ই পৌষ, বুধবার ১৩৩৯

শ্রীধামের বিরোধিদল ১৮ই কার্ত্তিকের গ্রামবাত্তাবহে 'শ্রী শ্রী নবদ্বীপ' সম্বন্ধে ঈর্ষা-মূলক যে সমালোচনা করিয়াছে এবং তাহাতে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের প্রতি তাহাদের যে চিত্তবৃত্তির পরিচয় দিয়াছে, তাহা শোচনীয়। যেখানে অপস্বার্থ অত্যন্ত অধিক, সেখানে মাননীয় ব্যক্তির চরণে অপরাধ করাই অবিবেচকদিগের প্রধান বৃত্তি হইয়া দাঁড়ায়। উদ্ধত যুবকগণ উদ্ধত অশিক্ষিত ঈর্ষাপরায়ণ মৎসরবাজ লোকের দ্বারা চালিত হইয়া যে অভিমত প্রকাশ করে, তাহা সর্ব্বতোভাবে গর্হণীয়।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় চিত্রে নবদ্বীপের ভূমিকার একটী অংশ আলোচনার পর কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া প্রুফ সংশোধন করিয়া দেন এবং সেই সংশোধিত প্রুফটি প্রেসে যাইবার পূর্ব্বে যে কএকখানি কাগজে উহা মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহা পরিত্যাগ করা হয় এবং তাহার স্থলে সংশোধিত প্রুফ অনুসারে ফর্ম্মা ছাপা হয়।

ছিদ্রান্বেষী সমালোচক কোন প্রকার ছিদ্র না পাইয়া এক সংস্করণে দুই প্রকার বিচার লক্ষ্য করিয়া বৃথা আক্রমণের সুযোগ খুঁজিয়াছেন। ঐসকল কাগজ বাদ দিয়া শোধিত বিষয়ই মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু দপ্তরির অনবধানক্রমে সেই বাদ দেওয়া কএকখানি কাগজ ক্ষিপ্রতা বশতঃ পুস্তকের সহিত সংযুক্ত হওয়ায় এই ছিদ্রান্বেষিদলের 'বাহাদুরি' করিবার অবসর হইয়াছে। একথা নানাস্থানে প্রচারিত হইয়াছে, তথাপি জ্যাঠামি করিয়া সমালোচক নিজের মনোগত ঈর্ষার পরিচয় দিয়াছেন। যেসকল অল্পসংখ্যক গ্রন্থ বাঁধাই হইয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে সংশোধনপত্র (correction slip) না দেওয়ায় সমালোচকের ঐরূপ বিষয়-ভ্রান্তির কারণ হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

সমালোচক উপহসিত হইয়া লিখিয়াছেন যে, "প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বর্ত্তমান বল্লালদীঘি গ্রামই যে মায়াপুর, তাহার প্রমাণ দিলেন না কেন?" ঐসকল প্রমাণ গ্রন্থের মধ্যে যথেষ্ট থাকায় পুনরায় রোমন্থন করিবার জন্য গ্রন্থের স্থান অধিকার করেন নাই। জ্যামিতিকোণ্ডকের প্রামাণিক কি চক্ষু ফুটাইয়া শ্রীমায়াপুরের সংস্থান নিরূপিত করিয়া দেয় নাই? কোন্ সুধী ব্যক্তি ইহা অস্বীকার করিতে পারেন?

মৎসরতা-বশে যেসকল চিন্তা উদিত হয়, তাহা কি সমালোচক 'প্রমাণ' বলিয়া বুঝিতে পারেন না? শ্রীধর স্বামী বলেন "কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদের সমষ্টিতে জীবের মাৎসর্য্য উদিত হয়, উহা অসচ্চিত্তের পরিচয় মাত্র। ইঁহারা কোনদিনই নির্ম্মৎসর সাধু বা ভগবদ্ভক্ত হইতে পারেন না। সমালোচকের লেখার রীতি যে-সকল পাঠক লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, তাঁহারা দেখিবেন,—যিনিই নিরপেক্ষভাবে সত্যকথা বলিয়াছেন, তাঁহাকেই সমালোচক কামড়াইতে গিয়াছেন। কেন কামড়াইতে যান, আমরা বুঝি না।

কলিকাতার ইউরোপীয় বণিক সমাজ বঙ্গদেশের উন্নতির চেষ্টা করিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে; কিন্তু দেশের লোকদের কেমন একটা স্বভাব এই যে, তাঁহারা এমন একটা প্রচেষ্টাকেও সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছেন। কলিকাতার কোন কোন কাগজ এই শুভ চেষ্টায় ভীত হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা এই যে, ইউরোপীয়েরা কেবলমাত্র পকেট ভর্ত্তি করিবার জন্য এইদেশে আসেন। পূর্ব্বে যেসমস্ত ইংরাজ এদেশে আসিতেন, তাঁহারা বিলাতে এত টাকা লইয়া যাইতেন যে, তাঁহারা সে দেশে নবাব আখ্যা পাইতেন। আমাদের দেশের কোন কোন সংবাদপত্র অনুরূপ ধারণা করেন এবং স্পষ্টই প্রকাশ করেন যে, তাঁহারা শোষণ করিবার জন্যই এইদেশে আসেন। এক্ষেত্রে ইউরোপীয় বণিক সমাজ যদি বলেন যে, বঙ্গের হিত করিতে হইবে, তাহা হইলে তাহার ফল কি দাঁড়াইতে পারে?

ভারতের গান্ধি হইতে নিউজীল্যাণ্ডের নারী সমাজ পর্য্যন্ত মদ্য পানের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়াছেন। রাঁচিতে কোন যোগী আসিয়াও অনেক অসভ্য জাতিকে মদ্যপান হইতে বিরত করিয়াছেন। আমেরিকার বহু চেষ্টায় মদ্য পান প্রকাশ্যে বন্ধ হইয়াছিল; তবে গোপনে বিরাট্ মদ্য-ব্যবসায় চলিয়াছে। শুনা যায়, ভবিষ্যৎ প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের আমলে মদ্যপান পুনঃ প্রচলিত করিবার চেষ্টা আরম্ভ হইবে।

মদ, জুয়া এবং বেশ্যা সভ্যজগতের অঙ্গ-স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে, অথচ সকলেই এই তিনটির বিশেষ বিপক্ষে। এই তিনটিকে গালি দিলে অনেকে অনুমোদন করিবেন; কিন্তু সহর হইতে এই তিনটী বিদূরিত করিবার চেষ্টা হইলেই আবার তাঁহারাই বিরুদ্ধাচরণ করিবেন—ইহাই সভ্য লোকের চরিত্রগত বিশেষত্ব। অসুর সভ্যতার ফল এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক।

সরকার পক্ষ বোধ হয় কংগ্রেসের বার্ষিক শ্রাদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত আছেন; তাঁহারা বহু মুখে প্রচার করিতেছেন যে, আর ভয় নাই, দেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে, কংগ্রেস মরিয়াছে, সকলেই আরামে বাস করিতেছে।

দুষ্ট লোকে সরকার বাহাদুরের এসমস্ত কথার সায় দেয় নাই; কারণ তাহারা দুষ্ট। কিন্তু স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, যাঁহাকে সেদিন স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বর, ভারতসম্রাট্ স্বহস্তে সম্মানিত করিলেন, সেই স্যার নৃপেন্দ্র এ কি করিয়া বসিলেন! তিনি, অম্লানবদনেই হউক অথবা ম্লান বদনেই হউক, বলিয়া ফেলিলেন যে,—কংগ্রেসের সম্মতি ও সাহায্য না পাইলে বৃটিশ-প্রদত্ত ভারত-সংস্কার প্রহসনে পর্য্যবসিত হইবে!

স্যার স্যামুয়েল হোর এবং স্যার নৃপেন্দ্রের মতদ্বৈধের মধ্যে আমাদের কোন কথা বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। তবে কংগ্রেস জীবিত কি মৃত, শক্তিমান্ কি শক্তিহীন এসম্বন্ধে পাঠক এত বেশী সংবাদ রাখেন যে, তাহার উল্লেখ পর্য্যন্তও অনাবশ্যক বলিয়া অনুমিত হয়।

কলিকাতা কর্পোরেশন এবং গবর্ণমেণ্ট পরস্পরের শক্তি পরীক্ষার্থ রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াও হঠাৎ থামিলেন কেন? গবর্ণমেণ্ট বলেন যে, শীঘ্রই নির্ব্বাচন হইবে, অতএব এখন কিছু সময় দেওয়া যাউক। কলিকাতা কর্পোরেশন খরচা সম্বন্ধে অন্যায় করেন, বিদ্রোহভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগকে চাকুরী দেন, আরও কত রকম দোষ করেন; আর গবর্ণমেণ্ট চুপ করিয়া দেখেন। ইহা কখনই সঙ্গত নহে। কর্পোরেশন বলেন যে, তাঁহাদের কতকগুলি কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। গবর্ণমেণ্ট বলেন, কে কর্পোরেশনকে সে স্বাধীনতা দিল? এখন দেখা যাক, কর্পোরেশনের বাস্তবিক কিছু স্বাধীনতা আছে অথবা উহা গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ-প্রার্থী মাত্র।

ভারতের সাধারণ অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে প্রতীয়মান হয় যে, কর্ত্তৃপক্ষ বিগত মহাযুদ্ধের শিক্ষা বিস্মৃত হইয়াছেন। জার্ম্মাণী বাহুবলে পরাস্ত হয় নাই; যদি খাদ্যের সুব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলে জার্ম্মাণী কতদিন যুদ্ধ চালাইতে পারিতেন, তাহা অনুমান করিয়া বলা যায় না।

ভারতীয় সৈন্য যাইয়া যখন ভার্দুনে জার্ম্মাণীর গতিরোধ করিল, তখন জার্ম্মাণীর সৈন্যসম্ভার যথেষ্ট ছিল, কিন্তু আর অগ্রসর হইতে না পারায় এবং রুষিয়া হইতে খাদ্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকায় দেশে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইল এবং খাবার না পাইয়া দেশের লোক বিদ্রোহভাব প্রদর্শন করিল। জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখিলেন এবং অবশেষে সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। যদি দেশের লোক খাইতে না পায়, তাহা হইলে সে স্থানে শান্তি রক্ষিত হওয়া দুরূহ ব্যাপার।

অর্ডিনান্সের এবং সমষ্টিগত জরিমানা প্রভৃতির সহস্র গুণ থাকিলেও একটা মহাদোষ আছে—উহাতে লোকের পেট ভরে না; এবং পেট না ভরিলেই লোকে প্রথমতঃ দেনা, পরে ভিক্ষা, তাহার পর চুরি ও ডাকাইতি এবং অবশেষে বিপ্লবের সৃষ্টি করে।

ভারতের লোক যখন খুব খাইতে পাইত, তখন "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" "জয় মহারাণী ভিক্টোরিয়া" প্রভৃতি বলিয়া চীৎকার করিত; আজ যে মিঃ গান্ধি, কংগ্রেস প্রভৃতি দেশের এত লোকের সাহায্য পাইতেছেন, তাহার প্রধান কারণ অন্নকষ্ট।

সরকার বাহাদুর দেশের শান্তি রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে সৈন্য সামন্ত এবং পুলিশ প্রভৃতি রাখিয়াছেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই; তবে অনুৎপাদক কার্য্যে এত টাকা ব্যয় না করিয়া যদি তাহার কতক অংশও জাতির গঠনমূলক কার্য্যে ব্যয় করিতেন, তাহা হইলে দেশের লোক আরও সন্তুষ্ট থাকিতেন।

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, { ১৫ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৬, ১৩ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২৮শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩২ বুধবার } ২৪৭তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ঢাকা ষ্টেশনের অতি সন্নিকটে পুরাণ পল্টনের মাঠে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার অধীনস্থ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের উদ্যোগে যে অপূর্ব্ব সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর আয়োজন হইয়াছে, তাহা আগামী ১৯৩৩।৬ই জানুয়ারী হইতে ২৭শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত খোলা থাকিবে। পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ ঐ প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করিবেন।

এই সৎশিক্ষা প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য কি, অন্যান্য ইতর প্রদর্শনীর ন্যায় ইহাতে কোন্ কোন্ প্রকার বস্তুর সমাবেশ থাকিবে, তদ্দ্বারা সাধারণ মানবের (অকপট বিচারে) কি কি উপকার সাধিত হইতে পারে, শিল্পিগণ তাঁহাদের প্রস্তুত দ্রব্য সকল এই প্রদর্শনীতে পাঠাইতে পারেন কি না—এই সমস্ত কথা লইয়া সহরে একটা আন্দোলন চলিতেছে। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিগণের নিকট কৌতূহলী হইয়া এতদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

ঢাকা পুরাণ পল্টনের মাঠটী লাট সাহেবের বাড়ীর সম্মুখস্থ বিস্তীর্ণ ময়দান। এই ময়দানের প্রায় ৬ বিঘা জমি ঘেরা হইয়াছে এবং প্রদর্শনীর জন্য প্রায় শতাধিক প্রকোষ্ঠ প্রস্তুত হইয়াছে ও হইতেছে। শ্রীমদ্ বনমহারাজ ও তাঁহার সহকারিগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া প্রদর্শনীর কার্য্য যাহাতে সত্বর সমাধান হইতে পারে, তজ্জন্য চেষ্টা করিতেছেন। রাত্রি প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত লোকজন কাজ করিতেছে।

ঢাকা সহরে শ্রীল প্রভুপাদের শুভবিজয় বার্ত্তা জ্ঞাপিত হওয়ায় ঢাকাবাসী বহু সুকৃতিমান্ ব্যক্তি তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত বীর্য্যবতী চেতনময়ী বৈকুণ্ঠবাণী শ্রবণ করিবার জন্য প্রত্যহ তৎপাদপদ্মে আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন। আগন্তুক অধিকাংশ ব্যক্তিই বৈষ্ণব-জগতের শুদ্ধভক্তির কথা মহাভাগবতের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়া সৎসিদ্ধান্ত উপলব্ধি করতঃ নিজদিগকে ধন্য মনে করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে, পরমহংস মহারাজের সিদ্ধান্তবাণী তাঁহাদের পূর্ব্ব সঞ্চিত ধারণায় একটা মহা-বিপ্লব আনয়ন করিয়া দিতেছে এবং তাঁহারা যেন এক নূতন রাজ্যের নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইতেছেন।

গত ২৩শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণে ঢাকাবাসী বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সজ্জন ভদ্রমহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের পদাঙ্কিকে উপনীত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ প্রায় ২॥০ ঘণ্টা যাবত হরিকথা কীর্ত্তন করেন। কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রশ্নে শ্রীল প্রভুপাদ তারকব্রহ্ম নামের (ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর) অর্থ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেন। ইঁহাদের কেহ কেহ পুষ্পমালা ও মিষ্টান্নাদি উপায়ন লইয়া আচার্য্যবর্য্যের পাদপদ্মে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন। আমরা আগামীতে 'তারকব্রহ্ম নাম'-শীর্ষক প্রবন্ধে তাহা যথাসাধ্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

চাকদহ কাঠালপুলি শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের পাটে গত ২৪শে ও ২৫শে ডিসেম্বর বিরাট মহোৎসব অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ, বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার অন্যতম সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসারঙ্গ, কলিকাতা হইতে পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার, শ্রীপাদ নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ ভূদেব দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত যশোদাকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-প্রমুখ ৭ মূর্ত্তি এবং শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীপাদ মুকুন্দবিনোদ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ বরদরাজ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীমান্ সন্তোষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান্ রাজেন্দ্রচন্দ্র পাহাড়ী, বারাকপুর হইতে শ্রীপাদ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দিব্যসূরি প্রমুখ ভক্তবৃন্দ উক্ত উৎসবে যোগদান করিয়া উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন।

২৪শে ডিসেম্বর শনিবার হরিবাসর দিবস শ্রীপাটে সমস্ত দিন পাঠ, নগরসঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীশ্রীল পণ্ডিত মহাশয়ের পূত চরিত্র আলোচিত হইয়াছে। ২৫শে ডিসেম্বর রবিবার পারণ-দিবস পূর্ব্বাহ্ণে পাঠ ও নগর-কীর্ত্তনাদি হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ মুকুন্দবিনোদ দাসাধিকারী ও শ্রীপাদ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দিব্যসূরি মহোদয়গণের স্বভাব-সুলভ সুমধুর কীর্ত্তনে শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছে। এই দিবস জোগারাত্রিকের পর প্রায় এক হাজার লোককে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদত্ত হইয়াছে।

উৎসবে খড়দার শ্রীশ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের পাটের ভক্তবৃন্দ, তাড়লা ইউনিয়নবোর্ডের প্রেসিডেন্ট জমিদার শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষাল, ভাটপাড়ার শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র দত্ত, শ্যামনগরের শ্রীযুক্ত [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, মুকুন্দনগরের ভক্তবৃন্দ, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দত্ত বি-এ শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ বহু সজ্জনের সমাবেশ হইয়াছিল।

চাকদহের শ্রীযুক্ত আশুতোষ কর্ম্মকার, শ্রীযুক্ত জ্যোতীশচন্দ্র কর্ম্মকার, ডাঃ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ কর্ম্মকার ভ্রাতৃত্রয়ের অর্থানুকূল্যে, উদ্যমে, উৎসাহে ও সেবাপ্রাণতায় এই সুমহৎ উৎসবটী অতি সুন্দররূপে সম্পাদিত হইয়াছে। তাঁহারা শ্রীপাটের সেবার ঔজ্জ্বল্য বিধানের নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন। তাঁহাদের উদ্যমে শ্রীবিগ্রহের নব-মন্দির নির্ম্মিত হইতেছে। ভ্রাতৃত্রয়ের সেবা-চেষ্টা আদর্শস্থানীয়। ডাক্তার দেবেন বাবুর বন্ধু শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু মহাশয়ের উদ্যমও প্রশংসনীয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

১৫ নারায়ণ, শুক্র অনিরুদ্ধ ৪৪৬

পূর্ববঙ্গ বিজয়

সূর্য্যদেব যখন পূর্ব্বাকাশ রঞ্জিত করিয়া প্রাণিগণের কল্যাণের নিমিত্ত হেম-রশ্মি-জালে ধরিত্রীদেবীকে সুসজ্জিত করিতে থাকেন, তখন কোন কোন সময় নিবিড় নীরদমালা বা ঘন-কুজ্ঝটিকা তাঁহার কার্য্যে বাধা প্রদানে অগ্রসর হইলেও শীঘ্রই পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। দিবাকরের প্রখর আলোকের গতিরোধ করিবার ক্ষমতা উহাদের নাই। তথাপি দুষ্ট-বুদ্ধি-পরিচালিত হইয়া আপাততঃকে লোক-লোচনের অন্তরালে রাখিবার জন্য যত্ন করিয়া থাকে।

সত্য সূর্য্যের সম্মুখেও ঐ প্রকার কুজ্ঝটিকা বা কাদম্বিনীর উদয় প্রায়ই দেখা যায়। যখন পূর্ণ ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর জগদ্গুরু-রূপে শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি প্রচার করিতেছিলেন, এবং যখন তিনি বিপ্রলম্ভ মহাভাবে বিভাবিত হইয়া আশ্রয়ের মহিমা-রশ্মি নিরন্তর কীর্ত্তন-তরঙ্গে বিকীরণ করিতেছিলেন, সেই সময় নবদ্বীপের কতকগুলি অর্ব্বাচীন ব্রাহ্মণ-কুমার নিজদিগকে নিমাই চাঁদের সমকক্ষ-জ্ঞানে তাঁহার কার্য্যে বাধা প্রদান করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের কু-চেষ্টা তাহাদের চরিত্র-চাঁরে মসী-বিন্দু লিপ্ত করিয়া শীঘ্রই সমূলে বিনষ্ট হইয়াছিল। আবার যখন তিনি সন্ন্যাসিরূপে শুদ্ধভক্তির হিরণ্ময় রশ্মি জগতে বিস্তার করিতেছিলেন, সেই সময় মায়াবাদি-সম্প্রদায় বাক্যের আস্ফালনে তাহার কার্য্যে বাধা প্রদানের নিমিত্ত আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু উহাও শীঘ্রই শূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। এই সকল দৃষ্টান্ত জগতে শিক্ষকরূপে অবস্থান করিলেও কুচক্রান্তকারিগণের শিক্ষা হয় না, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

আজ এক অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের পূর্ব্ববঙ্গ বিজয় আলোচনার সময় পূর্ব্বোক্ত নিয়মগুলি আপনা হইতেই হৃদ্দেশ অধিকার করিল। সেদিন রাধাকুণ্ডতীরে জনৈক পাদ্রী সাহেবের নিকট, এই মহাপুরুষের নিত্যসত্য প্রচারের বিরুদ্ধে কতিপয় গোস্বামিব্রুব সহজিয়ার যে জঘন্য-চিত্র দেখিতে পাইলাম, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেরই ধমনির স্পন্দন দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। যে-পূর্ব্ববঙ্গ প্রায় এক যুগ পূর্ব্বে ঐপ্রকার বিষধরগণের ক্রীড়াভূমি ছিল, সেই পূর্ব্ববঙ্গ উক্ত মহাপুরুষের কৃপা-সুধায় সঞ্জীবিত হইয়া আজ আচার্য্যবর্য্যের শ্রীচরণে সভক্তি অভিনন্দন প্রদানপূর্ব্বক জগৎ-সমক্ষে নিজেদের সৌভাগ্য প্রদর্শন করিতেছে। আমরাও আজ তাঁহাদের সৌভাগ্য-দর্শনে আনন্দ-সাগরে ভাসমান।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর বিদ্যাবিলাসের সময় একবার পদ্মার তীরে ফরিদপুর জেলার কোনও স্থানে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। সেই সময় অসংখ্য ব্যক্তি তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনে ধন্য হইয়াছিলেন। আর তপন মিশ্র নামক কোন ভাগ্যবান্ বিপ্র সরল-হৃদয়ে শ্রীভগবানের শ্রীচরণে শরণ গ্রহণ করিবার ফলে স্বপ্নে মহাপ্রভুই যে স্বয়ং পূর্ণ ভগবান্, তাহা অবগত হইতে পারিয়া দীক্ষামূল্যে তাঁহার শ্রীচরণে আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভুর ও ষড় গোস্বামীর লীলা সঙ্গোপনের পর ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীনিবাস আচার্য্য ও প্রভু শ্যামানন্দ শুদ্ধভক্তি-স্রোতস্বিনী প্রবল প্রতাপে সংক্রমণ করেন। তখনও শৌক্রব্রাহ্মণাভিমানিগণ তাঁহাদের জগদ্ধিতকর কার্য্যে বাধা প্রদানে যত্নশীল হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের বাধা তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল। প্রভুত্রয় দেখাইয়া গিয়াছেন যে, বৈষ্ণব-প্রভাব নিকট জগতের যাবতীয় প্রভা মলিনতা প্রাপ্ত হয়।

শাস্ত্রে গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে বর্ণ ও আশ্রমের বিভাগ রহিয়াছে। প্রকৃত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণবের মধ্যে বিষ্ণুর যাবতীয় গুণই রহিয়াছে। সুতরাং তাঁহার মধ্যে যে ব্রাহ্মণের গুণ কয়টী রহিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য; তদতিরিক্ত গুণও রহিয়াছে বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণেরও পূজ্য। শৌক্র ব্রাহ্মণাভিমানিগণ এই কথা বুঝিতে না পারিয়া মহাভাগবতকে হীন জ্ঞানে যে অপরাধ সঞ্চয় করেন, তাঁহাদিগকে সেই অপরাধ-পঙ্ক হইতে উদ্ধার মানসেই জগতে পঞ্চরাত্রের আবির্ভাব। প্রভু শ্যামানন্দ প্রভৃতি পরমদয়ালু বৈষ্ণববৃন্দ যে-কোন কুলে আবির্ভূত ব্যক্তিকে, সদাচার-সম্পন্ন ও বিষ্ণুপাসনায় সমর্থ করিলেই পঞ্চরাত্রমতে সংস্কার প্রদানপূর্ব্বক দ্বিজত্বে উন্নীত করিয়াছেন।

কলির বিক্রমে মহাপ্রভুর প্রকৃত শিক্ষা জগৎ হইতে লুপ্ত হইতে বসিলে প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর পুনঃ তাহা পুনঃ প্রকাশ করিলেন। তিনি শাস্ত্রানুমোদিত দৈব-বর্ণাশ্রম সংস্থাপন পূর্ব্বক কেবলত, অর্থ-বিনিময়ে ভাগবত-পাঠ প্রভৃতি শাস্ত্রগর্হিত বিষয়গুলি উৎসাধনে যত্নপর হইলে, ব্যবসায়ী গোস্বামিব্রুবগণ প্রমাদ গণিলেন। তাঁহাদের সম্বৎসরের আহার্য্য কার্ত্তিক মাসে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে সংগৃহীত হয়। তাই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যখন শুদ্ধভক্তিবাণী-প্রচার-মানসে সপার্ষদ ঢাকা গেলেন, তখন ঐ গোস্বামিব্রুবগণ উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন, যেন ঐ সত্যকথার প্রচারকবর্গ ভিক্ষাও না পাইয়া অনাহারে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন! কিন্তু গঙ্গার পূত প্রবল ধারাকে কর্দ্দমের প্রাচীর কখনও বাধা দিতে পারে না। তিনি উহা ধুইয়া মুছিয়া সবেগে গমন পূর্ব্বক জগতের পবিত্রতা সংরক্ষণ করেন। তাই গোস্বামিব্রুবগণের ঐ প্রকার হীন-চেষ্টা লক্ষ্য করিয়া গোস্বামি-প্রবর প্রতিজ্ঞা করিলেন, "বৃক্ষতলে বা উন্মুক্ত ময়দানে অবস্থান করিয়া বুড়িগঙ্গার জলমাত্র পানীয়-রূপে গ্রহণ করিয়াও ঢাকায় শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করিব। ঢাকাবাসীর প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতেই হইবে।" মহাপুরুষের প্রতিজ্ঞা কখনও বিফল হয় না। অচিরেই ঢাকাতে শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল। তথায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর বসিলেন, এবং তদীয় সেবকগণ মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন।

ইহাতেও প্রাকৃত সহজিয়াকুল নিরস্ত হইল না। ঢাকার ব্যবসায়িশ্রেণীর অন্ধ-বিশ্বাসের সুযোগ লইয়া তাঁহাদিগকে বৈষ্ণবাপরাধে প্ররোচিত করিতে লাগিল, আর দৈব-বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে শৌক্রব্রাহ্মণগণকে উত্তেজিত করিয়া ঢাকা লক্ষ্মীনারায়ণ-জীর বাড়ীতে এক বিচার-সভায় আহ্বান করিল। বিচারে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া নিতান্ত অসভ্যের ন্যায় ঐ সহজিয়াগণ বিচার সভা ভঙ্গ না হইতেই আলোকাদি নির্ব্বাপণ করিয়া শুদ্ধভক্তগণের গ্রন্থাদি অপহরণ করিল ও শুদ্ধভক্তগণের উপর অত্যাচার করিতে উদ্যত হইল। ঢাকার কতিপয় নিরপেক্ষ বিচক্ষণ ব্যক্তি উহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে উহারা ঐ পাশবিক কার্য্য হইতে বিরত হয়। এই প্রকারে বাধা পাইয়া শুদ্ধভক্তি-স্রোতস্বতী সহস্রগুণে উদ্বেলিত হইলেন। তখন আচার্য্যবর্য্যের আজ্ঞাবহগণ্ ... পূর্ব্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে যাইয়া নিত্যানন্দ প্রভুর আনুগত্যে ঐ ... বিশিষ্ট ... র পাবত অবতার ... -পূর্ব্বক গৌরসুন্দরের প্রকৃত শিক্ষা বিস্তার করিতে লাগিলেন। তাহার ফলেই আজ পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণ আচার্য্যবর্য্যের দান উপলব্ধি করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন।

আচার্য্যবর্য্য প্রভুপাদ সপার্ষদ গত ২১শে ডিসেম্বর প্রত্যূষে গোয়ালন্দ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে পাবনা বেড়া পরগণার অনেক সজ্জন পূর্ব্ব হইতেই কোনও প্রকারে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া যথাসময়ে উক্ত স্থানে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন। আচার্য্যবর্য্যের শ্রীপাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিয়া বাষ্পীয় যান যখন নৃত্য করিতে করিতে মুন্সীগঞ্জ ষ্টেশনে উপস্থিত হইল, তখন তথাকার উকীল, মোক্তার ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মণ্ডলী তাঁহার শ্রীচরণে অভিনন্দন প্রদান করেন। ষ্টীমার যখন নারায়ণগঞ্জ ষ্টেশনে উপস্থিত হয়, তখন এই সহরের উকীল, মোক্তার প্রভৃতিও শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। আর তিনি যখন মোটর যানে ঢাকা পৌঁছেন, তখন অসংখ্যলোক তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া ধন্য হ'ন। পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণের আজ আনন্দের সীমা নাই। তাঁহারা অসৎ লোকের কুপরামর্শে যে স্পর্শমণি অনাদর করিতে বসিয়াছিলেন, আজ তাঁহারা সেই মণিরাজকে চিনিতে পারিয়া প্রাণ দিয়াও তাঁহার সেবা-শুশ্রূষায় তৎপর।

কাপট্য-কর্দ্দম পরিহার করিয়া এই স্পর্শমণির শ্রীচরণ স্পর্শ করিলে অচিৎ-প্রতীতিযুক্ত অহঙ্কার-লৌহ চিৎপ্রতীতি-যুক্ত শুদ্ধপরিচয়-স্বর্ণে পরিণত হইবে।

শ্রীনাম-মহিমা

(৩২)

নামোচ্চারণ-মাহাত্ম্যং শ্রূয়তে মহদদ্ভুতং।
যদুচ্চারণমাত্রেণ নরো যায়াৎ পরংপদম্॥

পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড ৪৮ অধ্যায় —

নামোচ্চারণ-মাহাত্ম্য অতিশয় অদ্ভুত। শাস্ত্র হইতে শুনা যায় যে, নাম উচ্চারণ করিবা-মাত্রই নরগণ পরমপদ প্রাপ্ত হ'ন।

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্য ভাগবত
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যসমেত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৩য় সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভ নরহস্য ৷০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ
(রামানুজীয়) ৷০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা /১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি /০
৩০। গীতাবলী /০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণ /০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩৪। নবদ্বীপশতক /০
৩৫। অর্থপঞ্চক /০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (অবাঁধা) ।৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারি খণ্ড)
৪১। ব্রহ্মসংহিতা
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? /০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাধ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ য়্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৭২। গীতাবলী /০
৭৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি /০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া প্রকাশ

প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। ভাগবত সমাধিপীঠ ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া
৯। মদনগোপাল পাট কাঁটালপুলি, চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটী, (বর্দ্ধমান)
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম: আমলাযোড়া, রাজগ্রাম বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু, হাওড়া
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চক্রাশিমা, বাসুদেব-
পুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ নব গোপালপুরম্, মাদ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, ওয়েষ্ট
গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সগড়াচ, পুরী,
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ আগস্তকুণ্ড, কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	ঢাকা
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	এলাহাবাদ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা
৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	ঢাকা
৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ঢাকা
১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	ঢাকা

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম

আমাদের নিকট ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতীয় ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খান' ৴০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩ নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ॥০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টরী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব-নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বন্দোবস্তের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৵০ আনা।

মিটিংএর নোটীশ বহি—১ খানা ॥০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ॥০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কাবকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

সংশোধনের আবিষ্কার জন্ম ও আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান. পথ্য ডাকে পাঠান হয়. ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।১০ আনা. প্যাকেট ॥৵০ আনা. বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড. পোঃ শ্যামবাজার. কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে,বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে. বি. দত্তের চোকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি —	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড —	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭ ৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০ ৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৩-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-৫৯, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫-৩১	৯-৫	১২-১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫ ৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩১	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নানা কথা

দিল্লী প্রদেশে পঞ্জাব সংশোধিত ফৌজদারী আইন

সরকারী গেজেটের ইস্তাহারে প্রকাশ, পঞ্জাবের সংশোধিত ফৌজদারী আইন (১৯৩২) দিল্লী প্রদেশে বিস্তৃত হইয়াছে। গত ২৩শে ডিসেম্বর হইতে উহা সমগ্র প্রদেশে কার্য্যকরী হইল।

ব্যবস্থাপক সভা

১লা ফেব্রুয়ারী হইতে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বার্ষিক আয়ব্যয় আলোচনা বৈঠকের যে অধিবেশন হইবে, তাহার সভ্যগণকে বড়লাট বাহাদুর এখন হইতে আহ্বান করিতেছেন।

পাতিয়ালা যুবরাজের বিবাহ

প্রকাশ, আগামী মার্চ্চ মাসে সিমলার নিকটস্থ সারাইকীনা নামক স্থানে পাতিয়ালা যুবরাজের শুভ বিবাহ হইবে।

গার্ডেন মিলে বয়ন-বিভাগে নূতন শ্রমিক নিযুক্ত

গার্ডেন মিলের বয়ন মাষ্টার ও প্রধান জব্বরকে কর্ম্মচ্যুত করার প্রতিবাদকল্পে বয়ন বিভাগের শ্রমিকেরা কর্ম্ম পরিত্যাগ করে। মিলের ম্যানেজার ধর্ম্মঘটীদের বেতন চুকাইয়া দিয়া নূতন শ্রমিক নিযুক্ত করেন। মিলের কাজ গত ২৩শে ডিসেম্বর হইতে পূর্ণ দমে চলিতেছে।

সংবাদে প্রকাশ, রাজা গোকুলদাস মিলের ধর্ম্মঘট এখনও চলিতেছে। অদ্য ধর্ম্মঘটকারীদের সংখ্যা ৪০০ হইয়াছিল। গত রাত্রিতে মিলে গমনকারী জনৈক ব্যক্তির প্রতি ধর্ম্মঘটীদের কেহ কেহ নাকি দুর্ব্যবহার করিয়াছে। পুলিশ ঐ অঞ্চলে টহল দিতেছে।

---

৬০ বৎসরের বৃদ্ধের উদ্যম

প্রকাশ, কলিকাতা ৩৫নং লোয়ার সারকুলার রোড মল্লিকবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত সন্ন্যাসী চরণ রাহুত নামক ৬০ বৎসর বয়স্ক এক জন গত ২২শে অগ্রহায়ণ হইতে ২৯শে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত দুইখানা করিয়া অতি ক্ষুদ্র রুটি খাইয়া দিনাতিপাত করিতেছিলেন। বর্ত্তমান মাসের ১লা হইতে ৯ই পৌষ পর্য্যন্ত মাত্র ১ গ্লাস সরবৎ পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন। ইহাতে তাহার শরীর বিন্দুমাত্রও কৃশ বা দুর্ব্বল হয় নাই তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠিয়া পদব্রজে মল্লিকবাজার হইতে শ্যামবাজার যাতায়াত করেন।

পত্রিকাগার

অস্পৃশ্যতা শাস্ত্রানুমোদিত কিনা তৎসম্পর্কে আলোচনার জন্য যে সকল শাস্ত্রী ও [illegible] পুনায় গিয়াছেন তাঁহাদের নিকট কয়টি প্রশ্নের সমাধানের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। প্রশ্নগুলি এই,—

(১) শাস্ত্র অনুসারে অস্পৃশ্যতার সংজ্ঞা কি; (২) শাস্ত্রে অস্পৃশ্যের যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, বর্ত্তমান সময়কার তথাকথিত অস্পৃশ্যগণের প্রতি তাহা কি প্রযোজ্য হইতে পারে; (৩) শাস্ত্রে অস্পৃশ্যগণের প্রতি কি কি বাধানিষেধ ধার্য্য আছে; (৪) কোন ব্যক্তি কি তাহার নিজ জীবনে অস্পৃশ্যতা হইতে মুক্ত হইতে পারে; (৫) অস্পৃশ্যগণের প্রতি স্পৃশ্যদের আচরণ সম্পর্কে শাস্ত্রসমূহের অনুশাসন কি (৬) কিরূপ ক্ষেত্রে শাস্ত্র অস্পৃশ্যগণকে মন্দির প্রবেশে অনুমতি দেন; (৭) শাস্ত্রসমূহ কি, (৮) শাস্ত্রসমূহের সত্যতা কিরূপে প্রমাণিত হইবে; (৯) শাস্ত্রসমূহের সংজ্ঞা বা টীকা সম্পর্কে পার্থক্য উপস্থিত হইলে তাহার কিরূপে মীমাংসা হইবে; (১০) আপনাদের সিদ্ধান্ত কি?

বঙ্গীয় বিপ্লবীদমন আইন

গত শুক্রবার ২৩শে ডিসেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশঃ—

১৯৩২ সালের বঙ্গীয় বিপ্লব-দমন আইনের ১৮ ধারানুযায়ী প্রদত্ত ক্ষমতা অনুসারে ১৯৩২ সালের ২রা ডিসেম্বর তারিখের ২৩৫২০ পি নং ঘোষণাপত্র দ্বারা ১৯৩২ সালের বঙ্গীয় বিপ্লব দমন আইন সম্পর্কে যে সব রুল জারী করা হইয়াছিল সপরিষদ গবর্ণর বাহাদুর তাহাতে নিম্নলিখিত রুলগুলিও যোগ করিয়াছেন—

উক্ত রুলগুলির ৫নং রুলের পর নিম্নলিখিত রুলটি যোগ করিয়া দিতে হইবে (৫ ক) প্রত্যেক বাড়ীর মালিক কিম্বা বাড়ীর যে জোতদার তাহাকে, উক্ত বাড়ীতে যাহারা থাকে তাহাদের সম্বন্ধে যদি কোন পুলিশ কর্ম্মচারী কোন খবর জানিতে চাহেন, তাহা দিতে হইবে এবং জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট যদি লিখিত আদেশ দ্বারা ঐরূপ করিতে নির্দ্দেশ দেন তবে তাহাকে বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করিয়া উক্ত বাড়ীতে যাহারা যাওয়া আসা করে তাহাদের সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট খবর দিতে হইবে।

১১ (২) রুলের "order made under" এই কথাগুলির পরে 'rule 5 a or' এই কথাগুলি যোগ করিয়া দিতে হইবে।

কলিকাতা গেজেটের ৯ই ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশিত ১৯৩২ সালের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে ২৪১৭৬ পি নং ঘোষণা পত্রের পরিবর্ত্তে এবং ১৯৩২ সালের বঙ্গীয় বিপ্লবী দমন আইনের ৩ ধারার (১) উপধারানুযায়ী প্রদত্ত ক্ষমতা অনুসারে সপরিষদ গবর্ণর বাহাদুর নিম্নলিখিত অফিসারগণকে উপরোক্ত উপধারানুযায়ী প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার দিলেন (১) যে কোন ম্যাজিষ্ট্রেট (২) উচ্চ পদস্থ সামরিক কর্ম্মচারিবর্গ (৩) যে কোন পুলিশ অফিসার (সহকারী দারোগা কিম্বা হেড কনেষ্টবলের নিম্নপদস্থ পুলিশ কর্ম্মচারী, হইলে চলিবে না এবং ইষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেলসের ল্যান্স নায়েকের নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী হইলে চলিবে না); (৪) নিম্ন পদস্থ সামরিক কর্ম্মচারিবর্গ।

বৈঠকে ভারত সচিবের শেষ বক্তৃতা

ভারত সচিব সার স্যামুয়েল হোর গোল টেবিলের অধিবেশনে শেষ বক্তৃতা করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, সিন্ধু ও উড়িষ্যাকে পৃথক প্রদেশ বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং যথাসম্ভব সত্বর তিনি যুক্তরাষ্ট্রের অন্তরায় দূর করিতে চেষ্টা করিবেন।

যুক্তরাষ্ট্র গঠনের নির্দ্দিষ্ট তারিখ রাখিবার জন্য সার তেজবাহাদুরের দাবী সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, ইহাতে দেশীয় রাজ্য সমূহ মনে করিবে যে, তাহাদের উপর চূড়ান্ত আদেশ দেওয়া হইল। ভারতের উপর অন্যান্য দেশের বিশ্বাস অব্যাহত রাখিতে হইলে এবং যুক্তিসঙ্গত উপায়ে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে হইলে আর্থিক স্বার্থরক্ষার কবচ রাখা প্রয়োজন।

মিঃ গান্ধী ও অন্যান্য রাজবন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে সার তেজবাহাদুরের দাবীর বিষয় তিনি ভাবিয়া দেখিবেন।

প্রতিনিধিগণ মনে করেন যে, অনতিবিলম্বে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের আশা সুদূর-পরাহত হইয়া গেল। যুক্তরাষ্ট্র গঠনের তারিখ নির্দ্ধারণ সম্পর্কে সার তেজ বাহাদুরের দাবীর উত্তরে সার স্যামুয়েল বলেন যে, সার তেজ বাহাদুরের দাবী রক্ষা করিতে তিনি অক্ষম। বিলে যদি এইরূপ কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের উল্লেখ থাকে তাহা হইলে রাজ্যসমূহ হয়তো ইহাই প্রতিবাদ করিবে। আর বিলে নির্দ্দিষ্ট [illegible] পার্লামেন্ট [illegible]

খুব সতর্কতা [illegible]

স্যার তেজ বাহাদুরের [illegible] তিনি বলেন, "আমি স্যার তেজ বাহাদুরকে বলিতে চাই যে, যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনা যাহাতে সুদূর ভবিষ্যতের অন্ধকারে মগ্ন থাকে এইরূপ সর্ত্তে আমরা কখনও প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তন করিবে না।

রক্ষা-কবচের প্রয়োজনীয়তা

সার স্যামুয়েল যখন সিন্ধু ও উড়িষ্যা স্বতন্ত্রীকরণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন তখন অনেক সদস্যকেই উৎফুল্ল দেখাইতেছিল। স্বার্থরক্ষা সম্বন্ধে সার স্যামুয়েল বলেন, "স্বার্থরক্ষা উন্নতির পথে অন্তরায় স্বরূপ নহে। এবং অন্ধকার রজনীতে পথিক বিপথে গমন করিয়া যাহাতে বিপদে পতিত না হয় স্বার্থরক্ষার সর্ত্ত তাহারই নিদর্শনস্বরূপ। অভিজ্ঞ ব্যক্তি কখনও এই নিদর্শন নষ্ট করিবেন না" মাননীয় আগা খাঁ। সার স্যামুয়েলের এই উক্তিতে যারপরনাই আনন্দ প্রকাশ করেন।

সার স্যামুয়েল আরও বলেন, "আর্থিক দায়িত্ব হস্তান্তরিত করা না হইলে যে প্রকৃতপক্ষে কোন দায়িত্বই হস্তান্তরিত করা হয় না, বৃটিশগবর্ণমেণ্ট তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন।" প্রতিনিধিগণ তাঁহার এই উক্তিতে খুব সন্তুষ্ট হইয়াছেন। সার স্যামুয়েল বলেন যে, ভারতের প্রতি দুনিয়ার বিশ্বাস রাখিতে হইলে এবং যুক্তিযুক্ত উপায়ে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে হইলে আর্থিক স্বার্থরক্ষার সর্ত্ত রক্ষা করা প্রয়োজন; রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গঠন সম্পর্কে তিনি বলেন যে, কখন উক্ত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহা বলা অসম্ভব।

লোহার বরগা কড়ি
করগেটিটীন, [illegible] গরাদে
জানালার গরাদে, লোহার থাম
রেল ঘেরা কাঠি ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি
[illegible]
[illegible] ফোন [illegible]

ডেলি — নবদ্বীপ

দৈনিক

Reg No C1544.

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি পংক্তি ১৵
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
পত্রে।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৪৮তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৪ই পৌষ বৃহস্পতিবার ১৩৩৯, ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৩২

নানা কথা

নদীয়ায় সংক্রামক ব্যাধি

নদীয়ায় কলেরা এবং বসন্তের যেরূপ প্রকোপ তাহাতে জনসাধারণ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। কর্তৃপক্ষ সংক্রামক ব্যাধিসমূহ হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিবার কি বন্দোবস্ত করিতেছেন তাহা জানিবার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব। নদীয়ার প্রধান সহর কৃষ্ণনগরের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ আবার কর্তৃপক্ষ তদ্দিক উদাসীন। নর্দ্দমা এবং গলিরাস্তা গুলিও এত খারাপ যে, না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। এবিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক। লোকে অসহায় অবস্থায় হরিনাম সাহায্যে এই সমস্ত দুরন্ত ব্যাধি দূর করিবার জন্য সন্ধ্যাকালে দলে দলে নগর সঙ্কীর্ত্তনে বাহির হইতেছে, সকলের মুখেই আতঙ্কের চিহ্ন।

সম্রাটের বাণী

গোলটেবিলের বৈঠকে লর্ড স্যাঙ্কি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রতিনিধিগণ সম্রাটের প্রতি যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, সম্রাট তদুত্তরে নিম্নলিখিত বাণী প্রেরণ করিয়াছেন। লর্ড স্যাঙ্কি সম্রাটের বাণী পাঠ করেন। বাণীর অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিনিধিগণ, বৈঠকের শেষে আপনারা আমায় প্রতি যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন তজ্জন্য

সম্রাটের বাণী

থানায় স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার

জেলের জনরব

মৈমনসিংহ মেডিকেল স্কুল

ডাকাতির শাস্তি

জারীকারক সম্মেলন

আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। আপনাদের আলোচ্য জটিল বিষয়ের কথা আমি অবগত আছি এবং আমি আগ্রহ সহকারে আপনাদের আলোচ্য বিষয়ের রিপোর্ট পাঠ করিব। আজ এই পুণ্য দিবসে সকলের হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি যে শুভানুধ্যানের ভাব পরিস্ফুট, বৈঠকেও আপনাদের সকলের মধ্যে সেই ভাবই বর্ত্তমান ছিল জানিয়া আমি সুখী হইয়াছি। আমার বিশ্বাস আপনাদের চেষ্টার ফলে সাম্রাজ্যের সহযোগিতার ভিত্তি দৃঢ় হইবে। পরস্পরের সহযোগিতার উপরই সাম্রাজ্যের শক্তি ও সামর্থ্য নির্ভর করে। নববর্ষে আপনাদের শান্তি ও উন্নতি কামনা করিতেছি।"

সভায় উপস্থিত সকলেই দাঁড়াইয়া সম্রাটের বাণী শ্রবণ করেন।

জেলের জনরব

বিগত কয়েকদিন যাবৎ বহরমপুরে জনরব এই যে, স্থানীয় বন্দীশালায় কোনও গণ্ডগোল হইয়াছে; প্রধান ব্যক্তিদের নিকট হইতে কোনও সংবাদ না পাইয়া বন্দীদের সম্বন্ধে বাহিরের লোকজন উদ্বিগ্ন আছে। গতকল্য স্থানীয় বারের সদস্যদের এক বিশেষ সভায় এই উদ্বিগ্নতা বিশেষ ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। নিরপেক্ষ ভাবে এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার অনুরোধ জানাইয়া, সর্ব্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। বারের সেক্রেটারী এই প্রস্তাবের বিষয় গবর্ণমেন্টকেও জেলের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে জানাইয়াছেন।

ডাকাতির শাস্তি

ময়মনসিংহের বড়ওয়ারী সোয়ারীকান্দা নিবাসী শ্রীসূর্য্য নারায়ণ সাহার বাড়ীর সশস্ত্র ডাকাতী মোকদ্দমায় স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বিচারে মন্মথ দত্ত, দেবেন্দ্র প্রভৃতি কয়েকজন আসামীর ৫ বৎসর হইতে ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। হাইকোর্টে উক্ত মোকর্দ্দমার দণ্ডিত আসামীগণ যে আপীল দায়ের করিয়াছিল তাহাও ডিসমিস হইয়া গিয়াছে।

থানায় স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার

শ্রীযুত গোষ্ঠবিহারী দে করবন্ধ আন্দোলন সম্পর্কে গ্রেপ্তার হন। তিনি আরামবাগের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ (১) ধারা অনুযায়ী ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

আরামবাগ থানায় কংগ্রেস পতাকাসহ প্রবেশ এবং জাতীয় ধ্বনি করার জন্য শ্রীযুত নলিনাক্ষ মাঝীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

মনীপুরে সেটলমেণ্ট এটেষ্টেসন ক্যাম্পে পিকেটিং করার জন্য শ্রীযুত বিজয় বেরাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৪ই পৌষ, বৃহস্পতিবার ১৩৩৯

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ বলেন, যাহাদের চিত্ত বিপুষট্‌কের বশবর্ত্তী, সেই সকল লোক বিষ্ণুভক্তের আদর করিতে পারে না, সুতরাং ভগবান্‌ও তাঁহাদের সেবা গ্রহণ না করায় উঁহারা কামক্রোধাদিতেই প্রমত্ত থাকে।

চিত্তবাদীর সমালোচকের চিত্তগত দৌর্ব্বল্য বিদূরিত করিবার জন্যই শ্রীচৈতন্যদেব "কৃষ্ণসংকীর্ত্তন বাবাই চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়" এই উপদেশ দিয়াছেন। অসহিষ্ণু সমালোচক কোন দিনই পরম সহিষ্ণু শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নিত্য অনুগত শ্রীরামানন্দ বসুর সহিত কোন সম্বন্ধ জানাইতে সমর্থ নহেন।

সমালোচকের মুখে সরস্বতী দেবী লেখনী দ্বারা লিখাইয়াছেন যে, "বল্লালদীঘি ও টিবি যে এই শ্রীধাম মায়াপুরের সন্নিহিত, ইহার অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়"। আবার পরক্ষণেই তাঁহার প্রতি-বাদমুখে দোপাদিগ্রাম সাথ্‌কুলিয়াকে বল্লালদীঘির অপর পারের গ্রাম বলিয়া বিকৃতমস্তিষ্কের পরিচয় দিয়াছেন।

"সদ্যো মাত্র গঙ্গা নদীয়ায় কুলিয়ায়"—এই বিচার ভুলিয়া গিয়া সাথ্‌কুলিয়াকে 'কুলিয়া' বলিয়া বিবক্ত উপস্থিত হইলে তাহার পূর্ব্বে "বাগাচড়া" প্রভৃতি গ্রামকে 'শ্রীমায়াপুর' বলিয়া স্থাপন করিতে হয়। আবার কাঁকড়ার মাঠকে 'শ্রীমায়াপুর' মনে করিলে তাহার পশ্চিমে গঙ্গা এবং তাহার পশ্চিমে সাথ্‌কুলিয়া গ্রামকে বসাইয়া দিতে হয়।

ভৌগোলিক স্থানগত ধারণা যে, সমালোচকের আদৌ নাই, তাহা তাঁহার লেখনী হইতেই ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। আমরা 'এত লেখনীর কোন মূল্য আছে' বলিতে চাহি না।

পরলোকগত কৌলিককুলোদ্ভুত হুগলীর গোস্বামী মৃত কান্তিক চন্দ্র রাঢ়ি তাঁহার 'নবদ্বীপতত্ত্ব' গ্রন্থের পূর্ব্ব সংস্করণে শ্রীধাম-মায়াপুরকেই শ্রীমায়াপুর এবং গৌরাঙ্গভাব বিদ্বিষ্ণ বিদগ্ধীদের দ্বারা উহার নাম খাস্ত করার উত্তর প্রমাণই দিয়াছিলেন। কিন্তু "মনিময়মন্দিরমধ্যে পিপিলিকা প্রভৃতি ছিদ্রং" স্বভাবলম্বী সমালোচকের মৎসরতা উহা স্বীকার করে না।

বেণেটোলার পরলোকগত নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী প্রভুপাদ পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার 'বৈষ্ণবাচারদর্পণ' গ্রন্থে এই স্থানকেই শ্রীমায়াপুর প্রভৃতি বর্ণন করিয়াছেন; পরবর্ত্তী সময়ে কতিপয় স্বার্থান্ধ মৎসরের পরামর্শ মতে উক্ত মোক্তার ও পণ্ডিত গোস্বামীজি বিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার সুবিধা পাওয়া কি ধাপ্পার অন্তর্গত নহে?

বুড়োশিব তলার শ্রীযুত হরিদাস গোস্বামী মহাশয়ও কি কারণে শ্রীধাম-মায়াপুরের বিরোধী হইয়া সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইতে চাহেন, তাহাও কি সমালোচক বিচার করিয়াছেন? বিচার করিয়া থাকিলে ধাপ্পা শব্দের সার্থকতা তিনি বুঝিতে পারিবেন।

শোধিত অংশ গ্রহণের পরিবর্ত্তে অশুদ্ধ অংশ গ্রহণের পিপাসাই কি সমালোচকের সাধুতার পরিচয়? ইহাতেও পাঠকগণ সমালোচকের চিত্তবৃত্তি দেখিতে পাইবেন। 'নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম্মরক্ষা হয় না'—একথা কি সমালোচক ভুলিয়া গিয়াছেন?

যখন ষড়্‌রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া মানব উদ্যম করে, তখন শ্রীগৌরসুন্দরের উপদেশ-শ্রবণরূপ সদ্বিচূতা শিক্ষা হারাইয়া ফেলে এবং আপনাকে নামাপরাধী করিয়া বসে। নামাপরাধ করিলেই বৈষ্ণবাপরাধ সঙ্গে সঙ্গে হয়; তখন শ্রীভগবদ্ধাম, শ্রীভগবন্নাম ও শ্রীভগবৎকাম—এই তিনটী বস্তুর সেবা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে হয়।

সমালোচকের যদি ঐরূপ অভিলাষ থাকে যে, ভগবদ্বিদ্বেষ, ভক্তবিদ্বেষ ও ভক্তি-বিদ্বেষ—যে কোন উপায়েই হউক করিতে হইবে, তবে আমাদের কোন বক্তব্য নাই। সত্যকে মিথ্যা করার চেষ্টা কতক্ষণ চলিতে পারে?

ভারত বড়দিনের উপহার স্বরূপ যে কয়টী আশা পাইয়াছে, তাহা সকলের মতঃ-পূত হইবে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ। একজন হেড্‌কনষ্টেবল পর্য্যন্ত যে কোন ভদ্রলোকের উপর যথেচ্ছ ক্ষমতার ব্যবহার করিতে পারিবে। বড়লাট তাঁহার বিশেষ ক্ষমতাবলে ব্যবস্থাপক সভার অধি-বেশন স্থগিত রাখিতে অথবা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিবেন। ইচ্ছা হইলে কোন আইনে সম্মতি না দিতে পারিবেন, আইন-সভার অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইচ্ছামত আইন প্রস্তুত করিতে পারিবেন, ইচ্ছামত অর্ডিনান্স সংক্রান্ত ক্ষমতার ব্যবহার করিতে পারি-বেন, ব্যবস্থাপক সভা অথবা মন্ত্রিগণের পরামর্শ না লইয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

কলেযুক্ত রাষ্ট্র অথবা কেন্দ্রীয় দায়িত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার স্থিরতা নাই, কিন্তু রক্ষা-কবচ এবং বড়লাট সাহেবের বিশেষ ক্ষমতা সম্বন্ধে সমস্তই স্থির হইয়া গেল।

সার তেজবাহাদুর, জয়াকর প্রভৃতি উদারপন্থী রাজনীতিবিদেরা বলিয়াছিলেন যে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনে তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকিবেন না। তাঁহারা দায়িত্বযুক্ত কেন্দ্রীয় শাসন স্থাপনই লক্ষ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা হইল না। তাঁহারা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে, এমন করিয়া বেশী দিন চলিতে পারে না; ভারতীয়-গণের মনে ভীষণ সন্দেহ এবং চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

গোলটেবিল বৈঠকে দেশীয় রাজ্যসমূহের সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন; সেই সমস্ত শুনিয়া একটা বিষয় স্বতঃ মনে জাগ্রত হয়। ভারতীয় রাজন্যবর্গ স্বভাবতঃ ইতিহাসে তাঁহাদের স্থান কি, সেইটী নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাদের দাবীতে জোর দিয়া বলেন যে, তাঁহারা দেশের মধ্যে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। এই বিষয়ে তাঁহাদিগকে দোষ দিতে পারা যায় না।

যাঁহারা তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন, তাঁহারা রাজনীতি শাস্ত্রে গণতন্ত্রীয় মূলসূত্রসমূহ হইতে স্বকীয় অনুমানাদির দ্বারা যে সিদ্ধান্ত করেন, তাহাই দেশীয় রাজন্যবর্গের উপর প্রয়োগ করিতে যা'ন। কিন্তু রাজন্যবর্গ তাহা মা'নিয়া লইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন।

এই সমস্ত কারণে উভয় পক্ষের মধ্যে একটা আলোচনা-মীমাংসা জটিল হইয়া উঠিয়াছে। স্যার স্যামুয়েল হোর বলেন যে, যদি রাষ্ট্রসংগঠনের একটা তারিখ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে দেশীয় রাজ্যসমূহ গোড়া হইতেই এই ব্যাপারটী সন্দেহের চক্ষে দেখিবে এবং তাহাতে বাধা প্রদান করিবে।

আমরা সিনিয়র মুসোলিনি, কামাল পাশা প্রভৃতি দেশনায়কগণকে জবরদস্ত লোক বলিয়াই শুনি। কিন্তু তাঁহারা কি করিয়া দেশের লোকের সম্মান ও বিশ্বাস অর্জ্জন করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমরা সন্ধান রাখিবার তেমন সুবিধা পাই না।

মুসোলিনী দেশের রাস্তাঘাট, কৃষি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে উন্নতি সাধন করিবার জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন, এবং মুস্তাফা কামাল পাশা দেশের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কিরূপ নিরন্তর পরিশ্রম করেন, তাহা আলোচনা করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

সিনিয়র মুসোলিনী অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রায় ২৫০০০ মাইল রাস্তা প্রস্তুত করাইয়াছেন এবং প্রায় ৮০০০ মাইল রাস্তা মোটর চালাইবার উপযুক্ত করিয়া বাঁধাইয়াছেন।

পারস্য উপসাগরের উপকূলে স্থিত কোয়েট-রাজ্যাধিপতি আহাম্মদ শাবের বাগদাদ হইতে বহু ধনী ব্যবসায়ী নিজ রাজ্যে লইয়া গিয়া বৈদ্যুতিক আলোকের কল এবং জলের কল প্রভৃতি স্থাপন ও অন্যান্য গঠনমূলক কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়া-ছেন।

রুষিয়া এবং তুরস্কও সৈন্য এবং পুলিশের উপর অতিরিক্ত ব্যয় না করিয়া দেশের লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু ভারতের অবস্থা ঠিক উল্টা। এখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে নামমাত্র খরচ করিয়া প্রায় সমস্ত টাকাই সৈন্য পুলিশ এবং মোটা মাহিনার চাকুরিয়াদের পেট পুরিতে চলিয়া যায়।

এই সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, জাপানের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারিগণের বেতনও ভারতের কোন কোন কেরাণীর বেতন অপেক্ষা অল্প এবং অন্য কোন দেশের সৈন্যই বোধ হয় দেশবাসীর মত না লইয়াই অন্যত্র নিযুক্ত হয় না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র দৈনিক পত্র

ধাম-শ্রীমায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, ১৬ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৬, ১৪ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২৯শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩২ বৃহস্পতিবার ২৪৮তম সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২৪শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠের দ্বিতল-প্রকোষ্ঠে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখস্থিত নাটমন্দিরে বহু বিদ্বজ্জনমণ্ডিত সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি-নেমি মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন।

শ্রীমদ্ নেমি মহারাজ 'ভাগবত-ধর্ম্ম কি?' এই প্রসঙ্গে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া বলেন যে, এই ভাগবত-ধর্ম্ম কোন নর-কল্পিত ধর্ম্ম নয়, ইহা বৈকুণ্ঠ-জগতের ধর্ম্ম। যদ্দ্বারা আত্মার স্বরূপ লাভ হয়, তাহাই ভাগবতধর্ম্ম নামে অভিহিত। আত্মা শব্দে দেহ, মন প্রভৃতি বুঝাইলেও ভাগবতের বিচারে আত্মা শব্দে জীবের স্বরূপই লক্ষিতব্য বিষয়। দেহ, মন প্রভৃতিকে অবলম্বন ক'রে মনোধর্ম্মী বড় বড় মনীষিগণ অনেকে অনেক কথা ব'লেছেন ও অনেক শাস্ত্র প্রণয়ন ক'রেছেন। কিন্তু এ জগতের মানুষ যেসব কথা ব'লেছেন তাহা ভাগবত-ধর্ম্ম নহে।

ভাগবত-ধর্ম্ম বা আত্ম-ধর্ম্মের কথাটা "ভগবতা প্রোক্তা"; অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ যাহা ব'লেছেন, সেইটাই ভাগবত-ধর্ম্ম। এজগতের অন্যান্য শাস্ত্রকার মানবগণ "আত্মা" সম্বন্ধে যে-সব ধর্ম্মের কথা ব'লেছেন, তাহা ভাগবত-ধর্ম্ম নহে। স্বামিপাদ তৎকৃত টীকায় বলেছেন যে মন্বাদি ঋষিগণ যে সব কথা ব'লেছেন তাহা এজগতের কথা; জীবের স্বরূপ লাভের কথা তাহাতে নাই।

যে ধর্ম্ম আশ্রয় ক'রলে মানুষের কোন ব্যাঘাত ঘটে না, সেইটাই ভাগবত-ধর্ম্ম। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপ প্রভৃতিতে যে ধর্ম্মের কথা আছে, তাহাতে অনেক প্রকার ব্যাঘাত বা বিঘ্ন আছে; কিন্তু ভগবৎকথিত এই ভাগবত-ধর্ম্মে যোগাদির ন্যায় কোন বিঘ্ন নাই। যোগাদি-ধর্ম্মে দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে, মেনকা, উর্ব্বশী, রম্ভা প্রভৃতির দ্বারা অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হ'য়েছে, কিন্তু ভাগবত-ধর্ম্মে ঐরূপ কোন বিঘ্নের সম্ভাবনা নাই। অন্যান্য ধর্ম্মে বিশেষ সাবধানতার সহিত চল্‌তে না পার্‌লে পদে পদেই বিপদের সম্ভাবনা; কিন্তু ভাগবত-ধর্ম্মে চক্ষু নিমীলিত ক'রে চল্‌লেও ভক্তিপথ থেকে পতিত হ'বার ভয় নাই।

শ্রুতি বা উপনিষদ্ জ্ঞানকাণ্ডের কথা এবং স্মৃতি কর্ম্মকাণ্ডের কথা ব'লেছেন। জ্ঞানমার্গ ও কর্ম্মমার্গ—উভয়েই বিপদের সম্ভাবনা আছে। ভগবানে ভক্তি থাক্‌লে জ্ঞান, কর্ম্ম কিছুই আবশ্যক হয় না। চোখ্ থাক্‌লে দর্পনের উপযোগিতা আছে, নচেৎ কোন উপযোগিতা নাই। যাঁ'র ভক্তিচক্ষু উন্মীলিত হ'য়েছে, তাঁ'র আর অন্য কোন প্রকার জ্ঞানের দরকার হয় না। ভক্তির ফল ভগবৎ-প্রাপ্তি, যেটা জীবের নিঃশ্রেয়স্। কর্ম্ম ও জ্ঞানে সেরূপ ফলপ্রাপ্তি ঘটে না।

ভক্তির চতুঃষষ্টি প্রকার অঙ্গের মধ্যে শ্রবণ, কীর্ত্তন প্রভৃতি নয় প্রকার অঙ্গই প্রধান। ইহার যে-কোন একটী অঙ্গ সাধনের ফলে সুফল প্রাপ্তি ঘটে; অন্য কোন সাধন না হইলে প্রত্যবায় নাই। মহারাজ অম্বরীষ নয় প্রকার অঙ্গই সাধন ক'রেছিলেন। কিন্তু নয় প্রকার অঙ্গই যে সাধন কর্‌তে হ'বে, এমন কিছু কথা নয়, যে-কোন একটী সাধন দ্বারা সুফল প্রাপ্তি ঘটে। তা'র দৃষ্টান্ত ভাগবতে আছে। মহারাজ পরীক্ষিত শ্রবণের দ্বারা, শ্রীল শুকদেব গোস্বামী কীর্ত্তনের দ্বারা, মহারাজ পৃথু পূজনের দ্বারা, লক্ষ্মীদেবী পাদসেবা দ্বারা অক্রূর অভিনন্দন দ্বারা, প্রহ্লাদ স্মরণ দ্বারা, কপিধ্বজ দাস্য দ্বারা, অর্জ্জুন সখ্য দ্বারা, বলি মহারাজ আত্মনিবেদন দ্বারা এই ভাগবত-ধর্ম্মে যাজন করিয়াছিলেন।

ঈশ্বরের প্রীতির উদ্দেশ্যে কৃত সমস্ত কর্ম্মই ভাগবত-ধর্ম্ম। এই প্রসঙ্গে স্বামীজী মহারাজ "কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা বুদ্ধ্যাত্মনা" ইত্যাদি শ্লোকটী আলোচনা করিয়া বলেন যে আমাদের প্রত্যেকেরই কায়, মন, বুদ্ধি, বাক্য ও আত্মা দ্বারা শ্রীভগবানের সেবা করা কর্ত্তব্য, সেইটাই ভাগবত-ধর্ম্ম-যাজন। ভাগবত-ধর্ম্মে অন্য প্রকার শুচি অশুচির বিচার নাই "যঃ-স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সঃ বাহ্যাভ্যন্তরশুচিঃ" যিনি অন্তরে পুণ্ডরীকাক্ষ স্মরণ করেন তাঁহার পক্ষে অন্যপ্রকার বাহ্য শুচি অশুচির বিচারের অপেক্ষা থাকে না।

কিন্তু কর্ম্মকাণ্ডের বিচার অন্যপ্রকার। শরীর থেকে যদি কোন প্রকার রস নির্গত হ'ল বা শরীরে কোন প্রকার ক্ষত উপস্থিত হ'ল, তা'হলে আর কোন ব্রত বা শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রত্যবায় ঘটল। জড়কে কেন্দ্র ক'রে যে ধর্ম্ম, তাহা ভাগবত ধর্ম্মের বিপরীত। দেহকে কেন্দ্র করে যে বিচার, তাহাই কর্ম্মকাণ্ডের বিচার। ভাগবত-ধর্ম্মের কথা স্বয়ং ভগবান্ বা ভগবৎ-প্রেরিত বৈকুণ্ঠদূতগণ জগদ্‌গুরুরূপে আবির্ভূত হ'য়ে কীর্ত্তন ক'রে থাকেন। এই কথা বৈকুণ্ঠের বস্তু, ইহা বৈকুণ্ঠ থেকে অবতরণ করেন। 'ভক্তমুখে আইসে নাম গোলোক হইতে।' এই ধর্ম্মে ব্রহ্মচর্য্য, সন্ন্যাস প্রভৃতি কোন আশ্রমেরই অপেক্ষা নাই।

বিষ্ণুপ্রীতির জন্য সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হওয়া দরকার। বিষ্ণুপ্রীতির জন্য যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তা'তে কর্ম্মীকে কর্ম্মফলের জন্য দায়ী হ'তে হয় না। বিষ্ণুপ্রীতির জন্য কর্ম্ম না করলে, সেই সমস্ত কর্ম্ম আমাদের বন্ধন স্বরূপ হ'য়ে থাকে। তাই শ্রীগীতা ব'লেছেন 'যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ। তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।'

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

১৬ নারায়ণ, আদি কারণোদশায়ী ৪৪৬

আচার্য্যের বাণী

গত ২২শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নে ঢাকা নগরের কয়েকজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের ঢাকা সহরে শুভবিজয় বার্ত্তা অবগত হইয়া শুশ্রূষু অন্তঃকরণে তৎপাদপদ্মে উপস্থিত হ'ন। তাঁহারা বর্ত্তমান অনুষ্ঠীয়মান সৎশিক্ষা বা পারমার্থিক প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য জানিতে চাহিলে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদিগকে উহার উদ্দেশ্য সম্যকরূপে বুঝাইয়া দিয়া নিম্নবর্ণিত উপদেশ প্রদান করেন।

"কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড সকলি বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥"

পূজ্য মহাজন শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় এই যে কথাগুলি ব'লেছেন, সেটা আমাদের বিচার্য্য বিষয় হওয়া দরকার। কর্ম্ম-পথ ও জ্ঞান-পথ আমাদের অবলম্বনীয় নহে; কারণ ঐপথে আমাদের নিত্যমঙ্গল বা চরম কল্যাণের কোন সম্ভাবনা নাই। যদি বলেন, কর্ম্মপথে ত' পূর্ণ কর্ম্মের ফলে আমাদের দুঃখের অবসান হইতে পারে এবং স্বর্গাদি সুখ লাভ হয়। কিন্তু দেখুন, কর্ম্মপথে স্বর্গাদি সুখভোগ হইলেও তাহা নিত্যকাল স্থায়ী হয় না; স্বর্গাদি সুখ চিরকাল থাকে না। সেই ভোগ শেষ হইবার পর আবার মর্ত্তলোকে আসিতে হয়। কারণ গীতার উক্তি অনুসারে "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।" অতএব কর্ম্মযোগাবলম্বনে যে ধর্ম্ম, তাহা আগমাপায়ী, তাহাতে কখন সুখ, কখন দুঃখ অবশ্যম্ভাবী নিরবচ্ছিন্ন সুখ তাহাতে নাই। এই কর্ম্মকাণ্ডের আবাহনে জীবের এই ত্রিতাপময় সংসারে গতাগতের অবসান হয় না। আর যে সুখের কথা বলিতেছেন, সেটা কি রকম জানেন, যেমন সোণার শৃঙ্খল। স্বর্ণ, রৌপ্য বা লৌহ শৃঙ্খল সকলেই শৃঙ্খল ব্যতীত আর কিছুই নহে। বন্ধন ত' রহিল বন্ধন হইতে ত' ছুটী হ'ল না।

আবার জ্ঞান-মার্গের ব্যক্তিগণ যে পন্থায় দুঃখের অবসান করাইতে যা'ন, তাহাও জীবের নিত্য মঙ্গলের পথ নহে। জ্ঞানমার্গিগণের বিচারে দেখা যায়, যে চেতন বস্তুটী দুঃখ অনুভব করে, সেই বস্তুটী যদি না থাকে অর্থাৎ চেতনকে ধ্বংস করিতে পারিলেই জীবের দুঃখের অবসান হয়। অর্থাৎ সেইরূপ চিকিৎসকগণের বিচারে স্ফোটকের যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে—আত্মহত্যাই বিধেয় হইয়া পড়ে। কিন্তু সেইরূপ আত্মহত্যা কি জীবের বাঞ্ছনীয়? ঐরূপ ভাবে যে ভোগ-ত্যাগের চেষ্টা, তাহাতেও প্রচ্ছন্নভাবে সুখপ্রাপ্তির চেষ্টায় ভোগের গন্ধ রহিয়াছে। কর্ম্মকাণ্ডটী ভোগের পথ এবং জ্ঞানকাণ্ডটী ত্যাগের পথ। এই উভয় পথকেই ঠাকুর মহাশয় বিষ-ভাণ্ডের সহিত তুলনা করিয়াছেন। বিষ-ভক্ষণে যেরূপ জীবের অসুবিধা ঘটে, সেইরূপ ঐ উভয় পন্থাতেই জীবকে নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া ত্রিতাপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। উহাতে কোন দিন যন্ত্রণার অবসান হয় না।

জগতে অনেক বড় বড় মনীষী এই কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের পথে বিমোহিত হইয়াছেন। মনোধর্ম্মী মাত্রেরই চিন্তাস্রোত ঐ প্রকার চলবে। মনোধর্ম্মিগণ প্রকৃত নিত্যমঙ্গলের পথের সন্ধান রাখেন না, কারণ, তাঁহাদের মতি ত্রয়ীর মধুপুষ্পিত বাক্যে বিমোহিত। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের "প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্। ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥" শ্লোকটীর সুষ্ঠু ব্যাখ্যা আলোচিত হয়।

সাত্বত শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত একমাত্র ভক্তির পথকেই জীবের নিত্যমঙ্গলের পথ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অনাদি বহির্ম্মুখ জীবের ইন্দ্রিয় সকল কেবল ভোগের জন্য ধাবিত। ইন্দ্রিয় সকলের ঐরূপ ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা বিধেয় নহে। কিন্তু ইন্দ্রিয়সকলের চেষ্টার গতির মুখটা ফিরাইয়া দিতে পা'রলেই আমাদের সুবিধা হইবে। আমাদের যে-সমস্ত ইন্দ্রিয় আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ করিবার জন্য চেষ্টাবিশিষ্ট হইয়া আমাদিগকে নরকের পথে ধাবিত করাইতেছে, সেই সকল ইন্দ্রিয়কে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অধিপতি কৃষ্ণের সেবায় লাগাইয়া দিতে পারিলেই জীবের সব সুবিধা হইয়া যাইবে। এই কার্য্যটাই ভক্তিনামে অভিহিত। "হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে।"

জগতে দুইটী পন্থা আছে; একটী শ্রৌত পন্থা বা অবরোহ পন্থা, অপরটী অশ্রৌত পন্থা বা আরোহ পন্থা। শ্রৌত পন্থায় যেসমস্ত কথা শ্রীভগবান্ হইতে আম্নায় পারম্পর্য্যে অবতরণ করিয়াছেন, তাহাই আমাদের শ্রবণ করা উচিত, তাঁহাতেই আমাদের চরম মঙ্গল নিহিত। আরোহ পন্থায় মনোধর্ম্মিগণের বিচার আমাদের গ্রহণীয় নহে। শ্রৌত পন্থায় অপ্রাকৃত জগতের সন্ধান মিলিতে পারে এবং তাহাতে বাস্তব বস্তুর নিকট পৌঁছিতে পারা যায়; কিন্তু আরোহ পন্থায় মনোধর্ম্মিগণ প্রাকৃত জগতেই আবদ্ধ, তাহাদের বিচার বা চেষ্টা প্রাকৃত জগৎ অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত বাস্তব জগতের কোন সন্ধান দিতে পারে না বা বাস্তব বস্তুর নিকট পৌঁছাইয়া দিতে পারে না। রাবণ নিজ চেষ্টায় স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়াছিল। অশ্রৌত পন্থা বা আরোহ পন্থাটী ঠিক ঐরূপ রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধিবার চেষ্টারই মত।

বৈষ্ণবগণ এবং তদনুগামী জনগণ শ্রৌত পথাবলম্বী; কিন্তু অবৈষ্ণবগণ অশ্রৌত পন্থী। বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবের ভেদ বিচার করিতে হইবে। অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণবের পরিচয়ে গণনা করিতে হইবে না। অবৈষ্ণব বৈষ্ণবের গণে গণিত হইবার চেষ্টা করিতে পারে; কিন্তু বৈষ্ণবের পরিচয় পাইবার চিহ্ন সকল আছে, তদ্দ্বারা অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণব হইতে পৃথক্ করিতে পারা যায়। অবৈষ্ণবগণ কেবলমাত্র শৌক্র বিচারের পক্ষপাতী। কিন্তু বৈষ্ণবগণ শৌক্র বিচারের পক্ষপাতী নহেন। বৈষ্ণব বলিলেই গুরুর পরিচয়ের আবশ্যক হইয়া পড়ে। মানুষের পরিচয় পাইবার জন্যে যে রকম তাহার পিতার পরিচয়ের আবশ্যক হয়।

আপনারা মনে করেন যে, জাত-গোঁসাই যাঁ'রা, তাঁ'রাও ভাগবত পাঠ কচ্ছেন, অতএব তফাৎ কোথায়? তাঁ'দের কাছ থেকে ভাগবত পাঠ শুন্তে দোষ কি? জাত-গোঁসাই যাঁ'রা, তাঁ'রা গুরুর পরিচয়ে পরিচয় দেন না। তাঁ'রা শুক্র-শোণিতেরই বিচারের পক্ষপাতী। বাস্তব সত্যটী ঐরূপ শুক্র-শোণিতের বিচারের অন্তর্গত বস্তু নয়; গুরুপারম্পর্য্যে বাস্তব সত্য বস্তু শ্রৌত পন্থায় অবতরণ করিয়া থাকেন।

জাত-গোঁসাইরা ভাগবত প'ড়ে মানে বুঝ্তে পারেন না। তাঁ'রা সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত হ'তে পারেন, কিন্তু অনুস্বার বিসর্গ দিয়ে ভাগবতের প্রাণ বোঝা যায় না। বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবের পার্থক্য বিচার করা দরকার। বৈষ্ণব চিনতে না পারলে নিজেরই অমঙ্গল ঘটে থাকে; সেই জন্যে শ্রীধাম মায়াপুরে (নবদ্বীপ ধামে) পরবিদ্যাপীঠ স্থাপিত হ'য়েছে এবং সেখানে পরবিদ্যার পরীক্ষার ব্যবস্থা হ'য়েছে।

বৈষ্ণব চেনা দরকার। বৈষ্ণব চিন্তে না পারলে জয় বিজয়ের মত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হ'তে হ'বে। জয় বিজয় বৈকুণ্ঠের দ্বারোয়ান ছিলেন। বৈকুণ্ঠের দ্বারোয়ান ছিলেন বটে, কিন্তু বৈকুণ্ঠের অভ্যন্তরে তাঁহাদের প্রবেশের অধিকার ছিল না। বৈষ্ণবাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ যখন বৈকুণ্ঠে প্রবেশ জন্য এসেছিলেন, তখন ঐ জয় বিজয় দ্বারোয়ান দুটো তাঁ'কে বাধা দি'য়েছিলেন। তাঁ'কে ঢুক্তে দেন নাই। দ্বারোয়ান দুটো বৈষ্ণব চিন্তে পারেন নি। এই অপরাধে তাঁ'রা বরখাস্ত (Dismissed) হ'য়েছিলেন। যা'কে তা'কে ঢুক্তে দেওয়াটা যেমন দোষ, সেই রকম প্রকৃত বৈষ্ণব চিন্তে না পেরে তাঁ'কে ঢুক্তে না দেওয়াটাও খুবই দোষাবহ।

গুরুপাদপদ্মের পরিচয়ে পরিচিত না হ'য়ে শৌক্র-বিচারের অভিমানে মদান্বিত হ'য়ে থাকলে অসত্যকেই সত্য ব'লে মনে হ'বে, প্রকৃত বাস্তব সত্য বস্তুর সন্ধান পাওয়া যাবে না। সেই জন্যে নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলেছেন,—

'নিতাই-পদ-কমল কোটীচন্দ্র সুশীতল,
যে ছায়ায় জগত জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধা-কৃষ্ণ পেতে নাই,
দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়॥
সে সম্বন্ধ নাহি যা'র, বৃথা জন্ম গেল তা'র,
সেই পশু বড় দুরাচার।'

বাস্তব জ্ঞান পা'বার জন্যে সদ্গুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করা দরকার; এই বাস্তব জ্ঞানটী গুরুপাদপদ্মাশ্রিত জনেরই নিকট আত্মপ্রকাশ ক'রে থাকেন—"সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ" নিজের চেষ্টায় উহা লাভ করা যায় না। বাস্তব জ্ঞান একমাত্র বৈষ্ণবগণেরই সম্পত্তি, এবং উহা তাঁ'দেরই নিকট গচ্ছিত আছে। অবৈষ্ণব লোক সব তাদের জ্ঞানের দরিদ্রতায় ভরপুর হ'য়ে আছে। তা'রা বাস্তব জ্ঞানের কোন সন্ধান রাখে না। প্রাকৃত জ্ঞানের অহমিকা নিয়ে তা'রা অপ্রাকৃত বাস্তব রাজ্যের ত্রিসীমানায় যেতে পারে না।

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৩০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রান্তপর্য্যন্ত ।৵০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। প্রাকৃতবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। শ্রীনবরত্ন ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাবককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (অবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম ভাগ) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাধ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্থ পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৵০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া প্রকাশ

প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। ঠাকুর সমাধিপাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া
৯। বাদলগোপাল পাট কাঠালপুলি, চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটী, (বর্দ্ধমান)
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাযোড়া, রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু, হাওড়া
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ নব গোপালপুরম, মাদ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সাতাসন, পুরী,
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ চুমুরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ আগস্তকুণ্ড, কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য।
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

	নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১।	শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	ঢাকা
২।	শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	এলাহাবাদ
৩।	শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	কলিকাতা
৪।	শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫।	শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	শ্রীমায়াপুর
৬।	শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	লক্ষ্ণৌ
৭।	শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা
৮।	শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	ঢাকা
৯।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০।	শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ঢাকা
১১।	শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১২।	শ্রীভক্তিসুধাদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩।	শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	ঢাকা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নার স্নান ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, যাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থটী লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায় সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মন্দারহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কদাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিঠাকুর প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত কথোপকথনের সমস্ত তত্ত্বসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধবগৌড়ীয় পরমার্থিকমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসংগৃহীত বিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৮৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৴০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

কৃপাময়বর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে-ছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জাড্যতা', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'দম্ভব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ' 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মসম্বোধিনী কৃষ্ণ-কাষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাম-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীল স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও [illegible] কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগ[illegible] পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গোরক্ষ[illegible] ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যাগ্রহ শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবী আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব প্রবর্ত্তকেরা [illegible] অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিশ্বব্যাপি[illegible] শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন' বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৷০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম্ম

আমাদের নিকট ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতীয় ফর্ম্ম, সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আতিথ্য সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খান ৴০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩ নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠায় বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ॥০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টরী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বস্ত্র সম্বন্ধের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী চাতাচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৵০ আনা।

মিটিংএর নোটীশ বহি—১ খানা ॥০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা

জন্মের চাতাচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর চাতাচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ॥০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস চাউষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

[illegible]

[illegible]

[illegible] সপ্তাহের [illegible] জন্য ও [illegible] অবস্থার [illegible] সমাপ্ত [illegible] ডাকে পাঠান হয়, [illegible] কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে. বি. দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল খাঁটি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি —	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড —	৬-৫১	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭ ৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০ ৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৭, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫-৩১	৯-৫	১২-১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫ ৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩৩	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫ ৪২	১৯ ৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬ ১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১১	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

গুরুবায়ুর মন্দির প্রবেশ ভোট সংগ্রহের ফল

অস্পৃশ্যদের জন্য গুরুবায়ুর মন্দির-দ্বার খুলিয়া দেওয়ার পক্ষে—১৫,৫৬৮ অথবা শতকরা ৭৭টি ভোট। নিরপেক্ষ—২,০১৬ অথবা শতকরা ১০টি ভোট। মন্দির প্রবেশের বিপক্ষে—২,৫৭৯ অথবা শতকরা ১৩টি ভোট।

মোট ২০,১৬৩ ভোট সংগৃহীত হয়।

"পোন্নানি তালুকের মধ্যে ১৩৩ খানি গ্রাম আছে, উক্ত গ্রামগুলি ৭টি পরগণায় বিভক্ত। তালুকের মোট পরিমাণ প্রায় ৪৩০ বর্গ মাইল মোট জনসংখ্যা ২, ২৬, ৪৭০। তন্মধ্যে মাত্র ৩,২৪,৫০০ শত হিন্দু।

হিসাবে দেখা যাইতেছে যে, এই জন সংখ্যা হইতে সমস্ত তথাকথিত অস্পৃশ্য পারিয়া জাতি এবং চেট্টি চানিয়ান, ধোপী নাপিত ইত্যাদি জাতি যাহারা গুরুবায়ুর মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারেন বাদ দিলে মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে এরূপ লোকের সংখ্যা প্রায় ৬৫.০০০ হাজার। ইহার মধ্যে সাবালক নাবালক দুই-ই আছে। যে সমস্ত জাতির লোক মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে, শুধু তাহাদের প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের মধ্য হইতে মত সংগ্রহ করা হইয়াছে। উক্ত তালুকের সবর্ণ হিন্দুগণের ৮,৪১৬ খানা গৃহের মধ্যে ৮,০৪১ খানা গৃহে ভোটের বাক্স লইয়া যাওয়া হইয়াছে এবং ২৭,৪৬৫ জন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রীলোকের নিকট মত চাওয়া হইয়াছে। সবর্ণ হিন্দুগণের মোট সংখ্যা ৬৫,০০০ হাজার। ইহার মধ্যে প্রাপ্ত বয়স্কের সংখ্যা ৩৭,০০০ হাজার ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। ভোট সংগ্রহ পুস্তকের মধ্যে ভোট দাতাগণের যে সংখ্যা লিখিত আছে, তাহার সহিত এই সংখ্যার প্রায় মিল আছে।

"জামোরিণ রাজা বাহাদুর এই কাজে অসহযোগিতা করিয়াছেন।

২৭,৪৬৫ জন লোকের নিকট মত সংগ্রহের জন্য যাওয়া হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৭.৩০২ জন কোন মত প্রকাশ করে নাই। মোট যত সংখ্যক লোকের নিকট অভিমতের জন্য যাওয়া হইয়াছিল তাহার শতকরা ২৭ জন ভোট দিতে অস্বীকার করিয়াছে। যাহারা ভোট দিতে অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের মধ্যে ৪.২০০ শত স্ত্রীলোক।

মন্দির দ্বার খুলিয়া দেওয়ার পক্ষে—১৫,৫৬৮, অথবা শতকরা ৭৭টি ভোট। নিরপেক্ষ ২,০১৬ অথবা শতকরা ১০টি ভোট। মন্দির প্রবেশের বিপক্ষে ২,৫৭৯ অথবা শতকরা ১৩টি ভোট। কোন্ পরগণায় শতকরা কতজন মন্দির প্রবেশের পক্ষে ভোট দিয়াছে, নিচে তাহার হিসাব দেওয়া গেল :—

তিরুর ৭৭; কুটি পুরম ৮২; পোন্নানি ৮৪; তিরথালা ৮১; আঠোম ৮৪; চৌঘাট ৬৪ এবং নটিকা ৬৫।

৮,০০০ হাজারের উপর স্ত্রীলোক মন্দির প্রবেশের পক্ষে ভোট দিয়াছেন। যাহারা ভোট দিতে অস্বীকার করিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা গণনা করিলেও দেখা যায় যে, মোট সংখ্যার শতকরা ৩১ ভাগ লোক মত প্রকাশ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। পক্ষান্তরে মন্দির প্রবেশের পক্ষপাতী এবং নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের সংখ্যা একত্র করিলে মোট সংখ্যার শতকরা ৬৪ জন দাঁড়ায়।

মৈমনসিংহ মেডিকেল স্কুল

ব্যয় সঙ্কোচ কমিটী মৈমনসিংহের লিটন মেডিকেল স্কুল ঢাকার মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুলের সঙ্গে যুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করার জন্য স্থানীয় সূর্য্যকান্ত টাউন হলে এক সভায় অধিবেশন হয়। সকল সম্প্রদায়ের লোকই এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় :—

মৈমনসিংহের নাগরিকদের এবং জন সাধারণের এই সভা, লিটন মেডিকেল স্কুল মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুলের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন। মৈমনসিংহের প্রয়োজনের দিকে এবং এই স্কুল ও সূর্য্যকান্ত হাসপাতাল স্থাপন ও রক্ষণ বিষয়ে জনসাধারণ যে সাহায্য ও দান করিয়াছেন, তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া এই সভা গবর্ণমেণ্টকে ব্যয়সঙ্কোচ কমিটীর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

মহিলা সম্মেলনের লক্ষ্ণৌ অধিবেশন

৩১শে ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌয়ে নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের অধিবেশন শেষ হইবে।

নিখিল ভারত-মহিলা সম্মেলন, মহিলা জাতীয় পরিষদ এবং ভারত মহিলা সমিতি, তিনটীর দাবী সংক্ষেপে এইরূপ :—

(১) স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে সকল নাগরিকেরই অধিকার এবং দায়িত্ব সমান থাকিবে।

(২) যে কোনও ব্যবসায়, চাকুরী, সম্মান বা ক্ষমতায় অধিকারী হইতে স্ত্রী পুরুষের পার্থক্য বা জাতি ধর্ম্মের পার্থক্য বাধা সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

(৩) ২১ বৎসর বয়স হইলেই প্রত্যেক পুরুষ বা স্ত্রী ভোট দিবে এবং যে কোনও কাজের প্রার্থীরূপে দাঁড়াইতে পারিবে।

(৪) ব্যবহারিক জীবনে স্ত্রীপুরুষ উভয়েই নাগরিকের পূর্ণ এবং সমান পাইবে।

ভারতের উপকূল বাণিজ্য সম্বন্ধে যে সমস্ত নিয়মাবলী আছে অথবা প্রস্তুত হইবার কল্পনা জল্পনা চলিতেছে, তাহাতে ভারতবাসীই অসুবিধা। বিলাতে এসম্বন্ধে যে আইন প্রস্তুত হইবার প্রস্তাব চলিতেছে তাহাতে যে কোন কোম্পানী অথবা ব্যক্তি টাকার মূলধন লইয়া কারবার করিবে সেই জাতিধর্ম্ম নির্বিশেষে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা ভোগ করিতে পাইবে।

বস্তুতঃ এই আইন দেখিতে অতি সুন্দর, কিন্তু বর্ত্তমান এবং অতীত আইনের ফলে ভারতবাসী যে সমস্ত সুবিধা হারাইয়াছে, সে সমস্ত পুনঃ প্রাপ্তির কোন কথাই এই আইনে নাই।

এই বিষয়ে আরও কয়েকবার চেষ্টা হয়, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই।

মোট কথা এই যে, যে কোন কারণেই হউক একশ্রেণীর বণিক সম্প্রদায় কতকগুলি সুযোগ পাইয়াছে; তাহারা তৎসাহায্যে ভারতীয় বাণিজ্য নষ্ট করিয়া অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়া প্রবল প্রতাপশালী হইয়া উঠিয়াছে; এখন তাহাদিগকে অসন্তুষ্ট করা গবর্ণমেণ্টের সাধ্য নয়।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের রাজত্বের সহিত আধ্যাত্মিক ও কেবল বাহুবলের প্রতাপ করিয়াছে। আজ কাল বৈশ্য রাজত্ব চলিতেছে। তাহাদের প্রভুত্ব শেষ হইয়া যতদিন না শূদ্র রাজত্ব স্থাপিত হইতেছে ততদিন তাহাদিগকে ক্ষমতাচ্যুত করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

গ্রেপ্তার

ঢাকার জমিদার চৌধুরী আসফ আলি বেগ ১৪৪ ধারা অনুসারে প্রদত্ত আদেশ অমান্য এবং বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত কংগ্রেসের সদস্য থাকার জন্য গালিমপুরে তাঁহার বাস ভবনে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। ঢাকার স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন, জন বসুর এজলাসে সরকার পক্ষের কয়েক জন সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরার পর ৬ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত শুনানী মুলতুবী থাকে এবং আসামীকে দুইশত টাকার জামীনে মুক্তি প্রদান করা হয়।

ডাকাতির তদন্ত

ময়মনসিংহের অন্তর্গত রামনগর গ্রামের সশস্ত্র ডাকাতির মোকদ্দমার চার্জ্জসীট শীঘ্রই পুলিশ দাখিল করিবে বলিয়া প্রকাশ। এযাবৎ এই মোকদ্দমা সম্পর্কে ৩০ জনের অধিক যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ জামীনেও মুক্ত আছে।

খানাতল্লাস

ফরাসী পুলিশ ফরাসী চন্দননগরের অন্তর্গত লালবাগে প্রকাশ দাসের বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়াছে পুলিস কয়েকটি কাগজপত্র হস্তগত করিয়াছে।

এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে, ১৭ই তারিখে রাত্রে তাহাকে মেদিনীপুর সেনট্রাল জেল হইতে পলাতক শচীন্দ্র কর গুপ্তের সহিত গ্রেপ্তার করা হয়। শচীন্দ্র কর গুপ্তের নিকট হইতে একটি ৬ নলা রিভলভার ও কয়েকটি কার্তুজ পাওয়া গিয়াছিল।

আর্য্যকারক সম্মেলন

২৭শে ডিসেম্বর খুলনা নিখিল বঙ্গ আর্য্যকারক সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। নির্ব্বাচিত সভাপতি ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুত সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী এখানে আসিয়াছিলেন।

গাইবান্ধা বন্দুক চুরীর কেস

গাইবান্ধা বন্দুক চুরির মামলার সকল আসামীই জামানে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

সতীন্দ্র সেনের ক্ষয়রোগ

শ্রীযুত সতীন্দ্রনাথ সেনকে গত ২১শে নভেম্বর দেউলী ক্যাম্প হইতে আজমীর জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। তাঁহার শরীরে ক্ষয় রোগের জীবাণু প্রবেশ করিয়াছে কি দেখিবার জন্য রঞ্জনরশ্মি সাহায্যে তাঁহাকে পরীক্ষা করা হয়। প্রকাশ, তাঁহার বাম ফুসফুস আক্রান্ত হইয়াছে।

টেলি — শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈনিক

Reg. No. C1844

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৪৯তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৫ই পৌষ শুক্রবার ১৩৩৯, ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৩২

ষ্টেশনে ডাকাতি

জিলাবোর্ড-কর্ম্মচারী-সম্মেলন

অভিনব শোভাযাত্রা

লিউক আক্রমণের মামলা

নূতন আইনের নোটিশ

করবন্ধ আন্দোলন

নানা কথা

ষ্টেশনে ডাকাতি

ব্রজেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, নকুলেশ্বর চক্রবর্ত্তী ও সত্যব্রত সোমকে সাহাজদী রেলওয়ে ষ্টেশনে ডাকাতির সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হয়। মামলা ৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত মুলতুবী হইয়াছে। আসামীদের হাজতে রাখা হইয়াছে।

জিলাবোর্ড-কর্ম্মচারী-সম্মেলন

২৬শে ও ২৭শে ডিসেম্বর কুমিল্লায় নিখিল বঙ্গ জিলা বোর্ড কর্ম্মচারী সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছে। ফরিদপুর জিলা বোর্ডের সভাপতি ব্যবস্থাপক সভার সদস্য খাঁ বাহাদুর আলিমাজ্জাম উক্ত সম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অভিনব শোভাযাত্রা

ছাপড়া টাউনহল হইতে তিন শতাধিক লোক শোভাযাত্রা করিয়া অস্পৃশ্যদিগের পাড়ায় যান। এই শোভাযাত্রার অগ্রে একটী ময়লা পরিষ্কার করা গাড়ী ছিল। পণ্ডিত কৃষ্ণশরণ পাণ্ডে, বি, এ, এল, এল, বি মহাশয় গাড়ীর চালক ছিলেন। সহরের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ঝাঁটা হস্তে শোভাযাত্রায় যোগদান করেন। তাঁহারা অস্পৃশ্যদিগের পাড়া পরিষ্কার করিয়া টাউনহলে প্রত্যাগমন করেন।

লিউক আক্রমণের মামলা

রাজসাহীর লিউক আক্রমণ সম্পর্কে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭ ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত ভোলা রায় ও যতীন সান্যালের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করা হইয়াছে। মামলা ৩রা জানুয়ারী পর্য্যন্ত মুলতুবী হইয়াছে।

নূতন আইনের নোটিশ

কুষ্টিয়ায় শ্রীযুত নিখিলরঞ্জন আচার্য্য সংশোধিত ফৌজদারী আইনের বিধানানুসারে ধৃত হইয়াছিলেন। গত ২৪শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭টার সময় কৃষ্ণনগর কারাগার হইতে তিনি মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু উহার অব্যবহিত পরেই তাঁহার গতিবিধি সংযত করিবার জন্য উক্ত আইনের ২ ধারার ১ উপধারা অনুসারে তাঁহার প্রতি একখানি নোটীশ জারী করা হইয়াছে।

গুপ্তকথা প্রকাশ

গত ২১শে ডিসেম্বর বিলাতে লর্ড সভায় লর্ড চ্যান্সেলার বলেন যে পুরাতন মন্ত্রীসভাসমূহের অধিবেশন সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া দিলে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইবে। পরদিবস কমন্সসভায় মিঃ লয়েড জর্জ্জ ইহার তীব্র উত্তর দিয়া বলেন,—"কমন্সসভার সভ্যদিগকে লর্ড সভার সদস্যের ভয়প্রদর্শন করা একটি অভিনব ব্যাপার" বটে। আমি যখন প্রধান মন্ত্রী ছিলাম, তৎকালে কোন বিষয়ের আংশিক প্রকাশের যদি কোনও প্রশ্ন উঠে, তাহা হইলে আমি তাহার সমস্তই প্রকাশ করিয়া দিব। ইহার জন্য স্যার হর্ণের সহিত আমাকেও যদি জেলে প্রেরণ করা হয়, তাহা হইলে আমাদের বড়দিন বেশ আনন্দে কাটিবে। কিন্তু ইহাও যেন মনে থাকে যে, আমরা জেলে গেলে, বর্ত্তমান সরকারের অনেক বন্ধুকেও কারাবাস করিতে হইবে।

মীরাট ষড়যন্ত্র

মীরাটে ষড়যন্ত্র মামলায় সুন্দরলাল জৈন ৩ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। এই দণ্ড জিলা জজের সমর্থন-সাপেক্ষ, সুন্দরলালকে তাঁহার ভগ্নীর বিবাহ উৎসবে যোগদানের জন্য জামীনে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

আদেশ অমান্য

অচ্ছুৎ সাহায্য সমিতির সদস্য শিক্ষক শ্রীযুত তরিফ সিং জাতীয় পতাকা উত্তোলনের জন্য তাঁহার গ্রাম ত্যাগ করিতে আদিষ্ট হন। তাঁহাকে জরুরী অর্ডিনান্স অনুসারে এক নোটীশ দেওয়া হয়। উক্ত আদেশ অমান্যের জন্য তিনি গ্রেপ্তার হন। মীরাটের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে ২ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে ও ৫০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

ॐ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৪ই পৌষ, বৃহস্পতিবার ১৩৩৯

শ্রীধাম-মায়াপুরকে হুগলীতে স্থানান্তরিত করিবার অবুঝের ব্যর্থ প্রয়াস চিত্তবাবুর সমালোচককে সুধীসমাজে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিয়াছে। সমালোচক কি প্রমাণ করিতে পারিয়াছেন যে, হুগলি জেলার মুসলমানের সমাধিগুলির কোন একটি কাজীর সমাধি বা সিরাজুদ্দিন কাজীর সমাধি, যে তিনি জোর করিয়া বলিতেছেন,—স্যার উইলিয়ম হান্টার সাহেবের লিখিত মায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপ-নগর নহে, কিন্তু হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার অধীন?

এই মায়াপুর গ্রামটীতে কেমিকেল গোল্ডের কারখানা আছে বলিয়া নবদ্বীপ-নগরের কাজীকে হুগলীতে চালান দিবার অনুকরণ-নীতি প্রাকৃত সাহজিকেরই পক্ষে শোভা পায়। ধন্য ভক্তবিরোধি পিপাসা।

শ্রীমদ্ভাগবত খলতা ও নৈগুণ্য পরিত্যাগ করিবার জন্যই আদেশ দিয়াছেন। আর সাত্বতন্ত্র-শাস্ত্রে বৈষ্ণবনিন্দকের গতির কথা ভূরি ভূরি লিখিত থাকা সত্ত্বেও দুর্নীত-প্রবৃত্তি বদ্ধজীবকে অসহিষ্ণু ও গৃহিবাউল করিয়া তোলে।

কেন 'কার্ত্তিকচন্দ্র রাঢ়ি'র হস্তলিখিত পুঁথি রায় ভট্টের বাড়ীতে থাকিলে কান্তি রাঢ় মোক্তার মহাশয়ের নবদ্বীপতত্ত্ব একই গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইবে—তাহা আমরা বুঝিলাম না।

রাণাঘাটের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক পরমভাগবত শ্রীযুত কুমুদনাথ মল্লিক মহাশয় বহুবর্ষপূর্ব্বে অনুসন্ধান করিয়া যাহা জানিয়াছেন, তাহা সারটিন্দার ভেকধারীর ভাল না লাগায় তৎ-সম্প্রদায়স্থ সমালোচকের রায় বাহাদুরকে অযথা আক্রমণ করা সঙ্গত হয় নাই।

উক্ত ভেকধারী সম্প্রতি বামুনপুকুরের ভক্তিবিরোধী বিধর্ম্মীদের সংযোগে সিরাজুদ্দিন কাজীর নাম পরিবর্ত্তন করিবার যে দুরভিসন্ধিমূলক চেষ্টা করিতেছেন, তাহা আমরা আদর করিতে পারি না। ঐ বংশের প্রচুর ইতিহাস সংগৃহীত আছে, যাহাতে এই কপট চেষ্টা ধরা পড়িয়া যাইবে।

বামুনপুকুরের খোন্দকার বাড়ীর কতিপয় ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যমঠের সহিত বিরোধ করায় এই বিরুদ্ধসমালোচকের দল তাঁহাদের উত্তেজনা করাইয়া যে সকল অবিচার করিতেছেন, তাহা প্রমাণ-প্রয়োগও নদীয়া-প্রকাশ অফিসে যথেষ্ট আছে; সময়মত আমরা উহা সাধারণে উপস্থিত করাইব।

কতিপয় বর্ষ পূর্ব্বে যখন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ বঙ্গবাণী ত্রে ইংরাজ ও জার্ম্মান ভাষায় লিখিত দার্শনিক বিচারসমূহকে সংস্কৃত ও বাংলাভাষায় ভাষান্তরিত করিবার প্রার্থনা জানান, তৎকালে সারটিন্দার ভেকধারী শ্রীহট্টে মুসলমান-সম্প্রদায়কে ও বামুনপুকুরের মুসলমানদিগকে শ্রীধাম-মায়াপুরের বিরোধী করিয়া তুলিবার যত্ন করিয়াছিলেন।

তাৎকালিক নবদ্বীপ থানার দারোগা মহাশয় এই বিষয়ের অনুসন্ধান করায় বামুনপুকুরের মুসলমানগণ যে সকল সাক্ষ্য-প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাও নদীয়া-প্রকাশ আফিসে সংগৃহীত আছে। সুতরাং উঁহাদের দ্বারা যে সকল উক্তি বর্ত্তমান-কালে হইতেছে, উহা যে বিদ্বেষমূলে স্বকপোলকল্পিত, সুতরাং অপ্রামাণিক,—একথা কি সমালোচক বুঝিতে পারেন না?

শ্রীরমণীরঞ্জন মিত্র যেসকল অপরাধের জন্য স্বীয় ভক্তিবৃত্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন, সেই সকল অপ্রাসঙ্গিক কথা লইয়া সমালোচকের ষড়যন্ত্র করিবার অভিপ্রায় আছে কি না, আমরা তাঁহাকে প্রকাশ্য প্রশ্ন করিতেছি।

উক্ত রমণী বাবু যেসকল অসত্যবাক্য-দ্বারা সমালোচকের বিরোধী চিত্তকে স্ফীত করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রতিবাদ-যোগ্য।

সমালোচকের যদি বিন্দুমাত্র ভৌগোলিক জ্ঞান থাকিত, তবে ক্যাকড়া মাঠের মিথ্যা কথা অবলম্বন করিয়া গ্রামবার্ত্তা-বহের স্তম্ভগুলি আবর্জ্জনা-দ্বারা পুরাইতেন না।

সিন্ধুদেশ এবং উড়িষ্যাকে পৃথক্ প্রদেশে পরিণত করিতে হইলে এক কোটি টাকারও অধিক খরচ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু সম্প্রদায়-বিশেষের মনস্তুষ্টির জন্য তাহা হইবে বলিয়া বোধ হয়।

যখন সিন্ধুপ্রদেশকে পৃথক্ করিবার কথা হয়, তখন বিশেষ আপত্তি উত্থিত হয় যে, উড়িষ্যা পৃথক্ করিতে প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়ে কিন্তু সিন্ধু পৃথক্ করিতে প্রায় সত্তর লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে, তথাপি উড়িষ্যা পৃথক্ করা হইল না, অথচ সিন্ধু পৃথক্ করা হইল। যাহা হউক, এবারে উভয় পক্ষেরই মত বাহাল রহিল।

স্বায়ত্বশাসন হউক বা না হউক, দেশীয় রাজন্যবর্গ রাষ্ট্র-সমষ্টিতে যোগদান করুন বা না করুন, এমন কি রাষ্ট্রসমষ্টি গঠিত হউক বা না হউক, ভারতের তহবিল হইতে যে এক কোটি টাকা বেশী খরচ হইবে এবং সেই খরচা দেশবাসীকেই যে বহন করিতে হইবে, সে কোন বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই গোলটেবিল বৈঠকের ফল আর কিছু না হউক, এইটা হইলেও কিছু বুঝায়। লাভ ক্ষতির কথা ভিন্ন।

গান্ধীজীকে মুক্তি দেওয়ার জন্য কোন অনুরোধ, উপরোধ, যুক্তি, তর্ক কোন কাজেরই হইল না। যদি তিনি দাঁতে কুটা দিয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে, আর কোন কালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিবে না, তাহা হইলে হয়ত তাঁহার মুক্তি লাভ হইতে পারে, কিন্তু ইহা কি সম্ভব?

অর্ডিনান্সের রাজ্য চলিয়া গেল বটে, কিন্তু ব্যবস্থাপক সভা ও রাষ্ট্রীয় পরিষদ যে নূতন আইনজাল ছেলের মত পাশ করিলেন সে আইন মান্য করা কি গান্ধীজীর কর্ম্ম?

গোলটেবিল বৈঠকের ১১ জন সদস্য গান্ধীজীর মুক্তির জন্য বিশেষভাবে ধরেন কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না।

কোন কোন সংবাদ পত্র না কি খবর পাইয়াছেন যে, ভারতসচিব সম্মত হইলেও ভারত-সরকার কোন মতেই গান্ধীজীকে মুক্তি দিতে সম্মত নহেন। কিন্তু তাঁহাকে আটক করিয়া কি কোন শাসনতন্ত্র চালান সম্ভব হইবে?

চট্টগ্রাম জেলের ম্যাজিষ্ট্রেট আজ্ঞা দিয়াছেন যে, কতকগুলি থানার এলাকা-নিবাসী ভদ্রলোক যুবকগণ ঐ সমস্ত থানার এলাকার মধ্যে কোন রাস্তা দিয়া সাইকেল চড়িয়া যাইলে তাহাদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া ছয় মাস কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইবে।

বিপ্লববাদ নিবারণ, খুন জখম প্রভৃতি বন্ধ করিবার জন্য যদি এই আদেশ দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, কয়জন বিপ্লববাদী সাইকেলে চড়িয়া বক্তৃতা করিয়া বেড়ায় বলিয়া শুনা গিয়াছে? কয়জন ম্যাজিষ্ট্রেট বা জজ সাইকেল বিহারীদের দ্বারা হত হইয়াছে?

এই সমস্ত খুন জখম প্রভৃতি বন্ধ করা নিতান্ত 'দরকার' এবিষয়ে বোধ হয় কাহারও দ্বিমত নাই; কিন্তু কি কারণে এই প্রকার অশান্তির সৃষ্টি হয় বঙ্গদেশে, বিশেষতঃ চট্টগ্রামে কোন সময় কি অবস্থায় প্রথম এইরূপ অশান্তির সৃষ্টি হয়, এই সকল বিষয় বিশেষ করিয়া অনুধাবন করিলে কি এমন কিছু পাওয়া যায়, যাহার জন্য এইরূপ আদেশ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত বোধ হয়।

কোন সহরে বা জেলায় হয়ত' এই রূপ লোকের আড্ডা থাকিতে পারে, কিন্তু সে জন্য সমস্ত লোকের স্বাধীনতা হরণ করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহা সভ্য সমাজের বিচার্য্য। কোন সহরে চুরি হইতে থাকিলে সমস্ত সহরের লোককেই চোরের সহকারী মনে করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।

দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইবার সম্ভাবনা। একদিকে পারস্য এবং ইংরাজে তৈল-খনি লইয়া বিবাদ আরম্ভ করিয়াছেন। অপর দিকে পারস্য, আফগান ও ইরাকের কর্তৃপক্ষগণ একটী মিত্রতামূলক চুক্তি করিতেছেন। ভিতরের অবস্থা এখনও ভাল বুঝা যায় না। কামাল পাশা, কোয়েটের আমীর সেখ আহাম্মদ জাবের প্রভৃতি রাজন্যবর্গের কার্য্যের দ্বারা কোন দিকে তাহাও জানিতে পারা যায় নাই। তবে সিরিয়ার সহিত ইরাকের সন্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, ১৭ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৬, ১৫ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ৩০শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩২ শুক্রবার } ২৪৯৩ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন চৌধুরী, এম্-এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত শ্রীকান্ত চক্রবর্ত্তী উকীল, শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার মুখোপাধ্যায়, বি-এল, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী উকীল, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী এম্-এ, বি-এল, মুন্সীগঞ্জ হাই স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্-এ, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বাড়রী, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণজীবন গুপ্ত, কবিরাজ শ্রীবীরেশ্বর আচার্য্য, মুন্সীগঞ্জ লোন অফিস লিমিটেড সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্-এ, গুরুট্রেণিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দে, শ্রীযুক্ত সুরবিন্দ সেন-গুপ্ত বি-এল, মোক্তার শ্রীযুক্ত পূর্ণশশী চন্দ, মোক্তার শ্রীযুক্ত হরলাল দত্ত, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস প্রমুখ সজ্জনবৃন্দ গত ৬ই পৌষ ২১শে ডিসেম্বর মুন্সীগঞ্জ জনসাধারণের পক্ষ হইতে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিয়াছেন।

কটক র‍্যাভেন্‌সা কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ, ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসুধাকর, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীপাদ যদুবর দাসাধিকারী এম্-এ, বি-এল, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীপাদ শচীচরণ রায় ভক্তিবিজয়, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতিঃ, শ্রীপাদ ধীরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী এবং ময়মনসিংহবাসী অনেক গৃহস্থ ভক্ত কয়েক দিন হইল ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহামহোৎসবে যোগদান করিয়াছেন।

গত ৯ই পৌষ, ২৪শে ডিসেম্বর শনিবার শ্রীধাম-মায়াপুর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট বোর্ডিংএর যে-সকল ছাত্র বড় দিনের ছুটীতে বাড়ী যায় নাই, শ্রীযোগপীঠের নাটমন্দিরে তাহাদের একটী অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত অধিবেশনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর ব্রজবনভ্রমণ-লীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছে।

দ্বাদশগোপালের অন্যতম, ব্রজের মহাবাহু-সখা, নিত্যানন্দ-প্রিয়ভক্ত শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের অপ্রকট-তিথি উপলক্ষে চাকদহ কাঠালপুলি দ্বাদশ-গোপালের পাটে গত ২৪শে ডিসেম্বর যে বিরাট্ মহোৎসব হইয়াছে, তাহার সংবাদ গতকল্য কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হইয়াছে। এই উৎসব উপলক্ষে উক্ত দিবসই বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। ২৫শে তারিখের কীর্ত্তন চাকদহ ভ্রমণের পর শ্রীমদ্ জগদীশ পণ্ডিতের পাট যশড়াও পরিক্রমা করিয়াছিলেন। সঙ্কীর্ত্তনের মঙ্গলময়ী ধ্বনিতে চাকদহ ও যশড়া মুখরিত হইয়াছিল। শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের সমাধি-মন্দির এবং শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের পাট উভয় স্থানেই গুরু-গৌরাঙ্গ-গৌড়ীয়গণের ঘন ঘন জয়ধ্বনি হইতে পরানন্দ লহরী সৃষ্টি হইয়াছিল।

উক্ত উৎসব উপলক্ষে ২৪শে ডিসেম্বর অপরাহ্নে শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা সুললিত স্বরে প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ২৫শে তারিখে প্রাতঃকালে শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের চরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া সমবেত শ্রোতৃবৃন্দকে স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই দিবস অপরাহ্নে প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয় সনাতন-শিক্ষার কিয়দংশ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নারায়ণ দাস মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যশোদাকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র মজুমদার, শ্রীপাদ মুকুন্দবিনোদ দাসাধিকারী এবং শ্রীচৈতন্য মঠের, শ্রীগৌড়ীয়মঠের ও শ্রীপাটের ভক্তবৃন্দ মহাপ্রসাদ বিতরণে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। শ্রীপাদ অবিদ্যাহরণ দাসাধিকারী মহোদয় ভাণ্ডার-রক্ষা-কার্য্যে সুনিপুণতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

বিগত ৭ই পৌষ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সেবক-সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে আচার্য্য শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিরত্ন মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত ৫ম স্কন্ধ ৮ম অধ্যায় হইতে মহারাজ ভরতের মৃগ-রক্ষায় আসক্তিপ্রযুক্ত মৃগত্ব-প্রাপ্তি প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিষ্ণুর উপাসনা ত্যাগ করিয়া ইতর বস্তুতে আসক্ত হইলে কি প্রকার দুর্গতি ঘটে, গোস্বামীজী এই উপাখ্যানটী পাঠ করিয়া তাহা স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন।

গত ২৩শে ডিসেম্বর শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা কীর্ত্তনের পর শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে কোনও ব্যক্তির 'যখন অন্তর্যামী ভগবান্ সব ঘটেই আছেন, তখন বৈষ্ণব অবৈষ্ণবে পার্থক্যের প্রয়োজনীয়তা কি?' এই কথার উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন—"একটী শিশির ভিতর ঔষধ আছে। ঔষধটা খেতে হ'বে, শিশিটা খেতে হ'বে না। অন্তর্যামী ভগবান্ ভিতরে আছেন, বাহিরের বস্তুটা ভগবান্ নন্। সব ঘটে ভগবান্ আছেন বটে, কিন্তু ঘটটা ত' ভগবান্ নন্। অতএব বস্তুটা ভগবান্ নহে। ভগবান্ ভিতরেও আছেন, বাহিরেও আছেন; ঘটের ভিতরে আছেন, ঘটের অতিরিক্ত প্রদেশেও আছেন, কিন্তু ঘটটা ভগবান্ বল্লেই পৌত্তলিকতা এসে গেল। বৈষ্ণবগণ এরূপ পৌত্তলিকতার পক্ষপাতী নহেন বা ঐরূপ পৌত্তলিকতা প্রশ্রয় দেন না।

শ্রীল প্রভুপাদের সুসিদ্ধান্ত শ্রবণে শ্রোতৃমণ্ডলী অতিশয় আনন্দিত হ'ন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৭ নারায়ণ, নিধি গর্ভোদশায়ী ৪৪৬

পৌর্ণমাসী

শ্রীযোগমায়ার নামান্তর পৌর্ণমাসী। ইনি শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় অধোক্ষজ অপ্রাকৃত ধামসমূহ প্রকট করিয়া ভগবল্লীলায় সহায়তা করিয়া থাকেন। শ্রীযোগমায়া বদ্ধজীবের ভোক্তৃ-বুদ্ধি-প্রসূত আবরণ ও বিক্ষেপাত্মক উপাধিদ্বয় অপসারণ করিয়া নিরুপাধি কৃষ্ণ-সেবাপ্রাপ্তির সাহায্য করেন। আবার, সেই যোগমায়াই ঈশ-বিমুখ জীবগণের ভোগ্যারূপে উদ্দিষ্ট হইবামাত্রই তাহাদের মোহ উৎপাদন করিয়া তাহাদিগকে প্রপঞ্চে এই ভবদুর্গে ভ্রমণ করাইয়া শাস্তি প্রদান করেন।

প্রাপঞ্চিক ভোগ্য জড় ব্যোমে বদ্ধ-জীবের তাৎকালিক ভোক্তৃ-বুদ্ধি-জনিত মূঢ়তায় আবদ্ধ হইবার যোগ্যতা বর্ত্তমান। নিত্য ভূমিকা পরব্যোমে অজ্ঞান, অনুপাদেয়তা, পরিচ্ছেদ প্রভৃতি ধর্ম্মের অবস্থান না থাকায় তথায় যোগমায়া ভগবৎ-সেবানুকূল-বৃত্তি-যুক্তা হইলেও ঈশবিমুখ বদ্ধজীবের প্রাপঞ্চিক ভোক্তৃবিচারফলে তাহার ভগবৎ-সেবনপ্রতিকূলা বিবর্ত্তবুদ্ধি উৎপাদন করিয়া বিমোহিত করিয়া থাকেন।

লক্ষ্মী ও সরস্বতী প্রভৃতি ভগবচ্ছক্তি-সমূহের ছায়ারূপিণী মায়া ও তদীয় বৈভব-সমূহ ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণকারী ভগবদ্বিমুখ বদ্ধ জীবগণকে জড় আধ্যক্ষিক জ্ঞান প্রদান পূর্ব্বক বিজ্ঞানের বিপরীত অজ্ঞান-জাল বিস্তার করে। পরব্যোমস্থা স্বরূপশক্তি-স্বরূপিণী যেসকল অন্তরঙ্গা মহালক্ষ্মীগণের ছায়ারূপিণী বহিরঙ্গা মায়ার বৈভবসমূহে বহির্ম্মুখ জীবগণ বিমুগ্ধ, তাঁহারাও ভগবানের পরমৈশ্বর্য্য দর্শনে বিমুগ্ধা হইয়া আপনাদিগকে ভগবৎ কিঙ্করী-জ্ঞানে নিত্য ভগবদিচ্ছা-পরতন্ত্রা ও নিরন্তর ভগবদ্দাস্যে নিরতা থাকেন। ভগবানের পরম সন্তোষের নিমিত্ত দাস্যরসেই তাঁহারা তাঁহার সেবা করেন; আবার ভগবদ্বিমুখ জীবের অধিক পরিমাণে মোহ উৎপাদন করিবার জন্য প্রাপঞ্চিক বিচারে তাঁহাদের কর্ম্মফল-প্রদাত্রী মায়ারূপেও দৃষ্ট হ'ন।

তাই শ্রীচৈতন্যভাগবত (আঃ ১৩।১০৩-১০৪) বলেন,—

"লক্ষ্মী-সরস্বতী-আদি যত যোগমায়া।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড মোহে যাঁ'সবার ছায়া॥
তাঁহারা পায়েন মোহ যাঁর বিদ্যমানে।
অতএব পাছে সে থাকেন সঙ্কোচনে॥"

শ্রীমদ্ভাগবত (১।৭।৪-৫) শ্রীল ব্যাসদেব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
"যয়া সম্মোহিতো জীবঃ আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥"

ভক্তিযোগ-প্রভাবে শুদ্ধীভূত মন সম্যগ্রূপে সমাহিত হইলে ব্যাসদেব কান্তি, অংশ ও স্বরূপ-শক্তি-সমাবৃত শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে গর্হিত-ভাবে আশ্রিতা মায়াকে দর্শন করিলেন। সেই মায়ার দ্বারা জীবের স্বরূপের বৃত্তি আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হওয়ায় জীব, সত্ত্ব, রজঃ ও তম—এই ত্রিগুণাত্মক জড়াতীত হইয়াও আপনাকে জড়দেহ ও মন-বুদ্ধি জ্ঞান করে। তাদৃশ ত্রিগুণাত্মক-অভিমান-জাত কর্ত্তৃত্বাদি-মূলে সংসার-বাসনা লাভ করেন।

অবরোহবাদী বা বিষ্ণুর অবতার শ্রবণে সৌভাগ্য-বাদী বহির্জ্জগতের ভোক্তৃত্বাভিমান বা অহঙ্কার পরিহার করিয়া শ্রৌতপথ গ্রহণ করিলে পৌর্ণমাসীর প্রকৃত কৃপালাভে সমর্থ হ'ন। শ্রীব্যাস-তনয় আকুমার ব্রহ্মচারী বিষয় ভোগ-বিরত জাত-রতি শ্রীশুকদেবের বাহ্য প্রতীতি রহিত হওয়া-কালে শ্রীগুরু ব্যাসের নিকট হইতে শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণের অধিকার হইয়াছিল। কৃষ্ণেতর-বিষয়-ভোগ নিরস্ত হওয়ায় তিনি তাঁহার প্রপঞ্চে বিচরণ-কালের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিয়াছিলেন। মুক্তকুলের শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন ব্যতীত আর অন্য কোন কৃত্য নাই। জড়ভোগরত ব্যক্তিগণ শ্রীমদ্ভাগবত-মহিমা শ্রবণ করিলে তাহাদের নশ্বর-ভোগাসক্তি নিত্যকালের জন্য শুদ্ধ হইবে। মুক্তপুরুষগণই হরি-সেবার অধিকারী এবং তাঁহাদের হৃদয়েই ভগবত্তত্ত্ব, ভগবচ্ছক্তি প্রভৃতি স্বতই স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অপ্রাকৃত সেবা-ভূমিকাতেই পৌর্ণমাসীর স্বরূপ ও সেবা-সৌষ্ঠব দর্শনের যোগ্যতা হয়।

তারকব্রহ্ম নাম

[ঢাকাতে শ্রীল প্রভুপাদের গত ২৩শে ডিসেম্বরের হরিকথা হইতে সংগৃহীত]

(১)

জীব ভবসমুদ্রে প'ড়ে যে ত্রিতাপে কষ্ট পাচ্ছে, সেই বিপদ্ থেকে ঐ শ্রীনাম উদ্ধার করেন ব'লে তাঁ'কে তারকব্রহ্ম নাম বলা হয়। বদ্ধভাব হ'তে মুক্ত হ'বার জন্য তারকব্রহ্ম নামের উদ্দেশ্য। 'হরা'-শব্দে রাধিকাকে বুঝায়; সেই হরা শব্দের সম্বোধনে হরে। কৃষ্ণ—যিনি সকলকে আকর্ষণ করেন। স্থূল বা সূক্ষ্ম বস্তুকে আকর্ষণ করেন না, পরন্তু আত্ম-বস্তুকে আকর্ষণ করেন। স্থূল বা সূক্ষ্ম অনুভূতিটা তাৎকালিক—চিরস্থায়ী নয়।

'রাম'-শব্দে দাশরথি-রাম, পরশু রাম প্রভৃতি বুঝাইলেও এখানে 'রাম' বল্‌তে যিনি শ্রীমতী রাধিকার সহিত রমণ করেন, সেই কৃষ্ণকেই লক্ষ্য করে। এই তারকব্রহ্ম নাম শব্দ-মাত্র নহেন। জড়ীয় শব্দের মত এখানে নাম-নামীতে ভেদ নাই। বদ্ধাবস্থা হ'তে মুক্তি পা'বার জন্যে এই তারকব্রহ্ম নামের ব্যবস্থা।

মুক্তি বল্‌তে অনেকে সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি, সাযুজ্য প্রভৃতি মুক্তির কথা ব'লেছেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারে "মুক্তির্হিত্বা অন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ"। অন্যথা রূপটা কি? অর্থাৎ আমি পুরুষ, আমি স্ত্রী, আমার এত বয়স হ'য়েছে, আমার সৌন্দর্য্য বীর্য্য আছে ইত্যাদি। আর স্বরূপটা কি? এই স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু জানিয়েছেন—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবের স্বরূপের পরিচয় দিতে গিয়ে যে শ্লোকটী ব'লেছেন, তাহা আমাদের আলোচ্য হওয়া উচিত। "নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা। কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দ-পূর্ণামৃতাব্ধের্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ॥"

স্বরূপে সকলেই কৃষ্ণের নিত্য দাস। যেখানে এই নিত্যদাস্যের বিপর্য্যয় ঘটেছে, সে'খানেই স্বরূপ থেকে চ্যুতি হ'য়ে বিরূপে অবস্থান হ'য়েছে। এই বিরূপের অবস্থায় এসে পুরুষ, স্ত্রী, ব্রাহ্মণ, শূদ্র প্রভৃতি নানা-রকম অভিমান আমাদের এসেছে।

কৃষ্ণ সকলেরই একমাত্র বিষয়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচ প্রকার রসে তাঁহার সেবার কথা শাস্ত্রে আছে। এই স্থূল বা সূক্ষ্ম (লিঙ্গ দেহ) শরীর দিয়ে কৃষ্ণের পূর্ণসেবা হয় না; চিন্ময় শরীর দিয়ে তাঁর পূর্ণ সেবা সম্ভব। তিনি ঐহিক ও প্রপঞ্চের অতীত। তিনি চিন্ময়, অতএব আমাদের অণুচেতনের দ্বারাই তাঁহার সেবা হ'তে পারে। চেতনটা যখন আবৃত হয়, তখনই এই সংসারের কথায় মত্ততা এসে পড়ে।

কেবলমাত্র গৌরব-বিচারে ভগবানের সেবা করলে, তাতে ২॥ প্রকার রস বাদ প'ড়ে যায়, বিশ্রম্ভ সখ্যের অর্দ্ধেক, বাৎসল্য ও মধুর রস বাদ প'ড়ে যায়। বিরাজ দিয়ে সেবা তা'তে হয় না। কিন্তু একমাত্র কৃষ্ণ-সেবায় পাঁচ প্রকার রসেই সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা পূর্ণ সেবা সম্ভবপর হয়।

জড় জগতের যে রস তাহা অস্থায়ী ও হেয়। জড়রসে নিত্যত্ব নাই। মানুষ জড় জগতের সীমাবদ্ধ বিষয়ে আবদ্ধ র'য়েছে। নিগমকল্পতরুর গলিত ফল যে চিন্ময়-রস তাহা নিরবচ্ছিন্ন; উহা শারীর বা মনোধর্ম্মের চেষ্টায় লভ্য হয় না। চিন্ময় রসের সংজ্ঞা-বর্ণনে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু ব'লেছেন—

"ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকার-ভারভূঃ।
হৃদি-সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥

ভাবনার পথ অর্থাৎ মনোধর্ম্মের বর্ত্ম পার হ'য়ে যেতে হবে। সাবিত্রী-সত্যবান, নল-দময়ন্তী প্রভৃতির সম্বন্ধে যে রসের কথা পাওয়া যায় তাহা অস্থায়ী, অনিত্য; তা'তে জোয়ার-ভাটা আছে। কিন্তু যেখানে সত্ত্ব-গুণকে রজস্তমো গুণ আক্রমণ করতে না পারে, সেইরূপ সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ে অপ্রাকৃত চিন্ময় রস দেদীপ্যমান হয়।

বাস্তব-জ্ঞান ও সেই বাস্তব-বস্তুর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধটা সর্ব্বাগ্রে জানা আবশ্যক। বাস্তব-জ্ঞানের সহিত যদি তাঁহার নাম করতে থাকা যায়, তা' হ'লেই মঙ্গল। মনোধর্ম্মের দ্বারা সেই বাস্তব অতীন্দ্রিয় বস্তুর কাছে পৌছান যায় না। আমাদের যখন মনোধর্ম্মই সম্বল, তখন আমাদের কি উপায় হ'বে? হতাশ হ'তে হ'বে না। নিজের চেষ্টায় আমরা অসময়ে সূর্য্য দর্শন করতে গিয়ে হতাশ হই বটে, কিন্তু সূর্য্য-দেব কৃপা ক'রে যখন আমাদের দর্শন দেন তখন আর কোন অসুবিধা থাকে না।

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা — নদীয়া প্রকাশ

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

গ্রন্থ	মূল্য
১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত	৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌—সমগ্র	৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত	২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড	।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব	।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য	।৶০
৭। ভ. নরহস্য	॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্‌ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্‌ (বাঁধা)	১৲
ঐ (আবাঁধা)	৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ঐ (বাঁধা)	২৲
ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ঐ (বাঁধা)	২৲
ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব)	২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)	॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম	২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	॥৶০
ঐ (বাঁধা)	৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন	৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	॥০
ঐ (আবাঁধা)	।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶০
২৩। গীতমালা	⁄১
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য	৴
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৴
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৩ গৌরাব্দ)	৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।০
২৯। শরণাগতি	⁄০
৩০। গীতাবলী	⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ	১॥০
৩২। সাধনকণ	⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক	⁄০
৩৫। অর্থপঞ্চক	⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ	⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)	⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণ	⁄১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)	॥০
ঐ (আবাঁধা)	।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃত (প্রথম চারিখণ্ড)	১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
ঐ (আবাঁধা)	৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ	।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয়	।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
ঐ (আবাঁধা)	১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ?	⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)	।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর	৴০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ	৶০
৫২। সাংখ্যবাণী	⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

গ্রন্থ	মূল্য
৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ	॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্‌	।০
৫৫। তত্ত্ব সূত্রম্‌	।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্‌	৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	⁄০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্‌	৴০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

গ্রন্থ	মূল্য
৫৯। রায় রামানন্দ	॥০
৬০। নামভজন	।০
৬১। রিলেটীভ্‌ ওয়ার্ল্ড্‌স্‌	।৶০
৬২। লাইফ্‌ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্‌ অব্‌ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্‌	।০
৬৪। হোয়াট্‌ গৌড়ীয়মঠ ইজ্‌ ডুইং	⁄০
৬৫। দি ভাগবত	।০
৬৬। ইরোটিক্‌ প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্‌ ডিভোসন	।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা	২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

গ্রন্থ	মূল্য
৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি	॥০
৭০। সাধন পথ	।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু	⁄১০
৭২। গীতাবলী	⁄০
৭৩। শরণাগতি	⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

গ্রন্থ	মূল্য
৭৪। শরণাগতি	⁄০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধিপাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া
৯। মদনগোপাল পাট কাঠালপুলি, চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটী, (বর্দ্ধমান)
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাযোড়া, রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু, হাওড়া.
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিকালঘা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ নব গোপালপুরম্‌, মাদ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সগড়াড়, পুরী,
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ চুমুরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ আগস্তকুণ্ড, কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য.
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	ঢাকা
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	এলাহাবাদ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	শ্রীমায়াপুর
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা
৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	ঢাকা
৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ঢাকা
১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	ঢাকা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা!   সুবর্ণ সুযোগ!!

ভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের অমার্জ্জনা দূরীভূত করিয়া ভব দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, যাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত, ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মন্দার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এন্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত "অনুভাষ্য" শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিঠাকুর-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতপর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-পাদের দশের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এন্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকা-চার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানাঃ—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।/০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে-ছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অচ্ছকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'দম্ভব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ' 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীমধ্ব স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গোরকথা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণে কামনা," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিশ্বদর্শিবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রাণ্ত-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য ও সপ্ত কৌস্তভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ৩৷০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

উনিয়ন বোর্ডের ফরম্

ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতীয়।

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ৷৷০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টরী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বন্দোবস্তের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৵৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জ ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৵৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৵০ আনা।

মিটিংএর নোটিশ বহি—১ খানা ৷৷০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ৷৷০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ৷৷০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্বপ্রিয় [illegible] অব্যর্থ মহৌষধ

সংক্রামকের প্রবলতায় জল ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় [illegible] সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, পাইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬ ৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭ ৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০ ৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৭, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫-৩১	৯-৫	১২-১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫ ৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩৭	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৭	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

এলাহাবাদ-বৈঠক-অন্তে ভাবী শাসনতন্ত্র

ভাবী সরকারের জাতীয় শাসনতন্ত্রের পূর্ণ অধিকার থাকিবে এবং তাঁহাদিগকে জনগণের নিকট কেন্দ্রে সম্পূর্ণরূপে দায়িত্বশীল হইতে হইবে। সম্মিলনী দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক এবং রাজস্ব বিভাগ সমেত ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধিকার দাবী করেন এবং বলেন, বিধিবদ্ধরূপে অল্পকালের জন্য ভারতের কল্যাণানুকূল কতকগুলি নিরাপদ ব্যবস্থা থাকিবে। ঐ বলগুলি স্বায়ত্বশাসনশীল এবং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট পূর্ণ দায়িত্বসম্পন্ন হইবে।

অতিরিক্ত শক্তি সম্পর্কে রিপোর্টে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, খসড়া প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করা হউক। মূল অধিকার সম্বন্ধে রিপোর্টের আলোচনায় বলা হইয়াছে যে, আইনের নিকট সকল নাগরিকই সমান এবং রাষ্ট্রকে প্রত্যেক নাগরিকের ধনপ্রাণ রক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইবে। সাধারণ পথ, কূপ প্রভৃতি ব্যবহারের অধিকার প্রত্যেক নাগরিকেরই থাকিবে এবং বিভিন্নভাবে আইন প্রণয়ন ও শাসন ব্যবস্থা হইতে পারিবে না। জনশৃঙ্খলা ও নীতির অনুকূল বিবেক, পেশা ও ধর্ম চর্চ্চার স্বাধীনতা দিতে হইবে। ধর্ম্ম অনুশীলন ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার তুল্যাধিকার প্রত্যেক সংখ্যালঘু দলেরও থাকিবে।

আইনানুসারে জনসাধারণকে অস্ত্ররক্ষার অধিকার প্রদান করিতে হইবে। শিখগণ কৃপাণ বহন করিতে পারিবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা হইবে হিন্দুস্থানী। মূল অধিকার সংক্রান্ত সর্ত্তধারা প্রণয়নের জন্য একটি কমিটী নিযুক্ত হইবে।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানে আসন

ঐক্য-সম্মিলনীর রিপোর্টে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানে বৃটিশ ভারতের জন্য মোট আসনের মধ্যে শতকরা ৩২টী মুসলমানদিগকে দেওয়া হইবে। ৩ শত আসনের মধ্যে শিখদিগকে ১৪টী, খৃষ্টানদিগকে শতকরা ২টি এবং অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানকে ১টি আসন প্রদান করা হইবে। অবশিষ্ট আসনগুলি দ্বারা সাধারণ নির্ব্বাচন কেন্দ্র গঠিত হইবে।

নিরুদ্দেশ

পাবনার অন্তর্গত মুনিদহের জমিদার শ্রীযুত প্রাণগোপাল রায়কে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। পুলিশ অনুসন্ধান আরম্ভ করে এবং মুনিদহ হইতে এক মাইল দূরে একটা বিলের নিকট উক্ত জমিদারের সাইকেল পাওয়া যায়।

কয়েক মাস পূর্ব্বে ফরিদপুরের অবসরপ্রাপ্ত সাব রেজিষ্ট্রার এবং জমিদার শ্রীযুত রমণীমোহন আদালতের কার্য্য সমাপনান্তে বাটী রওনা হন, কিন্তু আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

খাজনা মাপ

যেবার মহারাজার গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে কৃষক ও প্রজাদের বিষম অর্থসঙ্কটের জন্য শতকরা ২০ ভাগ হইতে ৪০ ভাগ পর্য্যন্ত রাজস্ব মাপ করা হইবে।

গ্রেপ্তার

মাসিক-পতাকা অভিবাদন সম্পর্কে ভুলেশ্বর ওয়ার্ডের অধিনায়ক ও কংগ্রেসের ২ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

গ্রেপ্তার

কতিপয় কংগ্রেসকর্ম্মী কেন্দ্রাপাড়ার গোবিন্দজীর মন্দিরে চণ্ডীমণ্ডপে অবস্থান করিতেছিল। পুলিশ তথায় তাঁহাদের অবস্থানের বিষয় জানিতে পারিয়া মন্দিরের ট্রাষ্টিদের উপর নোটীশ জারি করে। অতঃপর কংগ্রেসকর্ম্মীরা মন্দিরের প্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করিয়া যান। মন্দির-প্রাঙ্গণ হইতে শোভাযাত্রা করিয়া যাইবার সময় শ্রীযুত ধনেশ্বর রাউত, বৈকুণ্ঠনাথ মিশ্র ও আর ৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

শোভাযাত্রা করার জন্য আর এক দলে ৯ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন

স্বামী সত্যানন্দজী, স্বামী [illegible] প্রকাশ, শ্রীযুত অ[illegible]কুমার স[illegible]র অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন আন্দোলন সম্পর্কে বগুড়া জেলার হিলিতে হিন্দুদের এক সভায় তাঁহারা অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিতে জনসাধারণকে অনুরোধ করেন।

খানাতল্লাস

চাঁদপুরের পুলিশ স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত বাবু কালীকুমার ভৌমিকের বাড়ী তদন্ত করে; দোষজনক কিছু পাওয়া যায় নাই।

বক্তৃতা বন্ধ

গড়কের প্রথম শ্রেণীর [illegible] গড়ক এবং বেতাগাড়ী মিউনিসিপাল এলাকা এবং রেলওয়ের অধিকারভুক্ত স্থানের পাঁচ মাইলের মধ্যে দুই মাসের জন্য বক্তৃতাদি নিষেধ করিয়া ১৮৯০ সালের ৪ আইন বলিয়া কথিত বোম্বাই জেলা পুলিস বিধির ৪২ (১) ধারা অনুযায়ী নোটীস জারি করিয়াছেন।

শোভাযাত্রায় গ্রেপ্তার

যে গুদামে গতবারের আন্দোলনে জনতা ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে ও পুলিস গুলী চালায়, সেখানে আবার একটা হানা দিবার আয়োজন হয়। শোভাযাত্রীরা গুদামের নিকট পঁহুছিবার পূর্ব্বে পুলিস তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয় ও ৯ জনকে গ্রেপ্তার করেন।

রাজবন্দীর সংবাদ

রাজবন্দী শ্রীযুত কামিনীমোহন দাস, অজিতকুমার সাহা, সুরেশচন্দ্র দে, ধীরেন্দ্রচন্দ্রকুমার রায়, ধীরেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস, সুরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত ও নগেন্দ্রকে ঢাকা সেনট্রাল জেল হইতে দমদম জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

সুবিচার চাই

পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কেন্দ্রীয় পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ হিন্দু-সঙ্ঘের বিশেষ অধিবেশনে ভাই পরমানন্দ এম, এ; এম, এল, এ মহোদয় সভাপতির কার্য্য করেন। তিনি বলেন, "চাকুরীতে ভর্ত্তি করিবার সময় কেবলমাত্র গুণ দেখিয়া লোক লওয়া উচিত। কোন সম্প্রদায় যদি নিজ দোষে শিক্ষায় এবং উপযুক্ততায় অন্য সম্প্রদায়ের লোক অপেক্ষা অধম প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলেও যে, ঐ অধম সম্প্রদায়ের লোকদিগকে অনুপযুক্ততা সত্ত্বেও কার্য্যে গ্রহণ করিতে হইবে, এরূপ ব্যবস্থা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নহে।

"যখন আর্থিক দুরবস্থা হয়। তখন কর্ম্মচারীর সংখ্যা কমান আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু এই ব্যাপারে এক সম্প্রদায়ের লোককে অযথা অনুগৃহীত করিয়া অপর সম্প্রদায়ের লোককে সাম্প্রদায়িক কারণে কর্ম্মচ্যুত করা অন্যায়।

ভাবী আইন

নিখিল-ভারত চিকিৎসা-পরিষদ আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে খুব আলোচনা চলিতেছে। আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের অধিবেশন সময় সমস্ত দলের লোক লইয়া একটী বৃহৎ বৈঠকে সম্মিলিত হইয়া এই বিলের উদ্দেশ্য এবং ফল সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন।

অনেকের ধারণা এই যে, বিলাতের জেনারেল মেডিকেল কাউন্সিল গবর্ণমেণ্টের উপর বিশেষ পীড়াপীড়ি করায় গবর্ণমেণ্ট এই বিলটীর সৃষ্টি করিয়াছেন। ১৯২২ এবং ১৯২৩ সালে এই বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়; কিন্তু শাসনসংক্রান্ত পরিবর্ত্তন ও অর্থাভাবে কোন কাজ হয় নাই। পরে যখন বিলাতের চিকিৎসা পরিষদ ভারতের ডাক্তারী উপাধিগুলি অকেজো বলিয়া ঘোষণা করিল তখন এই দিকে লোকের মনোযোগ পড়িল।

যাহাতে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের উপাধি প্রাপ্ত ডাক্তারেরা অপর দেশেও ডাক্তার বলিয়া স্বীকৃত হন সেই বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বর্ত্তমান আইন করা হইতেছে—ইহাই লোকের বিশ্বাস।

করবন্ধ আন্দোলন

হবীগঞ্জের এক সংবাদে প্রকাশ, শ্রীযুত দ্বারকা নাথ ও কৈলাস নাথ করবন্ধ আন্দোলন সম্বন্ধে গ্রেপ্তার হন। তাঁহাদিগকে হাজতে রাখা হইয়াছে; ৩রা জানুয়ারী তাঁহাদের বিচার হইবে।

সঙ্ঘে যোগ দিওনা

মধ্য প্রদেশের কর্ত্তৃপক্ষ সরকারি কর্ম্মচারিবর্গকে আদেশ করিয়াছেন যে, তাঁহারা যেন স্বয়ং-সেবক সঙ্ঘে যোগদান না করেন। গবর্ণমেণ্ট বলেন যে, এই সঙ্ঘটি সাম্প্রদায়িক ভাবপূর্ণ এবং ইহার রাজনৈতিক কার্য্যকারিতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে; এমত অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের চাকুরিয়াদের এরূপ সঙ্ঘে যোগদান মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে।

নাগপুর অমরাবতী রোডে হিঙ্গনী নামক স্থানের নিকট এই সঙ্ঘের শিবির স্থাপিত হয়। ইহার সমস্ত হাবভাব সামরিক শিবিরের ন্যায় হয়।

মৃত্যু

মান্দ্রাজ সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল এবং আড্যার লাইব্রেরির অধ্যক্ষ ডাক্তার মার্ক কলিন্স একটী অস্ত্রোপচারের পর মারা যান।

ডেলি | শ্রীধাম নবদ্বীপ | দৈনিক | Reg No. C1544.

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি পংক্তি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

ভারতের সনাতন মঙ্গল-প্রচারক নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৫০তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৬ই পৌষ শনিবার ১৩৩৯, ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৩২

ভাবী বজেট

খৃষ্টানদের সত্যাগ্রহ

পঞ্জাবে আত্মহত্যার ঢেউ

বড়লাট মহিষীর পরিদর্শন

রেঙ্গুনে ভারতীয় মেম্বর

ছাত্র ও ব্যবসায়

নানা কথা

সুভাষ বাবুর স্বাস্থ্য

সুভাষ বাবুকে ভাওয়ালি স্বাস্থ্যনিবাস হইতে লক্ষ্ণৌ আনার পর তাঁহার দেহের ওজন আরও হ্রাস হইয়াছে। শরীরের উত্তাপও আশাজনক নয়। তাঁহার ফুসফুস এক্সরে দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছে; অন্ত্রও পরীক্ষিত হইবে।

খ্রীষ্টানদের সত্যাগ্রহ

মাদ্রাজের বিশপের বাংলোর গেটের সামনে আদি দ্রাবিড় খ্রীষ্টানেরা সত্যাগ্রহ এবং অনশন উভয়ই আরম্ভ করিয়াছে। গীর্জ্জার মাঝখানে একটা রেলিং রাখিয়া উহাদিগকে প্রার্থনার সময় পৃথক করিয়া রাখা হয়। শীঘ্রই যাহাতে ঐ রেলিং অপসারিত করা হয় ইহাই তাহাদের উদ্দেশ্য।

পঞ্জাবে আত্মহত্যার ঢেউ

১৯৩১-৩২ সালে পাঞ্জাবে ২৭২ জন আত্মহত্যা করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে ১৩৭ পুরুষ এবং ১৩৫ স্ত্রীলোক। পল্লী অঞ্চলে ১২৮ জন স্ত্রীলোক এবং সহরে ৭ জন স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করিয়াছে। সর্পদংশনে ৫৪০ জন এবং কুক্কুরাদি দংশনে ১১৬ জন দেহত্যাগ করিয়াছে।

বড়লাট মহিষীর পরিদর্শন

বড়লাট মহিষী আলিপুরের ভারতীয় সামরিক চিকিৎসালয় পরিদর্শন করিয়া রোগিদিগের সাহায্যার্থ ১৫০৲ টাকা দান করেন।

তিনি খিদিরপুরের মেরি কুপার হোম পরিদর্শন করেন এবং অধিবাসিনীদিগের সহিত আলাপ পরিচয় ও আদর আপ্যায়ন করেন।

ছাত্র ও ব্যবসায়

ব্যবসায়ীরা দুঃখ প্রকাশ করে যে বিলাতের স্কুলের হেডমাষ্টারেরা ছাত্রদিগকে ব্যবসায় এবং শিল্পের দিকে যাইতে দেন না।

রাগবির একজন ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার সম্প্রতি মত প্রকাশ করিয়াছেন যে ভাল ছেলেদিগকে ব্যবসায় ও শিল্প শিখিবার জন্য পাঠাইলে তাহাদিগকে এতকাল ছোট খাট কাজে লাগাইয়া রাখা হয় যে, তাহাতেই তাহাদের বয়স কাটিয়া যায় এবং তাহারা উন্নতি লাভ করিতে পারে না।

ভারতীয় বজেট

আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতের বড়লাট বাহাদুর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার উদ্বোধন করিবেন এবং প্রথম বক্তৃতা দিবেন। এই অধিবেশনে বজেট সম্বন্ধে বিচার হইবে।

রেঙ্গুনের ভারতীয় মেয়র

বহুবৎসর যাবৎ একএকটি সম্প্রদায়ের লোক পালা করিয়া রেঙ্গুনে মেয়রের পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন। গত বৎসর সম্প্রতি ক্রমে একজন বর্ম্মী মেয়র হন, কারণ এ বৎসর রাজনৈতিক হিসাবে গোলযোগপূর্ণ। আগামী বৎসরে একজন ভারতীয় মেয়র হইবে। নাম এখনও অজ্ঞাত।

সামরিক পরীক্ষা

ডেরাডুনের ভারতীয় সামরিক বিদ্যালয়ে প্রবেশার্থিদের পরীক্ষার ফল বাহির হইয়া গিয়াছে; মোট ১৫ জন পাস করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে যাহারা ডাক্তারের পরীক্ষায় যোগ্য বিবেচিত হইবে তাহারাই বিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে। এতদ্ব্যতীত ভারতীয় সৈন্যদলের মধ্য হইতে কয়েকজনকে ভর্ত্তি করা হইবে। মোট ত্রিশ জনকে মনোনীত করা হইয়াছে।

বিবাহ ও অর্থকৃচ্ছ্র

নিখিলবিশ্ব অর্থকৃচ্ছ্রের ফলে বিবাহ ব্যাপারে যুগান্তর আরম্ভ হইয়াছে। আরব জাতীয় পুরুষদিগের এবং ইহুদী জাতীয় স্ত্রীদিগকে বিবাহের সময় বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইত; বর্ত্তমান কালে টাকা কড়ির অভাবের জন্য পণপ্রথার কতক পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পণের পরিমাণ ৪০০ হইতে ৬০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত ছিল। বর্ত্তমানে উহা অর্দ্ধেকে দাঁড়াইয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৬ পৌষ, শনিবার ১৩৩৯

চরিত্রবান নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণবগণকে এবং মুর্খতার আস্ফালন জন্য যাঁহারা কলঙ্কভাগী হইয়াছেন, সেই শ্রীল দাস দাস পাচারিণী সভার সভ্যদের সচেষ্টাকে বাধা দিবার জন্য যে দুশ্চরিত্র ব্যক্তিগণ দুশ্চরিত্রতাকে ধর্ম্মের নামে চালাইতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করা কি সাবটিজ ভেকধারীর বা ভোগেদের নির্যাতনকারীর কর্ত্তব্য? একথা আমরা তাঁহাদিগের নিকট জানিতে চাই।

স্যার যদুনাথ সরকার মহাশয় সারু-টিয়ার ভেকধারীকে সমর্থন করিয়াছেন বলিয়াছেন যে পৃথিবীতে স্ববিরোধ হয় না—একরূপ একটী অবিবেচনার যুক্তিকে বহুমানন করিতে আমরা প্রস্তুত নহি।

স্যার যদুনাথ কি দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের সমকালীন ব্যক্তি যে, দেওয়ানজী তাঁহাকে কানে কানে বলিয়াছেন—তিনি গৌরসুন্দরের জন্মভিটা শ্রীরামসীতার মন্দির করিয়াছিলেন এবং সেই মন্দিরের স্থান নিরূপিত হইলেই কাঁকড়ার মাঠে শ্রীধাম মায়াপুর অঙ্কিত হইয়া সর্ব্বশিক্ষিতজনগণের নির্দ্দিষ্ট শ্রীধাম মায়াপুর বাতিল হইয়া যাইবে?

স্যার যদুনাথকে চিত্রে-নবদ্বীপ গ্রন্থ দেখাইবার পর কি তাঁহার সমালোচকের অনুকূলে মত না বিপ্রলিপ্সা-বশে চিত্রে-নবদ্বীপ গ্রন্থ তাঁহার নিকট গোপন করিয়া ঐরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন?

সমালোচক মহাশয় ইংরাজী জানা ব্যক্তিকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া বুঝিতে চাহেন না; যাঁহারা ইংরাজী জানেন না, তাঁহারাই তাঁহার মতে প্রাচীন বৈষ্ণব! সুতরাং যদু বাবু ইংরাজী জানায় আধুনিক বৈষ্ণবের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া প্রাচীন বৈষ্ণবতার বিরোধী—এরূপ বিচার করিতে যাওয়া সমালোচকের যুক্তিপ্রমাণের দুর্ব্বলতা আমাদিগকে সমালোচকের প্রতি আস্থা স্থাপন করিতে দিতেছে না।

ইংরাজী শিক্ষিত বৈষ্ণব ভিন্ন প্রাচীন বৈষ্ণব কি তাঁহার মতে অপ্রাচীন মূর্খ বা অশিক্ষিত বলিয়া তাঁহাদের দ্বারা স্বীকৃত শ্রীধাম-মায়াপুরের অবিসংবাদিত স্থানের প্রতি সন্দেহ স্থাপন করাইতে চান?

বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, যে স্থানটি 'শ্রীধাম-মায়াপুর ভগবজ্জন্মস্থান' বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন এবং তাঁহার সেবক বর্ত্তমানকালে বিংশতি শতবর্ষ বয়স্ক শ্রীযুক্ত বিহারী দাস বজবাসী এখনও জীবিত আছেন। ইঁহারা উভয়েই যে স্থানকে গৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন তাহা কি সমালোচকের সর্ব্বসংবাদের অন্তর্গত নহে? ইঁহারা উভয়েই ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ অতি প্রাচীন বৈষ্ণব। একজন অপ্রকট হইয়া আছেন, কিন্তু তাঁহার ভৃত্য এখনও নবদ্বীপ ব্রজবাসী ঝিড়ি এখনও বর্ত্তমান। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই রাজর্ষি কুমার বাহাদুর সঠিক সংবাদ পাইবেন যে, সমালোচকের গলাবাজীর মূল্য অন্ধ পঙ্গুরেও ন্যূন।

কুমার বাহাদুরের স্বনামখ্যাত বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ পিতৃদেবও ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীযুত ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের নিকট হইতে শ্রীধাম মায়াপুর সম্বন্ধে প্রকৃত সত্যের কথা শ্রবণ করিয়া তাহাই গ্রহণ করিয়াছিলেন—একথা আধুনিক বৈষ্ণবব্রুবগণ না জানিতে পারেন। সুতরাং রাজর্ষি কুমার বাহাদুর যে-পথে চলিতেছেন, সেই পথটী কলঙ্কিত কুশিক্ষিতের ও অশিক্ষিতের অবৈধ কুতর্ক মাত্র।

দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ও অশিক্ষিত বৈষ্ণবব্রুবগণের অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিলেই শ্রীধাম কাহাকে বলে, ভক্তির স্বরূপ কি, ভক্তের ব্যবহার কি—ইহা জানিতে পারিয়া অনন্ত বিষ্ণুভক্তির বিরোধ আবাহন করিবেন না—ইহাই আমরা আশা করি।

কামালপাশা এবং জাবর এখন দেশের আভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধনে ব্যস্ত আছেন। তাঁহারা যে ইংরাজের বিরুদ্ধে কোন কাজ করিবেন সেরূপ মনে হয় না। তবে কামালপাশা দেশে কাপড়ের কল বসাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, ইহাতে ম্যাঞ্চেষ্টার ও জাপানের বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা; সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত ব্যাপার কোন দিকে দাঁড়াইবে ঠিক জানা যাইতেছে না। আবার ফ্রান্স লেবাননের শাসন ক্ষমতা খৃষ্টানদিগের হস্তে দিতে চাওয়ায় গোলযোগ বাধিবার সম্ভাবনা; কারণ খ্রীষ্টান অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অনেক গুণ বেশী।

মধ্যযুগে ইউরোপের লোক নিজের চিন্তা হইতে উত্থিত হইয়া চিন্তার প্রসার করিতে আরম্ভ করে; সেই সময় প্রথম স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে একটা সম্ভ্রমসূচক মানসিক বৃত্তির উদয় হয়, কিন্তু অসভ্য ইউরোপ তখনও পাগলদিগকে ভূতাবিষ্ট মনে করিয়া তাহাদিগের প্রতি অনুরূপ ব্যবহার করিত।

কিন্তু সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যখন ইউরোপীয়গণ পশুর ন্যায় বিচরণ করিত সে সময়ে এই ভারতের অধিবাসিগণ জগতে সভ্যতার কিরণ বিকীর্ণ করে এবং তখন হইতে এদেশে পাগলের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা প্রচলিত আছে।

পাঞ্জাব মেণ্টাল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক মেজর সি, লজ, প্যাচ, এম্, সি, আই, এম্, এস মহাশয় এই সর্ব্বজন পরিজ্ঞাত ঐতিহাসিক সত্য অগ্রাহ্য করিয়াই বলিয়া বসিলেন যে, উন্মাদের চিকিৎসায় সমস্ত দেশই ভারত অপেক্ষা অগ্রগামী।

ডাক্তার হরনাথ বসু প্যাচ সাহেবের উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং স্পষ্টই বলিয়াছেন যে ভারতীয়েরা এই রোগের চিকিৎসায় যেরূপ অগ্রসর, অন্যান্য দেশের লোক তাহার তুলনায় এবিষয়ে শৈশবও অতিক্রম করে নাই।

এলাহাবাদের কায়স্থ সম্মেলনের অধিবেশনে সন্তোষের মহারাজ বাহাদুর শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ রায় চৌধুরী মহোদয় দুঃখ করিয়া বলেন যে, স্বার্থপর পুরোহিত শ্রেণীর লোক পৌরাণিক যুগে শাস্ত্রের এরূপ বিকৃত ব্যাখ্যা প্রচারিত করিয়াছেন, যাহাতে শাস্ত্র অভ্রান্ত হইলেও উহা লোকের আস্থা হারাইছে। ঋষিরা যে সমস্ত সত্য জগতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। মনু যে বিধি প্রণয়ন করেন, তাহাও উৎকৃষ্ট, কিন্তু জগৎ গতিশীল, সভ্যতা পরিবর্ত্তনশীল এবং মানবের চিন্তাধারা চিরকাল এক স্থানে নিবদ্ধ নহে; সুতরাং যেসকল বিধি এক সময়ে সমাজের স্বাস্থ্য বিধান করিত, অধুনা সেই সকল বিধিই সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে।

কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয়, এই বিষয়ে অনেকে ভূরি ভূরি শাস্ত্র প্রমাণ দাখিল করিলেও অচলায়তন ব্রাহ্মণ সমাজ এক পদ ভূমিও নড়িবেন না; সুতরাং সঙ্ঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ শেষ হইল। এই বৎসরকে খুব শান্তির সময় বলা যায় না। সহস্র সহস্র ভারতবাসী কারাগারে; যাঁহারা তাঁহাদিগকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখিলেও অবস্থার খাতিরে এরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যাঁহারা রুশো, টলষ্টয় এবং রাস্কিনের চক্ষে এই ব্যাপারটী দেখিতেছেন, তাঁহারা বলিবেন যে, সাম্রাজ্যবাদ এবং বর্ত্তমান সভ্যতার ফল ইহা ব্যতীত অন্য কিছু হইতে পারে না। রাজনীতিবিদেরা অন্য সকলকে দাবা-বোড়ের মত দেখেন। কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নেপোলিয়নের উপর আন্তরিক ক্রোধ করিয়া তাঁহার উপর প্রতিশোধ লইতে ইচ্ছা করায় নেপোলিয়ন হাসিয়া বলিয়াছেন 'দাবা খেলায় বোড়ের উপর বা ঘোড়ার উপর রাগ করা মূর্খতার পরিচায়ক।' গবর্ণমেণ্ট যে এই সমস্ত রাজবন্দীর উপর রাগ করিয়াছেন, তাহা নহে, তবে খেলার খাতিরে এই রূপ করিতেছেন। ওহো যাহা তোমার নিকট খেলা, তাহা আমাদের নিকট মৃত্যু—হরি ইসপ্।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের গোলটেবিল বৈঠক এবং এলাহাবাদ মিলন বৈঠকও বিফল হইল বলিতে পারা যায়; অবিশ্বাস, স্বার্থপরতা এবং সাম্প্রদায়িকতায় জন্য রাজনীতি-ক্ষেত্রে কোন বিষয়ে কোন উন্নতিই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। ভারতের দুই লোক বলিয়া বেড়াইতেছে, দেশের দুরবস্থা যেমন ছিল তেমনই থাকিবে। শাসন সম্প্রদায় দাসত্বের পুরাতন শৃঙ্খল খসাইয়া নূতন শৃঙ্খলের ব্যবস্থা করিতেছেন মাত্র। তবে শেষ পর্য্যন্ত কি হয় না দেখিয়া ঠিক কিছু বলা যায় না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, { ১৮ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৬ ১৬ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ৩১শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩২ শনিবার } ২৫০তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ঢাকা ২৪।১২।৩২

অদ্য শনিবার হরিবাসর উপলক্ষে ঢাকা সহরের অনেক ভদ্রমহিলা দুগ্ধ, কমলা লেবু প্রভৃতি নানাবিধ ফল আনিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে অর্ঘ্য প্রদান করিতেছেন। ভদ্রমহোদয়গণ আচার্য্যের সম্মান করিবার জন্য সুগন্ধি ও বিচিত্র পুষ্পমাল্যাদি লইয়া জগদ্গুরুর চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করিতেছেন। জগদ্গুরু আচার্য্যবর্য্যের ঢাকায় শুভাগমনে ঢাকাবাসী সুকৃতিমান্‌গণ যেন এক নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া তৎপাদ-পদ্মে নিগমকল্পতরুর গলিত ফল প্রেমামৃত পান করিবার জন্য লালায়িত হইয়া প্রভুপাদ-সন্নিধানে ছুটিয়া আসিতেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ মঠস্থিত ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণকে সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী-সম্বন্ধে অহরহঃ উপদেশ প্রদান করিতেছেন। শ্রীমদ্ বনমহারাজকে এই প্রদর্শনীর নেতৃত্ব অর্পণ করিয়া তৎসহকারিরূপে শ্রীপাদ সিদ্ধ-স্বরূপ ব্রহ্মচারী, প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী, হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী, পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি অন্যান্য ব্রহ্মচারিগণকে কার্য্য করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন।

প্রচার-কার্য্যের জন্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পুরী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজকে ও তত্তৎসঙ্গে অনেক ব্রহ্মচারীকে নিযুক্ত করিয়া যাহাতে প্রচারকার্য্য সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত নিয়মিতরূপে পাঠ করিবার ভার শ্রীমদ্ নেমি মহারাজের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন।

গত শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় মাসাধিককাল কোষাধ্যক্ষের কার্য্য ও উৎসবের জিনিষ পত্র খরিদ করিবার ভার লইয়া যিনি শ্রীল প্রভুপাদের ও বৈষ্ণববৃন্দের সন্তোষ বিধান করিয়াছেন, সেই সজ্জনপ্রিয় শ্রীপাদ সখীচরণ ভক্তিবিজয় প্রভুর উপর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠের মাসাধিক-ব্যাপী উৎসব ও প্রদর্শনী-সংক্রান্ত আয়-ব্যয়ের হিসাবপত্র সংরক্ষণের ভার অর্পণ করিয়াছেন। ভক্তিবিজয় প্রভু শ্রীশ্রীগুরুকৃপারূপে কোষাধ্যক্ষের ভার প্রাপ্ত হইয়া সন্তোষজনকরূপে কার্য্য চালাইতেছেন।

ঢাকা সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর জন্য যে দুইটী প্রকাণ্ড তোরণ প্রস্তুত হইতেছে, তাহাতে কি কি Motto থাকিবে তৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ বন মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ প্রার্থনা করিলে, শ্রীল প্রভুপাদ নিম্নলিখিত তিনটী Motto তোরণ-দ্বারে অঙ্কিত করিবার উপদেশ দেন—

১। "কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।"

২। "শ্রীহরি সেবায় যাহা অনুকূল।
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥"

৩। "আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত।
বিষয়সমূহ সকলি মাধব॥"

গত কল্য ১৭ই নারায়ণ ১৫ই পৌষ গৌরতৃতীয়া তিথিতে আচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জীব-গোস্বামী প্রভুর অপ্রকট-লীলা-স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দ প্রাতঃকালে মঙ্গলারাত্রিকের পর সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহ শ্রীধাম-মায়াপুর পরিক্রমা করিয়াছেন।

ভক্তবৃন্দ প্রথমতঃ শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দির, শ্রীগুরুদেবের মন্দির, শ্রীতুলসী দেবীর শ্রীমন্দির, ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের সমাধি পরিক্রমা করিয়া শ্রীঅদ্বৈত ভবন, শ্রীবাস অঙ্গন ও মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী মহাযোগপীঠ পরিক্রমা করেন। তৎপর সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা গৃহস্থ বৈষ্ণবগণের গৃহে গৃহে গমন করেন; তথা হইতে শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

অপরাহ্ণে শ্রীচৈতন্যমঠের অবিদ্যাহরণ নাট্য মন্দিরে একটী মহতী সভা আহূত হয়। তথায় পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি দ্বারা আচার্য্য-শিরোমণির পাষণ্ডদলন ও প্রেম-প্রচারণ লীলাদ্বয় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রকট-কর্ত্তা শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুবরের অপ্রকট-তিথি শ্রীরাজসভার অপরাপর শুদ্ধভক্তি প্রচারকেন্দ্রসমূহেও পাঠ সংকীর্ত্তনযোগে সম্মানিতা হইয়াছেন। এই তিরোভাব-উৎসব ঢাকা মাধবগৌড়ীয় মঠে কৃপাময় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নির্দ্দেশে বিশেষরূপে সম্পাদিত হইয়াছে।

ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ কৃপানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার পর কবুরে রামানন্দ গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া শিক্ষিত সমাজের নিকট ইংরাজী ভাষায় শ্রৌত-বাণী কীর্ত্তন করিতেছেন।

গত ২৫শে ডিসেম্বর রবিবার তারিখে কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারাপদ মুখার্জ্জি, শ্রীযুত সনৎকুমার গুপ্ত, শ্রীযুত শ্রীশ কুমার চৌধুরী, শ্রীযুত তুলসীচরণ মুখার্জ্জি, শ্রীযুত অনিল কুমার ব্যানার্জ্জি প্রভৃতি কতিপয় বিশিষ্ট ভদ্রলোক শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী শ্রীধাম মায়াপুর দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, শ্রীবাস অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ চাঁদকাজীর সমাধি এবং বল্লাল-ঢিপি ও দিঘী প্রভৃতি সুপ্রাচীন স্থানসমূহ দর্শন করিয়া এবং তত্তৎস্থানের মাহাত্ম্যাদি শ্রবণ করিয়া প্রীতি লাভ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

১৮ নারায়ণ, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী ৪৪৬

নারায়ণ গৌর বিষ্ণু

রূপানুগ বৈষ্ণবগণ প্রাকৃত বিচারে রুচিবিশিষ্ট নহেন। তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্যই কৃষ্ণানুশীলনপর—গৌরকৃষ্ণের স্মৃত্যুদ্দীপনপর। তাই তাঁহারা ব্যাকরণ-শাস্ত্র শিক্ষা করেন শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া। তাহাতে ব্যাকরণ-শাস্ত্র শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেও তাঁহাদের নিরন্তর শ্রীহরির নাম-কীর্ত্তন হয়। আবার ব্যাকরণ শিক্ষা করিয়া তাঁহারা গোস্বামিবর্গের গ্রন্থাদি পাঠ করেন। সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ কুরুচিপূর্ণ পুস্তকাদি তাঁহারা স্পর্শ করেন না।

আবার রূপানুগ-দাসগণ কাল গণনা করিয়া থাকেন শ্রীগৌরাব্দানুযায়ী। শ্রীগৌরাব্দের প্রত্যেক মাস, প্রত্যেক তিথি ও প্রত্যেক বার বিষ্ণুরই বিভিন্ন নামে লক্ষিত। বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর, কেশব, নারায়ণ, গোবিন্দ—গৌরাব্দের এই বারটী মাস। প্রত্যেক মাস কৃষ্ণ প্রতিপদে আরম্ভ হয় এবং পূর্ণিমায় শেষ হয়। সুতরাং গৌরাব্দের মাসসমূহ চান্দ্র মাস—সৌর মাস নহে।

———

মধ্যে মধ্যে পুরুষোত্তম মাসের আবির্ভাব-নিমিত্ত কোনও কোনও গৌরাব্দে ত্রয়োদশটী মাসও লক্ষিত হয়। প্রাকৃত স্মার্ত্তগণ যে-সময়কে মল-মাস সংজ্ঞা দেন, সেই সময়েই বৈষ্ণবগণের অতি পবিত্র পুরুষোত্তম-মাসের আবির্ভাব। প্রাকৃত জগৎ অপ্রাকৃত জগতের হেয় বিকৃত প্রতিফলন। তাই বৈষ্ণবগণের অতি-পবিত্র পুরুষোত্তম-মাসের বিকৃত প্রতিফলন জড়-জগতের অতি অশুদ্ধ মল মাস।

প্রতি মাস গৌরপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষে বিভক্ত। প্রত্যেক পক্ষ ব্রহ্মা, শ্রীপতি, বিষ্ণু, কপিল, শ্রীধর, প্রভু, দামোদর, হৃষীকেশ, গোবিন্দ, মধুসূদন, ভূধর, গদী, শঙ্খী, পদ্মী ও চক্রী—এই পঞ্চদশটী তিথিতে বিভক্ত। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, কারণোদকশায়ী, গর্ভোদকশায়ী, ক্ষীরোদকশায়ী—গৌরাব্দের এই সাতটী বার।

তিথিবর নারায়ণ-গৌরবিষ্ণু গত কল্য অহৈতুক কৃপাপূর্ব্বক আমাদের হৃদয়ে এক অতিমর্ত্ত্য আচার্য্য-শিরোমণির অপ্রকট-লীলার স্মৃতি জাগাইয়া দিবার নিমিত্ত অতিথিরূপে আমাদের দ্বারে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। ভাগ্যবান্ জনগণ সেই আচার্য্যপ্রবরের আচার-প্রচার-লীলা-আলোচনা-পুষ্পাঞ্জলি ও প্রেমাশ্রু চন্দনে তিথিবরার আরাধনা করিয়াছেন।

———

যে আচার্য্যপ্রবরের অপ্রকট-স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া নারায়ণ-মাসের গৌর-বিষ্ণু তিথি সর্ব্ব-সজ্জন-পূজ্য হইয়াছেন, তিনিই রূপ-লালিত সনাতন-পালিত রূপ-সনাতন-শিক্ষার ঘনসার-প্রদাতা শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুপাদ। নারায়ণ ও গৌর-ভগবান্ এক বস্তু হইলেও আকর-বিচারে নারায়ণের অংশী গৌর-বিষ্ণু—এই মধ্য-পদলোপী ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস-নিষ্পন্ন তত্ত্বপূর্ণ শিক্ষাটী জীবকুলকে বিশেষরূপে প্রদান-কল্পেই তিনি নারায়ণ-গৌরবিষ্ণু তিথিতে অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিয়াছেন। নারায়ণের ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ এবং বিষ্ণুর সংরক্ষণ-কার্য্য শ্রীগৌরকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই হইয়া থাকে—ইহাও আচার্য্যপ্রবরের অপ্রকট তিথি নারায়ণ ও বিষ্ণুর মধ্যস্থলে গৌরকে সংস্থাপিত করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন।

———

আমরা গত বৎসর শ্রীনদীয়া-প্রকাশে ষড়্ গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল জীবপাদের জীবনী আলোচনা করিয়াছি। তাঁহার প্রকট-লীলা ভক্তিসদাচার-শিক্ষার প্রদর্শনী। সুতরাং তাঁহার আচার-প্রচার-লীলা আমরা যতই আলোচনা করিব, ততই আমাদের মূঢ়তা ও অনাচারের বন্ধন শিথিল হইবে এবং আমরা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পদনখশোভায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইবার সুযোগ পাইব।

———

শ্রীল জীবপাদ ব্রজের বিলাস-মঞ্জরী। তিনি পাষণ্ড মতবাদ-কণ্টকাদি সম্পূর্ণরূপে নিরাস করিয়া বিষয় ও আশ্রয়-তত্ত্বের অপ্রাকৃত লীলা-বিলাস কুসুম দিতে তাঁহার গ্রন্থোদ্যানমালা সুশোভিত করিয়াছেন। ঐ সমস্ত অপ্রাকৃত উদ্যানের শোভা বর্ণন আমার সাধ্যাতীত।

শ্রীল জীবপাদ বাল্যকাল হইতেই শ্রীমদ্ভাগবতের অনুরাগী ছিলেন। তিনি নবদ্বীপে আগমনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর অনুসরণে শ্রীনবদ্বীপ ধাম দর্শন ও পরিক্রমা করিয়া পাষণ্ডমতবাদ-খণ্ডনেচ্ছায় কাশীতে মধুসূদন বাচস্পতির নিকট সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তৎপর ব্রজে যাইয়া শ্রীল রূপ ও শ্রীল সনাতন গোস্বামীর আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক শুদ্ধ-ভক্তির প্রচার করিতে থাকেন। শ্রীমদ্ রূপ ও শ্রীমৎ সনাতন প্রভুদ্বয়ের অপ্রকটের পর গৌড়-মণ্ডল, ক্ষেত্র-মণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলের গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যের একচ্ছত্র আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া শ্রীগৌরবাণী কীর্ত্তন করিতে থাকেন। ইঁহা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই ঠাকুর নরোত্তম, আচার্য্য শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দ প্রভু গৌড় ও উৎকল প্রেমভক্তিতে প্লাবিত করেন। শ্রীল জীবপাদ স্বয়ং বৃন্দাবনে অবস্থান করিয়া শ্রীল রূপ ও শ্রীল সনাতনপাদের আনুগত্যে গ্রন্থ-প্রণয়ন ও পশ্চিম প্রদেশে ভক্তি-সদাচার-শিক্ষা প্রদান করিতে থাকেন।

———

তাঁহার গ্রন্থাবলী অধোক্ষজ-জ্ঞানে তাঁহার সুগভীর গবেষণা নির্দ্দেশ করিতেছে। প্রত্যেক গ্রন্থেই তাঁহার গভীর গুরুভক্তির পরিচয় দিতেছে। তৎরচিত শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ শিক্ষার্থিগণকে ইতরশব্দের কবল হইতে পরিমুক্ত করিতেছে। শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ বা ষট্‌সন্দর্ভ তুলনামূলক-বিচারে বৈষ্ণব-দর্শনের অসমোর্দ্ধ্ব প্রদর্শন করিতেছে। এতদ্ব্যতীত গোপালচম্পূ প্রভৃতি বহুবিধ গ্রন্থ রাধা-গোবিন্দের লীলামৃতের মধুরিমা প্রকাশ করিতেছে। তৎপ্রণীত বহুবিধ টীকা পূর্ব্বাচার্য্যগণের প্রণীত গ্রন্থাদি পাঠকগণের সহজবোধ্য করিতেছে। আচার্য্যপ্রবর আমাদিগকে কৃপা করুন, যেন তন্নির্দ্দেশ অনুযায়ী আমরা গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারি।

———

তারকব্রহ্ম নাম

(২)

তাই শাস্ত্র বলেছেন, "অতঃ শ্রীকৃষ্ণ-নামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥" সেবোন্মুখ হওয়াটাই দরকার। আত্মার কোন অভাব অসুবিধা নাই। ভগবান্ পূর্ণ ও বিভু বস্তু; আত্মা তাঁহারই বিভিন্নাংশ অণু চৈতন্য বস্তু। ভগবানের কোন অভাব নাই। সেই জন্য জীবাত্মারও কোন অভাব নাই। অনাত্মার সঙ্গে চিন্তাস্রোত জড়িত হ'লেই অভাবের রাজ্যে এসে পড়তে হয়; নচেৎ স্বরূপে জীবের কোন অভাব অসুবিধা থাকে না।

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ "শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভ[illegible]ঃ। অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥" শ্লোক উচ্চারণ ক'রে নন্দমহারাজের বন্দনা ক'রেছেন। নন্দমহারাজকে তিনি গুরুদেব বরণ ক'রেছেন। যাঁ'রা ভবভীত হ'য়েছেন, তাঁ'রা শ্রুতি, স্মৃতি, মহাভারত প্রভৃতি পুঁথিপত্র পড়তে থাকুন্ আপত্তি নাই; আমি কিন্তু নন্দেরই উপাসনা করি, কারণ তিনি স্বয়ং কৃষ্ণকে পুত্ররূপে পেয়ে প্রথম থেকেই সেবা করবার সুযোগ পেয়ে সিদ্ধ-হস্ত হ'য়েছেন।

———

জন্মান্তর-বাদ যাঁ'রা স্বীকার করে না, তা'দের বিচারের সঙ্গে আমাদের বিচার পৃথক্। আমরা গীতার বিচার মান্য করি। গীতার বিচারে "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি। তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥" এক জন্মেই আমাদের সব শেষ হ'য়ে গেল না। আত্মার বিনাশ নেই; আত্মা ভিন্ন ভিন্ন স্থূল সূক্ষ্ম দেহ ধারণ ক'রে সংসার চক্র ভ্রমণ করছেন।

———

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" জড়জগতের অনুভূতিতে আমরা কর্তৃত্বাভিমান করছি এবং কর্ত্তা হ'য়ে ভোগ ক'রবার জন্যে দৌড়াচ্ছি। ফলে, কর্ত্তা সাজতে গিয়ে এবং ভোগ করতে গিয়ে তা'রই গোলাম হ'য়ে পড়ছি। এটা আমরা নিজে নিজে উপলব্ধি করতে পারি। স্ত্রীর কর্ত্তা হ'য়ে তা'কে ভোগ করতে গিয়ে তা'রই খোসামোদ করতে করতে সারাজীবন ধ'রে তা'রই গোলামী করতে হচ্ছে।

———

আমার প্রভু কেহ নেই, আমি নিজেই প্রভু যে-মুহূর্ত্তে এই ধারণাটা আমাদের হ'য়েছে, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের অমঙ্গল ঘটেছে। ভোগ-বুদ্ধিটা প্রবল থাকা কাল-পর্য্যন্তই অসুবিধা। জীবের স্বরূপে দাস্য অনুস্যূত। সেই দাস্যটা কোন দিন ছাড়ে না—স্বরূপেই থাকি আর বিরূপেই থাকি। স্বরূপে কৃষ্ণদাস্য, আর বিরূপে কৃষ্ণেতর বস্তুর দাস্য করতে হ'বে।

———

ভক্তি আশ্রয় না করলে, সেবা বুদ্ধিটা না আসা পর্য্যন্ত আমাদের অসুবিধা ঘটে। ইন্দ্রিয় দ্বারা মেপে নেওয়া ধর্ম্মটা ততক্ষণ থাকে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের ভক্তি-বৃত্তি জাগরিত না হয়। মেপে নেওয়া ধর্ম্মেই ভোগ-বুদ্ধিটা র'য়েছে। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে যা'কে মেপে নিতে চাই, সেইটাই আমাদের ভোগ্য বস্তু হ'য়ে পড়ে। কৃষ্ণ অধোক্ষজ বস্তু। মেপে নেওয়া ধর্ম্মদ্বারা তাঁ'র কাছে পৌঁছান যায় না।

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।১৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।১৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।১৶০
৭। ভ-নরহত্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড)
৪১। ব্রহ্মসংহিতা
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশত ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাধ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ য়্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া প্রকাশ

প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধিপাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া
৯। দ্বাদশগোপাল পাট কাঁচালপুলি, চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটী, (বর্দ্ধমান)
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাযোড়া, রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু, হাওড়া
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ রুক্মিণীনগর, বাসুদেব-
পুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ নব গোপালপুরম, মান্দ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, ওয়েষ্ট
গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ বলগাণ্ডি, পুরী,
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুমুরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ আগস্তকুণ্ড, কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	ঢাকা
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	এলাহাবাদ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	শ্রীমায়াপুর
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা
৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	ঢাকা
৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	ঢাকা
১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মান্দ্রাজ
১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	ঢাকা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা ! সুবর্ণ সুযোগ !!

ভক্তিশাস্ত্রের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিরকালের অন্যান্য দুর্বোধ্য বলিয়া ভক্তি-শাস্ত্রীয় নিবন্ধসমূহের পেছনে দৌড়াইয়া শান্ত ও আনন্দাম্বুধির ক্রমবর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় অবগাহন হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত রসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থ লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবল-ক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মঞ্জুহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এন্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা ; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসম্বলিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুর প্রকৃত আত্মীয় ইংরেজীতে ভাগবতপাদ শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংলাপ জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের গোদাবরী উপকূলে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-সঙ্গে কথোপকথনের বিশদ বর্ণনা বৈষ্ণবাচার্য্যগণের-প্রণালী সন্নিবিষ্ট। ডবল ক্রাউন উত্তম এন্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।

(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী।

পূর্ব্ব সুযোগ !

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসেস' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পরমার্থমন্দির

১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন

বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা ; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ সুলিখিত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড।৶০

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে।৴০

পারমার্থিক জগতে অভিনব অবদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগতগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সজ্জনগণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অচকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'দশমাবশেষের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথা ও শ্রীচৈতন্যমঠ' 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি ?' 'অসজ্জ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৫০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপ-বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, বাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৫০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরনামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজনপথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৫০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রৌতপথৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠা শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৫০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

উনিয়ন বোর্ডের ফর্ম্মই

ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, "বক্সের এবং কোর্টের যাবতীয়"।

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা ৵০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ॥০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টরী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বন্দোবস্তের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জজ ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৷৵০ আনা।

মিটিংএর নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার চেক ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ॥০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

কেশরঞ্জন পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

নবজ্বরের প্রতিকারার্থ ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমাপ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, তাহাতে গুণের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭ ৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০ ৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৩-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৭, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫-৩১	৯-৫	১২-১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫ ৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩৩	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫ ৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১১	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মালব্য ও বর্ম্মী নেতা

সর্ব্বদল মিলন সমিতির প্রেসিডেণ্ট পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজীর সহিত বর্ম্মী সঙ্ঘসমূহের সাধারণ পরিষদের এবং নিখিল ব্রহ্ম বিভাগ বিরোধী দলের প্রেসিডেণ্ট মহোদয়ের তার বিনিময় হইয়া গিয়াছে।

পণ্ডিতজী তার করিয়াছেন যে ভারতের সমস্ত দলই স্বীকার করেন যে ব্রহ্মদেশ ভারতের সহিত রাষ্ট্রবিষয়ে যুক্ত থাকিবে কিনা, সে বিষয়ে ব্রহ্মবাসীর বিচার করিবার অধিকার আছে। নির্ব্বাচনে এবং ব্যবস্থাপক সভায় ব্রহ্মবাসী ভারতের সহিত যুক্ত থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় ভারতের সকল দলই ব্রহ্মবাসীর এই ইচ্ছাকে সাদরে অভিনন্দিত করিতেছেন। স্বায়ত্তশাসনাধীন ভারত ও ব্রহ্মদেশ পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা এবং উপকারসূচক সম্পর্ক রাখিবে, সকলেই এই সদিচ্ছা প্রকাশ করেন।

ইহার উত্তরে বর্ম্মী নেতা ইউ, চিৎলাঙ্গ তার করেন যে ভারতের সহিত ঐক্য। সম্মানসূচক সম্বন্ধ রক্ষার জন্য বর্ম্মাবাসী ভারতবাসীকে ধন্যবাদ দিতেছেন। আশা করা যায় যে, এই উভয় দেশের স্বার্থ-বিরোধী দল নির্ব্বাচক এবং ব্যবস্থাপক সভার মত উল্টাইবার জন্য চেষ্টা করিতে বিরত থাকিবেন।

কুমিল্লায় গাড়ী লুঠ

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে ময়নামতী গ্রামে একটী গরুর গাড়ী লুঠ সম্পর্কে তিন জন ধৃত হইয়াছে। রাত্রি প্রায় ২ টার সময় খদ্দর বোঝাই একখানা গাড়ী সাওতা-স্কুলের সামনে দিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ কতকগুলি লোক গাড়ী আক্রমণ করে এবং কতক জিনিষপত্র লইয়া পলায়ন করে। গাড়োয়ান একজনকে চিনিতে পারিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

বালিকার ব্যায়াম

বরোদা আর্য্য কন্যা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীদের তরবারি, ছোরা প্রভৃতি খেলায় কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য একটী সভা অনুষ্ঠিত হয়। কার্য্য শেষে বালিকাদের ব্যায়ামের আবশ্যকতা সম্বন্ধে একটি বক্তৃতার পর সভা ভঙ্গ হয়।

কলিকাতা সম্মেলন

এলাহাবাদ মিলন-বৈঠক একটী সব কমিটী করিয়া কলিকাতায় সর্ব্বদলের নেতৃবর্গের সহিত কথাবার্ত্তা করিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। বিরলা পার্কে একটী সম্মেলনের অধিবেশন হয়। তাহাতে হিন্দু প্রতিনিধিবৃন্দ বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সভার প্রস্তাবানুযায়ী মুসলমানদিগকে শতকরা ৫১টী স্থান ব্যবস্থাপক সভায় দিতে অস্বীকার করেন, মুসলমানেরা বলেন যে তাঁহারা ঐ অনুপাতে ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি পাঠাইতে পাইলে ইউরোপীয়-দিগকে কয়েকটী স্থান ছাড়িয়া দিবার জন্য পীড়ন করিতে সাহায্য করিবেন। বিলাতের প্রধান মন্ত্রী ইউরোপীয় দিগকে যত গুলি স্থান দিয়াছেন হিন্দু ও মুসলমান, উভয় পক্ষের মতেই তাঁহারা এত অধিক সংখ্যক স্থান অধিকার করিতে পারেন না।

হরিজন সেবক সভা

দিল্লীর ছাত্রগণ হরিজন সেবক সভা নামক একটী সভা স্থাপন করিয়াছে। সভার উদ্দেশ্য অস্পৃশ্যদিগকে শিক্ষাদান, বরপণ প্রথা এবং বাল্যবিবাহ নিবারণ।

সাহিত্যিক দলাদলি

কোলাপুরে মহারাষ্ট্র সাহিত্য সম্মেলনের সপ্তদশ অধিবেশনে সাহিত্যিক-দিগের মধ্যে ভীষণ দলাদলি প্রকট লাভ করে। অধিবেশনের পূর্ব্ব দিবস স্থানীয় কাগজে একটী খোলা চিঠি প্রকাশিত হয়। তাহাতে লেখা আছে যে এই অধিবেশনের উদ্যোক্তাদিগের বিরুদ্ধে আইন অনুসারে কার্য্য করা হইবে। বরোদার যুবরাজকে সভাপতিত্ব করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

মুসলমান সম্মেলন

কলিকাতার মুসলমান সম্মেলনে কয়েকটী বিশ্রী ঘটনা হইয়া গিয়াছে; ইহাতে মুসলমানদিগের মধ্যে ভীষণ দলাদলি প্রকাশ পায়। জাকেরিয়া ষ্ট্রীট দিয়া নাকি এই সম্মেলনের বিপক্ষদল একটী শোভাযাত্রা বাহির করে।

সভাস্থলেও অনেক গোলমাল এবং মত-ভেদ দৃষ্ট হয়। মৌলানা সৌকতআলির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ লইয়া বিবাদ আরম্ভ হয়।

সভাস্থলে প্রবেশ পথেও অশান্তির সৃষ্টি হয় এবং পুলিশ লোকদিগকে ছত্রভঙ্গ করিতে বাধ্য হয়।

পুলিশ খুন

হায়দ্রাবাদের নিজামের পুলিশ বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ জে, ই আর্মষ্ট্রংএর কর্ম্মতৎপরতায় আকোলার পুলিশ নাথ সিং নামক একজন ডাকাতকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহার সাতজন সহকারীও ধরা পড়িয়াছে। এই ডাকাতের দল দুইজন পুলিশের লোক খুন করিয়া পলায়ন করে। ধরা পড়িবার সময় তাহারা রিভলভার ও তরবারি লইয়া পুলিশের সহিত লড়াই করে। তাহাতে দুইজন আহত হয়।

স্বদেশী আন্দোলন

পুরীতে দুইজন পিকেট করায় গ্রেপ্তার হইয়াছে।

রাজসাহী, বাগেরহাট, কেন্দ্রপাড়া যশোহর বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থান হইতে স্পেশ্যাল পাউয়ারস্ অর্ডিনান্স আইনে, অথবা কংগ্রেসের ঢাক বেলি কিম্বা মিছিল বাহির করার জন্য গ্রেপ্তার করার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে এবং বিভিন্ন স্থানে খানাতল্লাসী ও লাহোরে ১৯৩২ সালের পঞ্জাব ক্রিমিনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অনুসারে আটকের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে আরও অন্যান্য স্থান হইতেও গোলযোগের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। স্থানাভাবে সমস্ত প্রকাশ করিতে পারা গেল না।

দিল্লী, ভবানীপুর, গাইবান্ধা নবাবগঞ্জ এবং পাটনা হইতেও ধরপাকড় এবং খানাতল্লাসের খবর পাওয়া গিয়াছে।

পাটনায় দুই জন কংগ্রেসের বহি পত্র প্রভৃতি রাখার জন্য ৪ মাস ও এক জন ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

সমর শিক্ষা শিবির

"মহারাষ্ট্র" সম্পাদক মিঃ জি, এ, ওগেল অমরাবতীর হনুমান ব্যায়াম প্রচারক মণ্ডলের সমর শিক্ষা শিবির স্থাপন করিয়াছেন। সমস্ত ভারত হইতে ছাত্র আহূত হইয়াছে।

ডাকাতি

আসামী খালাস

আনন্দ মণ্ডল এবং আসাদ সেখের নামে ডাকাতির অভিযোগ হয়। কিন্তু জুরীগণ একবাক্যে নির্দ্দোষ বলায় হাওড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট সেসন জজ আসামী দ্বয়কে খালাস দিয়াছেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত ১৭ই জুন রাত্রিতে কতকগুলি লোক হাওড়া জেলার বাগনান থানার একটী বাড়ীতে ডাকাতি করে। স্থানীয় কতকগুলি লোক ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই করিতে আসে, কিন্তু তাহারা পলায়ন করিতে বাধ্য হয় এবং তাহাদের একজন লাঠির দ্বারা প্রহৃত হয়।

ছাত্রের সন্ধানে

গাইবান্ধায় ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে গোয়েন্দা বিভাগের কর্ম্মচারী পুলিসসহ শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র রায়ের বাড়ীতে খানাতল্লাস করে। পাবনা কলেজের ছাত্র বিনয়-কুমার রায়ের খোঁজেই খানাতল্লাস করা হয়। আপত্তিকর কিছুই পাওয়া যায় নাই। পুলিস কেবল বিনয়ের ঠিকানা লিখিয়া লইয়া চলিয়া যায়।

প্রদর্শনী

আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে নারায়ণগঞ্জে একটী শিল্প প্রদর্শনী বসিবে।

জামীনে মুক্তি

ত্রিপুরা জেলার খেরুনিয়া মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কয়েকটি বাজেয়াপ্ত পুস্তিকা ও প্রচার পত্র প্রাপ্তি সম্পর্কে গ্রেপ্তার হন। ১০ই জানুয়ারী মোকদ্দমার দিন আছে তিনি ২০০ টাকা জামীনে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

চিনির কল

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ঢাকার দেশবন্ধু সুগার মিলস্ নামক চিনির কলের একজন পৃষ্ঠপোষক হইবেন। তিনি শীঘ্রই এই মিলটী দর্শন করিতে ঢাকায় যাইবেন।

ঝরিয়ায় উত্তেজনা

গত ২৭শে ডিসেম্বর হইতে ঝরিয়ার কয়লার খনির বিভিন্ন ফাটাস্থান দিয়া প্রচুর পরিমাণে ধুম নির্গত হইতেছে। প্রকাণ্ড অগ্নিশিখা দৃষ্টিগোচর হওয়াতে ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অবস্থা আরও খারাপ হইবে বলিয়া মনে হয়।

মোহান্তের মামলা

মালদহ মঠের মোহান্ত বোগড়ার শেরপুর এবং রংপুরের মহীগঞ্জস্থিত দেবোত্তর সম্পত্তির রিসিভার নিযুক্ত করিবার জন্য যে আবেদন করেন বোগড়ার অতিরিক্ত ডিষ্ট্রিক্ট জজের আদালতে তাহার বিচার চলিতেছে। জানুয়ারি মাসে রায় বাহির হইবার সম্ভাবনা।

প্রতৈজি | শ্রীধাম নবদ্বীপ | দৈ নি ক | Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩||০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড । সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৫১তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৮ই পৌষ সোমবার ১৩৩৯, ২রা জানুয়ারী ১৯৩৩

প্রসিদ্ধ শিকারীর ফাঁসি

কোকেন ও রিভলভার আমদানি

রহস্যজনক মৃত্যু

অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু

আমেরিকায় যুদ্ধ

পিস্তলসহ গ্রেপ্তার

নানা কথা

প্রসিদ্ধ শিকারীর ফাঁসি

চার্লস্ উইলিয়াম রস নামক একজন নামজাদা শিকারী পত্নী হত্যা করিবার জন্য যাত্রা করিয়া দুইজন ইংরাজ কুমারীকে হত্যা করেন। আফ্রিকার নাইরবি মফস্বলে এই অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়। নাইরবির আদালতে তাঁহার উপর ফাঁসির আদেশ হয়। রস সাহেব টাঙ্গানিকার প্রধান বিচারপতির আদালতে আপীল করেন; তাহাতে বলা হয় যে তিনি বিকৃত-মস্তিষ্ক ছিলেন। আপীল ডিসমিস হইয়াছে।

—————

কোকেন ও রিভলভার আমদানি

রেঙ্গুনের কাষ্টমস্ প্রিভেণ্টিভ কর্ম্মচারিবর্গ আরভা নামক জাহাজে একজনের নিকট ৪৫০০০ টাকা মূল্যের কোকেন এবং হনলুলু মারু জাহাজে একজনের নিকট একটী রিভলভার ও কিছু কার্টুজ লুক্কায়িত অবস্থায় প্রাপ্ত হন।

—————

রহস্যজনক মৃত্যু

ডেরাডুন ক্যাণ্টনমেণ্টে রয়েল আর্টিলারি বিভাগের ক্যাপ্টেন ক্রাউডী নামক একজন সেনানীকে তাঁহার কক্ষে নিহত অবস্থায় দেখা যায়। তাঁহার পার্শ্বে একটী রিভলভার ছিল। মৃত্যুর কারণ এখনও অজ্ঞাত। সামরিক সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করা হইয়াছে।

অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু

লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্টে ডায়ার মীকিন কোম্পানীর একটী বাড়ী একেবারে পুড়িয়া গিয়াছে। রাত্রি সাড়ে এগারটার সময় আগুন লাগে। বিবি বিকার্স এবং তাঁহার কন্যা নিদ্রা হইতে উত্থিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাদের শয়ন গৃহ দগ্ধ হয় এবং ধূমপূর্ণ হইয়া যাওয়ায় তাঁহারা বহু চেষ্টা করিয়াও বাহির হইতে পারেন নাই। তাঁহারা কক্ষ মধ্যেই পুড়িয়া মারা যান। বিকার্স সাহেব এবং অপর দুইটী সন্তান পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করেন; কিন্তু তাঁহাদের শরীর এরূপ ভাবে পুড়িয়া যায় যে তাঁহাদিগকে হাসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

—————

পলাতক আসামী

সার লায়িএলাফিন্ ষ্টোন এবং এলফ্রেড লরেন্স নামক দুইব্যক্তি লোক ঠকাইয়া টাকা আদায় করার অভিযোগে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার পুলিশের হেফাজতে আটক আছে।

একজন সাক্ষ্য প্রদান কালে বলে যে তাহাকে আসামীরা ন্যাশন্যাল ম্যানুফ্যাক্টারি নামক দিয়াশলাইয়ের কলের এসিষ্টেণ্ট ম্যানেজারের পদ দিয়া ৭৫০ পাউণ্ড আদায় করে; কিন্তু পরে দেখা যায় এই কোম্পানীর অস্তিত্ব ও নাই।

আর একজন নালিশ করে যে লরেন্স তাহাকে বলে যে অফিসে তাহাদের কোম্পানীর একচেটিয়া দিয়াশলাইয়ের কারবার আছে; কিন্তু তাহাকে ছাড়পত্র দেখাইতে অস্বীকার করে।

—————

আমেরিকায় যুদ্ধ

পাঠক অবগত আছেন যে দক্ষিণ আমেরিকায় বলিভিয়া এবং প্যারাগুয়ের মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছে। ছয় সপ্তাহ ভীষণ যুদ্ধের পর প্যারাগুয়ের সৈন্যদল সাভেড্রা, সামাক্লে এবং মার্গারা নামক স্থানের দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া পিছাইয়া গিয়াছে। গ্রানাকের পি ক্লোমেরো অঞ্চলে বলিভিয়া ক্রমাগত অগ্রসর হইতে করিতেছে।

—————

পিস্তলসহ গ্রেপ্তার

কলিকাতার পিন্সেপ ষ্ট্রীটে কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী নামক একজন গ্রেপ্তার হয়। তাহার নিকট একটী পিস্তল ছিল। স্যাকরা ষ্ট্রীট বোমার মামলায় তাহার সাত বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

আগামী ৬ই জানুয়ারী তারিখে মোকদ্দমার দিন ধার্য্য আছে। আসামীকে পুলিশ হেফাজতে রাখা হইয়াছে।

—————

রাজপুত্র ও বেকার

বেকারদিগকে সাহায্য করিবার জন্য পার্সনাল সার্ভিস লীগ নামে একটী সংঘ সংগঠিত হইয়াছে; তাহার ব্যবহারের জন্য প্রিন্স অব ওয়েলস্ পিনিংটনের একটী প্রাসাদ ছাড়িয়া দিয়াছেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৮ই পৌষ, সোমবার ১৩৩৯

অস্পৃশ্যতা নানা দেশে নানা আকারে আছে এবং তাহা দূরীকরণের চেষ্টা ও অনেক দেশে চলিতেছে।

জাপানের কর্তৃপক্ষ আইন দ্বারা অস্পৃশ্যদিগকে স্পৃশ্য করিতে পারেন নাই। ভারতের অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে স্যর শিবস্বামী আয়ার বলিয়াছেন—এই মত সমর্থন করা যায় না যে, হরিজনগণ হিন্দু বলিয়া সকল হিন্দু মন্দিরে তাহাদের প্রবেশ লাভের আইনতঃ দাবী রহিয়াছে। প্রবেশাধিকার স্থানীয় আচারের উপর নির্ভর করে। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, হিন্দুর মন্দিরে মাত্র হিন্দুদেরই প্রবেশাধিকার আছে। কিন্তু ইহাও সর্বজনবিদিত যে মন্দিরের ট্রাষ্টিগণ বহু ক্ষেত্রে য়ুরোপীয়, মুসলমান ও বৌদ্ধ প্রভৃতি ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিয়াছেন; এমন কি অনেক সময় তাহাদিগকে মন্দিরে নিমন্ত্রিত করিয়া লইয়া গিয়াছেন। অবশ্য মন্দিরের পবিত্রতম অংশে তাহাদিগকে লইয়া যাওয়া হয় নাই। বর্ত্তমান সমস্যা হইল এই যে, হরিজনদের মন্দির প্রবেশের বাধা কিরূপে দূর করা যায়। ভোট দ্বারা গণমতের নির্দ্ধারণ করিয়া এই সম্বন্ধে আইন করা একটী উপায় বটে। ব্যক্তিগতভাবে আমি মন্দির প্রবেশের পক্ষে। কিন্তু আইন অপেক্ষা নৈতিক চাপই যেন ভাল। জোর করিয়া আইন করিলে সাম্প্রদায়িক বিরোধ উপস্থিত হইবে। এই সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী যে পদ্ধতি পরিগ্রহ করিয়াছেন তাহা মাত্র পদানতের প্রতি, সুবিচারের জন্য নয়, ইহা সমগ্র জাতির উত্থানের কামনায়।

এত বড় অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন আন্দোলনের কেন্দ্রবর্তী অস্পৃশ্যদিগের জন্য মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। উন্নত শ্রেণীর অপেক্ষা অবনত শ্রেণীর লোক প্রবণতর, অধিকতর স্বাধীন চেতা, স্থায়বান্, পবিত্র, মনুষ্যত্বযুক্ত এবং প্রযোজনীয় বলশক্তিসমের গুরুর এই বাণী আমাদের কর্ণে প্রবেশ লাভ করিতেছে না।

এক শ্রেণীর লোক ক্রমাগত বলিতেছেন যে বর্ত্তমান সভ্যতার অর্থ অল্প সংখ্যক লোকের বিলাসিতার জন্য জনসাধারণের দলন। অস্পৃশ্যতা, সাম্রাজ্যবাদ প্রভৃতি ইহারই অভাবদোষ। কিন্তু বল্‌শেভিকবাদও কি ইহার একটা অঙ্গ বা প্রতিক্রিয়া নয়?

এবৎসর আর একটী বিষয়ে অসফলতা দেখা যায়। জাতিসঙ্ঘ নিরস্ত্রীকরণ ব্যাপারে বিশেষ অগ্রসর হইতে পারিলেন না। সকলের মনেই শঙ্কা এবং অবিশ্বাস; এ অবস্থায় অস্ত্রসম্ভার কমানর কথা বলাই বাতুলতা। ইংলণ্ড বলেন—আমরা একতরফা কত কমাইব? কিন্তু কমান এবং বাড়ানর অর্থবোধ কঠিন ব্যাপার। ইংরাজ যদি অস্ত্রসম্ভার কমাইয়া থাকেন, তাহা হইলে ভারতের লোক অস্ত্রশস্ত্রের খরচ যোগাইতে নিঃস্ব হইয়া যাইতেছে কেন? ভারতবর্ষের ন্যায় দারিদ্র দেশের সামরিক খরচ কমান নিতান্ত আবশ্যক, আমাদের নিজের অন্ন বস্ত্র নাই জুটুক, সৈন্যবিভাগের খরচা যোগাইতেই হইবে, দেশ ম্যালেরিয়া প্রভৃতি অনিবার্য ব্যাধিতে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে তাহাতে কি আসে যায়?

আজ কাল আমাদের শান্তি স্থাপনের সমস্ত চেষ্টাই যে বিফলমনোরথ হইতেছে, তাহার কারণ বর্ত্তমান সভ্যতার অঙ্গীভূত অসংযম, অসরলতা, ধর্ম্মহীনতা, স্বার্থপরতা কপটতা এবং সর্ব্বোপরি, অন্যায় প্রভুত্বের অদম্য লিপ্সা। আমরা চাই না জীবন্ত মানুষ; আমাদের দরকার প্রাণহীন মনুষ্যাকার যন্ত্র। আমরা চাই মানুষের ন্যায্য অধিকার কাড়িয়া লইয়া সভ্যতার উন্নতি সাধন—রেল, বৈদ্যুতিক আলো, মোটর, কারখানা, কামান, গোলা, বারুদ। ইহাতে কিরূপে মনুষ্যত্বের বিকাশ হইবে?

আমাদের পেট ভর্ত্তি থাকার সময় লম্বা লম্বা কথা বলি; তখন লোকহিতৈষিতা যুবকদিগের সুশিক্ষা, দরিদ্রদিগের উন্নতি সাধন প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করি। কিন্তু এ সমস্তই কি কপটতাপূর্ণ নয়? কয়জন এই সমস্ত কাজে প্রাণ ঢালিয়া দি? কেবল মাত্র 'দারিদ্রনারায়ণ', (?)' 'হরিজন' বলিয়া চীৎকার করিলে অথবা একদিন সখ করিয়া শোভাযাত্রা লইয়া অস্পৃশ্যদিগের পাড়ায় ঝাট দিলে হইবে না। তাহাদিগের কর্ত্তব্যজ্ঞান লাভ করাইতে হইবে। তাহাদিগের প্রতি অমন্দোরতা দয়া করিতে হইবে। নচেৎ সমস্তই ভণ্ডামি।

ভারতীয় সামরিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশ লাভের জন্য যে পরীক্ষা গৃহীত হয়, তাহাতে সমস্ত প্রদেশের অধিবাসীদেরই উপস্থিত হইবার অধিকার আছে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে-সমস্ত জাতিকে পূর্ব্বে অনুন্নত বলিয়া উপেক্ষা করা হইত, তাহারা বাস্তবিকই উপেক্ষনীয় নহে। পাঞ্জাবের পরীক্ষার্থীরাই সর্ব্বাধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। পরীক্ষকগণও এক প্রদেশ হইতে গৃহীত হ'ন নাই।

চীন ও জাপানের মধ্যে সন্ধি হওয়ার পর ছয় মাসের মধ্যে সাংহাইয়ের অবস্থার বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ব্যবসায়ের উন্নতি তেমন দেখা যায় না বটে, কিন্তু অনেক ঘরবাড়ী ও হোটেল তৈয়ারি হওয়া সত্ত্বেও বাড়ীভাড়া ক্রমাগত বাড়িতেছে। চীন ও জাপানের মধ্যে পুনরায় বিবাদ আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা হয়। চীনারা জাপানী-পণ্য বর্জ্জন এবং জাপানীরা চীনাদিগের বর্জ্জন-আন্দোলন বলপূর্ব্বক দমন করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করে। যাহা হউক, ব্যাপার সহজেই মিটিয়া যায়।

মাঞ্চুরিয়ায় এবং সাংহাইয়ে পরাজয়ে চীনারা খুব মনঃক্ষুন্ন অবস্থায় আছে; কিন্তু জাপানীরা সে কথা স্বীকার করে না। তাহারা বলে যে চীনারা এসমস্ত কথা শীঘ্র বিস্মৃত হয়। কিন্তু দুর্ব্বলের সম্বন্ধে সবল যাহা ইচ্ছা বলিতে পারে।

এখানে সমস্ত জাতিই বাণিজ্য উপলক্ষে সমবেত হইয়াছে, কিন্তু বিবাদ বিসংবাদের জন্য কেহই আন্তর্জ্জাতিক আদালতের সাহায্য গ্রহণ করে না, সমস্ত ব্যাপারই স্থানীয় সালিসীর সাহায্যে মিটমাট হইয়া যায়।

স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু এবং মিষ্টার এম, আর, জয়াকর তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকেও বিশেষ কোন আশা না পাইয়া অবশেষে ভারত-সচিবের হস্তে একখানি শাসনতন্ত্রের পাণ্ডুলিপি প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহারা বলেন যে, ১৯৩৫ সালের মধ্যে ভারতে কেন্দ্রীয় স্বায়ত্তশাসন স্থাপিত করিতে হইবে। কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকাকে স্বায়ত্তশাসন এবং ঔপনিবেশিক অধিকার দানের সময় যেমন রাজকীয় ঘোষণাপত্র এবং পার্লামেন্টের আইন প্রকাশিত হয়, ভারতের সম্বন্ধেও সেইরূপ করিতে হইবে।

সরকারী মহলে ১৯৩৪ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং ১৯৩৫ সালে কেন্দ্রীয় স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তন প্রস্তাব কতকটা সমর্থিত হইতেছে।

কেন্দ্রীয় স্বায়ত্তশাসনের তারিখ ঠিক করার বিপদও আছে একথা স্যার তেজ-বাহাদুর এবং মিঃ জয়াকর উভয়েই স্বীকার করেন, কারণ রাজন্যবর্গ যোগ না দিতেও পারেন। তবে ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে যোগদিবার জন্য আহ্বান করিতে পারেন এবং যদি তাঁহারা যোগদান নাও করেন, তাহা হইলেও কেবল মাত্র বৃটিশ ভারত লইয়াও ফেডারেশন স্থাপিত হইতে পারে।

নিখিল ভারত মুসলমান সম্মেলনের সভাপতি প্রকাশ করেন যে, সম্মেলন এবং সঙ্ঘের মত অধিকাংশ মুসলমানই মানিয়া লইয়াছেন। হালিডে পার্কের অধিবেশনে চারিজন প্রাদেশিক মন্ত্রী এবং ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার বহু সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতি সাহেব গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সাম্প্রদায়িক' ভোট প্রথা গ্রহণ করিতে সম্মতি প্রকাশ করেন, তবে তিনি বলেন যে, মুসলমানদিগের আরও সুবিধা দরকার। তিনি আরও বলেন যে, বঙ্গীয় মুসলমানগণ যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার অধিকার পান নাই। ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র-সঙ্ঘে মুসলমানেরা বৃটিশ ভারতের এক তৃতীয় ভাগ প্রতিনিধিত্ব পাওয়ায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন, তবে রাজন্যবর্গ যোগদান করিলেও যাহাতে এই অনুপাত বজায় থাকে তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

তাহার মতে এলাহাবাদ সম্মিলনের বিশেষ দোষ এই যে, ইহাতে দলসমূহের সহিত কথাবার্ত্তা না হইয়া কেবল মাত্র লোক বিশেষের মধ্যে মীমাংসা হয়। জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণের মতের প্রতি তাঁহার দলের লোক সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দিতে সম্মত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, ২০ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৬ ১৮ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২রা জানুয়ারী ইং ১৯৩৩ সোমবার } ২০১৩ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বহুজন্মের সুকৃতিফলে যাঁহাদের হৃদয়ে সাধুসঙ্গ করিবার জন্য শ্রদ্ধাবীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, তাঁহারা জগদ্‌গুরু আচার্য্যবর্য্যের ঢাকায় শুভবিজয় শ্রবণে স্থির থাকিতে না পারিয়া উৎকণ্ঠার সহিত প্রভুপাদপদ্মে আসিয়া শরণাগত হইতেছেন এবং হরিভজনের উদ্দেশ্যে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিয়া নিজ-দিগকে ধন্য মনে করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদও তাঁহাদিগকে জীবের নিত্য-ধর্ম্ম ও নিত্য কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেছেন।

প্রত্যহই বহু দূরদেশ হইতে ভক্তগণ আসিয়া শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসবে যোগদান করিতেছেন। মঠবাসী ও সমাগত সমস্ত ভক্তমণ্ডলীর উদ্দেশ্য একই কেন্দ্রাভিমুখে ধাবিত থাকায় অর্থাৎ সকলেই শ্রীশ্রীগুরুপাদ-পদ্মের মনোঽভীষ্ট সম্পাদনে যত্নবান্ হওয়ায় জগতে ঐক্য (Harmony) কি প্রকারে স্থাপিত হইতে পারে, তাহার আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন। জগতে যেখানে পরস্পর সকলে স্ব স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণ করিবার জন্য ব্যস্ত, সেখানে বিরোধ (Discord) অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু যেখানে সকলেই সেই এক স্বরাট্ সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র বাস্তব বস্তুর ইন্দ্রিয়-তোষণের জন্য চেষ্টান্বিত, সেখানে কোন প্রকার বিরোধ থাকিতে পারে না। এই অবস্থাতেই বিরোধ ও দ্বন্দ্বহীন প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হইতে পারে।

ঢাকা ২৫।১২।৩২

ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে আকর মঠরাজ নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের আচার্য্য-প্রবর যে সৎশিক্ষা বা পারমার্থিক প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছেন, তাহা আগামী ৬ই জানুয়ারী ১৯৩৩ তারিখে উদ্মোচন করা হইবে বলিয়া দিন ধার্য্য হইয়াছে। প্রদর্শনীকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যহ প্রদর্শনীর-ক্ষেত্রে যাইয়া যথাযোগ্য উপদেশ প্রদান ও সমস্ত কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন।

অপরাহ্নে প্রভুপাদপদ্মে সমাগত সজ্জন-বৃন্দের নিকট প্রচুর পরিমাণে হরিকথা কীর্ত্তন হইতেছে। অদ্য রবিবার বৈকাল হইতে অনেক ভদ্রমহিলা ও ঢাকা-সহরের জজ-কোর্টের উকীল, সব জজ, কলেজের অধ্যাপক প্রভৃতি শিক্ষিত সজ্জনগণ শ্রীল প্রভুপাদপদ্ম হইতে অতিমর্ত্ত্য বৈকুণ্ঠবাণী শ্রবণ জন্য আসিয়া উপস্থিত হ'ন। ইঁহাদের মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত সবজজ রায় সাহেব শ্রীযুত সারদাপ্রসন্ন সেন ঢাকা ইন্‌টারমিডিয়েট কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুত হরিদাস সাহা এম-এ প্রভৃতিও উপস্থিত ছিলেন। ইঁহারা ব্যবহারিক জগতে সকলেই পণ্ডিত। কিন্তু আজ এই অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের নিকট বীর্য্যবতী চেতনময়ী বাণী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শ্রবণ করেন। শ্রবণান্তে এরূপ নিষ্কপট কৃষ্ণকথা তাঁহারা কোন দিন কাহারও নিকট হইতে শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করেন নাই বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন।

নিমসার ২৫।১২।৩২

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ গত ২১।১২।৩২ তারিখে লক্ষ্ণৌ হইতে নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠে শুভাগমন করিয়াছেন। তাঁহারা গত ২৪।১২।৩২ তারিখ শনিবার হরিবাসর দিবস বেলা ৩ ঘটিকার সময় পরমহংস মঠের সেবক শ্রীপাদ সত্যনারায়ণ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ অনন্তবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণ-প্রসন্ন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারী, প্রভৃতি বহু ভক্ত সঙ্গে লইয়া সীতাপুর জেলার অন্তর্গত মিশ্রিখ নামক স্থানে গমন করেন। তথাকার প্রসিদ্ধ মাড়োয়ারী লালা সিউনারায়ণজী ও লালা চৈতন্যনারায়ণজীর উদ্যোগে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় শ্রীপাদ গিরি মহারাজ হিন্দি ভাষায় প্রায় ১॥ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিয়া জীবের নিত্যধর্ম্মই যে কৃষ্ণ-সেবা, তাহা নানা প্রকার শাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা বুঝাইয়া দেন। সভায় বহু উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী এবং বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজও হিন্দি ভাষায় প্রায় ১ ঘণ্টাকাল একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন এবং আরও শ্রবণের আগ্রহ-প্রকাশ করিয়াছেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল।

পরমহংস মঠের সেবকগণ প্রত্যহ কীর্ত্তন, ভাগবত-পাঠাদির দ্বারা ভাগবত-ধামে ভাগবত মহিমা প্রচার করিতেছেন। এখানে ভাগবত-পাঠশালা খুলিয়া স্থানীয় অধিবাসিগণকে বিনাবেতনে পরা ও অপরাবিদ্যার তাৎপর্য্য শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ লক্ষ্ণৌ নগরে ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আচরিত ও প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন। যুক্তপ্রদেশের মহানগরী কাল বক্ষে লবণাম্বুরা হইলেও কলিকল্মষনাশিনী শুদ্ধভক্তিগঙ্গাজলপানে সৌভাগ্যবান্ জনগণের হৃদয় স্পর্শ করিয়া চেতনতার সাড়া দিতেছে। গৃহস্থ ভক্ত শ্রীপাদ অধোক্ষজ-দাস সেবা-কোবিদ্ মহোদয় সেবা-মহিমা প্রচারে সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করিয়া গৃহস্থকুলের আদর্শ-জীবনের উদাহরণ দেখাইতেছেন।

গত ২৭শে ডিসেম্বর বেলা ১১ ঘটিকার সময় শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ, শ্রীপাদ গিরি মহারাজ, শ্রীপাদ অনন্তবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ রাধারমণচরণ-শরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণপ্রসন্ন ব্রহ্মচারী প্রভৃতি প্রচারকগণ ট্রেণযোগে লক্ষ্ণৌ শুভবিজয় করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

২০ নারায়ণ, সঙ্কর্ষণ ৪৪৬

আত্মার স্বরূপ-ধর্ম্মের অপর নাম ভাগবত ধর্ম্ম। 'স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি' সুতরাং জীবমাত্রই স্বরূপতঃ গোলোকবাসী। গোলোকবাসী মাত্রই ভাগবত। ভাগবত-শব্দের অর্থ শ্রীভগবানের আশ্রিত সেবক। অদ্বয়-জ্ঞান বস্তুই শ্রীভগবান্ শব্দে কথিত, সেই অদ্বয়-জ্ঞান বস্তুর সেবা যাহার দ্বারা হয়, সেই ভক্তিরও অদ্বয়ত্ব-সিদ্ধ। নির্গুণা ভক্তিই স্বরূপলব্ধ ভাগবতগণের আত্মার একমাত্র ধর্ম্ম বা বৃত্তি; সুতরাং আত্মার ধর্ম্ম কখনও বহুবিধ হইতে পারে না।

আত্মা যখন স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ক্রমে স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া মায়াগ্রস্ত হ'ন, তখন ভিন্ন ভিন্ন দেহে অবস্থান কালে, মায়ার গুণত্রয়ের যে যে গুণের দ্বারা আত্মা আবৃত হয়েন, নৈমিত্তিকভাবে তখন সেই আত্মায় মায়ার গুণগত ধর্ম্ম আরোপিত হইয়া থাকে।

তত্তদ্দেহের গুণগত স্বভাবানুযায়ী ভিন্ন-ভিন্ন-রুচি বিশিষ্ট হইয়া একই স্বরূপধর্ম্মবিশিষ্ট আত্মার, মায়াবদ্ধাবস্থায় বিভিন্ন ধর্ম্মে রুচি দৃষ্ট হয়।

শাক্তেয় মতবাদী পরমহংসক্রব সম্প্রদায় কপট উদারতার আবরণে 'যত মত তত পথ' প্রভৃতি জীবনঘাতক অশাস্ত্রীয় বুলি কপ্‌চাইয়া ভুক্তি-মুক্তি-কামনা-যুক্ত কামুক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে 'মহাপুরুষ' 'পরমহংস', 'অবতার' প্রভৃতি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইলেও প্রকৃত শাস্ত্রবিদ্‌গণ ঐসকল পরমহংসব্রুবগণকে ত্রিগুণাবদ্ধ জীব বিশেষ বলিয়াই সম্যগ্‌রূপে অবগত আছেন।

প্রকৃত পরমহংসগণ, জীবের মায়াবদ্ধাবস্থায় নৈমিত্তিক দেহ ও মনের ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও জ্ঞানপ্রভৃতিকে, মুক্তাবস্থায় নিত্য আত্মার ধর্ম্ম ভক্তির সহিত কখনও এক বলিয়া চিৎ ও জড়ের সমন্বয়কারী জড়-প্রতিষ্ঠা-কামী বঞ্চক ও বঞ্চিত নহেন।

তারকব্রহ্ম নাম

(৩)

মহাপ্রভুর অনুগত জনের আশ্রিত হ'লেই সুবিধা হ'বে। সেবার উন্মুখতা হ'লেই জিহ্বা দিয়ে শ্রীনাম বেরুবে। নাম-শব্দ ও নামীতে ভেদ নেই। যেখানে শব্দ ও শব্দীর উদ্দিষ্ট বস্তু ভিন্ন নয়, সেইটাই বৈকুণ্ঠ-শব্দ। প্রত্যেক শব্দই যখন কৃষ্ণকে লক্ষ্য করবে, তখনই নাম নামী এক হ'য়ে যাবে।

কৃষ্ণে দ্বাদশটী রস পূর্ণভাবে বর্ত্তমান; তাই তিনি অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি। কৃষ্ণকে ছেড়ে দিয়ে অন্য শব্দের দ্বারা ঐরূপ দ্বাদশ রসের পূর্ণ অভিব্যক্তি হ'বে না। সূর্য্যের উপাসনায়, গণেশের উপাসনায়, রুদ্রের উপাসনায়, শক্তির উপাসনায় একটা না একটা কিছু পাওয়া যায়; কিন্তু বিষ্ণুর উপাসনায় তাহার ঠিক বিপরীত। বিষ্ণুর উপাসনায় যাহার যাহা কিছু আছে সমস্ত বিষ্ণুপাদপদ্মে দিয়ে দিতে হয়, তবেই তার মঙ্গল ঘটে।

আমাদের এই সব জড়েন্দ্রিয়-সাহায্যে অধোক্ষজ কৃষ্ণের কাছে যাওয়া যায় না। আত্মেন্দ্রিয় দ্বারাই তিনি গ্রাহ্য হ'ন। আত্মার সেবা-বৃত্তি ছাড়া আর কোন বৃত্তি নাই; সেই সেবা-বৃত্তির দ্বারাই তাঁকে লাভ করা যায়। মনের দ্বারা কৃষ্ণের চিন্তা হ'তে পারে না। মনের দ্বারা সঙ্কল্প বিকল্প হয়—এটা নেব কি নেব না, বিচার এসে উপস্থিত হয়।

কৃষ্ণের স্বরূপ নির্ণয়ের অভাব হেতু আমাদের দুর্দ্দশা এসে উপস্থিত হ'য়েছে। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এক বস্তু। ভগবানের সবিশেষ-বিগ্রহ অবজ্ঞা ক'রে যাঁ'রা তাঁকে নির্ব্বিশেষত্বে আবদ্ধ রাখবার বিচার অবলম্বন করেন, তাঁ'দের সুবিধা হয় না। কৃষ্ণের স্বরূপ জানতে হ'লে আত্মসমর্পণটা আগে দরকার। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় "কৃষ্ণ তোমার হঙ যদি বলে এক বার। মায়াবন্ধ হইতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥" "কৃষ্ণ তোমার হঙ"—এরূপ আত্মসমর্পণ হওয়া চাই। ভগবান্ স্বয়ং গীতাতেও এই কথাই ব'লেছেন—"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাম্ তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥"

জ্ঞানের প্রয়াসই বলুন, আর যোগ, তপঃ প্রভৃতি যাহা কিছুই বলুন—ইহাদের কোনটাই কৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দিবার উপযোগী নয়। "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব" "যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ", "শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো" প্রভৃতি বহু বহু শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবত এই সব কথার বিচার ক'রেছেন ঐগুলি আমাদের বিশেষ আলোচনা হওয়া দরকার।

"প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্। ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥" শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবত কর্ম্মফলবাদী বড় বড় মনীষিগণের চিন্তাস্রোতের কথা বিচার ক'রে তাঁদের ভ্রম দেখিয়েছেন। কর্ম্মফলবাদীরা পরোপকার (altruism) এর পক্ষপাতী, কিন্তু প্রকৃত উপকারটা কি রকমে করা যায়, তা'রা তা জানে না। তাদের নীতি (ethical principles) গুলি এই জড় জগতেই আবদ্ধ। কর্ম্মীর কল্পনায় আমি কর্ত্তা হ'য়ে যে কাজ করব, তা'র ফল আমিই পাব—এই রকম বিচার দৃষ্ট হয়।

ঐসব মহাজনগণ প্রত্যক্ষবাদী; ইহ জগতের কথা ছাড়া অতিরিক্ত তাঁ'রা আর কিছু দেখতে পান না। তাঁ'রা ইন্দ্রিয় দ্বারা সমস্ত জিনিষ মেপে নিতে চান, তাই তাঁ'দিগকে "মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ" হিরণ্যকশিপু, রাবণ, নেপোলিয়ন, কাইসার প্রভৃতির মত বড় হ'তে গিয়ে শেষটা প'ড়ে যেতে হয়। বড় হওয়াটা কতক্ষণের জন্য!

ভক্তিরাজ্যের কথাটা কিন্তু অন্য প্রকার। এখানে বড় হ'বার কোন প্রকার বাঞ্ছার অবকাশ নেই। ভক্তিরাজ্যের লোকের প্রার্থনা এই রকম, "নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে যদ্‌যদ্ভাব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্। এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥" 'নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্। রম্যা রামা-মৃদুতনুলতা নন্দনে নাপি রন্তুং ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্॥" "ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

ভগবানের সেবা করলে সব সুবিধা হ'য়ে যাবে। altruism-এর বিচার নিয়ে মনুষ্যজাতির সেবা করলে কতক্ষণ সুবিধা হ'তে পারে? তিনিই সর্ব্ববিষয়ে কর্ত্তা বুঝে যদি তাঁতেই প্রপন্ন হ'তে পারি, তা হলেই সব সুবিধা হ'বে। তরুর মূলে জল সেচন করলেই যেমন বৃক্ষটী সজীব থাকতে পারে। কিন্তু পাতায়, ডালে, ফলে ফুলে—অন্য যেখানেই জল দেওয়া যা'ক না কেন, তা'তে গাছটাকে বাঁচাতে পারা যায় না, অসুবিধা হ'য়ে যায়, সেই রকম মূল বস্তু যে কৃষ্ণ ভগবান্, তাঁর সেবা দ্বারাই সব সুবিধা হ'বে। সেবা বাদ দিয়ে যদি মানবকে বঞ্চিত করতে যাই তা' হ'লে অসুবিধার মধ্যেই পড়ে যা'ব।

অনাত্ম প্রতীতিটা থেকে আমাদের ছুটী পেতে হ'বে এবং আত্মবৃত্তিটা জাগ্রত করতে হ'বে, সেটা কি-রকমে হ'তে পারে? অনাত্ম প্রবৃত্তিটা যাঁ'র দ্বারা নিরাকৃত হয়, তিনিই সাধু। অতএব সেই সাধুর সঙ্গ করতে হ'বে এবং তৎপাদপদ্মে শরণ নিতে হ'বে। কারণ সাধুগণ তাঁহাদের সদুপদেশের দ্বারা আমাদের মনের কু-আসক্তিগুলি ছেদন করে দেন। "ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্। সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥" দুঃসঙ্গ বর্জ্জিত যা'তে নিজের অমঙ্গল ঘটে। মনের ব্যাসঙ্গ হ'চ্ছে সঙ্কল্প, বিকল্প প্রভৃতি। ভগবানে পূর্ণ নির্ভরতার দ্বারাই সব সুবিধা হ'য়ে যা'বে। আর সেই নির্ভরতা আসবে সাধুদের মুখ থেকে বীর্য্যবতী চেতনময়ী বাণী শুনতে শুনতে।

ঢাকা-সংবাদ

সন্ধ্যার পর আরাত্রিক কীর্ত্তন সমাপনান্তে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ প্রত্যহ শ্রবণে উৎসাহ ও আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া সকলেরই আনন্দ হইতেছে। অখিলরসামৃতমূর্ত্তির কথা যাঁহারা নির্বিষ্টচিত্তে একবার শ্রবণ করিবেন, তাঁহাদের আর অন্য ইতর রস ভাল লাগিবে কেন?

শ্রীল প্রভুপাদ যে বাটীতে অবস্থান করিতেছেন, সেই বাটীর উঠানে একটী প্রকাণ্ড মূলবিশিষ্ট কৃষ্ণচূড় বৃক্ষ আছে। ভূমি হইতে প্রায় ৮।১০ হাত উচ্চে মূল কাণ্ডের উপর হইতে ২।৩ টী কলা গাছ জন্মাইয়াছে দেখা যায়—ইহা একটী নূতন ঘটনা।

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা — নদীয়া প্রকাশ

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ১৷৵০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ)
৪। ভক্তিবিবেকসুধাম্বার (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ১৷৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ১৷৵০
৭। ৬ নরহরি ৷৷০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷৷০
১২। সূক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ৷৷০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ১৷৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৷০
ঐ (আবাঁধা) ১৷৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ১০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ১০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷৷০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃত
(প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ১০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরাণবিবরণ ১০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ১০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ১০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাবধানী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দীপিকা
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ ১০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ
৬০। নামভজন ১০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ১০০
৬২। লাইফ্ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ১০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং
৬৫। দি ভাগবত
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ এ্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন ১০
৬৭। ব্রহ্ম সংহিতা ২৷৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷৷০
৭০। সাধন পথ ১০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধিপাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া
৯। বালগোপাল মঠ কাঁঠালপুলি, চাকদহ
১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটী, (বর্দ্ধমান)
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাযোড়া, রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু, হাওড়া
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬ শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চক্রবেড়িয়া, বাসুদেব-
পুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ নব গোপালপুরম্, মাদ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, ওয়েষ্ট
গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সাতাসন, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুমুরকুন্দা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ আগস্তকুণ্ড, কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য।
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

	নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১।	শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	ঢাকা
২।	শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	লক্ষ্ণৌ
৩।	শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	চম্পহট্ট
৪।	শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫।	শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	নারায়ণগঞ্জ
৬।	শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	লক্ষ্ণৌ
৭।	শ্রীভক্তিকেবল সাগর	কলিকাতা
৮।	শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	ঢাকা
৯।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০।	শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	ঢাকা
১১।	শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১২।	শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩।	শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	ময়মনসিংহ

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবর্জ্জনা দূরীভূত করিয়া ভগবানের নিত্যানন্দপূর্ণ প্রেম-কুসুম শোভিত স্বচ্ছ ও আনন্দাম্বুধির কম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা **শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে** অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দশবৎসর ব্যাপিয়া যাঁহাতে এই অমূল্য গ্রন্থের লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-প্রণীত ভক্তিবিবেকের সুকুমার সম্ভার। প্রত্যেকটী কবিতা অনাস্বাদনীয় মধুর ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চকচকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতের শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল রামানন্দ রায়-প্রদত্ত সমস্ত বিভিন্ন স্তবসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি X ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ।০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৵০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তাবেশ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অভক্তের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিরম্বুগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'দম্ভব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ' 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-অজ্ঞান অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'ভুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি বিশেষ অমূল্য বস্তু লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই আবেশ বিধ্বংসিনী জীবাত্মপ্রবোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মুক্ত-নিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাম-দম্ভ, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীনামভজন, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সত্যধর্ম্ম ও প্রাকৃত সত্যধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মাহাত্ম্য, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগ ভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব প্রবর্ত্তকদেব," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিশ্বদর্শিবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২॥০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম্মসমূহ

ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, ''বঞ্চের এবং কোর্টের যাবতীয়

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩ নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ৷৷০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টরী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বস্তুসত্বের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

''জি ফরম'' দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী দশ আনা।

মিটিংএর নোটীশ বহি—১ খানা ৷৷০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ৷৷০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মকদ্দমার দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ৷৷০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

কৃষ্ণাঙ্গার পাচন

রক্তপ্রদের প্রবাদের জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ভোটবোতলের সমান স্ববদ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, পাঁচটি ২৷৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি —	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড —	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭ ৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০ ৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৯, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫-৩১	৯-৫	১২ ১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫ ৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩১	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড —	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১১	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বোম্বাইতে তৈলের বাজারে হৈ চৈ কেরোসিনের দাম আরও কমিবে মনে হয়

বোম্বাইয়ের একটী খবরে প্রকাশ যে, গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে বোম্বাইয়ে পেট্রোলের দাম কমিতেছিল, উপস্থিত ব্রিটিশ আমেরিকান ও ভারতীয় কেরোসিনের মধ্যে দরের প্রতিযোগিতা হওয়া বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি "ইউনিট" (আট ইম্পিরিয়াল গেলেন) মূল্য ৪।০ চার টাকা চার আনা দাঁড়াইয়াছে। ইহার মূল্যের পূর্ব্বে ৫৸০ ছিল। আর ও, ব্রাইর্ণ ইণ্ডিয়া অয়েল ডিষ্ট্রিবিউটিং কোং যখন তৈল আমদানি করিবেন তখন দর আরও সস্তা হইবার সম্ভাবনা।

ঘরাও যুদ্ধ

সোফিয়ার মন্ত্রিদল কার্য্যে জবাব দিয়াছেন। তিন জন চাষীদলের মন্ত্রী, চাষীদলের আরও লোক মন্ত্রী সভায় থাকা আবশ্যক বলিয়া ঘোষণা করেন; কিন্তু তাঁহাদের কথায় কর্ত্তৃপক্ষ কর্ণপাত না করায় প্রথমতঃ তাঁহারা জবাব পত্র দাখিল করেন। ইহার ফলেই মাউচানফের মন্ত্রিদল কর্ম্মত্যাগ করেন।

রাজ বাটীর বাহিরে দুইটী ম্যাসিডোনীয় দল পরস্পর যুদ্ধে নিযুক্ত হয়। সকলে সশস্ত্র হইয়া দাঙ্গা আরম্ভ করায় পুলিশ হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধে একজন পুলিশের লোক হত হয় এবং দুজন যোদ্ধা আহত হয়।

ভাবী আইন

ডাঃ সুব্বারায়নের বিল সম্বন্ধে মিষ্টার রাজ গোপালাচারিয়ার এবং মিঃ কেলাপ্পান পুনার একটী সভায় বক্তৃতা করেন। তাঁহারা বলেন যে, ঐ আইনের উদ্দেশ্য এই যে গবর্ণমেণ্ট যেন পুরাতন দুষ্ট আচার প্রবৃত্ত ধ্বংস করিয়া অস্পৃশ্যদিগকে মন্দিরে প্রবেশাধিকার প্রদান করেন।

বিপক্ষের আন্দোলন

মালাবার প্রভৃতি অঞ্চলে গোঁড়া সনাতনী হিন্দুরা অস্পৃশ্যদিগের মন্দির প্রবেশ সম্বন্ধীয় আন্দোলনের বিপক্ষে একটী আন্দোলন করিতেছে। মালাবার অঞ্চলে এই আন্দোলনকারীগণের কার্য্যকারিতা বিশেষ উপলব্ধি হয়।

জনসাধারণ যে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন আন্দোলনে সাড়া দিয়াছে, ইহাতে গান্ধিজী সন্তোষ প্রকাশ করেন।

অনশন বন্ধ

মিঃ রাজ গোপালচারিয়ার—, মিঃ কেলাপ্পান এবং মিঃ মাধবান নেয়ার মহাশয়গণের বিশেষ অনুরোধে গান্ধিজী অনির্দ্দিষ্ট কাল তাঁহার অনশন বন্ধ রাখিলেন। ডাঃ সুব্বারায়নের আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে ভারতীয় রাজপ্রতিনিধির মত প্রকাশে বিলম্ব এবং গুরুভায়ুর মন্দিরে অস্পৃশ্যগণের প্রবেশানুকূলে মত প্রকাশের জন্যই নেতৃবর্গের অনুরোধে ফল হয় এবং গান্ধিজীর প্রায়োপবেশন বন্ধ থাকে।

উড়িবার চেষ্টা

৪০০ বৎসর পূর্ব্বে ডেমিয়ন নামক এক ব্যক্তি মোরগের পালকের ডানা প্রস্তুত করিয়া উড়িতে চেষ্টা করে এবং পড়িয়া যাওয়ায় তাহার উরুভঙ্গ হয়। সে কৈফিয়ৎ দেয় যে, কতকগুলি পালক ছোট মুরগীর থাকার জন্য সে নীচের পড়িয়া যায়, কারণ ছোট মুরগীর ডানা নীচেরদিকে টানে।

ধর্ম্মঘট

পাঠক অবগত আছেন যে, মাদ্রাজ এণ্ড সাউথ মহারাষ্ট্র রেলে অনেক দিন যাবৎ শ্রমিক এবং কেরাণীদের ধর্ম্মঘট চলিতেছে।

রেলের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত শ্রমিক সঙ্ঘের কর্ত্তৃপক্ষের একটী চুক্তি হয়। শ্রমিক-সঙ্ঘের প্রতিনিধিগণ বলেন যে, রেলের কর্ত্তৃপক্ষ সেই চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছেন; এই ব্যাপার লইয়া উভয় পক্ষে মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে। নাগরিকগণের সমিতি (সিটিজেন্স কমিটী) এই বিবাদ মিটাইবার জন্য প্রয়াস করিতেছেন। সমিতির চেয়ারম্যান মিষ্টার এফ ই, জেম্‌স্ শীঘ্রই রেঙ্গুন হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন। আশা করা যায় যে, তিনি মাদ্রাজে ফিরিলে সমস্ত ব্যাপার মিটিয়া যাইবে।

জরিমানা আদায়ের অভিনব পন্থা

যে সমস্ত কংগ্রেস কর্ম্মী আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন তাহারা গ্রেপ্তার হইবার পূর্ব্বেই সম্পত্তির এরূপ বন্দোবস্ত করে, যাহাতে তাহা বিক্রয় হইয়া জরিমানা আদায়ের উপায় না থাকে। এই জন্য সুরাটের কর্ত্তৃপক্ষ এই সমস্ত জরিমানা আদায়ের এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন।

দোষীসাব্যস্ত ব্যক্তির বাটী প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইবে এবং বিক্রয়ের টাকা হইতে জরিমানার টাকা কাটিয়া লওয়া হইবে।

রুশিয়ার কাপড়ের কল

রুশিয়া দেশে আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি তুলার কল নির্ম্মিত হইবে। মধ্য এশিয়াতেও কতকগুলি কল বসান হইবে।

রেশম, পশম, পাট এবং অন্যান্য দ্রব্যে প্রস্তুত বস্ত্রের কারখানাও বসান হইবে। এবং যাহাতে ঐ সমস্ত দ্রব্যের চাষ নিজেদের দেশেই হয়, তাহারও যথেষ্ট চেষ্টা চলিতেছে।

ভীষণ রাহাজানি

ইরাক পার্লামেণ্টের একজন ভূতপূর্ব্ব সদস্য আলেপ্পো হইতে মোসাল যাইতেছিলেন এমন সময় তাঁহার মোটর ডাকাত কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। প্রায় ত্রিশ সহস্র টাকার সম্পত্তি লুট করিয়া লইয়া ডাকাতেরা পলায়ন করে।

আশ্রমের সম্পত্তি ফেরত

গত ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে বিশেষ অর্ডিনান্স অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় কুমিল্লার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার আর, এল, ওয়াকার আদেশ দিয়াছেন যে, অভয় আশ্রম, কন্যা শিক্ষালয়, ত্রিপুরা কংগ্রেস কমিটী এবং ছাত্র সঙ্ঘের যে সমস্ত সম্পত্তি অর্ডিনান্সের বলে আটক রাখা হইয়াছে, সে সমস্তই ফেরত দেওয়া হউক।

'নিউ ইণ্ডিয়া' বন্ধ

শ্রীমতী আনি বেসাণ্ট অসুস্থতা প্রযুক্ত তাঁহার প্রকাশিত "নিউ ইণ্ডিয়া" নামক সাপ্তাহিক কাগজ বন্ধ করিয়া দিলেন। এ কাগজটী স্বদেশী আন্দোলনের সপক্ষে লেখালেখি করিত।

চিত্র প্রদর্শনী

কলিকাতা গ্র্যাণ্ড হোটেলে একটী চিত্র প্রদর্শনীতে নব্য ভারতীয় চিত্রকলার উৎকর্ষ প্রমাণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বহু ইউরোপীয় এই প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়াছেন এবং নানা দেশ হইতে চিত্রকলাবিৎ পণ্ডিতেরা সমবেত হইয়াছেন।

ইটালির উন্নতিতে দেনা

ইটালি দেশের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে ইটালীয় গবর্ণমেণ্ট অনেক টাকা কর্জ্জ করিতেছেন। বর্ত্তমান বৎসরের বজেটে যে খরচা ধরা আছে তাহাতেই গবর্ণমেণ্ট কর্জ্জ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আগামী বৎসরের বাজেটে খরচের পরিমাণ আরও বর্দ্ধিত করা হইয়াছে।

কর্ত্তৃপক্ষ বলেন যে ইহাতে ভয় করিবার কিছু নাই; কারণ সমস্ত টাকাই দেশের উন্নতির জন্য এবং প্রজাবর্গের সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধির জন্য ব্যয়িত হইবে।

শুল্ক ধার্য্যের দিন

অন্যান্য বৎসর ডিসেম্বর মাসেই পর বৎসরের শুল্ক তালিকা বাহির হইত। বর্ত্তমান বৎসরে তাহা সম্ভব না হওয়ায় ১৯৩৩ সনের ১৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত পূর্ব্ব হারেই শুল্ক আদায় চলিবে। আগামী ১৬ই জানুয়ারি হইতে নূতন হারে শুল্ক আদায় হইবে। অটোয়া চুক্তি মত শুল্ক ধার্য্য করিবার জন্য অতিরিক্ত সময় লাগিয়াছে; সেই জন্য তারিখের পরিবর্ত্তন সাধিত হইল।

ভারতসচিবের আপীল

মিঃ আর সাইগল "ভবিষ্য" নামীয় একখানি সাময়িক পত্র বাহির করেন। তাহার কয়েকখানি কপি এলাহাবাদ পোষ্ট অফিসে আটক রাখার জন্য তিনি নালিশ করেন। এলাহাবাদের অতিরিক্ত মুন্সেফ তাঁহাকে ৫০৲ টাকা ক্ষতিপূরণ ডিক্রী দেন। ভারত সচিব এই রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করিয়াছেন।

কংগ্রেসের ছাপাখানা নীলাম

করাচীর হিন্দুস্থান প্রেস গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়া প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। এই ছাপাখানাটীর মালিক দেশীয় ভাবার নিখিল হিন্দুস্থান নামক কংগ্রেসের মুখপত্র বাহির করিত।

প্রায় একবৎসর পূর্ব্বে পুলিশ অর্ডিনান্স অনুসারে এই ছাপাখানা দখল করিয়া লয়।

বরোদা কলেজে উৎসব

বরোদা কলেজের আয়ু পঞ্চাশ বৎসর হওয়ায় কলেজে গোল্ডেন জুবিলি উৎসব অনুষ্ঠিত হইল।

সভাস্থলে বরোদার রাজা গুইকোয়ার এবং রাজমহিষী উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক

ডেলি | শ্রীধাম নবদ্বীপ | Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিসারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড | সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি | ২৫২তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৯শে পৌষ মঙ্গলবার ১৩৩৯, ৩রা জানুয়ারী ১৯৩৩

অটোয়া চুক্তি ও ইংলণ্ড

পাহাড়তলীর মোকর্দ্দমা

আন্তর্জ্জাতিক কর্জ্জ

সেকেন্দ্রাবাদের উন্নতি

জাহাজে আগ্নেয়াস্ত্র

দমদমে নভোযানচারিগণের নূতন ক্লাবগৃহ

নানা কথা

অটোয়া চুক্তি ও ইংলণ্ড

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় অটোয়া চুক্তি আইনের পাণ্ডুলিপি পাশ হওয়ার ফলে বিলাতের ট্রেজারি হইতে আদেশ বাহির হইয়াছে যে, অটোয়া চুক্তি বর্ত্তমানে আংশিকভাবে কার্য্যকরী হইবে।

গত ১লা জানুয়ারী হইতে চাউল, তিসি, উদ্ভিজ্জ তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের উপর শুল্ক চাপান হইয়াছে এবং গালা, শন প্রভৃতি দ্রব্যের উপর শুল্ক চাপান হইবে না বলিয়া আদেশ হইয়াছে।

পাহাড়তলীর মোকর্দ্দমা

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, গত ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে পাহাড়তলীর রেলওয়ে ইনষ্টিটিউট আক্রান্ত হয় এবং বোমা ফাটিয়া মিসেস্ সালিভেন নাম্নী একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক মারা যান।

আগামী ১৬ই জানুয়ারী তারিখে দিন ধার্য্য আছে। এখনও ফাইন্যাল রিপোর্ট দাখিল হয় নাই।

আন্তর্জ্জাতিক কর্জ্জ

গ্রেটবৃটেন, ইটালি এবং অষ্ট্রিয়া এক চুক্তি করিয়াছে; তদনুসারে অষ্ট্রিয়াকে ৩০০,০০০,০০০ শিলিং (অষ্ট্রিয়া দেশীয় মুদ্রা) কর্জ্জ দেওয়া হইবে। চুক্তিপত্রখানি জেনেভায় দাখিল করা হইয়াছে।

এই চুক্তি অনুসারে কার্য্য করিতে হইলে ফরাসীর অনুমোদন আবশ্যক। ফরাসী সেনেট সম্মতি দান করায় আর কোন বাধা নাই।

সেকেন্দ্রাবাদের উন্নতি

সেকেন্দ্রাবাদ হইতে অনারেবল্ রেসিডেন্ট মহোদয় জানাইয়াছেন যে, সহরের উন্নতির জন্য এক কোটী টাকা মঞ্জুর করা হইবে। কি-ভাবে উন্নতি হইবে তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

দমদমে নভোযানচারিগণের নূতন ক্লাবগৃহ

গত ২৮শে ডিসেম্বর বৈকালে মহামান্য বড়লাটপত্নী বাংলার গবর্ণর বাহাদুরের সহিত আসিয়া দমদমস্থিত বঙ্গীয় নভোযানচারীদের নূতন ক্লাব গৃহের গৃহপ্রবেশ-উৎসবে অগ্রণীর কার্য্য করেন। এই উৎসবে এই ক্লাবের বহু সংখ্যক সভ্য ও অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

বিচারপতি কষ্টেলো বলেন "এই ক্লাবে এখন ৩২৫ জন সভ্য আছেন এবং ৭৯ জন এরোপ্লেন চালনা করিতে শিখিয়াছেন।" বড়লাটপত্নী বক্তৃতায় বলেন, তিনি এবার যখন ইংলণ্ডে যাইবেন তখন এরোপ্লেনেই যাতায়াত সমাধা করিবেন।

পরে এই সমস্ত বক্তৃতার যোগ্যতা অনুসারে পারিতোষিক বিতরণ করিয়া বড়লাটপত্নী বলেন যে, তিনি ও বড়লাট বাহাদুর উভয় মিলিয়া একটী "কাপ" এবং ডাঃ ইউ-এন ব্রহ্মচারী সহকারী সভাপতি একটী 'কাপ' এই ক্লাবকে দান করিবেন। তখন বঙ্গের গবর্ণর বাহাদুরও একটী 'কাপ' দিবেন বলেন।

জাহাজে আগ্নেয়াস্ত্র

গোলাম হায়দার এবং আহমেদ আলি নামক দুইব্যক্তি আরণ্ডা নামক জাহাজে একটী ছয়নলা রিভলভার এবং ২৫টী তাজা কার্ত্তুজসহ গ্রেপ্তার হয়। কাষ্টমসের কর্ম্মচারীরা তাহাদিগকে পুলিশের হাতে দেয়।

ভূমিকম্প

দক্ষিণ অফ্রিকায় খুব ভূমিকম্প হইতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় যুক্তশাসন স্থাপনের পর এরূপ ভয়ানক ভূমিকম্প এপর্য্যন্ত হয় নাই।

এ পর্য্যন্ত কাহারও অপঘাত সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তবে নাটালের অনেক বাড়ী ফাটিয়া গিয়াছে।

অরেঞ্জ স্বাধীন রাজ্যে এখনও ভূমিকম্প থামে নাই। মধ্যে মধ্যে হয়।

সামরিক উৎসব

গত ২রা জানুয়ারি তারিখে কলিকাতার সৈন্যদিগের কুচকাওয়াজ করিবার মাঠে ঘোষণা-উৎসব উপলক্ষে কুচকাওয়াজ প্রদর্শিত হইয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমান বৎসরে নৌবিভাগ এই উৎসবে যোগদান করিবেন না।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২শে পৌষ, মঙ্গলবার ১৩৩৯

বর্ত্তমান কালে ভারতের শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তনশীল হওয়ায় বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সময়ের শাসনতন্ত্র এবং বিভিন্ন মনীষিবর্গের রাষ্ট্রতান্ত্রিক চিন্তাস্রোত স্বতঃ মনে উদিত হওয়াই স্বাভাবিক।

———

আমরা টলষ্টয়ের ন্যায় বলিতে চাই না যে, শাসনতন্ত্রমাত্রই দরিদ্র ও দুর্ব্বলকে পিষ্ট করিয়া অভিজাত সম্প্রদায়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করার জন্য প্রতিষ্ঠিত; আমরা রুসোর মত বলিতে চাই না যে, মানব তাহার স্বাভাবিক অবস্থা ত্যাগ করিয়া যে সামাজিক চুক্তি মানিয়া লইয়া চলিতেছে, তাহা ন্যায়ের মর্য্যাদা হানি করিয়া সমাজের উচ্চস্তরের লোকদিগেরই মঙ্গল সাধন করিতেছে এবং ভবিষ্যতে নূতন ন্যায়সঙ্গত চুক্তির প্রয়োজন বিদ্যমান। ভল্টেয়ার মনে করিতেন যে, জনসাধারণের বুদ্ধি শাসন সংস্কারের পক্ষে যথেষ্ট নহে। আবশ্যক পরিবর্ত্তন পরিপক্ক বুদ্ধি রাজারই কর্ত্তব্য। তিনি এবং মন্টেস্কু জানিতেন যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসন পদ্ধতি সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এবং তাহার প্রধান কারণ এই যে, ইংলণ্ডে ব্যবস্থাপকদিগের ক্ষমতা, শাসন বিভাগের ক্ষমতা এবং বিচার বিভাগের ক্ষমতা স্বতন্ত্র। ভারতে শাসন এবং বিচার বিভাগ পৃথক্ করিবার জন্য বহু কাল হইতে চেষ্টা করিয়া অনেকটা সাফল্য লাভ হইয়াছে, কিন্তু এখনও কিছু কিছু গোলমাল আছে।

———

ভারতের লোক শাসনতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবে কি না, এ সম্বন্ধে বহুকাল তর্ক বিতর্ক চলিতেছিল; বর্ত্তমানে রাজকর্ম্মের সহিত সম্পর্ক এবং টাকাকড়ির ব্যাপারে ভারতের সহিত ইংলণ্ড এবং বহির্জগতের সম্বন্ধ লইয়াই গোলযোগ চলিতেছে। ফিলিপাইনের সহিত আমেরিকার যে ভাব চলিতেছে তাহাই দ্বিতীয় সংস্করণ ভারতে হইবে কি না, কে বলিতে পারে?

লাহোরের মিষ্টার ফারুক হোসেনের সভাপতিত্বে কলিকাতায় মুসলমান যুবক সম্মেলনের অধিবেশন হয়।

———

সম্মেলন স্থির করেন যে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বই আবশ্যক।

———

মুসলমান আইন এবং ধর্ম্মোদ্দেশ্যে দান সম্বন্ধে মুসলমানদিগের সর্ব্ব প্রকার সুবিধা থাকা আবশ্যক এবং তজ্জন্য ভারতে প্যালেষ্টাইনের মত সুপ্রীম কাউন্সিল এবং কাজি বিচারের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজনীয়। মুসলমান সমাজের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য মুসলমানগণ যাহাতে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ লাভ করেন, সে বিষয়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের দৃষ্টি থাকা আবশ্যক।

———

মুসলমান সম্মেলনের সভাপতি মত প্রকাশ করেন যে নেতৃবর্গ সাম্প্রদায়িক ভাবে প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিলে দেশের মঙ্গল হইবে না। যখন সংস্কার অনুসারে কার্য্য চলিবে তখন সকল সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের চিন্তা অপেক্ষা সারা ভারতের মঙ্গল চিন্তা করিলেই দেশের পক্ষে এবং সম্প্রদায়ের পক্ষে শুভ। তিনি আরও বলেন যে, জাতীয়তাবাদীদের মনে রাখা উচিত যে, ভোটে পরাজিত হইলে মনে কোনরূপ মালিন্য না রাখিয়া সংখ্যাধিক্যের মত অনুসারে কার্য্য করাই সঙ্গত।

———

বরোদার মহারাজা বরোদা কলেজের গোল্ডেন জুবিলি উৎসবে বক্তৃতা দানকালে বলেন যে, যখন রাজ্যের প্রত্যেক পুরুষ, প্রত্যেক নারী এবং প্রত্যেক বালক স্বকীয় সমাজকে উন্নত, প্রবল এবং স্বাধীন করিবার অদম্য স্পৃহায় অনুপ্রাণিত হইবে, তখনই প্রকৃত সাধারণ তন্ত্র স্থাপিত হইবে। প্রজাবর্গ শিক্ষিত না হইলে এই আদর্শ জীবনে প্রতিফলিত হইতে পারে না। কেবলমাত্র সাহিত্যচর্চ্চায় এই উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে না, যে গূঢ় ও নৈতিক সত্তা সমাজ-সেবায় ওতপ্রোতভাবে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, তাহারই দরকার।

———

বিলাতে ইস্পাতের কারবারের উন্নতির জন্য সাধ্যমত চেষ্টা চলিতেছে। একটী কোম্পানীকে ৩৩ লক্ষ পাউণ্ড কর্জ্জ দিয়া সাহায্য করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। যে বাণিজ্য কার্য্য চলিবে তাহা একমাত্র বিলাতেই সম্ভব।

———

বহু অনুসন্ধান এবং গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে, নর্দ্দামটন শায়ারে যে ইস্পাত প্রস্তুত হইবে সেরূপ ইস্পাত প্রস্তুত ইউরোপ মহাদেশের অন্যত্র কোথাও সম্ভব নয়।

———

এই কোম্পানী অন্যান্য ব্যবসায়ীকেও ইস্পাত যোগাইবে। কোম্পানীর সৌভাগ্য এই যে বর্ত্তমানে ব্যবসায়ের দুরবস্থা সত্ত্বেও টাকার অভাব হয় নাই। নূতন ব্যবস্থায় খরচ অনেক কমিয়া যাইবে।

———

গত বর্ষে ভারতবর্ষে আইন-অমান্য-আন্দোলনের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টকে ক্রমাগত ব্যাপৃত থাকিতে হয়। বর্ষের প্রারম্ভে যেরূপ খুন-জখমের ধুম পড়িয়াছিল, বর্ষের শেষে তাহা অপেক্ষা অনেক কম পড়ে। গবর্ণমেণ্টের দৃঢ়তার জন্য এই সমস্ত দুর্দ্দান্ত লোকের অত্যাচার হ্রাস প্রাপ্ত হয়, অথবা কর্ত্তৃপক্ষকে বিরক্ত করিবার প্রবৃত্তি কিয়ৎ পরিমাণে দমিত হওয়ায় এই সুপরিবর্ত্তনের বাতাস বহিতেছে, তাহা বলা কঠিন। রাজনৈতিক বন্দীদিগের সংখ্যাও হ্রাস পাইয়াছে। বিলাতের খবরের কাগজে আজ কাল ভারতের খুন, জখম, দাঙ্গা, গোলটেবিল বৈঠক, ক্রিকেট খেলায় ভারতীয়গণের কৃতিত্ব বিষয়ে খুব লেখালেখি চলিতেছে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষকে ইংরাজগণ হস্তী, স্বর্ণ, মণি, মুক্তা, হীরক এবং নবাবের দেশ মনে করিত, এখন আর সেদিন নাই।

———

বিহারের রাজনীতিজ্ঞেরা বলিতেছেন যে, গোলটেবিল বৈঠকে বিহারের কথা ভালরকম বলা হয় নাই। বিহারের রাজস্ব খুব কমিয়া গিয়াছে। বিহারদিগকে কাপড়, চিনি লোহ, ইস্পাত এবং পেট্রোলের জন্য অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয়, কিন্তু এখানে আমদানী শুল্কের পরিমাণ আট কোটি টাকা হইলেও তাহার এক পয়সাও বিহার গবর্ণমেণ্ট পায় না, সমস্ত টাকাই কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট লইয়া যান। যদি আমদানী শুল্ক কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট না লইয়া প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে দেন, তাহা হইলে এক প্রদেশের সহিত অন্য প্রদেশের এই শুল্ক লইয়া বিবাদ বাধিবে।

গুজব রটে যে, নববর্ষ উপলক্ষে গান্ধীজীকে মুক্তি দেওয়া হইবে। আমরা এ সমস্ত গুজবে বিশ্বাস স্থাপন করি নাই বলিয়া সে-সমস্ত কথা প্রকাশ করি নাই।

———

ভারত সচিব প্রকাশ করিয়াছেন যে, যতদিন তাঁহাকে আটক রাখা অনিবার্য্য তাহার পর এক দিনও তাঁহাকে আটক রাখা হইবে না।

———

অবস্থার এমন কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, যাহাতে গান্ধিজীকে মুক্তি দিবার কারণ উপস্থিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। সরকার বাহাদুরও ঐরূপ কোন আশ্বাস প্রদান করেন নাই। বরং গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে স্পষ্ট করিয়াই ঘোষণা করা হইয়াছে যে, নববর্ষ উপলক্ষে গান্ধিজীর মুক্তি সম্বন্ধে যে জনরব উঠিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অমূলক।

———

গবর্ণমেণ্ট চাহেন যে গান্ধিজী কয়েকটী বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দান করিলেই তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইবে, কিন্তু এপর্য্যন্ত সে-সমস্ত প্রতিশ্রুতি দানের কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

———

গবর্ণমেণ্ট চাহেন যে ভারতের সমস্ত দলই শাসন-সংস্কার-বিষয়ে সরকারকে সাহায্য করে এবং গবর্ণমেণ্ট চিরকালই এই কথা বলিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমানে এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মত পরিবর্ত্তন হয় নাই। বিলাতের কথা এই যে, আইন এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়া যত রকম শাসন সংস্কার কর, কাহারও কোন আপত্তি নাই।

———

আইন এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার দায়িত্ব প্রধানতঃ বড়লাট বাহাদুরের উপরই ন্যস্ত। এবিষয়ে তাহার সহিত ভারত-সচিবের মতভেদ হয় নাই।

———

বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ বলেন যে, আইন অমান্য আন্দোলনে লিপ্ত থাকার জন্য যে-সমস্ত লোককে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে শান্তি এবং শৃঙ্খলা-রক্ষণে কোন বাধা হইবে না, এরূপ কোন বিশ্বস্ত প্রমাণ এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। গোলটেবিল বৈঠকের ফল সন্তোষজনক হইয়াছে বটে, কিন্তু এবিষয়ে কোনও পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, } ২১ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৬ ১৯শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ৩রা জানুয়ারী ইং ১৯৩৩ মঙ্গলবার } ২৫১১তম সংখ্যা

আচার্য্যের উপদেশ

সন্ধ্যার প্রাক্কাল হইতেই শিক্ষিত সজ্জন ব্যক্তি, উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী শ্রীল প্রভুপাদের পদাম্বুজে আসিয়া বৈকুণ্ঠ জগতের বার্ত্তা শ্রবণের পিপাসা জ্ঞাপন করিলে শ্রীল প্রভুপাদ গত ২৪।১২।৩২ তারিখে "জিহ্বোপস্থজয়ধৃতিঃ" এই শাস্ত্রবাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক বলেন যে, আমাদের জিহ্বা ও উপস্থকে জয় করা দরকার, নতুবা ধর্ম্মে থাকা যা'বে না। জিহ্বাবেগ উপস্থবেগের জননী। অধিক খেয়ে লোক মরে, কিন্তু অল্প-পরিমিত আহার ক'রে লোক মরে না।

"জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥"

জিহ্বা-লাম্পট্য থেকে মানুষ শিশ্নোদরপরায়ণ হয়। জিহ্বাবেগের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থবেগটা সংযত না হ'লে জীব সুদুর্ল্লভ মনুষ্য জীবনের অমূল্য পরমায়ু ক্ষয় ক'রে ফেলে। Molax জাতীয় এক প্রকার জীব আছে, তারা এমন অবস্থায় এসে পড়েছে যে একবার মাত্র স্ত্রীসঙ্গ করবার পরই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এটা উপস্থবেগ সংযত না করার শেষ পরিণাম। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতির বশবর্ত্তী না হ'য়ে কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতির জন্য, কৃষ্ণের সংসার পত্তন জন্য মানুষ যদি স্ত্রী-সঙ্গ করে, তবে তা'তে তার মঙ্গল হয়।

শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু ষড়্‌বেগ-বিজয়ী ব্যক্তির শক্তির পরিচয় দিতে বলেছেন। "বাচোবেগং মনসঃ ক্রোধবেগং জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগং। এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥" অর্থাৎ যাঁ'রা ঐরূপ ষড়্‌বেগ সংযত করতে পেরেছেন, তাঁ'রা এই পৃথিবীকে শাসন করতে পারেন। চরিত্রগঠনকারীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে—

"গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা
না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥"

বেশী কথা ব'লে লাভ কিছু হয় না। অধিকন্তু হৃদ্‌যন্ত্রের রোগ (Heart disease) বৃদ্ধির সুযোগ হয় মাত্র। বাজে কথা বলতে বলতে বিষয় ভোগ করবার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় কিন্তু বিষয়-ভোগ-প্রবৃত্তিটা জীবের নিত্যমঙ্গলের পথে অন্তরায়। মহাজনগণ ব'লেছেন,—

"বিষয় থাকিতে কৃষ্ণপ্রেম নাহি হয়।
বিষয়ীর দূর কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয়॥"

এই কৃষ্ণপ্রেমটাই মনুষ্য জীবনের পরম প্রয়োজন।

বাজে গান যাঁ'রা করে, দেখা যায় তা'রা অধিকাংশ স্থলেই চরিত্রহীন হয়। সেই জন্যে বাজে গান পরিত্যাগ ক'রে হরিগুণ গান করাই মানুষের কর্ত্তব্য। যাঁ'রা কুটীচক, বহূদক হ'য়ে হংস ও তৎপর পরমহংস হ'তে চা'ন, তাঁ'দের বাক্যের বেগটা সংযত করা দরকার। গ্রাম্যবার্ত্তা শোনাও উচিত নয়। সংসার-পথে প্রবিষ্ট, আসক্ত যে-সব লোক, তা'দের কথা শোনা উচিত নয়। গ্রাম্যবার্ত্তাবহ, বিদ্যাসুন্দর, কালীদাস প্রভৃতির নাটক নভেল আলোচনা করা উচিত নয়। এই সমস্ত কাব্যই ইন্দ্রিয়ের অসদ্ব্যবহার, ইহা হ'তে নিবৃত্ত হওয়া দরকার।

মায়িক জগতের যত কথা আছে, সে-সব কথার সঙ্গ করলে অসুবিধা ঘটবে। গ্রাম্য সংবাদ পত্র পড়লে, বা যাঁ'রা সেই রকম সংবাদ-পত্রালোচনায় মগ্ন থাকে, তা'দের সঙ্গ করলেও আমাদের অসুবিধা হ'বে। গ্রাম্যবার্ত্তা শ্রবণের ফল আমাদের লোভ, ঈর্ষা, জগতে মান্য গণ্য হ'য়ে বড় হ'বার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পা'বে। সংসারে বড় হওয়ার প্রয়াসটা নির্ব্বোধ লোকেরাই ক'রে থাকে। সংসারে বড় হ'য়েও ত' নিস্তার নেই; তা'তে ঈর্ষাদ্বেষাদির সৃষ্টি হয় এবং পরস্পর বিরোধ, সংঘর্ষ বেঁধে যায়। পৃথিবীতে বড় হ'য়ে যাওয়াটা যেন রঙ্গমঞ্চে রাজা হ'য়ে যাওয়ার মত, ক্ষণিকের জন্য অভিনয় মাত্র— যেন "নাটুয়ার নট"। রাজ্যেশ্বর হ'তে যাওয়ার বা রাজত্ব পাবার জন্যে যে লোভ, তা'তে বিপুল জঞ্জাল এসে উপস্থিত হয়।

ষষ্ঠী, মাকাল প্রভৃতি যে-সব দেবতা আছেন, তাঁ'রা কৃষ্ণেরই অধীন। তাঁ'রা মাত্র পার্থিব বা সাংসারিক মঙ্গল করবার জন্য আছেন। তাঁ'দের পূজা ক'রে আমরা কেবল সাংসারিক মঙ্গল পেতে পারি। কিন্তু এই সাংসারিক মঙ্গলটা কতক্ষণের জন্য? এই সংসারের পর-পারে যে অনন্ত রাজ্য র'য়েছে, তা'র জন্যে কি ব্যবস্থা? এই সব দেবতার পূজায় নিরত থাকলে পরমার্থ-পথে বাধা উপস্থিত হয়। ঐ সমস্ত আধিকারিক দেবতাগণ মানুষকে পরমার্থ দিতে পারেন না।

পঞ্চোপাসনায় যে সূর্য্য, গণেশ, শিব, শক্তি, প্রভৃতি দেবতা পূজার বিধি আছে, তা'তে জীবের পরমার্থ লাভ ঘটে না। মানুষ অধর্ম্মের বিনাশ ও ধর্ম্ম লাভের জন্য সূর্য্যোপাসনা করে। জাগতিক বিঘ্ন-বিনাশের জন্য গণেশের পূজা করে; গণেশ দেবতা ফলাকাঙ্ক্ষা-পূরণকারী। কামনা সিদ্ধির জন্য শক্তির পূজা করে। রাবণের মত শাক্ত পূজকগণ শক্তির পূজা ক'রে অবশেষে শক্তির অপহরণকারী হ'য়ে দাঁড়ায়। বিষ্ণুপূজকেরা কিন্তু কিছু চা'ন না।

শিবোপাসকগণ তাঁ'দের সেবাকে সুগন্ধযুক্ত পুষ্প প্রদান করেন না, সে-গুলো নিজেদের ভোগের জন্যে রেখে দেন। কিন্তু বৈষ্ণব বা বিষ্ণুপূজকগণ সেরূপ করেন না; তাঁ'রা সুগন্ধ-যুক্ত পুষ্প ও সর্ব্বোপাদেয় বস্তুগুলি বিষ্ণুর সেবায় লাগিয়ে দেন। পূজায় দেওয়া মানে, নিজেরা আর সে দ্রব্য ভোগ করবেন না; তা'কেই প্রকৃত নিবেদন করা বলে। বিষ্ণু-দেবতাই নিত্য, অন্যান্য দেবতাগণ অনিত্য। মানুষ যখন অপস্বার্থ প্রণোদিত হয়, তখনই অন্যান্য ইতর দেবতার উপাসনায় ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

২১ নারায়ণ, [illegible] ৪৪৮

শ্রীপদ্মপুরাণে মায়াবাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ বলা হইয়াছে :—"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধমুচ্যতে।" বস্তুতঃ মায়াবাদ বৌদ্ধবাদেরই ছায়া-বিশেষ। বৌদ্ধের সর্ব্ব-শূন্যবাদ আর মায়াবাদীর ব্রহ্মবাদ প্রায় একই প্রকারের। বৌদ্ধবাদ যেমন 'সর্ব্ব-শূন্য' অর্থাৎ বস্তুর অস্তিত্বহীনতাকেই 'তত্ত্ব' বলিয়া কপটতা প্রকাশ করেন, তদ্রূপ মায়াবাদীও ব্রহ্মকে কপটতা পূর্ব্বক 'বস্তু' বলিয়া স্বীকার করিয়াও বস্তুর শক্তি-বৈশিষ্ট্য অঙ্গীকার না করায় তাঁহার কোন সুষ্ঠু পরিচয় প্রদান করিতে পারেন না। বস্তুর শব্দবাচ্যত্ব অস্বীকার করিয়াও 'নির্ব্বিশেষ', 'নিরাকার', প্রভৃতি 'শব্দ'-দ্বারা আবার তাঁহার বৈশিষ্ট্য ধ্বংসে ব্যস্ত। মায়াবাদী বলেন, অবিদ্যাগ্রস্তাবস্থ যে জীবকে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বস্তুর নিদর্শনের জন্য শব্দ সাহায্য-গ্রহণের প্রয়োজন হইলেও অবিদ্যামুক্তাবস্থায় ব্রহ্মের শব্দ-বাচ্যত্ব স্বীকৃত হইতে পারে না।

এমতাবস্থায় মায়াবাদীর নিকট শ্রোতৃ-পণ্ডিতগণ এক প্রশ্ন করেন—হে মায়াবাদিন! উপদেশকের সজ্জায় তুমিও যখন অবিদ্যাগ্রস্ত বলিয়া প্রমাণিত হইতেছ, অর্থাৎ শব্দ-সাহায্যেই অপর অবিদ্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে "অবাঙ্মনস-গোচর ব্রহ্ম" বস্তুর উপদেশ-প্রদানে ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিতেছ, তখন তুমিও কি "অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাঃ" শ্লোকের আসামী হইয়া পড়িতেছ না? তুমি এত চতুর, এতটা অজ্ঞতার পরিচয় প্রদান কি তোমার পক্ষে শোভন হইয়াছে? 'অবাঙ্মনস-গোচর ব্রহ্ম'কে (!) বুঝাইবার জন্য অর্থাৎ যাঁহাকে শব্দ বা বাক্য প্রকাশ করিতে পারে না বলিয়াছ, আবার তাঁহাকেই জ্ঞাপন করিবার জন্য বেদসিন্ধু আলোড়ন পূর্ব্বক এত গ্রন্থাদি প্রণয়নের কি প্রয়োজন ছিল বলিতে পার? তুমি ত' বাউলের আড্ডায় গিয়া "তুমি রাধে, আমি শ্যাম" বা গবরচাঁদের ন্যায় "ভোলা মন, প্রেমে জল হ'য়ে যাও গ'লে।" বলিয়া শ্রী-ব্রহ্মের ক্রোড়ে মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক 'দুই-এ এক' হবার স্বপ্ন দেখিতে পার, অথবা কাশীর শাক্তেরবাদা জনৈক মৃত সন্ন্যাসীপ্রবর "জীব শিব দৈতে অভেদ মূরতি" গানের ধূলা ধরিয়া ছোট কলিকায় ধূম্রপানে মশগুল থাকিতে পার!

মায়াবাদী মৌখিক যে ব্রহ্ম স্বীকার করেন, সে ব্রহ্ম কেবল একটী কথার কথা মাত্র। কেননা, তাঁহার কোন শক্তি নাই। যে সকল উপায়ে বস্তুর অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়, মায়াবাদীর কল্পিত ব্রহ্মে তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। মায়াবাদীর ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তি বিবর্জ্জিত। অথচ বেদান্ত-ভাষ্যে তিনি বলেন, 'ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় সাধিত হয়।" অদ্ভুত সামঞ্জস্য বটে!

ব্রহ্মসূত্রের একমাত্র প্রামাণ্য ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, ব্রহ্ম শক্তিবিশিষ্ট। ভগবত্তা ব্যতীত ব্রহ্মের ব্রহ্মত্বই অসিদ্ধ। ব্রহ্ম বলিলেই 'ভগবান্' বুঝিতে হইবে। নিখিল-কল্যাণ-গুণময় পরম-পুরুষই ভগবান্; শ্রীকৃষ্ণই সেই স্বয়ং ভগবান্। ইনি অনন্ত শক্তিময়। স্বয়ং ভগবান্ অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের শক্তিসমূহ প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত স্বরূপ-শক্তি, তটস্থা-শক্তি ও মায়া-শক্তি। স্বরূপ-শক্তির অপর নাম—অন্তরঙ্গা-শক্তি, তটস্থা-শক্তির অপর নাম—জীবশক্তি, মায়াশক্তির অপর নাম বহিরঙ্গা শক্তি। স্বরূপ-শক্তির আবার তিন প্রকার বৃত্তি। ঐ বৃত্তির স্ফুরণে স্বরূপ-শক্তিও তিন ভাগে বিভক্ত—সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী। বেদান্ত-দর্শনে পরব্রহ্মের স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিত্রয় সৎ, চিৎ ও আনন্দ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

ব্রহ্মশক্তি-সম্বন্ধে মায়াবাদীর মতবাদকে পূর্ব্বপক্ষ করিয়া মৈত্রেয় মুনি পরাশরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

নির্গুণস্যাপ্রমেয়স্য শুদ্ধস্যাপ্যমলাত্মনঃ।
কথং সর্গাদিকর্ত্তৃত্বং ব্রহ্মণোহভ্যুপগম্যতে॥

ইহার প্রত্যুত্তরে পরাশর বলিতেছেন—

"শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।
যতোহতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ।
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা॥"

মৈত্রেয়ের প্রশ্নের অর্থ এই যে, সত্ত্বাদি গুণরহিত, দেশ-কালাদিদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন পুণ্য-পাপ-সংস্কারবিহীন বা রাগ-দ্বেষাদি শূন্য এই প্রকার স্বভাববিশিষ্ট ব্রহ্মের সৃষ্ট্যাদি কর্ত্তৃত্ব অর্থাৎ শক্তি থাকিতে পারে কি? পরাশর যে উত্তর দিয়াছেন, উক্ত শ্লোকের অর্থ করিতে যাইয়া আচার্য্য শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন—ব্রহ্ম যদি নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় হ'ন, তবে তাঁহাকে কি প্রকারে সৃষ্টিকর্ত্তা বলা যাইতে পারে? এই আশঙ্কা স্বাভাবিক। জগতে উক্ত ধর্ম্মসমুদয় হইতে বিলক্ষণ পুরুষেই ঘটাদির কর্ত্তৃত্ব দৃষ্ট হয়। পরাশর মহাশয় "শক্তয়ঃ...গোচরাঃ" এই সার্দ্ধ শ্লোকেই উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন। কারণ এজগতে মণি মন্ত্রাদি শক্তিও অচিন্ত্য জ্ঞানগোচর। অচিন্ত্য অর্থে যাহা তর্ককে অপেক্ষা করে না, অর্থাৎ যাহা ভিন্ন যে-কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না, তাহাই অচিন্ত্যজ্ঞান, ব্রহ্মের শক্তিসমুদয়ও উক্ত অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর। আরও স্পষ্টরূপে বলা যাইতে পারে, যে-সকল শক্তি মূল বস্তু হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন, বিকল্পরূপে চিন্তার বিষয় না হইয়া, কেবলমাত্র অর্থাপত্তি (অর্থাৎ যেখানে সাক্ষাৎ কারণ পরিদৃষ্ট না হইলেও, যে-কারণ ভিন্ন যে-কার্য্য হইতে পারে না, এমন কার্য্য দর্শনে কারণের কল্পনা করা; যেমন দিবায় অভোজনকারীর স্থূলত্ব-দর্শনে রাত্রি-ভোজনের কল্পনা) প্রমাণ-দ্বারা জ্ঞানের গোচর হইয়া থাকে, সেই সকল শক্তিই অচিন্ত্য নামে অভিহিত।

পরমহংসগণের একমাত্র আশ্রিতব্য শাস্ত্র পারমহংস্যসংহিতা শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতে নিত্যমুক্ত আত্মার স্বরূপ-সম্বন্ধ ধর্ম্ম অর্থাৎ পারমহংস্য ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদিরূপ কপটতা-যুক্ত অনাত্ম ধর্ম্মকে আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া, জীবকে বঞ্চিত করেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের আনুগত্যে পরমহংস সম্প্রদায় কীর্ত্তন করেন—'স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে'। ইহাতেই আত্মার পরাশান্তিলাভ হইয়া থাকে। অনিত্য দেহ ও মনের প্রসন্নতার জন্য কোন গুণময় হৈতুক ধর্ম্মের কথা পরমহংসগণ বলেন না। তাহা শাক্তেয় মতবাদী হংসব্রুবগণের কীর্ত্তনীয় বিষয় হইতে পারে।

শ্রীভাগবত-ধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্ম, বহুবমনশাখী নানামতবাদী ভিন্ন ভিন্ন ঋষিগণের আরোহ-চেষ্টামূলক চিন্তাপদ্ধতির দ্বারা আবিষ্কৃত ও প্রদর্শিত বিভিন্ন মতমূলক ধর্ম্ম নহে। ইহা অদ্বয়জ্ঞান বস্তু শ্রীভগবানের শ্রীমুখপদ্ম-বিগলিত হইয়া ভগবদনুগত-সম্প্রদায়-প্রণালী-ক্রমে একই পথে প্রবাহিত। ইহা শত মুখ হইয়া বহুবমন শাখায় বিভক্ত নহে। পরন্তু একই শ্রীভগবানের শ্রীমুখ হইতে আবির্ভূত হইয়া একই প্রণালী-ক্রমে শত শত ভক্ত হৃদয়ে একই রূপে প্রকাশিত। শ্রীকৃষ্ণ হইতে ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাস, মধ্ব, পদ্মনাভ প্রভৃতি গুরুবর্গ-পরম্পরা-ক্রমে অস্মদ্ গুরুবর্গে প্রকটিত।

আচার্য্যের উপদেশ

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

বিষ্ণুকে অন্যান্য দেবতার সঙ্গে এক মনে করতে হ'বে না। যাঁ'রা বিষ্ণুকে অন্যান্য দেবতার সঙ্গে সমান মনে করেন, তাঁ'রা নির্ব্বিশেষবাদী। "সর্ব্বেষাং মদুপাসনম্" ভগবান্ এই কথা ব'লেছেন। এক বচনে 'মৎ' শব্দ ব্যবহার ক'রেছেন। 'মৎ'-শব্দে একমাত্র স্বয়ং ভগবান্‌কেই লক্ষ্য করা হ'য়েছে, অন্যান্য দেবতাকে লক্ষ্য করা হয় নাই। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ব'লেছেন—

"চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি মজে॥"

মনুষ্যজীবনের সর্ব্বোত্তমা আশা ত্রিদণ্ডী হ'বার জন্যে হওয়া উচিত। সে-জন্য দাসাত্মক নাম, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী, মানদ প্রভৃতি হওয়া দরকার। ত্রিদণ্ডী হ'তে হ'লে কায়, মন ও বাক্যকে দণ্ডিত বা সংযমিত করা দরকার। প্রজল্প পরিত্যাগ ক'রে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ কথা বলা উচিত। কিন্তু তাই ব'লে রাধা-গোবিন্দের গানটা কে যদি গ্রাম্য-কথার সঙ্গে সমান ক'রে ফেলা হয়, তবে অসুবিধা হ'বে।

ভক্তি জিনিষটা হ'চ্ছে সেবকাভিমান। ভক্ত প্রথমে হওয়া দরকার। বৈষ্ণবের দাসাভিমান হওয়াটা দরকার। অবৈষ্ণবগণের মত বৈষ্ণবগণ নামের শেষে "দেবশর্ম্মা" লেখেন না। বৈষ্ণব নিজকে 'দেবতা' বা 'শর্ম্মা' (আশীর্ব্বাদক) জ্ঞান করেন না। বৈষ্ণব "দেবশর্ম্মা" হ'য়েও দাসাভিমান করবেন। দেবতা অভিমান করবেন না।

প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁ'র পিতা হিরণ্যকশিপুকে যে "ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ। অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥" শ্লোকটী ব'লেছিলেন, তাহা আমাদের আলোচ্য হওয়া দরকার। তিনি বলছেন যে, যা'রা শব্দ-স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বাহ্য নিয়মসমূহকেই বহুমানন করে, তা'রা সেই সকল বিচারে আসক্ত হ'য়ে স্বার্থের একমাত্র গতি শ্রীবিষ্ণুর তত্ত্ব অবগত হ'তে পারে না। অন্ধ যেরূপ অন্য অন্ধ কর্ত্তৃক চালিত হ'য়ে গর্ত্তে পতিত হয়, প্রকৃত পথ জানতে পারে না, সেইরূপ কর্ম্মিগণ ভগবানের বেদরূপ দীর্ঘ রজ্জুতে ব্রাহ্মণাদি নাম-রূপ দামসমূহে আবদ্ধ হ'য়ে কাম্য-কর্ম্মে নিযুক্ত হ'ন।

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। কৃষ্ণগুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা নদীয়া প্রকাশ

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১।	ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্য-ভাগবত	৫৲
২।	শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র	৪০৲
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত	২৮৲
	একাদশ স্কন্ধ হইতে সমাপ্ত	।৶০
৩।	ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	
৪।	ভক্তিবিবেক-কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১৲
৫।	গৌড়ীয়-গৌরব	।৶০
৬।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	।৶০
৭।	ঐ নবতত্ত্ব	॥০
৮।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
৯।	গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ)	
	ঐ (বাঁধা)	
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১০।	গীতা (শ্রীচক্রবর্তি টীকাসহ)	
	ঐ (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১১।	গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥০
১২।	দ্বাদশস্তোত্র ও গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব)	
১৩।	বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)	
১৪।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১৫।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৬।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১৭।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	॥৶০
	ঐ (বাঁধা)	৸০
১৮।	দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন	৶০
১৯।	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	।৶০
২০।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	॥০
	ঐ (আবাঁধা)	।৶০
২১।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
২২।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶০
২৩।	গীতমালা	৵১০
২৪।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৴০
২৫।	ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৴০
২৬।	নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ)	৶০
২৭।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
২৮।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।০
২৯।	শরণাগতি	৵০
৩০।	গীতাবলী	৵০
৩১।	চিত্রে নবদ্বীপ	১॥০
৩২।	সাধনকণা	৵০
৩৩।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৵০
৩৪।	নবদ্বীপশতক	৵০
৩৫।	অর্থপঞ্চক	৵০
৩৬।	সদাচারস্মৃতিঃ	৵০
৩৭।	কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)	৵১০
৩৮।	আচনকণ	৵১০
৩৯।	সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)	॥০
	ঐ (আবাঁধা)	।৵০
৪০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতা (প্রথম খণ্ড)	১৲
৪১।	ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৪২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
৪৩।	মণিমঞ্জরী সানুবাদ	।০
৪৪।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৪৫।	পুরুষার্থ বিনির্ণয়	।০
৪৬।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৪৭।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
৪৮।	গৌড়ীয়মঠ কি করেন ?	৵০
৪৯।	ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)	।০
৫০।	শ্রীভুবনেশ্বর	৴০
৫১।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৶০
৫২।	গাথাবাণী	৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দীপিকায়ঃ	॥০
৫৪।	সটীক-শিবাদশমূলম্	।০
৫৫।	তত্ত্ব সূত্রম্	।০
৫৬।	সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্	৶০
৫৭।	গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	৵০
৫৮।	সারাংশবর্ণনম্	৴০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯।	রায় রামানন্দ	॥০
৬০।	নামভজন	।০
৬১।	রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্	।৶০
৬২।	লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।০
৬৩।	বৈষ্ণবীজম্	।০
৬৪।	গোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ হজ্ ডুইং	৵০
৬৫।	দি ভাগবত	।০
৬৬।	ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন	।০
৬৭।	ব্রহ্ম-সংহিতা	২॥০
৬৮।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	॥০
৭০।	সাধন পথ	।০
৭১।	কল্যাণ-কল্পতরু	৵১০
৭২।	গীতাবলী	৵০
৭৩।	শরণাগতি	৵০

তামিলে ভাষায় প্রকাশিত

৭৪।	শরণাগতি	৵০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

প্রাপ্তির স্থান

১।	শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া	
২।	শ্রীযোগপীঠ	ঐ
৩।	শ্রীবাস-অঙ্গন	ঐ
৪।	শ্রীঅদ্বৈত-ভবন	ঐ
৫।	কাজীর সমাধিপাট	ঐ
৬।	স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ	
৭।	ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।	
৮।	শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া	
৯।	বালগোপাল পাট কালিপুলি, ঢাকদহ,	
১০।	শ্রীগৌর-গদাধর মঠ চাঁপাহাটী, (বর্দ্ধমান)	
১১।	শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান	
১২।	শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাযোড়া, রাজবাঁধ বর্দ্ধমান	
১৩।	শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা	
১৪।	শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু, হাওড়া	
১৫।	শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড, ঢাকা	
১৬।	শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।	
১৭।	শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।	
১৮।	শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।	
১৯।	শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চকাদিঘা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।	
২০।	শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়াল পাড়া, আসাম।	
২১।	শ্রীগৌড়ীয় মঠ নব গোপালপুরম, মাদ্রাজ	
২২।	শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী	
২৩।	শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।	
২৪।	শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।	
২৫।	শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সগড়ার, পুরী।	
২৬।	শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।	
২৭।	শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ চুঁচুড়া, মানভূম।	
২৮।	শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ আগস্তকুণ্ড, কাশী।	
২৯।	শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।	
৩০।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।	
৩১।	গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী	
৩২।	শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য।	
৩৩।	শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।	
৩৪।	শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব।	

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

	নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১।	শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	ঢাকা
২।	শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	লক্ষ্ণৌ
৩।	শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	চম্পহট্ট
৪।	শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫।	শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	নারায়ণগঞ্জ
৬।	শ্রীভক্তিসর্বস্ব গিরি	লক্ষ্ণৌ
৭।	শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা
৮।	শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	ঢাকা
৯।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০।	শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ঢাকা
১১।	শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১২।	শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩।	শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	ময়মনসিংহ

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম্ম

ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, ট্যাক্সের এবং কোর্টের যাবতীয়।

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুদ্রাঙ্কিত রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ৷৹ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বর্ম্মসংস্থের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৲৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৲৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গাড ফাইল—প্রত্যেকটী ৷৹ আনা।

মিটিংএর নোটীশ বহি—১ খানা ৷৹ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ৷৹ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ৷৹ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

শশিভূষণ, কারকণ্ঠাভরণের

কেশরঞ্জন পাঁচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

সকলের সর্ব্বদার জন্য ও আর শিশিতে অনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ঔষধ থাকে পাচন করে, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৹ আনা, পাইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউণ্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭-৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৭, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫-৩১	৯-৫	১২-১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩১	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১১	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

আসামী ফেরার

শ্রীমতী কল্পনা দত্ত কলেজে পড়িতেন। পাহাড়তলী আক্রমণের পর তাঁহাকে এক মোকদ্দমায় আসামী করা হয়। তিনি ৩০০০৲ টাকা জামীনে খালাস থাকেন। গত ২৮শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা হইতে তাঁহাকে চট্টগ্রামের অন্দরকিল্লাস্থ বাটীতে পাওয়া যায় নাই।

তাঁহাকে গ্রেপ্তারের সময় তিনি পুরুষের পোষাকে ছিলেন; সব ডিভিসনাল অফিসার বাহাদুরের এজলাসে তাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চলিতেছিল। আগামী ৫ই জানুয়ারি তারিখে সওয়াল জবাবের দিন ধার্য্য থাকে।

তাঁহাকে গ্রেপ্তারের জন্য অনুসন্ধান চলিতেছে। এপর্য্যন্ত কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নাই।

জার্ম্মানি ও জেনেভা

জার্ম্মানের চ্যান্সেলার জেনারেল ভন-স্লিকার জেনেভার নিরস্ত্রীকরণ সভায় যোগদান করিবেন না। তিনি বলেন যে শাসনতন্ত্রের প্রধান ব্যক্তিগণের স্বদেশে থাকাই যুক্তিসঙ্গত; তাহা হইলে জেনেভা হইতে বৈদেশিক মন্ত্রীরা তাঁহাদের সহিত আবশ্যকমত পরামর্শ করিতে পারিবেন।

স্ত্রীজাতির সমান অধিকার

নিখিল ভারত নারী সম্মেলনের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে স্ত্রীলোকদিগের পক্ষ হইতে পুরুষ দলের সহিত সমতার দাবী উপস্থাপিত করা হইয়াছে।

ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ড

পূর্ব্বন্দোবস্ত মত আয়র্লণ্ডের নিকট হইতে জমীর দরুণ বাসিকীর পরিমাণ কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড ইংলণ্ডের প্রাপ্য হইয়াছে। ঐ টাকা আয়র্লণ্ডের কোষাগারে জমা আছে। ইংলণ্ডকে দেওয়া হয় নাই। আদায়ী অর্থের পরিমাণ চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড হইবে। আগামী মার্চ্চ পর্য্যন্ত ঐ টাকা জমা থাকার পর অর্থসচিব স্থির করিয়া দিবেন, কিরূপে ঐ টাকা ব্যবহৃত হইবে।

সাহায্য-সঙ্ঘ

আন্তর্জ্জাতিক সাহায্য-সঙ্ঘে এপর্য্যন্ত ২৭টী জাতি যোগ দিয়াছে। এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য এই যে, যখন কোন জাতি এরূপ বিপন্ন হইয়া পড়িবে যে, অন্যের সাহায্য ব্যতীত তাহার উদ্ধার অসম্ভব, তখন এই আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘ টাকাকড়ি এবং জিনিস-পত্র দিয়া ঐ জাতিকে সাহায্য করিবে। আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক কারণে এই সমস্ত বিপদ আসিতে পারে।

জেনেভা সহরে এই সঙ্ঘের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। লোকের মৃত্যুকালীন দান, উইলপত্রে দান এবং সাধারণের চাঁদা হইতে সংগৃহীত টাকার উপরই এই সভার অস্তিত্ব নির্ভর করিবে। এপর্য্যন্ত ৪২০,০০০ সুইস ফ্রাঙ্ক চাঁদা আদায় হইয়াছে।

ব্রহ্মবিভাগ সম্বন্ধে তার

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজী মিলন বৈঠকের পক্ষ হইতে ডাঃ বাঁমকে একটী তার করিয়া ব্রহ্ম-বিভাগ-বিরোধীদিগকে সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন।

নূতন চিনির কল

উন্নত প্রথায় প্রস্তুত দু'টী চিনির কল বিহার প্রদেশে বসান হইবে।

পলাতক গ্রেপ্তার

বারানসীতে আগরওয়ালা নামক একজন পলাতক আসামী গ্রেপ্তার হইয়াছে। উক্ত আসামী বিভূতিভূষণ দত্ত এবং বিনয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য নামক দুই ব্যক্তির সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া মধ্য প্রদেশের একজন স্বাধীন রাজার সেক্রেটারিকে ভুলাইয়া কলিকাতার সেণ্ট্রাল য়্যাভিনিউয়ের একটী বাটীতে লইয়া যায় এবং সেখানে বলে যে, সে জুয়া খেলায় হারিয়া গিয়াছে। এই বলিয়া তাহারা সেক্রেটারি বাবুর নিকট হইতে দুই হাজার টাকা ছিনাইয়া লয়। বিভূতি ও বিনয় ইতিপূর্ব্বে তাহাদের যথাক্রমে দেড় বৎসর এবং একবৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

আসামী তিন হাজার টাকার জামীনে খালাস আছে।

ধর্ম্মঘট

মাদ্রাজ ও সাউথ মারহাট্টা রেলের এজেণ্ট প্রকাশ করিয়াছেন যে আপোষের সর্ত্তগুলি শ্রমিকেরা বুঝিতে না পারায় তাহারা কার্য্যে যোগদান করে নাই।

দ্বীপান্তরিতগণের প্রত্যাগমন

লিপানি দ্বীপ ইটালির রাজনৈতিক বন্দীনিবাস বলিয়া বিখ্যাত। আগামী ১০ই জানুয়ারী তারিখে এই দ্বীপ পরিত্যক্ত হইবে। সিনিয়র মুসোলিনি আদেশ দিয়াছেন যে, যে কয়জন আসামী এখনও ঐস্থানে আছে তাহাদিগকে স্বদেশ প্রত্যাবৃত্ত করা হইবে। পূর্ব্বে এখানে সহস্র সহস্র বিপ্লবী বন্দী থাকিত।

রাজ্য স্থাপনের দশম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে তাহাদিগকে সরকার পক্ষ ক্ষমা করায় বর্ত্তমানে মাত্র কয়েকশত বন্দী ঐ দ্বীপে বাস করিতেছে।

শিল্প সম্মেলন

অনারেবল মিষ্টার বিজয় প্রসাদ সিংহ বঙ্গীয় শিল্প সম্মেলনের নূতন গৃহ প্রবেশ উৎসবে গৃহদ্বার উদ্‌ঘাটন করেন।

পারস্যের রাজা অলঙ্কার বিক্রয় করিবেন না

কিছু পূর্ব্বে গুজব রটে যে পারস্যের শাআর্থিক অনটনে পড়িয়া কয়েকটী অলঙ্কার বিক্রয় করিবেন এবং এই কারণে ঐসমস্ত অলঙ্কার লণ্ডনে কিম্বা প্যারিসে প্রেরিত হইবে।

বোম্বায়ের পারস্য কন্সাল এই রটনার প্রতিবাদ করেন।

তিনি প্রকাশ করেন যে পারস্যের আর্থিক অবস্থা মোটেই খারাপ নহে, পরন্তু বর্ত্তমানে পারস্য অন্যান্য দেশ অপেক্ষা আর্থিক অবস্থায় শ্রেষ্ঠ। পারস্যের টাকার অভাব নাই এবং অলঙ্কারও বিক্রয় হইবে না।

অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু

বোম্বাইয়ে একটী অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। তাহাতে ঘর পুড়িয়া একজন মিস্ত্রী মারা যায়। একটী বাক্সিলে প্রায় নয় হাজার টাকার কারেন্সী নোট ছিল। অগ্নি নোট গুলিকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

গত ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে গাড়ী মহল্লায় একটী বাড়ীর ছাদ হইতে ধূম নির্গত হইতে দেখা যায়। ফায়ার ব্রিগেডকে সংবাদ দেওয়া হয়; কিন্তু দমকল আসিবার পূর্ব্বেই স্থানীয় লোকেরা দরজা ভাঙ্গিয়া আগুন নিভাইয়া দেয় এবং দেখে যে তাহার নূর মহম্মদ নামক একজন মিস্ত্রী পুড়িয়া মারা গিয়াছে।

নূরমহম্মদের স্ত্রী সে সময় একটী বিবাহ উৎসবে যোগদান করিবার জন্য বাহিরে গিয়াছিল।

এক নামের বহু লোক

বিলাতে ১৪০০০ লোকের নাম জোন্স, ১২০০০ লোকের নাম স্মিথ, ৮০০০ লোকের নাম ব্রাউন এবং ৪০০০ লোকের নাম রবিন্‌সন।

বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সম্মেলনের অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে যাহাতে ভাবী নূতন শাসনতন্ত্রে ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপারে আইনতঃ হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা না থাকে সেইরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য চেষ্টা করা যাইবে। এই সম্মেলন পুনায় চুক্তিকে নিন্দা করেন এবং কংগ্রেসের ধর্ম্মবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহারা বলেন যে, গান্ধিজী প্রভৃতি নেতৃবর্গের প্রচেষ্টার ভিতর নৈতিক অত্যাচার নিহিত আছে।

ত্রিবাঙ্কুর দরবার মন্দির প্রবেশ বিষয়ে তদন্ত করিবার প্রস্তাব করায় সম্মেলনের অধিবেশনে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। মাদ্রাজ এবং ত্রিবাঙ্কুরের ব্যবস্থাপক সভায় উপযুক্ত বিজ্ঞাপন দিবার পূর্ব্বেই মন্দির প্রবেশ সংক্রান্ত আইনের খসড়া সম্বন্ধে বিচার করিতে সম্মতি দান করায় সভার সদস্যগণ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।

সনাতনীদলের মিঃ জি, জি, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার পূর্ব্বে মাদ্রাজ হাইকোর্টের জজ ছিলেন। কোচিনের মহারাজা অস্পৃশ্য-দিগের মন্দির প্রবেশ সংক্রান্ত আইন ব্যবস্থাপক সভায় আন্দোলিত হইতে না দেওয়ায় তিনি তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন।

একদিকে যেমন স্থানীয় লোকদিগের মধ্যে শতকরা ৭৭ জন অস্পৃশ্য দলের মন্দির প্রবেশের পক্ষে, অপর দিকে জামোরিন, নিখিল ভারত স্বরাজ্য সঙ্ঘ এবং সনাতনীরা ইহার বিরুদ্ধে।

নিখিল ভারত স্বরাজ্য সম্মেলনের অধিবেশনে অস্পৃশ্যদিগের মন্দির প্রবেশ প্রভৃতির বিরুদ্ধে ছয়টী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এবং কলিকাতায় সনাতনীরা ইহার বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিয়া সভার প্রস্তাব গ্রহণাদি করিয়াছেন।

একদিকে সরকার বাহাদুরকে আইন দ্বারা মন্দিরাদির দ্বার উন্মুক্ত করিবার চেষ্টা চলিতেছে, অপরদিকে সনাতনীরা লাটসাহেবের নিকট তার করিয়াছে যে, তিনি যেন কোন মতেই আইন দ্বারা বর্ণাশ্রমীদের বিশেষ সুবিধা সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ না করেন।

গুজব

গুজব রটে যে ভারতের বড়লাট আগামী বসন্ত কালে ইংলণ্ড গমন করিবেন। সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ যে তাঁহার ইংলণ্ড যাওয়া হইবে না।

রেজি — | শ্রীশ্রীগৌর সম্বৎ — | দৈ নি ক | Reg No C1544

নদীয়া-প্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড | সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি | ২৫৩তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২০শে পৌষ বুধবার ১৩২৯, ৪ঠা জানুয়ারী ১৯২৩

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য

যুক্তি সম্বন্ধে মিঃ গান্ধীর উক্তি

আইন অমান্য আন্দোলন

ভারতীয় খৃষ্টান নির্ব্বাচন

স্পেনে বিপ্লব চেষ্টা

আয়র্লণ্ডে বাণিজ্যের দুর্গতি

নানা কথা

নদীয়ার স্বাস্থ্য

নদীয়া জেলায় কলেরা এবং বসন্তের প্রকোপ কমিয়াছে। কয়েক দিবস খুব বেশী শীত পড়িয়াছে। ম্যালেরিয়ার আক্রমণের সংবাদও বড় একটা পাওয়া যায় না।

অন্যান্য রোগের কথা শুনা যায় না। মোট কথা অবস্থা ভাল বলিয়াই অনুমিত হয়। আকাশ মধ্যে মধ্যে মেঘাচ্ছন্ন হয়, কিন্তু বৃষ্টি হয় নাই।

পুষ্করিণীসমূহের জল ইতিমধ্যে এত কমিয়া গিয়াছে যে এবৎসর বড় ভাল যাইবে বলিয়া বোধ হয় না। কর্তৃপক্ষ এখন হইতে সাবধান হইলে ভাল হয়।

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য

প্যারিসের বৃটিশ চেম্বার অব কমার্স এবং লণ্ডনের ফ্রেঞ্চ চেম্বার অব কমার্সের সদস্যগণ মিলিত হইয়া একটী যুক্ত সমিতি গঠিত করিয়াছেন। যাহাতে ক্ষতিকর বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া এই দুইটী দেশের মধ্যে সন্তোষজনক বাণিজ্যসম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং বাণিজ্য পূর্ব্বাবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হয়—তাহার উপায় স্থির করাই এই সমিতির উদ্দেশ্য হইবে।

এই বাণিজ্য-সজ্ঞদ্বয় মত প্রকাশ করেন যে, প্রায় অর্দ্ধশতাব্দ ব্যাপিয়া তাঁহারা বাণিজ্যের গতি লক্ষ করিয়া আসিতেছেন এবং ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যে বাণিজ্যের পথে ক্রমাগতই বাধা উপস্থিত হইতেছে দেখিয়া তাঁহারা শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন।

যুক্তি সম্বন্ধে মিঃ গান্ধীর উক্তি

কোন কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় যে গান্ধিজীর মুক্তির জন্য গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা চলিতেছে। বন্ধুবর্গ এসম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তিনি উত্তর দেন যে তাঁহার মুক্তি সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার কোনও প্রকার চিঠিপত্র লেখালেখি হয় নাই এবং খবরের কাগজওয়ালারা এরূপ কথা রটানর জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। সরকার পক্ষও মুক্তি বিষয়ক কথা স্বীকার করেন না।

প্রকাশ যে ভারত সচিবের প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য হইবার জন্য সার তেজ-বাহাদুর এবং মিঃ জয়াকরের সহিত গান্ধিজীর সাক্ষাৎ আবশ্যক কিন্তু তাঁহারা কারাগারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না, অথচ ভারত গবর্ণমেণ্ট ও গান্ধিজীকে মুক্ত দিবেন না। গূঢ় ব্যাপার বুঝা কঠিন।

আইন অমান্য আন্দোলন

গত নভেম্বর মাসের শেষে আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কীয় বন্দীর সংখ্যা মোট ১৭১৪৫ হয়। অক্টোবর মাসে এই সংখ্যা অপেক্ষা এক হাজারেরও অধিক বন্দী ছিল।

বার মাসের বেশী কালব্যাপী কারাবাসের আদেশ বেশী আসামীর উপর না দেওয়ায় বন্দীর সংখ্যা ক্রমাগত কমিয়া যাইতেছে।

এই সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, শীঘ্রই এই আন্দোলনের পুনর্জ্জীবনের নববর্ষ শেষ হইবে।

আশা করা যায় যে আগামী এপ্রিল কিম্বা মে মাসে আসামীদের সংখ্যা স্বাভাবিক দাঁড়াইবে। যাহারা একবার কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছে তাহারা আর আন্দোলনে যোগদান করিতেছে না। সুতরাং অনেকে মনে করেন যে, এইবার আইন অমান্য আন্দোলন শেষ হওয়া যাইবে।

ভারতীয় খৃষ্টান ও নির্ব্বাচন

নাগপুরে নিখিল-ভারত ভারতীয় খৃষ্টান সম্মেলনের অধিবেশনে ডাক্তার দত্ত সভাপতির পদে বৃত হন। তিনি অভিভাষণে প্রকাশ করেন যে, মিশ্র নির্ব্বাচনই ভাল; প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক মীমাংসা তাহার মনঃপূত হয় নাই।

আয়র্লণ্ডে বাণিজ্যের দুর্গতি

আয়র্লণ্ডে বাণিজ্যের অবস্থা মোটেই সুবিধাজনক নয়। গত বৎসর নবেম্বর মাসে যে পরিমাণ মাল আমদানি ও রপ্তানি হয় তাহা অপেক্ষা তৎপূর্ব্ব বৎসরের নবেম্বর মাসে ক্রোড়লক্ষ পাউণ্ড অপেক্ষা অধিক মূল্যের মাল আমদানি ও রপ্তানি হয়।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০শে পৌষ, বুধবার ১৩৩৯

১৯৩২ সালের সম্বন্ধে এখন অনেক খবরের কাগজে অনেক রকম মত প্রকাশ হওয়াই স্বাভাবিক। বিলাতের 'টাইমস্' বলেন যে এই বৎসর খুব খারাপ সময় গিয়াছে, আবার 'ডেলি টেলিগ্রাফ' বলিতেছেন যে, এই বৎসর বৃটেনের পক্ষে খুব গৌরবের সময় গিয়াছে।

বর্ত্তমান বৎসর সম্বন্ধে অনেকে বলিতেছেন যে, ব্যবসায়-বাণিজ্য বিষয়ে এবৎসর খুব ভাল।

মিষ্টার ষ্টানলি বল্ড্‌উইন রক্ষণশীল দলের নেতা। তিনি নিজ দলের সদস্যগণকে বলিতেছেন যে, যখন পৃথিবীর ব্যবসায় বাণিজ্য স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইবে, তখন ইংলণ্ড আবার পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বণিক-জাতি বলিয়া গণ্য হইতে পারিবেন।

বিলাতের সংবাদপত্রওয়ালারা অটোয়া ব্যবসায় চুক্তি সম্বন্ধে অনুকূল মত প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহারা বলেন যে, পূর্ব্বে বৃটিশ সাম্রাজ্য রাজনৈতিক হিসাবে একতাবদ্ধ ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে তাহার সহিত বাণিজ্য সম্পর্কী। একতার সমাবেশ হওয়ায় সাম্রাজ্যের একতা দৃঢ়ীভূত হইল। ইংলণ্ডে বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে বটে, কিন্তু এমন কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই যাহার জন্য বৃটেনকে বাণিজ্য-শুল্ক-সম্বন্ধে অপর জাতির অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে। বরং অটোয়া চুক্তির ফলে অন্যান্য দেশকে শুল্কের কঠোরতা হ্রাস করিতে হইবে। অটোয়া চুক্তির ফল যেরূপ ব্যাপক সেরূপ অন্য কোন সন্ধির ফলই হয় নাই। শিল্পরাজ্যে অনেক উন্নতি সাধিত হইতেছে এবং রপ্তানি মালের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

শিল্পের কেন্দ্রস্থানসমূহে শুভ লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে লোকের ভরসা হইতেছে। অবশ্য একথা সত্য যে একদিনেই পূর্ণ উন্নতি সাধিত হইবে না, তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, কারখানাওয়ালাদের হতাশ হইবারও কারণ নাই।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প নষ্টপ্রায় হইয়াছিল, কিন্তু নূতন রক্ষণ-নীতির ছায়ার আশ্রয়ে সেগুলি পুনর্জ্জীবন লাভ করিতেছে এবং তাহার ফলে বহু সংখ্যক লোক বেকার অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইবার সুবিধা লাভ করিয়াছে।

বৈজ্ঞানিকেরা অনেক গবেষণার ফলে সম্প্রতি আবিষ্কার করিয়াছেন যে, মনুষ্যশরীরে 'লাইফ রে' বা সঞ্জীবনী রশ্মির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ইহাতে মনুষ্যশরীর নির্ম্মিত ও বর্দ্ধিত হয়, ইংলণ্ডের রয়েল সোসাইটিতে স্যর ফ্রেডারিক গাউল্যাণ্ড হপ্‌কিন্স বক্তৃতাকালে এই আশ্চর্য্যজনক কথা বলেন।

প্রাণ বস্তুটী অণুসমূহের কর্ম্ম-শক্তির উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে। পেশী সমূহ তাপ বিকীরণের কেন্দ্র। এই তাপ বিকীরণের ফল বহুদূরব্যাপী।

এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি এই সমস্ত বিষয়ের প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করিলেও সাধারণের সমক্ষে সে সমস্ত কথা প্রকাশ করিতে সাহস করেন নাই, তবে সম্প্রতি সে সমস্ত তথ্য বিশেষরূপে অবগত হইয়া তিনি তৎসম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে সাহসী হইয়াছেন।

আজকাল অদৃশ্য রশ্মি মাপিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। কিরণতরঙ্গের দৈর্ঘ্য স্থির করিবার উপায়ও উদ্ভাবিত হইয়াছে।

শরীরের অভ্যন্তরস্থ রশ্মি কোন কোন রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইতেছে। এই রশ্মির সাহায্যে কর্কট রোগের চিকিৎসা চলিতেছে।

লক্ষ্ণৌএ নিখিল ভারত নারী সম্মেলনের অধিবেশনে অবৈতনিক সংগঠন-সম্পাদিকা রাণী লক্ষ্মী বাই রাজওয়াড়ে বার্ষিক বিবরণী দাখিল করিবার সময় প্রচার করেন যে, নারী এবং সম্পত্তি সম্বন্ধীয় অধিকার সম্পর্কিত ব্যাপারে হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের যে সমস্ত ক্ষমতা নাই; সেই সমস্ত ক্ষমতা না থাকায় বিরুদ্ধে এই সম্মেলন মত প্রকাশ করিয়াছেন।

এই সমস্ত ক্ষমতা স্ত্রীলোকদিগকে দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে একটী নিখিল ভারত তদন্ত সমিতি গঠিত করিলে এবং ভারতীয় রাজন্যবর্গ এই বিষয়ে সহযোগিতা করিলে সুফল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।

লক্ষ্ণৌ নিখিল ভারত নারী সম্মেলনে গোলটেবিল বৈঠক কৃত সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ভারতীয় নারীদিগের যথাপ্রাপ্য দাবী পূরণ না করায় সম্মেলন অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

নারী সম্মেলন মত প্রকাশ করেন যে, যে সমস্ত সম্প্রদায় জাতীয় জীবন হইতে চিরকাল বিচ্ছিন্ন থাকিবে তাহাদিগকে জোর করিয়া মধ্যে স্থান দেওয়া অন্যায় হইয়াছে।

বালক বালিকাদিগের বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার দাবী বহুকাল হইতে করা হইতেছে। ভাল বেতন দিয়া শিক্ষিত শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ, শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোকদিগের ব্যায়ামচর্চ্চা, ভাল স্কুল-কলেজ এবং উচ্চ বিদ্যালয়, শিক্ষয়িত্রী এবং কলেজের ছাত্রীগণের জন্য বাসগৃহ এবং বালিকাশিক্ষায় বেশী খরচ প্রভৃতির দাবী সারা দেশ মিলিয়াই করিতেছে, সম্মেলনে তাহার উল্লেখ হয়।

কয়েকটী স্ত্রীসঙ্ঘ অসাম্প্রদায়িক বিদ্যালয় স্থাপন করায় সম্মেলন আনন্দ প্রকাশ করেন।

অনেক নারীসঙ্ঘ অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের চেষ্টা করিতেছেন। নারীসমাজ চিরকালই রক্ষণশীল বলিয়া বিখ্যাত। নারীরা যে এইরূপ নব ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন, তাহাতে সম্মেলন আনন্দ প্রকাশ করেন।

অনেক প্রদেশে নারীগণের স্বামিত্যাগ সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। অবস্থাবিশেষে স্বামী ত্যাগ করা যাইতে পারে, এইরূপ আইন প্রবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক বলিয়াই নারী-সম্মেলনের ধারণা। এই স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, যে সকল স্থানে গোঁড়ামীর খুব বেশী প্রাদুর্ভাব সেই সমস্ত স্থানেই নারীগণের স্বামিত্যাগের সপক্ষে আন্দোলন চলিতেছে। ভারতীয় স্বাধীন রাজ্যের প্রজাসমূহও এই আন্দোলনে যোগদান করিয়াছে।

ব্রহ্মদেশ যখন ভারত সাম্রাজ্যের সামিল করা হয়, তখন মনে হয় যে, বিজিত দেশ আয়ত্ত করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না। যখন সৈন্যদল রেঙ্গুন হইতে মান্দালায় যায় তখন বেশী বাধা পায় নাই এবং অনেকে অনুমান করেন যে থিব অর্থাৎ ভূতপূর্ব্ব ব্রহ্মরাজের কুশাসন শেষ হওয়ায় দেশে শান্তি স্থাপিত হইল এবং দেশের লোক বৃটিশ সাম্রাজ্যে সুখে বাস করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিবে।

পরে দেখা গেল যে বহু লোক শূন্য সিংহাসন দাবী করিতেছে, কিন্তু তাহাদিগের কাহাকেও বা বন্দী করিয়া, কোন কোন লোককে তাড়াইয়া দিয়া এবং অপর কয়েকজনকে হত্যা করিয়া এই বাধা দূর করা হইল।

তাহার পর তাহাদের অনুচরবর্গ ইংরেজদিগকে বাধা দিতে আসিয়া যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিল।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা এবং ডাকাইতের সর্দ্দারেরাও কম বাধা দেয় নাই, কিন্তু তাহারাও শীঘ্র বৃটিশের অধীনতা স্বীকার করিল।

মোট কথা এই অসভ্য দেশ ক্রমশঃ ভারতীয় সভ্যতার সন্নিহিত হইল এবং আজ এই দেশ বৃটিশ শাসনে শিক্ষালাভ করিয়া নিজের স্বার্থ বুঝিয়াছে এবং সুসভ্য দেশের মন্ত্রীর কথায়ও তাহারা বিচলিত না হইয়া সমগ্র দেশের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিতেছে। তাহারা একথা বেশ বুঝিয়াছে যে এখনও কিছুকাল ভারতের সহিত ব্রহ্মদেশ যুক্ত থাকা আবশ্যক।

বিহার গবর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য বিভাগের পূর্ত্তশাখা পুরবাসী এবং গ্রামবাসীদের সুবিধার জন্য নির্ম্মল জলের ব্যবস্থা করিতেছেন; তাঁহাদের প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য চলিলে যথার্থ উন্নতি সাধিত হইবে। এই সমস্ত প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য করিতে গত মার্চ্চ মাস পর্যন্ত ১ বৎসরে ৩২,২৪,৭০৬ টাকা খরচ পড়ে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রী-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, } ২২ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৬, ২০শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ৪ঠা জানুয়ারী ইং ১৯৩৩ বুধবার } ১৭৩তম সংখ্যা

ঢাকা-প্রদর্শনী প্রসঙ্গ

শ্রীল প্রভুপাদ গত ২৭।১২।৩২ তারিখে প্রাতে ৮টার সময় পুরাণ পল্টন প্রদর্শনীর ময়দানে কয়েক মূর্ত্তি অন্তরঙ্গ ভক্ত-সহ উপস্থিত হ'ন। শ্রীমদ্ বন মহারাজ প্রদর্শনী-সংক্রান্ত যাবতীয় ভার প্রাপ্ত হইয়া সহকারিগণ-সহ ঐ ময়দানে রাত্রিবাস করিয়া নির্দ্দিষ্ট-সময়-মধ্যে কার্য্য সমাধা করিবার জন্য ব্যস্ত আছেন। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় প্রদর্শনীর কার্য্য অনেক অগ্রসর হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া শ্রীমদ্ বন মহারাজকে প্রদর্শনীর কার্য্য সম্বন্ধে অনেক উপদেশ করেন। তন্মধ্যে দুএকটী এখানে বর্ণিত হইতেছে। স্ত্রী ও পুরুষ দর্শকবৃন্দের দর্শনের জন্য রাস্তার (Passage) কিরূপ বন্দোবস্ত হইবে; দ্রষ্টব্য-বিষয়ের সন্নিহিত রাস্তাগুলি (First row) সাধারণতঃ মহিলাগণের জন্য এবং তৎপশ্চাৎ (Second row) রাস্তাটী পুরুষদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইবে; মধ্যে মধ্যে এক এক দিন কেবলমাত্র স্ত্রীলোকদিগের জন্য নির্দ্ধারিত হইবে, (Ladies' day), সে-দিন কোন পুরুষের গতিবিধি থাকিবে না। প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে জলের কল, পায়খানা, বিজলী-আলোকের বন্দোবস্ত করিতে হইবে; মধ্যে মধ্যে পুরুষদিগকেও First row দিয়া দ্রষ্টব্য বিষয়সকল দেখিবার জন্য সুযোগ দিতে হইবে এবং তৎসম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

প্রদর্শনী ফাঁকা ময়দানে অনুষ্ঠিত হওয়ায় সম্মুখস্থ রাস্তায় কোন প্রকার গাড়ীর ভিড় হইবার কিম্বা দর্শকবৃন্দের গতিবিধির অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা নাই। সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী দর্শনের জন্য যৎকিঞ্চিৎ প্রবেশ-ফি ধার্য্য হইবে ও তজ্জন্য টিকিট ছাপাইতে হইবে। সেই টিকিটে লেখা থাকিবে "ঢাকা সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী দর্শনের জন্য 'মাধুকরী ভিক্ষা' এক আনা সাদরে গৃহীত হইল।"

ঐ মাধুকরী ভিক্ষা'র কথা-প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ বৈষ্ণবের পাঁচ প্রকার ভিক্ষার পরিচয় প্রদান করেন—(১) মাধুকরী (২) অসংক্লৃপ্ত (৩) প্রাক্‌প্রণীত (৪) অযাচিত (৫) তাৎকালিকোপপন্ন। মধুকরের বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহ করার নাম মাধুকরী ভিক্ষা। আকাশবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক কেহ কিছু দিবে কি নাই দিবে—এইরূপ অনিশ্চয়তার উপর নির্ভরপূর্ব্বক যে-ভিক্ষা, তাহার নাম অসংক্লৃপ্ত ভিক্ষা। পূর্ব্ব হইতে স্বীকৃত হইয়া আছে অর্থাৎ সেই স্থানে যাইলেই নিশ্চয় যাহা কিছু পাওয়া যাইবে, এইরূপ ভিক্ষার নাম প্রাক্‌প্রণীত। বিনা যাচ্ঞায় অযাচিত-ভাবে ভিক্ষোপকরণ যাহা কিছু আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার নাম অযাচিত ভিক্ষা। আর তাৎকালিক উপস্থিত-ক্ষেত্রে যে-কিছু ভিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম তাৎকালিকোপপন্ন ভিক্ষা। প্রদর্শনীর প্রবেশ টিকিটে মাত্র একআনা মাধুকরী ভিক্ষা লিখিবার উপদেশ দিলেন।

সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীতে

"ঢাকায় ঢক্কার নির্ঘোষ"

(শ্রীযুক্ত ভবদেব চট্টোপাধ্যায়)

(১) মহামায়া-মায়া দুরত্যয়া অতি,
মোহমায়া-পাশে বদ্ধ জীবমতি;
হরি-জন-সেবা বিনা নাহি গতি
নাহি জানি মোরা এই শিক্ষাসার॥

(২) আপন স্বরূপ অসতে ঢাকিয়া,
বিরূপে স্বরূপ পরিচয় দিয়া;
শ্রীরূপ ভুলিয়া কুরূপে মাতিয়া
অপরূপ দেখি' ধাই অনিবার॥

(৩) কূল বলি' পড়ি অকূল পাথারে,
ফুল বলি' গলে তুলি ফণী-হারে;
আলো বলি' ছুটি গভীর আঁধারে,
জল বলি' ধাই মরু হাহাকারে॥

(৪) জীব-দুঃখ হেরি' মহতের হিয়া,
বেদনা-ব্যথিত ব্যাকুল হইয়া;
তমঃ-অন্ধকার জীবের নাশিয়া,
দিব্যালোক দিতে আজি অবতার॥

(৫) এবিশ্ব মাঝে ভোগ প্রদর্শনী,
উন্মুক্ত সর্ব্বদা লইতে দর্শনী;
মায়া মনোহারী কাচের বিপণি,
ভোগের দর্শনে মুগ্ধচিত্ত নর॥

(৬) মায়া-কুহকিনী প্রদর্শনী-মাঝে,
জীবেরে ভুলাতে সাজে নব সাজে;
কুদর্শনে ব্যস্ত মানব-সমাজে,
নাহি সুদর্শনে সুদর্শন-ধর॥

(৭) স্বাস্থ্য, শিল্প, কৃষি, পশু, পক্ষী যত,
প্রদর্শনী মাঝে প্রদর্শনী কত;
ভোগ মনোমত উন্মুক্ত সতত,
জীবচিত্ত মত্ত মুগ্ধ অনিবার॥

(৮) মন্দভাগ্য জীব অসতেতে রত,
বারেক ভাবে না বৃথা দিন গত;
কি জন্য আগত কেন হয় গত,
দেখিয়া দেখে না গতাগতি সার।

(৯) পত্র-পুষ্প ফলে আকাশে সলিলে,
বাতাসে মাটীতে গ্রহাদি মণ্ডলে,
সর্ব্বক্ষেত্রে তিনি সর্ব্ব তাঁ'র তলে
জানাবারে জীবে খুলি' শিক্ষাগার॥

(১০) বিশ্ব আজি ঢাকা জড় অহঙ্কারে,
উন্মুক্ত করিতে ঢাকা সবাকারে,
তাই কিগো আজি ঢাকার মাঝারে,
আঢাকার জন এসেছ এবার?

(১১) প্রদর্শনী-রূপে সৎশিক্ষা খুলি'
জড় ঢাকা মাঝে চেতনের বুলি
করিবে প্রচার ঊর্দ্ধে বাহু তুলি'
কর যুগে যুগে প্রতিজ্ঞা অপার॥

(১২) তাই বুঝি আজি ঢাকাটি ব্যাপিয়া,
লক্ষ স্কন্ধোপরি ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া
'ফক্ক'-বিখে 'ঢক্ক' উঠিল বাজিয়া,
'টেক্ক'-'কৃষ্ণনাম' করিতে প্রচার॥

(১৩) কৃষ্ণ-প্রদর্শনী ঢক্কার নির্ঘোষ,
সিংহনাদ সম করিছে সুঘোষ,
সিংহ-পুত্র মোরা হ'য়ে যাম-ঘোষ,
ভোগাভাবে করি ভোগের চীৎকার॥

(১৪) ওগো বিশ্বজীব! আর মোহ ভ্রমে,
ঘুমাইও না আর কুম্ভকর্ণ-ঘুমে'
'ঢাকা' হ'তে ছুটে এস 'ঢাকা'-ভূমে
লও গৌর-কামে সেবা-শিক্ষা-সার॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২২ নারায়ণ, ভুত অনিরুদ্ধ ৪৪৬

সকল 'ভাব'-পদার্থেই অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় অচিন্ত্য-জ্ঞান-গোচর শক্তিসকল বিদ্যমান আছে; এ-শক্তিসকল স্বাভাবিকী হইলেও স্বরূপ হইতে অভিন্না নহে, কারণ, মণি মন্ত্রাদির প্রভাবে ঐ-শক্তিকে ব্যাহত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পরব্রহ্মের ঐ-শক্তি স্বাভাবিকী ও স্বরূপ হইতে অভিন্না; "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে"—এই শ্রুতিই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অতএব পরব্রহ্মের শক্তি মণি-মন্ত্রাদি-দ্বারা কখনও ব্যাহত হয় না; তাঁহার ঐশ্বর্য্য বা শক্তি নিরঙ্কুশ অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই নিরস্ত হইবার নহে। তাহা পরব্রহ্মে নিরন্তর আশ্রিত।

শক্তিমদ্-বিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ শক্তির মধ্যে প্রধানতঃ শক্তিত্রয়ের কথা বলা হইয়াছে; তন্মধ্যে এক স্বরূপশক্তি ও তাঁহার ত্রিবিধ বৃত্তির কথাও সামান্যতঃ কিছু বলা হইয়াছে। অতঃপর জীব-শক্তির কথা বলা হইতেছে। জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস এবং তাঁহারই তটস্থা শক্তি; ইহাই জীবের স্বরূপ।

প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মায়াবাদি-সম্প্রদায় পরব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করেন না, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। জীব-সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন যে, মায়িক উপাধি দ্বারা বেষ্টিত হইয়া ব্রহ্মের যে পরিচয়, তাহাই 'জীব'-সংজ্ঞা বাচক। উদাহরণ স্থলে বলেন, যেমন ঘটাকাশ ও পটাকাশ। অর্থাৎ যেমন একই অখণ্ড আকাশ যখন ঘটরূপ আধারে অবস্থিত, তখন 'ঘট'-উপাধিদ্বারা পরিচিত ব্রহ্মকে যেমন খণ্ড ঘটাকাশ বলা হয়, কিন্তু ঘটভঙ্গে আর ঐরূপ কোন খণ্ডত্ব ব্রহ্মে আরোপিত হইতে পারে না, তদ্রূপ অহং-রূপ মায়িক বুদ্ধিদ্বারা পরিচিত ব্রহ্মই জীবরূপে কল্পিত হন, বাস্তবিক জীবের অহঙ্কার-বুদ্ধি ধ্বংস হইলেই জীবত্ব নাশ। আর কোন স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান থাকিতে পারে না। বলা বাহুল্য, এবম্বিধ মতবাদ মায়াবাদীর মনে মস্তিষ্কের তাণ্ডব নৃত্য মাত্র। কারণ, জীবের নিত্য-স্বরূপের পরিচয় শ্রুতি 'এষঽণুরাত্মা' 'বালাগ্র-শত-ভাগস্য' প্রভৃতি মন্ত্রে প্রদান করিয়াছেন। মায়াবাদী ঐ সমস্ত শ্রুতি-মন্ত্রে লক্ষণা-বৃত্তি আরোপ করিয়া স্বমত-পোষণে ব্যর্থ প্রয়াস পাইয়াছেন।

ঢাকা কলেজে বক্তৃতা

ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রীল প্রভুপাদ গত ২৬।১২।৩২ তারিখে সন্ধ্যা ৬টার সময় কলেজ-হোষ্টেলে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কর্ত্তৃক "ভক্তি-সদাচার" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করেন। স্বামীজী শ্রীল প্রভুপাদের আদেশানুযায়ী ঐদিন সন্ধ্যাকালে কলেজের ছাত্রবৃন্দ, অধ্যাপক ও অন্যান্য শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের নিকট উপরি উক্ত বিষয়ে ১॥ ঘণ্টা ব্যাপী একটী সুগবেষণাময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মৃদঙ্গ-করতাল-সংযোগে গৌর-বিহিত সুমধুর কীর্ত্তন হয়। বক্তৃতার শেষে সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে প্রচুর পরিমাণে কমলালেবু, নারিকেলখণ্ড, পানতুয়া, সন্দেশ, প্রভৃতি মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীমদ্ তীর্থমহারাজের বক্তৃতাটী অতি হৃদয়গ্রাহী ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আমাকে আচার-বিহীন দেখে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃপা-পূর্ব্বক আত্মশোধনের জন্য আজ "ভক্তি-সদাচার" সম্বন্ধে কিছু কীর্ত্তন করবার আদেশ ক'রেছেন। বক্তৃতার যে-বিষয়টী নির্ব্বাচিত হ'য়েছে, তা'র মধ্যে আমরা তিনটী কথা লক্ষ্য করি—ভক্তি, সৎ ও আচার। সদাচারটীই হচ্ছে ভক্তির মূল-বৃত্তি।

'সৎ' বল্লে অসতের কথা, অন্ধকার বল্লে আলোকের কথা এসে পড়ে। পরিবর্ত্তনশীল ও ধ্বংসশীল বস্তুই 'অসৎ' নামে অভিহিত। কিন্তু যে বস্তুর পরিবর্ত্তন বা ধ্বংস নাই, তাহাই 'সৎ' বস্তু। এগুলো সমস্তই পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত শব্দ (Relative terms)। অন্ধকারটা যেমন বাঞ্ছনীয় নয়, অসৎটাও সেইরূপ। সেই সদ্‌বস্তুর আলোচনা, আচার বা অনুশীলন করা দরকার—এইটাই বক্তব্য বিষয়।

সদ্‌বস্তুর নিত্য সত্ত্বা আছে; তা' কালক্ষোভ্য নয়। অসদ্ বস্তুর অনুশীলনে আমাদের প্রেয়ঃ লাভ হ'তে পারে, কিন্তু তা'তে শ্রেয়ঃ লাভ ঘটে না। সদ্‌বস্তুর অনুশীলনের অভাবে আমরা আচারভ্রষ্ট হ'য়ে পড়েছি। সেই সদ্‌বস্তু হচ্ছেন ভগবান্। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাল্যকাল হ'তে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত, পিতামাতার নিকট হ'তেই বলুন, স্কুল-কলেজেই বলুন, সংসারে কর্ম্মক্ষেত্রেই বলুন—কোথাও সৎশিক্ষা কেহই আমাদিগকে দেয় না।

কেন্দ্র ঠিক না থাক্‌লে যেমন বৃত্ত অঙ্কিত হ'তে পারে না, সেই রকম মূল-কেন্দ্রে যে সদ্‌বস্তু ভগবান্ রয়েছেন, তাঁ'কে বাদ দিয়ে আমাদের যেসমস্ত অনুশীলন হচ্ছে তা'তে অসুবিধা হ'য়ে যাচ্ছে। কেন্দ্র-তত্ত্বের প্রথম প্রতিজ্ঞা যেমন কেন্দ্র-নির্ণয়; সেইপ্রকার সংসার-ক্ষেত্রের প্রথম প্রতিজ্ঞাও হচ্ছে ঐ সদ্‌বস্তুর সহিত আমাদের সম্বন্ধ-নির্ণয়।

আমরা এই সম্বন্ধ-জ্ঞানের অভাবে জড়বাদী (Materialist, Empericist) ও মনোধর্ম্মী (Mental speculationist) হ'য়ে যাচ্ছি, তা'তে অসুবিধা হচ্ছে, আমাদের মৃগ্য বস্তু যে নিরবচ্ছিন্ন নিত্যানন্দ, তা' থেকে বহুদূরে নীত হচ্ছি। আমাদের সনাতন ধর্ম্মটা হ'চ্ছে ভক্তি। 'ভজ্' ধাতু 'সেবায়াম্'; তা'-থেকে ভক্তি শব্দ নিষ্পন্ন হ'য়েছে। সেই সদ্‌বস্তুর নিত্যকাল সেবা করাটাই আমাদের সনাতন-ধর্ম্ম। আর সেই ভক্তি হ'বে কি ক'রে, না, "ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে"। ভগবদ্ভক্ত বা সাধু-বৈষ্ণবের সঙ্গক্রমে ভক্তির উন্মেষ হ'বে। তাই শাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত 'সত্যং পরং ধীমহি' ব'লে স্তব ক'রেছেন।

'ধর্ম্ম' কাহাকে বলে? যে-বস্তুর যাহা নিত্য স্বভাব বা যে-বস্তু যাহাকে নিত্যকাল ধারণ করিয়া রহিয়াছে, সেইটাই তাহার ধর্ম্ম। যেমন তরলতা জলের ধর্ম্ম, দাহিকা-শক্তি অগ্নির ধর্ম্ম। শারীর জ্ঞান, মনোবিজ্ঞান জগতে অনেক আছে ও হবে, কিন্তু আত্মজ্ঞানের একমাত্র স্থান (Depository) হচ্ছে এই ভারতবর্ষ। লেখা-পড়া শেখা দরকার বটে, কিন্তু পরমার্থ বাদ দিয়ে তথাকথিত লেখা-পড়ার কোন মূল্য নাই। লেখা-পড়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, কৃষ্ণ-ভক্তি-জ্ঞান জানা; তা' যদি না হয়, তবে সে-রকম লেখা-পড়ার মূল্য কাণাকড়ির তুল্য।

সংখ্যা এক লিখিয়া তাহার পরে যত শূন্য বসান যায়, ততই তা'র মূল্য বাড়ে; কিন্তু ঐ এক বাদ দিয়া বাকী শূন্যগুলির কোনই মূল্য নাই। সেই রকম "একমেবাদ্বিতীয়ম্" যে ভগবান্, সেই অদ্বয়জ্ঞান ভগবানের সেবা বাদ দিয়ে আমাদের সংসারে যত কিছু অনুশীলন, সব পণ্ডশ্রম মাত্র।

গীতা আমাদের নিত্য অধিষ্ঠানের কথা "যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম" শ্লোকে স্মরণ করাইয়া দিলেও আমরা এই জড়জগতে মুহ্যমান হ'য়ে রয়েছি। জড়কে কেন্দ্র ক'রে আমাদের যত কিছু উপাসনা চ'চ্ছে। আমাদের করণের (ইন্দ্রিয়সকলের) অপটুতা হেতু এই জগতে যে অভিজ্ঞান লাভ কর্‌ছি, তা' সমুদয় অসম্পূর্ণ। ঐরূপ ইন্দ্রিয়-দ্বারা আমরা মাত্র একপাদ দর্শন কর্‌তে পাচ্ছি। ঐরূপ দর্শনের বহির্ভাগে কি আছে, তা' বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

ভগবান্ কিন্তু অধোক্ষজ বস্তু। তাঁ'র সম্বন্ধে আমাদের অক্ষজ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জান্‌বার কিছু উপায় নাই। আমরা তিন মানের (Dimensionএর) কথা বিচার কর্‌তে পারি; ততোধিক মানের বিচার কর্‌বার যোগ্যতা আমাদের নাই। তবে কি অধোক্ষজ তত্ত্ব জানবার আমাদের কোন উপায় নাই? উপায় আছে। সূর্য্যের দর্শনটা জাগতিক কোন আলোকের দ্বারা সম্ভব হয় না; কিন্তু সূর্য্যের রশ্মির কৃপা হ'লে সেই রশ্মির দ্বারাই সূর্য্যকে দেখা যায়; সেই রকম সেই অধোক্ষজ বস্তুর কৃপা হ'লেই তাঁ'র কৃপায় তাঁ'কে দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

সত্য বস্তু জান্‌বার জন্যে পিপাসা, উন্মুখতা, ও সরলতা থাক্‌লেই, সত্যানুসন্ধিৎসার ফলে তাঁ'র কৃপা পাওয়া যায়। কায়মনোবাক্যে সেই বাস্তব সত্য বস্তুর যে অনুশীলন তাহাই আমাদের বক্তব্য সদাচার। আত্মা নিত্য, পরমাত্মা নিত্য, আত্মার বৃত্তিও নিত্য; সেই সত্য বস্তুর যে অনুশীলন তাহাই সদাচার।

রাত্রিকালের দৃষ্ট স্বপ্ন জাগ্রতাবস্থায় মিথ্যা ব'লে মনে হয়; সেই রকম এই সংসারে যখন আমাদের স্বপ্নাবস্থা কাটিবে, তখন আমাদের আত্ম-জাগরণ হ'বে। তখন বুঝ্‌তে পার্‌বো যে, আমাদের সংসারের কাজগুলো সব স্বপ্নবৎ। তাই গীতা ব'লেছেন—"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী। যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥"

বিদ্যা পরা ও অপরা-ভেদে দ্বিবিধ। 'সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া, যে বিদ্যা দ্বারা ভগবানে ভক্তি হয়, তাই পরাবিদ্যা। তাই মহাপ্রভু ব'লেছেন —"পড়ে কেন লোকে—কৃষ্ণভক্তি জানিবারে। তা যদি নহিল বিদ্যায় কি করে?" "সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়॥" তিনি আরও ব'লেছেন যে, হরিকীর্ত্তনই আমাদের নিত্যকর্ত্তব্য, ইহাই আমাদের সদাচার। এই কলিযুগে হরিকীর্ত্তনদ্বারাই ধর্ম্মের সমস্ত অঙ্গই সাধিত হয়।

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা

নদীয়া প্রকাশ

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রাপ্তিগণ ১৮৵
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভ-নরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। মুক্তিনল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। অর্থপঞ্চক ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।⁄০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাধ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠের পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। হরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৭২। গীতাবলী ⁄০
৭৩। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি ⁄০

প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধিপাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া
৯। শ্যামসুন্দরগোপাল পাট কাটালপুলি, চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটী, (বর্দ্ধমান)
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাযোড়া, রাজবাটী বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু, হাওড়া
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চকখিদা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ নব গোপালপুরম্, মান্দ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ চটকপর্ব্বত, পুরী,
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ আগস্তকুণ্ড, কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য।
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

	নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১।	শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	ঢাকা
২।	শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	লক্ষ্ণৌ
৩।	শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	চম্পহট্ট
৪।	শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫।	শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	নারায়ণগঞ্জ
৬।	শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	লক্ষ্ণৌ
৭।	শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা
৮।	শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	ঢাকা
৯।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০।	শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ঢাকা
১১।	শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মান্দ্রাজ
১২।	শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩।	শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	ময়মনসিংহ

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা।   সুবর্ণ সুযোগ।।

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিন্তদর্পণের আবর্জ্জনা দূরীভূত করিয়া ভক্তবাঞ্ছা নিকাশনপূরক শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান উর্ম্মিমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন। যাহা হইলে সাধনভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। হরিদাস্যকামী জনগণ যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায় সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মঞ্জরী। প্রত্যেকটি কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর-ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এন্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' প্রভৃতি স্বত্বাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত দশের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধবগৌড়ীয় পর-সাত্বিকমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসংগ্রহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডাল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭৭ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তীটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৵০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

কৃপাসুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও পাঠকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উচ্ছৃঙ্খল ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ' 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবাস্তবতানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সত্যকথা ও প্রাকৃত সহজিয়া, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যত্ব শ্রীমদ্ স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুপ্রীতিবুদ্ধি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম

ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতীয়।

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩ নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ৷৷০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বস্তু সম্বের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৶০ আনা।

মিটিংএর নোটীশ বহি—১ খানা ৷৷০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ৷৷০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ৷৷০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

মেহ[illegible] পাচন

সর্ব্বপ্রকার মেহরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ভোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়. তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, পাইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭-৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-১৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৭, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫ ৩১	৯-৫	১২-১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫ ৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩১	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

এংলো ইণ্ডিয়ানের মিলন

লণ্ডন এংলো ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েশনের কাউন্সিল স্থির করিয়াছেন যে, তাহাদের সঙ্ঘটি নিখিলভারত এংলো ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েশনের সহিত মিলিত করিয়া দিবেন এবং পরস্পরের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্যপদ্ধতি স্থির করিবেন। সাধারণ বিষয়ে এক যোগে কার্য্য চলিবে; তবে যে এংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় ইংলণ্ডে বাস করিতেছে তাহার হিতের জন্য স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিবার ক্ষমতা লণ্ডনের সঙ্ঘেরই থাকিবে।

মন্ত্রীদের বিশ্রাম

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় আগামী ১৭ই জানুয়ারী তারিখে তিনি লণ্ডনে আসিয়া কার্য্য করিতে পারিবেন না। তাঁহার ভগ্নস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইবার জন্য তাঁহাকে লসিমাউথে বাস করিতে হইবে।

বৈদেশিক সচিব স্যার জন সাইমন শরীর খারাপ হওয়ায় কিছুকাল শয্যাগত ছিলেন। তিনি সুস্থ হইয়াছেন।

পার্শী সমস্যা

পার্শী সম্প্রদায়ের সমস্যাসমূহ মীমাংসা করিবার জন্য মিঃ এস, এ, মাকিংমকে ভারতে আনা হইয়াছে। তিনি বিলাত হইতে আসিবার পর হইতে এই সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করিতেছেন।

অষ্ট্রেলিয়ার জয়

মেলবোর্ণ হইতে সংবাদ এই যে, ইংলণ্ড এবং অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে যে ক্রিকেট টেষ্টম্যাচ হয় তাহাতে ইংলণ্ডের পরাজয় হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার দল ২২৮টী দৌড় দেয়। ইংলণ্ডের নয় জন মোট ১৬১টী দৌড় দিতে সমর্থ হয়। দর্শক সংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজার হয়।

ক্যাপ্টেন নিহত খুন

ল্যান্সডাউনের জজ সিং কার্কি সৈন্যাবাসের কারখানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ছিল। গত ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে বেলা সাড়ে তিনটার সময় সে পাহারা বদল করিবার জন্য কতক গুলি বারুদ এবং একটী বন্দুক লইয়া স্থির হয় এবং কর্ম্মচারিদিগের আবাসে উপস্থিত হয়।

সে যখন ক্যাপ্টেন টমসনের বাসায় যায় তখন ক্যাপ্টেন ব্লেকের স্ত্রী সেই বাংলায় ছিলেন। জজ সিং বলে যে সে ক্যাপ্টেন সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চায়। বিবি ব্লেক ক্যাপ্টেন সাহেবকে ডাকিবামাত্র তিনি বাহিরে আসেন। ক্যাপ্টেন সাহেবকে দেখিয়াই জজ সিং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একটী গুলি ছোড়ে এবং বিবি ব্লেককে লক্ষ্য করিয়া আরও একটী গুলি ছোড়ে। ক্যাপ্টেন টমসনের বাম পার্শ্বে গুলি লাগিয়া বাহির হইয়া যায়, কিন্তু বিবি ব্লেক অনাহত থাকেন। টমসন সাহেবের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বিবি ব্লেক ও বিবি টমসন মানসিক আঘাত পাইয়া কাতর হইয়া পড়েন।

তাহার পর জজ সিং ক্যাপ্টেন পেককে হত্যা করিবার জন্য তাঁহার বাসার দিকে ধাবিত হয়; কিন্তু সেই সময় পাগলা ঘণ্টা বাজাইয়া দেওয়ায় সে নদীর দিকে ছুটিয়া যায়। সৈন্যদল প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি বন্ধ করিয়া জজ সিংকে ধরিবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে নাই।

পুলিশ এবং সৈন্যদল আসামীকে ধরিবার জন্য চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিতেছে। ক্যাপ্টেন টমসনের সহিত আসামীর কোন সম্পর্ক থাকে নাই। তিনি তাহার উপরওয়ালা নহেন এইজন্য অপরাধের কারণ অজ্ঞাত রহিয়াছে।

পথ পরিষ্কার

ভারতের শাসন-সংস্কার শীঘ্রই হইবে

বিলাতের প্রধান প্রধান সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকের প্রশংসায় চতুর্ম্মুখ হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, ইহার পর যে সমস্ত কার্য্য করা হইবে, সে সমস্ত কাজের জন্য তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে।

তাঁহারা বলেন যে, ভারতীয় প্রতিনিধি বর্গ বিশেষ কৌশল এবং ধৈর্য্য প্রদর্শন করার জন্য প্রশংসার্হ। আশা করা যায় যে, নূতন শাসনতন্ত্র খুব ভাল হইবে।

মনোমালিন্য নাই

কেহ কেহ বলেন যে, মিষ্টার গান্ধীকে মুক্তিদান সম্পর্কে ভারত সচিব এবং ভারতের বড়লাট সাহেবের মধ্যে মনোমালিন্য হইয়াছে। কিন্তু এ গুজব সম্পূর্ণ মিথ্যা। সরকার পক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন যে তাঁহাদের মধ্যে মনোমালিন্য বা মতভেদ হওয়ার কোন কারণই উপস্থিত হয় নাই।

অপমৃত্যু

নিউজীলাণ্ডের নেপিয়ার পোতাশ্রয়ে একটি ষ্টীমলঞ্চের সহিত একটী ছোট ষ্টীমারের ধাক্কা লাগায় লঞ্চটি ডুবিয়া যাওয়ায় দশ জন লোক প্রাণ হারায়। ধাক্কা লাগার কারণ এই যে, শেষ রাত্রিতে ভয়ঙ্কর বৃষ্টি হইতেছিল, সেই সময় একটী বড় জাহাজ হইতে ঐ লঞ্চটী ৩১ জন লোককে উপকূলে নামাইবার জন্য যাইতেছিল; সেই সময় কোন পক্ষই সাবধান হইতে না পারায় ধাক্কা লাগে। কয়েকজন সাঁতার কাটিয়া তীরে উঠিয়া চীৎকার করিলে সাহায্যার্থ চেষ্টা হয়। অন্ধকারে অনুসন্ধান কার্য্য চলে। ১২ জনকে হাসপাতালে পাঠান হয়।

স্পেনে বিপ্লব-চেষ্টা

বার্সেলোনা সহরের একটী বাড়ীতে বোমা ফাটে; সেই সম্পর্কে তদন্ত করিতে করিতে পুলিশ একটী বিপ্লবের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে।

আমলা সম্মেলন

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুক্ত শান্তিশেখরেশ্বর রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতায় নিখিল বঙ্গ আমলা সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

তাহাতে এই মর্ম্মে একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, আগামী বৎসর হইতে অর্থাৎ আগামী এপ্রেল মাস হইতে কাছারীর আমলাদিগের বেতন হইতে শতকরা দশটাকা করিয়া কাটিয়া লওয়া বন্ধ করা প্রয়োজনীয়।

আর একটী প্রস্তাবে ব্যয়সঙ্কোচ সমিতির মতানুসারে আমলাদের বেতন এবং সংখ্যা কমান প্রভৃতি প্রস্তাবের প্রতিবাদ করা হয়।

এই সম্পর্কে বলা হয় যে, আদালতের আমলারা অত্যন্ত অল্প বেতন পান; তাঁহাদের বেতন আর কমান কর্ত্তব্য নয়। আদালতের আমলাদিগকে অত্যন্ত অধিক কর্ম্ম করিতে হয়; সুতরাং তাঁহাদের সংখ্যাও কমান অসম্ভব।

বিজলী রেল

ইংলণ্ডের সাদার্ণ রেলওয়ে ইলেকট্রিফায়েড করা হইয়াছে।

বিজনবাসিনী

দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার আদিম নিবাসীদিগের মধ্যে বিবি ডেজিবেটস নাম্নী এক ইংরাজ মহিলা বাস করেন। তিনি গত ৩৫ বৎসর যাবৎ কোন শ্বেতাঙ্গিনীর সহিত সাক্ষাৎকার করেন নাই। তাহার কাপড়ের তাঁবু আছে। তাহার মধ্যে কোন লোককে প্রবেশ করিতে দেন না।

তিনি আদিম নিবাসীদিগের নিকট "ঠাকুরমা" বলিয়া পরিচিত।

তিনি লণ্ডনের প্রাগৈতিহাসিক যাদুঘরে একটী অস্ত্র পাঠাইয়াছেন। তাহার পর হইতে লোকের তাঁহাকে জানিবার ঔৎসুক্য হয়।

পরের দেনা খাতে

নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ... সুদ দিতে না পারায় ইংলণ্ড এবং কানাডা তাহার সুদ পরিশোধের জন্য টাকা কর্জ্জ দিতেছেন।

ইনফ্লুয়েঞ্জা

১৯৩২ সালের শেষ সপ্তাহে ইংলণ্ডে ৩০ জন লোক ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে মারা গিয়াছে।

ব্রাজিলের কফি

যাহাতে ভারতে প্রচুর পরিমাণে ব্রাজিল দেশে উৎপন্ন কাফি বিক্রয় হয়, ব্রাজিল সরকার তাহার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

শ্রমিকদল ও প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি বিলাতের শ্রমিকদলের মেম্বর মিষ্টার ল্যান্সবেরি এবং তাঁহার দুইজন সহযোগী প্রধানমন্ত্রীর লসিমাউথস্থিত স্বাস্থ্যাবাসে আগমন করিয়া টমম্যান এবং লিওয়েলিন নামক দুইজনের ব্যাপার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁহাদের সহিত দীর্ঘকাল আমোদ প্রমোদে কাটান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, তিনি অতিথিদিগকে শ্রমিক আন্দোলনের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি তাঁহাদিগকে প্রতিনিধি মনে করেন নাই।

লোহার কড়ি বরগা
করগেট টীন, জানালার গরাদে
দালানের ফুলদার রেলিং
বেড়াঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি
কান্তিচন্দ্র ...

দৈনিক

Reg No C1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বপ্রথম বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড ; সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৫৪তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২১শে পৌষ বৃহস্পতিবার ১৩৩৯, ৫ই জানুয়ারী ১৯৩৩

হাজতে অনশন

ভারতীয় সাহেবদের শিক্ষা

বিহারে হত্যার হিসাব

ভারতীয় মহিলা এবং স্বদেশী শিল্প

ঋণের দায়ে কারাদণ্ড

বিলাতে শিক্ষকদের অসন্তুষ্টি

নানা কথা

হাজতে অনশন

গোয়ালিয়রের অবসরপ্রাপ্ত চিকিৎসক পণ্ডিত রামগোপাল শাস্ত্রী হাজত-বাসের পর হইতেই অনশন আরম্ভ করিয়াছেন। পণ্ডিত রামগোপাল শোভাযাত্রা বাহির করিবার অপরাধে গত ২৫শে ডিসেম্বর গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। তাঁহার মামলা এখনও বিচারাধীন। বিচারাধীন বন্দীদের তাহার সম্বন্ধে যে সুবিধা প্রদান করা হয়, তাহা তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই বলিয়া তিনি অনশন আরম্ভ করিয়াছেন।

মিঃ কাশীনাথ অনন্ত আরও বলিয়াছেন যে, পণ্ডিত রামগোপালের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের জন্য জেলের অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দিগণ একদিন উপবাস করিয়াছেন।

ভারতীয় সাহেবদের শিক্ষা-সমস্যা এবং গোলটেবিল বৈঠক

গোলটেবিল বৈঠকে এংলো ইণ্ডিয়ানদের শিক্ষাব্যবস্থা লইয়া বহু গবেষণা হয়। অবশেষে এই সমস্যার মীমাংসার জন্য একটি ছোটখাট সাবকমিটী গঠিত হয়।

এবিষয়ে প্রধান সমস্যা এই যে, ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে এংলো ইণ্ডিয়ান এবং ভারতপ্রবাসী ইউরোপীয়দিগের শিক্ষা প্রাদেশিক রিজার্ভ বিষয়ের মধ্যে থাকিবে কিম্বা প্রাদেশিক বিষয়ের মধ্যে থাকিবে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ বিষয়ক দায়িত্ব সম্পূর্ণ গ্রহণ করিবেন।

প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় সাহেব সম্প্রদায় এই বিষয়টী কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের ঘাড়ে ফেলিতে চাহেন। ১৯২৩ এবং ১৯২৫ সালেও ঐ চেষ্টা চলে। সম্প্রতি শিক্ষাসমিতি ইহা কেন্দ্রীয় বিষয়ে পরিণত করিতে অস্বীকার করেন, তবে সাহেবদিগকে এই বিষয়ে কতকগুলি বিশেষ সুবিধা দিবার আয়োজনও চলিতেছে।

বিহারে হত্যার হিসাব

১১০টী হত্যার সংবাদ পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে ১১টী অর্থলাভের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়, ২৫টি জমী-জমা-সংক্রান্ত ব্যাপারে এবং ৬৪টী স্ত্রীলোক ঘটিত ব্যাপারে এবং গৃহবিবাদ-জনিত ঘটনায় অনুষ্ঠিত হয়। নয়জনকে ডাইন মনে করিয়া হত্যা করে।

পালামৌএ কয়েকটি সশস্ত্র ডাকাতিতে বন্দুক প্রভৃতি ব্যবহারের কথা শুনা যায়। মুজাফরপুরে অন্নকষ্ট এবং অর্থহীনতার জন্য চুরি ডাকাতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। নেপাল সীমান্তেও ঐরূপ আরম্ভ হইয়াছে।

ঋণের দায়ে কারাদণ্ড
আইনের পরিবর্ত্তন

ইংলণ্ডের লর্ড চ্যান্সেলার লর্ড স্যাঙ্কি একটী রয়েল কমিশন বসাইবার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। ফৌজদারী আইন মতে অপরাধ না করিয়াও অনেকে কারাদণ্ড ভোগ করেন। ভাবী কমিশন এই বিষয়ে তদন্ত করিবেন।

হোম-সেক্রেটারি স্যার জন্ গিলমোর লণ্ডনের ম্যাজিষ্ট্রেট-সঙ্ঘের একটী অধিবেশনে বক্তৃতা দিবার সময় প্রকাশ করেন যে, প্রতি বৎসর ২৪০০০ এরও অধিক সংখ্যক লোক জরিমানা দিতে না পারায়, স্ত্রী-বিচ্ছেদের মামলায় ডিক্রীকৃত স্ত্রীর ভরণপোষণ দিতে না পারায়, সামারি জুরিসডিকসন এবং গ্রাম্য আদালতের আজ্ঞা অমান্য করায় কারাদণ্ড প্রাপ্ত হয়।

প্রতি বৎসর চারিশত হইতে পাঁচশত পর্য্যন্ত যুবক জরিমানা দিতে না পারায় কারাবরণ করিতে বাধ্য হয়।

পুরস্কার বিতরণে বড়লাট-মহিষী

কলিকাতা সল্টলেক পার্কস্থিত মুসলমান বালিকা বিদ্যালয়ে বড়লাটমহিষী স্বয়ং পুরস্কার বিতরণ করেন।

ডাকাতির চেষ্টা

ময়মনসিং হইতে একখানি মোটর বাস গোপালপুর অভিমুখে যাইবার সময় ডাকাতেরা মধুবনী বনের নিকট বাসখানি আটক করিবার চেষ্টা করে। একজন ডাকাত বর্শা দ্বারা একজন যাত্রীকে আঘাত করে; কিন্তু মোটরচালক বাসটীর বেগ হঠাৎ খুব বাড়াইয়া দেওয়ায় ডাকাতেরা সফলকাম হয় নাই।

শ্রী নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১শে পৌষ, বৃহস্পতিবার ১৩৩৯

মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড সংস্কার হইতেই কিছু কিছু পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়, সেই সময় ভারতীয়গণের প্রতিনিধিবর্গ প্রাদেশিক সরকারের সদস্য স্বরূপে গৃহীত হইতে আরম্ভ হন। ঐ সংস্কারের ফলেই বড়লাট সাহেবের কাউন্সিলে ভারতীয় মেম্বরের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আশা করা যায় যে, ভবিষ্যৎ সংস্কারে আরও কিছু সুবিধা হইবে।

প্রজানির্ব্বাচিত মন্ত্রিবর্গের হস্তে প্রাদেশিক শাসনবিভাগ অর্পিত হইবে, তবে তাঁহাদের উপর একজন লাট সাহেব থাকিবেন। লাট সাহেব ভারতবর্ষের মনোনীত ব্যক্তিই হইবেন না। তাঁহার হস্তে কি ক্ষমতা থাকিবে তাহা এখনও ঠিক নির্দ্দেশ করা যায় না। ভারত-সচিব যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে অনুমিত হয় যে, তিনি মন্ত্রিবর্গের মত পদদলিত করিয়া যাহা ইচ্ছা করিতে পারিবেন না। তবে তিনি আবশ্যকমত তাঁহাদিগের যথেচ্ছাচারে বাধা দিতে পারিবেন।

১৯২১—২২ সালে সাতটি মিউনিসিপ্যালিটিতে জলের কলের ব্যবস্থা ছিল। ১৯৩১—৩২ সালে আরও দুইটী মিউনিসিপ্যালিটিতে কলের জলের বন্দোবস্ত হইয়াছে। যে জল সরবরাহ হয় তাহার পরিমাণও দ্বিগুণ বাড়িয়াছে এবং পূর্ব্বাপেক্ষা দুইলক্ষ বেশী লোক এই জল পান করিতে পাইতেছে।

এই সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটিতে যে জল সরবরাহ করা হয় তাহা ইংলণ্ডের স্বাস্থ্য-বিভাগের অনুমোদিত জল অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে।

গবর্ণমেণ্ট পাটনা-বাকিপুর মিউনিসিপাল কমিটিকে ১০ বৎসরের মধ্যে কয়েক লক্ষ টাকা দিয়াছেন এবং আরও টাকা দিবেন। ঐ টাকায় জল সরবরাহ কৃত স্থানের সীমানা বর্দ্ধিত করা যাইবে।

পাটনা সহরে এবং মিউনিসিপ্যালিটির এলাকার মধ্যে নলকূপ স্থাপন এবং সংস্কারের কার্য্যও খুব জোর চলিতেছে। বিশুদ্ধ জল সরবরাহের কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

মুসলমান-নেতা সাফি দাউদী প্রচার করিতেছেন যে, ধর্ম্ম বা পার্থিব স্বার্থ আদায় করাই বর্ত্তমান রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য। প্রত্যেক দল তাহাই করিতেছে; অতএব ঐক্য-সম্মেলন ত্যাগ করিয়া সকলে নির্ব্বাচন-কেন্দ্র সংগঠনে আত্মনিয়োগ করা।

আমরা সত্যের খাতিরে বলিতেছি যে ভারতের রাজনৈতিকদিগের মধ্যে অনেকেই ঐক্য অপেক্ষা স্বার্থ এবং জাতি অপেক্ষা সম্প্রদায়কেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন। যে জাতির শতকরা ৯০ জনেরও উপর অশিক্ষিত, তাহার নেতৃবর্গ যে জনসাধারণকে সহজেই বিপথে চালিত করিতে পারেন, সে-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই।

গবর্ণমেণ্ট কিম্বা কংগ্রেসকে গালি দেওয়া সহজ, কিন্তু জগতের হিত করার জন্য শিক্ষা এবং সাধনা আবশ্যক; সেই উৎকর্ষ কয়জন নেতা লাভ করিয়াছেন? জনসাধারণের মানসিক দৌর্ব্বল্যের সুবিধা গ্রহণ করিয়া স্বার্থ সাধন না করিয়া, তাহাদিগকে সুপথে চালিত করিবার মত নেতার দুর্ভিক্ষ আজ দেশকে পীড়ন করিতেছেন।

মুসলমান নেতারা ক্রমাগত ব্যবস্থাপক সভায় সংখ্যাধিক্যের দাবী করিতেছেন, কিন্তু এই সংখ্যাধিক্যের ফলে দেশ কতটা লাভবান হইবে। নিরপেক্ষভাবে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির জবাব দিলে তাঁহাদের দাবীর স্বরূপ প্রকাশ পাইবে।

বাংলাদেশে মুসলমানের সংখ্যা বেশী হইলেও তাহাদের মধ্যে কয়জন লেখাপড়া শিখিয়াছে? কয়জন উপযুক্ত উকিল ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উচ্চ উপাধিপ্রাপ্ত গ্রাজুয়েট আছেন? যদি শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অনুপাতে ভোট দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাঁহারা কয়টী ভোট পাইবেন? তাঁহাদের সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও মিশ্র নির্ব্বাচনে ভয় পান কেন?

পার্লামেণ্টের সভ্যগণ সময় সময় এরূপ রসিকতা করেন যে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাহা বুঝিতে না পারিয়া অসুবিধায় পতিত হ'ন। মিঃ চার্চ্চিলের রসিকতার চোটে প্রধান মন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড পর্য্যন্ত অস্থির হইয়া উঠেন। শ্রমিক দলের সদস্যগণ সাধারণতঃ কিছু বেরসিক। বর্ত্তমান শ্রমিকনেতা মিঃ লান্সবেরি তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ দিতেছেন। চার্চ্চিল প্রমুখ রক্ষণশীল দলের নেতৃবর্গ তাহাতে মৃদু হাস্য করেন মাত্র।

ভারতীয় মেডিকেল এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় পরিষদের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে অবৈতনিক সম্পাদক মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন যে, রাজনৈতিক এবং ব্যবসায় জগতের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় চিকিৎসক সম্প্রদায়ের আয় অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে।

এই সঙ্ঘ খুব উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং অনেক স্থানে শাখা সঙ্ঘও স্থাপিত হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিল বিলে অনেকগুলি আপত্তিকর অংশ আছে। সেইগুলি উঠাইয়া দিবার জন্য খুব চেষ্টা চলিতেছে এবং এই উদ্দেশ্যে পরিষদের কয়েকজন সভ্য দিল্লীতে কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন। এই এসোসিয়েশনের মতে ভাবী ভারতীয় মেডিকেল কাউন্সিলের উদ্দেশ্য এইরূপ হওয়া উচিত, (১) ভারতবর্ষে ডাক্তারি বিদ্যা শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন, (২) ভারতের ডাক্তারদিগের স্বার্থোন্নতি সাধন, (৩) ভারতের ডাক্তারী উপাধিসমূহ বিদেশে স্বীকৃত হইবে কিনা, সে সম্বন্ধে বিচার প্রথম দুইটী বিষয় অপেক্ষা অল্প দরকারী, (৪) একটী নিখিল ভারত চিকিৎসক রেজিষ্টার থাকা আবশ্যক। ছাড়প্রাপ্ত সকল ডাক্তারের নামই ইহাতে থাকা দরকার।

এই এসোসিয়েশনের মতে ভাবী কাউন্সিলের গঠন-প্রণালী এরূপ যে, তাহাতে উহার স্থায়িত্বের আশা করা মূর্খতার কার্য্য।

এসোসিয়েশনের মতে কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট গবর্ণমেণ্টের মনোনীত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় এবং সরকারী লোক এত বেশী থাকাও যুক্তিযুক্ত নয়।

ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তৃতি কত বেশী সে সম্বন্ধে বিলাতে খুব গবেষণা চলিতেছে। কেম্ব্রিজে সার জেম্‌স জীনস একটী বক্তৃতায় প্রকাশ করেন যে, সমস্ত আকাশময়ই যে তারা আছে, তাহা নহে। যে অংশটীতে নক্ষত্রাদি আছে তাহা আমাদিগের নিকট যত বড়ই প্রতীয়মান হউক না কেন, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তাহা একটী সামান্য থালা বা গাড়ীর চাকা বা টাকা অপেক্ষা বেশী নহে।

বর্ত্তমানে এই অংশটীকে একটী গাড়ীর চাকার সহিত তুলনা করা হয় এবং পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, ইহা চাকার ন্যায় একটী কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে ঘুরে।

পূর্ব্বে লোকে ভাবিত যে, সূর্য্য ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে; কিন্তু বর্ত্তমানে সে ধারণা দূরীভূত হইয়াছে। সূর্য্য কেন্দ্র হইতে বহুদূরে। ছায়াপথে যে সমস্ত তারা আছে তাহাদিগকে চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না।

অনেকগুলি এমন নক্ষত্র আছে যাহাদের কিরণ আমাদের নিকটে আসিতে তিন সহস্র বৎসর লাগে; তবে যে সমস্ত নক্ষত্র আমরা দেখিতে পাই; কিন্তু আকাশের বিভিন্ন অংশে এমন সব নক্ষত্র অদৃশ্যভাবে বর্ত্তমান যে-গুলির কিরণ পৃথিবীতে আসিতে ৪০০০০ বৎসর লাগে।

আমরা এই ভ্রাম্যমাণ চক্রের ব্যাসের দৈর্ঘ্য অবগত নহি। তবে তাহা অতিক্রম করিতে আলোক-রশ্মির ২০০০০০ বৎসর লাগিতে পারে।

লণ্ডনের কেন্দ্রস্থলে লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউণ্ড, হলাণ্ড পার্ক ও রিজেণ্টস পার্কের চতুর্দ্দিকে সুন্দর বাস গৃহগুলি যাহাতে এই বিরাট আফিসগৃহ কর্ত্তৃক গ্রস্ত না হয়, কাউণ্টি কাউন্সিল সেই জন্য চেষ্টা করিতেছেন। সহরের সুন্দর রাস্তাগুলিকেও রক্ষা করিতে হইবে। প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে সহরের এই অংশ নির্ম্মিত হয় এবং তদবধি ইহার সৌন্দর্য্য অটুট আছে।

তিন বৎসরে তিনটী গোলটেবিল বৈঠক বসানতেও বিশেষ কোন ফল হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। তবে ভবিষ্যতে শাসনতন্ত্র কিরূপ দাঁড়াইবে, সে সম্বন্ধে কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ ১৯৩৪ সালের প্রথম ভাগেই কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিবে। গত ১৪ বৎসর যাবৎ শুনিয়া আসা যাইতেছে যে, ভারতে কিছু কিছু স্বায়ত্তশাসন আমদানি হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

নবম বর্ষ, { ২৩ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৬, ২১শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ৫ই জানুয়ারী ইং ১৯৩৩ বৃহস্পতিবার } ২৫৪তম সংখ্যা

ঢাকা-প্রসঙ্গ

ঢাকা ২৬.১২।৩২

ঢাকা-প্রদর্শনীর কার্য্য খুব দ্রুতগতিতে চলিতেছে। জীবের নিত্য কল্যাণ প্রদানের জন্য অবতীর্ণ শ্রীল প্রভুপাদ ঢাকাবাসীর মঙ্গলের জন্য ব্যস্ত হইয়া প্রদর্শনীর কার্য্য যাহাতে সত্বর সম্পূর্ণ হয়, তজ্জন্য সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ-ভক্তগণকে প্রত্যহই উৎসাহ দিতেছেন এবং নিজে প্রত্যহ মণ্ডপে যাইয়া পরিদর্শন করিতেছেন। সমস্ত ষ্টল Stall প্রস্তুত হইয়া গিয়া এক্ষণে সাজানের (Decoration এর) কার্য্য চলিতেছে।

বৈকুণ্ঠাগত আচার্য্যের নিকট হইতে বৈকুণ্ঠবাণী শ্রবণের জন্য প্রত্যহই অপরাহ্নে বহু লোকের আগমন হইতেছে। সমাগত ব্যক্তিগণের মধ্যে অত্র আবগারী-বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট ও টেলিগ্রাফ-বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টদ্বয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা খুব মনোযোগসহকারে আচার্য্যবাণী শ্রবণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করেন।

শ্রীমদ্ অরণ্য মহারাজ, শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য ব্রহ্মচারিগণ নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলে এবং শ্রীমদ্ বোধায়ন মহারাজ আচার্য্য শ্রীপাদ বঙ্কিমচন্দ্র দাসাধিকারী ও কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ নিকটস্থ সহর ময়মনসিংহ মহকুমার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেম ধর্ম্মের বার্ত্তা এবং ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে উদ্যোগে জীবদুঃখ নিবারণ কল্পে অনুষ্ঠিত পারমার্থিক-প্রদর্শনীর বার্ত্তা প্রচার করিতেছেন। শ্রীমৎ তীর্থ ও শ্রীপাদ নেমি মহারাজ শ্রীমঠে ও সহরের বিভিন্ন স্থানে গৃহস্থগণের বাটীতে ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতা করিতেছেন।

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

শ্রীল প্রভুপাদ বিষ্ণুর উপাসক বা সেবকের সহিত অন্যান্য দেবযাজীর বা মানুষের সেবার পার্থক্য প্রদর্শন করেন। মনুষ্য-সমাজ এই কথাগুলো বুঝ্‌তে পারছে না। একজন বৈষ্ণবের সঙ্গে একজন সাধারণ লোকের কত তফাৎ তাহা তাহারা বোঝে না। মনুষ্যাকৃতি মানব-মাত্রেরই পরস্পর সমতা থাকবে, বুদ্ধিমান্ মানবের সঙ্গে নির্ব্বোধ মানবের সমতা থাকবে. সমত্ববাদের বিচারটা দু' হাত দু' পা-ওয়ালা মানবমাত্রের প্রতি প্রয়োগ ক'রতে যাওয়াটায় ভুল হ'য়েছে। এবিচারে Lagislativeও ভুল ক'রেছেন। সঙ্কুচিত চেতন, বিকচিত চেতন ও পূর্ণ-বিকচিত চেতনের সম্বন্ধে ভারতীয় দর্শনের বিচারটা খুব সুষ্ঠু আছে।

শ্রীল প্রভুপাদ চিন্মাত্রবাদ ও চিদ্বিলাসবাদের সম্বন্ধে অনেক সিদ্ধান্তের অবতারণা করেন তাহা ভবিষ্যতে যোগ্য ব্যক্তির লেখনী দ্বারে গৌড়ীয় পত্রে প্রকাশিত হইবে। চিদ্বিলাসবাদের সহিত চিন্মাত্রবাদীর অনেক বিষয়ে মিল আছে, যাহা কর্ম্মবাদীর বিচারের সঙ্গে পৃথক্ হ'য়েছে। "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি" "প্রায়েণ বেদ তদিদম্" এসমস্ত উভয়েই স্বীকার করেন। ভাগবতের বিচারে যে তিনটী প্রণালী আছে, চিন্মাত্রবাদিগণ যদি তাহা অবলম্বন করেন, তা' হ'লে তাঁ'দের ভক্তির স্বরূপটা উপলব্ধি হ'য়ে সুবিধা হ'য়ে যায়।

অদ্বিদের বিচারে জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি—ইহাদের কোন্‌টী গ্রহণ করা হ'বে? গীতায় প্রথম ছয় অধ্যায়ে কর্ম্ম, শেষ ছয় অধ্যায়ে জ্ঞান এবং মধ্যের ছয় অধ্যায়ে ভক্তির কথা বলা হ'য়েছে। প্রথম ও শেষ অধ্যায়গুলি বইয়ের মলাটের মত, মধ্যের অধ্যায় সকল আসল বইখানা। যেমন শিশির মধ্যে ঔষধ। আদিতে ব্রহ্মার সংসার, শেষে শিবের সংসার (সংহার) মধ্যে বিষ্ণু সংসার। ভক্তি জিনিষটা মধ্যবর্ত্তী স্থানে Double coverএর মধ্যে অবস্থিত। কি প্রকারে পুরুষার্থ প্রেমা লাভ করতে হ'বে, সেটা জগতের বিচার্য্য কথা।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" গীতায় শ্রীভগবান্ এই শ্লোকটীতে শরীর-ধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম—দু'টোকেই পরিত্যাগ ক'রে একমাত্র তাঁ'তেই শরণ গ্রহণ করতে ব'লেছেন। পাপ আর পুণ্য দু'টোই কর্ম্মকাণ্ড; দু'টোই পরিত্যাজ্য। 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা......সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ ......বীতশোকঃ॥' এই শ্লোকদ্বয়ে ব'লা হ'য়েছে যে, কর্ম্মফলের ভোক্তা জীব মায়ার দ্বারা বিমোহিত হ'য়ে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে আত্মবুদ্ধি-জন্য শোক করেন। যখন আপনা হইতে ভিন্ন সেব্য পরমেশ্বরকে দেখ্‌তে পান, তখন সমস্ত শোক নির্ম্মুক্ত হ'য়ে ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও মহিমার অনুশীলন ক'রে থাকেন। মানুষ যে-পর্য্যন্ত ভক্তির সন্ধান না পায়, ততক্ষণ তা'র ঈশ্বরানুসন্ধান হয় না। "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥" গীতার এই বিচারটা না এলে, আমার কর্ত্তৃত্ব এসে পড়ে।

শ্রুতির এক অঙ্গ স্বীকার ক'রে অন্য অঙ্গ পরিত্যাগ করাটা দোষাবহ। চিন্মাত্রবাদী তাঁহার চিন্মাত্রবাদ স্থাপনের জন্য শ্রুতির যেসমস্ত মন্ত্র গ্রহণ ক'রেছেন, তা'র বিরুদ্ধে যে-সব মন্ত্র আছে, সেগুলিকে পরিত্যাগ ক'রেছেন। শঙ্করের প্রতি শ্রীভগবানের আদেশ ছিল 'মাং চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা' —অর্থাৎ তুমি এমনভাবে বিচার-স্রোত প্রবর্ত্তিত কর, যাতে মানুষগুলো আমার অধোক্ষজ (Transcendental) স্বরূপটা ভুলে গিয়ে কর্ম্মকাণ্ডে প্রবেশ করে এবং জড়জগতের সৃষ্টি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সকল জিনিষকে কসের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়াটাই আমাকে গোপন করা।

(অতঃপর ৪র্থ পৃষ্ঠার ২য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৭ নারায়ণ, আদিত্যবার গৌরাব্দ ৪৪৬

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্যে স্মৃতিবাক্য প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন যথা :—

জ্ঞানাশ্রয়ো জ্ঞানগুণশ্চেতনঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
ন জাতো নির্বিকারশ্চ একরূপঃ স্বরূপভাক্॥
অণুর্নিত্যো ব্যাপ্তিশীলশ্চিদানন্দাত্মকস্তথা।
অহমর্থোঽব্যয়ঃ সাক্ষী ভিন্নরূপঃ সনাতনঃ॥
অদাহ্যোঽচ্ছেদ্যোঽক্লেদ্যঃ অশোষ্যোঽক্ষর এব বা।
এবমাদি গুণৈর্যুক্তঃ পরস্য বৈ॥
মকারেণোচ্যতে জীবঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরবান্ সদা।
দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন॥

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রেও জীবকে 'তটস্থ' বলা হইয়াছে। যথা :—

যৎ তটস্থন্তু চিদ্রূপং স্বসম্বেদ্যাদ্বিনির্গতং।
রঞ্জিতং গুণরাগেণ স জীব ইতি কথ্যতে॥

অর্থাৎ চিৎপদার্থ, স্বীয় সম্বেদ্য মূল পরমপূর্ণ বস্তু হইতে বিনির্গত এবং তটস্থ হইয়া থাকেন।

গুণরাগদ্বারা রঞ্জিত তটস্থ চিদ্রূপই জীব-সংজ্ঞায় অভিহিত।

শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ ভগবচ্ছক্তি সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে তদীয় ভগবৎ-সন্দর্ভে বলিয়াছেন, "এক এব বস্তু তস্য সর্বশক্তিত্বমাহ :—

"বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদমিতি।"

অর্থাৎ সেই পরম বস্তু যে শক্তিশালী তৎসম্বন্ধে বলা যাইতেছে শ্রীমদ্ভাগবতের ১।১।২ শ্লোক ইহার প্রমাণ।

উক্ত শ্লোকের "শিবদ" এবং 'তাপত্রয়োন্মূলনম্'' এই দুইটী বিশেষণ পদ আছে। তাপত্রয়—ইহা মায়াশক্তির কার্য্য। স্বরূপশক্তির প্রভাবেই ত্রিতাপের উন্মূলন হয়। মায়াশক্তি ও স্বরূপশক্তি পরস্পর বিরুদ্ধ। উঁহাদিগের বৃত্তি ও আপন আপন গুণ পরস্পর বিরুদ্ধ, কিন্তু তাহা হইলেও এই পরস্পর বিরুদ্ধ বৃত্তি ও গুণের নিদান এক। যথা:—

যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ
* * * * * * তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে॥

পরতত্ত্বের সশক্তিত্ব সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত অন্যত্র বলিয়াছেন, যথাঃ—

সর্গাদি যোঽস্যানুরুণদ্ধি শক্তিভি-
র্দ্রব্য-ক্রিয়া-কারক-চেতনাত্মভিঃ।
তস্মৈ সমুন্নদ্ধ বিরুদ্ধ শক্তয়ে
নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় বেধসে॥

অর্থাৎ যিনি দ্রব্য (মহাভূতসমূহ), ক্রিয়া (ইন্দ্রিয়সমূহ), কারক (দেবতা), চেতনা (বুদ্ধি), আত্মা (অহঙ্কার), এই সকল শক্তিদ্বারা এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় সাধন করেন সেই সমুন্নদ্ধ বিরুদ্ধ শক্তিশালী মহান্ পরম-পুরুষকে নমস্কার করি।

শ্রীমদ্ভাগবতের লেখক শ্রীল ব্যাসদেব 'ব্রহ্মসূত্র'-নামক আকর গ্রন্থে পরব্রহ্মের অনন্ত-শক্তিমত্ত্বের কথাই কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" প্রভৃতি সূত্রই তাহার প্রমাণ। এই সকল বচনদ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, যিনি পরতত্ত্ব, তিনি শক্তিসমূহের—বিরুদ্ধ শক্তিসমূহের সমাশ্রয়। শক্তির অনন্তত্ব পরিলক্ষিত হইলেও শক্তির আধার-স্বরূপ শ্রীভগবান্ এক ও অদ্বিতীয়। অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই সেই পরতত্ত্ব।

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

চিন্মাত্রবাদ যে বাস্তব সত্যের পথ নয়, তাহা স্বয়ং শঙ্কর পার্ব্বতীর নিকট প্রকাশ ক'রেছেন—

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবী কলৌ ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিনা॥"

কংস, অঘ, বক, পুতনার মত ভগবান্‌কে নাশ করবার চেষ্টা থেকে চিন্মাত্রবাদ সৃষ্টি হ'য়েছে।

কর্ম্ম এবং জ্ঞান অভিধেয় হ'তে পারে না, কারণ ইহারা বহু দোষদুষ্ট। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ব'লেছেন, "ভুক্তি মুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥" কর্ম্মকাণ্ডের প্রাপ্ত ফল ভুক্তি, জ্ঞানীদের প্রাপ্ত ফল মুক্তি। যাহারা কর্ম্মের প্রতিদান চায়, তাহারা কর্ম্মী। ভুক্তি মুক্তিকে ডাইনী বলা হয় কেন? তা'রা দেখায় এক রকম, কাজে করে অন্য রকম; ভালটা দেখিয়ে পরে সর্ব্বনাশ করে। হাতে লাড্ডু দিয়ে ছেলে ভুলিয়ে নিয়ে ডাইনীরা যেমন ছেলেদের সর্ব্বনাশ করে, কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডে মানুষের দুর্দ্দশা সেই রকম হয়। কপটতাযুক্ত বুদ্ধিতে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের উদয় হ'য়েছে। ব্রহ্মজ্ঞানের যে সুখটা, শাস্ত্র তা'কে সমুদ্রের সহিত তুলনায় গোষ্পদের যে-স্থান, সেই স্থান দিয়েছেন।

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজি-সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ॥
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্যঃ একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে॥

ভগবদ্ভক্তির সর্ব্বোত্তমত্ব শ্রীরূপপাদ গোস্বামী শ্রীউপদেশামৃতের শ্লোকে বলেছেন,—"কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিনস্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ। তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয় সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী॥" অর্থাৎ যত প্রকার সৎকর্ম্মনিরত পুণ্যবান্ কর্ম্মী আছে, তা' হ'তে গুণত্রয়বর্জ্জিত ব্রহ্মজ্ঞানী শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার ব্রহ্মজ্ঞানী অপেক্ষা জ্ঞানবিমুক্ত-ভক্তিপ্রধান সনকাদি শুদ্ধভক্তগণ কৃষ্ণের প্রিয়; আবার উঁহাদের অপেক্ষা প্রেমৈকনিষ্ঠ নারদাদি শুদ্ধভক্তগণ কৃষ্ণের প্রিয়। নারদাদি শুদ্ধভক্তগণ অপেক্ষা কৃষ্ণগতপ্রাণা ব্রজসুন্দরীগণ কৃষ্ণের প্রিয়; আবার ব্রজসুন্দরীগণ অপেক্ষা শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। শ্রীমতী রাধিকা যেরূপ কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়া, সেই প্রকার শ্রীরাধাকুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। সুতরাং কোন সৌভাগ্যবান্ কৃষ্ণভক্ত শ্রীরাধাকুণ্ডে অপ্রাকৃতভাবে বাস করতঃ শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকাল ভজন না ক'রবেন।

মুখ্য পাঁচটী রসের মধ্যে শান্ত, দাস্য ও সখ্যের অর্দ্ধাংশ অর্থাৎ গৌরব-সখ্য-দ্বারা বিষ্ণুর সেবা হ'য়ে থাকে; কিন্তু কৃষ্ণসেবায় শান্ত, দাস্য, সখ্য বাৎসল্য ও মধুর—পাঁচ প্রকার রসই আছে। ভক্তি আরম্ভ হ'লেই মুক্তি আরম্ভ হয়। উপনিষদ্ ব'লেছেন,—"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥" ভক্তিফলে মানব অপরলৌকিক-বুদ্ধি-প্রসূত পাপ-পুণ্য ধারণা সম্যগ্‌রূপে ধৌত হইয়া নির্ম্মলতা ও সমতা লাভ করে।

শ্রৌতপথানুসারে চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়সকলকে বশ ক'রতে পার্‌লে মনটাও বশে আসে; তখন চিদ্‌রস কা'কে বলে, অচিদ্‌রস কা'কে বলে, বুঝ্‌তে পারা যায়। কৃষ্ণপ্রেমা প্রাপ্তির উপায় হচ্ছে ভক্তি। অভক্তি বল্‌লে কর্ম্ম ও জ্ঞানকে বুঝায়। আমার প্রেয়ঃ জিনিষটা যখন শ্রেয়ের সঙ্গে এক হ'য়ে যায়, তখনই ভক্তির উদয় হয়।

কৃষ্ণেতে অখিল রসের সমাবেশ আছে; তা'র অবতারসমূহে কিছু কিছু আছে, পূর্ণমাত্রায় নাই। শ্রীমতী রাধিকা নিজে কৃষ্ণ হ'য়েও তা'র পূর্ণতমা সেবিকা; অষ্টসখীরা সেরূপ নহেন। অভিমন্যু গোপ রাধিকার বিবাহিত পতি ব'লে নিজকে মনে করে। কৃষ্ণ রাধিকাকে নিয়ে রাধাকুণ্ড-তটে মাধ্যাহ্নিক লীলা ক'রেছিলেন। গৌড়ীয়-সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কোন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ কৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলার কথা স্মরণ করতে পারেন না, কারণ তাঁ'রা ঐ মাধ্যাহ্নিক লীলার কথা জানেন না। যাঁ'রা সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করেন, তাঁদেরই অষ্টকালীয় স্মরণ হ'তে পারে। কীর্ত্তন বন্ধ হ'লে স্মরণটাও বন্ধ হ'য়ে যায়।

ঢাকা কলেজে বক্তৃতা

(২)

জড়জগতের শব্দগুলো কিছু বস্তু নহে। 'জল'-শব্দ বা 'অগ্নি' শব্দ কিছু জল বা অগ্নি নয়। 'জল'শব্দ উচ্চারণে পিপাসা নিবৃত্তি হয় না। 'অগ্নি'-শব্দ উচ্চারণে জিহ্বা পুড়িয়া যায় না। কিন্তু বৈকুণ্ঠ-শব্দ সে রকম নয়। বৈকুণ্ঠের-শব্দে ও শব্দীতে ভেদ নাই। নাম-নামী অভেদ। কৃষ্ণের নাম ও কৃষ্ণ-বস্তু পৃথক্ ন'ন। তাই সেই শ্রীনামের উচ্চারণে অর্থাৎ হরিকীর্ত্তন কর্‌লেই আমাদের মঙ্গল হ'বে এবং সেই শব্দীর কাছে আমরা পৌঁছিতে পার্‌ব।

জড় শব্দগুলো'কে পরীক্ষা ক'রে নেবার জন্যে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা ক'রে থাকে। যেমন যদি কেহ ব'লে—তোমার ঘরে চুরি হ'য়েছে, তবে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ সেই শ্রুত শব্দটাকে পরীক্ষা ক'রে নিতে যায়; কিন্তু বৈকুণ্ঠ-শব্দ-সম্বন্ধে শব্দ ও শব্দীতে ভেদ না থাকায় ঐরূপ পরীক্ষার দরকার হয় না।

মায়িক ত্রিগুণে আবদ্ধ থাকা পর্য্যন্ত আমাদের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম হয়। কিন্তু ত্রিগুণবর্জ্জিত আত্মার ধর্ম্ম সকলেরই এক, কোন তফাৎ নাই। সেই আত্মার ধর্ম্ম হচ্ছে শ্রীভগবানের সেবা। আমরা 'আমার দেহ', 'আমার মন' ব'লে থাকি। অতএব দেখা যায়, দেহ ও মন আমার সম্পত্তি এবং আমি হচ্ছি মালিক; অতএব আমি কে? এ-বিষয়টা জানা দরকার। গীতা এই আত্মার সম্বন্ধে বিচার ক'রেছেন। এই আত্মার পরিচয় পা'বার পর ভগবানের সহিত আমাদের সম্বন্ধটা জেনে তদনুশীলনই হচ্ছে আমাদের সদাচার, তাহাই ভক্তি। সাধুসঙ্গদ্বারাই এই সদাচার পুষ্ট হ'য়ে থাকে। অতএব জীবনে সাধুসঙ্গই আমাদের লক্ষ্য হওয়া দরকার এবং অসৎ-সঙ্গ বর্জ্জন করা উচিত। তাই মহাপ্রভু ব'লেছেন—

"কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।"

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। ভক্তিবিবেকস্তুমালাল (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভ-নরহস্য ৷০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ৷০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্‌স্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া প্রকাশ

প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধিপাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া
৯। দ্বাদশগোপাল পাট কাঁঠালপুলি, চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটী, (বর্দ্ধমান)
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাযোড়া, রাজপথ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু, হাওড়া
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চক্রাদহ, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ নং গোপালপুরম্, মাদ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ পথরায়, পুরী,
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ চূমুরকুণ্ড, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ আগস্তকুণ্ড, কাশী
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

	নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১।	শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	ঢাকা
২।	শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	লক্ষ্ণৌ
৩।	শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	চম্পহট্ট
৪।	শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫।	শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	নারায়ণগঞ্জ
৬।	শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	লক্ষ্ণৌ
৭।	শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা
৮।	শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	ঢাকা
৯।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০।	শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ঢাকা
১১।	শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১২।	শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩।	শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	ময়মনসিংহ

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের মলিনতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-গুম্ফিত ভক্তিবিবেকের সুকুমার মঞ্জুহার। প্রত্যেকটী কবিতা অনির্ব্বচনীয় মধুর ভাবে পরিপূর্ণ। ছাত্র, শিক্ষক—প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি পাঠে পর-জগতের নিত্য-আনন্দ-উৎসের সন্ধান পাইবেন। উত্তম এণ্টিক কাগজে মুক্তার মত চক্‌চকে ছাপা; ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।

(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পরমার্থিতামন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুনিবদ্ধ তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।√০

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।√০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে-ছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ' 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্-বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সত্যধর্ম্ম ও প্রাকৃত সত্যধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীমৎ স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকাতীততা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণানির্জ্জান, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও দিব্যজ্ঞানবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ৩॥০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম্ম

ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চ এবং কোর্টের যাবতীয়।

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি থানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩ নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠায় বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ॥০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বন্দোবস্তের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৵০ আনা।

মিটিংএর নোটীশ বহি—১ খানা ॥০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ॥০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

[illegible]

... ও বধির জন্য ৮ আঃ শাস্ত্রে ... অবস্থায় ছোটবোতলের সমাপ্ত ... ডাকে ... কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য ... শিশি ॥০ আনা, পাইণ্ট ॥৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি —	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড —	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭-৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ —	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০ ৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে, শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২০, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫ ৩১	৯-৫	১২ ১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫ ৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩৩	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড —	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি —	৬-১৩	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বিলাতে শিক্ষকদের অসন্তুষ্টি

লণ্ডনের শিক্ষকদিগের বেতন কমানর প্রস্তাবে তাঁহাদের মধ্যে ভীষণ অসন্তোষ সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্বেও বেতন লইয়া বিবাদ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এরূপ কখনও হয় নাই।

লণ্ডন শিক্ষক সম্মেলনের সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে সাবধানে কার্য্য করিতে বলিতেছেন।

শিক্ষক সম্মেলনে ছয় সহস্র সভ্য আছেন তাঁহারা বেতন হ্রাসের প্রস্তাবে ভীতিপ্রকাশ করেন।

তাঁহারা স্পষ্টই বলিতেছেন যে, শিক্ষকদিগের স্বার্থ এবং মনের ভাব অগ্রাহ্য করিয়া যে সমস্ত প্রস্তাব গৃহীত হইতেছে, তাহাতে লণ্ডনের শিক্ষক সম্প্রদায়ের মধ্যে অশান্তি, অসন্তোষ এবং বিরক্তির প্রসার বৃদ্ধি পাইতেছে।

শিক্ষা-বোর্ড যে সমস্ত ব্যয় সঙ্কোচ মূলক প্রস্তাব বাহির করিয়াছেন সেই সমস্ত প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিবার জন্য শ্রমিক-সঙ্ঘ, কো-অপারেটিভ সোসাইটি এবং নটিংহামের ইউনিভার্সিটি কলেজের শাখা সমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ সভা আহ্বান করেন।

কাহার জয়?

ব্রহ্মদেশের ব্যবস্থাপক সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে দুই দলই সন্তুষ্ট হইয়াছে এবং উভয় দলই বলিতেছে যে তাহাদেরই জয়লাভ হইয়াছে।

যাহারা ব্রহ্ম বিভাগের পক্ষপাতী তাহারা বলিতেছে যে, ব্রহ্মদেশ বর্ত্তমানে ভারত হইতে যাহাতে বিচ্ছিন্ন না হয় সেইরূপ ভোট হইয়াছে বটে, কিন্তু মূলতঃ ব্রহ্মদেশে সুশাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত করাই এই সভার উদ্দেশ্য; তবে যতদিন না তাহার সুবিধা হয় ততদিন ভারতের সহিত যুক্ত থাকিতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। মোট কথা এই যে ব্রহ্ম শেষ পর্য্যন্ত যাহাতে বিচ্ছিন্ন হয় তাহার অনুকূলেই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক ও কেল্লা

ব্যাঙ্ক-অব-ইংলণ্ডে ৩০০০ লোক কর্ম্ম করে। তন্মধ্যে ১২০০ এর অধিক স্ত্রীলোক। যে জমির উপর ব্যাঙ্কটি নির্ম্মিত তাহা ১৫০০০ পাউণ্ড মূল্যে খরিদ করা হয়; বর্ত্তমানে উহার মূল্য আঠার লক্ষ পাউণ্ড।

প্রবাদ যে বর্ত্তমানে যত দুর্গ আছে তাহাদের সকলগুলি অপেক্ষা ব্যাঙ্ক-অব-ইংলণ্ড দৃঢ় এবং ইহা আক্রমণ করাও কঠিন। ইহার প্রকাণ্ড কন্‌ক্রীট দেওয়াল বোমা মারিয়াও ভাঙ্গা যায় না এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তেজস্বী বিস্ফোরক শেল মারিয়াও ইহার কোন ক্ষতি করা যায় না।

ব্যাঙ্ক-অব-ইংলণ্ড দুইবার বিপ্লবী সৈন্যদল দ্বারা আক্রান্ত হয়; কিন্তু ব্যাঙ্কের লোক জন নিজেরাই বন্দুক তরবারি প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আক্রমণকারিদিগকে পরাজিত করে।

ভারতীয় মহিলা এবং স্বদেশী শিল্প

লক্ষ্ণৌএর অধিবেশনে নিখিলভারত মহিলা সম্মেলনের সভ্যাগণ স্বদেশী শিল্পের প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করেন এবং অনেক স্থলে শিল্পোন্নতির চেষ্টা চলিতেছে এবং সকলেরই স্বদেশী শিল্পের উন্নতির দিকে উৎসাহ আছে দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। ইহা একটা শুভলক্ষণ বটে।

আর্থিক দুর্দ্দশা
বিহারে চুরি ডাকাতি বৃদ্ধি

বিহার এবং উড়িষ্যা প্রদেশের পুলিশের ইন্‌সপেক্টার জেনারেল তাঁহার ত্রৈমাসিক রিপোর্টে প্রকাশ করিয়াছেন যে, আর্থিক দুর্দ্দশার অনুপাতে চুরি ডাকাতির বৃদ্ধি হয়।

তিন মাসের মধ্যে ১০৫টী ডাকাতি হয় একমাত্র সারণ এবং চম্পারনেই ৩৫টীর অধিক ডাকাতি হয়।

সারণ এবং চম্পারণের পুলিশ গোয়েন্দা বিভাগের সহিত একযোগে কার্য্য করিয়া অপরাধের সংখ্যা কমাইবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু যতদিন আর্থিক দুর্দ্দশা থাকিবে ততদিন কিছু সুবিধা হইবে বলিয়া অনুমিত হয় না। তাহার উপর বর্ত্তমান বৎসরে ধান্য ফসলের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ।

মদ্যের উৎসব

যে সমস্ত স্থানে রাত্রিতে মদ্য বিক্রয় নিষিদ্ধ সেখানেও নববর্ষ উপলক্ষে রাত্রিতে লক্ষ লক্ষ লোক মদ্য পান করিতে অনুমতি পাইয়াছে। এসমস্ত দেশের উৎসবের অর্থ মদ্য পান ও নৃত্য। সাওতাল, কোল প্রভৃতি জাতির সহিত সভ্য পাশ্চাত্য জাতির এই বিষয়ে সুন্দর সাদৃশ্য।

মিশরের কলঙ্ক মোচন

স্ত্রীলোক এবং শিশু বিক্রয়ের ব্যবসায় বন্ধ করিবার জন্য জাতি-সঙ্ঘ যে চেষ্টা করিতেছে, মিশর তাহাতে যোগদান করিয়াছে। জাতিসঙ্ঘ না হইয়া যদি অন্য কোন শক্তি মিশরকে অনুরোধ করিত তাহা হইলে মিশর কখনও সম্মত হইত না।

পোর্টসৈয়দ এবং কায়রোর বেশ্যাপল্লী জগদ্বিখ্যাত। ইহার দুর্নাম এত বেশী যে, বহু ভ্রমণকারীর দল ইহা দেখিবার জন্যই আসিত। এই কলঙ্ক বহু পূর্ব্বে দূর হওয়া উচিত ছিল। এই স্থানদ্বয় আন্তর্জ্জাতিক বেশ্যা-ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল বলিয়া গণ্য।

আন্তর্জ্জাতিক বেশ্যা-ব্যবসায়-নিবারণী সভা মিশর দেশেও সমিতি গঠন করে; কিন্তু মিশর আন্তর্জ্জাতিক সন্ধি সমূহের মধ্যে না থাকায় এপর্য্যন্ত কোন কাজ হয় নাই। এই ব্যাপার জাতি-সঙ্ঘের এই বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হইলে, জাতিসঙ্ঘ এবিষয়ে মিশরের মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং তাহার ফলে মিশরও আন্তর্জ্জাতিক বেশ্যা-ব্যবসায় নিবারণী সভায় যোগদান করে। বর্ত্তমানে মিশরে একটি কমিশান গঠিত করিয়া এইবিষয়ে তদন্ত চলিতেছে।

স্বাস্থ্য ও সন্তানপালন

ভারতীয় মহিলা সম্মেলন ভারতীয় নারী গণের স্বাস্থ্যোন্নতি এবং সন্তান পালনের ধারায় উৎকর্ষের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা এবং প্রচার কার্য্য করিতেছেন এবং পরিবারবর্গের সংখ্যা কমাইবার সপক্ষে কয়েকটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাব কয়টীর নকল আমরা পাই নাই। তবে অনুমান হয় যে, জন্মনিরোধ এবং বেশী বয়সে বিবাহের প্রচলন দ্বারা ঐ উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে।

মুসলমানদিগের দাবী

যুক্ত-প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার মুসলমান সভ্যগণ একত্রে সরকারকে এক পত্র দিয়াছেন। তাহাতে অন্যান্য আবেদনের মধ্যে ইহাও বলিয়াছেন যে, ভারতের সর্ব্বত্র সরকারী কার্য্যালয়ে তাঁহাদিগকে শতকরা ৩৩টী চাকুরী দিতে হইবে। যাহাতে মুসলমানগণ সকল স্থানে সকল সুবিধা পায় তাহার জন্য দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

কলিকাতায় সৈন্যদের খেলা

আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের ৮,৯ ও ১০ই তারিখে কলিকাতায় আসাম ও বঙ্গদেশের সৈন্যদের যে ক্রীড়া-প্রদর্শনী হইবে তাহাতে রিলে রেস, হার্ড্‌ল রেস, হাই-জাম্প, লং-জাম্প, টাগ অব-ওয়ার (দড়ির দুইদিক ধরিয়া টানা) প্রভৃতি বহুবিধ ক্রীড়া-প্রদর্শন হইবে।

জাহাজের ভাড়া কমিল

আটলাণ্টিক মহাসাগর পাড়ি দিবার ভাড়া কিছু কমিয়াছিল। সম্প্রতি জাহাজ কোম্পানীর প্রতিনিধিগণ লণ্ডনে একটী সভায় সমবেত হইয়া স্থির করেন যে, পূর্ব্বে যে ভাড়া ছিল তাহাই পুনরায় বহাল হইবে। ৫ই ডিসেম্বর হইতেই বর্দ্ধিত হারে জাহাজে যাতায়াতের ভাড়া আদায় আরম্ভ হইবে। সমস্ত কোম্পানীই ইহাতে সম্মতি দান করেন।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর অর্থাভাব

কলিকাতা ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীর উন্নতির জন্য একটি কমিটী নিযুক্ত হয়। কমিটী যে সমস্ত প্রস্তাব করিয়াছেন, তদনুসারে কার্য্য করিতে টাকার দরকার; কিন্তু গভর্ণমেণ্ট লাইব্রেরির টাকা কমাইয়া দিয়াছেন; সেই জন্য এই সমস্ত সংস্কার অত্যাবশ্যক হইলেও সাধারণকে অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে।

সশস্ত্র ডাকাইতি

হাওড়া জেলার অন্তর্গত ডোমজুড়ে শ্রীকানাইলাল ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে সম্প্রতি বহু সশস্ত্র ডাকাত প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে ছোরার আঘাত করে এবং অনেক টাকা এবং অলঙ্কারাদি লুণ্ঠন করিয়া পলায়ন করে। অনুসন্ধান চলিতেছে।

মহিলার বদান্যতা

একজন মহিলা কলিকাতা মেডিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটকে ২০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

যাহারা ব্রহ্মদেশ ভারত হইতে পৃথক্ করিবার বিপক্ষে তাহারা ত আনন্দ প্রকাশ করিবেই। সকলে সন্তুষ্ট হইলেই ভাল।

তবে একটা বিষয় সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। বিলাতের প্রধান মন্ত্রী যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তদনুসারে কার্য্য হইল না।

টেলি — শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈনিক

Reg No C1544

নদীয়া প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৲
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৫৫তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২২শে পৌষ শুক্রবার ১৩৩৯, ৬ই জানুয়ারী ১৯৩৩

নানা কথা

সাংহাইয়ে গুলীবর্ষণ

জাপানী সৈন্যাবাসের পাশে ষ্টেশনে সাংহাইকোয়াণে ছুইটি তাজা বোমা আবিষ্কৃত হওয়ায় জাপানীদের রক্ষার জন্য জাপানীগণ সাংহাইকোয়াণে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছে; তাহার পর হইতে অবিশ্রান্ত গুলী বর্ষণের শব্দ শ্রুত হয়। সংবাদ আদানপ্রদানের সমস্ত পথ রুদ্ধ হইয়াছে এবং সহরের প্রবেশ পথসমূহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বুলগেরিয়ায় নূতন মন্ত্রিসভা

বুলগেরিয়ার প্রধান মন্ত্রী মোসানফ মন্ত্রিসভা নূতন করিয়া গঠন করিয়াছেন। বিচারসচিব মিঃ স্তারগেলফ মন্ত্রিসভার পদত্যাগ করিয়াছেন। মোসানফ এখনও লিবারেল দলকে ছুইটি পদ দান করিয়াছেন। তাহারা তাহা গ্রহণ না করিলে হয় এগ্রেরিয়ান না হয় ডিমোক্রাট দল উক্ত পদ গ্রহণ করিবে।

লিবারেলদল মোসানফের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। মোসানফ স্বয়ং বিচার বিভাগের ভার গ্রহণ করিবেন, শিক্ষা বিভাগের ভার গ্রহণ করিবেন জাইসেফ।

সম্রাট পরিবারের বৃত্তি

ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য মিঃ আব্দুর আমেদ পরিষদের আগামী অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি উত্থাপন করিবেন বলিয়া নোটিশ দিয়াছেন:—

(১) ইহা কি সত্য যে দিল্লীর চিফ-কমিশনার দিল্লীর ভূতপূর্ব্ব সম্রাট পরিবারের এক বংশাবলীপত্র প্রস্তুত করিয়াছেন? গবর্ণমেণ্ট কি উহার একখানা নকল প্রদান করিবেন।

(২) গত বৎসর দিল্লীর ভূতপূর্ব্ব সম্রাট পরিবারকে রাজনৈতিক বৃত্তি হিসাবে কতটাকা প্রদান করা হইয়াছে? এবং গত বৎসর দান বৃত্তি হিসাবে কত টাকা দেওয়া হইয়াছে? গবর্ণমেণ্ট জানাইবেন কি যে, উক্ত টাকা কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদেশিক কোন ফণ্ড হইতে দেওয়া হইয়াছে? কোন্ বিভাগ হইতে উক্ত বৃত্তি ও দানের টাকা প্রদত্ত হইয়াছে? ইহা কি সত্য যে উক্ত রাজনৈতিক বৃত্তি সম্রাট পরিবারের মির্জ্জা এলাহি বক্স পরিবার নামক মাত্র একটি শাখাকে দেওয়া হইয়াছে?

(৩) গবর্ণমেণ্ট কি অবগত আছেন যে, প্রিন্স মির্জ্জা আক্তার রহমানের সভাপতিত্বে গত ৩০শে নবেম্বর ভূতপূর্ব্ব সম্রাট পরিবারের সভ্যগণ এক সভায় বৃত্তি ও দানের টাকার সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করার জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন? গবর্ণমেণ্ট কি অবগত আছেন যে, "দাতব্য বৃত্তি" শব্দটা ব্যবহার করার জন্য ভূতপূর্ব্ব সম্রাট পরিবারের লোকজনদের তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে? গবর্ণমেণ্ট কি "দাতব্য বৃত্তি" কথাটির পরিবর্ত্তে অপর কোন প্রীতিকর শব্দ ব্যবহার করার ব্যবস্থা করিবেন?

পূর্ব্ববঙ্গে এই প্রথম

অদ্বিতীয়! অদৃষ্টপূর্ব্ব কল্পনাতীত!

ঢাকার পুরাণপল্টনের মাঠে

বিরাট সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী

আগামী ২২শে পৌষ, ৬ই জানুয়ারী হইতে ১৪ই মাঘ
২৭শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকেরই পরম শিক্ষাপ্রদ

সকলের যোগদান প্রার্থনীয়

আসুন! এই পরম সুযোগ গ্রহণ করুন

মহিলাদের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত আছে।

কলিকাতায় রাহাজানি
একজন নিহত

গত রবিবার রাত্রিতে প্রায় সাড়ে নয়টার সময় তুইজন মাড়োয়ারী বিবেকানন্দ রোড দিয়া যাইতেছিল। অনেক অজ্ঞাত ব্যক্তি আসিয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হয় এবং একজনকে ছুরি দ্বারা আঘাত করে। আহত ব্যক্তি ভূপাতিত হইলে দুর্ব্বৃত্ত তাহার পকেট খুঁজিতে আরম্ভ করে। কিন্তু উক্ত মাড়োয়ারীর পকেটে কিছুই ছিল না। ইতিমধ্যে অপর মাড়োয়ারী দুর্ব্বৃত্তের সহিত ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হইলে উক্ত ব্যক্তি তাহাকেও ছুরিকাঘাত করে। দ্বিতীয় আহত ব্যক্তি তখন চীৎকার করিয়া উঠিলে দুর্ব্বৃত্ত দৌড়াইয়া পলাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু স্থানীয় ব্যক্তিগণ তাহার পেছন পেছন দৌড়াইয়া ঘটনাস্থল হইতে প্রায় এক মাইল দূরে যাইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলে। অতঃপর জোড়াবাগান পুলিশে সংবাদ দেওয়া হয়। ধৃত ব্যক্তি নিজেকে গোপাল সিং বলিয়া পরিচয় দিয়াছে। পুলিশ বলিয়াছে যে, উক্ত ব্যক্তি একজন বিখ্যাত গুণ্ডা।

আহত মাড়োয়ারীদ্বয়কে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু পথেই তাহাদের একজনের মৃত্যু ঘটিয়াছে। প্রকাশ, অপর ব্যক্তির অবস্থাও সঙ্কটাপন্ন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২শে পৌষ, শুক্রবার ১৩২৭

দক্ষিণ আফ্রিকার পোর্ট এলিজাবেথ সংগ্রহালয় এবং যাদুঘরের ডিরেক্টার মিঃ এফ. ডব্লিউ. ফিট্‌জ্‌ সাইমন্স্ বলেন যে, সাপ অত্যন্ত একগুঁয়ে। যদি হঠাৎ বাড়ীর কোণে লুকাইয়া বাস করিতে না পায়, কিম্বা আমাদের শয়নগৃহে গুড়ি মারিয়া প্রবেশ করিতে না পায় কিম্বা যদি তাকে সদর রাস্তার উপর রৌদ্র সেবন করিতে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে প্রায়োপবেশন করে, এমন কি তাহার খাইবার উপযুক্ত জন্তু সম্মুখে থাকিলেও কিছু বলে না। সে সময় তাহার মুখ হাঁ করাইয়া খাওয়াইয়া দিতে হয়।

ফিন্‌লাণ্ড দেশের পার্লামেণ্টে অন্যান্য দেশের পার্লামেণ্টের বহু পূর্বে মহিলারা স্থান প্রাপ্ত হন। সেখানে স্ত্রীলোকেরা বিবাহের পূর্বে এবং পরে সমানে কাজ করেন এবং স্বোপার্জ্জিত অর্থ খাটিয়া খাওয়ায় সম্মান আছে। সে-দেশে জাতীয়তাবাদেরই আদর বেশী। তাহারা বলে "ফিনল্যাণ্ড ফিনদের জন্য।" তাহারা পূর্ব্বে সুইডেনের ভাষা ব্যবহার করিত; এখন তাহা সম্পূর্ণভাবে উঠাইয়া দিয়া দেশীয় ভাষা ব্যবহার করে।

আমেরিকার যুক্তরাজ্য ইংলণ্ডের নিকট এক লক্ষ পাউণ্ড ধারে; কিন্তু অনেকের ধারণা এই যে, ঐ টাকা আদায় হইবার উপায় নাই। যখন বিবাদের সময় দক্ষিণ ভাগের রাজ্যগুলি এই টাকা কর্জ্জ করিয়া দেশের আভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধন করে। যখন দক্ষিণ ভাগের রাজ্যগুলি পরাজিত হয়, তখন ইংলণ্ডের লোকের ধারণা হয় যে পরাজিত দলকে সাহায্য করার জন্য ঐ টাকা নষ্ট হইয়া গিয়াছে; কিন্তু ঐ টাকা যুদ্ধে ব্যয় হয় নাই; সুতরাং এই টাকা সুদ সহ ইংলণ্ডের প্রাপ্য হইতেছে। তাহা হইলে আমেরিকার প্রাপ্য টাকা হইতে ঐ টাকা বাদ দেওয়া উচিত নহে কি?

জার্ম্মাণ মহাসমরে সমস্ত দেশের স্থায় কানাডাও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কিন্তু যতদূর জানা যায়, পুরাতন দেশগুলি অপেক্ষা কানাডার স্থায় নূতন দেশগুলি শীঘ্র শীঘ্র পূর্ব্ব সমৃদ্ধি লাভ করিতেছে।

কানাডা এবং রুষিয়া এক নূতন ফন্দি বাহির করিয়াছে। টাকার অভাব বশতঃ উভয় দেশের মধ্যে দ্রব্যের বিনিময় চলিতেছে। রুষিয়ার তৈলের পরিবর্ত্তে কানাডা গবাদি পশু দিতেছে।

কোন পক্ষ অবলম্বন না করিয়া মত প্রকাশ করা দুষ্কর হইলেও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, হিন্দুই হউক আর মুসলমানই হউক, শিখই হউক অথবা খৃষ্টান হউক, সাম্প্রদায়িকতার সহিত রাজনীতি মিশ্রিত করিতে যাইলেই নিরপেক্ষতার হানি হইবে।

কোন সংবাদপত্র মত প্রকাশ করিতেছেন যে, মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড শাসন-সংস্কারে কেবলমাত্র মডারেট দলই সন্তুষ্ট হন, কিন্তু ভোর সাহেবের প্রস্তাবে কেবল মাত্র মাননীয় আগা খাঁ প্রমুখ পাঁচ জন মুসলমান সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এ কথা সত্য হইলেও প্রকাশ করা কতদূর সঙ্গত, বলা যায় না। সম্প্রদায় কথাটী কিছুকাল সংবাদপত্রের ভাষা হইতে বাদ দিলেই বোধ হয় ভাল।

সার চিমনলাল শীতলপ্রসাদ একজন সরকারী উপাধিধারী, উদারপন্থী নেতা। তিনি বলেন যে, লাটসাহেবদিগের বিশেষ ক্ষমতার অর্থ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনকে প্রহসনমাত্রে পর্য্যবসিত করা। প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রে গবর্ণর জেনারেল এবং প্রাদেশিক গবর্ণরগণের যে-সমস্ত বিশেষ ক্ষমতা থাকিবে, তাহা "নদীয়া-প্রকাশের" পাঠকগণ অবগত আছেন। পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিমানপোত-চালন-বিভাগ সম্পূর্ণরূপে সাধারণের আর্থিক উন্নতির উপর নির্ভর করে। ইহার একমাত্র আয় ডাকবহনীয় চুক্তি—একথা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। অন্যান্য উপায়ে যে আয় হয় তাহা নগণ্য, কারণ খরচ অত্যন্ত বেশী।

চারিদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যের বাজারে অসুবিধা হওয়ায়—এই বিভাগের আয়ও যেমন কমিয়াছে, আবার এই বিভাগে গবর্ণমেণ্টের বেশী টাকা খরচ করাও অসুবিধাকর হইতেছে। কাজে কাজেই অনেক রকম উন্নতি ও বিস্তৃতির প্রস্তাব সত্ত্বেও তদনুসারে কোন কার্য্য করা অসম্ভব দাঁড়াইয়াছে।

যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর সার ম্যালকম্ হেলী মজঃফরনগরের নিকটবর্ত্তী মনসুরপুরে 'যমুনা' স্বদেশী-চিনির কারখানার দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, দেশের এই ব্যাপক অর্থকষ্ট সত্ত্বেও যুক্তপ্রদেশে অনেকগুলি চিনির কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু মূলধন প্রধানতঃ অপরাপর প্রদেশ হইতে সংগৃহ করা হয়। সার ম্যালকম্ হেলী বিবেচনা করেন যে, কোন কারখানা পরিচালন করার জন্য যুক্তপ্রদেশে যথেষ্ট মূলধন আছে, কিন্তু মূলধন যে স্থান হইতেই আসুক না কেন, তাহা দ্বারা যতক্ষণ কোন বিদেশী বাজার হস্তগত করিতে না পারে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা তাহারা গ্রহণ করিতে পারে। এমন কি জাভা হইতে মূলধন আসিলেও তাহা ত্যাগ করা উচিত নহে।

গভর্ণর বলেন যে, শুড় এক্ষণে ভারতের সাদা চিনির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে না।

বঙ্গদেশীয় জমিদারগণ চারি কিস্তীতে রাজস্ব পরিশোধ করেন। এক কিস্তীর খাজনা পরিশোধ না হইলে, পর কিস্তীর পূর্ব্বে জমিদারী বিক্রয় করিবার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। পাঁচশত টাকার বেশী রাজস্ব হইলে কলিকাতা গেজেট স্থানীয় কাগজ এবং কালেক্টারীতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। কিন্তু যেসমস্ত জমিদার বঙ্গের বাহিরে থাকেন, তাহারা বিক্রয়ের বিষয় জানিতে পারেন না। কোন কোন সময় বহুকালের প্রাপ্য রাজস্বের জন্যও জমিদারী বিক্রয় হয়। এই প্রাপ্যের কথা হয়ত জমিদার এবং কালেক্টারীর কর্ম্মচারীরাও জানিতেন না।

এইরূপ অবস্থায় বিক্রয়ের তারিখের একমাস পূর্ব্বে দেনদার জমীদারকে রেজিষ্টারি করা নোটীশ দিলে সুবিধা হয়।

আজকাল প্রজাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা জমীদারদিগের পক্ষে কত কষ্টকর, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। অনেককে দেনা করিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য রাজস্ব পরিশোধ করিতে হয়।

পুরাকালে দ্রব্য-বিনিময় বা বার্টার প্রচলিত ছিল। কানাডা এবং রুষিয়া যদি সেই দিন ফিরাইয়া আনিতে পারে, তাহা হইলে আধুনিক সভ্যতার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। ফল ভাল কি মন্দ সে বিষয়ে বিচার এখন অসম্ভব।

পাঠক জার্ম্মাণ যুদ্ধের ঋণের কথা কতক অবগত আছেন। ইহার আর একটী দিক আছে। যখন জার্ম্মাণি মহাযুদ্ধে পরাজিত হইল, তখন ক্ষতিপূরণের কথা উঠিল। প্যারিসের সন্ধি সম্মেলনে এই বিষয় লইয়া অনেক মতভেদ হয়। জার্ম্মাণির ধারণা ছিল যে, যুদ্ধস্থগিতের সর্ত্ত অনুসারে তাহাকে আক্রান্ত দেশের লোকজনের ক্ষতিপূরণ করিতে এবং যে সমস্ত লোক যুদ্ধে মোটে যোগদান করে নাই অথচ যাহাদের ক্ষতি হইয়াছে, তাহাদিগকে কিছু টাকা দিতে হইবে। কিন্তু ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের লোকের ধারণা ছিল যে, যুদ্ধের সমস্ত খরচই জার্ম্মাণিকে দিতে হইবে।

অবশেষে স্থির হয় যে, যে সমস্ত দেশ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে এবং যে সমস্ত লোক যুদ্ধে যোগ দেয় নাই তাহাদের সম্পত্তি নষ্টের জন্য জার্ম্মাণিকে ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে।

কিন্তু ক্ষতিপূরণ-কমিটি যে টাকা ধার্য্য করেন, তাহা সাধারণের কল্পনারও অতীত। ঐ অর্থের পরিমাণ ছয় শত ষাট কোটি ষ্টার্লিং। এই অর্থ ৩৬ বৎসরে পরিশোধ করিতে হইবে অর্থাৎ প্রতি বৎসরে দশ কোটি পাউণ্ড হিসাবে দিতে হইবে, প্রথমে এইরূপ বন্দোবস্ত হয়।

জার্ম্মাণি সময় প্রার্থনা করায় ফ্রেঞ্চরা জার্ম্মাণির কতক দখল করিয়া লয়। যাহা হউক, অবশেষে মিটমাট হইয়া স্থির হয় যে, প্রতি বৎসর পাঁচ কোটী পাউণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া সাড়ে বার কোটী পাউণ্ড পর্য্যন্ত দিতে হইবে। মোট টাকার পরিমাণ এক পয়সাও কমান হয় নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, } ২৪ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৬, ২২শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ৬ই জানুয়ারী ইং ১৯৩৩ শুক্রবার } ২৫৫তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ গত ২৭, ২৮ ও ২৯শে ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌএর প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত হালদার, শ্রীযুক্ত হরে-কৃষ্ণ মল্লিক এবং সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র সরকার মহাশয়গণের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবতের বসুদেব ও নারদ-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অমল-পুরাণ ভাগবতের মহিমা, ভগবৎসেবৈক-প্রাণ ভগবদ্ভক্তের মহিমা এবং ভগবদ্ভক্তির মহিমাকীর্ত্তন, বক্তা ও শ্রোতৃবৃন্দকে যে সেবাসুষমার সুগন্ধে সমাকৃষ্ট করিয়া ভক্তি-সিদ্ধান্ত-জ্ঞানপ্রদাতা শ্রীশ্রীগুরুদেবের চরণ-সন্ধান প্রদান করে, তাহা কীর্ত্তনকালে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভূত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ জীবাত্মার নিত্য সেব্য। সুতরাং সেবক যদি প্রভুর সেবা ছাড়িয়া দ্বিতীয় বস্তু লাভের চেষ্টা না করে, সরলভাবে সেবো-মুখ বৃত্তিতে সেবা করে, তবে সেব্য প্রভুই নিজ সেবকের নিকট সেবামহিমা বিজ্ঞাপন না করিয়া থাকিতে পারেন না; সেবক-বৎসল সেব্যের উহাই নিত্য-স্বভাব।

সেবকের প্রতি পরম দয়ালু প্রভু নিজ সেবা-শিক্ষা-দাতা বা শ্রীগুরুরূপে উপস্থিত হ'ন। বাহিরে মহান্ত গুরুর এবং চিত্ত চৈত্ত্যগুরুর কৃপায় ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীকে দ্বিধারহিত হইয়া গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীগুরুকৃপা-লব্ধ সেবক সেবাধর্ম্মে আত্মনিয়োগ করেন। শ্রীভগবৎ-কৃপাবতার শ্রীগুরুদেবের কৃপা ব্যতীত ভক্তিলাভের দ্বিতীয় পন্থা নাই। নিজে যাজন করিয়া ভক্তি বিতরণ করাই আচার্য্যের আচার ও প্রচার।

শ্রীগুরুসেবকগণের মুখে সেবাধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই সমাকৃষ্ট হইয়াছেন এবং অধিকদিন ধরিয়া এই কথা আলোচনা করিবার প্রয়াসী হইয়াছেন। ঢাকায় অভূতপূর্ব্ব পারমার্থিক প্রদর্শনীর সেবাকার্য্যে আদিষ্ট হইয়া শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ ঢাকায় গিয়াছেন; এখন পরি-ব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরিমহারাজ মঠবাসী ব্রহ্মচারিগণসহ লক্ষ্ণৌয়ে অবস্থান করিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিতেছেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্-ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ লক্ষ্ণৌ সহরের বিভিন্ন স্থানে হিন্দী, বাঙ্গলা ও ইংরাজীতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। গত ৩০শে ডিসেম্বর (১৯৩২) তাঁহার সঙ্গে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ যোগদান করিয়াছেন।

স্বামীজী গত ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৩২) প্রাতে লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী গৃহস্থভক্ত শ্রীপাদ অধোক্ষজ গোলোকবিহারী প্রভুর সমভি-ব্যাহারে রায়-বেরিলীর ডিষ্ট্রিক্ট জজ মিঃ জে, এন, রায় মহাশয়ের বিশেষ আহ্বানে তাঁহার নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিয়াছেন।

জজ সাহেব কথা-প্রসঙ্গে "শ্রীরাম পণ্ডিতের পুত্রের পরলোক প্রাপ্তির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে শ্রৌতী মহারাজ গৌড়ীয়-সিদ্ধান্ত-বাণীর সুযুক্তিসহকারে উক্ত উপা-খ্যান বর্ণন করেন। তৎপরে তিনি শাস্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য — শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচা-রিত ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর সার জীবের ঐকান্তিক শ্রেয়োলাভের উপায়-স্বরূপ সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-বিষয়ে বহু কথা কীর্ত্তন করেন।

অতঃপর স্বামিজী জীবের স্বরূপ, স্থূল সূক্ষ্ম দেহ হইতে জীবাত্মার বদ্ধাবস্থায় নানা যোনিতে পরিভ্রমণ, দেহত্যাগের পর কিরূপে পরলোকে গমন করে, কিরূপে যম-পুরীতে শাস্তি গ্রহণানন্তর পুনরায় নূতন জন্ম লাভ করে, গোলোক, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি ভগব-দ্ধামে ভগবানের কিরূপে অবস্থিতি প্রভৃতি বিষয় বর্ণন করেন।

অনন্তর জজ সাহেব নৈমিষারণ্যের মাহাত্ম্য-বিষয়ে জিজ্ঞাসু হইলে শ্রীপাদ গিরি মহারাজ তাঁহার নিকট ভাগবতের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠত্ব ভাগবত-কীর্ত্তনের স্থানত্রয়, নৈমিষ-ক্ষেত্রে শ্রীসূত গোস্বামীর শৌনকাদি ষষ্টিসহস্র ঋষির নিকট ভাগবত-কীর্ত্তনের কথা কীর্ত্তন করেন।

জজ সাহেবের ন্যায় বিচারক ব্যক্তি বিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করত পরম আনন্দ লাভ করিয়া স্বামিজীগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

গত ৩০শে ডিসেম্বর (১৯৩২) ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ লক্ষ্ণৌনিবাসী শ্রীযুক্ত পরমেশ্বরী দাস অব-সরপ্রাপ্ত সিভিল ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়ের ভবনে হিন্দী ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পরীক্ষিৎ মহারাজ "মুমূর্ষুর কর্ত্তব্য কি" এতদ্ বিষয়ে শুকদেবের নিকট যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচার সহকারে ব্যাখ্যা করেন। এতৎ-প্রসঙ্গে স্বামিজী ত্রিবিধ শাস্ত্রের বর্ণন পূর্ব্বক "শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলম্" শ্লোক ব্যাখ্যা দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের বৈশিষ্ট্য ও অমলত্ব স্থাপন করেন। বহু শিক্ষিত বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী এবং ভদ্রমহিলার সমাগম হইয়াছিল। তাঁহারা স্বামিজীর শ্রীমুখবিগলিত ভাগবতামৃতধারা শ্রবণের নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন।

শ্রীশুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহা-রাজের প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে তাঁহার প্রশংসা পূর্ব্বক কহিলেন যে, তাঁহার প্রশ্ন যাবতীয় প্রশ্নের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং আত্মবিদ্-গণের সম্মত। আত্মজ্ঞগণ আত্মতত্ত্ব ব্যতীত অবান্তর কথা শ্রবণাদিতে আগ্রহবিশিষ্ট নহেন। যেহেতু তদ্দ্বারা বিশ্বমঙ্গল ত' দূরের কথা, নিজ মঙ্গলও সাধিত হয় না। এজন্য সাধুগণ বদ্ধ-জীবের ঐকান্তিক মঙ্গলের নিমিত্ত জীব-গণের নিকট ভগবদ্বাণীর প্রচার করিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৪ নারায়ণ, নিধি গৌড়াব্দ শনিবার ৪৪৬

আচার্য্যের বাণী

শ্রীল প্রভুপাদ গত ২৫।১২।৩২ তারিখে ঢাকাতে অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ-শব্দের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বলেন যে, বৈকুণ্ঠ-শব্দ জীবের শ্রবণ-পথে প্রবিষ্ট হইতে থাকিলে জীবের নিত্যমঙ্গল সাধিত হয়। প্রাকৃত শব্দ যখন কাণে ঢোকে তখন চক্ষু, নাসিকা, ত্বক্ ও জিহ্বা—ইন্দ্রিয়-চতুষ্টয় তাহাকে পরীক্ষা করিয়া লইতে যায় এবং পরীক্ষাদ্বারা, তাহারা ঐশব্দটী গ্রহণের যোগ্য কি অযোগ্য বিচারপূর্ব্বক তাহাকে গ্রহণ বা পরিত্যাগ করে। কিন্তু বৈকুণ্ঠ-শব্দ-সম্বন্ধে সেরূপ বিচার নাই; বৈকুণ্ঠ-শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিলে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের কার্য্যগুলিকে স্তব্ধ করিয়া দেয়। কিন্তু ঐ বৈকুণ্ঠ-শব্দটী (Transcendental Sound) যোগ্যস্থান (Proper quarter) হইতে আসা দরকার, নতুবা অসুবিধা ঘটে। যেমন চুরি করবার জন্য যদি 'হরি' শব্দ উচ্চারণ করা যায়, তাহা হইলে সুবিধা হ'বে না।

ইতর কথা, ইতর শাস্ত্র ছেড়ে দিয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের সুষ্ঠু আলোচনা হওয়া আবশ্যক। নিছক কৃষ্ণকথা শ্রীমদ্ভাগবত ব'লেছেন। তবে যার তার কাছে—যার অনুস্বার-বিসর্গ-জানা লোকের কাছে শ্রীমদ্ভাগবত শুনতে গেলে অসুবিধার মধ্যে পড়তে হ'বে। বৈষ্ণব বা মহাভাগবতের কাছ থেকে শুনতে হ'বে এবং সদ্গুরুপাদপদ্মে প্রপত্তি স্বীকার করতে হ'বে। আরোহপথে বা নিজ অক্ষজ চেষ্টার দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়টা বু'ঝে নেব, এ-বিচার-দ্বারা মঙ্গল হয় না; সেবোন্মুখ হ'তে পারলেই বিষয়টী সেবোন্মুখ-চিত্তে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হ'য়ে থাকেন।

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে। অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥ যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্। পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥ অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে। লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥ যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরম-পুরুষে। ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোক-মোহ-ভয়াপহা॥" শ্রীমদ্ভাগবতের এই কয়েকটী শ্লোক আমাদের বিচার্য্য হওয়া উচিত।

কৈবল্যবাদিগণ যে-রকম অনর্থযুক্ত অক্ষজ-জ্ঞান সম্বল ক'রে তত্ত্ববস্তুর দর্শনের প্রয়াস করেন, শ্রীল ব্যাসদেবের দর্শনটা সে-রকম অস্থায়ী দর্শন নয়। কর্ম্মকাণ্ডীদের নিজ অনিত্য সুখের জন্য যে সাধন, তাহা নশ্বর বুভুক্ষা বা মুমুক্ষা যেখানে, সেখানে চেতনের অভাব—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অভাব। ভক্তিযোগে নশ্বর ভোগ প্রবৃত্তির অধিষ্ঠান নাই। ভক্তিযোগে ভজনীয় বস্তুর নিত্যত্ব, ভক্তের নিত্যত্ব এবং ভজনের নিত্যত্ব আছে। ভক্তিই আত্মার নিত্যা বৃত্তি, ভক্তস্বরূপে সেব্যের নিত্য সেবা ছাড়া অন্য কোন বৃত্তি নাই।

অণুচেতন জীব ভজনীয় সচ্চিদানন্দ বিভু নন্দ কৃষ্ণের সেবার দ্বারাই চঞ্চল মনকে নিগৃহীত ক'রে ভক্তিচিত্তে সমাধি লাভ করতে পারে। 'পূর্ণ-পুরুষ' বলতে একমাত্র ভগবান্‌কেই লক্ষ্য করা হয়। সেই পূর্ণ-পুরুষ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণকেই শ্রীব্যাসদেব ভক্তিযোগ-দ্বারা দর্শন ক'রেছিলেন।

শ্রীভগবানের সাধারণতঃ তিনটী শক্তির মধ্যে বহিরঙ্গা শক্তিই মায়াশক্তি। গুণাস্বর্গত অণুচেতন জীব গুণাভিমানী হ'লেই মায়াশক্তি তাঁ'কে আবৃত করেন এবং ভগবদ্-বিমুখ করিয়া বিক্ষিপ্ত করেন। মায়াশক্তি এই ভাবে ভগবানের সেবা ক'রে জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করবার সুযোগ দেন। জীব ভোগবাঞ্ছা ক'রলেই মায়া-দ্বারা আবৃত হ'ন এবং মায়ার গুণত্রয়কে নিজস্ব মনে ক'রে নিয়ে সেই গুণত্রয়ে পরিচিত হ'তে ইচ্ছা করেন।

জীবের ভোগ-বাসনা থেকে যে তা'র মায়ার শৃঙ্খল লাভ ঘটে, তা' হ'তে ছুটী হয় না—যতক্ষণ পর্য্যন্ত না জীবের পূর্ণ-পুরুষের সেবা-প্রবৃত্তি প্রবল হয় এবং অন্যান্য ভোগ-বাসনা থেকে ছুটী হয়। শ্রীল ব্যাসদেব গুরুদেব শ্রীনারদের সেবা-প্রভাবে তৎকৃপায় মনোপরি নির্ম্মুক্ত হ'য়ে পূর্ণ পুরুষের দর্শন লাভ ক'রেছিলেন।

ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত বিষ্ণুতে অব্যবহিত ভক্তি হওয়া চাই। আমরা এই সংসারে যে-সমস্ত দুঃখ ভোগ করছি, সেই দুঃখের নিবৃত্তি করতে ইচ্ছা ক'রলে অধোক্ষজ বিষ্ণুতে অব্যবহিত ভক্তি ব্যতীত অন্য উপায় নাই। আমাদের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বজ্ঞ শ্রীব্যাসদেব এই শ্রীমদ্ভাগবত নামক গ্রন্থে সেই ভক্তির কথা কীর্ত্তন ক'রেছেন। এই শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণের ফলে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমাদের ভক্তির উদয় হয়।

এই সংসারে শোক, মোহ ও ভয়দ্বারা ক্লিষ্ট হ'ন না এমন লোক ত' দেখতে পাওয়া যায় না। এই তিনটী বিপদের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ স্ব স্ব মনোধর্ম্মের বশে জন্ম-জন্মান্তর ধ'রে কত রকম চেষ্টা করছে, কিন্তু তা'তে সফল হচ্ছে না। তাই শ্রীমদ্ভাগবত সেই শোক, মোহ, ও ভয় থেকে ছুটী পাবার উপায় নির্দ্ধারণ করে "যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং……শোক-মোহভয়াপহা" শ্লোকের অবতারণা ক'রেছেন। অতএব কৃষ্ণ-পাদপদ্মে অহৈতুকী, অব্যবহিতা ভক্তিই জীবের পক্ষে নিত্য-মঙ্গলকর। ইন্দ্র, বায়ু বরুণ প্রভৃতি সকলেই জড় শক্তির দেবতা। পূর্ণ-পুরুষের শক্তিতে তাঁ'রা শক্তিমান্। পূর্ণ-পুরুষ যদি তাঁ'দের শক্তি অপহরণ করেন, তবে তাঁ'দের আর কোন শক্তি কার্য্যকরী হয় না। অতএব তাঁ'দের পূজা-দ্বারা আমাদের নিত্য-মঙ্গল হ'বে না।

জগতে যত রকম মনোধর্ম্মী হ'য়েছে বা হ'বে, সেই সমস্ত মনোধর্ম্মিগণের (Mental speculationists) চিন্তাস্রোত হচ্ছে নশ্বর দেহ, ও মনকে কেন্দ্র ক'রে। সেই সমস্ত চিন্তাস্রোতগুলিকে সংশোধন ক'রে সত্যের দিকে—নিত্য চেতনের দিকে প্রণোদিত করাটাই গৌড়ীয়মঠের কার্য্য হ'য়ে পড়েছে। মৌখিক প্রচারই বলুন, আর সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর দ্বারে প্রচারই বলুন গৌড়ীয়মঠের সমস্ত প্রচারের উদ্দেশ্যই হ'চ্ছে জীবের নশ্বর অনিত্য জড়ীয় চিন্তা-স্রোতকে ফিরিয়ে দিয়ে নিত্য চেতন রাজ্যের দিকে নিয়ে গিয়ে তা'কে নিত্য কল্যাণ ও নিত্যানন্দ প্রদান করা। জীবের সুপ্ত চেতন-বৃত্তিকে তা'র স্বরূপে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে এই সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর আয়োজন। শ্রীমদ্ভাগবতেরই সারকথা চিত্রদ্বারা (Symbolical Representation দিয়ে) সর্ব্বসাধারণকে বোঝাবার চেষ্টা হ'চ্ছে।

'পৃথিবীতে বাস ক'রে তবে কি আমরা সাংসারিক মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করব না?'—জনৈক উকীল মহোদয় এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলে শ্রীল প্রভুপাদ তদুত্তরে বলিতে লাগিলেন যে, সংসারে আমরা যে-মঙ্গলের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছি, সে-মঙ্গলটা আমরা কতক্ষণ ধ'রে রাখতে পারি? অবশ্য জগতের অনেক বড় বড় লোক অনেক উপকারক কাজ করছে, তা'রা তা করুক, তা'তে আপত্তি নেই; কিন্তু আমরা যে-কথাটা বলতে ব'সেছি, সেটা সাময়িক মঙ্গলের জন্য নয়; যা'তে সর্ব্ব জগতের সর্ব্ব সময়ে মঙ্গল হ'তে পারে, সেইটাই আমাদের কথা।

জগতের লোক সাংসারিক মঙ্গলের জন্যে যে-সব কাজ করছে, তা' সবই ভোগের জন্যে; উদ্দেশ্য কি-প্রকারে আমাদের ভোগের সুবিধা হ'বে। প্রেয়ো বিচার যখন প্রবল হয়, তখন সেই সব লোককেই আমরা পরোপকারক ব'লে মনে করি। কিন্তু সংসারে সুবিধা হওয়াটা, আমাদের নিত্যকালের সুবিধা হওয়ার কথা নয়। জগতের বড় বড় লোক আমাদের ভোগের জন্য কত সুবিধা ক'রে রেখেছেন, এইরূপ প্রেয়ঃ-বিচার গ্রহণ ক'রে যদি শ্রেয়ঃ-বিচারটা ছেড়ে দিই, তা' হ'লে মাছের মত বঁড়শীর টোপ গিলতে গিয়ে অমঙ্গল ঘটাব। যাঁ'রা নিত্য জগতে নিত্যকল্যাণের জন্য ব্যস্ত, তাঁ'রা অনিত্য জগতের উন্নতি-কামনায় ব্যস্ত হ'ন না। জাগতিক উন্নতিতে দেখা যায় যে, একজনের উন্নতিতে অন্যের অবনতি বা অসুবিধা ঘটে। আমার যাতে সুখ হয়, তা'তে অন্যের কষ্ট হয়; আমি মাছ খেয়ে সুখ পাই, কিন্তু তাতে মাছের প্রাণ যায়।

ভগবদ্ভক্তগণ ঐসমস্ত জাগতিক উন্নতির জন্য লালায়িত হ'ন, তবে উহাদিগকে ঘৃণাও করেন না। তাঁ'রা ঐসমস্ত উন্নতির ফলকে কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধিত ক'রে দেন। কৃষ্ণভক্তগণ বড়ই চতুর; তাঁ'রা জানেন যে-সমস্ত কর্ম্মের ফল আমরা ভোগ করব ব'লে চেষ্টা করি, তা'র ফলে আমাদের কর্ম্ম-বন্ধন লাভ হয়, কিন্তু যে-সমস্ত কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত, তৎফল-দ্বারা জীবের বন্ধন হয় না; তাহাই ভক্তি নামে অভিহিত। মনোধর্ম্মী লোকসব ভারবাহী মাত্র, কিন্তু আত্মবিদ্ যাঁ'রা, তাঁ'রাই সারগ্রাহী।

এই রকম জাগতিক উন্নতিকামী হ'য়ে থাকলে আমাদের ত্রিতাপময়-ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণ কোন দিনই ঘুচবে না। ব্রহ্মাণ্ড বলতে ব্রহ্মার অণ্ড অর্থাৎ ব্রহ্মার সৃষ্ট এই চতুর্দ্দশ ভুবনকে বুঝায়। যদি কাহারও গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে হৃদয়ে ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হয়, তবেই তিনি ক্রমশঃ নিত্য-মঙ্গলের পথের পথিক হ'তে পারেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের "ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥" ইত্যাদি শ্লোক আমাদের আলোচ্য হওয়া দরকার।

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা নদীয়া প্রকাশ

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্য ভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। তত্ত্ব-নবরত্ন ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৩ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাধ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশগ্রহণম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ য়্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোশন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধিপাট ঐ
৬। খামন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া
৯। মদনগোপাল পাট কাঁচালপুলি, চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর মঠ চাঁপাহাটী, (বর্দ্ধমান)
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাযোড়া, রাজগ্রাম বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু, হাওড়া
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চকুলিয়া, বাসুদেব-
পুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ নব গোপালপুরম্, মাদ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, ওয়েষ্ট
গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ চটকপর্ব্বত, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ চুয়রকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ আগস্তকুণ্ড, কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

	নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১।	শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	ঢাকা
২।	শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	ঢাকা
৩।	শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	চম্পহট্ট
৪।	শ্রীভক্তিসুন্দর বন	ঢাকা
৫।	শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	নারায়ণগঞ্জ
৬।	শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	লক্ষ্ণৌ
৭।	শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা
৮।	শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	ঢাকা
৯।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০।	শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	ঢাকা
১১।	শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১২।	শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩।	শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	ময়মনসিংহ

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! স্বর্ণ সুযোগ!!

ভক্তিসিদ্ধান্তরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

[illegible] দুর্লভ্য [illegible] ভাগ্যবান [illegible] হইতে [illegible] শ্রীমৎ [illegible] বিচার এবং অপ্রাকৃত [illegible] আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। [illegible] এই অমূল্য গ্রন্থ [illegible] পারিবেন [illegible] প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায় সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী [illegible] সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথা, প্রকৃতি, লোক ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। বারুইপুরাধিপতি [illegible] কুমার শ্রীযুক্ত [illegible] রায় এম, এ, [illegible] বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই [illegible] ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পাইকাটোর সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-প্রণীত [illegible] প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতের [illegible] রামানন্দ [illegible] শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং [illegible] প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমৎ রামানন্দ [illegible] বিভিন্ন [illegible] বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ [illegible] উত্তম এণ্টিক কাগজে [illegible] ফর্ম্মাকারে [illegible] মুক্তার ন্যায় চক্চকে। ভিক্ষা ৷৷০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।

(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফসেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ৷৷০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানাঃ—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির

১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন

বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রাকৃতশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৮৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।/০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ড খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ' 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'অসৎসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্চকে। ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে অলঙ্কৃত। ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—স্মৃতি ও বিদ্যা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীমদ্ মাধ্বপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজনপথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকাতীততা ও সত্যনিত্যতা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীনীত্যানন্দের আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজের ব্রতনৈমিত্তিক সেবা" অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিশ্বপ্রচারক শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৷৶০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৷০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম্ম

ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা।

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতীয়।

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ৷৷০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টরী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বস্তু সত্বের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিধায়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৫০ আনা।

মিটিংএর নোটীশ বহি—১ খানা ৷৷০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ৷৷০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ৷৷০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible] ব্যবহার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় [illegible] সমস্ত ঔষধ [illegible] পাঠান হয়. তাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, পাইন্ট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭-৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৮, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫ ৩১	৯-৫	১২-১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫ ৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩৩	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫ ৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মন্দির প্রবেশ সমস্যা

গুরুবায়ুর সম্পর্কে কালীকটের জামোরিণ ও গান্ধীজীর মধ্যে নিম্নলিখিত চিঠিপত্রের আদানপ্রদান হইয়াছে।

গান্ধীজীর তার

"আমি জানিলাম যে গুরুবায়ুর মন্দির বৎসরে তিন দিন হরিজনগণ সহ সকল হিন্দুর নিকট উন্মুক্ত। এই সংবাদ সত্য কিনা অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইবেন।—গান্ধী

জামোরিণের পত্র

প্রিয় মহাশয়,

আমি আপনার ২৩শে তারিখের টেলিগ্রাম মাত্র অদ্য প্রাতে পাইলাম; কারণ আমাকে ১২ই তারিখে কোট্টায়কল যাইতে হইয়াছিল। আমি আপনাকে অদ্য নিম্নলিখিতরূপ টেলিগ্রাম করিয়াছি;—

"আপনার ২৩শে তারিখের টেলিগ্রাম পাইয়াছি। সংবাদ সত্য নহে। চিঠি দিতেছি।"

প্রতি বৎসর তিনি দিন হরিজনগণ সহ সকল হিন্দুর নিকট মন্দির উন্মুক্ত কিনা জানিতে চাহিয়াছেন। উত্তরে আমাকে বলিতে হইতেছে যে, সংবাদ সত্য নহে। কোন দিনও অস্পৃশ্যগণের মন্দির-প্রবেশের অধিকার নাই। কিন্তু কৃষিবাঈ একাদশী দিবসে মন্দিরে বিরাট জনতা প্রবেশ করে এবং সেই ভিড়ের মধ্যে অস্পৃশ্যগণেরও থাকা সম্ভব; অন্ততঃ কোন্ লোক কোন্ জাতিভুক্ত, ভিড়ে তাহা নির্ণয় করা কঠিন; সেই হেতু পরদিন শুদ্ধি কার্য্য সম্পন্ন করা হয়। একাদশী দিবসে অস্পৃশ্যদের এই তথাকথিত প্রবেশ ব্যতীত তাহারা আদৌ মন্দিরে প্রবেশ করে না। আরও বিশেষ বিবরণের জন্য আমি আপনাকে মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি রামেশামের রায়ের বিষয় উল্লেখ করিতেছি। গত জুন মাসের মামলায় ঐ রায় প্রদত্ত হইয়াছে; উহার নকল আপনার নিকট আছে বলিয়া অনুমান করি। ভবদীয়—মহাদেবান রাজা।

গান্ধীজীর উত্তর

১লা জানুয়ারী মহাত্মা গান্ধী জামোরিণের নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই,—

প্রিয় বন্ধু,

আপনার পত্রের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি। আপনার পত্রখানি আমাকে বিস্মিত ও ব্যথিত করিয়াছে। সম্পূর্ণ ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়ে আমি উত্তর পক্ষের নিকট হইতে সম্পূর্ণ সরলতা ও সদিচ্ছার আশা করি। আমি সেযোক্তিটী আপনার পত্রে পাইলাম যথা কৃষিবাঈ একাদশী দিবসে একজন অস্পৃশ্যকেও কি আপনি কখনও বাহির করিয়া দিয়াছেন? শুদ্ধি একাদশীতে হাজার হাজার না হইলেও শত শত অস্পৃশ্য নরনারী যখন মন্দিরে প্রবেশ করে এবং ইহারা যে প্রবেশ করে তাহা প্রমাণ করা যায়, তখন তাহাদের মধ্যে কয়েকজনকেও অস্পৃশ্য বলিয়া ধরা শক্ত নহে। আমার নিকট যে-সকল প্রমাণ আছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে অস্পৃশ্য জনতা প্রতিবৎসর ঐ একটী পবিত্র দিনে উক্ত সুবিধার ব্যবহার করে।

আপনি মাদ্রাজ হাইকোর্টের রায়ের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। আমার নিকট রায় রহিয়াছে, উহাতে আমি ইহা পড়িতেছি,—"গুরুবায়ুর মন্দির ব্যক্তিগত মন্দির নহে, উহা সাধারণ মন্দির। স্মরণাতীত কাল হইতে যে সকল প্রথা ও নিয়ম প্রচলিত আছে, তাহা মানিয়া প্রত্যেক হিন্দুরই উহাতে পূজা করিবার অধিকার আছে।

উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ সারা বৎসরই মন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার পায়—এই উদ্দেশ্যে মন্দিরে যাইবার পথসমূহ ও মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বস্থ পথসমূহ ব্যবহার করিবার অধিকার তাহাদের আছে। নিম্নজাতিসমূহ শুধু একাদশী উৎসব দিবসে প্রবেশের অধিকার পায় এবং রাস্তাসমূহ ব্যবহার করিবার অধিকারও তাহারা পাইয়া থাকে। অন্যান্য দিনে তাহাদের ইহার কোন অধিকারই নাই। স্মরণাতীত কাল হইতে ইহাই চলিতেছে।" তাহার পর আমি উক্ত রায় হইতে পড়িতেছি—"নিম্নজাতির হিন্দুগণও হিন্দু, ইহা বিবেচনা করিয়াই হয়ত বৎসরে এক দিন মন্দির-দ্বার তাহাদের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়; বাহ্যতঃ এই অছিলা দেখানো হয় যে, ঐ দিন ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব। আসল উদ্দেশ্য, ঐ দিন নিম্ন জাতিসমূহকে প্রবেশ করিতে দেওয়া। ইহাই প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সংস্কারক রামানুজের অভিমত। তাঁহার মতে সমস্ত বৈষ্ণব মন্দির বৎসরে একদিন সকল জাতির নিকট উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া উচিত" (রায়)। আমি যদি খুব ভুল না করিয়া থাকি, তাহা হইলে উক্ত নির্দ্দিষ্ট একাদশী দিবসে অস্পৃশ্যগণকে বিনা বাধায় যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়, তাহা এই প্যারাগ্রাফ দুইটি হইতে অকাট্যরূপে প্রমাণিত হয় বলিয়া মনে হয়। এই বিষয়টি জনসাধারণের নিকট বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া আমি চিঠিপত্রগুলি সংবাদপত্রে প্রকাশার্থ প্রেরণ করিতেছি।"

নারী বিক্রয়

প্যারিসের পুলিশ এক জোচ্চোরদলের ৬ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহারা ইউরোপ হইতে বিদেশে নারী চালান দিত।

পুলিশের বিবরণে প্রকাশ, ধৃত ব্যক্তিগণ পাস পোর্ট জাল করিয়া ইউরোপ হইতে দক্ষিণ আমেরিকায় নারী চালান দিত। তাহারা দক্ষিণ আমেরিকার নারী ব্যবসায়ীদের সহিত সংবাদ আদান প্রদান করিত। উক্ত জোচ্চোরদের কিছু আফিং ও কোকেন পাওয়া গিয়াছে।

ব্যবসায় শিক্ষা

তিনজন ভারতীয় বৈজ্ঞানিককে আমেরিকায় লক্ষা প্রস্তুতের উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীসমূহ শিক্ষা করিবার জন্য ভারত সরকার ১,২৫,০০০ টাকা ব্যয় করিতে সম্মত হইয়াছেন।

অনশন কারীকে বলপূর্ব্বক খাওয়ান

রাজমহেন্দ্রী জেলে লাহোর বন্দীদের অনশনের অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। অনুসন্ধানে জানা গেল, এখনও বলপূর্ব্বক আহার করান হইতেছে এবং যদিও তাঁহারা শারীরিক দুর্ব্বল বলিয়া প্রকাশ, তথাপি ভয়ের কোন কারণ নাই।

শিউচরণ এবং সিংহকে যথাক্রমে বহরমপুর এবং ভিজাগাপট্টম জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। সেখানে তাঁহাদিগকে জেল হাসপাতালে রাখা হইয়াছে।

মাদ্রাজ সংশোধনাগারের রাজনৈতিক বন্দী পাণ্ডুরঙ্গম গত ১৯শে ডিসেম্বর অনশন আরম্ভ করেন। প্রকাশ, তিনি পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাকে এগমোর আদালতে তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে মুদ্রাযন্ত্র আইন অনুযায়ী বিচারের জন্য হাজির করা হয়।

ময়দানে রাহাজানি

ময়দানে মোহ বাগান খেলার মাঠের সন্নিকটে দুইজন পাশ্চমা নরনারী ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্কের হেড অফিসের কর্ম্মচারী শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ সেনের 'ওমেগা' ওয়াচ এবং কিছু কমবেশী এগারটি টাকা সমেত থলিটি ছিনাইয়া লইয়াছে।

সোমবার সন্ধ্যার কিছু পরে শ্রীযুত [illegible] বাটী ফিরিবার সময় মোহনবাগানের খেলার মাঠের নিকট এক স্ত্রীলোক নিকটে আসিয়া তাঁহাকে প্রেম সম্ভাষণ করে। রবীন্দ্র বাবু ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিলে স্ত্রীলোকটি 'আবদুল' 'আবদুল' বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে। তৎক্ষণাৎ একটি পুরুষ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং ছুরিকাঘাতের ভয় দেখাইয়া তাঁহার ঘড়ি এবং টাকার থলিটি ছিনাইয়া লয়। অপর লোকজন আসিয়া পড়িবার পূর্ব্বেই আততায়ীরা অন্ধকারে গা ঢাকা দেয়।

বৈপ্লবিক প্রাচীরপত্র

কতিপয় বৈপ্লবিক প্রাচীরপত্র সহরের কতিপয় স্থলে এবং মফঃস্বলে গতকল্য রাত্রিতে লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। গোয়েন্দা বিভাগের ইন্স্পেক্টর শ্রীযুত যোগেন্দ্র গুপ্তের বাড়ীতে বৈপ্লবিক প্রাচীরপত্র দিবার সময় জনৈক যুবক ধরা পড়িয়াছে।

খেলার মাঠ

পোলো খেলায় জয়পুর

নিখিল ভারত পোলো সমিতির এই বৎসরের প্রথম খেলায় নামিয়াছিলেন, জয়পুর ও রয়াল ড্রাগুন্স। জয়পুর দল ১১—১ গোলে জয়লাভ করেন। মহারাজ বাহাদুর ও রাও রাজা হনুৎ সিংএর খেলাই বিশেষ প্রশংসনীয় হইয়াছিল।

অনশন ভঙ্গ

বক্সীবাজার রোডের রায় বাহাদুর গিরিশচন্দ্র নাগ তাঁহার পুত্র প্রভাত নাগের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়া বহরমপুর বন্দীশালার কম্যাণ্ডাণ্টের নিকট টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন। তদুত্তরে কম্যাণ্ডাণ্ট জানাইয়াছেন যে, ২৯শে ডিসেম্বর প্রভাত অনশন ভঙ্গ করিয়াছে। ভালই আছে; কোনও চিন্তা নাই।

কারামুক্তি

চাপাহাটীর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত যোগেশ্বর চৌধুরী, সন্তোষ কুমার দে, শচীন্দ্র নাথ দত্ত, অতীন্দ্র নাথ মিত্র ও শম্ভুনাথ পাল, প্রত্যেকেই ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিয়া দিল্লী এডিসনাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

দৈনিক

Reg No. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ...
অর্দ্ধ কলম ...
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি। ২৫৬তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৩শে পৌষ শনিবার ১৩২৯, ৬ই জানুয়ারী ১৯২৩

নানা কথা

ভারত ও মিষ্টার ল্যান্সবেরী

সম্প্রতি বিলাতে ওয়েষ্টহামের এক জনসভায় মাঞ্চুরিয়া সম্বন্ধে জাপানের কার্য্যনীতির নিন্দা করিয়া মিষ্টার ল্যান্সবেরী বলেন :—"আমার জীবনে ইহার অপেক্ষা বিদ্বেষ ও উৎপীড়নমূলক আচার আর দেখি নাই। জাপানের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কোন কাজ করিবার প্রয়োজন হইলে জাতিসঙ্ঘ যেন পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত অসাড় হইয়া পড়ে।"

উপসংহারে বর্জ্জনের প্রস্তাব করিয়া মিষ্টার ল্যান্সবেরী বলেন যে, জাপান যতদিন না অপরাপর জাতিগুলির প্রতি ভদ্র ব্যবহার করিতেছে এবং তাহার প্রতিশ্রুতি পালন করিতেছে, ততদিন জাপানকে টাকা ধার দেওয়া বা জাপানে অস্ত্রাদি প্রেরণ করা উচিত নহে।

ভারত সম্বন্ধে মিষ্টার ল্যান্সবেরী বলেন "অবস্থা দেখিয়া আমি হতাশ হইয়া পড়িতেছি। তোমরা যাহা চাহিতেছ তাহাই দিতেছি বলিয়া ভারতের জনসাধারণের স্কন্ধে নূতন শাসন ব্যবস্থা চাপাইয়া দেওয়া সম্ভব নহে। ভারতবাসীর সহিত বুদ্ধিমানের মত ব্যবহার করিতে হইবে। ভারতবর্ষ, চীন এবং আফ্রিকায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হইলে পৃথিবীতে সত্যকার শান্তির সম্ভাবনা নাই।"

মৃত্যুদণ্ড

সিতার আলিকে হত্যা করিবার অভিযোগে আসাম উপত্যকা জেলার দায়রা জজ মুকুর মহম্মদকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি মিষ্টার কষ্টেলো ও বিচারপতি মিষ্টার গুহ উক্ত সমর্থন করিয়াছেন। অভিযোগে প্রকাশ, সিতার আলি ২৬শে জুন রাত্রিতে জনৈক গ্রামবাসীর সহিত বাজার হইতে বাড়ী যাইতেছিল। সেই সময় আসামী এবং আর এক ব্যক্তি তাহাকে প্রহার করে এবং আঘাতের ফলে তাহার হাসপাতালে মৃত্যু হয়।

প্রতারণা

গোলাম রহমণ নোয়াখালির ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০ ধারা অনুসারে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ, বাহানগর সাব পোষ্টাফিসে ১ টাকা জমা দিয়া বসিরুল্লা নামে সে সেভিংস ব্যাঙ্কে হিসাব খোলে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে সে ছয়শত টাকা বাহির করিবার জন্য আবেদন করে।

একই হেড পোষ্ট অফিসের অধীন আর একটি সাব পোষ্ট অফিসের পাশবহি সেই সময় সে দাখিল করিয়াছিল। খাতায় ৭১৫ টাকা জমার হিসাব ছিল। পরে সাব পোষ্ট অফিস ও হেড পোষ্ট অফিসের মধ্যে তার বিনিময়ের ফলে জানা যায় যে, সেই জমার হিসাব মিথ্যা এবং এই ভাবে পোষ্ট অফিসকে প্রতারণা করা হইয়াছে। অতঃপর গোলাম রহমণের বিচার হয়। গোলাম রহমণের পক্ষ হইতে বলা হয় যে, ঘটনার দিন সে বাহানগরে ছিল না। ম্যাজিষ্ট্রেট প্রমাণে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহাকে দণ্ডিত করেন, এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে নোয়াখালির দায়রা জজের আদালতে আপীল করা হইলে তিনি এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অসম্মত হন।

অতঃপর গোলাম রহমণের পক্ষ হইতে হাইকোর্টে আবেদন করা হয়। বুধবার বিচারপতি মিঃ প্যাংক্রিজ ও বিচারপতি মিঃ প্যাটারসন রুল জারির আদেশ দিয়াছেন।

অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা

অতিরিক্ত অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় ১২ জন সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হয়। টেলিফোনের কর্ম্মচারীকে কিরূপে ক্লোরোফরম দ্বারা সংজ্ঞাহীন করা হয় এবং কিরূপে ঐ গৃহে অগ্নি সংযোগ করা হয়, কতিপয় সাক্ষী তাহা বর্ণনা করে। দুইজন সাক্ষী পুলিস লাইনে গুলীবর্ষণের বর্ণনা করে। ৩ জন সাক্ষী সার্জ্জেণ্ট মেজর ফারেলের হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা করে। মোটর চালক ২ জন সাক্ষী বলে, তাহাদিগকে দেওয়ান হাটের সন্নিকটে ক্লোরোফরম করিয়া তাহাদের গাড়ী হস্তগত করা হয়।

সাক্ষীদের সাক্ষ্য গৃহীত হওয়ার পর ট্রাইবিউনেলের প্রেসিডেণ্ট বলেন, যথেষ্ট হেতু না থাকায় সরকার অভিযুক্তদের জন্য স্বীয় খরচায় ব্যবহারাজীবী নিয়োগে অসমর্থ।

পূর্ব্ববঙ্গে এই প্রথম

অদ্বিতীয়! অদৃষ্টপূর্ব্ব কল্পনাতীত!

ঢাকার পুরাণপল্টনের মাঠে

বিরাট সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী

আগামী ২২শে পৌষ, ৬ই জানুয়ারী হইতে ১৪ই মাঘ
২৭শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকেরই পরম শিক্ষাপ্রদ

সকলের যোগদান প্রার্থনীয়

আসুন! এই পরম সুযোগ গ্রহণ করুন

মহিলাদের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত আছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৩শে পৌষ, শনিবার ১৩৩৯

কুচবিহারের মাননীয় মহারাজ জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি গোষে মেলে হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, পণ্ডিতবর শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ, ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রত্নবিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি মাল্যাদি-দ্বারা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া মাননীয় মহারাজকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন ও নব বর্ষের সাদর সম্ভাষণ জানাইয়াছেন। যোগ্য ব্যক্তির যোগ্য সম্মান প্রাপ্তিতে আমরা আনন্দিত।

কোন কোন পত্রিকার মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বঙ্গদেশের হিন্দু রাজনীতি-বিদ্ নেতৃবর্গ মুসলমানদিগের দাবী পূরণ করিতে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া উঠিয়াছেন। বস্তুতঃপক্ষে মুসলমানগণকে যতই সুবিধা দেওয়া হইতেছে, তাহাদের দাবীর পরিমাণ ততই বৃদ্ধি পাইতেছে।

———

এদিকে পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য, শ্রীযুক্ত বিজয়রাঘবাচারিয়া প্রভৃতি নিখিল-ভারতীয় নেতৃবর্গ বঙ্গদেশীয় হিন্দুদিগকে যেরূপ ভাবে অনুরোধ করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের কথা উপেক্ষা করা সহজ নহে। তাঁহারা বলেন যে, আর দুইটি স্থান মুসলমানদিগকে দিলেই ভারতে শান্তি স্থাপিত হইতে পারে। বাস্তবিকই ব্যবস্থাপক সভায় আর দুইটী স্থান ত্যাগ করিলেই যদি ভারতের সকলদল সম্মেলনের বাসনা সিদ্ধ হয় এবং সাম্প্রদায়িক বিবাদের অবসান হয়, তাহা হইলে হিন্দুরা তাহাতেও সম্মত হইতে পশ্চাৎপদ হইবেন না।

হিন্দু সভা বঙ্গীয় হিন্দুদিগকে আর স্বার্থ ত্যাগ করিতে নিষেধ করিতেছেন। অনেকে মনে করেন যে, মুসলমান সাম্প্রদায়িক গোঁড়াদিগকে যতই সুবিধা দান করা হইতেছে, তাহারা ততই দাবীর পরিমাণ বাড়াইতেছে, হিন্দুদিগের দেশহিতৈষিতার মূল্য এবং ত্যাগের মহত্ত্ব না বুঝিয়া তাহারা উহা হিন্দুদিগের দৌর্ব্বল্য মনে করিয়া মিলনের পথে বাধা দিতেছে।

যদি সমস্ত দাবীই পূরণ করা হয়, তাহা হইলেও কি এলাহাবাদের চুক্তি সকল-দলের মুসলমান মানিবে?

———

যেরূপেই হউক সাম্প্রদায়িকতা দূর করাই হিন্দু নেতৃবর্গের ইচ্ছা এবং এই ইচ্ছা পূরণ হইলেই দেশের মঙ্গল।

———

ভারতের উন্নতি সাধনের মূলমন্ত্র ব্রহ্মচর্য্য পালন, সত্যবাদিতা এবং রাজ ভক্তি ভুলিয়া যাওয়ায় দেশের এই অশান্তি। ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে আমাদের দৈহিক এবং মানসিক মেরুদণ্ড ভগ্নপ্রায়, সত্যবাদিতার অভাবে আমাদের সাহস ও অকুণ্ঠভাব চলিয়া গিয়াছে আর রাজভক্তির অভাবের ফল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না বলিলেও চলে।

আমাদের লক্ষীতব্য বিষয় শুকদেবের ব্রহ্মচর্য্য, সত্যকামের সত্যবাদিত এবং নেপোলিয়নের সেনাপতি ল্যান্সের ন্যায় রাজভক্তি।

———

কেবল মাত্র ইংরাজদিগকে গালি দিয়া এবং গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া মৌখিক দেশভক্তি দেখান একটা প্রকাণ্ড ভণ্ডামি মাত্র, এবং নিগ্রো নাম ধারণ করিয়া সাহেব-মারা মূর্খতার পরাকাষ্ঠা।

———

কোন্ লোকের দেশভক্তির একমাত্র প্রমাণ—তাহার দ্বারা দেশ কতটা লাভবান্ হইয়াছে; তাহার পরিমাণ শুধু মুখের কথা নহে—কেবল কাজ।

———

আজকাল যে পিচ্ছিল দেশভক্তির চিহ্ন দেখা যায়, তাহা প্রকৃত দেশভক্তি বলিয়া বোধ হয় না; অধিকাংশ স্থলেই উহা প্রকৃত পক্ষে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা এবং জীবন-দারিদ্র্যেরই পরিচায়ক। আমরা একথা বলিতে চাই না যে দেশহিতৈষী আমাদের দেশে নাই, তবে তাহার তুলনায় দারিদ্র্যের কষাঘাতে পীড়িতের আর্ত্তনাদই যাহারা দেশভক্তি বলিয়া ভ্রম করে, তাহাদের সংখ্যাই বেশী।

———

আজকাল মেডিকেল কাউন্সিল, বিদেশে ভারতীয় ডাক্তারি উপাধির আদর প্রভৃতি বড় বড় কথা শুনা যাইতেছে, কিন্তু গ্রাম রোগে উজাড় হইয়া যাইতেছে, সেবিষয়ে প্রকৃত চেষ্টা কিছুই দেখা যায় না। যখনই কেহ এবিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করেন, তখনই দেখা যায় যে অনেক লক্ষ টাকা খরচ করিয়া একটী কমিটি বসে এবং কমিটি ঠিক করিয়া দেয় যে, কয়েক কোটি টাকা খরচ করিলে দেশ হইতে রোগ নিদূরিত হইবে। দেশের লোক আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, এমন সময় গবর্ণমেণ্ট গম্ভীরনিনাদে ঘোষণা করেন যে, হাতে টাকা নাই; কোন কাজ হইবে না। নিতান্তই যদি কিছু টাকা বাহির হয়, তাহা হইলে তাহা বড় বড় কর্ম্মচারীদের বেতন দিতেই ফুরাইয়া যায়, দরিদ্রদিগের চিকিৎসার বিশেষ কোন ব্যবস্থা হয় না। সৈন্য এবং পুলিশ বিভাগের ব্যয়ভারপীড়িত গবর্ণমেণ্টই বা কি করিবেন? এ অবস্থায় দেশের লোক নিঃসহায় হইয়া মারা যাওয়া ছাড়া কি করিতে পারে?

———

কয়েক বৎসরের মধ্যে শিল্পজাত কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যের তুলনায় কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপত্তি অধিক হওয়ায় ঐ দুই প্রকার দ্রব্যের মূল্যের সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়াছে। এবং কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য অত্যধিক কমিয়া গিয়াছে। ইহাতে কৃষকদিগের শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয়ের সাহায্য এত কমিয়াছে যে, বাজারে শিল্পজাত দ্রব্যের পরিমাণও প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী হইয়াছে।

———

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে জাতিসঙ্ঘ কর্ত্তৃক প্রকাশিত বাণিজ্য বিবরণীতে দেখা যায় যে, ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের সমস্ত জগতে উৎপন্ন খাদ্য শস্যের পরিমাণ শতকরা ১৬ ভাগ, সকল প্রকার খাদ্য দ্রব্যের পরিমাণ শতকরা ১৭ ভাগ এবং কাঁচা মালের পরিমাণ শতকরা ৪৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯০৯-১৩ সনে মার্কিণ, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও আর্জ্জেণ্টাইনে গড় পড়তা বৎসরে ৩২০০০০০০ হেক্টর পরিমাণ জমিতে গম উৎপন্ন হয়।

———

১৯২৬-২৯ খ্রীষ্টাব্দে ঐসকল দেশে গড়পড়তা ৪৬০০০০০০ হেক্টর জমিতে গম উৎপন্ন হয়।

———

আমেরিকার যুক্ত সাম্রাজ্যে কৃষিজাত দ্রব্য এবং কৃষক কর্ত্তৃক ক্রীত দ্রব্যের মধ্যে মূল্যের অসামঞ্জস্য কমিয়া আসিলেও উহা অর্থ সঙ্কট ঘটাইবার পক্ষে যথেষ্ট। কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য খুব কমিয়া যাওয়াতেই বহু কৃষক পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় করিতে পারিতেছে না।

———

ভেল ভঙ্গ

ডি ভেলেরা সহসা ডেল বা আইরিশ পার্লামেণ্ট ভঙ্গ করিয়া সাধারণ নির্ব্বাচনের জন্য তাঁহার দলের ৯৮ জনকে পার্লামেণ্টের সদস্য পদপ্রার্থী করিয়া দাঁড় করাইয়াছেন।

———

ভেলেরার উদ্দেশ্য

ডি ভেলেরার উদ্দেশ্য—বৃটিশ সাম্রাজ্যের সহিত আইরিশ ফ্রি ষ্টেটের সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করা।

———

কস্‌গ্রেভের দল

হঠাৎ পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ডি ভেলেরার বিপক্ষ কস্‌গ্রেভের দল হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। তাহারা একটী সভা করিয়া স্থির করে যে, ইংলণ্ডের সহিত আয়র্লণ্ডের সন্ধি বজায় রাখিতে হইবে। ডি ভেলেরার পতনোদ্দেশ্যে একটী "জাতীয় দল" গঠিত হয়। এই দলের ধারণা যে, ইংলণ্ডের সহিত সম্পর্ক বজায় রাখাই আয়র্লণ্ডের কর্ত্তব্য; কারণ তাহা হইলে আয়র্লণ্ড সমৃদ্ধ লাভ করিতে পারিবে। যাহাতে অর্থ সম্বন্ধীয় বিবাদ বিসম্বাদ শেষ হইয়া ইংলণ্ডের সহিত আয়র্লণ্ডের অগ্রগতির অনুকূল চরম মীমাংসা হইয়া যায়, এই দল তাহারই চেষ্টা করিবে।

লণ্ডনের মেয়রের কথা

লণ্ডনের লর্ড মেয়র মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, নব-গঠিত ন্যাশনাল পার্টি অর্থাৎ জাতীয় দলের উদ্দেশ্য এই যে, ইংলণ্ডের সহিত আয়র্লণ্ডের এমন সন্ধি আবশ্যক, যাহাতে উত্তর আয়র্লণ্ড দক্ষিণ আয়র্লণ্ডের সহিত মিলিত হইয়া সমগ্র আয়র্লণ্ডের ৩২টী কাউন্টি লইয়া একটী গোটা অখণ্ড আয়র্লণ্ড গঠিত হয়।

বাণিজ্যের উন্নতি বিশেষ আবশ্যক, কারণ, তাহা হইলে উত্তর অংশের লোকেরা শীঘ্র এবং সহজে যোগদান করিবে।

কলিকাতার লোক গ্রামে আসিয়া প্রথমে ভাবে, "আঃ! বাঁচা গেল কখন, যে গাড়ী চাপা প'ড়ে মর'ব, কলকাতায় এই চিন্তায় অস্থির।"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-শ্রীমায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, ২৫ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৬, ২৩শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ৭ই জানুয়ারী ইং ১৯৩৩ শনিবার ২৫৬তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ গত ৩০শে ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌয়ে পাঠ-সময়ে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

আত্মতত্ত্বালোচনায় উদাসীন দেহারামী গৃহব্রতগণ কেবল দেহ গেহের সেবায় ব্যস্ত থাকিয়া তাহারা দিবাভাগে অর্থচেষ্টায় এবং কুটুম্বভরণে, আর রাত্রিকালে নিদ্রা ও ইন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত থাকে। তাহাদের বহুমূল্য সময় বৃথা ব্যয়িত হইয়া থাকে; কিন্তু তজ্জন্য তাহারা বিন্দুমাত্রও পরিতাপ করে না। তাহারা এতদূর দেহ-ধর্ম্মে আসক্ত যে, স্ত্রী, পুত্র, পরিজন, গৃহ ও বিত্তাদির বিনাশ দর্শন করিয়াও নিজ দেহের অনিত্য-তার বিষয় চিন্তা করে না, অথবা বিমুখতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবৎ-পাদপদ্মে আকৃষ্ট হইতে চেষ্টা করে না।

যিনি অভয় ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে শ্রীহরির নাম, রূপ, গুণ, লীলাদির কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিই একমাত্র উপায়। তাঁহাতেই জীবের সর্ব্বপ্রকার ভয় নিদূরিত হইবে। কালের কাল মহাকালও যাঁহার নামে ভীত হ'ন, সেই সর্ব্বভয়ভঞ্জন মধু-সূদনের পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে তুচ্ছ সংসারের ভয় ত' দূরের কথা, কোন দিন কোন প্রকার ভয়ই থাকে না। তাঁহারা যমদণ্ডের ভয়ও করেন না। যমদূত বা যমরাজের দর্শন তাঁহাদের স্বপ্নেও ঘটে না।

শ্রীহরির কীর্ত্তন আত্মারাম মুক্তপুরুষ-গণেরও আকর্ষক। শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তা শ্রীশুকদেব গোস্বামী, লীলা-শুক বিল্ব-মঙ্গল ঠাকুর প্রভৃতি প্রথমে আত্মারাম ছিলেন, কিন্তু ভগবদ্গুণাকৃষ্ট হইয়া তাঁহারা ভগবদ্গুণানুগানে মত্ত হইয়া যান।

শ্রীমদ্ভাগবত অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবগণের নিত্যমঙ্গল বিধানের জন্য স্বেচ্ছাক্রমে প্রপঞ্চে প্রকটিত হইয়াছেন। উহা ভগবত্তনু বলিয়া বিখ্যাত। শুকদেব গোস্বামী জন্মাবধি গৃহ-ত্যাগী বিরক্ত ব্যক্তি থাকায় ভগবদ্গুণা-কৃষ্ট হইয়া বেদব্যাস-সমীপে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করেন। ভাগবতে শ্রদ্ধা হইলেই শীঘ্র মুকুন্দে রতি জন্মে। শ্রীহরির নাম, রূপ, গুণ, লীলাদির শ্রবণ-কীর্ত্তনই মুমুর্ষুর এক-মাত্র কৃত্য। তাহাই সাধন, আবার তাহাই সাধ্য।

অনন্তকাল ধরিয়া কৃষ্ণবহির্ম্মুখ থাকিয়া কেহ কোন দিন ঐকান্তিক মঙ্গল লাভ করিতে পারে না। কিন্তু মুহূর্ত্তমাত্র শ্রীহরিকথা কীর্ত্তনাদিতে সর্ব্বসিদ্ধি ঘটে। রাজর্ষি খট্টাঙ্গ তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তিনি তুচ্ছ ফলপ্রদাতা দেবগণের দ্বারা বর গ্রহণে যাচিত হইয়া তাঁহাদের নিকট অনিত্য বিষয় প্রার্থনা না করিয়া দেবগণের কৃপায় নিজ মুহূর্ত্তমাত্র পরমায়ুর কথা জানিতে পারিয়া ভগবৎ-পাদপদ্মে চিত্ত নিবেশ করত অন্তিমে ভগবৎ-চরণে স্থান লাভ করেন।

গত ৩১শে ডিসেম্বর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ লক্ষ্ণৌ-নিবাসী শ্রীযুত পরমেশ্বরীদাস ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়ের ভবনে স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণের আগ্রহে ও অনুরোধে এবং শ্রীমদ্ গিরি মহারাজের অভিপ্রায়ানুসারে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ চরিত্র হিন্দী ভাষায় ব্যাখ্যা করেন।

এতৎপ্রসঙ্গে স্বামীজী পরীক্ষিৎ মহারাজের-ব্রহ্মশাপের কারণ ও নিগূঢ় রহস্য এবং তাহা হইতে শিক্ষণীয় বিষয় বিশেষ যুক্তি-সহকারে কীর্ত্তন করেন।

প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবৎ-পাদপদ্মে নৈসর্গিকী রতিবিশিষ্ট ছিলেন বলিয়া তাঁহাতে অসংখ্য গুণের সমাবেশ হইয়াছিল।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীহরিতে যাঁহার অকিঞ্চনা ভক্তি বর্ত্তমান, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্যাদি সমস্ত গুণের সহিত সমস্ত দেবতাবর্গ তাঁহাতেই সম্যগ্রূপে অবস্থান করেন। হরিভক্তি-বিহীন ব্যক্তি কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদিরত অথবা গৃহাদিতে আসক্ত। সুতরাং হরিতে তাহার কেবলা ভক্তি নাই। কেহ মনোধর্ম্মের বশে অসৎ বাহ্য বিষয়ে ধাবিত। তাহাতে মহদ্গুণ-গ্রামের সম্ভাবনা কোথায়?

একদিন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু পুত্র-স্নেহ-বশীভূত হইয়া নয়নাভিরাম পুত্র প্রহ্লাদকে ক্রোড়ে স্থাপন পূর্ব্বক 'উত্তম বা শ্রেষ্ঠ বস্তু কি?—ইহা জিজ্ঞাসা করিলে প্রহ্লাদ তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, জগতের মধ্যে কোন বস্তুই তাঁহার প্রীতিদায়ক বা উত্তম নহে। যেহেতু সবই নশ্বর। কিন্তু অসুর প্রকৃতির ব্যক্তিগণ ভোক্তৃ-অভিমানে বিশ্বের বস্তুগুলিতে মমত্ব বুদ্ধি করত সর্ব্বদা সমুদ্বিগ্ন থাকে। তাহারা আত্মমঙ্গল-লাভের প্রয়াসী হইলে ঐ অসদ্গ্রহে আগ্রহ-বিশিষ্ট না থাকিয়া সর্ব্ব বস্তুর ভোক্তৃত্ব অভিমান ও আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনবাসী (বৃন্দাবনবাসী) হইয়া শ্রীহরি-পাদপদ্ম আশ্রয় করাই কর্ত্তব্য। যদি বনে গমনপূর্ব্বক শ্রীহরির আশ্রয় গ্রহণ না করে, তবে বনে ও গৃহে অবস্থান—উভয়ই সমান। যেহেতু অরণ্যে হিংস্র পশুগণও বাস করে, কিন্তু বনবাস-ফলে তাহাদের হিংসা-প্রবৃত্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, অথবা তাহারা ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ সাধন করিতেও পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ম স্কন্ধে প্রিয়ব্রতের প্রতি উক্তি হইতে জানা যায়—যাহারা বিষয়ে প্রমত্ত, তাহারা বনে গমন করিলেও কোন ফলোদয় হয় না। যেহেতু তাহারা ছয়টী সপত্নীতুল্য ষড়িন্দ্রিয় অথবা ষড়্‌বেগের বশীভূত। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এবং মন—এই ছয়টী ইন্দ্রিয় সর্ব্বদা ভোগার্থ দুর্দ্দান্ত অশ্বের ন্যায় বিষয়ের প্রতি ধাবিত হইতেছে। তাহাদিগকে আত্মে-ন্দ্রিয়তর্পণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া বিষয় কৃষ্ণের ভোগ সম্পাদনে নিযুক্ত করিলে গৃহে বাস করিয়াও বনবাস অপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক ফল লাভ হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৫ নারায়ণ, অন্যান্য শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৬

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা শ্রীকৃষ্ণ-শক্তি-সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি; অতঃপর সেই শক্তির স্বাভাবিকত্ব ও অচিন্ত্যত্ব সম্বন্ধে কিছু শ্রৌতবাণী কীর্ত্তনে প্রয়াস পাইব।

শ্রীকৃষ্ণ-শক্তির অচিন্ত্যত্ব শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে। শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ তদীয় ভগবৎ-সন্দর্ভে তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। যথা :—"তাসামচিন্ত্যত্বমাহ",—(ভাঃ ৩।৩৩।৩) "আত্মেশ্বরোঽতর্ক্যসহস্রশক্তিঃ"

অর্থাৎ সেই আত্মেশ্বর বহুল অচিন্ত্য-শক্তিবিশিষ্ট। শ্রীমদ্ভাগবত-ভাষ্যের আকর গ্রন্থ বেদান্তসূত্রেও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের শক্তি-সমূহের অচিন্ত্যত্ব-বিষয়ে সূত্র কথিত হইয়াছে। যথা :—

"শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ।" (২অঃ ১পাঃ ২৭ সূত্র)। এই সূত্র পূর্ব্বপক্ষীয় সংশয় নিরসনে কথিত হইয়াছে। সংশয় এই যে, ব্রহ্মকে নিরঞ্জন, নিষ্কল, নির্ব্বিকার বলা হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে সৃষ্ট্যাদি কর্তৃত্ব সম্ভব হয় কি প্রকারে?

অর্থাৎ ব্রহ্মের সৃষ্ট্যাদি কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে, অংশ-প্রসক্তিতেই উক্ত কার্য্যের সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু অংশ-প্রবৃত্তে 'ব্রহ্মা নিরঞ্জন, নিষ্কল' ইত্যাদি শ্রুতি-বিরোধ হয়। এই প্রকারের সংশয় নিবৃত্তির জন্য উক্ত সূত্রের অবতারণা। উহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্ম-কর্তৃত্ব-পক্ষে লোক-দৃষ্ট-দোষ সঙ্গত হয় না। কারণ, ব্রহ্মের কর্তৃত্ব শ্রুতিপ্রমাণ-সিদ্ধ। অচিন্ত্য বিষয়ে শব্দই একমাত্র মূল প্রমাণ। পরব্রহ্ম অলৌকিক, অচিন্ত্য, জ্ঞানাত্মক হইয়াও শ্রীমূর্ত্তিবিশিষ্ট ও জ্ঞানসম্পন্ন, এক হইয়াও বহুধা বিভক্ত, সর্ব্ব-কর্ত্তা হয়েও নির্ব্বিকার, অপরিমিত হয়েও পরিমিত ইত্যাদি শ্রুতপ্রমাণ দৃষ্ট হয়। গোপালোপনিষদে কথিত হইয়াছে—গোবিন্দ অদ্বিতীয়, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, মনোভিরাম, রমণীয়, অকুণ্ঠমেধা এবং এক হইয়াও বহুধা অবভাত।' এসকল শ্রুতিতে অলৌকিকত্ব, জ্ঞানাত্মকত্ব, নিরংশত্বেও সাংশত্ব, অমিতত্বেও মিতত্ব এবং সর্ব্ব-কর্তৃত্বেও নির্ব্বিকারত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধ-গুণসমূহ হইয়াছে। অতএব কোন যুক্তিদ্বারা উহার প্রতিবিধান কর্ত্তব্য নহে। যদি বল, শ্রুতিদ্বারা কিরূপে বাস্তবার্থ বোধিত হইবে? তদুত্তরে বলা যায় যে—অবিচিন্ত্য-বিষয়ে শ্রুতিই একমাত্র প্রমাণ। লৌকিক মণি-মন্ত্রাদিতেই যখন অচিন্ত্য প্রভাব দৃষ্ট হয়, তখন অলৌকিক ব্রহ্মের তাদৃশ প্রভাব হইবে, ইহাতে সংশয় হইতেই পারে না। কিন্তু মায়াবাদী ব্রহ্মের এই অচিন্ত্য প্রভাব অর্থাৎ শক্তি স্বীকার করেন না। ইঁহারা ব্রহ্মবস্তুকে কেবল চিদেক মাত্র বলেন। ব্রহ্মের চিন্মাত্র সত্তা ব্যতীত জ্ঞান, বল ও ক্রিয়ারূপ স্বাভাবিক ও অচিন্ত্য প্রভাব অর্থাৎ শক্তির কথা—অহঙ্কারোদ্দীপ্ত, মায়া-কবলিত মায়াবাদী অজ্ঞ জ্ঞানের প্রয়াসকে দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মে প্রণতি-বিধানের প্রবৃত্তি-রাহিত্য-হেতু ধারণা করিতে পারে না। অথচ শ্রুতি স্পষ্টরূপে বলিতেছেন, "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ।"

শ্রুতি বাক্যের সাধারণ রূঢ়ি বৃত্তিতে প্রতারিত মায়াবাদীর কল্পিত সিদ্ধান্ত খণ্ডনের নিমিত্ত শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক দ্বারা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের শক্তির অস্তিত্ব ও স্বাভাবিকত্ব এবং অচিন্ত্যত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন। যথা :—

> ত্বমং ত্রয়ম ইতি ত্রিবৃদেকমাদৌ
> সূত্রং মহানহমিতি প্রবদন্তি জীবম্।
> জ্ঞান-ক্রিয়ার্থফলরূপতয়োরুশক্তি-
> ব্রহ্মৈব ভাতি সদসচ্চ তয়োঃ পরং যৎ॥
>
> (ভাঃ ১১।৩।৩৮)

অর্থাৎ পরব্রহ্মই অনেকাত্মশালী বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকেন। শ্লোকে ব্রহ্মৈব পদে যে 'এব' শব্দটী আছে, উহা নিশ্চয়ার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ শক্তিসমূহ ব্রহ্মে কল্পিত হয় নাই, পরন্তু উহা স্বাভাবিক। পরব্রহ্ম সদসদাত্মক হইয়াও এই দুই বহিরঙ্গ বৈভবের অতিরিক্ত বস্তু। সৎ—স্থূল কার্য্য, যেমন পৃথিব্যাদি; অসৎ—সূক্ষ্ম কারণ, যেমন প্রকৃত্যাদি; পরব্রহ্ম এই দুই বহিরঙ্গ বৈভবের অতিরিক্ত। শ্রীবৈকুণ্ঠ তাঁহার বৈভব-স্বরূপ এবং তটস্থ-বৈভব শুদ্ধজীব-স্বরূপ। স্থূলদৃষ্টিগ্রাহ্য এবং সূক্ষ্ম-অদৃষ্টচর পদার্থসমূহ সদসৎ নামে অভিহিত হইয়াছে। পরব্রহ্ম সদসৎ রূপে প্রতিভাত হয়েন; যেহেতু, তিনি এই দুয়েরই কারণ-স্বরূপ। এই সকল পদার্থ তাঁহা হইতে অতিরিক্ত নহে। কারণ, তিনি ভিন্ন অন্য কোনও পদার্থ মূলতঃ নাই। তিনিই সর্ব্বকারণের কারণ।

শক্তিসমূহকে পরব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র কল্পনা করিলে এই সকল শক্তি অসিদ্ধ হইয়া উঠে। জ্ঞান, ক্রিয়া, অর্থ ও ফল-দ্বারা ব্রহ্মবৈভবের অস্তিত্ব উপলব্ধ হইয়া থাকে। মহদাদি জ্ঞানশক্তিরূপ, সূত্রাদি ক্রিয়াশক্তিরূপ। পরব্রহ্ম কার্য্যের আধার, এইজন্য ইনি সূত্র-স্থানীয়। রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ এই পঞ্চতন্মাত্র ইন্দ্রিয়ার্থরূপ প্রকৃতি। এই প্রকৃতিতে সুখদুঃখাদির সমাবেশ সূচিত হয়। এই নিমিত্ত ব্রহ্মকে সদসৎস্বরূপ বলা হইয়াছে; কিন্তু ব্রহ্ম ফল রূপে এই সদসতেরও পর। পুরুষাখ্য-স্বরূপ, স্ববৈভব ভগবদাখ্য চিদ্বস্তু এবং তদনুগত তদাখ্য জীব বস্তু—এই উভয়ই ফল-স্বরূপ। এইরূপ জ্ঞান-ক্রিয়াদির দ্বারা ব্রহ্মের বহু শক্তিত্ব ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

আচার্য্য প্রসঙ্গে

ঢাকা ২৬।১২।৩২

সুগন্ধ পুষ্প নিভৃত কাননে প্রস্ফুটিত হইলেও তাহার গন্ধ বাতাসের দ্বারা চালিত হইয়া যেমন আমাদিগকে আনন্দ প্রদান করে, সেইরূপ শ্রীল প্রভুপাদের ঢাকা শুভবিজয়-বার্ত্তা কোনরূপ প্রকাশ্যভাবে বিজ্ঞাপিত না হইলেও এই অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের টীকাটুলীতে অবস্থান ঢাকা সহরের বহু সুকৃতিমান্ জনকে তৎপাদপদ্মে আকৃষ্ট করিয়া আনিতেছেন। শুশ্রূষু সজ্জনগণের সংখ্যা প্রত্যহই বর্দ্ধিত হইতেছে।

ঢাকা টীকাটুলী অঞ্চলে বহুসংখ্যক শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ধনী লোকের বসবাস। শ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যহ উপস্থিত সজ্জনবর্গের নিকট বৈষ্ণব-জগতের যে-সমস্ত সিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিতেছেন, তাহা শিক্ষিত সুধী সমাজেরই আদরের বস্তু। অনেকে সাধুর (?) নিকট গমন করেন, সাধুর নিকট হইতে নিজেন্দ্রিয় তোষণের উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য কিন্তু যাঁহারা ঐরূপ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়াও জগদ্‌গুরু আচার্য্য-প্রবরের পদান্তিকে আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন এবং শ্রীমুখ-নিঃসৃত অপূর্ব্ব, অশ্রুতপূর্ব্ব সিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিতেছেন, তাঁহারাও একবাক্যে ধ্রুব মহারাজের পদাঙ্কানুসরণে বলিতেছেন, "কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে"

গত তারিখ অপেক্ষা অদ্য মধ্যাহ্নে উপস্থিত ভদ্র মহিলা ও শিক্ষিত সজ্জনগণের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছিল। তাঁহারা প্রচুর পরিমাণে বিচিত্র সুগন্ধি পুষ্পমাল্যের দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদকে এক প্রকার আবৃত করিয়া ফেলিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অভ্যাগত ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রীযুত কালীমোহন সেন নামক এক জন অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ইনিখুব আগ্রহ-সহকারে প্রভুপাদের শ্রীমুখবিগলিত অপ্রাকৃতবাণী শ্রবণ করেন।

অন্যান্য বহু কথার মধ্যে প্রভুপাদ "কৃপা কর বৈষ্ণব-ঠাকুর। সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে অভিমান হউ দূর॥"—এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলেন যে, ভগবদ্বস্তু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধটা যে কি, তাহা আমাদের প্রথমে জানা দরকার। ভগবান্ যাঁরা মানে না, সেরকম নাস্তিক লোকের সম্বন্ধে কিছু বলা হচ্ছে না। ভগবান্ যখন আছেন, তখন তাঁ'র সঙ্গে আমরা কিরূপ-ভাবে সম্বন্ধিত, এটা জানা দরকার। সম্বন্ধ জানা হ'লেই, অভিধেয়ের কথা আস্‌বে। তৎপর আমাদের 'প্রয়োজন'টাও কি, তাহা জান্‌বার দরকার হ'বে। সুদুর্লভ মনুষ্য-জন্মের ঐ তিনটী বিচার্য্য বস্তু ব্যতীত অন্য কোন দেহের কর্ত্তব্য নাই।

ঐ সম্বন্ধ জান্‌বার জন্য বৈকুণ্ঠ-ঠাকুরের নিকট কৃপা যাচ্ঞা কর্‌তে হ'বে। বৈষ্ণব ঠাকুর কা'রা? জীবন্মুক্ত পরমহংসগণই বৈষ্ণব ঠাকুর। শাস্ত্র-নির্দ্দেশ-মতে "ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা। নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥" ব্রাহ্মণ যাঁ'রা, তাঁ'রা বৃহদ্ বস্তুর অনুসন্ধান করেন। কা'কে ব্রাহ্মণ বলে, কা'কে কৃপণ বলে জানা দরকার। কৃপণ যাঁ'রা, তাঁ'রা কুণ্ঠধর্ম্মবিশিষ্ট। যাঁ'রা কেবল মাত্র অনাত্মবিচারে আবদ্ধ, তাঁ'রাই কৃপণ। বৃহদ্ বস্তুর অনুসন্ধিৎসু হ'তে হ'বে; সম্বন্ধ-জ্ঞান পে'তে হ'বে। শরীর, মন, ব্রাহ্মণ নয়।

আত্মায় অন্ততঃ ব্রাহ্মণ হওয়া দরকার। আত্ম-বিচারেই সম্বন্ধ জ্ঞানের উদয় হ'বে। ব্রাহ্মণ হ'য়ে পূর্ণতা লাভ না করা পর্য্যন্ত বৈষ্ণবতা হয় না। অন্যান্য দেবতার উপাসনা কর্‌তে গেলে ভজনটা খর্ব্ব হ'য়ে যায়। অন্যান্য দেবোপাসকদের বিচার আর বৈষ্ণবের বিচার আকাশ পাতাল তফাৎ। অন্যান্য দেবযাজিগণের বিচারে এঁদের ধ্বংস ক'রে নির্ব্বিশেষ হ'য়ে যাওয়ার প্রয়াস। এটা গুরুমারা বিদ্যা। ভজনীয় সেবা বস্তুকে ভজন কর্‌বার জন্যে ভজনের আবশ্যক; নচেৎ সেব্য-বস্তুকে ধ্বংস ক'রে নির্ব্বিশেষ হ'য়ে যাওয়াটা ভজনের উদ্দেশ্য নয়।

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা

নদীয়া প্রকাশ

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রাপ্তিস্থান ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ)
৪। ভক্তিবিবেকমুকুলাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। জ-নরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
ঐ (অবাঁধা)
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (অবাঁধা)
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (অবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (অবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ)
২৭ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৮ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯ শরণাগতি ৴০
৩০ গীতাবলী ৴০
৩১ চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২ সাধনকণ ৴০
৩৩ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪ নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫ অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴২
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (অবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (অবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (অবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
৬২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড
আনেলয়েড ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধিপাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া
৯। মদনগোপাল পাট কাঁচালপুলি, চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটী, (বৰ্দ্ধমান)
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বৰ্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাযোড়া, রাজগঞ্জ বৰ্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু, হাওড়া
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ রুকনপুর, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ
২২। শ্রীরামানুজগৌড়ীয় মঠ কভ্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ [illegible], পুরী,
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ চুয়রকুণ্ডা, সালজুন্।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ আগস্তকুণ্ড, কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	ঢাকা
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	চম্পহট্ট
৪। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	নারায়ণগঞ্জ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা
৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	ঢাকা
৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ঢাকা
১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন [illegible]	ময়মনসিংহ

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নার স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, যাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়াকস্‌ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত অরবিন্দ নারায়ণ রায় এম. এ. প্রান্ত (লাহোর)। বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০। ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৮৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড।৵০
গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে।৵০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও প্রাকৃ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ' 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মজাগরণ-বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমন্মধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সুকৃতধর্ম্ম ও প্রাকৃত সকৃতধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—তত্ত্ব ও বিদ্ধা ভক্তি, মঙ্গলের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীমন্ স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্‌ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রৌতপথে বেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুশক্তিবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রণতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৸০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম

ফর্ম সর্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতীয়

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩ নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ৷৹ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বন্দোবস্তের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৶০ আনা।

মিটিংএর নোটীশ বহি—১ খানা ৷৹ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ৷৹ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ৷৹ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাটষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

।।[illegible] রোগের অ[illegible] মহৌষধ।।

রোগীদের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমাপ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৹ আনা, পাঁচট ৷৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন [illegible]ঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭-৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২০, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫ ৩১	৯-৫	১২-১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫ ৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩১	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১১	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্ক্‌স্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অভয় আশ্রম

১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসে সরকার কুমিল্লা অভয় আশ্রম, অভয় আশ্রম কন্যা শিক্ষালয় ও রায়কাণ্ড অভয় আশ্রম দখল করিয়াছিলেন। বিগত ৩০শে ডিসেম্বর তৎসমুদয় প্রত্যার্পিত হইয়াছে। আশ্রমের বাস, ট্যাক্সি, ৭৫টী বিছানা ও কন্যা-শিক্ষালয়ের যে সমস্ত অর্থ অধিকার করা হইয়াছিল সে সমস্ত এখনও প্রত্যার্পিত হয় নাই। আশ্রমের ফটকে যে পুলিশ মোতায়েন ছিল তাহা এখনও অপসারিত করা হয় নাই।

বাঙ্গালী অধ্যাপক

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, পাটনার প্রিন্স-অফ-ওয়েলস মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ও পাটনা জেনারেল হাসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট লেপ্টন্যাণ্ট কর্ণেল ডি, কুটস আগামী জুলাই মাস হইতে চারি মাসের ছুটী লইলে উক্ত মেডিক্যাল কলেজের মেডিসিন বিষয়ের অধ্যাপক ডাঃ টি. এন বন্দ্যোপাধ্যায় কলেজের অধ্যক্ষের পদে এবং ঐ কলেজের রোগ নিদানের অধ্যাপক মেজর এ-এন-বসু, আই-এম-এস পাটনা জেনারেল হাসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে কার্য্য করিবেন।

মন্দির প্রবেশ আইন
মাদ্রাজ গবর্ণর ও সনাতনী প্রতিনিধি দল

শ্রীযুত এম কে, আচার্য্যের নেতৃত্বে বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সঙ্ঘের পক্ষ হইতে সনাতনীদের এক প্রতিনিধি দল সেক্রেটারীয়েট ভবনে গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রকাশ, গবর্ণর স্থিরভাবে তাঁহাদের বক্তব্য শ্রবণ করেন এবং তাঁহাদের প্রদত্ত দলিলখানি রাজপ্রতিনিধির নিকট পাঠাইবার প্রতিশ্রুতি দেন।

প্রতিনিধিদল চলিয়া যাইবার অব্যবহিত পরেই শ্রীযুত সি, রাজাগোপালাচারি গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাদের মধ্যে উন্নতশ্রেণীর বহিষ্কৃত লোকদের মন্দির-প্রবেশ-সম্পর্কে প্রস্তাবিত আইনের সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয়। অনেকক্ষণ ধরিয়া সকল দিক হইতে আলোচনা চলে এবং শ্রীযুত রাজা গোপালাচারী সম্ভাবিত সকল সমস্যার সুমীমাংসা করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

সাভারকারের বন্দীদশা

বারিষ্টার শ্রীযুত সাভারকারকে আটক রাখা হইয়াছে। এই আটকের মেয়াদ গত মাসেই শেষ হইবার কথা ছিল, কিন্তু তাহা আরও ২ বৎসর কাল বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ষ্টীমার ব্যবস্থা

নারায়ণগঞ্জে ষ্টীমার কোম্পানীর পরামর্শ কমিটীর সভা হইয়া গিয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, ষ্টীমারের ইণ্টার ক্লাশ বেঞ্চগুলি আরও প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইবে। উপর তলায় তৃতীয় শ্রেণীর জন্য একটী জলের কল দেওয়া হইবে। বিনা টিকিটে যাত্রীদের সম্বন্ধে স্থির হয় যে, যদি যাত্রী ষ্টেশনের কর্ম্মচারীদের বলিয়া উঠে তবে জরিমানা আদায় না করিয়া মাত্র অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করা হইবে।

নূতন ব্যাঙ্ক

জগন্নাথ হল সমাজ সেবকসঙ্ঘ চিত্তরঞ্জন স্মৃতি শ্রমিক বন্ধু নামে একটী ব্যাঙ্ক স্থাপিত করিয়াছেন। এই ব্যাঙ্ক হইতে নামে মাত্র সুদে দরিদ্রগণ টাকা ধার পাইবেন।

বালুরঘাট কংগ্রেস

গত ২৬শে ডিসেম্বর পুলিস বালুরঘাট কংগ্রেস অফিস ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। কংগ্রেস অফিসে এখন অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন লীগ ও বালুরঘাট স্বদেশী সঙ্ঘের অফিস হইয়াছে।

বালুরঘাট স্বদেশী সঙ্ঘ

বালুরঘাট শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের নেতৃত্বে এক স্বদেশীসঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে।

কলেরা

ফরিদপুর জেলায় বেগুনরি, ঘরিসার, ডিঙ্গামাণিক যুনিয়ন বোর্ডের মধ্যে ভীষণ কলেরা হইতেছে। জেলার হেলথ অফিসার নিবারণের যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন।

পিটুনি পুলিশ

আত্মারাম পট্টি গ্রামের অধিবাসিবৃন্দের রাজদ্রোহিতাসূচক ব্যবহারের জন্য তথায় একজন সাব ইনস্পেক্টর ও সাতজন কনষ্টেবল রাখা হইয়াছে।

---

৮ ঘণ্টার মধ্যে অমৃতসহর পরিত্যাগ

আকালী শিখ নেতা মাষ্টার তারা সিংকে ৮ ঘণ্টার মধ্যে অমৃতসহর পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিয়া এক নোটীশ জারি করা হইয়াছে। অমৃতসহর ও লায়ালপুর, লাহোর জেলার মধ্যে অবস্থান করিতে তাঁহাকে নিষেধ করা হইয়াছে।

সুদের হার হ্রাস

ভারত গবর্ণমেণ্টের অর্থনৈতিক বিভাগের এক ইস্তাহারে প্রকাশ যে, ওরা জানুয়ারী হইতে পোষ্ট অফিস ক্যাস সার্টিফিকেটের সুদের হার আরও কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

আলোয়ারে হিন্দুর দোকানপাট লুণ্ঠিত
সৈন্যবাহিনী প্রেরিত

মিয়া সম্প্রদায়ের লোকজন কর্ত্তৃক তিজারার হিন্দু অধিবাসীদের দোকানপাট এবং ঘরবাড়ী লুণ্ঠিত হইয়াছে। তিজারা আলোয়ারের প্রাচীন রাজধানী। কিষেণগড় হইতে তাড়াতাড়ি সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হয়, কিন্তু পৌছাইতে বিলম্ব হওয়ায় তাহারা লুণ্ঠনে বাধা দিতে সমর্থ হয় নাই।

আলোয়ারের মহারাজা বলিয়াছেন, "আমি দুঃখের সহিত জানাইতেছি আমার শান্তিপূর্ণ প্রজাগণের রক্ষার জন্য আমি অবশেষে হাঙ্গামার অঞ্চলে সৈন্য প্রেরণের আদেশ প্রদান করিতে বাধ্য হই। আমি কি জন্য কঠোর পন্থা অবলম্বন করি নাই আমি তাহা এক দরবারে ব্যক্ত করিব। বাহিরের লোক যাহাতে আমার রাজ্যে কার্য্য করিতে না পারে, আমি বৃটিশ সরকারকে সে বিষয়ে অনুরোধ করিবার জন্য নিজে দিল্লী গমন করিতেছি।" যে অঞ্চলে হাঙ্গামা উপস্থিত হইয়াছিল সেই অঞ্চলে সৈন্য উপস্থিত হওয়ার শান্তি স্থাপিত হইয়াছে।

কাঁথিতে সৈন্যদল

কাঁথি মহকুমার চারিদিকে গাড়ওয়ালী ফৌজ পরিভ্রমণ করিতেছে। লোকে কলের কামান আর কৃত্রিম লড়াই দেখিতেছে। সৈন্যদল সম্প্রতি রসুলপুর, বালিগড়, পিছাবনী ও দিঘা পরিদর্শন করিয়াছে।

ওয়াটগঞ্জে রিভলভার ও কারতুজ সহ ৪ জন গ্রেপ্তার

গত ৩রা জানুয়ারী গোয়েন্দা বিভাগের পুলিস ওয়াটগঞ্জে আকবর আলি ও সিরাজুল মাসলাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, তাহাদিগের নিকট একটা ৫ ঘরা রিভলভার ও নয়টা তাজা কারতুজ পাওয়া গিয়াছে। তাহারা অন্ধকারে একটা নির্জ্জন স্থানে দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, সেই সময় পুলিশ তাহাদিগকে তাড়া করে। তাহারা সন্তোষজনক কোন উত্তর দিতে না পারায় তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহাদের কাহারও নিকট হইতে উপরোক্ত রিভলভার ও কারতুজ পাওয়া যায়। যে দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাহারা উভয়েই মাঝি মাল্লার কাজ করে।

গ্রেপ্তার

গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ জুলফিকার আলি ও সিরাজুল হক নামক আরও দুইজন যুবককে ওয়াটগঞ্জের বাজালা বাজারে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, তাহাদিগের নিকটেও নাকি ছয় ঘরা একটা রিভলভার ও কয়েকটা কার্ত্তুজ পাওয়া গিয়াছে। এই দুইজন লোককে গ্রেপ্তার করিবার সময় একটা হাঙ্গামার উদ্ভব হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু তাহাদিগকে তাড়াতাড়ি স্থানীয় পুলিশ ষ্টেশনে স্থানান্তরিত করায় ব্যাপারটা আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। তাহাদিগের প্রতি পুলিস-হাজতের ব্যবস্থা হইয়াছে।

ক্যাপ্টেন টমাসের প্রাণনাশ চেষ্টা

ক্যাপ্টেন আর. এক, টমসনের প্রাণনাশ চেষ্টা সম্পর্কে সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁহার অসন্তোষের নিদর্শনস্বরূপ আদেশ দিয়াছেন যে, ফিরকিতে অবস্থিত রয়েল হোর্স আর্টিলারি ও মাহরাস বাহিনীর কোন শিখ ২রা জানুয়ারি হইতে ১২ দিনের জন্য সরকারী কোন অস্ত্রশস্ত্র বহন করিতে পারিবে না বা সরকারী অস্ত্রশস্ত্রের তত্ত্বাবধান ভার লইতে পারিবে না। সমস্ত শিখ সৈন্যকে অস্ত্রশস্ত্র হইতে মুক্ত করা হইয়াছে।

ইউরোপে বিরোধ

ইটালি এবং যুগোশ্লোভাকিয়ার মধ্যে মনোমালিন্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ডালমেসিয়া এবং তৎসন্নিহিত কএক স্থানে কতকগুলি অপ্রীতিকর ঘটনায় ব্যাপার খারাপের দিকে যাইতেছে।

একজন ইটালীদেশীয় যুবক রেলে ভ্রমণকালে প্রকাশ করে যে, সে জোনিয়া দেশের আগ্রেব নামক স্থানে যাইতেছে। স্থানীয় পুলিশ তাহাকে ধরিয়া যুগোশ্লোভাকিয়ার সীমানার বাহিরে রাখিয়া গিয়াছে। সে যদি বলিত যে তাহার গন্তব্য স্থান যুগোশ্লোভাকিয়া ছাড়া হইলে তাহাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করা হইত না।

শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈনিক

Reg No C. 1544

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

মূল্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৫৭তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৫শে পৌষ সোমবার ১৩৩৯, ৯ই জানুয়ারী ১৯৩৩

নানা কথা

ধর্ম্মঘট

এম, এণ্ড এস-এম রেল ধর্ম্মঘট মীমাংসার জন্য মাদ্রাজের পৌরজন সমিতির পক্ষ হইতে চেষ্টা হইতেছিল। এই চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে।

মিঃ যমুনাদাস মেটা, মিঃ ভি, ভি, গিরি এবং রেলওয়ে শ্রমিক সমিতির অন্যান্য কর্ম্মকর্তাগণ, কমিটির নিকট এই মর্ম্মে এক পত্র প্রেরণ করেন যে, অবস্থা বড়ই জটিল। ইহাকে অবহেলা করা কর্ত্তব্য নহে। রেলওয়ে শ্রমিক সমিতির সঙ্গে মাদ্রাজের পৌরজন কমিটির আলোচনা হইয়াছিল। ইহার ফলে মীমাংসা সম্পর্কে কতকগুলি সর্ত্ত স্থির করা হয়। রেলওয়ে এজেণ্ট এই সমস্ত সর্ত্তে রাজী হন নাই। এখন পৌরজন সমিতি উপরোক্ত সর্ত্তগুলি স্বীকার করাইবার জন্য কি করিবেন, তাহা যেন শীঘ্র রেলশ্রমিক সমিতিকে জানান হয়।

ইতিমধ্যে কমিটি, এই রেল ধর্ম্মঘট মীমাংসায় সর্ব্বপ্রকার চেষ্টাই পরিত্যাগ করিয়াছেন। কমিটির পক্ষ হইতে এক বিবৃতি প্রচার করা হইয়াছে; তাহাতে বলা হইয়াছে যে, রেলওয়ে এজেণ্ট কোন প্রকারে মীমাংসার সর্ত্ত ভঙ্গ করেন নাই। তথাপি রেল শ্রমিক সমিতি তাঁহার বিরুদ্ধে সর্ত্ত ভঙ্গের অভিযোগ করায় মীমাংসার পথে নূতন বিঘ্ন উৎপাদিত হইয়াছে।

পৌরজন কমিটি আরও বলেন যে, হুগলিতে অতিরিক্ত সংখ্যক শ্রমিক আছে, এবিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা করিবার কোনই কারণ নাই। তবে আর্কনামে অতিরিক্ত শ্রমিক আছে কিনা, এবিষয়ে প্রকৃতপক্ষে অভিযোগের কারণ থাকিতে পারে। এবিষয়ে রেলওয়ে এজেণ্টের সহিত আলোচনা করিবার জন্য পৌরজন কমিটি প্রস্তুত ছিলেন। কমিটী চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। তথাপি কোন মীমাংসা হইল না বলিয়া তাঁহারা দুঃখিত। এজেণ্ট বলিয়াছিলেন যে, বরখাস্ত শ্রমিকগণের মধ্য হইতে ৬৩ জনকে এখনই তিনি অস্থায়ী কাজে নিযুক্ত করিবেন এবং স্থায়ী কাজে যাহাতে তাহারা অতি শীঘ্র নিযুক্ত হইতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা করিবেন। রেলওয়ে শ্রমিক সমিতির নিকট যথাসময়ে এই প্রস্তাবের কথা জ্ঞাপন করা হইয়াছিল। কিন্তু সমিতি ইহাতে রাজী হন নাই। এই অবস্থায় মাদ্রাজের পৌরজন কমিটি মনে করেন যে, মীমাংসার আলোচনা চালাইয়া কোন লাভ হইবে না।

বোম্বাইয়ে ১৪৪ ধারা

অতিরিক্ত সংখ্যার গেজেটে প্রকাশ,—বোম্বাইয়ের প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ১৪৪ ধারা অনুসারে যে আদেশ জারী করিয়াছিলেন, তাহার কার্য্যকাল ১১ই জানুয়ারী তারিখে সমাপ্ত হইবে। অতঃপর আরও দুই মাসের জন্য এই আদেশ বলবৎ করা হইল,—১১ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত এই আদেশ বলবৎ থাকিবে।

পূর্ব্ববঙ্গে এই প্রথম

অদ্বিতীয়! অদৃষ্টপূর্ব্ব কল্পনাতীত!

ঢাকার পুরাণপল্টনের মাঠে

বিরাট্ সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী

গত ২২শে পৌষ, ৬ই জানুয়ারী হইতে আরম্ভ হইয়াছে

২৭শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত থাকিবে

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকেরই পরম শিক্ষাপ্রদ

সকলের যোগদান প্রার্থনীয়

আসুন! এই পরম সুযোগ গ্রহণ করুন

মহিলাদের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত আছে।

হত্যার মামলা

ধাত্রী হত্যার মামলার শুনানীর সময় স্ত্রী-আসামী তাহার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করিয়াছে। আদালতে উপস্থিত হইয়া সে বলে, পুলিশ আমার উপর অত্যাচার করিয়া এবং মিথ্যা প্রলোভন দেখাইয়া এই স্বীকারোক্তি আদায় করিয়াছে। বিচারক এই উক্তি লিপিবদ্ধ করেন। উক্ত স্ত্রী আসামীর পক্ষ হইতে জামিনের আবেদন করা হইয়াছিল বিচারক তাহা অগ্রাহ্য করেন।

বিচার

শ্রীমতী কৌশল্যা দেবী, শ্রীমতী জগদম্বা দেবী এবং শ্রীযুক্ত মথুরাপ্রসাদ ধৃত হইয়াছিলেন। বাঁকীপুর জেলে সদর মহকুমা হাকিমের নিকটে তাঁহাদের মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। মহিলাদের বিরুদ্ধে সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ (১) ধারা এবং শ্রীযুক্ত মথুরা প্রসাদের বিরুদ্ধে (১৭) ২ ধারা অনুসারে চার্জ্জ গঠন করা হইয়াছিল বিচারক রায় প্রকাশ মুলতুবী রাখিয়াছেন।

নির্ব্বাচন

দীঘাপতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত পবিত্র নাথ রায় এবং নওগাঁর এম-এল-সি খাঁ সাহেব নসীর উদ্দীন আমেদ যথাক্রমে রাজসাহী জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৫শে পৌষ, সোমবার ১৩৩৯

যদি একটী কিম্বা দুইটী দেশে মজুত সোনার পরিমাণ অত্যধিক হয় এবং অন্যান্য দেশে উহার অভাব হয় তাহা হইলে পণ্য দ্রব্যের মূল্যের হার উল্টাইয়া যায়।

বর্ত্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ সোণা ফ্রান্স এবং আমেরিকায় জমা হইয়াছে; কিন্তু ইহা ব্যবসায়ের উন্নতির ফল নহে। যুদ্ধের জন্য ক্ষতিপূরণ এবং সমর-ঋণ শোধ বাবদ এই সোণা আমেরিকায় জমিতেছে। ১৯২৯ সালে আমেরিকায় যে অর্থ সঙ্কট হয় তাহার কারণ ব্যবসায়ের দুর্দ্দশা।

এই সমস্ত হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে দেশে সোনা মজুত হওয়ার অর্থ ব্যবসায়ের উন্নতি নহে। যুদ্ধ-ঋণ পরিশোধের ফলে পাওনাদার দেশগুলি নিজ নিজ দেশের শিল্প বাঁচাইবার জন্য বিদেশীয় দ্রব্যের উপর শুল্ক বসাইয়া দেনদার দেশগুলির রপ্তানী বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি করিতেছে।

এই সমস্ত কারণে অন্যান্য দেশে প্রচলিত স্বর্ণ মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস হইতেছে. আবার তাহার ফলে বিদেশীয় বাণিজ্যও পূর্ব্ববৎ নিয়মের উপর চলিতেছে না এবং তাহার ফলে এই সমস্ত দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য কমিয়া যাইতেছে।

শিল্পপ্রধান-দেশে পণ্যের মূল্য যেরূপ কমিয়াছে, কৃষিপ্রধান-দেশে তদপেক্ষা অধিক কমিয়াছে; কারণ, শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য যেরূপভাবে নিয়মিত করা যায়, কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য সেরূপভাবে নিয়মিত করা সম্ভব নয়।

ভারতও বিদেশের চাহিদার উপর নির্ভর করে; কারণ, বিদেশে ভারতীয় দ্রব্যের চাহিদা কমিবার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত দ্রব্যের দর দ্রুতবেগে নামিতেছে। আমদানী দ্রব্য অপেক্ষা রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য অধিক কমিয়াছে।

পাট, তুলা, তৈল-বীজ ও গমের মূল্য কমাতে কৃষকগণের আয় অর্দ্ধেক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাহারও কম হয়, কিন্তু তাহাদের খাজনা এক পয়সাও কমে নাই। ফলে তাহারা উপযুক্ত মূল্য দিতে না পারায়, তাহাদের জিনিষপত্র খরিদ করিবার শক্তির উপর যে সকল ব্যবসায়ীর ব্যবসায় নির্ভর করে তাহাদের অবস্থাও খারাপ হইয়া যায়।

এই সমস্ত কারণে যে সমস্ত দেশে সোণা মজুত হইয়েছে, যে সমস্ত দেশ হইতে সোণা রপ্তানী হইতেছে এবং যে সমস্ত দেশ হইতে ইহার কিছুই হয় নাই সকলেই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

যখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এবং দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত সুরক্ষিত হওয়ায় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট নিশ্চিন্ত হইলেন, তখন ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এক অপূর্ব্ব কল্পিত অবস্থার সৃষ্টি হইল।

এসম্বন্ধে সিংহল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিষ্টার এন, এ, পেকম্যান, এম্-সি, এম্-এ (কেম্ব্রিজ) বলেন, 'এই সময়ে পাশ্চাত্য বিদ্যালাভ করিয়া ভারতের উন্নত শ্রেণীর লোক উচ্চপদসমূহ লাভ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং বড় বড় ব্যারিষ্টার ও ডাক্তার হইয়া প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে মনে করিতেন যে, প্রতীচ্যদেশে প্রচলিত স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকরণ করিয়া ভারতেও সংগঠন চলিতে পারে। ভারতবাসীরা নিজেই দেশ শাসন করিতে পারে এবং ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে বিদেশী নিযুক্ত না হইয়া ভারতীয় নিযুক্ত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। অপর দল মনে করিতেন যে, ভারতের পক্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষা উপযুক্ত নয়, প্রাচীন ভারতের চিন্তার ধারা এবং কৃষ্টির পুনঃপ্রতিষ্ঠায়ই দেশের মঙ্গল নিহিত।

এই দলের কেহ কেহ পাশ্চাত্য শাসন এবং পাশ্চাত্য ভাব-ধারার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতে আরম্ভ করেন। ইহার ফলেই আজ সারা ভারতময় বিরাট আন্দোলন এবং ভীষণ অশান্তি।

১৮৮৫ সালে ভারতীয় কংগ্রেস স্থাপনের সঙ্গে এই আন্দোলন আরম্ভ হয়। স্বায়ত্তশাসন প্রসার কামনায়, মাত্র কয়েকজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি মিলিয়া এই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন করেন; কিন্তু সে সময় ভারতে কিম্বা ইংলণ্ডে কেহই তাঁহাদিগের কথায় কর্ণপাত করে নাই।

বহুকাল পরে হঠাৎ যখন জগতের দৃষ্টি কংগ্রেসের দিকে পতিত হইল, তখন দেখা গেল যে, অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিই গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ভীষণ বিদ্বেষ পোষণ করিতেছেন। গোখেল এবং স্যার সৈয়দ আমাদ খাঁ প্রমুখ নেতৃবর্গ ইংরাজ সরকারকে শীঘ্র শীঘ্র স্বায়ত্তশাসন প্রদানের জন্য চেষ্টা করিতে পরামর্শ দিলেন; গান্ধী এবং তিলক প্রভৃতি নেতারা সাধ্যমত গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে বাধা দিতে আরম্ভ করিলেন।

আজকাল নির্ব্বাচন ব্যাপারে শ্রেণী-বিভাগ কতকটা এইরূপ হইবে—মুসলমান, অনুন্নত, সাধারণ ইত্যাদি। নানা শ্রেণীর সম্প্রদায় বাহির হইলে শেষ পর্য্যন্ত সাধারণ বিভাগটী অসাধারণ বা ক্ষুদ্রতম সম্প্রদায়ে দাঁড়াইবে। অনুন্নত যতকাল সদাচারী না হইবে, সনাতনীরা ততকাল কোন বিবেচনা করিবেন না। সন্দেহ আবার, তাহারা সদাচারী হইলেও ফল কি দাঁড়াইবে বলা যায় না। যাহা হউক, ভারতে আজকাল মিলন অপেক্ষা বিচ্ছেদের তালিকারই আকার বৃহৎ।

জগতের বর্ত্তমান অবস্থা বহু লোককে শঙ্কিত করিয়াছে। আমাদের হাতে নিজ প্রস্তুত সাবের সভ্যতা আমাদের ঘাড়ে চড়িয়া 'উল্টা বুঝিলি রাম' করিবার উপক্রম করিয়াছে।

দেড়শত বৎসরের মধ্যে আমরা কত সভ্য হইয়াছি! এই সময়ের মধ্যে যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাতে জগতের প্রত্যেকের অবস্থা বদলাইয়া দিয়াছে। সেকালে লোকে নিজের পরিজনবর্গ এবং পার্শ্ববর্ত্তী কয়েক ক্রোশ জমীর খোঁজ রাখিত, কিন্তু বিশাল পৃথিবীর কোথায় কি ঘটিতেছে তাহার খোঁজ খবর রাখিত না এবং রাখিবার প্রয়োজনও অনুভব করিত না; কিন্তু আজ সহস্র সহস্র ক্রোশ দূরস্থিত দেশের দৈনিক ঘটনার সহিত একজন পল্লীগ্রামের কৃষকেরও ভাগ্য জড়িত।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে এবং ইতিহাসে 'প্রাচ্য ভূমি' এবং 'অজ্ঞাত আফ্রিকা' এই 'পরিবর্ত্তনহীন' দুইটী শব্দ পূর্ব্বে যতই ব্যবহৃত হউক না কেন, আজ কাল ইহারা অর্থহীন বাক্য বলিলেও বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। পূর্ব্বে প্রাচ্য দেশের লোক পুরুষানুক্রমে এক প্রথা মানিয়া চলিত; কিন্তু আজ চলনের দাস বোসের পুত্র এইচ, ডস্ বোস্; স্ত্রী-স্বাধীনতা, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, বিবাহের বয়স সম্বন্ধীয় আইন প্রভৃতির কথা সকলেই জানেন।

এই পরিবর্ত্তনের অর্থাৎ আধুনিক জগৎ গঠনের প্রারম্ভ—শিল্প-বিপ্লব এবং রাষ্ট্র-বিপ্লব।

শিল্প-বিপ্লবের উদ্ভব ইংলণ্ডে এবং রাষ্ট্র বিপ্লব বলিলে ফ্রান্সের কথাই মনে পড়ে। ইংলণ্ড বর্ত্তমান জগতের জীবনধারা পরিবর্ত্তন করিয়াছে এবং ফ্রান্স পৃথিবীর ভাবধারা উল্টাইয়া দিয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাগ্‌ভাগে ইউরোপে তথা সমগ্র জগতে কৃষিকার্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ছিল। ওলন্দাজেরা প্রথম কৃষি কার্য্যের উন্নত প্রণালী আবিষ্কার করে। টমাস বেকওয়েল নামক ইংরাজ গবাদি পশুর উন্নতি সাধনে অগ্রণী। তৎপূর্ব্বে ইউরোপে গৃহপালিত পশুর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল।

হার্গ্রিভ্‌স, আর্করাইট, ক্রম্‌টন এবং কার্টরাইট বয়ন শিল্পে যুগান্তর আনয়ন করেন, এবং ওয়াট, বেসমার, সিমেন্স প্রভৃতি মনীষিবর্গের চেষ্টায় ইংলণ্ড কল-কারখানায় প্রথম স্থান অধিকার করিলেও বর্ত্তমানে জার্ম্মাণ এবং আমেরিকা ইংলণ্ড অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে।

এই সমস্ত পরিবর্ত্তনের ফলে নূতন নূতন সমস্যা সৃষ্ট হইয়াছে। গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া লোকে সহরের দিকে ধাবিত হইতেছে. সমাজ হইতে পূর্ব্ব সরলতা চলিয়া যাওয়ায় তাহার স্থানে জটিলতা রাজত্ব করিতেছে, রাজার ক্ষমতা কমিয়াছে, অনেক দেশে রাজপদের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে মানুষ আজ প্রকৃতির সন্তান হইয়াও কলকারখানাকে মাতৃস্থান দিয়া নিজেকে সভ্য বলিয়া প্রচার করিতেছেন। এই পরিবর্ত্তনের ফলেই জার্ম্মাণ যুদ্ধ, রুষিয়ার বলশেভিজম এবং ভারতের অশান্তি।

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, } ২৭ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৬, ২৫শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ৯ই জানুয়ারী ইং ১৯৩৩ সোমবার ২০৭তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ৩১।১২।৩২ তারিখে ঢাকায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পদাশ্রিতে ঢাকা মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুত প্যারিলাল দাস, ঢাকার "ইষ্ট-বেঙ্গল-টাইম্‌স"-পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ গুহ প্রমুখ বহু শুশ্রূষু শিক্ষিত সজ্জন উপস্থিত আছেন, এমন সময় স্থানীয় প্রবীণ ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার মহাশয় যষ্টি ধারণপূর্ব্বক অতি কষ্টে গৃহের কয়েকটী সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রভুপাদপদ্মে আসিয়া পৌঁছিলেন। প্রভুপাদ তখনও সর্ব্বসমক্ষে হরিকথা আরম্ভ করেন নাই। ডাক্তার দীননাথ বাবু শ্রীল প্রভুপাদকে বলিলেন,—আমার এক্ষণে ৮৫ বৎসর বয়স হ'য়েছে, এই সিঁড়ি কটা ভেঙ্গে আস্‌বো এমন সামর্থ্য নাই; পূর্ব্বে এমন বল ছিল যে, তিন জন সাহেবকে হটিয়ে দিয়েছি। এই বয়সে জগতে অনেক দেখ্‌লাম ও অনেক জ্ঞান লাভ কর্‌লাম। আপনি একজন মহাপুরুষ, আপনার নাম শুনে, আপনি এখানে এ'সেছেন শুনে, শক্তি না থাক্‌লেও, অতি কষ্টে এখানে এলাম। আপনি ত্রিকালজ্ঞ। আমার একটী নিবেদন আছে। আমি বৃদ্ধবয়সে স্ত্রী-বিয়োগে ব্যথিত। (দীননাথ বাবু এই স্থানে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যুকালীন দৃশ্যটী প্রভুপাদের নিকট আর্ত্তির সহিত বর্ণন করেন)। আপনি দয়া ক'রে ব'লে দেন, মানুষ মৃত্যুর পর কোথায় যায়? এত বয়স হ'ল, কিন্তু এ-কথাটা জান্‌তে পারলাম না।

দীন বাবু যে-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন তাঁহার ন্যায় ব্যথায় ব্যথী আমরা সকলেই। তাঁ'র প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ যে-সমস্ত কথার অবতারণা করেন, তাহা জগদ্বাসী ত্রিতাপক্লিষ্ট জীবমাত্রেরই অনুধাবনীয়। পৃথিবীতে এমন লোক নাই, যিনি দীন বাবুর মত অন্তরে অন্তরে দুঃখিত ন'ন্। আমরা 'মৃত্যুর পর কোথায় যায়?' শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের এই উপদেশামৃত কথঞ্চিৎ বর্ণন করিতে প্রয়াস পাইব।

গত ২।১।৩৩ তারিখে শ্রীল প্রভুপাদ-পদ্মে উপনীত বহু শিক্ষিত সজ্জনগণের মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ নিয়োগী মহাশয়ও ছিলেন। ভবানী বাবু বিশেষ শিক্ষিত; তিনি ১৮৯০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ পরীক্ষায় ট্রিপল্ অনার্স (Tripple honours) পাশ করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু-শাস্ত্রের আলোচনাও অনেক করিয়াছেন। কয়েক খানা পুস্তকও তিনি লিখিয়াছেন। তাঁহার লিখিত কয়েক খানি পুস্তক তিনি শ্রীল প্রভুপাদকে উপহার দিয়াছেন।

ভবানীবাবু শ্রীল প্রভুপাদের সহিত কথাপ্রসঙ্গে বলেন যে, যখন পরমাত্মা ভগবান্ আছেন এবং অন্তর্য্যামি-সূত্রে তিনি চৈত্ত্যগুরুরূপে জীব হৃদয়ে বর্ত্তমান, তখন আবার অন্য গুরুর আবশ্যকতা কি? ভবানী বাবুর প্রশ্নোত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ সংক্ষেপে দু'একটী কথা বলিয়া দিগ্‌ নির্দ্দেশ মাত্র করিয়া বলেন যে 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ'। অন্যত্র পর্য্যায়ে 'ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥" এ'রা হ'ল অপরা প্রকৃতির বিচার। "এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ" ইত্যাদি।

যখন আমরা প্রাকৃত বস্তুর সঙ্গ করি, তখন মনোধর্ম্মের প্রাবল্য হয়; তখন সে-কার্য্যে আমি কর্ত্তা, এই বিচার এ'সে উপস্থিত হয়। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শ্রৌত যদি মনোধর্ম্মে বিচারিত হয়, তা' হ'লে প্রাকৃত রাজ্যেই আবদ্ধ থাক্‌তে হয়। মনটাকে আত্মার সঙ্গে এক ক'রে ফেল্‌তে হ'বে না। পাশ্চাত্ত্য জগতের মনীষিগণ মনকেই আত্মা ব'লে মনে ক'রে নিয়ে যেরূপ ভ্রমে পতিত হ'য়েছেন, সেরকম চিন্তাস্রোত যেন আমাদের না হয়।

উপনিষদের "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে॥ তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥ সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥" শ্লোকে "অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ" ব'লে যে কথাটী আছে, তাহাতে বোঝা যায় যে, জীব মায়ার দ্বারা বিমোহিত হ'য়ে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে আত্মবুদ্ধি ক'রে থাকে। আপনি যে সমস্ত বল্‌ছেন, তা'তে মহান্তগুরুর কথাটা স্বীকার করা হয় না, চৈত্ত্যগুরুর কথাটা স্বীকারের আগ্রহ থাক্‌তে হয়; মহান্তগুরুর কথাটা বাদ দিলে তাঁ'কে অস্বীকার করা হয়। শ্রীমদ্ভাগবত সে-সম্বন্ধে কি ব'লেছেন শুনুন, "আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥" মহান্তগুরুকে শ্রীভগবানেরই স্বরূপ বা প্রকাশবিগ্রহ ব'লে জান্‌তে হবে, কখনও তাঁ'র অবমাননা বা অসূয়া কর্‌তে হবে না।

চৈত্ত্যগুরু হ'চ্ছেন ভগবান্। চৈত্ত্যগুরু বিষ্ণু-জাতীয়—বা বিষ্ণু স্বয়ম্। আর মহান্তগুরু হ'চ্ছেন বৈষ্ণব; ইনি জীব (অণুচিৎ), কিন্তু তিনি জীব হ'য়েও পূর্ণ; তিনি শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ হইলেও শক্তি বস্তু নয় বা বস্তু শক্তি নয়। নিঃশক্তিকবাদ বিবর্ত্তবাদ হ'তে উত্থিত হ'য়েছে। "দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান"। দেহ দু'টী—স্থূল ও সূক্ষ্ম। শক্তির পরিণতি বিচারিত হ'য়েছে, বস্তুর পরিণতি বিচার হয় নাই। বস্তুর পরিণতি হ'লেই বিকার এসে পড়্‌বে। আধ্যাত্মিক জ্ঞানটা নিরস্ত হ'লে, তবে অধোক্ষজ জ্ঞানের উদয় হ'বে। মহান্তগুরুবাদটা অস্বীকার কর্‌লে উপনিষদ্‌কেও অমান্য করা হয়; তা'তে শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম প্রকাশিত হয় না। উপনিষদ্ বলেন, 'যস্য দেবে পরা-ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥' মহান্তগুরুবাদ অস্বীকার কর্‌লে অসুবিধার মধ্যে পড়্‌তে হবে।

সেই সে পরম বন্ধু সেই পিতামাতা। শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২১ নারায়ণ, সচ্চিদানন্দ সম্বৎসর ৪৪৭

অনাদিবহির্ম্মুখ জীব ভোগ-লালসার বশবর্ত্তী হইয়া মায়ার তাড়নে তাড়িত হইয়া এই প্রপঞ্চরূপ বিদেশে আসিয়া ত্রিতাপ যন্ত্রণা ভোগ ক'রতেছে। তাহার ন্যায় সমশীল সকল ব্যক্তিকেই ঐরূপ ত্রিতাপে কষ্ট পাইতে দেখিয়া জীবের আর চৈতন্য হইতেছে না যা স্বদেশের নিত্য আনন্দময় রাজ্যের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে না। কিন্তু পরদুঃখদুঃখী বৈকুণ্ঠদূত জগদ্‌গুরু আচার্য্যরূপে যখন জগতে অবতীর্ণ হ'ন, তখন তিনি জীবের স্বদেশের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিতে থাকেন,—

'আর কেন মায়াজালে পড়িতেছ, জীব-মীন।
নাহি জান বদ্ধ হ'য়ে রবে তুমি চিরদিন॥'

জীবকে ভুক্তি ও মুক্তিরূপ পিশাচীদ্বয়ের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে নিত্য মঙ্গল প্রদান করিবার জন্য এবং বিদেশের মোহ ছাড়াইয়া তাহাকে স্বদেশে লইয়া যাইবার জন্য বর্ত্তমান যুগাচার্য্য ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ বিভিন্ন কৌশলজাল আবিষ্কার করিয়া জীবের প্রতি যে অশেষ করুণা প্রকাশ করিতেছেন, তাহা আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই লক্ষিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—'অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।' কৃষ্ণপাদপদ্মের স্মৃতিই আমাদিগকে সমস্ত অমঙ্গলের হস্ত হইতে রক্ষা করেন। এই কৃষ্ণপাদপদ্মের স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে অহর্নিশ জাগাইয়া রাখিবার জন্য যুগাচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদ বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধ-ভক্তি-মঠ ও মঠাদিতে উৎসবের ব্যবস্থা করিয়া এবং পারমার্থিক প্রদর্শনীর অবতারণা করিয়া আমাদের যে কি কল্যাণ সাধন করিতেছেন তাহা সুধী ব্যক্তি মাত্রেই অনুভব করিতেছেন।

কৃষ্ণের লীলাস্থলী দর্শনে ও লীলাস্থলী ভ্রমণে যাহাতে আমাদের হৃদয়ে কৃষ্ণস্মৃতির উদয় হয়, তজ্জন্য গত কার্ত্তিক মাসে শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার আয়োজন করিয়া স্ত্রী, পুরুষ, বালক যুবা, বৃদ্ধ প্রভৃতি সকলকে আহ্বান করেন এবং সমস্ত লীলাস্থলী পরিক্রমা করাইয়া ত্রিদণ্ডিপাদগণের দ্বারা স্থান মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। সাধুসঙ্গে আচার্য্যের শ্রীমুখে মাসাধিক কাল ব্যাপী হরিকথা শ্রবণ ও লীলাস্থলী পরিক্রমার দ্বারা আমাদের কৃষ্ণস্মৃতি জাগরূক রাখিবার জন্য তিনি যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা কোন দিন কেহ করিয়াছিলেন কি না, জানা যায় না।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় যোগদান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া যাঁহারা আবার আমারই মত পুনরায় গৃহব্রত-ধর্ম্মে আসক্ত হইয়া স্বদেশে ফিরিবার কথা ভুলিয়া যাইতেছেন, কিম্বা যাঁহারা ঐ পরিক্রমায় যোগদান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই, এই উভয়বিধ ব্যক্তিগণের জন্য কৃষ্ণস্মৃতি বা কৃষ্ণলীলাস্মৃতি জাগ্রত করিবার উদ্দেশে এইবার ঢাকা সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার একটী নৈসর্গিক মানচিত্র (Relief map) ভূমিতে অঙ্কিত করিয়া তাহাতে মথুরা, যমুনা, মধুবন, বহুলাবন, তালবন, কাম্যবন, ভাণ্ডীরবন, ভদ্রবন, বৃন্দাবন প্রভৃতি এবং তৎ তৎ স্থানের দ্রষ্টব্য মন্দিরসমূহের স্থান নির্দ্দেশ পূর্ব্বক আমাদের প্রতি অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করিতেছেন। বদ্ধজীব আমরা কৃষ্ণকে ভুলিতে চাহিলেও পরদুঃখদুঃখী আচার্য্যদেব আমাদিগকে কলে-কৌশলে কৃষ্ণকে বিস্মৃত হইতে দিবেন না, ইহা তাঁহার প্রতিজ্ঞা। একেই বলে অমায়ায় কৃপা।

আচার্য্য প্রসঙ্গে

(২)

সম্বন্ধ-জ্ঞানটা লাভের জন্যে গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা আবশ্যক। হে গুরুদেব, আপনি কৃপা ক'রে আমাকে দীক্ষা বা দিব্য জ্ঞান প্রদান পূর্ব্বক কৃষ্ণের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা জানিয়ে দিন। এই সম্বন্ধ জ্ঞানটা জানিয়ে দেওয়ার নামই দীক্ষা। আমি রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, স্ত্রী, পুরুষ, রূপবান্, বলবান্, গুণবান্ প্রভৃতি বলিয়া আমার যে অভিমান ও দুর্ব্বুদ্ধি আছে, আপনি সেগুলি দূর ক'রে দিয়ে আমার স্বরূপ জানিয়ে দিন। এই সম্বন্ধ-জ্ঞানটা জানা হ'লেই আমাদের সমস্ত অভিমান ছুটে যাবে।

কোন প্রশ্নকর্ত্তার উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলেন যে, অনেকেই গীতার "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" এই শ্লোকের বিকৃত অর্থ বোঝেন। আমাকে যে যে-ভাবে ভজন করে, আমি তার সেই প্রকার সেবা গ্রহণ ক'রে থাকি জগতে পিতা-পুত্র, পতি-পত্নী, সখা, দাস প্রভৃতি পাঁচ প্রকার সম্বন্ধ আছে। সেই পাঁচ রকমের সম্বন্ধের যে কোন সম্বন্ধে যিনি ভগবানকে যে-ভাবে ভজন করেন, শ্রীভগবান্‌ও তাঁহাকে সেই ভাবে ভজন করেন। 'মাং' শব্দটী একবচনান্ত; ইহা দ্বারা কেবলমাত্র শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই অনন্যভজনীয় বস্তু, অন্য কোন দেবতা নহেন, ইহাই জ্ঞাপিত হয়।

অনেকে হয়'ত শান্তরসটাকে পঞ্চ রসের মধ্যে ভাল বিচার করবেন। যাঁ'রা জড়-জগতের যে সমস্ত আকর্ষণ আছে, তা' থেকে তফাৎ থাকতে ইচ্ছা করেন, তাঁ'রা শান্তরসে নিরপেক্ষ (Neutral) থাকতে যা'বেন। যদি কেবল খাওয়া দাওয়া নিয়ে ভোগের পথে থাকি তা'হলে সুবিধা হবে না। আবার যদি মনোধর্ম্মে আবদ্ধ থাকি, তাতেও অসুবিধা। কিন্তু কৃষ্ণকে একমাত্র আশ্রয়দাতা জেনে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচ প্রকার রসে তাঁ'র ভজন করাতেই সেবার পূর্ণ উৎকর্ষতা।

কৃষ্ণের প্রকৃত ব্রহ্মত্ব আর আমাদের কল্পিত ব্রহ্মত্ব এই দু'টী বস্তু সম্পূর্ণ পৃথক্। ভগবান্ নিত্য বস্তু; তাঁ'কে ধ্বংস করতে না গিয়ে, তাঁ'কে নির্ব্বিশেষ না ক'রে, তৎপাদপদ্মে প্রণতি স্বীকার পূর্ব্বক আনুগত্য-ধর্ম্মের দ্বারা তাঁ'র পাদপদ্মে অগ্রসর হ'বার চেষ্টা করাটাই আমাদের কর্ত্তব্য। ভজন করা বল্‌তে সেবা করা। আমাদের যা'র যা কিছু আছে, সেই সমস্ত জিনিষগুলি সেই বিষ্ণুবস্তুতে নিযুক্ত করতে পারলেই সুবিধা হ'য়ে যা'বে। যে-ব্যক্তি নিজের সমস্ত আস্মতা শূন্য হ'য়ে, তাঁ'কে একমাত্র কর্ত্তা জেনে, তাঁ'র শরণাগত হয়, তা'রই সব সুবিধা হ'য়ে যায়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে আমরা "পাশ্চাত্যের লোক সব মূঢ় অনাচার। তাঁহে প্রচারিল দোঁহে ভক্তি সদাচার॥" পয়ার-টী দেখ্‌তে পাই। জ্ঞানকাণ্ডিগণকে 'মূঢ়' এবং কর্ম্মকাণ্ডিগণকে 'অনাচারী' ব'লে লক্ষ্য করা হ'য়েছে। জীবের পরম প্রয়োজনরূপ অনর্পিতচর প্রেম-বস্তু প্রদান করবার জন্যে যি'নি জগতে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন, সেই শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ম্মকাণ্ডী ও জ্ঞানকাণ্ডীদের দুর্দ্দশা দেখে 'ভক্তি-সদাচার' প্রচার করবার জন্য শ্রীল রূপ সনাতন প্রভুদ্বয়কে পশ্চিম দেশে পাঠিয়ে দিলেন। এই কথাই ঐ পয়ারের বক্তব্য বিষয়।

মানুষের পক্ষে সেই ভক্তি কি ক'রে হ'তে পারে? "ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।" ভগবদ্ভক্তগণই বৈষ্ণব, তাঁ'দের সঙ্গ ক'লে, তাঁদের কৃপাতেই জীবের পক্ষে ভগবদ্ভক্তি সুলভ হয়। বেদান্তের কুব্যাখ্যাকারিগণ বৈষ্ণব নহেন। 'লক্ষণ জানিয়া' বল্‌তে পাঁচ প্রকার সম্বন্ধের কোন একপ্রকার সম্বন্ধকে লক্ষ্য করা হ'য়েছে। যেমন, কম্প প্রভৃতি যে-সমস্ত অষ্ট-সাত্ত্বিক বিকারের কথা শোনা যায়, তাহা যদি কৃষ্ণস্মৃতির জন্য হয়, তবেই সেগুলিকে পরমহংস বৈষ্ণবের লক্ষণ বুঝিতে হইবে; নচেৎ ঐগুলি অভক্তের লক্ষণ। সেরূপ অভক্তের সঙ্গ পরিত্যাজ্য।

বৈষ্ণবের সঙ্গ কি প্রকারে করতে হ'বে, তার লক্ষণসমূহ প্রভুবর শ্রীরূপপাদ "দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি। ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতি-লক্ষণম্॥" শ্লোকে ব্যক্ত ক'রেছেন। যে সকল গুরু-বৈষ্ণব (?) শিষ্যের সেবা গ্রহণ করবার জন্য লালায়িত, তাঁ'রা অসুবিধায় প'ড়ে যা'ন। সে রকমের বৈষ্ণবের (?) সঙ্গ করতে হ'বে না। নিজে ভোগী হ'য়ে ধর্ম্মের বা অধর্ম্মের সংসার করতে হ'বে না। 'ধর্ম্মের সংসার' করতে হ'বে না বললে অনেকের হয়ত খট্‌কা লাগ্‌তে পারে। এ সম্বন্ধে ঠাকুর মহাশয়ের কথাগুলি আমাদের বিচার করা দরকার। "পুণ্য যে সুখের ধাম, তা'র না লইও নাম, পাপ পুণ্য দুই পরিহার।" "নিজে শ্রেষ্ঠ জানি উচ্ছিষ্টাদি দানে হ'বে অভিমান ভার। তাই শিষ্য-তব থাকিয়া সর্ব্বদা না লইব সেবা কা'র।"

সাধু-বৈষ্ণবের কৃত্য হ'চ্ছে বৈকুণ্ঠবাণী কীর্ত্তন। শব্দ-সাহায্যে সাধু-মুখবিগলিত সমস্ত কথাগুলো শুনে নিতে হ'বে। যাঁ'র 'ভক্তি-সদাচার' আছে, তাঁ'র কাছ থেকে শুনতে হ'বে। অবৈষ্ণবের কাছ থেকে কৃষ্ণ-কথা শুনলে সুবিধা হ'বে না, বরং অমঙ্গল ঘটবে। পদ্মপুরাণ বলেন, "অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্। শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥"

'সাধু চিনব কি ক'রে' প্রশ্ন হ'তে পারে। সাধু চিনবার জন্যে আমাদের ব্যস্ত হ'তে হ'বে না। ভগবান্ ত' অচেতন বস্তু নহেন, তিনি পূর্ণ চেতন বস্তু; আমাদের চিত্তগত ভাব দেখ্‌লে ভগবান্ সাধু পাঠিয়ে দিয়ে থাকেন। ভগবানের দয়া এবং নিজের সৌভাগ্যের জন্য অপেক্ষা করতে হ'বে। দুঃসঙ্গ থেকে আমাদের তফাৎ থাকতে হ'বে।

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা

নদীয়া প্রকাশ

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত — ৫৲

২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র — ৪০৲

প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রান্তসীমা — ১৶০

৩। ভাষ্যসমেত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) — ৫৲

৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) — ১৲

৫। গৌড়ীয়-গৌরব — ১৶০

৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য — ১৶০

৭। ভ-নরহস্য — ৷৷০

৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) — ১৲

ঐ (আবাঁধা) — ৸০

৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)

ঐ (বাঁধা) — ২৲

ঐ (আবাঁধা) — ১৸০

১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)

ঐ (বাঁধা) — ২৲

ঐ (আবাঁধা) — ১৸০

১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য — ৷৷০

১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) — ২৲

১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) — ৷৷০

১৪। জৈবধর্ম্ম — ২৲

১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) — ৸০

১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার — ২৲

১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) — ৷৷৶০

ঐ (বাঁধা) — ৸০

১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন — ৶০

১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) — ১৶০

২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) — ৷৷০

ঐ (আবাঁধা) — ১৶০

২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা — ৸০

২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) — ৶০

২৩। গীতমালা — ৴১০

২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য — ৶০

২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড — ৶০

২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) — ৶০

২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ — ৷০

২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ — ৷০

২৯। শরণাগতি — ৴০

৩০। গীতাবলী — ৴০

৩১। চিত্রে নবদ্বীপ — ১৷৷০

৩২। সাধনকণ — ৴০

৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — ৴০

৩৪। নবদ্বীপশতক — ৴০

৩৫। অর্থপঞ্চক — ৴০

৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ — ৴০

৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ) — ৴১০

৩৮। অর্চ্চনকণ — ৴১০

৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) — ৷৷০

ঐ (অবাঁধা) — ৷৶০

৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতিঃ (প্রথম চার খণ্ড) — ১৲

৪১। ব্রহ্মসংহিতা — ৷৷০

৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)

ঐ (আবাঁধা) — ৸০

৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ — ৷০

৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ — ৸০

৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় — ৷০

৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী — ৷০

৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) — ২৲

ঐ (আবাঁধা) — ১৸০

৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? — ৴০

৪৯। উপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) — ৷০

৫০। শ্রীভুবনেশ্বর — ৶০

৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ — ৵০

৫২। সাধ্যবাণী — ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ — ৷৷০

৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ — ৷০

৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ — ৷০

৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ — ৶০

৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ — ৴০

৫৮। সারাংশবর্ণনম্ — ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ — ৷৷০

৬০। নামভজন — ৷০

৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ড্স্ — ৷৵০

৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু — ৷০

৬৩। বৈষ্ণবীজম্ — ৷০

৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং — ৴০

৬৫। দি ভাগবত — ৷০

৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন — ৷০

৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা — ২৷৷০

৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) — ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি — ৷৷০

৭০। সাধন পথ — ৷০

৭১। কল্যাণ-কল্পতরু — ৴১০

৭২। গীতাবলী — ৴০

৭৩। শরণাগতি — ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি — ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীযোগপীঠ — ঐ

৩। শ্রীবাস-অঙ্গন — ঐ

৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন — ঐ

৫। কাজীর সমাধিপাট — ঐ

৬। আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ

৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া

৯। মদনগোপাল পাট কাঁচালপুলি, চাকদহ,

১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটী, (বর্দ্ধমান)

১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান

১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাযোড়া, রাজগাদ বর্দ্ধমান

১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা

১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু হাওড়া

১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড, ঢাকা

১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।

১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।

১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।

১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিকালিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।

২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রাজাপেট্টা, মাদ্রাজ

২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।

২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।

২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সত্যবাড়, পুরী।

২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।

২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুমুরকুণ্ডা, মানভূম।

২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ আগস্তকুণ্ড, কাশী।

২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।

৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।

৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী

৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য.

৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।

৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	ঢাকা
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	চম্পহট্ট
৪। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	নারায়ণগঞ্জ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা
৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	ঢাকা
৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ঢাকা
১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩। শ্রীভক্তিপ্রসুন বোধায়ন	ময়মনসিংহ

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! স্বর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজবি রায়সাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারকথা সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৵০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

কৃপাম্বুধিবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অচ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ' 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কামানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমন্মধ্বাবির্ভাব, শ্রীনাথভাগবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড— শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীমদ্ মাধ্বপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকাপেক্ষতা ও সত্যাপেক্ষতা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অদোষদরশী প্রবর্ত্তকেরা," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুপ্রতিমূর্ত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২॥০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড— শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম

ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আঁটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতীয়

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা ৵০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ॥০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বস্তু সম্পত্তের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ১৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ১৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা সুচালিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৶০ আনা।

মিটিং এর নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ॥০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস চাঁদসড়ক কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের ক্রেতাদের জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ভোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়। ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৹ আনা, পাইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৷০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড —	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭ ৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০ ৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৭, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫ ৩১	৯-৫	১২ ১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫ ৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩১	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫ ৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪০	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১১	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অস্পৃশ্যতা

শ্রীযুত সি, রাজাগোপালাচারিয়ার সভাপতিত্বে পাচিয়াপ্পার কলেজের ছাত্রদের এক সভায় অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া এবং অস্পৃশ্যতা নিবারণকল্পে গান্ধীর আন্দোলন সমর্থন করিবার প্রতিশ্রুতি দান করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

শ্রীযুত রাজা গোপালাচারিয়ার বলেন, ছাত্ররা যেন এ ধারণা হৃদয়ে পোষণ না করেন যে, অস্পৃশ্যরা হিন্দু ধর্ম্মের কেহ নহে। তিনি বলেন, তাহারা হিন্দু ধর্ম্মের এক প্রধান অংশ। তিনি ছাত্রদিগকে হিন্দু সমাজ হইতে অস্পৃশ্যতারূপ কলঙ্ক দূর করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে অনুরোধ করেন।

সভায় প্রধান বক্তা শ্রীযুত দেবীদাস গান্ধী ছাত্রদিগকে গান্ধীজীর নিকট এই আন্দোলনে তাঁহাদের আনিমিশ্র সমর্থন জানাইয়া তার করিতে অনুরোধ করেন এবং বলেন, তিনি আশা করেন যে, যুবকেরা এই সঙ্কটকালে তাঁহাদের কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিবেন না।

মোটর দুর্ঘটনা

গত সোমবার পাঁশকুড়া হইতে তমলুকের পথে এক মোটরবাস দুর্ঘটনায় আরোহীরা অল্পবিস্তর আহত হন। দ্রুতবেগে মোড় ঘুরিবার সময় বাসখানি একেবারে উল্টাইয়া পড়ে।

বে-আইনী সভা

পুলিস কমিশনারের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারে সভা করার অভিযোগে গত বৃহস্পতিবার জোড়াবাগানের চতুর্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ, কে, দের এজলাসে রসিকলাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ দশজন অভিযুক্ত হন।

ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদের প্রত্যেকের প্রতি তিন মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

দণ্ড

প্রাণকৃষ্ণ মণ্ডল চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে পুলিস কমিশনারের হুকুম অমান্য করিয়া শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক শোভাযাত্রা লইয়া গিয়াছিল বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছিল গত ৫ই জানুয়ারী তাহার বিচার হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার প্রতি ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সম্পর্কে নিভৃতিভূষণ গোস্বামী, হৃষীবালা দত্ত, সরোজিনী দাসী ও অপর ১০ জন লোককে চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। তাহাদিগের প্রত্যেকের প্রতি ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে। ভুবনচন্দ্র সাহা, নীলকান্ত শাসমল গোবর্দ্ধন দাস ও আর একজনকে আদালতের কাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আটক রাখা হইয়াছিল।

শ্রমিক প্রতিনিধির দাবী

গোলটেবিল বৈঠকের শ্রমিক প্রতিনিধি বলিয়াছেন :—

"বৈঠক বৃহৎ কার্য্য সমাধা করিয়াছেন বটে, তথাপি পথের সম্মুখে বহু বিঘ্ন এখনও বর্ত্তমান ; কয়েকটী বিষয়ের ফলাফলে আমি অত্যন্ত নিরাশ হইয়াছি। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, য়ুরোপীয় প্রভৃতি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় ও অন্যান্য সংখ্যাল্প ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উপযুক্ত আসন দাবীর প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ প্রদান করা হইয়াছে, কিন্তু ভারতীয় শ্রমিকদের স্বার্থের প্রতি উপযুক্ত মনোযোগ প্রদর্শন করা হয় নাই। পার্ব্বত্য উপজাতিদের বিপুল জনসংখ্যাকে অবহেলা করা হইয়াছে। শ্রমিক সংক্রান্ত আইনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি উদ্বিগ্ন ; কারণ নৈরাজ্যতন্ত্রের মধ্যে আমি শ্রমিক আন্দোলনের স্বাধীনতা চাই।

কারাগারে মৃত্যু

ভগৎ সিং নামে এক রাজনৈতিক কয়েদী নারায়ণপুর জেলে মারা গিয়াছেন। তাঁহার মৃতদেহ তাঁহার আত্মীয়দের হস্তে দেওয়া হয়।

সংবাদ পাইয়া স্থানীয় কংগ্রেসকর্ম্মীরাও জেলে গমন করেন। ফলে মৃতদেহ শোভাযাত্রা করিয়া কংগ্রেস আফিসে লইয়া যাওয়া হয়। বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মীরা, মহাবীর দল স্বেচ্ছাসেবকরা ও নওজোয়ান সভার কর্ম্মীরাও এই মিছিলে যোগদান করেন।

ভগৎ সিং কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। তিনি ৬ বার কারাবরণ করেন।

প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন

সার তেজবাহাদুর সাপ্রু এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি প্রথম দফায় কেবলমাত্র প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন চাহেন না, রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ অধিকাংশ জাতীয়তাবাদীর পক্ষে উহা বাঞ্ছনীয় নহে।

৪৭ হাজার টাকার কাপড় চুরি

কলিকাতা জোড়াবাগানের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পূর্ণবিকাশ ... তুলসী রাউথ, বৈরাগ, মাধুদাস, শেখ পাশ এবং শঙ্কর সাথের প্রতি এই মর্ম্মে আদেশ জারী করিয়াছেন যে, তাহাদের প্রত্যেককে ৫ শত টাকার জামিনসহ এক বৎসর সদ্ভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতে হইবে, নতুবা প্রত্যেককে এক বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

চুরি ব্যবসা ও বহু সংখ্যক কাপড় ও পাড়ের পাঁচটি চুরির জন্য দায়ী চক্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অপরাধে আসামীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১১০ ধারানুসারে মামলা আরম্ভ করা হয়। গত ১৯২৯ হইতে ১৯৩২ সালের মধ্যে বড়বাজার থানায় মোট ৪৭ হাজার টাকা মূল্যের কাপড়ের পাঁচটি চুরির সংবাদ আসে। উপরোক্ত আসামীগণকে অধিকাংশ চুরি ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বলিয়া সন্দেহ করা হয়। উত্তরাঞ্চলের ডেপুটী কমিশনার সমস্ত ব্যাপারটী সতর্কভাবে বিবেচনা করিয়া বিশিষ্ট কর্ম্মচারীদের দ্বারা তদন্তের আদেশ দেন এবং ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১১০ ধারানুসারে অভিযোগ পেশ করেন।

চুরি ও শ্বাসরোধের চেষ্টা

জোড়াবাগান থানার পুলিশ চৌধুরী শঙ্কর নামে এক ব্যক্তিকে উত্তর বিভাগীয় ডেপুটী কমিশনারের সম্মুখে এক চুরির অভিযোগে হাজির করে।

আসামী অতি প্রত্যুষে জোড়াসাঁকো থানার এলাকায় কুণ্ডু চৌধুরী লেনস্থিত এক বাড়ীর দেওয়াল টপকাইয়া এক স্ত্রীলোকের গৃহে প্রবেশ করে। আসামী ঘরে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীলোকটিকে নিদ্রিত অবস্থায় দেখে এবং সেই সুযোগে নিঃশব্দে তাহার সমস্ত মালপত্র সরায়। তারপর সে পাশের বাড়ীর ছাদে লাফাইয়া পড়িয়া এক বৃদ্ধার গলা টিপিয়া ধরে। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি জোরে চীৎকার করিয়া উঠিলে বাড়ীর লোকজনের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। তাহারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া আসামীর পশ্চাদ্ধাবন করে। ইহাতে আসামী অপর এক বাড়ীর ছাদে লাফাইয়া পড়িয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করে। পাড়ার লোকজন দৌড়িয়া আসামীকে ধরিয়া ফেলে। স্থানীয় পুলিস সংবাদ পাইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং আসামীকে লইয়া যায়। আসামীর প্রতি হাজতবাসের আদেশ দেওয়া হয়।

মোটর ডাকাতি

তিন জন গ্রেপ্তার

প্যারীচরণ সরকার ষ্ট্রীটে একদল মোটরডাকাত কর্ত্তৃক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দরোয়ানের নিকট হইতে ২৮ হাজার টাকা অপহরণ সম্পর্কে পুলিশ কলিকাতার উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে অতিশয় গুপ্তে হানা দেয় ও একজন পাঞ্জাবী সমেত কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করে।

জোড়াসাঁকো থানার কর্ম্মচারিগণ সহরের উত্তর অঞ্চলে মানিকতলা ষ্ট্রীটের এক পাণকালয়ের হানা দেয়। পুলিশ একতলার একটী অন্ধকার কামরায় প্রবেশ করিয়া দেখে পাঞ্জাবী রাম সিং ও অন্য দুই ব্যক্তি তথায় উপবিষ্ট। পুলিস তৎক্ষণাৎ তাহাদের গ্রেপ্তার করে এবং খানাতল্লাস আরম্ভ করিয়া দেয়। খানাতল্লাসের ফলে দুইখানা বৃহৎ ছোরা বাহির হয় এবং পুলিস ছোরাসহ ধৃত ব্যক্তিগণকে স্থানীয় থানায় লইয়া যায়।

রেল ধর্ম্মঘট

শ্রমিক সঙ্ঘের কার্য্য পরিচালক সমিতি অভিমত ব্যক্ত করিয়াছে যে, যদি মিটমাটের সর্ত্ত সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত করা না হয়, তবে ধর্ম্মঘট পরিচালনা করিতেও তাঁহারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। শ্রমিকসঙ্ঘের প্রতিনিধিগণ বলেন যে, আরকোণাম এবং হুবলীতে ধর্ম্মঘটকারী শ্রমিকগণকে পুনরায় কার্য্যে গ্রহণ করার সর্ত্ত পূরণ করা হয় নাই। আরকোণামের কর্ম্মচ্যুত ৬১ জন শ্রমিককে পুনরায় কার্য্যে নিয়োগ করা সম্বন্ধে একটা মিটমাট করিতে কমিটি সমর্থ হয়। কিন্তু হুবলী সম্বন্ধে কোনও সুবিধা প্রদান করিতে এজেণ্ট প্রস্তুত নহেন। কিন্তু শ্রমিক-সঙ্ঘ ঐ প্রস্তাব গ্রহণে রাজি নহে। প্রকাশ যদি ধর্ম্মঘটকারী সকল শ্রমিককেই কার্য্যে গ্রহণ করা না হয়, তবে শ্রমিকসঙ্ঘ ব্যাপক ধর্ম্মঘটের সিদ্ধান্ত করিবেন।

মাদ্রাজ এবং দক্ষিণ মারহাট্টা রেলপথের কারখানায় শ্রমিকগণের ধর্ম্মঘট মীমাংসার জন্য নাগরিকগণের কমিটীর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

অমৃতসর ও লাহোরে ৭ আইন পরিণত গবর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশ যে, ১৯৩২ সালের সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ৭ ধারা গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে লাহোর এবং অমৃতসরে প্রযুক্ত হইবে।

Reg No C

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্ব বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৫৮তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৬শে পৌষ মঙ্গলবার ১৩২৯. ১০ই জানুয়ারী ১৯২৩

নানা কথা

৮৫ জনের দীপান্তর বাসের আদেশ

জোহাপাদের অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালতে তাতবাড়িয়া দাঙ্গা মামলায় ৪৫ জনের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের এবং ৭ জনের প্রতি অন্যান্যবিধ আদেশ হইয়াছে।

তাতবাড়িয়া গ্রামের জমিদার আসাদ মিঞা খাজনা আদায় করিতে চাহিলে দাঙ্গার ফলে জমিদার ও তাঁহার দুইজন লোক নিহত হয়। আক্রমণকারীদের মধ্যে একজন নিহত হইয়াছে।

স্বগৃহে আটক

ঢাকা গেণ্ডারিয়ার শ্রীযুক্ত উষাকুমার দত্ত জেলে অবস্থান করিতেছিলেন। সম্প্রতি তাঁহাকে নিজ গৃহে আটক রাখা হইয়াছে।

হত্যার মামলা

আমেদাবাদ সিটী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে গ্রীণ হত্যার মামলায় শুনানী আরম্ভ হইলে পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর রায় সাহেব প্রেম সিং বলেন, গত ১০ই অক্টোবর একজন হেড কনেষ্টবল তাঁহাকে জানায় যে সার্জ্জেণ্ট গ্রীন উহার পূর্ব্বদিন রাত্রে নিম্ন শ্রেণীর এক রমণীকে লইয়া একখানি গাড়ীতে করিয়া যাইতেছিল। ঐ রমণী মাধুবাগের নিকট একটী ফুটপাথের উপর বসিয়াছিল। সাক্ষী ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে ঐ কথা জানাইলে, তিনি সাক্ষীকে একটী রিপোর্ট পেশ করিতে বলেন. তদনুসারে সাক্ষী অপর ৫ জনের সাক্ষ্য লিখিয়া লয়, কিন্তু সে ঐ রমণীর কোনরূপ খোঁজ পায় নাই। আসামীকে ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ইন্সপেক্টর গ্রীণের নিকট হাজির করা হয়। আসামী ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাদিগকে জানায় যে সে আর কখনও ঐরূপ কার্য্য করিবেন না. ডেপুটী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঐরূপ কার্য্য পুনরায় করিলে তাহার চাকুরী যাইবে বলিয়া আসামীকে সতর্ক করিয়া দেন।

ইন্সপেক্টর খাঁ সাহেব কায়কোবাদ বলেন যে, ইন্সপেক্টর গ্রীণকে গুলী করার পর পুলিশ অবরোধের মধ্যে আসামীকে প্রশ্ন করা হইলে সে ডেপুটি পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বলে যে, সে ঐ বিষয়ের কিছুই জানিত না। সাক্ষী বলে সে সিটি পুলিশ লাইনের একজন হেড কনেষ্টবলের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়াছিল। আসামীর গুলী ছোড়ার শব্দ শুনিয়া ঐ হেড কনেষ্টবল বাড়ীতে পলাইয়া যায় এবং অজ্ঞান হইয়া পড়ে।

আদালত হইতে প্রশ্ন করা হইলে আসামী বলে, সে নির্দ্দোষ। পাবলিক প্রসিকিউটর মিঃ গান্ধী যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলেন,"আসামী ইন্সপেক্টার গ্রীণকে হত্যা করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই মতলব আঁটিয়াছিল এবং বেশ সুযোগ পাইয়াই আসামী যে ইন্সপেক্টার গ্রীণকে গুলী করিয়াছে তাহার যথেষ্ট প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে আসামী অপর ৩ জনকে গুলী করিয়াছিল তন্মধ্যে একজন আহত হয়। যে তাহাকে ধরিয়া ফেলে এক তাহাকেই আসামী গুলী করিয়া সকলকে তাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিল।

পূর্ব্ববঙ্গে এই প্রথম

অদ্বিতীয়! অদৃষ্টপূর্ব্ব কল্পনাতীত!

ঢাকার পুরাণপল্টনের মাঠে

বিরাট্ সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী

গত ২২শে পৌষ, ৬ই জানুয়ারী হইতে আরম্ভ হইয়াছে

২৭শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত থাকিবে

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকেরই পরম শিক্ষাপ্রদ

সকলের যোগদান প্রার্থনীয়

আসুন! এই পরম সুযোগ গ্রহণ করুন

মহিলাদের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত আছে।

ষড়যন্ত্রের মামলা

কুমিল্লায় দণ্ডবিধির ১২০ বি এবং ৩০৭ ধারানুসারে মামলাটির সম্পর্কে ধৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে ইতিপূর্ব্বে এগার জনের বিচার হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে নিত্যরঞ্জন সেন, নীহাররঞ্জন চৌধুরী, শচীন্দ্র দাশগুপ্ত এবং অপর প্রায় ২০ জন বিচারাধীন আছেন তন্মধ্যে কয়েকজনের পক্ষ হইতে জামীনের আবেদন করা হইয়াছিল কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশ রিপোর্ট চাহিয়াছেন। ১০ই জানুয়ারী উক্ত রিপোর্ট পেশ করা হইয়াছে। আগামী ১৮ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত মামলাটী স্থগিদ আছে।

আত্মহত্যা

ত্রিপুরার অবসরপ্রাপ্ত দারোগা বন্দচরণ সরকার ফাঁসী দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। একটী আমগাছে তাঁহার মৃতদেহ ঝুলিতে দেখা গিয়াছিল। তিনি স্থানীয় যুবকদের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন; তিনি মুন্সার ছিলেন এবং অনিদ্রা রোগে ভুগিতেছিলেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৬শে পৌষ, মঙ্গলবার ১৩৩৯

পাঠক অবগত আছেন যে, আলোয়ার রাজ্যে ভীষণ বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছে। এসম্বন্ধে ঠিক সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই। তথাপি 'বসুমতী' এবং 'ষ্টেটস্‌মেন' যে লড়াই আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই কৌতুকজনক। নিম্নে কতক অংশ উদ্ধৃত করা গেল। আপাততঃ আমরা নিজের কোন মত প্রকাশ করিব না। সমস্ত সংবাদ অবগত হইলে আমরা স্বমত প্রকাশ করিতে পারি।

বসুমতী বলেন—

কিষেণগড় নিজামতের অন্তর্গত ভাগর নামক স্থানে কয়েক হাজার মেও সমবেত হয়। খাজনা আদায়কারী সরকারী দলের সহিত মেওদিগের সংঘর্ষ হয় এবং তাহাতে একজন সিপাহীর প্রাণবিয়োগ ঘটে। দরবার ঘটনার কথা জানিতে পারিয়া একদল অশ্বারোহী ও একদল পদাতিক সেনা কিষেণগড় প্রেরণ করেন। সেখান হইতে ৬৫ জন সৈনিক লরীযোগে তিজারা অভিমুখে ধাবিত হয়। মুসলমান প্রজারা বাধা দিবার পথে গাছের গুড়ি আনিয়া, গর্ত্ত খনন করিয়া পথ রুদ্ধ করে এবং ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকে। কিন্তু রাজসৈন্য ভিন্ন পথে তিজারা অভিমুখে অগ্রসর হয়। পরে উভয় পক্ষে গুলী বর্ষণ চলে বলিয়া প্রকাশ। প্রজারা বন্দুকসহ উত্তেজিত অবস্থায় রহিয়াছে দেখিয়া সেনাদল ফিরিয়া যায়। মেওরা ডঙ্কা বাজাইয়া ৩ হাজার লোক সমবেত করে তাহারা ফৌজের পশ্চাদ্ধাবন করিতে থাকে।

'ষ্টেটসম্যান' লিখিয়াছেন.—বাস্তবিক আলোয়ার রাজ্যের অবস্থা বড়ই আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিয়াছে। মেওরা শান্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিতে অসঙ্গত ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে। সরকারী কর্ম্মচারীদিগের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইবার পর তাহারা যেরূপ ভাবেই লাভবান হইবার আশ্বাস পাইয়া থাকুক না কেন, সত্যই তাহারা নিরস্ত হইতে চাহিতেছে না। এরূপ অবস্থায় মহারাজের পক্ষে দুশ্চিন্তা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য তাঁহাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। বোম্বাই বা কলিকাতা সহরের অর্দ্ধেক জনসংখ্যা যে ক্ষুদ্র রাজ্যের জনসংখ্যার সমতুল্য, সন্নিহিত প্রদেশের জনগণের উত্তেজনায় সংক্রামতা হইতে সেরূপ স্থানকে দোষশূন্য রাখিবার আশা করা যাইতে পারে না। কোনও য়ুরোপী দেশ এবং য়ুরোপীয় সরকার এমন প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না যে, তাঁহাদের দেশের লোক প্রতিবেশী রাজ্যে গমন করিয়া কোনরূপ অশান্তির সৃষ্টি করিবে না।

বসুমতী বলেন—ষ্টেটস্‌ম্যানের এই উক্তি 'ধান ভানিতে শিবের গীত' বলিয়া নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক বিবেচিত হইবে না কি? তিনি এইরূপ উক্তি করিলেন কেন? আলোয়ার মহারাজকেই বা প্রস্তুত হইবার জন্য তিনি এমন সহানুভূতিশূন্য উক্তি করিলেন কি জন্য? মেও প্রজাবৃন্দ যে এরূপ ক্ষেত্রে সশস্ত্র বিদ্রোহ করিয়াছে এবং ষ্টেটসম্যান এরূপ বিদ্রোহকে চিরদিনই ভীষণ ভাবে নিন্দা করিয়া আসিতেছেন, তাহা কি মিথ্যা? তবে সহস্র সহস্র মুসলমান প্রজা খাজনা দিবে না বলিয়া দরবারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়াছে—এ সংবাদ যদি সত্য হয়, তবে ষ্টেটসম্যানের সম্পাদকীয় মন্তব্যে তাহার আভাস মাত্র নাই কেন?

কোনও দেশীয় রাজ্যে ভিন্ন রাজ্যের কেহ বা কাহারা গিয়া উৎপাত করিলে এবং সে কেহ বা কাহারা যদি বৃটিশ এলাকাভুক্ত স্থানের লোক হয়, তাহা হইলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সেরূপ ক্ষেত্রে দেশীয় রাজাকে সাহায্য করিয়া থাকেন, এরূপ ব্যবস্থা পূর্ব্বাপর প্রচলিত আছে। কাশ্মীরে যখন অহরর দলের প্ররোচনায় নিদারুণ অশান্তি ঘটিয়াছিল, তখন বৃটিশ সেনাদল কাশ্মীর রাজ্যের সাহায্যার্থ প্রেরিত হইয়াছিল। অল্পদিন পূর্ব্বের ঘটনা কি এখন 'ষ্টেটস্‌ম্যান' সুবিধামত বিস্মৃত হইয়াছেন? তাহা না হইলে তিনি কেন লিখিলেন যে, কোনও য়ুরোপীয় রাজ্য বা য়ুরোপীয় সরকার এরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না? (No European Country is, and no Europcn Government can guarantee that none of the citizens will enter and trouble a neighbouring country,)

আলোয়ার মহারাজের উপর ষ্টেটসম্যান পত্রের এইরূপ বিরাগের হেতু কি? এলাহাবাদের মিলন সভায় আলোয়ার মহারাজ ঐক্য-সম্পাদনের জন্য আন্তরিকতা সহকারে বক্তৃতা করিয়াছিলেন বলিয়াই কি আলোয়ারের মহারাজ ষ্টেটসম্যানের নেক-নজর হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন? আজ যদি নিজাম রাজ্যে অনুরূপ ব্যাপার ঘটিত, তবে ষ্টেটসম্যান কি এইভাবে পরামর্শ দিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিতেন?

এসোসিয়েটেড্‌ প্রেস সংবাদ দিয়াছেন যে, হিন্দুরা আলোয়ার গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আবেদন করিতে সম্মত না হওয়ায় তিজারা, রামগড় ও লক্ষ্মণগড়ে গণ্ডগোল দেখা দিয়াছে। বহু ব্যক্তি ভয়ে আলোয়ারে পলায়ন করিতেছেন। মেও সম্প্রদায়ের লোকেরা মন্দির হইতে মহাদেব বিগ্রহ সরাইয়া ফেলিয়াছে। রামগড় ও গোবিন্দগড়ে লুণ্ঠন আরম্ভ হইয়াছে। রীতিমত সভাসমিতি করিয়া সহস্র সহস্র মেও তীব্র আন্দোলন চালাইতেছে। কিন্তু ষ্টেটসম্যানের দিল্লী অফিস হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে এ সকল ঘটনা ভিত্তিহীন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা রহস্যপূর্ণ নহে কি?

ষ্টেটসম্যান সর্ব্বশেষে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, মেওগণ এমনই শক্তিশালী যে, তাহারা বাহিরের সাহায্য না লইয়াই কার্য্য বিশেষভাবে সমাধা করিতে পারিবে। (Meos in Alwar can get on much too well without any outside help at all)। যিনি আপনাকে নিরপেক্ষ বলিয়া বড় গলায় জাহির করিতে চাহেন এবং আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষায় একান্ত পক্ষপাতী, সেই সংবাদপত্র আলোয়ারের মহারাজ এবং মেও প্রজা সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহার অন্তর্হিত অর্থ সুস্পষ্ট নহে। একজন দেশীয় রাজা সম্বন্ধে এবং সেই রাজ্যের প্রজা-বিদ্রোহ সম্বন্ধে ষ্টেটসম্যানের এই প্রকার অভিমত দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি।

ভারতে ভীষণ অশান্তি আরম্ভ হইল এবং গবর্ণমেণ্টও দমননীতি অবলম্বন করিলেন।

যাহা হউক ১৯০৯ সালে আংশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের চেষ্টা আরম্ভ হইল। জার্ম্মাণ মহাযুদ্ধে ভারতবাসী ইংরাজকে যথাসাধ্য সাহায্য করায় ইংলণ্ডের লোক ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি প্রয়াসের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাহার ফলেই ১৯১৯ সালের মণ্টেগু চেম্‌স্‌ফোর্ড সংস্কার।

১৯৩০ সালে ভারতে আবার ভীষণ আন্দোলন দেখা যায় এবং লণ্ডনে একটা বৈঠক বসাইয়া স্বায়ত্তশাসনের পুনঃ প্রসার সম্বন্ধে বিবেচনা চলে। ১৯৩২ সাল পর্য্যন্ত এইরূপ আন্দোলন ও বিবেচনায়ই কাটিয়াছে।

ইংরাজ এতকাল সুখে এবং শান্তিতে পারস্যে বাণিজ্য করিতেছিলেন। হঠাৎ পারস্যের রাজা তাঁহাদের সমস্ত সুবিধা হরণ করিবার প্রয়াস করিতেছেন; এমনকি, তাঁহার প্রজাবর্গকে বিদেশী মাত্রের সম্পর্ক পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য করিতেছেন।

ইংরাজ বলেন যে, চুক্তি অনুসারে তাঁহাদের পারস্যে বাণিজ্য করিবার পূর্ণ অধিকার আছে, কিন্তু পারস্য রাজ সে অধিকার অস্বীকার করিয়া বলেন—দুর্ব্বল পারস্যের নিকট সবল ইংরাজ জোর করিয়া যে চুক্তি আদায় করিয়াছেন, তাহা চুক্তিপদবাচ্য নহে; তাহা দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার মাত্র। এখন নবজাগ্রত, উদীয়মান পারস্য যদি সে অন্যায় দাবী পূরণ করিতে না চায় তাহা হইলে, পারস্যের রাজার মতে, ইংরাজের ক্ষোভ করিবার কোন কারণই নাই।

তিনি আরও বলেন যে, বিদেশী বাণিজ্যের প্রসারের ফলে দেশীয় বাণিজ্য নষ্ট হইতে চলিয়াছে. এমত অবস্থায় রাজার প্রথম কর্ত্তব্য, দেশীয় শিল্প বাণিজ্য রক্ষা করা এবং তাহারই উন্নতি সাধন করা, এবং সে কার্য্য করিতে হইলে যদি ইংরাজের স্বার্থহানি হয়, তাহা হইলে তিনি কি করিতে পারেন? তিনি স্পষ্ট বলেন যে, তিনি ইংরাজের অন্যায় আবদার সহ্য করিবেন না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, ১৮ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৬, ২৬শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১০ই জানুয়ারী ইং ১৯৩৩ মঙ্গলবার ২৭৮তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিরাট্ সৎশিক্ষা প্রদর্শনী

ঢাকা, ৭ই জানুয়ারী

বর্ত্তমান-যুগাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তর শতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গতকল্য সন্ধ্যা ৬ টার সময় তদীয় স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন। তৎপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ অপূর্ব্ব পারমার্থিক প্রদর্শনীর পৃষ্ঠপোষক ও সহানুভূতি-প্রকাশকারিগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। ঢাকা-সহরবাসী বহু শিক্ষিত গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহোদয় সভায় উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চেন্সেলার মিঃ লেংলি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ অধ্যাপকসহ এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। অনুষ্ঠানটী সম্পূর্ণ হইতে পূর্ণ দুই ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল। সমাগত ভদ্রমহোদয়গণ অতীব আগ্রহের সহিত বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া এবং প্রদর্শনীর দ্রষ্টব্য বিষয়সমূহ দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্ময় প্রকাশ করেন। অতি অল্প দিনের মধ্যে এরূপ অপূর্ব্ব বিরাট্ পারমার্থিক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান নিশ্চয়ই বিস্ময়ই বটে! পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে অসংখ্য ব্যক্তি আসিয়া প্রদর্শনী দর্শন করিতেছেন।

শ্রৌতীমহারাজের পাঠ

গত ২৫শে ডিসেম্বর ১০ই পৌষ শনিবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মল্লিক মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

এতৎপ্রসঙ্গে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত ২য় স্কন্ধ হইতে ব্রহ্মার ভগবৎস্তুতি ব্যাখ্যা-মুখে জানান যে, শ্রীভগবৎ-কৃপা ব্যতীত কেহ ভগবদ্দর্শনের অধিকারী হইতে পারে না। বুদ্ধির দ্বারা, পাণ্ডিত্যের দ্বারা, বাগ্মিতার দ্বারা অথবা শারীরিক শক্তির দ্বারা কেহ ভগবৎ-পাদপদ্ম-দর্শনের অধিকার প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু যিনি নিষ্কপটে একমাত্র ভগবৎপাদপদ্মে ঐকান্তিকী শরণাগতি লাভ করিতে পারেন, তিনিই কেবল ভগবৎ-কৃপা প্রাপ্ত হ'ন। তাঁহার আর দেহ-গেহে 'আমি আমার' বুদ্ধি থাকে না।

ব্রহ্মা ভগবানের নাভিপদ্মে জন্ম গ্রহণ করিয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ভাবে অবস্থান করেন। অবশেষে তপস্যার্থ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া দিব্য সহস্র বৎসর যাবৎ ভগবদ্ভক্তি-যোগে শ্রীহরির আরাধনা করিলে পর শ্রীহরি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে নিজ-তত্ত্ব জ্ঞান ও সৃষ্টি-শক্তি প্রদান করেন।

শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠে উৎসব

চিকলিয়া গ্রামবাসিগণের উদ্যোগে গত ১৭ই পৌষ (১৩৩৯) শনিবার শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠে একটী উৎসব মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। সন্ধ্যা রাত্রিকের পর রাত্রি ৭টা হইতে ১০-৩০ মিনিট পর্য্যন্ত বক্তৃতা হয়। তা'রপর সমাগত পাঁচ শতাধিক ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

গুণগ্রাহীর বক্তৃতা

কাঁথির শ্রীযুক্ত শিবরাম পাত্র মহাশয় ঘটনাক্রমে মঠে আগমন করিয়া দুই দিবস শ্রীমঠে হরিকথা শ্রবণ করেন। তিনি শ্রীগৌড়ীয় মঠের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন,—"আমি বিগত দশ বৎসর কাল জনসাধারণের জন্য কার্য্য করিয়া আসিতেছি। আমি বহুস্থানে দেশের ও দশের কথা আলোচনা করিয়াছি। আমি এই মঠে দুই দিবস কাল হরিকথা শ্রবণ করিয়া যে শান্তি লাভ করিয়াছি, তাহা আমি জীবনে কখনও পাই নাই। আমি কর্ম্মজীবনের ও ভক্তি-জীবনের পার্থক্য এইখানে বুঝিতে পারিলাম। এই শ্রীগৌড়ীয় মঠই জগদ্বাসীকে প্রকৃত শান্তি দান করিতে পারেন। তিনি আরও বলেন "বর্ণজ্ঞানহীন, ভাষাজ্ঞানহীন ব্যক্তিও শ্রীগৌড়ীয়মঠের সংস্পর্শে আসিয়া যে অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট জগতের আজীবন অধ্যয়নরত মহা মহা পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যও অতি তুচ্ছ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।"

শ্রৌতীমহারাজের বক্তৃতা

(২৫৬ সংখ্যার পর)

গৃহস্থাশ্রম জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কোন অসুবিধা উৎপাদন করিতে পারে না। রাজর্ষি জনক, রাজর্ষি অম্বরীষ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, পাণ্ডবাদি ভক্তগণই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাই বলিয়া তাঁহাদের দোহাই দিয়া যদি আমার ন্যায় কপট ব্যক্তি গৃহে বাস পূর্ব্বক সাধুতার অভিনয়ে বিষয়-ভোগে নিযুক্ত থাকে, তবে মঙ্গল-লাভের পরিবর্ত্তে অনন্ত কালের জন্য নরক-বাসের সুবিধাই অর্জ্জন করিয়া বসিবে।

তাই বলি হে ভ্রাতৃগণ, আপনারা এই পঞ্চবর্ষীয় বালক প্রহ্লাদের বিচারপূর্ণ যুক্তিগুলি সমাহিত চিত্তে শ্রবণ করুন—বিচার করুন; বিচার করিলে চমৎকৃত হইবেন; আর পরিণামে ঐকান্তিক শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইয়া পরশান্তি প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

আমরা কোন বিপদে পড়িলে তাহার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার যত্ন করি। কিন্তু বিপদ যাহাতে না আসে তাহার যত্ন করি না। রোগী রোগ-মুক্তির জন্য নিয়ত প্রার্থনা করে, কিন্তু নিরাময় হইলে কি হইবে? যত দিন দেহ ধারণ করিতে হইবে ততদিন পুনঃ পুনঃ ব্যাধিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা আছে, ত্রিতাপ আছে। কিন্তু একান্তভাবে শ্রীহরির পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে সর্ব্ব বিপদ হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হইয়া সর্ব্বমঙ্গলনিলয় শ্রীহরির পাদপদ্মে নিত্য অবস্থান হইয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা শ্রেয়ঃ জগতে আর কিছুই নাই।

সেই সে পরম বন্ধু সেই পিতামাতা। শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৮ নারায়ণ, শুক্র, গৌরাব্দ ৪৪৬

ঢাকা "সৎশিক্ষা প্রদর্শনী" গত ৬।১।৩৩ তারিখে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় উদ্ঘাটিত হইয়াছে। জগতে পারমার্থিক প্রদর্শনীর প্রথম আবিষ্কর্ত্তা এবং সনাতন-ধর্ম্মের সংরক্ষক বর্ত্তমান যুগের আচার্য্যবর্য্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ঐ প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন। এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ও বিষয়সমূহ কলিকাতার এবং স্থানীয় বার্ত্তাবহে প্রচারিত হওয়ায়, স্থানীয় ও বিভিন্ন স্থানের অধিবাসিবৃন্দ কৌতূহল সহকারে দলে দলে আসিয়া প্রদর্শনী দর্শনপূর্ব্বক জীবন ধন্য করিতেছেন।

মানবজাতি নিজ নিজ ভোগ চরিতার্থ করিবার জন্য ইন্দ্রিয়গণকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু ইন্দ্রিয়সকলের অধিপতি 'হৃষীকেশ' যিনি, তাঁহার সেবার জন্য ইন্দ্রিয়সকল কখনও নিযুক্ত হয় না। আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয় জাগতিক রূপ দর্শনপূর্ব্বক নেত্রেন্দ্রিয়তোষণেই ব্যস্ত হইয়া অমঙ্গলের মধ্যে পড়িয়া যাইতেছে। যাহাতে আমাদের চক্ষু সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী দর্শনপূর্ব্বক চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সার্থকতা লাভ করিতে পারে, এবং চরম মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে পারে, তাহারই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের তত্ত্ব-গুলি উপলব্ধি করিবার জন্য কর্ণই আমাদের একমাত্র যন্ত্র। বুদ্ধিমান্ শিক্ষিত ব্যক্তিগণের পক্ষে শ্রুতির পন্থায় লাভ হইতে পারে; কিন্তু সাধারণ অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত যাহাতে সহজে চক্ষুরাশ্রয়ের দ্বারা ঐ শাস্ত্রমর্ম্ম অবগত হইতে পারে, শ্রীল প্রভুপাদ তাহার ব্যবস্থা করিয়া জগদ্বাসীর যে কি উপকার সাধন করিতেছেন, তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই অনুভব করিতেছেন।

প্রদর্শনীর বহির্ভাগে দুইটী সুন্দর তোরণ প্রস্তুত হইয়াছে। বৈদ্যুতিক আলোক, পানীয় জল, পায়খানা, বক্তৃতা-মণ্ডপ, পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগের জন্য বিশ্রাম-স্থান, চলাচলের জন্য পথ প্রভৃতির বন্দোবস্ত অতি সুন্দর হইয়াছে। শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া প্রদর্শনীকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন। কলিকাতায় গত সৎশিক্ষা প্রদর্শনীতে স্থানাভাব-জন্য যে-সমস্ত অসুবিধা ছিল, এখানে সেরকম অসুবিধা না থাকায় ইহা অতি সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের উৎসবের কার্য্যও বিপুলভাবে চলিতেছে; প্রত্যহই বহুদূর-দেশ হইতে এবং চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থান হইতে পুরুষ ও মহিলাবৃন্দ আসিয়া উৎসবে যোগদান করিতেছেন। সন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন হইতেছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ উত্তর-ভারতের প্রয়াগ, লক্ষ্ণৌ, সিমলার প্রভৃতি স্থানে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্মের বার্ত্তা প্রচার করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে গত ৪ঠা জানুয়ারী শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারিসহ শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে ঢাকায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের ও তদাশ্রিত জনগণের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণের ও পারমার্থিক প্রদর্শনী-দর্শনের যে সৌভাগ্য বর্ত্তমানে পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণ পাইতেছেন, তাহা সজ্জন মাত্রেরই স্পৃহ্য।

আচার্য্য প্রসঙ্গে

শ্রীমন্মহাপ্রভু "চেতোদর্পণমার্জ্জনম্" শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনেরই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠতা ও উপাদেয়তা জানিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন ছাড়া অন্য সমস্ত প্রকার ভজন-প্রণালীর দ্বারা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু সে সব রাস্তায় যেতে যেতে মাঝ-পথে ডাকাতের হাতে প'ড়ে যেতে হ'বে, গতি রুদ্ধ হ'য়ে যা'বে। তা'তে নিষ্কণ্টকে পরম প্রয়োজনরূপ প্রেমের রাজ্যে পৌঁছান যা'বে না। তাই মহাপ্রভু কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণের শরণ গ্রহণ করতে উপদেশ দিয়েছেন।

মহৎ ব্যক্তির সঙ্গ করতে হ'বে; তাঁ'র সঙ্গ করতে করতে আমাদের মঙ্গল হ'বে। নির্ব্বিশেষ গতিটা বাঞ্ছনীয় ন'য়। নির্ব্বিশেষ গতিটা হচ্ছে মাঝ পথে রুদ্ধ হ'য়ে যাওয়া; যেটা গন্তব্য স্থান, যেটা প্রেমের রাজ্য, সেখানে পৌঁছিতে দেয় না। "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র" শ্লোকে ভাগবতের প্রতিপাদ্য নির্ণয় ক'রে, মনুষ্য-জাতির যে মূর্খতা-ক্রমে আকাঙ্ক্ষণীয় 'ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ'—সেগুলোকে উৎখাত করা হ'য়েছে। অক্ষজ বস্তুতে যে ধর্ম্ম আছে, সেটা আমাদের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নয়। ইন্দ্রিয়-জ্ঞানাতীত অধোক্ষজ ভগবানের যে-সেবা, সেইটাই আমাদের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ইহাই ভাগবতের শিক্ষা; এই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম হরিকীর্ত্তন। এই কীর্ত্তন দু'রকমে হ'তে পারে; শব্দের সাহায্যে এবং কিণ্ডার গার্টেন প্রণালী ধারাও হয়; সেটাও কীর্ত্তন। মানবজাতির উপর একটা দয়া করা দরকার। তা'রা ভোগে মোহান্ধ হ'য়ে জন্মজন্মান্তর, ত্রিতাপ জ্বালা ভোগ করছে ও কষ্ট পাচ্ছে। বাস্তবিক সনাতন ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়ে তা'দের প্রকৃত মঙ্গলটা কিসে হয়, সে'টা যাঁ'রা জানিয়ে দেন তাঁরাই পরদুঃখদুঃখী। শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর এই শ্লোকটী আমাদের আলোচ্য হউক।—"বৈরাগ্যযুগ্ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্ মামনভীপ্সুমন্ধম্। কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি॥"

মহাভারতও শাস্ত্র বটে, কিন্তু মহাভারত প'ড়ে অনেকে সংসারের মধ্যে প্রবেশ ক'রে ফেলেন এবং মনে করেন যে, ঐরকমই বুঝি মহাভারতের উদ্দিষ্ট বিষয়। কিন্তু ভাগবত প'ড়ে সে রকমটা হয় না। পরমার্থ রাজ্যে গীতাকে শিশুপাঠ্য (Elementary study) বলা যে'তে পারে। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতির তুলনামূলক বিচার (Comparative study) দেখিয়ে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" শ্লোকে কৃষ্ণৈকশরণতারই শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছেন। গীতা পাঠ শেষ হ'বার পর ভাগবত পাঠ আরম্ভ হয়।

গত ২৭।১২।৩২ তারিখে বৈকালে শ্রীল প্রভুপাদের পদাম্বুজে ঢাকাবাসী বহু শিক্ষিত সজ্জন ব্যক্তি এবং মহিলাগণ উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের ১২।১৩।১ শ্লোক—"যং ব্রহ্মা-বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈঃ ..... দেবায় তস্মৈ নমঃ॥" আলোচনা করিয়া বলেন, যে-দেবতাকে নমস্কার করা হ'য়েছে, সেই দেবতা এক বচনান্ত পদ। দেবতাসকল এবং অসুরসকল যাঁ'র সংবাদ পান না সেই দেবের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে। বেদ, উপনিষদ্ সকল যাঁ'র গান করেন, ব্রহ্মাদি দেবতাগণ স্তবের দ্বারা যাঁ'র স্তুতি গান করেন, তিনি সীমাবিশিষ্ট চিন্তার অন্তর্ভুক্ত ন'ন। আমাদের জ্ঞানসংগ্রহের যন্ত্রসমূহ সীমা-বিশিষ্ট, অতএব অসীম বস্তুর আলোচনা করতে পারে না।

ভাগবতের ১ম স্কন্ধে ১ম শ্লোকে 'সত্যং পরং ধীমহি' কথার উল্লেখ আছে। এখানে বহুবচনান্ত পদ ব্যবহৃত হ'য়েছে। সত্য বস্তু পরমেশ্বরকে আমরা ধ্যান করি। হঠযোগী রাজযোগিগণ ভোগ-ত্যাগের বাঞ্ছাবিশিষ্ট, বাস্তব বস্তুর ধ্যান তাঁ'দের হয় না। সেই সত্যবস্তুকে আমরা বহুব্যক্তি ধ্যান করি। ধ্যান কি প্রকারে বহুব্যক্তি দ্বারা সম্ভব হয়? এখানে শ্রীমন্মহাপ্রভু কথিত "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" উপদেশটী স্মরণ রাখিতে হইবে। 'বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনম্ তদেব সংকীর্ত্তনম্।' 'আমরা ধ্যান করি'—আমরা কে? শ্রীশুকদেবের পাদপদ্মাশ্রিত যোগীসকল। শ্রীল ব্যাসদেব তাঁ'র গুরুবর্গ ও শিষ্যবর্গের কথা ব'লেছেন। যে-সকল ব্যক্তি নিজ নিজ বিচারপরায়ণ, তাঁ'দের কথা বাদ যাবে।

"দ্বৈতে ভদ্রাভদ্রজ্ঞান সব মনোধর্ম্ম। 'এই ভাল এই মন্দ' এই সব ভ্রম॥" অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব সত্য—একটী। সত্য দুইটী পাঁচটী মনে করলে মনোধর্ম্ম (Mental speculation) হ'য়ে যায়, প্রতিমুহূর্ত্তে সম্বর্দ্ধন, পরিবর্দ্ধন করা দরকার হয়। পরমেশ্বর এক, নিত্যকাল বর্ত্তমান; তাঁ'কে খণ্ড বিখণ্ড (Mutilate) করবার চেষ্টায় প্রাকৃত আধ্যাত্মিক সম্প্রদায় বহু ধ্যান ক'রে থাকেন। তাঁ'কে Nature's product মনে ক'রে Start করায় অসুবিধা; তাতে সত্য হ'তে ভ্রষ্ট হ'য়ে অমঙ্গলের মধ্যে পড়তে হয়। মিশ্র গুণের অবস্থান যেখানে, সেখানেই ভাল-মন্দের বিচার।

মনোধর্ম্মের দ্বারা যাহা কিছু বিচার করা হয়, তাহা কালে উদ্ভূত, স্থিত ও নষ্ট হ'য়ে যায়, মনোধর্ম্মে অবস্থিত ধ্যানী ব্যক্তির ধ্যেয় পদার্থের বহুত্ব আছে। এক অদ্বয়-জ্ঞান কৃষ্ণ বস্তুর ধ্যানের অভাবে বহুবস্তুর কল্পনা এসে পড়ে। আমরা যত মতাবলম্বী মনুষ্য আছি, সকলে যদি Common-church এ গিয়ে উপস্থিত হ'য়ে সেই এক বস্তুর ধ্যান করি, তা'হলে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন হয়। বাস্তব সত্য যখন এক বই দুই নয়, তখন বিভিন্ন বস্তু হ'তে রস আকর্ষণের চেষ্টা ছেড়ে দিতে হ'বে। কৃষ্ণেতর দ্বৈতজ্ঞান অবলম্বন করলে ভিন্ন মতাবলম্বী হ'য়ে পড়তে হ'বে, তাতে সুবিধা হ'বে না।

জগৎ মিথ্যা নয়। মায়াবাদীরা জগৎকে মিথ্যা বলে। জগৎ মিথ্যা হ'লে মিথ্যার স্রষ্টাও মিথ্যা হ'য়ে যান। চেতন-ধর্ম্ম—সবিশেষ-ধর্ম্ম অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারা লভ্য। অজ্ঞান যেখানে প্রবিষ্ট হ'তে পারে না, তাহাই বৈকুণ্ঠ। আমাদের চক্ষুর সম্মুখে যদি মেঘ বা ছত্র আসিয়া উপস্থিত হয়, তা' হ'লে সুনীল আকাশ দর্শনে ব্যাঘাত হয়, আমাদের visionটা interrupted হয়। সবিশেষ বস্তু, পূর্ণ চেতন বস্তুর দর্শন আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয়, কিন্তু মধ্য প্রদেশে আগত জগদ্দৃশ্য ভাবসমূহ, অক্ষজ-জ্ঞানের (Empericism এর) বৃত্তি ও ভাবসমূহ আমাদের বাস্তব বস্তু দর্শনের ব্যাঘাত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা

নদীয়া প্রকাশ

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্য ভাগবত — ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র — ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড — ১৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) — ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) — ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব — ১৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য — ১৵০
৭। ভজনরহস্য — ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) — ১৲
ঐ (আবাঁধা) — ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) — ২৲
ঐ (আবাঁধা) — ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) — ২৲
ঐ (আবাঁধা) — ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য — ॥০
১২। মুক্তাফলিকা গুণলেশোৎসবঃ সানুবাদ
(মাঘর) — ২৲
১৩। বেদান্তস্তমসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) — ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম — ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) — ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার — ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) — ॥৵০
ঐ (বাঁধা) — ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন — ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) — ১৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) — ॥০
ঐ (আবাঁধা) — ১৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা — ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) — ৵০
২৩। গীতমালা — ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য — ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড — ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) — ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ — ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ — ।০
২৯। শরণাগতি — ⁄০
৩০। গীতাবলী — ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ — ১॥০
৩২। সাধনকণ — ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক — ⁄০
৩৫। অর্থপঞ্চক — ৶০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ — ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) — ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণ — ⁄১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) — ॥০
ঐ (অবাঁধা) — ।⁄০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) — ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা — ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) — ১৲
ঐ (আবাঁধা) — ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ — ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ — ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় — ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী — ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) — ২৲
ঐ (আবাঁধা) — ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? — ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) — ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর — ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ — ৵০
৫২। সাধ্যবাণী — ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ — ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ — ।০
৫৫। তত্ত্ব সূত্রম্ — ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ — ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ — ⁄০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ — ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ — ॥০
৬০। নামভজন — ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ — ১৵০
৬২। লাইফ্ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু — ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ — ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং — ⁄০
৬৫। দি ভাগবত — ।০
৬৬। হরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল য্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন — ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা — ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) — ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি — ॥০
৭০। সাধন পথ — ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু — ⁄১০
৭২। গীতাবলী — ⁄০
৭৩। শরণাগতি — ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি — ⁄০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

প্রাপ্তিস্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ — ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন — ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন — ঐ
৫। কাজীর সমাধিপাট — ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, কালনা, নদীয়া
৯। দ্বাদশগোপাল পাট কাটালপুলি, চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটী, (বর্দ্ধমান)
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাযোড়া, রাণীগঞ্জ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু, হাওড়া
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ রুকনপুর, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সপ্তদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ চুয়রকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ আগস্ত্যকুণ্ড, কাশী।
২৯। শ্রীরূপ-গৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, দিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য।
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

	নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১।	শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	ঢাকা
২।	শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	ঢাকা
৩।	শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	চম্পহট্ট
৪।	শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫।	শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৬।	শ্রীভক্তিসম্বন্ধ গিরি	লক্ষ্ণৌ
৭।	শ্রীভক্তিকেবল সাগর	কলিকাতা
৮।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	ঢাকা
৯।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০।	শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ঢাকা
১১।	শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১২।	শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩।	শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	ঢাকা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা!! সুবর্ণ সুযোগ!!

ভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন. তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজদি রাজসাহের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ লাহোর. বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিচিত্র বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র-নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) রয়্যাল বাঁধাই মূল্য ২॥০, ভিঃ পিঃ তে ৩৲ টাকা মাত্র।

চৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পত্র সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক-পক্ষে ।/০

পারমার্থিক জগতে অভিনব অবদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে-ছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও প্রাকৃত-ক্রোধের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ' 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্চকে। ভিক্ষা ৷৹ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী, জীবন্ত-বাণীর মুক্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-দর্শ, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সজ্জনধর্ম্ম ও প্রাকৃত সজ্জনধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৷৹ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীমদ্ স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৹ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজই প্রবর্ণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষয়রক্ষিবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৷৹ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৹ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম

ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা।

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের ব্যবহার্য্য!

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩ নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী.

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ॥০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব প্রকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বন্দোবস্তের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৸০ আনা।

মিটিংএর মোটীস বহি—১ খানা ॥০ আনা।

নোটিস বহি—১ খানা ॥০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ॥০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

প্রিণ্টার—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

হেমন্তের পাচন

কবিরাজ শশিভূষণ অত্যাশ্চর্য্য মহৌষধ

বহুপ্রদেশের প্রাবল্যের জন্য ও আঃ পিলিতে দলীকৃত অবস্থার ছোটবোতলের সম্মাণ ঔষধ থাকে, পাঠান হয়. তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ১০ আনা. পাচটি ॥৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১২	১৩-৫১	১৭-৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২০, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫-৩১	৯-৫	১২-১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫ ৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩১	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১০	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

'শবদেহ' প্রার্থনা

কানপুর সিংহভবন হইতে রাজমহেন্দ্রী জেলের অনশনকারী (লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বন্দী) শ্রীবিজয়কুমার সিংহের ভগ্নী সুশীলা ঘোষ নিম্ন মর্ম্মে বড়লাট মহোদয়কে টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছেন—"আমার ভাই বিজয়কুমার সিংহ ভিজগাপট্টম জেলে আছেন, অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন। আশা করিতে পারি কি যে তাহার শবদেহ আমাদের হাতে দেওয়া হইবে?"

আলোয়ারে উড়োজাহাজ

জানা গেল যে আলোয়ারের জন্য দুইখানা উড়োজাহাজ প্রস্তুত রাখা হইয়াছে; আলোয়ার হইতে খবর পাইলে যে কোন মুহূর্ত্তে ঐ দুইখানা তথায় প্রেরণ করা হইবে। দিল্লী এবং গুরগাঁওয়ের জেলায় ব্রিটিশ সৈন্যদল প্রস্তুত হইয়া আছে।

শ্রীযুক্ত মথুরা প্রসাদ সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত

বিহারের কংগ্রেস ডিক্টেটর মথুরাপ্রসাদ সিং ফৌজদারি আইনের ১৭ (২) ধারা অনুযায়ী ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

টমসনের হত্যা ও সরকারী বিবৃতি

পুণা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ব্রিগেডের মেজর কে, এ, গস্‌নেলের স্বাক্ষরিত নিম্নোক্ত বিবৃতটী প্রকাশিত হইয়াছে:—

পাইওনীয়ার সৈন্যদলের সম্প্রতি অদল বদলের নূতন ব্যবস্থার জন্য আদেশ দেওয়া হয়। উহার ফলে পাইওনীয়ার সৈন্যদলের কয়েকজনকে স্যাপার্স ও মাইনার্স দলে স্থানান্তরিত করা হয় এবং জাঠ শিখদলকে এই ব্যবস্থা হইতে বাদ দেওয়া হয়। ঐ সৈন্যদলে যাহাদিগকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল তাহারা জাঠ নহে। উহাদের মধ্যে অনেকেই সমাজের খুব নিম্নশ্রেণীর অন্তর্গত। এই ব্যবস্থায় জাঠ শিখদের বিষম অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। এই জাঠ সৈন্যদলে ঐরূপ অসন্তোষের সময়ই কাপ্তেন টমসনকে হত্যার কারণ বলিয়াই অনুমান করা হইতেছে। প্রথমেই নিকটস্থ এক ব্রিটিশ অফিসারকে হত্যা করার চেষ্টা হইয়াছিল। অল্প কয়েকজন শিখ নূতন ব্যবস্থায় ঐ সৈন্যদলে যোগ দিতে বিশেষ অনিচ্ছা প্রকাশ করায় তাহাদিগকে বরখাস্ত করা হয়। জীরকীর সমুদায় জাঠকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, যদি তাহারা নূতন ব্যবস্থায় কার্য্য করিতে অসম্মত হন, তবে তাহারা পদত্যাগ পত্র দাখিল করিতে পারে। কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ সহানুভূতির সহিত তাহাদের ঐ সকল আবেদন বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। কিন্তু এতাবৎ কোনও রূপ পদত্যাগ পত্র কেহ দাখিল করে নাই।

এতৎসম্পর্কে গত ৩রা জানুয়ারী তারিখে "টাইমস অব ইণ্ডিয়া" পত্রিকায় সৈন্যদের সর্ব্বসাধারণের জন্য একটী মেস্ তৈয়ারী সম্বন্ধে যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা ঠিক নহে। ভারতীয় কর্ম্মচারী এক প্রবীণ জাঠ শিখকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে একদল রাঁধুনী যদি সকল সৈন্যদের রন্ধন কার্য্য করে তাহা হইলে সকলে সন্তুষ্ট থাকিবে কিনা। তিনি ইহার উত্তরে বলেন যে, এরূপ ব্যবস্থা চলিতে পারে তবে যাহাতে রাঁধুনীরা উচ্চ বর্ণের হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে; ঠিক তদনুরূপই ব্যবস্থা হইয়াছিল। কম্যাণ্ডিং অফিসারের নিকট পদত্যাগের জন্য কতকগুলি আবেদন করা হইয়াছিল বলিয়া যে বিবৃতি প্রকাশিত হয় তাহাও সত্য নহে।"

আটক

কুমিল্লার শ্রীযুত বীরেশ্বর বসু বিশেষ-শক্তি অর্ডিনান্স অনুযায়ী জেলে দুইমাস কাল আটক ছিলেন। তাঁহাকে অর্ডিনান্সে আটক করা হইয়াছে।

জেলে বিবাহ

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামী শ্রীযুত যোগলেকারের সহিত কুমারী বিহারীর বিবাহের দিন ধার্য্য ছিল কিন্তু সিভিল ম্যারেজ রেজিষ্টার না থাকায় বিবাহ স্থগিত রাখা হইয়াছে।

স্ত্রী হত্যা

ঘোড়দৌড়ের মাঠের প্রবেশপথের নিকট একটি বয়স্কা ইহুদী রমণীর মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে।

সওয়ার পুলিশের জনৈক সার্জ্জেণ্ট ঐ স্থান দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া যাইবার সময় মৃতদেহটি দেখিতে পাইয়া হেষ্টিংস থানায় খবর দেয়।

হেষ্টিংস থানার এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার মিঃ ক্, র টিসন এবং ইনস্পেক্টর সিমসন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া তদন্ত আরম্ভ করেন।

মৃতার সুন্দর পোষাক দেখিয়া মনে হয় যে তাহার গলায় একটি মুক্তার মালা দুই হাতের আঙ্গুলে আংটি এবং কাণে দুল ছিল।

তাহার গলার এক কাণ হইতে আর এক কাণ পর্য্যন্ত এবং নাকের এক অংশ কাটা ছিল। এতদ্ব্যতীত তাহার বক্ষদেশে একটী ও স্তনে একটী ছোরার দাগ ছিল।

বেতারের মামলা

হায়দরাবাদ (সিন্ধু) দায়রা জজের এজলাসে 'বেতার' ষড়যন্ত্রের মামলা উঠিলে জজ আসামীর কৌঁসুলির বক্তব্য শ্রবণ করিয়া লাহোরের ইণ্টারন্যাশনেল ইলেকট্রিক কলেজের প্রফেসর সরকার এবং লাহোরের মেলারাম কটন মিলের মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়ার লালা দেবরাজের প্রতি সমন জারী করেন, কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্টের চীফ ইন্সপেক্টর অব এক্সপ্লোসিভ (প্রধান বিস্ফোরক পরীক্ষক) এর উপর তিনি সমন জারি করিতে অসম্মত হন।

মেসে খানাতল্লাস

গোয়েন্দা কর্ম্মচারিগণ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের এক মেসে খানাতল্লাস করে তাহারা শ্রীযুত ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়কে স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের অফিসে লইয়া যায়। আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই।

নেতার দণ্ড

গুজরাট কংগ্রেসের ৯ম তম ডিক্টেটর শ্রীযুত পি, টি, বর্ম্মার প্রতি দুই বৎসর কারাদণ্ড এবং ১৫০ টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ হয়। গান্ধীদিবস সম্পর্কিত সভায় একটী বক্তৃতা পাঠকালে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ঝোপের ভিতর গ্রেপ্তার

দানাপুরের পুলিশ একটী গভীর ঝোপের ভিতর হানা দিয়া ১৩ জন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে, তাহারা বে-আইনী মিছিল বাহির করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল।

৬ জন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক সদাকৎ আশ্রমে কংগ্রেস পতাকা উত্তোলনের চেষ্টা করিলে পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে। বে আইনী মিছিল বাহির করার অপরাধে খাজেকালানে দুইজন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হয়। পাটনায় কোতোয়ালী পুলিশ ৯ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার করিয়াছে।

চীন-জাপান সংঘর্ষ

বৃটিশ লিগেশন চীন ও জাপানের কর্ত্তৃপক্ষকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়াছেন যে, চীনওয়াং টাওয়ের বৃটিশ উপনিবেশকে যেন বিপন্ন করা না হয়।

উত্তর চীনে শীঘ্র চীন-জাপান যুদ্ধের বিস্তারের সম্ভাবনা যাইতেছে। সাংহাইকোয়ানে অন্ততঃ ৬ হাজার জাপানী সৈন্য সমবেত হইয়াছে এবং চীনওয়াংটাওয়ে আরও চীনা সৈন্য প্রেরিত হইতেছে।

চট্টগ্রামে গ্রেপ্তার

পুলিশ মহমৎগঞ্জের শ্রীযুত চট্টেশ চৌধুরীর বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া তাঁহাকে বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী বিধি অনুযায়ী গ্রেপ্তার করে।

সান্ধ্য আদেশ ভঙ্গের অপরাধে বড়মায় দুইজন যুবক গ্রেপ্তার হন। তাঁহাদের ৩ টাকা করিয়া জরিমানা হইয়াছে।

গান্ধী দিবসে দণ্ডিত

কানপুর গান্ধী দিবস সম্পর্কে শ্রীযুত গণেশপ্রসাদ গুপ্ত সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ৭ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

শ্রীহট্ট জেলা কংগ্রেস কমিটির ১২ জন যুবক 'গান্ধী দিবস' উপলক্ষে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

বিক্রমপুরে গান্ধী দিবস পালন সম্পর্কে এক সভা করার জন্য শ্রীযুত ললিতমোহন বণিক্য, সুধীরলাল দে, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সুরেশচন্দ্র মণ্ডল, শ্রীমতী বীণাপাণি দাস ও শ্রীযুক্তা রাজকুমারী দাস পুলিসে গ্রেপ্তার হন। শ্রীযুত ললিতমোহন বণিক্য ও সুধীরলাল দেকে বিচারার্থ মুন্সীগঞ্জে চালান দেওয়া হইয়াছে।

জার্ম্মাণীর অসামর্থ্য

অর্থবিভাগ হইতে ঘোষিত হইয়াছে যে, জার্ম্মাণী তাহার কিস্তির ৮৩০০০০০ ডলার দেয় নাই। অসমর্থ পক্ষে ঋণদান স্থগিত রাখিবার সর্ত্ত জার্ম্মাণীকে দেওয়া হইয়াছিল।

জামিন তলব

সার্চ্চলাইট পত্রের প্রকাশক ১৫ শত টাকা জামিনে তলব করা হইয়াছে।

দৈনিক

Reg No

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারের
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তিতে হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ ৹
সংখ্যা ৵৹

৭ম খণ্ড | সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি | ২৫৯তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৭শে পৌষ বুধবার ১৩৩৯, ১১ই জানুয়ারী ১৯৩৩

নানা কথা

বোমায় দুইজন আহত

দিল্লীর জুমা মসজিদের সম্মুখে একটী ক্ষুদ্রাকার দেশী বোমা পড়িয়াছিল একজন তাহা মাড়াইয়া ফেলে। বোমা ফাটিয়া যায় এবং ২জন আহত হয়। পুলিশ ঘটনাস্থান হইতে বংশখণ্ড ও তারের টুকরা পাওয়া গিয়াছে। এসম্পর্কে এখনও কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। বিদীর্ণ বোমাটী ভিন্ন ঘটনাস্থলের সন্নিকটে কমলালেবুর ন্যায় ক্ষুদ্রাকৃতি আ ও দুইটি তাজা বোমা পাওয়া গিয়াছে।

দায়রা বিচারক আহত

সাহারাণপুর হইতে সংবাদ, যে, দায়রা বিচারক মিঃ এল, বি, মণ্ডল আই, সি, এস, একটা মোটর গাড়ীর সহিত তাঁহার সাইকেলের সংঘর্ষ হওয়ায় তিনি মস্তকে অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যু

কানপুরে একজন মোটর ড্রাইভার তাহার ৩ জন বাবু লইয়া আমোদ করিবার জন্য মোটরযোগে ভ্রমণে বাহির হয়। তাহারা সকলেই মদ পান করিয়াছিল। মোটর গাড়ীটি রেলওয়ে ফটকের নিকট গমন করিলে, তাহা ৩ জন সৈন্যের উপর গিয়া পড়ে। ফলে সৈন্যদের ২ জন মস্তকে গুরুতর আঘাত পায় এবং অপর জনের পা ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু তখনও মোটর গাড়ীটি না থামিয়া দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে থাকে এবং ফলে রয়াল রেজিমেণ্টের অর্ডারিল ল্যাম্ব নামক আহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

অবশেষে গাড়ীটী এক বৃক্ষের সহিত ধাক্কা লাগে এবং তাহা একেবারেই ভগ্ন হইয়া যায়। ড্রাইভারও গুরুতররূপে আহত হয় ও অপর ১ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

পূর্ব্ববঙ্গে এই প্রথম

অদ্বিতীয়! অদৃষ্টপূর্ব্ব!! কল্পনাতীত!!!

ঢাকার পুরাণপল্টনের মাঠে

বিরাট সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী

গত ২২শে পৌষ, ৬ই জানুয়ারী হইতে আরম্ভ হইয়াছে

২৭শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত থাকিবে

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকেরই পরম শিক্ষাপ্রদ

সকলের যোগদান প্রার্থনীয়

আসুন! এই পরম সুযোগ গ্রহণ করুন

মহিলাদের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত আছে।

পারস্য রাজদূতের প্রত্যাবর্ত্তন

পারস্য ও ইংলণ্ডে বিবাদের ফলে লণ্ডনস্থ পারস্য রাজদূত প্রত্যাবর্ত্তনে আদিষ্ট হইয়াছেন।

রেলওয়ে কর্ম্মচারী সঙ্ঘের সভা গণ্ডগোলের মধ্যে অবসান

বি, বি, সি, আই, রেলওয়ে কর্ম্মচারী সঙ্ঘের এক জরুরী সভায় অধিবেশন হইয়াছিল। সঙ্ঘের সভাপতি ও সম্পাদক নির্ব্বাচিত করায় ভোটগ্রহণ করার জন্য সভা হয়। তাহার পর সঙ্ঘের নূতন পরিচালক নির্ব্বাচনের জন্য আলোচনা হয়।

ভয়ানক গোলযোগের সৃষ্টি হয়। দুইটী বিরুদ্ধ দলের নেতা ও সদস্যবর্গ পরস্পরকে গালাগালি দেয় এবং পরস্পরের কার্য্যের নিন্দা করে। তাহা প্রায় হাতাহাতিতে পরিণত হয়।

রাজা প্রজা-সম্মেলন

ফরিদপুর জমিদার ও প্রজা সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রায় ২০ হাজার রায়ত সম্মেলনে যোগদান করে, নড়াইলের জমিদার বাবুরা, দিঘাপতিয়া ও চাটমোহরের জমিদারবর্গের ম্যানেজারগণ এবং অন্যান্য বহু জমিদারের সমাবেশ হইয়াছিল।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অবসর-প্রাপ্ত জেলা ও সেসন জজ শ্রীযুত মতিলাল রায় তাঁহার অভিভাষণে রায়ত ও জমিদারগণকে একত্রে কার্য্য করিতে অনুরোধ করেন।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার অভিভাষণে বলেন যে, রায়তই দেশের প্রকৃত শক্তি; আজ শিক্ষিতগণ গ্রামের দিকে নজর দেয় না। কর্ম্মক্ষেত্রে যে মানুষে মানুষে বিভেদ গড়িয়া উঠে, তাহা তিনি বিশ্বাস করেন না। সমাজকে কে কত সেবা করিল তাহা হইতেই মানুষের মূল্য নিরূপিত হয়।

নেতাদের দণ্ড

মীরাটের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট জেলের মধ্যে বিচার করিয়া, শ্রীযুত আলগুরাই শাস্ত্রী, রঘুকুলতিলক, কাশীচাঁদ এবং অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকগণকে ৬ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের ৫০৲ টাকা করিয়া অর্থদণ্ড হইয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৭শে পৌষ, বুধবার ১৩৩৯

আমরা ইতঃপূর্ব্বে বর্ত্তমান অশান্তি, বলশেভিজম্ প্রভৃতির কারণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। দেড়শত বৎসরের জীবন ধারা বা মনুষ্য কর্ত্তৃক প্রকৃতি বিজয়ের সহিত ইহাদের কিরূপ নিকট-সম্বন্ধ; তাহা পাঠক কতক অবগত হইয়াছেন।

———

ভাবধারা বা চিন্তাস্রোতের সহিত ইহাদের সম্পর্ক নিরূপণ করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই যে, ইউরোপ মহাদেশ অর্থাৎ ইংলণ্ড ব্যতীত ইউরোপের অপরাপর অংশে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হইলেও জনসাধারণের জীবনের ধারা তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের স্থায়ই ছিল। তাহাদের ধারণা ছিল যে, একটা বিরাট ঐশী শক্তি শাসকবর্গকে তাহাদিগের ভাগ্যনিয়ন্তা করিয়া পাঠাইয়াছেন। সহনাতীত অত্যাচার বা ধর্ম্মান্ধতা ব্যতীত প্রজাগণ কখনও রাজশক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিত না।

———

রাজার অত্যাচার না হইলেও রাজ্য মধ্যে তাঁহারা অপ্রতিহত শক্তি চালনার অধিকারী ছিলেন। তাঁহারা প্রজাবর্গের হিতাহিত চিন্তা না করিয়াই যুদ্ধবিগ্রহে প্রজার রক্তে মেদিনী সিক্ত করিতেন। দেশের সম্ভ্রান্ত বংশীয় জমিদারবর্গ এবং উচ্চপদস্থ ধর্ম্মযাজকেরা রাজ-শক্তির পরিপোষক ছিলেন; কিন্তু শিল্পী এবং শ্রমিক অথবা কৃষক-শ্রেণীর লোকদিগের সহিত রাজার কিম্বা এই শ্রেণীর লোকের প্রণয় বা সমপ্রাণতা ছিল না। তাহারা যেন ভিন্ন শ্রেণীর জীবই ছিল।

———

সম্ভ্রান্ত বংশীয়দিগের মধ্যে এবং ধর্ম্মযাজক শ্রেণীর মধ্যে যাহারা শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং ব্যবহারজীবী, শিক্ষক, চিকিৎসক, বণিক সম্প্রদায়, যে সমস্ত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি প্রাচীন গ্রীকদিগের স্বাধীনতা-মূলক প্রতিষ্ঠান-সমূহের এবং তাৎকালিক ইংরাজ ও মার্কিণদিগের শাসনতন্ত্র বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাৎকালীন অবস্থায় বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না।

———

ফ্রান্সই ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সভ্য দেশ ছিল এবং সেখানেই শিক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃতি লাভ করে। সেই কারণে সেই দেশের লোকই স্বাধীনতার অভাব সর্ব্বপ্রথম অনুভব করে এবং ইহার ফলেই ফরাসী-বিপ্লব ও বিভীষিকার রাজত্বের আত্ম-প্রকাশ।

———

অন্যান্য দেশে তখন এরূপ শিক্ষার প্রবর্ত্তন না হইলেও পশ্চিম ইউরোপে শীঘ্রই বিপ্লবের দাবানল পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠে, এবং পূর্ব্বাংশে লোকের জীবন বা ভাবধারা গতানুগতিকভাবে চলিলেও পরবর্ত্তী শতাব্দীতে সে সমস্ত দেশ বিপ্লবের বন্যায় প্লাবিত হয় এবং তাহার উত্তাল তরঙ্গ প্রাচ্য মহাদেশের দিকে ধাবিত হয়।

———

এই নূতন ভাবের নূতন প্রেরণায় যে ঝঞ্ঝাবাতের সৃষ্টি করে, তাহাতে কত সিংহাসন চূর্ণ হইয়া গেল, বলশেভিজমের সৃষ্টি হইল, জাতীয়তা হিসাবে ইউরোপের পুনর্ব্বিভাগ, ইটালির ফ্যাসিজম্, আয়ল্ যেণ্ডর এবং দক্ষিণ-আফ্রিকার ফ্রীষ্টেট, মিশর ও চীনের ছাত্র-জাগরণ ও পারস্যের জাতীয় আত্মসম্মানের অভ্যুদয় হইল. ভারতেও যে এই ভাবে অনুপ্রাণিত লোক নাই, তাহা বলা যায় না।

অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন আন্দোলনে ইহার প্রভাব লক্ষিত হয়। মধ্যযুগের ক্ষাত্রযুগের বর্ত্তমান বৈশ্যযুগ কি ভবিষ্যৎ শূদ্র প্রাধান্যের নিকট মস্তক অবনত করিবে?

কংগ্রেসের নেতৃবর্গকে মুক্তিদান করা হইবে কি না, এ সম্বন্ধে নানারূপ গুজব উঠিতেছে। সার তেজ বাহাদুর এবং মিষ্টার জয়াকর কোন মতেই শান্তির দৌত্য কার্য্য হইতে নিবৃত্তি হইবেন না বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদের দেশভক্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। এক অসহায় কারাবাসীর সহিত এক প্রবল প্রতাপশালী সাম্রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষের বিবাদ এবং সেই ব্যাপারে দৌত্য পৃথিবীর ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব এবং অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার।

———

সরকার পক্ষ বলেন যে, আইন অমান্য আন্দোলন ত্যাগ করিলেই গান্ধীজী মুক্তি পাইবেন; কিন্তু তিনি বলেন যে, এই সশস্ত্র প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন অপেক্ষা নিরীহ উপায় তাঁহার জ্ঞানের অগোচর। সুতরাং দেখা যায় যে, আপাততঃ গান্ধীজীকে মুক্তি দিবার উপায় গবর্ণমেণ্টের হাতে নাই; কারণ কোন গবর্ণমেণ্টই নিজের রাজ্যে নিজের আইন অমান্য করিতে দিতে পারেন না। সেরূপ অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের পতন অবশ্যম্ভাবী।

অস্পৃশ্যদিগের মন্দির-প্রবেশ-সমস্যা লইয়া যে তর্ক চলিতেছে তাহা প্রায় লাঠির গুতায় পর্য্যবসিত হইতে চলিয়াছে। এলবার্টহলের সভা প্রভৃতি স্থানে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কোন কোন সংবাদ পত্র এই আন্দোলনটীকে একটী রাজনৈতিক চাল মনে করিতেছেন, কেহ বা ইহাকে বিলাত ফেরৎ এবং কদাচারী উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের মন্দির প্রবেশাদির উপায়-স্বরূপ মনে করিতেছেন। অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কথাটীকে এরূপ বিকৃত ভাবাপন্ন করিবার আবশ্যকতা কি বুঝা যায় না।

———

অস্পৃশ্যদিগের মন্দির প্রবেশ শাস্ত্রীয় কিম্বা অশাস্ত্রীয়; শাস্ত্রীয় হইলেও তাহাদিগকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া যাইতে পারে কি না, অথবা অশাস্ত্রীয় হইলেও তাহাদিগের মন্দির প্রবেশে অধিকার আছে কি না; বর্ত্তমান আইনে কি বলে, তাহাদের মন্দির-প্রবেশে অন্তরায় থাকিলে তাহা দূরীভূত করা যায় কি না এবং দেশ-কাল-পাত্রভেদে কি করা কর্ত্তব্য—এই সমস্ত বিষয় নিরূপিত হওয়া অপেক্ষা গালাগালি এবং মারামারি বেশী প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয় না। উভয় পক্ষ বিষয়ের গুরুত্ব এবং গাম্ভীর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া আন্দোলনে যোগদান অথবা আন্দোলনের বিরুদ্ধে অভিযান করিলে সুখের বিষয় হয়। কলিকাতার এলবার্টহলে এবং কাশীর টাউনহল প্রাঙ্গনে যে-সমস্ত মারামারি প্রভৃতি হয়, তাহা অসংযমের পরিচায়ক মাত্র। তাহাতে মূল সমস্যা সমাধানের কোন সুযোগ হইবে না।

———

জাপানীরা চীনের হস্ত হইতে সান্‌হাই কাওয়ান অধিকার করিয়া লইল; এসম্বন্ধে মার্কিনের অর্থসচিব বলেন যে, জাপানী শান্ত্রী শিবিরে বোমা পাওয়া এবং বৎসরেক পূর্ব্বে মাঞ্চুরিয়ার রেল পথে বোমা পাওয়া জাপানীদের মিথ্যা কথা। ইহা জাপানীদের চীন আক্রমণের ছল মাত্র।

———

কোন স্থানে বোমা বা বিস্ফোরক পাইলেই এক শক্তি অপর শক্তিকে আক্রমণ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয় কি না, তাহা আন্তর্জ্জাতিক আইনজ্ঞদিগের বিবেচ্য।

লণ্ডনের চীনা দূত বলেন যে, জাপান বিনা উত্তেজনায় কেবলমাত্র স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়াই চীন আক্রমণ করিয়াছে। সমস্ত উত্তর চীন অধিকার করাই জাপানীদের প্রয়োজন। চীন দুর্ব্বল বলিয়াই জাপান এইরূপ করিতে সাহস করিয়াছে।

———

আমেরিকা জাপানের কার্য্যে প্রতিবাদ করিয়া একখানি পত্র লিখিয়া নিশ্চিন্ত আছে এবং জাতিসঙ্ঘ কিম্বা আন্তর্জ্জাতিক বিচারালয় নীরব। সম্ভবতঃ বিগত মহাযুদ্ধে বলক্ষয় হওয়ায় সমস্ত জাতিই শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে এবং সেই কারণে চীন-জাপান-যুদ্ধে কিম্বা প্যারাগুয়ে-বলিভিয়া সমরে সকলেই নিরপেক্ষ হইয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন।

———

চীন বহুকাল পরে নিদ্রোত্থিত হইবার উপক্রম করিতেছে, ইহাতে জাপানের ভয়ের কারণ বর্ত্তমান। ন্যায় বা অন্যায় উপায়ে এখনই চীনের শক্তি খর্ব্ব করা জাপানের দরকার।

———

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ফরাসী বিপ্লববাদির দল প্রসূত হয় এবং উদার নৈতিক ভাবসমূহের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। তৎসত্ত্বেও লোকে যথেচ্ছাচারী সম্রাটদিগের শাসন-প্রণালী অপছন্দ করিত এবং ধনীলোকদিগের অত্যাচারের ফলে সোশালিষ্ট বা সমাজ-তন্ত্রীরা প্রথম অবস্থায় দাবী করিত যে, সকলে সকল বিষয়ে সমান অধিকার পাইবার অধিকারী। তাহারা ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষণের বিরুদ্ধে অভিযান করিল এবং তদুদ্দেশ্যে বল প্রয়োগেরও সমর্থন করিল। সুতরাং সম্পত্তিশালী ব্যক্তি মাত্রই এই আন্দোলনের বিপক্ষাচরণ করিলেন এবং তাহাদের কার্য্যকলাপে ইউরোপের শাসন কর্ত্তৃপক্ষ ভীত হইয়া উঠিলেন।

[illegible] জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, ২৯ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৬ ২৭শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১১ই জানুয়ারী ইং ১৯৩৩ বুধবার | ২৫৯তম সংখ্যা

ঢাকা সংশিক্ষা প্রদর্শনী

শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ

দ্বারোদ্ঘাটন সময়ের অপূর্ব্ব দৃশ্য

বহুসংখ্যক সজ্জন শিক্ষিত ব্যক্তির সমাবেশ

ত্রিদণ্ডিপাদগণের বক্তৃতা

সভামণ্ডপের দৃশ্য

বহুদিন হইতে ঢাকাবাসিগণ যে অভূতপূর্ব্ব, অশ্রুতপূর্ব্ব ও অদৃষ্টপূর্ব্ব সংশিক্ষা-প্রদর্শনী দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠায় দিনাতিপাত করিতেছিলেন, গত ৬ই জানুয়ারী সন্ধ্যা ৬ টার সময় সেই প্রদর্শনী গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজক আচার্য্যবর্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক উন্মুক্ত হইয়াছে। প্রদর্শনী-ক্ষেত্রের ঠিক কেন্দ্রস্থলে একটী গোলাকার মণ্ডপ রচিত হইয়াছিল এবং সেই মণ্ডপটী বহুমূল্য-বস্ত্রাদি-দ্বারা মণ্ডিত ও বৈদ্যুতিক আলোক সুশোভিত হওয়ায় তৎপ্রতি দর্শকগণের চিত্ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল। সভাপতির বহুমূল্য আসনখানি একটী উচ্চস্থানে সংরক্ষিত হইয়াছিল; লতা-পুষ্পাদি-দ্বারা সুসজ্জিত মণ্ডপটীর দৃশ্য অতি মনোরম হইয়াছিল।

সজ্জনগণের আচার্য্য-সম্মান

নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই সভা-মণ্ডপটী স্থানীয় শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মহিলা ও সজ্জনবৃন্দের দ্বারা পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সভায় মহিলা ও পুরুষের সংখ্যা প্রায় চারিশত হইয়াছিল। সমাগত সজ্জনবৃন্দের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার মিঃ ল্যাংলি (Mr Langley), ঢাকার কলেজসমূহের প্রিন্সিপাল ও অধ্যাপকগণ, ঢাকা মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান, ইন্স্পেক্টর অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট এবং সেসন জজ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, সবজজ, স্কুল-ইন্স্পেক্টার প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের অব্যবহিত পূর্ব্বেই সভাপতি শ্রীল প্রভুপাদ আসিয়া উপস্থিত হইলে সমাগত সজ্জনবৃন্দ দণ্ডায়মান হইয়া আচার্য্যের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করিলেন।

প্রদর্শনীর বৈশিষ্ট্য

সভার প্রারম্ভে শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ মৃদঙ্গ করতাল-সংযোগে "শুদ্ধ-ভকত-চরণ-রেণু ভজন-অনুকূল", এই মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিলে শ্রীমদ্-ভক্তিহৃদয়-বন মহারাজ দণ্ডায়মান হইয়া সমাগত সজ্জন-মণ্ডলীকে অভ্যর্থনা করত ইংরাজী ভাষায় বলেন,—যে প্রদর্শনী দর্শন করিবার জন্য আপনারা দয়া করিয়া এখানে আসিয়াছেন, ইহা সাধারণ-ভাবে অনুষ্ঠিত কোন জাগতিক প্রদর্শনীর মত নহে। আপনারা এখানে যাহা দর্শন করিবেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে আপনাদিগের নিকট নূতন বলিয়া বোধ হইবে। এই প্রকার প্রদর্শনীর ধারণা কোন দিন কোন যুগে কেহ কখনও করিতে পারেন নাই। আচার্য্যবর্য্য সভাপতি মহোদয় জীবের প্রতি পরম করুণার বশবর্ত্তী হইয়া এইরূপ পারমার্থিক প্রদর্শনী আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাদ্বারা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই পরমার্থ-জীবনে মঙ্গল লাভ করিতে পারিবেন। সমস্ত সাত্বত শাস্ত্রের সিদ্ধান্তগুলি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এই প্রদর্শনীতে পরিস্ফুট হইয়াছে। অন্যান্য জাগতিক প্রদর্শনীর মত ইহাতে নিজেন্দ্রিয়তোষণের কোন কিছু পাইবেন না। তবে যাঁহারা পরমার্থ-পথে বাস্তব সত্যের সন্ধানে ব্যাকুল, তাঁহারা এই প্রদর্শনী-দ্বারা প্রচুর পরিমাণে লাভবান্ হইবেন। জড়-রাজ্যের মত বাস্তব রাজ্যে কোন বিরোধ নাই, কারণ সেখানে ভোক্তা একজন, সকলেই এই একমাত্র ভোক্তার তৃপ্তি-সাধনে চেষ্টাযুক্ত; এখানে কিন্তু ভোক্তার বহুত্ব থাকায় প্রতি পদে পদে পরস্পর বিরোধ সংঘটিত হইতেছে এবং অশান্তির আগ্নেয়গিরিতে জীবকুল দগ্ধীভূত হইতেছে। এই প্রদর্শনীটী একটী সং বা রঙ্ তামাসা নয়; অনিত্য মঙ্গলের রাজ্য হইতে কি-প্রকারে আমরা নিত্য মঙ্গলের রাজ্যে, সেই বাস্তবসত্যের রাজ্যে যাইতে পারি, তাহার সন্ধান প্রদর্শনের জন্যই এই অভূতপূর্ব্ব প্রদর্শনী আবিষ্কৃত হইয়াছে।

"প্রদর্শকের অভিভাষণ"

শ্রীমদ্ বন মহারাজের অভ্যর্থনা-কৃত্য শেষ হইবার পর সভাপতি শ্রীল প্রভুপাদ প্রায় এক ঘণ্টাকাল একটী অভিভাষণ প্রদান করেন। সেই অভিভাষণটী "প্রদর্শকের অভিভাষণ" নামে মুদ্রিত হইয়া পুস্তিকাকারে প্রকাশিত ও সভাস্থলে বিতরিত হইয়াছে। অভিভাষণটী খুব দীর্ঘ হইয়াছিল, এবং সেই অভিভাষণে সভাপতি মহোদয় এইরূপ প্রদর্শনীর জন্ম ইতিহাস বর্ণন করিয়া প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। প্রদর্শনী-দর্শনের যোগ্যতা কাহাদের এবং কিরূপ চক্ষে প্রদর্শনী দেখিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে অনেক গভীর গবেষণামূলক বক্তৃতা করেন। সভাপতি মহোদয়ের অভিভাষণটীর মর্ম্ম সময়ান্তরে প্রকাশিত হইবে।

প্রদর্শনী উন্মোচন

সভাপতি মহোদয়ের অভিভাষণ শেষ হইবার পর তিনি বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে সভামণ্ডপের শীর্ষদেশে একটী পতাকা উত্তোলন করিয়া দিয়া প্রদর্শনী উদ্ঘাটিত হইবার নিদর্শন প্রদান করিবামাত্র প্রদর্শনীর সমস্ত প্রকোষ্ঠের বৈদ্যুতিক আলোকগুলি (যাহা ইতঃপূর্ব্বে নির্ব্বাপিত ছিল) এক-যোগে জ্বলিয়া উঠিয়া প্রদর্শনী-ক্ষেত্রটীকে অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত করিয়া দিল। সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়া দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন।

ধন্যবাদ প্রদান

উক্ত পতাকা-উত্তোলন কার্য্য সমাধা হইবামাত্র শ্রীমদ্ বনমহারাজ ইংরাজী ভাষায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে শ্রীগৌড়ীয় মঠের পক্ষ হইতে তাঁহাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য প্রদানের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করেন। সাহায্যকারী ব্যক্তিগণের নাম

কথা—ঢাকার জেলাম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি সি প্রাঙ্গ আই-সি-এস্, ঢাকা সদরের এস-ডি-ও মিঃ এস্ এন্ চাটার্জ্জি, পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ম্যানক, ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান রায় প্যারী লাল দাস বাহাদুর, জগন্নাথ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল রায় সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র বাহাদুর, ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস সাহা এম-এ, সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ও ব্যাঙ্কার বাবু রমানাথ দাস, ইন্‌কামট্যাক্স অফিসার বাবু মুনীশ চন্দ্র ঘটক ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী, ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটীর ইঞ্জিনিয়ার বাবু অশ্বিনী কুমার দাস বি-ই, শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস, বাবু বিরাজ মোহন দে ভক্তিভূষণ, বাবু দীনেশ চন্দ্র দে, বাবু কালাচাঁদ দাস।

এই সমস্ত সাহায্যকারি-ব্যক্তিগণকে ধন্যবাদ প্রদানান্তর তিনি সমাগত সভ্য মণ্ডলীকে ধন্যবাদ-প্রদান-মুখে বলেন— "মহানুভব সজ্জনবৃন্দ, আপনার এই দারুণ শীতের মধ্যে এত কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক যে-ভাবে আমাদিগকে বাস্তব মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইবার জন্য উৎসাহিত করিতে এখানে আসিয়াছেন, তজ্জন্য আমি গৌড়ীয় মিশনের পক্ষ হইতে আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।"

আচার্য্যমনোহভীষ্টস্থাপক স্বামী বন

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ দণ্ডায়মান হইয়া বলেন,— 'দয়া' আর 'মায়া' দুটো জিনিষের কথা আপনারা জানেন। মায়ার কাযই ভগবানকে দেখতে দেয় না; আর সেই মায়ায় আমরা বিমুগ্ধ হ'য়ে আছি। শ্রীভগবানের দয়া-মূর্ত্তি শ্রীগুরুমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ। যিনি আমাদের নিত্য প্রভুকে দেখিয়ে দেন, তিনিই গুরুমূর্ত্তি। যে জিনিষ আপনারা এখানে দেখ্‌বেন, তাহা এই অচৈতন্য-বিশ্বে জড়তার বৃদ্ধি না ক'রে চেতন-বৃত্তি জাগ্রত করবার জন্য শ্রীভগবানের স্মৃতি এনে দেবে। অন্যান্য প্রদর্শনীর মত মানুষকে সাময়িক ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির সুযোগ দিয়ে বঞ্চনা করবার মত এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য নয়। এই প্রদর্শনী আমাদের নিত্যকালের মঙ্গল এনে দেবে। শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে আচারে ও প্রচারে প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীভগবানের মনোহভীষ্ট শ্রীগুরুদেব প্রকাশ করেন। আবার শ্রীগুরুদেবের মনোহভীষ্ট তাঁহারই অন্তরঙ্গ ভক্তের দ্বারা জগতে প্রকাশিত হয়। আজ আচার্য্যবরের অন্তরের কথাটী প্রকাশ হ'য়েছে। জৈব জগতের প্রতি তাঁ'র অপার করুণা প্রকাশ হ'য়েছে, তাঁ'রই অপার-করুণা-শক্তি প্রাপ্ত শ্রীমদ্ বন-মহারাজের দ্বারা।" এই কথা বলিয়া শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ "শীত আতপ বাত বরিষণ এদিন যামিনী জাগিয়ে। বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন চপল সুখলব লাগিয়ে" এই মহাজন পদাবলীর অংশটুকু কীর্ত্তন পূর্ব্বক পুনরায় বলিতে থাকেন যে, আমরা সামান্য জাগতিক সুখের জন্য কত না কত যত্ন করে থাকি, কিন্তু আজ আমরা শ্রীমদ্ বন মহারাজের আদর্শে দেখ্‌তে পাই যে, তাঁহার শীত গ্রাহ্য নাই আর চেষ্টা নাই। রাত্রিতে দারুণ শীতে এই ময়দানে বাস ক'রে স্বীয় আদর্শ দ্বারা দেখাচ্ছেন— আমাদের এই নশ্বর অনিত্য জীবনটাকে কোন নিত্য কার্য্যে লাগিয়ে দিয়ে শ্রীগুরুদেবের মনোহভীষ্ট কিরূপভাবে সম্পাদন করতে হয়। শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে শ্রীভগবানের কাছে পৌঁছে দেন। সেই শ্রীগুরুদেবের কৃপা লাভ করতে তাঁ'র অন্তরঙ্গ ভক্তের সেবা দরকার। তাই আজ আমি সেই শ্রীগুরুদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীমদ্ বন মহারাজের সেবা প্রার্থী হ'য়ে উচ্চৈঃস্বরে তাঁ'রই জয় দান করি।

জগদ্‌গুরু-মনোহভীষ্ট-প্রকাশক বিদ্যাবিনোদ প্রভু

শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ দণ্ডায়মান পূর্ব্বক বলেন যে, একজন মহাপুরুষ ও একজন ব্রহ্মচারীর জয় গান করবার জন্যে আমি আদিষ্ট হ'য়েছি। বিষ্ণু-বৈষ্ণবের গুণ-কীর্ত্তনেই মনুষ্য-জীবনে ভগবৎ-প্রদত্ত রসনার সার্থকতা; নচেৎ ভেক জিহ্বার ন্যায় অনর্থক শব্দ করিয়া কাল-সর্পকে আহ্বানপূর্ব্বক নিজ প্রাণ নাশের সুযোগ প্রদান করা হয় মাত্র। হরিজনগণ শ্রীহরির অভিন্ন বিগ্রহ। যদি সত্য সত্যই আত্মার বৃত্তিকে জাগ্রত কর্‌তে হয়, তবে বৈষ্ণব বা হরিজনগণের গুণ কীর্ত্তন দরকার। যে মহাপুরুষের সহজ, সরল ও তেজঃপূর্ণ লেখনী আজ যুগাচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদের চেতনময়ী বীর্য্যবতী বৈকুণ্ঠবাণী জগতের দ্বারে দ্বারে প্রচারিত ও সুপ্ত আবৃত-চেতন জগৎকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে নিত্য শাশ্বত চরম মঙ্গলের দিকে লইয়া যাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে, গুরুপাদাশ্রিত সেই হরিজন আপনাদিগেরই এই ঢাকার একজন অধিবাসী। তিনি সর্ব্বস্ব শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মে সমর্পণ-পূর্ব্বক নিত্য জগন্মঙ্গলকর কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহারই লেখনীদ্বারে আপনারা এই প্রদর্শনীর দ্রষ্টব্য বিষয়-সমূহের উদ্দিষ্ট তথ্য অতি সহজ সরল ভাষায় বুঝিতে পারিবেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা মহানগরীর 'এলবার্ট'-হলে 'শ্রীচৈতন্যের দান' প্রসঙ্গে তিনি যে-সমস্ত কথা কীর্ত্তন ক'রেছিলেন, সভাপতি-সূত্রে শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ, বি-এল, পি-আর-এস্ মহোদয় ব'লেছিলেন যে বক্তা যে-সমস্ত কথা আলোচনা ক'রেছেন, তাহা হাজার হাজার বৎসর কেন, নিত্যকাল আমাদের আলোচ্য হউক। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের অপার করুণাশক্তি-প্রাপ্ত সেই শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ গৌড়ীয়-সম্পাদক মহোদয় আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র।

আদর্শ সেবক ব্রহ্মচারী হয়গ্রীব

আর একজন নিষ্ঠাবান্ গুরুকৃপাপ্রাপ্ত ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ হয়গ্রীব, যিনি প্রভুর মনোহভীষ্ট "সৎশিক্ষা প্রদর্শনী"র আনুকূল্য সংগ্রহ-চেষ্টায় আপ্রাণ পরিশ্রম করিয়া প্রদর্শনীকে সাফল্য-মণ্ডিত করিবার সহায়তা করিয়াছেন। তিনিও আমাদের ধন্যবাদার্হ। ইনি গত শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা করিয়া গুরুবর্গের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এইরূপ বৈষ্ণবগণের সেবা যেন আমি করতে পারি—ইহাই আমার প্রার্থনা।

প্রদর্শনী-প্রদর্শন

শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের বক্তৃতা শেষ হইলে পর মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়, কীর্ত্তন শেষে ইংরাজী ব্যাণ্ড বাজনা হয়। সভাপতি মহোদয়ের অভিভাষণ শেষ হইবার পরও ইংরাজী ব্যাণ্ডের বাজনা হ'য়েছিল। অতঃপর সমাগত ভদ্রমণ্ডলীকে প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের সম্মুখে লইয়া গিয়া সভাপতি মহোদয় স্বয়ং, ত্রিদণ্ডিপাদগণ এবং ব্রহ্মচারিবৃন্দ দ্রষ্টব্য-বিষয়ের উদ্দিষ্ট শিক্ষা সম্যক্‌রূপে বুঝাইয়া দেন। সমাগত ভদ্রমণ্ডলী সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর অপূর্ব্ব মহিমা উপলব্ধি করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হন। সকলেই ইহার উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া একবাক্যে ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে থাকেন।

উপসংহার

অতঃপর রাত্রি ৮টার সময় প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত হইলে বহু দর্শকবৃন্দ আসিয়া উপস্থিত হন। অধিক রাত্রিতে দ্বার বন্ধ হইবার পর যাহারা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে অগত্যা বিফল মনোরথ হইয়া ঐ রাত্রির মত ফিরিয়া যাইতে হইয়াছে।

প্রদর্শনী উদ্ঘাটন কার্য্যটী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর এবং সর্ব্ববিষয়ে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য

অনাবিল পরমার্থ-শিক্ষায় সর্ব্বসাধারণকে শিক্ষিত করাই সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য। উপনিষৎ, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থে জীবের চরম-কল্যাণপ্রদ যে-সকল শিক্ষা নিহিত রহিয়াছে, তাহা স্থূল আদর্শের দ্বারা প্রকাশ করিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রচারই সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য। প্রচলিত গণমত বা সাধারণ-ভ্রম, আপাতপ্রিয় মতবাদ ও বহির্ম্মুখতার নানাপ্রকার কপটতা নিরসন-পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা-প্রচারই সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য। সং, রঙ্গ-তামাসা, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি দেখাইয়া মানবজাতির অমূল্য সময়, শক্তি ও অর্থের অপব্যয় পরমার্থিক প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য নহে। বরং ঐসকলের যথার্থ সদ্ব্যবহারের শিক্ষা দেওয়াই প্রদর্শনীর প্রধান উদ্দেশ্য। ইহাতে জগতের সর্ব্ববিধ সমস্যা, অভাব, দুঃখ, দৈন্য, সংঘর্ষ, বিরোধ প্রভৃতি অমীমাংসিত বিষয়সকলের সুন্দর সমাধান, সচিত্র ও সজ্জিত শ্রবণ ও দর্শন করিলে সকলেই পাইতে পারিবেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ গত ২রা জানুয়ারী লক্ষ্ণৌ-নিবাসী সিভিল ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত পরমেশ্বরী দাস মহাশয়ের গৃহে প্রহ্লাদ মহারাজের "কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ" শ্লোকের ব্যাখ্যা মূলে মনুষ্যজন্মের দুর্লভতা ও তদ্দ্বারা ভাগবত-ধর্ম্মের অনুশীলন করিলেই উহার সার্থকতা হয়—ইহা নানাপ্রকার শাস্ত্র-যুক্তি সহকারে কীর্ত্তন করেন।

একমাত্র ভাগবত-ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম অনিত্য। তাহাতে ভব-ভয়-ভঞ্জন হইতে পারে না। কিন্তু ভাগবত-ধর্ম্ম শোকমোহ-ভয়াপহারক। তাহার বিনাশ নাই, যেহেতু অর্জ্জুনের দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করাইয়াছেন যে, "কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"। কিন্তু কর্ম্ম, জ্ঞান, যাগ অথবা অন্যান্য দেবদেবীর ভজনাদির জন্য এরূপ কোন অভয়বাণী কীর্ত্তন করেন নাই।

ভাগবতধর্ম্ম ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম দেহ ও মনোধর্ম্ম নামে কথিত। যাহা জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম, তাহাই সনাতন ধর্ম্ম, নিত্য-ধর্ম্ম, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম, সাত্বত-ধর্ম্ম প্রভৃতি নামে কথিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উক্তি হইতেও জানা যায়—

'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।"

কৃষ্ণদাস্যই জীবের নিত্যধর্ম্ম, তদ্ব্যতীত স্ব-স্বরূপে অবস্থান হইতে পারে না।

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা নদীয়া প্রকাশ

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত — ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র — ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড — ১৷৵০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) — ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) — ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব — ১৷৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য — ১৷৵০
৭। ভজনরহস্য — ৷৷০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) — ১৲
ঐ (আবাঁধা) — ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) — ২৲
ঐ (আবাঁধা) — ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) — ২৲
ঐ (আবাঁধা) — ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য — ৷৷০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) — ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) — ৷৷০
১৪। জৈবধর্ম্ম — ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) — ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার — ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) — ৷৷৵০
ঐ (বাঁধা) — ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন — ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) — ১৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) — ৷৷০
ঐ (আবাঁধা) — ১৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা — ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) — ৵০
২৩। গীতমালা — /১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য — ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড — ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) — ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ — ৷০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ — ৷০
২৯। শরণাগতি — /০
৩০। গীতাবলী — /০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ — ১৷৷০
৩২। সাধনকণ — /০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — /০
৩৪। নবদ্বীপশতক — /০
৩৫। অর্থপঞ্চক — /০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ — /০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) — /১০
৩৮। অর্চ্চনকণ — ১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) — ৷৷০
ঐ (আবাঁধা) — ৷/০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) — ৭৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা — ৷৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) — ১৲
ঐ (আবাঁধা) — ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ — ৷০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ — ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় — ৷০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী — ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) — ২৲
ঐ (আবাঁধা) — ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? — /০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) — ৷০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর — ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ — ৵০
৫২। সাধ্যবাণী — /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্দর্শনম্ — ৷৷০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ — ৷০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ — ৷০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ — ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ — /০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ — ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ — ৷৷০
৬০। নামভজন — ৷০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ডস্ — ১৵০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু — ৷০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ — ৷০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং — /০
৬৫। দি ভাগবত — ৷০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন — ৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা — ২৷৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) — ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি — ৷৷০
৭০। সাধন পথ — ৷০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু — /১০
৭২। গীতাবলী — /০
৭৩। শরণাগতি — /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি — /০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধিপাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া
৯। বাসুদেবগোপাল পাট কাঁঠালপুলি, চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটী, (বর্দ্ধমান)
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাযোড়া, রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু, হাওড়া
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ রুক্মিণীপুর, চকালদা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মান্দ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ চটকপর্ব্বত, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ দুমুরকুণ্ডা, খানডুব।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ আগস্তকুণ্ড, কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য।
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

	নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১।	শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	ঢাকা
২।	শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	ঢাকা
৩।	শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	চম্পহট্ট
৪।	শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫।	শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৬।	শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	লক্ষ্ণৌ
৭।	শ্রীভক্তিকেবল সাগর	কলিকাতা
৮।	শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	ঢাকা
৯।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০।	শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ঢাকা
১১।	শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মান্দ্রাজ
১২।	শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩।	শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	ঢাকা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! **সুবর্ণ সুযোগ!!**

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা **শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে** অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ। রায় বাহাদুর রায়সাহেবের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রোফেসার, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন রঙের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) রয়েল বাঁধাই মূল্য ১॥০ ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এতদ্রূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত সুলভে মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা অগ্রিমকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এন্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অত্যল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা
প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়
ঠিকানা :—শ্রীমাধব গৌড়ীয় পত্র সাহিত্যমন্দির
১৪০২ ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৵০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

কৃপাম্বুধিবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অচর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ' 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবাসভবনে, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সম্পূর্ণ রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—জ্ঞান ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীনবদ্বীপধাম মায়াবাদ, শ্রীগৌর নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ; শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অশোকমভয়ম্ অমৃতাধারম্ প্রবণৈকবেদ্য" অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুপ্রীতির শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৷৶০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২॥০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম

কর্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতীয়

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ॥০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব প্রকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বন্দোবস্তের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৴৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৴৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৷৴০ আনা।

মিটিংএর নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

বকেয়া হরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ৷০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, আশা প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালা[illegible]

[illegible] অ[illegible] মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ভোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, প্যাকিং ৷৴০ আনা, বোতল ১৷৴০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন [illegible]ঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩০	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭-৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৩-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৮, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫-৩১	৯-৫	১২-১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩৭	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪৫	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৫
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কারাদণ্ড

ঢাকা জেলার কংগ্রেস কমিটির ললিত-মোহন সেন এবং সুধীরচন্দ্র দে, মণীন্দ্রচন্দ্র দে, কালীপদ দে এবং বিভূতিভূষণ দে আইন অমান্য আন্দোলনের বার্ষিক উৎসবে মুন্সীগঞ্জের মহকুমা হাকিমের এজলাসে অভিযুক্ত হন। উঁহাদের ৬ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

মারামারি

বোম্বাই পি এণ্ড ও 'চিত্রা' ষ্টীমারের নাবিক পাঠানদিগের মধ্যে একটা ভীষণ সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। সংবাদ পাইয়া পুলিশ ষ্টীমারে উপস্থিত হয় এবং ৩ জন আহত লোককে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে।

সাংহেসের মাবুক এবং ফায়ুরম্যান আব্দুল খালাম দুরমহম্মদের মধ্যে কলহের ফলে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। দুর-মহম্মদ এই অভিযোগ করে যে, সাংহেস কায়ারম্যানগণ হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু সাংহেস ঐ অভিযোগ অস্বীকার করে।

বিজ্ঞান কংগ্রেস

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হইয়াছে। কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে হইবে। ডাঃ এম, এন, সাহা আগামী অধিবেশনে সভাপতির কার্য্য করিবেন।

মৃত্যুবরণ

তমলুক মহকুমার যে সকল নরনারী চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ করিতে দৃঢ়সংকল্প হইয়া পিউনিটিভ এলাকা ছাড়িয়া সুন্দরবন ও অন্যান্য স্থানে চলিয়া গিয়াছিল, নিকৃষ্ট আবহাওয়ার মধ্যে অর্থাভাবে, অনাহারে ও চিকিৎসার অভাবে তাহাদের মধ্যে ১৭ জন পুরুষ, ৩৬ জন নারী এবং ৩০ জন বালকবালিকা মারা গিয়াছে।

গ্রেপ্তার

বোম্বাইএ মিঃ গান্ধীর প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুত প্যারীলাল অর্ডিনান্স অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাঁহাকে বাইকুল্লার সংশোধনাগারে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

কলিকাতায় কংগ্রেস কর্ত্তৃত্ব

ভিজাগাপত্তনের নাগরিকগণ কলিকাতার মেয়র ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছেন।

অভিনন্দন পত্রের উত্তরে ডাঃ বিধান-চন্দ্র রায় বলেন, গত দশ বৎসর ধরিয়া কলিকাতা কর্পোরেশন কংগ্রেসপন্থীদের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে কর্পোরেশনের কার্য্য নির্বাহ পথে যে সকল আইন-গত প্রতিবন্ধক আছে তাহা সত্ত্বেও কংগ্রেসদল গঠনমূলক কার্য্যে যতটুকু সাফল্য লাভ করিয়াছেন তাহা প্রকৃতই গৌরবের।

ডাঃ রায় কংগ্রেসের পরিচালনাধীনে কলিকাতা কর্পোরেশন কোন্ কোন্ বিষয়ে কতটুকু উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহা বিবৃত করেন।

তিনি বলেন, ১৯২৪—২৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কর্পোরেশনের অধীনে ২৫টী প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল, বর্ত্তমানে ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ২৩০টীতে দাঁড়াইয়াছে। ঐ সকল বিদ্যালয়ে ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্ক ৪০ হইতে ৪৫ হাজার বালকবালিকা অধ্যয়ন করিয়া থাকে। কর্পোরেশন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৭০ হইতে ৭৫ হাজার বালক বালিকার শিক্ষালাভের ব্যবস্থা আছে।

১৯২৪—২৫ খৃষ্টাব্দে কর্পোরেশন চিকিৎসা বাবদ সাড়ে চার লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেন; বর্ত্তমানে ঐ ব্যয় ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া বাৎসরিক বার লক্ষ টাকা হইয়াছে।

৩জন গ্রেপ্তার

জাতীয় পতাকা লইয়া চাঁদপুর সহরে মদ বন্ধ ও বিদেশী পণ্য বর্জ্জন প্রচার করিবার অভিযোগে শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র রায়, শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীযুত যোগেশ-চন্দ্র পালকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাব

মিঃ আর, এ, কান্নিকর এম, এল, সি, নোটীশ দিয়াছেন যে, মধ্যপ্রদেশ ব্যবস্থাপক সভায় আগামী অধিবেশনে তিনি নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি উত্থাপন করিবেন:—

১। বর্ত্তমান ভারত-শাসন আইনের ৫২এ ধারামতে বেরারকে একটি পৃথক প্রদেশ করিতে হইবে।

২। বন্দিগণ ও তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎেচ্ছু লোকদের মধ্যে সাক্ষাৎ সম্পর্কে যে কড়াকড়ি আছে তাহা দূর করিতে হইবে।

৩। একজন একজিকিউটিভ কাউন্সিলার ও একজন মন্ত্রীর পদের উচ্ছেদ করিতে হইবে।

কারাদণ্ড

যশোহর জেলা কংগ্রেস কমিটির শ্রীমতী কিরণবালা দেবী, শ্রীযুত গোপালচন্দ্র মজুমদার, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কেশব-চন্দ্র সেন ও অনীলচন্দ্র সেন তিনমাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

পুণা চুক্তি

বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে পুণা চুক্তির সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য হিন্দুদের এক সম্মেলন হইবে।

অস্পৃশ্যদের মন্দিরে প্রবেশের অধিকার সম্বন্ধে আইনগত অধিকার ও প্রচলিত আচার সম্বন্ধে ভারতীয় সেবক সমিতির বোম্বাই প্রাদেশিক সভা এক বিবৃতি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষে কখনও সামাজিক আচার চিরস্থায়ী ছিল না; উক্ত আচারের মধ্যে বহু পার্থক্যও আছে। সনাতনী ও প্রাচীনপন্থী আইন-পরামর্শদাতাগণ মানব সমাজের ও ব্যষ্টি ব্যক্তিবিশেষের মৌলিক অধিকারের উপর ঘা দিয়াছেন।

অস্পৃশ্য ও দলিতদের উপর কর আরোপ করার বিপত্তির দিক দেখাইতে গিয়া বলা হয় যে, এদেশের সনাতনী সম্প্রদায় জানেন না যে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও অন্যান্য অনেক দেশে যদিচ কোনও বড় সম্প্রদায় গীর্জাকে দান করেন, উহা যদি দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধ ব্যবহৃত হয়, তবে উহা বাজেয়াপ্ত হইয়া যায় এবং বাজেয়াপ্ত সম্পত্তিকে সাধারণের কার্য্যে ব্যবহার করা হয়। গোঁড়ার দলের কি ইচ্ছা যে আমাদের দেশের লোকগণ ঐ প্রকার দাবী করেন?

স্বদেশী সঙ্ঘ

বালুঘাটের স্বদেশী সঙ্ঘ ও অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন সঙ্ঘ শীঘ্রই কলিকাতার কেন্দ্রীয় সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

গ্রেপ্তার

চাঁদপুরের পূর্ণেন্দু মজুমদারকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহাকে ২ শত টাকা জামিনে মুক্তিদান করা হইয়াছে। চাঁদপুর পুলিশ তাহার বাটীতে খানাতল্লাস করিয়া বাজেয়াপ্ত কতকগুলি পুস্তক ধৃত করিয়াছে।

গোমাংসের দোকান

দিনাজপুরে একটি গোমাংসের দোকানের নিকট জনৈক হিন্দুগণ এক দেওয়ানী মামলা দায়ের করিয়া ঐ দোকান হইতে গোমাংস বিক্রয় বন্ধ করার জন্য আবেদন করিয়াছে। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যানকে ঐ দোকানটি এক উপযুক্ত স্থানে স্থানান্তরিত করিবার আদেশ দিয়াছেন।

ইংলণ্ডের ঋণ গ্রহণের কথা

গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীর মূল্য কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং পুনরায় কোম্পানীর কাগজ বাহির করিয়া ঋণ গ্রহণ করা হইতে পারে। ভারতগবর্ণমেণ্টের সিকিউরিটির মূল্যও কমিয়া গিয়াছে।

বৃষ্টি

দিনাজপুর জিলার উত্তর দিকে ভীষণ অবোধ্যধারা বৃষ্টি হইয়াছে।

কর্ত্তব্যকার্য্যে পুরস্কার

চট্টগ্রাম দাঙ্গার দোষে বিভাগীয় কমিশনারের সম্মুখে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট দুই জন মুসলমান সাম্পানওয়ালাকে পুরস্কৃত করেন। তাহারা নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়া সাম্পানে আরোহী কয়েকজনের প্রাণরক্ষা করে। প্রত্যেককে একশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়।

কর্ম্মীর মৃত্যু

কাশ্মীর কংগ্রেসকর্ম্মী চন্দ্রনারায়ণ সিংহের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি বৃদ্ধ হইয়া ও আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন।

কাশ্মীরে গোলমাল

এক মুসলমান জনতা সরকারের আদেশ অমান্য করিয়া হিন্দু উৎসব স্থান সমূহ চড়াও করে ও অপবিত্র করে। সংবাদ পাইয়া অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সদর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন।

লোহার বর্গা কড়ি
করগেটেড টিন, জানালার গরাদে
দালানের লোহার রেলিং ও থাম
বেড়া ঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি
২৭ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট ফোন ৪৪
স্থাপিত ইং ১৮৭৩ সাল কলিকাতা

দৈ নি ক

Reg No

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতি সপ্তাহে :
প্রতি ইঞ্চি ৮৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্ব বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড । সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৬০তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৮শে পৌষ বৃহস্পতিবার ১৩৩৯, ১২ই জানুয়ারী ১৯৩৩

নানা কথা

দাঙ্গার মামলা

রামগড় দাঙ্গার মামলায় তিনজন হিন্দু যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে ও অপর দুইজন দুই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। এই মামলায় পাঁচজন মুসলমান এক বৎসর করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

বিগত সেপ্টেম্বর মাসে জয়পুর রাজ্যে রামগড়ে একটি মসজিদের প্রাঙ্গনে অবস্থিত একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের অধিকার লইয়া এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে এই মামলার উদ্ভব হয়। এই দাঙ্গায় দুইজন মুসলমান নিহত হইয়াছিল।

অর্থনৈতিক সম্মেলন

দিল্লীর অধিবেশনে ভারতীয় অর্থনীতিক সম্মেলনে সভাপতি অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাষণের উপসংহারে বলেন,—

প্রাচ্যের শ্রমিক প্রেরণ সমস্যা সম্বন্ধে আন্তর্জ্জাতিক চুক্তি আবশ্যক। কিন্তু এ যাবৎ এই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। বর্ত্তমানে পৃথিবীর আয় সম্পর্কে অধিবাসীর সংখ্যায় সামঞ্জস্য নাই। এক-দশমাংশ ভূভাগে পৃথিবীর পঞ্চ-ষষ্ঠাংশ অধিবাসী বাস করিতেছে। ৯০ কোটী এসিয়াবাসী দক্ষিণপূর্ব্ব এসিয়ায় ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করিতেছে। উহার ষষ্ঠাংশ ভূভাগে ৭৫ কোটী শ্বেতাঙ্গ বাস করিতেছে। এসিয়ার জনগণ চতুর্দ্দিক গমন করিতেছে, কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ ও পূর্ব্ব আফ্রিকায় ভারতীয় শ্রমিকের গমন নিষিদ্ধ। ইংরাজ সাম্রাজ্যের মধ্যে সাম্রাজ্যের সুবিধা সম্পর্কে একটি চুক্তি হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজাধিকৃত অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় শ্রমিক প্রেরণ সমস্যার সমাধান অদ্যাপি হয় নাই।

সার জর্জ্জ সুষ্টার বলেন, বাণিজ্য ও অন্যান্য বিষয়ে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্নরূপ অবনতি হইয়াছে। কিন্তু ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সরকারের অবলম্বিত নীতিতে সরকারের অর্থ সম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। তিনি বলেন, হিসাব দৃষ্টে জানা যায়, ভারতের আমদানী বিশেষ বৃদ্ধি হইয়াছে। বস্ত্র ও রেশমের আমদানী অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, ঐ সকল দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধি হইয়াছে।

গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষ পর্য্যন্ত ডাকঘরের ক্যাশ সার্টিফিকেটের বিক্রী অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ঐ সময়ের মধ্যে ৮ কোটি ১৭ লক্ষ টাকার ক্যাশ সার্টিফিকেট বিক্রী হইয়াছে। গত বৎসর যে টাকার ক্যাশ-সার্টিফিকেট বিক্রী হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা উহা ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা অধিক।

উপসংহারে সার জর্জ্জ সুষ্টার ব্যক্তিগত ভাবে প্রস্তাব করেন যে, ভারতের অবস্থা সম্বন্ধ হিসাব সংগ্রহ করা ভারতীয় অর্থনীতিক সমিতির কর্ত্তব্য। তিনি বলেন, উহাতে নূতন শাসনপদ্ধতির কার্য্যে বিশেষ সুবিধা হইবে। উহাতে ভারতের ভবিষ্যৎ অর্থনীতির বিশেষ উপকার হইবে। তিনি বলেন, সরকার এই বিষয়ে আন্তরিক সাহায্য করিতে অভিলাষী।

অধ্যাপক জইন বলেন, ভারতের সমস্যা বিভিন্ন প্রকৃতির। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, রাজনীতিক অসন্তোষ ও বিচ্ছেদ, বিদেশী পণ্য বর্জ্জন ও বেকার সমস্যার অত্যধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। এই সকল বিষয় জনসাধারণের মঙ্গলের ক্ষতি করিয়াছে। সেগুলি চলিতে থাকিলে, নূতন সমস্যার উদ্ভব হইবে। তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, ভারতে অর্থ সমস্যার অনুসন্ধানের সুবিধা নাই।

পূর্ব্ববঙ্গে এই প্রথম

অদ্বিতীয় ! অদৃষ্টপূর্ব্ব !! কল্পনাতীত !!!

ঢাকার পুরাণাপল্টনের মাঠে

বিরাট্ সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী

গত ২২শে পৌষ, ৬ই জানুয়ারী হইতে আরম্ভ হইয়াছে

২৭শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত থাকিবে

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকেরই পরম শিক্ষাপ্রদ

সকলের যোগদান প্রার্থনীয়

আসুন ! এই পরম সুযোগ গ্রহণ করুন

মহিলাদের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত আছে।

পলাতকের খোঁজে

পুলিস নলচিতি থানার অন্তর্গত বড়াইকরণের শ্রীযুত ভুবনমোহন রায় চৌধুরী ও ডাঃ আনন্দমোহন রায় চৌধুরী এল, এম, এসের বাড়ীতে হানা দেয়। টর্চ্চ লাইট জ্বালিয়া সকল ঘর খানাতল্লাস করা হয়। দুইজন ইউরোপীয় পুলিশ কর্ম্মচারী ও গোয়েন্দা বিভাগের কয়েকজন কর্ম্মচারী খানাতল্লাস করে।

হাতীর কাণ্ড

কানপুর জেলায় একটি হাতী উন্মত্ত হইয়া, একজন লোককে নিহত এবং আর একজন লোককে আহত করিয়াছে।

নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৮শে পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৯।

ভারতের জাতীয়তাবাদী কাগজওয়ালারা গান্ধীজীর মুক্তির জন্য ব্যগ্র। তাঁহাদের ধারণা এই যে, শাসন কর্তৃপক্ষের আয় ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুতে, মন্দির প্রবেশে, ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র প্রণয়নে, সারা ভারতব্যাপী অর্থাভাব দূরীকরণে, হত্যা, ষড়যন্ত্র টেক্স বন্ধ আন্দোলন অনশন ব্রত অবলম্বন প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারের মীমাংসা সুন্দররূপেই হয় যদি গান্ধীজী এবং দেশের অন্যান্য কর্ম্মিগণকে বিনাসর্ত্তে মুক্তি দেওয়া হয়।

গবর্ণমেণ্ট উভয় সমস্যায় পড়িয়াছেন, কর্তৃপক্ষ গান্ধীজীর স্বাস্থ্য অটুট রাখিবার জন্য তাঁহাকে বন্দী করিয়াছিলেন—একথা বোধ হয় পাঠক বিস্মৃত হন নাই। বর্ত্তমানে তিনি যদি আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিয়া স্বাস্থ্য ভঙ্গ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সুস্থ রাখিবার দায়িত্ব কে গ্রহণ করিবেন তাহা নির্ণয় না করিয়া গান্ধীজীর মুক্তি কামনার অর্থ কি তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এমন অবস্থায়, যদি যদি তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিবেন না এরূপ প্রতিশ্রুতি না দেন, তাহা হইলে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া অসম্ভব।

গবর্ণমেণ্ট স্পষ্টই বলিতেছেন যে, বর্ত্তমানে তাঁহাকে মুক্তিদান করা যাইতে পারে না। তবে কারণটা খুলিয়া বলিলেই ভাল হয়, কারণ কেন তাঁহাকে বন্দী করা হয় তাহা বোধ হয় সকলের মনে নাই।

রাজবন্দীদের মুক্তির কথাবার্ত্তা হওয়া সম্পর্কেও যে সমস্ত গুজব রটে সরকার পক্ষ হইতে যথা সময়ে তাহার প্রতিবাদ করা হয়, সুতরাং এবিষয়ে বেশী আলোচনা করিবার বিশেষ আবশ্যকতা অনুভূত হয় না।

দেশের লোকের হৃদয়ের উপর গান্ধীজীর কতটা প্রভাব এবং রাজনৈতিক ও রচনাত্মক পরিবর্তনে কংগ্রেসের স্থান কত বড় তাহা সরকার বাহাদুরের অজ্ঞাত নহে। আজ যদি আইন অমান্য আন্দোলনের উপকারিতা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে তাহার স্থায়িত্ব আর কত দিন' তাহা সকলেই বুঝেন। সুতরাং ন্যায়ই হউক আর অন্যায়ই হউক গবর্ণমেণ্ট গান্ধীজী ও আইন অমান্য আন্দোলনে তাঁহার সহকর্ম্মীদিগকে বন্দী রাখিতে বাধ্য। এবিষয়ে কোন অনুরোধ বা যুক্তি কার্য্যকরী হইবে না এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আয়র্লণ্ডে কস্‌গ্রেভের দলের সহিত ডি ভেলেরার দলের বিষম সঙ্ঘর্ষ চলিতেছে। কস্‌গ্রেভ এবং ডি ভেলেরা উভয়েই চাষী প্রজাদিগকে স্ব-স্ব দলে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। কস্‌গ্রেভের দল তিন দিনের মধ্যেই কৃষককুলের দুর্দ্দিনের অবসান করিতে পারেন, এই কথা বলিতেছেন।

ভেলেরা গবর্ণর জেনারেল ও তাঁহার অনুচরবর্গের খরচ ২৭ হাজার পাউণ্ডের পঞ্চ ষষ্ঠাংশ কমাইয়াছেন। তিনি ইংলণ্ড রাজের অধীনতাসূচক শপথ গ্রহণের বিরোধী এবং আয়র্লণ্ডকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদানেচ্ছু।

উভয় দলের লোক সংখ্যা প্রায় সমানই ছিল; তবে শ্রমিক দল ভেলেরাকে সাহায্য করায় তিনি কস্‌গ্রেভের নিকট পরাজিত হন নাই, বর্ত্তমান প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কে জয়লাভ করিবে তাহা দেখিবার জন্য সমগ্র জগৎ উৎসুক। ভাবী জয় পরাজয়ের উপর আয়র্লণ্ডে ইংলণ্ডের প্রভুত্ব অনেকটা নির্ভর করিতেছে।

বর্ত্তমানে রেলওয়ে ধর্ম্মঘট, শ্রমিক সঙ্ঘ প্রভৃতির বিষয় আমরা প্রায়ই পাঠ করি। এই সমস্ত দ্বারা অনেক অশান্তি, অনেক অনেক অসুবিধা উদ্ভূত হইতেছে। জাতিসঙ্ঘও এই বিষয়ে খুব মনোযোগী হইয়া উঠিয়াছেন।

কারণ নাশ না হইলে কার্য্য নাশ হয় না। আমরা যদি ইতিহাসের নিরপেক্ষ আলোচনা দ্বারা শ্রমিক জগতের, তথা শিল্প ও বাণিজ্য জগতের অশান্তির কারণ নিরূপণ করিয়া প্রতিকারের চেষ্টা করি, কেবলমাত্র শাসক সম্প্রদায়কে গালি দিয়া আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইল মনে না করি এবং শাসক সম্প্রদায় কেবলমাত্র দমননীতি অবলম্বন না করিয়া যদি অশান্তির কারণ ধ্বংসে মনোনিবেশ করেন, যদি তরুর মূল কাটিয়া তাহার শাখায় জল না দিয়া তরুর মূল রক্ষা করিয়া তাহাতে জল সিঞ্চন করেন তাহা হইলেই সুফল প্রত্যাশা করা সম্ভবপর হয়।

যখন কোন দেশে কৃষির প্রাধান্য লোপ পাইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশ শিল্পপ্রধান অর্থাৎ কারখানাপ্রধান হইয়া উঠে। সেই সময় ব্যষ্টি তথা সমষ্টিগত লোকের জীবনের ধারা বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠে। এই কারণে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ডে একটা দ্রুত সামাজিক পরিবর্ত্তন হয়। নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধ হওয়ায় আরও সামাজিক ওলট পালট হয়। বর্ত্তমানে জার্ম্মাণ যুদ্ধের ফলে যে পরিবর্ত্তন হয়, তাহার মূল সেই সময়ে।

যখন কারখানার যুগ আরম্ভ হইল, তখন শ্রমিকদের স্বহস্তে প্রস্তুত দ্রব্যের ব্যবসায় নষ্ট হইল এবং তাহারা দলে দলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কারখানায় জীবিকা উপায়ের জন্য সমবেত হইল। প্রথমে এই সমস্ত কারখানা নদীর তীরে নির্ম্মিত হইত, কারণ জলস্রোত হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া কারখানার প্রয়োগ করিতে হইত। অতঃপর বাষ্পীয় শক্তি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে নদীর প্রয়োজন কমিয়া গেল এবং সহরের সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল।

কারখানাওয়ালারা স্বার্থসাধনের জন্য শ্রমিকদিগকে অতিরিক্ত পরিশ্রমের পরিবর্ত্তে অত্যল্প বেতন দিত। শ্রমিকদিগকে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপ পুঞ্জের ক্রীতদাস অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিতে হইত। স্ত্রীলোক ও শিশু জাতীয় শ্রমিকগণের অবস্থা শোচনীয় ছিল।

১৮১০ সালের পর হইতে শ্রমিকগণের দুর্দ্দশা অনেকের মনোযোগ আকর্ষণ করিল এবং তাহারা নিজে 'ট্রেড্ ইউনিয়ন, গঠিত করিয়া আপনাদের অবস্থার উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিল। ইহাই শ্রমিক সঙ্ঘ নামে পরিচিত।

দুইটী বিভিন্ন দল স্থাপিত হইল বর্ত্তমানে মূলধনওয়ালা ও কারখানাওয়ালাদিগকে 'ক্যাপিটাল' এবং যাহারা কারখানার, কলে, খনিতে কাজ করে তাহাদিগকে 'লেবার' বলিয়া অভিহিত করা হয়। অবস্থাপার্থক্য থাকায় উহাদিগকে যথাক্রমে 'প্লুটোক্রাট' বা লক্ষ্মীমন্ত এবং 'প্রোলিটারিয়াট' বা লক্ষ্মীছাড়াও বলা হয়। কিন্তু আর বোধ হয় এ পার্থক্য রক্ষা হয় না। তাই এই পরিবর্ত্তনের যুগে ভীষণ অশান্তি।

চীন-জাপান যুদ্ধে ইউরোপ এবং আমেরিকার লোক উদাসীনের ন্যায় ব্যবহার করিতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু তাহা কতদূর সত্য সে সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে।

জগতের সর্ব্বত্রই ইউরোপ ও আমেরিকার স্বার্থ জড়িত; কিন্তু জাপানের হুমকিতে সকলেই যেন নিস্তব্ধ।

ভারত জাপানের অধীন নয়, তথাপি ইংরাজের এই খাস মহলে জাপান কিরূপে স্বীয় ব্যবসায় বিস্তার করিতেছে, তাহা সকলেই দেখিতে পাইতেছেন; ইংরাজ যেন ক্রমশই ভারতীয় ব্যবসায়ে সঙ্কুচিত, বিতাড়িত এবং বিধ্বস্ত হইতেছেন। জাপানকে কোন কথা বলিবার সাহস নাই।

সেই জাপান যদি কোনও ক্রমে একবার চীনে একচেটিয়া ব্যবসায় স্থাপন করে, সঙ্গীনের খোঁচার জোরে যদি চীনকে জাপানী মাল কিনিতে বাধ্য করে, তাহা হইলে জাপান সমুদয় শ্বেত-জাতিকেই পঙ্গু করিয়া রাখিবে।

যখন জগতের সমস্ত জাতিই ব্যবসায় নিজের হাতে রাখিবার জন্য ব্যস্ত, সেই সময় একমাত্র ইংলণ্ডই অবাধ বাণিজ্যের পতাকা সগর্ব্বে উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান ছিল; কিন্তু আজ সেই ইংলণ্ডই সংরক্ষণ শুল্ক বসাইয়া আত্মরক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত।

জগতে অর্থনৈতিক ঐক্য সাধনের ফলে প্রাচ্যদেশসমূহ কাঁচা মাল সরবরাহ করিত এবং প্রতীচ্য দেশসমূহ তাহা হইতে কারখানার দ্রব্য প্রস্তুত করিত; কিন্তু আজ বৃটিশ সাম্রাজ্য, চীন জাপান এবং অবশিষ্ট জগৎ এই তিনটী ব্যবসায় সঙ্ঘ গঠিত হইতে চলিয়াছে। তাহার মধ্যে প্রথমটী অটোয়া চুক্তির দ্বিতীয়টী চীনজাপান সমরের এবং তৃতীয়টী ঘটনাচক্রের ফল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে এই বিভাগই যে শেষ তাহারও স্থিরতা নাই। ব্যবসায় জগতের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া না আসিলে সাহস করিয়া কিছু বলা অসম্ভব।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ. } ১ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৬ ২৮শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১২ই জানুয়ারী ইং ১৯৩৩ বৃহস্পতিবার ২৬০তম সংখ্যা

মাধব-গৌড়ীয় মঠ

সাধারণ মহোৎসব

ঢাকা ১০।১।৩৩

পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নেতৃত্বে গত জয়া জয়ন্তী মহাদ্বাদশীর পারণ দিবস ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক সাধারণ মহোৎসব সুচারুরূপে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সহস্র সহস্র ব্যক্তি মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া ধন্য হইয়াছেন। দরিদ্রগণকেও আকণ্ঠ পুরিয়া বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদত্ত হইয়াছে। বেলা ১০ ঘটিকা হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। এবারকার উৎসবে 'সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী' বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করিয়াছে। এতৎপ্রদেশে এই প্রকার পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ অভিনব প্রদর্শনী এই প্রথম। ইহাতে পরমার্থ-রাজ্যের যাত্রিগণের আশাতিরিক্ত উপকার হইবে। এবার মাধ্ব-গৌড়ীয় মঠের সুদীর্ঘ মহোৎসবকালে শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং ঢাকাতে উপস্থিত থাকিয়া নিরন্তর হরিকথা-কীর্ত্তনদ্বারা শুশ্রূষুগণের বিশেষ উপকার করিয়াছেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১লা জানুয়ারী ১৯৩৩, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ লক্ষ্ণৌ-নিবাসী সিভিল ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুত পরমেশ্বরী দাস মহাশয়ের ভবনে হিন্দি ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। ইঞ্জিনিয়ার বাবু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথায় শ্রদ্ধা বিশিষ্ট বলিয়া তিনি স্বামিজীকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারের কথা কীর্ত্তন করিতে প্রার্থনা জানাইলে স্বামিজী অন্যান্য জন্মাপেক্ষা মনুষ্য জন্মের শ্রেষ্ঠতা এবং তদ্দ্বারা শ্রীহরিভজন করিলেই তাহার শ্রেষ্ঠতা, নতুবা অনন্ত কাল যমদণ্ড ও ত্রিতাপ-জ্বালায় জর্জ্জরিত হইতে হয়, এই সকল কথা কীর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য বর্ণন করেন।

গত ১৫ই পৌষ শুক্রবার দিবস শ্রীশ্রী-বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রবর্ত্তক ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম পরমহংস-কুল মুকুটমৌলি শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর অপ্রকট তিথি উপলক্ষে দিল্লী শ্রীগৌড়ীয় মঠে বিশেষরূপে উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে।

প্রাতে মঙ্গলারাত্রিকের পর মঠের ব্রহ্মচারিবৃন্দ শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টক, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও উষাকীর্ত্তনাদি সম্পাদন করত "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর" এই বিপ্রলম্ভ-ভাবময়ী গীতিকাটী গান করেন। তৎপর মঠরক্ষক শ্রীপাদ ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিবিবেক মহোদয়, শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচার ও বহুবিধ ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়ন দ্বারা জগজ্জীবের যে পরম কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে প্রায় দুই ঘণ্টা কালব্যাপী একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বক্তৃতান্তে বেলা প্রায় ১২ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর ভোগারাত্রিক হইলে উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে বিচিত্রতা-পূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠের মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিবিবেক প্রভু শ্রীমঠে প্রত্যহ সন্ধ্যারাত্রিকান্তে সাত ঘটিকা হইতে নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

বহু উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি পাঠে যোগদান করিয়া ব্রহ্মচারীজীর সুসিদ্ধান্ত-বাণী শ্রবণে আনন্দিত হইয়া সকলেই তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে ব্রহ্মচারিগণ অতি সুললিতকণ্ঠে নিত্য-লীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত শরণাগতি, কল্যাণকল্পতরু, গীতকণ্ঠমালা প্রভৃতির ভক্তি-গীতি ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন।

বিগত ১৪ই পৌষ বৃহস্পতিবার, শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী সেবক সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে, শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা ও গীতির পর শ্রীমদ্ভাগবতের ৫ম স্কন্ধ ৮ম অধ্যায়ের অবশিষ্টাংশ পাঠ হয়। মহারাজ ভরত মৃগরক্ষায় অত্যাসক্তিবশতঃ মৃগ জন্ম লাভ করিয়া হরি-বিস্মৃতির দেশে উপস্থিত হইলেও পূর্ব্ব জন্মে নিষ্কপট ভজনের ফলে পূর্ব্ব-কথা অর্থাৎ তাঁহার পতনের কারণের কথা মোটেই বিস্মৃত হন নাই। তখন তিনি পরিতাপ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"হায় কি কষ্ট! আমি ধীর (মুনি) জনের পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছি! কারণ আমি স্ত্রী-পুত্রাদির সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন পুণ্যারণ্যে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় হইয়াছিলাম এবং সর্ব্বজীবের আত্মস্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবের বিষয় শ্রবণ, মনন সংকীর্ত্তন, আরাধন ও অনুস্মরণাদি সর্ব্বাঙ্গে অভিনিবেশ দ্বারা যাম-সকলের সফলতা সম্পাদনপূর্ব্বক বহুদিন অতিবাহিত করিয়া চিত্তকে তাঁহাতেই সম্যগ্‌রূপে স্থাপিত ও সুস্থির করিয়াছিলাম; কিন্তু পুনরায় সেই মনই মৃগশাবকে অভিনিবিষ্ট হইয়া তাঁহা হইতে অতি দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।"

এই প্রকারে মৃগত্ব প্রাপ্ত সেই ভরতের মনে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইলে, তিনি তাহা অপ্রকাশিত রাখিয়া স্বীয় মৃগী মাতাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক যেখানে মৃগ-জন্ম লাভ করিয়াছিলেন, তথা হইতে ভগবৎক্ষেত্র পুলহাশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন এবং সঙ্গ-দোষভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া নিঃসঙ্গ অবস্থায় মৃগ-দেহাবসানকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে থাকিলেন। অনন্তর মৃগাসক্তি-জন্ম দেহাবসানকাল উপস্থিত হইলে তীর্থোদকে স্বীয় কলেবরের অর্দ্ধাংশ নিমজ্জিত করিয়া ঐ মৃগশরীর পরিত্যাগ করিলেন।

সঙ্গদোষাশঙ্কা সকলেরই আছে। সেই জন্য নিঃসঙ্গ না হইলে চিত্ত স্থির হয় না; কিন্তু আমরা যে অবস্থাটীকে নিঃসঙ্গ মনে করি, তাহা আরও ভয়াবহ; কারণ আমার প্রবৃত্তিগত কামক্রোধাদি আমার সঙ্গেই আছে। একমাত্র সাধুজনের সঙ্গেই ভগবৎক্ষেত্রে বাস, হরিক্ষেত্রে বাস, নির্জ্জন বাস হইয়া থাকে; তাহাতে প্রবৃত্তিগত কামক্রোধাদি ও ইন্দ্রিয়বর্গের চাঞ্চল্যের বা স্বতন্ত্রতার অবকাশ থাকে না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১ মাধব আদি কারণে দশামী

গত ৬ই ডিসেম্বর সন্ধ্যাকালে ঢাকা পুরাণ পল্টনের মাঠে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় যুগাচার্য্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সংশিক্ষা প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন, পাঠকগণ এসংবাদ পাইয়াছেন। ঐদিন রাত্রি ৮টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত সাধারণ দরজা বন্ধ হইবার পরেও অনেক ভদ্রলোক প্রবেশ-অধিকার না পাওয়ায় বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন।

প্রদর্শনীর দ্বার-উদ্ঘাটন-সভায় বহু শিক্ষিত অধ্যাপক, অধ্যক্ষ প্রভৃতি পণ্ডিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণটী শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত ও বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যের নিকট হইতে পরমার্থ-জগতেরূপ পথে যে এবম্প্রকার একটা নূতন আলোক পাওয়া যাইবে, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মালোকের অভাবে ইহা তাঁহারা সভায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে স্বপ্নেও চিন্তা করিতে পারেন নাই।

উপস্থিত সভাবৃন্দের মধ্যে অনেকেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক ও পণ্ডিত ছিলেন। 'প্রদর্শকের অভিভাষণ' শ্রবণ-পূর্ব্বক তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন,—"আজ আমাদের এত কালের অর্জ্জিত ও সঞ্চিত ধারণার-মূলে একটা আঘাত লাগিল—আমাদের চিন্তাস্রোতে একটা বিপ্লব উপস্থিত হইল। আমরা ধর্ম্মার্থকামের বশবর্ত্তী হইয়া জাগতিক অভ্যুদয়বাদী হইতেছি, না হয় মুক্তিকামী হইয়া মোক্ষবাঞ্ছা করিতেছি; কিন্তু ভুক্তি ও মুক্তি-বাঞ্ছা—দুইটীই যে হেয় ও তুচ্ছ এবং উহারা আমাদের পক্ষে পিশাচী সদৃশ এরকম কথা শুনিবার সুযোগ আমাদের কখনও হয় নাই। সভাপতি মহোদয় আজ আমাদিগকে একটী নূতন আলোকের কথা জানাইলেন।

ঐসমস্ত শিক্ষিত সভ্যগণকে যখন প্রদর্শনীর প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের সম্মুখে লইয়া গিয়া দৃশ্য বস্তুর বিবরণ ও তন্মূলে যে সমস্ত শিক্ষা শাস্ত্রে গুহ্যভাবে অন্তর্নিহিত আছে, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া হয়, তাহা শুনিয়া তাঁহারা অত্যন্ত চমৎকৃত ও মুগ্ধ হইয়া যান। প্রদর্শনীর দৃশ্য বস্তুসমূহ যেরূপভাবে সজ্জিত ও মনোমোহকর হইয়া শাস্ত্রসমূহের গুহ্য তাৎপর্য্য সকলকে পরিস্ফুট করিয়া দিতেছে, তাহা চিন্তাশীল বিবেকী সম্প্রদায়ের নিকট একটা নূতন অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার সন্দেহ নাই।

অধ্যাপক-সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে এরূপ মন্তব্যও শোনা গিয়াছে যে, শাস্ত্রসমূহ যেরূপ অগাধ ও অনেক স্থলে পরস্পর বিরোধ-মতাবলম্বী এবং বর্ত্তমান কলিযুগের মানবের পরমায়ু যে-প্রকার অল্প, তাঁহাতে আবার অন্ন-সমস্যা ও জীবন রক্ষার সমস্যা যেরূপ ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতেছে; তাহাতে মানবের পক্ষে শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করিয়া প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সুযোগ খুব কম লোকেরই ভাগ্যে ঘটে।

মানুষ ভোগ-রাজ্যে যেরূপ উন্মত্তভাবে দৌড়িতেছে এবং নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য যেরূপ ব্যস্ত, তাহাতে তাহার শাস্ত্র পাঠ করিয়া ধর্ম্মালোচনার সময় হয় না বা তজ্জন্য সে চেষ্টাও করে না। তদ্ব্যতীত যে-সব লোক অশিক্ষিত, তাহারা ত, শাস্ত্র কথা কিছুই জানিতে পারে না। এই অবস্থায় এই জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের আচার্য্যদেব যে কৌশলটী আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা খুবই সমীচীন হইয়াছে।

চিকিৎসক সম্প্রদায় চিনির আবরণ দিয়া রোগীকে তিক্ত ঔষধ সেবন করাইয়া তাহার মঙ্গল বিধানের চেষ্টা করিয়া থাকেন। সংশিক্ষা-প্রদর্শনীতে যে-সমস্ত দৃশ্যগুলির অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা মানুষের নয়নেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিদায়ক। ভবরোগগ্রস্ত ব্যক্তিসকলও ইন্দ্রিয়তৃপ্তির লোভে প্রদর্শনী দেখিতে আসিয়া নিত্য বাস্তব সত্য বস্তুর সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া লাভবান্ এবং অবশেষে রোগমুক্ত হইতে পারিবেন। ভবরোগের চিকিৎসক—যিনি এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন, আমরা তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রদর্শনী উন্মুক্ত হইবার দিন "প্রদর্শনীর দৃশ্য-বিবরণ" নামক পুস্তিকাখানি প্রেস হইতে ছাপা হইয়া না আসায় দর্শকবৃন্দের যে অসুবিধা ঘটিয়াছিল, তৎপর দিবস হইতে তাহা দূরীভূত হইয়াছে। গত ৭ই জানুয়ারী হইতে প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে ঐ পুস্তকখানি মাত্র এক আনা ভিক্ষায় প্রদত্ত হইতেছে। ঐ পুস্তিকাখানি অতি সহজ ও সরল ভাষায় লিখিত হইয়া অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিগণের পর্য্যন্ত বোধগম্য করা হইয়াছে। উহাতে প্রত্যেক দৃশ্য বস্তুর সম্বন্ধে বিবরণ ও পরে তাহার নীচে দৃশ্য বস্তু হইতে শাস্ত্রের কি শিক্ষা, তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

প্রদর্শনী উন্মোচনের সংবাদ চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইতে থাকায় ক্রমশই দর্শকবৃন্দের ভিড় বাড়িতেছে। গত শনিবার প্রথম দিন হইলেও প্রায় দুই হাজার দর্শকের সমাবেশ হইয়াছিল। বিবরণ-পুস্তিকা প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও দর্শকগণকে বুঝাইয়া দিবার জন্য মঠের ব্রহ্মচারী ও সেবকগণ বহু পরিশ্রম করিতেছেন। উক্ত দিবস দেখা গিয়াছে যে, ধর্ম্ম ও জাতি নির্ব্বিশেষে ঢাকা সহরের লোকসকল এই প্রদর্শনীতে যোগদান করিতেছেন।

ঢাকার বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে একটা মতভেদ থাকিলেও দেখা যাইতেছে যে, তাঁহারা সে-সমস্ত উপেক্ষা করিয়া এই প্রদর্শনীতে যোগদান করিতেছেন এবং প্রদর্শনীর মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়া উৎসাহের সহিত তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবগণকে এই প্রদর্শনী দেখিবার জন্য প্ররোচিত করিবেন বলিয়া মত প্রকাশ করিতেছেন। সে-দিন ঢাকা নবাব-পরিবারের কোন ব্যক্তি প্রদর্শনী দেখিতে আসিয়া খুব সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং এইরূপ শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ সকলেরই শিক্ষা করা উচিত, এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। এই প্রদর্শনী উপলক্ষে ঢাকা সহরে একটা বিশেষ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। 'সত্যমেব জয়তি নানৃতম্।'

ঢাকা সংশিক্ষা প্রদর্শনী

নিয়মাবলী

(১) প্রত্যহ প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রদর্শনীর দ্বার সাধারণের প্রবেশের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।

(২) প্রদর্শনীর আনুকূল্যের জন্য প্রত্যেক দর্শনার্থীকে প্রাতঃ ৮টা হইতে সন্ধ্যা ৫টা পর্য্যন্ত /০ আনা, তৎপরে ৵০ আনা দিতে হইবে এবং প্রদর্শনীর দ্বারে উহার নিদর্শন ফেরৎ দিতে হইবে।

(৩) প্রদর্শনীর মধ্যে পুরুষ ও মহিলাগণের জন্য পৃথক্ গমনাগমনের পথ থাকিবে। প্রত্যেককেই স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে হইবে।

(৪) প্রদর্শনীর মধ্যে বা চতুষ্পার্শ্বে কেহ ধূমপান, কিম্বা অপ্রাসঙ্গিক ও অশিষ্ট আলাপ করিতে পারিবেন না।

(৫) একস্থানে অধিক ভিড় করিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া বা ঘেরার উপর উঠিয়া দেখিতে পারিবেন না, অথবা দৃষ্টস্থানে পুনরায় ফিরিয়া আসিবেন না।

(৬) নির্দ্দিষ্টসংখ্যক লোক বহির্গত হইলে পরবর্ত্তী দর্শনার্থিগণ দ্বাররক্ষকের বা স্বেচ্ছাসেবকগণের নির্দ্দেশ অনুসারে প্রদর্শনীতে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

(৭) প্রদর্শনীর দ্বারে কোন প্রকার গণ্ডগোল করিতে পারিবেন না, অথবা কোন সংক্রামক ব্যাধি লইয়া ভেতরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। আবশ্যক হইলে পুরুষ ও মহিলাগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট পৃথক্ পৃথক্ বিশ্রাম-মণ্ডপে পুরুষ ও মহিলাগণ বিশ্রাম করিতে পারিবেন।

(৮) দৈবানুরোধে বা আবশ্যক বোধ করিলে প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষ যে-কোন দিন যে-কোন সময়ে প্রদর্শনীর দ্বার বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন বা নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

(৯) প্রয়োজন বোধ করিলে প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষ কোন দিন বা সময় কেবলমাত্র মহিলা বা কেবলমাত্র পুরুষের জন্য নির্দ্ধারিত করিতে পারিবেন।

(১০) ভিড়ের মধ্যে কেহ নিজের সঙ্গী হারাইলে অথবা কোন শিশু হারাইয়া গেলে অনুসন্ধান-অফিসে অবিলম্বে খবর দিবেন।

দ্রষ্টব্য। সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর আদর্শ-সমূহের প্রতিপাদ্য বিষয় বুঝিতে হইলে প্রত্যেকেরই একটি **প্রদর্শনীর বিবরণপুস্তক** সংগ্রহ করা আবশ্যক। উহা সকলেই সামান্য ব্যয়ে প্রদর্শনীর দ্বারে পাইতে পারিবেন।

শ্রীনাম-মহিমা

৩৩। নাম সূর্য্য-সম, নাশে মায়া-অন্ধকার।
মেঘ-কুজ্ঝটিকা নামে ঢাকে বার বার॥
জীবের অজ্ঞান আর অনর্থসকল।
কুজ্ঝটিকা মেঘরূপ হয়ত প্রবল॥
কৃষ্ণনাম-সূর্য্য চিত্ত-গগনে উদিল।
কুজ্ঝটিকা-মেঘ পুনঃ তাহাকে ঢাকিল॥
নামের যে চিৎস্বরূপ তাহা নাহি জানে।
যে অজ্ঞান কুজ্ঝটিকা অন্ধকার আনে॥
সদ্‌গুরু সম্বন্ধজ্ঞান করিয়া অর্পণ।
অভিধেয়রূপে করান নামানুশীলন।
নাম-সূর্য্য স্বল্পকালে প্রবল হইয়া।
অনর্থ কুজ্ঝটিকা দেন তাড়াইয়া॥
প্রয়োজন তত্ত্ব তবে দেন প্রেম ধন।
প্রাপ্ত-প্রেম জীব করে নাম সংকীর্ত্তন॥
(হরিনামচিন্তামণি)

৩৪। নাম-সংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্ব-শুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥
সংকীর্ত্তন হইতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্‌গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্‌গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণ-প্রাপ্তি সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন॥
(চৈঃ চঃ অন্ত ২০ অধ্যায়)

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। কৃষ্ণগুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত.

- ১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত — ৫৲
- ২। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌,—সমগ্র — ৪০৲
- প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
- একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড — ।৶০
- ৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) — ৫৲
- ৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) — ১৲
- ৫। গৌড়ীয়-গৌরব — ।৶০
- ৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য — ।৶০
- ৭। ভং নরহস্য — ॥০
- ৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) — ১৲
- ঐ (আবাঁধা) — ৸০
- ৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
- ঐ (বাঁধা) — ২৲
- ঐ (আবাঁধা) — ১৸০
- ১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
- ঐ (বাঁধা) — ২৲
- ঐ (আবাঁধা) — ১৸০
- ১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য — ॥০
- ১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) — ২৲
- ১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) — ॥০
- ১৪। জৈবধর্ম্ম — ২৲
- ১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) — ৸০
- ১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার — ২৲
- ১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) — ।৶০
- ঐ (বাঁধা) — ৸০
- ১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন — ৶০
- ১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) — ।৶০
- ২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) — ॥০
- ঐ (আবাঁধা) — ।৶০
- ২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা — ৸০
- ২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) — ৶০
- ২৩। গীতমালা — /১০
- ২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য — ৵০
- ২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড — ৵০
- ২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) — ৶০
- ২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ — ।০
- ২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ — ।০
- ২৯। শরণাগতি — /০
- ৩০। গীতাবলী — /০
- ৩১। চিত্রে নবদ্বীপ — ১॥০
- ৩২। সাধনকণ — /০
- ৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — /০
- ৩৪। নবদ্বীপশতক — /০
- ৩৫। অর্থপঞ্চক — /০
- ৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ — /০
- ৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) — /১০
- ৩৮। অর্চ্চনকণ — /১০
- ৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) — ॥০
- ঐ (আবাঁধা) — ।/০
- ৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারি খণ্ড) — ১৲
- ৪১। ব্রহ্মসংহিতা — ॥০
- ৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) — ১৲
- ঐ (আবাঁধা) — ৸০
- ৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ — ।০
- ৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ — ৸০
- ৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় — ।০
- ৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী — ।০
- ৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) — ২৲
- ঐ (আবাঁধা) — ১৸০
- ৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? — /০
- ৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)
- ৫০। শ্রীভুবনেশ্বর — ৵০
- ৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ — ৶০
- ৫২। সাংখ্যবাণী — /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

- ৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ — ॥০
- ৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ — ।০
- ৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ — ।০
- ৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ — ৶০
- ৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ — /০
- ৫৮। সারাংশবর্ণনম্ — ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

- ৫৯। রায় রামানন্দ — ॥০
- ৬০। নামভজন — ।০
- ৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ — ।৶০
- ৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু — ।০
- ৬৩। বৈষ্ণবীজম্ — ।০
- ৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং — /০
- ৬৫। দি ভাগবত — ।০
- ৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন — ।০
- ৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা — ২॥০
- ৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) — ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

- ৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি — ॥০
- ৭০। সাধন পথ — ।০
- ৭১। কল্যাণ-কল্পতরু — /১০
- ৭২। গীতাবলী — /০
- ৭৩। শরণাগতি — /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

- ৭৪। শরণাগতি — /০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া প্রকাশ

প্রাপ্তির স্থান

- ১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
- ২। শ্রীযোগপীঠ — ঐ
- ৩। শ্রীবাস-অঙ্গন — ঐ
- ৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন — ঐ
- ৫। কাজীর সমাধিপাট — ঐ
- ৬। আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
- ৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
- ৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া
- ৯। বালগোপাল পাট কাঁঠালপুলি, চাকদহ,
- ১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটী, (বর্দ্ধমান)
- ১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
- ১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাযোড়া, রাজগাঁথ বর্দ্ধমান
- ১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
- ১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু. হাওড়া
- ১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড, ঢাকা
- ১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
- ১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।
- ১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
- ১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চকলিধা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
- ২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
- ২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রাজাপেট্টা, মাদ্রাজ
- ২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী
- ২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
- ২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
- ২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সগড়ার, পুরী।
- ২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।
- ২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ চুমুরকুণ্ডা, মানভূম।
- ২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ আগস্তকুণ্ড, কাশী।
- ২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
- ৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।
- ৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
- ৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য.
- ৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।
- ৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

	নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১।	শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	ঢাকা
২।	শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	ঢাকা
৩।	শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	চম্পহট্ট
৪।	শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫।	শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৬।	শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	লক্ষ্ণৌ
৭।	শ্রীভক্তিকেবল সাগর	কলিকাতা
৮।	শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	ঢাকা
৯।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০।	শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ঢাকা
১১।	শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১২।	শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩।	শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	ঢাকা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা!   সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। বাহাদুর রায়সাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্তন অধ্যাপক, বেদান্তরত্ন মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) রয়্যাল বাঁধাই মূল্য ২৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশি হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।

(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙ্গে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পরমার্থিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।/০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ' 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাম্য আনন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মুক্ত-বিগ্রহ-

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাম ধর্ম্ম, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্ম-ধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজ প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মা[ত্র]

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌ[র] নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকৃ[ষ্ণ] ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-নিচয় ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকাপেক্ষা ও সত্যাশ্রয় শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতা[র] আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রী[মদ্] ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নি[ত্যত্ব] —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মা[ত্র]

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজের শ্রবণে কর্ত্তব্য" অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিশ্বদর্শন শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নি[বেদন]' বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য সপ্ত কৌস্তভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২।০ টাকা মা[ত্র]

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম্ম

ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চ এবং কোর্টের যাবতীয়।

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ॥০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বন্দোবস্তের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী চাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৵০ আনা।

মিটিংএর নোটীশ বহি—১ খানা ॥০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা

জন্মের চাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর চাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মকদ্দমার দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ॥০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কাবকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলীর পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ভোটিনোকদের সমাপ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়. ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে. বি. দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭ ৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০ ৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০ ৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫·৪০, ৯-২৯, ১২-২০, ১৬-৪ এবং ১৮·৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫·৩১	৯-৫	১২ ১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫ ৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩১	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫·৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫·৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬·১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নেতাদের মুক্তি

গোল টেবিল বৈঠকের কার্য্য সমাপ্ত করিয়া স্যার তেজবাহাদুর এবং মিঃ জয়াকর প্রভৃতি ভারতবর্ষে রওয়ানা হইয়াছেন।

লণ্ডন পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে স্যার তেজবাহাদুর বলিয়া আসিয়াছেন, ভাবী শাসনসংস্কার সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মতামত সরকারী দলিলে প্রকাশিত হইবার পর ভারতের উদার নৈতিক দলের পক্ষ হইতে কংগ্রেসের সহিত একবার পরামর্শ করা দরকার। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইলে উদারনৈতিকগণ তাহা কংগ্রেসের দ্বার গ্রহণ করাইবার চেষ্টা করিবেন। এই উপলক্ষে মহাত্মা গান্ধী এবং অন্যান্য কংগ্রেস-নেতাদের সহিত আলোচনা করিবার প্রয়োজন হইবে। জেলের মধ্যে এরূপ আলোচনায় নানা অসুবিধা ঘটিতে পারে, এই কারণ দেখাইয়া স্যার তেজ বাহাদুর বৃটীশ কর্ত্তৃপক্ষকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন যে, এসময়ে যেন কংগ্রেসের নেতাদিগকে মুক্তি দেওয়া হয়।

জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটীর কাজে কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ যোগদান করুন, এরূপ অভিপ্রায় লর্ড স্যাঙ্কি এবং ভারত-সচিব স্যার স্যামুয়েল হোরও ব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং স্যার তেজবাহাদুরের অনুরোধ অনুসারে বৃটী গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই মহাত্মার কারামুক্তির কথা বিবেচনা করিতে পারেন, এইরূপ সম্ভাবনা দেখিয়া ইতোমধ্যে ভারতের এবং বিলাতের সংবাদপত্রে নানাপ্রকারে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

বিলাতের শ্রমিক দলের মুখপত্র "ডেলি হেরাল্ড" প্রচার করেন যে, নববর্ষে প্রথমেই মহাত্মা ও কংগ্রেস নেতাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে। উক্ত পত্রিকায় এরূপ সংবাদও প্রকাশিত হয় যে, শীঘ্রই বড়লাট লর্ড উইলিংডন পদত্যাগ করিবেন এবং অতঃপর সম্ভবতঃ লর্ড লোথিয়ান ভারতের বড়লাট হইয়া আসিবেন।

বড়বাজার ডাকাতি

রামচন্দ্র খান্নাকে ডাকাতির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করায় হাইকোর্টের দায়রা জজ মিঃ পিয়ারসন তাহার প্রতি দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

গত ৩রা আগষ্ট রাত্রিতে খান্না আরও ৩ জনকে সঙ্গে লইয়া বটতলা ষ্ট্রীটে একজন ব্যবসায়ীর গদি আক্রমণ করে এবং দোকানদারকে মারপিট করিয়া ১৭৫৲ টাকা লইয়া চলিয়া যায়। দোকানদারের চীৎকার শুনিয়া কনেষ্টবল বরমাদ সিং ডাকাতদের পশ্চাদ্ধাবন করে। পলায়নের সময় খান্না কনেষ্টবলের উপর দুইবার গুলী করে। তথাপি কনেষ্টবল পাছে পাছে দৌড়ায় এবং আসামীকে গ্রেপ্তার করে। অপর তিন জন পলাইয়া যায়।

খানাতল্লাস

গোয়েন্দাবিভাগের কর্ম্মচারী কয়েকজন কনষ্টেবলসহ বরিশাল জিলা কংগ্রেস কমিটীর ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুত রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে খানাতল্লাস করে। শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা কুমারী অনিলা দেবীর গাত্রবস্ত্রাদিও তল্লাস করা হয়।

পুলিস একটি মসিচাপড়া একফলা ভোজালী ছুরি, বিনয় বসু, দীনেশ গুপ্ত, রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও অপর একজন অপরিচিত বালিকার ছবি, বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'বলশেভিক বিদ্রোহ,' কাজি নজরুল ইসলামের 'ফণীমনসা,' ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়ের 'চলার পথে,' প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'লেনিন ও সোভিয়েট' এবং মদন ভৌমিকের 'আন্দামানে দশ বৎসর' হস্তগত করিয়াছে।

বেশ্যা গৃহে বন্দী

নেপাল শিকদার জোড়াবাগানের অতিরিক্ত অস্থায়ী প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন করেন যে, রাণীবালা নামক একজন স্ত্রীলোক উক্ত শিকদারের জামাতা জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরীর মূল্যবান দ্রব্যাদি আত্মসাৎ করিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে বে-আইনীভাবে আটক করিয়া রাখিয়াছে তাহাকে। সেস্থান হইতে মুক্তি করা হউক। জ্ঞান চৌধুরী একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার। জ্ঞানচন্দ্র কলিকাতাতে রাণীবালা নামক স্ত্রীলোকটীর কাছে যাইত তাহার অনেক টাকা পয়সা আছে জানিতে পারিয়া রাণীবালা কয়েকজন লোকের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে আটক করিয়া রাখে এবং তাহার কোন আত্মীয় স্বজনের সহিত দেখা করিতে দেয় না। জ্ঞানচন্দ্র পক্ষাঘাতের রোগী। স্ত্রীলোকটির ঘরে সে শয্যাগত আছে। শ্বশুর জামাতাকে স্ত্রীলোকটীর নিকট হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু স্ত্রীলোকটী ও তাহার দলের লোক বাধা দেয় এবং মারপিটের ভয় দেখায়।

ম্যাজিষ্ট্রেট জ্ঞানচন্দ্রকে আদালতে হাজির করেন এবং শ্বশুর যদি ১৫০৲ টাকায় জামীন দেয় তবে জ্ঞানচন্দ্রকে জামীনে ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য পুলিসকে আদেশ দেন।

ময়মনসিংহ কোর্ট

আজিমা বেগম নামে এক বিবাহিতা বালিকাকে অপহরণের অভিযোগে হাকিম নিয়ামুল হক, হাকিম আব মহাম্মদ ও হাকিম মহম্মদ আব্দুল হবিব অভিযুক্ত হইয়াছে।

কয়েকজন সাক্ষীর সাক্ষ্যাদিতে প্রকাশ পায় যে, বালিকাটির বয়স ১৬ বৎসরের কম। বিবাহের পর সে তাহার পিতার সহিত বাস করিতেছিল। উহাদের বাড়ীর চার তলায় বাস করিত। প্রথম আসামী ঐ বাড়ীর ঠিক বিপরীত দিকের বাড়ীর নীচের তলায় থাকিত। উহাদের উভয়ের মধ্যে কিছুদিন পর্য্যন্ত প্রেমপত্র বিনিময় চলে, তৎপর একদিন ভোরে মেয়েটাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। বৃদ্ধ পিতা কিছুকাল ব্যর্থ অনুসন্ধান করিয়া পুলিশে খবর দেন। পুলিশ তদন্ত প্রসঙ্গে আবিষ্কার করে যে, প্রথম আসামীও মেয়েটির সঙ্গে-সঙ্গেই নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে। অতঃপর তদন্তে প্রকাশ পায় যে, আসামী খড়্গপুরে মেয়েটীর সহিত এক সপ্তাহকাল স্বামী স্ত্রীরূপে বাস করিয়াছে। তৎপর ঢাকায় মাসখানেক ঐভাবে বসবাস করিয়াছে। পুলিশ প্রথম আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়া কলিকাতায় আনে। অপর আসামীদ্বয়কে ও গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। আদালতে বালিকা প্রকাশ করে যে প্রথম আসামীর সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল।

মুক্তিলাভ

খেজুরী থানা রাজনৈতিক সম্মেলনের দ্বিতীয় সভাপতি ভগবতচন্দ্র গিরি, নগেন্দ্রনাথ আচার্য্য, মহাদেব কর্ম্মকার, রাখালচন্দ্র মাইতী, হরিপদ মাইতী, লক্ষ্মীকুমার সাহু, প্রসন্নকুমার বাগ ও সুশান্তকুমার মল্লিক মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

ষ্টার অব ইণ্ডিয়ার ক্ষমাপ্রার্থনা

মিঃ জে, উব্রিট হল হাইকোর্টে এই মর্ম্মে এক আবেদন করেন যে, "ষ্টার অব ইণ্ডিয়া" নামক সহরের একখানি সংবাদপত্রের সম্পাদক মিঃ হেনরী জর্জ ফ্রান্সিস তাহার গত ১ই ডিসেম্বরের কাগজে একটা সংবাদ প্রকাশ করিয়া আদালতের অবমাননা করিয়াছেন, আবেদনের ফলে হাইকোর্ট সম্পাদক মিঃ ফ্রান্সিসের উপর কেন তাঁহার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ আনীত হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবার রুলজারী করেন।

মিঃ ফ্রান্সিস বিনা সর্ত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করায় এবং মামলা নিষ্পত্তির তারিখ হইতে এক সপ্তাহের মধ্যে আবেদনকারীর এটর্ণীর নিকট খরচ বাবত ৩৮৩৲ দিবেন স্বীকার করায় শুক্রবার দিন বিচারপতি মিঃ প্যাটার্সন ঐ রুল খারিজ করিয়াছেন।

প্রতিশোধ

সোফিয়ার রাজপ্রাসাদের বহির্ভাগে বাজার "ম্যাকিডোনিয়া" পত্রিকার সম্পাদককে আজানফ নামে একটি লোক গুলী করিয়া হত্যা করে। আজানফ নিজেও আহত হইয়া হাসপাতালে যায়। হাসপাতালে কয়েকজন পুলিস আজানফকে পাহারা দিতে থাকে। আজানফ ভুল বকিতেছিল। একটী নার্স আসিয়া সযত্নে তাহার বিছানা পরিষ্কার করিয়া দিয়া রোগীকে তিনবার গুলী করে। ইহা ৩ জনকে হত্যার প্রতিশোধ।

অর্ডিনান্সের প্রয়োগ

বাগেরহাট কলেজের প্রথম বার্ষিকী শ্রেণীর ছাত্র ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীকে বঙ্গীয় অর্ডিনান্স অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ফিলিপাইনের স্বাধীনতা

আমেরিকা যুক্ত রাজ্যের সিনেট ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের স্বাধীনতা বিল পাশ করিয়াছে। বিলের প্রধান প্রস্তাব এই, যে বিল আইনে পরিণত হইলে উহা ফিলিপাইন ব্যবস্থাপক পরিষদ কর্ত্তৃক সমর্থিত হওয়া চাই। সমর্থিত হইলে ২১ বৎসর কাল স্বাধীনতার জন্য দেশকে প্রস্তুত হইবার সময় দেওয়া হইবে। তৎপর পূর্ণ স্বাধীনতা।

দ্বীপ হইতে রপ্তানী মালের উপর আমেরিকা ট্যাক্স বসাইতে পারিবে।

অফিস প্রত্যাবর্ত্তন

আজানবাড়ী কংগ্রেস অফিস পুলিসের অধিকারে ছিল। পুলিস উহা মালিককে প্রত্যর্পণ করিয়াছে।

দৈনিক

Reg No C. 1544.

নদীয়া-প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

৭ম খণ্ড । সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি । ২৬১তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৯শে পৌষ শুক্রবার ১৩৩৯, ১৩ই জানুয়ারী ১৯৩৩

পূর্ব্ববঙ্গে এই প্রথম

অদ্বিতীয় ! অদৃষ্টপূর্ব্ব !! কল্পনাতীত !!!

ঢাকায় পুরানাপল্টনের মাঠে

বিরাট্ সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী

গত ২২শে পৌষ, ৬ই জানুয়ারী হইতে আরম্ভ হইয়াছে

২৭শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত থাকিবে

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকেরই পরম শিক্ষাপ্রদ

সকলের যোগদান প্রার্থনীয়

আসুন ! এই পরম সুযোগ গ্রহণ করুন

মহিলাদের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত আছে।

নানা কথা

স্পেনে বিপ্লব

বিদ্রোহে ক্যাটালোনিয়ার সর্ব্বত্র সংঘর্ষের ফলে সর্ব্বসমেত দশজন নিহত, একুশ জন আহত এবং বাইশজন গ্রেপ্তার হইয়াছে।

বার্সিলোনায় পাঁচজন নিহত এবং চৌদ্দজন আহত হয়। আহতদের মধ্যে এক মহিলা পথ চলিবার সময় আহত হন। বিদ্রোহীরা সকল সরকারী অট্টালিকা অধিকার করিবার চেষ্টা করে কিন্তু পুলিস তাহাদের প্রতিহত করে। পূর্ব্বাহ্নে প্রস্তুত না হইয়া অসময়ে বিদ্রোহ আরম্ভ করা হয় এবং বিদ্রোহীদের সহিত পুলিসের ভীষণ সংগ্রামের পরে বেলা সাড়ে তিনটার সময় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

লেরিদায় চারিজন নিহত এবং চারিজন আহত হয়।

জেলে বলপ্রয়োগ

আলিপুর রাজনৈতিক ডাকাতি মামলার আসামী ঠাকুর সিং জেল ওয়ার্ডারের বিরুদ্ধে প্রহারের অভিযোগ করে। ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়াছেন—"জেলের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার ভার জেল কর্ম্মচারীদের। এই জন্য প্রয়োজন হইলে তাঁহারা বলপ্রয়োগও করিতে পারেন; তাল কারণ না থাকিলেও ইঁহারা যে বন্দীদের সহিত রূঢ় আচরণ সচরাচর করিয়া থাকেন, ইহা আমার মনে হয় না। বাদী অভিযোগ করিতেছে যে, তাহাকে মারা হইয়াছে। যদি মারাই হইয়া থাকে, তবে প্রহার থাইবার মত আচরণও সে নিশ্চয় করিয়াছিল।"

বোম্বাইএ দাঙ্গা

বোম্বাইএর নর্থব্রুক গার্ডেনের মাঠে একদল বালক ক্রিকেট খেলা করিতেছিল। একটী বল কি রকমে একজন পাঠানের গায়ে লাগে। তাহা হইতে বচসা এবং ক্রমে হাতাহাতি ও দাঙ্গা হওয়ায় দুইজন মুসলমান ও একজন হিন্দু নিহত, ১৮ জন হিন্দু ৭ জন মুসলমান এবং একজন পার্শী আহত হয়।

সহরের সর্ব্বত্র ত্রাসের সঞ্চার হওয়ায় কতক দোকান পাট বন্ধ হয়; কিন্তু পুলিশ এবং সৈন্যদিগের তৎপরতায় শীঘ্র শান্তি স্থাপিত হয়।

ব্যাপার এরূপ বিশ্রী দাঁড়ায় যে ঘটনার উৎপত্তিস্থল হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে জনতা ট্রাম থামাইয়া একজন পার্শীকে প্রহার করে। কয়েকটী হিন্দু ও মুসলমান পল্লীতেও গোলযোগের আবির্ভাব হয়। সহরের ঐ একস্থানেই যে জনতা ট্রাম আটক করে তাহা নহে। অনেক স্থানেই অনুরূপ ব্যাপার ঘটে।

ব্যারিষ্টারের কারাদণ্ড

বারশালের কংগ্রেস কমিটীর কর্ম্মী ব্যারিষ্টার মিঃ জি, পি সিংহ গতকল্য ১৮ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও ২৫০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। অর্থদণ্ড অনাদায়ে তাঁহাকে আরও ছয়মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত সিংহ [illegible] কার্য্যাবলী পরিদর্শন করিয়া দেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়াছেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর ব্যয় সংক্রান্ত কার্য্যের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া লীগে তিনি ভারতে কংগ্রেসকার্য্য সংক্রান্ত সংবাদ প্রেরণ করিতেন।

বিনা লাইসেন্সে রিভলভার

বিনা লাইসেন্সে রিভলভার ও টোটা রাখিবার অভিযোগে নোয়াখালি জেলায় শ্রীরামপুরের আমানিঞা ও ওয়ালীমিঞার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাহাদের প্রত্যেককে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

আসামীগণ উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে জিলা ও দায়রা জজ শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঙ্কুর দে আই, সি, এস এর আদালতে আপীল করিয়াছে।

খানাতল্লাস

আমেদাবাদে কয়েকদিন পূর্ব্বে পুলিশ কিশোর প্রিন্টিং প্রেসে খানাতল্লাস করিয়া কংগ্রেস এর কতকগুলি ছবি হস্তগত করিয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৯শে পৌষ, শুক্রবার ১৩৩৯

পাঠক অবগত আছেন যে, শিল্পজগতে ইংলণ্ডই প্রথম ব্যাপক পরিবর্ত্তন সংঘটিত করে এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সময়ে ব্যবসায় ও শিল্পজগতে ইংলণ্ডের অপ্রতিদ্বন্দ্বিত্ব ঘোষিত হয়। ইংরাজদিগের ধারণা ছিল যে, ইংলণ্ডের ব্যবসার ক্ষেত্রে সাধুত্বের যশই তাহার প্রাধান্য রক্ষা করিবে, কিন্তু যখন আমেরিকার যুক্তরাজ্য এবং জার্ম্মানি কল কারখানার কার্য্য শিক্ষা করিয়া ব্যবসায় ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল, তখন ইংলণ্ডের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই ইংলণ্ড বাণিজ্য জগতে প্রাণচাঞ্চল্যের বিভীষিকা দর্শন করিয়া জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হইতে বাধ্য হইল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে পর্য্যন্ত এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে; তাহার পরই মহাযুদ্ধ।

ইংলণ্ড বাণিজ্য জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করাই যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু যখন ইংলণ্ড এই যুদ্ধে তাহার সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়া কোনও ক্রমে জয় লাভ করিল, তখন দেখা গেল যে, আমেরিকা ব্যবসায় ক্ষেত্রে তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছে।

———

আমেরিকা এবং জাপান মহাযুদ্ধের সময় ব্যবসায় বাণিজ্যের যথেষ্ট প্রসার করিয়া লইয়াছে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্য নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য অটোয়া চুক্তি করিতে বাধ্য হইয়াছে। অটোয়া চুক্তির ফলে ভারতের কি দশা হইবে সে বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন অর্থনীতিকের ভিন্ন ভিন্ন মত, কিন্তু ইহা ব্যতীত ইংলণ্ডের আর কোন উপায় ছিল না, সে বিষয়ে মতান্তর দেখা যায় না।

———

আজ কাল সমস্ত জগতের চক্ষু চীন ও জাপানের দিকে ফিরিয়াছে। পুরাকালে চীনারা মনে করিত যে, তাহারাই একমাত্র সভ্য জাতি, গ্রীকদের ন্যায় তাহারা অপর জাতিদিগকে বর্ব্বর আখ্যা দিত। তাহারা অন্যান্য দেশে বাণিজ্যার্থ গমন করিত, কিন্তু চীনে কোন বিদেশীয়কে প্রবেশ করিতে দিতে সম্মত হইত না, তবে তাহাদিগকে উপকূল বাণিজ্যের অধিকার দিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্য্যন্ত এইরূপ ভাবেই চলিল।

———

১৮৩৯ সালে চীনারা কয়েকজন ইংরাজ ব্যবসায়ীর প্রতি অসদ্ব্যবহার করায় অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং চীন পরাজিত হইয়া ১৯৪২ সালে ইংরাজের হস্তে হংকং দ্বীপ সমর্পণ করিতে এবং ব্যবসায়ে অনেক সুবিধা দান করিতে বাধ্য হইল।

———

ইহার পরই অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি এবং আমেরিকার যুক্ত সাম্রাজ্য বলপূর্ব্বক চীনের নিকট হইতে অনেক সুবিধা আদায় করিয়া লইল; বিদেশীয় রাজদূত, ব্যবসায়ী এবং ধর্ম্ম প্রচারকের দল চীন দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশাধিকার লাভ করিল এবং ১৮৭৪ সালে ইংরাজ কন্সালের হত্যার ফলে ইংরাজেরা আরও অনেক সুবিধা আদায় করিয়া লইল এবং চীন দেশে বিদেশীয় শক্তিসমূহের আদালত স্থাপিত হইল। সেই আদালতে বিদেশীদের বিচার চলে।

———

জাপানের অবস্থাও অতকটা চীনের ন্যায় ছিল। ১৮৫৩ সালে আমেরিকার নৌ-সেনাপতি পেরি বলপূর্ব্বক জাপানে প্রবেশ করেন। কিন্তু পাশ্চাত্য সংসর্গে চীন যতটা দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, জাপান ততই সবল হইয়া উঠিল। আজ তাই চীন জাতিসঙ্ঘের নিকট অন্যায়ের প্রতিকার-প্রার্থী আর জাপান সেই জাতিসঙ্ঘকে রক্ত চক্ষু প্রদর্শন করিয়া বজ্র-নির্ঘোষে স্বীয় ক্ষমতার বাণী প্রচার করিতেছে, এবং যে আমেরিকা জাপানের উপর আধিপত্য করিতে গিয়া জাপানের চক্ষু উন্মীলিত করিল সেই আমেরিকাই আজ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সৃষ্টি করিয়া কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেছে।

———

এসোসিয়েটেড্ চেম্বর অব কমার্সের অধিবেশনে বাংলার গবর্ণর বাহাদুর বলেন, বেকার সমস্যা সম্বন্ধে বলিতে গেলে শুধু ইউরোপীয় ও এংলো ইণ্ডিয়ানদের দুরবস্থার বিষয় ভাবিলে চলিবে না। বঙ্গে বর্ত্তমান শিক্ষা সমস্যা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকগণ উচিত মত শিক্ষাও পায় না এবং কাজ করিবার সুযোগও পায় না। তাহাদের বিষয় বিশেষ করিয়া চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

———

বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেকার সমস্যা সমাধানের উপর বর্ত্তমান ভারতের রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রগতি নির্ভর করে। বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান সমূহে লিপ্ত প্রতিভাশালী ও অভিজ্ঞ ধনিকেরা এই সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া ব্যবস্থাপক সভার সাহায্যে দেশের বহু উন্নতি সাধন করিতে পারেন।

———

যে আর্থিক সমস্যায় আজ শাসক, বণিক মধ্যবিত্ত ও কৃষক সম্প্রদায় পীড়িত তাহার মূল কারণ এই যে, ক্রয়-শক্তি উৎপাদন-শক্তির উপযুক্ত অনুপাতে নাই। এই সমস্যার সমাধানে শাসক সম্প্রদায় বণিক সম্প্রদায়ের প্রতিভার সহায়তা এবং সহযোগিতা কামনা করেন। ইউরোপীয়ান চেম্বরে অব কমার্সের অধিবেশনে বাংলার সরকারের সহিত বণিক প্রতিনিধিবর্গের এইরূপ সহযোগিতার প্রয়োজন ও উপায় যথেষ্ট আছে।

———

ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে বার্ণার্ড শ বলেন যে, ভারতের অধিবাসীদিগকেই ভারতীয় সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। আর কাহারও চেষ্টায় ভারত সাফল্য মণ্ডিত হইবে না। বৃটিশ সরকারের সহিত যদি ভারতবাসীদিগের বিরোধ উপস্থিত হয় তাহা হইলে কেহ যেন আশা না করেন যে, মনুষ্যত্বের অনুরোধে ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া অথবা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয়দের সাহায্যে অগ্রসর হইবেন, কেহ অঙ্গুলী উত্তোলনও করিবেন না। ভারতবাসীদের সে জন্য চেষ্টা অনাবশ্যক। বার্ণার্ড শ ভারতের আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। ইংলণ্ডে বহু শ্রমিক অস্পৃশ্য। কলওয়ালাগণ এবং অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ তাহাদিগের সহিত বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করেন না। এবিষয়ে ভারতীয় এবং ইংরাজের বিশেষ পার্থক্য নাই।

———

ভারতবর্ষকে তথা সমগ্র সভ্য জগতকে জাতীয়তাবাদ রোগ আক্রমণ করিয়াছে এই সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণে লোক বিশ্বজনীনতা প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। ইউরোপে ইহার উদ্ভব। জার্ম্মাণির বিসমার্ক, অষ্ট্রিয়ার মেটারনিক প্রভৃতি মনীষিবর্গ ইহার ধ্বংসসাধনে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে ও ইহার বিরুদ্ধ শক্তি যেমন প্রবল আকার ধারণ করে, জাতীয়তাবাদ-প্রচারকগণও সেই অনুপাতে অপটুতা এবং অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া লোকের বিশ্বাস হারাইতে লাগিলেন।

———

তাহা সত্ত্বেও জার্ম্মাণি এবং অষ্ট্রিয়া প্রজাবর্গকে বহু বিষয়ে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হইল, এমন কি বৃদ্ধ মেটারনিক পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইতে বাধ্য হইলেন। ক্রীতদাসকল্প চাষীরা তাহাদের দুরবস্থা হইতে মুক্ত হইল। পূর্ব্বে তাহাদের নিজের বলিতে কিছু ছিল না। এখন তাহারা জমির মালিক হইল।

———

সাম্রাজ্যবাদীগের চেষ্টায় সংস্কারক এবং উদারনীতিকেরা পরাস্ত হইল, কিন্তু জাতীয়তাবাদ ধ্বংস হইল না।

———

১৮৪৮ সাল হইতে যে অগ্নি ভস্মাচ্ছাদিত অবস্থায় ছিল, তাহা হঠাৎ ১৯১৪ সালে বিশাল স্ফুলিঙ্গে আত্মপ্রকাশ করিয়া পৃথিবীর রাষ্ট্রতন্ত্র ছারখার করিয়া দিল। আজ তাহার স্থানে জাতি অনুসারে দেশ বিভাগ, এবং সকলের উপর রাষ্ট্রসঙ্ঘ না হইয়া জাতিসঙ্ঘ বিরাজমান। এবং তাহার প্রথম প্রচেষ্টা নিরস্ত্রীকরণ, দুর্ব্বল জাতিদিগের উন্নতি সাধন, জাতীয় পাপসমূহ দূরীকরণ।

———

মন্দির প্রবেশ সমস্যা গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। একদল আপনাদিগকে সনাতনী বলিয়া জাহির করিতেছেন। অপর দল বোধ হয় সংস্কার-কামী বা ঐরূপ আখ্যা পাইবে, কিন্তু গান্ধীজী আপনাকে সনাতনী বলিয়া পরিচয় দিয়া এই শ্রেণীবিভাগের বিলাসিতা নষ্ট করিয়া দিতেছেন।

———

একটা বিষয়ের দিকে কাহারও মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই। দুই দলের মধ্যে কোন দল মন্দিরের সেবা করিতে যাইতেছেন এবং কোন্ দল মন্দির ভোগ করিতে যাইতেছেন, সে সম্বন্ধে কোনও উত্থাপিত হইতেছে না। অধিকার সম্বন্ধীয় প্রশ্নই শীর্ষ স্থান অধিকার করিতেছে সেবার প্রশ্ন উত্থিত হইবে বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু সেই প্রশ্নের মীমাংসার উপরই সমস্ত নির্ভর করিতেছে, সুধী মাত্রই ইহা স্বীকার করিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ. ২ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৬ ২৯শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৩ই জানুয়ারী ইং ১৯৩৩ শুক্রবার ২৬০তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১লা জানুয়ারী গৌরপঞ্চমী ও গত ৮ই জানুয়ারী জয়ন্তী-মহাদ্বাদশী উপলক্ষে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের বোর্ডিএর ছাত্রবৃন্দের দুইটী অধিবেশন শ্রীধাম মায়াপুর মহাযোগপীঠের নাট্যমন্দিরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উভয় অধিবেশনেই উক্ত বিদ্যালয়ের স্বনাম-ধন্য প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি-এ মহোদয় উপস্থিত থাকিয়া ছাত্রবৃন্দকে চরিত্র-গঠন ও ভগবদ্ভজন-বিষয়ে বিশেষরূপে উৎসাহিত করিয়াছেন।

১লা জানুয়ারীর অধিবেশনে শুদ্ধনাম-কীর্ত্তনের পর ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন-প্রণীত শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদি লীলা প্রথম অধ্যায়োক্ত মঙ্গলাচরণের শ্লোক-পঞ্চক পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। তৎপর শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবনের পরমার্থ শিক্ষা-প্রদ জীবনী আলোচিত হয়। তাহাতে প্রথম মুখে ঠাকুরের আবির্ভাবস্থলী গৌড়ের নৈমিষ ভাগীরথী-সেবিতচরণ মোদদ্রুম-দ্বীপের (মামগাছির) অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তনের পর ঠাকুরের মহা সৌভাগ্যশালিনী মাতৃদেবীর গুণ-কীর্ত্তন হয়। এই পতিব্রতা জননী নারায়ণী দেবী মহাপ্রভুর পার্ষদ-ভক্ত শ্রীবাসপণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী। মহাপ্রভু যখন শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্ত্তন-বিলাস করিতেন, সেই সময় মহাভাগ্যবতী চতুর্বর্ষ-বয়স্কা বালিকা নারায়ণী গৌরসুন্দরের বিবিধ সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তাই আমরা যোগ্যজননীর যোগ্য-পুত্রের জগতের প্রতি অর্পিত অমন্দোদয়-কৃপা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে দেখিতে পাই।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে ঠাকুরের অলৌকিকী গুরু-নিষ্ঠা, সুগভীর তত্ত্ব জ্ঞান ও অপ্রাকৃত-পাণ্ডিত্যের সুষ্ঠু পরিচয় প্রদান করিতেছেন। তাঁহার এই পরমোপাদেয় গ্রন্থের সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন —

"মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবনদাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥"

গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবনদাস এইপ্রকার অত্যুচ্চ-স্তরের গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াও কোনও প্রকার অহঙ্কার প্রকাশ করেন নাই, পক্ষান্তরে 'তৃণাদপি-সুনীচ' ধর্ম্ম শিক্ষা-প্রদানকল্পে দৈন্যোক্তির সহিত জানাইতেছেন যে, মায়াবশ জীব নিজ নিজ চেষ্টায় মায়াধীশ ভগবত্তত্ত্ব বর্ণন করিতে অসমর্থ। শ্রীভগবান্ নিজগুণে কৃপাপরবশ হইয়া শ্রীগুরুকৃপা-প্রাপ্ত জীবহৃদয়ে স্বয়ং প্রকাশিত হন। তিনি লিখিয়াছেন—

চৈতন্যচন্দ্রের পুণ্যশ্রবণ-চরিত।
ভক্তপ্রসাদে সে স্ফুরে জানিহ নিশ্চিত॥
বেদ-গুহ্য চৈতন্যচরিত্র কেবা জানে?
তাই লিখি, যাহা শুনিয়াছি ভক্তস্থানে॥
চৈতন্যচরিত্র আদি-অন্ত নাহি দেখি।
যেন মত দেন শক্তি, তেন-মত লিখি॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
এই মত গৌরচন্দ্র মোরে যে বোলায়॥

ঠাকুরের ইষ্টদেব শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ম্। ঠাকুর আমাদিগকে জানাইতেছেন যে, মূলসঙ্কর্ষণ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শুধু তাঁহার গুরুদেব নহেন, পরন্তু দেব-দেব মহাদেবেরও উপাস্য; অতএব তিনি জগদ্‌গুরু। তাঁহার কৃপায় আমরা আরও জানিতে পারি যে, যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণই শচীদুলাল শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর এবং রোহিণী-তনয় শ্রীবলদেবই পদ্মাবতী-নন্দন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু—যিনি স্বীয় সঙ্কর্ষণ বা অনন্তরূপে দশদেহে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সেবা এবং ভূধারী শেষরূপে সহস্র-বদনে অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের গুণ-কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস স্বীয় গ্রন্থের নাম শ্রীচৈতন্যমঙ্গল রাখিয়াছিলেন। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এই গ্রন্থরাজকে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-নামেই অভিহিত করিয়াছেন। পরবর্ত্তিকালে শ্রীল লোচনদাস চৈতন্যমঙ্গল নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিলে, স্বীয় মাতার আদেশানুসারে শ্রীল বৃন্দাবনদাস তদীয় গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া চৈতন্যভাগবত করেন।

নিত্যানন্দাশ্রয় শ্রীল বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে পাষণ্ড দলন ও প্রেম-প্রচারণ—এই দুইটী কার্য্য বিশেষরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। যে-সকল পাষণ্ড অমল-গৌরাঙ্গচরিত্র শ্রবণ করিয়াও তাঁহার গুণে মুগ্ধ না হইয়া তৎপ্রতি বিরুদ্ধ-ভাব পোষণ করেন ঠাকুর বৃন্দাবন তাঁহাদিগকে 'লাথি'-দ্বারা কৃপা করিতেছেন। প্রতিষ্ঠাশায় ভ্রান্ত কপট-দৈন্যপর প্রাচীন প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় ঠাকুরের এই কৃপা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহার শ্রীচরণে অপরাধ সঞ্চয়-পূর্ব্বক নিরয়গামী হইতেছে।

শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ কখনও 'অন্তঃশাক্তো বহিঃ শৈবঃ সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ' বিচার-অনুগগণের ন্যায় কাপট্য প্রদর্শন করেন না। প্রকৃত বৈষ্ণবগণ কখনও স্বীয় অবৈষ্ণব-পিতামাতার পরিচয়ে পরিচিত হ'ন না। তাঁহারা অচ্যুত-গোত্রের নিয়মানুসারে স্বীয় গুরুর পরিচয়ে নিজ পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীল বৃন্দাবন-দাসের পিতাঠাকুর শ্রীমদ্বৈকুণ্ঠনাথ প্রভুর শ্রীচরণাশ্রয় গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া তিনি স্বীয় গ্রন্থে তৎসম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন নাই, পক্ষান্তরে গুরু-পিতা নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন তন্নিমিত্ত ঠাকুরের পাষণ্ড দলন-বানা-দর্শনে ভীত পাষণ্ডগণ তাঁহার বিরুদ্ধে যে ঘৃণ্য উক্তি প্রকাশ করিতেছে, প্রায় তাহাদের নীচাশয়তারই সুষ্ঠু পরিচয় প্রদান করিতেছে।

ঠাকুর স্বয়ং রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হইয়াও নিরপেক্ষভাবে "চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ" বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাতেও স্মার্ত্তগণ তাঁহার প্রতি সরোষ দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে।

সেই সে পরম বন্ধু সেই পিতামাতা। শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২ মাধব নিধি গর্ভোদশায়ী

গত ২৮।১২।৩২ তারিখে বেলা ৩টার সময় ঢাকার অবসরপ্রাপ্ত প্রাচীন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত ভবানীপ্রসাদ নিয়োগী ও শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র নাগ মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে আসিয়া উপনীত হওয়ার অল্পক্ষণের মধ্যে বহু মহিলা ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আসিয়া উপস্থিত হ'ন। প্রসঙ্গক্রমে ভবানী বাবু শ্রীল প্রভুপাদকে বলেন—"কোন পুস্তকে দেখেছি যে, ভক্তি অবান্তর সাধন মাত্র; ইহার মীমাংসা কি?"

ভবানী বাবুর এবম্প্রকার প্রশ্নটী শ্রীল প্রভুপাদের হৃদয় আলোড়িত করিয়া দিয়া ভক্তিশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ভাণ্ডার উদ্ঘাটন করিল; তদুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত দিবস যে হরিকথা-বন্যা প্রবাহিত করেন এবং আবেগের সহিত যে-সমস্ত কথার অবতারণা করেন, তাহা শ্রবণ-পূর্ব্বক প্রশ্নকারী এবং সমাগত শিক্ষিত মণ্ডলী অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের অতিমর্ত্ত্য চেতন-বাণীর শক্তিমত্তা উপলব্ধি করিয়া স্তম্ভিত, বিস্মিত ও চমৎকৃত হ'ন। অবশেষে তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিলেন যে,—এরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব, অশ্রুতপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত ও পারমার্থিক চিন্তা-স্রোত তাঁহারা জীবনে কোন দিন শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করেন নাই।

সেই হরিকথামৃত-প্লাবন হইতে কণা-মাত্র পাঠক মহোদয়গণের নিকট পরিবেশন করা হইতেছে। "চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥" চৈতন্যদেবের দয়াটা অমন্দোদয়-দয়া; অন্যান্য দাতাগণ যে-সব দয়া ক'রেছেন, সেই সব দয়ার মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ প্রাপ্তির অভাব। সেই দয়াগুলো ক্ষণিক, তা'তে নিত্যত্ব নাই। অন্যান্য দয়াতে আনন্দ থাকতে থাকতে নিরানন্দ এসে উপস্থিত হয়।

চৈতন্যদেবের দয়া কোন মনোধর্ম্ম-জীবীর দয়া নয়, কোন মনোধর্ম্মীর প্রতি দয়া নয়, কোন শরীরধারীর প্রতি দয়া নয়। অপরের দয়ায় সুষ্ঠু-জ্ঞানের অপূর্ণতা আছে, অজ্ঞানের সাহায্যার্থে দয়া আছে। মনোধর্ম্ম-জীবী বা দেহ-ধর্ম্মজীবী হওয়ার দরুণ সে-দয়ায় পূর্ণতা নাই। শ্রীচৈতন্যের দয়ায় কোন অমঙ্গল করায় না, তা'তে নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু ব্যতীত অন্য কোন বস্তু নাই।

কর্ম্ম ও জ্ঞান—ওটাই অনিত্য পদার্থ। রজস্তমোগুণের সঙ্গে মিশ্রিত যে সত্তা, তাহা নিত্য, পূর্ণজ্ঞান-ময় ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় নহে। ভগবদ্বস্তু মুখ্য বস্তু, তাঁ'র সেবা ব্যতীত অন্য বস্তুর গ্রহণে জীবের মঙ্গল হয় না। ভজনীয় বস্তুর ভজন ব্যতীত ভক্তের অন্য কোন চেষ্টা নাই। কর্ম্ম, জ্ঞান ও অন্যাভিলাষ সমস্তই অভক্তি। ঐসব ব্যাপারেই ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষরূপ স্বেন্দ্রিয়-প্রীতি বর্ত্তমান। ভক্তি হ'চ্ছে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি। অভক্তি অজ্ঞান-ময় এবং নিত্যানন্দ থেকে বহুদূরে অবস্থিত।

নিজের অস্তিত্ব বিলোপে যে-মুক্তি, তাহা বাঞ্ছনীয় নয়। উপায় ও উপেয় পৃথক্ হওয়ার দরুণ নিত্যত্বের অভাব হ'চ্ছে। সাধন ভক্তিতে সেরকম নিত্যত্বের অভাব নাই। এতৎপ্রসঙ্গে মহাপ্রভুর কথিত "আশ্লিষ্য বা পাদরতাং……স এব নাপরঃ॥" শ্লোকটী আলোচ্য। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার অভাব হ'লে যে আমি সমক্ষণ আনন্দপ্রার্থী, সেই 'আমি'র বিলোপ হয়।

সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি—এই তিন অবস্থাতেই ভক্তির নিত্যত্ব আছে। প্রত্যেক অবস্থাতেই ভক্তি সুপ্তভাবে (Dormant) আছে।

ভক্তিতে মাধুর্য্যের মর্য্যাদা আছে, ঐশ্বর্য্যের মর্য্যাদা খর্ব্ব হ'য়েছে। সচ্চিদা-নন্দ বস্তুকে লাভ করতে হ'লে আমাদের ভিতর যে নিত্যবৃত্তি আছে, সেই নিত্যত্ব হ'তে স্বতন্ত্রতা-প্রভাবে অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হ'বার চেষ্টা করছি, তা'তে তাঁ'র বিস্মরণ জন্য আমার অমঙ্গল ঘ'টে যাচ্ছে। 'আমি নিত্য-সেবক' একথা ভুলে গিয়ে প্রভু সেজেছিলাম। আমি প্রভু সাজলে বায়ু জল, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণ আমার সেবা করতে থাকে। তখন তাঁ'দের দ্বারা সেবিত হ'ওয়া ছাড়া উপায় নাই। দেবতাগণ ভগবৎকর্ত্তৃক নিযুক্ত হ'য়ে আমাদের সেবা করছে—এইরূপ বুদ্ধি-প্রণোদিত হওয়ায় অসুবিধা হচ্ছে; কিন্তু দেবতাগণ যদি ভগবানের সেবা করেন এবং আমরাও ভগবানের সেবা করি, তা'হ'লে মঙ্গল। উপরি উক্ত বিচারে আমরা ভোগী হ'য়ে পড়েছি। চৈতন্যদেবের দয়াতে আমরা কর্ম্ম ও জ্ঞানের তুচ্ছত্ব বুঝতে পারছি।

সেবা-বস্তুটী কি হওয়া উচিত সেটা না জানবার দরুণ, বিভ্রাট উপস্থিত হ'য়েছে; ঘোড়ার সেবা করে সহিস্ হচ্ছি, এই প্রকারে বিভিন্ন কার্য্যের ফলে কামার, কুমার প্রভৃতি হ'য়ে যাচ্ছি; 'বিচার চন্দ্রোদয়' লিখে ভক্তিকে অবান্তর বা অপ্রয়োজনীয় ব'লে মনে করছি। ঐরূপ চিন্তাস্রোতটা পূর্ব্ব-দর্শনের ব্যাঘাত-কারক। ঐসব লোকের চেষ্টা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-লাভের জন্য। কিন্তু সালোক্য সার্ষ্টি প্রভৃতি মুক্তিলাভকে ভক্তগণ পদাঘাত ক'রে থাকেন। যেখানে নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিটা পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যাবে, কর্ম্মীদের চেষ্টা সেখানেই পর্য্যবসিত। "বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ।" বিস্তারশীল কর্ম্মকাণ্ডে মনুষ্যসমাজকে প্ররোচিত করবার জন্য যাঁ'রা ব্যস্ত, তাঁ'রা পরম তত্ত্বের সন্ধান জানেন না।

পুরুষকার কা'কে বলে? পুরুষকার বলতে পুরুষের কৃত্য বুঝায়। ভগবান্‌কে বাদ দিয়ে নিজে কর্ত্তাভিমানে কর্ম্ম করার নাম পুরুষকার। কর্ম্মীদের পরোপকার-বৃত্তি গ্রহণ করলে, সমাজ-সেবা বন্যা-পীড়িতের সাহায্য প্রভৃতি মনুষ্যজাতির উপকার করা হয়, ঐরূপ কার্য্যে আমরা অন্যাভিলাষিতার মধ্যে ঢুকে পড়ি। কিন্তু ভক্তগণের সুবিস্তৃত পরোপকারটা (Extended altruism) অন্য প্রকার। 'অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥" শ্লোকটী ভক্তের বিচার্য্য বিষয়।

অন্যাভিলাষিতা আমাদের কোন্ বস্তুর সেবা করতে হ'বে, সে'টা বুঝ্‌বার পক্ষে বাধা এনে দেয়। ভক্ত জগতের সকল কূপরামর্শের জবাব দিতে পারেন, তার কাটান দিতে পারেন। শ্রীগুরুদেবই এক-মাত্র ভক্তিপ্রদাতা। ভক্তি স্বচ্ছ পদার্থ; ভক্তি ব্যতীত কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি বাস্তব-বস্তু-দর্শনে বাধা প্রদান করে। আনু-কূল্যের সহিত কৃষ্ণানুশীলন না করার দরুণ আমাদের অসুবিধা হ'য়েছে। কৃষ্ণের ন্যায় সর্ব্বগুণ সম্পন্ন বস্তু আর কোথাও নাই। শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তি অবতীর্ণ হ'য়ে যদি আমাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হয়, তখন বুঝতে পারা যা'বে—আমাদের কোন্ বস্তুর সেবা করতে হ'বে; বাস্তব রাজ্যে পৌঁছিবার রাস্তায় যে-সমস্ত ঠগ্ ডাকাত আছে, তখন তা'দের হাত থেকে পরিত্রাণ পা'ব।

কৃষ্ণানুশীলনের ব্যাঘাতকারী যে-সমস্ত চেষ্টা, তাহাকেই অনর্থ বলা যায়। ঐসব চেষ্টার হাত থেকে ছুটী হ'লেই অনর্থ নিবৃত্তি হয়। "ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্য-বান্ জীব। গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তি-লতা বীজ॥" শ্রীগুরুদেবের কৃপায় আমাদের ভাগ্যে ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হয়। সাধন-ভক্তির যে ক্রম আছে 'আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া" তাহা অব-লম্বন করিলে অনর্থ নিবৃত্ত হইয়া পরম প্রয়োজন প্রেম প্রাপ্তি ঘটে।

ভাগবতে কৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণিত আছে। সেই ভাগবত-সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি আছে,—"শৃণ্বন্, সুপঠন্ বিচারণ-পরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ" অর্থাৎ ভাগবত শ্রবণ, সুপঠন ও বিচারণপর হ'লে উদিত ভক্তিদ্বারা জীবের মায়াবন্ধ দূর হয়। 'সুপঠন' ও 'বিচারণপর' বলবার উদ্দেশ্য হ'চ্ছে যে, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির সহিত তুলনামূলক বিচার (Comparative study) করতে হ'বে। তামসিক বুদ্ধিতে ভক্তির প্রতিকূল বিচার এসে উপস্থিত হয়।

'কৃষ্ণ'-শব্দ কৃষ্ণকেই লক্ষ্য করে; যে-পর্য্যন্ত তাহা অনুভূত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কৃষ্ণেতর বস্তু আমাদিগকে আকর্ষণ করতে থাকে। কৃষ্ণ আমাদের শরীর ও মনকে আকর্ষণ করেন না। ভগবদ্বস্তু কৃষ্ণই আমাদের মৃগ্য বস্তু। ইতর বস্তুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হ'লেই তাহা আমা-দিগকে প্রভু ক'রে তুলবে, আর কৃষ্ণের অনুসন্ধান আমাদিগকে ভক্ত করবে। কৃষ্ণকে ঐতিহাসিক কিম্বা রূপক মনে করলে আমরা মনোধর্ম্মী হ'য়ে পড়ব। কৃষ্ণ অধোক্ষজ বস্তু, তিনি আমাদের আধ্যক্ষিক-জ্ঞান-ভাণ্ডারে প্রবিষ্ট হ'ন না। অতএব মনোধর্ম্মের সমাধি হওয়া আবশ্যক। কি ক'রে হ'বে? "আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া" শ্লোকে যে ক্রম আছে, তাহা গ্রহণ করলে হ'বে।

"অহং ব্রহ্মাস্মি" বলতে আমিই ব্রহ্ম, এরূপ নয়। শ্রীচৈতন্যদেব বলেন, ইহার অর্থ আমি চিদ্বস্তু, আমি অমানী, মানদ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু প্রভৃতি; আমি ব্রহ্ম নহি। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সিদ্ধান্তের দ্বারা তিনি ঐ কথা জ্ঞাপন ক'রেছেন।

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। কৃষ্ণগুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুনসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (অবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃত
(প্রথম চারি খণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাত্বতবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিবাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল য্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৸০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া প্রকাশ

প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধিপাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া
৯। শ্রীমদনগোপাল পাট কাঠালপুলি, চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাপাহাটী, (বৰ্দ্ধমান)
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বৰ্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাযোড়া, রাজবাঁধ বৰ্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু হাওড়া
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ রুক্মিনীপুর, বাসুদেব-
পুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রাজাপেট্টা, মাদ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, ওয়েষ্ট
গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ চটকপর্ব্বত, পুরী,
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুমরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ আগস্তকুণ্ড, কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

	নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১।	শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	ঢাকা
২।	শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	ঢাকা
৩।	শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	চম্পহট্ট
৪।	শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫।	শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৬।	শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	লক্ষ্ণৌ
৭।	শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা
৮।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	ঢাকা
৯।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০।	শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ঢাকা
১১।	শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১২।	শ্রীভক্তিসুধাদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩।	শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	ঢাকা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাহারা চিৎ-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন যাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায় সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি বাঘনাপাড়ার কুমার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নারায়ণ রায় এম, এ, প্রমুখ লোকের বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ২।০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতিস্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসম্বলিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পাইকাপাটোর সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এন্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কভ্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি X ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতি অল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় পারমার্থিক সাহিত্যমন্দির
১৪০২ ঠাকুরদাস পালিত লেন
বড়বাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত শ্রীমদানন্দতীর্থ মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারবস্তু সুনিশ্চিত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উজ্জ্বল অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।১/০

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।/০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে-ছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'ঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও প্রাক্তনকর্ম্মের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ' 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী কৃষ্ণাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যে শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীপুরুষ স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কলি কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপিপাসা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবী আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্য—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব প্রবর্ত্তক ... অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুকার্ষ্ণ শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন' বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য সপ্ত কোহিনূর প্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২॥০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম্ম

ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বে ঞ্চর এবং কোর্টের ঘানতৌল্প

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ৷৷০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বন্দোবস্তের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৷৵০ আনা।

মিটিং-এর নোটীশ বহি—১ খানা ৷৷০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ৷৷০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ৷৷০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস কাছারীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

মেহালা পাচন

[illegible] জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের অবস্থায় জ্বর ও প্লীহা যকৃতাদিতে ছোটবড় সকলের সমান ফলপ্রদ। ইহা সেবনে কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ১০ আনা, পাইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭ ৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০ ৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২০, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫-৩১	৯-৫	১২-১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩৩	১৮-৫৬
আমঘাট—	৫ ৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৭	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দস্যু ও পুলিসে ধ্বস্তাধ্বস্তি

একদল দস্যু বগুড়া সহরে প্রবেশ করে। তাহারা নৌকার সাহায্যে করতোয়া নদী পার হইয়াছিল। নদীর পার্শ্বস্থিত চেলোপাড়া গ্রামের মোক্তার শ্রীযুত পীতাম্বর সরকারের বাটীতে ডাকাতি করিতে ইচ্ছা করিয়া দস্যুগণ উক্ত বাটীর দিকে গমন করিতে থাকে। পুলিশ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া উক্ত বাটীর নিকটে লুকায়িত হইয়া ছিল। দস্যুগণ নিকটস্থ হইলে পুলিশদল তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলে। অনন্তর উভয় দলে ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়। ফলে, কয়েকজন দস্যু ধৃত হয় ও অপর কয়েকজন পলায়ন করে। পুলিসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নেতৃত্বে পুলিশদল পলায়িত দস্যুগণের অনুসরণ করে। ৭জন ধৃত হইয়াছে।

পিস্তলসহ গ্রেপ্তার

কানপুরের অধিবাসী জাহুরুদ্দীন আহমেদ একটি দেশী পিস্তল এবং কতকগুলি বন্দুকের বারুদ সমেত গুলী লইয়া দিল্লী আসিতেছে এই সংবাদে রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে পশ্চাদনুসরণ করিয়া গোয়েন্দা তাহাকে গ্রেপ্তার করেন। খানাতল্লাসীর ফলে তাহার শয্যার মধ্যে লুকায়িত একটি দেশী পিস্তল এবং কয়েকটি গুলী পাওয়া যায়।

ধর্ম্মঘটের অবসান

মাদ্রাজ রেলওয়ে কারখানার ধর্ম্মঘট প্রায় ৮০ দিন ধরিয়া চলিয়াছে। ৮ই জানুয়ারী তাহার অবসান হইল। কার্য্যে যোগদান করিবার জন্য শ্রমিকদিগকে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে।

এম, এস, এম, রেলের কর্ম্মচারী সমিতির কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী সমিতির এক সভা উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এজেণ্টকে জানান হইয়াছে যে, রেলের ধর্ম্মঘটকারী শ্রমিকগণ বিনাসর্ত্তে কার্য্যে যোগদান করিবে। কর্ম্মচারী সমিতির বিভিন্ন শাখায় তারযোগে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান হইয়াছে, কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী সমিতি কর্ম্মচারী সমিতির সভাপতি ও সম্পাদককে অনুরোধ করিয়াছেন যে, কর্ত্তৃপক্ষ যদি শ্রমিকদিগকে কার্য্যে যোগদান করিতে না দেন তবে শ্রমিকগণ যাহাতে কার্য্যে যোগদান করিতে পারে তাহার জন্য তাঁহারা আইনসঙ্গত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেন।

কারাদণ্ড ও জরিমানা

কংগ্রেসকর্ম্মী নাডেকর বোম্বাই ত্যাগ আদেশ অমান্য করার জন্য চতুর্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ৫০ টাকা অর্থদণ্ড এবং ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

ইটালিতে গোলযোগ

অভাব অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার নিমিত্ত তিন শত লোক একটি গ্রামে সমবেত হইয়া বাসানো গ্রামের পুলিশকে আক্রমণ করে। পুলিশকে আত্মরক্ষার্থ গুলী চালাইতে হয়। তাহার ফলে ৩ জন হত ও ৪ জন জখম হয়।

জরিমানা আদায়

চট্টগ্রামে সমষ্টিগত জরিমানা ধীরে ধীরে আদায় হইতেছে।

এসেম্বলিতে প্রস্তাব

ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদের আগামী অধিবেশনে মিঃ সি. এস, রঙ্গ আয়ার এম. এল, এ, নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি উত্থাপন করিবেন !—

পরিষদ বড়লাটকে অনুরোধ করিতেছেন যে, নূতন রাষ্ট্র গঠন সম্পর্কে মিঃ গান্ধীর সহযোগিতা গ্রহণের উদ্দেশ্যে ও তাঁহার মুক্তি সম্পর্কে কথাবার্ত্তা চলিবার উদ্দেশ্যে তিনি যেন দুই জন বে-সরকারী প্রতিনিধি মনোনীত করেন।

পরিষদ বড়লাটকে অনুরোধ করিতেছেন যে, গোল টেবিল বৈঠকের তৃতীয় অধিবেশন সংক্রান্ত কাগজপত্র পরিষদে দাখিল করিবার জন্য তিনি যেন ব্যবস্থা করেন।

পরিষদ বড়লাটকে অনুরোধ করিতেছেন যে, অস্পৃশ্যতা দূরীভূত করিবার জন্য এবং মন্দির প্রবেশ সম্পর্কে জনসাধারণকে উপদেশ দিবার জন্য তিনি যেন গান্ধীকে ও অপরাপর রাজবন্দীদিগকে শীঘ্রই মুক্তি দিবার ব্যবস্থা করেন।

রাহাজানি

ময়মনসিংহ জেলায় উপর্য্যুপরি কয়টী রাহাজানি হইয়া গেল। একবার একটী বাস আটক হয়। একবার দস্যুরা একজনের দুই শত টাকা কাড়িয়া লয়। সম্প্রতি একজনকে দশ বার জন লোক সিনেমার নিকট আটক করিয়া নৃশংসভাবে প্রহার করে এবং টাকাকড়ি ছিনাইয়া লয়।

কমলা নিরুদ্দেশ

কুমারী কমলা রায়ের এখনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। যাঁহারা জামীন দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহারা ১৩ই জানুয়ারীর মধ্যে কেন জামীনের টাকা দিবেন না তাহার কারণ দেখাইতে বলা হইয়াছে।

অস্ত্রাগার আক্রমণ মামলা

অস্ত্রাগার আক্রমণ মামলায় কয়েক জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

পুরোহিতের দণ্ড

বালেশ্বর জেলার সমকালী দেবীর পুরোহিত পণ্ডিত ফকিরচাঁদ মিশ্র কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদিগকে আশ্রয় দিবার জন্য গ্রেপ্তার হন। তিনি ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ১ শত টাকা অর্থদণ্ডে অনাদায়ে আর এক মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

বালেশ্বরের শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গচন্দ্র মহান্তি হাসিবাদিক, বালিয়া রয়, শ্যামসুন্দর বেহেরা ও উমাকান্ত ২ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

বালেশ্বরের শ্রীযু· সীতাকান্ত হেতা কংগ্রেসের সাহায্য করার জন্য ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও ১ শত টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আর এক মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

কংগ্রেসের ডাক পিয়ন সুরেন্দ্রনাথ রায় ২ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

বেকারের দুরবস্থা

বেকার সমস্যার সমাধান তার কোনও রাজনৈতিক দল গ্রহণ না করিলে আমেরিকায় বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী।

সহরের সর্ব্বত্র ভিখারী। কেহ কেহ পত্রিকা বিক্রয়ের অছিলাতে ঘুরিয়া বেড়ায়। বেকার দল ভাঙ্গা কাঠের কুটীর বানাইয়া সহরের বাহিরের বাস করিতেছে। বেকারের সংখ্যা দেড় কোটি

ক্ষেপা হাতী

বোম্বাইয়ের কল্যাণপক্ষ রাস্তায় একটি ক্ষেপা হাতী ক্ষেপিয়া দুই জনকে মারিয়া ফেলিয়াছে এবং ৬ জনকে আহত করিয়াছে।

মন্দির প্রবেশের প্রতিবাদে প্রস্তাব

ক্যালিকট গুজরাটি মন্দির প্রাঙ্গণে একটি সভা হইয়া গিয়াছে। সমুদ্র অমুক্তমণ্ডলে আর একটি সভা হয়। সভায় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে—

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা ও ব্যবস্থা পরিষদে যথাক্রমে ডাক্তার সুব্বারায়ণ ও শ্রীযুক্ত রঙ্গ আয়ার মন্দির প্রবেশ ও অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে যে দুইটী বিল পেশ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, সনাতনীদের এই সভা রাজপ্রতিনিধি ও মাদ্রাজের গভর্ণরকে উহা নামঞ্জুর করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

পায়ঘাট শুক্রবারের এক বিরাট জনসভা হইয়া গিয়াছে। পুরীর শঙ্করাচার্য্য, উকীল মথুরাকৃষ্ণ আয়ার ও কন্যাস্থ আচান মহাদেব আয়ার মন্দির প্রবেশ আন্দোলনের নিন্দা করিয়া সভায় বক্তৃতা করেন।

শিশু হত্যা

ফ্রান্সদেশের তুলীসায়ে একটী স্ত্রীলোক শিশু হত্যার অপরাধে ফ্রান্সের কাহোর্স আদালতের বিচারে ছয় বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে পুলিস এক স্তূপ পাথরের নীচে একটী সদ্যোজাত শিশুর মৃতদেহ আবিষ্কার করে। কাছেই আরও ছয়টি শিশুর কঙ্কাল পাওয়া যায়।

আদালতে মেয়েটি স্বীকার করে যে, এই সাতটী শিশুরই সে জননী। সন্তান হইবামাত্র শিশুগুলিকে নারী নিজহস্তে হত্যা করিয়াছে। সন্তানদের পিতা তাহার ভগ্নীপতি ভিন্ন কাণ্ডল, সেই তাহাকে শিশু হত্যায় প্ররোচিত করে।

বিচারপতি রায়ে বলেন যে, এই কাণ্ডল মাতার অপেক্ষা অধিকতর অপরাধী। তাই সে ৭ বৎসর নির্জ্জন কারাদণ্ড লাভ করিয়াছে।

কলিকাতার সংবাদ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দারোয়ানের নিকট হইতে যে ১৮ হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয় সেই সম্পর্কে জোড়াসাঁকো থানার পুলিস গত রবিবার রাত্রে উত্তর কলিকাতার এক বাড়ীতে একজন পাঞ্জাবীকে গ্রেপ্তার করিয়া আনে।

ময়রার দোকানে চর্ব্বি

বেরিলি সহরে একটি ময়রার দোকানে ৭ টিন গরুর চর্ব্বি পাওয়া গিয়াছে।

দৈনিক

Reg No C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৫

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সংস্কৃতি প্রচার - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৬২তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১লা মাঘ শনিবার ১৩৩৯, ১৪ই জানুয়ারী ১৯৩৩

নানা কথা

নদীয়ার সেতু

কুষ্টিয়ার পশ্চিমে গোরাই নদীর উপর একটি সেতু নির্ম্মিত হইতেছে। এই সেতু নির্ম্মাণের জন্য দাবাপুর ব্রিজ কমিটী নামে একটি কমিটী গঠিত হইয়াছে। সেতুর নির্ম্মাণ ব্যয় প্রায় ৩০০০ টাকার মত পড়িবে, তন্মধ্যে জেলা বোর্ড দিবেন ১০০০ টাকা; অবশিষ্ট ২৭০০ টাকা স্থানীয় য়ুনিয়ন বোর্ড, জমিদার প্রভৃতির নিকট আদায় করা হইবে।

ছুটি

নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী মামুদ আমাদ আগামী ১লা ফেব্রুয়ারি হইতে ১৮ দিনের ছুটি পাইলেন।

সাহেব খুনের চেষ্টা

রাজসাহী জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ লিউকের প্রতি আক্রমণের অভিযোগে ভোলানাথ রায় কর্ম্মকার অভিযুক্ত হইয়াছে। আলিপুরে স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনালের সমক্ষে এই মামলার শুনানী চলিতেছে।

ইন্সপেক্টর হত্যা

ইন্সপেক্টর শ্রীনকে রিভলভারের গুলীতে হত্যা করিবার অভিযোগে সার্জ্জেণ্ট হাউসটন এলাহাবাদ সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট নরহত্যা করিবার, নরহত্যার

পূর্ব্ববঙ্গে এই প্রথম

অদ্বিতীয়! অদৃষ্টপূর্ব্ব!! কল্পনাতীত!!!

ঢাকার পুরাণপল্টনের মাঠে

বিরাট্ সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী

গত ২২শে পৌষ, ৬ই জানুয়ারী হইতে আরম্ভ হইয়াছে

২৭শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত থাকিবে

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকেরই পরম শিক্ষাপ্রদ

সকলের যোগদান প্রার্থনীয়

আসুন! এই পরম সুযোগ গ্রহণ করুন

মহিলাদের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত আছে।

চেষ্টা করিবার এবং সার্জ্জেণ্ট বেরেট, পুলিসের দারোগা মীর্জা কাজী ও অপর ৪জন লোককে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদের প্রতি গুলীবর্ষণ করিবার, অভিযোগে আসামীর বিরুদ্ধে চার্জ্জ গঠন করিয়া তাহাকে দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

নেতার বিচার

পাটনায় কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদজীকে আগামী ২৭শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত সময়ের জন্য হাজতে পাঠান হইয়াছে। যে কোন দিন তাঁহার মামলার বিচার হইতে পারে।

ডাকাতি

বর্দ্ধমান স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনালের সমক্ষে মেমারি সশস্ত্র ডাকাতি মামলার সাক্ষীদের মধ্যে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত চারুচন্দ্র অন্যতম, তিনি আসামীর স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করেন।

আসামী যে স্বীকারোক্তি প্রদান করে তাহাতে সে বলিয়াছে, কলিকাতায় ধর্ম্মদাস গোস্বামীর সহিত তাহার আলাপ হয়। ধর্ম্মদাস তাহাকে দেশের জন্য কার্য্য করিতে অনুরোধ জানায় এবং বলে যে, তজ্জন্য অর্থ প্রয়োজন। ভিক্ষা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ সম্ভব না হওয়ায় ধর্ম্মদাস তাহাকে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিতে বলে এবং আরও জানায় যে, তাহারা বর্দ্ধমান জেলার এক স্থানে ডাকাতি করার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। পরে সে তাহাকে এক দিন পালসিট ষ্টেশনে উপস্থিত হইতে বলে তদনুসারে আসামী নির্দ্ধারিত দিবসে তথায় উপস্থিত হয় এবং অপর ছিনজনের সহিত মেমারীতে ডাকাতী করে। ধর্ম্মদাস ব্যতীত অপর কাহাকেও সে চিনে না। যখন তাহারা পলায়ন করিতেছিল, তখন আসামী পড়িয়া যায় এবং গ্রামবাসীদের লাঠি দ্বারা নিদ্দয়ভাবে প্রহৃত হয়। তৎপরে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ডাক কর্ম্মচারীর কারাদণ্ড

লেমুয়া ডাকঘরের পোষ্ট মাষ্টার এবং তাঁহার পিয়ন মণিঅর্ডার এবং ইন্সিওর পত্রের অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযুক্ত হওয়া প্রত্যেকে এগার সপ্তাহ করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। পোষ্ট মাষ্টারের প্রতি ৪ শত ৬০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এগার মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

ক্যাবিনেটের পদত্যাগ

বুখারেষ্ট হইতে সংবাদ এই যে, রুমানিয়ার মন্ত্রিসভা রাজার নিকট এই মর্ম্মে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন যে, কয়েকজন প্রধান সরকারী কর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করা হউক কিন্তু রাজা ঐ প্রস্তাব গ্রহণে অস্বীকার করায় সম্ভবতঃ মন্ত্রিসভা আগামী সোমবার পদত্যাগ করিবেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১লা মাঘ, শনিবার ১৩৩৯

১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বর্ত্তমান বৎসর পর্য্যন্ত যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে শিল্পজগতে তথা সভ্যতার ধারায় যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে বর্ত্তমান কালের সমস্যার মীমাংসা সম্বন্ধে কতক সুবিধা হইতে পারে।

আবিষ্কারের তালিকা

১৭০৫ সালে নিউকামেনের ষ্টীম এঞ্জিন।
১৭৩৩ সালে কে'র ফ্লাইং শাট্‌ল।
১৭৬১ সালে বৃণ্ডলের ব্রজওয়াটার কেনেল,
১৭৬৬ সালে ওয়াটের ষ্টীম এঞ্জিন।
১৭৭৯ সালে ক্রম্‌টনের মিউল।
১৭৮৫ সালে কার্টরাইটের পাওয়ার লুম।
১৮১৫ সালে ম্যাক্ এডেমের রোডপ্রোসেস
১৮২৯ সালে ষ্টিফেনসনের রকেট কল
১৮৩৭ সালে ইলেক্ট্রিক টেলিগ্রাফ
১৮৭৬ সালে টেলিফোন।
১৮৮৫ সালে আভ্যন্তরীণ দহন কল।
১৮৯৫-৯৭ সালে মার্কনির বেতার;
১৯০৮ এরোপ্লেনে উড্ডয়ন।

এই সমস্ত আবিষ্ক্রিয়া প্রভৃতির ফলে বিভিন্ন দেশসমূহের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইতেছে এবং সারা জগতের জীবন-ধারায় ঐক্য স্থাপিত হইতেছে। আজকাল সকলেই একরকম খাদ্য খায়, পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান করে এবং তাহাদের বিষয় মনোযোগের সহিত পাঠ ও শ্রবণ করে, পরস্পরের প্রতিকৃতি দর্শন করে, বিভিন্নজাতীয় লোক একই ক্রীড়ায় যোগদান করে। এইরূপে শিল্প বিপ্লবের ফলে আন্তর্জ্জাতিক বন্ধুত্ব এবং সহযোগ আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এই আবিষ্ক্রিয়াগুলির ফলে মনুষ্যবধও অতি সহজ হইয়াছে। বিমান পোত এবং বিষাক্ত বাষ্প সাহায্যে নিরীহ নগরবাসীর প্রাণ-নাশের কথা মনে পড়িলে শরীর শিহরিয়া উঠে।

সার তেজ বাহাদুর প্রমুখ গোল-টেবিলের নেতৃবর্গ ভারতে প্রত্যাগমন করিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা কোন আশ্বাস বাণী দিতে পারিতেছেন না। প্রথমতঃ তাঁহারা কেন্দ্রীয় স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে হতাশ হইয়াছেন বলিয়াই অনুমান হয়, দ্বিতীয়তঃ বড়লাট ও ছোট লাটদিগের বিশেষ ক্ষমতাসমূহ স্বায়ত্তশাসন-মূলক রাষ্ট্রীয় সংহতিকে একটা প্রকাণ্ড প্রহসনে পরিণত করিয়াছে বলিয়াই অনেকের মত, তৃতীয়তঃ রাজন্যবর্গ কি করিবেন, তাহা এখনও স্পষ্টরূপে বলা যায় না; চতুর্থতঃ সৈন্য বিভাগ প্রভৃতির খরচ যোগাইয়া দেশের উন্নতির জন্য টাকা কড়ি বেশী পাওয়া যাইবে না; এবং পঞ্চমতঃ ভারতের দেনা এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সমস্যার মীমাংসা হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

বর্ত্তমান অবস্থায় নেতৃবর্গের মুখ নীচু করিয়া মাথা চুলকান ভিন্ন উপায় কি আছে?—অন্ততঃ যতদিন মিষ্টার গান্ধী প্রমুখ কংগ্রেসওয়ালারা বন্দীশালায় প্রাচীরের ওপারে।

তেজ বাহাদুর প্রভৃতি শান্তি-কামীর দলও বলিতে বাধ্য হইতেছেন যে, জেলের ভিতর গান্ধীর সহিত কথাবার্ত্তা চলা অসুবিধা জনক। তথাপি আশা করা যায় যে, শীঘ্রই একটা আপোষ মীমাংসা হইবে।

আমরা পাশ্চাত্য দেশে কলকারখানার যুগের প্রারম্ভ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত শিল্পজগতের অবস্থার পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। আমাদের দেশে কলকারখানা স্থাপিত হওয়ায় এবং বিদেশীয় দ্রব্য ভারতে আমদানি হওয়ায় দেশে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে সে সম্বন্ধেও ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে।

একমাত্র কাপড়ের ব্যবসায় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে সে কাল এবং এ কালে যে ভীষণ পার্থক্য। তাহা আমাদের গোচরীভূত হয়, তাহাতে স্তম্ভিত হইতে হয়। প্রতি বৎসর কত কোটি গজ কাপড় এদেশে প্রস্তুত হইত, সেই ব্যবসায় বিরূপে প্রথমে ইংরাজের এবং পরে জাপান ও আমেরিকার হস্তগত হইল, তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন।

বর্ত্তমানে যে খদ্দর আন্দোলন চলিতেছে, তাহার পরিণাম কি হইবে, বলিতে পারা যায় না, কিন্তু ইহা অবিসংবাদিত সত্য যে, যদি গৃহ-শিল্পগুলি পুনর্জ্জীবন লাভ করে, তাহা হইলে দেশের এই ভীষণ দুর্দ্দিনে অনেকের অন্নসংস্থান হয়।

সমস্ত সভ্য দেশেই শিশু শিল্পের অভ্যুত্থানকল্পে রাশি রাশি অর্থ ব্যয় হয় এবং গবর্ণমেণ্টও তাহাতে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করেন, কিন্তু বর্ত্তমানে ভারতে এত অর্থাভাব যে, দেশের লোকের শিল্পোন্নতি কল্পে এক পয়সা খরচ করাও অসম্ভব এবং গবর্ণমেণ্টও ঋণগ্রস্ত এবং অনিচ্ছুক। স্বদেশানুরাগ দেশের শিল্পোন্নতির প্রধান কারণ, আমাদের দেশে তাহার নিতান্ত অভাব। আমরা বর্ত্তমান অভাবের চাপে ভবিষ্যৎ উন্নতির দিকে তাকাইতে চাই না।

বহু বর্ষ পূর্ব্বে রাজা গোপালাচারিয়ার বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে মত প্রকাশ করেন যে, আমরা যদি খদ্দর ব্যবহার না করি তাহা হইলে যেন স্বদেশী মিলের কাপড় ব্যবহার করি, তাহাতেও খদ্দর মনোভাব সৃষ্ট হয়। আমরা সে কথার প্রতিবাদ করি না, কিন্তু কয়েকজন কল-ওয়ালার সমৃদ্ধিতে দেশের জনসাধারণের যে কি উপকার তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। সার পি, সি, রায় স্পষ্ট বলেন যে, বঙ্গবাসীর দেশহিতৈষিতার সুবিধা গ্রহণ করিয়া বোম্বাইয়ের কল-ওয়ালারা বিলাতী কাপড় দেশী বলিয়া চালায় এবং চারিগুণ মূল্য আদায় করে। যদি নিজ নিজ গ্রামে চরকা ও তাঁত স্থাপন করা যায় তবে প্রতিকার হয়।

আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যবসায় বাণিজ্যের দুর্দ্দশা, ভারতে তথা সমগ্র জগতে অশান্তি, নিরস্ত্রীকরণ, জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও প্রসার, সমাজতন্ত্র প্রভৃতি বিষয়ের কথা সংক্ষেপে পাঠকবর্গের গোচরীভূত করিয়াছি। কিন্তু এসময় অপেক্ষা বর্ত্তমানে সমগ্র জগৎ বলশেভিক আন্দোলন লইয়াই ব্যস্ত। আমরা পূর্ব্বে এসম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করিয়াছি। বর্ত্তমান সংখ্যায় ও এসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

জার্ম্মান যুদ্ধে পৃথিবীতে অনেক প্রকাণ্ড ওলট পালট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু রুষিয়ার-পরিবর্ত্তনই সর্ব্বাপেক্ষা চমকপ্রদ। রুষ সম্রাটগণের যথেচ্ছাচারিতা, রাজ্য পালনে অযোগ্যতা, প্রজারঞ্জনে অনিচ্ছা, অভিজাতবর্গের অমানুষিক অত্যাচার, বে-আইনী আইনানুযায়ী বিচারের ব্যভিচারে প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে অসন্তোষ এবং প্রতিশোধলিপ্সার সৃষ্টি করিল এবং ১৯১৭ সালের বিপ্লব-বহ্নিতে রুষিয়ার রাজতন্ত্র পুড়িয়া ছারখার হইয়া রুষিয়ায় সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হইল এবং বহু প্রবাসী বিপ্লবী স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া উদারনৈতিক শাসনাধীনে বাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল।

প্রত্যাগত প্রবাসীদিগের মধ্যে মতভেদ ছিল। এক দলের ধারণা ছিল যে, ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন সাধিত করা এবং সকল শ্রেণীর লোককে ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে যোগদান করিতে আহ্বান করা আবশ্যক। অপর দলের ইচ্ছা ছিল যাহাতে রুষিয়া দেশে অভিজাত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ পাইয়া শ্রমিকদিগের হস্তে—অর্থাৎ শিল্পী এবং কৃষকদিগের হস্তে রুষ দেশের শাসনতন্ত্র চালিত হয়। প্রথম দলের নাম মেন্‌শেভিক এবং দ্বিতীয় দলের নাম বলশেভিক।

মেন্‌শেভিক দলই প্রথম সৃষ্ট হয়। বিপ্লবের প্রথম অবস্থায় কিছুকাল ক্যাডেট অর্থাৎ উদারনীতিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রাধান্য লাভ করে। তাহার পর মেন্‌শেভিক দল রুষ-সম্রাটকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য করে এবং সাধারণতন্ত্র স্থাপন করিয়া উদারনীতিমূলক সংস্কার প্রবর্ত্তিত করে। ইংরাজ এবং ফরাসী যথেচ্ছাচারী সম্রাটদিগকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিতে সংকোচ বোধ করায়, তাহাদের নিকট বর্ত্তমান পরিবর্ত্তন আদরণীয় হইয়া উঠিল এবং আমেরিকাও এই বিপ্লবে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু এ ভাব অধিক কাল স্থায়ী হইল না।

নব্য সমাজতন্ত্রী কেরেন্‌স্কির সেনাপতিত্বে রুষিয়া নবীন উৎসাহে যুদ্ধ আরম্ভ করিল কিন্তু রুষ সৈন্য অনেক যুদ্ধ করায় তাহাদের সময়ে বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গিয়াছিল। শ্রমিক এবং সৈন্যগণ মিলিত হইয়া বহু সমিতি গঠন করিল এবং এই সমস্ত সমিতি 'সোভিয়েট' আখ্যা লাভ করিল। তাহাদের প্রভাবে সৈন্যদিগের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল। জার্ম্মানরা এই সুযোগ অবলম্বন করিয়া সুইজারল্যাণ্ড-প্রবাসী বলশেভিক নেতা লেনিনকে রুষিয়ায় গোলযোগ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে জার্ম্মানির ভিতর দিয়া নিরাপদে রুষিয়া পৌঁছাইয়া দিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, ৩ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৬, ১লা মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৪ই জানুয়ারী ইং ১৯৩৩ শনিবার ১৬২তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

জগদ্গুরু প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অদ্য কিংবা আগামী কল্য ঢাকা হইতে কলিকাতা-অভিমুখে রওনা হইবার কথা। যদি অদ্য রওনা হ'ন, তাহা হইলে আগামী কল্য কলিকাতা যাইবার পথে একবার শ্রীধাম মায়াপুরে তাঁহার শ্রীচরণ-দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিব বলিয়া আমরা আশা করিতেছি।

গত ২৯শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার আমাদের সম্পাদক শ্রীপাদ অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের স্বধর্মনিষ্ঠা জননী নিত্যধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। সম্পাদক মহোদয় তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবর্গসহ গত ৯ই জানুয়ারী অবন্তী-মহাদ্বাদশীর পারণ দিবস শাস্ত্র-বিধানানুসারে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে মহাপ্রসাদদ্বারা স্বীয় জননীর শ্রাদ্ধ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে তাঁহারা শ্রীমঠে একটী মহোৎসব করিয়া বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদানপূর্ব্বক মাতৃদেবীর প্রীতি বিধান করিয়াছেন।

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে মাসব্যাপী যে উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছিল, তদুপলক্ষে গত রবিবার দিন প্রাতঃকালে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের নেতৃত্বে এক বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন বাহির হইয়াছিল। সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্ঘ ঢাকা সহরের বিভিন্ন স্থানে নাম-মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করত ঢাকা-বাসীর আবৃত চেতনকে আঢাকা বা অনাবৃত করিয়া তাঁহাদিগকে নিজধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আহ্বান করেন।

ঠাকুর বৃন্দাবন

ঠাকুর বৃন্দাবন সম্বন্ধে গত ১লা জানুয়ারী ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের বোর্ডিংএর ছাত্রবৃন্দের নিকট যে পাঠ হইয়াছিল, তাহার কিছু আমরা গত কল্য প্রকাশ করিয়াছি। অবশিষ্টাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ঠাকুরের সুধা-বর্ষিণী লেখনীর পরিচয় পাঠক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের স্থানে স্থানে পাইবেন।

ঠাকুর বৃন্দাবন উত্তর-রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলে স্বীয় প্রকট-লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার দার-পরিগ্রহের কোনও সংবাদ আমরা কোথাও পাই নাই। তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তি অধিকাংশই মন্তেশ্বর থানার অধীন দেনুড় ছিল। তাই দেনুড় অনেক সময় ঠাকুরের পদধূলি পাইয়া ধন্য হইয়াছেন। ঠাকুরের শিষ্যচতুষ্টয়ের অন্যতম রামহরিকে তিনি দেনুড়ের শ্রীপাট-বাটীর ভার ও সম্পত্তির অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীল রামহরির অধস্তনগণ এখনও ঐ সম্পত্তির অধিকারী। রামহরি স্বয়ং উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও দৈববর্ণাশ্রমের বিধানানুসারে ঠাকুর বৃন্দাবন তাঁহাকে পাঞ্চরাত্রিক সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া দীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। তদবধি তাঁহার অধস্তন সকলেই সাবিত্র গ্রহণপূর্ব্বক দীক্ষা লইতেন। কথিত হয়, দেনুড়ের ব্রহ্মচারি-বংশ কিছুদিন পূর্ব্বে নিজদিগকে রামহরির বংশের শাখা বলিয়াই পরিচয় প্রদান করিতেন। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, ঠাকুর বৃন্দাবন আসুর শৌক্র বর্ণাশ্রমের মূলে পদাঘাত করিয়া দৈববর্ণাশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে কলির প্রভাবে স্মার্ত্তাচার প্রবল হওয়ায় রামহরির বংশধরগণ কয়েক পুরুষ যাবৎ তাহাদের সামাজিক সদাচার পরিত্যাগ করিয়াছেন।

মহাভাগবতের হৃদয়েই মহাভাগবতের লেখনী-সঞ্জাত তত্ত্বমালা স্ফূর্ত্তি লাভ করেন। ঠাকুর বৃন্দাবনের লিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য্যভাস্কর শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গৌড়ীয়-ভাষ্যালোকে যে চমৎকারভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অভিনব-পূর্ণ বিচার-পরিপূর্ণ। কলিকাতা গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের এই প্রকার সংস্করণের ন্যায় সংস্করণ আর কখনও কোথাও হইতে প্রকাশিত হয় নাই। উক্ত মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ন্যায় এই গ্রন্থরাজও সহস্রাধিক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। সন্ধ্যা-রাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যমঠে এই গৌড়ীয়-ভাষ্যালোকের সাহায্যে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ হয়। ঠাকুর বৃন্দাবন ও শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে কৃপা করুন, যেন তাঁহাদের প্রকাশিত সিদ্ধান্তমালা আমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হ'ন।

শ্রীনাম-মহিমা

(৭৫)

নামের অক্ষর সবের এইত স্বভাব।
ব্যবহিত হৈলে না ছাড়ে আপন প্রভাব॥

(৭৬)

শ্রুতঃ সংকীর্ত্তিতো ধ্যাতঃ পূজিতশ্চাদৃতোঽপি বা।
নৃণাং ধুনোতি ভগবান্ হৃৎস্থো জন্মাযুতাশুভম্॥ (ভাঃ ১২।১২।৪৮)

ভগবানের কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন এবং তাঁহার ধ্যান, পূজা অথবা সমাদর করিলে, তিনি হৃদ্দেশে অবস্থিত হইয়া নরগণের অযুত জন্মের অশুভ বা অমঙ্গল-রাশি ধ্বংস করেন।

(৭৭)

পতিতঃ স্খলিতো ভগ্নঃ সন্দষ্টস্তপ্ত আহতঃ।
হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্নার্হতি যাতনাঃ॥
(ভাঃ ৬।২।১৫)

পতিত, স্খলিত, ভগ্ন সর্পাদির দ্বারা সংদষ্ট, অগ্নির দ্বারা তপ্ত ও অস্ত্রশস্ত্রাদির দ্বারা আহত হইয়া যিনি 'হরি' এই নামটী অবশ অবস্থায়ও বলেন, তিনি যাতনা পাইবার যোগ্য হন না।

(৭৮)

প্রাতঃ পঠন্ জপন্ ধ্যায়ন্ বিষ্ণোর্নাম যথা তথা।
মুচ্যতে নাত্র সন্দেহঃ স বৈ নারায়ণো ভবেৎ॥

প্রাতঃকালে বিষ্ণুর নাম যে-সে প্রকারে পাঠ, জপ ও ধ্যান করিলে নরগণ যে মুক্ত এবং নারায়ণসদৃশ পূজ্য হন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ও মাধব, অবার ক্ষিরোদশায়ী

ভগবানের আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা শক্তিদ্বয় তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তির উপর ন্যস্ত (Entrusted) হ'য়েছে। ভগবানের কৃপা পেয়ে ঐ শক্তির হাত থেকে আমাদের বেরিয়ে যেতে হ'বে। এই রকম মুক্তিটাই আমাদের দরকার হ'য়ে প'ড়েছে; নতুবা সার্ষ্টি, সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য প্রভৃতি মুক্তি ভক্তগণ গ্রহণ করেন না। কেন না, তাঁ'রা জানেন যে, "ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাদ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ। মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্ ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥" **ভক্তি উদিত হ'লে মুক্তি স্বয়ং ভক্তের সেবা কর্‌বার জন্য ব্যস্ত হয়।**

———

ভগবানের সেবা, আর যাহা ভগবান্ নয়, তাঁ'র সেবা এক কথা নয়। ভক্তের সেবার সঙ্গে কর্ম্মী, জ্ঞানীর সেবা-কার্য্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। শ্রীচৈতন্যদেব ঐরকম সেবার কথা বলেন নাই। ভগবদ্ভক্ত নিজে মুক্ত, তাই তিনি মুক্তির কথা বল্‌তে পারেন। অভক্ত সমাজ-সেবা, দুর্ভিক্ষ-নিবারণ প্রভৃতি তাৎকালিক উপকারের কথাই ব'লে থাকে; ভক্ত সেরূপ কথা বলেন না। ভক্ত বলেন, জগতে যত রকম আধ্যক্ষিক জ্ঞান হ'য়েছে বা হ'বে, সবগুলোকে স্বরাট্ পুরুষোত্তমের সেবায় লাগিয়ে দিলেই তার সার্থকতা হয়।

———

'শাস্ত্র বিভিন্ন মতাবলম্বী হ'য়েছে কেন?' —এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলেন যে, ইন্দ্রিয়-শাস্ত্রের সহিত নিরীন্দ্রিয় বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-শাস্ত্রের ভেদ আছে বটে। শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট বিষয় ভিন্ন হইলেই শাস্ত্র ভিন্নমতাবলম্বী হ'ন। কিন্তু গুরু ও কৃষ্ণের সহিত শাস্ত্রের কোন অমিল নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্যতীত শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য আর কেহ অবগত নহেন। "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" শ্রীগুরুদেবে শুদ্ধভক্তির দ্বারাই শাস্ত্রের যথার্থ প্রকাশিত হন।

———

পথ দুইটী—শ্রৌতপথ ও তর্কপথ। ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাগারের শিক্ষার্থিগণের জন্য শাস্ত্র প্রণয়ন হ'য়েছে। শিষ্যের বিচার-ভেদে শাস্ত্রেরও বিচার পৃথক্ হ'য়েছে। তর্কপন্থীদের ভিতর ঐরূপ বিচার-ভেদ দৃষ্ট হ'য়ে থাকে। বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোতে আবদ্ধ যাঁ'রা, তাঁ'দের কাছ থেকে ভাগবত শ্রবণ কর্‌লে ভাগবতের অর্থ অধিগম্য হ'বে না। লম্পটের নিকট আমরা দীক্ষা গ্রহণ কর্‌ব না; ভাগবতেরই মুখ থেকে ভাগবতের কথা শুন্‌ব। 'যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে' এই উপদেশের অবমাননা আমরা কর্‌ব না।

———

মহাভাগবতের মুখে 'কৃষ্ণলীলা' শ্রবণ কর্‌লে মানুষের 'কামলীলা' ধ্বংস হ'য়ে যাবে। কামুকের নিকট হ'তে শুন্‌লে কি হ'বে? কাম বৃদ্ধি হ'বে। "কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশাঃ" শ্লোকটীর আলোচনা দরকার। কামক্রোধ, প্রভৃতি রিপুগণকে প্রভু ক'রে নিলে ভাগবত বোঝা যা'বে না। দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে "সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্" হ'তে হ'বে। সাধুদের হাতে যে কুঠার আছে, সেই কুঠার দ্বারা তাঁ'রা মানুষের সঞ্চিত যে পাপের প্রবৃত্তি আছে, সেইটাকে ছেদন ক'রে দেন, শরীরটাকে নষ্ট করেন না, কেন না শরীরটা হরিভজনের মূল। কৃষ্ণ যা'কে দয়া করেন, তা'র সব সুবিধা করিয়ে দেন।

———

কৃষ্ণ স্মৃতিটা উদ্দীপন হওয়া চাই। "অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি। সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগযুক্তম্॥" কৃষ্ণপাদপদ্মের স্মৃতি জাগরিত হ'লে সমস্ত অমঙ্গল বিনষ্ট হ'য়ে পরম প্রয়োজন লাভের উপায় স্বরূপ অভিধেয় ভক্তি লাভ হয়। অতএব অপ্রাকৃত-রস-রসিকের সহিত ভাগবত আলোচনা কর্‌তে হ'বে, জড়-রসিকের সঙ্গে কর্‌তে হ'বে না।

যাঁর ভূতশুদ্ধি হ'য়েছে অর্থাৎ যিনি উপাধির ধর্ম্ম হ'তে নির্ম্মুক্ত হ'য়েছেন, তিনিই ভগবানের অর্চ্চন কর্‌তে পারেন। "শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্। নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥" কৃষ্ণ-কথায় শ্রদ্ধা চাই। জগতে কৃষ্ণ নামধারী অসুর আছে; সেই কৃষ্ণ-নামে সেই অসুরকে স্মরণ করিয়ে দিলে অসুবিধার মধ্যে পড়্‌তে হ'বে। ভাগবত বুঝ্‌তে না পার্‌লে কৃষ্ণকে ঐতিহাসিক পুরুষ ব'লে মনে হ'বে, তাতে মঙ্গল হ'বে না। কিন্তু ভাগবতের কৃষ্ণ ব'লেছেন,—ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥" তিনি সর্ব্ব ঈশ্বরের ঈশ্বর; তিনি সৎ, চিৎ এবং আনন্দ বিশেষভাবে গ্রহণ ক'রেছেন; তিনি হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ এই তিনটী বস্তুকে বিশেষভাবে গ্রহণ ক'রেছেন। এইরূপ কৃষ্ণের সেবা কর্‌তে হ'বে; অন্য দেবদেবীর পূজা করা মানে তাঁ'দের খাজাঞ্চী ক'রে নিজে প্রভু হ'য়ে বসা। আমরা যে অপরা বিদ্যাটা শিখেছি, সে'টা পরা বিদ্যার কৃষ্ণরূপে কার্য্য কর্‌তে থাকুক, সে'টা যেন পরা বিদ্যার ধ্বংস কার্য্যে নিযুক্ত না হয়, শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট এই নিবেদন।

———

ঢাকা প্রদর্শনী প্রসঙ্গ

বহু দিবস ব্যাপী বিরাট্ আয়োজন করিয়া মহা-সমারোহের সহিত যুগাচার্য্যবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদ ঢাকা সহরে যে সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর দ্বার সেদিন উন্মুক্ত করিয়াছেন, সেই প্রদর্শনীর কিছু কিছু সংবাদ শ্রবণ করিবার জন্য পাঠকবর্গের কৌতুহল হওয়াই স্বাভাবিক। আমরা তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া যথাসাধ্য তাঁহাদের সেবা করিতে যত্নশীল হইব।

———

ঢাকা রমণার পুরাণ পল্টনের ময়দানটী আজ বৈকুণ্ঠে পরিণত হইয়াছে। প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবা-মাত্র মনে হইবে, যেন আর মায়ার ব্রহ্মাণ্ড নহি—কোন এক মায়াতীত রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তৃণাচ্ছাদিত শ্যামল প্রাঙ্গণটীর চতুর্দ্দিকে সমস্ত প্রকোষ্ঠে ভক্ত ও ভগবানের লীলা প্রদর্শিত হইতেছে এবং সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গুরুপদাশ্রিত গৃহস্থ ব্যক্তিগণ সেই সমস্ত লীলা কীর্ত্তনমুখে দর্শকবৃন্দকে বুঝাইয়া দিতেছেন।

———

"এক কার্য্যে করে প্রভু কার্য্য পাঁচ-সাত।" সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ জগজ্জীবকে যে কত প্রকারে ভগবৎ সেবায় সুযোগ দিতেছেন, তাহার অন্ত নাই। ভক্ত্যঙ্গসমূহের শ্রেষ্ঠাঙ্গ যে শ্রবণ-কীর্ত্তন, তাহা একাধারে সিদ্ধ হইতেছে। একজন নয়, দুইজন নয়, শত শত সহস্র-সহস্র দর্শক আগমন করিতেছেন, আর তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিবার জন্য অনর্গল লীলার কথার শ্রবণ ও কীর্ত্তন হইতেছে। ইহাতে শ্রোতার এক প্রকারে এবং উচ্চকীর্ত্তনকারীর দুই প্রকারে ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইতেছে।

———

ভগবদ্ভক্তগণ যেখানে শ্রীভগবানের গুণ কীর্ত্তন করেন, শ্রীভগবান্ সেই স্থানেই থাকেন; আবার ভগবান্ যেখানে অবস্থান করেন, তাহাই [illegible]। শ্রীভগবান্ দেবর্ষি নারদকে ব[illegible]— "নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥" রমণার ময়দানে হরিগুণগানের মন্দাকিনী প্রবাহিত করিয়া অমন্দোদয় দয়ার [illegible] বিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদ তথায় বৈকুণ্ঠধাম অবতীর্ণ করাইয়াছেন।

———

প্রাকৃত জগতের চিন্তাস্রোতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ভোগিকুল সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী দেখিতে আসিয়া দূর হইতে লক্ষ্য করিলেন—

"কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।"

শ্রীচৈতন্যদেবের এই চেতনময়ী বাণীর চিন্তা করিতে করিতে যখন তাঁহারা তোরণ-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন উপরে লেখা আছে দেখিতে পাইলেন— "আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত, বিষয়-সমূহ সকলি মাধব॥ শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল। "বিষয়" বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥"

———

অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ-রাজ্যে প্রবেশের পথে যে উপরি উক্ত বাণীসমূহ ধ্রুবতারা-স্বরূপ, তাহা বুঝাইবার জন্য পারমার্থিক প্রদর্শনীর আবিষ্কর্ত্তা প্রথমমুখেই ঐপ্রকার নির্দ্দেশ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। উপরি উক্ত উপদেশ-বাণী শিরোধার্য্য করিয়া যাঁহারা প্রদর্শিত বিষয়সমূহ অনুধাবন করিবেন, তাঁহাদেরই দেখা সার্থক হইবে।

গত ৮ই জানুয়ারী বৈকালে শত শত মোটর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী ও দ্বিচক্র যানে প্রদর্শনীর সম্মুখস্থ ময়দানটি ভরিয়া গেল। পিপীলিকা-শ্রেণীর মত দর্শকবৃন্দ প্রবেশ করিতে লাগিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ আজ স্বয়ং প্রদর্শনী-মণ্ডপের বহির্ভাগে তোরণ-পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া দর্শকবৃন্দের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। "প্রেম বিলাইতে প্রভুর নদে আগমন।" আজ সেই প্রভুরই অভিন্ন বিগ্রহ আচার্য্য-প্রবর শ্রীল প্রভুপাদ পুরবাসীকে প্রেম-রাজ্যের বার্ত্তা জানাইবার জন্য প্রদর্শনীর প্রবেশ-দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া যেন জানাইতেছেন,—হে বিশ্ববাসিন্, তোমরা কিছুক্ষণের জন্য তোমাদের সমস্ত দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মকে স্তব্ধ করিয়া এই প্রদর্শনীর মধ্যে বৈকুণ্ঠ-জগতের বার্ত্তা শ্রবণ ও গ্রহণ কর, তোমাদেরই নিত্যমঙ্গলের জন্য ইহা ও হইতেছে।

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা নদীয়া প্রকাশ

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভং নরহস্ত ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১
৩৮। অর্চ্চনকণ ৶১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৵০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ য়্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধিপাট ঐ
৬। আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া
৯। মদনগোপাল পাট কাটালপুলি, ঢাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটী, (বর্দ্ধমান)
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাযোড়া, রাজপাথ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু, হাওড়া
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চক্রাদহ, বাসুদেব-
পুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রাজাপেট্টা, মান্দ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, ওয়েষ্ট
গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সগড়ার, পুরী,
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুমুরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ আগস্তকুণ্ড, কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পাঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

	নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১।	শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	ঢাকা
২।	শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	ঢাকা
৩।	শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	চম্পহট্ট
৪।	শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫।	শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৬।	শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	লক্ষ্ণৌ
৭।	শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা
৮।	শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	ঢাকা
৯।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০।	শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ঢাকা
১১।	শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মান্দ্রাজ
১২।	শ্রীভক্তিসুধাকর শ্রোতী	কাশী
১৩।	শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	ঢাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা!   সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিৎ-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির অনুক্ষণ বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। বাকুলি রাজসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, পোষ্ট গ্রাজুয়েট, বেদান্তরত্ন মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৩৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) বরজে বাঁধাই মূল্য ৩॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌরাবির্ভাবের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-প্রদর্শিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মান্দ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতি অল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় পারমার্থিক সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিসহ। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।/০

পারমার্থিক জগতে অভিনব সম্ভার

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ' 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন' 'অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল সত্য, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবামনদেব, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজিয়া, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীনাম, শাস্ত্রপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা, শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিদগ্ধচরিত্র শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২॥০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম

ফর্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেন্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতীয়
১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩ নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ॥০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বস্তু সম্বের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৶০ আনা।

মিটিংএর নোটীশ বহি—১ খানা ॥০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ॥০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস চাইট্টীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

কৃষ্ণাঙ্গার পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

সকলবর্ষের ব্যবহার জন্য ৭ আঃ শিশিতে সলিতক অবস্থায় ভোটবোতলের সমান ওজন ডাকে পাঠান হয়। তাতে ওজনের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ৸৴০ আনা, বোতল ১৸৴০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৭	১৩-৫১	১৭-৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-১৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০ ৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫ ৪০, ৯-২৯, ১২-২৮, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫-৩১	৯-৫	১২ ১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫ ৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩৭	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫ ৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৭	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিখ যুবক ও ডাকাতদলের লড়াই

নূতন দিল্লীতে শুক্রবারের দুইটী শিখ যুবক উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে বারো জন ডাকাতের সম্মুখীন হয়। ডাকাতেরা বর্শা প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত ছিল। পনর মিনিট ভীষণ সংগ্রামের পর দুইজন ডাকাতকে গ্রেপ্তার করা হয়, অবশিষ্টরা পলায়ন করে। শিখ যুবকরা ডাকাতদের অনুসরণ করে।

দ্বিতীয় সংঘর্ষের সময় সাত জন ডাকাত ভীষণভাবে আহত হয়। শিখ যুবকদ্বয় বিশেষরূপে আহত হইয়া পরে কৈলবাজার থানায় সংবাদ দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে আসিয়া ডাকাতদের গ্রেপ্তার করে।

বরিশালে বোমা

ঝালকাঠী থানায় নারায়ণপুরে এক বোমা বিস্ফোরণের ফলে সুরেন্দ্রমোহন দাস নামে একজন লোক নিহত ও কয়েকজন আহত হইয়াছে।

মহিলার অনশন সঙ্কল্প

জনার্দ্দন স্বামীর মন্দির হরিজনদের জন্য উন্মুক্ত না হইলে শ্রীমতী লক্ষ্মী অনশন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সেই সম্বন্ধে গান্ধীজী শ্রীযুত নারায়ণ রাজুকে এক পত্র লেখেন। তিনি পত্রে জানান, "গুরুবায়ুরের ব্যাপার এখন স্থগিত আছে, এ সময় কেবল আন্দোলনই চালান উচিত। মাত্র দুই একটি ক্ষেত্রে অনশন করা কর্ত্তব্য।" তিনি শ্রীমতী লক্ষ্মীকে অনশন করিতে নিষেধ করিয়া চিঠি লিখিয়াছেন।

বালকের কারাদণ্ড

পাটনা কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান করার জন্য রামদাস শর্ম্মা ও রামরতন শর্ম্মা সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে ৫ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

বাসদেও ও বীরবল চৌধুরী বে-আইনী জনতায় যোগদান করিবার অপরাধে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। রামলক্ষ্মণ নামে একটী ১২ বৎসরের বালক ৩ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

বেকার অভিযানের সংবাদ মিথ্যা

ঘোষিত হইয়াছিল যে, মিঃ নরম্যান টমাস মিঃ রুজভেল্টের কর্ম্মভার গ্রহণের অব্যবহিত পরেই ২০ হাজার বেকারের একটা দলকে ওয়াশিংটন অভিমুখে চালিত করিবেন। তাঁহার উদ্দেশ্য বেকারদিগের অবস্থার প্রতিকারের দাবী করা। মিঃ টমাস পরে এই মর্ম্মে এক ইস্তাহার প্রকাশিত করিয়াছেন যে, উল্লিখিত সংবাদ সত্য নহে।

আলোয়ারে বিদ্রোহ

বিদ্রোহী মেওদের বিরুদ্ধে নিযুক্ত করিবার জন্য বৃটিশ সৈন্যদের লইয়া স্পেশাল ট্রেণ যাত্রা করিয়াছে।

আলোয়ার অপেক্ষাকৃত শান্তভাব ধারণ করিয়াছে।

রাজপুতনার দেশীয় রাজ্যগুলির সামরিক পরামর্শদাতা মেজর-জেনারেল এবং কর্ণেল ওগিলভী আলোয়ারে এক সপ্তাহ ছিলেন। সৈন্য ও মেওদের মধ্যে যে সংঘর্ষ ঘটে, তাহার ফলে আহতের সংখ্যা ৪০ হইতে ৫০ হইবে।

মেওদের সহিত সংঘর্ষের সংবাদ আর পাওয়া যায় নাই।

মেজর-জেনারেল গোলযোগের স্থানগুলিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। দিল্লী ক্যান্টনমেন্ট হইতে এক ডজন বৃটিশ অফিসারের নেতৃত্বাধীন প্রায় ৪শত গুর্খা সৈন্য লইয়া একখানা স্পেশাল ট্রেণ আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

সম্পত্তি ফেরৎ

নবাবগঞ্জ অভয় আশ্রম ও জাতীয় বিদ্যালয়ের যাবতীয় সম্পত্তি গত এক বৎসর যাবৎ সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন। অর্ডিনান্সের কার্য্যকাল শেষ হইলে গভর্ণমেণ্ট উক্ত আশ্রম এবং বিদ্যালয়ের সম্পত্তি মালিকগণকে প্রত্যর্পণ করা স্থির করেন। সেই অনুসারে কিছুদিন পূর্ব্বে নবাবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকর্ত্তা আশ্রমের সম্পত্তি বুঝিয়া লইবার জন্য শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায়কে কৃষ্ণনগরে চিঠি লিখেন। হরিপদবাবু যথাসময়ে এই চিঠি না পাওয়ায় নির্দ্দিষ্ট দিনে নবাবগঞ্জে আসিয়া সম্পত্তি বুঝিয়া লওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। ফলে হরিপদবাবু নবাবগঞ্জে আসিয়া যথাবিহিতভাবে সমুদয় সম্পত্তি বুঝিয়া না লওয়া পর্য্যন্ত নবাবগঞ্জ থানার দারোগাবাবু এই সম্পত্তির একটি সাময়িক ব্যবস্থা করেন। তিনি কাশিমপুরের শ্রীযুত অতুলচরণ চৌধুরীর নিকট আশ্রমের অস্থাবর সম্পত্তি এবং সংশাবাদের শ্রীযুত জ্ঞান কবিরাজের নিকট ভূ-সম্পত্তি গচ্ছিত রাখেন। হরিপদবাবু সম্প্রতি নবাবগঞ্জের দারোগাবাবুর নিকট একখানা রেজিষ্টারী চিঠি লিখিয়াছেন। সেই চিঠীতে তিনি শ্রীযুক্ত অতুলচরণ চৌধুরীকে তাঁহার পক্ষ হইতে আশ্রমের যাবতীয় স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি বুঝিয়া লইবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে অতুলবাবু হরিপদবাবুর পক্ষ হইতে আশ্রমের সম্পত্তি ফেরৎ লইবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট একখানি দরখাস্ত করিয়াছেন।

অস্ত্র আইনের মামলা

রাজসাহী জেলের মধ্যে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বি. বি, ভৌমিকের সম্মুখে রাজসাহী অস্ত্র আইন ও ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ হইয়াছিল।

পূর্ব্বে যে দুই জনকে জামীনে মুক্তি দেওয়া হয়, এবারও সেই দুই জন ব্যতীত আর কাহাকেও জামীনে মুক্ত দেওয়া হয় নাই।

এখন মোট আসামীর সংখ্যা ৩১।

আসামী পার্ব্বতী রায় ও যামিনী রায়কে ষ্ট্রেচারে করিয়া আনা হইয়াছিল। কুমারী শান্তি রায়কে কলিকাতা হইতে আনা হয়।

জেলের মধ্যে অদ্য পুনরায় সনাক্তকরণ আরম্ভ হয়। যাহারা সনাক্ত করে তাহাদিগকে কৃষ্ণনগর হইতে আনা হয়।

কংগ্রেস ডাকহরকরা

মজঃফরপুরে কংগ্রেসকর্ম্মী কিশোরীপ্রসন্ন সিংহ এবং সন্ধ্যাকান্ত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার জন্য ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন এবং কংগ্রেসের ডাকহরকরাকে ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

বেনারসীলাল শর্ম্মা ও কাশীপ্রসাদ শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদের প্রচারপত্র বিলি করার সম্পর্কে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

কারাদণ্ড

কংগ্রেসকর্ম্মী পণ্ডিত কমলাকান্ত উপাধ্যায় মতিহারিতে প্রচারকার্য্য সম্পর্কে ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

পাগলা হাতী

কাণপুরে যে হাতীটী ক্ষেপিয়া যাওয়ায় কয়েকজন লোক হতাহত হয়, তাহাকে মুগানগরের দুই মাইল দূরে এক জঙ্গলে ধরা হইয়াছে।

আত্মহত্যা

কলিকাতার বি, [illegible] প্রশান্তকুমার মিত্রের মৃত্যু হইয়াছে। কলিকাতার করোণার শ্রীযুক্ত এ, সি, দত্ত জুরীর সাহায্যে গত মঙ্গলবার উক্ত মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্ত শেষ করিয়াছেন।

মৃত ব্যক্তি ৪ খানি পত্র রাখিয়া গিয়াছেন। উহা টেবিলের উপরে ছিল। প্রশান্ত নিজেই পত্রগুলি লিখিয়াছিল। সে কিছু দিন যাবৎ পীড়িত ছিল। একখানি পত্রে সে লিখিয়াছে বিয়োগান্ত নাটক সে অধিক ভালবাসিত। তাহার জীবননাটক উহা প্রমাণিত হইবে। লাল পেন্সিলে লেখা আছে, দশ মিনিটের মধ্যে তাহার মৃত্যু হইবে। বিদায়! এক টুকরা কাগজ পাওয়া গিয়াছিল। তাহাতে সে লিখিয়াছিল, রসায়ন শাস্ত্রে পটাসিয়াম সাইনাইডের পরীক্ষা অজ্ঞাত। বিজ্ঞান বিষয়ে আমার আগ্রহ আছে। আমি বৈজ্ঞানিকদিগকে সাহায্য করিতে ইচ্ছা করি।

হরতাল

দাঁতন থানায় বিভিন্ন কেন্দ্রে যুদ্ধারম্ভের সাম্বৎসরিক দিবস পালিত হইয়াছে।

বন্দে মাতরম ধ্বনি সহকারে ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। বিভিন্ন হাট ও বাজারসমূহ সমগ্র দিবস হরতাল উপলক্ষে বন্ধ ছিল।

সভা

একরুলীতে এক সভা হয়। শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদের বর্ণনাপত্র পঠিত হইলে সভা ভঙ্গ হয়। কোন পুলিশ উপস্থিত ছিল না। নিমপুরে কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে নোটিশ দিয়া প্রকাশ্য ময়দানে বহু দেশবাসীর উপস্থিতিতে শ্রীযুক্তা কাননবালা দেবী বর্ণনাপত্র পাঠ করেন।

দাঁতন বাজারের উপর সভার বন্দোবস্ত করা হয়। পুলিসবাহিনী সকাল ৭টায় ক্যাম্প ঘেরাও করিয়া ৬ জনকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় আনে। বেলা ৩টায় পুনরায় ক্যাম্প ঘেরাও করে এবং ৭ জন কর্ম্মীকে থানায় লইয়া গিয়া আটক রাখে।

শোভাযাত্রা

নিমপুর কেন্দ্রে একটি শোভাযাত্রা বাহির করা হয়। এই শোভাযাত্রাটি নিমপুর কেন্দ্র হইতে বাহির হইয়া বামনবিকলা, বামনদা প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া সন্ধ্যায় নিমপুরে ফিরিয়া আসে।

শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈনিক

Reg No C. 1544

নদীয়া প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড | সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি | ২৬৩তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৩রা মাঘ সোমবার ১৩৩৯, ১৬ই জানুয়ারী ১৯৩৩

নানা কথা

হাওড়া ষ্টেশনে ডাকাতি

হাওড়া ষ্টেশনের ৭নং প্লাটফরমে ৭জন পশ্চিম দেশীয় ডাকাত সন্দেহজনকভাবে অপরাহ্নে অবস্থান করিতেছিল। কোন স্থানে ডাকাতি করিবার অভিপ্রায়ে উহারা শেষ হয় লোকাল ট্রেণের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। সংবাদ পাইয়া গোয়েন্দা বিভাগের কতিপয় কর্ম্মচারী নিঃশব্দে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হ'ন। এবং দূর হইতে উক্ত ডাকাতদলের উপর কড়া নজর রাখেন। ডাকাতগণ প্লাটফরমের ফটকের দিকে অগ্রসর হইলে পুলিশকর্ম্মচারিগণ তাহাদিগকে অগ্রগমনে বাধা প্রদান করেন। উহারা পুলিশকর্ম্মচারীদের প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইলে পুলিশদল ডাকাতদলকে ঘেরাও করে এবং দুর্বৃত্তগণের মধ্যে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। অপর চারিজন দৌড়াইয়া পলায়ন করে।

ডাকাতদল গ্রেপ্তার

বাঁকুড়া জেলার কদমবেড়িয়ার কার্ত্তিক-চন্দ্র বাঁদের বাড়ীতে ডাকাতি করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের সময় রাত্রি প্রভাত হইয়া যাওয়ায় রায়পুর থানার ফুলকুসুমার নিকটে এক জঙ্গলে ডাকাতগণ আশ্রয় লয়। প্রাতে দস্যুগণ একটি ছাগল মারিয়া উহার মাংস রন্ধন করিয়া তাহা খায়। ছাগলটী জঙ্গলের নিকটেই চরিয়া বেড়াইতেছিল। একজন রাখাল বালক ঐ ঘটনার বিষয় গ্রামবাসিগণকে জানাইলে তাহারা লাঠি লইয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং জঙ্গলটী ঘেরাও করিয়া হাতেনাতে ৩ জন দস্যুকে গ্রেপ্তার করিয়া উহাদিগকে রায়পুর পুলিসের হস্তে সমর্পণ করে। পুলিস জোর তদন্ত করিয়া আরও ২০ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তদন্তের ফলে কতকগুলি অপহৃত দ্রব্য উদ্ধার হইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গে এই প্রথম

অদ্বিতীয়! অদৃষ্টপূর্ব্ব!! কল্পনাতীত!!!

ঢাকার পুরাণপল্টনের মাঠে

বিরাট্ সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী

গত ২২শে পৌষ, ৬ই জানুয়ারী হইতে আরম্ভ হইয়াছে

২৭শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত থাকিবে

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকেরই পরম শিক্ষাপ্রদ

সকলের যোগদান প্রার্থনীয়

আসুন! এই পরম সুযোগ গ্রহণ করুন

মহিলাদের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত আছে।

পুনা-চুক্তিতে আপত্তি

পুণায় যে চুক্তি হইয়াছে উহা বিশেষ নির্ব্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের দ্বারা হিন্দু সমাজের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিবে এবং তাহাতে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা।

পুণা চুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন-ভবনে যে সর্ব্বদল হিন্দু সম্মিলন হইয়াছিল তাহা এই মত প্রকাশ করেন।

সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়—

এই সম্মেলনের মতে বাঙ্গলার হিন্দুদের পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া এবং বাঙ্গালার রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া যে পুণা চুক্তি হইয়াছে, বিশেষ নির্ব্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের দ্বারা উহা হিন্দু সমাজের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিবে এবং তাহাতে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা; অথচ, এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করিবার জন্যই গান্ধিজী তাঁহার জীবন পণ করিয়াছিলেন। মজুদ সদস্য পদের সংখ্যার সহিত এই প্রদেশের সত্যকার প্রয়োজনের কোন সঙ্গতি নাই। বাঙ্গালা সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রী যে ব্যবস্থা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, এই সম্মিলন তাঁহাকে উহা স্মরণ করিতে অনুরোধ করিতেছে।

এই সম্মিলন বাঙ্গালার অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া গান্ধীজী ও পুণা-চুক্তির স্বাক্ষরকারিগণকে চুক্তি সম্বন্ধে পুনর্ব্বিবেচনা করিতে বলিতেছেন।

ডাকাতি

ঢাকা জেলায় লৌহজঙ্গের ধনী মহাজন শ্রীযুত মনোমোহন কংসবণিকের গৃহে এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ২০ জন দস্যু সাংঘাতিক অস্ত্রশস্ত্রসহ গৃহে প্রবেশ করিয়া ভৃত্যগণকে বাঁধিয়া ফেলে এবং মনোমোহন বাবুকে মারধর করিয়া নগদ ও অলঙ্কারে প্রায় ১০ হাজার টাকা লইয়া চম্পট দেয়। ডাকাতগণ বাড়ীতে লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিতে পারে না। উহারা উহা নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে বহন করিয়া লইয়া যায় এবং সেখানে উহা ভাঙ্গিয়া উহার মধ্য হইতে টাকাকড়ি সব লইয়া যায়।

গ্রেপ্তার

মধুবনীর বন্দুক চুরির মামলা সম্পর্কে কংগ্রেসকর্ম্মী সূর্য্যনারায়ণ সিংকে মধুবনী রেলষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩রা মাঘ, সোমবার ১৩৩৯

বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিবর্গ ভারতের বড়লাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিতেছেন যে, দেবমন্দিরসমূহ সাধারণের জন্য নির্ম্মিত হইলেও তাহা সাধারণের রাস্তার ন্যায় ব্যবহার করিবার জন্য নহে এবং তাহার ব্যবস্থাও নাই।

কতকগুলি লোক উহার প্রাঙ্গণেও যাইতে পায় না, কোন কোন লোক সেখানে প্রবেশ করিতে পারে, তাহাদের অপেক্ষা উচ্চ জাতীয় লোক নাটমন্দিরে যাইতে পারে, তদপেক্ষা উচ্চ জাতীয় লোক সোপান পর্য্যন্ত যাইবার অধিকারী। গর্ভগৃহে দেবতা থাকেন। সেখানে একমাত্র ব্রাহ্মণই যাইবার অধিকারী; কিন্তু ব্রাহ্মণ, এমন কি মন্দিরের পুরোহিতেরও যদি অশৌচ হয়, তাহা হইলে তিনি সেখানে প্রবেশ করিতে পারেন না। সাধারণের হিতার্থে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইলেও উহাতে প্রবেশ করিবার বিধি নিষেধ আছে। দেবমন্দির হাট বাজার নহে।

জমীদার সভার সদস্যগণের বিশ্বাস যে, সরকার কর্ত্তৃক জাতি-নির্ব্বিশেষে মন্দির প্রবেশাধিকারের আইন প্রবর্ত্তিত হইলে আনুষ্ঠানিক হিন্দুদিগের মনে দারুণ আঘাত লাগিবে।

যে সম্প্রদায়ের সহিত মন্দির-প্রবেশ সমস্যার বিশেষ সম্বন্ধ সেই সম্প্রদায়ের মতামত লইয়াই এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক। সর্দ্দা আইন, বিধবা বিবাহ আইন, সতীদাহ আইন প্রভৃতির ফলাফল আলোচনা করিলে ইহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারিত হইবে।

মন্দির-প্রবেশ-সম্বন্ধে বিধি নিষেধ আবশ্যক এবং তাহা আছে—একথা কেহই অস্বীকার করেন না। মন্দিরকে রাস্তা ঘাটের এবং বাজার হাটের সহিত তুলনা করিলেও আইনানুবর্ত্তিতার ব্যতিক্রম সমর্থিত হয় না।

রাস্তায়ও পদচারী এবং যানবিহারীদের পার্থক্য বিশেষভাবে রক্ষিত হয়, এবং যানবিশেষের জন্যও বিধিনিষেধ আছে। কলিকাতার রাস্তা এবং পার্কসমূহের বিধিনিষেধের বিষয় যাঁহারা অবগত আছেন তাঁহাদিগকে এ বিষয় বুঝাইবার প্রয়োজন নাই।

প্রধান বিচার্য্য বিষয় এই যে, রাস্তা ঘাট সম্বন্ধীয় আইনের যেমন আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন হয়, মন্দিরপ্রবেশ সংক্রান্ত বিধিনিষেধের সেইরূপ পরিবর্ত্তন সম্ভব কি না?

সমাজ হইতে কুপ্রথা উঠান উচিত নয় কিম্বা যায় না—একথাও কেহ বলেন না। তবে মন্দির সম্বন্ধে চির-প্রচলিত বিধি নিষেধ সমূহকে কুপ্রথা বলা যায় কি না, তাহাই বিচার্য্য।

পারমার্থিক এবং সামাজিক অধিকারের দ্বন্দ্বও এখানে পরিদৃশ্যমান নহে। এখানে দ্রষ্টব্য বিষয়—যাহারা সনাতনী বলিয়া আপনাদিগকে জাহির করিতেছে তাহারা অস্বাভাবিক গোঁড়া কি না এবং অস্পৃশ্যদিগকে মন্দির প্রবেশাধিকার দান আন্দোলনের নেতৃবর্গ খামখেয়ালির বশবর্ত্তী হইয়া 'একটা নূতন কিছু করো' এই কথাই প্রচার করিতেছেন কি না?

বঙ্গদেশে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য-নির্ব্বাচন সমস্যা ক্রমশঃ গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। প্রধান মন্ত্রীর মীমাংসা অনুসারে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য দশটী স্থান নির্দ্দিষ্ট রাখা হয়, কিন্তু পুনা চুক্তিতে তাহা বাড়াইয়া ত্রিশটী করা হয়। এই সমস্ত ব্যাপারে সমস্যা আরও কঠিন হইয়া উঠিতেছে, কারণ, উচ্চশিক্ষিত হিন্দুরা ২৫০টী স্থানের মধ্যে মোট ৫০টী স্থান পাইতেছেন।

সাধারণ নির্ব্বাচনে অবাধ প্রতিযোগিতার তুলনায় প্রধান মন্ত্রীর নির্দ্ধারণ বা পুনা চুক্তি অনুসারে যাহা হইবে তাহা স্বায়ত্তশাসন এবং জাতীয় একতার একটা ভেংচানি ছাড়া আর কিছুই নহে। মুসলমান এবং অনুন্নত সম্প্রদায় যে রাজনৈতিক ব্যাপারে শিক্ষিত হিন্দু অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট, একথা বোধ হয় অবিসংবাদিত সত্য এবং ইহাতে সাম্প্রদায়িকতার নাম গন্ধ নাই। অশিক্ষিত এবং অনুন্নত সম্প্রদায়কে শিক্ষিত, চালিত এবং উন্নত করিতে হইবে। তাহাদিগের দ্বারা চালিত হইতে হইবে—একথার কি মূল্য আছে জানা যায় না।

উন্নত শিক্ষিত সম্প্রদায়কে যেরূপভাবে ব্যবস্থাপক সভাসমূহ হইতে ছাঁটিয়া ফেলিবার চেষ্টা হইতেছে এবং অশিক্ষিত, অনুন্নত সম্প্রদায়কে যেরূপভাবে ঠেলিয়া তুলিয়া তাহাদের ঘাড়ে চাপান হইতেছে, তাহাতে বলশেভিকবাদের প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে কি না, তাহা গবর্ণমেণ্টের এবং দেশের নেতৃবর্গের বিশেষ বিবেচনার বিষয়।

পুনা-চুক্তিতে মাদ্রাজ ও বাংলাকে এক পর্য্যায়ে ফেলা হইতেছে। কিন্তু তাহা কি বুদ্ধিমানের কার্য্য হইয়াছে? এই দুই দেশের অনুন্নত সমস্যা কি সমান তীব্র ও ভীষণ? বঙ্গে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচনকালে হিন্দুরা উন্নত এবং অনুন্নতের মধ্যে পার্থক্য করে বলিয়া শুনা যায় না। যে যুগে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন-প্রথা উঠাইয়া দিবার এরূপ প্রচেষ্টা চলিতেছে, সেই যুগে পুনা-চুক্তিতে উহা পরোক্ষভাবে মানিয়া লওয়া হইল ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের কথা। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে চুক্তিতে বাংলার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইবার কথা হইল তাহাতে বাংলার নেতা কেহই যোগ দিলেন না কারণ রবীন্দ্র বাবুর রাজ-নৈতিক ক্ষেত্রে স্থান নাই।

জাপানীরা অতি শান্তভাবে সহস্র সহস্র চীনবাসীকে হত্যা করিয়া এবং একটী সহর ধ্বংস করিয়া বলিতেছে, 'জাতিসঙ্ঘ যদি সুদূর প্রাচ্যে শান্তি অব্যাহত রাখিতে চাহে, তাহা হইলে জাপানের মত সমর্থন করুক, আর যদি বিশৃঙ্খলা, অশান্তি এবং বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার ইচ্ছা করে তবে চীনকে সমর্থন করুক।'

যদি জাতিসঙ্ঘ জাপানের একটা সহর ধ্বংস করিয়া বলে যে, শান্তি অব্যাহত রাখার জন্য এই ব্যবস্থা হইল, তাহা হইলে উপযুক্ত উত্তর দেওয়া হয়, কিন্তু আজ সে সাহস কোন জাতিরই নাই রুষিয়ার পরাজয়ের পর হইতে শ্বেতাঙ্গদিগের জাপভীতি আরম্ভ হয়। এখন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রও কোন কথা বলিবার মত সাহস সঞ্চয় করিতে পারিতেছে না। আমেরিকার জাপানের উপর ভয়ঙ্কর আক্রোশ আছে, কিন্তু প্রবল জাপান আজ আমেরিকার ও দূরের কথা আজ সমস্ত জগৎকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করিতেছে। জাতিসঙ্ঘের সমস্ত জাতিও যদি চীনের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হয়, তাহা হইলেও জাপান তাহাদের কথা শুনিবে না। জাপান স্পষ্টই বলিতেছে যে জাপানের মতে মত দিলেই জাতিসঙ্ঘের মঙ্গল, নচেৎ বিপ্লবানলে বিশ্ব ধ্বংস করিবে।

সেদিনকার অসভ্য জাপানের হুঙ্কারে আজ সমগ্র সভ্য-জগৎ কম্পিত। জাপান একথা বলে না যে, তাহার দাবী ন্যায্য, সে শুধু এই কথাই বলে যে, সে চীনে সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিবে, দুর্ব্বল চীনকে ধ্বংস করিবে, কিন্তু কেহ তাহাকে বাধা দিতে পাইবে না।

পাঞ্জাব-নেতা ডাক্তার আলাম পীড়িত হইয়া বঙ্গে চিকিৎসিত হইতেছেন। এদিকে কেনিয়ার জাতীয় সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য তাঁহার নিমন্ত্রণ হইয়াছে। তিনি কি করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিতেছেন না; কারণ, একদিকে পীড়া এবং অপর দিকে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে অর্থাৎ ভারত এবং কেনিয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বাধা।

নিমন্ত্রকগণ বলিতেছেন যে, কেনিয়ার আবহাওয়া আলম সাহেবের স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী হইবে এবং জাহাজে কিছুকাল বাস করা তাঁহার পক্ষে আবশ্যক। তিনিও কেনিয়ায় যাইয়া সে দেশের জাতীয় জাগরণে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক।

আলোয়ারে বিদ্রোহ ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে; সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। বৃটিশ বাহিনীর পর বাহিনী যাইতেছে, উড়োকল পাঠান হইতেছে, কিন্তু শীঘ্র বিদ্রোহ শান্তির সম্ভাবনা দেখা যায় না। আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে, বিদ্রোহী মেওয়া অফুরন্ত গোলা বারুদ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছে। ইহাতে অনুমান করা যায় যে, ইহা কেবল করভার পীড়িত দরিদ্র প্রজাদের অসন্তুষ্টির অভিব্যক্তি মাত্র নহে। তাহাদের পিছনে লোক আছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম — মায়াপুর — নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, মাধব গৌরাব্দ ৪৪৬, ৩রা মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৬ই জানুয়ারী ইং ১৯৩৩ সোমবার { ২৬৩তম সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ৯ই জানুয়ারী শ্রীমাধব-গৌড়ীয়মঠের উৎসবের শেষ দিন ধার্য্য থাকায় তথায় মহা সমারোহে মহা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রাতঃকাল হইতে কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। পরে শ্রীবিগ্রহের ভোগ সমাপনান্তে বেলা ১১টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত সমাগত সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে খেচরান্ন পরমান্ন, কমলালেবু প্রভৃতি বহুবিধ বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রচুর পরিমাণে বিতরিত হইয়াছে। বৈকালে নবাবপুর-রোডের উপর রাস্তার দুই পার্শ্বে বসাইয়া প্রায় সহস্রাধিক কাঙ্গাল গরীবদিগকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

এবার ঢাকা সহরে সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইতে থাকায় বহুদূর দেশ হইতে অর্থাৎ ময়মনসিংহ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ, চট্টগ্রাম ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ, নারায়ণগঞ্জ, বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানসমূহ হইতে শ্রীমাধব-গৌড়ীয়মঠের উৎসবে অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এ-বৎসর লোক-সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাহার উপর আবার শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং এই সময়ে ঢাকায় উপস্থিত থাকায়, মহামহোৎসব-কার্য্যটী অতি সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে ও সর্ব্বপ্রকারে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

মঠের ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও ব্রহ্মচারিগণ সমাগত ভবরোগাক্রান্ত ব্যক্তি সকলকে ভবরোগের মহৌষধ-হরিকথামৃত এবং পথ্য মহাপ্রসাদ সমস্ত দিন ও রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজের কর্তৃত্বে ও শ্রীযুত গিরিজামোহন দে ভক্তিভূষণ মহাশয়ের সহকারিত্বে মহামহোৎসবটী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইয়াছে। উৎসব উপলক্ষে স্বেচ্ছাসেবক-রূপে কলেজের ছাত্রবৃন্দের সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

ঢাকা সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর কার্য্য বিপুল-ভাবে চলিতেছে। প্রত্যহই দর্শকবৃন্দের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। যাঁহারা একবার দেখিয়া যাইতেছেন, তাঁহারা তৃপ্ত হইতে না পারিয়া নিজেরা ত' পুনরায় আসিতেছেনই এবং সঙ্গে আবার বহুলোককে লইয়া আসিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের বিরাম নাই; তিনি প্রাতে বেলা ১১।১২ টা পর্য্যন্ত এবং বৈকাল হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত প্রদর্শনীতে অবস্থান করিয়া সকলকে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন এবং দর্শক-বৃন্দের মধ্যে কাহারও কোন বিষয়ে সন্দেহ হইলে তিনি তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেছেন।

ঢাকায় এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ও লক্ষী-তব্য বিষয়টী আপাততঃ দেখা যাইতেছে যে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে উপলব্ধ হইয়াছে। কারণ, বর্ত্তমানে যে সমস্ত দর্শকবৃন্দ আসিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই উচ্চ শিক্ষিত পুরুষ ও মহিলা এবং স্কুল-কলেজের অধ্যা-পক, অধ্যক্ষ, শিক্ষক ও ছাত্রগণ।

ইংরাজ পুরুষ ও মহিলাগণও ভক্তি আগ্রহসহকারে প্রদর্শনী দর্শন করিতে আসিতেছেন। শ্রীমদ্ বন মহারাজ ইংরাজী ভাষায় তাঁহাদিগকে প্রত্যেক দর্শনীয় বিচারটীর উদ্দেশ্য সম্যক্‌রূপে বুঝাইয়া দিতেছেন। বিদেশী এবং বিধর্ম্মী হইলেও তাঁহারা সমস্ত কথা শ্রবণপূর্ব্বক পরম সন্তোষ লাভ করিয়া একবাক্যে বলিতেছেন— জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে ধর্ম্ম-শিক্ষার এরূপ প্রদর্শনী হইতে পারে এরূপ ধারণা তাঁহাদের ছিল না। ইহাতে যে-সমস্ত শিক্ষণীয় বিষয় আছে, তাহা আমাদের সকলেরই গ্রহণযোগ্য।

বর্ত্তমানে শিক্ষিত দর্শকসম্প্রদায়ের আধিক্য থাকায়, মহিলা ও পুরুষ উভয়েই অতিনিবিষ্টচিত্তে অনেকক্ষণ ধরিয়া শ্রবণ করিতেছেন। এক একটী বিষয়ের শ্রবণে তাঁহারা এত আকৃষ্ট হইতেছেন যে, আর যেন দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে যাইতে তাঁহা-দের পা উঠিতেছে না। এখানকার প্রদর্শনীতে একটী বৈশিষ্ট্য এই যে, বর্ত্তমানে যে-সকল দর্শক আসিতেছেন, তাঁহারা কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই কোন প্রকার হট্ট-গোল না করিয়া বিষয়টা কি, তাহা বুঝিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতেছেন এবং যিনি যত অধিক শ্রবণ করিতেছেন, তিনি তত আকৃষ্ট হইতেছেন।

দর্শকগণ নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করিতে থাকায় একটা মহা সুবিধা হইয়াছে এই যে, প্রদর্শকগণ প্রাণ খুলিয়া তাঁহাদের নিকট বাস্তব সত্যের কথা বলিতে সুযোগ পাইতেছেন। প্রাকৃত জগতের অতীত রাজ্যের কথা একমাত্র শব্দ সাহায্যেই গ্রহণযোগ্য। সেই অপ্রাকৃত রাজ্যের বাণী আজ শুদ্ধভক্তগণের মুখে শ্রবণ করিতে করিতে দর্শকবৃন্দের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইতে থাকায় তাঁহারা ক্রমশঃই শ্রীমাধব-গৌড়ীয় তথা শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচার-বার্ত্তার কথা হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন।

বৈষ্ণবের প্রকৃত তৃণাদপি সুনীচতার আদর্শ শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব প্রভুর চরিত্রে পূর্ণভাবে দেদীপ্যমান। তিনি যে কত বড় মহান্ ও গম্ভীর তাহা জগৎকে তিনি জানিতে দেন নাই। পূর্ব্বে এক সময় "নদীয়া-প্রকাশ" তাঁহার সম্পাদকীয় স্তম্ভে শ্রীমদ্ বাসুদেব প্রভুর মহিমা কীর্ত্তন পূর্ব্বক তাঁহাকে জগদ্বাসীর নিকট প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আজ সেই বাসুদেব প্রভু প্রভুপাদের আদেশে তাঁহার সিদ্ধান্ত-অসি লইয়া প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়াছেন।

প্রদর্শনীর দর্শনীয় একটী বিষয়, যথা 'দশাবতার' লইয়া তিনি বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সৎসঙ্গ লাভ করিতে হইলে যেমন প্রথমে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করা আবশ্যক হয়, সেইরূপ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যে-সমস্ত চিন্তাস্রোত জগতে চলিতেছে বা ভবিষ্যতে হইতে পারে, বাসু-দেব প্রভু প্রথমে সেই সমস্ত খণ্ডন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শুদ্ধাবস্থা লাভ করিতে হইলে অন্তঃকরণের যাবতীয় মলিনতাগুলি প্রথমে অপসারিত হওয়া দরকার। এতদ্বিষয়ে আগামী সংখ্যায় আরও কিছু প্রকাশিত হইবে।

সেই সে পরম বন্ধু সেই পিতামাতা। শ্রীকৃষ্ণচরণে সেই প্রেমভক্তিদাতা॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৫ মাধব, সর্ব্বশিব সঙ্কর্ষণ

সর্ব্ব-কারণ-কারণ পর-ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ মূল তত্ত্ব। তিনি এক ও অদ্বিতীয়; তাঁহা হইতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই ত্রিগুণাত্মক প্রধান, তাহা হইতে ক্রিয়াশক্তি দ্বারা কার্য্যাধার-স্বরূপ সূত্র-জ্ঞান, শক্তি-দ্বারা মহান্; এই মহৎ-তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার; এই অহঙ্কারই জীব বা তটস্থা শক্তি। বৈকুণ্ঠাদি বৈভব জীবেরই উপলক্ষণ।'

পূর্ব্বোক্ত উক্তি প্রমাণের জন্য শ্রীল জীবপাদ ভাগবতসন্দর্ভে ছান্দোগ্য শ্রুতি লক্ষ্য করিয়াছেন:—

"তেচ—সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদ ত্যাদ্যাঃ।" 'আদৌ বকং তত্তদুত্তদ্রূপ বিভাগের স্বাভাবিকত্বমায়াতম্।"

অর্থাৎ পরব্রহ্ম আদিতে এক, তৎপরে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন শক্তি প্রকাশ পায়, তদ্দ্বারা শক্তির স্বাভাবিকত্ব স্পষ্টতই প্রতিপন্ন হইল। কেননা "অন্যত্ত সম্বন্ধেনৌপাধিকত্ব যোগাৎ।" অর্থাৎ শ্রুতি যখন 'এক অদ্বিতীয় সদ্বস্তু পরব্রহ্ম ব্যতীত কিছুই ছিল না' বলিয়াছেন, তখন অন্য বস্তু না থাকায় তাঁহাতে ঔপাধিকত্বের অভাব হেতু এই শক্তি পরব্রহ্মেরই স্বাভাবিকী।

এইসকল শক্তি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপবৈভবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গবৎ নিত্যসিদ্ধ হইলেও সূর্য্যের রশ্মিপরমাণুপুঞ্জ যেমন সূর্য্যের উপাদান ও সূক্ষ্মাংশ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে তদ্রূপ। এইসকল জ্ঞান-বল ক্রিয়াত্মক শক্তিসমূহ, পরব্রহ্মের সত্তা হইতে স্বীয় সত্তা প্রাপ্ত হওয়ায়, ইঁহারা ব্রহ্মাত্মাত্মক। শ্রুতি বলেন:—"তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" (মুণ্ডক ২।২।১০)

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, মায়াবাদীর ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ নির্গুণ, সুতরাং প্রমাণের অগোচর; কিন্তু ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নির্ব্বিশেষ হইলে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মের সৃষ্ট হইতে পারে না। ব্রহ্মের বিবিধ শক্তি সম্বন্ধে যখন শ্রুতি-প্রমাণ স্পষ্টভাবেই পাওয়া যাইতেছে এবং বেদশাস্ত্র যখন ব্রহ্মের দ্বিবিধ স্বরূপের কথা বলেন না তখন মায়াবাদীর কাল্পনিক উপাধিযুক্ত ব্রহ্ম সগুণ, উপাধিমুক্ত ব্রহ্ম নির্গুণ—এরূপ অপসিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নহে।

মায়াবিমুগ্ধ মায়াবাদী শক্তির আগন্তুকত্ব-সম্বন্ধে প্রবলতর শ্রুতি-স্মৃতি-পূর্ণ যুক্তি-প্রদানে বলেন, যদিও আপাত-দৃষ্টিতে ব্রহ্মে শক্তির অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় বটে, কিন্তু উহা 'আগন্তুক'। অর্থাৎ জল যেমন স্বভাবতঃ তরল কিন্তু শৈত্যাদিরূপ নৈসর্গিক-কারণে ইহার নৈমিত্তিক ভাবে কাঠিন্য-ধর্ম্ম দৃষ্ট হয়, সেইরূপ ব্রহ্মে শক্তির আপাততঃ প্রতীয়মানতা কেবল মায়ারই বিলাস মাত্র।

মায়াকবলিত মায়াবাদীর এই মায়াবিকারোত্থ প্রলাপ প্রশমনের নিমিত্ত শ্রীল জীবপাদ তদীয় সন্দর্ভে বলিয়াছেন,—এরূপ আগন্তুকত্ব কখনই পরব্রহ্মে স্বীকৃত হইতে পারে না। কেননা; শ্রুতি বলেন:—"ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।" অর্থাৎ তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অতিরিক্ত আর কিছুই নাই। সুতরাং 'ব্রহ্মে শক্তি আছে',—একথা বলিলেই স্বীকার করিতে হইবে যে, উক্ত শক্তি ব্রহ্মের স্বাভাবিক শক্তি, উহা আগন্তুক নহে। পরব্রহ্মের স্বাভাবিক-প্রভাব দ্বারা প্রাকৃত সত্ত্বাদি গুণের পরিণাম ঘটে এবং তাহার ফলেই বিশ্ব সৃষ্ট্যাদির ব্যাপার সাধিত হয়। অতএব ব্রহ্ম বলিলেই বুঝিতে হইবে যে—

'সশক্তিকং ব্রহ্ম'

এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আমাদের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইতেছে, তৎসমস্তই ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তির সত্তাবান্, সুতরাং প্রাপঞ্চিক গুণাদিও ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে।

মায়াও ব্রহ্মেরই শক্তি সুতরাং তাঁহাতে গুণের অত্যন্তাভাব নাই। তবে যে তাঁহাকে নির্গুণ বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ এই যে, তিনি প্রাকৃত-গুণ-মায়াস্পৃষ্ট নহেন। তিনি সচ্চিদানন্দ অধোক্ষজ বস্তু, সুতরাং অপ্রাকৃত অশেষ-কল্যাণ-গুণ তাঁহাতে নিত্য বর্ত্তমান। মায়া তাঁহার শক্তি বলিয়া স্বীকৃত হইলেও, উহা পরব্রহ্মের বহিরঙ্গা শক্তি মাত্র, কিন্তু স্বরূপ-শক্তি পর-ব্রহ্মের স্বরূপে অর্থাৎ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণে নিত্যাশ্রিতা। গোলোকে নিত্যাধিষ্ঠিতা থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবানন্দে মগ্না। মায়াশক্তি গোলোকমণ্ডল-বহিশ্চরত্ব-বৃত্তিবিশিষ্টা, তিনি সত্ত্ব-রজ-তমাত্মিকা ও বহির্ম্মুখজীবের ভোগ-সাধিকা। এই মায়া শ্রীভগবানের অধীনা, এই নিমিত্ত তিনি মায়াধীশ. তাঁহার স্বরূপশক্তি স্বাভাবিকী এবং উহা মল-মায়াস্পৃষ্টা নহে।

শ্রীস্বরূপশক্তি-সম্বন্ধে শ্রীল জীবপাদের সিদ্ধান্ত-বাক্য এই:—

"একমেব তৎপরমতত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপবৈভব জীব প্রধানরূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে। সূর্য্যান্তর্ম্মণ্ডলস্থতেজ ইব মণ্ডলতদ্বহির্গতরশ্মি-তৎপ্রতিচ্ছবিরূপেণ॥"

অর্থাৎ একই পরতত্ত্ব স্বাভাবিক অচিন্ত্য শক্তি-দ্বারা সর্ব্বদাই স্বরূপ-শক্তি, বৈকুণ্ঠাদি স্বরূপ বৈভব, জীব ও প্রধান—এই চারিভাবে নিত্য বিরাজমান। সূর্য্যের অন্তর্মণ্ডলস্থ তেজঃ-মণ্ডল, মণ্ডলের বহির্গত রশ্মিমালা ও উহার প্রতিচ্ছবি উদাহরণরূপে গৃহীত হইতে পারে।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শক্তি-বিচারে কথিত হইয়াছে যে,—

একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
'পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ॥"

এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে এই যে, প্রত্যেক শক্তিই যদি বিশ্বব্যাপিকা ও নিত্যা হন, তাহা হইলে তাঁহাদের একত্র সমাবেশ কি প্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে? এই অনুপপত্তির উত্তরে বলা যায়,—যেমন একটী গৃহে একটী প্রদীপ জ্বলিতে থাকিলে সেই গৃহে পুনরায় একটী প্রদীপ জ্বালিলে পরস্পরের কিরণ সঙ্কুচিত না হইয়া উভয়েই পূর্ণ কিরণ বিকীরণ করে এবং তাহাতে কোন বিরোধ উপস্থিত হয় না, তদ্রূপ পরব্রহ্মের বিভিন্ন শক্তিসমূহও স্ব স্ব সত্তায় পূর্ণাভিব্যক্তি-সত্ত্বেও পরস্পরের বিরোধ উপস্থিত হয় না। কারণ, পরব্রহ্ম স্বয়ং সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তিপুঞ্জের আশ্রয়। সমস্ত বিরুদ্ধ ধর্ম্মের যুগপৎ সমন্বয় তাঁহাতেই সম্ভব। ভগবচ্ছক্তির বৈচিত্র্যই এই স্থানে। যাহা দুর্ঘট তাহাই অচিন্ত্য। শ্রীল জীবপাদ বলেন,—"দুর্ঘটঘটকত্বং হ্যচিন্ত্যত্বম্॥"

শক্তি সাধারণতঃ তিন প্রকার অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা। স্বরূপ-শক্তি ও বৈকুণ্ঠাদি স্বরূপ-বৈভব অন্তরঙ্গা-শক্তির অন্তর্ভুক্ত। ইঁহারা সূর্য্যান্তর্মণ্ডলস্থ তেজের ন্যায় বিদ্যমান। তটস্থা শক্তি রশ্মি স্থানীয়া, এই শক্তি চিন্ময় ও শুদ্ধজীব-রূপিণী বহিরঙ্গা মায়াশক্তি প্রতিচ্ছবি-গত বর্ণশাবল্য-স্থানীয়া; ইহা পরব্রহ্মের বহিরঙ্গ বৈভব জড়ময় 'প্রধান' পদবাচ্য।

সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী

(২৩শে পৌষ ১৩৩৯ তারিখের সাপ্তাহিক স্বায়ত্ত-শাসন হইতে উদ্ধৃত)

বিগত ৮ই জানুয়ারী তারিখে মহানগরী ঢাকার পল্টন-মাঠে জীবের পরম ও চরম কল্যাণের জন্য ঢাকার শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠের উদ্যোগে সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী উন্মুক্ত হইয়াছে। প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহোদয় ঢাকার বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোকের সমক্ষে ইহার দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন। ঢাকাতে অবশ্য অনেকবারই বিভিন্ন প্রকারের জাগতিক প্রদর্শনী উন্মোচিত হইয়াছে, কিন্তু এমন পারমার্থিক অভিনব প্রদর্শনী ঢাকার কোন দিন হয় নাই।

আমরা জনসাধারণকে এই শিক্ষাপ্রদ ও আত্মার কল্যাণপ্রদ প্রদর্শনী দেখিয়া জীবনের বহু সমস্যাপূর্ণ প্রশ্নের সমাধান করিতে অনুরোধ করিতেছি। এই পারমার্থিক প্রদর্শনী তামাসা দেখাইবার জন্য খোলা হয় নাই। ইহা জীবের চরম কল্যাণ পরমার্থ-শিক্ষা-প্রদানের জন্যই বহু পরিশ্রমে ও ব্যয়ে উন্মুক্ত হইয়াছে। মানব ভগবন্মুখী না হওয়ায় সংসার-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইয়া যখন অশান্তির অতল সাগর-জলে ডুবিতে থাকে, তখন সে কিরূপে সেই অশান্তির হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতে পারে, কি করিলে ভগবৎ-কৃপা লাভ করিয়া অনাবিল শান্তির অধিকারী হইতে পারে, যাহা এই প্রদর্শনীতে বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। মানব ত্রিতাপানলে জ্বলিয়া জ্বলিয়া খাক্ হইয়া যাইতেছে; এই ত্রিতাপ জ্বালা হইতে মানব কিরূপে উদ্ধার পাইতে পারে এবং কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্যরূপা কামিনীগণ প্রাণপুরুষকে কিরূপে অস্থির ও স্বস্তিশূন্য করিতেছে, ভগবান্ যে কিরূপ ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু,—ভক্ত যে তাঁহার কত প্রিয়তম, ভক্তকে যে তিনি সকল বিপদ হইতেই রক্ষা করিয়া থাকেন অর্থাৎ যিনি সত্যি সত্যি সর্ব্বতোভাবে ভগবানের শরণাপন্ন হন, তাঁহাকে সকল ক্ষেত্রেই রক্ষা করিয়া থাকেন—ইহা প্রহ্লাদের আদর্শের দ্বারা পরিষ্কার দেখান হইয়াছে। ইহা ছাড়া বহু দার্শনিকতত্ত্বপূর্ণ আদর্শ দেখান হইয়াছে। মোটের উপর এই প্রদর্শনী অভিনিবেশপূর্ব্বক তত্ত্বানুসন্ধ হইয়া দর্শন করিলে অনেক আধ্যাত্মিক সমস্যা পূরণ হইবে। জীবের প্রকৃত কল্যাণ-মানসে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা এই অভিনব প্রদর্শনী খুলিয়াছেন। আবালবৃদ্ধবনিতা এই প্রদর্শনী দর্শন করিলে অনেকেরই জ্ঞানচক্ষু-উন্মীলিত হইবে। সংসার-তাপদগ্ধ মানব এই প্রদর্শনী দর্শন করিলে উপকৃত হইবে, সন্দেহ নাই। আমরা এই প্রদর্শনীর সাফল্য কামনা করি। অজ্ঞ মানুষ আমরা অনেক সময়ই দার্শনিক তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাই না। তাই ছবির মধ্য দিয়া দার্শনিক তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার এই মহাসুযোগ সকলে গ্রহণ করুন। যে-মহাপুরুষ জীবের কল্যাণের জন্য এই পারমার্থিক প্রদর্শনী খুলিয়াছেন, তিনি মানব-সমাজের পরম বান্ধব। তাঁহার এই পুণ্য ও শুভ প্রচেষ্টা জীবের পরম কল্যাণ সাধন করুক, এই আমরা দেখিতে চাই। এই পুণ্য অনুষ্ঠানকে জয়যুক্ত করিতে যে-সকল ব্যক্তিগণ নিশিদিন পরিশ্রম করিতেছেন, তাঁহারা জীবের অশেষ কল্যাণ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় এই জীব-কল্যাণকর কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত হউক। পুরুষ, স্ত্রীলোক, বালক, বালিকা যে যে-স্থানে আছেন, এই মহা কল্যাণপ্রদ প্রদর্শনী দর্শন করিয়া আত্মার প্রকৃত মঙ্গল ও হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করুন। প্রদর্শিত দৃশ্যগুলির গুরুত্ব বুঝাইয়া দিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়।

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত	৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র	৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত	২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড	।৵০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব	।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য	।৵০
৭। ভজনরহস্য	॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
ঐ (আবাঁধা)	৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ)	
ঐ (বাঁধা)	২৲
ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)	
ঐ (বাঁধা)	৲
ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব)	২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)	॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম	২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	॥৵০
ঐ (বাঁধা)	৸০
১৮। দ্বীপ-নিদর্শন	৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	॥০
ঐ (আবাঁধা)	।৵০
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা	৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৵০
২৩। গীতমালা	⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ)	৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।০
২৯। শরণাগতি	⁄০
৩০। গীতাবলী	⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ	১॥০
৩২। সাধনকণা	⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক	⁄০
৩৫। অর্থপঞ্চক	⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ	⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)	⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণা	৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)	॥০
ঐ (অবাঁধা)	।⁄০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারি খণ্ড)	১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
ঐ (আবাঁধা)	৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ	।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৪৫। পুরুষার্থ নির্ণয়	।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
ঐ (আবাঁধা)	১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ?	⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)	।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর	৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ	৵০
৫২। সাধ্যবাণী	⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ	॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্	।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্	।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্	৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	⁄০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্	৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ	॥০
৬০। নামভজন	।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্	।৵০
৬২। লাইফ্ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্	।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং	⁄০
৬৫। দি ভাগবত	।০
৬৬। থিয়োটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ য্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন	।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা	২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি	॥০
৭০। সাধন পথ	।০
৭১। কল্যাণকল্পতরু	⁄১০
৭২। গীতাবলী	⁄০
৭৩। শরণাগতি	⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি	⁄০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া প্রকাশ

প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধিপাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া
৯। দ্বাদশগোপাল পাট কাঠালপুলি, চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটী, (বৰ্দ্ধমান)
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বৰ্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাযোড়া, রাজবাঁধ বৰ্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু, হাওড়া
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চৈতন্যডোবা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রাজাপেটা, মাদ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সমুদ্র, পুরী,
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুঞ্জকুণ্ড, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ আগস্তকুণ্ড, কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

নাম	বৰ্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	ঢাকা
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	চম্পহট্ট
৪। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা
৮। শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	ঢাকা
৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ঢাকা
১১। শ্রীভক্তিসুধাংশু শ্রীধর	মাদ্রাজ
১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	ঢাকা

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্তদর্পণের আবিলতা দুরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। মহারাজ শ্রীল কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাচ্যবিদ্যাভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সংকলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৸০, ভিঃ পিঃ তে ৭৲ টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-পারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতি অল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারস্ফূর্ত সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ কর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৵০

পারমার্থিক জগতে অভিনব অবদান

প্রভুপাদের পত্রাবলী

জগদ্গুরুবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অচ্ছেকের প্রতি উপদেশ', 'উজ্জ্বাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও প্রাকৃ-ক্রোধের স্বরূপ'; 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ' 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী স্বাবোধ্যরস-দ্যোতিনী কৃষ্ণ-কাষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মঙ্গলের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিবর্ত্তচিকিৎসা শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম্ম

ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চ এবং কোর্টের ব্যবহার্য্য

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ।৷০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টরী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বস্তু সম্বন্ধের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ১০ আনা।

মিটিংএর নোটীশ বহি—১ খানা ।৷০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ।০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ।৷০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কারকণ্ঠাভরণের

বেতালা পাচন

কবিরাজ মহোদয়ের অ[illegible] মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে মনোজ্ঞ অবস্থায় ভোটপোকলের সমাপ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ৷৷০/০ আনা, বোতল ১৷৷০/০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৯	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭-৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২১, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫-৩১	৯-৫	১২-১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩৩	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫ ৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

আলোয়ারে গরিলা যুদ্ধ

কুমায়ুন রাইফেল সৈন্যদলের পুরা একটী রেজিমেণ্ট—সংখ্যায় ৬ শত সৈন্য সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া হর্সের নামক 'মধ্যভারতের' অশ্বারোহী সৈন্যদলের বারো আনা ভাগ—সংখ্যায় ৪ শত অশ্বারোহী ও ২ নং রয়্যাল ট্যাঙ্ক কোরের একটি সেকশন অর্থাৎ ৪ খানি সাঁজোয়া গাড়ী দিল্লী হইতে আলোয়ারে গোলযোগের স্থানগুলিতে গিয়াছে। আলোয়ার সরকারের সৈন্যদের সহিত সংঘর্ষে যে সকল বিদ্রোহী মেও নিহত হন, তাহাদের মৃতদেহ আনিবার চেষ্টা এখনও করা হইতেছে। কর্তৃপক্ষ সময়ে প্রতিকার ব্যবস্থা করায় বিদ্রোহিদের সে চেষ্টায় যেরূপ বিপদ ঘটিতে পারিত, তাহা আর ঘটে নাই।

আন্দোলন

দিল্লী সহরের মুসলমান প্রতিষ্ঠান-কর্তৃক প্রচারিত ইস্তাহারে বৃটীশ ভারতীয় মুসলমানদিগকে আলোয়ারের মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার্থ অগ্রসর হইতে আহ্বান করা হইয়াছে।

গ্রামত্যাগ

বৃটীশ সৈন্য আসায় আলোয়ারে সৈন্যদের সহিত সংঘর্ষের আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

রামগড় ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলির অধিকাংশ বে-সামরিক অধিবাসী ইতোমধ্যেই তাহাদের ঘরবাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

১১ই জানুয়ারী সরকারের রাজনৈতিক বিভাগ হইতে আজ নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক ইস্তাহার বাহির করা হইয়াছে—

আলোয়ার রাজ্যের কতক কতক অঞ্চলে গুরুতর বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে, সেজন্য ঐ সকল অঞ্চলে পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠা ও শৃঙ্খলা রক্ষার কার্য্যে সাহায্যের জন্য ভারত সরকার তাঁহাদের সৈন্য প্রেরণ করা স্থির করিয়াছেন। এই সকল সৈন্যের সহিত ভারত সরকারের একজন বে-সামরিক বৃটিশ কর্ম্মচারী যাইবেন। শান্তি স্থাপনের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে, তিনি সে বিষয়ে উক্ত সৈন্যদলের অধিনায়ককে পরামর্শ দিবেন।

কুমায়ুন রাইফেল সেনার আর একটি দল রামগড় যাত্রা করিয়াছে।

গোলযোগটী বর্ত্তমানে রামগড় ও গোবিন্দগড় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ।

এরোপ্লেন ও যুদ্ধ

রয়্যাল এয়ার ফোর্সের এরোপ্লেনগুলি গোলযোগের স্থান পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছে।

হাঙ্গামাস্থলে পাহাড় ও বন জঙ্গল থাকায় সেগুলি প্রায় দুর্ভেদ্য হওয়ায় বিদ্রোহীরা সুবিধা পাইতেছে আর নিয়মিত ভাবে গরিলা প্রথায় যুদ্ধ করিতেছে। যে সকল সৈন্য টহল দিয়া বেড়াইতেছে এবং যে সৈন্যরা দলবদ্ধভাবে ঘুরিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে বেড়াইতেছে, মেওরা অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহাদের উপর গুলী চালাইতেছে।

দখলে বাধা

মাদুরা হইতে প্রকাশ, আদালতের আমিন চারি জন কনষ্টেবল সহ এক মুসলমানের বাড়ী দখল দিতে যান। উক্ত বাড়ীর মুসলমান অধিবাসীরা দখলে বাধা দিতে গিয়া দখলকারীদের উপরে "নাইট্রিক এসিড" ফেলিয়া দেয়। সেই এসিডে আদালতের আমিন, কয়েকজন কনষ্টেবল এবং অপর কয়েকজন অল্পবিস্তর দগ্ধ হন। হাঙ্গামার আশঙ্কা করিয়া পুলিশ সাব ইনস্পেক্টার কয়েকজন কনষ্টেবলসহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া গৃহস্থদের বাধা না দিবার পরামর্শ দেন। তাহারা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বিরক্তি সহকারে বাধা দিতে থাকে এবং আমিন ও পুলিস কর্ম্মচারীদের উপর "নাইট্রিক এসিড" ছড়াইয়া দেয়। তখন পুলিস বলপূর্ব্বক দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করে এবং আট জনকে গ্রেপ্তার করে।

ঢাকা মিউনিসিপ্যাল সভা

মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারের সংখ্যা ১৪ হইতে ১৭ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার জন্য ঢাকা বিভাগের কমিশনার মিঃ নেলসনের যে এক পত্র সরকারের সমীপে প্রেরণ করা হইয়াছিল, তৎসম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারদিগের সভার অধিবেশন হইয়াছিল। মিঃ নেলসন ঢাকার জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ গ্রাহামের সহিত এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন যে, ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটিতে সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের জন্য আসন নির্দ্দিষ্ট রাখার কোন প্রয়োজন নাই।

মিঃ রেজাই করিম প্রস্তাব করেন যে, ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির মুসলমান সম্প্রদায়কে সংখ্যাল্প সম্প্রদায় বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে এবং মুসলমানদের জন্য আসন নির্দ্দিষ্ট রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

অবশেষে ভোটে কমিশনারের মতানুযায়ী প্রস্তাবই গৃহীত হয়।

মাদ্রাজের পরবর্ত্তী নূতন ব্যবস্থাপক সভা নির্বাচন, ব্যবস্থার সংস্কার সম্পর্কে সরকার ১২ লক্ষ টাকা দিবার মনস্থ করিয়াছেন।

মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে মিঃ ভি, টি, আরায়ু ডাঃ সুব্বারায়ানের মন্দির প্রবেশ বিলে সম্মতি দিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করিয়া এক প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন।

কাউন্সিল অব ষ্টেটের সদস্য অনারেবল মিঃ কিদওয়াই আলোয়ারের মুসলমানগণ কর্তৃক খাজনা বন্ধ আন্দোলনের অত্যন্ত নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন যে, কংগ্রেসের প্রতি তাঁহার পূর্ণ সহানুভূতি থাকিলেও কংগ্রেস যখন খাজনা-বন্ধ আন্দোলন আরম্ভ করেন, তখনও তিনি এই কথাই বলিয়াছিলেন যে, ফল অত্যন্ত মন্দ হইবে। আজ আলোয়ারে মুসলমানদের কার্য্যের ফলও অত্যন্ত মন্দ। আন্দোলন একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে।

যারবেদায় জনতা

সবরমতী আশ্রমবাসী ও বহু সংখ্যক ব্যক্তির সহিত আলাপ আলোচনার পর সন্ধ্যার সময় গান্ধীজী পরিশ্রান্ত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন।

একজন হরিজন নেতা গান্ধীজীকে হরিজন সম্মেলন আহ্বানের প্রয়োজনীয়তার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন গান্ধীজী উত্তর করেন এ বিষয়ে ডাক্তার আম্বেদকর ও রাও বাহাদুর এম সি, রাজার সহিত আলোচনা করিয়া বিহিত ব্যবস্থা করা উচিত।

ডাকাতি

হুগলি জেলার বনশীতে এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। বিবরণে প্রকাশ, রাত্রি ১ টার সময় প্রায় ১২ জন লোক কুঠার লাঠি ইত্যাদি সহ দরজা ভাঙ্গিয়া ভূদেবচন্দ্র বাগের বাড়ীতে প্রবেশ করে। তাহার পর তাহারা আলমারি, সিন্দুক প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া প্রায় ২৭০ টাকার গহনাদি লইয়া যায়।

নরহত্যার মামলা সোপর্দ্দ

কালকাতায় জ্ঞানদাবালা দাসীর মুখে সাইনাইড পটাসিয়াম প্রবেশ করাইয়া তাহাকে হত্যা করিতে চেষ্টা করিবার অভিযোগে ইমান আলী ওরফে সন্তোষকুমার বসু, শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও মধুসূদন দত্ত কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল, জ্ঞানদাবালা দাসীকে হত্যা করিবার অভিযোগে তিনি আসামীদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাহাদিগকে হাইকোর্টের দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

সশস্ত্র গ্রেপ্তার

কলিকাতায় একটী পিস্তল কয়েকটি টোটা, কতকগুলি বিজ্ঞপ্তিপত্র ও রাজদ্রোহমূলক পুস্তক রাখিবার অভিযোগে লক্ষ্মীনারায়ণ শর্ম্মা, শ্যামবিহারী শর্ম্মা, নির্ম্মল মৌলিক, ফিরোজ চক্রবর্ত্তী, রামগোপাল শুক্ল, নীরোদবরণ দে, গোবিন্দ শর্ম্মা ও অপর এক ব্যক্তিকে কলিকাতার অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত জে, কে, বিশ্বাসের আদালতে উপস্থিত করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদিগকে পুলিসের হেপাজতে রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।

ডাকাতি

আলিপুরের সহকারী দায়রা জজ মিঃ এম, ব্যানার্জ্জির এজলাসে ক্যানিংয়ের খগেন্দ্র লস্কর প্রভৃতি পাঁচ জনের বিরুদ্ধে ডাকাতি ও বলাৎকারের অভিযোগে মামলা চলিতেছে।

শশী পেলো নামে এক ব্যক্তির সহিত আসামীদের মনোমালিন্য ছিল। একদিন আসামীগণ একযোগে শশীর বাড়ীতে চড়াও হইয়া তাহার তিন জন ভৃত্যকে মারধর করিয়া খুঁটীর সঙ্গে বাঁধিয়া রাখে এবং শশীর রক্ষিতা চঞ্চলা দাসীকে তাহারা গৃহ মধ্য হইতে বারান্দায় টানিয়া আনিয়া তাহার উপর পাশবিক অত্যাচার করে। অতঃপর তাহারা চঞ্চলা দাসীর যাবতীয় গহনা ও একটি বন্দুক লইয়া প্রস্থান করে।

জেলে জ্বরাক্রান্ত

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার বোমা মামলার বন্দী শ্রীযুত বি, কে, দত্ত হিজলি সেন্‌ট্রাল জেলে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছিলেন। উদরাময় রোগবশতঃ তাঁহাকে জিলা হেড কোয়ার্টারের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় এবং এক সপ্তাহকাল চিকিৎসার পর তিনি পুনরায় সেন্ট্রাল জেলে ফিরিয়া আসেন। জেলে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হন।

সিনফিনদের সিদ্ধান্ত

আয়র্লণ্ডে আগামী সাধারণ নির্ব্বাচন বিষয়ে সিনফিন কোনরূপ সংস্রব রাখিবে না।

শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ

দৈনিক

Reg No. C 1544.

নদীয়াপ্রকাশ

THE

NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির চার্জ
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার

অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্ব - মঙ্গল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীসতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৬৪তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৪ঠা মাঘ মঙ্গলবার ১৩৩৯, ১৭ই জানুয়ারী ১৯৩৩

নানা কথা

বৈঠকে প্রতিনিধির নিমন্ত্রণ

গোলটেবিল বৈঠকের কয়েকটি প্রতিনিধি রাজপ্রতিনিধি কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া দিল্লী যাইতেছেন। বৈঠকের আলোচনা হইতে উদ্ভূত কয়েকটি বিষয়ের আলোচনার জন্যই তাঁহাদের নিমন্ত্রণ।

পারিষদের পদত্যাগ

রায় বাহাদুর হরি রাও নাইডু, পি মাকুইন এবং এইচ, টি, সার্ল ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য পদ ত্যাগ করিয়াছেন।

শ্রীযুত প্রতাপচাঁদ দত্ত, আর্থার গর্ডন লীচ ও উইলফ্রিড উইকট পরিষদের সদস্য মনোনীত হইয়াছেন।

বাঁকুড়ায় গুর্খা সৈন্য

গুর্খা সৈন্য বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ অংশে তাহাদের অভিযান শেষ করিয়াছে। তাহারা ৬টী স্থানে অবস্থান করিয়াছিল। তাহাদের অভ্যর্থনার জন্য খাতড়ার জমিদার শ্রীযুত সুকুমার ধলদেব সাহাজাদার সভাপতিত্বে একটী অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছিল। সিমলাপালের জমিদার শ্রীযুত মদনমোহন সিংহ চৌধুরী তাহাদের অভ্যর্থনা করেন।

যারবেদা কারাগারে

[illegible] এইচ, এস, এল, পোলক [illegible]র সহিত সাক্ষাৎ করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার আন্দোলনের সময় মিষ্টার পোলক গান্ধীজীর সহকর্ম্মী ছিলেন।

ইহার পর মিষ্টার পোলক শ্রীযুত জয়াকরের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাদের মধ্যে দীর্ঘকাল আলোচনা হয়।

শ্রীযুত জয়াকর এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, পুনরায় কথাবার্ত্তা চলিবার চেষ্টা করিতে পারিলে তিনি বিশেষ আনন্দিতই হইতেন। কিন্তু গতবার তিনি এবং গান্ধীজীর সহিত যখন সাক্ষাৎ করেন, তখন তাঁহার যে অবস্থা ছিল বর্ত্তমানে তদপেক্ষা সুবিধাজনক অবস্থা বলিয়া তিনি মনে করিতে পারিতেছেন না। সেবারে গান্ধীজীর সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন বাধা সৃষ্টি করায় আলোচনায় অন্তরায় উপস্থিত হয়। কতকটা হতাশার ভাবে অবস্থা সম্বন্ধে নৈতিকভাব প্রকাশ করায় শ্রীযুত জয়াকর আরও বলেন যে, গান্ধীজীর মুক্তি সম্বন্ধে সঠিক ভাবে কোন কিছু বলা বড়ই কঠিন ব্যাপার।

ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টারের বিরুদ্ধে অভিযোগ

দারাগঞ্জ হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী এই অভিযোগ উপস্থাপিত করেন যে, তিনি বিদ্যালয়ের তহবিল তছরূপ করিয়া ৩৩৮ টাকা ২ আনা ৭ পাই আত্মসাৎ করিয়াছেন।

কারারুদ্ধ অবস্থায় কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না বলিয়া স্যার তেজবাহাদুর যে গূঢ় অর্থবোধক উক্তি করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীযুত জয়াকর বলেন যে, স্যার তেজবাহাদুরের উক্তির অর্থ সরল বাক্যার্থই তিনি মনে করেন। উহার কোনও গূঢ় তাৎপর্য্য আছে বলিয়া তিনি মনে করেন না।

মুক্তিলাভ

কংগ্রেসকর্ম্মী সুরেন্দ্রনাথ সরকার এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের পর হিজলী জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

কৃপালানির কারাবাস

পাটনার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট রায় ব্রজনন্দন সিং অধ্যাপক কৃপালানিকে ৫ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

অধ্যাপক কৃপালানী কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদের একখানি পত্র নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সেক্রেটারীর নিকট লইয়া যাইতেছিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে জেলে প্রথম শ্রেণীতে রাখিতে বলিয়াছেন।

ডাঃ আন্সারী পীড়িত

ডাক্তার আন্সারী লিখিয়াছেন,—তিনি ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। সেজন্য তাঁহার ভারতযাত্রা স্থগিত রহিল।

পূর্ব্ববঙ্গে এই প্রথম

অদ্বিতীয়! অদৃষ্টপূর্ব!! কল্পনাতীত!!

ঢাকার পুরাণপল্টনের মাঠে

বিরাট্ সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী

গত ২২শে পৌষ, ৬ই জানুয়ারী হইতে আরম্ভ হইয়াছে

২৭শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত থাকিবে

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকেরই পরম শিক্ষাপ্রদ

সকলের যোগদান প্রার্থনীয়

আসুন! এই পরম সুযোগ গ্রহণ করুন

মহিলাদের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত আছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৬ষ্ঠা মাঘ, মঙ্গলবার ১৩৩৯

আলোয়ার রাজ্য হইতে অবু সৈয়দ আলোয়ার নামক একব্যক্তি দিল্লীতে আসিয়া এক সভায় বলেন, 'খাজনা আদায় সম্পর্কে দাঙ্গা বন্ধ করা প্রজাদের উপর আলোয়রের পদস্থ কর্ম্মচারীরা কি অত্যাচারই না করিয়াছে! বহু নিরীহ মুসলমান প্রজা নিহত হইয়াছে।'

যদি খাজনা আদায় সম্পর্কেই গোলযোগ বাধে তাহা হইলে হিন্দু প্রজারা বিদ্রোহে যোগদান করে নাই কেন? নিরীহ কৃষক প্রজাদের উপর অত্যাচারের কথা বিশ্বাস যোগ্য নহে। বহু নিরীহ মুসলমান প্রজা নিহত হইয়াছে বলিয়া যে উক্তি, তাহা পরে যোগ দেওয়া বলিয়া অনুমান হয়। কেন নিহত হয়, কি অবস্থায় নিহত হয়, তাহা না জানিলে মতামত প্রকাশ করা কঠিন, কিন্তু সাম্প্রদায়িক স্বার্থ কিম্বা অন্য কোন গোলযোগ ভিতরে আছে বলিয়াই বোধ হয়।

আজ কাল ভারতে রাজপুরুষদের জীবন কিরূপ বিপন্ন এবং তাঁহাদিগকে কিরূপ সন্ত্রস্ত অবস্থায় থাকিতে হয়, তাহা একটী নজীর ঘটনা হইতে জানা যাইতে পারে। যুক্তপ্রদেশের গবর্ণর স্যার ম্যালকম হেলি ফৈজাবাদ পরিদর্শন করিতে যান। তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য এক উদ্যান সম্মিলন হয়। বিদায় লইবার সময় তিনি ভারতীয়দিগের সহিত করমর্দ্দন করেন। মিউনিসিপালিটীর একজন কমিশনার কায়দা করিয়া গম্ভীর চালে উভয় হস্ত কোটের পকেটে রাখিয়া লাটসাহেবের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। লাট সাহেবের শরীর-রক্ষীর দৃষ্টি সে দিকে পতিত হয় এবং কোন কুমৎলবের সন্দেহ করিয়া তিনি বিদ্যুদ্বেগে নিরীহ কমিশনার বেচারীর ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িয়া তাঁহার পকেট তল্লাস করেন। যতকাল ভারতে এই অসন্তোষ থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত এই প্রকার হত্যার ভয় থাকিবে। মিঃ প্যাটেল আমেরিকায় স্পষ্টই বলিয়াছেন যে একটা জাতিকে অপর এক জাতি পিষ্ট করিয়া রাখিলে তাহার ফল উভয় জাতির পক্ষেই বিষময় হইবে। আপোষ মীমাংসা হইলেই মঙ্গল, নচেৎ ফল কি দাঁড়াইতে পারে তাহা অনুমান করিলেও রোমাঞ্চ হয়। লর্ড চ্যান্সেলের ভয়ে সারা জগতেই একটা বিরাট অশান্তির ছায়া দেখা যাইতেছে। এই সমস্ত বৈপ্লবিক ব্যাপার তাহারই প্রকাশ মাত্র।

বঙ্গদেশে ডাকাতি, রাহাজানি প্রভৃতির সংখ্যা খুব বেশী বাড়িয়াছে বোধ হয়। কলিকাতার জনবহুল স্থানে প্রকাশ্য রাস্তায়, চুটতলা বাসের উপর, ছাত্রবহুল ছাত্রবাসের সম্মুখে, খুন, জখম এবং লুণ্ঠন অতি বিস্ময়কর। পল্লীগ্রাম অঞ্চলেও ডাকাতেরা অবাধে কার্য্য চালাইতেছে অথচ গবর্ণমেণ্ট পুলিশের প্রশংসায় শতানন।

নিরস্ত্র প্রজারা ডাকাতের হাতে ধনপ্রাণ সমর্পণ করিতেছে। প্রতিকারের কোন উপায় নাই। কোটি কোটি বেকার ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ যে লুণ্ঠন ব্যবসায় অবলম্বন করিবে না, একথা বলা যায় না।

বিলাতে অনেক সম্ভ্রান্ত লোক রাস্তায় লোক আটক করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত। তাহারা সম্ভ্রান্ত হইয়াই এরূপ করিত এবং সুবিধা পাইবামাত্র ঐপথে জীবন চালিত করিত। একজন ব্যবসায়ী এইরূপ অবস্থায় ডাকাতি করিতে আরম্ভ করে; কিন্তু একদিন একজন আক্রান্ত ব্যক্তি তাহাকে চিনিতে পারায় সে তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যা করে।

মাকুন্দিয়া অঞ্চলেও এই শ্রেণীর ডাকাতের সংখ্যা অনেক। তাহারা সুযোগ পাইলে সদুপায়ে জীবন ধারন করে। বঙ্গদেশে এইরূপ দুরবস্থায় পতিত ভদ্রসন্তানও যে ডাকাতি করিতে বাধ্য হয় তাহা অনুমান করাই স্বাভাবিক। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট এবং জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করি।

গান্ধীজীর মুক্তির গুজবের অন্ত নাই। ফ্রি প্রেসের সংবাদদাতা জোর গলায় বলিতেছেন যে, এসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চলিতেছে। গবর্ণমেণ্ট এ সমস্ত গুজবের প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও সংবাদদাতারা বারবারই বলিতেছেন যে, মহাত্মাজীকে মুক্তি দান করা হইবে।

ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা ক্রমশঃ এরূপ গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছে যে, কোনটা গুজব এবং কোনটা সত্য, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। শান্তিকামীর দল বলিতেছেন যে, জেলে গান্ধীজীর সহিত ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন সংক্রান্ত কথার আলোচনা করিতে তাঁহারা অসম্মত; তাঁহারা আরও বলিতেছেন যে, গান্ধীজী প্রমুখ কংগ্রেস-নেতৃবর্গের সহিত পরামর্শ না করিয়া যে কোন শাসনতন্ত্রই প্রবর্ত্তিত করা হউক না কেন, তাহাতে ভারতে শান্তি স্থাপিত হইবে না এবং ভারতবাসীরও তাহা গ্রহণ করিতে সম্মতি হইবে না।

বিশ্ব ভারতীতে পারস্য কবি এবং ভারতীয় কবির সমাবেশ একটী অপূর্ব্ব ব্যাপার। এই দুই কবি সম্মিলিত প্রাচ্যকৃষ্টির উৎকর্ষ সাধনে সম্মিলিত চেষ্টা করিবেন। পারস্যরাজ আজ ভারতের সভ্যতার সহিত পারস্য সভ্যতার ঐক্য সাধনে যত্নবান্। তাই তিনি নিজ দেশের শ্রেষ্ঠ কবিকে ভারতের শ্রেষ্ঠ কাব্য-সম্রাটের নিকট পাঠাইয়া উভয় দেশের সাহিত্যৈক্য-তান সাধন করিতেছেন। উভয় দেশীয় কাব্যধারা মিলিত হইয়া কি আকার ধারণ করে, তাহার বিচার ভবিষ্যৎ যুগ করিবে. কিন্তু এই প্রচেষ্টার, এই ঐক্য সাধনের প্রশংসা করা সভ্যজগতের পক্ষে স্বাভাবিক। পারস্যরাজ রবীন্দ্রকে পারস্যে নিমন্ত্রণ করিয়া এবং স্বদেশের কবিকে ভারতে প্রেরণ করিয়া ভারতের প্রতি তাঁহার আন্তরিক ভালবাসার পরিচয় দিয়াছেন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ফলে প্রথমতঃ রুশিয়ার লোকেরা সমস্ত কারখানা মালিকদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া দেশের কর্ত্তৃপক্ষের অধীনে স্থাপন করিল; দেশে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া কিছু রহিল না। কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্য শ্রমিকদিগের সমান ভাগে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকও কিছু ভাগ পাইল। চাষীরা কৃষিজাত দ্রব্যের পরিবর্ত্তে কারখানার দ্রব্য পাইতে লাগিল এবং মুদ্রার প্রচলন উঠিয়া গেল। তাহার পরিবর্ত্তে কাগজের নোট ব্যবহৃত হইল।

কিন্তু এভাবে বেশীদিন চলিল না। চাষীরা সোভিয়েট কর্ম্মচারীদিগকে শস্য বিক্রয় বন্ধ করিল এবং যখন কর্ম্মচারীরা শস্য বাজেয়াপ্ত করিল তখন তাহারা শস্য উৎপাদনও বন্ধ করিয়া দিল। কারখানার শ্রমিকগণও আলস্য অবলম্বন করিল। ফলে কেহই খাইতে পাইত না।

এইরূপে রুশিয়া দেশে কমিউনিজমের অবসান হইল। লেনিন পুনরায় মুদ্রার প্রচলন আরম্ভ করিলেন।

(ক্রমশঃ

জাপানের অত্যাচারে চীন এতই ব্যতিব্যস্ত হইয়াছে যে, জেনেভার চীন প্রতিনিধি বলিতেছেন যে, যুদ্ধ করিতেই হইবে। তদ্ভিন্ন কোন উপায় নাই। জাতিসঙ্ঘের নিকট প্রতিকারের কোন উপায় নাই। চীনের প্রধান মন্ত্রী চিকিৎসার জন্য জার্ম্মানিতে অবস্থান করিতেছেন, তিনি বলেন যে, যুদ্ধ করিবার মত শক্তি চীনের থাকুক আর না থাকুক, তাহাকে জাপানের সহিত যুদ্ধ করিতেই হইবে।

চীন হইতে আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, ইটালি, বেলজিয়াম প্রভৃতিকে জানান হইয়াছে যে, যদি জাপানের আক্রমণে বাধা দিতে গিয়া চীনা সৈন্য কিছু করিয়া ফেলে তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট তাহার জন্য দায়ী হইবেন না। তবে ভয়ঙ্কর শীত পড়ায় যুদ্ধ আপাততঃ বন্ধ থাকিতে পারে।

দক্ষ ইংরাজ জাতির মতিভ্রম! আয়র্লণ্ড বলে, 'আমরা বৃটিশ জাতির বন্ধুত্ব চাই কিন্তু সে বন্ধুত্ব হইবে সমানে সমানে আর সে বন্ধুত্বে আইরিশ জাতির পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা চাই।' পারস্য বলে 'আমরা স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে চাই; বিদেশীয়দের কোন তোয়াক্কা রাখি না।' ভারত বলে, 'স্বাধীন হইব' তথাপি ইংরেজ কোন প্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ করে নাই। যে সমস্ত ইংরাজের করুণার ভিখারী তাহারাই আজ লম্বা লম্বা কথা বলিয়া সাহস করিতেছে।

আয়র্লণ্ড, মিশর, ভারত এবং পা[illegible] ইংরাজকে বয়কট করিবার সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হইতে পারি[illegible] না, কিন্তু জাপান এশিয়াখণ্ডে সেই বয়কট কার্য্য সমাধা করিতেছে। ই[illegible] ব্যবসায় ক্ষেত্রে এইরূপে পরাস্ত হই[illegible] বোধ হয় এই সমস্ত আন্দোলন সম্বন্ধে ঔদাসীন্য দেখাইতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ. { ৬ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৬ ৪ঠা মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৭ই জানুয়ারী ইং ১৯৩৩ মঙ্গলবার } ২৬৪তম সংখ্যা।

ঢাকা প্রদর্শনী প্রসঙ্গ

ঢাকা তাং ১১।১।৩২

এবার ঢাকায় আচার্য্যপ্রবর শ্রীল প্রভুপাদের আগমন-সংবাদ পাইয়া বহুদূর দেশ হইতে, যথা—চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থান হইতে বহুব্যক্তি ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের উৎসবে যোগদান করিয়া প্রত্যহ ত্রিদণ্ডিপাদগণের নিকট হইতে হরিকথামৃত পান এবং সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

শ্রদ্ধাবান্ হইয়া যাঁহারা শ্রীমঠে আগমন করিয়াছেন, জন্ম-জন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফলে তাঁহারা পরদুঃখদুঃখী নিষ্কিঞ্চন সাধুগণের সঙ্গ লাভ করিতে পাওয়ায় সাধনের ক্রম-নির্দ্দেশের ব্যবস্থায় তাঁহাদের ভজনক্রিয়া আরম্ভ হওয়ায়, তাঁহাদের মধ্যে বহুব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে হরিনাম মহামন্ত্র ও দীক্ষা গ্রহণ করিতেছেন। উৎসব শেষ হইবার পর আজ কয়েকদিবস শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণকে মহামন্ত্র ও দীক্ষা-প্রদান কার্য্যে শ্রীল প্রভুপাদকে খুবই ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে।

ঢাকা সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর কার্য্যও বিপুলভাবে চলিতেছে। প্রত্যহই দর্শক-বৃন্দের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। অন্যান্য স্থানের প্রদর্শনী অপেক্ষা ঢাকার প্রদর্শনীতে একটী বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হইতেছে। এখান-কার দর্শকগণ প্রদর্শনীকে বায়োস্কোপের মত্ত ব্যস্ততার সহিত দর্শন না করিয়া অতি আগ্রহ সহকারে দর্শনীয় বিষয়সমূহ দর্শন ও তৎসম্পর্কে লিখিত উপদেশ বা শাস্ত্রসিদ্ধান্তগুলি অনুশীলন করিতেছেন।

যাঁহারা একবার দেখিতে আসিতেছেন, তাঁহারা তৃপ্ত হইতে না পারিয়া প্রায় প্রত্যহই স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বন্ধুবর্গ প্রভৃতি সমভিব্যাহারে পুনরায় আসিতেছেন। অন্যান্য স্থানে দেখা গিয়াছে যে, প্রদর্শনী দেখিতে আসিয়া দ্রুতগতিতে একটীর পর একটী দর্শনীয় বস্তু দর্শন করিয়া মাত্র চক্ষুঃ-নেশা মিটাইয়া চলিয়া যায়। কিন্তু ঢাকার দর্শকগণ ঠিক সেরূপ করিতেছেন না।

বিষয়গুলি বুঝাইয়া দিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ এবার উপযুক্ত ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণকে নিযুক্ত করিয়াছেন। যে 'গৌড়ীয়ের' লেখনী-দ্বারে আজ সমগ্র জগৎ অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ-বাণী শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য কৃপা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন, সেই 'গৌড়ীয়ের' সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ ও সিদ্ধান্ত-সম্রাট্ শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুদ্বয় আজ শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া প্রদর্শনীতে দর্শনীয় বস্তুসমূহের তথ্য উচ্চকণ্ঠে অতি সুন্দর ও প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণন করিতেছেন।

বাসুদেব প্রভু এতদিন জন-সমাজে আত্মগোপন করিয়াছিলেন; শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে এবার তিনি জগদ্বাসীকে কীর্ত্তন-দ্বারা কৃপা করিতেছেন। তিনি যখন দর্শকবৃন্দকে বুঝাইতে আরম্ভ করিতেছেন, তখন তাঁহারা কেহই আর একপদও অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। তন্মুখপদ্ম হইতে সিদ্ধান্তামৃত যতই পান করিতেছেন, ততই আকৃষ্ট হইয়া দলে দলে লোক একস্থানে একত্রীভূত হইতেছেন। মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে, দারুণ শীতে কম্পিত হইতে হইতেছে, ভ্রূক্ষেপ নাই। মধুমক্ষিকার মধুতে আবদ্ধ হওয়ার মত তাঁহাদের অবস্থা ঘটিয়াছে। তাঁহারা (পুরুষ ও মহিলাগণ) অধিকক্ষণ দণ্ডায়মান অবস্থায় ক্লান্ত হইয়া অবশেষে শিশির সংযুক্ত ভূমিতে উপবেশন করিয়া শুনিতেছেন।

বক্তার বিরাম নাই—অনর্গল বলিতেছেন। জড়জগতের আধ্যাত্মিক চিন্তা-স্রোতকে ক্ষণকালের জন্যও স্তব্ধ করিয়া দিয়া বাসুদেব প্রভু শ্রোতৃ ও দর্শকবৃন্দকে যেন এক নূতন রাজ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন। দর্শকমণ্ডলী তাঁহার মুখে যতই শ্রবণ করিতেছেন, ততই তাঁহাদের শ্রবণ-পিপাসা বর্দ্ধিত হইতেছে। তাঁহারা ভাবিতেছেন, কেহ কেহ বা নেপথ্যে বলিতেছেন,—উঃ, মাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ এত বড় জিনিষ, তাঁদের ভিতর এত বড় জিনিষ আছে, এত বড় বিদ্বান্ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী আছেন; আমাদের বাড়ীর পাশে এত বড় বহুমূল্য রত্ন পড়িয়াছিল, তাহার সন্ধান এযাবৎ আমরা রাখি নাই।

এই রকমভাবে একটী বিষয়ে আবদ্ধ হইয়া তাঁহাদের সময় কাটিয়া যাইতেছে এবং তাঁহারা আজ আর দেখা হইবে না, প্রত্যহ একটী একটী করিয়া দেখিতে ও শুনিতে হইবে, আজ ঘরে ফেরা থাক্' বলিয়া যাইতেছে। যে-সমস্ত পুরুষ বা মহিলা এইরূপভাবে আকৃষ্ট হইয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই বি-এ, এম্-এ, পি-এইচ ডি প্রভৃতি।

শ্রীল প্রভুপাদ যখন ঢাকা সংশিক্ষা-প্রদর্শনীতে অবস্থানপূর্ব্বক যাত্রিগণের প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করেন, তখন মনে হয় জগদ্গুরুবরের নিত্যকল্যাণদায়িনী দৃষ্টি যেন বলিতেছেন,—হে বিশ্ববাসিগণ, সংসারে অবস্থানপূর্ব্বক ত্রিতাপ নিবারণের জন্য তোমরা কত না কত প্রকার চেষ্টা করিয়াও বিফল-মনোরথ হইতেছ, কিন্তু তোমাদের সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হইবে এবং তোমরা শোক, মোহ ও ভয় হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবে, যদি তোমরা দর্শনীয় বস্তুসমূহের তত্ত্ব অনুধাবন করিতে এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিতে পার; ইহাতেই তোমাদের নিত্যমঙ্গল হইবে। কারণ শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন "যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে। ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোকমোহভয়াপহা॥"

শ্রীল প্রভুপাদের আচরণ আজ আমাদিগকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের-বাণী স্মরণ করাইয়া দিতেছে,—

'একলা মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যাব।
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব॥
অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেম ফল দেহ যারে তারে॥
ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর উপকার॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৮ মাধব, স্বামী প্রভাম

ব্রহ্ম ও শক্তি

গত কথা পর-তত্ত্বের চারিপ্রকার অবস্থানের কথা বলা হইয়াছে, যথা:— স্বরূপ, স্বরূপ-বৈভব, জীব ও প্রধান। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রধানকে মায়াবৈভবের অন্তর্ভুক্ত করিয়া শক্তিত্রয়ের সংখ্যা করা হইয়াছে। জীবশক্তিই তটস্থা শক্তি। যথা:—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥
যয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।
সর্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে,

কৃষ্ণের স্বরূপ অনন্ত বৈভব অপার।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি আর॥
বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডগণ শক্তি-কার্য্য হয়।
স্বরূপশক্তি, শক্তিকার্য্যের কৃষ্ণ সমাশ্রয়॥

মায়া বহিরঙ্গা শক্তি হইলেও ইহার আবরণী শক্তির প্রভাবে তটস্থশক্তিময় জীবকে সহজেই অজ্ঞান-তমোদ্বারা সমাবৃত করিতে সমর্থ। এই মায়ার আবরণের তারতম্যানুসারে ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যশক্তি ব্রহ্মা হইতে স্থাবর-পর্য্যন্ত সকলেতে ন্যুনাধিক পরিমাণে প্রকাশ পায়। ফলতঃ সকল শক্তিই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গে ও অন্তরঙ্গে আশ্রিত। চিদচিৎ সকলশক্তিই তাঁহার আশ্রিত। তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কোন শক্তিরই স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান নাই। চিদচিৎ সকল পদার্থই পরব্রহ্মের শরীর স্থানীয়। যথা—(ভাঃ ১১শ স্কন্ধ)

খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ
জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎসমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং
যৎকিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও কথিত হইয়াছে,—

অনন্তাব্যক্তরূপেণ যেনেদমখিলং ততম্।
চিদচিচ্ছক্তিযুক্তায় তস্মৈ ভগবতে নমঃ॥

এইসকল শ্রৌত-প্রমাণাবলম্বনেই বিশিষ্টাদ্বৈত-সম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীমদ্রামানুজ স্বামী শ্রীবেদান্তভাষ্যে বিশ্বের সহিত ব্রহ্মের শরীর-শরীরি সম্বন্ধ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে যে এতাদৃশ-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইলেও পরব্রহ্ম জড়-সংশ্লিষ্ট নহেন।'

অতঃপর আমরা মায়াবাদীর কল্পিত পরব্রহ্মের 'শক্তিহীনতা' প্রমাণে পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ উল্লেখপূর্ব্বক স্বপক্ষীয় সিদ্ধান্ত স্থাপনে যত্ন করিব।

(১) কেবলাদ্বৈতবাদিগণের পূর্ব্বপক্ষ এই যে, পৌরাণিকেরা পরতত্ত্বকে 'অদ্বয়-জ্ঞান' বলিয়া স্বীকার করিয়াও তাঁহাকে 'স্বজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগতভেদরহিত' বলিতে চাহেন না, কিন্তু ভাগবতে "বদন্তি" শ্লোকে যে 'অদ্বয়' পদটী আছে, তাহাতেই উপপন্ন হইতেছে যে, পরতত্ত্ব উক্ত ত্রিবিধ-ভেদরহিত। সুতরাং এই তত্ত্ব অনন্ত ও সত্য। জ্ঞেয়, জ্ঞান ও তৎসাধন-সমূহের প্রাবল্যে ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্ট্যাদি সাধনে সেই অনন্ত অদ্বয়তত্ত্ব সান্ত হইয়া পড়েন। অতএব তত্ত্বকে জগতের কর্ত্তা বলিলেই জ্ঞানই করা হয়। আর যদি অদ্বয়তত্ত্ব বিক্রিয়মাণ হইয়া জগতের কারণস্বরূপ হয়েন, তাহা হইলে অদ্বয়জ্ঞানকে জড় বলিয়া প্রতিপন্ন করা হয় এবং ইহাতে অদ্বয়জ্ঞান অসত্য হইয়া উঠেন।

(২) ইহাদের দ্বিতীয় পূর্ব্বপক্ষ এই যে, 'জ্ঞান' শব্দটী,—জ্ঞপ্তি, অববোধ ও বোধপর্য্যায়ভুক্ত। এই অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্বটী 'শক্তিমৎ' একথা বলা সঙ্গত নহে। যদি বলা হয়, উহা 'স্বরূপভূতশক্তি', তাহাও বলিতে পার না। ঐ স্বরূপশক্তি বস্তুটী কি? উহা অদ্বয়জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র, না অস্বতন্ত্র? ইহার আছে স্বরূপত্ব এবং অন্যো শক্তিত্ব কেন?

সত্য বটে অদ্বয়জ্ঞানকে ভগবান্ বলা হইয়াছে, কিন্তু ভগবদ্বস্তু যে গুণাত্মক অর্থাৎ যেগুণদ্বারা 'ভগবান্' বলা শাস্ত্রে হইয়াছে, তাহা কেবল জ্ঞান-স্বরূপ। একটা স্বরূপশক্তির কল্পনা করিলেও উহা বিশুদ্ধ জ্ঞান ব্যতীত অপর কিছুই নহে। এই জ্ঞান-বিলাসের বহুত্ব কল্পিত হইতে পারে না। অপিচ নানাবস্থে ঈশিত্ব লক্ষণ বিশিষ্ট গুণক্রিয়াদিই বা কি প্রকারে সম্ভবে?

(৩) তৃতীয় পূর্ব্বপক্ষ এই যে, অদ্বয়-জ্ঞানের নীল-পীতাদি বর্ণত্ব ও পরিচ্ছন্নত্বই বা কি প্রকারে স্বীকার্য্য? অদ্বয়-জ্ঞানের আবার বর্ণ কি, তাহার পরিচ্ছন্নই বা কি? পরিচ্ছদ—দ্রব্য বিশেষ, বৈকুণ্ঠ—লোক বিশেষ, সেখানে যাঁহারা গমন করেন, তাঁহারা জীব-বিশেষ। এইসকলের অদ্বয়জ্ঞানত্ব কিরূপে সম্ভব-পর হয়? অদ্বয়জ্ঞানের এইসকল অবস্থা স্বীকার করিলে সমস্ত কথাই হস্তিস্নানবৎ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। তাঁহাকে একবার 'অদ্বয়জ্ঞান' বলিয়া আবার তাঁহাকে 'জ্ঞানী' অর্থাৎ জ্ঞাতৃত্ব-শক্তি-বিশিষ্ট বা দোষযুক্ত।

অবশ্য যদি বলা যায়, জগৎ যখন কার্য্য-ময় এবং শক্তি ভিন্ন যখন কার্য্য নিষ্পত্তি হয় না, তখন শক্তি অবশ্যই স্বীকার্য্য। ইহার উত্তরে বলা যায়,—এই শক্তি তত্ত্বও নহে, অতত্ত্বও নহে; উহা অনির্ব্বচনীয়, সুতরাং উহা মিথ্যা ও স্বরূপভূতা নহে। ব্রহ্মের ভগাদি কেবল উপলক্ষণ মাত্র। জহদজহৎ লক্ষণা-দ্বারা 'ভগবান্' শব্দটী এখানে অদ্বয়জ্ঞানের সহিত সামানাধিকরণ্যে প্রযুক্ত মাত্র। অর্থাৎ "সেই ইনিই রামচন্দ্র" বলিলে "রামচন্দ্র" শব্দটী যেমন উপস্থিত দৃশ্যমান ব্যক্তির পরিচায়ক রূপে প্রতিপন্ন হয়, তদ্রূপ "অদ্বয়জ্ঞানই ভগবান্" এই কথা বলিলে জহদজহৎ লক্ষণা-দ্বারা অদ্বয়-জ্ঞানেরই মুখ্যত্ব বোধিত হইয়া থাকে।

অতঃপর কেবলাদ্বৈতবাদিগণের উক্ত পূর্ব্বপক্ষত্রয়ের উত্তরে সিদ্ধান্তপক্ষ স্থাপিত হইতেছে। অদ্বয়তত্ত্বটী যখন ভাবরূপ বস্তু, তখন "গলগৃহীত" ন্যায়ানুসারে ইহার স্বরূপ-শক্তি স্বীকার করিতে হইবে। মায়াবাদীর পূর্ব্বপক্ষীয় আপত্তি দোষ-সংস্পৃষ্ট। জগৎ যখন কার্য্য, তখন কার্য্য-সিদ্ধির নিমিত্ত শক্তি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ঐ শক্তি বস্তুরই ধর্ম্ম বিশেষ। ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণে উক্ত স্বরূপভূতা শক্তি নিত্য-বিরাজমানা। মায়াবাদী যে জগৎকার্য্যকে স্বপ্নে বস্তুদর্শনের ন্যায় মিথ্যা বলেন, তাহাও স্বীকার করা যায় না, কারণ স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্নে যাহা অনুভব করেন, সেই স্বপ্ন জাগ্রত দশায় দৃষ্ট বস্তুরই সংস্কার হইতে হয়। জন্মান্ধ ব্যক্তি স্বপ্ন দর্শন করে না, সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অনিত্য স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর অধিষ্ঠান সত্যদৃষ্ট বস্তুতে অতএব স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু অনিত্য হইলেও মিথ্যা নয়, কারণ তাহার অধিষ্ঠান দৃষ্টসদ্বস্তুতে; তদ্রূপ জগদ্রূপ অনিত্য কার্য্যেরও মূল অধিষ্ঠান পরব্রহ্ম অর্থাৎ এই জগৎ সর্ব্বদা এক স্বরূপে বর্ত্তমান নিত্যজগৎ বৈকুণ্ঠেরই হেয় প্রতিফলন। বিম্বস্বরূপ বৈকুণ্ঠের নিত্যত্ব-নিবন্ধন প্রতিবিম্ব-স্বরূপ প্রাকৃত জগতেরও নিত্যত্ব-সিদ্ধ; তবে প্রাকৃত জগতের পরি-বর্ত্তনশীলতা ধর্ম্ম আছে, সেইজন্যই প্রাকৃত জগৎকে নশ্বর বলা হয়, মিথ্যা বলা যায় না, কারণ তাহার অধিষ্ঠান নিত্যবস্তু। শুক্তিতে রজত-ভ্রমের দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যায়, যখন শুক্তিতেই রজত ভ্রম হয়, অন্য কিছুতে হয় না, তখন শুক্তিকেই রজত-ভ্রমের অধিষ্ঠান স্বীকার করিতে হইবে। শুক্তিতেই রজতের ভ্রম হয়—অঙ্গারে হয় না। সুতরাং ব্রহ্মেই জগতের ভ্রম হয়, অন্য কিছুতে হয় না। তাহা হইলে সিদ্ধান্তিত হইতেছে—সৎস্বরূপ ব্রহ্মই জগতের অধিষ্ঠান। আরও, যখন ব্রহ্ম-অতিরিক্ত অন্য পদার্থই নাই, তখন জগৎ ব্রহ্ম শক্তিরই পরিচায়ক, এবং ঐ শক্তি স্বাভাবিকী—আগন্তুকা নহে।

শ্রীনাম-মহিমা

(৩৯)

প্রভু কহে,—বৈষ্ণব-সেবা নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
দুই কর, শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৬।৭০)

(৪০)

নেপথ্যে হরিতানি মোহমহিমাসম্মোহমালম্বতে। সাতঙ্কং নখরঞ্জনীং কলয়তি শ্রীচিত্রগুপ্তঃ কৃতী। সানন্দং মধুপর্ক-সংভৃতিবিধৌ বেধাঃ করোত্যুদ্যমং বক্তুং নাম্নি তবেশ্বরাভিলষিতে ব্রূমঃ কিমন্যৎ পরম্॥

(সজ্জনতোষণী ২য়খণ্ডে ধৃত শ্রীধরস্বামিবচন)

হে পরমেশ শ্রীকৃষ্ণ! অধিক কি বলিব, আপনার নাম শ্রবণ, উচ্চারণ ও স্মরণাদি করিবার বাসনা করিলেই পাপ-সমস্ত ভয়ে কম্পিত হয়; চিত্ত-ভ্রান্তিকর দেহ, গেহ, জায়া ও পুত্রাদির মমত্বজনক মোহমহিমা সম্পূর্ণরূপে মোহ প্রাপ্ত হয় এবং জীবগণের পাপ-পুণ্য লেখনকার্য্যে অতি সুনিপুণ চিত্রগুপ্ত সর্ব্বদর্শী যমরাজের দণ্ড-ভয়ে ভীত-কলেবর হইয়া আপনাকে পাপী ও জ্ঞানহীন লেখক বিবেচনা করতে পূর্ব্বে পাপাত্মাদিগের শ্রেণী মধ্যে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের নাম-পত্রিকা অর্থাৎ খাতা হইতে কর্ত্তন করিয়া দিবার নিমিত্ত অতি শীঘ্র নখরঞ্জনী অর্থাৎ নরুণ ধারণ করেন এবং ব্রহ্মা আনন্দিত হইয়া নামগ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিকে সম্মান করিবার জন্য মধুপর্ক আয়োজনে উদ্যত হন।

(৪১)

বিষ্ণোর্নাম্নৈব পুংসাং শমলমপহরৎ পুণ্যমুৎপাদয়চ্চ ব্রহ্মাদিস্থানভোগাদ্বিরতিমথ গুরোঃ শ্রীপাদদ্বন্দ্বভক্তিম্। তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ বিষ্ণোরিহমৃতি-জননভ্রান্তিবীজঞ্চ দগ্ধ্বা সম্পূর্ণানন্দ-বোধে মহতি চ পুরুষং স্থাপয়িত্বা নিবৃত্তম্॥ (সজ্জন তোষণী ২য় খণ্ডে ধৃত শ্রীল বেদব্যাসবচন)

শ্রীবিষ্ণুর নামই মনুষ্যসকলের বিবিধ পাপ বিনাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন-যোগ্য সুকৃতি উৎপাদন করেন, ব্রহ্মাদি দেবতা-গণের সত্য-লোকাদি স্থানসম্বন্ধীয় সুখ-ভোগবিতৃষ্ণা জন্মাইয়া দেন, মন্ত্র-বেদাদির উপদেষ্টা শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মযুগলে নিষ্কপট ভক্তি উৎপাদন করেন—যে ভক্তি-দ্বারা পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের সম্যক্ প্রকার জ্ঞান হইয়া থাকে, এবং ইহ সংসারে জন্মমৃত্যুরূপ ভ্রান্তি-বীজ যে অবিদ্যা-বাসনা, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ করিয়া মনুষ্যকে পূর্ণানন্দ বোধস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বে সংরক্ষণ পূর্ব্বক নিবৃত্ত হইয়া থাকেন।

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। কৃষ্ণগুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্.—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রান্তখণ্ড ১৶৹
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ১৶৹
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ১৶৹
৭। স্ত ৎ নরহস্ত ॥৹
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥৹
১২। মুক্তমল্লিকা গুণগৌরবঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥৹
১৪। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶৹
ঐ (বাঁধা) ৸৹
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶৹
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ১৶৹
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥৹
ঐ (আবাঁধা) ।৶৹
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵৹
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵৹
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) ৶৹
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।৹
২৯। শরণাগতি ⁄৹
৩০। গীতাবলী ⁄৹
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥৹
৩২। সাধনকণ ⁄৹
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄৹
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄৹
৩৫। অর্চ্চপঞ্চক ⁄৹
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄৹
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥৹
ঐ (অবাঁধা) ।⁄৹
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতিঃ (প্রথম চারি খণ্ড) ১৲
৪১। লক্ষ্মণাচিত্তা ॥৹
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।৹
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।৹
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄৹
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।৹
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৵৹
৫১। শিক্ষাষ্টকদর্পণ ৶৹
৫২। সাধ্যাবলী ⁄৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-দর্পণ বা দিগ্দর্শনম্ ॥৹
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।৹
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ ।৹
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶৹
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্থ পরিচয়ঃ ⁄৹
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৵৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ
৬০। নামভজন ।৹
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ১৶৹
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄৹
৬৫। দি ভাগবত ।৹
৬৬। থিয়োটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ য়্যাণ্ড অ্যাডভান্সড্ ডিভোশন ।৹
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥৹
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥৹
৭০। সাধন পথ ।৹
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৭২। গীতাবলী ⁄৹
৭৩। শরণাগতি ⁄৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি ⁄৹

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া প্রকাশ

প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। ঠাকুরের সমাধিপাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, চাকদহ, নদীয়া
৯। দ্বাদশগোপাল পাট কাঁঠালপুলি, চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটী, (বর্দ্ধমান)
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাযোড়া, রাণীগঞ্জ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু হাওড়া
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীমাধাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চকালদা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়াল পাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রাজাপেট্টা, মান্দ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ চটক পর্বত, পুরী,
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুবনকুণ্ড, নান্দগ্রাম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ আগস্তকুণ্ড, কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পাঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

	নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১।	শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	ঢাকা
২।	শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	ঢাকা
৩।	শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	চম্পহট্ট
৪।	শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫।	শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৬।	শ্রীভক্তিগৌরব গিরি	লক্ষ্ণৌ
৭।	শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা
৮।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	ঢাকা
৯।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০।	শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ঢাকা
১১।	শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মান্দ্রাজ
১২।	শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩।	শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	পুরী

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিদ্দর্পণের আবরণতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপণপূর্ব্বক শ্রেয়ঃকুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধমান উজ্জ্বলমাধুর্য্যে ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, যাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত রসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থ লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায় সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥৹, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের প্রাকৃতিক, তথ্য, ঐতিহ্য, স্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। বাকলিয়াবাসী কুমার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নারায়ণ রায় এম, এ, সাহিত্যাধ্যক্ষ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন রকমের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) রয়েল সাইজ ডিমাই ১৬, ফিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনী সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' প্রভৃতি সুত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মুনাশল মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরাজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত সাধ্যের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন ২৮ পাঃ এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ॥৹ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।

(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ।৹ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পরসাহিত্যমন্দির

১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন

বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারস্বত সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪১শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵৹

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৵৹

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

কৃপাসুধাবর্ষী প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগতগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীগুলি পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অভক্তের প্রতি উপদেশ', 'উজ্জ্বব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও প্রাকৃতজনের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের ভাবনা', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'দৈববর্ণাশ্রমের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ' 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'অসৎসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৷৹ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী-মহারাজের সেই অবিদ্যা-ধ্বংসিনী কাব্যাম্বুজনমোহিনী কৃষ্ণ-কথা নন্দদায়িনী শাব্দী বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীনামভজনবিধি, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম ও মনোধর্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সজ্জন ও প্রাকৃত সজ্জন, প্রভৃতি বিশটি সম্যক রূপে অলোচিত। ভিক্ষা ৷৹ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—গুরু ও বিষ্ণুভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীমধ্ব স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরনামের মাহাত্ম্য, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজনপথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন—চতুর্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকশ্রেষ্ঠতা ও সত্যনিষ্ঠা, শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবায় নিষ্ঠা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৹ মাত্র

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অবৈজ্ঞক্তজ প্রবৈ রুবেদো," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিদগ্ধচিন্তবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত বিদ্যাভূষার, ভিক্ষা মাত্র ৷৹ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৹ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম্ম

ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতীয়

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎকরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ॥০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টরী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বন্দোবস্তের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৶০ আনা।

মিটিংএর নোটীশ বহি—১ খানা ॥০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ॥০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

জ্বরারি পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাবল্যের জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবড়লের সমাপ্ত ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।১০ আনা, পাঁচটি ॥৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৯	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭-৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮ ৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৭, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫-৩১	৯-৫	১২-১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫ ৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩৩	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

আলোয়ারে বিদ্রোহ

পরিদর্শন

গত ১৩ই জানুয়ারী তারিখে জেনারেল লাকিন গোবিন্দগড়ে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইবার বহুক্ষণ পরেও তিনি ফিরিয়া আসেন নাই। ইনস্পেক্টর জেনারেল বেটি রাজস্ব বিভাগের সহকারী কমিশনারের সহিত হাঙ্গামার কেন্দ্র ফিরোজপুর, ঝিরকা ও আলোয়ার রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চল পরিদর্শন করিতেছেন।

কোন কোন মেওরা বাকী খাজনা দিতে চাহে।

পীড়িতের সাহায্য

দিল্লী হইতে "রেডক্রস" কর্ম্মচারীর দল একখানি আম্বুলেন্স ও দেড় হাজার মৃত ও আহতের চিকিৎসার উপকরণসহ এখানে দ্রুত উপস্থিত হইয়াছে।

গুর্গাঁওয়ের মিঃ ইয়াসিন খাঁর আবেদনে "রেডক্রসের" দল এখানে উপস্থিত হয়। ফিরোজপুর ঝিরকার স্থানান্তরিত ৭টি মৃতদেহ ব্যতীত বৃটিশ সৈন্যদল বহু পরিশ্রমের পর আর একটিও মৃতদেহ খুঁজিয়া পায় নাই। এমন কি সিভিলিয়ান জেনারেলের চিকিৎসা সাহায্য দানের সত্বেও একটিও প্রাণী তাহা গ্রহণ করিতে আসে নাই।

সাধারণ অবস্থা

আলোয়ারের রামগড় এখন প্রকাণ্ড সামরিক ছাউনীর আকার ধারণ করিয়াছে। মধ্য ভারত অশ্বারোহী বাহিনী এবং কুমায়ুন রাইফেলসের সৈন্যগণ অশ্বপৃষ্ঠে বিপজ্জনক স্থানগুলি পাহারা দিতেছে এবং প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণের পথগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিতেছে। মেওগণ বহু সহস্র টাকার দ্রব্যাদি লইয়া পর্ব্বত ও গ্রাম অঞ্চলে পলায়ন করায় গত ১৩ই জানুয়ারী প্রাতে কুমায়ুন রাইফেলসের একদল সৈন্য সেই সকল অঞ্চলে সন্ধান করিতে গিয়াছিল। রয়াল এয়ার ফোর্সের বিমানগুলি ক্রমাগত উপরে ঘুরিতেছে।

সহর জনশূন্য

রামগড় ক্ষুদ্র সহর; উহার অধিবাসী সংখ্যা প্রায় চার হাজার। কিন্তু রামগড়ে আজ দুই শতের অধিক লোক নাই। সেখানে মাত্র দুইটি দোকান খোলা থাকে। অপরাধীদের সন্ধান ও লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি উদ্ধারের জন্য কুমায়ুন রাইফেলস ও মধ্য ভারত অশ্বারোহী বাহিনীর একদল সৈন্য গত ১৩ই প্রাতে গোবিন্দগড় যাত্রা করিয়াছে।

গোবিন্দগড়ের দুর্দ্দশা আরও শোচনীয়। এক লক্ষ টাকার সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছে, উপরন্তু অধিবাসীদের নিকট জোর করিয়া চাঁদা হিসাবে কয়েক সহস্র টাকা আদায় করা হইয়াছে। গোবিন্দগড়ের অধিবাসী সংখ্যা পাঁচ সহস্র কিন্তু আজ তথায় মাত্র ৭ শত লোক বাস করিতেছে।

বিদ্রোহী বন্দী

বৃটিশ ভারতের পেন্সনভোগী যে দুইজন সুবেদারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তাহাদের এখনও রামগড়ে আটক রাখা হইয়াছে। বিদ্রোহীদের প্রায় ৪০ জনকে আলোয়ার সেন্ট্রাল জেলে রাখা হইয়াছে।

ডাক বিভাগের রাণারেরা যাহাতে ডাক বহন না করে, মেওরা সেজন্য তাহাদিগকে ভয় দেখাইতেছে। জমিদারেরা যাহাতে তাঁহাদের কূপ হইতে প্রজাদের জমিতে জল দিতে না দেন, তাহারা সেজন্য তাঁহাদিগকেও অনুরোধ করিতেছে।

গত রাত্রিতে যে ১৭ জন মেওকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সুবেদার ও জনকে রামগড়ে রাখা হইয়াছে, অন্যান্যদিগকে আলোয়ার জেলে পাঠান হইয়াছে।

ডাকের ব্যবস্থা

হাঙ্গামার প্রথম অবস্থায় ডাক বিভাগের কাজ অচল হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইয়াছিল, কিন্তু রাজপুতানা সারকেলের ডাক বিভাগীয় সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও পুলিসের ইনস্পেক্টর জেনারেলের সুব্যবস্থায় কোথাও কাজ একেবারে বন্ধ হয় নাই।

রামগড়ে প্রায় ৬০ জন মেও বাকী খাজনা প্রদানের প্রস্তাব করে।

বুগোডিয়ার লাকিন ২ খানা লরী প্রস্তুত রাখিবার আদেশ দিয়াছেন। প্রকাশ, আরও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

অবস্থার উন্নতি

আলোয়ার এখন শান্ত আছে। কোন কেন্দ্র হইতেই গোলযোগের সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

মেওদের আক্রমণমূলক ভাবটা স্পষ্টই কমিয়া গিয়াছে। অনেকেই এখন অনুতাপ করিতেছে।

প্রজাদের অভিযোগ

কতিপয় মেও বন্দীকে মহারাজা ও কর্ণেল ওগিলভির নিকট উপস্থিত করিলে তাহারা তাহাদের অভিযোগের বিষয় জানায়। তাহাদের একটী অভিযোগ শিশু বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়া। তাহাদিগকে জেরা করিলে তাহারা একজন এম এল-সির নাম করিয়া বলে, তিনিই তাহাদিগকে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করিতে উত্তেজিত করেন এইরূপ প্রকাশ।

জাঠা প্রেরণ

নূতন দিল্লীর সংবাদপত্রে প্রকাশ পাইয়াছিল, মুসলমানদের এক গোপন সভায় আলোয়ারে জাঠা প্রেরণ সঙ্কল্প স্থির হইয়াছে; সে সংবাদ মিথ্যা।

দিল্লীর জুম্মা মসজিদে এক সভার বক্তৃতা প্রসঙ্গে মৌলানা সুলতান আমেদ বলিয়াছেন, আলোয়ারের হাঙ্গামা বিষয়ে উত্তেজনা সংযত করা এবং জ্ঞান ও কৌশল অবলম্বন করিয়া কার্য্য করা মুসলমানদিগের উচিত, আলোয়ারে জাঠা প্রেরণ করিবার আবশ্যক নাই।

আলোয়ার দিবস

ডাঃ মুঞ্জে বলিয়াছেন:—

একান্দরা আমি ঘোষণা করিতেছি যে, আগামী ১৫ই জানুয়ারী হিন্দুদের দ্বারা "আলোয়ার দিবস" প্রতিপালন সুনিশ্চিত রাখা হবে। হিন্দুদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে হিন্দু মহাসভার কার্য্যকর সম্পাদকরূপে সভার কর্ত্তব্যের সহিত হিন্দু মুসলমান ঐক্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আমি সাগ্রহে সর্ব্বদাই যোগ দিয়াছি।

সম্বর্দ্ধনা সভা

গান্ধীজীর দক্ষিণ আফ্রিকার সহকর্মী মিষ্টার পোলক যারবেদা জেলে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন।

মিষ্টার পোলক বলেন যে, গান্ধীজীর সহিত তাঁহার কেবল ব্যক্তিগত ও অস্পৃশ্যতাসম্পর্কীয় আলোচনা হইয়াছে। তিনি বলেন যে, গান্ধীকে যেরূপ সুস্থ ও প্রফুল্ল দেখা গেল, তাহা তিনি আশা করেন নাই।

সন্ধ্যার সময় দাক্ষিণাত্য সভা মিষ্টার পোলককে সম্মানিত করিবার জন্য এক সভার আয়োজন করেন। গোখেল মেমোরিয়েল হলে এই সভা হয় এবং সভায় মিষ্টার পোলক ও শ্রীযুত জয়াকর বক্তৃতা করেন। সভায় গোল টেবিলের শেষ অধিবেশন ও ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে ঘরোয়া আলোচনা হয়।

দল গঠন

নাগপুরে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী দলের এক প্রাদেশিক শাখা গঠনের উদ্দেশ্যে স্যার হরি সিং গৌর উকিল সভার কয়েকজন বিশিষ্ট সভ্যকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান।

ডাক্তার মুঞ্জে উপস্থিত হইতে না পারায় দুঃখপ্রকাশ করিয়া স্যার হরি সিং গৌরকে লিখিয়া পাঠান, তিনি ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জনের পরিবর্ত্তে এইরূপ একটি দল গঠনের পক্ষপাতী। প্রকাশ, প্রাদেশিক কমিটির প্রেসিডেণ্টপদ গ্রহণের জন্য ডাঃ মুঞ্জেকে অনুরোধ করা হইবে। অন্যান্য প্রদেশে এইরূপ প্রাদেশিক শাখা স্থাপিত হইয়াছে।

নেতার কারামুক্তি

নিখিল ভারত হিন্দু সভার সাধারণ সম্পাদক ও বিহারের বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা জগৎনারায়ণ লাল এম, এল, বি হাজারীবাগ সেন্ট্রাল জেল হইতে মুক্তি পাইয়াছেন।

শ্রীযুত জগৎনারায়ণলাল সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ (২) ধারা অনুসারে এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

খানাতল্লাস।

গোয়েন্দা বিভাগের স্পেশাল ব্রাঞ্চের কর্ম্মচারিগণ জোড়াবাগান অঞ্চলে কয়েকখানি বাড়ী খানাতল্লাস করে। কিছুক্ষণ ধরিয়া খানাতল্লাসীর ফলে পুলিস ঘরের একটা কোণে লুক্কায়িত অবস্থায় একটা রিভলভার এবং কতকগুলি তাজা কার্তুজ প্রাপ্ত হয়।

এই সম্পর্কে এক বাঙ্গালী যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। খানাতল্লাস শেষ হইলে রিভলভার এবং কার্তুজসহ যুবকটিকে ইলিসিয়াম রো গোয়েন্দা বিভাগে লইয়া যাওয়া হয়।

রংপুরের উকীল বাবু আশুতোষ মজুমদার গত ৬ই জানুয়ারী অকস্মাৎ পরলোক গমন করিয়াছেন? মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে দুইটার সময় বন্ধ দেওয়া হয়।

রংপুরের শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীকে জেলার বাহিরে থাকিবার আদেশ দেওয়া হয়। সম্প্রতি তিনি রংপুরে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

এক বৎসর যাবত পুলিস "রংপুর কংগ্রেস অফিস দখল করিয়াছিল। সম্প্রতি অফিস গৃহ ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ঢাকা জেলার ময়নট ষ্টীমার ষ্টেশন কার্ত্তিকপুরে আসিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম — মায়াপুর — নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, ৭ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৬ ৫ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৮ই জানুয়ারী ইং ১৯৩৩ বুধবার ২৬৫তম সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১৪ই জানুয়ারী সন্ধ্যা ৭ টার সময় ঢাকা ইন্‌জিনিয়ারিং স্কুলের ছাত্রসমূহের সনির্বন্ধ অনুরোধে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ তাঁহাদের হোষ্টেলে "মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে একটী শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতা করেন। সভায় প্রায় তিন শত ছাত্র, শিক্ষক এবং বহু সাধারণ ব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছিল। স্বামীজীর গভীর গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণে সকলেই পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

গত ১৬ই জানুয়ারী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট বোর্ডিংএর ছাত্রবৃন্দের নিকট শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীশ্রী-গৌরজন্মপীঠে শ্রীচৈতন্য ভাগবত আদি খণ্ড দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছে। যাহাতে দেশের তদানীন্তন অবস্থা ও সপার্ষদ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের কারণ বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

দেওয়ানগঞ্জ ১৭।১।৩৩

জলপাইগুড়িনিবাসী কুচবিহারাধিপতি স্বধাম-প্রাপ্ত স্যার নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের পার্ষদ ও সহচর, নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের প্রবর্ত্তক কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী-জামাতা বর্ত্তমানে রাজর্ষি বলিয়া সর্ব্বসাধারণে খ্যাত পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত জগদীন্দ্র দেব রায়কত মহাশয়ের আহ্বানে বিগত ১লা ও ২রা জানুয়ারী শ্রীশ্রীভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী-সেবক-সমিতির সেবকগণ তদীয় গৃহে শ্রীশ্রীগৌরবিহিত-সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন।

প্রথমদিন রবিবার আচার্য্য শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবতের ১১ স্কন্ধ ২য় অধ্যায় হইতে "দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণ-ভঙ্গুরঃ। তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠ-প্রিয়-দর্শনম্॥"—এই শ্লোকটী ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, জীবগণের পক্ষে পরম-পুরুষার্থ-সাধক এই ক্ষণ-ভঙ্গুর মানব-দেহ দুর্লভ, তন্মধ্যে ভগবৎ প্রিয়জনগণের সমাগম অতিশয় দুর্লভ। ভগবদ্ভক্তি-লাভই মনুষ্য জীবনের পরমশ্রেয়ঃ ও উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য বৈকুণ্ঠপ্রিয় অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তসঙ্গ-ব্যতীত আর কোন উপায়েই সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন "কৃষ্ণ-ভক্তি জন্মমূল হয় সাধু-সঙ্গ।" সেই সাধু শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবতানুগ ভক্ত। উভয় সঙ্গই জীবের পরম-প্রয়োজনীয়। নতুবা স্বীয় আধ্যক্ষিক-জ্ঞানে নিজে নিজে শ্রীমদ্ভাগবতাদির আলোচনা করিয়া আরোহ-পথে ভগবদ্ভক্তি-লাভের আশা রাবণের সিঁড়ি বাঁধার ন্যায় বৃথা চেষ্টা মাত্র। পাঠ প্রবণানন্তর রাজর্ষি শ্রীযুক্ত জগদীন্দ্র রায়কত মহাশয় ও অপরাপর শ্রোতৃমণ্ডলী তৎপর দিনও পাঠ হওয়ার জন্য একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন।

দ্বিতীয় দিন সোমবার, উক্ত শ্লোকের সমর্থনকল্পে শ্রীল প্রভুপাদের বিবৃতি ও

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরু-কর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥"

এই শ্লোকটী ব্যাখ্যা করিয়া "তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়ঃ উত্তমম্। শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥" এই শ্লোকটী আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করেন এবং ঐ প্রকার সদ্‌গুরুর পাদপদ্মাশ্রয়ই যে মনুষ্য-জাতির একান্ত কর্ত্তব্য, তাহা বহু প্রমাণ-প্রয়োগে সমর্থন করেন। পাঠান্তে "এমন দুর্ম্মতি সংসার-ভিতরে"-পদ ও মহামন্ত্র সংকীর্ত্তন হইয়া সভা ভঙ্গ হয়। এই দিবসও বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণপিপাসু হইয়া উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল প্রভুপাদের বিবৃতিতে অপূর্ব্ব শিক্ষাপ্রদবাণী শ্রবণ করিয়া সকলেই যেন এক নূতন কথা শ্রবণ করিলেন বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

বিগত ২১শে পৌষ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী-সেবক সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে বন্দনা ও কীর্ত্তনাদির পর শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতের ৫ম স্কন্ধ ৯ম অধ্যায় হইতে 'মৃগ-দেহ-মুক্ত হইয়া রাজর্ষি ভরত জনৈক সদ্‌গুণ-সম্পন্ন ভক্তিমান্ ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলেন এবং সঙ্গদোষে পাছে আবার পতন ঘটে, সেই আশঙ্কায় আর কোন ভগবদ্বিমুখ জন-সঙ্গে না মিশিয়া জড়বৎ আচরণ দেখাইতে লাগিলেন' প্রভৃতি বিষয় পাঠ হয়।

সামন্ত দস্যুরাজ ভক্তপ্রবর ভরতকে ভদ্রকালী-সমীপে সুলক্ষণ-সম্পন্ন পুরুষ-পশু বিবেচনা করিয়া বলিদানার্থে উপস্থিত করিলে ভক্তরাজ ভরত তখনও জড়বৎ নির্বিকার অবস্থায় রহিলেন। দস্যুরাজের প্রধান পৌরহিত্য-কর্ম্মে যাহারা নিযুক্ত ছিল, সে নর-শোণিতে যথা ভদ্রকালী দেবীর তর্পণ বিধান কামনায় ভদ্রকালী মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া একটি তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণধার খড়্গ গ্রহণ করিল।

ঐ স্বেচ্ছাচারী দস্যুগণের প্রকৃতি রজঃ-তমোগুণে আচ্ছন্ন এবং উহাদের মন ধনমদে মত্ত হওয়ায় তাহারা মর্য্যাদাশূন্য অসৎপথে বিচরণ করিয়া হিংসাকেই ক্রীড়া-উৎসব মনে করিত। এই সকল কারণে উহারা অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সর্ব্বভূত-সুহৃদ্ সুতরাং শত্রুহীন, ভগবদ্গত-চিত্ত ব্রহ্মর্ষিনন্দনের বধ আকস্মিক লৌকিকবিধিদ্বারাও অনুমোদিত নহে। সুতরাং দেবী সেইসকল দস্যুদলের সাধন-প্রয়াসী শূদ্রগণের অতি দারুণ, সর্ব্বদা অকর্ত্তব্য ব্রহ্মহিংসাত্মক ভগবদ্‌বিরোধ বিষয় বুঝিতে পারিলেন। তাই তিনি বহির্গত হইয়া অতিশয় ক্রোধভরে নিস্ত্রিংশধারিণী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সেই পাপিষ্ঠ দুষ্ট শূদ্রগণের মস্তক তাহাদিগের সেই খড়্গ দ্বারা ছেদন করিলেন। "এবমেব খলু মহদভিচারাতি-ক্রমঃ কার্ৎস্ন্যেনাত্মনে ফলতি।" মহতের প্রতি হিংসারূপ অপরাধ এই প্রকার অনিষ্ট-কর্ত্তার নিজের প্রতিই সর্ব্বতোভাবে ফলিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়-ভোগে প্রবৃত্ত হইয়া যাহারা স্বার্থসিদ্ধি কল্পনা করিয়া থাকে। ভগবদ্ভক্তের প্রতি অন্যায়রূপে আক্রমণ করে, তাহারা ঐ দস্যুজাতীয় হিংসক। উহারা আপন আপন অনর্থকে আবাহন করে মাত্র।

সেই সে পরম বন্ধু সেই পিতামাতা। শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৭ মাধব, ভৃত্য অনিরুদ্ধ

কৃষ্ণশক্তির অচিন্ত্যত্ব

গতকল্য 'ব্রহ্ম ও শক্তি'-শীর্ষক প্রবন্ধে জগদ্রূপ কার্য্য যে ব্রহ্মশক্তিরই পরিচায়ক, তাহা স্পষ্টভাবেই প্রদর্শিত হইয়াছে। অতঃপর এসম্বন্ধে আরও বক্তব্য এই যে, ব্রহ্ম যখন জগদ্রূপে বিবর্ত্তিত হয়েন, তখন তিনি স্বয়ং তৎসম্বন্ধে কিছু করেন কি না? বিবর্ত্তন-ব্যাপারে যদি পরব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব কিছু না থাকে, তাহা হইলে জানিতে হইবে যে, অবিদ্যা কর্ত্তৃকই বিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে। কিন্তু তাহাও' হইতে পারে না, কারণ, শ্রুতি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" সুতরাং তদতিরিক্ত অজ্ঞানের অস্তিত্বই বা কি প্রকারে স্বীকার করা যাইতে পারে? আর যদি বিবর্ত্তন-ব্যাপারে পরব্রহ্মের কিঞ্চিৎকরত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সেই জ্ঞানাশ্রয় শুদ্ধবস্তুর শক্তি স্বতঃই আসিয়া দাঁড়ায়।

মায়াবাদাচার্য্য স্বয়ং শঙ্করকেও একথা ন্যূনাধিক স্বীকার করিতে হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের ২অঃ ১পাঃ ১৮ সূত্রের ভাষ্যে শ্রীমৎ শঙ্কর লিখিয়াছেন :—

"শক্তিশ্চ কারণস্য কার্য্যনিয়মার্থা কল্প্যমানা ………তস্মাৎ কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ শক্তেশ্চাত্মভূতং কার্য্যমিতি।" অর্থাৎ শক্তি কারণে অবস্থান করিয়া কারণগত কার্য্যের নিয়মন করে। যাহাতে কার্য্য-শক্তি থাকে না, তাহাকে কারণ বলা যায় না, সুতরাং কার্য্যও জন্মায় না। শক্তি কার্য্য কারণ হইতে স্বতন্ত্র ও কার্য্যের ন্যায় অভাবরূপিণী হইলে, উহা কখন কার্য্যের নিয়ামক হইতে পারিত না। সুতরাং শক্তিকে কারণের স্বরূপান্তর্ভুক্ত এবং কার্য্যও শক্তিরই নিয়মনে সাধিত হয়, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

শ্রীল জীবপাদ তদীয় সর্ব্বসংবাদিনীতে যে বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা নির্ম্মৎসর হইয়া আলোচনা করিলে মায়াবাদী মায়াবিকার হইতে পরিমুক্ত হইয়া চিদ্বিলাসী পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের নখশোভা-দর্শনে সম্ভাবিলম্ব হইতে পারেন। তিনি বলেন—আলোকের অনুচর অন্ধকারের ন্যায় অজ্ঞানও চৈতন্যের অনুচর; ইহা হইতে বুঝা যায় যে, এই অজ্ঞানের সত্তাও চৈতন্য হইতেই উদ্ভূত। এই অজ্ঞান-সত্তার স্ফুরণ-ধর্ম্ম দ্বারাই স্বরূপশক্তির উপলব্ধি হইয়া থাকে অর্থাৎ জড়া প্রকৃতিতে যে স্ফুরণ-ধর্ম্ম দেখা যায়, (সৃষ্ট্যাদি কার্য্য-ব্যপদেশে) তাহাও স্বরূপ-শক্তি কর্ত্তৃক নিয়মিত, কারণ, জড়ে স্বকর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্ম নাই। শ্রুতি বলেন :—

"অথ কস্মাদুচ্যতে ব্রহ্ম বৃংহতি বৃংহয়তি।"

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও উক্ত হইয়াছে :—

"বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ তদ্ব্রহ্মপরমং বিদুঃ।"

বৃহত্ত্বই তাঁহার শক্তিমত্তার প্রদর্শক। স্ফোট-বিচারে আমরা জানিতে পারি, পরব্রহ্ম স্ফোট-শক্তিবিশিষ্ট। সেই স্ফোটশক্তির পরিপূর্ণ প্রকাশের নামই স্বরূপশক্তি; সেই একই স্বরূপ-শক্তিতে ত্রিবিধ বৃত্তি লক্ষিত হয় এবং তাহাই সম্বিৎ, সন্ধিনী ও হ্লাদিনী নামে কথিত।

অন্যান্য বস্তুতে যে শক্তির স্ফুরণ দৃষ্ট হয়, সেই সকল শক্তির মূল প্রস্রবণ চিৎশক্তির সন্নিধানত্ব; নতুবা জড়ে শক্তির ক্রিয়া অসম্ভব। তাই শ্রীচরিতামৃতে প্রকৃতি-কর্ত্তৃত্ববাদী সাংখ্যমত খণ্ডন-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে :—

'প্রকৃতি কারণ নহে, সেহ জড়রূপা।

শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা।।'

সুতরাং অন্যান্য পদার্থে যাহা কিছু শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ভগবচ্ছক্তিরই স্ফূর্তি মাত্র। বেদান্তসূত্রেও তাহা অবগত হওয়া যায়। "ওঁ প্রবৃত্তেশ্চ ওঁ।"

এই সূত্রে স্পষ্টরূপেই পরব্রহ্মের শক্তির কথা বলা হইয়াছে। শ্রুতিতেও জানা যায় 'তিনি ইচ্ছা করিলেন 'আমি বহু হইব'। এই সকল বাক্যেও তাঁহার শক্তির কথাই বলা হইয়াছে।

যদি বলা হয় "অজ্ঞান হইতেই জগদ্রূপ কার্য্য হইয়া থাকে, অজ্ঞানও মিথ্যা জগদ্রূপ-কার্য্যও মিথ্যা। সুতরাং জগৎ-প্রবর্ত্তকত্বাদি শক্তি ব্রহ্মের নহে, উহা অজ্ঞানের।" হে মায়া-বিমোহিত মায়াবাদিন্! তুমি একথাও বলিতে পার না। কারণ, "ওঁ জন্মাদ্যস্য যতঃ ওঁ।" সূত্রের ব্যাখ্যায় তোমার আদিগুরু শ্রীশঙ্করও এই ব্যাপারে ব্রহ্মেরই প্রসঙ্গ করিয়াছেন। ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্ত্যাদি সাধিত হইয়া থাকে। জগৎকার্য্যে ব্রহ্ম-প্রসঙ্গ স্বীকার করিলেই অজ্ঞান ও তৎকার্য্যের অতিরিক্ত স্বরূপ-শক্তির স্থিতি একেবারেই অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। এতৎসম্বন্ধে কোন প্রতিবন্ধকতা দৃষ্ট হয় না। কেন না, সবিতৃপ্রকাশক প্রকাশ্য নাশেও নষ্ট হয় না, সবিতার ন্যায়ই বর্ত্তমান থাকে। সবিতা আছেন অথচ তাঁহার প্রকাশ নাই, ইহা 'অর্দ্ধকুক্কুটী ন্যায়'বৎ নিতান্ত উপহাস্য। "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীশঙ্করকে ব্রহ্ম-শক্তি স্বীকার করিতে হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণু-সহস্রনাম-ভাষ্যেও শ্রীশঙ্কর বলিয়াছেন,—

'স্বরূপ সামর্থ্যেন ন চ্যুতো ন চ্যবতে ন চ্যবিষ্যত ইত্যচ্যুতঃ। শাশ্বতং শিবমচ্যুতমিতি শ্রুতেঃ॥'

এস্থলেও ব্রহ্মের স্বরূপ-সামর্থ্য বা স্বরূপ-শক্তির প্রসঙ্গ স্বীকার করিয়াছেন। বস্তুর শক্তি, কার্য্যের পূর্ব্বকালে ও উত্তর-কালে জড়-বস্তুতে মগ্ন শক্তির ন্যায় বিরাজমান থাকে। কার্য্যকালে প্রাপ্ত হইয়া উহা প্রকাশিত হয়, এই মাত্র বিশেষ॥ ব্রহ্ম-শক্তি-সম্বন্ধেও এই কথা।

জ্ঞানের নিত্যতায় জ্ঞান-বিষয় স্বাতন্ত্র্যের ব্যপদেশ দৃষ্ট হয় না—এরূপ আপত্তি-স্থলে বলা যায়, যেমন সূর্য্য-প্রকাশে, প্রকাশ ও দহন উভয়ই উপলব্ধি হয়, সেই প্রকার জানিতে হইবে। "ওঁ নাভাব উপলব্ধেঃ ওঁ।" এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যেও আত্মার সাক্ষিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং একই তত্ত্বেরই স্বরূপত্বও স্বীকৃত হইয়াছে এবং এই স্বরূপত্ব স্বীকৃত হইলেই শক্তিত্ব ও স্বীকার্য্য হইয়া পড়ে।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা" শ্লোকের 'বিষ্ণুশক্তি'-শব্দে শ্রীল স্বামিপাদ বিষ্ণুর স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তি, এই অর্থ করিয়াছেন। এই শক্তি পরব্রহ্ম-পর-তত্ত্বাখ্যা। স্বরূপ-শক্তি বলিলে কার্য্যোন্মুখত্ব দ্বারাই স্বরূপে শক্তিত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে। স্বরূপ বিশেষ্যরূপ, এই 'শক্তিমৎ' বিশেষণরূপ কার্য্যোন্মুখত্বই শক্তি। জগৎ কার্য্যক্ষমত্বমূলক, সুতরাং কার্য্যক্ষমত্বের পরিচায়ক। এই ক্ষমত্বসিদ্ধরূপা শক্তি নিত্যা এবং উহাই স্বরূপশক্তি, তথাপি ইহা বস্তু হইতে একান্ত অভিন্ন নহে। আবার এই শক্তিসম্বন্ধে বস্তুর নিরূপণ-যোগ্যতা না থাকায় পৃথকত্বও নাই।

এই কারণেই উক্ত শক্তিকে শক্তিমদ্-বিশেষণ-রূপ কার্য্যোন্মুখত্ব নামে অভিহিত করা হইয়াছে। মায়াবাদী ইহাতে যদি প্রতিবাদ করেন যে, 'ইহাকেই যদি তোমরা শক্তি বল, তবে সেই শক্তির নাম বস্তুই হউক না কেন? উহা ত' বস্তুনিষ্ঠ ধর্ম্ম-বিশেষ, সুতরাং শক্তি-স্বীকারে প্রয়োজন কি?" ইহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে, আমরা উহাকে বস্তু বলিতে পারি না। কারণ, বস্তু থাকা সত্ত্বেও মন্ত্রাদি দ্বারা বহ্নিশক্তিই স্তম্ভিত হয়। বস্তু আছে, কিন্তু উহার কার্য্যোন্মুখত্ব স্তম্ভিত, এরূপস্থলে বস্তু হইতে শক্তির পার্থক্য অবশ্যই স্বীকার্য্য। নতুবা এতাদৃশস্থলে যুক্তি-বিরুদ্ধতা দোষ ঘটে। যখন দেখা যাইতেছে যে, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্নিহিত স্ফোট-বৃত্তির পূর্ণ অভিব্যক্তিই স্বরূপ-শক্তি, তখন ঐশক্তিকে কখনই আগন্তুক বা উপাধি বলা যায় না, সুতরাং উহা স্বাভাবিকী। তন্নিমিত্ত ইনি কৃষ্ণস্বরূপ হইতে একান্ত ভিন্নভাবে চিন্তনীয়া নহেন, সুতরাং অভিন্ন; আবার কৃষ্ণ-স্বরূপ হইতে একান্ত অভিন্নরূপেও চিন্তনীয়া নহেন, অতএব ভিন্নও বটেন। এই নিমিত্তই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শনে শক্তি ও শক্তিমানের অচিন্ত্য-ভেদাভেদত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। নিম্বার্কোপাসক কেশবভট্ট দিগ্বিজয়-ব্যপদেশে শ্রীনবদ্বীপ মায়াপুরে আসিয়া শ্রীগৌর-সুন্দরের নিকট এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদের কথা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াও মৎসরধর্ম্ম-প্রণোদিত হইয়া স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠন করিবার মানসে নিম্বার্কের নামে গৌরসুন্দর-কথিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদ সুষ্ঠুরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া চিন্তা-দ্বৈতাদ্বৈত বাদ স্থাপনমুখে বেদান্ত-ভাষ্য-টীকা ও গীতাটীকা লিখিয়াছেন।

ব্রহ্মশক্তি-বিচারে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ও শুদ্ধাদ্বৈত সম্প্রদায়ে যত প্রকার বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা আংশিক বিচার মাত্র। একমাত্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদর্শনে অখিল ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যে অচিন্ত্য-ভেদা-ভেদবাদের কথা বলিয়াছেন, ব্রহ্মশক্তি-বাদ সম্বন্ধে ইহাই পরম বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত।

শ্রীনাম-মহিমা

(৪২)

নাম্নোঽপি মহিমৈতস্য সর্ব্বতোঽধিক ঈর্য্যতে। (সংক্ষেপ ভাগবতামৃত)

(শ্রীকৃষ্ণের) নামের মহিমা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

(৪৩)

বর্ত্তমানন্তু যৎ পাপং যদ্ভূতং যদ্ভবিষ্যতি। তৎ সর্ব্বং নির্দ্দহত্যাশু গোবিন্দানল-কীর্ত্তনাৎ॥ (লঘুভাগবতামৃত)

ভূত ও বর্ত্তমানকালে কৃত এবং ভবিষ্যৎ-কালে করা হইবে যেসকল পাপ, তাহা "গোবিন্দ"-নাম-কীর্ত্তনরূপ অনল দ্বারা শীঘ্র দগ্ধ হইয়া যায়।

(৪৪)

বাসুদেবস্য সংকীর্ত্ত্যা সুরাপো ব্যাধিতোঽপি বা। মুক্তো জায়তে নিয়তং মহাবিষ্ণুঃ প্রসীদতি॥ (বরাহপুরাণ)

মদ্যপায়ী অথবা ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিও বাসুদেবের নাম কীর্ত্তনের দ্বারা নিশ্চয় মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং মহাবিষ্ণু সর্ব্বদা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন থাকেন।

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রান্তখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভ-নরহস্ত ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৹
৯। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৹
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৹
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণগৌরবঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৷৹
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৹
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা /১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৴০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৴০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি /০
৩০। গীতাবলী /০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ /০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩৪। নবদ্বীপশতক /০
৩৫। অর্থপঞ্চক /০
৩৬। মধ্বাচার্য্যস্তুতিঃ /০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৩৮। অচ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ৷/০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ২৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৹
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৹
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৹
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৴০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাধ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৴০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ডস্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ হজ্ ডুইং /০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। থিয়েটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড আপ্লায়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৭২। গীতাবলী /০
৭৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি /০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া প্রকাশ

প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধিপাট ঐ
৬। আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া
৯। মদনগোপাল পাট কাটালপুলি, চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটী, (বর্দ্ধমান)
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাযোড়া, রাজপাদ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু, হাওড়া
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চকদিঘী, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রাজাপেট্টা, মাদ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ বড়বাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ বালিয়াসাহি, পুরী,
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুবুরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পাঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

	নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১।	শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	ঢাকা
২।	শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	ঢাকা
৩।	শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	চট্টগ্রাম
৪।	শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫।	শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৬।	শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	লক্ষ্ণৌ
৭।	শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা
৮।	শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	ঢাকা
৯।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০।	শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ঢাকা
১১।	শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১২।	শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩।	শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	পুরী

ডেলি —— সংস্করণ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

Reg No C 1544.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৹

THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড · সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৬৬তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৬ই মাঘ বৃহস্পতিবার ১৩৩৯, ১৯শে জানুয়ারী ১৯৩৩

নানা কথা

স্যার তেজবাহাদুরের বক্তৃতা

এলাহাবাদে এক সভায় গোলটেবিলের ফলাফল সম্বন্ধে স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু বক্তৃতা করেন।

স্যার তেজবাহাদুর বলেন, "শাসনতন্ত্র গঠনের ব্যাপারে এমন অনেক জটিল বিষয় থাকিতে পারে যাহা হয়তো নিয়মতান্ত্রিকদের মনঃপূত হইবে না। কিন্তু তথাপি সকল দলের নেতৃবৃন্দ সম্মিলিত হইয়া শাসনতন্ত্র রচনায় উদ্যোগী হইয়াছেন। ইহাতে আপোষ-মীমাংসার ইচ্ছা সূচিত হইতেছে।'

অনেকে বলিতে পারেন, দেশীয় রাজ্যগুলিকে উপেক্ষা করিয়া গেলেও হয়তো চলিত। কিন্তু তাহা সহজে হইবার নয়। কারণ, বাণিজ্য, শুল্ক, রেলওয়ে, বিনিময় হার ইত্যাদি অনেক বিষয়ে ভারতের সহিত দেশীয় রাজ্যের সংঘর্ষ হওয়া সম্ভব। তাহা ছাড়া, কয়েকটী বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে দেশীয় রাজ্য সমূহ যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের পক্ষপাতী। রাজন্যবর্গ চাহেন যে, আভ্যন্তরিক শাসন ব্যাপারে তাঁহাদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকুক এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত, তাঁহাদের পূর্ব্ব সম্বন্ধ অব্যাহত থাকুক। ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইনকেও তাঁহারা যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার বাহিরে রাখিতে চাহেন। অভিজ্ঞতা লাভের পরে দশবার বৎসর বাদে কয়েকটি সর্ত্ত মানিতেও রাজন্যবর্গ রাজী হইবেন।

দেশীয় রাজন্যবর্গ সম্রাটের নিকট সন্ধির ক্ষমতা অর্পণ করিবেন ও সম্রাট সেই

পূর্ব্ববঙ্গে এই প্রথম

অদ্বিতীয়! অদৃষ্টপূর্ব্ব!! কল্পনাতীত!!!

ঢাকার পুরাণপল্টনের মাঠে

বিরাট সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী

গত ২২শে পৌষ, ৬ই জানুয়ারী হইতে আরম্ভ হইয়াছে

২৭শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত থাকিবে

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকেরই পরম শিক্ষাপ্রদ

সকলের যোগদান প্রার্থনীয়

আসুন! এই পরম সুযোগ গ্রহণ করুন

মহিলাদের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত আছে।

ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের হস্তে প্রত্যর্পণ করিবেন; কারণ পার্লামেণ্ট রাজন্যবর্গের পক্ষে এই সম্বন্ধে আইন করিতে পারেন না।

"আমরা সংরক্ষণ ব্যবস্থার দেশে বাস করি। রাজন্যবর্গ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে সদস্যপদ সংরক্ষণের দাবী করিবেন, উচ্চতন পরিষদে তাঁহাদের দেওয়া হইয়াছে শতকরা ৪০টি পদ এবং নিম্নতন পরিষদে দেওয়া হইয়াছে শতকরা ৩৩৷০টী পদ। কিন্তু তাঁহারা উচ্চতন পরিষদে দাবী করিয়াছিলেন শতকরা ৫০টি পদ। কিন্তু নূতন ব্যবস্থায় তাঁহাদের কেহ কেহ রাজী হইয়াছেন।

প্রতিনিধি মনোনয়ন সম্বন্ধে দেশীয় রাজন্যবর্গের দাবীর প্রতিবাদে স্যার তেজ বাহাদুর বলেন যে, এবিষয়ে তাঁহাদের মতবাদ পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন। এ সম্পর্কে তিনি বিকানীরের মহারাজার একটী পত্র পাঠ করেন। বিকানীরের মহারাজা লিখিয়াছেন যে, তাঁহার ব্যবস্থা পরিষদকে প্রতিনিধি মনোনয়ন ব্যাপারে মতামত প্রকাশের সুবিধা দানে তাঁহার কোন আপত্তি নাই। রাজন্যবর্গ সম্মিলিতভাবে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর ন্যায় কোন বিষয়ে ভোট দিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ বৃটিশ ভারতীয় ব্যাপারে মতামত প্রকাশে তাঁহাদের কোন অধিকার থাকিবে না।

কতিপয় ভারতীয় নেতা স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করিবেন বলিয়া খুব আড়ম্বর করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা মাত্র আমলাতন্ত্র গবর্ণমেণ্টের ক্রীড়া পুত্তলীরূপে কার্য্য করিয়াছেন। এমনকি, স্যার তেজবাহাদুর যখন গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ছিলেন তখন তাঁহারা তাঁহার পরামর্শ মতই কার্য্য করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় দায়িত্ব ছাড়া প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন গ্রহণ করিতে পারা যায় না। তাহাতে কোন লাভ নাই।

সনাতনধর্ম্ম মহাসভা

নিখিল ভারত সনাতনধর্ম্ম মহাসভার সভাপতি পণ্ডিত মালব্যজী প্রয়াগ সঙ্গমে নিখিল ভারত সনাতন ধর্ম্ম মহাসভার অধিবেশন আহ্বান করিয়াছেন। আগামী ২৫, ২৬ ও ২৭শে জানুয়ারী অধিবেশন হইবে। মালব্যজী সনাতন ধর্ম্মের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিদের এবং আচার্য্যগণকে অধিবেশনে যোগদানের নিমন্ত্রণ অনুরোধ জানাইয়াছেন। এই অধিবেশনে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন ও অনুন্নতদের মন্দির প্রবেশ সম্বন্ধে আলোচনা হইবে বলিয়া অনুমান হয়।

ধানের দর

পাবনায় পাট প্রতি মণ ২৲ টাকায় বিক্রী হইতেছে। ধান প্রতি মণ দশ আনা হইতে এক টাকা এবং কলাই প্রতি মণ বার আনা হইতে পাঁচ সিকায় বিক্রয় হইতেছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৬ই মাঘ, বৃহস্পতিবার ১৩৩৯

সুভাষ বাবু যখন বন্দী হন, তখন তাঁহার স্বাস্থ্য অটুট ছিল; কিন্তু আটক হইবার পর হইতে যে কারণেই হউক না কেন, তাঁহার শরীর খারাপ হইতে থাকে এবং বর্ত্তমানে তিনি জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থানে। এ অবস্থায় সরকার বাহাদুর বিনা পয়সায় তাঁহাকে দেশান্তরিত করিতে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার চিকিৎসার ব্যয় গবর্ণমেণ্ট বহন করিবেন না। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ভারতের বাহির করিয়া দিয়া খালাস। তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য দায়ী কে, এবং ন্যায়তঃ কে তাঁহার চিকিৎসার ভার লইতে বাধ্য?

জাপান চীনের এবং জাতিসঙ্ঘের দৌর্ব্বল্য লক্ষ্য করিয়া তাহার বুভুক্ষা মিটাইতেছে এবং জগতের যে-সমস্ত জাতি চীনকে বিপদে সাহায্য করিতে পারে না, যদি চীন এবং জাপানে যুদ্ধ চলে, তবে তাহাদেরও স্বার্থ সাধিত হয়। কারণ, চীন জাপানী মাল বয়কট করিলে ঐসমস্ত জাতির বাণিজ্য-বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা। আজ কাল বাজারে এরূপ একটা বিক্রয়-স্থলী পাওয়া সকলেই সৌভাগ্য মনে করেন। সুতরাং তাঁহারা যে চীনকে কোন প্রকার সাহায্য করিবেন বা এই যুদ্ধ যাহাতে শীঘ্র থামে তাহার বন্দোবস্ত করিবেন, এরূপ আশা করা বাতুলতা মাত্র। চীনের সমস্ত আশা ভরসা বর্ত্তমানে তাহার নিজের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

জার্ম্মানি-প্রবাসী চীনের প্রধান মন্ত্রী স্পষ্টই বলিতেছেন যে, চীনের ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক, তাহাকে যুদ্ধ চালাইতে হইবেই।

স্যার প্রফুল্লচন্দ্র চিরকালই স্বদেশী শিল্পের, বিশেষতঃ গৃহশিল্পের, পক্ষপাতী। তিনি বলেন যে, যদি বেকারেরা চরকা কাটে তাহা হইলে প্রতিদিন দুই পয়সার কাজ করিলেও বহু কোটি টাকা ভারতে থাকিয়া যায়। যাঁহারা পল্লীগ্রামের অবস্থা অবগত নহেন, তাঁহারা এই দুই পয়সার মূল্য বুঝিবেন না। পাবনা অঞ্চলে দুই পয়সায় দুই সের শাক পাওয়া যায়। বেশী বলা অনাবশ্যক; কারণ লাভ দেখাইয়া দিলেও অলস প্রকৃতির লোক নানা অছিলায় চরকা কাটা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে চায়।

চট্টগ্রাম জেলায় সমষ্টিগত জরিমানার অধিকাংশ আদায় হইয়াছে; কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। পাঠক অবগত আছেন যে, রাজনৈতিক মামলার আসামী কল্পনা দত্ত পলাতকা; জরিমানার ফলে কেহ একজন আসামীকেও ধরিয়া দিতেছে না; এপর্য্যন্ত কেহ একটী অস্ত্রও বাহির করিবার জন্য কোন সাহায্য করিতেছে না; লোকের মন ক্রমশঃ তিক্ত হইয়া উঠিতেছে; এ অবস্থায় জরিমানা আদায় স্থগিত রাখিয়া এবং জরিমানার অন্ততঃ কতক অংশ ফেরত দিয়া সরকার বাহাদুর চট্টগ্রামের অধিবাসিবৃন্দের প্রতি করুণা প্রদর্শন করিলে অবস্থা সমুন্নত হইতে পারে; অন্ততঃ খারাপ হইবার সম্ভাবনা নাই।

ভারত সচিব বলিয়াছেন যে, সিলেক্ট কমিটীতে কোন চেয়ার খালি থাকিবে না। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, গান্ধীজী প্রমুখ কংগ্রেস নেতারা তাহাতে উপস্থিত থাকিবেন। স্যার তেজ বাহাদুর-প্রমুখ শান্তিকামীরা বলেন যে, জেলে তাঁহারা গান্ধিজীর সাথে কথাবার্তা চালাইবেন না। ইহাতে বোধ হয়, জেলের বাহিরে পরামর্শ চলিবে অর্থাৎ গান্ধিজী মুক্তি পাইবেন। ফ্রি প্রেসের সংবাদদাতা জোর গলায় এই অনুমান সমর্থন করিতেছেন; এবং বড়লাট প্রস্তাবিত সমস্ত কার্য্য ফেলিয়া হঠাৎ কলিকাতা হইতে দিল্লী যাওয়ায় অনেকের মনে মুক্তির আশা জাগিতেছে। কিন্তু সরকার পক্ষ কোন আশ্বাস দিতে পারিতেছেন না।

সেণ্ট্রাল খেলাফৎ কমিটীর প্রেসিডেণ্ট শেখ আবদুল গোলাম মজিদ বাঙ্গালার হিন্দুদিগের উপর অতি মাত্রায় রুষ্ট হইয়াছেন। বাঙ্গালী হিন্দুরা ব্যবস্থাপক সভায় অতি অল্পসংখ্যক প্রতিনিধি পাইয়াও এলাহাবাদ ঐক্য সম্মেলনে সম্মতি দান করিতে প্রস্তুত। জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরাও সন্তুষ্ট; কিন্তু মজিদ সাহেব প্রমুখ মুসলমানগণ হিন্দুদিগকে আরও ত্যাগ স্বীকার করিতে বলেন। যদি হিন্দুরা তাহাতে সম্মত না হন, তাহা হইলে মজিদ সাহেব ঐক্য সম্মেলনের সংশ্রব ত্যাগ করিবেন। ইংরাজ রাজত্ব স্থাপনের সময় মুসলমান নব সংস্কৃতি গ্রহণ না করায় আজ অনেক পিছাইয়া পড়িয়াছে, আজ জাতীয় উদ্বোধনে অসহযোগ করিলে মুসলমান আরও নীচে পড়িবার সম্ভাবনা। সুমীমাংসা হওয়া বিশেষ আবশ্যক।

ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার সোসাইটি ইংলণ্ডে পার্লামেণ্টের প্রত্যেক সদস্যকে প্ররোচিত করিতেছেন যে, তাঁহারা কোন মতেই যেন ভারতে কেন্দ্রীয় দায়িত্বসম্পন্ন শাসনতন্ত্রের ব্যবস্থা না করেন। তাঁহারা ভারতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষপাতী হইলেও তাঁহারা উহাকে এরূপ সীমাবদ্ধ করিতে চাহিতেছেন যে, তাহার মূল্য কিছুই থাকিবে না। এমন কি, স্যার তেজ বাহাদুর প্রমুখ শান্তিকামীর দলও এ ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই।

বাণিজ্য, অর্থনীতি এবং যুদ্ধনীতি সম্বন্ধে এত বেশী সংরক্ষণ ব্যবস্থা হইতেছে যে, তাহাতে ভারতের বা ভারতবাসীর বিশেষ সুবিধা লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই।

ভারতের প্রধান আবশ্যক, যুদ্ধবিভাগের এবং পুলিশ বিভাগের খরচ কমাইয়া, অতিরিক্ত বেতনে শাসন ও বিচার বিভাগে কর্ম্মচারী না রাখিয়া রাজস্বের অধিকাংশ দেশহিতকর এবং জাতীয় গঠনমূলক কার্য্যে ব্যয় করা, গৃহ-শিল্প এবং বাণিজ্যের উন্নতি করা এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষার দিকে বেশী মনোযোগ দেওয়া।

গোলটেবিল বৈঠকে আর যাহাই হউক না কেন, ইহাতে শাসন, বিচার, যুদ্ধ এবং শান্তিরক্ষা বিভাগের খরচ কমিবে না, বরং বৃদ্ধি পাইবারই সম্ভাবনা। দেশের লোক যদি খাইতে না পায়, রোগে জর্জ্জরিত হয়, বিনা চিকিৎসায় মারা যায়, তাহা হইলে তাহারা অপ্রতিবদ্ধ স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি লইয়া কি উপকার পাইবে?

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমরা স্বাধীনতা, বিপ্লব প্রভৃতি কতকগুলা ভুয়া কথা শিখিয়াছি, কিন্তু তাহাতে পেট ভরে না; গোলটেবিল-পরব দ্রব্যেও অবস্থার উন্নতি সম্ভাবনা নাই

আজকাল বাণিজ্যের অবস্থা খারাপ হওয়ায় বণিক জাতি তাহাদের মাল বিক্রয়ের জন্য কি চেষ্টাই না করিতেছে। বিলাতে একটী সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে; তাহার উদ্দেশ্য, ম্যাঞ্চেষ্টারে উৎপন্ন কাপড়ের গুণগান করিয়া এবং ভারতে উৎপন্ন কাপড়ে ভারতবাসীর কত ক্ষতি হইতেছে, তাহা দেখাইয়া ভারতের বাজারে কাপড় বিক্রয়ের সুবিধা করা।

যে ভারতের কাপড়ের উপর শতকরা চারিশত টাকা করিয়া শুল্ক ধার্য্য করিয়া ভারতীয় বস্ত্রশিল্প ধ্বংস করা হয়, আজ তাহারই পুনরুত্থানের ভয়ে ভীত হইয়া এই সঙ্ঘের উদ্বোধন কালে একজন বক্তা বলিয়াছেন, 'ভারত সরকার ভারতবাসীদের স্বার্থের হানি করিয়াও ভারতীয় কাপড়ের কলগুলির সুবিধা করিয়া দিতেছেন। ইহার উপর কোন কথা বলা অনাবশ্যক।

পার্লামেণ্টের উপর মনীষিগণের আস্থা কমিয়া যাইতেছে, বহু পূর্ব্বে রোম্যাঁ রোলাঁ বলিয়াছিলেন, পার্লামেণ্ট মরিয়া গিয়াছে; আমরা তাহার শবদেহ বহিয়া বেড়াইতেছি, এখন সেটা ঘাড় হইতে নামাইয়া শ্মশানে ফেলিয়া দিলেই মঙ্গল।

সম্প্রতি জর্জ্জ বার্ণার্ডও বলিয়াছেন, রাষ্ট্র শাসন করিবার দুই পথ—হয় মুসোলিনির পথ, নয় লেনিনের পথ। গণতন্ত্র কথাটাই বাজে। পার্লামেণ্টে দায়িত্ব বোধ যখন থাকে না, তখন পার্লামেণ্টের নিপাতই ভাল। পার্লামেণ্ট কেবল বাকবার আড্ডা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কোন কোন ঐতিহাসিক বলিতেছেন যে, থার্ড ইণ্টারনেশানেল মস্কো-র প্রধান আড্ডা করিয়া ভারতে এবং চীনদেশে, তথা সমগ্র জগতে সমাজতন্ত্রমূলক বিপ্লব-বহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া বর্ত্তমান সমগ্র শাসনতন্ত্রের ধ্বংস সাধন করিতে সমুৎসুক। রুষিয়া দেশে এই বিপ্লবের ফলে ধনীরা দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে এবং দরিদ্রগণের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়াছে। বিপ্লবীরা প্রচার করে যে, তাহারা ধনীকে দরিদ্র, এবং দরিদ্রকে ধনী করিবে, সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোপ সাধন করিবে, বালকদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দান উঠাইয়া দিবে, ধর্ম্মসংক্রান্ত মেলা এবং উৎসব বন্ধ করিয়া দিবে, মধ্যবিত্ত শ্রেণী ধ্বংস করিবে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারিত্ব থাকিতে দিবে না, এবং পৃথিবী হইতে ধনিক রাজার উচ্ছেদ করিবে। কিন্তু তাহারা এপর্য্যন্ত ভারতে বিশেষ কিছু করিতে পারে নাই, তাহা কয়েকটী ষড়যন্ত্র মামলায় জানিতে পারা যায়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, ৮ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৬, ৬ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৯শে জানুয়ারী ইং ১৯৩৩ বৃহস্পতিবার | ২৬৬তম সংখ্যা

লাটভবনে হরিকথা

পণ্ডিত ভক্তিসারঙ্গের অসীম করুণা

পাটনা হইতে প্রেরিত নিজস্ব সংবাদদাতার গত ১৭ই জানুয়ারী তারিখের তারের সংবাদে প্রকাশ—কলিকাতা, মাদ্রাজ, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানের শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের সহিত সম্পর্কিত শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার অন্যতম সম্পাদক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ মহোদয় বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের মাননীয় গভর্ণর বাহাদুরের নিকট পাটনা গভর্ণমেন্ট-হাউসে শ্রীচৈতন্যদেবের উদার প্রেম-ধর্ম্মের বাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন। পণ্ডিতজী লাট-ভবনে উপস্থিত হইলেই মাননীয় গভর্ণর বাহাদুর তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়া যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেন এবং পণ্ডিতজীর শ্রীমুখে মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ঔদার্য্য-লীলামৃত কর্ণপুটে পান করিয়া এত সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে, চৈতন্য-রাজ্যের ঐ উপদেশামৃত যাহাতে সর্ব্ব-সাধারণে প্রচারিত হয়, তজ্জন্য তিনি পূর্ণ সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

১২।১।৩৩ সন্ধ্যার পর ঢাকাবাসী জনৈক নামজাদা অধ্যাপক প্রদর্শনীর দর্শনীয়-বস্তু-সমূহ অনুধাবন করিতে আসিয়া মধ্যস্থলে অবস্থিত মণ্ডপে বিশ্রাম করিবার কালে যে অভিমতটী প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা লিপিবদ্ধ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না।- প্রদর্শনীতে চৌরাশিটী শিক্ষণীয় বিষয় স্থাপন করা হইয়াছে এবং সেই সমস্ত বিষয়গুলি সম্যগ্‌রূপে বুঝাইয়া দিবার জন্য ত্রিদণ্ডিপাদ ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ নিযুক্ত হইয়াছেন। সকলেই উচ্চৈঃস্বরে দলে দলে দর্শকগণকে বুঝাইয়া দিতেছেন।

অধ্যাপক মহোদয় বলিলেন যে, প্রদর্শনীর অভ্যন্তরের এই দৃশ্য দেখিয়া আমার মনে হইতেছে যে, এখানে যেন একটী ভাগবত-চতুষ্পাঠী খোলা হইয়াছে এবং সুধকরূপে চৌরাশিটী সূত্র অধ্যাপকগণ সমাগত ছাত্রবৃন্দকে উচ্চৈঃস্বরে বুঝাইয়া দিতেছেন। মধ্যস্থলে এই মণ্ডপে বসিয়া অধ্যাপকগণের শ্রুতি-মধুর শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া এবং ছাত্ররূপে দর্শকবৃন্দের নিবিষ্টচিত্ততা লক্ষ্য করিয়া আমার অদ্ভুত-পূর্ব্ব আনন্দ উপলব্ধি হইতেছে। আজিকার এই দৃশ্যটী নৈমিষারণ্যে ষষ্টিসহস্র ঋষিগণ পরিবেষ্টিত সভায় শ্রীল সূতগোস্বামী মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যার চিত্রটী স্মৃতিপথে জাগাইয়া দিতেছে।

ধন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠ! ধন্য তাঁহার আচার্য্যবর্য্য এবং ধন্য তাঁহার পারিষদবর্গ, যাঁহাদের কৃপায় সংসারে ভোগোন্মত্ত জীব আজ ভূলোকে গোলোক-দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিতেছেন। ইন্দ্রের শূকর-যোনিপ্রাপ্তিতে নিজ স্বরূপ-বিস্মৃতি-নিবন্ধন বিষ্ঠা-ভোজন ও নানা প্রকার গ্রাম্যসুখভোগে যে মত্ততার একটী দৃশ্য দেখান হইয়াছে, তাহা বড়ই শোভনীয় হইয়াছে। চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখান' আর কাকে বলে! কত বহু বিবদমান শাস্ত্রসমূহের বহু বহু বর্ষের গবেষণার ফলে আচার্য্যবর্য্যের সৎসিদ্ধান্তসমূহ আজ আমরা অক্লেশে প্রাপ্ত হইতেছি। ইহাপেক্ষা আমাদের আর অধিক কি সৌভাগ্য হইতে পারে?

গত ৬ই জানুয়ারী ঢাকা সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী উদ্ঘাটন-সভায় যে-সমস্ত শিক্ষিত সজ্জনমণ্ডলী উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যে কয়জনের নাম সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, তাহ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চেন্সেলার মিঃ ল্যেংলে, (২) মিঃ আর্, সি, মজুমদার এম-এ, পি-এইচ-ডি, (৩) ভূতপূর্ব্ব দায়রা ও জেলা জজ দেওয়ান বাহাদুর সারদাপ্রসাদ সেন, (৪) রায় বাহাদুর নিখিল নাথ রায়, (৫) রায় সাহেব অক্ষয়কুমার সেন, (৬) রায় কালীপ্রসন্ন সেন বাহাদুর, (৭) কৃষি-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায়-সাহেব যামিনীকুমার বিশ্বাস, (৮) রায়-সাহেব কালিদাস রায়, (৯) রায়-বাহাদুর মহিমচন্দ্র চৌধুরী, (১০) এক্‌সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার রায়-সাহেব এস্, এন্, রায়, (১১) পঞ্চায়েত-পত্রিকার সম্পাদক, (১২) স্বায়ত্তশাসন-পত্রিকার সম্পাদক কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়, (১৩) অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, (১৪) ক্যাপ্টেন জে, পি, দত্ত এম্-বি, (১৫) ঢাকার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, (১৬) ইনকম-টেক্সের এসিষ্টেণ্ট কমিশনার নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (১৭) অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট কৈলাসচন্দ্র সেন, (১৮) অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, (১৯) ক্ষিরোদচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্-এ, (২০) মুক্তাজ্জান আহাম্মদ এম্-এ, (২১) কুঞ্জলাল দাস, এম্-এ বি-এল, (২২) ডিভিসনাল কমিশনারের পার্শনাল এসিষ্টেণ্ট সঙ্করলাল দাস, (২৩) বিবেকপ্রফুল্ল পাল এম্-এ, (২৪) অধ্যাপক হরিদাস সাহা এম্-এ, (২৫) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ এন্, সি, পাল এম্-এ, বি-এল্, (২৬) উপেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্-এ, (২৭) সুধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্-এ, (২৮) মুর্শিদা বনিক বি-এ, বি-এল্, (২৯) হেড মাষ্টার যোগেন্দ্রনাথ দত্ত, (৩০) ঢাকা শিক্ষা উপনিবাসের অধ্যক্ষ মথুরানাথ চক্রবর্ত্তী বি-এ, (৩১) অধ্যাপক রাসবিহারী ঘোষ এম্-এ, (৩২) অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট খগেন্দ্রনাথ বসাক, (৩৩) ইন্‌কামট্যাক্স আফসার মিঃ এম্ ঘটক, (৩৪) অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ভবানীপ্রসাদ নিয়োগী, (৩৫) উকীল বসন্তকুমার সেন, (৩৬) চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, (৩৭) পি ডব্লিউ-ডি'র এস্-ডি-ও মিঃ ডি, কে, দত্ত, (৩৮) বাসুদেব-রঞ্জন দাস গুপ্ত বি-এ, (৩৯) অমৃতলাল চৌধুরী বি-এল্ (৪০) সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, (৪১) রাধাশ্যাম বণিক (৪২) রামলাল দাস, (৪৩) কৃষ্ণলাল দাস, (৪৪) রাসবিহারী ঘোষ, (৪৫) শচীন্দ্রকুমার ঘোষ, (৪৬) নরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, (৪৭) সুরেশচন্দ্র দাস, (৪৮) দীনেশচন্দ্র সেন, (৪৯) আনন্দকান্ত রায়, (৫০) যোগেন্দ্রনাথ দত্ত, (৫১) নলিনীরঞ্জন সেন, (৫২) ওভারসিয়ার ও, সি, চক্রবর্ত্তী, (৫৩) সরোজকুমার বসু, (৫৪) নীরেন্দ্রমোহন ঘোষ, (৫৫) মনোমোহন সিংহ, (৫৬) মণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, (৫৭) কালীমোহন ঘোষ (৫৮) হরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, (৫৯) যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (৬০) গোকুলচন্দ্র রায়, (৬১) মিঃ এন্, এন্, চক্রবর্ত্তী, (৬২) অমৃতলাল সেন প্রমুখ বহু বহু শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়।

সেই সে পরম বন্ধু সেই পিতামাতা। শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৮ মাধব, আদি কারণোদশায়ী

আচার্য্যের অমোঘ-বাণী

[শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক গত ১২।১।৩০ তারিখে ঢাকা সংশিক্ষা-প্রদর্শনী-প্রাঙ্গণে রেভারেণ্ড নর্থফিল্ডের নিকট বর্ণিত হরি-কথা হইতে সংগৃহীত]

মানব-দেহ লাভ করিয়া আমরা যে-সমস্ত ইন্দ্রিয় পাইয়াছি, সেই ইন্দ্রিয়সকল আমাদের জাগতিক কার্য্যেরই মাত্র উপযোগী; তদ্দ্বারা এই প্রাকৃত জগতের অতিরিক্ত অপ্রাকৃত বাস্তব সত্যের অনুসন্ধান-ব্যাপারে কোন সহায়তা হয় না। জগতের খাওয়া দাওয়া প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-সুখকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ইন্দ্রিয়ের সার্থকতা করাটাকেই আমরা জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করি।

জগতে দুইটী পথ আছে—একটী শ্রেয়ঃ পথ, আর একটা প্রেয়ঃ পথ। প্রেয়ঃ পথ আমাদিগকে আলেয়ার (Phantas Magoria) দিকে লইয়া যায়। যদি আলেয়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হই, তাহা হইলে আর গন্তব্যস্থানে পৌঁছান যায় না; মাঝ-পথে রাস্তা হারাইয়া ফেলিতে হয়। ভুয়া জিনিসটা লইয়া দিন কাটাইয়া দেওয়া উচিত নহে, বাস্তব বস্তুটা জানা দরকার। আমরা সেই বাস্তব সত্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।

ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের জন্য আমরা সকলেই লালায়িত হই; ঐগুলি জাগতিক ব্যাপারে আমাদের আবশ্যক হইতে পারে; কিন্তু তথাকথিত দয়া, স্নেহ, সজ্জনতা ও পরোপকারিতা আমাদের আত্মার স্বাস্থ্য নহে। আমাদের এই শরীরটা চিরকাল থাকিবে না—ধ্বংস হইয়া যাইবে।

কেবল এই স্থূল শরীরটার স্বাস্থ্যের নিমিত্ত ব্যস্ত হইলে চলিবে না; আত্মার প্রকৃত স্বাস্থ্য যাহাতে হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করা দরকার। আত্মার স্বাস্থ্য লাভ হয় একমাত্র ভগবানের সেবা দ্বারা। আমাদের ধারণা এবং চিন্তাস্রোতগুলি সমস্ত বিকৃত (Distracted) হইয়া গিয়াছে। আমরা চাই সুখ, কিন্তু এই আগমাপায়ী অনিত্য সুখকেই প্রকৃত সুখ বলিয়া মনে করি। ইহা ছাড়া একটা নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা নিত্যানন্দের অস্তিত্ব যে আছে, তাহা আমরা অনেকেই জানি না।

বৌদ্ধদিগের বিচারে জীবের প্রতি অহিংসাই ধর্ম্ম। জৈনগণ নিজেদের রক্ত দিয়া ছারপোকার উপকার করে। জীব-হিংসা করাটা উচিত নয়। জীবের প্রতি হিংসা না করাটা একটা পরোপকার বটে; কিন্তু মহাপ্রভুর অনুগত আমরা আরও কিছু বিস্তৃত পরোপকারের কথা বলিতে বসিয়াছি। অবশ্য নৈতিক ধারণাগুলি পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

বৌদ্ধ বা জৈন প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বিগণের চিন্তাস্রোত আমরা গ্রহণ করিব না। আমরা বৈষ্ণবের দাসাভিমানকারী; আমরা আমাদের নিজের কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ভগবান্‌কে কোন দিন বিরক্ত করিব না। বৈষ্ণবগণ ভক্তিপথাবলম্বী হইয়া ভগবানের নিত্য দাস্য করিবার জন্য নিয়োজিত এবং ভগবানের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কিসে হয়, সেই চেষ্টায় ব্যস্ত।

এই গুণময় জগতের নিয়ম এই, যে-জিনিষটা আমরা অপরের নিকট হইতে গ্রহণ করিব, তাহার জন্য আমাদিগকে দেনদার থাকিতে হইবে এবং সেই দেনা কোন দিন না কোনও দিন পরিশোধ করিতেই হইবে। আমরা জিহ্বাবেগ-দ্বারা চালিত হইয়া যদি অপর পশুর মাংস গ্রহণ করি, তাহা হইলে জন্ম-জন্মান্তরে সুদ সমেত ঐ মাংস নিজেদের শরীর হইতে শোধ দিতে হইবে, ছাড়ান নাই।

ঐ রকমের দেনা যদি আমরা করি, তাহা হইলে ঐ দেনা পরিশোধ করিবার জন্য আবার কষ্টদায়ক জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। এই জগতে আমরা কাহাকেও ঠকাইয়া পার পাইব না। নৈতিক নীতি-সকলকে (Ethical principles) যদি অতিক্রম (Cross) করি, তাহা হইলে ভবিষ্যদ্ জীবনে আমাদের তজ্জন্য দণ্ড গ্রহণ করিতেই হইবে। অতএব যাহাতে আমাদের দ্বারা অন্য কোন জীব-জন্তু উদ্বেগ না পায়, তজ্জন্য আমাদের সর্ব্বদা সাবধান থাকিতে হইবে। আমাদের নিজেদের স্বার্থের জন্য ভগবান্‌কে পর্য্যন্ত উদ্বেগ দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। **ভগবানের সেবাতেই আমাদের জ্ঞানের সার্থকতা এবং তাঁহার সেবাতেই নিত্যানন্দ।**

ভগবান্‌কে আমরা আমাদের আরদালী করিয়া রাখিবার চেষ্টা কখনই করিব না। কর্ম্মী (Elevationist school) বা জ্ঞানী (Salvationist schoöl) উভয়েই স্বার্থপর; কেহ স্থূল, কেহ বা সূক্ষ্ম সুখের জন্য ভগবান্‌কে আরদালী করিতে চা'ন। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণের দৃষ্টিটা অন্য প্রকার. মায়ার সৃষ্ট এই জগতের ঐশ্বর্য্যমোহে আমরা প্রতারিত হইতেছি। বৈষ্ণবগণের বিচারে তাঁহারা ভগবানের কাছ থেকে কোন প্রকার সেবা (?) নিতে চাহেন না. তাঁহারা কেবল ভগবান্‌কে সেবা দিতে চাহেন।

ভগবানের নিকট হইতে কোন প্রকার সেবা আদায় করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং তাঁহার যাহাতে সুখ হয়, তন্নিমিত্ত তাঁহার সেবা করিতে হইবে। যাহারা কোন কিছুর বিনিময়ে ভগবানের সেবা করে, তাহারা প্রকৃত ভক্ত নয় (Stipend-holders are not devotees.)। (শ্রীল প্রভুপাদ এই কথা বলিবামাত্র বিশপ সাহেবের চোখ্ মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল) আমরা যে ইন্দ্রিয়সকল পাইয়াছি, সেগুলি আমাদের ভোগের জন্য নয়, এটা বোঝা দরকার।

আমাদের ইন্দ্রিয়সকলের অধিপতি ভগবান্; অতএব সকল ইন্দ্রিয়দ্বারা ভগবানের সেবা করাটাই আমাদের ধর্ম্ম। এই প্রকারের সেবা বা ভক্তির দ্বারাই ভগবানের কাছে পৌঁছিতে পারা যায়; অন্য কোন উপায়ে পাওয়া যায় না। বাস্তব রাজ্যে কোন বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নাই, কর্ম্মী ও জ্ঞানীদের মত আমাদের গ্রহণীয় নহে; অথবা ভগবানে মানবত্ব আরোপ (Anthropomorphism), কিম্বা মানবে ভগবত্তা আরোপ (Apotheosis) করা উচিত নহে। ভগবানের কাছে শরণাগতি-উপাসনায় যাইতে হইবে, তাঁহাকে ডেকে আহ্বান করিতে হইবে না।

এই জগতের যতকিছু বাণী আমরা পরীক্ষিত (Challenged) হইবার যোগ্য। জগতে আমরা কাণ দিয়া যে-সব শব্দ শুনিতেছি, তাহা চক্ষু, নাসা, জিহ্বা প্রভৃতি অন্যান্য চারিটী ইন্দ্রিয়দ্বারা পরীক্ষিত হইবার যোগ্য। জাগতিক কোন একটা শব্দ আমাদের কাণে ঢুকিলেই তৎক্ষণাৎ অন্যান্য ইন্দ্রিয়সকল তাহাকে পরীক্ষা করিয়া নিতে চায় এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, তবে তাহাকে গ্রহণ করে, নচেৎ তাহাকে পরিত্যাগ করে।

শাস্ত্রসকল হইতে যে-শব্দ আমাদের কাণে আসিতেছে, তাহারা অন্যান্য জাগতিক সাধারণ সাহিত্যের শব্দ হইতে পৃথক্। অধ্যাপকেরা যে-সমস্ত জ্ঞান আমাদের প্রদান করিতেছেন, তাহা আমরা পরীক্ষা করিয়া নিতে চাই, সেই সমস্ত জ্ঞান একটার উপর আর একটা সজ্জিত (Embellished) হইতেছে। বৈকুণ্ঠ শব্দগুলি ঐরকম নয়। বৈকুণ্ঠ শব্দের এমন একটা শক্তি আছে, যদ্দ্বারা তাহা অন্যান্য ইন্দ্রিয়-সমূহকে নিয়মিত করিতে পারে। কিন্তু ইতর শব্দগুলির ধর্ম্ম এই যে, তাহারা অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

সাত্বত শাস্ত্রের যে-সমস্ত বৈকুণ্ঠ-শব্দ আমাদের কাণে আসে, সেগুলিকে জড়-জগতের অন্যান্য শব্দের সহিত সমান মনে করিয়া আমরা তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হই; তাহাতে আমরা সেই শব্দ-শক্তি হইতে বঞ্চিত হই। আমাদের বৈকুণ্ঠ-শব্দ গ্রহণ করিতে হইবে। সাধারণ সাহিত্য হইতে কোন সুখবর পাইবার সম্ভাবনা নাই। তাহাতে বৈকুণ্ঠ-বাণীর কর্ত্তৃত্ব উপলব্ধির সুবিধা হইবে না। সাধারণ সাহিত্য পড়িয়া আমাদের বুদ্ধিটা অহঙ্কার-বিমূঢ় হয়, তৎফলে আমরা কর্ত্তৃত্বাভিমানী হইয়া যাই, তাহাতে খুব অসুবিধা ঘটে।

বৈকুণ্ঠ শব্দ যখন আমাদের কাণে ঢোকে, তখন তাঁহার শক্তিদ্বারা আমাদের যত প্রকার জাগতিক মল আছে, অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ প্রভৃতি অনর্থসমূহ বিতাড়িত হয়। অতএব কাণটাকে আগে দোরস্ত (Regulate) করা প্রয়োজন। ভগবান্ পাঁচ প্রকারে আমাদের সেবা চান। ভগবান্ বলেন যে, যাহারা আমার সেবা-প্রার্থী, তাহাদের জন্য বৈকুণ্ঠরাজ্যের দরজা খোলা, অন্যের সম্বন্ধে তালাবদ্ধ। ("Have you come to serve me? If you say 'yes!' I will open the door; if not, I will not open the door.)

অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচপ্রকার রসে ভগবদ্ভজনের কথার প্রসঙ্গ জ্ঞাপন করেন এবং বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবই এই পাঁচপ্রকার রসে পূর্ণভাবে অখিল রসামৃত-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের ভজনের সন্ধান দিয়াছেন। আমরা যদি মধুর-রতিতে ভগবানের লীলা-বিলাসের কথা অবজ্ঞা করি, তাহা হইলে গৃহমেধিরূপে আমাদের ভোগের জন্য যোষিতের প্রয়োজন বোধ করি। (It we ignore the consort-hood of Godhead, we would require a female for us as a family man.) এই সমস্ত কথা প্রভুপাদ আরও ব্যাখ্যা করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বিশপ সাহেব কার্য্যান্তরে ব্যস্ত থাকায় প্রভুপাদকে করজোড়ে নিবেদন করিলেন যে, অদ্য আমি আপনার নিকট অনেক উপদেশ পাইয়া বড়ই অনুগৃহীত হইলাম; সুবিধা হইলে আবার আসিব।

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা নদীয়া প্রকাশ

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্য ভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রাপ্তব্য ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। খ্যাতিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৵১
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৵০
৩০। গীতাবলী ৵০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ৵০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৵০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৵০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৶১০
৩৯। সাত্বিককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (অ-বাঁধা) ।৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৵০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাধ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্‌বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৵০
৫৮। সারাৎসারগ্রন্থনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
৬২। লাইফ্ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৵০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। থিয়োটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ য্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৭২। গীতাবলী ৵০
৭৩। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি ৵০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধিপাট ঐ
৬। আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া
৯। দ্বাদশগোপাল পাট কাঁটালপুলি, চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটী, (বৰ্দ্ধমান)
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বৰ্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাযোড়া, বাজার বৰ্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু, হাওড়া
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চকলিচা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ চটকপর্ব্বত, পুরী,
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুবনকোনা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ আগস্তকুণ্ড, কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

	নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১।	শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	ঢাকা
২।	শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	ঢাকা
৩।	শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	চম্পহট্ট
৪।	শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫।	শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৬।	শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	লক্ষ্ণৌ
৭।	শ্রীভক্তিকেবল সাগর	কলিকাতা
৮।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	ঢাকা
৯।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০।	শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	ঢাকা
১১।	শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১২।	শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩।	শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	পুরী

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম্ম

ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বাহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা।

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতীয়

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা ৴০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩ নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ॥০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টরী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বন্দোবস্তের রেজেষ্টারী প্রতি বাণ্ড ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৵০ আনা।

মিটিং এর নোটীশ বহি—১ খানা ॥০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ, ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ॥০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ফোটবোতলের সমান ওজন ডাকে পাঠান হয়. ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, প্যাকেট ॥৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭ ৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০ ৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৬ ৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৮, ১৬ ৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫-৩১	৯-৫	১২-১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫ ৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩৩	১৮-৫৬
আমঘাট—	৫-৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

\

নাৎসীদলে ভাঙ্গন

জার্মেণীর সর্বত্র লোকে নাৎসীদল ছাড়িয়া যাইতেছে। হিটলার তাঁহার [illegible] প্রধান-সহকর্মী স্ট্রেসার [illegible] বিরোধে [illegible] পড়িয়াছেন।

স্ট্রেসার [illegible] হিটলারের সহিত ব্যাভারিয়া শৈলমালায় তাঁহার (হিটলারের) পল্লীভবনে সাক্ষাৎ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। ইহা হইতে মনে হয় যে, হিটলার এক্ষণে সত্বর বিরোধ মীমাংসা করিতে চাহেন।

দলের ঋণ

হিটলারের দলের আর্থিক অবস্থাও শোচনীয়। অটো স্ট্রেসার নাৎসীদলের ঋণের পরিমাণ ৮০০০০০ পাউণ্ড বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

নাৎসীদল যে ঋণে নিমজ্জিত হইয়াছে ইহার বহু লক্ষণ দেখা যায়। প্রত্যেক প্রদেশের সর্বত্রই মহাজনগণ অর্থের জন্য তাগাদা করিতেছে।

ইতিমধ্যে নানাস্থানে দলের আভ্যন্তরীণ কেলেঙ্কারীও প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে।

ডাকাতি

ঢাকা জেলায় লৌহগঞ্জ থানার অধীন বড় নোয়াপাড়া গ্রামের শ্রীযুত চন্দ্রনাথ বংস বণিকের গৃহে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে।

একদল লোক সাংঘাতিক অস্ত্র শস্ত্র সহ গৃহ আক্রমণ করে এবং বাড়ীর লোকজনকে মারধর করিয়া লোহার সিন্দুক হইতে সর্বস্ব লুণ্ঠন করে। দুর্বৃত্তগণ ২ শত তোলা সোনা এবং নগদ ও অলঙ্কারে প্রায় ৮ হাজার টাকা লুণ্ঠন করে।

অভিধান সঙ্কলনে পাঁচ হাজার

মিঃ গোপাল চন্দ্র পহরাজ উড়িয়া বাঙ্গলা, হিন্দি ও ইংরাজির একটি অভিধান সঙ্কলন করিয়াছেন। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট এজন্য তাঁহাকে পাঁচ হাজার টাকা দিবার জন্য সিনেটের নিকট সুপারিশ করিয়াছেন। এরূপ চেষ্টা নূতন।

ক্রুগার জালিয়াতি

ইকবলমে মৃত আইভার ক্রুগারের ভ্রাতা টরষ্টেন ক্রুগার জুয়াচুরির দায়ে দায়ী হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি কোম্পানীর অংশ ক্রেতাদের ক্ষতিপূরণ দিবার আদেশও হইয়াছিল।

স্ট্রেসারের [illegible] টরষ্টেনের সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া সমস্ত টাকা উঠাইতে পারেন নাই, এজন্য তাঁহার পার্শ্বস্থ [illegible] সম্পত্তি বিক্রয়ের কথা বার্ত্তা হইতেছে বলিয়া শুনা যাইতেছে।

মুন্সীগঞ্জে মন্দির প্রবেশ মামলা

মুন্সীগঞ্জে মন্দির প্রবেশ মামলায় ঢাকার অতিরিক্ত জেলা জজ মুন্সীগঞ্জ কালীমন্দিরের সেবাইতের আপিল ডিসমিস্ করিয়া দিয়াছেন।

১৯৩০ সালে মুন্সীগঞ্জে মন্দির প্রবেশ সম্পর্কে যে সত্যাগ্রহ হইয়াছিল, সেই সময় নবাকিশোর চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার অংশীদারগণ সেবাইতের দাবী স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে ২য় মুন্সেফী আদালতে এক দেওয়ানী মামলা রুজু করে। উক্ত মন্দিরে অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোককে প্রবেশ করিতে দিয়া মন্দির অপবিত্র করা হইয়াছে বলিয়া দাবী করা হয়। হিন্দু মিশনের প্রেসিডেণ্ট স্বামী সত্যানন্দ ও মুন্সীগঞ্জের কতিপয় বিশিষ্ট উকীল ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ প্রতিবাদী।

মামলা রুজু করিবার সময় বাদীপক্ষ নিঃস্ব বলিয়া ঘোষণা করে কিন্তু প্রতিবাদী পক্ষ তাহাতে আপত্তি করেন। স্থানীয় মুন্সেফ বাদীকে নিঃস্ব বলিয়া স্বীকার করেন এবং হাইকোর্ট কর্ত্তৃক তাহা আপীলের সময় গ্রাহ্য করা হয়। প্রতিবাদী পক্ষ হইতে বলা হয় যে, মামলার দাবীর পরিমাণ ৫০০০ টাকার উপর, সুতরাং মুন্সেফী আদালতের এই মামলার বিচার করিবার অধিকার নাই। মুন্সেফ উভয় উভয় পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া দেখিতে পান যে, মকদ্দমার দাবীর পরিমাণ ৫৫০০৲ সুতরাং তিনি আরজী ফেরতের আদেশ করেন। এই আদেশের বিরুদ্ধে বাদীপক্ষ ঢাকা জেলা জজের নিকট এক আপীল করে সেই আপীল ডিসমিস্ হইয়াছে।

বাঙ্গালায় ব্যাধি

৭ জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে সমগ্র বাঙ্গালায় কলেরায় আক্রান্তের সংখ্যা ৮১৭, মৃত্যুসংখ্যা ৫৩১, বসন্তে আক্রান্তের সংখ্যা ৩১০, মৃত্যুসংখ্যা ৯১; ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্তের সংখ্যা ৪৫ এবং মৃত্যুসংখ্যা ১২।

বোম্বাই নেতাদের বৈঠক

শাসন-সংস্কারের পরিকল্পনা বিচার বিবেচনার উদ্দেশ্যে সার চিমনলাল শীতলবাদ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে এক ঘরোয়া বৈঠকে আমন্ত্রণ করেন। তন্মধ্যে সার ফিরোজ শেঠনা, শ্রীযুত এম, সি, চাগলা, শ্রীযুত আর, পি, মশানি, সার চুণীলাল ভি, মেহতা, সার লালুভাই শ্যামল দাস এবং শ্রীযুত ভি, জি, দেশাইও নিমন্ত্রিত হন। অদ্য অপরাহ্নে তাঁহারা সকলে এক গোপন বৈঠকে সমবেত হইয়া ভারতের পক্ষে সন্তোষজনক শাসনব্যবস্থা আদায়ের উদ্দেশ্যে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কি উপায় অবলম্বন করা যায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

রোড সেস এক চতুর্থাংশ মাপ

পাবনার পথকরের গত রিভেল্যুয়েশনের সেস বর্দ্ধিত হইয়া পৌণে দুই লক্ষের স্থানে দুই লক্ষ আশী হাজার টাকা হইয়াছে। অর্থনৈতিক সমস্যার দরুণ ঐ সেস আদায় করা খুবই কষ্টকর বলিয়া জেলাবোর্ড এক বৎসরের জন্য টাকা প্রতি এক আনা সেস না লইয়া তিন পয়সা করিয়া সেস লওয়া স্থির করিয়াছেন।

বিহার জনরক্ষা বিল

বিহার ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ হুইটি সিলেক্ট কমিটিতে বিহার ও উড়িষ্যার জনরক্ষা বিল প্রেরণের প্রস্তাব করিয়া বলেন, আইন অমান্য আন্দোলনের ফলে এদেশে যথেষ্ট অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে এবং এই আন্দোলন বন্ধ না হওয়ায় ভারত সরকার কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে উপযুক্ত দমন আইনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন মনে করেন। উক্ত বিলটি এখন আইনে পরিণত হইয়াছে। স্থানীয় অবস্থাও প্রয়োজনানুসারে বিশেষ আইন প্রণয়নের ভার স্থানীয় সরকারকেই প্রদান করা হয়। দেশের শান্তির বিঘ্ন অপসারণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে জনরক্ষা বিল উপস্থিত করা বিহার ও উড়িষ্যার সরকারও প্রয়োজন মনে করেন। আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ হয় নাই এবং এই আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট কোনও ব্যক্তিই এরূপ ত্যাগ করে নাই।

সিলেক্ট কমিটিতে বিল প্রেরণের প্রস্তাবটী ৩০টির বিরুদ্ধে ৪৬টি ভোট দ্বারা পাশ হইয়াছে।

সুভাষ বাবু ইউরোপ যাইতে পারিবেন

ভারত গবর্মেণ্ট লক্ষ্ণৌ হাসপাতালে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে জানাইয়াছেন যে, চিকিৎসার জন্য ইউরোপে যাইতে পারেন। এজন্য তাঁহাকে আবশ্যকীয় ছাড়পত্র দেওয়া হইবে। তাঁহাকে লক্ষ্ণৌ হইতে বোম্বাইয়ে যাইয়া জাহাজে উঠিতে হইবে। জাহাজে উঠিলেই তাঁহার উপর ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশন অনুযায়ী যে হুকুম বলবৎ আছে তাহা প্রত্যাহার করা হইবে। গবর্মেণ্ট স্পষ্টভাবে জানাইয়াছেন যে, ইউরোপে যাতায়াত এবং তথায় চিকিৎসাদি বাবদ যাবতীয় ব্যয় শ্রীযুক্ত বসুকেই বহন করিতে হইবে।

মিঃ ডি'ভ্যালেরার বক্তৃতা

মিঃ ডি'ভ্যালেরা বলেন, ইংলণ্ড যেরূপ আমাদের সহিত শান্তিতে বাস করিতে চায় আমরাও সেইরূপ শান্তিতে বাস করিতে চাই। আয়র্লণ্ডের অধিবাসিগণ যখন ইংলণ্ডের সহিত তাহাদের সম্পর্ক নির্দ্ধারণের স্বাধীনতা লাভ করিবে, কেবল তখনই এইরূপ শান্তি লাভ হইবে। মিঃ টমাস যতদিন আয়র্লণ্ডকে বিভক্ত রাখিবার জন্য চেষ্টা করিবেন, ততদিন তিনি শান্তিলাভ করিতে পারিবেন না।

ব্লুমফনটিনে দাঙ্গা

দক্ষিণ আফ্রিকার ব্লুমফনটীন টাউন হলে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। টিলম্যান রুজের বিপক্ষদল 'টিলম্যান রুজকে ধ্বংস কর' বলিয়া সভায় চীৎকার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। শুধু চীৎকার নহে, হাতাহাতি যুদ্ধও বাধিয়া গিয়াছিল। সভাস্থল হইতে বাহির হইবার সময় টিলম্যান রুজের জীবন বিপজ্জনক হওয়ায় পুলিস তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বাহির করিয়াছিল।

হোটেলের বহির্ভাগে একটা ভীষণ গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছিল। অকুস্থলে পুলিস আসিয়া উপস্থিত হয়। পুলিস আসিয়া দেখে, তিন হাজার লোক জটলা বাঁধিয়া হৈ চৈ করিতেছে। পুলিস কৌশল করিয়া তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিল। নীরবে জনতা সরিয়া যায় নাই। যাইবার সময় পুলিসের সহিত হাতাহাতি হইয়াছিল।

টিলম্যান ও স্মাট

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান সহর কেপটাউন হইতে সংবাদ এই যে, জেনারল স্মাট ঘোষণা করিয়াছেন, মিঃ টিলম্যান রুজের সহিত সংহতি—সম্মিলন সম্পর্কে তাঁহার যে কথোপকথন হইতেছিল, তাহা সম্পূর্ণভাবে পরিহার করিয়াছেন।

শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ
শ্রীধাম নবদ্বীপ

Reg No C 1544.

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৬৭তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৭ই মাঘ শুক্রবার ১৩৩৯, ২০শে জানুয়ারী ১৯৩৩

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৶৫

নানা কথা

মুক্তিলাভ

নদীয়া কংগ্রেস কমিটীর প্রথম অধিনায়ক বীরেশ্বর বসু পূর্ণ ১ বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিয়া দমদম স্পেশাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

———

মন্দির সত্যাগ্রহ

ঢাকার অতিরিক্ত জেলা জজ মুন্সীগঞ্জ কালীবাড়ীর সেবাইৎ নবকিশোর চক্রবর্ত্তীর আপীল অগ্রাহ্য করিয়াছেন। মুন্সীগঞ্জে মন্দির-প্রবেশ সত্যাগ্রহের ফলে এই মামলার উদ্ভব হয়।

———

ভন্ স্লিচারের ক্যাবিনেটে ষ্ট্রেসার

জার্ম্মানীতে নাজি নেতা হার হিলটারের ভূতপূর্ব্ব প্রধান সহযোগী গ্রেগর ষ্ট্রেসার প্রমুখ জার্ম্মাণীর রাজনৈতিক নেতাদিগের সহিত জেনারল ভন্ স্লিচার পরামর্শ করিতেছেন। ভন্ স্লিচার ভন্ ষ্ট্রেসারকে ভাইস চ্যান্সেলার স্বরূপ ক্যাবিনেটে যোগদান করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতিরেকে প্রুসিয়ার কমিশনারীও তাঁহাকে প্রদান করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন।

হার হিলটারকে ক্যাবিনেটে রাখিলে জার্ম্মাণীর ন্যাশনালিষ্ট, কেন্দ্রীয় এবং নাজী দল চ্যান্সেলারের অনুগত থাকিবে। ভন্ ষ্ট্রেসার নাজীদলের লোক বলিয়া হার হিলটার ভন্ স্লিচারের প্রস্তাব সমর্থন করিলেও করিতে পারেন।

পূর্ব্ববঙ্গে এই প্রথম

অদ্বিতীয় ! অদৃষ্টপূর্ব্ব !! কল্পনাতীত !!!

ঢাকার পুরানপল্টনের মাঠে

বিরাট সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী

গত ২২শে পৌষ, ৬ই জানুয়ারী হইতে আরম্ভ হইয়াছে

২৭শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত থাকিবে

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-জাতিবর্ণ-নির্বিবশেষে প্রত্যেকেরই পরম শিক্ষাপ্রদ

সকলের যোগদান প্রার্থনীয়

আসুন ! এই পরম সুযোগ গ্রহণ করুন

মহিলাদের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত আছে।

কনষ্টেবল প্রহার

ভিক্টোরিয়া স্মৃতি সৌধের প্রাঙ্গণের মধ্যে কনষ্টেবল রামজাস তেওয়ারিকে প্রহার করিবার অভিযোগে বি, এ, শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান্ শচীন্দ্রনাথ বসু কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে। গত মঙ্গলবারে উক্ত মামলার একদফা শুনানী হইয়া গিয়াছে।

আগামী ২৪শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত মামলা মুলতবী আছে।

———

রিভলভারের মামলা

একটি ৬ ঘরা রিভলভার ও ২৪টি টোটা রাখিবার অভিযোগে গোলাম হায়দার কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে। উক্ত রিভলভারের মধ্যে একটি টোটা ও আসামীর ওয়েষ্ট কোটের পকেটে অপর টোটাগুলি পাওয়া গিয়াছিল।

———

মিরাট মামলার রায়

প্রায় ৪ বৎসর পরে মীরাট মামলার রায় বাহির হইয়াছে। ১৭ জনের দ্বীপান্তর, ও ১১ জনের কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে মজঃফর আহমদের যাবজ্জীবন, ২জন শ্বেতাঙ্গেরও দ্বীপান্তর হইয়াছে; ৩ জন আসামী মুক্তিলাভ করিয়াছে।

দ্বীপান্তর

মজঃফর আহমদ—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। ডাঙ্গে, স্প্র্যাট, ঘাটে, যোগলেকার ও নিম্বকর—১২ বৎসর হিসাবে দ্বীপান্তর।

ব্রাডলি, মিরজকর ও ওসমানি—১০ বৎসর করিয়া দ্বীপান্তর।

সোহন সিং, যোশী, মাজিদ ও ধরণী গোস্বামী—৭ বৎসর হিসাবে দ্বীপান্তর।

অযোধ্যাপ্রসাদ অধিকারী, পি, সি, যোশী ও দেশাই—৫ বৎসর হিসাবে দ্বীপান্তর।

কারাদণ্ড

গোপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, গোপাল বসাক, হাচিন্সন, রাধারমণ মিত্র, চিবওয়ালা ও সাহগল—৪ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড।

সামসুল হুদা, এল উইং, কাসলে, গৌরীশঙ্কর ও কদম—৩ বৎসর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড।

মুক্তি

শ্রীযুত কিশোরীলাল ঘোষ, শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়—এই তিন জন মুক্তি পাইয়াছেন।

———

গ্রেপ্তার

ষ্টেটসম্যান পত্রের সম্পাদক স্যার এলফ্রেড ওয়াটসনকে হত্যা করিবার চেষ্টার সম্পর্কে শ্রীমতী ইন্দুসুধা ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তাঁহাকে কলিকাতার অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত জে, কে, বিশ্বাসের আদালতে উপস্থিত করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু উহার পরে তাঁহাকে বঙ্গীয় অডিন্যান্স অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৭ই মাঘ, শুক্রবার ১৩৩৯

কাজকাল পার্লামেন্টের আদর কমিয়াছে। কমিউনিজম এবং ফ্যাসিজম প্রবল হইবার ডিকটেটারি স্বেচ্ছাচার মূলক শাসনেরই আদরণ।

———

অক্সফোর্ডের অধ্যাপক অশিভার সাহেব বলেন যে, এক শত বৎসর পূর্বে লোকে পার্লামেন্টের ভোট বিস্তারের জন্য খুব বেশী আগ্রহ প্রকাশ করিত। আজ তাহারা এ সমস্ত ব্যাপারে মাথা ঘামাইতে চায় না। তাহাদের ধারণা এই যে, পার্লামেন্ট জটিল সমস্যা সমাধানে অসমর্থ এবং লোকের স্বার্থ সংরক্ষণে উদাসীন।

নেপালের প্রধান মন্ত্রী ছাত্রদের বার্ষিক উৎসবে বলেন :—

প্রত্যেক দেশেই যুবকগণ উন্নতির অগ্রদূত ; কারণ যুবজনোচিত শক্তিই উন্নতি লাভের বস্তু। কোনও জাতির ভিতরে যদি এই শক্তি না থাকে কিম্বা কোনও জাতি যদি প্রবীণের অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার সহিত যৌবনের শক্তি ও উৎসাহের সংমিশ্রণ করিতে না পারে তবে ঐ জাতি নিশ্চয়ই জড় হইয়া যাইবে। প্রবীণ ব্যক্তিগণ দেশের উন্নতির জন্য যে কোনও উপায় অবলম্বন করুন না কেন, উহা কার্য্যে পরিণত করা যুবকদের উপর নির্ভর করে।

তোমাদিগকে সময়ের সঙ্গে পা ফেলিয়া অগ্রসর হইতে এবং তোমাদের শিক্ষার আদর্শকে আধুনিক জগতের পরিবর্তিত অবস্থার উপযোগী করিতে হইবে। তোমাদিগকে স্কুল ও কলেজ হইতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান কিম্বা অনুপ্রেরণারূপ কোনও প্রকারের জিনিষ লইয়া যাইতে হইবে, যাহা তোমাদিগকে স্বদেশের সমস্যা সমাধানে সমর্থ করিবে।

———

আমি শিক্ষা অর্থে কোনও সরকারী চাকরী লাভের উদ্দেশ্যে ডিগ্রী পাওয়া মনে করি না ; আমি শিক্ষা বলিতে, যে জ্ঞান তোমাদিগকে স্বাবলম্বী হইতে এবং আপন চেষ্টায় নিজ জীবনের সমস্যা সমাধানে সমর্থ করিবে তাহাই বুঝি। যে শিক্ষায় তোমাদিগকে স্বদেশের শিল্প ও বাণিজ্যে যোগদানের যোগ্য করিবে তোমাদের সেই শিক্ষার প্রয়োজন।

শিল্প জগতে বাণিজ্যের উন্নতি

জগতের বর্তমান উন্নতিশীল জাতিসমূহের ইতিহাস পাঠ এবং বিদেশ-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হইতে আমি তোমাদিগকে বলিতে পারি যে, শিল্প ও বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ব্যতীত কোনও জাতি উন্নতি লাভ করিতে পারে না। কিন্তু এই বিষয়ে আমরা অতি পশ্চাৎপদ। বর্তমানে আমাদের দেশের পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন কল কারখানা স্থাপন দ্বারা দেশের অর্থ সম্পদ বৃদ্ধি করিবার জন্য শিল্প ও ব্যবসায় বিষয়ক শিক্ষা—সাধারণ শিক্ষা নহে।

———

প্রথমে অবশ্য আমাদিগকে বিদেশী বিশেষজ্ঞদের অধীনে শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলেই আমি এইরূপ বিশেষজ্ঞ আনয়ন করিতে প্রস্তুত ; কিন্তু আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিশেষজ্ঞদিগকে অল্প দিনের চুক্তিতে অর্থাৎ যে পর্যন্ত আমাদের যুবকগণ কৌশল আয়ত্ত করিয়া তাঁহাদের স্থলে কাজ করিতে না পারিবে সেই পর্যন্ত সময়ের জন্য নিযুক্ত করা যাইতে পারে। দেশের সম্পদ বাড়ান বিষয়ে আমরা বৈদেশিক সাহায্যের উপর অত্যধিক পরিমাণে নির্ভর করিতে পারি না। বিদেশীয়দের সাহায্যে কেবলমাত্র কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে।

সার তেজ বাহাদুর সপ্রু স্পষ্টই বলিতেছেন যে, গোলটেবিল বৈঠকে ইংরাজ ভারতকে যাহা দিতে চাহিয়াছেন তাহা স্বাধীনতা বলিতে যাহাই বুঝাক, সে বস্তু নহে। ইহা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনও নহে।

সার বেন্থল এবং আগা খাঁ পূর্ব হইতেই সংখ্যালঘিষ্ঠদিগের চুক্তিদ্বারা ভারতের স্বায়ত্তশাসনের মূলচ্ছেদ করিতে সক্ষম করেন। বণিক ও শাসক সম্প্রদায় 'ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার সোসাইটি' স্থাপন করিয়া তদ্দ্বারা সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়াস করিতেছেন। এই প্রতিষ্ঠানটী পেন্সন ভোগী সিভিলিয়ান প্রভৃতির স্থাপিত। এই হিসাবে ইহাকে সাম্রাজ্যতন্ত্রবাদী শাসক সম্প্রদায়ের সৃষ্ট বলিলেও বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় ভারতের স্বায়ত্তশাসন প্রাপ্তির বাধা হইতেছে বলিয়াই অনেকের ধারণা।

———

আমরা প্রজাতন্ত্র এবং রাজতন্ত্রের মধ্যে কাহার উৎকর্ষ বেশী, তাহার বিচার করিতেছি না, বিশেষতঃ যখন স্পষ্টই দেখিতেছি যে, যে বলশেভিক তন্ত্রের ভীতি সাম্রাজ্যতন্ত্রকে আড়ষ্ট করিয়াছে, সেই বলশেভিজমের প্রধান আড্ডায় প্রথমে লেনিনের এবং বর্তমানে ষ্টালিনের যথেচ্ছাচার শাসন, এবং যে ইটালিতে ফ্যাসিজম্ প্রথম বলশেভিজমকে বাধা দেয়, সেখানেও গণতন্ত্র স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও সিনিয়ার মুসোলিনিই অবাধ শাসন চালাইতেছেন।

———

বর্তমানে বিচার্য্য বিষয় এই যে, বহুলক্ষ টাকা ব্যয়ে যে তিনটী গোলটেবিল বৈঠক বসিল, এবং যাহাতে নেতারা এত লম্ফ ঝম্প করিলেন তাহাতে ভারতের লাভ কি হইল ? এপর্য্যন্ত ভারত কিছুই পায় নাই এবং অদূর ভবিষ্যতে কিছু পাইবে না সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

———

পাঠক অবগত আছেন যে, দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের সময়, যখন গান্ধীজী ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, সে সময় ভারত সম্রাট গান্ধীজীর সহিতই ভারত সম্বন্ধে কথা কথাবার্তা কহেন ; অন্য প্রতিনিধি বর্গের সহিত বেশী পরামর্শ করায় আবশ্যকতা বোধ করেন নাই বলিয়াই অনুমিত হয়।

———

এই সময়ে মৌলানা সৌকত আলি প্রভৃতিও বিলাতে ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সহিত সম্রাটের বিশেষ কথাবার্তা হয় নাই। ভারত সম্রাট জানেন কাহার মূল্য কত ; যদি ভারত-সম্রাট মনে করিতেন যে, গান্ধীর নেতৃত্বে গুরুতর গলদ আছে, তাহা হইলে তিনি কখনই এরূপ করিতেন না। ভারত সম্রাট এ বিষয়ে ভ্রান্ত হন নাই ; যদি ভ্রান্ত হইতেন তাহা হইলে কোন না কোন রাজনীতিক সে বিষয়ে সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেন। আমরাও বলি, ভারত সম্রাট ভুল করেন নাই।

———

সম্প্রতি মৌলানা সৌকত আলি আমেরিকায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বের অনেক গুরুতর গলদ আছে। তিনি সহজ বিষয়কে শক্ত করিয়া তুলিতে চাহেন, তাঁহার মাথা গুলাইয়া যায় এবং সঙ্কট কালে তিনি আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়েন, কাজেই তাঁহার দ্বারা কোনও কাজ হয় না।

———

যদি মৌলানা সাহেব ঠিক কথা বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে ভারত সম্রাট মৌলানা সাহেবের মত পাকা লোক থাকিতে বিকৃত-মস্তিষ্ক অকেজো ভীরু গান্ধীর সহিত সময় নষ্ট করিতে যান কেন ? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, সম্রাট এবং মৌলানা সাহেবের মধ্যে এই পার্থক্য না থাকিলে মৌলানা সাহেবই সম্রাট হইতেন। সম্রাট, কাজের লোক এবং বুদ্ধিমান কাহাকে বলে খুব ভালই জানেন। মৌলানা সৌকত আলির ন্যায় লোকের পরামর্শে তাঁহার আবশ্যকতা নাই তাহাও যেমন তিনি জানেন, গান্ধীজীর পরামর্শের মূল্য কি তাহাও ঠিক তেমনি জানেন।

———

আলোয়ার বিদ্রোহ সম্পর্কে আমরা অমৃতবাজার পত্রিকা, ষ্টেটসম্যান, বঙ্গবাণী প্রভৃতি সহযোগিগণের মত কিছু কিছু প্রকাশ করিয়াছি ; কিন্তু আমাদের এখনও বিশ্বাস যে, প্রকৃত কারণ যবনিকার অন্তরালে রহিয়া গিয়াছে। দিল্লীতে একজন মুসলমান এম, এল, সি কর-সম্পর্কীয় যে কারণের উল্লেখ করেন তাহাও সত্য বলিয়া গ্রহণ করা কঠিন। বসুমতী অমৃতবাজার পত্রিকার সংবাদদাতার প্রেরিত লিপির উপর নির্ভর করিয়া বলেন, প্রায় পনর বৎসর পূর্বে আলোয়ার রাজ্যে বাল্য বিবাহ নিরোধক আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ঐ আইন নামতঃ বিধিবদ্ধ এবং জারি হইলেও ঐ আইন বড় একটা প্রতিপালিত হইতেছে না। আলোয়ার দরবারও ঐ আইন কার্য্যতঃ জারি করিবার জন্য তাবৎ কোন চেষ্টা করেন নাই। গত ১৫ বৎসরের মধ্যে কেবলমাত্র ৪ বৎসর কালে এই আইন ভঙ্গ করার অপরাধে ২০টি মোকদ্দমা করা হইয়াছে। এই ২০টি মোকদ্দমার মধ্যে কেবলমাত্র ৪টি মামলা মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে রুজু করা হইয়াছিল। ইহাতেই স্থানীয় মুসলমান বা মেও সমাজে দারুণ বিক্ষোভ জন্মিয়াছিল। তাহার পর, অবসর বুঝিয়া কতকগুলি লোক সেই অসন্তোষের সূত্র ধরিয়া মেও জাতিকে আলোয়ার দরবারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে থাকে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, ৯ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৬, ৭ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২০শে জানুয়ারী ইং ১৯৩৩ শুক্রবার { ২১৭৬তম সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

ঢাকা ১৩।১।৩৩

বর্ত্তমান সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীতে আহ্বান করিয়া তাহার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিতে শ্রীল যুগাচার্য্যের কৃপাপ্রাপ্ত "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহোদয় যে অনুশীলনী বাণী প্রচার করিয়াছেন, তাহার কথঞ্চিৎ পাঠকবর্গকে উপহার না দিয়া থাকা যায় না। তিনি জানাইয়াছেন যে, যাহাতে প্রত্যেকেরই অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা আছে, সেই স্বরূপের দেশ গোলোকের কথা ভূলোকের জীবকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে এই "সৎশিক্ষা প্রদর্শনী"।

স্বরাটের নিত্যধামে যাইবার পথে যে-সকল প্রতিকূল এবং অনুকূল বিষয় আছে, তাহা প্রকাশ করিয়া জীবের পরম মঙ্গলের রাজকীয় পথ নিরাপদ করিবার জন্য প্রদর্শনীতে প্রতিকূল ও অনুকূল—দুই প্রকার আদর্শই দেখান হইয়াছে। বারোয়ারীর মণ্ড, তামাসা, মণ্ড, তথাকথিত 'বনবিহার' প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-ভোগের বস্তুর ন্যায় সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী নহে।

আমরা যেসকল বিভিন্ন দেশ দর্শনাদি করিতে পারি নাই, তাহাদের নাম, রূপ, গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি ভৌগোলিক মানচিত্রের সাহায্যে আমাদিগকে শিক্ষা করিতে হয়; তদ্রূপ গোলোক-বৈকুণ্ঠের যেসকল ব্যাপারে বর্ত্তমানে আমাদের কোন প্রবেশাধিকার নাই, বাস্তব রাজ্যের সেই সকল কথা এই দেশে থাকিয়াই আমাদিগকে বুঝাইবার জন্য এরূপ প্রদর্শনীর বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। মানচিত্রের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার বা মানচিত্রকে ছিঁড়িয়া ফেলিলে যেরূপ ভৌগোলিক সংস্থানসমূহের শিক্ষা লাভ হয় না, কিম্বা তদ্দ্বারা বিভিন্ন দেশের বাস্তব সংস্থানসমূহ কেহ নষ্ট করিয়া দিতে পারে না তদ্রূপ সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর আদর্শসমূহ যাহা উদ্দেশ করে, তাহা বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া তদ্বিষয়ে উদাসীন বা তাহার প্রয়োজনীয়তার প্রতিবাদ করিলেও আমাদের সকলের যাহা নিত্য স্বদেশ, তদ্বিষয়ে অজ্ঞ থাকিয়া মায়ার অধীনতা-পাশেই বদ্ধ থাকিতে হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা বাস্তব বস্তুর কোন ক্ষতি হয় না।

যাঁহারা নিত্য দেশে গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের অঙ্কিত মানচিত্র যেরূপ অপর ভ্রমণকারীর পক্ষে নিতান্ত কার্য্যকর, তদ্রূপ যাঁহারা নিত্য দেশে যাইতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষেও এই পারমার্থিক প্রদর্শনীর আদর্শসমূহ একান্ত প্রয়োজনীয়।

মানচিত্রের রেখা-সমষ্টিকে "হিজিবিজি" লেখা মনে করা যেরূপ ভ্রমাস্পদ, প্রদর্শনীর আদর্শসমূহকে পুতুল জাতীয় মনে করাও ঠিক তদ্রূপ। শ্রবণের পর মানচিত্র যদি দর্শন করা যায়, তবে যেমন জ্ঞান পুষ্ট হয়, সেইরূপ শ্রবণ-মুখেই প্রদর্শনীর আদর্শসমূহ দর্শনীয়। আত্মার শ্রদ্ধাপূর্ণ সেবার বৃত্তিই এইসকল আদর্শ দর্শনের স্বজাতীয় বৃত্তি; ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করিবার ইচ্ছাটী বিজাতীয় বৃত্তি, তদ্দ্বারা প্রকৃত উদ্দিষ্ট বিষয়ের দর্শন হয় না।

গত ১২ই জানুয়ারী সন্ধ্যা ৫॥ টার সময় শ্রীল প্রভুপাদ যখন প্রদর্শনী-অফিসে বসিয়া হরিকথা আলোচনা করিতেছিলেন, সেই সময় ঢাকা ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের বিশপ রেভারেণ্ড এস্, পি, নর্থফিল্ড এম্-এ মহোদয় তৎপাদপদ্মে আসিয়া উপস্থিত হ'ন।

রেভারেণ্ড নর্থফিল্ড সাহেব একজন উচ্চশিক্ষিত দার্শনিক পণ্ডিত; ইনি খৃষ্টান মিশনারি এবং অধ্যাপক হিসাবে ঢাকায় অবস্থান করিতেছেন। বাঙ্গলা ভাষাও কিছু কিছু জানেন। তাঁহার বিশেষ কার্য্য বশতঃ তিনি অধিকক্ষণ অবস্থান করিতে পারেন নাই। অল্পক্ষণ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখনিঃসৃত চেতনবাণী শ্রবণ করিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলেন যে, আপনার নিকট হইতে এই সমস্ত কথা প্রচুরভাবে আরও শুনিবার ইচ্ছা থাকিলেও, অদ্য কার্য্যান্তরে ব্যস্ত থাকায় চলিয়া যাইতে হইতেছে, তজ্জন্য আমি বড়ই দুঃখিত আছি। বিশপ-মহোদয় প্রস্থান করিবার কালে শ্রীল প্রভুপাদকে করযোড়ে প্রণতি জ্ঞাপন করেন। তাঁহার নিকট বর্ণিত শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথার মর্ম্ম গতকল্য 'আচার্য্যের অমোঘ বাণী' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে।

গত ১৪ই জানুয়ারী ঢাকার জেলা ও সেসন্ জজ সাহেব সদল-বলে সন্ধ্যা ৬ টার সময় প্রদর্শনীতে আসিয়া উপস্থিত হ'ন। তাঁহার আসিবার সংবাদ তিনি তৎপূর্ব দিবস প্রদর্শনী-অফিসে প্রেরণ করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ ঐসময় প্রদর্শনী-অফিসে উপস্থিত থাকায়, তৎপাদপদ্ম হইতে তাঁহার অনেক হরিকথা শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। তিনি প্রদর্শনীর দৃশ্য বস্তুসমূহ দেখিতে আরম্ভ করিলে, প্রত্যেকটীর তথ্য ও তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রের শিক্ষা তাঁহাকে সমগ্ররূপে বুঝাইয়া দিলে, তিনি যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়া বলেন যে,—পরমার্থ জগতের ইতিহাসে ইহা একটী নূতন আবিষ্কার সন্দেহ নাই। প্রত্যেক প্রদর্শনীর বস্তুটী তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শ্রবণ ও দর্শন করেন। অতঃপর তিনি অফিস বাহিরে কর্ত্তৃপক্ষকে ধন্যবাদের সহিত উৎসাহ প্রদান করিয়া চলিয়া যা'ন।

দেওয়ানগঞ্জ ২৯শে পৌষ

বিগত ২৮শে পৌষ শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-সেবক-সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত হইতে নিম্নলিখিত বিষয়টী আলোচিত হইয়াছে।

সিন্ধু সৌবীরাধিপতি রাজা রহূগণ জড়-ভরতকে শিবিকা-বহন কার্য্যে নিযুক্ত করেন। শিবিকা-বহনে অনভ্যস্ত ভরত জীব হিংসা ভয়ে থামিয়া থামিয়া পদসঞ্চালন করায় শিবিকা বিষমভাবে টলিতে থাকিল। সেইজন্য বাহকদিগকে তিরস্কার করিয়া রহূগণ যখন জানিলেন, এই নব নিয়োজিত বাহক কর্ত্তৃক শিবিকা অসমানভাবে চলিতেছে, তখন রাজা প্রথম জড়-ভরতকে সাধুভাবে ভর্ৎসনা করিয়া কোন ফল না পাওয়ায়, অবশেষে তীব্রভাষায় তিরস্কার করিতে থাকিলে, ভরত তাঁহার মহাভাগবতোচিত দিব্য দর্শনে শাস্ত্রের সুসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়া মহারাজ রহূগণের পরম মঙ্গল বিধান করিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৯ মাধব, নিধি গর্ভে দশাব্দী

সঙ্কীর্ত্তনাগ্নি

আমাদের দেশে একটা চলিত কথা আছে যে, 'বাজারে আগুন লাগ্‌লে পীরের ঘর বাঁচে না।' আজ ঢাকা পুরাণ পল্টনের মাঠে "সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী" হইতে যে সংকীর্ত্তনাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, তাহার শিখা সকল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া চতুর্দ্দিকে ছুটিতেছে এবং জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের বহুকালের, এমন কি বহু জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত অনর্থরাশি ভস্মীভূত করিয়া দিতেছে। তবে সাধারণ অগ্নির লক্‌লক্‌ জিহ্বা দর্শনে মনুষ্যগণ ভীত ও ত্রস্ত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রাণ রক্ষার জন্য পলায়ন করে, কিন্তু এই সঙ্কীর্ত্তনাগ্নির শিখা দর্শনে তাহারা ভীত হইতেছে না, বা পলাইতেছে না। অধিকন্তু মলিন লৌহ-নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইতে থাকিলে যেমন চুম্বক কর্ত্তৃক অধিকতরভাবে আকৃষ্ট হয়, তদ্রূপ মনুষ্যসকল সংকীর্ত্তনাগ্নির তাপ প্রাপ্তে শুদ্ধ সত্ত্বে অধিষ্ঠিত হইয়া নির্ম্মলতা লাভ করিতেছেন, তাই প্রবলবেগে মূল কেন্দ্রের দিকে অর্থাৎ প্রদর্শনীতে আকৃষ্ট হইতেছেন।

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রেম-বিতরণ-লীলায় শোনা যায়, 'উছলিল প্রেম-বন্যা চৌদিকে বেড়ায়। স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা সকলি ডুবায়॥' সকলকেই এই প্রেম-বন্যা স্পর্শ করিয়াছিল। কিন্তু পাষণ্ডী নাস্তিক, মায়াবাদী ও বৈষ্ণবনিন্দকগণ দূরে পলায়ন করায়, তাহাদিগকে ঐ প্রেমবন্যা স্পর্শ করিতে পারে নাই, কেবল তাহারাই ভাগ্যদোষে বঞ্চিত হইয়াছিল।

কিন্তু জীবের আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য এবং জীবকে পরম করুণা প্রকাশে "স্বভক্তিশ্রী" প্রদান করিবার জন্য গোলোক বৈকুণ্ঠ হইতে যিনি এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি ঐরূপ পাষণ্ডগণের উদ্ধারের নিমিত্ত সর্ব্বদাই সচেষ্ট। তাঁহারই ইচ্ছায় তাঁহারই অভিন্ন বিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদ বৈকুণ্ঠ-দূতরূপে সেই সমস্ত পাষণ্ডিগণকে পর্য্যন্ত উদ্ধার করিবার জন্য এই সঙ্কীর্ত্তনাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহাদিগকে সংস্কৃত করিবার আয়োজন করিয়াছেন। এবার আর কাহারও অব্যাহতি নাই। অগ্নি সর্ব্বভুক্, অতএব সকলকে আত্মসাৎ না করা পর্য্যন্ত ছাড়িবে না।

সাধু চিনিবার উপায় কি?

অখিলজ্ঞান শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনই একমাত্র সর্ব্বোপাস্য, এই পরম সুসত্য সাধুসঙ্গ-প্রভাবে বুঝিতে পারা যায়। ইহা যাঁহারা স্বীকার করেন না, তাঁহারা কিরূপে কৃষ্ণ-পাদপদ্মের সন্ধান অবগত হইতে আশা করেন? সাধুসঙ্গকেই শাস্ত্রাদি শ্রৌতপথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অশ্রৌত পন্থায় বৃথা তর্ক দ্বারা কোনও সিদ্ধান্তেরই প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। ইহা নিরপেক্ষ সুধী-মাত্রই অনায়াসে বুঝিতে পারেন।

সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে সাধুসঙ্গ-লাভের যত্ন করা আবশ্যক। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রকৃত সাধু অনর্থযুক্ত অবস্থায় কিরূপে চিনিতে পারা যাইবে? অনর্থযুক্ত অবস্থায় যদি সাধুকে চিনিতে না পারা যায়, তাহা হইলে সাধুর অনুসন্ধানে নিযুক্ত হওয়া কিরূপে সম্ভব?

অনর্থযুক্ত অবস্থায় সাধু চিনিতে পারা যায় না কেন? অনর্থ কাহাকে বলে? অর্থ-শব্দের সাধারণ অর্থ প্রয়োজনীয় বস্তু—যাহা লাভ করিলে আমাদের অভাব মোচন হয়। অর্থ-শব্দ অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির অভাব-মুক্তিকেই লক্ষ্য করে। এই জগতে অভাবের অন্ত নাই। এই জগতের অভাবমোচন হয় না। জাগতিক অভাবের তাৎকালিক মোচনকেই প্রয়োজন বলিয়া বিচার হয়।

জাগতিক বস্তুর ভোগদ্বারা জাগতিক অভাবের তাৎকালিক নিবৃত্তি হয়। ক্ষুধা একটি জাগতিক অভাব। এই অভাব খাদ্য গ্রহণের দ্বারা নিবৃত্ত হয়। এই গ্রহণ ব্যাপারকে শাস্ত্র 'ভোগ'-শব্দ দ্বারা অভিহিত করেন। 'ভোগের' ফল তাৎকালিক সুখ। অভাবমুক্তিই সুখ। অভাব না থাকিলে ভোগ কিংবা সুখের প্রসঙ্গ থাকে না।

সুতরাং জড়-ভোগ-দ্বারা লভ্য অভাব-দুঃখ-নিবৃত্তিরূপ সুখকেই প্রয়োজনীয় বস্তু অর্থাৎ অর্থ বলিয়া জগতের যাবতীয় ব্যক্তি অনুমান করিয়া থাকেন। এই অর্থই শাস্ত্রে অনর্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যে-পর্য্যন্ত এই অনর্থ-স্পৃহা প্রবল থাকে, সে-পর্য্যন্ত সাধু চিনিতে পারা যায় না।

অনর্থযুক্ত অবস্থায় অসাধু-সঙ্গই প্রয়োজনীয় হয়। অসাধুসঙ্গ দ্বারা অনর্থ লাভের সম্ভাবনা হয়। অনর্থই একমাত্র প্রয়োজনীয় বিচার হওয়ায় অসাধু-সঙ্গও প্রয়োজনীয় হয়।

যাঁহারা অনর্থযুক্ত তাঁহারাই প্রকৃত অসাধু। সমশীল ব্যক্তিগণ পরস্পরের সঙ্গ দ্বারা তাঁহাদের মূল্য জড় সুখ সংগ্রহের চেষ্টা করেন। ইহাই সংসার। এইরূপ চেষ্টা-দ্বারা কচিৎ তাৎকালিক দুঃখ নিবৃত্তি সাধিত হইলেও পরিণামে আত্যন্তিক দুঃখ লাভই হইয়া থাকে। সমুদয় শাস্ত্র এই সংবাদ আবহমানকাল হইতে জগতের সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতেছেন। কিন্তু অনর্থযুক্ত অবস্থায় ইহা কেহ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে না।

যাঁহারা শাস্ত্র-বাক্যে অপেক্ষাকৃত শ্রদ্ধাবান্, তাঁহারা সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা অন্ততঃ মুখেও স্বীকার করিতে বাধ্য হ'ন। কিন্তু বহু কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তি অনর্থ-লাভের আশায় সাধুবেষধারী অসাধুর জড়-ভোগ ও জড়-ত্যাগের সমর্থক বাক্যদ্বারা প্রতারিত হইয়া জড়-ভোগ ও জড়-ত্যাগকেই শাস্ত্রীয় সদাচার বলিয়া গ্রহণ করেন।

সাধুবেষধারী অসদ্ ব্যক্তি এই জগতে বিরল নহে। কোমলশ্রদ্ধ অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণই এই সমুদয় প্রবঞ্চকের কবলে পতিত হইয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ সাধন করেন। পরম কারুণিক সাধুগণ কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিদিগকে এই সমুদয় প্রবঞ্চকের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের প্রকৃত অভিসন্ধির সংবাদ সর্ব্বসাধারণের গোচর করেন।

আচার্য্য স্বয়ং আচরণ করিয়া শ্রীভগবানের সেবা জগতে প্রচার করেন। আচার্য্য সদাচারহীন অনর্থগ্রস্ত ব্যক্তিকে অনর্থমুক্ত করিয়া সদাচারে প্রতিষ্ঠিত করেন

সাধুবেষধারী অসদ্ ব্যক্তিসমূহ আচার্য্যের অবৈধ অনুকরণ করে। তাহারা শ্রীভগবানের সেবার নামে জড়-ভোগে কিংবা জড়-ত্যাগরূপ কপটতা দ্বারা অনর্থযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সদাচারের নামে জড়ভোগ কিংবা জড়ত্যাগরূপ অনর্থে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা-বিশিষ্ট হয়। কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণ এই সমুদয় প্রতারকের দুরভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া তাহাদিগকেই আচার্য্য বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নরকপথের যাত্রী হয়েন।

সুতরাং ভোগ ও ত্যাগ আমাদের প্রকৃত প্রয়োজন লাভের বিঘ্ন-স্বরূপ—ইহা ভালরূপ জানা আবশ্যক। যে-সমুদয় ব্যক্তি ভোগ ও ত্যাগ আমাদের প্রয়োজনীয়—এইরূপ শিক্ষা প্রদান করেন, তাহারা প্রতারক মাত্র এবং স্বয়ং পণ্ডিতম্মন্য হইয়াও পাঠ ও পরমার্থ-বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ সন্দেহ নাই।

ভোগ ও ত্যাগের প্রচারক আচার্য্য-পদবীধারী গুরুব্রুব-সম্প্রদায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিমল সেবা-ধর্ম্মের কথা বুঝিতে পারে না এবং বুঝিতে চায়ও না। সেবা-ধর্ম্মের প্রচারকগণকে এই সমুদয় বঞ্চিত প্রতারকগণ ভীষণ শত্রু বলিয়া বিবেচনা করে। এইরূপ মায়াত্মক ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা সেবা-ধর্ম্মের প্রচার-কার্য্যে বাধা-প্রদানের চেষ্টা করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। কিন্তু গুরু-ব্রুব সম্প্রদায়ের এই সমুদয় দুরভিসন্ধি আচার্য্যের অনুগত সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের জীবন্ত আদর্শ-দ্বারা সুধী ব্যক্তি-মাত্রের নিকটেই অনায়াসে ধরা পড়িয়া যায়।

যাঁহারা নিজে চোর নহেন, তাঁহারা চোরের প্রশ্রয় দেন না। জগতে ধর্ম্মের নামে কপটতা কোনও দিনই চলিতে পারে নাই। জগতে অদ্যাপি অধর্ম্মকে কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন নাই। কিন্তু জ্ঞানিগণ প্রতারকের হস্তে পতিত না হইলেও সাধুসঙ্গরূপ সৌভাগ্যলাভ সম্ভব বলিয়া স্বীকার করিতে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত নহেন। ঢাকা নগরীতে আচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আদেশানুসারে শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ যে বিরাট্ সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা জ্ঞানী ও সৎকর্ম্মীদেরই প্রকৃত সাধুসঙ্গ লাভের স্পৃহা বলবতী হইবে। সরল ব্যক্তিমাত্রই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা অবলম্বনে শ্রীচৈতন্যের নিষ্কপট সেবকগণের এই সমুদয় সেবা-চেষ্টা-দ্বারা সহজেই প্রকৃত সাধুর উদ্দেশ লাভ করিয়া কৃতাকৃতার্থ হইবেন সন্দেহ নাই।

শ্রীনাম-মহিমা

(৪৫)

মহাপাতকযুক্তোঽপি কীর্ত্তয়ন্নিশং হরিং।
শুদ্ধান্তঃকরণো ভূত্বা জায়েত পংক্তিপাবনঃ॥
—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ

মহাপাপীষ্ঠ ব্যক্তিও নিরন্তর হরি-কীর্ত্তনের দ্বারা শুদ্ধ চিত্ত হইয়া সকলের পবিত্রকারী হ'ন।

(৪৬)

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥
—শ্রীমদ্ভাগবত ৬।২।৪৯

অজামিল ম্রিয়মাণ হইয়া পুত্র উপচারে যে 'নারায়ণ' শব্দরূপ কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই নামের ফলেই তিনি বৈকুণ্ঠ-ধাম প্রাপ্ত হইলেন। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কৃষ্ণনাম উচ্চারণে যে সে-ফল লাভ হয়, তাহার আর কথা কি?

(৪৭)

মহাব্যাধি-সমাচ্ছন্নো রাজবধোপপীড়িতঃ।
নারায়ণেতি সংকীর্ত্ত্য নিরাতঙ্কো ভবেন্নরঃ॥
—বহ্নিপুরাণে

মহাব্যাধিগ্রস্ত ও রাজভয়ে ভীত ব্যক্তি নারায়ণ নাম কীর্ত্তন করিয়া নির্ভয় হ'ন।

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। কৃষ্ণগুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা — নদীয়া প্রকাশ

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্য ভাগবত
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যান্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রান্তপর্য্যন্ত ।৶৹
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶৹
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶৹
৭। ভ-নরহস্য ॥৹
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥৹
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶৹
ঐ (বাঁধা) ৸৹
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵৹
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶৹
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥৹
ঐ (আবাঁধা) ।৶৹
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵৹
২৩। গীতমালা ৴১৹
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) ৵৹
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।৹
২৯। শরণাগতি ৴৹
৩০। গীতাবলী ৴৹
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥৹
৩২। সাধনকণ ৴৹
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴৹
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴৹
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴৹
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১৹
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১৹
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥৹
ঐ (আবাঁধা) ।৴৹
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥৹
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।৹
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।৹
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴৹
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।৹
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶৹
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵৹
৫২। সাংখ্যবাণী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥৹
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।৹
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।৹
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵৹
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴৹
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥৹
৬০। নামভজন ।৹
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৶৹
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴৹
৬৫। দি ভাগবত ।৹
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন ।৹
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥৹
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥৹
৭০। সাধন পথ ।৹
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১৹
৭২। গীতাবলী ৴৹
৭৩। শরণাগতি ৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি ৴৹

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধিপাট ঐ
৬। আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া
৯। বাদলগোপাল পাট কাঠালপুলি, চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটি, (বৰ্দ্ধমান)
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বৰ্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাযোড়া, রাজপাথ বৰ্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু, হাওড়া
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চকদিঘা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রাজাপেট্টা, মান্দ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সগড়াই, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ চুয়রকুণ্ড, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ আগস্তকুণ্ড, কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

	নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১।	শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	ঢাকা
২।	শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	ঢাকা
৩।	শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	চম্পহট্ট
৪।	শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫।	শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৬।	শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	লক্ষ্ণৌ
৭।	শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা
৮।	শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	ঢাকা
৯।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০।	শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	ঢাকা
১১।	শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মান্দ্রাজ
১২।	শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩।	শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	পুরী

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম্ম

ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতীয়

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ॥০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টরী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব প্রকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বন্দোবস্তের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৶০ আনা।

মিটিংএর নোটীশ বহি—১ খানা ॥০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ॥০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

হেহলার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

রক্তপ্রবলের আবিষ্কার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমাপ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়। ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।৵০ আনা, পাইট ॥৶০ আনা, বোতল ১৷৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে. বি. দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬ ৫ ৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০ ২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭-৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-১৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০ ৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৬, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫-৩১	৯-৫	১২ ১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫ ৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩১	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬ ১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্ক্‌স্‌ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্‌ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অর্থদণ্ডে বাটী বিক্রয়

শ্রীহট্টের শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী জোড়হাট জেলের রাজনৈতিক বন্দী। তাহার একশত টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছিল। ঐ অর্থদণ্ডের অর্থ আদায় করিবার জন্য পুলিস তাঁহার চারিটি বাটীতে খানাতল্লাস করিয়া বাটীগুলি মাত্র ৪৫ টাকায় নিলামে বিক্রয় করিয়াছে।

চীন যুদ্ধ

জাতিসঙ্ঘের সম্পাদক মিঃ এরিক ড্রামণ্ড জাপানী ও চীনা প্রতিনিধিবৃন্দকে মাঞ্চুরিয়া সমস্যা সম্বন্ধে একটি মন্তব্য প্রেরণ করিয়াছেন। কমিটী অব, নাইন-টিনের' অধিবেশনে একটা আপোষের আশা সকলেই করিতেছেন।

প্রস্তাবে মাঞ্চুকুওকে মানিয়া না লইবার সমস্যা আদৌ আনা হয় নাই। আপোষের সর্ব্ববিধ চেষ্টা হইয়া গেলে তাহার পর মাঞ্চুরিয়ার সমস্যা আলোচিত হইবে।

চাইনীজ কমিটী অব কমার্স' প্রত্যেক ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট জানাইয়াছেন যে, সর্ব্ববিধ জাপানী পণ্য সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করিতে হইবে।

৩০ সহস্র চীনা সৈন্য মাঞ্চুরিয়া ও জেহলের মধ্যস্থিত জাপানী সামরিক পথঘাট আক্রমণ করিতেছে। তাহারা জাপানের যান বাহন ও সংবাদ আদান প্রদানের পথ নষ্ট করিয়া দিতেছে। জাপানীর জেহলে আক্রমণ অভিযানের যে উদ্যোগ করিতেছিল, তাহা ইহাতে যথেষ্ট বাধা প্রাপ্ত হইতেছে।

ভেজাল তেল

ভেজাল সরিষার তৈল বিক্রয়ের জন্য সোনারঙের আনন্দচন্দ্র পাল এবং দান-কুনিয়ার হরেন্দ্রলাল পাল মুন্সীগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক যথাক্রমে ১৫ টাকা ও ৪০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

আলোয়ারে তদন্ত

আজমীরবাসী মুসলমানদের সভায় আলোয়ারের মুসলমান সম্প্রদায়ের অভিযোগ ও গুলীবর্ষণ সম্বন্ধে মেওদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তদন্তের নিমিত্ত সরকারের নিকট নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটী নিয়োগের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। মুসলমানদের অভিমত, মেওদিগকে বিদ্রোহী অপবাদ দিয়া পরিখা খনন ও সশস্ত্র আক্রমণ তাহাদের কার্য্য বলিয়া মিথ্যা প্রচার করা হইয়াছে উপরোক্ত সভায় অভিযোগ উত্থাপন করা হইয়াছে যে, জুম্মা নমাজের পর নিরীহ মেওদিগকে গ্রেপ্তার করিবা ম্যাজিষ্ট্রেট অন্যায় করিয়াছিলেন এবং সৈন্যগণ যে গুলী বর্ষণ করিয়াছিল তাহা কর্তৃপক্ষের চক্রান্তের ফল। আজমীরে মুসলমানগণ মেওদের অভিযোগের প্রতিকারের নিমিত্ত মেও পঞ্চায়েৎকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার একটী সর্ত্ত আছে। সর্ত্ত এই যে, মেও বিদ্রোহের শান্তি হইলে মহারাজকে মেওদের অবস্থার সম্বন্ধে এক অনুসন্ধান সমিতির গঠন করিতে হইবে। এই সমিতির সভাপতি হইবেন একজন বৃটিশ রাজ-কর্ম্মচারী।

আলোয়ার দরবার কর্ত্তৃক একখানি বিমানপোত নিযুক্ত হইয়াছে। সেখানি দুইজন চালক সহ কলিকাতা হইতে আসিয়া গৌছিয়াছে।

ভারত সরকারের প্রেরিত বে-সামরিক পরামর্শদাতা আলোয়ারে মহারাজার সহিত কিরূপে মিঃ লেকনের প্রচারিত ঘোষণায় উল্লিখিত অনুসন্ধান কার্য্য পরিচালন করা যাইবে তৎসম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে আলোচনা করেন ক্ষেপে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, শীঘ্রই অনুসন্ধান কার্য্য আরম্ভ করা হইবে।

কারাদণ্ড

জব্বলপুরের লাল প্রতাপ সিংকে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৭ ধারা অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহাকে কর্ত্তৃপক্ষ এক বৎসর ভালভাবে থাকিবার সর্ত্তে ৫০০০৲ টাকার জামিন দিতে বলেন। তিনি জামিন দিতে অস্বীকার করায় এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

সাইমনের জেনেভা গমন

বিলাতের বৈদেশিক মন্ত্রী সার জন সাইমন ট্রেণযোগে লণ্ডন হইতে প্যারী এবং প্যারী হইতে সরাসরি তিনি জেনেভা রওনা হইলেন। অস্ত্র-সঙ্কোচ সম্মেলন লইয়া সার জন ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

যুবতীর শ্লীলতাহানি

মুর্শিদাবাদের চোয়াটোরের অভয়া দাসী নামে এক যুবতীর শ্লীলতাহানি করার জন্য কান্দীর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট আনন্দ গোপাল দাসকে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। অভয়া ঐ গ্রামের এক পুষ্করিণীতে কাপড় কাচিতে যায়, সেই সময় আনন্দ তাহাকে ধরে। অভয়ার চীৎকার শুনিয়া কয়েকজন লোক সেখানে আসে এবং তাহাকে উদ্ধার করে।

রাষ্ট্র-সম্মেলনের সভাপতির এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড

করিমগঞ্জ কংগ্রেস কমিটীর অধিনায়ক শ্রীযুত বীরেন্দ্রচন্দ্র দেব, চিয়ানী বাজারে মহকুমা রাষ্ট্র-সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুত সন্তোষচন্দ্র সেন ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং অপর চারিজন গ্রেপ্তার হন। তাঁহাদের প্রত্যেকে এক বৎসরের কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

দণ্ড

বাঁকুড়া জেলায় ইন্দাস থানা কংগ্রেস কমিটীর ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী জগবন্ধু দত্তের উপর অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী নোটীশ জারি হয়। তিনি এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৪০০৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

মহিলা ধৃত

ডাবলিনে ১৯১৬ সালের বিদ্রোহে মিসেস শীহি স্কেফিংটনের স্বামীকে গুলী করিয়া মারা হয়। সম্প্রতি মিসেস শীহি স্কেফিংটনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। তিনি রাজনৈতিক বন্দীদের সম্বন্ধে নিউরী নামক স্থানের এক সভায় বক্তৃতা দিতে চেষ্টা করেন বলিয়া শুনা যায়।

জাহাজ অগ্নিদগ্ধ

ওখটস্ক সাগরবক্ষে রুসের 'শাখালীন' জাহাজ ফাটিয়া ধ্বসিয়া পুড়িয়া গিয়াছে। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, জাহাজখানি এখনও জ্বলিতেছে। উহাতে দুইশত চুয়ান্ন জন যাত্রী ছিল। তাহারা কোথায়, তাহার খোঁজ খবর নাই। ভ্লাডিভস্টক হইতে নানাপ্রকারের রিলিফ পোত জলন্ত জাহাজের উদ্ধারের নিমিত্ত গমন করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

অস্ত্র সঙ্কোচ করিব না

জার্ম্মাণীর পার্লামেণ্ট বার্ষিকী উপলক্ষে সে দিন বার্লিন সহরে একটি বিরাট জনসভার অধিবেশন হইয়াছিল। সেই সভায় জার্ম্মাণ চ্যান্সেলার ভন্ শ্লিচার একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন। বক্তৃতায় সচিবপ্রবর বলিয়াছিলেন, জার্ম্মাণীকে বল পূর্ব্বক সৈন্যসংগ্রহ করিতেই হইবে! প্রত্যেক স্বাধীন নাগরিক অস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবে। জার্ম্মাণীর বৈরী জার্ম্মাণীর অস্ত্র সঙ্কোচ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে। যে যাহাই বলুক, জার্ম্মাণী কিন্তু অস্ত্র-সঙ্কোচ সম্মেলনে যোগদান করিবে না। সম্মেলনের যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে জার্ম্মাণীর সম্ভ্রম রক্ষা হওয়া সুকঠিন।

ইংলণ্ডে ভূমিকম্প

ইংলণ্ডে আবার ভূমিকম্প হইয়াছে এবং লণ্ডনের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে হঠাৎ ভূকম্পে বাড়ী-ঘর-দুয়ার বেশ কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। ম্যাঞ্চেষ্টারে প্রথম কম্পন উপস্থিত হয়। ৮।১০ মিনিটের সময় তথায় চতুর্দ্দিক কাঁপিয়া উঠে এবং পূর্ণ এক মিনিট কাল কাঁপিতে থাকে। প্রস্তর এবং ইষ্টক নির্ম্মিত বাটী অনেক জখম হইয়াছে। তবে প্রাণহানির সংবাদ পাওয়া যায় নাই। বাড়ী-ঘর-দুয়ার পড়িয়া লোক চাপা পড়ে নাই। গাছ পড়ে নাই। নদী কাঁপে নাই।

কারাদণ্ড

বোম্বাইএর ডাঃ চান্দিকর ৫ই জানুয়ারী তারিখে বাইকুল্লা জেল হইতে মুক্তিলাভ করেন। পুলিস কমিশনার এক নোটীশ জারি করিয়া তাঁহাকে ৯ই জানুয়ারীর মধ্যরাত্রের পূর্ব্বে বোম্বাই ত্যাগ করিতে বলেন। সেই আদেশ অবহেলা করার জন্য তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করানো হয়। তিনি ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো দুই মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

নিলাম ইস্তাহার

কৃষ্ণনগর সার্টিফিকেট কোর্ট

এনসার কেস নং ৮২—১৯৩০।৩১

বাদী — নদীয়া রাজ এষ্টেট্

বিবাদী — ফজু সাতরাদীং

থানা কোতয়ালীর অধীন সাতকুনিয়া মৌজায় ১১১ নং খতিয়ানের লিখিত ৯৬৲ টাকার জমা আগামী ১০।৩।৩৩ তারিখে প্রকাশ্য নিলামে সার্টিফিকেট অফিসার কর্ত্তৃক তাঁহার আদালতে নিলাম হইবে। (উক্ত ৯৬৲ টাকা খাজনা নদীয়া রাজ ষ্টেটে দাখিল করিতে হয়।)

স্বাঃ এ, টি, ব্যানার্জ্জি

সি, ও, নদীয়া

টেলি ৬৮ শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈনিক

Reg No C 1544.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড । সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৬৮তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৮ই মাঘ শনিবার ১৩৩৯, ২১শে জানুয়ারী ১৯৩৩

পূর্ব্ববঙ্গে এই প্রথম

অদ্বিতীয় ! অদৃষ্টপূর্ব্ব !! কল্পনাতীত !!!

ঢাকার পুরাণপল্টনের মাঠে

বিরাট্ সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী

গত ২২শে পৌষ, ৬ই জানুয়ারী হইতে আরম্ভ হইয়াছে

২৭শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত থাকিবে

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকেরই পরম শিক্ষাপ্রদ

সকলের যোগদান প্রার্থনীয়

আসুন ! এই পরম সুযোগ গ্রহণ করুন

মহিলাদের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত আছে।

নানা কথা

ষ্টীমারে অগ্নিকাণ্ড

'শাখালিয়া' নামক সোভিয়েট জাহাজে আগুন ধরিয়া চতুঃশত চুয়ান্ন জন যাত্রীর মধ্যে অনেকেই রক্ষা পাইয়াছে।

রুষিয়ায় গোলযোগ

রুষ চাষীরা শস্য সংগ্রহ ব্যাপারে সোভিয়েট সরকারকে বিষম বাধা দিতেছে। কোনও সময় সত্যাগ্রহ করিতেছে, কোনও সময় লুটিয়া লইতেছে। ইহাদের নেতা হইয়াছে বিপ্লব পরিপন্থী একদল দস্যু। এই সকল দস্যু সমবায় কৃষিমণ্ডলগুলির মধ্যে এমন প্রতাপ বিস্তার করিয়াছে যে, বলশেভিক নেতাগণ বাধ্য হইয়া প্রতিকার পন্থা অবলম্বন করিতেছেন।

অভিযোগ

জেনেভায় জাতিসংঘে চীনের প্রতিনিধি সংঘের বিশেষ অধিবেশনের সভাপতি হার হেম্যানসের নিকট মাঞ্চুরিয়া সমস্যা সম্পর্কে এক পত্র লিখিয়া অভিযোগ জানাইয়াছেন যে, সার এরিক ড্রামণ্ড মূল প্রস্তাব যেভাবে সংশোধন করিয়াছেন তাহার অনুলিপি তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই।

হত্যা

তিরুপুর মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ও ধনী জমিদার পি. গাউণ্ডারের হত্যা সম্পর্কে মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান কে. আর. আর, রোমাস্ব গাউণ্ডার গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে নাকি তিরুপুর তালুক বোর্ডের সভাপতি আর, ভি, রামস্বামী গাউণ্ডারকে ছোরা মারার অভিযোগও আনয়ন করা হইয়াছে।

ক্রুগারের এক কোটির ব্যবস্থা কি হইবে

সুইডেনের গোয়েডিস ব্যাঙ্ক এবং আন্তর্জ্জাতিক ম্যাচ কর্পোরেশনের সহিত একটা বন্দোবস্ত হইয়াছে। বিধ্বস্ত আইভার ক্রুগার কর্ত্তৃক ব্যাঙ্কে যে এক কোটি পাউণ্ডের জার্ম্মাণ বণ্ড রাখা হইয়াছিল তৎসম্পর্কে কি করা কর্ত্তব্য তাহাই নির্দ্ধারণ হইবে।

রেজিষ্ট্রারের কারাদণ্ড

কাশী বিদ্যাপীঠের রেজিষ্ট্রার শ্রীযুত বলবীর সিং কংগ্রেসের কাজ করার জন্য এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ১ শত টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আর ৩ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

জাপানের আপত্তি

মাঞ্চুরিয়া সম্পর্কে জাতি-সংঘের প্রস্তাবের খসড়া সমর্থন করিতে জাপান সরকার অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। জাতিসঙ্ঘে জাপানের প্রতিনিধি মাৎসুয়োকার নিকট প্রস্তাব সম্পর্কে জেনেভায় নূতন অনুজ্ঞা প্রেরিত হইবে।

দস্যুভীতি

মাঞ্চুরিয়ায় হার্কিনে সর্ব্বদা এত দস্যুর উৎপাত যে হার্কিন পুলিশ নগর উপকণ্ঠের জন্য স্পেশাল গার্ড দল গঠন করিয়া রাখিয়াছে। স্বদেশ হইতে বিতাড়িত রুষগণ সাধারণতঃ বিদেশীদের বাড়ী পাহারা দিয়া থাকে। ইহাদের লইয়াই রক্ষীদল গঠন করিবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু তাহাতে হার্কিনের সোভিয়েট দূত আপত্তি করিয়াছেন।

এদিকে দস্যুদের লীলা বৃদ্ধি পাইতেছে। সম্প্রতি একদল পরিচিত দস্যুকে পথে দেখিতে পাইয়া পুলিশ তাড়া করে। একজন রুস যুবক একটি দস্যুকে ধরিয়া ফেলে। ফলে উভয় দলে গুলী চলে। রুস যুবক গুলীর আঘাতে মারা গিয়াছে।

গ্রীসের মন্ত্রিসভা

গ্রীসের মন্ত্রিসভায় নূতন ব্যবস্থায় এম, ভেনিজেলাস্ প্রধান মন্ত্রী হইলেন। এম, মাইকেল কপুনস বৈদেশিক সচিব হইলেন। এম, কাফান ডারিস অর্থ-সচিবের পদ পাইলেন। এম, ক্যাটেনাকিস সমর সচিব হইলেন।

৫৪ লক্ষ টাকার মামলা

বোম্বাই সহরে যে হাঙ্গামা হইয়া গেল তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত সহরবাসীরা প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে ৫৪ লক্ষ টাকার দাবী পেশ করিয়াছেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ই মাঘ, শনিবার ১৩৩৯

বর্ত্তমানে ছাত্র সমাজে অসংযমের প্রাধান্য দেখিয়া অনেকে হতাশ হইতেছেন। এই জন্য শিক্ষা বিভাগের আইনের কড়াকড়ির অন্ত নাই। শিক্ষকদিগকেও আজকাল যে সমস্ত আইন মান্য করিয়া চলিতে হয়, ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে কেহ সে সমস্ত আইনের কল্পনাও করিতে পারিত না। আজকাল শিক্ষা বিভাগের আইন অনুসারে ছাত্র কিম্বা শিক্ষক কেহই স্কুলের নিকট ধূমপান করিতে পারে না; কিন্তু আমরা জানি যে, পূর্ব্বে কোন কোন স্কুলে রীতিমত ধূমপানের জন্য পৃথক ঘর থাকিত এবং তাহার জন্য টাকার বন্দোবস্ত ছিল।

———

ছাত্রদিগকে সংযম শিক্ষা দিতে হইলে শিক্ষকদিগকে সংযত হইতে হইবে; নচেৎ উপদেশে কোন কাজ হয় না। আজকাল রাজনৈতিক আন্দোলনের ধাক্কা স্কুল কলেজেও লাগায় জন্য শৃঙ্খলার বিশেষ হানি হওয়ায় সংযমের অভাব প্রকটা লাভ করিতেছে। শিক্ষকগণ আর সে সম্মান পান না, তবে রাজনৈতিক ব্যাপারে লিপ্ত থাকিলে ছাত্রদিগের প্রিয় হইতে পারেন।

———

কোন কোন বন্দী-নিবাসে অনশন ব্রত আরম্ভ হওয়ায় দেশে একটা অশান্তির হাওয়া বহিতেছে। কারা-প্রাচীরের অন্তরালে কি ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সাধারণের পক্ষে জানা অসম্ভব, অথচ এইরূপ এক একটা সংবাদ বিষম বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। বিশেষতঃ হিজলীর ব্যাপার সংঘটিত হইবার পর হইতে ভয়ের কারণও উপস্থিত হইয়াছে; একটা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, একজন বন্দী আড়াই মাস কাল ব্যাপী অনশন করা সত্ত্বেও কর্ত্তৃপক্ষ নীরব। এসম্বন্ধে সরকারী বিবৃতি বাহির হইলে জনসাধারণের সন্দেহ দূর হইবার সম্ভাবনা।

———

মন্দির প্রবেশ সমস্যা জটিল হইয়া উঠিতেছে। কেহ কেহ জানাইতেছেন যে, এই ব্যাপার লইয়া সমাজের মধ্যে বিভিন্ন দল সৃষ্ট হইয়া বিবাদ আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা; এই অজুহাতে কর্ত্তৃপক্ষকে এই আইন ব্যবস্থাপক সভায় বিচারের জন্য উপস্থিতির অনুমতি দিতে নিষেধ করা হইয়াছে। গান্ধীজী বলেন যে, যখন জনসাধারণের মত না থাকিলে এ আইন পাশ হইতে পারে না, তখন ভয় কি? কিন্তু বর্ত্তমানে আইন সভায় কি লোকমত ঠিকভাবে প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা আছে?

———

বঙ্গদেশের ছোটলাট সাহেব খুব স্পষ্টবাদী বলিয়া খ্যাত। তিনি একবার যে বিষয়ে একটা মত গঠিত করেন তাহা হইতে তাঁহাকে খোষামুদের দ্বারা টলান যায় না। মেদিনীপুর এবং চট্টগ্রামের অভিনন্দন ব্যাপারে ইনি তাহার স্পষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন।

মেদিনীপুর পরিদর্শনকালে তিনি কয়েকটী প্রতিষ্ঠান হইতে অভিনন্দন পত্র প্রাপ্ত হন। মেদিনীপুরে যে সমস্ত হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয় সে সম্বন্ধে অভিনন্দকদিগের পক্ষ হইতে, মুষ্টিমেয় বহিরের যুবকের অপরাধকে ভিত্তি করিয়া জনসাধারণকে ভুল না বুঝিতে প্রার্থনা করা হইয়াছিল। তখন তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, বর্ত্তমান অশান্তির মূল কারণ জেলার আভ্যন্তরীণ উত্তেজনা, বাহিরের লোকের নিষ্ঠুরতা নহে, এই জেলারই আত্মীয় স্বজনদের স্বেচ্ছাকৃত কার্য্যের ফল; আপনারা জানাইয়াছেন যে, যাহাদের দুষ্কর্ম্মের ফলে জেলার সুনামে কলঙ্ক হইয়াছে, তাহারা বাহিরের লোক এবং তাহাদের প্রতি আপনাদের কোন সহানুভূতি নাই, কিন্তু প্রকৃত ঘটনা যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার সহিত আপনাদের কথার কোন সামঞ্জস্য নাই। দুই জন সরকারি কর্ম্মচারীর মূল্যবান জীবন নষ্ট হইয়াছে, একজন মাত্র ধরা পড়িয়াছে এবং সে মেদিনীপুর জেলারই অধিবাসী।

———

এরূপ স্পষ্ট কথা বোধ হয় মেদিনীপুরবাসী কখনও আশা করে নাই। হত্যা প্রভৃতির প্রতি তাঁহাদের সহানুভূতি নাই জানাইলেই লাট সাহেব গলিয়া যাইবেন ও তাঁহাদের প্রশংসা করিবেন ইহাই তাঁহারা আশা করিয়াছিল।

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার রায় বাহির হইয়াছে; রায়ে কমিউনিজম এবং তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিকের সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা আছে, তাহা আমরা রায় বাহির হইবার পূর্ব্বেই কতক প্রকাশ করিয়াছি।

———

স্যর তেজ বাহাদুরের মতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনে দুইটী প্রতিবন্ধক; (১) দেশীয় রাজ্যসমূহ যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিতে অস্বীকার করিলে যুক্তরাষ্ট্র সুগঠিত হইতে পারে না। (২) গবর্ণমেণ্টের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্র গঠনের অন্তরায়।

বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতা এইগুলি থাকিবার প্রস্তাব আছে; (১) শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা, (২) সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে রক্ষা। (৩) সিভিলিয়ানদের অধিকার রক্ষা। (৪) সংরক্ষিত বিষয়ের শাসন ব্যাপার। (৫) দেশীয় রাজ্যসমূহের অধিকার রক্ষা।

———

রক্ষা কবচ ব্যাপারে বড়লাট (১) ভারতের আর্থিক মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন, (২) বিনিময়ের হার স্থির করিবেন (৩) আর্থিক বিষয়ে পরামর্শদানের জন্য একজন পরামর্শদাতা নিযুক্ত করিবেন।

———

একজন বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন, দুইটী প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির সঙ্ঘর্ষে জগৎ চালিত বলিয়া বোধ হয়। একটী রক্তপাত এবং হত্যার নিয়ম; ইহার বশে প্রতিদিন নূতন নূতন মৃত্যুযন্ত্র আবিষ্কৃত হইতেছে এবং জাতিগণ পরস্পর যুদ্ধের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতে বাধ্য হইয়াছে। আর একটী শান্তি, কর্ম্ম এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় নিয়ম। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য মনুষ্যকে বিপদ হইতে ত্রাণ করা। একটী চায় রক্ত, হত্যা ও জয়; অপরটী চায় সুখ, শান্তি, মুক্তি। কোন্‌টী যে জয়লাভ করিবে, তাহা একমাত্র বিধাতাই বলিতে পারেন; তবে এই মাত্র বলিতে পারা যায় যে, মানবতার আইন পালন করিলে বিজ্ঞান জীবনের প্রসার সাধন করিবে।

———

বিজ্ঞানের উন্নতিতে জীবন ক্রমশঃ জটিল হইয়া উঠিতেছে; এমন কি, বাহ্য দৃষ্টিতে যে সমস্ত কলকারখানা দেশের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিয়া লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করিতেছে, তাহারই সাহায্যে সহস্র জনের কাজ একজনের দ্বারা সম্পাদিত হওয়ায় বাকি নয় শত নিরানব্বই জন লোক বেকার থাকিতে বাধ্য হইতেছে। তাহার ফলে নূতন রকমের বৈজ্ঞানিক চুরিও ডাকাতির পন্থা আবিষ্কার, বিপ্লব, হত্যাকাণ্ড, কমিউনিজম, ফ্যাসিজম, আইন অমান্য আন্দোলন ইত্যাদির উদ্ভব।

———

যে আমেরিকায় আজ সোনার পাহাড়ের সৃষ্টি হইতেছে, সেখানেই লক্ষ লক্ষ নারী বেকার অবস্থায় আছে এবং চুরি ডাকাতি পর্য্যন্ত আরম্ভ করিয়াছে। ভারতের বিক্ষোভের কথা আজ লাট সাহেবদের মুখেও বাহির হইতেছে। ইংলণ্ড ও জার্ম্মানির বেকার বিপ্লব কাহিনী পাঠকের অগোচর নয়।

———

জার্ম্মাণ যুদ্ধের পর যে শান্তি সম্মেলন হয়, তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল জাতিসঙ্ঘ বর্ত্তমানে ৫৬টী জাতি লইয়া গঠিত। রুশিয়া এবং ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ অব এমেরিকা ইহার বাহিরে। তবে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট জাতিসঙ্ঘকে, বিশেষতঃ জাতিসঙ্ঘের অস্থি স্বরূপ ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সকে পরিহাস করিতে ছাড়েন না, কারণ জাতিসঙ্ঘ জাপানকে শাসন করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার মতে ইহা জাতিসঙ্ঘের একটা কলঙ্ক।

———

জাতিসঙ্ঘের প্রধান উদ্দেশ্য যুদ্ধ বন্ধ করিয়া ফেলা। জাতিসঙ্ঘের সদস্যগণ অর্থাৎ জাতিগণ সমস্ত বিবাদ দেশের আন্তর্জ্জাতিক বিচারালয়ে আপোষ করিয়া লইবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যে জাতি এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিবে, সে সমস্ত পৃথিবীর শত্রু বলিয়া গণ্য হইবে এবং জাতিসঙ্ঘ তাহাকে শাস্তি প্রদান করিবে। তবে এই সঙ্ঘ এখনও প্রবল জাতিদিগকে শাস্তি দান করিবার মত ক্ষমতা অর্জ্জন করে নাই।

———

এপর্য্যন্ত জাতিসঙ্ঘের চেষ্টায় পাঁচ ছয়টী যুদ্ধ আরম্ভ হইবার মুখেই বন্ধ হয়। চীন-জাপান যুদ্ধও সেইরূপে মিটিয়া গেলে জাতিসঙ্ঘের সম্মান বজায় থাকে, নচেৎ জাপান জাতিসঙ্ঘকে যেরূপ ভাবে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছে, তাহাতে কি হয় এখনও বলা যায় না। যেরূপ দেখা যায়, দুর্ব্বল চীনকে সমর্থন করিবার লোক পাওয়া যায় কি না সন্দেহ, তবে ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স জাপানের উপর রুষ্ট বলিয়াই বোধ হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, } ১০ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৬ ৮ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২১শে জানুয়ারী ইং ১৯৩৩ শনিবার } ২৬৮তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন তাঁহার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলায় প্রয়াগ-ধামে শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুকে এবং কাশীধামে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে শক্তি সঞ্চার করিয়া ভক্তিশাস্ত্র প্রচার করিবার আদেশ দিয়া জগতে শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনীর স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন। কালস্রোতে সেই স্রোত বদ্ধ হইয়া যাওয়ায় বর্ত্তমানযুগে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই শুদ্ধভক্তিস্রোত পুনঃপ্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমান যুগাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মনোহভীষ্ট পূরণ করিবার জন্য অশেষ ও বিশেষ-প্রকারে চেষ্টা করিতেছেন। পরম করুণাবতার শ্রীল প্রভুপাদ যে ভাগ্যবান্ মহাত্মার ভিতর নিজশক্তি সঞ্চারপূর্ব্বক জগদ্বাসীকে তাঁহার শ্রীমুখ-বিগলিত বীর্য্যবতী চেতনময়ী বাণী নব-নবায়মান ভাবের বিচিত্রতার সহিত অনবরত শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য প্রদান করিতেছেন, শ্রীল প্রভুপাদের পরম প্রিয় সেই অন্তরঙ্গ ভক্তের পরিচয় নদীয়া-প্রকাশের পাঠকগণের নিকট অবিদিত নাই।

শ্রীবাস পণ্ডিতের ন্যায় গার্হস্থ্য লীলার অভিনয় করিয়া যিনি মাদৃশ গৃহান্ধকূপে পতিত গৃহমেধী ব্যক্তিগণকে প্রকৃত গৃহস্থ হইবার শিক্ষা প্রচার করিতেছেন, তাঁহারই প্রেমে বাধ্য পড়িয়া শ্রীল প্রভুপাদ স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া তাঁহার গোষ্ঠীবর্গকে কৃপাশিষিক্ত করিবার জন্য স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেকভারতী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন, পণ্ডিত-প্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ, আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী, আচার্য্য শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিবান্ধব— এই কয়েক মূর্ত্তিকে সঙ্গে লইয়া গত ১৫ই জানুয়ারী রবিবার বেলা দশটার সময় তাঁহার ফরাসগঞ্জের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হ'ন।

শ্রীল প্রভুপাদ তথায় উপস্থিত হইলে শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু তাঁহার গলদেশে সুগন্ধযুক্ত বিচিত্র পুষ্পমাল্য প্রদান করেন এবং সপরিবারে পুষ্প, মাল্য, চন্দন, ধূপ ধূনা পঞ্চপ্রদীপ প্রভৃতি লইয়া শ্রীগুরুপাদ পদ্মের আরতি ও বন্দনা করেন। শ্রীল প্রভুপাদ তথায় অবস্থানকালে অন্য কোন কথার অবতারণা না করিয়া কেবলমাত্র শ্রীবাস পণ্ডিতের ভজনের কথা কিছু কিছু আলোচনা করেন। ইঙ্গিতে প্রভুপাদ যে শিক্ষা প্রচার করিলেন, তাহা গৃহস্থ মাত্রেরই অনুসরণীয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাস-পণ্ডিতের অঙ্গনকে রাসস্থলীতে পরিণত করিয়া কীর্ত্তন-বন্যা প্রবাহিত করিয়াছিলেন। আর শ্রীল প্রভুপাদ আজ শ্রীবাস পণ্ডিতের আদর্শে গঠিত বিদ্যাবিনোদ প্রভুর অঙ্গনকে কীর্ত্তন-স্থলী করিয়া জগদ্বাসীর নিকট এক মহতী শিক্ষা প্রচার করিলেন।

অতঃপর বিদ্যাবিনোদ প্রভু সমাগত ভক্তবৃন্দকে লুচি, কচুরী, সিঙ্গাড়া, ক্ষীর-মোহন, পানতুয়া, অমৃতি, রাজভোগ, ঢাকার নিখুঁতি প্রভৃতি বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রচুর পরিমাণে বিতরণ করেন।

ঢাকা সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীতে লোকের আগ্রহ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। গত ১৪ই লোক সংখ্যা খুব বেশী হইয়াছিল। ব্যাখ্যাকারী ব্যক্তিগণ প্রাণপণে যত্ন সহকারে দর্শকগণকে বিষয়টী বুঝাইয়া দিতেছেন। সকলেই শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ অনুধাবন পূর্ব্বক পরমানন্দে গৃহে ফিরিতেছেন।

ঢাকা ১৪।১।৩৩

পরদুঃখদুঃখী অমন্দোদয় দয়ার মূর্ত্তিবিগ্রহ ১০৮শ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ঢাকায় যে সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর অবতারণা করিয়াছেন, তাহা খুবই জনপ্রিয় হইয়াছে। বহুদূর স্থান হইতে লোক আসিয়া প্রদর্শনী দেখিতেছেন এবং অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে কর্ত্তৃপক্ষ-গণকে জানাইতেছেন যে, এরূপ একটা বিরাট্ ব্যাপার ঢ্যাট্রা দিয়া বিজ্ঞাপন করা একান্ত প্রয়োজন।

দর্শকবৃন্দের আগ্রহের জন্য সহর ও নিকটস্থ মফঃস্বলে ঢ্যাট্রা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তাহাতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অন্যান্য কলেজ, স্কুল প্রভৃতির অধ্যাপক, অধ্যক্ষগণের মধ্যে অনেকেই প্রত্যহ প্রদর্শনীতে পরিলক্ষিত হইতেছেন। মনে হয়, ঢাকার মত শিক্ষিত অধ্যাপক-মহলে একটা বিশেষ সাড়া পড়িয়াছে। তাঁহারা এতদিন যে আধ্যক্ষিক চিন্তাস্রোত লইয়া তাহাতেই পূর্ণতা-লাভের আশায় সন্তুষ্ট ছিলেন, আজ সেই চিন্তাস্রোতটি উলট্-পালট্ হইতে বসিয়াছে এবং ঐরূপ আধ্যক্ষিক চিন্তাস্রোত বাস্তব রাজ্যের পথে যে কত অকিঞ্চিৎকর ও অনুপাদেয় তাহা আজ এই ভাগবত-প্রদর্শনী দর্শনে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছেন; অন্যথায় তাঁহাদের দৈনিক এখানে আসিবার কারণ কি?

ইংরাজ পুরুষ ও মহিলাগণ অতিশয় আগ্রহান্বিত হইয়া প্রত্যহই প্রদর্শনীতে আসিতেছেন। পাঠকগণ অবগত আছেন, গত পরশু ঢাকা ব্যাপটিষ্ট মিশনের বিশপ এই প্রদর্শনীতে আসিয়াছিলেন। তিনি আবার গত কল্য অনেক মেম সাহেব ও বন্ধু বান্ধব সঙ্গে করিয়া প্রদর্শনীতে আসিয়াছিলেন। গত কল্য বেলা ১০॥ টার সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এড্জুটাণ্ট ক্যাপ্টেন আর উইমিয়ট্ তাঁহার মেম সাহেব ও শরীররক্ষকসহ প্রদর্শনীতে আসিয়া উপস্থিত হইলে প্রত্যেক দর্শনীয় বিষয়ের তথ্যগুলি তাঁহাদিগকে ইংরাজী ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়া হয়।

সেই সে পরম বন্ধু সেই পিতামাতা। শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০ মাধব, অনায় শিরে দশামী

কষ্টিপাথরে পরীক্ষা

ঢাকা সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী দ্বারা বহুলোকের বহু প্রকারের সুবিধা হইতেছে। যাহারা যে-ভাবে গ্রহণ করিতেছে, তাহারা সেই ভাবেই কিছু কিছু সুযোগ ও সুবিধা পাইতেছে। ঢাকায় অনেক লোক-জনের সমাগম হইতে থাকায় ব্যবসাদারগণ, গাড়োয়ান, ফিরিওয়ালাগণ, রঙ্-তামাসা প্রভৃতি প্রদর্শক ব্যক্তিগণ একভাবে না একভাবে সুযোগ পাইতেছে। ঢাকার মত সহরেও তিন চারিটী পিক্চার-হাউস্ দৈনিক চলিতেছে। কিন্তু যেসকল ব্যক্তি সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিতেছেন, তাঁহারা প্রায় প্রত্যহই প্রদর্শনীতে আসিতেছেন।

— —

আর যাহারা বহির্ম্মুখ ও গৃহমেধী, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাহাদিগের প্রতিও পরম-করুণা প্রকাশপূর্ব্বক এই দারুণ শীতের মধ্যে রাত্রিকাল পর্য্যন্ত ময়দানে দণ্ডায়মান থাকিয়া দর্শকবৃন্দের নিকট দ্রষ্টব্য বস্তু-সমূহের ব্যাখ্যা করিবার আদেশ দিয়া কীর্ত্তন ও শ্রবণরূপ ভক্ত্যঙ্গের যাজনের সুযোগ প্রদান করিয়া তাহাদের নিত্য ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জনের সুযোগ দিতেছেন। যাঁহারা এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারা শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া শারীরিক ক্লেশকে পুরস্কার-পূর্ব্বক পরমানন্দে এবং উত্তরোত্তর অধিকতর উৎসাহ-সহকারে গুরুপাদপদ্মের মনোহভীষ্ট সাধন-কার্য্যে ব্রতী হইতেছেন।'

— —

শ্রীধাম মায়াপুরে এবং কলিকাতা মহা-নগরীতে উপর্য্যুপরি দুইবারে অনুষ্ঠিত সৎ-শিক্ষা-প্রদর্শনী দেখিবার সুযোগ যাঁহাদের হইয়াছিল, তাঁহারা যদি ঢাকার এই প্রদর্শনীতে না আসেন, তাহা হইলে ইহার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। কলিকাতার প্রদর্শনীতে বহুলোকে হৈ চৈ করিয়া ঢুকিয়াছে, আবার হৈ চৈ করিয়া বাহির হইয়াছে; ট্রেন ছাড়িবার অব্যবহিত পূর্ব্বে যাত্রিগণের জিনিষ কিনিবার মত, জিনিষগুলি আর পরীক্ষা বা যাচাই করিয়া লইবার সময় হয় নাই।

— —

ঢাকা প্রদর্শনীতে কিন্তু সেরূপটী হইতেছে না। যাঁহারা প্রদর্শনীতে ঢুকিতেছেন, তাঁহারা এরূপভাবে আকৃষ্ট হইতেছেন যে, সমস্ত বিষয়গুলির তথ্য অবগত না হওয়া পর্য্যন্ত বাহির হইয়া যাইতেছেন না; এক দিনে সব শোনা না হইলে পুনরায় আসিতে-ছেন। এতদ্ব্যতীত শিক্ষিত চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা বিপুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে; এমন কি, বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

— —

লোক-পরম্পরায় শোনা যাইতেছে যে, মিঃ ল্যাংলি, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার মহোদয়) নাকি তাঁহার অধীনস্থ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যশালী অধ্যাপক-মণ্ডলীকে প্রদর্শনীর দ্বার-উন্মোচন-প্রসঙ্গে-প্রদত্ত শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণটী বাংলা হইতে ইংরাজীতে তর্জ্জমা করিয়া দিতে বলায় তাঁহারা ঐ অভিভাষণটী নিজেরাই বুঝিতে পারেন নাই, অতএব তর্জ্জমা কি প্রকারে করিবেন, এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া-ছেন। ঢাকায় শিক্ষিত চিন্তাশীল সমাজ যে বিশেষভাবে আলোড়িত হইতেছেন, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

— —

যে রাজার রাজ্যে বাস করা যায়, তিনি যদি কোন দিন এইরূপ একটী ঘোষণা করেন যে, প্রজাবর্গের নিকট যাহার যত কিছু সোণা (সুবর্ণ) আছে, সমস্তই আমার সন্দেহ হইতেছে, খাঁটি কি মেকী, অতএব আমার নিকট যে কষ্টিপাথর আছে, সেই কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত না হওয়া পর্য্যন্ত উহার শুদ্ধত্বে বিশ্বাস করা যাইতে পারিবে না, বা উহা বাজারে চলা না চলা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, তাহা হইলে যেমন প্রজা-সকল তাহাদের সুবর্ণ লইয়া রাজার কষ্টি-পাথরে পরীক্ষা করিয়া লইবার জন্ম ছুটা-ছুটী করে এবং তাহাদের মনের অবস্থা যেরূপ চঞ্চল হয়, তদ্রূপ ঢাকার শিক্ষিত সমাজের মধ্যে আজ একটা অবস্থা উপ-স্থিত হইয়াছে।

— —

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন উপলক্ষে 'প্রদর্শকের অভিভাষণ'-প্রসঙ্গে যে ঘোষণা করিয়াছেন—পরমার্থের বাজারে যে কষ্টিপাথরের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে ঢাকার চিন্তাশীল সমাজে একটা বিষম আন্দোলন উপস্থিত হওয়ায়, কি প্রাচ্য দার্শনিক, কি পাশ্চাত্য দার্শনিক, কি কর্ম্মী কি যোগী, কি তপস্বী, কি জ্ঞানী—সকলেই তাঁহাদের স্ব স্ব দ্রব্য লইয়া শ্রীল প্রভুপাদের কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করাইবার জন্ম আসিতেছেন এবং নিজ নিজ বস্তুসমূহের শুদ্ধত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্ম নানাভাবে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু শ্রীল ব্যাসদেব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুকে প্রদত্ত কষ্টিপাথরখানিতে পরীক্ষা করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ দেখাইতেছেন যে, তাঁহাদের সংগৃহীত ঐ বস্তুসমূহ কত অসার ও মেকী!

যাঁহাদের দুর্দ্দৈব, তাঁহারা নিজেদের ভ্রম, প্রমাদাদি লক্ষ্য না করিয়া কষ্টি-পাথরকেই দোষযুক্ত মনে করিয়া বঞ্চিত হইতেছেন, আর ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ নিজ নিজ বস্তুসমূহকে সংশোধিত করিবার জন্ম প্রবৃত্ত হইতেছেন। পরমার্থ-প্রচারে ঢাকার সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী যে অসাধ্য সাধন করিতেছেন, তাহা মাদৃশ অযোগ্য ব্যক্তির লেখনী-সাহায্যে ব্যক্ত হইবার নহে। বোবা যেমন তাহার অন্তরের ভাব ব্যক্ত করিয়া সাধারণকে জানাইবার জন্ম চেষ্টা করে মাত্র, কিন্তু প্রকাশ করিতে পারে না, এখানে সেইরূপ পাঠকগণকে অন্তরের ভাব ভাষার অভাবে বুঝাইতে পারা যাইতেছে না। সহৃদয় পাঠকগণ অন্তরের ভাব বুঝিয়া লইয়া বর্ত্তমান প্রদর্শনীর কার্য্য-কারিতার উপলব্ধি করিবেন—ইহাই ভরসা।

সৎশিক্ষা প্রদর্শনীতে
আবাহনী

জগদ্-বন্ধু আচার্য্য-প্রবর
জীব-দুঃখ করিতে মোচন।
পতিতপাবন পতিতে তারিতে
করিয়াছেন কত আয়োজন॥
পাষণ্ডিগণে লণ্ডভণ্ড করি'
দিতেছেন তা'দের দণ্ড।
নিঃশব্দে সবে মাথা নোয়াইল
যত স্মার্ত্ত, নারকী, ভণ্ড॥
বিশ্ব ব্যাপিয়া অভ্র ভেদিয়া
নামের ধ্বনি উঠিছে গো।
ঐ দেখ সবে প্রদর্শনীর
আহ্বান-গীতি আসিছে গো॥
দেখ দেখ সবে গৌড়ীয়মঠে
প্রদর্শনী হ'তেছে আজি।
যাঁহার কৃপাতে দর্শন ঘটে
চলগো তাঁ'র চরণ পূজি॥
পূজিলে তাঁহার অভয়পদ
থাকে নাক আর শমন-ভয়।
কত আয়োজন করি'ছেন দেব
যাহাতে মোদের মঙ্গল হয়॥
নিখিল ভুবন ভরিয়া তাঁ'র
উঠিছে কতই জয়ধ্বনি।
তাঁ'র পরশে লোহ সোণা হয়
তিনি যে শুদ্ধ পরশমণি॥
শুন শুন নীর, খজ, স্থাবর
সকলে ছুটিয়া এসগো।
অনিত্য ধনে কেন আশা কর?
নাম-সুধা সবে পিও গো॥
যে-সুখ আশে অন্ধ হইয়া
ছুটেছ আকুল পরাণে।
নহে সে যে অপ্রাকৃত সুখ
(চল) লভি তাহা নাম-কীর্ত্তনে॥
চক্ষু কর্ণ সার্থক-হেতু
হ'তেছে আজ প্রদর্শনী।
বারে বারে (তাই) তাঁ'র নিজজন
দিতেছেন ঐ আবাহনী॥
এমনি মোরা ভাগ্যহীন-জন
দেখি সদা ভোগ-প্রদর্শনী।
সকলি মোদের হইবে মিথ্যা
যত আছি জড়, কর্ম্মী, জ্ঞানী॥
এমনি দয়াল প্রভু যে মোর
জীবের লাগিয়া কাঁদিছে।
প্রসারিয়া তাঁ'র মঙ্গল কর
শুধু করুণা বিতরিছে॥
ধন্য হইল ধরণী এবার
(তাঁর) শ্রীচরণ হৃদয়ে ধরি'।
পতিত রহিয়া কাঁদিছে ওগো
সুরেশ চন্দ্র 'অধিকারী॥

শ্রীনাম-মহিমা

(৪৮)

মিথ্যাজ্ঞাত্বা ততঃ সর্ব্বং
হরের্নাম পঠন্ জপন্।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো যাতি
বিষ্ণোঃ পরং পদং॥

—পদ্মপুরাণ উত্তর-খণ্ড ৪২ অধ্যায়

যিনি ভগবানের নাম জপ ও কীর্ত্তন করেন, তিনি দৃশ্যমান জগতের যাবতীয় পদার্থকে নশ্বর বলিয়া অবগত হন এবং সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করেন।

(৪৯)

মৎসঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নৃসিংহো বামন স্তথা।
রামোরামশ্চ কৃষ্ণশ্চ বুদ্ধঃ কল্কী ততঃ স্মৃতঃ॥
এতে দশাবতারাশ্চ পৃথিব্যাং পরিকীর্ত্তিতাঃ।
এতেষাং নামমাত্রেণ ব্রহ্মহা শুধ্যতে সদা॥

—পদ্মপুরাণ উত্তর-খণ্ড ৪২ অধ্যায়

মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, পরশুরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ এবং কল্কী—ইঁহারা পৃথিবীতে দশ অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত। ইঁহাদিগের নাম গ্রহণ করিবা-মাত্র ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তিও সর্ব্বদা শুদ্ধ হয়।

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। কৃষ্ণগুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত — ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র — ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রান্তগ্রন্থ — ১।৵০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) — ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) — ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব — ১৷৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য — ১৷৵০
৭। তত্ত্বরহস্য — ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) — ১৲
ঐ (আবাঁধা) — ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) — ২৲
ঐ (আবাঁধা) — ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) — ২৲
ঐ (আবাঁধা) — ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য — ॥০
১২। মুক্তিফলটিকা গুণগৌরবঃ সানুবাদ (মাধ্ব) — ২৲
১৩। বেদান্তরত্নের সানুবাদ (রামানুজীয়) — ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম — ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) — ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার — ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) — ॥৵০
ঐ (বাঁধা) — ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন — ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) — ১৷৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) — ॥০
ঐ (আবাঁধা) — ১৷৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা — ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) — ৶০
২৩। গীতমালা — ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য — ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড — ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৩ গৌরাব্দ) — ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ — ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ — ।০
২৯। শরণাগতি — ৴০
৩০। গীতাবলী — ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ — ১॥০
৩২। সাধনকণা — ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক — ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক — ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ — ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) — ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণা — ৶০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) — ॥০
ঐ (আবাঁধা) — ৷৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) — ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা — ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) — ১৲
ঐ (আবাঁধা) — ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ — ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ — ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় — ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী — ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) — ২৲
ঐ (আবাঁধা) — ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? — ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) — ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর — ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ — ৵০
৫২। মাধ্যবাণী — ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্দর্শনঃ — ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ — ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ — ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ — ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ — ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ — ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ — ॥০
৬০। নামভজন — ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ডস্ — ১৷৵০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু — ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ — ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং — ৴০
৬৫। দি ভাগবত — ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন — ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা — ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) — ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি — ॥০
৭০। সাধন পথ — ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু — ৴১০
৭২। গীতাবলী — ৴০
৭৩। শরণাগতি — ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি — ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া প্রকাশ

প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ — ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন — ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন — ঐ
৫। কাজীর সমাধিপাট — ঐ
৬। আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাসখালী, নদীয়া
৯। দ্বাদশগোপাল পাট কাহালগলি, চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটী, (বর্দ্ধমান)
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাযোড়া, রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু, হাওড়া
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ রুক্মিণী, বাসুদেব-পুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীকৃষ্ণপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রাজপেটা, মান্দ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভ্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ চটকপর্ব্বত, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভূমরকুণ্ড, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ আগস্ত্যকুণ্ড, কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পাঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	ঢাকা
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	চম্পহট্ট
৪। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিকেবল সাগর	কলিকাতা
৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	ঢাকা
৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	ঢাকা
১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মান্দ্রাজ
১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	পুরী

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম্ম

ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতীয়

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খান' /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠায় বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ॥০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও নষ্ট সত্ত্বের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৶০ আনা।

মিটিংএর নোটীশ বহি—১ খানা ॥০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ॥০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

[illegible]

[illegible]

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ॥৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭-৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-১৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০ ৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২০, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫-৩১	৯-৫	১২-১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩৭	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি-	৬-১৭	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

রাজেন্দ্র প্রসাদের মামলা

বাঁকীপুর জেলে সদর মহকুমা হাকিমের এজলাসে, ভারতীয় কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের মামলার বিচার হয়। ইনস্পেক্টর খাঁ সাহেব আবদুল ফের মল্লিক এবং দারোগা মুজিবর রহমন প্রমুখ বাদী পক্ষীয় ৫ জন সাক্ষীর জবান বন্দী গৃহীত হয়।

নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর কার্য্য তিনি নিয়ন্ত্রিত করেন কি-না জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন যে, ওয়ার্কিং কমিটীর এক প্রস্তাবানুসারে উহার যাবতীয় ক্ষমতা সভাপতি হিসাবে তাঁহার উপর ন্যস্ত করা হয় এবং তিনি ভারতে আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করেন।

সাহিত্যিকের আরোগ্য কামনায় উপাসনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের ছাত্রগণ এক সভায় সমবেত হইয়া প্রধান সাহিত্যিক শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রোগ মুক্তির কামনায় ভগবানের নিকট উপাসনা করিয়াছেন। ছাত্রগণের সাহিত্য গুরুর প্রতি সম্মানপ্রদর্শন ও ভালবাসা খুব প্রশংসনীয়।

ডাঃ সাফাৎ আহম্মদের বড়লাটকে আমন্ত্রণ

এলাহাবাদের ডাঃ সাফাৎ আহম্মদ খাঁকে ২৩শে জানুয়ারী তারিখে দিল্লীতে বড়লাট তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। ঐ সময় তাঁহাদের মধ্যে সম্মেলনের কার্য্য ও ভবিষ্যৎ কার্য্য-বিধি সম্পর্কে আলোচনা হইবে। খাঁ সাহেব একজন গোলটেবিলওয়ালা।

খানাতল্লাস

মাদ্রাজ হইতে সংবাদ পাওয়া গেল, পুলিস সহরের কতকগুলি ছাপাখানায় খানাতল্লাস করে। বিশ্বাস, কোন ছাপাখানায় অননুমোদিত পুস্তিকা ও কাগজপত্র ছাপা হয়; তাহার সূত্র আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে পুলিস এইরূপ খানাতল্লাস অনুষ্ঠান করে। আপত্তিজনক কিছু পাওয়া যায় নাই বলিয়া শুনা যাইতেছে।

আবিষ্কার

মিঃ পরমানন্দ আচার্য্য ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের রাজধানী বারীপাদা হইতে ১২ মাইল দূরবর্ত্তী হরিপুর গ্রামের একস্থানে মাটী খুঁড়িয়া এক প্রত্নতাত্বিক আবিষ্কার করিয়াছেন।

তিনি একটি মনোরম উদ্যান বাটিকার উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি এই স্থানে একটি প্রস্তর মূর্ত্তি ও একটি পিত্তল নির্ম্মিত গাড়ী পাইয়াছেন।

নির্ব্বাচন

হিটলারী দলের লোকেরা সাফল্য গর্ব্বিত হইয়াই রীষ্টাগ অধিবেশন স্থগিত রাখা বিষয়ে অস্বীকৃত হইতে পারেন এবং কম্যুনিষ্টদের সরকারের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিতে পারেন। ইহার ফলে ফেব্রুয়ারীর নির্ব্বাচন নষ্ট হইতে পারে

আলোয়ারে শান্তি

গোলযোগের স্থানগুলিতে আর নূতন কিছু ঘটে নাই। বৃটিশ ভারতের সৈন্যরা তাহাদের প্রাত্যহিক টহল চালাইতেছে।

আলোয়ার সরকারের ব্যবহারের জন্য একখানা এরোপ্লেন কিনিবার নিমিত্ত দরবার বোম্বায়ের কোন বড় ব্যবসায়ীর সহিত চিঠি লেখালিখি করিতেছেন।

পোতে অগ্নিকাণ্ড

নরওয়ের 'তোয়াঙ্গা' নামক অর্ণবপোতে আগুন লাগিয়াছিল। পোতখানি মোটরে চলে।

প্রথমে জাহাজখানির ডেকে আগুন ধরে, ক্রমশঃ সেই অগ্নি জাহাজের ভিতর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া যাত্রীদিগকে বিপদগ্রস্ত করিয়া তোলে। কোন রকমে যাত্রিগণ উদ্ধার পাইয়াছে বটে, কিন্তু জাহাজখানি অনেকটা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। জাহাজে আগুন লাগিলে জাহাজ উল্টাইয়া পড়িবার কথা, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহা হয় নাই। 'রিলিফ' পোত উপস্থিত হইয়া উহাকে রক্ষা করিয়াছে।

কব ও বার্ণেশের প্রত্যাবর্ত্তন

মিস্ কব এবং মিঃ বার্ণেশ নিউজিল্যাণ্ড এবং অষ্ট্রেলিয়া পরিভ্রমণ করিয়া শীঘ্রই ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। তাঁহারা বিমান পোতে যাত্রা করেন

সোভিয়েট কৃষকের সুবিধা

সোভিয়েটের একর প্রতি ট্যাক্সের চলন সত্ত্বেও হইলে চাষীদের জয় হইল বুঝিতে হইবে। অথচ ইহাতে নাকি বলশেভিক নীতিও রক্ষিত হইবে। চাষীরাও শস্য সংগ্রহ ব্যাপারে আপত্তি এই বলিয়া করিত যে, জমিতে যত আনাশস্য উৎপন্ন হইবে তদনুযায়ী সরকার এতদিন অংশ লইত। ইহাতে ভাল ফসল উৎপন্ন করিবার উৎসাহ থাকিত। সরকারী কর্ম্মচারী একবার শস্য সংগ্রহ করিয়া গিয়া অধিকতর সংগ্রহের জন্য পুনরায় ফিরিতেছে এই চিন্তাতেই কৃষককে অস্থির থাকিতে হইত। নূতন ব্যবস্থায় ট্যাক্স দিয়া যে শস্য বাঁচিবে তাহাতে চাষীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য পায় কুলাইয়াও যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তাহা লইয়া সে বাজারে বিক্রয় করিয়া আসিতে পারিবে।

শ্রমিকগণ কর্ত্তৃক মীরট মামলায় প্রতিবাদ

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামীগণের প্রতি কঠোর দণ্ডাদেশের প্রতিবাদে বোম্বায়ের শ্রমিকগণ কার্য্য বন্ধ করে। এই উপলক্ষে শ্রমিকগণ শোভাযাত্রা বাহির করে এবং কতিপয় সভাও হয়। কল অঞ্চলে বহু পুলিস মোতায়েন করা হয়।

খানাতল্লাস

যোধাট পুলিস শ্রীযুত বেনোয়ারীলাল রায়ের বাড়ী খানাতল্লাস করে। আপত্তিজনক কিছু পাওয়া যায় নাই এবং কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

উক্ত পুলিস কর্ম্মচারীরা অপর এক বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া কতকগুলি আপত্তিকর কাগজপত্র পাইয়া সেগুলি হস্তগত করে।

রুষ সম্রাটের দ্রব্য বিক্রয়

রুস জারদের স্মৃতিচিহ্ন নিলামে চড়িয়াছে। বার্লিন বাজারে এই সকল দ্রব্যের ক্রেতার বিশেষ ভিড় নাই। জিনিষের মধ্যে আংটি, ব্রচ ঘড়ী ইত্যাদি। জরোয়া অলঙ্কারগুলি নাম মাত্র দরে বিক্রীত হইয়াছে।

তুলার বাজার

আমেরিকার কংগ্রেস সস্তা ফার্ম্ম রিলিফ বিল পাশ করিয়াছেন সম্ভবতঃ ইহা সিনেট ও রাষ্ট্রপতি হুভারের সমর্থন পাইবে। কিন্তু মার্কিণের অনেক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মনে করিতেছেন যে, বিলটি আপত্তিজনক।

মুকুন্দলাল বাবুর আপীল

মাদ্রাজে এক আবেদন পত্র প্রচার সম্পর্কে শ্রীযুত মুকুন্দলাল সরকার ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৮ ধারার সহিত পঠিত উক্ত দণ্ডবিধির ১১৭ ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত হইয়া এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। মিঃ জষ্টিস বার্ণের এজলাসে উক্ত দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল দায়ের হয়। মাননীয় বিচারপতি ৫ শত টাকা করিয়া দুইটি জামিনে মোট এক হাজার টাকার মুচলেকায় আবদ্ধ করিয়া আসামীকে জামিনে খালাস দিবার আদেশ দেন।

ডাইরেক্টর গ্রেপ্তার

স্থানীয় ডাইরেক্টরের অভিযোগ অনুসারে দিল্লীর ইষ্ট ও ওয়েষ্ট কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিঃ সাইদী ও তাঁহার সহকারী হায়দ্রাবাদে গ্রেপ্তার হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। হায়দ্রাবাদের পুলিস ইনস্পেক্টর এই সম্পর্কে সম্প্রতি এখানে আগমন করিয়াছে। কর্পোরেশন আফিসে খানাতল্লাস করিবার জন্য ইনস্পেক্টর অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পুলের নিকট হইতে পরওয়ানা পাইয়াছে।

জার্ম্মাণী নির্ব্বাচন

জার্ম্মাণ চ্যান্সেলার ভন স্লিচারের উক্তিতে জার্ম্মাণীর নব নির্ব্বাচনের উল্লেখ নাই। বরঞ্চ তিনি বার্লিনের জনসভায় সে দিবস বলিয়াছেন, এখন নির্ব্বাচনের সম্ভাবনা নাই। 'রীচ' বা জার্ম্মাণ পার্লামেণ্ট যেমন আছে তেমনি থাকিবে।

নাজীরা কিন্তু নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইয়াছে। তাহাদিগকে বড় পদ প্রদান না করিলে তাহারা নির্ব্বাচন চাহিবেই। স্লিচার ইহাদিগকে হাত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু এখনও কৃতকার্য্য হন নাই। তবে চেষ্টার ত্রুটি নাই।

আলোয়ার

প্রফেসার হেরল্ড লাস্কী বলিয়াছেন যে, মহীশূর, কোচিন, ও বরোদা রাজ্য ব্যতীত ভারতের অপর সমস্ত স্বাধীন রাজ্যেই কুশাসন চলিতেছে। এই কুশাসনের তিনি তীব্র নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন যে, যদি বৃটিশ গ্যারাণ্টি না থাকিত তাহা হইলে কম রাজাই সিংহাসনের উপর আজ বসিয়া থাকিতে পারিতেন। তিনি বলিয়াছেন যে, স্বাধীন রাজ্যসমূহে যাহাতে সভ্যদেশের মৌলিক রাষ্ট্রতন্ত্রতাও রক্ষিত হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

ডেলি · শ্রীধাম নবদ্বীপ · দৈনিক · Reg No C 1544.

নদীয়া প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার · নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড | সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি | ২৬৭তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১০ই মাঘ সোমবার ১৩৩৯, ২৩শে জানুয়ারী ১৯৩৩

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে

প্রতি ইঞ্চি ১৲

প্রতি কলম ৬৲

অৰ্দ্ধ কলম ৩॥০

সিকি কলম ২৲

চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার

অগ্রিম দেয়

বার্ষিক ৯৲

ষান্মাসিক ৫৲

ত্রৈমাসিক ২৸০

মাসিক ১৲

নগদ সংখ্যা ৫

নানা কথা

ম্যাজিষ্ট্রেট নিহত

মাদ্রাজে পিচাণ্ড্যাকুটির প্রথম ম্যাজিষ্ট্রেট শঙ্করপ্পা নায়েককে দুই ব্যক্তি গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, কালুগুমালাইয়ের দারোগা তাঁহাকে ডাকিতেছে বলিয়া দুই ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া যায়। তাহাদের কথামত ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ দুই ব্যক্তির সহিত গমন করেন। কিন্তু প্রকাশ যে, তিনি তাহাদের সহিত কিছুদূর গমন করিলে ম্যাজিষ্ট্রেটকে গুলী করিয়া নিহত করা হয়।

প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে দ্বীপান্তর

গত ২৩শে আগষ্ট তারিখে ব্রহ্মের থায়েটমিয়োর স্পেশাল জজ এন, জি, এ, সেচুর প্রাক্তন ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১ ধারা অনুযায়ী প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। সপারিষদ গভর্ণর তাহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা মকুব করিয়া উহা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন।

চীন-জাপান সমস্যা

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট মিঃ হুভার এবং প্রজাতন্ত্রানুরাগী দলপতিদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মিঃ রুজভেল্ট ওয়াশিংটন আসিবেন। চীন-জাপান সমস্যার শেষ সমাধানই এই সাক্ষাতের মূল কারণ। সমর ঋণ, অস্ত্র সঙ্কোচ এবং অর্থনৈতিক বিল ব্যাপারের সমস্যার ন্যায় চীন-জাপান বিবাদও এখন আন্তর্জ্জাতিক সমাধানের বিষয়ীভূত হইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গে এই প্রথম

অদ্বিতীয় ! অদৃষ্টপূর্ব্ব !! কল্পনাতীত !!!

ঢাকার পুরাণাপল্টনের মাঠে

বিরাট্ সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী

গত ২২শে পৌষ, ৬ই জানুয়ারী হইতে আরম্ভ হইয়াছে

২৭শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত থাকিবে

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকেরই পরম শিক্ষাপ্রদ

সকলের যোগদান প্রার্থনীয়

আসুন ! এই পরম সুযোগ গ্রহণ করুন

মহিলাদের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত আছে।

পর্ব্বতে সৈন্যদলের মৃতদেহ

টাকুশান পর্ব্বতের উপর জাপানী স্কাউটগণ ৩৮০ জন চীনা সৈন্যের মৃতদেহ আবিষ্কার করিয়াছে। বিগত ডিসেম্বর মাসে চীনা সৈন্যগণ জাপানী সৈন্যের তাড়নায় উক্ত পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং অত্যন্ত শীতের মধ্যে এতকাল আত্মরক্ষা করে। অতঃপর চীনা সৈন্যদের কার্য্যকারিতা থামিয়া যায়, জাপানী সৈন্যগণ ইহার কারণ বুঝিতে অসমর্থ হয়। অবশেষে জাপানীরা অনুসন্ধান করিয়া করিয়া প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারে।

ইতোমধ্যে উত্তর পূর্ব্ব চীন অভিমুখে চীনা সৈন্যগণ এখনও অগ্রসর হইতেছে। দেশের সর্ব্বত্র সংবাদপত্রগুলিতে লীগ অব নেশনের অকর্ম্মণ্যতার সমালোচনা চলিতেছে।

ব্যবসায়ীদের প্রতিশ্রুতি

বোম্বাইয়ের পুলিশ কমিশনার বিশেষ শক্তি অর্ডিনান্স অনুযায়ী ভবিষ্যতে ব্যবসায়ের দোকান নির্দ্দিষ্ট সময়ে দোকান খোলা রাখিতে হইবে এইরূপ আদেশ জারী করিতে যাইতেছেন শুনিয়া বোম্বাইয়ের রেশম ব্যবসায়ীদের এক প্রতিনিধিদল পুলিশ কমিশনারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভবিষ্যতে তাঁহাদের দোকান আর বন্ধ রাখিবেন না বলিয়া লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছেন। কংগ্রেস কর্ত্তৃক দোকান পিকেটিংয়ের [illegible] বোমানজী মাষ্টার লেনের রেশম ব্যবসায়ীরা দোকান বন্ধ রাখার ফলে পুলিস কমিশনার উক্তরূপ ব্যবস্থার আয়োজন করিতেছিলেন। ইহার পর কোন গোলযোগ হয় নাই।

মিঃ বেঙ্কটম রামানীর আমন্ত্রণ

মিঃ কে, এস, বেঙ্কট রামানী বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট ছাত্রদিগের নিকট বক্তৃতা প্রদান করিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছেন।

সরকারী গুদামে স্বেচ্ছাসেবক

জব্বলপুরে বিভিন্ন জেলার বহুসংখ্যক কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক সরকারী গুদামে হানা দিবার চেষ্টা করিতেছে। ৫ জন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে একজন মহিলাও আছেন। এই সমস্ত স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকা শোভাযাত্রা সহকারে সরকারী গুদামের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন।

রুইকরের প্রায়োপবেশন

অদ্য শ্রীযুত রুইকরের প্রায়োপবেশনের অষ্টম দিবস।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ই মাঘ, সোমবার ১৩৩৯

সিনেমা-প্রিয়তা বর্ত্তমান জগতের বিশেষত্ব। আমেরিকা এবং ইংলণ্ডে থিয়েটারগুলি উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। ভারতেও সিনেমার বহুল প্রচার হইতেছে। কলিকাতায় আজ রাস্তায় রাস্তায় সিনেমা এবং প্রতি সিনেমায় সহস্র সহস্র দর্শক।

গবর্ণমেণ্ট গান্ধিজীর জীবন ও আন্দোলন সংক্রান্ত কতকগুলি ফিল্ম প্রদর্শন নিষেধ করিয়াছেন। সরকার বাহাদুরের ভয়, পাছে এই সমস্ত দর্শন করিয়া লোকের মনে বিপ্লববাদ জাগিয়া উঠে। কিন্তু বিভিন্ন রকমের চুরি, ডাকাতি, স্ত্রীহরণ-সংক্রান্ত ছবিগুলি দেখানতে লোকের মনে কি ভাব উদয় হইতে পারে, তাহা কর্ত্তৃপক্ষের চিন্তনীয় বিষয় কি না বিবেচ্য।

বর্ত্তমানে ভারতে যে সমস্ত মোটর-ডাকাতি প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহার কারণ ঐ শ্রেণীর ফিল্ম প্রদর্শন কি না কে বলিতে পারে? এই সবে লোকে কত টাকা খরচ করে তাহার ইয়ত্তা নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহের ফী বৃদ্ধির সময় যখন বলা হয় যে, দরিদ্র-দেশে এত বেশী ফী হওয়া উচিত নয়, তখন তাৎকালীন ভাইসচ্যান্সেলার স্পষ্টই বলেন যে দেশের লোক এত টাকা ফিল্মে ব্যয় করে, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় কি কিছুই দাবী করিতে পারে না?

আলোয়ার-বিদ্রোহ-সম্বন্ধে সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে ভয়ানক মতানৈক্য চলিতেছে। তবে এক বিষয়ে সকলেই এক মত; সকলেই স্বীকার করেন যে, প্রকৃত ঘটনা রহস্যাবৃত। একপক্ষ বলেন যে, আলোয়ারে বিদ্রোহ মোটেই হয় নাই; একটা জনগত আন্দোলন মাত্র হয়। নিরক্ষর কৃষিজিবী মেও গ্রামবাসীদের সম্প্রদায়েতে দলবদ্ধরা সভানেতৃত্ব করিয়াছিল এবং আন্দোলন চালাইয়া একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিল। ইহারা বৃটিশ ভারতের আন্দোলকদিগের ন্যায় নহে। কিছু অশান্তি হয় বটে; কিন্তু ভারতীয় দলের পত্রগুলা নিরীহ মেওদের বিপক্ষে অনেক মিথ্যা রটাইতেছে। জাতীয়-দল-পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি বলে যে, মেও-বিদ্রোহের মূলে মুসলমান নেতারা আছে। কলিকাতার এক সহযোগী ইহার উত্তরে বলেন যে, জাতীয় দলের পত্রগুলা এতটা মিথ্যা রটাইয়াছিল কি না, জানা নাই, তবে তাহারা বলিয়াছিল যে, মেও বন্দীরাই বলিয়াছে যে, ব্যবস্থাপক সভার একজন সদস্য মুসলমান মেওদিগকে উত্তেজিত করেন এবং তিনি স্বয়ং মুসলমান এই কথার প্রতিবাদ এপর্য্যন্ত কেহ করে নাই।

পৃথিবীতে মজুত স্বর্ণ একত্রিত হইতেছে, তাহার ফলে জগতের প্রায় সর্ব্বত্রই অর্থাভাব এবং তাহার অনুপাতে বেকারভাব দূর হইতেছে এবং মৃত্যুর হারও কমিতেছে। অনেকে অনুমান করিতেছেন যে, এই সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ আছে। অর্থের প্রাচুর্য্যে অসংযমের প্রাচুর্য্য হয়, কর্ম্মের হাস। অবসরের অল্পতা হয় এবং তজ্জন্য ভ্রমণ এবং নির্ম্মল বায়ু উপভোগ কমিয়া যায় চাঞ্চল্য এবং বিলাসও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; সুতরাং রোগের আক্রমণ বৃদ্ধি পায়। অর্থের অপ্রাচুর্য্যহেতু লোক বিলাসিতা করিতে পায় না। এখন 'আঙ্গুর ফলের আস্বাদন খারাপ' বলা ছাড়া আমাদের উপায় কি? তবে সমস্ত জিনিসেরই দুই দিক আছে। দারিদ্র্য যে সুফল প্রসব করে না, একথা বলা যায় না। তবে এরূপ বৈরাগ্যের বিশেষ মূল্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। পাই না, তাই খাই না এরূপ মনোভাবকে বিশেষ উচ্চস্থান দেওয়া হয় না।

১৯৩১ সালের লোক-গণনার যে বিবৃতি বাহির হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, ভারতে লোকসংখ্যা শতকরা দশজন এবং শিক্ষিতের সংখ্যা সাড়ে পনরজন বাড়িয়াছে। ইহাতে উল্লাসের কিছুই নাই। শতকরা সাড়ে পনরজন পুরুষ এবং তিনজন স্ত্রীলোক নাম সহি করিতে পারে, আড়াই জন পুরুষ ইংরাজী লিখিতে ও পড়িতে পারে এবং ঐরূপ স্ত্রীলোকের সংখ্যা হাজারে তিনজন মাত্র। প্রায় দুই শত বৎসর ইংরাজ রাজত্বের পর যদি ভারতে শিক্ষার অবস্থা এই হয়, তাহা হইলে ভারতের ভবিষ্যৎ স্থান কোথায় তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন।

চীন ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধ মিটাইবার চেষ্টা চলিতেছে, এবং প্রস্তাবের খসড়া প্রস্তুত হইয়া তাহার সংশোধন এবং তৎসম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক চলিতেছে।

মালব্যজীর মতে অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন এবং মন্দির-প্রবেশ-সমস্যা সম্বন্ধে সনাতনী এবং সংস্কারেচ্ছুগণের মধ্যে একমত হওয়া অসম্ভব নহে। ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া এবং ভারতের বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শাস্ত্রের আজ্ঞানুযায়ী যে কোন মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায়, তাহাই মঙ্গলজনক হইবার সম্ভাবনা।

মীমাংসার পরিপন্থী এমন একটী দল আছে যাহা গান্ধিজীর নাম করিয়া তাঁহার উপদেশের বিপরীত কার্য্য করে এবং আর একটী দল আছে যাহা সনাতন ধর্ম্মের দোহাই দিয়া সর্ব্ব বিষয়েই ধর্ম্মান্ধতার পরিচয় দেয়। এই সমস্ত লোক পরমতাসহিষ্ণু এবং স্বমত-বিহীন অর্থাৎ তাহারা একটা মতের নাম করিলেও কোন মতেরই সার গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে না।

বর্ত্তমানে রক্ষণশীল এবং সংস্কারকামী এই উভয় দলের লোকই স্বীকার করিতেছেন যে, উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা যে সকল দেবতার পূজা করিয়া থাকেন হিন্দু সমাজের অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর লোক যদি সেই সকল দেব দর্শন করিয়া আপনাদিগের পবিত্রতাসাধন এবং উন্নতি বিধান করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে তাহা করিবার অবকাশ দেওয়া কর্ত্তব্য। বঙ্গদেশে সকল জাতির লোকই মন্দিরের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া দেব দর্শন করে। তাহাতে কেহ কখনও আপত্তি করে না।

বৃন্দাবনের সমস্ত মন্দির প্রাঙ্গণেই সমস্ত জাতির লোক যাইতে পারে; তাহাতে কোন প্রকার বাধা নাই। তবে ভাঙ্গি প্রভৃতি কোন কোন নিম্ন শ্রেণীর লোক অঙ্গন পর্য্যন্ত যাইতে পারে। খিড়াকর দরজা দিয়াই তাহারা সাধারণতঃ প্রবেশ করে। তাহারা মন্দিরের উপরে যাইবার অধিকারী নহে। রাধারমণ মন্দিরে কোন কারণ বশতঃ পার্শ্বস্থ গবাক্ষ দ্বার দিয়া ভাঙ্গি প্রভৃতি নিম্নজাতির লোকদিগকে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করাইবার অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়।

বৃন্দাবনের ছত্রসমূহে সর্ব্বজাতীয় লোকই এক পংক্তিতে বসিয়া মহাপ্রসাদ সম্মান করে।

লর্ড স্যাঙ্কি বলেন, 'বর্ত্তমান পার্লামেণ্টের অবস্থিতিকালেই পার্লামেণ্টের বিধিবদ্ধ আইন-পুস্তকে নূতন ভারতীয় আইন বিধিবদ্ধ হইবে। এই নূতন আইনের সর্ত্তানুসারে ভারতের উচ্চাশার সমাধান হইবে।'

কেন্দ্রীয় সরকারে দায়িত্ব এবং অধিকার না থাকিলে ভারতবাসী কি উপকার পাইবে তাহা বলা যায় না। লর্ড স্যাঙ্কি বাবন-কবণ, বড়লাট সাহেবের বিশেষ ক্ষমতা এবং ইংলণ্ডের সহিত ভারতের অর্থনৈতিক ব্যাপারে প্রস্তাবিত সম্পর্কও পছন্দ করেন না, এবং ভারতের কোন দলই এ সমস্ত বিষয়ে সম্মতি দান করেন না। সুতরাং ভারতের উচ্চাশার সমাধান হইবার আশাও সুদূরপরাহত।

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় একমাত্র গবর্ণমেণ্টের পক্ষে মোকর্দ্দমা চালাইতে ষোল লক্ষ টাকা খরচ লাগিয়াছে। চারি বৎসর যাবৎ মোকর্দ্দমা চলিয়াছে এবং একমাত্র রায় লিখিতে পাঁচমাস লাগিয়াছে। ছাপান কাগজের ৬৭৬ পৃষ্ঠায় রায় বাহির হইয়াছে।

তৃতীয় অন্তর্জ্জাতিকের দ্বারা নিখিল বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করার প্রচেষ্টাই এই মোকর্দ্দমার প্রকৃত কারণ।

অনেক স্থানে আসামীদের প্রতি সহানুভূতিসূচক শোভাযাত্রা, সভা প্রভৃতির অনুষ্ঠান হইয়েছে এবং কোন কোন সংবাদপত্র বিচারের প্রশংসা করিতে পারিতেছেন না। জুরির সাহায্যে বিচার না হইয়া এসেসার কর্ত্তৃক মত প্রকাশ হওয়ায় অসন্তোষের কারণ হইয়াছে।

শুনা যাইতেছে যে, আলবার রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে এবং যাহাতে পুনরায় বিদ্রোহ উদ্ভূত না হয়, সে জন্য ব্যবস্থা হইতেছে। এই বিদ্রোহ লইয়া বৃটিশ ভারতে অশান্তির সৃষ্টি হইলে অবস্থা খারাপ দাঁড়াইবে। আজকাল একটা খুব খারাপ লক্ষণ দেখা যায় যে, যেখানেই কোন গোলযোগ হয়, সেখানেই উহা সাম্প্রদায়িক বিবাদের আকার ধারণ করে। সম্প্রদায়সমূহের নেতৃবর্গের এ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া আবশ্যক।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-শ্রীমায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ. } ১২ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৬ ১০ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২৩শে জানুয়ারী ইং ১৯৩৩ সোমবার } ২৬৯তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১৮ই জানুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ অনাথবন্ধু গুহ মহোদয়দ্বয় প্রদর্শনী দেখিয়া এবং শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া খুব প্রশংসা করিয়াছেন এবং সপরিবারে পুনরায় আসিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলেছেন—"কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্যামি-রূপে শিখায় আপনে॥" ঐরূপ কৃপাপ্রাপ্ত ঢাকা-সহরের সৌভাগ্যবন্ত ব্যক্তিগণ শ্রীবলদেবাভিন্ন জগদ্‌গুরু আচার্য্যবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া বৈকুণ্ঠ-জগতের বার্ত্তা শ্রবণ-মানসে তৎপাদপদ্মে ২৯।১২।৩২ তারিখে বৈকালে সমবেত হইয়াছিলেন।

ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটীর ইঞ্জিনিয়ার পরমভাগবত শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দাস, বি-ই মহাশয় বহুদিন হইতে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচার্য্য-বিষয়ে আকৃষ্ট; তিনি শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সেবা-কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্যকারী এবং বর্ত্তমানে যে প্রদর্শনী হইতেছে, সেই প্রদর্শনীতে পানীয় জল, পায়খানা, বৈদ্যুতিক আলোক প্রভৃতি সরবরাহ-কল্পে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের সন্তোষ বিধান করিতেছেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি প্রায় প্রত্যহই শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকীর্ত্তন শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহার শিক্ষিত বন্ধুবর্গের নিকট জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া প্রভুপাদপদ্মে আসিতেছেন।

গত ২৭।১২।৩২ তারিখে অশ্বিনীবাবুর সনির্ব্বন্ধানুরোধে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ তাঁহার বাটীতে যাইয়া অপরাহ্ণে প্রায় ২ ঘটিকা কাল শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন করেন। অশ্বিনীবাবুর বাড়ীটী শিক্ষিত ভদ্রপল্লীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত থাকায় স্থানীয় প্রায় দুই শত পুরুষ ও মহিলা তথায় সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের পাঠ শ্রবণ করিয়া সমাগত সকলেই পরমানন্দিত হইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের ঢাকা-শুভবিজয়ের পূর্ব্বেও একদিন শ্রীপাদ নেমি মহারাজ অশ্বিনীবাবুর বাটীতে ভাগবত পাঠ করিয়াছিলেন। অশ্বিনীবাবুর শুদ্ধভক্তির কথা শ্রবণে আগ্রহ বিশেষ প্রশংসনীয়।

গত ২৯শে ডিসেম্বর ঢাকা জজকোর্টের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত উকীল, ইন্‌স্‌পেক্টার-অফ্-স্কুল প্রভৃতি বহু ব্যক্তি প্রভুপাদপদ্মে আসিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদিগের নিকট আধ্যক্ষিকগণের বিচারে পরোপকার ও শ্রীচৈতন্যদেবের বিচারে তথা শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারে যে সুবিস্তৃত পরোপকারের কথা আছে, তাহার পার্থক্য এবং শেষ প্রকার সুবিস্তৃত পরোপকারিতার উৎকর্ষতা-সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। সেই সকল অমৃতনিষ্যন্দিনী বাণীর মর্ম্ম ৪র্থ পৃষ্ঠায় "আচার্য্যের উপদেশামৃত-শীর্ষক" সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।

সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীতে কি দেখিলাম

গত কল্য সৎ-শিক্ষা প্রদর্শনী দেখিলাম। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত দেখিলাম। প্রদর্শনী ক্ষেত্রটী অমরাবতীর ন্যায় বিদ্যুৎ-মালায় সুসজ্জিত করা হইয়াছে, প্রবেশ করিয়াই আনন্দে অভিভূত হইয়া গেল। ধন্য সেই মহাপুরুষ, যিনি এই বিরাট্ প্রদর্শনীর পরিকল্পনা করিয়াছেন! পুতুলের মধ্য দিয়া সৎ-শিক্ষা প্রদানের কি সুন্দর চিত্তাকর্ষক মহাশিক্ষাপ্রদ ব্যাপার! সমস্ত ব্যাপারটী বুঝাইয়া দিবার জন্য কতিপয় শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন; তাঁহারা অতি সুন্দরভাবে চিত্রগুলি দর্শকদিগকে বুঝাইয়া দিতেছেন। ভক্তবীর প্রহ্লাদকে ভগবান্ কিরূপে সাগর, পর্ব্বত ও হস্তি-পদতল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, সেই চিত্রগুলি বড়ই সুন্দররূপে দেখান হইয়াছে। ইহা ব্যতীত মহাভারতের শিক্ষাপ্রদ বহু চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। কোন কোন চিত্রের ভাব এত গভীর যে, সাধারণ লোক সহজে বুঝিতে পারে না; কিন্তু গৌড়ীয় মঠের মহাত্মগণ বিশদভাবে সেই সকল পারমার্থিক গূঢ় তত্ত্বসমূহ অতি সহজ ও সরল ভাষায় বুঝাইয়া দিয়া ও তৎসঙ্গে উপদেশ প্রদান করিয়া দর্শকবৃন্দের মহাকল্যাণ করিতেছেন। সমগ্র ধর্ম্মশাস্ত্র মন্থন করিয়া মানব-সমাজের কল্যাণার্থ উপদেশাত্মক চিত্র সহ এই বিরাট্ অভিনব প্রদর্শনী জড়বদ্ধ মানবের অশেষ মঙ্গল সাধন করিবে, একথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। এইরূপ প্রদর্শনী এই যুগে নূতন বলিতে হইবে। কাজেই যাঁহার মস্তিষ্ক হইতে ইহা প্রসূত হইয়াছে, তিনি একজন মহাপুরুষ। সমুদ্র-মন্থন, গুরু-কর্ণধারযুক্ত চলন্ত নৌকা ও কর্ণধারবিহীন নৌকার গতি, চলন্ত সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, মৌমাছির ঝাঁক, অগ্নি-মধ্যে প্রহ্লাদ, হনুমানের লঙ্কাদগ্ধ প্রভৃতি প্রদর্শনী বাস্তবিকই শিক্ষাপ্রদ। যাঁহাদের আপ্রাণ চেষ্টা ক্লেশহীন অধ্যবসায়, প্রভূতপাত পরিশ্রম ও জীবের প্রকৃত-কল্যাণ-সাধনার্থ ঐকান্তিক ইচ্ছা এই প্রদর্শনীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাঁহারা মানবের প্রকৃত বন্ধু, তাঁহাদের এই শিক্ষাপ্রদ কার্য্যাবলী অনেকেরই জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইবে এবং মানবের জড়ীয় ভাব দূরীকরণে সাহায্য করিবে। এই প্রদর্শনীর দ্বারা যদি একটী লোকও ভগবদুন্মুখ হয় ও সমাজে ধর্ম্মের নামে যে ব্যভিচার চলিতেছে, তাহার অবসান হয় এবং সংসার-তাপদগ্ধ মানব-হৃদয়ে স্থায়ী আনন্দ লাভ করে, তবে প্রভুপাদের ঢাকায় আসিয়া এই মহা সৎশিক্ষাপ্রদ প্রদর্শনী খোলা সার্থক হইবে। আমরা আবালবৃদ্ধবনিতাকে এই প্রদর্শনী দেখিয়া হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিতে অনুরোধ করিতেছি। যাহাদের কল্যাণের জন্য ইহা খোলা হইয়াছে, তাহারা পারমার্থিক উপকার লাভ করিলে বাস্তবিকই এত অর্থ-ব্যয় ও পরিশ্রম সার্থক হইবে এবং প্রভুপাদের ঢাকায় পদার্পণ সফল হইবে। ঢাকাবাসী ভগবদুন্মুখী হইতেছেন, এই ভাব দেখিলে প্রভুপাদ হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ পাইবেন। —স্বায়ত্ত-শাসন ১লা মাঘ, ১৩৩৯

সেই সে পরম বন্ধু সেই পিতামাতা। শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২ মাধব, অব্যয় সরণি, সঙ্কর্ষণ

আচার্য্যের উপদেশামৃত

সজ্জন-সমাজ, আপনারা শিক্ষিত ব্যক্তি; আপনারা কি ইচ্ছা করেন না যে মানুষের রোগটা নির্ম্মূল হ'য়ে যায়? যদি রোগের মূল বিনষ্ট না হয় অর্থাৎ যদি নিদান ধ'রে চিকিৎসা না হয়, তা' হ'লে রোগটাকে নানা চাপা দিয়ে ক'দিন রাখ্‌তে পারা যাবে? অথবা তা'তে সুবিধাই বা কি হ'বে? আমরা যা বিনাঃ যে পরোপকারের পক্ষপাতী এবং যা'র জন্য আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত ক'রে থাকি, সেই উপকারটা ক'বে মানুষের কতক্ষণ সুবি। ক'রে দিতে পারা যায়? সমাজ-সেবাই বলুন, দরিদ্র-নিবারণই বলুন—এর দ্বারা প্রাপ্ত সুবিধা ক'দিন স্থায়ী হয়? মানুষ যে-রোগের জন্য ত্রিতাপ-রোগে ক্‌ পাচ্ছে, সেই রোগের মূলটা নষ্ট কর্‌বার কোন চেষ্টা ঐ পরোপকারের ভেতর আছে কি? যদি তা' না থাকে, তবে রোগ ত' ছাড়্‌বে না, আবার দেখা দেবে।

এই প্রকার পরোপকারের কথাটা ভূয়োভূয়ঃ বল্‌বার দরকার হচ্ছে এই জন্যে যে, আমাদের শিক্ষিত সমাজের মস্তিষ্ক এই প্রকার কার্য্যের জন্য আলোড়িত হচ্ছে; ইহাপেক্ষা যে আর কোন বিস্তৃত পরোপকার থাক্‌তে পারে, এটা তাঁ'দের বিচার্য্য বিষয় হ'চ্ছে না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যে পরোপকারের কথা ব'লেছেন, তাহা বিকলাঙ্গ-পরোপকার (Crippled sense of altruism) নহে। তিনি ব'লেছেন,—

"ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জীবন সার্থক করি' কর পর-উপকার॥"

এই পয়ারে যে 'পর' শব্দ ব্যবহৃত হ'য়েছে, সেই 'পর' বল্‌তে 'অন্যের' নহে, কিন্তু 'পর' বল্‌তে 'শ্রেষ্ঠ' অর্থ লক্ষ্য কর্‌ছে। আধ্যক্ষিকগণের বিচারে যত প্রকার উপকার হ'চ্ছে বা হ'তে পারে, সেই সমস্ত উপকারের উপর শ্রেষ্ঠতম উপকার যাহা, তাহাই চৈতন্যদেবের বিচারে পর-উপকার। সেই পর-উপকারটী হচ্ছে এই অচেতন জৈবজগৎকে চেতনের ধর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করা, তাঁ'দের স্বরূপের অভিজ্ঞান প্রদান করা, ভক্তিরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করা। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দাসানুদাস-সূত্রে এইটিই শ্রীগৌড়ীয়মঠের আবশ্যকীয় কার্য্য হচ্ছে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী—হে বহির্ম্মুখ জীববৃন্দ, কৃষ্ণসেবোন্মুখ হ'য়ে নিত্য-স্বদেশে গমন কর। (Back to God and back to Home is the message of the Gaudiya Math.)

আমরা মনুষ্য-জন্ম লাভ ক'রেছি—এটা খুবই সৌভাগ্য। মানবের মধ্যে যে ভাষা আছে, সে রকম শব্দ-জ্ঞান অন্য কোন জন্তুর নাই। কিন্তু এই ভাষাটা পরিবর্ত্তনশীল অপর চারিটী ইন্দ্রিয়ের অধীনে সৃষ্টি হ'য়েছে। জড়জগতের কোন রকম শব্দ আমাদের কর্ণে প্রবেশ কর্‌লেই, চক্ষু নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্‌—এই চারটী জ্ঞানেন্দ্রিয় তাহা পরীক্ষা ক'রে নেয়। অ-জ্ঞানবাদী ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞান লাভ করে।

ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী, সান্‌কী ও পুষ্করসাদী—এই চারি প্রকার ভাষাই জড়জগতে প্রচলিত। এই চারিটী ভাষার অন্তর্গত যত শব্দ আছে, সেই সমস্ত শব্দের সহিত শব্দীর অর্থাৎ শব্দের উদ্দিষ্ট বস্তুর ভেদ আছে। যেমন 'রস'শব্দ অন্য কোন ভাষায় তাবৎ বিষয় উদ্দিষ্ট হয় না। শব্দের অজ্ঞরূঢ়ি-বৃত্তিতে যে ভাব প্রকাশ করে, তাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য; বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তিতে সে-রকম ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নয়, তাহা ভগবান্নিদেশক।

যে শব্দগুলো ভূতাকাশে বিলীন হ'য়ে যায়, তা'তে শব্দ ও শব্দীতে ভেদাভেদ দেখা যায় এবং তাহারা জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারা পরীক্ষা যোগ্য। অবিদ্বদ্রূঢ়ি আশ্রয় ক'রে যেসব শাস্ত্র লিখিত হ'য়েছে, সেই সব শাস্ত্র-জ্ঞান নিয়ে ভাগবত বুঝ্‌তে পারা যাবে না। আমরা যা'কে মন্ত্র বলি, সে'টা অপ্রাকৃত শব্দ—প্রাকৃত জড় শব্দ নহে। সেই মন্ত্র ও তদুদ্দিষ্ট বস্তুতে ভেদ নাই। মনন-ধর্ম্ম হ'তে যিনি আমাদিগকে পরিত্রাণ করেন, তিনিই মন্ত্রের স্বরূপ। মনের ধর্ম্ম হচ্ছে, সঙ্কল্প-বিকল্প—ভাঙ্গা ও গড়া। সেই শব্দটাকে বৈকুণ্ঠ-শব্দ বা Transcendental Sound বলা হয়।

মেপে নেওয়া ধর্ম্ম যেখানে নাই, সেই সেই শব্দই বৈকুণ্ঠ-শব্দ। এই বৈকুণ্ঠ-শব্দ আমাদের কাণে প্রবেশ ক'রে আমাদের কর্ণবেধ-সংস্কার করিয়ে দিয়ে সমস্ত কর্ণমল পরিষ্কার ক'রে দেন। এই বৈকুণ্ঠ-শব্দ অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের পরীক্ষা-যোগ্য নয়। বৈকুণ্ঠ-শব্দ সাধারণ শব্দের মত নয়; বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তির শব্দে এমন শক্তি (Potency) আছে, যাহা চক্ষু প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়সকলকে নিয়মিত (Regulate) কর্‌তে সমর্থ; ঐ শব্দটা অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরীক্ষিত হ'বার বিষয় (challengeable) নয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবত ব'লেছেন, 'বৈকুণ্ঠ-নাম-গ্রহণং অশেষাঘহরং বিদুঃ।'

"নিখিল-শ্রুতিমৌলি-রত্নমালা-দ্যুতি-নিরাজিত-পাদ-পঙ্কজান্ত। অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥"—শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর এই শ্লোকটী আমাদের আদরণীয় হওয়া উচিত। আমি বৈকুণ্ঠ-নাম সম্যগ্‌রূপে আশ্রয় কর্‌ব, যে হরিনাম মুক্তকুলের উপাস্য। বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তিতে পূর্ণ আস্থা (full reliance) আমার আছে। হরিনাম প্রভু স্বয়ং হরি অপেক্ষা অধিক শক্তিযুক্ত; অপর চা'র প্রকার ইন্দ্রিয়বৃত্তি গ্রহণ কর্‌ছে না যে শব্দ, সেই শব্দটার নাম হচ্ছে বৈকুণ্ঠ-শব্দ।

হরিনাম-শব্দটী কর্ত্তা নিয়ামকারী, সেই শব্দ যখন কর্ণে প্রবেশ করেন, তখন তিনি তাঁহার পরিকর বৈশিষ্ট্যের সহিত একসঙ্গে প্রবিষ্ট হ'ন। সেইরূপ শব্দ হরিনাম, যাহা হরি হইতে অভিন্ন। সেই নাম-প্রভুকে আমরা সম্যগ্‌রূপে আশ্রয় কর্‌ব। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু আর অন্যস্থানে বলেছেন, "নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রস-বিগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥"

গৃহব্রত ব্যক্তিগণ আধ্যক্ষিক জ্ঞানে পরিপুষ্ট থাকায় তাহাদের বৈকুণ্ঠ শব্দ-শ্রবণে অরুচি আছে। অসংযুক্ত মানব বৈকুণ্ঠ-শব্দ শুন্‌বার যোগ্যতা লাভ কর্‌তে পারে না। বৈকুণ্ঠ-শব্দ না শুন্‌বার দরুণ তা'দের কর্ণমল ও বিষয়মল দূরীভূত হয় না। অধোক্ষজ বস্তু মানব-জ্ঞানের অধিগম্য হ'ন না। অধোক্ষজ ভগবানের কথা ভাগবত বর্ণন ক'রেছেন। যাঁ'রা আধ্যক্ষিক হ'য়ে তাঁ'কে অক্ষজ ব'লে বিচার কর্‌ছেন, তাঁ'রা ভাগবত বুঝ্‌তে পার্‌বেন না।

"সর্ব্বে মনোনিগ্রহলক্ষণান্তাঃ"—এই বিচারে সর্ব্বপ্রথম মনোধর্ম্মকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ক'রে ফেল্‌তে হ'বে। মনোধর্ম্মে লব্ধ যে জ্ঞান, তাহা বৈকুণ্ঠরাজ্যের কোন অংশ মাপ্‌তে পারে না। মনোধর্ম্মীর জ্ঞানটা খুব সীমাবদ্ধ; উহা মেপে-নেওয়া-ধর্ম্মকে অতিক্রম ক'রে যেতে পারে না। ঐরূপ মেপে নেওয়া-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে মানুষের বিচারটা হ'য়েছে—"লিখিব পড়িব মরিব দুঃখে। মৎস্য ধরিব খাইব সুখে॥"

মানুষ শাস্ত্রের গুহ্য উদ্দেশ্য বুঝ্‌তে না পেরে মহা জঞ্জাল এনে ফেলে। মানুষ মনে করে, স্ত্রীলোক যখন সৃষ্ট হ'য়েছে, তখন পুরুষেরই ভোগের জন্য। 'ভগবান্‌ যখন Canine-teeth (উভয় পাটীতে সমেত ৮টী; মধ্যের ৪টী দাঁতের উভয় পার্শ্বে প্রত্যেক পাটীতে ২টী) দিয়েছেন, তখন মৎস্য মাংস খা'বার জন্যই দিয়েছেন।'—ইন্দ্রিয়তর্পণে নিরত ব্যক্তিগণের ঐরূপ ধারণাই স্বাভাবিক। শাস্ত্রে যখন স্ত্রী সঙ্গ, মৎস্য-মাংস-ভক্ষণে ও সুরাপান-বিষয়ে বিধি আছে, তবে আর আপত্তি কি? কিন্তু বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গ, যজ্ঞীয় আমিষের ভক্ষণ এবং যজ্ঞে সুরাপান প্রভৃতির যে নিয়ম শাস্ত্রে দেখা যায়, তাহা জীবের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত কর্‌বার জন্যে যে উদ্দিষ্ট হ'য়েছে, তা' তা'রা বুঝ্‌তে পারে না। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের (১১।৫।১১) বিচার এইরূপ "লোকে ব্যবায়ামিষ-মদ্য-সেবা নিত্যাস্তু জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা। ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহ-যজ্ঞ-সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা॥"

মাছ মাংস খাবার জন্য জিহ্বা লালায়িত হয় বটে, কিন্তু তা'র পরিণামটা আমরা একবার চিন্তা ক'রে দেখি না। যা'র মাংস খাওয়া যাচ্ছে, তা'র কাছ থেকে ঐ মাংস ধার করা হ'চ্ছে, পরে উহা আবার সুদ সমেত ফেরত দিতে হবে, অর্থাৎ ভবিষ্যতে নিজের মাংস দিয়ে পূরণ দিতে হ'বে। কর্ম্ম-জগতে যে আদান-প্রদান চল্‌ছে, সেই রাজ্যের নিয়মই এরূপ, পরিগ্রহ কর্‌লেই, সেটা আবার ফেরত দিতে হ'বে।

মনোধর্ম্মী হ'য়ে আমাদের আরাধ্য বস্তুসকল ভিন্ন ভিন্ন হ'য়ে পড়েছে, প্রকৃত আরাধ্য বা সেব্য বস্তু কি হওয়া উচিত, তার সন্ধান পাই না। বৈকুণ্ঠ-শব্দ কাণে প্রবেশ কর্‌তে থাক্‌লে যখন মনোধর্ম্মের হাত থেকে ছুটী হ'য়ে যাবে, তখন আমরা বুঝ্‌তে পারব যে "আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং। তস্মাৎ পরতরং দেবী তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥" নরাকারের মধ্যে যে ভগবৎ-সম্বন্ধীয় বস্তু প্রবিষ্ট হ'য়ে আছেন, দেবতার মধ্যে যে চিদ্‌বস্তু প্রবিষ্ট আছেন, বৃক্ষের মধ্যে যিনি প্রবিষ্ট আছেন, তাঁ'কে অন্তর্যামী (Immanent) বা বাস্তব বস্তু বলা হয়। সেই বস্তুটী জড়-জগতে দৃষ্ট হ'চ্ছে না ব'লে, আমাদের জ্ঞান-গম্য হ'চ্ছে না; তাই আমরা 'আরাধনানাং সর্ব্বেষাং' শ্লোকের উদ্দিষ্ট বিষয়টা ভুলে গিয়ে দুর্ভিক্ষ-নিবারণ, বন্যায় সাহায্য প্রদান, হাঁসপাতাল প্রস্তুতকরণ, কলেরা মহামারী প্রভৃতি নিবারণ জন্য, ভিন্ন দেবতার সেবা কর্‌বার জন্য দৌড়াচ্ছি। এগুলো অপরা বিদ্যার পরিণাম। পরাবিদ্যার আলোচনাটা হওয়া দরকার হ'য়েছে।

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্য ভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রাতিগণ্ড ।৶৹
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমমালা (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶৹
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶৹
৭। ভ-নরহস্য ॥৹
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥৹
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্তত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥৹
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶৹
ঐ (বাঁধা) ৸৹
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶৹
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶৹
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥৹
ঐ (আবাঁধা) ।৶৹
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
২৩। গীতমালা ৴১৹
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) ৶৹
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।৹
২৯। শরণাগতি ৴৹
৩০। গীতাবলী ৴৹
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥৹
৩২। সাধনকণ ৴৹
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴৹
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴৹
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴৹
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১৹
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১৹
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥৹
ঐ (আবাঁধা) ।৴৹
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥৹
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।৹
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।৹
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴৹
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।৹
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶৹
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
৫২। সাধ্যবাণী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্দর্শনম্ ॥৹
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।৹
৫৫। তত্ত্ব সূত্রম্ ।৹
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶৹
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴৹
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥৹
৬০। নামভজন ।৹
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৶৹
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴৹
৬৫। দি ভাগবত ।৹
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ য়্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোশন ।৹
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২১৹
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥৹
৭০। সাধন পথ ।৹
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১৹
৭২। গীতাবলী ৴৹
৭৩। শরণাগতি ৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি ৴৹

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া প্রকাশ

প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধিপাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া
৯। বালগোপাল পাট কাঠালপুলি, চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটি, (বর্দ্ধমান)
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাযোড়া, রাজ্‌ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু হাওড়া
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীমদাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ রুকুনপুর, বাসুদেব-
পুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীরূপানুগাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মান্দ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, ওয়েষ্ট
গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ বলগণ্ডী, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ চুমুরকুণ্ড, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ আগস্তকুণ্ড, কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য।
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	ঢাকা
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	চম্পহট্ট
৪। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিকেবল সাগর	মেদিনীপুর
৮। শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	[illegible]
৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মান্দ্রাজ
১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	পুরী

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা!   সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দারিদ্র্যপ্রপীড়িত ও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য ওঁ বিষ্ণুপাদ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের কমার শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্তন সাহেবের, গোপালচন্দ্র মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন রঙের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; শ্রীচারিশ্রাম্ভচরণ রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' প্রভৃতি সূত্রাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পৃথক্ সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসম্বলিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ব্যাপেড্ডাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধবগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৶০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অভক্তের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ' 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি চরিত্রবলের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উক্ত এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাম্যানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীনামভজনবিধি, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিবর্ত্তচিত্তবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৸০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম

কর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি

ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতীয়

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ৷৷০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

ক মি ও কর্ম্মচারীর রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

বি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"এফ ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৮০ আনা।

মিটিংএর নোটীশ বহি—১ খানা ৷৷০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ৷৷০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ৷৷০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

দেহাগ্নির পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও অল্প শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমাপ ওষধ ডাকে পাঠান হয়, তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, পাচন ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি —	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড —	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭-৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-১৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য--নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫ ৫০, ৯-৪৬, ১৩-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৭, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫-৩১	৯-৫	১২-১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫ ৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩৩	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫ ৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ডাঃ আলমের বিবৃতি

ডাঃ আলম বেগম আলমের সহিত কলিকাতা হইতে লাহোরে পৌঁছিয়াছেন।

লাহোর হইতে কলিকাতায় যাওয়ার সময় তাঁহার যেরূপ স্বাস্থ্য ছিল, এখন তাঁহাকে তাহা অপেক্ষা ভাল দেখাইতেছিল। তিনি বলেন, "একেবারে আরোগ্য লাভ করি নাই, এখনও বিকালের দিকে সামান্য জ্বর হইতেছে। তাহা হইলেও পূর্ব্বাপেক্ষা নিশ্চয়ই অনেক ভাল হইয়াছি। দুইমাস পরে আমাকে পুনরায় কলিকাতায় গিয়া চিকিৎসা করাইতে হইবে। ডাক্তারেরা আমার উপর কঠোর বিধি-নিষেধ চাপাইয়াছেন। এদিক দিয়া ডাঃ রায় কারাগারের ইনস্পেক্টার জেনারেল অপেক্ষা আরও বেশী নিয়মপালনের পক্ষপাতী।"

বাঙ্গালোরে মহীশূরের দাবী

বাঙ্গালোর সহর ও গোরাবারিকে—১৩ বর্গ মাইলেরও অধিক পরিমিত স্থান ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকারকে দেওয়া হয়। সংপ্রতি ভারতীয় রাজ্য তদন্ত কমিটিতে মহীশূর দরবার উক্ত অঞ্চল ফেরৎ দেওয়ার দাবী উপস্থিত করেন। স্থানীয় একখানি সংবাদপত্রে প্রকাশ, ভারত সরকার এই বিষয়ে যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে মহীশূর দরবারের উক্ত দাবী অগ্রাহ্য হইয়াছে।

প্রেস আইনের মামলা

১৮৬৭ সালের প্রেস আইন অনুসারে লায়লপুর সাহেবের মিঃ মালিকচাঁদ ৩৬ মাসের কারাদণ্ডে ও এক শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ছিল যে, তিনি ডিক্লারেশন না দিয়া একটি সাইক্লোষ্টাইল মেসিন রাখিয়াছিলেন। ডাঃ মদনলাল মিঃ মালিকচাঁদের পক্ষে জামিন ছিলেন। মিঃ মালিকচাঁদের অর্থদণ্ডের এক শত টাকা আদায় করিবার জন্য ডাঃ মদনলালের অফিস হইতে একটি রেমিংটন টাইপরাইটার, কতকগুলি আসবাব ও অপরাপর কয়েকটি দ্রব্য ক্রোক করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

জাতিভেদ সম্পর্কে তার

ব্রহ্ম হইতে রেঙ্গুনের অনন্ত অচল সদ্গুরু সমিতি যারবেদা জেলে গান্ধীজীর নিকট নিম্নলিখিতরূপ তার প্রেরণ করিয়াছেন:—

"বেদে জাতি বা বর্ণ বিভাগের বিধান নাই। বৃত্তি বা পেশার উপর বর্ণ বা জাতি সৃষ্টি হইয়াছে। যজুর্ব্বেদের নিরালম্ব উপনিষদের মতে যাহারা বেদ বিধান মানে না তাহারা হিন্দুর অধিকার পাইতে পারে না।"

ডাক্তার আলমের ছাড়পত্র নামঞ্জুর

আফ্রিকার নৈরবীর ভারতীয় কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করার উদ্দেশ্যে কেনিয়ায় গমন করিতে ইচ্ছুক হইয়া ডাঃ এম, আলম পঞ্জাব সরকারের নিকট আবশ্যক ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করেন। পঞ্জাব সরকার ডাঃ আলমকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহার ছাড়পত্র মঞ্জুর করা যাইতে পারে না, কেন না, নৈরবীর পুলিসের কর্ত্তা ইতঃপূর্ব্বে ডাঃ আলমকে স্পষ্টভাবে জানাইয়াছেন যে বিদেশীদের আগমন বিষয়ে যে আইন রহিয়াছে তদনুসারে তাঁহাকে কেনিয়ায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। তাঁহার নিমন্ত্রণের বিষয় পাঠক অবগত আছেন।

সার হোরের নিকট তার

মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সঙ্ঘের সভাপতি দুর্যোগ জানাইতেছেন—

শঙ্কেশ্বর ও করবীর মঠে শ্রীশ্রীজগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্য এবং নিখিল ভারত ধর্ম্মাচার্য্য পরিষদের সভাপতি ভারত সচিব ও রাজপ্রতিনিধির নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছেন—

পরলোকগতা ভারত সম্রাজ্ঞীর প্রতিশ্রুতি রক্ষাকল্পে রাজপ্রতিনিধি যেন মন্দির প্রবেশের পাণ্ডুলিপিতে সম্মতি প্রদান না করেন। করিলে তাহার ফল খুব খারাপ হইবে।

গত ১৬ই জানুয়ারী বোম্বায়ে নিখিল ভারত বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সঙ্ঘের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির এক অধিবেশন হয়। গোস্বামী গোকুলনাথজী ঐ সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ঐ সভায় এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে যে, ভারতের জন্য আবশ্যক স্বরাজ্য শাস্ত্র অনুসারে বিবৃত করিতে ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বর্ত্তমান সমস্যাগুলির সমাধান করিতে আগামী গুডফ্রাইডের ছুটীর সময় বোম্বায়ে বিশিষ্ট শাস্ত্রীদিগের বার্ষিক অধিবেশন ও একটী সম্মেলন হইবে। উক্ত সমিতি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের ধর্ম্মবিরোধী উৎসাহের নিন্দা করেন ও তাঁহার আন্দোলনে আস্থাবান হইতে নিষ্ঠাবান হিন্দু সম্প্রদায়ের সকলকে নিষেধ করেন এবং এলাহাবাদে তাঁহার যে তথাকথিত ধর্ম্ম সভার অধিবেশন হইবে তাহা বর্জ্জন করিতে সকলকে অনুরোধ করেন। উক্ত সমিতির অভিমত এই যে, পণ্ডিত মালব্যজীর অস্পৃশ্যদিগকে মন্ত্র দীক্ষা প্রদান এবং গোপনে অস্পৃশ্যদিগকে বলপূর্ব্বক হিন্দুমন্দিরে লইয়া গিয়া উহার পবিত্রতা নষ্ট করিবার জন্য যে আধুনিক নিন্দনীয় কার্য্য করিতেছেন তাহা সনাতন ধর্ম্মের আবরণে ধর্ম্ম বিরোধী সংস্কার প্রবর্ত্তনে তাঁহার কৌশলের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

গান্ধীজীর মুক্তি

লর্ড সাঙ্কি তাঁহার লর্ড সভা কামরায় ইণ্ডিয়া লীগ প্রতিনিধিমণ্ডলীর ৪ জন সভ্যের সহিত আলোচনা করেন।

ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জ্জিয়ানে প্রেরিত ইণ্ডিয়া লীগের একখানি চিঠিতে মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁহার সহযোগীদের মুক্তি সম্বন্ধে সার তেজবাহাদুর সাপ্রুর অনুরোধ সমর্থন করা হইয়াছে। চিঠিতে বলা হইয়াছে, বন্দীদিগের মুক্তি প্রদানে বিলম্ব করা হইলে নব শাসন তন্ত্রের প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করার পক্ষে অত্যন্ত বাধা উপস্থিত হইবে।

জামিন

চট্টগ্রাম কলেজের ইণ্টারমিডিয়েট সায়েন্স ক্লাসের ছাত্র নির্ম্মল সেন এবং পাহাড়তলী রেলওয়ের কারখানার কর্ম্মী দীনবন্ধু মজুমদার ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৯ ধারায় মহকুমা হাকিমের এজলাসে অভিযুক্ত হয়। উভয় তাহারা প্রত্যেকে ১ হাজার টাকার ২টি জামিন মুচলিকায় এক বৎসরের জন্য আবদ্ধ হইয়াছে। যুবকদ্বয় বিগত ১৭ই সেপ্টেম্বর রাত্রিতে পাহাড়তলীতে গ্রেপ্তার হন। উভয়ে কুমারী কল্পনা দত্তের সহিত অভিযুক্ত হন।

খানাতল্লাস

বোলপুরে শ্রীযুত বালেশ্বর ভকত এবং অনাথরঞ্জন দত্তের বাড়ী ও দোকান যথাক্রমে খানাতল্লাস করা হয়। আপত্তিজনক কিছু পাওয়া যায় নাই।

মারিফৎ ডাকাতি মামলায় গুজরানওয়ালার, অতিরিক্ত দায়রা জজ তিনজনের প্রতি মৃত্যুদণ্ড এবং একজনের প্রতি ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। গত বৎসর জানুয়ারী মাসে ডাকাতগণ লক্ষ্মী মহাজন শাহ বুটা সাহেব বাটীতে হানা দিয়া পাঁচজনকে হত্যা করে এবং প্রায় ২৫ হাজার টাকার জিনিষপত্র লইয়া যায়। এই ঘটনা হইতে মামলার উৎপত্তি। লুণ্ঠিত সম্পত্তির দশ ভাগের এক ভাগ পুলিস পরে উদ্ধার করে।

আসামীদের মধ্যে একজন পলাতক; আর একজন গ্রেপ্তার হইয়াছে। আসামী আতা সিং, লোয়ারা সিং এবং প্রতাপ সিংএর প্রতি ৩৯৬ ধারা অনুসারে মৃত্যুদণ্ড এবং বন্ত সিংএর প্রতি ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় অবিশ্বাস ভোট

দক্ষিণ আফ্রিকা দলের দলপতিগণ মিঃ টিলম্যান রুজের সহিত পুনরায় লেখাপড়া করিতেছেন। জেনারেল স্মাটস্ খুব সম্ভবতঃ মিঃ রুজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারী মহল, সমর্থনকারী দলের নিকট তদন্ত করিয়া বিশ্বস্তসূত্রে জানিয়াছেন, মিঃ রুজ সরকারকে পরাজিত করিতে অক্ষম। তাঁহার সমর্থনকারীর সংখ্যা তত বেশী নহে।

গোল টেবিল ফেরত

গোলটেবিল বৈঠকের আর এক দল প্রতিনিধি "রাওলপিণ্ডি" জাহাজযোগে দেশে ফিরিলেন। তন্মধ্যে সার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর (কনিষ্ঠ), সার প্রভাশঙ্কর পট্টনি, চৌধুরী জাফরুল্লা খাঁ এবং শ্রীযুত এম, এম যোশীর নাম উল্লেখযোগ্য। অপর বিশিষ্ট আরোহীদের মধ্যে নিজাম গভর্ণমেণ্টের রাজনৈতিক বিভাগের মন্ত্রী নবাব মেহেদী ইয়ার জঙ্গ এবং রাজস্ব মন্ত্রী কর্ণেল সার রিচার্ড ট্রেঞ্চ পৌঁছিয়াছেন।

সতীন সেন পঞ্জাব জেলে

শ্রীযুত সতীন সেন সম্প্রতি দেওলীর বন্দিবাস হইতে স্থানান্তরিত হন। তাঁহাকে পুনরায় পঞ্জাবের ক্যাম্বেলপুর জেলা জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে শুনা যায়।

হত্যা

মাজনার নিকটে কে বা কাহারা একজন ধনী মহাজনকে হত্যা করিয়া অর্থ লুণ্ঠন করিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-শ্রীমায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, } ১৩ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৬ ১১ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২৪শে জানুয়ারী ইং ১৯৩৩ মঙ্গলবার { ২১০তম সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১৩ই ও ১৪ই জানুয়ারী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি ও শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজদ্বয় রায়বেরিলী গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলে ও হিন্দু হাইস্কুলে 'শিক্ষা' এবং 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা' সম্বন্ধে ইংরাজী ও হিন্দি ভাষায় দুইটী বক্তৃতা প্রদান করেন। এতৎপ্রসঙ্গে তাঁহারা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, শিক্ষার অর্থ, পরাবিদ্যা ও অপরবিদ্যা, আচার ও অনাচারের পার্থক্য, তথাকথিত আচার্য্যগণের আচার ও প্রচারের ভেদ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতার-কারণ, অবতার-কাল, তৎকালে পৃথিবীর অবস্থা, মহাপ্রভুর শিক্ষা ও অন্যান্য শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি বিষয় শাস্ত্রযুক্তি অনুসারে বাগ্মিতাসহকারে বর্ণন করেন। স্থানীয় স্কুলের শিক্ষকগণ ও বহু সম্ভ্রান্ত উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং সকলেই স্বামিজীদ্বয়ের আদর্শ আচরণসহ বাস্তবসত্য-প্রচারে উদ্যম ও সাহসের প্রশংসা করিতে করিতে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন।

স্বামিজী মহারাজগণ রায়-বেরিলীতে ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ শ্রীযুক্ত জে, এন রায় মহাশয়ের বাংলোতে জজসাহেবের অতিথিরূপে অবস্থান করিয়াছিলেন। উক্ত সময়ে জজ সাহেব শুশ্রূষু হইয়া তাঁহাদের মুখে বহু হরিকথা শ্রবণপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যচরণে শ্রদ্ধালু হইয়াছেন।

রত্নুগণের বৈষ্ণব-স্তব

মহাভাগ্যবান মহারাজ রত্নুগণ, মহাভাগবত ভক্তের কৃপায় পরম শ্রেয়োলাভের উপায় দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, সবিশেষ লজ্জিত ও সাধুজন মর্য্যাদা-লঙ্ঘন-জনিত অপরাধভয়ে ভীত হইলেন। এবম্বিধ ভীত হইয়া মহাভাগবত ভরতকে বহু স্তব স্তুতি করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"শূলপাণি সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে।
তথাপিহ নাশ যায় কহে শাস্ত্রবৃন্দে॥
শূলপাণি সম যদি ভক্ত নিন্দা করে।
ভাগবত-প্রমাণ তথাপি শীঘ্র মরে॥
হেন বৈষ্ণবেরে নিন্দে সর্ব্বজ্ঞ হই।
সে-জনের অধঃপাত সর্ব্ব শাস্ত্রে কই॥
বৈষ্ণবের নিন্দা করিবেক যার গণ।
তার রক্ষা সামর্থ্য নাহিক কোন জন॥
ইহা না মানিয়া যে সুজন নিন্দা করে।
জন্ম জন্ম সে পাপিষ্ঠ দৈবদোষে মরে॥"
(চৈঃ ভাঃ মধ্য)

যে সমস্ত অবিবেকী পুরুষ, জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রী-মদে প্রমত্ত হইয়া বৈষ্ণবকে হীনজাতি দরিদ্র, মূর্খ ও কুরূপ, কুশ্রী বলিয়া হেয় বুদ্ধি করে, তাহারা জন্মজন্মান্তরে অসৎ-কুলে জন্মিয়া অনাচারে দরিদ্রতায়, অজ্ঞতায় ও সৌন্দর্য্যহীনতায় উৎপীড়িত হইবে সন্দেহ নাই। ইহাই মহারাজ রত্নুগণের দিব্য দর্শনে খেদোক্তি। জড়াভিমান—সর্ব্বনাশের কারণ।

ঢাকার সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট অফ্ পুলিস মিঃ প্রাটার সাহেব সৎ-শিক্ষা-প্রদর্শনীর শিক্ষাপ্রদ বহুল প্রচার তাঁহার অধীনস্থ ব্যক্তিগণের নিকট শ্রবণ করিয়া উহা দেখিবার মানসে পূর্ব্ব হইতে প্রদর্শনীর সম্পাদক মহাশয়ের নিকট সংবাদ পাঠাইয়া গত ১৮।১।৩৩ অপরাহ্ণ ৪॥ টার সময় সপরিবারে প্রদর্শনীতে আসিয়া উপস্থিত হ'ন। তৎকালে তথায় শ্রীল প্রভুপাদ উপস্থিত থাকায় প্রদর্শনীর সম্পাদক শ্রীমদ্ বন মহারাজ মিঃ প্রাটারকে প্রভুপাদের নিকট পরিচয় করাইয়া দিলে প্রাটার সাহেব আচার্য্যবরকে যথোচিত অভিবাদন করেন।

তিনি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ শ্রবণ করিবার পর প্রদর্শনীর বস্তুসমূহ দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শ্রীমদ্ বন মহারাজ তাঁহাকে প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের নিকট লইয়া গিয়া উহার মর্ম্ম ও তন্মধ্যে নিহিত শাস্ত্রের শিক্ষাগুলি তারতম্য করিয়া ইংরাজী ভাষায় বুঝাইয়া দেন; মেম সাহেবও শিক্ষাগুলি খুব মনোযোগ-সহকারে শ্রবণ করেন।

শ্রীরূপশিক্ষার স্থলটী একটী বৃহৎ ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া মিঃ ও মিসেস্ প্রাটার অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া উহার তথ্য ও শিক্ষা জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলে শ্রীমদ্ বন মহারাজ ইংরাজীতে বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন যে, নিম্নে এই যে চতুর্দ্দশটী গোলাকার বস্তু দেখিতেছেন, ইহারা চতুর্দ্দশ ভুবন নির্দ্দেশ করিতেছে।

ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য; এই ৭টী ঊর্দ্ধলোক এবং তল, অতল, বিতল, পাতাল, তলাতল মহাতল ও সুতল এই ৭টী নিম্নলোক সাকুল্যে ১৪টী ভুবন।

ভগবদ্-বহির্ম্মুখ জীব এই ১৪টী ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে জন্মজন্মান্তরের সুকৃতিফলে কৃষ্ণের ও কৃষ্ণভক্তের কৃপায় সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় পায়। সদ্‌গুরুর কৃপার শ্রবণ-ফলে বাস্তব বস্তুর সহিত সম্বন্ধ-জ্ঞান উপলব্ধি করিলে শ্রদ্ধার অঙ্কুর বা ভক্তিলতার বীজ হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। সেই বীজকে অঙ্কুরিত করিবার জন্য মালির ন্যায় শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জল ঐ বীজে সেচন করা আবশ্যক।

সেই ভক্তিলতা ক্রমশঃ ক্রমবিকাশ লাভ করিয়া গোলোকাদ্ধ বৈকুণ্ঠে ও পরে পূর্ণ গোলোকে আরোহণ করে, তাহাই দেখান হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ড ও চিজ্জগতের মধ্যগত পরিখাস্থলে ব্রহ্মলোকের নিম্নে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া বিরজা বা কারণ-সমুদ্র রহিয়াছে। বিরজা সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সাম্যভাব লাভ করে। সেই বিরজায় বা কারণ সমুদ্রে কারণোদকশায়ীই প্রথম পুরুষাবতার। কারণ-সমুদ্রে ভাসমান অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষুঃ, সহস্রপদ গর্ভোদকশায়ীই দ্বিতীয় পুরুষাবতার। গর্ভোদকশায়ীর নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার ও ব্রহ্মা হইতে শিবের উৎপত্তি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১১ মাধব, অভয় স্বামী প্রেরণা

গৌড়ীয়মঠের কথা কি ?

(শ্রীল প্রভুপাদের ২৯শে ডিসেম্বরের হরিকথা অবলম্বনে লিখিত)

গৌড়ীয় মঠের কথাটা মানুষের সাময়িক উপকার সাধন করবার জন্যে চেষ্টা নয়। বাস্তব সত্যের কথাটা জানাবার জন্যে গৌড়ীয়মঠের চেষ্টা; আধ্যক্ষিক বা অভ্যুদয়বাদিগণের (Empirical School) ইন্ধন যোগাবার জন্যে গৌড়ীয় মঠের চেষ্টা পর্য্যবসিত নয়। আধ্যক্ষিক ব্যক্তিগণ ভারবাহী মাত্র, কিন্তু গৌড়ীয়মঠের বিচার সারগ্রাহীদের বিচার। গীতা বলেন, 'যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥" নিষ্কিঞ্চন সারগ্রাহী ব্যক্তিগণের এই আদর্শটা বুঝ্‌তে না পে'রে লোকসকল অন্য রাস্তায় চলে যাচ্ছে। জড়জগতের বিষয়-সমূহে যাঁরা অভিনির্বিষ্ট হ'ন তাঁহারা গীতার অর্থ বুঝ্‌তে পারেন না, তাঁদের গীতা-পাঠই সাধক। এইরূপ একজন গীতা-পাঠকের চরিত্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত আছে; যাঁ'র সঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে সাক্ষাৎ হ'য়েছিল এবং যিনি গীতাপাঠকালে দেখ্‌তে পেতেন যে, স্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ করছেন।

শ্রীচৈতন্যদেব প্রকটকালে যে যে স্থানে ভ্রমণ ক'রেছিলেন, সেই সব স্থানে শ্রীচৈতন্য পাদপীঠ স্থাপনজন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠ চেষ্টা করছেন। উদ্দেশ্য,—এইরূপ পাদচিহ্ন স্থাপনের দ্বারা লোকের অনুসন্ধিৎসা-বৃত্তির উদয় করা হ'বে। তা'রা এই চিহ্ন দেখে চিন্তা করবে এটা কাহার পদচিহ্ন? ইনি কে? এটা কি অদ্বয় জ্ঞানের (absolute এর) পদচিহ্ন, না, অন্য কোন সাধারণ মনুষ্যের পদচিহ্ন? এই রকম অনুসন্ধানের ফলে তা'রা শ্রীচৈতন্যদেবের তথ্য অবগত হ'য়ে তাঁ'র পাদপদ্মে আকৃষ্ট হ'লে তা'দের মঙ্গল হ'বে। তখন তা'রা বুঝ্‌বে যে, এ চিহ্নটা একটা (Idol এর) পুতুলের পদ-চিহ্ন নয়।

সাপের দাঁত নেই, সাপ তাই বাস-স্থানের জন্য গর্ত্ত করতে পারে না। বাসের জন্যে যে গর্ত্ত করে, সাপ তা'তে ঢুকে পড়ে, ইঁদুর ভয়ে পালিয়ে যায়। সাপ তখন নিশ্চিন্তে সেখানে বাস করে। আধ্যক্ষিক সম্প্রদায় ও অভ্যুদয়বাদীরা যে সকল কর্ম্ম করেন বা ফল লাভ করেন, সেগুলো ইঁদুরের গর্ত্ত খোঁড়ার মত। তাঁ'রা ঐ সকল কর্ম্ম করতে করতে ভারবাহী হ'য়ে পড়েন, কিন্তু সারগ্রাহী ভাগবতগণ ঐ সকল কর্ম্মের ফলগুলি কৃষ্ণসেবার লাগিয়ে দেন। আধ্যক্ষিক সম্প্রদায় ঐ সমস্ত কর্ম্মের ফল নিজেরা ভোগ কর্‌তে গিয়ে কর্ম্ম-বন্ধনে বদ্ধ হ'য়ে যা'ন, কিন্তু ভাগবতগণ উহাদিগকে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণে লাগিয়ে দিয়ে নিঃশ্রেয়স্‌ লাভ ক'রে থাকেন। এখন দেখুন তা'হ'লে বুদ্ধিমান্‌ কারা?

"ভাগবত অলস লোকেরই আলোচ্য, এই রকম নাকি কোন শাস্ত্রে আছে?" কোন ব্যক্তিবিশেষের এই রকম মন্তব্যের উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলেন যে, ঋষিবাক্যে ভ্রম, প্রমাদ প্রভৃতি দোষচতুষ্টয় বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। আধ্যক্ষিক সম্প্রদায় ঋষিবাক্যের গুহ্য উদ্দেশ্য বুঝ্‌তে না পেরে ঐরূপ ভ্রমে পতিত হয়। অত্রি-ঋষির লিখিত "বেদৈর্বিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং শাস্ত্রেণ হীনাশ্চ পুরাণ-পাঠাঃ। পুরাণহীনাঃ কৃষিণো ভবন্তি ভ্রষ্টাস্ততো ভাগবতা ভবন্তি॥" শ্লোকটীর অবৈধ সুযোগ লইয়া ঐ সকল ব্যক্তি ঐরূপ মনে ক'রে থাকেন। অত্রি-ঋষি শ্লেষসংকারে যে ঐসকল কথা ব'লেছেন, তা'রা তাহা বুঝ্‌তে না পে'রে ভাগবত আলোচনাটা অলস লোকের আলোচ্য ব'লে মনে করেন। যে ভাগবত আলোচনা করলে জীব মায়াবদ্ধ হ'তে উদ্ধার লাভ কর্‌তে পারে, সেই ভাগবত আলোচনা অলস লোকের আলোচ্য এ'কথা যাঁ'রা মুখে আনেন তাঁদের দুর্ভাগ্যের কথা আর কি

"শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং।
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে॥
যত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতম্
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥"

মনুষ্যজাতি "পদ্মানদীর" দাস। ভোজ-রাজ কংস নির্ব্বিশেষবাদের প্রতীক এবং জ্ঞানময়-ভূমি যে মথুরা তাহারই রাজা। কংসের বিচার হচ্ছে কৃষ্ণকে বিনাশ করা। কংসের জননী পদ্মা খুব প্রাচীনা। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের (Sensuous activityর) মধ্যে পদ্মার স্থানটা (seat) খুব উঁচুতে। পদ্মা ব'লেছিল যে, কৃষ্ণ ত' আমাদেরই লোক, বৃন্দাবনের গোপ-গোপী-গুলো তা'কে নিয়ে গোলমাল করছে, আমাদের লোকসকলকে বিরক্ত করছে। এর ঔষধ আমি জানি। গোপগোপীরা ৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ত' তাকে পাইয়েছে এবং কৃষ্ণও তাদের গরু চরিয়েছে। অতএব উভয় পক্ষের মধ্যে খোরাকী ও বেতন হ'য়ে একটা নিকাশ ক'রে গোপেদের যাহা পাওনা হয়, তোমরা ফেলে দাও; তা' হলে বৃন্দা-বনের লোকগুলো আর আমাদের বিরক্ত করবে না।

আধ্যক্ষিক মনুষ্যজাতীর বিচারটা ঠিক ঐ পদ্মানদীর মত। সাধু-বৈষ্ণবগণ তাঁদের বিচারে সমাজের যদি কিছু উপকার ক'রে থাকেন, তবে তাঁ'দের কিছু দিয়ে বিদায় ক'রে দাও, তা' হ'লে তাঁ'রা আর বিরক্ত কর্‌বে না। তাঁদের বিচারে বৈষ্ণব-গণের সহিত সম্পর্ক এই পর্য্যন্ত। "মহাজনের স্বভাব এই তারিতে পামর। নিজ কার্য্য নাহি তবু যা'ন পরের ঘর॥" এ-বিচারটা তাঁদের হয় না।

অনুসন্ধেয় বস্তুটী কি ?

[ঢাকাতে জনৈক শ্রীশোক-কাতর ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ গত ৩১।১২।৩২ তারিখে যে উপদেশমালা প্রদান করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম]

শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৯।২৯ বলেন,—

"লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহু সম্ভবান্তে।
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ॥
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ।
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

আমরা যে অবস্থারই থাকি না কেন, বিষয় আমরা পা'ব, তার জন্যে ব্যস্ত হ'তে হ'বে না। জন্ম-জন্মান্তরের কথা চিন্তা করে কি হ'বে? নিঃশ্রেয়স্‌ অর্থাৎ নিত্য-মঙ্গল যা'তে হয় তার জন্যে চিন্তা করাটাই দরকার। 'উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ'—যখন বল, সামর্থ্য, পুরুষকার ছিল, তখন অনেক করেছেন, এখন আশ্রয় ব্যতীত সিঁড়ি উঠ্‌তে পার্‌ছেন না।

পরস্পর সম্বন্ধ (Reciprocal relativity) ব'লে একটা কথা আছে জগতের যাবতীয় ব্যাপারে আমরা পরাপেক্ষাযুক্ত। যখনি ভাত খাবার দরকার হয়, তখনি চা'ল, নুন, তৈল, হাঁড়ির জন্যে বাজারে যেতে হয়। বাজারে আবার এক জায়গায় সব জিনিষগুলো পাওয়া যায় না। যদি এক জায়গায় সংসারের যাবতীয় আবশ্যকীয় জিনিষগুলো পাওয়া যেত, তা'হ'লে সুবিধা হ'ত। সব ব্যাপারেই আমরা দেখ্‌ছি যে, আমাদের কার্য্যগুলো অপেক্ষাযুক্ত। যদি Synthetical view লই যে, সব প্রয়ো-জনীয় জিনিষগুলো এক জায়গায় পাওয়া যাবে, তা'হ'লে সুবিধা হয়। 'এটা ভাল,' 'ওটা হ'লে ভাল হয়', এই রকম চিন্তা-স্রোত লইয়া আমরা ব্যস্ত।

কিন্তু এই জিনিষগুলো হ'য়েছে কোথা থেকে? যা'র কাছ থেকে এই জিনিষ গুলো এসেছে, সেই একজনের অনুসন্ধান কর্‌লে ত' ভাল হ'ত। আবার দেখা যায় যে, ঐ জিনিষগুলো সবই নশ্বর। বল, সামর্থ্য যখন থাকে, তখন পয়সা রোজগার করে, খাদ্য সংগ্রহ ক'রে, নিজে পাক ক'রে খেতে পারি; কিন্তু অসমর্থতা যখন বেড়ে যায়, তখন খাদ্য প্রস্তুত ক'রে দিলেও, মুখে তুলে না দিলে খেতে পারি না। কচি ছেলেরা তা'দের অসুখের কথা বল্‌তে পারে না; তা'দের অসুখের কথা জান্‌তে না পেরে আমরা অন্য ঔষধ দিয়ে ফেলি। তাতে তা'দের কষ্ট লাঘব না হ'য়ে, বেড়েই যায়।

জন্ম হ'তেই আমাদের কষ্ট আরম্ভ হ'ল। জন্মাবার পর থেকে আমাদের প্রকৃত প্রয়োজনীয় কি তাহাও বুঝ্‌বার সামর্থ্য নাই। অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করবার যে বুদ্ধি তাতে অনেক বাকী থেকে যায়। Series expand করতে গিয়ে অন্ত না পেয়ে অনন্ত (to infinite) ব'লে শেষ করতে হয়। অভিজ্ঞতাবাদী (empiricists) হ'য়ে অভিজ্ঞান সংগ্রহ করতে গিয়ে জন্মজন্মান্তর কেটে গেলেও শেষ হয় না। মনে করা যায় দু-হাজার বৎসর বেঁচে থাক্‌লে অনেক জান্‌তে পার্‌তাম; কিন্তু আমাদের পরিপূরণ হয় না।

সেই জন্যে একটা আশ্রয় দরকার হ'য়ে পড়ে। আপনি জন্মান্তরের (Metempsychosis) কথা বল্‌ছেন; মৃত্যুর পরে কোথায় যাব। মনুষ্য জাতি যখন আপনার প্রার্থিত উপকার দিতে পারে না, জগতে যত কিছু অনুসন্ধান (Explorations) বৈজ্ঞানিক উন্নতি (Scientific improvements), ক্রমবিকাশ (developments), অণু-পরমাণুবাদ (molecular theory, electron theory) প্রভৃতি যত কিছু মনুষ্য চিন্তার দ্বারা আবিষ্কৃত হ'য়েছে তা'রা যখন আপনার প্রার্থিত উপকার দিতে পারে না, তখন যে জিনিষটা জানলে সব জিনিষ জানা হ'য়ে যায় তা'র জন্যে চেষ্টা করলে ভাল হয় না কি? আমি সেই কঠোপনিষদের বাক্যটী বল্‌ছিলাম—'ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥" "যাঁহাকে জানলে সব জানা হ'য়ে যায়—"যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।"

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত — ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌,—সমগ্র — ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড — ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) — ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) — ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব — ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য — ।৵০
৭। ভ-নরহস্য — ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্‌ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্‌ (বাঁধা) — ১৲
ঐ (আবাঁধা) — ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) — ২৲
ঐ (আবাঁধা) — ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) — ২৲
ঐ (আবাঁধা) — ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য — ॥০
১২। যুক্তমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) — ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) — ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম — ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) — ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার — ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) — ॥৵০
ঐ (বাঁধা) — ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন — ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) — ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) — ॥০
ঐ (আবাঁধা) — ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা — ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) — ৵০
২৩। গীতমালা — ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য — ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড — ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) — ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ — ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ — ।০
২৯। শরণাগতি — ⁄০
৩০। গীতাবলী — ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ — ১॥০
৩২। সাধনকণা — ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক — ⁄০
৩৫। অর্থপঞ্চক — ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ — ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) — ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণ — ⁄১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) — ॥০
ঐ (আবাঁধা) — ।⁄০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) — ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা — ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) — ১৲
ঐ (আবাঁধা) — ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ — ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ — ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় — ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী — ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) — ২৲
ঐ (আবাঁধা) — ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? — ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) — ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর — ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ — ৵০
৫২। সাধ্যবাণী — ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ — ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্‌ — ।০
৫৫। তত্ত্ব সূত্রম্‌ — ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্‌ — ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ — ⁄০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্‌ — ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ — ॥০
৬০। নামভজন — ।০
৬১। রিলেটীভ্‌ ওয়ার্ল্ডস্‌ — ।৵০
৬২। লাইফ্‌ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্‌ অব্‌ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু — ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্‌ — ।০
৬৪। হোয়াট্‌ গৌড়ীয়মঠ ইজ্‌ ডুইং — ⁄০
৬৫। দি ভাগবত — ।০
৬৬। ইরোটিক্‌ প্রিন্সিপল্‌ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্‌ ডিভোসন — ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা — ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) — ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি — ॥০
৭০। সাধন পথ — ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু — ⁄১০
৭২। গীতাবলী — ⁄০
৭৩। শরণাগতি — ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি — ⁄০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া প্রকাশ

প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধিপাট ঐ
৬। আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া
৯। বাদশগোপাল পাট কাঁঠালপুলি, চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটী, (বর্দ্ধমান)
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাযোড়া, রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু হাওড়া
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চকলিলা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভ্যুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ চটকপর্ব্বত, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ চুমুরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ আগস্ত্যকুণ্ড, কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য।
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পাঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

	নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১।	শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	ঢাকা
২।	শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	ঢাকা
৩।	শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	চম্পহট্ট
৪।	শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫।	শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৬।	শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	লক্ষ্ণৌ
৭।	শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	মেদিনীপুর
৮।	শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	ঢাকা
৯।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০।	শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
১১।	শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১২।	শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩।	শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	পুরী

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! , সুবর্ণ সুযোগ।।

ভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, যাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। সর্ব্বসাধারণ যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে হইয়া একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থান, গঙ্গা, জলঙ্গী, স্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ। কাশিমবাজারের কুমার শ্রীযুক্ত কমলারঞ্জন রায় এম, এ, মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৫৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সাহিত্যরত্ন শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (বাঁধাই) বহির্ভাগ বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২, টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' প্রভৃতি সম্বলিত বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০, টাকা স্থলে মাত্র ৫,

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত দশের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এন্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

পূর্ব্ব সূর্য্যে

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে দীর্ঘকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২, টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২,।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮,
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।/০
গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।/০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অন্যকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও প্রাকৃত-ক্রোধের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথা ও শ্রীচৈতন্যমঠ' 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৮০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী কীবাত্মপ্রবোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-নন্দদায়িনী জীবন্ত বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসভারতী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৮০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকৃষ্ণ ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত ভিক্ষা ১, এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবায় নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৮০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রুতৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠা শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রভু-নিবেদন' বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য ও সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈনিক

Reg No C. 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার- নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৭১তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১০ই মাঘ বুধবার ১৩৩৯, ২৫শে জানুয়ারী ১৯৩৩

নানা কথা

গান্ধিজীর বিরুদ্ধে মামলা

প্রকাশ যে ১৭ জন সনাতনপন্থী মিষ্টার গান্ধী, মিঃ রাজগোপালাচারিয়ার, মিঃ এ, ভি ঠক্কর প্রমুখ নেতৃবর্গের বিরুদ্ধে পুনার সাবজজের আদালতে একটী দরখাস্ত করিয়া তাঁহাদিগকে মন্দির প্রবেশ সম্পর্কে প্রচার কার্য্য হইতে বিরত থাকার জন্য নিষেধাজ্ঞা জারির প্রার্থনা করিয়াছেন।

পণ্ডিত মালব্যজীকেও প্রতিবাদী শ্রেণীভুক্ত করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

মহিলা কমিটী

গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিনিধি বেগম সা নওয়াজ ভারতীয় মহিলা কমিটীর প্রকাশ্য সভায় উদ্যোগ করিতেছেন। প্রাদেশিক সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকার যে সমস্ত প্রশ্ন করিবেন তাহার জবাবের জন্য প্রস্তুত হইবার আয়োজন চলিতেছে।

কেনিয়া ও ডাঃ আলম

পঞ্জাব সরকার ডাঃ আলমকে কেনিয়া গমনের ছাড়পত্র প্রদান করিতে যে অসম্মত হইয়াছেন, সে সম্পর্কে তিনি বলেন, উপনিবেশে নূতন লোক গমন সংক্রান্ত আইনের ভাষা যেরূপ তাহাতে সরকারের ভাবগতি বিশেষভাবে বিস্ময়কর। আইনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, নিষেধমূলক বিধি রাজনৈতিক অপরাধের সম্বন্ধে—যাহার সহিত নীতি-হীনতার কোন সম্বন্ধ নাই, সে বিষয়ে প্রযুজ্য নহে। তাহা ছাড়া, পাঞ্জাব সরকার তাঁহাকে এই কারণে ছাড় পত্র প্রদান করিতে অস্বীকার করিয়াছেন যে, নাইরোবীর পুলিস কমিশনার ডাঃ আলমকে জানাইয়াছেন—তাঁহার কেনিয়া প্রবেশ নিষিদ্ধ হইবে।

পূর্ব্ববঙ্গে এই প্রথম

অদ্বিতীয়! অদৃষ্টপূর্ব্ব!! কল্পনাতীত!!!

ঢাকার পুরাণপল্টনের মাঠে

বিরাট্ সংশিক্ষা-প্রদর্শনী

গত ২২শে পৌষ, ৬ই জানুয়ারী হইতে আরম্ভ হইয়াছে

২৭শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত থাকিবে

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকেরই পরম শিক্ষাপ্রদ

সকলের যোগদান প্রার্থনীয়

আসুন! এই পরম সুযোগ গ্রহণ করুন

মহিলাদের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত আছে।

রেঙ্গুনে গ্রেপ্তার

জ্যোতিশচন্দ্র গুহ নামে এক বাঙ্গালী যুবককে রেঙ্গুণ পুলিস, গোয়েন্দা পুলিসের সাহায্যে বাড়ীতে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং অস্ত্র আইন-অনুসারে অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে।

বাস ধর্ম্মঘট

লণ্ডনে এই প্রথম বাস ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইল। চার হাজার চালক ধর্ম্মঘট করিয়াছে। সাতশত বাস গাড়ী বন্ধ আছে।

গভর্ণরের পরিদর্শন ও বস্ত্র বিতরণ

বঙ্গীয় গভর্ণর সম্প্রতি মেদিনীপুর সহর পরিদর্শন করিয়াছেন। ইহার স্মরণার্থ অভ্যর্থনা সমিতির সংগৃহীত অর্থ হইতে প্রায় এক হাজার টাকার নূতন বস্ত্র গরীব দুঃখীদিগের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে।

গভর্ণরের সহর পরিদর্শনের দিনে যে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবককে কৃষ্ণপতাকা আন্দোলন সম্পর্কে পুলিস হাজতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল তাঁহাদিগকে বড়লাটের সহর ত্যাগের পর মুক্তি প্রদান করা হইয়াছে।

ফায়না ফেল সংবাদ

আয়র্লণ্ডের ফায়না ফেল দলের নেতা ডি'ভেলেরা দেশকে ন্যায্য ও নিরপেক্ষ ভাবে শাসন করিবেন, বশ্যতা-শপথ উঠাইবেন, ভূ-কর দেশের বাহিরে যাইতে দিবেন না, সিনেট গঠনের পরিবর্ত্তন করিবেন এবং জমীর খাজনা অর্দ্ধেক কমাইয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন।

বোমা প্রাপ্তি

জামালপুর দয়াময়ী মন্দিরের নিকট একটী খালি বাড়ীতে পুলিস বোমার খোল এবং রসায়নিক পদার্থপূর্ণ দুটী বোতল পায়।

বাজারে কাজ বন্ধ

বোম্বাইয়ে তুলার বাজারে গোলমাল চলিতেছে। কোন কোন ইউরোপীয় কোম্পানীকে বয়কট করার ফলে এক চুক্তি হয় তাহাতে যে সমস্ত লোক সম্মতি দান করেন, তাঁহাদের মধ্যে এক ইউরোপীয় চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছেন সন্দেহে বাজারে কাজ বন্ধ হয়, তবে বাজার খোলা থাকে। কয়েকজন পিকেটার গ্রেপ্তার হইয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ই মাঘ, বুধবার ১৩৩৯

সুপ্ত চীনের জাগরণ সম্ভাবনায় জাপান প্রভৃতি সাম্রাজ্য-তন্ত্র-প্রধান দেশ ভীত ও সন্ত্রস্ত। তাই জাপান নবোত্থিত চীনের বুকের উপর চাপিয়া তাহার শ্বাস রোধের প্রয়াসী এবং সাম্রাজ্য-তন্ত্র-প্রধান জাতি-সমূহ এই অসমান শক্তি পরীক্ষার সাক্ষী মাত্র। সমগ্র তথাকথিত সভ্য জগৎ ভীষণ পশু বল পরীক্ষা হইতে কোন রকমে বাহির হইয়া হাঁপ ছাড়িতেছে; এসময় ন্যায় দাবীর বিচার করা অথবা ন্যায় পক্ষ অবলম্বন করা সকলেরই সাধ্যাতীত, জাপান এ সুযোগ ত্যাগ করিবার পাত্র নয়।

আমেরিকা জাতিসঙ্ঘের অন্তর্গত শক্তি না হইলেও আজ মহা শক্তিমান এবং সমগ্র সভ্য জগতের উত্তমর্ণ; সুতরাং সে ঘরের কোণে বসিয়া ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সকে তক তকিয়া [illegible] দিতেছে, কিন্তু সেরূপ কাজের কিছু করিবার মত সাহস বোধ হয় তাহারও নাই; সুতরাং আজ চীনকে নিজের সামর্থ্যের উপরই নির্ভর করিতে হইবে।

আর একটা কথা, সামর্থ্য অথবা সাহস থাকিলেও আমেরিকা চীনের পক্ষ অবলম্বন করিবে না বলিয়াই অনুমান হয়। ফিলিপাইন দ্বীপবাসীকে স্বাধীনতা প্রদানের ব্যাপার এবং আদিম জাতি-গণের প্রতি ব্যবহার হইতে আমেরিকার মানসিক ভাব প্রকাশ পায়।

ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে আমেরিকার ব্যবহার হইতেও জানা যায় যে, এই যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিলেও সুবিধাবাদী আমেরিকা বর্ত্তমানে চুপ করিয়া ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিবে এবং শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া সুবিধামত একপক্ষ অবলম্বন করিবে। যাহা হউক, জাতিসঙ্ঘের বিচার ফল না দেখিয়া বিশেষ কিছু বলা যায় না।

আমেরিকা আজকাল সমস্ত সভ্য-জাতির মহাজন; সুতরাং তাহার পন্থাই সর্ব্বত্র অনুসরণীয়। এহেন আমেরিকার বৃদ্ধেরা তরুণ-তরুণীর বিকৃত রুচি দেখিয়া হতাশ হইতেছেন। নূতনের দল শালীনতাদির ধার ধারে না, তাহাদের অবাধ মেলা-মেশার ফলে সমাজে ব্যভিচারের স্রোত প্রবল আকার ধারণ করিতেছে, সমাজের পবিত্রতার হানি হইতেছে এবং জাতি অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এক সময়ে ফ্রান্স ও রোমে এই ব্যাপার হয় এবং তাহার ফল অত্যন্ত ভীষণ হয়।

একটা কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। বঙ্গের রসিক উপন্যাসকার বলিয়াছেন যে, বৃদ্ধেরা চিরকালই সত্য যুগের এবং যুবক-যুবতীরা চিরকালই কলি-যুগের। সুতরাং বৃদ্ধেরা কি করিয়া কালের চেলাদের পোষাক পরিচ্ছদ, নাচের ভঙ্গী, কথাবার্ত্তা এবং নীতিজ্ঞানের সমর্থন করিতে পারেন?—বিশেষতঃ যখন মেয়েদের এক বিঘত পরিমাণ পোষাকে শরীর নগ্নপ্রায় থাকে, পথের লোক সেদিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তরুণ তরুণীরা অবাধে যৌন মিলনের গল্প করে, যুবকেরা যুবতীদিগকে লইয়া টানাটানি, লোফালুফি এবং একত্র সাঁতার কাটে এবং লালসার স্রোতে মনুষ্যত্ব এবং নারীত্ব সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন করে।

ভারতে আজ উহার ধাক্কা লাগিতেছে এবং ভদ্র মহিলাদিগকে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে আনিয়া এমন সব ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতেছে যাহাতে পাশ্চাত্য জগতের সুরুচিসম্পন্ন মনীষিবর্গও নাসিকা কুঞ্চিত করেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় অ-সনাতনীদিগের মঙ্গল না করিয়া ছাড়িবেন না। তাঁহার মিলনে তাহারা ভাল হইবে না জানিয়াও তিনি হাল ছাড়িবেন না। তিনি তাহাদের প্রমাদ ও ঔদ্ধত্যের বিষয় বিশেষরূপে বিদিত আছেন, কিন্তু তথাপি তাহারা যে পণ্ডিত মহাশয়ের স্বজন! তিনি বলেন, 'আমি জানি, যে যথার্থ সত্যনিষ্ঠ হইবে, তাহার যদি আর কোনও ধর্ম্ম না থাকে, তাহা হইলেও সেই সত্যনিষ্ঠাই তাহাকে সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃত পথে আকর্ষণ করিবেই, শাস্ত্র-প্রদর্শিত আলোকে তাহার ভ্রমান্ধকার দূর হইবেই। কিন্তু যে সত্য ভ্রষ্ট, তাহার দৃষ্টি শক্তিই রহিত হইয়া গিয়াছে, অথবা অন্ধকার দূর হইলেও তাহা সে স্বীকার করিবে না—তখনও অসত্যকেই আঁকড়াইয়া থাকিবে। কিন্তু বিনা পরীক্ষায় তাহা বুঝা যায় না। পরীক্ষায় যখন বুঝিব, এব্যক্তি সত্যভ্রষ্ট অ-সনাতনী, তাহাকে সৎপথে আনিতে যত্ন করিব না। ইহাই আমার মত।'

জাপান পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদী। এহেন জাপানেও আজ কমিউনিষ্টবাদের প্রচণ্ড তাণ্ডব। রাজধানীতে বহু কমিউনিষ্ট ধরা পড়িয়াছে। যে জাপান-সম্রাট আজ বিশ্বজাতি-সঙ্ঘকে ধমকাইতেছে, সারা জগতে বিপ্লব-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার ভয় প্রদর্শন করিতেছে আজ কি তাহারও জারের দশা প্রাপ্তির সময় আসন্ন?

ভারতে অধুনা প্যাক্টের যুগ চলিতেছে। এই প্যাক্ট বা চুক্তির মূল্য কি? দাস-নেহরু প্যাক্টে জাতীয়তাবাদীদের পরিচালিত কয়েকটী প্রতিষ্ঠানে মুসলমানগণ কিছু সুবিধা পাইয়াছেন। পুনা প্যাক্টে অনুন্নত শ্রেণীকে কিছু সুবিধা দানের কথা আছে, কিন্তু এই সম্প্রদায়গত সুবিধায় ভারত কি মঙ্গল লাভ করিল, তাহা অনুধাবনীয়।

প্যাক্টের উদ্দেশ্য এই যে, দুর্ব্বল, অশিক্ষিত অনুন্নত, নির্ব্বোধ সম্প্রদায়ের মন বুঝানর মত কিছু একটা করিয়া তাহাদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণ করা; কিন্তু এই দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে গিয়া এত অনুপযুক্ত লোককে রথী এবং মহারথিপদে বরণ করা হইতেছে যে, জাতীয় সংগ্রামে নেতৃবর্গের অসাফল্য সুনিশ্চিত।

বর্ত্তমান পরিবর্ত্তনের যুগে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত লোকদিগকেই জাতি ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল প্রকার সুবিধা দেওয়া আবশ্যক, এবং প্যাক্টের দৌরাত্ম্য না থাকিলে হইতও তাহাই। যদি সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন না থাকে, তাহা হইলে যে কোন কেন্দ্র হইতে এনি বেসান্ট, মিঃ এণ্ড্রুজ এবং মিঃ ম্যাটার্স নির্ব্বাচিত হইতে পারেন একথা খুব সাহসের সহিত বলিতে পারা যায়। ডাঃ আলম, মৌলবি জালালুদ্দিন হাশেমী, হাকিম আজমল খাঁ, মিঃ ইমাম প্রভৃতি মুসলমান যে কোন নির্ব্বাচন কেন্দ্রে সাফল্য লাভ করিতে পারেন; নচেৎ কি করিয়া মুসলমান, পারসিক এবং ইংরাজ কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইলেন? ভারতের জাতীয় জাগরণের দিনে এই সাম্প্রদায়িক বিবাদের একমাত্র মূল্য এই হইতে পারে যে, ইহা সাম্প্রদায়িকতার অসারতা প্রমাণ করিয়া সমগ্র জাতিকে একতাবদ্ধ করিবে এবং তাহা হইতে নূতন সংস্কৃতি, নূতন বল অর্জ্জন করিয়া ভারত জগতের মঙ্গল সাধন করিবে।

নেপালের প্রধান মন্ত্রী ছাত্রদিগকে উপদেশ দানকালে একটী সুন্দর কথা বলিয়াছেন। ছাত্রগণ যেন বিদেশীয়দিগের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করে, কিন্তু তাহাদের বাহ্য চাকচিক্যে যেন পথভ্রষ্ট না হয়। কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য বৈদেশিক সাহায্য আবশ্যক; পরে নিজেরা শিখিয়া কাজ চালাইতে হইবে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কার্য্যাভাব এবং অর্থাভাব বশতঃ বহু তরুণী এবং মধ্য-বয়স্কা স্ত্রীলোক সহরে কর্ম্মের সন্ধানে যাইয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সে স্বাধীনতার দেশ; যদি লোক খাইতে না পায় তাহা হইলে ভারতীয়ের ন্যায় পেটে হাত বুলাইয়া বাড়ীতে বসিয়া ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর না হইয়া বিদ্রোহ করিয়া গবর্ণমেণ্টের আসন টলাইবে। সুতরাং মিষ্টার নিকোলাস প্রমুখ ব্যক্তিগণ অর্থনীতিকদিগের সহিত মিলিত হইয়া এই সমস্যার সমাধানে ব্যস্ত আছেন।

গোপাল ভাল ছেলে; যাহা পায় তাহা খায়, গরু, শূকর, মদ, তাড়ি, কিছুই বাদ যায় না। এহেন অনুন্নত শ্রেণীকে মালব্যজী দীক্ষা প্রভাবে উন্নত শ্রেণীর সমপর্য্যায়ে আনয়ন করিয়া মন্দির প্রবেশে অধিকার প্রদান করিতে কৃতসঙ্কল্প।

ইংরাজী শিক্ষা প্রভাবে বহু নমঃশূদ্র উচ্চপদে আসীন হইয়া তাঁহাদের প্রতিভার উৎকর্ষ সন্দর্শন করিতেছেন। বর্ত্তমান আন্দোলনের ফলে নিম্নশ্রেণীর গোপ উচ্চ শ্রেণীতে উত্থিত হইয়া কি করিবে সে সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত কেহ কোন মীমাংসায় উপস্থিত হইয়াছেন কি না, তাহা জানা যায় না। তবে, যদি, তাহারা প্রকৃত দীক্ষা পায় এবং প্রকৃতপক্ষে উন্নত হয় তাহা হইলে তাহাদের উন্নতিই বিশেষ একটা প্রকাণ্ড লাভ বলিতে হইবে। একটা জিজ্ঞাস্য এই যে, যাঁহারা দীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত, তাঁহাদের নিজের দীক্ষা হইয়াছে কি না? হুজুকে মাতিয়া একটা যা' তা করিয়া ফেলিলে বিশেষ সুবিধা হইবে না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-শ্রীমায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, } ১৪ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৬ ১২ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২৫শে জানুয়ারী ইং ১৯৩৩ বুধবার ১৭১তম সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

ঢাকার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অফ্ পুলিস মিঃ গ্রাহার সাহেব সস্ত্রীক গত ১৮।১।৩৩ তারিখ ঢাকা সংশিক্ষা প্রদর্শনী দর্শনার্থ আসিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণশিক্ষা সম্বন্ধে শ্রীমদ্ বন মহারাজ মিঃ গ্রাহারকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ গতকল্য প্রকাশ করা হইয়াছে; বাকী অংশ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

কারণ-সমুদ্রের পরে নির্বিশেষ জ্যোতির্ময় ধাম ব্রহ্মলোক; ব্রহ্মলোকে আশ্রয় স্থান নাই যাঁহারা ব্রহ্মলোকের জ্যোতির্ময়তায় আত্মহারা হ'ন, তাঁহারা পরব্যোমের সন্ধান পা'ন না। তাঁহাদের ভক্তিলতার বীজ অঙ্কুরিত হইতে না পারিয়া শুষ্কতা লাভ করে। কারণ, তাঁহারা শ্রবণ কীর্ত্তন-জলসেককে সাময়িক ও ভক্তিলতাকে ক্ষণস্থায়ী মনে করেন। ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠধাম। তথায় আড়াইটী রসের একমাত্র পূজ্য-বিষয় শ্রীনারায়ণ, এই পর্য্যন্ত তাঁহাদের দৃষ্টির সীমা।

কিন্তু যাঁহারা উপরিভাগে গোলোক দর্শন করেন তাঁহারা সেবার্দ্ধ পর্য্যন্ত দেখিতে পা'ন এবং বাকী আড়াই প্রকার রসও তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হয়। বৈকুণ্ঠের উপরে উর্দ্ধতন ধাম গোলোক। তথায় পূর্ণ পাঁচটী রসের একমাত্র সেব্যবিষয়—শ্রীকৃষ্ণ।

যখন সাধকের ভক্তিলতাটী বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে ক্রমে ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতে থাকে, তখন যদি নিষ্কপট বিষ্ণুভক্তের চরণে হিংসানিন্দাদি অপরাধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ঐ লতার মূল শাখা বৃদ্ধি না হইয়া ভোগ বা মোক্ষ-বাঞ্ছা, জড়ীয় প্রতিষ্ঠার আশা, নিষিদ্ধাচার, কপটতা, জীবহিংসা-প্রবৃত্তি, জড়ীয় বিষয়-লালসা প্রভৃতি উপশাখাগুলি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ঐ সময় কোন বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ হইলে লতা ছিঁড়িয়া যায়। বৈষ্ণবাপরাধীকে মত্ত হস্তীর সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। তা' হ'লে লতাটী মরিয়া যায়।

অতএব সাধকের সর্ব্বপ্রথমে উপশাখা ছেদন অর্থাৎ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করা দরকার তাহা হইলেই ক্রমে ক্রমে ঐ ভক্তিলতা কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে আরোহণ করিয়া প্রপক্ক প্রেমফল প্রদানপূর্ব্বক মালীকে পরিতৃপ্ত করে। মনুষ্যজীবন লাভ করার পর এইটাই তাহাদের পরম প্রয়োজনীয় বিষয়, নচেৎ আহার নিদ্রা প্রভৃতি কেবল পশুচিত্ত-ধর্ম্মে জীবন যাপন করা ধার্ম্মিক লোকের কর্ত্তব্য নহে। মহাপ্রভু (Supreme Lord) এই শিক্ষাটী আমাদিগকে প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

সস্ত্রীক পুলিস সাহেব এই প্রকার সংশিক্ষার কথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হ'ন এবং হিন্দুশাস্ত্রে এইরূপ উপাদেয় শিক্ষাসমূহ থাকিতে পারে, ইহা তাঁহার ধারণাই ছিল না। অতঃপর তাঁহারা কর্ত্তৃপক্ষগণকে এইরূপ প্রদর্শনীর অত্যাবশ্যকতা জানাইয়া আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন। সমস্ত দর্শনীয় বস্তু দেখা হইবার পর তাঁহারা অফিস-গৃহে উপবেশন করিলে তাঁহাদিগকে বিবিধ মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। মিঃ ও মিসেস্ গ্রাহার মহাপ্রসাদ বা ভগবৎ প্রসাদের কথা শুনিয়া নিশ্চিন্তমনে উহার সম্মান করেন। সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহারা চলিয়া যা'ন।

ঘাটালে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ বিগত ২৭শে অগ্রহায়ণ ইং ১৩ই ডিসেম্বর তারিখ ঘাটাল সদর মহকুমার অন্তর্গত প্রতাপনগর গ্রামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচারের জন্য কয়েকজন শিষ্য ব্রহ্মচারিসহ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দে মহাশয়ের বাটীতে পদার্পণ করেন। স্বামীজী মহারাজ অত্রগড় প্রতাপনগরে দুইটী স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন দ্বারা জনসাধারণকে বিশেষ আকৃষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীমুখের মধুর ভাষা, হৃদয়গ্রাহী হরিকথা ও অমানী-মানদ স্বভাব, এই প্রবল শীতের মধ্যেও প্রত্যেক বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়া হরিকথা কীর্ত্তন গ্রামবাসী সকলকেই মোহিত করিয়াছে।

গৌড়ীয়মঠাশ্রিত শ্রীগৌরদাস দে প্রভৃতি উৎসাহের সহিত নগর-কীর্ত্তনের বন্দোবস্ত করেন। স্বামীজী মহারাজ তাঁহার ব্রহ্মচারিবৃন্দসহ ও গ্রামের অল্পবয়স্ক বালক ও যুবকগণকে লইয়া একটী নগর-সংকীর্ত্তন বাহির করেন। নৃত্যের সহিত কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহারা ঘাটাল সহরের অভিমুখে রওনা হইলে সঙ্গে সহরের বহু বালক, যুবক ও যুবক কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছিলেন।

[illegible] উকিল লাইব্রেরীর [illegible] সেক্রেটারী ও বারসাহেবের [illegible] বার সহ-[illegible]-দের আন্তরিক ইচ্ছা ও উৎসাহে স্থানীয় বাজারে একটী মহতী সভায় স্বামীজী মহারাজ একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। এই দারুণ শীতের মধ্যেও উকিল, মোক্তার ও বাজারের দোকানদার ব্যবসায়িগণ হরিকথা শুনিতে আসিয়াছিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'শ্রীচৈতন্যের প্রেম'। স্বামীজী অতি সরল ও সহজ ভাষায় এবং আবেগভরে বক্তৃতা দান করেন। উপস্থিত শ্রোতৃগণ সকলে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শ্রবণ করেন।

উক্ত বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃগণ বিশেষ আদর হওয়ায় পরদিবস বারলাইব্রেরীর সেক্রেটারী উকীল শ্রীযুত গোষ্ঠবাবু স্বামীজীর মুখে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং গত ২৯শে অগ্রহায়ণ রাত্রি ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ঘাটাল ব্যাঙ্কের দ্বিতলের উপর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন হইয়াছিল। স্থানীয় বহু শিক্ষিত ও বিশিষ্ট ভদ্রলোক পাঠ কীর্ত্তনে যোগদান করেন। উকীল গোষ্ঠবাবু অতি ভদ্রলোক ও সজ্জন। মঠের প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে।

সেই সে পরম বন্ধু সেই পিতামাতা। শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪ মাধব, শুভ অনিরুদ্ধ

অনুসন্ধেয় বস্তুটী কি ?

(২)

"আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ তস্মাৎ কৃষ্ণ দীক্ষাদি শিক্ষণম্"। গুরু যদি আমার চেয়ে কম-জ্ঞানযুক্ত হ'ন, তা'হলে পরে বুঝ্‌ব যে তাঁ'র দ্বারা উপকার হ'বে না। যাঁ'র দ্বারা আমি আশ্রয় পাব আশা করি, তাঁ'কে আগে আশ্রয়টা আমাকে দিতে হ'বে। আশ্রয় যদি দেন তবেই আশ্রয় পাব। যাঁকে আশ্রয় (প্রণতি) দিব তিনি যদি মহাশ্রয়যুক্ত হ'ন, তবেই মঙ্গল। গীতা পাঠ ক'রে গীতাকে আশ্রয় করলাম, গীতার মহাবাক্য 'সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ"—আশ্রয় ক'রলাম এইরূপ বুদ্ধি হ'লে মঙ্গল হ'বে।

আমরা সকলেই মুমূর্ষু, বেশী দিন আমাদিকে এখানে থাকতে দেবে না। এখান থেকে চ'লে যেতে হ'বে। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দরূপ বিষয়ের মধ্যে একটা না একটা আমাদের লাভ হ'বে, কিন্তু কোন্ [illegible] আমরা অপেক্ষাযুক্ত [illegible]। অভিজ্ঞতা লাভ করতে হ'লে বাহির হ'তে কিছু আনা নিতে হ'বে। আপনিত মাত্র ৮৫ বৎসর বয়স-সম্পন্ন, কিন্তু দুহাজার বৎসরের ইতিহাসের চিন্তাস্রোত আমাদের কাছে এসে পড়েছে তা' থেকে দেখা গিয়েছে যে, এসব ছেড়ে চলে যেতে হ'বে।

'গচ্ছতি ইতি জগৎ।' Physical structureই বলুন আর জগতের যা কিছুই বলুন, সমস্তই পরিবর্ত্তন হচ্ছে। যে জিনিষটা আমরা রাখতে পারব না, সেটার জন্য অত চেষ্টা করে কি হ'বে? মনোধর্ম্মের খাদ্য সংগ্রহ করবার জন্য অনেক চেষ্টা করলাম তাতেই বা কি সুবিধা হ'ল? আপনি ডাক্তার, রোগীর একটা রোগ অনেক চেষ্টা ক'রে সারিয়ে দিলেন, কিন্তু আবার কিছু দিন যেতে না যেতেই আবার কঠিন রোগ হ'ল। শরীর মন, ক্রমাগতই পরিবর্ত্তন হ'চ্ছে। শরীর যে ক্রমাগত পরিবর্ত্তন হ'চ্ছে সেটা আপনাদের ডাক্তারী বিদ্যায় জানেন, আর মনও দেখুন প্রাতঃকালের মন, দ্বিপ্রহরের মন, রাত্রিকালের মন, শৈশবের মন, যৌবনের মন, প্রৌঢ়াবস্থার মন, বার্দ্ধক্যের মন সমস্তই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন অবস্থা ধারণ ক'রছে এবং পরিবর্ত্তিত হ'চ্ছে।

জন্মাবধি অন্যলোকের সাহায্য ব্যতীত আমাদের উপায় নাই। এই সমস্ত চিন্তাস্রোত আমাদিগকে হতবুদ্ধি (Puzzle) ক'রে দিয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জিনিষ সংগ্রহ না ক'রে এক জায়গা থেকে জিনিষ কিন্‌তে গিয়েও সুবিধা হ'চ্ছে না। অতএব এখন বুঝছি Temporary worldএর যাবতীয় ব্যাপার ছেড়ে দিয়ে এমন এক জিনিষ আশ্রয় করব যাতে সব সুবিধা হ'তে পারে। সেই রকম মনোভাবটা এই শ্লোকে ব্যক্ত হ'য়েছে—"কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা। জাতা তেষাং ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ॥ উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধিস্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্‌ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥" অর্থাৎ কামাদি রিপুসকলের আশ্রয় ছেড়ে দিয়ে এখন আমি তোমার (ভগবানের) অভয় চরণে আশ্রয় লইতেছি, তুমি আমাকে আত্মদাস্যে নিযুক্ত কর। "ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥" এই শ্লোকে শ্রীচৈতন্যদেবও ঐ শিক্ষাই দিয়াছেন।

Elevationist হ'য়ে নির্ম্মাণ কার্য্যের জন্য দিনটা কাটিয়ে দিলাম, কিম্বা Salvationist হ'য়ে মোক্ষলাভের জন্য দিনটা কাটিয়ে দিই, এরূপ চিন্তাস্রোতের মধ্যে আমি আর যা'ব না। এখন এমন জিনিষ আশ্রয় করব যা'তে আমাকে আর বিচ্যুত হ'তে হ'বে না এবং সেই জিনিষকে সম্পূর্ণরূপে আশ্রয় করব; ছ'টা রিপুর বশে আর চল্‌ব না। এখনি মরে যেতে পারি; অতএব পারে যা'বার টিকিটটা কিনে রেখে দিই।

পূর্ণজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করতে হ'বে, সঙ্কীর্ণ জ্ঞানের আশ্রয় করলে কি হ'বে? শ্রীচৈতন্যদেব পূর্ণ বস্তু, তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ। তিনি যে উপকার ক'রেছেন, সে রকম উপকার আর কেউ করতে পারবে না। অতএব আমরা পূর্ণতমের আশ্রয় গ্রহণ করব, আংশিক বস্তুর আশ্রয় করলে পূর্ণ সুবিধা হ'বে না। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে গীতার উপদেশ দিয়েছিলেন বা ব্যাসদেব শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর নিকট যে ভাগবত কীর্ত্তন ক'রেছিলেন, সেই গীতা ও ভাগবতের বিচার নানা লোকের দ্বারা বিকৃত (Distorted, mutilated) হ'য়ে যাওয়ায় শ্রীচৈতন্যদেব যে কথা ব'লেছেন, তার আলোচনা দরকার হ'য়ে প'ড়েছে।

শ্রীচৈতন্যদেব কর্ত্তৃক নিযুক্ত হ'য়ে শ্রীল রূপ ও সনাতন প্রভুদ্বয় জগতের বাস্তব উপকার করবা'র জন্য জগতের চক্ষে কত বড় পদ পরিত্যাগ ক'রে চৈতন্যদেবের কথাটা প্রচার ক'রে গেলেন। স্মার্ত্তরা যে সকল বিচার বল্‌তে ব'সেছে, হরিভক্তিবিলাস না ক'রে, ঈশ্বর-বিশ্বাসটা নষ্ট ক'রে দিয়ে কি রকম সর্ব্বনাশটা ঘটিয়েছে। "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা"টা আপনারা ক'রে দেখেছে। শ্রীল রূপ সনাতন প্রভুদ্বয় মানবজাতিকে কি রকম অমঙ্গলের হাত থেকে রক্ষা ক'রেছেন! কৃষ্ণ গীতায় যে বিচার ক'রেছিলেন ব্যাস ভাগবতে যে বিচার দেখালেন, বৌদ্ধ, চার্ব্বাক প্রভৃতি মনীষিগণের চক্রস্রোতে তাঁহার সেই সব বিচার মনুষ্যসমাজ গ্রহণ করতে না পারায়, তিনি স্বয়ং আশ্রয়ের ভাব নিয়ে অর্থাৎ আমাকে যে পূর্ণভাবে আশ্রয় দেবে আমি তাঁ'কেই আশ্রয় দে'ব, এই ভার নিয়ে শ্রীচৈতন্যরূপে আবির্ভূত।

মনুষ্যজাতি যে Puppy brain নিয়ে বড়াই করে, সেটাকে একেবারে Crash ক'রে দেওয়া দরকার; তা'রা অবিচারস্রোত থেকে রক্ষা পাক্। মানবজাতি অভিজ্ঞতাবাদ থেকে রক্ষা পাক্ যা'তে তা'দের নিত্য মঙ্গল হয়, সেই কার্য্যটা আমার কর্ত্তব্য হ'য়ে পড়েছে। মানুষ তাহার অনুভূতির দ্বারা জগতের কি রকম অনিষ্ট ক'রছে। মনুষ্যজাতির বুদ্ধিদ্বার প্রত্যেকটা প্রত্যেকটার সঙ্গে বিরোধ স্থাপন করছে। গত Continental war টার কথা একবার ভেবে দেখুন। মানুষ হ'য়েছে যে পরস্পর মারামারি কাটাকাটি ক'রে মরবার জন্য। Pessimistic ব'লে এক প্রকার লোক হ'য়েছে, কিন্তু Optimistic হ'বার কি দরকার নেই? ঐ রকম বিচার-স্রোতের মধ্যে না গিয়ে "ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ" বিচারটা গ্রহণ করলেই মঙ্গল।

আমরা কৃষ্ণের গান শুনেছি—'তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥' অন্যাভিলাষী যথেচ্ছাচারী যা' ইচ্ছা করতে ব'সেছে; কৃষ্ণের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় দেখে অর্থাৎ তিনি নিজের ভজন নিজে শিক্ষা দিতে গিয়ে লোকে তাঁ'কে দাম্ভিক প্রভৃতি মনে করতে লাগ্‌ল দেখে, এবার তিনি আশ্রয়ের ভাব নিয়ে এসেছিলেন। নিজে কৃষ্ণভজন ক'রে কৃষ্ণভজন-শিক্ষা প্রচার করলেন।

বহু Secular মতবাদ হতে মনুষ্যজাতিকে রক্ষা করবার জন্য শ্রীচৈতন্যদেব সিদ্ধান্ত প্রচার ক'রে গেছেন—বাস্তব সত্য প্রচার ক'রেছেন। তিনি কড়জগতের Policy দিয়ে লোককে ভোগা দেন নাই। তাঁ'র বিচারে কোন জিনিষ ভোগ করতে হ'বে না, ত্যাগও করতে হ'বে না। শ্রীল সনাতন প্রভু উপদিষ্ট হ'য়ে "অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥" এই সিদ্ধান্ত প্রচার ক'রে ভুক্তি-মুক্তিকামিগণকে রক্ষা ক'রলেন। জগতের যাবতীয় বস্তু কৃষ্ণসেবোপকরণ বিচারে কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধিত করলেই আমাদের মঙ্গল হ'বে। বিষ্ণুভক্তির দ্বারাই সমস্ত মঙ্গল হয়। "অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি। সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান বিরাগযুক্তম্॥"

গৃহস্থের জীবনটা কেবল Regulated life; কৃষ্ণসেবার জন্যেই তা'দের সংসার। মনুষ্যজাতিকে Relief দেবার জন্য 'গৌড়ীয়' নামক পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হচ্ছে। জগতের সমস্ত Secular বিচারগুলো সেই পত্রে বিচারিত হ'চ্ছে। আমি মূর্খ মানুষ, ভাষাজ্ঞান আমার নাই, ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেবার ক্ষমতা আমার নাই। আমাদের খুবই গৌরবের বিষয় যে আপনাদের এই ঢাকা-সহরেরই একজন যাঁহার ভাষার লালিত্যে ও মাধুর্য্যে আমি মুগ্ধ হচ্ছি, যিনি অমানি-মানদ-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে শ্রৌতপথে অতি সরল, সহজ ও সাধারণের বোধগম্য ভাষায় দিবারাত্র পরিশ্রম ক'রে গৌড়ীয় পত্রে সেই সব কথাগুলো বিচার করতে ব'সেছেন।

জগতের সমস্ত লাইব্রেরীগুলো যদি ধ্বংস হ'য়ে যায়, কিন্তু দশ বৎসরের 'গৌড়ীয়' পত্র বর্ত্তমান থাকে, তাতে জগতের অমঙ্গল হ'বে না। ভাগবতের কদর্থ করবার জন্যে হাজার হাজার লোক ব্যাখ্যা ক'রেছে। গৌড়ীয়ের ভাষা আমার ন্যায় কর্কশ নয়; অতি মোলায়েম ভাষায় তিনি ঐ সমস্ত কথা জগতকে জানিয়ে দিচ্ছেন। রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন শ্রীরূপ সনাতনের বইগুলোর যে ব্যাখ্যা ক'রেছিল, তাহা Distorted formএ ক'রেছিল। উহাদের প্রকৃত ব্যাখ্যা প্রচার করবার জন্যে গৌড়ীয়মঠের একটা মস্ত কাজ পড়ে গিয়েছে। Books of Sri Rupa and Sanatan have been sealed books. গৌড়ীয়মঠ মাধুকরী ভিক্ষা করে এই কার্য্যে সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় ক'রছে। জগতের বিরুদ্ধ চিন্তাস্রোতকে প্রশমিত করবার জন্যে গৌড়ীয়মঠ বৎসরে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় ক'রছে।

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা নদীয়া প্রকাশ

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা)
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৩ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সারস্বতা-দিগ্দর্শনম্ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ডস্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ য়্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধিপাট ঐ
৬। আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, চাঁদখালী, নদীয়া
৯। বালগোপাল পাট কাঠালপুলি, চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটী, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাযোড়া, রাজপাম বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু হাওড়া
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ রুকুনিয়া, বাসুদেব-
পুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রাজাপেট্টা, মাদ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, ওয়েষ্ট
গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ বালিশাহী, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুমুরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ আগস্তকুণ্ড, কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য।
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	ঢাকা
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	চম্পহট্ট
৪। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	মেদিনীপুর
৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	ঢাকা
৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	পুরী

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি প্রভুপাদ বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ কুমুদ জ্যোৎস্নার ন্যায় ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত রসরাজের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দানপ্রত্যেক ব্যক্তি যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায় সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, কীর্ত্তি, স্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের মানচিত্র বিবরণ গ্রন্থ। বাজনি রাজসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, [illegible] সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতোত্তম শ্রীমদ্ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত প্রশ্নের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চাচকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পত্র সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্বচক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৶০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও আচারের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিরম্বুগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের আদর্শ', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ' 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'অসৎসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মবোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বেদান্তদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরনামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজনপথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষয়রক্তিবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৷৶০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৷০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম

ফর্ম সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতীয়

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩ নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ॥০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বসতবাটীর রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৫০ আনা।

মিটিংএর নোটীশ বহি—১ খানা ॥০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ॥০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাটখোলা কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

হেলা … পাঁ…

… [illegible] …রের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমাপ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

জে. বি. দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭-৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২০, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫-৩১	৯-৫	১২ ১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩১	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১১	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শাসন-সংস্কার

প্রস্তাব

১। বঙ্গদেশে কোন্ কোন্ জাতিকে অবনত শ্রেণীর তালিকাভুক্ত করা হইবে সে সম্বন্ধে কিছুদিন যাবত বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছিলেন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে, ভারতীয় ভোটাধিকার কমিটির নিকট প্রদত্ত সাক্ষ্যে বলা হইয়াছিল যে, অবনত বলিয়া পরিগণিত জাতিসমূহের তালিকাটি সংশোধিত হইতেছে. কিন্তু কমিটিকে, ১৯২১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনার যে তালিকা গৃহীত হইয়াছিল তাহা ও তৎপরবর্ত্তী কালে উহাতে যোগ করিবার ও বাদ দিবার জন্য যে সকল প্রস্তাব হইয়াছে তাহা দেওয়া হইয়াছিল। ভারতীয় ভোটাধিকার কমিটিকে ইহাও জানান হইয়াছিল যে, যে পর্য্যন্ত না এ বিষয়ে স্বার্থবিশিষ্ট জাতিসমূহের মতামত অবগত হওয়া যায় সে পর্য্যন্ত কোন চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইতে পারে না।

২। ভারতীয় ভোটাধিকার কমিটির মতামত তাঁহাদের রিপোর্টের ১ম ভাগের ১০ম অধ্যায়ে বিশেষ করিয়া ২৮২ প্যারাগ্রাফ হইতে ২৮৬ প্যারাগ্রাফে দেওয়া হইয়াছে, এবং ২৯৬ প্যারাগ্রাফে কমিটির নির্দ্দেশিত প্রণালীতে, অর্থাৎ কমিটি অস্পৃশ্যতারূপ যে সাধারণ লক্ষণ গ্রহণ করিয়াছেন তদনুসারে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে অবনত শ্রেণীসমূহের একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করিতে বলা হইয়াছে।

৩। অতঃপর সাম্প্রদায়িক মীমাংসা ঘোষণা করা হইলে দেখা গেল যে, অবনত শ্রেণীসমূহের ভোটাধিকার সম্পর্কিত ধারাটিতে বিধান করা হইয়াছে যে. যে স্থলে আবশ্যক, "অবনত শ্রেণীসমূহের' সংজ্ঞা পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারিবে "প্রত্যেক প্রদেশে কাহারা (ভোট দিবার যোগ্যতাবিশিষ্ট হইলে) অবনত শ্রেণীর বিশেষ নির্ব্বাচক সম্প্রদায় হইতে ভোট দিতে পারিবেন তাহার সঠিক সংজ্ঞা এখনও চূড়ান্তরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই ভোটাধিকার কমিটির রিপোর্টে যে সকল সাধারণ মূল নীতির কথা বলা হইয়াছে তাহা অবলম্বন করিয়াই উহা করা হইবে। কিন্তু উত্তর ভারতের কোন কোন প্রদেশে ইহার পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইতে পারে, কারণ ঐ সকল প্রদেশে অস্পৃশ্যতারূপ সাধারণ লক্ষণ দ্বারা বিচার করিলে কোন কোন প্রদেশের অবস্থাবিশেষে কোন কোন দিক দিয়া অনুপযোগী সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হওয়া সম্ভব। (সাম্প্রদায়িক মীমাংসার ৯ম প্যারাগ্রাফ)।

৪। বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের প্রতীতি হইয়াছে যে, যে সকল প্রদেশে অস্পৃশ্যতারূপ সাধারণ লক্ষণ দ্বারা বিচার করিলে ঐ সকল প্রদেশের অবস্থাবিশেষের পক্ষে অনুপযোগী সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হইবে, বঙ্গদেশ উহাদের অন্যতম। সুতরাং সাম্প্রদায়িক মীমাংসায় তাঁহাদের উপর বিচার-বিবেচনার যে ভার দেওয়া হইয়াছে তদনুসারে তাঁহারা প্রস্তাব করিতেছেন যে, অবনত শ্রেণীসমূহের ভোটাধিকার সম্বন্ধে উক্ত মীমাংসায় প্রথমে যে সকল প্রস্তাব ছিল তৎপরে পুণা-চুক্তি অনুযায়ী উহাদের যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে, তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালীর ভিত্তিস্বরূপ, "তপশীলভুক্ত জাতিসমূহ" এই নামে অভিহিত এতৎসংলগ্ন জাতিসমূহের তালিকাটি গ্রহণ করিবেন। এই সকল জাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক অবনত অবস্থা, ও তাহাদের স্বার্থ রক্ষার্থ তাহাদিগকে বিশেষ ভোটাধিকার দেওয়া আবশ্যকতা দৃষ্টে এই তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে।

৫। এই তালিকাটী চূড়ান্ত করিবার পূর্ব্বে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উহা সমালোচনার জন্য প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, কেবল হিন্দুজাতিগুলিই এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত নহে—অধিকন্তু, যাহারা বর্ত্তমানে বঙ্গদেশের অধিবাসী ও জাতিগত বা মিশ্র ধর্ম্ম স্বীকার করে, আদিম জাতিসম্ভূত এমন কোন কোন সম্প্রদায়ও ইহার মধ্যে আছে।

তেলী ও কলুর ন্যায় কোন কোন জাতি এই তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। 'অবনত শ্রেণীসমূহের" কোনও তালিকায় উহাদিগকে অন্তর্ভুক্ত করিবার বিরুদ্ধে উহাদের নিকট হইতে স্পষ্ট আপত্তি পাওয়া গিয়াছে।

৬। কোন সাধারণ প্রতিষ্ঠান, জাতি বিশেষের সমিতি, বা ব্যক্তি, "তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের" এই তালিকার কোন জাতি বা জাতি সকলকে অন্তর্ভুক্ত করা বা না করা সম্বন্ধে কোন আবেদন করিতে ইচ্ছা করিলে, এই প্রস্তাব গেজেটে প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে এক মাস মধ্যে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ডিপার্টমেণ্ট, রিফর্মস্ অফিসারের নিকট উহা দাখিল করিবেন। ঐ তারিখের পর প্রাপ্ত কোন আবেদন বিবেচনা করা হইবে না।

তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের তালিকা

আগরীয়া, ওরাওঁ, করেঙ্গা, কাউর, কান, কাঁদরা, কাদার, কাধ, কাপালী, কাপুরিয়া, কালোয়ার, কাস্থ, কিচক, কেওরা, কোচ, কোটাল, কোনাই, কোয়ার, কোড়া, খয়রা, খণ্ডাইৎ, খাটিক, গারো, গোণরী, ঘাসী, চামার, জালিয়া কৈবর্ত্ত ঝালো-মালো বা মালো, ডোম, তিয়র, তুরি, দোসাধ, দোয়াই, ধেনুয়ার, ধোবা, নমঃশূদ্র, নাগর, নাগেসিয়া, নাথ, নুনিয়া, নৈদা, পলিয়া, পাটনী, পাণ, পাসি, পুণ্ডারী, পোদ, বাইতী, বাউরী, বাগদী, বাহেলিয়া, বিনঝিয়া, বিন্দ, বেদিয়া, বেরুয়া, বেলদার, ভাটিয়া, ভুঁইমালী, ভুঁইয়া, ভুমিজ, মাল, মাল পাহাড়িয়া, মাল্লা, মাহলী, মাহার, মুচী, মুণ্ডা, মুসাহর, মেচ, মেথর, রাজবংশী, রাজবার, রাজু রভা, লালবেগী, লোধ, লোহার, শুঁড়ি, সাঁওতাল, সাগির্দ্দপেশা, সুক্‌লি, হরি, হাজং, হালালখোর, হাড়ী, হো,।

ব্যাপক খানাতল্লাস

অমৃতসরে এক সঙ্গে প্রায় ৩০টী বাড়ী খানাতল্লাস হইয়া গিয়াছে।

মন্ত্রী নিহত, দূত আহত

চাঙ্গেচুন রেল ষ্টেসনে বোমা ফাটায় মাঞ্চুকুর প্রধানমন্ত্রী নিহত এবং জাপানী রাজদূত আহত হইয়াছেন।

জাপান ও জাতিসঙ্ঘ

জাতিসঙ্ঘকে জাপান এপর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করিতেছিল; কিন্তু জাতিসঙ্ঘ এবার সাড়া দিয়াছে এবং জাপান কমিটীর প্রস্তাব গ্রহণে সম্মত কিনা, তাহার জবাবের জন্য কড়া তাগাদা দিয়াছে। ফলে, জাপান সংশোধিত প্রস্তাবে রাজী হইয়াছে কিন্তু সঙ্ঘ-বহির্ভূত শক্তির সালিসীতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছে। যাহা হউক জাপান কতক নরম হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

চীন মাঞ্চুকু রাষ্ট্র ধ্বংসে মত দিবে না বলিয়া জাতি-সঙ্ঘকে জানাইয়াছে।

আন্তর্জ্জাতিক মামলা

পারস্যের তৈল খনির অধিকার লইয়া ইংলণ্ড ও পারস্যে যে মোকর্দ্দমা জেনেভা জাতিসঙ্ঘের আদালতে চলিতেছে তাহাতে স্যার জন সাইমন ইংলণ্ডের পক্ষে মোকর্দ্দমা চালাইবেন।

অগ্নিকাণ্ড

করাচীতে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড [illegible] র বাড়ী, মাহাজী কোম্পানীর [illegible] এবং কেন কোম্পানীর পুস্তকের দোকান পুড়িয়া যাওয়ায় চার লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

ফাঁসী ও দ্বীপান্তর

বরিশাল প্রথম অতিরিক্ত দায়রা জজ শ্রীযুত এস, বসু আই-সি-এস জুরীদের অভিমত গ্রহণ করিয়া পয়রাসী বিবিকে হত্যা করায় অভিযোগে বরগুনা থানার অন্তর্গত তুলসী বেড়িয়ার জয়কুল বিবিকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে এবং মেহেরালীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

পয়রাসী বিবি ও জয়কুল বিবি দুইজনে পরস্পরের সতীন। তাহাদের স্বামী কজমাণি বহুদিন জেলে থাকে। স্বামীর অনুপস্থিতিতে জয়কুল বিবি ও মেহেরালীর মধ্য অবৈধ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। পয়রাসী বিবি তাহাতে বাধা দেয়। ইহাতে মেহেরালী জয়কুল বিবির সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া পয়রাসীকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করে।

আলোয়ারে শান্তি

আলোয়ার বিদ্রোহ প্রশমিত হইয়াছে, রাজা শিকারে বাহির হইয়াছেন এবং বৃটিশ সৈন্যদল কিষেণগড় আশুমুখে ঘাটি বাঁধিতেছে।

রাজনীতি ও সাহিত্যিক

জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক জর্জ বার্ণার্ড শ বলেন যে তাঁহার মতানুসারে বা তাঁহার দ্বারা ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার কোনও সমাধান হইবে না।

বাসে হজ যাত্রা

মীরাট হইতে প্রায় কুড়িজন মুসলমান বাসে চড়িয়া হজ যাইবেন। ইহা স্থলপথে হজ যাইবার অভিনব চেষ্টা।

লোহার বরগা
করগেট টীন, [illegible]
দালানের ফুলদার রেলিং
বেড়াঘেরা [illegible]
সুলভে বিক্রয় করি
[illegible] চন্দ্র মুখার্জ্জি এণ্ড ব্রাদার্স
৭৬ বেলিংটন ষ্ট্রীট। ফোন ৪৪৯
[illegible] কলিকাতা

টেলি: শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈনিক

Reg No C. 1544.

নদীয়া প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৫০

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৭২তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৩ই মাঘ বৃহস্পতিবার ১৩৩৯, ২৬শে জানুয়ারী ১৯৩৩

নানা কথা

শিক্ষয়িত্রীর গৃহে পুলিস

চট্টগ্রামে শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা পরিমল-বালা দত্তের বাসভবন খানাতল্লাসের ফলে পুলিস একখানি ফটো এবং কলিকাতা হইতে তাঁহার ভ্রাতার লিখিত একখানা পত্র তাঁহার ট্রাঙ্কের মধ্যে হইতে পাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। পুলিস এই ফটো ও পত্র লইয়া যায় এবং শ্রীযুক্তা পরিমলবালাকেও থানায় লইয়া যায় ও তাঁহার বিবৃতি লিপিবদ্ধ করিয়া পরে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে।

আলোয়ারে শান্তি

আলোয়ারের মহারাজ শিকারে রওনা হইয়া গিয়াছেন ইহাতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে আলোয়ার রাজ্যে আর কোন বিপদ নাই। মিওদের পল্লীসমূহে এখন শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। তথায় অবস্থা প্রায়ই স্বাভাবিক। মহারাজের পার্শ্বচর ও ৫০টী হস্তী শিকার স্থান অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। মিওদের বিদ্রোহের দরুণ মহারাজের গত দুইমাস ধরিয়া কোনরূপ বিশ্রাম ছিল না। এই সম্পর্কে তাঁহার নিজেকেই সকলদিক পরিদর্শন করিতে হইত। এই ছুটীর মধ্যে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য শিকার হইবে বরাহ শিকার। আগামী সপ্তাহে কোন দরবার হইবে না।

আলোয়ার বজেট

এই সময়ের মধ্যে রাজস্ববিভাগ বাজেটের খসড়া প্রস্তুত করিয়া ফেলিবেন। বাজেট প্রণয়নের সময় খুব হিসাব করিয়া করা হইবে। বিশেষতঃ রাজস্ব সম্পর্কে যে পরিবর্ত্তন হওয়ার কথা তাহার দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হইবে।

আলোয়ারের উড়োজাহাজ ক্রয়

মহারাজ যে ছোট একটি উড়োজাহাজ ক্রয় করিবেন কথা ছিল, দরবার সে সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্ত করেন নাই। বোম্বাই ফার্ম ইহার মূল্য ১২০০০ হাজার টাকা করিয়াছে। যাহাহউক দরকার ৪টী উড়োজাহাজ ক্রয় করিবেন বলিয়া যে সংবাদ রটিয়াছিল, তাহার কোন ভিত্তি নাই। ব্রীগ. জিয়ার ল্যার্কিন ও ইভান্স বড় একদল বৃটিশ সৈন্য সহ বৃটিশ রাজ্যের সীমান্তস্থিত তিজারার অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে। ঐস্থানেও এখন শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে।

তদন্ত কমিটী

মিঃ ইভান্স খাঁর উপদেশ অনুসারে একটি পাঞ্চায়েৎ বসে। তাহাতে মিওদের অভিযোগ সমূহ রাজ্যের কর্ম্মচারীদের নিকট না করিয়া বৃটিশ কর্ম্মচারীদের নিকট করিবার জন্য একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। বৃটিশ কর্ম্মচারীরাও এই বিষয়ে অনেক তথ্য আবিষ্কার করিতেছেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট একটি কমিটি নিয়োগের কথা বিবেচনা করিতেছেন। এই তথ্যের উপরই আলোচনার সত্ত্ব নির্ভর করে। দরবারের নিকট ও বাহির হইতে ক্ষতিকর প্রচারের অনেক নথি আছে। উক্ত নথিতে লেখা আছে যে বাহিরের প্রচারের জন্যই এই বিদ্রোহের অবতারণা হয়। আলোয়ার দরবার বৃটিশ কমিটী গঠনের বিপক্ষপাতী।

তদন্ত কমিশন

রাজপুতনা রাজ্যের এজেণ্ট কর্ণেল ওগিলভী দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আলোয়ারে যেসকল ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা বর্ণনা করেন। একটি তদন্ত কমিশন বসাইবার জন্য তিনি পরামর্শ দিয়াছেন।

সমান অধিকার বিল

মধ্য প্রদেশের অনুন্নত সম্প্রদায়ের মনোনীত সদস্য মিঃ জি, এ, গভাইয়ের বিল অনুসারে জনসাধারণের ব্যবহৃত স্থান কিম্বা কোন প্রতিষ্ঠান জাতিবর্ণের মাপকাটি দিয়া কাহারও ব্যবহারের পক্ষে নিষিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে না। প্রাদেশিক সরকারের রাস্তাঘাট, স্কুল, বাজার, বাগান, সরাই, বিশ্রামভবন, সমাধিক্ষেত্র, শ্মশান, নদনদী, পুষ্করিণী ও কূপ সকলসম্প্রদায়ের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। ব্যবহারে বাধা প্রদান করিলে ৫০ টাকা অর্থদণ্ড হইবে। বিলটী গৃহীত হইয়াছে।

ইংলণ্ডে স্বর্ণ রপ্তানী

গত ২১শে জানুয়ারী তারিখে বোম্বাই হইতে মোট ৪৭২৩২৫৩ টাকার স্বর্ণ রপ্তানী হইল। ইংলণ্ডে স্বর্ণমান পরিত্যাগের পর এই পর্য্যন্ত মোট ১০৮২৮৮৪৬১ টাকার স্বর্ণ রপ্তানী হইল।

পূর্ব্ববঙ্গে এই প্রথম

অদ্বিতীয় ! অদৃষ্টপূর্ব্ব !! কল্পনাতীত !!!

ঢাকার পুরাণপল্টনের মাঠে

বিরাট্ সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী

গত ২২শে পৌষ, ৬ই জানুয়ারী হইতে আরম্ভ হইয়াছে

২৭শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত থাকিবে

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকেরই পরম শিক্ষাপ্রদ

সকলের যোগদান প্রার্থনীয়

আসুন ! এই পরম সুযোগ গ্রহণ করুন

মহিলাদের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত আছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ই মাঘ, বৃহস্পতিবার ১৩৩৯

সংবাদপত্র মহলে প্রকাশ যে, আগামী শরৎকালে ভারতে নূতন শাসন-পদ্ধতি প্রচলিত হইবে এবং অনেকেই আশা করেন যে, একমাস পরেই এসম্বন্ধে সরকারি বিবৃতি বাহির হইবে। আগামী নবেম্বর মাসে পার্লামেণ্ট নূতন বিল পাশ করিতে পারেন। বর্ত্তমানে ভোটার সংখ্যা ৭০ লক্ষ; লোথিয়ান কমিটীর মন্তব্যানুসারে উহা ৩ কোটী ৬০ লক্ষ হইবে। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহ এবং কেন্দ্রীয় পরিষদের আয়ুষ্কাল বর্দ্ধিত হওয়ারও সম্ভাবনা বেশী।

খবরের কাগজে রাজনৈতিক সংবাদ-স্তম্ভে কেবলমাত্র গ্রেপ্তার, খানা-তল্লাস, জেল, মুক্তি, জরিমানা প্রভৃতির বিষয়ই থাকে; কিন্তু অভিধান রাজনীতি শব্দের যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহার সহিত ইহার সামঞ্জস্য কোথায় তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বোধ হয় প্রতীচ্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমাদিগকে আভিধানিক অর্থেরও পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

জন্মশাসন, গর্ভনিয়ন্ত্রণ, গর্ভনিরোধ প্রভৃতি সম্বন্ধে আজকাল বহু সন্দর্ভ দেখা যায়। অনেক দেশে ইহা আদর প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু সেই সমস্ত দেশেরই মনীষিবর্গ ইহার নৈতিক, শারীরিক, মানসিক, রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক ফল দেখিয়া আতঙ্কিত হইতেছেন।

অনেক স্থলে চিকিৎসকগণ লোক-বিশেষের স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহাকে গর্ভ নিয়ন্ত্রিত করিতে বলেন; কিন্তু সেই দৃষ্টান্তের কুফল কতদূর ব্যাপ্ত হয়, তাহা অনেকেই ধারণা করিতে পারেন না।

অনেকে সন্তান পালনের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সাহচর্য্য বিবাহ বা কম্প্যানিয়নেট বিবাহ করিতেছেন। ইহাতে যথন ইচ্ছা বিবাহ বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার সুবিধা আছে।

এই সমস্ত আচারের প্রশ্রয় পাইবার কারণ এই যে, জার্ম্মান যুদ্ধের পর যখন সমাজের দিকে লোকের দৃষ্টি পড়িল তখন লোকে জারজ সন্তানের সংখ্যা দেখিয়া বিভীষিকাগ্রস্ত হইল। এই সমস্ত যুদ্ধ শিশুকে সমাজে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা হইল; সঙ্গে সঙ্গে লোকের সামাজিক বন্ধন শিথিলতা প্রাপ্ত হইল; সতীত্বের স্থানে বিকৃত নারীত্বের অভিষেক হইল, পূর্ব্বের সামাজিক বন্ধন কুসংস্কার বলিয়া গণ্য হওয়ায় তাহা ছিন্ন হইয়া মনুষ্যের পশু-প্রবৃত্তি নগ্নরূপে দেখা দিল; এবং তাহার ফলেই কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিরোধাদির ব্যবস্থা হইল। এখন ব্রহ্মচর্য্যের অস্তিত্বই প্রতীচ্য শিক্ষাপ্রাপ্তগণ অস্বীকার করিতে-ছেন।

শরীরে পোষাকের বাঁধন কখন সভ্যতার অঙ্গ দাঁড়াইয়াছে। তাহাতে স্বাস্থ্য হানি হয় বলিয়া অনেকে মত প্রকাশ করিতেছেন। কোন কোন পাশ্চাত্য শরীরতত্ত্ববিৎ বলেন যে, রোমানদিগের ন্যায় ঢিলা পোষাকই প্রচলিত করা উচিত, কিন্তু কলকারখানার যুগে কি তাহা সম্ভব?

নয়াদিল্লী, কটক, আঙ্গুল, জাজপুর প্রভৃতি স্থানে অনুন্নত ও অস্পৃশ্যদিগের নিমিত্ত নৈশ অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। নেতারা সাহিত্যিক শিক্ষার সহিত শিল্প শিক্ষারও ব্যবস্থা করিতে-ছেন।

পেরেলের হরিজন শিক্ষা প্রচারক মণ্ডল বালিকাদিগের শিল্প শিক্ষার জন্য একটী শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে অস্পৃশ্য-জাতীয়া বালিকাদিগের উন্নতি সাধনে যত্নবান্ হইয়াছেন।

টাঙ্গাইলে মহিলাগণ যাহাতে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনে সাহায্য করেন সে জন্য সভাসমিতির অধিবেশন চলিতেছে।

ইংলণ্ডের এক দল লোক কর্ত্তৃপক্ষকে ভারতের সমস্যার সুমীমাংসা করিবার জন্য খুব চাপিয়া ধরিতেছেন। তাহার দুইটী কারণ আছে। প্রথমতঃ, ভারতে জনসাধারণের অসন্তোষের জন্য বিপ্লব-বাদ পুষ্ট হইয়া শাসন কার্য্যে বাধা দিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, এরূপ অশান্তিপূর্ণ দেশে বিলাতী দ্রব্যের ব্যবসায় চালান কঠিন।

লর্ড স্নাঙ্কি ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রদানে বিলম্ব দেখিয়া বলিতেছেন যে, ভারতীয়-গণকে বারবার স্তোক বাক্য দিয়া ফিরাইয়া দেওয়ায় তাহাদের মনের ভাব খারাপ হইয়া যাইতেছে। তাহারা জিজ্ঞাসা করে, আমাদিগকে আর কতকাল ফিরাইবে? কতকাল আমাদের সহিষ্ণুতার উপর অত্যাচার করিবে? ভারতীয় স্বাধীন রাজ্য সমস্যা বা সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসা এইরূপে হইতে পারে না—বিশেষতঃ যখন কেহই বলিতে পারে না ভারত ইংলণ্ডের নিকট কি পাইবে।

সার রবার্ট হল্যাণ্ড বলেন যে, সংহিত রাষ্ট্র স্থাপিত হইলে ভারতের স্বাধীন রাজ্য সমূহে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইবে এবং প্রজারা অতিরিক্ত স্বাধীনতা দাবী করিয়া বসিবে। তাহারা ভোটের সাহায্যে কেন্দ্রীয় পরিষদে যাইবে এবং অন্তস্থ রাষ্ট্রীয় আদালতসমূহ কেন্দ্রীয় প্রধান আদালতের অধীন করিতে চেষ্টা করিবে, বর্ত্তমানের মুদ্রাযন্ত্র আইন সমূহ বাতিল করিবে এবং এইরূপ অন্যান্য উপায়ে রাজন্যবর্গের ক্ষমতা খর্ব্ব করিতে প্রয়াসী হইবে। ভারত সচিব রাজন্য-বর্গকে স্বাধীন ভারতের সহিত মিশিয়া যাইবার পরামর্শ দান করিতেছেন। 'ফেডারেটেড ইণ্ডিয়া' নামক পত্রিকা বলেন, গণতন্ত্র গঠন করাই রাজন্যবর্গের কার্য্য। তাঁহারা পূর্ণ স্বাধীনতার পরিপন্থী থাকিলে সকলেরই অসুবিধা।

সার এইচ, ডব্লিউ, এমারসন পাঞ্জা-বের গবর্ণর হওয়ায় কোন কোন সহযোগী অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহারা বলেন যে, ক্যাপ্টেন সিকান্দার হায়াৎ খাঁর গবর্ণর হওয়া উচিত ছিল, কারণ তিনি গবর্ণরের স্থানে অস্থায়িভাবে কার্য্য করিয়া-ছেন। পাঞ্জাবে যেরূপ সাম্প্রদায়িক বিবাদ, তাহাতে কর্ত্তৃপক্ষ উপযুক্ত কার্য্য করিয়াছেন বলিয়াই অনেকের ধারণা।

খিদিরপুর ইনষ্টিটিউটে কলিকাতার মেয়র ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে মানপত্র দেওয়া হয়। তাহার উত্তরে মেয়র সাহেব বলেন যে, যদি দেশসেবা করিতে হয়, যদি সাধারণের মঙ্গল করিতে হয়, তাহা হইলে সঙ্ঘ-বদ্ধ হইয়া এইরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন করিতে হইবে। ইহাতে ভাবের আদান প্রদান এবং মানসিক বৃত্তি বিকাশের সুবিধা হইবে। তরুণগণ এইরূপে সঙ্ঘ-বদ্ধ হইয়া দেশকে ভালবাসিবার এবং দেশ সেবা করিবার মহতী প্রেরণা লাভ করিবেন।

যাহারা মেয়রকে দেশ সেবার ভারও অধিকার দিয়াছেন তাঁহাদের মেয়রের নিকট কৈফিয়ত দাবী করিবার ক্ষমতা আছে। করদাতাগণের প্রতিনিধিদের সকল কার্য্যেরই হিসাব নিকাশ হওয়া প্রয়োজন, সেই হিসাব হইতেই বুঝা যাইবে গণসেবা যথাযোগ্যরূপে হইয়াছে কি না।

মেয়র সাহেব বলেন যে, তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও অনেক কার্য্য অসমাপ্ত রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন।

মন্দির-প্রবেশ

(শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্যাকরণচুঞ্চু)

হরিজনদিগের মন্দির-প্রবেশ সম্পর্কে আজকাল ভারতের সর্ব্বত্র যে আন্দোলন চলিতেছে ভারতের সনাতন ধর্ম্মকে গভীর সলিলে নিমজ্জিত করিয়া পাশ্চাত্য রীতিনীতিকে প্রবল করাই ইহার চরম উদ্দেশ্য বলিয়া অনেকের মনে হয়। হরি-জনদিগকে মন্দিরে প্রবেশ করাইবার জন্য উদ্যোগী তাঁহারা, যাঁহারা দেশমাতৃকার সেবক বলিয়া জগতে পরিচিত। তাঁহারা এতদিন ভারতের মঙ্গলের জন্য যে অমানু-ষিক চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার জন্য ভারতের প্রত্যেক নরনারী তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। অদ্য তাঁহারা হিন্দুতে হিন্দুতে যুদ্ধ ঘোষণার সূত্রপাত করিতেছেন। কি হিন্দু, কি অহিন্দু, সকলেই যথন মন্দিরের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে পারেন তথন কি জন্য হরিজনগণ মন্দিরে প্রবেশ করিতে চাহে? তাহাদের কি শ্রীবিগ্রহ দর্শনের অভিলাষ, না উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুদের সহিত সমান অধিকার পাইবার অভিলাষ? যদি তাহারা উচ্চশ্রেণী হিন্দুদের প্রতি অসূয়া পরবশ হওয়ায় ঐ সকল অধিকার লাভই তাহাদের একমাত্র চরম লক্ষ্য হয় তবে তাহাতে তাহাদের মঙ্গল না হইয়া বরং অমঙ্গলই হইবে।

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ নিজ পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া দৈন্যমুখে আপনাকে পুরীষের কীট হইতেও লঘিষ্ঠ বলিতে থাকেন এবং আরও বলেন যে, আমি মাধুকর বৈষ্ণবজীবী-সূত্রে আমার স্বীয়-মনোবাক্যের উন্নতির জন্য বিশ্বের সকল আধার ও আধেয়সমূহের নিকট মাধুকরী ভৈক্ষ্য সংগ্রহের যোগ্য। সুতরাং আপনাদের সকলেরই দয়ার পাত্র—ভিক্ষু। মহাবদান্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সেবায় উন্মুখতা লাভের জন্য আমার চেষ্টা বৃথা হইলেও তাঁহার আজ্ঞা পালনই আমার আত্মার একমাত্র বৃত্তি।

প্রদর্শিত বস্তু দৃশ্য জগতের অংশরূপে গৃহীত না হইয়া দর্শক ভোক্তার নিকট তাহাদের নিত্য সচ্চিদানন্দ স্বরূপের সহিত সম্বন্ধ প্রকাশ করুক ইহাই আমার প্রার্থনা এবং প্রদর্শিত দ্রব্যের বহির্গঠনগুলি দর্শকের ভোগ্য দৃশ্য মাত্রের সীমা-প্রস্থ না হউক—তাঁহারা লৌকিকার্থ সংগ্রহ না করিয়া সেবোন্মুখতায় অধিকতর অগ্রসর হইয়া পরমার্থ সংগ্রহের সুযোগ লাভ করুন এবং আমাকে সেই সুযোগ প্রদান করুন—ইহাই আমার ভিক্ষা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব পার্থিব বিচার পরিত্যাগ করিবার লীলাভিনয় করিতে গিয়া শ্রীপুরুষোত্তমে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীপুরুষোত্তম-বাসে বদ্ধজীবগণের সর্বোত্তম অভীষ্ট সিদ্ধিলাভের কথাই উদ্দিষ্ট ছিল। শ্রীমদ্ভাগবতের "আহুশ্চ তে নলিননাভ"—শ্লোকের বিচারের সর্বোত্তমত্ব জীবের অনুসন্ধেয়। সেই স্যমন্ত-পঞ্চকের লীলাক্ষেত্রই আমাদের পারমার্থিক প্রদর্শনীর আকর স্থান বুঝিয়া সেখানে গ্রহণোপলক্ষে পারমার্থিক ভাবের উদ্দীপন-কল্পে প্রথমে প্রদর্শনী আরম্ভ করা হয়।

ভক্তিই যে সর্বোত্তম অভিধেয়, ইহা শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার প্রিয় পার্ষদগণ তারস্বরে গ্রন্থে লিখিতে ও স্ব স্ব সর্বোত্তম পবিত্র জীবনে প্রতিফলিত করিয়াছেন। সেই ভক্তি-ভাবের বৈচিত্র্য শাস্ত্রে ও আচরণশীল বক্তার মুখে প্রদর্শিত হয়। [illegible], অক্ষজ রাজ্যের কথায় বর্তমান অনুভূতির যোগ্যতা সাধনের জন্য তত্তৎ লীলা বর্ণন, তত্তৎ লীলাভিনয়ের দ্বারা উদ্দীপন বিশেষ প্রয়োজনীয়। ভ্রান্ত দর্শনের চিকিৎসা-কার্য্যে এজন্য তাহা প্রদর্শনীর আদর্শে প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। প্রাকৃত প্রদর্শনীর সহিত পারমার্থিকের কোন সম্বন্ধ নাই জানাইবার জন্যই জড়ভোগোন্মুখ সম্প্রদায়ের মঙ্গলকামনায় কুরুক্ষেত্র-প্রদর্শনীর পরবর্ত্তিকালে আমরা শ্রীধাম-মায়াপুরে, শ্রীগৌড়ীয়মঠে ও বিগত বর্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠের পল্লীতে এই প্রকার প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছিলাম।

জগতের বদ্ধজীব 'সৎশিক্ষা কাহাকে বলে?' 'পরমার্থ কাহাকে বলে?' 'লৌকিকার্থের সহিত পরমার্থের কোথায় বৈশিষ্ট্য?' ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের প্রতি প্রয়োজন জ্ঞান হইতে কি প্রকারে মুক্তিলাভ কামনা ষড়ৈশ্বর্য্যলাভ ঘটে এবং ঐশ্বর্য্যহীনতার নির্বিশেষ-সমাধিতে নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানে কি প্রকার অমঙ্গল উপস্থিত হয়?' এই গুলি অক্ষজ ব্যতিরেক ভাবে জানাইবার জন্যই সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্দেশ্য।

নিত্যারাধ্য ভগবানের প্রভু সাজিয়া তাঁহাকে ভৃত্যরূপ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করা জীবের পক্ষে অভদ্র আনন মাত্র। পরম মঙ্গললাভ করিতে হইলে তাঁহার (ভগবানের) সেবা-কৈবল্যই জীবের একমাত্র বৃত্তি হইয়া পড়ে। বাল-চাপল্যের বশবর্ত্তি বিচারকের বুদ্ধি ভক্তি-তাৎপর্য্যপর নহে বলিয়াই ভগবান্ উপদেশকসূত্রে উপদেষ্ট জনগণের সেবা করিয়া থাকেন। ভক্তি-প্রদর্শনী পারমার্থিকের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনের জন্য বদ্ধজীবের ভোগোপযোগী বিবর্ত্তদর্শনের শৃঙ্খল হইতে তাহাকে উন্মোচন করিতে অভিলাষ করেন।

জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কেবল চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক বিশ্বের মঙ্গলকারী নহেন, তদতিক্রান্ত জগতের বিরজা নদী ও তৎপরপারের তাঁহার নিজালোকে বদ্ধগণের চক্ষুঃ ঝলসাইয়া দিয়া তাঁহাদেরও অমঙ্গল করেন না। তিনি স্বয়ং কৃপাপূর্বক "নায়মাত্মা প্রবচনেন" লভ্যঃ শ্রুতির উদ্দেশ্য মত স্বয়ং রূপাবতারী হইয়া প্রাকৃত রাজ্যে অবতরণ করেন।

কৃষ্ণ-সেবায় বিমুখতা উপস্থিত হইলে আমাদের নিত্যমঙ্গলের পথে ধাবিত হইবার রুচি হয় না। ধর্মলাভ, অর্থলাভ, কামলাভ অথবা মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে যখন আমাদের অভিজ্ঞানকে আমরাই চালিত করি, তখন কৃষ্ণপ্রেমের অনুসন্ধান আমাদের নিকট প্রয়োজনীয় বোধ হয় না। সুতরাং অধোক্ষজ ভগবানকে সেই কালে ভোগ্য দৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত বিচারে আমরাই কর্তৃত্ব-অভিমানে তাঁহার নিকট হইতে সেবা আকাঙ্ক্ষা করিয়া নিজেদের নশ্বর ইন্দ্রিয়ের তর্পণ বিধান করি।

এইরূপ অমঙ্গলের [illegible] শিক্ষকের উপদেশামৃত [illegible] শুনিতে গেলে আমাদের প্রেমোন্মত্তের পরিবর্তে তাঁহার নিকট হইতে [illegible] দয়ার তুলনা লাভ করি। এই [illegible] [illegible] করিতে না পারিলে হরি-প্রেমার, সেবার ও পরম-উত্তমের মর্য্যাদা অধম পুরুষ অনুগত হইতে পারেন না। সুতরাং তিনি বুঝিতে পারেন না যে, তাঁহার উপদেশক মায়াবাদের মহিমাতেই তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া অথবা ফলভোগ-স্বাদের আলেয়ার পশ্চাতে তাঁহাকে ধাবমান হইবার পরামর্শ দিয়া ডাকপুরুষের শব্দ 'ভাল করতে পারি না মন্দ করতে পারি, কি দিবি ত' দে'—এই কথার সার্থকতা করেন।

ভ্রান্তজীবকুলের কোন পরামর্শ শ্রবণ করিলে আমরাও ভ্রান্ত অন্ধের অনুগমনে জড়কার্য্য-কারণবাদে আবদ্ধ হইয়া প্রাকৃত রাজ্যের ভোক্তা হইয়া যাইব। নিষ্কপট বেদবাণী প্রতিপক্ষ রহিত হইয়া আমাদিগকে নিরপেক্ষতা শিক্ষা দেয়। তজ্জন্য পরদুঃখদুঃখী নিরপেক্ষ শ্রোতবাক্যের আশ্রয় গ্রহণ করিলেই আমাদের নিত্য-মঙ্গল হয়। প্রাকৃতিস্থ হইয়া গুণের দ্বারা অভিভূত না হইয়া, সংযত থাকিয়া যিনি মঙ্গলশ্রুতি শ্রবণ করেন, তাহাতেই জড়-কর্ণমল সংস্কারফলে তাঁহার চিৎকর্ণ শ্রৌত-বিচার গ্রহণে কৃতার্থ হয়।

পূর্ণ-পুরুষের সম্যক্ কীর্ত্তনই মলিন চিত্ত-দর্পণের মার্জ্জন করায়, ভবসংসার-সমুদ্রের উত্তাপ-তরঙ্গোত্থ মায়াবাদ ও ভোগবাদাদি ক্লেশাদির নির্বাপণ করায়, প্রকৃত মঙ্গল উৎপাদন করাইয়া সকল অমঙ্গল হইতে মুক্ত করায়, অপরা-বিদ্যার অবিদ্বদ্রূঢ়ি হইতে মুক্ত করিয়া পরবিদ্যা-বধূজীবন শ্রীনামের বিদ্বদ্রূঢ়িতে দীক্ষিত করায় এবং প্রতি পদেই আনন্দোৎস বর্দ্ধন করাইয়া চিন্ময়ী-সেবোন্মুখতা বৃদ্ধি করে।

শ্রৌতবিষয়ের উদাহরণমুখে পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র যে অর্চ্চার বিধান করিয়াছেন, তাহাতে চিদ্দর্শনেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য চিদ্রূপ দর্শন এবং আবৃত অচিদ্-দর্শনকে সমজাতীয় মনে করিতে নাই; তাদৃশ বিচার হইতে মুক্ত হইবার জন্য কীর্ত্তনমুখে সেই অর্চ্চা দর্শন করিলে সেবোন্মুখ দর্শনের সিদ্ধিলাভ ঘটে। তখন চিদুদ্দীপন-প্রভাবে সেব্যের স্মরণ স্ফূর্ত্তি লাভ করে এবং সেবা-বৃত্তিতে কোন বিক্ষেপ বা [illegible] [illegible] [illegible] সমর্থ হয় না।

আমাদের [illegible] কৃষ্ণ-সেবোন্মুখতাকে [illegible] [illegible] প্রত্যক্ষ, অনুমান, [illegible] ও [illegible]াহরণে বাস্তব [illegible] [illegible] [illegible]; কিন্তু অপ্রাকৃত [illegible] [illegible] [illegible] অবিকৃত বিভুচিৎ গুরুর স্মরণ করিতে হইলে [illegible]পন আবশ্যক। সেই উদ্দীপনই [illegible] ও মনের শোধক [illegible]। চিৎ বা অচিদ্ বস্তু কীর্ত্তিত হইলে উহা শ্রুত হয়। শ্রুত হইলেই কীর্ত্তিত বা প্রকাশিত বৈচিত্র্য স্মৃতির উদ্দীপন করায়। তখন আলম্বনের বিষয় ও আশ্রয়ে কোন অপ্রার্থিত বস্তু প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। চিদ্-ভূমিকার প্রবেশই গীতোক্ত "বিশতে তদনন্তরম্" শ্লোকের ব্যাখ্যা। ইহাই বৈকুণ্ঠাভ্যন্তরে কেবল চেতন চিন্ময়ের প্রবেশ।

ঐরূপভাবে পারমার্থিক-প্রদর্শনী প্রেমচক্ষু দ্বারা দর্শন করিলে শ্রীশ্যামসুন্দরের অতুলৈশ্বর্য্যের ছটা তাঁহার মাধুর্য্যময় বিগ্রহ-দর্শনে ব্যাঘাত করিবে না এবং আমাদেরও বার্ত্তা-বহ্নী সেবা প্রবৃত্তি বাধা দিবে না। তখন বস্তুর ও ছায়ার মধ্যে বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির বিষয় হইবে এবং কোন্ অংশ দুঃসঙ্গ এবং কোন্ অংশ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, তাহা বুঝিতে অসুবিধা হইবে না। তজ্জন্যই আমার কাতর প্রার্থনা এই যে, আপনারা সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করিয়া এই গুলির তাৎপর্য্য গ্রহণ পূর্ব্বক জড়জগতের প্রভু হইবার বাসনার পরিবর্ত্তে চিজ্জগতের সেবাকেই বহুমানন করিবেন।

জগদ্গুরুবর শ্রীল প্রভুপাদের অসীম কৃপা-প্রভাবে মাসাবধিকাল শ্রীধাম-বৃন্দাবন-পরিক্রমার ব্যবস্থায় ভারত এবং ভারতেতর স্থানসমূহের বহু সুকৃতিমান্ ব্যক্তি অশেষ কল্যাণার্জ্জনের সুযোগ পাইয়াছেন। আবার ঢাকার এই সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করিয়াও তদ্দেশবাসী বহু সুকৃতিমান্ ব্যক্তির অশেষাবধ মঙ্গলবিধান করিয়াছেন। প্রদর্শনী শেষ হইতে চলিল। কৃপাসিন্ধু শ্রীল প্রভুপাদ জীবকল্যাণের জন্য আবার কোথায় কি প্রকারে জীবদুঃখ বিমোচনের ব্যবস্থা করিতেছেন তাহা তিনিই জানেন।

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা নদীয়া প্রকাশ

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶৹
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵৹
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵৹
৭। ভজনরহস্য ॥৹
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (অবাঁধা) ৷৹
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (অবাঁধা) ১৷৹
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (অবাঁধা) ১৷৹
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥৹
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥৹
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৹
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵৹
ঐ (বাঁধা) ৷৹
১৮। দ্বীপ-দিগ্ দর্শন ৵৹
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵৹
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥৹
ঐ (অবাঁধা) ।৵৹
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৹
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵৹
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৵৹
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।৹
২৯। শরণাগতি ⁄৹
৩০। গীতাবলী ⁄৹
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥৹
৩২। সাধনকণ ⁄৹
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄৹
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄৹
৩৫। অর্থপঞ্চক ⁄৹
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄৹
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৻১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥৹
ঐ (অবাঁধা) ।৶৹
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥৹
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (অবাঁধা) ৷৹
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।৹
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৹
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।৹
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (অবাঁধা) ১৷৹
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ⁄৹
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।৹
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶৹
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵৹
৫২। সাংখ্যবাণী ⁄৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥৹
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।৹
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।৹
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵৹
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄৹
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥৹
৬০। নামভজন ।৹
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৵৹
৬২। লাইফ্ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄৹
৬৫। দি ভাগবত ।৹
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন ।৹
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥৹
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৲॥৹
৭০। সাধন পথ ।৹
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৭২। গীতাবলী ⁄৹
৭৩। শরণাগতি ⁄৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি ⁄৹

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধিপাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া
৯। বাসুদেবগোপাল পাট কাঠালপুলি, চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটী, (বর্দ্ধমান)
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাযোড়া, রাজগ্রাম-বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু, হাওড়া
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ,নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিকুলিয়া, বাসুদেব-
পুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রাজাপেট্টা, মাদ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, ওয়েষ্ট
গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ চটক পর্বত, পুরী,
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ আগস্ত্যকুণ্ড, কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

	নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১।	শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	ঢাকা
২।	শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	ঢাকা
৩।	শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	চম্পহট্ট
৪।	শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫।	শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৬।	শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	লক্ষ্ণৌ
৭।	শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	মেদিনীপুর
৮।	শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	ঢাকা
৯।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০।	শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
১১।	শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১২।	শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩।	শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	পুরী

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন যাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দারিদ্র্যব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হয়; জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায় সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থান, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের মানচিত্র বিবরণ। রাজসাহী বাসন্তহাসের কলেজ শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রফেসার মহোদয় কর্ত্তৃক সংকলিত এবং ৩৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) দরকো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৵০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়' 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী অচক্রের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের কোন ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত' 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ' 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথা ও শ্রীচৈতন্যমঠ' 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়' 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লক্ষণ অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপ বোধিনী কৃষ্ণ-কাষ্ণ নন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, বৈষ্ণবধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী নীতি ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সম্বন্ধ ও প্রাকৃত সম্বন্ধ প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, সঙ্গ শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগপথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরহরি ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। ৩য় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্য, শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতার আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—'অধোক্ষজতত্ত্ব প্রবর্ত্তক অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন' বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য সপ্ত কৌস্তুভমণি প্রণিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৷৶০

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৸০ টাকা মাত্র।

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম্ম

ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চ এবং কোর্টের যাবতীয়!

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খান /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩ নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ৷৷০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টরী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও দখলের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৷৷০ আনা।

মিটিংএর নোটীশ বহি—১ খানা ৷৷০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ৷৷০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ৷৷০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাটষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বড়হালদার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, পাইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি । ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৭	১৩-৫১	১৭-৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-১৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০ ৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২০, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫-৩১	৯-৫	১২-১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩৩	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

চীন জাপানে যুদ্ধ

জাতিসঙ্ঘের উনিশ জনের কমিটীর সভার সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, মাঞ্চুকো সম্বন্ধে আপোষ মীমাংসার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। জাতিসঙ্ঘ পরিষদে পেশ করিবার জন্য রিপোর্ট প্রস্তুত উপলক্ষে সোমবার পুনরায় কমিটীর সভা হইবে।

জিহোল আক্রমণ

চীনা প্রতিনিধি বলিয়াছেন যে, মঙ্গোলিয়ার অন্তর্গত জিহোল অধিকারের জন্য যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। সাংহাইকোয়ান এবং জিহোল সীমান্তে বহু জাপানী সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছে। জাপানী সরকার পক্ষ হইতে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে মনে হয় যুদ্ধের সাজসজ্জা সমস্তই প্রস্তুত এবং তিন দিক হইতে জিহোলকে একযোগে আক্রমণ করা হইবে।

জাপানী পররাষ্ট্র সচিব ব্যারণ উচিদা জাপান পার্লামেণ্টে যে বক্তৃতা দিয়াছেন, জাপানী প্রতিনিধি অদ্য তাহা প্রচার করিয়াছেন। ব্যারণ উচিদা বলিয়াছেন যে, মাঞ্চুকো সেপ্টেম্বরের সন্ধিসর্ত স্বাক্ষর করিয়া উপকৃত হইয়াছে। বক্তৃতায় তিনি জাতিসঙ্ঘ এবং অন্যান্য শক্তি সমূহকে জানাইয়াছেন যে, জাপান ন্যায় এবং উচিত কার্য্যই করিতেছে।

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, জিহোল সীমান্তে চীনা সৈন্য সমাবেশ করায় জাপান অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে এবং এজন্য তিনি চীনা গবর্ণমেণ্টকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

খানাতল্লাস

ফরিদপুর নিখিলবঙ্গ ছাত্রসঙ্ঘের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুত সত্যরঞ্জন দাস গুপ্তের গৃহে পুলিস খানাতল্লাস করে। আপত্তিকর কিছুই পাওয়া যায় নাই।

সত্যরঞ্জন বাবু বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য অন্যত্র গমন করিয়াছেন।

নাজি-কম্যুনিষ্টদের সংঘর্ষ

বার্লিনে, কম্যুনিষ্ট দলের সংবাদপত্র সমূহ নাজি দলের প্রতি খুব উত্তেজক ও কটূক্তি পূর্ণ ভাষা ব্যবহার করায় উভয় পক্ষে সংঘর্ষ বাধিবার আশঙ্কা করিয়া পুলিস বিউলো স্কোয়ারে এবং বার্লিনের অন্যান্য বহু স্থানে আগামী কল্য হইতে কম্যুনিষ্টদের শোভাযাত্রা ও সভাসমিতি নিষিদ্ধ করিয়াছে। বিউলো স্কোয়ারে কম্যুনিষ্ট দলের প্রধান আড্ডানা।

কিন্তু পুলিস বিউলো স্কোয়ারে কার্ল-লিব নেক্ট হাউসের বহির্ভাগে নাজি দলকে শোভাযাত্রা করিবার অনুমতি প্রদান করিবে। ইহাতে কম্যুনিষ্টদল অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। নাজিগণ বিউলো স্কোয়ারে সম্মিলিত এবং তথা হইতে শোভাযাত্রা করিয়া হার ভেসেলের কর্তৃক নাজি বীর হোর্ষ্ট-ভেসেলের স্মৃতি স্তম্ভ উন্মোচন উৎসব দর্শন করিতে গমন করিবে হোর্ষ্ট ভেসেলকে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়াছিল।

বিউলো স্কোয়ারে বহু নাজি সমবেত হইয়াছিল বলিয়া সকলেই শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিল ইতিমধ্যেই কয়েক স্থানে নাজি ও কম্যুনিষ্টদের মধ্যে ছোটখাট সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে।

পুলিস কম্যুনিষ্ট হেড কোয়ার্টার্সে হানা দিয়া প্রায় চারিশত কম্যুনিষ্টকে তথা হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে।

রেলওয়ে আইন সংশোধক বিল

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থাপিত ভারতীয় রেলওয়ে সংশোধক বিলে যে সব অভিমত—তাহা খুবই চমৎকার। রেলওয়ে কোম্পানী নিজের খরচে অবাধে মোটর সার্ভিস খুলিতে পারিবে, প্রস্তাবিত বিলের মর্ম্ম ইহা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সংশোধক বিলটী ভারতবর্ষ এবং সিংহলের এসোসিয়েটেড চেম্বার্স অব কমার্সের ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসের সভার প্রস্তাব গুলিকে ভিত্তি করিয়া বাণিজ্য সচিব স্যার সি পি রামস্বামী আয়ার কর্ত্তৃক ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে সিমলার অধিবেশনে উপস্থাপিত করা হয়।

উহার মর্ম্ম এই—"ষ্টেট এবং কোম্পানী কর্ত্তৃক পরিচালিত রেলওয়ে কোম্পানী গুলি যাহাতে রেলের সঙ্গে সঙ্গে মোটর, উড়োজাহাজ এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক সার্ভিস বিনা বাধায় চালাইতে পারে তাহার জন্য গবর্ণমেণ্ট যেন ১৮৭৯ এবং ১৮৯০ খৃঃ অব্দের রেলওয়ে আইন প্রয়োজনানুসারে সংশোধন করিবার ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।" বঙ্গদেশে কেবল কলিকাতার ইউরোপীয় এসোসিয়েসনই এই বিল সম্পর্কে মতামত প্রকাশ ও উহা সমর্থনও করিয়াছেন। যদি রেলওয়ে কোম্পানী এই ক্ষমতা একচেটীয়া না করে, কিম্বা বেসরকারী যান বাহনাদির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে, তবে পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টও উহা সমর্থন করিবে বলিয়া প্রকাশ।

লাহোরের চেম্বার অব কমার্স এই বিলের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন।

যেখানে মোটর সার্ভিস খুলিলে বে-সরকারী যানাদির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর বিশেষ সুবিধা হয় সেখানে এইরূপ বা সায় চলিতে পারে—এইরূপ অভিমত জ্ঞাপন করিয়া মধ্যপ্রদেশের গবর্ণমেণ্টও প্রস্তাবিত বিলটি সমর্থন করিয়াছেন। যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেণ্টও এই বিল সমর্থন করিয়াছেন।

খাদি প্রদর্শনী

পাটনা আঞ্জুমান ইসলামিয়া হলে পাটনা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ ও ব্যারিষ্টার মিঃ পি. আর, দাস খাদি প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন। এই প্রদর্শনীর আয়তন বৃহৎ এবং তাহাতে বিভিন্নপ্রকার মনোরম দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইতেছে। প্রদর্শনীতে তুলা, পশম ও রেশম নির্ম্মিত নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর দ্রব্যাদি, এবং সাধারণ লোকের ব্যবহারোপযোগী অনেক রকম দ্রব্য প্রদর্শিত ও অল্পমূল্যে বিক্রীত হইতেছে।

ফরাসী সরকারের পরিবর্ত্তন

মনে হয় বাজেট সমস্যা লইয়া ফরাসী সরকারের শীঘ্রই পতন ঘটিবে। বাজেট কমিটী অদ্যকার প্রাতঃকালীন অধিবেশনে সাম্যবাদী নেতা মসিয়ে লেপমের কতিপয় উক্তি প্রসঙ্গে মহা হুলস্থুল বাধিয়া যায়। ফলে কমিটীর কার্য্য অচল হইয়া পড়ে। সাম্যবাদী দলের এক সভায় মসিয়ে লেপম বলিয়াছেন, সরকার যদি বাজেটে উল্লিখিত রাজস্ব নীতি সমর্থন করিতে কৃতসংকল্প হয়েন তাহা হইলে তাহার পতন নিশ্চিত।

অনুন্নত ও গবর্ণমেণ্ট সার্কুলার

অনুন্নত শ্রেণীদের সঙ্গে ব্যবহারে কোন পার্থক্য না দেখান হয় এই জন্য বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট মিউনিসিপ্যালিটি, গবর্ণমেণ্ট সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল এবং ডিসপেনসারীর কর্ত্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এক ইস্তাহার বাহির করিয়াছেন। উক্ত ইস্তাহারে ইহাও উল্লেখ আছে যে কোথাও কোন পার্থক্য দেখান হইলে যেন তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়।

বেগুত মামলা

৮ দিন ধরিয়া বেগুত ডাকাতি মামলার বিচারের পর মিঃ এইচ, জি, ওয়েট আই-সি-এস, মিঃ সুকুমার সেন আই-সি-এস এবং রায় বাহাদুর সারদাচরণ ঘোষ আসামী হরেকৃষ্ণ কোঙারকে ৬ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড দিয়াছেন। আসামীর বয়স মাত্র ১৭ বৎসর। রায়ে বলা হইয়াছে যে, অল্পবয়স্ক এই বালক বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির দ্বারা বিপথে চালিত হইয়াছে বলিয়া বলিয়া ১০ বৎসরের পরিবর্ত্তে ৬ বৎসর সাজা দেওয়া হইল।

ষ্টীমারে ধাক্কা

মাদারীপুর খুলনা এক্সপ্রেস ষ্টীমার "মণিপুরী" খুলনার দিকে যাইতেছিল। যাত্রী ছিল প্রায় ১২৫ জন। ভোর প্রায় তিনটার সময় টোনা ও বড়দিয়ার নিকট আর একটী ষ্টীমারের সহিত "মণিপুরীর" ধাক্কা লাগে। ফলে "মণিপুরী" অচল হয়। অনেক মেরামতের পর প্রায় ১১৷৷০ টার সময় উহা খুলনায় পৌছে।

এক্সচেঞ্জে পুলিস

বোম্বাই এক অভিযোগের ফলে বোম্বাইয়ের গোয়েন্দা পুলিস নবপ্রতিষ্ঠিত ভারতীয় তুলার এক্সচেঞ্জে হানা দেয় এবং উহার অফিসের দলিলপত্র হস্তগত করে।

ডাকবাক্সে ধুম

দোহাদে এক চিঠির বাক্স হইতে ধুম নির্গত হইতে থাকে। কোন লোক একটি জলন্ত ন্যাকড়া চিঠির বাক্সের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিল। চিঠির বাক্স হইতে যখন ধুম নির্গত হইতে থাকে তখন তাহা ডাক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের নজরে পড়ে।

অকস্মাৎ মৃত্যু

বোম্বাইয়ে বন্দরে "গঙ্গে" জাহাজ পৌঁছিলে কৃত্রিম পোতাশ্রয় মোল ষ্টেশনে ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত আরোহী জি, আই, পি রেলওয়ের ডেপুটী এজেণ্ট মিঃ স্কুট জাহাজ হইতে অবতরণের পর পাশপোর্ট (ছাড়পত্র) পরীক্ষা গৃহে প্রবেশ করিলে তিনি হঠাৎ অবসন্ন হইয়া পড়েন এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। কারণ জানা যায় নাই।

গ্রেপ্তার

কাণপুর সেণ্ট্রালগঞ্জে, বিদেশী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করায় দুইজন লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

টেলি· শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈ নি ক

Reg No C. 1544.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির-হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাষিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৭৩তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৪ই মাঘ শুক্রবার ১৩২৯, ২৭শে জানুয়ারী ১৯২৩

নানা কথা

মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন

পার্লামেন্টের অধিবেশনকালে জেনা-রল হার্টস ঘোষণা করিয়াছেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকা মন্ত্রিমণ্ডলের অবিলম্বে পদত্যাগ করা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান তন্ত্রের অবসানে জাতীয় তন্ত্রের প্রতিষ্ঠান আবশ্যক, তাহা মন্ত্রীমণ্ডলের উপর জেনারল হার্টের চাপ পাড়য়াছে।

তিন জন খুনের মামলা

ঢাকার দায়রা জজ শ্রীযুত এ, এস, সেন, জুরীদের সর্ব্বসম্মত অভিমত গ্রহণ করিয়া পাঁচগাঁও তিন খুনের মকদ্দমার রায় প্রদান করিয়াছেন। আসামী অনন্ত সরকার ও আব্দুল আলি ভারতীয় দণ্ড-বিধির ৩০২ ধারা অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

পাঁচগাঁও য়ুনিয়ন বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব ভাইস প্রেসিডেন্ট স্বর্গীয় কালাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার বাড়ীর আরও দুইজন একদিন রাত্রে নৃশংসভাবে নিহত হন। অপর একজন মহিলা সাংঘাতিক-ভাবে আহত হন। এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটবার কারণ সম্বন্ধে সরকারী বিবরণে প্রকাশ, কালাচাঁদ বাবু বিক্রমপুর ডাকাত-দলের মামলায় পুলিসকে সাহায্য করেন। ইহাতে বর্ত্তমান আসামিগণ ও অপরে ১৯২৬ সালের জুন মাসে দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। এই মামলায় আসামীরা পূর্ণ কারাভোগের বহুপূর্ব্বে মুক্তিলাভ করে তাহাদের মুক্তিলাভের কয়েক মাস পরে এই হত্যাকাণ্ড হয়।

জুরীরা একবাক্যে উভয় আসামীকেই দোষী বলেন।

জজ তাহাদের প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর দণ্ডাদেশ প্রদান কালে বলেন, তিনি এরূপ মানিময় ও অতি নৃশংস হত্যাকাণ্ড এই প্রথম দেখেন।

ঢাকায় পুরাণ পল্টনের মাঠে

বিরাট্ সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী

এরূপ দেখিবার বুঝিবার ও শিখিবার মত
জিনিষ কেহ কোনদিন দেখেন নাই
এমন কি শুনেনও নাই।

নানারূপ সুন্দর সুন্দর সাজসজ্জায় সজ্জিত জীবন্তের মত শত শত মুর্ত্তির দ্বারা এক্জিবিসনে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইলেক-ট্রীকের কলে সমুদ্র মন্থন, চলন্ত নৌকা, চলন্ত সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, মৌমাছি, আগুনের মধ্যে প্রহ্লাদ, হনুমানের লঙ্কা পোড়ান প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য্য রমণীয় দৃশ্যগুলি দেখিলে একেবারে মুগ্ধ ও অবাক্ হইবেন।

আর কয়েকদিন থাকিবে মাত্র

ভারতবর্ষে, এমনকি সমগ্র পৃথিবীতে ইহা অভিনব শিক্ষাপ্রণালী।

"এরূপ প্রদর্শনী না দেখ্‌লে একেবারে জীবনই বৃথা ব'লে পরে আপ্‌সোস্ করবেন"

আজই সকলে আসুন, দেখুন, বুঝুন, শিখুন

গাইড বই একখানা সঙ্গে লইতে ভুলিবেন না

জাহাজ নিমগ্ন

'লেষ্টার সিটী' নামক বৃটিশ ষ্টীমারের দুই জন নাবিক এবং প্রধান কর্ম্মচারী ঝটিকাবর্ত্তে প্রাণ হারাইয়াছে।

আমেরিকান মার্চ্চেন্ট' নামক ষ্টীমার তাহার উদ্ধার সাধনে প্রবৃত্ত। বারো ঘণ্ট কাল বিপন্ন ষ্টীমারের নিকট পোত-খানি উপস্থিত ছিল। বৃটীশ ষ্টীমারখানি ডুবিতেছিল। 'আমেরিকান মার্চ্চেন্ট' পাটাতনে রজ্জু নিক্ষেপ করিয়া ডুবো জাহাজের বাইশ জন নাবিকের লাইফ বোট সাহায্যে প্রাণ রক্ষা করিয়াছে।

প্রাণদণ্ড ও দ্বীপান্তর দণ্ডে খালাস

সারণের দায়রা জজ লোকী মিশিরের প্রাণদণ্ড এবং শীতল প্রসাদের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ দেন। পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি ম্যাকফার্সন এবং আগরওয়ালা উভয়কে খালাস দিয়াছেন।

অভিযোগে প্রকাশ, জমি লইয়া বিবাদের ফলে শীতলপ্রসাদের আদেশে লোকী মিশির বৈজনাথকে তলপেটে ছোরা মারিয়া হত্যা করে।

জার্ম্মাণীর নির্ব্বাচন হইবে না

আগামী ৩১শে জানুয়ারী জার্ম্মাণ পার্লামেন্টের অধিবেশন হইবে। ইহাতেই বুঝা যায় নাজার দল অথবা অন্যান্য দল সাধারণ নির্ব্বাচন চাহে নাই।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৪ই মাঘ, শুক্রবার ১৩৩৯

আজকাল খানাতল্লাসের সংখ্যা অত্যন্ত অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, অধিকাংশ স্থলেই কিছু কাগজপত্র লইয়াই পুলিশকে ফিরিতে হইতেছে, আবার কোন কোন স্থানে সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায় না। ইহার ফল আর কিছু না হউক, শান্তিপ্রিয় বহু দেশবাসীকে অশান্তিতে কাল কাটাইতে হইতেছে। আমরা এই অবস্থার প্রতিকার কামনা করি।

সরকার বাহাদুর এবং জনসাধারণ একযোগে কার্য্য করিলে ইহার প্রতিকার সম্ভব। এখানে জনসাধারণের সহিত পুলিশের অসহযোগই বেশী অশান্তির কারণ হইয়াছে। পুলিশ জানে যে, জনসাধারণ তাহাদের দাস; কিন্তু স্বাধীন দেশে ব্যাপার অন্যরূপ। সেখানে পুলিশ এবং জনসাধারণ জানে যে পুলিশের কার্য্য জনসাধারণকে সাহায্য করা। এদেশে বিপরীত ব্যবস্থা এবং ধারণার আমূল পরিবর্ত্তন না হইলে মঙ্গল আশা করা যাইতে পারে না। গবর্ণমেন্টই বা কাগজপত্রে তাড়াকে এত ভয় করেন কেন? মীরাটের মামলা কেবলমাত্র কয়েক গাড়ী কাগজ লইয়া। অথচ তাহাতে একমাত্র গবর্ণমেন্ট পক্ষে মোকদ্দমা চালাইতে ষোল লক্ষ টাকা খরচ পড়িয়াছে এবং অনেকে দ্বীপান্তরিত হইয়াছে।

বঙ্গীয় সরকার ১৪০টী শ্রেণীর মধ্যে ৮৭টীকে অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে ফেলিয়াছেন। ইহাও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নহে। কর্ত্তৃপক্ষ বলেন যে, ইহারা নির্য্যাতিত, অস্পৃশ্য, আর্থিক দুর্দ্দশাগ্রস্ত এবং শিক্ষায় পশ্চাৎপদ, সুতরাং ইহাদিগকে উন্নত শ্রেণীর কবল হইতে রক্ষা করা রাজশক্তির অবশ্যকর্ত্তব্য।

অস্পৃশ্যতাই যদি মাপকাটি স্বরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে আরও অনেক জাতিকে ঐ শ্রেণীর মধ্যে ফেলা যায়। আর একটা দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, গবর্ণমেন্টের তালিকাভুক্ত জাতিদের মধ্যে অনেকে অনেকের নিকট অস্পৃশ্য; সুতরাং তাহাদিগের মধ্যেও শ্রেণী-বিভাগ করা ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে।

মজার কথা এই যে, যে সকল জাতি পূর্ব্বে ক্ষাত্রিয়ত্ব বা বৈশ্যত্বের দাবী করিত তাহাদের মধ্যে কোন কোন জাতি আজ এই অধিকারের লোভে অনুন্নত সাজিয়া গর্ব্ব বোধ করিতেছে এবং কোন কোন জাতি স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া অনুন্নত শ্রেণীর তালিকা হইতে নাম কাটাইয়াছে।

বাংলার ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কমার্স গবর্ণমেন্টের নিকট যে মন্তব্য পাঠাইয়াছেন, তাহাতে কৃষিজাত দ্রব্যের অতিরিক্ত মূল্যহ্রাস, কৃষিজীবীর ঋণভার, বেকারদিগের দুঃখ, শিল্পদ্রব্যের ক্রেতার অভাব, লোন অফিসগুলির দুর্দ্দশা প্রভৃতি বিষয়ের প্রতিকার প্রার্থনা করা হইয়াছে।

বাংলার অন্তর্বাণিজ্য এবং বহির্বাণিজ্য বিদেশীয় সম্প্রদায়বিশেষের হস্তগত হইয়াছে; কিন্তু সেই মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থ রক্ষার জন্য যাহাতে সমগ্র দেশের আর্থিক উন্নতি বন্ধ হয় সেরূপ ব্যবস্থা করা উচিত নয় এবং সেরূপ আইন কানুনের পরিবর্ত্তন আবশ্যক একথাও বলা হইয়াছে।

কৃষককুল যাহাতে একমাত্র পাটের উপর নির্ভর না করিয়া গিনিগ্রাস ইক্ষু, তামাক, তিল তিসি, সরিষা প্রভৃতি উৎপাদনে মনোযোগী হয় এবং পশুপালন, দুগ্ধ-ব্যবসায়, মৎস্য ও তরকারীর ব্যবসায়ে উৎসাহিত হয়, গবর্ণমেন্টকে সেরূপ বন্দোবস্ত করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

বাংলার কৃষি ও বাণিজ্যের ব্যবধান দূর করিতে হইবে এবং কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য যাহাতে একমাত্র বৈদেশিক ক্রেতাদিগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইয়া উহাতে কৃষকদিগেরও হাত থাকে এবং উহাদিগের স্বার্থ রক্ষিত হয় সে বিষয়েও বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কমার্স গবর্ণমেন্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছেন।

পারস্যের অভিযোগ এই যে, ইঙ্গ-পারস্য তৈল কোম্পানী চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছে। প্রথমতঃ উক্ত কোম্পানীকে সংযুক্ত জার্ম্মাণী ও ফ্রান্স অপেক্ষা বৃহত্তর স্থানের জন্য চুক্তি দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু কোম্পানী একটী ক্ষুদ্র অঞ্চলে তাহাদের কার্য্যকারিতা আবদ্ধ রাখিয়া তৈল নিঃশেষ করিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ উক্ত কোম্পানী এই প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হইয়াছিল যে, উহারা পারস্যের মধ্যে কার্য্য করিবে, কিন্তু কোম্পানী ঐ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নাই। তৃতীয়তঃ কোম্পানী তাহাদের কার্য্যে পারস্যের লোকদিগের পরিবর্ত্তে ভারতবাসীদিগকে নিযুক্ত করিতেছিল। চতুর্থতঃ উক্ত কোম্পানী তাহাদের কোন কোন লভ্যাংশের শতকরা ১৬ ভাগ পারস্যকে প্রদান করিতে একবারে অস্বীকার করিতেছিল এবং অশুদ্ধ ভিত্তির উপর প্রাপ্য অংশের হিসাব করিতেছিল। পঞ্চমতঃ উক্ত কোম্পানী এবং পারস্যের মধ্যে যখন বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন ঐ কোম্পানী বিরোধের মীমাংসার জন্য সালিশ মানিতে অস্বীকৃত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত পারস্যের আরও অভিযোগ এই যে, ইঙ্গ-পারস্য কোম্পানী প্রথমতঃ পারস্যের আইনে প্রতিকার লাভের চেষ্টা না পাওয়ায় আন্তর্জ্জাতিক আইন অনুসারে পারস্যের সার্ব্বভৌমত্বের বিরোধিতা করিয়াছে।

শূদ্রজাগরণের নেতৃবর্গ তাহাদিগকে কেবল সাহিত্য ও শিল্প শিক্ষাদান এবং মন্দির প্রবেশাধিকার দিয়াই নিশ্চেষ্ট থাকিবেন না। তাঁহারা তাহাদিগকে দীক্ষা দিবেন, গোপাদকতা হইতে মুক্ত করিবেন এবং সকল প্রকার অনাচার ও অত্যাচার বর্জ্জন করিতে সাহায্য করিবেন!

আপাততঃ তাহাদিগের দারিদ্র্য-দুঃখ-মোচন এবং মদ্যপান-নিবারণ হইলে দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হয়।

আমেরিকার যুক্ত সাম্রাজ্যে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটী গীর্জ্জার ধর্ম্মযাজক তিনশত অর্দ্ধনগ্ন যুবতীকে গীর্জ্জা হইতে বিতাড়িত করিয়া দেওয়ায় তাহারা ক্রন্দন করিতে করিতে বাহির হইয়া যায়। আজ সেই মহাদেশে এইরূপ পোষাকই অধিক সংখ্যক যুবতী পরিধান করিতেছে।

জার্ম্মানির একস্থানে নগ্ন নরনারী একত্র বাস করিয়া স্বাস্থ্যান্বেষণ করিতেছে এবং কালিফর্ণিয়ার পুলিশ একস্থানে এইরূপ বহু নরনারীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ডের একজন স্ত্রীলোক এত বেশী পোষাক পরিত যে, তাহাতে বর্ত্তমানে কুড়িজনের পোষাক তৈয়ারি হয়।

সুদিন ও দুর্দ্দিন

(শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত.)

আমাদের যখন ইন্দ্রিয়-তর্পণে কোন বিশেষ অসুবিধা হয় তখন আমরা সেই দিনকে দুর্দ্দিন বলি আর যখন সেই অসুবিধাগুলির আংশিক নিবৃত্তি হয় তখন সেই দিনগুলিকে সুদিন নামে অভিহিত করি। বর্ত্তমান সময়ে জগতের সকল দেশেই দুর্দ্দিন আরম্ভ হইয়াছে। জগতের মধ্যে যে সমস্ত জাতি ধনশালী বলিয়া বিখ্যাত ছিল, বর্ত্তমান সময়ে সেই সকল দেশের অধিবাসিগণও এই দুর্দ্দিনের কবলে কবলিত, পূর্ব্বাপেক্ষা দিন দিন সভ্যতার ও আচার ব্যবহারের উন্নতি হইতেছে, বর্ত্তমান জগৎ অতীত জগৎ অপেক্ষা সকল বিষয়েই উন্নত বলিয়া সকলের বিশ্বাস, কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, বর্ত্তমান জগৎ যদি অতীত জগৎ অপেক্ষা সকল বিষয়েই উন্নত হইয়া থাকে তবে অতীত জগতের শান্তির কেন বৃদ্ধি হইল না? পূর্ব্বের মনুষ্যগণ শুধু আহার ও নিদ্রা লইয়াই ব্যস্ত থাকিত না তথাপি তাহারা যে বিমল আনন্দ পাইত সে আনন্দ আজ সাধারণ মনুষ্যের হৃদয় হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ভগবদ্ভক্ত কখনও সাধারণ হইতে পারে না। কারণ সাধারণ তাহারা, যাহারা আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাকেই জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন।

বর্ত্তমানে অর্থের এরূপ অভাব উপস্থিত হইয়াছে যে, পূর্ব্বে জিনিষের যে মূল্য ছিল অধুনা সেই সকল জিনিষের মূল্য অল্প পরিমাণ হইলেও লোকে তাহা ক্রয় করিতে পারিতেছে না। দেশে প্রচুর জিনিষ থাকা সত্ত্বেও অর্থাভাবে ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইয়াছে, জমিদারগণ প্রজাদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিতে না পারায় তাহাদের জমিদারী নিলাম হইয়া যাইতেছে, দেশের কলকারখানাগুলি ক্রমে ক্রমে বন্ধ হইয়া আসিতেছে। ব্যবসায়, বাণিজ্য, কলকারখানা প্রভৃতি কাজ ক্রমে ক্রমে বন্ধ হওয়ায় বেকার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। একেই দেশে অর্থাভাব, তাহার উপর বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশ অশান্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

দেশের এই অশান্তির কারণ নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা দুর্দ্দিনের বাহ্য কারণ বলিয়াই আমাদের ধারণা। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-শ্রীমায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ. ১৬ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৬ ১৪ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২৭শে জানুয়ারী ইং ১৯৩৩ শুক্রবার ২৭৩তম সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

ঢাকা, ২০।১।৩৩

দিনের পর দিন গিয়া একপক্ষ অতীত হইল, বঙ্গের প্রসিদ্ধ নগরী ঢাকায় সংশিক্ষা প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে এই প্রদর্শনীর কথা ঢাকা সহরের কেবলমাত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকায় পশ্চাৎ বাবসাদার প্রভৃতি অজ্ঞ সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়াইয়াছিল; আজ কয়েকদিন হইতে দেখা যাইতেছে যে, সহরের বাহিরে সুদূর মফঃস্বল হইতেও স্ত্রী-পুরুষ ভদ্রলোক প্রদর্শনীতে আসিতেছেন। এক্ষণে বেশ বুঝা যাইতেছে যে সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর উপকারিতা সাধারণ এবং অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকসমূহও উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন।

গত কল্য সন্ধ্যা ৫॥ টার সময় ঢাকা সহরস্থিত আই, জি, এস, এন্ কোং অফিসের ম্যানেজার মিঃ লাসূবি সাহেব সস্ত্রীক এই প্রদর্শনী দেখিতে আসিয়াছিলেন। মিঃ লাসূবি একজন ধার্ম্মিক লোক; তিনি বলেন যে, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় যে, জগতের অধিকাংশ লোকই ভগবান্‌কে মানিতে চায় না। আমার জীবনে আমি জানি যে, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া আমি অনেক বার সুফল পাইয়াছি। কিন্তু এই সমস্ত কথা আমি আমার বন্ধুবর্গের নিকট জানাইলে তাঁহারা ভগবদ্বিশ্বাসের উপকারিতা স্বীকার না করিয়া আমাকে বলেন যে, ঘটনাচক্র (Chance coincidence এ) উহা সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। মানুষের মধ্যে ভগবদ্‌বিশ্বাসের এরূপ অভাব দেখিয়া আমার বড়ই দুঃখ হয়।

তিনি আরও বলেন যে, ব্যবসার রাজ্যে আমি দীর্ঘকাল কাটাইতেছি বটে, কিন্তু তথা হইতে আমার অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে, তথায় সরলতা, সত্যবাদিতা, নিষ্কপটতা এবং প্রকৃত মনুষ্যত্বের অভাব। আমি ঈশ্বরবিশ্বাসী কোন লোকের সঙ্গ পাইলে বড় সন্তুষ্ট হই, কারণ ঈশ্বর-বিশ্বাসী মনুষ্যের মধ্যেই প্রকৃত সরলতা আছে। আপনাদের নিঃস্বার্থপরতা ও পরার্থপরতার কথা শুনিয়া আমি আপনাদের সঙ্গ পাইবার আশায় এই প্রদর্শনী-দর্শনের অভিলাষ করিয়াছিলাম।

স্বামীজী-মহারাজ প্রদর্শনীর সমস্ত বিষয়গুলি সম্যক্‌রূপে আমাকে বুঝাইয়া দেওয়ায় আমি যে কি পরিমাণে আনন্দিত হইয়াছি তাহা বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারিতেছি না। জগতে ভোগরাজ্যে প্রবেশ করিবার জন্য অনন্ত মনীষিবৃন্দ অনন্ত উপায় আবিষ্কার করিবার জন্য যত্নবান আছেন, কিন্তু পরম কল্যাণময় ভগবৎ-রাজ্যে যাইবার জন্য কয়জন চেষ্টা করেন? তাহার কারণ ভগবদ্বিশ্বাসের অভাব।

আমি সকলকে বলে থাকি যে, ভগবানের নাম বৃথা লইও না (Do'nt take God's name is vain) পরমার্থ রাজ্যের পথে আপনারা এই যে একটী নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন এবং প্রত্যেক দর্শককে ভগবৎ-রাজ্যের কথা, ভগবানের কথা শিক্ষা দিতেছেন ইহাতে আমার বড়ই আনন্দ হইতেছে। সত্যের কথা, ভগবানের কথা যেখানে আলোচিত হয় সেস্থানটী আমার বড় ভাল লাগে। আপনারা হিন্দু আমি বিধর্ম্মী বটে কিন্তু সত্যের পথে ভগবানের নাম প্রচার উদ্দেশ্যে আপনারা যে চেষ্টা করিতেছেন, আমি একমুখে তাহার প্রশংসা করিয়া তৃপ্ত হইতে পারিতেছি না।

জেলায় জেলায় সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে এইরূপ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হউক। মানুষ ঈশ্বর-বিশ্বাসী হউক, ব্যবসার-জগতের কপটতা, অসরলতা পরিত্যাগ করুক, ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিতে শিখুক, ইহাই আমার প্রার্থনা। ভগবান্ আপনাদের চেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করুন।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সম্পাদক শ্রীপাদ অতুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গোস্বামী ভক্তিসারঙ্গ প্রভু বিহার ও উড়িষ্যা যুক্ত-প্রদেশের গবর্ণর বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ-কালে অনেক হরিকথা কীর্ত্তন করেন এবং লাট সাহেব আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। একথা পাঠকগণ অবগত আছেন।

শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গপ্রভুর সহিত বিহার ও উড়িষ্যাপ্রদেশের এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলের মেম্বর ও ভাইস্ প্রেসিডেন্ট কাণকানিকাতি অনারেবল রাজা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ ভঞ্জদেব ও-বি-ই, মন্ত্রী অনারেবল মিঃ গণেশ দত্ত সিং, কে-টি, চীফ্ সেক্রেটারি মিঃ পি, সি, টালেন্টস্ সি-আই-ই, আই-সি-এস্, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের সেক্রেটারি মিঃ জি, ই, ওয়েন আই-সি-এস্, রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারি মিঃ এইচ, সি প্রায়র, আই-সি-এস, শিক্ষা-বিভাগের সেক্রেটারি মিঃ বি, কে, গোখেল, আই-সি-এস, হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারক রায় বাহাদুর অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, রাঁচিজেলার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টার শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় মহোদয়গণের হরিকথা আলোচনা হয় এবং তিনি এই সমস্ত বিদ্বজ্জনের নিকট শ্রীল প্রভুপাদের বাণী কীর্ত্তন করেন। তাঁহারাও আগ্রহ-সহকারে শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করেন।

ঢাকা সংশিক্ষাপ্রদর্শনীর পূর্ব্বনির্দ্ধারিত একবিংশদিবস শেষ হইলেও এই আদর্শ প্রদর্শনী দেখিয়া কাহারও আশা মিটিতেছে না। যিনি একবার দেখিতেছেন তিনি পুনরায় না দেখিয়া থাকিতে পারিতেছেন না। স্থানীয় এবং দূরদেশাগত বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের একান্ত অনুরোধে প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ আগামী ৩০শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত উক্ত প্রদর্শনী খোলা রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইত্যবসরে সকলেই দেখিয়া লইবার সুযোগ করিয়া লইতে হইবে। এসুযোগ কেহই হারাইবেন না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৬ শ্রাবণ, [illegible]

শ্রী-প্রসঙ্গ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক ডাঃ এস্ এন্ রায় এম্-এ, পি-এইচ্ ডি ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু এম-এ (Research scholar) শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনাভিলাষী হইয়া গত ১৩।১।৩৩ তারিখে অপরাহ্ণ ৫ টার সময় ঢাকা সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী আফিসে আসিয়া উপস্থিত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তাঁহাদের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের কথা কাহারও নিকট অবিদিত নাই। তাঁহারা জাগতিক অভিজ্ঞান এবং জড় বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে পারদর্শী হইলেও, জড়-জগতের অতীত রাজ্যের কথা তাঁহাদের জানা না থাকায় তাঁহারা তৎসম্বন্ধে কৌতূহলী ও অনুসন্ধিৎসু হইয়া বৈকুণ্ঠগত আচার্য্যপ্রবরের শ্রীচরণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

অধ্যাপকদ্বয় অতি বিনয় নম্র বচনে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখবিগলিত বাণী কিছু শুনিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে, শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদিগকে যে-সমস্ত কথামৃত দান করিয়াছিলেন, তাহার যৎকিঞ্চিৎ যাহা কুড়াইতে পারিয়াছিলাম তাহা [illegible] সুহৃদ্বর্গকে প্রসঙ্গক্রমে [illegible]।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন, কোনটী বস্তু আর কোনটী অবস্তু এই বিষয়ের জ্ঞানটা আমাদের হওয়া দরকার। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, অর্থ ও অনর্থ, কামনা ও সিদ্ধির জন্যে লালায়িত হ'য়ে মাঝ পথে কোন না কোন স্থানে যদি থেমে যাই, তা'হলে আর প্রকৃত বাস্তব বস্তুর কাছে যাওয়া হ'ল না। ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকটী শ্রবণ করুন, "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্। শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥"

ভাগবত School এর ঠিক ইংরাজী প্রতিশব্দ না পাওয়ায় আমরা উহাকে Theistic School ব'লে থাকি। সাধারণ মনুষ্য-সমাজ 'ধর্ম্ম' শব্দের যে অর্থ করেন, তাহা আংশিক ব্যাখ্যা মাত্র; তাতে পরম ধর্ম্ম কোন কথা [illegible] পরম ধর্ম্ম [illegible] ধর্ম্মটা নিঃশ্রেয়স্ বিচারের উপর নির্ভর করে। কতকটা বিচার ক'রে যদি অগ্রসর না হই, মাঝ পথে থেমে যাই, তবে বস্তু বিষয়ের ধারণা ঠিক হয় না।

প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো ধর্ম্মঃ। মনুষ্য জাতি যত প্রকার চিন্তা করছেন বা শব্দের ভাব যতটা তাঁদের ভেতর এসেছে, তাতে পূর্ণতা হয় না। কাম, ক্রোধ প্রভৃতি যা'র ভেতর সমাবেশ হ'য়েছে, তিনি মৎসর; ঐ গুলি থাকলে আমরা তদ্ভাবে চালিত হই। যাঁ'রা ঐ গুলিকে অতিক্রম করতে পেরেছেন, তাঁ'রাই নির্ম্মৎসর সাধু। কাম, ক্রোধাদি অসুবিধাগুলো এসে যখন উপস্থিত হয়, তখন পরস্পরের মধ্যে একটা বিরোধীয় লক্ষণ (contending feature !) পাওয়া যায়, তা'তে মৎসরতা-ধর্ম্ম এসে উপস্থিত হয়।

যেখানে সেখানে বহু ভেদ কল্পিত হওয়ার দরুণ, ভেদ এসে উপস্থিত হয়। সাধুরা incongruent হ'ন না, কিন্তু unassorted হ'লে একটা tension দেখতে পাওয়া যায়। সাধুরা বহু বস্তুর চিন্তাস্রোতে আবদ্ধ না থাকায় তাঁদের বস্তুবিষয়ক জ্ঞানটা ঠিক আছে। বহু রকমের বিচার এসে উপস্থিত হ'লে, কোন্‌টা গ্রহণ করা যাবে, কোন্‌টা পরিত্যাগ করতে হ'বে, এই নিয়ে একটা গোলমাল হয়।

সত্য কি? যা দশটা পাঁচটা নয়, সেটা বহু বচনান্ত নয়। একই উদ্দেশ্যে অর্থাৎ সেই এক বাস্তব বস্তুর সেবা'র উদ্দেশ্যে যদি বহু ব্যক্তি চালিত হন, তা'হলে মৎসরতা-ধর্ম্ম থাকে না; কিন্তু যেখানে বহুত্বের আরোপ, সেখানে মৎসরতা এসে উপস্থিত হয়।

মন জিনিষটা সংকল্প ও বিকল্পাত্মক ধর্ম্মবিশিষ্ট। বুদ্ধির স্থিরা বৃত্তি; সে যখন এক তাৎপর্য্যপর হয়, তখন বিরোধ উপস্থিত হয় না। সেই অদ্বয় বস্তুটী কি, তৎসম্বন্ধে অনেক মতবিরোধ এসে উপস্থিত হ'য়েছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, 'বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥" অর্থাৎ যাহা অদ্বয় জ্ঞান অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তু, জ্ঞানিগণ তাঁহাকেই 'পরমার্থ' বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু 'ব্রহ্ম' 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান্' এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন।

বেদ কেবল চেতনকে অবলম্বন করতে বলছেন। জড়জগতে আনন্দ ও নিরানন্দ দুটো দিক থেকে, জড়জগতের অভিজ্ঞতা বিচার থেকে 'সৎ' এবং 'আনন্দ' এই দুটো দিককে পৃথিবীর [illegible] বস্তু ব'লে মনে করছে। সংযোগ-প্রক্রিয়া দ্বারা অসুবিধা ঘটাচ্ছে। সমন্বয় সম্বন্ধ যেখানে গৃহীত হচ্ছে, সেখানে তদ্ব্যতীত অন্য বস্তু আছে বিচারটা এনে দিচ্ছে। "অতঃ দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ। তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥" অন্যের ('বাস্তব বস্তুর') বিস্মৃতি এবং অন্যেতর বস্তুতে অভিনিবেশ থাকার দরুণ আমাদের অনেক অসুবিধা ঘটছে।

অনুসন্ধেয় বস্তুটী কি ?

(৩)

মানুষ তাহাদের কষ্টার্জ্জিত টাকা ছেলে পিলেদের জন্যে রেখে চলে যাচ্ছে পরে তা'র গৃহস্থের কলঙ্ক আনয়ন করবার জন্যে; কিন্তু যা'তে তা'দের ভাবী মঙ্গল হ'বে তা'র জন্যে তাঁ'রা পয়সা ব্যয় করছে না। Ethical principle গুলো কি ক'রে Regulated হ'বে তার জন্যে কেউ ব্যবস্থা করে না। বাস্তবিক মানুষগুলো চেতন বিশিষ্ট হোক্, "প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয়আচরণং সদা"। Real altruists হওয়া দরকার; Pseudo altruismটা জগৎকে গ্রাস করতে ব'সেছে। সেটার হাত থেকে ছুটী পেতে হ'লে চৈতন্যদেবের Real altruism এর কথাটা শ্রবণ করা দরকার।

শ্রীচৈতন্যদেব পুরুষোত্তমে অবস্থান করা কালে যে আদর্শ দেখিয়েছিলেন, সেই আদর্শটা Symbolical process এর দ্বারা আমরা কুরুক্ষেত্রে গত সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে দেখাইবার চেষ্টা ক'রেছিলাম। পরে শ্রীধাম মায়াপুরে এবং কলকাতায় উপর্য্যুপরি দুই বৎসর পারমার্থিক প্রদর্শনী দ্বারা পরমার্থ বিচার দেখাইবার চেষ্টা করা হ'য়েছে এবং Ocular activity'র লোকগুলোকে Fecility দেবার চেষ্টা করা হ'য়েছে। Theism কাকে বলে তার Full scope দেবার জন্য এই সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী; Mundane plane এর লোককে Theistic Education দেওয়াটাই দরকার হ'য়ে পড়েছে।

বর্ত্তমান university গুলো যে সব education দিচ্ছে, সে রকম education এর সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। আশা করি এই রকম কার্য্যের জন্য ঢাকাবাসী তাঁ'দের সমস্ত resources apply ক'রে জগতের মঙ্গল বিধানে সহায়তা করবেন। এখানে অনেক ধনী ও শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন। চল্লিশ বৎসর থেকে আমি একাকী আরম্ভ করেছি; এখন আমার অনেক সহযোগী হ'য়েছেন, যাঁ'রা ভিক্ষা ক'রে আমার এই কার্য্যে সাহায্য করছেন। আমি কোন মানুষের কাছ থেকে এক কাণা কড়ি নেব না, সব ভগবান্‌কে দাও এই আমার principle. যাঁ'রা ঠাকুর দাঁড় করিয়ে, অন্ন-ব্যবসা ক'রে পেটপূজা করছে, তাঁ'রা আমাদের আচারের খুব বিরোধী। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যপাদ-পীঠ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে, যা'তে জীবের হৃদয়ে 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'র উদয় হয়। মনুষ্যজাতির বিচারের যে সকল ভাল অংশ, খ্রীষ্টানদের যেটা ভাল, মুসলমানদের যেটা ভাল তা' আমরা গ্রহণ করব, কিন্তু যেখানে বৈষ্ণব-বিরোধ সেটা আমরা লইব না।

মাদ্রাজ-গৌড়ীয়-মঠের নাট্যমন্দির প্রতিষ্ঠাকল্পে তত্রত্য লাট সাহেব সভাপতিত্ব ক'রে ভিত্তি স্থাপন ক'রেছিলেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে ব'লেছিলেন যে, আমি খ্রীষ্টান, তথাপি আমি গৌড়ীয় মঠের কার্য্যে কেন Co-operation করছি। এটা জানবার জন্য অনেকে কৌতূহলী হ'তে পারে। কারণ এই যে এরা যে কার্য্যটা করতে ব'সেছেন, তা'তে জগতের জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে মঙ্গল বিধান হ'বে, সেই জন্যই ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হ'য়েও আমি এদের সঙ্গে Co-operate করছি।

জগতের যা'রা স্ত্রী পুত্রাদি ভোগের দ্বারা অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলো নিয়ে উন্মত্ত হ'য়েছে বা সেই রকম দুর্ব্বুদ্ধি যা'দের হ'য়েছে, বা এই রকম Affinity যা'দের থাকবে তা'রা বাস্তব সত্যের কথা বুঝতে পারবে না। ভাগবতের বিচারে আমাদের ত্রিদণ্ডী হ'তে হ'বে; ত্রিদণ্ডীর কর্ত্তব্য—যা'তে মনুষ্যজাতির নিত্য-মঙ্গল হয়, নচেৎ "ত্রিদণ্ডমুপজীবতি" হ'য়ে যেতে হবে, তখন লোকে মুখে থুতু দেবে।

Mental speculation এ যত প্রকার কথা আছে, তা'তে আবদ্ধ থাকলে চলবে না। Elevation, salvation প্রভৃতি Barrier এর মধ্যে থাকা উচিত নয়। মনুষ্যজাতির Epistemology যখন Imperfect থাকে তখন তা'রা Ascending order এর চিন্তাস্রোতে আবদ্ধ হয়, সেটা রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধবার মত কিম্বদন্তীর অন্তর্গত, নিষ্কিঞ্চন ধর্ম্মের অন্তর্গত নয়। ইহা হইতে পরিত্রাণ পা'বার বাসনাটী হওয়া দরকার। ভাগবতের Gist টা Exhibition এ প্রদর্শিত হউক ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য।

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্য ভাগবত
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা)
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব ভাষ্য
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা /১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) ৶
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি /০
৩০। গীতাবলী /০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ
৩২। সাধনকণ /০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩৪। নবদ্বীপশতক /০
৩৫। অর্থপঞ্চক /০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)
৪১। ব্রহ্মসংহিতা
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাধ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৵০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৬৫। দি ভাগবত
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৭২। গীতাবলী /০
৭৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি /০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া প্রকাশ

প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধিপাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া
৯। মদনগোপাল পাট কাঠালপুলি, চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটী, (বর্দ্ধমান)
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাযোড়া, রাজগ্রাম বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু, হাওড়া
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মান্দ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সগদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ চুমুরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ আগস্তকুণ্ড, কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য।
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	ঢাকা
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	ঢাকা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	চম্পহট্ট
৪। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিবিবেক সাগর	মেদিনীপুর
৮। শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	ঢাকা
৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মান্দ্রাজ
১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	পুরী

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! স্বর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

অপরাপর দর্শনের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক প্রেমসুধা জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দের অনবচ্ছিন্ন তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তবে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, যাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। সাধারণেও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায় সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটি অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, প্রৌঢ় ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত [illegible] দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। [illegible] কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্তন অধ্যাপক, [illegible] মহোদয়ের কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ২০ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত [illegible] উত্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সহ। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৯ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রোসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির

১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন

বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসংগ্রহ তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।/০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ' 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'দৈবব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ' 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণকাম্য-আনন্দদায়িনী কীর্ত্তন-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রী[illegible], পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীমদ্ স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকৃপা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা, শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব [illegible]" অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও [illegible], শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ৩॥০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম্ম

ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতীয়

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খান /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ॥০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও নম্বর সহের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জ ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৵০ আনা।

মিটিংএর নোটীশ বহি—১ খানা ॥০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ॥০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ওজন ডাকে পাঠান হয়, তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, প্যাকেট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল খাঁটি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি —	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড —	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা —	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭-৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ —	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২০, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেন পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫-৩১	৯-৫	১২ ১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫ ৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩৭	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫ ৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্ক্‌স্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

৩৫ জনের অপঘাত

অগ্নিদাহ এবং বিস্ফোরণে, ইটালিয়া, স্পেন এবং মেক্সিকো অঞ্চলে পঁয়ত্রিশজন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। মেক্সিকোর অন্তর্গত মোরেলিয়াতেই দুর্ঘটনার মাত্রা অধিক। তথায় ষাট বাক্স ডিনামাইট ফাটিয়া পাঁচজন লোক হত এবং বিস্তর লোক আহত হইয়াছে। সরকারী রাস্তা নির্ম্মাণ কার্য্যের ট্রাক চালকের অবহেলায় এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল।

বিস্ফোরণ হইবার পরেই আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। সেই আগুনে একটি হাসপাতাল এবং কতকগুলি বাড়ী দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। গ্রাণাডার দুইজন গৃহস্থের বাড়ীতে আগুন লাগিয়া ছয়জন লোক শ্বাসরুদ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইয়াছে। এদিকে বিগার নিকট বনের মধ্যে ইঞ্জিন ফাটিয়া ছয়জন কারিকর জীবন লীলা সংবরণ করিয়াছে।

কংগ্রেসের আদেশ

বোম্বাই কংগ্রেস কর্ত্তৃক সকল ব্যবসায়ের ছুটির দিন নির্দ্দিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ২৩শে জানুয়ারী শেয়ার মার্কেটে কারবার চালান হয়।

তুলার বাজারের হাঙ্গামাও এখনও মিটে নাই। বিশেষ সংবাদ পরে প্রকাশ্য।

রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার

রেঙ্গুন হইতে সংবাদ এই যে, বৃটিশ সরকার ধান্যের মূল্য হ্রাসের জন্য দায়ী. গ্রামবাসীদিগের নিকট এইরূপ বক্তৃতা দিবার ও করপ্রদান বন্ধ করিতে উপদেশ দিবার সম্পর্কে হেনজাদার বিচ্ছেদবিরোধী ফুঙ্গী শ্রীযুক্ত উগনদামাকে রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আসামীকে জামিনে মুক্তিদান করা হইয়াছে।

মিশরের ঋণ

অতিরিক্ত সুদ স্বরূপ মিশরকে এবার হইতে বাৎসরিক পনর লক্ষ ষ্টার্লিং প্রদান করিতে হইবে। মিশ্র আদালতে এইরূপ রায় প্রকাশিত হইয়াছে। আদালতের প্রধান বিচারক ছিলেন একজন বৃটিশ বিচারপতি; সহযোগী বিচারক ছিলেন একজন ইটালিয়ান ও একজন মিশরবাসী। এই তিন জন বিচারপতি দীর্ঘ আলোচনার পর রায় দিয়াছেন, তথাপি মিশরকে সাধারণ ঋণের টাকা স্বর্ণেই প্রদান করিতে হইবে।

মিশর সরকার এই রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করিবেন। এই নিদারুণ রায়ের ফলস্বরূপ মিশরের চারি কোটি ঋণের টাকা বৃদ্ধি পাইবে।

ফ্রান্সের সামাজিক সমস্যা

ফ্রান্সে শতকরা ২৫ হইতে ৩০ জন জননী তাহাদের সন্তানদের জনক কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া থাকে বলিয়া প্যারিসে সম্প্রতি এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

এই কারণে পরিত্যক্তা জননীদের জন্য একটা আশ্রমের প্রতিষ্ঠা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা এরূপ আশ্রমের প্রতিষ্ঠার জন্য দাবী করিতেছেন তাঁহারা বলিতেছেন, পরিত্যক্তা জননীদের শিশু-সন্তান থাকিলে, গৃহস্থেরাও তাহাদিগকে চাকুরী দেওয়া হয় না। তাহারা ঘরভাড়া দিতে সমর্থ হইলেও অনেক সময় তাহাদিগকে বাটীতে স্থান দেওয়া পর্য্যন্ত হয় না।

প্যারিস সহরে পরিত্যক্তা জননীদের জন্য একটা আশ্রম আছে সত্য, কিন্তু তাহাদিগকে তাহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি না হওয়া পর্য্যন্ত তথায় থাকিতে দেওয়া হয়। স্বাস্থ্যের উন্নতি হইলেই তাহাদিগকে আশ্রম পরিত্যাগ করিতে হয়।

ট্যাক্স বাড়িল

দক্ষিণ আফ্রিকার রাজস্ব-সচিব মিঃ হ্যাভেঙ্গার বিলের সর্ত্তানুসারে অতিরিক্ত ট্যাক্স উঠাইয়া দেওয়ার উল্লেখ থাকিবে। বৈদেশিক প্রকাশিত মুদ্রার মূল্য হ্রাস হওয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকার শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষতি হইয়াছে। এই ক্ষতি নিরাকরণের জন্য অতিরিক্ত ট্যাক্স উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব হইবে।

দাঙ্গা

জেনারেল মুলকাহী ডাবলিনের ও কাউন্সিল ষ্ট্রীটের একটি সভায় বক্তৃতা পাঠ করিতেছিলেন। বক্তৃতা পাঠ শেষ হইবার পরে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় একটা দাঙ্গা উপস্থিত হয়। দাঙ্গায় আমি কমরেড সঙ্ঘের ছয়জন লোক আহত হইয়াছে। দাঙ্গাকারীরা লোহার বাঁট, ভারী ভারী লাঠী এবং ইটপাটকেল ব্যবহার করিয়াছিল।

আমি কমরেডদের সহিত শত্রুতা থাকাতেই এই বীভৎস কাণ্ড ঘটিয়াছে। পুলিস আসিয়া লাঠী চালাইবার পর দাঙ্গাকারীরা পলায়ন করিয়াছে।

ট্রেলিতে কসগ্রেভ দলের এক সভায় হাঙ্গামায় ৫০ জন লোক আহত হইয়াছে। মোটর গাড়ীতে লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হয় এবং রাজপথ জনতা শূন্য করিতে পুলিস বেটন চালায়। সভায় মিঃ কসগ্রেভকে প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত করিবার পর এই হাঙ্গামা আরম্ভ হইলে ৭০ জন সিভিল গার্ড রাজপথে এক ব্যূহ রচনা করিয়া পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করে।

অটোয়ার চুক্তি

আয়র্লণ্ডে কসগ্রেভদলের মিঃ ডেভিট মিথ সহরে একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন, অটোয়া চুক্তি অনুসারে গ্রেট বৃটেনের সহিত মিঃ ডি-ভ্যালেরা বন্দোবস্ত করিতে সম্মত হন নাই। মিঃ ডেভিট বলিয়াছেন, বৃটিশ প্রতিনিধিগণের সহিত আইরিশ প্রতিনিধিবর্গের অটোয়ায় যে চুক্তির খসড়া হইয়াছিল, আইরিশ ফ্রী ষ্টেটে তাহা পৌঁছলে মিঃ ডি-ভ্যালেরা অবিলম্বে তা বাতিল করিয়াছেন।

নাগরিক স্থানান্তরিত

মস্কাউ, লেনিনগ্রাড এবং রুশিয়ার ঘন পল্লী সমন্বিত অন্যান্য নগর হইতে কুড়ি লক্ষ অধিবাসীকে সরাইয়া কিয়দংশ সাইবিরিয়ায় এবং কিয়দংশ মধ্য এসিয়াতে চালান করা হইবে। সোভিয়েট জনসঙ্ঘের বৈঠকে এই নিয়ম মানিয়া লওয়া হইয়াছে।

মফঃস্বলের জনসঙ্ঘের মতে রুশিয়ার অধিবাসীদিগকে এইরূপে বিভক্ত করিলে নূতন পাঁচশালা আইনের প্রাধান্য বৃদ্ধি হইবে। সুতরাং সোভিয়েট রাজ্যের যে সকল অধিবাসীকে স্থানান্তরিত করা হইবে তাহারা নির্ব্বাসিত বিবেচিত না হইয়া দেশহিতৈষী বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্রহ্ম গোলটেবিল বৈঠক

আগামী এপ্রিল মাসে দ্বিতীয় ব্রহ্ম গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন হইবে। সরকার বর্ত্তমানে উহার প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতেছেন। এবারে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে সম্ভবতঃ কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে।

ব্রহ্মদেশ বর্ত্তমানে স্বতন্ত্র না হইলেও বৈঠক স্বতন্ত্র হইতেছে।

আলোয়ার রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত

আলোয়ারে বিল্ডিং ইঞ্জিনীয়ার হাসান সা, যখন অফিসে ছিলেন তখন টেলিফোন যোগে তিনি মহারাজার একটি আদেশ পান। উহাতে তাঁহাকে ১২ ঘণ্টার মধ্যে রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়া যাইতে বলা হইয়াছে। তিনি আজ্ঞামত রাজ্য ত্যাগ করিয়াছেন।

চীনে পররাষ্ট্র সচিবের কথা

মাঞ্চুরিয়া সম্বন্ধে চীন সচিব ওয়েনকান ঘোষণা করিয়াছেন, কাউণ্ট উচিদার বক্তৃতা হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জাপান সামরিক বিজয় ও রাজ্য লাভের স্বপ্ন পরিত্যাগ করে নাই। মিঃ ওয়েন-কান আরও বলেন, গত অগষ্ট মাসের বক্তৃতায় সময় হইতে কাউণ্ট উচিদা জাতিসঙ্ঘের কর্ত্তৃত্ব এবং আন্তর্জ্জাতিক আপোষ ও আন্তর্জ্জাতিক মর্য্যাদা অগ্রাহ্য করিয়া আসিতেছেন। কাউণ্ট উচিদা কেবলমাত্র মাঞ্চুকোর অস্তিত্ব রক্ষাই সমর্থন করিতেছেন না, তিনি জিহল আক্রমণ বিষয়ে জাপানের দৃঢ়সঙ্কল্পের পরিচয় দিয়াছেন।

জাপানের অবৈধ যুক্তিগুলির উত্তর প্রদানে সময় নষ্ট করার আবশ্যকতা নাই। চীন সরকার এবং লিটন কমিশন ইতঃপূর্ব্বে উত্তর প্রদান করিয়াছেন। চীনের সকল সরল। জাপানের সৃষ্টি মাঞ্চুকু যদি অবৈধ বলিয়া ঘোষিত না হয় এবং উহার অস্তিত্ব বিলোপ করা না হয় এবং যদি ৩টি পূর্ব্বপ্রদেশে চীনের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকৃত না হয়, তবে মীমাংসা ও আপোষের কোন অংশই নাই। মোট কথা শীঘ্রই যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা।

কনষ্টেবল আহত

রত্নগিরি পুলিস হেডকোয়ার্টারের একদল কনষ্টেবল অস্ত্র রত্নাগিরির পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে শিকার করিতে গমন করিয়াছিল। অর্জ্জুন সাবন্ত নামে ঐ দলের একজন কনষ্টেবল যখন ভূমি হইতে একটি গুলীভরা বন্দুক তুলিতেছিল, সেই সময় বন্দুক হইতে হঠাৎ একটি গুলী বাহির হইয়া তাহার হাতে লাগে ও হাত ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। তাহাকে অবিলম্বে রত্নগিরিতে লইয়া যাওয়া হয় এবং সিভিল হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। তাহার বাঁচিবার আশা অল্প।

আপার ইণ্ডিয়া চেম্বার অব কমার্স বিলাতের প্রণালী অনুযায়ী রেলওয়েকে রাস্তা ঘাট নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দিতে কোন আপত্তি করেন নাই। ইউনাইটেড চেম্বার অব কমার্স ইহা সমর্থন করেন।

চৌদ্দি · শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

Reg No C. 1544.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা /৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড। সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি। ২৭৪তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৫ই মাঘ শনিবার ১৩৩৯, ২৮শে জানুয়ারী ১৯৩৩

নানা কথা

ভারতে বস্ত্রশিল্প

কলিকাতার 'ক্যাপিটাল'-পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক মিঃ আর, ডবলিউ ব্রক এক বক্তৃতায় ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, দশবৎসর পরে বিদেশ হইতে কার্পাসবস্ত্র আমদানী করিবার কোনও প্রয়োজন ভারতবর্ষের থাকিবে না। তিনি বলিয়াছেন, বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে যে বস্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহার প্রত্যেক চারিগজের মধ্যে তিন গজ ভারতবর্ষের মিলেই উৎপন্ন হয়, বাকী একগজের মধ্যে অর্দ্ধগজ জাপান এবং অর্দ্ধগজ ল্যাঙ্কাশায়ার রপ্তানি করে। রাজনৈতিক কারণে এই অবস্থার উদ্ভব হয় নাই, ভারতবর্ষের বস্ত্রশিল্পের উন্নতিই ইহার কারণ।

আশ্রমে পুলিসের হানা

২২শে জানুয়ারী নড়াইলের পুলিস স্বরাজ আশ্রমে হানা দেয় এবং কংগ্রেসের কতকগুলি কাগজপত্র, "স্বাধীনতা দিবস" প্রতিপালন সংক্রান্ত বুলেটিন এবং উপকরণসহ একটী সাইক্লোষ্টাইল যন্ত্র লইয়া যায়।

ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

বোম্বাইএ ২৪শে জানুয়ারী রাত্রে ধ্বংসের তাণ্ডব লীলা পরিলক্ষিত হয়। সহরের উত্তরাঞ্চলে কুম্ভকারদের তিন শতেরও অধিক বাড়ী ও কুটীরে আগুন লাগিয়া যায়। পূর্ণ এক ঘণ্টাকাল অগ্নি জ্বলিতে থাকে। প্রায় ৬ জন লোক প্রাণ হারাইয়াছে, নতুবা তাহাদিগকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। নিরাশ্রয় নারী ও বালকবালিকাগণকে দারুণ শীতে খোলা ময়দানে দাঁড়াইয়া আর্ত্তনাদ করিতে দেখা যায়। অল্পক্ষণ পরেই দমকল আসিয়া পড়ে, কিন্তু নিকটে কোন জল পাওয়া যায় না।

ইঙ্গ-আইরিশ সন্ধি

আয়র্লণ্ডে সাধারণ নির্ব্বাচন ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছিল মিঃ ডি' ভ্যালেরা এবং মিঃ কসগ্রেভের মধ্যে পার্থক্যের অবান্তর বিষয়গুলি ক্রমেই লোপ পাইয়া ঐ পার্থক্য সুস্পষ্টতর হইয়া একটী মাত্র মৌলিক বিষয়ে পরিণত হইতেছিল। উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এই যে, মিঃ কসগ্রেভ ইঙ্গ-আইরিশ সন্ধির সমর্থক এবং মিঃ ডি' ভেলেরা তাহার বিরোধী।

গত ২৪শে জানুয়ারি তারিখে ভোট গ্রহণ এবং ২৫শে তারিখে গণনা হইয়া গিয়াছে।

সেনা ব্যারিক আক্রমণ
২জন নিহত ৬ জন আহত

প্রেগ হইতে সংবাদ এই যে মোরেভিয়ার ব্রুন সহরে পদাতিক সেনাদলের ব্যারিকে অসম্ভাবিত আক্রমণের ফলে ২ ব্যক্তি নিহত ও ছয়জন আহত হইয়াছে। রিজার্ভ সেনাদলের এক লেফটেন্যাণ্টের নেতৃত্বে ৫০ জন ফ্যাসিষ্ট ছাত্র দেওয়াল উল্লঙ্ঘন করিয়া ব্যারিকে প্রবেশ করে এবং প্রহরীগণকে নিরস্ত্র করিতে সমর্থ হয়। থানার সহিত ফোনের সংযোগের তার পূর্ব্বেই কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল। পুলিসে সংবাদ দেওয়া হয় এবং কামান প্রভৃতি হইতে গুলী বর্ষণের পর ৩৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ঢাকায় পুরাণ পল্টনের মাঠে

বিরাট সংশিক্ষা-প্রদর্শনী

এরূপ দেখিবার বুঝিবার ও শিখিবার মত জিনিষ কেহ কোনদিন দেখেন নাই এমন কি শুনেনও নাই।

নানারূপ সুন্দর সুন্দর সাজসজ্জায় সজ্জিত জীবন্তের মত শত শত মূর্ত্তির দ্বারা একত্রিবিসনে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইলেক্‌ট্রিকের কলে সমুদ্র মন্থন, চলন্ত নৌকা, চলন্ত সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, মৌমাছি, আগুনের মধ্যে প্রহ্লাদ, হনুমানের লঙ্কা পোড়ান প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য্য রমণীয় দৃশ্যগুলি দেখিলে একেবারে মুগ্ধ ও অবাক্ হইবেন।

আর কয়েকদিন থাকিবে মাত্র

ভারতবর্ষে, এমনকি সমগ্র পৃথিবীতে ইহা অভিনব শিক্ষাপ্রণালী।

"এরূপ প্রদর্শনী না দেখ্‌লে একেবারে জীবনই বৃথা ব'লে পরে আপ্‌সোস্ করবেন"

আজই সকলে আসুন, দেখুন, বুঝুন, শিখুন

গাইড বই একখানা সঙ্গে লইতে ভুলিবেন না

ওঁ নমো ভগবতে, বাসুদেবায়.

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ই মাঘ, শনিবার ১৩৩৯

জেনেভায় খুব জাঁকজমক করিয়া বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্মেলন এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক বৈঠকের অধিবেশন হইয়া গেল। এই উভয় সভার উদ্দেশ্য জগতের বাজারে আর্থিক দুর্দ্দশার নিরাকরণের উপায় নির্দ্ধারণ। জগতের ক্রয় এবং ব্যবসায় সমাজে হাহাকার আরম্ভ হওয়ায় মনীষী রাজনীতিকগণ বিষম চিন্তাকুল হইয়াছেন। এসম্বন্ধে বঙ্গের ইউরোপীয় ব্যবসায় সমিতি এবং বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কেবলমাত্র দুই পাঁচ হাজার টাকা সাহায্য করিলে চইবে না। নিদান অনুসারে ব্যবস্থা চাই।

বোম্বাই, আমেদাবাদ, জব্বলপুর প্রভৃতি স্থানে আজকাল মন্দির প্রবেশ সমস্যা অপেক্ষা পঞ্চায়েৎ এবং সরকারী চাকরীতে অস্পৃশ্যদিগকে স্থান প্রদান, সাধারণ কূপ প্রভৃতি ব্যবহারে অধিকার দান, বিনা ব্যয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, নৈশবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, ঝাড়ুদারদিগের জন্য স্বাস্থ্যকর বাসস্থান, বেতন বৃদ্ধি, ছুটী, কাজের অল্প সময়ের ব্যবস্থা, স্ত্রীলোক ঝাড়ুদারদিগকে সন্তান প্রসবের সময় পূর্ণ একমাস ছুটি, প্রভিডেন্ট ফণ্ডের ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় আন্দোলন বেশী প্রবল আকার ধারণ করিতেছে। শেষ পর্য্যন্ত শূদ্র ও অন্ত্যজ প্রগতি কোথায় পর্য্যবসিত হইবে কে জানে? ইহা কি বলশেভিজম বৃক্ষেরই প্রশাখা।

মির্জ্জাপুর জেলার একটী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মোকদ্দমায় দণ্ডিত ৩১ জন আসামী এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারে মুক্তিলাভ করিয়াছে। এই মামলায় সাত জন প্রাণদণ্ডে এবং ২৪ জন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়; ফরিয়াদি পক্ষ প্রমাণ করিয়াছিল যে সুকুল নামক একব্যক্তি পলায়মান মুসলমানদিগকে রাস্তায় তাড়া করিয়া বেড়াইতেছিল। সে একটী ছাদে বারংবার নামা উঠা করিতেছিল ইত্যাদি। প্রমাণিত হয় যে, সে একজন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন অক্লান্ত কর্ম্মী এবং ফুটবল খেলোয়াড় অপেক্ষা তাহার ক্ষিপ্রকারিতা অধিক। কিন্তু যখন তাহাকে হাইকোর্টে উপস্থিত করা হয় তখন দেখা যায় যে সে বার্দ্ধক্যের চরম সীমায় উপস্থিত। তাহাকে চলিতে সাহায্য করিবার জন্য দুইজন লোক আবশ্যক হয়। তাহার বয়স ৭০ বৎসর। কেন তাহাকে পুলিশ চালান দেয় বিচারপতিগণ তাহা বুঝিতে পারেন না। দেখিবামাত্রই বুঝিতে পারা যায় যে, দাঙ্গায় যোগ দেওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব। সাক্ষীরা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া আসামীদিগকে এই মামলায় জড়াইয়াছে। ইহাতে ম্যাজিষ্ট্রেট এবং দায়রা জজের মীমাংসাতেও হাইকোর্টের বিচারপতিরা আশ্চর্য্যান্বিত হন।

বিচার নীতি সম্বন্ধে বিচারপতিদ্বয় মন্তব্য করেন :—

(১) পুলিশের কর্ত্তব্য কেবল আসামীদের শাস্তি প্রদানের জন্য সাক্ষ্য সংগ্রহ নহে, পরন্তু সত্য আবিষ্কারই পুলিশের কর্ত্তব্য।

(২) আসামীদের অনুকূল সাক্ষ্যও ফরিয়াদী পক্ষকে সংগ্রহ করিতে হইবে এবং আদালতে দাখিল করিতে হইবে, তাহাতে যদি আসামী মুক্ত পায়, ক্ষতি নাই।

(৩) ফরিয়াদী পক্ষের অভিযোগ বিবেচনা করার সময় আসামীদের অনুকূল প্রত্যেক কথা বেশীভাবে বিবেচনা করিতে হইবে। ম্যাজিষ্ট্রেট বা জজ আসামীদিগকে সোপর্দ্দ করা বা দণ্ডিত করিবার সময় প্রত্যেক আসামীকে স্বচক্ষে দেখিবেন।

(৪) নিম্ন আদালতে আসামীদের সনাক্ত করা বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এই মামলায় সনাক্তকরণ বিষয়ে নিম্ন আদালতে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া বিচারপতিদ্বয় স্তম্ভিত হইয়াছেন।

(৫) যখন স্পষ্টতঃই দেখা যায় যে, কোন সাক্ষী মিথ্যা কথা বলিতেছে, তখন কাহারও বিরুদ্ধে তাহার সাক্ষ্যে বিশ্বাস করা খুব বেশী রকম বিপজ্জনক।

এ সম্পর্কে বিচারপতিদ্বয় আরও বলেন যে, ভারতবর্ষে আদালতে যে ভাবে সাক্ষীদিগকে হলপ করান হয়, তাহার কোন মূল্যই নাই।

নদীয়া জেলায় কয়েক দিন যাবৎ ঝড়-বৃষ্টি হইয়াছে এবং শীতও বাড়িয়াছে। বিলাতে ১৭ ডিগ্রী পর্য্যন্ত তাপ নামিয়াছে। আশা করা যায় এইবার শীত কমিবে।

ভারত গবর্ণমেণ্ট শত করা চারি টাকা সুদে ১৫ কোটি টাকা কর্জ্জ করিবার জন্য বিজ্ঞাপন দেন। তাহার ফলে ১৫ মিনিটের মধ্যে কেবলমাত্র কলিকাতা ও বোম্বাই সহরে প্রায় ২৫ কোটি টাকার দরখাস্ত হয়। শত কোটি টাকার স্বর্ণ রপ্তানি হওয়ায় পরও ব্যবসায়িবৃন্দের নিকট অনেক টাকা আছে; ব্যবসায়ের অবস্থা খারাপ হওয়ায় তাহারা এইরূপে টাকা আবদ্ধ করিতে বাধ্য হইতেছে। ইহা দেশের আর্থিক অবনতির কারণগুলির অন্যতম।

প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রসেবী মিঃ ব্রক্ বলেন, যেরূপভাবে ভারতের সঞ্চিত স্বর্ণ গুপ্ত স্থান হইতে আত্মপ্রকাশ করিবামাত্র বিদেশে চালান যাইতেছে, তাহাতে ভারতের আর্থিক দুর্দ্দশাই সূচিত হয়। ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের ওয়াট্‌সন্ সাহেব ভারতের দুর্দ্দশার জন্য ইংরাজ শাসনকে দায়ী করেন। ইংরাজ জাতির অধীন থাকার জন্যই ভারত যন্ত্রশিল্পের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে নাই, একথা তিনি স্পষ্টই বলেন।

গান্ধিজী বলেন, ধর্ম্মের দিক হইতে আমার এবং আমার সহকর্ম্মিগণের পক্ষে অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য এবং অস্পৃশ্যদিগের জন্য মন্দিরদ্বারসকল উন্মুক্ত করাও একটা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক কর্ত্তব্য। হরিজনদিগের জন্য মন্দিরদ্বারসকল উন্মুক্ত করিলে উহাই তাহাদিগকে নূতন আশা ও নূতন জীবনী শক্তিতে সঞ্জীবিত করিবে। কেবলমাত্র আর্থিক উন্নয়ন দ্বারা উহা সম্ভব নয়। প্রত্যেকে মন্দিরে প্রবেশ করিবে আমি এমন বলিতেছি না। উহাদের ঐ অধিকার আছে, উহাদিগকে ইহা বুঝাইতে পারিলেই যথেষ্ট। হয় অস্পৃশ্যতা বিদায় লইবে, নতুবা আমি বিদায় লইব। হিন্দু সমাজের জাগ্রত বিবেক বুদ্ধি প্রতিরোধ করা অসম্ভব। অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে দেশের সমক্ষে যে দুইটী বিল উপস্থাপিত করা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে সরকার বাহাদুরের সিদ্ধান্ত পাঠ করিয়া গান্ধিজী দুঃখিত, কারণ দুইটী বিলকেই যথাযথ আইন সভা ও দেশ কর্ত্তৃক আলোচিত হইবার অনুমতি প্রদান করা হয় নাই।

শীঘ্রই ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাজেট সংক্রান্ত আলোচনা হইবে। নূতন কর ধার্য্য করিলে নূতন শাসন সংস্কারের পথে বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। এই জন্য ঘাটতি বাজেট হইবার সম্ভাবনাই বেশী। অনেকে অনুমান করেন যে, সরকারী কর্ম্মচারীদিগের পূর্ব্ব বেতন পুনরায় বহাল করিবার প্রস্তাব বড়লাট বাহাদুর কর্ত্তৃক সমর্থিত হইবে না। শুল্কের বৃদ্ধি পরিমাণ হইতেছে, কিন্তু রেলের আয় কমিতেছে।

চাঁদপুর হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, বাবুরহাট হাইস্কুলে একজন সামরিক কর্ম্মচারী বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রকাশ করিয়াছেন যে, ঐ অঞ্চলটী খুব বিপজ্জনক স্থান। ঐ স্থানে সভা করিয়া রাজভক্তির প্রচার করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট বিপ্লব দমন করিবার জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প। কোন বিপ্লবী সে স্থানে থাকিলে তাহাকে ধরাইয়া দিতে হইবে, নচেৎ পিউনিটিভ পুলিশ বসানর সম্ভাবনা আছে। শান্তিপ্রিয় লোকেরা বিপ্লবের ঠেলায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা যায় কোথায়?

সুদিন ও দুর্দ্দিন

(শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অতীত জগতের যে মানবসমূহ ভগবদ্বিশ্বাসী ছিল তাহাদের হৃদয় বিমল শান্তিতে সর্ব্বদা ভরপুর থাকিত। অধুনা আমরা বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে উন্নতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছি, জগতের যিনি একমাত্র পাতা ও নিয়ন্তা তাঁহাকে ও তাঁহার প্রিয় সেবকদিগের অবহেলা করিতে অভ্যস্ত করিয়াছি। এই কারণেই আজ আমাদের অর্থাৎ জগদ্বাসী সাধারণ মনুষ্যের এই দুরবস্থা আসিয়াছে। আমাদের এই দুরবস্থাও ভগবানের করুণা। কারণ, পিতা পুত্রকে শাসন করেন তখন, যখন পুত্র উন্মার্গগামী হয়, আমরাও সেইরূপ জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণের সেবা ছাড়িয়া দিয়া স্ত্রীপুত্রাদির ভরণপোষণকেই জীবনের একমাত্র চরম উদ্দেশ্য মনে করিয়া সেই অনুসারে কার্য্য করিতেছি বলিয়া শ্রীভগবান্ আমাদিগকে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিতাপের দ্বারা সর্ব্বদাই স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, আমাদের এই দেহ ও আত্মীয়স্বজন সকলই অনিত্য, এই ত্রিতাপ সর্ব্বদাই আমাদের এই জাগতিক সমস্ত বস্তুর সম্বন্ধ যে অনিত্য তাহা স্মরণ করাইয়া দিলেও আমরা তাহা ভুলিয়া যাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ. { ১৭ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৬ ১৫ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২৮শে জানুয়ারী ইং ১৯৩৩ শনিবার ২৭৩তম সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

সিওয়ান হইতে গত ২৫।১।৩৩ তারিখের এন্, ঘোষাল মহাশয়ের জরুরী তারের সংবাদে প্রকাশ,—গত ২৫শে জানুয়ারী (১৯৩৩) ১১ই মাঘ তারিখে সিওয়ান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক হলে শ্রীযুক্ত বাবু রমাপ্রসাদ ঘোষাল মহাশয়ের সভাপতিত্বে স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট, মুন্সেফ, উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক প্রভৃতি ভদ্র মহোদয়গণের সম্মিলনে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়।

এই বিদ্বৎ-সভায় শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সম্পাদক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ইংরাজী ভাষায় শ্রীল প্রভুপাদের বাণী কীর্ত্তন করেন। তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের শুদ্ধ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সভাস্থ বিদ্বন্মণ্ডলী এরূপ মোহিত হ'ন যে, তাঁহারা সকলেই গোস্বামী প্রভুকে আরও কয়েক দিবস সেস্থানে অবস্থান করিয়া বক্তৃতা দানের জন্য অনুরোধ করেন। এই কারণে তাঁহাকে সিওয়ানে আরও কয়েকদিন থাকিতে হইয়াছে।

বিগত ৬ই মাঘ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রী-ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সেবক-সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব বন্দনার পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ আরম্ভ হয়। পাঠে মহা-ভাগবত উদ্ধব ও মহারাজ পৃথুগণের সংবাদ আলোচনা হয়। ভরদ্বাজ মুনি মহারাজ পৃথু-গণের মুখে নিজ অনোচিত স্তব-স্তুতি শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, তুমি অবিদ্বান হইয়া বিদ্বানের মত ভাষা প্রয়োগ করিতেছ। বিদ্বানগণ প্রভু-ভৃত্য, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি ব্যবহারিক জগতের দ্বন্দ্ব ব্যবহারকে বহু মানন করেন না। দেহাত্মবাদী গৃহমেধী-গণই নিজেকে প্রভু মনে করিয়া অহং-গ্রহোপাসনার অবস্থাগ্রস্ত হইয়া থাকে।

গৃহমেধী,—'গৃহ'শব্দ শ্রীমদ্ভাগবত স্থূল-সূক্ষ্ম দেহকেই লক্ষ্য করেন। ক্ষিত্যপ-তেজমরুদ্ব্যোমাত্মক স্থূল ও মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্ম দেহ নামে কথিত। এই দেহে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং ষড়রিপু বিদ্যমান। সূক্ষ্ম দেহ মন, যখন রিপুষট্‌কের অধীনে থাকিয়া পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা পঞ্চ ভূতের পঞ্চ বিষয় গ্রহণে ইন্দ্রিয়গণকে নিযুক্ত করিবার জন্য দাস্য করিতে থাকে, তখনই জীব গৃহমেধী সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। তখনই জীব বাস্তব পথহারা হইয়া বিমুখমোহিনী মায়ার দাস্যে যাবতীয় জ্ঞান প্রয়োগ করে। সেই জ্ঞানই তখন আধিভৌতিক জ্ঞান নামে পরিচিত থাকে। আধ্যক্ষিক জ্ঞানে আরোহ-পন্থা আবিষ্কৃত হওয়ায় অবরোহ পন্থার আবাহন প্রতিমধুর হয় না; এমনকি শ্রবণ-ক্ষমতা পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া থাকে।

আমরা গৃহমেধী থাকিয়া, দেহেন্দ্রিয় বর্গের মধ্যে মনকে সর্ব্বই বড় বলি না কেন, কার্য্যত মনই সকলের একমাত্র গোলাম। মন যখনই যে ইন্দ্রিয়ের দাস্য করিতে যায়, তখনই সেই ইন্দ্রিয় তাহাকে একটা পদ-গোলকের ন্যায় বিভিন্ন দিকে তাড়িত করিতে থাকে। সুতরাং চঞ্চল মন তখন সকলেরই পাদতাড়ন-যোগ্য হইয়া নিজের অস্তিত্ব হারাইয়া বসে। এহেন মন্ত্র-জ্ঞানহীন মনকে বল প্রদানে ও শুদ্ধিকরণে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ—শ্রীবলদেবাভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মই সমর্থ।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সুপ্রসিদ্ধ প্রচারক বাগ্মিবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বৈভব সাগর মহারাজ গত ১০ই জানুয়ারী তারিখ গৌড়ীয় মঠ হইতে রওনা হইয়া মেদিনীপুর বোরো পরগণা অভিমুখে প্রচারের জন্য শুভ বিজয় করেন। যাইবার পথে হাওড়া জেলার মধুসূদনপুর গ্রামে মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীগৌরসুন্দর দাস-অধিকারী মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হন। গত ২৯শে পৌষ ১৩ই জানুয়ারী শ্রীগৌর-অনুগ্রহ প্রভুর বাড়ীতে তাঁহার পুত্রের অন্ন-প্রাশন ও নামকরণ উপলক্ষে সমাগত বহু ব্যক্তির নিকট শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে গৌর-গোপালের নামকরণ পাঠ করেন। নামকরণ বিষয়টী কি, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দেন। তাঁহার মধুর-শ্রাবী গৌরলীলাকথা শ্রবণে সকলেই পরম আনন্দ লাভ করেন। গৌরানুগ্রহ প্রভু আদর্শ গুরুসেবক গৃহস্থ। শ্রীধাম মায়া-পুরে পানীয় জলের জন্য গৌরকুণ্ড খনন করিয়া শ্রীধামসেবার কার্য্য করিয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ উড়িষ্যাপ্রদেশে শ্রীমন্মহা-প্রভুর প্রচারিত বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের জন্য তথায় শুভগমন করিয়াছেন।

স্বামীজী শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা পুরুষোত্তম ধামস্থ শ্রীপুরুষোত্তম মঠে বিগত ১৭।১।৩৩ ও ২০।১।৩৩ দিবসদ্বয় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্বামীজীর শ্রীমুখে পাঠ শ্রবণ করিবার জন্য বহু সজ্জন ও শিক্ষিত ভদ্রলোক উক্ত দিবসদ্বয় শ্রীমঠে আগমন করিয়াছিলেন। স্বামীজীর শ্রীমুখে পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছেন।

প্রথম দিবস স্বামীজী শ্রীমন্মহাপ্রভুর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট বেদান্তশ্রবণ-লীলা পাঠ করেন। দ্বিতীয় দিবস শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীনীলাচলে আগমন কালে কটকে বিদ্যানগরে সাক্ষীগোপালের বিবরণ এবং ছোট বিপ্র ও বড় বিপ্রের প্রতিজ্ঞার বিষয় পাঠ করিয়াছেন।

স্বামীজী ১৮।১।৩৩ ও ১৯।১।৩৩ দুই দিবস আলালনাথের পথে শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে কতিপয় সরল ভক্তের নিকট শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে শ্রীরূপশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৭ মাধব, অবান ক্ষীরোদশায়ী

নী-প্রসঙ্গে

[শ্রীল প্রভুপাদের গত ১৩।১।৩৭ তারিখের বক্তৃতা অবলম্বনে লিখিত]

আমাদের বর্ত্তমান অভিজ্ঞতা খণ্ডিত (crippled) অভিজ্ঞতা। এজগতে অনেক রকমের কথা আছে। এটা পরিবর্ত্তনশীল জগৎ (transformable world). Anthropomorphic চিন্তাস্রোত নিয়ে সেই বিচারটা Godhead এ apply করতে গেলে ঈশ্বর নিঃশক্তিক হ'য়ে পড়েন। এই রকম বিচার থেকে আমরা কেবল জ্ঞানকে আশ্রয় ক'রে থাকি। দৃশ্য, দর্শক ও দর্শন এই তিনটা ভিন্ন ভিন্ন position।

মনোধর্ম্মে থাকা কালে অনেক রকম চিন্তাস্রোত এসে পড়ে। তা' থেকে আসব লাভ করবার জন্যে হ্লাদিনী ও সন্ধিনী ক্রিয়াকে যদি থামিয়ে দিই এবং কেবল সম্বিৎ এর ক্রিয়াকে বলবৎ রাখি, তা'হ'লে রজস্তমঃ-গুণ-প্রতীতি আমাদের disturb করবে। যেখানে ঐ দুই শক্তি অপ্রতিহত, সেখানে ঐ সমস্ত গুণজাত ভাবসমূহ থাকে না।

আত্মবৃত্তি আত্মনিবেদনাত্মক; অর্থাৎ জিনিষটা পরমাত্মাতে নিবেদনাত্মক। ঐরকম চিন্তা না থাকলে আমরা mental speculation এর মধ্যে গিয়ে পড়ি। সাধু যাঁ'রা তাঁ'রা কাম, ক্রোধাদির দ্বারা তাড়িত হন না। তাঁদের যে ধারণা, সেইটাই আমাদের গ্রহণীয়। যদি বাহিরের জিনিষের operation তাঁদের উপর আরোপিত হয়, তা'হলে সত্য জিনিষটা পাওয়া যাবে না।

কৈতব বল্‌তে ছলনা বুঝায়, যেখানে সরলতার অভাব। এক রকম বলা হচ্ছে কিন্তু ভেতরে অন্য রকম ভাব আছে, তাহাই কৈতব। এই রকম চিন্তাস্রোতের মধ্যে আকৃষ্ট হ'লে সুবিধা হবে না। সাধুদের যে ধারণা, সেটা নির্ব্বিশেষ ধারণা নয়। সাধুরা কোন বস্তুর বিনাশ কামনা করেন না। তাঁ'দের বিচার—'নিন্দাদিশূন্য হৃদি নীতিসঙ্গ লক্ষ্য' অথবা "প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে"।

ধর্ম্মার্থকামের যে গতি সেইটাকেই final journey ব'লে যদি undertake করি তা'হলে তাকে transcend ক'রে লোকের region পর্য্যন্ত আমাদের গতি হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় (Affarent) আর কর্ম্মেন্দ্রিয় (Efferent) এর দ্বারা যতদূর গতি হয়, তাতে খানিকদূর গিয়ে আবার ফিরে আস্‌তে হয়; বাস্তব বস্তুর নিকট অগ্রসর হ'তে পারা যায় না। জগতের চিন্তাস্রোত সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হ'য়ে investigate করতে বসেছি, তাতে যেখানে যাব, সেখান থেকে আবার ফিরে আস্‌তে হবে। এই রকম পথটাই হচ্ছে তর্ক-পথ বা আরোহ পথ; এই তর্ক-পথটা গ্রহণ করলে অন্য লোক challenge করতে পারে।

শ্রৌত পথটা কিন্তু অন্য রকমের। কেবল শুনে যাওয়াটাই শ্রৌত পথ। যে সব জায়গায় আমাদের গতিবিধি (access) নাই, সেই সব জায়গা হ'তে দূর থেকে transmitted sound গুলো আমাদের কাণে এসে উপস্থিত হ'বে। কিন্তু সে sound টা যদি তার validity test করবার জন্যে বাকী চারিটা ইন্দ্রিয়কে অর্থাৎ চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক নিযুক্ত করে তবে আর সেখানে পৌঁছতে পারা যাবে না। এই ইন্দ্রিয়গুলো তা'দের পূর্ব্ব অভিজ্ঞান দিয়ে মাঝ পথে বাধা দেয়। বাহ্য জগতের কোন assertionকে ঐ ইন্দ্রিয় কয়টা তাদের stock of knowledge দিয়ে add করতে চায়।

চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সকল Test করে নিতে পারে যে-সকল শব্দ, সেগুলো Time এবং Space-এর Factorএর মধ্যে এসে পড়ে। ঐসকল ইন্দ্রিয় Test ক'রে নেয় এমন শব্দ যাহা বৈকুণ্ঠ-শব্দ (Transcendental sound) নয়। অধোক্ষজের বিচার গ্রহণ করবার জন্যে শ্রৌত পথ অর্থাৎ শ্রুতির পথ গ্রহণ করতে হ'বে। যদি বৈকুণ্ঠ-শব্দকে সাধারণ কৃতাকাশের শব্দের অন্তর্ভুক্ত করতে যাই, তা'হলে অসুবিধা ঘটবে।

বৈকুণ্ঠ-শব্দে এত Potency আছে, যে কাণের যত Dirts আছে, সেগুলো সাফ ক'রে দিতে পারে। চক্ষু, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সকল বৈকুণ্ঠ-শব্দকে পরীক্ষা করবার চেষ্টা করে, তখন শব্দের শক্তি অনুসারে ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয়সকল আপনা আপনি Regulated হ'য়ে যায়। ঐ ইন্দ্রিয়গুলো যে নিজের সুবিধা ক'রে নেবার জন্যে দুষ্টবুদ্ধি করছিল, বৈকুণ্ঠ-শব্দ কাণে ঢুকে সেই দুষ্টবুদ্ধিগুলো থেকে ছুটী করিয়ে দেয়। ইন্দ্রিয়গুলোর চেষ্টা কেবল ভোগের দিকে; তা'রা ঐ বৈকুণ্ঠ-শব্দকেও ভোগ করবার দুষ্টবুদ্ধি যখন করে, তখন ঐ শব্দের শক্তির দ্বারা তা'দিগকে ভোগের হাত থেকে অব্যাহতি করিয়ে দেয়। কিন্তু ইতর শব্দগুলো কুণ্ঠিত ধর্ম্মবিশিষ্ট হ'য়ে আমাদিগকে বিপথগামী করে।

শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা ভগবদ্বাক্যে দেখ্‌তে পাই "যাবানহং যথা ভাবো যদ্রূপ গুণকর্ম্মকঃ। তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥" Personality of Godhead যিনি, তিনি বলছেন, যদি আমার অনুগ্রহ হয়, তা'হলে আমি আমাকে Reveal করি—আমি ইন্দ্রিয়ে শক্তি সঞ্চার ক'রে তা'কে আমাকে জানিবার শক্তি দেই। মানুষের Ordinary ক্ষমতাতে যে অভাব সেটা তখন আমি পূরণ করি; অর্থাৎ চেতনের যে অভাব আছে, সেটা পূরণ ক'রে দেই; তখন সে আমাকে জানতে পারে।

ভগবৎ-কৃপা না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা মনোধর্ম্মে চালিত হই। তখন মেপে নেওয়া ধর্ম্মে এসে পড়ি। তখন চোখ, নাক প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলো সব মেপে নিতে চায়। তখন আমরা Phenomenal world এ ঢুকে পড়ি এবং আমি কর্ত্তা হ'য়ে পড়ি; "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" প্রকৃতির গুণসংযুক্ত Sense গুলো আমরা পেয়েছি; তাতে অনেক Dirts বা মল আছে। Conduct Pipeএর মত সেই ইন্দ্রিয়সকলের অভ্যন্তরস্থ Dirts গুলোর মধ্য দিয়ে আমাদের বাহ্যজগতের জ্ঞানগুলো আসছে। চিৎচিন্মিশ্র প্রকৃতি থেকে যে জ্ঞান সংগ্রহ করি, তা' থেকে আমাদের অব্যাহতি পাওয়া দরকার হয়েছে।

সৎশিক্ষা প্রদর্শনী

বিগত ৬ই জানুয়ারী তারিখে মহানগরী ঢাকার পল্টন মাঠে জীবের পরম ও চরম কল্যাণের জন্য ঢাকার শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠের উদ্যোগে সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী উন্মুক্ত হইয়াছে। প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহোদয় ঢাকার বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোকের সমক্ষে ইহার দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। ঢাকাতে অবশ্য অনেকবারই বিভিন্ন প্রকারের জাগতিক প্রদর্শনী উন্মোচিত হইয়াছে, কিন্তু এমন পারমার্থিক অভিনব প্রদর্শনী ঢাকায় কোন দিন হয় নাই। আমরা জনসাধারণকে এই শিক্ষাপ্রদ ও ও আত্মার কল্যাণপ্রদ প্রদর্শনী দেখিয়া জীবনের বহু সমস্যাপূর্ণ প্রশ্নের সমাধান করিতে অনুরোধ করিতেছি। এই পারমার্থিক প্রদর্শনী তামাসা দেখাইবার জন্য খোলা হয় নাই। ইহা জীবের চরম কল্যাণ পরমার্থ-শিক্ষা প্রদানের জন্যই বহু পরিশ্রমে এ বারে উন্মুক্ত হইয়াছে। মানব ভগবদুন্মুখী না হওয়ায় সংসার-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইয়া যখন অশান্তির অতল সাগর-জলে ডুবিতে থাকে তখন সে কিরূপে সেই অশান্তির হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতে পারে, কি করিলে ভগবৎকৃপালাভ করিয়া অনাবিল শান্তির অধিকারী হইতে পারে তাহা এই প্রদর্শনীতে বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। মানব ত্রিতাপানলে জ্বলিয়া জ্বলিয়া খাক হইয়া যাইতেছে; এই ত্রিতাপ জ্বালা হইতে মানব কিরূপে উদ্ধার পাইতে পারে এবং কাম ক্রোধ-লোভ-মদ-মাৎসর্য্য কামিনীগণ প্রাণপুরুষকে কিরূপে অস্থির ও বিভ্রান্ত করিতেছে, ভগবান্ যে কিরূপ ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু,—ভক্ত যে তাঁহার কত প্রিয়তম, ভক্তকে যে তিনি সকল বিপদ হইতেই রক্ষা করিয়া থাকেন অর্থাৎ যিনি সত্য সত্য সর্ব্বতোভাবে ভগবানের শরণাপন্ন হন তাঁহাকে সকল ক্ষেত্রেই রক্ষা করিয়া থাকেন—ইহা প্রহ্লাদের আদর্শের দ্বারা পরিষ্কার দেখান হইয়াছে। ইহা ছাড়া বহু দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ আদর্শ দেখান হইয়াছে। মোটের উপর এই প্রদর্শনী অভিনিবেশপূর্ব্বক তত্ত্বানুসন্ধী হইয়া দর্শন করিলে অনেক আধ্যাত্মিক সমস্যা পূরণ হইবে। জীবের প্রকৃত কল্যাণ-মানসে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা এই অভিনব প্রদর্শনী খুলিয়াছেন। আবালবৃদ্ধবনিতা এই প্রদর্শনী দর্শন করিলে অনেকেরই জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবে। সংসার-তাপদগ্ধ মানব এই প্রদর্শনী দর্শন করিলে উপকৃত হইবে সন্দেহ নাই। আমরা এই প্রদর্শনীর সাফল্য কামনা করি। অজ্ঞ মানুষ আমরা অনেক সময়ই আমাদের দার্শনিক তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার সুযোগ হয় না, তাই ছবির মধ্য দিয়া দার্শনিক তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার এই মহা সুযোগ সকলেই গ্রহণ করুন। যে মহাপুরুষ জীবের কল্যাণের জন্য এই পারমার্থিক প্রদর্শনী খুলিয়াছেন তিনি মানব সমাজের পরম বান্ধব। তাঁহার এই পুণ্য ও শুভ প্রচেষ্টা জীবের পরম কল্যাণ সাধন করুক এই আমরা দেখিতে চাই। এই পুণ্য অনুষ্ঠানকে জয়যুক্ত করিতে যে সকল ব্যক্তিগণ নিশিদিন পরিশ্রম করিতেছেন তাঁহারা জীবের অশেষ কল্যাণ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় এই জীব-সেবার কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত হউক। স্ত্রী, পুরুষ, বালক বালিকা যে যেখানে আছেন এই মহা কল্যাণপ্রদ প্রদর্শনী দর্শন করিয়া আত্মার প্রকৃত মঙ্গল, হৃদয়ে আনন্দচন্দ্রের আনন্দ লাভ করুন। প্রদর্শিত দৃশ্যগুলির গূঢ়তত্ত্ব বুঝাইয়া দিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন তাহা অতীব প্রশংসনীয়। —'স্বায়ত্ত-শাসন, ২৩শে পৌষ'

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা নদীয়া প্রকাশ

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

	গ্রন্থ	মূল্য
১।	ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্য ভাগবত	
২।	শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র	৪০৲
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত	২৮৲
	একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড	১৶০
৩।	ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲
৪।	ভক্তিবিবেকসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১৲
৫।	গৌড়ীয়-গৌরব	১৶০
৬।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	১৶০
৭।	তত্ত্বরহস্য	॥০
৮।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
৯।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	
	ঐ (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১০।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)	
	ঐ (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১১।	গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥০
১২।	যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব)	২৲
১৩।	বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)	॥০
১৪।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১৫।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৬।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১৭।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	॥৶০
	ঐ (বাঁধা)	৸০
১৮।	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৵০
১৯।	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	১৶০
২০।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	॥০
	ঐ (আবাঁধা)	।৶০
২১।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
২২।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৵০
২৩।	গীতমালা	⁄১০
২৪।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
২৫।	ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶০
২৬।	নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ)	৵০
২৭।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
২৮।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।০
২৯।	শরণাগতি	⁄০
৩০।	গীতাবলী	⁄০
৩১।	চিত্রে নবদ্বীপ	১॥০
৩২।	সাধনকণা	⁄০
৩৩।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	⁄০
৩৪।	নবদ্বীপশতক	⁄০
৩৫।	অর্থপঞ্চক	⁄০
৩৬।	সদাচারস্মৃতিঃ	⁄০
৩৭।	কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)	⁄১০
৩৮।	অর্চ্চনকণ	৶১০
৩৯।	সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)	॥০
	ঐ (আবাঁধা)	।⁄০
৪০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	১৲
৪১।	ব্রহ্মসংহিতা	
৪২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
৪৩।	মণিমঞ্জরী সানুবাদ	।০
৪৪।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৪৫।	পুরুষার্থ বিনির্ণয়	।০
৪৬।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৪৭।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
৪৮।	গৌড়ীয়মঠ কি করেন ?	⁄০
৪৯।	ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)	।০
৫০।	শ্রীভুবনেশ্বর	৶০
৫১।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৵০
৫২।	সাত্বতবাণী	⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

	গ্রন্থ	মূল্য
৫৩।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ	॥০
৫৪।	সটীক-শিক্ষাদশমূলম্	।০
৫৫।	তত্ত্ব সূত্রম্	।০
৫৬।	সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্	৵০
৫৭।	গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	⁄০
৫৮।	সারাংশবর্ণনম্	৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

	গ্রন্থ	মূল্য
৫৯।	রায় রামানন্দ	॥০
৬০।	নামভজন	।০
৬১।	রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ডস্	।৶০
৬২।	লাইফ্ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।০
৬৩।	বৈষ্ণবীজম্	।০
৬৪।	হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং	⁄০
৬৫।	দি ভাগবত	।০
৬৬।	ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ য্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন	।০
৬৭।	ব্রহ্ম-সংহিতা	২।০
৬৮।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ)	

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

	গ্রন্থ	মূল্য
৬৯।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	॥০
৭০।	সাধন পথ	।০
৭১।	কল্যাণ-কল্পতরু	⁄১০
৭২।	গীতাবলী	⁄০
৭৩।	শরণাগতি	⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

	গ্রন্থ	মূল্য
৭৪।	শরণাগতি	⁄০

প্রাপ্তিস্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধিপাট ঐ
৬। আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া
৯। দ্বাদশগোপাল পাট কাঠালপুলি, চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটী, (বৰ্দ্ধমান)
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বৰ্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাযোড়া, রাজগ্রাম বৰ্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মান্দু, হাওড়া
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চকালদা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রাজাপেট্টা, মান্দ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ চটকপর্ব্বত, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভ্রমরকুণ্ড, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ আগস্ত্যকুণ্ড, কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য.
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

	নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১।	শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	ঢাকা
২।	শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	ঢাকা
৩।	শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	চম্পহট্ট
৪।	শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫।	শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৬।	শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	লক্ষ্ণৌ
৭।	শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	মেদিনীপুর
৮।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	ঢাকা
৯।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০।	শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
১১।	শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মান্দ্রাজ
১২।	শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩।	শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	পুরী

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! " সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপণকারী শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রমবর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৮ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটি অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসমূহাদিত নবদ্বীপের সঠিক বিবরণ-গ্রন্থ। বারুদি রাজবংশের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাগ্বাণ্যের, বেদান্তভূষণ মহোদয়ের কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ২॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজক-চার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ ইঞ্চি, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় আত্মল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধবগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসংগ্রহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪র্থ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত **দশমস্কন্ধ**—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৵০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগজনের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অভক্তের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথা ও শ্রীচৈতন্যমঠ' 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন দূষণের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপদ্ভিতে কর্ত্তব্য কি?' 'অসৎসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রাতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী কাব্যামৃতরূপে যোগিনী কৃষ্ণ-কাম্য আনন্দদায়িনী জীবন্ত বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাম ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসভাবনা, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সজ্জন ও প্রাকৃত সজ্জন প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শিক্ষা ও দীক্ষা ভক্তি, মঠের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যতা ও শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগজনের পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকৃষ্ণ ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যকথা, শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব 'প্রবর্তকের অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠা শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন' বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৸০ টাকা মাত্র।

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম

ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা।

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতীয়

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠায় বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ॥০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব প্রকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বস্তু সত্বের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৶০ আনা।

মিটিংএর নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ॥০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

[illegible] রের অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible] ৩ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ডোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।১০ আনা, প্যাকেট ॥৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি —	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড —	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা —	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭-৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ —	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০ ৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৮, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫-৩১	৯-৫	১২-১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫ ৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩৩	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মন্দির প্রবেশাধিকার

নাগপুর ব্যবস্থাপক সভায় রায় সাহেব বি, জে, পূজারী একটী প্রস্তাবে সরকারকে জনসাধারণের অর্থে নির্ম্মিত ও পরিচালিত দেবমন্দিরগুলিতে অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকদিগকে লইয়া সকল শ্রেণীর হিন্দুদের প্রবেশাধিকার সাব্যস্ত করিবার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বনের অনুরোধ জানান। হোম মেম্বর প্রস্তাবটীর প্রতিবাদ করিয়া জানান যে, ধর্ম্মমূলক ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকাই সরকারের নীতি। কালগতি ও শিক্ষামূলক জন-প্রগতির সঞ্জাত জনমতের পরিবর্ত্তনের উপরই এই নীতির পরিবর্ত্তন নির্ভর করে। ব্যবস্থা পরিষদে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনমূলক বিলটী উত্থাপনের অনুমতি দিয়া ভারত-সরকার যে বিবৃতি দান করিয়াছেন হোম মেম্বর উহা সভায় পড়িয়া শুনান। সভায় ৩৭-১৫ ভোটে প্রস্তাবটী গৃহীত হয়।

বেরারকে ব্যবস্থাপক বিষয়ে ও অর্থনীতিগত বিষয়ে স্বায়ত্তশাসন দান করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বনের নিমিত্ত সরকারকে অনুরোধ জানাইয়া মিঃ কে. পি. পাণ্ডে যে সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, সভায় উহা ৩০—১৭ ভোটে গৃহীত হয়।

সাহেবকে প্রহার ও সৈনিক গ্রেপ্তার

সাউথ ষ্টাফোর্ডশায়ার রেজিমেণ্টের ছয়জন সৈনিক হবলার ধর্ম্মযাজক টেট্‌কে প্রহার করিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। পুলিশ সংবাদ পায় যে, তাহারা রবিবার রাত্রে সেনা-বারিকে উৎপাত বাধাইবার চেষ্টায় আছে। পুলিশ ইনসপেক্টর রবার্টস অপর একজন সঙ্গীসহ একস্থানে লুকাইয়া থাকিয়া তাহাদের অপেক্ষা করিতে থাকে। দৌরাত্ম্যকারী সেনাগণ পথে আসিলেই তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেনাদের নিকট প্রাপ্ত সংবাদের ফলে আরও কয়েকজন সৈনিক দুটি খালি রিভলভার সহ গ্রেপ্তার হইয়াছে।

বেরার পৃথক কর

"আইন ও রাজস্বের দিক দিয়া বেরারবাসীকে পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দানের নিমিত্ত ভারত সরকার বেরার প্রদেশকে হয় মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত একটী উপপ্রদেশে পরিণত করুন, অথবা মধ্যপ্রদেশ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করুন"—এই মর্ম্মে একটী প্রস্তাব মিঃ বি, জি, খাপর্দ্দে মধ্যপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করেন। মিঃ কে পি পাণ্ডে তাঁহার সংশোধক প্রস্তাবে বলেন যে, বেরারকে একটী আলাদা প্রদেশে পরিণত করা হউক। রাওবাহাদুর জি,কে, কোঠারী প্রস্তাব করেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে মধ্যপ্রদেশ ব্যবস্থাপক সভায় উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার পাইলেই বেরারীরা খুসী হইবে। মিঃ খাপর্দ্দে তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, সেক্রেটারী অব ষ্টেট সম্প্রতি যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে বেরারীদের এ আশঙ্কা জন্মিয়াছে যে, তাহাদিগকে হয়তো নিজাম সরকারের হাতে ফেলিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু বেরারীরা তাহা চাহে না। তাহারা চাহে আইন ও রাজস্ব নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ-অধিকার পাইয়া যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত হইয়া থাকিতে। স্বরাষ্ট্র-সচিব উত্তরে বলেন যে, প্রাদেশিক সরকার এই আলোচনায় কোন অংশ গ্রহণ করিবেন না বা ভোটদান করিবেন না।

বন্দিনিবাসে বিভ্রাট

বহরমপুর ইলেকট্রিক কোম্পানীর জনৈক কর্ম্মচারী বন্দীনিবাসের প্রাচীরে বৈদ্যুতিক তার লাগাইবার সময় হঠাৎ বৈদ্যুতিক প্রবাহের ধাক্কা খাইয়া বহু উচ্চ হইতে পড়িয়া যায়। ফলে তাহার দেহের বিভিন্ন স্থান ক্ষতবিক্ষত হয়। সে হাসপাতালে চিকিৎসিত হইতেছে।

দেববিগ্রহ বিনষ্ট

ফিরোজপুর ঝিরকা স্থানীয় মন্দির হইতে মহাদেব নাথ এবং গোপীনাথ বিগ্রহ বিনষ্ট হইয়াছে। দুইজন সাধু মন্দিরে ছিলেন। তাঁহারা প্রহৃত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের সমস্ত জিনিষপত্রাদি অপহৃত হইয়াছে। বাহির হইতে একদল দুর্বৃত্ত মন্দিরে প্রবেশ করিয়া এরূপ অপকার্য্য সাধন করিয়াছে।

দিল্লী যাত্রা

পুণা হইতে দিল্লী যাইবার উদ্দেশ্যে ২৩শে জানুয়ারী প্রাতে শ্রীযুত জয়াকর বোম্বাই রওনা হইয়া গিয়াছেন। শ্রীযুত কেলকারও দিল্লী রওনা হইয়া গিয়াছেন।

স্যর তেজ বাহাদুর সপ্রু ও শ্রীযুক্ত জয়াকর গত ২৫শে তারিখে বড় লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

"আনন্দবাজারে"র টাকা বাজেয়াপ্ত

গত ১৫ই নবেম্বরের "আনন্দবাজার পত্রিকা"র প্রকাশিত "বাঙ্গলায় দমননীতি" শীর্ষক প্রবন্ধ সম্পর্কে "আনন্দবাজার পত্রিকা"র সম্পাদক শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং আনন্দ প্রেসের কীপার শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জামানত হইতে পাঁচ শত টাকা করিয়া বাজেয়াপ্ত করার জন্য সপারিষৎ গবর্ণর যে আদেশ দিয়াছেন, সেই আদেশের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার দিন হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতির এজলাসে উক্ত সম্পাদক এবং কীপারের আবেদন শ্রবণ করার জন্য একটি স্পেশ্যাল বেঞ্চ গঠনের প্রার্থনা জানাইয়া এক দরখাস্ত করা হয়।

প্রধান বিচারপতি এ বিষয়ে তাঁহার আদেশ স্থগিত রাখিয়াছেন।

'রণভেরী' বিতরণ

শ্রীযুত মহেন্দ্রপ্রসাদ দাস শ্রীহট্টে সাইক্লোষ্টাইলে মুদ্রিত 'রণভেরী' বিলি করিতেছিলেন বলিয়া পুলিস তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল। কংগ্রেসের কাজের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া তাঁহার ভ্রাতাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। সংপ্রতি তাহাদের উভয়ের প্রতি তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বুলেটিন বিলি

মতিগঞ্জে কংগ্রেসের বুলেটিন বিলি করিবার জন্য পরমানন্দ দাস চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। সংপ্রতি তাহার প্রতি দুই মাস সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সম্পর্কে শ্রীযুত ভিখারী বেহারাকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। তাহার প্রতি দুইমাস কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে।

বৃটিশ দ্রব্য বর্জ্জন

ভেগারীতে বৃটিশ দ্রব্য বর্জ্জন করিবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের বিজ্ঞাপনপত্র বিলি করিবার জন্য শ্রীযুত রঘুবর পাত্র, শ্রীযুত মহেশ্বর মহাপাত্র ও শ্রীযুত নন্দকিশোর বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। প্রথম আসামীর প্রতি ছয় সপ্তাহ কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে। বাকী দুই জনকে একদিনের জন্য হাজতে আটক রাখা হইয়াছে।

ইঙ্গ-পারস্য দ্বন্দ্ব

জেনেভায় পারস্যের রাষ্ট্রদূত মিঃ আলায় বলিয়াছেন, রাষ্ট্রসঙ্ঘ বোধ হয় সিদ্ধান্ত করিবেন যে, এংলো পার্সিয়ান অয়েল কোম্পানী পারস্যের বিচারালয়ে মীমাংসার শেষ চেষ্টা করেন নাই বলিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘ ইঙ্গ-পারস্য দ্বন্দ্বে এখন কোনও মতামত প্রকাশ করিতে পারেন না।

তদন্ত কমিশনে মহারাজার সম্মতি

আলোয়ার রাজ্যের কৃষকগণের অবস্থার তদন্তের জন্য একটি কমিটী নিয়োগের প্রস্তাবে মহারাজা সম্মত হইবেন বলিয়া গুজব। প্রকৃত ব্যাপার জানা যায় নাই। আলোয়ার দরবার বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ-বিরোধী।

অগ্নিকাণ্ড

পঞ্জাবে তারণ তারণ তহশীলের চুলা গ্রামে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে কোনও জমিদার পরিবারের চারিজন লোকের শোচনীয় মৃত্যু হইয়াছে।

রাত্রিকালে জমিদারের গৃহে আগুন লাগে; জমিদার, তাঁহার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা পুড়িয়া মরিয়াছে। তাঁহাদের একটী মহিষ, কতকগুলি ছাগল ও দুইটী ঘোড়াও পুড়িয়া মরিয়াছে।

কার্য্যকাল সপ্তাহে চল্লিশ ঘণ্টা

জেনেভার জাতিসঙ্ঘ সভায় শ্রমিকদের কার্য্যকাল সপ্তাহে চল্লিশ ঘণ্টা অনুমোদন করিয়া এক প্রস্তাব সমর্থন করা হইয়াছে। বৃটিশ সরকার ও মনিবদের প্রতিনিধিরা প্রস্তাবে আপত্তি জানাইয়াছেন।

ইংলণ্ডে মাত্র ১৭ ডিগ্রী উত্তাপ

গত ২৩শে জানুয়ারী ইংলণ্ডে যেরূপ প্রচণ্ড শীত পড়িয়াছে, গত চারি বৎসরের মধ্যে এরূপ শীত পড়ে নাই। লণ্ডন সহরে ও উপকণ্ঠে তাপমান যন্ত্রে উত্তাপের পরিমাণ মাত্র ১৭ ডিগ্রী হয়।

কলিকাতায় বসন্ত মহামারীর আকারে দেখা দিয়াছে

কলিকাতা সহরে ও সহরতলীতে গত দুই সপ্তাহ হইতে ভীষণ বসন্তের প্রকোপ দেখা দিয়াছে ১৪ই জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে মৃত্যুর সংখ্যা ৬৫। উক্ত সপ্তাহে ১২৯ জন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়। ২১শে জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে বসন্তরোগে মৃত্যুর সংখ্যা ২০০। উক্ত সপ্তাহে ২১৯ জন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়।

দৈনিক

Reg No C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারের
প্রতি ইঞ্চি ২॥
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিঙ্গিল কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
বর্ত্তমান
সংখ্যা ৵০

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড ।। সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি ।। ২৭।তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৭ই মাঘ সোমবার ১৩৬৯, ৩০শে জানুয়ারী ১৯৬৩

নানা কথা

ডাকাতে পুলিসে সংঘর্ষ

লাহোরে একদল সশস্ত্র পুলিসের সহিত কয়েকজন ডাকাতের সংঘর্ষের ফলে ২ ব্যক্তি নিহত ও একজন কনষ্টেবল আহত হইয়াছে। উভয় পক্ষই পরস্পরের প্রতি গুলী বর্ষণ করিয়াছিল।

সংবাদ পাইয়া পুলিস অতর্কিতে নিহত ব্যক্তিদ্বয়কে এক বাড়ীতে ঘেরাও করে। ঐ বাড়ীতে তাহারা নাকি আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করিতেছিল। উহারা পুলিসকে লক্ষ্য করিয়া গুলী চালায় এবং পুলিসবাহিনীর ব্যূহভেদ করিয়া পলায়ন করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। কিন্তু পুলিস উহাদের গুলীর প্রত্যুত্তরে যে গুলী বৃষ্টি করে, তাহার ফলে উহারা নিহত হয়।

কংগ্রেসের অধিবেশন

আগামী মার্চ্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে দিল্লীতে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন হওয়ার জন্য পণ্ডিত মালব্য আয়োজন করিতেছেন। এই সম্পর্কে পণ্ডিতজী স্থানীয় নেতৃবৃন্দের এ সম্বন্ধে কি অভিমত তাহা জানিতে তাঁহার দুইজন বিশ্বস্ত সহকর্মীকে দিল্লী প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের জানা গেল যে, দিল্লীর নেতৃবৃন্দ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু দিল্লীতে কংগ্রেসের অধিবেশন বসানই পণ্ডিতজীর ইচ্ছা। কবে কোথায় কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে সে সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত শীঘ্রই বোধ হয় প্রকাশিত হইবে। কেহ কেহ বলেন কাশীতে কংগ্রেস বসিতে পারে।

সিলেক্ট কমিটি ও ইণ্ডিয়া বিল

প্রকাশ যে, বড়দিনের ছুটির পূর্ব্বেই ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র সম্পর্কে জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটী গঠিত হইবে। পার্লামেন্টে গোলটেবিল বৈঠকের কার্য্যা লী আলোচনা করিবার নিমিত্ত ২।৩ দিন সময় নির্দ্দিষ্ট করা হইবে।

ইহাদের ছুটির পরই জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটির কাজ আরম্ভ হইবে।

(৮ম পৃষ্ঠার পর)

নাকাশীপাড়া থানার কাশীয়াডাঙ্গা গ্রামে রায় মণিনাথ দত্ত বাহাদুর অধীন ১৬৯ খতিয়ানে ২৵০ জমা মায় খড় দরজা করগেট চাল সমেত দেঃ ৵০ অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

(৪৭)

১৬৭৪ মনিজারী ৩২ দাবী ২০৪৲

ডিঃ তোফেজদ্দিন মল্লিক দিং সাং ডোমপুখুরিয়া

দেঃ চমৎকারী বিবি দিং সাং বাঙ্গালঝি পোঃ ঐ

চাপড়া থানার ডোমপুখুরিয়া গ্রামে মন্মথপাল চৌধুরী দিং অধীন ১৮৮ খতিয়ানের ৩০৮৮দাঃ জমীর ৫৸৴৫ রায়তী মোকররী জমা দেঃ ৵০ অংশ মূল্য ১০৲

২। ঐ থানার ঐ মৌজার ঐ অধীন ৩৭১ খং ৩৩-৭৭ দাঃ জমি ১৭॥৴৫ জমা দেঃ ৶১০ অংশ মূল্য ১০৲

(৪৮)

১৮৫২ মণিপারী ৩২ দাবী ৮০২৸০

ডিঃ রামধন, রামকিষন, ফার্ম সাং পথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট কলিকাতা

দেঃ ফকির খাঁ দিং সাং তালুকহুদা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার তালুকহুদা গ্রামে কানাইলাল সিংহরায় দিং অধীন ৩ খং ৮০-৮৭দাঃ জমীর ১৯৩৸৵ রায়তি মোকররী জমা দেঃ ।০ আনা অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানার লক্ষ্মীগাছা গং মৌজায় ৮ নং খতিয়ানের ও বানিয়াখড়ি মৌজার ৪৭১ নং খং ও বৃত্তিহুদা মৌজায় ১৭।১৪ খং রাসমোহিনী দাসী গং সেরেস্তায় মোট ১০৶২ জমা দেঃ ।৴৩॥ = অংশ মূল্য ১৫৲

৩। ঐ থানার তালুকহুদা ও বৃত্তিহুদা ও লক্ষ্মীগাছা গং মৌজায় নফরচন্দ্র পালচৌধুরী সেরেস্তায় ২০ খং ৬৫।৶৩ জমা দেঃ ।৴৩॥ = অংশ মূল্য ৫০৲

৪। ঐ থানার লক্ষ্মীগাছা মৌজায় ঐ মালিক অধীন ২৩ খং ৬-০৪দাঃ জমি ৯॥৶. দেঃ ।৴৩॥ = অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

৫। ঐ থানার তালুকহুদা লক্ষ্মীগাছা বৃত্তিহুদা মৌজায় ঐ মালিক অধীন ২৭।২৩।২৪।২৮ খং জমি ৬৲ জমা দেঃ ।৴৩॥ = অংশ মূল্য

৬। ঐ থানার ঐ মৌজা তায়ের ঐ মালিক অধীন ২৬।৩২।২২ খং জমি ৬৶১১ জমা দেঃ ।৴৩॥ = অংশ মূল্য ১৫৲

৭। ঐ থানার ঐ মৌজাহায়ের মধ্যে ঐ মালিক অধীন ২৭।২৮।২৯ খং জমি ১১৶২ জমা দেঃ ৴৩॥ = অংশ মূল্য ২৫৲

৮। ঐ থানার ঐ মৌজাহায়ের মধ্যে ৫৩।৫৪—৬২ গং খতিয়ানের জমি ঐ মালিক অধীন ২৩৲ জমা দেঃ ।৴৩॥ = অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

৯। ঐ থানার ঐ মৌজাহায়ের মধ্যে ঐ মালিক অধীন ৬৪—৬৭ গং খতিয়ানের জমি ১১॥৩ জমা দেঃ ।৴৩॥ = অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

১০। ঐ থানার তালুকহুদা মৌজার ঐ মালিক অধীন ১৭৮ খং ৯৫৶৬ জমা এবং ১৮০ খং লালমোহন পাল সেরেস্তায় ১১৮॥৴০ মকররী জমি দেঃ ।৴৩॥ = অংশ মূল্য আঃ ১০০৲

১১। ঐ থানার ঐ মৌজার মধ্যে লালমোহন পাল দিং সেরেস্তায় -২৭৪ খং ৪৪-৪৭ দাঃ জমি ১৬৮৸০ মধ্য স্বত্ব জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য ৫০৲

১২। চাপড়া থানার লক্ষ্মীগাছা মৌঃ রাসমোহিনী দাসী দিং অধীন ১১২ খং ৩০৫২ দাঃ জমি ৫৸০ জমা দেঃ ।৴৩॥ = অংশ মূল্য আঃ ৬৲

বিশেষ দ্রষ্টব্য—অদ্য ৩০শে জানুয়ারী ১৭ই মাঘ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব ও শ্রীকৃষ্ণের বসন্তপঞ্চমী উৎসব উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় আগামী কল্য ৩১শে জানুয়ারী মঙ্গলবার নদীয়া-প্রকাশ প্রকাশিত হইবেক না।

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম্ম

ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতীয়।

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খান /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩ নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ॥০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বস্তু সত্বের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৵০ আনা।

মিটিং-এর নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ॥০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ [illegible]ভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ব্ববিধ [illegible] অ[illegible] মহৌষধ

[illegible] সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে বটীকৃত অবস্থায় ডোটবোতলের সমান গুণ থাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন হওয়া হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ [illegible],
কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭-৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৭, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫-৩১	৯-৫	১২-১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩৭	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক

দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, { ১৯ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৬ ১৭ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ৩০শে জানুয়ারী ইং ১৯৩৩ সোমবার } ২৭৫তম সংখ্যা।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

গত ১।১।৩৩ তারিখ অপরাহ্নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক মিঃ ইউ, এন্, গুপ্ত (Proctor) মহাশয় অনেক বন্ধুবান্ধবসহ শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে হরিকথা শ্রবণাভিলাষী হইয়া উপস্থিত হন। পাশ্চাত্যদর্শনের পাণ্ডিত্য, জড়দর্শনের বা মনোবিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা যাঁহাদিগকে তৃপ্তি প্রদান করিতে পারে না, তাঁহারাই তদপেক্ষা উপাদেয় বস্তুর সন্ধানের নিমিত্ত ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরমোপাদেয় আত্মধর্ম্মের অভিজ্ঞানপ্রদাতা বৈকুণ্ঠাগত জগদ্গুরুর পাদপদ্মে আসিয়া উপস্থিত হন। উৎকৃষ্টতর রসের সন্ধান পাইলেই মানব নিকৃষ্ট রস পরিত্যাগ করিয়া থাকে —"রস-বর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে।"

শ্রীল প্রভুপাদ বলিতে লাগিলেন, ঢাকায় সংশিক্ষা-প্রদর্শনী নামে একটী প্রদর্শনী হচ্ছে, শুনেছেন। অবশ্য প্রদর্শনীতে যাঁ'র যতটুকু অধিকার তিনি ততটুকু দেখ্‌বেন। এই চোখ্ দিয়ে ত' দেখ্‌ব। যিনি বাহ্যিক চাক্‌চিক্য দেখ্‌বার জন্য যাবেন, তিনি তাঁহার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের তৃপ্তি লাভ ক'রবেন ; যিনি প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে চেষ্টা কর্‌বেন, তিনিই উপকৃত হ'বেন। অনেক সময় গান শুনি, কানে যেটা ভাল লাগে সেইটা শুনি। তাতে যদি হরি-সেবার কথা কিছু না থাকে, তবে সেটা সাধারণ কার্য্যের অন্ত হ'য়ে গেল। যেমন শ্রীমূর্ত্তি-সেবায় যদি বাহিরের দিকটাই দেখি, তবে বেশীদূর অগ্রসর হ'তে পার্‌লাম না, প্রকৃত উদ্দেশ্যটা বোঝা হ'ল না। ধর্ম্মার্থকাম উদ্দেশ্য মনে ক'রে যদি অগ্রসর হই, তা হ'লে কিছুদূর গিয়ে গতিরোধ হ'য়ে যাবে। স্থূল থেকে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হ'তে নিত্য বস্তুতে যেতে হ'বে ; নইলে খানিকদূর গিয়ে গতিরোধ হ'বে এবং বিপরীত বিচার উপস্থিত হ'য়ে অমঙ্গল ঘটাবে।

কবিরাজ-গোস্বামী ব'লেছেন যাঁ'র যে অধিকার তিনি সেই পর্য্যন্তই উচ্চে আরোহণ করতে পারেন। সর্ব্বাগ্রে কোন একটা বিষয় শ্রবণ করতে হয়। প্রথমে নাম, রূপ, গুণের বর্ণন। ক্রিয়া কলাপ ও পারিপার্শ্বিক বিষয় জানা দরকার। ব্যোমের ক্রিয়া যে শব্দ সেই শব্দ দ্বারাই কার্য্যটা প্রথমে আরম্ভ হয়। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোমের সাহিত রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের ক্রিয়া জড়িত। শব্দ কর্ণে প্রবিষ্ট হ'লে শব্দের উদ্দিষ্ট বস্তুর রূপদর্শন প্রভৃতির চেষ্টা উদিত হয়। শব্দটা শ্রুতিপথে এ'লে তার পর সান্নিধ্য লাভ প্রভৃতির চেষ্টা হয়। নাম শ্রবণের পর যদি আমরা সান্নিধ্যলাভের চেষ্টা দেখাই তা'হলেই শ্রবণের প্রকৃত কার্য্য হ'বে

কৃষ্ণই মূল বস্তু। কৃষ্ণকে আমরা দেখ্‌তে পাই না, কিন্তু তাঁ'র নাম শ্রবণ করতে পারি। শ্রীকৃষ্ণ আর শ্রীকৃষ্ণ-নাম অভিন্ন। "নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরস-বিগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বা-ন্নামনামিনোঃ॥" কৃষ্ণনামই সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। তার পর তাঁ'র ধাম কোথায়, তাঁ'র রূপ কি প্রকার ইত্যাদি বিষয় পর পর জান্‌তে হ'বে। "যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপ-গুণ-কর্ম্মকঃ। তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥" কৃষ্ণকৃপা হ'লে তাঁ'র রূপ, গুণ সমস্ত স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হ'বে। নাম সংকীর্ত্তন, শ্রীমূর্ত্তির সেবন, মথুরা-বাস, ভাগবত-সেবা (পরিকর-বৈশিষ্ট্য বিচারে বৈষ্ণবের সেবা) প্রভৃতি আবশ্যক।

অনেক প্রকারের মধ্যে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ এই তিনটাই বিশেষ দরকার। আমরা সকুণ্ঠ রাজ্যে বাস করছি, নিত্য রাজ্য বৈকুণ্ঠের কথা আলোচনা করতে পারছি না। আমাদের একমাত্র আশ্রয়—শব্দ ; সেই শব্দ শ্রবণ করা ব্যতীত অন্য উপায় নাই। ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর জ্ঞান লাভ করতে হ'লে শব্দকেই আশ্রয় করতে হয়। যদি শ্রবণ ব্যতীত ইন্দ্রিয়জাত বস্তু জান্‌বার চেষ্টা করা যায়, তা'হ'লে যে জিনিষটা দৃষ্টির বাধা দিচ্ছে, সেইটাকেই বস্তু ব'লে নেব। আবরণটা যদি স্বচ্ছতা প্রদর্শন না করে, তা'হ'লে আবরণটাকেই বস্তু বলে ভ্রম হবে। নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলার বিষয় শ্রবণ করতে হ'বে। আংশিকভাবে দর্শনের দ্বারা কোন ফল হ'বে না। কেবল জ্ঞানের দ্বারা বাস্তব বস্তুর জ্ঞান হয় না। বাস্তব জ্ঞানটী অতি গুহ্য—"জ্ঞানং পরমং গুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞান-সমন্বিতং। সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥"

তত্ত্বজ্ঞান লাভ কর্‌বার জন্যে আগে শুন্‌তে হবে। "অপবিত্রো পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরিকাক্ষং সঃ বাহ্যাভ্যন্তর শুচি॥" Ascending process এ উঠ্‌তে গিয়ে আমরা রাস্ত হ'য়ে শেষ না পেয়ে শেষকালে to infinite ব'লে ছেড়ে দিই। পবিত্র, অপবিত্র যে কোন অবস্থায় থাকি না কেন যদি পুণ্ডরিকাক্ষের স্মরণ হয় তা'হলেই সুবিধা হ'য়ে গেল।

'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥' অহঙ্কার দ্বারা বিমূঢ় হ'লে মানুষ ইন্দ্রিয়জ্ঞানকে কর্ত্তা ব'লে মনে করে। সেই বাস্তব বস্তুটী একটী প্রাকৃতিগত শব্দ নহে যে, তাহা ইন্দ্রিয়জ্ঞানের গ্রাহ্য হ'বে। তাঁ'র স্মরণের দ্বারাই পবিত্র অপবিত্রভাব থেকে ছুটী পাওয়া যাবে। জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গরূপ তিনটী ব্যাপার চল্‌ছে। পুণ্ডরিকাক্ষ স্মরণে আমরা জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গের রাজ্যে যে ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব, বিপ্রলিপ্সারূপ দোষচতুষ্টয় আছে, তা' থেকে ছুটী পা'ব।

বাস্তব বস্তুর কেবল সান্নিধ্য দরকার নয়। যদি বাস্তবিক মূঢ়তা দূর কর্‌বার ইচ্ছা থাকে এবং বাস্তব জ্ঞান লাভ কর্‌বার ইচ্ছা হয়, তা'হলে ভাগবতের "যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণ-কর্ম্মকঃ। তথৈব তত্ত্ব বিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥" শ্লোকের বিচার আবশ্যক। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সহজ পয়ারে এই ভাগবতের বর্ণিত হ'য়েছে। যথাঃ—'অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বর-তত্ত্ব জ্ঞানে। কৃপা বিনা ঈশ্বরে কেহ নাহি জানে॥ ঈশ্বরের কৃপা-লেশ হয়ত যাহারে। সেই ত ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে॥ যৈছে আমার স্বরূপ, যৈছে আমার স্থিতি। যৈছে আমার গুণ, কর্ম্ম, ষড়ৈশ্বর্য্য-শক্তি॥ আমার কৃপায় এ সব স্ফুরুক্ তোমারে। এত বলি তিন তত্ত্ব কহিল তাহারে॥"

নীলাম ইস্তাহার

প্রথম মুনসেফ আদালত

নীলামের দিন ৮ই ফেব্রুয়ারী

মোং কৃষ্ণনগর

(১)

২৮৫১ খাংজারী ৩১   দাবী ৭০।৴

ডিঃ নৃসিংহ চন্দ্র পাল চৌধুরী সাং চকহাতীশালা

দেঃ খুদী মণ্ডল সাং কালীনগর পোঃ মহৎপুর

কোতয়ালি থানায় সোনাতলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৫০ খতিয়ানে ১-১১ দাঃ জমীর ৮৷৹ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২)

২৮৫২ খাংজারী ৩১   দাবী ৬৫।৴৹

ডিঃ ঐ

দেঃ মোছাসেখ দিং সাং কালীনগর পোঃ মহৎপুর

কোতয়ালি থানায় সোনাতলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৭৫ খতিয়ানে ১-২০ দাঃ জমীর ৯৲৬ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৩)

২৮৫৩ খাংজারী ৩১   দাবী ৬২/৹

ডিঃ ঐ

দেঃ উছমান সেখ সাং কালীনগর পোঃ মহৎপুর

কোতয়ালি থানায় সোনাতলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২১৬ খতিয়ানে ১-০৪ দাঃ জমীর ৭৷৵৯ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৪)

৩৪০৩ খাংজারী ৩১   দাবী ৬০০৸৹

ডিঃ প্রমথনাথ ঘোষ সাং গোয়াড়ী

দেঃ বৈদ্যনাথ পাল সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

নদীয়া কালেক্টরীর ৪১ নং তৌজির মহাল থানা মেহেরপুর দৌলতপুর মেহেরপুর করিমপুর অধীন ২৯৮।১৫।২২।১৪৪৮।১।৫৫৬।৮২।৪১।৯।১৬৬।২১।২৮৯।৬১ খতিয়ানের জমী ১০৬৭৷৵৯ জমা মায় স্বত্ব ও প্রজা মূল্য আঃ ২০০০৲

(৫)

৬১২ খাংজারী ৩২   দাবী ৩৭।৵৯

ডিঃ নৃসিংহ চন্দ্র পাল চৌধুরী সাং চকহাতীশালা

দেঃ প্রমথ নাথ সিংহ রায় দিং সাং হাজরাপোতা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় হাজরাপোতা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৫১—২৬০ খতিয়ানে ৩-৪৩ দাঃ জমীর ১২।৴ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৬)

৬১৩ খাংজারী ৩২   দাবী ২০৷৵৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

কালীগঞ্জ থানায় হাজরাপোতা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩০২ খতিয়ানে ২-৯৩ দাঃ জমীর ২৶৩ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৭)

৭২১ খাংজারী ৩২   দাবী ৪৮৩/৹

ডিঃ ঐ

দেঃ বিনোদ মণ্ডল দিং সাং সোনাতলা পোঃ মহৎপুর

কোতয়ালি থানায় সোনাতলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬৭৭ খতিয়ানে ৩৮-৬৯ দাঃ জমীর ৭৭৸৶৹ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৮)

১১৯৯ খাংজারী ৩২   দাবী ২৭৷৶৹

ডিঃ সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সাং গোয়াড়ী

দেঃ দাওয়ানি সেখ দিং সাং কুন্দপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় কুন্দপাড়া গ্রামে ও থানা নবদ্বীপ সামিল পানশীলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৭২ খতিয়ানে ২-২৯ দাঃ জমীর ৬৷৹ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৯)

১২০৭ খাংজারী ৩২   দাবী ১৬৲৯

ডিঃ রাধাগোবিন্দ সেন দিং সাং মাটিয়ারী

দেঃ পঞ্চানন হাজরা দিং সাং কুঠুরিয়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় বাণীনাথপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩০ খতিয়ানে ৩৬ দাঃ জমীর ১।/১৫ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১০)

১২২৪ খাংজারী ৩২   দাবী ৩১৶৩

ডিঃ জয়দুর্গা দাসী সাং বোয়ালমারী

দেঃ অঘোর ঘোষাণী সাং হাঁসাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় হাসাডাঙ্গা গ্রামে সরোজরঞ্জন সিংহ দিং অধীন ১৩০ খতিয়ানে ১-৬৭ দাঃ জমীর ওটবন্দি জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১১)

১১২৩ খাংজারী ৩২   দাবী ৮৬৸৵৩

ডিঃ সুরথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং কাশীধাম

দেঃ আশু মুলে দিং সাং বাকইহদা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় দোগাছি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫২৭।৫৮৫ খতিয়ানে ২-৭৯ দাঃ জমীর ১৭/১৫ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(১২)

১৩১২ খাংজারী ৩২   দাবী ২৯৲৯

ডিঃ জয়দুর্গা দাসী সাং বোয়ালমারী

দেঃ অচু ঘোষ দিং সাং হাঁসাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর,

কোতয়ালি থানায় মাদিয়া বনগ্রাম মধ্যে ডিক্রীদার অধীন ৬৭ খতিয়ানে ২-০২ দাঃ জমীর ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১৩)

১৩১৩ খাংজারী ৩২   দাবী ৩২.৹

ডিঃ ঐ

দেঃ মোক্তার সেখ দিং সাং হাঁসাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় মাদিয়া বনগ্রাম গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৪৮।১৪৯ খতিয়ানে ২-২৮ দাঃ জমীর ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১৪)

১৩১৪ খাংজারী ৩২   দাবী ৪৫৷৴৩

ডিঃ ঐ

দেঃ গৌরহরি ঘোষ সাং চৌগাছা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় চৌগাছা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১০৪ খতিয়ানে ৪-২১ দাঃ জমীর ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ১০৲

(১৫)

১৩২০ খাংজারী ৩২   দাবী ৬২।৹

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল সাং ১০৩ নং বেনেটোলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

দেঃ রাসমঙ্গল মণ্ডল দিং সাং সেওরাতলা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় নপাড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৭০ খতিয়ানে ১১-৬৯ দাঃ জমীর ৮৸৹ জমা দেঃ ৷৹ অংশ মূল্য ২০৲

(১৬)

১৩২১ খাংজারী ৩২   দাবী ৬১৸৵৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

কালীগঞ্জ থানায় নপাড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৬৮।১৬৯ খতিয়ানে ৯-২০ দাঃ জমীর ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(১৭)

১৩৩১ খাংজারী ৩২   দাবী ৩১৵৯

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাং নবদ্বীপ দণ্ডপাণিতলা পোঃ নবদ্বীপ

কোতয়ালি থানায় উথিদপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৬২ খতিয়ানে ৮-১২ দাঃ জমীর দেঃ ৷৹ অংশ, মূল্য আঃ ১৫৲

(১৮)

১৩৪৫ খাংজারী ৩২   দাবী ১১৮/৯

ডিঃ রামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সাং মাটিয়ারী

দেঃ রামরঞ্জন মল্লিক দিং সাং অগ্রদ্বীপ পোঃ কাটোয়া (বর্দ্ধমান)।

কালীগঞ্জ থানায় চাঁদুরিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৬ খতিয়ানে ৭-৮৩ দাঃ জমীর ১৭৶৪ জমা মূল্য আঃ ৩০৲

২। ঐ থানায় মাটিয়ারী গ্রামে ১২৬১ খতিয়ানের নিষ্কর জমি মূল্য ১০৲

৩। ঐ থানায় চকমহেশপুর গ্রামে ৭৫ খতিয়ানের ৭-১৮ দাঃ নিষ্কর জমি মূল্য ২৫৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ৭৫।১ খং ১০-৯৭ দাঃ নিষ্কর জমি মূল্য ২৫৲

(১৯)

১৪০৩ খাংজারী ৩২   দাবী ১২৬৷৶৹

ডিঃ রাধাগোবিন্দ সেন সাং মাটিয়ারী

দেঃ যজ্ঞেশ্বর হাজরা সাং কুঠুরিয়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় কুঠুরিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১২৮ খতিয়ানে -০৬ দাঃ জমীর ৸৵৹ জমা মূল্য আঃ ২৲

২। ঐ থানায় বাণিনাথপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৭৩ খং ৬ একর জমি ১৯।১০ জমা মূল্য ৫০৲

(২০)

১৪০৪ খাংজারী ৩২   দাবী ৩৯৸৶৹

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ দিং সাং কাঁঠালপোতা

দেঃ তজুল সেখ দিং সাং ঝিটকীপোতা পোঃ মহৎপুর

কোতয়ালি থানায় ঝিটকীপোতা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬০।৬১ খতিয়ানে ৮-৪৩দাঃ জমীর ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ২০৲

(২১)

১৫০৩ খাংজারী ৩২   দাবী ৫০৸৵৯

ডিঃ ত্রিগুণাপ্রসাদ পাল চৌধুরী সাং চকহাতীশালা

দেঃ নিরঞ্জন মণ্ডল দিং সাং সেজুয়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় সেজুয়া গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ১৮০ খতিয়ানে ৬-৫৩ দাঃ জমীর ১৬৸৹ জমা মূল্য ২৫৲

(২২)

১৫০৫ খাংজারী ৩২   দাবী ১৩৷৶৹

ডিঃ সরোজ রঞ্জন পাল চৌধুরী সাং চকহাতীশালা

দেঃ কাজী মহম্মদহোসেন সাং মিড়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় হাজরাপোতা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬৮ খতিয়ানে ১-৪৫ দাঃ জমীর ৪৶৹ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(২৩)

১৫০৬ খাংজারী ৩২   দাবী ১৪৷৴৩

ডিঃ ঐ

দেঃ নজর সেখ দিং সাং হাজরাপোতা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় হাজরাপোতা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১১৬ খতিয়ানে ১-৭৫ শঃ জমীর মূল্য আঃ ৫৲

(২৪)

১৫০৭ থাংজারী ৩২ দাবী ১৪॥৵০

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল দিং সাং দেবগ্রাম

দেঃ আবুহাত্তার মুন্সী দিং সাং হয়নগর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় মাঠপাকপায় মধ্যে ডিক্রীদার অধীন ১৭৮৩ খতিয়ানে ১-৯৭ শঃ জমীর ৩৸১২॥ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২৫)

১৫৯১ থাংজারী ৩২ দাবী ১৬/৯

ডিঃ জগদ্ বন্ধু ভট্টাচার্য্য সাং নবদ্বীপ

দেঃ কমল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী সাং নবদ্বীপ পোঃ ঐ

নবদ্বীপ থানায় নবদ্বীপ গ্রামে ডিঃ অধীন ২৬৬৮ খতিয়ানে -০৩ শঃ জমীর ১৷০ জমা মায় ঘর সহ মূল্য আঃ ১৫৲

(২৬)

১৫৯৯ থাংজারী ৩২ দাবী ৪৩॥৵০

ডিঃ বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় দিং সাং সীতাহাটী (বর্দ্ধমান)

দেঃ ছোট শ্যামদাস কৈবর্ত্ত সাং ফুলবাগান পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় চরসীতাহাটী গ্রামে ডিঃ অধীন ১০ খতিয়ানে ১-৫৪ শঃ জমীর ৸৶১০ জমা দেঃ অংশ, মূল্য আঃ ১৫৲

(২৭)

১৬০০ থাংজারী ৩২ দাবী ৭০/০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

কালীগঞ্জ থানায় ফুলবাগান গ্রামে ডিঃ অধীন ৯০।১১০।১২৩ খতিয়ানে ১-০৪ শঃ জমার ১০৲১০ জমা মায় ঘরসহ মূল্য আঃ ২৫৲

(২৮)

১৬৩০ থাংজারী ৩২ দাবী ৭৫৸৶৯

ডিঃ রাধাগোবিন্দ সেন সাং মাটিয়ারী

দেঃ কানাইলাল দে মোং মাটিয়ারী পোঃ ঐ

কালীগঞ্জ থানায় বানিনাথপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৮৮ (গ) খতিয়ানে ১-৮০ শঃ জমীর ১১৲ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(২৯)

১৬৭৯ থাংজারী ৩২ দাবী ৩৫॥৵৯

ডিঃ প্রমথনাথ ঘোষ সাং গোয়াড়ী

দেঃ এছেরাদ্দি সেখ সাং তিওরখালি পোঃ মহেশগঞ্জ

কোতয়ালি থানায় শম্ভুনগর গ্রামে ডিঃ অধীন ৫৭৩ খতিয়ানে ৫॥২। জমীর ওঠবন্দী জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৩০)

১৬৯০ থাংজারী ৩২ দাবী ১৯৩৸৶০

ডিঃ কানাইলাল সিংহ রায় সাং সোনাডাঙ্গা

দেঃ নফর চন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ পোঃ ঐ

কোতয়ালি থানায় কৃষ্ণনগর মধ্যে মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী অধীন ১৪৮৩ খতিয়ানে ৫-৯৭ শঃ জমীর ৭৪/০ জমা মায় পাকা কুটীবাটী ও সাজ সরঞ্জাম সহ মূল্য আঃ ১৫০৲

(৩১)

১৭১৪ থাংজারী ৩২ দাবী ৯৬৪৲

ডিঃ চমৎকারিণী বর্ম্মন্য মোং গোয়াড়ী

দেঃ রামতারণ রায় দিং সাং বালিয়াডাঙ্গা পোঃ করিমপুর

করিমপুর গং থানায় টোপলা গং গ্রামে ডিঃ দিং অধীন ৭।৯।৫৭।৯৮।১১৭ খতিয়ানে ৩৫৮॥৵৮ পত্তনী জমা মূল্য আঃ ৫০০৲

(৩২)

১৭২২ থাংজারী ৩২ দাবী বাকী ও সহবাকী সহ ১৫৭৫/৩

ডিঃ অখিল নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং মেহেরপুর

দেঃ কানাই লাল চট্টোপাধ্যায় দিং সাং মেহেরপুর পোঃ ঐ

করিমপুর থানায় বাজিতপুর গং গ্রামে ডিঃ দিং অধীন ১৪৯।১৯৫।১৩৩০।১৭১৬ খতিয়ানে ০১১৷/১০ পত্তনী জমা মূল্য আঃ ৫০০৲

(৩৩)

১৭২৭ থাংজারী ৩২ দাবী ২৪৵৯

ডিঃ ব্যোমকেশ সান্যাল দিঃ সাং ফুলগাছি

দেঃ জানকী রাজবংশী সাং বড়ফুলবাড়িয়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় ফুলবাড়িয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৫৫ খতিয়ানে -৮৩ শঃ জমী ৩।০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৩৪)

১৭২৮ থাংজারী ৩২ দাবী ১৪।/৩

ডিঃ ঐ

দেঃ রাখালপদ রাজবংশী সাং ফুলবেড়িয়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় ফুলবেড়িয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৬৮৫ খতিয়ানে -১৪ শঃ জমীর ১৶১৭॥ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৩৫)

১৭৩৯ থাংজারী ৩২ দাবী ৪২৶৬

ডিঃ রাজা শ্রীহৃষীকেশ লাহা মোং কাছারী গোয়াড়ী

দেঃ বিনয় কুমার রায় দিং সাং মহেশগঞ্জ পোঃ ঐ

নবদ্বীপ থানায় গাদিগাছা গ্রামে ডিঃ অধীন ১৪৭ খতিয়ানে ২-৮৪ শঃ জমীর ১১৷/০ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৩৬)

১৭৭৮ থাংজারী ৩২ দাবী ৩২৶১

ডিঃ মন্মথ পাল চৌধুরী সাং আমনবাজার

দেঃ মোকছাদ বিশ্বাস সাং কৃষ্ণচন্দ্রপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১৸১।/০ জমীর ২॥০ নিরিখে ওঠবন্দী জোত জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৩৭)

১৭৯৬ থাংজারী ৩২ দাবী ৬৲৶১

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল সাং ১১৩নং বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

দেঃ দেবীপদ হালদার দিং সাং গোবিন্দপুর পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় গোবিন্দপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ২৫২।২৫৪ খতিয়ানে ১১-৪৬ শঃ জমীর ৮৸৴৭॥ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৩৮)

১৭৯৭ থাংজারী ৩২ দাবী ৫৭৸৶০

ডিঃ নরেশচন্দ্র সিংহ দিঃ সাং তালুকা

দেঃ ভগ্নেশ্বর মণ্ডল সাং বোয়ালিয়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় তালুকা গ্রামে ডিঃ দিং অধীন ৯১৮ খতিয়ানে ৩-০৪ শঃ জমীর ১৫৲ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৩৯)

১৭৯৮ থাংজারী ৩২ দাবী ১৪॥৬

ডিঃ নিত্যহরি ভট্টাচার্য্য সাং বেলপুখুরিয়া

দেঃ নিবারণ সেখ সাং তাতলা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় তাতলা গ্রামে ডিঃ অধীন ১১৬ খতিয়ানে -৪৩ শঃ জমীর ১॥৯ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৪০)

১৮২০ থাংজারী ৩২ দাবী ৭২৸০

ডিঃ সুধাংশুপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য দিং সাং মেড়তলা

দেঃ দাশুদাস দাস দিং সাং বারগোড়া, সাহেবনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় সাহেবনগর গ্রামে ডিঃ অধীন ৫৩।২৮৫ খতিয়ানে ৩-৫৩ শঃ জমীর ১০৸৵৯ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৪১)

১৮২১ থাংজারী ৩২ দাবী ২০৯॥৵৯

ডিঃ ঐ

দেঃ রসিক কপালি সাং বারগোড়া সাহেবনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় বারগোড়া গ্রামে ডিঃ অধীন ২০১।৩২২ খতিয়ানে ৯-৭৭ শঃ জমীর ৩৬৸৵৩ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৪২)

১৮২২ থাংজারী ৩২ দাবী ৭০।৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ পূর্ণচন্দ্র দাস সাং বারগোড়া, সাহেবনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় সাহেবনগর গ্রামে ডিঃ অধীন ৮৭।২৯৮ খতিয়ানে ৩-৬১ শঃ জমীর ১০৸৵৯ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৪৩)

১৮২৩ থাংজারী ৩২ দাবী ৭০৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ সতীশচন্দ্র দাস সাং বারগোড়া সাহেবনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় সাহেবনগর গ্রামে ডিঃ অধীন ২২৬।৩১৭ খতিয়ানে ৩-৫০ শঃ জমীর ১০৸৵৯ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৪৪)

১৮২৬ থাংজারী ৩২ দাবী ২৩৸৶৩

ডিঃ রণজিৎ পাল চৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ মতি খাঁ সাং কৃষ্ণনগর পোঃ ঐ

কোতয়ালি থানায় কৃষ্ণনগর গ্রামে ডিঃ অধীন ।১॥ জমা

(৪৫)

১৮৬৮ থাংজারী ৩২ দাবী ২৩৪৸৬

ডিঃ অমিয় পাল চৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ এয়াকুব মণ্ডল দিং সাং দুর্গাপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় জালাখালি ও সেনপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৩।৭৫১ খতিয়ানে ২৬-১৬ শঃ জমীর ৪৮।৵০ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

১৮৮১ থাংজারী ৩২ দাবী ১১৶০

ডিঃ ফকির মহম্মদ ওস্তাগার সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ রহমতুল্লা সেথ সাং কৃষ্ণনগর ময়রাবাগান পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় কৃষ্ণনগর ময়রাবাগান মধ্যে ডিঃ অধিন ৪৫১১।৪৫১০ খতিয়ানের -১৮শঃ জমীর ১৲ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৪৭)

১৮৮৩ থাংজারী ৩২ দাবী ১২॥৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

কোতয়ালী থানায় কৃষ্ণনগর ময়রাবাগান মধ্যে ডিঃ অধীন ৪৫১৬ খতিয়ানে -১৮শঃ জমীর ১৶০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৪৮)

১৯১২ খাংজারী ৩২ দাবী ৬৫৭।৩

ডিঃ হরিপদ মুখোপাধ্যায় সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ সত্যকুমারী দাসী সাং গদখালী পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় গদখালী গ্রামে ডিঃ অধীন ১৬৮।১৬৯।১৭০ খতিয়ানে ৩৩-৬৭শঃ জমীর ১৩০॥৶ জমা মূল্য আঃ ২০০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে সুনীতিবালা দেবীর অধীন ১৬৫ খতিয়ানে ১-৬৪শঃ জমীর ৯৸৶০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ১৬৭খং ১-৯১শঃ জমি ১০৸৵০ কোর্ফা জমা মূল্য ২০৲

(৪৯)

১৯২০ খাংজারী ৩২ দাবী ১২৪।৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ ভূষণ সেখ দিং সাং তেঘরি নূতন-পাড়া পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় গদখালী গ্রামে ডিঃ অধীন ২৬ খতিয়ানে ৬-৭১শঃ জমীর ২৪৵০ রায়তী জমা মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ডিঃ অধীন ৭,৭,১,৭।২,৭।৩,১৪, খং ১ একর জমীর ৩৸৴০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৫০)

১৯২১ খাংজারী ৩২ দাবী ১১৪।৴০

ডিঃ ঐ

দেঃ আক্কাছ সরদার সাং তেঘরী পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় গদখালী গ্রামে ডিঃ অধীন ২৩ খতিয়ানে ৪-৮২শঃ জমীর ১৮।০ জমা মূল্য আঃ ৪০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ডিঃ অধীন ৫—৮ খতিয়ানে ১ একর জমীর ৩৶০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৫১)

১৯৩২ খাংজারী ৩২ দাবী ২৫।০

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল মোঃ কাছারী ইটনা

দেঃ হরিপদ ডোম সাং বড়-ইটনা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় বড়-ইটনা গ্রামে ডিঃ অধীন ১০২ খতিয়ানে ৩-৬৩শঃ জমীর ৭৸১০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৫২)

১৪৩৯ দেঃজারী ৩২ দাবী ১১৬৫৸৶১০

ডিঃ রাজেন্দ্রনাথ সাহা সাং মীড়া

দেঃ এরাদালী মণ্ডল দিং সাং পাঁচ-পোতা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় চকগোবিন্দপুর ও তেহট্ট থানায় বড় চাঁদঘর গ্রামে কানাইলাল সিংহ রায় অধীন ১০৫।২৫৪ খতিয়ানে বড়-চাঁদঘর গ্রামে ৪-৬৫শঃ জমীর ১০৲ মোকররী জমা মূল্য আঃ ১০০৲

২। তেহট্ট থানায় বড়-চাঁদঘর মৌজায় ঐ মালিক অধীন ২৫৪ খং ২-৬৯শঃ জমি ১০৲ রায়তী মোকররী জমা কালীগঞ্জ থানায় চকগোবিন্দপুর মৌজায় ১০৫ খং সামিল জমা মূল্য ৬৭৲

(৫৩)

১৬৩৩ দেঃজারী ৩২ দাবী ৪৮৫॥৶১০

ডিঃ রঘুনাথ গোস্বামী সাং নবদ্বীপ

দেঃ সুশীলকুমার গোস্বামী সাং নবদ্বীপ পোঃ ঐ

নবদ্বীপ থানায় নবদ্বীপ গ্রামে নন্দলাল চৌধুরী অধীন ১৫৪৯ খতিয়ানে -২৬ শঃ জমীর ১৴০ জমা মায় শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবাস্বত্ব সহ মূল্য আঃ ১০০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ১৪৯৫ খং -২ শঃ জমি ৸৶০ জমা দেঃ ১।২ তিন অংশ শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর মূর্ত্তির সেবা স্বত্ব মূল্য ৫০৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ৬৯৪ খং শ্রীজগাই মাধাই ঠাকুরের সেবা স্বত্ব -০৯শঃ জমীর মায় ইমারত আদি সহ দেঃ ১ একের ৰং অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

(৫৪)

১৭৬৬ দেঃজারী ৩২ দাবী ১৯০।১০

ডিঃ মনোরমা দেবী সাং বেলপুকুর

দেঃ উল্লাসি ঘোষানী সাং ঐ পোঃ ঐ

কোতয়ালী থানায় বেলপুকুর গ্রামে প্রফুল্লনলিনী দাসী অধীন ৮৪৬ খতিয়ানে -২০ শঃ জমীর ১।০ মোকররী জমা মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে গিরিজা-কান্ত ভট্টাচার্য্য অধীন ৪২৬ খতিয়ানে ১-৬৬ জমীর ৩৶০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৫৫)

২০২৬ দেজারী ৩২ দাবী ২৩৫২৸৶০

ডিঃ বামনদাস ঘোষ সাং অমঘাটা

দেঃ জ্ঞানদাসুন্দরী দাসী সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় গোয়াড়ী গোলা-পটির মধ্যে সত্যমনন বন্দ্যোপাধ্যায় অধীন ৩৯৯ খতিয়ানে -০৫শঃ জমীর ২৸৴১০ জমা মূল্য আঃ ১০০০৲

(৫৬)

৯৮৫ মণিজারী ৩২ দাবী ৪৭৩॥৯

ডিঃ নৃসিংহচন্দ্র পালচৌধুরী দিং সাং চকহাতীশালা

দেঃ ঠাণ্ডু মোল্লা সাং সোণাতলা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় সোণাতলা গ্রামে ডিঃ অধীন ৪৯১ খতিয়ানে ১-৫৯শঃ জমীর ৫৸৴০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ সেরেস্তায় ৪৯২ খং ৭-১৫শঃ জমি ৮৸৶৬ জমা মূল্য ১০৲

(৫৭)

১৭০১ মণিজারী ৩২ দাবী ৮৭৸৵৩

ডিঃ হরিনারায়ণ সেন দিং সাং মাটীয়ারী

দেঃ দরনীধর রায় দিং সাং পাঁচপোতা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় পাঁচপোতা গ্রামে সীতিকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায় অধীন ৩১ খতিয়ানে -৭৯শঃ জমীর ৸১২ জমা মূল্য আঃ ৩০৲

(৫৮)

১৭৩৫ মণিজারী ৩২ দাবী ১২৸৴৯

ডিঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সাং হাতীশালা

দেঃ আব্বাছ মণ্ডল সাং কয়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় কয়া গ্রামে নিলমণি চট্টোপাধ্যায় অধীন ১৭ খতিয়ানে ১৸১ ব্রহ্মোত্তর জমী ২৶০ মোকররী জমা মূল্য আঃ ২০৲

২। শান্তিপুর থানায় চান্দ্রা মৌজায় শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় অধীন ৩০খং ৮-২৩ শঃ জমি ১৬৶১ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ১০৲

(৫৯)

১৭৫৯ মণিজারী ৩২ দাবী ১৮॥০

ডিঃ চিরসুন্দর লাহিড়ী সাং গোয়াড়ী

দেঃ সতীশ ধোপা সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় গোয়াড়ী গোবিন্দ-সড়ক মধ্যে কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির অধীন ৮৭৩ খতিয়ানে -০৩শঃ জমীর ১৸০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৬০)

১৭৬০ মণিজারী ৩২ দাবী ৪৯॥৶৬

ডিঃ হরিদাস কুণ্ডু সাং নবদ্বীপ

দেঃ হরিনন্দন অধিকারী সাং বাবুরতলা নবদ্বীপ পোঃ ঐ

নবদ্বীপ থানায় নবদ্বীপ গ্রামে নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটির অধীন মায় পায়খানা চারিদিকের প্রাচির পাকা ঘরসহ সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি।

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে এবং ওয়ার্ড মধ্যে ৴২। জমি ৸০ জমা চই লাটে মোট ৴৪। জমি মূল্য ২০৲

(৬১)

১৭৭১ মণিজারী ৩২ দাবী ৮৮৲

ডিঃ কৃষ্ণনগর সিটি-কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ মোং কৃষ্ণনগর

দেঃ সুরেন্দ্রনাথ বক্সী দিং সাং চাদসড়ক পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় কৃষ্ণনগর মিউনিসি-প্যালটি মধ্যে নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী অধীন ৫৪ খতিয়ানে -১০শঃ জমীর ৩॥০ জমা মায় প্রাচির কুয়া পায়খানা সমেত ডলকর ইত্যাদি মূল্য আঃ ৫০৲

২য় মুন্সেফ আদালত

(১)

১০৫৪ খাংজারী ৩২ দাবী ৯৬॥৴৯

ডিঃ শিবনারায়ণ ঘোষ দিং সাং মথুরাপুর

দেঃ বাহারালী মণ্ডল দিং সাং এলাঙ্গি পোঃ বাগুলিয়া

চাপড়া থানায় এলাঙ্গি গ্রামে ডিঃ অধীন ২৭৪ খতিয়ানে ৪ ৭৫শঃ জমীর পাট জমি ২॥০ নিরিখে জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(২)

১১০০ খাংজারী ৩২ দাবী ১২৬৬

ডিঃ রাখালদাস তরফদার সাং খাজুরাপুর

দেঃ শ্যামাপদ বিশ্বাস সাং শিবপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় শিবপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৮৫৭ খতিয়ানে ১-৬৭ শঃ জমীর ৪৴০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৩)

১২০২ খাংজারী ৩২ দাবী ২২৸৶৬

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ রাইচরণ ঘোষ সাং নিশ্চিন্তপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় নিশ্চিন্তপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১—১৭ খতিয়ানে ১-৯৬শঃ জমীর ৬॥৶৯ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৪)

১২১০ খাংজারী ৩২ দাবী ৫২৸৯

ডিঃ জিতেন্দ্রপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সাং মুড়াগাছা

দেঃ সবজান সেখ সাং পাত্রাদহ পোঃ কৃষ্ণনগর

নাকাশীপাড়া থানায় সাং গ্রাম গ্রামে ডিঃ গং অধীন ১২৮।১৭৬ খতিয়ানে ৪-১.৪শঃ জমীর ৩টিবাণ্ডি জমা মূল্য আঃ ৭৲

(৫)

১২৫১ খাংজারী ৩২ দাবী ৪৪৸৹

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ নরেন্দ্র ঘোষ দিং সাং পাটুলডাঙ্গা পোঃ নাকাশীপাড়া

চাপড়া থানার পাটুলডাঙ্গা গ্রামে ডিঃ অধীন ৫৮৭ খতিয়ানে -২৪শঃ জমীর ৭৶৹ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৬)

১২৫৩ খাংজারী ৩২ দাবী ২৯॥৶৩

ডিঃ মন্মথ পালচৌধুরী সাং আমিনবাজার

দেঃ ছাপারণ বিবি গং সাং কলেদহ পোঃ বাজালখি

চাপড়া থানার লক্ষ্মীপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৩২৩ খতিয়ানে -২৬শঃ জমীর ৬৸৶১০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৭)

১২৬১ খাংজারী ৩২ দাবী ৩০/৹

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহরায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ প্রতাপচন্দ্র ঘোষ সাং নিশ্চিন্তপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার নিশ্চিন্তপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৪৪০ খতিয়ানে -৭৭শঃ জমীর ২৸৶৹ জমা মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ডিঃ অধীন ২৩৩ খতিয়ানে -২১শঃ জমীর ॥৶৩ জমা জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৮)

১৩২৪ খাংজারী ৩২ দাবী ১০৲

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ রায় যোঃ কাঠালপোতা

দেঃ হরি সর্দার সাং বালযপাহা পোঃ বাজালখি

চাপড়া থানার বালযপাহা গ্রামে ডিঃ দিং অধীন ১১৩ খতিয়ানে -১১শঃ জমীর ওটবন্দি জমা মূল্য আঃ ৪৲

(৯)

১৩২৫ খাংজারী ৩২ দাবী ১০০॥৶৩

ডিঃ মন্মথপালচৌধুরী সাং আমিনবাজার

দেঃ ফুলচাঁদ মণ্ডল দিং সাং গোয়ালডাঙ্গা পোঃ বাজালখি

চাপড়া থানার লক্ষ্মীপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ২৯১ খতিয়ানে ১২॥৪৶ জমীর ১৬৶৹ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(১০)

১৩২৬ খাংজারী ৩২ দাবী ৭২৸৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ নিয়ামন বিবি সাং গোয়ালডাঙ্গা পোঃ বাজালখি

চাপড়া থানার গোয়ালডাঙ্গা গ্রামে ডিঃ অধীন ৬০ খতিয়ানে ৭॥৪॥ জমীর ১৬॥৹ জমা মূল্য আঃ ৩০৲

(১১)

১৩২৭ খাংজারী ৩২ দাবী ২৩৭৸৶৬

ডিঃ মন্মথপালচৌধুরী সাং আমিনবাজার

দেঃ ভগন্তল মণ্ডল দিং সাং বাজালখি পোঃ ঐ

চাপড়া থানার বাজালখি গ্রামে ডিঃ অধীন ৫৪ খতিয়ানে ৩১/৳৶৹ জমীর ৪৫৶১৫ জমা মূল্য আঃ ৪০৲

(১২)

১৩৪০ খাংজারী ৩২ দাবী ৪৭॥৬

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ রায় দিং যোঃ কাঠালপোতা

দেঃ কটিক সেখ সাং কালিয়াদহ পোঃ বাজালখি

চাপড়া থানার কালিয়াদহ গ্রামে ডিঃ অধীন ১৬০ খতিয়ানে ২-৩৪শঃ জমীর ওটবন্দি জমা মূল্য আঃ ১০৲

(১৩)

১৩৪৪ খাংজারী ৩২ দাবী ২১॥৶৹

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্রগোপাল গাঙ্গুলী সাং বেতবাড়িয়া

দেঃ রাজেন্দ্র খৃষ্টান দিং সাং বেতবাড়িয়া পোঃ বাজালখি

চাপড়া থানার বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৯৪ খতিয়ানে ১-৫৯শঃ জমির ৪৶৯ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১৪)

১৩৪৬ খাংজারী ৩২ দাবী ২০॥৹

ডিঃ ঐ

দেঃ অছুমতী বিবি সাং বেতবাড়িয়া পোঃ বাজালখি

চাপড়া থানার বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ২৭০ খতিয়ানে ১-৫৫শঃ জমির ৪/৫ জমা মূল্য আঃ ৭৲

(১৫)

১৩৪৭ খাংজারী ৩২ দাবী ৮২৸৬

ডিঃ ঐ

দেঃ অধর সেখ দিং সাং বেতবাড়িয়া পোঃ বাজালখি

চাপড়া থানার বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিঃ অধিন ২৩,২৬ খতিয়ানে ৭-০৫শঃ জমীর ২২।৶১৫ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(১৬)

১৩৫৭ খাংজারী ৩২ দাবী ২০/৬

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ ইব্রাহিম সেখ দিং সাং বাজিতাখড়ি পোঃ বাজালখি

চাপড়া থানার হাতীশালা গ্রামে ডিঃ অধীন ৫০০ খতিয়ানে ১-৮১শঃ জমীর মূল্য আঃ ৫৲

(১৭)

১৩৫৯ খাংজারী ৩২ দাবী ২১।৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ বৈদী সেখ সাং বড়আন্দুলিয়া পোঃ ঐ

চাপড়া থানার হাতীশালা গ্রামে ডিঃ অধীন ৬২৫ খতিয়ানে -৬৫শঃ জমীর মূল্য আঃ ৫৲

(১৮)

১৩৬৩ খাংজারী ৩২ দাবী ১৮১৶৩

ডিঃ নফরচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ মালতীবালা দেব্যা সাং গোটপাড়া পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার পাটীকাবাড়ী গ্রামে নদীয়া কালেক্টারীর অধীন ৫৭৭ খতিয়ানের জমী ২২৶৹ জমা দেঃ /৫ অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানার ঐ মৌজায় ডিক্রীদার সরকারে ১৬১ ।১৬২।১০০৮।৭৪৭খং মোট ১০ ৮৭শঃ জমি মধ্যে দেনদারের ॥৹ অংশে ৬-৯৪শঃ ও ১২৬ খং -৩৯শঃ জমি মধ্যে ৸৹ অংশ বাদে।৹ অংশে -১০শঃ মোট ৭-০৪শঃ জমি ওটবন্দিজোত জমা মূল্য ৫০৲

(১৯)

১৩৯১ খাংজারী ৩২ দাবী ১৮৶৩

ডিঃ জয়দুর্গা দাসী সাং যোয়ালমারী

দেঃ সর্ব বিবি সাং সোনপুখুর পোঃ বাজালখি

চাপড়া থানার সোনপুখুর গ্রামে ডিঃ অধীন ২৪৫ খতিয়ানে ১ ১শঃ জমীর ওটবন্দি জমা মূল্য আঃ ৫৲

(২০)

১৩৯২ খাংজারী ৩২ দাবী ৭॥৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ চাদেয়ালি সেখ দিং সাং কালিয়াদহ পোঃ বাজালখি

চাপড়া থানার কালিয়াদহ গ্রামে ডিঃ অধীন ১০০ খতিয়ানে ১-৭৭শঃ জমীর ওটবন্দি জমা মূল্য আঃ ৫৲

(২১)

১৩৯৪ খাংজারী ৩২ দাবী ১৭॥৶৹

ডিঃ বৈদ্যনাথ বিশ্বাস দিং সাং হৃদয়পুর

দেঃ সুভাষী দাসী সাং হৃদয়পুর পোঃ বাজালখি

চাপড়া থানার হৃদয়পুর গ্রামে ডিঃ দিং অধীন ৫০৮ খতিয়ানে ১-৬শঃ জমীর ওটবন্দি জমা মূল্য আঃ ৫৲

(২২)

১৩৯৭ খাংজারী ৩২ দাবী ৭১৸৶৯

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ কোপাম সেখ দিং সাং গোয়ালচাঁদপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার জগলীপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫১ খতিয়ানে ৪-৮৭শঃ জমীর ওটবন্দি জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(২৩)

১৪০৪ খাংজারী ৩২ দাবী ৪৫।৹

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্রগোপাল গাঙ্গুলী সাং বেতবাড়িয়া

দেঃ শ্যামমল্লিক দিং সাং বেতবাড়িয়া পোঃ বাজালখি

চাপড়া থানার বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৯০ খতিয়ানে ৫-২৭শঃ জমীর ৭॥৶১ জমা মূল্য আঃ ৬৲

(২৪)

১৪০৫ খাংজারী ৩২ দাবী ২৮॥৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

চাপড়া থানার বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৯১ খতিয়ানে ৩-২৪শঃ জমীর ৮৸১৫ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২৫)

১৪০৬ খাংজারী ৩২ দাবী ২৯৶৹

ডিঃ কৈলাসকামিনী দেবী সাং বেতবাড়িয়া

দেঃ নজরদি সেখ দিং সাং বেতবাড়িয়া পোঃ বাজালখি

চাপড়া থানার বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২১৯ খতিয়ানে ৫-৩৪শঃ জমীর ৯৶১৬ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(২৬)

১৪১৪ খাংজারী ৩২ দাবী ৫১।/৹

ডিঃ জয়দুর্গা দাসী সাং যোয়ালমারি

দেঃ নবাবজান বিশ্বাস দিং সাং বাদলাজি পোঃ বাজালখি

চাপড়া থানার বাদলাজি গ্রামে ডিঃ দিং অধীন ৩৩৬ খতিয়ানে ৭ ৬৩ শঃ জমীর ওটবন্দি জমা মূল্য

(২৭)

১৪৪২ খাংজারী ৩২ দাবী ৪৭।৶৬

ডিঃ নিস্তারকালী দেবী সাং মেহেরপুর

দেঃ চেপাত সেখ সাং বীরপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার সাববাড়ী গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১১৯ খতিয়ানে ৪-৮১শঃ জমির ৬৸৶৬ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(২৮)

১৪৫৪ থাংজারী ৩২ দাবী ৫৯॥/৩

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ রায় দিং মোঃ কাঠালপোতা

দেঃ সার্থক সেখ মিস্ত্রী দিং সাং মাদিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার হাঁসচন্দ্রপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১০১-১ খতিয়ানে ১৫ ১২ শঃ জমীর ৪১॥/১৫ জমা সহ বাড়ীর ছনের জানালা ইত্যাদি সহ মূল্য আঃ ২০৲

(২৯)

১৫০৪ থাংজারী ৩২ দাবী ৯৲৮৶০

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ নিলমণি দাস দিং সাং নিশ্চিন্ত-পুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার নিশ্চিন্তপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৪৫ খতিয়ানে ৪-৫৮ শঃ জমীর ১৩।৶ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৩০)

১৫১৫ থাংজারী ৩২ দাবী ১৯।৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

নাকাশীপাড়া থানার নিশ্চিন্তপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৪৬।১৪৭ খতিয়ানে -১৯ শঃ জমীর ২৶০ জমা মূল্য ১০৲

(৩১)

১৫২৫ থাংজারী ৩২ দাবী ১০১/

ডিঃ নেকজান বিবি সাং আসাননগর

দেঃ আমির হোসেন মণ্ডল দিং সাং বহিরগাছি পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার বহিরগাছি গ্রামে ডিঃ অধীন ১০৬ খতিয়ানে ৬-৩৩ শঃ জমীর ১৫।১১ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৩২)

১৪৪২ থাংজারী ৩২ দাবী ১৩।/৩

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ রাইচরণ ঘোষ দিং সাং নিশ্চিন্ত-পুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার নিশ্চিন্তপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৩৫ খতিয়ানে -১০ শঃ জমীর ১।৶০ জমা মূল্য আঃ ৬৲

(৩৩)

১৫৫৩ থাংজারী ৩২ দাবী ২০॥৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ বর্দ্ধদাস কৈবর্ত্ত সাং নিশ্চিন্তপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার নিশ্চিন্তপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৲৪ খতিয়ানে ১-৩২শঃ জমীর ৬৲ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৩৪)

১৫৬১ থাংজারি ৩২ দাবী ৪২৸৶

ডিঃ ঐ

দেঃ নিলমনি দাস দিং সাং নিশ্চিন্ত-পুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার নিশ্চিন্তপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৩৬ খতিয়ানে ১-৭৩ শঃ জমীর ৬॥/ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৩৫)

১৫৬২ থাংজারী ৩২ দাবী ১০৭০॥/

ডিঃ নরেন্দ্রকুমার প্রামাণিক দিং সাং শান্তিপুর

দেঃ জয়দুর্গাদাসী দে মোং বাছারী কৃষ্ণনগর কাঠালপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

চাপড়া থানার বেতবাড়িয়া গ্রামে ১৭ নং তৌজির অধীন ২১ খং ১নং দেঃ ৯=, ২নং দেঃ ৩৲১৪ তিল, তিন নং দেঃ ৩৲১৩ ও ৪নং দেঃ ৩৲১৩ তিল অংশ; উক্ত দেনদারগণের জামদারী স্বত্ব মূল্য আঃ ২০০৲

(৩৬)

১৬০১ থাংজারী ৩২ দাবী ৫০৸৶০

ডিঃ সুশীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় সাং দলিমোলা ঝিটকীপোতা

দেঃ অবু মণ্ডল দিং সাং নেলুয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার দামোদরথালি মৌজায় ডিক্রীদার দিং অধীন ১৬৯ খতিয়ানে ১০-০৮শঃ জমীর ৮৸০ জমা মূল্য ২০৲

(৩৭)

১৬৭০ থাংজারি ৩২ দাবী ৬৬৶৬

ডিঃ সতীশচন্দ্র রায় দিং সাং রামনগর

দেঃ ছাখেতালি সেখ দিং সাং মহেশ-নগর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার মহেশনগর গ্রামে ডিঃ অধীন ২৬৪ খতিয়ানে ৭-১০শঃ জমীর ১১৸৶৬ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৩৮)

১৬৭১ থাংজারী ৩২ দাবী ২১০৸/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ পাঁচু মল্লিক দিং সাং মহেশনগর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার মহেশনগর গ্রামে ডিঃ অধীন ১৬৯ খতিয়ানে ২৬-৬৯শঃ জমীর ৪২।৶৬ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(৩৯)

১৬৭৮ থাংজারী ৩২ দাবী ৪৭॥৶০

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ কালিঘোষ (বড়) সাং নিশ্চিন্ত-পুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার নিশ্চিন্তপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৪৫ খতিয়ানে ৮-৮৯শঃ জমীর ২২৶৫ জমা মূল্য আঃ ৪০৲

(৪০)

১৭১০ থাংজারী ৩২ দাবী ১১৯৲

ডিঃ রজনলাল হালদার সাং কলিকা

দেঃ অবিনাশ মণ্ডল দিং সাং কাঠগড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার ইটাবাড়িয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ২৮০০ খতিয়ানে ৬-৯৫শঃ জমীর ২৪।৬ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(৪১)

১৭২৭ থাংজারী ৩২ দাবী ৫৬।/৯

ডিঃ মহম্মদ ইছাহক বিশ্বাস সাং ইছাপুর

দেঃ ছায়েরা বিবি সাং ইছাপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার ইছাপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৫৪ খতিয়ানে ১-৭৪শঃ জমীর ১২৸/১৫ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৪২)

১৪৬৪ দেঃজারী ৩২ দাবী ৬৩৯৸/৬

ডিঃ গণেশচন্দ্র দে সাং বাগবাড়িয়া

দেঃ খাস্তকালী দাসী দিং সাং চড়ুইডিপি পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার বাগবাড়িয়া গ্রামে বদরী-নারায়ণ চেঙ্গলাল অধীন ৪৭৪—৪৮০ খতিয়ানে ৬-৬৮শঃ জমীর ১১।৶১১ রায়তী মোকররী জমা দেঃ অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ৪৬৯।৪৭০।৪৭২।৪৭৩ খং ১-১৯॥ শতক জমি ৮/২ রায়তী মোকররী জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ২০৲

৩। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৪৬২—৪৬৪ খতিয়ানে -৯৮শঃ জমীর ৮৸৫ রায়তী মোকররী জমা দেঃ।০ অংশ মূল্য আঃ ২০৲

৪। ঐ থানার ঐ মৌজায় ডিক্রীদার অধীন ১৩৭ খং -৬৯শঃ জমি ॥৶৭ মোকররী জমা দেঃ।০ অংশ মূল্য ৩৲

৫। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ডিঃ অধীন ২৩৯ খং-৯শঃ জমি ১৷০ মোকররী জমা মায় দোতলা পাকা ইমারত ঘর সহ রোয়াক সিঁড়ি সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ১০০৲

(৪৩)

১৩৩৭ মনিজারী ৩২ দাবী ১৪৬/০

ডিঃ সতীশচন্দ্র রায় দিং সাং রামনগর

দেঃ ননীমোহন দত্ত সাং মুড়িরা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার হুদরপুর গ্রামে ডিঃ দিং অধীন ৭৮৪।১ খতিয়ানে -৩৩শঃ জমীর ॥০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানার ঐ মৌজায় ঐ অধীন ৭৮৫।৭৮৬ খং ২-৬৭শঃ জমি ৮॥৬ জমা মূল্য ২৫৲

৩। ঐ মেহেরপুর থানার হুদরপুর ও মাঝপাড়া সানাপুর গং মৌজায় নদীয়া কালেক্টরীর ৪৭২৪ তৌজীর মহাল ৭৯৶৬ জমা দেঃ ৵৪ রকম জমিদারী স্বত্ব মূল্য ৫০৲

(৪৪)

১৪৮১ মনিজারী ৩২ দাবী ২৬০।০

ডিঃ গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সাং শান্তিপুর

দেঃ শরৎগোপাল মুখোপাধ্যায় দিং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

চাপড়া থানার মাজিয়াপোতা গ্রামে যশোদাকুমার ভট্টাচার্য্য গং অধীন চারি মালিকের জমা একত্রে ৪৫৪৸/১৬ জমা দেঃ।/৬॥= অংশ মূল্য আঃ ১০০৲

(৪৫)

১৬৫৬ মনিজারী ৩২ দাবী ২৪২৶০

ডিঃ বনয়ারিলাল দে সাং বেথুয়া-ডহরী

দেঃ উপেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং সাং মুক্তাপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার মুক্তাপুর গ্রামে শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় অধীন ১২৮ খতি-য়ানে ৩-৪২ শঃ জমীর ৭৸/৬ দেঃ ॥০ অংশ মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানার ঐ মৌজায় ঐ মালিক অধীন ১২৯ খং -৩২শঃ জমি দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ২৲

৩। ঐ থানার ঐ মৌজায় ঐ অধীন ১৩০ খং ৭-৪৭শঃ জমি ৭৸৶৩ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ২৫৲

৪। ঐ থানার ঐ মৌজায় কালীপদ চট্টোপাধ্যায় অধীন ২০৭ খং -৯৭শঃ জমি ১৸/৬ জমা মূল্য ২৲

৫। ঐ থানার ঐ মৌজায় বৈকুণ্ঠনাথ সিংহ রায় দেরেস্তায় ২১৯ খং -০১ শঃ জমি কোর্ফা জমা মূল্য ২৲

৬। ঐ থানার গোটপাড়া শিবেন্দ্র-নাথ সিংহ রায় অধীন ২॥/ জমা মূল্য ৫৲

(৪৬)

১৬৬২ মনিজারী ৩২ দাবী ৫৭।০

ডিঃ কুমুদরঞ্জন দত্ত সাং কাশিয়াডাঙ্গা

দেঃ আবেতুল্লা সেখ সরকার সাং কাশিয়াডাঙ্গা পোঃ ঐ

(অতঃপর ১ম পৃষ্ঠার ২য় কলমে দ্রষ্টব্য)

নবদ্বীপ

দৈনিক

Reg No C 1514

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়া প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাষিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড | সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি | ২৭৬তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৮শে মাঘ বুধবার ১৩৩৯. ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩

দাঙ্গায় একজন হত

পিস্তল রাখায় কারাদণ্ড

ডাকাতদলের সাজা

রাজেন্দ্রপ্রসাদের স্ত্রী ও ভগ্নী গ্রেপ্তার

হাইকোর্টে গ্রেপ্তার

গোসাবা পরিদর্শন

জেলে হাঙ্গামা

নানা কথা

দাঙ্গায় একজন হত

ময়মনসিং জেলার মাদারগঞ্জ থানার অন্তর্গত চরলোটাবর হইতে এক ভীষণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও তাহার ফলে একজনের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। একখণ্ড জমীর সীমানা লইয়া কতিপয় গ্রামবাসীর মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। কথা কাটাকাটি হইতে লাটালাঠি আরম্ভ হয় এবং কয়েক ব্যক্তি গুরুতররূপে আহত হয়। আহত ব্যক্তিদিগকে জামালপুরে চিকিৎসার্থ স্থানান্তরিত করা হয়। পথিমধ্যে একজন মারা যায়। অবশিষ্ট চারজন স্থানীয় হাসপাতালে রহিয়াছে তাহাদের অবস্থা সঙ্কটজনক।

পিস্তল রাখায় কারাদণ্ড

নয়াদিল্লীতে বে-আইনীভাবে একটী পিস্তল রাখায় গত ৮ই জানুয়ারী জহুর আমেদ নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। তাহার প্রতি এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

ডাকাতদলের সাজা

বরিশালের সেসন জজ জুরীদের অভিমত গ্রহণ করিয়া সেরাজান্দকে ৭ বৎসর অপর ৮ জনকে ৫ বৎসর করিয়া এবং ১ জনকে ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। তিনজনকে সন্দেহের সুযোগে মুক্তি দিয়াছেন। সর্ব্বশুদ্ধ ১৩ জন লোক অভিযুক্ত হইয়াছিল। অভিযোগের বিবরণ এই ছিল যে, গত ৪ঠা জুলাই তারিখ প্রায় ২৫ জন লোক বন্দুক, পটকা ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রাদি লইয়া ফিরোজপুর থানায় দেফাবুনিয়া গ্রামের ধনী বাসিন্দা মুক্তারালী খানের বাড়ীতে হানা দেয় এবং ঘরের মেঝে খুঁড়িয়া নগদ টাকা ও গহনাপত্রে বহু সহস্র টাকার সম্পত্তি হস্তগত করিয়া সরিয়া পড়ে। বাড়ীর পুরুষ ও মেয়েদের উপরও ডাকাতেরা খুব মারপিট করিয়াছিল।

হাইকোর্টে গ্রেপ্তার

পতাকাধারী দুইজন স্বেচ্ছাসেবক পাটনা হাইকোর্টে মাননীয় প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি শ্রীযুত কুলবন্ত সহায়ের এজলাসে প্রবেশ করিয়া ধ্বনি করিতে থাকে। ইহাতে বিচারপতিদ্বয় হাস্য করিতে থাকেন। পুলিস স্বেচ্ছাসেবকদ্বয়কে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

গোসাবা পরিদর্শন

কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা এবং সমবায় বসতি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য স্যার ডেনিয়াল হ্যামিলটন যে স্কীম করিয়াছেন তৎসম্পর্কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার স্যার হাসান সুরাবর্দ্দি গত ২৩শে জানুয়ারী সোমবার সুন্দরবন গমন করেন। তিনি প্রস্তাবটি আলোচনা করেন এবং স্থানীয় গ্রামসমূহ, স্কুল, চাউলের কল প্রভৃতি পরিদর্শন করেন। স্যার ডেনিয়ালের সহিত তাঁহার দীর্ঘকাল কথাবার্ত্তা হয়।

কৃষি প্রতিষ্ঠানটি যাহাতে ভবিষ্যতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি কলেজে পরিণত হইতে পারে সেজন্য উহার পরিচালনভার বিশ্ববিদ্যালয় নিজের হাতে লওয়া সম্বন্ধে ভালরূপ বিবেচনা করিতেছেন। স্যার ডেনিয়াল বহু কাল হইতেই কৃষকদিগের উন্নতি সাধনে নিযুক্ত আছেন।

রাজেন্দ্রপ্রসাদের স্ত্রী ও ভগ্নী গ্রেপ্তার

গত ২৬শে জানুয়ারী তারিখে জাতীয় উৎসব পালন জন্য বাঁকীপুর ময়দানে সভা বসাইবার চেষ্টা করিবার সময় অপরাহ্নে ৫ জন মহিলা ও ১৬ জন কংগ্রেস কর্ম্মী গ্রেপ্তার হইয়াছেন। মহিলাদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ বিহার জননায়ক শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদের সহধর্ম্মিণী ও ভগ্নী আছেন। কংগ্রেস কর্ম্মীদের মধ্যে বিহার প্রাদেশিক সম্পাদক শ্রীযুত অনুগ্রহনারায়ণ সিংহ আছেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৯ই মাঘ, বুধবার ১৩৩৯

স্যার রমণ ছাত্রদিগকে মাতৃ-ভূমির সম্পদ বৃদ্ধি করিবার জন্য উপদেশ দিতেছেন ; কিন্তু যে দেশে কর্তৃপক্ষ ছাত্রদিগকে সন্দেহের চক্ষে দেখেন, তাহাদের পথ কিরূপ কণ্টকাকীর্ণ তাহা সুধীমাত্রই বুঝিতে পারেন। তিনি বলেন, যদি এমন কোন বিষয়ের গ্রন্থ রচনা করিতে চাও যাহাতে গ্রেপ্তারও কেহ করিবে না, কয়েদও কেহ করিবে না, তাহা হইলে—বিজ্ঞান। তিনি বোধ হয় বৈজ্ঞানিকদিগের উপর ইউরোপীয় ধর্ম্মযাজকদিগের অত্যাচারের কথা বিস্মৃত হইয়াছেন। যদি কেহ বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণা করেন, তাহা হইলে কি তিনি গোয়েন্দার শ্যেন দৃষ্টির অন্তরালে থাকিতে পারেন? তবে শুধু বই লেখায় কোন বিপদ না থাকিতে পারে।

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কমার্সের মতে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত চেষ্টায় বাংলার দুর্দ্দশার অবসান হইবে না। সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা এবং গবর্ণমেণ্টের সাহায্য আবশ্যক। যুদ্ধের পর হইতে অন্যান্য দেশে অর্থনৈতিক সভা স্থাপিত হইয়াছে। এ দেশেও সেইরূপ একনমিক কাউন্সিল গঠিত হওয়া আবশ্যক। এই অর্থনৈতিক পরিষৎ কর্তৃক সমস্যা সমাধানের উপায় নির্দ্ধারিত হইবে এবং গবর্ণমেণ্ট সেই মীমাংসা কার্য্যে পরিণত করিলে দেশের অবস্থা দশ বৎসরের মধ্যে ফিরিবে, এইরূপই চেম্বারের মন্তব্য। কিন্তু অন্যান্য দেশে এই উপায় অবলম্বন করিয়া বাস্তবিকই অবস্থান্তর প্রাপ্তি হইয়াছে কি? তবে একটা কথা এই যে, যদি সরকার বাহাদুরের অবলম্বিত পন্থায় কিছু সুফল দৃষ্ট হয়, তখন লোকে ব্যক্তিগতভাবে উন্নতির চেষ্টা করিতে উৎসাহিত হইতে পারে।

বর্ত্তমান বৎসরে কোন কোন স্থান হইতে ভীষণ কলেরা ও বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাবের কথা শুনা যাইতেছে। কলিকাতায় কোন কোন সপ্তাহে মৃত্যু সংখ্যা দুই শত। মেদিনীপুর জেলায় অনেক স্থানে এইরূপ অবস্থা। আমরা পূর্ব্বেই লাহোরের কথা উল্লেখ করিয়াছি। নদীয়া জেলায়ও বসন্ত ও কলেরার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে ; তবে এখন অনেক ভাল বলিয়াই অনুমান হয়।

রমণ বলেন, 'আজ যদি গত শতাব্দীর ইতিহাস রচনা করিতে যাই তাহা হইলে হয়ত মীরাট ষড়যন্ত্রীদের অবস্থাই আমার হইবে।' বাস্তবিকই গত শতাব্দীর সত্য ইতিহাস লিখিলে রাজদ্রোহ, বিপ্লব, সাম্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদধ্বংসবাদ, আমলাতন্ত্রধ্বংসবাদ, বলশেভিকবাদ প্রভৃতির সাফল্যের বিবৃত আলোচনা করা অনিবার্য্য এবং তাহার ফলে লেখকের লাঞ্ছনাও অবশ্যম্ভাবী। তিনি আরও বলেন, 'আজ যদি ভারতীয় অর্থ-বিজ্ঞানের কথা লিখিতে যাই, তাহা হইলে হয় শ্রমিক না হয়, ধনিক যে কেহ একজন আমাকে গুলি করিয়া মারিবে। এ সমস্তই সত্য, কিন্তু সংবাদপত্রওয়ালাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। তাঁহারা সকল দিক হইতেই ক্রমাগত আক্রান্ত হইতেছেন এবং এই অর্ডিনান্সের যুগে তাঁহাদের শয্যা কণ্টকী হইয়াছে।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফী-পর্ব্ব শেষ হইল। সহস্র সহস্র বালক হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া এবং সহস্র সহস্র অভিভাবক বক্ষের রক্ত জল করা পয়সা খরচ করিয়া হয় সাফল্য লাভ করিবে অথবা তাঁহাদের চেষ্টা বিফল হইবে। কিন্তু ছাত্রগণ পাশ করিয়াই বা কি করিবে? তাহারা কোন উদ্দেশ্য লইয়া যে পাঠ করে, তাহা বুঝা যায় না। আমরা মোহগ্রস্ত হইয়া যেন বালক বালিকাদিগের এইরূপ নীতিহীন, ধর্ম্মহীন, উপার্জ্জনক্ষমকর-শক্তিহীন শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য ব্যস্ত। এই শিক্ষা-প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর ফলে বেকার সংখ্যা কতক বৃদ্ধি পাইতেছে এবং যুবকগণ এমন সব কার্য্যে লিপ্ত হইতেছে যে, তদ্দ্বারা তাহাদের নিজের জীবন বিপন্ন হইতেছে এবং সমাজ ও শাসন কর্তৃপক্ষ তাহাদের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া আছে। এরূপ অনেককে সরকার বাহাদুর আটক করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহে উপস্থিত হইবার অনুমতি পাইয়াছে। কতদিন যে তাহারা আটক থাকিবে তাহা অনুমান করা যায় না। তাহাদের জীবন বিফল হইবার প্রধান কারণ পাশ করা এবং বেকার অবস্থা।

যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত একটী সেলাইয়ের কল প্রস্তুত করিয়াছেন। এই কল প্রস্তুতের জন্য একটী যৌথ কারবার স্থাপিত হইয়াছে ; মূলধন দশ লক্ষ টাকা, প্রত্যেক শেয়ারের মূল্য ৫ শত টাকা। প্রত্যেক সেলাই কলের দাম ১৩২ টাকা, কিন্তু এই কলের মূল্য একশত টাকা করিয়া হওয়া সম্ভাবনা। এইরূপ প্রচেষ্টা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়।

ন্যাশন্যাল ওয়েল্ডিং কোম্পানী নামে একটী ব্যবসায়-সঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছে। কলকারখানার কোন অংশ ভাঙ্গিয়া গেলে পূর্ব্বে বিদেশীয় কোম্পানীর মুখ চাহিয়া থাকিতে হইত, কিন্তু আর তাহার আবশ্যকতা হইবে না। বাংলার যুবক-সমাজ এইরূপে দেশের টাকা দেশে রাখিবার চেষ্টা করিলে বহু মঙ্গল সাধিত হয়। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে নবস্থাপিত কোম্পানীর মঙ্গল কামনা করি।

মালবাজী তথাকথিত অস্পৃশ্যদিগের দীক্ষা দান করিয়া মন্দির প্রবেশে অধিকার দানের চেষ্টা করায় বসুমতী তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন। আনন্দবাজার এই বিষয়ে বসুমতীর সহিত একমত হইতে পারিতেছেন না। এই দীক্ষার স্বরূপ কি হইবে তাহা না জানিয়া এখন হইতে মত প্রকাশ করা যায় না।

বেঙ্গল চেম্বার-অব-কমার্সের মতে বঙ্গীয় সরকার বাহাদুরের অবলম্বিত অর্থনীতি, শিল্প শিক্ষার অব্যবস্থা, মূলধনের অভাব এবং কারখানায় থাকিয়া অভিজ্ঞতা লাভের উপায় না থাকা বাঙ্গলা দেশের শিল্পক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল না পাইবার কারণ। এতদ্ব্যতীত বাজারের চাহিদার অভাব এবং বিদেশীদিগের সহিত প্রতিযোগিতা আছে। গবর্ণমেণ্ট আনুকূল্য করিলে ছোটখাট কল, সাজ সরঞ্জাম, কাগজ প্রভৃতি বঙ্গদেশে খুব বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে।

সমর-ঋণ এবং অর্থনৈতিক সমস্যা ক্রমশঃ জটিল হইয়া উঠিতেছে। ঐ সম্বন্ধে আমেরিকার বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট মিঃ হুভার এবং ভাবী প্রেসিডেণ্ট মিঃ রুজভেল্টের পরামর্শে স্থির হইয়াছে যে, ইংলণ্ডের সহিত পরামর্শ করা আবশ্যক। এই দুইটী সমস্যার মীমাংসা হইতে বহু সময় অতিবাহিত হইবে। কেবল ইংলণ্ড, নয়, আমেরিকার অন্যান্য অধমর্ণ জাতিদিগের ঋণ সম্বন্ধে শেষ মীমাংসা করিতে হইবে। মিশরকে স্বর্ণ দিয়া সুদ পরিশোধ করিতে হওয়ায় বার্ষিক চার কোটি টাকা বেশী সুদ লাগিবে, একে কৃষি ও বাণিজ্যের দুর্দ্দশা হওয়ায় সকল দেশেই গবর্ণমেণ্টের আয় হ্রাস হইয়াছে এবং তাহার উপর দেনা পরিশোধ। বোধ হয় সকল জাতিকেই মিশরের ন্যায় সর্ব্বনাশ গ্রস্ত হইতে হইবে।

জাপানীরা এক বড় চাল চালিতেছে। শুল্কের হার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় ভারতে জাপানী কাপড়ের ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এই জন্য তাহারা ভারতীয় মূলধনে বঙ্গদেশে কারবার করিবে এবং জাপান হইতে কল আমদানি করিয়া বঙ্গদেশে কারখানা স্থাপন করিবে। কর্তৃপক্ষ জাপানী এবং শ্রমিক ভারতীয় হইবারও প্রস্তাব হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট অতি স্পষ্ট ভাষায় রাজনৈতিক বন্দীদিগের মুক্তি সম্বন্ধে জবাব দিলেও অনেকে এখনও হাল ছাড়িতেছেন না। একজন সদস্য তাঁহাদের মুক্তি সম্বন্ধে যে সব কাগজপত্র আছে তাহা গবর্ণমেণ্টকে ব্যবস্থাপক সভায় দাখিল করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন বলিয়া রাজনীতিক মহলে প্রকাশ।

সুদিন ও দুর্দ্দিন

(শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

যেদিন আমরা স্ত্রীপুত্র প্রভৃতির সেবা ও আত্মেন্দ্রিয়ের সেবা পরিত্যাগ করিয়া হৃষীকেশের সেবা করিতে শিখিব, সেই দিন প্রকৃত শান্তি আসিবে। হৃষীকেশের সেবায় যে পরম শান্তি আসিবে উহা জাগতিক শান্তির মত ক্ষীণও বিধ্বংসিনী নহে। উহা ক্রমবর্দ্ধনশীল। এই শান্তি যে দিন আসিবে সেই দিন অশান্তি জগৎ হইতে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিবে। বর্ত্তমান যুগের জড়পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিগণের জগতে শান্তি বা সুদিন আনিবার জন্য যে প্রচেষ্টা চলিতেছে উহা রাবণের স্বর্গে সিঁড়ি বাঁধিবার উদ্যম মাত্র।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, ২১ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৬, ১৯শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১লা ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৩ বুধবার ২৭৬তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীল প্রভুপাদ পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান নগরী ঢাকা সহরে পারমার্থিক সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী প্রদর্শন পূর্ব্বক তদ্দেশবাসী আপামর সাধারণকে সৎশিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করিয়া গত কল্য প্রত্যূষে ঢাকা মেল সহযোগে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিয়াছেন। অদ্যই শ্রীধাম-মায়াপুরেও পৌঁছিবার কথা আছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে আসিয়া গত কল্য প্রাতে শ্রীধাম-মায়াপুরে পৌঁছিয়াছেন।

গত ১৭ই মাঘ ৩০শে জানুয়ারী সোমবার দিবস শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী শ্রীমহাযোগপীঠে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাবোৎসব বিশেষ সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস অতি প্রত্যূষে শ্রীশ্রীবিনোদ-প্রাণজীউর মাঙ্গলিক আরাত্রিকাদি সম্পন্ন হইলে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে একটী কীর্ত্তন-সঙ্ঘ বাহির হইয়া শ্রীভক্তিবিজয় ভবন, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীবাসঅঙ্গন, শ্রীনৃসিংহ-মন্দির ও শ্রীগৌরকুণ্ড পরিক্রমা করিয়া অবশেষে শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের ছাত্র ও শিক্ষকগণ প্রত্যুষ হইতেই যোগপীঠ শ্রীমন্দিরকে সু-উচ্চ সংকীর্ত্তনরোলে মুখরিত করিতেছিলেন।

দিবা ১০ ঘটিকার সময় পুনরায় একটী সংকীর্ত্তনসঙ্ঘ শ্রীপাদ মুকুন্দবিনোদ অধিকারী প্রভুর নেতৃত্বে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে বাহির হইয়া শ্রীযোগপীঠে পৌঁছেন। অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীচৈতন্য ভাগবতের পঞ্চদশ অধ্যায় হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পাণিগ্রহণ এবং সুকৃতিশালী বুদ্ধিমন্তখাঁর তাহার সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক পরমভাগবত শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি-এ, মহোদয় স্কুলের শিক্ষক এবং ছাত্রবৃন্দসহ উপস্থিত থাকিয়া বহু প্রকারে উৎসবটীকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। পাঠের শেষে ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে সকল ব্যক্তিকে চতুর্ব্বিধ রসসমন্বিত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সন্ধ্যার পর শ্রীচৈতন্যমঠের নাটমন্দিরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের প্রধান পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহোদয় বহুলোকের সমক্ষে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়া সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য, পরা ও অপরাবিদ্যার পার্থক্য, বর্ত্তমানে প্রচলিত শ্রীকৃষ্ণের অপাশ্রিতা শক্তি ছায়া-সরস্বতীর অবিধি-পূর্ব্বক পূজার অভিনয়ের অসাধুফল এবং শ্রীকৃষ্ণবদনবিলাসিনী বাণীদেবীর শুষ্ঠু-পূজার বিধি এবং তাহার অমৃতময় ফলের বিষয় উল্লেখ করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দেন।

ঢাকা ২৮।১।৩৩

ঢাকা সৎ-শিক্ষা প্রদর্শনীর সময় আরও ৩ দিন বর্দ্ধিত হওয়ায় পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণ অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। গতকল্য হইতে লোকসংখ্যা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইতেছে। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত দর্শকবৃন্দের ভীড় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হয়। বিভিন্ন স্থলে শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ অবস্থিত থাকিয়া দর্শনীয় বিষয়গুলির তাৎপর্য্য ও শিক্ষা অতি সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিতেছেন।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতরত্ন, পণ্ডিত শ্রীপাদ ভবসিন্ধুচ্ছিদ্দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের সেক্রেটারী শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, পণ্ডিত শ্রীপাদ অদ্বয়জ্ঞানানন্দ দাস-অধিকারী বি-এ, ভক্তিশাস্ত্রী ও পণ্ডিত শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতিঃ মহোদয়গণ গত কল্য ঢাকা নগরীতে জগদ্‌গুরু ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা সমবেত দর্শক-মণ্ডলীকে প্রদর্শনীর শিক্ষা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতেছেন।

সঙ্কীর্ত্তনাব্ধির সপ্ত-লোল-জিহ্বা দ্বারা নদীয়াচক্রদেশসমূহকে অতি সত্বর বিশুদ্ধ ও ধন্য করিবার উদ্দেশ্যে বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা সম্প্রতি জলবাহন মোটর-নৌকার ব্যবস্থা করিতেছেন।

গত ৩০শে জানুয়ারি তারিখে আরা-জেলার অন্তর্গত সিউয়ান সহরের হরিসভার সভাপতি মহোদয় নদীয়া-প্রকাশের কার্য্যালয়ে তারযোগে জ্ঞাপিত করিয়াছেন যে, হরিসভাগৃহ-নির্ম্মাণ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে এবং ঐ তারিখে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু গৃহদ্বার উন্মোচন করেন। এই উপলক্ষে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর নেতৃত্বে বিরাট সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং শোভাযাত্রা বাহির হয়।

হরিসভার প্রেসিডেণ্ট মহোদয় আরও জানাইয়াছেন যে, গত ১৭ই তারিখে ভক্তি-সারঙ্গ প্রভু বিহার এবং উড়িষ্যা প্রদেশের লাট সাহেবের সহিত কথাবার্ত্তায় তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বাণী শ্রবণ করাইয়াছেন।

তিনি গবর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ম্মচারি-গণের মধ্যে অনেকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের নিকট শ্রীল প্রভুপাদের আচরিত বাণী প্রচার করিয়াছেন। সিউয়ান সহরের প্রধান প্রধান গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের বিশেষ অনুরোধে তিনি কয়েকদিবস সেখানে অবস্থান করিয়া শুদ্ধ হরিকথা প্রচার করিয়া সহর পবিত্র করিতেছেন।

সেই সে পরম বন্ধু সেই পিতামাতা। শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২১ মাধব, ভূত অনিরুদ্ধ

আচার্য্যের বাণী

জগতের তরঙ্গায়িত অবস্থায় যে সব বিচার উঠ্ছে তা' বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোত থেকে আত। সেই জন্য Pantheist school এর লোকগুলো বহির্জ্জগতের জ্ঞানকে আশ্রয় ক'রে নিয়ে লোককে বুঝাব এই রকম চেষ্টা ক'রে থাকে। যতদিন মানুষ শ্রৌত পথ আশ্রয় না করেন ততদিন সংকল্প বিকল্প করতে করতে দিন কেটে যাবে। প্রত্যক্ষবাদী, অনুমানবাদী থাকা কাল পর্য্যন্ত বাস্তব সত্যের রাজ্যে যেতে পারা যায় না।

Animation এর কথা স্বীকার করব না, এ'রকম বিচার যদি এ'সে উপস্থিত হয় বাস্তবিক চেতন ব'লে কোন জিনিষ নেই, Soda, acid মিশ্রিত হ'য়ে তা'র Composition এর দ্বারা Ebulition এসে উপস্থিত হচ্ছে, এ'রকম বিচার হ'লে অসুবিধা ঘটবে। যদি ইন্দ্রিয়-ভোগটাই আমাদের দরকার হয়, আর এই রকম ব্যাপারে যদি আমরা Stick ক'রে থাকি, তা'হলে Mundane regionকে Transcend করতে পারব না।

Buddhism এর বিচার হচ্ছে Cessation of conception and perception. শঙ্করের বিচারে কেবল সম্বিৎ-শক্তির ক্রিয়া থাকবে, হ্লাদিনী ও সন্ধিনীর চিহ্ন থাকবে না। সার্ষ্টি, সালোক্য, সাযুজ্য প্রভৃতি মুক্তিতে নিজেকে Annihilate করা। Merge করব, এইটা Salvationist এর বিচার, আর ধর্ম্ম, অর্থ, কাম Elevationist এর বিচার।

যদি কেউ বলে যে, Africaতে ৭৩০০টা সিংহ আছে, আবার অন্য কেউ যদি বলে যে না, সেখানে মাত্র ৬০০টা সিংহ আছে—এই রকম কথা নিয়ে যদি ঝগড়া উপস্থিত হয়, তা'হ'লে সেখানকার Lion এর Subjective existence এ কোন ব্যাঘাত হয় না। এই রকম বিচার করতে গিয়ে জগতে বহু প্রকারের দার্শনিক মতবাদ সৃষ্ট হ'য়েছে।

ধর্ম্মার্থকাম বা মুক্তি যদি আমাদের Goal হয়, তা'হ'লে আমাদের প্রকৃত মঙ্গল হবে না। "ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবৎ ভক্তিসুখাস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥" যতদিন ঐ ডাইনী দু'টোর হাত থেকে ছুটী না পাবে ততদিন ভক্তির সন্ধান পাবে না। Pessimistsরা জগতের সম্বন্ধে একটা Cynical view নিচ্ছে এবং ত্যাগের পথ ধরছে; আবার Optimistsরা জগৎকে খুব ভাল দেখে; তাকে বেশ ভোগাগার মনে ক'রে বড়শীতে টোপ ধরতে ছুটেছে। বৈষ্ণবগণ কিন্তু ঐ রকম চিন্তাস্রোতের লোক নন্। তাঁ'রা মুক্ত; ভোগও চান্ না, আবার ত্যাগও চান্ না, তাঁ'রা যুক্ত-বৈরাগ্যের পক্ষপাতী।

সব Soundই Transcendental হ'তে পারে, যখন উহারা চক্ষু, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সকলকে Regulate করতে পারে। কর বস্তু হ'চ্ছে জগৎ—প্রকৃতি হইতে জগৎ। অক্ষর বস্তুর আলো না পরাবিদ্যার ব্যাপার। অক্ষজ ক্রিয়ার (Empirical activityর) দ্বারা যাহা কিছু জাত হ'য়েছে, সব কাজে লেগে যাবে যদি পরাবিদ্যার আলোচনা করি। Iconoclast এর বিপরীত শব্দ হ'চ্ছে Iconographer. পূজ্য বস্তুর পূজা কার্য্যটা যাহার সাহায্যে গ্রহণ করি, সেইটা অর্চ্চা বস্তু। যতক্ষণ ভোগ দর্শনে আবদ্ধ থেকে ব্যাপারটা গ্রহণ করি, ততক্ষণ অপরাবিদ্যার আলোচনা হয়।

Pantheist school কর্ম্মেন্দ্রিয়ের পরিচালনা-রাহিত্যকে বৈরাগ্য ব'লেছেন; অর্থাৎ কৃত্রিমভাবে Impersonal faceটা invoke করা। শ্রীমদ্ভাগবত অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকেই একমাত্র বাস্তব বস্তু ব'লে প্রতিপন্ন ক'রেছেন। তিনি পঞ্চ মুখ্য রস এবং সপ্ত গৌণ রস এই দ্বাদশ রসেরই আধার; তিনি দ্বাদশ রস-কাননের মধ্যে লীলাবিশিষ্ট। ভিন্ন ভিন্ন School এ দ্বাদশ রসের কথা নাই, কিন্তু কৃষ্ণতেই সমস্ত রস পূর্ণভাবে আছে। ভাগবত সেই কৃষ্ণের কথাই ব'লেছেন।

মনোধর্ম্মের বিচারে আমাদিগকে Sceptics, Agnostics, Pantheists প্রভৃতি ক'রে তুলছে। যাহা সনাতন নিত্যবস্তু তাহাকে মানব-জ্ঞানের দ্বারা আবরিত করবার যে চেষ্টা তাহাই ঐ সমস্ত বিচারে দৃষ্ট হয়। পবিত্র, অপবিত্র, শুদ্ধ, অশুদ্ধ, প্রভৃতি যে বিচার তাহা পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রবণে শুদ্ধ হ'য়ে যায়। "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥" অর্থাৎ যে কাল পর্য্যন্ত কর্ম্মফল ভোগে বিরক্তি না হয় অথবা ভক্তিমার্গে বা ভগবানের কথায় শ্রদ্ধা না জন্মে, তৎকাল-পর্য্যন্তই কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। জ্ঞানী বা ভগবদ্ভক্তের কর্ম্মানুষ্ঠানের দরকার নাই, ইহাই তাৎপর্য্য। এই শ্লোক আলোচনায় মনোধর্ম্মের বিচার স্তব্ধ হ'য়ে যায়।

আপনাকে ত্রিগুণাত্মক ব'লে মনে করলে শুদ্ধ অশুদ্ধ বিচার এসে উপস্থিত হয়। প্রফেসার রাধাকিষণের মত বুদ্ধিমান লোকও মায়াবাদের এক খানা বই লিখে ফেললেন। মন্ত্রসকলের Apparent face গুলির বিচার গ্রহণ ক'রে তা'রা বিপদে পড়ে গেল। সেই জন্য নামকীর্ত্তনই একমাত্র বস্তু ব'লে চৈতন্যদেব জানিয়েছেন। নাম নামী-অভিন্ন ব'লে, তজ্জন্য বৈকুণ্ঠ নামীবস্তু পরিকল্পিত ত্রিগুণাত্মক লোকের বোধগম্য হয় না। এক অদ্বয়জ্ঞানের উপাসনা করতে হ'বে। অদ্বয়জ্ঞান হ'তে Diviation নিয়ে—শব্দের অজরূঢ়ি বৃত্তি নিয়ে ধাবিত হ'লে অসুবিধার মধ্যে পড়তে হ'বে।

সাধারণের যত রকমের অভিধেয়ের বিচার আছে সে-গুলি সবই শ্রেয়ঃপন্থা, তা'তে কৃষ্ণসেবার কথা নাই; কাজেই অভিধেয়সিদ্ধ হয় না। গীতা "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে অদ্বয় জ্ঞানের কথা ব'লেছেন, সেইটা বুঝ্তে পারলেই মঙ্গল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সেই আদর্শটা নিজের-জীবনে প্রদর্শন ক'রেছেন। তাঁহার চরিত্র আলোচনা করলে জানতে পারি যে, কৃষ্ণ ভজন ব্যতীত আমাদের অন্য কোন কৃত্য নাই। অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণ আমাদের সেবার বিষয় হউন, ইহাই শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা। অনেকে হয়ত ইহাকে একটা নূতন কথা বলে মনে করবেন।

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ। হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥" শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীবিষ্ণুতে অকিঞ্চনা ভক্তির কথা ব'লেছেন। অকিঞ্চনা-ভক্তি বা Unalloyed devotion এ-রকম ভক্তি যা'র বিনিময়ে কিছু প্রার্থনা নাই। কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা যদি কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণের সেবা হয় তবেই মঙ্গল হয়, নচেৎ কৃষ্ণসেবা ক'রে তা'র বিনিময়ে কিছু গ্রহণ ক'রে যদি সেইটা কৃষ্ণেতর-আত্মীয়বর্গের অথবা ঘোড়া কুকুর প্রভৃতির সেবায় লাগাই তা'হ'লেই অমঙ্গল হ'ল।

কোন্ বস্তু সেব্য তাহা আগে নিরূপিত হওয়া চাই। অন্য বস্তুর সেবায় দ্বারা সেবার পূর্ণতা সাধিত হয় না। অনেকে মনে করেন—বৃহদ্বস্তুর জ্ঞান দ্বারা আমাদের সব সুবিধা হ'বে। তাঁ'রা কেবল চেতনের বৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেন; আবার যোগী সম্প্রদায় চেতন বৃত্তির সহিত সংযোগে নিজাস্তিত্ব বিনাশ করবার চেষ্টা ক'রে থাকেন। Universal Godhead এর বিচারে নিজাস্তিত্বের বিনাশ হয় না। "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য...... ত্রিলোক্যাম্" শ্লোকে কেবল জ্ঞানটা নিরাস করা হ'য়েছে। কর্ম্মরাজ্যে একটা মস্ত বিপদ র'য়েছে; কম্বল ধরতে গিয়ে ভালুক ধরার মত। ভালুক শেষে আর ছাড়তে চায় না। কর্ম্ম করতে গিয়ে কর্ম্মের পাশগুলো ওতঃপ্রোতঃ ভাবে এমন আবদ্ধ ক'রে ফেলে যে, শেষে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। এইরূপ গৃহব্রতগণের চিত্র প্রহ্লাদ মহারাজ ভাগবতের শ্লোকে বর্ণন ক'রেছেন—"মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাং অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্॥"

পুরুষের মুখোস্, স্ত্রীলোকের মুখোস্ পরে আমরা রঙ্গমঞ্চে যে অভিনয় করছি তাতে জঞ্জাল আমাদের বেড়ে যাচ্ছে; কর্ম্মাগ্রহিতা ক্রমশঃই বাড়্তে চ'লেছে। অতএব আমরা মূর্খতা পরিহার ক'রে বিজ্ঞ হ'ব। "অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্। তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥" ভাগবতের এই বিচার গ্রহণ করব; বিষ্ণুর সেবা করলে আর কিছুরই আবশ্যক হ'বে না।

শ্রীচৈতন্যদেব যে চিন্তাস্রোত দি'য়েছেন, সেই চিন্তাস্রোত অবলম্বন করলে কোন ব্যক্তিরই অসুবিধা হ'বে না। আমরা কি কেবল জড়ধর্ম্মে আবদ্ধ থেকে চিরকাল পড়ে থাকবো। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম থেকে আমাদের Degrade ক'রে দিয়েছে। সাংসারিক ইন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত থেকে যে সমস্ত অসুবিধা হ'য়েছে তা' হ'তে উদ্ধার পেতে হ'বে।

জগতের লোকের সাময়িক দুঃখ কষ্টের অপনোদন করবার চেষ্টা না দেখিয়ে বৈষ্ণবগণ হরিসেবা করবার পরামর্শ দিয়ে থাকেন দেখে লোকে বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বুঝ্তে না পে'রে মনে করে, এ কেমন বিচার? বৈষ্ণব কর্ম্মী নয়, জ্ঞানী নয়, পুণ্যের জন্যও বৈষ্ণব ব্যস্ত ন'ন। বৈষ্ণবগণ জীবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাময়িক দুঃখ নিবারণের জন্য ব্যস্ত হ'ন না, পরন্তু তাঁহারা যে দয়া করেন তা'তে জীবের যাবতীয় দুঃখের মূল কারণ গুলি নষ্ট হ'য়ে যায়।

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা

নদীয়া প্রকাশ

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১।	ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত	
২।	শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র	৪০৲
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত	২৮৲
	একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড	।৶০
৩।	ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲
৪।	ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১৲
৫।	গৌড়ীয়-গৌরব	।৶০
৬।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	।৶০
৭।	ভজনরহস্য	॥০
৮।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
৯।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	
	ঐ (বাঁধা)	
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১০।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)	
	ঐ (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১১।	গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥০
১২।	মুক্তমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব)	২৲
১৩।	বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)	॥০
১৪।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১৫।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৬।	গৌড়ীয় কণ্ঠহার	২৲
১৭।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	॥৶০
	ঐ (বাঁধা)	৸০
১৮।	দ্বীপ-দিগ্ দর্শন	৶০
১৯।	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	।৶০
২০।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	॥০
	ঐ (আবাঁধা)	।৶০
২১।	নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা	৸০
২২।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶০
২৩।	গীতমালা	⁄১০
২৪।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৵০
২৫।	ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৵০
২৬।	নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ)	৶০
২৭।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
২৮।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।০
২৯।	শরণাগতি	⁄০
৩০।	গীতাবলী	⁄০
৩১।	চিত্রে নবদ্বীপ	১॥০
৩২।	সাধনকণ	⁄০
৩৩।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	⁄০
৩৪।	নবদ্বীপশতক	⁄০
৩৫।	অর্থপঞ্চক	⁄০
৩৬।	সদাচারস্মৃতিঃ	⁄০
৩৭।	কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)	⁄১০
৩৮।	অর্চ্চনকণ	⁄১০
৩৯।	সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)	॥০
	ঐ (আবাঁধা)	।৵০
৪০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	১৲
৪১।	ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৪২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
৪৩।	মণিমঞ্জরী সানুবাদ	।০
৪৪।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৪৫।	পুরুষার্থ বিনির্ণয়	।০
৪৬।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৪৭।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
৪৮।	গৌড়ীয়মঠ কি করেন ?	⁄০
৪৯।	ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)	।০
৫০।	শ্রীভুবনেশ্বর	৵০
৫১।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৶০
৫২।	সাংখ্যবাণী	⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ	॥০
৫৪।	সটীক-শিক্ষাদশমূলম্	।০
৫৫।	তত্ত্ব সূত্রম্	।০
৫৬।	সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্	৶০
৫৭।	গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	⁄০
৫৮।	সারাংশবর্ণনম্	৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯।	রায় রামানন্দ	॥০
৬০।	নামভজন	।০
৬১।	রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্	।৶০
৬২।	লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।০
৬৩।	বৈষ্ণবীজম্	।০
৬৪।	হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং	⁄০
৬৫।	দি ভাগবত	।০
৬৬।	থিয়োটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন	।০
৬৭।	ব্রহ্ম-সংহিতা	২।।০
৬৮।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	॥০
৭০।	সাধন পথ	।০
৭১।	কল্যাণ-কল্পতরু	⁄১০
৭২।	গীতাবলী	⁄০
৭৩।	শরণাগতি	⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪।	শরণাগতি	⁄০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

প্রাপ্তির স্থান

১। **শ্রীচৈতন্যমঠ** শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। **শ্রীযোগপীঠ** ঐ
৩। **শ্রীবাস-অঙ্গন** ঐ
৪। **শ্রীঅদ্বৈত-ভবন** ঐ
৫। **কাজীর সমাধিপাট** ঐ
৬। **স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ** শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। **ভাগবত আসন** কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। **শ্রীএকায়ন মঠ** গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া
৯। **দ্বাদশগোপাল পাট** কাঠালপুলি, চাকদহ,
১০। **শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ** চাপাহাটী, (বর্দ্ধমান)
১১। **শ্রীমোদদ্রুমছত্র** মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। **শ্রীপ্রপন্নাশ্রম** আমলাযোড়া, রাজগঞ্জ বর্দ্ধমান
১৩। **শ্রীগৌড়ীয়মঠ** বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। **শ্রীপ্রপন্নাশ্রম** ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু হাওড়া
১৫। **শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ**, নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। **শ্রীগোপালজী মঠ** কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। **শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ** বালিয়াটী, ঢাকা।
১৮। **শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ** ময়মনসিংহ।
১৯। **শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ** চকুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
২০। **শ্রীপ্রপন্নাশ্রম** গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। **শ্রীগৌড়ীয় মঠ** রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
২২। **শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ** কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী
২৩। **শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ** উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। **শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ** ভুবনেশ্বর।
২৫। **শ্রীপুরুষোত্তম মঠ** চটকপর্ব্বত, পুরী।
২৬। **শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ** আলালনাথ পুরী।
২৭। **শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ** ভুবনেশ্বর, মানভূম।
২৮। **শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ** আগস্ত্যকুণ্ড, কাশী।
২৯। **শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ** প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ** পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।
৩১। **গৌড়ীয় মঠ** ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। **শ্রীপরমহংস মঠ** নৈমিষারণ্য,
৩৩। **শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ** হরিদ্বার।
৩৪। **শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ** কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

	নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১।	শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম-মায়াপুর
২।	শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	মেদিনীপুর
৩।	শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	চম্পহট্ট
৪।	শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫।	শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৬।	শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	লক্ষ্ণৌ
৭।	শ্রীভক্তিকেবল সাগর	মেদিনীপুর
৮।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	[illegible]
৯।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০।	শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
১১।	শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১২।	শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩।	শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	পুরী

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম্ম

ফর্ম্ম সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নে সকল রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা।

ইউনিয়ন বোর্ডের, [illegible] কোর্টের ব্যবহার্য্য

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা ৵০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩ নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ॥০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

কমি ৭ বৎসরের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৷০ আনা।

মিটিংএর নোটীশ বহি—১ খানা ॥০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ॥০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

[illegible] অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible] ব্যবহার জন্য ও আঃ শিশিতে [illegible] অবস্থায় ফোটবোতলের সমাপ [illegible] ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি [illegible] ॥৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭-৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৩-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৭, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫-৩১	৯-৫	১২-১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩৩	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

২১ হাজার তোলা চোরাই আফিং ধৃত

পেগুর আবগারী সুপারিন্টেন্ডেণ্ট মিঃ ডি, ও, বি, অরে পূর্ব্বে সংবাদ পাইয়া মান্দালয়ের মাংদিন এবং আজীর সমৌংকে ২১,১৮০ তোলা ওজনের ২৬৪ তাল আফিংসহ ধৃত করিয়াছেন। আফিং চোরেরা একটী মোটরে করিয়া আসিতেছিল। পুলিশ দল পূর্ব্বেই রাস্তায় লুকাইয়া ছিল। পুলিশ মোটরখানি আটক করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে মাংদিন বলে যে, গাড়ীখানির মালিক সে এবং একটী ছোট থলে হইতে সে একটী চাবি বাহির করিয়া দেয়। পুলিশ গাড়ী তল্লাস করিয়া আসনের নীচে আফিং পায়।

জেলে হাঙ্গামা

ডেরা ইস্মাইল জেলখানায় রাজনৈতিক বন্দীদের হাঙ্গামা সম্পর্কে তদন্তের নিমিত্ত ক্যাপ্টেন ই, এচ, কবকে স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করা হইয়াছে।

আত্মহত্যা

২৭শে জানুয়ারী "লণ্ডন টাইমস্" পত্রের বিশেষ সংবাদদাতা মিঃ পেটার্সন গুলী করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। কিছুদিন হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। স্বাস্থ্যভঙ্গই সম্ভবতঃ তাঁহার আত্মহত্যার কারণ।

মিঃ জি, আর পেটার্সন মাথায় রিভলবার দ্বারা গুলী করেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। অপরাহ্ণ সাড়ে ৫ ঘটিকার সময় মেডেনস হোটেলে তাঁহার নিজ কক্ষে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এফ, পি, পুল জনৈক পুলিশ কর্ম্মচারীসহ হোটেলে উপনীত হইয়া তদন্ত করেন। মিঃ পেটার্সন কিছুদিন হইতে রোগে ভুগিতেছিলেন। ডাক্তারগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, তাঁহার আভ্যন্তরীণ ক্ষত হইয়াছে এবং তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য সিমলার হাসপাতালে প্রেরণের ব্যবস্থা হইতেছিল। কয়েক দিন পূর্ব্বে লণ্ডন হইতে সাংসারিক ব্যাপার সম্পর্কে তিনি খারাপ সংবাদ পাইয়াছিলেন। একে ভগ্নস্বাস্থ্য, তাহার উপর ঐরূপ সংবাদ পাইয়া তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন।

কলেরা ও বসন্ত

মেদিনীপুর জেলার নানা স্থানে কলেরা ও বসন্ত হইতেছে। কাঁথি থানার নীলপুর ভগবানপুর থানার অন্তর্গত জলদী.ডী, খামটি, চাকাড্ডা। বাহাদুরপুর প্রভৃতি গ্রামে অত্যন্ত কলেরা হইতেছে। নন্দীগ্রাম, রামনগর প্রভৃতি স্থানেও কলেরা হইতেছে। কাঁথির চারিপাশের আবিলাগড়ী কুণ্ডরপুর, মনোহরচক প্রভৃতি বহু গ্রামে বসন্ত ছড়াইয়া পড়িতেছে।

আত্মহত্যা

মাদ্রাজে একটি লোকের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছিল, সে ছয় মাস ধরিয়া পালাইয়া ফিরিতেছিল। ডিণ্ডিগল হইতে নয় মাইল দূরবর্ত্তী বিলমপট্টি নামক স্থানে পুলিশ তাহার খোঁজ পায়। সে যেখানে লুকাইয়াছিল পুলিশ সেই স্থানটি ঘেরাও করিয়া ফেলে। তখন গত্যন্তর না দেখিয়া সে নিজের বন্দুকের গুলীতে আত্মহত্যা করে।

আফ্রিকায় ভারতীয় সমস্যা

জোহানেসবার্গের সেণ্ট মেরি গীর্জ্জায় সমবেত বহু ইউরোপীয়ানের সম্মুখে ভারতের এজেণ্ট কুনোয়ার সার মহারাজ বক্তৃতায় ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে উদার নীতি অবলম্বনের জন্য আবেদন করিয়াছেন।

"যে ব্যক্তি তোমাদের নেতা হইবে, সে তোমাদের সেবক হইবে" তিনি উক্ত আবেদনের সমর্থনে সেণ্ট মেথিউ এর এই উক্তি আবৃত্তি করেন। তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীকে বলেন যে, ভারতীয়গণ এশিয়াবাসী। এশিয়ার যে সমস্ত জাতির মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতাদের আবির্ভাব হইয়াছে তাহারা ভারতীয়দের জ্ঞাতি, খৃঃ এশিয়াবাসী ও অশ্বেতকায় ছিলেন। অশ্বেতকায় লোকদের পরিশ্রমের উপরই প্রথমে খৃষ্টধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। সেবার পথে এশিয়াবাসী সম্পর্কীয় সমস্যার সমাধান হইবে; দমন কিংবা উপেক্ষার পথে নহে।

লক্ষ্ণৌ জেলে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর অবস্থা ক্রমশঃই সঙ্কটাপন্ন হইতেছে। সম্প্রতি তাঁহার ওজন আরও দেড় পাউণ্ড হ্রাস পাইয়াছে। মোটের উপর তাঁহার ওজন ৫৫ পাউণ্ড কমিয়াছে। এখনও প্রত্যহ শরীরের উত্তাপ ১০০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং পেটের বেদনাও পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে।

সম্প্রতি যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তদনুসারে সম্ভবতঃ শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র আগামী ২৬শে ফেব্রুয়ারী লয়েড্‌স্ ট্রাইষ্টিনো কোম্পানীর জাহাজে বোম্বাই হইতে ইউরোপ রওনা হইবেন। কলিকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ নৈলেন্দ্রনাথ সেন তাঁহার সঙ্গে ইউরোপ গমন করিবেন।

ইউরোপ যাত্রার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র যে তাঁহার পিতা মাতাকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্ট সেই বিষয় বিবেচনা করিতেছেন।

গ্রেপ্তার

গত ২৬শে জানুয়ারী মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যে চাঞ্চল্য দৃষ্ট হয়। জলযোগের জন্য সভার কার্য্য স্থগিত হইবার আর বড় বেশী বিলম্ব ছিল না, সেই সময় নৈস্লাবিক ধ্বনি করিয়া কতিপয় ব্যক্তি দর্শকের গ্যালারী হইতে পটকায় আগুন ধরাইয়া উহা তলে নিক্ষেপ করে। ফলে কিয়ৎক্ষণ সভায় হট্টগোলের সৃষ্টি হয়।

দর্শকের গ্যালারীতে উপবিষ্ট ৭ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

মাদ্রাজ জেলা মিউনিসিপাল আইনের সংশোধক খসড়ার আলোচনার সময় এই ব্যাপার সংঘটিত হয়।

স্বাধীনতা দিবসে গ্রেপ্তার

কলিকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষা বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুত কে, পি, চট্টোপাধ্যায় এক অননুমোদিত শোভাযাত্রা পরিচালিত করিবার কালে চৌরঙ্গী ও কর্পোরেশন ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

ময়দানে গ্রেপ্তার

গত বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে প্রায় ১১৬ জন পুরুষ এবং ৬০ জন মহিলা এক শোভাযাত্রায় দলবদ্ধ হইয়া ময়দানে আগমন করেন এবং সভার উদ্দেশ্যে অক্টারলনি মনুমেণ্টের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন।

ঐ স্থানে বহু পুলিস মোতায়েন ছিল। তাহারা শোভাযাত্রার লোকদিগকে চলিয়া যাইতে বলে। কিন্তু শোভাযাত্রার লোকেরা পুলিসের আদেশ গ্রাহ্য না করিয়া মনুমেণ্টের দিকে গমন করিতে থাকেন। ঐ সময়ে পুলিস তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া গ্রেপ্তার করে।

এই বে-আইনী শোভাযাত্রা এবং সভা সম্পর্কে যে ৫০ জন মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়, তাঁহাদের মধ্যে তিনজন ব্যতীত আর সকলকেই মুক্তিদান করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তিনজন মহিলাকে আটক রাখা হইয়াছে।

সাইকেলে আরোহণ করিয়া বে-আইনী পত্রিকা বিলি করার সময় বৃহস্পতিবার প্রাতে সহরের জোড়াসাঁকো অঞ্চলে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহার নিকট কতকগুলি বে-আইনী পত্রিকাও ছিল বলিয়া প্রকাশ।

দুইজন লোককে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের নিকট গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাঁহারা অননুমোদিত সভার উদ্দেশ্যে পার্কে প্রবেশ করিতে চেষ্টা পাইতেছিলেন।

অননুমোদিত সভার উদ্দেশ্যে তারাসুন্দরী পার্কে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করায় পুলিস ৮ জনকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যায়।

একদল লোক শোভাযাত্রা করিয়া কর্পোরেশন ষ্ট্রীট দিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন। পরে তাঁহারা পতাকা উত্তোলন করিতে চেষ্টা পান। পুলিস ১০ জন শোভাযাত্রীকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে।

কলেজ স্কোয়ারে অননুমোদিত সভার চেষ্টা করায় পুলিস একজন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

অননুমোদিত সভার চেষ্টা করায় দেশবন্ধু পার্কে ৮ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

অননুমোদিত বিজ্ঞপ্তিপত্র বিলি করায় আরও ৫ জন যুবক গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

করগেট টীন, জানালা গরাদে
দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম
বেড়াঘেরা কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করে

শ্রীশ্রী গৌর সবরবী

দৈনিক

Reg No C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড ৷ সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৭৭তম সংখ্যা।

শ্রী চৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২০শে মাঘ বৃহস্পতিবার ১৩৩৯, ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩

নানা কথা

জার্ম্মেণীতে রাষ্ট্রীয় সমস্যা

ভনশ্লেচারের মন্ত্রিসভার পতন এবং একচ্ছত্র ক্ষমতাযুক্ত প্যাপেন গবর্মেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনায় সমগ্র রাষ্ট্রী মহলে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহারা প্যাপেনের কর্তৃত্ব লাভের সম্ভাবনাকে সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ বলিয়া মনে করিতেছেন।

প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবার্গ উহার প্রতিবাদে শত শত টেলিগ্রাম পাইতেছেন। জার্ম্মেন শ্রমিক সঙ্ঘ এক আবেদনে তাঁহাদের প্রেসিডেণ্টকে নিয়মানুগত ভাবে বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান করিতে অনুরোধ করিয়াছে।

ক্যাপ্টেন ভন প্যাপেন কিংবা হার হিটলার ভাবী চ্যান্সেলার হইবেন ইহা নিশ্চিত বলিয়া বোধ হইতেছে। প্রকাশ, প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবার্গ কাহার চ্যান্সেলার হইবার সম্ভাবনা তাহা জানিবার জন্য ভন প্যাপেনকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অভিমত জানিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ভন প্যাপেন মন্ত্রিসভা হইতে কোনও অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হন নাই।

নাজী ও জার্ম্মেন জাতীয় দলের মধ্যে আলোচনায় এখনও কোনও আপোষ মীমাংসার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। কেন্দ্রীয় দল এখনও নিরপেক্ষ আছেন। তাঁহারা যে দলের পক্ষ সমর্থন করিবেন, সেই দলই মন্ত্রিসভা গঠন করিবেন।

জার্ম্মেণীতে রাষ্ট্রীয় সমস্যা

নৌকায় বিস্ফোরণে ৫ জনের প্রাণনাশ

জালিয়াতির মামলা

বগুড়ায় বহু মহিলা গ্রেপ্তার

১৬ জন আহত

নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে ডি' ভ্যালেরার বিজয় লাভ

জীবন্ত দগ্ধ

নৌকায় বিস্ফোরণে ৫ জনের প্রাণনাশ

কালিকটের মাহী নদীতে এক নৌকায় একটী ভীষণ বিস্ফোরণ হইয়া গিয়াছে। কতিপয় মোপালা বকরীদ উপলক্ষে পটকা তৈয়ার করার জন্য তেলীবেরী হইতে কিছু পটাশ লইয়া মাহী যাইতেছিল। নৌকাখানি মাহীতে পৌঁছিলে উহা একখানি প্রস্তরখণ্ডের সহিত ধাক্কা লাগে। ফলে এক ভীষণ বিস্ফোরণ হয় তাহাতে ৫ জন মারা যায় ও ৩ জন আহত হয়।

জালিয়াতির মামলা

সিমলা সৈন্য বিভাগের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী মিঃ জি, ডি, গুপ্তকে জালিয়াতির অভিযোগে লাহোর স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে উপস্থিত করা হয়।

ফরিয়াদী পক্ষের বিবরণে প্রকাশ যে, মিঃ গুপ্ত প্রবঞ্চনার দায়ে দণ্ডিত হয়। আসামী ফিরোজপুর জেল হইতে সিমলার ডেপুটী কমিশনার ও ফিরোজপুরের জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট এই মর্ম্মে চিফ কমাণ্ডার ইন একখানা জাল চিঠি প্রেরণ করে যে, সরকারের চাকুরীতে তাহার পিতার সুনাম ছিল বলিয়া তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর জেলের কর্ত্তৃপক্ষ ডেপুটি কমিশনারের নিকট উক্ত পত্রের বিষয় জানাইলে তিনিও ঐ মর্ম্মে একখানা চিঠি পাইয়াছেন বলিয়া জানান। কিন্তু ঐ চিঠির সত্যতা সম্বন্ধে তিনি অস্বীকার করিলে সমস্ত ব্যাপার ধরা পড়ে। লাহোর সেন্ট্রাল জেলের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসামীর হাতের লেখা সনাক্ত করেন।

বগুড়ায় বহু মহিলা গ্রেপ্তার

এখানে "স্বাধীনতাদিবস" পালন করা হইয়াছে। অপরাহ্ণে কালীতলা ঘাটের নিকট একটি সভা করা হয় ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। শ্রীযুক্তা শশীবালা দেবী "স্বাধীনতা ঘোষণা বাণী" পাঠ করেন বলিয়া প্রকাশ। তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করা হয়। সভা বাড়ি পুলিশগণ হস্তগত করে। তাহারা নীরদাসুন্দরী দেবী, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, চারুবালা গুহ রায়, সাবিত্রী দেবী, নিভাননী দেবী, বসন্তকুমারী দেবী ও সরোজিনী দেবীকেও সেই সঙ্গে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যায় কিন্তু সকলকেই পরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

পাটনায় গ্রেপ্তার

পাটনায় ২৬শে জানুয়ারী তারিখে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত মোট ১৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০শে মাঘ, বৃহস্পতিবার ১৩৩৯

পাঠক অবগত আছেন যে, কোন কোন সংস্কারকামী কাশীক্ষেত্রে তথাকথিত অস্পৃশ্যদিগকে দীক্ষা দিতে অগ্রসর হইতেছেন।

———

আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি এবং পূর্ব্বেও বলিয়াছি যে দীক্ষায় উভয় পক্ষ অধিকারী হওয়া আবশ্যক, কিন্তু তাহা পরীক্ষা করিবে কে?

———

আয়র্লণ্ডে ফায়েনা ফেল অর্থাৎ ইংরাজ সম্পর্ক-বিরোধী ডি, ভেলেরার দলই সাধারণ নির্বাচনে জয় লাভ করিয়াছে। ইহার ফল কি দাঁড়াইবে, এখন বলা যায় না, তবে অনুমান করা যায় যে, ভূমি কর হ্রাস প্রাপ্ত হইবে, ইংরাজ-রাজের প্রতি বশ্যতা শপথ উঠিয়া যাইবে এবং বাণিজ্য বিষয়ে ইংলণ্ডের সহিত মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাইবে।

আজকাল যে কেহ ইংরাজী পত্রিকাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন, তিনিই পুরুষ এবং স্ত্রীলোকদিগের পোষাকের তারতম্য লক্ষ করিবেন। বর্ত্তমানে ইংরাজদিগের মধ্যে সম্ভ্রান্ত জমীদার হইতে সাধারণ ব্যবসায়ী পর্য্যন্ত সকলেই একরকম পোষাক পরেন; কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের চালচাল প্রতি সপ্তাহে পরিবর্ত্তিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুরুষেরাও নানা রঙের পোষাক ব্যবহার করিত এবং ফুটবল খেলোয়াড়দিগের ন্যায় বিভিন্ন রাজনীতিকের দল, চিকিৎসক, ধর্ম্মযাজক ও সাহিত্যিকের দল বিভিন্ন ধরণের পোষাক পরিত। ভারতেও কি ইংলণ্ডের শত বৎসরের উচ্ছিষ্ট আচার গৃহীত হইবে? বাঙ্গালী গান্ধি টুপি পরিয়া স্বাতন্ত্র্য জ্ঞাপন করিতেছে। বাঙ্গালীর নিজস্ব পোষাক ত্যাগ করিতেছে। কিন্তু নিজস্ব পোষাক ত্যাগ করায় লর্ড এন্ডেন এবং লণ্ডনের বিশপকেও রাস্তা দেখা করিতে দেখেন নাই। যে কোন কারণেই হউক না কেন নিজস্ব বেশ ত্যাগ করা ভাবদাসত্বের পরিচায়ক।

মন্দির প্রবেশ বিল লইয়া চারিদিকে সংবাদপত্র মহলে খুব হৈ চৈ আরম্ভ হইয়াছে। অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন আইনের পাণ্ডুলিপি মঞ্জুরী পাওয়ায় সংস্কার কামীরা আনন্দিত হইয়াছেন। কেহ কেহ এই আন্দোলনটী রাজনৈতিক আখ্যা দিতেছেন এবং বলিতেছেন যে, কংগ্রেস কর্ম্মীরা নিজেদের সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। কংগ্রেসের অন্যতম নেতা ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন যে, ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানে কংগ্রেসের কোন লোক নাই; তথাপি এই পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত ও আইনে পরিণত করিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা চলিতেছে যে, সংস্কারই মূল উদ্দেশ্য, কংগ্রেসের সম্মান চাওয়া হয় নাই। যাঁহারা বলেন যে, লোকপ্রিয় হইবার ও প্রভাব বাড়াইবার জন্য এই প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে, যদি বেশী লোক সমর্থন না করে, তাহা হইলে প্রস্তাবকারীদের ক্ষতি বেশী। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তাঁহারা ন্যায়ধর্ম্ম রক্ষার্থ অনেক প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির বিরাগ ভাজন হইতে অগ্রসর হইতেছেন। টিপ্পনী অনাবশ্যক।

গত ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে ভারতের বহু স্থানে 'স্বাধীনতা দিবস' প্রতিপালন উপলক্ষে শোভাযাত্রা, সভা প্রভৃতি হইয়া গিয়াছে। বোম্বাই সহরে পুলিশ লাঠি চালায়। কলিকাতায় বহু লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে। অন্যান্য স্থান হইতেও এইরূপ গোলমালের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। করাচী, পাটনা, নাগপুর, বারাণসী পাবনা, জলপাইগুড়ী প্রভৃতি স্থানে গ্রেপ্তার, হরতাল, পতাকা উত্তোলন প্রভৃতি চলিয়াছে। দক্ষিণ ভারতেও অনুরূপ সাড়া পড়িয়াছে।

———

দিল্লীতে গোলটেবিলওয়ালারা ক্রমাগত বড়লাট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন। নিমন্ত্রিতদিগের মধ্যে সার তেজ বাহাদুর সপ্রু, মিঃ মুকুন্দরাম রাও জয়াকর, সার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর, রাও বাহাদুর সার টি. ভি. কৃষ্ণম্ আচারী, আলোয়ারের রাজা, সার মীর্জ্জা ইস্মাইল খাঁ, খাঁ বাহাদুর হাফিজ হেদায়েৎ হোসেন, সি. আই. ই., এম. এল. এ প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য। মজার কথা এই যে যাঁহার সহিত পরামর্শ করিলে কাজ মিটিয়া যায়, তাঁহাকে বাদ দিয়া অপর সমস্ত লোকের সহিতই পরামর্শ চলিতেছে। বড়লাট সাহেবের সহিত কথাবার্ত্তার ফল এখনও প্রকাশ হয় নাই।

———

জার্ম্মানির গোলযোগ থামিল না। আবার জার্ম্মান মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছে এবং প্রেসিডেণ্টও পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়াছেন। রাজনৈতিক দল সমূহের মধ্যে সাড়া পড়িয়াছে। প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবর্গের অনুরোধ অনুসারে ভন্ প্যাপেন সমস্ত দলের খোঁজ খবর লইতেছেন।

———

ফরাসী দেশে মন্ত্রিদল পদত্যাগ করিয়াছেন। নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়া পর্য্যন্ত যাহাতে তাঁহারা নিজ নিজ কার্য্য চালান, সে জন্য প্রেসিডেণ্ট আলবার্ট লেব্রাঁ তাঁহাদিগকে অনুরোধ করেন। সকল বিষয়েই শত করা পাঁচ ভাগ কর বৃদ্ধির চেষ্টাতেই এই মন্ত্রি দলের পতন হইল। ফরাসী গবর্ণমেণ্টের আর্থিক অবস্থা বর্ত্তমানে অত্যন্ত খারাপ; বাজেটে লক্ষ লক্ষ টাকা ঘাটতি এবং সমর ঋণ-সমস্যা অমীমাংসিত। মজার কথা এই যে, জগতের স্বর্ণের শতকরা ৭৫ ভাগ আমেরিকা ও ফ্রান্সে জমিয়াছে; তথাপি ফরাসী গবর্ণমেণ্টের এই দশা এবং আমেরিকার শত শত ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গের লামবাই থানার অধীন কাটাগাটি গ্রামে সুখদেবী নাম্নী এক ব্রাহ্মণী বিধবাকে সামসুদ্দিন নামক একজন যুবক আক্রমণ করিয়া তাঁহার সতীত্ব নষ্ট করিবার চেষ্টা করায় ব্রাহ্মণী একটী রামদণ্ড দ্বারা আঘাত করিয়া সামসুদ্দিনকে নিরস্ত করে। সেই আঘাতের ফলে সামসুদ্দিন মারা যায়। ঐ স্থান মুসলমানপ্রধান। বহু মুসলমান সমবেত হইয়া স্থানীয় হিন্দুদিগকে প্রহার করে এবং সুখদেবীকে থানায় লইয়া যায়। দায়রা বিচারে জুরিরা একবাক্যে সুখদেবীকে নির্দ্দোষ বলিয়া মত প্রকাশ করেন এবং জুরিদের মুসলমান ফোরম্যান সাহেবের জন্য সুখদেবীকে পুরস্কৃত করিবার প্রস্তাব করেন। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, স্থানীয় মুসলমানগণ এই ব্যাপারে সুখদেবীর উপর এবং স্থানীয় হিন্দুদিগের উপর নির্লজ্জভাবে অযথা অত্যাচার করে। যাহা হউক, জুরিদের মুসলমান ফোরম্যান সাহেব পুরস্কারের প্রস্তাব করিয়া নিরপেক্ষতার প্রমাণ দিয়াছেন।

ইঙ্গ-পারস্য তৈল বিবাদ এবং চীন-জাপান সমস্যা লইয়া জাতিসঙ্ঘ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। পারস্য স্পষ্ট বলিতেছে যে, আজ সে দুর্ব্বল নহে; এবং ইংরাজের জাতিসঙ্ঘের নিকট নালিশ করিবার কোন অধিকার নাই; ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়া অনধিকার চর্চ্চা মাত্র, কারণ পারস্য গবর্ণমেণ্টের রাজ্যের মধ্যে একটা কোম্পানীর কোন অধিকার যদি সেই গবর্ণমেণ্ট কাড়িয়া লয়, তাহা হইলে অপর গবর্ণমেণ্টের সে বিষয়ে জড়ান ন্যায়সঙ্গত নহে। সুতরাং এ বিষয়ে জাতিসঙ্ঘের নিকট পারস্য অবনত হইবে না। জাপান এবং চীনও নিজেদের জেদ ছাড়িতে সম্মত নয়। জাতিসঙ্ঘের আইনের অপমান করিয়াই জাপান যুদ্ধ আরম্ভ করে। জাতিসঙ্ঘের নিরস্ত্রীকরণের পরামর্শে কেহই কর্ণপাত করিতেছে না এবং করিবে কি না সন্দেহ। এই প্রচেষ্টা ৩৪ বৎসর যাবৎ চলিতেছে; কিন্তু কোন জাতিই অন্য জাতিকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। ১৮৯৯ সালে রুষিয়ার জারের পরামর্শে যে বৈঠক বসে, তাহাতে কয়েকটী অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধ থামিয়া যায় বটে, কিন্তু নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টা সফল হয় নাই।

———

আজকাল যুব আন্দোলন বলিয়া একটা কথা প্রায়ই শুনা যায়। জগতের ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সমস্ত আন্দোলনই যুবকগণ দ্বারা পরিচালিত কিন্তু সে সমস্ত আন্দোলন যুব আন্দোলন আখ্যা প্রাপ্ত হয় নাই। এই আন্দোলন বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। ভারতে ইহা রাষ্ট্রীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ করিতে চায়, চীনে পুরাতন জাড্য দূর করিতে চায়, জার্ম্মানিতে বিশ্বপ্রেম ছড়াইতে এবং রুষিয়াতে সাম্যবাদ প্রচার করিতে চায়। মিশর এবং ইটালীর জাগরণও যুবক সৈন্য এবং যুবক ছাত্রদিগের কাজ। আমেরিকায় অনেক দিন আগে যুবকেরা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা প্রাপ্তি ঘটায়; এখন যুবকেরা যৌন মিলনের অবাধ চলনের জন্য ক্রমাগত প্রয়াস করিতেছে। রুষিয়ায় ১৫ মিনিটের চুক্তিতে বিবাহ হয়, সন্তানদিগের পালন জন্য দায়িত্ব সম্বন্ধেও অপরূপ উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে এবং জারজ সন্তান কথাটী উঠিয়া যাইতেছে। নৈমিত্তিক আবশ্যকতা অনুসারে একই জগতে বিভিন্ন আকার ধারণ করিতেছে; কিন্তু বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয় যে, এ সমস্তই একটা বিশ্বব্যাপী বিরাট আত্মপ্রকাশের প্রয়াসের ফল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, ২২ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৬ ২০শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২রা ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৩ বৃহস্পতিবার ২৭৭তম সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২৫শে এবং ২৬শে জানুয়ারী তারিখে ছাপড়া জেলার অন্তর্গত সিউয়ান সহরে—স্থানীয় প্রথম মুন্সেফ্ শ্রীযুক্ত বাবু রামপ্রসাদ ঘোষাল মহাশয়ের সভাপতিত্বে সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের হলে এক বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। স্থানীয় শিক্ষিত ভদ্র সমাজের বহুলোক সভায় সমবেত হইয়া সাগ্রহে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সম্পাদক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর শ্রীমুখবিগলিত ইংরাজী ভাষায় কীর্ত্তিত চৈতন্যবাণী শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হন।

পর দিবস শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ প্রভু স্থানীয় সেকণ্ড অফিসার পরমভাগবত শ্রীমন্মহা-প্রভুগতপ্রাণ, হরিসভা-স্থাপয়িতা, শুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-প্রচারে উৎসাহবান্ এবং উৎসাহ দাতা সঙ্কীর্ত্তনপ্রিয় শ্রীযুক্ত বাবু ভৈরব চরণ সিংহ মহাশয়ের বাংলোতে স্থানীয় সবাডিভিসনাল অফিসার বাহাদুর, অপর একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, শ্রীরাম-পুর রুগ মিলের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার সেন মহাশয় এবং সহরের উকিল মহোদয়গণের সমক্ষে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া সকলের তৃপ্তি সাধন করেন।

ঢাকা ২৪।১।৩৩

গত কল্য সুদূর ময়মনসিংহ হইতে ময়মনসিংহ কলেজের দর্শনশাস্ত্রের প্রাচীন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার বন্দ্যো-পাধ্যায় এম-এ, সংস্কৃত সাহিত্যের সিনিয়র অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র পাল বি এ (অনার্স), পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ গুহ এম-এ, ঢাকা মিউজিয়ামের প্রবীণ কিউরেটার শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ প্রভৃতি কয়েকজন শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীল প্রভু-পাদের পাদপদ্মে প্রদর্শনী অঙ্গনে উপস্থিত হইয়া সেই অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের শ্রীমুখ-বিগলিত বৈকুণ্ঠবাণী বহুক্ষণ ধরিয়া শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ উপযুক্ত শ্রোতা পাইয়া তাঁহাদের নিকট যে সকল সিদ্ধান্তবাণী ও জ্ঞানভাণ্ডারের সন্ধান প্রদান করিতেছিলেন তাহা তাঁহারা শ্রবণ করিয়া নিস্তব্ধভাবে চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান করিতেছিলেন এবং বুঝিতেছিলেন যে, মানব-জ্ঞানোত্থ আলোক সংগ্রহ করিয়া কোটী কোটী বৎসর এবং কোটী কোটী জন্ম ধরিয়া চেষ্টা করিতে থাকিলেও অন্ধকার রাত্রিতে সূর্য্য-দর্শনের চেষ্টার ন্যায় জাগতিক বা আধ্যক্ষিক জ্ঞান সম্বল করিয়া অদ্বয়জ্ঞান-বস্তুর সন্ধান পাইবার চেষ্টাও বৃথা।

এই সকল শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট শ্রীল প্রভুপাদ যে-সমস্ত অমৃতময়ী বাণী বর্ষণ করিয়াছেন, তাহা ভবিষ্যতে প্রবন্ধাকারে 'গৌড়ীয়' সম্পাদক মহাশয়ের সুলেখনী-দ্বারে প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। অবশেষে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদিগকে বলেন যে, আমাদের অন্য সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ ক'রে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ চেষ্টা পরিত্যাগ ক'রে বৈকুণ্ঠ নাম সেবোন্মুখ চিত্তে শ্রবণ কর্‌তে হ'বে। বৈকুণ্ঠ-শব্দ শ্রবণের দ্বারা আমাদের সব অসুবিধা ও অমঙ্গল বিদূরিত হ'বে। বৈকুণ্ঠ-শব্দ কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হ'লে, সেই শব্দের এমন একটা শক্তি আছে, যদ্দ্বারা অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি আপনা থেকে নিয়মিত হ'বে, নিজ নিজ পৃথক্ চেষ্টা দ্বারা তাহাদিগকে নিয়মিত কর্‌তে হ'বে না, অথবা সেইরূপ চেষ্টার দ্বারা কোন সুবিধা হ'বে না।

ভগবানের পুরুষোত্তমবাদিগণ অনৈতিক (Non-ethical) নহেন। তাঁ'রা গুণ-জাত জগতে আবদ্ধ নহেন। শ্রীল প্রভুপাদ "সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব শব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ" শ্লোক ব্যাখ্যা পূর্ব্বক বলেন যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীবের হৃদয় বিশুদ্ধ-সত্ত্বে অধিষ্ঠিত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের কথা বুঝ্‌তে পারা যাবে না। বিশুদ্ধ সত্ত্বে অধিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত হঠযোগ, রাজযোগ প্রভৃতির বিচার এ'সে আমা-দিগের অমঙ্গল ঘটা'বে।

প্রদর্শনীতে রাবণের স্বর্গের সিঁড়ির যে একটী চিত্র প্রদর্শিত হ'য়েছে, তা'তে দেখান হ'য়েছে রাবণ তা'র অসীম জ্ঞানের সাহায্যে অসীম রাজ্যে যা'বার চেষ্টা ক'রেছিল, তা'র ফলে ঐ সিঁড়িটী কিছুদূর অগ্রসর হ'য়ে প'ড়ে গি'য়েছিল। এই দৃষ্টান্তের দ্বারা আরোহ-পথের পথিক বা অভিজ্ঞতাবাদীর পতি-পদে পতনাশঙ্কার অনিবার্য্যতা প্রদর্শিত হ'য়েছে।

স্বর্গের উচ্চ সিঁড়ি নির্ম্মাণ কর্‌বার চেষ্টা অর্থাৎ অভিজ্ঞতা দ্বারা অতীন্দ্রিয় বস্তুকে স্পর্শ কর্‌বার যে চেষ্টা তাহা কিছু-দূর অগ্রসর হ'তে পার্‌লেও, কালে আরোহকারীকে ভূপৃষ্ঠে পতিত হ'তে হয়। তাহাতে অন্তিমে আরোহকারীর কষ্ট ও দুর্ভাগ্যের সীমা থাকে না। যাঁ'রা ঐকান্তিক শরণাগতির পথ অর্থাৎ সেবো-ন্মুখ চিত্তে বৈকুণ্ঠ-শব্দ শ্রবণের পথ পরি-ত্যাগ ক'রে অভিজ্ঞতা-বাদকে তত্ত্বজ্ঞ-জ্ঞান প্রাপ্তির প্রশস্ত পথ (Royal road) মনে করেন, তাঁ'দের রাবণের মত অবস্থা ঘটে। শাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত এই অভিজ্ঞতাবাদ বা আরোহবাদের নিরাস-কল্পে এই শ্লোকটী ব'লেছেন,—'যেঽন্যে-ঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধ-বুদ্ধয়ঃ। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ।'

সমাগত শ্রোতৃবৃন্দ সৎশিক্ষা প্রদর্শনীর এইরূপ সুমহান্ উদ্দেশ্য শ্রবণ ও বিষয় সমূহ দর্শন করিয়া পরমানন্দিত হ'ন এবং এইরূপ শিক্ষা দ্বারা জগতে নিত্যমঙ্গল সাধিত হউক ইহাই আমাদের বাঞ্ছনীয়, বলিয়া অভিমত প্রকাশ পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাগমন করেন।

সেই সে পরম বন্ধু সেই পিতামাতা। শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২২ মাধব, আদি কারণোদশায়ী

ঢাকা সৎশিক্ষা প্রদর্শনী

বিভিন্ন ব্যক্তির অভিমত

ঢাকায় সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী এই কয়েক দিনের মধ্যে যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে, তাহা স্থানীয় ব্যক্তিমাত্রেই অনুভব করিতে পারিতেছেন। নিরপেক্ষ শিক্ষিত সম্প্রদায় একপ্রকার বলিতেছেন, সাম্প্রদায়িক শিক্ষিত সম্প্রদায় এক প্রকার বলিতেছেন, জড়-ভোগসর্ব্বস্ববাদী এক প্রকার বলিতেছেন, নিরপেক্ষ অশিক্ষিত সম্প্রদায় এক প্রকার বলিতেছেন, পরমার্থপিপাসু ব্যক্তিগণ আর এক প্রকার বলিতেছেন।

নিরপেক্ষ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক সেদিন 'গৌড়ীয়' পত্রিকার সম্পাদক মহোদয়কে বলিতেছিলেন যে, বড়ই দুঃখের বিষয় আপনাদের এই প্রদর্শনীর এই সমস্ত বিষয় আদর করিবার লোক আমাদের দেশে অতি বিরল। এদেশে যাঁহাদের এই সমস্ত ব্যাপারে প্রসার করিবার ইচ্ছা আছে, তাঁহাদের হাতে টাকার অভাব, আবার যাঁহাদের হাতে অগাধ টাকা আছে, তাঁহাদের ঐ সব ব্যাপারে রুচির অভাব।

এদেশের ধনী লোকেরা জড়-ভোগৈক-সর্ব্বস্ব হইয়া নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য ব্যস্ত। এক একটা বোর্ডের বা মিউনিসিপালিটীর ইলেক্‌সন্ ব্যাপারে হাজার হাজার এমন কি লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করিতেছেন, কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপারে একশত টাকার সাহায্য তাঁহাদের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে না। আপনাদের চেষ্টা বাস্তবিকই প্রশংসনীয় এবং অনুসরণযোগ্য। ইচ্ছা হয় যে এই প্রদর্শনী হইতে প্রত্যেক দর্শনীয় বস্তুর (Exhibit এর) ভাল করিয়া ফটো তুলিয়া তদ্দ্বারা সুন্দর কাগজে একখানি এল্‌বাম্ প্রস্তুত করাইয়া এবং প্রত্যেক এক্‌জিবিটের সম্বন্ধে শাস্ত্রিক তথ্য ও শিক্ষা সন্নিবিষ্ট করিয়া এবং এল্‌বামখানি রেশমী কাপড়ে মণ্ডিত করিয়া পাশ্চাত্য জগতে প্রেরণ করি।

ভারত যে একদিন পরমার্থ-রাজ্যের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া সমস্ত পৃথিবীকে তাহার কৃপা-কণা বিতরণ করিয়াছিল এবং তাহার নিদর্শন যে অদ্যাবধি বিলুপ্ত হয় নাই, ভারতের গৌরব এখনও বিলুপ্ত হয় নাই, সেই ভারত এখনও সমস্ত পৃথিবীকে পরমার্থ জগতের বাস্তব শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার স্পর্দ্ধা রাখে—এই শিক্ষা শুধু পাশ্চাত্য দেশ কেন, সমস্ত ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি তথাকথিত সভ্য জগৎ অনুধাবন করুন। তাঁহারা দেখুন, শুনুন ভারতের অভ্যন্তরে কি মহামূল্য মণিরত্ন নিহিত আছে।

পাশ্চাত্য জগৎ গুণের আদর করিতে জানেন; এই রকম একখানা এল্‌বাম্ (Album) প্রস্তুত করিয়া বিলাতে পাঠাইতে পারিলে, সেখান হইতে আমরা খুব সহানুভূতি পাইব বলিয়া আশা করিতে পারি। জানি না, এইরূপ কার্য্যে অর্থানুকূল্য করিবার জন্য আমাদের দেশের কয়জন ব্যক্তি হস্ত প্রসারণ করিবেন। কিন্তু এই প্রদর্শনীটী যদি বিলাতে বা আমেরিকায় অনুষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে ইহাও সাতটী আশ্চর্য্যের মধ্যে (Seven Wonders of the world) একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইত। আমাদের দেশের কপাল মন্দ, তাই গুণের আদর এদেশে নাই।

আবার এক শ্রেণীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থান্বেষি-সম্প্রদায় শুক্রাচার্য্য ও বলি মহারাজের দৃষ্টান্তে, বহু দেবতার পূজার পরিবর্ত্তে বৃক্ষের মূলে জল সেচনের ন্যায় সর্ব্বেশ্বরেশ্বর অচ্যুতের সেবার উৎকর্ষতার দৃষ্টান্তে ভীত হইয়া অনর্থক চিৎকার করিয়া বলিতেছে যে, গৌড়ীয় মঠ প্রদর্শনী খুলিয়া একটা মহা কঙ্কাল আনয়ন করিতেছেন এবং আমাদিগের পৈত্রিক ঈশ্বর-বিশ্বাসের মূলে কুঠার-আঘাত করিতেছেন। "যত মত, তত পথের" বহুমাননকারী ব্যক্তিগণ ঐ সকল স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিগণের সহিত ধুয়া গান করিতেছে এবং তৎফলে তাহারা বাস্তব সত্যের পথ হইতে বঞ্চিত হইতেছে।

সে-দিন ঢাকার মফঃস্বল হইতে এক-শ্রেণীর ভদ্রলোক প্রদর্শনী দেখিতে আসিয়া শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুকে বলিতেছিলেন শোনা গেল,—"মহাশয় আপনারা এই সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী খুলিয়া যে আমাদের কি মহৎ উপকার করিয়াছেন, তাহা একমুখে ব্যক্ত করিতে পারি না। এরূপ সুযোগ কোনও দিন কোন পুরুষে হয় নাই এবং আবার হইবে, কিনা জানি না। আমরা মফঃস্বলে পড়িয়া থাকি, খাই দাই মরিয়া যাই, সৎকথা, ভগবানের কথা কোন দিন শুনবার সৌভাগ্য আমাদের হয় না।

আপনারা বহু অর্থ ব্যয় স্বীকার করিয়া এবং বহু শাস্ত্র মন্থন করিয়া যে শাস্ত্রের সার বস্তুটী আস্বাদন করিবার জন্য আমাদিগকে দিতেছেন, সেরূপ কয়জন করেন? একেত আমরা অল্পায়ুঃ, তাহার উপর আবার অর্থচিন্তা চমৎকার, তাতে শাস্ত্র পড়িয়া শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করা বড়ই দুরূহ। নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে লোক আসে তৈরী পাতে বসিয়া গিয়া দশ মিনিটের মধ্যে খাইয়া চলিয়া যায়, কিন্তু গৃহস্থকে সেই সমস্ত খাবার দ্রব্য তৈয়ারী করিতে কতদিন হইতে কত চিন্তা, কত চেষ্টা ও কত অর্থ-ব্যয় করিতে হয় তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অনুভব করিতে পারেন।

আপনাদের বহু বহু বর্ষের গবেষণায়, চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ের ফলে আমরা এইরূপ একটী উপাদেয় বস্তুর আস্বাদন করিতে পারিয়া কৃতকৃতার্থ মনে করিতেছি। শুনিলাম আপনারা মায়াপুর নবদ্বীপে ও কলিকাতায় এইরূপ প্রদর্শনী করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে আমাদের সুবিধা ঘটে নাই। আপনারা ঢাকা সহরে যদি এই রকম প্রদর্শনী না করিতেন, তাহা হইলে আমাদের মত মফঃস্বলবাসিদের কি কপালে আর কোন দিন ভগবানের কথা শুনিবার সৌভাগ্য হইত? যা'হোক আপনারা যা' করলেন তা' আর কি বলব।"

ঢাকায় বসিয়া পরদার আড়াল হইতে অনেক কথা শোনা যাইতেছে। আবার এক শ্রেণীর লোক বলিতেছে যে বর্ত্তমানে অর্থকৃচ্ছ্রতার দিনে এইরূপ প্রদর্শনী খুলিয়া দেশের অর্থ নষ্ট করান কর্ত্তৃপক্ষগণের উচিত হয় নাই। এই টাকাটা মিট্‌ফোর্ড হাসপাতালে (Dacca Mitford Hospital) দিলে কত উপকার হইত! অথচ যাঁহারা এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই 'মুকুল থিয়েটার' বা ঢাকার অন্যান্য 'টকি হাউসের' দৈনিক খরিদ্দার (Customer)। তদুপরি মাতাল হইলে "মাদক নিবারণী সভায়" (Temperance meeting এ) উপদেশকের আসন গ্রহণ করিতে যাওয়ার মত উপদেশকের অভাব নাই।

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এই শ্রেণীর ভারবাহী লোকসকল জানে না যে, শ্রীগৌড়ীয় মঠ সারগ্রাহী মাত্র, ভারবাহী নহেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠ দেহৈকসর্ব্বস্ববাদের ধুয়া গান করিয়া মনুষ্য-সমাজকে নিরানন্দের পথে, নরকের পথে পাঠাইবার প্রয়াসী হ'ন না। তাঁহারা জগতের সমস্ত বস্তুর চেতনার মধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া অনাসক্তভাবে সমস্ত বস্তুর সারভাগ গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ পূর্ব্বক নিত্যমঙ্গল লাভের পরামর্শ প্রদান করেন।

জগতের যে কোন সম্প্রদায় আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া যে সমস্ত ফল লাভ করেন, শ্রীগৌড়ীয়মঠ সেই ফলের সার্থকতা সম্পাদন করিতে জানেন বলিয়া তাঁহারা বড়ই চতুর। বৈজ্ঞানিক-জগতে যত কিছু আবিষ্কার হইয়াছে, সেই সমস্ত আবিষ্কারের ফল কি প্রকারে অমঙ্গলকর সাময়িক ইন্দ্রিয়-ভোগের পরিবর্ত্তে চরম ও নিত্য উপকারে লাগাইতে পারা যায়, তাহার কৌশল শ্রীগৌড়ীয় মঠই অবগত আছেন।

বৈজ্ঞানিকগণের ঐ সকল আবিষ্কারের ফল যদি কেবল জগতের ভোগ ও অনর্থের সেবায় নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা যে কিরূপ বিষময় ফল হইতে পারে তাহা বিগত মহাযুদ্ধে এবং বিভিন্ন দেশের জাতীয় সংঘর্ষের মধ্যে অনুক্ষণ দৃষ্ট ও পরিস্ফুট হইতেছে। বিজ্ঞানের দানসকল কি কেবল জগন্নাশকর কার্য্যেই নিয়োজিত হইবে? সারগ্রাহী শ্রীগৌড়ীয় মঠ কিন্তু জড়বিজ্ঞানের দানকে ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান শ্রীনাম-প্রেম প্রচারের দাসত্বে নিযুক্ত করিয়া জড়বিজ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য পরিপূরণ ও যথার্থ সার্থকতা বিধান করিতেছেন। সমগ্র জৈবজগতে ইহা দ্বারা নিত্য বাস্তব উপকার সাধিত হইতেছে ও হইবে।

আর ভারবাহী সম্প্রদায় সাময়িক মত্ততায় উহার সার্থকতা না বুঝিয়া শ্রীগৌড়ীয়-মঠের কার্য্যপ্রণালীর বিরুদ্ধে নানারূপ প্রলাপ বকিতেছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি মানবজাতিকে সাময়িক অর্থ ও ইন্দ্রিয়-তর্পণে নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে কামী, বিলাসী, ব্যভিচারী, কপট, হিংস্রক, দেহসর্ব্বস্ব, জড়-সর্ব্বস্ব করিয়া দিয়া তাহাদিগের চরম-কল্যাণের পথ রুদ্ধ করিয়া দিতেছে এবং সমাজ-শরীরকে দূষিত করিয়া ফেলিতেছে। আপাত মোহের উত্তেজনায় ভোগী-জীব তাহা বুঝিবার অবসর পাইতেছে না।

শ্রীগৌড়ীয়-মঠ কি করিতেছেন, ইহা কি তাহারা একবার চিন্তা করিবে না? শ্রীগৌড়ীয়-মঠ সমগ্র বিশ্ববাসীকে মায়ার মোহনিদ্রা হইতে এবং মায়ার দাস্য হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে যে পুনর্জ্জীবন প্রদান করিতেছেন, একথা তাঁহারা কি একবার ভাবিবেন না? "চৈতন্য চন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥" এই মহাজনবাণী কি তাঁহাদের বিচার্য্য-বিষয় হইবে না?

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

গ্রন্থ	মূল্য
১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্য ভাগবত	৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র	৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত	২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড	১৷৵০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব	১৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য	১৵০
৭। ভজনরহস্য	৷০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
ঐ (আবাঁধা)	
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	
ঐ (বাঁধা)	২৲
ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)	
ঐ (বাঁধা)	২৲
ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	৷০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণগৌরবঃ সানুবাদ (মাধ্ব)	২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)	৷০
১৪। জৈবধর্ম্ম	২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	৷৵০
ঐ (বাঁধা)	৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন	৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	১৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	৷০
ঐ (আবাঁধা)	১৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৵০
২৩। গীতমালা	৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ)	৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।০
২৯। শরণাগতি	৴০
৩০। গীতাবলী	৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ	১৷০
৩২। সাধনকণ	৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক	৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক	৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ	৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ)	৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ	৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)	৷০
ঐ (আবাঁধা)	১৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা	৷০
৪২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
ঐ (আবাঁধা)	৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ	।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয়	।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
ঐ (আবাঁধা)	১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ?	৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)	।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর	৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ	৵০
৫২। সাধ্যবাণী	৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

গ্রন্থ	মূল্য
৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ	৷০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্	।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্	।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্	৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্	৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

গ্রন্থ	মূল্য
৫৯। রায় রামানন্দ	৷০
৬০। নামভজন	।০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স্	১৵০
৬২। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্	।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং	৴০
৬৫। দি ভাগবত	।০
৬৬। থিয়োরেটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ অ্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন	।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা	২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

গ্রন্থ	মূল্য
৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি	৷০
৭০। সাধন পথ	।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু	৴১০
৭২। গীতাবলী	৴০
৭৩। শরণাগতি	৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

গ্রন্থ	মূল্য
৭৪। শরণাগতি	৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া প্রকাশ

প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধিপাট ঐ
৬। আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী নদীয়া
৯। মদনগোপাল পাট কাঠালপুলি, চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটী, (বৰ্দ্ধমান)
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বৰ্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাযোড়া, রাজবাদ-বৰ্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু, হাওড়া
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মান্দ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সগড়া, পুরী,
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর, মান্দ্রাজ।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ আগস্তকুণ্ড, কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পাঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম-মায়াপুর
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীধাম-মায়াপুর
৪। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৬। শ্রীভক্তিসর্বস্ব গিরি	লক্ষ্ণৌ
৭। শ্রীভক্তিকেবল সাগর	মেদিনীপুর
৮। শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	পাবনা
৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মান্দ্রাজ
১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	পুরী

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম

ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতীয় !

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা ⁄০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ৷৹ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টরী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বন্দোবস্তের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৵০ আনা।

মিটিং-এর নোটীশ বহি—১ খানা ৷৹ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ৷৹ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ৷৹ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

জ্বরাদির আবিষ্কার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, পাঁইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৸০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আর্দি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তেল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২১	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭ ৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০ ৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০ ৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৭, ১৬ ৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫-৩১	৯-৫	১২-১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫ ৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩৩	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯ ২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নির্বাচন দ্বন্দ্বে ডি' ভ্যালেরার বিজয় লাভ

আইরিশ নির্বাচন-সংগ্রামে বিজয় লক্ষ্মী মিঃ ডি' ভ্যালেরার কণ্ঠেই বরমালা পরাইয়া দিয়াছেন। অন্যান্য দলের তুলনায় তাঁহার দলই সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক সদস্যপদ অধিকার করিয়াছেন। অন্যান্য দলের সমস্ত সংখ্যা একত্র করিলেও তাহাদের মোট সংখ্যা হইতে মিঃ ডি' ভ্যালেরার দলে একটি সদস্য পদ বেশী আছে। আর যদি শ্রমিকদল উহার সহিত যোগদান করে তাহা হইলে উহার দলে ১০ জন সদস্য অধিক হইবে।

শনিবার রাত্রে ডাবলিন সহরে আইরিশ নির্বাচনের যে শেষ ফল ঘোষিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় বিভিন্ন দলের সদস্য সংখ্যা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে :—

ডি' ভ্যালেরার দল	৭৭
কসগ্রেভ দল	৪৮
স্বতন্ত্র দল	৮
শ্রমিক দল	৮
কেন্দ্র দল	১১
স্বতন্ত্র শ্রমিক দল	১

বিগত পার্লামেন্টে বিভিন্ন দলের অবস্থা বিবেচনায় দেখা যায় যে, ডি' ভ্যালেরার দল ৭টি অধিক কেন্দ্রে সদস্য পদ অধিকার করিয়াছেন। পক্ষান্তরে কসগ্রেভ দল ৯টি কেন্দ্রে হারিয়া গিয়াছে।

"এই ফল অবশ্যম্ভাবী"

মিঃ ডি' ভ্যালেরা জানাইয়াছেন যে, নির্বাচনের এই ফল অবশ্যম্ভাবী।

মিঃ ডি'ভ্যালেরা তাঁহার দলের মুখপত্র "আইরিশ প্রেস"এ এক বাণী প্রেরণ করিয়া বলিতেছেন, আমাদের জাতীয় নীতি এখন সুস্পষ্টভাবে নির্দ্ধারিত হইল। আমাদের মাতৃভূমিকে আবার তাহার পূর্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতে এবং তাহাকে আমাদের স্বদেশবাসীগণের সুখময় ও যোগ্য বাসস্থানে পরিণত করিতে আমাদের সকল নাগরিক শুভেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া আমাদের সহিত সহযোগিতা করিবেন—এই আবেদন কি এখন আমি করিতে পারিব না?

জীবন্ত দগ্ধ

দিল্লী হইতে পাঁচ মাইল দূরে নিজামুদ্দিন গ্রামের নিকটবর্ত্তী খড়ের স্তূপে পরিবেষ্টিত এক পশুশালায় ভীষণভাবে অগ্নিসংযোগ হয়। রাত্রি ৮ টার অব্যবহিত পূর্ব্বে দিল্লীর দমকল ঐ স্থানে পৌছিতে সমর্থ হয়। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। কয়েকটী পশু বিনষ্ট হইয়াছে। ইহা হইতেই প্রতীয়মান হয় যে দমকল পৌঁছায় বহু পূর্ব্বে আগুন লাগিয়াছিল। একটী মহিষ দুইটী গাভী, ২১টী ছাগল, এবং প্রায় ৪০টী মোরগ ভস্মীভূত হয়। ইহা ছাড়া একটী মহিষ ও একটি গরুর অবস্থা অতিশয় শোচনীয়।

ডাকাতির দণ্ড

জুরীদের সঙ্গে একমত হইয়া চট্টগ্রামের সহকারী দায়রা জজ মিঃ কে, বি, রায়, আব্দুর রহমান ও অপর দুইজনকে ডাকাতির অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া প্রত্যেককে ৫ বৎসর সশ্রম দণ্ড দিয়াছেন।

সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত কাঞ্চন গ্রামের নবীনচন্দ্র মহাজনের বাড়ী হইতে আসামীরা প্রায় একহাজার টাকা মূল্যের জিনিসপত্র লইয়া যায়।

---

১৬ জন আহত

দিল্লীর তিনমাইল দূরবর্ত্তী শাহদারায় বাস দুর্ঘটনার ফলে ১৬ জন যাত্রী আহত হইয়াছে। দিল্লী হইতে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়া দুইখানা বাস গাজিয়াবাদ অভিমুখে যাইতেছিল; যখন একখানা বাস অপরখানাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে চেষ্টা পায় তখন একখানা বাসের চালক গাড়ীর গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে অসমর্থ হওয়ায় উহা একটা খাদের মধ্যে গিয়া পড়ে। উহার ফলে ১৬ জন লোক আহত হয়। তন্মধ্যে ২ জন স্ত্রীলোক ও ৩ জন শিশু আছে। বাসখানা একদিকে সরিয়া গিয়া ঢালু জায়গা দিয়া গড়াইয়া পড়ে।

অগ্নিকাণ্ড

শ্রীহট্ট সহরের অন্তঃপাতী বন্দর বাজারে মহাজনপট্টীতে ভীষণ আগুন লাগে; ফলে কাপড় ও মনোহারী দোকান সহ সাতখানা দোকান ভস্মীভূত হয়। প্রকাশ প্রায় ৬০,০০০ হাজার টাকারও অধিক ক্ষতি হইয়াছে। কংগ্রেস-কর্ম্মীগণ স্থানীয় ছাত্রগণ, রামকৃষ্ণ মিশন এবং মিউনিসিপ্যালিটি দমকল সাহায্যে পূর্ণ একঘণ্টা চেষ্টার পরে অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে সমর্থ হয়।

ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে চুরি

কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে এক অতি দুঃসাহসিক চুরি আবিষ্কৃত হইয়াছে। চারিটি সাঁজোয়া গাড়ীকে ক্যালকাটা এণ্ড প্রেসিডেন্সী ব্যাটেলিয়নের সঙ্গে ডুকডাওয়ালের জন্য শীঘ্রই তাফাপুরে লইয়া যাইবার কথা ছিল। কিন্তু গ্যারেজ খুলিয়া দেখা গেল যে সাঁজোয়া গাড়ীগুলির বহু যন্ত্রপাতি খুলিয়া লইয়া তাহাদিগকে অচল করিয়া রাখা হইয়াছে।

অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল যে, গ্যারেজের পিছনের দেওয়াল হইতে ইট খুলিয়া একজনের যাতায়াতের মত ছিদ্র করা হইয়াছে। কাজেই তস্করগণ পাহারাওয়ালাদের দৃষ্টি এড়াইয়া তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে পারিয়াছে।

বাহিরের লোকের পক্ষে দুর্গে প্রবেশ করা সহজ ব্যাপার নহে, বিশেষতঃ রাত্রে। দুর্গের প্রধান দ্বারগুলিতে পাহারার বন্দোবস্ত থাকিলেও সরু একটি নালার মধ্যে দিয়া সহজেই দুর্গে প্রবেশ করা যায়।

মোটরবাস ও সাইকেলে সংঘর্ষ একজনের মস্তক চূর্ণ

বেলগ্রাম হইতে ৬ মাইল দূরে একটী বাসের সহিত একটী সাইকেলের সংঘর্ষ হয়। ফলে দুইজন লোক মারা গিয়াছে।

দুইটী লোক একটী সাইকেলের উপর চড়িয়া যাইতেছিল। সেই সময় একটী মোটরবাস আসিয়া তাহাদের উপর এমন জোরে ধাক্কা দেয় যে শিবাপ্পা নামক এক জন আরোহী ছিটকাইয়া রাস্তার মাঝখানে গিয়া পড়ে এবং তাহার উপর দিয়া মোটর বাস চলিয়া যায়। ফলে তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু ঘটে। অপর ব্যক্তির মাথাটি একেবারে চূর্ণ হইয়া যায় এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় রাষ্ট্রীয় সমস্যা

কেপটাউনে জেনারেল স্মাটস ইউনিয়ন পরিষদে এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া গবর্ণমেন্টকে পদত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন। রাজনৈতিক সমস্যা নূতন পথে প্রবাহিত হইয়াছে।

মিঃ টিলম্যান রুস প্রস্তাবিত মিলিত মন্ত্রী সভায় তাঁহার ও সাউথ আফ্রিকান দলের প্রতিনিধিদের সংখ্যা সম্পর্কে এক নূতন প্রস্তাব করিয়াছেন। সাউথ আফ্রিকান দল উহা বিবেচনা করিতেছেন।

আসানসোলে বিজলী বাতী

আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটীর সহিত মিঃ বাজপাইয়ের এক চুক্তিপত্র সহি হইয়া গিয়াছে। চুক্তিপত্রের দফার সর্ত্ত অনুসারে ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে আগামী ১লা মে তারিখের মধ্যে গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের পি. এন, আর পোল হইতে মুরুদ্দিন রোডের মোড় পর্য্যন্ত এবং মুরুদ্দিন মিস্ত্রী ও ডাঃ নিকল রোডের জংসন হইতে পি, পি. মিত্র ষ্ট্রীট ও নিকল রোডের জংসন পর্য্যন্ত বিজলীবাতী সরবরাহের লাইনের কার্য্য শেষ করিয়া উক্ত দুই রাস্তায় বিজলী বাতী প্রজ্জ্বলিত করিতে হইবে এবং দেড় বৎসরের মধ্যে সহরের অন্যান্য রাস্তায় বিজলী বাতী সরবরাহের কার্য্য শেষ করিতে হইবে।

মীরাট মামলার আসামীদের কঠোর দণ্ডের প্রতিবাদ

বীর বামনরাও যোশীর সভাপতিত্বে বেরার যুবক সমিতির সভ্যদের উদ্যোগে ২৯শে জানুয়ারী সন্ধ্যায় গণেশ থিয়েটার হলে একটি সভা হয়। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের কঠোর দণ্ডের প্রতিবাদ করিয়া যুবক সমিতির শ্রীযুত দেশপাণ্ডে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হয়।

রিভলভার আবিষ্কার

সেরপুরে একটি খালি বাড়ীতে একজোড়া রিভলবার ও কিছু গুলী বারুদ পাওয়া গিয়াছে। সরকারী বাড়ীর নিকটবর্ত্তী দালাতে গ্রামে শান্তি রায় নামক এক যুবক সম্প্রতি সেরপুর গমন করিয়া ঐ বাড়ীর নিকটবর্ত্তী এক বাড়ীতে বাস করিতেছিল। তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া জামালপুর মহকুমা হাকিমের এজলাসে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৯ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করা হইয়াছে।

নির্ব্বাচন

কাঁথি লোকাল বোর্ডের সভ্য নির্ব্বাচন সম্পর্কে ভোট গ্রহণ হইয়া গিয়াছে। কাঁথি থানার ৬০০০ ভোটারের মধ্যে মাত্র ১২৩ জন ভোট দিতে আসিয়াছিল।

খানাতল্লাস

দিল্লীতে মীরাট মামলার আসামীদের ফটোসম্বলিত কতকগুলি লাল ইস্তাহার পাওয়ার ফলে পুলিশ 'অর্জ্জুন প্রেসে' খানাতল্লাস করে এবং তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিবার পর মীরাটের আসামীদের ছবির ব্লকখানি লইয়া যায়।

ফোন .... শ্রীধাম
.... অগ্রদ্বীপ

দৈ নি ক

*Reg No C. 1544.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

THE NADIA-PRAKASH

মাহাত্ম্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার · নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৭৮তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২১শে মাঘ শুক্রবার ১৩৩৯, ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩

আগামী ২৬শে মাঘ, ৮ই ফেব্রুয়ারী বুধবার
হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর
প্রাচীন নবদ্বীপে

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব

উৎসবোপলক্ষে শ্রীনামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবেন।
১৮ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার হইতে ২৬শে
ফাল্গুন শুক্রবার পর্য্যন্ত নয়দিন নয়টি
পরিক্রমা হইবে।

২৭শে ফাল্গুন, ১১ই মার্চ্চ শনিবার হইতে দিবসত্রয়
শ্রীধাম মায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপের যোগপীঠে
শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব হইবে।

নানা কথা

প্যারিসে গবর্ণমেণ্টের করবৃদ্ধির প্রস্তাবের প্রতিবাদ

ফ্রান্সে গবর্ণমেণ্টের কর বৃদ্ধির প্রস্তাবে জনসাধারণের মধ্যে কিরূপ বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা প্যারিস সহরের কেন্দ্রস্থলে কয়েক হাজার করদাতার এক সভায় পরিলক্ষিত হইয়াছে। শ্রোতৃবৃন্দ চীৎকার করিয়া বলিতেছিল "যথেষ্ট কর দিয়াছি, আর অধিক কর দিব না।"

সভায় "রাষ্ট্রের অপব্যয়ের" প্রতিবাদসূচক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সভার পর মারামারি আরম্ভ হয়। পুলিশ বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের নিকট হইতে পতাকা কাড়িয়া লইয়া কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। শোভাযাত্রায় অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ অশ্বারোহী পুলিশ পরিবেষ্টিত হইয়া গন্তব্য স্থান অভিমুখে অগ্রসর হয়।

করবৃদ্ধির প্রস্তাবে ফ্রান্সের সর্ব্বত্র এইরূপ ভাবের সৃষ্টি হইতেছে। সরকারী কর্ম্মচারীগণ জানাইয়াছেন যে, বেতন হ্রাস করা হইলে, তাঁহারা উহার প্রতিকারের জন্য কড়া উপায় অবলম্বন করিবেন।

আত্মহত্যা

নির্ব্বাচিত সোভিয়েট নেতা ট্রটস্কির একমাত্র জীবিত কন্যা জানেভ ভলকফ বার্লিনে এক ঘরে একা বাস করিতেন। তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। গ্যাসের বিষের ফলে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার বয়স ৩২ বৎসর হইয়াছিল।

জানেভ ভলকফ ১৫ মাস পূর্ব্বে প্রিন কিপো দ্বীপ হইতে বার্লিনে আগমন করেন। তাঁহার নির্ব্বাসিত পিতা ঐ দ্বীপে বাস করেন। তাঁহার ক্ষয়রোগ হওয়ায়, তিনি এক স্বাস্থ্যনিবাসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি কয়েক মাস তথায় চিকিৎসিত হন।

কয় দিনের পূর্ব্ব দিন জার্ম্মেণ পুলিশ জানেভ ভলকফকে জানায় যে, তাঁহাকে জার্ম্মেণী হইতে বহিস্কৃত করা হইবে। ট্রটস্কির পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিদের ন্যায় তিনি রাশিয়ার নাগরিকের অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছিলেন।

গৃহকর্ত্রী গ্যাসপূর্ণ গৃহে জানেভ ভলকফকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখিয়া ডাক্তার ডাকিয়া পাঠান। ট্রটস্কির পুত্র লিওকেও অবিলম্বে সংবাদ দেওয়া হয়। লিও দুই বৎসর যাবৎ বার্লিনে অধ্যয়ন করিতেছেন।

লিওর ও বহিস্কারের আশঙ্কা

লিওকেও নাকি বহিস্কৃত করা হইবে বলিয়া ভয় দেখান হইতেছে। কিন্তু তাঁহার কতিপয় প্রতিপত্তিশালী বন্ধু আছেন। তাঁহারা বহিস্কার নিবারণ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন।

জানেভ ভলকফের স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার দুই সন্তান এখনও রাশিয়ায় আছে। ট্রটস্কির অপর কন্যা ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ায় টাইফয়েড রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

প্রিণকিপো দ্বীপে টেলিফোন করিয়া ট্রটস্কিকে তাঁহার কন্যার আত্মহত্যার সংবাদ জানান হইয়াছে।

যাহাতে এই আত্মহত্যার সংবাদ প্রকাশিত না হয়, তজ্জন্য ট্রটস্কি পরিবারের বন্ধুগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। পুলিশের বুলেটিনে অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে উহা উত্থাপিত হওয়ায় ঘটনার পাঁচ দিন পরে ঐ বিষয় জানা যায়।

আর্য্যসম্মেলন

লক্ষ্ণৌ আর্য্যসমাজের উদ্যোগে উহার বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে এখানে আর্য্য-সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। কালাকঙ্করের রাজা সাহেব উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিতে সম্মত হইয়াছেন।

লক্ষ্ণৌতে উক্ত সময়ে একটি হরিজন সংস্কার সম্মেলনের অধিবেশন করার জন্যও বন্দোবস্ত করা হইতেছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০শে মাঘ, শুক্রবার ১৩৩৯

কলিকাতায় বসন্তে সপ্তাহে দুইশত পর্যান্ত লোক মরিয়াছে; এখনও কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ বলেন যে, উহা মহামারীর আকার ধারণ করিলে, অর্থাৎ এখনও উহা মহামারীর আকারে দেখা দেয় নাই। সপ্তাহে কত লোক মরিলে মহামারী বলিয়া গণ্য হইবে, তাহা আমরা জানি না। যাহা হউক, কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ যে, এ বিষয়ে মনোযোগ দিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়।

———

ব্রহ্মদেশের ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাব অনুসারে ব্রহ্ম ভারতের সহিত একত্র থাকিতে চায়, কিন্তু পরে ভিন্ন হইবার অধিকার দাবী করে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এইরূপ অধিকার দান করিবেন না বলিয়া স্বায়ত্তশাসন দান করিবার পূর্ব্বেই ব্রহ্মদেশকে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করার সম্ভাবনা দেখা যায়। অনেকে সন্দেহ করেন যে, এই কারণে ব্রহ্ম ও ভারতে আর্থিক নিষ্পত্তির কথাবার্ত্তা চলিতেছে।

———

কোন কোন সাংবাদিক বলেন যে, বঙ্গদেশে যখন খদ্দর ব্যবসায় কলের সহিত প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করিতে পারিতেছে না, তখন দেশ কলে ভর্ত্তি করা যাউক। এ দেশে কুলির অভাব হইবে না। তন্তুবায় জাতির বহু শিল্পী বেকার বসিয়া আছে; তাহাদিগকে কিছু শিক্ষা দান করিলে, তাহারা দক্ষতার সহিত কার্য্য চালাইতে পারিবে। কল সম্বন্ধে বহু বিশেষজ্ঞ আছেন; কিন্তু তাঁহারা মূলধনের অভাবে কিছুই করিতে পারিতেছেন না। বাজার খারাপ হওয়ায় অনেকের হাতে টাকা মজুত আছে; তাঁহারা ঐ টাকা কাপড়ের কল বসাইবার জন্য খরচ করিলে সুবিধা হয়। বাংলাদেশে যে সমস্ত কল আছে, তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ যুবকদিগকে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিলে এই ব্যবসায়ে আরও বিশেষজ্ঞ পাওয়া যাইবে। ম্যানেজারী শিক্ষার জন্য অন্যান্য দেশের ন্যায় ব্যবস্থা করিলে অনেক কল সুপরিচালিত করা যায় এবং এই শ্রেণীর বিশেষজ্ঞের অভাব দূর হয়। অনেকের দৃঢ় ধারণা এই যে, অন্যূন আরও কুড়িটী কল বঙ্গদেশে অনায়াসে স্থাপিত হইতে পারে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এদিকে কাহারও কোন উৎসাহ দেখা যায় না।

———

পাঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত একটি প্রস্তাব অনুসারে, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে একটী তদন্ত কমিটি বসিয়াছে। কমিটির আলোচ্য বিষয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যবস্থার কিরূপে উন্নতিসাধন করা যায় এবং অধিকতর উচ্চশিক্ষা বিস্তারে বিশ্ববিদ্যালয় কি ভাবে সহায়তা করিতে পারে। কাউন্সিলে তদন্ত কমিটির প্রস্তাব উত্থাপন করিবার সময় মিঞা আহম্মদ ইয়ার খাঁ বলেন, 'কোন সাম্প্রদায়িক কারণের বশবর্ত্তী হইয়া আমি এই প্রস্তাব উত্থাপন করি নাই' প্রস্তাবের সমর্থনকারী কে, বি, দীন মহাম্মদও আশ্বাস দেন, কোনরূপ সম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। শিক্ষা-মন্ত্রী মালিক ফিরোজ খাঁ নূনও প্রস্তাবটী সমর্থন করিয়া বলেন—'আমি খুব স্পষ্টরূপেই বলিতেছি এবং কাউন্সিলের সকল সম্প্রদায়ের সদস্যগণের নিকট সানুনয় নিবেদন করিতেছি যে, বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্ব্বদা সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে রাখিতে হইবে। এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য, এই প্রদেশের শিক্ষা ব্যাপারকে পরিচালনা করা; জাতি ধর্ম্ম সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে যোগ্য শিক্ষা-ব্যবসায়ীদেরই ইহার সদস্য হওয়া উচিত।

———

তদন্ত কমিটি যখন বসিল, তখন পাঞ্জাবের কতকগুলি মুসলমান নেতা তদন্ত কমিটির সম্মুখে নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটী বিবৃতিপত্র দাখিল করেন—পাঞ্জাবে যাহারা শিক্ষায় পশ্চাৎপদ, শিক্ষাবিষয়ে তাহাদের উন্নতি সাধনের জন্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিণ্ডিকেটে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজন। কেননা মুসলমানেরাই পাঞ্জাব প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ। আমরা আমাদের অধিকাররূপে এই দাবী করিতেছি, কেননা আমাদের সুদৃঢ় মত এই যে, এই প্রদেশের শিক্ষা-ব্যাপার পরিচালনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক জন্মগত অধিকার আছে।

———

সংখ্যালঘিষ্ঠ (শিখ ও হিন্দু) সম্প্রদায়ের হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার থাকাতে মুসলমানদের যে কিরূপ ক্ষতি হইতেছে, তাহারও দুইটী দৃষ্টান্ত বিবৃতিকারীরা দিয়াছেন। প্রথমতঃ শিক্ষার নিম্নস্তরে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য দেখা গেলেও, উচ্চস্তরে তাহাদের সংখ্যা হ্রাস হইয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, বিশ্ববিদ্যালয় সর্ব্বাংশে যাহাদের হাতে, তাঁহারা পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করা সত্ত্বেও অন্য সম্প্রদায়ের লোককে পরীক্ষকের পদ দিতে স্বীকৃত হয়।

———

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, গোলটেবিল বৈঠকে ভারতীয় সংহিত রাষ্ট্রতন্ত্রের পরিপন্থী বিষয়গুলির মধ্যে দেশীয় রাজন্যবর্গ-সম্পর্কীয় ব্যাপার অন্যতম, বৃটিশদিগের আগমনের পূর্ব্বে এই সমস্ত রাজ্যের পরিমাণ, সংখ্যা, স্বত্ব প্রভৃতির ঘনঘন পরিবর্ত্তন হইত। স্বর্গীয় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা পত্রানুযায়ী ব্যবস্থায় উঁহাদের অধিকার ও সম্মান অক্ষুণ্ণ আছে। লর্ড ক্যানিংএর সনন্দ অনুসারে তাহাদের শাসন বংশানুক্রমে চলিবার বন্দোবস্ত আছে। ইংরাজের বাহুবল প্রজাদিগকে রক্ষা করে, কিন্তু তাহারা ইংরাজের অধীন নহে। রাজা বা সর্দ্দারেরা রাজত্ব করেন এবং সেই রাজন্যবর্গ ইংরাজকে মণ্ডলেশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন। রাজন্যবর্গই রাজ্যের আইন প্রণয়ন করেন, রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন এবং স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনা করেন। তাঁহারা মুদ্রা প্রস্তুত করেন ও কর নির্দ্ধারিত করেন। এ সমস্ত বিষয়ে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করেন না।

———

১৯২১ সালে চেম্বার অব্ প্রিন্সেস্ স্থাপিত হয়। তাহাতে রাজন্যবর্গের সাধারণ স্বার্থ সংরক্ষিত হইবার ব্যবস্থা হয়। এই উপলক্ষে সম্রাট যে ঘোষণা পত্র প্রকাশ করেন তাহাতেও রাজন্যবর্গের স্বার্থ ও সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার কথা আছে। বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহারা এই সমস্ত ক্ষমতা ত্যাগ করিয়া যুক্ত রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হইতে সম্মত হইবেন কি না, সে সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক। তবে তাঁহারা যোগ দিলেই যে তাঁহাদের ক্ষমতা লুপ্ত হইবে, এরূপ ধারণা করা ঠিক নয়। ভারতে এখনও বলশেভিকবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই।

———

আমেদাবাদে ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া উঠিয়াছে। লোকে আর ব্যাঙ্কে টাকা জমা না দিয়া কাপড়ের কলওয়ালাদিগকে টাকা ধার দিতেছে। কাপড়ের কলগুলির অবস্থা খুব ভাল বলিয়া লোকের কলওয়ালাদিগের উপর খুব বেশী বিশ্বাস স্থাপিত হইয়াছে।

———

কলওয়ালারা ব্যাঙ্ক হইতে টাকা কর্জ্জ করা বন্ধ করিয়াছে; ব্যাঙ্কে টাকা কর্জ্জ করিতে যাইলে কলগুলি এরূপ সর্ত্তে বন্ধক দিতে হয় যে তাহাতে কলওয়ালাদের বিশেষ অসুবিধা হয়।

———

শুল্ক বিভাগের কালেক্টর বোম্বাইএর ১৯৩২ সালের ডিসেম্বর মাসের বৈদেশিক বাণিজ্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন:—

উক্ত ১৯৩২ সালে ডিসেম্বর মাসে বোম্বাইএর বৈদেশিক বাণিজ্যের আমদানী রপ্তানীর আনুমানিক মূল্য ১৫'৪৬ কোটী টাকা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের উক্ত মাস হইতে উহা ৫'৪৮ কোটি টাকা অথবা শতকরা ৩৮ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু উক্ত সংখ্যা ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসের সংখ্যার চেয়ে ৬'৯৮ কোটি টাকা অধিক অথবা শতকরা ৮২ ভাগের উপর বৃদ্ধি পাইয়াছে। উক্ত মাসে স্বর্ণ রপ্তানী কমিয়া যাওয়ার ফলেই বৈদেশিক বাণিজ্যে ঐ ৯'৪৮ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়াছে। স্বর্ণ ও রৌপ্যের আমদানী এবং ভারতীয় দ্রব্য ও রৌপ্যের রপ্তানিতেও হ্রাস সূচিত হইয়াছে। বাণিজ্য দ্রব্যের আমদানী এবং বিদেশী দ্রব্যের জাহাজে প্রেরিত মালের কিছু উন্নতি দেখা যায়।

———

বাণিজ্য দ্রব্যের আমদানীর মূল্য ৫'৪৩ কোটি টাকা হইবে। উহাতে ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসের তুলনায় ৫৬'০৬ লক্ষ টাকা অথবা শতকরা ১৫ ভাগ এবং ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসের তুলনায় ১২'৩৬ লক্ষ টাকা অথবা শতকরা ৩ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

———

ঐ মাসের মোট আমদানী শুল্কের পরিমাণ ১,১৫,৫১,৯৪৫৲ টাকা হইয়াছে। উহার মধ্যে বিলাস দ্রব্যের উপর শুল্কের পরিমাণ ১৯,৮১,০৪৯৲ টাকা। ১৯৩১ সালের ডিসেম্বরে উক্ত শুল্কের পরিমাণ ১,২১,৭২,০২৯৲ টাকা ও ১৯৩২ সালে নবেম্বর মাসে ১,৫৫,১৪,৬৭০৲ টাকা হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম—মায়াপুর—নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, ২৩ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৬ ২১শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ৩রা ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৩ শুক্রবার ২৭৮তম সংখ্যা

শ্রীঅদ্বৈতভবনে

নূতনমন্দির-প্রবেশোৎসব

গত ১৯শে মাঘ (১৩৩৯) ১লা ফেব্রুয়ারী (১৯৩৩) বুধবার মহাবিষ্ণুর অবতার গৌরআনা ঠাকুর শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব তিথিতে শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীঅদ্বৈত ভবনের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দির প্রবেশোৎসব উদ্দণ্ড নৃত্য, কীর্ত্তন, পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

উক্ত দিবস প্রত্যূষে শ্রীশ্রীবিনোদ-প্রাণজীউর মঙ্গলারাত্রিকাদি সমাপনান্তে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে একটী সংকীর্ত্তনবাহিনী বাহির হইয়া বিপুল কীর্ত্তন ও জয়ধ্বনিমুখে শ্রীভক্তিবিজয়ভবন, শ্রীঅদ্বৈতভবন ও নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরাদি পরিক্রমা করেন। পূর্ব্বাহ্ণে পুনরায় উচ্চসংকীর্ত্তন আরম্ভ হয় এবং নবনির্ম্মিত মন্দিরে সাত্বত বিধানানুসারে বৈষ্ণব-হোমাদি ভক্ত্যঙ্গসমূহ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর শ্রীবিগ্রহদ্বয়ের শুভ-বিজয় করাইয়া উচ্চসংকীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দিরে স্থাপন করা হয়। অতঃপর ভক্তগণ সংকীর্ত্তনসহ শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন-কার্য্য সমাপন করিলে, ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে সমাগত বহু ব্যক্তির নিকট ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব-নিরূপণাত্মক শ্লোকদ্বয়, অদ্বৈতের তত্ত্ব ও মহিমা, মায়ার 'নিমিত্ত' ও 'উপাদান' দুই রূপ, কারণশায়ীর দুই মূর্ত্তিতে সৃষ্টি, অদ্বৈত মহাবিষ্ণুর অংশ হইয়াও মায়াতীত, অদ্বৈতাচার্য্য ও কমলাক্ষ নামের সার্থকতা, অদ্বৈতের কৃষ্ণদাস অভিমানে ভক্তি প্রচার, কৃষ্ণভক্ত সখাসেবা, ভক্তাবতারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা প্রভৃতি বিষয় প্রায় ১॥০ ঘণ্টাকাল পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। স্বামীজীর স্বভাব-সুলভ ভাবগম্ভীর পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণে উপস্থিত সকলেই নিরতিশয় সন্তোষ লাভ এবং সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

পাঠ ও কীর্ত্তনান্তে অপরাহ্নে সমাগত সকল ব্যক্তিকেই মিষ্টান্ন প্রসাদ বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি-এ, শিক্ষক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র সরকার বি-এ, শিক্ষক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন বিষ্ণু বি-এস-সি, শিক্ষক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ সরকার এল্ টি, অবসর-প্রাপ্ত এসিস্‌ট্যাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র-নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রিয় ভক্তি-গুণাকর, শিক্ষক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার দাস প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার

বিগত ১৫ই পৌষ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সেবক সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীমদ্ভাগবতে ভরত মুনি রহুগণকে যে অমৃতময় উপদেশ দান করিয়াছেন তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ আলোচিত হয়।

দেহধারী জীব যতদিন অসৎসঙ্গরহিত ও ষড়রিপুজয়ী হইয়া জ্ঞানোদ্রেকদ্বারা মায়া নিরসন-পূর্ব্বক আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে না পারে, ততদিন সে এই সংসারচক্রে ভ্রমণ করে।

আত্মোপাধি মন জীবের সংসার-তাপের মূল। জীব যাবৎ তাহা জানিতে না পারে তাবৎ সংসারে ভ্রমণ করিতে থাকে, যেহেতু মন, রোগ, শোক, মোহ, রাগ, লোভ ও বৈর এই সকলে সংযুক্ত হইয়া বন্ধন ও মমতাকে উৎপন্ন করে। অতএব অবিদ্যা-গ্রস্ত পতিত জীবের পতিত-জন-সঙ্গ ও ষড়রিপুজয় ব্যতীত উদ্ধরণের উপায় নাই। আবার স্বকীয় সাধন বা সংগৃহীত অভিজ্ঞানের জ্ঞানোদ্রেক দ্বারা অবিদ্যা নিরসন অসম্ভব; তাহা কেহ কোন দিন পারে নাই। "অর্থ ত্যাং যস্ত পুষ্পাতি স পুমান্ বদ্ধ উচ্যতে"। (শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী)

এই শত্রু অত্যন্ত প্রবল; ইহাকে উপেক্ষা করিলে ইহার পরাক্রম বাড়িয়া উঠে, ইহা অবাস্তব হইলেও জীবের স্বরূপকে আচ্ছাদিত করে। হরিগুরু-চরণোপাসনা-রূপ অস্ত্রদ্বারা সতর্কতার সহিত স্বয়ং ইহাকে বিনাশ করিতে হয়। "গুরোঃ সকাশাৎ প্রাপ্তস্য মন্ত্ররূপস্য হরেশ্চরণয়োরুপাসনা শ্রবণাদি নববিধ ভক্তিরেবাস্ত্রং যস্য সঃ। যদ্বা, গুরুরেব হরিস্তস্য চরণোপাসনমেবাস্ত্রং যস্য সঃ"। (শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী)

সদ্‌গুরুর শ্রীপাদপদ্মাশ্রয় করিয়া সেই সিদ্ধ মন্ত্র লাভ করিয়াছি অভিমানে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্ত্যনুশীলনে উদাসীন থাকিয়া, অবৈষ্ণব-সেবায়, অবৈষ্ণব সঙ্গে, পুত্রের বন্ধু হইয়া, পিতামাতা আত্মীয় স্বজন অবৈষ্ণব হইলেও ইঁহাদের সঙ্গ পরিহার করা অকর্ত্তব্য বা অসঙ্গত, ইঁহাদের সেবা করিতেই হইবে, এরূপ বিচারে শ্রীগুরুদেবের প্রদত্ত ভক্তিলতা বীজ (মন্ত্র) অঙ্কুরিত হইবে না। শ্রীগুরুদেব যে ভক্তি-লতাবীজস্বরূপ মন্ত্র-দীক্ষা প্রদান করেন, তাহাতে যে সকল বিধি ব্যবস্থা প্রণালী তিনি অর্পণ করেন, তৎপালনে আমরা যে যতটুকু যত্নশীল সে ততটুকু অগ্রসর হইতে পারি; নতুবা বৈষ্ণবাপরাধ সঞ্চিত হইয়া সেই ভক্তিলতা বীজ অঙ্কুরিত হইলেও শুষ্ক হইয়া যায়।

অবৈষ্ণব সঙ্গে, অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণব বুদ্ধিতে সেবায়—বৈষ্ণবাপরাধ অবশ্যম্ভাবী। বৈষ্ণবে হীন বুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতি বুদ্ধি, বৈষ্ণবে মর্ত্ত্যতারোপ, বৈষ্ণবে দারিদ্র্য বুদ্ধি, নানাপ্রকার প্রাকৃতাভিমান প্রকৃতিজন সেবা, সদ্‌গুরুপাদপদ্মাশ্রয়বিহীন কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত পঞ্চোপাসনা-পন্থীর সেবাপ্রভাবেই বদ্ধজীবে সংক্রামিত হইয়া ভক্তিলতার অঙ্কুরটিকে সমূলে বিধ্বংস করিবার চেষ্টা করে। সুতরাং মহাভাগবত ভরতমুনি আজ মহারাজ রহুগণকে শিক্ষাচ্ছলে আমাদিগকে সাবধান করিতেছেন,—হে মনুষ্য জাতি! তোমরা হরিবিমুখ প্রকৃতিজনসঙ্গে অভিমানে গর্ব্বিত হইয়া হরিগুরু বৈষ্ণব সঙ্গে শ্রবণ কীর্ত্তনে উদাসীন থাকিলে সংসারচক্রা-বর্ত্তনের ঘূর্ণন হইতে ত্রাণ পাইবে না।

সেই সে পরম বন্ধু সেই পিতামাতা। শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৩ মাধব, নিশি গর্ভোদশায়ী

সংশিক্ষায় কুতর্ক

ঢাকার সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর নিরপেক্ষ দর্শক মাত্রেরই নিকট আমরা ভূয়সী প্রশংসা-বাক্য শুনিয়াছি। পক্ষান্তরে, যাঁহাদের আপেক্ষিক বিচারে রিপুর ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়, তাঁহারা পারমার্থিক শিক্ষা প্রদর্শনীতেও নিজ নিজ বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব ও ভ্রান্তি প্রবেশ করাইবার যত্ন না করিয়া থাকিতে পারেন না।

ঢাকা-সহরের সাপ্তাহিক গ্রাম্য বার্ত্তাবহ 'East Bengal Times' লোকনিন্দিত প্রাকৃত সাহজিক-বাদ আশ্রয় করিয়া ছোট হরিদাসের কপটতাকে পার্ষদ-জীবনের কৃত্য জ্ঞানে উহার আলোচনা হইতে বিরত হইবার উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু আমরা বলি—

"অসৎ সঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

—ইহাই শ্রীগৌরসুন্দরের উপদেশ।

শ্রীচৈতন্যদেব নিজ রচিত শ্লোকেও লিখিয়াছেন যে, বিষয়ী যোষিৎসঙ্গীর ও তাহার অনুগত যোষিতের দর্শন দ্বারা জীবের চিত্তে ক্লৈব্য উদিত হয়। সুতরাং উহা গর্হণযোগ্য, ইহা সর্ব্বদা মনে না থাকিলে পারমার্থিক জীবন নিশ্চয়ই বিপন্ন হইবে। যাঁহারা প্রকাশ্যে ব্যভিচার করেন, তাঁহারা গুপ্ত ব্যভিচারী অপেক্ষা বহু গুণে উৎকৃষ্ট। যোষিৎসঙ্গী—বিষয়ী, আর কপট যোষিৎসঙ্গী 'মিথ্যাচারী' এবং তাহারা সাধুগণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া মর্ম্মান্তিক দুঃখ পায়। এইরূপ মর্ম্মান্তিক দুঃখদ্বারা তাহাদের শোধনাকাঙ্ক্ষাই শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্মে আজ্জ্বল্যমান।

ছোট হরিদাসের ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া মূঢ় অনভিজ্ঞগণ তাহাকে ধরিতে পারেন নাই। কিন্তু অন্তর্যামী গৌরসুন্দর তাহার ব্যবহারিক অভিনয়ের কথা শুনিয়া বলিলেন যে, বিরক্ত-জীবনে প্রকাশ্যভাবে ভোগ্যা স্ত্রীর সম্ভাষণ নাই, কিন্তু প্রাকৃত সাহজিকগণ নিজ নিজ ব্যভিচার গোপনে চালাইয়া বাহিরের দিকে লোক ঠকাইয়া থাকে। উহা কেবল নিজ দুর্ব্বলতা নহে, পরন্তু পূর্ণ কপটতা।

কপটতা-পরিহার-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে ২য় শ্লোকে ধর্ম্মার্থ, কাম ও মোক্ষকে ছলনা বলা হইয়াছে অর্থাৎ বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু জনগণ স্বীয় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির মানসে ও স্বীয় অপস্বার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়াই ভোগী ও ত্যাগী হয়, সুতরাং তাহাদের ধর্ম্ম কখনও পরম ধর্ম্ম হইতে পারে না। যাহারা নিজের সুবিধা করিয়া লইয়া ভগবৎ-বঞ্চনা-জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ উহারাই ভোগী ও ত্যাগীর প্রকাশ্য আচরণ গ্রহণ করিয়া লুক্কায়িত অসৎ ভাবগুলি পোষণ করে। সেই ছলধার্ম্মিকগণের দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিহার করাই প্রেমময়-বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেবের কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবতের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা।

উক্ত গ্রাম্যবার্ত্তাবহ 'পন্থানীতি' অবলম্বন করিয়া যে বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহাতেও দেখা যায় যে, অনধিকার চর্চ্চা প্রভাবে পঞ্চোপাসনার গোলামী করিতে গিয়া তিনি যে অপরাধ-পঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছেন তাহা শাস্ত্রে আদরণীয় নহে।

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মারুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥"

পাষণ্ডীর বিচারপ্রণালী গ্রহণ করিলে নরকে যাইতে হয়, ইহা ব্যাসদেব লিখিয়াছেন। "বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতর-সমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥" এজন্য আমরা বলি যে, অনধিকারীর প্রলাপিত বাক্যসমূহ জগতে বহুল প্রচারিত আছে, নূতন করিয়া উহার প্রচার করিয়া ফল কি? প্রদর্শনী হইতে ঐ আদর্শটুকু লাভ করিতে পারিলে গ্রাম্যবার্ত্তাবহের লেখক বিষ্ণুভক্তের প্রতি অসম্মান করিতে প্রবৃত্ত হইতেন না।

বিষ্ণু ব্যতীত গুণাবতারদ্বয় সকলবিষয়ে বিষ্ণুর সহিত সমপর্য্যায়ে বর্ণিত হইতে পারেন না। তাঁহাদের সহিত বিষ্ণুসাম্য থাকিলে সমত্তাবশে তাঁহারা আর গুণাবতার থাকিতে পারেন না। বিরজার জলে গুণসাম্যাবস্থা তরলতা-ধর্ম্মে নিজ নিজ স্বভাব গোপন করেন। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মলোকেও গুণসাম্যাবস্থা বর্ত্তমান থাকায় প্রকৃতি হইতে ব্রহ্মধামের বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। গুণসমূহ প্রকৃতিতে লীন হইলেই যে বৃহৎ বস্তুর সহিত সমভাবাপন্ন হইবে, এরূপ প্রমাণ না থাকায় ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম-প্রকৃতি ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বিশেষত্ব আছে।

ভক্তিধর্ম্মের বিচারে কর্ম্মাবরণ, জ্ঞানাবরণ, অন্যাভিলাষ ও প্রতিকূল অনুশীলন প্রবিষ্ট হইলে কেবলাভক্তি বিপন্না হ'ন। বিদ্ধা-ভক্তি ক্রমশঃ সামান্যা ভক্তিকেও দুষ্টক্ষতের ন্যায় কালে ধ্বংস করে। সুতরাং অব্যভিচারিণী ভক্তির কথা যাঁহারা আলোচনা করেন নাই, তাঁহাদের শিক্ষার জন্যই সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর অবতারণা। কুশিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনগণের কুশিক্ষা, কুধারণা ও অজ্ঞতার অভ্যাস পরিত্যাগ করিবার জন্যই সংশিক্ষা-প্রদর্শনী। সেখানে যদি 'পন্থানীতি' অবলম্বিত হয়, তাহা হইলে দ্রষ্টার চক্ষু অজ্ঞান-মেঘে আবৃত হইয়াছে অর্থাৎ তিনি তখন বস্তুদর্শনে বিমুখ হইয়াছেন জানিতে হইবে। উহা তাঁহার দুর্ভাগ্য!

ভাগবতের "যমাদিভির্যোগপথৈঃ" শ্লোক যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন এবং কবি কর্ণপূরের চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক পাঠ করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, যোগশাস্ত্র-বর্ণিত পথ অবলম্বন করিলে কিরূপ বিপদ হয়। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আলবন্দারু মুনি ও গোষ্ঠীপূর্ণ এই যোগ পথের অকর্ম্মণ্যতা দর্শন করিয়া ভক্তির আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া হইতে যোগপদ্ধতিকে বিদায় দিয়াছেন। হঠযোগ, রাজযোগ প্রভৃতিকে অভক্তিযোগ বলে; সুতরাং ভক্তি বৃদ্ধিকারী অধ্যাবিৎ অনিত্যা ও অনাত্মিকা বৃত্তিসমূহের কোন প্রকারেই আদর করিতে পারেন না। গ্রাম্য বার্ত্তাবহের লেখক সেই প্রকার অবিবেচনার হস্তে পতিত হওয়ায় তিনি সংশিক্ষা-প্রদর্শনী হইতে ভক্তি-শিক্ষার কোন অংশই গ্রহণ করিতে পারেন নাই জানিয়া আমরা তাঁহার ভাগ্যের ও সুচিন্তার দৌর্ব্বল্য দেখিয়া সুখী হইতে পারি নাই।

অনধিকারী যদি নিজের ওজন বুঝিতে না পারিয়া প্রলাপ বকিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার শাস্তি আসিলে অধৈর্য্যভাব কতকটা প্রশমিত হইতে পারে। বামন হইয়া চন্দ্র স্পর্শ করিতে গেলে বামনের বিফল মনোরথ হইয়া শেষে মনস্তাপেরই কারণ উপস্থিত হয়।

পশুবধ মানবোপকারকগণের চিত্তে কোন কোন স্থলে স্থান পায় না। তাই বলিয়া পশুক্লেশনিবারণী সভার সভ্যগণ তাঁহাদের সাধু চেষ্টা হইতে বিরত হ'ন না। পরমার্থের আদৌ আবশ্যকতা নাই, কেবল কৃষ্ণনগরের পুতুলের শিল্পনৈপুণ্যই চিত্তাকর্ষক—এরূপ চিন্তাস্রোতে আবদ্ধ জনগণ যেপথে চলিয়া থাকেন, সেই পথ কিছু পারমার্থিকের পথ নহে বা সাধারণের মঙ্গলজনক বিধি নহে।

মোহিনীর নৃত্যে বিমূঢ় হওয়া এবং কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট সনৎসুজাতীয়গণের চেষ্টা কখনও সমজাতির কৃত্য নহে। ভোগীর ও ত্যাগীর বহুদর্শিতা কখনও ভক্তিপথের সোপান হইতে পারে না। উঁহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিলেই পরমার্থ-পথে জীব অগ্রসর হইতে পারেন।

ইংরাজী গ্রাম্য বার্ত্তাবহটি একটা বড়ই হাস্যাস্পদ কথার আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তর্ভুক্ত তাঁহার প্রকাশ, অংশ, শক্তি, তত্ত্ব ও ভক্ত প্রত্যেক স্থানেই বিভিন্ন ভাবে জড়চক্ষু-ভোগ্য করা আবশ্যক। কিন্তু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ১ম শ্লোক পাঠ করিলেই তাঁহার এই স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রকাশভেদে মূর্ত্তিপঞ্চক তাঁহাতেই অভিন্নভাবে অবস্থিত। স্বয়ং-রূপেরই অভিন্ন স্বয়ং-প্রকাশ বস্তু। সুতরাং স্বয়ং-প্রকাশ বস্তু, পুরুষাবতার সমূহ, নৈমিত্তিক অবতার সমূহ, ভক্তকোটি, শ্রীগুরুতত্ত্ব, সমস্তই তাঁহাতে অচিন্ত্যভেদাভেদভাবে অনুস্যূত। যদি কেহ বলেন যে, দেওয়ানী আদালতের আদেশপালক তাঁহার নিকট বিচারবিভাগের লিখিত মন্তব্য আনয়ন করায় এবং সাক্ষাৎ ধর্ম্মাধিকরণ তাঁহার নিকট উপস্থিত না হওয়ায় তিনি প্রাণে আঘাত পাইয়াছেন অথবা সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণ স্বয়ং বাদী প্রতিবাদীর দ্বারে উপস্থিত না হওয়ায় তদ্দ্বারা আইন অমান্য করা হইয়াছে, তাহা হইলে এইরূপ বিচার যুক্তিযুক্ত হওয়া দূরে থাকুক বরং অতিশয় হাস্যাস্পদ। শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপের প্রয়োজনীয় অভিব্যক্তি যে যে স্থানে প্রকাশিত, স্বয়ং তাঁহাকে তত্তৎস্থলে উপস্থিত না করান অমার্জ্জনীয় অপরাধের অন্তর্ভুক্ত—ইহা কোন শুদ্ধভক্তই স্বীকার করেন না। জগদ্‌গুরু-বাদে Semites দের চিন্তাস্রোত তাঁহার মনোমধ্যে প্রবল থাকায় গ্রাম্যবার্ত্তাবহের সম্পাদক আর্য্য সাত্বত শাস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন নাই জানিয়া আমরা তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞানের প্রশংসা করিতে পারি না। গণগড্ডলিকা-প্রবাহমধ্যে নিমগ্ন থাকিয়া ব্যবহারিক জগতে সত্যদর্শনে যে বাধা হইতেছে ইহা কি তাঁহার একবারও চিন্তনীয় বিষয় হইবে না?

সন্দেহ যায় কিসে?

বিপ্রলিপ্সা বা সন্দিগ্ধতা কৃষ্ণবিমুখ বদ্ধজীবের অস্থি-মজ্জাগত স্বভাব। এইটী হরিভজনের প্রধান অন্তরায়। প্রত্যক্ষ অনুমান বা নিজ চেষ্টা দ্বারা অচিন্ত্য বস্তু-বিষয়ে সন্দেহ দূরীকৃত করিবার প্রয়াস বৃথা কালক্ষেপ মাত্র। ইহা সমূলে অপনোদনের একমাত্র অদ্বিতীয় পন্থা—নিজ অক্ষজ চেষ্টা পরিহারপূর্ব্বক সাধুগুরু ও শাস্ত্রমুখে নিরন্তর সিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ। কর্ণ ইহার একমাত্র অবলম্বন। আদিগুরু ব্রহ্মার আচরণই ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। (ভাঃ ২।৯।৩০-৩১)

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। শ্রীনবরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥
১২। মুক্তমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া প্রকাশ

প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধিপীঠ ঐ
৬। আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া
৯। দ্বাদশগোপাল পাট কাঠালপুলি, চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটী, (বৰ্দ্ধমান)
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বৰ্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাযোড়া, রাজপাড় বৰ্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু, হাওড়া
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীনিমাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চকলিধা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মান্দ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ বগবাড়, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ চুমুরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ আগস্তকুণ্ড, কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য।
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

	নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১।	শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম-মায়াপুর
২।	শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	মেদিনীপুর
৩।	শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীধাম মায়াপুর
৪।	শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫।	শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৬।	শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	লক্ষ্ণৌ
৭।	শ্রীভক্তিকেবল সাগর	মেদিনীপুর
৮।	শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	পাটনা
৯।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০।	শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
১১।	শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মান্দ্রাজ
১২।	শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩।	শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	পুরী

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

ভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, যাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সঠিক বিবরণ। নাড়াজোল রাজবংশের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রত্নতত্ত্ববিৎ, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন রঙের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা আছে। উৎকৃষ্ট (ঐ) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২, টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহ আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সারার্থব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এতদ্রূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০, টাকা স্থলে মাত্র ৫,

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত সত্যের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো আর্ট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় আত্মভক্ত রাখা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২, টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পরমার্থিতামন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসংগ্রহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২,।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮,

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৵০

পারমার্থিক জগতে অভিনব আবিষ্কার

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

কৃপাভগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগতগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অন্যের প্রতি উপদেশ', 'উজ্জ্বলব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও প্রাকৃত-ক্রোধের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ' 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'অসৎসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'কর্ম্মজড় হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি বিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাম্যানন্দদায়িনী বীণাপ্ল-বাণীর মূর্ত্ত বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবধর্ম্ম, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীনামভজন, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সভ্যধর্ম্ম ও প্রাকৃত সভ্যধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—তথ্য ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীনাম স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১, এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবায় নিত্যতা -এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিবর্ত্তচিবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২॥০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম

ফর্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা।

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চ এবং কোর্টের যাবতীয়

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩ নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ॥০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বাড়ী সম্বের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৵০ আনা।

মিটিংএর নোটীশ বহি—১ খানা ৷০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ৷০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ৷০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

কৈশোর পাঁচন

সর্ব্বাঙ্গীণ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

সংসারের প্রাবল্যে জল ও আঃ শিশিতে দমীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, তজ্জন্য ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।১ আনা, পাঁচটি ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৯	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭-৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৩-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২০, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫-৩১	৯-৫	১২-১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩১	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১১	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

জলপাইগুড়ি

স্বাধীনতা দিবস পালন উপলক্ষে কংগ্রেসকর্মী শ্রীযুত বিভূতি চক্রবর্তীর গৃহ খানাতল্লাসী হয়। কিন্তু কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই কিম্বা অপরাধজনক কিছু পাওয়া যায় নাই। স্থানীয় ব্যবসায়ী শ্রীযুত বিজয়কুমার বসুর বাড়ী এবং দোকানেও সেদিন সকালে খানাতল্লাসী করা হইয়াছে।

পাটগ্রাম হাটে সভা পরিচালন করিবার সময় পাটগ্রাম কংগ্রেসকর্মী শ্রীযুত সতীশ চন্দ্র রায়, রতিকান্ত রায় এবং চণ্ড মণি রায়কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সভাপরিচালনা এবং পতাকা উত্তলনের জন্য ৭ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। হরতালও এখানে প্রতিপালিত হয়। চাকরাবাঁধা, ঘউরা, ভিটারগর এবং ধবলগুরিতে স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

মিউনিসিপাল সমস্যা

নারায়ণগঞ্জ সহরকে একটি শিল্প কেন্দ্র বলিয়া ঘোষণা করিয়া স্বায়ত্তশাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির শতকরা ৩৬ জন সদস্য সরকার হইতে মনোনয়নের ব্যবস্থা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন জানিয়া নারায়ণগঞ্জবাসিগণ বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে।

বিগত ৫৭ বৎসর যাবৎ নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটীতে ৮ জন নির্ব্বাচিত সদস্য ও ৬ জন মনোনীত সদস্য ছিলেন অধিবাসীরা আশা করিয়াছিল, নূতন মিউনিসিপ্যাল আইনে মিউনিসিপ্যালটী অধিকতর গণতন্ত্রমূলক হইবে।

১৭টির মধ্যে ৭টি আসন সংরক্ষিত

ঢাকার মুসলমানগণ যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহা পাইয়াছেন। উক্ত সম্প্রদায়ের এক প্রতিনিধিদল সম্প্রতি স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রার্থনা জানান যে, ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটীর নির্ব্বাচিত সদস্যের মোট ১৭টি আসনের মধ্যে ৭টি আসন তাঁহাদের সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত করিয়া রাখা হউক। বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট মুসলমানদের জন্য ১নং ওয়ার্ডে ১টি, ২নং ওয়ার্ডে মোট ৩টি আসনের মধ্যে ৩টিই, এবং ৫, ৬ ও ৭নং ওয়ার্ড সমূহের প্রত্যেকটিতেই ১টি করিয়া আসন সংরক্ষণ করিয়াছেন। এই ছাড়া সাধারণ নির্ব্বাচনে অবশিষ্ট ১০টী আসনের জন্যও তাঁহারা প্রতিযোগিতা করিতে পারিবেন। সাধারণ নির্ব্বাচনেও তাঁহারা অতিরিক্ত কতিপয় আসন দখল করিতে পারিবেন এবং তাহাপর গবর্ণমেন্টের মনোনয়নদ্বারা সংখ্যা লঘিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায় মিউনিসিপ্যাল সভায় সংখ্যাধিক্য দলে পরিণত হইবেন। এ বিষয়ে ঢাকা মিউনিসিপাল সভায় যে মীমাংসা হয়, তাহা পাঠক অবগত আছেন।

ষড়যন্ত্র মামলায় আয়োজন

কৃপারামের সহিত কাহাদের যোগাযোগ ছিল তাহার সন্ধান পাওয়ার উদ্দেশ্যে পুলিশ দিল্লীতে এক সঙ্গে কয়েকটা বাড়ীতে হানা দেয়। কৃপারাম একটা পাঁচঘরা রিভলভার সহ গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। ভারতব্যাপী ষড়যন্ত্রের সহিত তাঁহার সম্পর্ক আছে বলিয়া পুলিশের বিশ্বাস।

এপর্য্যন্ত সংগৃহীত তথ্য হইতে পুলিশ যে কয়েকজন বাঙ্গালী যুবককে এই ষড়যন্ত্রের নেতৃস্থানীয় বলিয়া মনে করে, বর্ত্তমানে তাহাদিগের গ্রেপ্তারের চেষ্টায় পুলিশ ব্যস্ত।

এই সম্পর্কে পুলিশ এসপ্লানেড রোডে শ্রীযুত পি, কে, ঘোষ নামক একটী বাঙ্গালা যুবকের বাড়ী খানাতল্লাস করিয়াছে। কিন্তু আপরাধজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই বলিয়া প্রকাশ।

আবকারি মামলা

চট্টগ্রাম বে-আইনী আফিং ব্যবসা মামলায় খান সাহেব ওমর মিয়া ও অপর পনর জনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বে-আইনী ভাবে আফিংয়ের ব্যবসা চালাইবার অভিযোগ আনা হইয়াছে। এই মোকর্দ্দমা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি কে ব্যানার্জ্জির কোর্টে হইবে। বাঙ্গলার আবগারী প্রসিকিউটর মিঃ এস-চৌধুরী সরকার পক্ষ এবং কুমিল্লার মিঃ কামিনীকুমার দত্ত এবং জালালুদ্দিন আমেদ, ফজলার রহমান এবং কতিপয় উকীল আসামীপক্ষ অবলম্বন করিবেন। ১১ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মোকর্দ্দমা মুলতুবী আছে।

হিমালয় আরোহণ

১৯৩৩ সালে লিভারপুলের চারিজন পর্ব্বতারোহী মিঃ প্যালিসের নেতৃত্বে গঙ্গোত্রী অভিযানে যাত্রা করিয়াছেন। হিমালয়ক্লাব তাঁহাদের যথাসাধ্য সাহায্য করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

গৌরীশঙ্কর অতিক্রম করাই প্রথমতঃ বিমানপোত যোগে হিমালয় অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল। অভিযানকারীগণ জানুয়ারী অথবা ফেব্রুয়ারীতে অভিযানের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু মার্চ্চ মাসের পূর্ব্বে তাঁহাদের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হওয়া সম্ভবপর হইবে না। মেজর এল-ভি এস-ব্লাকার অভিযানের নেতা, মিঃ ও-'স সার্ভে ফটোগ্রাফার, লর্ড ক্লাইডেস ডেল প্রধান বিমানপোত চালক এবং মেজর পি টি ইথারটন লণ্ডনের ম্যানেজার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

একজন গ্রেপ্তার ও কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত

ছাপড়ায় দুইটি গৃহে খানাতল্লাস করা হইয়াছে। পুলিশ স্থানীয় উকীল পণ্ডিত বিশ্বনাথ মিশ্র এম-এ এল এল বি'র বাড়ী ঘেরাও করে এবং প্রায় দুইঘণ্টারও অধিক কাল কাগজপত্র ইত্যাদির খোঁজ করে। কিন্তু আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই। পুলিশ তিনখানি বই ল'য়া গিয়াছে। পুলিশ একই সময়ে মোক্তার পণ্ডিত রমণী রমণ ওঝার গৃহে খানাতল্লাস করে। সেখান হইতে তাহারা কতকগুলি কাগজপত্র লইয়া গিয়াছে এবং পণ্ডিত ওঝাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

বহু আরোহী আহত

সাহারা হইতে এক দুর্ঘটনার সংবাদ আসিয়াছে। গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডে এক ভারাবহ লরী দুর্ঘটনার ফলে অনেক আরোহী আহত হয়। দুইখানি আরোহী বোঝাই মোটর লরী একে অন্যকে পরাভূত করিবার জন্য অতি বেগে চলিতে থাকে। তাহার ফলে উভয়ের সঙ্গে উভয়ের সংঘর্ষ হয় এবং একখানি গড়াইয়া নীচে পড়িয়া যায়। বহু আরোহী ও চালক আহত হয়। আহতগণকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

মৃত্যুভয় প্রদর্শনে দণ্ড

পেশোয়ারের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ক্যাপ্টেন জি, এ, কলে যমুনাদাসকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০৬ ধারানুযায়ী (হত্যা করিবার জন্য ভয় প্রদর্শন) সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০৭ ধারানুযায়ী (বে-নামী পত্র দ্বারা ভয় প্রদর্শন) আরও এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। দণ্ড প্রদানকালে ম্যাজিষ্ট্রেট এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, যমুনাদাস ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০৬ ও ৫০৭ ধারানুযায়ী অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল। সে যে দোষী এই বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। সুতরাং তিনি তাঁহাকে দণ্ড প্রদান করিলেন। তদুপরি ম্যাজিষ্ট্রেট ইহাও বলেন যে, যমুনাদাসের পূর্ব্ব ইতিহাস ও সংসর্গ ভাল নয় এবং তাঁহার মতে যমুনাদাসকে দয়া প্রদর্শন করিলে কিম্বা দণ্ডের কঠোরতা হ্রাস করিলে তাহার কোন প্রকার উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। যমুনাদাসের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হয় যে, ১৯৩২ সালের ৩১শে আগষ্ট তারিখে কিম্বা অনুমান ঐ তারিখের মধ্যে সে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পুলিশ ইনস্পেক্টর জেনারেল মিঃ এডোয়ার্ডসের নিকট একখানি বে-নামী পত্র লিখে। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, উক্ত পত্রদ্বারা, রাওলপিণ্ডী বোমার কারখানার ভগৎসিং শাখার সদস্যগণ তাঁহাকে হত্যা করিবে বলিয়া, সুস্পষ্টভাবে ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছিল। পত্রখানি যমুনাদাস স্বহস্তে লিখিয়াছিল বলিয়া সনাক্ত করা হয়। যমুনাদাস পূর্ব্বে শেখপুরায় ডেপুটি কমিশনারের আফিসে কাজ করিত।

গ্রেপ্তার

লোহজঙ্গ থানার হাসদা গ্রামের ধনী ব্যবসায়ী নিলাম্বর সাহার পুত্র নগেন্দ্রলাল সাহাকে নারায়ণপুর বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাঁহাকে সদর মহকুমা হাকিমের এজলাসে হাজির করা হইয়াছিল। তিনি তাঁহাকে তদন্ত সাপেক্ষ ভাবে ৬ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত হাজতে আটক রাখার নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

ঝালকাঠী সেস্ আফিসের কর্ম্মচারী রাধিকারঞ্জন সেনকে গত ২৭শে জানুয়ারী তারিখে নারায়ণপুর বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। তাঁহাকে সদর মহকুমা হাকিমের এজলাসে হাজির করা হইলে, হাকিম তাঁহাকে জেল হাজতে প্রেরণ করিয়াছেন।

ফোর্ড কোম্পানীর পুনরায় কার্য্যারম্ভ

গত সোমবার ফোর্ডের কারখানায় পুনরায় কাজকর্ম্ম আরম্ভ হইয়াছে। ব্রিগসের কারখানায় মজুরদের উচ্চহারে পারিশ্রমিক দেওয়ায় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে এবং ব্রিগস কোম্পানীর কাজ চলিতেছে।

দৈ নি ক

Reg No C. 1544.

বিজ্ঞাপনের হার	সাহায্যের হার
প্রতিবারে	অগ্রিম দেয়
প্রতি ইঞ্চি ১৲	বার্ষিক ৯৲
প্রতি কলাম ৬৲	ষান্মাসিক ৫৲
সিঁকি কলম ...	ত্রৈমাসিক ২৸৹
চুক্তির হার	মাসিক ১৲
	নগদ ৹
	সংখ্যা ৵৹

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বপ্রাচীন বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড । সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৭৯তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২২শে মাঘ শনিবার ১৩৩৯, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩

নানা কথা

মোটর দুর্ঘটনা

চাঁপদানীর নিকট পরস্পর বিপরীত দিক হইতে আগত দুইখানি মোটর গাড়ীতে এক সঙ্ঘর্ষের ফলে কয়েকজন লোক আহত হইয়াছে।

পাচজন মুসলমান একখানি মোটর গাড়ীতে করিয়া চন্দননগর হইতে হাওড়ার দিকে আসিতেছিল, সে সময় অপর একখানি গাড়ী বর্দ্ধমানের দিকে যাইতেছিল। চাঁপদানীর নিকট উক্ত গাড়ীতে সঙ্ঘর্ষ হয়। প্রথম গাড়ী খানির চালক এবং ৪ জন আহত হয়। তিন জনের আঘাত সাংঘাতিক। দ্বিতীয় গাড়ীর কেহই আহত হয় নাই।

তিনটি তাজা বোমা ও বোমার সরঞ্জাম আবিষ্কার

চুনাখাট থানার • চামাও গ্রামের একখানা খালি বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ তিনটী তাজা বোমা, বোমা তৈয়ারীর কতকটা সরঞ্জাম হস্তগত করিয়াছে। পুলিশ মৃত বিশ্বাসীর পড়ো বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া তিনটী তাজা বোমা, দুইটী কার্ত্তুজ, কতকটা এসিড, এক বাক্স পেরেক এবং কতগুলি তাজা কার্ত্তুজের টুকরা প্রাপ্ত হইয়াছে। তল্লাসীর সময় এক বুড়া রাগী ঐ বাড়ীর একখানা বাহিরে র ছিল, পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহাকে আজ মফঃস্বল হাকিমের এজলাসে হাজির করা হইলে তিনি তাহাকে হাজতে আটক রাখিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

আগামী ২৬শে মাঘ, ৮ই ফেব্রুয়ারী বুধবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপে

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব

উৎসবোপলক্ষে শ্রীনামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবেন ১৮ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার হইতে ২৬শে ফাল্গুন শুক্রবার পর্য্যন্ত নয়দিন নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা হইবে।

২৭শে ফাল্গুন, ১১ই মার্চ্চ শনিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম মায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপের যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব হইবে।

নূতন মন্ত্রিসভা

ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট লে ব্রাঁর অনুরোধ ক্রমে মঃ ডি. লেডিয়ার প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়াছেন। রাজস্ব-সচিবের পদে মঃ বনেট, পররাষ্ট্র সচিবের পদে মঃ পল বঙ্কর এবং স্বরাষ্ট্র সচিবের পদে মঃ শোতা নিযুক্ত হইয়াছেন। ডি লেডিয়ার সোসিয়েলিষ্ট দলকে মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে আহ্বান করিয়াছেন। উত্তরে সোসিয়েলিষ্ট দল বলিয়াছেন যে, যদি সামরিক ব্যয় বিপুল পরিমাণে হ্রাস করা হয়, ইনসিওরেন্সের ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্ট নিজের হাতে গ্রহণ করেন অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবসায় বন্ধ করা হয় এবং পেন্সন ও বেতন হ্রাস করিয়া বাজেটের সমতা রক্ষা করা হয় তবেই তাঁহারা মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে পারেন।

মুক্তির চেষ্টা

নোয়াখালির 'দেশের বাণী'র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী 'আইনের যূপ কাষ্ঠে আর একটী বলি' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিবার অভিযোগে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। কারাভোগ অতিক্রম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকে বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। সম্প্রতি নোয়াখালির সুপ্রসিদ্ধ জননায়ক শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রকুমার গুহ রায় মহাশয় তাঁহার মুক্তির জন্য চেষ্টা করিবার জন্য কয়েকজন উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। গোয়েন্দা বিভাগের ডি, আই, জি, মিঃ সি ই, এস, ফেয়ারওয়েদার এম, এ, শ্রীযুক্ত নগেন গুহ রায়কে জানাইয়াছেন যে, শ্রীযুক্ত রায় চৌধুরীর মুক্তি পাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

---

৭ জনের প্রাণদণ্ড

বান্দার জিলা ও দায়রা জজ একটী মামলায় ৭জন লোককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

এই মামলায় মোট ১৯ জন আসামী ছিল। অভিযোগের বিবরণ এই যে ১৯৩২ সালের ১লা আগষ্ট যুক্ত প্রদেশে কারোয়াত তফশিলের হামবা গ্রামের রাম আধারী নামক জনৈক ধনী কৃষক আসামীদের সহিত বাড়ীতে ফিরিতেছিল সে সময় তাহারা তাহাকে হত্যা করে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২শে মাঘ, শনিবার ১৩৩৯

এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা দেশের সমস্ত দুঃখ কষ্টের জন্য গবর্ণমেণ্টকেই দায়ী করেন। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পুরাকালে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যক্ষেত্র সব বিষয়েই বিস্তৃত ছিল। আজকাল নৈতিক বিষয়ে ব্যষ্টি লোকই বিচারক। গ্রীক মনীষী প্লেটোর মতে রাজ্যের কর্তৃপক্ষ মানুষের সমস্ত দোষ দূরীভূত করিয়া তাহাতে দেবতা-সুলভ গুণসমূহ উপ্ত করিবেন। ইউরোপে যখন ক্যাথলিকদিগের প্রভাব বিস্তৃত হয় এবং ইংলণ্ডে যখন টিউডর শাসন চলে, তখনও লোকের ধারণা কতকটা এইরূপ ছিল। মতবাদ এবং উপাসনা সম্বন্ধীয় বহু আইন প্রচলিত ছিল। বেতন ও মজুরি রাজা ঠিক করিয়া দিতেন, কত জমী একজন চাষ করিবে, কত জমী গোচর থাকিবে প্রভৃতি কর্তৃপক্ষ নিরূপিত করিতেন। লোকের সামাজিক অবস্থা এইরূপ ভাবে নিরূপিত ও পরিবর্ত্তিত হইত যে, সকল বিষয়েই রাজার হাত থাকিত। ইংলণ্ডেই প্রথম শাসন কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা কমিতে আরম্ভ হয়। পরে এমন দাঁড়াইল যে, কেবলমাত্র জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য এবং শিল্পের উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট মাথা ঘামাইত। বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা এবং দায়িত্ব সম্বন্ধে শেষ মীমাংসা হয় নাই; তবে বলশেভিকবাদ গৃহীত হইলে মানুষের ব্যষ্টিত্ব নষ্ট হইয়া সমস্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব গবর্ণমেণ্টের হওয়াই অবশ্যম্ভাবী।

পাঠক অবগত আছেন যে, ব্রহ্মবাসীরা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে সর্ত্তযুক্ত প্রবেশ দাবী করেন; কিন্তু শাসন কর্তৃপক্ষ বিচ্ছেদ না ঘটাইয়া ছাড়িবেন না বলিয়া দৃঢ়সঙ্কল্প। এই ব্যাপারে জনমত নির্দ্ধারণ এবং একটা সুমীমাংসায় উপনীত হইবার জন্য দিল্লীতে একটী বৈঠক বসিতেছে কয়েক জন বর্ম্মী নেতা ইহাতে যোগদান করিবার জন্য ভারতে আসিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট যদি ব্রহ্মকে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করাই সিদ্ধান্ত করেন তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চালাইবার সঙ্কল্প আছে। এই আন্দোলন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বৃহত্তর সংস্করণ হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়।

ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও বার্ম্মীজ এসোসিয়েশনের জেনারেল কাউন্সিলের সভাপতি মিঃ ইউ চিট হ্ল্যাং গত ২৮শে জানুয়ারী ভারত-সচিব ও বড়লাটের নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক তার প্রেরণ করিয়াছেন:—প্রস্তাবিত ভারতীয় রাষ্ট্রতন্ত্রে ব্রহ্মের ভাবী রাষ্ট্রতন্ত্র সম্পর্কে ভারতীয় প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা করিবার জন্য আমরা ইতিপূর্ব্বে যে দাবী করিয়াছিলাম, তাহাতে মনোযোগ আকৃষ্ট না হওয়ায় দুঃখিত। এক্ষণে ব্রহ্মের নির্ব্বাচকমণ্ডলীর অধিকাংশই ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্ম বিচ্ছিন্ন হওয়ার বিরোধী এবং প্রধান মন্ত্রীর পরিকল্পনা অনুযায়ী পৃথক্ করণের প্রস্তাব ব্রহ্ম ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক অগ্রাহ্য হইয়াছে। আমরা গবর্ণমেণ্টকে সতর্ক করিয়া দিতেছি যে, সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী যদি পৃথক্ করণ নীতি অবলম্বন করিবার এবং ব্রহ্ম প্রতিনিধিগণের বৈঠকের মারফতে ঐরূপ নীতি অনুমোদন করাইবার চেষ্টা হয়, তাহা হইলে ঐরূপ কার্য্যক্রমে উদ্ধার সম্ভার হইবে এবং ব্যবস্থাপক সভার গৃহীত প্রস্তাবের ইচ্ছাপূর্ব্বক বিকৃত ব্যাখ্যা ও ব্রহ্মের অধিবাসীদের দৃঢ়তার সহিত ঘোষিত অভিপ্রায় অগ্রাহ্য করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে। আমাদের দল এইরূপ অসঙ্গত কার্য্য মানিয়া লইবে না এবং দেশের সর্ব্বত্র ইহার তীব্র প্রতিবাদ দিবে। আমরা পূর্ব্বের দাবী পুনঃ সমর্থন করিয়া জানাইতেছি যে, ব্রহ্ম ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অংশস্বরূপ থাকিতে চাহে; সুতরাং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রতন্ত্র রচনার ভাবী স্তরসমূহে ব্রহ্মকে যোগদান করিতে দেওয়া হউক।

গান্ধীজী উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগকে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের প্রতিশ্রুতি পালন করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন। তিনি বলেন, আমার অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন কার্য্য-তালিকার মধ্যে অন্তর্বিবাহ বা একত্র পান ভোজন নাই। স্কুলে, বাড়ীতে, দেবমন্দিরে, হোটেলে ও অপরাপর স্থানে বর্ণ-হিন্দুদের প্রতি যেরূপ আচরণ অনুষ্ঠিত হয়, অস্পৃশ্যদিগের প্রতি তদ্রূপ আচরণ করাই অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন। অস্পৃশ্যদিগের প্রতি আমাদের বর্ত্তমান আচরণ ধর্ম্ম সঙ্গত নয়।

ভারতীয় বণিক সমিতির প্রেসিডেণ্ট স্যার মনোমোহন দাস রামজী বলেন, ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের এখনও শৈশবাবস্থা; সুতরাং তাহার উন্নতির প্রতিরোধক কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত নহে। ......ভারতবর্ষস্থ বৃটিশ বণিকগণ অতিরিক্ত ব্যবস্থা কেন দাবী করেন তাহা বুঝা যায় না।

বৃটিশ বণিকদের স্বার্থ রক্ষার বহুবিধ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে, কিন্তু ভারতীয় শিল্প বাণিজ্য রক্ষার নিমিত্ত বিশেষ কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। অথচ ভারত শাসন সংস্কার আলোচনার সময় সেই সুরক্ষিত বৃটিশ বণিক সম্প্রদায়ই অধিকতর অধিকার দাবী করিতেছে। ...... ভারতীয় শিল্প বাণিজ্য রক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা করা প্রয়োজনীয়।

গার্ডিয়ানএর অভিমত

কোন কোন ব্যাপারে প্রয়োজন হইলে ভারতের বিপক্ষে রাজনৈতিক অস্ত্র প্রয়োগ করিবেন—এইরূপ ভয় দেখাইয়া ম্যাঞ্চেষ্টার বণিকসঙ্ঘ বিগত ২৭শে জানুয়ারী ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন—তাহার সমালোচনা করিয়া 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' বলিতেছেন যে, যদি এই কথাগুলিতে কেবল জাতীয়তাবাদীদের স্বদেশ প্রেম ভাব জাগ্রত হয় এবং এই কথা প্রমাণিত হয় যে, ল্যাঙ্কাশায়ার নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্যই ভারতে স্বায়ত্ত শাসনের পথে গবর্ণমেণ্টের নূতন পরিকল্পনা ধ্বংস করিয়া দাঁড়াইতে প্রস্তুত তাহা হইলে এই বণিক সঙ্ঘকে দোষী বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

ম্যাঞ্চেষ্টার বণিক সঙ্ঘের বিবৃতিতে এই কথা প্রকাশ পায় যে, যদিও অটোয়া চুক্তিতে ল্যাঙ্কাশায়ার বণিকদেরই সমধিক সুবিধা প্রদান করা হইয়াছে, তবু তাঁহারা অটোয়া চুক্তিতে মোটেই সন্তুষ্ট নন। তাহারা এই বলিতে চান যে, ভারতবর্ষের উপর ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিকার অপেক্ষা ম্যাঞ্চেষ্টারের ভারত শোষণ করিবার অধিকার বেশী। 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' আরও বলেন ম্যাঞ্চেষ্টার কিংবা অন্য বণিক সঙ্ঘের ডিরেক্টরগণ ইহা স্বীকার করিতেছেন না যে, ভারত কি ক্রয় করিবে ওয়েষ্টমিনষ্টার তাহা নির্দ্দেশ করিবেন, সেই দিন আর নাই।

ম্যাঞ্চেষ্টার বণিক সঙ্ঘের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ও ভারত গবর্ণমেণ্ট ল্যাঙ্কাশায়ারের সংযমের সুযোগ অন্যায় ভাবে গ্রহণ করিয়া ভারতীয় কলওয়ালাদিগকে কংগ্রেসের সহিত মিলিত হইয়া অপরের ন্যায্য স্বার্থের হানিকর কার্য্য করিতে দিয়াছেন।

ইহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইলে ভবিষ্যতে ল্যাঙ্কাশায়ার রাজনৈতিক অস্ত্র ব্যবহার করিতে এবং তাহার পার্লামেণ্টের প্রতিনিধিদিগকে বৈষম্যমূলক ব্যবহারের প্রতিকার করিতে অনুরোধ করিবে। ল্যাঙ্কাশায়ারের ইঙ্গিতে এরূপ কার্য্যদ্বারা ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা পণ্ড হইলে তজ্জন্য বৃটিশ ও ভারত গবর্ণমেণ্ট দায়ী হইবেন।

আমরা দেশীয় ব্যবসায় সঙ্ঘসমূহের বাণিজ্য সংরক্ষণ সম্বন্ধীয় গবেষণার বিষয় পাঠকগণের গোচরীভূত করিয়াছি। আজ যে ইংরাজ প্রাণের দায়ে অটোয়া চুক্তির দ্বারা সাম্রাজ্যের বাণিজ্য সংরক্ষণে ব্যস্ত, যে ভারতবাসী ইংরাজ সম্প্রদায় বিলাতী দ্রব্যের ব্যবসায়ের জন্য ক্রমাগত চীৎকার করিতেছেন এবং যে ম্যাঞ্চেষ্টার জোর করিয়া ভারতে বিলাতী কাপড়ের ব্যবসায়ের পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী, তাহারাই কিছু দিন পূর্ব্বে অবাধ বাণিজ্য প্রচলিত করিবার জন্য এইরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইতিহাসকার বলেন যে, এই সমস্ত প্রচেষ্টার মূলে স্বার্থই একমাত্র কার্য্যকর যন্ত্রস্বরূপ। ইংলণ্ডে এমন কোন ব্যবসায় উন্নতি লাভ করে নাই, যাহা দাঁড় করাইবার জন্য আইনের নাগপাশ সৃষ্ট হয় নাই, এবং গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করেন নাই। কারখানাওয়ালাদের স্বার্থপরতায় আমেরিকা ইংলণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইল, আয়র্লণ্ডের শিল্প নষ্ট হইল এবং ভারতের বস্ত্র শিল্প ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। দুই পুরুষ ধরিয়া তাহারা বিলাতের বাজারে একচেটিয়া ব্যবসায় করে এবং সমগ্র সমাজের রক্ত শোষণ করিয়া প্রাপ্ত গবর্ণমেণ্টের অর্থ সাহায্যে বিদেশীয় বাজারে প্রভাব বিস্তার করে। বহু পরে, অবাধ বাণিজ্যের প্রচারকগণ উহার উপকারিতা বুঝাইবার প্রয়াস করে। কিন্তু তাহারা নিতান্ত স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া এই কার্য্য আরম্ভ করে। ইহার প্রমাণ পরে দেওয়া হইবে।

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

ধাম—মায়াপুর—নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, ২৪ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৬, ২২শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৩ শনিবার ২৭৯তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ঢাকা, ৩০।১।৩৩

গত পরশ্ব শনিবার অপরাহ্ণ ৩॥ টার সময় ঢাকা আসলি-গোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ সাহাধিকারী মহাশয়ের সনির্বন্ধ প্রার্থনায় শ্রীল প্রভুপাদ বহু ভক্তগণ-সমভিব্যাহারে তদীয় ভবনে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। ব্রজবল্লভ প্রভু, শ্রীল প্রভুপাদ আসন গ্রহণ করিলে, তাঁহার গলদেশে এবং তৎপশ্চাৎ ত্রিদণ্ডিপাদগণের গলদেশে সুগন্ধি পুষ্পমালা অর্পণ করেন এবং পত্র-পুষ্পদ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্ম বন্দনা করেন। ভক্তগণ কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করিবার পর ব্রজবল্লভ প্রভু সমবেত বৈষ্ণববৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদানে পরিতৃপ্ত করেন।

গত ৩রা জানুয়ারী মঙ্গলবার অপরাহ্নে ঢাকার অবসরপ্রাপ্ত প্রাচীন ডেপুটী ইনস্‌পেক্টার-অব্‌-স্কুলস্‌ শ্রীযুক্ত মথুরামোহন গুহ মহাশয় বন্ধুবান্ধব-সমভিব্যাহারে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে হরিকথা শ্রবণ-মানসে উপস্থিত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ বলিতে লাগিলেন যে, কলিযুগে নামভজনই একমাত্র উপায় বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। "কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥" অর্থাৎ সত্যযুগে ধ্যানদ্বারা ত্রেতাযুগে যজ্ঞদ্বারা এবং দ্বাপরযুগে অর্চ্চনমার্গে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা দ্বারা যে পুরুষার্থ লাভ হয়, কলিতে কেবল হরিকীর্ত্তন দ্বারাই তাহা লাভ হইয়া থাকে।

অনেকে ধ্যানের পক্ষপাতী। কিন্তু কথাটা হচ্ছে, কে ধ্যান কর্‌বে এবং কি ধ্যান কর্‌বে? ধ্যানকারী হচ্ছে আমাদের মন। ধ্যেয় বস্তুটীকে যদি আমরা মানসিক ধ্যানের দ্বারা গোচরীভূত কর্‌বার প্রয়াস করি তা'হ'লে তিনি মনের অধীন হ'য়ে যান; কিন্তু শাস্ত্রকারগণ ব'লেছেন তিনি বাক্য ও মনের অগোচর। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব যে নামভজনের কথা ব'লেছেন, তা'তে কৃত্রিম ধ্যানের আবশ্যকতা নাই; কৃত্রিম ধ্যানে ধ্যেয় বস্তুটী আমার কর্ত্তৃত্বাধীনে এসে পড়ে। কৃত্রিম ধ্যানটা একবারে নিষিদ্ধ; তা'তে জড়তা এসে পড়্‌বে।

পৃথিবীতে থাকা কালে ভগবানকে না ভুলে থাক্‌তে হ'বে। Seeming phase এ আবদ্ধ হ'তে হবে না; আবার জগতের জিনিষগুলো আমার ভোগ্য এ-বিচার রহিত হওয়াও দরকার। জিনিষগুলো আমি ভোগ কর্‌ব অথবা আমার চক্ষু, আমার ইন্দ্রিয়, আমার বুদ্ধিদ্বারা বুঝে নেব এই বুদ্ধিগুলো ছেড়ে দেওয়ার নাম ভক্তি। ভগবান্ ভাবগ্রাহী; তিনি আমাদের অন্তরের ভাব দেখেন। আমাদের imperfections গুলে দেখ্‌বার জন্য ভগবান ব্যস্ত নন্। গুরু যে মন্ত্র দেন সেই মন্ত্রকে কীর্ত্তন কর্‌তে হ'বে। সেই কীর্ত্তনের দ্বারা আমরা মনোধর্ম্ম হ'তে মুক্তি পাব।

যাঁ'দের কনককামিনী প্রভৃতির আশা আছে, তাঁ'দের ভক্তি হ'বে না। কৃষ্ণের-সম্যক্ কীর্ত্তন হওয়া চাই। 'চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণম্। শ্রেয়ঃ-কৈরব-চন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্। আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধনং প্রতিপদং, পূর্ণামৃতাস্বাদনম্ সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনম্॥" কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের ৭টী ফল বর্ণিত হ'য়েছে। বিষয়গুলি আপনারা আলোচনা করুন। আমি শ্রীচৈতন্যদেবের কথিত শিক্ষাষ্টকের শ্লোকগুলি আবৃত্তি কর্‌ছি।

'অয়ি নন্দতনুজ' শ্লোকে লক্ষ্য কর্‌বেন যে শ্রীচৈতন্যদেব কোন Impersonal Godhead এর কথা বলেন নাই, বা ঐ প্রকার কথা তাঁহার উক্তিতে নাই। তিনি নন্দতনুজের কথা ব'লেছেন, যে নন্দতনুজ হ'তে মৎস্য কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, রাম প্রভৃতি অবতার সকল আবির্ভূত হ'য়েছেন। সেই নন্দতনুজ হ'চ্ছেন—'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥" শব্দের দ্বারা বাচ্য বস্তু। "যং ব্রহ্মা-বরুণেন্দ্র-রুদ্র-মরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈর্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈ-র্গায়ন্তি যং সামগাঃ। ধ্যানাবস্থিত-তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥"—এই শ্লোকে সেই নন্দতনুজ কৃষ্ণই লক্ষিতব্য বস্তু।

শ্রীভগবানের পুত্রত্ব (Sonhood of Godhead) যদি ignore করি তা'হলে 'Father! give us our daily bread' এর বিচার এসে ভগবানকে চাকর করিয়ে নেবার দুর্ব্বুদ্ধি হ'বে। কিন্তু ভগবানের সেবা না ক'রে তাঁ'কে দিয়ে নিজেদের সেবা করিয়ে নিতে গেলে কি মঙ্গল হবে? অতএব কামদেবের কামনা পরিতৃপ্তি করা ছাড়া আমাদের অন্য কার্য্য থাকা উচিত নয়।

পৃথিবীর সকল কথা থেকে যখন ছুটী হ'য়ে যায়, তখনকার কথা হ'চ্ছে—"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য পারং পরং জিগমিষোর্ভব-সাগরস্য। সন্দর্শনং বিষয়িনামথ যোষিতাঞ্চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥" নিষ্কিঞ্চন বল্‌তে যাঁহারা জগতের কোন কিছুর প্রার্থী নহেন, সেরূপ ব্যক্তিগণের সম্বন্ধেই এই শ্লোক বলা হ'য়েছে। কবিরাজ গোস্বামী প্রভু সহজ ভাষায় ব'লেছেন,—

"অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

মনুষ্যজাতির যে চিন্তাস্রোত তা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু উপদেশামৃতে 'বাচো-বেগং মনসঃ ক্রোধ-বেগং' প্রভৃতি একাদশটী শ্লোকে (১) ভক্তির প্রতিকূল কি? (২) ভক্তির কণ্টক কি? (৩) ভক্তির অনুকূল কি? (৪) ভক্তিপোষক সঙ্গ কি? (৫) মধ্যম ভক্তের, ত্রিবিধ বৈষ্ণবসেবন কি? (৬) প্রাকৃত দৃষ্টিতে অপ্রাকৃত বৈষ্ণব দর্শন করা উচিত কি না? (৭) শ্রীকৃষ্ণনামাদি অনুশীলনের প্রণালী কি? (৮) ভজন-প্রণালী কি? ভক্তের বাস কোথায়? (৯) ভজনস্থান-মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কি? (১০) ভজনকারীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কে? (১১) শ্রীরাধাকুণ্ডের এত মাহাত্ম্য কেন? ব্যাখ্যা ক'রেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৪ মাধব, অব্যয় ক্ষিরোদশায়ী

"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"

শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও তাঁহার অনুগত গোস্বামী-বর্গের অপ্রকটের পর গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতের অন্ধকার-যুগ উপস্থিত হইয়া অমানিশার ঘোর অন্ধকারে ভক্তিধর্ম্ম যখন জড়ভোগৈকসর্ব্বস্ব স্মার্ত্তগণের কবলে কবলিত হইয়া যাইতেছিল এবং মনুষ্যজাতি ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গকেই তাঁহাদের পরম পুরুষার্থ বিবেচনায় বহুদেব-বাদী হইয়া কালাতিপাত করিতেছিলেন, এমন সময়ে বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তি মন্দাকিনীর মূল প্রবর্ত্তক শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ভবরোগ-গ্রস্ত ব্যক্তির রোগের নিদান ধরিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া গাহিয়াছিলেন,—"রাধাকৃষ্ণ বল, সঙ্গে চল, এইমাত্র ভিক্ষা চাই। এই শিক্ষা দিয়া সব নদীয়া ফিরে নেচে গৌর নিতাই॥ কেন মিছে মায়ার বশে যাচ্ছ ভেসে খাচ্ছ হাবু ডুবু ভাই। জীব কৃষ্ণদাস এবিশ্বাস ক'রলে ত' আর দুঃখ নাই॥"

মহাপ্রভু তাঁহার শিক্ষাষ্টকের মধ্যে "তৃণাদপি সুনীচেন...কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" এই শ্লোকে যে "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" উপদেশ দিয়াছেন, সেই শিক্ষাকেই পুনরুদ্দীপিত করিয়া শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ঐ গীতটী গাহিয়া মায়ামুগ্ধ জীবকে স্বরূপে জাগরিত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্রুতিদ্বারে সাধুমুখে বৈকুণ্ঠ-শব্দ শ্রবণ এবং সেবোন্মুখ জিহ্বায় কীর্ত্তন ব্যতীত জীবের নিত্যমঙ্গল লাভের অন্য উপায় নাই।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিন্ন বিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদও সেই "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"-মন্ত্রে বিশ্ববাসীকে দীক্ষিত করিবার জন্য যে কত রকমের কৌশল আবিষ্কার করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। যে সকল ভাগ্যবান পুরুষ তাঁহার কার্য্যাবলীর দ্বারা অনুধাবন করিতেছেন, করিবার সুযোগ পাইতেছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন যে, তৎকৃত সমস্ত ব্যাপারের মূলে ঐ "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"-মন্ত্র বিরাজিত। ঐ মন্ত্র জপ বা কীর্ত্তন ব্যতীত জীবের অন্য কৃত্য নাই, নাই, নাই।

সেই মূল মন্ত্রকে জীবন্ত মূর্ত্তি প্রদান করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ ঢাকা নগরীতে একটী "সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী" উদ্বোধন করেন। ভুক্তি ও মুক্তি-রূপ পিশাচীগ্রস্ত মানব আমরা আমাদের স্বভাব-বশতঃ হরিকীর্ত্তন করি না, সারাজীবন ইতর কার্য্যে ব্যাপৃত করিয়া হরিনামোচ্চারণরূপ কার্য্যটী "গঙ্গা যাত্রার" সময়ের উপযোগী বলিয়া রাখিয়া দিই। তাই মাদৃশ গৃহমেধী ব্যক্তিগণ হরিকীর্ত্তন করিতে গেলে পাছে "গঙ্গা যাত্রার" স্মৃতি আসিয়া পড়ে বলিয়া ভীত হই এবং উহা হইতে নিবৃত্ত হই।

রোগী তিক্ত ঔষধ খাইতে না চাহিলেও সদ্বৈদ্য যেমন তাঁহাকে তাহার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর বস্তুর আবরণে সেই তিক্ত ঔষধ সেবন করাইয়া তাহাকে রোগনির্ম্মুক্ত করিবার চেষ্টা করেন, সেইরূপ ভবরোগের সদ্বৈদ্য বর্ত্তমান যুগাচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদও ভুক্তি ও মুক্তিরূপ পিশাচী-দ্বয়ের কবলে কবলিত রোগীগণকে নির্ম্মুক্ত করিবার জন্য এই প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছেন। মনুষ্য-জাতি ইন্দ্রিয়তৃপ্তি চরিতার্থতার লোভে এখানে আসিয়া প্রকৃত মঙ্গলপ্রদ ঔষধ পাইয়া ধন্য হইতেছেন।

সভা সমিতি দ্বারা ভগবৎ-কথা প্রচার করিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়গণ উপকৃত হইতে পারেন, কিন্তু তাহাতে সমাজের কোন কোন অঙ্গ বাদ পড়িয়া যায়। কিন্তু এইরূপ প্রদর্শনীদ্বারে যে হরিকথা প্রচার তদ্দ্বারা শিক্ষিত অশিক্ষিত স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক সকলেই উপকৃত হইবার সুযোগ পাইয়া থাকেন। কেবল তাহাই নহে, এইরূপ সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর উপকারীতার আরও একটী বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে মানবগণ যোগদান করিয়া বাস্তব সত্যের কথা শ্রবণ করিবার সুযোগ পাইয়া থাকেন।

পূর্ব্ব-পূর্ব অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে, কোন স্থানে কোন সম্প্রদায়-বিশেষের সভা আহূত হইলে বা তত্তৎ-ধর্ম্মের আলোচনা হইলে তথায় অন্য সম্প্রদায় বা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীগণ যোগদান করিতে পশ্চাৎপদ হইয়া থাকেন; তাহার ফলে তৎ তৎ ধর্ম্মের আলোচনাগুলি সেই সেই সম্প্রদায় মধ্যেই আবদ্ধ থাকিয়া যায়। কিন্তু ঐ সনাতন-ধর্ম্মের কথা বা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথাগুলি সাধারণ লোকে সাম্প্রদায়িক বলিয়া মনে করিলেও তাহা সাম্প্রদায়িক নহে। অতএব এইরূপ সাম্প্রদায়িক পূতিগন্ধশূন্য ভাগবত-ধর্ম্মের কথা জৈব-জগতের নিকট প্রচারিত হওয়া আবশ্যক।

সার্ব্বজনীনভাবে ঐ আবশ্যক ধর্ম্মের কথা প্রচার করিবার একমাত্র উপায় এই সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী। এই সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী উন্মুক্ত হইবার পর হইতেই দেখা গিয়াছে যে ইহাতে "কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, কি বৌদ্ধ, কি জৈন, কি আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, জাত-গোসাই প্রভৃতি তোতারাম বাবাজী কথিত তের প্রকার অপসম্প্রদায় কি রামকৃষ্ণ (মিশন) সম্প্রদায় সকলেই প্রকাশ্যভাবে ইহাতে যোগদান করিয়া সনাতন ধর্ম্মের বাস্তব সত্যের কথা ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের মুখে শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন এবং সন্দেহ-স্থলে তাহার মীমাংসার প্রার্থী হইয়াছেন। তর্কের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া তাঁহারা সকলেই শ্রদ্ধাবান হইয়া দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়-মঠের অনুষ্ঠিত সভা, সমিতি বা উৎসবাদিতে যোগদান করা ত' দূরের কথা, যে সকল ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয় মঠের নাম গন্ধ সহ্য করিতে পারেন না, এমন কি প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে বিরোধ পর্য্যন্ত করিতে দ্বিধাবোধ করেন না এবং শ্রীগৌড়ীয় মঠের নিরপেক্ষ ভাগবত-ধর্ম্মের প্রচার ফলে যে সকল ব্যক্তির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থে আঘাত লাগিয়াছে, তাঁহারা পর্য্যন্ত এই প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়াছেন। সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী উন্মুক্ত করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ অমায়ায় যে কৃপা বিতরণ করিতেছেন, তাহাতে ভগবদ্বিরোধী সম্প্রদায়ও অজ্ঞাতসারে নিত্য-কালের সুকৃতি অর্জ্জনের সুযোগ পাইতেছেন, ইহাপেক্ষা আর সৌভাগ্যের কথা কি হইতে পারে?

পৃথিবীতে যতপ্রকার প্রদর্শনী হইয়াছে বা হইতেছে, সে সমস্তই মানবগণের ভোগেন্দ্রিয়ের ইন্ধন সরবরাহ করিয়া তাহাদিগকে নরকের পথে লইয়া যাইবার সহায়তা করিতেছে। বড়শীতে সংযুক্ত টোপ গিলিতে গিলা মৎস্যের যে দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়, তদ্রূপ ঐসকল প্রদর্শনী দেখিতে গিয়া আমরাও অধিকতর ভোগী হইয়া কর্ম্মজালে আবদ্ধ হইয়া যাইতেছি এবং চরম মঙ্গলের পথ হইতে বহুদূরে নীত হইতেছি। কিন্তু বর্ত্তমান সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ঐরূপ টোপ দেখাইয়া মৎস্য ধরিবার মত নহে। অধিকন্তু এইরূপ প্রদর্শনীর বহুল প্রচার দ্বারা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ জীবের চরম মঙ্গল লাভের পথে অতি-প্রয়োজনীয় তিনটী মূল উপাদান প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা বিষয়ে যে আবাকরী শিক্ষা প্রদান করিতেছেন, তাহাতে আমাদের বাঞ্ছনীয় হওয়া উচিত।

ঢাকা সৎশিক্ষা প্রদর্শনী
বিভিন্ন ব্যক্তির অভিমত

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৭৭ সংখ্যার পর)

মানবজাতি বহু বিপদের মধ্যে বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া যে সমস্ত অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন, তাহা কেবল নিজ নিজ এবং বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের দণ্ডোদর পূর্ত্তি ও বিলাসিতায় ব্যয় করিয়া ভারবাহিত্বের পরিচয় দিতেছেন, তাহার ফলে জন্মজন্মান্তর জন্ম-মরণ-মালারূপ নাগর-দোলায় ঘূর্ণপাক হইতে তাঁহাদের ছুটী হইতেছে না। যাঁহারা সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীতে অর্থব্যয় নিষেধ করিয়া মিটফোর্ড হাঁসপাতালে সেই অর্থ ব্যয় করিবার পক্ষপাতী, দুর্দ্দৈববশতঃ তাঁহারা এই পরম-সত্যটী উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না।

যে অর্থ মানবজাতির শ্রেষ্ঠ-উপকারে নিয়োজিত হয়, তাহাতেই পরম পরার্থিতা সাধিত হয়। 'ভারত ভূমিতে হইল মনুষ্য-জন্ম যার। জনম সার্থক করি কর পর-উপকার॥' মিটফোর্ড হাঁসপাতালে অর্থ ব্যয় করিলে, তাহার ফল কতদিনের জন্য? কয়জন মানুষ তাহা ভোগ করিতে সমর্থ হইবে? কিন্তু গৌড়ীয় মঠের যে অর্থ ব্যয়, তদ্দ্বারা সমগ্র মানবজাতি বা জীবজগৎ উপকৃত হইতে পারিবে। ভগবদ্-বহির্ম্মুখতাই যে জীবের সমস্ত অমঙ্গল ও অসুবিধার মূল কারণ এবং সেই বহির্ম্মুখতা দূর করিলেই সমস্ত অভাবের ও সমস্যার সমাধান হইতে পারে, এই কথাটী না বুঝা পর্য্যন্ত মানুষ সাময়িক ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাময়িক অভাব-নিবৃত্তির জন্য ব্যস্ত থাকিবে। কিন্তু শ্রীগৌড়ীয়-মঠ জগতের সমস্ত অর্থ আহরণ করিয়া এই কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা—ভগবানের সেবার দুর্ভিক্ষ অপনোদন করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন এবং "প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া-বাচা শ্রেয়ঃ আচরণং সদা" এই মন্ত্রে সকলকে দীক্ষিত করিতে চাহিতেছেন। ইহাই গৌড়ীয় মঠের বৈশিষ্ট্য। ইহার বিরোধ আচরণকারীর মঙ্গল সুদূরপরাহত।

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত — ৪৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র — ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড — ।৵০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) — ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) — ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব — ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য — ।৵০
৭। তত্ত্বরহস্য — ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা)
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) — ২৲
ঐ (আবাঁধা) — ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) — ২৲
ঐ (আবাঁধা) — ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য — ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) — ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) — ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম — ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) — ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার — ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) — ॥৵০
ঐ (বাঁধা) — ৸০
১৮। দ্বীপ-দেশ দর্শন — ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) — ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) — ॥০
ঐ (আবাঁধা) — ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা — ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) — ৵০
২৩। গীতমালা — ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য — ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড — ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) — ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ — ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ — ।০
২৯। শরণাগতি — ৴০
৩০। গীতাবলী — ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ — ১॥০
৩২। সাধনকণ — ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক — ৴০
৩৫। অর্চ্চনকণ — ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ — ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) — ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ — ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) — ॥০
ঐ (আবাঁধা) — ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)
৪১। ব্রহ্মসংহিতা
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) — ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ — ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ — ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় — ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী — ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) — ২৲
ঐ (আবাঁধা) — ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? — ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর — ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ — ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী — ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ — ।০
৫৫। তত্ত্ব সূত্রম্ — ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ — ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ — ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ — ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ — ॥০
৬০। নামভজন — ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ — ।৵০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ — ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং — ৴০
৬৫। দি ভাগবত — ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন — ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা — ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) — ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি — ॥০
৭০। সাধন পথ — ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু — ৴১০
৭২। গীতাবলী — ৴০
৭৩। শরণাগতি — ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি — ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া প্রকাশ

প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ — ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন — ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন — ঐ
৫। কাজীর সমাধিপাট — ঐ
৬। আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, কালখালী, নদীয়া
৯। বাসুদেব গোপাল পাট কাঁঠালপুলি, চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটী, (বর্দ্ধমান)
১১। শ্রীমোদদ্রুমচ্ছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাযোড়া, রাজনগর বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাস্থ, হাওড়া
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ রুক্মিণীপুর, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ চটকপর্ব্বত, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর(?), মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ আগস্ত্যকুণ্ড, কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য.
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

	নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১।	শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম-মায়াপুর
২।	শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	মেদিনীপুর
৩।	শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীধাম-মায়াপুর
৪।	শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫।	শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৬।	শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	লক্ষ্ণৌ
৭।	শ্রীভক্তিকেবল সাগর	মেদিনীপুর
৮।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	ঢাকা
৯।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০।	শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
১১।	শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১২।	শ্রীভক্তিসুধীর শ্রৌতী	কাশী
১৩।	শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	পুরী

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা। সুবর্ণ সুযোগ।।

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে হইয়া একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥৹, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। বাহাদুর রায়বাহাদুর কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, পার্ক (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন রঙের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ক্রং) সমস্ত বাঁধাই মূল্য ১৷৹, ভিঃ পিঃ তে ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' প্রভৃতি সুভাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় [illegible]ানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্চকে। ভিক্ষা ॥৹ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে একাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা
প্রেরণ ব্যয় ॥৹ পৃথক্ দেয়
ঠিকানা :—শ্রীমাধবগৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵৹
গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৵৹

পারমার্থিক জগতে অভিনব অবদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

জগদ্‌গুরু প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগতগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উদ্ধারগ্রহের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'নিয়মভক্তি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও প্রাণ্ড-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভাগবত-শ্রবণ-প্রণালী', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিক্রিয়া', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ' 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'ভক্তাসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্চকে। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-নিরসনী জীবাত্মপ্রবোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী ভাবমূর্ত্তি-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, [illegible], পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সজ্জনধর্ম্ম ও প্রাকৃত সজ্জনধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—তত্ত্ব ও বিদ্যা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি [illegible], মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজনপথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণ ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা, শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবী আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবায় নিষ্ঠা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিকের অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিগ্রহপ্রতি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন' বহির্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত নিবন্ধাবলী, ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আ

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৹ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন

ইউনিয়ন বোর্ডের জন্য

কর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা।

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতীয় ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ৷৹ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব প্রকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বস্তু সম্পের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৳০ আনা।

মিটিংএর নোটীশ বহি—১ খানা ৷৹ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ৷৹ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ৷৹ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস ষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ [illegible]রের অ[illegible] মহৌষধ

[illegible] শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ভোটবোতলের সমান ঔষধ থাকে [illegible], তাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৹ আনা, পাঁইট ৷৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭-৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০ ৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০ ৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২০, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫-৩১	৯-৫	১২ ১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫ ৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩৩	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

জাপানের বিরুদ্ধে আন্দোলন

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে জাপানী দূতাবাসের সম্মুখে জাপানের বিরুদ্ধে আন্দোলন হইয়া গিয়াছে এবং এই উক্ত হাঙ্গামা হওয়ায় ১২৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ধৃত ব্যক্তি দের মধ্যে ১২ জন স্ত্রীলোক আছে।

সহরের বিভিন্ন অংশ হইতে বিরাট জনতা দূতাবাসের সম্মুখে জমা হয়। "চীন হইতে সরিয়া পড়" এই মর্ম্মের লেখা সম্বলিত পতাকা জনতার মধ্যে বহুলোকের হস্তে ছিল। পুলিশ আন্দোলনকারী দিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়।

জাপান ও সঙ্ঘ

টোকিওর সরকারী মহল হইতে প্রকাশ যে রাষ্ট্রসঙ্ঘ যাহাই বলুক না কেন, জাপানের পক্ষে জিহোল সম্বন্ধে অধিকার বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজন। তবে কাউণ্ট উচিদা লিটন রিপোর্টের কথা চিন্তা করিয়া জিহোল সমস্যা সম্পর্কে এখনও কোন সিদ্ধান্ত করেন নাই।

জাতিসঙ্ঘের উনবিংশতি সদস্যের যে কমিটি রিপোর্টের খসড়া প্রস্তুতের জন্য ঘরোয়াভাবে আলোচনা চালাইতেছিল, সেই কমিটির অধিবেশন স্থগিত রহিয়াছে। কারণ মাঞ্চুকু রাষ্ট্রকে স্বীকার করা হইবে কিনা, তাহা লইয়া গুরুতর মতভেদ ও অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে।

জানা গিয়াছে যে, বৃটেন মাঞ্চুকুর নাম উল্লেখ করিতে রাজী নহেন, কিন্তু ক্ষুদ্রতর রাষ্ট্রগুলি মাঞ্চুকু রাজ্যকে স্বীকার না করিবার জন্য দৃঢ়তা প্রকাশ করিতেছেন, যদি কমিটির রিপোর্টে এই বিষয়টি বাদ দেওয়া হয়, তবে ক্ষুদ্রতর রাষ্ট্রগুলি রাষ্ট্রসঙ্ঘের এসেম্বলীতে বিতর্ক উত্থাপন করিবেন।

আয়র্লণ্ডে জাতীয় শাসন

যদি নূতন ডেইলে (পার্লামেণ্ট) সমস্ত দল ডি' ভ্যালেরার বিরুদ্ধে একত্রিত হন, তথাপি ডি' ভ্যালেরার দল স্পীকার সহ সকলের একত্র ভোট অপেক্ষা ১টী ভোট বেশী পাইবেন।

যদি সমস্ত দল ডি' ভ্যালেরার বিরুদ্ধে সমবেত হন, তথাপি ডি' ভ্যালেরার গবর্ণমেণ্ট স্পীকারের ভোট পাইয়া টিকিয়া থাকিবেন। ডি' ভ্যালেরার দলের লোকই স্পীকার হইবেন।

ইঙ্গ আইরিশ সম্পর্ক

ডি ভ্যালেরা বলিয়াছেন যে, যথাসম্ভব আত্মনির্ভরশীল হইবার জন্য আয়র্লণ্ডে যে আন্দোলন সুরু হইয়াছে, তাহা ক্রমশঃই শক্তি সঞ্চয় করিবে। ইংলণ্ডের সঙ্গে সন্ধির দ্বারা একটী কৃত্রিম অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, এই প্রকার অবস্থা বহাল থাকিতে পারে না। আইরিশ জাতির মধ্যে জাতীয়তার ভাব প্রবল হইয়া উঠিতেছে ফায়েনা-ফেলের এই প্রকার জয় হইয়াছে।

তবে, স্বাধীনতার এই আন্দোলন বৃটেনের প্রতি শত্রুতা মূলক নহে। তিনি খোলা মন লইয়া সমস্ত বিষয়ে বৃটেনের সহিত আপোষের আলোচনা চালাইতে প্রস্তুত আছেন। খাজনা সম্পর্কে ডি' ভ্যালেরা বলেন যে, এই বিষয়ে তাঁহার পূর্ব্বেকার নীতির কোন পরিবর্ত্তন হইবে না, সিনেটের সদস্য সংখ্যা হ্রাস করিয়া খরচ বাঁচান হইবে এবং শ্রমিক ও উৎপাদকদের প্রতিনিধিদিগকে সিনেটে গ্রহণ করা হইবে।

আয়র্লণ্ডের অর্থন শ্রমশিল্প ও ঐক্য

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ডি ভ্যালেরা বলেন যে, একণে জনসাধারণের বিশ্বাস অর্জ্জন করা গিয়াছে এবং গবর্ণমেণ্ট পাকা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহারা শ্রমশিল্পকে গবর্ণমেণ্টের কবল হইতে মুক্ত দিতে এবং উত্তর ও দক্ষিণ আয়র্লণ্ডের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিতে আশা করিতেছেন।

জাতীয়তা

তিনি বলেন যে, উত্তর আয়র্লণ্ডের অধিকাংশ লোকের মনে যে জাতীয়তার ভাব জাগ্রত হইয়াছে, তাহা কেহই রোধ করিতে পারিবেন না। যতদিন এই বিচ্ছেদ নষ্ট না হইবে, ততদিন বৃটেনের সহিত প্রকৃত বন্ধুত্ব স্থাপিত হইবে না।

মিঃ ডি ভ্যালেরা শাসন পরিষদের প্রেসিডেণ্ট পদে নির্ব্বাচিত হইবেন। মন্ত্রিসভায় সম্ভবতঃ বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হইবে না।

শপথ ও বড়লাটের পদ বিলোপ

নূতন ডেইলের অধিবেশনে মিঃ ডি' ভ্যালেরা রাজানুগত্যের শপথত্যাগের জন্য একটি বিল উত্থাপন করিবেন এবং গবর্ণর জেনারেলের পদও তুলিয়া দিতে চেষ্টা করিবেন।

আয়র্লণ্ডে ধর্ম্মঘট

উত্তর আয়র্লণ্ডের আলষ্টার গবর্ণমেণ্টের অধীন রেলপথ সমূহের ৫ হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়াছে। আলষ্টারের সমস্ত অংশে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের জন্য বহুসংখ্যক লরী যাত্রা করিয়াছে। ট্রেণ চলাচল বন্ধ হওয়ায় বিষম অসুবিধা হইতেছে।

জার্ম্মানির নূতন মন্ত্রী

হার হিটলার জার্ম্মানির প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। রিকষ্টাগ বা জার্ম্মান পার্লামেণ্টের সভাপতি হইলেন ডাঃ গোরিং।

প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন যে নূতন গবর্ণমেণ্ট পৃথিবীর সমস্ত জাতির সহিত শান্তি ও বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে চেষ্টা করিবে। মন্ত্রিসভা ঠিক শাসন তন্ত্র অনুযায়ী শাসন কার্য্য চালাইবেন এবং যাহাতে প্রধান মন্ত্রীর সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিতে না হয় সে রূপ ভাবে তাহারা চলিবেন।

নূতন মন্ত্রিসভার উপর ইংলণ্ড এবং ইটালি সন্তুষ্ট, ফ্রান্স সতর্ক এবং পোলাণ্ড আতঙ্কিত।

মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভা

মাদ্রাজ জমিদারী সংক্রান্ত আইনের সংশোধন বিল, ব্যবস্থাপক সভার বর্ত্তমান অধিবেশনে আলোচিত হইবে না; কাজেই আশা করা যায় যে, অধিবেশনের কার্য্য বর্ত্তমানে স্থগিত থাকিবে।

আগামী অধিবেশন ২৫শে ফেব্রুয়ারী আরম্ভ হইবে। তখন অর্থসচিব মিঃ এইচ-জি ষ্টোকস বাজেট উপস্থাপিত করিবেন।

মোটর চাপায় পুলিশ নিহত মিলিটারী ড্রাইভার ধৃত

লাহোর সিটি ও ক্যাণ্টনমেণ্টের সংযোগস্থলে দাঁড়াইয়া জনৈক কনেষ্টবল যখন যানবাহন চলাচল নির্দ্দেশ করিতেছিল, তখন একটি মোটরকার তাহার উপর দিয়া চলিয়া যায়। তাহাকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। তাহার মৃত্যু হইয়াছে। এই সম্পর্কে একজন মিলিটারী মোটরকারের ড্রাইভারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

চালকলে ধর্ম্মঘট

টালীগঞ্জ ধানকল ধর্ম্মঘটের ষোড়শ দিবসে গত ৩০শে জানুয়ারী সোমবার আলীপুর সাবডিভিসনাল অফিসারের স্বাক্ষরযুক্ত নোটিশ দ্বারা বেহালা পুলিশ ধর্ম্মঘটীদের সভা বন্ধের আদেশ দেন। বেলা দুই ঘটিকার সময় দলে দলে স্ত্রী ও মজুরগণ যখন সভা করিতে আসিতেছিল, তখন তাহাদের এই ... আদেশটী দেওয়া হয়। বেলা ৪ ঘটিকার সময় পুলিশ সমস্ত ধর্ম্মঘট অঞ্চলে ১৪৪ ধারা অনুসারে সভা, শোভাযাত্রা ও পিকেটিং বন্ধের আদেশ জারি করে।

উক্ত দিবস সন্ধ্যা কালে ইউনিয়ন অফিসে সাধারণ সভ্যগণের এক সভায় স্থির হয় যে, যতদিন পর্য্যন্ত না মজুরগণের দাবী গৃহীত হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত কেহ কাজে যোগদান করিবে না, এবং প্রতিদিন ইউনিয়ন অফিসে সভা করা হইবে।

শ্বেতাঙ্গ সদস্যের পদত্যাগ

প্রেসিডেন্সী ও বর্দ্ধমান বিভাগের শ্বেতাঙ্গ নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত মিঃ এম এ এফ হার্টজেল পদত্যাগ করায় ঐ নির্ব্বাচন কেন্দ্রে একটি উপ-নির্ব্বাচন হইবে। আগামী ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখ মনোনয়ন-পত্র দাখিল করিবার শেষ দিন তৎপর দিবস মনোনয়নপত্র পরীক্ষা হইবে।

জলে রিভলভার

একজন ব্রহ্মী একটা রিভলভার জলে নিক্ষেপ করিয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া রেঙ্গুণের পুলিশ ডুবুরির সাহায্যে জল হইতে একটি পাঁচঘরা রিভলভার উদ্ধার করিয়াছে।

ইঙ্গ-পারসীক বিবাদ

ইঙ্গ-পারসীক তৈল বিবাদ সম্পর্কে উভয় গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে আপোষ রফার ভিত্তিতে ডাঃ বেনেস এক প্রস্তাব করিয়াছেন। যদি গবর্ণমেণ্টদ্বয় উহা মানিয়া লন, তবে রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাউন্সিল উহা সমর্থন করিবেন।

মীরাট মামলায় দণ্ডিত আসামীগণের আপীল ও জামীনের আবেদন

অমৃতসরের শ্রীযুক্ত হংসরাজ বার-এট ল এবং মীরাটের উকীল শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীচাঁদ মীরাট জেলা জেলে কেদারনাথ সাইগল গৌরীশঙ্কর, লক্ষ্মীরাও কাদম প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা এলাহাবাদ হাইকোর্টে আপীল ও জামীনের আবেদন পেশ করিয়াছেন।

গ্রেপ্তার

হুগলিজেলার জাঙ্গীপাড়ার মিঃ জে, চৌধুরীর বাড়ী খানাতল্লাসী করিয়া তাঁহাকে এবং তাঁহার পুত্রকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

দৈনিক

Reg No C. 1544.

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার

অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড | সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি | ২৮০তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৪শে মাঘ সোমবার ১৩২৯, ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৩

নানা কথা

রামগড় দাঙ্গা

সৈপুরের দায়রা জজ লালদুর্গা সহায় রামগড় দাঙ্গা মামলার রায় প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে তিনি ছয় জন হিন্দুর প্রতি দুই হইতে বিশ বৎসর পর্য্যন্ত বিভিন্ন সময়ের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড বিধান করিয়াছেন।

গত দুই বৎসর যাবৎ রামগড় ঠিকানা শিকারে অবস্থিত এক মসজিদের নিকটবর্ত্তী এক পিপুল বৃক্ষের স্বত্ব স্বামীত্ব বা অধিকার লইয়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল। গত ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে এই বিবাদের শোচনীয় দাঙ্গা-হাঙ্গামায় পরিণতি লাভ ঘটে। পরদিন হিন্দুদের বাৎসরিক চক্ চন্দনী উৎসবের দিন হিন্দুরা অনিচ্ছার সহিত তাহাদের উৎসব বন্ধ রাখিতে বাধ্য হয়। এরূপ ব্যবস্থা সত্ত্বেও শীঘ্রই দাঙ্গা বাধিয়া যায়। প্রকাশ, দাঙ্গায় সফি এবং মৌলা নামে দুইজন মুসলমান নিহত হয় এবং মংটু ও সৈয়দ আহত হয়। এই মামলায় সফিকে হত্যা অথবা গুরুতর আঘাত করিবার অভিযোগের দায় হইতে আসামী বিশম্ভর, কল্লা, গণপৎ, জয়নারায়ণ, যুগল এবং বিধান মুক্তি পায়, কিন্তু ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের অন্যান্য ধারায় বিশম্ভর, কল্লু এবং গণপতের প্রতি যথাক্রমে দুই, দশ এবং বিশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। জয়নারায়ণ, যুগল এবং বিধান প্রত্যেকের প্রতি দুই বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড প্রদত্ত হয়।

আগামী ২৬শে মাঘ, ৮ই ফেব্রুয়ারী বুধবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপে

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব

উৎসবোপলক্ষে শ্রীনামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবেন। ১৮ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার হইতে ২৬শে ফাল্গুন শুক্রবার পর্য্যন্ত নয়দিন নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা হইবে।

২৭শে ফাল্গুন, ১১ই মার্চ্চ শনিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম মায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপের যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব হইবে।

ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতি নোটিশ

২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ লাহিড়ী নামক জনৈক জুনিয়ার উকিলের পক্ষ হইতে রেজিষ্টারী চিঠিতে ফৌজদারী আদালতের দ্বিতীয় অফিসার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী আতাহার রহমানের প্রতি এই মর্ম্মে এক নোটিশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাঁহার এজলাসে বিভূতি বাবু যখন একটি মামলা চালাইতেছিলেন, তখন তিনি বিভূতিবাবুর প্রতি যে সকল অতীব অপমানকর, আপত্তিজনক ভাষা ব্যবহার করেন, তজ্জন্য তিনি যদি ৭ দিনের মধ্যে বিভূতিবাবুর নিকট সর্বসমক্ষে ক্ষমাভিক্ষা না চাহেন, তবে আর কোনরূপ নোটিশ দিবার অপেক্ষা না করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী কিংবা দেওয়ানী মামলা আনয়ন করিতে বাধ্য হইতে হইবে।

উপরোক্ত ঘটনার কারণ এই যে, বিভূতি বাবু উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট এজলাসে যখন একটি ফৌজদারী মামলার সাক্ষী জনৈক চিকিৎসককে জেরা করিতেছিলেন, তখন প্রকাশ যে, হঠাৎ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ক্রোধান্বিত হইয়া বিভূতি বাবুকে বলেন যে, ম্যাজিষ্ট্রেট পাগলের প্রলাপ শুনিতে চান না। ম্যাজিষ্ট্রেটের এই মন্তব্যে বিভূতি বাবু প্রতিবাদ করিলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে বসিবার জন্য আদেশ দেন। আদালতে উপস্থিত উকিলগণ বিভূতিবাবুর পক্ষ হইয়া এইরূপ ব্যবহারের প্রতিবাদ করেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় না।

বে-আইনী শোভাযাত্রা

জোড়াবাগান পুলিস থানার অধীন রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীটে একটি বে-আইনী শোভাযাত্রা পরিচালিত করিবার অভিযোগে শ্রীযুত জগন্নাথপ্রসাদ সিং ও অপর ২ জন লোক জোড়াবাগানের অস্থায়ী অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়াজিদ আলীর আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি আসামীদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহাদের প্রত্যেককে ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

১৬টি টাইপরাইটার চুরি

রেঙ্গুন ষ্ট্রাণ্ড রোডস্থ রেমিংটন কোম্পানীর বাড়ী হইতে ১৬টী রেমিংটন টাইপ রাইটার যন্ত্র চুরি গিয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে শ্রীগুরুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৪শে মাঘ, সোমবার ১৩৩৯

তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে।

লাট ও বড়লাটের অতিরিক্ত ক্ষমতা সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, সংরক্ষিত বিষয় সমূহে বড়লাটকে কোনও মন্ত্রণা দানের অধিকার মন্ত্রিমণ্ডলের থাকিবে না। দেশ রক্ষা, বৈদেশিক বিভাগ এবং ধর্ম্ম-বিভাগ সংরক্ষিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত বিষয়ে বড়লাটের ব্যক্তিগত দায়িত্ব রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে—(১) ভারতবর্ষ অথবা ভারতবর্ষের অংশ বিশেষের গুরুতর বিপদ (২) সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা, (৩) সরকারী কর্ম্মচারিগণের অধিকার বজায় রাখা, (৪) সংরক্ষিত বিষয়সমূহের অধিকার পরিচালনা (৫) করদ রাজন্যবর্গের রক্ষা, (৬) বাণিজ্য বিষয়ে বৈষম্য বিলোপ।

মন্ত্রিমণ্ডলের সহিত কোনও পরামর্শ না করিয়াই বড়লাট নিম্নলিখিত বিষয়ে স্বেচ্ছানুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন। (১) আইন পরিষদের কর্ম্মসূচি অগ্রাহ্য করা অথবা আইন পরিষদ আহ্বান, (২) পরিষদে গৃহীত কোনও বিলে সম্মতি দান বা তাহা প্রত্যাখ্যান অথবা বিলাতী গবর্ণমেণ্টের মতামতের জন্য তাহা মুলতবী রাখা, (৩) কোনও কোনও বিশেষ বিল উত্থাপনের নিমিত্ত পূর্ব্বেই অনুমতি দান, (৪) গুরুতর প্রয়োজন ক্ষেত্রে এক যোগে উভয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান, (৫) আইন পরিষদে গৃহীত বিলের বিরোধী আদেশ জারি করা, (৬) আইন পরিষদে আলোচনা কালে কোনও বিল রদ করা, (৭) বড়লাটের অতিরিক্ত অধিকার পরিচালনার ব্যাঘাত না হয়, এরূপ ভাবে পরিষদের অধিবেশনের নিয়ম নির্দ্দেশ।

আইন পরিষদের অধিবেশন যখন স্থগিত থাকিবে তখন মন্ত্রী-মণ্ডলের পরামর্শক্রমে বড়লাট অর্ডিন্যান্স জারি করিতে পারিবেন। মন্ত্রিমণ্ডল এবং ব্যবস্থা পরিষদ বড়লাটের বিরুদ্ধাচরণ করিলে যাহাতে শাসন কার্য্যে ব্যাঘাত না হয় তজ্জন্য সেই ক্ষেত্রে বড়লাট একাকী শাসনকার্য্য চালাইতে পারিবেন। এইরূপ বিধানও শাসনতন্ত্রে থাকিবে। ভারতের আর্থিক সঙ্গতি ও সুনাম রক্ষার দায়িত্ব বড়লাটের উপর থাকিবে। বাজেটের কোনও কোনও বিষয়ে সদস্যগণের ভোটের মুখাপেক্ষা হইবে না। যথা—সংরক্ষিত বিভাগ পরিচালনার ব্যয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপনে ভারতবর্ষের মতামত গৃহীত হইবে বলিয়া ভারত সচিব প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

পার্লামেণ্টে মিঃ মরিস ভারত সচিবকে প্রশ্ন করিলেন যে, কটন ট্রেড লীগ স্থাপনের উদ্দেশ্য কি? অটোয়াতে ভারতের সহিত যে চুক্তি হইয়াছে এবং ভারতকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দিবার জন্য সরকার যে নীতি পরিগ্রহ করিয়াছেন, এই লীগের উদ্দেশ্য তাহার প্রতিকূল কি না?

বিলাতের বস্ত্রব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিগণ সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, ভারতে এবং উপনিবেশসমূহে যাহাতে রাজস্ব প্রয়োজন ব্যতীত বিলাতী মালের উপর অন্য কোনও রূপে আমদানী শুল্ক না বসে তৎবিষয়ে তাহারা যেন চেষ্টা করেন। অন্যান্য বিদেশী পণ্যের উপর এমনভাবে শুল্ক ধার্য্য করিতে হইবে, যাহাতে বৃটিশ পণ্য প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে।

সভা কটন ট্রেড লীগ গঠনের সমর্থন করেন।

ভারতে বস্ত্র রপ্তানী করিবার সম্পর্কে সম্প্রতি ল্যাঙ্কাশায়ারে যে আলোচনা হইয়াছে তাহার সমস্ত মন্তব্য বিলাতী কাপড়ের কলওয়ালাদের সভ্য বাণিজ্য বোর্ডের সভাপতির হস্তে প্রদান করেন।

শীঘ্রই ইঙ্গ-পারস্য তৈল কলহের নিষ্পত্তি হইবে বলিয়া অনেকে মনে করিয়াছেন। অ্যাংলো পার্শিয়ান অয়েল কোম্পানীর শেয়ার দর ৩৫ শিলিং ৪ পেন্স হইতে ৩৭ শিলিং ৬ পেন্সে উঠিয়াছে।

য়ুরোপ ও আমেরিকার ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারিং ছাত্রগণ ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারস বোর্ড গঠন করিবেন স্থির করিয়াছেন। বিশ্বদূত রয়টার একথা জানাইতেছেন।

গুজরাটের তথাকথিত অস্পৃশ্যদিগকে গান্ধীজী বলেন যে, তাহাদের মধ্যে প্রচলিত কুপ্রথাসমূহ ত্যাগ করিতে হইবে, মৃত পশুর মাংস ভক্ষণ ও পাপদোষ বর্জ্জন করিতে হইবে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে হইবে এবং আত্মশুদ্ধির সমস্ত ব্যবস্থা অতঃপর হইতেই গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি জোর করিয়া বলিতেছেন যে তাহারা মন্দিরে প্রবেশাধিকার পাইবেই। উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে অনেকে অপরিষ্কার থাকে, এ তর্ক দেখাইয়া তাহারা যেন নিজে অপরিষ্কার না থাকে। যাহারা ভুল করে, তাহারা যে কুলেরই হউক না কেন, তাহাদের অনুকরণ করা কর্ত্তব্য নহে।

মাঞ্চুরিয়া বিরোধ সম্বন্ধে উনবিংশ কমিটীর নিয়োজিত খসড়া কমিটীর রিপোর্ট প্রায় প্রস্তুত হইয়া আসিল। চীন কর্ত্তৃক জাপানকে বয়কট করা ও আত্মরক্ষার দাবী দাবীর অজুহাতে মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের সৈন্য সমাবেশ করা – ঐতারিখে এই দুই বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। কমিটীর সিদ্ধান্ত এই যে, চীনের বয়কট নীতি আপত্তিজনক না হইলেও সাধারণ ভাবে উহার প্রয়োগ চলে না।

কমিটি আরও মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন যে, মুকদেনে এক জাপানী কর্ম্মচারী নিহত হন ও এক রেলপথ উড়াইয়া দিয়া জাপানী সৈন্যদলকে নষ্ট করা হয়—এই দুই ঘটনার পর ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বরে জাপান মাঞ্চুরিয়ায় যে সৈন্য সমাবেশ করে তাহা ন্যায়সঙ্গত আত্মরক্ষার পদ্ধতি নহে।

অন্যান্য বিষয়েও কমিটী নাকি লিটন রিপোর্টের সমর্থন করিয়াছেন। কমিটী ইতিমধ্যে যে বারটী সিদ্ধান্ত উপনীত হইয়াছেন তাহার মধ্যে এইগুলি আছে—(১) মাঞ্চুরিয়ার স্বাতন্ত্র্য চিরদিন রক্ষিত হইলেও ইহা চীন দেশেরই অংশ; (২) চীন এখন গড়িয়া উঠিতেছে, এই সময় এই দেশের নিরাপত্তা ও ঐক্যের জন্য বৈদেশিক সহায়তার প্রয়োজন; (৩) মাঞ্চুরিয়ায় সামরিক সজ্জা করিবার পরিবর্ত্তে জাপান সালিশ মানিতে পারিত; (৪) মাঞ্চুও রাষ্ট্রে স্বাধীনতার আন্দোলন আপনা হইতে জাগে নাই। জাপানই এক রকম নবরচিত রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন।

জাপানের বে-সরকারী সংবাদে প্রকাশ যে, জেহোলে প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার চীন সৈন্য আছে।

চীনা প্রাচীরের নিকটে চিফুমেনকুওতে চীনা সৈন্যের সহিত জাপানী সৈন্যের লড়াই হইতেছে।

পূর্ব্ব জেহোলের সহরগুলিতে জাপানী বিমান-পোত হইতে সম্প্রতি গোলা ফেলা হইতেছে। বিশেষতঃ চাংফুনের ৩০০ মাইল দূরে কাইলু সহরে মাঞ্চুকো বিরোধী ফৌজ সমবেত হইতেছে।

চীনা সরকারের উপদেশক্রমে বিশ্বজাতি সঙ্ঘের দৈনিক প্রতিনিধি ডাঃ য়েন সঙ্ঘকে জানাইয়াছেন যে, তিন দলে প্রায় ৩০ হাজার জাপানী সৈন্য জেহোল আক্রমণ করিবার জন্য ট্রেণে কোরিয়া হইতে মাঞ্চুরিয়ার দিকে চলিয়াছে।

সাম্যবাদ

(শ্রীযুক্ত অমরনাথ দত্ত)

'সাম্যবাদ' এই কথাটীর সৃষ্ট হইয়াছে কর্ম্মকাণ্ডকে বহুমাননকারী এই বিশ্বে। এই কথাটীর বর্ত্তমান অর্থের সৃষ্টিকর্ত্তা রাশিয়া। বর্ত্তমান সময়ে তথাকথিত সভ্য জগতের প্রায় সকল স্থানেই বিভিন্ন আকারে এই মতবাদের আদর হইতেছে।

সাম্যবাদের প্রস্তাব এই,—সকল মনুষ্যকেই সমান চক্ষে দেখিতে হইবে। কাহারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব বা কাহারও অধিকতর অভ্যুদয় সহ্য করা হইবে না। উহা মনুষ্য-সমাজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিঘ্ন উৎপাদন করে।

সাম্যবাদিরা যাহাই করুক না কেন এবং ভোগময় জগতের লোকের চক্ষে ইহা যতই যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীত হউক না কেন, এই ভোগময় জগতের ধর্ম্মই এই ইহার বিরুদ্ধে যত আন্দোলন চলুক না কেন ইহা রোধ করা মনুষ্য জাতির অসাধ্য। কর্ম্মী মনুষ্যগণ সুকর্ম্মের জন্য সুখ ভোগ ও দুষ্কর্ম্মের জন্য দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

কর্ম্মতৎপর জগতের মনুষ্যগণের এই রূপ উচ্চ নীচ ভাব দেখিয়া কর্ম্মের একমাত্র ফলদাতা বিষ্ণুশক্তি অপেক্ষা যাঁহারা স্বীয় দৈহিক শক্তিকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন তাঁহারাই জগতে ভোগময় মতবাদের স্থাপন করিতে বদ্ধ পরিকর হইয়া সাম্যবাদী বা বলসেবী নামে খ্যাত হইয়াছে।

ভগবানে তাঁহার ভক্তকে অত্যন্ত ভাল বাসেন বলিয়া সাম্যবাদিরা ভগবানকে স্বার্থপর বলে এবং এইরূপ বিচারপরায়ণ হওয়ায় তাহারা ক্রমে নাস্তিক হইয়া পড়ে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ. { ২৬ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৬ ২৪শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ৬ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৩ সোমবার ১৮০তম সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

ঢাকা সৎশিক্ষা প্রদর্শনী সমাপনান্তে জগদ্‌গুরুবর শ্রীল প্রভুপাদ বাঙ্গালার সর্ব্ব-প্রধান নগরী কলিকাতার অধিবাসিগণের সৌভাগ্যোদয় করাইয়া তত্রস্থ শ্রীগৌড়ীয়-মঠে অবস্থানান্তর নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন দ্বারা সহরবাসী সকলেরই চরম মঙ্গল বিধান করিয়া গত ৪।২।৩৩ তারিখে সপার্ষদে শ্রীধাম-মায়াপুরে শুভবিজয় করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজও শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে ঢাকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পূর্ব্বেই আকর মঠ-রাজ শ্রীচৈতন্যমঠে শুভাগমন করিয়াছেন। স্বামিজী মহারাজ শ্রীধামে পৌঁছিয়া শ্রীধাম-বাসী ভক্ত ও শ্রীধামাগত যাত্রীগণের নিকট প্রত্যহই হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। গত ২রা ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার শ্রীধামে আগত লালগোলা উচ্চইংরেজি বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত হরি-চরণ চৌধুরী এম্-এ এবং আরও কতিপয় ভদ্রলোকের নিকট স্বামিজী মহারাজ বৈষ্ণবতা ও বৈষ্ণবধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য, প্রকৃত গৃহস্থের কর্ত্তব্য, কপট-ধার্ম্মিকের কাপট্যের নিরসন প্রভৃতি বিষয় বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করেন।

অপরাহ্ণে পুনরায় শ্রীচৈতন্যমঠের নাট-মন্দিরে একটী বৃহৎ সভায় স্বামিজী মহা-রাজ ঢাকা সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত শিক্ষণীয় বিষয় সমূহের আলোচনা করিয়া স্বয়ং শাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত ও ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্র-গ্রন্থের তাৎপর্য্য সমূহ কিরূপ সরলভাবে সাধারণের বোধগম্য করিয়া শিক্ষা প্রদান করা হইয়াছে তাহা প্রায় দুই ঘণ্টা যাবৎ কীর্ত্তন করিয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ ঢাকাতে ৩।১।৩৩ তারিখে ঢাকার অবসরপ্রাপ্ত স্কুল ইন্‌স্পেক্টর ও কতিপয় বিশিষ্ট ভদ্রলোকের নিকট হরিকথা প্রসঙ্গে বলেন,—'উৎসাহা-ন্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ' শ্লোকের কিয়দংশ গান্ধী মহারাজ জড়জগতে Apply ক'রেছেন। এই শ্লোকে 'সঙ্গত্যাগাৎ' ব'লে একটা কথা আছে; এই সঙ্গত্যাগাৎ কথা থেকে গান্ধী মহারাজ Non co-operation এর ব্যবস্থা ক'রেছেন। বৈষ্ণবের বিচারটী কিন্তু এরূপ জড়বাদীর মত নহে। 'সঙ্গ' কাকে বলে? 'দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্য-মাখ্যাতি পৃচ্ছতি। ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্॥'—এই শ্লোকে সঙ্গ কাহাকে বলে তাহার বিচার ক'রেছেন।

ভগবদ্ভক্তগণের সম্বন্ধে প্রাকৃত বিচার করতে হ'বে না। কিন্তু অন্য লোকের সম্বন্ধে প্রাকৃত বিচার করতে হ'বে। ভগবানের প্রধান ভক্ত যদু ঠাকুর ভুঁইমালীকুলে উদ্ভূত হ'ন, তাঁ'র সম্বন্ধে প্রাকৃত বিচার করলে অপরাধ হ'বে। নর্দ্দমার জল যদি গঙ্গার খাতে এসে পড়ে তখন সেই জলে আর ক্ষুদ্র সংকীর্ণ বুদ্ধি করতে হ'বে না। মহাভাগবত কখনও বলেন না যে, অমুক ব্যক্তি ইতর কুলেতে উদ্ভূত হ'য়েছে ব'লে, তা'র ভগবদ্-ভক্তিতে অধিকার হ'বে না। অবৈষ্ণব স্মার্ত্তদিগের বিচারটা কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত।

বাস্তবিক যিনি কৃষ্ণপাদপদ্মে আশ্রিত হ'য়েছেন, তিনি জগতের যোগ্য অযোগ্য সকলকে আহ্বান ক'রে বল্‌ছেন যে, তোমরা সকলে এক হরিনাম কর। তোমাদের সকলের মঙ্গল হ'য়ে যাক্। দীক্ষা বল্‌তে দিব্য জ্ঞানকে বুঝায়। শ্রীভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধটা কি, এই জ্ঞান যিনি করিয়ে দেন তিনিই আমাদিগকে দীক্ষা বা দিব্য জ্ঞান প্রদান করেন। শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে দীক্ষা বা সম্বন্ধ জ্ঞান প্রদান ক'রে মহামন্ত্র কীর্ত্তনে অধিকার দেন। দশাপরাধ বর্জ্জন ক'রে সেই নাম করতে হ'বে। অপরাধীর নাম-ভজন হ'বে না। যিনি স্বয়ং নামাপরাধী তিনি হরিনাম দিতে পারেন না। কেবল নামাশ্রিত ব্যক্তির নিকট হ'তে নাম গ্রহণ করতে হ'বে, নচেৎ পিতৃবুদ্ধি হ'বে মাত্র।

হরিনাম আর ভাল লাগে না, একথা বল্‌লে চল্‌বে না। নিত্যকাল হরিনাম করতে হ'বে 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' ইহাই শ্রীচৈতন্যদেবের আদেশ। জড়জগতের যে জ্ঞান সেইটা অবিদ্যা। মায়িক জড়জগতের কার্য্যের মধ্যে 'আমি কর্ত্তা' এই বুদ্ধিটা হ'চ্ছে অবিদ্যার ফল। "স্যাৎ কৃষ্ণনাম-চরিতাদিসিতাপ্যবিদ্যাপিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু। কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী॥" এই শ্লোকে 'অনুদিনং' কথাটীর প্রয়োগ আছে অর্থাৎ নিরন্তর হরিনাম করতে হ'বে। ইহার মধ্যে আর কোন ব্যবধান রাখেন নাই। যে কাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণের রূপ দর্শন না হয় তৎকাল পর্য্যন্ত হরিনাম করতে হ'বে। রূপের কথাটা আগে নয়, নামের কথাটা আগে। পরে পর কিরূপ ভাবে জীবের ঊর্দ্ধগতি হয়, সেটা প্রদর্শনীতে দেখান হ'য়েছে। ক্রমপন্থায় না চল্‌লে নির্ব্বিশেষ হ'য়ে গিয়ে ভগবানের নিত্য সেবাটা ভুলে যেতে হ'বে। ব্রহ্মসুখে মগ্ন হ'লেও হরিকর্ত্তৃক হত হ'তে হ'বে—'সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ'।

(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-বাক্য।)

অচিদ্বিলাসটা যাহা আমরা এই জগতে পেয়েছি, সেটা বাস্তব জগতের ছায়া মাত্র। মনুষ্য যদি উৎকৃষ্ট দশায় এই জগতের এই থেকে অব্যাহতি পেতে চান, তবে না তাঁর কৃষ্ণানুসন্ধান চেষ্টার উদয় হবে! এখানকার অচিদানন্দে যদি আমাদের চিত্তবৃত্তি আবদ্ধ থাকে বা এই আনন্দই যদি আমাদের প্রয়োজনীয় ব্যাপার ব'লে মনে হয়, তা'হ'লে কৃষ্ণের কাছে আর যাওয়া হ'বে না এবং চিদানন্দেরও সন্ধান পাওয়া যা'বে না। কৃষ্ণানুসন্ধান-বৃত্তিটা যদি জেগে না উঠে, তা'হ'লে জগতের তিক্ত আস্বাদের ফলে কোনদিন হয়ত চেষ্টা হ'বে যে এই অসুবিধা গুলো কিসে থেমে যায়; কিন্তু থেমে যাওয়াটা আর Positive something নয়; চাই Positive কিছু। আনন্দটা ও আর নিরানন্দের অভাবটা মাত্র নয়—সেটা ব্রহ্মানন্দের ধার দিয়েই উদিত হয়।

সেই সে পরম বন্ধু সেই পিতামাতা। শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম্ম

ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতীয়

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩ নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ॥০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বস্তু সম্বন্ধের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জজ ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচালকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৩০ আনা।

মিটিংএর নোটীশ বহি—১ খানা ॥০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ॥০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বঙ্গমার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ভোটবোতলের সমাপ যখন ডাকে পাঠান হয়, তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, প্যাকেট ৷৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চোকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭-৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৬ ৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২০, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫-৩১	৯-৫	১২-১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩১	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ওয়াটসন আক্রমণ মামলা

বিগত ২৮শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রের সম্পাদক স্যার এলফ্রেড ওয়াটসনকে আক্রমণ করার সংস্রবে আলিপুরের স্পেশ্যাল জজ কর্ত্তৃক সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং প্রমোদরঞ্জন বসু দণ্ডিত হয়। কলিকাতা হাইকোর্টের চীফ জাষ্টিস এবং বিচারপতি আমীর আলী তাঁহাদের রায়ে স্পেশ্যাল জজের দণ্ডাদেশ বহাল রাখিয়াছেন।

বিচারপতিদ্বয়ের মতে সুনীলের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড এবং প্রমোদের ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হ্রাস করা যাইতে পারে না।

এই মামলার পলাতক আসামী বীরেন রায়কে আশ্রয় প্রদানের অভিযোগে অমরকৃষ্ণ ঘোষ স্পেশাল জজের বিচারে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। এই দণ্ডাদেশ সম্বন্ধে বিচারপতিদ্বয় রায় মুলতুবী রাখিয়াছেন।

সর্দ্দা আইন

বাল্য বিবাহ নিবারণী সভার সেক্রেটারী রামলগন প্রসাদ সর্দ্দা আইনানুসারে কন্যার পিতা ও অভিভাবক রামধন কালোয়ার ও বরের পিতা ও অভিভাবক শ্যামাবতার কালোয়ারের বিরুদ্ধে অস্থায়ী অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে এই মর্ম্মে এক মামলা রুজু করিয়াছে যে, বর ও কন্যার পিতা সর্দ্দা আইন অবজ্ঞা করিয়া অপ্রাপ্তবয়স্ক বরকন্যার বিবাহ দিয়াছে আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী এই মামলার শুনানী আরম্ভ হইবে।

ক্রোক

বিদেশী-বস্ত্রের ব্যবসা চালাইবার জন্য কয়মাস পূর্ব্বে ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট করপোরেশন নামে যে কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হয়, তাহার কাহারো প্রতিনিধির প্রার্থনা অনুসারে দেওয়ানী আদালতের এক পরোয়ানা বাহির হয়। উক্ত পরোয়ানাবলে উক্ত কোম্পানীর কতিপয় আসবাবপত্র আজ প্রাতে ক্রোক করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

গ্রেপ্তার

দমন আদেশ অমান্যের জন্য শ্রীযুত নারায়ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে গ্রেপ্তার করা হয়। মহকুমা হাকিমের নিকট বিচারের জন্য তাঁহাকে আরামবাগে প্রেরণ করা হইয়াছে।

প্রতারণা

ধীরেন্দ্র নাথ সেন নিউ মার্কেটের সহাদেও প্রসাদ প্রমুখ কয়েকজন লোককে ভিক্টোরিয়া ক্লাবের টিকিট ক্রয় করিতে প্ররোচিত করিয়াছিল বলিয়া তাহাকে প্রতারণার অভিযোগে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার প্রতি ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

হত্যাকাণ্ড

বোম্বাই স্পেশাল প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে এক ভীষণ হত্যাকাণ্ডের মামলা আরম্ভ হইয়াছে। ভিকাজী দারুওয়ালা নামে একজন বৃদ্ধ পারসী তাঁহার ভ্রাতা কাওয়াসজী দারুওয়ালাকে হত্যা করিবার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছেন।

কাওয়াসজীর বয়স ৬২ বৎসর। তিনি বিবাহ করেন নাই। বি, বি, সি, আই রেল কোম্পানীতে তিনি কাজ করিতেন এবং আসামীর সহিত একই বাড়ীতে একই পরিবারে থাকিতেন। হত্যার পূর্ব্বদিন রাত্রিতে সকলে ৯টার সময় ঘুমাইয়া পড়ে। পরদিন ভোরবেলা কাওয়াসজীর কক্ষ হইতে চীৎকার শুনা যায়। শব্দ শুনিয়া আসামীর দুই পুত্র ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখে যে, কাওয়াসজী রক্তাক্ত অবস্থায় শয্যায় পড়িয়া রহিয়াছেন। ইত্যোমধ্যে বাড়ীর সকলে আসিয়া পড়ে।

পুলিস তল্লাসীর সময় আসামী বাড়ী ছিলেন না। পরে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিলে তাঁহার নিকট নগদ ৫৫০ টাকা ও সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের একটী রসিদ পাওয়া যায়।

হত্যার কারণ সম্বন্ধে বাদী পক্ষের উকিল বলিয়াছেন যে, আসামী ও নিহত ব্যক্তির যুগ্ম নামে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে ১৬০০০ টাকা জমা ছিল। কাওয়াসজী রেলে কার্য্য হইতে অবসর লইলে প্রভিডেন্ট ফণ্ডের দরুণ ঐ টাকা প্রাপ্ত হন। আসামী নাকি ভ্রাতার স্বাক্ষর জাল করিয়া এই যুগ্ম হিসাব হইতে ৬০০০ টাকা উঠাইয়া লন।

আসামীর গৃহে তাহার চারি পুত্রও ধৃত হয়। করোণারের বিচারে তিন পুত্র খালাস পায়। এক পুত্র বাড়ীর তিন তালা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করে।

তমলুকে গ্রেপ্তার ও দণ্ডিতের সংখ্যা

মেদিনীপুর জিলার তমলুক মহকুমা হইতে গত বৎসর অনুমান পাঁচ হাজার লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ মহিলা। ইহাদের মধ্যে ১৯৩২ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৫১ জন মহিলা ও ৭৬৪ পুরুষকে দণ্ড প্রদান করা হয়।

পেট্রোলের শুল্ক

ব্যবস্থাপরিষদে স্যার জ্যাক্‌ বেগ বলেন যে, ১৯৩২ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত পেট্রোলের অতিরিক্ত শুল্ক বাবদ ৩ কোটী ২ লক্ষ ৯৬ হাজার ৫৫৮ টাকা আদায় হইয়াছে।

তরবারি বিপজ্জনক অস্ত্র

ব্যবস্থাপরিষদে নবাব নরসিংজি ঈশ্বর বলেন যে, কোন্ কোন্ অস্ত্র রাখা দণ্ডনীয় তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হউক এবং তরবারিকে বিপজ্জনক অস্ত্রের পর্য্যায় হইতে বাদ দেওয়া হউক। উত্তরে স্বরাষ্ট্রসচিব বলেন যে, তরবারি বিপজ্জনক অস্ত্র নহে এরূপ কথা গবর্ণমেণ্ট মানিয়া লইতে পারেন না।

দণ্ড

ক্লাইভ ষ্ট্রীট দিয়া এক শোভাযাত্রা পরিচালনা করিবার অভিযোগে সতীশচন্দ্র জান, সুধীররঞ্জন দাস ও মুকুন্দ মহান্তা প্রমুখ কয়েকজন লোককে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট প্রথম তিন জনকে আদালতের কাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আটক রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বাকী আসামীদিগের প্রত্যেকের প্রতি তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের নিকট একটা সভার অধিবেশন ও শোভাযাত্রা পরিচালনা করিবার অভিযোগে অশ্বিনীকুমার দাস ও আর ৯ জন লোককে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদের ৩ জনকে অপরাহ্ণ ৫টা পর্য্যন্ত আটক রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বাকী সকলের প্রত্যেকের প্রতি ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম হইয়াছে।

অগ্নিকাণ্ড

কেশোরগঞ্জ [illegible] থানার অন্তর্গত বনগ্রাম গ্রামে শ্রীযুত বিনোদচন্দ্র রায়ের বাটীতে শোচনীয় অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। তাহাতে তাঁহার সুনির্ম্মিত গৃহগুলির অধিকাংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। ফরিদপুর নড়িয়ার ভোলানাথ অপেরা দল তথায় যাত্রাগান করিতে যাইয়া তাঁহার বাটীতে অবস্থান করিতেছিল। তাহাদেরও বহু মূল্যবান সাজপোষাক ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে।

জোড়া খুন

হাজ্রাস হইতে রাত্রিতে একজন দোকানদার বাজারে শস্য বিক্রয়ের জন্য একখানি গরুর গাড়ীতে যখন তাহার নিজ গ্রাম মণিপুর অভিমুখে ফিরিতেছিল তখন একদল লোক তাহাকে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আক্রমণ করে ও পরে তাহাকে গুলী করিয়া নিহত করে। মৃত দেহটী শবব্যবচ্ছেদের জন্য আলীগড় প্রেরণ করা হইয়াছে।

বেরিলী শিরগঞ্জের বাজারে একজন মুসলমান যুবককে নিহত অবস্থায় দেখা যায়। তাহার বুকে ছুরিকাঘাত দৃষ্ট হয়। উক্ত সংবাদ পাওয়া মাত্র স্থানীয় বাজারে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হইয়া যায়।

পাঁচটি বোমা

মেমারী থানার সাতগাছিয়া হইতে ৫টি তাজা বোমা আবিষ্কারের ফলে পুলিশ প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, পঞ্চানন ঘোষাল এবং কালীপদ মুখুয্যে এই চারিজন যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ধৃত ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের বাড়ী হইতে একটী সাইক্লোষ্টাইল মেসিন এবং কয়েকখানি কংগ্রেস বুলেটীন পাওয়া গিয়াছে।

অগ্নিকাণ্ড

শ্যামনগর বাঁধাঘাট জুট প্রেসে আগুন জ্বলিয়া উঠে। সংবাদ পাইবামাত্র কয়েকখানি দমকল দ্রুতবেগে ঘটনাস্থলে গিয়া অগ্নি-নির্ব্বাপণে নিযুক্ত হয়। এত বড় অগ্নিকাণ্ড এবৎসর খুব কমই হইয়াছে। ভোর পর্য্যন্ত দমকলগুলিকে কাজ করিতে দেখা যায়। দুইটি বড় বিতল গুদাম পুড়িয়া গিয়াছে। উহাতে পরিত্যক্ত তুলা, পাট ও রেশমছিল।

Reg No C 1544

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সংবাদ ও মঙ্গল-প্রচারক - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵০

৭ম খণ্ড | সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি | ২৮১তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৫শে মাঘ মঙ্গলবার ১৩৩৯, ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩

নানা কথা

কৃষ্ণনগরে সৈন্যের আগমন

গত ৩১শে জানুয়ারী একদল গুর্খা চুঁচুড়া হইতে কৃষ্ণনগর আসিয়া সার্কিট হাউস প্রাঙ্গণে অবস্থান করিতেছিল তাহারা সহরের বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরিয়াছে ও উক্ত প্রাঙ্গণে সামরিক কুচকাওয়াজ করিয়াছে। তাহারা মুড়াগাছা অভিমুখে রওনা হইয়া গিয়াছে। তাহারা মুড়াগাছা, বিষ্ণুগ্রাম, বেথুয়াডহরি, হাঁসখালী, শিবপুর, তেহট্ট, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা যাইবে।

— — —

গুলী চালনার সরকারী বিবরণ

২৬শে জানুয়ারী তারিখের স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠান উপলক্ষে হুগলী জেলার অন্তর্গত আরামবাগ মহকুমার অধীন বদনগঞ্জ ফাঁড়ীর পুলিশ ৭০০ লোকের এক জনতার উপর গুলীবর্ষণ করিয়াছে বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসম্পর্কে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট নিম্নোক্ত বর্ণনা প্রচার করিয়াছেন :—

১৪৪ ধারা জারি করিয়া ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবসে শোভাযাত্রা বাহির করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। ঐদিন হাটবার ছিল। বেলা প্রায় তিনটার সময় তিনজন লোক ঢাক বাজাইতে বাজাইতে এবং কংগ্রেসের ধ্বনি করিতে করিতে একটী নিশান লইয়া গ্রামের পশ্চিম দিক হইতে একটী শোভাযাত্রা লইয়া অগ্রসর হইতে থাকে। শোভাযাত্রায় প্রায় ৫০ জন লোক ছিল; তাহারা ভিন্ন গ্রামের অধিবাসী। শোভাযাত্রা হাটের নিকটবর্তী হইলে আরও বহুলোক শোভাযাত্রায় যোগদান করে। তাহাদের কেহ কেহ বলিয়াছিল, হাটেই পতাকা উত্তোলন করা হইবে, আবার কেহ কেহ ফাঁড়ীতে পতাকা উত্তোলনের প্রস্তাব করে। শোভাযাত্রীদের গোলমাল শুনিয়া একজন এসিষ্ট্যাণ্ট সাব-ইনস্পেক্টার তথায় গমন করিয়া নিশানটি ছিনাইয়া লয় এবং শোভাযাত্রার পরিচালকদ্বয়কে গ্রেপ্তার করে। তাহাদিগকে লইয়া সে ফাঁড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের নিষেধ না শুনিয়া এক ভয়ানক জনতা তাহাকে অনুসরণ করে। এসিষ্ট্যাণ্ট সাব ইনস্পেক্টার ফাঁড়ী হইতে ২০ গজ দূরবর্তী পোষ্ট অফিসের নিকটবর্তী হইলে একজন দারোগা কয়েকজন কনেষ্টবলসহ তথায় উপস্থিত হইয়া জনতাকে চলিয়া যাইতে বলেন। তাহারা তাঁহার আদেশে কর্ণপাত না করিলে তিনি লাঠি চালাইবার হুকুম দেন। ইহাতে তাহারা নিকটবর্তী এক জীর্ণ মন্দির হইতে ইটপাটকেল লইয়া তাহা পুলিশের উপর নিক্ষেপ করিতে থাকে। ফলে পুলিশ কর্ম্মচারীদ্বয় ও কয়েকজন কনেষ্টবল আহত হয়। অতঃপর সাব-ইনস্পেক্টর যথাবিধি সাবধান করিয়া গুলী চালাইবার আদেশ দেন। মোট ১৬বার গুলী নিক্ষিপ্ত হয়; তন্মধ্যে চৌকিদার রিভলভারের গুলী নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যতদূর জানেন তাহাতে দেখা যায় গুলীবর্ষণের ফলে চারি ব্যক্তি আহত হইয়াছে। আহত ব্যক্তিদের শরীরের যে অংশে গুলী লাগিয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায়, নিম্নাঙ্গ লক্ষ্য করিয়া গুলি ছোঁড়া হইয়াছিল। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সকলেই শরীরের সম্মুখ ভাগে আঘাত পাইয়াছে। পুলিশও আহত হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি তাহারা অনতিবিলম্বে আহত ব্যক্তিদের প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়াছিল। অতঃপর আহত ব্যক্তিদিগকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

আগামী ২৬শে মাঘ, ৮ই ফেব্রুয়ারী বুধবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপে

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব

উৎসবোপলক্ষে শ্রীনামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবেন।

১৮ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার হইতে ২৬শে ফাল্গুন শুক্রবার পর্য্যন্ত নয়দিন নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা হইবে।

২৭শে ফাল্গুন, ১১ই মার্চ্চ শনিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম মায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপের যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব হইবে।

— — —

ডাকাতি

কালি পুলিশ থানার অন্তর্গত কেশবরামপুরে জনৈক মহাজনের বাড়ীতে সম্প্রতি এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রায় কুড়িজন সশস্ত্র ডাকাত ঐ বাড়ীতে হানা দিয়া বাড়ীর বাসিন্দাদিগকে প্রহার পূর্ব্বক নগদ ও অলঙ্কারে প্রায় তিন হাজার টাকা লইয়া চম্পট দিয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৫শে মাঘ, মঙ্গলবার ১৩৩৯

ভারতীয় পরিষদে মন্দির প্রবেশ বিল উত্থাপিত হইলে সারা ভারতে গৃহবিবাদ বাধিয়া যাইবে, এই মর্ম্মে বড়লাট সাহেবের নিকট কয়েকটী টেলিগ্রাফ গিয়াছে। এ সম্বন্ধে গান্ধীজী বলেন যে, তিনি অস্পৃশ্যতা সমস্যার উপর জীবন অর্পণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে অস্পৃশ্যগণকে তথাকথিত উন্নত শ্রেণীর লোক ঘৃণা করিতেছে, কিন্তু এ ভাব থাকিবে না। তিনি সকলকে ধৈর্য্য ধারণ করিতে বলিতেছেন। আইনের সাহায্যে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ রূপ সামাজিক সমস্যার সমাধানে অনেকে আপত্তি করিতেছেন। তাঁহারা বলেন যে, আইন রাষ্ট্রীয় ব্যাপার। এ সমস্যা সামাজিক। ইহাদের কোন সম্বন্ধ থাকা উচিত নয়।

ভারতীয় সংহিত রাষ্ট্রতন্ত্রে শতকরা পঞ্চাশ টাকার উপর সামরিক ব্যয়ের জন্য রাখা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ভারতীয়ের স্বাস্থ্য ক্ষয় হউক, তাহার শিক্ষা রসাতলে যাউক, তাহার শিল্প বাণিজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হউক, তাহাতে কি আসে যায়? তাহাকে সৈন্য এবং পুলিশের গুরুভার বহন করিতেই হইবে। নিরস্ত্রীকরণের যুগেও বর্ত্তমানে ভারতকে অষ্ট্রেলিয়া অপেক্ষা অনুপাতে দশগুণ বেশী সামরিক ব্যয় বহন করিতে হইতেছে। ভবিষ্যতে বিশগুণ হইতে পারে। দেশীয় সাংবাদিকেরা বলেন যে, ভারতে এত বেশী টাকা কেবলমাত্র সৈন্য বিভাগের খরচ করিবার আবশ্যকতা নাই।

ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশনের কলিকাতা শাখার প্রেসিডেণ্ট বলেন, দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তন করিতে হইলে আইন ও শৃঙ্খলা বিভাগও হস্তান্তরিত করিতে হইবে কিন্তু বাঙ্গলাদেশের বর্ত্তমান যেরূপ তাহাতে নির্ভয়ে আইন ও শৃঙ্খলা বিভাগ হস্তান্তরিত করা যায় না। সুতরাং ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশনের অভিমত এই যে যতদিন বাঙ্গলার রাজনৈতিক অবস্থার আশানুরূপ পরিবর্ত্তন না হইবে ততদিন বাঙ্গলাদেশে সংস্কার প্রবর্ত্তন করা যুক্তিযুক্ত নহে।

রাজবন্দীদিগকে প্রয়োজনাতিরিক্ত ভাতা দেওয়া হয় বলিয়াও ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশন গবর্ণমেণ্টের নিকট অভিযোগ করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের পরামর্শদ্বারা পরিচালিত হইয়াছিলেন কিনা বলা যায় না তবে তাঁহারা অভিযোগ করিবার পরই গবর্ণমেণ্ট রাজবন্দীদের ভাতার পরিমাণ হ্রাস করিয়াছেন।

কংগ্রেসের প্রচার কার্য্যের বিরুদ্ধে পাল্টা প্রচার কার্য্য চালাইবার জন্য এসোসিয়েশন গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই অনুরোধে বিশেষ ফল হয় নাই। একমাত্র গবর্ণমেণ্টের প্রচার বিভাগ যথাশক্তি ইস্তাহার ও পুস্তিকাদি বিতরণ করিতেছেন।

গত কয়েক মাসে দেশের সর্ব্বত্র রাজনীতি বিষয়ে যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহাতে বড়লাট সাহেবের যে আনন্দের সীমা নাই, তাহা তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের উদ্বোধন কালে সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি শাসন সংস্কারের জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা করিতেছেন এবং অর্ডিনান্স প্রভৃতি শান্তিপূর্ণ এবং অহিংস উপায় দ্বারা নূতন শাসন পদ্ধতি অনুসারে কার্য্য আরম্ভ করিবার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করিতেছেন এবং অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সাধিত না হইলে আইন অমান্য আন্দোলন দমনের জন্য যে সকল বিধি প্রণয়ন করা হইয়াছে, তাহা কোনরূপে শিথিল করা হইবে না, এরূপ আশ্বাস দিয়া লোকের মন একেবারে ঠাণ্ডা করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আইন অমান্যের নেতৃবর্গ কোন মতেই ভ্রম স্বীকার করিতেছেন না এবং বহু লোক এতদূর বিগড়াইয়াছে যে তাহারা অর্ডিনান্স, পুলিশ, সি-আই-ডি, আই বি, গ্রামে সৈন্য প্রেরণ সত্ত্বেও বৃটিশ শাসনের মহিমা উপলব্ধিও করে না। আর একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, তিনি খাজনা ও কৃষি দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি সম্বন্ধে আশা দিলেও লোকে আশ্বস্ত হইবার কোন লক্ষণ দেখাইতেছে না।

আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য ভারতীয় এবং ইউরোপীয় প্রভৃতি সকল শ্রেণী লোকই বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

ভারতীয় দেশভক্তগণ চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে দেশের বাণিজ্য তাঁহাদের একচেটিয়া থাকে। ইউরোপীয়, জাপানী এবং আমেরিকা এখানে একচেটিয়া ব্যবসায় চালাইবার জন্য কিরূপ চেষ্টা করিতেছে তাহা পাঠক অবগত আছেন; কিন্তু দেশের একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন ব্যতীত কোন পক্ষেরই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না। জাপানীরা ভারতে ব্যবসায় ক্ষেত্রে ইংরাজকে বিতাড়িত করিতেছে এবং তাহাদের প্রভাবে বোম্বাই অঞ্চলের অনেক কাপড়ের কল বন্ধ হইয়াছে। ম্যাডাম স্মিথ বলেন যে, যদি একটা কারখানা হইতে কুড়ি মাইল দূরে আপর একটা কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী কারখানার মালিক ভীত হন; কিন্তু বর্ত্তমানে যদি এই দূরত্ব কুড়িশত মাইল হয় তাহা হইলেও ভয়ের কারণ দেখা যায়। জাপানের কলওয়ালারা ম্যাঞ্চেষ্টারের কলওয়ালাদের অন্ন মারায় ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আজকাল ভারতে যত কাপড় ব্যবহার হয় তাহার মধ্যে বার আনা ভারতে প্রস্তুত হয়, দুই আনা ইংলণ্ডে এবং দুই আনা রকম জাপানে প্রস্তুত হয়, কিন্তু জাপানীরা এখানে একচেটিয়া ব্যবসায়ের জন্য বাংলায় কল আনিবার মতলব করিয়াছে এবং ইংরাজেরা রাষ্ট্রীয় শক্তির বলে এখানে বিলাতী কাপড় বিক্রয় করিতে চায়।

ইংলণ্ডে যখন কারখানাওয়ালারা শিল্পের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইলেন, এবং তাহার ফলে বিলাতে বহু মূল্যে শিল্প দ্রব্যসমূহ বিক্রীত হইতে লাগিল, তখন কৃষিজীবী এবং গ্রাম্য ক্ষুদ্রসম্প্রদায় মহাবিপদে পড়িলেন। তাঁহারা অল্প মূল্যে চাষে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া বহু মূল্যে কারখানায় নির্ম্মিত দ্রব্য ক্রয় করিতে বাধ্য হইতেন। বর্ত্তমানে ভারতের অবস্থা ঠিক সেই রকম দাঁড়াইয়াছে এবং এই কারণে কৃষকগণ খাজনা দিতে পারে না এবং জমীদারেরা রাজস্ব দিতে পারে না। অনেক জেলায় শত শত জমীদারী অতি অল্প মূল্যে বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। খাজনা, রাজস্ব এবং অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য যদি চাষে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের অনুপাতে কমিত তাহা হইলে ভারতীয় প্রজা ও জমিদারেরা এই বিপদের সম্মুখীন হইত না। বিলাতে কারখানাওয়ালারা যেরূপ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া দেশের লোকের অসুবিধাকর আইন প্রস্তুত করাইয়া নিজেদের স্বার্থ সাধন করিত, গ্রাম্য ক্ষুদ্র সম্প্রদায় ও অনুরূপ সঙ্ঘ গঠিত করিয়া অবাধ-বাণিজ্য এবং শুল্কের দাবী রহিত করিবার দাবী করিল। ইহার ফলে কারখানায় মজুরদের খরচ বাড়িল, তাহাদের মজুরি বাড়াইতে হইল, কারখানাওয়ালাদের লাভ কমিল। তাহারা তখন বাধ্য হইয়া খাদ্য দ্রব্যের সংরক্ষণ আইন উঠাইবার জন্য অবাধ বাণিজ্যের ওকালতি আরম্ভ করেন এবং সমস্ত সংরক্ষণ শুল্ক উঠিয়া গেল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই কার্য্য তাহাদের উদারতার পরিচায়ক নহে। তাহারা বাধ্য হইয়া এই কার্য্য করে।

মিঃ গান্ধি জাতিগত ভাবে উচ্চ নীচের মধ্যে পার্থক্য দেখিতে পান না এবং বলেন যে, ধর্ম্ম শিক্ষা দেয় যে, নিজেকে উচ্চ বলিয়া মনে করা পাপ, ভগবান্ বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণী সৃষ্টি করিলেও উচ্চ-নীচ বলিয়া কোন শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন বলিয়া তিনি অবগত নহেন। তাঁহার বিরুদ্ধে অনেকে মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং আপনাদের উক্তির সমর্থনে তাঁহার নিজের লেখার বিকৃত অর্থের সৃষ্টি করিয়াছেন; তবে যাঁহারা সাধারণের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন তাঁহাদের ভাগ্যই এইরূপ এবং তিনি ঐরূপ ব্যবহারে অভ্যস্ত বলিয়া রুষ্ট হন না। তাঁহার মতে দেশাচারকে ধর্ম্মের অনুশাসন বলিয়া গ্রহণ করিলে ধ্বংস অনিবার্য্য। বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের মধ্যে বহু প্রথা আছে যাহার কোনটাই শাস্ত্রানুমোদিত নহে; কিন্তু এখন এ সমস্ত ব্যাখ্যা বিচারের সময় নয়।

আমরা বঙ্গদেশে ডাকাতির সংখ্যাধিক্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইতেছি। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গবর্ণমেণ্ট এত আইন কানুনের কড়াকড়ি, সৈন্য এবং পুলিশের আরম্বর করিয়াও ডাকাতি কিম্বা রাজনৈতিক অশান্তি দমন করিতেছেন না। আমরা বার বার বলিতেছি যে, দেশে আর্থিক অবস্থা যতকাল এইরূপ থাকিবে ততকাল কাহারও সাধ্য নয় যে এই সমস্ত নিবারণ করে। সরকার বাহাদুর যে খরচটা সৈন্য এবং পুলিশ বিভাগের খরচ করেন তাহার কতক অংশ দেশের শিল্প উন্নতিতে ব্যয় করিলে অবস্থান্তর ঘটিতে পারে। পুলিশ ও সৈন্য দেশের জন্য কোন দ্রব্য সৃষ্টি করেন না, তাহারা শিক্ষা বা স্বাস্থ্য বিভাগে কোন কাজে লাগে না। অনেকে মনে করেন যে এই বিভাগে এত খরচ অপব্যয় মাত্র, বিশেষতঃ যখন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা নাই এবং জগতের অবস্থা নিরস্ত্রীকরণের অনুকূল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ. ২৭ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৬ ২৫শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ৭ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৩ মঙ্গলবার ১৮১তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীল প্রভুপাদ এবার সপার্ষদে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী-দ্বারে পূর্ব্ববঙ্গে পরমনির্ম্মৎসর সাধুগণের আলোচ্য শ্রীভাগবত-ধর্ম্মের বহুল প্রচার সম্পাদন করিয়াছেন। আগামী ২৬শে মাঘ ৮ই ফেব্রুয়ারী বুধবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাবোপলক্ষে বিরাট নামযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইবে। বৃন্দাবনাভিন্ন শ্রীধাম নবদ্বীপের বার্ষিক পরিক্রমা কালও আগতপ্রায়। সুতরাং জগদ্গুরুবর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধামের বার্ষিক উৎসবাদি সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন করিবার মানসে ও ভক্তবৃন্দকে তদনুকূল বিবিধ সেবার উৎসাহ ও উপদেশ প্রদানের নিমিত্ত সপার্ষদে শ্রীধামে শুভবিজয় করিয়াছেন।

গত ২২শে মাঘ ৮ই ফেব্রুয়ারী বুধবার ২-৪০ মিনিটের ট্রেণে শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা হইতে শুভযাত্রা করিয়া ঐ দিবস সন্ধ্যা ৬-৮ মিনিটে হুলার ঘাটে অবতরণ করেন। পূর্ব্ব হইতেই সংকীর্ত্তনবাহিনীসহ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমায়াপুর ষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক প্রভু প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের সম্বর্দ্ধনার জন্য হুলার ঘাটে উপস্থিত ছিলেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ এবং শ্রীমায়াপুর পোষ্ট অফিসের পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস প্রমুখ ভদ্রলোকগণও শ্রীল প্রভুপাদপদ্ম দর্শন ও সম্বর্দ্ধন-জন্য তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ হুলার ঘাটে অবতরণ করিলে কাঁসর শঙ্খ, মৃদঙ্গ করতালাদি বাদ্য-সহ উচ্চ কীর্ত্তন ও জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীমদ্‌ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের গলদেশে সুগন্ধী পুষ্পমাল্য প্রদান করেন। অতঃপর (কলিকাতা হইতে আগত) শ্রীধাম সেবায় নিযুক্ত নিজেদের মোটর-যানে আরোহন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য-মঠে শুভবিজয় করেন। আসিবার কালীন রাস্তায় বিভিন্ন স্থানে শ্রীধামবাসী ভক্তগণ সুমঙ্গল শঙ্খ-করতালাদি বাদ্য ও কীর্ত্তনসহ শ্রীল প্রভুপাদকে সম্বর্দ্ধনা করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে কলিকাতা হইতে আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভু, শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরাবিদ্যাভূষণ বি-এ, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সেক্রেটারী শ্রীপাদ জগদ্ধারণ ভক্তিবান্ধব বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতিঃ, শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ভক্তগণ শুভাগমন করেন।

শ্রীধামাগত যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য জগন্মঙ্গলবিধানকারী শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় সম্প্রতি হুলার ঘাট হইতে শ্রীচৈতন্য-মঠ পর্য্যন্ত মোটর বাস চলাচলের সুব্যবস্থা করা হইয়াছে।

শ্রীধাম নবদ্বীপের বিভিন্ন উৎসবোপলক্ষে শ্রীধামে বহু যাত্রীসমাগম আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যহ বহু যাত্রী দর্শনার্থী হইয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে সমাগত হইতেছেন এবং ধামে আগমনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল সাধু-দর্শন ও সাধুমুখে সংসারতাপনিবারক হরিকথা শ্রবণ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা আপনাদিগকে ধন্যাতিধন্য মনে করিতেছেন।

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী শনিবার পূর্ব্বাহ্ণে কুমিল্লা জেলা নিবাসী ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত বি-এ প্রমুখ কতিপয় বিশিষ্ট ভদ্রলোকের নিকট ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ প্রায় একঘণ্টা যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। সুরেশ বাবু স্বামীজীর নিকট প্রকৃত সাধুর নিদর্শন, সাধু ও শিষ্যের কৃত্য বিষয়ক বহু প্রশ্ন করিয়া তাহার সুমীমাংসাপূর্ণ উত্তর শ্রবণ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। স্বামীজী তাঁহাকে মুণ্ডকোপনিষদের "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥" ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে,—শিষ্য তত্ত্বজ্ঞান পিপাসু হইলে তিনি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তিসহ বেদতাৎপর্য্যজ্ঞ ও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্গুরুর সমীপে কায়মনোবাক্যে গমন করিবেন। গুরুদেবও শিষ্যের আত্মজ্ঞানাকাঙ্ক্ষা দর্শন করিয়া তাহাকে স্বীকার করেন। তখন শিষ্য গুরুগৃহে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাদি অবলম্বন পূর্ব্বক গুরুর উপদেশবাণী শ্রবণ করিতে থাকেন। তৎপরে যদি কোন শিষ্যের সংসার আশ্রম স্বীকার করিবার ইচ্ছা হয় তখন তিনি গুরুর আদেশে সংসারে প্রবেশ করিবেন। এইপ্রকার সংযত পুরুষ সংসার আশ্রম স্বীকার করিলেও তাহার অমঙ্গল উদয় হয় না।

পূর্ব্বে আমাদের দেশেই এই সমস্ত নিয়ম ছিল। শিষ্য দ্বাদশ বৎসর গুরুগৃহে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক গুরুর নিকট হইতে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতেন। এই প্রকার সংযতেন্দ্রিয় ব্রহ্মবিদ্যাপারঙ্গত শিষ্যের সংসারাশ্রম স্বীকারে কোনই অসুবিধা হইত না। এই প্রকার সংযম শিক্ষার আজকাল বড়ই অভাব পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু এই শ্রীচৈতন্যমঠে সেই শিক্ষা প্রকৃষ্টরূপে সকলকে দেওয়া হইতেছে।

গত ২১।১।৩৩ তারিখ সন্ধ্যাকালে ঢাকা সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী-অফিসে অবসরপ্রাপ্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দে মহাশয় তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শ্রীল প্রভুপাদের পদাম্বুজে আসিয়া উপস্থিত হন। ৮ তিন অধিকরাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া প্রভুপাদের শ্রীমুখবিগলিত অনেক হরিকথামৃত আস্বাদন করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ সংক্ষিপ্তস্বরূপ আলোচনা মায়াবাদ খণ্ডন পূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তির বৈশিষ্ট্য এবং শ্রীভগবানের চিদ্বিলাসবৈচিত্র্য ভক্তাধীনতা স্থাপন করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন। মায়াবাদ যে অসৎশাস্ত্র এবং তাহা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ মাত্র শ্রীল প্রভুপাদ তাহা তাঁহাকে সুষ্ঠুভাবে বুঝাইয়া দেন।

সেই সে পরম বন্ধু সেই পিতামাতা শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৭ মাঘ, [illegible]

নদীয়া-প্রকাশের পাঠক মহোদয়গণ দৈনিকাকারে দীর্ঘকাল ধরিয়া ঢাকা সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী সম্বন্ধে বহু কথা এ-যাবৎ শ্রবণ করিয়াছেন এবং তৎপ্রসঙ্গে যুগাচার্য্য প্রবর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন হইতে আরম্ভ করিয়া ঢাকা হইতে কলিকাতায় পুনরভিযান পর্য্যন্ত তাঁহার মুখবিগলিত অমৃতময়ী চেতনবাণী যথাসম্ভব সংগ্রহ করিয়া শুশ্রূষু পাঠকবর্গের নিকট পরিবেশন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ঢাকার 'সৎশিক্ষা প্রদর্শনী' শেষ হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই সৎশিক্ষার যে চেতনাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, তাহার কোন কালে বিরাম নাই, তাহা নিত্যকাল জ্বলিতে থাকিবে, ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা।

বৈষ্ণব-ধর্ম্মটী যে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নহে বা তাহা কোন প্রকার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে, তাহা একটু চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারেন। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উদ্দেশ্য নিজ নিজ চেতনের বৃত্তিকে, স্বরূপের বৃত্তিকে জাগরিত করিয়া পূর্ণ বিভু-চেতন সেই ভগবদ্বস্তুতে প্রেমলাভ করা। ইহাতে কোন প্রকার সম্প্রদায়িকতা নাই, বা থাকিতে পারে না। জীবের উপাধিদ্বয় অর্থাৎ দেহ বা মনকে অবলম্বন করিয়া যে সমস্ত ধর্ম্মের কথা জগতে চলিতেছে বা ভবিষ্যতে চলিতে থাকিবে, তাহাতেই সীমাবদ্ধতা বা সাম্প্রদায়িকতার বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যে প্রেমধর্ম্মের কথা জগতে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, তাহা জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই গ্রহণ করিয়া প্রত্যেকেই তাহার মনুষ্যজীবন সার্থক করিতে পারেন এবং জীবের চরম কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারেন। জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদ সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী উন্মোচন করিয়া আজ সেই শিক্ষাই প্রচার করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের মনোহভীষ্ট প্রচার করিলেন। 'সৎ' বস্তুটী একমাত্র বাস্তব শ্রীভগবান্ ব্যতীত আর কিছুই নন। সেই 'সৎ'বস্তু-সম্বন্ধে যে কিছু শিক্ষা তাহাই সৎশিক্ষা-নামে অভিহিত।

সেই 'সৎ' বা বাস্তব বস্তু ভগবানকে বাদ দিয়া জগতে আর যত প্রকার শিক্ষা বা শিক্ষার প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছে, হইতেছে বা হইবে তাহার দ্বারা জগতের লোকের সাময়িক বা উপাধিগত কোন উপকার সাধিত হইলেও, তদ্দ্বারা মানবজাতির কোন নিত্যকালের উপকার সাধিত হয় নাই বা হইতে পারে না। পরমাত্মা ও জীবাত্মাই নিত্য বস্তু, আর বাদ বাকী যাহা কিছু সমস্তই অনিত্য ও নশ্বর। অতএব জীবাত্মার সম্বন্ধে মঙ্গল অনুসন্ধান না করিয়া যদি আমরা ইতর কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া জন্ম-জন্মান্তর অতিবাহিত করিতে থাকি, তাহাতে আমাদের কি সুবিধা হইতে পারে? গণিত শাস্ত্রের শিক্ষায় জানা যায় যে, 'এক'কে (১) বাদ দিয়া 'শূন্যের' (০) যেমন কোন মূল্য নাই, সেইরূপ পরমাত্মা-জীবাত্মার প্রসঙ্গ বাদ দিয়া তদিতর যত কিছু প্রসঙ্গ জগতে চলিতেছে, তাহার কোন নিত্য উপকারিতা নাই।

এই শিক্ষাই মানবজাতির মর্ম্মে মর্ম্মে, মজ্জায় মজ্জায় উপলব্ধি করাইয়া দিয়া তাহাদিগকে চরম কল্যাণের পথে লইয়া যাইবার জন্য পরম দয়াল শ্রীভগবানের অভিন্ন প্রকাশ-বিগ্রহ আচার্য্যরূপে অবতীর্ণ জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের অনুক্ষণ প্রয়াস। স্নেহময় পিতা যেমন রোগগ্রস্ত শিশু-পুত্রকে কত প্রকারে ভুলাইয়া, প্রলোভন দেখাইয়া, তাহাকে রোগ নিরাময়কারী তিক্ত ঔষধ সেবন করাইয়া তাহার রোগ নির্ম্মূল করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিয়া থাকেন, সেই প্রকার বহির্ম্মুখ মানবজাতির ত্রিতাপদুঃখে দুঃখিত জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদ নানাভাবে নানাপ্রকার কৌশলজাল বিস্তারপূর্ব্বক ঐ সকল ব্যক্তির বহির্ম্মুখতাকে বিনষ্ট করিয়া তাহাদিগের ভবরোগ নিরাময় করিবার জন্য যে কত প্রকারে যত্ন করিতেছেন, তাহা সাধারণ মানবজাতি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

আদর্শ বৈষ্ণব-সেবা

(শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল)

পদ্মপুরাণ বলিয়াছেন, "আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্। তস্মাৎ পরতরং দেবী তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥" অর্থাৎ সমস্ত আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ, আবার বিষ্ণুর আরাধনা অপেক্ষা তদীয়গণের অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তগণের আরাধনা আরও শ্রেষ্ঠ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন,—"ভক্তপদধূলি, আর ভক্তপদ জল। ভক্ত-ভুক্তশেষ, এই তিন সাধনের বল॥ এই তিনের সেবা হইতে কৃষ্ণ-প্রেমা হয়। পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥"

শ্রীভগবানের অভিন্ন প্রকাশ-বিগ্রহ যুগাচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ পার্ষদ, যিনি আজ বৈকুণ্ঠদূতের বৈকুণ্ঠ-বাণীকে 'গৌড়ীয়ের' লেখনী-দ্বারে মূর্ত্তি প্রদান করিয়া এই অচৈতন্য জড়বৈশেষিকসর্ব্বস্বযুগে 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'-মন্ত্রে চেতনবাণীদ্বারা সঞ্জীবিত করিয়া মানবজাতিকে নিঃশ্রেয়সের পথে লইয়া যাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহার মত শ্রেষ্ঠ গুরু-সেবক ব্যতীত আর 'তদীয়গণের' মহিমা ঘোষণা করিবার লোক কে আছেন?

'আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়। আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥' শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় আমরা উপরি উক্ত বাক্যের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া থাকি। সেই মহাপ্রভুর শিক্ষায় সর্ব্বাত্ম স্নাত হইয়া দুন্দুভিনিনাদে যে মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বীর্য্যবতী বাণী বিজয়ী-সম্ভারে জগজ্জীবের দ্বারে তাঁহার চেতনময়ী ভাষায় কীর্ত্তন পূর্ব্বক ঘোষণা করিতেছেন, তাঁহার আচারময় প্রচার শুদ্ধ ভক্তগণের দৃষ্টি বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিতেছে।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকে 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥' যে শ্লোকটী বলিয়াছেন, সেই শ্লোকের পূর্ণ আদর্শে গঠিত হইয়াছে যাঁহার জীবন, যিনি অমানী-মানদ ধর্ম্মের মূর্ত্ত বিগ্রহ-স্বরূপ হইয়া 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া জগজ্জীবকে সেই মন্ত্রে দীক্ষিত করিবার জন্য অহরহঃ প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, সেই যুগাচার্য্যবরের অন্তরঙ্গ শ্রেষ্ঠ গৃহস্থ-ভক্ত "তদীয়গণের" সমর্চ্চনা কি করিয়া করিতে হয়, তাহা স্বয়ং আচরণ পূর্ব্বক মাদৃশ গৃহমেধী কূপমণ্ডূককে শিক্ষা দিলেন।

দৈবী মায়ায় বিমোহিত, গৃহান্ধকূপে পতিত ও গৃহব্রতধর্ম্মের যাজন করিতে করিতে আমরা 'কৃষ্ণের সংসার করিতেছি' বলিয়া অভিমান করিয়া থাকি। কৃষ্ণের দোহাই দিয়া নিজেন্দ্রিয়তর্পণই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়। প্রকৃত গৃহস্থ-জীবন যাপন করিয়া কিরূপভাবে 'কৃষ্ণের সংসার' করিতে হয়, তাহা 'গৌড়ীয়ের' সম্পাদক মহোদয় আমাদিগকে নিজ আচরণের দ্বারা শিক্ষা দিতেছেন।

গৌড়ীয়ের সম্পাদক আদর্শ গৃহস্থ-ভক্ত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ, মহোদয়ের নাম কাহারও অবিদিত নাই। তিনি শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের শিক্ষাকে মূর্ত্তিমতী করিয়া এবং নিজের জীবনে তাহা প্রতিফলিত করিয়া আমাদের নিকট যে আদর্শ প্রদান করিতেছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ বা অনুসরণ করিতে পারিলে, আমরা নিত্যমঙ্গলের পথে ধাবিত হইতে পারি। গত ২৯শে জানুয়ারী রবিবার দিন প্রাতে দশটার সময় তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুকে অগ্রণী করিয়া ত্রিদণ্ডিপাদগণ, ব্রহ্মচারীবৃন্দ এবং অন্যান্য বহু ভক্তবৃন্দকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার বাটীতে ভক্তসম্মেলনের অনুষ্ঠান করেন।

মহাজনগণ বলেন, "যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন"। শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু বৈষ্ণববৃন্দকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য গৃহের প্রবেশ-দ্বারটি কদলীবৃক্ষ, জলপূর্ণ কুম্ভ, নারিকেল প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি এবং গৃহাভ্যন্তর বিবিধ দ্রব্যে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ভক্তগণ তথায় উপস্থিত হইলে তিনি সপরিবারে তাঁহাদিগের সমার্চ্চনা করেন। ভক্তগণ তথায় অবস্থানকালে মৃদঙ্গ-করতাল-সংযোগে গুরু-বন্দনা বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য ও মহামন্ত্র কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করিতে থাকেন।

শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—'নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥' গৃহস্থ-ভক্তের আবাসস্থল আজ ভগবদ্গুণানুকীর্ত্তনে বৈকুণ্ঠে পরিণত হইয়াছে। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য যাঁহাদের দেখিবার সৌভাগ্য হইল, তাঁহারা ধন্য হইলেন। কীর্ত্তন-ধ্বনি শ্রবণে স্থানীয় বহু ব্যক্তি তথায় আসিয়া ত্রিদণ্ডিপাদগণের দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

মাদৃশ গৃহমেধী ব্যক্তিগণের "তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্" বলিতে কি বুঝায়, তাহা বুঝিবার সামর্থ্য না থাকায় শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু আজ নিজ বাটীতে ভক্তসম্মেলনের অনুষ্ঠান করিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে সেই শিক্ষাটী হাতে কলমে শিখাইয়া দিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর দর্শনীয় বস্তুসমূহের দ্বারা একপ্রকারে শিক্ষা প্রচার করিতেছেন, অন্যপ্রকারে তাঁহারই অন্তরঙ্গ ভক্তের নিজ আচরণের দ্বারাও বিভিন্নভাবে শিক্ষা প্রচার করাইতেছেন।

অতঃপর ভক্তগণের কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রচুর পরিমাণে প্রদান করেন। ভক্তগণ গুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি করিতে করিতে 'মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম-ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে। স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥' শ্লোক উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনপূর্ব্বক মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। আদর্শ গৃহস্থ-ভক্তের সপরিবারের আন্তরিক যত্নে সমাগত বৈষ্ণবগণ যৎপরোনাস্তি প্রীতি লাভ করিয়াছেন।

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। কৃষ্ণগুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা   নদীয়া প্রকাশ

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত — ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র — ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড — ।৶৹
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) — ৫৲
৪। শ্রীভক্তিবিবেককুসুমমালা (বাঁধা) — ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব — ।৶৹
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য — ।৶৹
৭। তত্ত্বনবরত্ন — ।৹
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) — ১৲
ঐ (আবাঁধা) — ৸৹
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) — ২৲
ঐ (আবাঁধা) — ১৸৹
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) — ২৲
ঐ (আবাঁধা) — ১৸৹
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য — ।৹
১২। মুকুন্দমালিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(বাঁধা) — ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রাজসংস্করণ) — ।৹
১৪। জৈবধর্ম্ম — ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) — ৸৹
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার — ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) — ।৶৹
ঐ (বাঁধা) — ৸৹
১৮। শ্রীগৌড়দেশ দর্শন — ৶৹
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) — ।৶৹
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) — ।৹
ঐ (আবাঁধা) — ।৶৹
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা — ৸৹
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) — ৶৹
২৩। গীতমালা — ৵১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য — ৶৹
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড — ৶৹
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৩ গৌরাব্দ) — ৶৹
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ — ।৹
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ — ।৹
২৯। শরণাগতি — ৵৹
৩০। গীতাবলী — ৵৹
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ — ১।৹
৩২। সাধনকণ — ৵৹
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — ৵৹
৩৪। নবদ্বীপশতক — ৵৹
৩৫। অর্থপঞ্চক — ৵৹
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ — ৵৹
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) — ৵১০
৩৮। অর্চ্চনকণ — ৵১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) — ।৹
ঐ (আবাঁধা) — ।৵৹
৪০। বৈষ্ণবসঙ্গসুধা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) — ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা — ।৹
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) — ১৲
ঐ (আবাঁধা) — ৸৹
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ — ।৹
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ — ৸৹
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় — ।৹
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী — ।৹
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) — ২৲
ঐ (আবাঁধা) — ১৸৹
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? — ৵৹
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) — ।৹
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর — ৶৹
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ — ৶৹
৫২। সাধ্যবাণী — ৵৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ — ।৹
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ — ।৹
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ — ।৹
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ — ৶৹
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ — ৵৹
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ — ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ — ।৹
৬০। নামভজন — ।৹
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ডস্ — ।৶৹
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু — ।৹
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ — ।৹
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং — ৵৹
৬৫। দি ভাগবত — ।৹
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন — ।৹
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা — ২।৹
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) — ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি — ।৹
৭০। সাধন পথ — ।৹
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু — ৵১০
৭২। গীতাবলী — ৵৹
৭৩। শরণাগতি — ৵৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি — ৵৹

শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

প্রাপ্তিস্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধিপাট ঐ
৬। আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, চাঁদখালী নদীয়া
৯। বাসুদেবগোপাল পাট কাঁচালপুলি, চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটী, (বর্দ্ধমান)
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাযোড়া, রাজবাঁধ-বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু, হাওড়া
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চকুলিয়া, বাসুদেব-
পুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মান্দ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, ওয়েষ্ট
গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ ওড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ চটকপর্ব্বত, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ উমুরকুণ্ড, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ আগস্তকুণ্ড, কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

	নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১।	শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম-মায়াপুর
২।	শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	মেদিনীপুর
৩।	শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীধাম-মায়াপুর
৪।	শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫।	শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৬।	শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী
৭।	শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	মেদিনীপুর
৮।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	ঢাকা
৯।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০।	শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
১১।	শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মান্দ্রাজ
১২।	শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩।	শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	পুরী

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম

কর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতীয়

১নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ৷৷০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টরী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বন্দোবস্তের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১২৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৸০ আনা।

মিটিংএর নোটীশ বহি—১ খানা ৷৷০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ৷৷০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মকদ্দমা দাখিলের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ৷৷০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

মেহলার পাচন

সর্ব্বপ্রকার মেহরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible] ব্যবহার জন্য ও আঃ শিশিতে সংস্কৃত অবস্থায় ডাক্তারগণের সমাপ [illegible] পাওয়া যায় [illegible] পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ১৷০ আনা, প্যাকিং ৷৷/০ আনা, ডাকমাশুল ৷৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার,

কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউণ্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চোঙা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭-৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২০-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২০, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫-৩১	৯-৫	১২-১০	১৫-২২	১৮-৬৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩৩	১৮-৫০
আমঘাটা—	৫-৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৭	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কল্পনা দত্তের জামীন সম্বন্ধে

হাইকোর্টে আবেদন

পিতা বিনোদ বিহারী দত্ত ও জ্ঞাতি ভ্রাতা আশুতোষ চৌধুরীর জামীন মুচলেকায় কুমারী কল্পনা দত্তকে খালাস দেওয়া হইয়াছিল, ঐরূপ জামীনে মুক্ত অবস্থায় সে ফেরার হওয়ায় উক্ত জামীনদারগণের উপর মুচলেকার টাকা কেন আদায় করা হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য নোটীশ জারী হয়। এই নির্দ্দেশ সম্পর্কে হাইকোর্টে আবেদন করা হইলে বিচারপতি এস. এন. গুহ এক রুল জারী করিয়া ঐ টাকা আদায় স্থগিত রাখিয়াছেন। চট্টগ্রামের মহকুমা হাকিম কুমারী কল্পনা দত্ত কেন একবৎসরের জন্য সচ্চরিত্রতার কড়ারে আবদ্ধ হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবার নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। আবেদনকারীদ্বয় যুক্তভাবে ১০০০৲ টাকার এক জামীন মুচলেকা লিখিয়া দিয়া কুমারীদত্তকে খালাস করিয়া লন। ২৯।১১।৩২ তারিখে মামলার শুনানী উঠিলে কুমারী দত্ত অপরাধ স্বীকার করেন, ম্যাজিষ্ট্রেট অপর দুইজন আসামীর আবেদনক্রমে মামলার শুনানী স্থগিত রাখেন। তার পরও কয়েক তারিখ কুমারী দত্ত আদালতে হাজীর হন, কিন্তু ২৮।১২।৩২ তারিখে তাঁহাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ৪।১।৩৩ তারিখে মামলার শুনানীর সময় কুমারী দত্তকে আদালতে হাজীর না পাওয়ায় ম্যাজিষ্ট্রেট আবেদনকারীদ্বয়ের জামীন মুচলেকা বাজেয়াপ্ত করেন।

আবেদনকারীদ্বয়ের কথা এই ছিল যে জামীন মুচলেকার সর্ত্তানুসারে ৪।১।৩৩ তারিখে কুমারী কল্পনাদত্ত নিখোঁজ হওয়ার জন্য তাঁহারা দায়ী নহেন, কেননা জামীন মুচলেকায় উঁহারা কেবলমাত্র ১৪।১।৩২ তারিখেই কুমারী দত্তকে হাজির করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, ঐ তারিখের পর তাঁহাকে হাজীর করার দায়িত্ব তাঁহাদের নাই। এতদ্ব্যতীত কুমারী দত্তকে ধরিবার জন্য তাঁহারা সঠিক খোঁজ খবর পাইয়াছেন, সকলই পুলিশকে জানাইয়াছেন, কিন্তু তাহাকে বাহির করিবার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট কিন্তু নির্দ্দেশ দেন যে, উভয় জামীন দারকেই জামীন মুচলেকার হাজার টাকা করিয়া জরিমানা দাখিল করিতে হইবে। এই নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে আবেদনকারিদ্বয় চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বরাবরে আবেদন করেন তিনি কিন্তু আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া দেন এই নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আবেদন করা হয়।

বিচারপতি এইমর্ম্মে রুলজারী করিয়াছেন যে, নিম্নতর আদালত প্রত্যেক আবেদনকারীকে ১০০০ টাকা করিয়া জামিন জরিমানা দাখিল করিবার যে নির্দ্দেশ দিয়াছেন উহা বে-আইনী এবং জামীন মুচলেকার সর্ত্তের বহির্ভূত।

এতদনুযায়ী জামীন জরিমানার টাকা আদায় স্থগিত রাখা হইয়াছে।

ফাঁসী ও দ্বীপান্তর

পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি ম্যাক্‌ফার্সন এবং বিচারপতি আগরওয়ালা আসামী মহেশ্বরপ্রসাদকে মৃত্যুদণ্ডে ও অপর আসামী টুহুরকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই ছিল যে, এক খণ্ড জমি লইয়া তাহাদের প্রতিবেশী ভিখারীর সহিত তাহাদের ঝগড়া বাধে এবং আসামীদ্বয় ভিখারীকে হত্যা করে। পাটনার অতিরিক্ত দায়রা জজের এজলাসে মামলার প্রাথমিক বিচার হয়। দায়রা জজ জুরীদের সহিত একমত হইতে না পারিয়া মোকদ্দমা হাইকোর্টে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

আশার বাণী

১৯৩৩ সালে মিঃ গান্ধী ও অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তি হইবে এবং নূতন রাষ্ট্রতন্ত্র রচনায় তাঁহারা বড়লাটকে সাহায্য করিবেন.—ব্রিটিশ শ্রমিকদলের পক্ষ হইতে মিঃ জর্জ ল্যান্সবেরী ভারতের প্রতি এক বাণীতে এই আশা প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে আরও বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সম্মতি ও অনুমোদন ব্যতীত কোন মীমাংসা হইবে না।

মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রীর জামিনে মুক্তিলাভ

মাদ্রাজ পুলিশ কমিশনারের নিকটে [illegible] মতিনারায়ণ রাও ও শ্রীযুক্ত সেতুরত্নম আয়ারের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত এস. আর. রামায়ত্নম আয়ার ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সেতুরত্নম আয়ারের পক্ষে প্রত্যেকে ৫ হাজার টাকা করিয়া জামিন দিবার জন্য উপস্থিত হন। পুলিশ কমিশনার উক্ত জামিন গ্রহণ করিয়া শ্রীযুক্ত সেতুরত্নমকে মুক্তি দিয়াছেন।

পলাতকের মৃত্যু

রণজিৎ সিং সর্দ্দারিতে বোমা বিস্ফোরণের পর পলাতক তৃতীয় দস্যুটির গ্রেপ্তার সম্পর্কে সেখপুরা হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, পুলিশ সেখপুরা হইতে ৪ মাইল দূরবর্ত্তী মাক্তি গ্রামে পলাতক দস্যুটিকে গ্রেপ্তার করে মাক্তির নিকটস্থ অন্য গ্রামে একজন লোক লুক্কায়িতভাবে অবস্থান করিতেছে খবর পাইয়া পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ২৫ জন সশস্ত্র পুলিশ লইয়া উক্ত স্থান অভিমুখে অগ্রসর হন। কিন্তু যথাস্থানে গিয়া আর লোকটিকে খুঁজিয়া না পাইয়া মাক্তিতে গিয়া লোকটিকে পাকড়াও করেন।

সে নাকি গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত ভাগলা থানার অধীন কোনও গ্রামের নম্বরদার।

ঘাং নামক গ্রামে কোনও আত্মীয়ের বাড়ীতে করনাম সিংহ কয়েকটি বোমা রাখিয়া গিয়াছে বলিয়া নাকি পুলিশে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। একদল পুলিশ তথায় গিয়া আটটি বোমা পায় এবং করনাম সিংহেরও সন্ধান লাভ করে। অতঃপর পুলিশ মক্তী গ্রামে গিয়া করনাম সিংহকে গ্রেপ্তার করে। তখন সে নিরস্ত্র ছিল, সুতরাং তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই।

আরও প্রকাশ যে, সিটি ইন্সপেক্টরের যে টকীটী সে সেখপুরা রোডে বাধান নামক স্থানের নিকট ছাড়িয়া দিয়া যায়। উহার সর্ব্বাঙ্গে আঘাতের চিহ্ন ছিল। বিদীর্ণ বোমার টুকরায় ঐ আঘাত উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়. আঘাত স্থানে প্রাপ্ত লোহার টুকরা সরকারী রাসয়নিক পরীক্ষকের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। করনাম সিংহকে লাহোর লইয়া যাওয়া হইতেছে।

ধরপাকড়

হাওড়া জেলার বাগনান থানার অন্তর্গত ৫ টুঁড়িয়া গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন থানার প্রায় ৯০।১০ জন পুলিশ ও পুলিশ কর্ম্মচারী আসিয়া বিশেষ তদন্ত করিয়া উক্ত গ্রামের রজনীকান্ত প্রধান খগেন্দ্রনাথ সাঁতরা, (ওরফে খাঁচ) বাদল সাতরা, বীরেশ্বর সামন্ত (ওরফে বীরু) রাজেন্দ্রনাথ মাইতি, সাধু বেরা ও গ্রামের মণ্ডল প্রধান উপেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতিকে মদ প্রস্তুত করিবার অপরাধে ধৃত করিয়াছে। পুলিশ খানাতল্লাস করিয়া মদ, মদের ভাটী ও সরঞ্জামাদি প্রচুর পরিমাণে পাইয়াছে।

অস্ত্র-আইনের মামলা

অস্ত্র আইন অনুসারে সন্দেহে [illegible] কাথকোড়ে ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ডাক্তার কেদারপ্রসাদ সিংহ, বাগেশ্বরী শর্ম্মা এবং উমা সিংহকে জামীনে মুক্তিদান করা হইয়াছে। কাথকোড়ে দ্বিজেন্দ্রকুমারের গৃহে খানাতল্লাস করিয়া কতকগুলি রিভলবার, কার্তুজ প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে।

ডাকাতি ও গ্রেপ্তার

নেত্রকোণার জামাদহে যোগাড়ি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট চাঁদ মিয়ার বাড়ীতে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। তৎসম্পর্কে পুলিশ ৫ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ডাকাতেরা উক্ত প্রেসিডেণ্টকে হত্যা করিবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিলে তিনি তাঁহার রাইফেল বাহির করায় ডাকাতেরা তাঁহার হাতে আঘাত করিয়া পলায়ন করে।

অগ্নিকাণ্ড

দিল্লী নগরীতে ফতেপুর নামক স্থানে এক ত্রিতল বাড়ীর একটী ফ্ল্যাট ইঞ্জিনীয়ার ও অর্গানাইজার কোম্পানী ভাড়া লইয়াছেন। ঐ ফ্ল্যাটে আগুন লাগিয়া পার্শ্বস্থ সমুদায় ঘরগুলিতেই আগ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। অপরাপর ফ্ল্যাটগুলিও বাদ যায় নাই।

ফেণীতে গুর্খা সৈন্য

কাপ্তেন ক্রুকের অধিনায়কত্বে গুর্খা রেজিমেণ্টের আড়াই শত সৈন্য নোয়াখালি জিলায় পরিভ্রমণকালে আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী ফেণীতে উপস্থিত হইবে এবং এখানে দুইদিন অবস্থান করিবে।

শোচনীয় মৃত্যু

অমৃতসর তারণতারণ হইতে খবর পাওয়া গিয়াছে যে, আগুন লইয়া খেলিতে যাইয়া একটি চারি বৎসর বয়স্ক বালকের শোচনীয় মৃত্যু ঘটিয়াছে।

রাত্রে যখন তাহার পিতা-মাতা শয়ন করিতে যায়, তখন সে [illegible] আগুনের কাছে বসিয়া থাকে। তাহারা নিদ্রিত হইলে সে মজা দেখিবার জন্য গৃহে যে ল্যাম্প জ্বলিতেছিল, তাহার তৈল দ্বারা নিজের কাপড় সিক্ত করিয়া তাহাতে ধরাইয়া দেয়।

দৈনিক

Reg No C. 1544

নবদ্বীপ

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার

অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার- নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅভীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৮-২তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৬শে মাঘ বুধবার ১৩৩৯, ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩

জেনারেলের উপর মারপিট

বিচ্ছেদবিরোধী নেতার দৃঢ়তা

ডাকাতদলের সহিত সঙ্ঘর্ষ

ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর আক্রমণ

ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী গ্রেপ্তার

শ্রমিক ক্ষতিপূরণ বিল

পুরস্কারের ঘোষণা

নানা কথা

জেনারেলের উপর মারপিট

কুমিল্লা ডেপুটি জেনারেলের উপর মারপিট করার অভিযোগে ছয়জন রাজ-বন্দীর মধ্যে শ্রীযুত সত্যব্রত সেন ও রসলাল চৌধুরী ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও দুই মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। এবং শ্রীযুত বিনয় দত্ত, গোবিন্দ সাহা, সুরেন্দ্র পাল ও হরিমোহন পোদ্দার মুক্তি পাইয়াছেন।

বিচ্ছেদবিরোধী নেতার দৃঢ়তা

"ভারত হইতে ব্রহ্ম বিচ্ছেদের প্রস্তাবটী যত সহজে ব্রহ্মবাসীরা গ্রহণ করিবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট মনে করিয়াছিলেন প্রকৃতপক্ষে অত সহজে ব্রহ্মদেশ উক্ত প্রস্তাবটী কখনও মানিয়া লইবে না। ব্রহ্মের জনসাধারণের প্রকৃত ইচ্ছা কি তাহা প্রকাশ করিবার জন্য আমরা একযোগে সংগ্রাম করিব এবং দেখাইব যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকাই ব্রহ্মের জনসাধারণের ইচ্ছা। বৃহত্তর ভারতের সহিত সংযোগে ব্রহ্মদেশ এই সূত্রে আবদ্ধ থাকিতে পারে তদ্বিষয়ে ভারতবর্ষ আমাদিগকে সাহায্য করিবে, ইহা নিশ্চিতরূপেই বলিতে পারি বৃহত্তর ভারতের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা ব্রহ্মদেশের অদৃষ্টে লিখিত।"

ব্রহ্মের বিশিষ্ট নেতা মংমংজী ডেলি-গেটদ্বয়ের সহিত দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া উক্তরূপ বিবৃতি দেন। মিঃ ইউ-চিৎ লাং (ব্রহ্ম এসোসিয়েশানের জেনারেল কাউন্সিলের সভাপতি)। ডাঃ বি এ ম' (বিচ্ছেদ বিরোধীসংঘের সভাপতি) এবং ইউ মাং আদুন দিল্লী পৌছিয়াছেন। মিঃ ইউ চিৎ লাং বলেন :—

"যতক্ষণ একত্রিত আছি, ততক্ষণই ভাল। বিভিন্ন হইলে পতন নিশ্চিত।"

ডাকাতদলের সহিত সঙ্ঘর্ষ

চট্টগ্রাম ফতেয়াবাদে অরুণচন্দ্র পালের বাড়ীর লোকদের সহিত সংঘর্ষের ফলে একটি ডাকাতির চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া এখানে সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ বেনামা চিঠি পাইয়া বাড়ীর লোকজন পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইয়াছিল। মধ্য রাত্রে কতকগুলি সশস্ত্র লোক ডাকাতি করিবার চেষ্টা করে, তখন উভয়পক্ষে সঙ্ঘর্ষ বাধে এবং উভয় পক্ষেই কয়েকজন আহত হয়। শেষে একজন আহত ডাকাত ধৃত হয়।

ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী গ্রেপ্তার

ডাঃ মির আনোয়ারুদ্দিন শ্রীযুক্ত সেতু রত্নম আয়ারের পক্ষে মাদ্রাজ চিফ প্রেসি-ডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে একখানা দরখাস্ত পেশ করেন। তিনি বলেন যে, আদালতের নির্দেশ ব্যতীত গ্রেপ্তার করা কিংবা আবদ্ধ রাখিবার আদেশ দেওয়া বে-আইনী। অতঃপর কৌঁসুলী বলেন যে আদালত অভিযোগগুলির উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই, এজন্য তৎসম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া পুলিশকে রিপোর্ট দিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। তিনি আচরে রিপোর্ট পুলিশের নিকট হইতে লইয়া শ্রীযুক্ত সেতুরত্নমের জামিনের দরখাস্তের বিষয় বিবেচনা করিতে অনুরোধ করেন। কাল বিলম্ব না করিয়া উক্ত রিপোর্ট আদালতে দাখিল করিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট ইনস্পেক্টরের প্রতি আদেশ দিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বেই পুলিশ কমিশনার শ্রীযুক্ত সেতুরত্নম আয়ারকে জামিনে মুক্তি দিবার আদেশ দিয়াছেন।

গ্রেপ্তার

হাসনাবাদে নকার ফাইন আর্ট দোকানের ত্রিতলে কংগ্রেস "ডিক্টেটর" বলিয়া বর্ণিত ব্যক্তিদের এক সভা করিবার চেষ্টা হয়। পুলিশ বাড়ীতে হানা দিয়া টেবিল, ভাঙ্গা চেয়ার, পতাকা ও বে-আইনী ইস্তাহার সমূহ লইয়া যায় এবং সাতজনকে গ্রেপ্তার করে।

মহিলার মুক্তি

বালুরঘাটের ডাঃ সুশীলরঞ্জন চট্টো-পাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী রেনুরাণী চট্টোপাধ্যায় কারাদণ্ডের পূর্ণ মেয়াদ ভোগ করিয়া বহরমপুর জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৬শে মাঘ, বুধবার ১৩৩৯

পাঠক অবগত আছেন যে, গত ২৬শে জানুয়ারী তারিখে ভারতের সর্ব্বত্র স্বাধীনতা দিবস পালিত হওয়ায় বহু নরনারী গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে মহিলার সংখ্যা খুব বেশী। অনেকে আদালতের বিচারে শাস্তি পাইয়াছেন। এখনও বোধ হয় অনেকের বিচার হইতে বাকী আছে। আমাদের দেশে নারী জাগরণ এক অভিনব আকার ধারণ করিয়াছে। বিলাতে ভোটের জন্য নারী জাতি সরকার বাহাদুরের বিপক্ষে অভিযান করে; কিন্তু এখানে নারী জাতি নিজের জন্য কিছু না চাহিয়া দেশ স্বাধীন করিবার প্রয়াস করিতেছেন। এখানে নারী জাতিকে আপনা হইতেই ভোট দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু সে ভোটের কার্য্য বৃথা দলাদলিতে পর্য্যবসিত হইবে, ইহা অনেকেরই ধারণা; অতএব তাঁহাদের মতে যে পদ্ধতিতে ভোট এইরূপ মূল্যহীন হইয়া যায় তাহার উচ্ছেদই কর্ত্তব্য। এই দাবীতে পুরুষ এবং মহিলাতে ভেদ নাই। এই সম্পর্কে একটা কথা বলা যাইতে পারে যে, যেমন বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় পুরুষ ও মহিলাগণের বিবাদ অনাবশ্যক, সেইরূপ সাম্প্রদায়িক বিবাদ ও অনাবশ্যক কি। কারণ সাম্প্রদায়িক বিবাদ তাহা কোন সম্প্রদায়ের লোকই বলিতে পারে না; কারণ ভবিষ্যৎ শাসনপদ্ধতি অনিশ্চয়তার গর্ভে।

হিমালয়ের তুঙ্গ শৃঙ্গে ঝিল্লি ও অন্যান্য পতঙ্গ, পিপীলিকা, হরিণ জাতীয় স্তন্যপায়ী জন্তু প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হয় এবং কোনও কোনও স্থানে মৃত সামুদ্রিক জন্তুর অস্থিও পাওয়া যায়। চিল, কাক ও মাকড়সা বিশ হাজার ফুট অপেক্ষা উচ্চে উঠে। গৌরী শৃঙ্গে শাক এবং গাছের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়। এই সমস্ত দেখাইবার জন্য বিলাতে একটী প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। পূর্ব্বে বিলাতের লোকের ধারণা ছিল যে ভারত নবাব সৃষ্টির স্থান। বর্ত্তমানে সাহেবেরা মনে করে যে, ইহা কুসংস্কারাচ্ছন্ন, পরস্পর বিবদমান সম্প্রদায়ের দেশ। ভবিষ্যতে হয়ত মনে করিবে যে, পাহাড় এবং অদ্ভুত জীবজন্তুর দেশ। বিলাতের জনসাধারণ যে, ভারত সম্বন্ধে কত অজ্ঞ তাহা শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। তাহারা জানে না যে, যখন ইংলণ্ড উলঙ্গ সভ্যতাহীন মানবের বাসস্থলী ছিল, তখন ভারতের আকাশ সামগানে মুখরিত হইত এবং বিদ্বৎ সমাজে ষড় দর্শনের বিশদ আলোচনা চলিত।

অস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ বৈঠকের অধিবেশনে ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র বিভাগের আণ্ডার সেক্রেটারী মিঃ ইডেন বলেন, রাষ্ট্র-সঙ্ঘের সদস্য হিসাবে এবং লোকার্ণো সন্ধিপত্রের অন্যতম স্বাক্ষরকারী হিসাবে যতদূর প্রয়োজন, অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ কল্পে ইংলণ্ড ততদূর প্রচেষ্টা করিয়াছে। ইউরোপ মহাদেশে ইংলণ্ড অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে কোনও দায়িত্ব গ্রহণ করিবে না। যে পরিমাণ অস্ত্রসঙ্কোচ করিলে ভবিষ্যতে আরও অস্ত্র সংবরণ করা সম্ভব হইবে, তাহাই ইংলণ্ডের কাম্য। সমর সম্ভারের আধিক্য বশতঃ প্রত্যেক দেশেই ট্যাক্সের ভার অসহ্য হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং অস্ত্র-সঙ্কোচ না করিয়া উপায় নাই।

এরূপ দাম চালাইবার পর গবর্ণমেণ্ট দিল্লী ষড়যন্ত্রের মামলা প্রত্যাহার করাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। চৌদ্দজন আসামীর মধ্যে ৮ জনের বিরুদ্ধে সাধারণ আদালতে বিচার হইবে, ৪ জন আসামীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে এবং দুই জনকে ৩নং রেগুলেশন অনুসারে বন্দী করা হইবে।

সরকারী কর্ম্মচারীরা দাবী করিয়াছিলেন যে, গবর্ণমেণ্টের আর্থিক অবস্থা যখন ভাল হইয়াছে, তখন তাহাদের পুরা বেতনই দেওয়া হোক, কেননা শতকরা দশভাগ বেতন হ্রাস করিবার সময় গবর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, অর্থসঙ্কট দূর হইলেই তাঁহারা এই বিশেষ ব্যবস্থা প্রত্যাহার করিবেন। সম্প্রতি একটী ইস্তাহারে ভারত গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন যে, আর্থিক অবস্থা কিছু ভাল হইয়াছে বটে, তবে এমন ভাল হয় নাই যে, সরকারী কর্ম্মচারীদের পূর্ব্ববৎ পুরা বেতন দেওয়া যাইতে পারে, অতএব ১৯৩৩ সালের মার্চ্চ মাসের পর হইতে তাঁহাদের বেতন শতকরা দশভাগ স্থলে পাঁচভাগ হ্রাস করা হইবে।

আমরা অনেক দিন হইতেই সুভাষ বাবুর স্বাস্থ্যোদ্দেশ্যে ইউরোপ যাত্রার কথা শুনিয়া আসিতেছি। ভারত গবর্ণমেণ্ট যে সমস্ত সর্ত্তে তাঁহাকে ইউরোপ যাইতে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন, সে সমস্ত পালন করিয়া তাঁহার ইউরোপ যাত্রা বৃথা হইত। এই জন্য তাঁহার ভ্রাতারা নাকি প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, সুভাষ বাবুর ইউরোপ যাওয়া হইবে না। অবশেষে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ভিয়েনা ও অন্যান্য স্থানে যাইতে অনুমতি দেওয়ায় সমস্ত বাধা দূর হইয়াছে। প্রকাশ যে, ভিয়েনায় চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া তিনি ফ্রান্স বা সুইজারল্যাণ্ডে যাইতে পারিবেন, কিন্তু ইংলণ্ড অথবা আমেরিকায় যাইতে পাইবেন না।

পাঠক জার্ম্মান পার্লিয়ামেণ্টের গোলযোগের কথা কতক অবগত আছেন। পর পর ভন পেপেন, ভন স্লিকার এবং ভন হিটলার কর্ণধার হইলেন, কিন্তু কেহই সুবিধা করিতে পারিলেন না। অবশেষে পার্লিয়ামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিতে হইয়াছে। আগামী ৫ই মার্চ্চ তারিখে সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে। গত নভেম্বর মাসে সাধারণ নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে কিন্তু এখনও অধিবেশন হইতে পায় নাই, গোলযোগই চলিতেছে। ইতিমধ্যে বিমান বিভাগের ভার প্রাপ্ত মন্ত্রী আন্তর্জ্জাতিক সন্ধি ভঙ্গ করিয়াই বিমানপোতের বহর বাড়াইতে চাহিতেছেন। ব্যাপার রহস্যবৃত। এদিকে ভিক্ষু লোকনাথ প্রমুখ পরিব্রাজকেরা ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন যে, এইবার যে যুদ্ধ বাধিবে তাহার তুলনায় জার্ম্মান যুদ্ধ ছেলেখেলা মাত্র। জার্ম্মানি কি এই অল্প দিনেই জাতিসঙ্ঘকে রক্তচক্ষু প্রদর্শন করিবার মত বল সঞ্চয় করিয়াছে? ফ্রান্সেও গোলযোগ নিতান্ত কম নয়। তাহার উপর ইংরাজ, পারস্য, জাপান ও চীন বিবাদ রত। এ সমস্তই কি জাতি সঙ্ঘ কর্ত্তৃক নিরস্ত্রীকরণ ও হিংসা দমনের নমুনা?

উত্তর ভারতে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকেরা রেল যাত্রীদের নিকট কংগ্রেসের জন্য 'চাঁদা' সংগ্রহ করে; তৎপ্রতি শ্বেতাঙ্গ এসোসিয়েশন গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। স্বেচ্ছাসেবকেরা প্রকৃতপক্ষে টাকা আদায় করে না, টাকা আদায়ের ছলে বলপূর্ব্বক টাকা আদায় করে।

রাজবন্দীরা প্রায়ই অনশন ব্রত অবলম্বন করিতেছেন। কারণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার। প্রায়ই গবর্ণমেণ্টের কোন ত্রুটি দেখাইয়া অনশন ব্রত অবলম্বিত হইতেছে; কিন্তু একারণে অনশন কতদূর সঙ্গত তাহা বুঝা যায় না; কারণ আমাদিগকে যে ভালবাসে, সেই আমাদের অনশনে চিন্তান্বিত হইবে; গবর্ণমেণ্টের সহিত এই সমস্ত রাজবন্দীর এমন কি বিশেষ প্রণয়ের কারণ উদ্ভূত হইয়াছে, যাহাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের অনশনের জন্য বিব্রত হইবেন? সরকার পক্ষ হইতে এক রকম স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে কারাগার প্রমোদাগার নহে।

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে হিন্দু বিবাহ বিচ্ছেদ সমস্যা সম্বন্ধে খুব বিতর্ক চলিয়াছে এবং এই বিষয় বিচারের জন্য একটী সিলেক্ট কমিটী বসিয়াছে। মুসলমান এবং সরকার পক্ষ নিরপেক্ষ আছেন। দেওয়ান লালচাঁদ নাভাল রায় বলেন যে, হিন্দু ধর্ম্মকে যদি বাঁচিতে হয় তাহা হইলে হিন্দু আইনে আবশ্যকানুযায়ী পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে। হিন্দু আইন কখনই অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। প্রতিবাদকারীরা বলেন যে, বিপুল হিন্দু সমাজ দেহে এইরূপ মারাত্মক পরিবর্ত্তন সাধিত হইলে হিন্দু সাধারণ সরকারের ঘাড়েই দোষ চাপাইবে। তাঁহারা দলে কম বলিয়াই বোধ হয় সরকারের সাহায্য চান।

বঙ্গদেশের লাট বাহাদুর সাহেবদের এক ভোজে বলিয়াছেন যে, ব্যাপকভাবে ভোটাধিকার সম্প্রসারণের সম্বন্ধে শেষ কথা বলা হয় নাই। লোথিয়ান কমিটির রিপোর্ট গৃহীত হইলে বাঙ্গলা দেশের ৭৫ লক্ষ ভোট দাতার ভোটদানের ব্যবস্থা করার কর্ত্তব্য সহজ হইবে না। সাম্প্রদায়িক অথবা বিশেষ প্রতিনিধিত্বের জন্য পৃথক্ ব্যবস্থার দ্বারা বিষয়টার জটিলতা বৃদ্ধি যদি নাও হয়, তথাপি এই কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে হইলে শাসন বিভাগের উপর গুরুতর চাপ পড়িবে। তাহার জন্য শাসক সম্প্রদায়কে প্রস্তুত হইতে হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্বকণা

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী
গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যা-
নন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু॥

সঙ্কর্ষণ, কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী, পয়োব্ধিশায়ী ও শেষ যাঁহার অংশ ও কলা, সেই নিত্যানন্দরাম আমার শরণস্বরূপ হউন্।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলা প্রথম পরিচ্ছেদে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপ্রভু এই শ্লোকটী উল্লেখ করিয়া স্বয়ং-প্রকাশ ভগবান্ বলদেবস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দের পঞ্চতত্ত্বাত্মক স্বরূপটী প্রকাশ করিয়াছেন। মায়াতীত, সর্ব্বব্যাপক বৈকুণ্ঠলোকে বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, এই পূর্ণ ঐশ্বর্য্যযুক্ত চতুর্ব্যূহতত্ত্বে তাঁহার সঙ্কর্ষণাখ্যরূপ বিরাজমান্। আদিকায়ব্যূহ শ্রীবলরামকে মূলসঙ্কর্ষণও বলা যাইতে পারে; যেহেতু তিনি তদীয় দ্বিতীয় স্বরূপগত অংশরূপে মহাসঙ্কর্ষণ এবং কলাস্বরূপে কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী, ক্ষীরোদশায়ী ও শেষ—এই পঞ্চরূপ ধারণ করিয়া কৃষ্ণের সেবা করেন। তিনি স্বয়ং কৃষ্ণলীলার সহায় থাকিয়া মহাসঙ্কর্ষণ, কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও পয়োব্ধিশায়ী—এই চারিরূপে সৃষ্টিলীলাদি কার্য্য করেন। শেষ-সংজ্ঞক অনন্তরূপে কৃষ্ণের বিবিধ সেবা করেন। এই সঙ্করূপে সেই বলরাম কৃষ্ণ-সেবানন্দ আস্বাদন করেন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর উক্তিতেও আমরা দেখিতে পাই,—

শ্রীবলরাম-গোসাঞি—মূল-সঙ্কর্ষণ।
পঞ্চরূপ ধরি' করেন কৃষ্ণের সেবন॥
আপনে করেন কৃষ্ণ-লীলার সহায়।
সৃষ্টিলীলা-কার্য্য করে ধরি' চারি কায়॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৮-৯)

বলদেবাভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দয়ার তুলনা নাই। তাঁহার লীলামাধুরীও অসীম এবং অচিন্ত্য। অমন্দোদয়-দয়াবারিধি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু জগজ্জীবকে তাঁহার অমৃতময় প্রেমসিন্ধুতে সম্যক্ স্নান করাইবার উদ্দেশ্যে অযাচকে সর্ব্বত্র এই প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। ভাগ্যবান্ জীব যাঁহারা তাঁহারা সেই অমৃতসিন্ধুর বিন্দু পাইয়াই কৃতার্থ হইয়াছেন; আর বৈষ্ণবাপরাধী পাষণ্ডীদল জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুত-শ্রী-মদে মত্ত থাকায় সেই প্রেমবন্যায় ভাসিতে পারে নাই।

"প্রেম-প্রচারণ আর পাষণ্ডদলন।
দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ॥"
(চৈঃ চঃ আঃ ৩।১৪৮)

"জগৎ মাতায় নিতাই প্রেমের মালসাটে।
পলায় দুরন্ত কলি পড়িয়া বিভ্রাটে॥
কি সুখে ভাসিল জীব গোরাচাঁদের নাটে।
দেখিয়া শুনিয়া পাষণ্ডীর বুক ফাটে॥"

নিত্যানন্দ পতিতপাবন। তাঁহার দয়ার সীমা নাই; মহা পাতকীকেও তিনি ত্রাণ করেন। অতিবড় পাতকীও যদি তাহার পাপকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কপটে নিত্যানন্দের চরণে শরণ গ্রহণ করে, তবে তিনি আর স্থির থাকিতে পারেন না, তাহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া থাকেন।

"প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা অবতার।
উত্তম অধম কিছু না করে বিচার॥
যে আগে পড়য়ে তারে করয়ে নিস্তার।"

দেবদুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া এহেন দয়াবতার পতিতপাবন নিত্যানন্দের শ্রীচরণ যে ভজনা না করে তাহার জীবন-ধারণ করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। আর যিনি সংসারের সিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়া ভক্তির সাগরে নিমজ্জিত হইতে ইচ্ছা করেন তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া নিত্যানন্দ-চরণে শরণ গ্রহণ করুন।

'সংসারের পার হই' ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই চান্দেরে॥'

শ্রীনিত্যানন্দ গৌরদাস্যেই পাগল; গৌরকে প্রকাশ করিয়া, গৌরের বাণী প্রচার করিয়াই তাঁহার তৃপ্তির পরাকাষ্ঠা। এহেন নিত্যানন্দকে যাহারা গৌর হইতে পৃথক্ বুদ্ধি করেন তাহারা অপরাধী। আবার গৌর ব্যতীত নিতাই বা নিতাই ব্যতীত গৌর-সেবা চেষ্টা ভক্তির বিরোধমাত্র, তদ্দ্বারা কোন প্রকার মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।

শ্রুতি বলেন—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" শ্রীবলদেবের বল ব্যতীত নিত্যমঙ্গলের পথে বিন্দুমাত্রও অগ্রসর হইতে পারা যাইবে না। চিদ্বলাধার বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বাগ্রে অবলম্বনীয়। শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় না করিলে, মঙ্গল হইবে না। যে বলদেবপ্রভু কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণসেবা করেন, তাঁহার অনুগ্রহ পাইলেই আমাদের মঙ্গল হয়। অক্ষজ-জ্ঞানদৃপ্ত পণ্ডিতগণ এই কথাটী সকল সময় বুঝিয়া উঠিতে পারেন না; তাই তাঁহারা তর্কপথ আবাহন করিয়া গুরুপাদপদ্ম অনুসরণের অমৃতময়রসাস্বাদন হইতে বিরত হন। তাঁহারা তখন শ্রৌত পথের পরিবর্ত্তে অশ্রৌত পথ বা তর্কপথাবলম্বী হইয়া স্বীয় দুর্ভাগ্য বরণ করিয়া বসেন। কিন্তু এই-প্রকার দুর্ব্বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করতঃ শ্রৌতপন্থানুসরণেই প্রকৃত মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে।

শ্রৌতপন্থানুসরণ করিতে গিয়া আমরা সর্ব্বপ্রথমেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম-নিঃসৃত শব্দ-ব্রহ্মের আবাহন দেখিতে পাই। হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তনেই জীবের নিত্যমঙ্গল নিহিত রহিয়াছে। নিত্যানন্দ-কল্পবৃক্ষের প্রেমময় ফলাস্বাদনের মূলে একমাত্র শ্রবণ ও কীর্ত্তন। শুদ্ধ শ্রবণ ও কীর্ত্তনের ফলেই নিত্যানন্দের কৃপায় জীবের যাবতীয় বস্তু-বিষয়ে বাস্তব সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদয় হয়। তখন নিখিল বস্তুকে সর্ব্বভূতে নিত্যস্বরূপে অধিষ্ঠিত চিদ্বিলাসপরায়ণ শ্রীহরির বিভূতি বলিয়া দর্শন হয় এবং ভগবান্ শ্রীহরিতে সর্ব্বভূতকে দর্শন হইয়া থাকে।

সেই সে পরম বন্ধু সেই পিতামাতা। শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর
আবির্ভাব মহোৎসবোপলক্ষে
গীতি

(শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী, প্রত্নবিদ্যালঙ্কার)

(১)

ভজ নিত্যানন্দ, কহ নিত্যানন্দ,
লহ নিত্যানন্দ নাম রে।
দয়াল নিতাই, বিনা গতি নাই,
(নিতাই) চরণে শরণ লও রে॥

(২)

দীন হীন জনে কেবা চাহে আর,
নিত্যানন্দ বিনা এত দয়া কা'র,
না ডাকিতে গিয়া দুয়ারে সবার,
প্রেম-ধন কেবা যাচে রে।

(৩)

কৃষ্ণ-প্রিয়তম যেই বলরাম,
সেই নিত্যানন্দ গৌরপ্রেম-ধাম,
সাধিবারে শ্রীগৌরাঙ্গ-মনস্কাম,
ধরামাঝে অবতীর্ণ রে।

(৪)

(যে) নাম সংকীর্তন বিনা গতি নাই,
(সেই) নাম-দাতা গৌর অভিন্ন-নিতাই,
নিতাইয়ের কৃপা হ'লে গৌর পাই,
গৌরগতপ্রাণ প্রভু রে।

(৫)

মূল সঙ্কর্ষণ প্রভু সর্বাশ্রয়,
তথাপি স্বভাব গৌরদাস্যময়,
দন্তে তৃণ ধরি' সবারে যাচয়,
গৌরহরিবোল বল রে।

(৬)

শ্রীচৈতন্য-সনে যে ডাকে নিতাই,
মায়ামোহ হ'তে তা'র ভয় নাই,
অশোক অভয় শ্রীচরণ পাই,
আনন্দ-সাগরে ভাসে রে।

(৭)

কেন আজি বিশ্বে উঠে হাহাকার,
নিত্যানন্দ-বিমুখতা হেতু তা'র;
ভজুক নিতাই আসিবে আবার,
স্বরূপের গুপ্ত বৃত্তি রে।

(৮)

নিত্যানন্দপদ সুশীতল ছায়া,
ছাড়ি' কেন জীব ভজিতেছ মায়া,
শ্রীচরণতলে শরণ লভিয়া,
প্রেমধন মাগি' লহ রে।

(৯)

(ভব) দাব-দগ্ধ জীবে উদ্ধার-কারণ,
প্রেমবন্যা ল'য়ে প্রভু-আগমন,
আপামরে প্রেম করে বিতরণ,
দীন-হীন জন-বন্ধু রে।

(১০)

গৌর-আবির্ভাব-পূর্বে শুভক্ষণে,
মাঘী শুক্লাত্রয়োদশী পুণ্য-দিনে,
রাঢ়মাঝে একচাকা নাম স্থানে,
নিত্যানন্দ-জন্ম-লীলা রে।

(১১)

বসুদেবাভিন্ন হাড়ো ওঝা পিতা,
রোহিণী-অভিন্না পদ্মাবতী মাতা,
প্রভু বলদেব সর্ব জীবদাতা,
ভকতের বল-দাতা রে।

(১২)

জনম-অবধি প্রভুর আচার,
কৃষ্ণকার্য্য বিনা নাহি স্ফুরে আর,
সব অবতার-লীলা সে তাঁহার,
ক্রীড়াছলে দেখান্ সবা' রে।

(১৩)

দ্বাদশ বরষ থাকি' পিতৃঘরে,
অষ্টবর্ষ নানা তীর্থেতে বিহরে,
শেষে আসি' প্রভু মথুরা-নগরে,
পূর্ণভাবে হ'ল মত্ত রে।

(১৪)

কেন প্রভু পিতা-মাতা কাঁদাইয়া,
'ন্যাসি'-সেবাছলে ভ্রমেণ মাতিয়া,
জানেন সে গৌর হইতে নদীয়া,
ডাকেন সঘনে—"নিতাই রে"।

(১৫)

গোরার প্রকাশ জানি' গৌড়পুরে,
ছুটে চলে নিতাই মিলিতে প্রভুরে,
কিবা সে আনন্দ, কে বর্ণিতে পারে,
প্রেমে মাতোয়ারা প্রভু রে।

(১৬)

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রিয় আচার্য্য 'নন্দন',
তাঁ'র গৃহে রহে গৌরপ্রাণধন,
কৃষ্ণ-নামানন্দে হইয়া মগন,
গৌরাঙ্গ-মিলন বাঞ্ছে রে।

(১৭)

এসেছে নিতাই জানি' গোরা রায়,
ভক্তগণ-সঙ্গে চলে উভরায়,
নিতাই দেখিয়া পরাণ জুড়ায়,
আনন্দের সীমা নাহি রে।

(১৮)

চিনিল নিতাই প্রাণের ঈশ্বর,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে প্রভু বিশ্বম্ভর,
স্পন্দহীন দেহ, কণ্ঠে নাহি স্বর,
অনিমিষে চাহি' রহে রে।

(১৯)

ইঙ্গিতে শ্রীবাসে কহে গৌরহরি,
ভাগবত-শ্লোক পড় ত্বরা করি',
গাহেন শ্রীবাস প্রভুপাদ স্মরি'
শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান-শ্লোক রে।

(২০)

[ধ্যান-শ্লোক যথা (ভাঃ ১০।২১।৫)—]
"বর্হাপীড় নটবরবপুঃ হরি,
কর্ণে কর্ণিকার, পীতবাসধারী,
গলে বৈজয়ন্তী, বংশীগানকারী,
বৃন্দাবন মাঝে পশে রে।"

(২১)

হ'লেম নিতাই প্রেমে মাতোয়ারা,
উঠিল ভাবের তরঙ্গ উত্তাল,
কে ধরিতে পারে সে তনু বিশাল,
প্রভু বিশ্বম্ভর বিনা রে।

(২২)

নিত্যানন্দে ধরি' শ্রীগৌরসুন্দর,
রাখিলেন নিজ-শ্রীঅঙ্ক-উপর,
দৃঢ়-প্রীতে দুঁহু বিহ্বল-অন্তর,
প্রেমের সাগরে ভাসে রে।

(২৩)

নিতাই-গৌরাঙ্গে দেখিয়া মিলন,
নিত্যানন্দময় সবাকার মন,
উঠে জয়ধ্বনি মহাসঙ্কীর্ত্তন,
(আজি) কি আনন্দ মায়াপুরে রে।

(২৪)

জানেন সে গৌর নিতাই চাঁদেরে
নিতাই সে চিনে আপন-প্রভুরে,
জানাইতে গৌর, তাই মায়াপুরে,
নিত্যানন্দ-আবির্ভাব রে।

(২৫)

শ্রীচৈতন্য প্রেম সর্ব-অর্থ-সার,
নিত্যানন্দ বিনা কে বিলাবে আর,
অদোষদরশী পতিত-উদ্ধার,
ভজ ভজ নিত্যানন্দ রে।

(২৬)

ব্যাসপূজাদর্শ করিয়া প্রচার,
শিখান্ নিতাই "গুরু-সেবা সার,"
রাধাকৃষ্ণ সেবা-প্রাপ্তি-ইচ্ছা যাঁ'র,
দৃঢ় করি' ভজ নিতাই রে।

(২৭)

(জড়) বিষয় ছাড়িয়া যদি শুদ্ধ মনে,
ইচ্ছা থাকে সদা শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে,
কপটতা ছাড়ি' নিতাই চরণে,
আত্ম নিবেদন কর রে।

(২৮)

পাষণ্ড-দলন, প্রেম-প্রচারণ,
দুই কার্য্যে প্রভু করেন ভ্রমণ,
পাষণ্ডতা ছাড়ি লহরে শরণ,
প্রেমধনে হ'বে ধনী রে।

(২৯)

বিদ্যা-কুল-ধনে কেন মত্ত হ'য়ে,
দয়াল নিতাই অরূচ পাসরিয়ে,
বৃথা জন্ম তব যায় যে বহিয়ে,
নিতাইর কৃপা চাও রে।

(৩০)

নিত্যানন্দ প্রভু বড় দয়াময়,
কোটিকণ্ঠে গাও নিতাইর জয়,
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু হইয়া সদয়,
দিবেন চরণে স্থান রে।

শ্রীনাম-মহিমা

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২৮০ সংখ্যার পর)

(৫৮)

যদ্ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ-কৃতি নিষ্ঠয়াপি
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নাম স্ফুরণেন তত্তে
প্রারব্ধ-কর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ॥
(শ্রীমদ্ রূপগোস্বামীকৃত শ্রীকৃষ্ণ-
নাম স্তোত্রের ৮ম শ্লোক)

অবিচ্ছিন্ন তৈল-ধারার ন্যায় ব্রহ্মচিন্তা দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিলেও যে প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ-ব্যতিরেকে বিনষ্ট হয় না, হে শ্রীনাম, তোমার স্ফূর্ত্তিমাত্রেই সেই কর্ম্ম অপগত হয়; বেদ এই বাক্যই পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

(৫৯)

যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত॥
(হরিভক্তিবিলাস ১১।২৩৭ সংখ্যা-
ধৃত বৈষ্ণবচিন্তামণিবাক্য)

হে ভরতবংশাবতংস! যিনি শত শত পূর্ব্ব জন্মে সম্যক্‌রূপে বাসুদেবের অর্চ্চন করিয়াছেন, তাঁহার মুখেই শ্রীহরির নাম-সমূহ নিত্যকাল বিরাজমান থাকেন।

(৬০)

যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ
পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্।
বিমুক্তকর্ম্মার্গল উত্তমাং গতিং
প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১২।৩।৪৮)

যাঁহার (অর্থাৎ ভগবানের) প্রিয় নাম ম্রিয়মাণ আতুর হইয়া, পড়িতে পড়িতে, স্খলিত অবস্থায় ও বিবশ হইয়া যে ব্যক্তি গ্রহণ করেন, তিনি কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া উত্তমা গতি লাভ করেন। কলিকালে এতাদৃশ ভগবানের যজন করিতে দুর্ব্বুদ্ধি বিশিষ্ট লোকসকল যে অনিচ্ছুক হয়, ইহা অতীব দুঃখের বিষয়।

সাময়িক প্রসঙ্গ

ঢাকার প্রদর্শনীর কার্য্য সমারোহে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। তারযোগে সংবাদ আসিয়াছে যে, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজদ্বয় 'মধুরী' ও 'লীলা'-নাম্নী দুইখানি মোটর-জাহাজে দ্বাদশ-জন ভক্ত-সহ ৬ই জানুয়ারী ঢাকা হইতে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট, শ্রীচৈতন্যভাগবত — ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র — ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যান্ত — ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রাপ্তখণ্ড — ১৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) — ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) — ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব — ১৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য — ১৶০
৭। ভজনরহস্য — ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) — ১৲
ঐ (আবাঁধা) — ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) — ২৲
ঐ (আবাঁধা) — ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) — ২৲
ঐ (আবাঁধা) — ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য — ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) — ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) — ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম — ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) — ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার — ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) — ॥৶০
ঐ (বাঁধা) — ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন — ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) — ১৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) — ॥০
ঐ (আবাঁধা) — ১৶০
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা — ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) — ৵০
২৩। গীতমালা — ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য — ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড — ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) — ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ — ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ — ।০
২৯। শরণাগতি — ⁄০
৩০। গীতাবলী — ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ — ১॥০
৩২। সাধনকণা — ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক — ⁄০
৩৫। অর্থপঞ্চক — ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ — ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) — ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণা — ⁄১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) — ॥০
ঐ (আবাঁধা) — ।⁄০
৪০। বৈষ্ণবধর্ম্মসুধা-সমার্দ্ধিত (প্রথম চারিখণ্ড) — ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা — ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) — ১৲
ঐ (আবাঁধা) — ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ — ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ — ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় — ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী — ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) — ২৲
ঐ (আবাঁধা) — ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? — ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) — ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর — ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ — ৵০
৫২। সাধ্যবাণী — ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সর্ব্বস্ব দিগ্বিজয়ঃ — ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ — ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ — ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ — ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ — ⁄০
৫৮। সারাংশবর্ণনম — ⁄০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ — ॥০
৬০। নামভজন — ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্‌স্ — ১৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু — ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ — ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং — ⁄০
৬৫। দি ভাগবত — ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন — ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা — ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) — ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি — ॥০
৭০। সাধন পথ — ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু — ⁄১০
৭২। গীতাবলী — ⁄০
৭৩। শরণাগতি — ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি — ⁄০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া · প্রকাশ

প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ — ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন — ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন — ঐ
৫। ঠাকুর সমাধিপীঠ — ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া
৯। দ্বাদশগোপাল পাট কাঁটালপুলি, চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটী, (বর্দ্ধমান)
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম: আমলাযোড়া, রাণীগঞ্জ-বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু, হাওড়া
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীনিমাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ রুক্মিণী, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মান্দ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, ব. ওয়েষ্ট গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ চটকপর্ব্বত, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুমুরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ আগস্তকুণ্ড, কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার; বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য।
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

	নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১।	শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম-মায়াপুর
২।	শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	মেদিনীপুর
৩।	শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীধাম-মায়াপুর
৪।	শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫।	শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৬।	শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী
৭।	শ্রীভক্তিকেবল সাগর	মেদিনীপুর
৮।	শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	ঢাকা
৯।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০।	শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
১১।	শ্রীভক্তিরঞ্জন শ্রীধর	মান্দ্রাজ
১২।	শ্রীভক্তিকুমুদ শ্রোতী	কাশী
১৩।	শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	পুরী

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

ভক্তিরসরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবর্জ্জনা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃকৈরব জ্যোৎস্নার স্বাদ ও আনন্দাম্বুধির বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। সর্ব্বসাধারণে যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থটি লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অভিপ্রায়ে অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে হইয়া একটি অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ।৵০, ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, কথা, ঐতিহ্য, প্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। মহাকবি রবীন্দ্রনাথের কুমার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রমুখ বহু মনীষী কর্তৃক প্রশংসিত এবং ৪৮খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সম্বলিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। ক্রাউন (২০) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ 'অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহোদয়-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত প্রশ্নের বিচার উরসমষ্টির বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এন্টিক কাগজে ১৬পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকা-চার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে ফটো অফ্‌সেট প্রেসে ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতি অল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ।০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধব গৌড়ীয় পরমার্থিতমন্দির

১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন

বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রাতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ১ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৵০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহোৎসব

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

কৃপাপূর্ণবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী-মহারাজ তাঁহার অনুগতগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীগুলি পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অচ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উজ্জ্বলব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'বিশ্বাস, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'বর্ণব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ', 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন জনদের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'ভজন সম্পদ পারগামী', 'শুদ্ধাভক্তি চরিতকথনের প্রাকৃতপ'—প্রভৃতি বিবিধ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের দেহ আবেশা-বিশ্বাসিনী জীবাত্মজনমনো-মোহিনী জড়-কাম-নিবৃত্তিদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীনামাবতার, শ্রীনামভজন, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সজ্জন ও প্রাকৃত সজ্জন, প্রভৃতি বিশটী সন্দর্ভ রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মাহাত্ম্য, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গোস্বরূপা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব প্রবৈশকবেদা," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুকৃতির শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২॥০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম্ম

ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

এসেসমেণ্ট তালিকা।

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতীয়

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩ নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ॥০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টরী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বন্দোবস্তের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জ ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৷৹ আনা।

মিটিংএর নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

ফৌজদারি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ৷৹ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস কাছারীপাড়া কৃষ্ণনগর নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহুলার পাচন

[illegible]রের অ[illegible] মহৌষধ

[illegible] আবিষ্কার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান [illegible] থাকে পাঁচন [illegible], তাতে গুণের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৹ আনা, পাঁচটি ৷৷৴০ আনা, বোতল ১৷৴০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার,
কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭-৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৭, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫-৩১	৯-৫	১২-১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩১	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর আক্রমণ

সেদিন শ্রীরামপুরের স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বিপুলচন্দ্র চাটুয্যের এজলাসে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা হইয়াছে। একজন বিচারাধীন আসামী কয়েদীর কাঠগড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে আঘাত করিয়াছে।

হরিপদ ঘোষ নামক একজন পুরাতন পাপীকে চুরির মামলা সম্পর্কে ওয়ারেণ্ট বলে ফরাসী চন্দননগর হইতে গ্রেপ্তার করিয়া আনা হয়। আসামীকে ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা হয় এবং ম্যাজিষ্ট্রেট যখন একজন সাক্ষীর জবানবন্দী লিখিয়া লইতেছিলেন, তখন আসামী অকস্মাৎ কাটগড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের মঞ্চের উপর যায় এবং তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া একটা ঘুঁষ মারে ও পাশের দরজা দিয়া পলাইয়া যায়। তৎক্ষণাৎ বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ ও আদালতের অপর কয়েকজন লোক তাহার পাছেপাছে দৌড়াইয়া গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলেন।

পুরী সংবাদ

পুরীর সর্বজন প্রিয়, প্রজাবৎসল, সুবিচারক মহকুমা হাকিম পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু মহোদয় ৪ মাসের ছুটী লইলেন। তাঁহার সদাশয়তা, অমায়িকতা ও পরদুঃখকাতরতার জন্য পুরীর প্রায় সকলেই তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে। তিনি দীনদুঃখী এবং বিদ্যার্থী অসমর্থ ছাত্রগণকে প্রাণপণে সাহায্য করেন। তাঁহার ছুটী লওয়াতে পুরীর প্রায় সকলেরই আন্তরিক দুঃখ হইয়াছে। তাঁহার এই অবকাশ সময়ে তাঁহার স্থানে পুরীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ত্রিবিক্রম পূজারী সাহেব মহকুমার ভার গ্রহণ করিতেছেন।

পুরী ব্রহ্মগিরি রাস্তা

পুরী হইতে ব্রহ্মগিরি যে রাস্তা গিয়াছে ঐ রাস্তায় পুরী ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড বিগত বর্ষে এবং তৎপূর্ব্ববর্ষে কিছু মাটী ফেলিয়া যাতায়াতের কিছু সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু রাস্তায় কয়েকটী স্থানে ভীষণ উচুনিচু থাকায় প্রায়ই ওখানে গাড়ী উল্টাইতেছে। জেলা বোর্ড কর্তৃপক্ষ ঐসব স্থানে একটু দৃষ্টি দিয়া কিছু মাটী ফেলিয়া এবং যেস্থানে সাঁকো হইবে তথায় সাঁকো প্রস্তুত করিয়া দিলে রাস্তার এই ভয়াবহ অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়।

শ্রমিক ক্ষতিপূরণ বিল

স্যার বি, এল, মিত্রের সভাপতিত্বে শ্রমিক ক্ষতিপূরণ বিল সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য সিলেক্ট কমিটীর এক অধিবেশন হয়। উপস্থিত সদস্যদের নামঃ—স্যার ফ্রাঙ্ক নয়েস, মেসার্স ক্লো, সতীশ সেন, সত্যেন মিত্র, এন্, এম, যোশী, আবদুল মতিন চৌধুরী, এইচ, পি, মোদী, ফকিরুদ্দীন আমেদ, ডাঃ দালাল, মিঃ যাদব যোগ ও মিঃ কুনোয়ার ইসমাইল।

প্রকাশ, কমিটীতে 'অনুজীবী'র ব্যাখ্যা লইয়া প্রথমে আলোচনা হয়, তৎপর ঠিক হয় যে, উহাকে দুই পর্য্যায়ে বিভক্ত করা হইবে, প্রথম পর্য্যায় স্ত্রী, নাবালক পুত্র, অবিবাহিতা কন্যা ও বিধবা মাতা, এবং দ্বিতীয় পর্য্যায় স্বামী অবিবাহিতা নাবালিকা কন্যা, নাবালক ভ্রাতা, এবং বিধবা কন্যা। প্রথম পর্য্যায়ভুক্ত 'অনুজীবী'র প্রমাণের কোনও প্রয়োজন হইবে না, কিন্তু দ্বিতীয় পর্য্যায়ভুক্ত অনুজীবীর আত্মীয়তার প্রমাণ দিতে হইবে এবং শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইনানুযায়ী নিযুক্ত কমিশনার তাঁহার নিজের বিবেচনানুযায়ী আত্মীয়দের মধ্যে টাকা বণ্টন করিয়া দিবেন।

মিঃ যোশী ও অন্যান্য শ্রমিক প্রতিনিধিগণ বলেন যে, মৃত্যু বা অন্য কোন দুর্ঘটনার দরুণ স্থায়ীভাবে অকর্ম্মণ্য হইলে মালিকগণ তজ্জন্য সম্পূর্ণ দায়ী থাকিবেন কিন্তু মালিকগণ বলেন, মৃতব্যক্তির অসাবধানতা হেতু যদি তাহার মৃত্যু হয় তবে মালিকগণ সম্পূর্ণ দায়ী থাকিবেন না বা সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন না।

ঘণ্টায় ৯৯'৪ মাইল গামী ট্রেণ

জার্ম্মাণ রেল রোড কোম্পানীর নূতন ট্রেণ "ফ্লায়েং হেমবার্গার" পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী ট্রেণ। ইহা ঘণ্টায় ৯৯'৪ মাইল এবং প্রতি মিনিটে দেড় মাইল চলিতে পারে। আগামী মার্চ্চ মাস হইতে বার্লিন হামবার্গ রেল রাস্তায় এই নূতন ট্রেণ চালান হইবে। ইহাতে এই দুই নগরের মধ্যে যাত্রাকাল ৪০ মিনিট কমিয়া যাইবে।

ট্রেণটি দৈর্ঘ্যে ১৭৭'৮ ফুট এবং তাহাতে ১০২ জন যাত্রী বসিবার স্থান আছে। ইহা ৪১০ অশ্ব শক্তির দুইটি মটর দ্বারা পরিচালিত। ট্রেণটিতে আরাম ও নিরাপত্তা উভয়েরই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা আছে।

কৃষকের দাবী

চন্দ্রকণা, দিঘপুর, ঈদগাহ প্রাঙ্গণে কৃষক প্রজাগণের এক বিরাট সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হইয়াছে।

(১) বাঙ্গলাদেশের পাট উৎপন্নকারী কৃষকগণ যাহাতে পাটের উপযুক্ত মূল্য পাইতে পারে তজ্জন্য বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স তাহাদের মেমোরেণ্ডামে সরকারকে পাট খরিদ-বিক্রি সম্বন্ধে যে উপায় অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন এই সভা উহার সমর্থন করিয়া বাঙ্গলা সরকারকে অবিলম্বে উক্ত পন্থা অনুসরণ করিতে সানির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছে। (২) পাটের উপর যে শুল্ক আদায় হয় তাহা সম্পূর্ণ বাঙ্গলা সরকারকে ছাড়িয়া দিতে এই সভা ভারত সরকারকে অনুরোধ করিতেছে। (৩) পাট হইতে প্রাপ্ত শুল্কদ্বারা অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন করিতে এই সভা বাঙ্গলা সরকারকে অনুরোধ করিতেছে (৪) সিরাজগঞ্জ সাবরেজেষ্ট্রী অফিসে খাইখালাসী দলিল এবং বিক্রি কওলা রেজেষ্ট্রি করিতে যথাক্রমে ।৵০ এবং ।৵০ অতিরিক্ত খরচ আদায় করা হইতেছে। ইহার যথারীতি তদন্ত এবং প্রতীকারের জন্য এই সভা সরকারের রেজিষ্ট্রেশন বিভাগে অনুরোধ জানাইতেছেন।

খুন

মগরা হাটের সুধালচন্দ্র আচার্য্য ও বসন্ত বেওয়া নামে জনৈকা স্ত্রীলোক সুধালের ভ্রাতা অনুকূলকে গুরুতর আঘাতের ও তাহার মৃত্যুসংঘটনের সম্পর্কে নরহত্যার অনুরূপ অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল, আলীপুরের আডিশনাল দায়রা জজ এই মামলায় জুরীদের সর্ব্ববাদি-সম্মত অভিমতের সহিত একমত হইতে না পারিয়া মামলাটী হাইকোর্টে রেফার করিয়াছেন। অভিযোগের বিবরণ এই ছিল যে, আসামীর সহিত তাহার ভ্রাতা অনুকূলের একখানা একমালী বাগান বিক্রয়ের টাকা সম্পর্কে বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়া আসিতেছিল, স্ত্রীলোকটী অনুকূলের রক্ষিতা, সে সুধালের সহিত যোগ দেয় এবং ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে অনুকূল যখন ঘুমাইয়াছিল তখন ঐ স্ত্রীলোকটী একখানা দা' আনিয়া সুধলকে দেয়। সে উহাদ্বারা তাহার ভ্রাতার গলায় ও মাথায় কয়েকবার গুরুতর আঘাত করে। ফলে অনুকূলের মৃত্যু হয়।

কণারক চন্দ্রভাগা তীরে সপ্তমী স্নান ও মেলা

বিগত ১৯শে মাঘ ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে ভোরে মাঘী সপ্তমী স্নান ও সূর্য্যোদয় দর্শনার্থ চন্দ্রভাগা তীর্থে প্রায় লক্ষাধিক যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। ১৭ই মাঘ হইতে ক্রমাগত ২ দিনে উড়িষ্যার বহুস্থান হইতে পদব্রজে ও গোযানে যাত্রীগণ আসিয়া এইস্থানে সমাবেশ হইয়াছিল। সমুদ্রতীর হইতে দেড় মাইল কনারক মন্দির পর্য্যন্ত লোকে ও গাড়ীতে এরূপ ভরিয়া গিয়াছিল যে তথায় তিল ফেলিবারও স্থান ছিল না। পুরী হইতে গোযানে এখানে ২৭ মাইল রাস্তা ১৩ ঘণ্টায় যাওয়া যায়। ভাড়া ৫৲—৭৲ যাতায়াত। মোটরে গেলে ৫৫ মাইল ভাড়া ১৫।১৬ টাকা পড়ে। মোটরের রাস্তায় কনারক মন্দিরের নিকট বালি বেশী বেশী থাকায় প্রায় ১৷৷০ মাইল দূর হইতে পদব্রজে চলিয়া যাইতে হয়। গরুর গাড়ীতে একেবারে মন্দিরের নিকট পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। কনারকস্থিত সূর্য্যমন্দির এখন অদ্ধভগ্নাবস্থায় দণ্ডায়মান। এই মন্দিরের কারুকার্য্য সমগ্র ভারতের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ।

পুরস্কারের ঘোষণা

লিটুক ডাকাতি মামলা সম্পর্কে ফেরারী সত্যব্রত চক্রবর্ত্তীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট ১০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। ছয় মাসের মধ্যে গ্রেপ্তার করিতে পারিলে উক্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে।

গ্রেপ্তার

গোয়েন্দা পুলিশ যদুনাথ সেন লেনের একটী মেসে হানা দিয়া খানাতল্লাস করে। ও লাবণ্য রায় নামে হোমিওপ্যাথিক স্কুলের জনৈক ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে।

লোহার বরগা কড়ি
করগেট টীন, জানালার গরাদে
... লোহার ফুলদার রেলিং ও থাম
বেড়া মেরা কাঁটাতার ইত্যাদি
সস্তা দরে বিক্রয় করি
কান্তিচন্দ্র ...

দৈনিক [illegible] শ্রীগৌরাব্দ [illegible]

দৈ নি ক

Reg No C. 1544.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
যান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা [illegible]

গয়তের সর্ব্বত্র বাঙ্গল-প্রচার - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড । সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৮৩তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৭শে মাঘ বৃহস্পতিবার ১৩৩৯, ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩

নানা কথা

তস্করের উপদ্রব

নদীয়া জেলার সিমুরালীতে অত্যন্ত তস্করের উপদ্রব হইয়াছে। চুরির সংবাদ প্রায়ই পাওয়া যাইতেছে। গ্রামের যুবকগণ একটী সমিতি গঠন করিয়া পালাযোগে গ্রামের বিভিন্নস্থানে পাহারা দিতেছেন।

———

জার্ম্মেণীতে গোলযোগ

জার্মানির প্রেসিডেণ্ট ভন হিণ্ডেনবার্গ জরুরী হুকুমনামায় স্বাক্ষর করিয়াছেন। যে সংবাদপত্র রাজদ্রোহ প্রচার কিংবা শান্তি ভঙ্গে উত্তেজনা প্রদানের অভিযোগে দোষী বিবেচিত হইবে, উহাতে সেই সমস্ত সংবাদপত্রকে দণ্ড প্রদানের ব্যবস্থা করা হই

নাজী নিহত

প্রোটেষ্টাণ্ট চার্চ্চ কাউন্সিল, দাঙ্গা হাঙ্গামায় নিহত দুইজন নাজীর মৃতদেহ যথোচিত সম্মানসহকারে বার্লিন গীর্জ্জায় রাখা নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

———

অগ্নিকাণ্ডে ৩ লক্ষ টাকা ক্ষতি

একসপ্তাহে বোম্বাইতে তিনবার অগ্নিকাণ্ড ঘটে। সেদিন ২॥ ঘটিকার সময় ৬ তলা বাড়ীর একটী দোকানে প্রথমে আগুন দেখা যায়। আগুন দেখিতে দেখিতে নিকটবর্ত্তী তিনটী দালানে বিস্তৃত হয়। এই অগ্নি নির্ব্বাপণ করিবার চেষ্টায় দম-

গত ২৬শে মাঘ, ৮ই ফেব্রুয়ারী বুধবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপে

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব

উৎসবোপলক্ষে শ্রীনামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছেন ১৮ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার হইতে ২৬শে ফাল্গুন শুক্রবার পর্য্যন্ত নয়দিন নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা হইবে।

২৭শে ফাল্গুন, ১১ই মার্চ্চ শনিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম মায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপের যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব হইবে।

কলের ৬ জন ফায়ারম্যান জখম হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ ৩ লক্ষের উপর।

———

পোষ্টাল ষড়যন্ত্র

বাগেরহাট পোষ্টাল ষড়যন্ত্র মামলায় শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দাস, বীরেন্দ্রনাথ আইচ এবং আরও তের জন লোক স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস পি বাড়ুয্যের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছেন। সেই মামলায় ফরিয়াদী পক্ষের সাওয়াল শেষ হইয়াছে। আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে রায় প্রদত্ত হইবে অভিযুক্তগণ আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই।

ডায়েট ভঙ্গের প্রস্তাব অগ্রাহ্য

নাজীগণ প্রুশিয়ার ডায়েট (পার্লামেণ্ট) ভঙ্গ করিবার জন্য যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল, উহার পক্ষে ১৯৬ এবং বিপক্ষে ২১৪ ভোট হওয়ায়, উহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। সোস্যালিষ্ট, কম্যুনিষ্ট ও কেন্দ্রীয় দল উহার বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছে।

ডায়েটের অধিবেশনের প্রথমভাগে উত্তেজনার ভাব দেখা গিয়াছে। নাজীগণ সোস্যালিষ্ট দলভুক্ত মন্ত্রী হার সেভেরিংকে বক্তৃতায় বাধা দিবার চেষ্টা করে। নাজীগণ বলে যে, হার সেভেরিং তাঁহার দলের জন্য সরকারী অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। উহার পর গণ্ডগোল আরম্ভ হয়; ফলে কিছুক্ষণের জন্য ডায়েটের অধিবেশন মুলতুবী রাখিতে হয়।

———

যুদ্ধের আশঙ্কা

চীন গবর্ণমেণ্টের সমর পরিষদের প্রেসিডেণ্ট মার্শাল চ্যাং স্যুয়ে লিয়াং আশঙ্কা করেন যে, জেহল সীমান্তে শীঘ্রই তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। কিন্তু তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, জাপানীদের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া সৈন্যদল টিণ্টসিন ও পিকিং রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে।

———

গরুচোরের দুর্দ্দশা

দুইজন মুসলমান চোর ফরিদপুরের গাজনা গ্রামের জনৈক গৃহস্থের বাড়ী হ'তে ২টী হৃষ্টপুষ্ট বলদ চুরি করিয়া আনিতেছিল। ঐ সময়ে চৌকিদার ও দফাদার বাহির হইয়াছিল। তাহাদের সহিত হঠাৎ গরু চোর ২টির সাক্ষাৎ হয়। তাহাদের মনে সন্দেহ হয় যে, ইহারা গরু চুরি করিয়া আনিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে উহাদিগকে বাঁধিয়া থানায় লইয়া আসে। পরদিন তাহাদিগকে চালান দেওয়া হইয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৭শে মাঘ, বৃহস্পতিবার ১৩৩৯

মন্দির প্রবেশ বিল

একদা এই সরকার সতীদাহ বন্ধ করিয়াছিলেন, বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সেদিন অনমত সংখ্যকের সুবিধাও ছিল না, সেই অজুহাত দেখাইয়া সতীদাহে হস্তক্ষেপ করিবার কথাও ওঠে নাই। উঠিয়াছে আজ। মন্দির প্রবেশ বিলের একটিতে ভারত সরকার সম্মতি দিয়াছেন, অপরটিতে দেন নাই। শ্রীযুক্ত রঙ্গ আয়ারের বিলটির সহিত ডাঃ সুব্বারাওনের বিলের মূলগত কোনো পার্থক্যই নাই। যে অজুহাত দেখাইয়া শেষোক্ত ভদ্রলোকের বিলে সম্মতি দেওয়া হয় নাই তাহা অতি তুচ্ছ আইনের খুঁটিনাটি লইয়া। এই সিদ্ধান্তে মহাত্মাজি সুখী হইতে পারেন নাই,—ভারতের মুষ্টিমেয় গোঁড়া হিন্দু ছাড়া আর কেহই ইহাতে সুখী হইতে পারিবেন না। একদিন কয়েকজন মাত্র প্রগতি-পন্থী ভারতবাসী এবং নিজেদের বিবেক বুদ্ধির উপর ভরসা করিয়া সতীদাহের মতো ব্যাপারেও সরকার হস্তক্ষেপ করিতে দ্বিধা করেন নাই। আজ ভারতের অধিকাংশ লোকের সমর্থন পাইয়াও সরকার অস্পৃশ্যদের সাধারণ মানুষের অধিকার দিতে অনিচ্ছুক,—চাকা এমনই ঘুরিয়াছে।

সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে দেশে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইবে তাহা সুনিশ্চিত। ইহার কিছুটা এখনই অনুমান করিতে পারা যায় মহাত্মার বিবৃতিতে। তিনি জানাইয়াছেন,—বড়লাট যদি মাদ্রাজ বিলের আলোচনায় সম্মতি দান করিতেন তাহা হইলে গুরুবায়ুর সমস্যা লইয়া বোধ হয় অনশন করার প্রয়োজন হইত না। কিন্তু ভারত সরকারের ইচ্ছা অন্যরূপ। ইহাতে মনে হয়, মহাত্মাজি আচিরেই অনশন অবলম্বন করিবেন। আর তাহার ফলে ভারতে কি আবহাওয়ার সৃষ্টি হইবে তাহাও সহজেই বোঝা যায়। নবশক্তি

ভারতীয় মেডিকেল এসোসিয়েশনের সম্পাদক ডাঃ কে-এস রায় বলিয়াছেন :— ভারতীয় মেডিকেল কাউন্সিল বিলটি নিতান্ত অসময়ে উপস্থিত করা হইয়াছে। এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রস্তাবিত বিলের পরিবর্তন ও সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া যদি গবর্ণমেণ্ট উহা পাশ করাইয়া লইবার জেদ করেন তবে কেবল মাত্র যে স্বাধীন চিকিৎসা ব্যবসায়ীদেরই অসন্তুষ্ট করা হইবে এমন নহে, পরন্তু উদারনৈতিক গবর্ণমেণ্টের আশির্ব্বাদের সঙ্গে সঙ্গে উহার আমূল পরিবর্তন সাধিত হইবে।

প্রায় ৩০,০০০ হাজার সনদপ্রাপ্ত ডাক্তারের বিষয় বিবেচনা করিতে হয়। যদি উপরোক্ত সনদপ্রাপ্ত ডাক্তারগণের দাবী প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের মনোভাবের উপর নির্ভর করে তাহা হইলে, উক্ত দাবী প্রতিরোধ করাই গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য। নিখিল ভারত বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলনে বা তৎপরবর্তী সনদপ্রাপ্ত গবর্ণমেণ্ট চিকিৎসকগুলির বৈঠকেও ইহার সম্বন্ধে কোন মতামত পাওয়া যায় নাই। এমন কি তাহাদের সম্বন্ধে কোন আলাপ আলোচনাও করা হয় নাই।

গবর্ণমেণ্ট যে অর্থাভাব বশতঃ অথবা অন্য কোন কারণে মেডিকেল ছাত্রদের শিক্ষার মান উন্নত করিতে অনিচ্ছুক তাহা বিশ্বাস করিবারও কোন কারণ নাই। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের সঠিক মনোভাব না জানাই বিল স্থগিত রাখিবার প্রধান কারণ।

বিদেশের সহিত পারস্পরিক যোগাযোগও আর একটী গুরুতর সমস্যা। বৃটিশ জেনারেল মেডিকেল কাউন্সিল ভারতীয় মেডিকেল ডিগ্রিসমূহ অস্বীকার করে, এই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চিকিৎসকগণ উক্ত কাউন্সিলকে কোন প্রকার সুবিধাদানের বিরোধী যে কাউন্সিলে সরকারী প্রতিনিধিত্ব সুরক্ষিত অথবা তাহাদিগকে বে-সরকারী বিরুদ্ধ বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইয়াছে ঐরূপ সমিতিকে আমরা সমর্থন করিব না। তদুপরি অন্যান্য দেশের চিকিৎসকদের যে প্রকার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় এই বিলে তদ্রূপ কোন প্রকার ব্যবস্থা করা হয় নাই।

বিলের অনেক সর্ত্তই বিবেচনার জন্য সিলেক্ট কমিটির হস্তে অর্পণ করা যাইত। সম্প্রতি বিল যে ভাবে গঠিত হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ এবং সিলেক্ট কমিটীর আলোচনায় ক্ষমতা যদি সীমাবদ্ধ না করা হয় অথবা আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার জন্য না থাকে, তাহা হইলে উপরোল্লিখিত সর্ত্তে বিলের পরিবর্তন সাধন করিবার প্রয়োজন হইবে।

সে যাহাই হউক, সিলেক্ট কমিটিতে যাহাতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মত গ্রহণ করা হয় তাহার দাবী আমরা করিব।

ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ক্রমশঃই শাসন-সংস্কারের আগামী আলোচনার পক্ষে অনুকূল হইয়া আসিতেছে। কংগ্রেস আন্দোলনের বিরাম এবং গোলটেবিল বৈঠকের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে ভারতীয় উদার-নৈতিকগণের অনুকূল মনোভাব জয়েণ্ট কমিটীর আলোচনার পক্ষে শুভ সূচনা করিতেছে। গোঁড়াগণ ব্যতীত অপর সকলেই, বর্ত্তমান মনোভাব এই যে, জাতীয় দলের যাহাদের সঙ্গে আপোষ করা অসম্ভব তাঁহারা ছাড়া অপর সকলেই গ্রহণ করিবে বলিয়া আশা করা যায়, এরূপ মিটমাটের পক্ষে এখন আর কোন অলঙ্ঘনীয় বাধা নাই।

রক্ষণশীলদের কেহ কেহ মনে করেন যে হিন্দুদের মধ্যে অস্পৃশ্যতা লইয়া যে বিবাদ চলিয়াছে তাহা রাজনৈতিক সমস্যাকে কোণঠাসা করিয়া রাখিবে। সুতরাং তাহারা ইহাকে সুনজরেই দেখিতেছেন।

'ষ্টেটসম্যান' বলেন, আভ্যন্তরীণ কোন কারণে যদি কংগ্রেসের মধ্যে আত্মকলহ উপস্থিত হয় তবে হিন্দুদের মধ্যে ধর্ম্মগত মতভেদের ফলেই তাহা ঘটিবে। মহাত্মা গান্ধীর বর্ত্তমান আন্দোলনের অর্থ সহস্র সহস্র উচ্চবর্ণের হিন্দুকে অসন্তুষ্ট করা; অথচ এখন পর্য্যন্ত তাহারাই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান সমর্থক। গান্ধীজীর সহিত এরূপ বিরোধের সময় হিন্দুগণ অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার নীতি অনুসরণ করিবে বলিয়া মনে হয় না।

আনন্দবাজার ও হিন্দু

এখন কেন্দ্রীয় দায়িত্বের সম্বন্ধে বড়লাট বলেন, এই বিষয়ে তিনটি বিভিন্ন দলের বিভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। একদল মনে করেন যে কেন্দ্রীয় দায়িত্ব ব্যতিরেকে অন্য কিছুরই কোন মূল্য নাই। আর একদল প্রাদেশিক [illegible] বিশেষ মূল্য প্রদান করিয়া থাকেন, ইহারা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের গঠন সম্বন্ধে কতকটা উদাসীন। শেষ দল কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব দেশের লোকের হাতে হস্তান্তরিত করা স্থগিত রাখিবার পক্ষপাতী। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ সেই সঙ্গে প্রাদেশিক আত্ম-শাসনের অধিকার প্রদানের সুফলের সম্বন্ধে কতকটা সন্দেহ সংশয় পোষণ করিয়া থাকেন।

লাট সাহেব বলেন যে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইবার সময়ে বাঙ্গলা দেশেও যদি উহা প্রবর্ত্তিত না হয় তবে মহা দুর্ভাগ্যের বিষয় হইবে। লাট সাহেব এরূপ ভরসা দিতেছেন যে, ইতিমধ্যে যদি বাঙ্গলার লোক গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতা করে তাহা হইলে বাঙ্গলাকে শাসন-সংস্কার হইতে বঞ্চিত করার মত বিসদৃশ ব্যাপার ঘটার অবসর হইবে না।

ডাঃ সৈয়দ মাহমুদ বলেন যে, কংগ্রেস অধিবেশনের তারিখ ও স্থান সম্পর্কে তিনি এখনও সঠিকভাবে ঘোষণা করিতে সক্ষম নহেন। অনেক প্রদেশই অধিবেশন করাইবার সম্মান পাইতে চাহে। কোন প্রদেশ অধিবেশনের আয়োজন করিবে, তাহা কয়েক দিনের মধ্যেই নির্দ্ধারিত হইবে। কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন সম্পর্কে গোপনীয়তা কিছু নাই। প্রতি বৎসর সাধারণতঃ ফেব্রুয়ারী বা মার্চ্চ মাসে অধিবেশন হয়, এবৎসরও যথারীতি তাহাই হইবে।

গবর্ণমেণ্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে শান্তির কোন প্রচেষ্টা হইতেছে কিনা তাহার জানা নাই, তবে কংগ্রেস যে কোন সম্মানজনক মীমাংসা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত; ইহা গান্ধীজী একাধিকবার ঘোষণা করিয়াছেন। ইহাতে কেহ যদি মনে করেন যে, কংগ্রেস শান্তির-জন্য নিজ পথ ছাড়িতে পারেন, তাহা হইলে তিনি ভুল বুঝিবেন। এখানে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কংগ্রেসের উপর সংগ্রাম চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং গবর্ণমেণ্টেরই মীমাংসা করা উচিত, তাঁহারা শান্তি চাহেন কি না।

জনসাধারণের নিকট হইতে সাড়া যথেষ্ট পাওয়া যাইবে। দেশের প্রত্যেক অংশ হইতে বহু সংবাদ প্রতিনিধি যোগদান করিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, | ২৯ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৬, ২৭শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ৯ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৩ বৃহস্পতিবার | ২৮৩তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

পুরী হইতে তারযোগে সংবাদ আসিয়াছে যে, পুরীর জগন্নাথ ক্লাবের অধ্যক্ষগণের বিশেষ আগ্রহে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামীপ্রভু গত ৬ই ডিসেম্বর সদর সাবডিভিসনাল অফিসার, ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট, উকীল, মুন্সেফ প্রভৃতি বহু ভদ্রমহোদয়গণের সমক্ষে ছায়াচিত্রযোগে গৌরাঙ্গলীলা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গোস্বামীজীর মুখে শ্রীচৈতন্যদেবের অপূর্ব্ব লীলা-মাধুরী শ্রবণ করিয়া সকলেই নিরতিশয় আনন্দিত হইয়া পরদিবসও লীলাশ্রবণের ব্যবস্থা করেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ গত ২৭শে জানুয়ারী বেলা ১০ টার সময় ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ হইতে রওনা হইয়া নারায়ণগঞ্জে পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তৎপরে স্বামীজী আকুরা-পুরে মহাপ্রভুর বাণী কীর্ত্তন করেন।

গত ২৮শে জানুয়ারী তারিখে স্বামীজী মহারাজ স্থানীয় ভদ্র মহোদয়গণের আগ্রহে কমলাঘাটা বাজারস্থ শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন পাল মহাশয়ের গদীতে বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সমক্ষে কীর্ত্তনমুখে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ২০শ পরিচ্ছেদ হইতে সনাতন-শিক্ষা ব্যাখ্যাকালে স্বামীজী মহারাজ বলেন,—৪৪৬ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যদেব সপার্ষদে শ্রীনবদ্বীপ ধামে উদিত হইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্ববঙ্গবাসী অনেকেই ন্যূনাধিক অবগত আছেন। তাঁহাকে আমরা জাগতিক অনুভূতির দ্বারা চালিত হইয়া প্রাকৃত মনুষ্য বলিয়া ধারণা করিতে পারি, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। রাবণ যেমন অক্ষজ জ্ঞানের দ্বারা চালিত হইয়া রামের সীতা হরণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, আমরাও যদি সেইপ্রকার অক্ষজ জ্ঞানের দ্বারা চালিত হইয়া শ্রীমন্-মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে ঠিক রাবণের মতই প্রতারিত হইব। রামের সীতা যেমন প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে, সেই প্রকার শ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত প্রচারিত বিমল বৈষ্ণবধর্ম্ম মানবজ্ঞানের প্রাকৃত অনুভূতির অন্তর্ভুক্ত নহে। আমাদের ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক স্বয়ং শ্রীভগবান্, "ধর্ম্মন্তু সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীতম্।"

সেই স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সাধক-লীলার অভিনয়পূর্ব্বক যে সময়ে কাশীধামে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার প্রিয় পার্ষদ শ্রীল সনাতন গোস্বামীপ্রভু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'কে আমি?' আমরা শাস্ত্রাদি আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, উদ্দালক-পুত্র নচিকেতা যমরাজের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'কে আমি?' এই অনন্তকোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যত প্রাণী আছে তাহাদের পক্ষ হইতে বা তাহাদের শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু এইপ্রকার প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

আমরা পিতামাতার নিকট হইতে যে শরীর পাই সেই শরীরের পরিচয় প্রত্যেক পিতামাতা বা জগদ্বাসী দিয়া থাকেন। সেই পরিচয়ে পরিচিত হইয়া আমি স্ত্রীপুরুষাদি অভিমান করিয়া থাকি। এই অভিমানটী আমাদের নিত্য কিনা একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বিচার করিলেই বুঝিতে পারি। বদ্ধজীবকুল জগতের পরিচয়ে বিমুগ্ধ হইয়া নিজের দেহটাকে আমি বা দেহ-সম্বন্ধীয় স্ত্রীপুত্রাদিকে আমার বলিয়া থাকে। কই তাঁহাদের মনে ত' এরূপ প্রশ্নের উদয় হয় না; তাই শুদ্ধতত্ত্বাবৎ কৃষ্ণৈক-শরণ পরদুঃখদুঃখী মহাভাগবত জগদ্গুরু শ্রীগুরুবৈষ্ণব আমাদের স্বরূপের পরিচয় দান করিবার জন্য যাবতীয় জীবের একমাত্র অদ্বিতীয় চিৎ-সম্রাট বিভু চৈতন্য কৃষ্ণচৈতন্য কর্ত্তৃকই আমাদের স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে। যেস্থানে অক্ষজজ্ঞান বেদান্ত আলোচনা করিতে গিয়া জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলেন, সেই কাশীধামেই আমাদের সর্ব্বজীবপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর জীবের স্বরূপ-নির্ণয়ে বলিয়াছেন— 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের-নিত্যদাস।'

শুধু কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ, এই কথাটী আমরা প্রকৃতিস্থ হইয়া আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, অক্ষজ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যেখানে আমাদের যত ধর্ম্ম নির্ণীত হইয়াছে, সেসমস্ত চিন্তাস্রোতকে নিরাস করিবার জন্য সাধক-লীলায় অভিনয়কারী শ্রীচৈতন্যদেব জীবের স্বরূপ নির্ণয় করিতেছেন। কৃষ্ণদাস্যই জীবের একমাত্র স্বভাব। এই কথাটী কৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত আধিকারিক দেবতা হইতে আরম্ভ করিয়া এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত কোন জীব তাহা জানে না। আমাদের স্বরূপ-বিভ্রমের কারণ প্রদর্শনকারী জগদ্গুরু শ্রীগৌরসুন্দর বলেন, জীব তটস্থাশক্তি, তাহার স্বতন্ত্রতার উপর কৃষ্ণচন্দ্র হস্তক্ষেপ করেন না। তিনি দয়া করিয়া জীবকে যে স্বতন্ত্রতা দান করিয়াছেন, সেই স্বতন্ত্রতার ব্যবহার করিবার যোগ্যতাও তাহাকে দিয়াছেন।

জীব যখন গৌরসুন্দর বা গৌরজনের আনুগত্যে কৃষ্ণোন্মুখী হইয়া কৃষ্ণসেবা করে, তখনই সে মায়ার হাত হইতে ছুটী লাভ করে, বা তখন সে জানিতে পারে আমি অন্তরঙ্গাশক্তি নহি, বা বহিরঙ্গা শক্তি নহি, আমি উভয় শক্তির মধ্যস্থিত, তাহাই জীব শক্তি। তখনই তিনি বিরূপগত অভিমানে যেখানে যত বিক্ষিপ্ত মাস্তিষ্ক ব্যক্তি প্রলাপ বকিতে থাকে তাহাদের কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া চিদ্বিলাসপরায়ণ বা চিল্লীলামিথুন রাধাগোবিন্দের সেবকানুসেবকের আনুগত্যে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্ত বিধান করিয়া থাকেন, তাহার মূলে কোন প্রকার পাটোয়ারী বুদ্ধি না থাকায় বিক্ষেপাত্মিকা মায়া তাঁহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে অসমর্থ। তখন সেই বিক্ষেপাত্মিকা মায়া পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার অভিলাষ করিয়া থাকেন।

সেই সে পরম বন্ধু সেই পিতামাতা। শ্রীকৃষ্ণচরণে সেই প্রেম ভক্তিদাতা॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৯ মাধব, আদি কারণোদশায়ী

মানবজাতি যাহা চায়, তাহা প্রদান করাটাই তাঁহাদের প্রতি দয়া বা করুণা নহে। বিকারগ্রস্ত রোগী যদি নিজের পথ্যের ব্যবস্থা নিজের রুচি-অনুযায়ী করিতে থাকে, তাহা হইলে সুচিকিৎসকগণ সেরূপ ব্যবস্থার কোন দিন অনুমোদন করেন না। সেই প্রকার পরদুঃখদুঃখী মানবজাতির চরম মঙ্গল প্রদানে উৎসুক আচার্য্যগণ কখনও তাঁহাদিগের আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির পোষকতা করিয়া তাহাদিগকে নরকের পথে পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন না; অধিকন্তু তাঁহারা জীবের পিত্তোপতপ্ত রসনায় সিত বা মিশ্রী তিক্ত বোধ হইতে থাকিলেও সেই মিশ্রীই সেবন করাইয়া তাহাদিগের পিত্ত নষ্ট করিয়া মিশ্রীর রসাস্বাদন করিবার যোগ্যতা প্রদান করিয়া থাকেন।

মনুষ্যসমাজ ধর্মার্থকামরূপ আলেয়ার পশ্চাতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া ছুটিয়া হয়রাণ হইয়া পড়িতেছে, তথাপি ঐরূপ চেষ্টার পরিণাম বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না এবং মৃগতৃষ্ণিকার মত মাঝ-পথে প্রাণ হারাইতেছে। ভুক্তি ও মুক্তিরূপ দুইটী পিশাচী আমাদিগকে যেরূপভাবে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাতে উহাদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করা বড়ই দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ ভূয়োভূয়ঃ আমাদিগকে বলিতেছেন যে, ঐরূপ ভুক্তি ও মুক্তির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করাই আমাদিগের বাঞ্ছনীয় কৃত্য, তাহাই আমাদিগের নিঃশ্রেয়স্।

ভুক্তি ও মুক্তির আবহাওয়ায় থাকিয়া আমাদিগের যেরূপ কর্ণমল সঞ্চিত হইয়াছে, সেই কর্ণমল বিদূরিত হওয়া আবশ্যক। শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেছেন যে, এই সমস্ত মল বিদূরিত করিতে হইলেও একমাত্র বৈকুণ্ঠবাণী সবোন্মুখ-কর্ণে সাধুমুখ হইতে অহরহঃ শ্রবণ করিতে হইবে। সেই সাধুমুখ-নিঃসৃত ভগবদ্বাণী চেতনময়ী বাণী কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে থাকিলে, যাবতীয় কর্ণমল অপসারিত হইয়া যাইবে এবং ইন্দ্রিয়গণও সঙ্গে সঙ্গে নিরাময় হইতে থাকিবে—পৃথগ্ভাবে ইন্দ্রিয়নিগ্রহের চেষ্টার কোন আবশ্যক হইবে না।

জগদ্গুরু আচার্য্যের এই ইঙ্গিতটী আমরা বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া অন্যান্য ইতর কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া কালক্ষেপণ করিতেছি। সাধুমুখ হইতে হরিকথা শ্রবণ করাকে অলস লোকের কৃত্য মনে করিয়া কেহ কর্ম্মীর কেহ বা জ্ঞানীর হইয়া বাস্তব মঙ্গল বুঝিতে না পারিয়া ভুক্তি ও মুক্তির করাল কবলে পতিত হইতেছি। কর্ম্মীর হইয়া জন্ম-মরণ-রূপ নাগরদোলায় ঘুরিতে ঘুরিতে নানাপ্রকার, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিকরূপ ত্রিতাপের কবলে পতিত হইয়া অশেষ প্রকার কষ্ট ভোগ করিতেছি; আবার কখনও বা জ্ঞানীর হইয়া আত্মহত্যা করাটাই জীবের পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করিতেছি।

যে সকল মনুষ্য-সমাজ মনে করেন যে শ্রীল প্রভুপাদ ধর্ম্ম-রাজ্যে একটী বিপ্লব আনয়ন করিতেছেন, তাঁহারা বাস্তবিক ভ্রান্ত। ভুক্তি-মুক্তির করাল কবলে কবলিত ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান জগতের চিন্তাস্রোতে ভাসমান হইয়া সাত্বত শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য ধরিতে না পারায় ঐরূপ বিমুগ্ধ হইতেছেন। আচার্য্যের বাণীতে শাস্ত্রের সহিত কোন অসামঞ্জস্য থাকিতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু নূতন কথা কিছুই বলেন নাই; তিনি শাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারী নিয়মটী লোকসমাজে প্রচার করিয়াছেন। বর্ত্তমানে আচার্য্যবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদও শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কানুসরণে সেই শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসরণ করিয়া সেই ভাগবত প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি কীর্ত্তন করিয়া মনুষ্য-সমাজকে তাহা শ্রবণ করিবার প্রকৃষ্ট সুযোগ প্রদান করিতেছেন।

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥"

শ্লোকে শাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত সাধুগণের মুখবিগলিত আত্মার হৃৎকর্ণরসায়ন ভগবৎকথা শ্রবণদ্বারা পরম পুরুষার্থের দ্বারস্বরূপ শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির উদয়ের কথাই তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন। সাধু শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে পূর্ণ আস্থা স্থাপনপূর্ব্বক যদি আমরা চলিতে থাকি, তাহা হইলে আমাদের অধঃপতিত হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। তাই ঢাকা প্রদর্শনীতে আচার্য্যপ্রবর স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া মানবজাতির কর্ণে সেই সর্ব্বমঙ্গলবিধায়িনী নিঃশ্রেয়স্ বাণী ধ্বনিত করিয়া দিয়াছেন।

বাহ্য দৃষ্টিতে সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু যাঁহারা অন্তর্দৃষ্টিতে যাহা দেখিবার চেষ্টা করিবেন; তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, এইরূপ প্রদর্শনীর কার্য্য বা উদ্দিষ্ট বিষয়গুলি কোন স্থান, পাত্র বা কালের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বা সীমাবিশিষ্ট বিষয় নহে বা হইতে পারে না। প্রাকৃত স্থূল বা সূক্ষ্ম [illegible] পূর্ব্বক যে সমস্ত প্রদর্শনী জগতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, [illegible] থাকিবে তৎসমুদয়ই স্থান, কাল, পাত্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তাহাদের উপকারিতা বা শিক্ষা অনিত্য ও নশ্বর। কিন্তু নিত্য প্রদর্শনী নিত্য বস্তু লইয়া অনুষ্ঠিত হওয়ায় ইহার শিক্ষা ও উপকারিতা নিত্যকাল জগতে বেষ্টিত হইতে থাকিবে।

সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীতে বৈকুণ্ঠ-দূতের মুখ হইতে যে-সমস্ত বৈকুণ্ঠবাণী নিঃসৃত হইয়াছে এবং প্রদর্শনীমধ্যে যে সমস্ত শব্দ ধ্বনিত ও কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা নিত্যকাল জগতের জীবের কর্ণ-পটহে ধ্বনিত হইতে থাকিবে এবং তদ্দ্বারা ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ নিত্যকালই উপকৃত হইতে থাকিবেন। প্রাকৃত জগতে যেমন একটা কথা আছে যে, 'ক্ষত সারিয়া যায় বটে, কিন্তু ক্ষতের দাগ যায় না; সেই প্রকার প্রদর্শনীতে যে-সমস্ত চিত্র বা পুতুলের আয়োজন করা হইয়াছিল, তাহা বুড়ী গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিয়া দিলেও, যে অপ্রাকৃতবাণী তথায় কীর্ত্তিত হইয়াছেন, তাহা গুরু-গম্ভীর স্বরে নিত্যকাল ধ্বনিত হইতে থাকিয়া মাদৃশ পতিত্মুখ জীবকুলকে নশ্বরময়ী আলেয়ার হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া বাস্তব সত্য দর্শনের পথ প্রদর্শকরূপে নিত্যকাল সহায়তা করিতে থাকিবে।

দশাবতার তাৎপর্য্য

ঢাকায় অবস্থিতিকালে সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী প্রসঙ্গে একদিন শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছিলেন যে ব্রহ্ম, পরমাত্মার বিচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুরুষোত্তমবাদ বা পূর্ণতম ভগবত্তার বিচার প্রদর্শন করাই এই সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য। দ্বারকায় কৃষ্ণ পূর্ণ, মথুরায় তিনি পূর্ণতর এবং বৃন্দাবনে পূর্ণতম। সেই পূর্ণতম কৃষ্ণের বিচার প্রদর্শন করাই এই সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য। সেই কৃষ্ণ হইতেছেন অবতারী; সেই অবতারী কৃষ্ণেরই মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, দাসরথি রাম, বলরাম, বুদ্ধ, ও কল্কী এই দশটী অবতারের কথা প্রদর্শনীতে দেখান হইয়াছে।

জীবের চেতন সেবাবৃত্তির ক্রমবিকাশের বিভিন্ন অবস্থার আরাধ্য ভগবানের বিভিন্ন নিত্যরূপের আবির্ভাবরূপ এই দশটী অবতার। মহাকবি জয়দেব গোবিন্দের প্রণামে এই স্তবটী করিয়াছেন, —'বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে [illegible] [illegible] কারুণ্যমাতন্বতে [illegible] দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥'

'যিনি মৎস্য-অবতারে বেদ উদ্ধার করেন, কূর্ম্ম-অবতারে পৃথিবীকে পৃষ্ঠে [illegible] উত্তোলন করেন, নৃসিংহ-অবতারে হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদারণ করেন, বামন-অবতারে বলিকে ছলনা করেন, পরশুরাম-অবতারে ক্ষত্রিয়গণকে ধ্বংস করেন, রাম-অবতারে রাবণকে বধ করেন, বলরাম-অবতারে হলচালনা করেন, বুদ্ধ-অবতারে অহিংসা প্রচার করেন, কল্কি-অবতারে ম্লেচ্ছগণকে মূর্চ্ছিত করেন, সেই দশরূপধারী শ্রীকৃষ্ণরূপ মূল বস্তু হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমাকে নমস্কার করিতেছি'।

প্রাণি-জগৎকে দশটী জড়ীয় ক্রমবিকাশের অবস্থায় লক্ষ্য করা যায় বটে, কিন্তু তাহার সেই চেতনময় অবস্থানে যথাক্রমে দশটী অবস্থার প্রকাশিত হন। প্রথমে শুদ্ধ চেতনবৃত্তির মেরুদণ্ডহীন অবস্থা তাহাতে আরাধ্য মৎস্যাবতার; দ্বিতীয়ে তাহার বক্রদণ্ড অবস্থা, তাহাতে আরাধ্য—কূর্ম্ম-অবতার; তৃতীয়ে তাহার মেরুদণ্ড অবস্থা, তাহাতে উপাস্য বরাহ-অবতার; চতুর্থে তাহার উত্থিত-মেরুদণ্ড অবস্থা, অর্থাৎ নরপশু অবস্থা, তাহাতে উপাস্য—নরসিংহ ও অর্দ্ধ নৃসিংহ অবতার; পঞ্চমে তাহার নরাবস্থা, উপাস্য—বামন অবতার, ষষ্ঠে অসভ্য নরের অবস্থা, আরাধ্য—পরশুরাম অবতার; সপ্তমে সভ্য-নরের অবস্থা, উপাস্য—সভ্যনরের আদর্শ রাম অবতার; অষ্টমে পূর্ণ-জ্ঞানময় সজ্ঞানর অবস্থা, উপাস্য—বলরাম অবতার; নবমে অতিতর্কময় অবস্থা, উপাস্য—অতিতর্কের-আদর্শ বুদ্ধ অবতার; দশমে নাস্তিক্যের-আধিক্য প্রলয়-অবস্থা, উপাস্য—প্রলয়রূপী কল্কি অবতার।

জীবের প্রতি অপার করুণাই ভগবদাবির্ভাবের কারণ। এই আবির্ভাবকেই অবতার বলা হয়। ভগবান্ জগতে তাঁহার বৈকুণ্ঠের নিত্যরূপ সমূহের অবতার প্রকাশ করিলে তাহা মায়ার সহিত মিশ্রিত বা সগুণ হন না। এইরূপ অবতার প্রকাশ দ্বারা পরমেশ্বরে মানব-ধর্ম্ম আরোপ বা পরমেশ্বরে জড় ধর্ম্ম-আরোপরূপ মতবাদ নিরাস করা হইয়াছে। এই দশ অবতারের অবতারী হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। এখন সেই কৃষ্ণকে জানিবার উপায় কি? ইহাই অতঃপর বিচার্য্য হওয়া উচিত।

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা নদীয়া প্রকাশ

অন্তঃসমৃদ্ধ

১। ভাষ্যসহ বিরাট
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রান্তখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ)
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভক্তনয়ন্ত ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব)
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়)
১৪। বৈষ্ণবদর্শ ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ১৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। অর্থপঞ্চক ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চনকণ ⁄১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।⁄০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয়
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাধ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮। মায়াপুরবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্‌স্ ।৵০
৬২। লাইফ্ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ য্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৭২। গীতাবলী ⁄০
৭৩। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি ⁄০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

প্রাপ্তির স্থান

১। মঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধিপাট ঐ
৬। আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া
৯। বালগোপাল পাট কাঁটালপুলি, চাকদহ,
১০ শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটী, (বর্দ্ধমান)।
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাযোড়া, রাণীগঞ্জ-বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু, হাওড়া
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ রুক্মিণী, বাসুদেব-
পুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, ওয়েষ্ট
গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ বাঁড়ুয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ পথার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুমুরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ আগস্তকুণ্ড, কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য.
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

	নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১।	শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম-মায়াপুর
২।	শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	মেদিনীপুর
৩।	শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীধাম-মায়াপুর
৪।	শ্রীভক্তিসুধীর বন	ঢাকা
৫।	শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৬।	শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী
৭।	শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	মেদিনীপুর
৮।	শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	ঢাকা
৯।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০।	শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
১১।	শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১২।	শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩।	শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	পুরী

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তি-রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দারিদ্র্যক্লিষ্ট যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় "অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাজবাহাদুর কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্তন অধ্যাপক, বেথুন কলেজ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৮ খানি বিভিন্ন স্থানের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ২।০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় নব

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।

(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতি অল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধব গৌড়ীয় পরমার্থ সাহিত্যমন্দির

১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন

বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুনিবদ্ধ তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৶০

পারমার্থিক জগতে অভিনব অবদান

প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অচ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'দস্যুবাবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ' 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কৃষ্ণক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিজনের প্রাতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্চকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মমনঃ-মোদিনী কৃষ্ণ-কাম্য-নন্দদায়িনী কালজয়ী বাণীর মুক্তবিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব, শ্রীপার্ষদভাবনা, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীমদ্ স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন, শ্রীগৌরনামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণে বেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিবর্ত্তবিচারবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৸০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম

ফর্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেন্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতীয়

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩ নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎকরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ৷৷০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টরী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বস্তু সম্বন্ধের রেজেষ্টারী প্রতি বাঁধ ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৷৶০ আনা।

মিটিংএর নোটিশ বহি—১ খানা ৷৷০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ৷৷০ আনা

ও স্মোর হাতচিঠা—প্রতি বহি ৷৶০ আনা।

মুদ্রার হাতচিঠা—প্রতি বহি ৷০ আনা।

[illegible] রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

[illegible] প্রকার নোটিশ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ৷৷০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেঙ্গলের পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের প্রাদুর্ভাব জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷১ আনা, পাইন্ট ৷৷৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

আফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চোকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭-৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০ ৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৩-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪৪, ৯-২৯, ১২-২৭, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫-৩১	৯-৫	১২-১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩৩	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সরকারী বিদ্যালয়

বাংলা দেশের সরকারী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়গুলি প্রাদেশিক সরকারের পরিচালনা হইতে মুক্ত করা যুক্তিযুক্ত কি না, তাহা আলোচনা করিবার জন্য কলিকাতায় যে অধিবেশন হইতেছে তাহাতে যোগদান করিবার নিমিত্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার মিঃ জে, এইচ, ল্যাঙ্গলি কলিকাতা আসিয়াছেন।

খানাতল্লাস

রাজদ্রোহমূলক কাগজপত্রের সন্ধানে পুলিশ ফেনী বার এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট শ্রীযুত কৃষ্ণকিশোর দত্ত এবং সেক্রেটারী শ্রীযুত চন্দ্রকান্ত দত্তের গৃহে খানাতল্লাসী করে। কিন্তু কোথায়ও আপত্তিজনক কিছু পাওয়া যায় নাই।

চুরি ও ডাকাতি

দেশের এই ভীষণ দুর্দ্দিনে চুরি ডাকাতির জের এখনও শেষ হয় নাই। যশোহরের সারুলিয়া গ্রামে একটা ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। পুলিশ কয়েকটী মুসলমানকে চালান দিয়াছে।

স্থানীয় লোক অনেক দিন হইতে এ অঞ্চলে একজন সুযোগ্য ডিটেকটিভ পাঠাইবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে। নিরীহ পল্লীবাসীর ধনপ্রাণ বিশেষরূপ বিপন্ন, সুতরাং এই প্রার্থনা অসঙ্গত নহে।

ইংরেজ বালিকার শিখধর্ম্ম গ্রহণ

কুমারী হোয়াইট নাম্নী একটী ইংরেজ বালিকা শিখ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বাবা হরনাম সিংহের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইয়াছে ইনি সম্প্রতি বিলাত হইতে দেশে ফিরিয়াছেন।

বিদ্রোহের মতলব

বার্লিন পুলিশ সাম্যবাদীদের অফিস খুঁজিতে খানা দিয়া তাহাদের সশস্ত্র বিদ্রোহের মতলব জানিতে পারিয়াছে এবং সাম্যবাদীদের ঐরূপ মতলব সম্বন্ধে পুলিশ লিখিত প্রমাণও পাইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। থুরিঞ্জিয়ানে মন্ত্রিসভা কর্ত্তৃক "রক্তপতাকা" উত্তোলন নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

পুলিশ সমাজতন্ত্রীদের প্রসিদ্ধ "কার ফাইট" পত্রিকার প্রাতঃ সংখ্যা বাজেয়াপ্ত করিয়াছে, কারণ উক্ত পত্রিকায় শ্রমিক আন্দোলনকে গবর্ণমেণ্ট ঘৃণার চক্ষে দেখেন এই ভাব প্রচার করিয়া সমাজতন্ত্রীদের নির্ব্বাচনের কার্য্যসূচী প্রকাশিত হইয়াছে।

কারামুক্তি

মালিকান্দা অভয় আশ্রমের কর্মী শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস দমদম স্পেশাল জেল হইতে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগান্তে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে গত ৬ই আগষ্ট তাহার ঢাকাতে বিচার হইয়া দণ্ডাদেশ হয়।

চট্টগ্রাম অতিরিক্ত অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা

স্পেশাল ট্রাইবুন্যালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অতিরিক্ত মামলায় তিনজন আসামী তাহাদের বিরুদ্ধে গঠিত চার্জ্জের উত্তরে বিবৃতি প্রদান করেন।

আসামী অম্বিকাচরণ চক্রবর্ত্তী বলেন, "আমার বিরুদ্ধে যে সকল চার্জ্জ গঠন করা হইয়াছে ইহার একটিতেও আমি দোষী নাই। চার্জ্জে কয়েক ব্যক্তির নাম করিয়া বলা হইয়াছে যে আমি তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলাম। আমি সরকারপক্ষের এই উক্তির জোর প্রতিবাদ করি।

আমি একজন কংগ্রেস কর্ম্মী এবং কংগ্রেস নীতিতেই আমার অগাধ বিশ্বাস। শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বরাজ লাভ করাই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য। ১৯২৯-৩০ সালে আমি শুধু চট্টগ্রাম কংগ্রেস কমিটির ভাইস প্রেসিডেণ্ট ছিলাম না অধিকন্তু নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কার্য্যকরী সমিতির সদস্যও ছিলাম।"

"কংগ্রেসের কার্য্যসম্পর্কে আমি মাঝে মাঝে কমাণ্ডিং অফিসারের সহিত সাক্ষাৎ করিতাম কিন্তু আমি গোয়েন্দাদের সাক্ষ্যের সমস্ত কথা মানিয়া লইতে নারাজ। তাহাদের সাক্ষ্য অসঙ্গত ও অসংলগ্ন বাক্যে পূর্ণ। আমি একটী জমিদারী এষ্টেটের ম্যানেজার। যে সকল বালকদের কথা বলা হইয়াছে কাজের জন্য তাহাদের সহিত মেলামেশা করিবার সময়ই আমার হইত না।

"গণেশ যে আমাকে 'দাদা' বলিয়া সম্বোধন করিত এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। মেসার্স এন-এন-রায় কোম্পানীর নিকট হইতে আমি সেভ্রোলেট মোটরকার লই নাই। ১৮ই এপ্রিল রাত্রিতে আমি বাড়ী ছিলাম না। মোটর গাড়ী প্রেরণের বন্দোবস্ত করিবার জন্য সেই দিন বেলা ১১-৪৫ মিনিটের সময় পটিয়া গিয়াছিলাম। সেখানে আমাদের মোটরের ও অন্যান্য জিনিষের ব্যবসায় রহিয়াছে।

"আমি ১৮ই এপ্রিল অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বিষয় কিছুই জানি না এবং ষড়যন্ত্রকারীদের কোন কার্য্য সম্বন্ধে আমি কিছু অবগত নাই।"

"যদিও ১৯৩০ সাল হইতে গবর্ণমেণ্ট আমার প্রতি ন্যায় বিচার করিতে অস্বীকার করিয়াছেন, আমি আপনাদের নিকট ন্যায় বিচারের প্রার্থনা করিতেছি। বিনা বিচারে কোন ব্যক্তিকে দুই বৎসরের অধিককাল আটক রাখিবার রীতি সভ্য জগতের কোথায়ও আছে কিনা জানি না। ১৯৩০ সাল হইতে আমি অনুযোগে ভুগিতেছি।"

সরোজকান্তি গুহ

আসামী সরোজকান্তি গুহ বলেন, "১৮ই এপ্রিল তারিখে আমি সহরে ছিলাম না গুডফ্রাইডের ছুটী উপলক্ষে বাড়ী গিয়াছিলাম। বাড়ী থাকিতেই আমি শুনিলাম যে পুলিশ আমার খোঁজ করিতেছে এবং আমি কিছুদিন বাড়ী ছাড়িয়া যাই নাই। চার পাঁচদিন পরে শুনিলাম যে, আমাদের সহরের বাসায় পুলিশ খানাতল্লাস করিয়াছে এজন্য ভয়ে আমি সহরে যাই নাই।

আমি বাড়ীর কাহাকেও না জানাইয়া কলিকাতা চলিয়া যাই কলিকাতায় আমি বহুদিন প্রাইভেট টিউটরের কাজ করিয়াছি। তারপর হুগলী যাইয়া প্রাইভেট টিউটরের কার্য্য করিতে আরম্ভ করি সেখানে কিছু দিন থাকিবার পর বাড়ীর মালিকগণ আমাকে নোয়াখালিতে তাঁহাদের গ্রামের বাড়ীতে পাঠাইয়া দেন। সেখানে এক জন প্রাইভেট টিউটরের প্রয়োজন ছিল। কয়েকমাস মাত্র আমি সেখানে ছিলাম। তাহার পরই আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

"আমি যখন মিউনিসিপ্যাল স্কুলের ছাত্র ছিলাম তখন প্রায়ই সদরঘাটে আমার মাসিমার বাসায় যাইতাম। শ্রীযুত কমলচন্দ্র ঘোষ আমার মেসো। সদরঘাট জেটিতে বেড়ান আমার অভ্যাস ছিল। আমার কোন ফটো ছিল না। আমার ফটো বলিয়া যে ফটো পেশ করা হইয়াছে তাহা আমার নহে। পূর্ব্ব মামলায় দণ্ডিত ব্যক্তিদের সহিত আমার সংস্রব ছিল বলিয়া যে কথা বলা হইয়াছে তাহা মিথ্যা। আমি নরেশকে কখনও প্রহার করি নাই কিংবা কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলাম না। আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।"

যোগেশচন্দ্র বিশ্বাস

আসামীর লিখিত বিবৃতি

"১৮ই এপ্রিল প্রাতঃকালে আমার পিতা মাসীমাকে দেখিবার জন্য রুস্তোমপাড়া যাইতে বলেন এবং আমি সেই দিনই চলিয়া যাই মহামুনি মেলা দেখিবার জন্য আমার বহু দিন ইচ্ছা ছিল। পাঁচ ছয় দিন পরে আমি শুনিতে পাইলাম যে, সহরে কি একটা গোলমাল হইয়া গিয়াছে। পুলিশ আমার ভ্রাতুষ্পুত্র সুখেন্দু বিকাশকে গ্রেপ্তার করিয়াছে এবং অর্দ্ধেন্দু অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে নীত হইয়াছে। আমার আত্মীয় স্বজনগণ আমাকে সহরে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। সেখান হইতে আমি কলিকাতা চলিয়া যাই। কয়েক মাস পরে কলিকাতায় সংবাদপত্রে দেখিতে পাইলাম যে পুলিশ আমার খোঁজ করিতেছে। পুলিশের ভয়ে আমি বাড়ী ফিরি নাই। আমি গণেশ ঘোষ অথবা 'কমাণ্ডিং অফিসারে'র গৃহে কখনও যাই নাই। ষড়যন্ত্রের বিষয় আমি কিছুই জানি না। আমি আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।"

উড়িষ্যায় শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধাভক্তিধর্ম্ম প্রচার

পুরী কুষ্ঠ আশ্রমের কার্য্যকারক পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত বানারসীলাল মিত্র মহাশয় তাঁহার উপাস্য বরেণ্য শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের কথা উড়িষ্যার সর্ব্বত্র যাহাতে বিশেষভাবে প্রচারিত হয় তজ্জন্য আপ্রাণ যত্ন করিতেছেন। তাঁহার এই মহতী চেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ।

নারায়ণগঞ্জ শিল্প প্রদর্শনী

আগামী ১১ই ফেব্রুয়ারী প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন হইবে। প্রদর্শনীর নির্ম্মাণ কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। ঢাকা এবং পারিপার্শ্বিক জিলা সমূহের সহরে ও গ্রামে প্রদর্শনীর সাফল্যের জন্য পূর্ণ উদ্যমে প্রচারকার্য্য চলিতেছে।

ডাঃ আম্বেদকর ও মিঃ গান্ধী

গান্ধীজীর আহ্বানে ডাঃ আম্বেদকর যারবেদা জেলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। পরিষদের অস্পৃশ্যতা বিল সম্বন্ধে তাঁহাদের আলোচনা হইয়াছে। ডাঃ আম্বেদকর এবং তাঁহার দলভুক্ত ব্যক্তিদের বিল সম্বন্ধে মত কি তৎসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইয়াছে।

দৈনিক — নবদ্বীপ — দৈনিক — Reg. No C. 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৮৪তম সংখ্যা।

চৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৮শে মাঘ শুক্রবার ১৩২৯, ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৩

আগামী ৩রা ফাল্গুন ১৫ই ফেব্রুয়ারী বুধবার
প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে

শ্রীব্যাসপূজা

উৎসবোপলক্ষে শ্রীনামযজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইবে
১৮ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার হইতে ২৬শে
ফাল্গুন শুক্রবার পর্য্যন্ত নয়দিন নয়টি
দ্বীপ পরিক্রমা হইবে।

২৭শে ফাল্গুন, ১১ই মার্চ্চ শনিবার হইতে দিবসত্রয়
শ্রীধাম মায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপের যোগপীঠে
শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব হইবে।

নানা কথা

কৃষ্ণনগরের সংবাদ

আমাদের সদর মহকুমার বর্ত্তমান সাব্‌ডিভিসন্যাল অফিসার মিঃ বি, কে মুখার্জ্জির পত্নী মিসেস্ মুখার্জ্জি কৃষ্ণনগরের মৃণালিনী বালিকা বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী আছেন। তাঁহার বিদ্যোৎসাহিতা প্রশংসনীয়। কৃষ্ণনগর আদালতের উকিল শ্রীযুত নন্দলাল ভট্টাচার্য্যও শুনা যায় উক্ত বালিকা-বিদ্যালয়ের অন্যতম সম্পাদক। মিঃ মুখার্জ্জি ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের ম্যানেজিং কমিটির জনৈক মেম্বর হইবার জন্য প্রার্থী আছেন শুনা যায়। বোধ করি, উভয়েই উচ্চ শিক্ষার প্রসার-কল্পে সচেষ্ট। তবে শিক্ষা বিভাগের দিক্ দিয়া সদস্যগণের যোগ্যতারই অধিক আদর হয়।

———

দলপতি নিহত

সমাজতান্ত্রিক দলভুক্ত মেম্বর হার হাসফাণ্ট নাৎসী ও সমাজতান্ত্রিক দলের ঝগড়ায় সালিশী করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, এমন সময় নাৎসীদলভুক্ত একজন ছাত্র তাঁহাকে গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছে।

———

সুপারট্যাক্স

জব্বলপুরের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কার শেঠ বল্লভদাস খোলচাঁদ ব্যবসায়ীদের পক্ষ হইতে ভারত সরকারের নিকট এক আবেদন করিয়াছেন, উহাতে সরকার আয়করের উপর যে শতকরা ২৫৲ টাকা সুপার ট্যাক্স ধার্য্য করিয়াছেন, উহা উঠাইয়া লইবার জন্য বলা হইয়াছে।

পরিষদের সভাপতি

ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লার গত ৪ঠা তারিখে বোম্বাই হইতে দিল্লী আসিবার কথা ছিল। কিন্তু তিনি ডাক্তারের নির্দ্দেশমত এখনও দিন কয়েকের জন্য দিল্লী যাত্রা স্থগিত রাখিয়াছেন।

———

গুদামে আগুন

খিদিরপুর, গার্ডেন রীচে এক চুণের গুদামে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়াছে। ফলে ১ খানা টিনের চালা ও ৩ খানা লরী একেবারে ভস্মীভূত হইয়াছে।

ভারতের নানাস্থানে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়গণের মধ্যে পরোপকার শিক্ষার প্রবল আদর দেখা যায়। কিন্তু উহা অপেক্ষা উচ্চ আদর্শে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত আছে। পাশ্চাত্য হেব্রেয়িক ও হেলেনিক শিক্ষা-প্রণালী হইতে সনাতনধর্ম্মাবলম্বী ভারতবাসীর চিন্তাস্রোত পৃথক্। কেননা Altruism বলিতে তাঁহাদের যে ধারণা, তাহা আধ্যক্ষিক জ্ঞানে নরজাতির মধ্যেই আবদ্ধ মাত্র. আর খ্রীষ্টীয় বিচারে পাপের প্রশ্রয় নাই, কিন্তু পুণ্য সংগ্রহের উৎকর্ষ আছে, তবে M. Jacoliot সাহেব Bible in India নামে যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, উহাতেও স্থানে স্থানে altruism-এর সমর্থন দেখা যায় না, প্রমাণ করিয়াছেন।

———

খৃষ্টের আত্মবলিদান নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীর সেই আদর্শ ও দশটি অনুজ্ঞা বড়ই আদরের জিনিষ। দশটির মধ্যে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান লোকহিতকর নহে বলিয়াই কথিত। ঈশ্বরের নাম নিজের সাংসারিক মঙ্গলের উদ্দেশ্যে গৃহীত হইলে উহা বৃথায় পর্য্যবসিত হয়। এই সকল উপদেশ সর্ব্ববাদীসম্মত। কিন্তু ব্যাখ্যাভেদে উহার কদর্থও অনেকে গ্রহণ করেন।

———

জীবহিংসায় নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে প্রাচীন ইতিহাস মনুষ্যদেহের মাংসভোজনের কথাও প্রচার করিয়াছেন। মিথ্যাকে সত্যে স্থাপন বা মানবহিংসা কোন ধর্ম্মশাস্ত্রই অনুমোদন করেন না। শ্রীচৈতন্য মঠের সেবকগণ সর্ব্বতোভাবে অহিংসানীতির উৎকৃষ্ট পথ প্রদর্শক। তাঁহারা মানবেতর ভূচর বা জলচর পশু পক্ষীর মাংস ভোজন করিয়া বা মানব জাতিকে কায়মনোবাক্যে উদ্বেগ দেন না। বৌদ্ধ ও জৈনগণ যেরূপ মানবের হিংসা করিয়া পশুপক্ষী ও কীটের পালনের সমর্থন করেন, উহা শ্রীচৈতন্যদেবের পক্ষের অনুকূল নহে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৮শে মাঘ, শুক্রবার ১৩৩৯

বড়লাট কেন্দ্রীয় দায়িত্বের সম্বন্ধে বলিতেছেন,—কেন্দ্রীয় দায়িত্ব প্রদানের দিন পিছাইয়া দিয়া যদি প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন লাভ হয়, প্রকৃতপক্ষে তাহাতেই বা লাভ কি হইবে? কতকগুলি রক্ষা কবচ থাকিবেই, এই সব রক্ষাকবচ সম্প্রদায়বিশেষের স্বার্থের জন্য থাকিবে না, দুর্ভাগ্যক্রমে যদি তেমন ক্ষেত্র দেখা দেয়, তাহা হইলে ঐ সব রক্ষাকবচ বলবৎ করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে থাকিবে না। এগুলি প্রয়োগ করিবার দায়িত্ব বড়লাটের হাতে থাকিবে। বড়লাট অবশ্য তৎবিষয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক গবর্ণরদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াই কার্য্য করিবেন। দায়িত্বসম্পন্ন মন্ত্রিমণ্ডল বড়লাটের সঙ্গে থাকিলে বড়লাটের ক্ষমতা কম না হওয়ার বরং তাহাতে বৃদ্ধিই পাইবে। উদারতাপরায়ণ স্বৈরতন্ত্র সকলপ্রকার শাসনতন্ত্রের ভিতর প্রকৃত শাসনতন্ত্র হইতে পারে এবং চঞ্চল গবর্ণমেণ্ট যে খারাপ গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়েও সন্দেহ নাই। কিন্তু যে গবর্ণমেণ্ট আকারে স্বৈরতন্ত্র হইলেও অভ্রান্তভাবে গণতান্ত্রিক নীতিসমূহ প্রবর্ত্তনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, ঐ সব প্রতিশ্রুতি কার্য্যে পরিণত করিতে যুক্তিযুক্তভাবে যতটা সময় আবশ্যক ততটা সময়ই সেই গবর্ণমেণ্ট ভাল গবর্ণমেণ্ট এবং জবরদস্ত গবর্ণমেণ্ট থাকিতে পারেন।

কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নিজেদের কাজ থাকিবে—রেলপথসমূহ, ডাক বিভাগ, তার বিভাগ, শুল্ক বিভাগ এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের ধার্য্য অন্যান্য কর, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ ব্যবস্থা, কেন্দ্রীয় বিচার বিভাগ এবং বিশেষভাবে সেনাবিভাগ এবং পররাষ্ট্র বিভাগ পরিচালনা করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইবে। দেশের লোকের কল্যাণ যেগুলির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে, সেই সব বিষয়, শিক্ষা, কৃষি, জনসাধারণের স্বাস্থ্য, জল নিকাশের ব্যবস্থা, জঙ্গল মহল, সাধারণভাবে দেশের আর্থিক উন্নতি সাধন ও যাহাকে আইন এবং শান্তিরক্ষা বলিয়া অভিহিত করা হয়, এ গুলির পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের হাতে থাকিবে। প্রকৃতপক্ষে সাধারণ লোক অথবা কৃষকদের স্বার্থেরদিক হইতে যেসব বিষয়ের জন্য সুশাসনে এবং কুশাসনে পার্থক্য ঘটিয়া থাকে সেগুলির পরিকল্পনা সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ তলব করিবার উপযুক্ত শাসক এবং ব্যবস্থাতা দেশের লোকেরা নিজেদেরই পছন্দমত নিজেরা পাইবে।

লিলুয়া ও, আর, রেলের লোকো এবং ক্যারেজ ওয়ার্কশপসমূহে অত্যধিক পরিমাণে চিনাম্যান কারীগর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে। তাহারা কলিকাতা হইতে প্রত্যহ যাতায়াত করিয়া থাকে ও শুনিতে পাওয়া যায় দৈনিক তিন চারি টাকা বেতনে কার্য্য করে। এই শ্রেণীর মধ্যবিত্ত ভারতবাসী কারীগর ইহার চারি ভাগেরও কম বেতনে অধিকাংশ সময় কার্য্য করিয়া থাকে। একটু কাজকর্ম্ম শিখিয়া লওয়ার পর তাহারা ভালই কার্য্য করিতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে প্রায়ই দেখা যায়, একটু পান থেকে চুণ খসিলেই উপরিওয়ালার মর্জ্জি অনুসারে তাহাদের চাকরি যায়। কাজেই তাহারা কাজকর্ম্মে সবিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করার কোনও সুবিধা পায় না।

ডাঃ আমেদ বলেন যে, কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন করা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট ও নেতৃগণের মধ্যে বোঝাপড়ার কোন প্রশ্নই হইতে পারে না। গবর্ণমেণ্টের ভাবগতিক কিরূপ হইবে তাহা তিনি বলিতে পারেন না বা ঐ সম্বন্ধে কিছু জানেন না।

ব্যবস্থাপরিষদের সদস্যগণ এবং ব্রহ্ম-নেতৃবৃন্দ কর্ত্তৃক নিযুক্ত সাব কমিটি যে বিবৃতির খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন তাঁহাদের এক সম্মিলিত বৈঠকে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। উক্ত বৈঠকে পরিষদের বিশিষ্ট সদস্যগণ, ব্রহ্মদেশীয় নেতৃবৃন্দ এবং মিঃ শিব রায় ও মিঃ এস, এন, হাজী উপস্থিত ছিলেন। প্রকাশ, গৃহীত প্রস্তাবের মর্ম্ম এই যে, ব্রহ্মের বিচ্ছেদ-বিরোধীদিগকে সমর্থন এবং ব্রহ্মের বিশেষ অবস্থার পক্ষে প্রয়োজনীয় সর্ত্তে ব্রহ্মকে যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের জন্য অনুরোধ করা ভারতবাসীদের কর্ত্তব্য; ভবিষ্যতে ব্রহ্ম যদি বিচ্ছিন্ন হইতে চাহে, তবে সর্ত্ত অনুযায়ী তাহার বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার থাকা উচিত।

সেণ্ট ইভেন চেম্বার অব কমার্সের ভোজসভায় বাণিজ্য-বোর্ডের মিঃ ওয়াল্টার রাণেম্যান এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, বৃটিশ শিল্পের সম্বন্ধে কোন শঙ্কার কারণ নাই, উহার উন্নতির চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে। তিনি বলেন যে, সমৃদ্ধির দিন পুনরায় আসিবে। যদি আমরা উহার সম্বন্ধে সবিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করি তবে বৃটিশ শিল্পের ভবিষ্যৎ কল্যাণ স্থিরনিশ্চিত।

তিনি আরও বলেন যে, ভারতবর্ষে বৃটিশ শিল্প বর্জ্জন আন্দোলন শেষ হইয়াছে এবং যাহাতে ভারতে বাণিজ্যের অত্যন্ত প্রসার হয় সেই প্রকার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। তিনি খুবই আশা করেন যে, আগামী দুই তিন বৎসরের মধ্যেই ভারত ও চীনের কোটী কোটী লোকের সহিত বৃটিশ পণ্যের বাণিজ্য আবার, পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিবে। তথাকার জীবন যাত্রার ক্ষুদ্র উন্নতিমূলক পরিবর্ত্তনের অর্থ হইতেছে বৃটিশ পণ্যের বিপুল উন্নতি।

কটন স্পিনার্স এসোসিয়েশন ফেডারেশন এর বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ যে, ১৯৩২ সালে ল্যাঙ্কাশায়ার হইতে তুলাজাত বস্ত্র ও সূতা রপ্তানীর পরিমাণ যথাক্রমে ২৮ কোটি গজ ও ১ কোটী ৮০ লক্ষ পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইয়াছেন। উক্ত বিবরণীতে আরও উল্লিখিত হইয়াছে যে, তুলাজাত বস্ত্র ও সূতার আমদানীর পরিমাণ প্রভূত হ্রাস পাইয়াছে। বস্ত্র ও সূতার গড়পড়তা উৎপাদন শতকরা ২০ ভাগ বর্দ্ধিত হইলেও বাণিজ্য বিষয়ক সমস্যা বিশেষরূপেই রহিয়াছে। যে পর্য্যন্ত কৃত্রিম প্রতিবন্ধক, সমরঋণ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অবস্থার সংশোধন না হয়, সে পর্য্যন্ত ঐ সমস্যা হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভের আশা খুবই কম।

ব্যবস্থা-পরিষদের প্রতি পরম উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া পরিষদের সদস্যদিগকে আলোচনার সুযোগ না দিয়াই গবর্ণমেণ্ট সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন শতকরা দশ টাকা স্থলে ৫ টাকা হারে হ্রাস করিবার ব্যবস্থা করায় সর্দ্দার সন্ত সিং পরিষদ মুলতুবী প্রস্তাব আনয়নের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিষদের অস্থায়ী সভাপতি মিঃ সন্মুখম চেট্টি প্রস্তাবটী অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্যাপারটি অতি সামান্য, এই অবান্তর ব্যাপারে পরিষদের মূল্যবান সময়ের অপব্যয় অনুচিত।

—আনন্দবাজার

আশা করি, সর্দ্দারজীর জ্ঞাননেত্র উন্মিলিত হইবে; শতকরা ৫ টাকা, দশ টাকার ন্যায় তুচ্ছ বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া ক্ষুদ্রতার পরিচায়কই বটে! যে সন্মুখম চেট্টি মহাশয় অটোয়া চুক্তি সমর্থন করিয়া ভারতের কোটী কোটী টাকার স্বার্থ সন্দেহের দোলায় চড়াইয়া দিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তিনি যে পাঁচ দশ টাকায় বিচলিত হইবেন তাহা নিতান্তই অসম্ভব। সরকারী কর্ম্মচারীগণের বেতন যে এইবার গত বৎসরের অর্দ্ধেক হারে কাটা হইবে ইহাতে আমরা বিন্দুমাত্রও ঈর্ষ্যান্বিত নহি। কিন্তু এইবারও ইনকাম ট্যাক্স ও সুপার-ট্যাক্স গত বারের ন্যায় কর্ত্তিতাংশে ধরা হইবে কিনা তাহা আমরা জানিতে বাসনা করি। যদি ধরা হয়, তবে এইবার বোধ হয় সুহানী কাঁচী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণকে স্পর্শও করিতে পারিবে না, হতভাগ্য দরিদ্রেরাই এবারকার কাঁচীর কবলে পড়িবে। এই বৈষম্যে যদি আমরা একটু আধটু ঈর্ষান্বিত না হই, তবে আমরা জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ—আমাদের মোক্ষলাভ নিকটবর্ত্তী। —আনন্দবাজার

মন্দির প্রবেশ আইনের তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া পুরীর জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্য পালঘাট হইতে মিঃ সি এস রঙ্গ আয়ারের নিকট নিম্নলিখিত তার করিয়াছেন:—

'আপনি কি মনে করেন যে, চিকিৎসা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি বিষয় এবং ধর্ম্মগত বিষয় জনমতের দ্বারা মীমাংসা হইতে পারে? বিশেষতঃ যাঁহারা এ বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন নাই তাঁহারা কি ইহার মীমাংসা করিতে পারেন? সনাতনীদিগকে আপনি যতই বিপথগামী মনে করুন না কেন নৈষ্ঠিক সনাতনীদের উপর আপনাদের সিদ্ধান্ত চাপাইয়া দেওয়া আপনি বৈধ নীতিসঙ্গত মনে করেন? কেন আপনি এরূপ নাচানাচি করিতেছেন? যাঁহারা সনাতনীদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন ও বৈধপথ বর্জ্জন করিয়াছেন তাঁহাদের কথায় নাচিতেছেন কেন? উহা আপনার যোগ্য নহে। বিবেচনা করিয়া দেখুন এবং এই পথ ত্যাগ করুন। এখনও সময় আছে।

জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্য, পুরী।

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৪৲

২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲

প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০

৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲

৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ৯৲

৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০

৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০

৭। ভজনরহস্য ৷৹

৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও

শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲

ঐ (আবাঁধা) ৸০

৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)

ঐ (বাঁধা) ২৲

ঐ (আবাঁধা) ১৸০

১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)

ঐ (বাঁধা) ৲

ঐ (আবাঁধা) ১৸০

১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷৹

১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ

(মাধ্ব) ২৲

১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ

(রামানুজীয়) ৷৹

১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲

১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০

ঐ (বাঁধা) ৸০

১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০

১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০

২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৹

ঐ (আবাঁধা) ।৵০

২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০

২৩। গীতমালা ⁄১০

২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০

২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০

২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) ৵০

২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০

২৯। শরণাগতি ⁄০

৩০। গীতাবলী ⁄০

৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷৹

৩২। সাধনকণ ⁄০

৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০

৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০

৩৫। অর্থপঞ্চক ⁄০

৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০

৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০

৩৮। অর্চ্চনকণ ⁄১০

৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷৹

ঐ (আবাঁধা) ৷⁄০

৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি

(প্রথম চারিখণ্ড)

৪১। ব্রহ্মসংহিতা

৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

ঐ (আবাঁধা) ৸০

৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০

৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০

৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০

৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০

৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

ঐ (আবাঁধা) ১৸০

৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ⁄০

৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)

৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০

৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০

৫২। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ

৫৪। সটীক-শিবাদশমূলম্ ।০

৫৫। তত্ত্ব সূত্রম্ ।০

৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০

৫৭। গৌড়ীয়মঠস্থ পরিচয়ঃ ⁄০

৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷৹

৬০। নামভজন ।০

৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৵০

৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০

৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০

৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০

৬৫। দি ভাগবত ।০

৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০

৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷৹

৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷৹

৭০। সাধন পথ ।০

৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০

৭২। গীতাবলী ⁄০

৭৩। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি ⁄০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া প্রকাশ

প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীযোগপীঠ ঐ

৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ

৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন ঐ

৫। কাজীর সমাধিপাট ঐ

৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ

৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া

৯। বাসুদেবগোপাল পাট কাঠালপুলি, চাকদহ,

১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটী, (বর্দ্ধমান)

১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান

১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাযোড়া, রাজপথ-বর্দ্ধমান

১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা

১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু, হাওড়া

১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড, ঢাকা

১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।

১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।

১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।

১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চকলিধা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।

২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ

২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।

২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।

২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ চটক পর্ব্বত, পুরী।

২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।

২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ চুমুরকুণ্ডা, মানভূম।

২৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ আগস্তকুণ্ড, কাশী।

২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।

৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।

৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী

৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য।

৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।

৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

	নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১।	শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম-মায়াপুর
২।	শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	মেদিনীপুর
৩।	শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীধাম-মায়াপুর
৪।	শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫।	শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৬।	শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী
৭।	শ্রীভক্তিকেবল সাগর	মেদিনীপুর
৮।	শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	ঢাকা
৯।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০।	শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
১১।	শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১২।	শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩।	শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	পুরী

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা!! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দারিদ্র্যব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥৹, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত মহোদয়ের কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥৹, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥৹ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥৹ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ১ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶৹

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৶৹

পারমার্থিক জগতে অভিনব সম্ভারাম

পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগতজনকে যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নামভজনকারী ও অচ্ছেকের প্রতি উপদেশ', 'ঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও প্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ' 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'অন্যাসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৵৹ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী কান্তামুখরূপ-বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-দর্শ, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাকরাজিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৵৹ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকৃষ্ণ ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীনীলাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও কলিসেব্য শিক্ষা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৵৹ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজভজ প্রবেশ করেয়েছ," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষয়রঞ্জিনী শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রণালী এ সঙ্গ শ্রৌতবাণী প্রণিত সিদ্ধান্তসার, ভিক্ষা মাত্র ।৶৹ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২।৹ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-শ্রীমায়াপুর-নদীয়া

[illegible] বর্ষ, ৩০ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৬, ২৮শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১০ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৩ শুক্রবার — ২৮৪তম সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাবোৎসব

বিগত ৮ই ফেব্রুয়ারী (১৯৩৩) ২৬শে মাঘ বুধবার হইতে আরম্ভ করিয়া দিবসত্রয়-ব্যাপী শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর প্রকটোৎসব নগরসঙ্কীর্ত্তন, ভক্তিগ্রন্থ পাঠ মুখে নিত্যানন্দতত্ত্ব ব্যাখ্যা, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী ও উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন প্রভৃতি বিভিন্ন ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

বুধবার প্রত্যূষ হইতেই শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীঅদ্বৈতভবনে, শ্রীবাসঅঙ্গনে ও শ্রীযোগপীঠে সুমঙ্গল শঙ্খ, করতাল, মৃদঙ্গ, কাঁসর ঘণ্টা-ধ্বনিসহ মঙ্গলারাত্রিক সমাপনান্তে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে একটী সংকীর্ত্তন-বাহিনী বহির্গত হইয়া কীর্ত্তনরোলে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিতে করিতে ভক্তিবিজয়ভবন, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীবাসঅঙ্গন ও শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরাদি পরিক্রমা করিয়া শ্রীনবদ্বীপবাসিগণের চিত্তে পরম করুণাময় শ্রীনিত্যানন্দের স্মৃতির উদ্দীপন করাইয়া দেন।

শ্রীচৈতন্য মঠে অবস্থান করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ সকাল হইতেই যাত্রিগণের নিকট ইষ্টগোষ্ঠীমুখে শ্রীনিত্যানন্দ-মাহাত্ম্য, শ্রীধামতত্ত্ব, ধামপ্রকাশক শ্রীগুরুতত্ত্ব, ও গৃহস্থের কর্ত্তব্য প্রভৃতি সম্বন্ধে অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করিতে থাকেন।

ঐ দিবস সকাল হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ যোগপীঠ শ্রীমন্দিরে শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্ত্যলীলা পঞ্চম অধ্যায় হইতে শ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া সমাগত বহু ভক্ত, যাত্রী ও ভদ্রমহোদয়গণের নিকট শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর অত্যদ্ভুত লীলামাহাত্ম্য সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন।

পূর্ব্বদিবস অপরাহ্ণে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্যমঠে বহু ব্যক্তিপূর্ণ এক বিরাট সভার সভাপতিত্বে মাহাত্ম্য সমাগত সকলের নিকট বক্তৃতামুখে অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

আলালনাথে শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে প্রচার—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ বিগত ৩রা ফেব্রুয়ারী শুক্রবার সন্ধ্যায় পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিয়া নিকটবর্ত্তী ৫।৭ গ্রামের আবালবৃদ্ধ-বনিতাকে হরিকথা শ্রবণ ও গৌরলীলা দর্শনের সৌভাগ্য দান করিয়াছেন।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠে নলকূপ—প্রাতঃস্মরণীয় স্বনামখ্যাত লালাবাবুর বংশীয় কান্দি-নিবাসী পরমভাগবত ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধারমণ সিংহ মহোদয় স্বীকন্যাদিসহ পুরীধামে আসিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবার জন্য শ্রীপুরুষোত্তম মঠে একটী নলকূপের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার এই গুরুগৌরাঙ্গের সেবা-চেষ্টা আদর্শস্থানীয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার এই সেবা-চেষ্টার জন্য তাঁহাকে হরিভজনের অধিকতর সুযোগ করিয়া দিবেন সন্দেহ নাই।

ফরিদপুরের প্রচারকার্য্য।

গত ১লা ফেব্রুয়ারী (১৯৩৩) তারিখে ব্রহ্মচারিগণসহ শ্রীমদ্ভক্তি প্রকাশ অরণ্য মহারাজ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত শাল-বরাট গ্রামের শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র সরকার মহাশয়ের বাটীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠকালে স্বামীজী মহারাজ বলেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক। তিনি এই যুগে অবতীর্ণ হইয়া জগৎকে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক জ্ঞান দান করিয়া ধন্য করিয়াছিলেন। 'সাধু পাওয়া কষ্ট বড় জীবের জানিয়া। সাধুগুরুরূপে কৃষ্ণ আইসেন নদীয়া॥' তাঁহার আচরিত প্রচারিত যে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম তাহা সকল জীবের একমাত্র স্বরূপের ধর্ম্ম। বেশের মধ্যে বৈষ্ণবতা থাকিতে পারে না। কৃষ্ণ ব্যতীত যে ব্যক্তি অন্যকিছু চিন্তা করে সে ব্যক্তি কৃষ্ণভক্ত নহে। নশ্বর দেহমনের ধর্ম্মও নিত্যধর্ম্ম নহে।

ভগবদ্বিমুখ জীব মাত্রেই অপ্রকৃতিস্থ। আত্মদর্শন ব্যতীত প্রকৃত সুদর্শন হয় না। আত্মদর্শনকারী গোস্বামীর ধর্ম্মের নাম বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। যিনি নিত্য সম্বন্ধ দান করেন তিনিই শ্রীগুরুদেব। কন্যা বিবাহকালে স্বামীর গোত্রে গোত্রিত হন। তিনি বিবাহের পর স্বামীর সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত সকলের সেবা করেন। সেইপ্রকার দীক্ষার পর প্রত্যেক শিষ্য ভগবদ্ সম্বন্ধীয় বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভগবানের সংসার করিবেন।

যাহারা বৈরাগ্যের বেশ গ্রহণ পূর্ব্বক অবৈধভাবে স্ত্রীসঙ্গাদি করে, তাহারা বৈষ্ণব নহে। 'ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জন। সাধুসঙ্গে নিজতত্ত্ব অবগত হন॥ নিজতত্ত্ব জানি আর সংসার না চায়। কেনবা ভজিনু মায়া করে হায় হায়॥ কেঁদে বলে ওহে কৃষ্ণ আমি তব দাস। তোমার চরণ ছাড়ি হৈল সর্ব্বনাশ॥' সাধু-গুরুর কৃপায় সংসার সমুদ্র পার হওয়া যায়। যিনি নরদেহ লাভ করিয়া গুরুদেবকে কর্ণধার করিয়া সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হন না তিনি আত্মঘাতী। মহতের কৃপা ব্যতীত কোন মঙ্গল হয় না। 'ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা, অনুক্ষণ খেদ উঠে মনে।' বৈষ্ণবঠাকুর বা গুরুদেব আমাদের একমাত্র ভালবাসার বস্তু ভগবানের সহিত সম্বন্ধ করাইয়া দেন। জগতের কোন বস্তুকে ভালবাসিলে কি দুর্গতি হয় তাহা ভরত মহারাজ আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। জীবসকল বস্তুর পরিণাম দর্শনে অসমর্থ। গুরুদেব দিব্যজ্ঞান দান পূর্ব্বক শিষ্যের অজ্ঞানতা দূর করেন। মানুষ নিষ্কপট হইলেই ভগবান্ তাঁহাকে কৃপা করেন। ভোক্তাভিমান হইতে যিনি ছুটী করাইয়া সেবকাভিমানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন তিনি শ্রীগুরুদেব। সর্ব্বক্ষণই আমাদের হরিকীর্ত্তন কর্ত্তব্য। 'কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥' 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।'

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩০ মাধব, নিধি গর্ভোদশায়ী

ঢাকা সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী শেষ হইয়া গিয়াছে। কলিকাতায় ইতঃপূর্ব্বে দুইবার যে 'প্রদর্শনী' হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা ঢাকা প্রদর্শনীতে দুই একটী দর্শনীয় বস্তুর বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে মানবজাতি যে প্রকার জড়ভোগে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া পরমার্থের কথা বিস্মৃত হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে কোন অজানা পথে নরকের দিকে ছুটিতেছে, সেই প্রকার জড়ভোগ হইতে মনুষ্যজাতিকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ইন্দ্রের শূকরদেহ-প্রাপ্তির একটী চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল।

ইন্দ্র দেবতাগণের রাজা এবং স্বর্গের অধিপতি। বৃহস্পতি দেবরাজ ইন্দ্রের গুরু। স্বর্গের অধিপতি হইয়াও ইন্দ্র ভোগে উন্মত্ত। একদিন বৃহস্পতি ইন্দ্রকে উপদেশ দিবার জন্য স্বর্গে আগমন করেন। কিন্তু ভোগোন্মত্ত ইন্দ্র গুরুদেবকে অভ্যর্থনা ও পূজা করিবার পরিবর্ত্তে অপ্সরাগণের সহিত আমোদ প্রমোদে মত্ত রহিলেন। গুরু, ব্রাহ্মণ, অতিথিকে পূজা না করিয়া তুচ্ছ স্ত্রীসম্ভোগাদিসুখে প্রমত্ত থাকার দরুণ ইন্দ্রের শূকর-যোনি প্রাপ্তি ঘটে। জগতের আপাত-সুখে উন্মত্ত গুরুবৈষ্ণব-বিমুখ ব্যক্তিগণের কি বিষময় পরিণাম তাহা এই চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছিল।

স্ত্রীসম্ভোগাদি তুচ্ছ বিষয়-সুখ স্বর্গের রাজারও যেরূপ, গ্রাম্য শূকরেরও সেই প্রকার; এই উভয় অবস্থাতেই বিষয় ভোগ ঘটে,তবে 'কেহ পুণ্যে কেহ পাপে,করে বিষয় ভোগ' এইমাত্র তফাৎ। 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।' ইন্দ্রের স্ত্রীসম্ভোগাদি কামনার ফলে. সে শূকর-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া একটী শূকরীকে গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত বিহার করিতে করিতে অনেক সন্তান লাভ করিল এবং সংসার গুলজার করিয়া বিষ্ঠা ভোজন ও পার্থিব তুচ্ছ ইন্দ্রিয়ের সাময়িক দুঃখবিরামকেই 'সুখ' মনে করিয়া বিষ্ঠা ও ক্লেদপূর্ণ গৃহের কর্ত্তা ও ভোক্তা বলিয়া নিজকে বিচার করিতে লাগিল। বিষয়ী ব্যক্তিগণ ঐরূপ সুখকেই চরমসুখ বলিয়া মনে করিয়া থাকে।

পরদুঃখদুঃখী ব্রহ্মা ইন্দ্রের দুর্দ্দশা লক্ষ্য করিয়া কৃপাপরবশ হইয়া একদিন ঐ শূকর-রূপী ইন্দ্রের নিকট আসিয়া বলিলেন—"ওহে ইন্দ্র, তুমি স্বর্গের অমৃত ভোজন ছাড়িয়া এখানে বিষ্ঠা ভোজন করিতেছ কেন? তুমি স্বর্গ ছাড়িয়া এই বিষ্ঠালিপ্ত গৃহেই বা বাস করিতেছ কেন?" জীব স্বরূপ বিস্মৃত হইলে তাহার যে কিরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়, তাহা ইন্দ্রের চরিত্রে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া গ্রাম্য শূকর ব্রহ্মাকে ভীষণভাবে আক্রমণ করিতে ধাবিত হইল ব্রহ্মা যতই তাহাকে তাহার প্রকৃত স্বরূপ জানাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, শূকর ততই ব্রহ্মাকে তাহার শত্রু বলিয়া ভাবিতে লাগিল। তখন সে বিষ্ঠা-ভোজন ও গ্রাম্য-সুখভোগকেই তাহার নিত্যধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতে লাগিল এবং শূকরী, ঐ সন্তানাদি বা শূকরের সমাজকেই তাহার আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব বলিয়া ধারণা করিতে লাগিল এবং তথাকার উন্নতি সাধনই তাহার ধর্ম্ম কর্ম্ম বলিয়া বিচার উপস্থিত হইল।

জীবের স্বরূপ বিস্মৃতির ফলে ঐরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইলেও পরদুঃখদুঃখী বৈষ্ণব-সদ্‌গুরুগণ জীবের ঐরূপ দুঃখ দূর করিবার জন্য সতত ব্যস্ত। তাঁহারা জীবের নিকট স্বরূপ উদ্বোধনকারী বীর্য্যবতী হরিকথা কীর্ত্তন-দ্বারা জীবের প্রকৃত স্বরূপ (কৃষ্ণের নিত্য দাস) ও নিত্যধর্ম্মের (কৃষ্ণভক্তির) কথা জানাইয়া দিতে চাহিলেও ইন্দ্রিয়সুখকামী ব্যক্তি মঙ্গলকারী গুরুবৈষ্ণবগণকে শত্রু জ্ঞান করিয়া থাকে।

ভোগারামী ইন্দ্রিয়সুখাসক্ত ব্যক্তিগণ গুরু-বৈষ্ণবগণকে বারম্বার প্রত্যাখ্যান করিলেও গুরুবৈষ্ণবগণ ছাড়িবার পাত্র নহেন। তাঁহারা জীবের আসক্তির বস্তুগুলিকে নষ্ট করিয়া তাহাদের চেতনবৃত্তিকে জাগরিত করিবার চেষ্টা করেন। ব্রহ্মা এখানে প্রথমে শূকরের বাচ্চাগুলিকে এবং পশ্চাৎ শূকরীকে বিনাশ করিয়া তাহার অন্তরে বৈরাগ্যোদয়ের চেষ্টা করায় শূকর প্রথমে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু অবশেষে আশ্রয়রহিত হইয়া ভগবানের শরণ গ্রহণ করিল এবং তখন ব্রহ্মার কথা শুনিবার জন্য তাহার ইচ্ছা হইল।

বিরূপের অবস্থায় জগতের যে সমস্ত বিপৎপাতকে আমরা ভগবানের ক্রূরতা বা অভিসম্পাত বলিয়া মনে করি, সেগুলিই কিন্তু আমাদের প্রকৃত মঙ্গল লাভের এক একটী মহেন্দ্র-ক্ষণ। জীব আপনাকে জাগতিক আশ্রয়রহিত বুঝিতে পারিলেই একমাত্র পরমাশ্রয় ভগবানের কথায় কর্ণপ্রদানে ইচ্ছুক হয়। জাগতিক অভিমানে উন্মত্ত থাকিলে, সাধু বৈষ্ণবগণের কথায় কর্ণপাত করিতে ইচ্ছা হয় না এবং উহার উপাদেয়তা উপলব্ধি হয় না। তাই সাধুগণ আমাদের আসক্তির বস্তুগুলি প্রথমে ছিন্ন করিয়া দেন।

শূকর যখন নিজেকে ঐরূপ সম্পূর্ণ আশ্রয়-হীন মনে করিল তখন ব্রহ্মার কথায় আস্থা স্থাপন করিল, তখন সে বুঝিতে পারিল যে শূকর-দেহ তাহার নিত্য দেহ বা স্বরূপ নহে, সে নিত্যস্বরূপে ভগবদ্দাস ইন্দ্র। তখন সে ব্রহ্মার কৃপায় বিরূপ হইতে মুক্ত হইয়া ইন্দ্ররূপে স্বর্গে আরোহণ করিল। জীব শরণাগত হইলে গুরুবৈষ্ণবগণের নিকট হরিকথা শ্রবণের ফলে বুঝিতে পারে যে, মনুষ্য বা পশুপক্ষীর দেহটী তাহার নিত্যস্বরূপ বা এই জগৎ তাহার নিত্য স্বদেশ নহে এবং এই জগতের সুখ দুঃখ, উন্নতি অবনতির জন্য চেষ্টাও তাহার নিত্যধর্ম্ম নহে। স্বরূপে জীব নিত্য কৃষ্ণদাস এবং গোলোকেই তাহার নিত্য স্বদেশ। গুরুবৈষ্ণবের কৃপা-বলে এইরূপ দিব্যজ্ঞান লাভ করিলে জীব ভগবানের লীলায় প্রবেশ পূর্ব্বক হরি-সেবা-নন্দে নিত্যকাল অবস্থান করেন। একমাত্র হরি-সেবা ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় বিষয়-কার্য্য বিষ্ঠায় বিহার মাত্র। পরমার্থান্বেষী দর্শকগণ এই চিত্র দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন।

অবরোহ ও আরোহবাদ

সত্যাবতারের অবতারীকে জানিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন পন্থা গ্রহণ করেন। একটী আরোহ পন্থা আর অবরোহ পন্থা। জীব যখন তাহার ভ্রমপ্রমাদাদি দোষযুক্ত সসীম বলকে সম্বল করিয়া ইন্দ্রিয়াতীত তত্ত্বের নিকট আরোহণ করিবার বা পৌঁছিবার চেষ্টা করে, তখন তাহাকে আরোহবাদ বলা যায়। আবার জীব যখন তাহার ঐরূপ ইন্দ্রিয়-চেষ্টার অসম্পূর্ণতা বা অকর্ম্মণ্যতা উপলব্ধি করিয়া ইন্দ্রিয়াতীত পরতত্ত্বে প্রপন্ন হন, তখন সেই অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব কৃপাপূর্ব্বক স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হইয়া আপনাকে আপনি প্রকাশ করেন এবং দর্শনপ্রার্থীকে যেরূপভাবে দর্শন দিয়া থাকেন, তাহাই অবরোহ পথ বা অবরোহ বাদ।

এই দুইটী পন্থার তারতম্য ঢাকা-প্রদর্শনীতে একটী চিত্রের দ্বারা দেখান হইয়াছিল। একটী লোক লণ্ঠন জ্বালিয়া রাত্রিকালে সূর্য্য দেখিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু তদ্দ্বারা সূর্য্য দেখিতে পাইতেছে না। এই রকম কোটি লণ্ঠন বা বৈদ্যুতিক আলো জ্বালিয়া রাত্রিতে সূর্য্য দর্শনের চেষ্টা করিলেও তাহা সম্ভব হইবে না। কিন্তু স্বপ্রকাশ সূর্য্য যখন উদিত হন, তখন সূর্য্যের আলোকের দ্বারা সেই সূর্য্যকে অনায়াসে দেখা যায়।

এই চিত্রদ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, মনোধর্ম্মে চালিত হইয়া কেবল যুক্তির সাহায্যে জড় বৈজ্ঞানিকগণ, মায়াবাদিগণ এবং জগতের অহংকারে মত্ত বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিগণ যে ভগবানের তত্ত্ব জানিবার চেষ্টা করেন, তাহা ঐ লণ্ঠনের সাহায্যে সূর্য্য দেখিবার চেষ্টার ন্যায়। কিন্তু ভগবানে শরণাগত ভক্ত ভগবৎ কৃপালোকে সহজে ভগবানের সমস্ত তত্ত্বই অভ্রান্তরূপে জানিতে পারেন।

এই দুইটী বিষয় আরও সুষ্ঠুভাবে বুঝাইবার জন্য পর পর দুইটী দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে। প্রথমটীতে রাক্ষসরাজ রাবণ তাহার দশমুণ্ডের অসামান্য বুদ্ধির অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া ইচ্ছামাত্রে স্বর্গে যাতায়াত করিবার জন্য পৃথিবী হইতে স্বর্গের দিকে একটী স্বর্গের সিঁড়ি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল; কিন্তু সেই সিঁড়ি শূন্যপথে কিছুদুর অগ্রসর হইয়া শূন্যপথে অবলম্বন-শূন্য হওয়ায় রাবণ সেই সিঁড়ির সহিত ভূতলে পতিত হইল। সসীম বস্তুর সাহায্যে অসীম বস্তুর নিকট পৌঁছিতে গেলে ঐরূপ রাবণের মত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে, অর্থাৎ অধঃপতিত হইতে হয়।

ইহার পরবর্ত্তী দৃশ্যে দেখান হইয়াছে যে দৈত্যরাজ বলি ভগবৎ পাদপদ্মে তাঁহার যথা সর্ব্বস্ব এমন কি দেহ, মন ও বাক্য পর্য্যন্ত সমর্পণ করিয়া তাঁহার শরণাগত হওয়ায় এবং তৎপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব বলি দেওয়ায়, শ্রীভগবানের কৃপা তিনি অনায়াসে লাভ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রিয় চেষ্টার দ্বারা যেখানে নেবার বুদ্ধি যেখানে প্রবল, সেখানেই রাবণের মত ভোগ-বুদ্ধি বর্ত্তমান; শরণা-গত ভক্তের কিন্তু ঐরূপ ভোগ বুদ্ধি নাই।

এই প্রদর্শনীর প্রথম প্রকোষ্ঠ হইতেই মানবজাতিকে অবতারী ভগবানে বিশ্বাস-বান্ হইবার জন্য এবং আরোহ পথ পরি-ত্যাগপূর্ব্বক অবরোহ-পথ গ্রহণ করিবার জন্য অর্থাৎ ভগবানে শরণাগত হইবার জন্য সাত্বত-শাস্ত্রমূলে শিক্ষা প্রদান করা হইয়াছে এবং ঐ সমস্ত শিক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়া দর্শকবৃন্দকে অনুক্ষণ বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। জীবের সুপ্ত চেতনবৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবার ইহাপেক্ষা আর কি উপায় থাকিতে পারে!

ইউনিয়নবোর্ডের ফর্ম

ফর্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের ব্যবহার্য্য।

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ৷০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বন্দোবস্তের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৷৵০ আনা।

মিটিংএর নোটিশ বহি—১ খানা ৷০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ৷০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ৷০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অ[illegible] মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ভোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়. উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, পাঁচটি ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার,
কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে. বি. দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭-৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৫০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৭, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫-৩১	৯-৫	১২-১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩১	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

গুণ্ডার উপদ্রব

নোয়াখালি দত্তপাড়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান গিরীন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে কয়েকজন গুণ্ডা রাত্রে পথিমধ্যে আক্রমণ করিয়া ছোরার দ্বারা আঘাত করে। সে যতীন্দ্র ডাক্তার ও সুকুমার দত্তকে আসামী করিয়া ফৌজদারীতে এক অভিযোগ দায়ের করিয়াছে।

বহুদিন যাবৎ দত্তপাড়ার লোক গুণ্ডার উপদ্রবে উৎপীড়িত হইয়া উঠিয়াছে। গত বৎসর এই সময় গুণ্ডারদল স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও উক্ত বিদ্যালয়ের জনপ্রিয় প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত শিবপ্রসন্ন ঘোষ চৌধুরীর বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া দেয়।

প্রতিবাদ

কাঁথিতে জমিদার শ্রীযুত শীতলপ্রসাদ মাইতি মহাশয়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় রাজু সম্মিলনীর অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়:—

অদ্যকার বঙ্গীয় রাজু সম্মিলনীর ২য় অধিবেশনে স্থিরীকৃত হইল যে, বঙ্গের বিভিন্ন জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন স্থানে যেখানে রাজু ভ্রাতাগণ বাস করিতেছেন, তাঁহারা নিজ নিজ গ্রামে আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারী প্রতিবাদ সভা করিয়া সমবেতভাবে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া তাহার প্রতিলিপি আগামী ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কাঁথিস্থিত বঙ্গীয় রাজু সম্মিলনীতে প্রেরণ করিবেন।

"অদ্যকার সভা ১৯৩৩ সালের ১৯শে জানুয়ারী তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত ১৬ই জানুয়ারী তারিখের ১১২এ, আর নং রেজলিউশনে রাজু জাতিকে অনুন্নত শ্রেণীভুক্ত করায় তীব্র প্রতিবাদ করিয়া জানাইতেছে যে, তাহারা চিরদিন হিন্দুসমাজে কি শিক্ষা, কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক সমস্ত ব্যাপারে ব্রাহ্মণের অব্যবহিত পরেই ক্ষত্রিয় পর্য্যায়ভুক্ত এবং কায়স্থ ও বৈদ্যদিগের ন্যায় সমান প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া আসিতেছে। তাহারা কখনও সামাজিক সম্মানে হীন অবনত শ্রেণীভুক্ত ছিল না বা বর্ত্তমানেও নাই, এই কারণে এই নির্দ্ধারণের দ্বারা সরকার বাহাদুরকে বিনীতভাবে জানাইতেছি যে, তাহাদিগকে উক্ত অনুন্নত শ্রেণীর তালিকা বহির্ভুক্ত করিয়া রাজু জাতির সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখুন।"

হত্যার চেষ্টা

সরস্বতী পূজার বিসর্জ্জনের দিন বেলা ৩টার সময় ভাটপাড়ার একটি পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক অপর একটী ৯।১০ বৎসরের বালককে প্রতিমা সাজাইবার জন্য দেবদারু গাছের পাতা কাটিতে রেলওয়ে ব্রিজ অতিক্রম করিয়া আত্রালের দিকে লইয়া যায়। অল্প বয়স্ক বালকটির গায়ে একটি সোনার হার আর একটি সোনার তাগা ছিল।

সেখানে একটি নির্জ্জন প্রান্তরে লইয়া গিয়া বয়স্ক বালকটি কানামাছি খেলিবার ছল করিয়া তাহার পরিধেয় বস্ত্রদ্বারা ছোট বালকটির চক্ষু এবং হস্ত বাঁধে। তৎপরে একটি তার দিয়া তাহার গলায় ফাঁস লাগাইয়া দিয়া তাহার হার এবং তাগা অপহরণ করিয়া পলায়ন করে।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে একটি গোয়ালা মাঠ হইতে তাহার গরু লইবার জন্য আসিয়া সেই বালকটিকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখিতে পায়। সে তাহার চোখে মুখে জল দিয়া তাহার চৈতন্য উদয়ের চেষ্টা করে, কিন্তু কৃতকার্য্য না হইয়া তাহার জামা খুলিয়া তাহার গলায় দৃঢ়ভাবে বদ্ধ তার দেখিতে পায়। পরে বালকটিকে ভাটপাড়ায় লইয়া গিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহার পিতামাতার নিকট লইয়া যায়। পরদিন বেলা ১০টার সময় তাহার চৈতন্য উদয় হয়।

সহানুভূতি

নাজী দলের ঝটিকাবাহিনীর ম্যাকোস্কী এবং জৌরিটজ নামক একজন কনেষ্টবল দাঙ্গায় নিহত হয়। সামরিক সম্মানের সহিত তাঁহাদিগকে সমাধি দেওয়া হয়। সমাধিস্থলে ভূতপূর্ব্ব ক্রাউন প্রিন্স, রাজপরিবারের বহুলোক এবং হের হিটলার উপস্থিত ছিলেন। ম্যাকোস্কীর শব সামরিক সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত করা হইয়াছে। জৌরিটজের মৃতদেহ সাইলেসিয়ায় প্রেরণ করা হইবে।

সাফল্যের পথে

উত্তর আয়র্লণ্ডের পার্লিয়ামেণ্টের জাতীয়তাবাদী সদস্যগণ মিঃ ডেভলিনের নেতৃত্বে ডেল উদ্বোধনে উপস্থিত হইবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন। স্থায়ী নির্দ্দেশ অমান্য করিয়াই ডেল তাঁহাদিগকে উদ্বোধন উৎসবে উপস্থিত থাকিতে আমন্ত্রণ করিয়াছেন।

প্যাক্ট

সাধারণ নির্ব্বাচনে নাজীদলের বিরোধিতা করিবার নিমিত্ত সমাজতান্ত্রিক দল ও সাম্যবাদীদল একত্রিত হইয়াছে। নাজীদের উপর ক্রমাগত আক্রমণ চলিতেছে। তিন জন নাজী ছোরার আঘাতে আহত হইয়াছে। পুলিশ লাঠি চালনা করিয়া একদল হাঙ্গামাকারীকে বিতাড়িত করিয়াছে। সহরের নানাস্থানে হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে; হাঙ্গামার ফলে ১৯ জন লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে।

মন্ত্রীর মহত্ত্ব

হের হিটলার বলেন, তিনি মিউনিকে স্থায়ীভাবে বাস করিবেন। হের হিটলার আরও বলেন যে, প্রধান মন্ত্রিত্বকালে তিনি বেতন গ্রহণ করিবেন না; কারণ সাহিত্য চর্চ্চায় তাঁহার যে উপার্জ্জন হয়, তাহাই তাঁহার জীবন ধারণের পক্ষে যথেষ্ট।

ইটালী ও জার্ম্মাণী

হের হিটলার বলিয়াছেন জার্ম্মাণী ও ইটালী একই আদর্শে পরিচালিত হইয়া একই আদর্শ অনুসরণ করিতেছে; সুতরাং উভয় দেশকে একই পন্থায় অগ্রসর হইতে হইবে এবং ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে ইটালী ও জার্ম্মাণীর মধ্যে মৈত্রী বন্ধন দৃঢ় করিতে হইবে।

অগ্নিকাণ্ড

দিল্লীর স্বদেশী প্রদর্শনীতে আগুন লাগার ফলে ৫০টি ষ্টল ভস্মীভূত হইয়াছে। বস্ত্র ব্যবসায়ী ও পুস্তক বিক্রেতাগণ ঐ সকল ষ্টলের অধিকাংশ ষ্টল ভাড়া লইয়াছিলেন। কাশ্মীরিগেট বাস্ত বাটীর পশ্চাতে উক্ত প্রদর্শনী হইতেছে। হঠাৎ কি করিয়া আগুন লাগিয়াছিল তাহার কারণ জানা যায় নাই। সংবাদ পাইয়া দমকল সত্বর আসে এবং অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে সমর্থ হয়।

শিল্প প্রদর্শনী

জানিতে পারা গিয়াছে যে, শ্রীযুত ঘনশ্যাম দাস বিড়লা নারায়ণগঞ্জ শিল্প প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিতে পারিবেন না। তাঁহার বদলে সুসঙ্গের মহারাজা বাহাদুর আগামী ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে উক্ত কার্য্য করিতে সম্মত হইয়াছেন। প্রদর্শনী কমিটীর সভাপতি মিঃ কে, সি গুপ্ত আগামী ১৩ই তারিখে এখানে আসিয়া পৌঁছিবেন।

বিজ্ঞান মন্দিরে স্যার গ্রেগরী

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী [illegible] প্রকাশ, 'নেচার' পত্রিকার সম্পাদক স্যার রিচার্ড গ্রেগরী কলিকাতায় বসু বিজ্ঞান মন্দির পরিদর্শন করেন। স্যার গ্রেগরীকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বলেন যে, তাঁহার বহু বৎসরের অনুশীলনের ফলে স্যার রিচার্ড বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধশালী করিয়াছেন। পৃথিবীতে যতগুলি বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পত্রিকা আছে তাহার মধ্যে 'নেচার' পত্রিকাই সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। স্যার রিচার্ড বলেন যে, বিগত ৪০ বৎসর ধরিয়া তিনি স্যার জগদীশের অদ্ভুত গবেষণা অনুশীলন করিয়াছেন।

পথ

সহস্র সহস্র ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু নরনারী বৎসরে ৩।৪ বার সিমুরালি ষ্টেশনে নামিয়া ক্রোশাধিক সিমুরালি চাঁদুড়িয়া পথ অতিক্রম করিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া থাকেন। প্রতি যোগে সিমুরালিতে বহু সংখ্যক যাত্রীর সমাগম হয়। কিন্তু গঙ্গাতীরে গমনাগমনের উক্ত মৃত্তিকা নির্ম্মিত পথ অতিবাহন করা দুরূহ, এতজন্য বহু যাত্রীকে পাদুকা হস্তে এই পথ অতিবাহন করিতে দেখা যায়। লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান সাহেবের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

তুরস্কে হাঙ্গামা

তুরস্ক গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে তুরস্কে অনেক মোল্লা তুরস্ক ভাষায় নমাজ পড়িতে আরম্ভ করিলে বহু গোঁড়া মোল্লা তাহাতে আপত্তি করে এবং তুমুল দাঙ্গা হাঙ্গামা আরম্ভ করে। তুর্কী ভাষায় "আল্লা" শব্দের পরিবর্ত্তে "তানরী" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

প্রেসিডেণ্ট গাজী মুস্তাফা কামাল পাশা স্বরাষ্ট্রসচিব ইসমত পাশা এবং বিচার বিভাগের মন্ত্রীকে লইয়া ক্রুসা গমন করেন। এ পর্য্যন্ত ৬০ জন ক্রুসা গ্রেপ্তার হইয়াছে।

ক্রুসা তুরস্কের প্রাচীন রাজধানী। তত্রত্য অধিবাসীদের সংখ্যা ১১০০০০। উহার মধ্যে অধিকাংশই রক্ষণশীল। রমজানের রোজা আরম্ভ হইলেই গত ২রা ডিসেম্বর হইতে মুস্তাফা কামালপাশা তুর্কী ভাষায় নমাজ পড়িতে এবং আল্লা শব্দের পরিবর্ত্তে তুর্কী "তানরী" শব্দ ব্যবহার করিতে আদেশ জারি করিয়াছেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৯শে মাঘ, শনিবার ১৩৩৯

বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি কলেজ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি কৃষি কলেজ স্থাপন করায় বিষয় বিবেচনা করার নিমিত্ত সিণ্ডিকেট ভাইস-চ্যান্সেলার, স্যার নীলরতন সরকার, ডাক্তার বি সি রায়, মিঃ এ টি ওয়াটসন এবং অপরাপর কতিপয় সদস্য লইয়া একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। ভাইস চ্যান্সেলার এই কমিটির সভাপতি হইয়াছেন।

এই কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্য দুইটী। প্রথমতঃ দেশের কৃষির উন্নতি করা, দ্বিতীয়তঃ ভদ্রলোকদের মধ্যে বেকার সমস্যা সমাধানে সাহায্য করা।

শান্তি নিকেতনে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীতেও এরূপ একটি বিদ্যালয় স্থাপন করা যায় কিনা, কমিটি তাহাও বিবেচনা করিবেন।

এসম্পর্কে স্যার ডেনিয়েল হ্যামিল্টন নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট এই মর্ম্মে এক চিঠি লিখিয়াছেন যে, তিনি উক্ত উদ্দেশ্যে তাঁহার সম্পত্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ন্যস্ত করিয়া সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন।

এই চিঠিতে নাকি স্যার ডেনিয়েল হ্যামিল্টন বলিয়াছেন যে, তিনি গোসবায় যুবকদিগকে সমবায় পদ্ধতি শিক্ষা দিবার জন্য একটি শিক্ষায়তন খুলিয়াছেন। এই শিক্ষায়তনের সহিত যে ভূমি আছে যুবকেরা সেই ভূমিতে হাতে কলমে কার্য্য শিক্ষা করিতে পারিবে।

এ সময় তিনি এমন কোন নিয়ম করিতে চাহেন না যে, শিক্ষার্থীদিগকে সপরিবারে তথায় বাস করিতে হইবে।

প্রথম শিক্ষার্থীদল এক বৎসর সমবায় পদ্ধতি, কৃষি এবং পল্লী শিল্প শিক্ষার পর একটা নির্দ্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করা হইবে। সুন্দরবন ভদ্রলোকের বাসোপযোগী হইবে কিনা তাহা তিনি এখনও সঠিক বলিতে পারেন না। তবে কিনা তিনি এবিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য কিছু জমী দিতে পারেন। কয়েক জন ভদ্রলোক মিলিয়া তথায় বসবাস করিয়া দেখিতে পারেন। এখানে শিক্ষা লাভান্তে তাঁহারা নিজ নিজ জিলায় যাইয়া বসবাস করিতে পারেন।

তিনি তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি এই উদ্দেশ্যে দিতে প্রস্তুত আছেন।

গোসবাতে সামান্য আড়ীঘর করিতেও তিনি সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন।

মানহানির অভিযোগ

হুগলী তরুণ মুসলিম সমিতির সম্পাদক সৈয়দ হুসেন বিগত "ঈদ" উপলক্ষে একটি সভায় ইমামবাড়ার মতোয়ালী সৈয়দ আলতাফ হুসেনের বিরুদ্ধে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন। সৈয়দ আলতাফ এই সম্পর্কে সৈয়দ হুসেনের বিরুদ্ধে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস. কে সেনের এজলাসে এক অভিযোগ দাখিল করিয়াছেন। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০০ ধারা অনুসারে উক্ত সৈয়দ হুসেনের বিরুদ্ধে এক সমন জারী হইয়াছে।

বৈমানিকের দুর্ভাগ্য

বড়লাট কাপ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবেন বলিয়া আস্ত দিয়াপ্পা তাঁহার বিমানপোতে মাদ্রাজ হইতে দিল্লী যাইতেছিলেন। কর্ণেলের নিকট কোলাপুরমে তাঁহাকে অবতরণ করিতে বাধ্য হইতে হয়. কিন্তু পুনরায় যখন বিমানপোতে উঠেন, তখন দুর্ভাগ্যবশতঃ বিমানপোতখানি জখম হইয়া যায়। ফলে প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবার জন্য তিনি যথা সময়ে দিল্লীতে পৌছিতে পারেন নাই।

সর্টহ্যাণ্ড পরীক্ষা

মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট সার্ভিস কমিশনারের উপর এই মর্ম্মে এক আদেশ জারি করিয়াছেন যে, সরকারী কর্ম্মচারিগণের লেখকগণের সামর্থ্য বিচার করিবার উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর সর্টহ্যাণ্ড বিষয়ে একটা পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ডাকাতি

হাওড়া বালী খালের নিকট ২টী স্ত্রীলোকের বাড়ীতে প্রায় ২০ জন ডাকাত প্রবেশ করিয়া নগদ ও অলঙ্কারে প্রায় এক হাজার টাকা লইয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোক দুইটী কয়েকজন ডাকাতকে চিনিতে পারিয়াছে।

জেলে অনশনের জের

মধ্যপ্রদেশে ব্যবস্থাপক সভার বিগত অধিবেশন অমরাবতী জেল অনশনের রিপোর্ট সম্বন্ধে স্বরাষ্ট্রসচিবকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। বন্দীদিগের প্রতি দুর্ব্যবহারের অভিযোগ সম্বন্ধে কারাগারসমূহের ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্ণেল পাওয়েল সর্বপ্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এবং জেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ হার্ডেকে উক্ত বিষয়ের সর্বপ্রকার দায়িত্ব হইতে মুক্তি দিয়াছেন।

মধ্যপ্রদেশের সরকার কর্ণেল পাওয়েল, কর্ণেল খাঁ, মিঃ গ্রেণ্ট, আই, সি, এস ও মিঃ ভুপটকর আই, সি, এস'কে লইয়া গঠিত গার্ডেন কমিটী নামে একটী কমিটী নিয়োগ করিয়াছেন। এই কমিটি জব্বলপুর ও নাগপুর পরিদর্শন করিয়া রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে যে সব নিয়ম আছে, তাহার পরিবর্তন সম্বন্ধে প্রস্তাব পেশ করিবেন।

বোমা মামলা

দিল্লীতে বিস্ফোরক আইনের ৫ ও ৬ ধারা অনুসারে মহম্মদ মহসীনের প্রতি দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। যমুনা তটে বোমা বিস্ফোরণের ফলে তাহার হাত উড়িয়া গিয়াছিল। পুলিশের নিকট সে এই ঘটনা সম্পর্কে মিথ্যা করিয়া দুইজন বাঙ্গালী যুবককে জড়াইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট রায়ে আসামীর মনিব আবদুল গফুরের প্রতি তীব্র মন্তব্য করিয়াছেন।

চোর ধরা

পাঁচু উড়িয়া নামক এক উৎকলবাসী চাঁচড়িয়ায় রাত্রি ১১টার সময় এক নীরদ-গৃহে গোপনে প্রবেশ করিয়া ধৃত হইয়াছে। পাঁচু ঐ গ্রামেরই একজন পরিচিত ব্যক্তি। তাহাকে চাকদহ থানায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

স্ত্রীলোকের অসুবিধা

কাঁচরাপাড়া একটী বৃহৎ ষ্টেশন। এখানে রেল যাত্রীর সমাগম অত্যন্ত অধিক। এখানে কুলিয়ার পাট এবং ঘোষপাড়ার মেলা উপলক্ষে প্রতি বৎসর অসংখ্য জনসমাগম হইয়া থাকে। তন্মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক। বড়ই দুঃখের বিষয় কাঁচরাপাড়ায় ডাউন প্লাটফর্ম্মে কোন স্ত্রীলোকের বিশ্রামাগার নাই।

গ্রেপ্তার

প্যারিস "ইকোল পলিটেকনিক" নামক বিখ্যাত সামরিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এবং তাঁহার সেক্রেটারী মাদমোয়াজেল বর্ত্তি গোয়েন্দাগিরি করিবার অভিযোগে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

মতিলালের স্মৃতিবার্ষিকী

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠান জন্য সভার অন্যতম উদ্যোক্তা পণ্ডিত ব্রজনাথ কুঞ্জরু ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা অনুযায়ী জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রদত্ত হুকুমের যৌক্তিকতায় প্রতিবাদ করিয়া এলাহাবাদের জেলা ও দায়রা জজ মিঃ তেজনারায়ণ মোল্লার এজলাসে এক আবেদন পেশ করিয়াছিলেন। আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছে।

দায়রা জজ তাঁহার রায়ে বলেন যে, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম মাত্র ২৪ ঘণ্টার জন্য জারী হইয়াছিল; এক্ষণে উহা আর বলবৎ নাই। সুতরাং এরূপ অবস্থায় কোন হুকুম প্রদান দ্বারা কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। তাহা ছাড়া, এই আবেদনের উপর কোন হুকুম প্রদত্ত হইলে তাহার দ্বারা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে আর একটি হুকুম জারী করা হইতে রোধ করাও যাইবে না। সুতরাং এই আবেদন নিরর্থক বলিয়া সিদ্ধান্ত ও নামঞ্জুর করা হইল।

চট্টগ্রামে ডাকাতি

ফতেয়াবাদে শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র পালের বাড়ীতে ডাকাতি হয়। ডাকাতগণ সংখ্যায় ২০ জন ছিল এবং তাহাদের সাথে অস্ত্রশস্ত্র ছিল। তাহারা বাড়ীতে চড়াও হইলে বাড়ীর লোকের সাহায্যে তাহাদের সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়; ফলে একজন ডাকাত গুরুতররূপে আহত হইয়া ধরা পড়ে এক বেনামী পত্রে জানিতে পারা যায় যে, উক্ত অরুণ বাবুর বাড়ীতে ডাকাতি হইবে। এই সংবাদে তাঁহারা সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াই ডাকাতগণের অপেক্ষায় ছিলেন, যে ব্যক্তি ধরা পড়িয়াছে, সে এই সম্পর্কে আরও ১২ জন ব্যক্তির নাম প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। ইহারা সকলেই মেখল গ্রামের মুসলমান।

গ্রেপ্তার

মেদিনীপুর পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী মৌলবী আলি আহমদের নেতৃত্বে সশস্ত্র পুলিশ রামনগর নামক গ্রামে ১৮জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। পুলিশ তাহাদিগকে ডাকাত দলের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকার সন্দেহ করিয়াছে।

অনশনের অবসান

কুমিল্লার জেলে যে কয়জন রাজবন্দী অনশনব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা উহা ভঙ্গ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, } ১ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৬ ২৯শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১১ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৩ শনিবার ১৮৭তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ঢাকা ওয়ারি নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ভক্ত্যাশ্রম মহোদয়ের সৌভাগ্যের সীমা নাই। গত ২৮।১।৩৩ তারিখে প্রাতে ৯ টার সময় যুগাচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার ঢাকায় অবস্থিতিকালে ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বহু সাঙ্গোপাঙ্গ সমভিব্যাহারে ভক্ত্যাশ্রম প্রভুর বাটীতে শুভবিজয় করেন। ভক্ত্যাশ্রম প্রভু আচার্য্যবর্য্যের অভ্যর্থনার জন্য কদলিবৃক্ষ, জলপূর্ণ মাঙ্গলিক ঘট প্রভৃতি দ্বারা প্রবেশ দ্বার সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ বাটীতে পদার্পণ করিলে, উচ্চ শঙ্খধ্বনি দ্বারা তাঁহার আগমন বার্ত্তা-ঘোষিত হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ আসন গ্রহণ করিলে ভক্ত্যাশ্রম প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের গলদেশে সুগন্ধি পুষ্পমাল্য প্রদান করেন এবং সস্ত্রীক গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, ধুনা, পঞ্চপ্রদীপ প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য দ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের আরাত্রিক সম্পাদন করিয়া অর্ঘ্য প্রদান করেন। আচার্য্যপ্রবরের তথায় পদার্পণে স্থানীয় বহু সৌভাগ্যবান ব্যক্তি তাঁহার দর্শন পাইবার আশায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভক্ত্যাশ্রম প্রভু সমাগত ভক্তবৃন্দকে এবং সমাগত জনগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদানে কৃতকৃতার্থ করেন।

গত ৩০।১।৩৩ তারিখে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে সন্ধ্যা আহ্নিক ও দৈনন্দিন কীর্ত্তনাদির পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত জন্ম-লীলা শ্রীচৈতন্য মঙ্গল হইতে পাঠ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে বুঝাইয়া দেন। ভগবান্ এমনি কৃপাময় যে, তিনি অজ হইয়াও জীবের উদ্ধারের জন্য এই মর্ত্ত্যভূমিতে বিভিন্ন-রূপে অবতীর্ণ হন। জীবের নিত্যমঙ্গল প্রদান, ধর্ম্মের সংস্থাপন, অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব দমন, অসাধুগণের বিনাশ সাধন ও সাধুগণকে পরিত্রাণ করাই যুগে যুগে তাঁহার কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এই কলিযুগে অমন্দোদয় দয়ার অবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু তৃণাদপি সুনীচ শ্লোকের মূর্ত্তবিগ্রহরূপে সংকীর্ত্তন ধর্ম্মই সর্ব্ব সিদ্ধান্ত অর্থাৎ শ্রীনাম সংকীর্ত্তনই উপায় ও উপেয়, সাধন ও সাধ্য ইহাই প্রচার করিলেন। শ্রীনামই—নামী এই সত্যবাণীটী যে আর কোনও যুগে কেহ জানান নাই বা কেহ জানে নাই তাহা তিনি চরমাদর্শরূপে জানাইয়াছেন। এই কলিযুগে দুষ্টগণকে প্রাণে বিনাশ না করিয়া হরিনাম দিয়া হৃদয় শোধন এবং কর্ম্মী, যোগী, জ্ঞানী প্রভৃতিকে একমাত্র কৃষ্ণভক্তিই যে বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় এই কথা জানাইবার জন্য শ্রীগোলোকপতি গৌরসুন্দররূপে শচীগর্ভে আবির্ভূত হইয়া জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। আজ আবার তাঁহারই নিজজন ও নিজ্জপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সংকীর্ত্তন-যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া সমস্ত বিশ্ব জীবকে নাম-যজ্ঞে ব্রতী করিতেছেন।

আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠে বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক আসিয়া গৌড়ীয়মঠের প্রচারবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাহাতে আকৃষ্ট হইতেছেন।

গত ৬।২।৩৩ তারিখে বেলা ২টার সময় স্থানীয় শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বি-এ মহাশয় বড়রা—বীরভূমের উকীল শ্রীঅনিল কুমার মিত্র ও বর্দ্ধমানের শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল দাস মঠরক্ষক প্রভুর নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের সার্ব্বজনীন শিক্ষার উপকারিতার কথা শ্রবণ করিয়া গৌড়ীয়মঠের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

গত ২৬।১।৩৩ তারিখে ঢাকা প্রদর্শনীতে রাত্রিকালে ঢাকা মিট্‌ফোর্ড হাঁসপাতালের ডেপুটী সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট মিঃ হাইট সাহেব সস্ত্রীক এবং ঐ হাঁসপাতালের হাউস্ সার্জ্জেন্ট শ্রীযুত জে, এন্ মজুমদার মহাশয় প্রদর্শনী দেখিতে আসেন। মিঃ ও মিসেস্ হাইট্‌কে প্রদর্শনীর সমস্ত তথ্য ইংরাজী ভাষায় বুঝাইয়া দিলে তাঁহারা বর্ত্তমান প্রদর্শনীর মহৎ উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিয়া বড়ই আহ্লাদিত হ'ন এবং প্রদর্শনীর অনুষ্ঠাতা আচার্য্যদেবের নিকট আরও কিছু শ্রবণ করিবার জন্য তৎপাদপদ্মে উপনীত হ'ন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদিগকে অনেক হরিকথা শ্রবণ করান। ভগবৎ কথা শ্রবণই যে মনুষ্য জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য তাহা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেন। উঁহারা ধীরভাবে কিছুক্ষণ ধরিয়া শ্রীল প্রভুপাদের মুখবিগলিত ভগবৎ-কথা শ্রবণে পরিতৃপ্ত হইয়া রাত্রি ৮॥ টার সময় স্বস্থানে গমন করেন।

শিক্ষিত সমাজের নিকট হইতে বর্ত্তমান ঢাকা প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষ অনেক প্রশংসার সংবাদ পাইয়াছেন। ঢাকা জয়দেবপুর Ranee Bilasmoni High School এর Head master শ্রীযুক্ত বগলা প্রসন্ন বিশ্বাস মহাশয় প্রদর্শনী দেখিয়া গত ২৬।১।৩৩ তারিখ প্রদর্শনীর প্রেসিডেণ্ট মহোদয়কে যে পত্র লিখিয়াছেন, নমুনা স্বরূপ তাহা তাঁহারই ভাষায় নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

To

The president,

Theistic Exhibition.

Dacca.

Dated 29 1-33

Dear sir

I am glad to say that I attend the Exhibition some days ago and was highly pleased with what I noticed. In my humble opinion, this is unique in the history of religion and exposition of this nature. I am sure, is calculated to the spiritual uplift of the people.

yours Sincerely,

Sd. Bagala Prasanna Biswas

Hd Master.

R. B. High School.

সেই সে পরম বন্ধু সেই পিতামাতা। শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১ গোবিন্দ, অবার ফিরোজশাহী

ঢাকা প্রসঙ্গে একদিন

শ্রীযুত সোমনাথ চক্রবর্ত্তী, এম, এ, বি,এল মহাশয় ঢাকা কোর্টের অন্যতম মুন্সেফ। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব জজ রায় দ্বারিকানাথ চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের ভ্রাতুষ্পুত্র। মুন্সেফ বাবু আসিয়া দূর হইতে প্রভুপাদকে দণ্ডবৎ পূর্ব্বক উপবেশন করিয়া বলিলেন, আমি আপনার নাম শুনিয়া এখানে আসিয়াছি। ইচ্ছা থাকিলেও সাধুসঙ্গ আমার ভাগ্যে ঘটে না, আজ পরম সৌভাগ্য যে আপনার ন্যায় মহাপুরুষের দর্শন পাইলাম। আমি শাস্ত্রাদি কিছুমাত্র আলোচনা করি নাই, তবে আমার শাস্ত্র কথায় Test আছে এবং কীর্ত্তন শুনিতে আমি বড় ভালবাসি। আমরা পুরুষানুক্রমে শাক্তমতাবলম্বী।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিতে লাগিলেন, আপনি ব'লছেন আপনারা শাক্তমতবাদী অথচ কীর্ত্তন শুনতে ভাল লাগে বলছেন। বাংলা দেশে 'রাই কানুর গান'টাই খুব বেশী রকম চলছে। কিন্তু 'রাই কানুর গান' শোনবার অধিকার না হ'লে, আমরা সেই গান শুনে নরকে চলে যাব। ঐ রকম গান শুনে আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ হয় বটে, কিন্তু তা'তে কৃষ্ণপ্রীতি না থাকায় ওটা আমাদের অমঙ্গলের পথ।

মায়ার দু'টী বৃত্তি—আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা। যে বৃত্তিটা আমাদের কৃষ্ণ হ'তে বিক্ষিপ্ত করে দেয়, সেইটার নাম বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তি। আর যে বৃত্তিটা আমাদের বাস্তব স্বরূপটাকে আবৃত করে সেইটার নাম আবরণাত্মিকা বৃত্তি। এই মায়িক বৃত্তিগুলির দ্বারা আমরা যখন মুহ্যমান হই, তখন আমাদের জাগতিক উন্নতির জন্য চেষ্টা এসে পড়ে। এই দুটো বৃত্তির হাত থেকে মুক্ত হ'য়ে স্বরূপে অবস্থিত হওয়া দরকার; সেই রকম মুক্তিই আমাদের আবশ্যক। 'মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।"

আপনি বলছেন, কীর্ত্তনটা যা'র কাছ থেকেই আসুক না কেন তা'তে কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য নষ্ট হ'বে কেন? দেখুন, জোনাকি পোকার আলো আর বাস্তব আলোর মধ্যে যেমন পার্থক্য আছে তেমনি প্রাকৃত বৈষ্ণবকে (?) দেখ্‌তে সুপ্রাকৃত বৈষ্ণবের মত হ'লেও, উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল ভেদ আছে।

উপনিষদে 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। .... সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। ......বীতশোকঃ॥" এই মন্ত্রটি আছে। এই শ্লোক থেকে এই বুঝা যায় যে, যেহেতু আমরা 'ঈশ' নির্ণয় করি না, যেহেতু বস্তু কি তাহা বিচার করি না, সেইকারণে আমরা "অনীশয়া নিমগ্নঃ" অর্থাৎ এই Mundane world এ ডুবে গিয়েছি এবং অনীশা দ্বারা চালিত হ'য়ে আমি কর্ত্তা হ'য়ে ব'সেছি! তখন আমরা ইন্দ্রিয়তর্পণরত হ'য়ে প্রেয়ঃ-পন্থা অবলম্বন ক'রে Pleasant sensation expect করতে থাকি।

ইন্দ্রিয়তর্পণের নাম ভোগ। এই ভোগপ্রবৃত্তি প্রবল হ'লে আমি আমার ইন্দ্রিয়দ্বারা সমস্ত বস্তু মেপে নেব, বিচার ক'রে নেব, আমি কর্ত্তা হ'য়ে সব করব, এই রকম দুর্ব্বুদ্ধি তখন আমাদের হয়। "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" আমি Napoleon হ'য়ে, Gariboldi হ'য়ে এই সব কাজ ক'রেছি এই রকম অভিমানও তখন হয়। এই সব কর্ত্তৃত্বাভিমান যখন থাকে, তখন ঈশ্বরের ভাবটা আমার থাকে না। ঈশ্বরের প্রতীতি যেখানে আছে, সেখানে আমার দাস্য বর্ত্তমান। আমি যখন অনীশা দ্বারা চালিত হই, অর্থাৎ আমি কর্ত্তা হই, তখন আমি মুহ্যমান হ'য়ে শোক করতে থাকি। যদি অহং-গ্রহোপাসক হই, তবে মুহ্যমান হ'ব। কর্ম্মীর বিচারটা আর এক প্রকার; চার্ব্বাকের মতে "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ", "ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ?"

"দর্শনের আবশ্যকতা কি?" মুন্সেফ বাবুর প্রশ্নের উত্তরে প্রভুপাদ বলিলেন, দর্শন (শাস্ত্র) না থাকলে "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ" হ'য়ে যেতে হ'বে। "অল্প পরমায়ু নিয়ে অগাধ শাস্ত্র-সমুদ্রের প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্যে আমাদের সময় কোথায়?" মুন্সেফ বাবুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলিতে লাগিলেন যে, আমাদের পথ দুটো—শ্রৌত পন্থা আর তর্ক পন্থা। কাণ দিয়ে শোনা আর তর্কের দ্বারা বিচার আর একটা ব্যাপার।

তর্ক পন্থার বাবদ worldly চিন্তাস্রোত নিয়ে স্বর্গের সিঁড়ি বেঁধে স্বর্গে যাবে এই বুদ্ধির বিচার ক'রে বিফল মনোরথ হ'য়েছিল। অনুমানাদি যাঁ'রা Empiricist হ'য়ে নিজেরা নিজেরা জানবেন, যাঁ'রা অর্ব্বাচীনদের মধ্যে পড়ে যাবেন অর্থাৎ তাঁদের বাস্তব সত্য বস্তু লাভ হ'বে না। আচার্য্য, যিনি বিজ্ঞ ঐ বস্তুর স্বাদ নিয়েছেন, তাঁ'র কাছ থেকে অতি সহজে আপনি ঐ সব কথা গুলো পেয়ে যাবেন। যদি কেউ স্থির ক'রে, নিজে চাষ ক'রে ধান ফলিয়ে, চাল তৈয়ারী করে, রান্না করে ভা'ত খেতে হয়, তা'হলেও আর কুলোয় না।

অতএব আচার্য্যের আবশ্যক। এখন গুরু কে হ'তে পারেন? সত্যের গণ্ডা দোকান র'য়েছে, কোন দোকান থেকে গ্রহণ করতে হ'বে, সেটা বিচার্য্য। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, শাক্ত প্রভৃতি অনেক লোক গুরুগিরি করছে। তবে উপায় কি? শাস্ত্র কি ব'লেছেন শুনুন, 'তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং।" অর্থাৎ সেই বস্তুকে জানবার জন্য সমিৎপাণি হ'য়ে ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রোত্রিয় সদ্গুরুর নিকট যেতে হ'বে।

এখন সদ্গুরু কে হ'বেন? অকিঞ্চন নন্ যাঁ'রা তাঁ'দের কাছে যাবেন না। যিনি নিত্যকাল আছেন, যিনি ভগবানের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনিই সদ্গুরু। "অভিগচ্ছেৎ" কথাটী ব্যবহার ক'রেছেন; যদি Return টিকেট ক'রে ফের ফিরে আস্‌ব এমন ধারণা নিয়ে যা'ন তা' হ'লে গুরুর কাছে ঠিক যাওয়া হ'ল না। আবার, আপনি গুরুর কাছে যাবেন, গুরু আপনার কাছে আসবেন না। সর্ব্বতোভাবে যাবেন, আবার ফিরে আসতে হ'বে এমন ভাবে যাবেন না।

শ্রোত্রিয় কথাটী আছে, অর্থাৎ যাঁ'র কাছে যাবেন, তিনি আবার তাঁ'র গুরুর কাছ থেকে ভাল ক'রে শুনেছেন কি না। ব্রহ্মনিষ্ঠ বলতে বৃহত্তে নিষ্ঠা-বিশিষ্ট, ক্ষুদ্র নিষ্ঠা-বিশিষ্ট নন। সীমাবিশিষ্ট পদার্থ সকল বৃহত্তের নিকট ক্ষুদ্র। Material knowledgeটা বৃহত্তের জ্ঞান নয়, কেন না এটা Sensuous jurisdictionএর মধ্যে আসছে। নিষ্ঠা বলতে—'পরোঽমিষ্টতা বুদ্ধেঃ'।

যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য সব পরিত্যাগ ক'রে অত্যন্ত দুঃখ সহ্য করে প্রয়াস করেন, তিনি ব্রাহ্মণ এই থেকে বঞ্চিত হন। আর যখন Transcendental knowledge এর অনুশীলন, তখন তিনি ব্রাহ্মণ হন। যাঁ'রা জগতের বস্তুর সম্বন্ধ জানিতে চান, তাঁ'রা কুজন গ্রহণ করে, তাঁ'রা উদ্ধারের যোগ্য নন; গুরুত্রবরে গুরু হ'তে পারবে না। ডাক্তার এর কাছে যদি উকীল হন, তবে রোগ সারাবার জন্যে ডাক্তারের সেই ঔষধের আছে গেলে রোগ সারবে না। এই রকম ভাবে কুলগুরুর অবস্থাটা বুঝে নেন। গুরু সাধারণ মর্ত্ত্য মানব নন্—"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥" গুরুর স্বরূপটা এই রকম বুঝতে হ'বে।

"বীজ মন্ত্রটা ত' ঠিক আছে; Source যাই হো'ক না কুলগুরুর কাছ থেকে মন্ত্র নিতে দোষ কি?" মুন্সেফ বাবুর প্রশ্নোত্তরে প্রভুপাদ বলেন,—শাস্ত্রের বিচার হচ্ছে "অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতং। শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ।" দুধটা সাপের বিষে বিষাক্ত হ'বার মত বীজ মন্ত্রটাও নষ্ট হয়ে গেছে। এ ছাড়া নামাপরাধ প্রভৃতি অনেক রকম বিচার আছে, ক্রমশঃ সেগুলি শুনবেন। যাঁ'রা ধর্ম্মার্থ-কাম বা মোক্ষপ্রার্থী তাঁ'রা স্বার্থপর, নিজের সুখের জন্যই ব্যস্ত, অন্য কারও জন্যে তা'দের চেষ্টা নাই। ঐরকম প্রার্থীরা অন্য লোককে হিংসা করে। বৈষ্ণবগণই কেবল সকলের প্রতি দয়াপরবশ; তাঁ'দের নিজের জন্য কোন প্রার্থনা নাই। বৈষ্ণবগণই জগতের প্রকৃত আদর পাইবার হকদার। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ প্রভৃতি কোন প্রকারের কৈতব তাঁহাদের নাই।

মুন্সেফ বাবু প্রভুপাদের মুখবিগলিত হরিকথামৃত পানে লালায়িত হইয়া চলিয়া যাইবার কালে দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক প্রভুপাদপদ্মের ধূলি মস্তকে গ্রহণ করতঃ বিদায় গ্রহণ করেন। বিদায়কালে আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিল।

গড্ডলিকার প্রবাহে চালিত হইয়া বহির্ম্মুখগণসঙ্গের নিকট হইতে জাগতিক যত কিছু অভিজ্ঞান সংগ্রহ করা যাউক না কেন সে সমস্তই বৈকুণ্ঠাগত ভগবদ্ভক্তের বাণী-শ্রবণের ফলে অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে।

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা নদীয়া প্রকাশ

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত — ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র — ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত — ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড — ১।৵০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) — ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) — ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব — ১৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য — ১৵০
৭। ভজনরহস্য — ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) — ১৲
ঐ (আবাঁধা) — ৮০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) — ২৲
ঐ (আবাঁধা) — ১৮০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) — ২৲
ঐ (আবাঁধা) — ১৮০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য — ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) — ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) — ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম — ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) — ৮০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার — ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) — ॥৵০
ঐ (বাঁধা) — ৮০
১৮। দ্বীপ-নদগ দর্শন — ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) — ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) — ॥০
ঐ (আবাঁধা) — ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা — ৮০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) — ৶০
২৩। গীতমালা — ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য — ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড — ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) — ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ — ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ — ।০
২৯। শরণাগতি — ⁄০
৩০। গীতাবলী — ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ — ১॥০
৩২। সাধনকণ — ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক — ⁄০
৩৫। [illegible] — ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ — ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (২য় সংস্করণ) — ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণ — ৵১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) — ৷০
ঐ (আবাঁধা) — ⁄০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) — ৯৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা — ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)... — ১৲
ঐ (আবাঁধা) — ৮০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ — ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ — ৮০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় — ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী — ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) — ২৲
ঐ (আবাঁধা) — ১৮০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? — ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) — ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর — ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ — ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী — ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ — ।০
৫৫। তত্ত্ব সূত্রম্ — ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ — ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ — ⁄০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ — ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ — ॥০
৬০। নামভজন — ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ — ।৵০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু — ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ — ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং — ⁄০
৬৫। দি ভাগবত — ।০
৬৬। ইয়োটিক্ প্রিন্সিপল্স য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন — ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা — ২।০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) — ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি — ॥০
৭০। সাধন পথ — ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু — ⁄১০
৭২। গীতাবলী — ⁄০
৭৩। শরণাগতি — ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি — ⁄০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ — ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন — ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন — ঐ
৫। কাজীর সমাধিপাট — ঐ
৬। আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীপ্রকাশন মঠ গোবিন্দপুর, হাসখালী, নদীয়া
৯। বাসুদেবগোপাল পাট কাটালপুলি, চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটী, (বর্দ্ধমান)
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাযোড়া, রাজপাথ-বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু, হাওড়া
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীনিমাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ [illegible], পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ চুমুরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ আগস্তকুণ্ড, কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

সং	নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১।	শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম-মায়াপুর
২।	শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	মেদিনীপুর
৩।	শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীধাম-মায়াপুর
৪।	শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫।	শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৬।	শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী
৭।	শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	মেদিনীপুর
৮।	শ্রীভক্তিভূষণ পুরী	ঢাকা
৯।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০।	শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
১১।	শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১২।	শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩।	শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	পুরী

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা !! সুবর্ণ সুযোগ !!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা ত্রিতাপের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক প্রেমকুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দারিদ্র্যাক্লিষ্টও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থ লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্যই প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায় সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ গ্রন্থ। নাজানি রাজসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. প্রাজ্ঞ লাহোর, বেদাস্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৭৭ খানি বিভিন্ন রঙের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ, বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় [illegible] গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ।০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় পর সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৴০

পারমার্থিক জগতে অভিনব অবদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

কৃপাম্বুনিধি প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার ভক্তগণের নিকট যে সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অচকের প্রতি উপদেশ', 'উজ্জ্বাজকের নিয়ম নিয়মাগ্রহবিচার', 'নির্ব্বিশেষ, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও প্রাকৃ-ক্রোধের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'দশাবতারবাদের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথা ও শ্রীচৈতন্যমঠ' 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপ-বোধিনী কৃষ্ণ-কামানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মুক্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীনারদভাবন, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সঙ্কল্প ও প্রাকৃত সঙ্কল্প, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—তত্ত্ব ও বিদ্যা তাক, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গোরক্ষকথা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবায় নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজের প্রবেশ কবে?," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য. দীক্ষা' ও নিরপেক্ষ শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার আবশ্যক এই সপ্ত জ্যোতির্ম্ময় প্রদীপ্ত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২।০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম

ফর্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আঁটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

অ্যাসেসমেণ্ট তালিকা।

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের ব্যবহার্য্য

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ৷০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বন্দোবস্তের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন করার জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা-মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৵০ আনা।

মিটিংএর নোটিশ বহি—১ খানা ৷০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ৷০ আনা

[illegible] হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মুহুরীর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

সকলের [illegible] রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার চেক ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ৷০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস [illegible] কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

মহৌষধ পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অ[illegible] মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান একণ ডাকে পাঠান হয়, তজ্জন্য ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷১০ আনা, পাইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

জে, বি, দত্তের চোকা শিশি বাদাম তৈল খাঁটি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭-৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২০-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৭, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫-৩১	৯-৫	১২-১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩১	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৭	[illegible]	১২-৩০	[illegible]	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১১	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক

Reg No C. 1544.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাষিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৮৬তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১লা ফাল্গুন সোমবার ১৩৩৯, ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩

নানা কথা

নদীয়ায় সশস্ত্র ডাকাতি

আটাংঘাটী ইউনিয়নের অন্তর্গত বড় আটাংঘাটী গ্রামে বলাইচন্দ্র নামক এক সঙ্গতি পন্ন গৃহস্থের বাটীতে গত ৩১শে জানুয়ারী গভীররাত্রে এক সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতগণ অস্ত্রশস্ত্র লাঠি ও মশাল লইয়া বাড়ী প্রবেশ করে ও ২।১ জনকে মারপিট করিয়া নগদে ও অলঙ্কারে প্রায় ৮০০৲ আটশত টাকা লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছে। পুলিশ এ-সম্পর্কে ৫ পাঁচজন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করিয়া কৃষ্ণনগরে চালান দিয়াছে ও এখনও জোর তদন্ত চলিতেছে।

মৃতের পুনর্জ্জীবন

পাটনা হইতে প্রকাশ, চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বে একটি দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক হিন্দু বালক সর্পদংশনে মারা যায় এবং তাহার পিতা-মাতা তাহাকে গঙ্গা নদীতে ফেলিয়া দেয়, সেই বালক তাহার পিতৃগৃহে প্রত্যা-গমন করিয়াছে।

সর্প দংশনে মৃত ব্যক্তিকে দাহ করিবার প্রথা নাই; লোকটি বলে তাহাকে মৃত মনে করিয়া তাহার পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজন তাহাকে কলাগাছের ভেলায় করিয়া গঙ্গাবক্ষে ভাসাইয়া দিলে কয়েকদিন পর একজন বাঙ্গালী সাপুড়ে তাহাকে দেখিতে পায়। তাহার দেহে সমস্ত মৃত্যু লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল বটে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহার মৃত্যু হয় নাই। বাঙ্গালী সাপুড়ে তাহাকে জল হইতে তুলিয়া তাহাকে জীবন দান করে। সাপুড়ের অলৌকিক মন্ত্রৌষধিগুণে পুন জীবন লাভ করিয়া সে নানাস্থানে পর্য্যটন করিয়া অবশেষে গৃহে প্রত্যাগমন করে। চৌদ্দবৎসর পর তাহাকে দেখিয়া তাহার পিতামাতা প্রথমে তাহাকে আদৌ চিনিতে পারে নাই।

আগামী ৩রা ফাল্গুন ১৫ই ফেব্রুয়ারী বুধবার
প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা

উৎসবোপলক্ষে শ্রীনামযজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইবে
এতদুপলক্ষে ৭ই ফাল্গুন রবিবার একটী
বিশেষ সভা আহূত হইবে।

১৮ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার হইতে ২৬শে
ফাল্গুন শুক্রবার পর্য্যন্ত নয়দিন নয়টি
দ্বীপ পরিক্রমা হইবে।

২৭শে ফাল্গুন, ১১ই মার্চ্চ শনিবার হইতে দিবসত্রয়
শ্রীধাম মায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপের যোগপীঠে
শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব হইবে।

দিল্লী স্বদেশী প্রদর্শনীতে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী প্রত্যুষে দিল্লী স্বদেশী প্রদর্শনীতে আগুন লাগিয়া ২৪টী দোকান ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। আনু-মানিক প্রায় এক লক্ষ টাকার জিনিষ নষ্ট হইয়াছে। দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া শতশত লোক প্রদর্শনীতে ছুটিয়া গিয়া দেখিতে পায় যে, ঘটনাস্থলে রাশি রাশি দগ্ধ সিল্ক, পুস্তক, পিত্তলের বাসন, ছবি, রৌপ্য দ্রব্য প্রভৃতি স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

আগুনের কারণ এখনও সঠিক জানা যায় নাই। ৭ ৪০ মিনিটের সময় প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে স্থানীয় একটী সংবাদপত্রের দোকানে প্রথম আগুন দেখা যায়। সদর রাস্তার দিকের একটি পর্দ্দায় আগুন লাগিয়াছিল। ইহা হইতে অনেকে মনে করেন হয়ত কেহ অনবধানতাবশতঃ পর্দ্দায় বিড়ি ফেলিয়া থাকিবে।

দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

যুক্ত প্রদেশের কংগ্রেস কমিটীর "ডিক্টেটর" বলিয়া বর্ণিত শেঠ দামোদর দাস বেরেলীর সিটী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। বেরেলী কংগ্রেস কমিটীর "ডিক্টেটর" বলিয়া বর্ণিত শ্রীযুক্তা বীণাপাণী ও অপর একজন মহিলা ১২ই জানুয়ারী তারিখে বেরেলীতে এক শোভাযাত্রা সম্পর্কে সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে ৬ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড ও ১৫ টাকা করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডিতা হইয়াছেন।

ভ্রম সংশোধন

নদীয়াপ্রকাশে ৭ম খণ্ড ২৮৪ সংখ্যার ১ম পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভে ৪র্থ লাইনে মৃণালিনী বালিকা বিদ্যালয়ের স্থলে "কারমাইকেল বিদ্যালয়" হইবে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১লা ফাল্গুন, সোমবার ১৩৩৯

জনহিতকরকার্য্যে ব্যাঘাত

অন্নদা-মঙ্গলের পাঠকগণ অবগত আছেন যে, বাগোয়ানে মানসিংহ আসিয়াছিলেন। তখন উহা হরিহোড়ের সম্পত্তি ছিল এবং পরে ভবানন্দ মজুমদার সমাদ্দার মহাশয়ের সম্পত্তি হয়। কিছুদিন পর উহা দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের হইয়াছিল। ঐ সম্পত্তির স্থানীয় হেড্ কোয়ার্টার সম্প্রতি বেলপুকুর-গ্রামে অবস্থিত।

বরিশাল জেলার কতিপয় ব্যক্তি আজ একক বৎসর হইতে ঐ বাগোয়ানের সম্পত্তির কর্ম্মচারি-সূত্রে বেলপুকুরে বাস করেন। ঐ কর্ম্মচারিগণের অত্যাচার-কাহিনী বিগত ২৫ বৎসর হইতে শুনা যাইতেছে। শ্রীযুত সীতানাথ চক্রবর্ত্তী আমিনের কার্য্য করিতে করিতে ডিহি বামুনপুকুরের গোমস্তা পরে বেলপুকুরের নায়েব এবং তৎপর ঐ এষ্টেটের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। মোল্লা খোদাদাদ কাজি ফজলেখোদা প্রভৃতি কএক ব্যক্তি ইঁহার অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া ১০৭ ধারা মোকদ্দমা করাইতে বাধ্য হন। এই চক্রবর্ত্তীর স্বীয় জামাতা শ্রীযুত শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন গোমস্তা ও নায়েবের কার্য্য করিতে করিতে স্বীয় পুত্র শ্রীমান্ জগদীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বি-এস-সি পাশ করেন, তখন তাঁহার উপর উহা ন্যস্ত করেন। শ্রীযুত শিবচন্দ্রের আমলে শ্রীযুত হেমেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা ম্যানেজারের পদে পাইকপাড়া-রাজছত্রের কার্য্য পরিদর্শন করিতে থাকেন। এই সময় হইতেই তাঁহার কার্য্যের কতিপয় গলদ তাৎকালিক প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তৎকালাবধি উক্ত জমিদারী সেরেস্তার কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদের অনুগত ব্যক্তিগণের দ্বারা স্থানীয় পঞ্চায়েতের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে নানাপ্রকার সহায়তা করেন।

উক্ত কর্ম্মচারিগণ জনহিতকর কার্য্যে সহায়তা করার বিরুদ্ধে তাঁহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যই প্রবল যত্ন করেন। আমাদের সংবাদদাতা যখন উক্ত নায়েবের পিতা শ্রীযুত শিবচন্দ্র বাড়ুয্যের সহিত আলাপ করেন, তখন তিনি জানিতে পারেন যে, উক্ত বেলপুকুর কাছারিতেই শ্রীচৈতন্য-মঠের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার অবৈধ ষড়যন্ত্র চলিতেছে এবং উক্ত শিবচন্দ্রের বাচনিক অনেক তথ্য শ্রবণ করিবারও তাঁহার অবকাশ হয়। শ্রীযুত শিবচন্দ্র অশিক্ষিত হইলেও তাঁহার পুত্র বর্ত্তমান নায়েবের ও শ্রীচৈতন্য-মঠের বিরুদ্ধ-দলের সহিত সক্রিয়ভাবে যোগদান এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট বিদ্যালয়ের নানাপ্রকার হানিকর কথায় সহানুভূতি দেখা যায়। এই সকল কারণে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের স্কুল কমিটির উদ্দেশ্যে সহায়তায় যোগ না দেওয়ায় সদস্য-তালিকা হইতে তাঁহাকে অবসর দেওয়া হইয়াছে।

তিনেভেলীর অন্তর্গত শ্রীবাইকুণ্ঠমে জেলা মুস্লিম সম্মেলনের এক অধিবেশন হয়; তাহাতে সভাপতি মৌলানা আক্রব হাসান বলেন, আমাদের উদ্দেশ্য তিনটী হওয়া উচিত—(১) বিদেশী শাসন হইতে দেশকে মুক্ত করা, (২) ভারতীয় জাতির রাজনৈতিক, সামাজিক, ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করা, (৩) দেশের জাতীয় জীবনে মুসলমান সম্প্রদায়কে তাহার যথাকর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে উপযুক্ত করা। তিনি হিন্দু মুসলমান ঐক্যের জন্য অনুরোধ করেন এবং পৃথক্ নির্ব্বাচনের সমূহ অনিষ্ট সকলকে বুঝাইয়া দেন।

কৃষি প্রধান দেশে চাষীদিগের অবস্থার সঙ্গে সমস্ত লোকের স্বার্থ জড়িত। বর্ত্তমানে বঙ্গদেশে চাষীরা অতিরিক্ত অল্প মূল্যে শস্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হওয়ায় জমীদারের খাজনা রীতিমত দিতে পারে না, মহাজনেরা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছে; উকিল, মোক্তার, ডাক্তার প্রভৃতি ব্যবসায়িদিগের অবস্থা এই কারণেই অত্যন্ত শোচনীয়। অটোয়া চুক্তির ফলে ভারতের শস্য বিক্রয়ের নূতন বাজার সৃষ্ট হইয়াছে কিনা তাহার পরিচয় এখনও পাওয়া যায় নাই। তবে বৈদেশীকদের কিছু সুবিধা হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়। তবে ইংরাজেতর বিদেশীরা হয়ত কিঞ্চিৎ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে; জাপানীরা ক্ষতিপূরণ করিবার মানসে ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে নিজেদের কর্ত্তৃত্বাধীনে ভারতীয় মুৎসুদ্দিদের দ্বারা পরিচালিত কলের বন্দোবস্ত করিতেছে বলিয়া শুনা যায়, শেষ ফল কি হইবে বুঝা যায় না। তবে ভারতবাসী কোন অবস্থায়ই কোন সুবিধা পাইবে না ইহা প্রায় স্থির নিশ্চিত।

বিশ্ববিদ্যালয় যে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য আয়োজন করিতেছেন, ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয়। বর্ত্তমানে প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীর বিশেষ দোষ এই যে বহু অর্থ ও গায়ের রক্ত খরচ করিয়া যখন গ্রাজুয়েটরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে তখন তাহারা উপলব্ধি করে যে, তাহারা জীবনের অর্দ্ধেক ভাগ এমন কার্য্যে কাটাইয়াছে, যাহা তাহাদিগকে ভবিষ্যতে জীবিকা উপার্জ্জনে বিশেষ সাহায্য করিবে না। কেবলমাত্র কৃষি বিদ্যা শিক্ষা দিলেই কার্য্য শেষ হইবে না; ছাত্রদিগকে জীবন সংগ্রাম আরম্ভের পূর্ব্বে রীতিমত রসদ ও অস্ত্র শস্ত্র দেওয়া আবশ্যক।

অনেকে বলেন যে, কৃষিজাত দ্রব্য ভারতে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, অতএব বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি শিক্ষা দিবার আবশ্যকতা নাই। এখন দরকার শিল্প শিক্ষা—যাহাতে লোকে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া কৃষিজাত দ্রব্য উপযুক্ত মূল্যে ক্রয় করিতে পারে। বস্ত্রশিল্পের ইতিহাস পাঠে আমরা অবগত হই যে, বর্ত্তমান যুগে উটজ শিল্প কারখানার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে অসমর্থ। সুতরাং দেশ কল কারখানায় ভর্ত্তি করিয়া বিদেশে দ্রব্য বিক্রয়ের স্থান আবিষ্কৃত করিতে হইবে।

ঐক্য সম্মেলনের প্রস্তাবসমূহের প্রতি বাঙ্গলার মনোভাব সম্পর্কে তিনি আশা করেন যে, শেষ পর্য্যন্ত মতবিরোধ অন্তর্হিত হইবে এবং অদূর ভবিষ্যতে তাঁহারা উভয় পক্ষের গ্রহণযোগ্য একটা পরিকল্পনা স্থির করিতে সমর্থ হইবেন।

নকল খদ্দর উৎপাদক ও বিক্রেতারা যাহাতে দেশহিতৈষী লোকদিগকে ভুল পথে লইয়া যাইতে না পারে তজ্জন্য শ্রীযুক্ত গয়াপ্রসাদ সিংহ ১৯৩৩ সালের ভারতীয় খদ্দর আইন শীর্ষক একটী বিল উত্থাপন করিবেন বলিয়া নোটিশ দিয়াছেন। উক্ত বিলের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বর্ণনা প্রদানকালে বলা হইয়াছে যে, অধুনা কুটির-শিল্প হিসাবে চরকায় সূতাকাটা ও স্বহস্তে বস্ত্রাদি বয়ন কার্য্য যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছে। এই দেশের কৃষিজীবিদের একটী অতিরিক্ত আয়ের পথ থাকা উচিত। এতদ্বারা তাহাদের একটী অতিরিক্ত আয়ের সংস্থান হইয়াছে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল স্যার এরিক ড্রামণ্ড ঊনবিংশতি সদস্যের কমিটির গোচর করিয়াছেন যে, জাপানের প্রতিনিধি মিঃ মাৎসুয়োকা তাঁহাকে বলিয়াছেন, মাঞ্চুরিয়া সমস্যা যদি সন্তোষজনকরূপে মীমাংসিত না হয়, তবে জাপান রাষ্ট্রসঙ্ঘ পরিত্যাগ করিবে। মাঞ্চুরিয়ার অবস্থা ক্রমশঃই গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছে—স্যার এরিক ড্রামণ্ডের এই কথা স্বীকার করিয়াও মিঃ মাৎসুয়োকা বলেন, জাপান তজ্জন্য দায়ী নহে।

মাদ্রাজ সিটি মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধন বিল পাশ হইয়াছে। ইহাতে মাদ্রাজ কর্পোরেশনের প্রেসিডেণ্টের পদবী পরিবর্ত্তন করিয়া মেয়র করা হইয়াছে। গবর্ণর এই বিলে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন।

ডি ভেলেরা আয়র্লণ্ডের পার্লামেণ্টে একটী প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন। তাহাতে ইংলণ্ডের রাজার প্রতি বশ্যতার শপথ উঠাইবার কথা আছে। গত বৎসর আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ করা হয়, কিন্তু সিনেট তাহার সংশোধন করেন। বর্ত্তমান প্রস্তাবানুসারে অপরিবর্ত্তিত বিলটী গ্রহণ করিবার জন্য সিনেটে বলা হইবে।

যুক্তপ্রদেশে রাজধানি সীতাপুরের পোষ্ট মাষ্টার সিটি সাব অফিস হইতে হেড পোষ্ট অফিস্ যাইতেছিলেন, এমন সময় দুইজন যুবক তাঁহাকে আটক করে এবং তাঁহার নিকট যে টাকাকড়ি ছিল তাহা দিতে বলে, কিন্তু তিনি অসম্মত হন। তাহারা তাঁহার হাতে ছোরার আঘাত করিয়া নগদ ৬৩৩ টাকা এবং ৭৭ টাকার ষ্ট্যাম্প কাড়িয়া লইয়া বাইসিকেলে পলায়ন করে।

ষ্টেটসম্যানের সম্পাদক স্যার আলফ্রেড ওয়াটসনকে আক্রমণের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলিয়া উক্ত পলাতক আসামী বীরেণ রায়কে আশ্রয় দানের জন্য অভিযুক্ত শ্রীমান্ অমরকুমার ঘোষকে আলিপুরের স্পেশাল জজ সাহেব দোষী সাব্যস্ত করিয়া দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতি আমীর আলি সাহেব তাহাকে বে-কসুর খালাস করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম - মায়াপুর - নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, ৩ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৬, ১লা ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৩ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৩ সোমবার } ১৮৬৩তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠে অবস্থান করিয়া প্রত্যহ হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। ধামবাসী ও ধামদর্শনার্থী বহু ব্যক্তি জগদ্‌গুরুবর শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে চৈতন্যময়ী ভগবদ্‌বাণী শ্রবণ করিয়া জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত অভদ্ররাশি বিধ্বংস করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতেছেন।

সম্প্রতি শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য-মঠের কর্ত্তৃপক্ষগণের চেষ্টায় গঙ্গার পূর্ব্বপার-স্থিত প্রাচীন নবদ্বীপে যাত্রিগণের যাতা-য়াতের জন্য হুলোর ঘাট হইতে শ্রীধাম-মায়াপুর পর্য্যন্ত মোটর-বাসের ব্যবস্থা হইয়াছে, এইপ্রকার ব্যবস্থা যাত্রিগণের পক্ষে অতীব সুবিধা জনক হইয়াছে বলিয়া জন সাধারণ কর্ত্তৃপক্ষগণকে জ্ঞাপন করিতেছেন।

গত ৪।১।৩৩ তারিখে অপরাহ্ণে ঢাকায় শ্রীল প্রভুপাদপদ্মে আগত ব্যক্তিগণের মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ইন্‌সপেক্‌টার-অফ্-স্কুলস্ শ্রীযুত মথুরামোহন গুহ মহাশয় একটী প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া জানিতে চাহেন যে, জীবাত্মা-সকলের মধ্যে পরস্পর কোন পার্থক্য আছে কিনা। শ্রীল প্রভুপাদ উত্তরে যে সমস্ত হরিকথা কীর্ত্তন করেন, তাহার কিয়দংশ বর্ণিত হইতেছে।

প্রত্যেক অণুচিৎ আত্মার সহিত অন্য অণুচিৎ আত্মার পার্থক্য আছে; এই বৈলক্ষণ্য তাহাদের স্বভাবে গঠিত। "যথা সমুদ্রে বহবস্তরঙ্গাস্তথা বয়ং ব্রহ্মণি ভূরি জীবাঃ।" অর্থাৎ যেমন সমুদ্রে অনন্ত তরঙ্গ আছে তেমনি আমরাও চিৎ-সমুদ্র-স্বরূপ ব্রহ্মে অনন্ত জীব অবস্থিত। শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধ ১ অধ্যায়ের ১ম শ্লোকে "সত্যং পরং ধীমহি" বলা হ'য়েছে। "ধীমহি" কথাটী বহুবচনান্ত থাকায় বুঝিতে হইবে যে, ধ্যানকারী ব্যক্তিরা সকলেই পৃথক্।

আমরা শক্তিজাতীয়, বস্তুজাতীয় নহি। শ্রীভগবানের অনেক প্রকার শক্তির মধ্যে তিন শক্তি প্রধান—অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা। শ্রীভগবানের বাহিরের যে অঙ্গ তাহা হইতে বহির্জ্জগৎ। বহিরঙ্গ হইতে চতুর্দ্দশ ভুবন সৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহার অন্তর হইতে অন্তর্জ্জগৎ অর্থাৎ গোলোক, বৈকুণ্ঠ। বহির্জ্জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু অন্তর্জ্জগৎ নিত্যকাল বর্ত্তমান আছে। আর তাঁ'র যে তটস্থা শক্তি—অণুচিৎ জীব সেই তটস্থা-শক্তি-প্রসূত।

চতুর্দ্দশ ভুবনে যে বিচার তাহা খণ্ড কথার বিচার, কিন্তু অন্তর্জ্জগতে অখণ্ড কথার বিচার। এখানে আমাদের Eclipsed rangeএ দর্শন হচ্ছে। বহি-রঙ্গা শক্তিতে আনন্দকে বাধা দিচ্ছে এবং Unpleasantness create করছে। আনন্দ ও চেতন আমরা দেখি না যে সময়ে সেই সময়ে এই প্রাকৃত জগৎ (Phenomenal world) আমাদের নিকট প্রতি-ভাত (appear) হচ্ছে। ভগবৎ-সান্নিধ্যক্রমে যেখানে ভগবানের ত্রিবিধ প্রকাশ আছে, সেখানে সচ্চিদানন্দ ধর্ম্ম আছে।

জীবত্ব জিনিষটা বৃহৎ-বাচক নহে। জীবত্ব ও ব্রহ্মত্ব এক নহে। জীব চিৎ বটে, কিন্তু ভগবান্ ঐ বিভিন্ন চিৎএর ঈশ্বর। ঈশ্বর-বস্তু চিৎ-জাতীয়, অচিৎ-জাতীয় নহে। ঈশ্বর ও জীব সমধর্ম্মী। জীব শক্তি জাতীয়—বস্তু জাতীয় নহে। অলঙ্কার-শাস্ত্রে বিষয় ও আশ্রয় দু'টী কথা আছে। ঈশ্বর ও জীবে বিষয় ও আশ্রয় সম্বন্ধ। যেখানে বিষয়ের একত্ব, সেখানেই বৈকুণ্ঠ প্রতীতি, কিন্তু যেখানে বিষয়ের বহুত্ব, সেখানেই জাগতিক প্রতীতি।

সেই অসমোর্দ্ধ অপ্রাকৃত পুরুষের সম্বন্ধে উপনিষদ্ ব'লেছেন, "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ॥" অর্থাৎ সেই পরাৎপর পুরুষের প্রাকৃত দেহ ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই, তিনি প্রাকৃতেন্দ্রিয়-সাহায্যে কোন কার্য্য করেন না; তাঁহার সমান অধিক কোন বস্তু নাই বা তিনি অবিচিন্ত্য পরাশক্তির আধার। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিকী-শক্তি জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া-ভেদে বিবিধা।

আমরা সেই পরাৎপর পুরুষের বিভিন্ন-অংশ চিৎ বস্তু এবং তাঁ'র সঙ্গে সমন্বয়াবলম্বী হ'য়েও আমাদের একটা বিবর্ত্ত উপস্থিত হ'য়েছে। আমাদের দেহে আত্মবুদ্ধি হ'য়েছে। দেহ আমাদের দুটো—স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূল দেহটা এই জড় শরীর আর সূক্ষ্ম শরীরটা হ'চ্ছে মন, বুদ্ধি অহঙ্কার নিয়ে। "দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান।" এই বিবর্ত্তে আমরা পড়েছি। ঐ দুইপ্রকার উপাধি বিমুক্ত অবস্থাই হ'চ্ছে জীব। চেতনের ধর্ম্মে Full manifestation আছে, সেটা Eclipsed visionএ এখানে আছে। বৈকুণ্ঠ-রাজ্যে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই। সেখানকার কথাই গান।

পাঞ্চরাত্রিক মার্গ হ'চ্ছে অর্চ্চন-পথ; আর ভাগবতের পথ হচ্ছে ভজন-পথ। ইঁহাদের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। ভাগ-বতে অর্চ্চনের পদ্ধতিও স্থানে স্থানে আছে। ভাগবতকে সাত্বত-সংহিতাও বলা হয়। বেদান্ত হ'চ্ছে শ্রুতি বা উপনিষদ্। তা'র মধ্য হ'তে অদ্বৈতবাদ স্থাপন করবার জন্য শঙ্করাচার্য্য চারিটী মহাবাক্য ব'লে গ্রহণ ক'রেছেন। আমরা বলি সবগুলিই মহা-বাক্য। শঙ্করাচার্য্য উপনিষদের যে চারিটীকে মহাবাক্য ব'লে গ্রহণ ক'রেছেন, সেগুলি হ'চ্ছে (১) 'কেন কং পশ্যেৎ' (২) 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (৩) 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' (৪) 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো'। উপনিষদের কোনটী মহা-বাক্য আর অপরগুলি সামান্য বাক্য বলিলে উপনিষদের নিকট অপরাধী হইতে হয়। উপনিষদের অন্য স্থানে "যস্য দেবে পরা-ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" প্রভৃতি যে শ্লোকসকল আছে, তাহাতে ভক্তিকেই সাধন ব'লে স্থির ক'রেছেন। বেদ উপ-নিষদের চরম মীমাংসায় তা'কেই সিদ্ধ স্থিত হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ও গোবিন্দ, সর্ব্বশিব সঙ্কর্ষণ

সৎশিক্ষালাভে বৈমুখ্য

ঢাকায় পঞ্চনদের নামে একটি গ্রামোবার্ত্তা-বহ আছে। উহাতে শ্রীযুত নগেন্দ্রকুমার রায়ের একটি অপূর্ব্ব প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্বারা সম্পাদক মহাশয় যে বিষয় সংবাদদাতা নহেন, তাহাতে নিজ বাহাদুরী দেখাইতে গিয়া হাস্যাস্পদ হইয়াছেন। তাঁহার বিচারে কি জন্য সৎশিক্ষা প্রদর্শনীতে লোকের কাম-কৌতুহল বৰ্দ্ধনের জন্য শ্রীশ্রীমৎ হরিদাস ঠাকুরের জীবনচরিত্র প্রকাশ করা হইয়াছে, কি জন্য প্রায়শ্চিত্তার্হ ছোট হরিদাসের কাহিনীটি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে? তাহাতে নাকি শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর দোষ হইয়াছে এবং প্রদর্শকগণেরও ঐ অপরাধ ঘটিয়াছে!! ধন্য তাঁহাদের বিচার যুক্তি!! এইরূপ বিচারে প্রতারিত না হইলে কি বিষয় লোকের অনুমোদন হয় না? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে জীবের মঙ্গলের জন্য লিখিত হইয়াছে যে, ঐ প্রকার অপরাধের মধ্যে জীবগণ যাহাতে না পড়ে, তজ্জন্য আচার্য্যের বা শিক্ষকের আচরণে শিক্ষার্থীর অনধিকার চর্চ্চা নাশ। যদি শিক্ষার্থী শিক্ষক হইতেন এবং শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের কর্ত্তৃপক্ষগণ শিক্ষার্থী হইতেন, তাহা হইলে পঞ্চনদ-সম্পাদক বড় ভক্তের আসন পাইতেন। তাঁহার বিচারে বড় ভক্তের আসনে প্রায়শ্চিত্তার্হ হরিদাস প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু গৌড়ীয়মঠের কর্ত্তৃপক্ষগণের বিচার—তদ্বিপরীত। তাঁহার বিচার ভোগপর স্ত্রী-দর্শন, লক্ষস্বরূপ দিব্যাগার ব্রহ্ম হরিদাসকে তিনি দেখিতে পাইতেছেন না। জগৎকে হরিদাস দেখাইবার ইচ্ছা নাই, পরন্তু ভোগাধোনী দর্শন করাইবার দুরভিসন্ধি শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামীর ও তাঁহার ভৃত্যানুভৃত্য প্রদর্শকগণের স্কন্ধে চাপাইবার কপটতা বিস্তার করিয়াছেন। তিনি গণিকা-মূর্ত্তি, যুক্ত যৌবনা হরিদাসের বারবণিতার দেহদর্শনে বিহ্বল হইয়া অপরকে তাঁহারই ন্যায় মনে করায় আমাদের হাস্য রাখিবার স্থান নাই। অস্ত্রোপচার ডাক্তারী শিক্ষা করিবার সময় অবৃত অংশ বন্ধ করাই ইহার বিচারে বড় ডাক্তার [illegible]; ধন্য বিচার! কাম ক্রোধ প্রভৃতি যে ষড়রিপুর মূর্ত্তি "গেহস্থিতং লুনক্তি" ভাগবত-শ্লোকে প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছে, উহাতেও তাঁহার জ্ঞান উদয় হয় নাই এবং সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীতে মহাপ্রভুর উপদেশের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া শিক্ষা লাভ করিতে গেলেও মানবজাতিকে কামক্রোধের বিচারে সেখানে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা পত্রলেখক নগেন্দ্র বাবুরই অনুকূল চিন্তা।

আমরা বলি—একটু সংযত হইয়া দশটি নামাপরাধ বর্জ্জন পূর্ব্বক নিরন্তর হরিনাম করিলে ঐরূপ দুর্গন্ধ কুতর্কের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ ঘটিবে এবং আচার্য্য দর্শনের চক্ষু উন্মীলিত হইবে। এরূপ অবিবেচকগণ কিছুদিন পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্মের পতাকার নিম্নে স্থান পাইয়াছিলেন। কিন্তু গৌড়ীয়মঠের প্রচারে তাঁহাদের বিচারের ক্ষণভঙ্গীটি সম্ভবতঃ ভাগ্যবন্ত জনগণের মধ্যে কিছু আস্থা লাভ করিয়াছে।

শ্রীযুত নগেন্দ্রবাবু তাঁহার সকল কুসংস্কার পরিহার করিয়া শুদ্ধ চিত্তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অপরাধী হরিদাসের—প্রায়শ্চিত্তার্হ হরিদাসের আদর্শকে বৈষ্ণব-সমাজের আদর্শ না মনে করিলেই ভাল হয়। প্রাকৃত-সাহজিকগণের বিচার হইতে কবে নগেন্দ্র বাবুর চিত্তদর্পণ শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে পরিমার্জ্জিত হইবে—আমরা সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতেছি। বলা বাহুল্য—ছোট হরিদাসই মহাপ্রভুর বিচারে অপরাধী এবং মহাপ্রভুর বিচার অপেক্ষা নগেন্দ্র বাবুর বিচার যদি হাইকোর্ট বা প্রিভিকাউন্সিলের বিচার হয় তবে আমরা নীরব। সামান্য বাঙ্গালা সাহিত্যে অধিকার থাকিলেও নগেন্দ্র বাবু বুঝিতে পারিবেন যে, প্রায়শ্চিত্তার্হ ব্যক্তি গর্হণযোগ্য অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকার পর আর কখনও সাধু থাকিতে পারে না। সমসাময়িক হইলেই যে পার্ষদ হ'বেন—ইহার প্রমাণ কোথায়? যদি তাহাই হইত, তবে অতিবাড়ী জগন্নাথ দাস ভক্তশ্রেণীতে গণ্য হইতেন এবং রামচন্দ্র পুরী ভগবৎ পার্ষদ হইতেন। কুলীন গ্রামে ৫০ বৎসর পূর্ব্বে বহু হরিনাম (?) করার কোন বৈরাগী ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভৌতিক দেহের কথা আমরা শুনিয়াছি। প্রায়শ্চিত্তার্হ ব্যক্তিকে পূর্ব্বে ভজনকারী বলিয়া প্রিয়ভক্ত সম্বোধন, পরবর্ত্তিকালে সেই প্রিয়তা বৰ্দ্ধন বা হ্রাস করাইয়াছিলেন,—এবিষয়ে আলোচনা রহিত হইল কেন? ছোট হরিদাস ব্যতীত অন্য সন্ন্যাসিগণের সম্বন্ধে মহাপ্রভুর ঐ সকল উক্তি, ঐরূপ কথা কোন প্রমাণবলে নগেন্দ্র বাবু পাইলেন? তিনি কি অন্য সন্ন্যাসীর দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না যে, তাঁহাকে বাদ দিয়া অন্য সন্ন্যাসীর প্রতি উহা প্রযুক্ত রহিয়াছে? তাহাকেই বা শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামী বা মহাপ্রভু কোথায় বাদ দিলেন? প্রাকৃত সাহজিক দলের বিশ্বাসের সহিত শ্রীভাগবতের, শ্রীচরিতামৃত-লেখকের বা মহাপ্রভুর অনুগতগণের কোন সহানুভূতি নাই—যেহেতু উঁহারা আধ্যক্ষিক। অধোক্ষজ বস্তুতে কোন অবস্তার আরোপ হইতে পারে না ইহা প্রাকৃত সাহজিকগণ বুঝিতে পারেন না। প্রয়োজন হইলে আমরা এতৎপ্রসঙ্গে অনেক কথাই বলিয়া এই অবিবেচনামূলক বিচার শোধন করিবার প্রয়াস পাইব।

প্রভুপাদ ও মিঃ ব্যাট্‌ল

[গত ২৪।১।৩৩ তারিখে রাত্রি প্রায় ৮টার সময় দেরাদুনের ৭ম ইন্‌ফ্যান্ট্রি ব্রিগেডের (7th, Infantry brigade) জনৈক Mr. B S.Batlaw, (Old government house Dacca) কয়েক জন সঙ্গী লইয়া ঢাকার সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী দর্শন পূর্ব্বক অবশেষে প্রদর্শনী অফিসে শ্রীল প্রভুপাদসমীপে আসিয়া উপস্থিত হ'ন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদকে বলেন যে, অদ্য আমার সময় অভাব বেশীক্ষণ এখানে অপেক্ষা করিতে পারিব না, তবে যদি অনুগ্রহ করিয়া স্বল্প কথায় আপনার এই প্রচারের মূল বিষয় (Principle) কি তাহা বুঝাইয়া দেন, তবে উপকৃত হই। কথাবার্ত্তা ইংরাজী ভাষাতেই হইতে লাগিল এবং মিঃ ব্যাট্‌ল নিবিষ্ট চিত্তে শ্রবণ ও সন্দেহ নিরসন জন্য মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে তত্ত্বপিপাসু দেখিয়া সংক্ষেপে যাহা বলিয়াছিলেন তাহারই সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে সন্নিবেশিত হইতেছে।]

সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিগণ অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ ভগবানের পুরুষোত্তমবাদের কথা বলে থাকেন। সেই পুরুষোত্তম বাস্তব বস্তু (Absolute Truth) কি তাহা আবিষ্কার করা দরকার। "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥" সেই কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষোত্তম তত্ত্ব এবং তিনিই সর্ব্বশক্তিমৎ-তত্ত্ব। সেই কৃষ্ণের বাহ্যিক (বহিরঙ্গা) শক্তি হইতে এই জড়জগৎ (Phenomenal world) সৃষ্ট হইয়াছে; আর সেই জগতে থাকিয়া আমরা বেশ মাথামাথি করিতেছি এবং জগতের চিন্তাস্রোতে লিপ্ত হইয়াছি।

আমরা বিভিন্ন চিন্তাস্রোতের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া অনেক রকম অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করিতেছি। 'আমাদের কর্ত্তব্য কি?' এই প্রশ্ন হইতে পারে। মূল কথাটা "আরাধিতো যদি হরিঃ তপসা ততঃ কিম্ নারাধিতো যদি হরিঃ তপসা ততঃ কিম্॥" শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে জগতে সেইটারই অভাব হচ্ছে। মানুষ ইতর কার্য্যে প্রচুর পরিমাণে ব্যস্ত হ'য়েছে। হরি বা কৃষ্ণের আরাধনা পূর্ণভাবে হওয়া দরকার। মূল কৃষ্ণ-আরাধনা পরিত্যাগ করিয়া অন্য যাহা কিছু করা যাইবে, তাতেই অসুবিধা ঘটিবে।

আমাদের পরম প্রয়োজন হ'চ্ছে সেই কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ। সেইটা যদি পরম প্রয়োজন (Final goal) ব'লে মনে না করি, তা'হলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারিটী জিনিষ আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয় হ'য়ে পড়বে। ধর্ম্মার্থকাম কর্ম্মকাণ্ডীদের বিচারে এবং মোক্ষ জ্ঞানকাণ্ডীদের বিচারে প্রয়োজনীয় বিষয়। ঐ দুই ব্যাপারেই স্ব স্ব ইন্দ্রিয়তৃপ্তির গন্ধ রহিয়াছে এবং উহারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হ'য়ে থাকে। উহাতে ভগবদ্ ভজনের কোন কথা নাই।

আমরা বলি যে, ঐ সমস্ত বিষয়গুলি আমাদের আদৌ প্রয়োজনীয় নহে। যদি মূল বস্তু ভগবানকে আমরা সন্তুষ্ট করতে পারি, তা'হ'লে পূর্ণভাবে আমাদের অন্য কোন চেষ্টা করতে হবে না, তা'তেই আমাদের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হ'বে। আমাদের শাস্ত্রকারগণ এই রকম শিক্ষা দিয়েছেন এবং বৃক্ষের মূলে জলসেচন দ্বারা বৃক্ষ পূর্ণভাবে সঞ্জীবিত হ'বার একটী চিত্র আপনি প্রদর্শনীতে দেখে এ'সেছেন।

আপনার প্রশ্ন হ'তে পারে যে, শ্রীভগবানকে কি প্রকারে সন্তুষ্ট করা যে'তে পারে? ভক্তিদ্বারাই ভগবানকে সন্তুষ্ট করা যে'তে পারে। ভক্তি জিনিষটা আমাদের স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীরের বৃত্তি নয়, ভক্তি হচ্ছে আত্মার (Soul) বৃত্তি। সেই আত্মার বৃত্তিই হচ্ছে ভগবানের সেবা করা; সেই বৃত্তিটা বর্ত্তমানে আচ্ছাদিত হ'য়ে, শরীর ও মনের ইতর চেষ্টা প্রবল হ'য়ে উঠেছে। আপনি যে প্রশ্ন ক'রেছেন,—'তবে কি অন্যান্য সমস্ত চেষ্টা পরিত্যাগ করতে হ'বে?' —তদুত্তরে বক্তব্য এই যে অন্যান্য কোন চেষ্টাকে একেবারে পরিত্যাগ করতে হ'বে না। সেই সমস্ত চেষ্টার বহির্ম্মুখিনী বৃত্তিগুলিকে নিয়মিত ক'রে ভগবানের সেবার অনুকূল ক'রে নিতে পারলেই সুবিধা হ'য়ে যাবে। (ক্রমশঃ)

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। গুরুকৃষ্ণ নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা নদীয়া প্রকাশ

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ৷৵০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
৭। ভজনরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্তসূত্রসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ২৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ৷০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ৷০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাধুবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ৷০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ
৬০। নামভজন
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ৷৵০
৬২। লাইফ্ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৬৩। বৈষ্ণবীজম্
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ৷০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ য্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন ৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২১০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ৷০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধিপাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া
৯। ব্রজনগোপাল পাট কাটালপুলি, চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটী, (বর্দ্ধমান)
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাযোড়া, রাজবাঁধ-বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু, হাওড়া
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চকালীয়া, বাসুদেব-
পুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মান্দ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, ওয়েষ্ট
গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ চটকপর্ব্বত, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ আনন্দকুণ্ড, কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য।
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পাঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

	নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১।	শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম-মায়াপুর
২।	শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	মেদিনীপুর
৩।	শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীধাম-মায়াপুর
৪।	শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫।	শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৬।	শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী
৭।	শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	মেদিনীপুর
৮।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	ঢাকা
৯।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০।	শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
১১।	শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মান্দ্রাজ
১২।	শ্রীভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি	কাশী
১৩।	শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	পুরী

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা!! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। সর্ব্বসাধারণে যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, প্রতিষ্ঠা, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-বাহ। বাকসিরাজনাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রোঃ কলেজ, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন রঙের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতি অল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :— শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্যকৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল-অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৵০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে-ছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অচ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিরম্বাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ' 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৷৷০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৷৷০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৷০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষ্ণুকরচিবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২॥০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছে।

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম

সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতী

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খান /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ॥০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বন্দোবস্তের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৫০ আনা।

মিটিংএর নোটীশ বহি—১ খানা ॥০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ॥০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

[illegible] জ্বরের [illegible] মহৌষধ

[illegible]দের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমাপ [illegible] পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।১০ আনা, পাঁইট ॥৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চোকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭-৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-১৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০ ৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৭, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫-৩১	৯-৫	১২-১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩৩	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পুলিশে ডাকাতে গুলীবিনিময়

লাহোরের গত সপ্তাহে ডাকাতগণ নাখানার নিকট গিদ্দর গ্রাম আক্রমণ করিয়া এক যুবতীকে তুলিয়া লইয়া যায়। তাহারা গুলীবর্ষণ করিয়া অনুসরণকারীদের ভড়কাইয়া দেয়। ডাকাতদলের ঘোড়গুলির খুরের দাগ ধরিয়া পুলিশ অনুসন্ধানকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় এবং একব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। ঐ ব্যক্তি ডাকাতদলের সর্দ্দার বলিয়া অনুমিত হয়। পুলিশকে তাহার রিভলভারের গুলীর সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।

ফিরোজপুর জেলার অন্তর্গত চত্তীওয়ালা গ্রামে এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতেরা বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্র লইয়া সন্ধ্যার পরই এক সঙ্গতিপন্ন হিন্দুর বাড়ী আক্রমণ করে এবং টাকাকড়ি অলঙ্কার প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্য লুণ্ঠন করে। গৃহস্বামীর কন্যা ও আর দুইজন গুরুতরভাবে আহত হইয়াছে। তাহাদিগকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

গুলীর আঘাতে ডাকাত নিহত

লাহোরের মানওয়ান গ্রামের সাদুলা নামক এক ভয়ঙ্কর প্রকৃতির দস্যুর গতিবিধির সন্ধান পাইয়া মিয়ানওয়ালীর পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ বারা ত্রিশ জন কনষ্টেবল সঙ্গে লইয়া তাহার অনুসরণে বাহির হন। প্রকাশ, উভয়পক্ষে তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং উক্ত দস্যু অন্যূন ৩০ বার গুলীবর্ষণ করে। তখন পুলিশও গুলী চালাইতে বাধ্য হয়। মুসলাখেলের নিকট পাহাড়ের মধ্যে দস্যুকে ঘেরাও করা হয় এবং গুলী করিয়া মারা হয়। তাহার নিকট হইতে একটী বন্দুক, একটি রিভলভার, ও একটী টেলিস্কোপ পাওয়া গিয়াছে। কয়েক দিন পূর্বে জনৈক ইউরোপীয়ান জঙ্গলে যখন ঔষধি খুঁজিতেছিলেন, তখন উক্ত দস্যু ঐ সকল জিনিষ তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছিল। দস্যুর মৃতদেহ শবব্যবচ্ছেদ পরীক্ষার জন্য মিয়ানওয়ালীতে আনীত হইয়াছে।

সাজার ভয়ে গলায় ছুরি

বিগত সোমবার পাটনার তাক আলিখান নামক একজন মুসলমান তাহার বিরুদ্ধে আনীত এক মোকর্দ্দমায় সাজা হইবে এই আশঙ্কা করিয়া আদালত বসিবার প্রাক্কালে নিজেরই গলদেশে একখানি ক্ষুর বসাইয়া দেয়। তাহাকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। পরীক্ষার ফলে দেখা যায় যে, তাহার কণ্ঠনালী কাটিয়া গিয়াছে। তাহার অবস্থা প্রথমে একটু আশাপ্রদ বলিয়া মনে হইয়াছিল, কিন্তু মধ্যরাত্রে তাহার অবস্থা আবার খারাপ হয় এবং সে ভোরবেলার দিকে মারা যায়। তাহার মৃত্যু ঘটিবার পূর্ব্বেই তাহার বিচার শেষ হইয়াছে। বিচারে তাহাকে খালাস দেওয়া হইয়াছিল।

ব্যাঘ্রের মুখ হইতে তিন জনকে রক্ষা

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৭টার সময় শ্রীহট্টের উত্তরভাগ গ্রামের শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র ব্রহ্মচারী নামে এক যুবক মৌলবীবাজার হইতে কুলাউড়া আসিতেছিলেন। ব্রাহ্মণবাজারের নিকট ছোট পাহাড় অতিক্রম করিবার সময় তিনি দূর হইতে কয়েকটী স্ত্রীলোকের করুণ চীৎকার শুনিতে পান। যুবকটী তৎক্ষণাৎ সেই দিকে যান এবং দেখেন যে, দুইজন বয়স্ক স্ত্রীলোক ও ১৫ বৎসরের একটী বালিকাকে প্রকাণ্ড এক ("রয়েল বেঙ্গল টাইগার") আটক করিয়াছে।

যুবক সাহসে ভর করিয়া ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব খাটাইয়া তাঁহার হস্তস্থিত ইভার রেডী টর্চ্চ লাইটের উজ্জল আলোক ব্যাঘ্রের উপর ফেলেন। ব্যাঘ্রটী তখন চলিয়া যাইবার কোন লক্ষণ প্রকাশ না করায় যুবক ব্যাঘ্রের দিক আরও একটু অগ্রসর হইয়া টর্চ্চ লাইট হইতে তাহার উপর আলোকসম্পাত করেন। তখন বাঘটি ভীত হয় এবং একবার গর্জ্জন করিয়া পলায়ন করে।

জেলে জওহরলাল

দেরাদুন হইতে প্রকাশ দেরাদুন জেলে শীতের আধিক্য হেতু পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর স্বাস্থ্য হানি হইতে পারে ভাবিয়া সরকার তাঁহাকে অন্যত্র প্রেরণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে সরকারের সহিত পণ্ডিতজীর পত্রব্যবহার চলিয়াছিল।

সম্প্রতি পণ্ডিতজীর সঙ্গী 'এ' শ্রেণীভুক্ত কাশীপুরের কুমোরার আনন্দ সিং, বিজনোরের মৌলনা আবদুল লতিফ ও কাশীর মিঃ রামচন্দ্র কাপুর মুক্তিলাভ করায় 'এ' শ্রেণীতে পণ্ডিতজীর অন্য কোনও সঙ্গী না থাকায় সরকার তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিবার সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন। সরকার যে ব্যবস্থাই করুন না কেন 'আনন্দ ভবনের প্রিন্সের' সেই দিকে ভ্রুক্ষেপও নাই, তাঁহাকে প্রাসাদে বা কারাগারেই রাখা হউক, তিনি সকল সময়ই প্রফুল্ল থাকেন। পণ্ডিতজী এখন 'এ' শ্রেণী তাহাতে নিঃসঙ্গ জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। অন্ত একজন বন্দীকে এখানে তাঁহার সঙ্গী হিসাবে প্রেরণ করিলে পণ্ডিতজীকে লইয়া আর সরকারের বিব্রত হইতে হয় না।

যদিও পণ্ডিতজী বর্ত্তমান সময় একাকী বাস করিতেছেন, কিন্তু ভবিষ্যতে জাতির কল্যাণার্থে ঐতিহাসিক কার্য্য করিয়া তিনি তাঁহার সময়ের সদ্ব্যবহার করিতেছেন। তিনি বর্ত্তমান সময় পৃথিবীর ইতিহাস রচনায় ব্যাপৃত, উহা ভবিষ্যতে যুবজনের পক্ষে বিশেষভাবে কার্য্যকরী হইবে। উক্ত পুস্তকে জগতের বিবিধ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে উল্লেখ থাকিবে এবং নূতন ভাব সম্পন্ন থাকিবে। পণ্ডিতজী তাঁহার ভগ্নীপতি মিঃ আর, এস পণ্ডিতের লিখিত 'রাজতরঙ্গিনীর' ভূমিকা লিখিতেছেন।

পণ্ডিত জওহরলালের দৈনিক একটা বিশেষ কাজ প্রাতঃ ও সান্ধ্য ভ্রমণ। তিনি গত আট মাসে প্রায় ৯০০ শত মাইল ভ্রমণ করিয়াছেন। গত ৫ই ফেব্রুয়ারী তাঁহার এক বৎসর কারাভোগ হইয়াছে। পণ্ডিতজী বর্ত্তমান সময় প্রত্যেক রবিবার উপবাস করেন।

জব্বলপুরে কৃষ্ণপতাকার মিছিল

জব্বলপুর হইতে প্রকাশ স্যার মণ্টেগু বাটলারের জব্বলপুর পরিদর্শন উপলক্ষে ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল ময়দানে একটী প্রীতিসম্মিলন হয়। অনেক খেতাওয়ালা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। শেঠ গোবিন্দ দাসের পিতা দেওয়ান বাহাদুর শেঠ জীবনদাসও অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে যাইবার রাস্তাগুলি রুদ্ধ করা হইয়াছিল এবং কড়া পাহারার ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু এত সতর্কতা সত্ত্বেও কতকগুলি লোক একটি আন্দোলন করে এবং কৃষ্ণপতাকা লইয়া মিছিল করে; পুলিশ আন্দোলনকারীদের গতি রুদ্ধ করে। কিন্তু কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

নলকূপ খননকালে বিস্ময় কাণ্ড

৯ই ফেব্রুয়ারীর এক সংবাদে প্রকাশ, নেত্রকোণার সজাশিয় গ্রামে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র ভদ্রের বাড়ীতে নলকূপ খননের সময় একটা অদ্ভুত কাণ্ড উপস্থিত হয়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ প্রায় ১৭০ ফুট খনন করা হইলে নল হইতে গ্যাস নির্গত হইতে থাকে এবং তাহার সঙ্গে ভীষণ শব্দ হয় এবং স্থানটী কাঁপিয়া উঠে। গ্যাসের বেগ এত প্রবল যে, উহা উপরে ৫০ ফিট পর্য্যন্ত উত্থিত হয়। ঐ অঞ্চলের লোক সকল শঙ্কিত হইয়া উঠে। তারযোগে সার্কেল অফিসারকে জানান হয় এবং তিনি তাড়াতাড়ি ঘটনাস্থলে উপনীত হন। নলগুলি স্থানান্তরিত করা হইয়াছে; কিন্তু গ্যাস এখনও বাহির হইতেছে তবে তাহার তেজ কম ও শব্দও কম হইতেছে।

ব্যারিষ্টারের ফি সমস্যা

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ ব্যবহারাজীবের 'ফি' সমস্যা সম্পর্কে এক শুনানীর জন্য গত ৮ই ফেব্রুয়ারী অস্থায়ী প্রধান বিচারপতির সভাপতিত্বে এলাহাবাদ হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চ বসিয়াছে। ব্যারিষ্টার মিঃ নিহাল চাঁদ শাস্ত্রী তাঁহার ফি'র টাকা বাবত নিম্ন আদালতে এক ডিক্রী পাইয়াছেন। এই মামলার পুনর্বিচার প্রসঙ্গে উপরোক্ত সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। ইংলণ্ডে কোন ব্যারিষ্টার তাঁহার ফি'র টাকার জন্য কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন কি না—ফুলবেঞ্চের সম্মুখে এই প্রশ্ন উত্থিত হয়। এই সম্পর্কে যুক্তিপ্রদর্শন করিবার জন্য কোর্ট এডভোকেট এসোসিয়েশন ও উকিল লাইব্রেরীকে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে আহ্বান করিয়াছেন। মিঃ এ, সান্ন্যাল ও মিঃ কাওলা বলেন যে, 'ইংলণ্ডের ব্যারিষ্টার ফি'র জন্য মামলা করিতে পারেন না।

এডভোকেট এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে ডাক্তার কাটজু বলেন যে, তাহারা ব্যারিষ্টার মামলা করিতে পারেন। কারণ এখানে ব্যারিষ্টার একজন এডভোকেট মাত্র। যুক্তি প্রদর্শন চলিতেছে।

বিয়ে বাড়ীর করুণ দৃশ্য

ভট্টাপাড়ের সন্নিকট কোনগোদা হইতে দুইটি মর্ম্মান্তিক মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, একটি বৈদ্য পরিবারে এক বিবাহ হয়। বিবাহের পরের দিন বর হঠাৎ অসুস্থ হইয়া মারা যায়, কনে এই শোক সহ্য করিতে না পারিয়া একটি কূপের মধ্যে লাফাইয়া পড়ে। জামাইয়ের মৃত্যুতে মেয়ে মারা গিয়াছে এই বিশ্বাসে কনের মাতা উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করে। কন্যাটিকে পরে কূপ হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে।

দৈ নি ক

নদীয়া-প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

• Reg No C. 1544.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৮৭তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২রা ফাল্গুন মঙ্গলবার ১৩৩৯, ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩

নানা কথা

তিনজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

রাজসাহী হইতে প্রকাশ মিংরা, হাতীপাড়ায় হোসেন ফকীরকে হত্যা করিবার অপরাধে জজ মিঃ সিমসন স্পেশ্যাল জুরীর সাহায্যে সেগু শা, অকুল শা এবং নারায়ণ ফকীরের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। অভিযোগের বিবরণ এই যে, হোসেন ফকীর উক্ত তিনজন আসামীর সহিত একসঙ্গে মাছ ধরিতেছিল। তখন আসামীদের একজন হোসেনের নিকট একটী বর্শা চায়। ইহার ফলে ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। আসামীরা হোসেনকে খুন করিয়া "লাস" গুম করিয়া ফেলে। মৃতের পত্নী এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। এই সম্পর্কে ধৃত অপর এক ব্যক্তিকে খালাস দেওয়া হইয়াছে।

সৈনিকের গুলীতে সৈনিক নিহত

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, সম্প্রতি মান্দালয়ে প্যারেডের সময় একজন জাপানী আর একজন জাপানীকে গুলী করিয়া হত্যা করে। অতঃপর সে সুবেদারকে হত্যা করার চেষ্টা করে। তাহাকে অনেক কষ্টে গ্রেপ্তার করিয়া বন্দুক ছিনাইয়া লওয়া হয়। তাহার নিকট কয়েকটি কার্ত্তুজ পাওয়া গিয়াছে। সে কেন এইরূপ কাজ করিল তাহা জানা যায় নাই।

আগামী ৭ই ফাল্গুন ১৯শে ফেব্রুয়ারী রবিবার প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে

শ্রীশ্রী পূজা

উৎসবোপলক্ষে শ্রীচৈতন্য মঠে একটী বিশেষ সভা আহূত হইবে।

১৮ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার হইতে ২৬শে ফাল্গুন শুক্রবার পর্য্যন্ত নয়দিন নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা হইবে।

২৭শে ফাল্গুন, ১১ই মার্চ্চ শনিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম মায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপের যোগপীঠে দন্তোৎসব হইবে।

সাতদিনে ছয়টী ডাকাতি

গত সপ্তাহের মধ্যে মুন্সীগঞ্জ মহকুমার নানাস্থানে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। এই সাত দিনের মধ্যে লৌহজঙ্গ থানার আপর গ্রামবাসী মুস্তাফা মিঞা, টঙ্গীবাড়ী থানার বালিয়া গ্রামবাসী সুধীরলাল সেনগুপ্ত টঙ্গীবাড়ী থানার ধীপুর গ্রামবাসী গোপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, সিরাজদিখা থানার অধীন কুচিয়ামোড়া গ্রামবাসী জনৈক গোপ শ্রীনগর থানার অধীন বাঘরা গ্রামবাসী অমূল্য চন্দ্র গোপ এবং টঙ্গীবাড়ী থানার অধীন আমতলা গ্রামের মদনাচরণ সাধের বাড়ী ডাকাতি হইয়াছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ডাকাতেরা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আসিয়াছিল এবং প্রত্যেকের বাড়ী হইতেই নগদে ও অলঙ্কারে বহু টাকা লইয়া গিয়াছে। কোন কোনও ক্ষেত্রে ডাকাত ধরা পড়িয়াছে কিন্তু লুণ্ঠিত মালের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সাত দিনের মধ্যে বিক্রমপুরে এতগুলি ডাকাতি হওয়ায় অধিবাসীদের মধ্যে বিষম ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে।

রাজবন্দীর জননী মৃত্যুশয্যায়

ঢাকার উকিল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন ঘোষ বাঙ্গলা সরকারের রাজনৈতিক বিভাগের সেক্রেটারীর নিকট একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। আবেদন পত্রে তিনি সরকারকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহার স্ত্রী দারুণ যক্ষ্মারোগে ভুগিতেছেন। তাঁহার দুটি পুত্রই বর্ত্তমানে রাজবন্দী। তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র ডাঃ ভবেশ চন্দ্র ঘোষ এক বৎসর হইল বহরমপুর বন্দী-নিবাসে আছেন এবং অপর পুত্র শ্রীমান অসিতচন্দ্র ঘোষ সংশোধিত ফৌজদারী আইনে গত সেপ্টেম্বর মাসে ধৃত হইয়া বর্ত্তমানে প্রেসিডেন্সী জেলে রহিয়াছেন। মণীন্দ্র বাবু সরকারকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, তাঁহার পুত্রদ্বয় যেন তাহাদের পীড়িতা জননীকে সেবা শুশ্রূষা করিবার সুযোগ পাইতে পারে।

শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাঈ গান্ধী

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাঈ গান্ধী এবং তাঁহার ছয়জন সঙ্গিনীকে ৯ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে সবরমতি জেলে আনা হইয়াছে।

শ্রীমতী মীরা বেন (মিস শ্লেড) আর্থার জেলে পীড়িতা ছিলেন। তাঁহাকেও সবরমতি জেলে আনা হইয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২রা ফাল্গুন, মঙ্গলবার ১৩৩৯

মন্দির-প্রবেশ-সমস্যা ভারতীয় রাজনৈতিক অবস্থার উপর কিরূপ ক্রিয়াশীল হইবে, সে সম্বন্ধে খুব তর্ক বিতর্ক চলিতেছে। অনেকে বলেন যে, গান্ধিজী মন্দির-প্রবেশ ব্যাপারে অনেক উচ্চ শ্রেণীর কংগ্রেস সমর্থককে চটাইয়া দিতেছেন। তাহাতে কংগ্রেস বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কিন্তু গান্ধিজীর দল বলেন যে, সমস্ত লোক এই কারণে কংগ্রেসের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিতে চাহেন, তাহারা কংগ্রেস ত্যাগ করিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই, কারণ, তাহাদের স্থানে কংগ্রেস শতগুণ বেশী লোক পাইবে। যদি কংগ্রেস বজায় রাখিবার জন্ত স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে হয় তাহা হইলে কংগ্রেস ধ্বংস হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ পর্য্যন্ত কংগ্রেস স্বধর্ম্ম বজায় রাখিয়াই চলিতেছে। ভবিষ্যতেও কংগ্রেস উহা বজায় রাখিবার জন্ত প্রস্তুত।

জার্ম্মানির গোলযোগ মিটিবার বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক হার হিটলার চ্যান্সেলর পদে অভিষিক্ত হইয়া বিশেষ জবরদস্তির সহিত কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার টাকাকড়ির অভাব নাই। তিনি বেতনের প্রত্যাশী নহেন। সাহিত্যচর্চ্চায় তাঁহার যে আয় হয়, তাহার উপর অন্ত আয় তিনি চাহেন না। শীঘ্রই সাধারণ শাসন-সভার বিশেষ পরিবর্ত্তন আশা করা যায়। এখনও কমিউনিষ্টদিগের সহিত নাজী দলের খুব বিবাদ বিসম্বাদ চলিতেছে।

নবদ্বীপ হইতে কৃষ্ণনগর আসিবার রাস্তায় মোটর বাস এবং টেক্সি যাতায়াত করে; কিন্তু কোন সভ্য দেশে এরূপ মোটর রোড আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু কৃষ্ণনগর রোড হইতে সহরে আসিবার রাস্তা এই রাস্তাকেও পরাস্ত করিয়াছে। কৃষ্ণনগর একটী প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধ সহর, একটী জেলার কেন্দ্র স্থান; কিন্তু এমন একটী সহরের রাস্তাঘাট এরূপ খারাপ যে না দেখিলে লোকের বিশ্বাস হয় না। এই সহরের প্রধান রাস্তার ড্রেণ ঐ সমস্ত রাস্তাকেও লজ্জা দেয়। গলি-ঘুঁজি গুলি দুর্গন্ধের বিষয়ে না লেখাই সঙ্গত।

বর্ত্তমানে শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানের কাপড়ের ব্যবসায়ের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতেছে; পশ্চিম ভারতের মিলসমূহে যে কাপড় প্রস্তুত হইতেছে, তাহার মূল্য এখানকার তাঁতিদের কাপড়ের সমতুল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আবার তাহার মূল্য স্থানীয় বস্ত্র অপেক্ষা এত কম যে সাধারণ লোক আর শান্তিপুর ফরাসডাঙ্গার ধুতি ক্রয় করা বন্ধ করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বঙ্গদেশে কাপড়ের কল স্থাপনের বিশেষ চেষ্টা ও লক্ষিত হয় না। সুতরাং কাপড় কেনা বাবত প্রায় সমস্ত টাকাই বাঙ্গালীর হাত ছাড়া হইয়া যাইতেছে। এ বিষয়ে বঙ্গদেশীয় ধনী সম্প্রদায়ের মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। আজকাল ব্যবসায়ের বাজার খারাপ হওয়ায় তাঁহাদের হাতে অনেক টাকা জমিয়াছে। গবর্ণমেণ্টও শতকরা চারি টাকার বেশী সুদ দিতে সম্মত নহেন। এমন অবস্থায় তাঁহারা ঐ টাকা কাপড়ের কারখানায় খরচ করিলে সব দিকেই সুবিধা হয়। আমেদাবাদে মিলসমূহ এত বেশী লাভ করিতেছেন যে, লোকে ব্যাঙ্কে টাকা না রাখিয়া কলওয়ালাদিগকে কর্জ্জ দিতেছে।

আমাদের অনেকেরই ধারণা এই যে, পেট খালি থাকিলে তাহাতে শরীরের অপকার হয় এবং স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া যায়, কিন্তু যাহারা এই সমস্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তাহারা বলেন যে, পাকস্থলীকে সুন্দরভাবে রাখিতে হইলে তাহাকে বিশ্রাম দেওয়া দরকার। পাকস্থলী শূন্য হইবার আগে আহার করা যুক্তিযুক্ত নয়। পাকস্থলীকে মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম দিলে অনেক রোগ আক্রমণ করিতে পারে না এবং অনেক রোগ ক্রমে সারিয়া যায়।

অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন আন্দোলনের আবশ্যকতা বঙ্গদেশীয়গণ সেরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না। কারণ এখানে অস্পৃশ্যতা তীব্র আকার ধারণ করে নাই। মাদ্রাজে অস্পৃশ্যগণ উচ্চ বর্ণের সহিত এক রাস্তায় চলিতে পারে না। তাহাদের ছায়া মাড়ান নিষেধ এবং অনেক স্থলে তাহারা জমির মালিক হইতে পারে না। এই সমস্ত দেখিয়া শ্রীযুক্ত রঙ্গ আয়ার প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণেরও চাঞ্চল্য আসিয়াছে। সেই জন্ত একমাত্র মাদ্রাজ হইতেই দুইটি বিলের প্রস্তাব হয়।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় শ্রীনিকেতনে বলেন যে, দেশের উন্নত সম্প্রদায় অনুন্নত সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্ত কোন চেষ্টাই করেন না, যে অনুন্নত সম্প্রদায় দেশের প্রাণ-স্বরূপ অর্থাৎ যাহাদের সাহায্য ব্যতীত উন্নত সম্প্রদায়ের একদিনও চলে না, সেই অনুন্নত সম্প্রদায়কে তাঁহারা ঘৃণার চক্ষে দেখেন। তিনি আরও বলেন যে, ইহার জন্ত যদি কাহাকেও দোষী সাব্যস্ত করিতে হয় তবে তাহা আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ যুবক-সমাজ। কারণ, তাহারাই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া মাতৃভাষাকে ও নিজ দেশের অনুন্নত সম্প্রদায়কে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে।

সেদিনের ধন-সম্পদগর্ব্বিত আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে আজকাল বেকার ও অনাহারের যে-সকল নিদারুণ সংবাদ আসিতেছে তাহা সত্যই বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া মনে হয়। ইতিপূর্ব্বে বেকার ও অনশনকারীর দল কিভাবে ওয়াশিংটনের ব্যবস্থাপক-সভা 'আক্রমণ' করিয়াছিল, কেমন করিয়াই বা এই বুভুক্ষু আক্রমণকারীদলকে সহর হইতে বিতাড়িত করা হইল, তাহার বিবরণ তৎকালে বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। সম্প্রতি জানা গিয়াছে, আমেরিকার অসহায় ও নিঃসহায়গণকে বস্ত্রদান করিবার জন্ত প্রেসিডেণ্ট মিঃ হুভার তাঁহাদিগকে রাজকোষ হইতে সাড়ে তিন লক্ষ গাইট বস্ত্রদানের প্রস্তাব সেনেট সভায় পাশ করাইয়া লইয়াছেন। এই বস্ত্রদানের ব্যাপার হইতে আমেরিকার বর্ত্তমান দুরবস্থার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়।

* * * * *

মিঃ হুভারের মনোভাব যাহাই হউক—আমেরিকার সাধারণ অধিবাসী যে বর্ত্তমানে খুবই দুর্দ্দশাগ্রস্ত ইহাতে তাহাই প্রমাণিত হয়।—বঙ্গবাসী।

কংগ্রেসের আবর্ত্তে জনসমাজের সাড়া পাওয়া যায়নি; তারা ছিল অন্ধকারে আচ্ছন্ন, শিক্ষিত সমাজের মত নিজের পায়ে দাঁড়াবার মত শক্তি তাদের ছিল না; কারণ তারা অবোধ, তারা অজ্ঞান তাদের শিক্ষা নেই। তখনকার দিনে জনসমাজকে নিয়েই দেশ, জনসাধারণ ছিল অবজ্ঞার পাত্র। যে কোনো উন্নতির চেষ্টা তখন হয়েছিল তা' এই অবনত জনসাধারণকে বাদ দিয়ে।—রবীন্দ্রনাথ।

আয়র্লণ্ডে ডিভেলেরা প্রেসিডেণ্ট হইলেন। তাঁহার প্রথম চেষ্টাই ইংরাজ রাজের প্রতি বশ্যতাসূচক শপথ উঠাইয়া দেওয়া। পূর্ব্বেও এই প্রচেষ্টা চলিয়াছে কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সফল হয় নাই।

এখন হইতে আয়র্লণ্ড ইংলণ্ড হইতে প্রায় সম্পূর্ণ পৃথক হইল। ইহার পূর্ব্বে আয়র্লণ্ডের প্রতি ইংলণ্ডের ব্যবহার সাহিত্যিকদিগের উপহাসস্থল ছিল। রাস্কিন নামক একজন সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখক প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়াছেন যে, আয়র্লণ্ডে একটা দাঙ্গা হইলে সহজেই গুলি চালাইবার ব্যবস্থা আছে; কিন্তু সেইরূপ গোলমাল হাইড পার্কে হইলে পুলিশকে ঐরূপ ব্যবহার করিতে দেখা যায় না।

বর্ত্তমানে ইংলণ্ড এবং আয়র্লণ্ডে যে মনোমালিন্য চলিতেছে শীঘ্রই তাহা দূর হইবে বলিয়াই অনুমিত হয়। ডি ভেলেরা সেইরূপই ইঙ্গিত করিয়াছেন। তবে টাকাকড়ির দেনা পাওনা সম্বন্ধে কিরূপ মীমাংসা হইবে, তাহা এখনও বলা হয় না। আয়র্লণ্ডে ইংলণ্ডের যে স্বার্থ আছে, তাহা সম্পূর্ণ বজায় রাখিতে চেষ্টা করিলে আবার যুদ্ধারম্ভ হইবার সম্ভাবনা; তবে আশা করা যায় যে, উভয় পক্ষই শান্তির জন্ত স্বার্থ ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

নদীয়ার কয়েকটী উৎসব উপলক্ষে বহু লোক যাতায়াত করিয়াছে এবং আরও কয়েক দিন করিবে। ইহার জন্ত সংক্রামক ব্যাধির সম্ভাবনা খুব বেশী। অনেক স্থানেই আজকাল কলেরা ও বসন্তের প্রাদুর্ভাব এই জন্তই স্বাস্থ্য বিভাগের বিশেষ অবহিত হওয়া আবশ্যক।

ভারত হইতে বহু রাজবন্দীকে আন্দামান চালান দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাতে সাংবাদিক মহলে যেরূপ সাড়া পড়িয়াছে তাহা পাঠক অবগত আছেন। অনেক স্ত্রী-বন্দীকেও পাঠান হইবে বলিয়া শুনা যায়। অজ্ঞাত অপরাধীকে আপত্তি কি?

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, ৪ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৬, ২রা ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৪ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৩ মঙ্গলবার ২৮৭০তম সংখ্যা

ব্যাসপূজা

আগামী ৩রা ফাল্গুন ১৫ই ফেব্রুয়ারী বুধবার শ্রীব্যাসপূজার তিথি পালন মাত্র এবং ৭ই ফাল্গুন ১৯শে ফেব্রুয়ারী রবিবার শ্রীচৈতন্যমঠে ব্যাসপূজার মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। গৌড়ীয়মঠাশ্রিত শুদ্ধভক্তগণ ঐ রবিবার দিবস শ্রীচৈতন্যমঠে যথা সাধ্য উপায়নসহ যোগদান করুন।

নিত্যানন্দাবির্ভাবোৎসব

শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ২৬শে মাঘ তারিখে শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহাসমারোহে শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তনমুখে শ্রীভগবান্ নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার প্রভু মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যত্রিক প্রভুর আনুগত্যে শ্রীমঠের ভক্তগণকে লইয়া প্রাতে মঙ্গলারাত্রিক ও উষঃ-কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে নিত্যানন্দ মাহাত্ম্য পাঠ করেন, পরে তাঁহার উৎসাহে পুনরায় বেলা ১০টা হইতে গুরুবন্দনা ও নিত্যানন্দমাহাত্ম্যসূচক মহজন পদাবলী কীর্ত্তিত হইবার পর, শ্রীচৈতন্য ভাগবত হইতে নিত্যানন্দ-তত্ত্ব, তাঁহার জন্মলীলা, তীর্থোদ্ধার-লীলা ও শ্রীধাম-মায়াপুরে মহাপ্রভু-সহ মিলন-লীলা পাঠ করা হয়। পরে ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন ও নাম সংকীর্ত্তন হইতে থাকে।

অপরাহ্নে শ্রীমঠের নাট্যমন্দিরে একটী মহতী সভার অনুষ্ঠান হয়। নিত্যানন্দাবির্ভাবমাহাত্ম্যসূচক কীর্ত্তন ও সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে ৭টার পর পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু তাঁহার স্বভাবসুলভ দৈন্যাত্মিকা ভাষায় বহু জনপূর্ণ এক সভায় প্রায় ২ঘণ্টা ব্যাপী একটী দীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। নিত্যানন্দ তত্ত্ব, জন্মলীলা, তীর্থ ভ্রমণ লীলা, গৌরজন্মস্থানে গৌর-সহ মিলন-লীলা, মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন-ঐশ্বর্য্য-প্রকটলীলার প্রধান সহায়করূপে নামপ্রেম-প্রচার-লীলা, নীলাচল হইতে গৌরাদেশে গৌড়দেশে প্রেমবন্যা আনয়ন, রাঘবভবনে কদম্বফুলমালা ধারণ-লীলা, অবধূত পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যানন্দের অলঙ্কারাদি ধারণের ও গার্হস্থ্য লীলার তাৎপর্য্য, নিত্যানন্দের অশ্বয় কাহারা, বীরচন্দ্রতত্ত্ব, বীরভদ্র নেড়ানেড়ীর সৃষ্টি কর্ত্তা নহেন। নিত্যানন্দের বংশপরিচয় দিতে গিয়া তাঁহাকে কিরূপ প্রাকৃত রক্ত-মাংস-পিণ্ডসাম্যে দর্শন-জন্য অপরাধ-পঙ্কে নিমজ্জিত হইতে হয়, প্রকৃত শিষ্য-পারম্পর্য্যেই নিত্যানন্দবংশের মর্য্যাদার অক্ষুন্নতা ইত্যাদি বহু উপদেশপূর্ণ কথা কীর্ত্তন করেন।

অতঃপর শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার প্রভুও শ্রীমন্নিত্যানন্দ মাহাত্ম্য বর্ণন-প্রসঙ্গে বলেন—প্রাকৃতগুণ-নির্জ্জিত ব্যক্তির নিত্যানন্দাবির্ভাব উপলব্ধি কি প্রকারে সম্ভব হয়? শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম-মায়াপুরে যে নামসংকীর্ত্তন যজ্ঞাগ্নি প্রোজ্জ্বল করিয়াছেন, সেই সপ্তশিখ সংকীর্ত্তনাগ্নিতে আত্মাহুতি প্রদানপূর্ব্বক আদৌ শ্রবণ-দশা বরণ ব্যতীত যে জড়ানন্দের হস্ত হইতে কোন প্রকারেই পরিত্রাণ নাই, নিত্যানন্দাবির্ভাব-উৎসবে জড়ানন্দানুভবের সম্ভাবনা নাই, নিত্যানন্দ-কৃপা ব্যতীত যে জীব-হৃদয়ে অকলঙ্ক পূর্ণশশী গৌরচন্দ্রোদয়োপলব্ধি হইতে পারে না, গৌরচন্দ্রই স্বয়ং সেবাময় মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে যে নিত্যানন্দ, সেই সেবা বিগ্রহের সর্বতোভাবে আনুগত্য ব্যতীত যে গৌর প্রচারিত প্রেম-সম্পদের উত্তরাধিকারী হওয়া যায় না ইত্যাদি কীর্ত্তনান্তে দৈন্যমুখে সপার্ষদ শ্রীগুরুদেবের কৃপা প্রার্থনা করেন।

অতঃপর কীর্ত্তনান্তে শয়নারাত্রিক ও সমাগত ব্যক্তিগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণাদি হইয়াছিল।

শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের সেবকগণ ও স্থানীয় ভক্তবৃন্দের আন্তরিক যত্নে ও উৎসাহে গত ৮।২।৩৩ তারিখ শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব মহামহোৎসব মহাসমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছেন। শ্রীগৌরবিনোদরমণজীউর সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীমঠের ব্রহ্মচারিবৃন্দের উদ্বোধন কীর্ত্তনের পর শ্রীমন্নিত্যানন্দাষ্টক শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামীপ্রভু প্রায় দুই ঘণ্টাকাল গভীর পাণ্ডিত্য পূর্ণ আবালবৃদ্ধবনিতাবোধ্য সহজ প্রাণস্পর্শী আবেগপূর্ণ ভাষায় সুষ্ঠুভাবে শ্রীমন্নিত্যানন্দতত্ত্ব উদ্ঘাটিত করিয়া সমবেত চারিশত শ্রোতৃবৃন্দের নিত্য সুকৃতি বিধান করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর শ্রীমুখবিগলিত শ্রীহরিকথামৃত কর্ণপুটে পান করিয়া প্রত্যেক শ্রোতা নিজেকে কৃতকৃতার্থ অনুভব করিয়াছিলেন। বক্তৃতাদি অন্তে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী শ্রীমঠে বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর বক্তব্য বিষয়গুলি অতি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু সাক্ষাৎ শ্রীবলদেব—সকল বলের একমাত্র মূল-পুরুষ। শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মলীলা নিত্য। 'অদ্যাপি ও সেই লীলা করে গৌর রায়। কোনো কোনো ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥' সম্বন্ধ-দর্শনের অভাবে সেই লীলা আমরা দেখিতে পাই না। শ্রীহরিকথা শ্রবণ এবং কীর্ত্তনদ্বারা শ্রীবলদেবের চিহ্ন আমাদের লভ্য হয়। আমাদের আত্মার চক্ষুর বল তদ্দ্বারাই সাধিত হয়। জড়ানন্দ ক্লেশেরই একটা দিক। জড়ানন্দের স্বাদ লেশ মাত্র থাকা পর্য্যন্ত নিত্যানন্দের দর্শন পাওয়া যায় না। শুক্লাম্বর গৌর প্রভাত শ্রীভগবানের শ্রীমুখপদ্ম হইতে বিগলিত হইয়া অনন্ত প্রণালীকার দ্বারা জগতের ঘরে ঘরে বিতরণ-লীলা; শ্রীমন্নিত্যানন্দ এবং তদভিন্ন শ্রীগুরুদেব এবং তদীয় সেবকগণের ব্রহ্মাণ্ড পাবন প্রেমানন্দ প্রদান লীলা। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর নিষ্কপট দাসগণের শ্রীমুখে শুদ্ধা সরস্বতী-বাণী-কীর্ত্তন শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। শ্রীনামে শব্দ-সামান্য-বুদ্ধি নরকপ্রাপিকা। শ্রীগুরুদেব শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর শক্তিধর। কীর্ত্তনবিগ্রহ শ্রীচৈতন্য তাঁহার প্রাণ। শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্যকীর্ত্তন-প্রচার বিগ্রহ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৪ গোবিন্দ, স্বামী প্রচ্ছায়

ছোট-হরিদাস

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার রায় ছোট-হরিদাস-সম্বন্ধে আমাদের ভাবই 'পঞ্চায়েৎ' পত্রে যে তিন স্তম্ভব্যাপী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে কয়েকটী কথা তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন উদ্দেশ্যমূলে গোপন করিয়াছেন। তাহা এই—

শ্রীস্বরূপগোস্বামী প্রভৃতি হরিদাসের সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কোন অপরাধ, প্রভু, কৈল হরিদাস?
কি লাগিয়া দ্বার-মানা, করে উপবাস?"
(চৈঃ চঃ অঃ ২।১১৬)

তদুত্তরে প্রভু বলিলেন "বৈরাগীর বেশ ধারণ করিয়া বৈরাগ্যের বিরুদ্ধ-বিচারে ভোগ্যযোষাকে সম্ভাষণ করিয়াছেন, সুতরাং আমি এই কপটের মুখ দেখিতে পারিব না।" সুতরাং ছোট হরিদাস শ্রীমহাপ্রভুর বিচারমতে মহাপ্রভুর জন্য শুক্ল চাউল পরমভাগবত শ্রীমতী মাধবী দেবীর নিকট হইতে চাহিয়াছেন বলিয়া অপরাধী হন নাই, পরন্তু প্রকৃতি সম্ভাষণ করিয়াছেন বলিয়া অপরাধী। গৃহস্থগণ—"গৃহস্থস্যাপ্যনৌপয়িকঃ সদেষাং মত্তাসনম্" ভাঃ (১১।৮।৪৭) এই ভাগবত শাসনবাক্য পালন করেন। কিন্তু বৈরাগ্যের বেশ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রকৃতি-সম্ভাষণ-দ্বারা অষ্টপ্রকার কামুকতার কোন একপ্রকার দোষে পতিত হইলেই বৈরাগীর প্রকৃতি-সম্ভাষণ হইয়া পড়ে। সুতরাং আমরা ছোট-হরিদাস কপট-বৈরাগী নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। সাধারণভাবে কোন কথা বলিয়া ব্যক্তিবিশেষের সম্বন্ধে সেই কথা আরোপ করিলে তাহাকে বাদ দিয়া অন্যের কথা হইতেছে এরূপ বুঝা যায় না।

"যেষাং স এব ভগবান্", "যানিং-সঙ্গাং যথা পুংসঃ" প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন যে আদর্শস্থানীয়া শ্রীমতী মাধবী দেবী যোষিৎ-শব্দ-বাচ্যা নহেন। কৃষ্ণযোষিৎ ও মহাজনের যোষিদ্‌বোধ পরস্পর ভিন্ন স্তরে অবস্থিত। গোল হরিবোল দেওয়ার পদ্ধতি শ্রীগৌড়ীয়মঠ স্বীকার করেন না। শ্রীমতী মাধবী দেবী মহাভাগবত, তাঁহাকে দর্শন করিলে ভোগ প্রবৃত্তি প্রশান্ত মহাসাগরের পরপারে বিদূরিত হয়।

অনাধিকারী জীবগণ কোন কালে অকালে বৈরাগ্য গ্রহণ পূর্ব্বক তৎপর ইন্দ্রিয় চালনা করিয়া যদি প্রকৃতি-সম্ভাষণ করিতে যায়, তবে ইহাদিগকে ধর্ম্মধ্বজী ও দুঃসঙ্গ জানে ইহাদিগের সঙ্গ হইতে অবশ্য দূরে থাকিবে। মাধবী দেবীকে সম্ভাষণ স্ত্রীসম্ভাষণ নহে; সুতরাং সেই স্থলে পরস্ত্রী-সম্ভাষণই ছোট হরিদাসের ঐ স্থলে উদ্দেশ্য ছিল। বৈধ প্রকৃতিসম্ভাষী গৃহস্থকে মহাপ্রভু স্পর্শ করেন, কিন্তু কপট-বৈরাগীকে তিনি কখনও কোন প্রকারে দেখেন না, দ্বার-মানা করেন।

ছোট হরিদাস সেবা-বিচারে অধিষ্ঠিত না থাকায় সেবা-ছলনায় ভোগ্য পরদারের সহিত কোন সঙ্গ করিয়াছিলেন।

"দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি
ভুংক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতি-
লক্ষণম্॥"

এই শ্লোকানুসারে ভোগ্যাস্ত্রীর সম্বন্ধে যদি কোন বিরক্ত পুরুষ সেই দোষে দুষ্ট হন, তাহা হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রধান সেবক গোবিন্দ-প্রমুখ ভক্তগণ অনুমান করিয়াছিলেন যে, আত্মহত্যাকারী ছোটহরিদাস ব্রহ্মরাক্ষস হইয়াছিলেন। যে-হেতু ছোটহরিদাস অবৈধ কার্য্য করায় মহাপ্রভু তাঁহাকে দ্বার-মানা করিয়া এবং পরিশেষে আত্মহত্যা করিবার বুদ্ধি দিয়াছিলেন। পরে তিনি দামোদর স্বরূপ প্রভৃতি গৌড়ীয়াচার্য্যের বিচারে মহাপ্রভুর কৃপালাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার তাৎকালিক কার্য্যে দোষ পাও। গিয়াছিল এবং তৎকালে তাঁহাকে দোষের দণ্ড পাইতে হইয়াছিল। এই বিষয়ে কাহার কি মতান্তর আছে জানিতে চাই।

জগাই মাধাই পাপ করিয়াও পাপ ত্যাগ করিবার পর জীবদ্দশায় হরিভক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা কপট ছিলেন না বলিয়া জীবদ্দশাতেই তাহাদিগকে হরিভক্তির সুযোগ দিয়াছিলেন, কিন্তু ছোট-হরিদাসের লোক-দেখান বৈরাগ্যফলে ইহজন্মেই প্রচুর প্রকট লীলায় তাহার দোষ মার্জ্জিত হয় নাই। পরে দয়াময়ের কৃপায় পরজন্মে তাহার হরিভক্তিতে প্রবৃত্তির সম্ভাবনা ছিল—এই বিচার স্বরূপ গোস্বামী প্রভু দেখাইয়াছেন।

ছোটহরিদাসের আদর্শ গ্রহণ করিয়া কেহ প্রভু বা প্রভুভক্তগণের নিকট দণ্ডিত হইবেন না এরূপ ধারণা বদ্ধজীবগণকে পাপে প্রবৃত্ত করাইবে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু যদি, "কি লাগিয়া ………" এই প্রশ্নের উত্তরটী স্বীয় প্রবন্ধে স্থান দিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সিদ্ধান্ত-দৌর্ব্বল্য পাঠকগণ ধরিয়া ফেলিতে পারিতেন।

ও
মিঃ ব্যাটেল
(২)

শ্রীল প্রভুপাদ বল্লেন—শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন অখিল-রসামৃত-মূর্ত্তি; শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচ প্রধান রসের পূর্ণ আধার (Fountain head) হচ্ছেন তিনি। ঐ পাঁচ প্রকার সম্বন্ধ সম্বন্ধযুক্ত হ'য়ে তাঁ'র ভজন হ'তে পারে। ভগবান্ হ'চ্ছেন বিভুচিৎ বস্তু, আর আমরা হচ্ছি সেই বিভুচিৎ (Over soul) বস্তুর বিভিন্নাংশ অণুচিৎ (Infinitesimal part) মাত্র।

সেই বিভুচিৎ বস্তু নিত্যকাল আমাদিগকে আকর্ষণ করছেন। তিনি আমাদের এই স্থূল বা সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়কে (External tabernacles) আকর্ষণ করেন না, আমাদের চিদাত্মাকে আকর্ষণ ক'রে থাকেন। তিনি নিত্যাকর্ষক আর আমরা অর্থাৎ আমাদের আত্মা নিত্যাকৃষ্ট। সেই বাস্তব বস্তুর (Absolute) নিকট পৌঁছবার একমাত্র পথ হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তির পথ। শুদ্ধভক্তির পথ অবলম্বন করলে বাহিরের উপাধিগুলো (Outer tabernacles) কোন অসুবিধা ঘটাতে পারে না।

সেই ভক্তি কি প্রকারে অনুষ্ঠিত হ'তে পারে? (How to Practise devotion?) এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন যে, জগতে অনেক রকমের শব্দ আছে জানেন, কিন্তু সেই সকল শব্দ মায়িক, সেই মায়িক শব্দের সহিত শব্দীর অর্থাৎ শব্দের লক্ষীভূত বস্তুর সহিত ভেদ আছে। মায়িক শব্দ আর শব্দী কিছু এক নয়। কিন্তু বৈকুণ্ঠগত শব্দগুলি সেরকম নহে। বৈকুণ্ঠ-শব্দ আর শব্দের উদ্দিষ্ট বস্তুর সহিত কোন ভেদ নাই; নাম ও নামী একই বস্তু। সেই নামী-বস্তু হচ্ছেন স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ। এই বৈকুণ্ঠ-শব্দ (Transcendental sound) শ্রবণের দ্বারাই ভক্তি অনুষ্ঠিত হ'বে।

আপনি কি কৃষ্ণের রূপ কল্পনা করছেন? (Do you imagine the form of Krishna?) এই প্রশ্নের উত্তরে প্রভুপাদ বলিলেন যে, কৃষ্ণের নিত্যরূপ আছে, তাহা কল্পনা ক'রে নিতে হ'বে না। যে জিনিষটা আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা বুঝ্‌তে যা'ব, বা কল্পনা করতে যা'ব, সেইটা আমাদের ভোগ্য বস্তু হ'য়ে যাবে, আর সেব্য বস্তু থাকবে না। কিন্তু স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ আমাদের সেব্য বস্তু, ভোগের বস্তু নন্ যে তাঁ'র একটা রূপ কল্পনা করতে হ'বে। তাঁর যে রূপ আছে, সে রূপ তাঁ'র সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়েই স্বয়ং তাঁর ইচ্ছায় প্রকাশিত হ'য়ে থাকেন, কল্পনা দ্বারা সে রূপ দেখবার চেষ্টা করতে হ'বে না। কল্পনা দ্বারা যাঁরা দেখতে চেষ্টা করবেন, সেটা বাস্তব বস্তু হ'বে না।

আমাদের মনও চঞ্চল, তা'কেও বশ (Check) করতে হ'বে, এবং বশ করবার জন্যে ত চেষ্টা দরকার। এই প্রশ্নের উত্তরে প্রভুপাদ বলিলেন যে, মনকে কৃত্রিমভাবে বশ করতে হ'বে না এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়সকলকেও কৃত্রিম উপায় দ্বারা নিগৃহীত করবার চেষ্টা করতে হ'বে না। একমাত্র বৈকুণ্ঠ-নাম শ্রবণের দ্বারা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ত্বক, মন প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ই নিগৃহীত হ'য়ে যাবে। অন্যথায় আপনি আশা করতে পারেন না যে মন কোনরূপে নিগৃহীত হ'বে।

কিন্তু শুদ্ধভক্তির বৃত্তির (Devotional aptitude এর) যদি অভাব হয়, তা'হলে কোন ফল হ'বে না, বৈকুণ্ঠ নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তনের দ্বারা কোন সুবিধা হ'বে না। বৈকুণ্ঠ-নাম (Transcendental sound) কীর্ত্তনদ্বারা মানবের মনোধর্ম্ম বশীভূত হ'য়ে যা'বে। মনোধর্ম্মে যে কিছু চিন্তাস্রোত এসে উপস্থিত হ'চ্ছে সমস্ত পরিত্যাগ (Discard) করতে হ'বে। বৈকুণ্ঠ-নামকে কাল্পনিক বস্তু (Concoction) বলে মনে করতে হ'বে না। কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা সেই বৈকুণ্ঠ নাম গ্রহণ করতে হ'বে।

আমরা অন্যান্য ইন্দ্রিয়সকলের ক্রিয়া (Function) পরিত্যাগ ক'রে ঐরূপ বৈকুণ্ঠ-শব্দ গ্রহণ করব কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রভুপাদ বলিলেন,—আপনার ধারণায় যে অন্যান্য প্রক্রিয়া আছে, যদ্দ্বারা মনোনিগ্রহ করতে পারা যায়, তদ্দ্বারা বাস্তবিক সুবিধা হয় না। যোগ, তপ, প্রভৃতির দ্বারা সুবিধা হয় না, কৃত্রিমভাবে ঐ সমস্ত চেষ্টা দ্বারা সাময়িক কিছু সুবিধা হ'তে পারে, কিন্তু চিরকালের জন্য সুবিধা হয় না। অবশ্য মনকে নিগৃহীত করা আবশ্যক। সেই মনকে সংযত করবার একমাত্র উপায় হ'চ্ছে বৈকুণ্ঠ-নাম-শ্রবণ।

কিন্তু সেই বৈকুণ্ঠ নাম কি রকম লোকের নিকট শুনতে হ'বে? যে সকল ব্যক্তি সেই বাস্তব বস্তুর সংস্পর্শে নিযুক্ত আছেন (Who is in touch with the Absolute), তাঁ'দের নিকট থেকে ঐ বৈকুণ্ঠ-নাম শ্রবণ করতে হ'বে। মন থেকে যে-সমস্ত চিন্তাস্রোত (Speculation) উত্থিত হ'চ্ছে, তা' পরিত্যাগ করতে হ'বে। কেবলমাত্র সেই শ্রীনাম শ্রবণ কীর্ত্তন করতে হ'বে। বর্ত্তমানে আমরা বৈকুণ্ঠেতর জাগতিক শব্দ শ্রবণ ও কথনে প্রবৃত্ত আছি। কৃত্রিম উপায় তাহার উপর স্থাপন (Impose) করতে হ'বে না।

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা নদীয়া প্রকাশ

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১।	অনুভাষ্য বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত	৫৲
২।	শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র	৪০৲
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পূর্বার্দ্ধ	২৮৲
	একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড	।৶৹
৩।	ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲
৪।	ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১৲
৫।	গৌড়ীয়-গৌরব	।৶৹
৬।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	।৶৹
৭।	ভজনরহস্য	॥৹
৮।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	
	ঐ (আবাঁধা)	৸৹
৯।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	
	ঐ (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸৹
১০।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)	
	ঐ (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸৹
১১।	গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥৹
১২।	যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব)	২৲
১৩।	বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)	॥৹
১৪।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১৫।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸৹
১৬।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১৭।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	॥৶৹
	ঐ (বাঁধা)	৸৹
১৮।	দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন	৶৹
১৯।	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	।৶৹
২০।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	॥৹
	ঐ (আবাঁধা)	।৶৹
২১।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸৹
২২।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶৹
২৩।	গীতমালা	৴১০
২৪।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶৹
২৫।	ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶৹
২৬।	নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ)	৶৹
২৭।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।৹
২৮।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।৹
২৯।	শরণাগতি	৴৹
৩০।	গীতাবলী	৴৹
৩১।	চিত্রে নবদ্বীপ	১॥৹
৩২।	সাধনকণ	৴৹
৩৩।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴৹
৩৪।	নবদ্বীপশতক	৴৹
৩৫।	অর্চ্চনকণ	৶৹
৩৬।	সদাচারস্মৃতিঃ	৴৹
৩৭।	কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)	৴১০
৩৮।	অর্চ্চনকণ	৴১০
৩৯।	সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)	॥৹
	ঐ (আবাঁধা)	৷৴৹
৪০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	১৲
৪১।	ব্রহ্মসংহিতা	॥৹
৪২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸৹
৪৩।	মণিমঞ্জরী সানুবাদ	।৹
৪৪।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸৹
৪৫।	পুরুষার্থ বিনির্ণয়	।৹
৪৬।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।৹
৪৭।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸৹
৪৮।	গৌড়ীয়মঠ কি করেন ?	৴৹
৪৯।	ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)	।৹
৫০।	শ্রীভুবনেশ্বর	৶৹
৫১।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৶৹
৫২।	সাধ্যবাণী	৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ	॥৹
৫৪।	সটীক-শিক্ষাদশমূলম্	।৹
৫৫।	তত্ত্ব সূত্রম্	।৹
৫৬।	সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্	৶৹
৫৭।	গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	৴৹
৫৮।	সারাংশবর্ণনম্	৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯।	রায় রামানন্দ	॥৹
৬০।	নামভজন	।৹
৬১।	রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্	।৶৹
৬২।	লাইফ্ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।৹
৬৩।	বৈষ্ণবীজম্	।৹
৬৪।	হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং	৴৹
৬৫।	দি ভাগবত	।৹
৬৬।	ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ য্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন	।৹
৬৭।	ব্রহ্ম-সংহিতা	২॥৹
৬৮।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	॥৹
৭০।	সাধন পথ	।৹
৭১।	কল্যাণ-কল্পতরু	৴১০
৭২।	গীতাবলী	৴৹
৭৩।	শরণাগতি	৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪।	শরণাগতি	৴৹

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধিপাট ঐ
৬। আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া
৯। বালগোপাল পাট কাঁঠালপুলি, চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটী, (বর্দ্ধমান)
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাযোড়া, রাজবাধ-বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু, হাওড়া
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ চটকপর্ব্বত, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ দুধকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ আগস্তকুণ্ড, কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য।
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

	নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১।	শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম-মায়াপুর
২।	শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	মেদিনীপুর
৩।	শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীধাম-মায়াপুর
৪।	শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫।	শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৬।	শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী
৭।	শ্রীভক্তিকৈবল্য সাগর	মেদিনীপুর
৮।	শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	ঢাকা
৯।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০।	শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
১১।	শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১২।	শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩।	শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	পুরী

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা!! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটি অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। বাহাদির রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত (লাহোর), লেফাফ্টেন্যান্ট মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কালকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় গতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পর-সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্দের আদিতে সেই স্কন্দের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্দ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্দ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্দ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲
একাদশ স্কন্দ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৵০

পারমার্থিক জগতে অভিনব অবদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ' 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীসার্ব্বভৌমনবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব প্রবর্ত্তক বৈষ্ণবী," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিবদমানচিত্তবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৷৶০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম

ফর্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, রেকর্ড এবং কোর্টের যাবতী

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানি /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ৷৷০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টরী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বস্তু সত্বের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৵০ আনা।

মিটিং এর নোটীশ বহি—১ খানা ৷৷০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ৷৷০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ৷০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ৷০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ৷৷০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ [illegible] কাবকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ব্ববিধ [illegible]রের অ[illegible] অমোঘ মহৌষধ

[illegible] শিশিতে [illegible] অবস্থায় [illegible] সমাপ [illegible] কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, পাইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১৭।২ [illegible] রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭-৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০ ৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৩৬, ১৩-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৭, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫-৩১	৯-৫	১২-১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩১	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	১৯-৫০
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১১	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

চীন-জাপান-সমস্যা

চীন-জাপান-সমস্যার অদ্ভুত পরিণতি সম্ভাবনা। মাঞ্চুরিয়ার বর্ত্তমান অবস্থা শান্তি প্রতিষ্ঠার অনুকূল নহে, এই কথা স্বীকার করতে জাপানকে অনুরোধ করিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘ জাপানের নিকট সুস্পষ্ট উত্তর চাহিয়াছেন। জাপানের প্রতিনিধি মিঃ মাৎসুয়োকা অসন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছেন যে, জাপানের মতামত ইতঃপূর্ব্বে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। জাপান গবর্ণমেণ্টের নিকট কোনও উপদেশ প্রার্থনা না করিয়া স্বীয় দায়িত্বেই তিনি রাষ্ট্রসঙ্ঘের চিঠির জবাব দিতেছেন।

জাপানের দায়িত্ব

মাঞ্চুকুয়ু-রাষ্ট্র স্বীকার না করিলে চীন জাপান সমস্যা মীমাংসার ব্যাঘাত হয় কিনা এবং বর্ত্তমান অবস্থার স্থায়িত্বই জাপানের কাম্য কিনা, রাষ্ট্রসঙ্ঘ জাপানের নিকট এই দুইটী প্রশ্নের উত্তর চাহিয়াছেন। জাপান যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রস্তাব মানিবে না, তাহা নিশ্চিত; সুতরাং মীমাংসা চেষ্টার বিফলতার দায়িত্ব জাপানের উপর আরোপ করিয়া 'উনবিংশতি সদস্যের কমিটি' তাঁহাদের রিপোর্ট প্রণয়ন করিবেন।

---

২৫ হাজার টাকা লুঠ

চিরিরবন্দর নামক পুলিশ থানার অন্তর্গত দুর্গাপুর গ্রামে স্বর্গীয় বিষ্ণু সরকারের বাটীতে এক ভীষণ ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, সপ্তাহকাল পূর্ব্বে প্রায় ৪০।৫০ জন ব্যক্তি লাঠি ও অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্র সহ উক্ত বাড়ী আক্রমণ করে এবং নগদে ও গহনায় প্রায় ২৫ হাজার টাকা লুঠ করিয়া লইয়া গিয়াছে।

বিচ্ছেদকামীদের বাণী

দিল্লীতে ব্রহ্ম ভারত সম্মেলন লইয়া বিচ্ছেদ সমর্থক দলের ভিতর তুমুল ক্ষোভ প্রকাশ পাইয়াছে। সম্মেলন শেষ হওয়ার পর ভারতীয় নেতৃবৃন্দ কর্ত্তৃক যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত অস্পষ্ট, অতএব গ্রহণের অযোগ্য। এই কারণ তুলিয়া তাঁহারা উহাতে ঘোরতর আপত্তি করিয়াছেন। তাঁহাদের দলের নূতন মুখপত্র 'নিউ বার্ম্মার' মারফৎ তাঁহারা বিচ্ছেদ বিরোধী দলের প্রতি এই মর্ম্মে এক সতর্কবাণী প্রকাশ করিয়াছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিয়া পরে ইচ্ছামত পুনরায় তাহা হইতে তাঁহারা বিচ্ছিন্ন হইতে পারেন কি না। তাঁহারা বলেন যে, ভারতীয় নেতৃবৃন্দ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, "যুক্তরাষ্ট্রের গ্রহণযোগ্য 'সর্ত্তে" বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার ব্রহ্মের থাকিতে পারে, তবে ব্রহ্মের নিজের সর্ত্তে বিচ্ছিন্ন হইবার ক্ষমতা তাহার থাকিবে না। বিচ্ছেদ সমর্থক দলের ব্যক্তিগণ তাই জোর গলায় বলিতেছেন, ভারতীয় নেতৃবৃন্দের এই বিবৃতি হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া ভবিষ্যতে আপন ইচ্ছামত উহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার ক্ষমতা ব্রহ্মদেশের থাকিবে না।

শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তমদাস টেণ্ডন

পাঠকগণ অবগত আছেন, প্রসিদ্ধ কংগ্রেস-নেতা শ্রীযুত পুরুষোত্তমদাস টেণ্ডন ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৭ (২) ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়া এলাহাবাদের সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। পুলিশ-বিধির ৩২ ধারা অনুসারে অপর একটি অভিযোগে তাঁহার প্রতি ২শত টাকা জরিমানা অনাদায়ে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। এই উভয় দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে এলাহাবাদ জেলার বার এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে এলাহাবাদ হাইকোর্টে বিচারপতি কেণ্ডালের এজলাসে দুইখানা আপীলের আবেদন গ্রাহ্য হয়।

গত ১৯৩২ সালের ১৭ই নভেম্বর লালা লাজপত রায়ের স্মৃতি বার্ষিকী সম্পর্কে পুরুষোত্তম দাস পার্কে সভা করা নিষিদ্ধ করিয়া এলাহাবাদের পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট একটি নিষেধাজ্ঞা জারী করেন, তাহা হইতেই এই মামলার উদ্ভব হইয়াছিল।

বৈমানিক মলিসনের কৃতিত্ব

মিঃ মলিসন ১৭ ঘণ্টা ৩০ মিনিটে ডাকার হইতে পোর্ট নাটাল আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে জনৈক ফরাসী বৈমানিক ২৫ ঘণ্টা ৫২ মিনিটে এই পথ উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; সুতরাং মিঃ মলিসনের সহিত সেই ফরাসী বৈমানিকের তুলনা হয় না। লিম্পনী হইতে এখানে আসিতে মিঃ মলিসনের ৮২ ঘণ্টা লাগিয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে সরকারী ভাবে অভ্যর্থনা করেন। মিঃ মলিসন বলেন, তিনি পরিশ্রান্ত বটে, কিন্তু বিশেষ সুখী।

অদ্ভুত উপায়ে চোর ধরা

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে মুন্সীগঞ্জের গিরিশচন্দ্র ধুবীর বাড়ীতে কয়েকজন চোর প্রবেশ করে। অসীম সাহসিকতার সহিত গিরিশ একজন চোরকে ধরিয়া ফেলে, কিন্তু চোর তাহাকে ভীষণভাবে আহত করিয়া পলায়ন করে। পরদিন অদ্ভুত উপায়ে চোর ধরা পড়ে।

গিরিশের কন্যা এবং মুন্সীগঞ্জের নিকটবর্ত্তী নয়াগাঁও নিবাসী শিকিম আলী মোল্লার ভ্রাতুষ্পুত্রী মুন্সীগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী। পরদিন স্কুলে সেই বালিকাটি কথায় কথায় গিরিশের কন্যাকে বলিয়া ফেলে যে, তাহার কাকা চুরি করিয়াছে। কন্যার মুখে এই সংবাদ শুনিয়া গিরিশ তৎক্ষণাৎ পুলিশে খবর দেয় এবং পুলিশ শিকিম আলীর বাড়ী গিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করে। তাহার সমস্ত শরীরে রক্তের দাগ ছিল এবং তাহার বাড়ীতে রক্তাক্ত কাপড় এবং রক্তাক্ত 'দাও' পাওয়া গিয়াছে। স্থানীয় হাসপাতালে গিরিশের চিকিৎসা চলিতেছে।

স্পেনের রাজপুত্রের ত্যাগ স্বীকার?

সিংহাসনচ্যুত আলফোন্সোর পুত্র যুবরাজ আষ্ট্রিয়াস ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি সেনোরিটা ডি পেড্রো নামী একটি মোক্কান যুবতীকে বিবাহ করিতে চান। যদি এই অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারেন তবে তিনি সমস্ত রাজকীয় অধিকার ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন। তিনি সাধারণতন্ত্রী প্রধান ধর্ম্মযাজকের নিকট লিখিয়াছেন যে, তিনি যেন তাঁহাকে আবশ্যকীয় দলিল পাঠাইয়া দেন।

সম্রাটের অটুট স্বাস্থ্য

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, পরিণত বয়সেও সম্রাটের স্বাস্থ্য অটুট আছে। এইবার শীতকালে স্যাণ্ডংহাম প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী দিঘীর জল জমিয়া গেলে তিনি উহার উপর স্কেটিং খেলিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে কয়েক বৎসর তিনি স্কেটিং খেলেন নাই। স্যাণ্ডংহাম প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী গ্রামে তিনি প্রত্যহ দীর্ঘ পথ পদব্রজে পর্য্যটন করিয়া থাকেন।

অন্তরীণ—সুবোধ মৈত্র

অন্তরীণ সুবোধ মৈত্রকে রাজসাহী হইতে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি দ্বারা তাঁহাকে চিকিৎসা করা হইতেছে। তাঁহাকে কয়োগের ইন্‌জেকসনও দেওয়া হইতেছে। এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁহার দেহের ওজন ১০ পাউণ্ড হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তাঁহার বুকের ডানদিকের ব্যথাটা বাড়িয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

ভগ্ন বিমানের মেরামত

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, গত ৯ই ফেব্রুয়ারী এলাহাবাদ কোর্টের নিকটে মিঃ বি, কে বসুর যে বিমানখানি পড়িয়া গিয়াছিল, তাহার বেশী ক্ষতি হয় নাই, উহাকে মেরামত করা হইয়াছে। মিঃ বসু দিল্লী অভিমুখে রওনা হইবার ইচ্ছা করেন।

আরামবাগে ডাকাতি

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, আরামবাগ মহকুমায় সম্প্রতি এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে প্রায় ১২ জন লোক লাঠি, কুঠার প্রভৃতি অস্ত্র লইয়া গভীর রাত্রে বেণাপাড়ার শ্রীযুক্ত হরিপদ দাসের বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং বাড়ীর লোকদের উপর মারপিট করিয়া নগদ টাকা অলঙ্কার লইয়া পলায়ন করে।

রাজবন্দী নগেন্দ্র গুপ্তের মামলা

মেদিনীপুর হইতে প্রকাশ, গত ৭ই ফেব্রুয়ারী মেদিনীপুরের সদর মহকুমা হাকিম বাবু গিরিজামোহন ঘোষালের এজলাসে রাজবন্দী নগেন্দ্র গুপ্তের মামলায় শুনানীর দিন ধার্য্য ছিল। স্মরণ থাকিতে পারে যে, অন্তরীণের সর্ত্ত ভঙ্গের অভিযোগেই নগেন বাবুর বিরুদ্ধে উক্ত মামলা দায়ের হইয়াছিল। সাক্ষিগণ আদালতে হাজির না হওয়ায় মামলার শুনানী হয় নাই। ইহা পুনরায় ২১শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মুলতুবি রহিয়াছে।

একদিনে ১৫০ জন গ্রেপ্তার

সাইকেলে আলো, ঘণ্টা ইত্যাদি কিছুই না থাকায় অভিযোগে পুলিশ শুক্রবার রাত্রে ১৫০ জনকে গ্রেপ্তার করে। অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর এফ, এল, কে, আসামীদের অধিকাংশকেই একটাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

দৈনিক

THE
NADIA- RA H

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিজিকাবে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার–নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৮৮তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৩রা ফাল্গুন বুধবার ১৩৩৯. ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩

নানা কথা

পুলিশ ও ডাকাতে গুলী বিনিময়

মুসাদেলের অরণ্যে জিওলজিক্যাল সর্ভে অব ইণ্ডিয়ার জনৈক ইউরোপীয়ান অফিসারের একটী রাইফেল, একটী রিভলবার দুইটী বন্দুক এবং চারিশত গুলী চুরি সম্পর্কে যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, মিয়ানওয়ালীর পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ত্রিশজন সশস্ত্র পুলিশসহ সমস্ত রাত্রি ধরিয়া একজন ফেরারী লোকের সন্ধানে দুর্গম অঞ্চলসমূহ ঘুরিয়া বেড়ান এবং অবশেষে উক্ত দুর্দ্দান্ত দস্যুর সন্ধান বাহির করিতে সমর্থ হন। লোকটীর নাম সৈয়দ উল্লা। তিনটী নরহত্যার মামলা সম্পর্কে তাহার খোঁজ করা হইতেছিল। তাহার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করা হইলে পর সে প্রথমে পলায়ন করিতে উদ্যত হয়, কিন্তু পরে পুলিশের উপর রাইফেলের গুলী চালায়। পুলিশ এক মাইলেরও অধিক লোকটির পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হয় এবং পরিশেষে তাহাকে গুলী করিয়া হত্যা করে। সর্ব্বমোট ৮০ বার গুলী বিনিময় হইয়াছিল। নিহত দস্যুর নিকট একটি মসার রাইফেল একটী গুলীভরা রিভলভার, এক জোড়া দূরবীক্ষণ যন্ত্র এবং অনুমান ১২৫টি গুলী পাওয়া যায়। পুলিশ পক্ষে কেহই হতাহত হয় নাই।

সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য আগামী ৭ই ফাল্গুন রবিবার শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠে একটী মহতী সভায় মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও

শ্রীশ্রীব্যাসপূজার

অভিভাষণাদি পঠিত হইবেন। সকলের যোগদান প্রার্থনীয়।

১৮ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার হইতে ২৬শে ফাল্গুন শুক্রবার পর্য্যন্ত নয়দিন নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা হইবে।

২৭শে ফাল্গুন, ১১ই মার্চ্চ শনিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম মায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপের যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব হইবে।

তিনজন রাজবন্দীর অনশন

এরূপ প্রকাশ যে, ক্ষৌরকার্য্য ইচ্ছা-সাপেক্ষ করিবার উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্গালোর সেন্ট্রাল জেলের তিনজন রাজনৈতিক বন্দী অনশন ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিয়াছেন। এই সাথে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ক্ষৌরকার্য্য সম্পর্কে এই দ্বিতীয়বার অনশন ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইল। আরও প্রকাশ যে, গত ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে জনৈক বন্দী অনশন ব্রত গ্রহণ করে এবং সে অনশন ব্রত ত্যাগ করার পূর্ব্বে তাহাকে বলপূর্ব্বক খাওয়ান হয় বলিয়া প্রকাশ।

"আমি মহাদেব, দরজা খোল"

অদ্ভুত ফন্দীতে চুরি

গত ২৯শে জানুয়ারী তারিখ রাত্রিতে ঢাকার থালপাড় গ্রামে এক অদ্ভুত কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ তথাকার জনৈক কুম্ভকারের বাড়িতে একজনের দাস্ত বমি হওয়ায় তাহার আত্মীয়েরা রোগীর বিছানার চতুর্দ্দিকে বসিয়া রোগীর আরোগ্য কামনায় মহাদেবের নামগান করিতেছিল। এমন সময় বাহিরে নাটকীয় সুরে বলিতে শুনা গেল "আমি মহাদেব তোমাদের কাতর প্রার্থনা শুনে এসেছি। দরজা খোল"। ঘরের লোকেরা মনে করিল মহাদেবের কৃপা হইয়াছে। অনতিবিলম্বে ঘরের লোকেরা দরজা খুলিয়া দিল। দরজা খোলা মাত্র জটাজুট সমন্বিত মহাদেব এবং অপর ২৩ জন লোক ঘরে প্রবেশ করিয়া ভয় দেখাইয়া ঘরের যাবতীয় জিনিষ পত্র নিয়া চম্পট দেয়। মহাদেবের কোন খোঁজ নাই।

স্বাধীনতা দিবস সম্পর্কে বেত্রদণ্ড

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ, গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ১ বৎসরে চম্পারণে আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে দণ্ডিতের সংখ্যা সর্ব্বমোট ২৩৯৯। স্বাধীনতা দিবস সম্পর্কে যে ১২০ জন গ্রেপ্তার হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত রামসুন্দর ত্রিপাঠি ও অপরাপর ১৮ জন কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। ৪ জনের প্রতি বেত্রাঘাতের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩রা ফাল্গুন, বুধবার ১৩২৯

যেভাবে বিলাতের কলকারখানাওয়ালারা উন্নতি লাভ করে আমরা তাহার কতক আলোচনা করিয়াছি। যদিও রাজশক্তি তাহাদের পশ্চাতে থাকিয়া তাহাদিগকে সর্ব্ব প্রকারে সাহায্য করে, তথাপি প্রথম অবস্থায় তাহাদিগকে লোকমতের বিপক্ষে ভীষণ সংগ্রাম করিতে হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিলাতে কারখানার যুগ আরম্ভ হয়। কারখানা সৃষ্টির ফলে একজনে অনেকের কাজ করিতে সমর্থ হইল এবং এই কারণে বহু শ্রমিক কর্ম্মশূন্য হইয়া পড়িল। তাহারা একজোট হইয়া দেশময় কারখানা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল এবং এক সময় সমস্ত তন্তুবায় মিলিত হইয়া দেশের সমস্ত কাপড়ের কল ভাঙ্গিল। পরে যখন এই কারখানা ভাঙ্গার আন্দোলন থামিল তখন দেখা গেল যে কোন কোন নির্জ্জন পল্লীতে লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হইয়া কলকারখানা চালাইয়া তাহা প্রকাণ্ড নগরীতে পরিণত করিল এবং এই সমস্ত কাপড় ভারতের শিল্প ধ্বংস করিয়া সেখানে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা হইল। এইরূপে বিলাতে বস্ত্র শিল্প স্থাপন এবং ভারতে বস্ত্রশিল্প ধ্বংস হইল।

মন্ত্রী সভার অন্যতম সদস্য স্যার রোণাল্ডসূকে শীঘ্রই সমর ঋণ কমিটির বিশেষ কাজের জন্য আমেরিকায় যাইতে হইবে। তিনি একাকী যাত্রা করিবেন এবং আমেরিকায় পৌঁছিয়া মিঃ রুজ ভেল্টের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং মন্ত্রী সভার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিবেন।

লিভারপুলে একটী সভায় বক্তৃতাকালে স্যার ওয়াটসন বলেন যে, ভারতের এবং বৃটিশ বাণিজ্যের উন্নতি করিতে হইলে ভারতীয়গণের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করান উচিত।

শান্তিপ্রয়াসী দল এখনও গান্ধীজীকে ও অন্যান্য রাজবন্দীদিগকে মুক্তি দিবার জন্য সামুয়েলহোরকে যাজক সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে একটী ডেপুটেশন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। শান্তিপ্রয়াসীর দল বলেন যে, রাজবন্দীদের মুক্তি ও অবাধ পত্র বিনিময় করিতে না দিলে আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ ও বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান হইবে না।

পণ্ডিত মতিলাল স্বরাজ্য দল স্থাপকদিগের অন্যতম। তাঁহার স্মৃতিবার্ষিকী উপলক্ষে এলাহাবাদে এক সভা বসিবার কথা থাকে; কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের একটি আদেশের ফলে সভা বসিতে পারে নাই। ঐ আদেশ মাত্র ২৪ ঘণ্টাকাল স্থায়ী ছিল। ঐ আদেশের বিরুদ্ধে আপীল হয়। তাহাতেও ফল হয় নাই কারণ আপীল আদালত রায় দেন যে, আদেশের স্থায়িত্ব কাল শেষ হওয়ায় সে সম্বন্ধে বিচার অনাবশ্যক। হাইকোর্টে আপীল হইবার কথা চলিতেছে। এই ব্যাপারে এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা বলেন যে, কোন সভ্য দেশে বরেণ্য নেতার স্মৃতি তর্পণে বাধা দেওয়ার রীতি নাই। তবে এসম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়।

আমরা অনেক দিন যাবৎ কৃষ্ণনগরের রাস্তাঘাট সম্বন্ধে লেখালিখি করিতেছি। যাহা হউক, কর্ত্তৃপক্ষ যে এবিষয়ে মনোযোগ দিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করা যাইতেছে। গোয়াড়ীর উত্তর দিকে নদীর ধারের রাস্তাটির দুরবস্থার কথা আমরা অবগত করিয়াছি। বর্ত্তমানে উহার মেরামত কার্য্য চলিতেছে। কার্য্য শীঘ্র সমাপ্ত হওয়া আবশ্যক; কারণ উহাই নগরবাসীদের বেড়াইবার একমাত্র রাস্তা এবং স্বাস্থ্য মেধী বহু লোক ঐ রাস্তায় প্রাতর্ভ্রমণ ও সান্ধ্য ভ্রমণ করেন। আশা করি মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তৃপক্ষ এদিকে মনোযোগ দিবেন।

সওদাগরদিগের অন্যতম প্রতিষ্ঠান হইতে বঙ্গদেশে অর্থনৈতিক সমিতির স্থাপিত হইবার প্রস্তাব হয় একথা নদীয়া-প্রকাশের পাঠকগণ অবগত আছেন। এরূপ সমিতি অন্যান্য প্রদেশেও আছে। প্রস্তাবানুযায়ী কমিটী গঠিত করিলে সভ্য সংখ্যা অত্যন্ত বেশী হইবে এবং তাহাতে কাজের অসুবিধা হইবে; কারণ তদনুযায়ী কমিটী গঠনের জন্য সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি গ্রহণ করিতে হইবে। এই জন্য গবর্ণর বাহাদুর প্রতিনিধি-গ্রহণ-মূলক সমিতি গঠন না করিয়া বিশেষজ্ঞ লইয়া সমিতি গঠন করিতে চাহেন। পার্থক্য এই যে, বিশেষজ্ঞের সংখ্যা অল্প হওয়া অবশ্যম্ভাবী এবং তাঁহারা বাজে কথায় সময় নষ্ট করিবেন না; কোন কথা কাহাকেও বুঝাইবার জন্য বেগ পাইতে হইবে না। কিন্তু প্রতিনিধিত্বমূলক সমিতিতে অনেক অনভিজ্ঞ লোক থাকার সম্ভাবনা এবং উহার সদস্যদিগের সংখ্যাধিক্য বশতঃ কার্য্য সম্পাদনে বিলম্ব হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা। তবে বিশেষজ্ঞের সমিতিতেও যাহাতে সদস্যগণ যথা সম্ভব সাধারণের বিশ্বাসভাজন প্রতিনিধি হন, সেদিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, যদি লোকের ধারণা হয় যে, সকলেই গবর্ণমেণ্টের হাতধরা লোক, তাহা হইলে কমিটিতে যত ভাল লোকই থাকুক না কেন সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। আশা করা যায় যে, কর্ত্তৃপক্ষ এবিষয়ে অবহিত হইবেন।

পল্লী রাস্তার উন্নতি কল্পনার্থ কার্য্যকরী প্রস্তাব

পল্লীর রাস্তা খর্ব্ব করা লোকের একটা রোগ বলিলেও অত্যুক্ত হয় না। ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন বৃত্তি প্রসার লাভ না করাই এই সকল গোলযোগের কারণ। জন সাধারণের জন্য আমরা ভাবিতে পারি না, নিজস্বার্থ জনসাধারণ বা জাতীয় স্বার্থ হইতে অনেক বেশী মনে করি। ইহার ফলে জনসাধারণের অসুবিধা বিধান করিতে আমরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করি না। জনসাধারণের রাস্তার ৪ আঙ্গুল আত্মসাৎ করিতেও আমরা একটু দ্বিধা করি না। এই মনোবৃত্তির অবসান হইবে তখন, যখন আমাদের মধ্যে দশের জন্য ত্যাগের প্রবৃত্তি জাগিবে। ইউনিয়ন বোর্ড যখন কোন রাস্তা প্রসার করিতে চান তখন প্রথমেই দেখিতে হইবে যে ইউনিয়ন বোর্ডের কোন সভ্য সাধারণ রাস্তা খর্ব্ব করিয়াছে কি না। যদি কোন সদস্য ঐরূপ দোষে দোষী হয়, তবে সর্ব্ব প্রথমে বোর্ডের কর্ত্তব্য হইবে বোর্ডের মেম্বরের রাস্তার প্রতিবন্ধক দূর করা। আদর্শে অনুপ্রাণিত করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কেহ রাস্তা নূতন করিয়া চাপিয়া লইতেছে জানিতে পারিলে তাহাকে বুঝাইয়া বলাই ভাল। এই কার্য্যের জন্য পাত্র নির্ব্বাচন করিবার সময় খুব বিবেচনা করিতে হইবে। যাহার সহিত তাহার বিশেষ সৌহৃদ্য আছে এমন ব্যক্তিকে তাহার নিকট পাঠাইতে হইবে। যে ব্যক্তি তাহার সহিত নানাকারণে বাধাবাধকতায় ঋণী এমন ব্যক্তিকে পাঠাইলে ফল ভাল হইবে। ইউনিয়ন বোর্ডের লোক হঠাৎ বলিলে তাহারা জিদ ধরিয়া যাইতে পারে, কর্ত্তৃপক্ষ দল বাঁধিয়া এই কার্য্যে অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। ইহাতে ফল বিপরীত হইবে এবং উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হইবে। প্রতিবেশীর বা যাহার সহিত মনোমালিন্য আছে এমন ব্যক্তি যেন কোন রকমে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করে। অন্তরঙ্গ বন্ধু ও আত্মীয় স্বজন দ্বারা বলাইলেও সে যদি রাস্তা ছাড়িয়া না দেয় তবে গ্রামের লোক দ্বারা এই কার্য্য সংঘটিত হইবে না তাহলে অপর গ্রামের বিশিষ্ট লোক দ্বারা এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। তিনিও কথাচ্ছলে তাহার নিকট প্রস্তাব করিবেন এবং ইহাতে ফল ফলিতে পারে। এই প্রকার উপায় দ্বারা যদি ফল পাওয়া না যায় তবে পল্লী স্বায়ত্ত-শাসন আইনের ৩১ ধারানুসারে বাধ্য হইয়া বোর্ডকে অগ্রসর হইতে হইবে। পল্লীর পাবলিক বোর্ডগুলির নকসা প্রস্তুত করিয়া রাখিলে ভবিষ্যতে আর বেগ পাইতে হয় না।

—স্বায়ত্তশাসন

বিহারের লোকগণনা-কার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাকালে প্রকাশ করেন যে, উচ্চ শিক্ষা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে পর্দ্দা-প্রথা দূরীভূত হইতেছে। বর্ত্তমানে ইংরাজী বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষিতা বালিকারা সাবেক প্রথাসমূহ অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেছেন। বিলাত প্রত্যাগতগণ বিদেশে স্ত্রীপুরুষের মেলামেশা এবং চাকুরি এবং ব্যবসায়ক্ষেত্রে তাহাদের প্রকাশ্য প্রতিযোগিতা দেখিয়া পর্দ্দা-প্রথার প্রতি বীতশ্রদ্ধ। তবে এখনও গ্রাম অঞ্চলে উহার প্রচলন আছে। তবে গ্রামে পর্দ্দার জন্য কোন স্ত্রীলোকের স্বাধীনতার বাধা হয় না। সেখানে কার্য্য ব্যপদেশে তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই পর্দ্দার বাহিরে থাকিতে হয়। স্ত্রীলোকগণ ভোটাধিকার পাইলে পর্দ্দা প্রথা আরও শিথিল হইবারই সম্ভবনা।

ষাট হাজার টাকা জরিমানা আদায়

চট্টগ্রাম হইতে ১১ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, ৮০ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানার মধ্যে চট্টগ্রামের হিন্দুদের নিকট হইতে এপর্য্যন্ত ৬০ হাজার টাকা আদায় হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-শ্রীমায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, ৫ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৬, ৩রা ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৫ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৩, বুধবার ১৮৮-তম সংখ্যা

নিত্যানন্দাবির্ভাবোৎসব

শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠে

বিগত ২৬শে মাঘ বুধবার দিবস পূত-সলিলা গৌতমী-গঙ্গাতটে শ্রীগৌর-রামানন্দ-মিলনস্থলীস্থিত শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়-মঠে মূল-সঙ্কর্ষণ শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে উক্ত দিবস ঊষঃকাল হইতে শ্রীমঠে বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-সমূহ অনুষ্ঠিত হইতেছিলেন। স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা সোৎসাহে এই অপ্রাকৃত মহোৎসবে যোগদান করতঃ স্ব স্ব নিত্য সুকৃতি অর্জ্জনের সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর আরাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি লীলা হইতে শ্রীমন্নিত্যানন্দ-মাহাত্ম্য-সূচক পঞ্চ-শ্লোকাত্মক পঞ্চম পরিচ্ছেদ পাঠ ও ব্যাখ্যা আরম্ভ হয়। এতৎপ্রসঙ্গে আলোচিত হয় যে—অদ্যকার এই পরমারাধ্যা মাঘী শুক্লা গৌর-ত্রয়োদশী-তিথিই শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-বাসর। এই পরম পবিত্র তিথির মাহাত্ম্য-বর্ণনমুখে ব্যাসাবতার শ্রীমদ্ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে লিখিয়াছেন,—"পরম পবিত্র তিথি ভক্তি-স্বরূপিণী। যাঁহি অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি॥ নিত্যানন্দ জন্ম মাঘ-শুক্লা ত্রয়োদশী। গৌরচন্দ্র প্রকাশ ফাল্গুন পৌর্ণমাসী॥ সর্ব্ব যাত্রা মঙ্গল এই দুই পুণ্য তিথি। সর্ব্ব শুভ লগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি॥ এতেকে এই দুই তিথি করিলে সেবন। কৃষ্ণভক্তি হয়, খণ্ডে অবিদ্যা বন্ধন॥"

(চৈঃ ভাঃ আঃ ৩।৪২-৪৬)

জীবহৃদয়ে ভগবদাবির্ভাবের নামই ভগবানের জন্মলীলা। ভগবানের জন্ম বা জীব-হৃদয়ে আবির্ভাবের পূর্ব্বে জীবের স্ব-স্বরূপের উন্মেষ হইয়া থাকে। স্ব-স্বরূপের উপলব্ধি হইলে জীব আপনাকে ভগবানের নিত্য সেবক বলিয়া জানিতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে সেবা-বিগ্রহ বলদেব-তত্ত্বও উদিত হন। সেবক-তত্ত্বের হৃদয়ে সেবা-বিগ্রহের কৃপায় সেবা-বৃত্তি উদয়ের অব্যবহিত পরেই সেবক-হৃদয়ে পরম সেব্যতত্ত্ব ভগবানের আবির্ভাব হয়। সেবা, সেবক ও সেব্য নিত্য ও পরস্পর সংশ্লিষ্ট; সুতরাং সেবকের হৃদয়ে সেব্য ও সেবা-বিগ্রহের আবির্ভাব বা জন্ম নিত্য। তাই শ্রীকৃষ্ণাগ্রজ শ্রীবলদেবপ্রভু সমগ্র বিষ্ণু ও বৈষ্ণবতত্ত্বের আদি এবং পালনকর্ত্তা মূল পিতা হইয়াও স্বীয় ভক্ত-দম্পতিকে বাৎসল্য-মধুরিমা আস্বাদন করাইবার উদ্দেশ্যে নিত্যানন্দ স্বরূপে পুত্র-চ্ছলে তাঁহাদের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শক্তিমত্তত্ত্ব, শক্তি-তত্ত্ব নহেন। তিনি স্বয়ং বিষয়-জাতীয় বিগ্রহ অর্থাৎ সেব্য-তত্ত্ব হইয়াও বিষয়-বিগ্রহের আশ্রয়-জাতীয় তত্ত্বের অর্থাৎ সেবকের লীলা প্রকট করতঃ জীব উদ্ধার করেন বলিয়া তিনি জগদ্গুরু। আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর প্রকাশ-তত্ত্ব। অতএব আমরা যদি আজ সেই শ্রীমন্নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা শিরে ধারণ করিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ-মহিমা কীর্ত্তনমুখে এই পরম মঙ্গলময়ী ভক্তিপ্রদায়িনী তিথিবরার আরাধনায় নিযুক্ত থাকিতে পারি, তাহা হইলে আমরা নিত্যমঙ্গল লাভ করিতে পারিব, ইহাতে সন্দেহ নাই।

পাঠান্তে ভোগরাগ ও আরাত্রিকের পর সমাগত সকল ব্যক্তিকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে

বরাহদ্বাদশী ব্রত-পালন

গত বরাহ-দ্বাদশী দিবস শ্রীগৌড়ীয়মঠে ভগবান্ বরাহদেবের হিরণ্যাক্ষ-বধ বৃত্তান্ত আলোচিত হইয়াছিল। প্রাকৃত হিরণ্য বা কনক-লোলুপ ব্যক্তিই হিরণ্যাক্ষ, কনক-কামিনী-লোলুপ ব্যক্তিই হিরণ্যকশিপু। বরাহদেব হিরণ্যাক্ষকে এবং নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুর বধ সাধন করেন। উভয়েই ভগবানের দেহ দেহীতে ভেদবুদ্ধিকারী অহংগ্রহোপাসক। হিরণ্যাক্ষ ভগবানের শৌকর-বপুকে প্রাকৃত শৌকরজ্ঞানে উপহাস করিয়া তাঁহার বক্ষে গদাঘাত করিয়াছিল। মায়াবাদিগণ ঐরূপ বিচারাবলম্বনে ভগবানের অপ্রাকৃত অঙ্গকে প্রাকৃতসাম্যে দর্শন করিয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গে আঘাত করিয়া থাকে। এইজন্য মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—"কাশীতে বসয়ে বেটা প্রকাশানন্দ। সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥" ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলা পূর্ণবস্তু। তাহাতে প্রাকৃতবুদ্ধিকারীই অসুর। অত্যন্ত কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালোলুপতাই জীবকে শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার নিজজন ভক্তে মর্ত্ত্যবুদ্ধি উৎপাদন করাইয়া থাকে। হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুর পূর্ব্ববৃত্তান্ত এবং পরবর্ত্তী বৃত্তান্তসমূহও আলোচিত হয়।

গৌরাবতারে জয়-বিজয় জগাই-মাধাই-রূপে কৃষ্ণপ্রেমধনের অধিকারী হইয়াছিলেন—মহাপ্রভুর ঔদার্য্যলীলা-পরিকর-মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন। শ্রীগুরুদেবের মর্ত্ত্যবুদ্ধি-পোষণ হিরণ্যাক্ষাদির আনুগত্য। শ্রীবরাহদেব-প্রসঙ্গে শৌক্রপারম্পর্য্যে যে বংশ-গৌরব রক্ষার চেষ্টা আধুনিক গোঁসাই বাবাজীদের মধ্যে দৃষ্ট হইতেছে, তাহা যে অত্যন্ত অপরাধমূলক তাহা বুঝাইয়া দেওয়া হয়। ভগবদ্-ভোগ্য কনক-কামিনী প্রভৃতি নিজেদের ভোগ করিবার চেষ্টা আসুরিক প্রবৃত্তি, উহাও বলা হয়।

দশাবতারবর্ণনে ব্যাখ্যামুখে জীব-চেতনের ক্রমবিকাশ-মূলে শ্রীভগবান্ সেব্য। মৎস্যাদি-রূপে জীব-চেতনের সেবোন্মুখবৃত্তিতে—শুদ্ধ সত্ত্বাধিষ্ঠানে আবির্ভূত হইয়াছেন, তৎসম্বন্ধেও কিছু বলা হয়। ভৈমী একাদশী দিবসও হরিবাসর-মাহাত্ম্য এবং উহার সন্তাৎপর্য্য বর্ণনমুখে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীব্যাসপূজার অভিভাষণাদি আগামী ৭ই ফাল্গুন রবিবার শ্রীচৈতন্যমঠের নাট্য-মন্দিরে অনুষ্ঠীয়মান সভায় পঠিত হইবেন। উক্ত দিবস শ্রীনদীয়া-প্রকাশের একটী বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ব্যাস-পূজোপলক্ষে অদ্য প্রেস বন্ধ থাকিবে বলিয়া আগামী কল্য দৈনিকটী প্রকাশিত হইবেন না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৫ গোবিন্দ, ৪৪৫ অনিরুদ্ধ

আচার্য্যাবির্ভাব

শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব

আজ পরম মঙ্গলময়ী মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথি—আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের লোকদৃষ্টিক কাল বর্ণনায় ঊনষষ্টিতম আবির্ভাব বাসর ঘোষণা করিয়া তিনি জগদ্‌বরেণ্য। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর প্রচারিত পরম নির্ম্মল প্রেমধর্ম্মের প্রতি যাঁহাদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে, তাঁহারাই আজ তাঁহার প্রেমধর্ম্ম-সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্যের আবির্ভাব তিথির সমাদর করিয়া ধন্য হইতেছেন। 'উৎকলে পুরুষোত্তমাৎ'-বাক্য সার্থক করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ এই দিবস সিন্ধুতটে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে পুরুষোত্তমের বাণী প্রচার করিবার জন্য আবির্ভূত হন। মহাপ্রভুর কাঙ্গাল ভাগ্যহীন জনগণ নানাভাবে লইয়া যখন ক্রমে ক্রমে অমঙ্গলের পথে ধাবিত হইতেছিল, তখন দুঃখদগ্ধহৃদয় তত্ত্বানভিজ্ঞ জনগণ-সমীপে প্রভুর প্রকৃত প্রেমভক্তিসিদ্ধান্ত স্ব স্ব আচরণ প্রচার করিবার জন্য শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীগৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ শ্রীগৌরেচ্ছায় গৌড়দেশে আবির্ভূত হন। ইঁহারা সকলেই স্ব স্ব ভজনানন্দে মত্ত থাকিলেও জীবের বহির্ম্মুখতা দর্শনে বড়ই ব্যথিত হইয়া শ্রীল মহাচার্য্য প্রভুর আনুগত্যে হুঙ্কার করিয়া শক্তিসমন্বিত পুরুষকে প্রেরণের জন্য কৃষ্ণকে আহ্বান করিতেছিলেন এবং জীবের দুঃখে নীরবে অশ্রুপাত করিতেছিলেন এমন সময়ে গৌরকৃষ্ণেচ্ছায় তাঁহার নিজজন ও প্রিয়পাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ জগদীশ ক্ষেত্রে জন্মলীলা আবিষ্কার করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস পরমহংস বাবাজী মহারাজকে দীক্ষা-গুরুরূপে এবং ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ প্রভৃতি গৌরজনগণকে শিক্ষা-গুরুরূপে বরণপূর্ব্বক জগজ্জীবকে গুরুপাদ শ্রয়ের আদর্শ শিক্ষা দিয়া জগতে শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচার আরম্ভ করেন।

প্রচার-বৈশিষ্ট্য

আত্মনিবেদনক্ষেত্র শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠকে কেন্দ্র করিয়া ক্রমে ভারতের আর্য্যাবর্ত্তে ও দাক্ষিণাত্যে বহু-স্থানে শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্র স্থাপন, দৈনিক সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পারমার্থিক পত্র প্রচার, শাস্ত্র গ্রন্থ প্রচার, নিজ অনুগত সিদ্ধান্তবিৎ ভক্তগণকে বিভিন্ন স্থানে পাঠাইয়া পাঠ-বক্তৃতাদির ব্যবস্থা, শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ স্থাপন, শ্রীগৌড়মণ্ডল ও ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা এবং শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা প্রবর্ত্তন, শব্দব্রহ্মের প্রতীক-দ্বারা স্থূলবুদ্ধি জগজ্জীবকে শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত জ্ঞানলাভের সুযোগ-দান, শ্রীগৌর-কৃষ্ণের নাম, ধাম ও কামের স্বরূপ কীর্ত্তন, তীর্থ-ভ্রমণের ছলে তীর্থোদ্ধার, অহর্নিশ হরিনাম কীর্ত্তন, শ্রীধাম মায়াপুরে পরবিদ্যা-শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন প্রভৃতি দ্বারা অনুক্ষণ জীবমঙ্গল বিধান করিতেছেন। ভক্তানুগামী সুকৃতিশালী নিষ্কপট জনগণ স্ব স্ব ঐশ্বর্য্য-শ্রুত শ্রীর অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদপদ্মে শরণ-গ্রহণপূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণনাম-ধাম কাম-সেবায় নিযুক্ত করিতেছেন। দুর্দ্দৈবগ্রস্ত মৎসরহৃদয় জীবগণ মিথ্যা-হঙ্কারে প্রমত্ত হইয়া অসদ্‌গুরুকে গুরুজ্ঞানে 'আমার গুরু', 'তোমার গুরু', প্রভৃতি গুরুতত্ত্বজ্ঞানাক্ষতা-জন্য গুরুবঞ্চনা-পরাধে লিপ্ত হইয়া কৃষ্ণকৃপালাভে চির-বঞ্চিত হইতেছেন। কৃষ্ণ তাঁহাদের সুকৃতি প্রদান করুন, তাঁহারা এখনও নিজ নিজ ভ্রম-সংশোধনে যত্নবান্ হইয়া শ্রীচৈতন্য-শক্তির নিকট আত্মদান করুন।

গুরুদেব কৃষ্ণাভিন্ন পূর্ণতত্ত্ব

কৃষ্ণ যেমন এক অখণ্ড নিত্য শুদ্ধ পূর্ণ মুক্ত বস্তু, তদভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয়-তত্ত্ব হইলেও কৃষ্ণ হইতে কোন অংশে ন্যূন, অপূর্ণ বা খণ্ডিত তত্ত্ব নহেন, কৃষ্ণ বিষয়জাতীয় ভগবান্ আর শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় বা সেবকজাতীয় ভগবান্; বিভিন্নাংশ জীবকোটির অন্তর্গত মায়া-দ্বারা অভিভাব্য তত্ত্ববিশেষ নহেন। "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" এই শ্রুতিবচন উল্লঙ্ঘন করিয়া যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মকে কৃষ্ণ হইতে কোন অংশে ন্যূন বা স্বতন্ত্ররূপে দর্শন করেন, তাঁহারা গুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি-হেতু গুর্ব্বপরাধী, সুতরাং কৃষ্ণাপরাধী হওয়া কখনও গুরুপাদপদ্মপূজার অধিকারী হন না—কৃষ্ণকৃপালাভে চিরবঞ্চিত থাকেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্মপূজার নিত্যতা

সাত্বতসম্প্রদায় শ্রীগুরুপাদপদ্মপূজাকেই "ব্যাসপূজা" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ স্বয়ং তাঁহাকে না জানাইলে কেহ তাঁহাকে নিজচেষ্টায় জানিতে পারে না; এইজন্য তিনি শব্দব্রহ্ম 'বেদ'-রূপে প্রকটিত। আবার এই বেদ-রহস্য স্বয়ং তিনিই না জানাইলে আর কে জানাইবে, তাই তিনিই আবার শব্দব্রহ্মকীর্ত্তনকারী গুরুরূপে বা শ্রীবেদ-ব্যাসরূপে আবির্ভূত। শ্রীভগবানে শুদ্ধভক্তিই জীবাত্মস্বরূপের নিত্যবৃত্তি; তৎসম্বন্ধিনী সিদ্ধান্তবাণী অর্থাৎ ভাগবতসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তনই শ্রীব্যাস-গুরুর কার্য্য। সুতরাং এই ব্যাসপূজা বা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীপূজা সার্ব্বজনীন সমগ্র জীব-চৈতন্যের স্বাভাবিকধর্ম্ম, জীব-মাত্রেরই নিত্যধর্ম্ম বলিয়া ইহা—"বৈষ্ণবধর্ম্ম"।

ব্যাসপূজাদর্শপ্রচারক—স্বয়ং শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ

শ্রীভগবান্ নিত্যানন্দপ্রভু যখন শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইলেন, তখন সর্ব্বলোকশিক্ষক-জগদ্‌গুরুলীলাভিনয়কারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর "শুন শুন নিত্যানন্দ শ্রীপাদ গোসাঞি। 'ব্যাসপূজা' তোমার হইবে কোন্ ঠাঞি। কালি হৈবে পৌর্ণমাসী ব্যাসের পূজন। আপনে বুঝিয়া বল যা'রে লয় মন॥"—এই বাক্য-দ্বারা তদভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে জগতে ব্যাস-পূজাদর্শ প্রচার করিবার ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট-পূর্ণকারী শ্রীনিত্যানন্দ "কালি হৈবে পৌর্ণমাসী ব্যাসের পূজন" বাক্যানুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভুকেই বেদোপদানকারী শ্রীব্যাস-গুরু-বুদ্ধিতে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আবির্ভাব-তিথি-পূজাদর্শ স্থাপন করিলেন। স্বয়ং কৃষ্ণই সেবা-বিগ্রহ বলদেব-রূপে তাঁহার সেবা করিয়া জগতে তাঁহারই সেবাদর্শ প্রচারপূর্ব্বক জগজ্জীবের মঙ্গল বিধান করেন। সুতরাং শ্রীবলদেবাভিন্নবিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দও ব্যাসপূজার সমস্ত অর্ঘ্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে নিবেদন করিয়া আমাদিগকে শ্রীগুরুপাদপদ্মপূজার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সেবকবৃন্দের তাই আজ শ্রীনিত্যানন্দানুগত্যে তদভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরু-পাদপদ্মপূজার আয়োজন।

শ্রীগুরুকৃষ্ণ কাহার প্রতি আকৃষ্ট হন? জীবের সৌন্দর্য্য কি?

জ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিই জীবের একমাত্র নিত্য সৌন্দর্য্য। শ্রীগুরুকৃপা-ফলেই জীব তাঁহার সেই স্বরূপের সৌন্দর্য্য লাভ করিলেই কৃষ্ণ তাঁহার মুখদর্শন করেন। বাহিরে ঐশ্বর্য্য-ভোগ বা ঐশ্বর্য্যত্যাগরূপ যে দুইটী সৌন্দর্য্যকে আমরা অত্যন্ত বহুমানন করি, তাহাতে কৃষ্ণ আকৃষ্ট হন না, ভক্তির তারতম্যানুসারে সৌন্দর্য্যের তারতম্য এবং তদনুপাতে কৃষ্ণ ও তাঁহার অভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে আমরা আপন করিতে পারি, নতুবা তাঁহারা নিরপেক্ষ থাকেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন—"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥" সুতরাং অকিঞ্চন ভগবান্ ও তন্নিজজনকে অন্য কিছু দিয়া বশ করা যায় না। আমরা হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির আনুগত্যে জড়-বিষয়েই আসক্ত থাকিব আর বলিব—"কৃষ্ণ কেন তাঁহার ভক্তকে অধিক ভালবাসিবেন বা গুরুদেব কেন কাহারও প্রতি অধিক স্নেহ প্রদর্শন করিবেন, কাহাকেও বা কম স্নেহ করিবেন?" এরূপ ধারণা অবিদ্যার মোহ হইতেই উদ্ভূত হয়। গুরু-কৃষ্ণের কৃপা সর্ব্বত্র সমভাবেই বর্ষিত হইতেছে, যিনি তৎকৃপা উপলব্ধির জন্য যত বেশী উন্মুখ হইতেছেন, তিনি গুরুপাদপদ্মের তত অধিক নিকটে ও প্রিয়রূপে আপনাকে উপলব্ধি করিয়া প্রফুল্লচিত্ত হইতে পারিতেছেন। মাৎসর্য্যবশতঃ তাঁহার সেই প্রফুল্লতা সহ্য করিতে না পারিয়া এবং নিজ যোগ্যতাকেও সমৃদ্ধ করিবার চেষ্টা না করিয়া বৃথা হাহুতাশ করিয়া লাভ কি? যাহাতে সে বাস্তবতা-দ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রসন্নতা লাভ করা যায়, তজ্জন্যই যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। শ্রীগুরুদেব প্রসন্ন হইলেই কৃষ্ণের প্রসন্নতা।

শুদ্ধভক্তির অনুসন্ধিৎসাই গুরু-পাদপদ্ম পূজার নিত্যতা-জ্ঞাপক

সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া যদি কখনও কাহারও জন্ম জন্মান্তরের পুঞ্জীভূত সুকৃতিফলে শুদ্ধভক্ত-সঙ্গক্রমে কৃষ্ণপাদপদ্মকে একমাত্র সম্বন্ধ, কৃষ্ণপ্রেমকেই একমাত্র প্রয়োজন ও কৃষ্ণ-ভক্তিকেই তৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় বলিয়া জ্ঞানলাভ হয় এবং সেই ভক্তি বিষয়ের "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতং আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা" প্রভৃতি বিচারে শ্রদ্ধা উপস্থিত হইয়া শুদ্ধা-ভক্তির অনুসন্ধিৎসা হৃদয়ে বলবতী হয়, তবেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কি বস্তু, তাঁহার কীর্ত্তনকারী মহাপুরুষের পাদপদ্ম কেন আশ্রয় করিতে হইবে, কেন যথা সর্ব্বস্ব দিয়া তাঁহার পূজা করিয়াও সাধ মিটিবে না, কেন সমস্ত প্রাণ দিয়া সেবা করিয়াও অতৃপ্ত হইতে হইবে, "ভুক্তে ভাগবিনী রতিম্" শ্লোকাবৃত্তির প্রয়োজন হইবে, তৎসমুদয় প্রশ্নের প্রকৃত সমাধান হইবে।

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা

নদীয়া প্রকাশ

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত — ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র — ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড — ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) — ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) — ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব — ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য — ।৶০
৭। ভজনরহস্য — ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) — ১৲
ঐ (আবাঁধা) — ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) — ২৲
ঐ (আবাঁধা) — ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) — ২৲
ঐ (আবাঁধা) — ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য — ॥০
১২। মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) — ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) — ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম — ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার — ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) — ॥৶০
ঐ (বাঁধা) — ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন — ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) — ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা — ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) — ৶০
২৩। গীতমালা — ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য — ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড — ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) — ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ — ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ — ।০
২৯। শরণাগতি — ৴০
৩০। গীতাবলী — ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ — ১॥০
৩২। সাধনকণা — ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক — ৴০০
৩৫। অর্থপঞ্চক — ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ — ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) — ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণা — ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) — ॥০
ঐ (আবাঁধা) — ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) — ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা — ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) — ১৲
ঐ (আবাঁধা) — ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ — ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ — ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় — ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী — ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) — ২৲
ঐ (আবাঁধা) — ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? — ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) — ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর — ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ — ৶০
৫২। সাত্বাবাণী — ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ — ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ — ।০
৫৫। তত্ত্ব সূত্রম্ — ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ — ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ — ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ — ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ — ॥০
৬০। নামভজন — ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ — ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু — ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ — ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং — ৴০
৬৫। দি ভাগবত — ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল য়্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন — ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা — ২।০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) — ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি — ॥০
৭০। সাধন পথ — ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু — ৴১০
৭২। গীতাবলী — ৴০
৭৩। শরণাগতি — ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি — ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ — ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন — ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন — ঐ
৫। কাজীর সমাধিপাট — ঐ
৬। আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া
৯। মদনগোপাল পাট কাঠালপুলি, চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটী, (বর্দ্ধমান)
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাযোড়া, রাজনাথ-বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাকু, হাওড়া
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চক্রলধা, বাসুদেব-
পুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ চটকপর্ব্বত, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভদ্রককুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ আগস্তকুণ্ড, কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য।
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়-

	নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১।	শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম-মায়াপুর
২।	শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	মেদিনীপুর
৩।	শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীধাম-মায়াপুর
৪।	শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫।	শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৬।	শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী
৭।	শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	মেদিনীপুর
৮।	শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	ঢাকা
৯।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০।	শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
১১।	শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১২।	শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩।	শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	পুরী

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা।। সুবর্ণ সুযোগ।।

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, যাহা হইতে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দারিদ্র্যব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-[illegible]। বাঙ্গালি বাঙ্গলাদেশের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রমুখ [illegible] সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন রঙের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; [illegible] শ্রীল [illegible] সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) [illegible] বাঁধাই মূল্য ১৷৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

চৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ২০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৷৷০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফসেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ৷৷০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধবগৌড়ীয় পরমার্থিতামন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসংগ্রহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৵০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

কৃপাম্বুনিধি প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও প্রাকৃত-ক্রোধের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ' 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'অসজ্জ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রাতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বেদপাঠন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীমদ্ স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরনামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা, শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব প্রবর্ত্তৈকবেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিদ্দকুচিবৃত্তি, শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৵০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৷০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের ফ-

ফর্ম সর্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, চেৌকর এবং কোর্টের যাবতী

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি থান' /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩ নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ॥০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বন্দ সম্বের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

পার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৵০ আনা।

মিটিংএর নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মকদ্দমার হুকুমনামের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার নোটিশ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি ১০০ ।০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

মেওলা পাচন

... রেলের অ... মহৌষধ

... শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ভোটবোতলের সমান ... ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।১০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং ... রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭-৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২০, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫-৩১	৯-৫	১২-১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩৩	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বুলগেরিয়ায় রাজনৈতিক সঙ্কট

রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ, আগামী রবিবার বুলগেরিয়ার অধীন ম্যাসিডোনিয়ার প্রাপ্ত কংগ্রেসে ম্যাসিডোনিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করা হইবে; সুতরাং গবর্ণমেণ্ট এক গুরুতর রাজনৈতিক সঙ্কটের সম্ভাবনায় শঙ্কিত হইয়াছেন। ঐ অঞ্চলে শান্তি রক্ষার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন; কিন্তু এদিকে যে-কোনও সরকারী কর্ম্মচারী প্রতিনিধি হিসাবে ঐ কংগ্রেসে যোগদান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের ছুটী মঞ্জুর করিতেছেন।

বুলগেরিয়ার সমস্ত ম্যাসিডোনিয়াবাসী একটি প্রবল সমিতি গঠন করিয়াছে। এই সমিতি এত প্রবল যে, গবর্ণমেণ্টের অভ্যন্তরে তাহারা একটী নিজস্ব গবর্ণমেণ্ট গঠন করিয়া তাহাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার চেষ্টায় আছে। আইভান মিহেইলফ নামক জনৈক ম্যাসিডোনিয়ান ম্যাসিডোনিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা, ম্যাসিডোনিয়ার সর্ব্বত্র তিনি "মুকুটহীন রাজা" বলিয়া পরিচিত।

আভ্যন্তরিক লবণ-শুল্ক

বাঙ্গলা সরকার ও বিহার উড়িষ্যা সরকার ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধ করিয়াছেন, আগামী ৩১শে মার্চের পর যেন বিদেশাগত লবণের উপর অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য্য না হয়। বিহার গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন, বিদেশ অথবা পশ্চিম ভারত যেখান হইতেই লবণ আমদানী হউক না কেন, উহার মূল্য বৃদ্ধি পাইলে দরিদ্র অধিবাসীদের প্রতি অবিচার করা হয়। বর্ত্তমানে উহার দর হ্রাস পাইয়াছে; সুতরাং লবণ শুল্ক আইনের ৫ (৪) ধারা অনুসারে যে মূল্য ধার্য্য আছে তাহা আরও হ্রাস করা কর্ত্তব্য।

এডেনে যে ইটালীয়ান কোম্পানী লবণ প্রস্তুত করে, অনেকে সেই কোম্পানীকে লবণ-শুল্ক আইনের সুবিধায় বঞ্চিত রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের মত এই যে, এডেনে নূতন কোনও বিদেশী কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাকে ঐ সুবিধা না দেওয়া যাইতে পারে, অতিরিক্ত লবণ শুল্ক বিধি প্রবর্ত্তনের সময় এডেনের ভারতীয় কোম্পানীগুলির সহিত ইটালিয়ান কোম্পানীকেও যে সুবিধা দেওয়া হইয়াছে, এখন তাহার সেই সুবিধা হরণ করা সমীচীন হইবে না।

চলন্ত ট্রেণ হইতে মহিলার পতন

মিস ক্যাম্বেল নাম্নী একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলা ইংলণ্ডে যাইবার পথে রাওলপিণ্ডি হইতে ফ্রণ্টিয়ার মেল যোগে বোম্বাই গমন করিতেছিলেন। গুজরাটের চ্যাম্পেনীয়ার এবং দেওয়ার ষ্টেশনের মধ্যে তিনি দৈবাৎ চলন্ত ট্রেণ হইতে পড়িয়া গিয়া গুরুতররূপে জখম হইয়াছেন। ফ্রণ্টিয়ার মেল বরদা ষ্টেশনে পৌঁছিলে মিস ক্যাম্বেলের সহযাত্রী জনৈকা মহিলা রেল কর্ত্তৃপক্ষকে জানান যে, তাঁহার সঙ্গিনীর কোন খোঁজ মিলিতেছে না। তিনি বলেন, মিস ক্যাম্বেল এবং তিনি উভয়ে একত্র শুইতে যান, পরবর্ত্তী ষ্টেশনে তিনি জাগিয়া উঠিয়া তাঁহার সঙ্গিনীর কোন খোঁজ পান নাই। পরে এই সংবাদ পাওয়া যায় যে, মিস ক্যাম্বেলকে বরোদার সিভিল হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হইয়াছে।

গান্ধীজী ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি

গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য ব্যবস্থাপরিষদের দুইজন বে-সরকারী সদস্য নিয়োগ সম্পর্কে শ্রীযুত কৃষ্ণ আয়ার যে প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছিলেন মিঃ মামুদ আমেদ তৎসম্পর্কে একটী সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। মিঃ মামুদ আমেদের সংশোধন প্রস্তাবটী এইরূপ যে, "ব্যবস্থা পরিষদ সপরিষদ গবর্ণর জেনারেলের নিকট গান্ধীজী, মুক্তিকামী ফেডারেশন, উলেমা ও অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদিগকে ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র গঠনের কাজে তাঁহাদের সহযোগিতা লাভের জন্য মুক্তি দিবার নিমিত্ত সুপারিশ করিতেছেন।

মেদিনীপুরে বসন্তের প্রাদুর্ভাব

মেদিনীপুর হইতে প্রকাশ, ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই সহরে ভীষণ আকারে বসন্তরোগ দেখা দিয়াছে। সহরের চারিদিক হইতেই কয়েকটী বসন্ত ... তাঁহাদের এই কষ্টের জন্য সহরের প্রায় সকল বাসিন্দাই মিউনিসিপ্যালিটিকে দায়ী করিতেছেন। সহরের রাস্তা ও নর্দ্দামার অবস্থা খুব খারাপ। এইগুলি ধূলা ও কাদায় পূর্ণ। কমিশনারগণ কর-দাতাগণের প্রতিনিধি বলিয়াই হয়ত তাঁহাদিগকে মনে করেন। কর-দাতাদের প্রতি কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব প্রতিপালন করিবার পক্ষে কমিশনারদের ইহাই প্রকৃষ্ট সময়।

বয়েসর উপর লগন জারি

দুইজন লোক প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এক বেনামী চিঠিতে বলে যে, রামগোপাল নামক ৫০ বৎসর বয়স্ক এক বিয়ে-পাগলা পশ্চিমা ধনী বৃদ্ধ চতুর্থ বারের জন্য ১৩ বৎসরের এক নাবালিকাকে বিবাহ করিতে যাইতেছে এবং আদালতকে এই বিবাহে বাধা প্রদান করিতে অনুরোধ করে।

পত্র প্রেরকগণ বলে যে, রামগোপালের ছেলে-পিলে আছে এবং তাহার এক মেয়ের বয়স ২৫ বৎসর। তাহা সত্ত্বেও সে ১১নং ডাক্তার লেনের রামনারায়ণ গুপ্তের নাবালিকা কন্যার সঙ্গে বিবাহ স্থির করিয়াছে এবং ১৩ই ফেব্রুয়ারী বিবাহের দিন ধার্য্য হইয়াছে। তাহারা রামগোপালকে এই বিবাহ হইতে বিরক্ত হইতে অনুরোধ করিয়াছিল কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই।

ডেপুটিপুলিশ কমিশনারের রিপোর্ট অনুসারে ম্যাজিষ্ট্রেট রামগোপালের উপর, ১৭ই ফেব্রুয়ারী আদালতে উপস্থিত হইয়া বিবাহ কেন বন্ধ করা হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য সমন জারী করিয়াছেন।

বিনা লাইসেন্সে কার্ত্তুজ

বিনা লাইসেন্সে ৪৮টী কার্ত্তুজ রাখার অভিযোগে শেখ কোরবান আলিপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টি আমেদের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছে।

পোর্ট পুলিশের বিশেষ বিভাগের ইনস্পেক্টর রামচন্দ্র চৌধুরী বলেন যে তিনি কোন সংবাদ পাইয়া হাওয়া পার্কে যান। সেখানে জনৈক কনষ্টেবল তাঁহাকে আসামীর সহিত পরিচয় করাইয়া দেয়। তিনি ৫০টী কার্ত্তুজ এবং একটি পিস্তল খরিদ করার কথা আসামীর সহিত ঠিক করেন। আসামী এজন্য ১৫০৲ টাকা অগ্রিম টাকা চাহে। তিনি বলেন যে, অগ্রিম দিবেন না, কারণ পূর্ব্বে তিনি এরূপ টাকা দিয়া ঠকিয়াছিলেন। আসামী বলে যে, সে প্রতিমাসে সাহেবদের কুঠি হইতে দুই তিনটি অস্ত্রশস্ত্র আনিয়া দিতে পারে। সাক্ষী কিছু নমুনা দেখিতে চাহেন। আসামী কার্ত্তুজগুলি লইয়া আসে এবং বলে যে, পিস্তলটি তাহার বাড়ীতে আছে। আসামীকে একটী গেটে বসিতে বলা হয়। তথায় পূর্ব্ব হইতেই কয়েকজন পুলিশ অফিসার ছিলেন। তাঁহারা আসামীকে গ্রেপ্তার করেন।

আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠিত হইয়াছে। ... ...

কেশরীর সংবাদদাতা গ্রেপ্তার

লোকমান্য তিলক প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক পত্রিকা "কেশরী"র বোম্বাইএর সংবাদদাতা শ্রীযুক্ত আত্মারাম ভাট ১১ই ফেব্রুয়ারী সকালে বোম্বাই গোয়েন্দা পুলিশ কর্ত্তৃক সিন্দার গৃহে হোটেলে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। উক্ত হোটেলস্থিত তাঁহার অফিস-কক্ষে খানাতল্লাসী করা হয়। আপত্তিজনক কিছু হস্তগত হয় নাই। বিশেষ ক্ষমতা আইন অনুযায়ী উক্ত খানাতল্লাসী করা হয়। শ্রীযুক্ত ভাট কংগ্রেসের আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট আছেন বলিয়া পুলিশের বিশ্বাস।

শ্রীমতী কমলা নেহেরুর স্বাস্থ্য

শ্রীমতী কমলা নেহেরু যক্ষ্মারোগের চিকিৎসার্থ অন্ততঃ আড়াইমাসকাল যাবৎ কলিকাতায় আছেন। তিনি ক্রমশঃ আরোগ্যলাভ করিতেছেন। বর্ত্তমানে তিনি তাঁহার শয়ন-ঘরের মধ্যে খুব অল্প সময় বেড়াইতে পারেন। প্রত্যহ বিকালবেলা ভ্রমণের সময় তাঁহাকে চিকিৎসকদিগের উপদেশ অনুযায়ী ষ্ট্রেচারে করিয়া নীচে লইয়া আসিতে হয়। কলিকাতায় তাঁহার আরো কয়েক সপ্তাহকাল থাকিবার প্রয়োজন হইতে পারে। এই সম্পর্কে শ্রীযুক্তা স্বরূপরাণী নেহেরুও কিছুকাল যাবৎ কলিকাতায় আছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকা লুটের জের

জামসেদপুর শ্রমিক সঙ্ঘের মঙ্গল সিংকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকা লুঠ সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সুগলোলা শ্রমিক সঙ্ঘের অফিস ও মঙ্গল সিংএর বাড়ী তল্লাসী করিয়া কতকগুলি কাগজপত্র হস্তগত করা হইয়াছে।

লোহার কথা
করগেট টীন, জানালার গরাদে
দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম
বেড়াঘেরা কাঁটাতার
সুলভে বিক্রয় করে
কান্তিচন্দ্র

শ্রীধাম সংবাদ

দৈনিক

Reg No C 1544.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার।
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৴৫

নদীয়া-প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বপ্র বহুল-প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড | সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি | ২৮৯তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৫ই ফাল্গুন শুক্রবার ১৩৩৯, ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩

নানা কথা

মায়াপুর সংবাদ

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী বুধবার অপরাহ্ণে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীব্যাস-পূজা উপলক্ষে একটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত সভায় কীর্ত্তনাদি হইবার পর পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামী মহারাজ একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন।

মীরাট মামলার আপীল

এলাহাবাদ হাইকোর্টে এবং প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করিবার উদ্দেশ্যে অর্থ-সংগ্রহের নিমিত্ত একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। আপাততঃ কমিটি এক হাজার পাউণ্ড সংগ্রহ করিবেন। মিঃ মাক্সটন এম পি, মিঃ জর্জ বুকানন এম পি, মিঃ সি, ই, এম জোড এবং মিস উইলকিন্‌সন্‌ এই কমিটিতে আছেন। ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত কিংস কাউন্সিলকে (কে-সি) নিযুক্ত করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন।

বরিশালে গুর্খা

২নং গুর্খা রাইফেলসের নবম বাহিনী সম্প্রতি বরিশালে আসিয়াছে। সৈন্যাধ্যক্ষ মেজর গোল্ডসবেরী ও ক্যাপ্টেন হ্যারিসের নেতৃত্বে গত ৯ই ও ১০ই তাহারা সহরের প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি দিয়া মার্চ্চ করিয়া বেড়াইয়াছে।

সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য আগামী ৭ই ফাল্গুন রবিবার শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠে একটী মহতী সভায় মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও

শ্রীশ্রীব্যাসপূজার

অভিভাষণ দি পঠিত হইবেন। সকলের যোগদান প্রার্থনীয়।

১৮ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার হইতে ২৬শে ফাল্গুন শুক্রবার পর্য্যন্ত নয়দিন নয়টী দ্বীপ পরিক্রমা হইবে।

২৭শে ফাল্গুন, ১১ই মার্চ্চ শনিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম মায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপের যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব হইবে।

গুণ্ডার আক্রমণ

বিখ্যাত ধনী চামড়া ব্যবসায়ী ও হুগলী জেলার গঙ্গাগড় থানার ঘোষপুকুরনিবাসী জমিদার মিঃ ওয়াহেদ বক্স ওয়ালাস সাহেব যখন কলেজ ষ্ট্রীটের ওয়াই-এম-সি হইতে বাহির হইয়া ভবানী দত্ত লেন দিয়া যাইতেছিলেন তখন তিনি জনৈক নেপালী দরওয়ান এবং ৪।৫ জন মুসলমান গুণ্ডা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। গুণ্ডাগণ তাঁহাকে ভীষণভাবে প্রহার করিয়া পকেট হইতে টাকাসমেত মনিব্যাগ ছিনাইয়া লয়। জোড়াসাঁকো থানা পুলিস এ সম্বন্ধে তদন্ত করিতেছে।

পৃথিবী প্রদক্ষিণ

মিঃ কে-এল চৌধুরী নামে জনৈক উনিশ বৎসর বয়স্ক বালক বিমান-পথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। তিনি দমদম "ফ্লাইং ক্লাব" হইতে প্রথম শ্রেণীর লাইসেন্স পাইয়াছেন।

সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহের জন্য একটি কমিটী গঠন করা হইয়াছে। প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার প্রয়োজন হইবে।

চীন জাপান সমস্যা

লেনেভা খসড়া রচনা সাব-কমিটী চীন-জাপান সমস্যা মীমাংসার জন্য যে সর্ত্ত রচনা করিয়াছেন তাহা হইতে বুঝা যায় যে, জাতিসঙ্ঘ এইবার উক্ত সমস্যা সমাধান ব্যাপারে কঠোর ভাব অবলম্বন করিবেন। উনিশ জন সদস্যের কমিটী উক্ত সর্ত্ত অনুমোদন করিলে উহা জাতি-সঙ্ঘ পরিষদে পেশ করা হইবে।

সার-কমিটী প্রস্তাব করিয়াছেন যে, পরিষদ গঠিত একটি কমিটির সহযোগিতায় উভয় পক্ষই আপোষ মীমাংসার কথাবার্ত্তা চালাইবে। আমেরিকা ও রুশিয়াকে কমিটীতে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ করা হইবে।

সার-কমিটী আরও প্রস্তাব করিয়াছেন যে, জাতিসঙ্ঘের সদস্যগণ সর্ত্তের বাহিরে কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না এবং মাঞ্চুরিয়ার বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র অনুমোদন করিবেন না।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৫ই ফাল্গুন, শুক্রবার ১৩৩৯

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার একজন সদস্যের হৃদয় হঠাৎ দরিদ্র ও দেনাগ্রস্ত চাষীদের দুঃখে বিগলিত হইল। তিনি একটী আইনের দ্বারা তাহাদিগকে দুই বৎসর-কাল দেনার দায় হইতে মুক্ত করিবার প্রত্যাশী। দুঃখের বিষয় এই যে, দুই শ্রেণীর লোকের হিতকাঙ্ক্ষা জনসাধারণ সন্দেহের চক্ষে দেখে। একথা টলষ্টয় এবং রবীন্দ্রনাথ—উভয়েই স্বীকার করেন। আর একটী কথা, যদি চাষীরা খাজনার দেনা হইতে রেহাই পায় তাহা হইলে, জমীদারেরা গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য রাজস্ব কোথা দিবে কি করিয়া? গবর্ণমেণ্ট কি প্রাপ্য ছাড়িতে সম্মত অথবা সমর্থ? প্রধান কর্ত্তব্য কৃষি দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির উপায় সন্ধান এবং যাহাতে লোকে বেশী টাকা খরচ করিতে পারে এরূপ উপায় উদ্ভাবন।

জাপানী দ্রব্যে বাজার ছাইয়া যাইতেছে। শতকরা পঞ্চাশ টাকা হিসাবে শুল্ক চড়াইয়াও কোন ফল হইতেছে না। ইহার অন্যতম কারণ এই যে, ১৯৩১ সালে ১০০ জাপানী ইয়েন মুদ্রার মূল্য ছিল ২১৫৲ টাকা; বর্ত্তমানে উহার মূল্য প্রায় ৮০৲ টাকা মাত্র। সুতরাং উপরোক্ত হারে শুল্ক দিয়াও জাপানী দ্রব্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অল্প মূল্যে ভারতে বিক্রয় হইতেছে। জাপানী পণ্যের উপর আরও বেশী শুল্ক না বসাইলে জাপান ইংলণ্ডকে ভারতীয় ব্যবসার ক্ষেত্রে হঠাইয়া রাখিবে। ভারতের কাপড়ের ব্যবসায় নষ্ট করিবার জন্য এক সময় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় কাপড়ের উপর শতকরা চারিশত টাকা শুল্ক স্থাপন করেন। সেই সময়ই ইংলণ্ডের বস্ত্র ব্যবসার সৃষ্টি কল্পে বিলাতী কাপড়ের উপর নাম মাত্র ২॥০ টাকা হিসাবে শুল্ক আদায় হইত এবং বিলাতে রেশমী কাপড়ের ব্যবসায় রক্ষার জন্য আইন হইল যে, যে কেহ ভারতীয় তুলার কাপড় পরিবে, সেই দণ্ডনীয় হইবে। এক্ষণেও সম্ভবতঃ ঐরূপ একটা আইন দরকার। নচেৎ জাপানের হাত হইতে রক্ষার উপায় নাই।

সার ডেনিয়েল হামিল্টন সাহেবের বদান্যতার বিষয় পাঠক অবগত আছেন। ইনি বঙ্গদেশের যুবকদিগের উন্নতিকল্পে অনেক সম্পত্তি দিতে প্রস্তুত। সুন্দরবনে তাঁহার আবাদই শ্রেষ্ঠ। সেখানে তিনি কৃষি কলেজ স্থাপনেচ্ছু হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সহযোগ করিতেছেন। তিনি নব্য বঙ্গ জমীদারী সভা স্থাপন করার কাল হইতে সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে সুপরিচিত। তিনি বলেন যে, নিষ্কর্ম্মা লোক এবং নিষ্কর্ম্মা মজুত টাকার পার্থক্য নাই। বঙ্গে তথা ভারতে নিষ্কর্ম্মা মনুষ্য এবং ঐরূপ টাকার অভাব নাই। ভারতবর্ষের ন্যায় অর্থশালী অথচ দরিদ্র দেশ জগতে নাই। একমাত্র ভারতে অষ্ট্রেলিয়া বা কানাডা অপেক্ষা পঞ্চাশ গুণ অর্থ আছে, কিন্তু মান্ধাতার আমলের ব্যাঙ্ক প্রথার জন্য টাকার অভাবে মানুষ কাজ পায় না এবং মানুষের হাতে না পড়ায় টাকা উৎপাদিকা শক্তি হীন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টকে এই বিষয়ে অগ্রসর হইবার জন্য তিনি বার বার অনুরোধ করেন। হামিল্টন এবং গুর্ডার সাহেব এদিকে বহুবার চেষ্টা করিয়াও সরকার বাহাদুরের সাড়া পান নাই। কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক গুলি যে পদ্ধতিতে চলিতেছে, তাহাতে কার্য্য অগ্রসর হওয়া দূরে থাকুক, অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষ নিশ্বাস ফেলিবার জন্য সময় লইতেছে। তাহাদের ধারণা এই যে দুই তিন বৎসর অগ্রগতি পূর্ণভাবে বন্ধ রাখিলে ব্যাঙ্কের পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া আসিবে। এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া হামিল্টন সাহেব খুব নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন। তৎসত্ত্বেও তিনি বাঙ্গালীর উন্নতির জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহার জন্য দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত।

বৃদ্ধ লোকেরা বলেন যে, যদি মাঘ মাসের শেষে বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে দেশ এবং দেশের রাজার মঙ্গল হয়। বর্ত্তমান বৎসরে মাঘ মাসের শেষে নদীয়া জেলায় কিছু কিছু বৃষ্টি হইয়াছে। আশা করা যায় যে, দেশবাসী এবং রাজার সময় ভাল হইবে। অসময়ের বৃষ্টি হওয়ায় কোন কোন ফসল নষ্ট হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়। ফসল মোটের উপর ভাল হইলেও কৃষি দ্রব্যের মূল্য অতিরিক্ত কমিয়া যাওয়ায় চাষীরা খাজানা প্রভৃতি দিতে পারে না এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও কিনিতে না পারায় কষ্টে পড়িয়াছে। কোন কোন অর্থনীতিবিৎ বলেন যে যথেষ্ট পরিমাণ মুদ্রা প্রস্তুত হইলে কৃষিপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে এবং চাষীর দুঃখ ঘুচিবে।

ভারত সচিব প্রকাশ করিয়াছেন যে, যাহারা মনে করেন যে, ভারতে যুক্ত শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইলে ইংরাজদিগের স্বার্থ হানি হইবে অথবা বাধন শ্লথ হইবে, তাঁহারা শাসনের স্বরূপ মোটেই বুঝিতে পারেন নাই। ভারতবাসীকে স্বাতন্ত্র্য দান করা হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই. কিন্তু সেই স্বাতন্ত্র্যের উপর এরূপ খানি জুড়িয়া দেওয়া হইবে যে, ইংলণ্ডের তৈলের অভাব কোন কালে হইবে না। ভারতকে দ্বিতীয় আয়র্লণ্ডে পরিণত করা হইবে না। বর্ত্তমানে ইংলণ্ড হইতে ভারত বিশেষ কিছু পাইবে না। তবে দায়িত্ব সম্পন্ন শাসন প্রবর্ত্তিত হইলে ভবিষ্যৎ শাসন কর্ত্তৃপক্ষ ইংলণ্ডের স্বার্থ বজায় রাখিয়া যে পদ্ধতি অবলম্বন করিবে তাহাই সমাজ সুন্দর হইবে; সাপও মরিবে, হাঁড়িও ভাঙ্গিবে না। ইহাই তাঁহার কথার সংক্ষিপ্ত সার। ইহা কিরূপ স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা বা দায়িত্বযুক্ত শাসন-পদ্ধতি তাহা আমরা বুঝিতে পারি না; ইতিহাসেও এরূপ নজির পাওয়া যায় না।

বাঙ্গালায় হিন্দু মুসলমান

বঙ্গদেশ বাংলার হিন্দু মুসলমানের জন্মভূমি। মারামারি কাটাকাটি যাহাই এই উভয় সম্প্রদায় করুক না কেন এই বাংলায় তাহাদের থাকিতে হইবে। এই মতভেদ অনেকটা অলীক স্বার্থ প্রসূত। ঝগড়া, কলহ, হিংসা, দ্বেষ যাহাই সংঘটিত হউক না কেন এই বঙ্গে হিন্দু মুসলমানকে পাশাপাশি হইয়া বাস করিতেই হইবে। মানুষ মানুষকে হিংসা করে, ভগবান কিন্তু তাঁহার কৃপা ও দয়া সমভাবেই সকলের উপর বর্ষণ করেন। মুসলমান হিন্দু হইতে বেশী চাকুরে, বেশী বেশী প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি দাবী করেন, ফলে এই ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য আজ বঙ্গভূমি নররক্তে প্লাবিত হইতেছে।

আকাশ হইতে যখন বৃষ্টি পড়ে সূর্য্যদেব যখন রৌদ্র দেন তখন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কোন ভেদ করা হয় না। মহামারী দুর্ভিক্ষ যখন বঙ্গকে আক্রমণ করে তখন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কোন বাছাই করে না। প্রকৃত শিক্ষার অভাবে আজ যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা বিদূরিত করিতে কয় জন অগ্রসর হইতেছেন? অজ্ঞানতার ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকায় আজ ঘৃণ্য দেহ স্বার্থের জন্য একে অন্যের গলা কাটিতে অগ্রসর হইতেছে। বঙ্গভূমি শিক্ষিতের স্থান বলিয়া কথিত হয় কিন্তু বঙ্গের লোক সংখ্যায় অনুপাতে শিক্ষার তালিকা দেওয়া হইল। পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে প্রথমতঃ কল্যাণকর জিনিষের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া আমরা ক্ষুদ্রত্বের দিকে দৃষ্টি করতঃ বঙ্গের প্রকৃত উন্নতির পথ কণ্টকাকীর্ণ করিতেছি। বঙ্গের মুসলমান ও হিন্দুর সংখ্যা যথাক্রমে ২৭৮১০১০০,২২২১২০৬৯ তন্মধ্যে ১৫৮৩৭১০ জন মুসলমান ও ৩০৫১৩৯১ হিন্দু লেখাপড়া জানে। ইংরাজী জানা হিন্দুর সংখ্যা ৭৪২১৮৪ আর মুসলমানের সংখ্যা ২৬৪৮৭৭। —স্বায়ত্তশাসন

দাতা

(শ্রীযুক্ত অ রেন্দ্রনাথ দত্ত)

যে ব্যক্তি দেশের বা দশের দৈহিক বা মানসিক সুখ সুবিধার বন্দোবস্ত করিয়া দেন তাহাকেই আমরা দাতা বলি। কিন্তু আমরা কি কখনও চিন্তা করি যে তাহাদের এই দানে মনুষ্য সমাজের কতটুকু উপকার হইতে পারে?

জগতের প্রত্যেক মনুষ্যেরই কোন না কোন অভাব আছে। কাহারও বা অর্থের কাহারও বা বিদ্যার কাহারও বা সন্তানের. এইরূপে প্রত্যেকেরই কোন না কোন অভাব বর্ত্তমান।

মনুষ্য সমাজের এই অভাব কখনও কোন ব্যক্তি অপনোদনে সমর্থ হইতে পারে না—এক কৃষ্ণভক্ত ভিন্ন। ভগবদ্ভক্তগণ এইরূপ লক্ষ লক্ষ মনুষ্য-সমাজকে তাহাদের সকল প্রকার অভাব হইতে চিরতরে অব্যাহতি দিতে পারেন বলিয়া তাহাদিগকে মহা বদান্য বলা হয়। পরম দয়াল ভগবান্ এই জন্যই জগতে গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার দানের বৈশিষ্ট্য জীবকে বুঝাইয়া দেন। ভগবান্ ব্রহ্মার দুর্লভ, সর্ব্ব-শোক-ভয়াপহা, সকল প্রকার অভাব বিনষ্টকারী কৃষ্ণপ্রেম দান করিবার জন্য মনুষ্য আকারে জগতে প্রকট হন।

চোর যেরূপ ধর্ম্মের কাহিনী শ্রবণ করে না, সেইরূপ কপাল-পোড়া জীব পরম দয়াল কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ শ্রীগুরুদেবের দানের বৈশিষ্ট্য বুঝিতে না পারিয়া এবং তাহার দান গ্রহণ না করিয়া জড়সুখ প্রদানে তৎপর ব্যক্তিকে দাতা নামে অভিহিত করিয়া তাহার দান গ্রহণ করিবার জন্য ধাবিত হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-শ্রীমায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, { ৭ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৬, ৫ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৭ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৩, শুক্রবার ১৮৯৬তম সংখ্যা

নদীবক্ষে কীর্ত্তন

[প্রথম দিবস—৬ই ফেব্রুয়ারী]

জগতের যাবতীয় বস্তুর সার্থকতা হয়, যদি তাহা কৃষ্ণ-সেবার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয়। কৃষ্ণ-সেবার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত না হইলে উহা ভোগাগ্নির চাকচিক্যরূপে জগদ্বাসীকে আকৃষ্ট করিয়া দগ্ধ করিয়া থাকে। ভোগাগ্নির বিষময় ফল আমরা ইতিহাসের পাতায় পাতায় দেখিতে পাই। আবশ্যাই এই জড়-ভোগাগ্নির ইন্ধন। এই ভোগাগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া সঙ্কীর্ত্তনাগ্নির সপ্ত-লোল জিহ্বাদ্বারা জগৎকে নির্ম্মল করিবার উদ্দেশ্যেই জগদ্গুরুবর আজ 'তোমার কনক ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।' শুদ্ধ সঙ্কীর্ত্তনের এই বিশুদ্ধ ইন্ধন জগৎকে অবিচারে মুক্তহস্তে প্রদান করিবার নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। জগতের বৈজ্ঞানিকগণ মেধাবলে যে-সকল দ্রব্য আবিষ্কার করিতেছেন, জগদ্বাসীর প্রকৃত মঙ্গল বিধানোদ্দেশ্যে আবির্ভাব-লীলা আবিষ্কারক মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাহা হরিসেবার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করিয়া বৈজ্ঞানিকগণের সুকৃতি এবং জগদ্বাসীর বাস্তবসত্য-লাভের অপূর্ব্ব সুযোগ অত্যাল্প সময়ে প্রদান করিতেছেন। শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার শুদ্ধভাগবতগণ স্থল-পথে বাষ্পীয়-যানের সহায়তা গ্রহণ করিয়া কত অল্প সময়ে কত অধিক পরিমাণ স্থানে শুদ্ধ গৌর-বাণী প্রচার করিয়াছেন; তাহা আকুমারিকা-হিমাচল নির্ম্মৎসর সজ্জনসমাজ বিশেষরূপে অবগত আছেন। সুধীসমাজ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন, উক্তর নদীমাতৃক স্থানের অধিবাসিবৃন্দের চিত্তের সংশোধন ও উর্ব্বরতা সম্পাদনোদ্দেশ্যে সম্প্রতি দুইটী বাষ্পীয় জলযান সংগৃহীত হইয়াছে। আচার্য্য-প্রবরের ইচ্ছানুসারে যানদ্বয়ের নাম 'সুরধুনী' ও 'লীলা' হইয়াছে। এই যানদ্বয় সংগ্রহে যাঁহারা সহায়তা করিয়াছেন, শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব রাজসভার সম্পাদকগণ তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। সহায়তা-কারিগণ এতদ্দ্বারা অশেষ ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জন করিলেন।

ভৈমী একাদশী। মধ্যাহ্ন কাল। অদিতি-নন্দন ঢাকা বুড়ীগঙ্গার তরঙ্গে তরঙ্গে নৃত্য করিতেছেন। বুড়ীগঙ্গার একদিকে শ্যামল গ্রাম্য-প্রদেশ, অপর দিকে ঢাকার সুদৃশ্য পদব্রজে ভ্রমণ-পথটী নদীর সহিত সমান্তরালভাবে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ-বিস্তারিত। নদীর প্রকোপ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ইহা বাঁধান-তীরের উপর স্থাপিত। রাস্তার অপর-পার্শ্বে বৈদ্যুতিক আলোক-মালার স্তম্ভসমূহ বিরাজিত। ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তৃপক্ষের শুভ দৃষ্টিতে এই ভ্রমণ-পথটীকে কোনও প্রকার যান—এমন কি রিক্স যানও আক্রমণ করিতে পারে না; প্রাতে ও সন্ধ্যায় স্থানীয় অধিবাসী ও প্রবাসিগণ স্বাস্থ্যোন্নতি-কল্পে পদব্রজে ভ্রমণপূর্ব্বক সুশীতল সমীরণ সেবন করিয়া থাকেন। সন্ধ্যার সময় বৈদ্যুতিক আলোক-মালা প্রজ্জ্বলিত হইলে নদীবক্ষ হইতে অতি মনোরম দেখায়। পথটীর পার্শ্বেই অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির অট্টালিকা উচ্চশির হইয়া দণ্ডায়মান। পথটীকে আশ্রয় করিয়া স্নানার্থী ও বিশ্রামার্থিগণের নিমিত্ত নদীর অনেক বাঁধান ঘাট রহিয়াছে। উক্ত ঘাটগুলির মধ্যে রাজঘাটটীর নাম 'সদর ঘাট'। গবর্ণর প্রমুখ উচ্চরাজকর্ম্মচারিবৃন্দ ঢাকায় আসিলে এই ঘাটের জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া থাকেন। 'সুরধুনী' ও 'লীলা' গত ২রা জানুয়ারী নারায়ণগঞ্জের সুপ্রসিদ্ধ সওদাগর তুলারাম ভোজরাজের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়া সপার্ষদ আচার্য্যবর্য্যকে বক্ষে ধারণ করিয়া ঢাকায় আসিয়াছেন। প্রায় ১১ দিবস যাবত ঢাকার সদর ঘাটে অবস্থান করিতেছেন। যানদ্বয়ের পূর্ব্ব নাম ছিল 'সারোঙ্গ' ও 'অনিল'। এখন আচার্য্য-বর্য্যের কৃপায় উহারা সঙ্কীর্ত্তন-সুরধুনী ও লীলাময়ের অপ্রাকৃত প্রেম-লীলা প্রচার-কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিয়া পাবনী-শক্তি লাভ করিয়াছেন। তাই উহাঁদের নাম হইয়াছে 'সুরধুনী' ও 'লীলা'। আজ উহাঁদের ভাগ্যের সীমা নাই। উহাঁরা সঙ্কীর্ত্তন মহারঙ্গে ভরপুর হইয়া মহোল্লাসে অদিতি-নন্দনের সহিত বুড়ীগঙ্গার তরঙ্গে তরঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে ঢাকা নগরী পরিত্যাগ করিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরের অভিমুখে যাত্রা করিতেছেন। ভাগ্যবতীদ্বয়কে বিদায় অভিনন্দন প্রদানের নিমিত্ত শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সেবকগণের ও ঢাকার অনেক সজ্জনবৃন্দের সদর-ঘাটে আগমন হইয়াছে। আজ সদর ঘাট সর্ব্বত্র 'সদর' অথচ অভক্তের অগোচর কৃষ্ণচন্দ্রের বিজয়-ধ্বনিতে ধন্যাতিধন্যা হইয়া স্বীয় নামের সার্থকতা সম্পাদন করিল।

শৃঙ্গারে সিদ্ধহস্ত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-হৃদয় বন মহারাজ স্বরাট্ কৃষ্ণচন্দ্রের সেবিকা 'সুরধুনী' ও 'লীলা'কে স্বহস্তে বিচিত্র-ভূষায় সজ্জিত করিয়াছেন। উভয়েরই সম্মুখে ও পশ্চাতে ভক্তরক্ষক 'বিষ্ণুচক্র'-বৈজয়ন্তী সমীরণ ভরে লাস্য-পূর্ণ আঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে অভক্তের হৃদয়ে ত্রাস ও ভক্তগণের হৃদয়ে উল্লাস উৎপাদন করিতেছেন।

'প্রেমবন্যা লইয়া নিতাই আইল গৌড়দেশে।'

আজ নিতাইর শুদ্ধ সেবকগণ উক্ত বারি-যানযুগে গৌড়দেশের সেই প্রেমবন্যার নাবিক হইয়া তদ্দ্বারা বিভিন্ন প্রদেশ প্লাবিত করিতেছেন। অচিন্ত্যশক্তি-বলে এই প্রেম-বন্যা কখনও প্রশমিত হন না, ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছেন। এই প্রেম-বন্যা 'সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী'-রূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক ঢাকাবাসীকে বিশেষরূপে আপ্লুত করিয়াছেন। বর্ত্তমানে 'সুরধুনী' ও 'লীলা'কে শ্রবণের সৌভাগ্য প্রদানপূর্ব্বক খোল করতাল সংযোগে উদ্বেলিত হইয়া গৌড়দেশ অভিমুখে গমন করিতেছেন; উদ্দেশ্য, বন্যার মূল-স্থানে উপস্থিত হইয়া কোটিগুণে উদ্বেলিত হইবেন, আর শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমার্থ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে যে অসংখ্য যাত্রী আসিবেন, তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে আপ্লুত করিবেন।

(অতঃপর ৪র্থ পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৭ গোবিন্দ, নিশি গর্ভোদশায়ী

আধ্যক্ষিক বিচারপরায়ণ মনুষ্যজাতি যাহাকে কৃপা বলিয়া মনে করেন, বৈষ্ণবের বিচারে সেটা বাস্তবিক কৃপা নহে। তাহা কৈতব বা ছলনামাত্র। যদ্দ্বারা মানুষের চরম মঙ্গল হইতে পারে, তাহাই প্রকৃত কৃপা-শব্দবাচ্য। জাগতিক-ধন-প্রাপ্তিকেই আমরা কৃষ্ণ-ভগবানের কৃপা বলে মনে করি। কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ কি ব'লেছেন— ''যস্যাহং অনুগৃহ্নামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।'' ভগবান্ বলেন,—"আমি যাহাকে অনুগ্রহ করি, তাহার সমস্ত জাগতিক ধন হরণ করিয়া থাকি।''

মূলে হরিভজনটাই দরকার। হরিভজন বাদ দিয়া মানুষের যাবতীয় চেষ্টা ভস্মে ঘৃতাহুতি মাত্র। হরিভজন হয় না কাহার ? ''জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্। নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্॥'' হরিভজন করিতে হইলে অকিঞ্চন হইতে হইবে, তৃণাদপি সুনীচ হইতে হইবে। নচেৎ ঐরকম জন্মৈশ্বর্য্য প্রভৃতি অভিমান থাকা পর্য্যন্ত হরিভজন হইবে না। বিষ্ণুকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে হইবে, নিজে ভোগ করিতে হইবে না। নিজে ভোগ করিতে গেলে মাছের টোপ গিলিবার মত দুর্দ্দশা হইবে। ''সকস্বং নিক্ষরে দদ্যা মূঢ় বলিস্থনে কথম্''—এই শুক্রাচার্য্যের নীতি গ্রহণ করিয়া 'বিষ্ণুকে কিছু দিব না, সব নিজের জন্য রাখিয়া দিব'—এই রকম বিচার মঙ্গলের পথ নয়।

কপটতার পথ ছাড়িয়া দিয়া সরলতার পথ লইতে হইবে। পরমার্থ-পথে কপটতার বিষময় ফল লক্ষ্য করুন; রাবণ কপটতা করিয়া ত্রিদণ্ডীর বেষ ধারণ-পূর্ব্বক সীতা হরণের দুরভিসন্ধি নিমিত্ত সবংশে ধ্বংস হইয়া ছিল; ছোট হরিদাস মহাপ্রভুর জন্য ভিক্ষার ছল করিয়া স্ত্রীসঙ্গ করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছিল এবং মহাপ্রভু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ত্রিবেণীতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। অনেক লোকে মনে করে যে, বৈষ্ণব ধর্ম্মটা বেশ, এতে দেবদেবীর পূজা করিয়া পয়সা ব্যয় করিতে হয় না। টাকাগুলো সব বাঁচিয়া যায়, পরে ঐ টাকাগুলো দিয়া নিজেদের ভোগটা বেশ ভাল করিয়া চালান যায় এবং পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র প্রভৃতি ধন পনের পুরুষের জন্যে পাকাপাকি করিয়া রাখিয়া যাওয়া যায়।

"আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত। বিষয়-সমূহ সকলি মাধব॥" এই বিচারটা গ্রহণ করিতে হইবে। আসক্তিযুক্ত হইয়া যদি মনে করা যায় যে, ভগবানের ভোগের বস্তু, তাহা হইলে পৌত্তলিকতা হইয়া যাইবে। যাহারা নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য ঠাকুর দেখিতেছে, তাহাদের ঠাকুর দেখা হয় না। 'আমি আমার ইন্দ্রিয়দ্বারা ঠাকুর দেখে নেব' এইরূপ বুদ্ধি হইলে পৌত্তলিক হইতে হইবে।

ভোগী হওয়াটা যেমন দোষ, ত্যাগী হওয়া বা অতি বৈরাগী হওয়াটাও তেমনি দোষ। কৃষ্ণপ্রীতিতে ভোগ ও ত্যাগ করিলেই মঙ্গল হইবে। নরদেহটা হরিভজনের মূল; জীবনটা রক্ষা করা দরকার। অনেকে পঞ্চতপ অভ্যাস করিতে যাইয়া অনেক অমঙ্গল ঘটাইতেছে। প্রত্যেক কার্য্যে হরিবস্তুর সেবা করা দরকার। নিজের কষ্ট হইলে ভগবানে দোষারোপ করা উচিত নয়। কেবল সময় অপেক্ষা করা দরকার—কি প্রকারে হরিভজন হইতে পারে। ভগবান্ যখন সুযোগ দেন, কপাল-গুণে তখন সেটা আসিয়া উপস্থিত হয়। তবে ঐরকম আশা ক'রে নিজে কোন চেষ্টা করিব না, এমন কথা নয়। ভগবানের যখন ইচ্ছা হইবে, তখনই মঙ্গল হইবে। তবে আমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে "যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ॥"

কোন বধির ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, আপনি যখন শ্রবণে অপটু, তখন আপনার পক্ষে চক্ষু দ্বারাই হরিভজন করা মঙ্গল।

শ্রীল প্রভুপাদ ও মিঃ ব্যাট্‌ল

(৩)

এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের "সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥" ভগবানের অন্তরঙ্গ যাঁ'রা তাঁ'রাই সাধু; সেই সাধুগণের মুখবিগলিত বীর্য্যবতী বৈকুণ্ঠবাণী শ্রবণ করতে করতে পরম পুরুষার্থপ্রদ ভক্তি শীঘ্রই উদিত হ'বে। সেই বৈকুণ্ঠশব্দ ঐরূপ সাধুগণের মুখ হ'তে শুনতে শুনতে সমস্তই আপনা আপনি (Automatically) দোরস্ত (Set right) হ'য়ে যাবে। ঐ বৈকুণ্ঠ-শব্দ সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং মনকে পর্য্যন্ত নিয়মিত (Regulate) ক'রে দেবে।

আমরা সদ্‌গুরুর কাছে এসে আমাদের কর্ত্তব্য বিষয়ে জিজ্ঞাসা করব। সদ্‌গুরু ব'লে দেন যে, আমাদের বৈকুণ্ঠ-নাম শ্রবণ কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য; ঐ রকম শ্রীনাম-কীর্ত্তনদ্বারা আমাদের চিত্ত সংযত হ'বে। বৈকুণ্ঠ-নাম বাদ দিয়ে অন্য কোন শব্দের আশ্রয় গ্রহণ করলে উপকার হ'বে না। তা'ছাড়া আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করতে হ'বে। নিজে নিজে বুঝে নেব, এই রকম চিত্তবৃত্তিটা পরিত্যাগ করতে হ'বে। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ ক'রে সেবোন্মুখ কর্ণ দিয়ে ঐ শ্রীনাম শ্রবণ করতে হ'বে। ''তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন সেবয়া'' এইটী শ্রীভগবানের উক্তি।

আমাদের যে আত্মা সেই আত্মার ভগবানের নিত্য দাস্য ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। এই শরীরটা ধ্বংস হ'য়ে যায়, এটা জগতের ইতিহাস সাক্ষ্য প্রদান করছে। জাগতিক জড় ব্যাপার লইয়াই আমাদের মনটা চিরকাল ব্যস্ত। ইহাদের নিকট হ'তে আমাদের অবসর পেতে হ'বে (Relieved হ'তে হবে)। আমরা কেবল মাত্র কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা সাধুমুখনিঃসৃত বৈকুণ্ঠ শব্দ শুনতে থাকব। প্রথম থেকেই আমাদের বহু ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট হ'তে হ'বে না, তবে ধীরভাবে আমরা ক্রমশঃ অগ্রসর হ'ব।

জগতে বিভিন্ন মতবাদীর বিভিন্ন জাগতিক স্বার্থ বর্ত্তমান আছে। সেই সমস্ত অপস্বার্থ থেকে আমরা তফাৎ থাকব। জগতের অন্যান্য চিন্তাস্রোতগুলিকে মোটামুটি দুইভাগে বিভাগ করিলে দেখা যায় যে, প্রধানতঃ তাহারা হয় কর্ম্মকাণ্ডী না হয় জ্ঞানকাণ্ডী। বৈষ্ণবগণ কিন্তু ঐ দুই শ্রেণীর অন্তর্গত নন; তাঁহারা ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরকারী। কৃষ্ণভক্তগণ 'নিষ্কাম, অতএব শান্ত। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলি অশান্ত।'

যে রকম সাধুর মুখ থেকে বৈকুণ্ঠ শব্দ শুনবার কথা বলছেন, সেরকম সাধু চিনব কি করে ? প্রশ্নের উত্তরে প্রভুপাদ বললেন যে, প্রকৃত সাধুগণ অস্বচ্ছ (opaque) বস্তু নন, তাঁ'রা স্বচ্ছ বস্তু; বৈকুণ্ঠ-রাজ্যের দর্শনের পথে তাঁ'রা অস্বচ্ছ বস্তুরূপে বাধক (Stumbling block) নন্। আবার ভগবান্ অচৈতন্য বস্তু নন্। জীবের আর্ত্তি জানতে পারলে, স্বয়ং ভগবান্ চৈত্যগুরুরূপে আচার্য্যগুরুর সন্ধান জীবকে জানাইয়া দিয়া থাকেন। গুরুর বিচারটা আমি ক'রে নেব, এরকম বুদ্ধি হ'লে সুবিধা হ'বে না। জগতের যত কিছু চিন্তাস্রোত সমস্তই বঞ্চনাময়ী। মায়ার এই প্রকার বঞ্চনার হাত থেকে মুক্ত থেকে হ'লে আমাদিগকে সর্ব্বদা বৈকুণ্ঠ-নাম শ্রবণের জন্য কান খাড়া ক'রে থাকতে হ'বে। বাস্তব বস্তুর সংস্পর্শে (touch এ) থাকা ব্যতীত মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা আর কিছুই নাই। আপনি আজ অন্য কার্য্যে ব্যস্ত, নহিলে এসকল কথা আরও প্রচুর পরিমাণে আলোচনা করা যাইত।

সজীবকে কীর্ত্তন

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমের পর)

বেলা প্রায় দেড়টা। কোটি-কণ্ঠের গুরু-গৌরাঙ্গ জয়ধ্বনির মধ্যে ঢাকাবাসী ভক্তবৃন্দের প্রেমাশ্রুর প্রতি সজল ও সশ্রদ্ধ দৃষ্টি সঞ্চালনপূর্ব্বক 'সুরধুনী' ও 'লীলা' ঢাকা পরিত্যাগ করিলেন। সঙ্কীর্ত্তন-তরঙ্গে ভাসমান হইয়া বুড়ীগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, ধলেশ্বরী ও মেঘনা-বক্ষে নৃত্য করিতে করিতে সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময় রাজবাড়ী ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী 'বাঙ্গেরক' নাম স্থানে রাত্রিকাল বিশ্রাম লাভ করিলেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ, শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ ধীরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ জীবনকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ চৌধুরী, শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নিতাই দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কবিভূষণ ব্রহ্মচারী, ভক্ত রঘুনন্দন মিশ্র ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী লঞ্চের আরোহী। ভক্তগণ অপরাহ্নে ত্রিদণ্ডিপাদদ্বয়ের আনুগত্যে খোল-করতাল-সংযোগে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। গুরু-গৌরাঙ্গ-গৌড়ীয় গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর বন্দনার পর গুর্ব্বষ্টক ও পঞ্চতত্ত্ব কীর্ত্তন হইল। তৎপর 'শুদ্ধ-ভকত চরণ-রেণু, ভজন-অনুকূল' প্রভৃতি গীতামালা আরম্ভ হইল। সুকণ্ঠ গায়কগণের সুস্বরসমন্বিত কীর্ত্তন-ধ্বনিতে জল, স্থল, অনিল মুখরিত হইল। এই প্রকার কীর্ত্তন, পাঠ ও পরস্পর ইষ্টগোষ্ঠীর মধ্যে ভক্তগণ আনন্দে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম

ফর্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতী

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ॥০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টরী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বন্দোবস্তের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৲৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৲৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৵০ আনা।

মিটিংএর নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ॥০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহুলা পাচন

[illegible]

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ফোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, প্যাকেট ॥৵০ আনা, বোতল ১৷০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭-৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৩-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৬, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫-৩১	৯-৫	১২-১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩১	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

গ্যাসট্যাঙ্ক বিদারণ

নিউনেল কিরবেনে গ্যাস ট্যাঙ্ক বিদারণের ফলে কতজন হতাহত হইয়াছে, তাহা সঠিক নির্ণয় করা কঠিক। এপর্য্যন্ত ৬১ জনের মৃতদেহ বাহির করা হইয়াছে কিন্তু দুর্ঘটনার সময় ট্যাঙ্কের নিকট যে দুইশত শ্রমিক কাজ করিতেছিল তাহাদের অবস্থা কি হইয়াছে তাহা এখনও জানা যায় নাই। উদ্ধারের কার্য্য খুব দ্রুত চলিতেছে, কিন্তু বিরাট ধ্বংসস্তূপের জন্য উদ্ধারের কার্য্যও দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। ঘোষণা করা হইয়াছে যে আর কোন প্রকার বিস্ফোরণের আশঙ্কা নাই।

প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেবার্গ একটি সাহায্য ভাণ্ডার খুলিয়াছেন। তিনি স্বয়ং ভাণ্ডারে একলক্ষ মার্ক দান করিয়াছেন।

(অপর সংবাদ)

নিউকারচন গ্যাস ট্যাঙ্ক দুর্ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে প্রকাশ যে, একটি গ্যাসের আধারে আগুন ধরাইবার সময় হঠাৎ একটী পেট্রোলের ট্যাঙ্কে আগুন ধরিয়া যায়। তাহার ফলেই বিস্ফোরণ হইয়াছে।

৬০ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হইয়াছে। আড়াইশত লোক সাঙ্ঘাতিক ভাবে এবং শত শত ব্যক্তি সামান্য আহত হইয়াছে। নিকটস্থ বাড়ীগুলি তাসের ঘরের মত উড়িয়া গিয়াছে। বাড়ীর অধিবাসীদের চিহ্নমাত্রও পাওয়া যায় নাই।

ডাকাতি মামলা

আসাম উপত্যকার জেলা সমূহের সরকারী দায়রা জজ এক ডাকাতি মামলার রায় প্রদান করিয়াছেন।

অভিযোগ এই যে, গত ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে গভীর রাত্রিতে ১১ জন ডাকাত ধনপাত্ত রায় আগরওয়ালা নামক জনৈক মাড়োয়ারীর গদী আক্রমণ করে। তাহারা শাবলাঘাতে দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া গদী ঘরে প্রবেশ করে এবং বিহারীলাল, কন্যারাম ও গণপৎকে প্রহার করিতে আরম্ভ করে। বিহারীলালকে এক দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখা হয় এবং পরে তাহাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া অজ্ঞান করা হয়। গণপতের পার্শ্বে সুরাজমল পার্শ্ব স্ত্রী ঘরে তাহার স্ত্রীর সহিত ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন, গোলমাল শুনিয়া দৌড়াইয়া বাহির হইয়া নিকটস্থ তহশীল কাছারীতে সংবাদ দেন। ইতিমধ্যে ডাকাতগণ সুরাজমলের ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিয়া একটি বড় বাক্স বাহির করে এবং উহা বারান্দায় লইয়া গিয়া উহার ভিতর হইতে এক হাজার টাকা মূল্যের গহনাপত্র এবং বস্ত্রাদি বাহির করিয়া লইয়া পলায়ন করে। সুরাজমলের নিকট সংবাদ পাইয়া তহশীল কাছারী হইতে কতিপয় ব্যক্তি দৌড়াইয়া আসে এবং দেখা যায় যে ডাকাতগণ গণপতের গদি হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে।

পরদিন পুলিশকে খবর দেওয়া হইলে পুলিশ অনুসন্ধান করিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্যের কিয়দংশ উক্ত আসামীদের কাহারও কাহারও নিকট হইতে উদ্ধার করে এবং ১২ জন আসামীকে চালান দেয়। আসামীদের মধ্যে রূপেশ্বর রাজসাক্ষী হয়।

জজ সাহেব জুরীদের সহিত একমত হইয়া আসামীকে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। অবশিষ্ট আসামীদিগকে খালাস দেওয়া হইয়াছে।

গ্রেপ্তার

জোড়াবাগানের ৪র্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে বসন্ত বেণিয়া নামে এক ব্যক্তির বিচার হইতেছে। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, গভীর রাত্রে সে ও আর তিনজন ছোরা লইয়া মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীটে শ্রীযুত মণিভূষণ বসুর বাসায় অনধিকার প্রবেশ করে। মণিভূষণের ভ্রাতা সন্তোষকুমার বসু রাত্রি প্রায় ২॥০ টার সময় [illegible] হইতে থিয়েটার দেখিয়া বাসায় ফিরিয়া বুঝিতে পারে যে, চোর প্রবেশ করিয়াছে। সে চীৎকার করাতে চোর সকল পলায়ন করিতে চেষ্টা করে কিন্তু সন্তোষ চোরদের সহিত ধস্তাধস্তি করিয়া একজনকে ছোরাসহ ধরিয়া ফেলে ও অপর একজনের একখানা আলোয়ান কাড়িয়া লয়।

পাঞ্জাব ষড়যন্ত্র মামলা

স্পেশ্যাল ট্রাইবুন্যাল পাঞ্জাব ষড়যন্ত্র মামলার আসামীকে পুলিশের ডায়েরী দেখিবার জন্য অনুমতি প্রদান করেন। স্পেশ্যাল ট্রাইবুন্যালের উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে পুনরায় বিবেচনার জন্য সরকার পক্ষ লাহোর হাইকোর্টে এক আর্জি দাখিল করেন। লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি দলীপ সিং ও বিচারপতি মানরোর এজলাসে উক্ত মামলার শুনানী আরম্ভ হয়।

গবর্মেণ্ট এডভোকেটের যুক্তির উত্তরে লালা জামলাল বলেন যে, দলিল ব্যবহার সম্পর্কে কোর্টের উপর কোনও বাধা স্থাপন করা যাইতে পারে না—বিচার কার্য্যের সহায়তার জন্য কোর্ট ইহার যথেচ্ছাচারী ব্যবহার করিতে পারেন। ইংরেজীর '[illegible]' ও '[illegible] লিমিটেড' কথা দুইটী এক অর্থ বোধক নহে। বাদী যে পুলিশ ডায়েরী দেখিতে অধিকারী নহে—তাহা স্বীকার্য্য বটে; কিন্তু ঐরূপ সঙ্কীর্ণ সময়ে কোর্ট চেষ্টা করিলে উক্ত ডায়েরী দেখিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারেন। পুলিশের ডায়েরী জাল হইবার সম্ভাবনা ছিল বলিয়াই আসামী উক্ত ডায়েরী দেখিবার জন্য জেদ করিয়াছিল। ডায়েরী তন্নতন্ন করিয়া না দেখিলে উহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করা অসম্ভব।

ঐ সমস্ত ডায়েরী সাক্ষ্য আইনের ১২৩ ও ১২৪ ধারায় কেন পর্য্যায়ভুক্ত করা হয় নাই বিচারপতি দলীপ সিংহের এই প্রশ্নের উত্তরে জামলাল বলেন যে, যে রকম অপরাধ করা হইয়াছে তাহা উক্ত আইনের ১২৩ ও ১২৪ ধারায় পর্য্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারে না। যদি উপরোক্ত ধারায় পর্য্যায়ভুক্ত করা হয় তবে আবার ফৌজদারী আইনের ১২ ধারা উক্ত অপরাধের জন্য প্রয়োগ করিতে পারা যায় না। যদি পুলিশ ডায়েরী সাক্ষ্য আইনের ১১৩ ধারাভুক্ত করা হয় তবে কোর্ট ও উক্ত ডায়েরী দেখিতে সমর্থ হন। কোর্ট ডায়েরী দেখিতে সমর্থ হইলে বাদীও ডায়েরী চাহিতে [illegible] কোর্ট হস্তক্ষেপ করিতে পারেন বটে, কিন্তু উপযুক্ত স্পেশ্যাল ট্রাইবুন্যালের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। বিচারপতিদ্বয় সওয়াল জবাবের জন্য গবর্ণমেণ্ট এডভোকেটকে আহ্বান করেন নাই।

গ্রেপ্তার

ডেমেসা গ্রামের শ্রীযুত কেদারনাথ সেন কয়েক মাস পূর্ব্বে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। পরে তাহাকে তাহার নিজবাড়ীতেই অন্তরীণ অবস্থায় রাখা হয়। কয়েকদিন হইল পাংসা থানার পুলিশ তাহাকে পুনরায় উক্ত অর্ডিন্যান্স অনুসারেই গ্রেপ্তার করিয়াছে।

মৃত্যুদণ্ড হইতে অব্যাহতি

এক হত্যার অভিযোগে পাঞ্জওয়াদার দায়রা জজ জনৈক ব্রহ্মবাসীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। উক্ত ব্রহ্মবাসী আপীল করিলে সপারিষদ গবর্ণর তাহাকে মৃত্যুদণ্ড হইতে অব্যাহতি প্রদান করিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

জাহাজে বিদ্রোহ

সামরিক আইনে বিচার [illegible] না হওয়া পর্য্যন্ত জেনাজ্ ঘুঁ জাহাজের বিদ্রোহী নাবিকদের রাত্তাজিয়া দ্বীপে কারাগারে আবদ্ধ রাখা হইবে।

খানাতল্লাস

ফরিদপুর পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর বারজন সশস্ত্র পুলিশ সহ সহরের উপকণ্ঠে টেপাখোলার এক বাড়ীতে হানা দেয়। তাহারা একটী সাইক্লোষ্টাইল মেসিন কতকগুলি কংগ্রেস বুলেটিন এবং কতকগুলি কংগ্রেস কার্য্যাবলী সংক্রান্ত চিঠিপত্র বাজেয়াপ্ত করিয়াছে। অপর একটী বাড়ীতে পুলিশ কয়েকখানা বই ও কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করিয়াছে।

আলোয়ারে সৈন্যদল

মধ্য-ভারত অশ্বারোহী সৈন্যদলের এক বাহিনী আলোয়ারে প্রেরিত হইয়াছে বলিয়া পূর্ব্বে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। সেই সম্পর্কে বর্ত্তমানে সরকারীভাবে জানা গিয়াছে যে, উক্ত সৈন্যদল সাধারণ সাহায্য দানের জন্য প্রেরিত হইয়াছে।

গ্রেপ্তার

স্বরূপনগর থানার অন্তর্গত জলাবাড়ী গ্রামের শ্রীযুত তারকচন্দ্র দাসের পুত্র শ্রীযুত প্রাণগোপালকে গ্রেপ্তার করিয়া কলিকাতা অস্ত্র আইনের মামলা সম্পর্কে জেল হাজতে রাখা হইয়াছিল। চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত করিবার জন্য তাহাকে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হইবে।

মেমের পতন

মিস ক্যাম্বেল নাম্নী জনৈকা ইউরোপীয় মহিলা রাওলপিণ্ডি হইতে সীমান্ত প্রদেশ মেলে বোম্বাই যাইতেছিলেন। গুজরাটের অন্তর্গত চাম্পানিয়ার ও দিহলার ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী কোন এক স্থানে তিনি চলন্ত গাড়ী হইতে পড়িয়া গিয়া মারাত্মকভাবে আহত হইয়াছিলেন। সীমান্ত মেল বাজ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে মিস ক্যাম্বেলের সহযাত্রী অপর একজন মহিলা রেল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জানান যে তাঁহার সঙ্গিনীকে পাওয়া যাইতেছে না। তিনি বলেন যে, মিস ক্যাম্বেল আর তিনি এক সময়ই শুইতে যান; কিন্তু পালঘর ষ্টেশনে জাগিয়া দেখেন যে তাঁহার সঙ্গিনী গাড়ীতে নাই।

দৈ নি ক

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ৵

...তের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলায় একমাত্র মুখপত্র

...ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৭৩তম সংখ্যা

চৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৬ই ফাল্গুন ...বার ১৩৩৯, ১৮ই ফেব্রুয়ারী ...

নানা কথা

বিস্ফোরণে শত শত হত

পাঠক অবগত আছেন যে, জার্ম্মানিতে একটী গ্যাসোমিটার ফাটিয়া যাওয়ায় পার্শ্বস্থ সমস্ত বাড়ী চাতু ফাটা হইয়া যায় এবং শত শত লোক মারা যায়। তাহা-দিগকে ১৫ খানি গাড়ী করিয়া শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়। প্রত্যেক গাড়ীতে কারার মানেরা প্রজ্বলিত মশাল ধারণ করিয়া অবস্থিত ছিল। ভাইস চ্যান্সেলার, শ্রমিক মন্ত্রী প্রভৃতি উচ্চপদস্থ লোক হইতে আপামর সাধারণ সমস্ত শ্রেণীর লোকই শব-যাত্রায় উপস্থিত ছিলেন। সাড়ে দশ মিনিট কাল নিস্তব্ধতা রক্ষিত হয় এবং সারা জার্ম্মানিতে পতাকা অর্দ্ধনমিত করিয়া মৃতগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হয়।

সেনাপতির মৃত্যু

ফীল্ড মার্শেল স্যার উইলিয়াম রবার্ট-সন নিজ বাড়ীতে শয্যা হইতে উঠিবার সময় মারা গিয়াছেন।

তিনি প্রাতরাশের জন্য বিছানা হইতে উঠিবেন, ঐ সময় অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। পূর্ব্বদিন যখন তিনি গল্‌ফ খেলিতে-ছিলেন, সেসময় তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা স্বাভাবিক ছিল।

স্যার রবার্ট কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করার পর হইতে যুদ্ধবিরোধি আন্দোলনে অনেক সময় ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাবকে অবাস্তব বলিয়া নিন্দা করিতেন। তিনি বলিতেন যে, বিভিন্ন জাতির মন হইতে যতক্ষণ পর্যন্ত স্বার্থসাধনোদ্দেশ্যে আক্রমণাত্মক মনোবৃত্তি দূরীভূত না হইবে, ততদিন পর্যন্ত নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টা বৃথা। সুতরাং প্রথমে ঐ মনোবৃত্তি দূর করিয়া সঙ্ঘর্ষের কারণ দূর করিতে হইবে।

বিশিষ্ট রাজনৈতিকগণ তাঁহার স্মৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছেন। তাঁহার সহকর্মী ফীল্ড মার্শেল এলেনবি এবং অন্যান্য ... ...েছেন যে, সৈনিক ও মানুষ হিসাবে তিনি একজন চমৎকার লোক ছিলেন। তাঁহারই সংগঠন কৌশল বিগত মহাযুদ্ধে মিত্রশক্তির সাফল্যের অন্যতম কারণ।

সাহেব হত্যা

আমেদাবাদ হইতে সংবাদ এই যে, সার্জেণ্ট হাউসটন ইন্‌স্পেক্টার গ্রীণকে

সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য আগামী ৭ই ফাল্গুন রবিবার শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠে একটী মহতী সভায় মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও

শ্রীশ্রীব... পূজা।

অভিভাষণাদি পঠিত হইবেন। সকলের যোগদান প্রার্থনীয়।

১৮ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার হইতে ২৬শে শুক্রবার পর্য্যন্ত নয়দিন নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা হইবেন।

২৭শে ফাল্গুন, ১১ই মার্চ্চ শনিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম মায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপের যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব হইবেন।

...জনের মধ্যে পাঁচজন তাহাকে নির্দ্দোষ ...ন। তাঁহাদের ধারণা এই যে, ...সামীর মাথা খারাপ হইয়াছিল।

ভীষণতম যুদ্ধ

জিহোল সীমান্তে যে যুদ্ধ বাধিবে এরূপ ...পূর্ব্ব এশিয়ায় কখনও হয় নাই। ...পানীরা ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছে।

জাপানীরা বলিতেছে যে আগামী ...শে ফেব্রুয়ারী তারিখের মধ্যে চীনারা জেহোল ত্যাগ না করিলে ঐ তারিখেই ...দ্ধ আরম্ভ হইবে।

ইঙ্গ আইরিশ বিবাদ

ইংলণ্ডের সহিত আয়র্লণ্ডের মনো-...দের ফলে আয়র্লণ্ড ইংলণ্ডের প্রাপ্য ...রিশোধ করিতেছে না। তাহার ফলে ...ংলণ্ডের কোষাগারে টাকার কমতি ...ইতেছে। মিঃ টমাস ঐ টাকার ঘাটতি পূরণ করিবার উপায় অন্বেষণ করিতেছেন। ...তিনি বলেন যে, তিনি অবস্থানুযায়ী ...ব্যবস্থা করিবেন।

বিলাতে চায়ের বাজার

চায়ের বাজার হঠাৎ খুব চড়িয়াছে। ভারতীয় এবং সিংহল দেশীয় কোম্পানী-গুলি সঙ্কোচ পন্থা অবলম্বন করায় এইরূপ হইয়াছে। চায়ের বাজার এখনও খারাপ।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৬ই ফাল্গুন, শনিবার ১৩৩৯

আসামের ছোটলাট বাহাদুর প্রাদেশিক রেলের একটী নূতন লাইন খুলিবার সময় বলেন যে, রেল খোলার বিপক্ষে বহু লোক আছে। তাহারা মনে করে যে, বিদেশী লোক আসায় তাহাদের অসুবিধা হইবে। বিগত কয়েক বৎসরে আসামের লোক সংখ্যা শতকরা ৫০ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। আশা করা যায় যে শীঘ্র আরও শতকরা ৫০ জন বৃদ্ধি পাইবে। তাহাতে ভীত হওয়া উচিত নয়। তাহাদিগকে আপনার করিয়া লইতে হইবে। দেশে বহু কাঁচা মাল আছে; ঐ সমস্ত দ্রব্য মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী করিতে হইবে। রেলপথ বৃদ্ধি হওয়ার রোগের প্রাদুর্ভাব কমিবে। আসামে যে ভাবে রেলওয়ের বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে এই প্রদেশ যে-কোন প্রদেশের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে। রেল দেশের জীবনীশক্তিসঞ্চারক রক্তবাহী শিরা বিশেষ।

নদীয়া জেলা ও দায়রা জজ মিঃ বি, কে, গুহ, আই, সি, এস মহোদয়ের এজলাসে সতীশ নামক এক ব্যক্তি খোক্সা থানার এলেকাধীন সাত পাখিয়া গ্রামের বঙ্কু প্রামাণিক নামক এক ব্যক্তিকে বিষপান করাইয়া মারার অভিযোগে দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছে। মৃত বঙ্কু পরামাণিকের ভ্রাতার এজাহারে প্রকাশ যে, নবমী পূজার দিন আসামী সতীশের প্ররোচনায় কলা খাইয়া সে এক ক্রোশ দূরে একটী হাটে যাত্রা শুনিতে যায় এবং তাহার ভেদ বমি হওয়ায় এক স্থানে আশ্রয় লয়। তাহার মাতা বঙ্কু এবং তাহার ভ্রাতৃবধূও ঐরূপে পীড়িত হয়। তাহাদিগকে হাসপাতালে পাঠান হয়। সেখানে বঙ্কু মারা যায়। মোকর্দ্দমার সত্যাসত্য বিচারের শেষে জানা যাইবে। উকিল শ্রীযুক্ত বাবু প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসামীপক্ষ সমর্থন করিতেছেন।

গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে নাকি বলা হইয়াছে যে, গান্ধীজী আইন অমান্য দ্বারা রাজশক্তিকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করার জন্য বড় লাট সাহেব তাঁহার সহিত সাক্ষাতে অসম্মত হন। কাউন্সিলের কেহও এই প্রতিবাদ করেন নাই। নিখিল ভারত কংগ্রেসের সেক্রেটারী ডাঃ মামুদ ইহাতে বিস্ময় প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট পক্ষের কথা ঠিক নহে। কংগ্রেস কমিটীর অবিসংবাদিত মতানুসারে গান্ধীজী বড়লাট সাহেবের সহিত সাক্ষাতের জন্য তার করেন। তাহার পর দিবস অন্য এক বিষয় সম্বন্ধে বিচার করিবার জন্য কমিটীর বৈঠক হয়; সেই সময় বড়লাট সাহেবের নিকট হইতে টেলিগ্রামে জবাব আসে যে, তিনি গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না। তখন কংগ্রেস কমিটীর ধারণা হয় যে, গবর্ণমেণ্ট কেবলমাত্র যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবেন, তাহা নহে, পরন্তু কংগ্রেসের অস্তিত্ব লোপ করিবার চেষ্টা করিবেন এবং ঐ বৈঠকই শেষ বৈঠক। সুতরাং আইন অমান্য আন্দোলনের ফলে যে, লাট সাহেব গান্ধীজীর সহিত দেখা করেন নাই, তাহা সত্য নহে; পরন্তু ঘটনাটি ঠিক বিপরীতই হয়। ইহার পর গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে কি সাড়া পাওয়া যায় দেখা যাউক।

নদীয়া জেলার নদী খাল বিল প্রভৃতির সংস্কার দ্বারা জল নিকাসীর ব্যবস্থা করিবার জন্য নদীয়া জেলা বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান খাঁ বাহাদুর আফিজল হক সাহেব বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভায় একটী বিল পেশ করেন। জনমত সংগ্রহ ব্যাপারে জানা যায় যে, সওদাগর সম্প্রদায় এই বিলে আপত্তি করেন। কেবলমাত্র নদীয়া জেলার জল নিকাসীর ব্যবস্থা করিলে অনেক টাকার অপব্যয় হইবার সম্ভবনা। কারণ সারা বঙ্গে যদি নদী নালার অবস্থা অপরিবর্ত্তিত থাকে কেবল একটী মাত্র জেলার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে। সমস্ত প্রদেশের সমস্ত জেলায় এই বিষয়ে সহযোগ আবশ্যক। এই সম্পর্কে আরও ব্যাপক একটী বিল উপস্থাপিত করা আবশ্যক এবং খুব সম্ভব শীঘ্র হইবে। যে উপায়ে এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য খাঁ বাহাদুর টাকা উঠাইবার প্রস্তাব করেন, বণিক সমিতি তাহারও সমর্থন করেন না।

সুভাষ বাবুর পিতামাতা উড়িষ্যায় থাকেন। সুভাষ বাবুর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় তাঁহাকে ইউরোপ পাঠাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে ইহা পাঠক অবগত আছেন। তাঁহার পিতামাতা বার্দ্ধক্য দশায় সুভাষ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য লক্ষ্ণৌ পর্য্যন্ত যাইতে অসমর্থ বিধায় গবর্ণমেণ্ট অনেক দর কষাকষির পর গয়া জেলে তাঁহাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়াছেন। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহ ইহাতে বিক্ষোভ প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহারা বলেন যে, সুভাষ বাবুর শারীরিক অবস্থা যেরূপ তাহাতে পুরীতে যাইলেও তিনি লোকদিগকে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে পারেন না।

কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন মাদ্রাজ হইতে আহুত পণ্ডিত বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন যে, শব্দগুলি কাঠ পাথর বিশেষ; জাগতিক ব্যাপারসমূহও তদ্রূপ. তবে দ্রষ্টা এবং শ্রোতার জ্ঞান অনুযায়ী ছন্দোগ্রহণ করিয়া তাহারা সাহিত্যের সৌন্দর্য্য বিধান করে। উপত্যকার বস্তুসমূহ পর্ব্বতের নিম্ন স্থানে একরূপ দেখায়; কিন্তু দ্রষ্টা যত উপরে উঠিতে থাকেন নিম্ন দেশের দৃশ্য এক থাকিলেও তাহার নিকট ক্রমশঃ ততই পরিবর্ত্তিত হয়, এবং শব্দের ক্রমশঃ অনুরূপভাবে আকার গ্রহণ করে। এসমস্তই দ্রষ্টার অকপটতার উপর নির্ভর করে এবং পূর্ণ নিষ্কপটতার ফলে শব্দ ব্রহ্মের আবাহন হয়।

ডাক্তার আম্বেদকর প্রকাশ করিয়াছেন যে, গোলটেবিল বৈঠকে অন্য কোন সুফল না পাওয়া যাইলেও একটি সুফল ফলিয়াছে। উহাতে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইয়াছে; তবে উহা মাহাত্ম্য না দৌরাত্ম্য তাহা নির্ণয় করা ইতিহাসের কর্ত্তব্য। তিনি ব্যবস্থাপক সভায় প্রকাশ করেন যে, বিচারকগণ সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় না লইয়া কার্য্য করিতে পারেন না। এই কথায় সভায় আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, ইহাতে সমগ্র বিচার বিভাগের সরকারি কর্ম্মচারীগণকে অযথা আক্রমণ করা হয়। এরূপ কথা বলার অধিকার আম্বেদকরের নাই। সভাপতি আম্বেদকরের বিরুদ্ধের মত সমর্থন করেন।

শ্রীমতী সুব্বারাওন গোলটেবিল বৈঠক হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রী জাতীর ভোটাধিকার বর্দ্ধনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া চেষ্টা করিতেছেন। লোথিয়ান কমিটী সম্পত্তির অধিকার এবং প্রাথমিক শিক্ষার উপর ভোটাধিকার স্থাপন করিবার প্রস্তাব করেন। শ্রীমতী সুব্বারাওন এই অধিকার আরও বর্দ্ধিত করিতে চাহেন। তাঁহার মতে স্ত্রীপুরুষের এক প্রকার অধিকার থাকাই প্রার্থনীয়। স্ত্রীলোকদিগের ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধিতে শাসক [illegible] বাধা দিবেন, কারণ তাঁহাদের কাজ বাড়িবে, গোঁড়া পর্দ্দা সমর্থকেরা বাধা দিবেন; স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও অনেকের আপত্তি হইবে। এই সমস্ত বাধা বিপত্তি দূর করিবার জন্য ব্যাপক আন্দোলনের চেষ্টা হইবে। অন্ততঃ যে সমস্ত স্ত্রীলোকের অক্ষর পরিচয় হইয়াছে তাঁহাদের সকলেই ভোটাধিকার পান এবং যে সমস্ত পুরুষের কিছু মূল্যের সম্পত্তি আছে তাহাদের পত্নীরাও ঐ অধিকার পান, [illegible] দেশময় সঙ্ঘ সমিতি করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

এক শ্রেণীর লোক অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন সম্পর্কে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের নিন্দা করিয়া বলিতেছেন যে, যদি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম না থাকিত, তাহা হইলে অস্পৃশ্যতা পাপ উদ্ভূত হইত না। গান্ধিজী তদুত্তরে বলেন যে, অস্পৃশ্যতা যে পাপ সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যে ভাল সে সম্বন্ধেও কোন সন্দেহ নাই। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম—শরীর এবং অস্পৃশ্যতা—স্ফোটক মাত্র। যেহেতু স্ফোটক হইয়াছে অতএব শরীর ধ্বংশ করিতে হইবে এইরূপ বিচারের আদর নাই। সেইরূপ যেহেতু অস্পৃশ্যতা দোষ আসিয়াছে অতএব বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের লোপ সাধন কর এরূপ বিচার সুধী সমাজের আদরণীয় নহে।

কয়েক বৎসর হইতে হিমালয় অভিযান চলিতেছে; ইহাতে লোক আর নূতনত্ব কিছুই পায় না। তবে গৌরীশৃঙ্গের উপর উঠিতে পারিলে হয় ত কিছু নূতন পাওয়া যাইতে পারে। যাহা হউক, এব্যাপারে লোক আকৃষ্ট হইতেছে না। বর্ত্তমান বৎসরেও এক দল গিয়াছে।

সৈন্য নিহত

রেঙ্গুনে কুচকাওয়াজকালে একজন সৈনিক আর একজন সৈনিককে গুলী করে। উক্ত সৈনিকটি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয় সুবাদার ডিউটিতে ছিল। তাহাকে গুলী করার প্রয়াস পাইলে উক্ত সৈনিককে গ্রেপ্তার করিয়া অতিকষ্টে নিরস্ত্র করা হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম—মায়াপুর—নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, { ৮ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৬, ৬ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৮ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৩, শনিবার } ১৯০তম সংখ্যা

নদীবক্ষে কীর্ত্তন

[দ্বিতীয় দিবস—৭ই ফেব্রুয়ারী]

গতকল্য সৌভাগ্যবতী 'সুরধুনী' ও 'লীলা' ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত কীর্ত্তন-তরঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে বুড়ীগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, ধলেশ্বরী ও মেঘনা অতিক্রম করিয়া পদ্মায় উপস্থিত হইয়াছেন এবং রাজবাড়ী-ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী বাহেরক নামক স্থানে নঙ্গর করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছেন।

———

লক্ষ্মযের গতিপথে বর্ত্তমান যুগের অনেক শুদ্ধ বৈষ্ণবের আবির্ভাব-স্থান বিদ্যমান থাকিয়া আরোহী বৈষ্ণবগণের হৃদয়-তটে তাঁহাদের পাবনী সেবা-সুরধুনীর স্মৃতি-তরঙ্গের সস্নেহ আলিঙ্গন করাইয়াছেন। বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের স্মৃতি লাভ করিয়া আনন্দে গুরু-গৌরাঙ্গ-গৌড়ীয়গণের জয়ধ্বনি ও বৈষ্ণবগণের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। বুড়ীগঙ্গার আচার্য্য-বাণীর সুষ্ঠু কীর্ত্তনকারী ভক্ত-সেবৈকব্রত একজন আদর্শ গৃহস্থ বৈষ্ণব ও একজন ত্রিদণ্ডী-সন্ন্যাসীর সেবা-প্রাণতার কথা হৃদয়ে উদিত হইল। ধলেশ্বরীতেও ত্রিপুরার স্মৃতি একজন আদর্শ ব্রহ্মচারীর শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবার্থ সুনিপুণ চিত্রাদিকলা-বিদ্যা, সুমধুর পাক ও বৈষ্ণবসেবার্থ আবশ্যক জিনিসাদি-সংগ্রহ প্রভৃতি সেবার বিষয় এবং কলাকোবিদের অপূর্ব্ব কলা-কৌশল হৃদয়ে জাগরিত হইল। পদ্মার—ভক্তির দীপ্তিতে উদ্ভাসিত, বাসুদেব-পরায়ণ ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে অপ্রাকৃত ব্রজধাম ও অপ্রাকৃত ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের স্মৃতি উদিত হওয়ায় তাঁহারা আনন্দে আপ্লুত হইলেন। সকলেই আনন্দে হরি-ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। বৈষ্ণব-চতুষ্টয়ের স্মৃতিতে সকলের হৃদয়ই এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে উদ্বেলিত হইল। গত 'বহর' ও 'কামারখাড়া' যাঁহারা এই প্রকার শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের স্মৃতি জাগাইয়া দিবার জন্য শুদ্ধবৈষ্ণব-ইতিহাসে স্থান লাভ করিয়াছেন।

———

'সুরধুনী' ও 'লীলা' আজ প্রাতঃ ৬-৪৫ মিনিটের সময় বাহেরক হইতে নঙ্গর তুলিয়া শুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি ও সংকীর্ত্তনের মাঝে পদ্মার বক্ষে নৃত্য করিতে করিতে চলিতেছেন। শীত ঋতু বলিয়া পদ্মার এখন আর করাল বদন নাই। এখন তিনি শান্ত শিষ্টভাবে বিদ্যমানা; মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড চড়া-ভূমি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। তাহাতেও মধ্য দিয়া ষ্টীমার গমন করিলে কোন কোন স্থানে মনে হয় যেন কূলদ্বয় ধূসর আকার ধারণ করিয়া জলের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। কোনও কোনও সময় প্রকাণ্ড ষ্টীমার পদ্মার শিষ্টতা ও গাম্ভীর্য্য নষ্ট করিয়া উহাকে ভীষণরূপে উদ্বেলিত করে।

———

পাঠকবর্গের সকলেই বোধ হয় বিশেষরূপে অবগত আছেন যে, পদ্মা অনেক খ্যাত-নামা ব্যক্তির বিশেষতঃ রাজা রাজ-ন্যদের অট্টালিকাদি কুক্ষিগত করিয়া 'কীর্ত্তি-নাশা' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। শুনা গেল, বর্ষাকালে শত শত গজ ভূমি এক সময়ে হঠাৎ পদ্মার অতলগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া যায়; ৭০।৮০ হস্ত দৈর্ঘ্য-বিশিষ্ট খেজুর, তাল প্রভৃতি গাছগুলি দণ্ডায়মান অবস্থায়ই মুহূর্ত্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়। উপরের স্রোত অপেক্ষা নীচের স্রোত অধিক পরিমাণ থাকায় উপরের মাটী ঠিক থাকিলেও নীচের মাটিগুলি ধুইয়া মুছিয়া চলিয়া যায়, তখন আশ্রয় না পাইয়া উপরের মাটীগুলিও বৃক্ষাদিসহ ধসিয়া পড়ে। কেবলমাত্র রেখার মত ফাটল সময় কিছু ফাটিয়া মানবগণকে সতর্ক করে।

———

পদ্মার পূর্ব্বোক্ত প্রকার ভাঙ্গনের নিমিত্ত সাধারণ তাঁহাকে 'কীর্ত্তিনাশাই বলুন, আর যে-যাহার ইচ্ছা গালি দিউন, আত্মকল্যাণ-আকাঙ্ক্ষিগণ পদ্মার নিকট হইতে অনেক বিষয় শিক্ষা করিতে পারিবেন। সর্ব্ব প্রথম তাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের 'লব্ধ্বা সুদুর্লভ-মিদং বহুসম্ভবান্তে' এই শ্লোকটী জাগাইয়া দিয়া মনুষ্যজীবনের সুদুর্ল্লভত্ব, পরমার্থ-প্রদত্ব অথচ ক্ষণ-ভঙ্গুরত্বের বিষয় শিক্ষা প্রদান করিয়া অনিত্য ও কষ্টপ্রদ বিষয়ের আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক একান্তচিত্তে ভগবদনুশীলনই যে মনুষ্য-জীবনের একমাত্র কৃত্য, তাহা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেয়। শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত গুর্ব্ববজ্ঞা-ফলে শূকর-যোনি-প্রাপ্ত ইন্দ্রের শাবক ও শূকরীকে নিধন-দ্বারা ব্রহ্মার ইন্দ্রের প্রতি যে কৃপা বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার চেষ্টায় অনুষ্ঠিত 'সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী'তে প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহা যদি কেহ মনোযোগ পূর্ব্বক অনুধাবন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারিবেন—পদ্মা আমাদের জড়ীয় আসক্তির জিনিসগুলি অপহরণ করিয়া প্রকৃতপক্ষে আমাদের উপকার কার্য্যই করিয়াছেন এবং মঙ্গলময়ের সুমহতী ইচ্ছায়ই উহা অনুষ্ঠিত হইতেছে। পদ্মা কোন কোন বৈষ্ণবের আবির্ভাব-স্থান বক্ষে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। তাহাতে উক্ত পবিত্র স্থান খল-স্বভাব, কদাচার-সম্পন্ন ব্যক্তিকর্ত্তৃক কলুষিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

———

'সুরধুনী' ও 'লীলা' ৯-১০ মিনিটের সময় তারপাশায় নঙ্গর করিলেন। এই স্থানটী সুপ্রসিদ্ধ বন্দর ও ষ্টীমার-ষ্টেশন। তারপাশার অধিকাংশ স্থান বর্ত্তমানে পদ্মা-গর্ভগত। সারেং এই স্থানে একজন পথ-প্রদর্শক (Pilot) সংগ্রহ করিতে বলিল। ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয় বিশেষ ভদ্রলোক। তিনি আমাদিগকে রাস্তা বলিয়া দিয়া জানাইলেন যে, খুলনার পূর্ব্বে কোনও পথ-প্রদর্শকের প্রয়োজন হইবে না।

———

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ, ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারীজী, শ্রীপাদ নিতাই দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী পালং প্রভৃতি স্থানে হরিকথা প্রচারের নিমিত্ত তারাপাশাতে অবতরণ করিয়া মাদারিপুর ষ্টীমারে আরোহণ করিলেন। সুতরাং সারেং, সুখানি, ড্রাইভার ও দুইজন খালাসী ব্যতীত আমরা লক্ষ্মযে মাত্র ৯ জন রহিলাম।

তারপাশা হইতে ১০-৪৫ মিনিটের সময় যাত্রা করিয়া সুরধুনী ও লীলা ১২ টার সময় কুমারভোগ-নামক স্থানে পৌঁছিলেন। এই স্থানে সুখানি তাহার বাটী হইতে বিছানা

সেই সে পরম বন্ধু সেই পিতামাতা। শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥

লইয়া আসন এবং বিষ্ণুনৈবেদ্যের নিমিত্ত আমরা কিছু কমলালেবু সংগ্রহ করিলাম। এই স্থান হইতে বেলা ১টার সময় যাত্রা করিয়া আমরা অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় বরমপঞ্জ অতিক্রম করিলাম এবং জলালপুর ও লক্ষীপুরের মধ্যবর্ত্তী খালেরচর নামক স্থানে সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিটের সময় রাত্রির মত নঙ্গর করিলাম। স্থানটী ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত।

আজ বরাহ-দ্বাদশী। বরাহদেব সর্ব্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের দশাবতারের তৃতীয় অবতার। দশাবতার লীলা 'সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী'তে অতি সুন্দররূপে প্রদর্শিত ও অতি প্রাঞ্জলভাষায় রতবিদ্য শুদ্ধবৈষ্ণবগণকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছিলেন। জীবের চেতন-সেবাবৃত্তির ক্রম-বিকাশের বিভিন্ন স্তরে ভগবানের এই দশটী নিত্যরূপের আবির্ভাব। ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, প্রাণিজগতে যে দশটী জড়ীয় ক্রমবিকাশের অবস্থা লক্ষিত হয়, বিষ্ণুর অবতার দশটী তাহাদেরই সমপর্য্যায়ে অবস্থিত। কারণ বিষ্ণুর অবতার জড়ীয় নহে, শুদ্ধ চেতনময়; অনিত্য নহে, নিত্য। ভগবান্ জগতে তাঁহার নিত্যরূপের প্রাকট্য করিলে কেহ যদি তাঁহাতে মানব ধর্ম্ম বা জন্তু-ধর্ম্ম আরোপ করেন, তাহা হইলে তিনি ভ্রান্ত-মতবাদ চালিত সন্দেহ নাই। কারণ পরমেশ্বর জগতে তাঁহার নিজবৈকুণ্ঠের নিত্যরূপসমূহের অবতার প্রকাশ করিলে তাঁহা মায়ার সহিত মিশ্রিত বা সগুণ হ'ন না।

জীবের চেতন-সেবাবৃত্তির মেরুদণ্ডাবস্থার উপাস্য বিগ্রহ শ্রীবরাহরূপী বিষ্ণুতত্ত্ব। বরাহদেব প্রলয়-জলধি হইতে ধরিত্রী দেবীকে উদ্ধার করিয়া জগদ্বাসীকে জানাইয়াছেন যে, তিনিই ধরিত্রীর উদ্ধারকর্ত্তা, ধারয়িতা ও রক্ষাকর্ত্তা; কারণোদকশায়ী ভগবানের ঈক্ষণ ব্যতীত ধরিত্রীর বা প্রকৃতিপুঞ্জের জন্ম হইতে পারে না। ভগবানেরই ইচ্ছায় ও ঈক্ষণে প্রকৃতি ক্রিয়াবতী হন। এতদ্দ্বারা তিনি নিরীশ্বর সাংখ্যমতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ বরাহদেব হিরণ্যাক্ষকে সংহার করিয়া জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিতেছেন যে, জগতের যাবতীয় হিরণ্য বা অর্থাদি মাধবের সম্পত্তি, যাহারা ঐসকল সম্পত্তি মাধবের সেবায় নিযুক্ত না থাকিয়া তাহাতে ভোগাক্ষি নিক্ষেপ করিয়া 'হিরণ্যাক্ষ' উপাধি-লাভে ব্যস্ত, তাহারা দুষ্কর্ম্মের জন্য ভগবৎকর্ত্তৃক নিহত হয়। তাই মহাজন গাহিয়াছেন—

তোমার কনক ভোগের জনক
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠে ব্যাসপূজা

কুরুক্ষেত্র সমর-প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুরুগম্ভীরস্বরে গীতোক্ত যে "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানম্ সৃজাম্যহম্॥ পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" বাণী নিনাদিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা অদ্যাবধি কেন, নিত্যকাল জীবের কর্ণপটহে ধ্বনিত হইতে থাকিবে। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে, কুরুক্ষেত্র সমরকালকে বা তাঁহার উক্তরূপ বাণীকে স্থান, কাল ও পাত্রের অন্তর্গত মনে করিয়া ঐতিহাসিক ব্যাপার বলিয়া ধারণা করিবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইবেন, সন্দেহ নাই। ব্রহ্ম-সংহিতার ৫ম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক যাঁহারা শ্রদ্ধা সহকারে অনুধাবন করিবেন, তাঁহারাই কৃষ্ণের বাস্তব স্বরূপের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে সর্ব্ব-কারণের কারণ বলিয়া জানিতে পারিবেন। কৃষ্ণের স্বরূপের কথা বুঝিতে না পারিলে গীতোক্ত কৃষ্ণের বাণীও তাৎকালিকী বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, উহার নিত্যত্ব উপলব্ধি হইবে না।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এই যে—জগতে যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্মের অভ্যুদয় উপস্থিত হয়, সাধুদিগকে রক্ষা ও অসাধুগণের বিনাশ এবং ধর্ম্ম-সংস্থাপনের আবশ্যক হয়, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কখনও স্বয়ং, কখনও বা তাঁহার নিজ জনগণের আবির্ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে 'উৎকলে পুরুষোত্তমাৎ' যে একটী বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়, সেই শাস্ত্রবাণীর মর্য্যাদা রক্ষা করিবার উদ্দেশে জীব-উদ্ধার-কল্পে শ্রীভগবানের ইচ্ছায় তাঁহারই অভিন্ন প্রকাশ-বিগ্রহ বর্ত্তমান যুগাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিকে পবিত্রা করিয়া এই প্রপঞ্চে আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। এবার গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩ বুধবার সেই পুণ্য আবির্ভাব তিথি উপস্থিত হইয়াছিলেন।

যে আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে অচেতন জগতের দ্বারে দ্বারে বৈকুণ্ঠের চেতনময়ী বীর্য্যবতী বাণী ঘোষিত হইয়া সুপ্ত জগৎকে চেতনে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন, সেই শ্রীচৈতন্যমঠে আজ শ্রীল প্রভুপাদের আগমন হওয়ায় দেশ বিদেশ হইতে ভক্তগণ সেবা-সম্ভার লইয়া শ্রীব্যাসপূজোপলক্ষে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানে অভিলাষী হইয়া দলে দলে সমবেত হইয়াছেন। কত আশা ও প্রাণের আর্ত্তি লইয়া ভক্তগণ ঐ আবির্ভাব-দিন প্রভাত হইবার বাসনা করিতেছিলেন। আচার্য্যের আবির্ভাব-স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া ভক্তগণ আনন্দিত চিত্তে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতেই মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বুধবার প্রভাত হইতেই শ্রীচৈতন্যমঠের অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আরাত্রিক কীর্ত্তনান্তে শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তন হয়।

পরে প্রাতঃ ৮ টার পর বহু ভক্ত 'ভক্তিবিজয়-ভবনে'র ত্রিতল ছাদে শ্রীশ্রীপ্রভুপাদপদ্মে সমবেত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ বহুক্ষণ যাবৎ অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন পূর্ব্বক 'অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥' শ্লোকের ব্যাখ্যা সুষ্ঠুভাবে বুঝাইয়া দিতে থাকিলে সমবেত ভক্তবৃন্দের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদকে কামগায়ত্রীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, তিনি বলিতে লাগিলেন যে—কামদেবের সেবায় জীবকে আকৃষ্ট করিবার জন্য কামগায়ত্রীর ব্যবস্থা।

যত্র গান বা কীর্ত্তনের দ্বারা ত্রাণ করেন বলিয়া তাঁহাকে 'গায়ত্রী' বলা হয়। কামগায়ত্রী বলিতে কামদেবের গান বুঝায়। কামদেব হ'চ্ছেন জীবের একমাত্র সেব্য বস্তু; তিনি শ্রীকৃষ্ণ। অন্যাভিলাষশূন্য হইয়া কামদেবের সেবাতেই জীবের সর্ব্বার্থ সিদ্ধি বা পরম-পুরুষার্থ লাভ ঘটে। অন্যান্য আধিকারিক দেবতার যে পূজা-পদ্ধতি আছে, তাহাতে সেবা-বস্তুর সেবার পরিবর্ত্তে ঐসমস্ত দেবতাগণকে খাজাঞ্চি করিয়া লইয়া আমরা তাহাদিগের নিকট হইতে ভোগোপকরণ সংগ্রহপূর্ব্বক অনন্ত নরকের পথে ধাবিত হই; তদ্দ্বারা আমাদের কোন নিত্যমঙ্গল হয় না। কিন্তু কামগায়ত্রীর উদ্দেশ্য হ'চ্ছে, যাহাতে আমরা ঐরূপ কুৎসিত অভিলাষরূপ মদন ধর্ম্ম হইতে ছুটী পাইয়া কামদেবের নিত্য সেবায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রধান ও প্রবীণ শিক্ষক শ্রীযুত বিশ্বেশ্বর দাস, বি-এ, মহাশয় 'বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিত রাজনীতির (Politics এর) কি কোন সম্বন্ধ নাই?' এইরূপ একটী প্রশ্ন করিলে শ্রীল প্রভুপাদ রাজনীতি ও ঋষিনীতির সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া বলেন যে, সত্ত্ব ও রজোগুণ মিশ্রভাবে ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে বর্ত্তমান। রজোগুণের প্রাবল্যে যখন সত্ত্বগুণের প্রতীক ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের বিপন্ন অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন শ্রীভগবান্ পরশুরাম-অবতারে ক্ষত্রিয়কুলকে নিঃক্ষত্রিয় করেন। মহাকবি জয়দেবের স্তবে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় 'ক্ষত্রিয়ময়ং কুরুতে'। জগতের সমস্ত বস্তুকে কৃষ্ণের সেবোপকরণ জানিয়া তাহা কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ করাটাই ঋষিনীতি। রাজনীতি ঋষিনীতির অনুগত হইয়া ঋষিনীতিকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু রাজনীতি ঋষিনীতিকে পোষকতা না করিয়া বিভিন্ন পথে চালিত হইলে অসুবিধা উপস্থিত হয়।

সপূজোপলক্ষে সমবেত ভক্তগণ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবার জন্য গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণ ৪ টার সময় শ্রীচৈতন্যমঠের অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দিরে উপস্থিত হইলেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্দিরে আগমন করিয়া শ্রীবিগ্রহের আরতি ও পূজা সম্পাদন করিবার পর ভক্তগণ-সমভিব্যাহারে শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিয়া মন্দির-চত্বরে উপবেশন করিলে সুকণ্ঠ শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ প্রভুর মূল-গায়কত্বে মৃদঙ্গ করতাল সংযোগে শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টক, মহাজন পদাবলী 'শ্রীগুরুচরণ-পদ্ম কেবল ভকতি সদ্ম, বন্দো মুঁই সাবধান মতে' ইত্যাদি কীর্ত্তন হয়। ভক্তগণ কীর্ত্তনমুখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজকে অগ্রণী করিয়া সুগন্ধি পুষ্পমাল্য ও পুষ্পাদি লইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করেন। অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ মন্দির-চত্বর হইতে অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দিরে আসিয়া আসন গ্রহণ করিলে কীর্ত্তন-প্রবীণ শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু স্বীয় স্বভাবসুলভ সুধামাখাস্বরে 'গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া কর এই দাসে তৃণাপেক্ষা অতি হীন' এই মহাজন গীতিটী কীর্ত্তন করেন।

কীর্ত্তন সমাপ্ত হইবার পর ব্যাসাসনে উপবিষ্ট শ্রীল প্রভুপাদ সমাগত ভক্তগণের নিকট যে অমৃতময়ী চেতনবাণী কীর্ত্তন করেন, তাঁহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম আগামী সোমবারের শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবেন। প্রেমে গদ্‌গদ্‌চিত্ত শ্রীল প্রভুপাদ আজ আর অন্তরের ভাব গোপন রাখিতে পারিতেছেন না; অন্তরের ভাব তাঁহার শ্রীমুখ মণ্ডলে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে; তিনি ছল ছল নেত্রে সর্ব্বপ্রথম 'নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্। দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদিরয়েৎ॥' এই শ্লোকটী কীর্ত্তন করিয়া ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা নদীয়া প্রকাশ

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত — ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র — ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড — ১৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) — ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) — ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব — ১৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য — ১৶০
৭। ভজনরহস্য — ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) — ১৲
ঐ (আবাঁধা) — ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) — ২৲
ঐ (আবাঁধা) — ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) — ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য — ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) — ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) — ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম — ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) — ৸০
১৬। গৌড়ীয়কণ্ঠহার — ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) — ॥৶০
ঐ (বাঁধা) — ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন — ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) — ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) — ॥০
ঐ (আবাঁধা) — ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা — ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) — ৶০
২৩। গীতমালা — ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য — ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড — ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) — ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ — ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ — ।০
২৯। শরণাগতি — ৴০
৩০। গীতাবলী — ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ — ১॥০
৩২। সাধনকণা — ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক — ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক — ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ — ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) — ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণা — ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) — ॥০
ঐ (আবাঁধা) — ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) — ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা — ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) — ১৲
ঐ (আবাঁধা) — ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ — ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ — ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় — ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী — ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) — ৲
ঐ (আবাঁধা) — ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? — ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) — ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর — ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ — ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী — ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ — ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ — ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ — ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ — ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ — ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ — ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ — ॥০
৬০। নামভজন — ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ — ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু — ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ — ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং — ৴০
৬৫। দি ভাগবত — ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন — ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা — ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) — ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি — ॥০
৭০। সাধন পথ — ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু — ৴১০
৭২। গীতাবলী — ৴০
৭৩। শরণাগতি — ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি — ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ — ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন — ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন — ঐ
৫। কাজীর সমাধিপাট — ঐ
৬। আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাসখালী, নদীয়া
৯। বালগোপাল পাট কাঠালপুলি, চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটী, (বৰ্দ্ধমান)
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বৰ্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাযোড়া, রাজগঞ্জ বৰ্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু, হাওড়া
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চকাদহা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ চটক পর্ব্বত, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ চুমুরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী।
২৯। শ্রীরূপ-গৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য।
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

	নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১।	শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম-মায়াপুর
২।	শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	মেদিনীপুর
৩।	শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীধাম-মায়াপুর
৪।	শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫।	শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৬।	শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী
৭।	শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	মেদিনীপুর
৮।	শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	ঢাকা
৯।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০।	শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
১১।	শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১২।	শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩।	শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	পুরী

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা। সুবর্ণ সুযোগ।।

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপণপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, স্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের মানচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। বাহাদুর রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রণীত। ...বহু বর্ণবহুল মনোজ্ঞ করুণ সম্বলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিরচিত মনোজ্ঞ ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (বং) মলাটে বাঁধাই মূল্য ১৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' প্রভৃতি স্বত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনীসমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে সুলাদন মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এন্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মান্দ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকা-চার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা
প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধবগৌড়ীয় পর সাহিত্যমন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ২য় স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড।৵০
গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে৷৵০

পারমার্থিক জগতে অভিনব অবদান

প্রভুপাদের পত্রাবলী

কৃপাম্বুধিবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগতগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে-ছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়' 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অচ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও প্রাক্ত-কর্তব্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভাগবত-শ্রবণ-বৃত্তান্ত' 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'দশম্বাদসায়ের প্রতিবাদ' 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথা ও শ্রীচৈতন্যমঠ' 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়' 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-জন্য অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি', 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনে প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্‌চকে। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপে বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ-

১। প্রথম খণ্ড—বেদান্তদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কা... শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সম্বন্ধ ও প্রাকৃত সম্বন্ধ প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যে শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীমদ্ মাধ্বপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃ... কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌ... নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগ... পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকা... ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকাপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবী আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রী ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবায় নিব... —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব প্রবর্ত্তকদেবে অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিবর্ত্ত... শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-ভাবধারা সপ্ত দোষরত্নমণি প্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ মাত্র

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছে

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম্ম

ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতী

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩ নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ॥০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বস্ত্র সত্ত্বের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ८৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ८৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্ম প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৫০ আনা।

মিটিং-এর নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

ফেওয়ানি মামলায় রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার কেস ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ॥০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

[illegible]

মহঃস্বলের সুবিধার জন্ম ও অয়ঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়. ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।১০ আনা, পাইট ৸৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন - ঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে-সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭-৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, [illegible], [illegible] এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫-৩১	৯-৫	১২-১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩১	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১০	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৭	[illegible]-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ [illegible] শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এম, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্থিতাবস্থার ও কার্তুজ

বর্দ্ধমান জেলার চিনরা গ্রামের জোবেদার হকের সহিত ঐ গ্রামের অপর একজনের মামলা মোকর্দ্দমা চলিতেছিল। জোবেদারের সহিত যে লোকটীর বিবাদ সেই লোকটী আদালতে আসিয়াছিল; জোবেদার তাহার শত্রুকে বিপদে ফেলিবার জন্য আদালতের সময় ঐ লোকটি যে স্থানে বসিয়াছিল, সেই স্থানে ঐ সুটকেশটি রাখিয়া দেয়। সে পূর্ব্বেই পুলিশকে এই মর্ম্মে খবর দিয়াছিল যে, একটী লোক একটি সুটকেশের ভিতর রিভলভার ভরিয়া আদালতে আসিয়াছে। পুলিশ সাদা পোষাকে ঐ লোকটির সন্ধান করিতেছিল। জোবেদার মনে করিয়াছিল যে, তাহার শত্রু যখন দেখিবে যে, ঐ সুটকেশটির কোন মালিক নাই, সেজন্য উহা পুলিশের নিকট লইয়া যাইবে এবং পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে। কিন্তু জোবেদারের এই আশা পূর্ণ হয় নাই। সকলে আদালত হইতে বাহির হইয়া গেলে পাহারাদার আদালত গৃহে চাবী দিবার সময় সিঁড়ির নীচে ঐ সুটকেশটি দেখিতে পায়, সে উহা উচু করিয়া ধরিয়াছিল, এমন সময় সাদা পোষাকধারী কনেষ্টবলেরা তাহাকে উহা স্পর্শ করিতে নিষেধ করে। পরে, কেহ যখন উহা লইতে আসিল না, তখন পুলিশ উহার এবং খুলিয়া উহার ভিতর ঐ সব জিনিষ দেখিতে পায়। প্রকাশ, পুলিশ বিনা পাশে রিভলভার রাখা এবং পুলিশকে মিথ্যা সংবাদ দিবার অভিযোগে জোবেদারকে গ্রেপ্তার করিয়াছে এবং সে পুলিশের নিকট সব কথা স্বীকার করিয়াছে।

হত্যাকাণ্ডের জের

গত ১লা জানুয়ারী রাত্রিতে বিবেকানন্দ রোডে একটী ভোজালী দ্বারা আঘাত করিয়া লালমদন দাস আগরওয়ালা নামক জনৈক লোকের মৃত্যু ঘটাইবার অভিযোগে গোপাল সিং নামক জনৈক লোক জোড়াবাগানের অস্থায়ী অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়াজিদ আলীর এজলাসে অভিযুক্ত হয়। তদুপরি আসামীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগও আনা হয় যে, ঘটনার দিন রাত্রিতে সে আসামী চুনালাল আগরওয়ালা ও রামপ্রসাদ নামক অপর একজনকে গুরুতরভাবে জখম করে। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে হাইকোর্ট দায়রায় সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

বিদ্রোহী ফকির

শিকারাই ফকির এবং তাঁহার কতিপয় অনুচর নাদির শাহের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছেন—এই সন্দেহে আফগান সরকার কয়েক মাস যাবৎ তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করিতেছেন। ষড়যন্ত্রকারীরা নাকি ওয়াজিরিস্থানে ব্রিটিশ সীমান্তের নিকটে পার্ব্বত্য অঞ্চলে লুকাইয়া আছে। তাঁহারা যদি ব্রিটিশ অঞ্চলে আসেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে যাহাতে গ্রেপ্তার করা যায়, তজ্জন্য ব্রিটীশ কর্ত্তৃপক্ষ চেষ্টা করিতেছেন।

নরহত্যার মামলা

রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট ও নন্দনবাগানের মোড়ে মহাদেও কুর্ম্মী নামক জনৈক লোককে একটী ছুরি দ্বারা আঘাত করিয়া হত্যা করিবার অভিযোগে সেখ হবিব, মহম্মদ কাসিম ও সেখ সত্ত নামক তিনজন লোক জোড়াবাগানের অস্থায়ী অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়াজেদ আলীর এজলাসে অভিযুক্ত হয়। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, অনুমান দুই বৎসর পূর্ব্বে আসামীগণ একটী মোটরে করিয়া মৃতব্যক্তি যে অঞ্চলে থাকিত সেই অঞ্চলে যায় এবং জনৈক দোকানদারকে মারপিট করিয়া তাহার নিকট হইতে টাকা চায় ও একটী হাঙ্গামার সৃষ্টি করে। মহাদেও কুর্ম্মী উক্ত অঞ্চলের অধিবাসী। সে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া আসামীদিগকে ঐ অঞ্চলে গোলমাল করিতে নিষেধ করে। ইহাতে উভয় দলের মধ্যে বিবাদ বাধে এবং প্রথম আসামী মৃতব্যক্তিকে একটী ছুরি দ্বারা ভীষণভাবে আঘাত করিয়া পলাইয়া যায়। সংবাদ পাইয়া পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। তথায় তাহার মৃত্যু হয় ২য় ও ৩য় ব্যক্তিকে পরে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রথম আসামী এতদিন ফেরার ছিল। ২ বৎসর পরে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয় আসামীদিগকে দায়রা সোপর্দ্দ করা হইয়াছে।

স্বাধীনতা দিবসে গ্রেপ্তারের সংখ্যা

পাটনার ১০ই ফেব্রুয়ারীর এক সংবাদে প্রকাশ বিহার প্রদেশে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ১৩০০ কর্ম্মী গ্রেপ্তার হইয়াছিল। নিম্নে কোন জেলায় কত গ্রেপ্তার হইয়াছিল, তাহা দেওয়া গেল :—

পাটনা ১৫০, গয়া ১৫২, মজঃফরপুর ...

... ১১৫, পূর্ণিয়া ৫০, ... গঞ্জাম ১৮, হাজারিবাগ ৫, মানভূম ১০, ও অন্যান্য জেলাসমূহ ৫০ জন, এতদ্ব্যতীত আরও অনেকে গ্রেপ্তার হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

কুটীর শিল্প কমিটি

পাবনার যুবকগণের শিক্ষার নিমিত্ত শিক্ষা-কেন্দ্র খুলিবার উদ্দেশ্যে স্থানীয় শিল্পসমূহ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য বাঙ্গালার শিল্প পরিদর্শক মিঃ কে. ডি, গুহ আসিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি সহরের বিশিষ্ট অধিবাসী ও দোকানদারগণ এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভ্যগণের সঙ্গে দেখা করেন। কলেক্টরের আদালতগৃহে একটী সভা হইয়াছে তাহাতে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে সভাপতি করিয়া উপায় উদ্ভাবনের জন্য একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে।

কমলাঘাটে সৈন্যদল

ডোরসেটস্ ও শিখদলের প্রায় ২ শত সৈন্য ঢাকা কমলাঘাট বন্দরে নামিয়াছে আবদুল্লাপুর উচ্চ ইংরাজী স্কুলে তাহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই উপলক্ষে গত ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখ হইতে ১০ দিনের জন্য স্কুল বন্ধ রাখা হইয়াছে। প্রকাশ যে, এই সৈন্যদল ৮ দিবস এই স্থানে থাকিবে।

অব্যাহতি

জুরীর সহিত একমত হইয়া অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ এস বসু আই সি এস দাদন আলি মুন্সী নামক এক ব্যক্তিকে খুনের অভিযোগ হইতে বেকসুর খালাস দিয়াছেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, আসামী কাঠালিয়া পুলিশ থানার অন্তর্গত টিকাটালি গ্রামের শ্রীঅভয়চরণ বলি নামক এক ব্যক্তির দক্ষিণ হস্তে বন্দুকের গুলী করিয়াছিল।

মহিশূর ব্যবস্থাপরিষদ সদস্যের দুর্ভোগ

মহিশূর ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত রামদাসের উপর কতকগুলি লোক বিশেষ ভাবে অসন্তুষ্ট ছিল। সম্প্রতি রামদাস যখন একাকী ভ্রমণ করিতেছিলেন, দুর্বৃত্তগণ একখানি ছুরি দিয়া তাহার দুই চক্ষু ...

... চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে অনেক লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বিস্ফোরণে আহত

কলাটীর পুরাণ গোলন্দাজ মহল্লার বার বৎসর বয়স্ক বালক নীলোৎমা একটী টিন প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে যখন একখানি পাথরের সাহায্যে উক্ত টিনটী খুলিতেছিল, তখন উহা বিস্ফুরিত হয়। ফলে তাহার মুখে এবং দক্ষিণ বাহুতে গুরুতর জখম হয়, হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

হত্যাকাণ্ড

ফেণী ছাগলনিয়া থানার অধীন প্রসিদ্ধ রেজুমিঞা বাজারের নন্দ কুমার সাহা ১॥ মাইল দূরবর্ত্তী অমানায়ের হাট হইতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে বহুলোকের সহিত যখন রেজুমিঞা বাজারে ফিরিয়া আসিতেছিলেন তখন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার উপর তাঁহাকে কয়েকজন দুর্বৃত্ত চিৎ করিয়া ফেলিয়া জবাই করতঃ নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। তদন্ত চলিতেছে।

স্পেনে রাষ্ট্রদূতের আবাস আক্রান্ত

ম্যাড্রিদে প্রায় ৬০ জন সাম্যবাদী "হিটলার নিপাত যাও", "জার্ম্মাণ সাম্যবাদী দলের জয়" ধ্বনি করিতে করিতে জার্ম্মাণ রাষ্ট্রদূতের আবাস আক্রমণ করিয়া জানালার কাঁচ ভাঙ্গিয়া ফেলে। দুইজন সাম্যবাদী গ্রেপ্তার হইয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট খুন

গত ২রা ফেব্রুয়ারী অমরপুর জিলার ৩টী তালুক খাজনা আদায় করিবার সময় গ্রামবাসিগণ কর্ত্তৃক ম্যাজিষ্ট্রেট নিহত হন। সরকারী তদন্তে জানা গিয়াছে যে, নিহত ম্যাজিষ্ট্রেটের মৃতদেহ এপর্য্যন্তও পাওয়া যায় নাই।

লাল কুর্ত্তার মিলন

পেশোয়ার সহরের উপকণ্ঠে সৈয়দ হোসেনের সমাধির অন্তর্গত কলেজ বাগানে চরসদো, নওসেরা ও পেশোয়ার সহরের প্রায় চৌদ্দ জন "লাল কুর্ত্তা" স্বেচ্ছাসেবক একটা সভা করিয়াছে।

ব্যাসপূজার বিশেষ সংখ্যা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, ৯ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৬. ৭ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৩৯. ১৯শে ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৩, রবিবার ২৯১তম সংখ্যা

স্তু লং

চৈতন্যচন্দ্রে স্বগণৈস্তিরোহিতে
জগত্তমোহন্ধং বিমুখং সদধ্বনঃ।
ভক্ত্যাংশুভিঃ যঃ সবিতেব রক্ষতি
তস্মৈ নমঃ শ্রীগুরবে দয়ালবে॥

যস্যাননং কৃষ্ণকথা-সুধাপ্লুতং
সুধাংশুকোটিচ্ছবি-সংভৃতং ততম্।
প্রেমাশ্রু-নিষ্যন্দি চ নেত্রপঙ্কজং
তস্মৈ নমঃ শ্রীগুরবে দয়ালবে॥

জীবস্য সংসারমহীরুহস্য যঃ
একঃ কুঠারঃ পরমার্থ-সম্প্রদঃ।
কারুণ্য-পীযূষ-নিষিক্ত-সত্তনুঃ
তস্মৈ নমঃ শ্রীগুরবে দয়ালবে॥

অত্যদ্ভুতং দুর্গমগম্য-মানবৈঃ
সঙ্কল্পিতং যস্য মহদ্ বিরাজতে।
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধ-ভেদকং
তস্মৈ নমঃ শ্রীগুরবে দয়ালবে॥

প্রাচ্য-প্রতীচ্যং বচনামৃতং গতং
সংসার-চক্রোঢ় বিমূঢ়-ঘূর্ণিতম্।
জীবব্রজং যস্য করোতি জীবিতং
তস্মৈ নমঃ শ্রীগুরবে দয়ালবে॥

যস্য প্রসাদাদপি বালিশো বুধঃ
সম্মানিসত্তমং বিদধাতি বিক্রমম্।
পঙ্গুঃ প্রকামং তরতীহ পর্ব্বতং
তস্মৈ নমঃ শ্রীগুরবে দয়ালবে॥

যৎপাদরাজীবরজঃ সুকাঙ্ক্ষিতং
আবালবৃদ্ধৈর্বিবুধৈশ্চ সেবিতম্।
করোতি বিশ্বঞ্চ মুদঙ্কিমজ্জিতং
তস্মৈ নমঃ শ্রীগুরবে দয়ালবে॥

ভক্তিস্বরূপা সুকৃতির্হি প্রাক্তনী
তেষাং মতিঃ কৃষ্ণপ্রবৃত্তিসাধিনী।
তদর্জিতা যৎকৃপয়া তু তামিমঃ
তস্মৈ নমঃ শ্রীগুরবে দয়ালবে॥

শ্রীধামমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠস্থ-
সেবকবৃন্দানাম্

ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজক আচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
ঊনষষ্টিতম ভুবনমঙ্গল-প্রকটোৎসবোপলক্ষে—

ভক্তি প্রসূনাঞ্জলি

"সংসার-দাবানল-লীঢ়-লোক-ত্রাণায় কারুণ্য-ঘনাঘনত্বম্।
প্রাপ্তস্য কল্যাণ-গুণার্ণবস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

(১)

জয় জয় প্রভুবর পরমহংস ঠাকুর
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী।
জয় গোস্বামী আচার্য্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠজন-বর্য্য
দীন হীন অগতির গতি॥

(২)

ত্রিভুবনে দেখি চাহি' তুমি বিনা কেহ নাহি
ভব-ভয় করিবারে দূর।
দেখিয়া জীবের দুঃখ অশ্রুনীরে ভাসে বুক
কৃপাবারি বিতর প্রচুর॥

(৩)

শুদ্ধভক্তি শিক্ষা দিতে তব কৃপা নানা মতে
বহু মঠ করেছ স্থাপন।
মঠের সেবক-দ্বারে পাঠাইয়া দ্বারে দ্বারে
শুদ্ধনাম করিছ কীর্ত্তন॥

(৪)

গৌরবন ব্রজবন, গৌর-কৃষ্ণ-লীলা-স্থান
সাথে ল'য়ে পরিক্রমা কর।
গৌর ভজি' কৃষ্ণ পাই তাঁহা বিনা গতি নাই
আচরিয়া করগো প্রচার॥

(৫)

সৎ-প্রদর্শনী খুলি' খুলিছ চোখের ঠুলি
দিয়া সার ভাগবত-শিক্ষা।
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত যাহা মাত্র তুমি জান তাহা
জানাইছ দিব্যজ্ঞানে দীক্ষা॥

(৬)

দৈব-বর্ণাশ্রম আর অদৈব স্মার্ত্ত-আচার
এই দু'য়ে ভেদ বহু মতে।
সেই সে জানিতে পারে, সত্যপ্রিয় যে সংসারে
তব পূর্ণ কৃপা হয় যা'তে॥

(৭)

লুপ্ততীর্থ, গ্রন্থ আর উদ্ধারি' কর প্রচার
পত্রিকা পাঠাও দ্বারে দ্বারে।
এপত্র নয় সমান্য ত্রিজগতের বরেণ্য
বৈকুণ্ঠের দূত বলে যাঁরে॥

(৮)

বিশ্বহিতে নিরন্তর আচার-প্রচার-পর
পর-উপকার-পর তুমি।
অপার মহিমা-সার কা'র সাধ্য বর্ণিবার
তোমার তুলনা শুধু তুমি॥

(৯)

তব পদাশ্রয়ে লোক পাসরিল দুঃখ শোক
অভয় অমৃত পদ সেবি'।
নাহি করে কোন ভয় সর্ব্ব ভয় ভীত হয়
নিত্য সেবে সেবানন্দ লভি'॥

(১০)

অধম পতিত মোরা অভাগা সুবুদ্ধি হারা
অর্থহীন অনর্থে মগন।
দাও প্রভু শ্রীচরণ ধন্য হো'ক এ জীবন
কৃপা বিন্দু কর বিতরণ॥

নিত্য-প্রভু নিত্য-দাসে করহ আপন।
এই আশীর্ব্বাদ যাচি' (যেন) না ছাড়ি চরণ॥

দীন কাঙ্গাল—শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীসেবক-সমিতির অধম সেবকবৃন্দ

বিজ্ঞপ্তি

(১)

গৌর-প্রিয়তম আচার্য্য-রতন,
প্রণমি হে প্রভো চরণে তোমায়।
কৃপা করি' মোরে পদধূলি ক'রে,
শ্রীচরণ-সেবায় দাও অধিকার॥

(২)

কোথা তুমি প্রভো বস্তু গোলোকের,
কোথা আমি ক্ষুদ্র কীট নরকের,
কৃপা বিনা তব কি সাধ্য দাসের,
অবিশুদ্ধ দেহে ও'পদ পূজার।

(৩)

(আমি) মোহিনী মায়ার রূপ-বিমোহিত,
কাম-ক্রোধ-আদি রিপু-কবলিত,
অতি দুরাচার অসংযত চিত,
সেবাবুদ্ধিহীন অতীব অসার।

(৪)

জানি' মোরে অতি পামর দুর্জ্জন,
উদ্ধারিতে কত করহ যতন,
পরদুঃখে দুঃখী প্রভু সনাতন,
শতধারে বর্ষ কৃপার আসার।

(৫)

শ্রীচৈতন্য-দান বিশ্বে বিলাইতে,
আবির্ভাব তব এদীন জগতে,
তুমি বিনা প্রভো কে পারে বুঝিতে,
কি দুর্দ্দৈব জীবে গ্রাসে দুর্নিবার।

(৬)

শিখালেন গোরা যে শিক্ষা জগতে,
মূর্খ জীব তা'র বুঝে বিপরীতে,
দেখি' বড় ব্যথা বাজে তব চিতে,
লভিলা জনম পরম উদার।

সেই সে পরম বন্ধু সেই পিতামাতা। শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা।

(৭)

মাঘী কৃষ্ণা-শ্রীপঞ্চমী পুণ্যদিনে,
আবির্ভাব তব নেপক্ষিত ভুবনে,
কিন্তু ভক্ত তোমা' 'নিত্য' বলি' জানে,
শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেষ্ঠ, সমুদ্র কৃপার।

(৮)

বিপ্রলম্ভভাবে যেথা বিশ্বম্ভর,
'কোথা কৃষ্ণ' বলি' কাঁদিলা বিস্তর,
তুমিও সেধামে গৌরকিশোর,
উদিলে সে 'ভাব' করিতে প্রচার।

(৯)

অন্য-অভিলাষ-জ্ঞান-কর্ম্মাবৃত
'ভক্তি' নামে যাহা জগতে বিদিত,
'বিদ্ধা ভক্তি' তাহা সকলি চরিত,—
শুনাইলে শুদ্ধা ভক্তির বিচার।

(১০)

"গুরুপাদপদ্মে লভিয়া শরণ,
জীবমাত্রে পায় শ্রীকৃষ্ণভজন,
কৃষ্ণভক্ত নহে জীব সাধারণ,
জানায়ে সবারে করিলে নিস্তার।

(১১)

শ্রীচৈতন্যবাণী—কৃষ্ণসংকীর্ত্তন,
মায়ামোহে জীব ভুলিল যখন,
কৃপা করি' প্রভো উঠিলে তখন,
'কৃষ্ণ ভজ' বলি' করিয়া হুঙ্কার।

(১২)

অচৈতন্য বিশ্ব করিতে চেতন,
কত যুক্তি প্রভো কর উদ্ভাবন,
না বুঝিনু তোমা' মূর্খ অভাজন,
হ'লাম বঞ্চিত কুহকে মায়ার।

(১৩)

তব নিজজন বৈষ্ণব-চরণে,
রতিলেশ নাহি হ'ল এতাদনে,
দুর্ল্লভ জনম যায় অকারণ,
না পারি দমিতে ইন্দ্রিয় দুর্ব্বার।

(১৪)

স্বভজন-বিভজন প্রয়োজন,
ব্যাসগুরু-কাথা, শাস্ত্রের কথন,
(তাই) আপন প্রভুরে করিয়া পূজন,
শিখান নিতাই ব্যাসপূজা-সার।

(১৫)

গুরুপূজা বিনা কি ফল সাধনে,
নাহি মিলে কভু কৃষ্ণপ্রেমধনে,
তাই প্রভু তব পূজা-আয়োজনে,
ভক্তগণচিত্তে আনন্দ অপার।

(১৬)

"তোমারি শ্রীমুখ-নিঃসৃত যে বাণী,
তাহারি কীর্ত্তনে তব পূজা জানি,
উঠিয়াছে মহা সঙ্কীর্ত্তনধ্বনি,
'কৃষ্ণ' বিনা ভক্ত-মুখে নাহি আর।

(১৭)

কিন্তু প্রভো আমি কপট কুজন,
প্রাণহীন মোর সকল কীর্ত্তন,
নাহি চাহ তাহা করিতে শ্রবণ
(আমার) প্রচারানুরূপ না দেখ আচার।

(১৮)

তোমার চরণে সর্ব্বস্ব অর্পণ,
একমাত্র তব পূজা উপায়ন,
তা' নহিল যদি কি হ'ল পূজন,
ব্যর্থ হ'ল সব নৈবেদ্য-সম্ভার।

(১৯)

কৃষ্ণাপ্রিয়-কলেবর মুখে বলি,
মর্ত্ত্যবুদ্ধি করি' অন্য পথে চলি;
অশান্তি-অনলে তাই সদা জ্বলি,
অহরহঃ বৃথা করি হাহাকার।

(২০)

তব পদে করি' আত্মসমর্পণ,
কত ভাবে জয় গাহে তব 'গণ',
ভাগ্যদোষে আমি বিষাদে মগন,
অন্তর্যামী তুমি জানা'ব কি আর।

(২১)

তোমার সেবায় হইয়া বিমুখ,
দেহ-মনোধর্ম্মে হইনু উন্মুখ,
জানি দুঃখময় কেবল অসুখ,
তথাপি কি-মোহে মুগ্ধ অনিবার।

(২২)

বলদাতা প্রভো তুমি দয়াময়,
বল দাও মায়া করিবারে জয়,
শ্রীচরণে টানি' দাও হে অভয়,
' ব্যাসপূজা কর সার্থক আমার।

(২৩)

জয় গুরুদেব, জয় প্রভু মোর,
নাশ' মোর মায়া-অন্ধতমো ঘোর,
তব গুণ-গানে করিয়া বিভোর,
চিরদাস বলি' কর অঙ্গীকার।

—শ্রীগৌড়ীয়মঠের জনৈক সেবক

দীনের বিজ্ঞপ্তি

আছি অতি দূরে পড়ি' অযোগ্যকিঙ্কর
ত্যজি' তব পাদপদ্ম-ছায়া সুশীতল,
তবু মন ধায় আজি শ্রীচরণে তব
দিতে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি। পতিতপাবন!
ক্ষালি' দোষ নিজগুণে দাও হে অভয়
নগণ্য সেবকে। করুণার অবতার,
সর্ব্বজীবহৃদে আছ চৈত্ত্যগুরুরূপে,
দুরবস্থা জগতের করি' দরশন
আচার্য্যরূপেতে এবে হ'য়েছ প্রকট
এ ভারত-ভূমে। কুসিদ্ধান্ত-ধ্বান্ত নাশি'
ক'রেছ প্রকাশ ভক্তিসিদ্ধান্ত কমল,
আত্মার সে নিত্যধর্ম্ম অখিল জীবের;
আচরিয়া প্রচারিয়া দেখাইছ জীবে
শ্রেয়ঃপথ সনাতন। তব আনুগত্যে
লভি' ভাগ্যবান্ জন ভক্তিলতাবীজ,
হৃদিক্ষেত্রে রোপি', সেচি' শ্রবণাদিজল,
যত্নে জাত করি' লতা, তারি ফল-ফুলে
ভরিয়া অঞ্জলি, কোটিচন্দ্র-সুশীতল
তব-পদাম্বুজে অর্ঘ্য করিতে প্রদান
হ'য়েছেন সমবেত শুভক্ষণে আজি।
মম ভক্তিলতাবীজ
হয়নি অঙ্কুর। হায়! হতভাগ্য আমি
কি দিয়ে পূজিব প্রভো চরণ তোমার;
কাম-কলুষিত হৃদি আছে শুধু মোর
হে আমার নিত্যপ্রভো! অদোষ দরশি
কৃপা কর মোরে। আমিত কপটাচারী।
নাই শক্তি, নাই ভাষা, নাই উপায়ন,
করিতে কীর্ত্তন তব মহিমা অপার,
তাই গোদাবরী-তীরে বসি' সুনির্জ্জনে
ভাসি অশ্রুনীরে। ওহে দীনজন-বন্ধো!
নিজগুণে আজি প্রভো কর অঙ্গীকার
সাষ্টাঙ্গ প্রণতি দীনের, নাই কিছু আর॥

শ্রীচরণদাস্য-ভিক্ষু—
শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠের জনৈক সেবক।

বিজ্ঞপ্তি-কুসুমাঞ্জলি

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

আজ আমাদের পরমসৌভাগ্য প্রদানের জন্য যে শুভ তিথিবর আমাদের সম্মুখে সমাগত হইয়াছেন, সর্ব্বাগ্রে সেই তিথিবরের উদ্দেশে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি। হে পুণ্য-তিথিবর! তুমি আমাদের হৃদয়ে নিত্য জাগরূক থাক। তুমি আমাদের মঙ্গল-বিধাতা গুরুবরের প্রকট-লীলা স্মরণ করাইয়া দিয়া আমাদের স্বভাবতঃ বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়গুলিকে ক্ষণকালের জন্যও গুরুপাদপদ্মে আকৃষ্ট করিয়া থাক।

পতিতপাবন প্রভুবর! আজ যে সৌভাগ্য প্রদানের জন্য ভবদীয় অভয়পাদপদ্ম আমাদের সম্মুখে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা শুধু আজ কেন, যে-দিন আপনি কৃপাপূর্ব্বক ঐ রাতুল-চরণে এভৃত্যগণকে আকর্ষণ করিয়াছেন, সেই দিন হইতেই উহা আমাদের নিত্য পূজ্যরূপে বর্ত্তমান; আপনার চরণ-পূজা ব্যতীত আমাদের আর কি কৃত্য থাকিতে পারে? তথাপি অদ্যকার বিশেষত্ব এই যে, সারাবৎসর ব্যাপিয়া আমরা আপনার কি সেবা করিলাম, তাহারই আজ বিবরণ-দিবস।

আমাদের স্বভাবতঃ ভোগপ্রবণ ইন্দ্রিয়-বৃত্তিগুলিকে আপনি কৃপাপূর্ব্বক আপনার জগদুদ্ধারণ-লীলায় সহায়তার বলপূর্ব্বক নিযুক্ত করিলেও তাহারা চিরাভ্যস্ত স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না। আপনি আমাদের দুর্দ্দশাদর্শনে কতই না কৌশলজাল বিস্তার-পূর্ব্বক কৃষ্ণোন্মুখ করিবার যত্ন করিতেছেন; কিন্তু "শুনিলে না শুনে কাণ, জানিলে না জানে প্রাণ, দঢ়াইতে না পারে নিশ্চয়।"

আমরা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য মায়িক-রূপ-দর্শনে আসক্ত বলিয়া আপনি আমা-দিগকে অলৌকিক পারমার্থিক প্রদর্শনী প্রদর্শন করাইয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম-দর্শনের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করিয়া দিতেছেন। আমরা সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয়ের তর্পণ করিতে ইচ্ছুক বলিয়া আপনি আমাদের কর্ণকুহরে কর্ণরসায়ন হরিকথামৃত বর্ষণ করিয়া জড়-সঙ্গীত-শ্রবণ-পিপাসা মিটাইয়া দিতেছেন। রসনা চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য পেয়—চতুর্ব্বিধ রসগ্রহণে জিহ্বাবেগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করিয়া আমাদিগকে সংসার-সমুদ্রে নিমজ্জিত করে বলিয়া বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান পূর্ব্বক রসনার তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বাবেগ জয় করিয়া পরমার্থপথে আকৃষ্ট করিয়াছেন। আপনি আপনাদের সতত বহির্ম্মুখ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কে অম্বরীষ মহা-রাজের আদর্শে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া আমাদের প্রতি যে অহৈতুকী কৃপাবর্ষণ করিতেছেন, তাহার জন্য আমরা আপনার চরণে নমঃ বিধান ব্যতীত আর কি করিতে পারি?

হে জগন্মঙ্গল বিধাতঃ! আপনি প্রহ্লাদ মহারাজের আদর্শ প্রদর্শন পূর্ব্বক—

"প্রায়েণ দেবমুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরমার্থনিষ্ঠা।"

—শ্লোক বিচার-পূর্ব্বক বিবিক্ত-ভজনাদর্শ পরিত্যাগ করিয়া 'কৃপণ' আমাদিগকে 'ব্রাহ্মণ' করিবার জন্য নৃসিংহচরণে সর্ব্বদা বিজ্ঞপ্তি জানাইতেছেন,—

"নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো
নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে॥"

হে করুণানিলয় আচার্য্যদেব! আমরা আপনার হিতোপদেশ উপেক্ষা করিয়া আপনার আদর্শ আচরণ অনুসরণের পরিবর্ত্তে যতই না কেন বাহ্যবিষয়ে ধাবিত হইতেছি, আপনি তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নব নব ভাবে নূতন কৌশলে আমাদের বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়গুলিকে কৃষ্ণপাদপদ্মে আকৃষ্ট করিতে যত্নবান্ হইতেছেন।

বিগত সাড়ে চারি শত বৎসর পূর্ব্বে যে অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষ প্রেম-বন্যায় জগৎ প্লাবিত করিয়া অচৈতন্য-জগতের চৈতন্য বিধান করিয়াছিলেন, কালপ্রভাবে জগৎ সেই চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপামাধুরীর কথা ভুলিয়া গেলে আপনি তাঁহার মনোভীষ্ট প্রচারার্থ গম্ভীর-নিনাদে চৈতন্য-চরণ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করত প্রতি জীব-হৃদয়ে এবং চৈতন্যপাদ-পূতস্থানে চৈতন্যচরণ স্থাপন করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন; আর সর্ব্বপ্রকার 'জীবে দয়া' হইতে চৈতন্যচন্দ্রের অমন্দোদয়-দয়ার বৈশিষ্ট্য নানা যুক্তি, বিচার ও দৃষ্টান্তমূলে স্থাপন করত সকলের নিকট জানাইতেছেন—

"চৈতন্য-চন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৯ই গোবিন্দ, সর্ব্ব বাসুদেব, ৪৪৬

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীবাস-অঙ্গনে ব্যাসপূজার অনুষ্ঠান করিয়া—শুদ্ধভক্তগণের যে সর্ব্বতোভাবে এই শ্রীপূজা পালনীয়া, তাহা প্রদর্শন করিলেও শ্রীগৌর-পার্ষদগণের অপ্রকট কালে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-গগন ত্রয়োদশ প্রকার অপসম্প্রদায়ের ঘনান্ধকারে আবৃত হইলে তাহা সাধারণের দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায়ই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রাকট্য হইলে শ্রীমঠের সেবকগণ প্রতি বৎসর বিশেষ আড়ম্বরের সহিত ব্যাসপূজার অনুষ্ঠান করিয়া জগদ্‌গুরু নিত্যানন্দ প্রভুর মনোঽভীষ্ট প্রচার করিতেছেন। তাই ব্যাসপূজা আজ শিক্ষিত-সমাজে বিশেষ পরিচিতা।

শিক্ষিত সমাজ জানেন, ব্যাসদেবই সর্ব্বপ্রথম বেদবাণী বিভাগ ও গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া আর্য্যগণকে এক অতুল সম্পত্তিতে সমৃদ্ধ করেন। তিনিই পুণ্য ভূমি ভারতকে 'মহাভারত' নামক অপূর্ব্ব ইতিহাস গ্রন্থ আশীর্ব্বাদ-স্বরূপে প্রদান করিয়াছেন। তাহাতেও সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া গুরু নারদের আদেশে গীতার চরমোপদেশ 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' শ্লোকের শিক্ষার পরবর্ত্তী বিষয় প্রোজ্ঝিত-কৈতব-ধর্ম্ম-শিক্ষা প্রদ শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়া অপ্রাকৃত সবিশেষ তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের লীলা-শিখরিণী ভাগ্যবান্ জীবসমূহকে উপহার প্রদান পূর্ব্বক জগদ্‌গুরুবর্য্যের আসনের যে মর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা হইতেই ব্যাসপূজার প্রাকট্য। ব্যাসপূজার নিগূঢ়রহস্য অর্থ—মহান্ত গুরুর প্রকট-বাসরে বিশেষরূপে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম পূজা করা।

মহাপ্রভু মহাভাগবতের বিপ্রলম্ভময় মহাভাব-সমুদ্র মহাসমুদ্রের তীরবর্ত্তী সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সংরক্ষণ করিয়াছেন। সেই মহাবারিধির তীরবর্ত্তী সেই শ্রীক্ষেত্রেই একোনষষ্ঠি বৎসর পূর্ব্বে মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে এক অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া জগদ্বাসীকে মহাপ্রভুর সেই মহাভাববারিধিতে নিমজ্জিত করিবার নিমিত্ত কতই না উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। মহাপুরুষবরের মহাদান বর্ত্তমানে ত্রয়োদশ ত্রিদণ্ডিপাদ ও বহু পরমার্থপত্র রূপ পরিগ্রহ করিয়া জগতের সর্ব্বত্র প্রেমময়ের অফুরন্ত প্রেম-ভাণ্ডার বিতরণ-কার্য্যে নিযুক্ত। এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণের চেষ্টায় বিভিন্ন স্থানে মঠ-মন্দির-শ্রীবিগ্রহাদির প্রতিষ্ঠা, লুপ্ততীর্থোদ্ধার, মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন পূর্ব্বক সাত্বত-শাস্ত্রের সভাষ্য সানুবাদ প্রচার, বিভিন্ন ভাষায় সাত্বত-শাস্ত্রের প্রকাশ, মহোৎসবের ব্যবস্থা, মহাপ্রসাদ-বিতরণ, মহাপ্রভু গৌরসুন্দরের শুভবিজয়-স্থানসমূহে বিজয়-স্তম্ভ পাদপীঠাদি স্থাপন, সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান, নবদ্বীপধাম, পুরুষোত্তমধাম ও ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার অপূর্ব্ব ব্যবস্থা, পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতা-ভ্রমণাদির ব্যবস্থা প্রভৃতির যে অফুরন্ত উৎস নিত্য নব-নবায়মানভাবে জগদ্বাসীর অক্ষিগোলকের গোচরীভূত হইয়াছে, তাহাও সেই মহাপুরুষের মহাদান-প্রসূত।

আজ সেই কৃষ্ণাপঞ্চমী। তিথিবরা আমাদিগকে আচার্য্য-চরণে অর্ঘ্য প্রদানার্থ অবহিত করিবার নিমিত্ত আজ আমাদের দ্বারে সমুপস্থিত। ভাগ্যবন্ত জনগণ পূর্ব্ব হইতেই হৃদয়ের তারযোগে তিথিবরার আহ্বান-বাণী প্রাপ্ত হইয়া আজ নিত্যানন্দ-প্রভুর ব্যাসপূজার স্থান শ্রীধাম-মায়াপুরে উপস্থিত হইয়াছেন। ওগো কৃষ্ণ-পঞ্চমি, তুমি যে সন্দেশ লইয়া আমার মোহনিদ্রা ভাঙ্গিবার জন্য পুরীষের কীট হইতেও অধম আমার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছ, তুমি কৃপা করিয়া আশীর্ব্বাদ কর, যেন সেই সন্দেশ গ্রহণের যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া ভগবৎ-সমক্ষে জগদ্‌গুরুবরের মহিমা কীর্ত্তন করিতে পারি। দয়াময়ি দেবি, আজ এই শুভ দিনে শুভ ক্ষণে কি দিয়া তোমার শ্রীচরণ বন্দনা করিব? আমার নাই বিদ্যা, নাই বুদ্ধি, নাই ভক্তি নাই হৃদয়ের সরলতা—সুতরাং তোমার শ্রীচরণে অর্ঘ্যের উপযুক্ত কিছুই নাই, আছে কেবল অযোগ্যতার দৈন্যাশ্রু। সুতরাং তাই দিয়াই তোমার শ্রীচরণ ধৌত করিবার প্রয়াস পাইতেছি। তুমি তোমার অযোগ্য সন্তানের প্রতিও সর্ব্বদা সুপ্রসন্না তাই তোমার করুণার উপরই নির্ভর করিয়া রহিলাম।

দেবি কৃষ্ণপঞ্চমি, মাঘমাসে তোমার যে অপূর্ব্বরূপ-মাধুরী ভক্ত-হৃদয় চকোর পান করেন, তাহাতে শুক্লপক্ষের 'ধনং দেহি, জনং দেহি, বিদ্যাং দেহি, সুন্দরীং কবিতাং দেহি' প্রভৃতি সকাম-কালিমার লেশমাত্র নাই। তোমার অপূর্ব্বরূপের আভার প্রভাবে উহার অস্তিত্ব লোপ পায়। দেবি কৃষ্ণভক্তজননি, শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রদত্ত 'চেতোদর্পণমার্জ্জনম্'-প্রমুখ শ্লোকাষ্টক তোমার শ্রীঅঙ্গের আভরণ। উজ্জ্বল-নীলমণি তোমার মুকুটে শোভা পাইতেছে। ললিত-মাধব, বিদগ্ধ-মাধব, জগন্নাথবল্লভ, গোবিন্দ-লীলামৃত তোমার শ্রীবদনামৃত। ঐ অমৃত পানের যোগ্যতা লাভের নিমিত্ত আমার চিত্ত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুক। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ঝম্প-প্রদানে বিমুখ দেখিয়া আমার প্রতি সদয় হইয়া শরণাগতি, কল্যাণকল্পতরু, গীতাবলী, মহাপ্রভুর শিক্ষা, শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী প্রভৃতি আমাকে কৃপা করিবার জন্য জগতে প্রকটিত হইয়াছেন। তুমি আশীর্ব্বাদ কর, যেন তাঁহাদের কৃপা বরণ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারি।

পুরুষোত্তম, বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য, কাশী, প্রয়াগ, মাদ্রাজ, কটক-প্রমুখ ভারতের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহের যে-সকল ভক্ত আজ আচার্য্য-পূজা-বাসরে শ্রীধাম-মায়াপুরে উপস্থিত হইতে পারিলেন না, তাঁহাদের হৃদয়ের আর্ত্তিতে আচার্য্যপ্রবর আজ তাঁহাদের নিকট চৈত্তগুরুরূপে প্রকটিত হইয়াছেন। তাই আজ তাঁহারা উৎসাহে ও উদ্যমে ভরপুর হইয়া ব্যাসপূজার অনুষ্ঠান করিতেছেন। তৎ তৎ স্থানের সজ্জনগণ তাঁহাদের পূজায় যোগদান করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইতেছেন এবং পূজায় যোগদানফলে 'জয়ন্তী'-শব্দের অপ-প্রয়োগকারী দাম্ভিকগণের প্রচারিত হলাহলের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়া তুলনামূলক-বিচারে ব্যাসপূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠফলপ্রদত্ব উপলব্ধি করিয়া সদ্‌গুরুর পাদপদ্মে প্রপন্ন হইতেছেন।

"নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতি নামিনে॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবী-দয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-বিজ্ঞান দায়িনে প্রভবে নমঃ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বল-প্রেমাঢ্য শ্রীরূপানুগ-ভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তি-বিগ্রহায় নমোঽস্তু তে॥
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
শ্রীরূপানুগ বিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্ত হারিণে॥"

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী শ্রীমদাচার্য্যদেবের একোনষষ্ঠীতম আবির্ভাব-বাসরে

ব্যাসপূজোপলক্ষে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি

বন্দনা

ওঁ অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥

অঞ্জলি প্রদানে ভরসা কেন

আজ মহাপুণ্য তিথি। আজ আমাদের 'ব্যাসপূজা'। সর্ব্বশক্তিশালী গোলোকস্থ সেবকগণ জগদ্‌গুরু আচার্য্যদেবের পূজার কত মহোৎসব সেবা সম্ভার, ভক্তিকুসুমাঞ্জলি ও উপায়ন লইয়া আজ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে উপস্থিত হইয়াছেন; কিন্তু আমি নিতান্ত অযোগ্য ও অভাজন—এই ক্ষুদ্র, নগণ্য নৈবেদ্য লইয়া কি প্রকারে শ্রীগুরুপাদপদ্ম সন্নিধানে উপস্থিত হইব, তাহাই চিন্তা করিতেছি। তবে যে-গুরুপাদপদ্মের কৃপায় মূকও বাচাল হইতে পারে, পঙ্গুও গিরিলঙ্ঘনে সামর্থ্যযুক্ত হইতে পারে সেই পাদপদ্মের কৃপা শিরে ধারণপূর্ব্বক আমি তৎপাদপদ্ম সন্নিধানে আসিতে সাহসী হইতেছি।

প্রার্থনা

গুরুপাদপদ্মে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবারূপ যে তিনটী বৃত্তি অনুগত শিষ্যের থাকা একান্ত আবশ্যক, তাহা আমার না থাকায় এবং আমার কোন প্রকার সাধন ভজন না থাকায় তৎপাদপদ্ম-সমীপে অগ্রসর হইবার সাহস না থাকিলেও, এইরূপ নৈরাশ্যের ভিতরে জীবের প্রতি তাঁহার অহৈতুকী কৃপার কথা স্মরণ করিয়া এই ক্ষুদ্র নগণ্য পুষ্পাঞ্জলি লইয়া তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। হে পতিতপাবন প্রভুপাদ! কোন নিজ ক্ষমতা না থাকিলেও, মাদৃশ পতিত জীবকুলকে উদ্ধার করিবার জন্যই আপনার এই প্রপঞ্চে আগমন। পতিতের একমাত্র ভরসা, হে জগদ্‌গুরো! আপনার অহৈতুকী করুণা আমাকে সেবোন্মুখ করুক।

ত্রিদণ্ডিপাদগণের করুণা

কিছুকাল পূর্ব্বে যখন ঘোর মায়াবাদী মতাবলম্বীদের মধ্যে অকণ্ঠ 'নমাজ্ঞক অবস্থায় 'শিবোহহং' 'সোঽহং' মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে বঞ্চিত হইয়া মুক্তি পিশাচী-আলেয়ার পশ্চাতে দৃষ্টান্তকারের মত ধাবিত হইতেছিলাম, এহেন দুর্দ্দিনে অযাচকের দয়া-বারিধি আপনি এই পিশাচীর

করিতে হইতে পক্ষ? করিবার জন্য ও অমানিশার তমসাচ্ছন্ন আকাশে শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্না দেখাইবার জন্য আপনারই অনুগত ত্রিদণ্ডিপাদগণকে অযাচিতভাবে আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেই ত্রিদণ্ডিপাদগণ কয়েক দিবস ধরিয়া আমাদের গ্রামে আপনার চেতনময়ী বাণী প্রচার পূর্ব্বক মাদৃশ পতিতাধমকে আপনার শ্রীপাদপদ্মে আকৃষ্ট হইবার সুযোগ প্রদান করিয়াছিলেন।

জীবনের পট পরিবর্ত্তন

শাস্ত্রবাক্যে আস্থাহীন ব্যক্তিগণ শাস্ত্রবাক্যকে অনেক সময় অতিশয়োক্তি বলিয়া ধারণা করিলেও, শ্রীমদ্ভাগবতের 'মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্। নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ নান্যথা কল্পতে ক্বচিৎ॥' শ্লোকে দীনচেতা গৃহিগণের প্রতি সাধুগণের যে অযাচিত কৃপার কথা বর্ণিত আছে, তাহা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য, তাহা মাদৃশ দীন গৃহব্রত ব্যক্তির জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছে। আপনার প্রেরিত ত্রিদণ্ডিপাদগণ যে দিন অযাচিতভাবে আমার গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেইদিন হইতে আমার জীবনের পট পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে; সেদিনকার কথা জলন্ত অক্ষরে নিত্যকাল আমার হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে।

জীবের স্বরূপ

মায়াবাদ-পুতিগন্ধের মধ্যে দুষ্ট জীবন যাপন করিতে করিতে 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ' সিদ্ধান্তের বন্যায় কবলিত হইয়া যখন আত্মঘাতীর পথে ধাবিত হইতেছিলাম, তখন আপনি আমার কেশাকর্ষণপূর্ব্বক আমাকে নিজ পাদপদ্মে আকর্ষণ করিয়া 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥ কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ। 'মায়াধীশ' 'মায়াবশ'—ঈশ্বরে জীবে ভেদ।' শিক্ষা শ্রবণ করাইয়া মায়াবাদরূপ-ঈশ্বরাপরাধ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।

আচার্য্য-চরণে সীমা সিক্ত প্রশ্নাবলী

আপনার শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া, প্রকৃত সাধু কাহাকে বলে? সাধুসঙ্গ কাহাকে বলে? অসৎসঙ্গ বা অসৎসঙ্গী কাহাকে বলে? বৈষ্ণবাপরাধ কাহাকে বলে? সাধুসঙ্গের ফল কি? প্রকৃত গুরু কাহাকে বলে? গুরু ও শিষ্যের মধ্যে পার্থক্য কি? কে শিষ্য হইবার যোগ্য? বাস্তব বস্তু কাহাকে বলে? কৃষ্ণ ভজন ও অন্যান্য আধিকারিক দেবদেবীর ভজনের মধ্যে পার্থক্য কি? শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের চেতনবাণী প্রচারের মাহাত্ম্য কি? চতুর্ব্বর্গের [illegible] কি? পরম বা পঞ্চম পুরুষার্থ কাহাকে বলে? শ্রীনাম ও নামীর মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি না? শ্রীনাম ও নামাপরাধ এক কি না? প্রকৃত ভক্তি কাহাকে বলে? বৈষ্ণবের মুখনিঃসৃত হরিকথা ও অবৈষ্ণবের মুখনিঃসৃত হরিকথা এক কি না? [illegible] প্রভৃতি বহু সিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি। অদ্য আপনার শ্রীচরণকমলে আমার কোটী কোটী দণ্ডবৎ প্রণাম।

নমঃ-শব্দের অর্থ

'ন' কার অর্থে অহঙ্কার এবং 'ম' কার নিষেধ-বাচক—নম, এই শুদ্ধ প্রণাম অন্তরে আপনার নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া 'নমঃ' বলিয়া কি কথা বলে, তাহা শিক্ষা করিয়াও কার্য্যকালে তাহার সদ্ব্যবহার করিবার সৌভাগ্য এপর্য্যন্ত লাভ করিতে পারিতেছি না; তজ্জন্য কাতর প্রার্থনা—আপনি কৃপাপূর্ব্বক আপনার পদাশ্রিতকে সম্যগ্ রূপে প্রণাম করিবার যোগ্যতা প্রদান করুন।'

দীক্ষা ও আচার্য্য-তত্ত্ব

আপনার পাদপদ্মে পৌছিবার পূর্ব্বে প্রকৃত দীক্ষা কাহাকে বলে অর্থাৎ 'দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্। তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ।' অর্থাৎ দীক্ষা দ্বারাই যে জীবকে দিব্য জ্ঞান প্রদান ও তাহার সমস্ত পাপের ক্ষয় হয় এবং সেই দীক্ষা যে একমাত্র শ্রীচৈতন্যের নিজজনগণই প্রদান করিতে পারেন, তদ্ব্যতীত অন্য কাহারও প্রকৃত দিব্য জ্ঞান-প্রদানের যোগ্যতা নাই, ইহা ইতঃপূর্ব্বে জীবনে উপলব্ধি করিবার সুযোগ ঘটে নাই এবং 'আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥' শ্লোকের ও 'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্' প্রভৃতি বাক্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিবার সুযোগও কোন দিন হয় নাই। যিনি আমাকে এই সমস্ত সিদ্ধান্তবাণী শ্রবণে সুযোগ দিয়াছেন, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মে অদ্য আমার কোটী কোটী দণ্ডবৎ প্রণাম।

আচার্য্যবর্য্যের অপরিসীম-করুণা

যাঁহার কৃপায় 'গৃহস্থ' ও 'গৃহব্রত' বা 'গৃহমেধীর' মধ্যে পার্থক্য, মঠবাস ও গৃহবাসের মধ্যে পার্থক্য, কৃষ্ণের সংসার ও গৃহমেধীর সংসারের পার্থক্য, অসৎসঙ্গ ত্যাগ পূর্ব্বক সাধুসঙ্গলাভের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাইয়াছি, যিনি কৃপাপূর্ব্বক নিজ পাদপদ্মে স্থান দিয়া তীর্থ পর্য্যটন ব্যপদেশে তাঁহার সঙ্গ-লাভের সুবর্ণ সুযোগ প্রদান করিয়া অকাতরে আমার [illegible] প্রদান করিতেছেন, তাঁহার পাদপদ্মে আশ্রিত হইয়া অনাবিল [illegible] যিনি অশেষ প্রকারে আমার নিত্যমঙ্গলের চেষ্টা করিতেছেন, সেই পরম করুণাময় শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণকমলে অদ্য আমার কোটী কোটী দণ্ডবৎ প্রণাম।

নিঃশ্রেয়সের সন্ধান

যে শাস্ত্র, জ্ঞান, যোগ, তপ প্রভৃতির দ্বারা মনুষ্য সমাজের চক্ষু ধাঁধাইয়া যাইতেছে, সেই সমস্ত অন্যাভিলাষের সহিত আমূল ভক্তির বৈশিষ্ট্য প্রচার পূর্ব্বক জীবের নিত্য ও পরম ধর্ম্ম যাহা 'স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥'—এই ভাগবতীয়-শ্লোকের মর্ম্ম উপলব্ধি করাইবার জন্য এবং যাহাতে আমরা অন্যাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া নিঃশ্রেয়স্ হইতে বঞ্চিত না হই, তজ্জন্য যিনি চেষ্টা করিতেছেন, সেই মদীয় আচার্য্যদেবের শ্রীচরণকমলে অদ্য আমার কোটী কোটী দণ্ডবৎ প্রণাম।

ফল্গুবৈরাগ্য ও যুক্তবৈরাগ্য

যিনি বুভুক্ষা ও মুমুক্ষার হেয়ত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক কার্য্যক্ষেত্রে 'অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥' শ্লোকের মর্ম্ম উপলব্ধি করাইবার জন্য স্বয়ং আচার-প্রচার-দ্বারা আমাদিগকে যুক্ত বৈরাগ্যের কথা শিক্ষা দিতেছেন এবং জড়জগতের ভোগের সমস্ত উপকরণকে কি প্রকারে কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করিয়া গীতোক্ত কর্ম্ম-বন্ধনের হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়া যায় এবং গীতার 'যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ' শ্লোকের তাৎপর্য্য কি-প্রকারে উপলব্ধি ও তাহার সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারা যায়, তাহা নিজ আচরণে প্রতিফলিত করিয়া দেখাইতেছেন সেই মদীয় শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণকমলে অদ্য আমার কোটী কোটী দণ্ডবৎ প্রণাম।

পৌত্তলিকতা ও শ্রীবিগ্রহসেবা

যিনি পৌত্তলিকতার কবল হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীবিগ্রহসেবার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহ-সেবার নিত্যত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি করাইয়া পৌত্তলিকতা নিরাস পূর্ব্বক আমাদের নিত্যকল্যাণের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছেন এবং লুপ্ততীর্থ সমস্ত উদ্ধার করিয়া শ্রীবিগ্রহসেবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া সেই সেই পথের পথিক করিয়া দিতেছেন, সেই গুরুদেবের শ্রীচরণকমলে অদ্য আমার কোটী কোটী দণ্ডবৎ প্রণাম।

ইতর-শব্দ ও বৈকুণ্ঠ-শব্দ

শাস্ত্র শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত 'সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্য-সংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গ-বর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥'—শ্লোকে যে শিক্ষা দিয়াছেন, সেই শিক্ষাকে জগতে মূর্ত্তি প্রদান করিয়া যিনি সাধু-মুখনিঃসৃত বৈকুণ্ঠ-শব্দের শক্তির (Potency) কথা আপনার সাধারণকে শিক্ষা দিতেছেন; সেই একমাত্র বৈকুণ্ঠ শব্দ দ্বারাই ইন্দ্রিয়সকল সম্যগ্ নিয়মিত হইবার যোগ্য, অন্য কোন উপায়ে নহে। এবং সেই বৈকুণ্ঠ শব্দ ইতর শব্দের ন্যায় অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা আদৌ পরীক্ষা-যোগ্য নহে। বৈকুণ্ঠ-নামে ভগবানের সমস্ত শক্তি নিহিত আছে। যিনি আমাদিগকে এই শিক্ষা অহরহঃ প্রদান করিতেছেন, সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে অদ্য আমার কোটী কোটী দণ্ডবৎ প্রণাম।

বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধভক্তি-প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন

'কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ' শব্দ যিনি স্বয়ং আচরণ পূর্ব্বক প্রচার করিতেছেন, যিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে মঠ-মন্দিরাদি এবং শুদ্ধভক্তিপ্রচারের কেন্দ্রসমূহ স্থাপন করিয়া ভাগবতের 'ন যত্র বৈকুণ্ঠকথা সুধাপগা ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ। ন যত্র যজ্ঞেশ-মখা মহোৎসবাঃ সুরেশ-লোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্॥' শ্লোকের উদ্দিষ্ট ভগবদ্গুণানুকীর্ত্তন ও শুদ্ধভক্তির প্রসারণ-কল্পে যাত্রা মহোৎসবাদির অনুষ্ঠানপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষায় প্রণোদিত করিয়া আমাদের চরম মঙ্গল বিধান করিতেছেন, সেই আচার্য্যবরের শ্রীচরণকমলে অদ্য আমার কোটী কোটী দণ্ডবৎ প্রণাম।

ভবরোগের মহৌষধি হরিনাম ও সুপথ্য মহাপ্রসাদ

ভবরোগের মহৌষধি শ্রীহরিনাম এবং সুপথ্য শ্রীমহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য মাদৃশ দেহাত্ম-বুদ্ধি ও দেহেন্দ্রিয়তর্পণরত ব্যক্তির নাই। ইঁহারা উভয়েই যে জীবের সেব্যবস্তু এবং শ্রীমহাপ্রসাদ যে প্রাকৃত বস্তু নহে—অপ্রাকৃত বস্তু, তাহা আমাদের অনেকেরই জানা ছিল না। সেই 'মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম-ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে। স্বল্প-পুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥' শ্লোকের মর্ম্ম যিনি আমাদিগকে উপলব্ধি করাইয়া দিতেছেন এবং যিনি বিনামূল্যে অকাতরে পাপী-নির্বিশেষে উহাদিগকে বিতরণ করিয়া আমাদের ভবরোগনাশের জন্য চেষ্টা করিতেছেন, জীবদুঃখেদুঃখী সেই জগদ্গুরুর শ্রীচরণকমলে অদ্য আমার কোটী কোটী প্রণাম।

শ্রেয়ঃ-পথ ও প্রেয়ঃ-পথের পার্থক্য

জগতে প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ রূপ দুইটী পথ আছে। যাহা আমাদের ভাল লাগে তাহাই প্রেয়ঃ; তদ্দ্বারা যে মঙ্গল হইবে

তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। আর শ্রেয়ঃ—যাহাতে আমাদের মঙ্গল হয়। যিনি প্রেয়ঃ-পথ ও শ্রেয়ঃ-পথের পার্থক্য উপলব্ধি করাইয়া 'আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥'—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর এই শিক্ষাটী আমাদের নিকট প্রচারপূর্ব্বক প্রেয়ঃ-পথের হেয়তা ও অসারতা প্রদর্শনপূর্ব্বক উহা পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃ-পথাবলম্বনে জীবের পরম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম-লাভের কথা শিক্ষা দিতেছেন এবং শ্রেয়ঃ-পথ যখন মানুষের ভাগ্যে প্রেয়ঃ হয়, তখনই তাহার নিঃশ্রেয়সের উদয় হয়, এই শিক্ষা প্রচার করিতেছেন, সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণকমলে অদ্য আমার কোটী কোটী দণ্ডবৎ প্রণাম।

নিত্য-স্বদেশের সন্ধান

যিনি বেদান্তের 'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ, অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ' এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শিক্ষাষ্টকের কথিত 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' এই মন্ত্র জগজ্জীবের নিকট স্বয়ং আচরণ পূর্ব্বক প্রচার করিতেছেন, যিনি জগতের কুশিক্ষাময় উচ্চ কোলাহলকে স্তব্ধ করিয়া সর্ব্বত্র কৃষ্ণ-কোলাহলে মুখরিত করিতেছেন, যিনি শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর দ্বারা জগতের অমঙ্গলকর দুইটী বিরুদ্ধ চিন্তাস্রোত—স্মার্ত্তবাদ ও মায়াবাদ বন্ধ করিয়া দিয়া মনুষ্যসমাজকে চরম-মঙ্গলপ্রদ স্বদেশে পৌঁছাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন, যিনি জীবের প্রকৃত স্বাধীনতা কাহাকে বলে অর্থাৎ পরমাত্মার বা শ্রীভগবানের অধীনতা যে জীবের প্রকৃত স্বাধীনতা তাহা বুঝাইয়া দিয়া তাহাকে স্বদেশে—তাহার নিত্য দেশে ফিরিয়া যাইয়া স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য শিক্ষা দিতেছেন, যিনি হরিকীর্ত্তন ব্যতীত জীবের অন্য কোন কর্ত্তব্য নাই এবং ইহা ব্যতীত অন্য সমস্ত সাধন বঞ্চকময় বলিয়া শিক্ষা দিতেছেন,—জীব কৃষ্ণ কীর্ত্তন হইতে এক ক্ষণ কাল মাত্র বিরত হইলেই যে মায়ার কীর্ত্তন করিয়া মায়ার কবলে পতিত হইতে বাধ্য হইবে—এইরূপ শিক্ষা যিনি প্রচার করিয়া আমাদের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছেন, সেই পরম কারুণিক মদীয় আচার্য্যদেবের শ্রীচরণকমলে অদ্য আমার কোটী কোটী দণ্ডবৎ প্রণাম।

শ্রীকৃষ্ণের নাম, ধাম ও কাম-সেবা

যিনি অন্তরঙ্গ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম, ধাম ও কাম সেবার জন্য উপদেশ করিতেছেন, যিনি ধাম-সেবার সুযোগ প্রদানের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী বৃন্দাবনাভিন্ন শ্রীধাম-মায়াপুরে বসবাস করিবার সুযোগ দিতেছেন এবং মহাপ্রভুর কথিত 'পড়ে কেন লোকে কৃষ্ণভক্তি জানিবারে। [illegible], যদি নহিল বিদ্যায় কি করে॥ সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়॥' উক্তিটীকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য শ্রীধাম মায়াপুরে পরাবিদ্যাপীঠ ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট স্থাপন করিয়া জীবের হৃদয়ে শুদ্ধভক্তিবীজ অঙ্কুরিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, যিনি সমস্ত জগদ্বাসীকে শুদ্ধভক্তির পথে আনয়ন করিয়া তাহাদের নিত্য-কল্যাণের জন্য বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন ভাষায় দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পারমার্থিক পত্রের অবতারণা করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের চেতনময়ী জীবন্তী বাণী শ্রবণ করিবার সুযোগ দিয়া 'ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার। জন্ম সার্থক করি, কর পর উপকার॥' শ্রীচৈতন্যদেবের এই বাণীর সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন, সেই জীবদয়াল মদীয় আচার্য্যদেবের শ্রীচরণকমলে অদ্য আমার কোটী কোটী প্রণাম।

গৌড়ীয় হাসপাতালের কার্য্য

যিনি গৌড়ীয় হাসপাতাল খুলিয়া জীবের ভবরোগ অবিদ্যার মূল বিনাশ পূর্ব্বক তাহাকে নিত্য স্বরূপে উদ্বুদ্ধ করিয়া দিয়া তাহার প্রতি অমন্দোদয়-দয়ার কার্য্য করিতেছেন, যিনি লুপ্ত ভক্তিশাস্ত্র-সমূহের পুনর্মুদ্রণ করিয়া এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কিত স্থানসমূহে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ সংস্থাপন পূর্ব্বক আমাদিগের হৃদয়ে শ্রীচৈতন্য-স্মৃতি জাগরূক রাখিবার ও তৎপাদপদ্মে আকৃষ্ট হইবার এবং যাহাতে ভাগবতের 'অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি' শ্লোকের তাৎপর্য্যটী আমাদের নিত্যকাল চিন্তার বিষয় হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করিতেছেন, যিনি কৃষ্ণপদারবিন্দের স্মৃতিকে জাগরিত রাখিবার জন্য বিভিন্ন মঠকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন সময়ে ভক্ত ও ভগবানের আবির্ভাব ও তিরোভাব লীলা-সম্পর্কে মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান করিয়া হরিস্মৃতি ও হরিসেবার সুবর্ণ সুযোগ প্রদান পূর্ব্বক মায়ার সেবা হইতে বিরত থাকিবার নানাপ্রকার কৌশল আবিষ্কারপূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পারমার্থিক প্রদর্শনীর উদ্ঘোচন করিয়া আমাদিগকে শ্রবণ কীর্ত্তনরূপ শ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গ যাজনের সুযোগ প্রদান করিতেছেন, সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণকমলে অদ্য আমার কোটী কোটী দণ্ডবৎ প্রণাম।

ধর্ম্মধ্বজিতা ও প্রকৃত ধর্ম্ম

জগতে ধর্ম্মের নামে যে কপটতার ব্যবসায় চলিতেছে, ভাগবত পাঠের বিনিময়ে বা দীক্ষা মন্ত্র প্রদানের নামে যে বণিক্‌বৃত্তি চলিতেছে, তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিবার জন্য এবং প্রহ্লাদ মহারাজের 'নাম আশিষঃ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্' উক্তিতে যে সিদ্ধান্ত নিহিত আছে তাহা স্পষ্টভাবে প্রচার করিবার জন্য, তথাকথিত গুরুকুলগণের ধর্ম্মধ্বজিতাকে ধ্বংস করিবার জন্য, [illegible] নিষ্কপট পূর্ব্বক অপ্রাকৃত গোলোক বৈকুণ্ঠের বার্ত্তা আমাদিগকে আস্বাদন করাইবার জন্য যিনি প্রবলবেগে অভিযান চালাইতেছেন এবং যাঁহার প্রবল প্রচারের ফলে কপটী ধর্ম্মধ্বজিগণ মর্ম্মাহত হইয়া আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টায় আত্মগোপন করিতেছে, সেই সুসিদ্ধান্তবাণী প্রচারক মদীয় আচার্য্যদেবের শ্রীচরণ-কমলে অদ্য আমার কোটী কোটী দণ্ডবৎ প্রণাম।

শ্রীচৈতন্যের মনোহভীষ্ট-স্থাপন

যিনি শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট 'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥' কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য জীবন পণ করিয়াছেন এবং এই কীর্ত্তন প্রতিষ্ঠার বিনে জগতে কীর্ত্তন মন্দাকিনী প্রবাহিত করিয়া জীবের প্রকৃত আস্থা প্রদান করিতেছেন এবং প্রত্যহ নূতন কৌশল আবিষ্কার পূর্ব্বক 'যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ' এই মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া 'শোকমোহভয়াপহা' কৃষ্ণপাদপদ্মের সেবায় অধিকার দিতেছেন, যিনি আমাদিগকে চতুর্দ্দশ ভুবনের কর্ম্ম-নাগরদোলার ঘূর্ণিপাক হইতে রক্ষা করিয়া 'স্বরূপে সদা হয় গোলোকেতে স্থিতি' এই মহাজনের শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া আমাদিগকে নিত্য স্বদেশে লইয়া গিয়া স্বরূপে অবস্থিত ও নিত্যশান্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, সেই জগদ্‌গুরুর শ্রীচরণে আমার অদ্য কোটী কোটী দণ্ডবৎ প্রণাম।

কৈতবাচ্ছন্ন যুগে নিষ্কপট সত্য-বাণী

যিনি কৈতবাচ্ছন্ন নাস্তিকতার যুগে—যে যুগে কপটতাই আদর্শ সরলতা (?) ও সত্যতারূপে (?) জগতে বিকাইতেছে—সেই যুগে জগতের সকলের ভাবনার পথ অতিক্রম করিয়া অন্যাভিলাষ-পীড়িত জগতের সমস্ত বাধাবিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া প্রোজ্ঝিত-কৈতব ভাগবত-ধর্ম্মের দুন্দুভি বাজাইতেছেন, যিনি 'বৈরাগ্যযুগ্‌ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্। কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি॥'—শ্লোকের যথার্থ সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন; যিনি টকা, ঢপ্‌, মেদ, মেদ-লোভে আকৃষ্ট করিয়া সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণের ও [illegible] আমাদের চরম কল্যাণ-লাভের সুযোগ প্রদান করিতেছেন, সেই অহৈতুকী কৃপাবতার শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে অদ্য আমার কোটী কোটী দণ্ডবৎ প্রণাম।

আরোহবাদ-নিরাস

যিনি লণ্ঠনের আলোক-সাহায্যে রাত্রিকালে সূর্য্যদর্শনের চেষ্টার মত আধ্যক্ষিক জ্ঞানের নিরর্থকতা এবং সূর্য্যোদয়ে সূর্য্যালোক-সাহায্যে সূর্য্য-দর্শনের ন্যায় অবরোহ বা অপ্রাকৃত জ্ঞানের সার্থকতা প্রদর্শন পূর্ব্বক ভাগবতের 'জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্। স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভির্যে প্রায়শোহজিত জিতোহপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥' শ্লোকের মর্ম্ম এবং রাবণের স্বর্গের সিঁড়ির দৃষ্টান্ত দ্বারা 'যেহন্যেহরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোহনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥' শ্লোকের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন, সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে আমার কোটী কোটী প্রণাম।

সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী-দ্বারে কৃপা

যিনি সৎশিক্ষা প্রদর্শনী উদ্ঘোচন করিয়া বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজের প্রতি বিষ্ণুবিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর নির্য্যাতনের চিত্র অঙ্কিত করিয়া গীতোক্ত শ্রীভগবানের 'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি' উক্তিটীকে মূর্ত্তি প্রদান করিয়াছেন; আর কার্ত্তিক দেবতা ইন্দ্রের পূজার নিরর্থকতা এবং শ্রীভগবানের পূজার সার্থকতা দেখাইবার জন্য কৃষ্ণের গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ লীলা দেখাইয়াছেন; ভাগবতের 'ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য' [illegible] 'তদেকভক্তগোপলোক' শ্লোকটীকে মূর্ত্তি প্রদান করিয়া দেখাইয়াছেন; শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্রীরূপশিক্ষাকে শিশুর ও সুবোধ্য করিবার জন্য রূপ প্রদান করিয়া আপামরকে শ্রীরূপ-শিক্ষায় আকৃষ্ট করিয়াছেন, অন্যরূপ অবতারী শ্রীকৃষ্ণের দশাবতারের চিত্র এবং নৌকায় দরিদ্র মাঝির কাঠাযুক্ত পদে ঘণ্টানা এবং অবস্থার পরিবর্ত্তনে হঠাৎ বড়লোক হইবার পর ঐ কাঠার উপর লেপ বিছাইয়া ঘুমাইবার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক পরমেশ্বরে মানবধর্ম্ম আরোপ অথবা পরমেশ্বরে জড়ধর্ম্ম আরোপরূপ মতবাদ নিরাস করিয়া দেখাইয়াছেন; যিনি জীবকে ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণের কষ্ট হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য [illegible] আদর্শ স্থান অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্রে [illegible] (শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল ও [illegible] পরিক্রমা করাইয়া [illegible] পরম সৌভাগ্যোদয়ের চেষ্টা করিয়াছেন, [illegible] নবধা ভক্তির পীঠ স্বরূপ নবদ্বীপ পরিক্রমা [illegible] জীবকে [illegible] ভক্ত্যঙ্গ যাজনে আধিকার প্রদানের জন্য [illegible] করিয়াছেন; যিনি কর্ম্ম জড়ত্ব্যবাদ নিরাস [illegible] [illegible] প্রভুর [illegible] ভাবে প্রকাশ করিয়া দেখাইবার জন্য [illegible] আমার

[illegible] একটী চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন; যিনি বিষ্ণুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব অর্পণকারী বলি মহারাজ ও তাঁহাকে বাধা প্রদানকারী দৈত্যগুরু [illegible] একটী চিত্র অঙ্কিত করিয়া বিষ্ণু-পাদ[illegible] সর্ব্বস্বসমর্পণকারী ব্যক্তির নিঃশ্রেয়সের কথা এবং [illegible] সাধারণকে উপলব্ধি করাইয়া [illegible]; যিনি সমুদ্রে অবোধ্য কর্ণধার-হীন নৌকার [illegible] সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হওনে অভিলাষী [illegible] আশ্রয় গ্রহণের উপযোগিতা জ্ঞাপন [illegible] যিনি শ্রীধামকে মর্ত্ত্য লোক [illegible] অবমাননাকারী [illegible] প্রাপ্ত-[illegible] চিত্র প্রদর্শন করিয়া অপরাধের পরিণাম [illegible] বুঝাইয়া দিয়াছেন. যিনি কপট-সেবী ও কপ-[illegible] অসমর্থতা [illegible] অনন্ত অধির [illegible] চিত্র অঙ্কিত করিয়া কপা [illegible] প্রদর্শন করিয়াছেন; যিনি একটী [illegible] মধুর [illegible] উড্ডীয়মান মধুমক্ষিকার [illegible] আস্বাদন করিবার চেষ্টা প্রদর্শনের একটী চিত্র প্রকটিত করিয়া [illegible] অপ্রাকৃত ভগবৎ রস আস্বাদন [illegible] প্রদর্শন পূর্ব্বক 'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর' এই শিক্ষা আমাদিগকে দিতেছেন; যিনি কৃত্রিম যোগী ও শুদ্ধ তপস্বীর চিত্র অঙ্কিত করিয়া প্রকৃত যোগ ও তপস্যার [illegible] দেখাইয়াছেন; বৈরাগী হইয়া অন্তরে [illegible] লইয়া [illegible] সম্ভাষণকারী ছোট হরিদাসের চিত্র অঙ্কিত [illegible] যিনি [illegible] শ্রীকৃষ্ণ কপটতা হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; [illegible] নিযুক্ত হরিনামের [illegible] পালন করিবার জন্য যিনি [illegible] হরিদাস ঠাকুরের কৃপা প্রকাশের চিত্র অঙ্কিত করিয়া জগজ্জীবকে [illegible] আকৃষ্ট করিয়াছেন; [illegible] ব্যক্তির [illegible] কর্তৃক [illegible] সাধারণ মানবের ষড় রিপু, ষড় বেগ [illegible] কর্তৃক নিয়মিত হইবার এবং [illegible] উঁহাদের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য কায়, বাক্য ও মনকে দণ্ডিত করিয়া গোস্বামী হইবার সার্থকতার চিত্র অঙ্কিত করিয়া যিনি সংশিক্ষা প্রচার করিয়াছেন; কৃষ্ণের আবির্ভাব ও তিরোভাব লীলাকে যিনি অতি সুন্দরভাবে প্রদর্শন-দ্বারা মানবগণের বোধগম্য করিয়া দিয়াছেন; বিষ্ণুর ভোগ্য বস্তুতে ভোগবুদ্ধি-[illegible] রাবণের প্রতি রামচন্দ্র হনুমানের ব্যবহার অর্থাৎ তাহার (রাজধানী) লঙ্কা-দগ্ধের চিত্র অঙ্কিত করিয়া এরূপ [illegible] বুদ্ধিকারীর দণ্ডদানের শিক্ষা যিনি দিয়াছেন; যিনি সতীর দেহত্যাগের চিত্র অঙ্কিত করিয়া বৈষ্ণব-নিন্দা-শ্রবণকারীর কর্ত্তব্য [illegible] শিক্ষা দিয়াছেন, সেই জীবের নিত্যমঙ্গল-[illegible] প্রদর্শনীর আবিষ্কারক মদীয় আচার্য্যদেবের শ্রীচরণকমলে অনন্ত কোটী কোটী দণ্ডবৎ প্রণাম

শ্রীগুরু-তত্ত্ব

সংসার দাবানল সদৃশ লোকসকলের পরিত্রাণের জন্য [illegible] কারুণ্য-ঘন-রূপে [illegible] হইয়া কৃপাবারি বর্ষণ [illegible] নিষ্কপট [illegible] যাঁহাকে শ্রীহরির অভিন্ন বিগ্রহ রূপে [illegible] করিয়াছেন এবং সাধুগণও যাঁহাকে সেইরূপে চিন্তা করিয়া থাকেন [illegible] যিনি প্রভু ভগবানের একান্ত প্রেষ্ঠ. [illegible] অপ্রসন্ন হইলে জীবের কোথাও গতি নাই; আমি মূর্খ হইলেও যিনি আমাকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা কীর্ত্তন করিবার কিঞ্চিৎ যোগ্যতা প্রদান করিয়াছেন, আমি সেই শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্ম বন্দনা করি।

উপসংহারে নিবেদন

হে আচার্য্যদেব! আমি মায়ান্ধ, গৃহান্ধ-কূপে পতিত অধম জীব, অনাদি বহির্ম্মুখ হইয়া সংসার-চক্রে ত্রিতাপে কষ্টভোগ করিতেছি। শুনিয়াছি যে শ্রীগুরুকৃপা ব্যতীত কৃষ্ণকৃপা লাভ হয় না; আবার গীতার ভগবদুক্তি 'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।' অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে প্রপত্তি ব্যতীত গুণময়ী মায়ার কবল হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় নাই। তাই আজ অকাতরে আপনার শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা জানাইতেছি, আপনি আপনার অহৈতুকী করুণা-প্রকাশে আমাকে এই মায়াবন্ধ হইতে উদ্ধার করিয়া আপনার কোটী-চন্দ্র-সুশীতল পাদপদ্মে স্থান দান করুন।

শ্রীচরণাশ্রিত দাসানুদাস
শ্রীকিশোরীমোহন দাসাধিকারী (বি, এল ভক্তিবান্ধব)

পত্র-পুষ্পাঞ্জলি

শ্রীশ্রীল-ভগবচ্চরণে অসংখ্য-সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপূর্ব্বিকেয়ম্—

পতিতপাবন প্রভো, কয়েকদিন পূর্ব্বে শ্রীল শ্রীধর মহা রাজের নামে প্রেরিত পত্রে আপনার অহৈতুকী কৃপাশীর্ব্বাদ-বারি মস্তকে বর্ষিত হইয়াছে। আগামী ব্যাস-পূজায় সকলেই যথাসাধ্য সংগৃহীত সম্ভার আপনার পাদপদ্মে উপনীত করিয়া প্রণতি জ্ঞাপন করিবেন।

আপনি শুদ্ধ নিরুপাধিক করুণাকর, সত্য প্রতিষ্ঠা এবং সজ্জন-তোষণ কারী। মক্ষিকা যেরূপ সিন্ধুগর্ভে মেরু ধারণ করিতে পারে না, তদ্রূপ আমিও আপনার কৃপা বারিধির কণামাত্রও প্রকাশ করিতে সমর্থ নহি, অথবা আপনার মহিমারাশি কীর্ত্তন করিতে প্রয়াস পাইলেও বাক্‌নৈপুণ্যের অভাব। আপনি স্থানে স্থানে যে সমস্ত অদ্ভুতপূর্ব্ব, পরমাশ্চর্য্য, পরমানন্দপ্রদলীলা বিস্তার করিতেছেন, তাহা সমস্তই অলৌকিক—ক্ষুদ্র মানবের কথা জড় চিন্তা-স্রোতের অতীত।

অঘটন ঘটন-পটীয়সী মায়াদেবীর মায়ায় মোহিত জীবগণের উদ্ধারার্থ কৃপা-পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া এই সমগ্র ভূমণ্ডল কৃষ্ণ কোলাহলে মুখরিত করিয়া প্রত্যেক জীবের হৃদয়কলুষ নাশ করিয়া হরিগুণগান শ্রবণ, কীর্ত্তন ও সেবার অপূর্ব্ব সুযোগ দান করিতেছেন।

আপনি সর্ব্বসন্তোষকারক, আপনি বদান্যবর, বৈরাগ্যের মূর্ত্ত-বিগ্রহ। আপনি নিত্যানন্দপ্রভু সদৃশ আপামর, চণ্ডাল, পতিতকে কৃপা-বারিতে স্নাত করাইয়া অভয়-পাদপদ্মের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দান করিয়া শান্তি বিতরণ করিতেছেন। আবার যাঁহারা দুর্দ্দৈববশতঃ ভীষণ বাড়বাগ্নিশিখাসন্তপ্ত হইয়া নিরুপায় হইতেছেন, তাঁহাদিগের মস্তকে আপনার কর-কমল স্থাপন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ দানে অশেষ মঙ্গল বিধান করিয়া উদার হৃদয়ের মহান্ পরিচয় দিতেছেন। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর কৃত "সৌন্দর্য্যে কামকোটিঃ সকল-জন-সমাহ্লাদনে চন্দ্র-কোটী…………।" শ্লোকের বর্ণিত মধুর গুণাবলীর সহিত আপনার সুবিমল চরিত্রের প্রতি শব্দে প্রতি অক্ষরে সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তন, প্রচার ও প্রদর্শনী-প্রকাশ-কালে কতশত অজ্ঞ, নাস্তিক, কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষ-পীড়িত ব্যক্তিগণের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইয়াও মদ-মত্ত-মাতঙ্গের-মন্থর গতিকেও মুগ্ধ করিয়া গমন করিয়াছেন ও করিতেছেন। শত শত ব্যভিচারময় জীবন যাপনকারী আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, জাতি গোস্বামী, প্রভৃতি অপসম্প্রদায় রাসভ-সদৃশ চীৎকার করিয়াও কখনও আপনাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে সমর্থ হয় নাই। আপনি দ্বন্দ্বদলনে মত্ত তরুণ-সিংহের ন্যায় প্রভাব-বিশিষ্ট, অথচ মনোহর নব-প্রস্ফুটিত-কোমল কলিকা হইতেও সুকোমল। আপনি প্রেমসিন্ধুকে উদ্বেলিত করিয়া এই বিশ্ব-প্লাবনে চেষ্টা-বিশিষ্ট হইয়া কোন অনির্ব্বচনীয়-প্রভাব-সম্পন্নরূপে বিরাজ করিতেছেন সন্দেহ নাই। আপনি কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-বিরোধিকুলের অশনি স্বরূপ, আবার যাহারা নিজ-স্বরূপ বিস্মৃত ও জড়-পাণ্ডিত্যে অহঙ্কৃত হইয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেছে, তাহাদের নিকট মধ্যাহ্নাদিত্যের দ্বিপ্রহরকালীন প্রখর তেজের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছেন।

আমার ন্যায় হতভাগ্য ব্যক্তি আপনার মহান্ চরিত্রের কতটুকু আলোচনা করিবে? আপনি আশ্চর্য্য বিভবশালী, এই ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া কর্ম্মিগণের মহাকর্ম্ম-প্রবাহে নিপতিত ব্যক্তিকে কৃষ্ণভক্তিতে আকৃষ্ট করিয়া দৈন্য সম্পাদন করিতেছেন। পাষাণ হইতেও অতি পাষাণ ব্যক্তিকেও ভক্তিরসে দ্রব করিতেছেন। আপনি কৃপাপূর্ব্বক শাস্ত্র সিন্ধু মন্থন করিয়া উত্থিত পরভক্তিযোগ নবনীত প্রাকৃত বিষয়-রসময় ব্যক্তি-গণকেও আস্বাদন করাইয়া তৃপ্ত করিতেছেন। আপনি কলি-যুগ পাবনাবতারী অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরহরির আচরিত-প্রচারিত বিমল-ভক্তি, আচার-প্রচার দ্বারা পুনঃ সংস্থাপন করিয়া জীবের অশেষ কল্যাণ সাধনে ব্রতী আছেন।

আপনি মূকের দ্বারা কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করাইতেছেন, পঙ্গুর দ্বারা সুমেরু লঙ্ঘন করাইয়া নিজ-মহিমা চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিতেছেন. আপনার নিয়ামকত্বে যাবতীয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইতেছে; ইহা দেখিয়া নিয়া দিন মূঢ়তা বশতঃ আপনার মহিমা কিছু বৃদ্ধি করিয়া দিতেছেন. এইরূপ আত্মপ্রসাদে গর্ব্বিত হইতেছেন. তিনি নিতান্ত অজ্ঞ, কিন্তু তথাপি আপনি আপনার স্বাভাবিক স্নিগ্ধ কমনীয় মূর্ত্তি ও অমৃতের ন্যায় মধুর ভাষণের দ্বারা সকলের অজ্ঞান তমঃ অপনোদন করিয়া শারদ-শশীর স্নিগ্ধ জ্যোতিতে সমুদ্ভাসিত করিতে বিলম্ব করিতেছেন না।

হে দীনদয়াল প্রভো, আপনার সেবায় আমি সম্পূর্ণ অযোগ্য হইলেও ব্যাস-পূজা শুভবাসরে অষ্টোত্তরশতশ্রী-বিমণ্ডিত আপনার শ্রীচরণযুগল আমার অস্ফুটবাণীর দ্বারা নীরাজিত হউক, ইহাই প্রার্থনা করি।

অযোগ্য দাসাধম—শ্রীনৃসিংহানন্দ

প্রকাশকের নিবেদন

গত ৩রা ফাল্গুন কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা যথারীতি সম্পন্ন হইলেও সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য অদ্য শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠে আচার্য্য-পূজার একটী বিশেষ অধিবেশন হইতেছে। এই বিশেষ অধিবেশনের স্মৃতি সংরক্ষণার্থই অদ্য শ্রীনদীয়া-প্রকাশের ব্যাসপূজার বিশেষ-সংখ্যা প্রকাশিত হইল। এই প্রবন্ধসমূহ গত কৃষ্ণপঞ্চমীর ব্যাস-পূজোপলক্ষে লিখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আমরা আমাদের সহৃদয় সতীর্থগণের নিকট হইতে আরও অনেক প্রবন্ধ ও আচার্য্যাভিনন্দন পাইয়াছি। ক্রমশঃ তাহা প্রকাশিত হইবে। বিনীত—প্রকাশক

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা নদীয়া প্রকাশ

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তমালিকা অন্যযোগব্যবচ্ছেদ সানুবাদ
(মাধ্ব)
১৩। বেদান্তত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়)
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-নিদর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥
ঐ (আবাঁধা) ।৵
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৬৬ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ॥০
৩২। সাধনকণা ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ নির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীকৃষ্ণানেষণ [illegible]
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ [illegible]
৫২। সাধুবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৪। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। [illegible] ।০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাৎশরণম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৬২। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। এরোটিক্ প্রিন্সিপল্ অ্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোশন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা [illegible]
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

প্রাপ্তিস্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধিপাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া
৯। বাদলগোপাল পাট [illegible], চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটী, বর্দ্ধমান।
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাড়গাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাযোড়া, [illegible]-বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু, হাওড়া
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটি, ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ [illegible], বাসুদেব-
পুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম [illegible], আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মান্দ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, ওয়েষ্ট
গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ [illegible] কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ পর্ব্বত, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ [illegible], মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরানবাজার, বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৭ নং [illegible] রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য।
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ [illegible]।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও গ্রন্থাদি পাওয়া যায়—

	নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১।	শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম-মায়াপুর
২।	শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	মেদিনীপুর
৩।	শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীধাম-মায়াপুর
৪।	শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫।	শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৬।	শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী
৭।	শ্রীভক্তিকেবল সাগর	মেদিনীপুর
৮।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	ঢাকা
৯।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০।	শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
১১।	শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মান্দ্রাজ
১২।	শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩।	শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	পুরী

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম্ম

ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেন্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতী

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি থান /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩ নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ৷৷০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জাম ও বস্তু সংক্রান্ত রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলেকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ১০ আনা।

মিটিংএর নোটীশ বহি—১ খানা ৷৷০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ৷৷০ আনা

জন্মের হাতচিঠা— প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা— প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানী মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ৷৷০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

শেষাগার

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে মনোনীত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, প্যাকিট ৷৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩ ২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০ ৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭-৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ৬৬ ৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৩, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫-৩১	৯-৫	১২ ১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩৩	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩			১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ই ফাল্গুন, সোমবার ১৩৩৯

রেলগাড়ী আজ কাল মোটরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাস্ত হইয়াছে। মোটর গাড়ী চালাইবার খরচ অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও রেল অপেক্ষা লোকে মোটরে যাওয়াই পছন্দ করে। যত কঠোর আইনই করা যাউক, এবং যত ব্যাপক আন্দোলনই চলুক, বৈজ্ঞানিক উন্নতি-মূলক প্রগতির রোধ অসম্ভব। রেল কোম্পানী অনেক টাকা মূলধন খাটাইতেছে। মোটরের উন্নতি হইলে এ সমস্ত নষ্ট হইবে। কিন্তু সে কথা সাধারণে শুনে না। পেট্রোলের উপর অতিরিক্ত টেক্স বসাইয়াও গবর্ণমেণ্ট রেল রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। ব্যবসায়ের অবনতির জন্য রেলের [illegible] টাকা নষ্ট হইয়াছে; মোটরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তত বেশী [illegible] হয় নাই। রেলওয়ে সাধারণের ভার স্বরূপ; কারণ, ক্ষতি হইলে গবর্ণমেণ্ট দায়ী। ইহার এক মাত্র প্রতিকার রেল কর্ত্তৃপক্ষের নিজের [illegible]। যদি উঁহারা রেল গাড়ীর উন্নতি সাধন করেন তাহা হইলে [illegible] পাইতে পারেন। ঐ কারণে দার্জ্জিলিং রেলের উন্নতি হইয়াছে, কলিকাতার ট্রামের কারবার একটী লক্ষ্য বিষয়। যাহাতে রেলপথে যে একক গাড়ী চলাব, তাহার উন্নতি সাধন বিশেষ আবশ্যক। তাহারা এদিকে মনোযোগ না দিলে লোকে বাসেই যাতায়াত করিবে এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট রেল কর্ত্তৃপক্ষ কাঁদুনী গাহিবে।

কলিকাতার চারিদিকে এনোফিলিস মশকের উৎপাতে লোকজন শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে; কলিকাতা বর্ত্তমানে মফস্বল অপেক্ষা ম্যালেরিয়া হইতে মুক্ত, কিন্তু কলিকাতার সন্নিকটস্থ লবণাক্ত জলাভূমিতে যদি মশা আড্ডা করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সে অত্যাচার নিবারণ করা অসম্ভব হইবে। এ অবস্থায় কলিকাতা করপোরেশনের শীঘ্রই প্রতিবিধান করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে চেষ্টা করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে এ সম্বন্ধে করপোরেশনের নিকট লেখালেখি চলিতেছে; তাহার বিশদ বিবরণ অনাবশ্যক; তবে করপোরেশন এই বিষয়ে বাৎসরিক ১২০০০৲ টাকা খরচ করিতে প্রস্তুত। মফস্বলের লোক করপোরেশনকে ছয় হাজার টাকা দিয়া দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইতে চায়; কারণ তাহারা ইহাতে বিশেষ উপকৃত হইবে না। এখনও সেখানে ম্যালেরিয়া আছে, পরেও থাকিবে, সুতরাং তাহারা বিশেষ চেষ্টার আবশ্যকতা উপলব্ধি করে না। কলিকাতায় গাড়ীর গরজ বেশী; কারণ সেখানে ম্যালেরিয়া নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যুক্তি মন্দ নয়। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, রেল কোম্পানী, গবর্ণমেণ্ট, করপোরেশন এবং জনসাধারণের সমবেত চেষ্টা আবশ্যক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সুদূর প্রাচ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। একটা খবর পাওয়া গিয়াছে যে, জিহোল সীমান্তে একটা খণ্ড যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তবে সে খবরের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে; তথাপি এক সপ্তাহের মধ্যে যে যুদ্ধ ভীষণ আকার ধারণ করিবে সেইরূপ চিহ্নের [illegible] পাওয়া যায়। সীমান্তের উভয় পার্শ্বে চীন ও জাপানি সেনাবাহিনী অবস্থিত; [illegible] যদি শীঘ্র ব্যবস্থা করিতে না পারে, তবে রক্তপাত অবশ্যম্ভাবী। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় [illegible] কথা উঠিয়াছে। একজন [illegible] যুদ্ধ বাধিলে দোষ নাই; সুতরাং ভারতীয় সৈন্য সেখানে প্রেরিত হইবে; এ অবস্থায় ভারতীয় সৈন্য এবং গোরা সৈন্যদের মনে গবর্ণমেণ্টের প্রতি প্রীতি সঞ্চার অবশ্য করিবা; সুতরাং যে সমস্ত সৈন্য জার্ম্মান মহাযুদ্ধে আহত হওয়ায় অকর্ম্মণ্য হইয়া আছে, তাহাদিগের ভাতা বন্ধ করা গবর্ণমেণ্টের উচিত নয়, তাহাদের পেন্সন দানে গবর্ণমেণ্টের স্বার্থ আছে। তাহা হইলে সৈন্যদলের গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিশ্বাস পুনঃ স্থাপিত হইবে। ইহাতে অনুমান হয় যে, চীন জাপান যুদ্ধে অন্যান্য জাতিও পক্ষ অবলম্বন করিতে পারে; বিশেষতঃ আমেরিকা এবং রুষিয়ার যোগদান খুব সম্ভব। ইংলণ্ড এখন সমরসজ্জার অনেক কমাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ; সুতরাং যুদ্ধে নিযুক্ত না হওয়াই সম্ভব, বিশেষতঃ যখন ভারতে ভীষণ অশান্তি।

রুষিয়ার সর্ব্বময় কর্ত্তা ষ্টালিন বলিতেছেন যে বলশেভিকবাদ পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে এবং তদনুযায়ী যে সমস্ত কার্য্য আরম্ভ হয় তাহা পূর্ণ সাফল্য লাভ করিয়াছে। পাঁচ বৎসর ব্যাপী প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইয়া দেশের লোকের সুখবিধান করিতেছে, কুলক শ্রেণীর বড় বড় চাষীরা সমতা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং ছোট ছোট চাষীরা নিখিল রুষিয়ার সমবায় নীতি অবলম্বন করিয়া চাষ করিতেছে। দেশ ধনধান্যে পূর্ণ হইয়াছে। বর্ত্তমানে রুসিয়া যে কোন শক্তির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে প্রস্তুত।

গবর্ণমেণ্ট চুঁচুড়ার ধান্য ফসলের উন্নতির জন্য পরীক্ষাগার স্থাপন করিয়াছেন বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। পশ্চিম বঙ্গে যে সমস্ত ধান্যের চাষ হয়, লবণাক্ত স্থানে অথবা জল ভূমিতে সে সমস্ত [illegible] ধান্যের চাষের সুবিধা হয় না। স্থান বিশেষে পাটনাই ধান্যই বেশী উৎপন্ন হয় এবং তাহার চালানের কারবার বেশী; জাভা প্রভৃতি স্থানে উৎপন্ন চাউলের সহিত বঙ্গদেশের উৎপন্ন চাউল-ব্যবসায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাস্ত হইতেছে। এই অবস্থার প্রতিকার না হইলে চাষীদের আর্থিক উন্নতির অন্তরায় দূর হইবে না। সেই উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানে উপরোক্ত রূপ চেষ্টা চলিতেছে। তবে যাহাতে কৃষকগণ কুসীদ জীবীদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় এবং [illegible] চেষ্টা যদি প্রধান স্থান অধিকার করে তবে সুবিধা হয়।

কলিকাতা আদি সমাজ ভবনে বিরাট জনসভায় পণ্ডিত ৺ মতিলাল নেহরুর সহধর্ম্মিণী লোকদিগকে দেশের প্রতি লক্ষ করিতে অনুরোধ করেন। লক্ষাধিক লোক জেলে, পিতা পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন, পত্নী পতি হইতে বিচ্ছিন্ন। তিনি কেবলমাত্র স্বপুত্রের মুক্তিতে সুখী হইবেন না, স্বদেশী ব্রত গ্রহণ করিয়া সকল বন্দীকে মুক্ত করিতে হইবে।

স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবসায়ের বিশেষ অসুবিধা এই যে, উপযুক্ত দ্রব্য প্রস্তুত হইলেও বিক্রয় করিবার উপযুক্ত সংগঠন অভাবে মালগুদামে পচিতে থাকে এবং খরিদদারেরা স্বদেশী দ্রব্য না পাইয়া বিলাতী দ্রব্য কিনিতে বাধ্য হয়। কলিকাতা হইতে মফস্বলে মাল সরবরাহ করিবার জন্য কতকগুলি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়া স্বদেশী দ্রব্য প্রচার কার্য্য চলিলে অনেক সুবিধা হয়। আজকাল যে সমস্ত শিক্ষিত যুবক বেকার বসিয়া আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই বিনা মূলধনের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া লাভবান হইতে পারেন। স্বদেশী শিল্প প্রদর্শনী দ্বারাও অনেক উপকার হইতে পারে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বেকার সমস্যা সমাধান, উত্তরবঙ্গে বন্যার কারণ অনুসন্ধান, ভূমিরাজস্ব ও অন্যান্য কর আদায় একবৎসরের জন্য স্থগিদ রাখা, বঙ্গদেশে স্থায়ী সৈন্য দল গঠন, খাল খনন চৌকীদার ও দফাদারদের বেতনের অর্দ্ধেক গবর্ণমেণ্টের তহবিল হইতে দিবার, চট্টগ্রামের জরিমানা আদায় বন্ধ, ভিক্ষাবৃত্তি নিবারণ, রাজনৈতিক বন্দীদিগকে আন্দামান প্রেরণ, তাঁহাদিগকে অবিলম্বে মুক্তি দান, প্রেস আইনের কঠোরতা হ্রাস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সমস্ত জাতীয় হিন্দুর প্রবেশ, অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য শতকরা ২৫টী চাকুরী নির্দ্দিষ্ট রাখা প্রভৃতি বিষয়ে ১০৯টী বে-সরকারী প্রস্তাব উত্থাপিত হইবে। ইহার মধ্যে কয়টী যে জনসাধারণের পক্ষে কাজের হইবে তাহা শীঘ্রই জানা যাইবে।

গবর্ণমেণ্ট ম্যালেরিয়া তাড়াইবার জন্য অভিনব উপায় আবিষ্কার করিতেছেন। বর্দ্ধমান জেলায় মেমারী অঞ্চলে মশা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের কেন্দ্র হইবে। মশা ম্যালেরিয়ার কারণ, ইহা জানা আছে, কিন্তু [illegible]। সেই সম্বন্ধে গবেষণা হইবে। [illegible] যাহাতে বিশেষ অসুবিধায় না পড়ে, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইবে। যদি এই কার্য্যে সুফল দেখা যায়, তাহা হইলে সারা ভারতব্যাপী কার্য্য আরম্ভ হইবে। এই অঞ্চলে প্রত্যেক লোককে পরীক্ষা করিয়া প্লাজমোকুইন প্রয়োগ করিয়া তাহার ফল পর্য্যবেক্ষণ করা হইবে।

কংগ্রেসের অধিবেশন কোথায় হইবে, এবিষয়ে অনেক রকম গুজব শুনা গেল। প্রথমে শুনা যায় যে, দিল্লীতে বসিবে। তাহার পর রটে যে, উপর্য্যুপরি দুই বৎসর দিল্লীতে কংগ্রেস বসান সমীচীন নহে, সুতরাং কাশীতে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। সম্প্রতি শুনা যাইতেছে যে, কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি মিঃ এম, এইচ, আনে এবং সেক্রেটারি ডাক্তার মামুদ বঙ্গীয় নেতৃবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, আগামী মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, { ১০ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৬, ৮ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২০শে ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৩, সোমবার ২৯১তম সংখ্যা।

প্রভুপাদের অভিভাষণ

[গত ১৫ই জানুয়ারী বুধবার ব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীধাম-মায়াপুর অবিদ্যাহরণ-নাট্য-মন্দিরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যে পরমার্থ-শিক্ষা-অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, নিম্নে তাহারই মর্ম্ম প্রদত্ত হইতেছে।]

উৎকর্ষ-বিধানের 'জয়' শব্দ উচ্চারণ করা হয়। শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীব্যাসদেবের উৎকর্ষ বিচারে আমরা বিষয়টা উপলব্ধি ক'র্তে পারি। শ্রীল ব্যাসদেব ব'লেছেন, 'ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি'। আমরা যখন ব্যাসদেবের অনুগত হই, তখন পরমেশ্বর বস্তুর দর্শন পাই। 'ধাম' বল্‌তে 'আলোক' বা 'আধার' বুঝায়। আলোকের সাহায্যে অন্ধকার দূরীভূত হয়; অথবা আধার ঠিক হ'লে আমরা ধ্যান কর্‌বার যোগ্যতা লাভ কর্‌তে পারি। আমাদের স্মৃতি পুনরুদ্দীপিত হয়, যে স্মৃতিটা বিস্মরণ হ'য়ে গিয়েছে।

'অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি। সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগযুক্তম্॥' হৃদয়ে সেই পরমাত্ম-বস্তুকে যদি সর্ব্বক্ষণ স্মরণীয় ক'র্তে পারি, তবেই না স্মরণ হয়। কীর্ত্তনদ্বারা শ্রবণ হয়, আবার শ্রবণ সুষ্ঠুভাবে হ'তে থাক্‌লেই মঙ্গল হয়। যদি কেহ কীর্ত্তন করেন, তবেই শ্রবণের অধিকার হয়। শ্রবণ ও কীর্ত্তনের অভাবে বাস্তবিক প্রকাশ সম্ভব হয় না। যেমন নাস্তিকগণের বিচার—ভগবদ্বস্তুর শরীর নাই রূপ নাই, তিনি অধোক্ষজ নহেন, তাঁদের বিচারের মত তাঁ'র কাছে পৌঁছতে হ'লে অগাধ জ্ঞান গ্রহণ করা দরকার ইত্যাদি ইত্যাদি। শ্রুতি কিন্তু তা' বলেন না।

যাঁ'র একমাত্র সেবক আমরা, যাঁ'র কীর্ত্তন শ্রবণ ক'রে আমাদের ভগবৎস্মৃতি জাগরূক হ'ল, ব্যাস-পর্য্যায়ে তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। শ্রবণের দ্বারা কীর্ত্তন-স্পৃহা উদিত হ'য়েছে। কীর্ত্তন বা গান হ'তে অজ্ঞতার বিদূরিত হয়। যে দেশের কথা—সেই বৈকুণ্ঠ রাজ্যের কথা—সেই [illegible] ধর্ম্মের অতীতরাজ্যের কথা যদি আমাদের কাণে আসে, (সেখানকার কথাই হ'চ্ছে গান) সেই গান শ্রবণ ক'র্লে আমাদের সমস্ত অভদ্র বিদূরিত হ'য়ে গিয়ে নিত্য মঙ্গল উদিত হয়।

'বৈকুণ্ঠ', 'অপ্রাকৃত'-শব্দকে ইংরাজী ভাষায় Transcendental sound বলা হয়। Transcend ব'লে যে কথাটা ব্যবহার হ'চ্ছে তা'তে উঠে যাওয়া, অর্থাৎ বদ্ধভাব হ'তে উঠে যাওয়া বোঝাচ্ছে। এখানে থাকা মানে ঐ এক জ্ঞানে আবদ্ধ থাকা—নিজের পুরুষাভিমান বা কর্ত্তৃত্বাভিমানের চালনা করা। কিন্তু ঐরূপ কর্ত্তৃত্বাভিমানে আবদ্ধ থাক্‌লে মঙ্গল হয় না, কারণ অহঙ্কার-বিমূঢ় ব্যক্তিগণই কর্ত্তৃত্বাভিমানে বদ্ধ থাকে; 'অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে" গীতা প্রভৃতি ব'লেছেন। শুনুন, "সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ॥ যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্ম-যোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥"

উপরে উক্ত শ্লোকে যে 'পরম সমতা' কথা আছে সেই পরম সমতা আর আমাদের অক্ষজ জড়ীয় বুদ্ধিতে সমতা বল্‌তে যা' বুঝায়, এই দুইএর মধ্যে অনেক পার্থক্য। সসীম বা সীমাবদ্ধ বস্তু সম্বন্ধে যে সমতা, তা' পরম সমতা নয়; বৃহৎ বস্তু-সম্বন্ধে যে সমতা, তা' পৃথক্ বস্তু।

'যদা রুক্মবর্ণং পশ্যতে' কথাটা পেয়েছেন। পুণ্য ও পাপ ব'লে দুটো কথা আছে। আমরা সচরাচর এই পুণ্য ও পাপের কথা নিয়েই ব্যস্ত। কিন্তু এই সব কথা থেকে যখন আমাদের অবসর লাভ ঘটে, তখন আমরা জান্‌তে পারি যে, আমরা অচিদ্‌-বস্তু নই বা অচিদ্‌-বস্তুতে আবদ্ধ থাকাটা আমাদের স্বরূপের ধর্ম্ম নয়। স্বরূপ-বিচ্যুত হ'য়ে বিরূপে আবদ্ধ থাকা কালে আমাদের ধ্যেয় বস্তুর ধ্যান হয় না। সসীম বস্তুর ধ্যান ক'র্তে ক'র্তে আমাদের কূপমণ্ডূক ক'রে ফেলেছে।

পাঞ্চভৌতিক জ্ঞানের দ্বারা অভিভূত বস্তু আমি, বৃহত্তর আলোচনা না ক'রে ক্ষুদ্রত্বের ধর্ম্মে আবদ্ধ হ'য়ে রয়েছি; আর সেই ক্ষুদ্রত্বের ধর্ম্মে আবদ্ধ থাকার দরুণ আমার কর্ত্তৃত্বাভিমানটা এসে উপস্থিত হ'য়েছে। ঐ কর্ত্তৃত্বাভিমানটা পরিত্যাগ করা আবশ্যক হ'য়ে প'ড়েছে। বৃহতের সঙ্গে ক্ষুদ্র বা ছোট এক হ'য়ে যাওয়া কথাটা বড় সহজ। এই রকম সমতা প্রয়াসের দুর্ব্বুদ্ধির দ্বারা অহঙ্কারে প্রমত্ত হ'লে মঙ্গল লাভ ক'র্বার অবসর থাকে না।

ভগবানের সঙ্গে সমান মনে ক'রে যখন আমাদের অনর্থ উপস্থিত হয়, তখন (১) শোক ব'লে একটা অনর্থ হয়, (২) মুহ্যমান হ'লে মোহ লাভ হয় [illegible] 'অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ' [illegible] বীতশোকঃ' [illegible] আমরা মায়ার দ্বারা বিমোহিত হ'য়ে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে আত্মবুদ্ধি ক'রে শোক ক'রে থাকি। ভগবান্, বৈষ্ণব, গুরুদেব ও আমি সমান—এই রকম দুর্ব্বুদ্ধি হ'লে সেই অনর্থ উদিত হয় এবং নিজকে ওদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব'লে মনে হয়। গুরুবৈষ্ণবগণের সঙ্গে আমি সমান বা তাঁ'রা আমা অপেক্ষা ক্ষুদ্র, এই যে দুর্ব্বুদ্ধি, তা' হ'তে গুর্ব্ববজ্ঞারূপ অপরাধ সাধিত হয়। সেই জিনিষটাকে নাস্তিকতা বলা হয়।

"অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ ...... দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥" এই শ্লোকে ভগবদ্ভক্তগণকে অর্চ্চনা না ক'র্লে যে দাম্ভিকতার উদয় হয়, তাহাই উক্ত হ'য়েছে। ভগবৎসম্বন্ধীয় বস্তুসকল আমার পূজার পাত্র, ভগবান্ আমার সেব্য বস্তু—এইরকম বিচার উপস্থিত হ'লে আমরা 'বীতশোক' হ'তে পারি। (শ্রীল প্রভুপাদ যখন এই সকল কথা কীর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন ভাবে গদ্‌গদ হইয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া যাইতেছিল এবং চক্ষে প্রেমাশ্রু দেখা যাইতেছিল।) শোক, মোহ ও ভয়ের হাত থেকে ছুটী পেতে হ'বে। সেটা হ'বার একমাত্র উপায় হ'চ্ছে ভগবানের সেবা।

শ্রীমদ্ভাগবতে এই কথাই ব্যাসদেব কীর্ত্তন ক'রে ব'লেছেন—যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং

সেই সে পরম বন্ধু সেই পিতামাতা। শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥

কৃষ্ণে পরমপূরুষে। ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা॥" কৃষ্ণপাদপদ্মে সেবা ছাড়িয়েছি, তাই আমাদের শোক, তাই মোহ, তাই ভয় এসে দেখা দিয়েছে। 'লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্' —শ্লোকে ব্যাসদেবকে 'বিদ্বান্' বলা হ'য়েছে তিনি ছাড়া আর বাদবাকী সব মূর্খ, এই কথাই বলা হ'য়েছে। মূঢ় আমি, কর্ত্তৃত্ব কেন ক'রতে গিয়েছিলাম? আমি ত' প্রভু নই, আমি ত' শোক, মোহ ও ভয়ের দাস।

আমি ত ভারত (মহাভারত) পড়বার মাত্র অধিকারী; 'শ্রীমদ্ভাগবতে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ। অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরংব্রহ্ম॥' আমি ত' নন্দ মহারাজকে গুরুপাদপদ্ম ব'লে মনে করি নাই, আমি যে কৃষ্ণকে বিনাশ করবার জন্য ব্যস্ত। তা' না হ'লে আমার এরকম দুর্গতি হ'বে কেন! অভক্ত থাকাকালে আমাদের অনেক দুর্গতি উপস্থিত হয়। সেই দুর্গতির হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে 'ভক্তি' অর্থাৎ আত্মার বৃত্তি দ্বারা ভগবানের সেবা। সেই ভক্তি বিদ্বান্ ব্যাসদেব জানতে পেরেছিলেন,—

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে। অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥ যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্। পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥ অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে। লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥ যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরম-পূরুষে। ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা॥"

সেই ব্যাসদেবের যদি শরণাগত হই, তবেই আমাদের মঙ্গল হ'বে। উপনিষদের ঐ 'যদা পশ্যঃ পশ্যতে' শ্লোকটী লক্ষ্য ক'র্বেন। যদি ব্যাসের অনুগত হ'য়ে, ভক্তিযোগের দ্বারা সেই বস্তুকে দেখ্তে শিখি, সেই পরমেশ্বর বস্তুর আলো না ক'র্তে শিখি—সেই অপরিচ্ছিন্ন বস্তুর জ্ঞান লাভ ক'র্তে শিখি, তা'হ'লে আমাদের মঙ্গল হ'বে। অধোক্ষজ বস্তুর কীর্ত্তন শ্রবণ ক'র্তে ক'র্তে কাণটা প্রসারতা লাভ ক'র্বে।

দেবর্ষি নারদের কীর্ত্তিত অপ্রাকৃত শব্দ ব্যাসদেবের কর্ণকুহরে প্রবেশ ক'রেছিল, তাই তিনি ভক্তিযোগের দ্বারা পূর্ণ পুরুষ দর্শনে সমর্থ হ'য়েছিলেন। আমাদের এখন যেরূপ কর্ত্তৃ-অনুভূতি, সেইরূপ অনুভূতির বশে আমরা নায়কের উপাসক (Heroworshipper বা apotheotic), পরমেশ্বরে মানবধর্ম্মের আরোপকারী (Anthropomorphist), পরমেশ্বরে জন্তু-ধর্ম্ম-আরোপকারী (Zoomorphist) হ'য়ে তৎ তৎ চিন্তাস্রোতে আক্রান্ত হ'য়ে পড়ি। আমরা ঈশ্বরকে যেমন সাজাব, সেই রকম ভা'বে তিনি আমাদের নিকট এসে পড়্বেন।

মনুষ্যজীবনের যদি অপব্যবহার করি—গুরুর সঙ্গে যদি নিজেকে সমান মনে করি, তা'তে আমরা কোথায় প'ড়ে গিয়ে অনন্ত নরকে চ'লে যা'ব। কর্ত্তৃত্বাভিমানের যে পরিণাম, তাহার বিচার শ্রীল ব্যাসদেব "যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ", 'জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব', 'শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো' শ্লোকসমূহে ক'রেছেন। ব্যাসদেবের এই সকল কীর্ত্তন শ্রবণ ক'র্লে আমাদের মঙ্গল হয়।

'শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্। নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥' গুরুপাদপদ্ম হ'তে যদি ভগবৎ কথা শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করি, তা' হ'লেই মঙ্গল হ'য়ে যায়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বক্ষণ ভগবৎকথা কীর্ত্তন করেন; কথাতীত তাঁহার অন্য কৃত্য নাই। সেই কীর্ত্তন শ্রবণ বা গ্রহণ করা চাই। সেই গুরুমুখনিঃসৃত বাক্য গ্রহণ ক'রে ফেলে রাখ্তে পারি না। সেটা আবার অপরের কাছে কীর্ত্তন না ক'র্লে তা' চ'লে যায়। সেই গুরুপাদপদ্মের কথা কীর্ত্তন ব্যতীত অন্যকার্য্যে নিযুক্ত হ'লে, নিত্যই হারাই, শোক আবাহন করবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ি।

'তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্। হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥' ভাগবতে এই শ্লোকটী আছে। এই শ্লোকটীর অর্থ শোনবার জন্যে আপনারা শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে আমার গুরুপাদপদ্মের সমাধির নিকট আসুন। (এই কথা বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে লইয়া সেই সমাধির নিকট উপস্থিত হইয়া সমাধি বারত্রয় পরিক্রমা ও দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া আবেগভরে বলিতে লাগিলেন, এই সংসার থেকে উদ্ধারের আর অন্য উপায় নাই। শ্রীভগবান্ যাহা করেন, সকলই আমাদের মঙ্গলের জন্য। আমরা প্রত্যেক ঘটনায়, প্রত্যেক কার্য্যে যদি তাঁ'র দয়া লক্ষ্য করি, তা'হলে আমরা মুক্ত হ'তে পারি। আর যদি তাঁ'র কার্য্যে দোষ দর্শন করি, বা তৎকৃত কার্য্যে নিষ্ঠুরতা উপলব্ধি করি, তা' হলে অসুবিধা ও অমঙ্গল হ'বে।

যেহেতু আমি অন্যান্য কৃষ্ণেতর কার্য্যে আবদ্ধ হ'য়েছি, সেই জন্য অসুবিধা ঘটেছে। বাস্তবিক কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবাতে যদি রুচি দিন দিন বর্দ্ধিত হয়, তা' হ'লে মঙ্গল লাভ ক'রব। এইরকম কাজে যদি আমাদিগকে নিযুক্ত করেন, তিনি শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম; গুরুবর্গ সকলেই ব্যাসদেবের অনুগত ব্যক্তি। সুতরাং যা'তে আমার গুরুপাদপদ্মে অচলা ভক্তি থাকে, তন্নিমিত্ত আপনারা আমার গুরুবর্গ সকলেই আমার প্রতি কৃপা রাখ্বেন।

আজ আমার গুরুপাদপদ্মপূজার দিন। আমি একজন পাষণ্ড, কিন্তু আমাকে তিনি গ্রহণ ক'রেছিলেন। তাঁ'র প্রকটকালে আমি গুরুগিরি করি নাই বা কৌপীন লই নাই; কাচা-কোঁচাধারী ব্যক্তি ছিলাম। আমি শিষ্য করি না। আপনারা সকলেই আমার গুরুবর্গ, আপনাদের মত সকলকে আমি গুরু করেছি। আমার গুরুপাদপদ্মের একটা ঝাঁকি (jerk) পেয়ে একবৎসর আমি বাহ্যজগতের জ্ঞান হারিয়েছিলাম। তাঁ'র মত এত বড় বৈকুণ্ঠ দূত (Transcendental Agent) জগতে এসেছিলেন কি না জানি না। যাঁ'রা জগতে কাম ক্রোধ প্রভৃতি নিয়ে ব্যস্ত আছ, তাঁ'রা তাঁ'কে কি ক'রে জানতে পারবে?

'অনাসক্তস্য বিষয়ান্' 'প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা' শ্লোকগুলির সুষ্ঠু বিচার গ্রহণ করুন এবং মহাজনের 'জ্ঞান, কর্ম্ম ঠগ্ দুই, মোরে প্রতারিয়া লই', অবশেষে ফেলে সিন্ধুজলে" একথাটাও বিচার করুন। 'কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিজ্ জ্ঞানাবলম্বকাঃ। বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥" এবং "নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে। ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥" ভাগবতের এই শ্লোকটীও আপনাদের বিচার্য্য হ'ক।

কৃষ্ণনগর কলেজে বক্তৃতা

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দের অনুরোধে স্বীয় স্বভাব-সুলভ ওজস্বিনী ভাষায় গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার উক্ত কলেজে অপরাহ্ণ সাড়ে তিন ঘটিকা হইতে সাড়ে চার ঘটিকা পর্য্যন্ত এক ঘণ্টা কাল 'ধর্ম্ম কি চেতনময়?' সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। ইহার বিস্তৃত বিবরণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীব্যাসপূজার তার

কলিকাতা ১৫ই ফেব্রুয়ারী,

আজ শ্রীগৌড়ীয়মঠে আমাদের পরমারাধ্যতম আচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথি-পূজোৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হইতেছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য শ্রীমঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে অতি সুন্দরভাবে সুসজ্জিত করা হইয়াছে। প্রাতঃকাল হইতেই পূজা, আরাত্রিক, কীর্ত্তনাদি হইতেছে। আচার্য্যদেব তাঁহার শ্রীচরণসেবার এবং জগদ্বাসীকে ত্রিতাপ হইতে মুক্ত করিবার জন্য তাঁহার যে প্রচার, সেই প্রচারকার্য্য-সম্পাদনে বল প্রদান করুন। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের পক্ষ হইতে শ্রীমঠের সম্পাদক অপরাহ্ণে শ্রীধাম মায়াপুর চৈতন্য-মঠে উপস্থিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে ভক্ত্যর্ঘ্য প্রদান করিবেন।

—গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ

পাটনা ১৫ই ফেব্রুয়ারী

আমরা অদ্য মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথিতে শ্রীল প্রভুপাদের উনষষ্টিতম আবির্ভাব-বাসরে তাঁহার শ্রীচরণ কমলে আন্তরিক ভক্তিকুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

—শ্রীরূপপুরী

আগ্রা সিভিল লাইন্স, ১৫।২।৩৩

যিনি পতিত ও দাসিগণের উদ্ধারের নিমিত্ত অদ্যকার শুভ-তিথিতে পরম-শুভাবির্ভাব-লীলা আবিষ্কার করিয়াছেন, আগ্রা-প্রচারসঙ্ঘের সেবকগণ অমন্দোদয়-দয়ার আকর-স্বরূপ সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রার্থনা জানাইতেছেন। তাঁহার যে-সকল সেবক আত্ম ও পারক্য উভয়-বিচারেই তদীয় পাদপদ্ম হইতে বহুদূরে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদের উপর গুরুপাদপদ্মের কৃপাকণা ও নিত্যাশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক।

যাঁহার কৃপায় জগতে নিত্য শান্তি স্থাপিত হইতেছে এবং জগতের যে-সকল সমস্যায় মনীষিবৃন্দের মস্তিষ্ক বিচলিত হইতেছে, যাঁহার কৃপায় সেই সমস্ত সমস্যার সুসমাধান হইতেছে, সেই আচার্য্যপ্রবরের আবির্ভাব জগতের প্রতি ভগবানের একটী মহাদান। এই মহাপুরুষ সুদীর্ঘকাল প্রকট থাকিয়া পৃথিবীকে তাঁহার পাদপদ্মের সুশীতল ছায়ায় স্থান প্রদান করিবেন, এইরূপ সৌভাগ্য কি পৃথিবীর ঘটিবে?

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা নদীয়া প্রকাশ

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্য ভাগবত	৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র	৪৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত	২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড	১৷৴৹
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	
(৪র্থ সংস্করণ)	৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব	১৷৴৹
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য	১৷৴৹
৭। ভজনরহস্য	॥৹
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও	
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
ঐ (আবাঁধা)	৸৹
৯। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ)	
ঐ (বাঁধা)	২৲
ঐ (আবাঁধা)	১৸৹
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)	
ঐ (বাঁধা)	২৲
ঐ (আবাঁধা)	১৸
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব)	২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)	
১৪। প্রেমবিবর্ত্ত	২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸৹
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	॥৴৹
ঐ (বাঁধা)	৸৹
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন	৶৹
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	১৷৴৹
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	॥৹
ঐ (আবাঁধা)	১৷৴৹
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা	৸৹
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶৹
২৩। গীতমালা	৷১৹
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶৹
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶৹
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ)	৶৹
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।৹
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।৹
২৯। শরণাগতি	৴৹
৩০। গীতাবলী	৴৹
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ	১৷৷৹
৩২। সাধনকণ	৴৹
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴৹
৩৪। নবদ্বীপশতক	৴৹
৩৫। অর্থপঞ্চক	৴৹
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ	৴৹
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)	৷১৹
৩৮। অর্চনকণ	৴১৹
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)	॥৹
ঐ (আবাঁধা)	৷৴৹
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা	॥৹
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
ঐ (আবাঁধা)	৸৹
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ	।৹
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸৹
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয়	।৹
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।৹
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
ঐ (আবাঁধা)	১৸৹
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ?	৴৹
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)	।৹
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর	৶৹
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ	৶৹
৫২। সাধ্যবাণী	৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ	॥৹
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্	।৹
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্	।৹
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্	৶৹
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	৴৹
৫৮। সারাংশবর্ণনম্	৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ	॥৹
৬০। নামভজন	।৹
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্‌স্	১৷৴৹
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।৹
৬৩। বৈষ্ণবীজম্	।৹
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং	৴৹
৬৫। দি ভাগবত	।৹
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন	।৹
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা	২৷৷৹
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি	॥৹
৭০। সাধন পথ	।৹
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু	৷১৹
৭২। গীতাবলী	৴৹
৭৩। শরণাগতি	৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি	৴৹

প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধিপাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী নদীয়া
৯। বালগোপাল পাট কাটালপুলি, চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটী, (বৰ্দ্ধমান)
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বৰ্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাযোড়া, পাঞ্চরা বৰ্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু হাওড়া
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড; ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চকশিমলা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ বড়বাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সগড়ার, পুরী,
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ চুমুরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ আগস্তকুণ্ড, কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

নাম	বৰ্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম-মায়াপুর
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীধাম-মায়াপুর
৪। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	মেদিনীপুর
৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	ঢাকা
৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	পুরী

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া).

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম্ম

ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিয়ে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতী

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খান /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩ নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ৷৷০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টরী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জন্ম ও মৃত্যু সংবাদের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৷৵০ আনা।

মিটিংএর নোটীশ বহি—১ খানা ৷৷০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ৷৷০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ৷০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ৷০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ৷৷০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

[illegible]

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, পাইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিপ্রস্তুতকারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে. বি. দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭-৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-১৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৮, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫-৩১	৯-৫	১২-১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩১	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১১	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মন্দির প্রবেশ বিল

শ্রীযুক্ত গয়াপ্রসাদ সিং যে মন্দির প্রবেশ বিল উত্থাপন করিবেন, তাহা যাহাতে শীঘ্র পাশ হইতে পারে, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট বিলটী কিছু আগে উত্থাপন করিতে দিবেন কিনা, তাহা গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করেন। গবর্ণমেণ্ট নাকি উত্তর দিয়াছেন, তাঁহারা কোনও বিল সম্পর্কে কোনও বিশেষ সুবিধা দিতে সম্মত নহেন।

অস্পৃশ্যদিগের কর্ত্তব্য

জাতীয়তাবাদী হরিজন লীগের বিশিষ্ট কর্ম্মী মিঃ বি, জি, খেরকর নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন:—

হরিজনদিগের কর্ত্তব্য সুনির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী এবং মিঃ এম রঙ্গ আয়ারের প্রস্তাবিত বিলকে সমর্থন করিবার জন্য তাহাদেরই সর্ব্বাপেক্ষা অবহিত হওয়া উচিত।

ব্যাঙ্কের দুরবস্থা

মিশিগান প্রদেশের গবর্ণর আজ্ঞা দিয়াছেন যে, যেহেতু ব্যাঙ্ক কারবার অতিরিক্ত কমিয়া গিয়াছে, অতএব আট দিনের জন্য সমস্ত ব্যাঙ্কের সমস্ত কার্য্য বন্ধ থাকিবে। ইউনিয়ন গার্ডিয়ান ট্রাষ্ট কোম্পানীর কারবার বন্ধ হওয়ায় এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে।

ক্লিয়ারিং হাউস এসোসিয়েশন গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ডিপোজিটরদিগকে শতকরা পাঁচটাকার বেশী তুলিতে দেয় নাই। ব্যাঙ্কওয়ালা ডিপোজিটরদের দৈনিক অভাব পূরণের উপায় অনুসন্ধান করিতেছে এবং দোকানদারেরা টাকার বদলে হাতচিঠিতে জিনিষ দিতেছে।

সাম্রাজ্যের অর্থসমস্যা

বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে কিরূপে অর্থসম্বন্ধীয় সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে, সে সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্য ইম্পীরিয়াল কমিটী অব একনমিকেল কনসালটেশন নামক একটী সভা আছে। তাহার সভাপতি লণ্ডনের কানাডা হাউসে একটী অধিবেশন করিয়া স্থির করেন যে, সাম্রাজ্যের বিভিন্ন গবর্ণমেণ্টসমূহের মধ্যে আর্থিক বিষয়ে পরামর্শ এবং সহযোগিতার জন্য উপায় উদ্ভাবিত করিতে হইবে। অটোয়া চুক্তির সময়ে এই বিষয়ে গবেষণা হয় এবং সেই গবেষণা শেষ না হওয়ায় তাহার ভার এই সভার উপর পড়ে।

কত টাকা নষ্ট

শ্রমিক সদস্য পার্লামেণ্টে টমাস সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন, যে, আয়র্লণ্ডের সহিত বিবাদের ফলে কত টাকার শুল্ক নষ্ট হইয়াছে। টমাস সাহেব বলেন যে, ইংরাজ তাহার প্রাপ্য ভুলিবে না এবং কোন দেনা অস্বীকার করিবে না।

ইঙ্গ আমেরিকান কর্জ্জ

ইংলণ্ড যুদ্ধের সময় আমেরিকার নিকট যে টাকা কর্জ্জ করে, তাহার সম্বন্ধে শেষ কথা কহিবার জন্য সার রোনাল্ড লিণ্ডসে আমেরিকা যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহাকে এসম্বন্ধে মীমাংসা করিবার জন্য পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। তিনি মন্ত্রিমণ্ডলীর নিকট সমস্ত আবশ্যক উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদিগের নিকট কোন কথা প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক।

দক্ষিণ আফ্রিকার দলাদলি

দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণতন্ত্রে গোলমাল চলিতেছে। হার্টজগ অধুনা প্রধান মন্ত্রী এবং জাতীয় দলের নেতা; স্মাটস্ দক্ষিণ আফ্রিকাদলের নেতা। তাঁহারা একমত হইতে পারেন নাই। জেনারেল হার্টজগ তাঁহার প্রোগ্রামকে তাহার সহিত মিলিত হইয়া সাধারণ শাসনতন্ত্র ও দলের জন্য পত্র দিয়াছেন। স্মাটস্‌ও এই বিষয়ে হার্টজগের সহিত পরামর্শ করিতে সম্মতিদান করিয়াছেন।

আমেরিকার মনোভাব

মাঞ্চুরিয়া সম্বন্ধে আমেরিকার অভিমত দৃঢ় সুনির্দ্দিষ্ট হইতেছে এবং আমেরিকা রাষ্ট্রসঙ্ঘের সহিত সহযোগিতার জন্য ঝুঁকিতেছেন। প্রকাশ, "উনবিংশতি সদস্যের কমিটির" রিপোর্টে রাষ্ট্রসঙ্ঘের যে নীতি সূচিত হইয়াছে, মিঃ রুজভেল্ট তাহা অনুমোদন করেন।

মন্দির প্রবেশ বিল

ডাঃ আম্বেদকরের বক্তৃতার ফলে যাহাতে মন্দির প্রবেশ বিলটী শীঘ্র ব্যবস্থাপক সভায় উঠিতে পারে তাহার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা চলিতেছে। এমন কি যাহাতে অনেকে নিজ নিজ প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়া এই বিল সুমীমাংসিত হইবার সুবিধা দান করেন, সে চেষ্টাও চলিতেছে।

আসামে দলবদ্ধ ডাকাতি

ডিগবয়ে জোয়ালা দত্ত মোহন লালের গোলায় ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতগণ সংখ্যায় মোট ৬জন ছিল এবং তাহাদের সঙ্গে দুইটি বন্দুক ছিল। প্রকাশ দোকান লুঠ করিয়া দস্যুদলগণ নগদ ও অলঙ্কারে প্রায় ৮ হাজার টাকা লইয়া গিয়াছে। কিন্তু থানার লোক আসার পূর্ব্বেই ডাকাতগণ পলায়ন করে। বন্দুকের গুলীতে গোলার দুইজন লোক আহত হইয়াছে।

যুদ্ধঋণ

চীনের সংবাদপত্রওয়ালারা চীন গবর্ণমেণ্টকে যুদ্ধের জন্য ঋণ গ্রহণ করিতে বলিতেছেন। চীনের অর্থসচিব দুই কোটি ডলার ঋণ গ্রহণের চেষ্টা করিতেছেন। পিকিন ও টিয়েনসিনের ব্যাঙ্কওয়ালারা পঞ্চাশ লক্ষ ডলার দিতে প্রস্তুত আছেন।

নূতন কমিটি

চীন জাপান বিবাদের মীমাংসার জন্য আর একটী নূতন কমিটী গঠিত হইবে। তাহাতে এই দুইটী বিষয় মীমাংসিত হইবে।

(১) মাঞ্চুরিয়ায় চীনের অধীন শাসনতন্ত্র স্থাপন (২) জাপানের মাঞ্চুরিয়া হইতে সেনা অপসারণ।

আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখ জাতিসঙ্ঘের সভার অধিবেশন হইবে এবং আশা করা যায় যে ২৪শে ফেব্রুয়ারী শেষ মীমাংসা হইবে।

ব্যবস্থাপক সভায় পটকা

গত ২৬শে জানুয়ারী তারিখ মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভায় জলন্ত পটকা নিক্ষেপ করায় অনধিকার প্রবেশের অভিযোগে অভিযুক্তদের বিচার তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হইয়া গিয়াছে। উহাদের প্রত্যেকের প্রতি তিনমাস করিয়া কারাদণ্ড ও ১০০৲ টাকা করিয়া অর্থ ও অনাদায়ে আরও ২০ দিন করিয়া কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। ইউনিয়ন জ্যাক পোড়াইবার এবং হাইকোর্টে অনধিকার প্রবেশের অভিযোগে অপর একজন তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। আরও ২জন স্বেচ্ছাসেবক কংগ্রেস ইস্তাহার বিলি করায় প্রেস আইনের ১৮(১) ধারার অভিযোগে তিন মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

বদনগঞ্জে গুলীর জের

আরামবাগের অন্তর্গত বদনগঞ্জে স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠান করা সম্পর্কে পুলিশ জনতার উপর গুলী চালনা করায় পুলিশ কর্ম্মচারিগণকে মারপিট করিবার জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭ ও ৩৫৩ ধারা অনুযায়ী এপর্য্যন্ত প্রায় ৫০ জন ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইয়াছে। ধৃত ব্যক্তিগণকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

বিগত স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে লোকে বদনগঞ্জ থানায় কংগ্রেসের পতাকা উত্তোলন করিতে চেষ্টা করে। প্রকাশ যে, পুলিশ হাতে বাধা প্রদান করিলে জনতা ক্ষিপ্ত হইয়া পুলিশের উপর ইটপাটকেল ছোড়ে। অতঃপর পুলিশ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিবার জন্য গুলী চালনা করার ফলে ৪জন আহত হয়। তাহাদিগকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। কয়েকজন পুলিশও আঘাত প্রাপ্ত হয়।

বিভিন্ন জেলা হইতে গ্রেপ্তার

কলিকাতায় ১১নং শীতলা লেন ও ৩৫নং শিবঠাকুর লেনে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ প্রাপ্তি সম্পর্কে প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, অমরনাথ চৌধুরী ও আশুতোষ কর্ম্মকারকে যথাক্রমে রাঁচী, পুরুলিয়া ও রাজসাহী হইতে গ্রেপ্তার করা হয়। বৃহস্পতিবার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে উপস্থিত করা হয়।

গত বৃহস্পতিবার কেশবচন্দ্র সেনগুপ্ত ও নিশীথ ঘোষ, কলিকাতাতে গ্রেপ্তার হয়। তাহাদিগকেও চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট এজলাসে উপস্থিত করা হয়। আসামীগণের প্রত্যেকের প্রতি আগামী ২৩শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত পুলিশ হাজতে রাখিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

ভূপেন দত্ত, সুধীর ভট্টাচার্য্য, রাধাশ্যাম ও অবনী ভট্টাচার্য্যও এতদসম্পর্কে গ্রেপ্তার হয়। তাহাদের প্রতি আগামী ২রা মার্চ্চ পর্য্যন্ত হাজত বাসের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

অনশন ধর্ম্মঘট ৭০ দিন

গত ১৯১৪ সালের ষড়যন্ত্র মামলার কয়েদী বাবা চুড়া সিং ও বাবা আনন্দ সিং গত ৭০ দিন যাবৎ মুলতান সেণ্ট্রাল জেলে অনশন ধর্ম্মঘট করিয়াছেন।

সিংহলের ব্যবসায়

সিংহলে গত মাসের ব্যবসায় ৩ বৎসর পূর্ব্বে ঐ মাসের ব্যবসায়ের অর্দ্ধেক দাঁড়াইয়াছে।

ডেলি — শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈ . নি . ক

Reg No C 1544.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির ভাব স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা /৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড | সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি | ২৯৩তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৯ই ফাল্গুন মঙ্গলবার ১৩৩৯, ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩

গান্ধীজীর মুক্তির প্রার্থনা

শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী ও শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র

বিলাতে ভারতীয় ছাত্র

বরিশালে একশত বাড়ীতে খানাতল্লাস

প্রফুল্ল সেনের কারামুক্তি

গোঁড়াদলের বিরুদ্ধে প্রস্তাব

কলিকাতায় খানাতল্লাস

নানা কথা

স্থানীয় সংবাদ

গত ১৮ই এবং ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে নদীয়া জেলার নবদ্বীপ কৃষ্ণনগর প্রভৃতি অঞ্চলে ভীষণ ঝড়বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিনের ঝড়বৃষ্টিতে কৃষ্ণনগরের জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদিগের বাটীর বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। পুলিশ সাহেবের বাটীর একটী বারাণ্ডা এবং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাড়ীর বারাণ্ডা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। রাস্তার উপর বড় বড় গাছ ভাঙ্গিয়া এবং উপড়াইয়া পড়ায় গাড়ী চলাচল বন্ধ থাকে। শুনা যায় যে, রেলের উপর গাছ পড়িয়া রাস্তা বন্ধ হইয়া যায়। গাছ কাটিয়া গাড়ী চলাচল পুনরায় আরম্ভ করা হয়। প্রথম দিন কৃষ্ণনগরে দেড় ইঞ্চ বৃষ্টি হয়। ব্যারামিটারে এরূপ ভীষণ ঝড়ের পূর্ব্বাভাস কিছুই পাওয়া যায় নাই।

গান্ধীজীর মুক্তির প্রার্থনা

রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য ডাঃ মামুদ সুরাবর্দ্দী এইরূপ এক প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন :—

গান্ধীজী, মৌলানা কেফায়েতুল্লা, খান আবদুল গফুর খানকে এবং অহিংসা আন্দোলনের অন্যান্য বন্দীগণ,* যাঁহারা ভারতে বৈপ্লবিক আন্দোলন সম্পর্কে দণ্ডিত হন নাই তাঁহাদিগকে মুক্তি দিবার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য এই পরিষদ সপরিষদ বড়লাটের নিকট অনুরোধ জানাইতেছেন।"

বিলাতে ভারতীয় ছাত্র

ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে ভারতীয় ছাত্রগণ যে সব অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন ইংলণ্ড ও ওয়েলস এর ছাত্রদের জাতীয় সমিতি কর্ত্তৃক আহূত এক সভায় তাহার আলোচনা হইয়াছে। এতদুদ্দেশ্যে এই প্রথম ভারতীয় ছাত্রদের প্রতিনিধিগণ জাতীয় ছাত্র সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন।

ক্রীড়া কৌতুকে যদিও সাধারণতঃ কোনও বর্ণ সমস্যা নাই তথাপি উচ্চতর খেলোয়ার দলে যোগদান করার কালে বে-সরকারী-ভাবে তাহাদিগকে কিয়ৎ পরিমাণে নিরুৎসাহিত করা হয়। ইহার প্রতিকারের জন্য কয়েকটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

সভা স্বীকার করিয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক জীবনে বর্ণবিদ্বেষ একটী নিষেধাত্মক মনোভাব এবং কৃষ্ণকায় ছাত্রদের প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে হইবে।

সভায় ব্যবহারিক শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবাস ও অফিসারস্ ট্রেনিং কোর সম্বন্ধে সুবিধা প্রদানের কথা আলোচিত হইয়াছে।

বরিশালে একশত বাড়ীতে খানাতল্লাস

১৬ই ফেব্রুয়ারী ভোর বেলা শঙ্কর মঠ এবং ভূতপূর্ব্ব এম-এল-এ, শ্রীযুত সরলকুমার দত্ত, জানকীনাথ সেন, বঙ্কিমচন্দ্র সেন, ও আনন্দ মোহন রায় এম-এস সভাপতির বাড়ীসহ অনুমান একশত বাড়ীতে খানাতল্লাসী হইয়া গিয়াছে। অস্ত্রশস্ত্র ও গুলী-বারুদের সন্ধানে ঐ সব স্থানে খানাতল্লাসী হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ, আর ও প্রকাশ যে, তল্লাসীর সময় সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই। এরূপ প্রকাশ যে, তল্লাসীর সময় কালীবাড়ী রোড, বাণ্ডরা রোড ও মল্লিক রোডে মোতায়েন কনেষ্টেবলগণ সমস্ত পথচারী ও যুবক দিগকে অনুসরণ করিয়া তাহাদিগকে থানায় লইয়া যায় কিন্তু পরে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

গোঁড়াদলের বিরুদ্ধে প্রস্তাব

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পেজক্রফট ভারতবর্ষের শাসনসংস্কারের বিরোধ করিয়া যে প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন বলিয়া নোটিশ দিয়াছেন, মিঃ হজ ল্যানসবেরী সেই প্রস্তাবের উপর একটি সংশোধিত প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন।

শ্রী নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৯ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার ১৩৩৯

যশোহর জেলার একটী গ্রামের বহু লোক সমবেত হইয়া এক সভায় স্থির করে যে স্থানীয় বিল খাল প্রভৃতি তাহারা স্বহস্তে কোদাল দিয়া খনন ও পরিষ্কার করিয়া পতিত জমী আবাদী জমিতে পরিণত করিয়া দেশের উন্নতি-সাধন করিবে। এই সমবেত চেষ্টা ও স্বাবলম্বন সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। নদীয়ায় একটী গ্রামে এইরূপ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে গ্রামেরই একজন লোক দণ্ডায়মান হয় এবং সেইজন্য আদালতের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। এরূপ বাধা বিপত্তি সৎকর্ম্মমাত্রেই আছে; তৎসত্ত্বেও উৎসাহী যুবকগণ যেন পিছাইয়া না পড়েন। বর্ত্তমান প্রস্তাবের বিশেষত্ব এই যে, সকল সম্প্রদায়ের সকল বয়সের এবং সকল অবস্থার লোকই ইহাতে সম্মতি দিয়াছেন। উত্তেজনাময়ী স্বদেশী বক্তৃতা অপেক্ষা এইরূপ কার্য্যে লাগিয়া পড়া ভাল।

শ্রীযুক্ত রাজা গোপালাচারি যদি ভারত সচিব সম্বন্ধে দুইটী চড়া কথা বলেন, তাহা হইলে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। কিন্তু 'এক কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে?' স্যার তেজ বাহাদুরের মুখেও ঐ এক কথা! এতে স্বাব, তাহার উপর তিনি দূতীর ব্যঙ্গ করিয়া নীলকণ্ঠ যাত্রাওয়ালাকে হার মানাইয়াছেন। তিনি নাকি আজ বলেন যে, স্যার স্যামুয়েল গোলটেবিল বৈঠকে এক কথা বলিয়াছেন, এখন তাহার বিপরীত কথা বলিতেছেন। যাহা আশা করিতে পারা যায় না, এমন কথাও স্যার তেজ বাহাদুর আজ বলেন—গবর্ণমেণ্ট বিনা বিচারে গান্ধীজীকে কতকাল আবদ্ধ রাখিবে? ভারত, ইংলণ্ড এবং অন্যান্য দেশের জনসাধারণের মতকে অগ্রাহ্য করিতে পারেন? যদি গান্ধীজীকে মুক্তি দেওয়া হয়, তাহা হইলে ভারতের সকল শ্রেণীর লোকই গবর্ণমেণ্টকে সমর্থন করিবে; তাহা না করাই মতলব। ভারত সচিবের দিল্লীস্থ আম মোক্তারেরা তাহার পথ বন্ধ করিতেছেন। তিনি আরও বলেন যে, এরূপ করিয়া সাধারণের মত গবর্ণমেণ্টের সপক্ষে লইয়া যাইতে পারা যাইবে না। যাঁহারা কংগ্রেস সম্পর্কিত নহেন, এমন সমস্ত শ্রেণীর লোকেরও গবর্ণমেণ্টের মত বদলানর চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

লাহোরে একটী চর্ম্মকার সভার প্রীতি সম্মেলনে স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী এবং শতাধিক বর্ণ-হিন্দু যোগদান করেন। চর্ম্মকারেরা সুসজ্জিত হইয়া আসিয়াছিল এবং সভাস্থল সুসজ্জিত করা হয়।

চর্ম্মকারদিগের পক্ষ হইতে অভ্যাগতদিগকে অভিনন্দিত করা হয়। তাহারা বলে যে, ঐ দিন তাহাদের পক্ষে গৌরবের দিন। এতকাল তাহাদিগকে বর্ণ হিন্দুরা ঘৃণার চক্ষে দেখিত; বর্ত্তমানে উচ্চ বর্ণের সহিত তাহাদিগকে খাইতে বসিতে দেওয়া হইতেছে। মন্ত্রী মহাশয় বলেন যে, তাহাদিগকে ঘৃণা করার জন্য উন্নত শ্রেণীর হিন্দুদের অনুশোচনা আসিয়াছে। শীঘ্রই অস্পৃশ্যতা দূর হইবে। সকলেই অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন সমর্থন করিতেছেন। এবিষয়ে এত লোক এত মত প্রকাশ করিতেছেন যে, আমরা কোন মত প্রকাশ করার আবশ্যকতা বোধ করি না। বরং মত প্রকাশের রকমারি কমাই যুক্তিযুক্ত।

আচার্য্যচরণে কুসুমাঞ্জলি

(১)

বসন্ত আবার আসিল ফিরিয়া
বহিয়া কুসুম ভার;
কুহু কুহু তানে কোকিল গাহিল
আবাহন গীতি তা'র।
সৌরভে জগৎ মাতিয়া উঠিল,
দিক-বধূ সব সাজিয়া দাঁড়া'ল,
মৃদু মলয় চুপি চুপি ক'ল
ধরণীকে সমাচার,—
(ওগো) গোবিন্দ-পঞ্চমী আসিয়াছে আজি
ফুল-সাজে সাজাবার।

(২)

বাসন্তী সুষমা মাখিয়া দাঁড়াল,
প্রকৃতি সবার মাঝে,
ধরণী হাসিয়া সাজাল তাহারে
নবীন কুসুম সাজে।
আবাহন-গীতি গাহিল পাপিয়া,
পঞ্চম তানে মুখর করিয়া;
নীলিমা মাখিয়া চন্দ্রাতপ-রূপে,
ঊর্দ্ধে আকাশ রাজে!
ধন্য আমরা, হে মহা-পঞ্চমী,
তব দান ধনে পূজে'।

(৩)

পুলকে জাগিল সুজলা সুফলা
বঙ্গ মাতার পরশে;
আকাশে মলিন জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী
ধরার সম্পদ্ বিকাশে।
কাঁস, ঘণ্টা, শিঙ্গা, বিষাণ বাজিল,
দ্যুলোক ভূলোক মাতিয়া উঠিল,
দেববালা যত পুষ্প বরষিল,
বিচিত্র লীলায় হরষে,
ধন্য হইল, ওগো তিথিরাজ
হেন আরাধ্য বস্তু প্রকাশে।

(৪)

দেব!
সৃষ্টির প্রথম সোপান হইতে
গন্ধে বরণে গানে,
প্রকৃতি সে কথা গোপনে কহিল
পৃথিবীর কানে কানে।
স্থলে জলে আর গগনে গগনে
যে বাণী বাজিল মধুর লগনে
চন্দ্র, সূর্য্য, তারা যে বাণী কহিল
প্রকাশি' আপন মনে;
কেহ শুনিল না, কেহ বুঝিল না,
বাজিল না কারো প্রাণে।

(৫)

শব্দ শাস্ত্র তাহা রাখিল ঢাকিয়া
ছন্দের ঝঙ্কার তুলে',
অজ্ঞ লোক কত কদর্থ করিল
পড়ি' মায়া-মোহ-জালে।
ভাগবতে যাহা প্রচ্ছন্ন আছিল,
তব কৃপা গুণে প্রকাশ হ'ল,
নূতন আলোকে ফুটিয়া উঠিল,
ঘন-ঘনাবলী ঠেলে'।
জানালে সকলে শুনে নাই যাহা
কিরূপে কোন কালে।

(৬)

দেবতা তোমার অমৃত বাণী
ভুবনে ছড়িয়া গেল,
নব রবি এসে তমসা ভেদিয়া
গগনে হরিষে এল।
জ্ঞান, যোগ, কর্ম্ম তপস্যাদি আর,
দূরে সবে গেল প্রতাপে তোমার,
নগরে নগরে ফুটিয়া উঠিল
তোমার প্রেমের আলো;
সুদীর্ঘ রজনী অবসান হ'ল
নব প্রাণ জীবে পেল।

(৭)

মহাবদান্য তুমি প্রভুবর
জগতের দুঃখে দুঃখী,
তাপিতে জানালে অভয় বাণী
প্রদর্শনী খুলি' রাখি'।
দেশে দেশে করি, শ্রীমঠ স্থাপন,
সৎশিক্ষা জীবে করিলে জ্ঞাপন,
অজ্ঞান তিমির হ'ল বিদূরিত,
খুলিল জ্ঞানের আঁখি!
ধন্য হইল জগজন তব
পাদরেণু গায় মাখি'।

(৮)

তাই তব পূজা ঘরে ঘরে আজি
অভিমন্ত্র জ্ঞানেশ্বর!
তব পুণ্যজ্ঞানে উদ্ভাসিত যারা,
জাগিল অজ্ঞান নর!
দেশ-দেশান্তরে তব মহাবাণী,
প্রাণ-বস্তু-রূপে ভ্রমিতেছে শুনি'
কুসিদ্ধান্ত যত পলাইল ত্রাসে,
বক্ষে বিঁধিল শর!
মহাভাগবত শিখাইলে জীবে
যাচি প্রতি ঘর ঘর।

(৯)

অতি মূঢ়মতি দীন হীন দেখি'
অমিয় করুণাধারা
ঢালিলে দেবতা সবস্বরূপে
হইয়ে আপনা হারা।
প্রতিষ্ঠান মাঝে কৃপা করি' স্থান-
জাতি-নির্ব্বিশেষে করিলে প্রদান,
পরবিদ্যালাভে সুবিধা প্রদানি'
দ্বারে দ্বারে দিলে সাড়া!
জয় জয় রব উঠিল চৌদিকে
ছন্দে ছন্দে গেল ধরা!

(১০)

অভিমন্ত্র প্রভো দানের ঠাকুর
আজি এ পুণ্য দিনে,
কি দিয়ে পূজিব রাজীব-চরণ
মানস-কুসুম বিনে।
হৃদয় নৈবেদ্য প্রেম-পুষ্প-মালা,
ভক্তি-চন্দন শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য ডালা,
সযতনে দেব আনিয়াছি আজ,
অতীব আকুল প্রাণে
বাসনা মানসে যুগল চরণ
পূজিব আপন মনে।

(১১)

তুমি না জানালে প্রভো,
মায়ামুগ্ধ জীব কভু,
পারে কি বুঝিতে পূর্ণ
স্বরূপ তোমার?
মোরা অতি অভাজন'
তবতত্ত্ব নিরূপণ,
করিবার সাধ্য কিগো আর।
নমো নমো নমঃ,
চরণে এখন
দীনজন-দেবতার॥

ভবদীয় শ্রীচরণ-কৃপাকণাভিক্ষু
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের
ছাত্রবৃন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

দীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পার

দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, { ১১ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৬, ৯ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২১শে ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৩, মঙ্গলবার { ২০৩তম সংখ্যা।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে ব্যাসপূজা

কলিকাতা ১৭ই ফেব্রুয়ারী

গত পরশ্ব এখানে শ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব বিশেষ সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তনের পর আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্নপ্রভুর নির্দ্দেশ-মতে শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কারপ্রভু প্রভাতী সুরে গুরুবন্দনা ও 'জয়রে জয়রে জয়, পরমহংস মহাশয়' গীতিটী গান করেন; অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠমুখে শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রকট-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। পাঠের পর মহারাজ স্বয়ং শ্রীগুরুমাহাত্ম্য ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীশ্রীসারস্বত নাট্যমন্দিরে শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য-বিগ্রহ সুসজ্জিত সিংহাসনোপরি স্থাপন করিয়া পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা অতি সুন্দররূপে বিভূষিত করা হয়। ৯টা হইতে পুনরায় গুরু-স্তোত্র, গুরুবন্দনা-কীর্ত্তনান্তে গুরুপারম্পর্য্য (সংস্কৃত ও শ্রীপ্রভুপাদকৃত বঙ্গানুবাদ) কীর্ত্তন করা হইলে সর্ব্বপ্রথম শ্রীল সাগর মহারাজ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন, তৎপরে মঠের অন্যান্য সেবকবৃন্দ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের সৌভাগ্য বরণ করেন।

অঞ্জলি প্রদানের পর পুনরায় কীর্ত্তন আরম্ভ হয়—"শ্রীগুরুচরণপদ্ম কেবল ভকতি সদ্ম, বন্দোঁ মুঞি সাবধান মতে"—শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের এই পদাবলী কীর্ত্তন করা হয়; অনন্তর মহামন্ত্র কীর্ত্তন ও ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনাদি যথাবিধি অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নারাত্রিক কীর্ত্তনের পর নাট্য-মন্দিরে একটী বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। মহাজন পদাবলী কীর্ত্তনের পর আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু, শ্রীশ্রী ব্যাসপূজার তত্ত্ব-মাহাত্ম্য, প্রভুপাদের ও তাঁহার নিজজনের আবির্ভাব তিরোভাব লীলার তাৎপর্য্য, "উৎকলে পুরুষোত্তমাৎ" বাক্যের সার্থকতা করিয়া নীলাচলে সিন্ধুতটে আচার্য্য প্রকটলীলা, আচার্য্যের জগদ্গুরুত্ব, গুরুতত্ত্ব, সদ্গুরু ও অসদ্গুরুর পার্থক্য, গুরুপূজার নিত্য আবশ্যকতা, শ্রীগুরুদেবের প্রচার-বৈশিষ্ট্য, সদ্গ্রন্থ প্রচার, সাময়িক পত্র (মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক,) ইংরাজী, বাংলা, উড়িয়া, হিন্দী, আসামী প্রভৃতি ভাষায় প্রচার, লুপ্ততীর্থোদ্ধার লীলা, স্থানে স্থানে মঠমন্দির স্থাপন দ্বারা কীর্ত্তন শ্রবণের সুযোগ প্রদান, শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ স্থাপন, নির্জ্জন-দ্বারা সমগ্র শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর আচার মুখে প্রচার ব্যবস্থা, 'প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি-বস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে' এবং 'অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥'—এই শ্রীরূপপাদোক্ত শ্লোকদ্বয়ের যথার্থ তাৎপর্য্য নিজ আদর্শ দ্বারা প্রচার, সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী উদ্ঘাটন, শ্রীগৌড়মণ্ডল ব্রজমণ্ডল ও শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা-প্রবর্ত্তন দ্বারা জীব সকলকে গৃহমেধীর ধর্ম্ম হইতে উদ্ধার চেষ্টা, প্রভুপাদের অমন্দোদয়-দয়ার স্বরূপ বিচার প্রভৃতি গুরুপাদপদ্ম মাহাত্ম্য অতি সুন্দরভাবে কীর্ত্তন করেন।

———

অতঃপর সচ্চিদানন্দদাস ভক্তিশাস্ত্রী এম. এ. মহোদয় আবেগভরে নিজ দৈন্য-জ্ঞাপনমুখে শ্রীগুরুদেবের কৃপার বৈশিষ্ট্য [illegible] লীলা, শ্রীল রূপ রঘুনাথ অনুষ্ঠান নিত্যসিদ্ধ মহাজনাচরিত বৈরাগ্যের সহিত প্রভুপাদের বৈরাগ্যের সাম্য বিচার, মায়াবাদ কুসিদ্ধান্ত নিরাসপূর্ব্বক শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্ত স্থাপন, মায়াতে শ্রীধরস্বামি-পাদকে মায়াবাদি-জ্ঞানে যে অপরাধের চেষ্টা হইয়াছিল, তাহার প্রবল প্রতিবাদ-দ্বারা 'স্বামীকে যে না মানে, তারে বেশ্যা-মধ্যে গণি' এই মহাপ্রভুর বিচার স্থাপন, গৌরাঙ্গনাগরীবাদ নিরসন, শ্রীবিদ্যাভূষণ প্রভুর সেবাগ্রহে তাঁহার স্নেহে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠা ও জগতে নানা, আচার ও প্রচার কার্য্যের সমন্বয়, অহৈতুকী কৃপার পরিচয়, গুরুপাদপদ্মকে কোন একটী সংজ্ঞার (Definition এর) মধ্যে আনিলে তাঁহার মাহাত্ম্যকে সীমাবিশিষ্ট করা হয়, স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার প্রেমের গুণের অন্ত পান না, প্রেমের প্রণয়মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য ভক্তভাব অঙ্গীকার করেন। শ্রীগুরুদেব একাধারে শ্রোত্রিয় ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত, 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' তাঁহার মূলকথা, অসদ্গুরুকে গুরুবুদ্ধি ও গুরুদেবে মর্ত্ত্য বুদ্ধিরূপ অপরাধের গুরুত্ব বিচার, ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস প্রবর্ত্তন, ত্রিদণ্ড-তাৎপর্য্য, সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য, দৈববর্ণাশ্রম-বিচার সংস্থাপন, মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, নামব্রহ্ম, বৈষ্ণবমাহাত্ম্য প্রচার, ত্রয়োদশ অপসম্প্র-দায়ের অপচেষ্টা নিরসন প্রভৃতি অনেক সারগর্ভ কথা কীর্ত্তন করিয়া সদৈন্যে শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা প্রার্থনা করেন।

অতঃপর শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার প্রভু শ্রীগুরুপাদপদ্ম বন্দনা পূর্ব্বক শ্রীনিতাইর ব্যাসপূজা-রহস্য সম্বন্ধে কীর্ত্তনমুখে বলেন,—শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তনই শ্রীব্যাসগুরুর পূজা, তদনুগত্যে বাণী-প্রচারই গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় ব্যাসপূজা, ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীকে উল্লঙ্ঘন করিয়া কোন অভিজ্ঞতার দ্বারা ব্যাসপূজা হয় না, পূজকের পূজারম্ভের পূর্ব্বে ভূতশুদ্ধি বিচার আছে, শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদনেই সেই ভূত-শুদ্ধি সম্পন্ন হয়; আত্মদানই শ্রীব্যাসপূজার মূল উপাদান, তাহা যতক্ষণ সংগ্রহ করিতে না পারে ততক্ষণ আমার পূজা লোক-দেখান' মাত্র হইবে। গুরুদেব পূর্ণ বস্তু, তিনি চান আমার পূর্ণস্বরূপকে তৎপাদপদ্মে আকৃষ্ট হইতে, বলি মহারাজ যতক্ষণ আত্ম-দান করেন নাই, ভগবান্ তাঁহার দানে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, আত্মদানই অর্থাৎ শরণাপত্তিই ভক্তিবীজ শক্তি। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জনের আত্মদান প্রসঙ্গ এবং তাঁহার ব্যাসপূজার অঞ্জলি কি প্রকারে সিদ্ধ হইয়াছে, তিনি কি প্রকারে শ্রীগুরু-দেবের কৃপাশীর্ব্বাদ লাভে ধন্য হইয়াছেন,

(অতঃপরাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা নদীয়া প্রকাশ

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১।	ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত	৫৲
২।	শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র	৲
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত	২৮৲
	একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড	।৶৹
৩।	ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲
৪।	ভক্তিবিবেকস্মুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১৲
৫।	গৌড়ীয়-গৌরব	।৶৹
৬।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	।৶৹
৭।	ভজনরহস্য	॥৹
৮।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸৹
৯।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	
	ঐ (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸৹
১০।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)	
	ঐ (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸৹
১১।	গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥৹
১২।	যুক্তিমল্লিকা গুণগৌরবঃ সানুবাদ (মাধ্ব)	২৲
১৩।	বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)	॥৹
১৪।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১৫।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸৹
১৬।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১৭।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	॥৶৹
	ঐ (বাঁধা)	৸৹
১৮।	দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৵৹
১৯।	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	।৶৹
২০।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	॥৹
	ঐ (আবাঁধা)	।৶৹
২১।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸৹
২২।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৵৹
২৩।	গীতমালা	৴১৹
২৪।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶৹
২৫।	ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶৹
২৬।	নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ)	৵৹
২৭।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।৹
২৮।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।৹
২৯।	শরণাগতি	৴৹
৩০।	গীতাবলী	৴৹
৩১।	চিত্রে নবদ্বীপ	১॥৹
৩২।	সাধনকণা	৴৹
৩৩।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴৹
৩৪।	নবদ্বীপশতক	৴৹
৩৫।	অর্থপঞ্চক	৴৹
৩৬।	সদাচারস্মৃতিঃ	৴৹
৩৭।	কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)	৴১৹
৩৮।	অর্চ্চনকণ	৴১৹
৩৯।	সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)	॥৹
	ঐ (আবাঁধা)	।৴৹
৪০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	১৲
৪১।	ব্রহ্মসংহিতা	॥৹
৪২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸৹
৪৩।	মণিমঞ্জরী সানুবাদ	।৹
৪৪।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸৹
৪৫।	পুরুষার্থ বিনির্ণয়	।৹
৪৬।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।৹
৪৭।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸৹
৪৮।	গৌড়ীয়মঠ কি করেন?	৴৹
৪৯।	ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)	।৹
৫০।	শ্রীভুবনেশ্বর	৶৹
৫১।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৹৹
৫২।	সাধুবাণী	৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ	॥৹
৫৪।	সটীক-শব্দাদশমূলম্	।৹
৫৫।	তত্ত্বসূত্রম্	।৹
৫৬।	সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্	৵৹
৫৭।	গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	৴৹
৫৮।	সারাংশবর্ণনম্	৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯।	রায় রামানন্দ	॥৹
৬০।	নামভজন	।৹
৬১।	রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্স্	।৶৹
৬২।	লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।৹
৬৩।	বৈষ্ণবীজম্	।৹
৬৪।	হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং	৴৹
৬৫।	দি ভাগবত	।৹
৬৬।	ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোশন	।৹
৬৭।	ব্রহ্ম-সংহিতা	২॥৹
৬৮।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	॥৹
৭০।	সাধন পথ	।৹
৭১।	কল্যাণ-কল্পতরু	৴১৹
৭২।	গীতাবলী	৴৹
৭৩।	শরণাগতি	৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪।	শরণাগতি	৴৹

প্রাপ্তিস্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধিপাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, চাঁদপাড়া, নদীয়া
৯। দ্বাদশগোপাল পাট কালনাপুরি, ঢাকুরিয়া
১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটী, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাযোড়া, রাজোর বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু, হাওড়া
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চকদোয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ ... কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ ..., পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আঠারনালা, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ... মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ ..., কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৫ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য।
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পাঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

	নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১।	শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম-মায়াপুর
২।	শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	মেদিনীপুর
৩।	শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীধাম-মায়াপুর
৪।	শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫।	শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৬।	শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী
৭।	শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	মেদিনীপুর
৮।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	ঢাকা
৯।	শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০।	শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
১১।	শ্রী ...রক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১২।	শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩।	শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	পুরী

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

ইউনিয়ন বোর্ডের জন্য

ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতী

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি থান ✓০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ॥০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বন্দোবস্তের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জে ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্ম প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ থানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ থানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৶০ আনা।

মিটিংএর নোটীশ বহি—১ থানা ॥০ আনা।

নোটিশ বহি—১ থানা ॥০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ থানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ থানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ॥০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বহুমানন্দ পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ধনাঢ্য অবস্থায় ফোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, প্যাকেট ॥✓০ আনা, বোতল ১✓০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭-৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩১	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২০, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫-৩১	৯-৫	১২-১০	১৫ ২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩৭	১৮ ৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৭	৯-২৩	১২ ৩০	১৫ ৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২ ৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	৯-৫২	১৩-০	১৬-১১	১৯-৩৫

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ডেলি   শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈনিক

Reg No C 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার–নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৯৪তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১০ই ফাল্গুন বুধবার ১৩৩৯, ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়,
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
সংখ্যা ।৹

নানা কথা

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইটালী

ফ্রান্স অষ্ট্রিয়ার নিকট অত্যন্ত কড়া এক নোট প্রেরণ করিয়া বলিয়াছেন, সম্প্রতি অষ্ট্রিয়ায় যে বহু মেসিনগান ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা অষ্ট্রিয়ার ফ্যাসিষ্ট দিগকে সুসজ্জিত করিবার জন্য ইটালী হইতে প্রেরিত হইয়াছে। সুতরাং ঐ নোটে ফ্রান্স দাবী করিয়াছে যে, (১) যদি ঐ সকল অস্ত্রশস্ত্র ইতিমধ্যে নষ্ট না করা হইয়া থাকে, তবে অবিলম্বে তাহা ইটালীতে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। (২) প্রত্যর্পণ করিয়া তাহার প্রমাণ দেখাইতে হইবে। (৩) হাঙ্গেরিয়ান সীমান্ত দিয়া তাহা সরাইয়া ফেলা হইয়াছে কিনা, তৎসম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে হইবে এবং (৪) ১৪ দিনের মধ্যে ফ্রান্সের নোটের দাবী পুরণ করিতে হইবে।

টালিগঞ্জে সভা

টালীগঞ্জে ধানকলের মজুরগণ নরমবীর সিংহের সভাপতিত্বে 'মীরাট দিবস' পালন উপলক্ষে তাহাদের ইউনিয়নের সীমানায় এক সভা করে। এই সভায় টালীগঞ্জের মজুরগণ মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত শ্রমিক নেতাদের প্রতি কঠোর দণ্ডাদেশের প্রতিবাদ করিয়া এক প্রস্তাব পাশ করে। এই সভা ঐ সকল মজুর নেতাদের বিনা-সর্ত্তে অবিলম্বে মুক্তির দাবী করে।

শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা

১৮ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার হইতে ২৬শে ফাল্গুন শুক্রবার পর্য্যন্ত নয়দিন নয়টি পরিক্রমা হইবে।

২৭শে ফাল্গুন, ১১ই মার্চ্চ শনিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম মায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপের যোগপীঠে

শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব

হইবে।

রিভলভার ও কার্ত্তুজ প্রাপ্তি

কলিকাতা গোয়েন্দাবিভাগের সহকারী কমিশনার রায়বাহাদুর যতীন্দ্রনাথ সিংহ ইনস্পেক্টর ডি, এন, ভট্টাচার্য্য, রাম চৌধুরী ও গফর গত শনিবার রাত্রিতে কলুটোলা ষ্ট্রীট ও চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ের মোড়ের উপর লক্ষ্য রাখিয়া রামনাথ-বোদেকে একটি গুলীভরা রিভলভার এবং রাধাকিষেণ তেওয়ারীকে দুইটী ছোরা ও উক্ত রিভলভারের সাতটি তাজা কার্ত্তুজ সহ গ্রেপ্তার করে। প্রকাশ, ইহারা দুইজনই পশ্চিমা। ইহাদের মধ্যে একজনের বয়স ২৭।২৮ এবং অপর জনের বয়স ৪০এর উর্দ্ধে। তাহারা চিত্তরঞ্জন এভিনিউ দিয়া একখানি ট্যাক্সীযোগে দক্ষিণ দিক হইতে উত্তরদিকে যাইতেছিল। তাহারা মোড়ে নামিয়া যায়, এই সময় পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে।

কলিকাতায় মিরাট-দিবস

মেটিয়াবুরুজের ক্লাইভ জুট মিল, ইউ-নিয়ন সাউথ মিল, কেশোরাম সূতা কল ও গার্ডেনরিচ ওয়ার্কসপের মজুরগণ মেটিয়াবুরুজ রাজারহাটে দলে দলে সমবেত হইয়া 'মীরাট দিবস' উপলক্ষে গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী বৈকালে এক সভা করে। টালীগঞ্জের ধান কলের শ্রমিক সুপ্রভাত বিবি সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। সোমনাথ লাহিড়ী, অবনী চৌধুরী, বাদল গাঙ্গুলী, জামাল এবং অন্যান্য শ্রমিক নেতাগণ বক্তৃতা করেন। সভাতে মীরাট মামলার বন্দীদের প্রতি কঠোর দণ্ডের প্রতিবাদ করা হয়। শেষে সভানেত্রী মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় মজুরদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা এবং তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে বক্তৃতা করে।

রুমানিয়ার ধর্ম্মঘট

রেলওয়ে কারখানার শ্রমিকদের নেতাকে গ্রেপ্তার করা হইলে কারখানার চারি সহস্র শ্রমিক ধর্ম্মঘট করে, তাহারা এবং তাহাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বহু লোক কারখানা অবরোধ করিয়াছিল; ফলে সৈন্যদল তাহাদের উপর মেসিনগানের গুলি চালায়। বিশজন লোক গুরুতর জখম হইয়াছে; তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই স্ত্রীলোক।

গোপনীয় সংবাদ প্রকাশ

গোপনীয় সংবাদ প্রকাশ করিয়া দিবার অপরাধে যে সামরিক কর্ম্মচারীকে গ্রেপ্তার করিয়া লণ্ডন টাওয়ারে আবদ্ধ রাখা হইয়াছে, সে সিফোর্থ হাইল্যাণ্ডার সৈন্যদলের একজন লেফটেন্যাণ্ট, তাহার নাম বেইলী ষ্টুয়ার্ট। সামরিক আদালতে তাহার বিচার হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, ১২ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৬, ১০ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২২শে ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৩, বুধবার ১২৪৩ম সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে ব্যাসপূজা

প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুর আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অনুগত ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে গত ১৫।২।৩৩ তারিখে শ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছেন। বর্ত্তমান যুগাচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য একটী উচ্চ আসনে সংস্থাপন পূর্ব্বক নানা বর্ণের সুগন্ধি পুষ্পমাল্যে সজ্জিত করিবার পর সমবেত বহু ভক্ত তৎপাদপদ্মে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে আম্নায়-পারম্পর্য্যে আচার্য্যগণের স্তোত্র ও শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টক পাঠ এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদপদ্মের আরতি ও মৃদঙ্গ করতাল সংযোগে কীর্ত্তন হয়। অপরাহ্নে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরাবিদ্যাবিনোদ বি-এ, মহোদয় সমাগত ভক্ত ও সজ্জনবৃন্দের নিকট শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর অনুষ্ঠিত শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীব্যাসপূজার প্রবর্ত্তনের কথা, শ্রীব্যাসপূজার তাৎপর্য্য ও উদ্দেশ্য, শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব-তিথিবাসর সম্বন্ধ, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীগুরুপাদপদ্মে জীবের পূর্ণভাবে আত্মনিবেদনের কথা এবং বর্ত্তমান যুগাচার্য্যপ্রবর শ্রীল প্রভুপাদের অতুলনীয় আচার ও প্রচারের বৈশিষ্ট্যের কথা সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা আন্তরিকতাপূর্ণ এবং মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। অতঃপর সমাগত ভক্তগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

তারের সংবাদ

শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, ১৬।২।৩৩

গতকল্য শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠে শ্রীব্যাসপূজা মহাসমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছেন। ভদ্র পুরুষ ও মহিলা প্রায় দেড় শত ব্যক্তি শ্রীমঠে সমবেত হইয়াছিলেন। মঠে সকলে সমবেত হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আরাত্রিক কীর্ত্তন হইবার পর শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী প্র; তকারী ভাষায় শ্রীব্যাসপূজা সম্বন্ধে এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যদের দ্বারা জীবের মায়াবন্ধ হইতে উদ্ধার লাভের কথা আলোচনা করেন। বক্তৃতার পর ভোগ-আরাত্রিক ও কীর্ত্তন সমাপনান্তে উপস্থিত সজ্জনবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। — শ্রীগণেশচন্দ্র দেব

মাদ্রাজ ১৫।২।৩৩

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ গত পরশ্ব সন্ধ্যাদিন অর্চ্চন, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান, অপরাহ্ন ৬ ঘটিকা হইতে বাংলা, ইংরেজী, তামিল ও নানা ভাষায় অভিনন্দনাদি পাঠ এবং সমবেত শত শত ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান প্রভৃতি অনুষ্ঠানদ্বারা মহাসমারোহে ব্যাসপূজা সম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠ অতি সুন্দরভাবে সাজান হইয়াছিল। উচ্চ রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ, ডাক্তার, অ্যাড্‌ভোকেট এবং অন্যান্য ব্যবসায়িগণ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

আমলাযোড় হইতে মোক্তার শ্রীযুক্ত আশুতোষ সরকার মহাশয় লিখিতেছেন,—

গত ৩রা ফাল্গুন ১৫ই ফেব্রুয়ারী বুধবার শ্রীআমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠে আচার্য্যাবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে মঙ্গলারাত্রিকের পর বেলা ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত গুর্ব্বষ্টক ও মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হয়। তৎপর গুরুগৌরাঙ্গের অর্চ্চন, ভোগ ও আরাত্রিকের পর মধ্যাহ্নে ইষ্টগোষ্ঠী হয়। অপরাহ্নে পুনরায় কীর্ত্তন হয়, কীর্ত্তনান্তে মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ কেশব দাস ব্রহ্মচারী মহোদয় সমবেত প্রায় তিন শত শ্রোতার নিকট শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ প্রভৃতি নিরাস ও শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত স্থাপনার্থই যে আচার্য্যদেবের প্রকট-লীলা, তাহা সুষ্ঠুরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। অতঃপর রাত্রি ১ টা পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

উৎসবে যে-সকল ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীপাদ হরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ যতিরাজ দাসাধিকারী, উকীল শ্রীযুক্ত তারাপদ সরকার বি-এল, ওভারসিয়ার শ্রীযুক্ত মুরলীমোহন ভট্টাচার্য্য, ডাক্তার শ্রীযুক্ত অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জগবন্ধু ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত রামপদ মুখোপাধ্যায়, পোষ্ট মাষ্টার শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দাশরথী মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীযুক্ত রাখাল দাস সরকার, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ সরকার, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস সরকার প্রভৃতি মহাশয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দিল্লীতে শ্রীনিত্যানন্দোৎসব

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী (১৯৩৩) ২৬শে মাঘ বুধবার দিল্লী গৌড়ীয় মঠে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব মহোৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যূষে ভক্তগণ মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীগুরুবন্দনা পঞ্চতত্ত্ব ও নাম-কীর্ত্তন করেন। মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিক ও কীর্ত্তন হয়।

সন্ধ্যায় সন্ধ্যারাত্রিকাদি সমাপন হইলে পণ্ডিত শ্রীপাদ ভূতেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিবিবেক প্রভু সমাগত শ্রোতৃবৃন্দের নিকট ১॥০ ঘটিকাকাল শ্রীনাম ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব সম্বন্ধে কীর্ত্তন করেন। এতৎপ্রসঙ্গে তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত শিক্ষাষ্টকের ৩য় শ্লোক ও নিত্যানন্দতত্ত্ব বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। তৎপর ব্রহ্মচারিবৃন্দ মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে সকলকে স্বাদবহু প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

উপস্থিত শিক্ষিত সজ্জনমণ্ডলীর মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির নাম নিম্নে উদ্ধৃত হইল—গোভার্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র দত্ত, বীরভূম জেলার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয় দত্ত, গোভার্ণমেণ্টের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় সাহেব শ্রীযুক্ত হরিপদ রায়, রেলওয়ে একাউণ্টস অফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু নলিনাক্ষ মুখোপাধ্যায়, গোভার্ণমেণ্ট এসেম্‌ব্লির এসিষ্ট্যাণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

সেই সে পরম বন্ধু সেই পিতামাতা। শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২ গোবিন্দ, ৪৪৬ শ্রীগৌরাব্দ

আশার আলো

গত ১২শে ফেব্রুয়ারী রবিবার শ্রীশ্রীব্যাসপূজা দিবসে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের 'সর্ব্বস্থানন্দ' নাটমন্দিরে যে একটী সুমহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে আমরা ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সমবেত সন্ন্যাসিগণকে দেখিতে পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। তৎপূর্ব্ব দিবসে শ্রীগুরু ও ভক্তগণের ... ৺ ... শ্রীল ... ভক্তগণের পদধূলি ... মনীষিবৃন্দ অত্যন্ত ... ও আচার্য্যবর্গ এবং ... নিমিত্ত যে আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। হরিকথা শ্রবণে তাঁহাদের ঐকান্তিকী আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া স্বতঃই মনে হয়, সেই দিন বেশী দূরে নহে, যেদিন আচার্য্যদেবের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সহস্র সহস্র শিক্ষিত ব্যক্তি আসিয়া বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার বৈষ্ণবগণের পদধূলিকে জগতের সর্ব্বত্র ঘোষণা প্রচার করিবেন।

কুসুমাঞ্জলি

(২)

[illegible]

[illegible]

... হইয়া ... [illegible]

... ক্ষণগণকে ... কিন্তু বুন্দা... ... আমরা ... নবৰীপে ... [illegible]

প্রভাবদর্শনে অক্ষম হইয়া অন্ধতমোমার্গ প্রশস্ত করিয়াছে।

আপনি পশ্চিমপ্রদেশের মধ্যে যাবতীয় তীর্থক্ষেত্র এবং চৈতন্যচরণপূতস্থলগুলিতে শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ স্থাপন করিয়া আমাদের চৈতন্যপাদপদ্ম-গুণাস্বাদের সুবিধা করিয়া দিয়েছেন। কাশী, প্রয়াগ, নৈমিষারণ্য, শ্রীবৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র, দিল্লী প্রভৃতি স্থানসমূহে প্রচারকেন্দ্র স্থাপিত হইয়া আপনার পাদপদ্মের অমলকীর্ত্তি বিঘোষিত হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে বহু সুকৃতিমান্ ব্যক্তি সেবাসৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হইতেছেন। আপনার কৃপাবলে অবশেষে হরিদ্বারে সারস্বত-গৌড়ীয়-গোমুখী হইতে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী গঙ্গা প্রবাহিত হইয়া কলিহত জনগণের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করিবে।

হে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ প্রভুবর! আপনি কৃষ্ণকে প্রদান করিতে পারেন বলিয়া আমরা আপনারই শরণাগত। আপনিই আমাদের পালক, আপনিই আমাদের রক্ষক। আমরা কৃষ্ণপাদপদ্মের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-দর্শনাভাবে ইতরবিষয়ে আসক্ত রহিয়াছি। আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদের নিকট নব নব রসধাম শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের অপরূপ রূপ প্রদর্শন করত ঐ অশোক, অভয়, অমৃতধাম শ্রীপাদপদ্মে আকৃষ্ট করিয়া রাখুন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা। কিন্তু আমাদের এমন কোন যোগ্যতা নাই যে, আমরা এহেন সৌভাগ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা করিতে পারি। তাই আজ আপনারই 'শিখান' গান গাহিয়া আপনার পাদপদ্মে কৃপা ভিক্ষা করিতেছি,—
গুরুদেব!

কৃপাবিন্দু দিয়া কর এই দাসে
তৃণাপেক্ষা অতি হীন।

সকল সহনে বল দিয়া কর
নিজ মানে স্পৃহাহীন॥

সকলে সম্মান করিতে শকতি
দেহ নাথ যথাযথ।

তবে ত' গাইব হরিনাম সুখে,
অপরাধ হবে হত॥

কবে হেন কৃপা লভিয়া এ জন
কৃতার্থ হইবে নাথ।

শক্তি বুদ্ধিহীন, আমি অতি দীন,
কর মোরে আত্মসাথ॥

যোগ্যতা-বিচারে কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা সার।

করুণা না হ'লে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ না রাখিব আর॥

— শ্রীকৃষ্ণগৌড়ীয় মঠের
সেবকবৃন্দ

ঢাকায় সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী

(২)

[ঢাকা হইতে প্রকাশিত ২১শে মাঘ, ১৩৩৯ সন তারিখের সাপ্তাহিক ঢাকা-প্রকাশের সম্পাদকীয় স্তম্ভ হইতে উদ্ধৃত]

গত ২৮শে জানুয়ারী (১৯৩৩) শনিবার তারিখে সহযোগী "হিন্দুস্থান টাইম্‌স" সম্পাদকীয় স্তম্ভে ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত "সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী" সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সহিত আমরা একমত হইতে পারিলাম না। আমরা কেন, যে কোন সুধী বা সনাতন হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান্ ব্যক্তিমাত্রেই সহযোগীর কথায় নিরপেক্ষতার অভাব লক্ষ্য করিবেন।

প্রথমতঃ সহযোগী কৃষ্ণনগরের কারুকার্য্যের যে প্রশংসা করিয়াছেন, তাহার সহিত সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর কোন মুখ্য সম্বন্ধ নাই। জাগতিক কোন কারুকার্য্যের নৈপুণ্য বা লুপ্তপ্রায় কলাবিদ্যার পুনরুদ্ধারসাধনে এই শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য নহে, ইহা যে কোন সাধারণ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই বুঝেন ও জানেন। আর পুতুলগুলির ভাব বা রূপপ্রকাশে যে নৈপুণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা কৃষ্ণনগরের কারুকার্য্যনিপুণ ব্যক্তিগণ অপেক্ষা সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর পরিকল্পকগণেরই অধিক। কেননা সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাগণের কল্পনা ও উপদেশানুসারেই মূর্ত্তিসমূহ প্রস্তুত হইয়াছে।

"সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী খুব জাঁকজমকের সহিত হইয়াছে", সহযোগী এইরূপ এক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় আমরা জানিয়া রাখিয়াছি, জাগতিক ভোগের বিষয়গুলিতে জাঁকজমককে একচেটিয়া করিয়া রাখিবে, আর আমাদের ব্যবহারিক ধর্ম্মে তাহাই দারিদ্র্যের বর্টন হইবে। কিন্তু সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন, যত জাঁকজমক ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হইলে তাহার সার্থকতা, আর উহা মানবের ভোগের জন্য ব্যয়িত হইলে তাহা বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে সামাজিক বিপদই আনয়ন করিবে। বাঙ্গালার আর কবি বলিয়াছিলেন, "অসুরে লুটিল হায় কৃষ্ণের সংসার"। সাধারণের নিকট গচ্ছিত কৃষ্ণের সেবার জন্য যে কৃষ্ণের সম্পত্তি, তাহাকে "Public money" মনে করিয়া লোকে কতটা ভুল করিয়াছে ও নিজের সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহা ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হয়। প্রকৃত সাধুগণ সেই কৃষ্ণের সম্পত্তি কৃষ্ণের কথা-প্রচারে নিযুক্ত করিয়া তাহার সেবাব্যবহার করেন।

সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী লোকের প্রচলিত বা জনপ্রিয় ধারণায় বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষাও তাহাই। মানব সাধারণতঃ যাহাকে ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম কল্পনা করিয়া রাখিয়াছে, পরম সত্য তাহাতেই বিপ্লব আনয়ন করে।

সত্যে মানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই সাধু বা শাস্ত্রের কার্য্য। মানুষ জগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রূপ-রসে আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে; জগতের নানা প্রকার অভিমান, নশ্বর পাণ্ডিত্য, নশ্বর অর্থ, নশ্বর প্রতিষ্ঠার নেশায় মশগুল হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের সেই নেশা কাটাইতে হইলে অধিকতর প্রবল ও নিত্য নেশা দ্বারাই সাধুগণ জীবগণকে আকর্ষণ করেন।

সাধারণ লোক প্রথমতঃ বাহ্য দর্শন বা ঐশ্বর্য্যের দ্বারাই আকৃষ্ট হয়, পরে তাহারা সাধুগণের মুখে ভগবানের বাণী শ্রবণ করিতে করিতে বস্তুর অন্তরঙ্গ অর্থ অনুসন্ধানে তৎপর হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু বা আচার্য্যগণের শিক্ষাপ্রণালী ইহারই সাক্ষ্য দিয়াছে।

সহযোগী ছোট-হরিদাসের আদর্শের সম্বন্ধে নানা কারণে মতভেদের কথা উল্লেখ করিয়া ঐ চিত্রটী প্রদর্শনীতে বাদ দিলে ভাল হইত বলিয়াছেন। কিন্তু সাধারণের অজ্ঞতাক্রমে বা অন্যের কোনও না কোন গুপ্ত অভিসন্ধি ও প্রতিষ্ঠা রক্ষার জন্য যাহা নানাপ্রকার মতভেদের কুহেলিকায় আবৃত থাকে, শক্তিশালী আচার্য্যগণ চিরদিনই তাহা উন্মোচন করিয়া প্রকৃত সত্যটী নির্ণয় করেন। গৌড়ীয়মঠের কর্ত্তৃপক্ষ অপ্রতিদ্বন্দ্বী সত্যের সেইরূপ ভূমিকা হইতেই শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী বা শ্রীচৈতন্যভক্তগণের জীবনীর আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন। সাধারণ লোক অনেক কথার খবর রাখেন না, আর দুরভিসন্ধি বা অপস্বার্থ সংরক্ষণের জন্য যাহারা ব্যস্ত তাহারাও লোকে প্রকৃত সত্যকথা প্রচারিত হয়, ইহা ইচ্ছা করে না, এজন্য তাহারা দোদুল্যমান মত বা মতভেদের অন্ধকারে মানুষকে রাখিয়া দিতে চাহে। কিন্তু পরম প্রামাণিক গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠে জানা যায় যে ছোট হরিদাসের আদর্শকে মহাপ্রভু সাক্ষাৎভাবে কপটতা বলিয়াছেন এবং এমন কি ছোট হরিদাস ত্রিবেণীতে আত্মহত্যা করিলে মহাপ্রভু তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন—

"শুনি প্রভু হাসি কহে সুপ্রসন্নচিত্ত।
প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত॥"

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা নদীয়া প্রকাশ

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত — ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র — ৬০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রাপ্তিখণ্ড — ।৶৹
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) — ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককৃষ্ণাঞ্জলি (বাঁধা) — ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব — ।৶৹
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য — ।৶৹
৭। ভজনরহস্য — ॥৹
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) — ১৲
ঐ (আবাঁধা) — ৸৹
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) — ২৲
ঐ (আবাঁধা) — ১৸৹
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) — ২৲
ঐ (আবাঁধা) — ১৸৹
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য — ॥৹
১২। যুক্তমল্লিকা গুণগৌরব সানুবাদ (মাধ্ব) — ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) — ॥৹
১৪। জৈবধর্ম্ম — ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) — ৸
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার — ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) — ॥৶৹
ঐ (বাঁধা) — ৸৹
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন — ৵৹
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) — ।৶৹
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) — ॥৹
ঐ (আবাঁধা) — ।৶৹
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা — ৸৹
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) — ৵৹
২৩। গীতমালা — ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য — ৶৹
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড — ৶৹
। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) — ৵৹
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ — ।৹
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ — ।৹
২৯। শরণাগতি — ৴৹
৩০। গীতাবলী — ৴৹
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ — ১॥৹
৩২। সাধনকণ — ৴৹
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — ৴৹
৩৪। নবদ্বীপশতক — ৴৹
৩৫। অর্থপঞ্চক — ৴৹
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ — ৴৹
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) — ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ — ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) — ॥৹
ঐ (আবাঁধা) — ।৴৹
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) — ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা — ॥৹
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) — ১৲
ঐ (আবাঁধা) — ৸৹
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ — ।৹
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ — ৸৹
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় — ।৹
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী — ।৹
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) — ২৲
ঐ (আবাঁধা) — ১৸৹
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? — ৴৹
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) — ।৹
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর — ৶৹
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ — ৵৹
৫২। সাধারণী — ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। নিকাম সংহিতা দিগ্দর্শনম্ — ॥৹
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ — ।৹
৫৫। শিক্ষাষ্টকম্ — ।৹
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ — ৶৹
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ — ৴৹
৫৮। মায়াবাদশতদূষণম্ — ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ — ॥৹
৬০। নামভজন — ।৹
৬১। বিলেটীস্ ওয়ার্ডস্ — ।৶৹
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু — ।৹
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ — ।৹
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং — ৴৹
৬৫। দি ভাগবত — ।৹
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন — ।৹
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা — ২॥৹
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) — ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি — ॥৹
৭০। সাধন পথ — ।৹
৭১। কল্যাণকল্পতরু — ৴১০
৭২। গীতাবলী — ৴৹
৭৩। শরণাগতি — ৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি — ৴৹

প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ — ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন — ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন — ঐ
৫। কাজীর সমাধিপাট — ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া
৯। মদনগোপাল পাট কালিগ্রাম, চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটী, বৰ্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বৰ্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাজোড়া, পাঃ বৰ্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম বালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ রুকনপুর, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
২২। শ্রীরামানুজ গৌড়ীয় মঠ কভূর, ওয়েষ্ট গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ চাঁদনীচৌক, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ চটক পর্বত, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ আগস্তকুণ্ড, কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়-

নাম	বর্তমান প্রচারক্ষেত্র
১। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম-মায়াপুর
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	মেদিনীপুর
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীধাম-মায়াপুর
৪। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৬। শ্রীভক্তিসম্বন্ধ গিরি	দিল্লী
৭। শ্রীভক্তিবিবেক সাগর	মেদিনীপুর
৮। শ্রীভক্তিকেবল পুরী	ঢাকা
৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০। শ্রীগৌরনারায়ণ ভক্তিবান্ধব	কলিকাতা
১১। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	পুরী

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম্ম

ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চ এবং কোর্টের যাবতী

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা ✓০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩ নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ।০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

কমি [illegible] প্রতি শত ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন [illegible] রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৵০ আনা।

মিটিংএর নোটীশ বহি—১ খানা ॥০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ॥০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ব্ব [illegible] অব্যর্থ [illegible]

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে সংক্ষিপ্ত অবস্থায় ভোজনে রক্তের মতন ঔষধ ডাকে পাঠান হয়। ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, প্যাকেট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিকাবিক্রেতা ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকান্ত লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে. বি. দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তেল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তেল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১১	১৩-৫১	১৭-৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৭৬, ১৩-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৭-৪০, ৯-২৯, ১০-১২, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫-৩১	৯-৫	১২-১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩৬	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

আবহাওয়া

গত বুধবার প্রাতঃ ৮ ঘটিকা হইতে বৃহস্পতিবার প্রাতঃ ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত যে ২৪ ঘণ্টা শেষ হইয়াছে, সেই ২৪ ঘণ্টার আবহাওয়ার রিপোর্টে প্রকাশ :—

দক্ষিণ পূর্ব্ব বঙ্গের স্থানে স্থানে আকাশ খুব বেশী এবং অন্যত্র উহা সামান্য মেঘাচ্ছন্ন। দিবাভাগে উত্তাপ প্রায় স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু রাত্রিতে স্থানে স্থানে উহা চড়া গিয়াছে।

উড়িষ্যার পশ্চিমাংশের জেলা সমূহে অল্প বিস্তর বৃষ্টি হইয়াছে। সম্বলপুরে ০.৭ এবং আঙ্গুলে ০.৪ ইঞ্চি বারিপাত হইয়াছে। আকাশ অধিকাংশ স্থলেই অত্যন্ত মেঘাবৃত। দিনের বেলায় উত্তাপ প্রায় স্বাভাবিক ছিল। রাত্রিতে স্থানে স্থানে চড়া গিয়াছে।

উত্তর পূর্ব্ব আসামের প্রায় সর্ব্বত্রই এবং খাসিয়া পাহাড়ের মাঝে মাঝে সামান্য বারিপাত হইয়াছে। ডিব্রুগড়, শিবসাগর এবং তেজপুরের প্রত্যেক স্থানে ০-১ ইঞ্চি বৃষ্টি হইয়াছে। উত্তর আসামে আকাশ বেশ মেঘাবৃত। কিন্তু দক্ষিণভাগে প্রায় পরিষ্কার; মাঝে মাঝে দুই এক স্থানে অতি সামান্য মেঘ ছিল।

কলিকাতার আকাশ সামান্য মেঘাবৃত। দিনের বেলায় উত্তাপ ৮৫ ডিগ্রী বা স্বাভাবিক হইতে ২ ডিগ্রী চড়া এবং রাত্রিতে ৬৮ ডিগ্রী বা স্বাভাবিক হইতে ৭ ডিগ্রী চড়া ছিল।

আলোচ্য ২৪ ঘণ্টায় অপরাপর প্রধান সহরগুলির সর্ব্বোচ্চ উত্তাপ নিম্নরূপ ছিল :—

দার্জ্জিলিং ৪১, কালিম্পং ৫১, জলপাইগুড়ী ৬০, দিনাজপুর ৫৮, মালদহ ৫৯, বগুড়া ৬২, ময়মনসিংহ ৬১, নারায়ণগঞ্জ ৬৭, ফরিদপুর ৬৩, বরিশাল ৭০ কুমিল্লা ৬৮, নোয়াখালি ৭১, চট্টগ্রাম ৬৫, কক্সবাজার ৬৬, আসানসোল ৫৯, বৰ্দ্ধমান ৬০, মেদিনীপুর ৬৯, সাগরদ্বীপ ৭৩, সাতক্ষীরা ৭১, খুলনা ৭০, যশোহর ৬৬, কৃষ্ণনগর ৬০, বহরমপুর ৬০, পাটনা ৫৬, গয়া ৫৯, মজঃফরপুর ৫৩, দ্বারভাঙ্গা ৫৭, সাবুর ৫৫, পুর্ণিয়া ৫৭, ডুমকা ৭০, ডাল্টনগঞ্জ ৫৯, হাজারিবাগ ৫৫, রাঁচী ৫৮, চৈবাসা ৬৭, জামসেদপুর ৬০, সম্বলপুর ৬৭, আঙ্গুল ৬৯, কটক ৭১, পুরী ৭৩, চাঁদবালি ৭২, বালেশ্বর ৭১, ডিব্রুগড় ৫৮, শিবসাগর ৫৮, তেজপুর ৫৯, গোহাটি ৬০, ধুবড়ী ৬১, শিলং ৪৬, চেরাপুঞ্জী ৫০, শিলচর ৬০, এবং শ্রীমঙ্গল ৬১ ডিগ্রী।

নদীয়া জেলার প্রায় সর্ব্বত্রই বিগত শনিবার হইতে মধ্যে মধ্যে মেঘও বৃষ্টি হইতেছে। শনি ও রবিবার অপরাহ্নে খুব ঝড় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। শীতও পুনরায় একটু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

মোটর দুর্ঘটনা

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে একখানি মোটরগাড়ী জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশন হইতে জঙ্গীপুর সহরে আসিবার কালীন পথিমধ্যে উল্টাইয়া যায়। ফলে ৩জন আরোহী এবং ড্রাইভার সাংঘাতিকভাবে জখম হয়। গাড়ীখানি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

ভাগীরথীর চর

জঙ্গিপুর সহর হইতে ভাগীরথীর মোহানা ছাবঘাটী পর্য্যন্ত আন্দাজ ১০ মাইল সুদীর্ঘ এক বিস্তীর্ণ চর পড়িয়াছে। জঙ্গীপুর সহরের অধিকাংশ লোক ভাগীরথীর জল পান করে। এবার সহরবাসীদের যথেষ্ট জলকষ্ট দেখা দিয়াছে।

শতবার্ষিকী

রাজা রামমোহন রায়ের শতবার্ষিকী উৎসব সম্পর্কে প্রাথমিক ব্যবস্থাসমূহ করিবার জন্য শনিবার অপরাহ্নে সিনেট হলে শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে কলিকাতার নাগরিকগণের এক সভা হয়; ইহাতে সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকার সময় সভা হইবে বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই সহরের বিভিন্ন স্থান হইতে দলে দলে লোক আসিতে আরম্ভ করেন এবং সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বেই সমস্ত হলটি লোকে লোকারণ্য হইয়া যায় যাঁহারা বিলম্বে আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে বাহিরে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল।

বিনা লাইসেন্সে রিভলভার

পাটনার সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট ত্রিবেণী প্রসাদ এবং তাঁহার ভৃত্য ফিরিঙ্গিকে বিনা লাইসেন্সে রিভলভার রাখার অপরাধে যথাক্রমে এক বৎসর ও ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

ফিরিঙ্গী একটী লাইসেন্সবিহীন রিভলভার বিক্রয় করার সময় জনৈক গোয়েন্দা কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছিল।

করদাতাগণের সভা

খুলনা সহরে করদাতাগণের এক সাধারণ সভা হইয়া গিয়াছে। দেশের এই অর্থসঙ্কটের দিনে মিউনিসিপ্যালিটী সাব কমিটি কর্ত্তৃক যে নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করিবার মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে, তাহার প্রতিবাদ করিয়া এবং যে ট্যাক্স বর্ত্তমানে ধার্য্য আছে, তাহাও করদাতাগণ বর্ত্তমান সময়ে দিতে অসমর্থ বিধায় উক্ত ট্যাক্স কমাইবার জন্য মিউনিসিপ্যালিটী বোর্ডের নিকট অনুরোধ করিয়া দুইটি প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

স্থানীয় ৭জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া একটী কমিটী গঠিত হয়। উক্ত কমিটী বাজেটের কোন বিভাগে কত টাকা কমান সম্ভব হইবে, মিউনিসিপ্যালিটীর নিকট হইতে আবশ্যক কাগজপত্র লইয়া, তাহা স্থির করিয়া মিউনিসিপ্যালিটী বোর্ডের সহিত পরামর্শ করিয়া বাজেট ঠিক করিবেন। গবর্ণমেণ্ট কয়েকটী মিউনিসিপ্যালিটী হাতে লইয়াছেন। খুলনার অবস্থা কি হইবে বলা যায় না।

রাজস্ব হ্রাস হইবে না

শতকরা সাড়ে বারভাগ ভূমিরাজস্ব হ্রাসের অনুরোধপূর্ব্বক যে প্রস্তাবটি গত ২৪শে জানুয়ারী তারিখে মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভায় পাশ হইয়াছিল, মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ঐ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

মুক্তিলাভ

বে-আইনী ঘোষিত বাঁকুড়া সেবাদলের শ্রীযুক্ত কুসুমকুমার মাইতি, প্রভাতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নিমাইচরণ দাস ও পঞ্চুচরণ দাস এই চারিজন কর্ম্মী গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী বুধবার হিজলী জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

রাজনৈতিক দিনপঞ্জী

১৯৩২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আরামবাগ মহকুমায় আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে ১০৮২ জন কংগ্রেসকর্ম্মী ধৃত হইয়াছিলেন; তন্মধ্যে প্রায় ৭০০ জন (ইহার মধ্যে ১০ জন মহিলা) দণ্ডিত হন এবং অবশিষ্ট ব্যক্তিগণকে ২।৩ দিন আটক রাখিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

জরিমানা না দেওয়ায় ১০০ জন দণ্ডিত ব্যক্তির অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক হইয়াছিল।

নৃশংস হত্যাকাণ্ড

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী গ্রিরকাঠি গ্রামে এক বীভৎস হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। গ্রামের শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার কবিরাজ মহাশয়ের ৬।৭ বৎসর বয়স্কা একটী কন্যা নৃশংসভাবে নিহত হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ঘটনার দিন বেলা ৪টার সময় মৃত। বালিকার মাতা একটি সন্তান প্রসব করেন। সেই সময় মেয়েটিকে নিকটবর্ত্তী এক বাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়া হয় দ্বারিকানাথ সিংহ নামক এক ব্যক্তি নাকি সেই সুযোগে মেয়েটিকে তাহার ঘরে লইয়া যায় এবং "দা" দ্বারা গলার উপরে পর পর আঘাত করিয়া বালিকাকে মারিয়া ফেলে। আসামীর স্ত্রী নাকি স্বামীর নিকট হইতে মৃতদেহ ছিনাইয়া লয় এবং অন্যত্র নিক্ষেপ করিয়া আসে। তৎপরে সে ফিরিয়া আসিয়া ঘরের রক্ত মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। কিন্তু ইতিমধ্যে জনৈক পথিক মেয়েটিকে মৃত অবস্থায় পথের পাশে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া চীৎকার করে। তৎক্ষণাৎ অন্য লোকজন আসিয়া পড়ে। পুলিশ খবর পাইয়া পরদিন প্রাতে আসে এবং স্বামী স্ত্রী দুইজনকেই গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যায় মৃতদেহ পরীক্ষার জন্য মাদারিপুর পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এরূপ প্রকাশ যে, দ্বারিকনাথ সিং নাকি ২৫।২৬ দিন যাবৎ অর্দ্ধ উন্মাদ অবস্থায় ছিল।

কারামুক্তি

কলাকোপার শ্রীযুক্ত শ্যামলাল কর্ম্মকার পূর্ণ দণ্ড ভোগের পর সম্প্রতি হিজলী জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। ইনি গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে নবাবগঞ্জে আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

লোহার কড়ি
করগেট টীন, জানালার গরাদে
দালানের ফুলদার রেলিং ও থাম
বেড়াবার কাঁটাতার ইত্যাদি
সুলভে বিক্রয় করি
২নং ওয়েলিংটন স্ট্রীট ফোন ৪৪৯
স্থাপিত ইং ১৮৩৬ সাল, কলিকাতা

দৈনিক

টেলি · · সবখা:

Reg No C. 1544.

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে

প্রতি ইঞ্চি ১৲

প্রতি কলম ৬৲

অর্দ্ধ কলম ৩॥০

সিকি কলম ২৲

চুক্তির হার

স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ

THE

NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার

অগ্রিম দেয়

বার্ষিক ৯৲

ষাণ্মাসিক ৫৲

ত্রৈমাসিক ২৸০

মাসিক ১৲

নগদ

সংখ্যা /৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৯৫তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১১ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ১৩৩৯. ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩

শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা

১৮ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার হইতে ২৬শে ফাল্গুন শুক্রবার পর্য্যন্ত নয়দিন নবটি দ্বীপ পরিক্রমা হইবে

২৭শে ফাল্গুন, ১১ই মার্চ্চ শনিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম মায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপের যোগপীঠে

শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব

হইবে

নানা কথা

ডাঃ সেন শ্রীযুত সুভাষচন্দ্রের ইউরোপ যাত্রার সঙ্গী

ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ সেন এম, বি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে ইউরোপ যাইবেন। ডাঃ সেন সোমবার সন্ধ্যায় বোম্বাই মেলে যাত্রা করেন। হাওড়া ষ্টেশনে গুজরাটী সম্প্রদায় কর্ত্তৃক তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। ডাঃ সেন চিকিৎসা শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য ইউরোপ যাত্রা করিতেছেন। তাঁহার সম্মানার্থ গুজরাটি সম্প্রদায় একটী প্রীতি সম্মেলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মেয়র ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাহাতে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুকে ১৮ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে জব্বলপুর পৌঁছিবার পর ট্রেণ হইতে ষ্ট্রেচারে করিয়া এম্বুলেন্সে লওয়া হয় এবং অতঃপর তাঁহাকে স্থানীয় জেলে আনা হয়।

ফ্রান্স ও জার্ম্মাণীতে তর্কযুদ্ধ

অস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ বৈঠকে ফ্রান্স ও জার্ম্মাণীর মধ্যে একদফা তর্কযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ফ্রান্সের প্রতিনিধি প্রস্তাব করেন,—বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার সময় এবং অনুমোদিত অস্ত্র-শস্ত্র বিষয়ে ইউরোপের প্রত্যেক দেশে এক নিয়ম প্রবর্ত্তন করা আবশ্যক; কারণ কোনও কোনও দেশে কতকগুলি বে-সরকারী সমিতি অধিবাসীদিগকে সামরিক মনোবৃত্তি সম্পন্ন করিয়া তুলিতেছে।

জার্ম্মাণীর প্রতিনিধি কাউণ্ট ন্যাডলনী ফরাসী প্রতিনিধির প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া বলেন, অস্ত্র-নিয়ন্ত্রণকল্পে সমস্ত দেশে একরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তন নিষ্প্রয়োজন; তিনি আরও বলেন, ফ্রান্সের প্রস্তাবে জার্ম্মাণীর সৈন্যসংখ্যা সঙ্কোচ করিতে বলা হইয়াছে। কাউণ্ট ন্যাডলনী তাঁহার দেশের বিরুদ্ধে কোনও অপবাদ মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে অসম্মত হন।

ডাকাতি ও নরহত্যা

হাওড়ার অন্তর্গত ডোমজুর থানার এলাকাধীন সাঁতরাড়ী গ্রাম হইতে একটি নরহত্যাসহ ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, গত রবিবার রাত্রি দ্বিপ্রহরের পরে দশ বার জন লোক মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র এবং মশাল লইয়া উক্ত গ্রামের খাঁদু দাসের বাড়ীতে হানা দেয়। খাঁদুর স্ত্রী কিছু সময়ের জন্য দরজা খুলিয়া অন্য একটি ঘরে গিয়াছিল, এমন সময় ডাকাতেরা খাঁদুর শয়ন গৃহ খোলা পাইয়া তাহার ভিতরে প্রবেশ করে। ডাকাতেরা বাক্স সিন্দুক ভাঙ্গিয়া মূল্যবান জিনিষপত্র লুট করে। খাঁদু ডাকাতদের মধ্যে কয়েকজনকে নাকি দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়াছিল যে, তোমরা চেনা লোক, তোমাদের এই কাজ! ইহাতে ডাকাতেরা তাহাকে আঘাত করে; সেই আঘাতের ফলে সে অল্প সময়ের মধ্যেই মারা যায়। ডাকাতেরা ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীর বাহিরের দরজার শিকল টানিয়া আঁটিয়া দিয়া গিয়াছিল।

পুলিশ তদন্ত চালাইতেছে।

মন্দির প্রবেশ বিল

সরকারী সূত্রে জানা গিয়াছে যে, বিপ্লবদের আশ্রয়দাতাগণ ১১ই মার্চ্চ তারিখের মধ্যে সংবাদ দিলে তাহাদিগকে অভিযুক্ত করা হইবে না,—সূর্য্য সেনের গ্রেপ্তার এই আদেশ জারীর ফল বলিয়া যে জনরব উঠিয়াছে তাহা ভিত্তিহীন। সূর্য্য সেনের আশ্রয়দাতা বলিয়া বর্ণিত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সংবাদ দেয় নাই, সুতরাং তাহারা উক্ত আদেশ অনুসারে অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি পায় না; তাহাদিগকে অভিযুক্ত করা হইতেছে। যে-সকল গ্রামের উপর পাইকারী জরিমানা ধার্য্য হইয়াছে, গৈরালা গ্রাম তাহার মধ্যে পড়ে না; সুতরাং ঐগ্রামে সূর্য্য সেনের গ্রেপ্তারের সহিত জরিমানা আদায়ের কোন সংশ্রব নাই। প্রকাশ, সূর্য্য সেনকে যেখানে যে বাড়ীতে পাওয়া যায় তাহার সন্নিহিত জঙ্গল ও পুষ্করিণী সমূহে জোর তল্লাস চলিতেছে। কতকগুলি কাগজপত্রও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ই ফাল্গুন শনিবার ১৩২৯

মিঃ কে. টি সাহ বোম্বাইয়ে এক বক্তৃতায় প্রকাশ করেন যে, বর্তমানে সারা পৃথিবীতে যে ব্যবসায়ের দুর্দ্দশা দেখা দিয়াছে, তাহা দূর করিবার জন্য সঙ্ঘ-বদ্ধ চেষ্টা, জীবনের আদর্শ পরিবর্তন, স্বার্থত্যাগ, দৃষ্টির প্রসার প্রভৃতি আবশ্যক। কেবলমাত্র অন্যের দোহাই দিয়া নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া সঙ্ঘে বাবসা আরম্ভ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। পশ্চিম-ভারত এ বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন এবং আশা করা যায় যে, তাঁহাদের এই চেষ্টা সফল হইবে। পৃথিবীতে টাকার অভাব নহে, তবে সমস্ত টাকা মাত্র কয়েক স্থানে স্তূপীকৃত হইয়া থাকায় তাহা কাজে লাগান যাইতেছে না। এই টাকা ছড়াইয়া থাকিলে লোকের দুর্দ্দশা দূর হয় ইহাই অর্থনীতিবিদগণের বিশ্বাস।

শুনা যাইতেছে যে শান্তিপুর হইতে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত যে রেল আছে, তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইবে। এই ব্যাপার সম্বন্ধে একটী বৈঠক হয়; তাহাতে সমাজের কাতিপয় ব্যক্তি এই রেল উঠাইয়া দিবার বিরুদ্ধে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া নদীয়া জেলাবাসীর ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। এই রেল উঠিয়া গেলে যাত্রীরা শান্তিপুর হইতে রাণাঘাট দিয়া কৃষ্ণনগর আসিতে বাধ্য হইবে অনেক বেশী খরচ পড়িবে, তবে নবদ্বীপ হইতে শান্তিপুর দিয়া রাণাঘাট পর্যন্ত মোটর চালালে যাত্রীদের সুবিধা হইবে, কিন্তু রেলের অনেক টাকা ক্ষতি হইবে। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা করিলে রেল কর্তৃপক্ষের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া হয়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত যাহাই হউক না কেন, এই রেলটী উঠিয়া গেলে যাত্রীদের বিশেষ অসুবিধা হইবে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

জাপানী মিছরি ভারতে আমদানি হওয়ায় কেবলমাত্র যে মিছরির ব্যবসায়ে ক্ষতি হইতেছে, তাহা নহে, চিনির ব্যবসায়ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। মিছরির মূল্য যেখানে ১৪৲ ছিল তাহার স্থলে ১১৲ টাকা মাত্র হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স ভারত গবর্ণমেণ্টের ব্যবসায় বিভাগের সহিত এ বিষয়ে লেখা লেখি করিতেছেন। মুড়ি মিছরির এক দর হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়। মাঘের শেষের ফলের মত।

নিখিল বঙ্গ ব্যায়াম সঙ্ঘ কলিকাতায় একটি বাড়ী আরম্ভ করিতেছেন। সঙ্ঘের কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট ব্যায়ামশালা স্থাপনোদ্দেশ্যে কলিকাতা কর্পোরেশনের অধীন ২৭৬ ফুট লম্বা জমী বন্দোবস্ত লইয়া তাহাতে সন্তরণ শিক্ষার পুষ্করিণী কুস্তির আখড়া প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিবেন। সমস্ত সভ্য দেশেই যুবকদিগের শরীর গঠনের জন্য বিপুল আয়োজন আছে। বঙ্গদেশে তথা ভারতে তার অভাব দেখা যায়। এই অভাব পূরণ করিবার চেষ্টা করার জন্য ব্যায়াম সঙ্ঘ ধন্যবাদার্হ। প্রাচীন কালে এরূপ না হউক, অন্য প্রকার শরীর-চর্চ্চার ব্যবস্থা ছিল। গ্রীকদিগের ব্যায়ামশালা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। রোমানদিগের ভাস্কর খোদিত মল্লবর মূর্ত্তি দেখিয়া ব্যায়ামবীর স্যাণ্ডোর শরীর-চর্চ্চার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। গেনে ও ফ্রান্সে ঘোড়ায় চড়া এবং ছোরা ও তরবারি খেলা প্রসিদ্ধ। গত ২৮ বৎসর যাবৎ অনুশীলন সমিতি প্রভৃতি স্থাপিত হওয়ায় বঙ্গীয় যুবকদিগের এদিকে ঝোঁক হইয়াছে; তবে ফুট বলের ঝোঁক সমস্ত ব্যায়ামের নেশাকেই পরাস্ত করিয়াছে। নদীয়া জেলার গোয়াড়ীতেও কয়েক বৎসর হইতে একটী ব্যায়ামশালা বেশ উন্নতি লাভ করিতেছে।

গোয়েন্দাবিভাগের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া বোমা, কার্তুজ প্রভৃতির ব্যাপার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। এখন সুদূর পল্লীগ্রামের লোকও শত্রুতার বশবর্ত্তী হইয়া বাক্স প্রভৃতিতে এইরূপ পদার্থ রাখিয়া নিরপরাধ লোককে জব্দ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সম্প্রতি বর্দ্ধমানের দেওয়ানী আদালতে এইরূপ এক প্রচেষ্টা হয়। একব্যক্তি সুটকেসে উক্তরূপ অস্ত্রশস্ত্র রাখিয়া তাহার শত্রুকে পুলিশে ধরাইয়া দিবার চেষ্টা করে, কিন্তু নিজেই ধরা পড়িয়া যায়।

জাপানী মিছরি অতিরিক্ত সস্তা দরে বিক্রয় হওয়ায় ভারতীয় মিছরির কারবার ওয়ালারা বিশেষ ক্ষতি গ্রস্ত হইতেছে। তাহারা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছে যে, জাপানী মিছরির উপর এত বেশী ট্যাক্স বসান যাউক যাহাতে ভারতীয় মিছরি জাপানী মিছরি অপেক্ষা সুলভে বিক্রয় হইতে পারে।

চীন জাপানের সমর আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস, তবে যুদ্ধ ঘোষিত হয় নাই। বিনা যুদ্ধ ঘোষণায়ই জাপান শান্তু; অহিংসাভাবে বহু চীনার প্রাণ নষ্ট করিয়া মাঞ্চুরিয়া দখল করিল এবং বোধ হয় চীনের প্রসিদ্ধ দেওয়াল অতিক্রম করিল। জাতিসঙ্ঘ কিছুই সুবিধা করিতে পারিল না। জাপান সম্ভবতঃ সঙ্ঘত্যাগ করিবে; কারণ সঙ্ঘ কার্য্যতঃ কিছু না করিলেও জাপানের অত্যাচার সমর্থন করে না।

পাঠক অবগত আছেন যে, ডাক্তার আসম আফ্রিকার অন্তর্গত কেনিয়া দেশের কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন; কিন্তু তিনি কারাদণ্ড ভোগ হওয়ায় তাঁহার সে দেশে যাওয়া নিষিদ্ধ বলিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট ছাড় পত্র দেন নাই। কেনিয়া গবর্ণমেণ্টকে জানান হইয়াছে যে, এই দণ্ড নৈতিক অপরাধের জন্য নহে, কেবলমাত্র রাজনৈতিক কারণে; সুতরাং কেনিয়ার আইন অনুসারে তাঁহার সে দেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ নহে। কেনিয়া গবর্ণমেণ্ট কি মত প্রকাশ করেন তাহা যথা সময়ে জানা যাইবে।

মিঃ জি, এল মেটা বোম্বাইয়ে ব্যবসায় সম্পর্কীয় পার্থক্যমূলক বিচার সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দান করেন। তিনি প্রকাশ করেন যে, ভারতে প্রস্তাবিত স্বায়ত্তশাসন এক অদ্ভুত ব্যাপার। এই তন্ত্রানুসারে বড়লাট, ছোটলাট প্রভৃতি শাসন কর্তৃপক্ষ ভারতের লোকের নিকট স্বকার্য্যের জন্য দায়ী থাকিবেন না। তাঁহারা পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী থাকিবেন। অর্থাৎ ইংরাজের অধীন বড়লাট, তাঁহার অধীন অন্যান্য কর্ম্মচারী; তাঁহাদের কার্য্যের উপর ভারতীয়দের কোন কথা বলিবার অধিকার থাকিবে না। ইংলণ্ডের স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইবে। যত রকম রক্ষা কবচ থাকা আবশ্যক, সেই সমস্তই থাকিবে। হোর সাহেবও এই কথা স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন।

বিহার গবর্ণমেণ্ট আয়ুর্ব্বেদিক স্কুলে ১৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখে আয়ুর্ব্বেদ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রবৃন্দকে উপাধিদান করা হইয়াছে এই কনভোকেশনে কাশিকার রাজা বাহাদুর সভাপতি ছিলেন। কালকাতার কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেনকে, কনভোকেশনে বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়। বিহার গবর্ণমেণ্ট কবিরাজী ডিগ্রী পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেশী চিকিৎসা-পদ্ধতির উন্নতি বিধানে যত্নবান হইয়াছেন। অন্যান্য প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট এই চিকিৎসা বিদ্যা প্রসারে সাহায্য করিলে দেশের লোক বিশেষ উপকৃত হয়।

টীচার্স রিলিফ সোসাইটী শ্রীরামপুরে একটী অধিবেশনের চেষ্টা করিতেছেন। এইরূপ সঙ্ঘের উন্নতি বিধান সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; বঙ্গদেশের শিক্ষকদিগের প্রায় অনাহারে বেসরকারী চাকুরিয়া বোধ হয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নাই; অথচ তাঁহাদের উপর নানারূপ অত্যাচার চলে। পল্লীগ্রামের বহু কমিটী মূর্খ লোক দ্বারা গঠিত; সে স্থানে শিক্ষকেরা কোন বিষয়ে সুবিচার প্রত্যাশা করিতে পারেন না।

পাঠক অবগত আছেন যে, মেটিয়াবুরুজের একটী মিলের মজুরের এক সভা গুলবাহার নাম্নী এক কুলী রমণীকে সভা নেত্রীর পদে বরণ করে। সেই সভায় কয়েকজন নেতাও উপস্থিত ছিলেন। আজ কাল সভাপতি বা সভা নেত্রী হইবার উপযুক্ততার প্রমাণ কি তাহা নির্ণয় করা কঠিন। একেত্রে বোধ হয় এমন একজনকে সভানেত্রীর পদে বৃত করা হয়, যে সভায় উপস্থিত জনগণের দুর্দ্দশা স্বয়ং অনুভব করিয়াছে। কেবল মাত্র কথাবার্ত্তীতে সভাপতি হইবার যুগ চলিয়া যাইতেছে। অধিকাংশ স্থানেই এমন সব লোক সভাপতি হন, যাঁহারা বক্তা হিসাবে খুব বড় হইলেও সভার বিষয়ের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন নহেন। বর্ত্তমানযুগে এরূপ লোকের প্রাধান্য কমাই স্বাভাবিক। তবে সকলদেশে সর্ব্ব কালে বুদ্ধিমান লোকের প্রভুত্ব অবশ্যম্ভাবী এইরূপ ধারণাই প্রবল।

ঊর্দ্ধে আরোহণ করি এবং তত্ত্ব-বস্তুকে জানবার চেষ্টা করি অর্থাৎ আমরা জগতের সীমাবিশিষ্ট জ্ঞান লইয়া বাস্তব রাজ্যের—সেই অসীম রাজ্যের তত্ত্ব জানিবার প্রয়াস করি; তাহাতে আমরা রাত্রিকালে লণ্ঠনের আলোকের সাহায্য লইয়া সূর্য্য দেখিবার চেষ্টার মত বিফল-মনোরথ হই। কিন্তু অবরোহ পথে সেই বাস্তব বস্তু হইতে যে জ্ঞান জগতে অবতরণ করেন, সেই জ্ঞান সাহায্যে বস্তু বিচার করা হয়। জাগতিক সীমাবিশিষ্ট জ্ঞানে যে প্রকার ভ্রম, প্রমাদাদি দোষচতুষ্টয় বর্ত্তমান আছে, অবরোহপথে সেরূপ দোষের কোন সম্ভাবনা না থাকায়, অবরোহবাদীর কোন অসুবিধা ঘটে না। অবরোহবাদীই সূর্য্যের আলোকের সাহায্যে সূর্য্য দর্শনের চেষ্টার মত। অবরোহপথে যে দর্শন, তাহা জীবাত্মার নিকট বাস্তব জগৎ হইতে অবতরণ করিয়া থাকেন।

শুদ্ধ জীবাত্মার ভূমিকা থেকে যে দর্শন, তাহাই শুদ্ধ দর্শন। সেইরূপ দর্শনে ধর্ম্মের যে বিচার, তাহাই উৎকৃষ্ট। জীবাত্মা নিত্য ও অবিনশ্বর। এই জীবাত্মার যে ধর্ম্ম, তাহাও নিত্য ও অবিনশ্বর। জীবাত্মার ধর্ম্মের সহিত তাহার জড় বা সূক্ষ্ম শরীরের ধর্ম্মের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। এই দেহ ও মনোধর্ম্ম হইতে জগতে দুই প্রকার সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে, যথা কর্ম্মী (Elevationists) ও জ্ঞানী (Salvationists)। জীবাত্মার ধর্ম্ম বলিতে তাহার জড় বা সূক্ষ্ম শরীরের ধর্ম্ম বুঝিতে হবে না। জীবের যে উপাধিদ্বয়, সেই উপাধিদ্বয় [illegible] কিছু জীব নহেন। এই উপাধিদ্বয় পরিত্যক্ত (Divested) হইলে আমরা আমাদের নিত্য স্বরূপের নিকট উপস্থিত হই। অনেক [illegible] কবির হাতে পড়ে ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ ক'রেছে। কিন্তু সনাতনধর্ম্ম জিনিষটা প্রাকৃত ভূমিকার কোন বস্তু নহে। ইহা অপ্রাকৃত ভূমিকার জিনিষ।

যে ধর্ম্মের কথা আমি বলতে এ'সেছি, সেই ধর্ম্ম জিনিষটা কর্ম্মী ও জ্ঞানীর চক্ষে দেখতে হ'বে না। কর্ম্মী ও জ্ঞানীর বিচারে যে ধর্ম্ম তাহা চেতনময় (dynamic) নহে। [illegible] কথা তাদের মধ্যে চেতনময়-ধর্ম্মের অনুসন্ধান করতে হ'বে না। চেতনময় ধর্ম্ম চেতনময় জগতে; তাহা ঐ সমস্ত ধর্ম্মকে অতিক্রম (transcend) ক'রে থাকে। অপ্রাকৃত ভূমিকায় চেতনময় ধর্ম্মের অবস্থান। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ও দুঃস্থ ব্যক্তিগণের সেবা, বন্যা-প্রপীড়িত ব্যক্তিগণকে সাহায্য দান, দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিয়া দেহরোগ নিবারণের চেষ্টা, দেশের অভ্যুদয় ও সামাজিক উন্নতির চেষ্টা-সমূহকে জগতের মনীষিবৃন্দ জীবের ধর্ম্ম বলিয়া বক্তৃতাদ্বারা জগদ্বাসিগণকে মুগ্ধ করিয়া দিতে পারেন এবং সেই কার্য্যে যুবকবৃন্দকে প্রচুর পরিমাণে আকৃষ্ট করিতে পারেন সত্য, কিন্তু এসমস্ত কার্য্যের সাময়িক উপকারিতা থাকিলেও এবং উহা সাময়িক ধর্ম্ম হইলেও উহা জীবের নিত্য ধর্ম্ম নহে।

মানবের পক্ষে এসমস্ত কার্য্যগুলিকে নিন্দা করা হ'চ্ছে না। এই মাত্র বলা হইতেছে যে, ঐরূপ কার্য্যের দ্বারা, ঐরূপ উপকারের দ্বারা মানবের প্রতি যে দয়া করা হয়, তাহা [illegible] পুনরায় ভবিষ্যতে অমঙ্গল উদয় করায়। কিন্তু জীবের নিত্য চেতনময় ধর্ম্মে যে কথা আছে, তাহাতে জীবের [illegible] আর কোন দিন কোন অমঙ্গল উদয় হইবার সম্ভাবনা থাকে না; তাহাই [illegible] দয়া নামে কথিত [illegible] পরোপকার ও নিঃস্বার্থপরতার চরম সীমা লক্ষিত হয়।

যে ধর্ম্ম আমাদিগকে বাস্তবসত্য বস্তুর নিকট পৌঁছাইয়া দিতে পারে, [illegible] জীবের নিত্য ধর্ম্ম। [illegible] পরোপকারের (altruism) [illegible] দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible] যে উপকার, তাহা প্রকৃত উপকার নহে; আত্মার প্রতি যে উপকার, তাহাই প্রকৃত উপকার (extended altruism)। একজন দুঃস্থ [illegible] ব্যক্তিকে অন্ন আমরা সাহায্য করিয়া তাহার সাময়িক উপকার করিতে পারি, কিন্তু ভবিষ্যতে সে যদি একজন [illegible] দুষ্ট ব্যক্তি হইয়া যায়, [illegible] তাহার প্রকৃত উপকার করা হইল না এবং আমাদের ঐরূপ উপকার নিত্যকাল স্থায়ী হইল না।

মহাবদান্য অবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব [illegible] ধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়াছেন, তাহা ঐরূপ অনিত্য নশ্বর ধর্ম্ম নহে। [illegible] ধর্ম্ম জীবে নিত্য বর্ত্তমান আছে; জীবস্বরূপে সেই ধর্ম্ম নিত্য অধিষ্ঠিত। 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।' ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকাল দাস্য করাইতে জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম। আত্মার প্রতিনিধি (agent) যে মন, তাহা তাহার মনিবের স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্মকে আক্রমণ করিয়া বসিয়াছে এবং বিনা অধিকারে তাহাকে দখল (usurp) করিয়াছে। তাহাতে কর্ম্মী ও জ্ঞানী নামে দুইটী সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু কর্ম্মী ও জ্ঞানীদিগের ধর্ম্মে বাস্তব সত্য রাজ্যের কোন সন্ধান (Clue) পাওয়া যায় না। নিত্যানন্দ সাধুগণ যে ধর্ম্মের কথা প্রচার করেন, তাহাই জীবের নিত্যধর্ম্ম ও বাস্তব ধর্ম্ম এবং সেই ধর্ম্মই চেতনময়।

স্বামিজী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতের ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের বিচার সম্বন্ধে কিছু কিছু বক্তব্য প্রকাশ করিবার পর বলেন যে, পূর্ণ ভগবত্তার সেবাতেই জীবের চেতনময় ধর্ম্মের অবস্থিতি; ব্রহ্ম ও পরমাত্মার সেবকগণ পূর্ণ ভগবত্তার অনাদর করায় মাধুর্য্যময় গোলোক বৃন্দাবনের রসাস্বাদন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন না। এতৎ প্রসঙ্গে 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' শ্লোকের এইরূপ কোন বিচার প্রদর্শিত হয়। জাগতিক আরোহজ্ঞান লইয়া সেই পূর্ণ ভগবানের নিকট পৌঁছিবার উপায় নাই। ব্রহ্ম পরমাত্মার বিচার, একলা বাসুদেবের বিচার, লক্ষ্মী নারায়ণের বিচার, সীতারামের বিচার, ভগবানের পিতৃত্বের বিচার প্রভৃতির দ্বারা তাঁহার পূ[illegible] [illegible] আনন্দমূর্ত্তি রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ পাঁচটী মুখ্যরসের সেবা বস্তু।

[illegible] যেসমস্ত [illegible] শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের [illegible] সৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসে কৃষ্ণভজনের কথা বলিয়াছেন; ব্রহ্ম ও পরমাত্মবাদিগণের গোলোক বৃন্দাবনের সীমানায় যাইবার অধিকার নাই, ব্রহ্মধামের জ্যোতির্ম্ময় আলোকের দ্বারাই তাঁহাদের চক্ষু ঝল্‌সাইয়া যায়; তাঁহারা আর অগ্রসর হইতে পারেন না।

কৃষ্ণ এবং রাধিকা একই বস্তু হইয়া রসাস্বাদনের নিমিত্ত পৃথকরূপমাত্র। শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত স্বেচ্ছাচারী একচ্ছত্র অধিপতি (Transcendental Autocrat) এবং চেতন ও অচেতন জগতের একচ্ছত্র সম্রাট্ ও ভোক্তা। একমাত্র ভোক্তা যেখানে (The only Enjoyer) সেখানেই প্রকৃত অপ্রাকৃত প্রেম সম্ভব। নীতি ও দুর্নীতি সেই একচ্ছত্র ভোক্তার সম্বন্ধে আদৌ প্রযোজ্য নহে। ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের অধিগম্য যিনি নন্, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান হইতে যিনি তাঁহার বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করেন, তিনিই আমাদের একমাত্র সেব্য বস্তু; তিনি অসমোর্দ্ধতত্ত্ব। তাঁহার সেবাই জীবের নিত্যধর্ম্ম।

হায়! আজ দেহধর্ম্মী ও মনোধর্ম্মিগণের দ্বারা জীবের নিত্য-ধর্ম্মের ধারণা কিরূপ ভাবে বিকৃত হইয়াছে। যে চেতনময় ধর্ম্মের কথা আজ আমি বলতে ব'সেছি, তাহা কিরূপে লাভ হ'তে পারে? 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'—এই মন্ত্রে শ্রেষ্ঠ বস্তু কি, তাহা নিরূপণ হওয়া দরকার এবং তাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে কি প্রকারে, তাহাও জানা দরকার। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমকেই জীবের পরম-পুরুষার্থ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। সেই প্রেমই আমাদের প্রয়োজনীয় বস্তু।

'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো, ন মেধয়া বা বহুনা শ্রুতেন' শ্রুতিবাক্যটীর দেহধর্ম্মী ও মনোধর্ম্মী ব্যক্তিগণ স্ব স্ব কার্য্যসিদ্ধির জন্য কিরূপ বিকৃত ব্যাখ্যা করিতেছেন! ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। শ্রুতি যে 'বলে'র কথা ব'লেছেন, সেই 'বল' দেহ-বল বা মনের বলের কথা নয়। সেই 'বল' হ'চ্ছে শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন শ্রীবলদেব বা তাঁহারই অভিন্ন প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের চিদ্বল; যে বল সংগ্রহ করতে হ'লে শ্রীগুরুপাদপদ্মে পূর্ণভাবে শতকরা—শত ভাগ (Hundred percent) আত্মসমর্পণ করতে হ'বে, তবে সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয় দ্বারে সেই বাস্তবতত্ত্ব তাঁহারই কৃপায় আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হ'বেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করাটাই আমাদের চেতনময় ধর্ম্ম। এইরূপ ধর্ম্মাচরণ দ্বারা জগতের নিত্যমঙ্গলই সাধিত হইয়া থাকে; ইহা দ্বারা জগতের অমঙ্গল ঘটিয়াছে বা ঘটিতেছে—এরূপ বিচার যাঁহারা করেন, তাঁহারা ভ্রমেই পতিত হ'ন।

শ্রীমদ্ বন মহারাজের বক্তৃতা শেষ হইবার পর কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুত চিন্তাহরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, মহাশয় বক্তার বক্তৃতার প্রশংসা-মুখে বলেন, স্বামিজী মহারাজ অদ্য আমাদিগকে চেতনময় ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে নূতন আলোক প্রদান করিলেন, তজ্জন্য তিনি আমাদিগের নিকট ধন্যবাদার্হ। আশা করি আমাদের যুবক ছাত্রবৃন্দ এসমস্ত কথা অবধান পূর্ব্বক ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিবার সৌভাগ্য লাভ করিবে। আমি কলেজের পক্ষ হইতে তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—শ্রীশিবরাত্রি উপলক্ষে অদ্য নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিংওয়ার্কস্ বন্ধ বলিয়া আগামী কল্য নদীয়া-প্রকাশ বন্ধ থাকিবে।

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। গুরুকৃষ্ণ নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত — ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র — ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড — ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) — ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) — ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব — ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য — ।৵০
৭। ভজনরহস্য — ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) — ১৲
ঐ (আবাঁধা) — ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) — ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) — ২৲
ঐ (আবাঁধা) — ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য — ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) — ২৲
১৩। বেদান্তত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) — ॥০
১৪। [illegible] — ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৬। গৌড়ীয়কণ্ঠহার — ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) — ॥৵০
ঐ (বাঁধা) — ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন — ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) — ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) — ॥০
ঐ (আবাঁধা) — ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা — ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) — ৵০
২৩। গীতমালা — ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য — ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ খণ্ড — ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ — ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ — ।০
২৯। শরণাগতি — ৴০
৩০। গীতাবলী — ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ — ২॥০
৩২। সাধনকণ — ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক — ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক — ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ — ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) — ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ — ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) — ॥০
ঐ (আবাঁধা) — ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) — ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা — ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) — ১৲
ঐ (আবাঁধা) — ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ — ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ — ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় — ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী — ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) — ২৲
ঐ (আবাঁধা) — ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? — ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) — ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর — ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ — ৵০
৫২। সাধ্যবাণী — ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী [illegible] — ॥০
৫৪। সটীক-শিবাদশমূলম্ — ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ — ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ — ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ — ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ — ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ — ॥০
৬০। নামভজন — ।০
৬১। রিলেটীভ ওয়ার্ল্ডস্ — ।৵০
৬২। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু — ।০
৬৩ বৈষ্ণবীজম — ।০
৬৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং — ৴০
৬৫ দি ভাগবত — ।০
৬৬ ইরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড
আনেলয়েড ডিভোসন
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ)

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি — ॥০
৭০। সাধন পথ — ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু — ৴১০
৭২। গীতাবলী — ৴০
৭৩। শরণাগতি — ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ — ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন — ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন — ঐ
৫। কাজীর সমাধিপাট — ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া
৯। দ্বাদশগোপাল পাট কালনা [illegible], চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটি, বৰ্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বৰ্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাযোড়া, [illegible] বৰ্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাহেশ, হাওড়া
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, [illegible] রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ [illegible] ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ [illegible], ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ [illegible], বাসুদেব-
পুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ [illegible], মাদ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয় মঠ কভুর, গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ [illegible], কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ [illegible], পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ [illegible], মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ [illegible], কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৭ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ [illegible]।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়-

	নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১।	শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম-মায়াপুর
২।	শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	মেদিনীপুর
৩।	শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীধাম-মায়াপুর
৪।	শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫।	শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৬।	শ্রীভক্তিকেবল গিরি	দিল্লী
৭।	শ্রীভক্তিকেবল সাগর	মেদিনীপুর
৮।	শ্রীভক্তি[illegible] পুরী	ঢাকা
৯।	শ্রীভক্তি[illegible]	ঢাকা
১০	শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
১১	শ্রীভক্তি[illegible] শ্রমণ	মাদ্রাজ
১২।	শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩।	শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	পুরী

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম্ম

ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি

ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতী

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ।০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টরী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও সম্পত্তির রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

বি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৮০ আনা।

মিটিংএর নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা।

নোটিশ বুক—১ খানা ॥০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ॥০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

কৃষ্ণনগর [illegible]

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ [illegible]

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে নির্দ্দিষ্ট অবস্থায় কোটিনীদের সমাপ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাঁচটি ॥৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামচন্দ্র লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৮	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-০৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭ ৫৫	২০-৭১
মহেশগঞ্জ—	৭-১৪	১১-২১	১৪-০	১৮-০	২০-৪১
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪ ৯	১৮-৮	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৩-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৬, ১২ ২৮, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫-৩১	৯-৫	১২-১০	১৫ ২২	১৮ ৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩৩	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৭	৯-২৩	১২-২০	১৫ ৪২	
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২ ৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	৯-৫২	১৩-০	১৬ ১২	১৯ ৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মিঃ থাওয়ারের পত্রের উত্তরে গান্ধিজী

নিখিল ভারত অনুন্নত সম্প্রদায় এসোসিয়েশনের সহকারী জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ থাওয়ারে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য এক পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করার জন্য এক প্রস্তাব করিয়া মহাত্মা গান্ধীর নিকট এক পত্র লিখিয়াছিলেন। প্রত্যুত্তরে মহাত্মাজী নিম্নোক্ত পত্রখানি প্রেরণ করিয়াছেন :—

যারবেদা সেন্ট্রাল জেল,
১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩

প্রিয় বন্ধু,

আপনার পত্রের জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। হরিজনদিগের জন্য পৃথক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবটি খুবই লোভজনক, তবে ঐরূপ পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করার প্রয়োজন নাই বলিলেই চলে। ঐরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থলে মিঃ ডেভিডের স্কীমটী আমাদের খুবই কাযে লাগিবে। আপনি গত সপ্তাহের "হরিজন" পত্রিকায় সম্ভবতঃ ঐ স্কীমটী সম্বন্ধে পড়িয়া থাকিবেন। ঐরূপ স্কীমে যে টাকা পাওয়া যাইবে, তাহার প্রত্যেকটিই হরিজনদিগের শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইবে। ঐরূপ পদ্ধতি আর্থিক অবস্থার দিক হইতে খুবই সুবিধাজনক এবং কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট হরিজন ছাত্রগণকে উচ্চ শিক্ষা দানের সহায়ক। মিঃ ডেভিডের স্কীমটি যদি সফলই হয়, তবে ঐ পদ্ধতটী বাড়াইতে কোন কষ্ট হইবে না এবং তখন স্বচ্ছন্দেই আরও অধিক সংখ্যক হরিজন ছাত্রকে উচ্চ শিক্ষা দানের জন্য বিদেশে পাঠান সম্ভবপর হইবে।

উচ্চ শিক্ষার জন্য আমি যে সকল ব্যবস্থা করিব, শিল্পশিক্ষার জন্যও ঠিক সেইরূপ ভাবের ব্যবস্থাই স্থির করিব। সিনেমা সম্বন্ধে আমি অতি অল্পই বুঝি; কারণ আমি কখনও ছায়াচিত্র দেখি নাই। যাহাতে উন্নত সম্প্রদায়গুলি হরিজনদিগকে স্ব স্ব বাড়ীতে ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করেন, তজ্জন্য বিশেষরূপ চেষ্টা করা হইতেছে এবং আমার মনে হয় যে, শীঘ্রই এই চেষ্টা ফলবতী হইবে।

জাতিভেদ সম্বন্ধে আমি "হরিজন" পত্রিকায় আমার মত প্রকাশ করিব এবং তাহা হইলেই আপনারা তাহা জানিতে পারিবেন। আমার মনে হয়, এতাবৎ আমি যাহা বলিলাম, তাহা হইতে আপনার সবগুলি প্রশ্নের উত্তরই মিলিল।

আপনার পত্রের একখানি নকল অবশ্যই আপনি সেন্ট্রালবোর্ডের নিকট পাঠাইয়াছেন বলিয়া আমার ধারণা। আর যদি নকল না পাঠাইয়া থাকেন, তবে অনুরূপ পত্রও একখানি পাঠাইয়া থাকিবেন।

ভবদীয়—
স্বাঃ এম, কে, গান্ধী।

সূর্য্যসেন গ্রেপ্তার

অস্পৃশ্যতা সম্পর্কিত বিল সমূহে বাধ্যতামূলক কিছু আছে কিনা স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুর নিকট হইতে গান্ধীজী তাহা জানিতে চাওয়ায় স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু গান্ধীজীর নিকট নিম্নলিখিত তার প্রেরণ করিয়াছেন—"আপনার তার পাইলাম। কাগজপত্রের সম্পূর্ণ প্রতিলিপি পাঠাইবার জন্য আমি শ্রীযুত বিড়লার নিকট তার করিয়াছি। ইতিমধ্যে বিষয়টির অনুধাবন সাপেক্ষে আমি আপনার সহিত এবিষয়ে সম্পূর্ণ একমত প্রকাশে বলিতেছি যে, বিলগুলিতে বাধ্যতামূলক কিছুই নাই।

এই সম্পর্কে গান্ধিজী বলেন যে, ইহা প্রধানতঃ আইনব্যবসায়ীদের অভিমত সাপেক্ষ বিষয়। তাহারা নিম্নে উল্লিখিত দুটী বিষয় সম্পর্কে বিবেচনা করিবেন আশা করি।

(১) বিলগুলিতে বাধ্যতামূলক বিষয়ের বিন্দুমাত্র উল্লেখ আছে কিনা;
(২) ঐগুলিদ্বারা ব্যক্তিবিশেষের ধর্ম্ম বিশ্বাস কিম্বা বিবেকে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে কিনা।

লাহোরে "প্যাক্ট-পার্টি"

লাহোর মিউনিসিপ্যালিটীর ব্যাপারে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানকল্পে "প্যাক্ট পার্টি" নামক একটি নূতন দল গঠিত হইয়াছে। মুসলমান ও অ-মুসলমানের মধ্যে এই চুক্তি হইয়াছে যে, মিউনিসিপ্যালিটীর চাকুরীসমূহের অর্দ্ধেক মুসলমানেরা পাইবে। যতদিন পর্য্যন্ত এই অনুপাত পূর্ণ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত যে সমস্ত চাকুরী খালি হইবে তাহার ৩ ভাগের ১ ভাগ ন্যূন সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত হইবে। এই চুক্তি নাকি সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করিবে।

গুলবার্গে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

গুলবার্গ জেলার হায়দারাবাদ হইতে একটি ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া গিয়াছে। গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী একটি কুঁড়েঘরে হঠাৎ আগুন লাগে। লোকজন ছুটিয়া যায়, ঐ ঘর হইতে একটি রুগ্না স্ত্রীলোক এবং তাহার শিশু ব্যতীত অপর সকলকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়। উক্ত স্ত্রীলোক এবং তাহার শিশু অগ্নিতে দগ্ধ হয়। অপর দুইজন স্ত্রীলোক, তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে গিয়া তাহারাও বৈশ্বানরের গ্রাসে আপতিত হয়।

সম্রাটের তার

এভারেষ্ট অভিযাত্রীদলের সাফল্য কামনা করিয়া সম্রাট এক তার প্রেরণ করিয়াছেন।

অভিযানের অর্গেনাইজিং সেক্রেটারী মিঃ এথাটন ১৫ই ফেব্রুয়ারী লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়াছেন। মার্চ্চ মাসের শেষ ভাগে অভিযাত্রী দল দার্জ্জিলিং যাত্রা করিবেন। নেপাল রাজ্যের উপর এ্যারোপ্লেন চালাইতে নেপালের মহারাজা অনুমতি দান করিয়াছেন। অভিযানে যে এ্যারোপ্লেন ব্যবহৃত হইবে তাহার কয়েক খানা ইতোমধ্যেই করাচী প্রেরণ করা হইয়াছে। অভিযানের অবশিষ্ট মালপত্র সহ মিঃ ম্যাকইন্টায়ার ভারতবর্ষ যাত্রা করিয়াছেন। অন্যতম অভিযাত্রী মিঃ ব্লাকার ও ইম্পিরিয়েল এয়ার ওয়েজের বিমানডাকে ভারতবর্ষ যাত্রা করিয়াছেন।

বন্দীদ্বয়ের মুক্তি

অভিযোগে ধৃত হওয়া হিজলী বন্দীনিবাসে আবদ্ধ রাজবন্দী শ্রীযুত মতিলাল পাঁড়ে এবং তাঁহার ভ্রাতা মির্জ্জাপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীযুত লালচাঁদ পাঁড়ে তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের বাসভূমি রাজপুতনায় নিজব্যয়ে বসবাস করিবেন এবং সরকারের বিনানুমতিতে বাঙ্গলা প্রদেশে প্রবেশ করিবেন না, এই সর্ত্তে মুক্তিলাভ করিবেন বলিয়া শোনা গিয়াছিল; কিন্তু এপর্য্যন্ত সঠিক সংবাদ জানা যায় নাই।

রেলওয়ে বাজেটের আলোচনা

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে রেলওয়ে বাজেট সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা হয়।

শ্রীযুত জগদীশ বাঁড়ুয্যে বলেন, রেল বিভাগে আরও ব্যয় সঙ্কোচ সাধন করা সম্ভব হইতে পারে। যে ভাবে ব্যয় সঙ্কোচ করা হইয়াছে, তাহাতে নিম্নকর্ম্মচারীগণই ছাটাইতে পড়িয়াছেন, মোটা বেতন ওয়ালাদিগের কাহাকেও স্পর্শ করা হয় নাই।

শ্রীযুত কালিকার বলেন, আরও ব্যয় সঙ্কোচ করা উচিত। তিনি ভাড়ার হার আরও কমাইতে বলেন।

মিঃ মহম্মদ সুরাবর্দ্দি বলেন—উপরওয়ালাদের দিক হইতে বেতন ছাটাই করিলে বাজেটের অবস্থা আরও ভাল হইত। তিনি রেলওয়ের কাজে ভারতবাসীদিগকে প্রাধান্য প্রদান করিতে বলেন এবং মুসলমানদিগকে অধিকতর সংখ্যায় চাকুরী দিতে অনুরোধ করেন।

স্যার জোসেফ ভোর বিতর্কের উত্তরে বলেন, ভারতীয় রেলপথের অবস্থা জগতের অন্যান্য স্থানের রেলপথ সমূহ অপেক্ষা অনেক ভাল। ভাড়া কমাইলে সুবিধা হইবে, উপর হইতে দেখিতে এইরূপ অনুমান হয় বটে, কিন্তু ভাড়া কমানর দরুন যাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া কিভাবে লাভ দাড়াইতে পারে, সেকথা কেহ বলেন নাই।

অধিবেশন সোমবার পর্য্যন্ত মুলতুবি থাকে।

আলোয়ার দরবার স্থগিত

আলোয়ার মহারাজার যে দরবার হইবার কথা ছিল, তাহা স্থগিত রাখা হইয়াছে। যেসকল কর্ম্মচারী দরবার উপলক্ষে আসিয়াছিলেন তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। এখনও দরবারের তারিখ জানা যায় নাই।

ভূপালের নবাব সাহেব মহারাজাকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন, রাজ্যের শাসন ব্যাপারে ভারত গবর্ণমেণ্টকে অধিকতর ক্ষমতা দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু মহারাজা তাঁহার সঙ্কল্পে অটল আছেন।

এইরূপ প্রকাশ, মহারাজা মাল রাজস্ব আইন এবং বন আইনের কোনও কোনও কঠোর ধারা সংস্কার করিবেন।

এইরূপ প্রকাশ, পলিটিকেল এজেণ্টকে প্রধান মন্ত্রী ও রাজস্ব-সচিবের পদে নিযুক্ত করিতে মহারাজা মনস্থ করিয়াছেন। তিনি ক্যাপ্টেন এ, ডবলিউ, এবটসন আই, সি এসকে রামগড়, তিজারা, কিষণগড়, ও লক্ষ্মণগড়, এই চারিটি উপদ্রুত অঞ্চলে শান্তিস্থাপনার্থ স্পেশাল কমিশনার নিযুক্ত করিয়াছেন।

এইরূপ প্রকাশ, স্থায়ী প্রধান মন্ত্রী নিয়োগের পূর্ব্বে পলিটিকেল ডিপার্টমেণ্টের মিঃ এ, সি লোথিয়ান, আই-সি-এস মহারাজকে সাহায্য করিতে যাইবেন।

টেলি: শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈনিক

Reg No C. 1544.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি
সংখ্যা ৵৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড। সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি। ২৯৬তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৩ই ফাল্গুন শনিবার ১৩৩৯, ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩

নানা কথা

পতি পত্নীর কলহের শোচনীয় পরিণাম

কুমারখালি থানার বলাগ্রামে ডাঃ হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী হইতে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবর আসিয়াছে। নিহতা প্রমিলা দেবীর ছোট ভগ্নীর কথায় প্রকাশ পায় যে, গত ২০শে ফেব্রুয়ারী রাত্রে সে ও তাহার দিদি একটী ঘরে ঘুমাইয়াছিল ঐ সময় তাহার ভগ্নীপতি সূর্য্যকুমার মুখুজ্যে ঐ ঘরে ঢোকে। বাড়ী যাওয়া লইয়া তাহাদের মধ্যে একটা বচসা হয়। ঐ সময় সূর্য্য ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া তাহার পত্নীকে আক্রমণ করে ও তাহার দেহে কয়েকটা গুরুতর আঘাত করে, ফলে প্রমিলার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। তৎপর সূর্য্য গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করে কিন্তু প্রতিবেশীগণ বাধা দেওয়ায় অসমর্থ হয়, তারপর যে ঘরে তাহার পত্নীর মৃতদেহ পড়িয়াছিল ঐ ঘরে ঢুকিয়া সে একটা শিশি হইতে কতকটা কি খাইয়া ফেলে, সম্ভবতঃ উহা অহিফেন। সূর্য্যকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে, তথায় তাহার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

চন্দ্রনাথে ৪০ হাজার যাত্রী সমাগম

চট্টগ্রাম হইতে ২৩ মাইল দূরে সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ ধামে ২২শে ফেব্রুয়ারী শিবরাত্রি মেলা আরম্ভ হইয়াছে। ঐ দিবস প্রায় ৪০ হাজার যাত্রী সমবেত হইয়াছিলেন। হাজার হাজার লোক রেলওয়ে কনসেসনের সুবিধা পাইয়াছে। প্যাসেঞ্জার ট্রেণ ব্যতীত মালগাড়ীতে ও মোটর লরীতে করিয়াও বহুযাত্রী মেলায় গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। কক্স বাজারের নিকট আদিনাথ এবং চট্টগ্রামের অন্তর্গত গোমদাণ্ডীর কালাচাঁদ মন্দিরের শিবরাত্রি-মেলাতেও বহুলোকের সমাবেশ হইয়াছে।

শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা

১৮ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার হইতে ২৬শে ফাল্গুন শুক্রবার পর্য্যন্ত নয়দিন নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা হইবে।

যাত্রিগণের প্রত্যেকের পরিক্রমার নামমাত্র ব্যয় ৫৲ পাঁচ টাকা।

২৭শে ফাল্গুন, ১১ই মার্চ্চ শনিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম মায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপের যোগপীঠে

শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব

হইবে।

জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

জেহোল অঞ্চলে যুদ্ধ চালাইবার জন্য "রাষ্ট্রীয় মুক্তি ঋণ" এই নাম দিয়া দেশবাসীর নিকট ২ কোটি ডলার ঋণ প্রার্থনা করা হইবে, চীন গবর্ণমেণ্টের অস্থায়ী প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুং এই কথা বলেন। তিনি বলেন মার্চ্চ, এপ্রিল এবং মে এই তিন মাসে উত্তর চীনস্থ সেনাদলের সামরিক ব্যয় বহন করিবার জন্য সন্তোষজনক ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জেহোল রণাঙ্গনের চীনা সেনাদিগকে সমর্থন করিবার জন্য অবিরত চেষ্টা করা হইবে।

উড়ো জাহাজ পড়িয়া মৃত্যু

গত এপ্রিল মাসে লাহোরে একটি বিমান দুর্ঘটনা ঘটে। এই দুর্ঘটনার সম্পর্কে বিমানচালক মিঃ [illegible] আইনের [illegible] ধারা অনুসারে মামলা আনা হইয়াছে। এই দুর্ঘটনার ফলে তাঁহার বিমানের মিঃ সান্যাল নামক একজন আরোহী মৃত্যুমুখে পতিত হন।

স্থানীয় রেল আফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এই মামলায় সাক্ষীদান-কালে বলেন, ১৯৩২ সালের ২০শে এপ্রিল বেলা ৯টার সময় তিনি তাঁহার বাড়ীর ছাদের উপর দিয়া একখানা উড়োজাহাজ যাইতে দেখিতে পান। উড়ো জাহাজখানা অসম্ভব নীচু দিয়া যাইতেছিল। উহা প্রায় ৪৫০ ফুট উচুতে ছিল। হঠাৎ কিছুকাল পরেই তিনি উড়োজাহাজখানা ভাঙ্গিয়া পড়িতে দেখিতে পান। তিনি ঘটনাস্থলে ছুটিয়া যান। ঐ স্থানে শতাধিক লোক জমা হইয়াছিল। আসামী ইহাতে জখম হইয়াছিল, তাহার কিছু দূরে একটী মৃতদেহ পতিত ছিল। ঘটনার তিন দিন পূর্ব্বেও সাক্ষী এই উড়োজাহাজ খানা এরূপ নীচু দিয়া উড়িতে দেখিয়াছিলেন।

আসামী পক্ষের কৌঁসুলীর জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন, ঘটনার সময় তিনি আসামীকে দুর্ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে যে, কলটা কোনরূপে বিগড়াইয়া গিয়াছে। মামলা মুলতুবী আছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ই ফাল্গুন, শনিবার ১৩৩৯

কৃষ্ণনগরের সরভাজা, সরপুরিয়া এবং মাটীর পুতুল অপেক্ষা মশাই উল্লেখযোগ্য। প্রথম তিনটী জিনিস সকলের ভাগ্যে জোটে না; কিন্তু মশক-দংশন হইতে কেহই বঞ্চিত হন না। এখানে ড্রেন প্রভৃতির অবস্থা অতি শোচনীয়। দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে মিউনিসিপ্যালিটি হইতে মশক ধ্বংসের প্রস্তাব হয় বলিয়া শুনা যায়; কিন্তু সে প্রস্তাব অনুসারে কোন কার্য্য হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয় না। যখন মিউনিসিপ্যালিটী করেন না অথবা পারেন না, তখন জনসাধারণ এবিষয়ে মনোযোগী হইলে সুফল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। ড্রেন, ডোবা ও জঙ্গল সম্বন্ধে যত শীঘ্র ব্যবস্থা হয় ততই মঙ্গল। বীরনগর প্রভৃতি স্থানের লোক স্বাবলম্বী হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়।

আজ কাল অনশন ব্রতের ফ্যাশান খুব চলিত হইয়াছে। আমরা এরূপ লোককে উপহাস করিতে চাই না; কিন্তু তাঁহাদের এরূপ কষ্ট ভোগ করিবার কারণও খুঁজিয়া পাই না। তাঁহাদের অনেকেই গণ্যমান্য এবং নেতৃস্থানীয়। তাঁহারা ভোগ ছাড়িয়া ত্যাগের চরম সীমায় উপনীত এবং সেজন্য দেশের লোক স্বভাবতঃ তাঁহাদিগকে সম্মান দান করিবে এবং ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে তাঁহাদের নাম লেখা থাকিবে। একজন নেতা অনশন ব্রত অবলম্বন করেন, কারণ, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মেথরের কাজ করিতে দেন নাই। অপর একজন ঐরূপ করেন, কারণ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার ভাতা আংশিক কমাইয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহাদের এমন কি আত্মীয়তা আছে, যে জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের জীবন রক্ষার জন্য ব্যস্ত হইবেন।

বলশেভিক রুশিয়ার "পাঁচ বৎসর প্ল্যানের" বিষয় পাঠক অবগত আছেন। তাহাতে ঐ দেশে যথেষ্ট উপকার হইতেছে বলিয়াই কর্ত্তৃপক্ষ প্রকাশ করেন। তবে 'দি মডার্ণ ওয়ার্ল্ড'এর গ্রন্থকার মিষ্টার পেকমান বলেন যে, উহার ফলে দরিদ্র ক্রমশঃ দরিদ্রতর এবং ধনী দরিদ্র হইতেছে। আমরা বলশেভিকবাদ বা রুশিয়ার উন্নতি অবনতির সহিত সংশ্লিষ্ট না হইলেও ভারতে তাঁহার তরঙ্গের ধাক্কার সহিত বিশেষ সম্পর্কিত। কলিকাতা কর্পোরেশন উহার অনুকরণে তিন বৎসর প্ল্যান করিতেছেন। যাহাতে সহরে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ব্যবসায়, বাণিজ্য, শান্তি স্থাপন, ব্যায়ামাগার, শিল্পাগার, প্রমোদাগার, নৈতিক জীবন, গাড়ী চলাচল প্রভৃতি বিষয়ের উৎকর্ষ লাভ হয় তাহার চেষ্টা করাই এই প্ল্যানের উদ্দেশ্য। কর্পোরেশনের অধীন একটী ব্যাঙ্ক থাকিবারও কথা হইতেছে। তাহার সাহায্যে যে সমস্ত শিল্প সৃষ্ট ও রক্ষিত হইবে, তাহার মালিক হইবে কর্পোরেশন, এবং তাহাতে উপকৃত হইবে জনসাধারণ; সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি লোকবিশেষের অবস্থা উন্নতির জন্য স্থাপিত। কিন্তু কর্পোরেশন ব্যাঙ্ক সে শ্রেণীর হইবে না। তাহাতে জনসাধারণ উপকৃত হইবে। আজ কাল বেকার সমস্যা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর হইয়াছে। এই ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইলে তাহার মীমাংসা হইবার পন্থা আবিষ্কৃত হইবে। বিলাতে চাষী মজুরেরা ওয়ার্ক হাউসে কাজ করিয়া থাকিতে পায় এবং কারখানা প্রভৃতিতে যতদিন কার্য্য করে, তাহারা বাস করিতে বাধ্য হয়। তাহার ফলে বেকার অবস্থায় তাহাদের খোরাক, পোষাক এবং ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা হয়। ভারতে সেরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। কর্পোরেশন পথ প্রদর্শন করিলে সুবিধা হয়।

দরবারে যোগ দেওয়ার জন্য আলোয়ার রাজ্যের বিভিন্ন স্থান হইতে শত শত লোক আলোয়ারে আসিয়াছে। এই দরবারে রাজ্যের অনেক গুরুতর কথা ঘোষিত হইবে। শুধু তাহাই নহে, বর্ত্তমানে যে সমস্ত সমস্যা দেশীয় রাজ্যগুলির বিবেচনাধীন আছে, সে সমস্ত বিষয়েও অনেক কথা ঘোষণা করা হইবে।

সাধারণতঃ দরবার উপলক্ষে যে জাঁকজমক হয়, এই দরবারে তাহা হইবে না। মহারাজা অপরাহ্ন ৫টার সময় দরবারে আসিবেন। সে সময় ১৭টী তোপধ্বনি করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করা হইবে। অতঃপর মহারাজা সংক্ষেপে বিদ্রোহের ইতিহাস বর্ণনা করিবেন। তিনি দেখাইবেন যে, বারংবার প্রজাদের প্রতি প্রীতি ও অনুগ্রহ দেখান সত্ত্বেও আলোয়ারের ভিতরের ও বাহিরের আন্দোলনকারিগণ কিভাবে মিয়োদিগকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছে। এখনও যদি মিয়োরা সরলভাবে রাজসরকারের আনুগত্য স্বীকার করে, তবে তিনি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন না করিতে প্রস্তুত আছেন। অনুগ্রহের প্রথম নিদর্শন স্বরূপ তিনি দুই তিন লক্ষ টাকা খাজনা মকুব করিতে প্রস্তুত আছেন। গত ডিসেম্বর মাসে কৃষকদের দুর্দ্দশা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য যে কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছিল, সেই কমিটি প্রায় আট লক্ষ টাকা মকুব করিয়াছিলেন। এই কমিটীর পরামর্শ গ্রহণ করিলে মোট ১৪ লক্ষ টাকা মকুব করিতে হইবে।

রাজ্যের আয়-ব্যয় বিবেচনা করিয়া দেখা যায় যে, এত টাকা মকুব করা সম্ভব নহে। সুতরাং পূর্ব্বে যে পাঁচ লক্ষ টাকা মকুব করা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত আরও তিন লক্ষ টাকা মকুব করা হইবে।

ভূপালের নবাব কিয়ৎকালের জন্য আলোয়ারে আসিয়াছিলেন। নরেন্দ্রমণ্ডলীর পরিষদের আগামী অধিবেশন সম্পর্কে গুরুতর পরামর্শ করিবার জন্য নাকি নবাব সাহেব আলোয়ারে আসিয়াছিলেন। এসম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা-কল্পনা করিতেছেন।

আলোয়ার হইতে সাত মাইল দূরবর্ত্তী এক গ্রামে মিয়োরা আবার হাঙ্গামা আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই গ্রামে বিদ্রোহী মিয়োরা রাজভক্ত মিয়োদের নিকট হইতে চাঁদা দাবী করায় উভয়পক্ষে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের ফলে কয়েকজন আহত হইয়াছে। উভয় পক্ষই পরস্পরের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করিয়াছে।

উদ্ভিদ্ জগতের মর্ম্মকথা

বরোদায় আচার্য্য রায়ের বক্তৃতা

বরোদা রাজ্যের বিশেষ আমন্ত্রণে স্যার জগদীশচন্দ্র বসু তাঁহার আবিষ্কার সম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে কয়েকটী বক্তৃতা দিয়াছেন। মহারাজা স্বয়ং এই সমস্ত বক্তৃতা সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করায় বিশিষ্ট শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে বেশ উৎসাহ দেখা গিয়াছিল। বিগত ৪০ বৎসরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুসন্ধানের ফলে স্যার জগদীশচন্দ্র এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে জড় পদার্থ কোন প্রকারেই অচেতন নয়, বাহিরের প্রতি শক্তির সংস্পর্শে ইহা স্পন্দিত হয়। জড় পদার্থের, বৃক্ষলতার এই প্রতিস্পন্দনের প্রতিক্রিয়া সমগ্রভাবে বিস্ফুট হইয়া উঠে। জড় রাজ্যের এবং অজড় রাজ্যের এইরূপে সংযোগ দেওয়া যায়। এক সময় ভাবা যাইত, শক্তিশালী জীবের স্বেচ্ছাকৃত প্রতিক্রিয়া কার্য্যে, আর তাহার শরীরের অংশ-বিশেষের অনিচ্ছাকৃত সঞ্চালনে, অবিরাম স্বয়ং স্পন্দিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে, ও নিস্পন্দ লতা-পত্রে আকাশ পাতাল প্রভেদ। মনে হইত, জীবনের দ্বিবিধ ধারা পাশাপাশি চলিতেছে। পরস্পরের মধ্যে মিল সামান্যই আছে।

বসু বিসার্চ ইনষ্টিটিউটে এরূপ সব যন্ত্রের আবিষ্কার করা হইয়াছে, যে গুলির সাহায্যে উদ্ভিদ জীবনের গুপ্ত রহস্য ধরা পড়িয়া গিয়াছে। ঐ সকল যন্ত্রযোগে মূক উদ্ভিদও তাহার সুখ দুঃখের সকল কথা লিখিয়া দিতে পারে, তাহার অন্তরের কথা একটীর পর একটি সকলকে জানায়। অনেক সময় দেখা গিয়াছে ইন্দ্রিয়দ্বারা মানুষ যে জ্ঞান প্রত্যক্ষ করিতে না পারে উদ্ভিদ তাহাতেও সাড়া দেয়। কেবলমাত্র কয়েক প্রকারের বৃক্ষের উত্তেজনা প্রবল এরূপ নহে; সমস্ত বৃক্ষলতাই, এমন কি তাহাদের প্রত্যেক অংশই অনুভূতি সম্পন্ন। তাহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা সাড়া দেয়। জীবদেহের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে যেমন পরস্পরের যোগ আছে, আর একটী উহার কাজ করে, এবং ঐ কাজের জন্য বিশেষ শিরা উপশিরা আছে, তেমনি উদ্ভিদ দেহেও আছে। নানা অবস্থায় যেমন জীবের মানসিক উত্তেজনায় পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন হয়, উদ্ভিদের ভিতরেও তেমনি হয়। একরূপ যন্ত্র আবিষ্কার হইয়াছে, যাহার সাহায্যে উদ্ভিদ দেহের নাড়ীর স্পন্দন স্পষ্ট ধরা যায়। উদ্ভিদের ভিতরও অনিচ্ছাকৃত স্বগতিশীল স্পন্দন আছে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় যে, রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োগে জীবদেহের ন্যায় উদ্ভিদ দেহেও প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এই সকল এবং আরও বহু প্রকারের গবেষণার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে যে, কি উদ্ভিদ—কি পশু পাখী,—কি মানুষ—সকলেরই দেহ-যন্ত্রের গঠন-প্রণালীতে মূলতঃ ঐক্য রহিয়াছে। উদ্ভিদ-দেহের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে জীবদেহের অনেক গূঢ় তত্ত্বের সন্ধান মিলিবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৫ গোবিন্দ, [illegible]

ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি

নিত্যমুক্তঃ স্বতঃ সম্বেদাদ্যং, সম্বেদকৃৎ।
স্ব-পর-জ্ঞানদাতা যস্তং বন্দে গুরুমীশ্বরম্॥
— শ্রীধর গুরুদেব।

তব পদে এ মিনতি মোর
ছাড়াইয়া মায়া-পাশ রাখ নিজ পদ-পাশ,
গলায় বাঁধিয়া কৃপা-ডোর।
পতিত অধম আমি, পতিত তারিতে তুমি,
জগ-মাঝে পতিত-পাবন।
কৃষ্ণ প্রেম, দিক্ষা দিতে, শিক্ষাগুরু অবনীতে,
সেই জানে, যে কৃপা-ভাজন॥
বিজ্ঞানাশ্রয়বাদে, কৃষ্ণ মায়া মোহপাশে,
বান্ধে জীব-জ্ঞান আবরিয়া।
নিরূপে স্বরূপ ভেদে, দেহ মনো-মোহধর্ম্মে
ভ্রমে সবে প্রভু পাসরিয়া॥
বিষয়-সমুদ্র মাঝে, জন্ম জন্ম জনমে,
ক্লেশ পায় সদা অগণন।
না জানে আপন হিত, সদা জড়ে মুগ্ধ চিত,
[illegible]।
কৃষ্ণ কাঁদে কাঙ্গালে [illegible] দেশে,
[illegible]।
আত্মজ্ঞান [illegible], [illegible] শ্রীচরণে,
[illegible]।
[illegible]
[illegible]

[illegible]

শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত যত, রূপে [illegible], সুব্যক্ত,
[illegible] তুমি সিদ্ধান্ত-সাগর।

শুনি দেখি শিক্ষা-সার, কর্ণ-নেত্রে বার বার,
তব যশঃ গায় সর্ব্ব নর॥
কর্ম্মী, জ্ঞানী ভক্তিহীন, নিরাকার ক্রিয়াহীন,
পরতত্ত্ব-স্বরূপ বিচার।
ক'রে নিজ ভ্রান্ত-মতে, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগপথে
ভুক্তি, মুক্তি সাধে নিরন্তর॥
কামবশে মত্ত যা'রা, বহুদেবে ভজে তা'রা,
দেবদেব কৃষ্ণকাম ত্যজি'।
মূল ছাড়ি' তরু শিরে, বারি ঢালে সেই নরে
দুঃখ পায় বিষয়েতে মজি'॥
তব কৃপা-অবতারে, সুসিদ্ধান্ত-খরধারে,
মনোগ্রন্থি ছিন্ন সবাকার।
সৎ চিদানন্দময়, ঈশ্বর-স্বরূপ হয়,
জ্ঞানে কর্ম্মে সর্ব্বসাধার॥
অভিলাষ-বিবর্জ্জিত, কর্ম্ম জ্ঞান অনাবৃত,
আনুকূল্যে কৃষ্ণের সেবন।
সেই সে উত্তমা ভক্তি কৃষ্ণ-কার্ষ্ণে আসক্তি
জীবের একান্ত প্রয়োজন॥
প্রভো!
তব আবির্ভাবদিনে, তব পদ সযতনে,
পূজিবারে ভারতী তোমার।
তব কৃপাদৃষ্টি-বলে, তব শ্রীচরণতলে,
আত্ম-পুষ্প দেয় উপহার॥

ঢাকায় সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী

['ইষ্টবেঙ্গল টাইমস'এর বিরুদ্ধে ২৯শে মাঘ, ১৩৩৯ তারিখের স্বাস্থ্য-শাসনের সম্পাদকীয় মন্তব্য হইতে সংগৃহীত।]

(২)

কালা কৃষ্ণদাস ভট্টথারী স্ত্রীলোকের কবলে পতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু কৃষ্ণদাসকে চিরতরে বর্জন বা তাহার জন্য Capital Punishment মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করেন নাই। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর ইচ্ছাক্রমে কালা কৃষ্ণদাসকে পুনরায় অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু [illegible] পরমানন্দপুরী এবং [illegible] সকলে [illegible] উক্ত [illegible]দের জন্য অনুরোধ [illegible] শুনেন নাই। [illegible] বলিয়াছেন—

"* * —প্রভু বশ নহে যেন মন।
[illegible] করে শাসন॥"

সহযোগী ইষ্টবেঙ্গল টাইমস্ বলিয়াছেন যে, সৎশিক্ষা প্রদর্শনীতে প্রাকৃত ভক্তগণের [illegible] সহিত কুযোগী ও প্রাকৃত সহজিয়াগণের চিত্র প্রদর্শন করা একশ্রেণীর লোকের রুচিপ্রদ হয় নাই। লোকের রুচি ও প্রকৃত মঙ্গল—দুইটী পৃথক জিনিষ। উপনিষৎ একটী শ্রেয়ঃ ও অপরটীকে প্রেয়ঃ বলিয়াছেন। সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীতে ডাক্তারের অস্ত্রোপচার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া অনুধাবন করিলে সহযোগী এইরূপ ভুল করিতেন না। অস্ত্রোপচার রোগীর রুচিকর নহে বলিয়া মঙ্গলকামী ডাক্তার তাহা হইতে বিরত হন না। সহযোগী সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর বিবরণ পুস্তিকাটী মনোযোগ-সহকারে পাঠ করিলে মনে হয়, এরূপ ভুল করিতেন না। সহযোগীর জানা উচিত ছিল যে, সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর দৃশ্যগুলি সমস্তই উপনিষদ্, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, ব্রহ্মসংহিতা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীমহাভারত প্রভৃতি শাস্ত্রীয় গ্রন্থের উপদেশ হইতে গৃহীত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শত শত শ্লোক ও উদাহরণ দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীতে কুযোগ, কুজ্ঞান বা মিছাভক্তির যে সকল চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। যদি সহযোগীর মত বা ঐরূপ মতে প্রতিধ্বনি-প্রদানকারী জনপ্রিয়মত গ্রহণ করা যায়, তবে শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত কথাগুলিকে কাটিয়া দিতে হয়। কিন্তু কোনও সুধী ব্যক্তিই শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত অপেক্ষা জনপ্রিয়মত বা ধারণাকে অধিক মূল্য দিবেন না।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ।
অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্।
(ভাঃ ১০।৫১।৬০)

অভক্ত যোগিগণ প্রাণায়ামাদি দ্বারা মনকে নিরোধ করিয়া থাকেন, কিন্তু হে রাজন্, তদ্দ্বারা তাঁহাদের চিত্ত বাসনাশূন্য হয় না বলিয়া তাহা আবার বিষয়াভিমুখী হইয়া পড়ে।

প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জন্তো যোগিনো মনঃ।
বিষীদন্ত্যসমাধানান্মনোনিগ্রহকর্শিতাঃ॥
(ভাঃ ১১।২৯।২)

হে পুণ্ডরীকাক্ষ! প্রায়ই দেখা যায় যে, যেসকল যোগী যোগমার্গে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা মনোনিগ্রহ-বিষয়ে ব্যাকুল হইয়া ক্লেশ পাইয়া থাকেন; কারণ তদ্দ্বারা তাঁহাদের মনোনিগ্রহ হয় না।

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥
(ভাঃ ১।৬।৩৬)

মুকুন্দের সেবা দ্বারা কামলোভাদি-রিপুপীড়িত অশান্ত মন যেমন সাক্ষাৎ নিগৃহীত হয়, যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগ-মার্গের অবলম্বন দ্বারা তাহা তেমন নিরুদ্ধ বা শান্ত হয় না।

সৎশিক্ষা প্রদর্শনীতে শ্রীমদ্ভাগবতের এই সত্যকথাই আদর্শের দ্বারা প্রকাশিত করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর যে চিত্রগুলির কথা সহযোগী উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বের ধর্ম্মজগতের অবস্থার কতিপয় চিত্র, যাহা কবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। সহযোগী শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের ২য় অঙ্কে ৭ম, ৮ম ও ৯ম সংখ্যা দেখিলে জনপ্রিয়মত-রাহুর গ্রাস হইতে লেখনীকে মুক্ত করিতে পারিতেন। সৎশিক্ষাপ্রদর্শনীর শিক্ষা Vox popule Vox De নহে, পরন্তু Vox De should be Vox populous। এই কথা আপাত বিপরীত হইলেও পরম সত্য। প্রচলিত কথা বা জনপ্রিয় কথা হইলেই তাহা উদারতা, আর Vox De হইলেই তাহা গোঁড়ামী বা সঙ্কীর্ণতা, এরূপ যে এক অন্যায় গোড়ামী মানবজাতিকে গ্রাস করিয়াছে, তাহার মস্তকে লগুড়াঘাত করিয়াছে "সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী।"

জগদ্গুরু রুদ্রের মোহিনীরূপ দর্শনে মোহপ্রাপ্তির অভিনয় সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া সহযোগী সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। কিন্তু শাস্ত্র না বোধিয়া অনধিকারচর্চ্চা অর্থাৎ প্রচলিত কথায় যাহাকে 'আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর আলোচনা করা" বলে, সাধারণের ও শাস্ত্র বা সাধুগণের আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া তাহাই হ[illegible]। [illegible] উপদেশ গ্রহণ করিতে হইলে শ্রীমদ্ভাগবত ৮ম স্কন্ধ ১২ অধ্যায়ে শিবের মোহিনীরূপ দর্শনের চিত্র যে অপূর্ব্ব ভাষায় লিখিত আছে, তাহাকে মুছিয়া দিতে হয়। কিন্তু পরমসত্য কোন রোগী বা সহযোগীর রুচির ধার ধারে না। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভেই এরূপ উক্ত হইয়াছেন, জগতে অন্যান্য শাস্ত্রে ব্যাসদেব কিয়ৎ-পরিমাণে বঞ্চনার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতই "প্রোজ্ঝিত-কৈতব' অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের অভিসন্ধিরূপ কপটতা হইতে মুক্ত পরম ধর্ম্মের কথা বলিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করও, তাঁহার প্রকৃতিরূপ দর্শন করিতে চাহিলে পরম মুক্ত শিবও মোহিত হন, সামান্য জীবের কা কথা, ইহাই জগদ্গুরু শিব শিক্ষা দিয়াছেন। এই শিক্ষা কত মূল্যবান্, তাহা বিচার না করিয়া রোগিগণের প্রিয় ধারণা বা জনপ্রিয়মতকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন দিয়া সহযোগী সত্যের অপলাপ করিবার জন্য সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা আমাদের ব্যাধিটী কোথায় ধরিয়া ফেলিয়াছেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম্ম

ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

অ্যাসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতীয়

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি থান ⁄৹ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ||০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বস্তু সম্বের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৫০ আনা।

মিটিংয়ের নোটীশ বহি—১ খানা ||০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ||০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ||০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

কুন্তলীন পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া জ্বরের ব্যবহার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় কোটরোগদের সমাপ ... ডাকে পাঠান হয়, তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। ... প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ||৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭ ৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০ ৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০ ৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৪, ১৬ ৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫-৩১	৯-৫	১২-১০	১৫ ২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩৩	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	১৯ ৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯ ২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, ১৭ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৬, ১৫ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২৭শে ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৩, সোমবার ২৯৭তম সংখ্যা

ব্যাসপূজার বিশেষ সভা

শ্রীচৈতন্যমঠের নাট্যমন্দিরে অসংখ্য শ্রোতা

প্রভুপাদের চেতনবাণী

সভার কার্য্যারম্ভ

গত ১৯।২।৩৩ তারিখে রবিবার শ্রীব্যাসপূজার একটী বিশেষ অধিবেশন শ্রীচৈতন্যমঠে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মঠের অবিস্থাকরণ নাট্যমন্দিরটী বিচিত্রবর্ণের বস্ত্রাদি ও বিজলী আলোকমালায় অতি সুন্দরভাবে বিভূষিত করা হয়। ঢাকা, কলিকাতা, খুলনা, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, ময়মনসিংহ, এমনকি সুদূর দেরাদুন প্রভৃতি স্থান হইতেও বহু শিক্ষিত সজ্জনব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট বেলা ২টার সময় সভায় উপস্থিত হইলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

উদ্বোধন সঙ্গীত ও ধন্যবাদ-জ্ঞাপন

শ্রীল প্রভুপাদ বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত ও পুষ্পবিমণ্ডিত উচ্চ ব্যাসাসনে উপবেশন করিলে শ্রীপাদ অধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী একটী মহাজন-গীতি কীর্ত্তন করিবার পর শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু সমাগত সভামণ্ডলীকে আদর অভ্যর্থনা করিয়া ইংরাজী ভাষায় শ্রীব্যাসপূজা কাহাকে বলে, শ্রীব্যাসপূজার উদ্দেশ্য, আম্নায় পারম্পর্য্যে শ্রীল প্রভুপাদের স্থান, শ্রীশ্রীগুরুপরম্পরার স্তোত্র যুগাচার্য্যের জগতের প্রতি অমন্দোদয়-দয়ার দানের কথা কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করেন।

ভক্তগণের অভিভাষণ পাঠ

ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর বক্তৃতা শেষ হইবার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এবং পর পর বহুভক্ত তাঁহাদের স্ব স্ব রচিত ও গ্রথিত ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে অর্পণ করেন। ঐসমস্ত ভক্তাঞ্জলি অর্পিত হইলে পর শ্রীল প্রভুপাদ সময়াভাব বশতঃ যে একটী সংক্ষিপ্ত-সার বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহারই যৎকিঞ্চিৎ মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

'ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য' শ্লোক উচ্চারণ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ দৈন্যভরে বলিতে লাগিলেন,—আমার নিজের কোন কথা নাই। বৈকুণ্ঠ রাজ্যের বাহকসূত্রে শ্রীগুরুদেব যেসকল কথা ব'লেছিলেন, সেই সব কথা বহন করবার জন্য আমাকে নিযুক্ত ক'রেছিলেন। আমি মূর্খ, অযোগ্য, আমার ভাষা নাই যে সেই সমস্ত কথা সুষ্ঠুভাবে সহজ ও মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় মনুষ্যসমাজে প্রচার করি। এরূপ অযোগ্যকে ভগবানের করুণা রক্ষা করেন।

আচার্য্যোচিত দৈন্য

নিজের সম্পত্তি রক্ষা করবার জন্যে লোকে দাবী করতে পারে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তৃণাদপি সুনীচ হ'তে ব'লেছেন। যে তৃণের উপর গো-গর্দ্দভ প্রভৃতি সকল প্রাণী বিচরণ করে, তদপেক্ষা ছোট হ'তে আমাকে ব'লেছেন। তৃণাপেক্ষা সুনীচ বল্‌লে যাহা বুঝায়, তদপেক্ষা আমি ছোট,—

"পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ।
জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ॥
মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্য ক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয়॥"

জগদ্‌গুরুর দৈন্য

বাস্তবিক আমার যোগ্যতা নাই। আমি অদাম্ভিক হ'তে পার্‌ছি না। সমস্ত জগৎকে বিষ্ণুসেবাপর দেখ্‌তে পার্‌ছি না। আমার দৌরাত্ম্য দেখে জগৎ আমাকে ক্ষমা ক'রে থাকেন। ভাষায় আমার অধিকার কম, অথচ নানাভাষায় আমাকে কথা কইতে বাধ্য হ'তে হয়। তা'তে হয় এই যে, মানুষকে এক বল্‌তে আর এক বুঝিয়ে দিই। অদাম্ভিক হ'তে পারলাম না। মনে হয়—সকলেই হরি-ভজন করছেন, আমিই করতে পারলাম না। মনে হয়,—আমাকে দয়ার পাত্র মনে ক'রে সকলে আমাকে হরিভজন করাবার চেষ্টা করেন না; আমার শরীরের ও মনের সেবা ক'রে থাকেন।

পতিত-পাবনের দৈন্য

বৃথা শরীর ধারণ ক'রে জীবনের ৫৯ বৎসর কেটে গেল; ৬০ বৎসরে পদার্পণ ক'রেছি। হরি-ভজন হ'ল না, বড় দুঃখের বিষয়। যেহেতু 'তৃণাদপি সুনীচ' হ'তে পার্‌লাম না, নিজের সম্মান আকাঙ্ক্ষায় সময় নষ্ট কর্‌লাম, তা'তে আমার হরিভজন হ'ল না। হরিভজন না করায় বিষয়-ভোগের কুবৃত্তি আমাকে নানা ভাবে গ্রাস ক'রেছে। আশ্চর্য্যের বিষয়—আমার নিজের হরিভজন হ'ল না, তজ্জন্য আমি ব্যস্ত নই, কিন্তু জগতের লোকের হরিভজন হচ্ছে না, এর জন্য আমি ব্যস্ত। ইহা দ্বিতীয়াভিনিবেশের ফল—আমার দুর্গত জীবনের ফল। আমার প্রার্থনা—আমার দুর্দ্দশা দেখে আপনারা হরিভজন হ'তে বঞ্চিত হ'বেন না।

পরতত্ত্বের ত্রিবিধ প্রতীতি

ভাগবত ব'লছেন, "বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥" পরতত্ত্বকে কেউ ব্রহ্ম, কেউ পরমাত্মা, কেউ ভগবান্ ব'লে থাকেন। বস্তু কিন্তু অদ্বয়জ্ঞান অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তু, জ্ঞানিগণ তাঁহাকেই 'পরমার্থ' বলেন। সেই তত্ত্ব-বস্তু 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান' এই তিন প্রকার সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত অর্থাৎ কথিত হ'ন। আমরা পতিত জীব; তাই তাঁদের মধ্যে পার্থক্য স্থাপন করি। অদ্বয়জ্ঞান বিভিন্ন-প্রতীতি-দায়ক। যিনি ব্রহ্মজ্ঞ, তিনি ক্ষুদ্র বিষয়ের অর্থাৎ সীমাবিশিষ্ট বস্তুর বিচারে ব্যস্ত নন্। ব্রহ্মকে যদি কেউ খণ্ডিত বস্তুর সহিত সমান বিচার করেন, তা' হ'লে তিনি বঞ্চিত।

চরিতামৃতের সিদ্ধান্ত

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখ্‌তে পাই,

"অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব-বস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।
'ব্রহ্ম', 'আত্মা', 'ভগবান' তিন তাঁ'র রূপ॥"

অদ্বয়জ্ঞানের ভগবৎপ্রতীতিতে পূর্ণ, ব্রহ্ম-প্রতীতি—অসম্যক্, আর পরমাত্মপ্রতীতি—আংশিক। "শক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁহার দর্শন। সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ॥"

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা!! সুবর্ণ সুযোগ!!

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

শ্রীহরিভক্তি-রসপানের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-সাগরে নিষ্কামপূর্ব্বক প্রেম-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও শুদ্ধভক্তির অনবচ্ছিন্ন তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্র-ব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটি অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, লোক ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রমুখ সাহেব, বেথুনকলেজ মহোদয় কর্তৃক প্রস্তাবিত ৭৫ খানি চিত্র ও ৪৭ খানি ম্যাপ ও অপূর্ব্ব চিত্রে ও বিবিধ-মানচিত্রে সমলঙ্কৃত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (বোর্ড) বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২, টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির বৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের জীবনী সম্বলিত এরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০, টাকা স্থলে মাত্র ৫,

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এন্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফেডো অফ্ সেট প্রোসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অল্পসংখ্যক ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২, টাকা।

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পরসাহিত্যমন্দির

১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন

বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২,।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮,

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।/০

পারমার্থিক জগতে অভিনব অবদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

রূপানুগবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতে-ছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অষ্টকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ' 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-নিরসনকারিণী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ কামনা-বিনাশিনী দৈবশক্তি বাণীর বক্তৃ-বিগ্রহ—

১। প্রথম খণ্ড—বেদ্যবাদগণ, শ্রীনামতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীনিত্যানন্দভাব, শ্রীব্যাসভাবনী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মঠের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১, এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকাপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরারম্ভ, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

৪। চতুর্থ খণ্ড—"অধোক্ষজতত্ত্ব প্রবণে বেদ্য," অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিষয়রুচিবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহিন্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৸০ টাকা মাত্র

৫। পঞ্চম খণ্ড—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম্ম

ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চ এবং কোর্টের যাবতীয়

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা ⁄০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠায় বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎকরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ॥০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বন্দোবস্তের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জে ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ⁄০ আনা।

মিটিংএর নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ॥০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

কুন্তলোর প্যাকেট

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

[illegible] আবিষ্কার জন্য ও আঃ শিশিতে গলীকৃত অবস্থায় কোটরোগের মত্যধিক বহুল প্রাকে পাওয়া যায়, উহাকে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। [illegible] শিশি ।১০ আনা, প্যাকেট ॥৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালি আবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

জে. বি. দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭-৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৭৬, ১১-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগর সিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১৩-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫-৩১	৯-৫	১২-১০	১৫-২২	১৮-২৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩৩	১৮-৩৬
আমঘাটা—	৫-৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলি

দৈনিক

Reg No C. 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ
বর্ত্তমান সংখ্যা ./০

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৯৮-তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৬ই ফাল্গুন মঙ্গলবার ১৩৩৯, ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী শনিবার ফাল্গুন-গৌরপ্রতিপদ তিথিতে শ্রীধাম-মায়াপুর-নির্দ্দেষ্টা বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম সিদ্ধ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের অপ্রকট-স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরের বৈষ্ণবগণ অপরাহ্ণে একটী নগর সঙ্কীর্ত্তন বাহির করেন। সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্ঘ শুদ্ধগৌড়াজ্ঞ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর শ্রীমন্দির, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীনৃসিংহ মন্দির পরিক্রমা করিয়া শ্রীযোগপীঠের নাট্য-মন্দিরে প্রায় একঘণ্টা কাল ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজের অপূর্ব্ব-ব্যাখ্যা-সমন্বিত চরিতামৃত পাঠ শ্রবণ করেন। তৎপর সঙ্কীর্ত্তন-সংযোগে শ্রীচৈতন্য মঠে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সন্ধ্যারাত্রিকে যোগদান করেন। শ্রীমঠের অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দিরে শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সুবৃহৎ আলেখ্য পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া উচ্চ আসনে স্থাপন করা হইয়াছিল। সন্ধ্যারাত্রিকের পর রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করা হয়। তৎপর বাবাজীমহারাজের ভজনভবন, শ্রীধাম-সেবা ও যুক্তবৈরাগ্যশিক্ষা-সম্বন্ধে একটী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা হয়। বক্তৃতান্তে অর্দ্ধঘণ্টাকাল বিরহ-গীতি ও 'ভক্তিবিবেক-কুসুমাঞ্জলি' হইতে 'অনাথ জীবেরে করিতে সনাথ জগন্নাথ প্রভো তুমি।' গীতিটী কীর্ত্তন হয়। তৎপর রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকার সময় সমাগত ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। কলিকাতার কয়েকজন ভক্তও এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীব্যাসপূজার প্রতিধ্বনি

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার যাবতীয় মঠে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব মহামহোৎসব ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু-প্রদর্শিত ব্যাসপূজা পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, মহাপ্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠানদ্বারা অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে জানিয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। পতিতপাবন নিত্যানন্দ প্রভুর ও ব্যাসাসনোপবিষ্ট শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-বিতরণকারী আচার প্রচার-পরায়ণ মহান্তগুরুর শ্রীচরণ আশ্রয়-দ্বারাই প্রকৃত কল্যাণ বা পরতত্ত্ব লাভ সম্ভব। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

বিগত ৭ই ফাল্গুন রবিবার শ্রীচৈতন্য মঠের অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দিরে অনুষ্ঠিতা সুমহতী সভায় ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তমণ্ডলী উপস্থিত হইয়া জগদ্গুরুর শ্রীচরণে ভক্তিচন্দন-চর্চ্চিত অভিভাষণ-কুসুমাঞ্জলি প্রদান করিয়া ধন্য হইয়াছেন। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রদত্ত 'আচার্য্য-পরিচয়' অভিভাষণ-রত্নমালায় গ্রথিত হারের মধ্যমণি রূপে অবস্থিত হইয়া ভাব-ভাষা-সিদ্ধান্তের সৌন্দর্য্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ-পূর্ব্বক সকলেরই দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছেন। আচার্য্যবর্য্যের অনুকম্পিত আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণ দাস অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর এম্-এ মহোদয় ইংরাজী ভাষায় 'Vyas Puja Homage' শীর্ষক যে অভিভাষণটী প্রদান করিয়াছেন, তাহা তাঁহার হৃদয়ের শুদ্ধভক্তি ও সুবিচার-পরায়ণতার সুষ্ঠু পরিচয় প্রদান করিতেছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্যমঠের পক্ষ হইতে ইংরেজী ভাষায় যে অভিভাষণটী প্রদান করিয়াছেন, তাহা ভাষার গাম্ভীর্য্যে ও তত্ত্বের সুগভীরতায় অতি চমৎকার হইয়াছে। তদ্ব্যতীত রামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ, হারমনিষ্টের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীপাদ জয়গোপাল দাস অধিকারী, শ্রীপাদ সচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি-এ, ইংরেজী ভাষায় যেসকল অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন তাহাও বেশ সুন্দর হইয়াছে। আসাম-বাসী ভক্তগণের পক্ষ হইতে শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি মহোদয় আসামী ভাষায় 'ভক্তিকুসুমাঞ্জলি' শীর্ষক যে অভি-ভাষণটী প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাও অতি চমৎকার হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের হেড্ পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক মহোদয় শ্রীচৈতন্যমঠের পক্ষ হইতে সংস্কৃত ভাষায় শ্লোকাষ্টক রচনা করিয়াছেন, তাহাও অতি সুন্দর হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত হিন্দী, উৎকল প্রভৃতি ভাষায় যে-সকল অভিভাষণ আসিয়াছে, তৎসমুদয়ও গুরুকৃপালব্ধ জন-গণের সুবাগ্মিতা প্রকাশ করিতেছে। বঙ্গ-ভাষায় অনেকেই সুললিত ছন্দে কবিতা রচনা করিয়াছেন; তন্মধ্যে প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভুর 'বিজ্ঞপ্তি'টীতে সরল সহজ ভাষায় হৃদয়ের ভাব অতি সুন্দররূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার কায়স্থ-কুল-তিলক রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ রায় এম্-এ, প্রাজ্ঞ, বিদ্যাভূষণ মহোদয় পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা ও বিদ্যোৎসাহিতা প্রভৃতি গুণে বিভূষিত হইয়া শিক্ষিত-সমাজে বিশেষ রূপে পরিচিত। তিনি প্রতি বৎসর তীর্থস্থানে ভ্রমণ করিয়া সময় সময় বক্তৃতাদি প্রদান করেন। ভ্রমণ-ব্যপদেশে, দার্শনিক পণ্ডিতগণের অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ করেন এবং উপযুক্ত পণ্ডিতগণকে পুরস্কার-স্বরূপ অর্থাদি প্রদান করিয়া থাকেন। এবার ব্যাসপূজা সময়ে তিনি পুরীতে ছিলেন। পুরী স্বর্গদ্বারস্থ শ্রীপুরুষোত্তম মঠে ব্যাসপূজা-বাসরে আহূতা সুমহতী সভায় উপস্থিত হইয়া তিনি যে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তিনি স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন যে—তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া, বহু পণ্ডিতের সহিত আলাপ করিয়া, তাঁহাদের আচার, প্রচার ও বিদ্যাবুদ্ধি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বর্ত্তমানে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্র-রাজ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজই বিশুদ্ধবৈষ্ণব ধর্ম্মের একমাত্র খাঁটী প্রচারক। "আচার করয়ে কেহ না করে প্রচার। প্রচার করয়ে কেহ না করে আচার॥" কিন্তু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও তদনুকম্পিত জনগণ আচারমুখেই প্রচার করেন। তাই তাঁহাদের প্রচারে প্রাণ আছে। বিশুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত লাভ করিবা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতে হইলে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, এতদ্ব্যতীত আর কোথাও খাঁটী জিনিষ পাওয়া যাইবে না।

সেই সে পরম বন্ধু সেই পিতামাতা। শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥

নীলাম ইস্তাহার

প্রথম মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৮ই মার্চ্চ

মোং কৃষ্ণনগর

(১)

৬৬৩ মনিজারী ৩২ দাবী ১১৯৵৩

ডিঃ তাম্রবালা দাসী সাং আমাগউরী

দেঃ অমূল্য ঘোষ দিং সাং খাঁপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় নলদহ গ্রামে ৪৩৭ খতিয়ানে ৩-১৪শঃ মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমি মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে অতুলকৃষ্ণ মোদক অধীন ৭৫০ খতিয়ানে ৭-২২শঃ জমীর ১১০'৫ জমা মূল্য আঃ ৫৲.

(২)

১২৪৯ মনিজারী ৩২ দাবী ৬৩৶০

ডিঃ রাজলক্ষ্মী দেবী সাং মুড়াগাছা

দেঃ শ্যামাপদ বিশ্বাস দিং সাং দ্বিগেন্দ্র-পুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় গাবুরকুলী গ্রামে নগীনাক দত্ত অধীন ১৬৩ খতিয়ানে -৫৫শঃ জমীর ১১৴১০ মৌরশী মকররী জমা মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৬০ খতিয়ানে -১৬শঃ জমীর ৩১'০ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য আঃ ২০৲

(৩)

১২৫১ মনিজারী ৩২ দাবী ১০৫॥০৴৩

ডিঃ সরলাবালা দাসী সাং নওয়াপাড়া

দেঃ মতি সেখ দিং সাং সোনাতলা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় সোনাতলা গ্রামে নগেন্দ্রচন্দ্র পালচৌধুরী অধীন ৫১৯ খতিয়ানে ২১-৪৬শঃ জমীর ৩৫০/৪ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৪)

১৩৩৪ মনিজারী ৩২ দাবী ২৯৫৵

ডিঃ প্রসন্নগোপাল রায় দিং সাং ভাতজাংলা

দেঃ হবি সর্দ্দার দিং সাং ভাতজাংলা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় পশ্চিম ভাতজাংলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৪৪ খতিয়ানে -৮৮শঃ জমীর ৪॥০ জমা মূল্য আঃ ৩০৲

(৫)

১৩৮৬ মনিজারী ৩২ দাবী ১১২৷৶০

ডিঃ কৃষ্ণগোপাল দত্ত সাং কেড়ামারা

দেঃ কেদারনাথ প্রামাণিক সাং কামালপুর পোঃ কেড়ামারা

দৌলতপুর থানায় কামালপুর গ্রামে ধীরেন্দ্রনাথ রায় দিং অধীন ১৬৯ খতিয়ানে ৩৮-৪৭শঃ জমীর ১১৬॥০৴১০ জমা দেঃ একের বার অংশ, মূল্য আঃ ১০০৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ৩৬৭খং ৮-৪২ শঃ জমি ১৩/৩ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ১০০৲

৩। ঐ থানায় ঐ মালিক অধীন ৩৯২ খতিয়ানের ৬-৪৭শঃ জমি ১৬৶০ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ১০০৲

৪। কেড়ামারা থানায় সাতবাড়িয়া গ্রামে শ্যামাপ্রসন্ন রায় দিং অধীন ৫৭৯ খতিয়ানে -১৮ একের ছর শঃ জমার ৬॥০/৬ চান্দনী জমা মায় টিনের ঘরসহ মূল্য আঃ ২২৫৲

৫। দৌলতপুর থানায় কামালপুর মৌজায় গৌরাঙ্গিনী দেব্যার সেরেস্তার ৫৩৯ খং ৫-৯০শঃ জমি ১৮৲ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ৫০৲

৬। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৬১১ খং -৭৭শঃ জমি ১১৯ মোকররী জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ১৫৲

(৬)

১৬৭৮ মনিজারী ৩২ দাবী ৫'১৶০

ডিঃ অশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য্য সাং নবদ্বীপ

দেঃ ব্রজেন্দ্রকুমার বসু সাং কাইগ্রাম পোঃ মহেশ্বর বর্দ্ধমান

নবদ্বীপ থানায় নবদ্বীপ গ্রামে রাণী রাজমণি দাসী অধীন ২০ খতিয়ানে ২৭শঃ জমীর ৬৶০ বাস্তু মৌরশী জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৭)

১৪৯৮ মনিজারী ৩২ দাবী ২২১৶০

ডিঃ হৃদয় সুন্দরী দাসী সাং নবদ্বীপ

দেঃ যোগেন্দ্রনাথ সাহা সাং নবদ্বীপ পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় নবদ্বীপ ২নং ডিভিসান বৈরাগীপাড়া গলিমধ্যে গগনচন্দ্র চৌধুরী অধীন ২০৮৭ খতিয়ানে -০২শঃ জমীর ৵১৫ জমা মায় পাকাঘর সাজসরঞ্জামসহ মূল্য আঃ ১০০৲

(৮)

১৫৫৬ মনিজারী ৩২ দাবী ১২০/৬

ডিঃ মাখনচন্দ্র নাথ সাং বামুনপুকুর

দেঃ রামকৃষ্ণ পাল সাং ঐ পোঃ শ্রীমায়াপুর

নবদ্বীপ থানায় বামুনপুকুর গ্রামে মোল্লা মহাম্মদ দিং অধীন ৩৮ খতিয়ানে ৪শঃ জমীর ৬৮ জমা দেঃ ॥০ অংশ, মূল্য আঃ ১৫৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৪৩০ খতিয়ানে -১০শঃ জমীর ১৷০'৫ জমা মায় প্রাচীর পাকাঘর সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি সহ মূল্য আঃ ৫০৲

(৯)

১৭৫৬ মনিজারী ৩২ দাবী ১৪৮৶০

ডিঃ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ সাং জুড়ানপুর

দেঃ হেমা সেখ সাং জুড়ানপুর পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় জুড়ানপুর গ্রামে বঙ্ক-বিহারী ঘোষ দিং অধীন ৭৫০ খতিয়ানে -৩৮ শঃ জমীর ।৶৯ জমা মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ৭৫১ খং ২-৬শঃ জমি ৫।৶১৫ জমা মূল্য ২০৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ২৬৮ খতিয়ানে ১-৪ শঃ জমীর ২॥৶০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(১০)

১৭৯১ মনিজারী ৩২ দাবী ১৬৩৶৩

ডিঃ মুরারীমোহন মোদক সাং দীগনগর

দেঃ আব্দুলকরিম মণ্ডল দিং সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় দীগনগর গ্রামে ১৪ খতিয়ানে -৪১ শঃ জমীর মায় পাকা দালান বাটী ২ কুঠারী রোয়াক সিঁড়ি, কুয়া সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ৫০৲

(১১)

১৭৯৪ মনিজারী ৩২ দাবী ১৬৫৶৩

ডিঃ শ্যামাচরণ সাহা সাং নবদ্বীপ

দেঃ সুশীলাবালা দাসী সাং ঐ পোঃ ঐ

নবদ্বীপ থানায় নবদ্বীপ মউনিসিপ্যালিটীর মধ্যে কৈলাসকুমার চট্টোপাধ্যায় দিং অধীন ১১৩৭ খতিয়ানে -০৫ শঃ জমীর ।০'৫ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য আঃ ১০০৲

(১২)

১৮০৬ মনিজারী ৩২ দাবী ৬৭৮৶৬

ডিঃ জানকীনাথ চক্রবর্ত্তী সাং গোয়াড়ী

দেঃ মোসলেম সেখ সর্দ্দার সাং বিট্‌কী পোতা পোঃ মহৎপুর

কোতয়ালি থানায় দোগাছিয়া গ্রামে হরিদাস গোস্বামী অধীন ৪৮ খতিয়ানে ২-৩১শঃ জমীর ৬॥৶০ রায়তী মোকররী জমা ও সেস্ ৵১০ মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে জগবন্ধু কর অধীন ৯০।৯৯ খং ৩-২৭ শঃ জমি ৫৶৬ রায়তী মোকররী জমা ও সেস্ ৵১১ মূল্য আঃ ২৫৲

৩। ঐ থানায় বাকইহুদা গ্রামে মহারাজা কুমার গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর অধীন ১৫০—১৫৫ খতিয়ানে ২ ১৭ শঃ জমীর ৬।৯ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(১৩)

১৯৩০ মনিজারী ৩২ দাবী ৯৬৭॥৶০

ডিঃ কুমারখালি ব্যাঙ্কিং করপোরেশন লিমিটেড সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ জগন্নাথ রায় সাং কৃষ্ণনগর পোঃ ঐ

কোতয়ালি থানায় কৃষ্ণনগর চাঁদসড়ক গ্রামে অশ্বিনীকুমার সরকার দিং অধীন ৩৫০৫ খতিয়ানে -০৯শঃ জমীর ॥৬ জমা দেঃ ॥০ অংশ, মূল্য আঃ ২৲

২। ঐ থানায় ঐ সেরেস্তার ৩৫০৬ খং -০৭ শঃ জমি ॥৬ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য আঃ ২৲

৩। ঐ থানায় ঐ অধীন ৩৫২৭ খতিয়ানের -৯১ শঃ জমী ১/০ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ১০৲

৪। ঐ অধীন গোপাল চট্টোপাধ্যায় অধীন ৩৫২৮ খতিয়ানের -২৩ শঃ জমি ২॥৶০ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ১০৲

৫। ঐ থানায় ঐ মালিক অধীন ৩৫২৯ খং -৩৪ শঃ জমি ৯।/৪ জমা মায় পাকা ঘর সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি সহ দেঃ ॥০ অংশ মূল্য আঃ ১০০৲

৬। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ৩৫২৫ খং ৪০ শঃ জমি ১॥/৬ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ১০৲

৭। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ৩৫২৮ খং -২০ শঃ ব্রহ্মত্র জমি দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ১০৲

(১৪)

২০০৪ মনিজারী ৩২ দাবী ৪৮২৶৬

ডিঃ নীলারাণী দেবী সাং গোয়াড়ী

দেঃ জগন্নাথ রায় সাং কৃষ্ণনগর চাঁদ সড়ক পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় কৃষ্ণনগর চাঁদ সড়ক গ্রামে অশ্বিনীকুমার সরকার দিং অধীন ৩৫০৫ খতিয়ানে ০৯ শঃ জমীর ॥৬ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ২৲

২। ঐ মৌজায় ঐ মালিক অধীন ৩৫০৬ খং ৩৭ শঃ জমি ॥৬ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ২৲

৩। ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ৩৫০৭ খং ১১ শঃ জমি ॥৬ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য আঃ ৫৲

৪। ঐ গ্রামে গোপাল চট্টোপাধ্যায় অধীন ৩৫২৮ খং -২৩ শঃ জমি ২॥৶৮ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ১০৲

৫। ঐ গ্রামে ঐ সেরেস্তায় ৩৫২৯ খং -০৩৪ শঃ জমি ৯।/৪ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ১০০৲

৬। ঐ গ্রামে ঐ মালিক সেরেস্তায় ৩৫২৫ খং -১০ শঃ জমি ১॥/৬ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ১০৲

৭। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৩৫২৪ খং ১০ শঃ নিষ্কর ব্রহ্মত্তোর জমি দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ১০৲

(১৫)

২০৪৩ মণিজারী ৩২ দাবী ৪০॥৯

ডিঃ আব্দুলহোসেন ওস্তাগর সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ ললিতমোহন মোদক সাং ঐ পোঃ ঐ

কোতয়ালি থানায় কৃষ্ণনগর গ্রামে জহরলাল দাস অধীন ৫৯৮১ খতিয়ানে -৩১শঃ জমীর ৩৲ মৌরসীজমা মায় পাকা কোঠা-ঘর প্রাচীর সাজসরঞ্জামসহ মূল্য আঃ ৪০৲

(১৬)

২০৮২ মণিজারী ৩২ দাবী ২১৩।৶৩

ডিঃ শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং গোয়াড়ী

দেঃ রাখালচন্দ্র সরকার সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় কৃষ্ণনগর গ্রামে মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর অধীন ১৬৯১ খতিয়ানের -১২শঃ জমীর ১॥৶০ জমা মায় পাকা কোঠা সাজসরঞ্জামসহ মূল্য আঃ ৫০৲

(১৭)

৪৫ দেঃজারী ৩৩ দাবী ৫২৯৲

ডিঃ নলিনবিহারী সান্যাল সাং স্বরূপগঞ্জ

দেঃ রাসবিহারী দাস সাং ঐ পোঃ ঐ

নবদ্বীপ থানায় স্বরূপগঞ্জ গ্রামে নলিন-কুমার চক্রবর্ত্তী অধীন ৮০ খতিয়ানে -১০ শঃ জমীর ৪৲ তিন বে জমা ৫ কুঠারী পাকা ঘর সাজ সরঞ্জাম সহ মূল্য আঃ ৪০০৲

(১৮)

১৩৭৭ দেঃজারী ৩২ দাবী ১৫১৫।৶১০

ডিঃ কেশবচন্দ্র গুপ্ত সাং নবদ্বীপ

দেঃ সত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ থানায় কৃষ্ণনগর গ্রামে ২৪৩৬ খতিয়ানে ॥১ ব্রহ্মত্তর জমি সাজ সরঞ্জাম মায় নীচে উপরে ৫ কুঠারী সাজ-সরঞ্জামসহ মূল্য আঃ ৭০০৲

(১৯)

১৭৩০ দেঃজারী ৩২ দাবী ১৫৯২॥৶০

ডিঃ সরোজপ্রভা দেবী সাং নবদ্বীপ

দেঃ অহিভূষণ ভট্টাচার্য্য দিং সাং নবদ্বীপ পোঃ ঐ

নবদ্বীপ থানায় নবদ্বীপ আমপুলিয়াপাড়া মধ্যে নদীয়া মহারাজা অধীন ৮১ জমীর ।৶৫॥ জমা মূল্য আঃ ১০০০৲

(২০)

১৮৭৭ দেঃজারী ৩২ দাবী ৪৪৩/১০

ডিঃ জানকীনাথ চক্রবর্ত্তী সাং গোয়াড়ী

দেঃ মীর ওজিরআলি সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় গোয়াড়ী বাগানিদা পাড়া মধ্যে ৭২৬ খতিয়ানে /২॥ জমীর মায় দুই কুঠারী ঘর দরজা সাজসরঞ্জামসহ মূল্য আঃ ৪৫০৲

(২১)

১৯৪৪ দেঃজারী ৩২ দাবী ১৬৫।১০

ডিঃ বিধুভূষণ দত্ত সাং দেবগ্রাম

দেঃ গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাং ঐ পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় দেবগ্রাম গ্রামে ৫ দফে ২৪৮।৯২৩।২৬১৬ খতিয়ানে ৪॥২ লাখেরাজ বন্দকী সম্পত্তি জম মূল্য ৫০৲

(২২)

১৯৮৯ দেঃজারী ৩২ দাবী ১৪৪৮/১০

ডিঃ পঞ্চাননী দাসী সাং রামপুর

দেঃ রামদাস মণ্ডল সাং মেজুরী পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় মেজুরী গ্রামে নৃসিংহ-চন্দ্র পালচৌধুরী দিং অধীন ১৭৬ খতিয়ানে ৪/২। জমীর ৩৷৬ ওটবন্দি জমা আদায় দেয় মূল্য আঃ ৫০৲

(২৩)

২০২৫ মনিজারী ৩২ দাবী ২৪১০৮/৫

ডিঃ কানাইলাল মজুমদার দিং সাং যদুবয়রা

দেঃ এনেশান বিবি স্বামী এবাদৎ সেখ সাং উদয়নাড়ুরিয়া পোঃ কুমারখালি

কুমারখালি থানায় উদয়নাড়ুরিয়া গ্রামে রায় বিশ্বম্ভর রায়বাহাদুর অধীন ৬৫।৮৬ খতিয়ানে ৫-৭০শঃ জমীর ১৪৮৶০ জমা মূল্য আঃ ২০০৲

(২৪)

২০২৭ দেঃজারী ৩২ দাবী ২৪৪॥৶১০

ডিঃ হেমাঙ্গিনী দেবী সাং গোয়াড়ী

দেঃ কালীদাস প্রামাণিক দিং সাং কৃষ্ণনগর পোঃ ঐ

কোতয়ালি থানায় মল্লিকপাড়া মধ্যে ৩৬৫৫ খতিয়ানে /৪। জমীর ১॥০ জমা মায় দক্ষিণদারী পাকা ঘর সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি সহ মূল্য আঃ ১০০৲

(২৫)

২০৭১ দেঃজারী ৩২ দাবী ১৩২৮।৶০

ডিঃ মন্মথনাথ বিশ্বাস সাং গোয়াড়ী

দেঃ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ সাং থড়মুড়াগাছা পোঃ মুড়াগাছা

হাঁসখালি থানায় থড়মুড়াগাছা গ্রামে নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অধীন জমা মায় ৩ কুঠারী কোঠাঘর সমেত মূল্য আঃ ১০০৲

(২৬)

২১১৫ দেঃজারী ৩২ দাবী ৭৪৩৮৶১০

ডিঃ শৈলজাকান্ত ভট্টাচার্য্য সাং বেল-পুকুর

দেঃ কালী ঘোষ দিং সাং বলাডাঙ্গা পোঃ বেলপুকুর

কোতয়ালি থানায় বলাডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৮৪ খতিয়ানে -৯৯শঃ জমীর ৪৷৬ জমা মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৯৫ খং ১-৯৩শঃ জমি ৭৸/০ জমা মূল্য ২৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ১২৩খং ৪-৬২শঃ জমি ১৪৶৯ জমা মূল্য ৫০৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ৩০৭খং ৫-৪২ শঃ জমি ১৮৶০ জমা মূল্য আঃ ৭৫৲

৫। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ১২২খং ৭-৪৭ শঃ জমি ১৯./৭ জমা মূল্য ১০০৲

৬। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ১২৪খং ৫-৩৭ শঃ জমি ১৩॥৶৩ জমা মূল্য ১০০৲

৭। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ২৮৩খং ২-৭১ শঃ জমি ১১৲ জমা মূল্য ২৫৲

৮। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ১২৫খং -৯৯ শঃ জমি ৩।৶৬ জমা মূল্য ২০৲

৯। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৪৫ খতিয়ানে ১-১০শঃ জমীর ৩/০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

১০। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ২০৬ খতিয়ানে -৫৯শঃ জমীর ২৷৶৯ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২৭)

২১১৬ দেঃজারী ৩২ দাবী ৪০৯।৶৫

ডিঃ বৃন্দাদাসী বৈষ্ণবী সাং নবদ্বীপ

দেঃ রাধারাণী দাসী সাং নবদ্বীপ পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় নিজনবদ্বীপ গ্রামে পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী অধীন ৩২৩৭ খতিয়ানে -০২শঃ জমীর ১।০ জমা মূল্য আঃ ৩০০৲

(২৮)

৩৪১৪ থাংজারী ৩১ দাবী ৩৫৮৯

ডিঃ ত্রিগুণাপ্রসাদ পাল চৌধুরী সাং চকহাতীশালা

দেঃ জ্ঞানদা বিবি দিং সাং মীড়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় মীড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৭১ খতিয়ানে -৪৬শঃ জমীর ৪॥৶০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২৯)

৮৯৮ থাংজারী ৩২ দাবী ২৯৭৶৩

ডিঃ পরেশনাথ পাল চৌধুরী সাং বয়রা

দেঃ রমজান মণ্ডল দিং সাং নান্দুড়িয়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় সেনপুর গ্রামে ডিঃ দিং অধীন ৪৭৪ খতিয়ানে ২৮-৫৩শঃ জমীর ৪৯॥৶৩ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৩০)

১১১৯ থাংজারী ৩২ দাবী ৩৬॥৶৬

ডিঃ রামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সাং মাটিয়ারী

দেঃ মণিন্দ্র ঘোষ সাং বালিডাঙ্গা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জথানায় বালিডাঙ্গা গ্রামে ডিঃ অধীন ২২৩।২২৪।৮৬ খতিয়ানে -১৩ শঃ জমীর ১/১০ জমা মায় ঘর তিয়ার জানালা ইত্যাদি সহ মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে শিতিকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায় অধীন ৩৭ খং ৫ ৫১ শঃ জমি প্রাপ্ত বিঘা ১ নিরিখে জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ১০৲

(৩১)

১২৩৮ থাংজারী ৩২ দাবী ১৪৮/০

ডিঃ মন্মথনাথ চৌধুরী সাং আমিন বাজার

দেঃ সূর্য্য মাঝি সাং কচুয়া পোঃ শান্তি-পুর

কোতয়ালি থানায় গোয়ালপাড়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৫/ বিঘা জমী ১/১০ নিরিখে ৫।৶১০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৩২)

১৩৬৯ থাংজারী ৩২ দাবী ৩৩৮/৬

ডিঃ সরোজরঞ্জন পাল চৌধুরী সাং চকহাতীশালা

দেঃ নইতুল্লা মল্লিক সাং হাজরাপোতা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় উত্তর হাজরাপোতা গ্রামে ডিঃ অধীন ২৭ খতিয়ানে ১১-২৬ শঃ জমীর ১১৸৶২ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৩৩)

১৬২৭ থাংজারী ৩২ দাবী ৪৶৬

ডিঃ অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় সাং দেব-গ্রাম

দেঃ ওবদা সেখ সাং আকন্দবেড়িয়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় আকন্দবেড়িয়া গ্রামে রামরেণু বন্দ্যোপাধ্যায় অধীন ৩২৫ খতিয়ানে ২-২৮ শঃ জমীর ৫॥৶৩ জমা মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ৩২৬ খতিয়ানে ১-২৪ শঃ জমীর ৮৶৬ প্রাপ্ত বিঘা তিন বে মূল্য আঃ ১০৲

(৩৪)

১৭৪৫ থাংজারী ৩২ দাবী ২১/৯

ডিঃ তারাপদ সরকার সাং পোড়াগাছা

দেঃ নন্দদুলাল বিশ্বাস সাং পানীনালা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় আমঘাটা গ্রামে ক্ষৌণিশচন্দ্র রায় বাহাদুর অধীন ৩৪ খতিয়ানে ৩-৪৩ শঃ নিষ্কর মধ্য স্বত্ব চির-স্থায়ী জমীর মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানায় নলদহ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ৩৭২।৩৭৭।৩৭৮ খতিয়ানে ৫-৫৭ শঃ নিষ্কর জমীর মধ্যস্বত্ব ব্রহ্মত্তর জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৩৫)

১৭৯৯ খাংকারী ৩২ দাবী ১২৭১৲

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্রগোপাল গঙ্গোপাধ্যায় কুড়ারীগাছি

দেঃ তারিণীলাল সরকার সাং নহি-পোতা পোঃ দামুড়হুদা

করিমপুর থানায় আনন্দপুর গং গ্রামে ডিঃ গং অধিন ১০৯৭।৮৮।২৩৪।১৭৭।৫৬৪। ২১।৮৮।২০ ৪।২১ খতিয়ানে ১২৭৫॥০ পত্তনী জমা মূল্য আঃ ৩০০৲

(৩৬)

১৮২৫ খাংকারী ৩২ দাবী ৯৫৶৩

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ দেদার হোসেন ওস্তাগার সাং কৃষ্ণনগর পোঃ ঐ

কোতয়ালি থানায় কৃষ্ণনগর গ্রামে ডিঃ অধীন ৩০০০—৩০১৭ খতিয়ানে ১-২২ শঃ জমীর ১৫৲ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৩৭)

১৮৫০ খাংকারী ৩২ দাবী ৩৬।/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাং নবদ্বীপ দণ্ডপানীতলা পোঃ নবদ্বীপ

কোতয়ালি থানায় উসিদপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৮৬১ খতিয়ানে ৩-৪৮ শঃ জমীর মূল্য আঃ ২০৲

(৩৮)

১৯১৭ খাংকারী ৩২ দাবী ২০৯১॥৶৯

ডিঃ রাজা জানকীনাথ রায় দিং সাং কুমারখালি

দেঃ কেদারনাথ রায় দিং সাং জগন্নাথ-পুর পোঃ কুমারখালি

কুমারখালি থানায় মহেন্দ্রপুর গং গ্রামে ডিঃ দিং অধীন ৫২৭।১৪৬৩।১০০০ খতি-য়ানে ১৪১-২৬ শঃ জমীর ৩০৬।/৩ মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী জমা মূল্য ১০০০৲

(৩৯)

১৯৫৩ খাংকারী ৩২ দাবী ৩২॥/৬

ডিঃ মন্মথ পাল চৌধুরী সাং আমিন-বাজার

দেঃ কিনু মণ্ডল সাং হাতীশালা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় হাতীশালা গ্রামে ডিঃ অধীন ১১৯ খতিয়ানে ২-২০ শঃ জমীর ৪৵১০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৪০)

১৯৫৪ খাংকারী ৩২ দাবী ৯০।৯

ডিঃ ঐ

দেঃ কটুর বিবি সাং জাহাঙ্গিরপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় হাতীশালা গ্রামে ডিঃ অধীন ১৩৯ খতিয়ানে ৭ ৪ শঃ জমীর ১৩,০৫ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৪১)

১৯৫৫ খাংকারী ৩২ দাবী ২৮॥/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ মেহেরালি মোল্লা সাং দিগনগর পোঃ ঐ

কোতয়ালি থানায় হাতীশালা গ্রামে ডিঃ অধীন ১৩৭ খতিয়ানে ১-৮১ শঃ জমীর ৯৶/৫ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৪২)

১৯১৬ খাংকারী ৩২ দাবী ১০৮/৩

ডিঃ ঐ

দেঃ পাচু মণ্ডল দিং সাং বালিয়াডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় বালিয়াডাঙ্গা গ্রামে ডিঃ অধীন ৭ খতিয়ানে ৮ ২৪ শঃ জমীর ১৯।২॥ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৪৩)

১৯৫৭ খাংকারী ৩২ দাবী ১৮৯৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ পুঁটি খোবানী দিং সাং বালিয়া-ডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় বালিডাঙ্গা গ্রামে ডিঃ অধীন ৪ খতিয়ানে ২৪-৫২ শঃ জমীর ৩৯৶/১৭॥ জমা মূল্য আঃ ৪০৲

(৪৪)

১৯৫৮ খাংকারী ৩২ দাবী ২৪৪৸৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ভূপতি ঘোষ দিং সাং ঘোলগাছি পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় ঘোলগাছি গ্রামে ডিঃ অধীন ২০—২৪ খতিয়ানে ৯৫।০৶০ জমীর ৭১৶২॥ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৪৫)

১৯৫৯ খাংকারী ৩২ দাবী ১৩৮৲৩

ডিঃ ঐ

দেঃ এন্তবারি মণ্ডল দিং সাং হাতীশালা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় হাতীশালা গ্রামে ডিঃ অধীন ১৮৪ খতিয়ানে ১৭-১৭ শঃ জমীর ২৫॥৶১৫ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৪৬)

১৯৬০ খাংকারী ৩২ দাবী ১০৩॥৵৬

ডিঃ ঐ

দেঃ নিরদা বিবি সাং হাতীশালা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় হাতীশালা গ্রামে ডিঃ অধীন ২৭১ খতিয়ানে ১০-৮৮ শঃ জমীর ২০॥/২ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৪৭)

১৯৬১ খাংকারী ৩২ দাবী ১৫৫০

ডিঃ ঐ

দেঃ ফকির মণ্ডল দিং সাং বালিয়া-ডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় বালিয়াডাঙ্গা গ্রামে ডিঃ অধীন ৬৫ খতিয়ানে ১-৫৬ শঃ জমীর ৫৶/১৪ জমা মূল্য আঃ ২৲

(৪৮)

১৯৬২ খাংকারী ৩২ দাবী ৪১॥০

ডিঃ ঐ

দেঃ আচ্ছাদ মণ্ডল সাং হাতীশালা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় হাতীশালা গ্রামে ডিঃ অধীন ১৩৫ খতিয়ানে ৪-৫৪ শঃ জমীর ৬৲১০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৪৯)

১৯৬৩ খাংকারী ৩২ দাবী ৩১৬॥/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ জুবারণ বিবি গং সাং হাতীশালা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় হাতিশালা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২১৬ খতিয়ানে ৩৫-৬৯ শঃ জমীর ৫৭॥৶/১০ জমা মূল্য ৫০৲

(৫০)

১৯৬৪ খাংকারী ৩২ দাবী ৬৩৸৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ জহিরুদ্দিন মণ্ডল দিং সাং হাতীশালা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় হাতীশালা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২০০ খতিয়ানে ৫-৯৬ শঃ জমীর ১১॥০ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৫১)

১৯৬৫ খাংকারী ৩২ দাবী ২২৯/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ইমানি মণ্ডল দিং সাং হাতীশালা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় হাতীশালা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯৮ খতিয়ানে ৩০-২৩শঃ জমীর ১১॥০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৫২)

১৯৬৬ খাংকারী ৩২ দাবী ৮৮/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ফকির চাঁদ মণ্ডল দিং সাং হাতীশালা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় হাতীশালা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৩২ খতিয়ানে ॥০ অংশে ৬ ৭৮শঃ জমীর ১২॥০ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৫৩)

১৯৬৭ খাংকারী ৩২ দাবী ১৪৪।৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ হাজারী মণ্ডল দিং সাং জাফির-পুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় হাতীশালা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৭৬ খতিয়ানে ১৪-০৯শঃ জমীর ২০৸/৪ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৫৪)

১৯৭০ খাংকারী ৩২ দাবী ৬৩।৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ জুগরণ বিবি দিং সাং হাতীশালা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় হাতীশালা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৯৫ খতিয়ানে ১-০৯শঃ জমীর ৮/৫ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৫৫)

১৯৭২ খাংকারী ৩২ দাবী ১০৭৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ বেচু মণ্ডল দিং সাং বালিয়াডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় বালিয়াডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৭ খতিয়ানে একের তৃতীয় অংশে ৮-৯৩শঃ জমীর ১৯।২॥ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৫৬)

১৯৭৩ খাংকারী ৩২ দাবী ৪৩॥/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ফটিক মণ্ডল দিং সাং বালিয়া-ডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় বালিয়াডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬৫ খতিয়ানে ৮৭।০।৶ জমীর ৫৩৸৶/১৫ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৫৭)

২০০০ খাংকারী ৩২ দাবী ১০৩৸৶০

ডিঃ লালগোপাল পাল সাং রাণাঘাট

দেঃ ক্ষেত্রনাথ দাসী দিং সাং পুঁটী পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় গোয়াড়ী মধ্যে রায়সাহেব সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অধীন ১১১৪ খতিয়ানে -১০শঃ জমীর ৬৲ জমা মায় ইমারত সহ মূল্য আঃ ১০০৲

(৫৮)

২০৪৬ খাংকারী ৩২ দাবী ১২৮॥৶৯

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল মোঃ কাছারী গোবিন্দপুর

দেঃ ছায়েরা বিবি গং সাং গোবিন্দ-পুর পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় গোবিন্দপুর গ্রামে ৩৬০ খতিয়ানে ২৫-৮১শঃ জমীর ৩৭।৶০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৫৯)

২০৪৭ খাংকারী ৩২ দাবী ২৭/৬

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল মোঃ কাছারী গোবিন্দপুর

দেঃ জুই সেখ মোঃ কাছারী গোবিন্দ-পুর পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় রাধিকাপুর গ্রামে ৮৬ খতিয়ানে ২-৯০শঃ জমীর ৭৸৶৫ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৬০)

২০৬৬ থাংজারী ৩২ দাবী ২৪৪৵৩

ডিঃ জগন্নাথ রায় সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ প্রাঁচকড়ি মৃধা সাং শিকারপোতা পোঃ মহৎপুর

কোতয়ালী থানার বারুইহদ গ্রামে ডিঃ অধীন ৯১ খতিয়ানে ১-৫০শঃ জমি ৩৷৵০ মোকররী জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৬১)

২১০৭ থাংজারী ৩২ দাবী ১০৬/১

ডিঃ কালীপদরায় সাং ভাতজাংলা

দেঃ আছুরী বিবি সাং সাতগাছিয়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানার সাতগাছিয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ১২৬ খতিয়ানে ৩৮০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৬২)

২১০৮ থাংজারী ৩২ দাবী ৩৭৷৬

ডিঃ অতুলচন্দ্র রায় সাং ভাতজাংলা

দেঃ মোহরআলি সেখ সাং সাতগাছিয়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় সাতগাছিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১২৫ খতিয়ানে ৩-৫৬শঃ জমীর ৭৷৹ জমা মূল্য আঃ ৩০৲

(৬৩)

২১২৪ থাংজারী ৩২ দাবী ১১৭৸৵০

ডিঃ রণজিৎপালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ পূর্ণানন্দ সান্যাল সাং নবদ্বীপ পোঃ ঐ

কোতয়ালি থানার ঘটনা গ্রামে অধীন ৬৭-৬৮৫।১ খতিয়ানে ৫৪-৭৫শঃ নিষ্কর জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৬৪)

২১২৬ থাংজারী ৩২ দাবী ১৩২৸৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ পটল ঘোষ সাং উগিদপুর পোঃ নবদ্বীপ

কোতয়ালী থানায় তেঘরীয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৩ খতিয়ানে ২৬-৮৭শঃ জমীর ৩৷৹ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(৬৫)

২১৪১ থাংজারী ৩২ দাবী ২৩০৷৵৯

ডিঃ সতীশচন্দ্রপালচৌধুরী সাং মাটুদহ

দেঃ আলম মণ্ডল দিং সাং মহাখোলা পোঃ বাজালঝি

চাপড়া থানায় মহাখোলা গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৭ খতিয়ানে ৬-৪১শঃ জমীর ওটবন্দি জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৬৬)

২১৬৬ থাংজারী ৩২ দাবী ৫৩৸৶৯

ডিঃ জ্যোতির্ম্মালা দেবী সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ পদ্ম কাপালী দিং সাং গঙ্গাখালি পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় গাদখালি গ্রামে ডিঃ অধীন ১৫০ খতিয়ানে ২-১১শঃ জমীর ১২৸৵০ জমা মূল্য আঃ ৩০৲

(৬৭)

২১৬৭ থাংজারী ৩২ দাবী ৪০৷৶৩

ডিঃ কালীদাস মুহুরী সাং বেলপুকুর

দেঃ কুসুমকামিনী দাসী সাং ঐ পোঃ ঐ

কোতয়ালি থানার বেলপুকুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৭৬৬ খতিয়ানে ১৫০ঃ জমীর ১৶১০ মৌরসী জমা মায় আম্র কাঠাল গাছ সহ মূল্য আঃ ১০৲

(৬৮)

২১৭৪ থাংজারী ৩২ দাবী ৮৲৶৩

ডিঃ বঙ্কবিহারী ঘোষ সাং কাটোয়া

দেঃ ইমচাঁদ সেখ সাং চরমুজাপুর পোঃ কৌতুকনগর (বর্দ্ধমান)

কালীগঞ্জ থানায় কালীমাপপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৩৩ খতিয়ানে ২-৬৭শঃ জমীর ১৩/১০ জমা মূল্য ৪০৲

(৬৯)

২১৭৫ থাংজারী ৩২ দাবী ৯২৷/৯

ডিঃ পরেশনাথ পালচৌধুরী দিং সাং বয়রা

দেঃ রববানী মল্লিক দিং সাং কয়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় দেলপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪০১।৪০৬ খতিয়ানে ১৫-৭৭শঃ জমীর ৩০৸/৩ জমা মূল্য ৫০৲

দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালত

(১)

১০৮১ মনিজারী ৩২ দাবী ৬৫৷/০

ডিঃ রামরেণু বন্দ্যোপাধ্যায় সাং মাটীয়ারী

দেঃ রজনী বুনা সাং ঐ পোঃ ঐ

কালীগঞ্জ থানায় মাটীয়ারী গ্রামে ডিঃ অধীন ৬৯৬ খতিয়ানে -১১শঃ জমীর ১৸৶০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(২)

১০৮২ মনিজারী ৩২ দাবী ৪০৷/০

ডিঃ ঐ

দেঃ চরণ বুনা সাং মাটীয়ারী পোঃ ঐ

কালীগঞ্জ থানায় মাটীয়ারী গ্রামে ডিঃ অধীন ২৯৯ খতিয়ানে -৪ শঃ জমীর ৸৬ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৩)

১৫৭০ মনিজারী ৩২ দাবী ১১৭।৵০

ডিঃ ভবানীপ্রসাদ খাড়া সাং পূর্ব্বস্থলী

দেঃ নন্দলাল ঘোষ দিং সাং তিলকপুর পোঃ বাজালঝি

চাপড়া থানায় তিলকপুর গ্রামে ডিঃ মন্মথপাল চৌধুরী অধীন ১১৯৪ খতিয়ানে ৬-০৫ শঃ জমীর ১২৵৪ জমা দেঃ ৷০ অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১১৯৫ খতিয়ানে ৩ ৭৪শঃ জমীর প্রতি বিঘা ১৷৬ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৪)

১৩৩৬ মনিজারী ৩২ দাবী ১৫৪৸/০

ডিঃ সতীশচন্দ্র রায় দিং সাং রামনগর

দেঃ ব্রজরাজ বিশ্বাস সাং বড়-আন্দুলিয়া পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় বড়আন্দুলিয়া গ্রামে নরেন্দ্রচন্দ্রপালচৌধুরী অধীন ৪৩ খতিয়ানে ২-৩২শঃ জমীর ৭৷০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ থানায় ঐ নিষ্কর অধীন ৮৪২ খতিয়ানের -০১৬শঃ জমি মায় বাড়ীঘর দালান ইত্যাদি সহ মূল্য ৫০৲

(৫)

১৭১৫ মনিজারী ৩২ দাবী ১২৯৷/

ডিঃ পাঁচকড়ি মণ্ডল সাং পাঁচপোতা

দেঃ কেয়ামদ্দি সেখ সাং ঐ পোঃ বাজালঝি

চাপড়া থানায় সীমুলী ও পাঁচপোতা গ্রামে ডিঃ অধীন ২৪।৩৬ খতিয়ানে ৩-৩০ শঃ জমীর ১০৷৵০ জমা দেঃ ৵১৩—অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে নন্দগোপাল ভাদুড়ী অধীন ২৮৭।৩১।০৪৮ খতিয়ানে ৭-৩০শঃ জমীর ১০৷৵২ জমা দেঃ ৵১৩—অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

(৬)

১৭৫৯ মনিজারী ৩২ দাবী ২৬২৷৶০

ডিঃ সরকতআলি মোল্লা দিং সাং গোখুরাপোতা

দেঃ পিজিরদ্দিন মণ্ডল সাং বৃত্তিহুদা পোঃ বাজালঝি

চাপড়া থানায় বৃত্তিহুদা গ্রামে কানাই লাল সিংহরায় অধীন ৯৪ খতিয়ানে ৮-৬১ শঃ জমীর ১২৷০ জমা মূল্য আঃ ৭৫৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ১৩৯—১৬৭ খং ৫৬.০৮শঃ জমি ৯৭/০ রায়তী মোকররী জমা দেঃ ৸৷= অংশ মূল্য আঃ ৩৫৲

(৭)

১০৯৫ থাংজারী ৩২ দাবী ১৭৷/৯

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ দিং সাং কাঁঠালপোতা

দেঃ লক্ষ্মী সরদার দিং সাং মালমগাছা পোঃ বাজালঝি

চাপড়া থানায় মালমগাছা গ্রামে ডিঃ অধীন ৬৬ খতিয়ানে -৫৩শঃ জমীর ওটবন্দি জমা মায় বাড়ীঘর সহ মূল্য আঃ ৮৲

(৮)

১২০৫ থাংজারী ৩২ দাবী ২১৸৶০

ডিঃ জিতেন্দ্র প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সাং মুড়াগাছা

দেঃ সাজোদালি সর্দ্দার সাং রুকুণপুর পোঃ বহিরগাছি

নাকাশীপাড়া থানায় বিলবমুলক্ষী গ্রামে ডিঃ অধীন ১৪৯ খতিয়ানে -৩২শঃ জমীর -৸/৫ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৯)

১২৫৭ থাংজারী ৩২ দাবী ১০।/৬

ডিঃ মন্মথ পাল চৌধুরী সাং আমিনবাজার

দেঃ অবিনাশ ঘোষ সাং পলিয়ানপুর পোঃ বাজালঝি

চাপড়া থানায় পলিয়ানপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৭৮।১ খতিয়ানে -৩০ শঃ জমীর ৸৬ জমা দেঃ ৷০ অংশ মূল্য আঃ ২৲

(১০)

১২৮১ থাংজারী ৩২ দাবী ১৭।৵৬

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ সাং কাঠালপোতা

দেঃ জাবেরালি মণ্ডল সাং আন্দুলপোতা পোঃ বাজালঝি

চাপড়া থানায় ডিগ্রী মৌজায় ডিক্রীদার অধীন ৫৮।৫৯ খতিয়ানে ১-৩৬ শঃ জমীর ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১১)

১০২৩ থাংজারী ৩২ দাবী ২৬৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ বাহাতুল্লা সেখ দিং সাং বাদেলাঙ্গি পোঃ বাজালঝি

চাপড়া থানায় বাদলাঙ্গি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৭৯ খতিয়ানে ১-৭৫শঃ জমীর ওটবন্দি জমা

(১২)

১৩৭২ থাংজারী ৩২ দাবী ২৮৷৵০

ডিঃ কানাইলাল সিংহ রায় সাং সোণাভাঙ্গা

দেঃ শশীভূষণ সিংহ সাং জগদানন্দপুর পোঃ বাজালঝি

চাপড়া থানায় জগদানন্দপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৭৬ খতিয়ানে ১-৩০শঃ জমীর ৩৲ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(১৩)

১৩৯৩ থাংজারী ৩২ দাবী ১৭৸৵৩

ডিঃ জয়দুর্গাদাসী সাং বোয়ালমারী

দেঃ অধরচন্দ্র প্রধান সাং চাপড়া পোঃ বাজালঝি

চাপড়া থানায় মাঝদিয়া গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ২০ খতিয়ানে ১-৭৫শঃ জমীর ওটবন্দি জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১৪)

১৭১৩ থাংজারী ৩২. দাবী ৩২॥৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ফটিক সেথ মট্‌কা সাং শোনপুকুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার শোনপুকুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২০৬।২।১৩৫।৬৫ থতিয়ানে ২-৬৭ শঃ জমীর ওটবন্দি জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১৫)

১৪১৭ থাংজারী ৩২ দাবী ১৬৷৶৯

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ সাং কাঠালপোতা

দেঃ কুরমান সেখ দিং সাং ছোটবালিডাঙ্গা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বালিডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬২ থতিয়ানে -৫৬ শঃ জমীর ওটবন্দি জমা মূল্য আঃ ৮৲

(১৬)

১৪৯১ থাংজারী ৩২ দাবী ২৫।৴৩

ডিঃ জয়দুর্গা দাসী সাং বোয়ালমারি

দেঃ লতিবালি বিশ্বাস দিং সাং রাজিবপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় রাজিবপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১১০ থতিয়ানে ৭-০৩শঃ জমীর ওটবন্দি জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১৭)

১৪৩৪ থাংজারী ৩২ দাবী ৫৭॥৶০

ডিঃ দুর্গাবালাদাসী সাং গোপাড়ী

দেঃ কাদেদালি মণ্ডল দিং সাং পটীয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় পটীয়া গ্রামে গগনচন্দ্র বিশ্বাস অধীন ১২৪ থতিয়ানে ১৮-৪২ শঃ জমীর ২৬৷৶৬ জমা মূল্য আঃ ৪০৲

(১৮)

১৫৫০ থাংজারী ৩২ দাবী ৩৪৵৬

ডিঃ প্রমথনাথ ঘোষ সাং গোপাড়ী

দেঃ সোনাল খৃঠান সাং বাহিরগাছি পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বাগবাড়িয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৭৯ থতিয়ানে -৮৪ শঃ জমীর উটবন্দি জমা মূল্য আঃ ১০৲

(১৯)

১৩৫৫ থাংজারী ৩২ দাবী ৭০৷৶৯

ডিঃ জয়দুর্গাদাসী সাং বোয়ালমারি

দেঃ ছবদুলহোসেন বিশ্বাস দিং সাং রাজিবপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় রাজিবপুর গ্রামে ডিঃ দিং অধীন ৬৮ থতিয়ানে ৫-০৬ শঃ জমীর ২৬৷৵৮ জমা

(২০)

১৫৭৪ থাংজারী ৩২ দাবী ৫৬৴০

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ সত্যদাসী দিং সাং আড়পাড়া পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় ভবানীপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৬০ থতিয়ানে ১-১৫শঃ জমীর ১৲ নিরিখে জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২১)

১৫৮৭ থাংজারী ৩২ দাবী ২১॥৩

ডিঃ ঐ

দেঃ গোসাই ঘোষ দিং সাং নিশ্চিন্তপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার নিশ্চিন্তপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ২২৪ থতিয়ানে ৫-২৫ শঃ জমীর ১২॥৶৯ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(২২)

১৫২৮ থাংজারী ৩২ দাবী ৩৪৸৩

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিং দিং সাং কাঠালপোতা

দেঃ ফেলী বেওয়া দিং সাং কলিয়াদহ পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার কলিয়াদহ গ্রামে ডিঃ অধীন ১৬২ থতিয়ানে ২-১৬ শঃ জমীর উটবন্দি জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২৩)

১৬০০ থাংজারী ৩২ দাবী ২৬।৬

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ ইসনিল সেখ সাং গোয়াস চাঁদপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় ভবানীপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৬২ থতিয়ানে ১-০৫ শঃ জমীর ১৴০ নিরিখে জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২৪)

১৬২৮ থাংজারী ৩২ দাবী ৩৩৵৩

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ সুধীরচন্দ্র মিস্ত্রী দিং সাং ধনঞ্জয়পুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার ধনঞ্জয়পুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৭০৩।৭০৪ থতিয়ানে ৫-৩০ শঃ জমীর ৫৸৴১ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(২৫)

১৬২৯ থাংজারী ৩২ দাবী ১২।৴০

ডিঃ ঐ

দেঃ ছাহু মল্লিক সাং বড় আন্দুলিয়া পোঃ ঐ

চাপড়া থানার বড় আন্দুলিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৪৮ থতিয়ানে -৩৭শঃ জমীর মূল্য আঃ ৪৲

(২৬)

১৬৩০ থাংজারী ৩২ দাবী ১৯৴৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ইজেদ্দার নিকারী সাং ধনঞ্জয়পুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় বহিরগাছি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৪৮ থতিয়ানে -৭৮শঃ জমীর মূল্য আঃ-৫৲

(২৭)

১৬৩২ থাংজারী ৩২ দাবী ১১৷০

ডিঃ ঐ

দেঃ মোনশোতা সেখ সাং ধনঞ্জয়পুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় বহিরগাছি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৯৫ থতিয়ানে -৩২শঃ জমীর মূল্য আঃ ৫৲

(২৮)

১৫৩৭ থাংজারী ৩২ দাবী ২৭॥৩

ডিঃ ঐ

দেঃ হিজুল বিবি দিং সাং বড় আন্দুলিয়া পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় বড় আন্দুলিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪১৭ থতিয়ানে ১-১১শঃ জমীর মূল্য আঃ ৬৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ৪৩৮ থঃ -২০শঃ জমি মূল্য আঃ ৩৲

(২৯)

১৬৩৪ থাংজারী ৩২ দাবী ১২৴৩

ডিঃ নির্ভূষণ পালচৌধুরী দিং সাং চকহাতীশালা

দেঃ পাঁচু সেখ দিং সাং মালুমগাছা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় মালুমগাছা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯৭ থতিয়ানে ৫-১৪শঃ জমীর মূল্য আঃ ১৫৲

(৩০)

১৬৭৯ থাংজারী ৩২ দাবী ৪১৬৸৶৯

ডিঃ কানাইলাল সিংহ রায় সাং সোণাডাঙ্গা

দেঃ নফরচন্দ্র পালচৌধুরী দিং সাং নাটুদহ পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় পেটুয়াডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯২।৪ থতিয়ানে ৬৭৲ পত্তনী জমা মূল্য আঃ ৭৫৲

(৩১)

১৭১৪ থাংজারী ৩২ দাবী ১৩৭।৶০

ডিঃ আক্‌মান আলী বিশ্বাস সাং মুড়াগাছা

দেঃ করিম বক্স মণ্ডল দিং সাং ঐ পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় মুড়াগাছা গ্রামে ডিঃ অধীন ২৭।২৮,২৯,৩১।৩২ থতিয়ানে ২১-৩৭ শঃ জমীর ২৩৵৯ জমা মূল্য আঃ-৫০৲

(৩২)

১৭৪৪ থাংজারী ৩২ দাবী ১৭৸৴০

ডিঃ কান্তিচন্দ্র ঘোষ সাং তাহেলা

দেঃ সত্য সেখ দিং সাং মেঝী পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় থাজুরী গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৯১ থতিয়ানে -৬৯ শঃ জমীর ২৸০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৩৩)

১৭৬২ থাংজারী ৩২ দাবী ২২৸৵৩

ডিঃ হরিদাস চট্টোপাধ্যায় সাং ধর্ম্মদহ

দেঃ গোলাম সেখ দিং সাং মুড়াগাছা পোঃ ঐ

নাকাশীপাড়া থানায় মুড়াগাছা গ্রামে ডিঃ অধীন ১০৩৬ থতিয়ানে ১-৭৮শঃ জমীর ৪৲ জমা সায় খড়ুয়া ঘর মূল্য আঃ ১৫৲

(৩৪)

১৮০৪ থাংজারী ৩২ দাবী ৭৬৴৯

ডিঃ বসন্তকুমার বন্দোপাধ্যায় সাং সড়ক

দেঃ জীতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সাং ধর্ম্মদা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় কাঁচকুলি গ্রামে ডিঃ অধীন ২০৯ থতিয়ানে ৬ ৮৪শঃ জমীর ১১৸৶৩ মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৩৫)

১৮১৮ থাংজারী ৩২ দাবী ৪৯।৬

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহরায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ বিপিনবিহারী ঘোষ সাং নিশ্চিন্তপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় নিশ্চিন্তপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১৭৩ থতিয়ানে ২-৪৮শঃ জমীর ৫৸৴০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৩৬)

১৮১৯ থাংজারী ৩২ দাবী ১৩ ৸৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ নদান বিবি সাং কালীনগর পোঃ ঐ

নাকাশীপাড়া থানায় বিক্রমপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৪৯৮ থতিয়ানে ৮-৫২শঃ জমীর ওটবন্দি জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৩৭)

১৮৫৩ থাংজারী ৩২ দাবী ১৯৮৵৬

ডিঃ ছামছদ্দিন দফাদার দিং সাং গোখুরাপোতা

দেঃ জোনাবালি সেখ দিং সাং ঐ পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় গোখুরাপোতা গ্রামে ডিঃ অধীন ৩১২ থতিয়ানে ৯-২৭শঃ জমীর ২৯৶১১ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৩৮)

১৮৬০ থাংজারী ৩২ দাবী ১৯১৫

ডিঃ আশুতোষ হালদার সাং কলিকা

দেঃ পাঁচু-সরদার সাং পুলিয়ানপুর পোঃ বাজালঝি

চাপড়া থানার ইছাপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৬ ও অধিনস্থ খতিয়ানে ৫৫নং জমীর ১১০ নিরিখে জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৩৯)

১৮৬৩ থাংজারী ৩২ দাবী ৮৩।৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ রহমান চৌধুরী দিং সাং ইছাপুর পোঃ বাজালঝি

চাপড়া থানায় ইছাপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১৮৩ খতিয়ানে ৯-২৮শঃ জমীর ১২।৶৩ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৪০)

১৮৬৪ থাংজারী ৩২ দাবী ৮৮।৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ দাশরথী সর্দ্দার দিং সাং ইছাপুর পোঃ বাজালঝি

চাপড়া থানার ইছাপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ১০৫ খতিয়ানে ১৭-১৪শঃ জমি ২৯৷৩ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(৪১)

১৯২২ থাংজারী ৩২ দাবী ১৪২॥৴০

ডিঃ ঈশান চন্দ্র কুণ্ড দিং মোঃ কাছারী মধুপুর

দেঃ ছামদালি বিশ্বাস দিং মধুপুর পোঃ বাজালঝি

চাপড়া থানার মধুপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৫৮ খতিয়ানে ১৩-৫১শঃ জমীর ৫৮॥৶৬ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! সুবর্ণ সুযোগ!!

ভক্তভক্তিরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট

শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপণপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন, তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটী অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০, ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে। ভিক্ষা ৫৲ পাঁচ টাকা মাত্র

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রবন্ধ ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত। ডবলক্রাউন উত্তম এন্টিক কাগজে ৮৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত৭ ছাপা মুক্তার ন্যায় চক্চকে। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।

(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৪ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অতিঅল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ॥০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা :—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পত্র-সাহিত্যমন্দির

১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন

বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে, ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল-অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲

একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০

গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।৴০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ,) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ', 'উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'বিষয়াসক্তি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও প্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'ধর্ম্মব্যবসায়ের প্রতিবাদ', 'শোক শাতন', 'সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ' 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এন্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চক্চকে। ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই আবদ্ধ্য-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপো-দ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাষ্ণ নন্দদায়িনী কারুণ্য-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বেদদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবাষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—ভক্ত ও বেদ্ধা ভক্ত, সর্ব্বোত্তম শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম, ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রবণে বেদ।" অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিশ্বদৃকচরিত্র শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রণতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তুভমণি খচিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৷৶০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম্ম

ফর্ম্ম সমূহ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আঁটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতী

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি থান /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩ নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ||০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জন্ম ও মৃত্যু সংখ্যার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলেকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৸০ আনা।

মিটিংএর নোটীশ বহি—১ খানা ||০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ||০ আনা

কর্ম্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ||০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অ[illegible] মহৌষধ

সকলের ব্যবহার জন্য ৬ আং শিশিতে মনোজ্ঞ অবস্থায় ছোটবোতলের সমাপ যখন ডাকে পাঠান হয়, তখনে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৪০ আনা, পাইট ৸০ আনা, বোতল ১৷০ আনা।

অফিস—১১নং টালাভাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা, দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৫	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭-৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫৭, ৯-৪৬, ১২-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-৩২, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫-৩১	৯-৫	১২-১৩	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩৩	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৭	৯-২৬	১২-৩০	১৫-৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলি শ্রীধাম সংবাদ

দৈনিক

Reg No C. 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
বর্ত্তমান সংখ্যা ৵৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার · নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড | সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি | ২৯৭তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৭ই ফাল্গুন বুধবার ১৩৩৯, ১লা মার্চ্চ ১৯৩৩

নানা কথা

রাজবন্দী বীরেন্দ্রনাথ কুশারী

বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে ধৃত রাজবন্দী শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ কুশারী বর্ত্তমানে বহরমপুর বন্দী-শালায় আছেন সম্প্রতি তিনি এক সপ্তাহের অবকাশ লইয়া টালীবাড়ী থানার নংকর গ্রামে নিজ গৃহে পীড়িত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। প্রকাশ যে তাঁহার ভ্রাতা নাকি গুরুতর পীড়ায় শয্যাগত আছেন। শ্রীযুক্ত কুশারীর সঙ্গে গোয়েন্দা বিভাগের একজন ইনসপেক্টর ও দুইজন কনেষ্টবল আসিয়াছে এবং তাহারা সর্ব্বদা তাঁহার প্রতি নজর রাখিতেছে।

তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুত জিতেন্দ্র-নাথ কুশারী আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে ২ বৎসর ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হ'ন। তিনি বর্ত্তমানে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে আছেন। আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে বীরেন্দ্র বাবুর পত্নীও সম্প্রতি ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

শান্তিদেবী হাসপাতালে অবস্থান

লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম্মদেব শাস্ত্রী গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

শ্রীমতী শান্তি দেবী 'বি' শ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দী তিনি বারাণসী জেলে আছেন। তিনি অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্র বৃন্দাবন মহাশয়ের স্ত্রী। অত্যন্ত অসুস্থ বলিয়া তাঁহাকে অল্পদিন হইল জেল হইতে কাশীনিয়া হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা

১৮ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার হইতে ২৬শে ফাল্গুন শুক্রবার পর্য্যন্ত নয়দিন নয়টি পরিক্রমা হইবে।

যাত্রিগণের প্রত্যেকের পরিক্রমার নামমাত্র ব্যয় ৫৲ পাঁচ টাকা।

২৭শে ফাল্গুন, ১১ই মার্চ্চ শনিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম মায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপের যোগপীঠে

শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব

হইবে।

রুশ আমেরিকার সহযোগিতা

রুশদেশে বন্দরসমূহে জাহাজ যাতায়াত বন্ধ হইতে পারে এইরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে জাতিসঙ্ঘের নব গঠিত পরামর্শ সমিতির প্রাথমিক সভায় গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী এবিষয় আলোচিত হইয়াছে এবং জাতিসঙ্ঘের যে সকল সদস্য মিঃ হয়মেন্সের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া-ছেন তাঁহাদেরও এসম্বন্ধে ভাবিয়া দেখিতে বলা হইয়াছে। কমিটী রুশিয়া ও আমে-রিকাকে সহযোগিতা করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছেন।

মিঃ মাৎসুকো হল্যাণ্ডে গমন করিয়া-ছেন। জাপান ও হল্যাণ্ড যাহাতে কেহ কাহাকেও আক্রমণ না করে এই প্রকার চুক্তি রচনা করাই মিঃ মাৎসুকোর তথায় গমনের উদ্দেশ্য।

লিংলানে ভীষণ সংগ্রাম

প্রকাশ লিংলান অঞ্চলে পর্ব্বত উপ-ত্যকায় যে চীনা সৈন্য সমাবিষ্ট হইয়াছে তাহাদের সহিত প্রায় ২০ হাজার জাপানী সৈন্যের তুমুল সংগ্রাম হইতেছে। সংগ্রামে বহু সৈন্য হতাহত হইয়াছে।

আরও প্রকাশ যে, কালগানস্থিত চীনা সৈন্যকে অস্ত্র বর্জ্জন করিতে আদেশ করা হইয়াছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন সরকারী সংবাদ প্রকাশিত হয় নাই।

বিচার ও শাসন বিভাগ

আমরা আবহমান কাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে, ভারতে বৃটিশ শাসনের একমাত্র কলঙ্ক শাসন এবং বিচার বিভাগের অপার্থক্য। এই দোষ দূর করিবার জন্য একাধিক বার চেষ্টা হয়। সম্প্রতিও ব্যবস্থাপক সভায় এ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে; সরকার পক্ষ বলেন যে, বিচার এবং শাসন বিভাগ পৃথক করিবার কোন কল্পনা এখন নাই।

জাতি-সঙ্ঘ ও ভারত

ব্যবস্থাপক সভায় প্রকাশ পায় যে, জাতিসঙ্ঘ চীন-জাপান সমর বন্ধ করিতে অসমর্থ এবং জাপানের রক্ত চক্ষু দর্শনে ভীত। এই ব্যাপারে সঙ্ঘ ক্লীবতার পরিচয় দিয়াছেন। টাকা খরচ করিয়া এরূপ সঙ্ঘের সদস্য হইবার মত বাবু-গিরি করিবার অবস্থা ভারতের নয়। এ অবস্থায় ভারতকে সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া আনাই যুক্তিযুক্ত। এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে সরকার পক্ষ হইতে বলা হয় যে, ভারতকে জাতিসঙ্ঘ হইতে বাহির করিবার কোন প্রস্তাব গভর্ণমেণ্ট এখনও বিবেচনা করেন নাই। কয়েকটী শক্তি জাতিসঙ্ঘের দেয় চাঁদা দেয় নাই; ভারত চাঁদা ঠিক মত দিয়া আসিতেছে। আমাদের মনে হয় যে ঐ টাকা আরও ভাল কাজে লাগান যাইত।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ.

১৫ই ফাল্গুন, বুধবার ১৩৩৯

কলিকাতায় দুই দল কংগ্রেসওয়ালা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া দুই সেট কর্পোরেশনের সদস্যপদের নির্ব্বাচনপ্রার্থী খাড়া করিয়াছেন। তাঁহাদের উৎপাতে গৃহস্থগণের শান্তি নষ্ট হইতেছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় বলিয়া বোধ হয় না। এইরূপে ঘরাও বিবাদ করিয়া যেসমস্ত নেতা শক্তি ক্ষয় করিতেছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন কথাই অতিরিক্ত করা বলিয়া বোধ হয় না। এই গৃহবিবাদের ফলে আজ বঙ্গদেশে একটীও নিখিল ভারত-নেতা নাই। এক সময় একজন মনীষী বলিয়াছিলেন, বাংলা যাহা চিন্তা করে, সারা ভারত দশবৎসর পরে তদনুসারে কার্য্য করে। আজ বোধ হয় চিন্তার সময় নয়; তাই কাজের বেলায় বাংলার খোঁজ নাই। সেনগুপ্ত ও বসু আজ কোথায়, সেবিষয়েবা চিন্তা না করিয়া তাঁহাদের অনুচরেরা সময়োপযোগী একতাবদ্ধ না হইয়া, নেতৃবর্গের মুক্তির দিকে মনোযোগ না দিয়া বৃথা বিবাদে মত্ত। ইহারই নাম স্বদেশ হিতৈষিতা! এই সমস্ত কারণে কি কংগ্রেস দেশের লোকের আস্থা হারাইতেছেন না?

দেশীয় বীমা কোম্পানী অপেক্ষা বিদেশীয় বীমা কোম্পানীর একটী বিশেষ সুবিধা এই যে, দেশীয় কোম্পানীগুলি প্রায়শঃ জীবন বীমার কার্য্যই করে; কিন্তু বিদেশীয় কোম্পানীগুলি নানা রকমের বীমা করিবার সুযোগ পায়। বর্ত্তমানে ভারতেও কোন কোন কোম্পানী অন্যান্য বিষয়ের বীমা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বীমা কোম্পানীর উন্নতি জাতীয় মিতব্যয়িতার মাপকাঠি। ভারতে বীমা কোম্পানীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং উন্নতি সব সময়ে না হউক, অধিকাংশ সময়েই জনসাধারণের চরিত্রগত উন্নতির পরিচায়ক।

অনেক সভ্যদেশে চাষী ভিন্ন অন্য শ্রমিকেরা বেকার বীমা করিতে বাধ্য হয়, এমন কি হোটেলে এবং দোকানেও ঐ ব্যাপার; কিন্তু ভারতে তাহার প্রচলন না হওয়ায় বিশেষ অসুবিধার কারণ হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বাবু নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় ভারতীয় বীমা কোম্পানী সঙ্ঘের অধিবেশনে প্রকাশ করেন যে, সারা জগতে যেমন ব্যবসায়ের দুর্দ্দশা আরম্ভ হইয়াছে, ভারতেও সেইরূপ; একমাত্র বীমার ব্যবসায়ই উন্নতিলাভ করিতেছে। ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির উন্নতির প্রধান অন্তরায় বিদেশীয় বীমা কোম্পানী গুলির প্রাদুর্ভাব। বিদেশীয় কোম্পানী প্রথমেই ভারতে বাজার দখল করিয়া বসায় দেশীয় কোম্পানীগুলিকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে: আবার দেশীয় বীমা কোম্পানীগুলি পরস্পর প্রতিযোগিতা করায় বাজার আরও খারাপ করিতেছে। এক কোম্পানীর লোক অন্য কোম্পানীকে নিন্দা করার ফলে বীমা কোম্পানীগুলি দেশের লোকের আস্থা হারাইতেছে।

বঙ্গদেশের শিল্প বিভাগের মন্ত্রী সাহেব বলেন, দেশের শিল্পোন্নতির জন্য জনসাধারণ এবং সরকার বাহাদুরের সমবেত চেষ্টা আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে সরকার বাহাদুর এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন এবং সাবান প্রভৃতি প্রস্তুত শিক্ষা দিবার জন্য বন্দোবস্ত হইয়াছে। বাজারের অবস্থা দেখিবার জন্য কর্ম্মচারিবর্গ বাগড়া প্রভৃতি স্থানে গিয়াছেন। কেবলমাত্র পণ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিলেই চলিবে না; বিক্রয়ের সুবিধা চাই। বিজ্ঞাপন প্রভৃতি দেওয়ায় বিশেষ নৈপুণ্য আবশ্যক। আমাদের দেশে এই বিষয়ে শিক্ষার অভাব, সুতরাং দ্রব্য প্রস্তুত হইলেও তাহা বিক্রয়ের অভাবে গুদামে পচিতে থাকে এবং মূল ধন পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়।

কলিকাতার বসন্ত রোগের কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। গত সপ্তাহেও ২১৩ জন মরিয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশন প্রায় সমস্ত লোককেই টিকা দিয়াছেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও রোগের প্রকোপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। সাধারণের ধারণা এই যে বসন্ত নিবার্য্য রোগ, অথচ কর্পোরেশন যথাসাধ্য প্রাথমিক ব্যবস্থা করিয়া এবং রোগের সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়াও এই সংক্রামক ব্যাধি দূর করিতে পারিতেছেন না। কেহ কেহ বলেন যে টিকার বীজ ভাল হয় নাই; আবার অনেকেই বলেন যে, অযোগ্য লোকের দ্বারা টিকা দিবার বন্দোবস্ত করায় তাহাতে ফল হইতেছে না। কারণ যাহাই হউক শীঘ্র প্রতিবিধান আবশ্যক।

বঙ্গদেশে যে চাউল উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে শতকরা ৫ ভাগ বিদেশে রপ্তানি হয়। পাটের চাষেই কৃষকগণ বেশী টাকা পায়; কিন্তু বর্ত্তমান পাটের বাজার খুব খারাপ হওয়ায় কৃষককুলের দুর্দ্দশার সীমা নাই; ইহার প্রধান কারণ এই যে, পাট চাষীরা সঙ্ঘবদ্ধ না হওয়ায়, বিদেশী ব্যাবসায়ী সঙ্ঘ সমূহ নিজেদের সুবিধামত দরে পাট কিনিবার সুযোগ পাইয়াছে। কংগ্রেস এই বিষয়ে একবার মনোযোগ দিয়াছিলেন; কিন্তু বর্ত্তমানে সমস্ত নেতাই কারারুদ্ধ হওয়ায় কৃষকগণ অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় আছে এবং ভীষণ অসুবিধার মধ্যে পড়িয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যদি পাট উৎপন্নকারীদের প্রতি শুভদৃষ্টিপাত করিয়া কংগ্রেসের আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করেন তাহা হইলে সরকার বাহাদুরের উপযুক্ত কার্য্য হয়।

কমিউনিজম বা চরম সমাজতন্ত্র বাদ ধ্বংস করিবার জন্য সারা জগদ্ব্যাপী একটা বিরাট চেষ্টা চলিতেছে; ইহার ধ্বংসের জন্য ভারত সরকার মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় ১৬৭১০৮ টাকা খরচ করিয়া চারি বৎসর মোকদ্দমা চালাইলেন। ইটালিতে ফাসিজমের উদ্ভব, জার্ম্মাণির চ্যান্সেলারের প্ররোচনায় নাজিদল কর্ত্তৃক কমিউনিষ্টদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার চলিতেছে। সম্প্রতি পাঞ্জাবে একটী সঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছে; তাহাতে ডাঃ আলম প্রমুখ বহু কংগ্রেসনেতা যোগদান বা সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য কমিউনিজম ধ্বংস করা। এত চেষ্টা সত্ত্বেও এই উদীয়মান শক্তি ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিয়াছে। 'রাজতন্ত্র এবং পার্লিয়ামেণ্ট তন্ত্র মরিয়া গিয়াছে; আমরা তাহাদের শবদেহ বহন করিতেছি; শ্মশানে ফেলিয়া দিলেই ভারমুক্ত হই,'—ইহাই মনীষী রোম্যাঁ রোলাঁর মত।

চীন ও জাপানের মধ্যে যে যুদ্ধ চলিতেছে তাহা বন্ধ করিবার জন্য জাতি-সঙ্ঘে চেষ্টা চলে। সমস্ত জাতিই জাপানের বিরুদ্ধে ভোট দেয়। তাহার ফলে জাপানের প্রতিনিধি সভাস্থল পরিত্যাগ করেন। জাপান জাতি-সঙ্ঘের সম্পর্ক ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে; শীঘ্রই শেষ মীমাংসা জানা যাইবে। শুনা যায় জাপান একবার জাতি সঙ্ঘে নিজের জেদ বজায় রাখিবার জন্য শেষ চেষ্টা করিবে। সমস্ত সভ্যজাতির মতের বিরুদ্ধে জাপান চীনের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে এবং বলিতেছে যে সে শান্তির প্রচেষ্টা করিতেছে। ইহা শান্তির প্রচেষ্টা না বলদৃপ্ত জাতির দর্পের অভিব্যক্তি? ভোট গ্রহণের সময় ৪২টী জাতি জাপানের বিপক্ষে ভোট দেয়। একমাত্র জাপান তাহার সপক্ষে ভোট দেয় এবং শ্যাম নিরপেক্ষ থাকে। শ্যামের এরূপ করিবার কারণ এই যে সম্প্রতি শ্যাম রাজ্যের সহিত জাপানের বাণিজ্য চুক্তি হইয়াছে, তাহাতে শ্যামদেশে উৎপন্ন অনেক চাউল জাপানে যাইবে এবং শ্যামবাসী অনেক লাভ করিবে।

পাঠক, ভারতশাসন-ব্যাপারে বিলাতের পার্লামেণ্ট এবং ভারতের ব্যবস্থাপক সভায় প্রকাশিত বিভিন্ন মত অবগত হইয়াছেন। এক শত বৎসর পূর্ব্বের কথা, কংগ্রেসের শৈশবের কথা এবং কংগ্রেসের বর্ত্তমান প্রৌঢ়াবস্থার তুলনা করিলে আমরা বর্ত্তমান ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা আরও সুন্দরভাবে বুঝিবার অবসর পাই। কোম্পানীর আমলে ইংরেজ শাসন দৃঢ়রূপে স্থাপিত হয় নাই; দেশীয় বা সীমান্তস্থিত কোন রাজাকর্ত্তৃক বৃটিশ সৈন্য পরাজিত হইলে সারাভারতে, বিশেষতঃ স্বাধীন রাজ্য সমূহে একটী আনন্দের তুফান ছুটিত। ব্রহ্ম এবং কাবুল যুদ্ধে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মেটকাফ সাহেবের পত্রাবলী পাঠে আমরা অবগত হই যে, সে সময় কেহ অনুমানও করে নাই যে, ইংরাজ শাসন দেশের লোক গ্রহণ করিবে। মহারাষ্ট্র এবং পিণ্ডারী যুদ্ধের পরও এদেশে বৃটিশ প্রতিপত্তির বা ভারতীয়ের ইংরাজপ্রীতির কোন চিহ্ন দেখা যায় নাই। ৩৭ বৎসর পরে যখন কংগ্রেসের বয়স মাত্র ছয় বৎসর তখন প্রায় দেড়হাজার শিক্ষিত ভদ্রলোক উহাতে যোগদান করিয়া শাসন এবং বিচার বিভাগে কিছু পরিবর্ত্তনের জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতে আরম্ভ করেন; কেহ তখন স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, অদূর ভবিষ্যতে এই কংগ্রেস বৃটিশ সাম্রাজ্যের বহির্ভূত হইয়াও স্বাধীনতা ভোগ করিবার জন্য চেষ্টিত হইবে অথবা ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এক ভাবে কার্য্য করিবেন, যাহাতে কংগ্রেসের লোপ সম্ভব হইতে পারে। বর্ত্তমানে এক দল লোক গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এবং বাকী সকলে কংগ্রেসম্যান বা জাতীয়তাবাদী, অর্থাৎ প্রকৃত প্রস্তাবে কংগ্রেসে দলাদলি বন্ধ হইয়াছে। তবে বাংলার কংগ্রেসওয়ালাদের মধ্যে ব্যক্তিগত বিবাদ চলিতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ. { ১৯ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৬, ১৭ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২৯শে ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৩, বুধবার } ১৯৯ সংখ্যা

পরিক্রমার যাত্রিসমাগম

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরকে কেন্দ্র করিয়া আগামী কল্য হইতে শ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমা আরম্ভ হইবে। তাই শ্রীধাম-মায়াপুরে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহুসংখ্যক যাত্রীর সমাবেশ হইয়াছে।

ঢাকায় সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী

[উক্ত প্রদর্শনী সম্বন্ধে 'ইষ্টবেঙ্গল টাইমস্'এর সম্পাদকীয় মন্তব্য সংশোধনার্থ-লিখিত ২৯শে মাঘ, ১৩৩৯ তারিখের সাপ্তাহিক স্বায়ত্ত-শাসনের সম্পাদকীয় মন্তব্য হইতে গৃহীত]

(১)

আত্মধর্ম্ম এক, তাহা বহু নহে সত্য এক, তাহা বহু নহে; পূর্ব্বদিক এক, তাহা বহু নহে। পূর্ব্বদিকেই সূর্য্য উদিত হয়; পশ্চিম, দক্ষিণ বা উত্তর দিকে সূর্য্যের উদয় হয় না। তদ্রূপ আত্মধর্ম্ম এক, সত্য-সূর্য্য এক, সত্য-সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বদিকও এক। মনোধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম বহু; তাহাদের পথও বহু। তাহাদের সম্বন্ধেই 'যত মত তত পথ' কথাটা খাটে। কিন্তু আত্মধর্ম্ম একমাত্র ভক্তি। ভক্তিপথ ব্যতীত মুক্ত আত্মার নিত্য-বৃত্তির কথা অন্য কোনও পথের পথিকগণও স্বীকার করেন না। এজন্যই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—পূর্ণতা বা সত্য একমাত্র ভাগবতধর্ম্মেরই একচেটিয়া সম্পত্তি, আর যতপ্রকার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-কামী, দেহ-ধর্ম্মী ও মনোধর্ম্মী সম্প্রদায় হইতে জগতে বিভিন্ন মত অনাদিকাল হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তাহাদেরই একচেটিয়া সম্পত্তি—কপটতা। ভাগবতের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে ইহা উক্ত হইয়াছে। ভাগবতের এই কথা প্রচলিত ও জনপ্রিয়-ধারণায় বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে—তথাকথিত সমন্বয়বাদের মস্তকে বজ্রাঘাত করিয়াছে। কখনই সব সমান হইতে পারে না। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা, নির্ব্বিশেষ বা শূন্যে লয় কখনই প্রেমের সহিত এক হইতে পারে না।

'প্রেম' এক অদ্বিতীয়, তাহার পথও এক অদ্বিতীয়।

তথাকথিত সমন্বয়বাদ সকলের কথায়ই "হাঁ জী, হাঁ জী" বলিয়া চোর ও সাধু সকলকে সন্তুষ্ট অর্থাৎ পরিণামে বঞ্চিত করিবার ইন্দ্রজাল জানেন বলিয়া তাঁহাদের দল পুষ্টি হইতে পারে, কিন্তু সংখ্যাধিক্যের চাপে সত্যের তৌলদণ্ড নামিয়া যায় না। তথাকথিত সমন্বয়বাদের বঞ্চনা উদারতার মুখোসে যে সঙ্কীর্ণ ও গোঁড়ামীর প্রশ্রয় দেয় অর্থাৎ অসত্য ও সত্য উভয়কেই সমান সুরেই গ্রহণ করিতে হইবে, নতুবা অসত্যের দল, কপটতার দল চটিয়া যাইবে, এই যে গোঁড়ামী পোষণ করে, তাহা হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার মানবজাতিকে ছুটী করিয়া থাকে। সেই শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা-প্রচারই সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অনুগামিগণ বা শ্রী-গৌরাঙ্গদেব অসত্যের প্রতিবাদ বা সত্য-কথা জানাইয়া দিলেই যদি প্রেমধর্ম্মের অভাব হয় এবং তাহাকে মৎসরতা বলা হয়, তাহা হইলে কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি নিরাস, শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও প্রকাশানন্দের নিকট মায়াবাদ নিরাস করায় প্রেমধর্ম্ম-প্রচারক শ্রীমন্মহাপ্রভুই সেই দোষের প্রধান দোষী হইয়া পড়েন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ ও শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের আদি হইতে অন্ত্য পর্য্যন্ত ঐসকল মত-বাদের নিরাস আছে। লোককে খোস্‌গল্প করা 'প্রেম' নহে। প্রেয়ঃকথা বলা 'প্রেম' নহে; শ্রেয়ঃকথা অবঞ্চক হইয়া আত্মীয়-জ্ঞানে জানাইয়া দেওয়াই প্রকৃত বিশ্বপ্রেম। বলিহারি যাই! বিশ্বাসঘাতক বাজারে বিশ্বপ্রেম বলিয়া চলিতেছে!

সহযোগী সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীতে পাষণ্ড-দলনবানা প্রেমপ্রচারক শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে দেখিতে পান নাই বলিয়াছেন। ইহা কি সহযোগীর দুর্ভাগ্য নহে? কিন্তু 'সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী'র ১২নং প্রকোষ্ঠে মালাকাররূপী শ্রীচৈতন্যের প্রেম-প্রদানের দৃশ্যে শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীবাস, গদাধর—সকলের শ্রীমূর্ত্তিই ছিল। দ্বিতীয়তঃ যেখানে মহাপ্রভু আছেন, সেখানে নিত্যানন্দ নাই, স্বয়ংরূপে স্বয়ং-প্রকাশ নাই, ইহা অনুমান করাও কি আমাদের অমার্জ্জনীয় অজ্ঞতা নহে? শ্রীরূপশিক্ষাতে যে কারণার্ণবশায়ী, গর্ভো-দশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর শ্রীমূর্ত্তির প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাদের মূল পুরুষরূপে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পাদপদ্ম।

সহযোগী আচার্য্যগণের চিত্রপটের সঙ্গে সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মূর্ত্তি দেওয়া হয় নাই কেন, ইহা যেন মৎসরতাবশতঃই বলিয়াছেন। আচার্য্যগণের সহিত বিষ্ণু-কোটীর শ্রীমূর্ত্তি প্রদর্শিত হয় না। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আচার্য্য-মাত্র বলা যায় না। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আচার্য্যগণের মূলপুরুষ; তাঁহা হইতেই আচার্য্যগণ প্রকাশিত।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কর্ত্তৃক জগাই মাধাইর উদ্ধারের যে বিচার বিকৃতভাবে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে, তাহাকে নামাপ-রাধ বলে। নামবলে অধিকতর পাপ-প্রবৃত্তি ও ভগবানের ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি অহৈতুকী কৃপা এক নহে। জগাই মাধাইর একমাত্র বৈষ্ণবাপরাধ ছিলনা বলিয়াই নিত্যানন্দপ্রভু তাহাদিগকে উদ্ধার করিলেন। ইহাই শ্রীচৈতন্যভাগবত তারস্বরে বলিয়া-ছেন। কিন্তু বর্ত্তমানের প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায় প্রকৃত বৈষ্ণবের চরণে অপরাধী; তাহারা প্রকৃত সাধুকে অসাধু আর অসাধু, কপট, ভণ্ডকে সাধু বলিয়া গ্রহণকারী।

ছোট হরিদাসে কপটতার আদর্শ রহিয়াছে। কিন্তু জগাইর মাধাইর অসংখ্য পাপসত্ত্বেও, কালাকৃষ্ণদাসের ভট্টথারী স্ত্রীলোকের কবলে পতন সত্ত্বেও কোনও প্রকার কপটতা নাই। এজন্য মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা হইতে জগাই মাধাই ও কালাকৃষ্ণদাস বঞ্চিত হন নাই।

[স্বায়ত্ত শাসনের উপরিউক্ত প্রবন্ধটা East Bengal Times' সম্পাদকের চক্ষু প্রস্ফুটিত করিবে কি? নঃ সঃ]

সেই সে পরম বন্ধু সেই পিতামাতা। শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৯ গোবিন্দ, ভূত অনিরুদ্ধ

শিব-চতুর্দ্দশী ব্রত

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার শিব-চতুর্দ্দশী তিথিতে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠের 'অবিদ্যাহরণ' নাট্যমন্দিরে গৌড়ীয় ৩ম বর্ষ ২৯শ সংখ্যা হইতে 'শিব-রাত্রি-ব্রত' নামক মৌলিক প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া শিব-তত্ত্ব, শিবের সহিত বিষ্ণুর সম্বন্ধ, শিব-চতুর্দ্দশী-ব্রত বৈষ্ণবের কৃত্য কি না, শিবের প্রতি বৈষ্ণবগণের ব্যবহার প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের (৫।১৭।১৬) 'ভবানীনাথৈঃ স্ত্রীগণার্ব্বুদসহস্রৈঃ' শ্লোক-পাঠে জানিতে পারি, ভবানীপতি শিব সহস্র সহস্র অর্ব্বুদ-স্ত্রীসহ বৈকুণ্ঠের চতুর্ব্যূহের শ্রীসঙ্কর্ষণকে পূজা করেন। ঐ শ্লোকের অনুবাদেই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিতেছেন—

"পার্ব্বতী প্রভৃতি নবার্ব্বুদ নারী লঞা।
সঙ্কর্ষণ পূজে শিব উপাসক হঞা॥"

সুতরাং দেখা যাইতেছে, শিব বৈষ্ণব-প্রবর—"বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ"।

শিব ও বিষ্ণুর সহিত পরস্পর সম্বন্ধ বিচারে মুক্তকুল-শিরোমণি শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন (ভাঃ ১০।৮৮।৩-৫)—

"হে রাজন্, শঙ্কর নিরন্তর শক্তি অর্থাৎ মায়ার সহিত সম্বন্ধযুক্ত এবং গুণত্রয়কর্ত্তৃক সম্যগ্ রূপে বৃত হইয়া ত্রিগুণময়রূপে অবস্থিত। তিনি সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস—এই ত্রিবিধ অহঙ্কাররূপে অবস্থিত। সেই অহঙ্কার হইতে মনঃ, দশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ-ভূত—এই ষোড়শ সংখ্যক বিকার-পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। এই বিকার সমূহের মধ্যে উপস্থিত ঐহিক বা মানস সুখের উদ্দেশ্যে শিবের আরাধনা করিয়া প্রার্থনানুরূপ সর্ব্বপ্রকার বিভূতি লাভ করা যায়। পরন্তু শ্রীহরি সর্ব্বদর্শী, প্রকৃতির অতীত, সাক্ষী ও সাক্ষাদ্ গুণাতীত।"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ঐ সমস্ত সিদ্ধান্ত বিচার অবলম্বনে লিখিতেছেন,—

"নিজাংশকলায় কৃষ্ণ তমোগুণ অঙ্গীকারে
সংহারার্থে মায়া-সঙ্গে রুদ্ররূপ ধরে॥
মায়াসঙ্গ-বিকারে রুদ্র—ভিন্নাভিন্ন রূপ।
জীবতত্ত্ব নয়, নহে কৃষ্ণের স্বরূপ॥
দুগ্ধ যেন অম্লযোগে দধিরূপ ধরে।
দুগ্ধান্তর বস্তু নহে, দুগ্ধ হৈতে নারে॥

শিব মায়াশক্তিসঙ্গী, তমোগুণাবেশ।
মায়াতীত গুণাতীত 'বিষ্ণু'—পরমেশ॥"

মনোহারি গঙ্গা-বারি মুরারির শ্রীচরণ হইতে নিঃসৃত হইয়া জগদ্বাসীকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার সময় শ্রীশিবের মস্তক প্লাবিত করিয়া আসিয়াছেন। তাহাতেই শিব শিব-স্বরূপ হইয়াছেন। তাই শ্রীমদ্ভাগবত (১।১৮।২১) বলিতেছেন,—যাঁহার পদনখ-নিঃসৃত সলিল ব্রহ্মাকর্ত্তৃক অর্ঘ্যরূপে প্রদত্ত হইয়া শিবের সহিত সমগ্র জগৎকে পবিত্র করিতেছেন, ইহজগতে সেই মুকুন্দ ভিন্ন আর কে ভগবৎ-শব্দ বাচ্য হইতে পারেন?

দশটী নামাপরাধের মধ্যে একটীতে দেখিতে পাই—"শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণ-নামাদিসকলং ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ" অর্থাৎ যিনি শিবের গুণ, নাম ও স্বরূপকে শ্রীবিষ্ণুর গুণ, নাম ও স্বরূপ হইতে স্বতন্ত্র দর্শন করেন, তিনি নামাপরাধী। 'ধিয়াভিন্নং' স্থলে 'ধিয়া+অভিন্নং' পাঠ না করিয়া যদি 'ধিয়া ভিন্নং' এই পাঠ করা যায়, তাহা হইলে উহার অর্থ এইরূপ হইবে—যিনি শিবের গুণনামাদি শ্রীবিষ্ণুর গুণনামাদি হইতে ভিন্ন মনে করেন অর্থাৎ শ্রীশিবকে শ্রীবিষ্ণু হইতে একটী স্বতন্ত্র ঈশ্বর কল্পনা করেন, তিনি অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীনামের চরণে অপরাধ সঞ্চয় করেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ শিব, সদাশিব ও স্বয়ং ভগবানের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে শ্রীভাগবতামৃত কণার ৫ম অনুচ্ছেদে লিখিতেছেন—সদাশিবঃ স্বয়ং রূপাঙ্গবিশেষ-স্বরূপো নির্গুণঃ সঃ শিবস্যাংশী। অতএবাস্য ব্রহ্মাদিভ্যঃ পাদিকত্বং বিষ্ণুনা সাম্যঞ্চ জ্ঞাতব্যম্ গুণাবতারস্য মাধ্য।

—যিনি বৈকুণ্ঠে যে সদাশিবরূপে বিরাজিত, তিনি গুণাবতার শিব নহেন; তিনি নির্গুণ এবং স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই অঙ্গবিশেষ। এই সদাশিব গুণাবতার শিবের অংশী, অতএব ব্রহ্মা হইতে শ্রেষ্ঠ এবং বিষ্ণুর সহিত সমান। আর সগুণ বলিয়া তাঁহা হইতে ইহার ভেদ স্বীকার করিতে হইবে। গুণাবতার শিবের অংশী এই বিষ্ণুতত্ত্ব সদাশিবই বৃন্দাবনের অধীশ্বর গোপেশ্বর-শিব। তিনি শুদ্ধবৈষ্ণবগণেরও নিত্য পূজিত।

সদাশিব সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে শ্রীপাদ লোচনদাস লিখিয়াছেন—

মহেশ্বর প্রভু সব বৈষ্ণবের রাজা।
যেই ভাবে যেই জন করে তাঁ'র পূজা॥
তাঁহার হস্তে শিব করেন ভোজন।
সে প্রসাদ পাইলে হয় বন্ধ-বিমোচন॥

বিষ্ণুর প্রসাদ-লাভেই শ্রীশিবের আনন্দ বলিয়া পুরী, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি স্থানে বিষ্ণু-প্রসাদদ্বারা শ্রীশিবের পূজা হইয়া থাকে। সেই মহা-মহাপ্রসাদ বৈষ্ণবগণ আনন্দে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

শিবপূজা-সম্বন্ধে শ্রীল জীবগোস্বামি-পাদের ভক্তিসন্দর্ভে দেখিতে পাওয়া যায়—(১) শুদ্ধবৈষ্ণবগণেই শিব সর্ব্বজনমান্য, (২) শাস্ত্রানুষ্ঠানেও ভগবান্ বিষ্ণুই পূজ্য, (৩) স্বতন্ত্র ঈশ্বর জ্ঞানে শিবপূজায় পাষণ্ডত্ব বা ভুক্তিলাভ অনিবার্য্য, (৪) বৈষ্ণবপ্রবর শিবের অবজ্ঞায় মহাদোষ।

একান্তিক বিষ্ণু-ভক্তগণ বিষ্ণু ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে অন্য কোন দেবতার উপাসনা করেন না, আবার তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনও করেন না। তাঁহারা বিষ্ণুকেই একমাত্র পরমেশ্বর জানিয়া শিবাদি দেবতাকে বিষ্ণুদাস-জ্ঞানে যথাযথ সম্মান দিয়া থাকেন। শিবচতুর্দ্দশীব্রত ঐকান্তিক বৈষ্ণবগণের কৃত্য না হইলেও কনিষ্ঠাধিকারী অভক্ত ব্যক্তি পাছে বৈষ্ণবপ্রবর শিবের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া নামাপরাধ সঞ্চয় করেন, তজ্জন্য শ্রীহরিভক্তিবিলাস সদাচার-প্রসঙ্গে শিবরাত্রিব্রতের বিধান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীবিষ্ণু ও শিবের যথার্থ তত্ত্ব অবগত না হইয়া যাহারা স্বতন্ত্র ঈশ্বর-জ্ঞানে শিবের পূজা বা শিব-ব্রতাদির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—"ভবব্রতধরা যে চ যে চ তান্ সমনুব্রতাঃ। পাষণ্ডিনস্তে ভবন্তু সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থিনঃ॥"

আজ আমরা এজন্যই শ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমার অধিবাস-বাসরে শ্রীধাম-রক্ষক সদাশিব গোপেশ্বরের শ্রীচরণে চিন্ময়-ধাম-দর্শনের অধিকার প্রদানের নিমিত্ত প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি। আর প্রার্থনা জানাইতেছি—

বৃন্দাবনাবনিপতে জয় সোম-সোম-মৌলে
সনন্দন সনাতন-নারদেড্য।
গোপেশ্বর ব্রজবিলাসি-যুগাঙ্ঘ্রি-পদ্মে প্রীতিং
প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে॥

—হে বৃন্দাবনাবনিপতে! হে উমা-পতি চন্দ্রশেখর! হে সনন্দন-সনাতন-নারদপূজ্য! হে গোপেশ্বর! ব্রজবিলাসী শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্মে আমাকে নিরুপাধিক প্রেম প্রদান করুন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলার নানা স্থানে শ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত ও প্রচারিত বিমল বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা প্রচার করিতে করিতে গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী খুলনানিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইয়া বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে হরিকথা উপদেশ করেন। স্বামিজী মহারাজের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বিচার-প্রণালী শ্রবণপূর্ব্বক শ্রোতৃমণ্ডলী স্বামিজী মহারাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

স্বামিজী গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী ৩রা ফাল্গুন বুধবার শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে খুলনা কালীবাড়ী রোড্ নিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন দাসাধিকারী মহাশয়ের ভবনে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তনাদি করেন, শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যমূর্ত্তি পুষ্পমালিকা দ্বারা সজ্জিত করিয়া শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টক, শ্রীশ্রীগুরুপরম্পরা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করা হয়। তৎপর স্বামিজী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া তাঁহার প্রকটতিথি, তাঁহার অলৌকিক চরিত্র, তাঁহার আত্মসত্ত্যতা ও তাঁহার অমানুষিক-দয়ার কথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীমৎ স্বামিজী মহারাজ বলেন যে,—অদ্য শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-তিথি। গুরুদেব কৃষ্ণেরই প্রকাশ-বিগ্রহ সুতরাং তাঁহার প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় জন্ম মৃত্যু নাই। বদ্ধজীবকে কৃপা করিবার জন্য স্বয়ং কৃষ্ণই গুরু বা আচার্য্যরূপে আমাদের নিকট আসিয়া প্রকটিত হন। লঘু বস্তু গুরু হইতে পারে না। গুরু নিত্যকালই গুরু। শ্রীগুরুদেব সাধন-সিদ্ধ ব্যক্তি নহেন; তিনি স্বয়ং কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণ-পার্ষদ। আমরা কৃষ্ণবিমুখ জীবগণ আমাদের নিত্য প্রভু কৃষ্ণপাদপদ্ম বিস্মৃত হইয়া মায়ার প্রভুত্ব করিয়া ইহ সংসারে ত্রিতাপ যন্ত্রণা ভোগ করি। অহৈতুকী কৃপাময় শ্রীগুরুপাদপদ্ম ইহ জগতে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগের অজ্ঞানতা দূর করিয়া আমাদিগকে দিব্য জ্ঞান দান করতঃ ত্রিতাপ হইতে মুক্ত করেন এবং আমরা যাহাতে নিত্যকাল গোলোক বৃন্দাবনে থাকিয়া কৃষ্ণ-সেবা লাভ করিতে পারি তজ্জন্য তিনি আমাদিগের হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তি লতিকার বীজ রোপণ করেন।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। কৃষ্ণ গুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

শুদ্ধ ভক্তি গ্রন্থ মালা — নদীয়া প্রকাশ

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। মুক্তমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা /১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৬ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি /০
৩০। গীতাবলী /০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ /০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৶০
৩৫। অর্থপঞ্চক /০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৩৮। অর্চ্চনকণ /১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।/০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? /০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০
৫৮। সারাংশবর্ণনম ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোশন
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যন্ত্রস্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৭২। গীতাবলী /০
৭৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি /০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (নদীয়া)

প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধিপাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৭। ভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া
৯। দ্বাদশগোপাল পাট কাঠালপুলি, চাকদহ
১০। শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ চাঁপাহাটী, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম আমলাযোড়া, রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, মাজু, হাওড়া
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ বালিয়াটী, ঢাকা।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চকজলা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ [illegible], পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ [illegible], মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী।
২৯। শ্রীরূপ-গৌড়ীয় মঠ প্রয়াগ, এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, বৃন্দাবন।
৩১। গৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ নৈমিষারণ্য।
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব।

নিম্নলিখিত প্রচারকগণের নিকটও পাওয়া যায়—

	নাম	বর্ত্তমান প্রচারক্ষেত্র
১।	শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম-মায়াপুর
২।	শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	মেদিনীপুর
৩।	শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীধাম-মায়াপুর
৪।	শ্রীভক্তিহৃদয় বন	ঢাকা
৫।	শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	ঢাকা
৬।	শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	দিল্লী
৭।	শ্রীভক্তিকেবল সাগর	মেদিনীপুর
৮	শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	ঢাকা
৯	শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ঢাকা
১০।	শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
১১।	শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১২।	শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
১৩।	শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	পুরী

অপূর্ব্ব ব্যবস্থা! স্বর্ণ সুযোগ!!

ভক্তিরসরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট
শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভুর বিরচিত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

যাঁহারা চিত্ত-দর্পণের আবিলতা দূরীভূত করিয়া ভব-দাবাগ্নি নির্ব্বাপনপূর্ব্বক শ্রেয়ঃ-কুমুদ জ্যোৎস্নায় স্নাত ও আনন্দাম্বুধির ক্রম-বর্দ্ধমান তরঙ্গমালায় ভাসমান হইতে চান, তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করুন. তাহা হইলে সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। দরিদ্রব্যক্তিও যাহাতে এই অমূল্য গ্রন্থরত্ন লাভে সমর্থ হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পায় অধ্যায়-সূচী ও শ্লোক-সূচী-সম্বলিত ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মাকারে ইহার একটি অতি সুলভ সংস্করণ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৶ ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। বাঙ্গলা গভর্ণমেন্টের কমার শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ রায়চৌধুরী এম. এ, প্রাক্তন সাহেব, বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং ৪৭খানি বিবিধ বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। ডিমাই (ইং) বয়েল সাইজ মূল্য ১৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিখ্যাত দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য প্রভৃতি সহিত আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের জীবনীর সহিত শব্দসূচী, পয়ার-সূচী, বিষয়সূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী সত্বর প্রকাশিত হইতেছে। ভিক্ষা ৫৲ পাঁচ টাকা মাত্র

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' প্রতি স্থত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণসম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত বড় অক্ষরে মুদ্রাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ভিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ১০৲ টাকা স্থলে মাত্র ৫৲

ইংরাজী ভাষায় অভিনব গ্রন্থ

রায় রামানন্দ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ-প্রণীত। অতি প্রাঞ্জল ইংরেজীতে ভাগবতবর শ্রীপাদ রামানন্দ রায় ও ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ রামানন্দ রায়-প্রদত্ত ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরসমূহের বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সম্বলিত ডবলক্রাউন উত্তম এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা মুক্তার ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৷৷০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।
(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ।
(৪) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ, পোঃ কব্বূর, জেলা গোদাবরী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

এত দিন পর্য্যন্ত ভক্তগণ যে অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছিলেন ভক্তগণের সেই অভাব পরিপূরণকল্পে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদৃশ্য চিত্রপট ১৯ রঙে, ২৫ ইঞ্চি × ২০ ইঞ্চি সাইজে বহুকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট কাগজে 'ফটো অফ্‌সেট প্রসেসে' ছাপান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সংগ্রহের সুবিধার জন্য অল্প ভিক্ষায় অল্প সংখ্যা ছাপা হইয়াছে। সত্বর সংগ্রহ করুন।

ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা

প্রেরণ ব্যয় ৷৷০ পৃথক্ দেয়

ঠিকানা:—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় পরমার্থিতামন্দির
১৪নং ঠাকুরদাস পালিত লেন
বহুবাজার কলিকাতা

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ৮ ফর্ম্মা আকারে ৪৭শ খণ্ডে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমাপ্ত। ভিক্ষা বিশ টাকা

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—মূল অন্বয়-অনুবাদ-মাধ্ব-চক্রবর্ত্তিটীকা-তথ্য-বিবৃতি সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১২৲।

প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ভিক্ষা ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ গ্রাহক পক্ষে ।/০

পারমার্থিক জগতে অভিনব মহাদান

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

কৃপাম্বুধিবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অনুগণের নিকট যে-সকল পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ পত্রাবলী প্রেরণ করিয়াছেন (সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ) তাহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। এই পত্রাবলীখণ্ড পাঠ করিলে পাঠক 'অনর্থ নিবৃত্তির উপায়', 'চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার', 'নাম-ভজনকারী ও অচর্চকের প্রতি উপদেশ', 'উজ্জ্বলরসের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহবিচার', 'থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সহজিয়া মত', 'বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধকৃত্যের স্বরূপ', 'সাধক-জীবনের কর্ত্তব্য', 'প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত', 'উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত', 'দশনামসাধের প্রতিবাদ', 'শোক-শাতন', 'সাম্প্রদায়িক কথা ও শ্রীচৈতন্যমঠ' 'সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়', 'গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা বৈশিষ্ট্য', 'অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন', 'সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি?' 'দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য', 'জড়াসক্ত হরিভজনের প্রতিকূল'—প্রভৃতি ত্রিংশ অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। উত্তম এণ্টিক ডবল ক্রাউন কাগজে ১৬ পেজি ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত। ছাপা দর্পণের ন্যায় চকচকে। ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অনন্য নিজস্বিনী তত্ত্বসুধাময়ী-বোধিনী কলকণ্ঠ আনন্দদায়িনী মধুর বাণীর মূর্ত্ত বিগ্রহ—

১। **প্রথম খণ্ড**—বেদাধ্যয়ন, শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীনারদভক্তি, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শিক্ষা ও দীক্ষা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যত্ব, শ্রীধর স্বামিপাদ মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা, শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র।

৪। **চতুর্থ খণ্ড**—"অধোক্ষজতত্ত্ব প্রবেশে বেদ", অকৃত্রিম আচার ও আচার্য্য, দীক্ষা ও বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীব্যাসপূজায় প্রভুপাদের 'প্রতি-নিবেদন', বহির্ম্মুখতা ও কপটতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার তাৎপর্য্য এই সপ্ত কৌস্তভমণি গ্রথিত সিদ্ধান্তহার, ভিক্ষা মাত্র ৷৶০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৪ খণ্ড একত্রে ২৷৷০ টাকা মাত্র

৫। **পঞ্চম খণ্ড**—শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম্ম

ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেন্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতী

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খান' /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩ নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ॥০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টরী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বন্দোবস্তের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী, প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৵০ আনা।

মিটিংএর নোটীশ বহি—১ খানা ॥০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি প্রতি শত ॥০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

কবিরাজ শশিভূষণ কাবকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অ[illegible] মহৌষধ

[illegible] বৎসরের পুরাতন জ্বর ও [illegible] শিশিতে [illegible] অবস্থায় [illegible] যখন ডাকে পাঠান হয়, তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !

জে, বি, দত্তের চৌকা শিশি বাদাম তৈল আদি ও অকৃত্রিম এবং উপকারীতায় সর্ব্বজনপরিচিত ও বহু প্রশংসিত।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, বাদাম তৈল খরিদ করিবার সময় শিশির গায়ে ইংরাজী J. B. Datta & Co. নাম খোদা দেখিয়া খরিদ করিবেন। নতুবা জুয়াচোরগণ কম দরের কৃত্রিম তৈল দিয়া প্রতারণা করিবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩০	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৩৯	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৭-৫৫	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-৮	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৪৭ এবং ২৩-৮ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশন ট্রেণে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৮, ১৬ ৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ—	৫-৩১	৯-৫	১২-১০	১৫-২২	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪০	৯-১৫	১২-২১	১৫-৩১	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৭	৯-২৩	১২-৩০	১৫-৪২	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৪১	১২-৪৯	১৬-১	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১১	৯-৫২	১৩-০	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

চীনাদের পিপিয়াও পরিত্যাগ

২৪শে ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রসঙ্ঘের বৈঠকে ঊনবিংশ সদস্যদের কমিটীর রিপোর্ট ৪২—১ ভোটে গৃহীত হয়। জাপ প্রতিনিধি দলের নেতা ব্যারণ মাৎসুওকা অতঃপর বলেন যে জাপান আর রাষ্ট্রসঙ্ঘের কার্যে সহযোগিতা করিতে পারে না। তখন সমগ্র জাপ প্রতিনিধিদল সভা হইতে বাহির হইয়া যান।

চীনা প্রতিনিধির বক্তৃতা

বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের পরিষদে ঊনবিংশ সদস্যের কমিটীর রিপোর্ট গৃহীত হয়। একমাত্র জাপানই বিরুদ্ধতা করিয়াছিল। শ্যাম ভোট দানে বিরত ছিল। পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইলে চীনা প্রতিনিধি মিঃ ইয়েন সর্বপ্রথমে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, রিপোর্টে যে সব বিষয় অভিব্যক্ত হইয়াছে, সেগুলি অতি ভীষণ, রিপোর্টে জাপানের সমর-মনোবৃত্তির নিন্দা যে ভাবে করা হইয়াছে, তাহা ঠিকই হইয়াছে। জাপান আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টাকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়াছে এবং জগতের অন্যান্য শক্তিবর্গের সহিত সম্বন্ধ না রাখিয়া সে একাই নিজের মতলবমত কাজ করিবার জন্য গোঁ ধরিয়া চলিয়াছে। ঊনবিংশ সদস্য লইয়া গঠিত এই কমিটীর কার্য্যে বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘ পুনরায় বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার কেন্দ্র শক্তিরূপে দণ্ডায়মান হইয়াছেন।

ভোট গৃহীত হইবার পরে ব্যারন মাৎসুওকার নেতৃত্বে জাপ প্রতিনিধিগণ পরিষদ হইতে বাহির হইয়া আসেন।

পোষ্টকার্ডে ৩৭৫ লাইন
১০৩৪৫ শব্দ

সাপ্তাহিক স্বায়ত্ত শাসন লিখিতেছেন "২৯ বি, সেণ্ট জেমস লেনের শ্রীযুক্ত অনলকুমার বানার্জ্জী একখানা কার্ডে ইংরেজীতে ৩৭৫ লাইন ও ১০৩৪৫ শব্দ লিখিয়াছেন। অপর পৃষ্ঠাতে বাংলায় ২৩০ লাইন লেখা হইয়াছে। তাঁহার এই লেখা-কৌশল প্রশংসনীয়।"

[এই প্রকার অধ্যবসায়ে দৃষ্টি শক্তির হ্রাস হওয়ার সম্ভাবনা বলিয়া আমরা শ্রীযুক্ত অনলকুমার বানার্জ্জি মহাশয়কে একটু সাবধান হইতে বলি। নঃ সঃ]

বেতন সমস্যা

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী সহকারী ভারত সচিব মিঃ বাটলার ভারতস্থ বিলাতী আমলাদের বেতন সম্পর্কিত একটী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবের মর্ম এই যে উক্ত আমলাদের বেতন শতকরা দশ টাকার স্থলে পাঁচ টাকা কমান হউক। প্রস্তাবটী উত্থাপন করিয়া মিঃ বাটলার বলেন যে, এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে পুনরায় পার্লিয়ামেণ্টের শরণ লইতে হইয়েছে বলিয়া তিনি বড়ই দুঃখিত। গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা ছিল যে, যত শীঘ্র সম্ভব বেতন কাটা বন্ধ করা হইবে। কিন্তু অতীব দুঃখের কথা এই যে বর্ত্তমানে উহা সম্ভব নহে।

মন্ত্রীদের বেতন হ্রাসের প্রস্তাব

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী ব্যবস্থাপক সভায় মন্ত্রীদের ভাগ্যে কি হয় দেখিবার জন্য উৎসুক দর্শক সমাবেশে গ্যালারী পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। পিপ্‌লস্ পার্টির জনৈক সদস্য আর্থিক অসঙ্গতির যুক্তি দেখাইয়া মন্ত্রীদের বেতন শতকরা ৫০ টাকা হ্রাস করিবার জন্য একটি ছাটনীর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি ৫৬—৪৩ ভোটে অগ্রাহ্য হয় ডাঃ বামার দলের দুইজন সদস্য ব্যতীত অপর সকলে সরকার পক্ষে ভোট দেন, কেননা উহারা আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে বিচ্ছেদবাদী পিপ্‌লস্ পার্টি শক্তিশালী হইয়া পড়িবে। বামার দলের মতিগতি দেখিয়া মনে হয় তাহারা অরণ্য সচিবের উপর আনীত অনাস্থা প্রস্তাবেও সরকার পক্ষেই ভোট দিবেন। কাজেই ঐ প্রস্তাবের সম্বন্ধেও বিশেষ কোন আশার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

পিপ্‌লস্ পার্টির জনৈক সদস্য প্রস্তাব করেন যে, দেশের আর্থিক অবস্থা যেরূপ শোচনীয় তাহাতে দেশ মন্ত্রীদিগকে ২৫০০ টাকার বেশী বেতন দিতে পারে না, মিঃ ডি, ভেলেরার বেতনের পরিমাণের সহিত তুলনা করিয়া তিনি বলেন যে, এদেশের মন্ত্রীদের বেতন অসম্ভবরূপ বেশী।

মিঃ হউ টিং চোইং প্রস্তাবটী সমর্থন করিয়া মন্ত্রীগণকে দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া অল্প বেতন লইতে রাজী হইয়া অপরকেও অল্প বেতন লইতে প্রবুদ্ধ করিতে অনুরোধ করেন, এবং বলেন যে, মন্ত্রীরা যদি কম বেতন লইতে না রাজী হন, তাহা হইলে লোকে তাঁহাদের দেশপ্রেমে সন্দেহ পরবশ হইবে।

৫৩ ভোটের জোরে অগ্রাহ্য

৫৩টী ভোটের জোরে মন্ত্রীদের বেতন হ্রাসের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়া যাইবার পর অরণ্য সচিবের উপর আনীত অনাস্থার প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হয় এবং আলোচনা শেষ না হইতেই সভা স্থগিত রাখা হয়।

বালিকার হার চুরি

শঙ্কর চালান্দা তাহার ৮ বৎসর বয়স্কা কন্যাসহ গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিবার সময় শঙ্কর কাহার অকস্মাৎ পশ্চাৎ দিক হইতে আসিয়া মেয়েটীর গলার হারছড়া ছিনাইয়া লয়। মেয়েটী চীৎকার করিয়া উঠিলে তাঁহার পিতার ও রাস্তার অপর সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং সকলে তাড়া করিয়া আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলে। বিচারে আসামীর ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

ডাক্তার মঙ্গলসিংহের মুক্তির দাবী

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ মঙ্গল সিং স্থানীয় জেলে এপেণ্ডিসাইটিস রোগে গুরুতর পীড়িত—পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য অবিলম্বে তাঁহাকে মুক্তি দিবার অনুরোধ জানাইয়া সংযুক্ত প্রদেশের স্বরাষ্ট্র সচিবের নিকট তার করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

বাজেটের কথা

বজেটে চিরন্তনী প্রথার অনুসরণ ও অনুকরণ চলিয়াছে। টাকা নাই; যাহা আছে, তাহা পুলিশ সৈন্য প্রভৃতি বিভাগে খরচ হইয়া যাইবে। জাতিকে সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য, জাতীয় উন্নততর জন্য যে সমস্ত কার্য্য করা আবশ্যক তাহার জন্য টাকা খরচ করিতে সরকার বাহাদুর অসমর্থ—এই সনাতন কাঁদুনী কর্ত্তৃপক্ষের সম্বল। বাঙ্গালাদেশে প্রায় দুই কোটি টাকা ঘাটতি পড়িবে। বোম্বাই প্রদেশের বজেট বিলকে প্রকাশ পায় যে, স্থানবিশেষে গবর্ণমেণ্ট মদ্যের প্রচলনে উৎসাহ দিয়া দেশবাসীর শারীরিক এবং নৈতিক অবনতির পথ নির্দ্দিষ্ট করিতেছেন। ইহা সত্য হইলে বাস্তবিকই লজ্জার বিষয় হইবে। সভার অন্যতম সদস্য স্পষ্টই বলেন যে, বাজেট প্রস্তুত করিবার কালে সরকারি কর্ম্মচারিগণ নিজ নিজ বুদ্ধির দুর্ভিক্ষের কথাই প্রকাশ করিয়াছেন।

আহত মেয়রের অবস্থা
সঙ্কটজনক

চিকাগোর মেয়র স্যার ম্যাকের অবস্থা হঠাৎ খারাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এজন্য সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার শরীরের উত্তাপ ১০১ ডিগ্রি এবং নাড়ীর গতি ১০৮।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নদীপুরের রাজা জিজ্ঞাসা করেন, কোন্ হিসাব অনুন্নত জাতি ঠিক করা হইল। হোম মেম্বর ইহার সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নাই। লোথিয়ান কমিটি অস্পৃশ্যতা অনুন্নত শ্রেণীর বিশেষ চিহ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু সরকার বাহাদুর যে তালিকা বাহির করিয়াছেন, তাহাতে ঐ নির্দ্দেশের সম্মান রক্ষিত হয় নাই। বঙ্গদেশের অনেক স্থলেই তথাকথিত অনুন্নত শ্রেণীর লোক সভা করিয়া তাঁহাদিগকে ঐ তালিকা হইতে বাদ দিবার অনুরোধ করিতেছেন। আবার, অনেক "জল চল" জাতি আপনাদিগকে অনুন্নত শ্রেণীভুক্ত দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইতেছেন। গবর্ণমেণ্ট হিন্দুজাতিকে এরূপ ভাবে বিভাগ করিয়া কি লীলা আবিষ্কার করেন, তাহা এখন ভবিষ্যতের গর্ভে। কিন্তু ইহাতে সুফল প্রত্যাশা করা যায় কিনা সে সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ।

অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ খদ্দর পরিধান করিবে বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন। নিখিল ভারত মেডিকেল কাউন্সিলে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে কোন প্রতিনিধি গৃহীত না হওয়ায় বিশেষ ক্ষোভের কারণ হইয়াছে। ভারতীয় সৈন্যবিভাগে এখন হইতে কোন লোক গ্রহণ না করায় ছাত্রগণের মন তিক্ত ভাবাপন্ন। ঐ অঞ্চলের লোক দাবী করে যে, তাহারা সামরিক জাতীয় এবং ঐ দেশের সিপাহীর বাহুবলেই ইংরাজের পলাশী জয়। এই সমস্ত অবিচারের তীব্রপ্রতিবাদ এবং রাজবন্দীদিগকে মুক্ত দিবার জন্য তাহারা গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতেছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই ছাত্র-আন্দোলন যেন কতকটা অগ্রাহ্য করেন। তবে নিখিল বঙ্গছাত্র সঙ্ঘের প্রতি গবর্ণমেণ্টের কিছু নেক নজর দেখা যায়।

ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করেন যে, ভারতীয় কাপড়ের রক্ষণ ব্যবস্থা আরও কিছু কাল কার্য্যকরী রাখিবার জন্য আইনের কার্য্যকাল বৃদ্ধি করা হইবে। আমরা এবিষয়ে অনেক আলোচনা করিয়াছি এবং আবার বলিতেছি যে বিদেশী কাপড়ের উপর শুল্ক খুব বেশী করা আবশ্যক।

নদীয়া-প্রকাশের সূচী

সপ্তমবর্ষ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ—সপ্তম বর্ষ সূচীপত্র